পোঃ- [illegible]
জেঃ [illegible] [illegible]

[illegible] 1534

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর— ১৩ই ভাদ্র ১৩১৭ ২৯শে আগষ্ট, ১৯১০ বৃহস্পতিবার ১৪২তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——:o:——

জাপানের প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সতর্কবাণী

এশিয়ায় নববিধান প্রবর্ত্তনের কার্য্যে জাপান আমেরিকার নিকট হইতে বাধা পাইবে, এইরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

পূর্ব্ব এশিয়ায় নব-বিধান-প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত নীতি যদি জাপানীরা এখনও আঁকড়াইয়া থাকিয়া চলে, তবে সেজন্য তাহাদিগকে জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে বলিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে, এই মর্ম্মে হংকং হইতে এক সংবাদ আসিয়াছে। ওয়াশিংটনস্থ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কর্ম্মচারিগণ এই সংবাদ সম্পর্কে কোন মতামত প্রদান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

'নিউইয়র্ক টাইমসে'র ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আটলাণ্টিক মহাসাগরের ঘাঁটিগুলি ইজারা দেওয়া সম্পর্কে একটি নূতন প্রস্তাব করা হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধে বৃটেনের সমগ্র ঋণ মকুবের পরিবর্ত্তে যুক্তরাষ্ট্রকে চৌদ্দটি দ্বৈপায়ন [illegible] প্রায় ১৮টি উপযুক্ত স্থান ১৯৯ বৎসরের জন্য ইজারা দিতে হইবে। প্রস্তাবটি বর্ত্তমানে প্রেসিডেণ্টের নিকট রহিয়াছে এবং উহার পশ্চাতে কংগ্রেসের বহু সদস্যের সমর্থন রহিয়াছে। সংবাদদাতা আরও বলিয়াছেন, এইরূপ ব্যবস্থায় বৃটেন জনসন আইনের বাধ্যবাধকতা হইতে মুক্তিলাভ করিবে। যে সকল দেশ যুদ্ধঋণ পরিশোধ করা বন্ধ করিয়াছে, জনসন আইন অনুসারে তাহারা যুক্তরাষ্ট্রে ঋণ সংগ্রহ করিতে পারিবে না।...

গত জুলাই মাসে গণতান্ত্রিক পানামা রাজ্যে বহু ইউরোপীয়ান (তন্মধ্যে জার্ম্মানদের সংখ্যাই বেশী) প্রবেশ করিয়াছে জানিতে পারিয়া পানামা গভর্ণমেণ্ট পঞ্চম বাহিনীর কার্য্যকলাপ আশঙ্কা করিয়া গত ২৮শে আগষ্ট জরুরী আইন জারি করিয়াছেন। পানামা খাল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দেশরক্ষার পক্ষে কণ্ঠদেশের শিরার মত, সুতরাং পানামা রাজ্যে পঞ্চম বাহিনীর উৎপাত দেখা দিলে তাহা যুক্তরাষ্ট্রের এই কণ্ঠনালীর প্রতি উদ্যত ছুরিকার তুল্য হইবে।

সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ

স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী সম্পর্কে ভারত সরকার যে আদেশ জারী করিয়াছেন, তাহা অস্থায়ীভাবে কার্য্যে পরিণত করিবেন বলিয়া বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট এক ঘোষণা বাণী প্রচার করিয়াছেন। একটি সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্রাদি না লইয়া কাহারও ব্যক্তিগত ভবনে অথবা বে-সরকারী কোন স্থানে ড্রিল ইত্যাদি করিলে পুলিশগণ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে না। ইউনিফরম্ পরিধান করিয়া প্রকাশ্য স্থানে কুচকাওয়াজ করিলে, তাহা সামরিক কায়দায় ড্রিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে এবং সরকার হইতে উহাতে বাধা দেওয়া হইবে। কোন সভায় শান্তি-রক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন হইলে, তাহাতে সরকার হইতে কোন প্রকার বাধা দেওয়া হইবে না। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকদিগকে কখনও কুচকাওয়াজ করিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইতে দেওয়া হইবে না। সামরিক অথবা সরকারী কর্ম্মচারীদের পোষাকের মত পোষাক পরিধান সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে সেই সম্বন্ধে ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে কতকগুলি সম্প্রদায়ের লোক বাহিরে বোম্বাই প্রদেশের লোকেরা যে প্রকার পোষাক পরিয়া থাকে তাহা বে-আইনী বলিয়া বিবেচিত হইবার আশঙ্কা নাই। তবে যাহারা সেইরূপ আশঙ্কা করে, তাহারা তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে সকল বিষয় জ্ঞাত হইবার জন্য জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা বোম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে পারে। বোম্বাই প্রদেশে যাহাতে পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করা না হয়, সেইজন্য কাহাকেও অভিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে ঐ সম্পর্কে সরকারকে যথারীতিরূপে জানাইবার জন্য বোম্বাই সরকার পুলিশ দপ্তরকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

———

জাপ-প্রধান মন্ত্রী কর্ত্তৃক নূতন কমিটি গঠন

প্রধানমন্ত্রী কনোয়ে একটি মাত্র দল সংগঠনের জন্য ২৬ জন সদস্য লইয়া একটি কমিটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পূর্ব্বে ডায়েটে (জাপ-পার্লামেণ্ট) যে সকল দল ছিল ঐগুলি এই দলের মধ্যে একীভূত করিয়া লওয়া হইবে। পিয়ার সভা, প্রতিনিধি সভা ও ম্যাঞ্চুরিয়া ব্যাঙ্ক ফ্রাঙ্কো সোসাইটিসমূহ [illegible] দেশহিতৈষী প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধিগণ এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন। এই কমিটিতে রোমের দৈনিক [illegible] [illegible] প্রধান সংবাদপত্রের প্রতিনিধি থাকিবেন। জাপ-সরকারই নিজেদের মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, ৪০ জন জাপ কূটনৈতিক প্রতিনিধিকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহারা যে সমস্ত দেশে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এই ব্যাপারের দরুণ তাহাদের সহিত জাপানের সম্পর্ক পরিবর্ত্তনের কোন প্রশ্ন উঠে না। মুখপাত্র বলিয়াছেন, "কূটনৈতিক বিভাগে নূতন প্রেরণা সঞ্চারই এই ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্য। দুই এক মাসের মধ্যেই শূন্য স্থানগুলিতে নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইবে। ওয়াশিংটনের দূতপদ অবিলম্বেই পরিপূর্ণ করা হইবে।" 'টাইমস্' পত্রিকার হংকংস্থ সংবাদদাতা তারযোগে জানাইয়াছেন, "হংকং-চীনে জাপানের উক্তি সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে যে, আরও কতিপয়-কর্ম্মচারীকে উপস্থিত [illegible] হইয়াছে। ইহার মধ্যে কয়েকটি বড় কূটনৈতিক আছে। মনে হইতেছে যে, এইগুলি আক্রান্ত হইতে পারিয়াছে। বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে সকল হইতে জানা গিয়াছে যে, জাপানীদের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও চীনাগণের [illegible] [illegible] [illegible] হইতে বাধা [illegible] [illegible] হইয়াছে।

[illegible] সংবাদে প্রকাশ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্পর্কে [illegible] [illegible] [illegible] টি মিশন প্রেরণ করিয়াছেন।

ভক্তিকর্ত্তৃক অনুমোদিত পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি পক্ষান্তে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাসাধিকারী সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-বিভাগ, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র শোভিত এই পুস্তক "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিরোমণি অলৌকিক বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপূর্ব্ব চরিত্রকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

১। সাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গ্রন্থাবলীর সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলীসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সাধক-ভক্তদের প্রশ্নোত্তরাকারে সংগৃহীত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ সমগ্র

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট", পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণাপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —প্রথম ... ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ... ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ... ৯৲
২। আত্মার বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাধা) ...
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ...
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাধা)
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড ১৲ ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড —৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড— ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ... ১৷০
৯। বৈষ্ণব ... ৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ... ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ... ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ... ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ... ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ... ।০
১৮। ব্রাহ্মণ আন্দুর ... ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ... ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ... ৷৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ... ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ... ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ... ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ... ১
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲ অবাধা) ... ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য
২৭। ভক্তিসন্দর্ভ অপসোপান (সাধনাথ) ১৲
২৮। বেদান্তদর্শন (মাথুরাথ) ... ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ... ৶০
৩১। নামভজন (তৃতীয় সংস্করণ) ... ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ... ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ... ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ... ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ... ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ... ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ... ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ... ।০
৪০। শরণাগতি ... ৴০
৪১। গীতাবলী ... ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ... ৸০
৪৩। সাধনকণ্ঠ ... ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ... ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। আত্মবন্দন ... ৶০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ... ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ... ৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ... ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ... ।০
৫৫। স্তবমালাবলী ও শ্রীরাধারসসুধানিধি ...
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ... ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যানুবাদ) ... ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ... ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ... ৶০
৬০। সংস্কারবাণী ... ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ... ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতম্ ... ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ... ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ... ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ... ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ... ৹
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ... ৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ... ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ... ।০
৭০। নামভজন ... ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টোলজি ... ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ... ৷৶০
৭৩। দাইক য়্যাণ্ড প্রিসেপ্ট্স অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বেদান্তীজম
৭৫। শোর্ট গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রিফ ... ৴০
৭৬। দি ভাগবত ... ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনআলয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ... ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ... ১২৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ... ৷৹
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ বর্ষ | ১১ হৃষীকেশ ৪৫৪ গৌরাব্দ ১৩ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৯শে আগষ্ট খৃঃ ১৯৪০, বৃহস্পতিবার | ১৫২৩তম সংখ্যা

ধামে জন্মাষ্টমী-উৎসব

গত ২৬শে আগষ্ট সোমবার শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-তিথি পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে দিবারাত্র উপবাস ও নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তন-মুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর পণ্ডিত শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-লীলার কথা কীর্ত্তন করেন। অনন্তর মঠবাসী ভক্তবৃন্দ মৃদঙ্গ, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা, শিঙ্গা ও বিচিত্রবর্ণের পতাকা সহ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহকারে উচ্চসংকীর্ত্তন-রোলে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা করেন। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীমঠে প্রত্যাগমন করিলে গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ আরম্ভ হয়। দিবারাত্র পারায়ণ চলিতে থাকে। অপরাহ্নে শ্রীপাদ অখণ্ডানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অপার করুণার কথা বহুক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী কৃষ্ণতত্ত্ব, কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্য, কৃষ্ণের অপার করুণা ও কৃষ্ণাবির্ভাব সম্বন্ধে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কৃষ্ণজন্মবৃত্তান্ত পাঠ হইলে পুনরায় মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনা হইতে থাকে। তৎপর দিবস শ্রীনন্দোৎসবের দিনও নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন ও বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নগরসংকীর্ত্তন

কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে গত ৯ই ভাদ্র ২৫শে আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ন ৪॥ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে এক বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, আপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, গ্রাণ্ড রোড, নিমতলা ষ্ট্রীট, জোড়াবাগান ষ্ট্রীট, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, আপার চিৎপুর রোড, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট ও কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

কটকে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ বামনানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কটকজেলার অন্তর্গত শালিপুর অঞ্চলের প্রচারকার্য্য সমাধা করিয়া কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ১৫ই আগষ্ট তারিখে কেন্দ্রাপাড়া টাউনে উপস্থিত হন। কেন্দ্রাপাড়া টাউনের বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের চেষ্টায় গত ১৮ই আগষ্ট তথাকার মিউনিসিপ্যালিটী-হলে একটী সভার আয়োজন হয়। উক্ত দিবস সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় গুরুবন্দনা ও পঞ্চতত্ত্বাদি কীর্ত্তন হইলে পর বহুল এষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত আশুতোষ গুপ্ত মহাশয় উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের সহিত গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের পরিচয় করাইয়া দেন। তৎপর শ্রীপাদ বামনানন্দ প্রভু বক্তাবাৎ "শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া" সম্বন্ধে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। সভায় উপস্থিত ভদ্রব্যক্তিগণের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। শ্রীযুক্ত আশুতোষ গুপ্ত, ম্যানেজার বহুল এষ্টেট; শ্রীযুক্ত মদনমোহন দাস, উকিল; শ্রীযুক্ত করবন্ধু দাস, এল্-টি, ওভারসিয়ার; শ্রীযুক্ত গণেশপ্রসাদ দাস, নাজির কালেক্টরেট, শ্রীযুক্ত শ্রীধর সাহু, ভাইস্-চেয়ারম্যান, কেন্দ্রাপাড়া মিউনিসিপ্যালিটি; শ্রীযুক্ত ব্রজরাজ সিংহ, ম্যানেজার, স্বরাজ মেডিক্যাল স্টোর; শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ মহান্তি, প্রোপ্রাইটার, কেন্দ্রাপাড়া ষ্টোরস্; শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ দাস, উকিল; শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম সাহু, জমিদার; শ্রীযুক্ত রাজকিশোর পরিজা, হেড্ ক্লার্ক, কেন্দ্রাপাড়া মিউনিসিপ্যালিটি; শ্রীযুক্ত ভাস্কর চন্দ্র মহান্তি, ক্লার্ক এন্, শ্রীযুক্ত সুদর্শন কর প্রভৃতি।

মেদিনীপুরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ সনাতনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমায় উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ বহু উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। ঝাড়গ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম বসু এম্-এ, বি-এল্ মহোদয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রচারকগণ গত ১৪ই আগষ্ট উক্ত স্কুল প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া একটী মহতী সভা "শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা" সম্বন্ধে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল ওজস্বিনী ভাষায় একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে উক্ত প্রধান শিক্ষক মহোদয় বক্তাকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়মিশনের প্রচারিত কথা প্রচারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বক্তৃতার আদিতে ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। সভায় শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম বসু এম্ এ, বি-এল্; শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী পাল বি এ, বি-টি; শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বাবু বি এ, বি-টি; শ্রীযুক্ত [illegible] চন্দ্র চাটার্জ্জি বি, এস্‌সি; শ্রীযুক্ত [illegible] মোহন চৌধুরী, বি-এ, শ্রীযুক্ত [illegible] দাস, বি-এ, শ্রীযুক্ত [illegible] দত্ত, [illegible], শ্রীযুক্ত [illegible] তীর্থ; শ্রীযুক্ত [illegible] মৌলবী সৈয়দ [illegible] ও স্কুলের ছাত্রবৃন্দ উপস্থিত [illegible]।

ক'রে বৈষ্ণবোচিত চতুঃষষ্টি অঙ্গ অথবা ভক্তি— শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য ও সখ্য ও আত্মনিবেদন নিরন্তর করতে হ'বে। এরূপ নবধা ভক্তির curriculum-এর মধ্যে প'ড়ে থাকলে আপনারা অমঙ্গলের অবসর হ'তে মুক্ত হ'য়ে হরিসেবার অধিকার পাবেন।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ হৃষীকেশ আদি কারগোসাগারী গৌরাব্দ ৪৪৩

চেতনদর্শন ও জড়দর্শন

——::(•)::——

ভগবানের রাজ্যে নর ও নারী উভয়েই সমভাবে আদৃত এবং ভগবদ্ভক্তিতে উভয়েরই সমান অধিকার আছে। যিনি ভক্ত, তিনি নরদেহধারীই হউন বা নারীদেহধারীই হউন, তিনি আমাদের সর্বতোভাবে পূজ্য ও সম্মানার্হ। ভক্তের নর বা নারীদর্শন নাই, তাঁহাদের সর্বত্র চেতনদর্শন বা সেবাদর্শন। তাঁহারা মাংসদর্শন বা ভোগ্যদর্শন করেন না। ভগবদ্ভক্তগণ সেবকাভিমানী। তাঁহাদের সমস্ত কার্যই সেবাপর। তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন সবই সেবা। তাঁহারা নর বা নারী ভোগ করেন না। পরন্তু প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়কে ভগবদ্বাসংস্থান জানিয়া তাঁহাদিগকে গুরু ও পূজ্যজ্ঞানে সম্মান দিয়া থাকেন। ভোগিগণ নরনারীকে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করেন, আর ত্যাগিগণ স্বরূপভ্রমবশতঃ নরনারীগণকে হরিসেবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে তফাৎ থাকিবার অভিনয় করিয়াও তাঁহাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন ভোগবুদ্ধি করেন। এই গ্রহণ বা ত্যাগ দুইটাই মনোধর্ম আত্মধর্মী ভগবদ্ভক্তের ভোক্তাভিমান বা ত্যাগাভিমানরূপ দুর্দৈব নাই। কারণ, তাঁহারা নিজেকে কৃষ্ণদাস বলিয়া জানেন। সেবকের কি সেব্যাভিমান থাকে?

নরনারীদের বিষয়ে গীতাতেও বলা হইয়াছে যে সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয় চঞ্চল চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে। তজ্জন্যই মনু বলিয়াছেন,—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।

অর্থাৎ মাতার সহিত, ভগিনীর সহিত এবং দুহিতার সহিত নির্জনে কখনও থাকিবে না। কেননা, বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্ পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিতে পারে।

বদ্ধজীবমাত্রেরই এ বিষয়ে খুব সাবধান থাকা দরকার। তবে কৃত্রিম উপায়ে কখনও ভোগ্যদর্শনের হাত হইতে বাঁচা যায় না। সেবাদর্শনই চেতনদর্শন। ভোগ্যদর্শনই অচেতনদর্শন বা জড়দর্শন। সেব্যদর্শন হইলেই এই মহাবিপজ্জনক জড়দর্শনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এই সেবাদর্শনই বৈকুণ্ঠদর্শন বা সুদর্শন—ভক্তের দর্শন। সেইজন্যই শাস্ত্র আমাদিগকে সর্বজীবে কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান জানিয়া সম্মান দিতে বলিয়াছেন। আমরা যদি সেই শাস্ত্রাদেশ শিরোধার্য করিয়া সর্বজীবে কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান জানিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান বা পূজা করি, তাহা হইলে স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহসম্বন্ধিনী কোন দুর্বুদ্ধি আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারিবে না। তখনই নিজেকে ও সমগ্র নরনারীকে কৃষ্ণ-যোষিদ্রূপে উপলব্ধি হইবে। তখন আর পুরুষ বা ভোক্তাভিমান থাকিবে না। তখন পুরুষ নিজেকে নারীর কর্তা বা যোষিৎপতি মনে করিবে না এবং নারীও নিজেকে নর-যোষিজ্জ্ঞান না করিয়া কৃষ্ণযোষিজ্জ্ঞানে সর্বক্ষণ ভগবৎ-সেবানিরতা থাকিবেন। তখনই সর্ববস্তুতে কৃষ্ণসেবোপকরণবুদ্ধির উদয় হইবে।

সতীশিরোমণি—আমাদের নিত্য-পূজ্য স্বয়ংরূপা শ্রীবৃষভানুনন্দিনী। কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি—গোবিন্দানন্দিনী তিনি। তিনিই অংশ ব্রজগোপী, পরব্যোমস্থিতা নারায়ণী, দেবকীপ্রমুখা লক্ষ্মীবর্গ, শচী, পার্বতী, জয়া, তুষ্টি, পুষ্টি, ইলা, রতি এবং যাবতীয় প্রাকৃত কান্তা, বৈষ্ণা, পৃথ্বী, অজ্ঞা ও চতুর্দশ ভুবনস্থিতা সকলেই আংশস্বরূপ—হ্লাদিনী অর্থাৎ ইঁহারা সকলেই তাঁহা হইতে উদ্ভূতা ও প্রকাশিতা। ইঁহাদের যথাবিহিত সেবা না করিয়া কাহারও শক্তিমত্বের অবগতি ও সান্নিধ্যলাভ সম্ভবপর নহে। এক কথায় শক্তিতত্ত্ব জীবের শক্তিমান্

দুই একটী কথা

অনেকে মনে করেন লোককে হরিকথার উপদেশ প্রদান করিলে গুরু অভিমানরূপ প্রতিষ্ঠা আসিয়া জীবকে পতিত করিবে। এ কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। যদি কেহ কনককামিনী-প্রতিষ্ঠার আশায় হরিকথা-প্রচারের আশ্রয় করেন, তবে তাঁহার পতন অনিবার্য অর্থাৎ দীনতার পরিবর্তে গুরুবৈষ্ণবাভিমান আসা স্বাভাবিক। কিন্তু অকপট ভজনশীলের সে সকল বালাই নাই। কারণ, নিষ্কপট হরিকথাকীর্তনকারীকে বিষয়তস্কর কোনদিন আক্রমণ করিতে পারে না। আচার্যাভিমানই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, ইহাই স্বরূপের পরিচয়। 'আমি কৃষ্ণপ্রিয়তম গুরুদেবের দাসানুদাস'—এই বুদ্ধিতে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য শ্রীগুরু-দেবের মনোহভীষ্ট শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার জীবকে কৃষ্ণ ও গুরুদেবের নিরন্তর প্রকৃষ্ট সঙ্গই প্রদান করিয়া থাকে। জড়ৈশ্বর্যাসক্ত-শ্রীকে হরিকীর্তনসেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলে ঐগুলি জীবের অহঙ্কারের জনক না হইয়া ভগবৎসেবারই আনুকূল্য করিয়া থাকে। সুতরাং আমরা যদি দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া নিরন্তর সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম গ্রহণ এবং সকল জীবের নিকট কৃষ্ণকীর্তন

অর্থাৎ ভোক্তাভিমান থাকাকালে মঙ্গলের আশা নাই। কারণ, জীবের স্বরূপগঠনেই ভোক্তৃধর্ম নাই। জীব স্বতঃই ভোগ্য—ভোক্তা নহে। ভোক্তা একমাত্র ভগবান্। সমস্ত বস্তুই ভগবানের ভোগ্য, জীবও ভগবানের ভোগ্য। এই বিশ্বে জীবের কোন বস্তুই ভোগ্য নহে। সুতরাং বিষ্ণুর ধন এই জগতের প্রতি ভোগবুদ্ধি করা কি আমাদের উচিত? জীব স্বরূপতঃই গোলাম বা চাকর, সে কখনও প্রভু নহে। তবে শুদ্ধস্বরূপে কৃষ্ণদাসাভিমানে সে অখণ্ড পূর্ণবস্তুর চাকর, আর বিকৃতস্বরূপে এই প্রপঞ্চে ভোগবুদ্ধিনিবন্ধন সে খণ্ডবস্তুর গোলাম। জীবের স্বরূপজ্ঞান অর্থাৎ 'আমি কৃষ্ণদাস, ভগবানের ভোগ্য-পদার্থ, আমি ভোক্তা নহি, সকলেরই ভোক্তা একমাত্র কৃষ্ণ'—এই দিব্যজ্ঞান উপস্থিত হইলেই জীব বিশ্বে নিজভোগ্য কোন পদার্থ দেখিতে পান না, সর্বত্রই ঈশাবাস্য অর্থাৎ কৃষ্ণের ভোগ্যদর্শন করেন—সর্বত্রই কৃষ্ণের বিলাস-স্থলী অর্থাৎ বৃন্দাবন দর্শন করিয়া থাকেন।

করিতে থাকি, তাহা হইলে মায়াদেবীর কৃপায় আমাদের হৃদয়ে কখনও বিপদ আসিতে পারিবে না। দীনভাবে অকপট হইয়া ভজনে দৈন্যধর্ম ও ব্যগ্রতা দেখিলে স্বামী কৃষ্ণ সেই শরণাগত জীবকে অচিরেই অঙ্গীকার করিবেন।

———

একাদশ শক শতাব্দীতে শ্রীরামানুজাচার্য্য যেকালে শ্রীজগন্নাথদেব কর্তৃক শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্রোপকূল হইতে কূর্মাচলে নিক্ষিপ্ত হন, তখন তিনি কূর্মমূর্তিকে শিবমূর্তি মনে করিয়া অনশনে থাকিতে ইচ্ছা করেন এবং পরে তাঁহাকে বিষ্ণুমূর্তি জানিয়া কূর্মদেবের সেবা প্রকাশ করেন। প্রপন্নামৃতগ্রন্থে লিখিত আছে যে, একদিন রাত্রে শ্রীহরি যোগমায়াবলে শ্রীরামানুজাচার্য্যকে অকস্মাৎ শ্রীকূর্মাচলে স্থাপন করেন। রাত্রি প্রভাত হইলে শ্রীরামানুজ হঠাৎ "হরি হরি" উচ্চারণপূর্বক গাত্রোত্থান করেন এবং চতুর্দিক্ অবলোকনপূর্বক ব্যগ্রচিত্ত হইয়া সেই ক্ষেত্রকে কূর্মনায়ক স্থান জানিয়া বিস্মিত হন এবং শ্রীকূর্মদেবকে শিবলিঙ্গ মনে করিয়া উপবাস করিয়া তথায় একরাত্রি বাস করেন। ভগবান্ শ্রীকূর্মদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কৃপাপূর্বক যতিরাজকে বলিতে লাগিলেন, "হে যতীন্দ্র! এই লোকসকল মায়ায় বদ্ধ হইয়া অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত আমাকে শিবলিঙ্গ বলিয়া থাকে। আমি এস্থানে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি হে লক্ষ্মণাচার্য্য! তুমি শীঘ্রই আমাকে সম্যক্ প্রকারে অবলোকন কর। তুমি আমার অর্চন করিয়া কিয়দ্দিন এখানে বাস কর।" অনন্তর শ্রীরামানুজ আশ্বস্ত হইয়া সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হন এবং শ্রীকূর্মদেবের উদ্দিষ্ট উপায়ে তাঁহার আরাধনা করেন এবং নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণপূর্বক সুখে শ্রীকূর্মদেবের চরণের সমীপে বাস করিতে থাকেন। সেইদিন হইতে কূর্মক্ষেত্রের কথা জগতে প্রচারিত হয়।

———

জরাব্যাধের কথা আমরা অনেকেই জানি। জরাব্যাধ বালীর পুত্র অঙ্গদ, তিনি ভগবানের ভক্ত ছিলেন বটে। এই ভক্ত পূর্বকালে বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন। সেই পদপ্রহার-দোষ ক্ষালন করিবার জন্য তিনি দ্বাপরযুগে জরা ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ভক্ত স্বেচ্ছায় নীচতা স্বীকার করিলেও ভগবান্ তাহা সহ্য করেন না। তাই ভগবান্ আদেশ করিলেন

———

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে ॥

যে, দ্বাপরান্তে যখন তিনি তাঁহার প্রকটলীলা সম্বরণ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখন জরাব্যাধরূপী তাঁহার ভক্ত ভৃগু ভগবদাত্মা-স্বরূপ দেহে শর ক্ষেপণ করিয়া অনুতপ্ত হইলে ব্যাধজন্ম হইতে নির্মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিতে পারিবেন। ভক্ত ভৃগুর তোষণ এবং অভক্ত অসুরগণের মোহনকল্পে ভগবান্ মৌষল-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ লীলা মায়িকী।

ব্যাধবাণবিদ্ধবিষমপ্রাপ্তির পর শ্রীবলদেব প্রভু অপ্রকট লীলা প্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ এক অশ্বত্থ তরুর নিকটবর্ত্তী হইয়া মৌনভাবে তথায় উপবেশন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ-রূপ প্রকাশপূর্ব্বক দক্ষিণ উরুতে কোকনদসদৃশ রক্তবর্ণ বামপদ স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট হইলে জরা নামক ব্যাধ সেই রক্তবর্ণ চরণকে মৃগমুখভ্রমে তদুপরি বাণনিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সেই পুরুষকে চতুর্ভুজ দর্শন করিয়া ব্যাধ সভয়ে মধুসূদনের চরণযুগলে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া স্বীয় অপরাধের কথা জ্ঞাপন এবং অপরাধের দণ্ডস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সংহার প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ভগবান্ ব্যাধকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে, এইরূপ লীলা ভগবানেরই মায়াকৃত। বস্তুতঃ ভগবানের সচ্চিদানন্দ দেহ ছেদ ও ভেদাদির অযোগ্য। ভগবানের কেন, ভগবৎপার্ষদ ভক্তগণের দেহও সচ্চিদানন্দ। তিনি অসুরগণকে বিমোহিত করিবার জন্যই এই লীলা প্রকট করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার আজ্ঞায় জরা-ব্যাধ সুকৃত-গণের গতি বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরা শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারি, ভগবানের সচ্চিদানন্দ দেহ অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য। সুতরাং তাঁহাতে কখনও বাণ সংলগ্ন কিংবা তদ্দ্বারা রক্তপাতাদি সম্ভব হইতে পারে না। ভগবান্ অসুরগণকে মোহন ও ভক্ত ভৃগুগণের বাক্যের যাথার্থ্য সংরক্ষণার্থ স্বীয় মায়া দ্বারা যে দেহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই দেহেই বাণ সংলগ্ন হইয়াছিল। পরন্তু তাঁহার চতুর্ভুজ দেহে তাহা সংলগ্ন হয় নাই।

নিবেদন

এতদ্দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন শ্রীনদীয়া-প্রকাশের আনুকূল্য, প্রবন্ধ ও পত্রাদি পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর নামে শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া এই ঠিকানায় পাঠান।

আচার্য্যদেবের হরিকথা

কৃষ্ণ—অধোক্ষজতত্ত্ব। তিনি তাঁহার অধোক্ষজত্ব স্বেচ্ছায় প্রকটিত করিবেন। দেবতা, মনুষ্য, অসুর, রাক্ষস—ইঁহাদের সকলের বল-কৌশলের উপর অধোক্ষজের হাত রহিয়াছে।

সাধুর শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশবাণী হরিনামকীর্ত্তনেরই পরিপোষক। সাধুর শ্রীমুখবাণী শ্রবণ ও হরিনাম গ্রহণের তাৎপর্য্য ভিন্ন নহে। শ্রীহরিনামপ্রভুর যাহা ইচ্ছাস্ফূর্ত্তি করে, তাহা হরিনামস্ফূর্ত্তিরই পুষ্টি সাধক। যেরূপ হরিনাম ও হরি এক, সেইরূপ হরিনাম ও হরিকথা অভিন্ন। হরিকথাও হরি—হরিনামই হরি। অতএব হরিকথাই হরিনাম। যিনি হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তিনি হরিনামই করেন। হরিনাম-গ্রহণের সময় হরিকথা শুনিলে চিত্তের বিক্ষেপ হয় না; কারণ, তাহা একই তাৎপর্য্যময়। হরিকথা হরিনামের অধিকতর স্ফূর্ত্তি করাইয়া থাকে। উভয়ের মধ্যে কোনপ্রকার বিজাতীয় ভাব নাই। হরিকথা ও হরিনাম উভয়ই একই স্বরূপ।

নিষ্কপট হরিনামগ্রহণকারী সাধুর প্রীতিপূর্ব্বক সদাই হরিনামগ্রহণের অনুকূল। কর্ণের দ্বারা সেই সাধুর শুশ্রূষা বা সঙ্গ করিতে হইবে। সেইরূপ নামপরায়ণ সাধুর বাণীশ্রবণে পরম উৎসাহবিশিষ্ট হইতে হইবে। ইহা দ্বারাই আমাদের চরম মঙ্গল হইবে, ইহাতে সুদৃঢ়নিশ্চয় হইতে হইবে।

মন বড় বিশ্বাসঘাতক। সেই মন শোধিত হয়—শুধু শব্দ দ্বারা। ভগবৎ-কথা—নিত্যানন্দের কথা চিত্তকে শোধিত করে। শুদ্ধ মন চক্ষুকে শোধিত করে, চক্ষুর দর্শন বদলে দেয়। সদ্গুরুর নিকট শ্রবণ ক'রেছেন যিনি, সদ্গুরুর চরণে নিজেকে পূর্ণভাবে ডালি দিয়েছেন যিনি, যদি তাঁর কাছে শোন, তা' হ'লে চক্ষুর দর্শন থেমে যাবে, তখন কাণ দিয়ে দেখ্‌বে। যেখানে পূর্ণ বস্তুতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বলি দেবার চেষ্টা, সেখানেই শ্রবণের অধিকার।

বিরহ

প্রিয়বস্তুর অদর্শনে বিচ্ছেদানুভূতিকে বিরহ বলা হয়। বিরহ দ্বিবিধ—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। অনিত্য জনগণাদির অভাবে যে বিরহ জাগিয়া উঠে, তাহাকেই প্রাকৃত বিরহ বলে। যে বিরহ নিখিল জীবের একমাত্র গতি কৃষ্ণের অদর্শনভাবব্যঞ্জক, তাহাই অপ্রাকৃত বিরহ। এই বিরহের অপর নাম বিপ্রলম্ভ। প্রাকৃত বিরহে কেবলমাত্র দুঃখই অনুভূত হইয়া থাকে। এই দুঃখ ক্ষণস্থায়ী। পুত্রবিয়োগকাতরা জননীকে তাহার আত্মীয়-স্বজনবর্গ মৃতপুত্রের চিন্তা হইতে বিরত করাইবার জন্য নানাপ্রকারে চেষ্টা করেন। কারণ মৃত্যুর পর মৃতব্যক্তির স্মৃতি উদিত হইলে আনন্দের পরিবর্ত্তে দুঃখ ও শোক আসিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ তাহা সুখ-লিপ্সু জীবের জড়স্বার্থের ব্যাঘাতকারক হইয়া থাকে। যদি কেহ সেই পুত্রশোক-কাতরা জননীকে বলিয়া দেয় যে, তাহার পুত্র কুকুরযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন সে ভয়ে আকুল হইয়া তাহার চিন্তা হইতে বিরত হইতে চেষ্টা করে। জীবিতা-বস্থায় যে পুত্র অত্যন্ত প্রিয়জন বলিয়া অনুভূত হইত, আজ তাহাকে জীবন কাল বলিয়া মনে হইতেছে।

প্রাকৃত বস্তু নশ্বর এবং তাহা একবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে পুনরায় প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং চিরনৈরাশ্য প্রাকৃত বিরহকে আশ্রয়পূর্ব্বক বিরহীর হৃদয়ে নৃত্য করিতে থাকে। ইহার মধ্যে পুনর্মিলনের আশা নাই। নিত্য বস্তুর বিনাশ নাই। সুতরাং ভগবদ্বিরহ নিত্য হইলেও তথায় মিলনের আকাঙ্ক্ষা নিত্য বিরাজিত।

ভক্ত সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা করিয়াও সর্ব্বদা অতৃপ্ত, সর্ব্বদা ভগবানের নিকটে অবস্থান করিয়াও তাঁহার অদর্শন-জনিত বিরহে অন্তর্দগ্ধ। এই বিরহানুভূতি ও সাধকজীবের বিরহানুভূতি এক নহে। কারণ, সাধক বাস্তবিক সেবাপ্রাপ্ত হন নাই, ভগবানের দর্শন পান নাই, তজ্জন্য তিনি তাহা লাভের জন্য সাধন করিতেছেন মাত্র।

সাধকজীবনে সম্ভোগ বলিয়া কোন কথা নাই। সাধকের জীবন বিরহলাঞ্ছিত—দৈন্যময়। যেখানে জড় সম্ভোগ, সেখানে দৈন্য নাই—সেখানে আছে কেবল দম্ভ—প্রভুত্বাভিমান। দম্ভ দৈন্যের বিপরীত বৃত্তি।

হৃদয়ে পূজা-প্রতিষ্ঠারূপ বস্তু থাকাকাল পর্য্যন্ত দীনহীন কাঙ্গাল হ'তে পারা যাবে না—শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপাপাত্র হওয়া যাবে না।

কৃষ্ণ ও ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় জীবের হৃদয়ে ভগবৎসেবার জন্য বিরহ উপস্থিত হয়। এই বিরহাগ্নি প্রজ্বলিত হইলেই জীবের হৃদয়স্থিত যাবতীয় অনর্থ, কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাশার বীজরূপ বনরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়। তখন আর তাহাকে পৃথক্‌ভাবে ঐ অনর্থগুলির হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য কাঁদতে হয় না।

বিরহীর সঙ্গ না করিলে বিরহ অনুভূত হয় না। যিনি ভগবৎসেবালাভের জন্য সর্ব্বক্ষণ বিরহে ব্যাকুল হইয়াছেন, নিজের কায়িক, বাচিক ও মানসিক সমস্ত চেষ্টা ভগবৎসেবায় সর্ব্বদা নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহার কৃপা ও সঙ্গফলেই জীবের বিরহ অনুভূত হয়। বিরহ অনুভূত হইলে জড়-সম্ভোগেচ্ছা, পুরুষাভিমান ও ভোক্তাভিমান ইত্যাদি সমস্ত বিরূপের অভিমান দূরীভূত হইয়া 'আমি নিত্যকৃষ্ণদাস'—এই স্বরূপের অভিমান জাগরিত হয়।

সাধকের সংসারের জ্বালাবোধ ও ভগবৎ-সেবার জন্য বিরহ যুগপৎই হইয়া থাকে। যখন সংসারের জ্বালাবোধ উপস্থিত হয়, তখন তিনি সাধুর নিকট স্বীয় দুঃখের কথা জানাইয়া তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হন। তাঁহার কৃপা হইলে সাধক সর্ব্বক্ষণ শ্রীনামের কৃপার জন্য ব্যাকুল হন।

শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন, 'কবে তুচ্ছ হ'বে'—এই আকাঙ্ক্ষা বিরহ—অভাববোধক। আমার বিষয়বাসনা ছাড়াবার জন্য সর্ব্বক্ষণ মনকে শতমুখী প্রহার করতে হ'বে। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিরহের তীব্র ব্যথা যত উপস্থিত হ'বে, ততই আমরা ভজন পথে অগ্রসর হ'তে থাক্‌ব।

গুরুবৈষ্ণবের কৃপা ছাড়া আমার অন্য গতি নাই, তাঁহাদের পাদপদ্ম ছাড়া বিশ্বে আমার অন্য আশ্রয়স্থল নাই—বিশ্বে অন্যত্র দাঁড়াইবার সূচ্যগ্রপরিমাণ ভূমিও আমার জন্য নাই—এই বাস্তবসত্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাদের কৃপার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলে আমাদের হৃদয়ে তাঁহাদের সেবার জন্য বিরহ নিশ্চয়ই জাগিবে।

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ[illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঠাকুর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫১১৫

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩) যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) [illegible]-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ মামগাছি (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীকৃষ্ণ[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) কুলিয়া-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

ঘাটপাড়া—(শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(১৮) [illegible]-আশ্রম

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৩) মাধব-গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৪) গোপালজীউ মঠ

[illegible] পোঃ ঢাকা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২৫) [illegible] গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible] (ঢাকা)

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

সেবক—শ্রী[illegible]মোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], জেঃ [illegible], ইউ. পি

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা।

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

৮১৭ নং [illegible], [illegible] দিল্লী

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible] (ইউ পি)

শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], পোঃ মথুরা

সেবক—শ্রীনবগোপাল ব্রজবাসী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ

[illegible], মথুরা।

সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ [illegible], মথুরা

সেবক—শ্রী

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৬) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible]

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], [illegible], (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ দাসাধিকারী

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী

সেবক—শ্রী[illegible] পাণ্ডা

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] মাদ্রাজ

—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)

সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

(৫৩) [illegible] মঠ

[illegible] পোঃ [illegible] উড়িষ্যা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) [illegible]—[illegible] পুরী

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible]

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]

পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]

সেবক শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (মালদহ)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]

সেবক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী

(৬৫) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

[illegible] রোড

[illegible], [illegible]

সেবক—কুমারীবিনোদবাণী দাসী

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ আফিস

[illegible], [illegible] ইউ-পি

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৯) শ্রীগৌড়ীয়মঠ আফিস,

[illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৭০) পরবিদ্যাপীঠ,

মায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ [illegible]

(৭১) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

মিসরাথ (ইউ. পি)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭২) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]কিশোরদাস অধিকারী

(৭৩) প্রাথমিক [illegible]

সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭৪) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৫) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৬) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত

শ্রীনন্দকিশোর ভাণ্ডারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(*):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲			৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲		৩৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৩৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালীটি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই পরমার্থপথে ও পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। প্রকাণ্ড পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুপা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১১০টি উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুপা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত্র, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু সহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্বৎমণ্ডলীপ্রসিদ্ধ মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য, এম এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার অদ্ভুত মনীষার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক শ্লোক [illegible] অধ্যায়ের ক্রমানুসারে, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক [illegible] সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ [illegible] শ্রী বলদেবকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া [illegible] প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তের [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই [illegible] জীবনচরিত [illegible] প্রকাশিত [illegible] করিয়াছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আর সেই [illegible] হইতেছে; শ্রীল গৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষগণের [illegible] শ্রীমৎ [illegible] কর্ত্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ঠাকুরের [illegible] সহিত হইয়াছে। [illegible] পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— মা [illegible]
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

([illegible] টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-৫১	৬-১৯	৭ ১০	১১-১৭	১৩-৫৩	১৭ ৫৩	২০ ৫১
[illegible]	৪ ৫৮	৬ ২৪	৭ ৫০	১১ ৩৭		১৮ ১০	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৮	৮ ০৭	৯ ১৭	১৫-৩	১৮-৩৭	১৯-৭২	০ ২১
(বদল) ছাঃ	৬ ১০	৮-২	৯-৫৫	১২-১১	১৮ ৮০	১৯-৪৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫৭	৮ ৫৮	১০ ৮	১৪ ৫১	১২ ১০	২০ ১০	১ ১১
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০ ৫১		১৪-০	১৭ ১২	০ ১০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭ ৫১		১১-১০		১৫ ৪০	১৮-১১	১ ১০

(আপ— শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-২
[illegible] ,,	১১-২০
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	২০ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১২ ২৮
(বদল) ছাঃ	১১ ৫৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪
ছাঃ	১৫-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫ ৫০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-২৮		৯-১০	১৪-১৬	১৬-০	১৮ ৪১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৬		৯ ৪৮	১৫ ৫০	১৬-৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	৭ ৯	৮-৫০	১১-৪১	১৬-৫৬	১৯-১	২০-৫৬	৩ ৩৬
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯ ২০	১২-২৬	১৭-৫১	২০ ১০	২১ ২৯	৪ ১৫
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯ ২৮	১১ ৩৬	১৭-৪৩	২০-১৮	২১-৭৪	৪-২৩
[illegible] ,,		১১-৩		১২-০		২৩ ৯	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-২১	১৯-২৮	২১ ৫৫	২৩ ২৬	৬-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ	১৪ ১১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫৫
ছাঃ	১৫-১০
শান্তিপুর পৌঃ	১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ	১৬ ৫০
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-৩২
(বদল) ছাঃ	[illegible]
কলিকাতা	[illegible]

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] মহামহোপদেশক [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতশাস্ত্রী [illegible] এম এ মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মগ্ন হউন। এই [illegible], ভারতবর্ষ ও আবশ্যকীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে [illegible] সহিত [illegible] সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা —১০ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, [illegible] মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। [illegible] নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্বপ্রকার [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] হইতে [illegible] অধিক। [illegible] সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—[illegible]নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible] বেহালা, ২৪ পরগণা।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—[illegible] শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১৪শ খণ্ড। শ্রীমায়াপুর— ১৪ই ভাদ্র ১৩৪৭, ৩০শে আগষ্ট, ১৯৪০ শুক্রবার ১৫২তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

কলিকাতায় লরী-দুর্ঘটনা

গত ২৮শে আগষ্ট প্রাতে হারিসন রোড ও চিত্তরঞ্জন এভিনিউর মোড়ে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার ফলে তিনজন ব্যক্তি আহত হয়। উহাদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর। উহাকে মেডিক্যাল কলেজে প্রেরণ করা হইয়াছে।

প্রকাশ, ঐ দিন সকাল ৬টার সময় একটি বিলাতী লরী মাল বোঝাই করিয়া বারাকপুরের দিকে যখন যাইতেছিল, সেই সময় চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ও হ্যারিসন রোডে একটি বাস ও একটি কর্পোরেশনের গাড়ীর সহিত ধাক্কা লাগিয়া বিলাতী লরীটি উল্টাইয়া যায়। উক্ত লরীর চালক আশ্চর্য্যভাবে রক্ষা পায়। কিন্তু উহার পার্শ্বে উপবিষ্ট সত্যপ্রসাদ, মহেশ্বর আলি ও বিজামুদ্দিন নামক তিন জন ব্যক্তি আহত হয়। সত্যপ্রসাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। উহার হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং মাথায় গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে। উহাকে তৎক্ষণাৎ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার্থ প্রেরণ করা হয়। [illegible] গাড়ী ও বাসের কোন আরোহী [illegible] বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় [illegible]।

[illegible] আইন পরিষদের যুক্ত বৈঠক

গত ২৫শে আগষ্ট রেঙ্গুনের উভয় আইন পরিষদের এক যুক্ত বৈঠক হইয়া গিয়াছে। এই যুক্তবৈঠকে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বক্তৃতা দান করেন। অধিবেশনে কম সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে গভর্ণর বাহাদুর দেশরক্ষী বাহিনী বৃদ্ধি ব্যাপারে ব্রহ্মদেশ যে উন্নতি করিয়াছে, তাহার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ব্রহ্মদেশের সেনা-বাহিনীতে চার হাজার সৈন্য ভর্ত্তি করা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও পাঁচ হাজার ভর্ত্তি করা হইবে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিমান-বাহিনী-সংগঠনের ব্যবস্থা হইবে।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি ইহাও বলেন যে, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা শাসন-ব্যবস্থার পথে বাধা পড়িলেও ব্রহ্মদেশে তাহা হইবে না; কারণ ব্রহ্মদেশের স্বতন্ত্র শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কাজকর্ম্ম বেশ সুন্দর নির্বিবাদেই চলিতেছে। পারস্পরিক শুভেচ্ছা যদি অটুট থাকে, তাহা হইলে উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা মিলিয়ামিশিয়া ঠিক করিয়া ফেলিতে বেশী সময় লাগিবে না।

———

জাপানী ও রুমানিয়ার আলোচনা

বুডাপেষ্টের টুর্ণসেভারিন নামক স্থানে বুলগেরী ও রুমানিয়ার মধ্যে যে আলোচনা চলিতেছে, তৎসম্পর্কে সোফিয়া বেতার হইতে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে প্রকাশ, "কেবলমাত্র বুলগেরী হইতে এক অবস্থা প্রস্তাব করা হইয়াছে। রুমানিয়া কোন প্রস্তাব করার পরিবর্তে নাটকীয় বিতর্ক চালাইতে চাহে এবং বাস্তব ঘটনার সম্মুখীন হইতে চাহে না।" বিবৃতিতে অভিযোগ করা হইয়াছে যে রুমানিয়া যেকোন হইতে [illegible] শান্তিপূর্ণ আলোচনাকে অযথা বিলম্বিত করিবার উদ্দেশ্যে যে কোন উপায়ে লাভ করিতে চাহে মাত্র। গত ২৩শে আগষ্ট এই 'ডুনিসন দৈনিক' [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। নিবন্ধে [illegible] উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, রুমানিয়া সামরিক এবং নৈতিক দিক দিয়া বুলগেরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বৃটেনে ডেষ্ট্রয়ার প্রেরণ

বৃটেনে ডেষ্ট্রয়ার পাঠাইবার জন্য 'শিকাগো ডেলী নিউজ' পত্রিকায় নির্দেশ দিয়া বলিয়াছে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মিঃ উইলকি ও জনমতের ইহাতে সমর্থন আছে এবং বলিয়াছে যে আইনের জটিলতার জন্যই ইহা সম্ভব হইতেছে না।

আমাদিগের উপকূলের নিকট শত্রুর আক্রমণে মালবাহী ক্যানাডিয়ান ষ্টীমার 'জোনডাইন ম্যারি' নিমজ্জিত হইয়াছে। তিনজনের প্রাণনাশ হইয়াছে।

ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট গত ২৬শে আগষ্ট যুক্তরাষ্ট্র কানাডা দেশরক্ষা বোর্ডের ১১জন মার্কিণ সদস্যের একসভা আহ্বান করিয়াছেন।

———

বার্লিনে ব্রিটিশবিমানের আক্রমণ

সরকারী নিউজ এজেন্সী জানাইতেছেন যে, গত ২৬শে আগষ্ট রাত্রিকালে ব্রিটিশ বোমারু বিমানবহর বার্লিনে অগ্নিবোমা বর্ষণ করিয়াছে।

'নিউইয়র্ক টাইমস্' পত্রিকার [illegible] সংবাদ-দাতা জানাইতেছেন যে, বার্লিনে প্রায় তিন ঘণ্টাকাল বার্লিনের বিমান ও কামানশ্রেণী ক্রিয়াশীল ছিল।

'ডাচেস বাইউরো' পত্রিকার সংবাদদাতা জানাইতেছেন, গত ২৬শে আগষ্ট বার্লিনে সাবধানী ভেঁপু বাজিবার ১০ মিনিট পর কামানের আওয়াজ শোনা যায় ৩-৩০ টায় নিরাপত্তা জ্ঞাপক সংকেতধ্বনি করা হয়, তৎপূর্ব পর্য্যন্ত লোকজন আশ্রয়স্থলে অবস্থান করে। ক্ষতির পরিমাণ বা হতাহতের সংখ্যা উক্ত সংবাদ হইতে পাওয়া যায় না।

বিমান-বিভাগের এক [illegible] বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে, গত ২৫শে আগষ্ট রাত্রে ব্রিটিশ বিমানবহর জার্ম্মানীর সামরিক ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম জার্ম্মানী [illegible] এবং বার্লিনের [illegible] উপর বোমাবৃষ্টি করা হইয়াছে।

বিমান দপ্তরের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ব্রাজকীর 'স্যাবয়েল' [illegible] আক্রমণ শুরু করে। [illegible] এবং [illegible] সামরিক ঘাঁটি আক্রমণ করা [illegible] দুইটি ব্রিটিশ বিমান [illegible] ইতালীতে সামরিক [illegible] মধ্যে [illegible] আক্রমণ [illegible] ইতালীর [illegible] বিমানক্ষেত্রে [illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনবনাথ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপূর্ব্ব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র কীর্ত্তনসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলীসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয় প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রদীপ পুরী গোস্বামীপাদ-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

১। 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত সুশান্তিরঞ্জন নাথ এম-এ, বি এল, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	সিদ্ধান্তদর্পণ,—সম্পূর্ণ	৩০৲
	১ম খণ্ড হইতে ৭ম খণ্ড পর্যন্ত—	৩৲
	৮ম খণ্ড—	৯৲
২।	ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	৯৲
৩।	ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৩৲
৪।	সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা)	৩৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১৲
৮।	সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা	১।০
৯।	বৈষ্ণবধর্ম	৪৲
১০।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	৪৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	৪৲
১২।	জৈবধর্ম্ম প্রকৃত শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব	
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যোপনিষৎ	।০
১৮।	ব্রাহ্মণ আচার্য্য	।০
১৯।	তত্ত্ববিবেক	।০
২০।	গৌড়ীয় গৌরব	৶০
২১।	গৌড়ীয়সাহিত্য	
২২।	ভজন রহস্য	।০
২৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতক বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) অবাঁধা)	২৲ / ১৲
২৬।	গীতার কেবল মাত্র ভাষা	।০
২৭।	বৃহদ্ভাগবতামৃত গৌড়ীয় (সানুবাদ)	২৲
২৮।	বেদান্তসূত্রসার (সানুবাদ)	।০
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা)	৸০
৩০।	দীপ-দিগ-দর্শন	৵০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	।৶০
৩২।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৵০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
৩৫।	গীতমালা	
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৩৭।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	
৩৯।	শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী	
৪০।	শরণাগতি	
৪১।	গীতাবলী	
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	
৪৩।	সাধনতত্ত্ব	৴০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴

	নবদ্বীপশতক	
৪৬।	অর্চ্চনপদ্ধতি	
	সদাচারস্মৃতিঃ	
৪৮।	ভাগবতপ্রবন্ধ (পঞ্চম সংস্করণ)	১০
৪৯।	অর্চ্চনরত্ন	
৫০।	বৈষ্ণবব্রত-দিনচর্য্যা (১ম ও ২য়)	৩
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	
৫৪।	পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	
৫৫।	তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদখণ্ডন	
৫৬	ভাগবত ও ভক্তিপথ	৶০
৫৭।	ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যান্বিত)	।০
৫৮।	শ্রীকৃষ্ণদেব	
৫৯।	শিক্ষাষ্টক	
৬০।	সাধ্যবাণী	

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

১।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতম্	
২	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ	।০
৩।	সটীক-শিক্ষাষ্টকম্	।০
৪।	অর্চ্চনম্	।০
৫।	সংক্ষেপ শিক্ষাষ্টকম্	৴০
৬।	গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ	৴০
৭।	সারাৎসারনির্ণয়	৶০

ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থ ।।প্তক

৮।	রায় রামানন্দ	
৯।	এ কিউ অফ দ্য বেদাস	
১০।	ভাগবত	৴০
১১।	বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি	।০
১২।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স	৴-
১৩।	লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
১৪।	বেদান্ত	।০
১৫।	কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	৴০
১৬।	দি ভাগবত	
১৭।	ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনমালেড ডিভোশন	।০
১৮।	ব্রহ্মসংহিতা	।৶০
১৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)	

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	১
৮১।	সাধন-পথ	।০
৮২।	কল্যাণ-কল্পতরু	৶০
৮৩।	গীতাবলী	
৮৪।	শরণাগতি	

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	

হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	

প্রাপ্তিস্থান—ভক্তিভবন, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৫শ বর্ষ | ১৩ হৃষীকেশ ৪৮৪ গৌরাব্দ ১৪ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৭৭, ৩০শে আগষ্ট ইং ১৯৭০, | শুক্রবার | ১৫২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ হৃষীকেশ তিথি সর্ব্বোদশমী গৌরাব্দ ৪৮৪

যৎকিঞ্চিৎ

হরিভক্তি সুদুর্ল্লভা। ভোগবুদ্ধি বা মোক্ষকামনা লইয়া শ্রীহরির অর্চ্চনাদি করিলে প্রেমভক্তি লাভ হয় না। যিনি যে ভাবে ভগবানের ভজনা করেন, ভগবান্‌ও তাঁহাকে সেইভাবে কৃপা করেন অর্থাৎ যাঁহারা ভোগপর বুদ্ধি লইয়া ভগবান্‌কে কর্ম্মফলদাতাজ্ঞানে কর্ম্মফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত ভগবানের পূজা করেন, তাঁহাদের ভক্তিলাভ হয় না। তাঁহারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলই প্রাপ্ত হন, আর যিনি সকল ভোগবাসনা ও মোক্ষবাসনা ত্যাগ করিয়া ভগবানে প্রপন্ন হন, তিনিই ভগবানে ভক্তিলাভ করিয়া ধন্য হন। নিষ্কাম ভক্তই প্রেমভক্তির অধিকারী। এই নিষ্কাম কথাটির অর্থ বুঝিতে না পারিয়া কেহ কেহ বলেন, ভক্তগণ ভগবানের নিকট যে 'প্রেম দাও, ভক্তি দাও' বলিয়া প্রার্থনা করেন, তাহা কি কামনামূলক নহে? তাঁহারা 'কাম' অর্থে সাধারণ ইচ্ছা বুঝিয়া থাকেন। তাঁহারা যদি একটু স্থিরচিত্তে শাস্ত্রের কথা আলোচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, কাম বাহার অন্তর্ভুক্ত হইলেও, বাহাই কাম নহে। শাস্ত্র বলেন,—

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

ইহা দ্বারা স্পষ্টই জানা যায়, স্বসুখ-বাঞ্ছাই কাম। এই আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাময় কাম ভক্তের নাই। তাঁহারা কৃষ্ণসুখের জন্য ব্যস্ত। সুতরাং তাঁহারা নিষ্কাম অর্থাৎ প্রেমিক

মা যা অর্থাৎ যাহা নহে, তাহাই মায়া আর যাহা হয়, তাহা ভগবান্, Positive Something. ভগবদ্‌বাহিতা বা negative ideaই মায়া। যখন 'আমি ভগবানের সেবক' এই জ্ঞান থাকে, তখন আমি মায়ার দ্বারা আক্রান্ত হই না। যতক্ষণ ভগবৎসেবকাভিমানে প্রতিষ্ঠিত না হই, ততক্ষণ বোবারূপে জগদ্দর্শন স্বাভাবিক। তখন প্রভুত্ব-অভিমান আমার হৃদয়কে আক্রমণ করিয়া আমাকে ভগবৎসেবার কথা জানিতে দেয় না। আমার এই ভোগের প্রবৃত্তি বা দুর্ব্বুদ্ধি একমাত্র দিব্য-জ্ঞানের দ্বারাই অপসারিত হইতে পারে।

আমরা জীব, চেতনতাই আমাদের জীবন। আমরা কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া মাতৃকুক্ষিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যে কোন বস্তু বা ব্যক্তি আমাদের সম্মুখে আসুক, তাহার নামাদি নিশ্চয়ই আছে। আমরা যখন এ জগতে ভূমিষ্ঠ হই, তখন আমাদের নাম, ধাম ও কামের কথা অজ্ঞতাবশতঃ না জানিয়া কেহ আমার পিতা সাজে, কেহ আমার একটী কল্পিত নামকরণ ও বিবিধ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দেয়। আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, আমার প্রকৃত নাম কি, কি উদ্দেশ্যে এ জগতে আসিলাম, ইহা কেহই জানে না। কোন একটী শিশুকে পৃথিবীতে দর্শন করিবামাত্রই তাহার নাম ও আবাসাদির সন্ধান না করিয়া তাহাকে একটী কল্পিত নামে আহ্বান করা আমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় কি? আমাদের এই স্বরূপের সন্ধান বা আত্মার নাম, বাসস্থান বা কর্ত্তব্যের কথা যিনি জানাইয়া দেন, তিনিই যে আমাদের একমাত্র নিজের লোক, তিনিই যে আমাকে জানেন ও চেনেন, পরন্তু এ জগতের কেহই আমার সন্ধান বা পরিচয় রাখে না, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা হিন্দু বা অহিন্দু, পশু বা পক্ষী যে কোন লোকে এখানে আসি না কেন, আমাদের প্রকৃত সত্তা বা চেতনের প্রকৃত সন্ধান করা উচিত নহে কি? এই চেতনের কথায় যিনি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেন, জড়দেহ ও মনের অনিত্যতা জানাইয়া আমাকে আমার প্রকৃত রক্ষক বা পালকের সন্ধান দেন, তিনি আর কেহই নহেন, তিনি সদ্‌গুরুরূপী ভগবান্। সুতরাং আমরা যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, আত্মস্বরূপের সন্ধান করিতে হইলে আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তর্যামী সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করা এই মুহূর্ত্তেই আবশ্যক। কয়লা যেমন জ্বলন্ত অগ্নির সংস্পর্শে আবার জ্বলিয়া উঠে, তদ্রূপ বদ্ধজীব —স্বরূপভ্রান্ত জীব নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীগুরুদেবের সংস্পর্শে আসিয়া নিজ স্বভাব ফিরিয়া পায়। সেইজন্যই বলিতেছি, গুরু-দেবই সদ্‌গুরুস্বরূপ [illegible] করিয়া দিয়া আমাদিগকে অজ্ঞানান্ধকার বা স্বরূপ-বিস্মৃতিরূপ মহাবিপদ্ হইতে রক্ষা করেন। গুরুর সংস্পর্শ ব্যতীত চেতনতার উদ্বোধন অসম্ভব। জড়দেহ ও মনের দ্বারা জড়ানু-শীলন হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা চেতনের অনুশীলন অসম্ভব।

ভগবান্ পরম দয়াল। আমরা যখন আমাদের স্বরূপের কথা বিস্মৃত হই, তখন তিনি আমাদের উদ্ধার করিবার জন্য [illegible] আসেন। আমরা যদি সেই ভগবান্ ও ভগবৎ-প্রিয় ভক্তগণের আনুগত্য স্বীকার করি, তাহা হইলে আমরা কৃষ্ণবিস্মৃতির বা স্বরূপ-ভ্রান্তির হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারি।

ভগবান্ [illegible] বিমুখ জীব হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণকারী উন্নত জীব পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতের অন্তরে [illegible] আছেন। যে ব্যক্তি প্রাণিসমূহে [illegible] ভগবান্‌কেই অবজ্ঞা করিয়া প্রাকৃত বুদ্ধিতে শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তির পূজা করে, তাহার মঙ্গলের আশা নাই। [illegible] সেবা হয় না। প্রাকৃত [illegible] লৌকিক [illegible] চেষ্টা প্রদর্শন করেন বটে; কিন্তু তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবানের নিকট গিয়া পৌঁছায় না। প্রাকৃত [illegible] আত্মতায় [illegible] করেন [illegible] তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞানকর্ম্মের [illegible]। [illegible] উদিত হয় না।

কৃষ্ণ আমার পালে, রক্ষে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

সাধুসঙ্গ করিতে করিতে কৃতভক্তি হইলে অর্চন শুদ্ধ হয়, তখন ভগবদ্বিগ্রহের প্রতি শ্রীভক্তি' সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের প্রতিও প্রীতি হইয়া থাকে। সকল সময়েই সর্ব্বতোভাবে ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহ কৃষ্ণের ভজন বৈষ্ণবেরই সম্ভব। ইন্দ্রিয়বিত্তায় সার্ব্বকালিক ভজন সম্ভবপর হয় না। বৈষ্ণবই অষ্টকাল বা নিরন্তর কৃষ্ণভজন করিতে পারেন। এই বৈষ্ণবে আপনজ্ঞান ও তাঁহার অকপট সঙ্গ হইলে আমরাও সেবানৈপুণ্য লাভ করিতে পারিব। ভক্ত ভোগও করেন না, ত্যাগও করেন না, তিনি ভগবানের ভোগ দেন। আমি ভোগ করিব—এই বুদ্ধি যাহার আছে, সেই ব্যক্তি' ভক্ত বা অসৎ। এইরূপ অসদ্-বুদ্ধিবিশিষ্ট মাদৃশ বদ্ধজীবগণের সাধুর সঙ্গ ছাড়া গতি নাই।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা

——::•::——

সাধুসঙ্গ বিশেষ দরকার। সাধুসঙ্গ করতে করতে বন্ধন খুলে যা'বে। সব অসুবিধা কেটে যা'বে, কৃষ্ণ accept করবেন। A pencil of ray from the sun of mercy এসে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করবার ইচ্ছা কমে যা'বে। এ জগতের সহিত সম্বন্ধ বা দেহাদ্যভিমান তখন শিথিল হ'য়ে আসবে। সঙ্গের এত প্রভাব! কৃপার এত শক্তি!

অনেকের খুব activity ও ব্যস্ততা দেখতে পাওয়া যায়। সেই activityর উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন কি, নির্ণীত হওয়া দরকার।

যে স্থলে চেতনবৃত্তির বিকাশে ইন্দ্রিয়-সমূহ কৃপার নিকট সম্পূর্ণ শরণাগত, তথায় ইন্দ্রিয়ের স্বতন্ত্র চেষ্টা নাই, তথায় ইন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা কৃপালোকে সম্পূর্ণতা লাভ করে—কৃপা দ্বারা বৃদ্ধি নির্ম্মল হয়, কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় সাধনের দ্বারা তাহা হয় না।

অবাক্কূপে পতিত ব্যক্তির উদ্ধারের জন্য ভগবানের কৃপা-রজ্জু নিয়তই কূপমধ্যে লম্বমান রহিয়াছে। ভক্ত সেই কৃপারজ্জুকে ধারণ করিবার জন্য সাধন করিয়া থাকেন—কৃপালাভার্থই তাঁহার সাধন—নিজের চেষ্টায় তিনি উদ্ধারলাভ করিতে পারিবেন—এইরূপ আত্মম্ভরিতা তাঁহার নাই।

ভক্তি—অহৈতুকী। রাত্রিকালে কৃত্রিম আলোকের দ্বারা কি সূর্য্যদর্শন হয়? যখন সূর্য্যদেব স্বয়ং প্রকাশিত হন, তখন সূর্য্যের আলোকেই সূর্য্যকে দেখা যায়। তদ্রূপ ভগবৎকৃপাতেই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিরহের তীব্র বাধা যত উপলব্ধির বিষয় হ'বে, ততই আমরা শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হ'তে থাকব।

বৈষ্ণবের সেবার দ্বারাই গুরুদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়। যিনি যতটা বৈষ্ণবের সেবক, তিনি তত অধিক বৈষ্ণব, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৈষ্ণবসেবক, তিনিই বৈষ্ণবশিরোমণি অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের সম্রাট্ শ্রীগুরুদেব।

শ্রদ্ধাই ভক্তির বীজ। এই শ্রদ্ধা ও অনুগ্রহ যুগপৎ লাভ হয়। শ্রুতির প্রতি—শাস্ত্রের প্রতি যে বিশ্বাস, তা'র নাম শ্রদ্ধা। শুদ্ধভক্ত বেদমূর্ত্তি। তাঁ'র প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁ'তে আত্মনিবেদন যুগপৎ হওয়া চাই।

আশ্রয়বিগ্রহের সেবার দ্বারা নির্ব্বিশেষবাদের প্রতি যে আসক্তি তাহার ধ্বংস হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম গৌরসুন্দরের বিলাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। তাঁ'র সেবা যাঁ'রা করেন, তাঁদের প্রচ্ছন্ন, ব্যক্ত, বা অব্যক্ত মায়াবাদ চিরতরে হৃদয় হইতে বিতাড়িত হয়।

গুরুভক্তের অমায়ায় কৃপা না থাকিলে হরিভজন হয় না, প্রভুত্বের কামনা হৃদয় হইতে যায় না, দাস হইবার আন্তরিক পিপাসা হয় না।

আমাদের ত' অনেক অযোগ্যতা আছে, কিন্তু আমাদের গুরুবর্গের কৃপারও অবধি নাই। ইহাই ত' আমাদের একমাত্র ভরসা।

কেবল ভাগ্য দরকার। ভাগ্য না থাকলে হ'বে না। আবার অপরাধফলে ভাগ্যোদয়ও বিকাশ হয় না। এখন করি কি? ক্রন্দন ছাড়া গতি নাই। "হে ঠাকুর আমাকে ছেড়ো না, আমি বড় কাঙ্গাল, আমি বড় অযোগ্য। তোমার কৃপা ছাড়া আমার গতি নাই। আমার কি সাধ্য আছে যে তোমাদের নিকট পৌঁছিতে পারব?" এই ব'লে কাঁদতে হ'বে।

শ্রীগুরুদেবই আমাদের প্রাণ। তিনি অনুগ্রহ ক'রে আমাদিগকে দীক্ষা দেন ভগবানের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ক'রে দেন। তিনি বড় ভারী জিনিষ। অত বড় জিনিষ এ জগতে বা পর জগতে আর নাই। তিনি কি জন্য অত বড়, তাহা জানা দরকার।

শ্রীগুরুনিত্যানন্দই প্রভুবিক্রমার্ক। তিনিই যাবতীয় প্রতিষ্ঠার মালিক। তাঁ'র অনুগত হ'লে তিনিই কৃপা ক'রে জীব-হৃদয় হ'তে প্রতিষ্ঠাকে বিতাড়িত ক'রে সেবাসুযোগ দেন।

যদি কাহারও চিন্তাধারা গুরুদেবের চিন্তাধারার সহিত ভাগ্যক্রমে মিশে যায়, কেহ যদি শ্রীগুরুদেবের সহিত সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট হ'তে পারেন, তাঁ'র তত্ত্ববিচারনৈপুণ্য থাকুক আর না থাকুক তাঁ'তে কিছু আসে যায় না,—এইটাই দরকার। এটা যাঁ'র হ'য়েছে, তাঁ'র আর চিন্তা নাই। শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীগুরুদেবের বিশেষ কৃপা হ'লেই এরূপ ভাগ্য লাভ হয়। এইরূপ ভাগ্য কমই দেখা যায়।

হরিনামও করতে হ'বে, সুযোগমত শাস্ত্র গ্রন্থও পড়তে হ'বে। শাস্ত্রের প্রত্যেক অক্ষরটাই চেতন। সেই চেতন অক্ষর যদি দয়া ক'রে রূপ দেখান, তা' হ'লেই তাঁর মর্ম্ম জানতে পারব, শাস্ত্রগ্রন্থের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম হ'বে। শাস্ত্রগ্রন্থ দুইভাবে পড়া যায়। আমি গ্রন্থ প'ড়ে বুঝে নেব, বা নিজের মনের মত ব্যাখ্যা করব, এতে সুবিধা হ'বে না। শিষ্য হ'য়ে শাস্ত্রগ্রন্থ প'ড়তে হ'বে। অক্ষর-সমষ্টি গ্রন্থ বা শব্দ আমাকে regulate করবে, তা হ'লে আমার মঙ্গল হ'বে। আমি শুশ্রূষু হ'য়ে, অনুগত হ'য়ে শাস্ত্র আলোচনা করব। উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখতে হ'বে, নৈলে এগোনো যাবে না। যাঁ'রা কায়মনোবাক্য ভগবানের সেবায় নিযুক্ত ক'রেছেন, যাঁ'রা বাক্য, মন এবং ক্রোধাদি ষড়্‌বেগ দমন ক'রেছেন, তাঁ'রাই সন্ন্যাসী, তাঁ'রাই গোস্বামী। সেবাই হ'চ্ছে মূল।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::•::——

সাক্ষাৎ 'বৈকুণ্ঠশব্দ' যখন সেবোন্মুখ কর্ণে অবতরণ করেন, তখন তিনি অনায়াসে সকল খণ্ড অপসারিত ক'রে দেন। "বৈকুণ্ঠ"-শব্দে শব্দ-শব্দীর মধ্যে ভেদ নাই। 'বৈকুণ্ঠ' শব্দের শব্দীর অভিজ্ঞানের জন্য অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যগ্রহণের আবশ্যকতা হয় না।

যাঁ'রা নিজেরাই recipient হ'তে চাচ্ছে, তা'দের জীবন কিছুক্ষণ পরে থেমে যা'বে। তা'রা মৃতই আছে। বাস্তব-বস্তুর অনুশীলনে বঞ্চিত থাকাই মৃত অবস্থা। যে জীব বহিরঙ্গাশক্তির অধীন হইয়াছে, সে জীবিতম্মন্য হ'লেও 'জীব' শব্দবাচ্য নহে। তা'র তথাকথিত জীবন কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় ভেসে যাওয়া মাত্র।

যেকালে ভাগবতসেবায় পূর্ণমাত্রায় অভিষিক্ত হ'তে পারব, সেকালে এই চোখ, কাণ, নাকের দ্বারা কৃষ্ণেতর বাহ্য বিষয়ের বিচার বন্ধ হ'য়ে যাবে—এর ছিদ্র ও তা'র ছিদ্র দর্শন, এর নিন্দা, তা'র প্রশংসা করতে বাধিত হব না।

সেই ব্যক্তিই দরিদ্রের মধ্যে প্রধানতম দরিদ্র—সর্ব্বাপেক্ষা নিঃস্ব, যে ব্যক্তি চৈতন্যদেবের কথায় অমনোযোগী হইয়া অচৈতন্য কথার মরকের পথে বিবদমান বিষয়ে নিযুক্ত হয়। তাহার কখনও সুবিধা হয় না। কৃষ্ণচৈতন্যই একমাত্র বিত্ত। অন্য বিত্ত নহে। মনুষ্য মানবজাতির একমাত্র বিত্ত কৃষ্ণ কি বস্তু, তাহা যিনি জানাইয়াছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব।

শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ প্রধান প্রয়োজনীয় জিনিষ। কীর্ত্তনের ফলে শ্রবণ, অপরে কীর্ত্তন করিলে শ্রবণের সুযোগ হয়। সেই শ্রৌতবাণী কীর্ত্তনপ্রভাবে স্মরণ হয়।

সেবক না হইলে, ভোগী বা ত্যাগী হইলে বৈকুণ্ঠনামের কৃপা হয় না—"নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়।" নানা-পদার্থের ভোগ বা ত্যাগবুদ্ধির সহিত নিত্যবৃত্তি ও সেবোন্মুখের নিরন্তর শ্রীনাম-কীর্ত্তন এক নহে। সেবার উন্মুখতা না হইলে নাম হইবে না।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে

কর্ম বন্ধ, ভুক্তি-মুক্তি প্রদান করে না। প্রবলপ্রতাপে অনর্থাপগমের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশোৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হয়, তখন আর ভাগবত শুনিতে বসিলে নিদ্রা আসে না। ভগবানের বীর্য্যবতী কথাই তাঁহার প্রবল বাধা সেবার বিঘ্ন হয়।

আমরা একটুকু সময়ও নষ্ট করিব না। সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণের আধার যে ভগবান্ তাঁহার বিষয় চিন্তা করিব, তাঁহার অনুশীলন করিব; তৎফলে impediments (ভগবদ্দর্শনে বাধাগুলি) মরিয়া যাইবে।

হরিসভা

—::(•)::—

'স' উপপদে 'ভা' ধাতু ক্বিপ্ প্রত্যয়-দ্বারা 'সভা' শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ভা' ধাতুর অর্থ দীপ্তি পাওয়া অর্থাৎ যেস্থানে সমান-গুণী কোন কার্য্যের উদ্দেশ্যে দীপ্তিপ্রাপ্ত হন, তাহাকে সভা বলে। সভা অনেক প্রকারের হইতে পারে। কিন্তু হরিসভার সঙ্গে অন্যান্য সভার বিশেষ প্রভেদ আছে। কারণ, শাস্ত্র বলেন, "হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ"—হরি সাক্ষাৎ গুণাতীত বস্তু। যে সভায় হরিবিষয়ের আলোচনা হয়, তাহার সহিত অপরাপর প্রাকৃত জগতের আলোচনার স্থানের সমন্বয় হইতে পারে না। কিন্তু জগতে চিজ্জড়সমন্বয়বাদীর প্রাদুর্ভাব হওয়াতে হরিসভার নাম করিয়াও তথায় জড়সাহিত্য আলোচনা, অদৈববর্ণাশ্রমের বিধি ব্যবস্থার আলোচনা, বহির্ম্মুখ মানব-সমাজের বন্ধনের সুখসুবিধার কথা, দেশ ও দশের উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। জাগতিক বিচারে অজ্ঞ-বাদিগণের ধারণায় ঐ সকল কার্য্য মহদনুষ্ঠান বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারে। কিন্তু হরিসভা প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল বিষয়ের আলোচনার স্থান নহে। যে সভায় নির্গুণ অপ্রাকৃত বস্তু হরি এবং হরিজনের গুণমহিমার কথা আলোচিত হয়, তাহাই হরিসভা।

যদি নির্গুণ বস্তু, হরিভক্তি নির্গুণ বস্তু এবং যেখানে হরিবিষয়ের আলোচনা হয়, সেই স্থানও নির্গুণ-স্থান। শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীভগবান্ শ্রীনারদকে বলিয়াছেন,—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

হে নারদ! আমি, আমার নিত্য ধাম বৈকুণ্ঠেও থাকি না। ধ্যানপরায়ণ যোগিগণের হৃদয়েও বাস করি না, কিন্তু যে স্থানে আমার ভক্তগণ আমার গুণানুবাদ কীর্ত্তন করেন, আমি সেই স্থানেই অবস্থান করি অর্থাৎ সেই স্থানই বৈকুণ্ঠ; কারণ, সেখান হইতে কুণ্ঠাধর্ম্ম যে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, তাহা বিদূরিত হইয়াছে। সুতরাং হরিসভা শুদ্ধভক্তি-আলোচনার ক্ষেত্র। যে স্থানে ভগবানের অব্যভিচারিণী সেবা নাই, যেখানে একমাত্র ভগবানের সুখতাৎপর্য্যের চেষ্টা নাই, সেই স্থান কর্ম্ম বা নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ শুষ্কজ্ঞানালোচনা কিংবা কৃত্রিম প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গ যোগাদির চেষ্টাদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা হরিসভা নহে। যাঁহার ভক্তিতে বা ভগবানের সেবাতে আস্থা হইয়াছে, তিনি ভক্তিকে ঐ সকল কর্ম্মজ্ঞানাদির অধীন বা অপেক্ষাযুক্ত মনে করিতে পারেন না। ভক্তিই আত্মার নিত্য স্বরূপবৃত্তি ও সহজধর্ম্ম—সুতরাং উহা নশ্বর ইন্দ্রিয়তর্পণযোগ্য নহে, উহা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। গঙ্গার যেমন স্বাভাবিক গতিই সাগরের দিকে অথবা জলের যেমন স্বাভাবিক গতিই নিম্নদিকে কিংবা ক্ষুদ্র জড়বস্তু যেমন স্বভাবতঃই বৃহজ্জড়-বস্তুতে আকৃষ্ট, তদ্রূপ ভগবানের প্রতি নিত্যসেবাবৃত্তি বা ভক্তি স্বাভাবিকী। স্বাভাবিকী সমুদ্র-অভিমুখিনী গঙ্গার সম্মুখে অন্য কোনও আগন্তুক বস্তু আনিয়া ধারণ করিলে গঙ্গার স্বাভাবিকী গতি প্রতিহত হইবে মাত্র। তদ্রূপ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির চেষ্টা উপাহৃত করিলে উহাদের দ্বারা ভক্তির স্বাভাবিকী গতিকে বাধা দিবার চেষ্টা মাত্র হইবে। শুদ্ধভক্তি নিজেই পরিপূর্ণ শক্তিশালিনী, অপর আগন্তুক বস্তুসংযোগে তাহার শক্তিমত্তা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। ভক্তিকে ক্রিয়াবতী করিবার জন্য কর্ম্ম-জ্ঞানের আবশ্যক হয় না, বরং কর্ম্ম-জ্ঞানাদি ভক্ত্যু-ন্মেষক বা ভক্তির সাহায্য ব্যতীত নিষ্ফল হইয়া থাকে। যে কর্ম্ম ভগবৎসেবাপর নহে, তাহার দ্বারা কর্ম্মবন্ধন হয়, যে জ্ঞান ভগবানে জীবের সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয় না করাইয়া নির্ভেদ বা নির্বিশেষজ্ঞানে লইয়া যায়, সেই জ্ঞান আত্মবিনাশক, আবার যে যোগ জীবকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত না করে, তাহাও নিরর্থক।

আমরা যতই সৎকার্য্য করি, সদনুষ্ঠান বা ধর্ম্মযাজন করি না কেন, যদি শ্রীভগবানের কথায় রুচি না হয়, তবে সমস্তই শ্রম হইবে। একমাত্র ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তে সেবাবৃত্তি যদি উদিত না হয়, তাহা হইলে আমরা জীবন্মৃত; কারণ, যাহা হইতে অতীন্দ্রিয় শ্রীভগবানে হেতুরহিতা, কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদির দ্বারা ব্যবধানরহিতা ভক্তির উদয় হয়, একমাত্র তাহাই প্রাণিমাত্রের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সুতরাং হরিভক্তিপ্রদানরূপ ক্রিয়ার মধ্যে যদি কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি আসিয়া বাধা উৎপাদন করে, তবে তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। ব্রহ্মসংহিতায় দ্বাদশ অধ্যায়ে শুকঋষি মুনি-গণকে বলিয়াছেন,—

অশ্রুতাধ্যয়নাদীনাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে॥

অর্থাৎ যাঁহারা বেদাদি শাস্ত্র সদ্‌গুরু সমীপে অধ্যয়ন করেন নাই, যাঁহারা কেবল জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ, সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত পারমার্থিক ব্রাহ্মণ নহেন, তাঁহাদের সহস্র সহস্র ব্যক্তি একত্র হইলেও তাহা পারমার্থিক সভা নহে জানিতে হইবে। কারণ, তাঁহারা মনোধর্ম্মে বশীকৃত বদ্ধজীব, সুতরাং তাঁহাদের ধর্ম্মনির্ণয়ে সামর্থ্য নাই। অতএব এবম্বিধ লোকের দ্বারা আহূত তথাকথিত হরিসভায় শুদ্ধ হরিভক্তির কথা বা নিঃশ্রেয়সের কথা আলোচনা না হইয়া কেবল আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিকর প্রিয় বস্তুর আলোচনা হইয়া থাকে।

হরিসেবায় কোন কৈতব থাকিতে পারে না। উহা নির্ম্মলা, অপ্রতিহতা ও অহৈতুকী। প্রকৃত হরিসেবকগণের নিজসুখের লেশমাত্রও নাই। সেখানে আছে কেবল কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা। আমাদের প্রাকৃত অভিমান যতকাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা কিছুই হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ বহু প্রাকৃত অভিমানিগণের সম্মেলনে হরি কখনই আবির্ভূত হন না। একমাত্র সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়েই সেই স্বপ্রকাশ বস্তু শ্রীনামাদি উদিত হইয়া থাকেন।

যে পর্য্যন্ত না একমাত্র ভগবানের জন্য ত্যক্ত-স্বজনবান্ধব, ভগবানে অখিল-চেষ্টাযুক্ত, জীবন্মুক্ত, নিষ্কিঞ্চন সাধুজনের সম্পূর্ণ আনুগত্যে হরিসভা বা হরিসেবার যে কোনও কার্য্য সম্পাদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের পথ সুগম হইবার উপায়ান্তর নাই। চিত্তবিনোদনের স্থান, বিলাসের স্থল, ইন্দ্রিয়-প্রীতির আগার হরিসভা নহে। উহা কলির সভা বা মায়ার সভা। হরিসভা হরিজনানু-গত্যে কেবলমাত্র শ্রীহরির প্রতি অহৈতুক প্রীতিসাধনের আলোচনা-ক্ষেত্র। উহা হরির বসতিস্থল, নির্গুণ ও প্রপঞ্চে প্রকটিত বৈকুণ্ঠ।

মেদিনীপুরে প্রচার

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার সাবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত পি, পি, আই বৈদ্যনাথন্ আই, সি, এস মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারব্রতিগণের গত ১৮ই আগষ্ট ঝাড়গ্রাম ক্লাবে (মোক্তার ক্লাবে) "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মিশনের প্রচারক-গণকে আহ্বান করেন। উক্ত দিবস সন্ধ্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ তথায় উপস্থিত হইয়া মহাজনপদাবলী ও শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন কীর্ত্তন করেন। তৎপরে উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রায় এক ঘণ্টাকাল বিভিন্ন শাস্ত্রযুক্তিমূলে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনমুখেও বহুক্ষণ যাবৎ বক্তৃতা হয়। তৎপরে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভাভঙ্গ হয়। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত পি, পি, আই বৈদ্যনাথন্, আই, সি, এস্ (এস্, ডি, ও); শ্রীযুক্ত এ, কে, মে, এম্ এ (সেকেণ্ড অফিসার) ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট; শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন [illegible] এম্-এ, বি-এল্, মুন্সেফ, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রগোপাল মিত্র, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, উকিল; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ [illegible], উকিল, শ্রীযুক্ত [illegible] চন্দ্র পাল, উকিল, শ্রীযুক্ত [illegible] সেক্রেটারী, শ্রীযুত মহম্মদ আবদুল [illegible] বি এল্, পেন্সান অফিসার, [illegible] বেঞ্চ, শ্রীযুত হরেন্দ্রকুমার [illegible], বি এ, রিটায়ার্ড গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী।

নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

শ্রীগৌড়ীয়মিশনের পক্ষ হইতে আগামী ১লা সেপ্টেম্বর, ১৬ই ভাদ্র কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে একটী বিরাট নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া [illegible] স্ট্রীট, বাগবাজার স্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, [illegible] বাজার স্ট্রীট, সেন্ট্রাল এভেনিউ, [illegible] স্ট্রীট, বাগবাজার স্ট্রীট [illegible] চক্রবর্ত্তী স্ট্রীট [illegible] প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। [illegible] যোগদান প্রার্থনীয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅনাদিক্ষণ ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪
সেবক—শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপর্ব্বতদাস ভক্তি শাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনদীয়ানাথ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) অন্তর্দ্বীপ-ভক্তিকুটীর-আশ্রম
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীসনন্দন ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(১১) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীকৃষ্ণধন দাস অধিকারী

(১৩) কুলদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশিবানন্দ অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাউডাঙ্গা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর বিগ্রহবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) ঋতুদ্বীপ
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅনুত্তম সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনীলমণি ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাপড়া, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
চাঁদপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(২১) বাগবাজার-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চটক পর্ব্বত
সেবক—শ্রীনরোত্তমদাস দাসাধিকারী

(২৩) ঢাকা-গৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীমাধবদাস সন্ন্যাসী

(২৫) প্রত্যক্ষ-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রদাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীসদাশিব দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীগৌরগদাধরচৈতন্য দাস

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং লাসাং নং, দার্জিলিং
সেবক—শ্রীমহাপুরুষ দাসাধিকারী

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি
সেবক—শ্রীপরেশনাথ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মহেন্দ্রু পাটনা)
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দপ্রভু দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
ঘোষা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩ [illegible]ীয় মঠ
৮।১৭ বড় গণেশঘাট, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীনবগোপাল ব্রহ্মচারী

৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
ব্রহ্মকুণ্ড, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলাম্বর ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীসত্যব্রত দাসাধিকারী

(৩৯) একাদশ-গৌড়কুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রীনয়নানন্দ ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪৩) নন্দেশ্বর বিহারী মঠ
নন্দগ্রাম, মথুরা।
সেবক—শ্রীমথুরানাথ গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) বরসানা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বরসানা, মথুরা
সেবক—ঐ

(৪৫) বরসানা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বরসানা, মথুরা

(৪৬) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীচিদম্বর ব্রহ্মচারী

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীজয়গোবিন্দ দাসাধিকারী

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীসুন্দরানন্দ [illegible]

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
[illegible] রোড
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীদেবতীর্থ ব্রহ্মচারী

(৫১) মাধবানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী মাদ্রাজ
—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৫৪) ভক্তিকুটী—[illegible], পুরী
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

৫৫ [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কুমারেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীকেশব ব্রহ্মচারী

(৫৭) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রীশৈলেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীত্রিভুবনমোহন দাস ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] মঠ
চিরলিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী

(৬১) আমলি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ আমলি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীসর্ব্বদীপ ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ -
কুমারখালি, পোঃ [illegible], (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅবতার ব্রহ্মচারী

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং মিল্টন ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, ই ৫
সেবক—স্বামী বিনোদবাণী দাস

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৫।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
বৃন্দাবন, [illegible] ইউ-পি
সেবক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible]
সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৯) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোর দাস অধিকারী

(৭১) শ্রীধরাশ্রম
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরামস্বরূপ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—————॥৪৩॥—————

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী বারের	১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী বারের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৩৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲		১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২॥০
সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৩৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ । বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন দর।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——॥০॥——

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টি—

———॥০॥———

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সহজ সরল প্রণালীটি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত ও পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। গ্রন্থটী পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রেস্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের কথা দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১১০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রী বলদেবকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। ইংরাজী কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

—:o:— —

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপূর্ব্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশ্যভাবে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যপাদের অন্যতম পার্ষদ সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার প্রচারিণী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিশ্রমলব্ধ অপূর্ব্ব দান আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের লীলামাধুর্য্য-পাঠে ধন্য হউন। এই গ্রন্থটি অভিনব ও অদ্বিতীয় এবং মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩খণ্ড অধ্যায়ে প্রায় .শত পৃষ্ঠা ব্যাপী; ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রদত্ত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত পরিচয়সূচক সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১২৲ বার টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-৪১	৬-১৯	৭ ১০	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-৫১
দমদম ,,	৪-৫৮	৬-৩৫	৭ ৩০	১৩ ৩৭		১৮-১২	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৮	৮ ০৭	৯-১৬	১৫-৩	১৮-৩৪	১৯-৪২	০-২৫
(বদল) ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৩৩	১৫-১৯	১৮ ৪১	১৯-৪৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩৪	৮-৫৮	১০ ৮	১৫-৫১	১৯-১৭	২০-২২	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১	১৫-০	১৭ ৩১	০ ৩০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০	১৫-৫০	১৮-১১	১-১০	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-২

দমদম ,, ১১-২০

রাণাঘাট পৌঃ ১-৫৫

ছাঃ ১৩-০

শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৮

(বদল) ছাঃ ১৩ ৩৩ (ন্যারো গেজ লাইনে)

কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৪

ছাঃ ১৫-০

নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-৪০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৮		৯-১০	১৪-১৬	১৬-০	১৮ ৩১		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৬		৯ ৪৮	১৪-৫৫	১৬-৩৮	১৯-১১		
ছাঃ	৭-৯	৮-৫০	১১-৪১	১৬-৫৬	১৯-২	২০-৫৬	৩-৩৬
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯-২৩	১২-২৬	১৭-৩১	২০-১০	২১-২৯	৪-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯-২৮	১২-৪৬	১৭-৪৩	২০-১৮	২১-৭৪	৪-২৩
দমদম ,,		১১-৩		১৯-০		২৩-৯	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১৫২০	১৪-২১	১৯-১৬	২১-৫৫	২৩-২৭	৬-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ ১৪ ১৬

কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-৫৫

ছাঃ ১৫-১০

শান্তিপুর পৌঃ ১৫-৫১

(বদল) ছাঃ ১৬-৫০

রাণাঘাট পৌঃ ১৭-২৫

(বদল) ছাঃ ১৭-৪৪

কলিকাতা পৌঃ ১৯-২৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(o):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। বলিবার ইহার কার্য্যশক্তি অত্যন্ত অধিক। নিভৃতে সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৵০ ছয় আনা, বড় বোতল ১।৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা —

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম— এখান শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড। শ্রীমায়াপুর— ১৫ই ভাদ্র ১৩৪৭, ৩১শে আগষ্ট, ১৯৪০ শনিবার। ১৫৩তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—:(০):—

আবশ্যক সামরিক শিক্ষা বিল

সিনেটে আবশ্যক সামরিক শিক্ষা বিলের সংশোধন প্রস্তাব বিনা ডিভিসনে গৃহীত হইয়াছে। এই ব্যবস্থায়, সামরিক শিক্ষাদানের জন্য সংগৃহীত ব্যক্তিগণের মধ্যে এককালীন ৯ লক্ষ ব্যক্তিকে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। বৈঠকের সময় সামরিক কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর সেপার্ড বলেন যে, আগামী ২৫ বৎসরের মধ্যে এক এক বৎসরের নির্দিষ্ট সংখ্যা করিয়া মোট ৪০ লক্ষ ব্যক্তিকে সামরিক শিক্ষা প্রদান করা ২১ হইতে ২৪ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিগণের মধ্যে আবশ্যক। সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ করিবার জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, সিনেটে ৩০১৯ ভোটে তাহা বাতিল হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানের খসড়া বিলে ২১ হইতে ৩০ বৎসর ব্যক্তিগণকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

——

দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

গত ২৭শে আগষ্ট রাত্রে বাবগঞ্জে গুরুতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার সংবাদ আসে। মিঃ নায়ক জনৈক দারোগা আঘাতের ফলে নিহত হইয়াছেন এবং অন্য কয়েকজন লোকও আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। বাবগঞ্জ জিলার একটি মুসলিম-প্রধান অঞ্চল। বিবরণে প্রকাশ; জন্মাষ্টমী উপলক্ষে একটি শোভাযাত্রা যখন এই অঞ্চলের একটি মসজিদের সম্মুখ দিয়া যাইতে উদ্যত হয় তখন মসজিদের লোকগণ বাদ্য সম্পর্কে আপত্তি করে। দিল্লীর সহরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ভাব দেখা যাইতেছে। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছেন। দিল্লী ও নয়াদিল্লীতে একসঙ্গে পাঁচজনের অধিক লোকের মেলামেশা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ৩ দিন যাবৎ এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকিবে।

গত ২৬শে আগষ্ট দিল্লী সহরে হরতাল প্রতিপালিত হইয়াছে। বাজারসমূহ সম্পূর্ণ জনহীন ছিল। অপরাহ্নকালে কয়েকটি দোকান খুলিয়াছিল। সতর্কমূলক ব্যবস্থা-হিসাবে সহরে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুলিশ মোতায়েন রাখা হইয়াছে।

——

৮দিনে ৬০০ জার্মাণ বিমান ধ্বংস

বৃটেনের উপর এবং বৃটেনের চতুর্দ্দিকে গত ৮দিনে প্রায় ছয়শত জার্মাণ বিমান ধ্বংস হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে বৃটেনের উপর আক্রমণের সময় বৃটিশ-বিমান ও বিমান ধ্বংসী কামানসমূহ যে জার্মাণ বিমান ধ্বংস করিয়াছে, তাহার সংখ্যা বর্ত্তমানে ১১৭৫তে দাঁড়াইয়াছে। বৃটেনে ব্যাপক বিমান আক্রমণ সুরু হওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত ১১০১টি জার্মাণ বিমান ধ্বংস করা হইয়াছে।

লণ্ডনের অপর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, গত ২৮শে আগষ্ট অপরাহ্নে শত্রুপক্ষীয় বিমানসমূহ দক্ষিণ-পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন সহরের আশেপাশে হানা দিয়াছিল। মিডল্যাণ্ড অঞ্চলে দুইখানি শত্রু বিমানকে ধরাশায়ী করা হইয়াছে—সেখানে একটি পার্কে গলফ্ খেলার মাঠে এবং কয়েকটি কল-কারখানার নিকট বোমা পড়িয়াছিল। বিমানের চালকেরা যদিও কোন আঘাত পায় নাই তথাপি তাহারা বন্দী হইয়াছে। ইংলিশ চ্যানেলে আর একখানা শত্রু-বিমান ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মিডল্যাণ্ড অঞ্চলের একটি সহরের নিকট তিনজন জার্মাণ বৈমানিক একখানা বোমারু বিমান হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছে বলিয়া যে সংবাদ শুনা গিয়াছে, পুলিশ বিভাগ সে সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে। একদল পুলিশ তৎক্ষণাৎ সে স্থানে উপস্থিত হইয়া সে এলাকা বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে এবং চারিদিকের সকল স্থানে যানবাহন চলাচল বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

——

জার্মাণীতে বৃটিশ বিমানের সাফল্য

বার্লিন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, সামরিক ঘাঁটি, কল কারখানা, খাল ও বাঁধের উপর বোমাবর্ষণ করিয়া রাজকীয় বিমানবাহিনী বিশেষ সাফল্যলাভ করে। অসামরিক অধিবাসীবৃন্দও এই আক্রমণের শক্তি অনুভব করিতেছেন। বিমান আক্রমণের পূর্ব্বেই যাহাতে জাগিতে পারে তজ্জন্য কোলনের অধিবাসীবৃন্দ ৮টার পূর্ব্বেই শয়ন করিতে যায়। জার্মাণ নিউজ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, একখানি বৃটিশ-বিমান গত ২৮শে আগষ্ট রাত্রে বার্লিনের উপর ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু বোমা বর্ষণ করে নাই। মার্কিণ সাংবাদিকগণের মতে, ৩৬ মিনিটব্যাপী আক্রমণ চলে কিন্তু সহরের কোথাও কোন ক্ষতির খবর শোনা যায় নাই।

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, গত ২৯শে আগষ্ট রাত্রে পূর্ব্ব-পশ্চিম অঞ্চলে একটি সহরের উপর শত্রু-বিমানের আক্রমণের ফলে কয়েকজন লোক নিহত এবং কয়েকজন গুরুতর আহত হইয়াছে।

——

ভারতীয় বীমা-কর্ম্মীগণের প্রতি আবেদন

ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট বীমা-কর্ম্মচারীদের এবং চীফ্ এজেণ্টের কমিশন কমাইয়া দিবার জন্য যে প্রস্তাব আসিয়াছে, তাহার প্রতিরোধ করিবার জন্য 'মিত্রবার্ত্তা' পত্রিকা সমস্ত বীমাকর্ম্মীদের নিকট আবেদন করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন ভারতবর্ষের সকল স্থানে সভা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন এবং তাহার কপি কমার্স মেম্বারের নিকট পাঠাইবেন। যেখানে সভা সম্ভব নহে, সেখানে ব্যক্তিগত চিঠি অথবা টেলিগ্রাম [illegible] কমার্স মেম্বারের নিকট পাঠাইবেন।

আশা করা যায়, সকলে এই অনুরোধ রক্ষা করিবেন। ভারতীয় বীমা-কর্ম্মী-সমিতির সভাপতি শ্রীজ্ঞানেন্দ্র ঘোষ [illegible] এই আবেদনকে সমর্থন করিতেছেন।

খাকসারগণের চরম-পত্র

গত ২৭শে আগষ্ট মিঃ আল্লামা (কমাণ্ডার) ঘোষণা করিয়াছেন, খাকসারগণ পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের নিকট যে চরম পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার শেষ তারিখ [illegible] পরিবর্ত্তন করিয়া ১০ই সেপ্টেম্বর করা হইয়াছে। মিটমাটের জন্য আলোচনা চলিতেছে এবং ইহার মধ্যে তাহা সাফল্য লাভ করিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। ——

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—বিহারপ্রদেশের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয় শ্রীনবদ্বীপ [illegible] বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত এই নূতন গ্রন্থ "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" প্রভুপাদ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নবদ্বীপধাম-নিবাসী পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপূর্ব্ব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——:※(০)※:——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বরচিত গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩, তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুবরের চরণে এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—I৴০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(ক) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

(খ) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল, পুরাণাপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

	শ্রীমদ্ভাগবত,—প্রথম	৪০,
	[illegible] হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত —	১৮,
	[illegible] স্কন্ধ—	৯,
	ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	৯,
	ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬
	সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা)	৪,
	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী [illegible] খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১,; ৩য় খণ্ড—৸০; ৪র্থ খণ্ড—৸০	
	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী [illegible] খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১,; ৩য় খণ্ড—৸০	
	শ্রীচৈতন্যদেব	১,
	সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও [illegible] দীপিকা	১॥০
৯।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	২,
১০।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২,
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২,
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	২,
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	[illegible]
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যোপনিষৎ	।০
১৮।	ব্রাহ্মণ আস্তুরর	।০
১৯।	তত্ত্ববিবেক	।০
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৴০
২১।	গৌড়ীয়গীতিকা	।৴০
২২	ভজন-রহস্য	।০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা)	১,
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	১,
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা)	১,
২৬।	গীতার কেবল মূল-ভাষা	০
২৭।	প্রাকৃতরসশতদূষণী (সংস্কৃত)	১,
২৮।	বেদান্তদর্শন (সংস্কৃত)	।০
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা)	৸০
৩০।	দীপ-দিগ্-দর্শন	৶০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	।৶০
৩২।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
৩৩।	[illegible]	[illegible]
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
৩৫।	বৈষ্ণবার্চ্চা	৴১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	
৩৭।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	
৩৯।	শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু-পরিক্রমা	
৪০।	অর্চ্চনপদ্ধতি	৴০
৪১।	গীতাবলী	
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	
৪৩।	সাধনতত্ত্ব	৴০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴

	নবদ্বীপশতক	
	অর্চ্চনতত্ত্ব	
	সদাচারস্মৃতিঃ	
	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১০
১।	অর্চ্চনতত্ত্ব	৴১০
২।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড)	৬,
৩।	ব্রহ্মসংহিতা	[illegible]
৪।	মণিমঞ্জরী (সংস্কৃত)	০
৫।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৬।	পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৭।	স্তবরত্নাবলী বা প্রার্থনারসাবলী	০
৮	ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	৶০
৯।	ঈশোপনিষৎ (সাবাদিনত)	
১০।	শ্রীকৃষ্ণবেদ	'০
১১।	সিদ্ধান্তদর্পণ	০
১২।	সাংখ্যবাণী	'০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	০
	সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ	।০
৩।	সটীক-শিক্ষাষ্টকম্	।০
৪।	তত্ত্বসূত্রম্	।০
৫।	সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্	'০
৬।	গৌড়ীয়মঠসম্পত্তিঃ	'০
৭।	নারায়ণবর্ণনম্	৴০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৮।	রায় রামানন্দ	[illegible]
৯।	এ ভিউ অব দি [illegible]	।০
১০।	সাধনতত্ত্ব	৴০
১১।	বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী এণ্ড অর্ণটলজি	।০
১২।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড	।৴০
১৩।	লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
১৪।	বেদান্তভাষ্য	।০
১৫।	কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	৴০
১৬।	দি ভাগবত	
১৭।	ইয়োরিক ফিলজফি এণ্ড সাবস্টেনশিয়াল ডিভোশন	
১৮।	ব্রহ্মসংহিতা	
১৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	৫,

উড়িয়া :

৮০।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৮১।	সাধন-পথ	।০
৮২।	কল্যাণ-কল্পতরু গীতাবলী	
৮৩।	অর্চ্চনপদ্ধতি	

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৪।	অর্চ্চনপদ্ধতি	[illegible]

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	

প্রাপ্তিস্থান—[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত　　জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ বর্ষ　:৪ হৃষীকেশ ৪৫৪ গৌরাব্দ ১৫ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৩১শে আগষ্ট ইং ১৯৪০, শনিবার　১৫৩৩৪ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

চট্টগ্রামে প্রচার

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ ব্রজসুন্দর দাসাধিকারী বি-এ ও শ্রীপাদ অমরগোবিন্দদাস ভক্তিশাস্ত্রী গত ১১ই আগষ্ট চট্টগ্রামের সাব-জজ শ্রীযুত বি, আর, সেন মহোদয়ের সহিত প্রায় দেড়ঘণ্টা যাবৎ প্রশ্নোত্তরমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা আলোচনা করেন।

গত ১০ই আগষ্ট ফিরিঙ্গিবাজারের শ্রীযুত এস্, সি মুখার্জ্জি (লেডি ডাক্তার) মহোদয়ার বাস-ভবনে শ্রীপাদ অমরগোবিন্দদাস ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে ভক্তি ও কর্ম্মের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ১১ই ও ১৮ই আগষ্ট সদরঘাটের শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বর ঠাকুরবাড়ীর সাপ্তাহিক অধিবেশনে ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে মহাপ্রভুর সহিত সার্ব্বভৌমমিলন-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ১৯শে আগষ্ট তামাকুমণ্ডীনিবাসী গৃহস্থভক্ত শ্রীযুত বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের বাসভবনে শ্রীপাদ ব্রজসুন্দর দাসাধিকারী বি-এ মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী মহোৎসব

গত ১০ই ভাদ্র, ২৬শে আগষ্ট সোমবার ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শিরোমণি পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীপাদ-পদ্মবৃত্তিমুখে শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী-উৎসব নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত-জীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতি মহাজনগীতি কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-পারায়ণ আরম্ভ হয়। প্রত্যেক মঠসেবক পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদর্শ অনুসরণ করিয়া দিবারাত্র নির্জ্জল উপবাসী থাকিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ, দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ (জন্মাষ্টমী সংখ্যা), গৌড়ীয়, নবপ্রকাশিত 'অবতারী ও অবতার' গ্রন্থ, শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী প্রভৃতি হইতে অজ ভগবানের জন্মলীলা-রহস্য শ্রবণ কীর্ত্তন করেন। সারাদিন ও সারারাত্র পারায়ণ হইয়া পরদিবস প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় পারায়ণ শেষ হয়। উক্ত জয়ন্তী-দিবসে মধ্যাহ্নে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবসময়ে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণ-সাংখ্যতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্মপ্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বহু শ্রদ্ধালু সজ্জন ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়া আত্মমঙ্গলের কথা শ্রবণ করেন।

বোম্বেতে হরিকথা-প্রচার

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার আদর্শ প্রচারক প্রবীণ সন্ন্যাসী পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবা-চার্য্যবর্য্যের আনুগত্যে ও নির্দ্দেশক্রমে ভারতের শাখামঠগুলির পারমার্থিক সুনিয়ন্ত্রণ করে বহির্গত হইয়া বোম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে কয়েকদিন যাবৎ অবস্থান করত কি মঠবাসী, কি শ্রদ্ধালু সজ্জনসাধারণ সকলের নিকট অনর্গল নীরোদধী হরিকথা কীর্ত্তন করিতে-ছেন। প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শুনিবার জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক শ্রদ্ধালু ও বিশিষ্ট শিক্ষিত সজ্জন যোগদান করিতেছেন।

গত ২৪শে আগষ্ট তারিখে কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় কর্ত্তৃক আহূত স্থানীয় 'ব্ল্যাভাটস্কি লজ' হলে এক বিদ্বজ্জন মণ্ডিত সভায় অপরাহ্ন ৬॥০ ঘটিকায় স্বামীজী মহারাজ শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা (On the Message of Lord Sri Chaitanya) সম্বন্ধে ইংরাজীতে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় প্রসিদ্ধ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী খ্যাতনামা মিঃ বি, এম্, ভার্গব এম্-এ, এল্ এল্, বি, মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া শ্রোতৃবর্গের নিকট স্বামীজী মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয়মিশন ও তাঁহার আচার্য্য-দেব এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে দুই কথায় পরিচয় প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রদ্ধালু-ভক্ত হরকালাস স্বামীজী মহারাজের গলদেশে পুষ্প-মালা প্রদান করেন। পরে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব বন্দনা ও গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন হইলে পর স্বামীজী মহারাজ স্রোতধারাবৎ এক সুসিদ্ধান্তপূর্ণ শ্রীচৈতন্যের আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা, শ্রীমদ্ভাগবত ও সুপবিত্র শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের অসমোর্দ্ধ মহিমা ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি অনেক বিষয় ওজস্বিনী ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট করেন। বক্তৃতান্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত পূর্ব্বেই বক্তৃতার কথা জানিতে পারিয়া সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু উচ্চশিক্ষিত ও বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখ হইতে চৈতন্য কথা শুনিবার জন্য যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মাত্র কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

মিঃ বি, এম্, ভার্গব এম্-এ, এল্, এল্-বি সেক্রেটারী, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, মিঃ সি, ডি, [illegible] বি-এ, এল্ এল্ বি (সলিসিটার); ডাঃ এম, এম্, সাখ্রে এম্-বি, বি-এস্, মিঃ এইচ [illegible] রায় [illegible], মিঃ এম, [illegible] এম আর [illegible] [illegible] মিঃ [illegible] [illegible] এম এম বি (সলিসিটার), মিঃ [illegible] বি-এ; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রায় বি এ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রভৃতি।

আত্মনিবেদনকে কেন্দ্র ক'রে বৈদ্যুতিক চক্রের ন্যায় নবধা ভক্তি—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য ও সখ্য, চক্রাকারে নিরন্তর করতে হ'বে। এরূপ নবধা ভক্তির currentএর মধ্যে প'ড়ে থাকলে আপনারা অমঙ্গলের অবসর হ'তে মুক্ত হ'য়ে হরিসেবায় অধিকার পাবেন।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ হৃষীকেশ অবার ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

ভক্তের পাপস্পৃহা নাই

——::(•)::——

ক্লেশ তিন প্রকার—পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা। কৃষ্ণকে ভুলিয়া যাওয়াই অবিদ্যা। এই কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ অবিদ্যাই সমস্ত পাপ বা অপরাধের মূল। সেইজন্য শাস্ত্র যাহাতে কৃষ্ণ নিরন্তর স্মৃতিপথে আসেন তাহাকে বিধি এবং যাহা দ্বারা কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণ-সেবকাভিমানের কথা হৃদয় হইতে অপসারিত হয় তাহাকে নিষেধ বলিয়াছেন। পাতক, মহাপাতক ও অতিপাতকাদি সকলই পাপ। প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ ভেদে এই পাপ দ্বিবিধ। যাহা অঙ্কুররূপে চিত্তে অবস্থিত থাকে এবং যাহার ভোগকাল আরম্ভ হয় নাই, তাহাই অপ্রারব্ধ পাপ। উহা অনাদি ও অনন্ত। আর যাহা আরব্ধ বা ফলোন্মুখ হইয়াছে, তাহাই প্রারব্ধ পাপ। এই প্রারব্ধ পাপের ভোগ না হলে জন্মগ্রহণ হইয়া থাকে। ভক্তি এই প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ উভয়বিধ পাপকেই বিনাশ করিতে সমর্থ। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, হে উদ্ধব! যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ ভক্তি নিখিল পাপকে সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে। পদ্মপুরাণপাঠে জানা যায়, যাঁহাদের চিত্ত বিষ্ণুভক্তিতে একান্তভাবে অনুরক্ত, তাঁহাদিগের ফলোন্মুখ, বীজ, কূট ও অপ্রারব্ধ ফল—এই পাপ-চতুষ্টয় ক্রমে ক্রমে বিলয়প্রাপ্ত হয়। ফলোন্মুখ অর্থে প্রারব্ধ। বীজ অর্থে বাসনাময় বা প্রারব্ধের উন্মুখতা-কারণ, কূট অর্থে বীজের উন্মুখতা কারণ, অপ্রারব্ধ ফল অর্থে যাহাতে কূটাদির কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। কূট অপ্রারব্ধেরই অন্তর্গত।

পাপ করিবার বাসনাই পাপবীজ। যে হৃদয়ে ভক্তি আছে, সেখানে পাপ ত' দূরের কথা, পাপ করিবার বাসনারূপ পাপবীজও নাই। জীবের স্বরূপভ্রমের নাম অবিদ্যা অর্থাৎ 'আমি কৃষ্ণের দাস' ইহা মনে না থাকা। শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে 'আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস'—সহজভাবে এই বুদ্ধির উদয় হয়। সুতরাং শুদ্ধভক্তে স্বরূপবিস্মৃতিরূপ অবিদ্যা থাকা অসম্ভব। অবিদ্যাই সমস্ত পাপের মূল। এই অবিদ্যা যে হৃদয়ে নাই সে হৃদয়ে পাপ বা পাপবীজ কি করিয়া থাকিবে?

ভক্তি দ্বিবিধা—সন্ততা অর্থাৎ সর্ব্বদা বর্ত্তমানা, নিষ্ঠাময়ী ও কাদাচিৎকী অর্থাৎ যাহা সর্ব্বদা বর্ত্তমানা নহে, তবে কখন কখন উদিত হয়। সন্ততা বা নৈরন্তর্য্যময়ী ভক্তি আবার দ্বিবিধা—আসক্তিময়যুক্তা ও রাগময়ী। কাদাচিৎকী ভক্তি ত্রিবিধা—রাগাভাসময়ী, রাগাভাসপূর্ব্বরূপা ও আভাসরূপা। তন্মধ্যে আভাসরূপা ভক্তি দ্বারাই সর্ব্বোত্তম প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়। কাদাচিৎকী ভক্তির মধ্যে সর্ব্বনিম্ন আভাসরূপা ভক্তিই যখন পাপাদি সমূলে বিনাশ করিতে সমর্থা, তখন সন্ততা ভক্তির অন্তর্গত রাগময়ী বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠা আসক্তিময়ী ও নৈষ্ঠিকী ভক্তির ত' কথাই নাই। তিমিরকে বিনাশ করিতে হইলে যেরূপ দিনের সহিত সূর্য্যকিরণের সংস্পর্শের আবশ্যক হয় না, সূর্য্যোদয়ের ঈষৎ আভাস হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিমিরাদি নিঃশেষরূপে বিনষ্ট হয়, পাপ বিনাশ করিবার জন্য আভাসরূপা ভক্তি বা ভক্ত্যাভাসই যথেষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবতে বলেন,—

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥

প্রভাকর যেরূপ তিমিরাদিকে সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বাসুদেবপরায়ণ ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তগণও ভক্তিবলে সমস্ত পাপকে সমূলে উৎপাটিত করিতে সমর্থ। যেমন আলোকদানই সূর্য্যের মুখ্যকার্য্য এবং তিমির বিনাশ আনুষঙ্গিক, তদ্রূপ ভগবৎসেবা বা প্রেমপ্রাপ্তি ভক্তির মুখ্য সাধ্য এবং অবিদ্যা বা পাপের বিনাশ আনুষঙ্গিক। সূর্য্য উদিত হইলে যেমন আর কোথাও নীহার থাকিতে পারে না, তদ্রূপ কেবলা ভক্তি উদিত হইলে, জীবের আর পাপাদির অবসর থাকিতে পারে না।

লোভ, শ্রদ্ধা ও যুক্তি

(প্রাপ্ত)

সাধনভক্তি যেরূপ দুইপ্রকার—বৈধী ও রাগানুগা, সেই দুই প্রকার ভক্তির মূলবীজও দুইপ্রকার। বৈধী ভক্তির বীজ—সাধু-শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা। শাস্ত্রশাসনের ভয়ে যে ভক্তিতে প্রবৃত্তি, তাহাকে বৈধী ভক্তি বলে। রাগানুগা ভক্তির প্রবর্ত্তক লোভ। ব্রজবাসিগণ বিভিন্ন রসে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের যে সেবা করেন, সেই সেবামাধুর্য্য-শ্রবণে কোন কোন সৌভাগ্যবান্ সেই সেবায় লোভাবিষ্ট হইয়া থাকেন। লোভের বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা উৎপত্তি-সময়ে শাস্ত্র বা যুক্তিকে অপেক্ষা করে না। শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা থাকিলে লোভই হয় না।

শ্রদ্ধা বা লোভ আত্মার সহজাত বৃত্তিরই প্রাথমিক বিকাশ। উহাকে জীবের স্বতঃসিদ্ধ ভগবৎপ্রাপ্তির ঈষৎ উন্মেষ বলা যায়। যুক্তির সহিত আত্মবৃত্তির সম্বন্ধ নাই; বরং যুক্তি আত্মবৃত্তির বিরোধিনী। যেখানে মানব সহজভাবে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা করিতে না পারিয়া যুক্তি-তর্কের প্রামাণিকতার উপর নির্ভর করিতে চাহে, সেখানে আত্মবৃত্তি নিতান্তই সুপ্ত রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে। যুক্তির মূলে আছে সন্দেহ বা সংশয়, সুতরাং যেখানে যুক্তির অপেক্ষা রহিয়াছে, সেখানে বস্তুজ্ঞান—এমন কি বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধেই বিশ্বাসের অভাব থাকে। বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধেই যেখানে সন্দেহ, সেখানে সেই বস্তুর প্রতি অনুরাগোদয় কি প্রকারে হইবে?

অবশ্য যুক্তির প্রকারভেদ আছে। শ্রদ্ধাবিরোধিনী যে যুক্তি, যাহা শ্রুতির স্বতঃপ্রামাণ্যকে জড়জগতের অভিজ্ঞতার তৌলদণ্ডে মাপিয়া লইতে চাহে, সেই প্রকার যুক্তির অপেক্ষা আত্মবৃত্তির প্রতিকূল। শ্রুতির অনুগত যে যুক্তি, সেটি প্রতিকূল নহে। অবশ্য ইহা সত্য যে, যুক্তির মুখাপেক্ষা কিছুমাত্রই আত্মার নহে। আত্মা স্বতন্ত্র, কখনই যুক্তির অধীন নহে; তবে শ্রুতিবিরোধিনী যুক্তির অপেক্ষা যেখানে আছে, সেখানে বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ বিদ্যমান। আর শ্রুতির অনুকূলা যুক্তি যেখানে অপেক্ষিত হয়, সেখানে বস্তুর অস্তিত্বে সংশয় নাই, তবে বস্তু সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভাব থাকে। বস্তুর অস্তিত্বে যখন বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা হয়, তখনই জিজ্ঞাসার উদয় হয়। এই জিজ্ঞাসা যুক্তির অপেক্ষা করে, অর্থাৎ উপযুক্ত যুক্তিবিচার শ্রবণ করিলেই জিজ্ঞাসা চরিতার্থ হয়। আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে জানিতে পারি—ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হইবার প্রয়োজনীয়তা যাঁহারা অনুভব করেন, তাঁহাদের মধ্যে জিজ্ঞাসু অন্যতম; সুতরাং জিজ্ঞাসা আত্মবৃত্তির অনুকূল। অবশ্য আত্মার ধর্ম্মে জিজ্ঞাসা নাই, কারণ জীবাত্মা স্বভাবতঃই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানময়। তথাপি যাঁহার জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে, তিনি আত্মধর্ম্মের বিকাশের পথে যাত্রা করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। জিজ্ঞাসু সংশয়ীর ন্যায় জড় অথবা প্রচ্ছন্নভাবে বিপরীত গতিশীল নহেন, তিনি ভগবদুন্মুখ। এই জিজ্ঞাসাকে সাধু বা শাস্ত্র গর্হণ করেন নাই, পরন্তু এই জিজ্ঞাসাকেই উৎসাহ দিয়া সাধু-শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন—"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥" শ্রীচৈতন্যের দয়ায় পূর্ণ বিশ্বাসপরায়ণ, পূর্ণানুভবশীল সাধু মহাজন চৈতন্যের দয়া সম্বন্ধে বিচার করিতে বলিয়া উহাকে বহির্ম্মুখ যুক্তি-বিচারের তৌলদণ্ডে স্থাপন করিতে সাহায্য করেন নাই। তাঁহারা সংশয়ীকে আহ্বান করেন নাই, আহ্বান করিয়াছেন জিজ্ঞাসুকে—শ্রদ্ধালুকে। শ্রদ্ধাবান্ সরল জিজ্ঞাসু যখন শ্রীচৈতন্যের দয়ার সহিত জাগতিক অন্যান্য দয়ার তুলনামূলক বিচার করিবেন, তখন শ্রীচৈতন্যের দয়ার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইবেন, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন এবং জিজ্ঞাসাক্রম করার আর থাকিবে না।

মূলে শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই শ্রুতির অনুকূলা যুক্তি সজ্জনসমাজে উপেক্ষিত হয় নাই, বরং অনর্থগ্রস্ত কর্ম্মযুক্ত সাধকের পক্ষে উহার প্রয়োজনীয়তা শাস্ত্র ও মহাজনগণ স্বীকারই করিয়াছেন। এখানেও শ্রদ্ধারই আদর, আর সেই শ্রদ্ধার অনুকূল হইলেই যুক্তির আদর; কারণ শ্রদ্ধা—আত্মার বৃত্তি। অপ্রাকৃত বস্তুতে যে শ্রদ্ধা, তাহা আত্মধর্ম্ম নিরুপাধিকা প্রীতিরই প্রথম প্রকাশ।

যুক্তি, শ্রদ্ধা ও লোভের পরস্পর সম্বন্ধ কি? শ্রদ্ধা ও লোভ—ভক্তির বীজস্বরূপ; জীবাত্মার সহজ স্বাভাবিক ভগবদ্বৃত্তি

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

যখন অপগলোন্মুখী হয়; তখনই তাহা শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বা লোভের আকারে প্রকাশিত হয়; কিন্তু যুক্তির আবৃত্তির সহিত সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ নাই। শ্রদ্ধা বা লোভ আত্মার সুস্থ অবস্থায় সূচনা করে, কিন্তু যুক্তির মুখাপেক্ষা তদ্বিপরীত অবস্থারই সূচনা করে। এমন কি, শ্রদ্ধাও যে পরিমাণে যুক্তির প্রতি নির্ভর করিবে, সেই পরিমাণেই উহার দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হইবে। ভজনপ্রভাবে সাধকের অনর্থ বা ক্লেশ যতই দূরীভূত হইতে থাকে, আত্মবৃত্তি যতই অধিকতর বিকশিত হইতে থাকে, শ্রদ্ধা যতই কোমল হইতে দৃঢ়, দৃঢ় হইতে সুদৃঢ়তার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই যুক্তির অপেক্ষা হ্রাস হইতে থাকে। সংশয়ী যুক্তিকেই সর্ব্বোপরি স্থান দিয়া থাকে, সেইজন্য ভক্তিপথে সংশয়ীর স্থান নাই। শ্রদ্ধার কোমলাবস্থায় সংশয়ীর ন্যায় অবিশ্বাস নাই বটে, তথাপি শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে সেখানে দৃঢ়তা দেখা যায় না বলিয়া যুক্তির আবশ্যকতা অস্বীকৃত হয় না। মধ্যম অধিকারে সাধু-শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস সাধুর নিকট শরণাপত্তিবলে কনিষ্ঠাধিকার অপেক্ষা অনেকটা দৃঢ়তা লাভ করে। সেই অবস্থায় সাধু-শাস্ত্রবাক্যকে প্রমাণ করিয়া যুক্তিবিচার দ্বারা স্বীয় অনর্থনিবৃত্তির চেষ্টা দেখা যায়। উত্তম অধিকারে শ্রদ্ধা সুদৃঢ়তা লাভ করে। উত্তম অধিকারী সর্ব্বসংশয়মুক্ত বলিয়া তাঁহার নিকট যুক্তির আদর নাই।

লোভ যুক্তির অপেক্ষা একেবারেই করে না, এমন কি, রাগানুগমার্গের প্রতি লোভ শাস্ত্রীয় গুণবিধির অপেক্ষা করে না। বিধি দ্বারা বাধ্য করিয়া অথবা যুক্তি দ্বারা কাহারও কোন বিষয়ে লোভ উৎপাদন করা যায় না। বিধি বা যুক্তির অপেক্ষা থাকিলে লোভ জন্মিতেই পারে না। শ্রদ্ধা কিন্তু প্রথমে অনুগতা যুক্তির অপেক্ষা করিয়া থাকে। অথবা যুক্তি দ্বারা শ্রদ্ধাও উৎপাদন করা যায় না। লোভ বা শ্রদ্ধা অর্থাৎ রাগমার্গে প্রবৃত্তি বা বিধিমার্গে প্রবৃত্তি উভয়ই আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া উহাদের উৎপত্তি স্বতন্ত্ররূপেই হইয়া থাকে, কোন কিছুর অপেক্ষা করে না। প্রকৃতপক্ষে শ্রদ্ধা বা লোভ উৎপন্নও হয় না। আত্মার সহজ ধর্ম্মরূপে উহা নিত্যকালই আছে, অনর্থোদয় হইলেই উহার প্রকাশ হইয়া থাকে। তথাপি বস্তুসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত দৃঢ়তার জন্য বৈধশ্রদ্ধা যুক্তির সাহায্য গ্রহণ করে এবং এইজন্যই বৈধী ভক্তি ধীর পতিবিশিষ্টা; অপরপক্ষে রাগমার্গে লোভ

পরোপকার

নাস্তিক দেহাত্মবোধিগণ জগতের বা বিশ্বের দেহধর্ম্মী সমাজে আর্ত্ত বা রোগীর রোগ-নিবারণ-কার্য্য প্রভৃতিকে পরোপকার বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যে পরোপকারের জন্য জগতের তথা বিশ্বের সকল জীবকে আহ্বান করিয়াছেন,—"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যা'র। জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥" সেই পরোপকার অন্যাভাদয় অর্থাৎ তত্ত্ব জীবের মধ্য বা অন্তঃ উদয় না করাইয়া অমৃত অর্থাৎ নিত্যকল্যাণ উদয় করাইয়া থাকে। বিশ্বের প্রেয়ঃকামী সমাজ মধ্যোদয় পাপ উপকারের কথার সার্থকতা অতি সহজে বুঝিতে পারিয়া উহাকে সাদরে গ্রহণ করে, কিন্তু নিখিল ব্যাধির যে মূল, সেই মূল বা নিদান উৎপাটিত না হইলে ব্যাধির অসংখ্য উপসর্গগুলি কিছুতেই উপশমিত হইতে পারে না। যাঁহারা মূল পরিত্যাগ করিয়া শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায় জলসেচনের পক্ষপাতী, তাঁহারা আপাত উপকারকে বহুমানন করেন, আর মূলে জলসেচন করিলে, বৃক্ষের সমগ্র শাখাপ্রশাখা ও পত্রপুষ্পাদি সঞ্জীবিত থাকে, ইহা যাঁহারা বিশ্বাস করেন তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত পথকেই একমাত্র অমন্দোদয় পরোপকারের পথ বলিয়া বিশ্বাস করেন।

বর্ত্তমানযুগে শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেই কার্য্যের অগ্রণী বা একনিষ্ঠ প্রচারকরূপে জগতে প্রসিদ্ধ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় বাহিরের দিকে সাময়িক দৈহিক বা মানসিক রোগ, বন্যা ও দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ব্যক্তিগণের দুঃখ নিবারণ, মহামারী প্রভৃতি রোগের নিরাকরণ অর্থাৎ বিশ্বের মানব-সমাজের ঐহিক বা পারত্রিক কোন সুখবিধানের ব্যবস্থা নাই। তাঁহার শিক্ষায় বিশ্বের যাবতীয় দুঃখ প্রভৃতির নিদান অনুসন্ধানপূর্ব্বক ব্যষ্টি ও সমষ্টি মানবকুলকে ঐকান্তিক আরোগ্যের পথে লইয়া যাইবার উপদেশ নিহিত আছে।

জীবের ভবব্যাধির মূল কারণ অবিদ্যা—শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষায় misidentification of realself with wrong-self অর্থাৎ যাহা আমার প্রকৃত স্বরূপ নহে, এইরূপ দেহমনকে 'আমার প্রকৃত স্বরূপ' বলিয়া ভ্রান্ত পরিচয় দেওয়া। নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইলেই জীব দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া দেহমনের তথা-কথিত সুখকে নিজের সুখ ও দুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়া ধারণা করে। তখন আর ভক্ত ও ভগবানের সুখবিধানজনিত সুখ তাহার উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না। ভক্ত ও ভগবানের সুখ দান করিতে পারে না বলিয়া যে দুঃখ তাহাও তাহার উপলব্ধির বিষয় হয় না। সুতরাং দেহমনের দুঃখ দূরীকরণ করিবার চেষ্টা না করিয়া সেই দুঃখের মূল কারণ অবিদ্যা বা স্বরূপ-বিস্মৃতি হইতে জীবকে উদ্ধার করা, জীবের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা জানাইয়া দেওয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ। তাহা জানাইবার একমাত্র উপায় শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত রূপানুগ শুদ্ধভক্তগণ অত্যন্ত অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া জীবের ভবরোগের একমাত্র মহৌষধি স্বরূপ শ্রীহরিনাম বিতরণ করিয়াছেন একমাত্র শ্রীহরির প্রবণকীর্ত্তনেই হরিকীর্ত্তনের গৌণফলস্বরূপ জীবের যাবতীয় ক্লেশ দূরীভূত হয় এবং মুখ্যফলস্বরূপ জীব নিজের স্বরূপগত ভগবৎ-সেবকস্বরূপ জ্ঞাত হইয়া ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের নিত্যসেবায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। রোগ শোক ইত্যাদি জীবের অনিত্য মায়িক আবরণ দেহমনের বিজাতীয় ব্যাপার। উহার সহিত আত্মার কোন সম্পর্কই নাই। সেইজন্য আমাদের গৌরভক্তগণ অনাত্মা অনিত্য দেহ ও মনের সুখবিধানের উপদেশ দেন নাই তাঁহারা নিত্য ভগবদ্দাস জীবের নিত্যানন্দ ভগবৎসেবার কথাই নিত্যকাল কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এতদ্দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহকমূল্য, প্রবন্ধ প্রচারপ্রসঙ্গাদি পাঠাইতে শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর নামে শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া এই ঠিকানায় পাঠান।

শ্রীভক্তিবিনোদ বাণী

কৃষ্ণের প্রতি রোচমানা প্রবৃত্তির নাম আনুকূল্য। সমস্ত চেষ্টার আনুকূল্যভাবের সহিত কৃষ্ণানুশীলনের নাম কৃষ্ণভক্তি। ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অনুশীলন জ্ঞান বা যোগমার্গেই সম্ভব। অতএব তাহা ভক্তি নয়। জ্ঞান বলিতে এস্থলে সাংখ্য-জ্ঞান ও নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানকে বুঝিতে হইবে। চিৎ, জড় ও ভগবান্ ইঁহাদের সম্বন্ধজ্ঞান ও সম্বন্ধ-জ্ঞানস্বরূপ সিদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োজন। তাহা ভক্ত্যনুশীলনের অন্তর্গত।

কর্ম্মপথে আর্য্যদিগের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য শাস্ত্রবিহিত ভগবদ্বহির্মুখ কর্ম্ম কৃষ্ণানুশীলন কর্ম্মপ্রায় হইলেও সেবোন্মুখ-লক্ষণ দ্বারা কর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হয় না, ভক্তিনামে পরিচিত।

অবিদ্যামুক্ত হইলে জীব নিরুপাধিক হইয়া মুক্তাবস্থা লাভ করেন। অবিদ্যা আর কিছুই নয়, কেবল জীবের স্বরূপবিস্মরণ-কারিণী মায়া-প্রবৃত্তিবিশেষ অবিদ্যা হইতেই জীবের কর্ম্মবাসনা। জীবের কর্ম্মবাসনা হইতেই পাপপুণ্য-ক্রিয়া। এই অবিদ্যাই জীবের সমস্ত ক্লেশের আকর। একমাত্র ভক্তিই অবিদ্যা নাশ করিতে সক্ষম। কর্ম্ম পাপমাত্র নাশ করিতে পারে। জ্ঞান পাপপুণ্য উভয়ের এবং বাসনাকে নাশ করিতে পারে। কিন্তু ভক্তি পাপকে, পাপপুণ্যের বীজ বাসনাকে এবং বাসনার জননী অবিদ্যাকে সমূলে নাশ করিতে পারেন।

ব্রহ্মদর্শন ও পরমাত্মদর্শন সোপাধিক অর্থাৎ মায়িক উপাধির [illegible] দর্শন এবং মায়িক উপাধির [illegible] পরমাত্মদর্শন হয়। কিন্তু নিরুপাধিক চিচ্চক্ষু দ্বারা বস্তু দর্শন করিলে একমাত্র [illegible] ভগবৎ-স্বরূপ [illegible] হয়। ভগবৎ-স্বরূপই বস্তু ও ভগবদ্ভক্ত পাইতেছেন। [illegible] [illegible] দর্শন করিলে [illegible] হয়।

[illegible] নাম [illegible]
[illegible]
[illegible] করেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১০
সেবক—[illegible] দাসাধিকারী

৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীপ্রমথ দাসাধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
মাটিগাছি, পোঃ ভাণ্ডারা (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible]—(শ্রী[illegible] নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিধান

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৩) ঢাকা-গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৪) গোপীনাথজীউ মঠ
[illegible], পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩ [illegible] গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ [illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible] ইউ পি)
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠ[illegible]
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]
পোঃ [illegible], মথুরা
সেবক—ঐ

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠ[illegible]
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
(৪৬) গোপীবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৭) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, [illegible], (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ দাসাধিকারী

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] পাণ্ডা

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
[illegible] রোড
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী মাদ্রাজ
—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]। [illegible])
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
[illegible] পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী

(৫৪) ভক্তিকুটী—[illegible], পুরী
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

৫৫ [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]মোহন দাস ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], গোদাবরী
সেবক শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], গোদাবরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible]। [illegible]।
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]। [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী

(৬৫) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেবক—কুমারীবিনোদবাণী দাসী

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ আফিস
[illegible]। [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ আফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲			৪৲
অর্দ্ধকলম	৮৲			৬৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	৩৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	৩৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

-::০::-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খাওয়া ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনীগ্রন্থ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালীটি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকেই পরমানন্দিত ও পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। গ্রন্থটি পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ভবানী, নারিন্দা, ঢাকা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১১০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১৷০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ভবানী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ মনোষার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বাণী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক গ্রন্থের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:::•)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সংস্থাপক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অলৌকিক জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশ্যভাবে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের ভক্তেভাব পদ্মবিভাগাধিষ্ঠিত সু-লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক লিখিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের দর্শনের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক বিদ্যাশীল প্রাপ্ত মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং শক্তিশালী লেখনীর অপূর্ব্ব দান আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে বড় রুচির। এই গ্রন্থে, অধিকন্তু আবশ্যকীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সাহত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখ বচনের (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে শব্দার্থ সূচী ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সাত্বত গৌড়ীয়মঠ, চাঁদপাড়া বাজার, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-৪১	৬-১৯	৭ ১০	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-৫১
দমদম „	৪-৫৮	৬-৩৫	৭-৩০	১৩-৩৭		১৮-১২	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৮	৮ ০ ৭	৯-১৭	১৫-৯	১৮-৩৪	১৯-৪২	০-২৫
(বদল) ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৩৩	১৫-১৩	১৮-৪২	১৯-৪৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩৪	৮-৩৮	১০-৮	১৫ ৫১	১৯-১৭	২০-২২	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৫-০	১৭-৩২	০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭ ৫১		১১-১০		১৫-৪০	১৮-১১	১-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-২
দমদম „	১০-২০
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪
ছাঃ	১৫-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৪০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৮		৯-১০		১৪-১৬	১৬-০	১৮ ৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৩		৯ ৪৮		১৪ ৫৫	১৬-৩৮	১৯-১১
ছাঃ	৭-৯	৮-৫০	১১-৪১	১৬-৫৬	১৯-২	২০-৫৭	৩-৩৯
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯-২৩	১২-২৬	১৭-৩১	২০-১০	২১-২৯	৪-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯-২৮	১২-৩৩	১৭-৪৩	২০-১৮	২১-২৪	৮-২৩
দমদম „		১১-৩		১৯-৩		২৩-৯	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১(২০	১৪-২১	১৯-২৬	২১-৫৫	২৩ ২৬	৬-২৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ	১৪ ১৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫৫
ছাঃ	১৫-১০
শান্তিপুর পৌঃ	১৫-৫১
(বদল) ছাঃ	১৬-৫০
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-৩৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩
শিয়ালদহ পৌঃ	১—২৫

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ম্যালেরিয়া হরণ কার্য্যেতে অত্যন্ত অধিক। বিজ্ঞাপনের সত্যাসত্য যাচাইবার জন্য এবং নূতন বাজারে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা; বড় বোতল ১৷০ পাঁচ সিকা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—৬১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

পোঃ—শ্রীরামপুর
টেলিগ্রাফ—এবং শ্রীরামপুর

REGD NO C1344

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড । শ্রীমায়াপুর ১৭ই ভাদ্র ১৩৪৭, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ সোমবার ১৫৪তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

আফ্রিকায় ইতালীয় বাহিনীর অবস্থা

কায়রোর সামরিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, ক্ষুদ্ধানাগরীর বৃটিশ সেনাদলসমূহ পুনরায় তাঁহাদের রণকৌশল দেখাইতে পারিয়াছেন। নিকট প্রাচ্যের সংগ্রামে উহার চরম মীমাংসা বলিয়া গৃহীত হইবে। ইতালীয়েরা আশা করিয়াছিল, এই দুর্গম অঞ্চল এবং মরুপথের অধিকতর সৈন্যসংখ্যার সাহায্যে দাঁড়াইয়া থাকিলেই সুদানের দিকে সীমান্ত অগ্রসর হইতে পারিবে। কিন্তু তৎপরিবর্তে ইতালীয়দের অগ্রবর্তী ঘাঁটিসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশ্বারোহী সৈন্যদলের আক্রমণে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং বৃটিশ সৈন্যের সাফল্যের সহিত বিমানবহর এবং গোলা উপদ্রবের গুরুত্বপূর্ণ সাপ্লাই ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ করিয়া চালাইতেছে। বাহিরাতে বোমাবর্ষণ হইতে বুঝা যায় যে, সমগ্র সীমান্ত অঞ্চলে ইতালীয়েরা তাহাদের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে এবং রসদ সরবরাহ অভাব হয়। বরকত শহরে মাত্র একটি রাস্তা আছে এবং সেই পথে ইতালীয়গণ যদি অগ্রসর হইয়া যাইতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে।

———

আবিসিনিয়ায় দেশাত্ম স্বাধীনতা

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য গৃহীত যে কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিবার জন্য দেশপ্রেমিক সাম্রাজ্য-নেতা মিঃ আবদুল জান এখন প্রচার করিয়াছেন। তিনি এই সঙ্কটকালে সাম্রাজ্যবাদীকে সম্পূর্ণ শান্ত থাকিতে ও আইন মানিয়া চলিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এই সঙ্কট মুহূর্তে সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে বিপদের বিব্রত করিতে চাহে না। সীমান্তে সাম্রাজ্যবাদী কুচকাওয়াজ করা এবং সামরিক পোষাক পরিধান করা ত্যাগ করিয়াছে।

মার্কিন-কানাডা দেশরক্ষা বোর্ড

নবগঠিত মার্কিন-কানাডা দেশরক্ষা বোর্ডের প্রথম অধিবেশন গত ২৬শে আগষ্ট অটোয়ায় সমাপ্ত হইয়াছে। ওয়াশিংটনে উহার পরবর্তী অধিবেশন হইবে। বোর্ডের সামরিক সদস্যগণ ইতোমধ্যে কানাডার পূর্ব উপকূল পরিভ্রমণ করিবেন এবং তথায় আক্রমণ প্রতিরোধের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিবেন। মার্কিন প্রতিনিধিদের নেতা মেয়র লাগার্ডিয়া সাংবাদিকদিগের নিকট বলেন, বৈঠকে আলোচনার ফলাফল সন্তোষজনক হইবে বলিয়া তাঁহারা যে আশা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে।

———

প্রাচীতে বৃটিশ-মার্কিন আলাপ

এসোসিয়েটেড প্রেস হইতে জানা গিয়াছে যে, পূর্বাঞ্চলে বৃটিশ মার্কিন অঞ্চলের ও বৃটিশ-উপনিবেশসমূহের বৈঠক আগামী ২৫শে অক্টোবর সিঙ্গাপুরে আরম্ভ হইবে। ভারতের বড়লাট বৈঠকের উদ্বোধন করিবেন। যুক্তরাষ্ট্র টেকনো [illegible] নিযুক্ত প্রতিনিধিগণ ও প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবেন।

বহুদূর জানা গিয়াছে, তবে বহুদূর অক্ষশক্তি নাৎসী অর্থনীতির কাছে ও জেটমুখী— সাম্রাজ্যবাদের তাহার সাম্রাজ্যবাদী মুখোশধারী এমন কারখানাসমূহের অবাধ রোজগার তাহার ক্রমেই শাসিতের ও ভারতীয় যুক্ত সরকারের বোর্ডের সরকারী সভাপতি মিঃ রইস, ডাক্তার ভাকর সরকার কর্তৃক উক্ত বৈঠকে প্রতিনিধি মনোনীত হইবেন। স্যার বশ্বর আকবর প্রতিনিধি-দলের নেতৃত্ব করিবেন।

পর্তুগালের নূতন মন্ত্রিসভা

পর্তুগালের মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন সম্পর্কে ঘোষণা করা হইয়াছে। নূতন মন্ত্রিসভায় ডাঃ সালাজার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন, কিন্তু তিনি আর্থিক দপ্তর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

নোটীশ

——::(০)::——

যেহেতু কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ আইনের (বর্তমান কাল পর্যন্ত সংশোধিত বেঙ্গল কাউন্সিলের ১৮৭৯ সালের ৯ আইন) ৭ ও ৩৫ ধারা অনুসারে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ জেলা নদীয়া কালীগঞ্জ থানার অধীন পাটিকাবাড়ি নিবাসী মৃত রামদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাবালক পুত্র শ্রীযুক্ত রাজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তিভার তাহাদের গ্রহণ করিয়াছেন। সেইহেতু এতদ্দ্বারা উপরোক্ত আইনের ১০ (এ, ধারার বিধান-মতে উক্ত নাবালক রাজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং তাঁহার যাবৎ সম্পত্তির সমস্ত পাওনাদারকে অবগত করা হইতেছে যে, তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত দাবীর বিবরণ সহিত এই নোটিশ প্রচারের তারিখ হইতে ৬ মাস কালের মধ্যে জেলা নদীয়ার কালেক্টার সাহেবের নিকট উপস্থিত একখানি দরখাস্ত আকারে দাখিল করিবেন।

এই নোটীশ প্রচারের তারিখে যদি কোন পাওনাদারের পক্ষে উক্ত নাবালক রাজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অথবা তাঁহার যাবৎ সম্পত্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা বা কার্য্য কারী দেওয়ানী আদালতের বিচারাধীন থাকে, তাহা হইলে উক্ত পাওনাদার এই নোটীশ প্রচারের তারিখ হইতে ৬ মাসের মধ্যে উক্ত বিচারাধীন মামলা বা কার্য্যের বিষয় নোটীশ দ্বারা কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ গোচরে আনিবেন এবং উক্ত পাওনাদার তাঁহার মামলা বা জারীর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার তিন মাসের মধ্যে তাঁহার দাবীর বিবরণ এবং নকল সহ কালেক্টার কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস-এ দাখিল করিবেন।

যেহেতু পাওনাদারগণকে আরও সতর্ক করা যাইতেছে যে, যদি তাঁহারা তাঁহাদের দাবী, বিচারাধীন মামলা বা কার্য্যের বিষয় উপরোক্ত সময় মধ্যে [illegible] মামলা বা জারীর নিষ্পত্তির বিষয় উক্ত সময়ের মধ্যে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসকে অবগত না করেন, তাহা হইলে উক্ত সময় উত্তীর্ণ হইবার পর [illegible] তাঁহাদের সম্পূর্ণ দাবী [illegible]

কৃষ্ণনগর । [illegible]
নদীয়া [illegible]
২৭।৮।৪০

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৸০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক, পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দুস্থানী [illegible] ও [illegible] মাসিক পত্র। পাটনা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীঅনন্ত [illegible] কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা ডাক ৸০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়-বিৎ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সাধের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত [illegible] "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে [illegible] পরমারাধ্য, গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের আচার্য্য বৈরাগ্যের [illegible] পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপ্রকট চরিত বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——:※:——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থসমুদ্র হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে প্রশ্ন-আকারে [illegible] উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামীপাদ রচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—

১। "শ্রীভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট", পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

৩। [illegible] এম-এ, বি-এল, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবত, —প্রথম	৪০
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	৩৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	আদর্শ নিতাই শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	
৩।	[illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬
৪।	সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড ৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	২৲
৮।	সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা	১৷০
৯।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১০।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিগ্রহ-তত্ত্ব	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যোপনিষৎ	।০
১৮।	বাক্য-আন্বয়	।০
১৯।	তত্ত্ববিবেক	।০
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
২১।	গৌড়ীয়গীতিকা	।৵০
২২	ভজন-রহস্য	।০
২৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	২৲
	অবাঁধা)	১৲
২৬।	গীতার কেবল মূল ভাষা	৩
২৭।	দুর্গমসঙ্গমনী (সানুবাদ)	১৲
২৮।	বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ)	।০
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা)	৸০
৩০।	[illegible]	৵০
৩১।	নবদ্বীপ (তৃতীয়-সংস্করণ)	।৵০
৩২।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
৩৫।	গীতমালা	।১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৵০
৩৭	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৵০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা	[illegible]
৪০।	শরণাগতি	৴০
৪১।	গীতাবলী	৴০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩।	সাধনতত্ত্ব	৴০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴
৪৫।	নবদ্বীপশতক	
৪৬।	অর্চনতত্ত্ব	
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১০
৪৯।	অর্চনকণ্ঠ	।১।
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড)	৬৲
৫১।	বর্ণসংহিতা	।০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	
৫৫।	[illegible]	০
৫৬	ভাগবত ও ভক্তিকথা	৴০
৫৭।	ঈশোপনিষদ (সানুবাদ)	।০
৫৮।	শ্রীকৃষ্ণবৈভব	৴০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৬০	সারস্বতী	/

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	।০
৬২	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবৃতিঃ	।০
৬৩।	শ্রীরূপ-শিক্ষামৃতম্	।০
৬৪।	তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৫।	সাত্বত সিদ্ধান্তম্	৵০
৬৬।	গৌড়ীয়তত্ত্বপরিচয়ঃ	/০
৬৭।	সারার্থদর্শিনী	৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	।০
৬৯।	এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত	।০
৭০।	নামভজন	/০
৭১।	বেদান্ত—ইটস মরফোলজি এ্যাণ্ড অন্টোলজি	।০
৭২।	বিশেষিত বেদান্ত	৵০
৭৩।	[illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৭৪।	[illegible]	।।
৭৫।	[illegible]	/০
৭৬।	[illegible]	।০
৭৭।	[illegible]	
৭৮।	ব্রহ্মসংহিতা	২৸০।
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)	১৫৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	
৮১।	ভজন-[illegible]	
৮২।	কল্যাণ-কল্পতরু	৶
৮৩।	গীতাবলী	৴
৮৪।	শরণাগতি	৴

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যভাগবত	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম বর্ষ | ১৬ হৃষীকেশ ৪৯৪ গৌরাব্দ ১৭ই ভাদ্র ১৩৮৭, ২রা সেপ্টেম্বর ইং ১৯৮০, সোমবার | ৩৭৪তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ হৃষীকেশ সর্বজিৎ সংবৎ গৌরাব্দ ৪৯৪

ভরতের উপদেশ

ভগবানের নিত্যমুক্ত পার্ষদ মহাভাগবত শ্রীভরত মুনির উপদেশ আমাদের সকলেরই আলোচ্য ও গ্রহণীয়। তাই তাঁহার অমূল্য উপদেশ আমরা আলোচনা করিয়া আত্মশোধনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ইন্দ্রিয়াধিপতি মনই নানাভাবে জীবকে নানাযোনিতে নিক্ষেপ করে—পৃথক্ পৃথক্ নামের সহিত দেবতাদি বিভিন্ন দেহ ধারণ করে এবং সংসারে সকল সুখদুঃখের সৃষ্টি করে। এই মনোধর্মের বশে জীব লোকব্যবহার লইয়াই ব্যস্ত থাকে। পণ্ডিতগণ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টযোনিতে জন্মলাভ, তথা বন্ধন ও মোক্ষপ্রাপ্তির হেতুরূপে একমাত্র মনকে নির্দেশ করেন। মনের বিষয়াসক্তি হইতে বন্ধন ও তাহাতে অনাসক্তি জন্মিলে মুক্তিলাভ হয়। অসৎসঙ্গবর্জিত জিতেন্দ্রিয় জীবই ভগবৎসেবাপ্রভাবে মায়ামুক্ত হইয়া সংসারসিন্ধু অতিক্রম করিতে পারেন। বহির্বিষয়াকৃষ্ট মনই সংসারতাপের মূল। এই মহাশত্রু মনকে জয় করিতে পারিলে কদাচ তাপ দূর হয় না। ইহা অবাস্তব হইলেও ইহার প্রভাব অসাধারণ। ইহাকে উপেক্ষা করিলে অর্থাৎ প্রশ্রয় দিলে ইহা মহাবল ধারণ করিয়া জীবের স্বরূপকে ঢাকিয়া ফেলে। তখন 'আমি কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণসেবাই আমার ধর্ম'—এ কথা সে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যায় এবং বিষয়সেবাতে নিযুক্ত হয়। মনই জীবের সংসার-তাপের মূল, জীব যাবৎ তাহা জানিতে না পারে, তাবৎ সংসারে ভ্রমণ করিতে থাকে। যেহেতু মন রোগ, শোক, মোহ, রাগ, লোভ ও বৈর এই সকলে সংযুক্ত হইয়া বন্ধন ও মমতা উৎপাদন করে। মন খুব প্রবল শত্রু। হরিগুরুচরণসেবারূপ সুতীক্ষ্ণ খড়্গই এই মহাশত্রুসংহারে সতত সমর্থ।

অদ্বয়জ্ঞানই বাস্তব—সত্য এই জ্ঞান ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিনরূপে প্রতীত হয়। সেই জ্ঞানের পারপূর্ণ প্রতীতি ভগবান্। তিনি ভক্তগণের উপাস্য বাসুদেব। সেই ভক্তপদরজে অভিষিক্ত না হইলে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস অথবা জল, অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাগণের উপাসনার দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না।

সঙ্গের প্রভাব অপরিসীম। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে এই জন্মেই জীব গুরুদত্ত জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা অজ্ঞানছেদনপূর্বক ভগবৎকথা শ্রবণ ও কীর্তন করিতে করিতে অনায়াসে সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরমপদ লাভ করিতে পারেন।

এই সংসারারণ্য অতীব দুস্তর। জীব মায়াবশে তাহাতে আবদ্ধ হইয়া কর্মফল ভোগ করে। এই সংসারারণ্যে ছয়টী দস্যু আছে। তাহারা মানবকে সৎপথ হইতে বিচলিত করিয়া তাহার উপার্জিত অর্থসমূহ বলপূর্বক অপহরণ করে অর্থাৎ কুবুদ্ধিগ্রস্ত মানবগণ উপার্জিত ধনের দ্বারা ভগবানের সেবা না করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ করে। আবার বৃকগণ যেরূপ মেষকে হরণ করে, সেইরূপ সংসারারণ্যে শৃগালতুল্য স্ত্রীপুত্রাদি 'তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার পিতা' এইভাবে সেই মানবের গৃহসদৃশ অন্তঃকরণমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার চিত্তকে অপহরণ করে। এই সংসারবনে কামকর্মাদি দ্বারা পরিপূর্ণ গৃহাশ্রম আছে। মানবগণ তথায় দুষ্কৃতগণের উপদ্রবে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইতে থাকে। কখন জীব গন্ধর্বপুরসদৃশ অনিত্য বস্তুকে সত্য মনে করিয়া সংসারমার্গে উৎসুক [illegible] করিয়া থাকে, আবার কখন বা হিংসা, পরস্ত্রীগমন, দ্যূত, মদ্য ও পান প্রভৃতি বহুবিধ দোষের আকর সুবর্ণকে পরম উপাদেয় মনে করিয়া তাহাদের জন্য যত্ন করেন। কোথাও চক্রবাতরূপা স্ত্রী কর্তৃক ক্রোড়ে আরোপিত হইয়া তৎকালে জাত কামবেগে তাহার বিবেক নষ্ট হইয়া যায় এবং সে কামে অন্ধ হইয়া কিছুই বুঝিতে পারে না।

এই সংসারারণ্যে কখন কখন অসৎসঙ্গে জীবের বুদ্ধি নষ্ট হয়। অন্ধকূপ নদীর গর্তে পতিত হইলে যেমন অত্যন্ত ক্লেশ লাভ হইয়া থাকে, সেইরূপ সংসারে জীব সুখের জন্য বেদবিরুদ্ধ পাষণ্ড মতকে আশ্রয় করিয়া ইহকাল ও পরকালে দুঃখ পাইয়া থাকে। এই [illegible]। ইহাদের মুখের লেশমাত্র নাই। এইজন্য ইহার চরম ফল। জীব [illegible] লাভ করিয়া লোকসমাজে পূজ্য হয়; আবার কখন বা 'আমি [illegible], আমার তুল্য নাই' এইরূপ বিচারপাপ হয়। কখন বা সে [illegible] পীড়িত হইয়া [illegible] এবং প্রাণীহিংসা প্রভৃতি কোন প্রকার করে। আর কোন সময় সামান্য বিষয়সুখ অন্বেষণ করিতে করিতে পরধন ও পরস্ত্রী অপহরণ করিতে আরম্ভ করে এবং রাজা ও গৃহস্বামী কর্তৃক তাড়িত হইয়া নরকের ন্যায় দুঃখ বা কারাগারে আবদ্ধ হয়। পুনঃ কোন সময় শীত, বাত প্রভৃতি [illegible] আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও অধ্যাত্মিক দুঃখের প্রতিকার করিতে [illegible] হইয়া [illegible] থাকে। কোন সময় [illegible] জীবের [illegible] বিবেক ও ভগবদুপাসনারূপ [illegible] হয়। তখন তাহার [illegible] করিবার [illegible] প্রভৃতির [illegible] জীব [illegible] নিক্ষেপ করে।

[illegible] করিতে [illegible] হয় এবং [illegible], সেইরূপ [illegible]

কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল

আসক্ত হইয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবে শ্রীভক্তি ও বৈষ্ণবোৎসবে রত হইয়া সংসারবন্ধন হইতে আত্মসংরক্ষণে সক্ষম হইয়া পড়ে। ভগবদারাধনা পরিত্যাগপূর্ব্বক পাপাসক্ত হইয়া যখন জীব আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় ভোগ করিতে থাকে, তখন সে মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া সর্ব্বক্ষণ দুঃখে কালযাপন করে। সংসারে অনেক জীব এইরূপে নানাভাবে কষ্টভোগ করিয়া থাকে। ভগবদ্বিমুখতা বশতঃ জীবের এই মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীভগবন্নামসংকীর্ত্তন সম্প্রদায় সংসারের পারস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সাধুসঙ্গবর্জ্জিত হইয়া কেহ অদ্যাপি সংসারের পরপারে পৌঁছিতে পারে নাই বা পারিবে না। নিত্যবদ্ধ জীবের বৈষ্ণবসঙ্গ ছাড়িয়া ভগবদ্বৈমুখ্য হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎসেবা লাভ করিবার অন্য কোন উপায় নাই। ভগবচ্চরণে শরণ গ্রহণ করিলে ভক্তি দ্বারাই অনায়াসে ভগবানকে লাভ করিয়া থাকেন।

পদ্মাবতী

——:*:——

গৌড়দেশবাসী, ভারতবাসী, শুধু ভারতবাসীই বা কেন, পৃথ্বীবাসী অথবা সমগ্র বিশ্ববাসী জীবকে সৌভাগ্যসুযোগ প্রদান করিবার জন্য একদিন এই ভূলোকে গোলোকের দেবতাগণ আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের এক এক জনের অলৌকিক জীবন সহস্র সহস্র শাস্ত্রের ভূমিকা, বেদ বেদান্তের সারমর্ম, স্মৃতির ব্যবস্থা ও পুরাণের উপদেশ রাজিকে বিশ্লেষণ করিয়াছে। কিন্তু ইহা বড় দুর্ভাগ্য ও দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা তাঁহাদের অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাময় আদর্শের প্রতি ও তাঁহাদের উপদেশের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন।

রাঢ়দেশে একচাকা নামে একটী গ্রাম আছে। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে হাড়াই পণ্ডিত নামে অতি নিষ্ঠাপরায়ণ সদ্বিপ্রকুমার, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও উদার এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পতিব্রতা পত্নীর নামই পদ্মাবতী। তিনি ছিলেন পরমা বৈষ্ণবীশক্তি—জগন্মাতা—নিত্যানন্দ-জননী। পতি-পত্নী উভয়েই বিষ্ণু বৈষ্ণবের সেবাই যে জীবের জীবনের ব্রত, ইহা নিয়ত আচরণ দ্বারা শিক্ষা দিয়াছিলেন। হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতীর বিশুদ্ধসত্ত্বে শ্রীবলদেব প্রভু জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরূপে জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

নিত্যানন্দজননী পদ্মাবতী একাধারে ত্রেতাযুগের লক্ষ্মণজননী সুমিত্রা ও দ্বাপরযুগের বলদেবজননী রোহিণী। হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী নিত্যকাল বাৎসল্যরসে ভগবানের সেবা করেন। কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ জীবনিস্তারার্থে গৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ তাই তিনি তাঁহার সমস্ত নিজজনের দ্বারা এক একটী মহান আদর্শ স্থাপন করিলেন।

যখন নিত্যানন্দ প্রভু মাতাপিতার বাৎসল্যরসে সেবিত হইয়া বাল্যলীলায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন দৈবাৎ একদিন একজন বৈষ্ণবসন্ন্যাসী নিজ বৈষ্ণবসেবাপরায়ণ হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলেন। পরমোদার হাড়াই পণ্ডিত বৈষ্ণব সন্ন্যাসীকে অতি যত্ন ও প্রীতির সহিত ভিক্ষা করাইয়া স্বীয় ভবনে তাঁহাকে স্থান দিলেন। বৈষ্ণবসঙ্গে সারা রাত্রি পণ্ডিত মহাশয় সন্ন্যাসীর সঙ্গে কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে যাপন করিলেন। উষঃকালে সন্ন্যাসিপ্রবর সানন্দে গমনোদ্যত হইয়া হাড়াই পণ্ডিতকে বলিলেন, "পণ্ডিত! আপনার নিকট আমার একটী ভিক্ষা আছে।" সর্ব্বদা বৈষ্ণবসেবাপর হাড়াই পণ্ডিত 'বৈষ্ণবসন্ন্যাসী ভিক্ষা চাহিতেছেন, ইহা অপেক্ষা সুখের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?'—ইহা বিচার করিয়া সন্ন্যাসিপ্রবরকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি যাহা চাহিবেন, এ সময় তাহাই সমর্পণ করিবার সৌভাগ্য পাইলে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।"

কৃষ্ণার্থে সর্ব্বত্যাগী সর্ব্বস্ব দাতা সজ্জন কৃষ্ণসেবাপরায়ণ বৈষ্ণবঠাকুর সাধারণ পাত্রের নিকট প্রায় কিছু ভিক্ষা করেন না। তাঁহারা অযাচক সম্প্রদায়ই নহেন। কেন না, তাঁহাদের চিত্ত সমগ্র বস্তু দ্বারা স্বয়ং পুরুষ ভগবানের সেবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল। তাঁহারা নিজেরা ভগবানের পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন তাই তাঁহারা জগতের সকল জীবের সর্ব্বস্বকে ভগবানের পদকমলে অর্পণ করাইবার জন্য পতিত দ্বারে দ্বারে ঐ ভিক্ষাই করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীও আজ সেই ভিক্ষাই চাহিয়া বসিলেন। সন্ন্যাসী আজ সেই ব্রাহ্মণ-দম্পতির অমূল্যনিধি—অন্তরাত্মা, প্রাণের প্রাণ, নয়নের তারা, ভবিষ্যৎ বংশধর, অবলম্বন, গৃহের ধন, সুখের ধন, পুত্রের বালক, তাঁহাদের বাঁচিবার যা কিছু সব—সেই নিত্যানন্দচন্দ্রকে ভিক্ষা চাহিলেন। তখন হাড়াই পণ্ডিত পদ্মাবতীর নিকট উপস্থিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ বলিলেন।

এইবার পদ্মাবতী মাতৃত্বের অদ্ভুত আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। প্রাচীন ইতিহাসে আখ্যায়িকার কথা শুনা যায়। মাতা সর্ব্বস্ব পণে পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা দিবার জন্য পুত্রকে নিজ ক্রোড়ে সুকুমার সঁপিয়া করিয়া দিয়াছেন, যেমন অদ্বিতীয় অবলম্ব প্রাণাধিক শিশুপুত্রকে নিষ্ঠুর ঘাতকের তরবারির মুখে সমর্পণ করিয়াছেন—এ কথাও আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু সে সকল কাহিনীর মহানাদর্শের অভিনয়গুলি যদি আমরা সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, তন্মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা স্বার্থত্যাগের নামে অপস্বার্থ মাতৃত্বের নামে নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা তাহাদের ত্যাগের আড়ালে বিরাজিত। কারণ, যেখানে সম্পূর্ণ ভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা নাই তাহা কৈতব বা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদিও উহা সুন্দর মুখোস পরিয়া আমাদিগকে অনেক সময় ছলনা করে, তথাপি উহা আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা। তাই ঐ সমস্ত আদর্শের হেয়তা, নশ্বরতা ও অবরতা প্রদর্শন করিয়া কৃষ্ণসুখের জন্য মহানাদর্শ স্থাপন করিবার নিমিত্ত পদ্মাবতীর এই অনন্ত আদর্শ প্রকটিত। তাই পতিব্রতাশিরোমণি পদ্মাবতী তখন বৈষ্ণবপতিকে বলিলেন,

"যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই মোর কথা"

উহাকেই বলে জননীত্ব, মাতৃত্ব ও পাতিব্রত্য। যদি কাহারও জননী হইতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ জননীরই আদর্শ গ্রহণ করা উচিত প্রকৃত পিতারও এইরূপ আদর্শই হওয়া উচিত। নতুবা বৃথা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য কৃষ্ণের বস্তুকে নিজের ভোগে লাগাইবার চেষ্টা করা বন্ধন ও অপরাধ মাত্র।

"পিতা ন স স্যাৎ জননী ন সা স্যাৎ।
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাণী অক্ষরে অক্ষরে পদ্মাবতীর চরিত্রে প্রকাশিত। আমাদের ন্যায় কনক কামিনী প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী মিছাভক্ত তথা বঞ্চিত মহারূপ জনকজননী-অভিমানীদের চক্ষের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করিবার জন্য হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী—যাঁহারা ভগবানের বাৎসল্য-রসের পরমপ্রিয় সেবক, তাঁহারা নিজ প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে পরম প্রীতি সহকারে কৃষ্ণসুখের জন্য সন্ন্যাসীর হাতে সমর্পণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিলেন।

সেই ত পিতা মাতা সেই সে দেবতা
সেই গুরুবন্ধু জানে।
সেই সে শুনায়ে কৃষ্ণকথা করে
[illegible]॥

* * *

সেই সে পরমবন্ধু—সেই মাতাপিতা
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তি দাতা॥

তৎপর হাড়াই পণ্ডিত পদ্মাবতীর সম্মতি পাইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে সেই বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর হস্তে সমর্পণ করিলেন।

পদ্মাবতী ও হাড়াই পণ্ডিত প্রাণসম পুত্রকে সন্ন্যাসীর হস্তে সমর্পণ করিয়া নিত্যানন্দ বিরহে কাতর ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের এই দুঃখ বা কাতরতা সাধারণ মনুষ্যের পুত্রশোকজনিত দুঃখের ন্যায় নহে। কারণ, তাঁহাদের অপ্রাকৃত বাৎসল্যরস জড়াসক্ত নহে। তাঁহাদের এই দুঃখে কৃষ্ণের খুব সুখ হয়, সেইজন্য তাঁহারাও কৃষ্ণসুখের জন্য এই দুঃখকে সাদরে অন্তরতমভাবে বরণ করিয়াছেন।

সাধারণ লোকে পরমার্থের উদ্দেশ্যে ত্যাগের মহত্ত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারে না। কৃষ্ণসুখানুসন্ধানরূপ পরমার্থই জীবের একমাত্র প্রয়োজন ও নিত্যবৃত্তি। যাঁহারা সত্য সত্যই কৃষ্ণসুখানুসন্ধানের জন্য ত্যাগস্বীকারপূর্ব্বক পরমার্থ-পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারাই নিত্যানন্দ-গুরুপাদপদ্মের কৃপায় সেই ত্যাগের মহত্ত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বলিয়াছেন—

পরমার্থে এই ত্যাগ—ত্যাগ কভু নহে।
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাজনে॥
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণে।
মহাকাষ্ঠ দ্রবে যেন ইহার শ্রবণে॥

আত্মহারা জীবের অবস্থা

——:*:——

আত্মা—অবিনাশী, আত্মা অচ্ছেদ্য এবং আত্মার কোন অনুপাদেয়তা নাই। অনাত্ম স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ কালক্ষোভ্য হওয়ায় উহা অনুপাদেয় ও ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হইবার যোগ্য। যাঁহাদের দেহাত্মবোধ প্রবল, তাঁহাদের স্বরূপজ্ঞানের ও বৈকুণ্ঠপ্রীতির অভাব হওয়ায় প্রাপঞ্চিক দ্রব্যের সহিত নিজ স্বরূপের অভিন্নবোধ নানাবিধ ক্লেশ উৎপাদন করে। আত্ম-বিস্মৃতি বা স্বরূপভ্রান্তিই জীবের দুর্দ্দশার কারণ; উহাই অবিদ্যা। অনাত্মপ্রতীতি লইয়া পরমার্থের অনুশীলন করা যায় না—আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায় না। আনন্দময় বস্তুটি কৃষ্ণ। 'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস'—এই কথা ভুলিয়া যাওয়ার জন্যই জীবের এই দুঃখময় সংসারে আগমন।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

ভগবদ্বিমুখ [illegible] যে স্বকল্পিত অনাত্মপ্রতীতি প্রবল হইলে জীবের কর্তাভিমান বাধকতা প্রবল হয়। তৎকালে সে একবার পরম অর্থ যে কৃষ্ণ, তাঁহার বিরোধ করে—তাঁহার আসনে বসিতে চায়। ইহাই জীবের চরম দুর্ভাগ্য ও দুর্দশা। বালক যেরূপ না বুঝিয়া অভিজ্ঞ লোকের সহিত বৃথা কলহ করিয়া নিজের অমঙ্গল সাধন করে, তদ্রূপ আত্মমঙ্গলকারীর কথার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া আত্মবঞ্চিত দিশাহারা পথিক তাহার প্রত্যেক কার্য্যকেই জড়জগতের কর্মবিশেষ জ্ঞান করিয়া আত্মসন্ধান লাভ করিতে পারে না। প্রাপঞ্চিক বিকারে প্রতিষ্ঠিত জীব বিকার ব্যতীত নির্বিকার বিচিত্রতাময় রাজ্যের কোন সন্ধানই পায় না বলিয়া তাহারা অন্যাভিলাষের অনুসরণ করে ও দিন দিন ধ্বংসের করাল কবলে নিপতিত হয়। তাহাতে জীব কেবল জন্মমৃত্যুমালার হার গলায় পরিয়া অনাত্মীয়কে আত্মীয়, শত্রুকে মিত্র ও মিত্রকে শত্রু ভাবিয়া থাকে। ইহাই বদ্ধের লক্ষণ।

স্বরূপবিভ্রান্ত জীব ভয়াতুর, শোকাতুর, স্পৃহাশীল, প্রচণ্ড লোভযুক্ত। আত্মতত্ত্ববিদের সন্ধান না পাওয়ার দরুণ তাহার যে ভয়ানক বিপত্তি, উহা তাহার প্রলাপ-বিকারে পরিণত হয়। উহা অনাত্মপ্রতীতিরই ধর্ম। ভক্তিবিবেক উদিত না হইলে জীবের স্বরূপের উদ্বোধন হয় না। বিকৃত-বিরূপে তাহাদের স্বরূপভ্রান্তি ঘটে এবং তদনুসারে নানা অনর্থের বশবর্তী হয়।

জীবের এবম্বিধ দুর্দশা হইলেও ভগবানের করুণাও জীবের উপর অজস্রধারে বর্ষিত হয়। তাঁহার অহৈতুকী করুণাই ভরসা। তাই স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র জীবকে এই দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য গৌরসুন্দর-রূপে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া অপ্রপঞ্চ হইতে এ প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই গৌরসুন্দরের শিক্ষায় পাই যে, মানব বা জীবমাত্রেই বৈষ্ণব, জীবমাত্রেই ভগবৎ-প্রকাশের সহিত যুগপৎ ভেদাভেদধর্মে অবস্থিত এবং প্রাণিমাত্রেই ভগবানের ত্রিবিধা শক্তির অন্যতম তটস্থশক্তি হইতে প্রকটিত। জীব কালাধীন হইলে তাহার কেবল ভেদের উপলব্ধি হয়। ভগবৎসেবা-বঞ্চিত হইলে জীব আপনাকে ভোক্তা অভিমান করে এবং তখনই তাহাকে ত্রিতাপে গ্রাস করে। যখন সাধুগুরুর কৃপায় আত্মস্বরূপ জানিয়া ভগবানের সেবা করে তখনই স্বরূপে অবস্থিত হয়।

বৈষ্ণবের কৃপা

(শ্রীউদ্ধবনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এ)

স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তম নিজজন শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেবের বৈষ্ণব অথবা সেবকগণই বৈষ্ণব। গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের স্মরণকে মঙ্গলাচরণ বলা হয়। গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্ যদি সর্বদা আমাদের স্মৃতিপথে থাকেন, তবে আমাদের কোন অমঙ্গল ঘটিতে পারে না। গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানকে ভুলিয়া থাকাই সমস্ত অমঙ্গল বা অমঙ্গলের মূল কারণ।

বৈষ্ণব শ্রীগুরুনিত্যানন্দের বৈভব। বৈষ্ণব—গুরুগতপ্রাণ। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের সুখবিধান ভিন্ন অন্য কোন কৃত্য তাঁহার নাই। বৈষ্ণব নিত্যকাল শ্রীগুরুদেবের কৃপার কাঙ্গাল। বৈষ্ণবের একমাত্র আশা-ভরসা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের যে শ্রীরূপ, তাঁহার পাদপদ্মের ধূলি হওয়া। বৈষ্ণব বলেন, "জগতের সমস্ত লোক আমাকে নিন্দা করেন করুন বা প্রশংসা করেন করুন, আমি যেন শ্রীরূপাদির শ্রীগুরুপাদপদ্মের সংগম পদধূলি হইতে বঞ্চিত না হই।"

ভগবৎসেবাবিস্মৃতিই সকল দুঃখের একমাত্র কারণ। সেই দুঃখনাশের একমাত্র অধিকারী—জীবের অনাত্মপ্রতীতি হইতে জাত স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর। তাহাতেই সে সুখদুঃখ ভোগ করে এবং গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় তখন তাহার শরীরদ্বয়ের ভোগপ্রবৃত্তি লুপ্ত হইলে শরীরদ্বয়ের মালিক হইয়া আর তাহাকে সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয় না। সে নিত্যকাল পরমার্থপথের পথিক হয়। তখন সে জানিতে পারে যে, আত্মা অমৃতের পুত্র, মর্ত্যের তনয় নহে। স্থূল শরীর মর্ত্যের তনয়, সূক্ষ্মশরীরও মর্ত্যের তনয়। আত্মা অমৃত পান করে, ভগবদ্বস্তুতেই অমৃত আশ্রিত। ইতর ভোগাবস্থার মধ্যে কেবল মরণযোগ্য ভোগের বিষয়সমূহ বর্তমান। সেইজন্য এ জগতের কথায় ব্যস্ত থাকিলে অমৃতের সন্ধান মিলে না—জগৎ অতিক্রম করা যায় না। ঐরূপথে গুরুদেবই একমাত্র মঙ্গলদাতা। তাঁহার কৃপা ব্যতীত ভগবানের সেবা পাওয়া যায় না—দুর্দশার হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। তিনি মরণের মুখে অমৃতের দূত—বৈকুণ্ঠের বার্তাবহ ও জীবের একমাত্র প্রাণবন্ধু হৃদয়দেবতা। তাঁহার কৃপাই বাঁচিবার সহজ উপায়।

বৈষ্ণব কখন বিস্মৃত হন না যে, শ্রীগুরুদেবের কৃপাই তাঁহার সত্তা, শ্রীগুরুদেবের কৃপাই তাঁহার প্রাণ, শ্রীগুরুদেবের কৃপাই তাঁহার চেতনতা, শ্রীগুরুদেবের কৃপাই তাঁহার ভজনপূজন, তাঁহার যথাসর্বস্ব। বৈষ্ণব গুরুকৃপার উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন। "আমি গুরুর" চেতনের এই শুদ্ধ অভিমানে বৈষ্ণব নিত্য প্রতিষ্ঠিত। মায়ার এমন কোন শক্তি নাই যে গুরুপাদাশ্রিত বৈষ্ণবকে গুরুপাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত করিতে পারে।

আমি দুর্ভাগা, তাই বৈষ্ণব চিনি না। কিন্তু বৈষ্ণব অহৈতুক কৃপাময়। বৈষ্ণব কৃপা করিয়া আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান প্রদান করেন। বৈষ্ণব কৃপাপূর্বক বলিয়াছেন যে, গুরুকৃপা-প্রার্থনাই আমার স্বরূপের স্বাভাবিকী অহৈতুকী অপ্রতিহতা বৃত্তি। গুরুকৃপা প্রার্থনা না করাই আমার অচেতনতা, জড়তা ও মৃত্যু। বৈষ্ণবের কৃপায় জানিতে পারি যে, যতদিন আমার ভোক্তা বা পুরুষাভিমান আছে, ততদিন আমি বৈষ্ণবের সঙ্গ ও সেবা করিতে পারি না। বৈষ্ণবের কৃপায় জানিতে পারি যে, একমাত্র শ্রীগুরুকৃপাতেই ভোক্তা-পুরুষাভিমান দূর হইতে পারে ও চেতনের সত্তা লাভ হইতে পারে। সাধুগুরুকৃপায় গুরুপাদাশ্রয় হইলে অর্থাৎ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর বৈষ্ণবের প্রকৃত সঙ্গ ও সেবা করার অধিকার হয়। বৈষ্ণব কাহারও সেবা গ্রহণ করেন না। তিনি নিজে গুরুসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া সকল শুদ্ধ জীবকে গুরুসেবায় নিযুক্ত রাখেন। গুরুসেবাই কৃষ্ণসেবা। গুরুর সুখেই কৃষ্ণের সুখ। গুরুকৃপাতেই কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তি সম্ভব। সুতরাং গুরুবৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপাতেই সাধুগণ পতিতের প্রকাশিদুর সহিত কৃষ্ণনামপ্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারে।

বৈষ্ণবমাত্রই গুরুগতপ্রাণ। তাই বৈষ্ণবসমূহের ভিতরে মতদ্বৈধ বা বিরোধ অসম্ভব। শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্টপূরণই সকল বৈষ্ণবের হৃদগতভাব। সকল জীবের হৃদয়ে গুরুপাদপদ্ম প্রতিষ্ঠিত করাই বৈষ্ণবের জীবের প্রতি অনুকম্পা।

সকল সেবানন্দের মূলে গুরুকৃপা। গুরুকৃপাতেই স্বরূপের উদ্বোধনে বৈষ্ণবের সঙ্গ ও সেবার যোগ্যতা লাভ হয়। আবার বৈষ্ণবের কৃপাতেই গুরুভক্তের প্রেমময়ী সেবানন্দের সুযোগ হয়। গুরুকৃপাতেই আমরা স্বরূপের উদ্বোধনে বৈষ্ণবকে হৃদয়ের বন্ধু বলিয়া জানিতে পারি ও বৈষ্ণবের সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া নিত্যকাল গুরুদেবের সেবা করিতে পারি।

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥

শ্রীজন্মাষ্টমী-উৎসব

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ১০ই ভাদ্র সোমবার জন্মাষ্টমী দিবস গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে দিবারাত্র শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হয়। ঐ দিবস মধ্যাহ্নিককালে [illegible] মহারাজ সাত্বত [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গত ১১ই ভাদ্র মঙ্গলবার শ্রীনন্দোৎসব দিবস মধ্যাহ্নিককালে [illegible] ও মহাভাগবতগণের কীর্ত্তনের পর শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী মহোপদেশক [illegible] শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় আদেশক্রমে "নন্দোৎসব" বিষয়ে একটী মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করিয়া সর্বসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করেন। [illegible] মহাভাগবতগণের ও মহাজন কীর্ত্তন হয়। অতঃপর সমাগত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠে

জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবের পরিচালনায় নিয়মমতে গত ১০ই ভাদ্র সোমবার দিবস দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ অহর্নিশ শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ ও [illegible] হরিকীর্ত্তনমুখে শ্রীকৃষ্ণজন্মযাত্রা বিধি পালন করিয়াছেন। তৎপর দিবস উপস্থিত প্রায় চারিশত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নিবেদন

[illegible] জানান যাইতেছে যে, তাঁহারা [illegible] আপনারা, গ্রাহক ও [illegible] শ্রীপাদ [illegible] [illegible] পুর, [illegible]

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ।
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার [illegible]
সেবক—[illegible] দাসাধিকারী

৩। [illegible] শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible]

৪। শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(১১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাউতারা—শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]মঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চটক পর্ব্বত
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৪) [illegible]
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীমহাপুরুষ দাসাধিকারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারানপুর, ইউ. পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible] (ইউ পি)
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

৩৭। শ্রী[illegible] মঠ
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রী[illegible] মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]-[illegible]কুণ্ড
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ [illegible], মথুরা
সেবক—ঐ

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৬) [illegible] মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৭। [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], [illegible], (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ দাসাধিকারী

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নই দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] পাণ্ডা

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী মাদ্রাজ
—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

৫৩। পুরুষোত্তম মঠ
[illegible] পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫৪) [illegible]—[illegible] মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৫ [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাট
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী

(৬৫) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
ফ্লাট নং ১
৫১, [illegible] রোড
[illegible], [illegible], ই ৫
সেবক—[illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ আফিস
[illegible], [illegible], ইউ-পি
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৮) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ আফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]গোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:*:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সম্পাদকের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় ৪র্থ	পরবর্ত্তী দিবস ৪র্থ	১ম ও দ্বিতীয় ৩০	পরবর্ত্তী দিবস
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	
" " ইঞ্চি ২৲			১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲			৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲		৬৲	৫৲
" এক কলম ১৫৲	১০৲		১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	৩৲
ত্রৈমাসিক	"	২৷০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫। বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালীই চোখে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকেই পরমানন্দিত ও পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। প্রত্যেক পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুবা 'প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা', ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও কাহিনী যথা 'হরা' যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১০০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্মপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক অর্থের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-:(:*:):-

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

-:(*):-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত্র, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ 'এমফিলবাসী' শ্রীমৎ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নবকিশোর ভাণ্ডারী, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ গবেষণা তত্ত্ব পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা এবং বেদান্ত অনুসারে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় অর্থ ও বঙ্গভাষায় টীকার ব্যাখ্যা এবং শ্রীল শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের অনুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলে প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনবকিশোর ভাণ্ডারী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অলৌকিক জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্যের অন্তেবাসী শ্রীবিদ্যাবাচস্পতি ও লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১৪৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান- ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম্‌ এ। মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতশাস্ত্রী মহাশয়ের বৈষ্ণবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের গ্রোড়ারগবেষণা এবং পণ্ডিতের লেখনীর অদ্ভুত বল আধারবদ্ধ করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-গাথা এই গ্রন্থ। এই গ্রন্থ, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মনোহর ও বিবিধ চিত্র-শোভিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্‌ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩২শ অধ্যায়ে প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত সুবিস্তৃত শব্দসূচী-(Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কালকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৪১	৬-১৯	৭ ১০	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২ ৫১
দমদম ,,	৫-৫৮	৬-৪৫	৭-৩০	১৩-৩৭		১৮-১১	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৮	৮ ০ ৭	৯ ১৬	১৫-৩	১৮-৩৪	১৯-৪২	০-২৫
(বদল) ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৫৩	১৫-১৭	১৮ ৪২	১৯-৪৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩৪	৮-৫৮	১০-৮	১৫-৫১	১৯ ১৭	২০-২২	১-১৯
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০ ৫১		১৫-০	১৭-২২	০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১২ ৫০	১৮ ১১	২ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-২
দমদম ,,	১১-২০
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (গাড়ী বেদলবে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪
ছাঃ	১৫-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৪০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৮	৯-১০	১৪-১৬	১৬-০	১৮ ৫১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৩	৯ ৪৮	১৪-৫৫	১৬-৩০	১৯-১১

ছাঃ	৭-৯	৮-৫০	১১-৪১	১৬-৫৬	১৯-২	
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯-২৬	১২-২৬	১৭-৫১	২০ ১০	
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯-২৮	১২-৩৬	১৭-৬৫	২০-১৮	
দমদম ,,		১১-৫		১৯-০		
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-২১	১৯ ৫০	২০ ২৫	২৫

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ	১৪ ১৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫৫
ছাঃ	১৫-১০
শান্তিপুর পৌঃ	১৫-৫১
(বদল) ছাঃ	১৬ ৫০
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-০২
(বদল) ছাঃ	১৭ ৫৩
শিয়ালদহ পৌঃ	১৯-২৩

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অদ্বিতীয় পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও এই যন্ত্রের এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহাশোর

সর্ব্ববিধ মেহের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃত্যু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়, ম্যালেরিয়া জ্বরের কাছে ইহা অত্যন্ত অধিক। নিভাব শ্রীতা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১নং গুরুচাঁডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ফোন—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C1..

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড । শ্রীমায়াপুর — ১৮ই ভাদ্র ১৩৪৭, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ মঙ্গলবার ১৫৫তম সংখ্যা

নোটীশ

——::(০)::——

যেহেতু কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ আইনের (বর্তমান কাল পর্যন্ত সংশোধিত বেঙ্গল কাউন্সিলের ১৮৭৯ সালের ৯ আইন) ৭ ও ৩৫ ধারা অনুসারে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ জেলা নদীয়া কালীগঞ্জ থানার অধীন মাটিয়ারি নিবাসী মৃত চারুবেণু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাবালক পুত্র শ্রীযুক্ত প্রাণজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তির কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। সেইহেতু একদ্বারা উপরোক্ত আইনের ১০ (৫) ধারার বিধানমতে উক্ত নাবালক প্রাণজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং তাঁহার তাবৎ সম্পত্তির সমস্ত পাওনাদারকে অবগত করা যাইতেছে যে, তাহারা তাঁহাদের সমস্ত দাবীর লিখিত বর্ণনা এই নোটীশ প্রচারের তারিখ হইতে ৬ মাস কালের মধ্যে জেলা নদীয়ার কালেক্টার সাহেবের নিকট তাঁহার কৃষ্ণনগরস্থ অফিসে দাখিল করিবেন।

এই নোটীশ প্রচারের তারিখে যদি কোন পাওনাদারের পক্ষে উক্ত নাবালক প্রাণজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অথবা তাঁহার তাবৎ সম্পত্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা বা জারীর কার্য দেওয়ানী আদালতের বিচারাধীন থাকে, তাহা হইলে উক্ত পাওনাদার এই নোটীশ প্রচারের তারিখ হইতে ৬ মাসের মধ্যে উক্ত বিচারাধীন মামলা বা জারীর বিষয় নোটীশ দ্বারা কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের গোচরে আনিবেন এবং উক্ত পাওনাদার তাঁহার মামলা বা জারীর চূড়ান্ত নিষ্পত্তির তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে তাঁহার দাবীর বিষয় দেওয়ানী আদালতের

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

সৈন্যদলের জন্য নূতন অর্ডিন্যান্স

ভারতীয় সৈন্যদের (স্থানান্তরিত করণের) ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের অর্ডিন্যান্স গত ২০শে আগষ্ট জারী করা হইয়াছে। ঐ অর্ডিন্যান্সে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, যাহারা ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় সেনা-আইন অনুসারে সৈন্যদলে ভর্তি হইয়াছে, যে কাজের জন্য তাহারা গৃহীত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে অনুরূপ ব্যবস্থা থাকিলেও তাহাদিগকে বর্তমান জরুরী অবস্থার পূর্বে সম্মতি না লইয়াই তাহাদিগকে উপযুক্ত সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশে যে কোন কোরে (সৈন্যদলে) অথবা বিভাগে স্থানান্তরিত করিতে পারা যাইবে।

বর্তমান জরুরী অবস্থা কাটিয়া যাইলে যাহাদিগকে ঐ ভাবে স্থানান্তরিত করা হইবে, তাহারা তখনও সামরিক কার্যে নিযুক্ত থাকিলেও পূর্ব অবস্থায় স্থানান্তরিত হইতে চাহিলে উপযুক্ত সামরিক কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে স্থানান্তরিত হইবার পূর্বে যে কোরে বা বিভাগে কাজ করিত, সেখানে তাহাদিগকে যত শীঘ্র সম্ভব পুনরায় স্থানান্তরিত করিবেন।

নিয়ন কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসকে অবগত করাইবেন।

একদ্বারা পাওনাদারগণকে আরও সতর্ক করা যাইতেছে যে, যদি তাহারা তাঁহাদের দাবী, বিচারাধীন মামলা বা জারীর বিষয় কিম্বা দেওয়ানী আদালত কর্তৃক উক্ত মামলা বা জারীর নিষ্পত্তির বিষয় উপরোক্ত সময়ের মধ্যে কোর্ট অব ওয়ার্ডসকে অবগত না করান, তাহা হইলে উক্ত সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর হইতে তাঁহাদের পাওনার সুদের দাবী রহিত হইবে।

কৃষ্ণনগর। কে, সি, মুখার্জী।
নদীয়া ওয়ার্ডস্ ডেপুটী কলেক্টার
২৭।৮।৪০

খাকারওয়াল কয়লা খনি আক্রমণ

পেশোয়ার হইতে তথ্য পাইতেছে যে, গত ২৯শে আগষ্ট পাঞ্জাবের অন্তর্গত কলাবাগের নিকট খাকারওয়াল কয়লার খনি যে আক্রান্ত হয় তাহা আদিন নামক একজন স্থানীয় দস্যু ঐ আক্রমণের নেতৃত্ব করিয়াছিল। আততায়িগণ একখানা চালাঘর অগ্নি সংযোগ করে এবং দুই তিনটি বিভিন্ন স্থানের তার কাটিয়া দেয়। দস্যুগণ প্রচুর পরিমাণ টাকার দাবী করে এবং খনির মালিকগণ তাহাদের ভীতি প্রদর্শনের বশ্যতা স্বীকার করিতে রাজী না হওয়ায় আক্রমণ করা হয়। দস্যুগণ পরে নিকট পাহাড়াভিমুখে পলায়ন করে। কোন স্থানীয় তদন্ত চলিতেছে।

সীমান্ত প্রদেশের দাক্ষিণাংশের জেলাগুলির অবস্থা শান্তিপূর্ণ। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এখনও পূর্ববৎ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া আছেন।

শাসনাধীন অঞ্চলে কোন আক্রমণ হইলে তাহা প্রতিহত করিবার জন্য সরকার উপজাতীয় অঞ্চলের বহু দলের গতিবিধি সম্বন্ধে সর্বদা তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন।

পুলিশের সহিত দস্যুদলের সংঘর্ষ

সিন্ধুনদের তীরে দস্যুদলের সহিত পাঞ্জাব ও সীমান্তের পুলিশের সংঘর্ষের ফলে ৭ জন নিহত হইয়াছে। নিহতদিগের মধ্যে ৫ জন দস্যু।

দস্যুদল জেরা ইসমাইল খান যাত্রী এক ব্যক্তির জন্য ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। পুলিশ সংবাদ পাইয়া তাহাদিগের সম্মুখীন হয়। দুর্ধর্ষ দস্যু কাজু খান নৌকায় উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু পূর্ব তীর হইতে পাঞ্জাবের পুলিশ ও পশ্চিম তীর হইতে সীমান্তের পুলিশ গুলী চালাইতে থাকায় তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ভীষণ সংঘর্ষের পর কাজু খান, গোলাম রসুল, হাজার ও ছইজন মাঝি নিহত হয়। নিজা, রমজান ও কাদির খান পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেও সিন্ধুনদের অপর পারে সীমান্ত পুলিশের সহিত তাহাদিগের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। রমজান ও কাদির খান নিহত হয়। নিজা আহত অবস্থায় পলায়ন করে।

পাঞ্জাবের সেনেটের প্রেসিডেন্ট

ভূতপূর্ব অস্থায়ী গভর্ণর স্যার যোগেন্দ্র সিং, সার্ উইলিয়াম, পাঞ্জাব স্থানে সেনেটের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন। উইলিয়াম সাহেব সম্প্রতি [illegible] সংক্রান্ত ব্যাপারে গভর্ণরের পরামর্শদাতা নিযুক্ত [illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় কেবল পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উড়িয়া পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয় শ্রীমদনগোপাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিস্তৃত সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শ্রীল গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গোষ্ঠীপতির অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের মুকুটমণি 'নবদ্বীপবাসী' পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের আলেখ্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——:::॰:::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহীত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে ভক্তির অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩, তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রদত্ত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-চরিত্র-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) শ্রীযুক্ত ভক্তিবিনোদ ইং ১৩৭৩, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ৪০.
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ২৮,
দশম স্কন্ধ— ৯,
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯,
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪.
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১,; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১,; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১,
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ৩,
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২,
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২,
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১,
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২,
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১, (অবাঁধা) ১,
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গ-ভাষা ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১.
২৮। প্রেমবিবর্ত (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। জৈব-ধর্ম ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ॥০
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল স্তোত্র ।০
৪০। কল্যাণকল্পতরু /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। [illegible] (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনবিধি ৫।০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩,
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ।
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতম্ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সঙ্গীত-[illegible] ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সারস্বত নিবন্ধ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপত্রিকা /০
৬৭। সারস্বতগ্রন্থ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
৭৩। [illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রিফ /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনআলয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্স্ট পার্ট) ১৫,

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। [illegible] ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ বর্ষ | ১৭ হৃষীকেশ ৪৪৪ গৌরাব্দ ১৮ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ইং ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৪০, মঙ্গলবার | ১৫৫তম সংখ্যা

শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী-উৎসব

——::(০)::——

বোম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা বোম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-বর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের নিয়ামকত্বে গত ২৬শে আগষ্ট শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব উপলক্ষে নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তন, বৈষ্ণবসেবা ও বক্তৃতাদিমুখে শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী ও শ্রীনন্দোৎসব মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী-উৎসব দিবস মঠবাসী সেবকগণ দিবারাত্রি নির্জ্জল উপবাসব্রত পালনপূর্ব্বক হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে বিবিধভাবে সেবাকার্য্যে নিরত থাকেন। অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার নাটমন্দিরে একটী সভার অধিবেশন হয়। প্রথমে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরবৈষ্ণব-বন্দনা, অর্চ্চন, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইতে থাকে। পরে কীর্ত্তনসহযোগে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর সন্ধ্যারাত্রি-কালে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ সভায় সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব প্রসঙ্গে আয়ুর্ব্বেদ, সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনবিষয়ক সিদ্ধান্ত, সদ্গুরু ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রায় ২৷০ ঘণ্টাকাল ইংরাজী ভাষায় একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলের চিত্ত আকৃষ্ট করেন। বক্তৃতান্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হয় ও সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। তৎপরে রাত্রি ১২ ঘটিকায় শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ পাঠ, অর্চ্চন ও তোগারাত্রিক কীর্ত্তনাদি হয়। ঐ দিবস প্রাতঃকাল হইতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ হইতে থাকে।

শ্রীনন্দোৎসব দিবস অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন, পরে সন্ধ্যারাত্রিকান্তে স্বামীজী মহারাজ শ্রীনন্দোৎসবোপলক্ষে রাত্রি ৯॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত ইংরাজী ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পর মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে দুই শতাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীনন্দোৎসবের পরদিবস বেলা ১০ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রায় দেড় সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। উভয় দিবসই নানাস্থান হইতে বহু শিক্ষিত ভদ্র সজ্জন ও মহিলা উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েক জনের নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল।

মিঃ বি, বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস (ডেপুটী ফাইনানসিয়াল সেক্রেটারী); মিঃ মতিলাল সি. সেটলবাড় (এডভোকেট জেনারেল, বোম্বে); মিঃ ইন্দ্রবদন, আই. মেহতা এম্-এ, এল্-এল্-বি, বার এট্ ল (চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট); মিঃ বি, এন্, ভার্গব বি-এ, এল্-এল্-বি (সেক্রেটারী, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক); মিঃ জি, এন্, ঠাকুর বি-এ, এল-এল্-বি (এডভোকেট); মিঃ নন্দলাল ছগনলাল (সলিসিটর); মিঃ এস্, কে, মুখার্জ্জী এম্-এ (ডিভিসনাল ট্রাফিক ম্যানেজার, বোম্বে ডিভিসন); মিঃ এইচ, শঙ্কর রাও সি-আই-ই (কন্ট্রোলার অব্ কারেন্সি); মিঃ আর, এ, কালীশঙ্কর এম্-এ, এল্-এল্-বি (গভর্ণমেণ্ট প্লিডার); মিঃ রমণলাল কম্বিরবাম বি-এ, এল্-এল্-বি, (এডভোকেট); মিঃ এস্, ডি, এস মূর্ত্তি বি ই, আই-এস-ই (এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, রেসিডেন্সি ডিভিসন); মিঃ এম্, এস, কাশ্যপে বি-এ, এল এল্ বি, মিঃ অযোধ্যাপ্রসাদ এম-এ, এল এল বি; ডাঃ পি, জি, পিল্লে এম্ বি বি-এস; ডাঃ বি, কে, বিভাকর এম্-বি, বি-এস্; ডাঃ জি, পি, দিক্ষিত; ডাঃ আর জি, ওয়াইংগাঙ্কর এল্ বি, বি এস, মিঃ এম্, এ, সাথরডগী এম্-এ, এল্-এল্-বি, মিঃ ই, ডি, মেকোন বি-এ, মিঃ এম, ককছন্ (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, টাটা হাইড্রো ইলেক্ট্রিক ওয়ার্কস্); মিঃ বি, এন, সাবানজী বি ই; মিঃ বাঞ্জী মেহেতা বি-এ, মিঃ এন্, এ মেহতা বি এ, বি-টি; মিঃ মনলাল থাকোরদাস বি এ; মিঃ কে, এম, ভার্গব বি-এ, শেঠ পুরুষোত্তমদাস কিষণ দাস, শেঠ রাধাকিষণ বিজলী (মার্চ্চেণ্ট), মিঃ কে, এন্, দাস বি এ, শেঠ কিষণদাস রাঘজী মাধবজী, শেঠ এম এন্ দাস ইত্যাদি।

সেবকের যোগ্যতা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

তিনি জানেন, প্রভু ব্যতীত আমার আর কেহই নাই, প্রভুই আমাকে রক্ষা করেন। জগতের কেহই আমাকে রক্ষা করিতে বা নষ্ট করিতে পারে না। পিতা যেমন পরিভ্রমণকালে পুত্রের হস্ত ধরিয়া রাখেন, তাহাতে পুত্রের পতনের সম্ভাবনা থাকে না বা পদস্খলিত হইবার সম্ভাবনা হইলেও পিতা তাহাকে রক্ষা করেন, সেইরূপ সেবককে ভগবান্ রক্ষা করিয়া থাকেন।

প্রকৃত সেবক প্রভুর সেবার জন্য নরকে যাইতেও দ্বিধাবোধ করেন না। প্রভুর সেবার জন্য তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারেন। সেদিক সম্বন্ধে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদর্শ সেবকের কথা আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই—

সেবিক হবে,—আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন॥
'সেবা লাগি' কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি॥

সেবকের নিষ্কপটতা, সেবকের আত্ম-ত্যাগ ও সেবকের পরীক্ষণ সকলই প্রভুর নিকট। যেমন কোন রাজার নগরপাল কাহাকেও ভয় করে না, সেইরূপ ভগবানের সেবক কাহাকেও ভয় করেন না। তিনি প্রভুর উপর তাঁহার সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিয়াছেন। সেবকের আমার সব একমাত্র প্রভুর পাদপদ্ম। ... হওয়া করিবার জন্য ব্যস্ত হন না, পরন্তু যাহাতে সেবা নিষ্ঠা পায় তাহা উপাদেয় হইয়া থাকে।

কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

আত্মনিবেদনকে কেন্দ্র ক'রে বৈদ্যুতিক চক্রের ন্যায় নবধা ভক্তি— শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য ও সখ্য, চক্রাকারে নিরন্তর করতে হ'বে। এরূপ নবধা ভক্তির currentএর মধ্যে প'ড়ে থাকলে আপনারা অমঙ্গলের অনন্ততা হ'তে মুক্ত হ'য়ে হরিসেবায় অধিকার পাবেন।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ হৃষীকেশ বুধ, প্রত্যহ গৌরাব্দ ৪৪৩

পঞ্চতত্ত্ব

আমার প্রভুর প্রভু—মহাপ্রভু। মহাপ্রভুই হরিনাম। এই হরিনাম বা মহাপ্রভু জীবমঙ্গলের জন্য পঞ্চতত্ত্বরূপে অবতীর্ণ। গৌরসুন্দর স্বয়ংরূপ। তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিরসে কিরূপে অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে হয়, তাহা মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশ-তত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এই তিনভাবে সেবা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতিবিধান করেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু দাস্য ও সখ্য এই দুই ভাবে নিজ অনুগগণকে কৃষ্ণসেবা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্ত ও শ্রীগদাধর পণ্ডিতাদি স্বরূপ শক্তিগণ নিজ নিজ বিশিষ্ট এক একটি রসে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছেন। এই পঞ্চতত্ত্বের তিনটী বিষয়তত্ত্ব বা শক্তিমত্তত্ত্ব আর দুইটী আশ্রয়তত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্ব। শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীরায়রামানন্দ ও শ্রীরূপ-সনাতনাদি শক্তিতত্ত্বসমূহ মধুররসে কৃষ্ণসেবা করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই একটী রস, মহাপ্রভু বা প্রভুদ্বয় শ্রীনিত্যানন্দ-অদ্বৈতের ন্যায় তাঁহাদের একাধিক রস নাই। শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণের একমাত্র দাস্যরস, তাঁহাদেরও একাধিক রস নাই। শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পরমেশ্বর বা বিষয়তত্ত্ব বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে একাধিকভাবের আদর্শ আছে, কিন্তু শক্তিতত্ত্ব বা আশ্রয়তত্ত্বে একাধিক ভাবের যুগপৎ অবস্থান সম্ভব নহে।

পঞ্চতত্ত্বের দুইটী তত্ত্ব—শক্তি ও তিনটী—শক্তিমান। শুদ্ধভক্ত ও স্বরূপ শক্তি উভয়েই দ্বিবিধ শক্তি। যাঁহারা অন্যাভিলাষিতাশূন্য হইয়া স্বীয় শুদ্ধ কৃষ্ণানুশীলন-বৃত্তিকে কর্ম্ম বা জ্ঞানের আবরণে আবৃত করেন না, তাঁহারা শুদ্ধভক্ত, আর কেবল মধুররসাশ্রিত ঐকান্তিক ভক্তগণ স্বরূপ শক্তি। শ্রীবাসাদি শুদ্ধ ভক্ত বলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় ভক্ত মনে করিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণে যেন কেহ অপরাধ না করেন। শ্রীবাসপণ্ডিতের শুদ্ধ দাস্যরস বলিয়া তিনি শুদ্ধভক্তের আদর্শ বা মহাভাগবতের [illegible]। তিনি জীব নহেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভিন্নবিগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই শ্রীবাসরূপে প্রকটিত হইয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম ও মধুরপ্রেমের কথা প্রচার করিয়াছেন। মধুরপ্রেমের কথা এইভাবে আর কেহ প্রচার করেন নাই। এতদ্ব্যতীত বৈকুণ্ঠে বা ব্রজে দাস্যরসের কথা আছে। বৈকুণ্ঠের দাস্য হইতে ব্রজের দাস্য-রসের বৈশিষ্ট্য আছে। ব্রজের দাস্য-রসে চমৎকারিতা বেশী এবং তাহা ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন। নারায়ণের ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়া বৈকুণ্ঠের দাসগণ নারায়ণের দাস্যে আকৃষ্ট; কিন্তু ব্রজে কৃষ্ণদাসগণের কৃষ্ণদাস্যে স্বাভাবিক অনুরাগ। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যহীন পরমমাধুর্য্যময় মাধুর্য্যই তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ-পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিয়াছে। ব্রজে বা বৈকুণ্ঠে দাস্যরসের সেবকগণ অর্থাৎ নারায়ণের বৈজয়ন্তীমালা, শঙ্খ, গদা, যমুনার জল, বালি, গো, বেত্র, বংশী প্রভৃতি জড় বা অচিৎ পদার্থ নহে। তাঁহারা চিন্ময় ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের অনুকূল। দাস্যরসে যে রসটা, তাহা শান্তে পরিস্ফুট নহে, ইহাই পার্থক্য। কিন্তু যদিও পরিস্ফুট না হইলেও তাঁহারা অপ্রকাশিত অনুকূল কৃষ্ণসেবার আনুকূল্য বিধান করিতেছেন। তাঁহারা যে সে ভক্ত নহেন, ভগবানের নিত্যসিদ্ধ সেবক। তাঁহাদের পদবী অত উচ্চ বলিয়াই ব্রহ্মা উদ্ধবাদি ভক্তগণ ব্রজের তৃণ-গুল্ম-লতা প্রভৃতি হইবার আকাঙ্ক্ষা করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::•::——

জীবের সেবাধর্ম্ম আর ভগবানের সেবাগ্রহণ-ধর্ম্ম। একটী বস্তু পূর্ণ ও বৃহৎ আর একটী বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ভোগ ভজনের বিরুদ্ধ না হ'লেও ভজনের সহিত তাহার বৈষম্য আছে। ভোগ জড়বিশেষ-বিচার প্রধান, আর ত্যাগ জড়বিশেষ-নিষেধক নির্ব্বিশেষ-বিচার প্রধান। জড়বিলাস সর্ব্বাগ্রে নষ্ট না হ'লে চিদ্বিলাসের ভূমিকা প্রস্তুত হ'তে পারে না। কুকুরে শিয়ালে খে'য়ে ফেলে যে দেহটা, তা'তে যে পর্য্যন্ত আত্মবুদ্ধি থাক্‌বে, সে কাল পর্য্যন্ত আত্মমঙ্গল সুদূরপরাহত। বদ্ধজীবের দু'টো দেহ—স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ। তা'দের স্থূলদেহ কুকুরে শিয়ালে খেয়ে ফেলতে পারে, আর সূক্ষ্ম দেহটা অসুরে খে'য়ে ফেল্‌তে পারে। বহির্ম্মুখ জীবকে যখন অপরাধ ও পাষণ্ডতা আক্রমণ করে, তখন তাহাদের সূক্ষ্ম দেহটাকে অসুরে খেয়ে ফেলে। সর্ব্বতোভাবে শরণাগত নিষ্কপট ব্যক্তিগণের প্রতি ভগবানের দয়া প্রকট হয়। অহংমমভাব থাকাকালে কখনই ভগবানের কৃপালাভের সম্ভাবনা নাই।

ফলোপাসক-সম্প্রদায় বিদ্ধা ভক্তি বা কখনও কখনও কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির আবাহন করেন। তাঁহারা পনের আনা তিন পাই নিজের পেটপূজা বা কোন না কোন অপস্বার্থ সাধন, আর এক পাই ভক্তি হয় হউক, আর না হয় না হউক—এই অনির্দ্দিষ্ট ভাবের সহিত ভক্তির তুলনা ক'রে থাকেন। তাঁদের হ'চ্ছে, নিজের ভোগবাদের সহিত স্বার্থানুসন্ধিমূলক ভক্তির আবেদন। ফলোপাসকগণের মধ্যে যে বিষ্ণুভক্তের ব্যবহার আছে, সেইরূপ কর্ম্মফলদাতা বিষ্ণু শ্রীমদ্ভাগবতপ্রিয় বৈষ্ণবের বিষ্ণু নহেন।

কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির দ্বারা নারায়ণের কিছু কিছু কথা আলোচনা হ'তে পারে; পরন্তু তদ্দ্বারা কৃষ্ণপাদপদ্মের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি অধিক দূর পর্য্যন্ত যা'বে না। 'বর্ণাশ্রমাচারবতা' কনিষ্ঠাধিকারগত বৈষ্ণবধর্ম্মমাত্র, মধ্যমাধি-কারগত বিচারও নহে।

বিষ্ণুর যে মূল আকরমূর্ত্তি, তাহাই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনারায়ণেরও পরমকারণ। মায়াশক্তির কারণ—বলদেব, বলদেবের কারণ—শ্রীকৃষ্ণ। কর্ম্মপথ, জ্ঞানপথ বা যোগপথে শরণাগতি নাই। গীতাশ্রবণে তাঁহাদের অধিকারই হয় না—যাঁ'দের কর্ম্মপথে অধিকার।

ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত ভগবানের যাবতীয় বিধান অবনতমস্তকে স্বীকার করেন। ভগবানের ব্যবস্থায় চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে তাঁহাতে আস্থার অভাব ও নিজের অন্যাভিলাষ প্রমাণিত হয়। ভগবানের বিধানে অসন্তোষ বা চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে নিজের অমঙ্গলই বরণ করা হয়। শরণাগত ব্যক্তির ভগবানের বিধানে সন্তুষ্ট হইয়া অনুক্ষণ হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোন বিচার নাই। আমরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা তাঁদের সেবা করিব, সকল বিপদের মীমাংসা ভগবানের বিধানের উপর নির্ভর করা, ইহাই ভাগবতী চিত্তবৃত্তির লক্ষণ।

ভগবদ্দাস্য

——::•::——

জীবের স্বরূপে ভগবদ্দাস্য নিত্য। সেই স্বরূপ-বিস্মৃতিতেই আমাদের বদ্ধতা। সুতরাং ভগবদ্দাস্যে অধিষ্ঠিত হইতে পারিলেই আমাদের বদ্ধতা দূর হইবে। দাস্যের পরিবর্ত্তে আমরা মায়ারাজ্যে প্রভু হইতে বসিয়াছি, ইহাই আমাদের দোষ। এই প্রভুত্বের খোলসটী ছাড়িয়া দিলে তবে আমাদের স্বরূপ ফুটিয়া উঠিবে, তখন আমরা মুক্ত অবস্থায় নিত্য কৃষ্ণসেবায় নিত্যানন্দ লাভ করিতে থাকিব। কখনও জড়-ভোক্তৃরূপে, কখনও বা জড়নিরসন-পূর্ব্বক অহংব্রহ্মভাবে আমরা আমাদের স্বরূপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া থাকি, তাহাই আমাদের স্বরূপ—এই ভ্রম করিয়া স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে 'আমি'-বুদ্ধির পরিচয় দিই। স্বরূপবিস্মৃতিই বন্ধনের কারণ। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি' গেল।
সেই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল॥

এই ফাঁস কাটাইতে না পারিলে আর নিস্তার নাই।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুগুরুকৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

সাধুগুরু তিনিই, যিনি নিজে মায়ার অতীত তত্ত্ব। মায়ার অধীন ব্যক্তি কখনও অপরকে মায়াপারে লইয়া যাইতে সমর্থ নহেন। যিনি সর্ব্বক্ষণ জগৎ অতিক্রম করিয়া

মৃত্যুর পথে তীব্রবেগে ছুটিতেছেন, তিনিই আমাদিগকে এই মায়ার রাজ্য হইতে মায়াতীত চিন্ময় স্বদেশে লইয়া যাইতে সমর্থ। সাধুভক্তচরণাশ্রয়ে তাঁহার কৃপালাভ করিতে পারিলে তবে মঙ্গল নষ্ট হইবে। মায়াতীত সাধু স্বীয় চরিত্রের আদর্শের দ্বারা আমাদিগকে ভগবচ্চরণে প্রপত্তি শিক্ষা দেন। একমাত্র এই প্রপত্তি বা শরণাগতিই মায়ামুক্তির প্রশস্ত সরণি। তাই শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং

তরন্তি তে॥"

আবার শ্রীমদ্ভাগবতেও আমরা পাই—

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥

যাঁহারা এই চর্ম্মমাংসের থলি দেহটাকে 'আমি' বা তৎসম্পর্কে মমতাবুদ্ধি না করিয়া নিষ্কপটচিত্তে সর্ব্বাত্ম দ্বারা শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় করিতে পারেন, তাঁহারাই কেবল তাঁহার দয়া প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার দুস্তরা মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন, অন্যে নহে। এই সর্ব্বস্বসমর্পণরূপা শরণাগতি গুরুকৃপাসাপেক্ষ। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে সাধুগুরু-সেবা আবশ্যক। ইহাই ভগবদ্দাস্য। তাঁহার দাসের দাস হইলেই জীবনের সার্থকতা বা কৃষ্ণদাস্য সম্ভব।

যথার্থ পুরুষোত্তম কৃষ্ণই একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা, জীব তাঁহার ভোগ্য। জীবের স্বরূপে ভগবৎসেবাই নিত্য বর্ত্তমান। যখানে তাঁহার ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয়, সখানে আত্মস্বরূপ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে [illegible]বুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত দ্বারা আবৃত। ভগবানের আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছার লেশমাত্রও থাকিবে না। তিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণসুখের [illegible] পাগল।

হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবার জন্য উপকরণ সংগ্রহ, যথাকালে দ্রব্যার্পণ, আদেশানুবর্ত্তী হইয়া বিবিধ সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ, এক কথায় তাঁহাদের সুখের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করিয়া অনুক্ষণ হৃদয়ে তাঁহাদের প্রতিরূপের নামই দাস্য। দাস্য অর্থে প্রবণ—আত্মনিবেদন। 'আমি ভগবদ্দাস'—এই বুদ্ধি প্রবল রাখিয়া শ্রীভগবান্ ও তদীয়ের সেবাই আমাদের একমাত্র কৃত্য। শাস্ত্রসমূহ ভগবন্নিষ্ঠা প্রবণ। ভগবানের শাস্ত্রসমূহ সেবকও 'ভগবান্ প্রভু, জীব দাস' শিক্ষা জানেন, তবে তাঁহাতে কৃষ্ণে মমতার অনুরূপ জন্য পূর্ণ দাস্যরস হইতে কিঞ্চিন্ন্যূন

সেবকের যোগ্যতা

(শ্রীঅমরজ্ঞান ব্রহ্মচারী)

সেবাই সেবকের নিত্যধর্ম্ম। যিনি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে সেবা দ্বারা প্রভুর বিধান করেন, তিনিই সেবক। সেবক নিজের হিতাহিত বা ভালমন্দের সকল ভার শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবেদন করেন এবং প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে তন্ময়ভাবে প্রভুর সেবায় নিযুক্ত থাকেন। সেবক জানেন, প্রভু আমায় সর্ব্বদাই রক্ষা করেন

সেবক না হইতে পারিলে সেব্যের কৃপা লাভ করা যায় না। আবার সেব্যের কৃপা ব্যতীত সেবার অধিকার হয় না। সেব্য যদি কাহাকেও সেবক বলিয়া গ্রহণ না করেন, তবে কি করিয়া সেবা করা যাইতে পারে? তবে সেব্য বা প্রভু সেবকের শরণাগতি ও আর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে সেবাসুযোগ দিয়া থাকেন। সুতরাং শরণাগতিই সেবকের প্রাণ। শরণাগতির পরিমাণ অনুসারে সেবক প্রভুর সেবার অনুমতি বা অধিকার লাভ করিতে পারেন। সেবা ব্যতীত কৃপা পাওয়া সম্ভব নহে, আবার কৃপা ব্যতীত সেবাও অসম্ভব। তবে দুইয়ের মধ্যে কৃপাই

ভার আছে। দাস্যে মমত্বের আগমে পরিচর্য্যারূপ ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া যায়। ভক্ত অম্বরীষ মহারাজের মাহাত্ম্যবর্ণনে একদিন দুর্ব্বাসা মুনি বলিয়াছিলেন, ভগবদ্ভক্তের কোন বিভূতি অপ্রাপ্য থাকে না।

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে॥

মানবজীবন পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় দোদুল্যমান সুতরাং এই মুহূর্ত্তেই আমাদের মঙ্গল গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আমরা স্বরূপতঃ ভগবদ্দাস হইয়াও কেন যে মঙ্গল গ্রহণ করি না, তাহার কোন যুক্তিমূলক কারণ নাই—কেবল স্বরূপভ্রান্তি। অনিত্য বস্তুতে আসক্তিই ইহার অযৌক্তিক কারণ। সুতরাং জীবনের আর সময় নষ্ট না করিয়া এই মুহূর্ত্ত হইতে স্বকৃত পূর্ব্ব অপরাধের জন্য ভগবানের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মের নিকট সর্ব্বক্ষণ নিজ স্বরূপের স্ফূর্ত্তি লাভ করিবার জন্য ক্রন্দন করা উচিত।

প্রধান। কারণ, প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহার সেবার সুযোগ দিতে পারেন। কিন্তু তিনি সেবা গ্রহণ না করিলে কি করিয়া সেবা হইতে পারে?

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, শরণাগতি বা আত্মসমর্পণই সেবকের সেবার প্রথম ও প্রধান যোগ্যতা। জাগতিক যত যোগ্যতা থাকুক না কেন, সে সকল যোগ্যতা যদি শরণাগতিরূপ মূল যোগ্যতার আনুগত্য না করে, তবে জীবকে সেবকপদবী হইতে নিশ্চয়ই পাতিত করিবে। প্রভু-সেবায় এই মূল যোগ্যতাকে কেন্দ্র করিয়া সেবকের আরও অন্যান্য যোগ্যতা কার্য্যকরী হয়। জড়ৈশ্বর্য্যশালী শরণাগতিরূপ যোগ্যতার দাস্যে নিযুক্ত হইলে জীব বন্ধের হাত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারে। সুতরাং সেবকের শরণাগতিই সেবার যোগ্যতার মাপকাঠি। এতদ্ব্যতীত জাগতিক অন্য কোন যোগ্যতাকে গুরুবর্গ সেবার মাপকাঠি বলিয়া গ্রহণ করেন না। যিনি যে পরিমাণে শরণাগত, তিনি সেই পরিমাণে সেবক হইবার যোগ্য। যিনি পূর্ণ শরণাগত—তিনি পূর্ণ সেবক! শরণাগতিরূপ যোগ্যতা না থাকিলে সেবক প্রভুবিদ্বেষ করিবেই। সে দাম্ভিক হইয়া প্রভুর অধিকার লাভ করিতে প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্টভাবে চেষ্টা করিবেই করিবে। আমাদের কত ভরসা! আমরা সর্ব্বাংশে অযোগ্য হইলেও শরণাগতিরূপ যোগ্যতা থাকিলে প্রভুর কৃপা কোন না কোনদিন নিশ্চয়ই লাভ করিতে পারিব। সেবাবৃত্তি দেখিলে প্রভু সেবককে প্রচুর বল ও উৎসাহ দেন। সেই উৎসাহে সেবক প্রভু সেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন।

এই সেবা বস্তু জগতের জন্মমরণশীল বস্তু নহেন। তাঁহারা শ্রীনাম, গুরু ও বৈষ্ণব-ঠাকুর। জগতের সাধ্য সেবা ও সাধ্য সেবক সকলেই অনিত্য। এমন কি আজ যে সেবক আছে, পরবর্ত্তীকালে সে প্রভু হইয়া বহু সেবকের সেবা গ্রহণ করিতে পারে। এই সেব্য-সেবকের মধ্যে স্বার্থ বিজড়িত আছে। স্বার্থের হানি হইলে সেব্য বা প্রভু সেবককে চিরতরে বর্জ্জন করিতে পারেন। আবার সেবকও স্বার্থের জন্য প্রভুর প্রাণহন্তা হইতে পারেন। কারণ সেখানে পরস্পরের স্বার্থ ভিন্ন। কিন্তু হরিগুরুবৈষ্ণব যাঁহাকে একবার নিজসেবক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সে সেবককে তিনি কিছুতেই পরিত্যাগ করেন না। এমন কি—

ছুটিয়ে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
কৃপা করি' প্রভু তাঁরে চুলে ধরি' আনে।

সুতরাং এইরূপ প্রভু ব্যতীত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন? যে প্রভু বিশ্বাসঘাতক তিনি প্রভু নহেন।

"সেই প্রভু ধন্য যেনা ছাড়ে নিজজন।
সেই দুষ্ট ধন্য যেনা ছাড়ে পিতৃব্য [illegible]"

দেশের সেবায় বা কর্ম্মে কীর্ত্তি ও প্রতিষ্ঠার অভাবে নিরুৎসাহ আসে, কিন্তু গুরুবৈষ্ণবের সেবায় পূর্ণ আনন্দের উপলব্ধি ও উৎসাহ বিদ্যমান। দেশের সেবায় কর্ম্মের বন্ধনে জীব দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হইয়া পড়ে কিন্তু ভগবানের সেবায় দ্বারা জীব প্রকৃত স্বাধীন অর্থাৎ মায়ামুক্ত হইতে পারে। জগতের সেবায় জীব ষড়্‌রিপুর দাস এবং ভগবানের সেবায় দ্বারা প্রকৃত [illegible] গোস্বামী হইতে পারে। ভগবানের সেবায় দ্বারা জীব অজর, অমর ও অমৃতের অধিকারী হইতে পারে এবং জগতের সেবায় দ্বারা জীব নানা [illegible] করিয়া কেবল ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করে। সুতরাং প্রকৃত সেবক একমাত্র ভগবানের সেবাই করিয়া থাকেন। তাঁহার সেবা করিলে সকলেরই সেবা হইয়া যায়।

জগতের তিক্ত অভিজ্ঞতা লইয়া মানুষ সেবক হইতে ভয় পায় বা ঘৃণা বোধ করে। কিন্তু অদৃষ্টে জড়জীব মায়াকবলিত হইয়া ভগবানের সেবা ভুলিয়াও এই জগতে তাহাকে নানাপ্রকারে লোকের সেবা করিয়া সেবকপদবী গ্রহণ করিতে হইতেছে। সে প্রভু সাজিতে গিয়া হয়—পুত্রের দাসত্ব, কখন—পত্নীর দাসত্ব, কখন—দেশের দাসত্ব, কখন—কনককামিনী প্রতিষ্ঠার দাসত্ব, আর কখন ঘোড়া, বিড়াল বা কুকুরের দাসত্ব করিতেছে। সুতরাং জড়জীব যে নিত্যকালই সেবক—তাহা তাহার কার্য্যদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। ভগবান্ নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়। তিনি কাহারও সেবা করেন না, সকলের সেবা ও পূজা তিনি গ্রহণ করেন। তিনি ইচ্ছা করিয়া [illegible] হন, কোন সাধনবলদ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। তিনি স্বেচ্ছায় দুর্ব্বাসার [illegible] গ্রহণ করেন। আবার [illegible] পাণ্ডবদের [illegible] প্রতিষ্ঠা [illegible] করেন না। [illegible]

[illegible]

[illegible]

([illegible] পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।

ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-প্রধান কেন্দ্র
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর-শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪
সেবক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ অধিকারী

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশুদ্ধবিলাস ব্রহ্মচারী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) অনুকূলকৃষ্ণ-প্রকাশলীলামাধব
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরঘুনাথ অধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোপালকৃষ্ণ অধিকারী

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ মামগাছি (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ ভালুকা (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীকৃষ্ণজীবন দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধরদাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গোস্বপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা—(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) কুলকুটির
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনৃত্যানন্দ সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনীলমণি ব্রহ্মচারী

(১৯) প্রপন্নাশ্রম
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁচরাপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক শ্রীকিশোর ব্রজবাসী

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চটক পর্ব্বত
সেবক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ অধিকারী

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারী, ঢাকা
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অধিকারী

(২৪) গোপালজীউ মঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীধরাদাস ব্রজবাসী

(২৫) বল্লভ-গৌড়ীয় মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রীচৈতন্যদাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
পুরাণবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীরঘুনাথ অধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাস

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩এ পাগ্‌লাঝোরা, দার্জিলিং
সেবক—শ্রীমহাপুরুষ অধিকারী

(৩০) নৈমিষারণ্য-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মাধবগঞ্জ, জেঃ সীতাপুর, ইউ, পি
সেবক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মহাপুর পাটনা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র অধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসনাতনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ এ সব্জীমণ্ডি, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীনৈষ্ঠানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী

(৩৫) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible] ইউ পি
শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
কৃষ্ণগঞ্জ, পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
গোপীশ্বর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীসত্যানন্দ অধিকারী

(৩৯) ব্রজানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন
সেবক—শ্রীনিত্যচরণ ভক্তিসোপান

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী

(৪৩) মদন বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা
সেবক—ঐ

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ কোটাম, জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীভিনকরাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীজয়গোবিন্দ অধিকারী

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীনকুলচন্দ্র পাণ্ডা

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বিল্ডিং বোম্বে
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীবেদান্তীরমণ ব্রহ্মচারী

(৫১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী মাদ্রাজ
—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী
সেবক—শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৬) সিমহাচল-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীপরেশ ব্রহ্মচারী

(৫৭) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রীশৈলেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৯) শ্রীগোপালজীউ গৌড়ীয়-প্রচার-কেন্দ্র
পোঃ [illegible], গঞ্জাম
সেবক—শ্রীবিধুভূষণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক শ্রীজগদীশদাস ব্রজবাসী

(৬১) আসাম গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ চিকন্দা, (ময়মনসিংহ)
সেবক—শ্রীঅবতারণ ব্রহ্মচারী

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ৩
৫১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, ই ৫
সেবক—সুখদাবিনোদবাণী দাসী

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরিধারিগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
বৃন্দাবন, [illegible] ইউ-পি
সেবক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৯) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
মিসরিখ (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) শ্রীব্রজপত্তন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রীবৃত্তিশেখর ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরামসুন্দর ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৴০	।০
" ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲			৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲			৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৯	৬।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা এক পয়সা। বিশেষ সংখ্যার মূল্য ভিন্ন হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খাওয়া ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এইরূপ অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালীই ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত ও পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। প্রচুর পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর পাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] তীর্থ মহারাজ সংকলিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের জন্য বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু [illegible] সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যাপীঠাধ্যক্ষ মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল [illegible], ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক [illegible] মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ। [illegible] শ্রীল শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] পড়ুয়া লাভবান হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible], শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত [illegible] শ্রীল [illegible] বিরচিত "গৌরব" নামক কাব্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(●):·

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পুস্তক আকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অনুকম্পায় পারমার্থিক ... লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ১০ আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মিত্রশীল মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে বহু চিত্র ... আকৃতি ও ... এবং মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাশীর্ব্বাদ-সূচক (Foreword) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সচিত্র সূচিপত্র ও শব্দসূচী (Index Glossary) সম্বলিত প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫. পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৪১	৬-১৯	৭ ১০	১৩-১৬	১৬-৪৬	১৭-৫০	২২-২১
দমদম „	৪-৫৮	৬-৩৫	৭-৩০	১৩-৩৭		১৮-১১	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৮	৮-০ ৭	৯-১৬	১৫-৩	১৮-৩৪	১৯-৪২	০-২৫
(বদল) ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৩৩	১৫-১৩	১৮-৬১	১৯-৪৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩৪	৮-৫৮	১০ ৮	১৫-৫১	১৯ ১৭	২০-২২	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৫-০	১৭-৫২	০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৫-৪০	১৮-১১	১-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-২
দমদম „	১০-২০
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪০ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪
ছাঃ	১৫-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৪-৪০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৮	৯-১০	১৪-১৬	১৬-০	১৮ ৪১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৩	৯ ৪৮	১৪-৫৫	১৬-৩৮	১৯-১১

ছাঃ	৭-৯	৮-৫০	১১-৪১	১৬-৫০	১৯-২	২০-৫৬	৩-৫৬
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৯	৯-২৩	১২-২৬	১৭-৩১	২০-১০	২১-০৯	৪-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯ ২৮	১২-৩৬	১৭-৪০	২০-১৮	২১-১৪	৪-২৩
দমদম „		১১-৩		১৯ ৩		২৩-৯	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-২১	১৯-২৩	২১-৫৫	২৩ ২৬	৬-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ	১৪ ১৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫৫
ছাঃ	১৫-১০
শান্তিপুর পৌঃ	১৫-৫১
(বদল) ছাঃ	১৬-৫০
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-৩৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৯

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(●):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক ... প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... ইহার কার্য্যক্ষমতা অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদিতে এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ... ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী ...

...নং তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অথবা

... খোয়ালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ REGD NO C1844

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ বর্ষ .৯ হৃষীকেশ ৪৫৪ গৌরাব্দ ২০শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৫ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪০ বৃহস্পতিবার { ১৯. [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ হৃষীকেশ আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৪

কপিলদেবের উপদেশ

——:::(ক)::——

ভগবান্ শক্ত্যাবেশ-অবতার কপিলদেবরূপে সত্যযুগে এ জগতে অবতীর্ণ হইয়া জননী দেবহূতিকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই দেবহূতিনন্দন কপিলদেবের অমূল্য উপদেশ যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তাঁহার ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মতি দৃঢ়া হয়, একথা আমরা শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে জানিতে পারি। তাই আমরা তাঁহার উপদেশ সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

কপিল দুইজন। আমাদের আলোচ্য কপিলদেব ঈশ্বরাবতার। তিনি নিরীশ্বর কপিল নহেন। ভগবান্ কপিলদেব কার্দ্দমী ও বাসুদেবাংশ। তিনি ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, আসুরী নামক ব্রাহ্মণ ও স্বীয় জননীকে সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করেন। ইনি শ্রীবিষ্ণুর আবেশাবতার এবং বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ বা ঐকান্তিক ভাগবতধর্ম্মের উপদেষ্টা। ইঁহার প্রত্যেক বাক্য ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণ। নিরীশ্বর ঋষি কপিল অগ্নিবংশজ। ইনি নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করেন এবং বৌদ্ধমতাবলম্বী আসুরী নামক অপর ব্রাহ্মণকে বেদবিরুদ্ধ কুতর্কপরিপূর্ণ সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করেন। এই অগ্নিবংশজ নাস্তিক্যবাদ-প্রচারক কপিল ত্রেতাযুগে উদ্ভূত হন। ভগবান্ কপিলদেবই সেশ্বর সাংখ্যদর্শনের আদিকর্ত্তা। তিনি যদিও সাংখ্যদর্শন নামে কোন বিশেষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই, তথাপি তৎপ্রণীত সাংখ্যমত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে যে সাংখ্যমত বলিয়াছেন, তাহাতে শুদ্ধভক্তিযোগের কথাই পাওয়া যায়। এমন কি, সালোক্যাদি মুক্তিকেও তিনি বিশেষভাবে গর্হণ করিয়াছেন। নিরীশ্বর কপিল পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ববাদী, আর ভগবদবতার কপিলদেব ষড়্বিংশতি-তত্ত্ববাদী। মহর্ষি কপিলই কপিলদেবোক্ত সাংখ্যমত গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়া সাংখ্যদর্শন নামে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু কপিলের পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বপ্রতিপাদক সাংখ্যদর্শনখানি কপিলদেবের ষড়্বিংশতি-তত্ত্বপ্রতিপাদক সাংখ্যমতের সার সঙ্কলন হইলেও উহাতে মতভেদ আছে। ঐ সকল মতই প্রতিবন্ধক নাস্তিকা-মতবাদ।

চিত্তই জীবের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। চিত্ত বিষয়ে মগ্ন হইলেই জীব বদ্ধ হয়। আবার সেই চিত্ত ভগবানে রত হইলে জীব মায়ামুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিতে পারে। মায়াই জীবকে বিষয়ে আকর্ষণ করে। ভক্তিযোগে—সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিক্রমে শ্রীহরির সেবা হইতেই জীবের চিত্তমলনাশ হয় এবং প্রেমা প্রকৃতি হীনবলা হয়। ভগবানে অনন্য ভক্তিযোগ ব্যতীত জীবের পরমমঙ্গলজনক পথ আর দ্বিতীয় নাই।

চরিত্রক সাধুর অপার মহিমা। আসক্তি জীবের পক্ষে বন্ধনস্বরূপ। আবার সেই আসক্তি যদি সাধুগণের প্রতি কৃত হয়, তবে উহাই মোক্ষের দ্বারস্বরূপ অর্থাৎ পরাশান্তিলাভের কারণ হইয়া থাকে। সাধুগণ ভগবৎসুখতাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইয়া সকল কার্য্য করেন, ভগবৎসুখের প্রতিকূল হইলে তাঁহারা দুস্ত্যজ্য আত্মীয়-বন্ধুকেও পরিত্যাগ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। সাধুগণ হরিকথাপ্রসঙ্গ-বিগ্রহ, তাঁহারা নিরন্তর হরিকথাপ্রসঙ্গেই থাকেন, তাঁহারা ভগবানের নাম—ভগবানের কথা আলোচনা করিয়া পরমানন্দে জীবনযাপন করেন। ত্রিতাপ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতেও পারে না। এইরূপ সাধুসঙ্গের প্রভাবে জীব দুঃসঙ্গের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া কৃষ্ণসেবালাভে সমর্থ হয়। কারণ, সাধুসমাজে সর্ব্বদা হরিকথাই হয়। সাধুর শ্রীমুখে মনোযোগ সহকারে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে চিত্ত বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ভগবৎ-পাদপদ্মে অভিনিবিষ্ট হয়। শ্রবণকীর্ত্তনাদি করিতে করিতে বহির্মুখ চিত্তও শীঘ্রই [illegible] ও পবিত্র হয়। তখন এই মঙ্গলময় আত্মবৃত্তি ভক্তিপ্রবাহিনী ক্রমশ হইয়া কৃষ্ণচরণ স্পর্শ করে।

আনন্দমূর্ত্তি সর্ব্বাকর্ষক ভগবানে শুদ্ধ জীবাত্মস্বরূপের যোগ স্বাভাবিক, কিন্তু ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি [illegible] অন্তরাল করিয়া সম্মুখে থাকিয়া [illegible] করিয়া জীবকে ঐ প্রাকৃত বিষয়ে আবদ্ধ করিতেছে। সাধুসঙ্গ হইলে [illegible] স্বতঃসিদ্ধ-বৃত্তি বিষয় হইতে আবার ভগবানে উন্মুখ হয়। ইহাই অহৈতুকী [illegible] ভগবদ্ভক্তি। এই ভক্তি মুক্তি হইতে গরীয়সী। অকিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত [illegible] মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন না। [illegible] সর্ব্বদা ভগবৎসেবাতেই [illegible]। তাঁহারা মুক্তির প্রতি ফিরিয়াও [illegible] ভক্তিকিঙ্করী মুক্তি দাসীরূপে ইঁহাদের সেবা করেন। তাঁহারা মৃত্যুলোক [illegible] অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠ [illegible] হন। শ্রীভগবানে [illegible] ভক্তিযোগই জীবের পরমমঙ্গলের [illegible] মহাপথ। [illegible] প্রাপ্তে এই পদ আশ্রয় কর।

শ্রীহরি [illegible]

[illegible] জড় প্রকৃতিকে [illegible] হন, কিন্তু তাহা [illegible] স্বতন্ত্র পুরুষ [illegible] ধারণ করিয়া প্রকৃতি [illegible] প্রসবাদি [illegible] এই অখিল [illegible] উদ্ভূত হয় [illegible] সমস্ত সৃষ্টির [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible],

কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। পুরুষ—পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী প্রকৃতির গুণ। ঈশ্বর ষড়বিংশতি তত্ত্ব। প্রকৃতি ঈশ্বর ও জীবের পরম নিয়ন্তা। পরমাত্মা সগুণ, পরমপুরুষ ঈশ্বর নির্গুণ। তিনি পরব্রহ্মস্বরূপ অধিষ্ঠানরূপে পদার্থের অন্তরে অবস্থিত থাকিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না, পরন্তু অপরিবর্তিত অবস্থায় নির্লিপ্ত থাকেন। তাঁহাকে অবগত হইয়া [illegible] মুক্ত হইয়া জীবাত্মা প্রাপ্ত হন। এই পথ নির্বাণ হইতে আপনাকে বিমুক্ত [illegible] হন। আবার সাধুসঙ্গে ভক্তিরস অবগত হইয়া নিঃস্বার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন।

ভক্তি দুই প্রকার—সগুণ ও নির্গুণ। জনসাধারণের ভক্তি সগুণ, আর সকলের অন্তর্যামী ঈশ্বর গুণাতীত পরমাত্মা [illegible] ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হইয়া অবিচ্ছিন্নভাবে ভগবৎপদে অর্পিত হয়, তৎপ্রতি তাঁহাদের যে অহৈতুকী অপ্রতিহতা নিরবচ্ছিন্ন ও নির্মলা আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি, তাহাই নির্গুণ ভক্তি। এই নির্গুণ ভক্তগণ মুক্তিকে পিপাসা ও মুক্তির পর্যন্ত ত্যাগ করেন। তাঁহারা ভগবানের নিরন্তর সেবা ছাড়া অন্য কিছু চাহেন না। এই অহৈতুকী ভক্তিযোগকে আত্যন্তিক বা শুদ্ধভক্তিযোগ বলা হয়। এই ভক্তগণ নামসংকীর্তন, সাধুসেবা, সদাচার-আচরণ, শ্রীবিগ্রহের অর্চন, তীর্থভ্রমণ, হরিকথা শ্রবণ, মহতের সম্মান, ভগবদ্ভক্তের সহিত মিত্রতা প্রভৃতি ভক্তির অনুকূল আচরণ দ্বারা ভগবানকে অনায়াসে প্রাপ্ত হন।

যাহারা বেদবিহিতাদির বশে ইন্দ্রিয়-তোষণের জন্য জীবগণের প্রতি হিংসা আচরণ করে, অথচ ভগবানের ভক্তের নিন্দা করে, তাহাদের ঐ অতীব নিন্দনীয়। এই প্রকার পর্যন্ত না যায় [illegible] ও সর্বভূতে অবস্থিত ভগবৎস্বরূপের উপলব্ধি হয় অর্থাৎ উদ্ধারপ্রকার লাভ হয়, ততক্ষণ সাধুসঙ্গে শ্রীগুরুতে ভগবৎবুদ্ধি [illegible] করিবে।

এই জগতে অনন্তকোটী জীব আছে। তাহাদের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যগণের মধ্যে বর্ণাশ্রম [illegible] শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের মধ্যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞজন শ্রেষ্ঠ। বেদজ্ঞ ব্রজজনগণের মধ্যে অবর্ণনীয় শ্রেষ্ঠ। তাঁহা হইতেও যিনি সর্বস্বধন ভগবানে অর্পণ করিয়া সর্বথা রহিয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ। ভগবদর্পিত ভক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ জীব আর নাই। হরিভক্তের আসন সর্বোপরি বিরাজিত।

ভারভক্তিহীন হৃদয় নানাদুঃখ, অভাব ও অশান্তির আলয়। তাহা কদাচিৎ কোন অনিত্য সুখের আশ্রয় হইলেও পরক্ষণে অভাব দুঃখপ্রদ হরিবিমুখ বিষয়িগণ বিতাপময় সংসারে ও যন্ত্রণাময় নরকে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে। জননী-জঠরে যখন থাকে তখন তাহার আপন দুঃখ দুর্গতির কথা মনে হয়। তখন সে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া কাতরভাবে বলে, "হরি হে, আমার দুঃখ দূর কর, আমাকে রক্ষা কর। আর আমি তোমার সেবা ভুলিয়া বিষয়সুখ বরণ করিব না। আমাকে এবার রক্ষা কর।" কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইয়া সে আবার সমস্ত ভুলিয়া যায়। বিষয়ে মত্ত হইয়া আর ভগবদ্ভজন করে না, ভক্তগণের নিকট যায় না, পরন্তু তাঁহাদের দ্বেষ করে। সুতরাং হরিভজন না করার ফলে সেই জীবকে আবার ভীষণ নরকে যাইতে হয়। তাই চতুর বাক্তি সাধুসঙ্গে ও সকল সংশয় অবসান হইয়া অসৎসঙ্গ ত্যাগ করতঃ সাধুসঙ্গপ্রভাবে নির্মলচিত্ত হইয়া ভক্তিযোগে ভগবানে আসক্ত হন। ভক্তিতেই এই সংসারকে অতিক্রম করিয়া নিত্যানন্দধামে গমন করিতে পারেন।

বিধি ও রাগের গতি

(শ্রী… ……… ……)

শুদ্ধা ভক্তির দুইপ্রকার বিভাগ আমরা শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যে দেখিতে পাই—বৈধী ভক্তি ও রাগভক্তি। সাধনদশায় এই দুইপ্রকার ভক্তির নাম—বৈধী ও রাগানুগা। সাধ্যাবস্থায় এই দুইপ্রকার পন্থার বৈশিষ্ট্য এই প্রকারে লক্ষিত হয়—বৈধভক্তগণ সিদ্ধিকালে শ্রীবৈকুণ্ঠধামে শ্রীনারায়ণের এবং রাগমার্গীয় ভক্ত প্রয়োজনকালে শ্রীকৃষ্ণধামে শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভ করিয়া থাকেন।

শুদ্ধভক্তিমার্গের এই দুইপ্রকার বৈশিষ্ট্য সাধনারম্ভ প্রারম্ভ হইতেই লক্ষিত হয়। বৈধী ভক্তিপথের বীজ—শ্রদ্ধা বা সাধুশাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস; অপরপক্ষে রাগানুগা ভক্তি উদয়ের কারণ—স্বীয় ইষ্টদেবের নিত্যসিদ্ধ সেবকগণের সেবামাধুর্যে লোভ। সাধনদশা অতিক্রান্ত হইলে সাধ্যদশায় অর্থাৎ ভাবভক্তিতে বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি উভয়েই রতিমূলা হইয়া পড়ে। তথাপি প্রয়োজন বা গতি বিচার করিলে কি সাধন, কি রতি, কি প্রেম—সর্বাবস্থাতেই বিধি ও রাগের বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হবে। বৈধী ভক্তিতে বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণই চরম আশ্রয়; কিন্তু রাগানুগা ভক্তি বৈকুণ্ঠ অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে গোলোকধামে আরোহণ করে। শ্রীকৃষ্ণধামেও আবার শ্রীগোলোক বৃন্দাবনই রাগানুগা ভক্তিলতার চরম আধার।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি—"বিধি বাধ্যতা" ব্যাপারটি সহজ বা স্বাভাবিক নহে। 'প্রীতি' বা 'রাগ'ই চেতনের স্বভাবগত ধর্ম। এখানে একটী সংশয় উদয় হয় যে—বৈধীভক্তিযাজনফলে যাঁহারা সিদ্ধিলাভপূর্বক বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কি রাগহীন? রাগই যখন চেতনের স্বাভাবিক অবস্থা, তখন বৈকুণ্ঠস্থ ভগবৎ-পার্ষদগণকে ঈশ্বরের প্রতি রাগরহিত বলিলে তাঁহাদের স্বাভাবিক ধর্মের উদয় হয় নাই—ইহাই বলা হয়, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে বদ্ধজীবের সমশ্রেণীস্থ করিয়া ফেলা হয়। 'রাগই' যখন চেতনের একমাত্র ধর্ম, তখন সিদ্ধভক্ত-মাত্রকেই অর্থাৎ স্বরূপের ধর্মে যিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এরূপ আত্মপ্রেমভক্ত মাত্রকেই রাগভক্তনামাখ্যে অভিহিত করিলে দোষ কি? সিদ্ধ পরেও বিধি ও রাগের বৈশিষ্ট্যস্থাপনে সিদ্ধ অর্থাৎ বিধিনিষেধাতীত ক্ষেত্রে বিধিপালনাভাবোপের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় কি না?

এই প্রশ্নের উত্তরে 'রাগ' বস্তুটি কি, তাহাই সর্বাগ্রে নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে এই রাগের সংজ্ঞা এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন—'বিষয়ীর বিষয়সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ী স্বাভাবিকী প্রীতিই 'রাগ' নামে কথিত হয়। যেরূপ চক্ষুঃপ্রভৃতির সৌন্দর্যাদিবিষয়ে স্বাভাবিক সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ী প্রীতি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এস্থলে শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তের যে প্রেম, তাহাই 'রাগ' নামে কথিত হইয়া থাকে।" সুতরাং শ্রীভগবানের প্রতি চেতনের যে বিধি যুক্তাদিনিরপেক্ষ, স্বাভাবিকী, অহৈতুকী ও অব্যবহিতা প্রবৃত্তি, তাহাই এস্থলে 'রাগ' শব্দে উক্ত হইয়াছে। রাগাত্মিকা এই রাগ বিষ্ণুভিন্ন অন্য কোন বস্তুকে বিষয়রূপে গ্রহণ করে না। স্বরূপধর্মতঃ উহা নিরুপাধিক রূপে একমাত্র শ্রীভগবান্‌কেই বিষয় করিয়া থাকে, সুতরাং সিদ্ধস্বরূপে অবস্থিত ভক্ত যাহা করেন, তাহা সমস্তই রাগোদ্বেলিত, কখনই বিধিদ্বারা প্রেরিত নহে, কারণ বিধি বা শাস্ত্রশাসন যে সিদ্ধের প্রতি প্রযুক্ত হয় না, ইহা ত' সাধারণ নিয়ম। আদৌ বিধির আবশ্যকতা কি? বদ্ধজীব স্বরূপবিস্মৃত হইয়া ভগবদ্বস্তুর পরিবর্তে ভগবদ্ভিন্ন বস্তুকে রাগের বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছে। যাহাতে ঐ প্রকার ভগবদ্ভিন্ন বস্তুর প্রতি আসক্তি না করিয়া শ্রীভগবানের প্রতি অনুরাগবিশিষ্ট হয়, তজ্জন্যই শাস্ত্র নানাপ্রকার বিধান দিয়াছেন। যিনি সিদ্ধ তিনি ত' শ্রীভগবানে অনুরাগবিশিষ্ট আছেনই, সুতরাং তাঁহার প্রতি বিধিপ্রয়োগের আর অবকাশ বা প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

এই দিক্ হইতে দেখিতে গেলে সিদ্ধ-ভক্তনির্বিশেষে সকলকেই রাগভক্ত বলা যায়। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুও এই বিচার গ্রহণ করিয়া রাগের বিশেষণ বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শনকালে শ্রীভগবান্ "শ্রীসনকাদির নিকট আত্মা অর্থাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ" ইত্যাদি বলিয়াছেন। শ্রীসনকাদি আত্মারাম মুনিগণ শ্রীনারায়ণের উপাসক, ইহা শাস্ত্রাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও স্বীয় 'জৈবধর্ম' গ্রন্থে রসবিচার-প্রসঙ্গে শ্রীনারায়ণকেই শান্তরসের বিষয়রূপে উল্লেখ করিয়া শ্রীসনকাদি মুনিগণ যে শ্রীনারায়ণেরই শ্রীপাদপদ্মস্থিত তুলসীর আঘ্রাণলাভে তৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুও শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—"এই রাগানুগা ভক্তি শ্রীকৃষ্ণবিষয়েই মুখ্য হইয়া থাকে"। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য রূপেও রাগানুগা ভক্তির আস্থান হইয়া থাকে। ফলকথা, সকলেরই যে ভাব, তাহা কেবল বিধিপর কখনই হইতে পারে না। সিদ্ধভক্ত সকলেরই রাগ বলিয়াই।

তবে যে বলা হইয়াছে—বৈধভক্ত সিদ্ধিকালে বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণপার্ষদ ও রাগানুগ ভক্ত সিদ্ধিকালে শ্রীগোলোকে শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ প্রাপ্ত হন, তদ্দ্বারা এরূপ মনে করিতে হইবে না যে, বৈধভক্তের রাগোদয় হয় না। বিধির অধিকার সাধন-দশা পর্যন্ত। রতির উদয় হইলেই আর বিধির অধিকার থাকে না। তবে সাধন-দশায় যাঁহারা কেবল বিধিপর, তাঁহাদের ভক্তি ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা। গৌরব, সম্ভ্রম, কর্তব্যবুদ্ধি, নিজেকে ক্ষুদ্র, দীন ও উপাস্য বস্তুকে নিরপেক্ষ অতীব শ্রেষ্ঠরূপে মনন—

ঈশ্বরস্বরূপ গুরু হৃদে অধিষ্ঠান।

ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম

এই সকললক্ষণ তাঁহাদের ভক্তিতে দৃষ্ট হয়।

বিধিভক্ত যখন সুখৈশ্বর্য্যোত্তরাদি রতি লাভ করেন, তখন সেই রতিও মহিমজ্ঞানযুক্তা হইয়া থাকে। রতি পরিপক্কাবস্থায় যখন প্রেমরূপ লাভ করে, তখনও তাহা মহিমজ্ঞানযুক্তা অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিমিশ্র হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র শ্রীনারায়ণভক্ত সিদ্ধিদশায় বিবিধ সেবা করেন, তথাপি শ্রীনারায়ণের প্রতি তাঁহার যে প্রীতি তাহাতে ঔচিত্যবোধ থাকে। এই যে ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি বা ঔচিত্যবোধ—ইহা তাঁহার স্বরূপের বিরোধী নহে, পরন্তু উহাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক, তাঁহার পক্ষে প্রাগল্ভ্য স্বাভাবিক নহে, সাধ্বসই তাঁহার রসকে সঙ্কোচ করিয়া ফেলে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার ভক্তের যে প্রীতি তাহা সম্পূর্ণ নিরুপাধিকী, ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধশূন্যা ও কেবল মাধুর্য্যময়ী! সম্ভ্রম প্রীতির বিষয়-আশ্রয়কে অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইতে দেয় না। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তগত যে রাগ, তাহার যেরূপ পরমোৎকর্ষ, পূর্ণ হইয়াও প্রতিক্ষণে নবনবায়মানতা, অসমোর্দ্ধ্ব ও অনন্য উৎকণ্ঠাময়তা দেখা যায়, শ্রীনারায়ণভক্তে তদ্রূপ দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে বিষয়রূপে প্রাপ্ত হইলেই রাগ চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করিয়াই সিদ্ধিদশার পূর্ব্বেও বিধি ও রাগের ভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। উহাতে সিদ্ধকে সাধকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

সেবা ও বণিগ্‌বৃত্তি

(প্রাপ্ত)

পরস্পর পরস্পরের সহিত দেওয়া ও নেওয়া, অর্থাৎ এই জগতের কোনও বস্তুর বিনিময়ে কিছু চাই, অথবা 'আমি তোমাকে কিছু দিয়াছি, তাহার পরিবর্ত্তে তুমি আমাকে কিছু দিতে বাধ্য', এইরূপ বণিগ্‌বৃত্তি ন্যূনাধিক আমাদের সকলের মধ্যেই আছে। জগতে পিতার সন্তানবাৎসল্য, স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয়স্বজন, প্রভু-ভৃত্য প্রভৃতি সকলের মধ্যেই এই বণিগ্‌বৃত্তি স্থূলভাবে প্রকাশিত ও সূক্ষ্মভাবে লুক্কায়িত আছে, ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই যে বৃত্তিটী, ইহা কোথা হইতে আসিল? সূক্ষ্মভাবে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, ভোগবাঞ্ছা হইতেই এই বৃত্তির উদ্ভব হইয়া থাকে।

ভক্তজনের সহিত দেওয়া-নেওয়া, খাওয়া ও তাঁহাকে খাওয়ান, গুহ্য কথা বলা এবং শোনা প্রভৃতি কার্য্য, আর দেহসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজন বা ভোগ্য অর্থ বা স্বার্থঘটিত ব্যাপার—এই উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ রহিয়াছে। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। সেব্য—কৃষ্ণ, সেবক—জীব। সুতরাং সেবকাভিমানে সেবক যেখানে সেবার ভূমিকায় দণ্ডায়মান সেখানে ভোগ ও ত্যাগ বা বণিগ্‌বৃত্তির কথা নাই। ভোগের উদ্দেশ্যে যেখানে সেবার অভিনয়, তাহাই বণিগ্‌বৃত্তি, আর সেবার জন্যই যেখানে সেবা, তাহাই সেবা নামে কথিত। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সহিত যে দেওয়া-নেওয়া, সেই দেওয়াটাও যেরূপ সেবা, আবার নেওয়াটাও সেইরূপ সেবা। তবে দেওয়াটা দাতৃ অভিমানে 'আমি শ্রীগুরুবৈষ্ণবকে কিছু দিয়াছি বা দিতেছি', এইরূপ দেওয়াকে সেবা বলে না এবং তাহা শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ গ্রহণও করেন না। যেখানে 'গুরুদেবের আমি' এই অভিমান সেখানে আমি এবং আমার বলিতে যাহা কিছু সবই গুরুদেবের। আমার স্বতন্ত্র কিছু আছে, তাহার ভিতর হইতে কিছুটা শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবায় দিলাম, এটা আংশিক অর্পণ। আমি যাহা অর্পণ করিলাম তাহা গুরুদেব গ্রহণ করিতেও পারেন নাও পারেন। কিন্তু 'আমি ত' তোমার জন' এই অভিমান যেখানে সেখানে শ্রীগুরুকৃষ্ণ সেবকের সবটাই আত্মসাৎ করিতেছেন। এই সেবকের জাগতিক বিদ্যা বুদ্ধি, চতুরতা, ধন, জন, পাণ্ডিত্য, কৌলীন্য, ধনবত্ত্ব না থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত সেবকের প্রদত্ত দ্রব্যই ভগবান্ সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভগবান্ বিদুরের খুদ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধনের বহু সম্ভার গ্রহণ করেন নাই। শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন, "প্রয়তাত্মা ভক্তসকল আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র পুষ্প, ফল, জল, যাহা দেন, আমি তাহা অত্যন্ত স্নেহপূর্ব্বক স্বীকার করি।"

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট হইতে যাহা লওয়া হয় তাহা আমাদের সেবা বস্তু। সেবাবস্তুতে ভোগবুদ্ধি করিলে অপরাধ হয় এবং তাহাতে প্রেমফল না হইয়া বিপরীত ফলোদয় হইয়া থাকে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাণীতে জানলাম, "প্রসাদ-সেবা করিতে হয়, সকল প্রপঞ্চ জয়।" আমরা যদি কেহ মনে করি যে, শ্রীগুরুবৈষ্ণব তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট বা প্রসাদ বাস্তবিক অন্য কিছু আমাদিগকে দিয়া থাকেন এবং আমরা তাহা পাইবার অধিকারী, তাহা হইলে বঞ্চিত হইব, সন্দেহ নাই। পার্থিব উন্নতি, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষাদি সেবার ভূমিকায় অবস্থান করিতে পারে না। সুতরাং এই দেওয়া-নেওয়া প্রভৃতি কার্য্যের উদ্দেশ্য যদি কেবলমাত্র সেবা না হইয়া তাহাতে কিছুমাত্রও ভোগের উদ্দেশ্য থাকে, তবে আমাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। সেবার ফলে যদি সেবাপ্রাপ্তি ও সেবানন্দের জন্য উৎসাহের শোভা বৃদ্ধি না হইয়া অন্য কিছু হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে, আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে নিশ্চয়ই বণিগ্‌বৃত্তি লুক্কায়িত আছে। আমি নিজে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে না পারিলেও অন্তর্য্যামী ভগবান্ তাহা জানিতে পারেন। শ্রীগুরুর দয়ায় সেবকের স্বরূপ এইভাবে জানাইয়াছেন, '[illegible]' তাই আমাদের সকলেরই, আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই সেব্যের স্বরূপ, সেবার স্বরূপ ও সেবকের স্বরূপ শ্রৌতবাণীর অনুগমনে জানিয়া লইয়া সাবধানের সহিত গুরুসেবা করিতে হইবে।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপালোকে আমরা এ সকল বিষয় বেশ ভালরূপে দেখিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইতেছি। শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপায় আমরা যেরূপ প্রাকৃতসহজিয়ার স্বরূপ ভালরূপে বোঝবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, তদ্রূপ শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় আমাদের মধ্যে কাহারও কোনরূপ সন্দেহ না থাকে, তাহা বুঝিবার সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা যেন কেবল দেখিয়া বা বুঝিয়াই ক্ষান্ত না হই, পরন্তু রৌদ্র থাকিতে থাকিতে যেরূপ শস্য তুলিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য, তদ্রূপ এই সুযোগ পাইয়া আমরা যেন আমাদের স্বরূপ শোধন করিতে পারি এবং সেবাধন লাভ করিতে পারি, ইহাই শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবপদে প্রার্থনা। বণিগ্‌বৃত্তি ও সেবা এই উভয়ের মধ্যে ভেদ এই যে, একটি ভোগ ও অপরটী সেবা।

ভগবদ্ভক্তগণ সেবার পরিবর্ত্তে অন্য কিছু চান না। তাঁহারা সেবার পরিবর্ত্তে সেবাই কামনা করেন। তাঁহাদের প্রার্থনা,—

সেবন বিনা ব্যর্থ করিনু জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥

শ্রীজন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব

[illegible]

[illegible]

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বক্তৃতা দান এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। অনন্তর শ্রীমহাজনপদাবলী কীর্তনান্তে উপস্থিত প্রায় দেড়শত লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] ... [illegible] শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গত ১০ই ভাদ্র সোমবার শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী তিথি উপলক্ষে মঠের সেবকবৃন্দ নির্জলা উপবাস থাকিয়া ঊষাকাল হইতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ করিয়াছেন। অতঃপর রাত্রে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

পর ১১ই ভাদ্র মঙ্গলবার শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে বেলা ৮ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত ২০০ শতের অধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে

গত ১০ই ভাদ্র সোমবার চাকদহে শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-তিথি মঠসেবকগণ কর্তৃক নির্জলা হরিকীর্তনমুখে উদ্‌যাপিত হইয়াছেন। ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিকের পর হইতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ এবং গৌড়ীয় ও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ পাঠ হয়।

তৎপর দিবস মঙ্গলারাত্রিকের পর ভজন, কীর্তন ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্তনের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্তন হইয়াছিল। অনন্তর মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ভোগারাত্রিকের পর উপস্থিত সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠে

গত ২৬শে আগষ্ট শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব তিথি নির্জলা উপবাস ও নিরন্তর হরিকীর্তনমুখে মহোৎসাহে পালন করেন। ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিকের পর হইতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হইতে থাকে। অতঃপর সন্ধ্যারাত্রিকের পর সন্ন্যাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে হরিকথা আলোচনা করেন।

তৎপর শ্রীনন্দোৎসব-দিবস প্রাতে গুরুবন্দনা ও মহাজনপদাবলী [illegible] পর শ্রীনন্দোৎসব প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। অনন্তর মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পর সমাগত সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ১০ই ভাদ্র ২৬শে আগষ্ট সোমবার দিবস লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-তিথিপূজা নিরন্তর হরিকীর্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছেন।

উক্ত দিবস মঠের সেবকবৃন্দ ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, গুরুপরম্পরা ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ আরম্ভ করেন। সমস্ত দিন পাঠ চলিতে থাকে। অতঃপর রাত্রে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলা প্রসঙ্গ পাঠ হয়। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী কীর্তন হয়।

তৎপর দিবস শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নন্দোৎসব সম্বন্ধে পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্তন হইয়াছিল। অনন্তর সমাগত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রী[illegible]মঠে

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের পূর্ণানুগত্যে গত ২৬শে আগষ্ট সোমবার [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা [illegible] শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী তিথি মঠসেবকগণ কর্তৃক নির্জলা উপবাস ও হরিকীর্তনমুখে পালিত হইয়াছে।

ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারাত্রিকের পর ভজন, গুরুবন্দনা, মহাজনপদাবলী-কীর্তনের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ হইতে থাকে। তৎপর রাত্রে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব পাঠ [illegible] হয়। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্তন হয়।

তৎপর দিবস [illegible] শ্রীনন্দোৎসব [illegible] ভোগারাত্রিকের পর নাটমন্দিরে একটি ধর্মসভার অধিবেশন হয়। উহাতে [illegible] শ্রীকৃষ্ণজন্ম ও শ্রীনন্দোৎসব সম্বন্ধে প্রায় ২। ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্তন হয়। অতঃপর সমাগত সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ধামে হরিকথা

শ্রীধামে যাত্রী-সমাগম

বর্ষার জল বৃদ্ধি হওয়ায় নৌকাযোগে প্রত্যহ বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীধামদর্শনার্থ গৌরজন্মস্থলী মধুরাতিমধুর শ্রীমায়াপুরে আগমন করিতেছেন। তাঁহাদের নিকট শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ গৌরধামের মাহাত্ম্য, গৌরসুন্দরের অপার করুণা ও গৌরজনের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি কীর্তন করিতেছেন।

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে ও নবদ্বীপমণ্ডলের অন্যান্য মঠসমূহে প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। সেবাব্রতী ভক্তগণ প্রায় সর্বক্ষণ হরিকথা কীর্তন করিতেছেন।

গত ১লা সেপ্টেম্বর রবিবার শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, ভক্ত কৃষ্ণসেবা করেন, আবার কৃষ্ণও ভক্তের সেবা করিয়া থাকেন। ভক্তের প্রত্যেকটী কার্য্য যেরূপ কৃষ্ণসুখের জন্যই বিহিত হয়, কৃষ্ণেরও যাবতীয় চেষ্টা বা লীলা সেইরূপ সকল সময়ে কেবলমাত্র ভক্তের সন্তোষবিধানার্থ প্রকটিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণভক্ত নিজ প্রেমসেবা দ্বারা কৃষ্ণকে বশ করিয়া বিক্রয় করিতেও সমর্থ। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

কৃষ্ণের করয়ে সেবা—ভক্তের স্বভাব।
ভক্ত লাগি' কৃষ্ণের সকল অবতার॥
কৃষ্ণেরে বেচিতে পারে ভক্ত ভক্তিরসে।
তার সাক্ষী সত্যভামা দ্বারকা-নিবাসে॥

কৃষ্ণকামিনী দেবী-সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠদেশে পুষ্পমালা সংলগ্ন করিয়া তাঁহাকে পারিজাতবৃক্ষে বন্ধনপূর্বক তদীয় অনুজ্ঞা লইয়া [illegible] নারদকে সম্প্রদান করিলেন—একথা আমরা হরিবংশে দেখিতে পাই।

নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

শ্রীগৌড়ীয় মিশনের কর্তৃবর্গের উদ্যোগে গত ১লা সেপ্টেম্বর ১৬ই ভাদ্র কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে একটী বিরাট নগর-সংকীর্তন-শোভাযাত্রা খোল, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা ও বিচিত্র বর্ণের পতাকাদিসহ বহির্গত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্তন করিতে করিতে কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, সেন্ট্রাল এভিনিউ, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট ও কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

শ্রীধামে শ্রীশ্রী গুরুপূজা মহোৎসব

জগদ্গুরু গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শুভমঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে আগামী ২১শে ভাদ্র ৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ও তৎশাখামঠসমূহে নিরন্তর হরিসংকীর্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইবেন। ঐ দিবস শ্রীঅদ্বৈত-শক্তি শ্রীসীতাদেবীরও আবির্ভাব-তিথি। এতদুপলক্ষে শ্রীনদীয়াপ্রকাশের একটী বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হইবে।

নারায়ণগঞ্জে প্রচার

নারায়ণগঞ্জনিবাসী ডাক্তার শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র দাস, এম্-বি মহোদয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবক গত ১১ই ভাদ্র মঙ্গলবার তদীয় বাসভবনে গমনপূর্বক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্তন হয়। পাঠে বহু শিক্ষিত ও সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

নিবেদন

এতদ্দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন শ্রীনদীয়া-প্রকাশের আগ্রহপূর্ণ, প্রবন্ধ ও প্রচারপ্রসঙ্গাদি পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর নামে শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া এই ঠিকানায় পাঠান।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪০		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে হার

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩।	৩।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /০ ; বিশেষ সংখ্যার কিছু অধিক।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

শ্রীধাম মায়াপুর—গঙ্গার সন্নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেশ ভাল। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। আহার ও বোর্ডিংখরচ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১০ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনকাহিনী সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালীটি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকেই পরমার্থের পথে উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। গ্রন্থটি পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—বসুধা প্রেস ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১০০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—বসুধা প্রেস ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত স্তবাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত। এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবন, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রতিপাদ্য শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সিদ্ধান্তাচার্য্য মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল [illegible] ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম এ মহোদয় তাঁহার অনেক দিন পূর্ব্বে [illegible] এই অপূর্ব্ব অভিনব গীতাগ্রন্থের সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। [illegible] যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য [illegible] অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের [illegible] সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অর্থ ও [illegible] শ্রী বলদেবকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে [illegible] প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

১) শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅনন্ত[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫১১৫
সেবক—শ্রীঅনন্তদেব দাসাধিকারী

৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীস্বানন্দ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) কুলদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) জগদেব-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] — (শ্রীবৃদ্ধশিবের মন্দির নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমধুসূদন সেবাধিকারী

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) সত্যেশ-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৪) গোপালজীউমঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ [illegible], (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া [illegible]
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], ইউ. পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible] ইউ. পি।
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [illegible]পীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible] (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ [illegible], মথুরা
সেবক—ঐ

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৬) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible]
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] মাদ্রাজ
—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫২। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

৫৩। [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৪। [illegible]—[illegible] মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৫ [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৯। শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

৬০। [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible]
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী

(৬৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
প্লট নং
[illegible]
[illegible]
সেবক—[illegible] দাসী

৬৬। গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible], [illegible] ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৯) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]গোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য;
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৭৪। শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রী[illegible]গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]-সম্পাদিত
শ্রী[illegible]কিশোর [illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মহিমময় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপূর্ব্ব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামীপাদ-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

১। 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন নাথ এম. এ, বি-এল্‌,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৮৲

৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০

৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত [illegible]

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

১৭। চৈতন্যোপনিষদ

১৮। [illegible]

১৯। তত্ত্ববিবেক

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০

২২। ভজন-রহস্য ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা) [illegible]

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲ অবাঁধা) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা [illegible]

২৭। মুক্তাফল [illegible] (সানুবাদ) ১৲

২৮। বেদান্তসূত্র (সানুবাদ) ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা ৸০

৩০। দীপ-দিগ-দর্শন ৵০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০

৩৫। গীতমালা ১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ [illegible]

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ।০

৪০। শরণাগতি ৴০

৪১। গীতাবলী [illegible]

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা [illegible]

৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা [illegible]

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্চনকণ

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ।১০

৪৯। [illegible] ।১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৭৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) [illegible]

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০

৫৫। [illegible]

৫৬। [illegible] ৵০

৫৭। [illegible] ।০

৫৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ৵০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ

৬০। [illegible]

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার: ।০

৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ

৬৩। সচিত্র-[illegible]

৬৪। [illegible]

৬৫। সানুবাদ [illegible] ৵০

৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০

৬৭। [illegible] ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ

৬৯। এ [illegible]

৭০। [illegible]

৭১। [illegible]

৭২। [illegible]

৭৩। [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible]

৭৪। [illegible]

৭৫। [illegible]

৭৬। [illegible]

৭৭। [illegible]

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা [illegible]

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

৮১। [illegible]

[illegible]

৮৩।

৮৪।

[illegible]

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের জন্য মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির প্রামাণ্য জীবনচরিত এতাবৎকাল সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অন্যতম সর্বপ্রধান শিষ্য ও দৈনিক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১১৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিভাস্কর, প্রত্নতত্ত্ব-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের স্রৌতগবেষণা এবং গরিমার লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে সপ্ত এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই গ্রন্থটি অভিনব ও আন্তর্জ্জাতিক এবং মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা— ১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৪১	৬-১১	৭ ১০	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-৪১
দমদম "	৫-৫৮	৬-৩৫	৭-৪০	১৩-৩৭		১৮-১১	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৮	৮-০৭	৯-১৬	১৫-১	১৮-৩৪	১৯-৫১	০-২৫
(বদল) ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৩৩	১৫-১৭	১৮ ৪৭	১৯-৫৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩৯	৮-৫৮	১০-৮	১৫-৫১	১৯-১"	২০-২২	১ ১২

(বদল) ছাঃ	৭-১২	১০-৩১	১৫-০	১৭-৫২	০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭ ৫১	১১-১০	১৫-৪০	১৮ ১১	১-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-২
দমদম "	১১-২০
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩১ (ন্যারো গেজের)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪
ছাঃ	১৫-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৪০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৮	৯-১০	১৪-১৬	১৬-০	১৮ ৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৬	৯ ৪৮	১৪ ৫৫	১৬-৩৮	১৯-১১

ছাঃ	৭-৯	৮-৫০	১১ ৩১	১৬-৫৬	১৯-২	২০-৫৭	৩-৫৭
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯-২৬	১২-২৬	১৭-৫১	২০-১০	২১-২১	৪-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯-২৮	১২-৪৬	১৭-৫৫	২০-১৮	২১-২৬	৪-২৫
দমদম "		১১-৩		১৯ ০		২৩ ৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-২১	১৯-২৬	২১ ২১	২৩ ২৬	৫ ২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ	১৪ ১৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫৫
ছাঃ	১৫-১০
শান্তিপুর পৌঃ	১৫-৫১
(বদল) ছাঃ	১৬ ৫০
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-০৪
(বদল) ছাঃ	১৭ ৪৪
কলিকাতা পৌঃ	১৯-২৮

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ২।১এবং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর লাটবাটীতে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ইহা। ... ইহার কার্য্য ত্রিশ বৎসরের অধিক। শিশুর প্লীহা সংযুক্ত জ্বরে এবং নূতন ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং ডায়মণ্ডহারবার রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD NO C 1544

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-সংখ্যা

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

অন্তরের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ বর্ষ | ২০ হৃষীকেশ ৪৮৪ গৌরাব্দ ২১শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৭৭, ৬ই সেপ্টেম্বর খৃঃ ১৯৭০, শুক্রবার ১৭৮-৭৯ তম সংখ্যা

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহামহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্ব

আচার্যই গুরু, গুরুই আচার্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু একমেব হইয়া ছয়টি বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। (১) গুরুতত্ত্ব (২) শ্রীবাসাদি ভক্ততত্ত্ব (৩) অংশাবতার অদ্বৈততত্ত্ব (৪) স্বরূপপ্রকাশ নিত্যানন্দতত্ত্ব (৫) গদাধরাদি নিজ শক্তিতত্ত্ব (৬) এবং ভগবত্তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এইছয় তত্ত্বই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, "গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ স্বীকার করিলে দুই তত্ত্বই ভগবান্, কিন্তু পরস্পর পৃথক্। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণ হইতে ভাবরূপে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের অভিন্ন প্রিয়তম। তিনি ভক্ত, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে বড়। কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাঁহার অবজ্ঞা করা হয়।"

'কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ।'

এই শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যানন্দ তত্ত্ব। তিনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব হইয়াও বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ সেবকবিগ্রহরূপে জীবে দয়া করিবার জন্য কৃপাপূর্বক ভবে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীগুরুদেব শ্রীগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট-প্রচারক শ্রীনিত্যানন্দের অভিন্নবিগ্রহ। শ্রীগুরুদেবের সহিত শ্রীনিত্যানন্দের লীলাগত বৈচিত্র্য থাকিলেও তিনি শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শক্তিতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব নহেন। কিন্তু শ্রীগুরুদেব স্বরূপশক্তিতত্ত্ব, তিনি শক্তিমান্ বা ভোক্তা নহেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বিষয়বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়বিগ্রহের লীলা-প্রকটকারী। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রকাশ অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দ হইতে অভিন্ন হইলেও বিষয়জাতীয় আশ্রয়বিগ্রহ নহেন। যাঁহারা শ্রীগুরুদেবকে নিত্যানন্দ বলিতে চান না, তাঁহারা 'আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ'— এই ভাগবতীয় শ্লোকানুসারে গুরুতে মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া গুর্ববজ্ঞারূপ নামাপরাধী।

জীব হৃদয়ে ভগবদাবির্ভাবের নামই ভগবানের জন্মলীলা। ভগবানের জন্ম বা জীবহৃদয়ে ভগবদাবির্ভাবের পূর্বে জীবের স্ব-স্বরূপের উদয় হইয়া থাকে। স্ব-স্বরূপের উপলব্ধি হইলে জীব আপনাকে ভগবানের নিত্যসেবক বলিয়া জানিতে পারেন, সঙ্গে সঙ্গে সেবাবিগ্রহ বলদেবতত্ত্ব বা গুরুতত্ত্ব উদিত হন। সেবা ও সেবকত্বের উদয়ের অব্যবহিত পরে জীব হৃদয়ে পরম-সেব্যতত্ত্ব ভগবানের আবির্ভাব হয়। সেব্য, সেবক ও সেবা নিত্য ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট। সুতরাং সেবকের হৃদয়ে সেবা বা সেবা বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব, বা জন্ম নিত্য। এই গুরু-নিত্যানন্দের করুণায়ই জীবের সংসারটীত ধ্বংস হয়। গুরুকৃপাই জীবকে অজ্ঞান হইতে মুক্ত করিয়া সেবানন্দে বা সত্যে প্রতিষ্ঠিত করে। তাই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥

(চৈঃ ভাঃ)

ভবদশাটী গুরু বা কৃষ্ণ, বস্তু নহে। এই তত্ত্ব শুধু শ্রবণীয়, কীর্তনীয় ও স্মরণীয় নহে, তাহা দর্শনীয়ও বস্তু। এই গুরুতত্ত্বের উপলব্ধি বা দর্শন যেখানে নাই, সেখানে সেবা-দর্শনাভাবে গুরুদর্শন বা ভোগদর্শন অনিবার্য। অংশমানানুসারে দর্শন হয়। যেখানে শিষ্যাভিমান বা সেবকাভিমান, সেখানে গুরুদর্শন বা সেবাদর্শন, আর যেখানে কর্তাভিমান বা প্রভু-অভিমান, সেখানে ভোগদর্শন বা কুদর্শন স্বাভাবিক। এই কুদর্শনরূপ মহাবিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে পারেন একমাত্র নিত্যানন্দ তথা শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরুদেব বা শ্রীগুরুপাদপদ্মে বা শ্রীআচার্যরূপী ভগবানে যাঁহার বিষ্ণুবুদ্ধির সংশয় বা সন্দেহ আছে, তিনি শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবক বলিয়া পরিচয় দিবার অযোগ্য। তাঁহার সর্বত্র শ্রীগুরু [illegible]

বেদের বা শ্রীগুরুর মধুর-ও শ্রীগুরুপাদপদ্মে দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত ও সহজ সরল শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শরণাগত নিষ্কপট সেবকগণের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। প্রভুর প্রতি অনুরাগ থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরমানন্দময় কৃপাকটাক্ষের কথা বুঝা যায় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে অনুগত ব্যক্তি সাধুসঙ্গ কৃপায় শ্রীগুরুকৃপাপদ্মে আকৃষ্ট হইতে পারেন। [illegible] বিরুদ্ধ নীতি, সংশয়, দুঃখ বা [illegible] প্রকৃত গুরুসেবক [illegible] [illegible] মিলন। গুরুপাদপদ্ম-[illegible] [illegible] কোন উত্তর তথা সেখানে নাই। [illegible] গুরুভক্তগণের শ্রীগুরুপূজা [illegible] মুহূর্তে সমস্ত সন্দেহ দূরে কাটিয়া [illegible] সাধিত হইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রেও, নবদ্বীপ [illegible] [illegible] মঠ, সেবা ও কৃপালাভের সৌভাগ্য [illegible] [illegible] [illegible]

কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্বকাল। আত্ম-নিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

শ্রীগুরুদেব—মর্ত্ত্য নহেন, তিনি—অমর্ত্ত্য, নিত্যবস্তু। শ্রীগুরুপাদপদ্ম—নিত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, তাঁহার সেবা নিত্য। সুতরাং কত আশা ভরসা আমাদের—এখন ব'লে কোন চিন্তার কারণ নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আমরা সংসারে নিত্য অশোক হ'তে পারি। [illegible] প্রাণবক্তা আশ্রিত- [illegible] দয়া হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] অমৃত দান করেন। আবার, বস্তুতঃ, শ্রীগুরুদেব—ঈশ্বরতত্ত্ব। তিনি বস্তু, ভগবান্ হ'য়েও ভগবানের সেবকরূপে আমাদের অজ্ঞানোপাসনা [illegible], ইচ্ছাক্রমে বা দুরাকাঙ্ক্ষারূপ সংসার নিরাস করেন।

ভগবানকে যাঁ'রা সেবা করেন, সেই সেবকগণের ভগবানের মতই পূজা। পূজা দুই প্রকার—সেব্য ভগবানের পূজা ও সেবক-ভগবানের পূজা। সেব্য ভগবানের পূজা অনেক সময় সেব্যের নিকট নাও পৌঁছিতে পারে; কিন্তু সেবক ভগবানের পূজা অব্যর্থ—তাহা ভগবানের নিকট না পৌঁছে থাক্‌তে পারে না, কারণ, সেখানে সেবক তাহা ভগবান নয় নিজে গ্রহণ করেন—তাঁ'র নিজ সেব্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম জাগতিক ক্ষুদ্র ফলদাতা ন'ন, তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু। অপ্রাকৃত ভগবানের অনুগ্রহ যে মুহূর্ত্তে বর্ষিত হ'তে থাকে, সেই মুহূর্ত্তে জগতের নানা আবিলতা উপস্থিত হ'বে। বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরুদেব যদি আমাদিগকে উপদেশ না দেন,—কিভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতে হ'বে, কিভাবে গুরুপাদপদ্মের সেবা ব্যবহার করতে হ'বে—এ সকল শিক্ষা না দেন, তবে প্রাপ্যবস্তু হারিয়ে ফেলতে হ'বে।

যিনি আমাদিগকে মৃত্যুর মুখ হ'তে রক্ষা করতে না পারেন—আমাদের নিত্য-কাল দিতে না পারেন—এই জগতের আধিভৌতিক অজ্ঞানমৃত্যু হ'তে রক্ষা করতে না পারেন, তিনি গুরু নহেন। আমার গুরুদেব যাঁহাদিগকে নিযুক্ত ক'রে দিয়েছেন, তাঁ'রা আমার উদ্ধারকারী। কিন্তু আমার গুরুপাদপদ্মের বিদ্বেষকারী বা ঐরূপ বিদ্বেষকারীর কোনরূপে প্রশ্রয় যেন দিই না, সেরূপ অমঙ্গলকারী পাষণ্ডীর মুখ যেন আমা'র দর্শনপথে না আসে। যিনি এই ত-মুহূর্ত্তে আমাকে শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ ক'রে রাখেন, আমি সেই গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে মুহূর্ত্তে ভ্রষ্ট হই—সেই গুরুপাদপদ্ম বিমুখ হই সেই মুহূর্ত্তে আমি নিশ্চয়ই পতিত হ'তে নিযুক্ত হ'য়েছি। গুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্যুত হ'লে অনর্থ অভ্যুদয় আমাকে অভিভূত করে। যে গুরুপাদপদ্ম অনর্থের অভিনিবেশ হ'তে আমাকে রক্ষা করেন, সর্ব্ব-প্রবৃত্তি মাস-প্রবৃত্তি, দিন-প্রবৃত্তি, মুহূর্ত্ত-প্রবৃত্তির প্রারম্ভে যদি সেই গুরুপাদপদ্মের স্মরণ না করি, তবে আমি নিশ্চয়ই আবার অসুবিধায় পতিত হ'ব। আমি যখন নিজে গুরু সাজিতে চা'ব, আমাকে অপরে গুরু ব'লে পূজা করুক, আমার এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হ'বে, ইহাই দ্বিতীয় অভিনিবেশ। আজ যে একদিনের গুরুপূজা করতে এসেছি, তা নয় নিত্য প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের গুরুপূজা।

বিষয়জাতীয় কৃষ্ণ অদ্বৈতটা, আর আশ্রয়জাতীয় অদ্বৈতটা—চৈতন্যের বিলাস-বৈচিত্র্যেই পূর্ণতা। বিষয়জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি—কৃষ্ণ, আর আশ্রয়জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি—আমার গুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রতি পদে বিরাজমান। যদি চিত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রবণ—কীর্ত্তন দেখতে পাওয়া যায়, অন্তরে যদি গুরুপাদপদ্মের দর্শন হয়, তবেই চৈতন্যদাসের কথা স্ফূর্ত্তিলাভ করে। যিনি প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদিগকে ভগবৎসেবা করবার জন্য প্রস্তুত করেন, তাঁ'র পূজা ব্যতীত পূর্ণ বস্তুর সেবালাভ করবার আর উপায় নাই। শ্রীমহাপ্রভু যে শিক্ষা দিয়াছেন, সেই শিক্ষার মহাজন এবং মহাজনগুরুপাদপদ্মে প্রণত মহান্ বৈষ্ণবসকল সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে শিক্ষিত করেন। মহাপ্রভুর পাদপদ্মে প্রণত মহাবৈষ্ণব সকল আমাদিগকে বিপদ্ হ'তে উদ্ধার করেন।

শ্রীগুরুদেব মধুররসে বৃষভানবী। নিজের উন্নত চেতনাবের বিচারানুসারে যিনি যে ভাবে তাঁ'কে দর্শন করেন, গুরুদেব সেই বাস্তব বস্তু। বৎসলরসে তিনি—নন্দ-যশোদা, সখ্যরসে—শ্রীদামসুবলাদি, দাস্যরসে শ্রীগুরুপাদপদ্ম—চিত্রকপত্রক এই সব বিষয়-আশ্রয়ের আলোচনা গুরুসেবা করতে করতে হৃদয়ে উপস্থিত হ'বে। আমাদের গুরুসেবা ব্যতীত অন্য কৃত্য নাই।

শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত

-::(●)::——

শ্রীব্যাসগুরুর কৃপা না হইলে তাঁহার কীর্ত্তিত শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য বুঝিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। সুতরাং ব্যাসের পূজা বা কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী গুরুপাদপদ্মের পূজা আমাদের সর্ব্বপ্রধান ভজনসাধন—যথাসর্ব্বস্ব। বিষয়বিগ্রহেই আশ্রয়-মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার অর্চ্চনকারী ব্যাস বা আচার্য্যরূপে প্রকটিত হন। এই আচার্য্যের সম্যক্ পূজা বিহিত হইলেই যথাদি বোধস্তুতিরহিত, অনাবৃত, অখণ্ড ভক্তিতাৎপর্য্যে শ্রীব্যাসাচার্য্যের কৃপায় প্রবেশাধিকার লাভ হয়।

আশ্রয়ের পদধূলি এত বড় জিনিষ যাহা ব্রহ্মানন্দকেও তুচ্ছ করিতে পারে। 'আশ্রয়ের পদধূলিই আমাদের স্বরূপ'—এই জ্ঞান হইলে সর্ব্বত্র গুরু, পূজ্য বা আরাধ্য-দর্শন হইতে থাকে। সর্ব্বত্র গুরু বা পূজ্যদর্শন হইলে আর সেখানে কোন ছলনা থাকে না, সচ্চিদানন্দদর্শন হইতে থাকে, ইহারই নাম বৈষ্ণবদর্শন, সুদর্শন—অপ্রাকৃত বিষ্ণুদর্শন।

আমরা নিদ্রিত-সুপ্ত। নিত্যহিতৈষী আত্মীয়-স্বজন ছাড়া আমাদিগকে কে জাগা'বে? তাঁ'দের কৃপা পাওয়া চাই, আবার আমারও কৃপা পাওয়া চাই। আত্মীয়বর্গ ত' বলে,—উঠ বেলা হ'ল, আলো দেখা দিয়েছে, আর ঘুমিও না; কিন্তু আমি যদি তাঁ'দের কথা না শুনি, ঘুম থেকে না উঠি—তা' হ'লে আমিই নিদ্রায় অচেতন ও অজ্ঞানেই থাকলাম। আমারই দুর্ভাগ্য বজায় থাকল।

সর্ব্বক্ষণ হরিনাম-কীর্ত্তন, মহাজনগণের লিখিত গ্রন্থাদির পাঠে ও শ্রবণে, প্রকৃত আচরণশীল সাধুর মুখে হরিকথা-শ্রবণে এবং শুদ্ধবৈষ্ণবসেবায় ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। সংসার হইতে যতটা উদাসীন হওয়া হরিনামের ও শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবায় রুচি হয়, ততটাই মঙ্গল। লোকে বা ত' তাহাকে নিন্দা বা বিদ্রূপ করিতে পারে, তাহাতে কিছু আসে যায় না।

শুদ্ধবৈষ্ণবগণ শ্রীগুরুদেবের চিরদিনই স্বীকার করেন। কাজেই গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের ব্যাসপূজার ন্যায় তাঁহাদের শ্রীব্যাসপূজা অনিত্য বা উপায় মাত্র নহে—উহা নিত্য ও উপেয়স্বরূপ। শ্রীব্যাসপূজা, যাহা আচার্য্যগণ গুরুপরম্পরা বা আচার্য্যের নিত্য-প্রবহমানতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আমরা নিত্যকাল আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যেই বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের অনুকূল অনুশীলন করিব। আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে তদ্বৎপ্রেরণায় বিষয়-বিগ্রহের অনুশীলনই—অনুকূল অনুশীলন। আশ্রয়-বিগ্রহানুগত্যে শ্রীনামভজনের মধ্যেই চিন্ময়ী অনুভূতিতে অপ্রাকৃত রসোপলব্ধির কথা জীবের হৃদয়ে উদিত হয়। আশ্রয়-বিগ্রহানুগত্যের দ্বারাই আশ্রয়বিগ্রহ-প্রেরণে বিষয়বিগ্রহ স্বীয় সেবাধিকার প্রদান করেন। আশ্রয়বিগ্রহের পাদপদ্মের সংলগ্ন—সংলগ্ন নিত্যযুক্ত হওয়া ব্যতীত অন্য কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিব না—ইহাই, আমাদের একমাত্র সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা হউক। আমরা আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সেবাই আমাদের জন্মে জন্মে জীবনে-মরণে সর্ব্বস্ব বলিয়া জানিব।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মই পরতত্ত্ব-বস্তু; কিন্তু লোকমঙ্গলের জন্য উপদেশক সেবকরূপে তিনি প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। লোককে প্রপঞ্চমুক্ত উদ্ধার করিবার জন্য সেই বৈকুণ্ঠ বস্তু ভূতলমানে অবতরণ করিয়া থাকেন, জড় বিষয়বুদ্ধি জনগণকে অপ্রাকৃত চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক দিব্যদর্শন প্রদান করিয়া বস্তুসাক্ষাৎকার করান। এই স্থানেই গুরুর গুরুত্ব। এই কার্য্য শ্রীব্যাসগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা সম্ভব হইতে পারে না এজন্যই শ্রীগুরুপাদাশ্রয় স্বীকার। যিনি আচার্য্য বা গুরুপাদপদ্ম স্বীকার করিবেন না, তিনি নাস্তিক।

দীক্ষার পরেও যদি ভোগবুদ্ধি থাকে, তবে বেশ দিব্যজ্ঞান হয় নাই। ভজন করতে করতে বিষয়ভোগবাসনা কমতে থাকে, ক্রমশঃ হরির দিকে রুচি হয়, ইহাই দীক্ষার ফল। কিন্তু তা' না হ'য়ে যদি মায়ার দিকে রুচি থাকে, তবে দীক্ষা বা বৈষ্ণবতা হ'ল না।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে ॥

প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন বৃথা বাহিত না হ'য়ে আশ্রয়বিগ্রহ ও আশ্রয়-বিগ্রহের নিষ্কপট সেবকগণের সঙ্গে তাঁ'দের সেবায় যাপিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। তাঁ'দের কৃপা হ'লে তাঁ'দের প্রাণাপেক্ষা দয়িত বিষয়বিগ্রহের সেবালাভ করবার সৌভাগ্য হ'বে।

—শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ হৃষীকেশ নিমি [illegible] গৌরাব্দ ৪৪৯

শ্রীগুরুপূজা

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মই ব্যাসতত্ত্ব। গুরুই ব্যাস। সুতরাং শ্রীগুরুপূজাই শ্রীব্যাসপূজা। শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট অকিঞ্চন সেবকগণ শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা করিয়া শ্রীব্যাসপূজা করিয়া থাকেন। শুদ্ধভক্তির অভাবে এই শ্রীগুরুপূজা বা শ্রীব্যাসপূজা হইতে পারে না। শ্রীমদাচার্য্যচরণাশ্রয়ই ব্যাস[illegible] শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর শ্রীগুরুপাদপদ্মে দাস্যার্পণ। স্বরূপতঃ নিত্যই শ্রীগুরুপূজার অধিকারী।

গুরুতত্ত্ব সাক্ষাৎ কৃষ্ণানন্দ অভিন্ন-প্রকাশ-তত্ত্ব। তাহা এক অনুষ্ঠান নয়। যাঁহারা গুরুতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা 'আমার গুরু কেবল আমার গুরু' প্রভৃতি অজ্ঞানতাবশে কোনদিনই শ্রীগুরুপূজার যোগ্যতা পান না। গুরুদেব সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ ব্যতীত আর কেহই হইতে পারেন না। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-তত্ত্ব নয়। যাবৎ জীব-হৃদয়ে এই শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য প্রাকট্যের কাল আসে না। তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীব্যাসপূজা [illegible] হইয়াছে। আত্মনিবেদনই এক শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীগুরুপূজার প্রকৃত উপাদান — প্রকৃত পুষ্পাঞ্জলি। সুতরাং গুরুপূজার দিনে আত্মনিবেদনের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনাই [illegible] একমাত্র কাম্য হউক। শ্রীব্যাসদেব কৃপাপূর্ব্বক সর্ব্বাত্মনিবেদনের বল প্রদান করুন। আত্মনিবেদনেই সর্ব্বাপেক্ষা [illegible] যে কৃষ্ণপাবন, তাহা দানে সমর্থ। [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্যতীত শ্রীব্যাস-পূজা হইতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন, "সজাতীয়াশয় ব্যক্তির সহিত আমার সম্বন্ধ। যাঁহারা আমার গুরুবর্গের আনুগত্য থাকাতে—তাঁহাদের মহিমা-প্রচারে যত্নবান্ না হইয়া স্বমাহাত্ম্য-প্রখ্যাপনে ব্যস্ত, সেই সকল আত্মম্ভরীর সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। গুরু ও বৈষ্ণব অপ্রাকৃত শ্রীমন্দির। সেই শ্রীমন্দিরে ভগবান্ বিরাজ করেন। ভগবান্ আমাদের স্বেচ্ছাচারিতা বা মনঃকল্পনায় যেখানে সেখানে আছেন—তাহা নহে; তিনি গুরু ও বৈষ্ণবের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া বাস করেন। অনেকে আপনাদিগকে ভগবদ্দর্শনের জন্য লালায়িত বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত-দর্শন হইতেই ভগবদ্দর্শন হয়। ভগবদ্ভক্ত-দর্শন না হইলে ভগবানের দর্শনলাভ হয় না। ভক্তি আশ্রয় হইবে না—যদি গুরুপাদপদ্ম বলিয়া কোন বস্তু না থাকে। আশ্রয়বিচারে নিজ শক্তির উপরে নির্ভরতাই অনর্থযুক্ত অবস্থা। গুরুই কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাতের যোগসূত্র। কৃষ্ণ এ জগতে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবক বা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে প্রেরণ করিয়া যে সর্ব্বাপেক্ষা করুণার পরিচয় প্রদর্শন করেন, সেই করুণা শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। কেবল সম্বন্ধের সহিত দূরে থাকিয়া গুরুসেবা করিলে চলিবে না। বিশ্বস্তের সহিত তাঁহার সেবা করিতে হইবে।"

আজ শ্রীশ্রীগুরুপূজা। সকলেই গুরু পূজার জন্য অঞ্জলিপূর্ণ পুষ্পাঞ্জলি লইয়া আত্মনিবেদনের জন্য ব্যগ্র। নিবেদিতাত্মা ভক্তগণ গুরুসেবার জন্য পাগল। আবার কেহ বা তাঁহাদের কৃপায় আত্মনিবেদনের প্রবল স্পৃহা লইয়া গুরুসেবার জন্য যত্নবান্, আর হতভাগ্য আমি আজ এই গুরুসেবার দিনে অন্য চিন্তা লইয়া ব্যস্ত। তাই আজ আর ক্রন্দন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া কৃপার কাঙ্গাল আজ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের জয়গান করিয়া তাঁহাদের কৃপাভিক্ষা করিতেছে জয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জয়! জয় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের জয়! ও তাঁহাদের আশ্রিতগণের সেবকবৃন্দের জয় তাঁহারা কৃপা করিলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা মিলিবে। তাঁহাদিগকে অনাদর করিয়া গুরুদেবের প্রতি আদর দেখাইতে গেলে বঞ্চিতই হইতে হইবে। শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক, আবার তাঁহার সেবকবৃন্দও তাঁহার মনোঽভীষ্ট-পালন-তৎপর। সুতরাং কায়মনোবাক্যে যখন করিয়া আমরা যেন শ্রীগুরুদেবের নিজজনের বুঝিতে যাইবার ধৃষ্টতা না করি। শ্রীগুরু-দেব তিনি বা যাঁহারা বুঝেন, তাঁহাদের কৃপার জন্য যেন সর্ব্বক্ষণ লালায়িত থাকিতে পারি—ইহাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে একান্ত প্রার্থনা।

যৎকিঞ্চিৎ

——:•:—:•:——

অকিঞ্চন না হইলে হরিকীর্ত্তন হয় না। যাহারা কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক, তাহারা হরিকীর্ত্তন করিতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকে হরি কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন। যিনি নিষ্কপটে তাহা পালন করিবেন, তাঁহারই মঙ্গল হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, 'স্ত্রীপুত্রাদি আছে, সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পুত্রোৎপাদন করিতে না পারিলে তাহাকে নরকভোগ করিতে হয়। সেইরূপ কৃষ্ণের সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পুত্রোৎপাদন অর্থাৎ [illegible] ভজন বা কীর্ত্তনকারী না হইলে আপনার ভোগী ও ত্যাগীর সম্প্রদায় মহাপ্রভুর কৃপা হইতে বঞ্চিত হবেন

শ্রীগুরুদেব বিগ্রহ। তাঁহার সেবকগণই তাঁহার বৈভব। শ্রীগুরুদেবের সেবকগণ আমাদিগকে গুরুসেবাপ্রণালী আচরণপূর্ব্বক শিক্ষা দেন। শ্রীগুরুদেবের সেবকগণকে লঙ্ঘন করিয়া শ্রীগুরুসেবা হয় না শ্রীগুরুদেব সেখানে নিজের প্রকৃত স্বরূপ গোপন করিয়া [illegible] রূপ প্রদর্শন করেন। শ্রীগুরুদেব ও অনুচর বৈষ্ণব পরস্পর অভিন্ন হইলেও আশ্রয় ও আশ্রিত বৈশিষ্ট্য দ্বারা তাঁহারা যুগপৎ বিরাজিত। আশ্রয়-বিগ্রহের পূজা বিষয়-বিগ্রহের পূজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভক্ত-ভগবানের সেবাপ্রণালীর দৃষ্টান্ত, আশ্রয়বিগ্রহের দ্বারা প্রকাশ [illegible] বিগ্রহ ধারণ করিয়া শ্রীগুরু নিত্যরূপে [illegible] প্রকাশিত। শ্রীগুরুদেবের সেবার সর্ব্বোত্তমতা ও সর্ব্বোৎকর্ষ দর্শন না করিলে গুরুদর্শন হয় না। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বকাল সর্ব্বাপেক্ষা, সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। অনুচর বৈষ্ণব শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ নহেন। তিনি গুরুরই সেবক। হরি, গুরু ও বৈষ্ণব —এই তিনটি অবস্থানভেদে পরিচিত। শ্রীগুরুদেবের সেবকগণ তাঁহা হইতে অভিন্ন, তাঁহার সেবার উপকরণ ও সহায়ক।

প্রার্থনা

(শ্রীমদ্ভক্তি[illegible])

সেবকের অকৃত্রিম [illegible] প্রার্থনা [illegible] বৈষ্ণবসেবা। [illegible] সেবাই গুরুসেবা। কারণ, গুরুদেবের সেবামূর্ত্তি [illegible] তাঁহার সঙ্গে [illegible]। কোন মহাজন বলিয়াছেন, "গুরুর স্বরূপ দর্শন না করিলে কিছু হওয়া যায় না। যে স্থানে সকলই সেবা, সেখানে [illegible]।" গুরুদেবের [illegible] পারমার্থিক মিল আছে, কিন্তু সেই পারমার্থিক [illegible] হইতে পারিতেছেন। গুরুদেবের [illegible] [illegible]

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ

সেবোন্মুখ কোন অবস্থাতে বিষাদ, মুহ্যমান, সেবক উদাসীন ও অলস নহেন। [illegible] সুখদুঃখ, [illegible] থাকে, তাঁহার [illegible] বাঁচিতে থাকে। বৈষ্ণব পদকর্তা [illegible] (trans. [illegible]) [illegible]

[illegible]

... ও শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে না। সুতরাং, সেবা-পরায়ণ বা সেবকের কোন কিছুর নিজস্ব [illegible] সেবোন্মুখতার পরিচিতি অর্জন করিতে পারিলে বা সেবার প্রবৃত্তি সমন্বিত হইলে যে সেবাবৃত্তির অধিকারী হইতে পারা যায়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই শ্রীবৈষ্ণবগণ নিষ্কপট ও অকৃত্রিম হইতে বলেন অর্থাৎ সেবাকার্য্য হইতে [illegible]। সেবাকার্য্যই সাধু ও এই প্রকারে সেবাময়ী-ভক্তির অনুসরণ বা অনুরূপ অনুশীলন করিতে পারেন। তিনিই প্রকৃত সেবোন্মুখ। আর তিনি যে [illegible] উহার উদ্দেশ্যে সচেষ্ট ইচ্ছা [illegible] পারিয়াছেন, তিনিই সেই [illegible] সাধুর চিত্ত [illegible] অনুসরণ করেন, সাধু সেবা আবার তাঁহার। তিনি আর কাহারও নহেন। আর যে পর্য্যায়ে নিজ ইচ্ছা বা বাসনা তাঁহার সেবাময়ী বাসনায় নিক্ষেপ করিতে পারিয়াছেন, নিজেকে সমর্পণ করিতে পারিয়াছেন, নিজের বলিতে কিছু রাখিয়া দিতেছেন না, তিনি সেই পর্য্যায়ে সেই সাধু গুরুর [illegible] হইতেছেন, সাধু সেই পর্য্যায়ে তাঁহার হইয়া যাইতেছেন এবং সেই পর্য্যায়ে তিনি উন্নত [illegible] করিতেছেন। পরস্পর পরস্পরকে জানেন, চিনেন, মানেন। অন্যে, পরস্পরতার বা জানে নাই। সেখানে পরস্পরের সুখদুঃখ এক। তিনি নিজে কীর্ত্তন করিয়া জানাইয়া গিয়াছেন—

"গুরুদেব!
আমি ত' তোমার জন!
তোমাকে ছাড়িয়া সংসার ছাড়িনু
ভুলিয়া আপন জন॥
গুরুদেব! তুমি ত' সকলি জান।
আপনার জন রাখিয়া এখন
শ্রীচরণে দেহ' স্থান॥
গুরুদেব! এই অভিমান যবে।
বিমুখ দেখিয়া ছাড়ি দিও তবে
না কর করুণাদান॥"

কিন্তু [illegible] আমার মনের নিকট [illegible] 'আকুল প্রাণ' [illegible] আমাকে মঙ্গল দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন, এখন দূরে করিতেছি। অন্তর্য্যামীর অন্তরের টানিয়া দিবা রাত্রে বাধা পড়িতেছে। আমার আর চৈতন্য সঞ্চার হইতেছে না। কেবল আমি গোস্বামী [illegible] থাকিলাম! অন্যান্যের মত আমি, আমার এই মনোবৃত্তি বা [illegible] যাইতেছে না। তাই মনে আশঙ্কা আমার মনে হয়, আমি সাধু—বৈষ্ণব, এবং গুরু নিন্দাকারীরও সাধুর [illegible] আমার মধ্যে আছে, নচেৎ [illegible] আসন কেন, আমার [illegible] আর [illegible] লোকের হইতেছে? [illegible] ব্যাধি! আমার পাপ ও অপরাধের পরিণাম অনাদিকাল হইতে [illegible] তাহার কোন অন্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু গুরুদেব কৃপা যে [illegible] এবং আমার সাধুসঙ্গের সম্মুখে বাস ও সেবার আনন্দ যে [illegible] তাহা বুঝিতে চাই। এত দুষ্ট আমি! আমার অন্তরে এত কুবাসনা ও দুরাচার! তাই প্রার্থনা—হে গুরুদেব! আমার এই কর্ম্মফল [illegible] যদি আমাকে অনেক দুঃখ কষ্ট দিতে হয়, তাহা দাও, কিন্তু সেই দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ তোমার নিজের ও আমার আপনজন, যিনি তোমার ইচ্ছায় অপার অহৈতুকী করুণা করিয়া আমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়া, দূরে [illegible] রাখিতে বাধ্য হন, তাঁহার কথা, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের স্মৃতি দান করিয়া আমার অন্তরে যেন উদয় হয়। আর অনন্যসাধারণ সুদৃঢ় বল দাও ও সংকল্পবলে [illegible] অনুসরণ ও অনুশীলন [illegible] আসক্তি প্রদান কর, নতুবা আর কোন উপায় দেখি না।'

শ্রীশ্রীআচার্য্যপূজা

প্রাপ্ত

পতিতপাবন বৈষ্ণবগণের কৃপায় আজ ভাদ্রশুক্লা পঞ্চমী তিথিতে জগদ্গুরু শ্রী বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রীমদ্ ভ[illegible] পুরী গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব বাসরে শ্রীশ্রীগুরুপূজার সুযোগ পাইয়াছি। [illegible] শ্রীসীতাদেবীও এই তিথিতে [illegible] বিশ্ব ধন্য করিয়াছেন। সমস্ত জগতের মূল উপাদানকারণ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু। শ্রীসীতাদেবী তদীয় শক্তি। তাঁহার কৃপায় বিশ্বের [illegible] উপাদানে এবং আমাদের হৃদয়ে [illegible] আবরণ দূর হইয়া গুরুপূজার পীঠ প্রকাশিত হয় অর্থাৎ [illegible] কি? ইহা সর্ব্বত্র সকল সম্প্রদায়ে হয়।

শ্রীগুরুপূজারই নামান্তর শ্রীব্যাসপূজা। শ্রীব্যাসের লীলা অনুধাবন করিতে গিয়া আমরা জানিতে পারি, ভাগবত-কীর্ত্তনই ব্যাসের বা গুরুর [illegible]। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এবং শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীগুরুদেবের মূল আকর [illegible] বলিয়াছেন যে, 'তিনি অনবরত নিরন্তর ভাগবত-কীর্ত্তন করেন।'

সংকীর্ত্তন [illegible] প্রভু বলরাম।
[illegible] সুখে [illegible]
সহস্র বদনে কৃষ্ণযশ নিরন্তর।
গাইতে আছেন আদিদেব মহীধর॥
গায়েন অনন্ত শ্রীযশের নাহি অন্ত।

পুরুষ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নারদেরই বলরামরূপে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ কীর্ত্তন বিগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। কলিযুগের পাবন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর শ্রীনামাষ্টকের "নারদ-বীণোজ্জীবন" শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীঅনন্তদেবের কীর্ত্তন-বিগ্রহের নিত্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু নারদ-বীণারই কেবলমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনারদের গাঁথায় ব্রহ্মার সভায় কৃষ্ণযশোগানকারী শ্রীঅনন্তদেবের গুণকীর্ত্তনের বিষয় বর্ণিত আছে। শ্রীনারদবীণার বাণীতে শ্রীরূপপ্রভু দুই ভাগবত কীর্ত্তনবিগ্রহ [illegible] কথা অন্তর্নিহিত রাখিয়াছেন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাসের নিজের ভাষায় সেইটি আমরা পাই।

ব্রহ্মার সভায় [illegible] নারদ আগে।
এই রূপ গায়েন তুম্বুরু বীণা সনে॥
(চৈঃ ভাঃ আ ১।১৭)

কৃষ্ণনামগানকারী অনন্তদেবের লীলা-কীর্ত্তনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

কিবা সহস্রানন পরমস্বরূপে হরি
হরি বলি' গায়।
নাম গাইতে [illegible],
[illegible] সবে পায়॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই গীতিতে অনন্ত নামগানকারী শ্রীঅনন্তদেবের আত্মবিলোপের আভাস পাই। ভাগবতের যে সকল [illegible] আমরা দেখিতে পাই, সে সকলই সুযোগ্য পাত্রের সন্নিকটে। শুক। ব্যাসের অভিবেদনে আত্মারাম [illegible] শ্রবণ করিয়াছিলেন। উহার যে স্ত্রী পুরুষ দৃষ্টি একেবারেই ছিল না, সেকথা ভাগবতেই কীর্ত্তন করা হইয়াছে। শুক-পরীক্ষিৎসংবাদস্থলেও [illegible] সভায় পরীক্ষিৎ শ্রবণ করেন। তাঁহার চতুঃসীমানায় কাহার অধিকার ছিল না এবং তিনি ভগবানে নির্বিষ্টচিত্ত ছিলেন বলিয়া শাস্ত্র বা আত্মারামই ছিলেন। [illegible] দেখা যায়, [illegible] ছিলেন ও [illegible] জ্ঞানের অনেকাংশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহারা বিষয়ীর বস্তুর প্রতি আসক্তিবিশিষ্ট [illegible] ব্যস্ত ছিলেন না। শ্রীঅনন্তদেবের ভাগবত-কীর্ত্তনের পাত্রগণে চতুঃসনকেও জানা যায়। তাঁহারা প্রসিদ্ধ আত্মারাম—বিশ্বদর্শন হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। শিব শব্দের অর্থ—যে স্থানে [illegible] বর্ত্তমান। সেই স্থানকে অর্থাৎ মঙ্গলকেই নামকীর্ত্তনকারী গুরুদেব নামবলে দেখাইয়া থাকেন। শ্রীঅনন্তদেবের কীর্ত্তন শ্রীভাগবতেও এইরূপ আমরা দেখিতে পাই, সমস্ত শাস্ত্র বাক্যের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ, সেই স্ত্রী পুরুষ-অভিমানগণেরও চরমপ্রাপ্তির বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। বেদাধিকারপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে যে [illegible] পূজা করেন, ভাগবত বেদবাক্য ও স্ত্রী-শূদ্রের পক্ষে সেই [illegible] এবং ভগবান্ কৃষ্ণের প্রসাদ সুলভ করিয়া দিতে চাহিয়াছেন।

বিশ্বে কৃষ্ণকীর্ত্তন বিতরণকারীর সম্বন্ধে ভাগবত পুনরায় বলিতেছেন—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

৫ -

তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্ কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও এই কথাটির প্রতিধ্বনি করিয়া গাহিয়াছেন—

কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥

এতাদৃশ কৃষ্ণশক্তি আচার্য্যবর্গও শ্রীভাগবতের অনুসরণে এই বিশ্বে থাকিয়াই বিশ্বাতীত বস্তু সমস্ত বিশ্বে দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভাবনাবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া যে উর্দ্ধ দেশের আহ্বান, তাহা তাঁহারা সকলেই লাভ করিতে পারেন। শিক্ষাগুরুবর্য্য শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু [illegible] ইহা বলিষ্ঠকণ্ঠে গান করিয়াছেন। কারণ, [illegible] পুরুষ বান্ধব [illegible] বিতরণ [illegible] এবং তাঁহারা দান করিবেন যে বস্তু, তাহা বিশ্বের অতীত যে বিরজা-ব্রহ্মলোক, তাহা অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধে অবস্থিত।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ভাগবত ও নাম কীর্ত্তনকারী অনন্তবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়-ভাষ্যের অন্তর্গত অনুভূষণ-ভাষ্যের মঙ্গলাচরণে জানাইয়াছেন এবং অপ্রকটের পূর্ব্বে "আপনি রূপানুগের কথাটা প্রচার করবেন" এই বাণীদ্বারা তাঁহার কৃষ্ণশক্তি যে তাঁহার নিকট [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের আবির্ভাবও তাঁহার এই দুইটি রূপ প্রকাশ করিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্দ্ধান এবং তাঁহারই প্রদত্ত নামে অভিহিত ভাগবতোৎসবের মধ্য সময়ে [illegible]-তিথিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া শ্রীবাসাঙ্গনের [illegible] পূর্ব্বেই তাঁহার আবির্ভাব [illegible] তিনি যে কৃষ্ণনামকীর্ত্তনকারী—শ্রীভাগবত-কীর্ত্তনবিগ্রহগণের আশ্রয়বিগ্রহের কার্য্যনির্দ্দেশ বিধান করেন, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী বিচারের পূর্ব্বে তাঁহার আবির্ভাব তাঁহার রাধানিষ্ঠভজনই সূচিত করিতেছে।

কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবের পূজা কেবলমাত্র মনে প্রাণে শ্রবণ দ্বারাই সাধিত হয়। সিদ্ধাবস্থার সর্ব্বোৎকর্ষে শ্রবণের কথা আমরা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর "কৃষ্ণে ও ভাবনী" শ্লোকে পাই। সাধকাবস্থায় সর্ব্বোৎকর্ষে শ্রবণের কথা অবশ্য ঐ ব্যতিরেকভাবে উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন। উপদেশামৃতের উপদেশ অনুসারে আমরা দেখিতে পাই, প্রথমেই বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদর ও উপস্থ এই ছয় বেগের কথা বলিয়াছেন এবং পরে অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ ও অসজ্জনসঙ্গরূপ ছয়-দোষ ত্যাগের কথা বলিয়াছেন। প্রথমোক্ত ছয়টি বেগ অত্যন্ত প্রবল, নিজের চেষ্টায় জীব উহা দমন করিতে পারে না। কেবল ঐ গুলির হাত হইতে আমাকে রক্ষা পাইতেই হইবে, এই দৃঢ়তা লইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে ক্রন্দন করিতে হইবে। ছয়টি দোষের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর উপদেশানুসারে উৎসাহ, নিশ্চয়তা ও ধৈর্য্যের সহিত অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুগণের আচরিত তত্তৎকর্ম্ম পালন করিতে হইবে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু নামসংকীর্ত্তনের আনুষঙ্গিক পাঁচটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গের কথা বলিয়াছেন,—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥

উপদেশামৃতে সাধুসঙ্গের কথা শ্রীরূপ প্রভু কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায়ও আমরা পাই,—

দান, প্রতিগ্রহ, মিথো গুপ্তকথা,
ভক্ষণ, ভোজন দান

এই সঙ্গে আর কথা একটি বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে—'বৈষ্ণবে নাম লইলে পাপ পোষণ। অতএব চারিপ্রকার অপরাধ, বিশেষতঃ বৈষ্ণবাবজ্ঞা না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 'দশবর্জ্জন হইতে বৈষ্ণবসেবা উপস্থিত হয়। আজ শ্রীবৈষ্ণবসেবা [illegible] আচার্য্য-পূজাবাসরে শ্রীবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণতলে আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া এই বর যেন গ্রহণ করিতে পারি যে, কোনপ্রকার উৎসাহহীনতা বা চঞ্চলতার দিকে না তাকাইয়া কেবলমাত্র অপরাধ হইবার জন্য সমগ্র জীবনই যেন নিয়োগ করিবা বা তাহাতে নিযুক্ত হয়, তজ্জন্য আপনার পাদপদ্মে নিরন্তর অকপট আর্ত্তি জানাইয়া গুরুপূজায় রত থাকি।

গুরুদেব!

কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল সহনে, বল দিয়া কর
নিজ মানে স্পৃহাহীন।
সকলে সম্মান, করিতে শকতি
দেহ' নাথ যথাযথ।
তবে ত' গাইব, হরিনাম সুখে
অপরাধ হ'বে হত॥
তোমা'ভালবাসে, কিছু না'হি পাই
তোমার করুণাসার।
করুণা না হ'লে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥

দীনের ক্ষুদ্র অর্ঘ্য

জয় জয় জয় গৌর-শ্রীপাদপদ্ম,
জয় [illegible]।
সর্ব্বসুখময়, [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]।
গৌরশক্তি [illegible] প্রকাশি আপনা
[illegible] রহিয়া তব।
জয় জয় জয় [illegible]
[illegible]।
জয় জয় জয় [illegible]
[illegible]।
জয় জয় জয় [illegible]
[illegible];
[illegible] [illegible]
[illegible]
তোমার উদয় [illegible]
[illegible],
নিষ্কপটজনে [illegible]
[illegible]।
অহৈতুকী কৃপা [illegible] নাথ,
[illegible],
তুমি কৃপাময় [illegible],
[illegible]।
কপট, বাঞ্ছিত, [illegible]
[illegible],
আজি [illegible] [illegible]
[illegible];
ছাড়ি নবন [illegible]
[illegible],
তেন সকলে তোমার উদয়
প্রকাশি আলোকরাশি।
[illegible] [illegible]
[illegible],
[illegible] [illegible]
[illegible],
নাশিতে [illegible] [illegible]
[illegible] রবিকরে,
যেথানে জগত— [illegible]
প্রকাশিত হবে পরে।
গৌড় আকাশের [illegible]
[illegible]।
সকল [illegible] [illegible]
[illegible]।
তুমি [illegible] [illegible]
[illegible],
সেবোন্মুখ [illegible] [illegible]
[illegible]।

এ [illegible] [illegible]
[illegible],
[illegible] [illegible]
[illegible]

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
শ্রীধাম নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

৩। যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

৫। অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬। মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
[illegible], শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) [illegible] কুঞ্জ
শ্রী[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

১০। গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) কুলিয়া-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রী[illegible] পল্লীর [illegible]
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] বাবাজী

১৭। [illegible]
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(১৮) [illegible]-আশ্রম
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]মঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) [illegible]-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৪) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible], (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(২৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], ইউ. পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩ [illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়মঠ, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible] ইউ পি।
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৭। শ্রী[illegible] মঠ
[illegible], [illegible] মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রী[illegible]
[illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৯ [illegible]-[illegible]
পোঃ [illegible] (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) [illegible] মঠ—শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ [illegible], মথুরা
সেবক—ঐ

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৬) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৭। ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] মাদ্রাজ
—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

৫২। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী দাস অধিকারী

৫৩। [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৪। [illegible]—[illegible] মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৫ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম [illegible]
পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী দাসাধিকারী

(৬৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
প্লট নং [illegible]
[illegible], [illegible]রোড
[illegible]
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ [illegible]
[illegible], [illegible] ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৮) শ্রীবিদ্যার্ণব গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৯) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible]পুর (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible] কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
মিশ্রিখ (ইউ. পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) প্রাথমিক [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্. কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য-
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রী[illegible]গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ-সম্পাদিত
শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ২৸০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোদয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীমদনলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কাশীধাম? শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও 'বহু সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অতিমর্ত্ত্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———॥(০)॥———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনারত্নাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। "ঠক্কুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট", পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল,

পুরাণাপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, -সম্পূর্ণ ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। তাৎপর্য্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সজ্জনতোষণী-তত্ত্ব (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড –৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। ভজন-আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত্ ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ৷০
২৭। প্রাকৃতরস-শতদূষণী (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫ নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনকণ
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। ভক্তিতত্ত্ব ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] ০
৫৬ ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনেত্র ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজিতম্ঃ ।০
৬৩। নবীন-বিজ্ঞাপনবৃন্দম্ ।০
৬৪। অষ্টকম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠগণপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সাধ্যসাধনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ অব অর্থোডক্স বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্থস
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবিজম
৭৫। শ্রীকৃষ্ণ গৌড়ীয়মঠ ইন [illegible]
৭৬। শ্রী ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৲
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রী[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির [illegible] জীবনচরিত [illegible] প্রকাশিত না থাকায় [illegible] অভাব অনুভব করিতেছেন। কিন্তু [illegible] সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্যের [illegible] "গৌড়ীয়"-সম্পাদক [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ঠাকুরের বহু [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠা [illegible] হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার প্রকাশিকা
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

([illegible] টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৪১	৬-১১	৭ ১০	১০-১৬	১৩-৫৩	১৭-৫৩	২২-৫১
[illegible] ,,	৪-৪৮	৬-৩৫	৭-৫০	১০-৩৭		১৮-১২	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৮	৮-০৫	৯-১৩	১৫-৩	১৮-৩৩	১৯-৮২	০-২৫
(বদল) ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৩৭	১৫-১৭	১৮ ৭২	১৯-৫৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩৪	৮-৩৮	১০-৮	১৫-৫১	১৯-১৭	২০-২২	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৫১		১৫-০	১৭-৫২	০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-৯০		১৫-৪০	১৮-১১	১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-২
[illegible] ,,	১১-২০
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-১৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৯ (গাড়ী বদলে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪
ছাঃ	১৫-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৮০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৮	৯-১০		১৪-১৬	১৬-০	১৮ ৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৩	৯ ৪৮		১৪ ৫৫	১৬-৩	১৯-১১	
ছাঃ	৭-৯	৮-৫০	১১-৪১	১৬-৫৬	১৯-২	২০-২৭	৩-৩৬
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯-২৩	১২-২৬	১৭-৫১	২০-১০	২১-১৯	৪-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯-২৮	১২-৩৬	১৭-৪৩	২০-১৮	২১-১৪	৪-২৩
[illegible] ,,		১১-৩		১৯-০		২৩-৯	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-২১	১৯-২৬	২১-৫৫	২৫ ২৬	৬-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ	১৪ ১৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫৫
ছাঃ	১৫-১০
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৫১
(বদল) ছাঃ	১৬ ৫৮
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-৩৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৩০
কলিকাতা পৌঃ	১৮ ২৬

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] বেদান্ত [illegible] প্রবীণ ও [illegible] মহামহোপাধ্যায়ের [illegible]। শ্রীল [illegible] এবং [illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [illegible] আলোচনা। [illegible] (Pronouns), [illegible] (Prefaces), [illegible] (Contents) ও [illegible] (Index Glossary) [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—১২. [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনবদ্বীপ[illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক [illegible] পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

[illegible] কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রী[illegible] প্রেস

[illegible] স্থাপিত। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উহা [illegible] স্থাপিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" [illegible] প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ [illegible] কবিরত্ন মহাশয়ের

বেহালার পাচন

[illegible]

[illegible] জীর্ণ [illegible] পালাজ্বর [illegible] একমাত্র উপায় [illegible] এবং নূতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল [illegible] আনা, বড় বোতল [illegible] আনা। [illegible]

—[illegible] রোড, কলিকাতা।

[illegible], ২৪ পরগণা।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড । শ্রীমায়াপুর -- ২৪শে ভাদ্র ১৩৪৭. ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ সোমবার ১৬০ তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—:(০):—

সৈন্যদলের জন্য অর্ডিন্যান্স

ভারতীয় সৈন্যদিগের (স্থানান্তরিত করণের) ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের অর্ডিন্যান্স গত ৩০শে আগষ্ট জারী করা হইয়াছে। ঐ অর্ডিন্যান্সে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, যাহারা ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় সেনা-আইন অনুসারে সৈন্যদলে ভর্তি হইয়াছে, তাহার সঙ্গে অন্যরূপ ব্যবস্থা থাকিলেও তাহাদিগকে বর্তমান জরুরী অবস্থার পূর্বে সম্মতি না লইয়াই তাহাদিগকে উপযুক্ত সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশে যে কোন কোরে (সৈন্যদলে) অথবা বিভাগে স্থানান্তরিত করিতে পারা যাইবে।

বর্তমান জরুরী অবস্থা কাটিয়া যাইলে তাহাদিগকে ঐভাবে স্থানান্তরিত করা হইবে, তাহারা তখনও সামরিক কার্যে নিযুক্ত থাকিলেও পূর্ব অবস্থায় স্থানান্তরিত হইতে চাহিলে উপযুক্ত সামরিক কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে স্থানান্তরিত হইবার পূর্বে তাহারা যে কোরে বা বিভাগে কাজ করিত, সেখানে তাহাদিগকে যত শীঘ্র সম্ভব পুনরায় স্থানান্তরিত করিবেন।

—

নৌকাডুবিতে দশ জনের মৃত্যু

কাচ বান্দীর নিকট একটি খেয়ার নৌকা ডুবিয়া যাওয়ায় দশ জন লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া সংবাদ জানা গিয়াছে। নৌকাতে ১৮ জন যাত্রী ছিল এবং মাল ছিল। নৌকাটি কলিকাতা যাইতেছিল।

বার্লিনের বিভিন্ন স্থানে বৃটিশ বিমানের আক্রমণ

'ডেজেন্স নাইডেভার' পত্রের বার্লিনস্থ সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ বিমানসমূহ কয়েকটি দলে বিভক্ত হইয়া বার্লিন আক্রমণের লক্ষ্যস্থলগুলির উপর বোমাবর্ষণ করে। রাত্রি একটার পরে প্রথম আক্রমণের সংকেতসূচক বংশীধ্বনি করা হয়। রাত্রিটি নক্ষত্রালোকে উদ্ভাসিত ছিল। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ শুনা যায়। জনসাধারণ দ্রুত মৃত্তিকা-নিম্নস্থ স্থানে আশ্রয়গ্রহণ করে। বিমান-বিধ্বংসী কামান হইতে তীব্র গোলাবর্ষণ আরম্ভ হয়। রাত্রি তিনটা দুই মিনিটের সময় বিপদ কাটিবার সংকেতসূচক বংশীধ্বনি করা হয়।

বৃটিশ বিমান বার্লিনের উপর সর্বাপেক্ষা ব্যাপক আক্রমণ চালাইয়াছে। বার্লিন পুলিশের বড় কর্তার মতে গত ২০শে আগষ্ট রাত্রির আক্রমণে তৎপূর্ব রাত্রির আক্রমণ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। নিরপেক্ষ দেশের সংবাদদাতাগণ বলেন, জনসাধারণ যাহাতে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারিত করিতে না পারে, তাহার জন্য অন্ততঃ দুইটি রাস্তা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

—

রাজকীয় বিমান-বাহিনীর সাফল্যজনক আক্রমণ

কাইরো রাজকীয় বিমান-বাহিনীর হেড্ কোয়ার্টারের এক ঘোষণায় জানা যায় যে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিমান-বাহিনীর বিমান-বিধ্বংসী কামান বাধা যোগাভিসকোর এক বিরাট মোটর ট্রান্সপোর্টের উপর সাফল্যজনক আক্রমণ চালান হয়।

আক্রমণের শেষ সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঘন কাল ধোঁয়া পাঁচ তিন হাজার ফুট উর্দ্ধে উত্থিত হয় এবং ডিপোর মাঝখানে আগুন ধরিয়া যায়। ফলে বহুসংখ্যক মোটর ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

—

মাকারওয়াল কয়লা খনি আক্রমণের বিস্তৃত বিবরণ

পেশোয়ারে শুনা যাইতেছে যে, গত ২১শে আগষ্ট পাঞ্জাবের অন্তর্গত কালাবাগের নিকট মাকারওয়াল কয়লার খনি যে আক্রান্ত হয়, খাওয়াদিন নামক একজন স্থানীয় দস্যু ঐ আক্রমণের নেতৃত্ব করিয়াছিল। আততায়িগণ একখানি চালাঘরে অগ্নি সংযোগ করে এবং দুই তিনটি বাসস্থানের তালা কাটিয়া দেয়। দস্যুগণ প্রচুর পরিমাণ খাদ্যের দাবী করে এবং খনির শ্রমিকগণ তাহাদের তাহা প্রদানে অক্ষমতা স্বীকার করিতে রাজী না হওয়ায় ঐ আক্রমণ করা হয়। দস্যুদলগণ পরে নিকটবর্তী পাহাড়ের অভিমুখে পলায়ন করে। জোর স্থানীয় তদন্ত চলিতেছে।

সীমান্ত প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলির অবস্থা শান্তিপূর্ণ। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এখনও পূর্ববৎ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া আছেন।

শাসনাধীন অঞ্চলে কোন আক্রমণ হইলে তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য সরকার উপজাতীয় অঞ্চলের বহু দলের গতিবিধি সম্বন্ধে সর্বদা তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন।

খাকসার সংঘর্ষের অবসান

খাকসার নেতা আল্লামা মাশরিকির সহিত ভেলোর জেলে সাক্ষাৎ করার জন্য পাঞ্জাব সরকার আগা গজনফর আলি খাঁকে পাঠাইয়া ছিলেন। তাঁহার ব্যবস্থাপক সংবাদপত্রে প্রেরিত এক বিবৃতিতে আল্লামা মাশরিকি জানাইয়াছেন যে,—পাঞ্জাব সরকারের সঙ্গে তিনি সম্মত হইয়াছেন। পাঞ্জাব সরকার নিম্নলিখিত সর্তগুলি তাঁহাকে জানাইয়াছেন,—(১) যতদিন যুদ্ধ চলিবে, ততদিন খাকসারগণ পাঞ্জাব সরকারকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিবে, (২) ১৯শে মার্চ খাকসার পুলিশ সংঘর্ষের সময় আল্লামা মাশরিকি খাকসারদিগকে সমবেত হইতে আদেশ দেন নাই—অথবা তাঁহার আদেশে তাহারা সমবেত হয় নাই বলিয়া জানিতে হইবে, (৩) প্রকৃত ও কেবলমাত্র সমাজ সেবাই খাকসার আন্দোলনের মূলনীতি বলিয়া গণ্য হইবে, (৪) ২০শে ফেব্রুয়ারী সরকার যে আদেশ দিয়াছেন—যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত খাকসারগণ তাহা অমান্য করিবে না।

ঐ সকল সর্তে সম্মত হইলেই পাঞ্জাব সরকার খাকসার আন্দোলন সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার আশ্বাস দিয়াছেন।

আল্লামা মাশরিকি [illegible] ৫০ হাজার খাকসার স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা সাহায্য করার জন্য বড়লাটের নিকট পুনরায় প্রস্তাব করিয়াছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয় —শ্রীনবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অভিনব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে বর্ণিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৸৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

১। 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

শ্রীযুক্ত রূপবিজয় দাস এম্‌-এ, বি-এল্‌, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
শেষ স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৭০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৶; ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। নামকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বামন-আম্নায় ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৸৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) অবাঁধা)
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী ভগবৎসন্দর্ভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-শিখা-দর্শন ৶০
৩১। নামভজন (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগোদ্রুম-কল্পতরু
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। নামতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনকণ
৪৭। সদাচারস্মৃতি
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পকেট সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনপথ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) .
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৮
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৮.
৫৫। স্তবরত্নাবলী বা নারায়ণাস্তুতি
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৬০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভিন্নম্ ।০
৬৩। শ্রীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। স্তবরত্নম্ ।০
৬৫। মাধ্বায় শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠশতক /০
৬৭। মায়াবাদবর্জন ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ক্স অব বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৸৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৸০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ ওয়ান) ১০৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি /০

আসামীয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

৫ম বর্ষ | ২০ হৃষীকেশ ৪৫৪ গৌরাব্দ ২৪শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৯ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪০, সোমবার | ১৬০ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ হৃষীকেশ সর্বদিন সর্বপ গৌরাব্দ ৪৫৪

প্রভুপাদের উপদেশ

—:০:—

ভগবদ্ভক্তির শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রেষ্ঠ সেবক, ভগবানের পরম প্রিয়পাত্র। ভগবান্ও তাঁহার সেবা করেন। শ্রীগুরু একটী। "মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ" বিচার না হইলে গুরুপাদপদ্মের বাওয়া হয় নাই। গুরুদেবের অনুগ্রহ না হইলে আমরা গুরুকে পাইতে পারি না।

গুরুপাদপদ্মে প্রচুর পরিমাণে সেবার প্রবৃত্তি থাকিলে আমরা শ্রেষ্ঠ নাম, মন্ত্র ইত্যাদি অনেকগুলি বস্তু পাইতে পারি। শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদিগকে একাদশটী পর্যন্তের সন্ধান প্রদান করিয়া প্রচুর কৃপা করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশ্রম্ভ সেবার অধিকার না আসা পর্যন্ত এই বস্তুগুলির উপলব্ধি হয় না। গুরুদেবের কৃপায় এই অভাব দূর হ'য়ে বস্তুগুলি লাভের বিষয় হয়। তাঁহার নিকট হইতে শ্রীনাম ও নামভজনের আনুকূল্য 'তাতে' আমরা সর্বও লাভ করিয়া থাকি।

শ্রীবার্ষভানবীর কৃপাবর্গ সকলেই গুরু-পাদপদ্ম। গৌড়ীয়গণ অনুকূলায় যে কৃষ্ণ বা রাধার কৃষ্ণের উপাসক। তাঁহারা কৃষ্ণ অপেক্ষাও বার্ষভানবীরই পক্ষপাতী বেশী। 'কৃষ্ণানুকূল্যানুশীলন' শব্দ হইতে অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন শব্দটীর বৈশিষ্ট্য আছে। অনুকূলায় আনুগত্যে কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন হইয়া থাকে।

—

সাক্ষাৎ ভগবানকে যেরূপ বিচার করবে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার করবে, কোনও অংশে কম্ মনে করবে না। সাধু-সজ্জন-পণ্ডিত সকল—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকলের কর্তব্য হচ্ছে, ভগবানের ন্যায় গুরুকে মানা—পূজা করা—সেবা করা, যদি তা' না করেন, তবে শিক্ষাবান হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে যাবেন। তিনিই প্রকৃত মন্ত্র বুঝতে পারেন, যাঁ'র গুরু ও ভগবানে অভিন্ন বুদ্ধি আছে। মহাভাগবতকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশমূর্তি না হ'লে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না।

—

নিষ্কপট হরিভজনপরায়ণ পুরুষ বা ভগবদ্ভক্ত প্রসাদ সেবা করেন—ভোগ করেন না। আর ডাল-ভাত খায় ভোগী। ভাত-ডাল খাওয়াটা কর্ম। ভগবদ্ভক্তের প্রসাদ-সম্মান বাহ্যদৃষ্টিতে কর্মেরই মত দেখ্তে পাওয়া গেলেও তাঁ'র দেহ-প্রাণ-আত্মা ভগবৎসেবার্থে সমর্পিত হ'লে সেটা 'কর্ম' নয়, 'সেবা'।

একমাত্র গুরুপাদপদ্মই আশ্রয়াংশরূপ প্রদর্শন করাইয়া আশ্রয়াংশিনীর সেবায় নিত্যাশ্রিত সেবককে অতুল অধিকার প্রদান করেন।

—

বৈকুণ্ঠপথ—স্বরাট্, অপরিবর্তনশীল। বৈকুণ্ঠপথই—পরমেশ্বর। বৈকুণ্ঠপথ ও তার নির্গুণ বৃত্তি প্রকাশ করিয়া জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয় নিয়মিত করিয়া থাকেন। অতএব তর্কপথের পরিবর্তে শ্রৌতপথই আমাদের পক্ষে গ্রহণীয়। তর্কপথায় কেবল সময় নষ্ট হয়। আমাদিগকে বৈকুণ্ঠপথের অনুগামী হইতে হবে, বৈকুণ্ঠপথের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে হইবে না। যখন স্বরাট্ বস্তু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন, তখনই আমরা বৈকুণ্ঠপথ গ্রহণ করিতে পারি।

প্রত্যেক মানুষের ধীর হওয়া আবশ্যক প্রাকৃত চাঞ্চল্য যাহাতে না আসে, সে বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য। শ্রেয়ঃ যাহাতে লাভ হয়, মঙ্গলের সেবমুহূর্তে পরার্থ জগতের সমস্ত কথা ছাড়িয়া দিয়া অর্থাৎ Summarily reject করিয়া কেবলমাত্র ভগবদ্ভজন করিব। জগতের সকলেই আমার সর্বনাশ করিবার জন্য প্রস্তুত। এই বান্ধবহীন দেশে 'আত্মার' নামধারী সকলেই ভগবদ্ভজনের প্রতিকূল। আমাদিগকে একমাত্র বৈষ্ণবের আশ্রয় ছাড়া আর আত্মরক্ষার উপায় নাই। কোন মানুষের অন্য কোন কাজই করিবার দরকার নাই—সকলে মিলিয়া কেবলমাত্র ভগবানের সেবকগণের সেবা করুক

[illegible] তীর্থ মহারাজের হরিকথার মর্ম্ম

(কটক শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ, ১১।৭।৪০)

যেখানে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরু বৈষ্ণবের সেবায় বহু সেবক ও একনিষ্ঠভাবে সর্বদা শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত থাকেন, সেখানে পরস্পরের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ থাকিতে পারে না, সেখানে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-আশা বিন্দুমাত্র থাকিতে পারে না। সেই স্থানই মঠ এবং সেই স্থানে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা মঠবাসী।

টিকিটের মূল্য ষোল আনা দিলে যেমন টিকিট পাওয়া যায়, এক পাই কম দিলে পাওয়া যায় না, তদ্রূপ ষোল আনা আত্মনিবেদন করিয়া সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে হয়। যেমন সবলাজলপূর্ণ কলসে গঙ্গাজল বা গোদাবরী জল ভরা যায় না, তদ্রূপ বিষয়মলিন চিত্তে হরিকথা শ্রবণ করিলেও মনে থাকে না। "মাধবের কাজ' বলতে ভুল থাকত আপন কাজে"। যে মঠবাসী সারাদিন সেবা কাজে থাকিয়া হরিনাম করে না, সে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরণে অপরাধ করে।

পঞ্চতত্ত্বরূপ কৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত হরিনাম স্ফূর্তি হইবে না। অকিঞ্চন হইতে হইবে। অকিঞ্চন অর্থে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসীর কথা বলা হয় নাই যাহার কিছুই নাই তিনিই অকিঞ্চন—কাঙ্গাল। শ্রীহরিনাম তাঁহারই রসনাগ্রে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত

কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

হয়। যাহার কিছু আছে অর্থাৎ বাড়ী আছে, স্ত্রী আছে, সংসার আছে বা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস-আশ্রমের অভিমান আছে, তাহার মুখে হরিকথা উচ্চারিত হয় না। অতএব যে কাল পর্য্যন্ত জড়-জগতের বা ব্রহ্মাণ্ডের কোন অভিমান আছে, সে কাল পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠনাম, বৈকুণ্ঠধাম ও বৈকুণ্ঠকাম তাহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হয় না। শ্রীগুরুদেব ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রধান প্রধান নগরে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া এই বৈকুণ্ঠনাম, বৈকুণ্ঠধাম ও বৈকুণ্ঠকাম প্রকটিত করিয়াছেন। সুতরাং মঠবাসিগণ প্রত্যেক মুহূর্ত্তে শ্রীবৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণ করিয়া নামে বাস করিয়া সেবায় নিযুক্ত আছেন। মঠবাসই নামবাস।

শ্রীবাগবাজার গৌড়ীয়মঠ শ্রীমতী বিশাখা দেবীর কুঞ্জ। এই মঠে বা কুঞ্জে শ্রীগৌরসুন্দর আছেন এবং তাঁহার শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ আছেন। এই অপ্রাকৃত মঠে বা কুঞ্জে পুরুষাভিমানী নর বা নারীর অবস্থান নাই। যদি কেহ পুরুষাভিমানে অর্থাৎ ভোগবুদ্ধিতে বা সেবাস্বাভিমানে এই মঠে বাস করিবার অভিনয় করে তবে তাহার এই অপ্রাকৃত মঠ বা শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ হবে। 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।' সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত অপ্রাকৃত মঠগুলি প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। যে মঠবাসী শ্রীগুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া অর্থাৎ "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ"—আত্মার এই নিত্য কৃষ্ণ-দাসানুদাস-অভিমানে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রীচৈতন্যবাণী সেবোন্মুখ কর্ণে শ্রবণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-অভিন্ন শ্রীনামভজন-কীর্ত্তনমুখে স্বীয় নির্দ্দিষ্ট সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তিনি অপ্রাকৃত দেহে, অপ্রাকৃত নামাশ্রয়ে, অপ্রাকৃত মঠে অবস্থানপূর্ব্বক অপ্রাকৃত শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করিবার যোগ্যতা লাভ করেন এবং মঠবাসের অধিকার পান।

নামাপরাধশূন্য হইলে নামাভাস হয়। সম্বন্ধজ্ঞান-রহিত নামাপরাধশূন্য যে নাম তাহাই নামাভাস। নামাভাসশূন্য যে নাম তাহাই শুদ্ধনাম। নামাভাসে বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়; মুক্ত হইলে ভজনলাভ হয়। সতী নারী যে প্রকার অনুরাগে ২৪ ঘণ্টা স্বামীর সেবা করে, অন্য লোকেদের অথবা পরপুরুষের সঙ্গ করে না, কখনও তাহার মনোভাব থাকে না এবং স্বামীও অসন্তুষ্ট হন না, তদ্রূপ মঠে থাকিয়া আমরা যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা নিষ্কপটে শ্রীগুরুদেবের অভিন্ন শ্রীনামাচার্য্যের আনুগত্যে সম্বন্ধজ্ঞানে নিত্যপতি শ্রীনাম প্রভুর সেবা করি এবং এক সেকেণ্ডের জন্য দেহাত্মবুদ্ধি বশতঃ কৃষ্ণের ভোগের জিনিষগুলিকে পুরুষাভিমানে ভোগবুদ্ধি না করি অর্থাৎ কৃষ্ণকে বাদ দিয়া নিজে কৃষ্ণ না সাজি, তাহা হইলে আমাদের মঠবাস হয় এবং আমরা গুরু-কৃষ্ণের একনিষ্ঠ সেবক বলিয়া গণ্য হইতে পারি। আর যদি তাহা না করিয়া অসতী হই, তাহা হইলে 'বিষয়সুখ সকলি মাধব' এই গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিয়া গুর্ব্বজ্ঞা-অপরাধী হই। সুতরাং নামাপরাধীর কখনও ভজনলাভ হয় না। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর আনুগত্য স্বীকার না করিলে আমাদের মঠবাস হইবে না, এবং তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ হইলে মঠ হইতে বিতাড়িত হইতে হইবে।

যে প্রকার একটা টাকা পকেটে আসিলে সদ্ব্যক্তি সেই টাকা দ্বারা সাধুসেবা করেন; কারণ তিনি জানেন, এই টাকাটা কৃষ্ণ পাঠাইয়া দিয়াছেন—সাধু-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় লাগাইবার জন্য এবং আরও জানেন, টাকা কিছুকালের জন্য পকেটে আসে বটে, কিন্তু পরক্ষণেই অন্যত্র চলিয়া যাইবে, সুতরাং যতক্ষণ আমার হাতে বা পকেটে থাকে, ততক্ষণ আমার সদ্ব্যবহার দ্বারা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবা করাই কর্ত্তব্য। কারণ উহার মালিক—গুরু বৈষ্ণবগণ। তদ্রূপ যাহারা সত্য সত্য ভজনশীল, তাহাদের বিচার এই যে, জীবাত্মা কিছুকালের জন্য এই মায়িক দেহে অবস্থান করিতেছে কখন যে দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং

"যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি।
তাবৎ করিব আমি গুরুকৃষ্ণ ভক্তি"।—

ইহাই প্রত্যেক জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার। আর যাহারা টাকাটা পাইয়া মনে করে যে, আমি পরিশ্রম করিয়া পাইয়াছি, সুতরাং এই টাকাটা আমার; আমার টাকা দিয়া আমি ইন্দ্রিয়তর্পণ করিব, কাহারও কথা শুনিব না। আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, জগতের যত স্ত্রীলোক, যত ভোগের জিনিষ, যত সম্পত্তি সকলেরই মালিক আমি,—আমি সকলেরই কর্ত্তা ও ভোক্তা—বদ্ধজীবের দেহাত্মবুদ্ধি বশতঃ পুরুষাভিমানে এইরূপ বিচার, বুদ্ধি ও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে তাহার নরকযন্ত্রণা অবশ্যম্ভাবী।

গুরুবাণীই গুরু

(শ্রীসত্যকৃষ্ণ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ)

পরমকরুণাময় পতিতপাবন শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের শ্রীমুখনিঃসৃত পরমামৃতময় কথাই গুরু। তাঁহার কথাই সকল কথার উপর প্রভাব বিস্তার করে, জগতের কোন বড় কথা বা কোন বড় ব্যক্তি তাঁহার কথা বা তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। তাঁহার বাণীর নিকট জগতের কোন কথাই তাহার নিরাকরণ বা সহায়তা সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। গুরুবাক্য সত্য, সনাতন, নিত্য, বেদসার, কৃষ্ণসুন্দর ও সর্ব্বজীবের নিত্যমঙ্গলদায়ক। তিনি বাণী বা শব্দরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। কীর্ত্তন করিয়া তিনি শরণাগত সেবকের হৃদয়ে স্বরূপ প্রকাশ করেন—সম্বন্ধাদি শিক্ষা দেন। কীর্ত্তন করিয়া তিনি শব্দের সাহায্যে শরণাগতকে রক্ষা করেন, স্বীয় অশোক-অভয়-অমৃত-আধার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় প্রদান করেন। শব্দরূপে কীর্ত্তনের দ্বারা তিনি নিষ্কপট সেবকগণকে জগতের সকল বস্তুর কবল ও প্রবল আক্রমণ হইতে সতত রক্ষা করিয়া আশ্রয় দান করেন বলিয়াই তাঁহার কথা গুরু। মহাজনও বলিয়া থাকেন, গুরুর বাণী গুরু হইতে অভিন্ন। বাণীরূপে তিনি সকল সংশয় দূর করেন সকল সমস্যার সমাধান করেন ও নিজের স্বরূপ ও আত্মস্বরূপ নিজেই প্রকাশ করেন, দ্বিতীয় বস্তুর অপেক্ষা রাখেন না। তাই তাঁহার কথাও গুরু। ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম এই গুরুবাণীর মহিমা এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন—

অনাদি নিত্যানিত্য যে কৃষ্ণের নামে।
ধন-কুল-বিদ্যা মদে তাহা নাহি জানে॥
যে কৃষ্ণের নামে হয় জগৎ পবিত্র।
না বলে দুঃখিত জীব তাহার চরিত্র॥
অঘ বক-পুতনারে যে কৈল মোচন।
না করে পামর জীব তাঁ'র শ্রবণ, কীর্ত্তন॥
ধাতুরূপে সর্ব্বদেহে বৈসে [illegible]।
তাঁ'র সনে প্রীতি করে, তারে করে ভক্তি॥
যে পিতার কোলে পুত্র বৈসে মহাসুখে।
বাহু মেলে সেই পুত্র আমি দেখ সুখে॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণধন প্রাণ।
অহর্নিশ চিত্ত কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণনাম॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার॥

শ্রীগুরুমুখপদ্মবাক্য (চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি সেই সে উত্তম গতি
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥

তাঁহার কথাই সর্ব্বজয়শ্রীমণ্ডিত কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন। তাঁহার কথাতেই একমাত্র চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জিত হয়, ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, অখিল কল্যাণ সমুদিত হয়, বাস্তবিক বিদ্যায় অহঙ্কারনির্ম্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়, অপ্রাকৃত আনন্দের উদয় ও বর্দ্ধন হয় এবং পূর্ণ নিত্য রসাস্বাদন হয়। গুরুবাণীই শ্রীগৌরবাণী। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং কলিযুগে প্রকটিত হইয়া এই বাণী কীর্ত্তন ও প্রচার করেন। এই বাণীর আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, কিন্তু ধ্বংস হয় না। এই বাণী প্রথমে স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন এবং গুরু-পরম্পরায় তাহা জীবগণের জন্য জগতে প্রবহমান আছে। যেরূপে এই বাণীই ভগবান্ 'প্রপঞ্চ পয়োধি' হইতে উদ্ধার করেন। শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে এই কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ ও শ্রীসূত গোস্বামী প্রভৃতি সকলেই এই বাণীই আলোচনা করিয়াছেন এবং সম্প্রতি ইহা গৌড়ীয় ও শ্রীনদীয়াপ্রকাশাদিরূপে নিঃশ্রেয়সপ্রার্থিগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত হইতেছেন, বিশ্বের সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত ও প্রচারিত হইতেছেন। এই বাণীবন্যা নিখিল জগৎকে প্লাবিত করিতে সর্ব্বতোমুখী হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন।

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাল অবনী॥
প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইলা
গৌড়দেশে।
ডুবিল ভকতগণ দীন হীন ভাসে॥
দীন হীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে॥
আবদ্ধ করুণা-সিন্ধু নিতাই কাটিয়া মুহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম-অমিয়ার বান॥
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা না ভজিল।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হৈল॥

হায়! কবে এই বাণীবন্যার নিষ্কপট শরণ গ্রহণ করিয়া সমস্ত কথারূপী গুরুর সঙ্গ লাভ করিতে পারিব, তাঁহার পাদপদ্মে দৃঢ়রূপে নিত্যকালের জন্য আশ্রয় লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব। সাধুগণ বলিয়া থাকেন, শরণাগত হইয়া আত্মনিবেদন করিলে, পুরুষাভিমান ত্যাগ করিয়া কাঙ্গাল হইতে পারিলে এই বাণীর কৃপালাভ করিয়া আশ্রয় পাওয়া যায়। কিন্তু শরণাগত হইতে ত' পারিলাম না, আত্মনিবেদন ত' দূরে

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

না, পূজ্যাভিমানই ত' প্রবল হইয়া গেল, কাঙ্গাল হওয়ার ইচ্ছা ত' জাগিল না! এই জগতের কিছু না কিছু একটা লইয়াই আমার মন ত' থাকিতে চায়! নিষ্কিঞ্চনের পদধূলি হওয়ার নিষ্কপট আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইল কৈ? তাই প্রার্থনা, হে গুরুদেব! তোমার কথা আমার হৃদয়ে নিত্যকাল প্রভাব বিস্তার করুক, আশ্রয়হীন আমাকে তোমার পাদপদ্মে নিত্যাশ্রয় প্রদান করুন, আমার পূজ্যাভিমান বিদূরিত হউক, তোমার অকপট কৃপার কাঙ্গাল যেন হইতে পারি। তোমার কথার শতমুখে আবৃত্তি করিতেছেন যাঁহারা, তোমার সেই নিষ্কপট নিষ্কিঞ্চন সেবকগণের যেন পদধূলি হইবার অকপট আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগরিত হয়।

মোহ-নিদ্রা

(শ্রীনিতাইলাল ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

আমরা শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে নিম্নোক্ত উপনিষদের বাণীটি শ্রবণ করিতে পাই—

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

(কঠ)

এখানে শাস্ত্র সমগ্র প্রাণিজগৎকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—হে জীব! উঠ জাগ, ভোগিসজ্জার্পণে বিরত না থাকিয়া ভোগত্যাগে বা দেহমনোধর্মে ব্যস্ত না হইয়া, জীবকে যিনি উত্তমশ্লোকের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন, সেই অপ্রাকৃত মহোত্তম শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক দিব্যজ্ঞান লাভ করত জীব জন্মমৃত্যু সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করে। সর্ব্বক্ষণ শ্রীশ্রীআচার্য্যপ্রদত্ত দিব্যজ্ঞানে সংযুক্ত না থাকিলে, শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় সতর্ক না থাকিলে সংসার হইতে উদ্ধার লাভ হয় না। আমরা অনেকসময় মনে করি, আমরা ত' জাগিয়াই আছি, আমরা আবার জাগ্রত হইব কি? আমরা বিজ্ঞানের দ্বারা কত নূতন নূতন দ্রব্য ও যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিয়াছি ও করিতেছি এবং আরও কত করিব। এই সকল কি নিদ্রিত ব্যক্তি করিতে পারে? কিন্তু আমরা সাধুশাস্ত্র-গুরুবাক্যে জানিতে পারি যে, বাস্তবিকই আমরা আত্মরাজ্যে নিদ্রিতই আছি। তাই বৈষ্ণবাচার্য্য গাহিয়াছেন—

জীব জাগ জীব জাগ গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে॥

আমাদের প্রশ্ন হইতে পারে তবে কি আমরা সর্ব্বক্ষণ নিদ্রিত আছি? উত্তরে আমরা গীতার বাণীশ্রবণে জানিতে পারি।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥
(গীঃ ২।৬৯)

কৃষ্ণবিস্মৃতাবস্থায় ভোক্তৃ-অভিমানে দেহমনের বৃত্তির পরিচালনা করিয়া বিষয়-গ্রহণে যে জাগ্রতাভিমান, তাহা মোহনিদ্রা। এই মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্যই পরমদয়াল ভগবান্ বিভিন্নরূপে প্রকটিত থাকিয়া জীবকে কৃপা করেন। তিনি একই সময় চৈত্তগুরু-রূপে জীবের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া মহান্ত বা জগদ্গুরু আচার্য্যরূপের সহিত সাক্ষাৎ করান। আবার আশ্রয়বিগ্রহ বা কীর্ত্তন-কারিবিগ্রহরূপে সর্ব্বক্ষণ শব্দব্রহ্ম কীর্ত্তন করিয়া দুই ভাগবতের স্বরূপ দর্শন করান। গুরুকৃপা ব্যতীত মোহনিদ্রা কিছুতেই ছাড়ে না। আবার গুরু-নিজজন বৈষ্ণবের কৃপা না হইলে গুরুদর্শন হয় না। কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন কৃষ্ণশক্তি শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণদ্বয়ের জন্যই কৃষ্ণেচ্ছায় সপার্ষদে বৈকুণ্ঠ হইতে জগতে প্রকটিত হইয়া আচরণ করিয়া কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেন। নিষ্কপট হইলেই সেই শিক্ষা লাভ করা যায়। কোন পথ-শ্রান্ত পথিক যদি পথ হারাইয়া ভীষণ অরণ্যে ঘুরিতে থাকে এবং পরিশ্রান্ত হইয়া অরণ্যের মধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়ে এবং সেই সময় যদি কোন করুণ-হৃদয় ব্যক্তি সেই নিদ্রিত ব্যক্তিকে পথ দেখাইয়া তাহার দেশে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য আহ্বান করেন, তখন সেই নিদ্রিত পথভ্রান্ত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আশ্বস্ত হইয়া তাহার শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। কিন্তু যদি সেই পথভ্রান্ত ব্যক্তি নিদ্রাভঙ্গ হইবার পরও অর্থাৎ আহ্বান শুনিতে পাইয়াও ক্ষণিক নিদ্রাসুখ অনুভবের জন্য (যে নিদ্রাসুখ ভীষণ জন্তুর গর্জ্জনেই তাহাকে কিছুক্ষণ পরে ত্যাগ করিয়া ভয়ঙ্কর হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে প্রাণনাশের ভয়ে ব্যাকুল করিয়া অনাহারে ভ্রমণ করাইবে) সেই হিতৈষীর ডাকে সাড়া না দেয়, কপটতা করিয়া জাগিয়াও ঘুমের ভাণ করিয়া থাকে, তবে তাহাকে পরিণামে অনন্ত দুঃখই ভোগ করিতে হইবে। স্বদেশে যাইয়া আত্মীয়স্বজনের সহিত মিলিত হইয়া আর আনন্দ অনুভব করিতে হইবে না।

আমি একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারি, আমিও ঠিক সেই কপট ঘুমন্ত ব্যক্তির মতই বহুজন্ম ধরিয়া মোহনিদ্রায় বিভোর আছি। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"। "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি" প্রভৃতি স্বরূপের ও স্বদেশের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্ম আমাদের মধ্যে নিত্য প্রকটিত থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ চৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন, চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড পার করাইয়া বিরজা-ব্রহ্মলোক অতিক্রম করাইয়া বৈকুণ্ঠধামে নিত্য ভগবল্লোকে লইয়া যাইবার জন্য, মায়া-মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নিত্য সেবাধানের জন্য সর্ব্বক্ষণ বৈকুণ্ঠবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন, কিন্তু আমি ঐ পথিকের ক্ষণিক নিদ্রাসুখের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া পথপ্রদর্শকের আহ্বান শুনিয়াও সাড়া না দিয়া অনন্ত দুঃখই বরণ করার ন্যায় বহু দুর্ল্লভক্ষণে অনর্পিতচর-প্রেমপ্রদানকারী শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রেষ্ঠ শ্রীরূপানুগবর্য্য শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের কৃপাসন্দর্শনের মহান্ সুযোগ পাইয়াও জড় দেহমনের সাময়িক সুখবিধানের জন্য বহুপ্রকারের কপটতা আশ্রয়পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিষ্কপটে আত্মসমর্পণ না করিয়া নিত্যমঙ্গল হইতে চিরবঞ্চিত হইতেছি, এমনই আমার দুর্দ্দৈব! তাই আজ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরসরস্বতীর অভিন্নবিগ্রহ জগদ্গুরু পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের নিজজনের শ্রীচরণে আমার এই প্রার্থনা, যেন তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা লাভ করিয়া শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে নিষ্কপটে শরণাগত হইয়া এই অনর্থযুক্ত ঘৃণ্য জীবনটা ধন্যাতিধন্য করিতে পারি।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা

কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ নিয়মিত হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে।

ধামে শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

গত ৬ই সেপ্টেম্বর ২১শে ভাদ্র শুক্রবার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা মহোৎসব নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী জীউর মঙ্গলারাত্রিক সমাপনান্তে গুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও রূপানুগবাঞ্ছক বাণীযুক্ত মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীপাদ সর্ব্বকিশোর দাস ভক্তিশাস্ত্রী ও পণ্ডিত শ্রীপাদ মধুমঙ্গল দাস কাব্যতীর্থ মহোদয় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা অনেকক্ষণ যাবৎ আলোচনা করেন। পাঠের পর অবিদ্যাহরণ-নাটমন্দিরে পুনরায় কীর্ত্তন হইতে থাকে।

অতঃপর ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরে গিয়া গুরুবৈষ্ণববন্দনার পর সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের পর ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তন হইলে সমাগত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ অবিদ্যাহরণ-নাটমন্দিরে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্য বিচিত্রবর্ণের পত্রপুষ্প ও বস্ত্রাদির দ্বারা একটী উচ্চ কাষ্ঠাসনে সুসজ্জিত করেন। অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্যমঠে গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর ভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুপূজা-সংখ্যা গৌড়ীয় ও শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ পাঠ করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর অবিদ্যাহরণ-নাটমন্দিরে আহূত এক মহতী সভায় শ্রীপাদ অনন্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অপার করুণা ও অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা অনেকক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন। এতদ্ব্যতীত ভক্তগণ প্রায় সমস্ত দিন ইষ্টগোষ্ঠীমুখেই হরিকথা আলোচনা করেন। শ্রীশ্রীগুরুপূজা উপলক্ষে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর দ্বারা প্রকাশিত শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্য সংলাপ গ্রন্থও আলোচিত হয়।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

১) শ্রীচৈতন্যমঠ[illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ঠাকুর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৬
সেবক—শ্রী[illegible]দেব দাসাধিকারী

৩। যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] - (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

(২১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
নুতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীমাধব দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible]চৈতন্য দাস

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীমহাপুরুষ দাসাধিকারী

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জেঃ [illegible], সি. পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড গয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩ [illegible] গৌড়ীয় মঠ
৮১১৭ বড় গদৌলিয়া, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী

(৩৫) পরমহংস মঠ,
পোঃ [illegible] সীতাপুর ইউ পি)
শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরানশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকৃষ্ণ গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ [illegible], মথুরা
সেবক—ঐ

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ দাসাধিকারী

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৪নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীপুণ্ডরীক পাণ্ডা

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] হিল, বোম্বে
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

(৫১) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী মাদ্রাজ
—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
[illegible] পোঃ পুরী উড়িষ্যা.
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) ভক্তিকুটী—[illegible] পুরী
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

৫৫ [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-প্রচার-কেন্দ্র
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রীত্রিভুবনমোহন দাস ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (যশোহর)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং ডালহৌসি ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ৩
৫১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, ই ৫
সেবক—স্বামী বিনোদবাণী দাসী

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ আফিস
সুন্দরবাগ, লক্ষ্ণৌ। ইউ-পি
সেবক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ আফিস,
[illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রকাশ-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		৷৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲			১৷০	৸
সিকিকলম ৫৲	৪৲			৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲		৭৲	৬৲
" এক কলম ১৪৲	১০৲		১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪॥০
" সিকি কলম ১৩৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৬৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	৸

প্রতি সংখ্যা ৵৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালীটি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত ও পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। গ্রন্থটী পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রেস, আর্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১০০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি- সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

ধাম-মায়াপুরে

—(১০১)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খাওয়া ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা আনুপূর্ব্বিকভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৫৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিষ্ণুলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ গবেষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে মোটা অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রী বলদেবকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সংস্কারক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপ্রমেয় জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রণালীতে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় ন্যায়বিদ্যাশাস্ত্রবিৎ ও লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান- ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক বিদ্যাবিনোদ মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্র ... এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে বহু উচ্চ এই গ্রন্থ, ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সার আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয় তালিকা (Contents) গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) । একখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫. পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ ... মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৪১	৬-১৯	৭ ১০	১৩-১৬	১৬-৫৩	১৭-৫৩	২২-৫১
দমদম ,,	৪-৫৮	৬-৩৫	৭-৩০	১৩ ৩৭		১৮-১২	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৮	৮ ০ ৭	৯-১৬	১৫-৩	১৮-৩৪	১৯-৪২	০ ২৫
(বদল) ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৩৩	১৫-১৭	১৮-৪২	১৯-৫৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩৪	৮-৩৮	১০-৮	১৫-৫১	১৯-১৭	২০-২২	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৫-০	১৭-৩২	০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৫-৪০	১৮-১১	১-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-২
দমদম ,,	১১-২০
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪
ছাঃ	১৫-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৪০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৮	৯-১০	১৪-১৬	১৬-০	১৮ ৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৬	৯ ৪৮	১৪-৫৫	১৬-৩৮	১৯-১১

ছাঃ	৭-৯	৮-৫০	১১-৪১	১৬-৫৩	১৯-২	২০-৫৭	০-৩৬
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯-২৩	১২-২৩	১৭-৩১	২০-১০	২১-২১	৪-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯-২৮	১২-৩৩	১৭-৪৩	২০-১৮	২১-৩৪	৪-২৩
দমদম ,,		১১-৩		১৯-০		২৩-৯	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-২২	১৯-২৩	২১-৫৫	২৩-২৩	৫-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ	১৪ ১৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫৫
ছাঃ	১৫-১৭
শান্তিপুর পৌঃ	১৫-৫১
(বদল) ছাঃ	১৬-৫০
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-৩৪
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩
[illegible]	১৯-২৩

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকা(শ)" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হই(য়া) থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক ... প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... অত্যন্ত অধিক। ... যাঁহারা সংযুক্ত ... এবং ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ... ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর ...

—৬১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
বেহালা, ২৪ পরগণা।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীযুত শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড । শ্রীমায়াপুর — ২৫শে ভাদ্র ১৩৪৭, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ মঙ্গলবার ১৬১তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

ক্যাটিগাটে জার্মান-জাহাজ ডুবি

ষ্টকহলমে জানা গিয়াছে যে, একখানি বৃটিশ-সাবমেরিণ গত সোমবার সকালে ক্যাটিগাট উপসাগরে (বাল্টিক সাগরের প্রবেশপথে) "মোরসন" নামক সৈন্যবাহী জার্মান-জাহাজকে (১০ হাজার টন) টর্পেডো দ্বারা ডুবাইয়া দিয়াছে। এ শতের বেশী আরোহী উদ্ধার পায় নাই এবং তিন হাজারেরও অধিক জার্মান জলে ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

নরওয়ে অভিযানে সৈন্য লইয়া সোমবার অপরাহ্ণ ৭ঘটিকায় ঐ জাহাজ খানি ডেনমার্কের কোন বন্দর হইতে ফ্রেডারিক সাউন্ড অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। একখানি ডেষ্ট্রয়ার ও ক্রুজার সঙ্গে ইহাকে পাহারা দিয়া লইয়া আসিতেছিল। রাত্রি প্রায় ৭॥টার সময় সাবমেরিণখানি ঐ জাহাজের নিকট পৌঁছে ও ইহাকে লক্ষ্য করিয়া টর্পেডো ছোঁড়ে। জাহাজের ঠিক মধ্যস্থলে টর্পেডো লাগার পরে সাবমেরিণখানি অদৃশ্য হয়। ভীষণ বিস্ফোরণে জাহাজখানা দ্বিখণ্ড হইয়া জলে ডুবিয়া যায়। ডেষ্ট্রয়ার ও ট্রলার অন্ধকারে নিমজ্জিত ব্যক্তিদিগকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করে এবং বেতারে বিপদের বার্ত্তা জানাইয়া সাহায্য চাওয়া হয়। ডেনমার্কের বহু ট্রলার উদ্ধারকার্য্যে সাহায্য করিয়াছিল। ডেনমার্কের উত্তর সীমা স্কাগেন অন্তরীপ ও ক্যাটেগাট [illegible] মধ্যে এই ঘটনা ঘটে। নরওয়েজে [illegible] জেলেদিগকে দুইদিন ছুটি দেওয়ার জন্য ঐ সকল সৈন্য উদ্ধার পাঠান হইতেছিল।

সুইডেনের পশ্চিম উপকূলে লিসেকিলে প্রকাশিত সংবাদে প্রকাশ, এক পক্ষকাল পূর্ব্বে স্কাগেরাকে আর একখানি সৈন্যবাহী জাহাজ টর্পেডো দ্বারা ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ব্রহ্ম প্রতিনিধি পরিষদ

চিট পে কে শাসনতন্ত্র পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিবার অনুমতি দিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করিয়া গত ২রা সেপ্টেম্বর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটী কার্য্যকরী না হওয়ায় গত ৫ই সেপ্টেম্বর প্রতিনিধি পরিষদের অধিবেশনে সরকারের অকর্ম্মতা সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য একটি মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। দীর্ঘকাল আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রী জানান যে, চিট পে যদি তাঁহার উপর ৯ মাস কারাদণ্ডের যে আদেশ হইয়াছে তাহা প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করেন, তবে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। অতঃপর প্রস্তাবটী প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয়।

মঙ্গোলিয়াতে জাপ-প্রিন্স নিহত

প্রিন্স নাশিমা কিও সাওকাওয়া অন্তঃ-মঙ্গোলিয়াতে এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রিন্সের বয়স ২৯ বৎসর এবং তিনি সৈন্যবাহিনীতে গোলন্দাজ ক্যাপ্টেন ছিলেন।

অস্ট্রেলিয়া নিবন্ধন এডমিরাল [illegible] গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর পদত্যাগ করায় ইয়র্কশায়ারের নৌ-ঘাঁটির অধ্যক্ষ এডমিরাল কোলভিন ঐ-কাজে নৌ-সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন।

———

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পুনরায় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইলে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় সমবায় সমিতি বিলে স্বতন্ত্রভাবে হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত কিনা তৎসম্পর্কে আলোচনা হয়। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় সমবায় সমিতির হিসাব পরীক্ষার জন্য রেজিষ্ট্রারই দায়ী। কৃষক-প্রজা পার্টির মিঃ হুমায়ুন কবীর প্রস্তাব করেন যে, রেজিষ্ট্রার ও সমবায় সমিতি বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র এবং গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত একটী প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রত্যেক সমিতির হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি বলেন যে, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই হিসাব পরীক্ষার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ থাকে। কংগ্রেসী সদস্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি সংশোধন প্রস্তাব সমর্থন প্রসঙ্গে বলেন যে, সুষ্ঠুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য স্বতন্ত্র একটি বিভাগের উপর হিসাব পরীক্ষার ভার অর্পণ করাই সঙ্গত। শ্রীযুক্ত ব্র কে, রায় চৌধুরী (কংগ্রেস) এবং বিরোধীদলের নেতা শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার দত্ত প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করেন।

শ্রীযুক্ত দত্ত বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, পাশ্চাত্য দেশে কোন প্রতিষ্ঠানের কার্য্য পরিচালনা বিভাগই হিসাব পরীক্ষা গ্রহণ করে না। সমবায় বা [illegible] ব্যাঙ্ক [illegible] আলোচনার পর [illegible] মিঃ আবদুল করিম [illegible] প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। অতঃপর অপরাহ্ণ ২-১০ মিঃ পর্য্যন্ত সভার কার্য্য স্থগিত থাকে। সামান্য সংশোধনের পর সভায় [illegible] ৭৪ ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

———

বৃটেনে আত্মরক্ষায় মার্কিনের সাহায্য

ওয়াশিংটনে [illegible] কমিটির একজিকিউটিভ ডিরেক্টর মিঃ ক্লার্ক [illegible] বলিয়াছেন যে, বৃটেনের [illegible] লোক [illegible] সাহায্য। [illegible] জানাইয়াছেন যে [illegible] গ্রেট বৃটেনে [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] হইয়াছে। [illegible] বোমারু বিমান [illegible] করিয়াছে।

[illegible] ডেস্ট্রয়ারের [illegible] বিক্রয় সম্পর্কে [illegible] হইয়াছে, তাহা [illegible] করিয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ [illegible] ১০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত 'ভক্তিভাবার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয় - শ্রীমদ্ [illegible] [illegible] সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক [illegible] মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বর্দ্ধিত-কলেবর [illegible] "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] [illegible] গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবমূর্তি [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী [illegible] [illegible]

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজা
উপায়ন-গ্রন্থমালা

——:o:——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাসমূহ হইতে আহৃত ১০৮টি বিষয়ে সকল অভিধেয় প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা —।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা —॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

১। 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

অধ্যাপক [illegible] এম্-এ, বি-এল্,

[illegible] পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

[illegible]

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—মূল ১০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরচিত শ্রীচৈতন্য-সদৃশ (অর্ধাংশ) ৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible]
৪। শ্রীশ্রীহরিনামচিন্তামণি (অর্দ্ধাংশ) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৵০, ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড- ৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড —৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা [illegible]
দীপিকা ।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। [illegible] ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত [illegible] ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ॥০
১৭। [illegible] ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৵০
২২। ভজন-রহস্য [illegible]
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৪
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ৪
(অর্ধাংশ) ১
২৬। গীতার কেমন ভাষ্য ভাষা [illegible]
২৭। [illegible] (সাপ্তাহিক) ২
২৮। [illegible] (সাপ্তাহিক) ৪
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৬
৩০। দীন-দিন-দর্পণ ৷৵
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ১
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶
৩৫। গীতমালা ৵১
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷
৩৯। শ্রীগোদ্রুম পরিক্রমা [illegible] ১
৪০। শরণাগতি ৵৷
৪১। গীতাবলী ৵৷
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵৷
ঢাকা ৴

৪৪। নবদ্বীপশতক
৪৫। [illegible]
৪৭। [illegible]
৪৮। [illegible] (পকেট সংস্করণ)
৪৯। [illegible]
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)
৫১। প্রমেয়রত্নাবলী
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌড়কণ্ঠহার
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয়
৫৫। [illegible]
৫৬ ভাগবত ও ভক্তিগণ
৫৭। ঈশোপনিষদ (অন্বয়াদিসহ)
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। সংবাদবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার ।০
৬২ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible] ।০
৬৩। নবীন-সিদ্ধান্তসমুচ্চয় ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। [illegible] ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয় [illegible]
৬৭। [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত
৭০। [illegible]
৭১। বেদান্ত—উইথ [illegible] ।০
[illegible]
৭২। [illegible] ৷৵
৭৩। [illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। [illegible]
[illegible]
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ) ১

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷
৮১। সাধন-পথ ৷
৮২। [illegible] ৵৷
৮৩। গীতাবলী ৵৷
৮৪। শরণাগতি

জার্ম্মান ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ বর্ষ | ২৪ হৃষীকেশ ৪৫৪ গৌরাব্দ ২৫শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১০ই সেপ্টেম্বর খৃঃ ১৯৪০, মঙ্গলবার | ১৬১ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ হৃষীকেশ বাম্ প্রহ্লাদ গৌরাব্দ ৪৫৪

শ্রীরাধাষ্টমী

গতকল্য জগদ্‌গুরু পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে প্রত্যেক মঠে মঠে বিশুদ্ধ হরিকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী তিথি উদ্‌যাপিত হইয়াছেন। এই তিথিবরা আমাদিগকে সেবা সুযোগ প্রদান করিবার জন্য জগতে কৃপাপূর্ব্বক উদিত হন। আমাদের সেবা করিবার কোন যোগ্যতা না থাকিলেও শ্রীশ্রীরাধানিজজন নিত্যারাধ্য পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে এই তিথিবরার বন্দনা করিতেছি। এই তিথিতে অনোধিনসম্ভবা শ্রীরাধা এই প্রপঞ্চে আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অজ ভগবান্ কৃষ্ণের জন্ম যেমন অসাধারণ, কৃষ্ণশক্তি শ্রীরাধার জন্মও তেমনি অতিমর্ত্ত্য।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ একই বস্তু। তবে একজন শক্তিতত্ত্ব ও আর একজন শক্তিমত্তত্ত্ব, একজন আশ্রয়বিগ্রহশিরোমণি ও আর একজন বিষয়বিগ্রহ। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে অবস্থিত। রাধা হচ্ছেন সমস্ত শোভার খনি। তিনি ভুবনমোহন শ্যামসুন্দরের মনোমোহিনী। উভয়ে একই বস্তু হইয়াও আস্বাদক ও আস্বাদ্যরূপে দুই দেহ। গোলোক-বৈকুণ্ঠে যত শক্তি ও লক্ষ্মী আছেন, তাঁহাদের সকলেরই মূল শ্রীবৃষভানুনন্দিনী। তিনিই কৃষ্ণপ্রেমের গুরু, তিনি কৃষ্ণময়ী, অন্তরে বাহিরে তাঁহার কৃষ্ণতন্ময়তা। তিনি আশ্রয়তত্ত্ব বিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় এবং মূল আশ্রয়-বিগ্রহ। তিনি গোবিন্দানন্দিনী—গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব—স র্ব কা ন্তা শি রো ম ণি। সেই শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর কথা শ্রীগৌরসুন্দর কৃপা-পূর্ব্বক জগৎকে জানাইয়াছেন। আর গৌরনিজজন পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় আমরা তাঁহার অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।

বিভুজমুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ যে একটী গোপীর সহিতই সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন, তিনিই আমাদের নিত্যোপাস্যা শ্রীবৃষভানুনন্দিনী। তিনি বলদেবাদিরও উপাস্যা। শ্রীনন্দযশোদা যে রসের পরম-চমৎকারিতা ধারণা করিতে পারেন না—উদ্ধবাদি শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ যে রসের জন্য লালায়িত, সেই মধুর রসের সেবিকাগণের মধ্যে তিনি সর্ব্বোত্তমা। তিনি গুণে, রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে ও প্রেমের দিক্ হইতে সর্ব্বাধিকা। এই গোপীশিরোমণির সেবালাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। একমাত্র রাধানিজজন শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে তাঁহার পরিপূর্ণ সেবানন্দেই রাধাদাস্য লাভ হইতে পারে। এই রাধাদাস্যই আমাদের পরম লোভনীয় বিষয়। শ্রীগুরুদেব রাধাভিন্নবিগ্রহ। তাঁহার পাদে নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে রাধাদাস্য লাভ করা অতি সহজ হইয়া পড়ে। কারণ, শ্রীগুরুদেব শ্রীরাধার প্রিয়তমজন।

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর ভাব ও কান্তি লইয়া শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরই শ্রীকৃষ্ণ। রাধা-দাস্যাভিলাষের সহিত গৌরবিহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনই কৃষ্ণারাধনা। একমাত্র রূপানুগগণই শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিতে পারেন। সেইজন্য ইহা তাঁহাদের একচেটিয়া সম্পত্তি। আবার লোভই এই সেবালাভের মূল্য-স্বরূপ। ঐশ্বর্য্যগন্ধের লেশমাত্র থাকাকালে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবালাভ হয় না।

বিধিমার্গে কৃষ্ণের যে উপাসনা তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে বিষ্ণুরই উপাসনা। ব্রজের শান্তদাস্য প্রভৃতি রসের রসিকগণ শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ারসের সহায়ক বলিয়া তাঁহাদের উপাসনা শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা। অনর্থযুক্ত অবস্থায় তাঁহার আরাধনাও ঘটে না। যে সকল পরম-সুকৃতিশালী সাধক শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় সম্পূর্ণভাবে অনর্থ-মুক্ত হইয়া রাধাদাস্যের জন্য সহজ ও স্বাভাবিকভাবে লোলুপচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ এই রাধাদাস্যে নিযুক্ত করেন।

রাধাভজন ব্যতীত কৃষ্ণভজনের যে চেষ্টা তাহা বৃথা পরিশ্রমমাত্র। কিন্তু তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া ও দৃঢ় বলিয়া তাঁহার আনুগত্যে যে কৃষ্ণভজন, তাহাই বাস্তব কৃষ্ণভজন। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—

রাধাভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণভজন তব অকারণে গেলা॥

• • •

যে ধরিল রাধাপদ পরম যতনে।
সে পাইল কৃষ্ণপদ অমূল্য রতনে॥
রাধাপদ বিনা কভু কৃষ্ণ নাহি মিলে।
রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে বলে॥

রাধাভজন ব্যতীত যেরূপ কৃষ্ণভজন হয় না, সেইরূপ রাধাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরু-দেবের সেবা ও কৃপা ব্যতীত রাধাদাস্য লাভ হয় না। গুরুপাদে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার যত্ন না করিয়া রাধাদাস্য করিবার যে যত্ন বা চেষ্টা, তাহা বাস্তবিকই পণ্ডশ্রম। সেইজন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সর্ব্বাগ্রে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করা দরকার। তাঁহার কৃপাই হারানিধি পুনঃ-প্রাপ্তির উপায়। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

অক্রোধ পরমানন্দ, নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান-শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥

নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে
ধর নিতাই চরণ দু'খানি॥

তাই আজ সেই গৌরধামে নিজজন পরমারাধ্য জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে কৃপা করিয়া আমা-দিগকে শ্রীশ্রীরাধাদাস্যলোভ অর্পণ ও ভজনসেবার সুযোগ প্রদান করুন—ইহাই ইহার অপ্রাকৃত শ্রীপাদপদ্মে আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

কৃষ্ণ আমার পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

কেন ভজন হয় না ?

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর)

অনেক সময় ভাবি, আমার হরিভজন হইতেছে না। কিন্তু কেন হ'লো না, কেন হইতেছে না, তাহার কারণ কিছুই অনুসন্ধান করি না। ভক্তিশাস্ত্রের পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ভগবান সদ্গুরু স্বয়ং হইয়াছেন—দেশের ধর্ম ও পূর্ণবৈভব শুধু শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিত, কিন্তু তবু কেন এ ভজন হইতেছে না, ইহার কারণ কি? এটা ঠিক যে, যাহার বহু সদ্গুরুর সহায় বিনা কোন দিন কেহ হরিভজন করিতে পারে নাই বা পারিবে না। গুরুদেব যে সে তত্ত্ব নহেন—গৌরশক্তি-স্বরূপ রূপানুগবর। তিনি অবতার অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। তিনি গুরুদেব। ত্রিজগতে যত জীব আছে, শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ব্যতীত কাহারও অন্য গতি নাই—শ্রীরাধাগোবিন্দপাদপদ্ম পাইবার আর অন্য উপায় নাই। কেন শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর এত মর্য্যাদা? কারণ, তিনি ভক্তিদেবী বা ভক্তিদেবের আচার্য্য—ভক্তিরসামৃতের মূল মহাজন। তাঁহার ন্যায় শ্রীরাধাগোবিন্দের এত ঘনিষ্ঠ সেবক আর কেহই নাই। এইরূপ সৌন্দর্য্যে রূপ আছেন বলিয়াই—এইরূপ সেবা-মাধুর্য্যে রাধাগোবিন্দকে মুগ্ধ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার এত রূপের ছটা। সেই রূপবরূপের ছটা প্রাকৃত নহে, কেননা উহা অপ্রাকৃত নবীনমদনকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। তাই তাঁহার নাম শ্রীরাধা-গোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর রাখিয়াছেন "শ্রীরূপ"। আমার গুরুদেবও সম্পূর্ণ রূপানুগ। তাঁহার সেবার মাধুর্য্যে রাধা-গোবিন্দের মান-মন মুগ্ধ—আকৃষ্ট। তিনি কৃষ্ণসেবায় সমুজ্জ্বল রত—সেবা-সৌন্দর্য্যে ভূষিত, তাই তিনি সুদর্শন। আর আমি তাঁহার সেবক পরিচয় দিয়া কুদর্শন বা কুরূপ কেন? হরিভজন হইতেছে না বলিয়াই ত' আমি এত কুরূপ বা কুদর্শন !

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তির সংজ্ঞায় উহার স্বরূপলক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—"সা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ" অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির স্বরূপলক্ষণ এই যে, উহা কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে। তাহা হইলেই দেখা গেল, ভক্তি হ্লাদিনীর সারবৃত্তি-বিশেষ। কেননা, হ্লাদিনীশক্তি "গোবিন্দানন্দিনী", "গোবিন্দমোহিনী", উহা গোবিন্দ বা গোপগণের আনন্দদায়িনী; উহাই বা কৃষ্ণের—অংশের কৃষ্ণশ্রী ও বা প্রাকৃত মদনের বৃত্তি নহে। উহা মদনমোহন-মোহিনী. উহা ভুবনমোহিনী নহে—ভুবন-মোহন-মোহিনী। আনন্দ সকল সত্তার মধ্যেই নিহিত আছে। ঐ আনন্দ যখন অবস্থান কৃষ্ণস্থ ভোগ করেন, তখন যে জীবের সেই আনন্দের উদ্দেশ্যে চেষ্টা না দিয়া, তাহাকে 'শক্তি' বলে। তাহাতে জীবেরও আনন্দ। একের আনন্দে অন্যের আনন্দের ব্যাঘাত হয় না। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান নাই উহাতে কৃষ্ণের সম্বিৎ বলিয়া একটী শক্তি কার্য্য করে। সেই শক্তির কার্য্যই—সে কৃষ্ণকে আনন্দ জানায়—সুখভোগ করায়, আর কৃষ্ণের আনন্দ উপভোগ করিবার অবসরেও জীবের নিকট প্রকটিত করায় এবং জীবও কৃষ্ণের আনন্দ হইতেছে বলিয়া জানিতে পারে। তাই কৃষ্ণকে আনন্দ দিবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণানুভূতিও যুগপৎ এবং অচ্ছেদ্য-ভাবে প্রবল। কিন্তু আমি যে সব জড়ের ক্রিয়ায় বা ক্রিয়া-বাহুল্যে মত্ত বা মগ্ন, তাহাতে আমার সুখ হইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণের যে সুখ হইতেছে, সেই অনুভূতি কোথায়? উহা জানিতে পারিতেছি না কেন? এই বুদ্ধি বা উপলব্ধির অভাব বা তত্ত্বজ্ঞানের অভাবের মূলে সাম্প্রতিক প্রতারণা-শাঠ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সাধনরাজ্যে সদ্গুরুর পদতলে আসিয়া সদ্গুরুর শিষ্য পরিচয়ে পরিচিত দুই প্রকার ভক্তকে আমরা লক্ষ্য করি। কেহ কেহ আছেন, তাঁহারা সদ্গুরুর নিকট বসিয়া হরিকথা-শ্রবণে সর্ব্বদা উন্মুখতা দেখান, কিন্তু হরিসেবাকার্য্যে—গুরুদেবের নিজকার্য্যে যাহাতে দেহকে বা কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়কে চালনা করিতে হয়, ঐরূপ ব্যাপারে একটু উদাসীন অর্থাৎ একটু আলস্যপ্রধান-ধাতু বা একটু ক্রিয়া-চেষ্টাহীন ভাব। ইঁহারা কর্ম্মঠ বা পরিশ্রমী নহেন বা একটু শ্রমজনক সেবাকার্য্যে কুণ্ঠাপ্রবণ। আবার কেহ কেহ আছেন, তাঁহারা হরিকথাশ্রবণ হউক্ বা না হউক্, হরিকথাশ্রবণে দৃঢ়চেষ্টা, মূলত থাকুক্ বা না থাকুক্, খুব কর্ম্মঠ, পরিশ্রমী এবং দৈহিক চেষ্টার কার্য্যে সদাই উন্মুখ। আমি উভয় দলভুক্ত। আলস্য-প্রধান-ধাতু হইয়া ভাবি যে, হরিকথা বসিয়া বসিয়া শ্রবণ করিলেই তত্ত্বকথায় পারদর্শী হইয়া জগতে একজন 'পণ্ডিত' বলিয়া খ্যাতি লাভ হইবে এবং বিবাদিগণের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডায় যাহা 'জয়ী হইয়া একটী বড় প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে। যথাসময়ে অবশ্য বৈষ্ণবের পরিশ্রমলব্ধ ভিক্ষাতে প্রিয় উদর পূরণ করিতে কোন ত্রুটী হইবে না। তখন ভুলিয়া যাই যে, "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ" "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন ** সেবয়া" এই বাক্যদ্বয়ের 'সেবোন্মুখে' এবং 'সেবয়া' কথাটী চিত্তে আদৌ স্থান পায় না। তাও কি কখনও হয়! কৃষ্ণোপলব্ধি বা পরেশানুভবই ত' সম্বন্ধ। জগতে "টান" বলিয়া যে একটী কথা আছে, সেই "টান"ই সম্বন্ধের মূল। যদি তত্ত্বকথাশ্রবণেই অত উন্মুখতা—অত ব্যগ্রতা, তাহা হইলে তাঁহার কথাকে আমার ইহ ও পরকালের একমাত্র কথা বলিয়া সেই 'টান' কৈ? তত্ত্বকথাশ্রবণের ফলে ত' কৃষ্ণের প্রতি আমার এই "আপনার" বলিয়া "টান" বাড়িবে। তাহাই যখন নাই, তখন তত্ত্বকথা শ্রবণ হইতেছে না, বুঝিতে হইবে। চেতনময় গুরুদেবের চেতনময়ী বাণী বা কৃষ্ণকীর্ত্তন কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। উহা জীবহৃদয়ের কন্দর বা অভ্যন্তর অর্থাৎ যাবতীয় ভোগপ্রবৃত্তিকে বলপূর্ব্বক ধ্বংস করিয়া সেই হৃদয়কে নিজের সাম্রাজ্যরূপে পরিণত করিয়া নিজের বিহার-ক্ষেত্র করেন। চেতনময়ী কীর্ত্তনবাণীর এতদ্ অদ্ভুত প্রভাব! শেষোক্ত দলের মধ্যেও আমি একজন। প্রত্যেক কার্য্য বা প্রত্যেক দ্রব্যকে কৃষ্ণের ভাব কৃষ্ণাভিমানে বিগ্রহরূপে—আমার সেব্যরূপে—আমার ভোক্তৃরূপে—পরিচালক বা চেতনময়রূপে জ্ঞান করি কৈ?

প্রথম প্রথম যখন গুরুদেবের নিকট আসিয়াছিলাম, তখন তাঁহার শ্রীমুখে প্রায়ই শুনিতাম—(আজও তাঁহার বিরাম নাই, কখনও বিরাম হইতে পারে না। কেন না, তাঁহার নিত্যধর্ম্ম তাই!) তিনি পার্শ্বস্থিত প্রাচীরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেন,—সেই জিনিষটী (প্রাচীর) যখন আমাকে দেখা'বে, তখনই তাহার রূপ দেখিতে পাইব—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।" কথাটী শুনিয়া অবাক্ হইয়াছিলাম। এও কি হয়? আমি ত' প্রাচীরের দ্রষ্টা, প্রাচীর ত' কখনই আমার দ্রষ্টা নহে. উহা ত' সহজ বুদ্ধিরই বৃত্তি, কিন্তু তিনি এইরূপ অর্থ কখনই উদ্দেশ করেন নাই। যে কাল পর্য্যন্ত আমি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ প্রভৃতি দুষ্ট সাহায্যে দ্রষ্টা বলিয়া অভিমান করিব, সেইকাল পর্য্যন্তই আমি জড়ের দ্রষ্টা বা ভোক্তা—সেইকাল পর্য্যন্তই আমি জড়ের সঙ্গী 'কল্যাণী কর্ত্তা', আমি শাক্তেয়-বাদী; কেননা, অচিৎ বা কালপ্রসূত দ্রব্য সাহায্যে অচিৎ ক্রিয়ার কার্য্যরূপে অচিৎ দৃশ্য বস্তুকেই অচিদ্বস্তুর দ্রষ্টৃরূপে দর্শন করি অর্থাৎ অচিৎকেই বস্তুর কারণরূপে স্থাপন করি—ইহাই ত' হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির আসুর ধর্ম্ম! যুগে যুগে, শুধু যুগে যুগেই বা বলি কেন, প্রতি জীবের হৃদয়েই অনাদিবহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন এইরূপ চেষ্টা নিহিত আছে। দৃশ্য বস্তুকে আমার ইন্দ্রিয়ভোগ্য জ্ঞান করিয়া আমি তৃপ্ত হই, মনে প্রকৃত আনন্দ লাভ করি, কিন্তু দৃশ্য বস্তু ত' কিছু আনন্দ পায় না—আমার আনন্দে ত' তাহার আনন্দাভাব! এখানে আমি অহঙ্কারবিমূঢ় কর্ত্তা, অন্তঃকরণের ধর্ম্ম 'শ্রদ্ধা' বা 'প্রণিপাত' বিসর্জ্জন দিয়া দ্রষ্টা বলিয়া অভিমানী! গুরুদেব বলিয়াছিলেন, "দেওয়াল যখন আমাকে দেখাবে, তখন আমি দেখিব।" তাহা হইলে দেওয়ালই আমার পরিচালক। পরিচালক বস্তুকে ত' আমার ইন্দ্রিয়সাহায্যে যেচ্ছামত গঠন করিতে পারি না। পরিচালক—বিষ্ণু—বিষ্ণু-বস্তুর ধর্ম্ম উহা নহে, তিনি কখনও কাহারও ইন্দ্রিয়সাহায্যে গঠিত বা পরিচালিত হন না—তাঁহাতে সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিমত্তা বা স্বতঃকর্ত্তৃত্ব বর্ত্তমান। দেওয়াল যা'র পরিচালকই হন, তখন তিনি কখন দেওয়াল-পদবাচ্য নহেন। কথাটি জড়ের ভাষায় বলিতে গিয়া "প্রাচীরকর্ত্তা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি অর্থাৎ হরিবিমুখগণ জগতে ভোগবুদ্ধি-চালিত হইয়া বা ইন্দ্রিয়-ভোগ্যজ্ঞানে যে সব সংজ্ঞা বস্তুকে দেওয়া হয়, ব্যাপক বা বিষ্ণু বা বিষ্ণুর সেবকগণ বস্তুকে বিষ্ণুরই অধিষ্ঠিত বৈকুণ্ঠজ্ঞানে ঐরূপ সংজ্ঞা দিলেও উহাকে হরিবিমুখের ন্যায় ভোগ্য জ্ঞান করেন না। প্রহ্লাদের হরিভজন ছিল, তাই তিনি স্ফটিকস্তম্ভ—যাহা হিরণ্যকশিপুর নিকট ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য পাষাণ বস্তুরূপে পরিচিত ছিল, তাহাকে তিনি স্ফটিকস্তম্ভ জড়বস্তু জ্ঞান না করিয়া বিষ্ণু বা বিষ্ণুবস্তুজ্ঞানে 'বাসুদেব' বলিয়া সংজ্ঞিত করিলেন। এই স্থলে আমরা দেখিতে পাই, জগতে বস্তুর যে সব সংজ্ঞা বর্ত্তমান, হরিবিমুখগণ নিজের প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত হইয়া তাহা সৃষ্টি করিয়াছে। হরিসেবোন্মুখগণ ঐ বস্তুকে ঐরূপ সংজ্ঞা দিলেও ঐরূপ উদ্দেশ্যে সংজ্ঞার অর্থ ব্যবহার করেন না।

(ক্রমশঃ)

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ

মনের গতি কোন্ দিকে ?

——:০:(০):০:——

এই জগৎটা মায়াদেবীর দুর্গ। এই দুর্গে মায়াদেবী এমন কোন ছিদ্র রাখেন নাই—যে স্থানের মধ্য দিয়া অন্ততঃ একটুও সত্যসূর্য্যের আলোক প্রবেশ করিতে পারে। যখন অনেক চেষ্টা করিয়া মহা বলবান ও সুচতুর বৈকুণ্ঠের দূত অনেক কৌশলে মায়ার দুর্গে সত্যালোকের একটুও আভাস প্রদান করিতে চান, তখন আমরা সেই আলোকের সন্ধান পাইয়াও যেন অন্ধের ন্যায় রহিয়াছি, জগতের প্রতি অত্যধিক প্রীতি ও বিশ্বাস থাকার জন্য তাহা দেখার বাধাই: বৈকুণ্ঠের অপ্রাকৃত দূত যতই অপ্রাকৃত রাজ্যের নূতন নূতন বার্ত্তা আনয়ন করিয়া সম্পূর্ণরূপে আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইতে চান, আমরাও তাঁহার প্রতি ততই অনাদর প্রদর্শন করি। আমাদের নিকট যত ভাল কথা বলা হউক্ না কেন, পরক্ষণেই দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা যেখানে ছিলাম—পূর্ব্বে যে মোহ-নিদ্রায় মগ্ন ছিলাম সেই অবস্থায় সেইখানেই রহিয়াছি। চেতন বস্তুর সন্ধান পাইয়াও তাহার প্রতি যে অনাদর, তাহাই ভোগ বাসনার বীজ। জড় বস্তুর প্রতি অত্যন্ত প্রীতি থাকিলে জগৎ ভোগ করিবার স্পৃহা হয়। জীবের এই অবস্থা চরম দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। শুদ্ধভক্তের নিকট নিরন্তর ব্যাকুল ক্রন্দন করিলে তাঁহাদের কৃপায় এই বাসনা সমূলে বিনষ্ট হইয়া তাঁহাদের সেবালাভ হইতে পারে। তাঁহাদের নিকট ক্রন্দন করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস দরকার। সুতরাং হরিভজনের মূলেই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস। এই শ্রদ্ধার অপর নাম ভক্তিবীজ। ভক্তিবীজলাভের একমাত্র বাধা আমাদের মন। মনই জীবের বন্ধনের কারণ।

এই জগতের মূল আদর্শ চিজ্জগৎ হইতে যাঁহারা প্রেরিত হইয়া এ জগতে অবতীর্ণ হন, তাঁহাদের সমগ্র চরিত্র মানবজাতির একটা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ আদর্শের জীবন্মূর্ত্তি। তাঁহারা জগতে কিছু ভাঙ্গিতে বা গড়িতে আসেন না। ভাঙ্গা-গড়াটা—সাগরের ঢেউ উঠা-নামার মত। কিন্তু তাঁহারা আসেন জগৎকে তাহার সহজ স্বভাবে পুনঃ স্থাপন করিতে। সেই সাধুর প্রতি যদি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে কেবল দাঁড়াইয়া থাকিয়া জড়ের দাস করিতে করিতে অনন্ত নরকের দিকে ধাবিত হইয়া যাই কি? যিনি আমাদের একমাত্র নিত্যাশ্রয়, নিত্যপ্রভু, পালক, নিয়ামক, [illegible] ও পরিচালক, সেই জগদ্‌-দেবতার প[illegible] ও বিশ্বাস না করিয়া জড় ও অনিত্য বস্তুকে বিশ্বাস করিতেছে। একমাত্র মঙ্গলময় সাধুর প্রতি বিশ্বাস না করা বা সন্দেহ করার নামই আত্মহত্যা। এই আত্মহত্যা কার্য্যের সহায়ক বা পৃষ্ঠপোষক—মন। মনই আবার দশটা ইন্দ্রিয়কে যথেচ্ছরূপে পরিচালনা করিয়া থাকে। মনই ইন্দ্রিয়ের অধিপতি। তাহার একমাত্র কার্য্য শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় বাধা প্রদান করা—স্বরূপ-ধর্ম্মের প্রতিকূল আচরণ করা। মনই আমাদের হরিভজনের একমাত্র প্রধান শত্রু, সে কিছুতেই 'আমি'র বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেয় না। দেহ আবার মনের প্রধান সহায়ক। সুতরাং উভয়েই আমাদের পরম শত্রু। তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"'আমি'র বিচারের অন্দর-মহলে ঢুকবার পূর্ব্বে দু'টো ফটকে দু'টো দারোয়ান দাঁড়িয়ে র'য়েছে, তা'রা 'আমি'র কাছে যেতে দিচ্ছে না। কৃষ্ণের অঙ্গ গন্ধ কেন পাচ্ছি না? কৃষ্ণের পদ্ম-নূপুর-মুরলী নিনাদ কাণে আসছে না কেন? বাজার গোলমাল, জগতের কর্ণ কোলাহল কাণে ঢুকছে কেন? বর্ত্তমান সময়ে আত্মা সুপ্ত থাকার জন্য এজেন্টগুলো—ম্যানেজারগুলো মাঝ পথে মন ফাঁকি দিচ্ছে। মনোধর্ম্মজীবী আমাকে—আত্মাকে ফাঁকি-দেওয়া মন কুপরামর্শ দিয়ে প্রেয়ঃপথে লিপ্ত করছে। মনের মনিব—আত্মা, বাক্ হ'চ্ছে—কোষমান্, যেন স্বভাব কোষমান্ থাকে। চেতনের বাক্ এক প্রকার, আর অচেতনের বাক্ অন্য প্রকার। মনটা হ'চ্ছে অনাত্মা।"

হরিভজন করিবার অভিনয় করিতে আসিয়াও যদি মনকেই গুরু করিয়া থাকি, তাহা হইলে অপ্রাকৃত গোলোকধাম হইতে এই প্রপঞ্চে আমাদিগকে স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন যে সাধু, সেই নিত্যমঙ্গলবিধাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা পাওয়া যাইবে না। সুতরাং এই মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাই প্রত্যেকের দরকার। এই প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার মত শক্তি-সামর্থ্য আমাদের নাই। সেইজন্য অপ্রাকৃত সেনাপতি গুরু-নিত্যানন্দের বলের সাহায্য দরকার। গুরু-নিত্যানন্দই অস্ত্র দিবেন। সেই অস্ত্র—একমাত্র কৃষ্ণকথা। শ্রবণ-কীর্ত্তন। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বোপায় নিরোধ[illegible] শ্রীগৌরসুন্দরও এই বিষয়ে কলিযুগে কলিহতজনের জন্য অন্য কোন অস্ত্র ব্যবস্থা করেন নাই। আমাদের যদি স্বদেশে, বা [illegible] ফিরিবার সখ [illegible] থাকে তবে অকপটে সর্ব্বতোভাবে [illegible] সাহায্য করিবেন।

হরিভজনেচ্ছুর মানস [illegible] কোন দিকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই, যাহা তাঁহার [illegible] [illegible] পারে। তিনি নিষ্কপট। তিনি অনুক্ষণ কৃষ্ণ কীর্ত্তনরত। তিনি লোকের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করেন। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমাদের মন জড়ের দিকে যাইতেছে, কি চেতনের দিকে যাইতেছে, গুরু ও বৈষ্ণব তাঁহাদের কৃপাসঙ্কল্পের জন্য ব্যাকুল হইয়া দেখিতেছেন—যেন মন লক্ষ্য করিবার বিষয় না হয়, অর্থাৎ এক কথায়, কাণের 'মনে'র দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া আমাদের সমস্ত কার্য্যই [illegible]। প্রত্যেক প্রতি কার্য্য প্রভৃতি গুরু-সেবককে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পথে উত্তরোত্তর অগ্রসর করাইতেছে। তাঁর প্রত্যেক বাক্য ও ক্রিয়াধারার মধ্যে কেবল অভাব উপলব্ধি করিতেছেন। যদি বাহ্যিকভাবে প্রতি কার্য্যের মধ্যে কৃষ্ণকীর্ত্তন না করি, হরিগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গের অভাব উপলব্ধি না হয়, উত্তরোত্তর গতিবিশিষ্ট না হইতে পারি তবে সেই বাক্য নিশ্চয়ই বন্ধ হইয়া যাইবে, যদিও তাহা দেখিতে সেবার আকারে আছে। সেবা কথাটি যেখানে আছে, সেখানে কেবল হরি, কৃষ্ণকীর্ত্তন বা কৃষ্ণকৃতি।

কায়, মন ও বাক্য—এই তিনটী বস্তুর মধ্যে কায় ও মন—এই দুটী জড়বস্তু। বাক্য যদি চেতন হয়, তবেই চেতনের সঙ্গলাভ সম্ভব, আর বাক্য যদি জড় হয় তবে অচেতনের সঙ্গলাভ অবশ্যম্ভাবী। আবার বাক্যই মনকে নিয়মিত করে। সুতরাং সর্ব্বক্ষণ হরিকথা রূপী চেতনবাক্যের মধ্যে থাকা দরকার। নতুবা মন জড়ের দাস করাইতে বাধ্য। অন্যথা যাহা বলি বা আলোচনা করি তাহাও আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে আসে। [illegible]

[illegible]

[illegible] আমাদের [illegible] হৃদয়ে [illegible] তাঁহার [illegible] মনের [illegible] [illegible] যায়। তিনি বলিয়াছেন—

এই মন রাঙ্গা[illegible] [illegible]
যখন দোষেতে ভরা তোর।
আর কিছু না করিয়া বৈষ্ণবের নাম [illegible]
[illegible]

আমাদের এই [illegible] [illegible] কি [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়াছেন—

গুরুদেব !
মন যে পাগল মোর !
না মানে শাসন [illegible]
[illegible]

গুরুদেব !
[illegible]
অনেক দিন [illegible]
[illegible]

গুরুদেব !
[illegible]
প্রবল ইন্দ্রিয় [illegible]
না ছাড়ে [illegible]

গুরুদেব !
[illegible]
মনকে [illegible]
[illegible]

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬/১ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ১১১৩
সেবক—[illegible] অধিকারী

৩। [illegible] পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রেমগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনীলমাধব ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ অধিকারী

(১১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ [illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible] -(শ্রীনৃসিংহদেবের প্রাচীন বিগ্রহবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭। [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৪) [illegible]
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জেঃ [illegible], ইউ, পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
৮/২৭ [illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible] ইউ পি।
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রী[illegible] মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ [illegible], মথুরা
সেবক—ঐ

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ অধিকারী

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
[illegible] রোড
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভূর, [illegible] গোদাবরী মাদ্রাজ
—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

৫২। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী দাস অধিকারী

৫৩। পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৪। ভক্তিকুটী—[illegible] মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৫ [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৯। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], গোদাবরী
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], গোদাবরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ [illegible] (মাদ্রাজ)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (মাদ্রাজ)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্লাট নং ১
৫১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন
সেবক—[illegible] স্বামী

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪/৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ আফিস
[illegible] ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ আফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible]শেখর ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রী[illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রকাশিত-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
১ কলমে প্রতি লাইনে	।০		।৶০	।০
" ইঞ্চি ২৲			১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲		৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲		৬৲		৫৲
এক কলম ১২৲		১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুল সহ)	
ষাণ্মাসিক	৩৲
ত্রৈমাসিক	২৸০
মাসিক	১৲

প্রতি সংখ্যা এক । বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালীই ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত ও পরম উপকৃত হইবেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সরল ও মধুর। গ্রন্থটি পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১০০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক স্তবের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১২ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত্র, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্বদ্বিশ্রুত মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে মোটা অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রী বলদেবকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সাত শত পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান— শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::•::— —

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সংস্থাপক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অফুরন্ত জীবনচরিত্র এতাবৎকাল সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরভাবে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অন্তেবাসী ভক্তিশাস্ত্রাভিজ্ঞ সুলেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল মহাশয় মহামহোপদেশক পারতত্ত্ব আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর সাংখ্যতীর্থ সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের সুযোগ্যতা এবং পরিশ্রম লেখনীর অদ্ভুত কর্ম আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত্র-গাথা বহু রচন। এই গ্রন্থ অতিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মার্জিত ও বিশুদ্ধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩৯ অধ্যায়ে প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা - ১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান - মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া জেলা নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৪১	৬-১৯	৭ ১০	১৩-১৬	১৩-৫৬	১৭-৫৬	২২-৫১
ব্যাণ্ডেল ,,	৫-৫৮	৬-৩২	৭-৩০	১৩ ৩৭		১৮-১১	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৮	৮ ০ ৭	৯-১৬	১৫-৩	১৮-৩৪	১৯-৪২	০-২৫
(বদল) ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৩১	১৫-১৯	১৮-৪২	১৯-৫৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩৪	৮-৫৮	১০ ৮	১৫-৫১	১৯ ১৭	২০ ২২	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-১১		১৫-০	১৭-৩২	২০ ৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৫-৪০	১৮-১১	২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৯
ব্যাণ্ডেল ,,	১০-২০
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-১৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪
ছাঃ	১৫ ০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫ ৭০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৮		৯-১০		১৪-১৬	১৬ ০	১৮ ৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৬		৯ ৪৮		১৪ ৫৫	১৬ ৩৮	১৯-১০
ছাঃ	৭-৯	৮-৫০	১১-৪১	১৬-৫৬	১৯-৯	২০-৫৭	৫ ৩৬
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯-২৩	১২-২৬	১৭-৩১	২০-১০	২১-২৯	৪-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯-২৮	১২-৩৬	১৭-৪৩	২০-১৮	২১ ৭৪	৪ ২৩
ব্যাণ্ডেল ,,		১১-৪		১৯-০		২৩ ৯	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১২৭০	১৪-২১	১৯ ২৬	২১ ৫৫	২৩ ২৬	৬-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ	১৪ ১৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫৫
ছাঃ	১৫-১০
শান্তিপুর পৌঃ	১৫-৫১
(বদল) ছাঃ	১৬ ৫০
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-৫৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৫
কলিকাতা পৌঃ	১৯-২৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীতে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়, জ্বরের সকল কাঠিন্য অবশ্য আবশ্যক। বিভিন্ন প্রকারের সংযুক্ত আনাইয়া এবং নূতন প্রথম একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং ভুবনমোহিনী রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ বর্ষ | ২৬ হৃষীকেশ ৪৫৪ গৌরাব্দ ২৭শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১২ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪০, বৃহস্পতিবার | ১৬২-৬৩ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ২১শে ভাদ্র শুক্রবার শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আবির্ভাব-উৎসব কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে মঠবাসী ভক্তগণের দ্বারা নিরন্তর হরিসংকীর্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিকের পর উষঃকীর্তন, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ সারস্বত-শ্রবণসদনে বহু ভক্তকে উপদেশ প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীল সাগর মহারাজ প্রায় ২। ঘণ্টাকাল যাবৎ ১৬শ ও ১৭শ বর্ষের গৌড়ীয় হইতে আচার্যমহিমা ও আচার্যসংলাপ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রায় ১। ঘণ্টাকাল শ্রীল আচার্যদেবের বক্তৃতাবলী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

বেলা ১২ ঘটিকার সময় শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীল সাগর মহারাজ শ্রীসারস্বত-শ্রবণসদনে উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীল আচার্যপাদপদ্মের অনুগত সেবকগণের অঞ্জলি মস্তকে ধারণপূর্বক শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীল আচার্যপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। অতঃপর আচার্যবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্তনান্তে শ্রীমন্দিরপরিক্রমা হয়। তৎপরে প্রায় সাড়ে তিন শতেরও অধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণে শ্রীসারস্বত-শ্রবণসদনে একটী মহতী সভার আয়োজন হয়। গুর্বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্তন হইলে পর শ্রীশ্রীগুরুপূজা-সংখ্যা গৌড়ীয়, শ্রীনদীয়াপ্রকাশ, অন্যান্য মঠ হইতে প্রেরিত টেলিগ্রাম ও অভিনন্দনপত্র-সমূহ পাঠ হয়। অতঃপর শ্রীল তীর্থ মহারাজ, শ্রীল সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ প্রভু, শ্রীপাদ মহাপুরুষ প্রভু, শ্রীপাদ শচীনন্দন প্রভু ও শ্রীপাদ অপ্রমেয় প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণবগণ ক্রমান্বয়ে পাঠ করেন। শ্রীল তীর্থ মহারাজ মহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ প্রভুর সহিত কিছুক্ষণ যাবৎ কীর্তন করিয়া তৎপ্রকাশিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্যসংলাপ' গ্রন্থ হইতে শ্রীনামতত্ত্ব বিষয় পাঠ করেন। পাঠের পর মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্তনান্তে সমবেত প্রায় ৫০০ ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠে

বিগত ২১শে ভাদ্র শুক্রবার দিবস দার্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ জগদ্‌গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পঞ্চষষ্টিতম বর্ষপূর্তি আবির্ভাব-তিথি-পূজা নিরন্তর তদীয় গুণকীর্তনমুখে যথারীতি সম্পন্ন করিয়াছেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় মঠে আহূত একটী সভায় গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্তনের পর বর্তমান বর্ষের শ্রীশ্রীগুরুপূজা-সংখ্যা গৌড়ীয় প্রকাশ পাঠ ও ব্যাখ্যা-মুখে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের অপরিসীম মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়। সমাগত সজ্জনবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে

গত ৬ই সেপ্টেম্বর ২১শে ভাদ্র শ্রীগৌর-[illegible]

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের শুভাবির্ভাব-উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব হরিসংকীর্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুপূজাবাসরে মঠের সেবকগণ শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র সংকীর্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দির ও চটকপর্বত পরিক্রমা করেন। তৎপরে নাটমন্দিরে গুর্বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্তনান্তে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীচটকগিরিতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আলেখ্য বিচিত্রবর্ণের পত্র-পুষ্প-বস্ত্রাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। তৎপরে ভক্তবৃন্দ কৃপাপ্রার্থনা-মুখে শ্রীশ্রীল আচার্যপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।

অপরাহ্ণে নাটমন্দিরে একটী সভায় শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের অপ্রাকৃত মহিমা, তাঁহার অতিমর্ত্য বৈশিষ্ট্য ও অপার করুণার কথা আলোচিত হয়। বিভিন্ন মঠ হইতে আগত অভিনন্দনপত্রসমূহ পাঠ হয়। তৎপরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্তনান্তে সমাগত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ কর্তৃক জগদ্‌গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যবর্য ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী [illegible] মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরু-বন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্তনের পর গৌড়ীয় ১৮শ বর্ষের শ্রীশ্রীগুরুপূজা-সংখ্যা হইতে "শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব" প্রবন্ধটী পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠান্তে তুলসীমঞ্চ পরিক্রমা হয়। শ্রীমঠের শ্রবণসদনে একটী সুন্দর মঞ্চোপরি পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আলেখ্যার্চা স্থাপিত হইয়া বহু সুগন্ধি পত্র, পুষ্প ও বস্ত্রাদি দ্বারা সুশোভিত হয়।

কিছু সময় যাবৎ বিজ্ঞপ্তিসূচক কীর্তন হইলে পর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদগোবিন্দ-জীউর অর্চনান্তে পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্যপাদপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়।

তৎপরে ১৮শ বর্ষ গৌড়ীয় হইতে শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের হরিকথা পাঠ হইলে ভোগারাত্রিকান্তে ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে ১৮শ বর্ষ গৌড়ীয় হইতে শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের হরিকথা আলোচনা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে গুরুবন্দনা, গুর্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, "গুরুদেব! কৃপা করি গৌড়বন মাঝে" প্রভৃতি মহাজনপদাবলী

কীর্ত্তনান্তে শ্রীগুরুপূজা উপলক্ষে মায়াপুর হইতে আগত অভিনন্দনপত্র পাঠ হয়। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইলে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে

আকুমারব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ৯ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার দিবস গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের পঞ্চচত্বারিংশত্তম শুভ আবির্ভাবতিথিতে তাঁহার আরাত্রিক সহ ভজনমন্দিরে কীর্ত্তন ও তদীয় শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ঐ দিবস প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বন্দনা, গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্র" গ্রন্থ হইতে "গুরু বা আচার্য্যতত্ত্ব ও ভক্তিবিনোদ" প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। তৎপরে শ্রীমঠের স্তবন মন্দিরে নানাবিধ বস্ত্র ও পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা সুসজ্জিত একটি উচ্চ মঞ্চোপরি পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্য স্থাপন করা হয়। পরে বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর ১৮শ বর্ষের ... হইতে "শ্রীশ্রীগুরুপূজা" শীর্ষক প্রবন্ধ ও ১৮শ বর্ষের শ্রীশ্রীগুরুপূজা-সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে "শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অর্চ্চনান্তে পূর্ব্বাহ্ণ ১১ ঘটিকায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের আলেখ্যার্চ্চা সম্মুখে বন্দনা ও কীর্ত্তনসহযোগে মঠবাসী সেবকবৃন্দ ও গৃহস্থ ভক্তগণ বৈষ্ণবগুরুর আনুগত্যে শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে শ্রদ্ধা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপরে ভোগ রাগ আরাত্রিক কীর্ত্তন হয় এবং সমাগত ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণ ২॥ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত ১৮শ বর্ষ গৌড়ীয় হইতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশাবলী পাঠ করা হয়। সান্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে গুরুবৈষ্ণব-বন্দনাদি "শ্রীগুরুচরণপদ্ম", পঞ্চতত্ত্ব, "গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া", "নিতাইপদকমল" প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। অতঃপর ১৮শ বর্ষের শ্রীশ্রীগুরুপূজা-সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে "শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের আশীর্ব্বাণী" ও "অপোবৃত্তাচার্য্যের শ্রীঅন্তর্ধানে" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পরে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও মহিমার কথ কিছুকাল কীর্ত্তন করা হয়। অতঃপর "কবে শ্রীচৈতন্য মোরে," "কিরূপে পাইব সেবা" গীতিদ্বয় ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল তীর্থ মহারাজ

প্রায় ৬॥ মাস যাবৎ কটক, পুরী, মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রভৃতি স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া গত ১০শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার বেলা ১১ ঘটিকার সময় গৌড়ীয়মিশনের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ বোম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে উপদেশক শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী শাস্ত্রী ও শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সহ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীপাদ শচীনন্দন ভক্তিপ্রমোদ প্রমুখ ভক্তগণ পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা তাঁহাকে বৈষ্ণবোচিত অভ্যর্থনা করেন। মঠে শুভাগমন করিয়াই স্বামীজী মঠবাসী ভক্তগণকে বহু মূল্য উপদেশ প্রদান করেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অসমোর্দ্ধ মহিমা ও অতিমর্ত্ত্য লীলার বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিতেছেন।

বোম্বেতে প্রচার

— ::*:: —

পরমারাধ্য পতিতপাবন পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীগুরুবৈষ্ণব বাক্যবাণ আদর্শ প্রচারক ত্রিদণ্ডিপ্রবর শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ প্রায় তিন সপ্তাহকাল বোম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীমঠের ভক্তগণের নিকট প্রত্যহ বিশেষ নিয়মিতভাবে নিরন্তর শ্রীমুখ শ্রীপাদপদ্মের সন্নিধানে হরিকথা কীর্ত্তন এবং সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছেন। গত ২৪শে আগষ্ট তারিখে তথাকার প্রসিদ্ধ 'ব্লাভাট্স্কি লজ্' হলে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে হইতে আগত সভাপতিগণ ও সজ্জনগণের নিকটও তিনি অনর্গল প্রাঞ্জল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখ-কীর্ত্তিত বাণী প্রত্যক্ষ ও বিশেষরূপে আকৃষ্ট অনেক সজ্জন কর্ত্তৃক শীঘ্রই ইংরাজী ভাষায় পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইবার আশা করা যাইতেছে।

গত ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে স্বামীজী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ বেলা ৯ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া, ধনী ও বিলাসিগণের বিহারক্ষেত্ররূপে পরিগণিত, তীর হইতে অনতিদূরবর্ত্তী আরব সমুদ্র মধ্যে অবস্থিত, পর্ব্বতাকীর্ণ 'এলিফ্যান্টা' নামক একটী সুরম্য দ্বীপে সর্ব্বপ্রথম শ্রীচৈতন্যবাণী, পঞ্চরাত্রিক শ্রীগৌরহরি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণকে হরিকথা শ্রবণ করিবার মহাসৌভাগ্য ও সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করিয়া ধন্যাতিধন্য ও কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন। তিনি 'এলিফ্যান্টা কেভ্' নামক সুপ্রাচীন ও অতি সুবৃহৎ একটী নির্জ্জন পর্ব্বতগুহায় কিছুক্ষণ যাবৎ পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন। গুহাভ্যন্তরে কয়েকটী সুপ্রাচীন ও ভগ্ন শিবমূর্ত্তি ও একটি অভগ্ন শিবলিঙ্গ অবস্থিত আছেন। তথায় সেবাপূজার কোন ব্যবস্থা নাই।

বিশ্রাম নরসিং নামক সহরের জনৈক শেঠের স্বকীয় বাসভবনে শেঠজীর বিশেষ আগ্রহান্বিত আহ্বানে স্বামীজী মহারাজ তথায় শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করেন। মৃদঙ্গ-করতাল সহযোগে মহাজনপদাবলী, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হয় এবং তাঁহার আদেশে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারীজী প্রথমে গুজরাটী ভাষায়, তৎপরে শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী রাসানন্দার প্রভু হিন্দীতে ও তৎপরে শ্রীল মহারাজ ইংরাজী ভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে নূতন আলোক ও স্পন্দনের অনুভূতি প্রদান করেন।

পরদিবস ২রা সেপ্টেম্বর সোমবার বোম্বে সহরের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুপ্রসিদ্ধ Sir Cowasji Jehangir Hall এ স্বামীজী মহারাজ Loud speaker (লাউড স্পীকার) সহযোগে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। মিঃ যমনাদাস এম. মেহতা এম.এ., বার-এট্-ল, এম্.এল্-এ, (Ex-Mayor, Bombay Corporation) মহোদয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় সভা আরম্ভ হয়। প্রথমে মঠসেবকগণ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও সুমধুর কীর্ত্তন হয়। তৎপরে মিঃ দাতজী মহোত্রা বি-এ মহোদয় শ্রীল মহারাজ ও সভাপতি মহোদয়ের গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। তৎপরে মাননীয় সভাপতি মহাশয় শ্রোতৃবৃন্দকে পরিচয় স্বামীজী মহারাজ, তাঁহার বক্তব্য বিষয় এবং শ্রীগৌড়ীয়মিশন ও তাহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলে পর মহারাজ 'শ্রীচৈতন্যদেবের দান' সম্বন্ধে ইংরাজীতে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল ওজস্বিনী ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করেন। বক্তৃতান্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। সভায় বহু গণ্যমান্য, শিক্ষিত ও সজ্জন ব্যক্তি এবং মহিলা উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে কয়েকজনের নাম প্রদত্ত হইল—

সভাপতি মিঃ যমনাদাস এম্. মেহতা এম্-এ, এম্-এল-এ, বার-এট্-ল (Ex-Mayer Bombay corporation); মিঃ জি. এন্. ঠাকোর (এড্ভোকেট); মিঃ সি. ডি, নাথিয়া (সলিসিটর); মিঃ এইচ্. শঙ্কর রাও (রিটায়ার্ড ডেপুটী কন্ট্রোলার, কারেন্সি), মিঃ ভি. জি. নাড্কার্নি টি, পি, (রিটায়ার্ড ডেপুটী কমিশনার, বোম্বে কর্পোরেশন), মিঃ এন্, ত্রাবড়ী (ইঞ্জিনিয়ার); মিঃ দাতজী মহোত্রা বি-এ; মিঃ আনন্দজী এ্যাসিষ্ট্যান্ট কলেক্টর, গোম্বে কাষ্টমস্; মিঃ ডব্লিউ. সি, চক্রবর্ত্তী (ওভারসিয়ার. এম্-ই-এস্); মিঃ এম্, পি, মেহতা বি-এ, এল্-এল্ বি; মিঃ আর. কে, প্রভু (এ্যাসিষ্টান্ট এডিটার, বোম্বে ক্রনিক্ল পত্রিকা); মিঃ এফ্., কে, জিনওয়ালা এম্-এ (সলিসিটর) ও শেঠ রামদাস বিদ্ধী (মার্চ্চেন্ট) ইত্যাদি।

তৎপূর্ব্বে গত ৩০শে আগষ্ট শুক্রবার দিবস স্থানীয় কতিপয় সত্যানুসন্ধিৎসু শিক্ষিত ভদ্রলোকগণের উদ্যোগে ও আহ্বানে ব্লাভাট্স্কি লজ্ হলে দ্বিতীয় বার স্বামীজী মহারাজ কয়েকটী কলেজের প্রফেসর, বহু উচ্চশিক্ষার্থী যুবক ও অন্যান্য শিক্ষিত সজ্জনপূর্ণ সভায় 'শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা ও দর্শন' সম্বন্ধে শ্রৌতপরম্পরাগত স্বাসনান্ত-রাশি ইংরাজী ভাষায় প্রায় দুই ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন।

৬ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে স্বামীজী মহারাজ বোম্বে হইতে কলিকাতা রওনা হইবার দিবস সহরের উপকণ্ঠে মাতুঙ্গা নামক স্থানের অধিবাসী শেঠ বিশ্রাম নরসিং তাঁহার এলিফ্যান্টা দীপক ভবনে হরিকথা শ্রবণ করিয়া পুনরায় অতিশয় আগ্রহসহকারে মহারাজকে তদীয় ভবনে (মাতুঙ্গায়) আহ্বান করেন। মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ তথায় বেলা ৯॥০ হইতে ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহার আদেশে তথায় প্রথমে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী গুজরাটীতে, তৎপরে শ্রীপাদ রাধবচৈতন্য ব্রহ্মচারী ইংরাজী ভাষায় ও তৎপরে শ্রীপাদ নন্দীপ ব্রহ্মচারীজী হিন্দী ভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন বৃথা বাহিত না হ'য়ে আশ্রয়বিগ্রহ ও আশ্রয়-বিগ্রহের নিষ্কপট সেবকগণের সঙ্গে তাঁ'দের সেবায় যাপিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। তাঁ'দের কৃপা হ'লে তাঁ'দের প্রাণাপেক্ষা দয়িত বিষয়বিগ্রহের সেবালাভ করবার সৌভাগ্য হ'বে।

—শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ হৃষীকেশ [illegible] গৌরাব্দ ৪৫৪

তত্ত্বানুসন্ধান

তত্ত্ব বস্তুটী কৃষ্ণ। তত্ত্বানুসন্ধান অর্থ কৃষ্ণানুসন্ধান বা তদীয়ের আলোচনা। তত্ত্বের কথা আলোচিত না হইলে তত্ত্ব-বিষয়ে কোন জ্ঞান লাভ করা যায় না। তত্ত্ববিষয়ক কোন জ্ঞান না থাকিলে তাহাতে বিচারভ্রান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। তজ্জন্য সাধক অনেক সময় কর্ম্মী বা জ্ঞানী হইয়া পড়ে, আবার অনেক সময় অপরাধ করিয়া অধঃপতিত হয়। জীবের যখন ঐরূপ পতনোন্মুখতার পরম দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়, তখন পতিতপাবন শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম একমাত্র আশ্রয় প্রদানার্থ—পতিত জনের পথে প্রদর্শকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

জড় দেহ-মনের চিন্তায় লোকের চিত্ত ব্যাপৃত থাকায় তত্ত্ববিষয়ক কোন চিন্তা অনাবধান মনুষ্যের হৃদয়ে স্থান পায় না। সর্ব্বাগ্রে আত্মবস্তুটী কি, তাহার কি কৃত্য, তাহার নিত্য প্রভু কে—এ বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে দেহমনঃ-সম্বন্ধীয় বিচারগুলি ক্রমে ক্রমে আমাদিগের উপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া বসে যে, আমরা তৎপ্রতিকূলে কোন কথাই শুনিতে চাহি না। আত্মার কথা কেহ যদি কখনও শুনাইতে আসেন, তখন তন্মধ্যে দেহমনের আপাতসুখকর কোন বিচার আছে কিনা, আমরা সর্ব্বাগ্রে তাহাই দেখিবার জন্য [illegible] হই। দেহমনের আরামদায়ক কোন কথা না থাকিলে তাহাতে আমাদের কোনই শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি থাকে না। সুতরাং ইহার মূলে তত্ত্বকথা আলোচনার অভাব। ইহা অতীব শোচনীয় অবস্থা।

বহুকাল হইতে কৃষ্ণবিমুখতাবশে আমরা এরূপ কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, খুব বলবান সাধুর সঙ্গ না করিলে আর উপায় নাই। গুরুগৃহে বাস, গুরুসেবা, কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যাহা যাহা সমস্ত যেন প্রাণহীন ক্রিয়াকলাপের মত অথবা উহা আমাদের মনের খেয়াল চরিতার্থ হইয়া যাইতেছে। আচার যাহাই করি না কেন, প্রচার ঠিক থাকিলেই হইল,—ইহাই বিশেষ হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ স্বয়ং আচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যে প্রচার করা যায়, তাহাতেই মঙ্গল সাধিত হয়। আচরণটাই প্রচার বা শিক্ষা, স্বয়ং আচরণ করিবার পূর্ব্বে কখনও নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি হয় না।

তত্ত্বকথা বিশেষভাবে আলোচিত না হইলে আমাদের অনর্থনিবৃত্তি কিছুতেই বিদূরিত হইবে না, তাহা না হইলে শ্রীরূপ-সনাতনাচার্য্যগণের প্রয়োজনীয়তা কিছুই উপলব্ধির বিষয় হইবে না। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ ও তদনুগগণের শ্রীরূপ অনুগাচার্য্যদের [illegible] জীবন গঠিত না হইলে তাঁহাদিগকে একমাত্র সরল ও বরেণ্য বলিয়া বিচার হইবে না। তাঁহারা কি বস্তু, কি অমূল্যনিধি বিতরণ করিবার জন্য জগতে আসিয়াছিলেন ও তাহার কতটুকুই বা গ্রহণ করিলাম—এ বিষয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধান বা আলোচনা করা উচিত। [illegible] পাদাশ্রয় লাভ করিয়া বাস্তব সত্যের অনুশীলন নিষ্কপটে আরম্ভ হইলেই তাঁহাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। নতুবা জগতের অন্যতম [illegible] বা ঐতিহাসিকভাবে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাই প্রদর্শিত হইবে। সুতরাং আত্মতত্ত্ব আলোচনা করিবার পরই গুরুতত্ত্বের কথা বিশেষভাবে আলোচনীয়। নতুবা কিছুতেই গুরুতে আপনজ্ঞান হইবে না এবং তদভাবে ভক্তির কথা কিছুই বুঝা যাইবে না।

আমাদের নিত্যমঙ্গলের কথা শ্রবণ করিবার জন্য একটু ধৈর্য্য ধারণ করা আবশ্যক। চঞ্চল বা অস্থির হইলে তত্ত্বানুসন্ধান হয় না। কারণ, চঞ্চলতার ভূমিতে ভক্তিলতার বীজ উপ্ত হইতে পারে না। ধৈর্য্য ও রুচির অভাবে আমাদের তত্ত্বের কথা শ্রবণ করিতে ভাল লাগে না। প্রয়োজনতত্ত্ব প্রসঙ্গে [illegible] অত্যন্ত [illegible] বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রথমেই ধৈর্য্য না হারাইয়া ধীরে আস্বাদন করিতে করিতে [illegible] কাটিয়া গেলে নিত্যগণের [illegible] আস্বাদ উপলব্ধির বিষয় হয় [illegible] স্বপ্রকাশ বস্তুতে [illegible] কথা [illegible] হইলেও [illegible] [illegible] শ্রবণ [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] ও তাঁহার [illegible] কথা কীর্ত্তন করিবার জন্য [illegible] উৎকণ্ঠা আপনা আপনিই আসিবে। [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার বাণী শ্রবণ ও তাঁহার আচরণ অনুসরণের স্পৃহা [illegible] হইবে। সুতরাং [illegible] প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ, [illegible] [illegible] [illegible] উচিত নয়। [illegible] —

[illegible] না [illegible]।

[illegible] কথা [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] উপর নির্ভর করিয়া [illegible] চলিবে না। [illegible] চেষ্টা করার দরকার। [illegible] উপায়ে লাভ করা যায় [illegible] হইবে, [illegible] সাধকের [illegible] দরকার। [illegible] হইলে [illegible] বৈষ্ণবের সঙ্গ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। [illegible] পাদপদ্মের [illegible] কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার [illegible], আসক্তি ও অপরাধেরও [illegible] সংশোধন [illegible] করিতেছেন।

অপর জীবকে এই পথে [illegible] করাইবার জন্য—হরি-উন্মুখ করিবার জন্য এবং তাহাকে শীঘ্র [illegible] ভাবে আত্মসমর্পণ-কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন, তিনিই বৈষ্ণব—তিনিই [illegible] হীন। বৈষ্ণব নিষ্কপট। অপরের নিন্দা বা স্তুতিকে তিনি সমভাবে গ্রহণ করেন। কারণ, তিনি জড় উদাসীন। [illegible] বৈষ্ণব, তাঁহার [illegible] দিবার সময় নাই। [illegible] যায় কারো বৃথা বায় [illegible] [illegible] হেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ নিজের ভজনকার্য্যে [illegible] থাকিয়া জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। কারণ, এই জগৎ কুৎসিত, পাপপঙ্ক ও [illegible]। তিনি বৈকুণ্ঠের বার্ত্তা বলিয়া গন্তব্যস্থানে না পৌঁছান পর্য্যন্ত আর কোথাও থাকিতে প্রস্তুত নহেন।

[illegible] [illegible] [illegible] অভাবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৈষ্ণবগণ, তাঁহাদের আচরণ সম্মুখে দেখিয়াও আমাদের শিক্ষা হয় না! তাই তাঁহাদের [illegible] [illegible] করিবার সুযোগ [illegible] [illegible] উদাসীন। আমাদের [illegible] কম। [illegible] [illegible] [illegible] কখন [illegible] যাইতে [illegible] চিন্তা করে না। [illegible] [illegible] কাহারও [illegible] চিন্তার বিষয় হয় [illegible] [illegible] [illegible]

পর্য্যালোচনা [illegible] [illegible] [illegible] property [illegible] [illegible] বৈষ্ণবের কৃপায় [illegible] [illegible] উপলব্ধি [illegible] [illegible] [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] [illegible] [illegible] পাইবা —

[illegible]

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

কেন ভজন হয় না ?

(২)

জীববিশেষগণ জগতের বস্তুকে নিজ প্রকৃতি-জাত—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিরূপণ করেন—"ইদম্ বা এতৎ"; ধর্মশাস্ত্রগণ শব্দ চেতনময়ী সেবাবৃত্তিতে তাঁহাদেরকে নির্দেশ করেন "ত্বদ্দাসোঽস্মি" অর্থাৎ আমার দ্রষ্টা, আমার পরিচালক, বিভু, পালক, বিভু বা বিষ্ণু-বৈষ্ণব। বস্তুদর্শন বা স্বদর্শন এবং অন্যদর্শন বা অন্যদর্শনের মূলে এই পার্থক্যের সমন্বয় সাধনকরা হয় [illegible] বা হইতে পারে না — পরস্পরের [illegible] বিপরীতধর্মী। যতদিন জীবের স্বাধীনতাস্পৃহা বর্তমান থাকিবে, ততদিন এরূপ পার্থক্য থাকিবে। জীবের অনাদিবহির্মুখতা চেতনময় সদ্গুরুর চেতনময়ী কাহিনী বাণীতে দূর হইলে জীবজগতে একতা বা সুদর্শন লাভ হইবে।

পূর্বে ভক্তদেবের শিক্ষা-পরিচয়ে যে মতের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনা পরিচয় দিয়াছি, তাহাতে যত পরিশ্রম করিলে কি হয় প্রতি বস্তুকে বা কাহাকে নিজের সেবা বা নিযুক্ত বা সেবার নিয়ন্তা', সুতরাং আমারও ইহকাল ও পরকালের একমাত্র কাম্য বা সেবা উপলব্ধি হয় কি ? এই সেবা-বৃত্তি নাই বলিয়াই 'ও' আমি বৃত্তিও বৃত্তিতে। বৃত্তিতে বা বুদ্ধিতে, সুদর্শনকে সুদর্শনচালক বিষ্ণু 'ও' বস্তুতই নিয়ন্তা বলিয়া জানি না! যতদিন পর্যন্ত জীব সাধনাকে বরণ না, ততদিন জীবের বিষ্ণুর দিকে গতি বা চেষ্টা অবরুদ্ধ রহিবে। বস্তুতঃ সেইরূপই অসম্ভব। অনুরূপ প্রতিবন্ধককে হরিকথা বা চৈতন্যবাণী প্রধানভাবে কারণরূপেতে তাঁহার সেবাকার্যে ব্যাপৃত রাখিলে বিষ্ণুভক্তের সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুসেবাদিতে এবং তাহা হইলেই সিদ্ধির পথে আমরা অগ্রসর হইতে পারি। অনুক্ষণ বিষ্ণু হইতে ব্যবধান বা বাধা না থাকায় সেবার প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের প্রবৃত্তি লাভ হয়। সাধনরাজ্যে যে পর্যন্ত না রুচি বা আসক্তিলাভ হয়, ততকাল পর্যন্ত সাধকের এক বিষ্ণুবী চেষ্টা। রুচি বা আসক্তি হইতে কৃষ্ণ ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতে থাকেন। তখনই সুষ্ঠু অনুশীলন আরম্ভ হয় ভগবানের কৃপায় রুচিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণানুশীলন আরম্ভ হয়। এখন জীব-স্বরূপের যে সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্যবলে সকল সুন্দরসেবক-নিকেতনে শ্রীরূপের আনুগত্যে জীব শ্রীরাধাগোবিন্দচরণ কমলে উপনীত হন। তখনই শুদ্ধ ও চিন্ময় হরিভজনের সার্থকতা।

এবার আমাদের হরিভজন-পথের কণ্টকস্বরূপ বা প্রতিকূল কয়েকটী কারণ নিরূপণ করিতেছি। আমরা সম্পূর্ণ নাই করিয়াও অনেক সময় ভজনে অগ্রসর হইতে পারি না, অথচ দুঃখের কথা, এমন কি, আমাদের অনর্থনিবৃত্তি পর্যন্ত হয় না শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, অনর্থ-হরণে পরে শুদ্ধভজন আরম্ভ হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি অনর্থের জন্য বঞ্চিত হয় নাই, তাহার হরিভজন কিরূপে সম্ভব ?

আমরা হরিগুরুবৈষ্ণবে বড়ই ভোগবুদ্ধি-পরায়ণ। আমরা মনে করি, ঈশ্বর, শ্রীগুরুদেব, বৈষ্ণব দাস আমার কিছু ইন্দ্রিয়তর্পণের সুবিধা করিয়া দিতে পারেন, তবেই তিনি 'ঈশ্বর', 'গুরু' বা 'বৈষ্ণব'। এই স্থানে "আমি" নিরূপণে ভুল হওয়া গিয়াছে। যদি আমার "আমি" নিরূপণ ঠিক হইত, তাহা হইলে "আমার সুবিধা" বলিতে গুরুবৈষ্ণবের সুখ ব্যতীত অন্য কিছু অবশিষ্ট থাকিত না। এই জড়াভিলাষই ভজনের পরিপন্থী।

হরিগুরুবৈষ্ণবে আমাদের ভোগবৃত্তি প্রবলা যে, আমরা তাঁহাদের সেবা করিবার পরিবর্তে তাঁহাদের দ্বারা সেবা করাইয়া লইতেই উদ্গ্রীব। আমরা প্রবন্ধ লিখি, কবিতা লিখি বক্তৃতা করি, কিছু কাষ্য করি, চাই তার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠা—আমার নাম। কবিতার নীচে, প্রবন্ধের পাদদেশে আমার নামটী না থাকিলে আর কোথায় কার হইয়া পড়ি। আমার দ্বিতীয়বার আর লেখনী সরে না, বক্তৃতাকে বৃথা পণ্ডশ্রম ও পরিশ্রমমাত্র মনে করিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হই। তখন শ্রীগুরুদেবের উপদেশ ভুলিয়া যাই—

"কীর্তন ছাড়ব, প্রতিষ্ঠা মাখিব,
কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব।
মাধবেন্দ্র পুরী, ভাবঘরে
না করিল কভু সদাই জানব।
তোমার প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা
তার সহ সম কভু না মানব।
মৎসরতা-বশে, (মন!) তুমি জড় রসে
মজেছ ছাড়িয়া কীর্তন সৌষ্ঠব।"

মনে করি, আমিসর্বস্ব ত্যাগ করিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য, কেউটী হইতে দূরে থাকিব, [illegible], তবে নির্জন ভজনই [illegible]। [illegible] এরূপ করিয়া নির্জন-ভজন-প্রতিষ্ঠাভিলাষীর [illegible] আমার মন হইতে দূর হয়। "দুষ্টা ধনপুরুষার্থ" সঙ্গ আমার সর্বনাশ উপস্থিত হয়, অনেক সময় গীতায় সংসার পাতাইয়া বসি, অনেক সময়ে ব্যবসায়ী হইয়া পড়ি, অনেক সময় বা গুরুত্যাগ পরিত্যাগ করিয়া 'নিজেই 'গুরু' সাজিয়া বসি।

আবার কেহ কেহ মনে করি, আমি উত্তম বক্তা, সর্বগুণনিপুণ, নানাবিধ কলাকুশল, সুতরাং বৈষ্ণবসমাজ হইতে যদি একটা সুপারিশ-পত্র যোগাড় করিয়া লইয়া আমার সংসারের ও প্রতিষ্ঠার সুবিধা করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে ত' উভয় সুলভে রক্ষা হইল। একাধারে হরিসেবা ও সংসারসেবা উভয়ই হইল। কিন্তু ভজনের বিষয় আলো-অন্ধকার, কাম-প্রেম একাধারে অবস্থান করিতে পারে না। যেখানে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি বাঞ্ছা লেশমাত্র বর্তমান, সেই স্থানে 'সেবা' নাই। সেখানে সম্পূর্ণভাবে মায়া অধিকার করিয়া বসিয়াছে। যে ব্যক্তি সেবা করিয়া তৎপরিবর্তে কিছু আকাঙ্ক্ষা করে, সে সেবক নহে। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ মহারাজের ভাষায় বলিতে গেলে—

"ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।"

কিন্তু আরও দুঃখের বিষয় আমরা এই সব কথা মুখে "কপচাইয়া" ও নিজে কাজের বেলা সে সব ভুলিয়া যাই। প্রতিষ্ঠাচণ্ডালিনীর কি এরূপ বিমোহিনী শক্তি ?

[illegible]
অন্য অন্য প্রকার আদর্শ দেখাইয়াছেন—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

কিন্তু আমি সেবার বিনিময়ে ধন চাই, জন চাই, আমার কবিতা, প্রবন্ধ, বক্তৃতা বড়ই সুন্দর হইয়াছে লোকে প্রশংসা করুক, ঐ প্রবন্ধের নীচে আমার নাম থাকুক, এইরূপ প্রতিষ্ঠাশা হৃদয়ে পোষণ করি। ইহাই কি সেবা ? শ্রীগৌরসুন্দর ত' ইহাকে 'সেবা' বলেন নাই ? শ্রীরূপপাদ ত' ইহাকে সেবা বলিবার পরিবর্তে "অন্যাভিলাষ" বা "কর্ম" মাত্র বলিয়াছেন। যেখানে অন্যভোক্তা 'আমি' অর্থাৎ আমার বিরূপ, সেই স্থানে কর্মের আবাহন ব্যতীত সেবার সন্ধান নাই। সেবা সতী সধর্মিণীর ন্যায় প্রভুর সন্তোষবিধানে নিযুক্তা, আর কর্মস্পৃহা ব্যভিচারিণী বারবনিতার ন্যায় স্বীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য লালায়িত।

হরিভজনের আর একটী প্রতিকূল বিষয় এই যে, বৈষ্ণবের সহিত অবৈষ্ণবের সাম্যদর্শন। আমরা অনেক সময় মনে করি, 'অমুক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা পাইতেছেন, আর যত দোষ কেবল আমার বেলা ?' এইরূপ সাম্যবুদ্ধি- বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবে সাম্যদর্শন হইতে উত্থিত। ইহা ভজনের পরম বিরোধী। বহু ব্যক্তি হরিভজন করিতে অগ্রসর হইয়াও এইরূপ চিন্তাস্রোতে পরিচালিত হওয়ায় ভজন পতিত হইয়া গিয়াছেন। ইহারই নাম বৈষ্ণবাপরাধ বা বৈষ্ণবে মর্ত্যবুদ্ধি। আমরা এতই দুর্বুদ্ধিপরায়ণ যে ভুলিয়া যাই—

"হরিজনদেহে, প্রাকৃতাশা স্নেহ,
কর কেন তবে তাহার গৌরব।
বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তা'ত কভু নহে অনিত্য বৈভব॥"

বৈষ্ণবই প্রতিষ্ঠার মালিক। যাবতীয় প্রতিষ্ঠা তাঁহারই সেবা করিবার জন্য লালায়িতা হইয়া সর্বদা পরিচারিকার ন্যায় অনুগামিনী। কিন্তু আমার ন্যায় অবৈষ্ণব, মূঢ়, কামক্রোধাদিতে আসক্ত জীব যদি বৈষ্ণবের পদবী, রাজরাজেশ্বরের যোগ্য আসনটী গ্রহণ করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে মায়াদেবী আমার ধৃষ্টতা দর্শন করিয়া আমাকে দৃঢ়ভাবে মায়া-নিগড়ে বদ্ধ করিবেন।

তাই, যদি আমরা প্রতিষ্ঠা চাই, তাহা হইলে আমাদের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠাবান্ হওয়া উচিত। আমার একমাত্র প্রভু আমার প্রাণ শ্রীভগবান ও তদভিন্ন গুরু-বৈষ্ণবগণ। আমি তাঁহাদের নিত্যদাস। দাসের প্রভুসেবাই একমাত্র ধর্ম, নিরন্তর নিষ্কপট-সেবায় নিযুক্ত থাকাই দাসের একমাত্র প্রতিষ্ঠা। ইহারই নাম বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা। যেখানে অহৈতুকী সেবারূপা বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অপর বস্তুর জন্য আমরা লালায়িত সেখানেই জড়প্রতিষ্ঠা। জড়-প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় ভেদবিচারে আমরা দেখিতে পাই —

"প্রতিষ্ঠাশাতরু, জড়-মায়া-মরু,
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥"

রাবণ জড়প্রতিষ্ঠাকামীর একজন আদর্শ; ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্বে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রতিষ্ঠা-মদমত্ত রাবণ সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী শ্রীসীতাদেবীকে পর্যন্ত স্বীয় বিলাসিনীরূপে পাইবার জন্য দুঃসাহস হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল। অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবানের স্থান অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছিল! ইহা অপেক্ষা জীবের আর কি দুর্বুদ্ধি হইতে পারে ? কিন্তু ফলে প্রতিষ্ঠা লাভ ত' হইলই না, লাভ

হইল শুধু আত্মবিনাশ। রাবণের আদর্শ দেখিয়াও কি আমরা কৃষ্ণে ও কার্ষ্ণে ভোগবুদ্ধি হইতে বিরত হইতে পারি না? যদি আমরা মঙ্গল চাই, তাহা হইলে ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় পরিনিষ্ঠিত হওয়ার জন্য আমাদের যত্ন করা উচিত।

যিনি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সুখোৎপাদনকেই নিজের সুখ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, যিনি হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠাকেই নিজ প্রতিষ্ঠা বলিয়া বরণ করিতে পারিয়াছেন, যাঁহার হরিগুরুবৈষ্ণব হইতে পৃথক্ অবস্থান নাই—এইরূপ দৃঢ় উপলব্ধি হইয়াছে, যিনি "কৃষ্ণকে দিলে পাল্যদাসের কোটী সুখ হয়" এই ভাবাদর্শে নিজকে হরিগুরুবৈষ্ণবের সহিত ভিন্ন না করিয়া প্রভুর সুখেই নিজকে সুখী মনে করিয়া থাকেন, যিনি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠাকেই স্বীয় প্রতিষ্ঠা বলিয়া গ্রহণ করেন, তিনিই প্রকৃত নির্ম্মৎসর সাধুগণের অনুমোদিত হরিভজন লাভ করিতে পারেন। সুতরাং আমাদের অজ্ঞান ভগবান্ হইতে নিজকে পৃথক্ করিয়া প্রতিষ্ঠাদি কামনা করা দ্বিতীয়াভিনিবেশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

শ্রদ্ধা ও শরণাগতি

——::(•)::——

আমরা মহাজনবাণীতে পাই—

'শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।'

অর্থাৎ সমস্ত বেদপ্রতিপাদ্য একমাত্র নিত্য সত্য হরিগুরুবৈষ্ণবে সুদৃঢ়নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসবিশিষ্ট ব্যক্তিই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকারী। তিনিই সৌভাগ্যবান্। শ্রদ্ধাই সৌভাগ্য। এই সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিই সাধুসঙ্গ করিয়া থাকেন—শ্রদ্ধালু হইয়া গুরুবৈষ্ণবের শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণ দ্বারাই তাঁহাদের সঙ্গ হইয়া থাকে। সৌভাগ্যের প্রথম পরিচয়ই হরিকথা শ্রবণে রুচি। যেখানে সাধুর প্রতি অকপট শ্রদ্ধা আছে, সেখানে তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা-শ্রবণে রুচি, উৎকণ্ঠা ও শ্রবণানুগামী হইবার জন্য তীব্র পিপাসা বর্ত্তমান।

সংশয় শ্রদ্ধার সম্পূর্ণ বিপরীত বৃত্তি যাহার বিন্দুমাত্রও সংশয় আছে, সে কখনও ভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে না। ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের pass port শ্রদ্ধাই যাহার নাই, সে কি করিয়া ভক্তিযাজন করিবে? বিনা ভিত্তিতে অট্টালিকা নির্ম্মাণ কি কখন সম্ভব হয়? বদ্ধজীব বলিয়া যে সংশয় থাকিবেই, এরূপ নয়। যাহার সংশয় আছে, সে হরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীঅঙ্গে শেলবিদ্ধ করে। সে কি করিয়া তাঁহাদের কৃপা পাইবে, মঙ্গললাভ করিবে? অনর্থযুক্ত সাধক হরিগুরুবৈষ্ণবের স্বরূপ-দর্শন করিতে পারিতেছে না, তজ্জন্য সে অনুক্ষণ কৃপা প্রার্থনামুখে অশ্রু জল ফেলিতেছে। তাঁহাদের কৃপালাভের জন্য সর্ব্বক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া তাঁহাদের শ্রীমুখ-বিগলিত হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাহা নিজ জীবনে পালনার্থ প্রাণপণ যত্ন করিতেছে। সে নিষ্কপটচিত্ত না হইলে আবার নিষ্কপট হইবার জন্য কৃপা প্রার্থনা করিতেছে। শ্রীবিগ্রহ পাথর কি না, গুরুবৈষ্ণব মনুষ্য কি না, এ প্রশ্ন ও শ্রদ্ধালুর হৃদয়ে জাগে না। নিজের উপলব্ধি না হইলেও সে গুরুবাক্য—শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক তদনুসারে ব্রতবান্ হইতেছে। তাহার হৃদয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই। আলো ও অন্ধকার যেরূপ কখনও একত্র অবস্থান করিতে পারে না, সংশয়াবিষ্টচিত্তে সেইরূপ ভক্তিযাজন আরম্ভই হয় না। সংশয়ীর হরিকথায় রুচি নাই, সে মহাদুর্ভাগা। জীব মহা অনর্থযুক্ত হইলেও সাধুগুরুর কৃপাপ্রভাবে সে অনর্থমুক্ত হইয়া হরিভজন করিতে পারিবে। কিন্তু সংশয়ীর কোন জন্মেও হরিভজন হইবে না। কারণ, একমাত্র যাঁহাদের কৃপায় ভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ হয়, সংশয়ী তাঁহাদের প্রতি নিন্দক, নিরপেক্ষ বা বিরোধযুক্ত। সে নিজেই নিজের মঙ্গলের পথকে রুদ্ধ করিয়াছে।

শ্রদ্ধাবানই শরণাগত। হরিগুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধান্বিত জীব তাঁহাদের কৃপাকেই একমাত্র সম্বল বলিয়া জানেন। তিনি নিজের সমস্ত ভার তাঁহাদের উপর অর্পণ করেন। শ্রদ্ধাবান শ্রদ্ধার পাত্র গুরুবৈষ্ণবের আদেশ-পালনে সর্ব্বদা উন্মুখ। তিনি নিজের ব্যাপারে লাভক্ষতি বা সুবিধা-অসুবিধার দিকে আদৌ লক্ষ্য না করিয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের আদেশকেই সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস করেন, সেই আদেশ প্রতিপালনে যথাসম্ভব যত্নশীল হইয়া থাকেন। যেখানে শ্রদ্ধা, সেখানে শরণাগতি ও আত্মনিবেদন আছেই। গুরুবৈষ্ণবের স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বাধীনতার নিকট সম্পূর্ণরূপে মস্তকাবনতই আত্মনিক্ষেপ। এই আত্মনিক্ষেপ যাঁহার যত সুষ্ঠু হইয়াছে তিনি তত গুরুবৈষ্ণবের কৃপালাভ করিয়াছেন—জানিতে হইবে।

অভিমান অনুসারে দর্শন

অভিমান অনুসারে দর্শন হয়। জীব স্বরূপতঃ ভগবানের নিত্যসেবক শুদ্ধ, নির্ম্মল। তাহার স্বরূপে বদ্ধাভিমান, ভোক্তাভিমান বা জড়ের সহিত সংশ্রব কোন অভিমান নাই। জীবের স্বরূপে ভগবৎসেবকের অযোগ্য সেবকাভিমান। শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থিত জীবের সর্ব্বত্র সেবাদর্শন - নির্ম্মলদর্শন - সুদর্শন। সেখানে ভোগদর্শন, জড়দর্শন বা কুদর্শন নাই। যে মুহূর্ত্তে জীব নিজের সেবকস্বরূপ ভুলিয়া যায়, নিজেকে কৃষ্ণসেবক না জানিয়া [illegible] যায়, সেই মুহূর্ত্তে মায়া তাহাকে শাস্তিপ্রদান করিবার নিমিত্ত মনোবুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ সূক্ষ্মদেহ ও পঞ্চমহাভূত-গঠিত স্থূলদেহ প্রদান করে। মন মায়ার agent স্বরূপে জীবকে কখনও রাজা, প্রভু বা নেতা সাজাইয়া তাহাকে জগতের যাবতীয় দৃশ্য বস্তুকে ভোগ করিবার জন্য প্ররোচিত করে। মনের পাল্লায় পড়িলে জীব নিজের সুদর্শন হারাইয়া ফেলে, জগতের যাবতীয় বস্তুসমূহকে নিজের ভোগ্যবস্তু মনে করিয়া ভোগ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হয়। শুধু তাহাই নয়, এমন কি, যে গুরুপাদপদ্ম, বৈষ্ণব, মহাপ্রসাদ, তুলসী ও যাবতীয় ভগবৎসম্বন্ধীয় বস্তু তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য গোলোক হইতে [illegible] অবতীর্ণ হইয়াছেন, [illegible] তাঁহাদের নিকট হইতেও ভোগের [illegible] দাবি করে।

কৃপালাভের প্রথম পরিচয় নিজেকে গুরুবৈষ্ণবের অযোগ্য দাস ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা দীনহীন কাঙ্গাল বলিয়া উপলব্ধি। শরণাগতের নিজের বলভরসা, জাগতিক বিদ্যাবুদ্ধি, বহির্মুখ লোকের কোনও সাহায্যের প্রতি বিশ্বাস বা নির্ভরতা নাই। তিনি নিজেকে একাকী কাঙ্গাল জানিয়া সর্ব্বক্ষণ গুরুদেবের শ্রীচরণে প্রার্থনা করেন—

একাকী আমার, নাহি পায় বল,
হরিনাম সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি', শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া
দেহ কৃষ্ণনামধনে॥
কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
[illegible] কাঙ্গাল, [illegible] কৃষ্ণ [illegible]
ধাই তব পাছে পাছে॥

অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহ নিজের স্বরূপ [illegible] করিয়া তাহার নিকট জড়রূপে প্রতিভাত হন, [illegible] কৃষ্ণ বলিয়া [illegible] হন, মহাপ্রসাদ নিজের কৃপাময় স্বরূপের পরিবর্ত্তে [illegible] স্বরূপ প্রদর্শন করেন। গুরুবৈষ্ণব-[illegible] তাহাকে [illegible] প্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়া [illegible] করেন। [illegible]

যখন এই ভোক্তাভিমান [illegible] ভোগদর্শন বা কুদর্শন হইতে রক্ষা পাইবার [illegible] কেবল গুরুবৈষ্ণবের কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন [illegible] গুরুপাদপদ্মের [illegible] হইলেই জীবের ভোক্তাভিমান বা সেবাভিমান দূরীভূত হইবে। তখন [illegible] সেবাদর্শন করিয়া সুদর্শনের ফলে [illegible] গুরুপাদপদ্ম কৃপা [illegible] বিরাজমান থাকায় [illegible] সুদর্শন লাভ করিতে পারিবে। যখন জীবের সেবকাভিমান, সেবাদর্শন বা সুদর্শন হইবে তখন শ্রীবিগ্রহ, মহাপ্রসাদ, তুলসী ও গুরুবৈষ্ণবগণ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের কৃপাময় স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া তাহাকে [illegible] নিযুক্ত করিবেন [illegible] তাঁহার নিকট [illegible] নিজের [illegible] [illegible] করিতে [illegible] আমাদের সকল [illegible] কৃপা। [illegible]

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামী-রূপে শিখান আপনে॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১) শ্রীচৈতন্যমঠ ও [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১০

সেবক—শ্রীকৃষ্ণ[illegible] দাসাধিকারী

৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রী শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) [illegible] কুঞ্জ

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(১০) গোদ্রুম-স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দ[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ [illegible], নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible]পুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭ কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible]

(১৮) [illegible]-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৪) গোপালজীউমঠ

[illegible]পুর পোঃ ঢাকা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) মধ্যমঠ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible], ঢাকা।

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম।

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] কামরূপ (আসাম)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—[illegible] দাসাধিকারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], জেঃ [illegible], ই. বি

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible]পুর পাটনা।

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

৮৩।৭ [illegible], বেনারস সিটি

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৫) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible] (সি. পি.)

শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible], পোঃ মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

[illegible]পুর, বৃন্দাবন

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]-[illegible]কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—[illegible]

সেবক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকৃষ্ণ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৪৩) মদনমোহন বিহারী মঠ

মথুরা, মথুরা।

সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ [illegible], মথুরা

সেবক—ঐ

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৬) গোপালবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৭) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], পাঞ্জাব

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৬এ [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

সেবক—শ্রী[illegible]

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]

হিল ডিঃ বোম্বে ৭

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, [illegible] মাদ্রাজ

—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

৫৩) [illegible] মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

৫৫ [illegible]

সেবক—শ্রীগোবিন্দ[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বাঁকুড়া)

সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয় [illegible]

পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] মঠ

পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] ষ্ট্রীট [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী দাসাধিকারী

(৬৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

৫১, [illegible]

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসী

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ [illegible]

[illegible], [illegible] ইউ-পি

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৯) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,

[illegible]পুর ([illegible])

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) পরবিদ্যাপীঠ,

মায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]

(৭১) পরবিদ্যাপীঠ, [illegible],

[illegible] (ইউ, পি)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭২) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭৩) প্রাণ[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭৪) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৫) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৬) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগবতরত্ন-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ২।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কালকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের চরিত্র নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অভিমর্ত্ত্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে প্রশ্ন-আকারে-প্রশ্নোত্তরাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

১। "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট", পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কালকাতা ;

শ্রীযুক্ত কুপাসিন্ধু রায় এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৬০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীন) ৭৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অধীন)
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড-৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ॥০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাদশ-আশ্রয় ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। শীতের কেবল নামের কথা ০
২৭। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী (মাদ্রাজ) ১৲
২৮। বেদান্তসূত্রার (মাদ্রাজ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা ৸০
৩০। দীপ-দিগ-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ।০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৵০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনকণ ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (মাদ্রাজ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। সত্যমুক্তাবলী বা বালারহস্যভাষ্য
৫৬। আচরণ ও ভক্তিপথ
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসেবক ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। শিক্ষার সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম ।০
৬৪। স্তবকদম্ব ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টক ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারার্থদর্শিনী ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ ল্যার্ড স অব বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত - ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি
৭২। শ্রীচৈতন্যস্ মেসেজ ।৵০
৭৩। শ্রীকৃষ্ণ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বেদান্তসূত্র ।০
৭৫। সোর্স অব গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রিফ ৴০
৭৬। দ্য ভাগবত ।০
৭৭। এসোটেরিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনন্দালয়েড রিলেশন ০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রথম খণ্ড, ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীভজনরহস্যরত্নাবলী ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপূর্ব্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অন্তেবাসী পরবিদ্যাবারিধিতীর্থ সু-লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত মিত্র মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতাচার্য্য সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত অবদান কবিরা একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে বহু উন্নত। এই গ্রন্থ, অভিনব ও অদ্বিতীয় এবং মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমন্বয় আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী; ও বিদ্বৎশিরোমণি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সান্যাল গৌড়ীয়মঠ, চাঁদপাড়া বাজার; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট

যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৪১	৬-১৯	৭ ১০	১০-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-৪১
দমদম "	৫-৫৮	৬-৩৪	৭-৩০	১০-৩৭		১৮-১১	২২ ৫২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৮	৮-০৫	৯-১৬	১৫-৩	১৮-৩৪	১৯-৪২	০-২৫
(বদল) ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৩৩	১৫-১৭	১৮-৪২	১৯-৪৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩৪	৮-৩৮	১০-৮	১৫-৫১	১৯-১৭	২০-২২	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০ ৩১		১৫-০	১৭-৩২	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৫-৬০	১৮-১১	২১-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-২
দমদম "	১১-২০
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৫৩ (ন্যারো গেজ লাইনে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪
ছাঃ	১৫-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৪০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৩৮		৯-১০		১৪-১৬	১৬-০	১৮ ৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৩		৯-৩৮		১৪ ৫৫	১৬-৩৬	১৯-১১
ছাঃ	৭-৯	৮-৫০	১১-৪১	১৬-৫৬	১৯-২	২০-৫৬	৩-৩৬
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯-২৩	১২-২৬	১৭-৩১	২০-১০	২১-২৯	৪-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯-২৮	১২-৩৬	১৭-৪৩	২০-১৮	২১-৭৪	৪-২৩
দমদম "		১১-৩		১৯-০		২৩-৯	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১২০	১৪-২১	১৯-২৬	২১-৫৫	২৩-২৬	৬-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ	১৪ ১৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫৫
ছাঃ	১৫-১৭
শান্তিপুর পৌঃ	১৫-৫১
(বদল) ছাঃ	১৬-৫৫
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-৩৪
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৭
শিয়ালদহ পৌঃ	১৯-২৭

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃত, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় অল্পদিনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ধ্বংস করিয়া রুগ্ন শরীর সবল ও সুস্থ করে। শিশুরা হীনবল বালক বালিকা এবং যুবক যুবতী গণ একবার সেবন করিয়া দেখুন যে অনুপান অব্যর্থ ফল দেখিতে পাইবেন কি না। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ পাঁচ সিকা। পাইকারী দর পত্র।

—৬নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
শোক দোকান, ৬৪ শ্রীরামপুর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ বর্ষ | ২৮ হৃষীকেশ ৪৮৪ গৌরাব্দ ২৯শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৭৭, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০, শনিবার | ১৬৪-৬৫ ক্রম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ হৃষীকেশ অধ্যয় শ্রীগোপাবী গৌরাব্দ ৪৮৪

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

আজ শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ পুনঃপ্রবাহের মূল-পুরুষ গৌরনিজজন স্বরূপরূপানুগবর্য্য পরমহংস-কুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শুভ আবির্ভাবতিথি। এই শ্রীভগবদ্ভক্তিপ্রকাশবিগ্রহ মহাপুরুষপ্রবর ১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৮ই ভাদ্র শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমিতে তাঁহার প্রকটলীলা আবিষ্কার করেন। তিনি গৌরকৃষ্ণের অমোঘকৃপাশক্তির অবতার—গৌরের নিত্যসঙ্গী। গৌরহরিই শ্রীল ঠাকুরের প্রাণনিধি, ধ্যানজ্ঞান, নয়নতারা—যথাসর্ব্বস্ব। তাই তিনি 'শ্রীগৌরাঙ্গৈকশরণ'। তিনি শুদ্ধভক্তিহীন গুরুভক্তভূমিতে ভক্তিগঙ্গা আনয়নের ভগীরথ। গৌরসুন্দর যেরূপ নিজভাবকান্তি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট গোপন রাখিতে পারেন নাই, তদ্রূপ শ্রীল ঠাকুরও তাঁহার আচার-প্রচারের দ্বারা তাঁহাকে ধরা না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি যে সাক্ষাৎ গৌরশক্তি এবং গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকামের সংকীর্ত্তনবক্তা জগতে প্রকটন করিবার জন্য অবতীর্ণ, তাহা তাঁহার আচার ও প্রচারেই ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মূর্ত্তিমান্ সেবাবিগ্রহ। তিনি আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ। গৌরসুন্দরের ন্যায় তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা তাঁহা হইতে অভিন্ন। তিনি ভক্তিরসের রসিক—শুদ্ধভক্তির প্রচারক। গৌরসুন্দর যেমন মহাবদান্য, তিনিও সেইরূপ মহাবদান্য। তবে গৌরসুন্দরের দয়া অপেক্ষা শ্রীল ঠাকুরের দয়া বেশী, সেইজন্য তিনি মহাবদান্যবদান্য। তাঁহার কৃপা না হইলে গৌরসুন্দরের কৃপা পাওয়া যায় না, আবার গৌরসুন্দরের কৃপা না হইলে তাঁহার কৃপা পাওয়া যায় না। সুতরাং তিনি গৌরসুন্দরের সহিত এক অবচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত। গৌরসুন্দর বিষয়জাতীয় কৃষ্ণ, আর তিনি আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ। তিনি কৃষ্ণপ্রেরিত মহাজন, তিনি স্বেচ্ছায় জীবগণের জন্য প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে এ প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি হরিদাসবর্য্য—মহাভাগবতবর।

শ্রীল ঠাকুরের নাম—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ। এই নাম তাঁহার নিত্যসিদ্ধ স্বরূপানুরূপী নাম। শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপাদের 'হেলোদ্ধূলিতখেদয়া' শ্লোকে 'ভক্তিবিনোদ' নামটির প্রথম আবির্ভাব লক্ষ্য করি। যে শক্তি নিরন্তর জীবের ভক্তিবিনোদন অর্থাৎ জীবাত্ম-স্বরূপকে তাহার স্বধর্ম্মে প্রেরণ করিয়া থাকেন এবং যিনি সর্ব্বক্ষণ গৌরকৃষ্ণের সেবা দ্বারা তাঁহাদের সুখ দান করেন, সেই কৃষ্ণশক্তিই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

তিনি নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রজবাসী—শ্রীস্বরূপ-সনাতন রূপ-রঘুনাথ। তিনি তাঁহাদেরই অভিন্ন-মূর্ত্তি। এই ব্রজবাসীর কৃপা না হইলে কৃষ্ণের সংসারে প্রবেশ করা যায় না। তিনি প্রত্যেক জীবের নিত্য আরাধ্য, নিত্য নমনীয় ও জগদ্বন্দ্য। তাঁহার দয়ার তুলনা নাই। তাঁহার দয়া কৃষ্ণাকর্ষিণী, অনর্থনাশিনী, চেতোদর্পণমার্জ্জনী, ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষলঘুতাকারিণী ও শুদ্ধভক্তিপ্রদায়িনী। তিনি জীবকে শুদ্ধভক্তির বিচার বুঝাইয়া দিবার জন্য যে কত গ্রন্থ লিখিয়াছেন ও গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকাম-প্রচারের জন্য যে কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকামধামের শ্রোতা উদ্গাতা ও আশ্রয়। তিনি যদি গৌরজনের সন্ধান না দিতেন, তাহা হইলে আমরা কেহই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণের কথা ও গৌরধামের সন্ধান জানিতে পারিতাম না। তিনি ও তাঁহার বাণী অভিন্ন বস্তু। এখন তাঁহার সাক্ষাৎ কৃপা-সম্পদের সৌভাগ্য আমাদের না হইলেও তিনি গ্রন্থের মধ্যে বাণীরূপে আমাদের নিকট নিত্য প্রকটিত। সুতরাং আমরা যদি তাঁহার সে বাণীর অনুশীলন করি, তাহা হইলে বাণীরূপী তিনি আমাদিগকে সদ্সুযোগ প্রদান করিবেন। তাঁহার বাণী আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন। সেইজন্য শ্রীল ঠাকুরের বাণী আমাদের নিয়ামক, শাসক, পালক, রক্ষক ও সং প্রবর্ত্তক। শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট ভক্তিবিনোদ রূপে জগতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। এত বড় জীবে দয়ার আদর্শ আর কোথাও নাই।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গৌরধামের প্রতি সত্য সত্য নিষ্কপট প্রীতি ছিল। সে প্রীতির গাঢ়তা—সে প্রীতির অকৃত্রিমতা সে প্রীতির সহজ গতি জগতের কোন অজ্ঞানিবাকী দেখিতে পারিবে না। গৌরধাম ছিল তাঁহার জীবাতু—একতপস্যা—সাধ্য-সাধন। জগতের জীবের নিকট গৌরধাম-প্রকাশের জন্য তিনি নিষ্কপটভাবে ও প্রবল উৎসাহের সহিত ধামবিরোধিগণের বিরুদ্ধ চিন্তাস্রোতকে বহু শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। গৌরধামে ঠাকুরের যে প্রীতি, তাহা স্বয়ং অনন্তদেব অনন্তমুখে কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন না।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ছিলেন সংকীর্ত্তন-পিতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের গোলোক-গত বৈকুণ্ঠদূত। যখন কলির কল্মষ সঙ্গে সঙ্গে কেবল সাধন সাধ্যবস্তু নানাভাবে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে, যখন প্রাকৃত-সহজিয়া নানাসম্প্রদায় নানা অপসিদ্ধান্ত স্থান করিয়াছিল, সেই সময় শ্রীল ঠাকুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাম, নামাভাস [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আদরের [illegible] [illegible]

কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

কৃপা পাওয়া যায় না। আবার শ্রীল গুরুদেবের কৃপা না পাইলে শ্রীল আচার্যদেবের কৃপা পাওয়া যায় না। তাই তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় আমরা অনুরূপ শ্রীল আচার্যদেবকে পাইয়াছি। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সঙ্গে—[illegible] [illegible]। তাঁহার না হইলে তাঁহার কৃপা পাওয়া যায় না। কিন্তু আমরা [illegible] কোন [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible]।

আমরা [illegible] সৌভাগ্য পাইয়াছি যে, ভক্তিবিনোদ [illegible] শ্রীল [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপা পাওয়া যায়। আবার শ্রীল ঠাকুরের কৃপা হইলে [illegible] আমাদের সর্বাপেক্ষা শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা পাওয়া যায়। সুতরাং শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্মরণ করিলে [illegible] ভক্তিবিনোদের দয়া আমাদের উপর নিশ্চয়ই শতসহস্রধারে বর্ষিত হইবে। তাঁহার পাদপদ্মই শ্রীল ঠাকুরের কৃপালাভের একমাত্র সম্বল। তাই আমাদের ইহাই নিত্য প্রার্থনীয় বিষয় হউক—

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ [illegible] পুনঃ পুনঃ।
শ্রী[illegible]
জয়জয়নি।

আজানুলম্বিতভুজৌ [illegible] পুনঃ পুনঃ।
শ্রী[illegible]
জয়জয়নি।

আজানুলম্বিতভুজৌ [illegible] পুনঃ পুনঃ।
শ্রী[illegible]
জয়জয়নি।

এই [illegible]ই [illegible] আমাদের একমাত্র [illegible]। এই [illegible] আমাদের কোটি কোটি জন্ম [illegible] হউক। কিন্তু তথাপি নিত্যারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের শ্রীচরণে আজ প্রার্থনা—

এইমাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে॥
পশুপক্ষী হ'য়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে।
তব ভক্তি রহু বিনোদসেবক-হৃদয়ে॥

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

——::(০)::——

শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাসারই শ্রীভক্তিবিনোদবাণীতে কলিহত কর্কশ মানবহৃদয়ের জন্য জগতে প্রকটিত হইয়াছে।

[illegible] গৌরধাম ও গৌরকাম্য [illegible] বা গোলোক-মহোৎসবের [illegible] ঠাকুর জগতে [illegible] হইয়াছিলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতোপম-বাণীর একটিও আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবকাট [illegible] করিলে কৃতার্থ হইবে।

——

তাঁহার [illegible] সার্বদেশিক, সার্বকালিক, সার্বজনীন মীমাংসা পাওয়া যায়। মানবজীবনের—সাধকজীবনের যাবতীয় সমস্যা ও পারমার্থিক স্বাভাবিক, স্বাধীন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ উত্তর তাঁহার চরিত্রের মূর্তিবিগ্রহরূপে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়।

——

সপ্তসাগর যদি লিখিবার কালি হয়, ব্রহ্মাণ্ডের বৃক্ষ যদি লিখিবার কলম হয় আর চৌদ্দভুবন পৃষ্ঠা যদি কাগজ হয়, তা' হ'লেও তাঁ'র মহিমার একটী বিন্দুর পরিচয় দেওয়া যায় না।

এই দেহটী অনিত্য, ইহা অতি অবশ্যই কোন না কোন দিন ছাড়িতে হইবে, সুতরাং মৃত্যুকালে যদি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের স্মরণ হয়, তবেই মঙ্গল। মরণের সময় যে যেমন চিন্তা করে, তাহার সেই রকমই [illegible] হয়। কিন্তু [illegible] [illegible] মৃত্যুকালে মুখে না মনে হরিনাম আসে না, বিষয়ী মৃত্যুকালে বিষয়েরই চিন্তা করে। সর্বক্ষণ [illegible] আমাদের হওয়া একান্ত আবশ্যক।

[illegible] [illegible] [illegible] না

কৃপালাভের [illegible] একটা [illegible] না থাকে, তাহা হইলে নিজের কোন কটির দিকে নজর দেয় না; তখন মনে হয়, 'আমি ঠিক আছি, [illegible] কেবল কৃপার। অর্থাৎ কৃপার অযোগ্য পাইতেছি না—যেহেতু [illegible] আমি নাই, কৃপা না কৃপাকাঙ্ক্ষী' [illegible] ও চেষ্টা দ্বারা [illegible] দূর করা দরকার।

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

——::)০(::——

বৈষ্ণবঠাকুর কৃপার সমুদ্র। তিনি অযাচিতভাবে সম্পূর্ণ দয়া করেন। তাঁহার ভাণ্ডার অল্প নহে। সে ভাণ্ডারে অভাব হয় না। প্রাকৃত জগতে সমুদ্র শুখাইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও বৈষ্ণবের কৃপাভাণ্ডার অপূর্ণ হয় না। সে ভাণ্ডারের ধন অপরকে দিলে ক্ষতি হয় না।

বৈষ্ণবগণ পতিতপাবন। ইহ জগতে আমার পরিত্রাণকারক আর কেহই নাই। এখানে এক জনের সহিত অপরের দেখা হইলে ঈর্ষাবশে অহঙ্কার আসে। একজন অপরকে নিজ অপেক্ষা নীচ, ক্ষুদ্র, দরিদ্র, মূর্খ, কুৎসিত ইত্যাদিভাবে দর্শন করে, কিন্তু বৈষ্ণবঠাকুর সেরূপ নহেন। এ হেন জীবকে তিনি উদ্ধার করিতে ব্যস্ত। জীবে দয়া ব্যতীত তাঁহার অন্য কার্য নাই। তাঁহার আশ্রয় ছাড়া আমার আর কর্তব্য নাই—তাঁহার আশ্রয় ছাড়া আমার গতি নাই

——

বৈষ্ণবই ভগবানের একমাত্র সেবক। তাঁহার সহিত ভগবানের কোন ভেদ নাই। বৈষ্ণব ভগবানের—অভিন্নমনের। তিনি আত্মদর্শী, জড়জগতের সীমাবিশিষ্ট ধর্ম অতিক্রম করিয়াছেন।

বৈষ্ণব অন্য জীবের মত নহেন। তিনি চৈতন্যাশ্রিত, কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত। প্রত্যেক কার্যে, জীবনে মরণে তিনি চৈতন্যচরণ ছাড়িয়া অন্য কার্যে ব্যস্ত নহেন। যখন মানুষ নিজের চর্মচক্ষে বৈষ্ণবকে দেখিতে যায়, তখন ঠিকভাবে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। একমাত্র তাঁহার কৃপালোকে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্বপ্রথমে সম্বন্ধজ্ঞান লাভের আবশ্যকতা আছে। সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে—পরিচয়ের অভাবে প্রাপ্য বস্তু লাভে আমাদের নানা অসুবিধা হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত হরিনাম হয় না। নামাপরাধ ও নামের পার্থক্য না জানায় অনেকে নামের বদলে পঙ্ক গ্রহণ করেন। সুতরাং ভজনীয় বস্তুর জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কেন ভজন করি, কি ভজন করি, এ সকল কথা জানার নামই শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ। দীক্ষা-কা বা টা [illegible]—স ম্ব ন্ধ জ্ঞা ন-প্রদানলীলা।

সর্ববিধ মঙ্গল—বৈষ্ণবের পাদপদ্মাশ্রয়কারীর করায়ত্ত! অবৈষ্ণবই জন্ম-মরণ-মালা গলায় ধারণ করিয়াছে। হরিদাসগণের কখনও মাতৃকুক্ষিতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। বৈষ্ণবের কথা দূরে থাকুক, বৈষ্ণবের অলৌকিক অসাধারণ পাদপদ্ম দর্শনের যাঁহার সুযোগ হইয়াছে, তাঁহারও পুনর্জন্ম নাই।

——

চারিজনের অধিক লোক কোন গৃহ আক্রমণ করিলে তাহার একপ্রকার বিচার হয়, আর চারিজন লোক কোন গৃহ আক্রমণ করিলে তাহার অন্যরূপ বিচার হইয়া থাকে; সেইরূপ বাস্তবসত্তা হইতে একচুল বিচ্যুত হইলে বিচার ও দর্শন অন্যরূপ হইয়া পড়ে। এইজন্য আধ্যাত্মিক সম্প্রদায় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে দর্শন করিতে গিয়া অনেক সময় একদেশ-দর্শন বা এক বুঝিতে আর এক বুঝিবার বিপদ্ বরণ করেন।

——

অনর্থযুক্তাবস্থা আমাদের দুর্ভাগ্য। ভগব ৎ পা র্ষ দ গ ণে র ভূমিকা চেতন, তাঁরা চেতন ভূমিকায় অবতরণ করেন, প্রপঞ্চের সহিত কখনই তাঁ'রা মিশ্রিত ন'ন। তাঁ'দের সহিত অচিৎ যোগ করা মহা অন্যায়। অবৈধ মূর্খবিধানা করা উচিত নয়। তাহা না করাই আনুগত্য স্বীকার করা।

চিদ্‌বিলাসের বস্তু—ভগবান্, আর চিদ্‌বিলাসের আশ্রয়ের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠতম, তিনি শ্রীরূপানুগবর্ষ্য। জগতে ভগবানের প্রিয়তম আর কেহ নাই একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম মুকুন্দপ্রেষ্ঠ ব্যতীত।

আমাদের মঙ্গলের জন্য গুরুবর্গ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। আমাদের কেশে ধ'রে সুবিধা ক'রে দিবার জন্য গুরুবর্গ উচ্চপদে আসেন।

ভগবদ্ভক্তগণ—কৃষ্ণপার্ষদ, আর কৃষ্ণ-ভক্তগণ। তাঁহারা পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত—একজনকে আর একজন হ'তে পৃথক্ করা যায় না। ভক্তকে বাদ দিলে ভগবান্ ব'লে কোন বস্তু থাকেন না—ভক্তপূজা বাদ দিয়ে "ভগবানের পূজা" ব'লে কোন ব্যাপার হ'তে পারে না। যাঁ'র ভগবদ্ভক্তি আছে তিনি ভক্ত। 'ভক্ত' ব'লে ভজনীয় সংশ্লিষ্ট থাকেন। যেমন 'পুত্র' ব'লে 'পিতা' নিশ্চয়ই থাকবেন। ভক্তি, ভক্ত ভগবান্—এই তিনটী অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণী

—:০:(৩):০:—

কৃষ্ণ ও গৌরকিশোর ইঁহারা পৃথক্ তত্ত্ব ন'ন. উভয়েই মধুর রসের আশ্রয়; একটু ভেদমাত্র এই যে, মাধুর্য্যরসে দুইটী প্রকোষ্ঠ আছে—অর্থাৎ মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য; তন্মধ্যে মাধুর্য্য যেখানে বলবৎ, সেইখানে কৃষ্ণস্বরূপ এবং ঔদার্য্য যেখানে বলবৎ, সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপ। কৃষ্ণলীলায় ভজন-বিষয় প্রতিভাত, আর গৌরাঙ্গলীলায় সেই ভজনের প্রণালী প্রতিভাত হইয়াছে। প্রণালী ছাড়িয়া ভজন ও ভজন ছাড়িয়া প্রণালী কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

—

প্রাকৃত বস্তুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কৃষ্ণনামাদি অপ্রাকৃত, তাহা কখনই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ন'ন। তবে যে, নাম জিহ্বাদিতে প্রকাশিত হয়, সে কেবল আত্মার অপ্রাকৃত আনন্দ, তদনুপযোগী ইন্দ্রিয়ে স্ফূর্তিমাত্র। প্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনামের জন্ম হয় না।

—

হরিনাম ব্যতীত জীবের আশ্রয় নাই। এই দুস্তর ভবসমুদ্রে ভাসমান হইয়া জ্ঞান-কর্ম্মাদির আশ্রয়গ্রহণ—কেবল শৈবাল ধারণ পূর্ব্বক মহাসাগর উত্তীর্ণ হওয়া বাসনার ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক।

—

ভগবানের কৃপা বা ভক্তকৃপা দ্বারা যখন জীবহৃদয়ে স্বরূপশক্তির আবির্ভাব হয়, তখন স্বরূপশক্তির সংবিৎ-বৃত্তি জীবহৃদয়ে কার্য্য করেন, তাহা হইতেই চিজ্জগতের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। চিজ্জগতের স্বরূপই শুদ্ধসত্ত্ব, বাহ্যিক জগতের স্বরূপ সত্ত্বরজস্তমোগুণমিশ্র স্থূলতত্ত্ব।

—

মুক্তি জীবের জড়মোচনরূপ অবস্থা-বিশেষ। মুক্তির পরেও যে ভক্তি থাকে, তাহার ফল কি? যাহা তাহার ফল, তাহাই ভক্তির ফল। ভক্তিই ভক্তির ফল। যেখানে ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা হৃদয়ে থাকে, সেখানে শুদ্ধভক্তির উদয় হয় না। অতএব ভুক্তি ও মুক্তিবাঞ্ছা ভক্তির স্বরূপবিরোধী।

—

যে ভক্তি-মুক্তির পূর্ব্বে, মুক্তির সঙ্গে ও মুক্তির পরে বর্ত্তমান থাকে, সে ভক্তি একটী পৃথক্ নিত্যতত্ত্ব—তাহাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। মুক্তি তাহার নিকট একটী অবান্তর ফল-মাত্র।

অতএব কোন জীব ভোক্তা ও কোন জীব ভোগ্য এই ব্যাপারটী মূলতত্ত্ববিরুদ্ধ বলিয়া লজ্জা ও ঘৃণার আস্পদ হইয়াছে। বস্তুতঃ জীব জীবের ভোক্তা নয়। সকল জীবই ভোগ্য এবং কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা।

—

আত্মাই চিদ্বস্তু। আত্মা শব্দে পরমাত্মা অর্থাৎ বিভুচৈতন্য এবং জীবাত্মা অণুচৈতন্য উভয়কেই বুঝিতে হইবে। বিভুচৈতন্য ও অণুচৈতন্য উভয়েই প্রীতি-ধর্ম্মাশ্রিত। বিশুদ্ধ প্রীতিধর্ম্ম আত্মা ব্যতীত আর কিছুতেই নাই।

—

আজকার মত এই প্রতিকূল বিষয়টী স্বীকার করি, কল্য হইতে বিশেষ সাবধান হইব,—এরূপ হৃদয়দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিলে কখনই মঙ্গল হইবে না। যে বিষয়টী ভজন-বাধক বোধ হইবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা অবলম্বন করিয়া তখনই তাহা পরিত্যাগ করিবে। দৃঢ়তাই সাধনের মূল। দৃঢ়তার অভাব হইলে সাধনকার্য্যে একপদও অগ্রসর হওয়া যাইবে না।

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ ব্যতীত জীবের শ্রেয়ঃ সাধন কোন প্রকারেই হয় না। যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র-সাধন করিয়াও ফললাভ করিতে পারেন না। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব-আচার হয় না। অসৎ দুই প্রকার অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তিহীন।

নামাপরাধের হস্ত হইতে উন্মুক্ত হইবার উপায় আছে। অপরাধের স্বরূপ জানিয়া অপরাধ করিতে প্রবৃত্ত না হইলে এবং নিরন্তর নাম গ্রহণ করিলে অপরাধের অবসর হয় না।

—

"কৃষ্ণ আমাকে অদ্য বা একশত বৎসরে বা কোন জন্মে অবশ্য কৃপা করিবেন। আমি দৃঢ়তাপূর্ব্বক তাঁহার চরণ আশ্রয় করিব, কখনও ছাড়িব না"—এই প্রকার ধৈর্য্য ভক্তি-সাধকের পক্ষে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

—

কৃষ্ণের চিরকাল নিত্যদাস আমি, কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ আমার রক্ষাকর্ত্তা বা পালনকর্ত্তা নাই, আমি অতি দীন ও হীন, কৃষ্ণনাম-শ্রবণকীর্ত্তনাদি করিতে করিতে পূর্ব্ব কর্ম্মফল ভোগরূপ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে অবশ্য কৃষ্ণকৃপা লাভ করিব—এইরূপে কৃষ্ণ সংসারের স্থিতির দ্বারা আমরা কৃষ্ণপ্রেমফল পাইতে পারি।

পরিপ্রশ্নোত্তর-মালা

—::(০)::—

প্রশ্ন—গাছের চেতনতা আছে কিনা, যদি থাকিয়া থাকে তবে শাকসব্জি-গ্রহণে হিংসা হয় কিনা?

শ্রীল আচার্য্যদেব—গাছের চেতনতা আছে। তাহা যে কেবল বৈজ্ঞানিক বসু মহাশয়ই বলিয়াছেন, তাহা নয়, আমাদের বেদশাস্ত্রও গাছকে চেতনশ্রেণীর মধ্যেই গণনা করেন। তবে গাছের চেতন সুপ্ত বা আবৃত বা আচ্ছাদিত। 'গাছ কাঁদে'—একথা আমাদের শাস্ত্রই বলিয়াছেন। গাছের চেতন দেখে কে? যিনি নিজে চেতনধর্ম্মে উন্নত, তিনিই গাছকে চেতন দেখেন। চেতন চেতনকে প্রকৃতরূপেই দর্শন করেন। চেতন-দর্শন মানেই গুরুদর্শন। যিনি চেতন দর্শন করেন, গাছ তাঁহার নিকট গুরু অর্থাৎ তাঁহার প্রভুর নিকট পৌঁছাইয়া দিবার পথপ্রদর্শক। যে ব্যক্তির আবরণ [illegible], সে 'জড়' জড়ই দর্শন করিবে। জড় পূর্ণচেতনের দিকে চেতনের গতিকে বাধা দেয়।

গাছের ফলমূল বা পাতা ইত্যাদি ছিঁড়িলে একটু হিংসার মত দেখা যায়, কিন্তু শাকসব্জি গ্রহণ করা বেদের বিধান ও অনুমোদিত; মৎস্যাদি গ্রহণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ। শাকসব্জি মাত্র গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা বেদের মত নয়। যাহা বিষ্ণুর ভোগে লাগে—যাহা ভগবান্ যাহা তাঁহার ভোগে ব্যবহৃত হইবে, জানাইয়াছেন, তাহাই তাঁহার প্রসাদরূপে গ্রহণ করিলে হিংসা হইতে পারে না। নিজের ভোগের জন্য শাকসব্জি গ্রহণ করিলে অবশ্যই হিংসা হইবে। বৈষ্ণবগণ নিরামিষাশী হইলেও হিংসার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে না—কারণ, তাঁহারা ভগবানের [illegible] তুষ্টির জন্য শাকসব্জি আহরণ করে না। বৌদ্ধগণ "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" বলিলেও অহিংসক হইতে পারেন না। বৌদ্ধগণ অথবা নৈষ্ঠিক নিরামিষাশী ন'ন, তাঁহাদেরও যে নিরামিষগ্রহণ বা অহিংসার আচরণ দেখা যায় তাহা দ্বারা প্রকৃত অহিংসা হয় না। কারণ, সমস্ত বস্তুই ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে অবস্থিত রহিয়াছে, নিজের জন্য ঐ সমস্ত বস্তু ব্যবহার করিলেই তাহার উপর হিংসা করা হইল। ভক্তগণ ভগবানের প্রসাদই গ্রহণ করেন। শাস্ত্র কথিত যে-সকল দ্রব্য ভগবানের ভোগে লাগে তাহার দ্বারাই ভগবানের তুষ্টি বিধান করেন। এজন্য পিঁয়াজ, রসুন, মসুর ডাল প্রভৃতি ভক্তগণ বর্জন করেন। কারণ, ঐ সকল বস্তুতে তামসিক উপাদান প্রচুর থাকে। বিভিন্ন প্রকার আহার্য্য [illegible] ভিন্ন ভিন্ন রূপে বহন করিয়া থাকে। [illegible] গুণের প্রভাব নির্ণয়। মৎস্য-মাংসের ন্যায় পিঁয়াজ, রসুনও প্রচুরভাবে রজোগুণের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এজন্যই শাস্ত্র ঐ সকল গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

প্রঃ—সমস্ত জীবের প্রতি প্রীতি থাকা উচিত কি না?

আচার্য্যদেব—'প্রীতি' (love) কথাটির অপব্যবহার জগতে দেখা যায়। কাম (lust) অর্থে প্রেম (love) শব্দটি সাধারণতঃ বিশেষ করিয়া [illegible] ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রেম ভগবানেই প্রযুক্ত হয়। প্রীতির বিষয় একমাত্র ভগবান্। জীবের প্রতি প্রেম হয় না। কারণ, প্রেমের সংজ্ঞাই হইতেছে—ভগবানের প্রতি চিত্তের আকর্ষণ ও আবেশ; যদি মূল ভগবানেই বাদ পড়েন, তবে আর তাহা প্রেম হয় কি করিয়া? জীবের প্রতি অন্য জীবের শুভেচ্ছা (good will) বা অন্তরের প্রসন্নভাব থাকিতে পারে। জীবের তিন প্রকার ভগবদ্ভজন অবস্থানুসারে তাঁহাদের প্রতি এই শুভেচ্ছাও তিন প্রকারে প্রকাশিত হয়। নিত্যমুক্ত জীব—যাঁহারা কেবল আমাদিগকে মায়া হইতে উদ্ধার করিয়া পুনরায় স্বরূপে অবস্থিত করাইবার জন্য এজগতে আসেন, তাঁহারা আমাদের প্রণাম, পূজা ও গৌরবের পাত্র। অতএব, তাঁহাদের প্রতি গৌরবের আকারে প্রযুক্ত হয়। গৌরবের সহিত শুশ্রূষা বা সেবা তাঁহাদের প্রতি বিহিত। যাঁহারা ভগবানের নিত্য [illegible] এবং আমাদের সমান অবস্থার, তাঁহাদের প্রতি শুভেচ্ছা মৈত্রী বা বন্ধুত্বের আকারে প্রকাশিত হয়। আর, যাঁহারা ভগবদ্ভজনের পথে আমাদের অপেক্ষা নিম্নভূমিতে অবস্থিত; কিন্তু সরল ও নিষ্কপট, তাঁহাদের প্রতি শুভেচ্ছা দয়া বা অনুকম্পার আকারে প্রযুক্ত হয়। যাঁহারা ভগবানে অবিশ্বাসী বা বিদ্বেষী এবং সরল ও নিষ্কপট [illegible] তাঁহাদের প্রতি উপেক্ষা করা বিধেয়। [illegible]

[illegible]

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম

আচার্য্যদেব — ভজন-সাধকগণ সাধারণ সাথে এক নীতি-অনুসারেই সমাজে মিশিবেন, রাজনীতিক্ষেত্রে প্রচলিত রাজনীতি-অনুসারে চলিবেন। তবে যাহাতে ভগবদ্ভজনের বাধা হয়, সেই নীতি এড়াইয়া চলিবেন। তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য থাকিবে নিজেদের ভজনের প্রতি, অন্যান্য সমস্ত বিষয় ভজনের দিক দিয়া বিচার করিবেন, অনুকূল অর্থাৎ যাহা তাঁহাদের ভজনোদ্দীপক হয়, তাহাই গ্রহণ করিবেন, আর যাহাতে বাধা হয়, তাহা ত্যাগ করিবেন। কাহারো ভক্ত-পুরুষদের পার্টিতে যোগদান করিতে হইলে তাহাদের সহিত পান ভোজনাদি করিবেন না। নম্র-বিনয় ব্যবহারে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিবেন। সাধারণ সামাজিক ব্যবহারেও এইরূপই করিতে হইবে। কোথাও নম্রভাবে, কোথাও দৃঢ়ভাবে, কোথাও ঔদাসীন্য বা নিরপেক্ষতার সহিত প্রত্যাখ্যান করা দরকার। কেবল শাস্ত্রীয় বিধান-সম্বন্ধে কেন, সামাজিকতার দিক দিয়াও যে যাহা গ্রহণ করিবে না, তাহাকে তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য করান ভদ্রতা-বিরুদ্ধ। অমুক লাটের পার্টিতে গেলে চা খাইবেন কি? অনেক দেশীয় রাজা নৈষ্ঠিক নিরামিষাশী, তাহারা লাট-দরবারে উপস্থিত হইয়াও কিছু গ্রহণ করেন না। পান, সুপারী ইত্যাদি বস্তু শাস্ত্রনিষিদ্ধ না হইলেও সাধকের ভজনানুকূল নহে বলিয়া কোন প্রকার সামাজিকতার খাতিরে কোন ভক্ত সাধক ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিবেন না।

প্রঃ — ...'হরিজন'-সেবার কথা বলিয়াছেন। ইহা কর্ত্তব্য কিনা? ...যে অর্থে 'হরিজন' শব্দ ব্যবহার করিয়েছেন — এরূপ ব্যবহারে কিছু দোষ হয় কি না?

আচার্য্যদেব — প্রত্যেক জীবই স্বরূপতঃ হরিজন। একজন উচ্চ ব্রাহ্মণও হরিজন, একজন অতি নীচকুলোৎপন্ন এমন কি, ক্ষুদ্র কীট বা তৃণগুল্মও হরিজন। কারণ, প্রত্যেক চেতন বস্তুই চেতন — ভগবানের দাস। তবে সাধারণতঃ যে জীব ভগবদ্দাস্যে প্রকাশিত, তিনিই হরিজন নামে অভিহিত হইতে পারেন। 'হরিজন' 'বৈষ্ণবে'র প্রতিশব্দ। হরি-অর্থ বিষ্ণু, তাঁহার জন অর্থাৎ সেবকই বৈষ্ণব। অত, প্রত্যেক জীবকে হরিজন বলা যাইতে পারে অথবা উদ্বুদ্ধস্বরূপ বা বিষ্ণুপূজারত জীব হরিজন-শব্দে উদ্দিষ্ট হইতে পারেন। যে ভাবে 'হরিজন' শব্দের ব্যবহার হইতেছে, তাহা শাস্ত্র, ভাষাবিজ্ঞান, ব্যাকরণ, লোকরূঢ়ি, প্রচলিত শব্দবৃত্তি — কোন দিকেও যথার্থ উহা সমর্থিত হয় না।

হরিজনশব্দে যদি বিষ্ণুস্বরূপ বৈষ্ণব উদ্দিষ্ট হন, তবে তাঁহার সেবা করিতে হইবে। সাধারণ জীবের প্রতি 'সেবা'-শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। তাহাদের প্রতি দয়া করিতে হইবে। চেতনের চৈতন্যবিধানের নাম দয়া। জড়ের জড়পুষ্টিবিধানের নাম ভোগ। প্রত্যক্ষ হরিজন নামধারী জীবগণ যদি বদ্ধ হন, তবে কিরূপে তাহাদের সেবা হইতে পারে? বদ্ধজীবের প্রতি যে উপকারাদি পরিস্ফুট হয়, তাহাই দয়া। জীবকে 'নারায়ণ' কল্পনা করিয়া উদরতর্পণ করা পাষণ্ডতা মাত্র।

সেবকের ভরসা

শুদ্ধবৈষ্ণবগণের দয়া অসীম ও অহৈতুকী। কোন যোগ্যতা, কোন গুণ না থাকিলেও তাঁহারা সরল ও অকপট নিষ্কপট সেবককে অসীম কৃপাশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। সরল, নিষ্কপট শরণাগতের অনিচ্ছাকৃত দোষ, ত্রুটি বা অপরাধ গ্রহণ করেন না। নিষ্কপট সেবক কদাচিৎ কোন অপরাধ করিলেও শুদ্ধবৈষ্ণব ভগবান্ সেই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তাহাকে কৃপা হইতে কখনও বঞ্চিত করেন না। তাঁহাকে সেই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ দণ্ড-প্রদান করিয়া সংশোধন করতঃ তাহাকে স্বীয় পাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়া রাখেন, তাহাকে পাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত না। শরণাগত সেবক যদি দুর্দ্দৈববশতঃ কদাচিৎ কখনও ভুক্তি বা বিষয়সুখ চাহিয়া বসে, তথাপি শুদ্ধবৈষ্ণব ভগবান্ তাহাকে ঐ বিষয়সুখ না দিয়া তাহার ঐরূপ মূর্খতা সংশোধনপূর্ব্বক স্বীয় কৃপাকণ প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

কৃষ্ণ কহে,— 'আমা ভজে, মাগে বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়ি', বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ॥
আমি—বিজ্ঞ সেই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥

ইহাই শরণাগত সেবকের একমাত্র ভরসা।

এখানে এই যে 'বিষয়সুখ-স্পৃহার' কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা জীবের ইচ্ছাকৃত স্পৃহা নহে। পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ দৈবাৎ সাময়িকভাবে উদিত হইয়াছে. প্রকৃতপক্ষে সেবক কখনও বিষয়সুখ চান না। এখানে শুদ্ধবৈষ্ণবভগবানের সেবকের প্রতি স্নেহ ও বাৎসল্য, কৃপার আধিক্যই প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে বিষয়সুখলাভ-স্পৃহা অর্থাৎ অন্যাভিলাষকে বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। কিন্তু যদি কেহ এই শাস্ত্রবাণীর মর্ম্ম সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া এই শাস্ত্রবাণীর অবৈধ সুযোগ গ্রহণপূর্ব্বক সাধনে সম্পূর্ণ উদাসীন হয় ও অন্যাভিলাষকে হৃদয়ে পোষণ করে তাহা হইলে সে নামবলে পাপবুদ্ধিরূপ নামাপরাধী হইবে। যে নামের চরণে, শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবানের চরণে, ধামের চরণে, শ্রীবিগ্রহের চরণে অপরাধ করিবে, সে ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া অশেষ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে।

শুদ্ধবৈষ্ণবগণ পরম দয়ালু। তাঁহারা অসতের নিকট বজ্রাদপি কঠোর হইলেও নিষ্কপট সেবকের নিকট কুসুমের অপেক্ষাও কোমল। তাঁহারা আমাদের দোষত্রুটি বা সাধনে ঔদাসীন্য দেখিয়া কৃপা হইতে বঞ্চিত না করিলেও অন্তরে বড় ব্যথা পাইয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের কৃপালাভ করিবার জন্য, তাঁহাদের সুখবিধান করিবার জন্য মঠবাস করিতেছি। কিন্তু যদি আমরা সাধনে উদাসীন হইয়া তাঁহাদের প্রাণে ব্যথাই দিলাম, তাহা হইলে কি করিয়া তাঁহাদের কৃপা পাইব? তাঁহাদের কৃপালাভই যদি আমাদের একমাত্র কাম্য বস্তু হইয়া থাকে, 'কৃপা ছাড়া গতি নাই' ইহা যদি আমাদের প্রাণে উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা এই মুহূর্ত্ত হইতে প্রতিজ্ঞা করিব শুদ্ধবৈষ্ণবগণের প্রাণে যাহাতে আঘাত লাগে, সেইরূপ কার্য্য জ্ঞাতসারে 'ত' করিবই না; অধিকন্তু যাহাতে অজ্ঞাতসারেও ঐরূপ কোন কার্য্য না করিয়া বসি, তজ্জন্য সর্ব্বক্ষণ আকুল প্রাণে তাঁহাদের কৃপাবল প্রার্থনা করিব। যাহাতে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের সেবাচিন্তায়, তাঁহাদের সুখবিধানের চিন্তায় অভিনিবিষ্ট থাকিতে পারি, তজ্জন্য যত্নশীল হইব।

শুদ্ধবৈষ্ণবগণ আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য আসিয়াছেন, তাঁহারা কৃপা করেন — এই কথার উপর আমাদের বিশ্বাস নাই। তাই অনর্থ, দুর্ব্বলতা, নিরুৎসাহিতা আসিয়া আমাদিগকে প্রতি মুহূর্ত্তে পথভ্রষ্ট করিতেছে, সাধনে ঔদাসীন্য আনিয়া দিতেছে। আমরা নিজের অনর্থের চিন্তায়, দুর্ব্বলতার চিন্তায় বৃথা সময় নষ্ট করিতেছি। যে অনর্থের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি, আবার কি সাহসে নিজে ভাসমান অবস্থায় সেই স্রোতের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার বৃথা প্রয়াস করিতেছি? ঐ বৃথা চেষ্টায় সময় নষ্ট না করিয়া যদি দাঁড়াইবার জন্য একটা উচ্চভূমির অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে স্রোত প্রবল হইলেও আমাদিগকে আর ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। সেই দাঁড়াইবার স্থান বা আশ্রয়স্থল একমাত্র বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম। আমরা সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকেই আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থলরূপে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিবার জন্য গুরুপাদপদ্মের ও তৎপ্রিয়জন বৈষ্ণবগণের কৃপাভিক্ষা করিব। তাঁহাদের কৃপাই আমাদের একমাত্র আশাভরসা।

কৃপা-ভিক্ষা

(প্রাপ্ত)

আজ গৌরনিজজন রূপানুগবর শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনীর পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শুভাবির্ভাব-তিথিবাসর। আমাদিগকে অযাচিত কৃপা বিতরণ করিবার জন্য সমাগত। আমরা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ, ভক্তিবিনোদ-[illegible] একমাত্র সংরক্ষক গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাকণ লাভ করিবার জন্য আজ এই ভুবনমঙ্গলময়ী তিথিবাসর বরণ করিতেছি।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরনামের প্রচার, গৌরধামের পুনঃপ্রাকট্য ও গৌর হরির কামবর্দ্ধনের জন্য গোলোক হইতে এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি গৌরসুন্দরের কৃষ্ণভজনের রহস্য ও গৌরভজনের বৈশিষ্ট্যের কথা সমগ্র জগতে জীবকে জানাইবার জন্য, জাতিবর্ণ-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলে যাহাতে গৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষ লাভ করিতে পারে তাহার পথ সুগম করিবার জন্য এ জগতে আসিয়াছিলেন। একদিকে অনয়া অকিঞ্চনা নির্ম্মলা প্রেমভক্তির বিনোদ অর্থাৎ উল্লাসবর্দ্ধন করিয়াছেন যিনি, তিনি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, তিনি সচ্চিদানন্দ লীলাময়বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের সমস্ত কবিতে দয়ার মূর্ত্তবিগ্রহরূপে এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি সচ্চিদানন্দ।

গৌরশক্তিস্বরূপ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার বিভিন্ন ভাষায় স্বরচিত শতাধিক ভক্তিগ্রন্থ-প্রকাশ, গোস্বামিগণের গ্রন্থসমূহের ভাষা রচনা প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার সর্ব্বতো মুখী চেষ্টা নিয়োগপূর্ব্বক গৌর-নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর ও বৈশিষ্ট্যের প্রচার সম্প

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

—— ::(•):: ——

মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে

আচার্য্যাশ্রিত শুদ্ধবৈষ্ণববৃন্দের আনুগত্যে ৩ ৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব [illegible] হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস মঠসেবকগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে [illegible]গ্রাহিক সমাপনান্তে শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক-[illegible], গুরুপরম্পরা, শ্রীপঞ্চতত্ত্ব, 'কৃপাবিন্দু [illegible] কর এই দাসে', 'বৈষ্ণব [illegible] দয়ার সাগর' প্রভৃতি মহাজন-[illegible]বলী কীর্ত্তন করার পর গৌড়ীয় হইতে

[illegible] একদিকে যেরূপ ভক্তির বিরোধন [illegible] করিয়াছিলেন, অপরদিকে সেইরূপ গৌর-[illegible]দেবের অনুগতাভিমানী অপসম্প্রদায়গণের [illegible]তবাদ খণ্ডন ও জগতের গৌরবিরোধী [illegible]থাকথিত বর্ণসম্প্রদায়ের বিচারের [illegible] প্রদর্শন দ্বারা অভক্তিকে সমূলে [illegible] করিয়াছিলেন। তাঁহার অহৈতুকী [illegible] মৌলিকত্বের পরিচয় তাঁহার রচিত [illegible]শাপতি ও কল্যাণ-কল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে [illegible]রূপে পাওয়া যায়। বেদবেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি সমস্ত ভক্তিগ্রন্থের সার-[illegible] তিনি সহজ, সরল, সুবোধ্য বাঙ্গলা [illegible] পদ্যাকারে সম্পুটিত করিয়া জীবের প্রতি যে অমন্দোদয়-দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই।

আজ তাঁহার এই শুভাবির্ভাববাসরে আমরা তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপা [illegible] করিতেছি। আমরা সম্পূর্ণভাবে অযোগ্য হইলেও তাঁহার কৃপাই আমাদের একমাত্র ভরসা। তাঁহার কৃপাতেই আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] গোস্বামী প্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা [illegible] করিতে পারিব। তাই আজ কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন জানাইতেছি।

কবে হেন কৃপা, লভিয়া এ জন
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তিবুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন
কর মোরে আত্মসাৎ॥
যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই
তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥

[illegible] শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা [illegible] করেন। অতঃপর উচ্চ কীর্ত্তনসহ [illegible] পরিক্রমা করিয়া সেবকবৃন্দ শ্রীশ্রীল [illegible]দেবের আলেখ্য শ্রীমন্দিরের 'কৃষ্ণকীর্ত্তন [illegible]' একটী উচ্চ সুরম্য বেদীর উপর [illegible] বস্ত্র, পত্র-পুষ্প প্রভৃতির দ্বারা [illegible] এবং 'এইবার করুণা কর বৈষ্ণব [illegible]' প্রভৃতি বিজ্ঞপ্তিপূর্ণ মহাজনপদাবলী [illegible] করিতে করিতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মে [illegible] পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপর [illegible] গৌড়ীয় হইতে শ্রীশ্রীল আচার্য্য-[illegible] হরিকথামৃত অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা [illegible] পাঠ হ'তে থাকে।

অনন্তর ৫॥ ঘটিকায় মঠের 'কৃষ্ণকীর্ত্তন [illegible]' আহূত একটী সভায় শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক[illegible], শ্রীপঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী [illegible] হইলে পর শ্রীমঠ হইতে ইংরাজী ভাষায় [illegible] 'The Guru-Puja Homage' [illegible] হয়। তৎপরে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ এবং [illegible] গৌড়ীয়প্রপন্নাশ্রম হইতে [illegible] ভাষায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলি পাঠের [illegible] শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকাল [illegible] বক্তৃতা প্রদান করা হয়। অনন্তর [illegible] কীর্ত্তনের পর সভার কার্য্য শেষ [illegible] উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ [illegible] করা হয়।

মথুরা শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ২১শে ভাদ্র ৬ই সেপ্টেম্বর গৌর-[illegible] তিথিতে শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রয়ে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস [illegible]রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ [illegible]ক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-[illegible] মহোৎসব হরিসংকীর্ত্তনমুখে মাধুকরী [illegible] দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস ভোর ৪॥০ ঘটিকা হইতে মঠের [illegible] সেবকগণ শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক-বন্দনাদে গুরু-[illegible]পরম্পরা, অর্চ্চাদিক, পঞ্চতত্ত্ব, বিভিন্ন মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ আরম্ভ করেন। [illegible] মাধুকরী-ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যসম্ভার দ্বারা শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগ হয়।

একটী উচ্চ মঞ্চোপরি পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীআলেখ্য পত্র পুষ্পাদি দ্বারা সুসজ্জিত হইলে [illegible] ১০ ঘটিকার সময় ভক্তগণ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। ভোগারাত্রিকান্তে [illegible] ব্রজবাসী ও সজ্জন ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণে ভক্তগণ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের মহিমা ও তাঁহার ব্রজভজন-লীলার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

[illegible]

গত ৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার দিবস শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম শাখা কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত দিবস প্রাতে শ্রী[illegible] বিনোদ-মঙ্গলারতির মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরু পরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে ১৮শ বর্ষ গৌড়ীয় [illegible] [illegible]গুরুপূজা-মহোৎসব [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা হয় এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন সহকারে শ্রীমন্দির-পরিক্রমা হয়।

[illegible] উচ্চ-ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান [illegible]।

অপরাহ্ণে শ্রীনাট্যমন্দিরে একটী উচ্চ মঞ্চোপরি পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের আলেখ্য বিচিত্রবর্ণের বস্ত্র ও পুষ্প দ্বারা সজ্জিত করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে নাট্য-[illegible] একটি সভার [illegible] ও সভায় বিভিন্ন মঠ হইতে আগত [illegible] পাঠ হইলে ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মের মহিমা সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

তৎপর সমবেত সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবারে মায়াপুর [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরম-হংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ[illegible] আবির্ভাব তিথি-পূজা খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়েছে। ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, অর্চ্চাদিক, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

অতঃপর সেবকবৃন্দ পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের মনোহর শ্রীচিত্রপটে পূর্ব্বদিনের ন্যায় মাধুকরী [illegible] নির্ব্বাহিত হন। পরে বিগ্রহের হইতে পুনরায় বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে [illegible] শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে [illegible]

শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপর ১৮শ বর্ষ গৌড়ীয় হইতে শ্রীশ্রীগুরুপূজা [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পরে সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুরু [illegible]

[illegible] প্রভুর "ব্যাসপূজা" প্রবন্ধ পাঠ [illegible] ব্যাখ্যা হয়। অতঃপর মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে [illegible] হয় এবং উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ-[illegible] মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

[illegible]

গত ৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার বৈদিকাবদা [illegible] শ্রীশ্রী[illegible] [illegible]দেবের [illegible] [illegible] বিরহ পাঠকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন [illegible]। ঐ দিন সন্ধ্যারাত্রিকান্তে গুরুবন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর [illegible] বেলা ১০ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ হয়। [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান [illegible] হয়। তৎপরে ভোগারাত্রিকান্তে উপস্থিত সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

[illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব

গত ২৭শে ও ২৮শে আগষ্ট সোমবার [illegible] মঙ্গলবার শ্রীশ্রী[illegible] [illegible] শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমা-[illegible] শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে [illegible] হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনমুখে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও [illegible] নন্দোৎসব-তিথি হরিসংকীর্ত্তনমুখে পালিত [illegible] হইয়াছেন।

গত ২৭শে আগষ্ট প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিক [illegible] কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত [illegible] আরম্ভ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে [illegible] গুর্ব্বষ্টকবন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হওয়ার পর গৌড়ীয় ১২শ বর্ষের [illegible] হইতে 'শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব' প্রবন্ধটী পাঠ হয়। তারপর আবার পারায়ণ [illegible] থাকে। রাত্রি ১২ ঘটিকায় শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক ও ভোগারাত্রিক হয়।

পরদিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুর্ব্বষ্টক-বন্দনা, অর্চ্চাদিক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয় এবং [illegible] মহাপ্রসাদ বিতরণ হয়।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন মাজ্জানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্যের অন্তেবাসী আধ্যাত্মিক সু-লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের [illegible] বিভাগের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক বিদ্যালীর প্রিয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মগ্ন হউন। এই গ্রন্থটি, আভিনব ও আধ্যাত্মিক গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের মতের তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাবেশ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভূমিকা স্বরূপ (Foreword) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সঙ্কলিত শব্দ-সূচীপত্র (Index Glossary) সম্বলিত একখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ইণ্ডিয়ান টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৪১	৬-১৯	৭ ১০	১০-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-২১
দমদম ,,	৫-৫৮	৬-৩৫	৭-৫০	১৩-৩৭		১৮-১১	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৮	৮ ০ ৭	৯-১৬	১৪-১	১৮-৩৪	১৯-৫২	০-২৫
(বদল) ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৩৩	১৫-১৩	১৮-৪২	১৯-৫৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩৪	৮-৩৮	১০-৮	১৫-৫১	১৯ ১৭	২০-২২	১-১২
(বদল) ছুঃ	৭-১২		১০-৩১		১৫-০	১৭-৩১	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৫-৮০	১৮-১১	২১-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-২
দমদম ,,	১০-২০
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪
ছাঃ	১৫-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৪০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৮		৯-১০	১৪-১৬	১৬-০	১৮ ৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৬		৯-৪৮	১৪ ৫৫	১৬-৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	৭-৯	৮-৫০	১১-৪১	১৬-৫৬	১৯-২	২০-৫৬	০-৩৬
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৫৪	৯-২৩	১১-২৬	১৭-৩১	২০-১০	২১-২২	৪-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯-২৮	১২-৩৬	১৭-৪৩	২০-১৮	২১-৭৪	৪-২৩
দমদম ,,		১১-৩		১৯-০		২৩-৯	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১০-২০	১৪-২১	১৯-২৬	২১-৫৫	২৩ ২৬	৬-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ	১৪ ১৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫৫
ছাঃ	১৫-১০
শান্তিপুর পৌঃ	১৫-৫১
(বদল) ছুঃ	১৬ ৫০
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-৩৭
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩
কলিকাতা পৌঃ	১৯-২৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক শহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

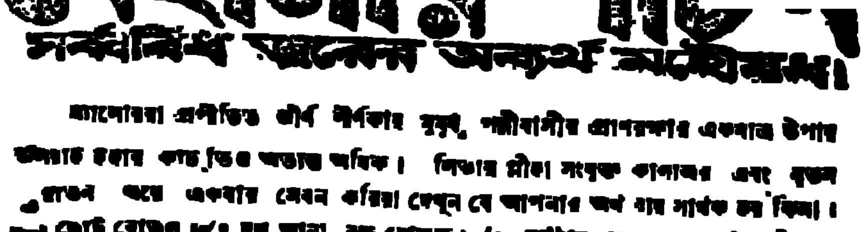

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] কাজ [illegible] অত্যন্ত অধিক। শিতার প্রীহা সংযুক্ত কামলার এবং নূতন [illegible] জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল ৮/০ দশ আনা, বড় বোতল ১৸০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
[illegible] ঘোষালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C I

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০শ খণ্ড। শ্রীমায়াপুর ১লা আশ্বিন ১৩৪৭, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ মঙ্গলবার ১৬৬তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—:০:(০):০:—

বৃত্তিপ্রাপ্ত কৃতি ছাত্র

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

গৌড়মণ্ডলী শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌড়ীয় মিশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ১৯৪০ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে শ্রীরাধানাথ দাস নামক জনৈক ছাত্র নদীয়া জেলার পরীক্ষার্থিগণের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ১০৲ হিসাবে বৃত্তি পাইয়াছে। ১৯৩৯ সালের পরীক্ষায় শ্রীনিত্যানন্দ দাস নামক জনৈক ছাত্রও বৃত্তি পাইয়াছিল। গত কয়েক বৎসর যাবৎ স্কুলের পরীক্ষার ফল খুবই সন্তোষজনক। স্কুলের এই প্রকার সাফল্যদর্শনে বাহিরের ছাত্রসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। বহু দূরদেশ হইতেও ছাত্রগণ আসিয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছে।

—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

গত ৯ই সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৯৪০ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল সম্পর্কে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। হিসাব পরীক্ষা বিভাগকে সেক্রেটারী বিভাগ হইতে পৃথক করিয়া উহাকে কোন বিভাগের অধীনস্থ করিবার জন্য বিরোধী দল হইতে এক প্রস্তাব উত্থাপন করা হইলে উহা বাতিল হইয়া যায়। বিতর্কের উত্তরে মাননীয় [illegible] এম বি মল্লিক বলেন যে, সেক্রেটারীয়েট ব্যাপারগুলি সম্পর্কে সরকার হইতে হিসাব পরীক্ষা বিভাগকে পৃথক করিবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু পল্লী-অঞ্চলে ঐ প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা অসম্ভব ব্যাপার। তিনি আরও বলেন যে, ভারতের অপর কোন প্রদেশেই হিসাব পরীক্ষা বিভাগকে সেক্রেটারী হইতে পৃথক করিয়া রাখা হয় নাই। অতঃপর প্রস্তাবিত বিলের কয়েকটি ধারা সম্পর্কে কতকগুলি সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হয়। অধিবেশনের প্রথম দিকে শ্রীযুক্ত ললিত চন্দ্র চৌধুরী, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কয়েকজন ছাত্রের ভর্ত্তি বাতিলের বিষয় সম্পর্কে এক মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উহার উত্তরে মিঃ ফজলুল হক বলেন যে, তিনি এই সম্পর্কে তদন্ত করিয়া বর্ণনীয় সত্বর বিবৃতি প্রদান করিবেন। মিঃ ফজলুল হকের ঐ বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত চৌধুরী তাঁহার মুলতবী প্রস্তাব সম্পর্কে বেশী চাপ দেন নাই। পরদিন বেলা সওয়া দুইটা পর্য্যন্ত ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন মুলতবী ছিল।

রুশ-সুইডিশ বাণিজ্য-চুক্তি

রাশিয়া ও সুইডেনের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। সুইডেন রাশিয়ার নিকট রেল ইঞ্জিন ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবে।

ষ্টকহল্মের সংবাদে প্রকাশ, রুশ-সুইডিশ বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হওয়াতে সুইডেনের বিশেষজ্ঞ মহল আনন্দিত হইয়াছেন। এই চুক্তিতে সুইডেনে প্রস্তুত পণ্য রাশিয়ার বাজারে যাইবার সুবিধা ত পাইবেই, উপরন্তু অত্যাবশ্যক তৈলজাত দ্রব্যাদিও সুইডেন লাভ করিবে। এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় মনে হয়, উত্তর ইউরোপের অবস্থা শান্ত আকার ধারণ করিবে এবং সুইডেন ও রাশিয়ার উভয় দেশই উহাতে লাভবান্ হইবে।

—

আল্লামা ও খাকসারগণ

কয়েকটি সর্ত্ত পরিপূরণ সম্পর্কে খাকসার নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে সন্তোষজনক প্রতিশ্রুতি পাইয়া পাঞ্জাব-সরকার 'আল্লামা ই খাকসারান'এর উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়াছেন। সম্প্রতি আল্লামা মাশরিকি কর্তৃক আদেশজ্ঞাপনকারী পত্রের মারফৎ প্রকাশিত এক বিবৃতি সম্পর্কে সরকার পাঞ্জাবের বিভাগীয় ডিরেক্টর এক ইস্তাহারে এই বিষয় জানাইয়াছেন। ঐ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, আল্লামা মাশরিকি কর্তৃক ঘোষণা প্রদানকারী পত্রের মারফৎ প্রকাশিত বিবৃতির একটি অংশের প্রতি পাঞ্জাব-সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—"বর্ত্তমানে উত্থাপিত সর্ত্তাবলী আমার নিকট গ্রহণের অযোগ্য নহে। প্রকৃতপক্ষে একটি প্রস্তাবে পাঞ্জাব-সরকার যুদ্ধ পরিচালনে সাহায্য করার জন্য খাকসারগণের নিকট অনুরোধ জানাইয়াছেন। আর একটি প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, ১৯শে মার্চ্চ লাহোরের গোলযোগের জন্য আমি কোনরূপ নির্দ্দেশ প্রদান করি নাই। খাকসারগণ আমার কথায় একত্রিত হয় নাই। কিভাবে সংঘর্ষ বাধিয়াছিল তাহা আমি এখনও জানি না।" একথা বলা যাইতে পারে যে, পাঞ্জাব-সরকার বা প্রধান মন্ত্রী এরূপ কোন সর্ত্ত উত্থাপন করেন নাই। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পূর্ব্বে সরকার যে সকল সর্ত্ত পরিপূরণের দাবী করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান সালের ১৬ই এপ্রেল তারিখে একখানি প্রেস নোটে এবং তাহার পরে আরও কয়েকবার প্রধান মন্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ত্তগুলি নিম্নলিখিতরূপ:—(১) খাকসারগণ শান্তি শৃঙ্খলা অথবা জনসাধারণের পথে ব্যাঘাত জন্মাইবে না এবং শোভাযাত্রাদিতে অস্ত্র বা অস্ত্রের ন্যায় ব্যবহারযোগ্য কোনরূপ দ্রব্য বা সামরিক বা আধা-সামরিক ধরণের ড্রিলের উপর প্রবর্ত্তিত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিবে না। (২) খাকসারগণ সন্তোষজনকভাবে এই প্রতিশ্রুতি দান করিবে যে, তাহারা আইনসঙ্গত এবং সমাজ-সংস্কারমূলক কার্য্য করিবে। (৩) খাকসার-আন্দোলন আইনের মর্য্যাদা-রক্ষাকারী ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হইবে।

—

ফরাসী-ভারতের সিদ্ধান্ত

ফরাসী-ভারতের গভর্ণর মঃ বুই বর্ণফিন্ জানাইয়াছেন যে, ফরাসী-ভারতীয় ঔপনিবেশিক গভর্ণমেণ্ট জেনারেল দ্য গলের স্বাধীন ফরাসী জাতির গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিবে এবং মার্শাল পেতাঁর গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিবে না। ফরাসী ভারতীয় বাণিজ্য সম্পর্কে তিনি বলেন,—পণ্ডিচেরী সমুদ্রে ডাক-জাহাজ স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করা হইতেছে।

—

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১।THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ২৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয় -মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়াভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। কটক শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোদয় সম্পাদিত তৈলঙ্গ পাক্ষিক। কভুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনরহরি বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও দিব্য পুঁথী সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরম্পরা, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অনির্ব্বচনীয় চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তি-তিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলীসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

১। "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট", পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

সুপারিন্টেন্ডেন্ট রায় এম-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র — ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— — ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা)
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৸০; ৪র্থ খণ্ড —৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব — ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা — ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম — ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার — ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) — ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) — ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) — ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে [illegible] — ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব — ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ — ৷০
১৮। [illegible] — ৷০
১৯। [illegible] — ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব — ৷৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা — ৷৵০
২২। ভজন রহস্য — ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) — ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) — ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) — ২৲
অবাঁধা) — ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা — ৷০
২৭। প্রাকৃতরসশতদূষণী (সারস্বত) — ১৲
২৮। বেদান্তসার (সারস্বত) — ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) — ৸০
৩০। দীন-দিক-দর্শন — ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) — ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) — ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা — ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) — ৵০
৩৫। গীতমালা — ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য — ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড — ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ৷০
৩৯। শ্রীগোদ্রুম[illegible] — ৷০
৪০। শরণাগতি — ৴০
৪১। গীতাবলী — ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা — ৸০
৪৩। [illegible] — ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। [illegible]
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) — ৵১০
৪৯। অর্চ্চনক্রম — ৵৩
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) — ৬
৫১। ব্রহ্মসংহিতা — ৸০
৫২। মণিমঞ্জরী (সারস্বত) — ৩
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় — ৷০
৫৫। উপদেশাবলী বা বাবাজী মহারাজের বাণী — ৩
৫৬। আশ্রম ও ভক্তিপথ — ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) — ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের — ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ — ৵০
৬০। নামাবলী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ — ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিচিত্রম্ — ৷০
৬৩। নবীন-[illegible] — ৷০
৬৪। ষট্‌সন্দর্ভ — ৷০
৬৫। সারস্বত শিক্ষাষ্টকম্ — ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপঞ্জিকাঃ — ৴০
৬৭। সারাংশসংগ্রহ — ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ — ৷০
৬৯। এ ভিউ অব [illegible] — ৷০
৭০। [illegible] — ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস — ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু — ৷০
৭৪। বেদান্তীজম
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রিফ
৭৬। দি [illegible]
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা — ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) — ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি — ৷০
৮১। সাধন-পথ — ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু — ৵০
৮৩। গীতাবলী — ৴০
৮৪। শরণাগতি — ৴০

আসামীয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি — ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত — ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ বর্ষ | ১ পদ্মনাভ ৪৫৪ গৌরাব্দ ১লা আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১৭ই সেপ্টেম্বর খৃঃ ১৯৪০, মঙ্গলবার | ১৬৬ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

পদ্মনাভ মাস্ প্রচার গৌরাব্দ ৪৫৪

মুক্তি কি শ্লাঘ্য ?

সেবা বা ভক্তিই জীবের নিত্যধর্ম। মুক্তি নিত্যধর্ম নহে। ভক্তগণ ধর্মার্থ-কাম ত' দূরের কথা, মোক্ষও প্রার্থনা করেন না। সংসারদুঃখাভাবই মোক্ষ বলিয়া কথিত। বস্তুতঃ মোক্ষে কোন সুখ নাই। অনভিজ্ঞগণেরই তাহাতে রুচি দেখা যায়। মোক্ষ অজ্ঞান-সংজ্ঞ। সুতরাং বস্তুতঃ তাহার সত্তা নাই। অজ্ঞানরূপ বন্ধনের যখন কোন সত্তাই নাই, তখন মোক্ষেরও সত্তার অভাব। যথা—

অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ
দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ।
(ভাঃ ১০।১৪।২৬)

অর্থাৎ লোকে অজ্ঞানতাপ্রযুক্তই 'সংসারবন্ধন', 'সংসারমোচন' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা প্রকৃত জ্ঞানগর্ভ হইতে পারে না। নিত্যমুক্ত জীবাত্মার 'বন্ধন' বা 'মুক্তি'রূপে কোন কথা হইতে পারে না। জীবাত্মার নিত্য বৃত্তি অর্থাৎ ভগবদ্দাস্য-স্বভাবকে জাগ্রত করাই আমাদের প্রয়োজন।

একমাত্র পরিহাস বা অবহেলা অর্থাৎ অপরাধ-নির্মুক্ত হইয়া সম্বন্ধজ্ঞানবিহীন ভগবন্নাম অর্থাৎ নামাভাস উচ্চারণ কারণে অনায়াসেই মোক্ষ লাভ হইতে পারে। মোক্ষ যে চরম ফল নহে, তাহা অজামিলের দৃষ্টান্তেই দেখা যায়। অজামিল নামাভাসে মোক্ষলাভ করিয়াও পরে ভগবদ্ভজন করিয়াছিলেন এবং তৎফলে নারায়ণের সেবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভক্তিসুখের নিকট মোক্ষসুখ অতি তুচ্ছ। ভক্তগণের মুক্তি করতলগতা। যেখানে মুক্তির পর ভক্তিযাজনের কথা নাই, সেখানে উহা আত্মহত্যা বা ভগবদ্-বিমুখের দণ্ডস্বরূপ। কেবল মুক্তিকামীর যে মুক্তির আশা, তাহা আকাশকুসুমের ন্যায় নিরর্থক। মুক্তিই ভক্তির কিঙ্করী। এ মুক্তি স্বরূপাবস্থিতিরূপা মুক্তি নহে। স্বরূপাবস্থিতিরূপা মুক্তিই ভক্তি। সেখানে ভক্তি ও মুক্তিতে ভেদ নাই। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" শ্লোকে মুক্তির পর পরা ভক্তি যাজনের কথা বলিয়াছেন। ভক্তের উপাস্য ভগবান্, আর মোক্ষকামীর উপাস্য—ব্রহ্ম। ভগবান্ সুখস্বরূপ ও সুখাধার। আর ব্রহ্ম কেবল সেই সুখমাত্র, কিন্তু সুখাধার নন। ভক্তিসুখ পরমানন্দ হইয়াও প্রতি মুহূর্তে নিত্য নবনবায়মানভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু সীমাবিশিষ্ট ব্রহ্মসুখে তাদৃশ অনুভব হয় না। গো-ব্রাহ্মণঘাতী যে সাযুজ্য-মোক্ষ লাভ করে, সেই দুষ্টগণপ্রাপ্য বস্তু কি প্রকারে শ্লাঘ্য হইতে পারে? মুক্তি হইতে যে ভক্তি শ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে অনেক পুরাবৃত্তও ব্যক্ত হয়। দ্বারকায় কোন এক ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার একে একে আটটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ব্রাহ্মণ ঐ সকল মৃতপুত্রকে রাজদ্বারে নিক্ষেপ করিয়া রাজার নিন্দা করিতে থাকেন। কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন সখা শ্রীকৃষ্ণের নিন্দাশ্রবণে দুঃখিত হইয়া এবং ঐ ব্রাহ্মণকে ভগবদ্ভক্ত জানিয়া ব্রাহ্মণের নবম পুত্রকে নিশ্চয়ই তিনি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবেন, নতুবা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ণ আশ্বাসবাণী প্রদান করেন। ব্রাহ্মণের নবম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ক্রন্দন করিতে করিতে অদৃশ্য হইলে অর্জ্জুন অনেক অনুসন্ধানেও ঐ বালককে কোথায়ও না পাইয়া অবশেষে স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হন। এদিকে ঐ ব্রাহ্মণও অর্জ্জুনের বহু নিন্দাবাদ করিতে থাকেন। ব্রাহ্মণের এইরূপ ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত অর্জ্জুনের নিন্দাবাদ করিবার একটী গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার পুত্র মুক্তিপদ লাভ করিয়া ভূমাপুরুষের জ্যোতির্ম্ময়ে লীন হইয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ পুত্রকে মুক্তিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ভগবান্ ও অর্জ্জুনের ঐরূপ নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। এদিকে আবার ভগবান্ অর্জ্জুনের নিন্দা শ্রবণ করিতে না পারিয়া ও অর্জ্জুনকে অগ্নিপ্রবেশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অর্জ্জুনকে লইয়া ভূমা-পুরুষের নিকট উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে দেখিবার জন্য ভূমাপুরুষ উক্ত ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণের পুত্রকে তথায় আনয়ন করেন। দর্শনকারের অভিলাষ পূর্ণ হইলে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন হইলে তিনি উক্ত ব্রাহ্মণের পুত্রকে প্রত্যর্পণ করেন। ভগবান্ ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে ভক্তপদরূপ দ্বারকাপুরীতে প্রত্যানয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণের মনস্তুষ্টি হইয়াছিল। এই ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, মুক্তিপদবী হইতে ভক্তিপদবী কত শ্লাঘ্য ও সজ্জনের বরণীয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-উৎসব

গত ২৪শে ভাদ্র সোমবার শ্রীরাধাষ্টমী-দিবস প্রাতে পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' হইতে শ্রীরাধাতত্ত্ব বিষয়ে অনেক কথা আলোচনা করেন। অতঃপর পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্য-দেবের 'ভজনকুটিরের বারান্দায় বসিয়া সকলের নিকট পূজ্যপাদ শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ 'রাধাদাস্যই যে ভক্তপ্রাপ্য এবং শ্রীগুরুদেবের একান্ত আনুগত্য ব্যতীত যে জীবের আর গতি নাই, এ সমস্ত কথা কীর্ত্তন করেন। উৎসবোচিত স্থানে শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ প্রভু হরিকথা কীর্ত্তন করেন। রাত্রে সন্ধ্যারাত্রিকান্তে সভাতে বহু লোক সমক্ষে সাধারণ সভাগণমধ্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ 'শ্রীরাধাষ্টমী' সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দান করেন। অতঃপর সমাগত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের

হরিকথার মর্ম্ম

[শ্রীচৈতন্যমঠ, ২০শে মার্চ্চ, ১৯৩০]

নিজেকে বলি দিতে হইবে। যে যত নিজেকে বলি দিতে পারিবে, সে তত শীঘ্র শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা পাইবে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অনুগত হইতে হইবে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী চাউল গণিয়া সংখ্যা রাখিয়া হরিনাম করিতেন, সংখ্যা পূর্ণ হইলে তাহার যে এক ছটাক বা দেড় ছটাক চাউল বাহির হইত, তাহাই রন্ধন করিয়া মহাপ্রভুকে ভোগ দিতেন এবং একবেলা সেই প্রসাদ পাইতেন। তিনি প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী, গৌরনারায়ণের লক্ষ্মী। তাঁহার আশ্রয় লাভ হইলেই মহাপ্রভুকে পাওয়া যায়। ভাল খাওয়া ছাড়িতে হ'বে। ভাল খাওয়া, ভাল পরার প্রতি টান থাকিলে গৌরসুন্দরের কৃপা হইবে না। প্রত্যাহারটা সাধকের পক্ষে খুব বেশী দরকার। যে প্রত্যাহারে যতটা দৃঢ় হইতে পারিবে, সে ততটা মহাপ্রভুর কৃপা পাইবে। কাঙ্গাল—দীন হইতে হইবে। মহাপ্রভু দীনের ঠাকুর। বেশী নিদ্রা ত্যাগ করিতে হইবে। অসৎসঙ্গ একেবারেই ছাড়িতে হইবে। প্রজল্প ভজনের বিশেষ বাধা। অন্যচিন্তা দূর করিতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ গুরুগৌরাঙ্গের চিন্তা করিতে হইবে। গুরুবর্গের ও সকল বৈষ্ণবের পাদপদ্মে নিরন্তর প্রার্থনা জানাইতে হইবে। নিজের দীনতার কথা স্মরণ করিয়া শত শত ধিক্কার দিতে হইবে। গুরুবর্গের চিন্তা জোর করিয়াও করিতে হইবে। জোর করিয়া অন্যচিন্তাকে দূর করিয়া গুরুবর্গের কৃপা প্রার্থনা ও তদাদি স্মরণ ক'রবে। যিনি যতটা এ বিষয়ে যত্নবান্ হইবেন, তিনি তত শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারিবেন

শাস্ত্রের বাক্যে যাহার বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা আছে, তাহাকেই হরিকথা বলিতে হইবে। দুর্ভাগ্য—সে অপরেরই হউক আর নিজেরই হউক, চর্চ্চা করিতে হইবে না। কতকগুলি বহির্ম্মুখ লোকের 'বাহবা' কুড়াইয়া বা তাহাদের ঘাড়ে চড়িয়া কোন মঙ্গল হইবে না—নিত্যানন্দের কৃপা পাইবে না। যতটা নিজেকে বলি দেওয়া যাইবে—মহাপ্রভুকে পাইবার আশায় নিজের ভোগ, সুখ, বিদ্যা বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য দিন যতটা বিসর্জ্জন করিতে পারিবেন, তিনি ততটা শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারিবেন—নিত্যানন্দপ্রভু আত্মসাৎ করিবেন। নিত্যানন্দপ্রভু আত্মসাৎ করিলেই মহাপ্রভু কৃপা করিতে বাধ্য হইবেন।

একাদশীতে নির্জ্জল উপবাস করা দরকার। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, শ্রীশচীমাতা, শ্রীনন্দ-যশোদা সকলেই একাদশী ব্রত করিয়া কৃষ্ণকে লাভ করিয়াছেন

[২২শে মার্চ্চ, ১৯৩০ ইং]

আগে নিজেকে জানিতে হইবে। 'কে আমি', প্রথমে জানা দরকার। নিত্যানন্দ-প্রভুর সহিত মহাপ্রভুর সম্বন্ধ এবং আমি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর - শ্রীবাসের—শ্রীঅদ্বৈতের শ্রীগদাধরের পদধূলি, এই সকল পরিচয় জানা দরকার। নিজের এই পরিচয় জানাই শ্রীনিত্যানন্দের কৃপার প্রথম পরিচয়। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বাণী হইতেই ইহা জানা যায়। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বাণীতে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাও নিত্যানন্দের কৃপার প্রথম পরিচয়। শ্রদ্ধা হইলেই সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ হয়। সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনই ভজন। ভজনক্রমে সমস্ত অনর্থ দূরীভূত হইলে নিষ্ঠা বা নৈরন্তর্য্য উপস্থিত হয়, তারপর রুচি, তারপরে আসক্তি। এই পর্য্যন্ত সাধনভক্তি. ইহার পর সাধ্য-ভক্ত ভাবের উদয় হয়। ভাব ক্রমে স্থায়িভাব রতিরূপে প্রকাশিত হয়। রতি হইতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটি রসের মধ্যে যেটী যে আত্মার নিত্যস্বভাব তাহা প্রকাশিত হয়। এইটী ক্রমপন্থা—ইহাও নিত্যানন্দেরই কৃপার পথ।

শ্রীনিত্যানন্দের কৃপার দ্বিতীয় পরিচয় প্রকাশিত হয়—যখন আমাদের নিত্যনাম, নিত্যরূপ বা স্বরূপ ও কৃষ্ণের নিত্যরূপের পরিচয় পাই। সেই নাম, রূপ, গুণ, লীলার ইতি বা অন্ত নাই। তাহা অধিক হইয়া যায় না। নিত্যানন্দের কৃপার প্রথম পরিচয়ে শ্রদ্ধা উদিত হইলে ক্রমে ক্রমে তাঁহার পূর্ণ-কৃপা-ক্রমে স্বরূপের নাম-রূপ-গুণাদি জানা যায়

শ্রদ্ধা বলিতে শাস্ত্রে বিশ্বাস। সাধু হইতেছেন শাস্ত্রের মূর্ত্তবিগ্রহ, তাঁহার লক্ষণ—তিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই সেবা করেন। সেই সাধুতে আস্থা হওয়া দরকার—তাঁহার উদ্ধার নিকট নিজেকে বলি দেওয়া সম্পূর্ণ শরণাগত হওয়া দরকার। তাঁহার হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে হইবে। আমার যা' কিছু ভজনের বাধাবিঘ্ন আছে, সে সকল তিনিই দূর করিয়া দিবেন। আবার নিজেরও প্রবল যত্ন ও চেষ্টা থাকিবে যে, কোথায় আমার কোন্ গলদ্ আছে। সাধুর কৃপায় সেই সকল গলদ্ দূর করিবার জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব, তাহাতে আমার দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, পারিবারিক যাহা কিছু ক্লেশ বরণ করিতে হয়, হউক। এইরূপে নিত্যানন্দের কৃপা ও নিজের যত্নাগ্রহ-ক্রমে অনর্থ দূরীভূত হইলে নিষ্ঠা হইবে। 'নিষ্ঠা' মানে নিরন্তর ভজন হইবে। অনর্থ দূরীভূত হইবার পূর্ব্বে ভজনক্রিয়া সান্তর বা বাধাযুক্ত থাকে। অনর্থ দূর হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নিরন্তর হয়। নিরন্তর ভজনফলে শ্রীনামে ও ভজনে একটা রুচি হয়। রুচি অর্থাৎ ভাল লাগে পরে আসক্তি বা আঁঠা উপস্থিত হয়। এই আঁঠাটাই বিশেষ দরকার। এই আঁঠা না হইলে জড়ের আঁঠা ছাড়ানো যায় না। জড়ে রুচি দূর না হইলে জড়ের আঁঠাও যায় না। হরিভজনে রুচি হইলে—জড়ের রুচি আর থাকে না। রুচি বা 'আঁঠা' এখন যে বিষয়ে আছে, তাহা অপেক্ষা বড় বস্তুতে হইলে তবে এই রুচি বা আসক্তি যাইতে পারে। আসক্তি দৃঢ় হইলে সাধ্যভক্তি ভাব উদিত হয়। পরে রতি ও রসের উদয় হয়।

রসোদয়ক্রমে নিজের স্বরূপ—অর্থাৎ মধুররসে বার্ষভানবীর আনুগত্যে নিজের সেবার পরিচয় ও সেবক-স্বরূপের পরিচয়, অথবা নন্দ-যশোদার আনুগত্যে, অথবা সুবল-শ্রীদামাদির আনুগত্যে, অথবা রক্তক-পত্রকাদির আনুগত্যে, অথবা বেত্র-বেণু বিষাণাদির আনুগত্যে সেবার পরিচয় ও নিজ সেবাস্বরূপের পরিচয় জানা দরকার। নিত্যরূপের প্রকাশ হওয়া—নিত্যরূপ জানা দরকার। নিত্যরূপের সঙ্গেই কৃষ্ণের বিলাস হয়— শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তনবিলাস হয়। নিত্যরূপের জিহ্বায়, কর্ণে বা সমস্ত ইন্দ্রিয়ে শ্রীনাম বিলাস করেন। সেই বিলাসই চিদ্বিলাস বা ভক্তিবিলাস।

দেহ-দ্বারা—ইন্দ্রিয়-দ্বারা যে সকল ভক্তির নিরন্তর অনুষ্ঠান হয়, তাহাই সাধন। স্বরূপের ইন্দ্রিয়-দ্বারা অনুষ্ঠিত ভজনক্রিয়াই সাধ্যভক্তি। দেহ ও ইন্দ্রিয়-দ্বারা ভজনে অগ্রসর হওয়াই সাধন। ভজনপথে অগ্রগতি থাকিলে ভজনানুষ্ঠান সাধনভক্তি নামে পরিচিত হইয়া থাকে। সর্ব্বক্ষণ শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা প্রার্থনা করিলেই মহাপ্রভু আমাদিগকে কৃপা করিয়া আত্মসাৎ করিবেন কি না তাহার ব্যবস্থা হইতে পারে। সর্ব্বক্ষণ হরিনাম জপ ও কীর্ত্তন করা দরকার। উচ্চসঙ্কীর্ত্তন-দ্বারেই কীর্ত্তন হয়। উচ্চসঙ্কীর্ত্তন-বিহীন-ভাবে নামগ্রহণের দ্বারা জপ হয়। উচ্চৈঃস্বরে স্পষ্টভাবে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা দরকার। স্ত্রীমূর্ত্তিধারিণীগণ উচ্চৈঃস্বরে করিতে না পারিলেও মধুস্বরে পরিষ্কারভাবে করিবেন।

নামের মধ্যেই রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর সব আছে। তা'তে ইতি নাই। নিত্য নবনবায়মানভাবে—মধুর হইতে মধুরতররূপে তাহা বাড়িতে থাকে। তখন জড়ের প্রতি আসক্তি, আঁঠা ক্রমেই কমিয়া আসে—তাহা আর ভাল লাগে না। আত্মীয়-বান্ধবদিগের—জড় পরিজনের সেবা ভাল লাগে না। গৌরপার্ষদের সেবা করিবার জন্য একটা প্রবল স্পৃহা উপস্থিত হয়।

হরিনামের পথ অত্যন্ত সহজ। কলি-জীবের নামকীর্ত্তন ব্যতীত আর পথ নাই। এতে কর্ম্মের ক্লেশ, জ্ঞানের আয়াস বা যোগের কষ্টসাধন নাই। এই সংকীর্ত্তনের পথই শ্রীগৌরসুন্দর আদেশ করিয়াছেন।

ধ্যান এখন হয় না। কলির জীবের মন অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত, এই মনে ধ্যান হওয়া সম্ভব নয়। যজ্ঞাদি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য—অর্থ ব্যয় ও সময়-সাপেক্ষ। অর্চ্চনেও বহু উপকরণ, প্রচুর অর্থাদির, সর্ব্বোপরি চিত্তের স্থৈর্য্যের প্রয়োজন হয়। তাহাও কলি-জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। অপরাধশূন্যরূপে হরিনামগ্রহণে সর্ব্বসিদ্ধি হইয়া থাকে।

সাধুসঙ্গ ব্যতীত হরিনাম হয় না। হরিনাম সাধু ব্যতীত থাকেন না। সাধুও ২৪ ঘণ্টাই সেবা করেন ও সেবা দান করেন, নিজেও গৌরসুন্দর ও হরিনাম ছাড়া জানেন না বা কাহাকেও আর কিছু জানান না।

মালিক সব কিছু গৌরসুন্দরের। নিজের উপরে নিজের কিছু মালিক থাকিতে হ'বে না। আমার যাবতীয় যা' কিছু বিচার-ব্যবস্থা, সবই গৌরসুন্দর করিবেন। সকলে নিত্যানন্দের চেলা হন। তখন তাঁহার জিনিষের ভাবনা তিনি ভাবিবেন। কৃপা করা—রক্ষা করা—উহার করা তাঁহার কাজ; আমাদের কাজ নিজেকে দিয়ে দেওয়া, বলি দেওয়া—শরণাগত হওয়া। ঝি, চাকরের কি কাজ? তাহাদের কাজ সেবা-প্রার্থী হওয়া, নিজেকে দেওয়া; মনিবের কাজ তা'র সকল ব্যবস্থা করা। বিষ্ণুপ্রিয়ার ঝি, চাকর হইয়া যান, তখন তাঁহার কাজ তিনি করিবেন। আমাদের বিক্রীত হইতে হইবে। বিক্রীত হইলে—বিষ্ণুপ্রিয়ার দাস-দাসী হইতে পারিলে, তিনি কি ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না?

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

ভগবৎকথা-প্রসঙ্গে আমি এই জগতের ভোক্তা অথবা আমি ভোগ্য বা ভোগা—এইজ্ঞান থাকে না। পিতা-মাতা, স্বামী অথবা স্ত্রী, পুত্র-কন্যা আত্মীয়স্বজন বা জড় জগতের সকল বস্তু আমাকে ভোগের বস্তু মনে করে—ভোক্তা সাজে অথবা নিজেকে অপরের ভোগ্য মনে করে। ভগবৎকথা-প্রসঙ্গে এই বুদ্ধি দূর হয়।

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যদি আমাদের করেন, তবে আমাদিগকে শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে পারেন। শচীদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে শচীনন্দনের কৃপা লাভ হয়। শ্রীবাসের শরণাগত হইলে শ্রীবাস-অঙ্গনে গৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন-রাসে প্রবেশাধিকার লাভ হয়। অদ্বৈতপ্রভুর অনুগত হইলে হৃদয়ে আমাদের প্রাণনাথ বিশ্বম্ভরের উদয় হয়। গদাধরের পাদপদ্মধূলি হইতে পারিলে গদাধর-প্রাণনাথ আমাদেরও প্রাণনাথ হইয়া যান। নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের কৃপায় নামাশ্রয় লাভ হয়। কত পতিত পামর তাঁহার কৃপায় হরিনামাশ্রয়ে উদ্ধার লাভ করিয়াছে। ইঁহারাই কৃষ্ণ দিবার মালিক। কৃষ্ণ ইঁহাদের হাতের পুতুল। ইঁহারা ইচ্ছা করিলে কৃষ্ণকে কিনতে, বেচ্‌তে পারেন। পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করিতে পারিলে—ষোল আনা বলি দিতে পারিলে পূর্ণ ষোল আনা পাইবেন। যে-টুকু কম দিবেন—সেই টুকুই ছলনা বা আত্মবঞ্চনা। পূর্ণভাবে দরজা খুলিলে পূর্ণ আলো পাইবেন। যতটা কম খুলিবেন ততটা অন্ধকার পাইবেন। পূর্ণভাবে দরজা খোলাই সাধন।

ষোল আনা বলি দেওয়া অর্থাৎ "আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার" এই জ্ঞান হৃদয়ে ধারণ করা। 'আমি ত' তোমার', এটা না হ'তে পারিলে অন্ততঃ যেন হ'তে পারি—সর্ব্বক্ষণ এইরূপ অকপট প্রার্থনা। নিজের চিন্তাধারা যাহা কিছু করা সবই মনের খেয়াল—মনোধর্ম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গতকল্য ৩১শে ভাদ্র বিশ্বকর্মা পূজা-উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় নদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হয় নাই।

শ্রবণে উৎসাহ দরকার

(প্রাপ্ত)

সাধনরাজ্যে হতাশা বলিয়া কোন কথা নাই। সেখানে কেবল আশার আলোক। সেবক যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হন, ততই সেই আলোকে সেবক উজ্জ্বলতর আকৃষ্ট হইতে থাকেন। এই সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইবার একমাত্র উপায়—শ্রবণ—সঙ্গ। যেখানে সুষ্ঠুভাবে শ্রবণ হয়, সেখানে কীর্ত্তন আছেই। কারণ, সুষ্ঠু শ্রবণ হইলে সেবক কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না। শ্রবণের ফলই কীর্ত্তন আবার কীর্ত্তনের ফল স্মরণ। শ্রবণ আত্মনিবেদনকে প্রকট করায়। শ্রবণ জিনিষটা আচরণ। যেখানে আত্মনিবেদন, সেখানে শরণাগতি নিশ্চয়ই আছে। পুত্র যেমন তাহার পিতা কে, ইহা ভালভাবেই জানে, সেই প্রকার সেবকও নিঃসংশয়চিত্তে তাঁহার প্রভুকে জানেন। সেখানে সংশয়ের কোন কথা নাই। সুতরাং সেই নিত্যপ্রভুর শ্রীচরণে আত্মনিবেদন-কার্য্যে—তাঁহার শ্রীমুখকীর্ত্তিত বৈকুণ্ঠবাণীশ্রবণে সেবকের নিরুৎসাহ বা জাড্য থাকিতে পারে না। অন্তরে নিরুৎসাহ বা জাড্য আসিবার মূল কারণ গুরুবৈষ্ণবভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সংশয় বা বিশ্বাসের অভাব। যাহার অন্তরে বিন্দুমাত্রও সংশয় আসিয়াছে, তাহার মঙ্গল সুদূরপরাহত। দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ সাধুর নিকট হরিকথা-শ্রবণ ব্যতীত সেই সংশয়চিত্ত দুর্ভাগার আর অন্য কোন উপায় নাই।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুকৃত উপদেশামৃতের "উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ" শ্লোকের মধ্যে আমরা উৎসাহ, নিশ্চয় ও ধৈর্য্য প্রভৃতি ছয়টী ভক্তাঙ্গের গ্রহণের কথা পাই। উৎসাহ, নিশ্চয় ও ধৈর্য্য—এই তিনটী কথার মধ্যে 'নিশ্চয়' কথাটী পাই। "কৃষ্ণ আমাদের অদ্য বা শত বৎসর পরে বা জন্ম-জন্মান্তরে অবশ্যই কৃপা করিবেন, আমি তাঁহার পাদপদ্ম কিছুতেই ছাড়িব না" —এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসের নামই 'নিশ্চয়তা'। এই নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস যাঁহার আছে তাঁহার উৎসাহ ও ধৈর্য্য আছেই। উৎসাহ ও ধৈর্য্যের মূলে নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস। সেইজন্য এই শ্লোকে 'নিশ্চয়' কথাটী উৎসাহ ও ধৈর্য্যের মাঝখানে আছে। উৎসাহই ভজনের প্রাণ। ভক্তিযাজনের প্রথম হইতেই শ্রোতা বা সেবাকামীর শ্রদ্ধা উৎসাহময়ী হওয়া প্রয়োজন। উৎসাহ প্রমাদ বা অনবধানরূপ অনর্থ দূর করিয়া ভজনে দৈর্ঘ্যতা আনয়ন করে। আবার উৎসাহ থাকা যেমন প্রয়োজন, ধৈর্য্য থাকাও সেইরূপ বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, ধৈর্য্য না থাকিলে সেবালাভের আশা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

গুরুকৃষ্ণের পাদপদ্ম ব্যতীত আর প্রার্থনীয় বস্তু কিছু নাই, তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও আমার স্থায় অসম্ভব, দুর্দ্দিন, অনর্থগ্রস্ত জীবের মায়ার নানাবিধ প্রলোভনের আকর্ষণ হইতে বাঁচিবার অন্য কোন উপায় নাই। তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের কৃপা ও আশা-ভরসার কথা ছাড়িয়া দিলে আমি অনন্ত দুঃখের বিভীষিকা দেখিতে পাই। সুতরাং যখন গুরুকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম ব্যতীত আর উপায় নাই—এই দৃঢ়বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, তখনই আমাদের হৃদয় অমিত উৎসাহে ভরপূর হইয়া উঠে। সাধুর প্রতি যেখানে শ্রদ্ধা, সেখানে শরণাগতি থাকিবেই। শরণাগতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সেবালাভের আকাঙ্ক্ষাও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। শরণাগতিই শ্রদ্ধার লক্ষণ। যে সেবক একান্তশরণ, তাঁহার কখনও অশ্রদ্ধা আসে না—উৎসাহ বা ধৈর্য্য নষ্ট হয় না। এ প্রকারের অবস্থা তাঁহার পক্ষে মৃত্যু-জনক। কারণ, তিনি অন্যাপেক্ষী নহেন। তাঁহার আশা, আকাঙ্ক্ষা কেবলমাত্র তাঁহার একমাত্র প্রাণের আরাধ্যদেবতাকে লইয়া। শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়, তাই তিনি নিশ্চিন্ত। প্রভু ও মহাপ্রভুকে তিনি রক্ষক বলিয়া বরণ করিয়াছেন বলিয়া সুখ-দুঃখ, আপদ্‌-বিপদ, বাধা বিপত্তি কোন কিছুতেই তিনি বিচলিত হন না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের-বাণী ও তিনি একই বস্তু। শ্রীগুরুদেব বাণী-আকারে—উপদেশাকারে আমাদের নিকট নিজেকে ও কৃষ্ণকে বিতরণ করেন। সেই বৈকুণ্ঠবাণী কর্ণদ্বারে সেবোন্মুখ চিত্তবৃত্তি লইয়া একাগ্রমনে শ্রবণ করিলে তাঁহাদের সঙ্গলাভ করা যায়। কর্ণদ্বারাই তাঁহাদের দর্শন ও সঙ্গ লাভ হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য উপায়ে দর্শন বা সঙ্গ করিতে গেলেই বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা। গুরুসঙ্গ না হইলে লঘুর সঙ্গ হইবেই। কারণ, চেতন গতিশীল, সুতরাং যিনি বাস্তব চেতনের দিকে গতিবিশিষ্ট—যিনি সত্য সত্য সেবাকামী, তাঁহার কখনও গুরুদেবের বৈকুণ্ঠবাণীশ্রবণে আলস্য ও নিদ্রা আসে না। শ্রবণ করিয়াও তাঁহার শ্রবণের একটা অতৃপ্ত বাসনা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। তাঁহার নিদ্রা আসিবার অবসর কোথায়? গুরুবাণীশ্রবণের অভাবে তাঁহার জীবনের এক মুহূর্ত্তকাল বৃথায় চলিয়া গেল, গুরুকৃষ্ণের সন্ধান পাইয়াও এ জন্মে আর হরিভজন হইল না বলিয়া গুরুকৃষ্ণের বাণী-শ্রবণের জন্য—তাঁহাদের সঙ্গ পাইবার জন্য প্রকৃত গুরুসেবকের হৃদয়ে একটা তীব্র জ্বালাবোধ হয়। এরূপ অবস্থা হইলে কি কাহারও নিদ্রা আসিতে পারে?

হরিকথায় বা হরিনামে রুচি না থাকিলে—প্রীতি না থাকিলে নিদ্রা আসে। হরিকথা বা হরিনাম সাক্ষাৎ ভগবান্—এ কথায় নিশ্চিত—দৃঢ় বিশ্বাস নাই। সুতরাং হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে আমাদের আশানুরূপ ফল লাভ না করিবার একমাত্র কারণ—হরিকথায় শ্রদ্ধার অভাব। শ্রদ্ধা না থাকায় যখন শ্রবণে উৎসাহ আসে না, তখনই হরিকথা-শ্রবণে নিদ্রা আসে। ইহা চরম দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। নিদ্রিত অশ্রদ্ধাবান ব্যক্তির নিকট হরিকথা বলিলে হরিকথার মর্য্যাদা নষ্ট করা হয়, শ্রীহরির চরণে অপরাধ হয়। শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট হরিকথা-শ্রবণ ভাগ্যসাপেক্ষ। আবার শুধু ভাগ্যের উপর নির্ভর করিলে হইবে না, নিজের দিক হইতে নিদ্রা, আলস্য বা জাড্য পরিহারের জন্য এ জন্মেই যদি আপ্রাণ যত্ন না হয়—শ্রবণ-কীর্ত্তনের দিকে স্বাভাবিক রুচি না হয়, তবে আমাদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। তাই মহাজন বলিয়াছেন—

কোটি জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥

যদি শ্রবণে উৎসাহ না থাকে, তবে এরূপ দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইবেই। আমরা যাহা চাহিব তাহা ভাগ্যে লাভ হইবে। শ্রবণে উৎসাহ না থাকিলে, সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব হইলে আমাদের সমস্ত কার্য্যই কর্ম্ম হইয়া যাইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, কর্ণদ্বারে শ্রবণই আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত করে। সেইজন্য হরিভজনে হরিকথা শ্রবণ ব্যতীত অন্য উপায় নাই—নাই—নাই। শ্রীগুরুদেবই এই শ্রবণের একমাত্র অধিকারদাতা। শ্রীগুরুদেব আবার উদ্দণ্ড সর্বচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট সেবকের দ্বারা—বৈষ্ণবের দ্বারা সরল নিষ্কপট শিষ্যকে শ্রবণাধিকার প্রদান করেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট হরিগুরুবৈষ্ণবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে তবে শ্রবণে উৎসাহ আসে। সেইজন্য শাস্ত্র মূল সাধুসঙ্গ। শ্রবণই সিদ্ধসাধনের উপায়।

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন বড়বাজার ৪১১৪
সেবক—শ্রীঅনন্তদেব দাসাধিকারী

৩। যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ ব্রহ্মচারী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) অপ্রকট-শ্রীজগন্নাথের পাট
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীপ্রমথ দাসাধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(১১) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ মামগাছি (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ মামগাছি (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীকৃষ্ণদাস দাসাধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীরামদাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭। কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅনুভবানন্দ সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত-আশ্রম
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দ ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদবাড়ি, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজ্যোতির্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
চাকদহ, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীকিশোর ব্রহ্মচারী

(২১) বালিঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রীচৈতন্য ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চটকপর্ব্বত
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনরহরি দাসাধিকারী

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(২৫) বালিয়াটি-গৌড়ীয় মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
নুতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীমাধব দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া। আসাম।
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ। আসাম।
সেবক—শ্রীনবদ্বীপচৈতন্য দাস

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩এ: পাগলা ঝোরা, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীমহাপুরুষ দাসাধিকারী

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ছাপরা, জেঃ নারায়ণপুর, ইউ. পি
সেবক—শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মহাপুর পাটনা।
সেবক—শ্রীসুন্দরানন্দ দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ বড় পটুয়াটুলি, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible], ইউ পি।
শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীবনগোপাল ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ
রাধারমণ, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীসত্যব্রত দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible]। মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—শ্রীবৃন্দাবন
সেবক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪৩) নন্দকিশোর বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা
সেবক—ঐ

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোকুলবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীকিশোরদাস ব্রহ্মচারী

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, জেলা [illegible], পাঞ্জাব
সেবক—শ্রীগুরুগোবিন্দ দাসাধিকারী

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীসদ্ভাবন পাণ্ডা

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] রোড।
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীবেঙ্কটরমণ ব্রহ্মচারী

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভূর, [illegible] গোদাবরী মাদ্রাজ
—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

৫২। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], পুরী
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

৫৩। [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫৪) ভক্তিকুটী [illegible] পুরী
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৫) আলালনাথ
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রীকেশব ব্রহ্মচারী

(৫৭) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]। উড়িষ্যা।
সেবক—শ্রীশৈলেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৯) শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], আসাম
সেবক—শ্রীবিধুভূষণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ রাজমহেন্দ্রী, গোদাবরী
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী

(৬১) কভুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী
সেবক—শ্রীশ্যামচরণ ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ [illegible]। [illegible]।
সেবক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (মাদ্রাজ)
সেবক—শ্রীঅবতার ব্রহ্মচারী

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
১০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট [illegible]।
সেবক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং ১
৫১, [illegible]
[illegible], লণ্ডন, ই ৫
সেবক—শ্রীমৎ বিনোদবাণী দাসী

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ আশ্রম
[illegible]। ইউ-পি
সেবক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৯) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible]পুর (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৭০) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৭১) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ. পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

(৭২) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭৩) প্রপন্নাশ্রম
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭৪) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৫) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্. কটক
সেবক—শ্রীঅখিলেশ্বর ব্রহ্মচারী

(৭৬) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীতারাচন্দ্র ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীসনাতনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদক
শ্রীনন্দকিশোর ভাগবতী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৩৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৩৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৩৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-:০:-

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

-:০:-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত্র, ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সম্বন্ধে সহজ প্রণালীটি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই সংযমশিক্ষা ও পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সরল ও মধুর। গ্রন্থটি পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১০০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৫৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব আকারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ সংশোধনের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, আভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা অংশের বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ তদনন্তর শ্রীল শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্যন্ত প্রকাশ্যভাবে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষের [illegible] সু-লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু গ্রন্থাবলীর [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার প্রচারবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর [illegible] বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত এবং ঐতিহাসিক গবেষণা এবং [illegible] অবলম্বন করিয়া একাধারে [illegible] এবং তত্ত্ব ও তথ্যের [illegible] হইল। এই গ্রন্থে, অভিধেয় ও প্রয়োজনের [illegible] সহিত [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] আলোচনা। প্রথম খণ্ডেই [illegible] ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত, মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫. পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর (জেলা—নদীয়া)।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট

যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ইস্টার্ণ টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-৫১	৬-১১	৭ ১০	১০-১৩	১৩-৫৩	১৭-৫০	২২-৫১
দমদম „	৪-৫৮	৬-৫৫	৭-৫০	১০-৩৭		১৮-১৭	২২-৫২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৮	৮ ০ ৭	৯-১৩	১৫-৩	১৮-৩০	১৯-৪২	০-২৫
(বদল) ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৩১	১৫-১৭	১৮-৪২	১৯-৫৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩৪	৮-৩৮	১০ ৮	১৫-৫১	১৯-১৭	২০-২২	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০ ৩১	১৫-০	১৭-১৯	২০-৩০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫২		১১-১৮	১৫-৫০	১৮-১১	২১-১০	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-২
দমদম „ ১০-২০
রাণাঘাট পৌঃ ১-৫৫
ছাঃ ১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৮
(বদল) ছাঃ ১৩ ৩৩ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৪
ছাঃ ১৫-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-৪০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৮	৯-১০	১৪-১৬	১৬ ০	১৮ ৫১		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৬	৯ ৫৮	১৪ ৫৫	১৬-৩৮	১৯-১১		
ছাঃ	৭-৯	৮-৫০	১১ ৪১	১৬-৫০	১৯-২	২০-৫৭	০-৩৬
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯-২৩	১২-২৬	১৭-৫১	২০ ১০	২১-২৯	৪-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯-২৮	১২-৩৬	১৭-৪৩	২০-১৮	২১-৩৪	৪-২৩
দমদম „		১১-৩		১৯-০		২৩-৯	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-২১	১৯-২৭	২১-৫৫	২৩-২৩	৩-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ ১২ ১৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৩-৫৫
ছাঃ ১৪-১৩
শান্তিপুর পৌঃ ১৫-৫১
(বদল) ছাঃ ১৬ ৫০
রাণাঘাট পৌঃ ১৭-৩৫
(বদল) ছাঃ ১৭-৪০
কলিকাতা পৌঃ ১৯-২৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা "গৌড়ীয়" এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। একমাত্র পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থও এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং [illegible] চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে 'ভাগবতপত্রাদি' প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্বল, [illegible] উপায় [illegible] অত্যন্ত অধিক। [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ বায় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ৮/০ [illegible] "মাটির তাঁবা।" [illegible]

—১৬নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
এবং
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড। শ্রীমায়াপুর--- ২রা আশ্বিন ১৩৪৭, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ বুধবার ১৬৭৩ম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——:০:(০):০:——

বার্লিনে বিমানযোগে বোমাবর্ষণ

জার্মাণ বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ-বিমানসমূহ গত ১২ই সেপ্টেম্বর রাত্রে বার্লিন আক্রমণ করে। টিয়ারগার্টেনে ও সহরের উত্তরাংশে বোমা বর্ষিত হয়। জার্মাণ সরকারী সংবাদ সরবরাহ করিবার এজেন্সি জানাইতেছেন যে, উত্তর-পশ্চিম জার্মাণীর দুইটি সহরেও বোমা বর্ষিত হয়।

রাজকীয় বিমান-বাহিনীর বোমারু বিমানসমূহ গত ১১ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে বার্লিনের উপর ব্যাপক আক্রমণ চালাইয়া আসিয়াছে। সাংঘাতিক রকমের 'বক্সো[illegible]' এবং আগুনে বোমাসমূহ [illegible] এবং পোটসডাম এবং আ-হাল্টার রেল ষ্টেশনের উপর পড়িতে দেখা গিয়াছে। টেম্পলহফ বিমান ঘাঁটি এবং টিয়ার গার্টেনে বিমান-বিধ্বংসী কামানের উপরও বোমাবর্ষণ হইয়াছে। ষ্টকহলম হইতে প্রেরিত সংবাদে জানা যায় যে, সেই রাত্রিতে বার্লিনের উপর রাজকীয়-বিমানের আক্রমণ সম্পর্কে "আফটন ব্লাডেট" নামক পত্রিকার সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, সতর্কতাসূচক ধ্বনি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বার্লিনের সকল অঞ্চলে অস্বাভাবিক প্রচণ্ডতা সহকারে কামান গর্জন হইতে থাকে। বিমানপোতসমূহের ইঞ্জিনের যে শব্দ শুনা গিয়াছে তাহা হইতে মনে হয় যে, বহু বিমানপোত এ আক্রমণে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। পরিষ্কার বোমা-বিস্ফোরণের শব্দ শুনা যায় এবং উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য-বার্লিনের অনেকাংশে ও একটি কারখানায় আগুন জ্বলিয়া উঠে। জার্মানদের কয়েক ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রমের ফলে আগুন নিভাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হইতেছে। বিপদমুক্ত-সূচক সঙ্কেত করিবার পর টিয়ারগার্টেনের সন্নিকটে কয়েকটি বোমা পাওয়া যায়। সে সকল বোমা তখনও বিস্ফোরিত হয় নাই। হামবুর্গ এবং ব্রেমেনের উপর আক্রমণ আরও অনেক সাংঘাতিক রকমের হইয়াছিল। বহু স্থানে বড় রকমের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এবং অসংখ্য লোক হতাহত হইয়াছিল। ষ্টকহলমের 'টিডিনজেন' নামক সংবাদ পত্রের বার্লিনস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, কয়েকজন জার্মাণ মন্ত্রীর উদ্যানে রাজকীয় বিমান বোমাবর্ষণ করিয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একটি গত অধিবেশনে বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের (১৯৪০) কতকগুলি ধারা সম্পর্কিত সংশোধন প্রস্তাবের আলোচনা সমাপ্ত হয়। কিছু সংশোধনের পর উক্ত ধারাগুলি গৃহীত হয়। বিলটিকে কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে নিয়মাবলী প্রণয়নের জন্য যে ধারায় গভর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, সেই ধারা সম্পর্কে কংগ্রেসীদল একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতৎসম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়। বিরোধী দলের নেতা শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত সংশোধনী প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিয়া বলেন যে, গভর্ণমেণ্ট যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন, তাহা আইন সভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। নবাবপুরের রাজা বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত অনিল চন্দ্র দাস এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত দত্তকে সমর্থন করেন। মিঃ [illegible] এই সংশোধন প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ২৯ : ১১ ভোটে সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

——

বেলুচিস্থানে প্রবেশে বাধা

আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর বেলুচিস্থান অঞ্চলীয় কংগ্রেসের যে বার্ষিক অধিবেশন হইবে, তাহাতে যোগদানের জন্য পাঠান নেতৃবৃন্দ, খান আবদুল গফুর খাঁ ও পেশোয়ারের মিঃ মহম্মদ আব্বাস কোয়েটায় আসিবেন বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। বেলুচিস্থানের গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বেলুচিস্থানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

——

উত্তর জার্মাণীতে বৃটিশ-বিমানের হানা

জার্মাণ বেতারে প্রচারিত হইয়াছে যে, বৃটিশ বিমানবহর গত ১০ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে উত্তর জার্মাণীর বহু স্থানে হানা দিয়াছিল। বেতারে আরও বলা হইয়াছে যে, বার্লিনের উত্তরাংশে [illegible] বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বার্লিন হইতে মার্কিন এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, গত ১০ই সেপ্টেম্বর রাত্রে বার্লিনে বিমান আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি করা হইয়াছিল। ৪৩ মিনিট পরে নিরাপত্তাজ্ঞাপক সঙ্কেতধ্বনি করা হয়।

ঐ বিভাগ জানাইতেছেন [illegible] যে, ৮টি [illegible] ফ্রান্সের উপকূলে [illegible] তিনটি ট্যাঙ্ক সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছে। তৃতীয় ট্যাঙ্ক ও একটি জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ঐ বহরের সংশ্লিষ্ট বিমান বাহিনী গত ১০ই সেপ্টেম্বর বুলোনের (ফ্রান্সে) একটি শত্রুপক্ষীয় একখানি জাহাজ (৩৫০০ টন) আক্রমণ করিয়াছিল, বোমা ঠিক মধ্যস্থলে জাহাজের উপর পড়ে। বন্দরের বাহিরে একখানা [illegible] জাহাজের (২৫০ হাজার টন) উপর বোমা নিক্ষেপ করায় উহা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

একটী কানাডিয়ান [illegible] কানাডার কোন বন্দরে উপস্থিত হইয়া জানাইয়াছে যে, উহা সমুদ্রে [illegible] থাকাকালে দুইটি শত্রু বোমারু ধ্বংস করিয়াছে।

[illegible] একটি সংবাদে প্রকাশ, রাজকীয় বিমানবাহিনী ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের উপকূলবর্তী বন্দর সমূহে সমবেত শত্রুপক্ষীয় জাহাজসমূহের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। জার্মাণী উপকূলে অবস্থিত জার্মাণ বিমান ঘাঁটিসমূহ আক্রমণ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মের ভূতপূর্ব বাণিজ্য সচিব

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গত ১৭ই সেপ্টেম্বর ভূতপূর্ব বাণিজ্য [illegible] ১২৪ক ধারা (রাজদ্রোহ) অনুসারে এক অভিযোগ গঠন করিয়া আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী রাখিয়াছেন।

——

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোদয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয় শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা সম্বলিত, বর্দ্ধিত কলেবর ও নূতন পুস্তক "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের পর্য্যালোচনা, গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের [illegible] শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুর অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৷৷০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনায় [illegible] ১০৮টী অধ্যায়ে প্রশ্নোত্তরাকারে সঙ্কলিত অমূল্য [illegible] গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩, তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও [illegible] পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী [illegible] এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রী[illegible]-চরিত-প্রসঙ্গ)

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৷৷০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—

১। 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন দাস এম্‌-এ, বি-এল্‌, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—প্রথম ৬০,
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৫৮,
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ নিতাই শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭,
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ১,
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০ ; ২য় খণ্ড ১, ; ৩য় খণ্ড—৷৷০ ৪র্থ খণ্ড ৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০ ; ২য় খণ্ড—১, ; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১,
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২,
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২,
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২,
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১,
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। [illegible] ৷০
১৯। [illegible] ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ৷৶০
২২। ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ (বাঁধা) ১,
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২,
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২,
অবাঁধা ১,
২৬। [illegible] ৷০
২৭। [illegible] ১,
২৮। প্রেমবিবর্ত্ত (সংস্করণ) ৷০
২৯। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৷০
৩০। [illegible] ৶০
৩১। সাধনপথ ([illegible]-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। [illegible]
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। [illegible] প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল ৷০
৪০। [illegible] /০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷০
৪৩। [illegible] /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /

৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনকণ্ড
৪৭। [illegible]
৪৮। [illegible] (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৷৶
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬
৫১। [illegible] ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা [illegible]
৫৬। আরত্রিক ও ভক্তিপদ ৶০
৫৭। চৈতন্যোপনিষদ (ভাষ্যবিভূষিত) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। [illegible]

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্য[illegible] ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible] ৷০
৬৩। [illegible] ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। [illegible] ৶০
৬৬। গৌড়ীয়[illegible] ৴০
৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ভিউ অফ্‌ [illegible] ৷০
৭০। [illegible] /০
৭১। বেদান্ত— [illegible] ৷০
৭২। [illegible] ৷৶০
৭৩। [illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বেদান্তসূত্র ৷০
৭৫। [illegible] /০
৭৬। [illegible] ৷০
৭৭। [illegible]
৭৮। [illegible]
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসামীয় ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত পারমার্থিক একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ বর্ষ } ২ পদ্মনাভ ৪৬৪ গৌরাব্দ ২রা আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৫৭, ১৮ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৫০, বুধবার ১৬৭ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

——::(০)::——

বোম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখা বোম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার দিবস গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমারাধ্যতম পতিতপাবন পরমহংসকুলচূড়ামণি পরিব্রাজকাচার্যবর্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের নিখিল ভুবনমঙ্গলময়ী পতিতপাবনী পরমারাধ্যা শুভাবির্ভাবতিথি শ্রীশ্রীগৌরপঞ্চমীর পূজারাধনা নিত্যের শ্রীশ্রীগুরুপূজাদি ও শ্রৌতবাণী পাঠ, কীর্তন ও বক্তৃতাদিমুখে সেবকগণ কর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত দিবস প্রত্যূষে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক, বন্দনা ও কীর্তনাদির পর শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রৌতবাণী পারায়ণ হইতে থাকে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যপাদপদ্মের শ্রীআলেখ্যার্চা নাট্যমন্দিরে একটী সুসজ্জিত উচ্চ বেদীর উপর পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সুশোভিত করিয়া স্থাপিত করা হয় এবং বেলা ১২ ঘটিকায় সমস্ত কীর্তন, বন্দনা ও প্রণতি সহকারে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সেবকগণ কর্তৃক পুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হয়। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা হইতে পুনরায় শ্রীগুরুবাণী পাঠ ও গুরুমহিমাসূচক কীর্তন চলিতে থাকে এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর "মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর" এই মহাজনপদ কীর্তন হইবার পর মঠসেবকগণ সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা, তাঁহার অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে মহামন্ত্র কীর্তন হয়। তৎপরে সমাগত প্রত্যেক সজ্জনদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে

গত ২১শে ভাদ্র, ৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার অদ্বৈতশক্তি শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব তিথি শ্রীগৌর পঞ্চমীতে পতিতপাবন শিরোমণি নিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের পঞ্চসপ্ততিতমবর্ষপূর্তি আবির্ভাব বাসরে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে তদীয় অহৈতুক কৃপাশীর্বাদে নিরন্তর হরিসংকীর্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। উষঃকাল হইতে শ্রীমঠে শ্রীগুরুবৈষ্ণব বন্দনা ও শ্রীগুরুপাদপদ্ম বন্দনাযুক্ত পদাবলী কীর্তন হয়। উৎসব-উপলক্ষে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আলেখ্যার্চাকে মঠোপরি উপবেশন করাইয়া নানাবর্ণের সুগন্ধ পুষ্পমালা ও পত্রাদির দ্বারা বিচিত্র শৃঙ্গার করা হয়। প্রাতে ৮ ঘটিকার পর মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমবেত হইলে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু স্বহস্তে শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীঅঙ্গের আরাত্রিক সম্পাদন ও অর্ঘ্য প্রদান করিলে ভক্তবৃন্দ তাঁহার অনুগমনে সংকীর্তনমুখে শ্রীশ্রীআচার্যপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। অপরাহ্ণ দুই ঘটিকা হইতে শ্রীপাদ গোস্বামিচরণ বাদ্যাদিকারী ও শ্রীপাদ হরীন্দু ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সন্ধ্যারাত্রিকের পূর্ব পর্যন্ত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য-সংলাপ' গ্রন্থ পাঠ করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠের প্রবণ-সদনে আহূত একটী মহতী সভায় প্রত্যেক বিশিষ্ট সজ্জন ভক্তগণের নিকট শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু বেশ ঘণ্টাকাল শ্রীশ্রীআচার্যপূজার বৈশিষ্ট্য ও মহিমার কথা আবেগময়ী ভাষায় কীর্তন করেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই উপকৃত হইয়াছেন। সভা ভঙ্গের পর উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিদিগকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যবর্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের পূর্ণানুকম্পায় গত ২৯শে আগষ্ট সোমবার আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী-তিথি মঠসেবকগণ কর্তৃক দিবারাত্র উপবাস ও হরিকীর্তনমুখে পালিত হইয়াছেন।

ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারাত্রিকান্তে গুরুবন্দনা, তুলসীসেবা ও মঙ্গলকীর্তন-আদি কীর্তনের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হইতে থাকে। তৎপরে রাত্রে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্তন হয়। তৎপরদিবস শ্রীশ্রীগৌরবিনোদানন্দজীউর মধ্যাহ্নারাত্রিকের পর নাট্যমন্দিরে সমবেত মঠবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভব হইতে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তৎপরে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্তন হয়। পর দিবস শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব

গত ২৭শে ভাদ্র ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার দিবস শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপায় শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-মহোৎসব সংকীর্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবে উষঃকাল হইতে শ্রীমঠে কীর্তনাদি হয়। প্রাতঃকালে মঠের প্রবণ-সদনে শ্রীল প্রভুপাদের অনুবাদসহ ১২ খণ্ড হইতে 'শ্রীরাধাতত্ত্ব' সম্বন্ধে পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও বন্দনার পর ভক্ত ও সজ্জনবৃন্দের সভায় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীশ্রীরাধা-পাদপদ্ম মহিমা ও শ্রীরাধিকার শ্রীগুরু-পাদপদ্মের [illegible] একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীশ্রীগুরুদেবের [illegible] [illegible] [illegible] হয়, তাহা [illegible] করিয়া দেন। বক্তৃতান্তে মহাজন [illegible] ও মহামন্ত্র কীর্তন হয়। উৎসব উপলক্ষে ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ [illegible] করা হয়।

প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন বৃথা ব্যয়িত না হ'য়ে আশ্রয়বিগ্রহ ও আশ্রয়বিগ্রহের নিজজন সেবকগণের সঙ্গে তাঁ'দের সেবায় যাপিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। তাঁ'দের কৃপা হ'লে তাঁ'দের প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয় বিষয়বিগ্রহের সেবালাভ করবার সৌভাগ্য হ'বে।

— শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ পদ্মনাভ বৃহস্পতিবার গৌরাব্দ ৪৪৪

হরিকথা-প্রসঙ্গ

শ্রীগুরুনিত্যানন্দপাদপদ্ম ব্যতীত অনর্থযুক্ত জীবের আর উপায়ান্তর নাই। সাক্ষাৎ নারায়ণ আমাদের নিত্যোপাস্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। সঙ্কীর্ণতার আশ্রয় ছাড়িয়া দিবার জীব ক্লান্তিনীর্ণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তাই ভগবদ্বিমুখতা ও গুরুবিমুখতা তাহার যে আক্রমণ হইয়াছে। বৈষ্ণবসঙ্গপ্রভাবে জীবের এই মায়ার ভগবদ্বিমুখতা ও গুরুবিমুখতা অপসারিত হয়। কনিষ্ঠাধিকারী ভক্তগণ বৈষ্ণব সাক্ষাৎ না করায় প্রভুর সঙ্গ বিবিধোপচারে ভগবদ্বিগ্রহের অর্চ্চন করিয়া থাকেন। অধিকার উন্নত হইলে তিনি ভগবানে প্রেম, ভক্তের সহিত মিত্রতা, বালিশে কৃপা ও বিদ্বেষীকে উপেক্ষা দ্বারা ভগবানের পূজাবিধান করিয়া থাকেন। সেইকালে তিনি ভগবদ্ভক্তের হৃদয়মন্দিরে ভগবদধিষ্ঠানের প্রকাশ দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন। ভক্তকে প্রণামের দ্বারাই ভক্তের সেবা প্রবৃত্তি প্রবল ও বর্দ্ধিত হয়।

বিভিন্নাংশ জীব কখনই নিজেকে অংশীকে শ্রীগুরুনিত্যানন্দকে অতিক্রম করিয়া আপনাকে আশ্রয়জাতীয় কল্পনা করিবেন না। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অবজ্ঞা করিয়া জগদারাধ্য আশ্রয় হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার নামাপরাধ পরিলক্ষিত হইয়া পড়ে এবং তিনি আচারভ্রষ্ট হন অর্থাৎ হরিসেবাবিমুখতা তাঁহার বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করে। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য-রহিত হইয়া মুখে কখনও ভগবন্নাম উচ্চারিত হইতে পারেন না। শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী আমাদের সেবাচেষ্টা। অভাবে যে সেবার ভাণ তাহা বৃথামাত্র। শ্রীগুরু-আনুগত্যই ভক্তির প্রথম সোপান। গুরু-পূজারহিত হইয়া যে কিছু চেষ্টা, তাহা ভোগচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নহে। যে কালে জীব নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তখনই তাঁহার মঙ্গল বিষয়ে সুবিধা হয়। শ্রীগুরুনিত্যানন্দপাদপদ্ম ব্যতীত জীবের আর অন্য কোন গতি নাই।

গুরুশিষ্যসম্বন্ধ নিত্য। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যেমন সত্য, তাঁহার সেবকও সেইরূপ নিত্য ও সত্য। বিবর্ত্তবাদ পরিত্যাগ করিয়া পরিণামবাদ বুঝিতে পারিলেই শ্রীগুরুদেব ও তদনুগ নিত্য সেবকের অধিষ্ঠান নিত্য—কালক্ষোভ্য নহে, ইহা উপলব্ধি হয়। গুরু, সাধু, বৈষ্ণব এ সব একপর্য্যায়ের শব্দ। ভক্তে একাধারে ভগবদ্ধাম, স্বয়ং ভগবান্, ভগবানের পরিকর ও ভগবল্লীলার সমাবেশ। ভক্ত ভগবানের শ্রীমন্দির বা শ্রীধাম। সেই শ্রীমন্দির বা শ্রীধামে ভগবান্ আছেন, ভগবানের সহিত তদ্‌সেবক বৃন্দ আছেন। ভক্তহৃদয় ভগবল্লীলাবিলাস-ক্ষেত্র। ভক্তে আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবও বিরাজিত। যেখানে ভক্ত, সেইখানেই গুরুদেব, যেখানে গুরুদেব সেইখানেই ভগবান্। সুতরাং গুরুদর্শন হইলে জীবের আর ভোগদর্শন থাকে না। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে সে গুরু নহেন। তিনি গৌরশক্তি, তিনি গৌড়ীয়। তিনি শ্রীরূপানুগবর। তাঁহার কৃপা হইলেই মূক জীব মুখর বা সুধীর হইতে পারে। তিনি কিছু কৃষ্ণচৈতন্য ব্যতীত অপর বস্তু নহেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরই অভিন্ন-প্রকাশ, তিনিও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তিনি ভক্তিদাতা। তাঁহার কৃপা এখন অশোক, অভয় ও অমৃত। সেই শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের পাদপদ্মশোভা যিনি দর্শন করিয়াছেন, জগতে এমন কোন সৌন্দর্য্য নাই, যাহা তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও মুগ্ধ করিতে পারে। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ যিনি করিয়াছেন, এমন কোন স্পর্শযোগ্য বস্তু নাই, যাহা তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃপা করেন কপটতাহীনে। তিনি সরলতার

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম

[স্থান—শ্রীধামমায়াপুর, ৩০।৯।৩০]

বৈষ্ণবসেবা দ্বারা জড়াভিনিবেশ দূরীকৃত হয়। নিজেকে 'অবৈষ্ণব' বলিয়া জানিতে হইবে। তাহা হইলে বৈষ্ণবসেবা হইবে। সেবা না করিলে কি করিয়া জড়ের হাত হইতে নিস্তার লাভ হইবে? নৌকায় না উঠিয়াই কি করিয়া পার হইতে পারা যায়, অথবা ওপারে পৌঁছানো যায়? কেবল মুখেই নিজেকে অবৈষ্ণব বলিলে হইবে না। অন্তরে বেশ ভাল করিয়াই জানা আছে যে, আমি খুব বৈষ্ণব—সেবা, আর মুখে বলিলাম,—আমি অবৈষ্ণব; তা হ'লে হইবে না। ভিতরে ঐরূপ দম্ভ ও অহঙ্কার রাখিয়া বাহিরে দৈন্য দেখাইতে গেলে সে প্রাকৃত-সহজিয়া হইবে। ফাঁকি দিয়া কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। জীবের মায়াবাদ্য ভগবান্ মোহিত বা বঞ্চিত হন না। হাত দিয়ে সূর্য্যকে ঢাকা যায় না, যতটুকু ঢাকিতে যাইবে, ততটুকুই ছায়া—অন্ধকার বা সূর্য্যের অকৃপা অর্থাৎ আলোকহীনতা তোমারই লাভ হইবে। মূল কথা, কপটতা ছাড়িতে হইবে, সরল হইতে হইবে।

জড় আর চিৎ একটা শক্তিরই দু'টো প্রকাশ। এর মধ্যে পৃথক্ বস্তুসত্তা নেই। মূল entity এক। একটা যত হ্রাস-প্রাপ্ত, অপরটা তত বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। যেমন—রোগ ও স্বাস্থ্য। রোগ যতটা কমে, স্বাস্থ্য ততটা বাড়ে।

কাম দু'টো—একটা জড়-কাম, আর একটা চেতন-কাম। জড়কামের কামবীজ হর ও পার্ব্বতী, অথবা অন্যান্য দেবদেবীগণ। চেতন-কামের কামবীজ মদনমোহন। মদনমোহনের সেবা করিলে জড়কাম দূর হয়। মদনমোহনের সেবা হয় কামবীজ দ্বারা—"কামগায়ত্রী, কামবীজে, যাঁ'র উপাসন॥"

সুন্দর নারী, বড় বড় পর্ব্বত, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, বড় বড় বৈজ্ঞানিকের উদ্ভাবন, দেবতাগণের ঐশ্বর্য্য এই সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম বিভূতি লোকেরা উহা লাভ করিবার আশায় দেবতাদিগের সহিত 'কমিশন' একটা contract করিয়া তাঁহাদের উপাসনা করে। আমি পূজা করিতেছি, ইহার বিনিময়ে পূজনীয় বস্তু আমাকে ঐ সকল বিভূতি দান করিবেন,—ইহাই উদ্দেশ্য। ভগবানের সহিত ঐ প্রকার কোন contract চলে না।

জীবের উপর দুইটী প্রভাব আছে; একটা জড়ের; আর একটি চিতের প্রভাব। এইজন্য জীবকে তটস্থ বলে। তটস্থ অর্থাৎ border-land-এ—ওদেরও যাইতে পারে, অথবা তটেও থাকিতে পারে। সেবাবিমুখ বা পরাঙ্মুখ হইলে জীব জড়কামের অধীন হয়, জড়ের গোলামি করে। চিৎ বা ব্রহ্মবস্তুর অধীন হইলে জড়কাম থাকে না। এ-বস্তুকে সীমার মধ্যে আনা যায় না।

বস্তুর দু'টী দিক বা aspect আছে; একটা অপরোক্ষ, আর একটা অধোক্ষজ। অপরোক্ষ—যেখানে specification বা differenciation অর্থাৎ বিশেষ নাই; উহাকে অর্থাৎ এই চিন্মাত্রকে transcend করিয়া বৈকুণ্ঠভূমিতে উঠিতে হইবে। সেইটাই হইল ব্রহ্ম বা চিৎসবিশেষ। এখানে অচেতনতা বা জড় 'বস্তুমাত্রও থাকে না। আবার জড়কাম হইলে চেতনতা বিন্দুমাত্রও থাকে না; কারণ, সেখানে কৃষ্ণের সহিত যোগাযোগ নাই।

বিশ্বের সহিত দেহ মনের যোগাযোগ—ইহাই জড়কাম। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ—এই পাঁচটী বিষয়ের সহিত চক্ষুঃ, রসনা, নাসিকা, কর্ণ, ও ত্বক্ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যোগাযোগ হইতেছে। ক্ষিতি অপ্, তেজঃ মরুৎ ও ব্যোম—এই পাঁচটী উপাদানে এই বিশ্ব গঠিত। ব্যোমে জড় শব্দ উৎপন্ন হয়, উহা বদ্ধজীবের ভোগের সুবিধা—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য। কিন্তু, কৃষ্ণনাম এই ইন্দ্রিয়-গোচরীভূত নয়। It is not acceptable by the ear unless it becomes a listening, serving or submissive ear. এইটাই শব্দব্রহ্মের শব্দব্রহ্ম বা পরমেশ্বর। ইন্দ্রিয়যোগের শব্দ জাত হইয়া তখনই মিলাইয়া যায়; কিন্তু হরিনাম নিত্য, শাশ্বত, সনাতন ও অবিনাশী অপ্রাকৃত বস্তু। এইখানেই সমস্ত লোকের গোলমাল এবং এইখানেই মূর্খতা প্রকাশিত হইয়াছে। জলকে আপ্, aqua, জল,—যাহা কিছু বলা যায়, তাহাতে জলই উদ্দিষ্ট হয়; কিন্তু এখানে এইটুকু বিচার করে না যে, এই নামগুলি তাহাদের অর্থাৎ মানবজাতির মনঃকল্পিত শব্দমাত্র। জল কিছু শব্দ নহে

মূর্ত্তবিগ্রহ—সেবার সাক্ষাৎমূর্ত্তি। তিনি সর্ব্বক্ষণ বলেন, যিনি পারমার্থিক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি অন্তরে বাহিরে নিষ্কপট হইবেন।

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

উহা বাস্তব বস্তু। রূপের স্পর্শ ও আস্বাদন আছে, কিন্তু দেহের স্পর্শ বা আস্বাদ প্রভৃতি নাই। ভগবানের নাম সেইরূপ নহে. তাহা কাহারও কল্পিত শব্দমাত্র নয়। ভগবানের নামই ভগবান্, শব্দই এখানে বস্তুসত্তা। ভগবান্—বিগ্রহবান্. সুতরাং নামও বিগ্রহবান্। সমগ্র বিশ্বে উচ্চকণ্ঠে এই কথা প্রচার করিতে হইবে। এই সমস্ত পাষণ্ডতা, মূর্খতা গৌড়ীয়মঠের একটা ছোট ছেলেও ধরিয়া দিতে পারে। যাহারা ঐ প্রকার মূর্খতা বা পাষণ্ডতা করিতেছে, তাহাদিগকে বলিতে হইবে,—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরা-
চ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

"দন্তে নিধায় তৃণকং" অর্থাৎ তৃণাদপি সুনীচ হইয়া অর্থাৎ "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ"—এই অভিমানযুক্ত হইয়া। "পদয়োর্নিপত্য"—অত্যন্ত বিনীতভাবে। "কৃত্বা চ কাকুশতং"—কাকুতি অর্থাৎ তোষামোদ বাক্যের দ্বারা। তাহাও একবার নহে, শত শত বার বলিতে হইবে,—'আপনারা বড় বড় বৈজ্ঞানিক, খুব বড় ব্যক্তি, খুব ভাল লোক, আপনাদের পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, শ্রী যথেষ্ট আছে; আপনারা বুদ্ধিমান্, আমাদের কথাটা একটু শুনুন।' শব্দব্রহ্মের কথা—চৈতন্যচন্দ্রের কথা তাহাদিগকে এইভাবে বলিতে হইবে। গৌড়ীয়মঠ ব্রহ্মধাম। জগতের কোন বিচার গৌড়ীয়মঠ মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে। কেন নহে? একটা উদাহরণ দিয়া বলি—

'শাখা-চন্দ্র ন্যায়' বলিয়া একটা লৌকিক ন্যায় আছে। গাছের ডালের ফাঁক দিয়া চাঁদ দেখা যাইতেছে। প্রত্যক্ষদর্শনে মনে হয়, চাঁদ গাছের ডাল হইতে এক হাত দূরে আছে। সমস্ত জগতের লোকও যদি বলে যে, চাঁদ গাছের ডাল হইতে বড় জোর এক দুই গজ দূরে আছে, তথাপি গৌড়ীয়মঠের লোক বলিবে, -'চাঁদ গাছের ডাল হইতে ৯০ লক্ষ মাইল দূরে আছে।' প্রত্যক্ষ দর্শনের বিচারের দিকে ভোট অধিক হইতে পারে; কিন্তু একজন অভিজ্ঞ জ্যোতির্বিদের নিকট গেলেই কাহার কথা সত্য, তাহার প্রকৃত মীমাংসা পাওয়া যাইবে। বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত পড়লে তবে মূর্খতা ও পাষণ্ডতা যাইবে। তখন তত্ত্ব—as He is জানা যাইবে। As He is অর্থাৎ not as conceived or perceived by human brain. 'তত্ত্ব' বলিতে বস্তুর স্বরূপ, তৎ—বস্তু, 'ত্ব' শব্দে বস্তুর স্বরূপ বুঝায়।

তত্ত্ববস্তুর তিনটি প্রকাশ—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। তত্ত্ববস্তুর অসম্যগ্‌-আবির্ভাবই ব্রহ্ম, আর অংশই পরমাত্মা। ভগবান্—পূর্ণ, তাঁহাতে সমস্ত অংশ আছে। সেই পূর্ণ ভগবত্তাই কৃষ্ণ। সুতরাং তত্ত্ববস্তু বলিলে কৃষ্ণকেই উদ্দেশ করে।

চিৎ তাঁহাকেই বলে who can take initiative, জড়ের activity চিৎ-শক্তির দ্বারা পরিচালিত নয়। জড়বিজ্ঞানের দ্বারা বহু জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। জীবের ভোগসুখের জন্যই ঐগুলির সৃষ্টি, কিন্তু ঐগুলি আবার জীবের ধ্বংসের কাজেও লাগে। জগতে দুই প্রকার লোক আছে—বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। দার্শনিকগণ বলে, - হিটলার বিজ্ঞানের সাহায্যে আবিষ্কৃত অস্ত্রাদির সাহায্যে এত বড় বিপ্লবের সৃষ্টি করিলেও বৈজ্ঞানিকগণ তাহার মনের খবর ত' কিছুই বলিতে পারে না। তাহাদের মতে দর্শন অর্থাৎ দেখাটাই বড় জিনিষ। শব্দব্রহ্মের দর্শন হইলে এই সমস্ত দার্শনিক বৈজ্ঞানিকের বিবাদ থামিয়া যায়।

প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকেরই চেষ্টা—নিজেকে অথবা নিজের দেশকে preserve করা ও শত্রুকে destroy করা। ইহারই জন্য এত সমস্ত invention ও discovery হইয়াছে। পান্থ হইয়া কেহই থাকিতে পারে না। Stability মানুষের মধ্যে নাই। preserve করিতে চাহে কাহাকে?—নিজের দেশ বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছে যে একখণ্ড মাটীকে। সেই মাটীটা রক্ষা করিবার জন্যই যত বুদ্ধি। তবে এখনও শান্তি, স্থিতি বা সত্ত্বের আদর আছে; সেই জন্য সকলেই শান্তি ও স্থিতির দোহাই দেয়। কিন্তু এই শান্তি ও অশান্তি,—দুই-ই অমঙ্গলজনক।

শান্তি—অশান্তি হইতে মোক্ষ-কামনা। কিন্তু,—

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ কামবাঞ্ছা আদি এই সব॥
তা'র মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা—কৈতবপ্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১।৯০,৯২)

ইহা হইতে রক্ষা করেন কে? শ্রীগৌর-নিত্যানন্দই অজ্ঞানান্ধ জীবের উদ্ধারকর্ত্তা।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ
সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ
তমোনুদৌ॥

প্রভূপদেশ

আমরা কেবল বর্ত্তমান জীবনের আপাত প্রয়োজনীয়তার প্রতি মনোযোগী হইব না, ভবিষ্যৎ জীবনের নিত্য ও শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনীয়তাই আমাদের পূর্ণতম মনোযোগের বিষয় হইবে। কেবল বর্ত্তমানের আপাত প্রয়োজনীয়তার ছলনায় যে নশ্বর ও দুঃখদায়ক সুখের স্বপ্ন আছে, তাহাতে আমরা মুগ্ধ হইব না; বাস্তব সুখ, কৃষ্ণসেবা সুখের কথা—যাহা শ্রীগুরুদেবের বাণীতে নিত্য-প্রকটিত, সেই বাণীর সেবা করিব—সেই বাণী নিরন্তর শ্রবণ করিব। ইন্দ্রিয়পরায়ণতা প্রকৃত সুখ নহে, অধোক্ষজ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-পরায়ণতাই নিত্য বাস্তব সুখের খনি।

আমাদের বর্ত্তমান বল প্রতিমুহূর্ত্তে নষ্ট হ'চ্ছে। বাস্তবসত্যের অনুসন্ধানের জন্য বলদেবের আশ্রয়গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা অবাস্তব বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য অপরের নিকট হ'তে যে সমস্ত পরামর্শ প্রাপ্ত হই, তা'র মূল্য অকিঞ্চিৎকর। আমরা যখন বলদেব প্রভুর আনুগত্যে কার্য্য করি, তখন কৃষ্ণসেবা হয়।

———

সর্ব্বদা বিষ্ণুরই কীর্ত্তন করতে হ'বে, মায়ার কীর্ত্তন করতে হ'বে না। বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে বাস করতে হ'বে—সর্ব্বক্ষণ মায়ার বিমোহিত হ'লেও আমাদের মায়াতীত রাজ্যে বিচরণ করার বলই বলদেব প্রভুর কৃপায় অর্জ্জন করতে হ'বে।

———

আমরা মনুষ্যজন্ম পেয়েছি—জগতের কোটি কোটি লোকের কথা শুন্‌ছি; কিন্তু তা'রা মর্‌বে, তা'দের চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন হ'বে। খানিকক্ষণ পরে তা'রা আর সাহায্য করতে পার্‌বে না। সুতরাং আমরা এ'দের আনুগত্য ক'রে আর প্রতারিত হ'ব না। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্—যাঁর আনুগত্যে আমাদের সর্ব্ব অমঙ্গল দূর হ'বে—নিত্যকাল যাঁর কৃপা আমাদের উপর বর্ষিত হ'বে, সেই বলদেব প্রভুর আশ্রয় আমরা গ্রহণ কর্‌ব।

নিজে অমানিমানদ হওয়াই বাঞ্ছা, তা'তেই আমাদের নামভজনের যোগ্যতা হয়; নতুবা আমাদের যোগ্যতা থাকে না।

———

তাঁহারা তমের—অন্ধকারের জগতে আসিয়াছিলেন, আলো দান করিয়া অন্ধকারের জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য।

ভগবান্ যে অবস্থায় ভক্তগণকে রাখিয়া সুখী হন, সেই অবস্থায় বাস করা নিজের দুঃখাদি ভুলিয়া থাকা উচিত। ভগবানের কথা—শ্রীমদ্ভাগবতের কথা—ভক্তগণের অলৌকিক চরিত, সাধারণ সংসারের লোকেরা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। হৃদয়ে ভগবানের সেবা প্রবৃত্তি উন্মেষিত হইলেই সকল অবস্থাতেই কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

আমাদের পরীক্ষার জন্য ভগবান্ সর্ব্বদাই জগতের অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যেক বস্তুর অণুর পরে তাঁহার আবির্ভাব লক্ষ্য করিলেই আমাদের পাপাদি প্রশমিত করিয়া যায়।

ভগবানের পরীক্ষার স্থল এই পৃথিবী অর্থাৎ সংসার। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে হরিজনগণের কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে হয়। হিরণ্যকশিপু একদিন স্তম্ভতলে ভগবান্ নাই স্থির করিয়াছিলেন এবং প্রহ্লাদের সহিত নানা প্রকার যুক্তি ও তর্ক দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীনৃসিংহদেব স্তম্ভের মধ্য হইতে প্রকটিত হইয়া হিরণ্যকশিপু এবং সমগ্র জগতের মঙ্গলবিধান করিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বত্রই ভগবদ্দর্শন করেন। আর ভগবদ্বিদ্বেষী সর্ব্বত্রই ভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারে না। মধ্যবর্ত্তী স্থানে আমরা অবস্থিত হইয়া একবার হরিসেবায় কিছু দেখাই, পরক্ষণেই আবার বিষয়ভোগে ব্যস্ত হই। হরিসেবায় প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছাক্রমেই আমাদের বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হয়। বিষয়ে ঐহিকা'দিক সুখ ও দুঃখভোগ বর্ত্তমান, হরিসেবায় নিত্য ভক্তি ভগবানের আনন্দবিধান করে। আমরা সেই আনন্দের উদ্দেশে যেন সর্ব্বদা সেবাপর থাকিতে পারি।

———

মুদ্রাকর প্রমাদ

গত ১০৪-৬২ সংখ্যা নদীয়াপ্রকাশে ৩র্থ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে 'শ্রীশ্রী…' ২১শ পঙ্‌ক্তিতে 'কমল' স্থলে 'কলম', ঐ ৩য় কলমে 'শ্রীশ্রী…' বাণীতে 'বৈষ্ণব …' স্থলে 'বৈষ্ণব—…' ও ঐ …শ পঙ্‌ক্তিতে '…' স্থলে 'জানাইবে' হইবে।

———

প্রভুর শুদ্ধ-মঠসমূহ

১) শ্রীচৈতন্যমঠ-ধাম
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীসদানন্দ বাসাধিকারী

৩) যোগপীঠ মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস ব্রহ্মচারী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদন্দনন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) অন্তর্দ্বীপ-শ্রীনন্দনাচার্য
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীপ্রেমদ বাসাধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বাসাধিকারী

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ মামগাছি (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীকৃষ্ণদাস দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশীতলানন্দ অধিকারী

(১৫) স্বর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গোদ্রুম, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাতুপাড়া (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭। কুঞ্জকুটির
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমধুসূদন সেবাধিকারী

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দনন্দন ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজ্যোতির্ময় নারায়ণ ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
চাঁদাগ্রাম, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রহ্মচারী

(২১) বাগবাজার-গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চন্দন পুষ্করিণী
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ বাসাধিকারী

(১৩) মাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনন্দপ্রভু বাসাধিকারী

(১৪) গোপালজীউমঠ
কামারপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীবিশ্বনাথ ব্রহ্মচারী

(২৫) বারদী-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বারদী, (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীমাধব বাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রীপ্রাণমোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীগৌরপ্রসাদ চৈতন্য দাস

(৩৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলা-ঝোরা রোড, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীমহাপুরুষ বাসাধিকারী

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কাঁথিবার, জেঃ শাহারণপুর, ইউ. পি
সেবক—শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
ফতেপুর, পাটনা।
সেবক—শ্রীসদানন্দপ্রভু বাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
গয়া ঘাট রোড
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ বড় সড়ক গলি, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী

(৩৫) সনাতন মঠ
পোঃ মিরজাপুর, উঃ পঃ ইউ পি
শ্রীমনোমোহন ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

৩৭। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
বৃন্দাবন, শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
গোপালপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীসদানন্দ বাসাধিকারী

(৩৯) একাদশানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা)
সেবক—শ্রীকেশবদাস ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রীরোহিণীনন্দন ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪৩) নন্দগ্রাম বিহারী মঠ
নন্দগ্রাম, মথুরা।
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) বরসানা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বরসানা, মথুরা
সেবক—ঐ

(৪৫) বরষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বরষাণা, মথুরা

(৪৬) গোপীবিহারী মঠ—পেশোয়ারী,
পোঃ ফেরোজপুর, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীনিত্যধাম ব্রহ্মচারী

৪৭। ন্যায়গৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীভক্তগোবিন্দ বাসাধিকারী

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৪নং জেনারেল রোড, নিউ দিল্লী,
সেবক—শ্রীনন্দনন্দন পাণ্ডা

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
হিল ডিঃ বোম্বে
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীবেঙ্কটেশ ব্রহ্মচারী

(৫১) বরাহনগর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী জেলা মাদ্রাজ
—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫২) প্রয়াগ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫৪) আলালনাথ [illegible] মঠ
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৬) সিমলিয়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশব ব্রহ্মচারী

(৫৭) [illegible] মঠ
মধ্যগ্রাম, পোঃ কটক। উড়িষ্যা।
সেবক—শ্রীশৈলেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

৫৯) শ্রীমধ্বমঠ-গৌড়ীয়-প্রচার-কেন্দ্র
পোঃ [illegible], গঞ্জাম
সেবক—শ্রীবিভুবনেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরণিয়া, পোঃ বাজেশ্বর, মেদিনীপুর
সেবক শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী

(৬১) আসাম গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ধুবড়ী, গোয়ালপাড়া
সেবক—শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মচারী

(৬২) কাঁথিরামচন্দ্রপুর প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রামনগর (মেদিনীপুর)
সেবক—শ্রীপদ্মলোচন ব্রহ্মচারী

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
কুলিয়াপাড়া, পোঃ চিৎপুর, (মালদহ)
সেবক—শ্রীভগবান ব্রহ্মচারী

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং মিজাইল ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী বাসাধিকারী

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, আর্লস্ কোর্ট
স্কোয়ার, লণ্ডন, এস ডব্লিউ ৫
সেবক—কুমারীবিনোদবাণী দাসী

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরিধারীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
সুন্দরবাগ, লক্ষ্ণৌ। ইউ-পি
সেবক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) শ্রীবিদ্যার্ণব গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
মিশ্রিখ (ইউ. পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) প্রাথমিক আশ্রম
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীখোকেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রীবিশ্বেশ্বর ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী

প্রধান মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনবকিশোর ভাণ্ডারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রচারিত-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
সিঙ্গেলে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	৩৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪০		৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৬৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিস্থানে প্রতি ইঞ্চি ৩	২।০
" সিকি কলম ১০৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম	৪০

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৩৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(১৩৪)—

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউসন
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত : এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সুশৃঙ্খলভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই রূপ অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সম্বন্ধে সরল প্রণালীটি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই পরমার্থবিষয়ে উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। মোট্রা পাইকা টাইপে এন্টিক কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুরা পোঃ এঃ ওয়াকস, পোঃ নবাবী, নারিন্দা, ঢাকা।

—— ——

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১১০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিঃ ওয়াকস, পোঃ নবাবী, নারিন্দা, ঢাকা।

—————

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক গ্রন্থের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ আর্দ্রবিদ্যাবান শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যালীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব আকরগ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণের যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ণ শ্লোকের বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শ্রীশ্রী সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল টীকার অনুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্‌ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। ইহাতেই আশা করি সকলেই বাংলা ভাষায় প্রায় সহস্র পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার রয়েল সাইজ ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম [illegible]। [illegible] জীবনচরিত [illegible] কবিতেছেন। কিন্তু [illegible] শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্গের [illegible] শ্রীমৎ [illegible] "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে [illegible] ঠাকুরের [illegible] হইয়াছে। [illegible] পৃষ্ঠা [illegible] হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান — মানেজার [illegible]
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রে [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] এবং [illegible] আস্বাদন করিয়া [illegible] ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে [illegible]। [illegible] চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই [illegible] অধ্যায়ে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১২ [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible] বাজার; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট

যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬ ৪১	৬-১১	৭ ১০	১১-১৬	১৬-৫৬	১৭ ৫০	২২-৪১
দমদম ,,	৪-৫৮	৬-৫৫	৭ ৫০	১৩ ৩৭		১৮-১১	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৯ ১৮	৮ ০ ৭	৯ ১৬	১৫-৩	১৮-৩৭	১৯-৪২	০ ২৫
রাণাঘাট ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৩৯	১৫-১৭	১৮ ৪২	১৯-৪৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫৪	৮-৯৮	১০ ৮	১৫-৫১	১৯-১৭	২০-২২	১-১২
(বদল) ছাঃ ৭ ১২		১০ ৫১		১৫-০	১৭-৫২	২০-৩০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ৭ ৫২		১১-১০		১৫-৫০	১৮-১১	২১-১০	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-২
দমদম ,,	১১-২০
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (ন্যারো গেজে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪
ছাঃ	১৫-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫ ৪০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৮	৯-১০	১৪-১৬	১৬-০	১৮ ৪১		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৬	৯ ৪৮	১৪ ৫৫	১৬-৩০	১৯-১১		
ছাঃ	৭-৯ ৮-৫০	১১-৪১		১৬-৫০	১৯-২	২০-৫৭	০-৩৬
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৪৪ ৯-২৩	১২-২৬		১৭-৪১	২০-১০	২১ ৭৯	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-৫২ ৯-২৮	১২-৩৬		১৭-৪৩	২০-১৮	২১ ৭৪	৪-২৩
দমদম ,,		১১-৩		১৯-০		২৩ ৯	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১ ১১২০	১৪-২১		১৯-২৬	২১-৫৫	২৩-২৬	৬-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ	১৪ ১৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫৫
ছাঃ	১৫-১০
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৪১
(বদল) ছাঃ	১৭ ৫০
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-৩৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩
কলিকাতা পৌঃ	২০-১৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের

মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

-:(•)-:-

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও [illegible] এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। [illegible]নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] দীর্ঘ [illegible] পরীক্ষায় [illegible] একমাত্র [illegible] অধিক। [illegible] এবং নূতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল [illegible] আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী [illegible]

—[illegible]নং [illegible] রোড, কলিকাতা
অথবা
[illegible]

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ৩রা আশ্বিন ১৩৪৭, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ বৃহস্পতিবার ১৬৮তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—:০:(০):০:—

জার্ম্মানীর বিমানবাহিনীর সাফল্য

গত ১২ই সেপ্টেম্বর পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় লণ্ডনের উপর পর পর কয়েকবার বিমান আক্রমণ চালাইতে থাকে। ঐ সময় জার্ম্মান বিমান-বাহিনী অবিরত আক্রমণ করে। [illegible] উপর [illegible] বর্ষণ করা হয়। [illegible] ও [illegible] বিমান-পোতের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। [illegible] পুনরায় [illegible] উপর বোমা বর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। জার্ম্মান বিমান-বাহিনী তাহাতে বাধা দান করিয়া [illegible] বিমান-পোতগুলিকে সমুদ্রে পতিত হইতে বাধ্য করে। [illegible] বিমান-বাহিনী গত ১৫ই সেপ্টেম্বর [illegible] উপর [illegible] করিয়াছিল। [illegible] উপর কয়েকখানা ইতালীয় বিমানপোত অগ্নিদগ্ধ হয় এবং অপর কয়েকখানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

[illegible] ব্যবস্থা-পরিষদের নির্ব্বাচন

শ্রীযুক্ত [illegible] মৃত্যুতে [illegible] ব্যবস্থা-পরিষদে যে সদস্য পদটি শূন্য হইয়াছে, তাহার জন্য যোগী [illegible] জেলা হইতে [illegible] প্রার্থী [illegible] সহিত [illegible] নির্ব্বাচনের প্রার্থীরূপে মনোনীত করাইয়াছেন। কিন্তু [illegible] মনোনীত করিয়াছেন।

লাহোরে চাঞ্চল্যকর ব্যাপার

লাহোর হইতে প্রায় ৮০ মাইল দূরে [illegible] নিকট [illegible] প্রথমে দুই [illegible] দলের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে [illegible] ব্যক্ত হইয়াছে। বিরোধের কারণ সম্পর্কে জানা গিয়াছে যে, দুই দলের মধ্যে [illegible] চলিতেছিল। [illegible] গ্রহণ করিবার জন্য [illegible] বন্দুক প্রভৃতি [illegible] অস্ত্রশস্ত্র লইয়া এ [illegible] দলের লোকদের আক্রমণ করে এবং ফলে [illegible] জনের মৃত্যু ঘটে। আক্রমণকারীগণ [illegible] আগুন লাগাইয়া দেয় এবং মৃত [illegible] আগুনে নিক্ষেপ করে।

ভারতীয় বৈমানিকদের অভিযান

লণ্ডনের ভারতীয় বিমান-বাহিনীর যে ২৪ জন কর্ম্মচারী বৈমানিকের শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের [illegible] হাতে অস্ত্রশস্ত্র দান করা হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে বৈমানিক মিঃ [illegible] এবং [illegible] বৈমানিক [illegible] বেঙ্গল [illegible] বৈমানিক মিঃ [illegible] ও [illegible] মিঃ [illegible] চলিয়াছেন।

—

সত্যাগ্রহের অভিযান

[illegible] হইতে [illegible] চিঠি লইয়া [illegible] এক ব্যক্তিকে ২৫ টাকা [illegible] ও [illegible] দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। [illegible] বিবরণে প্রকাশ, আগামী ২রা [illegible] একটি [illegible] সমর্পণ করে। ঐ সময় তাহার [illegible]

নিয়া [illegible] দুইটি ট্রেনে করা হয়। ঐ সকল [illegible] ও [illegible] বিভিন্ন [illegible] নিকট দেখা হইয়াছিল।

বড়লাট-জিন্না সাক্ষাৎকার

বড়লাট যে প্রস্তাব করিয়াছেন তৎসম্পর্কে [illegible] সংগ্রহ করিতে এবং উহার [illegible] কার্য্য [illegible] জন্য লীগের [illegible] মিঃ জিন্না [illegible] প্রস্তাব গ্রহণ করায় বড়লাট আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর [illegible] তিন ঘটিকার [illegible] সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মিঃ জিন্নাকে আহ্বান করিয়াছেন। মিঃ জিন্না ২২শে সেপ্টেম্বর সিমলা যাত্রা করিবেন।

—

ফরাসী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য

ফরাসী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য হইতে [illegible] সংবাদে প্রকাশ [illegible] 'ফ্রেঞ্চ [illegible]' [illegible] উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি [illegible] উপর [illegible] অবস্থান [illegible] উপর [illegible] অনেকটা [illegible] করিয়াছে। দেখা যাইতেছে, তিনি [illegible] প্রদর্শন করিতেছেন এবং ইহার ফলে যদি [illegible] চেষ্টা করে, তবে [illegible] ফরাসী ঔপনিবেশিক [illegible] সহিত যোগদান করিতে পারে। [illegible] ইংরাজদের [illegible] ভূমিকা [illegible] নিশ্চয় বিদ্রোহ করিতে পারে।

বিমান নির্ম্মাণের কৌশল

[illegible] কলেজে একটি [illegible] বিমান [illegible] দলের নিকট [illegible] এবং [illegible] নিয়ম [illegible] করিয়াছেন। [illegible] ও তাহা তৈয়ার করিবার কৌশল [illegible] অনুরূপ ব্যবস্থা [illegible] হইয়াছে।

অস্ত্রাগারদিগের আশ্বাস

[illegible] বিজ্ঞাপন দ্বারা জানাইয়াছেন যে, বাঙ্গলা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, [illegible], পাঞ্জাব ও আসাম প্রদেশে [illegible] হইতে [illegible] হইয়াছে। এই সব প্রদেশে [illegible] আত্মরক্ষার [illegible] গ্রহণ করিতে পারে। [illegible] সরকারের [illegible] এই [illegible] দিয়াছেন যে, যে সব [illegible] শ্রেণীর [illegible] বাহিরে [illegible] হইবেন, তাঁহাদিগকে [illegible] হইবে। [illegible] সংগ্রহ করিতে হইবে। এই একটি [illegible] দেখাইতে হইবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ২॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীমন্মথনাথ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের কৃপাকণা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বহু বাণী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরম্পরা, গৌড়ীয়গৌরবাখ্যাবলি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপূর্ব্ব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———:(o):———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয় প্রয়োজনাকারে সঙ্কলিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩, তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভু-রচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ)

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

১। "শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট", পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

অধ্যাপক কুঞ্জবিহারী দাস এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণাপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০,
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	৩৮,
	দশম স্কন্ধ—	৯,
৩।	ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	৬,
৩।	ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৩
৪।	সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা)	৪,
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১,; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১,; ৩য় খণ্ড—৸০	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১,
৮।	সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা	১।০
৯।	বৈষ্ণবপদ	২,
১০।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২,
১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২,
২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ শিক্ষা (বাঁধা)	১,
৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
৪।	নামভজনমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ্	।০
১৮।	ব্রাহ্মণ-আচরণ	।০
১৯।	তত্ত্ববিবেক	।০
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	৷৵০
২১।	গৌড়ীয়সাহিত্য	৷৵০
২২	ভজন রহস্য	।০
২৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধামতত্ত্ব (বাঁধা)	১,
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২,
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	২,
	অবাঁধা	১,
২৬।	গীতার কেবল মূল-ভাষা	।০
২৭।	প্রাকৃতরসশতদূষণী: সাপ্তাহিক	১,
২৮।	বেদান্তসূত্রসার (সাপ্তাহিক)	।০
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা)	৸০
৩০।	দীপ দিগ্-দর্শন	৵০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৵০
৩২।	গোস্বামী প্রভুপাদ দাস (বাঁধা)	।০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
৩৫।	গীতমালা	৴১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৵০
৩৭	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৵০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	
৩৯।	শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু	
৪০।	শরণাগতি	
৪১।	গীতাবলী	৴০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩।	সাধনতত্ত্ব	৴০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴
৪৫।	নবদ্বীপশতক	
৪৬।	অর্চ্চনতত্ত্ব	
৪৭।	সদাচারস্মৃতি:	
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১০
৪৯।	অর্চ্চনপদ্ধতি	৩
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড)	৬
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	।০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সাপ্তাহিক)	৩
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়:	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ-বিনিশ্চয়	।০
৫৫।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	৩
৫৬	ভাগবত ও ভক্তিপথ	৶০
৫৭।	ঈশোপনিষদ্ (ভাষাটীকাসহ)	।০
৫৮।	শ্রীকৃষ্ণবিজয়	৶০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৬০।	সাধ্যসাধন:	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার:	।০
৬২	সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিভিন্নত:	।০
৬৩।	সটীক শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬৪।	তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৫।	সাত্ত্বত সিদ্ধান্তম্	৶০
৬৬।	গৌড়ীয়মতপরিচয়:	৴০
৬৭।	মায়াবাদখণ্ডনম্	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	।০
৬৯।	এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত	।০
৭০।	নামভজন	
৭১।	বেদান্ত—ইট্স্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি	
৭২।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস	৷৵০
৭৩।	লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	১
৭৪।	বেদান্তিক	১
৭৫।	ভোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	৴
৭৬।	শ্রীভাগবত	১
৭৭।	থিয়োটিক ফিলজফি অ্যাণ্ড আবদ্ধাবদ্ধ ফিজোলজি	
৭৮।	ব্রহ্মসংহিতা	৩।
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অখণ্ড পরার)	১২

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	
৮১।	সাধন-পথ	
৮২।	কল্যাণ-কল্পতরু	৶
৮৩।	গীতাবলী	
৮৪।	শরণাগতি	৴

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	১

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

৩০শ বর্ষ | ৩ পদ্মনাভ ৪৪৪ গৌরাব্দ ৩রা আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৭, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৩০ বৃহস্পতিবার | ১৬৮ শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—— ::(০)::——

শ্রীধামে শ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব তিথি পূজা

গত ২১শে ভাদ্র ১৪ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে ও নবদ্বীপমণ্ডলের অন্যান্য মঠসমূহে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-তিথি-পূজা পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠে মঙ্গলারাত্রিকের পর শুদ্ধবৈষ্ণব-বন্দনা, গুরুতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মাহাত্ম্য ও কৃপার কথা আলোচনা হয়। অপরাহ্ণে এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পরও ভক্তগণ শ্রীভক্তিবিনোদ আবির্ভাব-সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে শ্রীল ঠাকুরের কথা আলোচনা করেন। [illegible] সমাগত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ২৭শে ভাদ্র [illegible] যোগে পূর্ব্বপ্রচারের সম্পূরক গৌরবিহিতজন স্বরূপ-রূপানুগবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পতিতপাবনী বার্ষিক শতবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাবতিথি-পূজা পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সম্পূর্ণ আনুগত্যে বিরাট হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিক ও উচ্চসংকীর্ত্তনান্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠমুখে শ্রীগৌরসুন্দরের করুণা ও গৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের করুণার কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে সমবেত প্রাণসকলে শুদ্ধবৈষ্ণব বন্দনা ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপতীর্থ গোস্বামী মহারাজের মুখপদ্মে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর স্বামীজী মহারাজ শ্রীল ঠাকুরের অপরিসীম করুণার কথা ও তাঁহার [illegible] পানের অত্যাবশ্যকতার কথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়। ঐ দিবস অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী [illegible] মহারাজ 'শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দয়া' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

তৎপরে সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীল ঠাকুরের রচিত বিভিন্ন পদাবলীসমূহ কীর্ত্তন হইবার পর সমবেত সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীকীর্ত্তন

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার শ্রীশ্রীল ঠাকুরের ভজনস্থলী শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে গৌরজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাবতিথিপূজা পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস প্রত্যূষে ভক্তবৃন্দ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে নৌকাযোগে শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে গমনপূর্ব্বক শুদ্ধ বৈষ্ণব বন্দনার পর গুরুতত্ত্ব ও শ্রীল ঠাকুরের রচিত কৃপা-প্রার্থনাসূচক পদাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীপাদ অপ্রমেয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীশ্রীল গুরুপাদ, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও অনুগত শুদ্ধবৈষ্ণবগণের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিয়া শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব মর্ম্ম ও জীবের প্রতি তাঁহার দয়াদানের কথা অনেকক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করেন। তাঁহার [illegible] সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। পাঠের পর শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী প্রভু "কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার" এই গীতটী ও মহাজন কীর্ত্তন করেন। অতঃপর [illegible] কীর্ত্তন হইলে পর সমাগত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

শ্রীযোগপীঠমন্দিরে কীর্ত্তন

শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচয়িতা 'বেদব্যাসাবতার' শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের [illegible] উপলক্ষে শ্রীধাম [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা আলোচিত হইতেছে। গত ১২ই সেপ্টেম্বর বুধবার শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ভক্তবৃন্দ নৌকাযোগে সকালে পূর্ণ শ্রীযোগপীঠে গমনপূর্ব্বক মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শুদ্ধ বৈষ্ণববন্দনা, গুরুতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ [illegible] শ্রীপাদ অপ্রমেয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে [illegible] শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর উপদেশ উল্লেখ করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাল শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের অপার মহিমা ও অপার দয়ার কথা আলোচনা করেন। [illegible] কীর্ত্তন করিয়া সেবকগণের চিত্তকে শ্রীল ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মসেবায় আকৃষ্ট করেন। তাঁহার ভাবপূর্ণ সুললিত কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত ও পরিতৃপ্ত হন। তৎপরে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীশ্রীল গুরুপাদের কৃপার কথা কীর্ত্তন করিয়া [illegible] সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন। পাঠের পর "কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর" এই মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

———

মেটেকুড়ে প্রচার

গত ২রা সেপ্টেম্বর শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্তরঙ্গ প্রচারক শ্রীপাদ [illegible] মেটেকুড়ে [illegible] প্রচারার্থ গমন করেন। তিনি তথায় [illegible] নিকট 'শ্রীনাম' সম্বন্ধে অনেক কথা কীর্ত্তন করেন। গত ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এখানে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়।

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় [illegible]

কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল। আত্ম নিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন বৃথা বাহিত না ক'রে আশ্রয়বিগ্রহ ও আশ্রয়-বিগ্রহের নিষ্কপট সেবকগণের সঙ্গে তাঁ'দের সেবায় যাপিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। তাঁ'দের কৃপা হ'লে তাঁ'দের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বিগ্রহগণের সেবালাভ করবার সৌভাগ্য হ'বে।

—শ্রীল আচার্য্যদেব

—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রকাশিত

—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

● গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ●

যৎকিঞ্চিৎ

ভগবান্ ভক্তের প্রেমবাধ্য। ভক্ত প্রেমের দ্বারা ভগবান্‌কে এরূপ বাধ্য করিতে সমর্থ যে, তিনি ভগবানের খাত পরিবর্ত্তন করিতেও পারেন। ভক্তই ভগবান্‌কে দেখায়। ভক্ত এত বড় জিনিষ! যাহারা বৈষ্ণবকে মানে না—গুরুকে মানে, আবার গুরুকে মানে না—বৈষ্ণবকে মানে, যাহারা গুরুবৈষ্ণবকে মানে না—কৃষ্ণকে মানে, আবার কৃষ্ণকে মানে না—গুরুবৈষ্ণবকে মানে, তাহারা ভক্তির চরণে অপরাধী। ভক্ত না থাকলে গুরুবৈষ্ণবভগবানের দর্শন পাইলেও তাহারা দর্শনের ফল বা দর্শনসুখ লাভ করিতে পারে না। ভক্ত দুর্লভ বস্তু। দুর্য্যোধন ভগবানের বিরাট্‌রূপ দর্শন করিয়াও, শিশুপালাদি নরেশগণ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইয়াও, হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু রাবণের ও কুম্ভকর্ণের অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ দেখিয়াও ভক্তশূন্যতা হেতু তাঁহাদের দর্শনলাভ করিতে পারে নাই। পরন্তু কুব্জা, যজ্ঞপত্নী পুরনারী, মালাকার প্রভৃতি ভক্তবলে ভগবানের সেবা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে—

অনেকেই দেখিল, মারিল আর ঠাঁ'রে।
তথাপি বঞ্চিত হৈল, যা'তে প্রেম নাহি॥
আজো দেখিবারে যেই ভক্ত জন হৈল।
হেন কোটি দেহ সেই রঙ্গে ছাড়িল॥

পাইলেক মহাভাগ্যে মোর দরশন।
না পাইল সুখ ভক্তিশূন্যের কারণ॥

● ● ● ●

ধনে, কুলে, পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্যগোসাঞি॥

অধিক ধনসম্পদশালী থাকিলেই কৃষ্ণভক্তি হয় না। আভিজাত্য, সংক্রিয়া ও প্রচুর অর্থাদির দ্বারা কৃষ্ণসেবা লাভ করা যায় না। একমাত্র কৃষ্ণে প্রগাঢ় প্রীতির দ্বারাই কৃষ্ণ লভ্য হন। কৃষ্ণসেবায় প্রীতিযুক্ত ব্যক্তি যে কোন বংশে জন্ম-গ্রহণ করুন না কেন, তাঁহাতে কিছু হানির ত্রুটি হয় না। ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যভাগবত পদের উচ্ছিষ্ট-ভোজী হইবার ইচ্ছা করেন। তাঁহারা মুক্তি চাহেন না। জন্মে জন্মে যেন বৈষ্ণবের সেবক হইতে পারি, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন যেন আমার সর্ব্বতোভাবে করণীয় বিষয়ের মধ্যে মুখ্যতা লাভ করে, ইহাই ভক্তের প্রার্থনা। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট বৈকুণ্ঠদায়ী। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজীগণই ব্রহ্মাদিরও পরমারাধ্য ব্যাপার। বৈষ্ণব এত বড় জিনিষ! শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

তোমার চরণ সঙ্গে যে সকল দাস।
তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস॥

● ● ●

ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে!
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে॥
হেন ভক্তজনাদে না পায় সন্তোষ।
সেই সব পাপীরে লাগিল দৈবদোষ॥

— —

আমরা নববিধা ভক্তির কথা শুনিতে পাই। এই নববিধা ভক্তির মধ্যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি বা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীই পরমপ্রবলা। অষ্টবিধা ভক্তি অবলা, কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি সবলা। সবলার আশ্রিত হইলে ভক্তি অল্পায়াসে জীবগণকে চরম মঙ্গল প্রদান করে। এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিতে বা শ্রীনামে যাহাদের যৎকিঞ্চিৎ অবিশ্বাস আছে, যাহারা মনে করেন, কীর্ত্তন দ্বারা আমাদের মঙ্গলোদয় হইতে পারে না, তাঁহারা তৎটুকু পরিমাণে নাস্তিক। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিপ্রচারে যিনি যতটুকু সাহায্য করিবেন, তিনি তত পরিমাণে আস্তিক, আর যিনি যত পরিমাণ বাধা প্রদান করিবেন, তিনি তত পরিমাণে নাস্তিক। হরিকীর্ত্তন ব্যতীত অপর চেষ্টা সংসারের হেতু। আর সকল হরিকীর্ত্তন-বিরোধ বন্ধ হইতে মুখ ফিরাইয়া পূর্ব্বমুখী হওয়া বা গাঙ্গার দিকে চলা। বর্ত্তমানে আমরা মায়াতে

—অবিদ্যাগ্রস্ত। এই অবিদ্যার মূল উৎপাটন করিবার একমাত্র উপায়—পূর্ব্ব দিকে চলা—অশোক-অভয়-অমৃতের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করা। এ জগৎটা বিদেশ, ইহা স্বদেশ নহে। এই বিদেশে আমরা যতদিন থাকিব, এই বিদেশকে যতদিন স্বদেশ মনে করিব, ততদিন শোক, মোহ ও ভয় যাইবে না। এ জগৎ মর্ত্ত্যধাম, ইহা অমৃতধাম নহে। মর্ত্ত্যজগদ্বাসী প্রত্যেককেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। এ জগৎ হইতে মৃত্যু উঠিয়া যাইতে পারে না। সুতরাং জীবন থাকিতে থাকিতে ভগবৎ-পাদপদ্মে শরণাগত হওয়াই মঙ্গলের উপায়। নতুবা অবশেষে কাঁদিতে হইবে।

সকলকে একজনের মতে চলিতে হইবে—সকলকেই অপ্রাকৃত ভগবানের অনুগত হইতে হইবে—অপ্রাকৃতের সেবকের আনুগত্য করিতে হইবে—ইহাই গুরুবৈষ্ণবসিদ্ধান্ত। গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে জীবনযাপন করা ব্যতীত অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভ করিবার সামর্থ্য জীবের নাই। গুরুকে কৃষ্ণসেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াই বস্তুজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এই আনুগত্য ব্যাপারটী বড় সোজা মনে করি, তত সোজা নয়। অনুগত ব্যক্তির সঙ্গ না হইলে এই আনুগত্যের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না, প্রগাঢ় শ্রদ্ধার ফলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবে যদি শ্রদ্ধা এবং ভাগবত থাকিই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতে পারেন। কৃষ্ণ যাঁ'কে ভক্ত বলে বরণ করেন, সেই বৈষ্ণব আমি, এইরূপ দুষ্টতা যেন আমার হৃদয় অধিকার না করে। নিজেকে বৈষ্ণবের কিঙ্কর জানিলেই বৈষ্ণবের কৃপাপাত্র হয়। বৈষ্ণবকে অভিন্নবিষ্ণুজ্ঞানে সেবা করিতে হবে, ইহাই সাধু-শাস্ত্রোপদেশ। সেবা ছাড়া ভজন আর কিছুই নহে। শ্রীনাম-গ্রহণাদি কার্য্যও সেবাবুদ্ধিতেই অনুষ্ঠান করিতে হইবে, নতুবা তাহাও জীবের আত্মবঞ্চনা হইয়া পড়িবে। প্রকৃত আনুগত্যের অভাবে কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান বা অভিনয় আমাদের ভোগেরই প্রকারভেদ মাত্র, ইহা মনে রাখিতে হইবে। যিনি যতটুকু আনুগত্য করিবেন, তিনি ততটুকু বৈষ্ণবতা লাভ করিবেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম

(২)

Scientists are discovering apparatus and instruments for preserving their own land and destroying the other lands. ইহারা আছে হবঃ ও অদঃ লইয়া। ইহারা চেতন বলিয়া কিছু মানে না। ইহারা মনে করে, জড় হইতেই সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে। Chemistদেরই আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মনে হয়, সমস্ত জগৎ ইহাদেরই হাতে। ইহারা বলে,—acid ও alkali মিশাইলে যেরূপ effervesce করে, একটা শক্তি দেখা যায়, সেই প্রকার জড়ের সংমিশ্রণে এই জগৎ হইয়াছে, ইহার মূলে চেতন নাই। জড়-দার্শনিকগণ মিশ্রসত্ত্ব লইয়া কার্য্যকারণ-নির্ণয়ে ব্যস্ত। তাহারাও মূলে পরম-চেতনকে বাদ দিয়া প্রকৃতিকেই মূল কারণ বলে। বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য—বলিতে গেলে সমস্ত দর্শনশাস্ত্রেরই এই মত। কেহ কেহ জড়াধারে চেতনের উদ্দেশ না পাইয়া বলিয়াছে,—'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ'। জগৎ সুখে শান্তির কথা বলিলেও কেহ সুখ ভোগ করিতে থাকিবে কি? ইহাদের দ্বারা কিছু বল বীর্য্য সঞ্চিত হইয়াছে, সেগুলি ব্যয় করা চাই ত'। সমস্ত জগতে ক্ষাত্রনীতিটাই প্রবল হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-নীতির প্রধান না হইলে ক্ষাত্রনীতি ধ্বংস পায়, শান্তি বা রক্ষা পাইতে পারে না, নিজেকে preserve করিতে পারে না। ক্ষাত্রনীতি প্রবল হইলে ব্রাহ্মণনীতির নিকট তাহা ধ্বংস পায়। পরশুরাম একুশবার ক্ষত্রিয় ধ্বংস করিয়াছিলেন। তখন একটীও ক্ষত্রিয় ছিল না, দুই একজন মাত্র গর্ভে রক্ষা পাইয়াছিল।

ব্রাহ্মণ বলিতেছে,—"মামকী তনু"। তাঁহারা চেতন—পোষণধর্ম্ম লইয়া থাকে; কারণ, তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও সমস্ত জগৎকে পোষণ করেন যিনি, সেই একবস্তুর উপাসক। 'বৃংহণ' শব্দের অর্থ পালন, পোষণ। তাহারা as He is বিশ্বাস করে। ক্ষাত্রনীতি বলিতেছে,—'অচিৎ হইতেই সমস্ত হইয়াছে, অচিৎই পূজনীয়, ব্রাহ্মণ পূজনীয় নয়!' ব্রহ্মণ্যনীতি প্রবল হইলে বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ করে। দুর্ব্বাসা রুদ্রের অংশ, ধ্বংস বা তমের মূর্ত্তি। তাঁহার জীবন ক্রোধ অর্থাৎ তিনি ক্রোধ বা রুদ্রের প্রতিমূর্ত্তি। অম্বরীষ একাদশী অর্থাৎ মাধবতিথি হরিবাসর ব্রত করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান, ভক্তের হৃদয়ে, কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

পারণও সেই হরিশ্চন্দ্র। তিনি অম্বরীষ মহারাজের অদ্ভুতি লক্ষ্যই পারণ করিয়াছিলেন; তথাপি দুর্বাসা অভিশাপ দিতে গেলেন। ফলে দেখিলেন,—সুদর্শন আসিতেছে। তখন নিজের পিতা ব্রহ্মার নিকট গেলেন, তিনি বলিলেন,—'তোমাকে রক্ষা করা তোমার পিতার কর্ম নহে।' তারপর গেলেন—নিজের অংশী রুদ্রের নিকট; তিনি বলিলেন,—'যদি বাঁচিতে চাও, তাহা হইলে ক্ষীরোদশায়ীর নিকট যাও।' ক্ষীরোদশায়ীর নিকট গেলে তিনি বলিলেন,—'আমার নিকট আসলে কি হইবে? ভক্ত যে আমার হৃদয়। ভক্তকে বাদ দিয়া আমার আলাদা কোন সত্তাই নাই। যেখান দিয়া কাঁটা ফুটে, সেই মুখ দিয়াই বাহির হয়। তুমি অম্বরীষের নিকট যাও।'

ভক্তকে বাদ দিয়া 'ভগবান্' কথাটিই হয় না। 'ভগ' শব্দের অর্থ—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

ভক্তকে বাদ দিলে কিসের সৌন্দর্য্য? কাহার জন্য সৌন্দর্য্য? কে আস্বাদন করিবে? কাহার জন্য বীর্য্য? ঐশ্বর্য্যই বা কে পান করিবে? বাস্তবপক্ষে সেবক না থাকিলে কথাই বলা যায় না।

সুদর্শনের কাজ—চিদ্বিলাসী করিয়া দেওয়া। অপরোক্ষনীতি চিদ্বিলাস মানিতে রাজী নহে। সে বলে—'ভগবানের লীলা মানিবই না'; আর সুদর্শন বলেন,—'তোমাকে মানিতেই হইবে।' সুদর্শনের কাজ—ভক্তের পায়ের ধূলি করিয়া দেওয়া। সুদর্শন দুর্বাসাকে ধ্বংস করিতে যান নাই, কারণ, ধ্বংস করা তমোগুণের ক্রিয়া, উহা তাঁহার কাজ নহে। তমোগুণ বা ত্রিগুণ ধ্বংস করে, কিন্তু রক্ষা করিতে পারে না।

বুদ্ধিগ্রহ ও শান্তির যত কিছু প্রচেষ্টা, সমস্ত গিয়া লয় পাইবে মহাকালীর উদরের অভ্যন্তরে। রজোগুণ ও মহাকালীর এই নৃত্য থামিবে কখন? যখন এই রজঃ ও তমোগুণ নির্গুণ হইবে, তখন। নির্গুণ বলিতে ব্রহ্মজ্ঞান বুঝায়। ব্রহ্মজ্ঞান দু' প্রকার; একপ্রকার—শৈবজ্ঞান। শৈবজ্ঞানে—সমস্তই বিপর্য্যয়বুদ্ধি অর্থাৎ প্রকৃতিকে একবার বলে—'মা', একবার বলে—'বাবা', একবার বলে প্রকৃতি হইতে জাত, আবার বলে,—সেই-ই জন্মদাতা। অর্থাৎ একবার যাহাকে বলে,—'প্রকৃতির পুত্র', আবার তাহাকেই বলে পতি। এই সমস্ত বুদ্ধি দেখে প্রকৃতি লজ্জায় জিভ কাটছায়। চেতনের অচেতনাবস্থা দেখিয়া প্রকৃতি তাহার বুকের উপর উঠিয়া দাঁড়াইতেছে।

আর এক প্রকার জ্ঞান—বৈকুণ্ঠজ্ঞান। সেইটিই পরমোৎ। সেইখানেই শ্রীমন্ত্রের স্থান, তাহা চিদ্ভূমি। গুরুবর্গের কৌপীনের একটা ছিন্নসূতা অনেক মীমাংসা করিতে পারে। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্য, বল, বীর্য্য, বুদ্ধিমত্তা বা পাণ্ডিত্য গুরুবর্গের ছিন্নকৌপীনের একগাছি সূতার মূল্য দিতে পারে না। গৌড়ীয়মঠের কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট যে ভোজন করে, সে এই কথা সমস্ত বিশ্ববাসীর নিকট উচ্চকণ্ঠে বলিবে, ইহাই তাহার শুদ্ধ অহঙ্কার। জগতের লোক তাহাকে অহঙ্কারী, দাম্ভিক বলিবে। কিন্তু, জগতের লোক কতটুকু দাম্ভিকতার ও দীনতার সংবাদ জানে? জগতের অহঙ্কারের যেখানে শেষ, সেইখানেই বৈষ্ণব-সেবকের দীনতা আরম্ভ। জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় - ব্রহ্ম সেই 'অহং ব্রহ্মাস্মি'ও তৃণাদপি সুনীচতা। সেই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' কি?—'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।'

কপটতা

(প্রাপ্ত)

সাধকজীবনে মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইবার সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় কপটতা। কপটতা থাকিলে মঙ্গলের পথে আসিয়াও মঙ্গলময়কে পাইয়াও মঙ্গলবরণ করিতে পারা যায় না। কপটতা থাকার জন্যই শ্রীগুরু বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ পাইয়াও তদনুসরণে ও তাঁহাদের সুষ্ঠু সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশে পাই—

কপটতা হইলে দূর প্রবেশে প্রেমের পূর,
জীবের হৃদয় শুদ্ধ করে।
অতএব যত্ন করে, আনিবারে প্রেমধনে,
কাপট্য রাখিহ অতি দূরে
শুন মন! নিগূঢ় বচন।
প্রতিষ্ঠাশা দুরাশয়, চণ্ডালিনী ক্ষুদে মম,
যতকাল করিবে নর্ত্তন।
কাপট্য তদ্রূপপতি, না ছাড়িবে মম বতি,
স্বপচিনী যাবে হয় দূর।
তদর্থে যতন করি', প্রভুশ্রেষ্ঠপদ ধরি',
সেবা তুমি করহ প্রচুর।
তেঁহ প্রভু সেনাপতি, বিক্রম করিয়া অতি
স্বপচিনী সঙ্গ ছাড়াইবে।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধনে, দিবে করে অকিঞ্চনে
বলে ভক্তিবিনোদ কাঁদিয়া॥

কপটতাই সমস্ত অমঙ্গলের মূল আকর। আবার এই কপটতার মূল অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায় প্রতিষ্ঠাশা। প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা থাকিলে তদনুরূপ কপটতা থাকিবেই। জড় প্রতিষ্ঠালাভের আশা থাকিলেই কপটতার আশ্রয় লইতে হইবে। কপটতার আশ্রয় ছাড়া প্রতিষ্ঠা লাভ হয় না। আমার মধ্যে অনেক অনর্থ আছে, দোষ আছে, অসুবিধা আছে, অপরাধ আছে, তাহা অন্য লোকে জানিলে আমার প্রতিষ্ঠার লাঘব হইবে, সেজন্য আমার সেই সকল অসুবিধা গোপন করিয়া রাখি - আমার অসুবিধা আছে বলিয়া লোককে জানিতে দিই না, আমার সেই অসুবিধাগুলিকে ঢাকিবার জন্য সতোর আবরণ দিতে হয়। 'আমি ঠিক আছি, আমার দোষ ত্রুটী অপরাধাদি নাই; দোষ অপরের—গুরুর'—প্রতিষ্ঠাকামী কপট ইহাই মনে করে।

বড় হইবার বাসনাই প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা। ইহা ভক্তির অন্তরায়। বড় হইবার অভিলাষ থাকিলে গুরুবৈষ্ণবের সেবা করা যায় না—সদ্গতি হয় না—সদ্গতির অভিনয় করিয়াও বঞ্চিতই হইতে হয়। অকিঞ্চনই গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ ও সেবা পান। যাঁহার অন্যাভিলাষ -কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা নাই, তিনিই গুরুবৈষ্ণবের সেবাধিকারী অকিঞ্চন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগামিত্ব ব্যতীত কিছুর হইবার ইচ্ছা ব্যতীত অন্য যা কিছু বাসনা, তাহা সমস্তই অন্যাভিলাষ। অন্যাভিলাষী ব্যক্তি একনিষ্ঠ হইতে পারে না। একনিষ্ঠ না হইলে সেবালাভ করা যায় না। এক ব্যক্তি যুগপৎ বহুর সেবা করিতে পারে না। একের সেবাসুখেই বহুর সুখসাধন করিতে পারেন, যদি অন্যান্য সকলেই সেই অদ্বিতীয় একের অনুগত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বৈষ্ণবগণের সত্তা পৃথক্ করিয়া ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের সেবা করিয়া তাঁহাদের সুখবিধান করা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বৈষ্ণবগণ পৃথক্ নহেন। বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতার পরিপূর্ণ সমষ্টিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। বৈষ্ণবগণের সমস্ত বৈষ্ণবতা শ্রীগুরুপাদপদ্মেই নিহিত আছে, সেজন্য সপুত্রায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়েরই কথা বলিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৈভব। গুরুপাদপদ্ম যেরূপ transparent medium হইয়া সেবকের সেবাসমূহ ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দেন, বৈষ্ণবগণও তদ্রূপ আমাদিগকে আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। ইহাই বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতা। বৈষ্ণবের হাব-ভাব, চালচলন, আচার বিচার প্রত্যেকটীই আমাদিগকে গুরুপাদপদ্মের সন্ধান দেয়। গুরুসেবা করিতে হইলে ঐরূপ বৈষ্ণবের সঙ্গ প্রয়োজন।

বৈষ্ণব নির্গুণ, তাঁহার কোন দোষ নাই। বৈষ্ণব সর্ব্বদা পবিত্র জীবন যাপন করেন। বৈষ্ণব নির্দোষ। নিজে নির্দোষ না হইলে পরমনির্মল, পরমপবিত্র, সর্ব্বগুণাকর গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ হয় না। বড় হইবার অভিলাষ থাকিলে গুরুবৈষ্ণবের সেবা হয় না। কপট ব্যক্তি 'বড় আমি' হইবার জন্য অভিলাষী আর সরল ব্যক্তি 'দাস আমি' অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণবের কিঙ্কর হইবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টাবিশিষ্ট। কপট প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল, আর সরল সর্ব্বদা সেবোন্মুখ।

কপটের হৃদয়ে দৈন্য নাই। কিন্তু কপট তাহার প্রতিষ্ঠালাভের জন্য সরলতার বা দীনতার মুখোস্ পরিয়া থাকে। কপট ব্যক্তি দৈন্যের অভিনয়ে নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী, পাপী, পাষণ্ডী, নারকী, বিষ্ঠার কৃমিকীট ইত্যাদি অনেক কথাই বলিয়া থাকে, কিন্তু কোন শুভাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণব যদি ঐ কপট ব্যক্তিকে তাহার মঙ্গলের জন্য তাহাকে ঐ সকল কথা স্পষ্টভাবে বা কোন কৌশলে বলিয়া দেন, তখন সেই কপট ব্যক্তি তাহার স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া ফেলে। তখন সেই কপট ব্যক্তি শুভানুধ্যায়ী বৈষ্ণবকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়।

কপটতা বহুরূপে জীবহৃদয়ে বাস করে। কপট গুরুবৈষ্ণবের প্রতি অন্তরে মর্ত্ত্যবুদ্ধি পোষণ করিয়া বাহিরে লোকদেখান শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করে। কপট গুরুবৈষ্ণবে সন্দেহযুক্ত। সংশয়াত্মার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কপট লোকের নিকট হইতে সম্মান লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকে।

আমাদের শত শত দোষ বা অনর্থ থাকিলেও কোন না কোন দিন মঙ্গললাভ হইতে পারে যদি নিষ্কপট হই। কপটতা থাকিলে হৃদয়ে অনুতাপ বা আর্ত্তির উদয় হয় না, হরিভজনের জন্য তীব্র আশা বা আকাঙ্ক্ষা থাকে না। কপটতা দূরীভূত হইয়া গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় হৃদয়ে দীনতার আবির্ভাব হইলেই মঙ্গল।

অনুগত মঠ-মন্দিরসমূহ

১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। [illegible]
সেবক—[illegible]

৩) [illegible]পুর-মঠ [illegible]
পোঃ [illegible]পুর, নদীয়া
সেবক—[illegible]

(৪) শ্রী[illegible] আশ্রম
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ [illegible]পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৭) কাজি সমাধি পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১০) গৌঃ [illegible]-মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১১) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রী[illegible] 'ভক্তিভবন')
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] বাবাজী

১৭) [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]

(১৮) [illegible]-আশ্রম
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]মঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) [illegible]-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—[illegible]

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৪) [illegible]
[illegible] পোঃ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৭) [illegible] আশ্রমালয়
পোঃ [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(২৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৩১) [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৩ [illegible] মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible] (ইউ পি)
শ্রী[illegible]

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৭) শ্রী[illegible]
[illegible] মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible]

(৩৮) শ্রী[illegible]
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible] মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রী[illegible]মঠালয়
[illegible], মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) [illegible] মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ [illegible], মথুরা
সেবক—ঐ

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৬) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৭) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫২) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

৫৩) [illegible] মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৪) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৫ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৬৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেবক—[illegible] দাসী

৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬নং, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ আশ্রম
[illegible], [illegible] ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৬৮) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৯) শ্রীগৌড়ীয় মঠ অফিস,
[illegible]পুর ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]

(৭১) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ. পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭২ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭৩) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭৪) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্ক
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৫) পরবিদ্যা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কট
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৬) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রী[illegible]গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদক
শ্রী[illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রকাশ-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়			বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী দিবস হার	১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী দিবস
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৪৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৫০৲	৪০

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক	"	৫৲
৩ মাসিক	"	২৷০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা /০, [illegible] ভিঃ পিঃ অগ্রাহ্য।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে নিজের পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালী তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই সংসারনিবৃত্ত ও পরম [illegible] হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সরস ও সরল। প্রায় পাইকা টাইপে অতি উত্তম কাগজে মুদ্রিত। ইহার মূল্য মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—লক্ষ্মী প্রেসঃ ওয়ারী, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক আখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১০টি উপাখ্যান, প্রায় ৩ শত চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্মপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত ত্রিদণ্ডী শ্রীল [illegible] বিরচিত "[illegible]" নামক কাব্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেশ খোলা। শিক্ষকগণ সাধক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাদে প্রায় মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউশন, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব মৌলিক গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৫৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব স্বতন্ত্র সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ ও [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের ব্যাখ্যায়, প্রত্যেক অধ্যায়ের মৌলিক তত্ত্বের শ্লোক অবলম্বনে শ্রীচক্রবর্তী [illegible] সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি [illegible] শ্রীল শ্রী বলদেব কৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল ব্যাখ্যায়, [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিলে সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীমদ্ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

[illegible] ঠাকুরের [illegible] ভক্তিবিনোদ [illegible] বিস্তারিত [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে [illegible] হইয়াছে। [illegible] ১২০ পৃষ্ঠা [illegible] মূল্য [illegible] আনা, [illegible] মাশুল স্বতন্ত্র।

[illegible]
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৯-৪১	৬-১৯	৭ ১০	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২ ৪১
দমদম "	৪-০৮	৬-২৫	৭ ৩০	১৩ ৩৭		১৮-১৭	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৮	৮ ০ ৭	৯ ১৭	১৫-১	১৮-৩৭	১৯ ১২	০-২৫
(বদল) ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-১১	১৫-১৭	১৮ ৪১	১৯-৪৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩৪	৮-৩৮	১০ ৮	১৫-৫১	১৯-১৭	২০-১২	১-১২

(বদল) ছাঃ ৭ ১২	১০ ১১	১৫-০	১৭ ১১ ২০ ১০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ৭-৫১	১১-১০	১৫ ১০	১৮-১১ ২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-২
দমদম " ১১-২০
রাণাঘাট পৌঃ ১-৫৫
ছাঃ ১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩ ২৮
(বদল) ছাঃ ১৩ ৩৩ (ন্যারো গেজে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৪
ছাঃ ১৫-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-৭০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৮	৯-১০	১৪-১৬	১০০	১৮ ৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৩	৯ ৪৮	১৪ ৫৫	১৬ ৩০	১৯ ১১

ছাঃ	৭-৯	৮-৫০	১১ ৪১	১৬-৫৬	১৯-২	২০-৫৭	৩ ১৬
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯-৩৩	১২-২৬	১৭-৫১	২০-১০	২১ ২৯	৪ ১৫
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯-১৮	১২-৩৩	১৭-৪৩	২০-১৮	২১-৩৪	৪ ২৩
দমদম "		১১-৩		১৯-০		২৩ ৯	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-৩১	১৯-২৬	২১ ৫৫	২৩ ২৬	৬-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ ১৪ ১৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৯-৫৫
ছাঃ ১৫-১০
শান্তিপুর পৌঃ ১৫-৫১
(বদল) ছাঃ ১৬ ৪০
রাণাঘাট পৌঃ ১৭-৩৫
(বদল) ছাঃ ১৭ ৪৩
কলিকাতা পৌঃ ১৯-২৬

"শ্রী[illegible]"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] প্রাচীন ও নবীন [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] (Foreword) [illegible] (Preface) বিষয় তালিকা (Contents) [illegible] (Index Glossary) [illegible] মূল্য [illegible] টাকা। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীভাগবত প্রিন্টিং ওয়ার্কস

[illegible] পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ" [illegible] প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস

[illegible] পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া [illegible] পারমার্থিক [illegible] পত্রিকা "হার্মনিষ্ট" [illegible] এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস

[illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] জীর্ণ [illegible] পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] এবং [illegible] আপনার অর্থ [illegible]। ছোট বোতল ।৵০ [illegible] আনা, বড় বোতল ১৵০ [illegible] আনা। পাইকারী [illegible]

—[illegible] রোড, কলিকাতা।
অথবা
[illegible] বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড । শ্রীমায়াপুর — ৪ঠা আশ্বিন ১৩৪৭, ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ শুক্রবার ; ১৬৯তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—:•:(•):•:—

ইঙ্গ-মার্কিণ নৌ চুক্তি

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কংগ্রেসকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেনের মধ্যে এক চুক্তির কথা জ্ঞাপন করেন। এই চুক্তি অনুসারে মার্কিণযুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আটলান্টিকে বৃটিশ-অধিকারভুক্ত নৌ ও বিমানঘাঁটিগুলি ইজারা লইবে এবং বৃটেনকে ৫০ খানা পুরাতন ডেষ্ট্রয়ার প্রদান করিবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড এবং বারমুডা, বাহামা, জ্যামাইকা, সেণ্টলুসিয়া, ত্রিনিদাদ, এণ্টিগুয়া ও বৃটিশ গায়নার নৌঘাঁটিসমূহ অধিকার করিবে।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলেন, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও বারমুডার ঘাঁটিসমূহ দান হিসাবে উহাকে সরকারে প্রদত্ত এবং আনন্দের সহিত গৃহীত হইয়াছে। অন্যান্য ঘাঁটিগুলি ৫০ খানা পুরাতন ডেষ্ট্রয়ারের পরিবর্তে অধিকার করা হইয়াছে।

লণ্ডনে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ওয়াশিংটনে এক ইঙ্গ-মার্কিণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে বৃটেন অবিলম্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৫০ খানা ডেষ্ট্রয়ার পাইবে এবং বৃটেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে কতকগুলি ঘাঁটি ৯৯ বৎসরের জন্য ইজারা দিবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে বিমান ঘাঁটিসংক্রান্ত সুবিধাও প্রদান করা হইবে।

চুক্তির মধ্যে যে বক্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, আলোচনার সময় কমনওয়েলথ ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরস্পরের দেশরক্ষা ব্যবস্থায় [illegible] সহায়তা করিবার [illegible] নির্ভর করিয়াছে।

ঘাঁটিগুলি ৯৯ বৎসরের জন্য বিনা খাজনায় ইজারা দেওয়া হইবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে সকল ঘাঁটি দিবে এবং ঐ সকল ঘাঁটির সামুদ্রিক সীমানায় অধিকার ও কর্তৃত্ব অর্পণ করিবে। উভয়পক্ষের মীমাংসা দ্বারা এই সমস্ত ঘাঁটির সীমা নির্ধারিত হইবে।

——

ফরাসী উপকূলে গোলাবর্ষণ

গত ৩রা সেপ্টেম্বর দুই ঘণ্টাকাল পর্যন্ত ফরাসী উপকূলভাগে ভীষণভাবে গোলাবর্ষণ করা হয়। ভীষণ বিস্ফোরণ চ্যানেলের অপর পার পর্যন্ত প্রকম্পিত করিয়া তোলে। বোমা, শেল ও আগুনের শিখা ক্যালে হইতে বোলন পর্যন্ত স্থানকে আলোকিত করিয়া তোলে।

গত ৬ঠা তারিখে লণ্ডনে বিমান আক্রমণ সতর্কতাজ্ঞাপন করা হয় এবং ১৫ মিনিট পরেই জানান হয় যে, বিপদ অপসারিত হইয়াছে।

বিমান দপ্তরের এক সংবাদে প্রকাশ, জার্মাণ বিমান-বাহিনী দুইবার দক্ষিণ পূর্ব ইংলণ্ড অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই—প্রত্যেকবারেই বৃটিশ জঙ্গী বিমান শত্রুকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছে।

জার্মাণী ও ইতালীতে বৃটিশ বিমানের হানা

বিমান-সচিবের দপ্তর হইতে প্রকাশিত একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গত ২রা সেপ্টেম্বর রাত্রে বৃটিশ-বিমান বাহিনী জার্মাণী ও ইতালীর উপর আক্রমণ চালায়। [illegible] সংযোগস্থলে [illegible] স্থানে বোমাবর্ষণ করা হয়। জেনোয়ায় ইলেকট্রিক পাওয়ার ষ্টেশনে, ফ্রাঙ্কফোর্ট এবং [illegible] একটি কারখানায়, [illegible] বিস্ফোরক পদার্থের কারখানায়, এমন কি [illegible] এবং [illegible] যেখানে কামান বসান হইয়াছে সেই সকল স্থান ও বিমান-বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়। দুইটি বৃটিশ বিমান নষ্ট হইয়াছে। [illegible] উপকূলের [illegible] বৃটিশ উপকূলরক্ষী বিমান বাহিনী শত্রুদের জাহাজের উপর গোলাবর্ষণ করে। [illegible] একটি [illegible] একটি সরবরাহ জাহাজের উপর বোমাবর্ষণ করা হয়। উপকূলরক্ষী বিমানবাহিনী [illegible] একটি বিমানকে সমুদ্রে ফেলিয়া দেয়। [illegible] ট্যাঙ্ক এবং [illegible] গোলাবারুদ আক্রমণ করা হয়। একটি বিমানও ফিরিয়া আসে নাই।

জেনারেল দ্য গলেকে সমর্থন

[illegible] ফরাসী অধিকৃত [illegible] কোন পক্ষ অবলম্বন করিবে, তাহা নির্ধারণের জন্য যে [illegible] করা হয়, তাহাতে [illegible] জেনারেল দ্য গলেকে সমর্থনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

ফরাসী [illegible] সমর্থনে [illegible] করা হইয়াছে এবং জেনারেল দ্য গল [illegible]

[illegible]

একটি [illegible] শাসন-ভার গৃহীত হইয়াছে। [illegible]

[illegible] যে, [illegible] উক্ত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বৃটেনকে আমেরিকার বিমান

[illegible] সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশরক্ষা কমিশন ও যুক্তরাষ্ট্র সমর ও নৌ-বিভাগের [illegible] কারখানার মালিকগণের সহিত [illegible] করিয়াছেন যে, তাঁহারা বৃটিশ সরকারকে আগামী ২০ মাস বিমানপোত সরবরাহ করিবেন।

[illegible] ১৯৪১ [illegible] বৃটিশ সরকার ইচ্ছা করিলে [illegible] ১৪ হাজার বিমানপোত [illegible] পারিবেন।

"[illegible]" পত্রিকার [illegible] সম্পাদক এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, ১১টি [illegible] সম্মেলন [illegible] করে। উহা কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা। [illegible]

——

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ পুরী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র শোভিত ও [illegible] "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গোস্বামিপ্রবর অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নবদ্বীপধামবাসী পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের আলেখ্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———:::(০):::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাসমুদ্র হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে সংগৃহীত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রদীপ পুরী গোস্বামীপাদ-লিখিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা ।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

১। 'শ্রীভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী [illegible] এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। আদর্শ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪। নবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ (অবাঁধা)
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আদ্যবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৶০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) [illegible]
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তাফলটীকা পদ্যোঃ সাহুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। শীল-ঘির -তত্ত্ব [illegible]
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ।০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীগৌরমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনকণ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। অন্যাপদ্ধতি (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনদর্পণ ৶০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য়) ৩
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা সারার্থদর্শিনী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (সানুবাদ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতমঃ ।০
৬৩। সটীক [illegible] ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠভজনপত্রিকা ৴০
৬৭। সারাঙ্গসংগ্রহ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ কিউ গ্লান্স এট দি বেদান্ত
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী এ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। [illegible] ৷৶০
৭৩। শাইকো ওয়াজ প্রেজেণ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বেদান্তীজম
৭৫। শ্রীমদ গৌড়ীয়মঠ টক্ টু ইউ
৭৬। দ্য ভাগবত
৭৭। রেলোটিভ ওয়ার্লড্‌ এ্যাণ্ড অ্যাবসোলিউট রিয়েলিটি
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ বর্ষ | ৪ পদ্মনাভ ৪৫৪ গৌরাব্দ ৪ঠা আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২০শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪০, শুক্রবার | ১৬৯ তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(०)::——

বহরমপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিসে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

গত ২১শে ভাদ্র ৬ই সেপ্টেম্বর শ্রীগৌর-পঞ্চমীতিথিতে বহরমপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ-অফিসে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপূজা মহামহোৎসব শ্রীহরিকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রাতে মঠের সেবকগণ শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাসপূজা প্রসঙ্গ পাঠ করেন।

তৎপরে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীআলেখ্য একটী উচ্চবেদোপরি নানাপ্রকার পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া বেলা ১০ ঘটিকার সময় মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের পর শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীগুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

অপরাহ্নে শ্রীগুরুপূজা সংখ্যা গৌড়ীয় পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। সন্ধ্যায় একটী সাধারণ সভায় শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাসাধিকারী মহোদয় "শ্রীশ্রীগুরুপূজা" সম্বন্ধে উৎকল ভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীযুত বৈদ্যনাথ শর্ম্মা ও শ্রীযুত কাশীনাথ পৃষ্টী মহাশয় উৎকল ভাষায় প্রকাশিত শ্রদ্ধাঞ্জলিসমূহ পাঠ করেন। শ্রীযুত দুর্য্যোধন দাস মহাশয় শ্রীগুরুপূজা-সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠ করেন। তৎপরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হইলে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ বিরহতিথিপূজা

গত ২১শে ভাদ্র শনিবার দিবস দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে জগদ্‌গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে গৃহান্ধকূপ-সোপানে পুনঃপ্রবাহের সূত্রধর ও বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাৎসরিক তিরোভাবপূজা একটি মহোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস মঠে একটী উচ্চবেদীর উপর শ্রীশ্রীল ঠাকুরের আলেখ্য আর বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র ও পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনান্তে গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-সংখ্যা দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ এবং ১২শ বর্ষ গৌড়ীয় হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র ও দান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। অতঃপর পুনরায় মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর সমাগত সজ্জনবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এলাহাবাদে প্রচার

জগদ্‌গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব, ভক্তশাস্ত্রী মহোদয় কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ এলাহাবাদের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়াছেন।

ব্রহ্মচারীজী গত ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে এলাহাবাদ এডুকেশন বোর্ডের সেক্রেটারী রায় বাহাদুর ডি, এন, মুখার্জ্জি মহোদয়ের বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীধ্রুব মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর এলাহাবাদ হাইকোর্টের মাননীয় জাষ্টিস্ মঃ দামোদর মহোদয়ের বাসভবনে গমন করত তাঁহার সহিত বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার বিষয় সম্বন্ধে বহু কথা আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা শ্রবণে জাষ্টিস্ মহোদয় বিশেষ প্রীত হন। তাঁহার সৌজন্য ও হরিকথা শ্রবণের আগ্রহ বিশেষ প্রশংসনীয়।

গত ৮ই সেপ্টেম্বর ব্রহ্মচারীজী এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice Chancellor বাবু অমরনাথ ঝা মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে বহুক্ষণ যাবৎ কিছুক্ষণ আলোচনা করেন। তচ্ছ্রবণে তিনি অতীব প্রীত হন এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার সম্বন্ধে তিনি পূর্ব্বে শুনিবার সুযোগ পাইয়াছেন বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। তাঁহার সৌজন্য ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাস্তব সত্যবাণী প্রচারের উপর তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে।

গত ৯ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে ব্রহ্মচারীজী এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক মিঃ সেথ্ রাজেন্দ্র মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সহিত বহুক্ষণ যাবৎ বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে ইংরাজীতে আলোচনা করেন। উক্ত অধ্যাপক মহোদয় বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন। বহু দিবস হইতে গৌড়ীয়মঠের উপর তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে বলিয়া জ্ঞাপন করেন।

গত ১০ই সেপ্টেম্বর [illegible] অফিসের [illegible] মিঃ [illegible] [illegible] মহোদয়ের বাসভবনে [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] ব্যাখ্যা করেন। [illegible] ও [illegible] মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ১০ই [illegible] ব্রহ্মচারীজী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মহাজন-[illegible] [illegible] [illegible] হয়।

প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন বৃথা বাহিত না হ'য়ে আশ্রয়বিগ্রহ ও আশ্রয়-বিগ্রহের নিষ্কপট সেবকগণের সঙ্গে তাঁ'দের সেবায় যাপিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। তাঁ'দের কৃপা হ'লে তাঁ'দের প্রাণাপেক্ষা দয়িত বিষয়বিগ্রহের সেবালাভ করবার সৌভাগ্য হ'বে।

—শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ পদ্মনাভ নিধি পৌর্ণমাসী গৌরাব্দ ৪৪৪

ভগবৎসেবা

——:*:——

শরণাগত বা সেবাপ্রার্থী হ'লেই সেবা বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। কৃপা না হইলে কিছুই জানা যায় না। শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক নিজেকে প্রকাশ ক'রলে—সেবা করিবার সুযোগ দিলেই তাঁহাদিগকে জানা যায় বা সেবা করিতে পারা যায়। তাঁহাদের কৃপাই মূল। তাঁহাদের কৃপা না হইলে আমরা শরণাগত বা সেবোন্মুখ হইতে পারি না। অন্যথা বস্তুর শরণাগত বা সেবাপ্রার্থী হওয়া যায় না। নাস্তিক ভগবানের সেবালাভ করিতে পারে না। আস্তিকগণই ভগবানের সন্ধান রাখেন এবং সেবালাভ করেন। প্রভু তিনের একজন—তিনি কৃষ্ণ। এই বিশ্বাস থাকার নামই আস্তিক্য। তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আস্তিক। আর যাহারা ভগবানের সর্ব্বকর্তৃত্ব স্বীকার না করিয়া হৃদয়ে নাস্তিকতা পোষণ করিয়া আমিও কিছু করিতে পারি, আমারও কিছু যোগ্যতা আছে, এই কথা মুখে অথবা এরূপ মনে মনে চিন্তা করে, তাহারা কি কখনও আস্তিক হইতে পারে? আস্তিকের বিচারে কর্ত্তা একজন, তিনি কৃষ্ণ। তিনিই মালিক বা প্রভু। প্রভুত্বাভিমান বা কর্ত্তাভিমান তাঁহারই একচেটিয়া। কৃষ্ণ ভোক্তা ভোগপুরুষ। 'একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য'। কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা বা পুরুষ, আর সকলেই কৃষ্ণভোগ্যা বা কৃষ্ণযোষিৎ। জীবের ভোক্তৃত্ব-পিপাসা থাকলে কৃষ্ণসেবা লাভ হয় না।

শরণাগতি না থাকিলে ভগবানের সেবা পাওয়া যায় না। ভগবানের সহিত পরিচয় হইলে অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্বস্বত্ব-সংরক্ষিত সত্ত্ব জানিয়া দাবী করিলে তাঁহার সঙ্গ বা সেবালাভের পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত সম্বন্ধই হইবে।

'ভগবান্ স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া সেবা প্রদান না করিলে সেবা পাওয়া যায় না। তবে কে ভগবানের সাক্ষাৎকার ও সেবালাভ করিবেন? শাস্ত্র বলেন "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ"। সেবোন্মুখ বা শরণাগত হইলেই জীবের সেই সৌভাগ্য লাভ হয়। শরণাগত হইলে ভগবান তাঁহার সবটা পরিচালনা করিবেন। গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের পাদপদ্মে শরণাগত ও আনুগত্য থাকিলে নিরাপদ। সেইজন্য সমস্ত কার্য্যের প্রারম্ভে গুর্ব্বাদির বন্দনার বিধি শুদ্ধভক্তিসম্প্রদায়ে আছে। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—'সমস্ত সেবা-কার্য্যের পূর্ব্বে গুরুদেবের বন্দনা, তা'পর শ্রীচৈতন্যস্মরণ করতে হয়, তা'হ'লে শ্রীনামস্ফূর্ত্তি হয়।" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বলিয়াছেন—

"[illegible] হইনু যবে, ডাকিনু কাতর রবে,
কেহ মোরে করহ উদ্ধার।
সেইকালে আইলে তুমি,
তোমা জানি' কৃপাভূমি,
আশা বীজ হইল আমার॥"

অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া শরণাগত হইতে হইবে। প্রাকৃত অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া শরণাগত হইলেই শ্রীনাম অবতীর্ণ হন। ছয় প্রকারে ভগবানের নিকট শরণাগত হইতে হয়। এই ষড়বিধ শরণাগতিও আবার ত্রিবিধ—কায়িক শরণাগতি, মানসিক শরণাগতি ও বাচিক শরণাগতি। এই ত্রিবিধ শরণাগতি লাভ হইলে আর জীবের সংসারে পুনরাগমনের যোগ্যতা থাকে না। তাঁহার সংসার-বাসনার বীজ ধ্বংস হওয়া যায়। এইরূপ শরণাগতি থাকিলে শরণাগতের অভিমান হয় না নচেৎ, ভগবানে কেবল আত্মসমর্পণের ছলনা হয় মাত্র। অপ্রাকৃত শব্দ থাকিতে শরণাগত হওয়া নিজের পথে চলাই দীক্ষিত হওয়া। এই দীক্ষালাভের মূলে শরণাগত বা অপ্রাকৃত শব্দ-ব্যক্তিত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস। এই দীক্ষালাভ না হইয়া যদি তাহা কেবল বাহ্য অনুষ্ঠানেই পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে তাহা ভক্তি নহে, কপটতা। তাহার ফল কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তি না হইয়া উত্তরোত্তর দুঃখ লাভ হইয়া থাকে।

শরণাগতির পথের একমাত্র বাধা হইতেছে—দেহ, দুর্ব্বিণ, জনতা, লোভ ও পাষণ্ডতা। দেহ—দেহাত্মবুদ্ধি। দেহাত্মবোধ থাকাকালে গুরুবৈষ্ণবে আপনবোধ হয় না। গুরুবৈষ্ণবে আপনবোধ না হইলে শুদ্ধ হরিনাম না, নামাপরাধই হয়। দুর্ব্বিণ—ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষপিপাসা। এই সকল অন্যাভিলাষ। অন্যাভিলাষী শরণাগত নহে। সে বহু সজ্জনের প্রয়াসী, সুতরাং সে এক অদ্বয়জ্ঞান ভগবানের শরণাগত হইতে পারে না। জনতা—বহু বহির্ম্মুখ ব্যক্তির মতে মত দেওয়া—তাহাদের সঙ্গ করা। শাস্ত্রবাণী অবজ্ঞা করিয়া বহু লোকের মতকে সমর্থন করা অন্যায়। বহির্ম্মুখ লোকের কথা ভক্তগণ গ্রাহ্য করেন না। তাঁহারা শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসবান্। শাস্ত্রবিরুদ্ধ যে সকল কথা, তাহাতে কৃষ্ণসেবার কোন কথা নাই, তাহা কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণময়। বহির্ম্মুখ জনসঙ্গ ত্যাগ, কিন্তু সজ্জনসঙ্গ উপাদেয়। অসজ্জনসঙ্গে হরিভক্তির ক্ষতি ও সজ্জনসঙ্গে বৃদ্ধি হয়। যেখানে বহু লোক মিলিয়া হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা লইয়া বৃথা সময় কাটায়, তাহাকে জনতা বলে। এই জনতা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। লোভ—অন্য বস্তুতে রুচি। অন্য বস্তুতে রুচি থাকিলে ভগবৎসেবা-লাভের জন্য টান হয় না। কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি লোভই ভক্তের একমাত্র কাম্য। সেবালাভের জন্য স্বাভাবিক লোভ হইলেই মঙ্গল। পাষণ্ডতা বিপরীত জ্ঞান অর্থাৎ বস্তুকে ঈশ্বর-জ্ঞান ও ঈশ্বরকে বস্তু-জ্ঞান। চেতনকে অচেতন ও অচেতনকে চেতন-জ্ঞান করাই পাষণ্ডতা। এইগুলি শরণাগতি-পথের অন্তরায়। সাধকের এই সকল বিষয়ে সাবধান হইয়া—এই সকল বস্তুর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের একান্ত শরণাগত হওয়াই মঙ্গল।

শরণাগতিই মঙ্গল বা কৃপালাভের একমাত্র উপায়। কৃপা ছাড়া গতি নাই। যিনি সেবক হইতে চান তিনি কৃপার জন্য—সেবালাভের জন্য সর্ব্বদা আর্ত্ত—উন্মত্ত। তাঁহার দেহস্মৃতি নাই। সেবাপ্রার্থনাই তাঁহার ধ্যান, শয়ন ও সমাধি হইয়াছে। সেবা ছাড়া তিনি কিছু জানেন না বা বুঝেন না। সেবালাভের জন্য সতত আর্ত্তি তাঁহাকে সেবক করিয়া তোলে। তিনি যতই সেবা করিতে থাকেন, কৃপার জন্য তাঁহার আর্ত্তি ততই বাড়িতে থাকে। ইহার ইতি বা শেষ নাই।

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথার মর্ম্ম

(বোম্বে গৌড়ীয়মঠ, ১৫।৮।৩০ অপরাহ্ন)

শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদের জড় অচেতনের সঙ্গ করেন না। প্রাণহীন কাষ্ঠ যাহা সেবাকার্য্যের কোন মূল্য নাই। তাহাতে চেতনের উন্মেষ হয় না। সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট হইয়া সাধুসঙ্গে সেবা করিলে মঙ্গল হয়। দেহে আত্মবুদ্ধি রেখে কোন সেবাকার্য্য বা অর্চ্চনপাঠবক্তৃতাদি কিছুই হয় না। মহাপ্রভু ব'লেছেন, আমাদের স্বরূপ—"গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ"। সতীনারী এক স্বামী ব্যতীত পরপুরুষের সঙ্গ করে না। চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা প্রভৃতি যদি জাগতিক বিষয় গ্রহণ করে, তবে সে অবস্থায় জিহ্বার উচ্চারিত নামও বিষের মত হয়, তাহা বৈকুণ্ঠনাম নয়। কীর্ত্তনসংযোগে সকল সেবাকার্য্য করিতে হইবে। "যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যভক্তিসংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা"। প্রতিষ্ঠালাভের জন্য ব্যস্ত না হইয়া শরণাগত হইয়া কীর্ত্তন করা দরকার। যাহাকে তাহাকে কীর্ত্তন করিতে দেওয়া উচিত নয়। বৈষ্ণবের আদেশে কীর্ত্তন করিতে হইবে। নিজে আচরণ করিয়া অপরকে আচরণে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর আনুগত্যে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে। তিনি নিজে আচরণ করিয়া সকলকে শিক্ষা দিয়াছেন। প্রথম দল ছিল গুরুবিদ্বেষী, আর দ্বিতীয় দল—আচার্য্য-বিদ্বেষী। তাঁ'রা গুরুকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি ক'রে নরকে গেছে। প্রভুপাদ অত্যন্ত করুণাময়। তিনি আমাদের আলো ও অন্ধকার দুইই দেখাইয়াছেন। যাহারা হরিভজন করিবে, তাহাদিগকে তিনি যাহারা হরিভজন করিবে না সেই হরিভজনের অভিনয়কারী বঞ্চিত ব্যক্তিদিগের স্বরূপ দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার ভেলাস্বরূপ তাঁহার দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মকে তাঁহার অকপট আশ্রিতগণের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—Common enemy গুলি সকলের মধ্য হইতে দূর করিতে হইবে, নচেৎ তৃতীয় ব্যক্তিতে পড়িয়া যাইবে। প্রভুপাদ বঞ্চনা করিয়াছেন, আমি বঞ্চনা করিব না।

'আমি, গুরুদাস'—এই সম্বন্ধজ্ঞান ঠিক রেখে সেবাকার্য্যাদি করিতে হইবে

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।

স্থান নাই, সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ হইয়া যাইবে। লোকের নিকট অনুমতিসহকারে বাদ নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী কীর্ত্তন করিয়া মাধুকরী ভিক্ষা করিতে হইবে। অপরের কথা অনুকীর্ত্তন না করিয়া কোন ভিক্ষাদি লওয়া হইবে না।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া ও তাঁহার সেবায় আমাদের নিযুক্ত করিয়া এবং শ্রীহরিনাম প্রদান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ দান করিয়াছেন। আমরা দেহাত্ম-বুদ্ধিবশতঃ তাঁহাদের প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া শ্রীনামকে শব্দসামান্যবুদ্ধি ও শ্রীবিগ্রহকে জড়বস্তু মনে করিয়া কৃষ্ণনামে বঞ্চিত হইতেছি।

(১৩।৮।৩০, প্রাতঃকাল)

শ্রীগুরুবর্গ বা আচার্য্যবর্গ সকলেই চিচ্ছক্তিপ্রকটিততত্ত্ব কৃষ্ণশক্তি।

কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥
(চৈঃ চঃ ৭।১১)

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥

উদ্ধব বলিলেন,—আমি নন্দব্রজগোপাঙ্গনাগণের পাদরেণু সর্ব্বদা বন্দনা করি, যাঁহাদের কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনপ্রভাবে ত্রিভুবন পবিত্র হয়। অতএব কৃষ্ণশক্তি গোপী ও তদনুগত গোপীর কিঙ্করীগণই কেবল কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে পারেন, অপরে পারেন না। সুতরাং যতদিন আমাদের চিচ্ছক্তিপ্রকটিত তত্ত্ব কৃষ্ণশক্তি গুরুবর্গের বা আচার্য্যবর্গের কৈঙ্কর্য্য বা সম্পূর্ণ আনুগত্য লাভ না হয়, ততদিন আমাদের পুরুষাভিমান থাকাকালে বা ভোক্তাভিমানে বা দেহাত্মাভিমানবশতঃ স্ত্রীপুরুষদর্শন বা কুৎসিত দর্শন বা কুদর্শন থাকিবেই থাকিবে। এইরূপ অবস্থায় শুদ্ধ বৈকুণ্ঠনাম উচ্চারিত হয় না। এইজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—

'প্রতিষ্ঠাশাতে যদি', ছাড় ভোগ-অহি,
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তনগৌরব।
মায়াবিস্তারক, তাহা ছাড়ি' মন,
কেন বা নির্জ্জনভজন-কৈতব॥
ব্রজবাসিগণ, প্রচারক ধন,
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তারা নহে শব।
প্রাণ আছে তার, সে হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব॥
শ্রীদয়িতদাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।

কীর্ত্তনপ্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সেকালে ভজন নির্জ্জনে সম্ভব॥"

শ্রীগুরুবর্গ বা আচার্য্যবর্গ যখন চিচ্ছক্তিপ্রকটিততত্ত্ব কৃষ্ণশক্তি, তখন তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডে যাহা প্রকটিত করেন তাহাও চিচ্ছক্তি-প্রকটিত অপ্রাকৃত বস্তু যথা শ্রীচৈতন্যমঠ এবং তদীয় শাখামঠসমূহ, অবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দির, ভাগবত প্রবণমন্দির ইত্যাদি। প্রত্যেক মঠের অধিষ্ঠাতৃদেবতা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী শ্রীবিগ্রহগণ, শ্রীহরিনাম, শ্রীমহাপ্রসাদ এবং শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনমুখে মহামহোৎসবাদি ও শ্রীধাম-পরিক্রমাদি ব্যাপারসমূহ সমস্তই চিচ্ছক্তি-প্রকটিত ব্যাপার।

এইজন্যই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার শরণাগতিতে বলিয়াছেন—"ছোড়ত পুরুষ-অভিমান। (গোপী) কিঙ্করী হইলুঁ আজি কান॥" এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিঃ" অর্থাৎ আমি বর্ণাশ্রমধর্ম্মী কোন ব্যক্তি নহি, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কোন বস্তু নহি, বিরজা বা ব্রহ্মলোকেও আমার অধিষ্ঠান নাই কিম্বা বৈকুণ্ঠে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের সেবকও নহি; আমি স্বরূপতঃ গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" অর্থাৎ গোপীভর্ত্তা যে কৃষ্ণ, তাঁহার পাদপদ্মের দাস ব্রজবাসী যে গুরুবর্গ বা আচার্য্যবর্গ তাঁহাদের পাদপদ্মের দাসানুদাস। এইজন্য শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার উপদেশামৃতে ৮ম শ্লোকে বলিলেন—

তন্নামরূপচরিতাদি-সুকীর্ত্তনানুস্মৃত্যোঃ
ক্রমেণ রসনামনসী নিয়োজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্॥

অর্থাৎ প্রত্যেক মঠবাসী গুরুদাস নিজেকে "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস দাসানুদাসঃ" এই সম্বন্ধজ্ঞান ঠিক রাখিয়া বাক্যকে কৃষ্ণকীর্ত্তনে এবং মনকে হরিচিন্তায় নিযুক্ত রাখিবেন। তবেই তাঁহার ব্রজবাসী গুরুবর্গের আনুগত্য বা চিচ্ছক্তি প্রকটিত-তত্ত্ব কৃষ্ণশক্তি আচার্য্যবর্গের আনুগত্যে মঠবাস বা ব্রজবাস সম্ভব হইবে। এইজন্যই শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু মঠবাসী সাধকবর্গের হিতের জন্য সর্ব্বাগ্রে গুরুবন্দনা এবং তদীয় বৈভব বৈষ্ণবগণের বন্দনা, প্রার্থনা, বিজ্ঞপ্তি ও আর্ত্তিমুখে কাতর ক্রন্দন এবং তৎপরে রূপনামাত্মক পঞ্চতত্ত্বের কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন। কারণ, এই গুরুবৈষ্ণব ও পঞ্চতত্ত্বের অপারায় কৃপা হইলে হৃদয় শুদ্ধসত্ত্ব বা নির্ম্মল হইবে।

তখন ঐ নির্ম্মল হৃদয়ে "বাসুদেবানুসন্ধানে থাকিয়া ত' সদা লয় নাম"—শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণী স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত করিবে।

মায়ার তিনটী গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বিষ্ণু, রজোগুণের অধিষ্ঠাতৃদেবতা ব্রহ্মা ও তমোগুণের অধিষ্ঠাতৃদেবতা রুদ্র। সত্ত্বগুণে বিষ্ণু পালন করেন, রজোগুণে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন এবং তমোগুণে শিব রুদ্ররূপে সংহার করেন। বিষ্ণুর উপাসক যাঁহারা, তাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বগুণবিশিষ্ট বৈষ্ণব। বৈষ্ণবগণ রজোগুণের দেবতা ব্রহ্মার উপাসনা করেন না বা তমোগুণের দেবতা রুদ্রের উপাসনা করেন না অর্থাৎ তাঁহারা সৃষ্টিকার্য্যে বা ধ্বংসকার্য্যে ব্যস্ত হন না। কাম, ক্রোধ, হিংসা ও দ্বেষ প্রভৃতি রজোগুণের ক্রিয়া। কিন্তু বৈষ্ণব নির্ম্মৎসর ও সর্ব্বভূতে দয়ালু। রজোগুণের দ্বারা তমো গুণের সত্ত্বগুণের দ্বারা রজঃ ও তমোগুণের এবং বিশুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা মায়িক সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের ধ্বংস হয়। বিশুদ্ধসত্ত্ব জীবের সত্তা। "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং"। 'বসুদেব সত্তায় বাসুদেবাখ্য শ্রীহরিনাম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন। রজোগুণের উপাসক হিরণ্যকশিপু ও রাবণ ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের বিরোধী হয়। তমোগুণের উপাসক বাণাসুর ও বৃকাসুর রুদ্রের আরাধনা করিয়া কৃষ্ণকেও ধ্বংস করিতে চায়, বিষ্ণুবৈষ্ণবকে ত' মানেই না। কিন্তু সত্ত্বগুণাশ্রিত জীব যদি বিশুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করে, তাহা হইলে তাহাদের মঙ্গল হয় না।

'এই ভাল, এই মন্দ' -এই সব 'ভ্রম'॥"

এইজন্যই ঠাকুর মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছেন—

"আশ্রয় লইয়া ভজে,
তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ॥"
"ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা,
নিস্তার পেয়েছে কেবা,
নিরন্তর দেহ উঠে মনে।
নরোত্তম দাস কহে,
জীবার উচিত নহে,
শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবা বিনে॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
(গীঃ ৭।১৪)
"কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি',
ধাই তব পাছে পাছে॥"
(ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

"বিনোদ-সেবকগণ নিবেদন বৈষ্ণবচরণে।
কৃপা করি' সবে লহ এই অকিঞ্চনে॥"
(কল্যাণ-কল্পতরু)

সুতরাং অকিঞ্চন না হওয়া পর্যন্ত কখনও হরিজন হইবে না।

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥"
(চৈঃ চঃ ম, ২২।৯০)

এতৈর্মদঃ-প্রভৃতিশ্রুতিবর্দ্ধনমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥
(ভাঃ ১।৮।২৬)

অর্থাৎ যাহাদের কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু আছে, এই জ্ঞান আছে, তাহারা অকিঞ্চন নহে। কিন্তু যাঁহাদের কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু নাই, তাঁহারাই অকিঞ্চন তাঁহারাই মঠবাসী, তাঁহারাই হরিজন হন। ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত—শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু।

কলিকাতায় প্রচার

কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবোপলক্ষে গত ৭ই সেপ্টেম্বর শ্রীগৌড়ীয়মিশনের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী 'ভক্তিশাস্ত্রী' মহোদয় মঠের কতিপয় সেবক সহ কলিকাতার বরাহনগর অঞ্চলে হরিকথা প্রচারার্থ গমন করেন।

বরাহনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয় তাঁহার ৫১নং ভিক্টোরিয়া রোড্‌স্থ ভবনটী মিশনের প্রচারকগণের অবস্থানের নিমিত্ত প্রদান করেন।

গত ১১ই সেপ্টেম্বর বরাহনগর ভিক্টোরিয়া হাইস্কুলের কর্তৃপক্ষগণের সাদর আহ্বানে ব্রহ্মচারীজী উক্ত স্কুলের একটী বৃহতী সভায় অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় একটী গবেষণাপূর্ণ হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত সভায় বহু উচ্চশিক্ষিত ভদ্রব্যক্তি, স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রচারকগণ তথায় অবস্থানপূর্ব্বক প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা করিতেছেন এবং কখন কখন ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রদানপূর্ব্বক জনসাধারণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ[illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীপ্রমথেশ ব্রহ্মচারী

৩। যোগপীঠ মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণদাস ভক্তশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক শ্রী[illegible] অধিকারী

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ [illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] -(শ্রী[illegible] নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭। কুলকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) সদানন্দ-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগিরিধারী ব্রহ্মচারী

(২১) বালিঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৪) গোপালজীমঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ [illegible], (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], ই. বি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) কাশী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রীসদাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩ [illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী

(৩৫) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] ই. পি)
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৭। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible] (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ - [illegible]
সেবক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) [illegible] গোস্বামী
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ [illegible], মথুরা
সেবক—ঐ

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৬) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible]
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ দাসাধিকারী

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] মাদ্রাজ
—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

(৫৩) [illegible] মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) [illegible] - [illegible] মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ [illegible] (বগুড়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী দাসাধিকারী

(৬৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসী

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ আশ্রম
[illegible], [illegible] ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৯) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible]পুর (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৭০) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৭১) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
সিতাপুর (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭২) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭৩) শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭৪) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৫) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৬) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅনন্তগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-[illegible]-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৶০	।০
" " ইঞ্চি ২৲			১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲			৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲		১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে হার

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৫০৲	

চাঁদার হার

দৈনিক (ডাকমাশুলসহ)

বাৎসরিক	"	৫
ষান্মাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	

প্রতি সংখ্যা ৴৫। [illegible]

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর [illegible] সাধকগণের [illegible] উপকারী। সাধক কি ভাবে [illegible] পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সমস্ত সরল প্রণালীটি উহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সকলেই [illegible] ও পরম উপকৃত হইবেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা [illegible] ও সরল। প্রচুর [illegible] কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] প্রভৃতি: [illegible], পোঃ [illegible], [illegible], ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও কাহিনীর মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধকগণের [illegible] করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা ও [illegible] অতি মনোরম। ইহাতে ১১০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও গল্প [illegible] সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] প্রভৃতি: [illegible], পোঃ [illegible], [illegible], ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] আচার্য্যের বিরচিত "[illegible]" নামক গ্রন্থের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-:০:-

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible]—[illegible] সন্নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচিত [illegible]। [illegible] ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] সুন্দর [illegible] ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও বোর্ডিংয়ের প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় [illegible]: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক [illegible]। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ [illegible]। ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত [illegible], শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডীপাদ শ্রীমদ্ [illegible] শ্রীল [illegible] ভক্তিসুধাকর, [illegible], সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] এই অপূর্ব্ব [illegible] সংস্করণ [illegible] করিয়াছেন। [illegible] প্রদান করিয়াছেন। [illegible] বৌদ্ধিক, [illegible] অধ্যায়, [illegible] অধ্যায়ের [illegible] শ্রীল শ্রী [illegible] সুবোধিনী টীকা, [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] পড়িবেন [illegible] পূর্ণ [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা প্রাপ্তিস্থান [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির [illegible] প্রকাশিত না থাকায় [illegible]। [illegible] পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। [illegible] "গৌড়ীয়" [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে [illegible] হইয়াছে। [illegible] ১২৫ পৃষ্ঠা [illegible] আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গৌড়ীয়
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেনের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম)

যাওয়া

কলিকাতা ছাঃ	৫-৪১	৬-১৯	৭ ১০	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২ ৪১
দমদম ,,	৫-৫৮	৬-৩৫	৭ ২০	১৩ ৩৭		১৮-১১	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৯-১৮	৮-০৫	৯-১৬	১৫-৩	১৮-৩৭	১৯-৫২	০-২৫
(বগুলা) ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৩৩	১৫-১৭	১৮ ৪২	১৯-৫৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩৪	৮-৩৮	১০-৮	১৫-৫১	১৭	২০-২২	১-১২

(বদল) ছাঃ	৭-১২	১০-৩১	১৫-০	১৭-৫৩	২০ ৩০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১	১১-১০	১৫ ৫০	১৮-১১	২১ ১০	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-২
দমদম ,,	১১-২০
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	২-৩০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (ন্যারো গেজের)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪
ছাঃ	১৫-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৪০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৮	৯-১০	১৪-১৬	১৬-০	১৮ ৩১		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৬	৯ ৪৮	১৪ ৫৫	১৬ ৩০	১৯-১০		
ছাঃ	৭-৯	৮-৫০	১১ ৪১	১৬-৫৬	১৯-২	২০-৫৭	৩-৩৬
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৫৫	৯-২৩	১২-২৬	১৭-৪১	২০-১০	২১-৪৯	৪-১৫
(বগুলা) ছাঃ	৭-৫৯	৯-২৮	১২-৩৬	১৭-৪৩	২০-১৮	২১-৫৩	৪ ২৩
দমদম ,,		১১-৩		১৯-০		২৩ ৯	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-২১	১৯ ২৬	২১ ৫৫	২৩ ২৬	৬-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ	১৪ ১৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৫-৫৫
ছাঃ	১৫-১৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৫১
(বদল) ছাঃ	১৭ ৪০
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-৩৪
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩
কলিকাতা পৌঃ	১৯-৫৭

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত [illegible] শ্রীপাদ [illegible] এবং [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] প্রথম খণ্ড [illegible] পৃষ্ঠা [illegible] Foreword, [illegible] (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও [illegible] (Index Glossary) [illegible] প্রকাশিত। মূল্য—[illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা- নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও [illegible] ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের [illegible] বিধান করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" [illegible] এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত [illegible] শীর্ণতার মূল, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় [illegible] ভাল [illegible] শীঘ্র অধিক। [illegible] এবং নূতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল [illegible] আনা, বড় বোতল ১৷৵০ [illegible] আনা। পাইকারী [illegible]

—[illegible] নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible] থেকা, [illegible] পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড। শ্রীমায়াপুর ৫ই আশ্বিন ১৩৪৭, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ শনিবার ১৭০৩য় সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——:০:(০):০:——

বৃটেনের জন্য মার্কিণ বিমান

গ্রেট বৃটেন হইতে তিন হাজার মাইল পর্যন্ত গমনে সক্ষম অন্ততঃ ত্রিশটি বিরাটকায় বোমারু বিমান পাইতে পারে, তাহার জন্য মার্কিন শাসন-বিভাগীয় কর্মচারিবৃন্দ একটি পরিকল্পনা সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। নূতন ধরণের বোমারু বিমানের সাহায্যে বৃটেন অতি দূরবর্তী জার্মাণ এলাকার সহজে বোমাবর্ষণ করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া মনে হয়।

বৃটিশ বিমানবাহিনীর সাফল্য

জার্মাণদের আক্রমণ ঘাঁটিসমূহের উপর রাজকীয় বিমানবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে জার্মাণদের বৃটেন আক্রমণের আয়োজন গুরুতরভাবে ব্যাহত হইয়াছে। বৃটিশ বোমারু বিমানসমূহ কেবলমাত্র অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যের ঘাঁটিগুলির ক্ষতিই করে নাই। জার্মাণদের সামরিক কার্য্য পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যেই সঙ্কট আনয়ন করিয়াছে। স্বীকার করা হইতেছে যে, যদি বৃটেনের উপর আক্রমণ চালাইবার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে বৃটেনের নগর ও আভ্যন্তরীণ কেন্দ্রসমূহের উপর অধিকতর ব্যাপকভাবে আক্রমণ চালান সম্ভব হইবে না। একজন সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, জার্মাণী বর্তমানে যে পরিমাণে বিমানপোত ও বিমান নির্মাণ করিতেছে, সেই পরিমাণে রাকের বিমান-বাহিনী অক্লান্তভাবে জার্মাণীর তৈলের ডিপো ও তৈল শোধনের কারখানাসমূহের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে।

সামরিক লক্ষ্যস্থলসমূহের উপর রাজকীয় বিমান-বাহিনীর পুনঃ পুনঃ সাফল্যপূর্ণ আক্রমণের দরুণ জার্মাণগণ ক্রমশঃই নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িতেছে বলিয়া বিশ্বাস।

ডাঃ বা ম'র প্রতি দণ্ডাদেশ

প্রতিনিধি পরিষদে ব্রহ্মের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বা ম, র প্রতি ব্রহ্ম-রক্ষা আইনানুসারে প্রদত্ত দণ্ডাদেশ সম্পর্কে আলোচনা হয়। ডাঃ বা ম'কে গত ২৯শে আগষ্ট তারিখ মান্দালয়ে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। স্বরাষ্ট্র-সচিব বলেন যে, সরকারী আদেশে ডাঃ বা ম'কে দণ্ডিত করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর বন্দীরূপে রাখা হইয়াছে। শ্রমিকদলের ইউ বা পেইং প্রশ্ন করেন যে, ডাঃ বা ম (ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী), ইউ সুন এবং ব্রহ্ম-রক্ষা আইন অনুসারে ধৃত অন্যান্য ব্যক্তিবৃন্দ ও রাজনৈতিক বন্দীদিগকে সরকার কোন বিশেষ বন্দী-শিবিরে আটক রাখিতে প্রস্তুত আছেন কিনা? স্বরাষ্ট্র-সচিব বলেন যে, ভারতীয় দণ্ডবিধি, ব্রহ্ম-রক্ষা আইন বা ব্রহ্মদেশে প্রচলিত আইনসমূহের ধারানুযায়ী বিশেষ অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ বা রাজনৈতিক বন্দীগণের প্রতি বিশেষ কোন আচরণ বা তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করিবার কোন কারণ নাই। ব্রহ্ম-রক্ষা আইন অনুসারে বিনা বিচারে আটক ব্যক্তিবৃন্দের সংখ্যা এত অল্প যে, তাঁহাদের জন্য বিশেষ বন্দী-শিবির নির্মাণের অর্থ ব্যয় করা যুক্তি সঙ্গত হইবে না।

'এসোসিয়েটেড প্রেস' কর্তৃক গত সেপ্টেম্বর [illegible] তারিখের খবরে প্রকাশ, ব্রহ্মদেশীয় সংবাদ পত্রসমূহ হইতে জানা গিয়াছে যে, ডাঃ বা ম'কে মান্দালয় জেল হইতে শান রাজ্যের অন্তর্গত কোন একটি স্থানে স্থানান্তরিত করিয়া রক্ষী-পরিবেষ্টিত একটি বাংলোতে রাখা হইয়াছে।

মান্দালয়ে প্রথম অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে থাখিন কো বা থিন এবং কো থিন মং থিনের বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

———

প্যাসেঞ্জার ট্রেণ লাইনচ্যুত

১৪ নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণ গত ১৭ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৩-৩০ মিনিটের সময় সিমলা ষ্টেশন হইতে কালকা অভিমুখে যাত্রা করে, কিন্তু ট্রেণটি সিমলা ষ্টেশন ত্যাগ করিবার কিছুকাল পরেই লাইনচ্যুত হয়। গাড়ীর ইঞ্জিন ও দুইটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা রেল হইতে সরিয়া যায় এবং বন্ধ হইয়া পড়ে। ইঞ্জিন-চালক নিহত হইয়াছে এবং অপর কেহ মারা গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ২০ জন যাত্রী আহত হইয়াছে। গাড়ীটি সিমলা ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইলের মধ্যেই লাইনচ্যুত হইয়াছে। আহত ব্যক্তিদের অবিলম্বে সিমলা ষ্টেশনে লইয়া যাওয়া হয়।

রেলওয়ে লাইনের এক পার্শ্বে উচ্চ পাহাড় এবং অপর পার্শ্বে গভীর উপত্যকা। ইঞ্জিন ও প্রথম তিনটী গাড়ী পাহাড়ের দিকে লাইনচ্যুত হয়।

মিঃ চার্চ্চিলের নূতন সম্মান

কমন্স সভায় মিঃ এ, ভি আলেকজাণ্ডার যখন ঘোষণা করেন যে, বৃটেনের একটি নবনির্ম্মিত মার্কিণ ডেষ্ট্রয়ার বহরের প্রধান জাহাজ খানার নাম "চার্চ্চিল" রাখিবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, সম্রাট তাহা অনুমোদন করিয়াছেন, তখন সমগ্র সভাস্থল হইতে তুমুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে। এই ঘোষণার পর মিঃ চার্চ্চিলের চোখমুখ রক্তিমাভ ধারণ করে। কমন্স সভার জনৈক সদস্য মিঃ চার্চ্চিলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, "আপনি বিজয়ী হউন।"

যুদ্ধ সাহায্য ভাণ্ডার

যুদ্ধ-সাহায্য-ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের জন্য যাহাতে কোনরূপ জুলুম না হয়, তজ্জন্য মধ্যপ্রদেশ সরকার জেলা যুদ্ধ-সাহায্য-ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষকে এরূপ নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন যে, অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের নিকট হইতেই কেবল চাঁদা চাওয়া হয়। তহশীলদার এবং তাহাদের কর্ম্মচারীদের পক্ষে চাঁদা সংগ্রহের ভার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। চাঁদা আদায়ের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে কাহাকেও চাপ দিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

পরলোকে লর্ড ল্যামিংটন

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর লণ্ডনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট ও বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব গভর্ণর লর্ড ল্যামিংটনের মৃত্যু হইয়াছে। [illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র শোভিত ও বিশদ সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবস্বরূপ অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী ঠাকুরের অপূর্ব্ব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তি-তিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———:::(০):::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলীসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয় প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ)

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

১। 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
পূর্ণচন্দ্র রায় এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, —সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ভজন-আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৬৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্র (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনকণ
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকথা ৵১
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৩
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৩
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৩
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যটীকাসহ) ।০
৫৮। শ্রীগুরুদেব ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। তত্ত্বরত্ন ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টক ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মতপরিচয় ৴০
৬৭। সারার্থদর্শিনী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible]
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১৩শ বর্ষ | ৫ পদ্মনাভ ৪৫৪ গৌরাব্দ ৫ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২১শে সেপ্টেম্বর খৃঃ ১৯৪০, শনিবার | ১৭০ তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—::(o)::—

দক্ষিণ কলিকাতায় প্রচার

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের সম্পূর্ণ আনুগত্যে ও তত্ত্বাবধানে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ হরিকথা-প্রচারোদ্দেশ্যে দক্ষিণ কলিকাতায় ১নং প্রিয়নাথ মল্লিক রোডস্থ সজ্জন সজ্জন-প্রবর শ্রীযুক্ত বাবু উরুক্রমদাস চক্রবর্ত্তী অ্যাড্‌ভোকেট্ মহোদয়ের বাসভবনে একটি কেন্দ্র সাময়িকভাবে স্থাপনপূর্ব্বক তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী স্থানসমূহে প্রত্যহ সজ্জনবৃন্দের নিকট শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ও শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীযুত উরুক্রম বাবু উক্ত প্রচারকার্য্যের সুবিধার জন্য তাঁহার সুবৃহৎ অট্টালিকায় মঠসেবকগণকে স্থান প্রদান দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। তথায় প্রত্যহ প্রাতে উষঃ-কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ, দ্বিপ্রহরে ইংরাজী এবং সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে পাঠ-কীর্ত্তনাদি হইতেছে। এতদ্ব্যতীত পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহেও শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী প্রচারিত হইতেছে। গত ১০ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দিবস অপরাহ্ণে পরিব্রাজকবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কতিপয় মঠসেবক সহ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে উক্ত কেন্দ্রে গমন করিয়া তথাকার সেবকগণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা পঞ্চতত্ত্ব এবং মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক কিছুক্ষণ যাবৎ শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের মহিমার কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে 'নারদ মুনি বাজায় বীণা' ও সংখ্যা কীর্ত্তন হয়। শ্রীযুত উরুক্রম বাবু ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলের শ্রীশ্রীগুরুভক্তে সেবে শ্রদ্ধা ও শ্রীহরিকথা-শ্রবণে আগ্রহ বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহাদের এই প্রকার শ্রদ্ধা ও আগ্রহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, ইহাই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবোৎসব

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর শনিবার পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাশীর্ব্বাদে ও গৌড়ীয়দিগের সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরা-নন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর উপস্থিতিতে ওঁ বিষ্ণু-পাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাৎসরিক [illegible]তম আবির্ভাবোৎসব ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে নিরন্তর পাঠ-কীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উষঃকালে মঙ্গলারাত্রিক ও গুরুবৈষ্ণববন্দনার পর মঠের প্রধানমণ্ডপে পরমপূজনীয় শ্রীমদ্ বিদ্যা-বিনোদ প্রভু "শ্রীভক্তিবিনোদ বাণী-বৈভব" গ্রন্থের ভূমিকা ও প্রথম বৈভব পাঠ করেন। অনন্তর শ্রীমন্দির-পরিক্রমা হইলে ভক্তগণ প্রবচনসদনে উপস্থিত হইয়া সংকীর্ত্তনে যোগদান করেন। সমস্ত দিবস 'শ্রীভক্তি-বিনোদবাণী-বৈভব" গ্রন্থ পারায়ণ হইতে থাকে। অপরাহ্ণে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ হরিজনদাস ব্রহ্মচারী 'শ্রীমদের ভক্তিবিনোদ' গ্রন্থের পরিশিষ্ট হইতে শ্রীল ঠাকুরের অমূল্য উপদেশাবলী পাঠ করেন। অনন্তর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণরত্ন তীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে 'সাধু-বৈষ্ণবশিরোমণি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যার পর একটী সজ্জনমণ্ডলী মহতী সভায় মহোপ-দেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু 'শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে ঘণ্টাধিক কাল বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর 'কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর' গীতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হইলে উপস্থিত শতাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ভবানীপুরে বক্তৃতা

গত ৩০শে ভাদ্র সোমবার অপরাহ্ণে ৭ বক্তিয়ার ল্যান্সডাউন রোডস্থ গুহ-ভবনে ব্র.ক ভবনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বাগবাজার ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রমোহন মজুমদার এম্ এস্ সি, বি-এল মহোদয়ের সভাপতিত্বে "শ্রীগুরুদেবের শিক্ষা" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভার প্রারম্ভে সভাপতি মহোদয় আসন গ্রহণ করিলে তৎপার্শ্বে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজও আসন গ্রহণ করেন। তৎপরে উভয়ের সম্মুখে সুগন্ধি পুষ্পমাল্যাদি প্রদান করা হয়। অতঃপর গুরুবন্দনা ও পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তনান্তে ভক্তিশাস্ত্রী বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তি-বান্ধব বি-এ মহোদয় সভাপতি ও [illegible] বক্তাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবামনদ্বাদশী-মহোৎসব

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একান্ত আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ২৮শে ভাদ্র শুক্রবার শ্রীশ্রীবামন-দ্বাদশী-মহোৎসব উপবাস ও অহোরাত্র সংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে মঠবাসী ভক্তবৃন্দ মঙ্গলা-রাত্রিকান্তে গুরুবৈষ্ণববন্দনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর বর্ত্তমান বর্ষ গৌড়ীয়ের শ্রীশ্রীগুরুপূজা-সংখ্যা হইতে "দাস আমরা তাঁহার [illegible] না হইলেন" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করেন। মধ্যাহ্ন-কালে গুরুবৈষ্ণববন্দনা, 'শরণাগত [illegible]', এবং 'মানস দেহ গেহ' প্রভৃতি [illegible] [illegible] কীর্ত্তনের পর [illegible] হইতে শ্রীবামন[illegible] [illegible] পাঠ ও [illegible] [illegible] আলোচনা ও [illegible] কীর্ত্তন করা হয়

প্রত্যেক মুহূর্ত যেন বৃথা ব্যয়িত না হ'য়ে আশ্রয়বিগ্রহ ও আশ্রয় বিগ্রহের নিষ্কপট সেবকগণের সঙ্গে তাঁ'দের সেবায় ব্যাপৃত হয়, তজ্জন্য সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত। তাঁ'দের কৃপা হ'লে তাঁ'দের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বিগ্রহগণের সেবালাভ করবার সৌভাগ্য হ'বে।

—শ্রীল আচার্যদেব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

পদ্মনাভ অমাবস্যা ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪৪

হরিকথাই চিদ্বল

হরিকথাই প্রকৃত সাধুর অস্ত্র। সাধুগণ সেই অস্ত্রের দ্বারা দুঃসঙ্গের প্রতি জীবের আসক্তিকে ছেদন করিয়া দেন। জীব কিছুতেই জড়াসক্তির আড্ডা পরিত্যাগ করিতে চাহে না। হরিকথা শুনিলে সেই আড্ডা ভাঙ্গিয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় হরিকথার প্রতি জীব উদাসীন থাকে। কিছুতেই হরিকথা শ্রবণ করিতে চাহে না। ইহাই তাহার মারাত্মক ব্যাধি। কিন্তু হরিকথায় যাহার শ্রদ্ধা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই ভাগ্যবান্। তাই পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেব বলিয়াছেন—

"হরিকথায় শ্রদ্ধা যার সেই ভাগ্যবান্।"

প্রকৃত সাধুর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিলে আমরা সংসারের প্রত্যেক কার্যকে পরীক্ষা করিয়া লইতে পারি। হরিকথা আমাদের শ্রেয়োলাভের পথে একমাত্র আলোকস্তম্ভ। হরিকথাবিহীন ধ্যানী বা মৌনীর জীবন বৃথা।

হরিকথাই সাক্ষাৎ হরি, আর হরিকথাহীন কার্য আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কর্মমাত্র। 'হরিকথা ছাড়িয়া যাহারা বাহ্যিক কর্মসমূহকে বহুমানন করে, তাহারা প্রকৃত ভোগী— 'ভগবানের সেবার প্রতি দ্রোহাচরণকারী। হরিকথায় যাহার শ্রদ্ধা বা রুচি নাই, তিনি যতই কর্মবীরত্ব প্রদর্শন করুন না কেন, তাহা কখনই সেবা নয়। প্রকৃত সাধুমুখবিগলিত হরিকথা সকল অমঙ্গলতা, যোগ্যতা ও অযোগ্যতাকে অপসারিত করিয়া আমাদিগকে ভগবৎ-সেবায় উন্মুখ করিয়া থাকে। হরির সহিত সাক্ষাৎ সংযোগের সূত্রই হরিকথা, অন্যান্য উপায় দ্বারা হরির সহিত সাক্ষাৎ সংযোগ হয় না।

পরমার্থবিমুখ ব্যক্তির কোনরূপই মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীতে সকল প্রশ্নের মীমাংসা পাওয়া যায়— এই কথায় যখন আর কোন দুর্বিশ্বাস জন্মে না, তখন মঙ্গলের অভ্যুদয় হয়। ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হরিকথা কীর্তন। যে মুহূর্তে আমরা হরিকথা শ্রবণ কীর্তন হইতে বিরত থাকিব, সেই মুহূর্তেই মায়ার কোন না কোন প্রকার ছলনা আসিয়া আমাদের পতন ঘটাইবে। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। ধ্যানী বা মৌনী হরিকথা শ্রবণ-কীর্তনের অভাবে নিজের অমঙ্গল দূর করিতে পারে না এবং নিজেকে উন্নতির পথে ক্রমশঃ চলিতে চলিতে মাঝপথেই বন্ধ করিয়া ফেলে। হরিকথা কীর্তনকারী যদি একমাত্র কীর্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হন, তবে তিনি কখনও কখনও সামান্য অমনোযোগী হইলেও হরিকথা-শ্রবণপ্রভাবেই আবার হরিকথায় মনোযোগী হইতে পারেন এবং নিজের অপূর্ণতা ছাড়িয়া ক্রমোন্নতির পথে চলিবার বল লাভ করিতে পারেন, হরিকথায় সাক্ষাৎ বলদেবস্বরূপে তাঁহাকে বল দান করেন। এ জগতের শারীরিক বল মানসিক বলের নিকট দুর্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু গুরুরূপী বলদেব হৃদয়ে আবির্ভূত থাকিলে শারীরিক ও মানসিক দুর্বল ব্যক্তিও সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় প্রয়োজনের দুর্দমনীয় চেষ্টাকে অনায়াসে ও অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করিয়া হরিসেবাময় স্বাস্থ্যে স্বাস্থ্যবান্ থাকিতে পারেন। হরিকথা আলোচনা-প্রভাবেই হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি ছেদন এবং সংশয় বিনাশপ্রাপ্ত হয়, আর হরিকথা হইতে বিরত থাকিলেই ঐগুলি পুষ্ট ও অদ্ভুতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যতদিন পর্যন্ত না আমাদের সত্যের আলোচনা বা সত্যবিষয়ে পারদর্শিতা আরম্ভ হইবে, ততদিন পর্যন্ত অজ্ঞান, সংশয় ও মায়া আমাদের হৃদয়-মন্দিরে সুখে বাসস্থান রচনা করিবে। ভগবান কথার সুযোগ দেখিয়া যদি নিরবচ্ছিন্ন সত্যকথার আলোচনা আরম্ভ হয়, তবে মায়া আর সেই হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। তখন উপায় সম্পাদক শ্রীনামপ্রভুর নিত্য আবির্ভাব হয়। ইহা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাসাপেক্ষ। যিনি সর্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণকীর্তনে রত সেই জাগ্রত সাধুর সঙ্গ ব্যতীত হৃদয় মার্জিত হইবার অন্য কোন উপায় নাই। এই সাধুসঙ্গ অন্বেষণ করিতে হইবে। সাধু বাণীকে সর্বক্ষণ পথপ্রদর্শক করি' জীবন-পথে চলিতে হইবে। এই মার্জনই ভজন।

শ্রীগুরুমুখপদ্মের হরিকথাই আমাদের বল। সেই বলে বলীয়ান্ হইতে পারিলে সংসারবাসনা হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। কৃষ্ণবিস্মৃত জীব আমাদের সর্বক্ষণ কৃষ্ণস্মৃতি লাভ করা বিশেষ আবশ্যক। নতুবা শান্তিলাভের অন্য উপায় নাই। জীবন কৃষ্ণস্মৃতিময় করার একমাত্র উপায় সর্বক্ষণ গুরুবাণী আলোচনার মধ্যে থাকা। কারণ কীর্তন বা পুনঃ পুনঃ আলোচনা ব্যতীত স্মরণ হয় না। কৃষ্ণস্মৃতিই ভক্তি। এতদ্ব্যতীত সবই অভক্তি। কৃষ্ণস্মরণমুখে যাহা কিছু করা যায়, যাহা কিছু বলা যায়, যাহা কিছু চিন্তা করা যায়, সবই শাস্ত্রানুমোদিত, সবই ভক্তি।

কোন রকমেই বৃথা বাক্যব্যয় করা ভাল নয়। আপনার এবং অন্য জীবের যাহাতে নিত্য মঙ্গল লাভ হয়, সেই সমস্ত কথাই আলোচনা করা সাধকজীবের একান্ত কর্তব্য। বাক্যবেগ দমিত না হইলে কোন কিছুই হইবে না— কায়বেগ ও মনোবেগ দমিত হইবে না। একমাত্র হরিকথা-কীর্তনই বাক্যের সার্থকতা এবং ইহাই বাক্যবেগ দমনের উপায়। প্রকৃত সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাহা নিজ জীবনে আচরণমুখে কীর্তন করিতে হইবে।

যিনি হরিকথা আলোচনার পরিবর্তে পরের স্বভাব বা কর্মের নিন্দা বা প্রশংসা করিয়া থাকেন, তিনি অসদ্বিষয়ে আবিষ্ট হওয়ায় শীঘ্রই হরিকথারূপী হরির সঙ্গ হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হন। অকারণ পরচর্চা করা খুব খারাপ। ইহা ভক্তির বিরুদ্ধ কার্য। যে কথায় কৃষ্ণের সুখ হয়, হৃদয়ে ভক্তিবল লাভ করা যায়, তাহাই হরিকথা। সেই বললাভই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আমরা অনেক সময় মুখে শ্রীগুরুদেবের কৃপা চাই—কৃষ্ণকে চাই। কিন্তু তিনি যখন উপদেশাকারে কৃষ্ণকে বিতরণ করিতে থাকেন, তখন তাঁহার বাণীর প্রতি আমরা উদাসীন থাকি। ইহাই আমাদের না চাহিবার লক্ষণ। সেইজন্য সর্বাগ্রে দেখিতে হইবে, আমি কৃষ্ণকে সত্য সত্য চাই কি না? আমাদের সর্বক্ষণ মনে রাখা উচিত যে, আমরা মঠে আসিয়াছি চেতনের সঙ্গ করিতে— শ্রীগুরুপাদপদ্মের মূল হচ্ছে। এই চেতন সঙ্গ—শ্রীনাম, গুরু ও বৈষ্ণব। তাঁহাদের সঙ্গ তাঁহাদের বাণী-শ্রবণ দ্বারাই হইয়া থাকে। অন্য উপায়ে সঙ্গ করা অর্থ কপটতা বা বঞ্চিত হইবার চেষ্টা। বর্তমানে আমাদের অসৎসঙ্গেই রুচি। সুতরাং তাহা হ'তে অনন্ত যোজন তফাৎ হইয়া সর্বক্ষণ হরিকথার মধ্যে থাকা উচিত। আমরা যে জন্য মঠে আসিয়াছি সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন' পণ করিয়া সাধুসঙ্গ করা দরকার। এখন আমরা যত কিছু সেবাকার্য করি সবই সেবালাভের উপায়। তাহা কৃষ্ণকীর্তনমুখে হইলে তবেই তাহার সার্থকতা। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেব বলিয়াছেন, "একমাত্র হরিকথা শ্রবণ ও কীর্তন ব্যতীত অন্য খুঁটিনাটির দিকে আমাদের মন দিবার সময় থাকিবে না, তবেই সৌভাগ্যের উদয় হইবে। কর্মাধীনতা ও চিত্তবিক্ষেপ সংকোচনের জন্য অর্জনের ব্যবস্থা। হরিনাম-কীর্তনই একমাত্র পরতত্ত্ব অনুশীলন।"

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবল সর্বক্ষণ ভিক্ষা করা দরকার। বলদেবের চরণ ব্যতীত আর উপায় নাই। তাঁহার বাণীকে নিত্যপালক ও রক্ষাকর্তা বলিয়া জানিতে হইবে। দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া সর্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া কৃপাভিক্ষা করিতে হইবে, তাহা হইলেই আমরা মঙ্গলালোক দেখিতে পাইব। তাঁহার কৃপাবল ব্যতীত এক মুহূর্তও মঠবাস করা যায় না। সুতরাং যে প্রাণপ্রভু আমাদিগকে প্রতি মুহূর্তে অসৎসঙ্গ হইতে তফাৎ করিয়া সৎসঙ্গে মঠবাসের যোগ্যতা দান করিয়াছেন তাঁহার চেতনবাণীর মধ্যে থাকিয়া তাঁহার সেবালাভের জন্য যত্ন করা উচিত। তাঁহার করুণার কি সীমা আছে? তিনি আমাদের ন্যায় নির্বোধ পাতক, দুর্গত ও কলিহত জীবের প্রতি কত কৃপাশীর্বাদ বর্ষণ করিতেছেন! তাঁহার বাণীতেই আমরা তাঁহার কৃপার পরিচয় পাই। তিনি বলিয়াছেন, "সকল জীবহৃদয় শুদ্ধসত্ত্বরূপে প্রকাশিত হইয়া শ্রীনাম-ভজন-রাসস্থলীরূপে পরিণত হউক। তাহাতে রাধিকারমণনামের নিত্য বিলাস হউক, শ্রীনামরূপগুণলীলা সংকীর্তনরাসে সকল জীব যোগদান করুন।"

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশ

——::(•)::——

সাধকভক্তগণ সর্ব্বদা নিজের অবস্থা লক্ষ্য করিবেন। তাঁহারা কল্য কিভাবে ছিলেন, অদ্যই বা কি উন্নতি হইল, কয়েকদিন লক্ষ্য করিয়া যদি দেখেন যে, ক্রমগতি অনুসারে কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই তবে কোন অপরাধ উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিবেন। সেই অপরাধকে নির্দ্দেশ করত তাহাকে পরিহার করিবেন ও সাধুসঙ্গ দ্বারা তৎকৃত ক্ষত শোধন করিবেন। অনুক্ষণ অনুশীলন ও শ্রীকৃষ্ণকে আবেদন করিয়া পুনরায় ঐ অপরাধ না হয় ভবিষ্যতে সতর্ক হইবেন। যাঁহাদের ক্রমোন্নতির প্রতি দৃষ্টি নাই, তাঁহাদের অলক্ষিত ব্যাঘাতক্রমে উন্নতির অনেক বিলম্ব হইয়া পড়ে।

————

ভগবদ্ভক্তিই জীবের কর্ত্তব্য। জীব নিত্য ভগবদ্দাস। জড়সঙ্গই জীবের অধোগতি। অযোগ্যতানিবন্ধন এই জড়সঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে। ভগবদ্বৈমুখ্য এই দুর্দ্দশার হেতু। জীবই নিজ বন্ধনের হেতুকর্ত্তা। ভগবান্ তাঁহার প্রয়োজককর্ত্তা। জগৎ মিথ্যা নয়। সত্য বটে, নিত্য নয়। জগৎ অযোগ্য জীবের দণ্ডের জন্য কারাগার। ভগবান্ দয়াময়। জীব ক্লেশ পাইতেছে, তাহাকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বহু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন। জীবের নিজ চেষ্টার দ্বারা তাহার যোগ্যতা উৎপন্ন করত তাহাকে স্বীয় অনন্তলীলায় অনুগ দান করিবেন এজন্য ভগবান্ সর্ব্বদা যত্নশীল। ইচ্ছা করিলেই সমস্ত উদ্ধার হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্যলীলাক্রমে জীবের ভক্তিমার্গে যাহাতে রুচি হয়, তাহাই তাঁহার অনুক্ষণ উপদেশ ও চেষ্টা। ভগবদ্দাস্যই জীবের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ।

যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে কপট তাঁহাদিগকে বহির্ম্মুখ বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন। যাঁহারা সরল তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার দুই প্রকার—সেবা ও মর্য্যাদা। প্রকৃত বৈষ্ণব প্রাপ্ত হইলে তাঁহার সহিত অনুক্ষণ সঙ্গ ও তাঁহার অনুক্ষণ সেবা করিবে। সাধারণ বৈষ্ণবগণীয় সমস্ত লোকের মর্য্যাদা করিবেন। মর্য্যাদা অবশ্যই বহিরঙ্গ-সেবারূপে কৃত হয়

বৈষ্ণবজন ভগবদনুশীলনকেই জীবনের প্রধান কার্য্য বলিয়া জানিবেন। সর্ব্বদা আনুকূল্যভাবে ভগবদনুশীলনে প্রবৃত্ত থাকিবেন। ভয় ও দ্বেষ দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাঁহার অনুশীলন করিবেন না, কিন্তু প্রীতির সহিত অনুশীলন করিবেন। তাহারই নাম আনুকূল্য।

————

আত্মা যে জড়াতীত বস্তু ও চিন্ময়, ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিবার জন্য বহু প্রকারের জ্ঞানালোচনা করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত আলোচনাকে ভগবদনুশীলনের দাসরূপ রাখিবেন, কোন প্রকারে ঐ সকল বিচারকে সেই অনুশীলনবৃত্তির উপর প্রভুত্ব অর্পণ করিবেন না। ভগবদনুশীলনই—ভক্তি। সেই অনুশীলন সর্ব্বদা আনুকূল্যভাবময় হওয়া আবশ্যক।

————

কেবল সাধকের অন্তর্নিষ্ঠা হইলে সব লাভ হয়। বাহ্যনিষ্ঠা কেবল লোকব্যবহার মাত্র। অন্তর্নিষ্ঠা নিষ্কপটভাবে হইলে ভববন্ধ ও প্রপঞ্চসম্বন্ধ সত্বরেই তিরোহিত হয়। ভক্তি যে পরিমাণে উদোদয় প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধবৈরাগ্য অবশ্যই বাড়িতে থাকিবে। সরল ভক্তজীবনে কেবল কৃষ্ণনামাশ্রয় সর্ব্বোত্তম সাধন। সেবাকালে আপনাকে অকিঞ্চন ভগবদ্দাস বলিয়া জানা কর্ত্তব্য।

যাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তি নির্ম্মল ও গাঢ় হইয়াছে, এবং অপরের প্রতি শক্তিসঞ্চারের সামর্থ্য হইয়াছে, তিনি উত্তম প্রকৃত বৈষ্ণব। কিঞ্চিন্মাত্র বিমল কৃষ্ণভক্তি হৃদয়ে আরূঢ় হইলেই প্রকৃত বৈষ্ণবতা লাভ হয়। সর্ব্বজীবের প্রতি দয়া বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান গুণ। অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত বৈষ্ণবগণ সকল জীবকে বৈষ্ণব করিবার নানাবিধ উপায় সৃজন করেন। অনেকগুলি দুর্ভাগা লোক যৎকিঞ্চিৎ খণ্ডতর্কের বলে কোন প্রকারেই আত্মোন্নতি স্বীকার করে না তাঁহাদের সম্বন্ধে উপেক্ষাই আবশ্যক।

ভগবানই জীবের নিত্য দ্রষ্টব্য। যে কার্য্য তাঁহার স্মরণের অনুকূল তাহাই সাধকগণের পক্ষে বিধি। ভগবদ্বিস্মৃতিই জীবের অমঙ্গল। যে কার্য্য তাঁহার স্মরণের প্রতিকূল তাহাই নিষেধ। এই দুটী মূলবিধির উপর দৃষ্টি রাখিয়া সাধকগণ নিয়মাগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন সময়ে কোন বিধির আদর এবং অন্য সময়ে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন।

শ্রীজয়তীর্থপাদ

শ্রীজয়তীর্থপাদ শ্রী গৌ ড়ী য় বৈ ষ্ণ ব-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরাক্রমে শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে ষষ্ঠ অধস্তন। বারশ সম্বৎ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি দাক্ষিণাত্যে পাণ্ডারপুরের নিকটবর্ত্তী মঙ্গলাবেদ নামক স্থানে রঘুনাথ দেশপাণ্ডে পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বকালে তিনি "ধোণ্ডুরাও" নামে পরিচিত ছিলেন। ধোণ্ডুরাও এয়োদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ভীমাবাই এর পাণিগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীরূপদেবে সৈন্যবিভাগে চাকুরী স্বীকার করেন এবং ক্রমশঃ অশ্বারোহী সৈন্যদলের নায়কত্ব লাভ করেন। বিংশবর্ষ অতিক্রমকালে একদিন তিনি অশ্বারোহণে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ভীমরথী নদী অতিক্রম করিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে তৎকালে শ্রীমধ্বাচার্য্যের পঞ্চম অধস্তন শ্রীমাধবতীর্থ-শিষ্য শ্রীঅক্ষোভ্যতীর্থ পরিব্রাজকরূপে সেই নদীতটে অবস্থান করিতেছিলেন। অশ্বারোহণপূর্ব্বক ধোণ্ডুরাও গমনকালে পিপাসার্ত্ত হইয়া সেই নদীর জল পান করিবার সময় শ্রীঅক্ষোভ্যতীর্থের দর্শন পাইলেন। তখন তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। শ্রীঅক্ষোভ্যতীর্থের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সামরিক সকল বেশভূষা পরিহার পূর্ব্বক শ্রীঅক্ষোভ্যতীর্থের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সমস্ত বাদিগণকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া তাঁহার সন্ন্যাসনাম "শ্রীজয়তীর্থপাদ" হইল

ধোণ্ডুরাওএর জনক-জননী পুত্রের সন্ন্যাসগ্রহণের কথা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহাদের বিংশবর্ষবয়স্ক প্রাণসম সন্তান ভীষণ বৈরাগ্য-কাননে বিচরণ করিবেন জানিয়া তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন পুত্রস্নেহে বিহ্বল হইয়া অবশেষে পুত্রের মতিগতি পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত তদীয় গুরুদেব শ্রীঅক্ষোভ্যতীর্থের নিকট গমন করিয়া আরক্তনেত্রে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীঅক্ষোভ্যতীর্থ তদুত্তরে শ্রীজয়তীর্থকে জনক-জননীর সহিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনার্থ অনুমতি দিলেন। শ্রীজয়তীর্থের জনক জননী তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গৃহে লইয়া গিয়া পুত্রবধূর সহিত সম্মিলন করাইবার মানসে প্রকৃত যত্ন করিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে যখন পুত্রবধূ শ্রীজয়তীর্থের গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ঐ গৃহে তিনি নাই। তাঁহার শয্যায় একটি ভীষণ বিষধর সর্প ফণা বিস্তারপূর্ব্বক বিরাজমান। পুত্রবধূর মুখে এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া শ্রীজয়তীর্থের জনক-জননী তাঁহাদের পুত্রের অলৌকিকতা উপলব্ধি করিয়া অবশেষে পুত্রের সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের যত্ন পরিত্যাগ করিলেন এবং শ্রীঅক্ষোভ্যতীর্থের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। শ্রীঅক্ষোভ্যতীর্থও তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিয়া তাঁহাদের পুত্রের ভাবী জগদ্গুরুত্বের বিষয় উপদেশ করিলেন।

১১৬৭ সম্বতের অগ্রহায়ণ শুক্লা পঞ্চমীতে শ্রীজয়তীর্থপাদ উডুপীর উত্তরাদিমঠের পীঠাধিপত্য লাভ করেন। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালেই পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যবিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করায় তাঁহার সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ ঘটে নাই। একদিন দৈবাৎ একটী বিষধর সর্প দর্শন করিয়া তিনি বিচার করিয়াছিলেন যে, দুর্জ্জনের বিচারকে সর্পবিষবৎ যুক্তির দ্বারা বিনাশ করিতে হইবে। অবশেষে তিনি আচার্য্যগ্রন্থের টীকা রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাপ্রতিভাদর্শনে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। তিনি হাম্পীনগরীতে শঙ্করমতাবলম্বী বিদ্যারণ্যকে মাধ্বভাষ্য প্রদান করেন। বিদ্যারণ্য ঐ ভাষ্যকে "বালরচিত শাস্ত্র" বলায় শ্রীজয়তীর্থপাদ তাঁহার কৃত ভাষ্যের টীকাটী বিদ্যারণ্যকে প্রদর্শন করেন। তাহাতে বিদ্যারণ্য আদরের সহিত শ্রীমদ্ আনন্দতীর্থের ভাষ্য পাঠ করিয়া তাঁহার অলৌকিকী অসাধারণতা উপলব্ধি [illegible]ন। বিদ্যারণ্যের সহিত যে কালে শ্রীঅক্ষোভ্যতীর্থপাদের বিচার উপস্থিত হয়, তৎকালে শ্রীজয়তীর্থপাদ শ্রীঅক্ষোভ্যতীর্থের পক্ষে থাকিয়া বিদ্যারণ্যকে পরাজিত করেন।

১৯১০ সম্বতে আষাঢ়ী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে [illegible] মালখাড় নামক গ্রামে শ্রীজয়তীর্থপাদ অপ্রকটলীলা প্রকাশ করেন। তিনি অদ্বৈত 'খণ্ডন করিয়া শ্রীহরির সর্ব্বোত্তমত্ব ও [illegible] সংস্থাপনের জন্য বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তত্ত্ব [illegible]—[illegible] [illegible] ভাষ্যের টীকা, [illegible] টীকা, [illegible] [illegible]

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীধাম নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫১১৩
সেবক—[illegible] দাসাধিকারী

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর শ্রী [illegible]
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

(৯) [illegible]
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(১১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ শ্রী[illegible]পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গোরুপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) [illegible]
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(১৮) [illegible]
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৩) মাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৪) গোপাল-গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], চট্ট. [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড গয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ বড় [illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible] ইউ. পি।
শ্রী[illegible]মোহন ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রজবাসী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [illegible]
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible] (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ [illegible], মথুরা
সেবক—ঐ

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৬) গোপীবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৭) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], [illegible], (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ দাসাধিকারী

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী,
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে।
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] [illegible]
—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

(৫৩) [illegible]
[illegible] পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গ[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible]
পোঃ [illegible] (
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৬৩) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]. [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেবক—[illegible] দাসী

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬।এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট.
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ [illegible]
[illegible], [illegible] ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৯) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible]পুর (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]গোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ. পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদক
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
সংবাদে প্রতি লাইনের	।০		।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২		১।০	১
সিকিকলম	৫	৪॥০		৩
অর্দ্ধকলম	৮	৬	৬	৫
" এক কলম	১২	১০	১০	৮

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

সংবাদে প্রতি ইঞ্চি ৩	৩॥০
" সিকি কলম ১৫	১২
" অর্দ্ধকলম ২৫	১৮
" এক কলম ৩৫	৩০

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "	৬
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন দর।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচ্ছন্ন খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। নিরন্ন ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। ছাত্রদের খাবার ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সুফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনালেখ্য সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সম্বন্ধে সরল প্রণালীটি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই সংবোধিত ও পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিৎ। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সরল ও মধুর। গ্রন্থটী পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মন্থরা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ভাঙ্গা, বারিকা, ঢাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র বিস্তৃতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নবকিশোর অধিকারী, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১১০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৩০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মন্থরা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ভাঙ্গা, বারিকা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক অর্থের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল বাসুদেব ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব বিস্তৃত সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ সেবোন্মুখতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক উৎসবের শ্রেষ্ঠ অক্ষরে দিয়া মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় এবং অন্বয়ের তাহার অনুবাদ দেওয়া শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি এক বিষয় এই সংস্করণে একত্রে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই পরম লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বোর্ড বাঁধাই ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীনবকিশোর অধিকারী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অপূর্ব্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু [illegible] পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের [illegible] "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি. এ. কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ১১৫ পৃষ্ঠা গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।৵০ আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান ম্যানেজার গৌড়ীয়
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কলিকাতা [illegible] কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক বিদ্যানিধি [illegible] মহামহোপদেশক [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] গবেষণা এবং পবিত্র লেখনীর অদ্ভুত [illegible] আস্বাদন করিয়া একাধারে [illegible] এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্রে পাঠে ধন্য হউন। এই [illegible] প্রথম খণ্ডে [illegible] ও [illegible] চিত্র-সম্বলিত। [illegible] ও [illegible] শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের [illegible] আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। [illegible] গোস্বামী [illegible] (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces) বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) সহ [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা - ১৫ [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান - ম্যানেজার গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা - নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-৪১	৬-১৯	৭ ১০	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭ ৫০	৫০ ৫১
দমদম „	৪-৫৮	৬-৩৫	৭ ৩০	১৩ ৩৭		১৮-১২	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৮	৮ ০ ৭	৯-১৬	১৫-৩	১৮-৩৪	১৯-৪২	০-২৫
(বদল) ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৩৯	১৫-১৩	১৮-৪২	১৯-৪৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩৪	৮-৩৬	১০-৮	১৫-৫১	১৯ ১৭	২০-২২	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০ ৩১		১৫-০	১৭-১৯	২০ ১০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪১		১১-১০		১৫ ৫০	১৮-১১	২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-২
দমদম „	১০-২০
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৯ (ন্যারো গেজে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪
ছাঃ	১৫-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৪০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৩-৫৮	৯-১০		১৪-১৬	১৬-০	১৮ ৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৬	৯ ৪৮		১৪ ৫২	১৬ ৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	৭-৯	৮-৫০	১১-৪১	১৬-৫৬	১৯-২	২০-৫৭	০-৫৬
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯-২৩	১২-২৬	১৭-৩১	২০ ১০	২১-২৯	১ ১৫
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯-২৮	১২-৩৬	১৭-৪৩	২০-১৮	২১ ৫৪	৪ ২৩
দমদম „			১১-৩	১৯-০		২৩ ১	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-২১	১৯-২৮	২১-৫৫	২৩ ২৮	৬-২৩

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪ ১৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫৫
ছাঃ	১৫-১০
শান্তিপুর পৌঃ	১৫-৪১
(বদল) ছাঃ	১৬ ৫০
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-৪৪
(বদল) ছাঃ	১৭-৫০

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থও এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] অভাব অধিক। [illegible] সংযুক্ত [illegible] এবং [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১।৵০ [illegible] আনা। পাইকারী [illegible]

[illegible] উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
[illegible] খেরুয়ালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ৭ই আশ্বিন ১৩৪৭, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ সোমবার; ১৭১তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——:০:(০):০:——

যুদ্ধ তহবিলে শ্রীঅরবিন্দের দান

গভর্ণরের দপ্তর হইতে এক বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, পণ্ডিচেরী হইতে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ গভর্ণরের যুদ্ধ-সাহায্য তহবিলে পাঁচশত টাকা দান করিয়াছেন। এ সম্পর্কে তিনি মাদ্রাজ গভর্ণরের সেক্রেটারীর নিকট নিম্নলিখিত মর্মে এক পত্র পাঠাইয়াছেন:—

"আমরা সম্মিলিতভাবে গভর্ণরের যুদ্ধ-তহবিলে পাঁচশত টাকা পাঠাইতেছি। বৃটেনের জনসাধারণ যে আদর্শের জন্য নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেছে, তাহাতে আমাদের পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে। আমরা ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছি যে, বর্ত্তমান সংগ্রাম কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য, অথবা বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতা দ্বারা নাৎসীবাদের দুঃশাসন হইতে চলিয়াছে-তাহার বিরুদ্ধেই নয়, ইহা মনুষ্যের সভ্যতা, কৃষ্টি এবং উচ্চতর সমাজ ব্যবস্থা রক্ষার জন্য। বৃটেনের জয় পৃথিবীতে শান্তি ও সংহতি সৃষ্টি করিবে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে একতা আনয়ন করিতে সক্ষম হইবে। ইহাই ভবিষ্যতে এক উচ্চতর এবং দৃঢ় সমাজ ব্যবস্থা গঠনে সহায়তা করিবে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, শ্রীঅরবিন্দ ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের পূর্ব্বে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ১০ হাজার ফ্রাঙ্ক এবং বড়লাটের যুদ্ধ তহবিলে ১ হাজার টাকা দিয়াছিলেন।

আগামী আদমসুমারী

আগামী আদমসুমারীর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইবে এই যে, পূর্ববর্তী লোকগণনার ন্যায় এইবারে একমাত্র একটি সময়ে লোকগণনা করা হইবে না। লোকগণনা সম্পর্কে নিযুক্ত প্রতিনিধিগণ প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের দ্বারা লোকসংখ্যা সংগ্রহ করিবেন। ইউনাইটেড প্রেস জানাইতেছেন যে, বাংলা গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নিজেদের ব্যয়ে বিভিন্ন বর্ণের হিন্দুদের লোকসংখ্যা পৃথক্‌ভাবে গণনার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানদের লোকসংখ্যা পৃথক্‌ভাবে গণনা করা হইবে না।

——

রণপোত প্রভৃতির দ্বারা বৃটেনকে সাহায্য দানের ইচ্ছা

বস্টন সহর আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়া বৃটেনকে সাহায্য করিবার জন্য প্রভাবশালী এবং বিখ্যাত আমেরিকানগণ অনুরোধ করিয়াছেন। ১৯৩০-৩১ সাল পর্যন্ত যৌথ নৌ-বিভাগীয় সংগ্রাম-বিভাগের স র্বা ধ্য ক্ষ উ ই লি য়া ম ষ্টা ন্ড লী গত ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে এক সভায় সর্বপূর্ণ শক্তিতে বৃটেনকে সাহায্যের আবেদন জানাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, হিটলারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার জন্য অবিলম্বে রণপোত এবং সামরিক সরঞ্জাম দিয়া গণতান্ত্রিক শক্তিকে সাহায্য করিব। বৃটেনের নিকট ছোট টর্পেডো বোট প্রেরণের প্রস্তাব তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেন। জাহাজ ও সওদাগরী হিসাবে মার্কিন সামরিক বিমান সমূহও বৃটেনকে সরবরাহ করা হইতেছে। আমেরিকার বিমান-বিভাগীয় চেম্বার অব্‌ কমার্সের কর্তৃপক্ষের মতে উৎপাদন ব্যবস্থার এমন প্রসার হইয়াছে যে, আগামী ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসের মধ্যে মাসিক ১ হাজারখানা হিসাবে দেওয়া যাইবে।

মিশরে বৃটিশ সৈন্যের সংখ্যা

জার্মান সংবাদ সরবরাহ এজেন্সীর রোমস্থ সংবাদদাতা 'জার্নাল দ ইতালীয়া' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া মিশরে বৃটিশ বাহিনীর নিম্নলিখিত হিসাব দিয়াছেন। গত ১লা আগষ্ট হইতে জেনারেল ওয়াভেলের অধীনে একলক্ষ দশ হাজার প্রধানতঃ বৃটিশ সৈন্য ও ভারতীয়, নিউজিল্যাণ্ডবাসী সৈন্য রহিয়াছে। প্যালেষ্টাইন হইতে আরো হাজার প্রধানতঃ বৃটিশ ও রোডেশিয়াবাসী নিউজিল্যাণ্ডবাসী ও পোল সৈন্য আমদানী করা হইয়াছে। প্যালেষ্টাইন ও লোহিত সাগর হইতে সম্প্রতি ৩০ হাজার সৈন্যের নূতন বাহিনী আসিয়াছে। বোম্বাই হইতে নূতন ভারতীয় বাহিনীও প্রেরিত হইয়াছে। এই সমস্ত লইয়া মিশরে বৃটিশ-বাহিনীর মোট সংখ্যা প্রায় দুইলক্ষ বিশ হাজার। ইহাদের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে উচ্চশ্রেণীর সমর সম্ভার রহিয়াছে। পাঁচশত বিমান, এক হাজার সাঁজোয়া মোটর এবং বহুসংখ্যক ট্যাঙ্ক, বিভিন্ন শ্রেণীর কামান ও অন্যান্য অস্ত্র ইহাদের সংযুক্ত করিতেছে।

কলিকাতায় বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা

বিভিন্ন চেম্বার অব্‌ কমার্সের মারফতে বাংলা সরকার কলিকাতার ব্যবসায়ীদের নিকট যে প্রচারপত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে জরুরী অবস্থার জন্য সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কোনরূপ বিপদ দেখা দিলে সরকার জরুরী অবস্থার কথা ঘোষণা করিবেন। সরকারের এই প্রচারপত্রে যে সকল বিশেষ নিয়ম পালনের কথা রহিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, বাহিরের সমুদয় আলো নিভাইয়া রাখিতে হইবে এবং ঘরের ভিতরে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে বাহির হইতে কোন আলোই না দেখা যায়। প্রয়োজনবোধে এই সকল নিয়মের কড়াকড়ি আংশিকভাবে হ্রাস করা হইবে। রাস্তার যানবাহন এবং দোকানের আলো যথাসম্ভব নিভাইয়া রাখিতে হইবে, অথবা কৃত্রিম আলোর সাহায্যে কাজ চালাইতে হইবে। সম্ভবতঃ যাহাতে এই বিষয়ে সকলেই সতর্ক হইতে পারে তজ্জন্য সরকার প্রচারপত্র দিয়া নিয়মাবলী জানাইয়া দিয়াছেন।

ইতালীয় বাহিনীর উপর আক্রমণ

কায়রো হইতে প্রাপ্ত ১৯শে সেপ্টেম্বর সংবাদে প্রকাশ যে, অগ্রগামী বৃটিশ টহলদার বাহিনী সিদি বারাণী ও সোলুম সীমান্তের মধ্যে একটি উপকূলবর্তী ৬০ মাইল ব্যাপী রাস্তার নিকট ইতালীয় সৈন্যবাহিনীর বিশেষ ক্ষতি সাধন করিয়াছে। বর্ত্তমানে কেবলমাত্র ইতালীয় বাহিনীকে বাধা প্রদান করা হইতেছে। বৃটিশদের সামান্য ক্ষতির বিনিময়ে ইতালীয় বাহিনীর বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

রাজকীয় বিমানবাহিনীর হেড কোয়ার্টার হইতে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, [illegible] সহিত [illegible] বাহিনীর [illegible] ও [illegible] বোমাবর্ষণ করিয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনবগোপাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সহিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলীসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে সংকলিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

১। 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা:

অধ্যক্ষ সুশান্তিরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ... ১০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ... ২৮
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ... ৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ... ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ... ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ... ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ... ১৷০
৯। বৈষ্ণব ... ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ... ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ... ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ... ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ... ৸০
১৪। নামকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ... ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ... ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ... ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ... ৷০
১৮। বামন-আদর্শ ... ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ... ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ... ৷৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ... ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ... ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ... ২
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) অবাঁধা)
২৬। গীতার কেবল বাক্য-ভাষা ... ৷০
২৭। মুক্তিফলটীকা কল্পতরুঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তরসসার (সানুবাদ) ... ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ... ৸০
৩০। দীন-দিন-দর্পণ ... ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ... ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ... ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ... ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ... ৵০
৩৫। বৈষ্ণবাণী ... ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ... ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ... ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ... ৷০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ... ৷০
৪০। শরণাগতি ... /০
৪১। গীতাবলী ... /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ... ৸০
৪৩। সাধনকণা ... /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ... ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনকণ
৪৭। সদাচারস্মৃতি
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (নূতন সংস্করণ) ... /১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ... ৫৲
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ... ৬
৫১। ভজনসমিতি ... ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ... ০
৫৩। গৌড়ীয়কণ্ঠহার ... ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ... ৷০
৫৫। ভজনামৃতাবলী বা নামাবলীপদ্ধতি ... ০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ... ৵০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ... ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসেবা ... ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ... ৵০
৬০। সারস্বতবাণী ... /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ... ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজিতম্ ... ৷০
৬৩। শ্রীকৃষ্ণ-নিত্যকাণ্ডস্তবম্ ... ৷০
৬৪। ভক্তহৃদয় ... ৷০
৬৫। সানুবাদ সিদ্ধান্তরত্ন ... ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থাপনবিজয়ঃ ... /০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ... ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ... ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ... ৷০
৭০। নামভজন ... /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ... ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ... ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ... ৷০
৭৪। বেহ্মগীতা ... ৷০
৭৫। শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয়মঠ ইন পিকচার্স ... ৴০
৭৬। দি ভাগবত ... ১
৭৭। ইভোলিউশন অব রিলিজন অ্যাণ্ড আলবানজেড সিস্টেম ... ১
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ... ৫
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ... ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ... ১
৮১। নবদ্বীপ-পরিক্রমা ... ১
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ... ৵
৮৩। গীতাবলী ... ৴
৮৪। শরণাগতি ... ৴

আসামীয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ... ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ... ১

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

৫ম বর্ষ ৭ পদ্মনাভ ৪৫৪ গৌরাব্দ ৭ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৩শে সেপ্টেম্বর খৃঃ ১৯৪০, সোমবার ১৭১ তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

মাদ্রাজে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-প্রকটোৎসব

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর শনিবার মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দেশক্রমে গৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ১০২তম আবির্ভাব তিথি হরি-সঙ্কীর্ত্তনমুখে পালন করেন। ঐ দিবস প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব বন্দনা, ভজনপদাবলী, পঞ্চতত্ত্ব ও কৃপাপ্রার্থনাসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর মঠসেবকগণ 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' গ্রন্থ পারায়ণ করিতে থাকেন।

অতঃপর অপরাহ্ন ৬ ঘটিকায় মঠস্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনহলে আহূত একটী মহতী সভায় মাদ্রাজের বিখ্যাত পাচ্চাপ্পা কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পি, এন, শ্রীনিবাস আচারী মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রথমে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুর্ব্বষ্টক ও পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তনান্তে উৎসবোপলক্ষে মাদ্রাজমঠ হইতে প্রকাশিত—'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' নামক পুস্তিকা সভাস্থ সকলকে বিতরণ করিবার পর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও গুরুবৈষ্ণববৃন্দের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি শ্রীযুক্ত এস. সুব্রহ্মণ্য আয়ার বি এ মহোদয় উহা সভায় পাঠ করেন। অতঃপর মঠ সেবকগণ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীল ঠাকুরের অপ্রাকৃত গুণাবলী কীর্ত্তিত হইলে পর সভাপতি মহাশয় প্রায় অর্দ্ধঘণ্টার অধিককাল যাবৎ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ও তৎপ্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয়-মিশনের অপূর্ব্ব গুণাবলী ও প্রকৃত জীব-কল্যাণকর কার্য্যের কথা উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করেন। তিনি আরও বলেন যে জগতের বড় বড় সাম্রাজ্যগুলি ধ্বংস হইলেও গৌড়ীয়-মিশন জগতে যে গৌড়ীয়সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে বসিয়াছেন তাহা কখনও ধ্বংস হইবে না বরং উত্তরোত্তর বিস্তৃতি লাভ করিবে। রাত্রি ৮ ঘটিকায় সভা ভঙ্গ হইলে সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর সন্ধ্যারাত্রিক হয়। তৎপরে সমাগত ভদ্র-মণ্ডলী ও ভদ্র মহিলাগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীল ঠাকুরের শ্রীআলেখ্যার্চ্চা-মঠের ভিতর একটী উচ্চ বেদীর উপর স্থাপন পূর্ব্বক বিচিত্রবর্ণের পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা সুসজ্জিত হয়। শ্রীবিগ্রহের শোভা সকলের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদে উৎসবটী নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে।

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ প্রকটোৎসব

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশক্রমে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব উপলক্ষে একটী মহোৎসব হরিসংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিবস প্রত্যুষে মঙ্গলারাত্রিক ও উচ্চকীর্ত্তনান্তে "শ্রীভক্তিবিনোদবাণী বৈভব" গ্রন্থ পারায়ণ আরম্ভ হয়। শ্রীমঠের নাটমন্দিরে একটী সুরম্য উচ্চ-মঞ্চোপরি ঠাকুরের আলেখ্যার্চ্চা স্থাপিত হয়। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগোবিন্দবিনোদানন্দ-জীউর অর্চ্চন ও ভোগরাগিক-কীর্ত্তনান্তে শ্রীল ঠাকুরের হরিকথা আলোচিত হয়। তৎপরে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে হইতে শ্রীনবদ্বীপ্রকাশ পাঠ করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে গুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও প্রার্থনাসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে ২য় বর্ষের পাক্ষিক শ্রীগৌড়ীয় হইতে "লোক-শিক্ষক ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ" নামক প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হইলে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ১২ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পার্শ্বৈকাদশী-তিথি ও ১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার শ্রীশ্রীবামনদেবের আবির্ভাব উৎসব হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

———

লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে উৎসব

আকুমারঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীবামনদেবের পার্শ্বৈকাদশী, শ্রীবামনদেবের এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-মহোৎসব পরমারাধ্যতম আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর মঠসেবকগণ ত্রিবাটিরোড নিবাসী শ্রীযুক্ত রামনাথ মণ্ডল মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাসভবনে গমনপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'শ্রীসনাতন শিক্ষা' পাঠ ব্যাখ্যা করেন। পাঠে সহরের বহু শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত মঠসেবকগণ প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীগৌড়ীয় নবদ্বীপ্রকাশ ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিতেছেন এবং সহরের বিভিন্ন স্থানে মাধুকরী ভিক্ষার্থে গমন করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

———

শ্রীধাম শ্রীগৌড়ীয়মঠে উৎসব

হরিদ্বার শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠের সেবক-বৃন্দ পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুকম্পা উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপূজা মহোৎসব এবং শ্রীবামনদ্বাদশী-ব্রত, শ্রীবামনদেবের এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-মহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন বৃথা বাহিত না হ'য়ে আশ্রয়বিগ্রহ ও আশ্রয়-বিগ্রহের নিষ্কপট সেবকগণের সঙ্গে তাঁ'দের সেবায় যাপিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। তাঁ'দের কৃপা হ'লে তাঁ'দের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বিষয়বিগ্রহের সেবালাভ করবার সৌভাগ্য হ'বে।

—শ্রীল আচার্য্যদেব

অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডেশ্বর

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ পদ্মনাভ সর্ব্বজিৎ সর্ব্বত্র গৌরাব্দ ৪৪৩

কৃষ্ণস্মৃতি

আমরা শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারি যে, বিষ্ণুকে মনে রাখাই আমাদের একমাত্র মূলবিধি। শাস্ত্রের যে সকল বিধি এই মূলবিধি অনুগত তাহাই বিধি বলিয়া পালনীয়। নতুবা উহার বিরুদ্ধ হইলে উহা অবিধি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ভগবৎস্মৃতির পথ—ভগবানকে মনে রাখার পথই ভক্তির পথ। আর বাকী সবই অভক্তি বা অবিধি। ভক্তিপথে বহু কার্য্য নাই। কার্য্য মাত্র একটি। সেটা আর কিছু না—ভগবানকে সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা। সেই জন্য ভক্তির পথ একায়নপথ বা ঐকান্তিক পথ, বহুায়ন বা বহির্ব্বিচারের পথ নহে।

সাধুমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিলে হৃদয়ে আপনা হইতেই ভগবৎস্মৃতির উদয় হয়। কারণ, শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফলই স্মরণ। যখন শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভাবে জীবের হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবে ভগবৎস্মৃতির উদয় হয় তখন আর ঐকান্তিকতার অভাব থাকে না। তখন কোটি কোটি বাধাবিঘ্ন ভক্তসেবককে ভক্তকৃপালাভ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। সুখ-দুঃখ, নিন্দা-স্তুতি প্রভৃতি সমজ্ঞান করিয়া অন্তরঙ্গ সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করিতে করিতে কৃষ্ণস্মৃতি-যুক্ত গুরুপাদপদ্মের পশ্চাতে চলার পথে আছেন। অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন বস্তু বা ব্যক্তি তাঁহার গতিকে বাধা দিতে পারে না। কারণ, তিনি তাঁর গতিশীল এবং শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার পথপ্রদর্শক ও রক্ষাকর্ত্তা।

আমরা কৃষ্ণবিস্মৃত জীব, কৃষ্ণকে বিস্মৃত হওয়াই আমাদের দুরবস্থা ও দুর্গতি। কৃষ্ণকে যাঁহারা বিস্মৃত হন না, তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকে স্মৃতিপটে রাখেন, একমুহূর্ত্তও কৃষ্ণকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না।

কৃষ্ণ পরম মঙ্গল বস্তু। সর্ব্বক্ষণ যাঁহারা কৃষ্ণকে মনে রাখেন অর্থাৎ কৃষ্ণনাম করেন, সেই কৃষ্ণচিন্তারত কৃষ্ণাধীন সেবকগণের হৃদয়ে দুঃখের লেশমাত্র স্থান পায় না। তাঁহারা সতত পরমানন্দে মগ্ন। কৃষ্ণনামকীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণকে মনে রাখাই আমাদের একমাত্র কার্য্য ও তাহার নামই কৃষ্ণাধীন থাকা। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—

> নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি
> থাকহ আপন কাজে।
>
> • • •
>
> এখন ভকতি বলে কৃষ্ণপ্রেম-সিন্ধুজলে
> ক্রীড়া করি অনায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীন।

কৃষ্ণাধীনতাই—স্বরূপে অবস্থান। জীবমাত্রেরই অনুসন্ধেয় বা আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু—আনন্দ বা সুখ। এই সুখময় বস্তুটি একমাত্র কৃষ্ণ। সুতরাং সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকে যিনি মনে রাখেন, সেই নিত্যপ্রীতি, আনন্দ বা সুখের বস্তুটি তাঁহারই করায়ত্ত হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কৃষ্ণকে সতত মনে রাখিতে পারিলেও যত আপদ-বিপদ, সুখ দুঃখ ও যত কিছু অমঙ্গল সমস্তই দূরীভূত হয়। কৃষ্ণকে মনে রাখার একমাত্র উপায়—সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বাবস্থায় কৃষ্ণনাম করা। একবার প্রাণধন শ্রীনামপ্রভুকে প্রাণের মধ্যে আনিতে পারিলে আর নিরানন্দ থাকে না. অনর্থ থাকে না, সংসার থাকে না, সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা সুখে চিরকালের জন্য দূরে পড়িয়া যায়। শ্রীনামগ্রহণকালের একমাত্র উপায়—শ্রীনামভজনশীল সাধুর সঙ্গ।

জীবের বন্ধু—হরি, গুরু ও বৈষ্ণব। ইঁহারা অভেদজ্ঞানতত্ত্ব। কৃষ্ণচিন্তা করিতে গিয়া গুরুবৈষ্ণব-চিন্তা আবার গুরুবৈষ্ণব-চিন্তা করিতে গিয়া কৃষ্ণচিন্তা বাধা প্রাপ্ত হয় না। একই বস্তু তিনটি রূপ ধারণ করিয়াছেন। তবে তাঁহাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। কৃষ্ণকথা বলিয়াই আমাদের দিন কাটাইতে হইবে। প্রত্যেক মুহূর্ত্তটী গুরু কৃষ্ণের সুখের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত কার্য্য কীর্ত্তনমুখে করিতে হইবে। তাঁহাকে বিস্মৃত হইলে ত্রিতাপের মাঝে বিচরণ করিতেই হবে. আর তাঁহাকে মনে রাখিতে পারিলে আমাদের আর কোন দুঃখ কষ্টই থাকিবে না, তখন ভক্তপাদ প্রাপ্তে আশার সঞ্চার হইবে, অশান্তিপ্রদ অনিত্য জিনিষগুলি আর আমাদিগকে কষ্ট দিতে পারিবে না। একবার গুরুকৃষ্ণের আকর্ষণে পড়িলে আর মায়ার আকর্ষণ থাকে না, তখন মায়া দুর্ব্বল হইয়া সেই গুরুসেবককে ছাড়িয়া দেয়। যদি আমরা প্রত্যেক কার্য্যটী গুরুকৃষ্ণের সেবা বলিয়া প্রাণের সহিত করি তবে সেখানে কৃষ্ণস্মৃতি নিশ্চয়ই থাকিবে। কারণ, যাঁহার সেবা করা যায় সেই প্রাণনাথের কথা বিস্মৃত হওয়া সেখানে অসম্ভব। সেইজন্য যিনি সেবক তিনি প্রত্যেক কার্য্যটী কৃষ্ণকীর্ত্তনমুখে করেন। তিনি জীবনে মরণে, সুখে দুঃখে, বিপদ-আপদে কোন অবস্থাতেই কৃষ্ণনাম ছাড়িতে পারেন না। কারণ, অনুক্ষণ কৃষ্ণনামগ্রহণ করাই তাঁহার মন্ত্র। সেই মন্ত্রকে বাদ দিয়া প্রাণের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। সেইজন্য যাঁহারা কৃষ্ণবিস্মৃত তাঁহারা অচেতন। সুতরাং আমরা যে কোন কার্য্যই করি না কেন, প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে সম্বন্ধজ্ঞান ও কৃষ্ণস্মৃতি রাখিতে হইবে। যাঁহার সেবাকার্য্য করিতেছি, তাঁহাকেই যদি বিস্মৃত হই, তবে সেই সেবাকার্য্য নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেইজন্য সম্বন্ধজ্ঞান, সেবকাভিমান বা কিঙ্করা-ভিমান আমাদের সর্ব্বক্ষণ প্রবল থাকা দরকার।

যদি হরিই সর্ব্বক্ষণ স্মৃতিপটে না থাকেন, তবে স্বজন-ত্যাগ সংসারত্যাগ করিয়াই বা কি লাভ হইল বা বহুদিন মঠে থাকিয়াই কি লাভ হইল? সুতরাং উদ্দেশ্যহীন হইয়া যে কোন উপায়ে দিনযাপন করিলে চলিবে না। সেইজন্য যে কোন একটী কার্য্য করিবার পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, আমি কিছুতেই আমার উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইব না এবং আমি ঐ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য আপ্রাণ যত্ন করিব। সাবধান হইয়া, ধীর হইয়া যাহাতে কৃষ্ণ মনে থাকেন এরূপ কার্য্য করিয়া মানবজীবনের সার্থকতা করিতে হইবে। যেন গোড়ায় গলদ্ না হইয়া যায়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্—এই তিন জনই অন্তর্যামী। আমি কি করিতেছি, তাঁহারা সবই জানেন। সেইজন্য লোককে ভুল দিতে পারি—লোককে বঞ্চনা করিতে পারি, কিন্তু গুরুবৈষ্ণব-ভগবানকে বঞ্চনা করিতে গেলে পরিশেষে নিজেকে বঞ্চিত হইতে হবে। সেইজন্য তাঁহাদের শ্রীপদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বত্র থাকিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনমুখে জীবন ভূষণ-স্বরূপ প্রাণনাথ শ্রীগুরুকৃষ্ণকে মনে রাখিতে হইবে। যদি কৃষ্ণ আমাকে আকর্ষণ না করেন তবে বুঝিতে হইবে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সুনাম, শান্তি বা আরাম আমাকে তখন নিশ্চয়ই আকর্ষণ করিতেছে। সেইজন্য তখনই সাবধান হইয়া অতি সকাতরে ব্যাকুল ক্রন্দনের সহিত শ্রীনাম গ্রহণ করিতে হবে। তাহা হইলে তখনই নিশ্চয়ই আশার আলোক দেখিতে পাইব। কারণ, পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"একমাত্র শ্রীনামের আশ্রয়েই সব হবে। শ্রীনামকীর্ত্তনটি ঠিক রাখিতে হইবে। জীবনে-মরণে হরিনাম ছাড়িতে হইবে না, যে কোন অবস্থাই আসুক্ না কেন। ঝড়ঝাপ্টা অনেক আসবে, তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া ধৈর্য্যের সাথে শ্রীনামকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইবে।" শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই বাণীই আমাদের কৃষ্ণচিন্তার পথে—ভক্তির পথে একমাত্র প্রবতারা হউক—ইহাই প্রার্থনা।

...ন তীর্থ মহারাজের হরিকথার মর্ম্ম

(বোম্বে ১৭।৮।৫০, অপরাহ্ণ)

আজ শ্রীবলদেবাবির্ভাববাসর। শ্রীবলদেব—কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা জগদ্গুরু, স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের স্বয়ংপ্রকাশ। শ্রীবলদেবের তিনটী রস,—দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য। মধুররসে তিনি শ্রীমতীর কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী-রূপে চিন্ময়বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের রাসলীলায় সম্ভোগমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধান করেন। গৌরলীলায় তিনি শ্রীগুরু-তত্ত্ব শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীরূপে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা-বিলাস কীর্ত্তন করেন এবং শিক্ষা দেন। শ্রীবলদেব মূল সঙ্কর্ষণ। তিনি সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের আকর ও স্বয়ংরূপের স্বয়ংপ্রকাশ তত্ত্ব। তাঁহার রাসলীলা আছে। সেই রাসলীলাতে তিনি তাঁহার আরাধ্যদেবতা সম্ভোক্তা স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্চরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, যথা—(১) মহা-সঙ্কর্ষণ, (২) কারণোদশায়ী, (৩) ক্ষীরোদশায়ী, (৪) গর্ভোদশায়ী ও (৫) শেষ শেষমূর্ত্তিতে তিনি দশদেহে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। শ্রীবলদেব সন্ধিনীশক্তির শক্তি-মত্তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তাঁহা সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্বিৎ এবং

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

আনন্দাংশে হ্লাদিনী। অবিচিন্ত্য কৃষ্ণশক্তির ঐ তিনটী প্রকার।

(১) চিচ্ছক্তির প্রতি সন্ধিনীর প্রভাব। সন্ধিনীর প্রভাব সত্তাবিস্তার। সুতরাং চিচ্ছক্তিপ্রকটিত চিন্ময় কৃষ্ণের চিন্ময় ধাম, চিন্ময় কৃষ্ণের চিন্ময় নাম, চিন্ময় কৃষ্ণের চিন্ময় রূপ, চিন্ময় কৃষ্ণের চিন্ময় গুণ, চিন্ময় কৃষ্ণের চিন্ময়লীলা, চিন্ময় কৃষ্ণের চিন্ময় পরিকরবৈশিষ্ট্য, কৃষ্ণের সখা, দাস, গোপ-গোপী, কুঞ্জ, যমুনা, কৃষ্ণের বংশী, চূড়া, পাদুকা, আসন, বসন, ভূষণ, বিলাসসমূহ সন্ধিনী শক্তির সত্তাবিস্তার।

(২) চিচ্ছক্তিতে সম্বিৎশক্তির প্রভাব। সম্বিৎশক্তির প্রভাব—সম্বন্ধজ্ঞান বিস্তার। চিন্ময় ধামে চিন্ময় সত্তাগণের সহিত, গোপ, গোপী, সখা, দাস প্রভৃতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে সম্বন্ধজ্ঞান, তাহা সম্বিৎশক্তির প্রভাব।

(৩) চিচ্ছক্তিতে হ্লাদিনীশক্তির প্রভাব। হ্লাদিনীশক্তির প্রভাব আনন্দ বিস্তার বা প্রেমবিস্তার। চিন্ময় ধামে চিন্ময় সত্তাগণের সহিত বিভিন্ন রসের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধজ্ঞানের মূলে যে চিন্ময় ক্রিয়া এবং তৎফলে বিষয়ানন্দের প্রীতিতে (শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণে) আশ্রয়বিগ্রহগণের (দাস, সখা, বাৎসল্য, ও মধুররসের রসিকগণের) যে প্রেমানন্দ, তাহা হ্লাদিনীশক্তিরই প্রভাব।

(৪) তটস্থ জীবশক্তিতে সন্ধিনীর প্রভাব—জীবের চিন্ময় সত্তা।

(৫) তটস্থশক্তিতে সম্বিদের বিস্তার—জীবের ব্রহ্মজ্ঞান।

(৬) তটস্থশক্তিতে হ্লাদিনীবিস্তার—জীবের ব্রহ্মানন্দ।

কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম॥
কৃষ্ণনাম আস্বাদনে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটি ব্রহ্মানন্দ নহে তার একবিন্দু॥

কিন্তু—

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥
(চৈঃ চঃ)

যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্ব-
য্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্য-
ধোহনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকানুসারে তটস্থ-শক্তি-সম্ভূত জীব নিত্যারাধ্য কৃষ্ণপাদপদ্মের অনাদর করার ফলে অধঃপতিত হন অর্থাৎ মায়াদেবীর সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের বিরোধ আচরণ করে।

আনুগত্য

—:•:(•):•:—

ভক্তিরাজ্যে আনুগত্যই মূল। গুরুদেবের একান্ত অনুগত সাধু বা বৈষ্ণবের নিষ্কপট আনুগত্য ব্যতীত ভক্তিরাজ্যে একপদও অগ্রসর হওয়া যাইবে না। একমাত্র অনুগতজনই শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় কৃষ্ণকৃপা লাভ করেন।

আনুগত্য অর্থ অনুগমন—অনুসরণ। 'অনু' অর্থে পশ্চাৎ। সাধু বা বৈষ্ণব সর্বক্ষণ কৃষ্ণের দিকে—ব্রজের দিকে তীব্রবেগে ছুটিতেছেন। তিনি সর্বক্ষণ চলার উপরই আছেন। কৃষ্ণের দিকে চলা অর্থাৎ অনুক্ষণ কৃষ্ণকীর্তন করা। কৃষ্ণের দিকে গমনের অপর নাম কীর্তন। এই অনুক্ষণ কৃষ্ণের দিকে গতিশীল কীর্তনকারী সাধুর অনুগতি বা অনুসরণ অর্থ তাঁহার পশ্চাতে সর্বক্ষণ ভগবৎকৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হওয়া—সর্বক্ষণ তাঁহার বাণীর অনুকীর্তন করা। গুরু হন সর্বক্ষণ কৃষ্ণের অপ্রাকৃত সৌন্দর্যে আকৃষ্ট। কৃষ্ণও সর্বক্ষণ গুরুদেবের সেবা-সৌন্দর্যে আকৃষ্ট। বৈষ্ণব নিজের সেবা-মাধুর্যে ভগবৎকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিতেছেন,

(৭) অচিৎ মায়াশক্তিতে সন্ধিনীর প্রভাব—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও দেহ-মন প্রভৃতি জড়বস্তু সব।

(৮) অচিৎ মায়াশক্তিতে সম্বিতের প্রভাব—জড়ীয়জ্ঞান।

(৯) অচিৎ মায়াশক্তিতে হ্লাদিনীর ক্রিয়া—জড়ানন্দ।

অতএব প্রত্যেক ভজনশীলের কর্তব্য—প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া অবিচিন্ত্য কৃষ্ণশক্তি সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীর প্রভাবত্রয় কিরূপে সত্তায় কতদূর ক্রিয়া বিস্তার করিতেছে, সে বিষয়ে চিন্তা করা এবং চিন্তান্তে শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনমুখে শ্রীনামপ্রভু ও অভিন্ন শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা করা। এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত ভজন করিতে করিতে জড়ীয়জ্ঞান নিশ্চয়ই দূর হইবে—ইহা ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের উপদেশ। ব্রজলীলায় শ্রীবলদেব প্রভুই শ্রীগৌরলীলায় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। তিনি জগদ্গুরুরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী শ্রীনামপ্রভুকে জগতের দ্বারে দ্বারে প্রত্যেক জীবকে দিতেছেন। সুতরাং শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণববৃন্দ সকলেই জয়যুক্ত হউন। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—এই সূত্র অনুসারে শ্রীগুরুদেবের কৃপাবল লাভ না হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না।

নচেৎ তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন। আবার তিনি শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট সেবককে কৃপাপূর্বক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আকর্ষণ করিতেছেন। হরি, গুরু, বৈষ্ণব ও তদীয় সেবক ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে এই যে প্রবল আকর্ষণ, সেই আকর্ষণের মধ্যে একবার পড়িতে পারিলে আর চিন্তা নাই। এই আকর্ষণে পড়িবার একমাত্র উপায়—তাঁহাদের কৃপার জন্য আকুল ক্রন্দন। ক্রন্দন ছাড়া অন্য পথ নাই। আকর্ষণে পড়িলেই অগ্রসর হইতে পারা যাইবে—অনুগত হওয়া যাইবে।

সাধুর অনুগত হওয়া অর্থে নিজেকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের নখাগ্রস্থ ধূলিকণারূপে জানা—সাধুর মত হওয়া—নিজে সাধু হওয়া। নিজে সাধু না হইলে সাধুর আনুগত্য বা সেবা করা অসম্ভব। অসাধু কি কখনও সাধুর সেবা করিতে পারে? সাধুর অহৈতুকী কৃপায় নিজে সাধু না হওয়া পর্যন্ত কখনও সাধুসঙ্গ বা সাধুসেবা হয় না।

যুগলকিশোর সর্বক্ষণ সুদৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত সেবকই আকৃষ্ট হন। সেই আকর্ষণের মধ্যে অজানা বলিয়া কোন কথা নাই। অনুগত সেবক দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন যে, তিনি যাঁহার আনুগত্য করিতেছেন, তাঁহার কৃপাশীর্বাদে তিনি নিশ্চয়ই কৃষ্ণকৃপা লাভ করিবেন। তিনি নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে সর্বক্ষণ তাঁহার একটা চিন্তা আছে। তাহা—গুরুবৈষ্ণবের সুখবিধান করিতে পারিতেছি না, কি করিয়া তাঁহাদের সুখবিধান করিতে পারিব। এই চিন্তার মধ্যে নিরুৎসাহিতা, অবসন্নতা বা ক্লান্তি বোধ নাই।

আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে, আমরা গুরুবৈষ্ণবের বিদ্বেষী নহি, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণ করি, তাঁহারা যখন যাহা বলেন, তাহা আমরা সাধ্যমত পালন করি। আমরা স্বতন্ত্রভাবে কিছু করি না—ইহাই কি আনুগত্য নহে? কিন্তু মহাজন বলেন যে, সাধুর শ্রীমুখবিগলিত উপদেশানুসারে নিজ জীবনকে পরিচালিত করিবার সম্যক্ চেষ্টা উদিত না হওয়া পর্যন্ত ঐরূপ আনুগত্যের ভক্তিহীনতা স্বতন্ত্রতা না হইলেও প্রকৃষ্ট আনুগত্য নহে। সাধুগুরুর পাদপদ্ম যোলআনা আশ্রয় না করা পর্যন্ত জীব এই অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকিতে পারিবে না। সেবক আনুগত্যের ঐরূপ ভক্তিহীনতার পোষণ করেন না। তিনি আনুগত্য করিবার জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত। তিনি সর্বক্ষণ

সৎসঙ্গে থাকিয়া something positive লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত।

সাধুর আদেশ বাহ্যিকভাবে পালন করিয়া তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণের অভিনয় ত' আনুগত্য নহে। নিজেকে তাঁহার সম্পূর্ণ একান্ত ভৃত্য জানিয়া তাঁহার নির্দেশ অনুসারে আচরণ করাই আনুগত্য। আচরণই শ্রবণ। কোন ব্যক্তিকে কোন দ্রব্য আনিতে বলিলে সে যদি তাহা শুধু শুনিয়াই যায়, যাহা করিতে বলা হইল, তাহা না করে, তাহাকে যেরূপ শ্রবণ বলা যাইবে না, সেইরূপ সাধুর উপদেশানুসারে আচরণ করিবার নিষ্কপট চেষ্টা না করিয়া আমি যদি শুধু শ্রবণ করিবার অভিনয় করিলেও তাহাকে কখনও শ্রবণ বলা যাইবে না। ঐরূপ শ্রবণের অভিনয়ে কোন মঙ্গল হইবে না—সাধুর আনুগত্য করিতে পারা যাইবে না—সাধুসঙ্গ হইবে না। এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—

কোটি জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥

কিন্তু যদি সেবোন্মুখ হইয়া গুরু নির্দেশ অনুসারে আচরণ করিবার জন্য অকপটে চেষ্টাবিশিষ্ট হওয়া যায়, তাহা হইলে সেইরূপ শ্রবণকেই প্রকৃত শ্রবণ বলা যাইবে এবং ঐরূপ শ্রবণের দ্বারাই সাধুসঙ্গ লাভ হইবে—সাধুর কৃপা লাভ হইবে, সাধু কীর্তনমুখে নিজের ভজনপ্রণালী একমাত্র নিষ্কপট অনুগত ভৃত্যকেই জানাইয়া থাকেন। সেই ভজনপ্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য আগ্রহান্বিত ও চেষ্টাবিশিষ্ট হওয়াই সাধুসঙ্গ বা আনুগত্য।

বরাহনগরে প্রচার

বরাহনগর ভিক্টোরিয়া হাইস্কুলের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, কাব্যতীর্থ মহাশয় কর্তৃক আহূত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মিশনের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় মঠসেবক সহ গত ১৫।১।৪০ ও ১৬।১।৪০ দিবসদ্বয় তাঁহার ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ছায়াচিত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা প্রদর্শন-মুখে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোক ও ভদ্রমহিলা যোগদান করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ (মূল মঠ)
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅধোক্ষজ ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৩
সেবক— [illegible] অধিকারী

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরদাস ব্রহ্মচারী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীপ্রমথ অধিকারী

(১০) গৌড়-পূর্ণানন্দ-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ অধিকারী

(১১) মামগাছি গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ মামগাছি (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ মামগাছি (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধরদাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গোকুলপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা - (শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) কুলিয়া
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীবসুধানন্দ সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১৯) প্রপন্নাশ্রম
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁপাহাটি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্রবন্দন ব্রহ্মচারী

(২০) সরস্বতী পরিক্রমা পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক - শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী

(২১) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চটক পর্ব্বত
সেবক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ অধিকারী

(২৩) মাধব গৌড়ীয়মঠ
বালিয়াটি পোঃ খালাস, ঢাকা
সেবক—শ্রীনন্দনন্দন অধিকারী

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীনবীনদাস ব্রহ্মচারী

(২৫) মদনমোহন গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা)
সেবক—শ্রীচৈতন্যচরণদাস অধিকারী

(২৬) কমলাসন-গৌড়ীয়মঠ
পুরন্দরবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীভগবান অধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীমহাপ্রভুপ্রিয়চৈতন্য দাস

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩এ রামাঙ্গ রোড, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীমহাপুরুষ অধিকারী

(৩০) নারায়ণ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিহর, জেঃ নারায়ণপুর, সি. পি
সেবক—শ্রীপরমেশ্বর ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মহাপুর পাটনা
সেবক—শ্রীশুদ্ধাদ্বৈতকৃষ্ণ অধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
গয়া রোড গয়া
সেবক—শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ এস হালিসহর, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক - শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী

(৩৫) সনাতন মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ পি
শ্রীমনমোহন ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীবনগোপাল ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ
বৃন্দাবন, শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা
সেবক—শ্রীনন্দনন্দন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
কিশোরপুর, পাঞ্জাব
সেবক—শ্রীমঙ্গলময় অধিকারী

(৩৯) প্রেমানন্দ-সুখকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রীকেশব ব্রহ্মচারী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ - শ্রীবৃন্দাবন
সেবক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রীমহাচৈতন্য ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪৩) মদন বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা
সেবক—শ্রীবনবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা
সেবক—ঐ

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোকুলবিহারী মঠ—কোশী,
পোঃ কোকোলা, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীবিনয়রাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, আম্বালা, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীরাধাশ্যাম অধিকারী

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং ওয়ারান রোড, নয়া দিল্লী
সেবক—শ্রীপ্রসূদন পাণ্ডা

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, গামদেবী
হিল কিং রোডে
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীবেঙ্কটরমণ ব্রহ্মচারী

(৫১) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৫৪) ভক্তিকুটী - স্বর্গদ্বার পুরী
সেবক—শ্রীভূধরানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৫) দীপকুটী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক - শ্রীকেশব ব্রহ্মচারী

(৫৭) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীশৈলেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ
পোঃ বড়পত্না, পঞ্জাব
সেবক—শ্রীত্রিভুবনচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী

(৬১) অমরাবতী গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমরাবতী, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ [illegible] (বাঁকুড়া)
সেবক—শ্রীঅর্জ্জুন ব্রহ্মচারী

(৬৩) চেতনগৌড়ীয়মঠ
কুসুমকুঞ্জ, পোঃ চিরকুণ্ডা [illegible]
সেবক শ্রীঅবতারণ ব্রহ্মচারী

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন
সেবক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ১
৫১, হাউসবোট
প্লাগটন, লণ্ডন, ডব্লিউ ৫
সেবক—সুধারীবিনোদবাণী দাসী

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীদিব্যেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ আফিস
সুখসাগর, [illegible] ইউ-পি
সেবক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) শ্রীবিদ্যাশ্রম গোস্বামীমঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৯) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible]পুর (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রী অনিরুদ্ধগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৭০) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৭১) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

(৭২) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবকৃষ্ণদাস অধিকারী

(৭৩) প্রদর্শনী
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭৪) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৫) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রীপরমেশ্বর ব্রহ্মচারী

(৭৬) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরামসুন্দর ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদক
শ্রীসর্বকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রকাশ-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রত্যেক প্রতি লাইনে	৷০		৷৵০	৷০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রত্যেক প্রতি ইঞ্চি	৩	২৷০
"	সিকি কলম ১৫৲	১২৲
"	অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
"	এক কলম ৩৫৲	৩০

চাঁদার হার

মফঃস্বলে (ডাকমাশুলসহ)

বাৎসরিক	৫.
ষাণ্মাসিক	২৸০
মাসিক	১৲

প্রতি সংখ্যা এক ৴। বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালীই ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই সন্দেহমুক্ত ও পরম উপকৃত হইবেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। প্রচ্ছদ পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ভরাতী, নারিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু রেখাচিত্রসহ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোহর। ইহাতে ১১০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ভরাতী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক স্তবের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-স্থাপিত-

-শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খাওয়া ও বেতনবাদে প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতি বৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১২ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউসন, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত্র, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব বৌদ্ধিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৫৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত ব্রজবিলাসের অধিকারী, শ্রীযোগপীঠ, মায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিভাষীপ্রসিদ্ধ মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব অভিনব সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে শ্লোক অন্বয়ে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রী বলদেবকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীব্রজবিলাসের অধিকারী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

—:●:—

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

[illegible] ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" [illegible] সংক্ষিপ্ত জীবনী [illegible] ঠাকুরের [illegible] মূল্য [illegible] আনা ; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—[illegible]
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী [illegible] (Foreword), [illegible] (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও [illegible] (Index Glossary) সহ [illegible] প্রকাশিত। [illegible] প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible] ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

([illegible] টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-৫১	৬-১৯	৭ ১০	১৩-১৬	১৬-৪৩	১৭ ৫৩	২২-৫১
দমদম "	৬-৫৮	৬-২৫	৭ ৩০	১৩-৩৭		১৮-১২	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৮	৮ ০৭	৯-১৬	১৫-৩	১৮-৩৪	১৯-১২	০-২৫
(বগুলা) ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৩৯	১৫-১৯	১৮ ৪২	১৯-৪৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩৯	৮-৩৮	১০ ৮	১৫-৫১	১৯-১৭	২০-২২	১-১২

(বগুলা) ছাঃ	৭-১২	১০-৩১	১৫-০	১৭-২২	২০ ১০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১	১১-১০	১৫-৫০	১৮-১১	২১-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-২
দমদম "	১০-২০
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-১৮
(বগুলা) ছাঃ	১৩ ৩৩ ([illegible])
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪
ছাঃ	১৫-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৪০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৮	৯-১০	১৪-১৬	১৬-০	১৮ ৫১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৯ ৪৮	১৪-৫৫	১৬-৩৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-৯	৮-৫০	১১-৪২	১৬-৫৬	১৯-২	২০-৫৭	৩-৩৬
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯-২৩	১২-২৬	১৭-৩১	২০-১০	২১-২৯	৪-১৫
(রাণা) ছাঃ	৭-৫২	৯-২৮	১২-৩৬	১৭-৪৩	২০-১৮	২১-৩৪	৪-২৩
দমদম "		১১-৩		১৯-০		২৩-১	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-৫০	১৩-২১	১৯-২৩	২১-৫৫	২৩-২৬	৬-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ	১৩-১৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৩-৫৫
ছাঃ	১৫-১৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৫-৫১
(বগুলা) ছাঃ	১৬-৫৯
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-৩৪
(রাণা) ছাঃ	১৭-৪৩
কলিকাতা পৌঃ	১৯-২৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে [illegible] দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] পারমার্থিক বাঙ্গলা-সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া [illegible] "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। [illegible] কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] ছোট বোতল ৮৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ [illegible] আনা। [illegible]

—৬১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible] ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড · শ্রীমায়াপুর ৮ই আশ্বিন ১৩৪৭, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ মঙ্গলবার ১৭০ তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—:•:(•):•:—

শত্রুবন্দরে বৃটিশ-বিমানের হানা

বিমানসচিবের একখানি ইস্তাহারে চ্যানেলের তীরবর্তী শত্রুবন্দরসমূহের উপর রাজকীয় বিমান বাহিনীর তীব্র আক্রমণের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। বহুসংখ্যক বিমান বিভিন্ন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শত্রুপক্ষের প্রতিরোধ সত্ত্বেও তাহাদের অধিকৃত বন্দর, ডক ও বাণিজ্য-জাহাজসমূহের উপর প্রায় পাঁচ ঘণ্টাকাল ধরিয়া তীব্র বিস্ফোরক ও অগ্নি উৎপাদক বোমা-বর্ষণ করিয়াছে। একখানি বৃটিশ-বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও আক্রমণ চালাইয়া পুনরায় ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। বৈমানিকদের মধ্যে কেহ হতাহত হয় নাই। বৃটিশ-বিমানের আক্রমণের ফলে বন্দরস্থিত বহুসংখ্যক জাহাজে এবং একটি পাওয়ার ষ্টেসনে আগুন ধরিয়া যায়। ক্যালে, বেলজিয়াম এবং হল্যাণ্ডের বন্দরসমূহেও বৃটিশ-বিমানবহর আক্রমণ চালাইয়াছে। অষ্টেণ্ডের উপর আক্রমণ চালাইবার সময় একখানি বিমান বিস্ফোরণের ফলে উল্টাইয়া যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার ঘাঁটিসমূহ

যুক্তরাষ্ট্রের হাতে অর্পণের প্রস্তাব

"নিউ ইয়র্ক টাইমস" পত্রিকায় ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের ইংরাজী ভাষাভাষী দেশসমূহের মধ্যে দেশরক্ষা সম্পর্ক স্থাপন, নিশ্চয় করিবার পারস্পরিক রক্ষা ব্যবস্থার জন্য নৌ ও বিমানঘাঁটিসমূহ ব্যবহার সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্ট ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে। কূটনৈতিক মহল হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, মিঃ কর্ডেল হাল লর্ড লোথিয়ান এবং ওয়াশিংটনে অবস্থিত অষ্ট্রেলিয়ার মন্ত্রী মিঃ কেসি'র সহিত এই আলোচনা চলিতেছে। আলোচনা এখনও প্রাথমিক অবস্থায় রহিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। কোন পক্ষই সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা গ্রহণের জন্য অনুরোধ বা মতামত প্রকাশ করা হয় নাই। সংবাদদাতা আরও জানাইয়াছেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডের বন্দরসমূহ পারস্পরিক উপকারার্থে ব্যবহার করিবার সম্ভাবনা আছে কি না তৎসম্পর্কেও বিবেচনা করা হইতেছে। ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক মহল বলিয়াছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাগরবিভাগের জন্য ঘাঁটিগুলি নিজেদের ভার অর্পণের ব্যবস্থা করা যায় কিনা তাহার সম্বন্ধেই আলোচনা হইতেছে। অক্টোবরের পূর্ব্বে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে বলিয়া মনে হয় না। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বন্দরসমূহের সম্বন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের যে অভিজ্ঞতা আছে, উভয় দেশের মধ্যে তৎসম্পর্কিত বিবরণ আদান-প্রদান হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে।

প্রশান্ত-মহাসাগরের ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াশিংটনে যে লর্ড লোথিয়ান, মিঃ কর্ডেল হাল ও মিঃ কেসির মধ্যে আলোচনা চলিতেছে, তাহা সত্বরে সমর্থিত হইয়াছে।

সিন্ধুতে আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র

সিন্ধুতে একটি আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে সিন্ধু-গভর্ণমেণ্ট বিশেষজ্ঞ দল লইয়া দুইটি সাব-কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। এই দুইটি সাব-কমিটি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তত্রস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য্য দর্শন করিয়া সেই সম্পর্কে সিন্ধু সরকারের নিকট রিপোর্ট প্রদান করিবেন।

জানা গিয়াছে যে, সিন্ধু গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত শিক্ষা-সাহিত্য-ভাষা-পরামর্শদাতা বোর্ড স্কুলসমূহে মহম্মদ ইকবালের 'হিন্দুস্থান হামারা' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। আগামী ছয় মাসের মধ্যে একটি যৌগিক সিন্ধি অভিধান প্রণয়ন করিবার জন্য পাঁচজন বিশেষজ্ঞ লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই প্রদেশের সামাজিক ও কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সংগ্রহ করিবার জন্যও একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। পরামর্শদাতা বোর্ড সিন্ধুতে একটি গ্রন্থাগার খুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থাগারে প্রাচ্য দেশীয় গ্রন্থাবলী থাকিবে।

প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ স্যার ডেনিসন্ রস্

খ্যাতনামা প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ স্যার ডেনিসন রসের মৃত্যু হইয়াছে।

ইংরাজ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ স্যার এডওয়ার্ড ডেনিসন রস্ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৯৬-১৯০১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন ইউনিভার্সিটী কলেজে পারস্য ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। [illegible] খৃষ্টাব্দে [illegible] লণ্ডন স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল ষ্টাডিজের [illegible] অধ্যাপক হন। ইসলাম, তুর্কি [illegible], প্রাচ্যকলা ও সাহিত্য প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

ভূমধ্যসাগরাঞ্চলে নৌ-বহরের সমর

একখানি বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ারে অবস্থানকারী 'রয়টার'এর বিশেষ সংবাদদাতা ইটালীয়ান সাগর ও পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরে ইতালীয় কাহারও কয়েকখানি বৃটিশ ক্রুজার ও ডেষ্ট্রয়ারের সমরের বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন। শত্রুপক্ষের মাইন এবং টর্পেডো-বাহী ডুবোজাহাজের সহিত নির্ভীক চিত্তে বাণিজ্য জাহাজসমূহের অনুসন্ধান করিবার জন্য বৃটিশ জাহাজসমূহ [illegible] নিকট সতর্ক প্রহরা দিতেছিল।

ইতালীয় বাহিনীর উপর আক্রমণ

কায়রো হইতে প্রাপ্ত ২২শে সেপ্টেম্বর সংবাদে প্রকাশ যে, অগ্রগামী বৃটিশ টহলদার বাহিনী সিদি বারাণী ও লিবিয়া সীমান্তের মধ্যে সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী ৩০ মাইল ব্যাপী রাস্তার নিকট ইতালীয় সৈন্যবাহিনীর বিশেষ ক্ষতি সাধন করিয়াছে। বর্ত্তমানে কেবলমাত্র ইতালীয় বাহিনীকে বাধাদান করা হইতেছে। বৃটিশ-পক্ষের সামান্য ক্ষতি বিনিময়ে ইতালীয় বাহিনীর বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রণেতা শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, বৎসরান্তে ১০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত তিরুনাম একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিশদ তথ্য-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবসম্পাদক অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিষ্কিঞ্চন পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের আলেখ্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামীপাদ-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত্র-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

১। 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲

৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬

৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১৷০

৯। কৈবল্যধর্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০

১৮। ভজন-আশ্রয় ৷০

১৯। ভক্তিবিবেক ৷০

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৵০

২২ ভজন-রহস্য ৷০

২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপভক্তমাল (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲

২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷০

২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ৷০

২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

৩০। [illegible] ৵০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০

৩৫। গীতমালা ⁄১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০

৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ৷০

৪০। শরণাগতি ⁄০

৪১। গীতাবলী ⁄০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনক্রম ⁄০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্চনশতক

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০

৪৯। অর্চনকুসুম ৫১

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ৷০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ০

৫৬ ভারতবর্ষ ও হরিভক্তি ৵০

৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০

৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৵০

৫৯। শিক্ষাষ্টক ৵০

৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০

৬২ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ৷০

৬৩। নবীন-শিক্ষাদশকম্ ৷০

৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০

৬৫। মাধ্বমত শিক্ষাষ্টকম্ ৵০

৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ⁄০

৬৭। পরমার্থসন্দর্ভ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০

৬৯। ৫ রিট্রিট অব দি ... ৷০

৭০। নামভজন ⁄০

৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০

৭২। বিজেটিক ... ৷৵০

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০

৭৪। বৈষ্ণবীজম ১০

৭৫। লোটাস গৌড়ীয়মঠ ইন ... ⁄০

৭৬। দি ভাগবত ১০

৭৭। থিওরেটিক্যাল ... অ্যাণ্ড ... ৷০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০

৮১। সাধন-পথ ৷০

৮২। প্রমাণ-অষ্টক ৵০

৮৩। গীতাবলী ⁄০

৮৪। শরণাগতি ⁄০

আসামিজ ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৯

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ বর্ষ | ৮ পদ্মনাভ ৪৫৪ গৌরাব্দ ৮ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৪শে সেপ্টেম্বর খৃঃ ১৯৪০, মঙ্গলবার | ১৭১ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ পদ্মনাভ বুধ, প্রত্যহ গৌরাব্দ ৪৫৪

চেতনের গতি অপ্রতিহতা

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, ভক্তিপথে সাধকের নিকট ভোগের চেয়ে বাধাই বেশী। যাহাদের চিত্ত ভোগপ্রবণ বা যাহারা এই ভোগবার্তার প্রচারক তাহাদের বিশেষ কোন বালাই নাই। যত অসুবিধা, যত বিপদ, যত আপত্তি ভগবানের সেবার কথাতে—যাঁহাদের জীবনসর্বস্ব ভক্তিপথে, নিখুঁত সত্য কথা বলিতে ও শুনাইতে। সাধকমাত্রেই ইহা অববিশেষ অবগত আছেন। ভক্তিপথ যে কোটিকণ্টকাকীর্ণ, এ কথা শাস্ত্রও আমাদিগকে জানাইয়াছেন। ভক্তি পিপিলিকী শ্রেয়ের ন্যায় আপাতমনোরম না হইলেও চরমে পরমানন্দপ্রদ। এই শ্রেয়ঃপথের যে সুখ-দুঃখাদি, তাহা অবিদ্যানাশক বলিয়া সাধকগণ ঐ সমস্ত সুখদুঃখকে পরমসুখ বলিয়া বরণ করেন। প্রতিকূল বিষয়গুলি অনুকূল বিষয়েরই প্রাণবন্ধ, ইহাই সিদ্ধান্ত। সুতরাং যখনই বিপদ্-আপদাদি আসিয়া আমাদের ভজনে অসুবিধা ঘটাইবে, তখনই জানিতে হইবে—সে বিপদ্, সে অসুবিধা আমাদের প্রভুভক্তির, প্রভুসেবাবৃত্তির পরিমাণ পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে এবং আমাদিগকে উত্তরোত্তর সেবাপথে অগ্রসর করাইবার জন্য সাহায্য করিতেছে। ইহাই সেবকের বিচার। যখনই বাধা উপস্থিত হয়, নিজের উপর বহুবিধ আক্রমণ আসে, তখনই নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস, ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের সহিষ্ণুতার আদর্শ দৃঢ়রূপে ধরিতে হইবে। তুচ্ছ জিনিষের জন্য বাধাবিপত্তিতে বিহ্বল না হইয়া মোহগ্রস্ত মানব যদি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারে, তাহা হইলে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমরা কি নিত্যসত্যের জন্য, নিত্যজীবনের জন্য প্রবল চেষ্টা করিতে পারিব না? এই জড়জগতের কোনপ্রকার বাধাই ত' চেতনের গতিকে স্তব্ধ করিতে পারে না। কারণ, বিভুচেতন যেখানে অণুচেতনকে আকর্ষণ করিতেছে সেখানে জড়ের আকর্ষণ বা বাধাবিপত্তি কার্য্যকরী হয় না। বাধা শ্রীরাধানিত্যজন শ্রীগুরুদেবের অনুগত জনের কি করিবে? তাঁহাদের বাধা ত' বাধাহরণ বুদ্ধির উপায়স্বরূপ। জগতের তুচ্ছ বাধা, বিপত্তি সমস্ত আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণের ইচ্ছায় আসে, আবার তাঁহার ইচ্ছায় চলিয়া যায়। কোন দৃঢ়সঙ্কল্প নিকট সমাগত বাধা কি অধিকতর দৃঢ়তাবর্দ্ধক, না ক্লেশদায়ক? শরণাগত ব্যক্তিগণ কৃপাপ্রার্থী। "বিদধ যদি দুঃখং" ও "তত্তেঽনুকম্পাং"-শ্লোকই তাঁহাদের কণ্ঠহার। তাঁহারা মঙ্গলময়ের প্রত্যেক বিধানকেই কৃপা বলিয়া গ্রহণ করেন। সেবা-অভিলাষ ব্যতীত অন্য অভিলাষ না থাকায় তাঁহারা শান্ত। তাঁহারা বাধাকে গৌণকৃপা বলিয়া মুখ্যকৃপালাভের আশায় আশান্বিত হইয়া একদৃষ্টে প্রতীক্ষা করেন। কারণ, তাঁহারা জানেন, গৌণকৃপাই মুখ্যকৃপালাভের সহায়ক। সেইজন্য তাঁহারা প্রগতির পথে কোন প্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও তাহাতে অস্থির বা চঞ্চল হন না। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"ভগবানের পরীক্ষার স্থল এই পৃথিবী অর্থাৎ সংসার। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে হরিজনগণের কীর্ত্তন-শ্রবণ করিতে হয়।" অনবরোর্থনা যাহার নাই, বাধা বিপত্তিতেও যিনি গুরুসেবায় নির্ভীক ও অচল অটল থাকিয়া নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তনে রত তাঁহার সঙ্গ করিলে এই বাধার জগৎ অতিক্রম করিয়া বাধার জগতে যাওয়া যায়।

আমরা অনেক সময় একটু বাধা পাইলেই সেই বাধা বা অনর্থদূরীকরণের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি, কিন্তু অর্থপ্রবৃত্তির দিকে লক্ষ্য করি না। ইহাই আমাদের প্রধান ব্যাধি। অর্থপ্রবৃত্তিই অনর্থদূরীকরণের উপায়। সেইজন্য সর্বাগ্রে আমাদের অর্থপ্রবৃত্তির দিকে লোভ হউক। নতুবা কিছুতেই বাধা বা অনর্থ দূরীভূত হইবে না। আমাদিগকে যে অবস্থায় রাখিয়া কৃষ্ণের সুখ হয়, তাহাই আমাদের সাধ্যে এবং। কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য জীবের ব্যস্ত হইবার কি কারণ আছে? সে অনুগত অনুগতই থাকিবে, অধীন অধীনই থাকিবে এবং মুখ্য-কৃপালাভের জন্য উত্তরোত্তর [illegible] হইবে।

সেবককে বাধাই বাধার সন্ধান দেয়—'আলো'র সন্ধান দেয়। সেইজন্য ভাবিবার কোন কারণ নাই। বাধাই চলার লক্ষণ। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—"অনর্থযুক্ত সাধকের সাধনপথে কিছু বিঘ্ন থাকে। কিন্তু তিনি যা'র সরল হন, অকুটিল হন, তাহা হইলে তিনি [illegible] পরিমাণ অনুসারে ফল পাইয়া থাকেন। যাহারা দোষ করে না, তাহারা কোন কার্য্য করে না। যে স্থলে পরীক্ষা, Promotion প্রশ্ন নাই, সে স্থলে পড়াশুনার কার্য্য [illegible] 'অকপটে থাকার কথা যায়? সুতরাং কোন দোষ দেখিয়া হতাশ হইবার কিছু নাই।" [illegible] আমরা [illegible] পূর্ণ কৃপা না পাই, [illegible] [illegible] চেষ্টা করিব। [illegible] আমরা বহু কষ্ট পাইয়াছি। সাধনকালে বাধা [illegible] বা অনর্থ থাকিলেও ত' আর আশঙ্কা কোথাও নাই—যাইবার রাস্তা নাই, একমাত্র আশ্রয় কোটীচন্দ্রসুশীতল নিত্যানন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ছাড়া। কারণ, আমরা জানি, তিনি [illegible] তাঁহার পথ এক, একই আছে। ইহাই আমাদের [illegible] না। আমরা দুঃখ, কষ্ট, [illegible] নাই। [illegible] কৃপা [illegible] আমাদের সাধন [illegible] আর [illegible] না।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের

হরিকথা

[শ্রীচৈতন্যমঠ, ১৪-৩-৩০

[illegible] পত্রিকা।

[illegible] কৃপায় [illegible] যেখানে [illegible] কৃপায় নাই।

[illegible] অপ্রাকৃত [illegible] [illegible] অনর্থ, [illegible] হ'লে পর নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি [illegible] ভাব। [illegible] প্রেমের [illegible]।

সাধনভক্তি [illegible] ও ভাব, ভাবভক্তি—স্বরূপসিদ্ধা ও বৈধভক্তি, আর প্রেম-সাধনভক্তি ও কৃপাশক্তি। প্রেম কৃষ্ণকে নাচায় এবং নিজেও নাচে। প্রেমিক ভক্ত যাঁ'র, তিনি গুরু। তাঁকে ভক্ত দেখ্‌তে হ'বে না। যেখানে শ্রীনবদ্বীপ সম্বন্ধজ্ঞানের কিছু [illegible] সম্বন্ধজ্ঞানরহিত নামাভাস বা ছায়া অবস্থায় নামাভাস। কনিষ্ঠাধিকারে কখনও কখনও নামাভাস হ'তে পারে।

কান্না দুই রকম। অন্তরের দিক্‌ থেকে একরকম কান্না, আর বাইরের দিক্‌ থেকে একরকম। "[illegible] বন্দে" লোকেরা অন্তরের দিক্‌ থেকে কাঁদছেন। তাঁরা যখন একবার উচ্চনাম করেন, তিনি অন্তরের দিক্‌ থেকে কাঁদছে। সাধুর নামকীর্ত্তনকারী কান্না, নিরন্তর নামকীর্ত্তনকারী হ'লে তখন আর প্রভুর মহত্ত্ব যাঁ'কে দর্শন করলে মুখে কৃষ্ণনাম আসে, তিনি উত্তম। মধ্যম গুরু পর্য্যন্ত নামাপরাধ হ'তে পারে। উত্তম [illegible] আর অপরাধ হয় না।

বৈষ্ণবঠাকুর কৃষ্ণকে দিতে পারেন। তিনি কৃপা ক'রে আকাঙ্ক্ষার করেন যিনি সাধুর হরিনাম করেন, তাঁ'র [illegible] কামনা থাকলে অপরাধ হ'য়ে যা'বে। যাঁ'র যেরূপ আধার, তাঁ'তে সেরূপই শক্তিসঞ্চার হয়। Bulb-এর যেমন power, সেমন আলোর জোর হ'বে। মহাপ্রভু শক্তি সঞ্চার ক'রে অনেককে কৃপা ক'রেছেন। মহাপ্রভু একজনকে শক্তিসঞ্চার করলেন, তিনি আবার অন্যকে করলেন।

অপ্রাকৃত ব্রজবাসীর গৃহে অপ্রাকৃত জন্মগ্রহণ করার নাম দীক্ষা। 'দিব' ধাতুর [illegible] প্রকাশ, আলো। যখন স্বরূপের জ্ঞান প্রকাশিত হয় তখন স্বরূপে [illegible] হয়, [illegible] পূর্ণাঙ্গ হয়।

[illegible] সাধনকাল পর্য্যন্ত। সাধনার [illegible] অধু চেতন, অধু জানন্দ, [illegible] প্রত্যেক জীবাত্মার দেহ। [illegible] সাধা।

[illegible] নিষ্কাম। নিষ্কাম হ'লে বাসনা থাকে না। কৃষ্ণই [illegible] করবেন,—তিনিই পূর্ণ করবেন। নিষ্কাম হ'লে কামদেবের সেবা [illegible] নিষ্কাম [illegible] [illegible] সম্বন্ধে [illegible]। [illegible] পতনের [illegible] পর্য্যন্ত পতন। মহাদেবের চরণে অপরাধ ক'রে [illegible] পতনের আদর্শ (বা [illegible]) প্রদর্শিত হ'য়েছে। [illegible] He misunderstood Mahadev's behaviour, তাই কারণার্ণব-শায়ীর হস্তির নেবা তাঁ'কে শাপ দিলেন। দেবীর শাপে চিত্রকেতু বৃত্রাসুর হ'বার [illegible] প্রকাশ করলেন। পরমহংস নিদোষ। তাঁ'তে দোষ আছে মনে করলে অপরাধ হয়। চিত্রকেতু সঙ্কর্ষণের উপাসক [illegible] চিত্রকেতু [illegible] উভয়ের সংশ্রবে—[illegible] উপাস্যের সেবক।

কারণার্ণবশায়ীর বিরাট্‌ ব্যাপার। সে ব্যাপার নিয়ে আমাদের কি কাজ? আমার ব্যাপারী হ'য়ে জাহাজের খবরের দরকার কি? সবার লোকের সঙ্গে আমার কি দরকার? আমার দরকার—কৃষ্ণ। যিনি আমাকে কৃষ্ণ দিতে পারেন, কৃষ্ণসেবায় আমাকে প্রণোদিত করতে পারেন, তিনিই বন্ধু। যিনি আমাকে কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ ক'রে দেন [illegible] তাঁ'র সঙ্গে আমার দরকার নাই। ভগবান্‌ কি করেন, না করেন, তা' নিয়ে আমার মাথা ঘামা'বার দরকার কি?

মঠের ব্যবহারিক ও পারমার্থিক দু'টী ব্যবহার আছে। পারমার্থিক লোকের সহিত পারমার্থিক ব্যবহার, আর সাধারণ লোকের সহিত অন্য ব্যাপার।

[illegible] 'দেশ' হবন আচার হ'লে [illegible] জ্ঞান ও বৈরাগ্য হ'বে। ইহা স্বাভাবিক, ইহাতে কৃত্রিমতা নাই।

যিনি শিক্ষা দেন, তিনি শিক্ষাগুরু তিনি উত্তমাধিকারী মহাভাগবত। যিনি নিজে শিক্ষিত ন'ন, তিনি কি শিক্ষা দিতে পারেন? শিক্ষাগুরু—সেবক ভগবান্‌। তাঁ'কে ভাগবতের স্বরূপে দর্শন করতে হ'বে না। শিক্ষাগুরু বা দীক্ষাগুরুতে ভেদ দর্শন নাই। 'যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।' কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হ'লে আর জীবত্ব দর্শন করতে নাই। কৃষ্ণতত্ত্ব ও বিষ্ণুপাদ। শ্রীনবদ্বীপ-ধামবাসী সম্বন্ধ-জ্ঞানের [illegible] যেখানে, সেখানেই গুরু। শ্রী কৃষ্ণ-[illegible] নহেন। তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ। তিনি ভজননিপুণ-[illegible]। তিনি কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন—আশ্রয়-বিগ্রহ।

শ্রবণ-গুরু ও শিক্ষাগুরু অনেক। যে উত্তমাধিকারী, তিনি মধ্যমাদি [illegible] বিচার করেন কনিষ্ঠ বা কনিষ্ঠাধিকারী তা' পারে না। [illegible] সেই [illegible] [illegible] শ্রবণ গুরুর কাজ করতে পারেন নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি হ'য়েছে কি না, দেখে সেইভাবে সঙ্গ করতে হ'বে। নিষ্ঠা হ'লে সঙ্গ করতে হ'বে। যাঁর রুচি, আসক্তি ও ভাব হ'য়েছে, তাঁ'র সঙ্গ বেশী করতে হ'বে। স্থায়ী ভাব হ'লে তাঁ'র সঙ্গ সর্বাপেক্ষা বেশী।

যাঁ'র ভক্তি হয়েছে, তাঁর দয়া থাকা স্বাভাবিক। ভক্ত হ'লে দয়া হ'বে। ক'নষ্ঠের জানা দরকার কি ক'রে মধ্যম হওয়া যায়। কনিষ্ঠের উদ্ধারের নাই। যদি অকপট হ'য়ে শ্রবণ করে, তবে আকৃষ্ট হয়। যে বক্তা, সে যদি কপট হয়, তবে তাঁ'র কথায় ফল হ'বে না। শুধু পরোপদেশে পাণ্ডিত্য হ'লে কোন ফল হয় না যাঁ'র নিজেরই মঙ্গল হয় নাই, তারা পরের মঙ্গল কি ক'রে ক'রবে? আচার-রহিত প্রচার ভণ্ডামি। সে সব লোক প্রাকৃতের জন্য প্রচারের অভিনয় করতে পারে; তাঁ'তে কিছু সুবিধা হ'বে না। তাঁ'তে শ্রীধাম-নবদ্বীপবাসীর গৃহে অপ্রাকৃত জন্ম হ'বে না। যেখানে দেহমনের বিশেষ সহিত সম্পর্ক, সেখানে উহাকে জড় বলা হয়। কৃষ্ণ সুখবাহ্য যেখানে, সেখানেই চিদানন্দ। খামের মধ্যে পত্র আছে ব'লেই খামের মূল্য। Pipe-এর প্রয়োজন আছে। যে পাত্রে গঙ্গাজল আছে, সেই পাত্রটি পূজ্য। গঙ্গাজল ও পাত্র একজাতীয় না হ'লেও পাত্র গঙ্গাজল ধারণ ক'রেছে ব'লে তাহা পূজ্যবস্তু।

আত্মনিবেদন হ'লে দেহ চিদানন্দ হয়। দেহী—অপ্রাকৃতানন্দ। পাঞ্চভৌতিক দেহের উপকরণ আলাদা, তবে কৃষ্ণদাস্য যখন আত্মা হ'তে মনে ও দেহে ব্যাপ্ত হয়, তখন তা' চিদানন্দময় হয়।

মনোময় পর্য্যন্ত দীক্ষা। মনোময়ের জড় অন্তরের যে নিয়ম বা whole process তাহাই দীক্ষা। দৃঢ়নিষ্ঠ হ'য়ে সেই নিয়ম পালনপূর্ব্বক নিজ স্বরূপকে প্রকট করা'বার জন্য যত্ন করতে হ'বে। পরানুশীলন ও প্রত্যাহারই নিয়ম। পর—কৃষ্ণ। অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনই পরানুশীলন। অনুকূলগ্রহণ ও প্রাতিকূল্য-বর্জ্জন যুগপৎ চল্‌তে থাক্‌বে। এইরূপ করলেই দীক্ষা চল্‌তে থাকে। দীক্ষা হ'লে সেই পথ দিয়ে কৃষ্ণের জন্ম হ'বে। তখন ২০ প্রকার বাধা আসবে। কৃষ্ণ সে-গুলিকে বিনাশ করবেন। প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রভৃতি অনর্থগণ বলদেবের কৃপায় বা নিজের চেষ্টায় নষ্ট করতে হ'বে।

প্রত্যেক জীবাত্মারই সাধন করা দরকার। স্বরূপসিদ্ধ না হ'লে কৃষ্ণের আবির্ভাব হয় না। জীবের মধ্যে বসুদেবত্ব আছে। বসুদেবত্ব না হ'লে কৃষ্ণের আবির্ভাব কি ক'রে হ'বে? কৃষ্ণভজন বিনা জীবের জীবন বৃথা। বসুদেবত্ব প্রকট করবার জন্যই সাধনের আবশ্যক। বসুদেবত্ব হ'লে কৃষ্ণ রক্ষা করেন। তখন ব্রজবাসী বা গোপের কিঙ্কর নবদ্বীপবাসী বা গৌড়ীয়ের কিঙ্কর হ'য়ে যা'বে। তখন নন্দগ্রামে বাস, তখন গৌরলীলা বা সঙ্কীর্ত্তন-রাসে অধিকার হ'বে। এইরূপ অধিকারলাভের সাধনার নামই দীক্ষা। শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণ অনুক্ষণ করতে হ'বে। অনর্থ দূর করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। কুপথ্য-বর্জ্জনের দিকে লক্ষ্য রাখ্‌তে হ'বে। কুপথ্য ও সুপথ্য এক সঙ্গে চালা'লে অসুবিধাই হ'বে। প্রভু-প্রতিমান ক'রে দেহ ও মন যখন স্বতন্ত্র হ'য়েছে। আত্মনিবেদন হ'লে দেহ ও মন সেবোন্মুখ হ'বে। যখন কৃষ্ণের ইচ্ছার সঙ্গে জীবের ইচ্ছা মিশ্‌বে, যখন Master-এর সঙ্গে সে dovetailed হ'বে, তখন তাঁ'র দেহকে প্রাকৃত ব'লে প্রাকৃতবুদ্ধি করতে হ'বে না। দর্শনকারীর মন ও দেহের গোলযোগ-হেতু দর্শনভেদ। বস্তু ঠিকই আছে।

কনিষ্ঠাধিকারী স্মরণ যাহা করে। অনুরাগমার্গ ব্যতীত কামগায়ত্রীর উপাসনা হয় না। প্রত্যেকেরই শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনায় যোগ্যতা আছে। সাধন করতে করতে ভাবের আবির্ভাব হ'লে অনুরাগ হয়। কামগায়ত্রীর উপাসনায়ও রাধিকা পর্য্যন্ত যাওয়া যা'বে—যদি মর্য্যাদা-বুদ্ধি থাকে। রাগাত্মিক ব্রজবাসীর অনুগত হ'লে তাঁ'দের কৃপায় কৃষ্ণ পাওয়া যাবে। ইহা সু-বিরল।

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

কৃষ্ণই নারায়ণরূপে বা রামরূপে দর্শন দান করেন। রাম-গায়ত্রীর উপাসনা একবার বসুদেবেই হয়। অর্চনমার্গে বা বিধিমার্গে লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা হ'য়ে থাকে। মহাপ্রভু সকলকে কৃষ্ণসেবার অধিকার দিয়েছেন। জীবকে 'কৃষ্ণদাস' ব'লেছেন নারায়ণের নিত্যদাস বলেন নাই। তিনি আত্মকূলো কৃষ্ণানুশীলন পর্যন্ত ব'লেছেন। জীবের যোগ্যতা আছে এ পর্যন্ত। নারায়ণ ও কৃষ্ণ একই বস্তু। ব্যক্তি একজন। তবে রস-বৈচিত্র্য আছে।

... ল তীর্থ মহারাজের হরিকথার মর্ম

(বোম্বে ১৮।৮।৪০, প্রাতঃকাল)

সর্ব নিম্নস্তরে (১) কর্মী, ইহারা দুই প্রকার—সৎকর্মী ও অসৎকর্মী। সৎকর্মী—পুণ্যাত্মা, অসৎকর্মী পাপাত্মা। পুণ্যাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ—(২) জ্ঞানী। জ্ঞানিগণ দুইপ্রকার—ব্রহ্মোপাসক ও মোক্ষাকাঙ্ক্ষী। ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ—(৩) একল বাসুদেবের উপাসক। পরমতত্ত্ব সবিশেষ বস্তু, নির্বিশেষ নন। একল বাসুদেব হইতে শ্রেষ্ঠ (৪) বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক। তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ (৫) বৈকুণ্ঠে অযোধ্যায় সীতারামের উপাসক। তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (৬) রুক্মিণী দ্বারকেশোপাসনা। এখানে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয় মহত্ত্বরূপ। তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ (৭) মথুরেশ শ্রীকৃষ্ণোপাসনা। তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (৮) বৃন্দাবনে রাসলীলায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা। ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ (৯) গোবর্দ্ধনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা এবং তাহা হইতে (১০) প্রেমাম্বু চম্পাবন রাধাকুণ্ডে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দমিলিততনু। তিনি জীবের স্বরূপ নির্ণয় করিলেন—"গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।" সুতরাং অপ্রাকৃত রাধাকুণ্ডতীরে—বানরকুঞ্জে অপ্রাকৃত গুরুরূপা গোপীর কৈঙ্কর্য্যে বা শ্রীগুরুরূপা সখীর পাল্যদাসীরূপে অষ্টকাল শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তনমুখে অপ্রাকৃত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মানসিকী ভজনই শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত ভজনপ্রণালীর চরমফল। এইজন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব যুগপৎ বৃন্দাবনাভিন্ন নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের ভজন করিতেছেন।

চেতনের বৃত্তির পাঁচ প্রকার অবস্থা। যথা—(১) আচ্ছাদিতচেতন—বৃক্ষলতা, পর্বত, প্রস্তরাদি, (২) সঙ্কুচিতচেতন—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি, (৩) মুকুলিতচেতন (ক) নীতিহীন নিরীশ্বর মানব, (খ) নীতি সহিত অথচ নিরীশ্বর নৈতিক এবং (গ) কাল্পনিক সেশ্বর নৈতিক, যথা—পঞ্চোপাসক-গণ। (৪) বিকশিতচেতন- ইঁহারা বাস্তব সেশ্বর নৈতিক। ঈশ্বরের বাস্তব সত্তা আছে, এই বিশ্বাস তাঁহারা করেন এবং নীতি পরায়ণ ইঁহাদের মধ্যে আবার যাঁহারা অসদ্-গুরুর আনুগত্যে বিষ্ণুর উপাসনা করেন, তাঁহারা নামাপরাধরূপে বা সেবাপরাধরূপে মুকুলিতচেতনের মধ্যে পরিগণিত হন। কিন্তু যাঁহারা সদ্গুরুর আনুগত্যে নাম-কীর্তনমুখে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের উপাসনা করেন, তাঁহারাই সাধকভক্ত। (৫) পূর্ণ বিকচিতচেতন—ভাবভক্ত বা প্রেমভক্ত। ইঁহারা মহাভাগবত বা পরমহংস বা বৈষ্ণব। অবৈষ্ণব কখনও পরমহংস হইতে পারে না। এই পরমহংস মহা-ভাগবতই গুরুপদবাচ্য। তাঁহারা জগদ্-গুরুরূপে জগতে বিচরণ করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে কেহ চিনিতে পারে না, যদি তাঁহারা কৃপাপূর্বক শরণাগতের নিকট আত্মপ্রকাশ না করেন।

"মামেব যো প্রপন্নাং মৎকৃপা চরেদবিদিতো হরিঃ।"

(ভাঃ ১১ স্কঃ)

প্রত্যেকেরই অন্ততঃ বিকচিতচেতনে অবস্থান করা দরকার। এই বিকচিত-চেতনে অবস্থিত হইতে হইলে পূর্ণ বিকচিত-চেতন মহাভাগবত পরমহংস বৈষ্ণব ও পরমহংসকুল চূড়ামণি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরি-ধারীজীউর শ্রীনাম কীর্তনমুখে ২৪ ঘণ্টা সেবায় জীবনযাপন করিতে হইবে। চিন্তাকর্ষক শ্রীগুরুদেব সৎ-শিরোমণি। সুতরাং শ্রীগুরুর আনুগত্য যিনি করিবেন, তাঁহাকে সৎ হইতেই হইবে "যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি" এই শ্লোকানুসারে যে মুহূর্তে আমরা শ্রীগুরুপাদ-পদ্মসেবা হইতে বঞ্চিত হইব, সেই মুহূর্তেই আমরা পতিত হইয়া যাইব। সাধুগুরুকে বাদ দিয়া হরিনাম হয় না।

মঠে থাকিয়াও যাহারা বধির, তাহারা মঠবাসী নহে। "কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বাক্যে শব্দেশ্বণে ২৪ ঘণ্টা হরিকীর্তন উদ্দিষ্ট হইয়াছে। জীবিত কথা বলে, মৃত ব্যক্তি কথা বলিতে পারে না। সুতরাং মঠবাসী প্রাণবন্ত।

'প্রাণ আছে তার' সে হেতু প্রচার'
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব।"

যাহাদের অন্তরে কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অভিলাষ আছে তাহারা কীর্তন করে না। "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ" সূত্রানুসারে শ্রীরূপানুগজনের মুখে কীর্তন হয়। "নাম বিনা কিছু নাহিক আর। ... ভুবন মাঝে।" শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই বাক্যে যাহার আস্থা নাই বা উপলব্ধি নাই, সে কি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের, কি শ্রীল প্রভুপাদের, কি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের বা শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের বাণী কীর্তনের পূর্ণ প্রত্যেক মঠবাসীর বিচার থাকা উচিত যে, শ্রীগুরুবর্গের সেবকসূত্রে আমি শুদ্ধভক্তগণের অপ্রাকৃত চৈতন্যবাণী কীর্তন করিতেছি সুতরাং আমি যদি অপ্রাকৃত সম্বন্ধজ্ঞান বিশিষ্ট না হই, তাহা হইলে আমার শ্রীগুরু-বর্গের বাণী কীর্তন হইবে না, নামাপরাধ হইয়া যাইবে।

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি।
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

সম্বন্ধজ্ঞানবিহীন অপরাধময় নাম কীর্তন করা শ্রীগুরুবর্গের অভিপ্রেত নহে। "বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন।" শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব-পাপক্ষয়।
নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা-স্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে॥
অনুষঙ্গ-ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করায় কৃষ্ণে প্রেমোদয়॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভজ তাঁহার চরণে॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণব প্রধান॥'

সাধুসঙ্গে নিরন্তর হরিনাম করিতে

বাধ্যবাধকতা।

(১৯।৮।৪০, প্রাতঃকাল)

কৃমি থাকিলে তাহারা যেমন ভাল ভাল পুষ্টিকর খাদ্যগুলি খাইয়া ফেলে, শরীর পুষ্ট হইতে দেয় না, তদ্রূপ ...দের অভক্তিবাদ, অন্যাভিলাষ, মোক্ষবাঞ্ছা, 'সাধ-বাঞ্ছা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা ও কনক কামিনী-বাঞ্ছা প্রভৃতি থাকিলে আমরা সেইরূপ সাধুসঙ্গের ফললাভ করিতে পারি না।

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্বমন্ত্রসার নাম — এই শাস্ত্র মর্ম॥
কি ভোজনে, কি শয়নে কি ...
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে ...
... ময়।
নাম-ধাম-...নিয়ম ... কিছু নয়।
... ...কেরশ্রেষ্ঠ
... "নাম-
চিন্তামণি কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহঃ পূর্ণঃ শুদ্ধো
নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।"
"সেই নাম, সেই কৃষ্ণ,
... ভজ নিষ্ঠা করি' ।
নামের সহিত আছেন,

শ্রীনাম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ ... কে নিজে ... করিয়েছেন—শ্রীগৌর-সুন্দররূপে।

"নদীয়া-প্রকাশ যিনি চৈতন্য গোঁসাই
নিজ নাম করি' দান।"
"আপনি আচরি' ধর্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়॥"

সুতরাং আমাদের প্রত্যেক লোকের শ্রীরাধাবেগের অভিজ্ঞতার শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে সর্বদা "হরে কৃষ্ণ" নাম সংকীর্তন করা উচিত। এইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—"রাধাদাস্যে রহি' ছাড়' ভোগ-অহি"। এইজন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিলেন—

"খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যায় যদি প্রাণ
তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম"

এইজন্যই ... ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিলেন—

"নাম বিনা কিছু নাহিক আর,
চৌদ্দ ভুবন মাঝে।
জীবের কল্যাণ সাধন কাম,
জগতে আসি' এ মধুর নাম।"

এইজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ মহারাজ ও পার্ষদগণ মহাজনদের মধ্যেও কৃষ্ণকে ভুলেন নাই। যে ... কৃষ্ণভজন হয়, তদ্রূপ তাহাকে ... বলিয়াই ভজেন এবং সেইরূপ ... করিয়া থাকেন। তাই ... ...
... ...
...

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫১১৫
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

৩। যোগপীঠ মায়াপুর মঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমন্মথ দাসাধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(১১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহনগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহনগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীকৃষ্ণ দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭। কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজ্যোতির্ভারণ ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
চাঁচালপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধিকামোহন ব্রহ্মচারী

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ বনগাঁ, ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

(২৫) মধাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া। আসাম।
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ। আসাম।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
১নং পাগলাঝোরা, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীমহাপুরুষ দাসাধিকারী

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ. পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীর, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible] ইউ পি।
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীবনগোপাল ব্রহ্মচারী

৩৭। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীসত্যব্রত দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪৩) সংকেত বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ [illegible], মথুরা
সেবক—ঐ

(৪৫) বরষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ বরষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৭। ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ দাসাধিকারী

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] পাণ্ডা

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে।
সেবক—শ্রীবিভাবদাস ব্রহ্মচারী

(৫০) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা মান্দ্রাজ
সেবক—শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মান্দ্রাজ
—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

৫৩। পুরুষোত্তম মঠ
[illegible] পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

৫৪। [illegible] মঠ
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

৫৫ [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ কটক। উড়িষ্যা।
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

৫৯। শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] মঠ
চিরণিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible] (বঙ্গদেশ)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
৫১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, [illegible]
সেবক—কুমারীবিনোদবাণী দাসী

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ আফিস
[illegible], [illegible] ইউ-পি
সেবক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) শ্রীবিদ্যার্ণব গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৯) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) শ্রীধামপ্রচার
সেবক—শ্রী[illegible]বিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভাণ্ডারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রকাশিত-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
১ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ১ দিনের	পরবর্ত্তী দিনের
পাতে প্রতি লাইনে ।০		।৶০	।০
" " ইঞ্চি ২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৩৲		৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲		৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রথমে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪৷০
" সিকি কলম ১৩৲	১৪৲
" অর্দ্ধকলম ২৩৲	১৮৲
" এক কলম ৩৩৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ । বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনীমধ্যে সাধকগণের শিক্ষণীয় [illegible]। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালীই ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই পরমার্থিক ও পরম [illegible] হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সরস ও সরল। গ্রন্থটি পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মণ্ডল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক আখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও কাব্যের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের জন্য বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ৩০টী উপাখ্যান, [illegible] ও [illegible] চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১৷০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—মণ্ডল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত [illegible] শ্রীল [illegible] "গৌরব" [illegible] সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা মাত্র আট আনা [illegible]

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

——:০:——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খাওয়া ও বেতনসমেত প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদিক-সম্পাদিত: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যালীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। [illegible] সংস্করণে প্রকাশিত [illegible] যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে [illegible]। প্রত্যেক অধ্যায়ে [illegible] অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা [illegible] শ্লোক [illegible] সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ [illegible] শ্রী [illegible] সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দ [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

:: ● ::-

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] । [illegible] । কিন্তু [illegible] শ্রীমৎ [illegible] "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের [illegible] জীবনী [illegible] ঠাকুরের [illegible] হইয়াছে । [illegible] পৃষ্ঠা [illegible] হইয়াছে । [illegible] আনা , ডাক মাশুল স্বতন্ত্র ।

প্রাপ্তিস্থান [illegible]
শ্রী[illegible]
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট [illegible] শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রে [illegible] এবং [illegible] শ্রীচৈতন্য[illegible] প্রথম খণ্ড [illegible] অধ্যায়ে [illegible] পৃষ্ঠা [illegible] । [illegible] (Foreword) [illegible] (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও [illegible] (Index Glossary), [illegible] টাকা । [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা— নদীয়া ।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(•):———

১ । শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় ।

২ । শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে । [illegible] পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্মনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে । [illegible] নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

৩ । শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত । এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে ।

৪ । [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা [illegible] অবস্থিত । এখান হইতে [illegible] "[illegible]" নামক [illegible] প্রকাশিত হইতেছে ।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

([illegible] টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৪১	৬-১৯	৭ ১০	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২ ০১
দমদম „	৫-৫৮	৬-৩৪	৭-৩০	১৩-৩৭		১৮-১১	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৮	৮ ০৭	৯-১৬	১৫-৩	১৮-৩৭	১৯-৫২	০ ২৫
ঐ ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৩৩	১৪-১৭	১৮ ৪২	১৯-৪৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩৪	৮-৩৮	১০-৮	১৫-৫১	১৯ ১৭	২০-২২	১-১২
(ঐ) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১	১৫-০	১৭ ১১	২০ ৩০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০	১৫-৫০	১৮-১১	২১ ১০	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-২
দমদম „	১১-২০
রাণাঘাট পৌঃ	১-৪৪
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(ঐ) ছাঃ	১৩ ৩৩ (গাড়ী বদলাইবে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৯
ছাঃ	১৫-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৪০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৬	৯-১০		১৪-১৬	১৬-০	১৮ ৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৩	৯-৪৮		১৪ ৫৫	১৬-৫৮	১৯-১১	
ঐ ছাঃ	৭-২	৮-৩০	১১-৪১	১৬-৫৬	১৯-২	২০-৫৬	০-৩৬
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯-২৩	১২-২৬	১৭-৫২	২০-১০	২১-১১	১-১৫
(ঐ) ছাঃ	৭-৫৩	৯-২৮	১২-৩৬	১৭-৪০	২০-১৮	২১-৭৪	১-২৩
দমদম „		১১-৩		১৯-০		২৩ ৯	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-৩০	১২-২১	১৯-২৩	২১-৫৫	২৩ ২৬	১-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১২ ১৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫৫
ছাঃ	১৩-১৭
শান্তিপুর পৌঃ	১৫-৫১
(ঐ) ছাঃ	১৩ ৫০
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-৩৪
(ঐ) ছাঃ	১৭-৪৫
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১৬

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ [illegible] পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] । [illegible] এবং নূতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা । ছোট বোতল [illegible] আনা, বড় বোতল ১।৵০ [illegible] আনা । পাইকারী [illegible]

—[illegible] নং [illegible] রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ফোন—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড · শ্রীমায়াপুর ৯ই আশ্বিন ১৩৪৭, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ বুধবার ১৭৩তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——:০:(০):০:——

মার্কিণে ভারতীয় ছাত্রকে টাকা পাঠাইবার অসুবিধা

সরকারী একখানি ইস্তাহারে জানান হইয়াছে যে, জাতীয় প্রয়োজন ব্যতীত ভারতীয় মুদ্রা মার্কিণ ডলারে পরিবর্তন করিতে দেওয়া হইতেছে না। ঐ সংবাদ না জানায় বহু ছাত্র মার্কিণে উচ্চ শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করিতেছে। ঐরূপ ব্যবস্থা করার পূর্বে মার্কিণ দেশে তাঁহাদের নিকট টাকা পাঠাইতে দেওয়া হইবে কিনা—রিজার্ভব্যাঙ্কের নিকট তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে তাঁহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

———

শত্রুদেশে ব্যাপক আক্রমণ

রাজকীয় বিমান-বাহিনীর বাহাদুরী বৃহৎ বোমারু বিমান গত ১৮ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে পুনরায় জেব্রাগে ও অষ্টেণ্ডের উপর উপস্থিত হয়। অষ্টেণ্ডের পোতাশ্রয়ের কলকারখানা এবং জেব্রাগে জাহাজসমূহের উপর বোমাবর্ষণ করা হয়। একখানি বিমান-পোত উপকূলের অদূরে চারিটি জাহাজের উপর আক্রমণ চালায় এবং দুইটি জাহাজের উপর বোমাবর্ষণ করে। অপর একটি বৃটিশ-বিমান জেলের অদূরে ক্ষুদ্র জাহাজ বেষ্টিত বাণিজ্য-জাহাজের উপর বোমাবর্ষণ করে। এক জেলের বিমান ঘাঁটিও আক্রমণ করা হয়। জেব্রাগে জাহাজসমূহের উপর বোমাবর্ষণের সময় দুইটি 'মেসার্স্' 'কমিট' বিমান বৃটিশ বিমান-পোতের সম্মুখীন হয়। কিন্তু গুলীবর্ষণের পর উহারা পলায়ন করে। বিমান-দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, দুইটী সরবরাহ জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং জেব্রাগে বোমাবর্ষণের ফলে বহুস্থানে অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে। ···· অধিকৃত অঞ্চলের বন্দরসমূহেও আক্রমণ করা হয়। জাহাজ ও সামরিক দ্রব্য-ভাণ্ডারের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

———

ফরাসী মরক্কোতে অশান্তি

এলজিয়ার্স ও সেউটা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, মরক্কোর কাসাব্লাঙ্কা প্রভৃতি সহরে দ গলে ও পেতেঁ গভর্ণমেন্টের সমর্থকগণের মধ্যে বহু-দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে।

সপ্তাহশেষে বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সংবাদে আরও প্রকাশ, সতর্কতামূলক ব্যবস্থাস্বরূপে ফরাসী মরক্কো-সীমান্তে সৈন্যসমাবেশ করা হইতেছে।

———

বৃটিশবিমানের সাফল্য

প্রবল শত্রুপোতে আক্রমণ ঘাঁটি-সমূহের উপর বোমাবর্ষণের বিবরণ ঘোষণা করিয়া বিমানসচিবগণ বলিয়াছেন যে, গত সোমবার অপরাহ্নে রাজকীয় বিমান বাহিনী কালে, ডানকার্ক ও অষ্টেণ্ডে আক্রমণ চালাইয়াছে। ফ্রান্সেস-দ্বীপ 'শার্ণহর্ষ্টের'এ অবস্থিত জাহাজ ও খালের মুখে নৌ-বাহিনীর উপর এবং ডানকার্ক ক্যালে ও অষ্টেণ্ডের বাণিজ্য-জাহাজের উপর আক্রমণ করা হইয়াছে। ক্যালেতে জেটির উপর বোমাবর্ষণের ফলে উহা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ১২ খানি জাহাজ ও তিনখানি বৃহৎ জাহাজের উপর জোবুর্গ নামক স্থানের নিকটে বোমাবর্ষণ করা হইয়াছে। অষ্টেণ্ডের নিকট অপর 'ডক'খানি জাহাজ বৃটিশ বিমান-সমূহকে লক্ষ্য করিয়া কামান দাগিয়াছিল, উহাদের উপর বোমাবর্ষিত হইয়াছে অপরাহ্নে ফ্রেসাক-দ্বীপে সুরক্ষিত অবস্থিত জাহাজের উপর আক্রমণ চালাইয়া একটী বিমানঘাঁটির উপর বোমাবর্ষণ করা হইয়াছিল। উপকূলবর্তী বৃটিশ বিমানপোতসমূহ সমগ্র চ্যানেল উপকূল জুড়িয়া শত্রুর উপকূল-বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, জার্মাণ নৌ-বাহিনীর আক্রমণ পরিকল্পনা ব্যাহত করা।

———

বর্ত্তমান বেলজিয়ান গভর্ণমেন্ট

জার্মাণগণ ঘোষণা করিয়াছে যে, ভিসিতে বেলজিয়ান গভর্ণমেন্ট সরকারী-ভাবে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সংবাদের আলোচনা করিয়া লণ্ডনের বেলজিয়ান মহল বলিয়াছেন যে, উপনিবেশ-সচিব ও অর্থ-সচিব লণ্ডনেই আছেন। ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে, বেলজিয়ান গভর্ণমেন্ট পূর্ণ ক্ষমতা লইয়া বিদ্যমান আছেন। যে সকল মন্ত্রী গভর্ণমেন্টের সহিত যোগদান করিতে পারেন নাই, তাঁহারা তাঁহাদেরই হস্তে স্বীয় দপ্তর বা ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন।

———

চীন-অভিমুখে মহিলা-শুভেচ্ছা-মণ্ডল

প্র কা শ, নিখিল-ভারত-মহিলা সম্মেলন চীনে একটী শুভেচ্ছা মিশন প্রেরণের প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন। মাদাম চিয়াং কাই-শেক এই পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়া মহিলা সম্মেলনের নিকট লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, ওদের দল যদি চীনে যায়, সানন্দে তাহাদের অভ্যর্থনা করা হইবে। শুভেচ্ছা-মিশনে কে কে থাকিবেন তাহা এখনও স্থির করা হয় নাই, কিন্তু এরূপ জানিতে পারা গিয়াছে যে, আগামী মাসে মহিলা সম্মেলনের সভানেত্রীর নেতৃত্বে এবং উৎসাহের সহিত উক্ত মিশন চীন-অভিমুখে যাত্রা করিবে।

———

ইঙ্গ-মেক্সিকান কূটনৈতিক সম্পর্ক

গ্রেট বৃটেনের সহিত পুনরায় কূটনৈতিক স্থাপনের সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করা হইলে প্রেসিডেন্ট কার্ডেনাস বলেন, মেক্সিকোন গভর্ণমেন্টকে পরোক্ষভাবে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে এই ব্যবস্থায় তাহারা সম্মত হইবে কিনা। কারণ, ইউরোপীয় মেক্সিকো গণতান্ত্রিকসমূহের প্রতি সহানুভূতিহীন বলিয়া এই ব্যবস্থায় তাহার কোন অসুবিধা হইবে না।"

মেক্সিকান গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক দ্রষ্টব্য তৈলসম্পদ বাজেয়াপ্ত করিবার পর গত ১৯৩৮ সালের মাঝ মাসে ইঙ্গ-মেক্সিকান কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে।

ইন্দো-বৃটিশ ইউনিয়ন

নিউ ইণ্ডিয়া লীগের প্রেসিডেন্ট ডাঃ কর্ণেল এম্ আকবেক সম্প্রতি বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর নিকট নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন।

"সাফল্যপূর্ণ ফ্রাঙ্কো-বৃটিশ ইউনিয়নের মত একটি প্রস্তাব করিয়া একটি ইন্দো-বৃটিশ ইউনিয়ন গঠন করিয়া ··· [illegible] ··· [illegible] ··· পারা যাইবে।"

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬৲॰ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸॰ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।॰ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীমঙ্গল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।॰ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সমন্বিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিবিধ তথ্য সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸॰ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামীপ্রভু-লিখিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵॰ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸॰ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷॰ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—

১। 'ঠক্কুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

শ্রীযুক্ত গুণনিধান দাস এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণাপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ৬০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৪৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ৭৲

৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮॰

৪। সরস্বতী জয়শ্রী (বাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸॰, ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড—৸॰ ৪র্থ খণ্ড—৸॰

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸॰; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।॰

৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸॰

১৪। প্রবন্ধকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।॰

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ।॰

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸॰

১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।॰

১৮। ভজন-রহস্য ।॰

১৯। তত্ত্ববিবেক ।॰

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵॰

২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৵॰

২২। ভজন রহস্য ।॰

২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ (বাঁধা) ২৲

২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।॰

২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্ত-স্যমন্তক (সানুবাদ) ।॰

২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸॰

৩০। দীন-হীন-দর্পণ ৶॰

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵॰

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।॰

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸॰

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶॰

৩৫। গীতমালা ৵১॰

৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৷॰

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷॰

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।॰

৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী ।॰

৪০। সত্যবাণী /॰

৪১। গীতাবলী /॰

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸॰

৪৩। নামতত্ত্ব /॰

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্চনপদ্ধতি

৪৭। সদাচারস্মৃতি

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১॰

৪৯। অর্চনকণ ৫

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।॰

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৩

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸॰

৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়

৫৫। [illegible]

৫৬। [illegible] ৶॰

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যান্বিত) ।॰

৫৮। শ্রীগুরুদেব ৶॰

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶॰

৬০। সাংখ্যবাণী /॰

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ।॰

৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভিন্নং ।॰

৬৩। নবীন-শিক্ষাষ্টকম্ ।॰

৬৪। [illegible] ।॰

৬৫। নামভজন শিক্ষাষ্টক ৶॰

৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয় ৵॰

৬৭। সারাৎসারবর্ষিণী ৶॰

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।॰

৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।॰

৭০। [illegible] /॰

৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজি অ্যান্ড অন্টোলজি ।॰

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵॰

৭৩। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।॰

৭৪। বৈষ্ণবীজম ।॰

৭৫। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রীফ /॰

৭৬। দি ভাগবত ।॰

৭৭। থিয়োটিক প্রিন্সিপ্‌ল অ্যান্ড [illegible] ।॰

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৸॰

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।॰

৮১। সাধন-পথ ।॰

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৷॰

৮৩। গীতাবলী /॰

৮৪। নবশতক /॰

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible]

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৪

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ বর্ষ | ৯ পদ্মনাভ ৪৮৪ গৌরাব্দ ৯ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৭৭, ২৫শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৭০, বুধবার | ১৭৩ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ পদ্মনাভ শুক্লা অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৮৪

কৃষ্ণসুখই আমাদের স্বার্থ

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা, কর্তা ও প্রভু। কিন্তু কৃষ্ণবিমুখ বদ্ধজীব আমরা ভগবৎসেবাবৈমুখ্যবশতঃ ভোগরাগের বিচারকে আবাহন করায় অবিদ্যা বন্ধন আবরণ বা বিক্ষেপ আমাদের আত্মবৃত্তিকে আবৃত করিয়াছে। কৃষ্ণসেবাই আমার স্বার্থ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে আজ সেই স্বার্থবঞ্চিত। এই ভগবৎসেবা ব্যতীত আর সব মনোধর্ম। শুধু নাম কাহাকে এই মনোধর্মের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে। ভগবানের পরমপ্রিয় মহাশক্তিশালী শ্রীগুরুদেবই আমাদিগকে এই নাম দান করেন। নাম অর্থ কানে কি দেওয়া নয়। দিব্যজ্ঞানের নামই শ্রীনাম। এই দিব্যজ্ঞান আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের যাবতীয় অজ্ঞানতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেয় এবং আমাদের সমস্ত দুর্বাসনা দূর করিয়া হৃদয়ে ভগবানের সিংহাসন রচনা করে। ভগবদ্বিস্মৃতি বা হরিবিমুখতাই আমাদের অপরাধ। সুতরাং ভগবৎপ্রীতি বা ভগবৎসেবোন্মুখতাই আমাদের মঙ্গলের উপায়। এই কৃষ্ণ-সেবোন্মুখতা জাগিলে জীব মায়ার হাত হইতে নিস্তার পায়।

ভগবৎসেবার অনাদর প্রদর্শন করিয়া আমরা শান্তির জন্য যে যতই চেষ্টা করি না কেন, তাহা কেবল ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র। ভগবৎসেবাবিমুখ হইয়া জড় নশ্বর বস্তুকে আমাদের যথাসর্বস্ব জানিয়া তাহার জন্য প্রাণ পর্যন্ত পণ করিতেও আমরা পশ্চাৎপদ হই না। কিন্তু সেই বস্তু যে আমাদিগকে কিরূপ দুঃখ দিয়া যায়, তাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না, বুঝিয়াও বুঝি না, শুনিয়াও শুনি না। দুর্দৈববশতঃ প্রভু সাজিতে গিয়া অবশেষে প্রকৃতির কবলিত হইয়া পড়িতেছি—গোলামের গোলাম হইয়া যাইতেছি। কিন্তু দৈবী মায়ার প্রভাববশতঃ তাহা আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইতেছে না। মায়া নানাভাবে প্রলোভন দেখাইয়া ভগবদ্ভজনের বিচার হইতে আমাদিগকে যে কত সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অথচ আমরা মায়ার এই বঞ্চনা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাই আমাদের দুর্গতি দেখিয়া ভগবান্ স্বয়ং এবং তদ্ভক্তগণ এ জগতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে নানাভাবে কৃপা করিতেছেন, ভগবৎসেবার কথা নিজ জীবনে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহাদের সেই আদর্শ জীবনের প্রতি আমাদের যত শীঘ্র শ্রদ্ধার উদয় হইবে, আমাদের মঙ্গলের পথও তত সহজ ও সুগম হইবে।

শুদ্ধবৈষ্ণবভগবানের পাদপদ্মে শরণা-গতি ব্যতীত আর উপায় নাই। শ্রীল আচার্যদেব বলিয়াছেন, "নিজের স্বতন্ত্রতাকে বলি দিয়া ভগবদিচ্ছার সহিত খাপে খাপে মিলিয়া যাওয়ার প্রবৃত্তিই শরণাগতি। দেহ, গেহ, জগৎ বা বিশ্ব যদি আমাদের আসক্তির বস্তু হয়, তবে কৃষ্ণবিরোধ অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণের স্বার্থ ও আমার স্বার্থ পৃথক্ হইলেই কৃষ্ণবিরোধ হইবে, কৃষ্ণের প্রতি একটা প্রতিযোগী ভাব আসিবে।" শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগতিই আমাদের একমাত্র মঙ্গলোপায় এবং উহাই জীবাত্মার প্রকৃত ধর্ম। কিন্তু আমরা অবহেলা করিয়া নিজে কর্তা ও ভোক্তা সাজিতে যাই বলিয়া আমাদের দুর্গতির শেষ থাকে না। তাই এই ভোক্তা-ভিমানরূপ মনোধর্মের দ্বারা চালিত না হইয়া সদ্গুরুপাদপদ্ম হইতে সেবকাভিমান বা শরণাগতিমূলা সদ্বুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করাই আমাদের একমাত্র কৃত্য।

কৃষ্ণের ভোক্তৃত্বপদের অধিকারী কোন ব্যক্তিরই কৃষ্ণভোক্তৃত্বাধিকার নাই। আমরা এ জগতের কাহারও ভোক্তৃত্বর্পণ করিব না এবং অন্য কাহাকেও আমাদের ভোক্তৃত্বর্পণ করিতে দিব না। একমাত্র হরি, গুরু ও বৈষ্ণব—এই তিন জনেরই সুখবিধান করিব। এই তিন জন ব্যতীত অন্য চতুর্থ ব্যক্তির প্রতি যদি হৃদয়ে লেশমাত্র প্রীতি থাকে, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে আমাদের কপাল অতি মন্দ এবং অনন্ত সংসার-প্রবাহ পাইয়াও মঙ্গল হইতে বিচ্যুত হইতেছি। যখনই অন্য জনের আমার ভাল লাগিতেছে বা অন্য কেহ আমাকে আকর্ষণ করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই সৎ অর্থাৎ হরি, গুরু ও বৈষ্ণব—এই তিন জন আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। কারণ, সৎ ও অসতে একই সময়ে প্রীতি হইতে পারে না বা সতের প্রতি ও অসতের প্রতি যুগপৎ প্রীতি থাকিতে পারে না। আমরা যদি সৎ হই এবং কেবলই সতের সঙ্গ করি, তবে নিশ্চয়ই সৎ হইয়া যাইব। কিন্তু যদি তৎপরিবর্তে অসৎসঙ্গ বা অসজ্জনসঙ্গ করি, তবে সৎ আমার নিকট হইতে তফাৎ হইয়া যাইবেন। সৎপ্রভাবে আমাদের দর্শন পরিবর্তিত হয়। নিরন্তর সাধুসঙ্গ করিলে সর্ববস্তুতে আমাদের সেবাদর্শন হয়, তখন আর ভোগদর্শন ভোগাদর্শন বা জড়দর্শন থাকে না। ভোক্তাভিমান, ভোগাদর্শন বা জড়দর্শন কেবল কৃষ্ণেরই থাকিবে। ইহা তাঁহার একচেটিয়া সম্পত্তি। একমাত্র কৃষ্ণ ও তাঁহার সেবক বৈষ্ণবগণই আমাদের উপর সর্ববিধ আধিপত্য বিস্তার করিবেন। কেবল হরি, গুরু ও বৈষ্ণব—এই তিনজনই সর্বতোভাবে, সর্বাদি, নিরন্তর, স্বেচ্ছায় হইয়া আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে যথেচ্ছ বিহার করিবেন। হৃদয়ে তাঁহাদের জন্য স্থিরতা সিংহাসন রচনা করিতে হইবে। সেই আসনে আর কাহাকেও বসিতে দিতে হইবে না। তাঁহাদের সুখবিধানই আমাদের স্বার্থ। কারণ, তাঁহারাই আমাদের আপন জন সেইজন্য তাঁহাদের স্বার্থ ও আমাদের স্বার্থ এক। তাঁহাদের সুখ ব্যতীত [illegible] কিছু কাম্য নাই অপরার্থ [illegible] সুখস্বার্থ [illegible] অন্যথা [illegible] ব্যর্থ হইবে ।

কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জীব সর্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচায় জঞ্জাল॥

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথার মর্ম্ম

(বোম্বে ২০।৮।৪০ প্রাতঃকাল)

আমরা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ সকলেই গোষ্ঠানন্দী শ্রীপ্রভুপাদের শ্রীচরণ-পাদপদ্মের অনুগত সেবক। সুতরাং—

"আচার প্রচার—নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥"

এই নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আনুগত্যে সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া আচার ও প্রচারমুখে সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়া বলিতে হইবে,—

"প্রভুর আজ্ঞায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা॥
কৃষ্ণের সংসার কর, ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম, সর্ব্বধর্ম্মসার॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধনপ্রাণ।
চরণে ধরিয়া বলি' কৃষ্ণে দেহ মন॥
যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি।
তাবৎ করহ শুদ্ধকৃষ্ণপদে ভক্তি॥"

যেমন আলো না থাকিলে অন্ধকার এবং আলোর আবির্ভাবে মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্ধকারনাশ হয়, সেইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়া দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হয়। সেই দিব্যচক্ষে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপ, শ্রীস্বরূপের শ্রীরূপ, শ্রীল ভক্তিবিনোদের শ্রীরূপ, শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীরূপ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদগণের শ্রীরূপ এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দরের নামরূপ, শ্রীগৌরসুন্দরের গুণরূপ, শ্রীগৌরসুন্দরের লীলারূপ প্রভৃতি চিদ্বিলাস নিজের শুদ্ধসত্ত্বে আবির্ভূত হয়। এই দিব্যদর্শন (সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত দর্শন) অনুসারে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যেকটী মঠে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের চিদ্বিলাসবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রত্যেক মঠবাসীকে নিজের স্বরূপে অবস্থিত হওয়া সেবাময় জীবনযাপন করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

বিরূপ যদি নতঃ জীবনতো যথাথা
পশ্যিবি ন কবয়ঃ কাঞ্চিনতা যথাভি।
বিপরতু পতকোটিনির্ভরং বা নবাস্ত-

তদপি কিল পরোঃ কুরুতে চাতকেন।
আবোচারণমুখে নামের সঙ্গ হয়।
শ্রীল প্রভুপাদের বাণী আলোচনা দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গ, শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী-শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেবের সঙ্গ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের বাণীকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সঙ্গ ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বাণীশ্রবণের দ্বারা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সঙ্গ হইয়া থাকে।

দৃষ্টং দৃষ্টং পুনরপি পুনশ্চন্দনচারুগন্ধং
ছিন্নং ছিন্নং পুনরপি পুনঃ স্বাদু চৈবেক্ষুখণ্ডম্।
দগ্ধং দগ্ধং পুনরপি পুনঃ কাঞ্চনং কান্তবর্ণং
ন প্রাণান্তে প্রকৃতিবিকৃতির্জায়তে
সজ্জনানাম্।

যাহারা বৈকুণ্ঠে অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপ মঠে অবস্থানের অভিনয় করিয়া বৈকুণ্ঠের প্রাকৃতিক ভক্তগণের যাজন না করিয়া ভক্তির নামে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত দেবগণের ক্রিয়া-কলাপাদি করে, তাহারা wolfs in the garb of lamb's skin are more dangerous than the naked wolfs, অর্থাৎ অনাবৃত নেকড়ে বাঘ অপেক্ষা মেষের চর্ম্মে আবৃত নেকড়ে বাঘ যেরূপ অধিক ভয়ঙ্কর, তদ্রূপ যাহারা শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর আনুগত্যের অভিনয় করিয়া মঠে বাস করত ভক্তগণের অনুষ্ঠানের অভিনয় করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মঠবাসের অভিনয় করিয়াছিল, তাহারা হিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধ, রাবণ, কংস, দুর্য্যোধন প্রভৃতি অসুরগণ অপেক্ষাও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অসুর। কারণ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ প্রভৃতি ভক্তকে সম্মুখে রাখিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষ করে নাই। অতএব প্রত্যেক মঠবাসী আমাদের জানা উচিত যে, আমি যে ভক্তের সাজ লইয়া মঠে বাস করিতেছি, যদি সেই ভক্তের আচরণ না করি, তবে আমিও সেই মেষের চর্ম্মে আবৃত অর্থাৎ ছদ্মবেশী নেকড়ে বাঘের ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অতি ভয়ঙ্কর হইবই হইব এবং মঠে কলির অত্যাচার আনয়ন করিব। সুতরাং এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ৭ম শ্লোকে শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, এই ভাগবতে বা অধোক্ষজতত্ত্বে বা গুরুনামতত্ত্বে "মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ" অর্থাৎ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় মহামহোপাধ্যায় সুবিদগণও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামতত্ত্বে মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বাক্য অনুসারে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগের চক্ষুকর্ণে অঙ্গুলি দিয়া শিক্ষা দিলেন যে, অনেক বোম্বাই-ওয়ালা, যাহারা লক্ষ লক্ষ টাকা ভিক্ষা করিয়াছে ও বক্তৃতার দাপটে প্রবর্ত্তক কাটাইয়া দিয়াছে পাণ্ডিত্যের চোটে সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছে, তাহারা সম্যক্ শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রয় করা দূরে থাকুক, কখনও তাঁহাকে দেখেই নাই। সুতরাং যাহারা মঠে বাস করিয়া তাঁহার (শ্রীল প্রভুপাদের) অনুগতজনের (শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদগণের) সম্পূর্ণ অনুগত না হইবে, তাহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের কেহ নয়।

দেখিয়া না দেখে যত পাষণ্ডীর গণ।
উলূকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ॥
অভক্ত উষ্ট্রের ইথে (ভক্তিতে) না হয়
প্রবেশ।
তবে ত' আনন্দ মোর বাড়য়ে বিশেষ॥
অদ্যাপি সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥
এখানে কোন কোন ভাগ্যবান অর্থাৎ যাহারা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগত।

(বোম্বে ২১।৮।৪০, প্রাতঃকাল)

শ্রীমন্মহাপ্রভু বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে "এহো বাহ্য" বলিয়া গীতার চরম শ্লোককে ভক্তিপথের প্রথম সোপান বলিলেন। সুতরাং গীতা ভাগবতের প্রবেশিকার শিশুপাঠ। গীতার ১ম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ, শেষের ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ ও মধ্যের ছয় অধ্যায়ে ভক্তিযোগ—যেমন একখানা গ্রন্থের উপরে মলাট, নীচে মলাট এবং মধ্যে গ্রন্থসার। ভক্তি যাঁহার হৃদয়ে, তাঁহার অধিষ্ঠান বৈকুণ্ঠে। বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী যে সমস্ত স্থান, সেখানে ভক্তিলতার আশ্রয় নাই। সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তন বৈকুণ্ঠবাসী বা মঠবাসীর পক্ষেই সম্ভব। যাহারা বৈকুণ্ঠবাসী বা মঠবাসী নহে, তাহাদের কীর্ত্তন প্রাকৃত কীর্ত্তন বা চোর কীর্ত্তন। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" শ্লোকে জীবের স্বরূপ কি বলিয়া দিলেন এবং এই বৈকুণ্ঠের নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়া পরমহংস শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে যখন কৃষ্ণভজন করে, তখন তাহার "এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥"—এই অকিঞ্চনতা ধর্ম্ম আসিয়া যায়। "চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥ তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥" আমাদের এই স্বরূপোপলব্ধি বা অকিঞ্চনতা বা বৈকুণ্ঠধর্ম্ম কাহারও বুদ্ধি আয়ত্ত হয় না বলিয়া শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধের "যথা পঞ্চস্বরূপ..." শ্লোকে ও ১০ম স্কন্ধের "মুখবাহূরু-পাদেভ্যঃ..." শ্লোকানুসারে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন এবং তা'তে যদি কেহ শুদ্ধ বৈষ্ণবের সেবা ছাড়িয়া দেয়, তবে স্ব-স্ব স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায়। উদাহরণ—অকিঞ্চনতা আর অযোগ্যতা—দেহারামতা, মঠারামতা ও সেবারামতা। শ্রীমদ্ভাগবতের "অকিঞ্চনা-ভক্তিঃ"...শ্লোকে কুন্তীদেবীর বচনে অকিঞ্চনই কৃষ্ণকীর্ত্তনের অধিকারী। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মী হওয়া কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন হয় না। সতী নারী ও বেশ্যার মধ্যে আপোষ নাই। আলো ও অন্ধকারের মধ্যে কোন মাঝামাঝি নাই। সুতরাং যাহারা মঠে থাকিয়া খায় দায় আর বাঁশী বাজায় তাহারা পতিত হইয়াই আছে। "কৃপা করি সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে", "সর্ব্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া" ও "মানস দেহ গেহ" প্রভৃতি গীতিতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অকিঞ্চনতার স্বরূপ বলিয়া দিয়াছেন। "রাধাভজনে যদি" গীতিতে রাধাকুণ্ডতীরে শ্রীগুরুরূপা সখীর আনুগত্যে যুগলসেবা। যেহেতু "রূপানুগ বিনা নহে তার প্রবর্তন।" সুতরাং রূপানুগের আনুগত্য ব্যতীত কোন রূপানুগ বিলাসভজন করিতে পারে না। পুরুষ একমাত্র কৃষ্ণ। সুতরাং সম্ভোগের একচেটিয়া মালিক তিনি। যা' কিছু সমস্তই কৃষ্ণভোগের জিনিষ। যে মুহূর্ত্তে সম্ভোগ-বুদ্ধি হৃদয় অধিকার করে, সেই মুহূর্তে আমরা বঞ্চিত হই। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—"হায় হায়! আমি শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে পারিলাম না। এই চিন্তাস্রোতঃ আমাকে নিরন্তর পীড়ন করিতেছে, দুর্ব্বহ জীবনভার নিঃশঙ্কভাবে বহাইতেছে—এই দুঃখ ও লজ্জা রাখিবার আর স্থান নাই।" এই শ্রীভক্তিবিনোদধারাসেবাময় শ্রীচৈতন্যবাণী আমাদিগকে স্বরূপে উদ্বুদ্ধ করিয়া বিপ্রলম্ভভাবে শ্রীগৌরভজন করিতে অনুপ্রাণিত করিতেছে। অন্যথা দেহাত্মবুদ্ধি, স্বপুরুষ দর্শন, কৃষ্ণেতর দর্শন আদি সম্ভোগের নেশায় থাকিলে গৌরভজন হইবে না, কৃষ্ণভজন ত' দূরের কথা। সুতরাং "প্রেমোন্মত্তপুরিত ভক্তি-বিনোদেন সত্ত্ব..." মন্ত্রে দীক্ষিত না হইয়া যিনি মঠবাস করেন, তাঁহার হরিভজন হইবে না। সুতরাং "চতুষ্পাদ দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই" এই মহাজনবাক্য—বপু ও বাণীতে ভেদবুদ্ধি না করিয়া যিনি হরিগুরুবৈষ্ণবসেবা করেন, তাঁ'রই মঠজীবন সার্থক, হরিভজন সম্ভব। নতুবা দু-পন্থীগণের ন্যায় হরিগুরুবৈষ্ণববিদ্বেষ-ফলে নিরয়গমন অবশ্যম্ভাবী।

যাহাতে সকলেরে বৈসে কৃষ্ণশক্তি।
তাঁর সনে প্রীতি করে তারে কহে ভক্তি॥

যে পিতার কোলে পুত্র থাকে মহাসুখে।
বাঘ দেখে সেই পুত্র অমি দেয় মুখে॥

অতএব প্রত্যেক মানব বা মানবেতর দেহেতে কৃষ্ণশক্তি সর্বদা বর্তমান। সেই কৃষ্ণশক্তি যখন চিচ্ছক্তি শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় ছাড়িয়া দেয়, তখন সে অসতী নারী—মঠদর্শনই করে নাই, শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শনই করে নাই; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ পড়া দূরে থাকুক, দর্শনই করে নাই। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যত শক্তি ভোগ ও ত্যাগবুদ্ধিমূলে মায়ার সেবায়, তাহারা অসতী নারী বলিয়া কৃষ্ণভজনে অযোগ্য। এইজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—

পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম নামে চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥

ইহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধের "ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং..." শ্লোকে বর্ণিত আছে। সুতরাং "কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিঃ" পদ অনুসারে যে ভাগ্যবান্ গুরুসেবক শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে অবস্থান পূর্বক সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে "নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি থাকহ আপন কাজে"—এই গুরুবাক্য পালনপূর্বক শ্রবণ-কীর্তন করেন, তাঁহারই মঠবাস সার্থক, নচেৎ সে গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষী। "সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

(বোম্বে ২২।৮।৩০ প্রাতঃকাল)

অচল টাকা চলে না। যাঁহারা সচল অর্থাৎ চেতনে উন্মুক্ত, তাঁহারাই সেবা করেন, তাঁহারাই শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে সেবা করেন, আর যাহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপ মঠে বা বৈকুণ্ঠে দেহাত্মাভিমানী—অচল হইয়া থাকে, তাহারা সেবা করিতে পারে না। যেমন একটা পাই পয়সা অচল হইলে বাজারে চলে না, তেমন মঠে বিন্দুমাত্র অচলতা, অজ্ঞানতা, দেহারামতা, মঠারামতা থাকিলে চলে না। সচল টাকা বাজে, অচল টাকা বাজে না। সুতরাং চেতন কীর্তন করে, অচেতন নামাপরাধ করে, নিজের সর্বনাশ ও জগতের সর্বনাশ করে। চেতনে যিনি প্রতিষ্ঠিত, তিনি তাহা ধরিয়া ফেলিতে পারেন—কীর্তনের শব্দ শুনিয়া। সুতরাং মঠবাসী অচল টাকা বা মেকী টাকা কিম্বা অচেতন পাই পয়সা হইলে অর্থাৎ বিন্দুমাত্র দেহারামতা, মঠারামতা থাকিলে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নামহট্টের বাজারে চলিবে না। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতে যেমন ছয়টী পরিবর্জন ও ছয়টী গ্রহণ করিবার কথা আছে, তদ্রূপ শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুও কয়েকটি বস্তু ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, যথা—(১) অসদ্বার্তারূপ বেশ্যা, (২) অসচ্চেষ্টারূপ ব্রজের পথের দস্যু, (৩) কপটতা—গাধার মূত্রে স্নান, যেখানে গাধার মূত্র সেখানে সব জ্বলিয়া যায়। সুতরাং যার হৃদয়ে কপটতা আছে, তার হৃদয় ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলিয়া যাইতেছে, সে অপরকেও জ্বালাইয়া দিতে চায় (৪) প্রতিষ্ঠাশা—ইহাকে বেশ্যা চণ্ডালিনীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সুতরাং যাহার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাশা আছে, সে কুকুর ও শূকরের 'ন্যায় বিষ্ঠাভোজী হইয়া চঞ্চলচিত্তে ইতস্ততঃ ধাবমান হয়। শ্রীগৌড়ীয়ের ঈশ্বর—শ্রীল স্বরূপদামোদর, এবং গৌড়ীয়—বৈষ্ণব। যিনি শ্রীস্বরূপ-রূপের অনুগত, তাঁহার কৃত্য "কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" এবং মাধুকরী ভিক্ষা—তিন মুদ্রা অর্থাৎ কায়, মন ও বাক্য। সুতরাং তিনি গৌড়ীয়ের অনুগত 'ত্রিদণ্ডী। যিনি নিজের কায়, মন ও বাক্যকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছেন, তিনিই অপরের কায়, মন ও বাক্যকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করাইতে পারেন। সুতরাং 'সর্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া' এই মন্ত্রে যিনি দীক্ষিত, তিনিই জীবের সর্বস্ব ভিক্ষা করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিতে পারেন। Tug of war এ গোড়ার যাঁর খুঁটিটা সব সময় ঠিক আছে, তিনি যেমন সকলকে টানিয়া লইয়া আসিতে পারেন, তদ্রূপ চিন্ময় রাজ্যে অর্থাৎ মঠে যাঁ'র গোড়াটা ঠিক আছে অর্থাৎ "আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের রেণু (গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ)"—এই সম্বন্ধজ্ঞান যাঁ'র প্রবল আছে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে ছলে বলে কলে কৌশলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে লইয়া আসিতে পারেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা ছাড়া গতি নাই। তাঁহাতে আপনজ্ঞান বা টান না হইলে হরিভজনের আশা কোথায়? ঐকান্তিক গুরু-সেবকের সঙ্গ যাহারাই গুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠা লাভ হয়। সম্বন্ধজ্ঞান না থাকিলে সেবা শুরু হয় না।

শ্রীল ভক্তিসুধাকরপ্রভুর উপদেশ

পাঠ মন দিয়া শুনিতে হইবে। পাঠে অন্যমনস্ক হইলে শ্রবণ-ফল লাভ হয় না। সেইজন্য শাস্ত্রে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবামুখে সদ্গুরুর হরিকথা-শ্রবণের উপদেশ আছে। সাধুর কথায় অন্যমনস্ক হইলে নিদ্রা-আলস্য প্রভৃতি আসিয়া আমাদের শ্রবণে বাধা প্রদান করে। তাহাতে মঙ্গল হয় না। সেইজন্য শ্রোতার একাগ্রতা আবশ্যক। এই শ্রবণ সাধুমুখে হওয়া চাই। শ্রবণ না হইলে কীর্তন হয় না, আবার কীর্তন না হইলে স্মরণ হয় না। সুতরাং শ্রবণ-কীর্তনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। নচেৎ মঙ্গলের আশা নাই।

সেবাই প্রকৃত নীতি। সেবাহীন নীতির কোন মূল্য নাই। নীতিকে ভোগের অনুকূল করিতে গেলে অশান্তি হয়। নীতি প্রত্যেকেরই পালনীয়। অনৈতিক হওয়া উচিত নয়। উহা মহাপাপ। ধার্মিক হওয়া ভাল। তবে এই ধর্ম বা নীতিই চরমসীমা নয়। হরিভজনই জীবের চরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। নচেৎ সবই বৃথা হ'য়ে যা'বে। যাহা কৃষ্ণসেবার অনুকূল, তাহাই সুনীতি। এতদ্ব্যতীত সবই অবিশুদ্ধ দোষদুষ্ট। ঈশ্বরচিন্তা বাদ দিয়া জাগতিক নীতিপালন বা নীতির কোন সার্থকতা নাই। ভগবদ্ভক্ত পরম নৈতিক। তাঁহারা পাপপুণ্যের অতীত রাজ্যে অবস্থিত। তাঁহারা পাপ ত' করেনই না, এমন কি নিজসুখপ্রদ পুণ্যের প্রতিও তাঁহাদের লক্ষ্য নাই। ভগবানের জন্য যাহা করা যায়, তাহাই প্রকৃত সত্য, অন্যান্য ব্যাপার অবাস্তব মিথ্যা-বিজড়িত। আধ্যক্ষিকের চক্ষে প্রতিভাত ভগবানের জন্য কৃত পাপ ও মহাধর্ম বলিয়া পরিচিত। আর ভগবান্‌কে বাদ দিয়া ধর্মও পাপে পর্যবসিত। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্মোঽপি পাপং স্যাৎ
মৎপ্রভাবতঃ।

ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতার পূর্ণব্যবহার দ্বারা ভগবানের—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সর্বক্ষণ সেবা করা আবশ্যক। সর্বাগ্রাহ্য আদিম-পথ না হইলে নানা বাধাবিপত্তি উপস্থিত হয়

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গয়া গৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-তিথিপূজা

গত ২৯শে ভাদ্র শনিবার শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিপূজা গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্যদেবের পূর্বানুগত্যে হরিকীর্তন-মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত দিবস ঊষঃকালে মঙ্গলারাত্রিকান্তে গুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও ভক্তিবিনোদ-গীতি সমূহ কীর্তনের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে 'শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ', 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' ও 'ভক্তিবিনোদ-বাণী বৈভব গ্রন্থ পারায়ণ হয়। শ্রবণ সময়ে শ্রীল ঠাকুরের আলেখ্যার্চা বিচিত্রবর্ণের পুষ্প, পত্র ও বস্ত্রাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে গুরু-বৈষ্ণববন্দনা, গুর্বষ্টক ও মহাজনপদাবলী কীর্তনের পর গত বর্ষের অষ্টাদশ খণ্ড গৌড়ীয়ের শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-সংখ্যা হইতে "এ যুগে যদি শ্রীল ভক্তিবিনোদ না আসিতেন" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ এবং ঠাকুরের অমর্ত্য দান ও অমূল্য শিক্ষার কথা পাঠ ও হিন্দিভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়। পরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্তনের পর সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠে উৎসব

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্বাদে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহামহোৎসব, শ্রীরাধাষ্টমী ব্রত, শ্রীবামন-দ্বাদশীব্রত ও ও নিত্যলীলা শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-মহোৎসব নিরন্তর পাঠ, কীর্তন ও বক্তৃতা প্রদানাদিমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। প্রত্যেক উৎসবেই সহরের বহু সম্ভ্রান্ত সজ্জন ব্যক্তি ও মহিলা যোগদান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত মঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হইয়া থাকে। [illegible] সেবকগণ [illegible] 'অন্যের [illegible]' [illegible] প্রদান [illegible] প্রভুর [illegible]।

ক্লৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ভাগবত শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১০৬
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাস [illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) জাহ্নু-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) [illegible]
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১০) মোদ-দ্রুমদ্বীপ-মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) [illegible]দ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] — (শ্রী[illegible] নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] বাবাজী

(১৭) [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(১৮) [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]মঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) [illegible]-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৪) গোপালজীউমঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible], (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া [illegible]
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], ২৪ পরগণা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible] নং [illegible], [illegible] সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible] (ইউ পি)
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৯) [illegible]-[illegible]
পোঃ [illegible] (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) [illegible] মঠ—শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) [illegible] গোবর্দ্ধন
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রী[illegible]মঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ [illegible], মথুরা
সেবক—ঐ

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৬) [illegible] মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৭) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], [illegible], (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ অধিকারী

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] পাণ্ডা

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে।
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] মাদ্রাজ
—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বঙ্গ)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

(৫৩) [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) [illegible]—[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৫ [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বাঁকুড়া)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible] (মাদ্রাজ)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী অধিকারী

(৬৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
প্লট নং [illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible], [illegible]
সেবক—[illegible]বিনোদবাণী দাসী

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible], [illegible] (ইউ-পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৯) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]গোবিন্দ [illegible]

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৭৩) [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদ্‌[illegible]গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রী[illegible]কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
বিজ্ঞাপনে প্রতি লাইনে	।০		।৶০	।০
" ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

বিজ্ঞাপনে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

দৈনিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
মাসিক "	৩৲
মাসিক "	২৸০

[illegible] সংখ্যা এক পয়সা। বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে [illegible]শিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ [illegible]কারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালীটি [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত ও [illegible] হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের [illegible] অতি সহজ ও সরল। গ্রন্থটি পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার [illegible] মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—সত্যা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ আরামবাগ, বারিদ্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক [illegible], গল্প, প্রবাদ ও ভাবের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের [illegible] বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোহর। ইহাতে [illegible] উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টি চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ [illegible]। প্রাপ্তিস্থান—সত্যা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ আরামবাগ, বারিদ্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক স্তবের সহিত প্রকাশিত [illegible]। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ 'এম্‌' উপাধিধারী শ্রীমদ্ [illegible] প্রণীত [illegible] লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ [illegible] এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে শ্লোক অনুসারে গীতার মূল [illegible] সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ তাহার সহিত [illegible] শ্রীল [illegible] শ্রী বলদেবকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিলে [illegible] প্রভুর সাক্ষাৎ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সপ্তম গোস্বামী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপূর্ব্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অন্যতম পারমার্থিক শিষ্য সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ, কর্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান- ম্যানেজার গৌড়ীয়
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত মহামহোপদেশক পাঠক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য এম্-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিণত লেখনীর অদ্ভুত কৃতি আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বহু হইন। এই ১ম খণ্ড, অধিকন্তু ও আলোকচিত্র ও মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডটি ৩০টি অধ্যায়ে প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী; শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দসূচী (Index Glossary) সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৪১	৬-১৯	৭ ১০	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫০	২২-৪১
দমদম "	৫-৫৮	৬-৩৪	৭-৩০	১৩ ৩৭		১৮-১১	২২ ৫২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৮	৮ ০ ৫	৯-১৩	১৫-৩	১৮-৩১	১৯-৪২	০-২৫
(বদল) ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৩৩	১৫-১৭	১৮-৭২	১৯-৪৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-০৪	৮-৫৮	১০-৮	১৫-৫১	১৯-১৭	২০-২২	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১৭		১০-৫১	১৫-০	১৭-২২	২০-৩০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০	১৫-৪০	১৮-১১	২১-১০	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-২
দমদম " ১১-২০
রাণাঘাট পৌঃ ১-০৫
ছাঃ ১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩ ২৮
(বদল) ছাঃ ১৩ ৩৩ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৪
ছাঃ ১৫-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-৪০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৮	৯-১০	১৪-১৬	১৬-০	১৮ ৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৩	৯ ৪৮	১৪-৫৫	১৬-৩৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-৯	৮-৫০	১১-৪১	১৬-৫৬	১৯-২	২০-৫৭	০-৫৬
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯-২৩	১২-২৬	১৭-৩১	২০-১০	২১-১১	৪-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯-২৮	১২-৩৬	১৭-৪৩	২০-১৮	২১-১৪	৪-২৩
দমদম "		১১-৩		১৯-০		২৩-৯	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-২১	১৯-২৬	২১-৫৫	২৩ ২৬	৬-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ ১১ ১৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১১-৫৫
ছাঃ ১২-১০
শান্তিপুর পৌঃ ১২-৭১

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। ভারতীয় পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর ... অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় রুগ্ন, পালাজ্বরে প্রাণসংহার একমাত্র উপায় ... অভাব অধিক। পিলার প্লীহা সংযুক্ত ... এবং পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৮৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী ...

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

... ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম মায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড। শ্রীমায়াপুর ১০ই আশ্বিন ১৩৪৭, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ বৃহস্পতিবার ১৭৪তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——:০:(০):০:——

বড়লাটকে অধিকতর ক্ষমতা দান

ভারত সরকারের গেজেটে সম্রাট কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও অনুমোদিত এবং বড়লাট কর্তৃক স্বাক্ষরিত কতকগুলি নির্দেশ প্রকাশ করা হইয়াছে। উহা দ্বারা ১৯৩৭ সালের ৮ই মার্চ তারিখের কতকগুলি নির্দেশ সংশোধিত হইয়াছে। এই নির্দেশে বলা হইয়াছে "আমাদের ইচ্ছা এই যে, আমাদের বড়লাট উল্লিখিত নির্দেশাবলীর ১৩ প্যারাগ্রাফে বর্ণিত আদেশ দ্বারা আবদ্ধ থাকিবেন না। যদি কোন ক্ষেত্রে উল্লিখিত প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী কোন বিল আমাদের সম্মতির জন্য রাখিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয় এবং যদি তিনি মনে করেন যে, বর্তমান যুদ্ধের দরুণ ঐ প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী কার্য্য অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তবেই এরূপ হইবে।"

———

মরক্কোর ফরাসী-সৈন্যদলে বিদ্রোহ

মরক্কোর ফরাসী-সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। লণ্ডনে তৎসম্পর্কে সংযতভাবে আলোচনা চলিতেছে। প্রকাশ, স্পেন-সরকার রোম-বার্লিন চক্রকে সমর্থন করিয়া মরক্কো সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহাতেই সম্ভবতঃ হইতে এই অবস্থা ঘটিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু স্বাধীন ফরাসীদের আন্দোলনের প্রতি মরক্কোবাসীগণ যে খুবই সহানুভূতি-সম্পন্ন, তৎসম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। তাহাদের যুদ্ধ-বিরতির সম্ভাবনীর জন্য আন্দোলন সৃষ্টি হওয়ার এই আন্দোলন প্রসার লাভ করিবে—এরূপ সম্ভাবনা যথেষ্ট রহিয়াছে। সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ-সরকার এমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই, যেজন্য স্পেনে উদ্বেগের সৃষ্টি হইতে পারে।

———

সিরিয়া সম্পর্কে বিবৃতি

"এজেন্স ও ওরিয়েন্ট" নামক আরব সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান সিরিয়ার কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে জানিতে পারিয়াছে যে, ইরাক গভর্ণমেণ্ট সিরিয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে বাধা দিয়াছেন এবং সিরিয়া ও লেবাননবাসীদিগের স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। উক্ত সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান আরও বলিতেছেন যে, ইরাক গভর্ণমেণ্ট সিরিয়া ও লেবানন্ শাসনতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তন এবং আরও কয়েকটী দাবী জানাইয়া তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট এক নোট প্রেরণ করিয়াছেন।

লেবাননের কঠোরতার মধ্য দিয়াও যে সকল অস্পষ্ট সংবাদ আসিতেছে, তাহাতে জানা যায় কায়রোতে সিরিয়ার ব্যাপারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। ইতালীয় যুদ্ধবিরতি কমিশনের জন্য সিরিয়াবাসী-দের সঙ্কট তীব্রতর হইতেছে।

———

ইটালিয়ানদিগের দৌরাত্ম্য

আবিসিনিয়া ইটালিয়ানদিগের প্রবেশের বাধা-বিঘ্ন অধিবাসীবৃন্দ এবং যে সকল হাবসিনিয়ান সৈন্য ঐ প্রদেশ দখল করিয়া আছে তাহাদের বিরুদ্ধে ইটালিয়ানদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ করা হইয়াছে। আবিসিনিয়ানগণ নাক আক্রান্ত হইয়াছে এবং বাধা দিতে গিয়া তাহারা সমস্ত ইটালিয়ানগণকর্তৃক নিহত হইয়াছে। আর একটী অভিযোগ এই যে, একটি গ্রামে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে, অধিবাসিদের উপর গুলী বর্ষণ করা হইয়াছে এবং জনৈক পুরোহিতকে হত্যা করা হইয়াছে।

———

হামবার্গে বৃটিশ-বিমানের হানা

বিমানসচিবের অফিস হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, রাজকীয় বহু বোমারু বিমান গত ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে রাত্রে হামবুর্গের উপর ৩ ঘণ্টার অধিক সময়ব্যাপী তীব্র আক্রমণ চালায়। উহারা বহুসংখ্যক বড় বড় বোমা ও শত শত অগ্নিবর্ষী বোমা নিক্ষেপ করে।

বিমানসচিবের দপ্তর হইতে প্রকাশিত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, রাজকীয় বিমান-বহরের কয়েকখানি বোমারু বিমান সাধারণভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবার সময় ডানকার্ক ও বেলোনের জাহাজ নির্মাণের কারখানা এবং উত্তর সাগরের মধ্যে কয়েকখানি শত্রু জাহাজের উপর আক্রমণ চালায়। পাঁচখানি বৃটিশবিমান নিখোঁজ হইয়াছে।

উক্ত ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, উপকূলভাগের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও, বহু সংখ্যক বোমারু বিমান সমুদ্রপথের এবং অধিকৃত বন্দরসমূহ, জলবহন কেন্দ্রসমূহ এবং হামবুর্গ ব্রেমেন, এমডেন, অষ্টেণ্ড, কালে এবং বেলোনের জাহাজঘাটার উপর গোলাবর্ষণ করে। ঐ সকল স্থানের বহু অঞ্চলের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে এবং অনেক স্থানে আগুন লাগিয়াছে। আটখানি বিমান ফিরিয়া আসে নাই।

———

বৃটিশ কামানের অব্যর্থ সন্ধান

বার্লিনের একটি সংবাদে বলা হইয়াছে যে, জার্মাণ বৈমানিকগণ বৃটিশ বিমানধ্বংসী কামানের সন্ধান সাংঘাতিকরূপে অব্যর্থ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। লণ্ডন এলাকায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ৯০টি জার্মাণ বিমানের মধ্যে বিমানধ্বংসী কামানের গোলায় ২১টি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে। জার্মাণদের অনুমান ২৫০ জন বৈমানিক নিহত হইয়াছে। এক্ষণে এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে বিলম্বে বিস্ফোরক বোমা বিদীর্ণ হওয়ার আওয়াজ শুরু হয়। "নিউইয়র্ক টাইমস্" এর সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, জার্মাণগণ বেপরোয়াভাবে অগ্নিপ্রজ্বালক বোমা বর্ষণ করিতেছে। এই সব বিমান আক্রমণের ফলে লণ্ডনবাসীদের দৃঢ়তা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বর্তমান বেলজিয়ান গভর্ণমেণ্ট

জার্মাণগণ ঘোষণা করিয়াছে যে, ভিসিতে বেলজিয়ান গভর্ণমেণ্ট সরকারী-ভাবে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সংবাদের আলোচনা করিয়া লণ্ডনস্থ বেলজিয়ান মহল বলিয়াছেন যে, ইতিপূর্বেই সচিব ও অর্থ-সচিব লণ্ডনেই আছেন। ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে, বেলজিয়ান গভর্ণমেণ্ট পূর্ণ ক্ষমতা লইয়া বিদ্যমান আছেন।

———

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ পুরী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও নিমন্ত্রণপত্রী সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই প্রবন্ধে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরম্পরা, গৌড়ীয়গৌরবসম্বন্ধে অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপূর্ব্ব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয় প্রয়োজনাকারে সংস্কৃত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রদীপ পুরী গোস্বামীপাদ-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—

১। 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

অধ্যাপক শ্রীনিশিকান্ত নাথ এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲

৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲

৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০

৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০

১৮। [illegible] ।০

১৯। তত্ত্ববিবেক ।০

২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০

২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৵০

২২। ভজন রহস্য ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲ অবাঁধা ১৲

২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ।০

২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১৲

২৮। [illegible] (সানুবাদ) ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (গৌড়ীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

৩০। দীন-হিন্দু-[illegible] ৵০

৩১। [illegible] (গৌড়ীয়-সংস্করণ) ।৵০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০

৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০

৩৫। গীতমালা ৴১০

৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপধামস্তব

৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ।০

৪০। শরণাগতি

৪১। গীতাবলী

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷০

৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্চনপদ্ধতি

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পকেট সংস্করণ) ৴১০

৪৯। অর্চনকণ ৴১

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০

৫৫। [illegible] ০

৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০

৫৭। ঈশোপনিষৎ (আনুবাদিক) ।০

৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদ ৵০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০

৬০। সাধনসার ৴১

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ।০

৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ।০

৬৩। নবীন [illegible] ।০

৬৪। [illegible] ।০

৬৫। [illegible] ৵০

৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০

৬৭। [illegible] ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ

৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত

৭০। [illegible]

৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ।৵০

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৭৪। [illegible] ।০

৭৫। [illegible] ৴০

৭৬। [illegible] ।০

৭৭। [illegible] আনন্দকেন্দ্র [illegible]

৭৮। [illegible] ২৷০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অন্য প্রকাশ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ।০

৮১। সাধন-পথ ।০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০

৮৩। গীতাবলী ৴০

৮৪। শরণাগতি

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ বর্ষ | ১০ পদ্মনাভ ৪৮৪ গৌরাব্দ ১০ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৭৭, ২৬শে সেপ্টেম্বর খৃঃ ১৯৭০, বৃহস্পতিবার | ১৭৫ তম সংখ্যা

নব-প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থরাজি

——:•:(×):•:——

শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন, শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপানির্দ্দেশ ও শক্তিসঞ্চার এবং শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের পরমপ্রিয়, শ্রীগৌরবাণীর বপুরূপ, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচুর কৃপাশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক-পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়ের ঐকান্তিক যত্ন, চেষ্টা, আগ্রহ ও অদম্য উৎসাহে প র মা র্থ রা জ্যে র পরমাশ্চর্য্য ভাণ্ডারের নিত্য নূতন শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়া সজ্জনগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে। আমরা সেই সব গ্রন্থাবলীতে শ্রৌতসিদ্ধান্তসমূহ শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পাইয়া পরমানন্দিত ও পরমোপকৃত হইয়াছি ও হইতেছি। তাঁহার কৃপাতেই আজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাভিখারীগণ অপ্রাকৃত বাণী আলোচনার সুযোগ পাইয়াছেন ও পাইতেছেন। যাঁহার কৃপায় নিত্যমঙ্গললাভের এত বড় সুবর্ণসুযোগ জীবের করায়ত্ত হইয়াছে, তাঁহার নিকট যে সকলেই ঋণী, তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্য সংলাপ

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আবির্ভাব-তিথিতে আমাদের পরমপূজনীয় শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর কৃপায় যে শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছেন, তাহাতে বাস্তবিকই জীবের পরমমঙ্গল সাধিত হইয়াছে ও হইবে, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। এই গ্রন্থে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পণ্ডিতগণের সহিত প্রশ্নোত্তরমুখে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব যে সকল কথা আলোচনা করিয়াছেন, তাহাই লিখিত আছে। এই গ্রন্থের মাত্র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ক্রমশঃ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অন্যান্য সংলাপ ও আলোচনার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয় প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। এই গ্রন্থে যে সকল সদুপদেশ আছে, তাহা আলোচনা করিলে নিষ্কপট ব্যক্তির মঙ্গল অনিবার্য্য। সুতরাং এই গ্রন্থ যে প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামীর নিত্য সেবনীয়; তাহা বলাই বাহুল্য।

সটীকা শরণাগতি

গৌরজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শরণাগতি গ্রন্থের কথা সকলেই অবগত আছেন। ইংরেজী, বাঙ্গলা, উৎকল ও তামিল প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন দেশে এই শরণাগতির গীতি বিপুলভাবে প্রচারিত হইয়াছে। এক বঙ্গ-ভাষাতেই ইতঃপূর্ব্বে এই শরণাগতির ষোলটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই সদুপদেশপূর্ণ অমূল্য গ্রন্থটী ১২৯৯-১৩০০ সালে রচনা করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জীবমঙ্গলের জন্য এই মহাগ্রন্থ বিশেষ সর্ব্বত্র বিপুলভাবে প্রচার করিবার জন্য অত্যেচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার অভীপ্সানুসারে বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যকুলচূড়ামণি গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর বঙ্গ-ভাষায় এই গ্রন্থের একটী সটীক সংস্করণ প্রকাশ করিবার জন্য গৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয়কে উপদেশ প্রদান করিলে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থের 'কণিকা' নাম্নী একটী সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা করিয়াছেন। শরণাগতির সহিত টীকা সংযুক্ত হওয়ায় সকলেরই শরণাগতির মর্ম্ম বুঝিবার সুযোগ হইয়াছে। সরল ভাষায় লিখিত টীকা, ভূমিকা, শ্রীল ঠাকুরের শ্রীহস্তলিখিত শরণাগতির পাণ্ডুলিপির আদর্শ ও শ্রীল ঠাকুরের চিত্রের আলেখ্য প্রভৃতি সংযুক্ত হওয়ায় গ্রন্থটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থের কাগজ, প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ-সৌষ্ঠব খুব সুন্দর। এই গ্রন্থ সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধা ও আর্ত্তির সহিত নিত্য পঠিত হইলে গৌরজনের কৃপা উপলব্ধি করিয়া নিত্যমঙ্গল-লাভের রাজকীয় সরণি উন্মুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-রচিত বিরাট শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ সম্প্রতি গৌড়ীয়-মিশন হইতে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের বিবরণ, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু, শ্রীল [illegible] ঠাকুর ও শ্রীল প্রেমানন্দ প্রভু প্রমুখ আচার্য্য-গণের কথা, শ্রীনবদ্বীপধাম ও শ্রীব্রজমণ্ডলের বিস্তৃত বিবরণ, [illegible] শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার বিস্তৃত [illegible] প্রভৃতি রহিয়াছে। [illegible] শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় এই বিরাট গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। একরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ [illegible] আর প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে প্রত্যেক [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] সম্পাদক-রচিত [illegible] ও [illegible] একটী সুন্দর গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] আর্ত্তিপূর্ণ। [illegible]

কৃষ্ণ আমার পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল

উপাখ্যানে উপদেশ

কিছুদিন পূর্ব্বে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশ ও উপদেশানুসারে 'উপাখ্যানে উপদেশ' নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্বিন মাস হইতে না হইতেই ঐ গ্রন্থ 'নদীয়াপ্রকাশ' [illegible] পুনরায় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আবির্ভাব-বাসরে 'উপাখ্যানে উপদেশ' গ্রন্থের ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। উপাখ্যানে উপদেশের ১ম খণ্ডে লৌকিক উপাখ্যান ও লৌকিক ভাষার মধ্য দিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ সমূহ [illegible] হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে শাস্ত্রীয় উপাখ্যান অর্থাৎ শ্রুতি-উপনিষদ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমহাভারত, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও অন্যান্য সাত্বত পুরাণ, শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের উপাখ্যানসমূহ দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময় কীর্ত্তনমুখে উপদেশ করিতেন, তাহাই সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থে প্রতি শাস্ত্রীয় উপাখ্যান ও তন্মূলক শিক্ষা ও উপদেশ আছে। আত্মমঙ্গলকামী পাঠকমাত্রেই এই গ্রন্থে নৈতিক ও পারমার্থিক জীবনগঠনের উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন। সজ্জনগণের গৌড়ীয়সিদ্ধান্ত শিক্ষার ইহা এক সুবর্ণসুযোগ। এই গ্রন্থ শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা অথবা মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা—এই ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভুর বক্তৃতা

[শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, ৬মাঘ, সন্ধ্যাকাল]

পরমপূজ্যপাদ বৈষ্ণবমণ্ডল ও সমবেত শ্রদ্ধেয় সজ্জনমণ্ডলি! আজ শ্রীগৌর-কৃপা ঠাকুর শ্রীশ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর শক্তি, শ্রীঅচ্যুতানন্দের জননী শ্রীশ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-তিথি—শ্রীগৌরপঞ্চমী। সেই পরম-পাবনী তিথির অনুসরণ ক'রেছেন—শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ-প্রবর আমার শিক্ষাগুরুদেব পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট-তিথি। মহাপুরুষ, জগৎপাবন বা নিত্যসূরিগণের যে আবির্ভাবতিথি, তাহা পতিতপাবনী ও ভুবনমঙ্গল-বিধায়িনী। বৈষ্ণবগুরুদের—গুরুবর্গের—আচার্য্যবৃন্দের—জগৎপাবনবৃন্দের জগতে যে আবির্ভাব, তাহা সম্পূর্ণ ভগবদিচ্ছা-প্রসূত। আমাদের ন্যায় কর্ম্মফলবাধ্য হ'য়ে তাঁ'দের জন্ম হয় না। আমরা যে প্রকার পাপপুণ্য-ফল ভোগ করবার জন্য জন্মগ্রহণ ক'রি, তাঁ'দের আবির্ভাব সে-প্রকার নয়। বদ্ধজীবের জন্ম এবং ভগবৎপার্ষদগণের আবির্ভাব বাহ্যতঃ দেখতে এক প্রকার হ'লেও তা সম্পূর্ণ পৃথক। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ক্রম-সন্দর্ভে সাধারণ জীবের জন্মগ্রহণ ও সম্পূর্ণ মুক্ত ভগবৎপার্ষদগণের যে জন্ম-গ্রহণ, তা'র মধ্যে কিরূপ পার্থক্য, তা' একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছেন। দেখা যায়—দুইটী ব্যক্তি কারাগারে ক্লেশ পাচ্ছেন। এঁদের মধ্যে একজন চৌর্য্যাপরাধকারী বা অত্যাচারকারী আর একজন সম্পূর্ণ মুক্ত, স্বতন্ত্র-ইচ্ছাযুক্ত সম্রাট। অপরাধী চোর বা লম্পট ব্যক্তি বাধ্য হ'য়ে বন্দী হ'য়ে রাজকর্ম্মচারীকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও কারাগারে যেয়ে উৎপীড়িত হ'চ্ছে। সেটা তা'র অনিচ্ছাসত্ত্বে। আর সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন, [illegible] দয়ার আধার সেই সম্রাট যে তাঁ'র অধীনস্থ বা পালকের দ্বারা শরীর-বন্ধনাদি করাচ্ছেন, তা' অন্যান্য ব্যক্তিগণের ন্যায় বাহ্যতঃ দেখতে একপ্রকার হ'লেও সেটা অপরাধের ক্লেশভোগ বা ইচ্ছা-পূর্ব্বক ক্লেশভোগ নয়—সেটা নিজসুখ বা বিলাসেরই রূপান্তর—নিজের সম্পূর্ণ ইচ্ছার অধীনে।

উক্ত দুই প্রকার ব্যক্তির পক্ষে কিল-ঘুঁষি খাওয়া বা শরীরবন্ধনাদি করান দেখতে একরূপ হ'লেও যেমন তারতম্য বা পার্থক্য র'য়েছে, তদ্রূপ বদ্ধজীব নানাবিধ কর্ম্মবিপাক ফলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথায় লাথি ঝাঁটা বা কিল ঘুঁষি খাচ্ছে, আর মুক্তজীব ভগবানের স্ব-স্বতন্ত্র সম্রাটের ন্যায় স্বেচ্ছায় ক্লেশপ্রতিম জন্মগ্রহণাদি লীলা করছেন। সুতরাং মহাপুরুষগণের যে এ জগতে আবির্ভাব, তা' সম্পূর্ণ ভগবদিচ্ছাকৃত এবং তাঁ'দের যে অল্প জীবনে আপাত ক্লেশস্বীকার, তা'ও সম্পূর্ণ কৃষ্ণপ্রীতির জন্য। তাঁ'দের যে আবির্ভাব, তা' জগজ্জীবের পরম মঙ্গল বিধানের জন্য বা ভুবন মঙ্গল-বিধানের জন্য।

'ভুবন-মঙ্গল' শব্দে আমরা [illegible] দেহমনের ভোগ-সুখ ইত্যাদি বু'ঝে থাকি। জড়বদ্ধ ব্যক্তিগণ দেহমনের সুখ অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রার্থনা করে। আর অনন্ত জীবের মধ্যে কোন কোন সৌভাগ্যবান্ জীব নিত্য মঙ্গল বা আত্মার ভাগবতরূপ পরমমঙ্গল অন্বেষণ করেন। এ জগতে মঙ্গলের নামে আমাদের অমঙ্গল প্রদানকারী কর্ম্মী, জ্ঞানী ইত্যাদির অভাব নাই। কিন্তু প্রকৃত মঙ্গলদাতা পতিতপাবন কৃষ্ণভক্ত জগতে অতীব বিরল। কোটি কোটি মুক্তের মধ্যে একজন কৃষ্ণভক্ত দুর্লভ।

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥
(ভাঃ ৬।১৪।৪)

আজ শ্রীগুরুপূজা, আচার্য্যপূজা বা বৈষ্ণববরের পূজার দিন। আজ বিশ্বজীবের পরমমঙ্গলের দিন। আজ বিশ্বাসী—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসী নিখিল চেতনের মঙ্গল-বরণের দিন। আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হ'য়ে সে-মঙ্গল বরণের জন্য প্রয়াস পাচ্ছি। আপনারা বলতে পারেন,—জগতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পূজা সর্ব্বত্রই হ'য়ে থাকে। যে ব্যক্তি, যে সমাজ বা যে দেশ যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট হ'তে তাঁ'দের প্রার্থনানুসারী মঙ্গল বা স্বার্থ লাভ করে, তাঁ'কে স্বার্থ বা কর্ত্তব্য-বিচারে সকলেই পূজা ক'রে থাকে। এই জগতে বীর বা নায়ক পুরুষগণ, তাঁ'রা যে কোন ক্ষেত্রেই থাকুন, তাঁ'রা নশ্বর। তাঁ'দের পূজকাভিমানিগণ নশ্বর-স্বার্থান্বেষী, ফলভোগী কর্ম্মী। কিন্তু শ্রীগুরুদেব, বৈষ্ণব বা আচার্য্য—তাঁ'রা নশ্বর বস্তু নহেন বা তাঁ'রা কোন নশ্বর মঙ্গল প্রদান করতে আসেন না। তাঁ'রা জগতে যে সম্পত্তি দিতে আসেন, সেটা নিত্য, অব্যয় ও পরম-মঙ্গলপ্রদ। বীর-পূজা বা নায়ক-পূজা হ'তে কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ—ভক্তের পূজা বা জগদ্‌গুরু আচার্য্যের পূজা। সনাতন ধর্ম্মক্ষেত্র ভারত-ভূমিতে নাস্তিকতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার ফলে শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত সদ্ধর্ম্ম যে প্রকার ক্রমশঃ লুপ্ত হ'চ্ছে, তা'তে গুরুপূজা আচার্য্যপূজার কথা বললে লোক মানুষ-পূজা বা নায়ক পূজাকেই বু'ঝে থাকে। আবার কেউ বা শাস্ত্রের ঐ প্রকার গুরুপূজার বিধির অনুসরণকে একটা অভিনব বা গোঁড়ামির ব্যাপার মনে করেন। কিন্তু শ্রীগুরু-পূজা সম্বন্ধে শ্রুতি-স্মৃতিতে অসংখ্য বিধান র'য়েছে।

"আচার্য্যাদ্ধ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং
প্রাপয়তীতি।"
(ছাঃ ৪।৯।৩)

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়
উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥
(ভাঃ ১১।৩।২০)

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥
(মুঃ ১।২।১২)

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
(শ্বেতাঃ ৬।২৩)

ভগবানে যে প্রকার ঐকান্তিকী ভক্তি থাকবে, সেই প্রকার অব্যভিচারিণী ভক্তি শ্রীগুরুদেবে থাকলেই সাধনে সিদ্ধিলাভ হয়। ঈশ্বরের পূজা হ'তেও ঈশ্বরের ভক্ত, গুরু বা আচার্য্যের পূজা—বড়। ভগবান্ নিজে ব'লেছেন—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥
(ভাঃ ১১।১৭।২২)

অর্থাৎ হে উদ্ধব! গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জা'নবে। গুরুকে সামান্য নরবুদ্ধিতে অসূয়া বা অনাদর ক'রবে না। গুরু—সর্ব্বদেবময়।

উক্ত শ্লোকে 'নাবমন্যেত' কথার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। এস্থলে 'বিধিলিঙ্' বিভক্তির প্রয়োগের দ্বারা আচার্য্য দেব বা গুর্ব্ববজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ, ইহা জানাচ্ছেন। মনুষ্য বা মর্ত্ত্য বুদ্ধিতে আচার্য্য বা গুরুদেবকে অসম্মাননা বা হিংসা ক'রবার প্রবৃত্তি লোকের স্বাভাবিকী। তজ্জন্যই ভগবান্ ব'লেছেন,—মেটে'বুদ্ধি নিয়ে শ্রীগুরু বিদ্বেষ ক'রো না। গুরুদেবকে দেখতে মানুষের মতই মনে হয়; কিন্তু, তিনি—'সর্ব্বদেবময়'। গুরুপূজাটী—নায়ক-পূজা নয়, তা' Hero-worship নয়। শ্রীগুরুদেব অপ্রাকৃত রাজ্যের সন্ধান দেন, অপ্রাকৃত ভক্তিধন দান করেন এবং স্ব'স্ব আচার-প্রচার দ্বারা আমাদের উদ্ধার করেন। আর নায়ক বা জগতের প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি আমাদিগকে জগতের বস্তুর সন্ধান দেন—তাঁরা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের সন্ধান দেয়। চতুর্ব্বর্গ-প্রদাতা নশ্বর-জীব ও দেবগণের পূজাই 'নায়কপূজা' বা 'বীরপূজা'। মুক্তি-সুখকেও কুণ্ঠিতকারী যে বস্তু, তাঁ'কে যিনি দান করেন—তিনি শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব অপ্রাকৃতের সন্ধান প্রদান করেন; আর প্রাকৃতনায়ক প্রাকৃত বিষয় বা বস্তুর সন্ধান প্রদান করতে পারেন।

গুরুপূজা বা আচার্য্যপূজা—বীরপূজা নয়। কএক বৎসর পূর্ব্বের কথা, তখন পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

তিথিতে শ্রীব্যাসপূজার আয়োজন ক'রেছে ব্যাসপূজার দিন মঠে একটী বিরাট বৈষ্ণব-সজ্জনগণের সভায় শ্রীল প্রভুপাদকে অনেক অভিনন্দন প্রদান করা হয়। শ্রীল প্রভুপাদকে শিষ্যগণের পক্ষ হ'তে অনেক স্তব স্তুতি, বন্দনা, পূজাদি গ্রহণ ক'রতে হ'ল। সেই ব্যাসপূজা-বাসরে [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] কর্ণধার [illegible] মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। প্রভুপাদকে একজন লৌকিক শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তিজ্ঞানে উক্ত ব্যক্তি তাঁ'র (শ্রীল প্রভুপাদের স্তব-স্তুতি-পূজাদি গ্রহণ-কার্য্য দেখে ব'ল্লেন—"আপনি কি ক'রে ব'সে ব'সে এতগুলি লোকের স্তব স্তুতি শুনলেন?" পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ তা'র উত্তরে ব'লেছিলেন,—

"শ্রীগুরুদেব যখন শিষ্যদের থেকে পূজা গ্রহণ করেন, তখন তিনি মনে করেন না যে, তিনি—গুরু। তিনি নিজেকে একজন নগণ্য ভৃত্যজ্ঞানে গুরুপূজার সকল উপকরণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছিয়ে দেন। লোককে গুরুপূজা শিক্ষা-দিবার জন্য গুরুদেব নিজে পূজা গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন গীতা অমায়িকভাবে ব'ল্লেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥"

তখন জগতের বহির্ম্মুখ লোক মনে ক'র্‌ল—কৃষ্ণ কি স্বার্থপর, কি দাম্ভিক, নিজের পূজা নিজেই চাচ্ছে! আবার শ্রীকৃষ্ণ ব'ল্লেন,—'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ' এতেও নিজেরই পূজা—অপরের মধ্য দিয়ে। স্বার্থপতি শ্রীহরির অভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পূজাই যে সর্ব্বজীবের নিত্যমঙ্গলের হেতু ও জীবের পরম স্বার্থ, তা' অজ্ঞান জীব বোঝে না, বুঝ্‌তে পারে না।

মহাপ্রভু ব'লে দিয়েছেন,—
'আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা
তার' এই দেশ
'ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥'

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথার মর্ম্ম

(বোম্বে ২৩৮।৪০, প্রাতঃকাল)

ব্রহ্মাণ্ড বা দেবীধামে ভোগ ও ত্যাগ [illegible] আত্মা বৈকুণ্ঠে [illegible] [illegible] সুখ, দুঃখ, শীত ও উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব ভোগ, নতুবা ত্যাগ ব্যতীত অন্য আর কিছু করে না। অপ্রাকৃত বস্তু যে শ্রীভক্তি সিদ্ধান্তবাণী, তাহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে দেবীধামে যাহারা বাস করে বা যত সম্প্রদায় আছে, তাহারা সকলেই পঞ্চরাত্র ভোগ ও ত্যাগে ব্যস্ত। ভোগীরা বা ভোগী আর ত্যাগীরা প্রচ্ছন্ন ভোগী ইহারা সব নির্ব্বিশেষবাদী। কৃষ্ণ সত্য কৃষ্ণ সেবা সত্য ও কৃষ্ণসেবক সত্য সুতরাং সেবা সত্য, সেবক সত্য ও সেব্য সত্য; জ্ঞেয় সত্য, জ্ঞাতা সত্য ও জ্ঞান সত্য; আস্বাদক, আস্বাদ্য ও আস্বাদন সত্য; দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন নিত্যসত্য [illegible] প্রভৃতির [illegible] স্তবক।

[illegible] তোমার [illegible]
তোমার চরণ [illegible]
আমার নহি ত' আমি।
বিনোদ-সেবক কাঁদিয়া শর
ল'য়েছে তোমার পায়।
ক্ষমি' অপরাধ নামে রুচি দি'
পালন করহে তায়॥

সুতরাং মঠবাসিগণের প্রত্যেকে ২৪ ঘণ্টা স্মরণ রাখা উচিত যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপ মঠে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব ও শ্রীপাদপদ্মের একটী চেতনমূলকণার ন্যায় তাঁহাদের মনোহভীষ্ট-সেবায় কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। অন্য কোন অভিলাষ আমার নাই। সকল অনুষ্ঠানের (মঠের) একমাত্র স্বার্থপতি—বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণসেবা। যদি তাহাই না হয়, তাহা হইলে বৃন্দাবনের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ডের এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পরিবর্ত্তে নিজের ভোগই হইয়া পড়ে। [illegible] মিথুনের সেবায় যদি ২৪ ঘণ্টা লক্ষ্য না থাকে তাহা হইলে মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে অধিষ্ঠান। মিথুন অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের ভোগ হয় [illegible] Vaishnavism [illegible] Saktaism; হয় চিন্ময়মিথুনের সেবা, নয় নিজের সেবা। সকল জীবের অন্তরের অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদকশায়ী বা হৃষীকেশ বা অনিরুদ্ধ বিষ্ণু। সকল সমষ্টি জীবের বা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী—গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু। তাঁহা হইতে রাম-নৃসিংহাদি অবতার। প্রকৃতির অন্তর্য্যামী—কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু। [illegible] লক্ষ্মী আছে। বিষ্ণু-[illegible] লক্ষ্মী আছে। অতএব আমাদের প্রত্যেক মঠবাসীরই কর্ত্তব্য মঠবাসী সকল সেবকগণের সহিত মিলিয়া শ্রীনামপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনে মঠটীকে মুখরিত রাখা এবং মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা শিষ্টে (শ্রীধাম বৃন্দাবনে) অবস্থিত শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবাতে নিযুক্ত থাকা। ইহা লঙ্ঘন করিয়া মঠবাস হয় না। "ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা।" বিষ্ণুর জীবন শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনরূপ জীবন বাদ দিয়া মাধুকরী ভিক্ষাটা মরা মানুষকে অলঙ্কার দিয়া সাজানোর ন্যায় বৃথা। "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ" এই ভাগবত বাণীতে সর্ব্বকারণকারণ শ্রীনামপ্রভুর উপাসনার কথা বলা হইয়াছে।

'বৈকুণ্ঠ'পর' শব্দটীর দুইটী অর্থ। (১) বৈকুণ্ঠের প্রিয় যাঁহারা আর (২) কৃষ্ণ [illegible] যাঁহাদের, "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং" শ্লোকানুসারে হরি, গুরু ও বৈষ্ণব পর [illegible] নহেন, একই বস্তু সেব্যসেবকরূপে আছে। [illegible] এবং গুরুবৈষ্ণবসেবা বাদ দিয়া শ্রীশ্রীনামপ্রভুর সেবা হয় না। তাহা মায়াবাদ।

(২৪।৮।৪০, প্রাতঃকাল)

মোক্ষপ্রার্থী বা ভোগপ্রার্থী, কড়্‌চা বা কুর্থিত দর্শন বা কুদর্শন ও আধাদি জ্ঞান সমস্তই মায়াপিশাচী। এই মায়াপিশাচীর হস্ত হইতে পরিত্রাণের [illegible] শ্রীগুরুরূপী আমাদিগকে এক মহে [illegible] [illegible] মহা ঔষধী—শ্রীগুরুবাক্য শ্রবণ মহাপথ্যটি—শ্রীগুরুদেবের উচ্ছিষ্ট ভোজন। 'বিষস্' অর্থে গুরুর উচ্ছিষ্ট এবং 'অশ' অর্থে খাওয়া। 'বিষসাশী' অর্থে গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজী। [illegible] ও রসাস্বাদন। জিহ্বা সর্ব্বাপেক্ষা [illegible] "তার মধ্যে জিহ্বা অতি লোভময় সুদুর্ম্মতি, তা'কে জেতা কঠিন সংসারে" "জিতং সর্ব্বং জিতে রসে।" [illegible] বাক্যের কীর্ত্তন ও গুরুর উচ্ছিষ্ট-সেবা দ্বারা জিহ্বা জয় হইয়া থাকে, অন্য প্র[illegible] তাহাকে জয় করা যায় না। শ্রীগুরুদেব বলেন—

"কনক কামিনী, [illegible]
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।"
"গ্রাম্যকথা না শুনিবে, [illegible] ভোগ-কথা,
[illegible] নাম-কীর্ত্তন-গৌরব।"
"নাম বিনা আর নাহিক কিছু,
চৌদ্দ ভুবন মাঝে।"
"আপ্ত বাক্য [illegible] আর কিছু নাহি কাজে,
আর সব মনে অকারণ।"
ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা"
"[illegible] সেবা [illegible]"

শ্রীগুরুদেব বলেন—
"[illegible] করিলেন যথা,"
"[illegible]"
"আর [illegible] !
সংসার বাসনা মোর [illegible]।"

নামের দ্বারা শ্রীগুরুনামীর সাক্ষাৎ, অভিধেয়ের সাক্ষাৎ ও শ্রীনামপ্রভুর সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। নাম ভজনকারীর দ্বারায় সেবা হয়, কিন্তু নামাপরাধীর প্রধান ভোগ (?) হয়। [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] ছায়া। [illegible] জীব [illegible] চিন্ময় [illegible] পারে না। [illegible] হইয়া পুরুষাভিমানে [illegible] বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী [illegible] হরিনাম, ভজন, সেবাকার্য্য ও প্রসাদ ভোগ (?) ক'রতে ক'রতে নরকে [illegible] যাইতে হইবে।

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রকটোৎসব

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ও [illegible] পরমহংস [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি[illegible] পুরী গোস্বামী ঠাকুরের [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের [illegible] [illegible]।

[illegible] পরাবলী [illegible] শ্রীশ্রীম [illegible] কীর্ত্তন [illegible] গৌরসুন্দরের [illegible]।

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

৩) যোগপীঠ-মায়াপুর শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(১১) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গোড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাউভারা—(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) কুলিয়া [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) [illegible]-আশ্রম
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]মঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদঘাটি, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজ্যোতির্ম্ময়[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

(২১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চটিগ্রাম পরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৪) গোপালজীউমঠ
[illegible]পুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ [illegible], (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জিলিং
সেবক—শ্রীমহাপুরুষ দাসাধিকারী

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], চট্ট. পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ [illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible] ইউ পি)
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রজবাসী

৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ
পোঃ [illegible] (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ [illegible], মথুরা
সেবক—ঐ

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৬) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible].
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ দাসাধিকারী

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী;
সেবক—শ্রী[illegible] পাণ্ডা

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
.গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
হিল ডিঃ বোম্বে ৭
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]: মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী মাদ্রাজ
—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

(৫৩) [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গ[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) [illegible] – [illegible] মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৫ [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী
সেবক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], গঞ্জাম
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] মঠ
চিকন্দি, পোঃ [illegible], গোদাবরী
সেবক শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], গোদাবরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible] (মাদ্রাজ)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী দাসাধিকারী

(৬৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ১
৫১, [illegible]রোড
[illegible], [illegible]
সেবক—কুমারীবিনোদবাণী দাসী

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট.
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ আফিস
[illegible], [illegible] (ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible]বানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৯) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible]পুর (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৭০) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৭১) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]কিশোরদাস অধিকারী

(৭১) শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০

চাঁদার হার

দৈনিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক	২৸০
মাসিক	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা [illegible]।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর উপদেশামৃত সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সাধন পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালীটি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই [illegible] হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। গ্রন্থটী পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক আখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজবোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক গ্রন্থের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। আহার ও বোর্ডিংখরচ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত। এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর [illegible] কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, [illegible] এই অপূর্ব্ব [illegible] সংস্করণে প্রকাশিত করিয়া [illegible] প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত [illegible] যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে [illegible] অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের [illegible] সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে [illegible] শ্রী বলদেবকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল [illegible] পদ্ধতি এত বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সংস্কারক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অলৌকিক জীবনচরিত এতাবৎকাল পরিচয় প্রণালীতে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অন্যতম পরিব্রাজকাচার্য্য সুলেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর ভাক্তশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের স্বৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই প্রায়, অতিনব — অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬৩৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখ ভূমিকা (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইল। ভিক্ষা ১৫ পনের টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রোয়াপেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫ ৪১	৬-১৯	৭ ১০	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২ ৪১
দমদম ,,	৫-৫৮	৬-৩৫	৭-৩০	১৩ ৩৭		১৮-১২	২২ ৫২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৮	৮ ০ ৫	৯-১৬	১৫-৩	১৮-৩৪	১৯-৪২	০-২৫
(বদল) ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৩৩	১৫-১৯	১৮-৪২	১৯-৫৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩৪	৮-৩৮	১০-৮	১৫-৫১	১৯-১৭	২০-২২	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১	১৫-০	১৭-৫১	২০-৩০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০	১৫-৫০	১৮-১১	২১ ১০	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-২
দমদম ,,	১১-২০
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (ন্যারো গেজলাইনে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪
ছাঃ	১৫-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৪০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৮	৯-১০	১৪-১৬	১৬-০	১৮ ৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৬	৯-৪৮	১৪ ৫৫	১৬-৩৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-৯	৮-৫০	১১-৪১	১৬-৫৩	১৯-২	২০-৫৬	৩-৩৬
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯-২৩	১২-২৬	১৭-৩১	২০-১০	২১-২৯	৪-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯-২৮	১২-৩৬	১৭-৪৩	২০-১৮	২১-৭৪	৪-২৩
দমদম ,,		১১-৩		১৯-০		২৩ ৯	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১২০	১৪-২১	১৯-২৩	২১-৫৫	২৩-২৭	৬-২৩

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ	১৪ ১৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫৫
ছাঃ	১৫-১৩
শান্তিপুর পৌঃ	১৫-৫১
(বদল) ছাঃ	১৬-৫৩
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-৩৪
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩
কলিকাতা পৌঃ	১৯-২৩

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অদ্বিতীয় পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় জীবনের রক্ষাকবচ অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—৯১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
শান্তিপুর, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বাংলার সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ১১ই আশ্বিন ১৩৪৭, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ শুক্রবার ; ১৭৪তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——:০:(*):০:——

দোকান-কর্মচারী বিল

দুই দিন আলোচনার পরে গত বৃহস্পতিবার বঙ্গীয়ব্যবস্থা-পরিষদে দোকান কর্মচারী বিলটি বঙ্গীয়ব্যবস্থাপক সভা কাউন্সিলে যেরূপভাবে গৃহীত হইয়াছিল ঠিক সেইরূপভাবেই বিনা পরিবর্তনে এবং পরিষদের সকল দলের সমর্থনে গৃহীত হইয়াছে। এখন গভর্ণরের সম্মতি লাভ করিলেই ইহা আইন-রূপে প্রবর্তিত হইবে। বিলটি কলিকাতায় ও হাওড়ায় কার্য্যকরী করিবার জন্যই পরিকল্পিত, তবে আশা আছে যে, ইহাতে সুফল পাওয়া গেলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলার অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্য-কেন্দ্রেও ইহা প্রবর্তনে অসুবিধা হইবে না। এই বিল অনুযায়ী দোকান-কর্মচারিগণ সপ্তাহে দেড় দিন এবং বৎসরে ৩ দিন বিশেষ আবশ্যকমূলক ও ১০ দিন আকস্মিক আবশ্যকীয় ছুটি পাইবেন। দোকানের মালিকগণও রাত্রি আটটার মধ্যে দোকান বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইবেন। কোন কর্মচারীকে অতিরিক্ত সময় খাটানো হইলে তাহাকে অতিরিক্ত বেতন দিতে হইবে এবং প্রতি মাসের দশ তারিখের মধ্যে কর্মচারীদের বেতন দিতে হইবে। বিলে দৈনিক দশ ঘণ্টা কাজের সময় সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল বিলের ৭নং ধারা সম্পর্কে একটি সংশোধক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া সওদাগরী আফিসের কর্মচারীদিগকেও এই বিলের আওতায় আনিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহাদের সওদাগরী আফিসের কর্মচারীদের অবস্থা যে দোকান কর্মচারীদের অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে বরং কোন কোন স্থলে অনেক বেশী তাহাও উল্লেখ করিয়াছিলেন, কিন্তু ডাঃ সান্যালের সংশোধক প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। তবে শ্রমমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী আশ্বাস দিয়াছেন যে, সওদাগরী আফিসসমূহের কার্য্যব্যবস্থাদি সম্পর্কে ভালভাবে তদন্ত করিয়া আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত আর একটি বিল আনয়ন করিবেন। শ্রীযুক্তা নেলীসেন গুপ্তা এই আইনকে ঢাকা ও চট্টগ্রামে এখনই বলবৎ করিতে চাহিলে শ্রমিক মন্ত্রী বলেন বর্তমানে কলিকাতা ও হাওড়ার ফল দেখিয়া পরে তাহার বিবেচনা হইবে।

এরিত্রিয়া ও ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ডে বোমাবর্ষণ

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, গত ৮ই সেপ্টেম্বর রাজকীয় বিমানবাহিনীর একদল বোমারু বিমান এরিত্রিয়ার অন্তর্গত মাসোয়ার উপর বোমাবর্ষণ করে। বোমাবর্ষণের ফলে দুইটি অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং কয়েকটি দালান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার বিমানবাহিনী ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ডের অন্তর্গত মেগালডোর উপর হানা দিয়া মোটর-যানের একটি ঘাঁটির উপর বোমাবর্ষণ করে। বোমাবর্ষণের ফলে একটি অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। ভূমিতে অবস্থিত একখানি ক্যাপ্রোনী বিমান ধ্বংস হয় এবং আরও ৪ খানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গত ২৮শে আগষ্ট যে মোটরযান-ঘাঁটির উপর আক্রমণ করা হইয়াছিল, সেই ঘাঁটিটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। শত্রুপক্ষের জঙ্গী বিমানের উপর আক্রমণ চালাইয়া একখানি বিমান ভূপাতিত করা হয়। গত ৭ই সেপ্টেম্বর শত্রুপক্ষীয় বিমানসমূহ মাল্টার উপর আক্রমণ চালাইলে শত্রুপক্ষের একখানি বিমান গুলী করিয়া ভূপাতিত করা হয় এবং আরও একখানি বিমান গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পুলিশ-বাহিনীর লোকবৃদ্ধি

সাব্-ইন্সপেক্টর পদের স্থায়ী শূন্য-পদ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত প্রতি বৎসর সাব্-ইন্সপেক্টর নিয়োগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি একটী পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। যখন এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা হইবে, তখন বার্ষিক নিয়োগের সংখ্যা ৬৬ হইতে ৮৪ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইবে। এতদ্ব্যতীত আর একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, ঘাট্‌তি পূরণ করার নিমিত্ত ১২ বৎসরের জন্য প্রতি বৎসর আরও ২৪ জন অতিরিক্ত সাব্-ইন্সপেক্টর গ্রহণ করা হইবে। এই পদে গত ১০ বৎসরের মধ্যে স্থায়ী শূন্য-পদের সংখ্যা ১০০ হইতে ৪০০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে একশত শিক্ষানবীশ সাব্-ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে অর্দ্ধেক সংখ্যার নিয়োগ করা হইয়াছে এবং বাকী অর্দ্ধেক সহকারী সাব্-ইন্সপেক্টরদের মধ্য হইতে প্রমোশন পাইয়াছে। সম্প্রতি যে সকল সাব্-ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৫০ জন অমুসলমান এবং ৫০ জন মুসলমান। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের মধ্যে ৪৭ জন গ্র্যাজুয়েট, দুই জন এম-এ এবং একজন বি এল্ ছিল।

বার্লিনে বৃটিশ-বিমানের হানা

এসোসিয়েটেড প্রেসের (আমেরিকা) বার্লিনস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, গত ১০ই সেপ্টেম্বর সকালে বার্লিনে বিমান আক্রমণের সতর্কতাসূচক ধ্বনি করা হয়। এই ধ্বনি ৪০ মিনিট স্থায়ী হইয়াছিল। বার্লিনের উত্তর সীমান্তে কতকগুলি বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণ-বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ-বিমানসমূহ উত্তর জার্ম্মাণীর বিভিন্ন অংশের উপর দিয়া উড়িয়া গিয়াছে। এই ঘোষণায় বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে, বার্লিনের উত্তর উপকণ্ঠে বোমাবর্ষণ করা হইয়াছে।

বৃটিশ-কামানের অব্যর্থ সন্ধান

বার্লিনের একটি সংবাদে বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণ বৈমানিকগণ বৃটিশ বিমানধ্বংসী কামানের সন্ধান সাংঘাতিকরূপে অব্যর্থ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। লণ্ডন এলাকায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ৯৬টি জার্ম্মাণ বিমানের মধ্যে বিমানধ্বংসী কামানের গোলায় ২১টি ভূপাতিত হইয়াছে। জার্ম্মাণদের অনুমান ২৫০ জন বৈমানিক নিহত হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয় শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১২০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠ-চালের উপদেশ-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিবর্তক পুস্তিকা "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই প্রবন্ধে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপ্রাকৃত চরিত্র বর্ণিত আছে।

শ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-শতবর্ষপূর্তি-তিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয় প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভু-লিখিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

১। 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

অধ্যাপক সুন্দরানন্দ দাস এম্‌-এ, বি-এল্‌,

পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

আকারাদিক্রমে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবত,—দশম	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত—	২৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাধা)	৯৲
৩।	অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮
৪।	গৌরার্চনা পদ্ধতি (অবাধা)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১৲
৮।	সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা	১।০
৯।	বৈষ্ণবধর্ম	৭৲
১০।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	৫৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২।	শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যোপনিষৎ	।০
১৮।	বাহ্য আশ্রয়	।০
১৯।	তত্ত্ববিবেক	।০
২০।	গৌড়ীয় গৌরব	৷৵০
২১।	গৌড়ীয়গাথা	৷৵০
২২	ভজন রহস্য	।০
২৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্তি টীকাসহ। অবাধা)	২৲ / ১৲
২৬।	শ্রীচৈতন্যের কোমল শ্রদ্ধা কথা	
২৭।	পুরুষার্থপ্রতীকা বৎসরের ৫: সাপ্তাহিক	
২৮।	গোপাল চম্পু (সাপ্তাহিক)	।০
২৯।	প্রেমবিবর্ত তৃতীয়-সংস্করণ। (বাঁধা)	৸০
৩০।	শ্রীল বিশ্বনাথ	৵০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৵০
৩২।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস বাঁধা	।০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৵০
	অন্তর্ভুক্ত (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
৩৫।	গীতমালা	৷১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৵০
৩৭	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৵০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	
৩৯।	শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু	
৪০।	কল্যাণকল্পতরু	
৪১।	গীতাবলী	
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	
৪৩।	সাধনকণা	
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	
৪৫।	নবদ্বীপশতক	
৪৬।	অর্চনকণ	
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৵১
৪৯।	শরণাগতি	
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড)	
৫১।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	।
৫২।	মণিমঞ্জরী (সাপ্তাহিক)	
৫৩।	গৌরস্মরণমঙ্গল	
৫৪।	পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।
৫৫।	উপদেশামৃত বা রাগানুগাবলী	
৫৬	আচারবৎ ও ভক্তিপথ	৵
৫৭।	ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যানুবাদ)	।
৫৮।	শ্রীকৃষ্ণদেব	৵
৫৯।	শিক্ষাষ্টক	৵
৬০।	মাধ্যাবাণী	৴

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	।
৬২	সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিভিন্নঃ	।
৬৩।	নবীন-শিক্ষানামামৃতম্‌	।
৬৪।	তত্ত্বসূত্র	।৷
৬৫।	মায়াবাদ নিরাকরণম্	৵৷
৬৬।	গৌড়ীয়ব্রতসমাচারঃ	৴৷
৬৭।	মায়াসন্দর্ভম্	৵

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	।৷
৬৯।	এ কিউ বার্ড স আই ভিউ	।৷
৭০।	ভাগবত	৴৷
৭১।	বেদান্ত—ইট্‌স মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি	।৷
৭২।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স	৷৵৷
৭৩।	লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।৷
৭৪।	ব্রহ্মসংহিতা	
৭৫।	শ্রীমাউণ্ট গৌড়ীয়মঠ টু বুকঃ	
৭৬	ঐ আবার	
৭৭।	ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনআলয়েড ডিভোশন	
৭৮।	ব্রহ্মসংহিতা	৪।৷
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)	১

হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত

৮০।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।৷
৮১।	সাধন-পথ	।৷
৮২।	কল্যাণ-কল্পতরু	৵০
৮৩।	গীতাবলী	৴০
৮৪।	শরণাগতি	৴০

আসামীয় ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ বর্ষ | ১১ পদ্মনাভ ৪৫৪ গৌরাব্দ ১১ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৭শে সেপ্টেম্বর খৃঃ ১৯৪০, শুক্রবার | ১৭৫ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ পদ্মনাভ তিথি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৪

যৎকিঞ্চিৎ

দিনের পর দিন, রজনীর পর রজনী, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কালের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। যে কাল চলিয়া যায়, তাহা আর আসে না, কেবল ভোগের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার স্মৃতিটুকু রাখিয়া যায়। সে স্মৃতি বৃথা, যাহা ভক্তাকাঙ্ক্ষী—সে নিঃশ্বাস বৃথা, যাহা কৃষ্ণসেবা-সন্ধান-রহিত। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু আমরা চলিতেছি কোথায়? প্রতিমুহূর্ত অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নির্দ্দিষ্ট পরমায়ুর প্রতিমুহূর্ত কমিতেছে। আমরা যে জগৎ ভোগ করিবার জন্য ছুটিতেছি, যে জগতে প্রবল আসক্তি থাকায় তথায় আরও বেশীদিন বাস করিবার ইচ্ছা জাগিতেছে, প্রতিমুহূর্তে আমাদের সেই জগৎ হইতে বিদায় লইবার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে।

এমন এক গোলোকের দূত—এমন এক নিত্যপ্রভু—এমন এক কৃপাবতার জগদ্গুরুর চেতনবাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পাইলাম, যিনি আমাকে এই মুহূর্তে, মুহূর্ত্ত বা বলি কেন, সদ্য সদ্য দেবদুর্ল্লভ ধনানিধি দান করিতে প্রস্তুত, যিনি আমাকে কৃষ্ণপাদপদ্ম-পরমধনের নিত্য অধিকারী করিতে ব্যস্ত, যোগ্যাযোগ্য-বিচার না করিয়া যিনি আমাকে অযাচিত কৃপা করিয়া এত বড় সম্পত্তি দান করিতে মুক্তহস্ত, যাঁহার জন্য বাহ্যতঃ সংসার ত্যাগ করিলাম, কায়মনোবাক্যে যাঁহার সেবা করিবার জন্য মঠে আসিলাম, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে ত' আমার রতিমতি হইল না! তাঁহার চেতনবাণী—মোহ নিদ্রা-বিনাশিনী বাণী কর্ণে ধারণ করিতেছি কোথায়? সেই বাণীশ্রবণে আমাদের চেতন ত' সাড়া দেয় না? সুতরাং আমরা যে নিদ্রাতে অত্যন্ত জড়াসক্ত হইয়া পড়িয়াছি তাহাতে সন্দেহ কি? এ জড়তা আর কবে দূরীভূত হইবে? জড়তা দূরীকরণের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে কাতর প্রার্থনা জানাইবার জন্য কই একটু ইচ্ছাও তো জাগে না? দিন ত' কথা বলিতে বলিতে, আকাশকুসুম চিন্তা করিতে করিতে ফুরাইয়া আসিল। বহুভাগ্যে বহু সুকৃতিফলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান পাওয়া হরিভজনের সুযোগ লাভ হয়। কিন্তু সেই সুযোগের অপব্যবহার হইলে সে সুযোগ ত' আর বেশীদিন থাকে না। গুরুসেবায় যাঁহাদের চিৎসামর্থ্য বিগত হইয়াছে, গুরুপাদপদ্মে যাঁহাদের প্রতিমুহূর্তে বাড়াবাড়ি বা অভিনিবেশ উৎসাহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, তাঁহারাই নিত্যজীবনের অধিকারী হইতেছেন, তাঁহাদের মৃত্যু বলিয়া কোন কথা নাই ও তাঁহাদের দিনেরও ক্ষয় নাই। তাঁহারা সময়কে পরমার্থ বলিয়া জানেন। জানিনা কবে তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণের সৌভাগ্য হইবে?

জগতের ইন্দ্রিয়তর্পণ অনর্থময়; তাহা আপাতমনোরম ও আপাতসুখকর হইলেও পরিণামে অনেক দুঃখাবহ ও চেতনতা-অপহারক। কিন্তু হরিগুরুবৈষ্ণবের সুখবিধান—অক্ষয়, অব্যয় ও অমৃত। প্রতিমুহূর্তে প্রতি কার্য্যে আমাদের সম্বন্ধজ্ঞান দরকার। আর তাহার উৎসই সদ্গুরু বিচার। যিনি আমাদের ভবসাগর পার করিতে আসিয়াছেন, যিনি আমাদের একমাত্র অকৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষী, সেই নিত্য প্রভুর সঙ্গে থাকিতে হইলে দীন, অকিঞ্চন ও কাঙ্গাল হইতে হইবে। কই সে দীনতা লাভ ত' আমার হইল না? তাঁহার শ্রীপাদপদ্মকেই একমাত্র গতি না জানিলে বা অন্যাভিলাষশূন্য হইয়া দীন না হইলে তিনি কিছুতেই আমাদিগকে সঙ্গে লইবেন না।

অনন্তকালের তুলনায় আমাদের জীবনের সময় আর কতটুকু? আমাদের কোন্ সময়ে মৃত্যু ঘটিবে, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং এই মুহূর্তে আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিকী রতি বা প্রীতি হওয়া দরকার। নতুবা এ জগতের কোন একটী বস্তুতে প্রীতি থাকিবাই থাকিবে। তাঁহার কৃপা হইলে সংসার-বাসনা মুহূর্ত-মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাঁহার কৃপা না পাওয়া পর্য্যন্ত এ জগতের প্রত্যেক বস্তু আমাকে তাঁহার স্বরূপ না দেখাইয়া বহিরাবরণ দেখাইয়া বঞ্চিত করিবে।

হরিকীর্ত্তনকারী গুরুগণ কালের বিক্রমকে খর্ব্ব করিয়া নিখিল কালকে হরিসেবায় নিযুক্ত করেন। যে কালের বিক্রম আব্রহ্মস্তম্ব সর্ব্বত্র বিরাজমান, সেই কালের বিক্রম শ্রীভগবানের রাজ্যে ও গুরুগণের নিকটে নাই। সেইজন্য তাঁহাদের অনুসরণে আমাদেরও প্রতিমুহূর্তে হরিভজন করিয়া জগৎ হইতে বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার।

আমাদের চিত্ত এত ভোগপ্রবণ, এতই আসক্ত যে হরিসেবার কালকে ভোগের কাল বলিয়া মনে করি। আমাদের দুর্ল্লভ মানবজীবন ত' গগনের রবি নহে যে, আজ অস্ত গেল, কাল আবার দেখা দিবে। যে জীবন বা যে সময় চলিয়া গেল, তাহা আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না—যে অমূল্যনিধি হারাইলাম, তাহা আর শত ক্রন্দন করিয়াও ত' পাইব না। অসংযমের দরুণ আত্মবিস্মৃতিই হরিভজন না করিবার কারণ নয় কি? আত্মস্মৃতি প্রবল হইলে আমরা দেহ ও দেহের স্মৃতি ভুলিয়া যাইতাম। যাহা আমাদের নয়, তাহাকে আমাদের মনে করায় আমাদের যত অসুবিধা। এই কারণেই [illegible] একটী জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। [illegible] বস্তুর সংযোগ ও বিয়োগ [illegible] অথবা দুঃখের ভাগী হই। ইহাই অজ্ঞানের বিজ্ঞের অবস্থা। কিন্তু আমরা যদি নিজেকে নিত্যকৃষ্ণদাস বলিয়া জানিতে পারি, তাহা হইলে আর কোন দুঃখই থাকে না। সেইজন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—

জীব কৃষ্ণদাস — এ বিশ্বাস করলে ত' আর দুঃখ নাই।

মন চঞ্চল। চঞ্চলতাই চেতনের ধর্ম। জিহ্বাদি মন আত্মা যে অনুক্ষণ পরমাত্মার সেবানন্দের জন্য চিরব্যাকুল তাহাই সতত প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু আত্মা এখন নিদ্রিত থাকায় ইন্দ্রিয়গণ কৃষ্ণবিমুখতার দিকে ধাবমান। শ্রীকৃষ্ণই হৃষীকেশ—ইন্দ্রিয়াধিপতি। তাঁহার সেবা করাই ইন্দ্রিয়ের কাজ।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণকালেই আমাদের আত্মার সুপ্তা বৃত্তি জাগ্রত হয়। নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগ্রত করিতে হইলে শব্দ ব্যতীত উপায় নাই। বৈকুণ্ঠশব্দের ধ্বনি যখন কর্ণদ্বারে প্রবেশ করিয়া চেতন স্পর্শ করে, তখনই চেতনধর্ম্মে আত্মা জাগ্রত হয়। সেইজন্য হরি-সেবানন্দের একমাত্র উপায় সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরু বৈষ্ণবমুখে বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণ। শ্রবণেই সিদ্ধিলাভ হয়। কায়ের দ্বারা যেমন সর্ব্বক্ষণ সেবা করা দরকার, সেইরূপ কর্ণের দ্বারাও সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-শ্রবণরূপ সেবা ও সাধুসঙ্গ করা দরকার। নতুবা বঞ্চিত হ'তে হইবে।

শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভুর বক্তৃতা

(২)

যাঁ'রা গৌরসুন্দরের কথা শুনে নাই, তা'রাই ব'লছে—'কিরূপে আত্মবাদি শুনছে।' গুরু যখন শিষ্যকে একান্তভাবে উপদেশ দিচ্ছেন, তখন কিরূপ পাষণ্ডতাই (!) না তাঁ'র করতে হ'চ্ছে। 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ' শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে আচার্য্য কি ক'রবেন? আচার্য্যকে কখনও অবমাননা ক'রবে না, তোমার সঙ্গে আচার্য্য সমান—একথা কখনও মনে ক'রবে না।'—কৃষ্ণের এই সকল বাণী—যা'তে জীব মঙ্গল লাভ ক'রবে, সেই সকল কথা ব্যাখ্যা ক'রবার আসন থেকে তিনি কি পালিয়ে যাবেন? তাঁ'কে যে অধিকার তাঁ'র আরাধ্যদেব দিয়েছেন—যদি তিনি তা' পালন না করেন, তা' হ'লে 'ভগবৎ-আজ্ঞাপালন-কার্য্যে তাঁ'র পতন অবশ্যম্ভাবী—কৃষ্ণ তখন আমায় দিকে ফেলো যাবো' ব'লে যান। যখন গুরু শিষ্যকে মন্ত্র প্রদান ক'রছেন, তখন কি তিনি ব'লে দিবেন না—এই মন্ত্রের অপব্যবহার ক'রো না, ব'লে দিলেন,—গুরুকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি ক'রো না—মা ক'র্ত্তব্য দিয়ে দেবে?' 'গুরুকে কখনও অবজ্ঞা ক'রতে হ'বে না, গুরু—সর্ব্বদেবময়'—এই সকল কথা—ভাগবত পড়া'র সময়ে কি গুরুদেব শিষ্যকে ব'লে দেবেন না? 'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ'—শ্রীকৃষ্ণে যেমন পরা ভক্তি, গুরুদেবে যাঁ'র তদ্রূপ নিষ্কপট পরা ভক্তি বিদ্যমান, তাঁ'র নিকটই গূঢ় বিষয়সমূহ প্রকাশিত হয়,—এ কথা কি গুরুদেব শিষ্যকে ব'লবেন না? আদৌ 'গুরুপূজা' সম্বন্ধে গুরুপূজা—কৃষ্ণের ন্যায় গুরুকে ভক্তি ক'রবে—এই রূপে গুরুর উপাসনা ক'রতে হয়,—এ সকল কথা কি গুরুদেব শিষ্যকে ব'লে না দিয়ে পালিয়ে যাবেন?

বৈষ্ণবগুরুর আজ্ঞা পালন ক'রতে যদি আমাকে 'নাস্তিক' হ'তে হয়, পশু হ'তে হয়—অন্ধকার নরকে যেতে হয়—আমি অনন্তকালের জন্য contract ক'রে সেরূপ নরকে যেতে চাই। আমি গুরুর আজ্ঞা ছেড়ে অন্য হিংসা-পরায়ণ লোকের কথা শুনবো না। জগতের অন্যান্য সমস্ত লোকের চিন্তাস্রোতঃ গুরুপাদপদ্মের বল মূলোৎপাটিত ক'রে বিদূরিত ক'রব—আমি অনন্ত নাস্তিক।"

এই সকল বলবার সময় পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখমণ্ডল অপূর্ব্ব আনন্দ তেজস্বিতায় রঞ্জিত হ'য়েছিল। শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের সেবাবিরুদ্ধ যা' কোন কথা শ্রীল প্রভুপাদের কর্ণে প্রবেশ করা মাত্র তাঁহার যেরূপ সেবানুকূল ক্রোধোদ্রেক হ'ত, তা' আমরা বহু সময় লক্ষ্য ক'রেছি। শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্যদেবের গুণাগুণের কোন লোকের কথার সঙ্গে মিশ্‌বে না। জগতের লোক বলতে পারেন যে, তাঁ'রা ত' নিজ নিজ গুরু বা গুরুদেবের সেবা ক'রে থাকেন। সহজিয়া বা স্মার্ত্তগণের মধ্যেও কি গুরুপূজার ঘটা কম র'য়েছে? তবে আপনাদের গুরুপূজার বৈশিষ্ট্য কি? কিন্তু লঘুকে গুরু মনে করা এবং গুরুকে লঘু সম্মানে দেখা—উভয়ই পাষণ্ডতা। গুরুপূজার নামে যেন আমরা লঘুপূজায় প্রমত্ত না হই। মিছা ভক্ত-সম্প্রদায় বা কর্ম্মিসম্প্রদায়ে এইরূপ একটী কথা প্রচলিত আছে,—'যা'র যা'র গুরু তা'র তা'র কাছে বড়।' তাঁ'রা বলেন—'তুমি তোমার মত, পথ বা গুরুকে বড় বল, আমিও আমার ধর্ম ও গুরুকে বড় বলি।' এ'তে ঔদার্য্য কোথায়? একজনকেই যে গুরু বা আচার্য্য ব'লে স্বীকার ক'রতে হ'বে—এর বাধ্যবাধকতা কি আছে?' আমরা বলি—এটা হ'তে পারে না। কারণ, গুরুদেব—'সাক্ষাদ্ধরি' হইয়া প্রাকৃত মনুষ্য নহেন। লোকের বাণী—ঈশ্বরের কল্যাণে গুরু বড় হ'লেন! আমরা বলি—বলিষ্ঠ'র পদদ্বয়ের ধাক্‌-কথার বস্তু বা ব্যক্তি গুরু নহে।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জগতের কাহারও অপেক্ষা করতেন না। তিনি গণমজ্জলিকার নিন্দা-বন্দনার আদর বা অনাদরের কোন অপেক্ষা রাখতেন না। আমাদের পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের চরিত্র ও বাক্যও ঠিক তদ্রূপ। তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। তিনি সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সত্যের 'নির্ভীক-বক্তা'। তাঁ'র অপ্রাকৃত চরিত্র বজ্রাদপি কঠোর এবং কুসুমাদপি কোমল। আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী বলিয়া নির্ভীকভাবে পরমসত্যের কথা বলতে পারি না।

আতপাড়ী কর্ত্তাভজা ও বাবাবিসম্প্রদায়ে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের আসনে ব'সিয়ে পূজার ছলনা দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ—'বিষয়জাতীয় ভগবান্'; আর শ্রীগুরুদেব—'আশ্রয়জাতীয় ভগবান্'। শ্রীগুরুদেব—'শক্তিতত্ত্ব'; শ্রীগুরুদেব—'শক্তিমত্তত্ত্ব' বা 'বিষয়-বিগ্রহ' নহেন। শ্রীগুরুদেবকে 'বিষয়-বিগ্রহ' করা—বাউলের মত। শ্রীগুরুদেব বা শক্তিবর্গের চরণে তুলসী প্রদান করা—ভয়ানক পাষণ্ডতা। শক্তিতত্ত্ব বা গুরুবর্গ একে অন্যকে প্রণাম করতে পারেন, কিন্তু, শিষ্য হ'য়ে আমরা জোর ক'রে একজনকে অন্যের চরণে প্রণত করা'তে পারি না। 'গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণুঃ, গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ'—ইহা নির্ব্বিশেষবাদীর মত। ভক্তগণ শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বা প্রকাশ বিগ্রহরূপেই পূজা করেন।

সাধারণ লোক ব'লতে পারেন,—আমাদের অত বিচারের মধ্যে যে'য়ে কাজ নেই। আমাদের কোনও একটাতে নিষ্ঠা থা'কলেই হ'ল। কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে সাবধান ক'রে দিয়েছেন,—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

সৎসিদ্ধান্ত-গ্রহণে অলস ক'রলে হ'বে না। নিজের স্বার্থ—নিজের ভাল-মন্দের বেলায় আমাদের বেশ টনটনে জ্ঞান আছে; কিন্তু তত্ত্বাতত্ত্ব বিচারের বেলায় আমাদের যত আলস্য, নিদ্রালস ও ভয়-ভাবনা।

আজকার দিনে আমরা যাঁ'র পূজা ক'রবার জন্য সমবেত হ'য়েছি, সেই মহাপুরুষকে বাহ্যতঃ দে'খতে গেলে আমরা অতি কঠোরপ্রকৃতির লোক মনে ক'রব। তাঁ'র আচারনিষ্ঠা ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অবধূতচূড়ামণি সিদ্ধ শ্রীল বাবাজী মহারাজের যে প্রকার নিরপেক্ষতা, কৃষ্ণভজনময় অপ্রাকৃত বৈরাগ্য ও কৃষ্ণের জন্য তীব্র বিরহ দৃষ্ট হ'ত, এই মহাভাগবতবরের কৃষ্ণভজনময় আদর্শে তাহার স্ফূর্ত্তি অনুক্ষণ দেদীপ্যমান র'য়েছে। কোন সময় * * মহারাজ * * শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর সহিত দেখা করবার জন্য গিয়াছিলেন এবং তাঁ'কে বৈষ্ণব (?)-দক্ষিণাটি দিয়ে যা'বার জন্য খুবই আগ্রহ দেখিয়েছিলেন; কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহারাজ ব'লে পাঠা'লেন যে মহারাজ যদি তাঁ'র সকল বিষয়-সম্পত্তির ভার কর্ম্ম-চারীদের উপর ছে'ড়ে দিয়ে কৌপীন গ্রহণ ক'রে শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন করবার জন্য আসেন, তবে তিনি তাঁ'র সহিত দেখা করবেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ যখন অবধূতবেশে নবদ্বীপমণ্ডলে বাস ক'রছিলেন, তখন পুলিশ-বিভাগের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী শ্রীল বাবাজী মহারাজের দর্শনার্থী হ'য়ে আসেন। তিনি অপর এক ব্যক্তিকে বাবাজী মহারাজের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। বাবাজী মহারাজ কিছুতেই ঐ উচ্চ সম্মানিত ব্যক্তিকেও দেখা দিলেন না। ঐ দর্শনার্থী ব্যক্তি মনে ক'রেছিলেন, তিনি যখন এত উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি, শ্রীল বাবাজী মহারাজ নিশ্চয়ই তাঁ'কে দেখা দে'বার জন্য ব্যগ্র হ'বেন। কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহারাজের ঐরূপ নিরপেক্ষতা দর্শন ক'রে তিনি নিজের বোকামি বুঝতে পে'রেছিলেন।

বাইরের দিকের ব্যবহার দেখতে গেলে এ সকল মহাজনকে খুব অভদ্র ও রূঢ় ব'লে মনে হয়। কিন্তু তাঁ'রা অত্যন্ত পরদুঃখ-দুঃখী—তাঁ'দের হৃদয় অতি কোমল। তাঁ'রা নিষ্কপট, অন্যাভিলাষরহিত সেবককে কোলে তু'লে নেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন,—"বৈষ্ণবকে চোখ দিয়ে দেখতে হয় না। তাঁ'কে কাণ দিয়ে দেখতে হয়। বাণীর দ্বারাই বৈষ্ণবের দর্শন পাওয়া যায়। দিব্যজ্ঞান-দ্বারাই অপ্রাকৃত গুরুবৈষ্ণবের দর্শন হয়।"

আজ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদে "শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্য-সংলাপ" গ্রন্থের আবির্ভাব দর্শন ক'রছি। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রকটকালে বক্তৃতা-লীলায় থাকলেও আমরা গ্রন্থ-মধ্য দিয়ে তাঁ'র দর্শন পা'ব। আমরা নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

বা আবাবিকৃতার দ্বারা মহাপুরুষকে বেঁধে বা বুঝে নেবে—এরূপ দাম্ভিকতা পোষণ না ক'রে মহাপুরুষদের সহিত সমচিত্ত-বৃত্তি-বিশিষ্ট যাঁ'রা তাঁদের কাছ থেকে মহাপুরুষের কথা বুঝে নেবার যত্ন করুন।

গুরুবর্গ বা মহাজনগণ কিরূপ নিরপেক্ষ ও লোকোত্তর আচরণশীল, তা' আমরা শ্রীল প্রভুপাদের একটী আচরণের দ্বারা কতকটা উপলব্ধি ক'রেছিলাম। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেকার কথা, তখন ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে শ্রীগৌড়ীয়মঠ অবস্থিত। শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্'এ গিয়েছিলেন। আমরাও কএকজন তথায় ছিলাম। এমন সময় শিক্ষাবিভাগের কোনও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী প্রভুপাদের দর্শনলাভ ক'রতে ও তাঁ'র সহিত কথাবার্ত্তা ব'লতে এসেছিলেন। উক্ত রাজকর্ম্মচারী শ্রীল প্রভুপাদকে বল্লেন যে, তিনি বহুদিন 'ভক্তিভবনে' গিয়ে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট গীতা অধ্যয়ন ক'রেছেন। তাঁ'র মনের ভাব এই ছিল যে, তিনি যেন কতই শ্রীল ঠাকুরের অন্তরঙ্গ, যেন তাঁ'র হৃদগতভাব কতই অবগত আছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁ'র কথার তীব্রভাবায় প্রতিবাদ ক'রে ব'লেছিলেন,—"আপনি কখনও ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে দেখেন নাই—তাঁ'র নিকট গীতাপাঠ ত' দূরের কথা।" শ্রীল প্রভুপাদের এরূপ কথা শু'নে ঐ উচ্চপদস্থ ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হ'য়ে স্থান ত্যাগ কর্‌তে বাধ্য হ'য়েছিলেন। প্রভুপাদ ঐ ব্যক্তির প্রতি এইরূপ কঠোরভাব প্রদর্শন ক'রে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রতি প্রাকৃতবুদ্ধিকারীর প্রতি কোন শিষ্টাচার প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদকে অন্য সময় আমরা জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম—'এমন একটি সম্মানিত ব্যক্তি ও ভদ্রের চেহারাওয়ালা ব্যক্তির প্রতি হঠাৎ এরূপ বিরক্তি ভাব কেন দেখা গেল?' শ্রীল প্রভুপাদ বল্লেন,—'ভগবানের ভজন কর্‌বার ছলনায় ঐ ব্যক্তির হৃদয় অন্যাভিলাষে ভরপূর হ'য়েছে। তিনি মায়ার সহিত ভক্তির সমন্বয়কারী।' বাহিরের হাবভাবে তাঁ'র বৈষ্ণবতার কোন অভাব ছিল না। জগতের লোক হয় ত' তাঁ'কে বৈষ্ণবরূপেও সম্মান করবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তির স্বরূপ মহাপুরুষ ব্যতীত কে ধ'রে দেবে? আমাদের তা'র কোথায় গলদ র'য়েছে, গুরুদেব বা আচার্য্যদেব চক্ষে অঙ্গুলি দিয়ে তা' দেখান।

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথার মর্ম্ম

(বোম্বে ৩০।৮।৫০ প্রাতঃকাল)

একটী শ্রৌতপন্থা ও আর একটী তর্কপন্থা। এ জগতের জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া যে প্রাকৃত অতীত বস্তুলাভের চেষ্টা, তাহা অশ্রৌত বা তর্কপন্থা। উহা শ্রৌতপন্থার বিরোধী। সুতরাং শাস্ত্র তাহা নিষেধ করিয়াছেন। আমরা শ্রবণ করিবার জন্যই মঠে আসিয়াছি। এখন প্রশ্ন উঠবে—তুমি কি শুনিয়াছ? প্রত্যেক মঠবাসীর সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য শ্রীগুরুদেবের নিকট শ্রৌতবাণী শ্রবণ ও কীর্ত্তন—ইহাই একমাত্র ভজন। ইহার ফলে আপনা হইতেই স্মরণ হইবে, নচেৎ কৃত্রিমভাবে ধ্যান বা স্মরণ করা অতীব অন্যায়, তৎফলে পতন অবশ্যম্ভাবী। প্রথমতঃ শ্রবণ, পরে কীর্ত্তন ও তৎপরে স্মরণ।

শ্রবণ—সম্বন্ধ, কীর্ত্তন—অভিধেয় ও স্মরণ—প্রয়োজন। ভক্তিসিদ্ধান্তই শ্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছেন আমার গুরুরূপে। সেই ভক্তিসিদ্ধান্ত আমি কতটুকু গ্রহণ করিলাম? খাইতে বসিয়া যেমন নিজের পেট কতটা ভরিল লক্ষ্য করা দরকার, সেইরূপ শয়নে, স্বপনে, গমনে, ভোজনে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বা শ্রৌতবাণী বা শ্রীগুরুবাণী কতটা গ্রহণ করিলাম, তাহা দেখা প্রয়োজন। উহার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি, পরেশানুভূতি ও অন্যত্র বিরক্তি হইতে থাকিবে ইহাই ভক্তিরাজ্যের মাপকাঠি। যেমন খাওয়ার মাপকাঠি—তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি। সুতরাং বিরক্তিরূপ অর্থাৎ যুক্তবৈরাগ্যে আত্মার তুষ্টি, পরেশানুভূতিতে আত্মার পুষ্টি এবং ভক্তির বাস্তবে আত্মার ক্ষুন্নিবৃত্তি। পরেশানুভূতি দ্বারা নাম, ধাম, কাম, রস, জীব, মায়া, কৃষ্ণ, সাধন ও সাধ্য প্রভৃতি তত্ত্ব স্ফূর্ত্তিলাভ করে।

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥
(ভাঃ ১।২।১১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ১ম শ্লোকে শ্রীগুরুতত্ত্ব, ২য় শ্লোকে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দতত্ত্ব এবং ৩য় শ্লোকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবত্তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মতত্ত্ব যিনি জানেন তিনি ব্রাহ্মণ, পরমাত্মতত্ত্ব যিনি জানেন তিনি যোগী এবং ভগবত্তত্ত্বে যিনি অভিজ্ঞ, তিনি ভক্ত। যেমন ভগবানের মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত আছে, সেইরূপ ভক্ত বা বৈষ্ণবের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব ও যোগিত্ব অন্তর্ভুক্ত। কারণোদকশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী—এই পুরুষাবতারত্রয়কে যিনি অবগত আছেন, তিনি যুক্ত; তাঁহার মুখে শ্রীনাম স্ফূর্ত্তিলাভ করে। অতএব পরেশানুভূতিতে আত্মার পুষ্টি। নাম বিনা কোন পথ নাই। "নাম বিনা কিছু নাহিক আর চৌদ্দ ভুবনমাঝে।" নামই কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ—স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও মায়া এই চারিভাগে বিভক্ত। যেমন সূর্য্য, তাঁহার মণ্ডল, রশ্মি ও ছায়া। অতএব যে মুহূর্ত্তে ভক্তিসিদ্ধান্ত ভুল হইবে অর্থাৎ ভক্তিসিদ্ধান্তবিচার না করিব, তন্মুহূর্ত্তেই মায়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্য-
ভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান
বিরাগযুক্তম্॥

সেবোন্মুখ জিহ্বায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা স্বতঃই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। ফুলের মধ্যে মধু হইলেই ভ্রমর আপনা হইতে আসিয়া থাকে। এইজন্য শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু প্রেমভক্তির ক্রমপন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥" ইহা লঙ্ঘন করিলে কেহ প্রেমভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। কৃত্রিমভাবে স্মরণভজন হয় না। সর্ব্বদা অকপট দৈন্য, আর্ত্তি, প্রার্থনা থাকা চাই। ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে প্রথমতঃ সম্বন্ধজ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরু ও ভজনশিক্ষা-দাতা শিক্ষাগুরুবর্গকে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর অভিন্নবিগ্রহজ্ঞানে দৈন্য, আর্ত্তি ও ক্রন্দনের সহিত ভজনরাজ্যে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রার্থনা করিতে হয়। যথা—

রূপ-সনাতন-পদে দন্তে তৃণ করি'।
বিনোদ-সেবক পড়ে দুই পদ ধরি'॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি ত' অধম।
শিখায়ে শরণাগতি করহে উত্তম॥
(শরণাগতি)

রূপ-রঘুনাথপদে হইবে আকূতি।
কবে হাম্ বুঝব সে যুগল-পীরিতি॥
রূপ-রঘুনাথপদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস॥

সম্বন্ধজ্ঞান না হইলে অভিধেয় যাজন হইতে পারে না। সম্বন্ধজ্ঞানবিহীন হইয়া যে ক্রিয়া, তাহা ব্যভিচার বা অভক্তি অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম্ম অন্যাভিলাষাদি অন্তর্ভুক্তিপুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরেভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

অতএব প্রত্যেক মঠবাসী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা সম্বন্ধজ্ঞান ঠিক রাখিয়া যদি অভিধেয় যাজন করেন, তবে তাঁহার মঠবাস সার্থক, নচেৎ নরকে চলিয়া যাইতে হইবে।

"সম্বন্ধ জানিয়া, ভজিতে ভজিতে,
অভিমান হবে দূর।"

যে নারীর স্বামীর প্রতি এক সেকেণ্ডের জন্যও সম্বন্ধজ্ঞান বিচ্যুত হইয়া পরপুরুষের প্রতি লক্ষ্য হয়, তাহার সতীত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং এক সেকেণ্ডের জন্যও সম্বন্ধজ্ঞান ভুলিলে সবটাকেই অকার্য্যকারিতার কর্ম্ম হইয়া যাইবে। এইজন্য যিনি সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রৌতবাণী শ্রবণ কীর্ত্তন করেন, তাঁহার শ্রীচরণের রেণু—আমার স্বরূপ এবং তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত বাণী সর্ব্বদা শ্রবণকীর্ত্তনমুখে স্মরণই আমার জীবাতু, ইহা মনে রাখিতে হইবে। "চুপ্‌সে চুপ, হাম্‌ভি চুপ"-নীতি অবলম্বন করিয়া শ্রীগুরুমুখকীর্ত্তিত বাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে স্মরণ করিতে যাহারা বিরত থাকে, তাহারা পরস্পর মাসতুতো ভাই—চোর। মঠে থাকিয়া যে ভগবানের কথা কীর্ত্তন করে না, সে পর। নির্ব্বন্ধসহকারে শ্রীনামকীর্ত্তন ও হরিকথা শ্রবণে উদাসীন থাকিয়া লক্ষ বৎসর ধরিয়া ঘণ্টা নাড়া প্রভৃতি সেবাকার্য্য করিলে কখনও হরিভজন সম্ভব হইবে না।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া মঠবাসী ভক্তবৃন্দ ও সমাগত সজ্জনবৃন্দের নিকট নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার নিকট বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত ও পরমোপকৃত হইতেছেন। এতদ্ব্যতীত মঠসেবকগণও মঠে ও সহরের বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীধামে শ্রীল সাগর মহারাজ

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর বুধবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীধামে শুভাগমন করিয়া মঠবাসী ভক্তবৃন্দের নিকট সর্ব্বক্ষণ অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার সহজ সরলতা, দীনতা ও আচারনিষ্ঠা সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিতেছে

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ (মূল)
শ্রীধাম নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীকৃষ্ণকেশব অধিকারী

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদন নন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) অমৃতকুণ্ডকাশ্মীরলাখাট
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীমধুরাম ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ কুঞ্জ
স্বরূপগঞ্জ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমন্মথ অধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ অধিকারী

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ মামগাছি (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী

(১২) সোদক্রম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীকৃষ্ণবন দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠানন্দ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধরদাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ ভালুকা (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) কৃষ্ণকুটির
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরঘুনন্দন সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনীলমণি ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজ্যোতির্ময় ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
চাকদহ, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধাকিশোর ব্রজবাসী

(২১) প্রপন্নাশ্রম গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ অধিকারী

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ
বালিয়াটি পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনন্দনন্দন অধিকারী

(২৪) গোপালজীমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীপ্রহ্লাদদাস ব্রজবাসী

(২৫) নারায়ণ-গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নারায়ণগঞ্জ, (ঢাকা)
সেবক—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীনন্দদুলাল অধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রীমদনমোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীমদনগোপাল দাস

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
এবং গাঙ্গটোক, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীমহাপুরুষ অধিকারী

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কাঁথি, জেলা মেদিনীপুর, [illegible]
সেবক—শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া পাটনা।
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ অধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রীমহাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
৮/১১ [illegible], [illegible] সিটি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible] (ইউ পি)
শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনিরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীসত্যব্রত অধিকারী

(৩৯) [illegible]-[illegible]
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—শ্রীবৃন্দাবন
সেবক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন
সেবক—শ্রীবিশ্বরূপ ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী

(৪৩) নন্দগ্রাম বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।
সেবক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ [illegible], মথুরা
সেবক—ঐ

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোপীবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীনিত্যরাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীমদনগোবিন্দ অধিকারী

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নয়া দিল্লী,
সেবক—শ্রীমধুসূদন পাণ্ডা

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার টাঙ্ক রোড, [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীবেঙ্কটরমণ ব্রহ্মচারী

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী [illegible]
—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫৪) ভক্তিকুটী [illegible] মঠ
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৫) আলালনাথ
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর [illegible]
সেবক—শ্রীমহেশ ব্রহ্মচারী

(৫৭) ভক্তিকুটীর মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রীশৈলেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৯) শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রীবিধুভূষণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] মঠ
চিরলিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ [illegible] (মাদ্রাজ)
সেবক—শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (মাদ্রাজ)
সেবক শ্রীজয়তারণ ব্রহ্মচারী

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]।
সেবক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
প্লাট নং ।
৫১, [illegible]
[illegible], [illegible]
সেবক—সুধাবিনোদবাণী দাসী

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট.
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ আশ্রম
[illegible], [illegible] । ইউ-পি
সেবক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৯) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
মিসরিখ (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) শ্রীবসুভবন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রীভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীতারকনাথ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনবকিশোর অধিকারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		৷৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৩৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৩
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা এক পয়সা। বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচ্ছন্ন খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিদ্যালয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। আহার ও বেতনাদির প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় যশঃ অর্জন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্প্রদায়: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সংক্ষেপভাবে আলোচিত হইয়াছে। [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর [illegible] ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর [illegible] সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে [illegible] পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সম্বন্ধ সরল প্রণালীটি উহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই [illegible] উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই উহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। গ্রন্থটি পাইকা টাইপে অ্যান্টিক কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুসূদন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ [illegible], নারিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও কথার মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১১০টি উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টি চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ।১০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুসূদন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ [illegible], নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক কাব্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু [illegible] শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা। [illegible] কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] মহামহোপদেশক [illegible] শ্রীল [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, [illegible] এই অপূর্ব্ব [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। [illegible] যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। [illegible] অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের [illegible] সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের [illegible] শ্রী বলদেব [illegible] সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, [illegible] পর্য্যন্ত এক [illegible] এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] পাঠক লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বঙ্গদেশে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের মূল আচার্য্য সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমের একটী জীবনচরিত [illegible] প্রকারে সংকলিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু অধুনা সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবের [illegible] 'গৌড়ীয়' সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, কর্ত্তৃক সংকলিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি ১৫৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান — [illegible]
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৪১	৬-১৯	৭ ১০	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২ ৫১
দমদম „	৪-৫৮	৬-৩৫	৭ ৪০	১৩ ৩৭		১৮-১২	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৮	৮ ০ ৭	৯ ১৬	১৫-৩	১৮-৫৪	১৯ ৫২	০ ২৫
রাণাঘাট ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৩৯	১৫-১০	১৮ ৪২	১৯-৪৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩৯	৮-৩৮	১০ ৮	১৫ ৫১	১৯ ১৭		১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৫-০	১৭-১৯ ২০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৫ ০	১৯-১১ ২১	

(আপ— শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-২
দমদম „	১১-২০
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৫-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪
ছাঃ	১৫-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৭০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-২৮	৯-১০	১৪-১৬	১৬-০	১৮ ৫১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ৩৬	৯ ৪৮	১৪ ৫৫	১৬ ৩৫	১৯-১১

ছাঃ	৭-১	৮-৫০	১১-৪১	১৬-৫৬	১৯-২	২০-৫৬	৩-৫০
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৯	৯ ৯ ১	১২-২৬	১৭-২১	২০ ১০	২১ ২১	৪-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯ ২৮	১২-০৬	১৭-৪০	২০-১৮	২১-২৪	৪ ২৩
দমদম „			১১-৭	১৯-০		২৩ ২	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১০,২০	১৪-২১	১৯ ২৬	২১-৫৫	২৩ ২১	৬-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ	১২ ১৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৩-৫৫
ছাঃ	১৫-১০
শান্তিপুর পৌঃ	১৫-৫২
(বদল) ছাঃ	১৬ ৫০
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-৩৫
[illegible]	১৭-৪৩
	১৮-২৬

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল মহোপদেশক এম্ এ শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিণত লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিবার একান্ত [illegible] এবং তত্ত্ব ও ভগবানের লীলাচরিত-পাঠে বহু জ্ঞান। এই গ্রন্থ [illegible] ভারতীয় এবং [illegible] ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] অধ্যায়ে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে [illegible] সহিত শব্দসূচী (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা— ১৫ [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহজনার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া পালাজ্বর জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক। [illegible] প্লীহা যকৃৎ আরাম এবং নূতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল ৮৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী [illegible]

—১২নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
[illegible] রেশমালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড। শ্রীমায়াপুর ১২ই আশ্বিন ১৩৪৭, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ শনিবার ১৭৬তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—:•:(•):•:—

শত্রুঘাঁটিতে বৃটিশ-বিমানের আক্রমণ

গত ২১শে সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে রাজকীয় বিমান-বাহিনীর বোমারু বিমান-পোতসমূহ ফরাসী-উপকূলে সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বিস্ফোরণের ফলে এবং অগ্নির উত্তাপে বহু মাইলব্যাপী উপকূলও আলোকিত হইয়াছিল।

চেরবুর্গ হইতে ডাঙ্কার্ক পর্যন্ত আটশত মাইল উপকূলভাগের জার্মান-অধিকৃত বন্দর এবং পোতাশ্রয়ে গত দশের দিন যাবৎ বোমাবর্ষণ করিয়া যে ধ্বংসের বীজ বপন করা হইয়াছিল, ঐ দিন রাত্রে তাহা চরম অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। অপর দিন বৃটেনের বিমানবিভাগীয় সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, পর্যবেক্ষকের মতে বিমান-বিধ্বংসী কামানের প্রতিরোধ ব্যবস্থা কোন অংশেই কমে নাই। যতদিন শত্রুপক্ষ এইরূপ দৃঢ়তা সহকারে তাহাদের আক্রমণের প্রধান ঘাঁটিকে রক্ষা করিয়া চলিবে এবং যতদিন রাজকীয় বিমানবাহিনী এ সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিকে লক্ষ্যস্থল হিসাবে পাইবে ততদিন সেগুলিকেই প্রধান লক্ষ্যস্থল করিয়া লইবার পক্ষে তাহাদের যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে। বিমান বিভাগীয় নিউজ সার্ভিস জানাইয়াছেন যে, ডানকার্কবন্দর ইতিপূর্বেই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তাহার উপর পুনরায় স্বতন্ত্রভাবে তিনবার আক্রমণ চালান হইয়াছিল এবং প্রত্যেক আক্রমণই প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল স্থায়ী হইয়াছিল। তৃতীয় আক্রমণটি ঐ দিন অতি প্রত্যুষেই করা হইয়াছিল। দুইটি ডকে প্রায় পঞ্চাশখানা জাহাজের উপর এই আক্রমণ চালান হইয়াছিল। নিকটবর্তী খাল এবং নদীর দুধারে বোমাবর্ষণ করা হইয়াছিল এবং উহার ফলে তাহার ঘাটির অনেকস্থলে আগুন জ্বলিয়া উঠিতে দেখা গিয়াছিল। [illegible] পোতাশ্রয়ে এবং ক্যালের পূর্বাঞ্চলে যে জেটি রহিয়াছে তাহাতে মধ্যরাত্রের একটু পূর্বে কয়েকস্থানে আগুন লাগিয়া যায়। বোলোনে রাত্রি দশটার সময় পর পর যে সকল আক্রমণ চালান হইয়াছিল, রাত্রি তিনটার সময় তাহা শেষ হইয়া যায়। বন্দরে প্রবেশ করিবার যে খাল রহিয়াছে, তাহারই একটি শাখায় কয়েকটি নৌকার উপর বোমাবিস্ফোরণ হয়। ফ্লাশিংয়ের উপর তিনঘণ্টাকাল স্থায়ী আক্রমণ চলিয়াছিল। এই আক্রমণের ফলে ডকসমূহের উপর বারবার আক্রমণ চালান হইয়াছিল। উহার ফলে অনেক জায়গায় আগুন ধরিয়া যায়। তৈলের ট্যাঙ্ক এবং পেট্রোল-ডিপো জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। অষ্টেণ্ডে শত্রুপক্ষের একটি বিরাট সমর-ভাণ্ডারের উপর সোজাসুজি আক্রমণ চালাইয়াছিল।

বিমানদপ্তরের একখানা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বৃহস্পতিবার দিনে ও রাত্রে রাজকীয় বিমানবাহিনী চ্যানেলের তীরবর্তী বিভিন্ন বন্দরে শত্রুপক্ষের অভিযান ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। উপকূলরক্ষী বিমানবাহিনী সাফল্যের সহিত সমুদ্রাঞ্চলে শত্রুপক্ষীয় জাহাজসমূহের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। বোর্দোর নিকটে নোঙ্গরকৃত দশখানা বাণিজ্যজাহাজের উপর বোমাবর্ষণ করা হইয়াছিল। টহলদারী একখানা বিমানপোত হইতে বর্দোর দক্ষিণে এক বিরাট সরবরাহ-জাহাজে বোমাবর্ষণ করা হইয়াছিল।

ভূমধ্যসাগরে স্পেনীয় জাহাজ নিমজ্জিত

নৌ-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ একটি বিবৃতিতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, "আলমিরান্টে কাবাজা" নামক স্পেনীয় ট্রলারের উপর যে একখানা ইতালীয় সাবমেরিনই আক্রমণ চালাইয়াছে, তাহা এখন নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। গত বৃহস্পতিবার অতি প্রত্যুষে উত্তর-পশ্চিম স্পেনের ফিনারো অন্তরীপের নিকটেই এই আক্রমণ হইয়াছিল।

উক্ত বিবৃতিতে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, একজন ছাড়া সকল নাবিকই প্রাণ হারাইয়াছে। উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তি করুণাতে আসিয়া বলে যে, আক্রমণকারী সাবমেরিনখানা দেখিতে ইতালীয় সাবমেরিনের মত ছিল। উদ্ধারকারী জাহাজখানার পর ইতালীয় নাবিকেরা কয়েক প্যাকেট ইতালীয় সিগারেট ছুড়িয়া দেয়। সম্ভবতঃ তাহারা "আলমিরান্টে কাবাজা"কে একখানা বৃটিশ টহলদারী জাহাজ বলিয়া ভুল করিয়াছিল।

বার্লিনে বৃটিশ-বিমানের হানা

এসোসিয়েটেড প্রেসের (আমেরিকা) বার্লিনস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, গত ১২ই সেপ্টেম্বর সকালে বার্লিনে বিমান-আক্রমণের সতর্কতাসূচক ধ্বনি করা হয়। এই ধ্বনি ৭০ মিনিট স্থায়ী হইয়াছিল। বার্লিনের উত্তর সীমান্তে কতকগুলি বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জার্মান-বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ-বিমানসমূহ উত্তর জার্মানীর বিভিন্ন অংশের উপর দিয়া উড়িয়া গিয়াছে।

শেষ-সংবাদ

বেতার হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায় যে, থাইল্যাণ্ডের (শ্যাম) প্রধানমন্ত্রী গত ২৩শে সেপ্টেম্বর পার্লামেণ্টে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ফরাসী গভর্ণমেণ্ট যদি ইন্দোচীনের উপর থাইল্যাণ্ডের জনপদ সম্পর্কিত দাবী মানিয়া না লয়, তবে তাহারা ফ্রান্সের সহিত অনাক্রমণ চুক্তিকে অস্বীকার করিবে। গত ১২ই জুন উক্ত অনাক্রমণ-চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু এখনও ফ্রান্স কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই। ইতিমধ্যে [illegible] সহকারী সচিবের অধিনায়কত্বে থাইল্যাণ্ড হইতে একটি সদ্ভাব-মিশন জাপানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

জাপ-সংবাদপত্রসমূহ উহাকে থাইল্যাণ্ড এবং জাপানের মধ্যে বন্ধন [illegible] করিবার একটী গুরুত্বপূর্ণ [illegible] মনে করেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ পুরী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারের শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৪। সজ্জনতোষণী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোদয় সম্পাদিত ইংরাজী পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয় শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বিশ্ব ব্যাপী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারক শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরব নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের পরমহংস ঠাকুর শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুর অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(o)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনা সমূহ হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে প্রশ্ন-উত্তরাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩, তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রদীপ পুরী গোস্বামী প্রভু-কৃত রচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত্র-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

১। "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট", পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩। অধ্যাপক শ্রীমাধবরঞ্জন নাথ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —সমগ্র		২০,
পুস্তক হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত —		২৮,
দশম স্কন্ধ—		
২। ঠাকুর বিহারী শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীন)		[illegible]
৩। ঠাকুরবন্দ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত		[illegible]
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অধীন)		
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী		
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১,; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০		
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী		
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১,; ৩য় খণ্ড—৸০		
৭। শ্রীচৈতন্যদেব		১,
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা		১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম		১,
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার		২,
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)		২,
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)		১,
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)		৸০
১৪। শরণাগতিমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)		।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব		।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব		৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ		।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আদর্শ		।০
১৯। তত্ত্ববিবেক		।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব		৷৶০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা		৷৶০
২২। ভজন রহস্য		।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা)		১,
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)		২,
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) অধীন)		২, ১৸০
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা		।০
২৭। দুঃসঙ্গতাক্তা অবগোরহঃ সাধকগণ		২,
২৮। বেদান্তসূত্রম্ (সাড়ম্বর)		।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা)		৸০
৩০। দীপ-দিশ-দর্শন		৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)		৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)		।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা		৩০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)		৶০
৩৫। নীতিমালা		৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য		৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড		৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ		।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুম প্রসঙ্গ		।০
৪০। শরণাগতি		৴০
৪১। গীতাবলী		৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা		৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব		৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা		৴
৪৫। নবদ্বীপশতক		
৪৬। অর্চনতত্ত্ব		
৪৭। সদাচারবৃত্তিঃ		
৪৮। ভজনরহস্য (পঞ্চম সংস্করণ)		৴১০
৪৯। অর্চনকণ		৶
৫০। বৈষ্ণবশ্রদ্ধা-সদাচারবৃত্তি (১ম ও ২য় খণ্ড)		৴০
৫১। প্রমেয়রত্নাবলী		
৫২। মণিমঞ্জরী (সাড়ম্বর)		
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ		৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়		।০
৫৫। ভক্তিরত্নাবলী বা নামাপরাধকমলী		০
৫৬। ভাগবতধর্ম ও ভক্তিপথ		৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (সানুবাদিত)		।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখ		৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক্য		৶০
৬০। সাংখ্যবাণী		৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিবিধঃ	।০
৬৩। ভক্তি-সিদ্ধান্তমূলম্	।০
৬৪। তত্ত্বসূত্র	।০
৬৫। সাধনার সিদ্ধান্ত	৶০
৬৬। গৌড়ীয়স্বরূপনিরূপণ	৴০
৬৭। সারাংশবর্ণন	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ	।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত	।০
৭০। নামভজন	৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি	।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস	৷৶০
৭৩। স্কেচ অ্যাণ্ড টিচিংস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	
৭৪। বেদান্তীয়	
৭৫। ভোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ফাইটিং	৴০
৭৬। দি ভাগবত	।০
৭৭। ইভোলিউশন অফ থিইজম অ্যাণ্ড জাবরপাতেড শিক্ষোত্তম	।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা	২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অন্য খণ্ড)	১০,

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৮১। সাধন-পথ	।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু	৶০
৮৩। গীতাবলী	৴০
৮৪। শরণাগতি	৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ বর্ষ | ১১ পদ্মনাভ ৪৫৪ গৌরাব্দ ১২ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৮শে সেপ্টেম্বর খৃঃ ১৯৪০, শনিবার ১৭৬ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ পদ্মনাভ অব্দ শ্রীগৌরাব্দ গৌরাব্দ ৪৫৪

হরিকথা-প্রসঙ্গ

পাপ হইতে পুণ্য ভাল, কিন্তু পুণ্য হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ—বৈষ্ণবতা। ব্রাহ্মণের গুরু বৈষ্ণব। বৈষ্ণব বা ভক্ত খুব বড় জিনিষ। এত বড় জিনিষ এ জগতে নাই। ভগবান্ এই ভক্তকে মস্তকে রাখেন, হৃদে স্থাপন করেন, এমন কি রাসবিহারী ভক্তের পদসেবা পর্য্যন্ত করেন। ভক্ত ভগবানের এত প্রিয়! এই বৈষ্ণবের পাদোদকপানে ব্রহ্মানন্দধিক্কারী কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। বৈষ্ণব পতিতপাবন, পরম দয়ালু ও বাৎসল্যময়। ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তকে বড় করিয়াছেন। ভক্ত ছাড়া ভগবানের আর কেহ নাই। ভগবানের দাস, সখা, বন্ধু বান্ধব, পিতা-মাতা, কান্তা সকলেই তাঁহার ভক্ত। ভক্ত ভক্তির দ্বারা ভগবান্‌কে বশ করিয়াছেন। ভগবান্ ভক্তের প্রীতিডোরে বাঁধা পড়িয়াছেন। যেখানে স্নেহ, ভালবাসা বা প্রীতি, সেখানে সেবা বা কৈঙ্কর্য্য স্বাভাবিক। ভালবাসাই লোককে গোলাম করে। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার গোলাম না হইয়া পারে না অর্থাৎ তাহার হুকুম তামিল না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রীতির স্বভাবই তাই। যেখানে নিজেকে শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবক বলিয়া অভিমান, সেখানে নিশ্চয়ই শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রতি আপনজ্ঞান বা ভালবাসা আছে। এই ভালবাসা জিনিষটী প্রেমের টান। ইহা কাল্পনিক ব্যাপার নহে। যিনি ভাল-বাসিয়াছেন, তিনিই জানেন ভালবাসার কত আকর্ষণ। যেখানে ভালবাসা সেইখানেই দাস, সেইখানেই সখ্য ও সেইখানেই মেহাদি যা' কিছু সব। জানি না, শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রতি এ'রূপ স্বাভাবিক—টান বা রতি কবে হইবে?

এইরূপ বৈষ্ণবের সঙ্গ প্রীতিলক্ষণযুক্ত বহুদিন লাভ করিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা নামে রতি বা প্রীতি লাভ করিতে পারিব। নিষ্কিঞ্চন না হইলে নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের সঙ্গ করা যায় না। অসৎসঙ্গলিপ্সা যাঁহার আছে তিনি সকিঞ্চন। সেই অসৎ-সঙ্গলিপ্সু সঙ্গের সঙ্গ কি করিয়া করিবে? সুতরাং আমাদের প্রত্যেককে নিষ্কিঞ্চন হইতে হইবে। নিষ্কিঞ্চন হওয়া অর্থাৎ সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত হরিগুরুবৈষ্ণবে শরণা-পত্তি, ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার সার। যাঁহারা নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের চরণে শরণাগত—শুদ্ধবৈষ্ণবের দাস, ভগবান্ তাঁহাদিগকেই তাঁহার প্রকৃত সঙ্গ দান করেন। যিনি ভগবানের নিকট সর্বক্ষণ দাস্যপ্রার্থনা করেন, ভগবান্ তাঁহার হইয়া যান। শাস্ত্র বলেন,—

যে তাঁহার দাস্যপদ ভাবে নিরন্তর।
তাঁহার অবশ্য দাস করেন ঈশ্বর॥
অতএব নাম তাঁ'র সেবকবৎসল।
আপনে হারিয়া বাড়ায়েন ভৃত্যবল॥

বৈষ্ণব তৃণাদপি সুনীচ। তিনি কখনও আপনাকে বৈষ্ণব বা শ্রেষ্ঠ বলেন না। তাঁহারা দৈন্যাহংকারে আপনাদিগকে অধম, চণ্ডাল, নীচ, পতিত, পামর, অযোগ্য প্রভৃতি বলিয়া থাকেন। যে-সকল ভক্তিবিমুখ ব্যক্তি তাঁহাদের এই দৈন্যের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া তাঁহাদের অভিব্যক্ত দৈন্যের অবৈধ সুযোগ লইয়া তাঁহাদের প্রতি অপরাধ করে, তাহাদের সর্বনাশ অনিবার্য্য। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ ব্যক্তিগত আক্রমণ অবিচলিতচিত্তে সহ্য করিলেও সেই সকল অবাস্তব বিমুখ ব্যক্তিগণের অজ্ঞানতার জন্য বৈষ্ণবগণের দাসগণ সাধারণের নিকট আত্মঘাতী বলিয়া পরিচিত হওয়ার নির্ভীকভাবে শুদ্ধবৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিয়া থাকেন। ভগবান্ কখনও ভক্তবিদ্বেষ সহ্য করেন না। যাঁহারা শাঠ্যতা করিয়া ভক্তকে লঙ্ঘন করেন, সেই সকল ব্যক্তি বাহ্যতঃ যতই ভগবানের সেবার আড়ম্বর প্রদর্শন করুন না কেন, ভগবান্ তাঁহাদের কোন সেবাই গ্রহণ করেন না, ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

———

বদ্ধজীব হরিনামকীর্তন করিতে পারে না

হরিনামকীর্তনকারী মুক্তপুরুষের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে সেবোন্মুখতা উপস্থিত হইলে কৃপাবশ হরিনাম সেই সেবোন্মুখ অকপট ব্যক্তির জিহ্বাতে আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী-শ্রবণের দ্বারাই অনর্থপ্রবৃত্তির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। নামের নামই হরিনাম। হরিনামই প্রাণনাথ। হরি হরিকথার বস্তু। তিনি আর কাহারও নহেন। ভগবান্ দীনের, দীন ভগবানের বন্ধী, দীন দাস্যরসাশ্রিত বা ভগবৎকৃপাভিলাষী, সেই দাস্যাভিলাষী—নামের মহাজন বা রূপের বন্দী ভক্তকে যিনি আপন করিতে পারিয়াছেন, ভগবান্ ও তাঁহারই। সেইজন্যই বলিতেছি, ভক্তের কৃপা ছাড়া গতি নাই। ভক্তের সঙ্গ ছাড়া ভগবানের সঙ্গ পাইবার উপায় নাই।

প্রাকৃত-দর্শন-ত্যাগের নামই সন্ন্যাস বা অসৎসঙ্গত্যাগ। ভগবদ্ভজনেই পূর্ণ সন্ন্যাসের অবস্থান। মায়াবাদিগণ ত্যাগ করিতে করিতে ভগবানকে পর্যন্ত ত্যাগ—ভগবানের সহিতও সন্ন্যাস করিয়া থাকেন। কিন্তু কৃষ্ণভক্তের সন্ন্যাস—ভুক্তি ও মুক্তির সহিত। মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ ভুক্তির সহিত সন্ন্যাস করিতে গিয়া ভক্তির সহিতও সন্ন্যাস করিয়া ফেলিয়াছে। আর ভগবদ্ভক্ত ভুক্তি ও মুক্তি-কামনার সহিত সন্ন্যাস করিয়া শ্রীভক্তিদেবীর চরণাশ্রয় করিয়াছেন। এইখানেই মায়াবাদী সন্ন্যাসী বা ত্যাগীর সহিত ভক্তসন্ন্যাসীর পার্থক্য।

———

ভোগের মধ্যে থাকলে হরিভজন হইবে না। আবার ত্যাগের মধ্যেও হরিভজন নাই। ভোগী ভোগের জন্য এবং ত্যাগী [illegible] ত্যাগ হরিভজন নহে [illegible] কথা, যেখানে ভোগ নাই, ত্যাগ নাই। যেখানে আছে [illegible] নূতন প্রাণ। [illegible] একটী [illegible] এই সকল কথা [illegible] সমস্ত বিষয়ই

কৃষ্ণ আমার পালে রক্ষে জান সর্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

কেবল অর্থবিদ্যার দ্বারা হ'তে মুক্তি পাওয়াই মুক্তির লক্ষণ নহে। আরও বেশী কিছু চাই। Positive accretion চাই। জড় জগতের অনিত্যতা, দুঃখজনকতার জ্ঞান হ'তে মুক্তি পাওয়াই আমাদের চরম কথা নহে। যিনি নিত্যানন্দময়—বিলাসময় নন, তাঁ'র বিলাসে রত না হ'লে আমরা চৈতন্যদেবের বিলাসে মত্ত হ'য়ে প্রাণপুলকিত হই।

ভগবদ্ভক্তিই আমাদের একমাত্র মুক্তির পথ। যদি আমরা বৈজ্ঞানিক বা equation (সম করণ) কর্‌তে জানি, তা' হ'লে বুঝ্‌তে পারি—একশ' বছরের আগাও প্রয়োজনের জন্য আমাদের যতটা বড় করা দরকার হ'য়েছে, অনন্ত জীবনের জন্য অনুপাতে কতটা অধিক বড় করা আবশ্যক। সে বড়টা চৈতন্যদেবই কর্‌তে হ'বে, কারণ, এই মনুষ্যজীবনই পরমার্থের জীবন। মানবজাতি যদি এই সোজা অঙ্কটা বুঝ্‌তে পারে, তা' হ'লে এ জীবনে তাঁ'র কৃষ্ণানুসন্ধান ব্যতীত আর কোনও কার্য্য থাকে না। আমাদের প্রত্যেক পদবিক্ষেপ, প্রত্যেক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, প্রত্যেক কার্য্য কৃষ্ণপদে নিবদ্ধ করাই পরমপ্রয়োজন।

আমাদিগকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিভিন্ন লোকের নিকট হরিকীর্ত্তনের পসরা লইয়া উপস্থিত হইবার কালে অনেক কিছু দুঃখ ভগবানের সেবার উপকরণ, সমস্ত এবং আত্মীয় বোঝা ভগবানের ভোগের স্থান—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে আর কোন অসুবিধা থাকে না। এই সুদর্শনের কথা ভোগী, ত্যাগী ও অন্যাভিলাষীর মস্তকে প্রবেশ করে না। ভগবানের ভক্তগণ এই সকল কথা তাঁহাদের নিকট বসিয়া কীর্ত্তন করেন। তাহা মন দিয়া শ্রবণ করিলে আমাদের মঙ্গল হয়। ভক্তিপথে শ্রবণ ছাড়া পাথেয় নাই। তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—'তর্কপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রৌতপথ গ্রহণ করতে হ'বে। শ্রবণ ক'রতে হ'লে, আগেই চোখ্‌ দিয়ে দেখ্‌তে হ'বে না, তা হ'লে অন্ধ হ'য়ে পড়্‌তে হ'বে। আচার্য্যের আচরণ আগেই চোখ্‌ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে অপরাধী হ'য়ে [illegible] হ'বে।

দেখিতে, শুনিতে ও তাহা হইতে শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। কিন্তু আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐ সকল বিষয় অপ্রাকৃতভাবে তাঁহার সেবার পুষ্টির জন্য রহিয়াছে, এ কথা আমরা যেন বিস্মৃত না হই। জগতের সৌন্দর্য্য ও প্রাকৃত শিক্ষার চরমোৎকর্ষ আমার গুরুপাদপদ্মের পশ্চাতে থাকে, তাঁহার সেবার অপেক্ষায় প্রস্তুত থাকিয়া অপেক্ষা করে, সেইটি উহার সার্থকতা, নতুবা উহা মায়া-মরীচিকা মাত্র। ইহা আমাদিগকে সর্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে।

আমাদিগকে বৈকুণ্ঠ-পথের সম্মুখীন হইতে হইবে, বৈকুণ্ঠ-পথের প্রাতিকূল্য হইলে চলিবে না। যখন সবটা বস্তু নাম রূপে প্রকাশিত হন, তখন আমরা বৈকুণ্ঠ পথ শ্রবণ করিতে পারি—বৈকুণ্ঠ পথের প্রতি সেবোন্মুখ হইতে পারি। বিষ্ণু-বস্তুতে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ না হইলে বিষ্ণুর নাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি হয় না।

বিষ্ণুসেবার জন্য যাঁ'রা ব্যস্ত, বিষ্ণুমায়ার প্রভু হ'বার জন্য ব্যস্ত নন, তাঁ'দের অন্য লোকের সঙ্গে সমান বিচার, প্রভুর সহিত দাসকে সমান বুদ্ধি, বিষ্ণুপদবীতে সমাসন, বৈষ্ণবের পারলৌকিক প্রবৃত্তিকে অন্য জনের সঙ্গে সমান বুদ্ধি ঠিক নয়। Chemical Laboratoryতে analyse ক'রে দেখ্‌লে মনে হ'বে দু'টোই সমান, কিন্তু বস্তুতঃ তা' নয়।

শ্রীকৃষ্ণনামের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণই আমাদিগকে সর্বপ্রকার সুযোগ প্রদান করিবে। আমরা সেই একমাত্র উপায় ও উপেয়কেই গ্রহণ করিব।

জীবের, অজীবের কৃষ্ণপাদপদ্মে অবস্থানই একমাত্র সার্থকতা। সমস্ত পরিহার করিয়া ভগবানের পাদপদ্মে চেতনের বৃত্তি নিযুক্ত করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। বহু বস্তু কখনও আমাদের পূজ্য হইতে পারে না। সর্বপূজ্যতম বস্তুর প্রকার অন্য পূজ্য বস্তুর স্বতন্ত্র পূজার আর প্রয়োজন হয় না। বিষ্ণুর সর্ব্বই পরমপদ, তাহাই আমাদের একমাত্র সেবনীয় বস্তু।

দূরে বা জাগতিক ব্যবধিতে থা'কতে তাঁ'কে ভুলে যাওয়া, আর দূরে বা অন্যান্যতে তাঁ'র কাছে কিছু চাওয়া—উভয়ই একত্র মঙ্গলের প্রতিবন্ধক। তাঁ'র কাছে কি চাইতে হ'বে, আমি কি জানি? আমি ত' হরিনাম চাইব। যা' চাইলে ভাল হয়, সে ত' তিনিই জানিয়ে দেবেন। এজন্য আমি নিজে কিছু চাইব না। আমার কাজ কেবল [illegible] হ'য়ে হরিকীর্ত্তন করা।

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁ'র অধিষ্ঠান।

শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভুর বক্তৃতা

(৩)

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সম্বন্ধে অনেকের অনেক ভুল ধারণা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অনেকে মনে কর্‌ছিলেন,—আচার্য্যদেব বুঝি শ্রীল প্রভুপাদের আসন অধিকার কর্‌বার জন্য লোভী হ'য়েছেন।' যদি তাঁ'র ঐ প্রকার গুরুদেবের প্রতিষ্ঠা নেবারই ইচ্ছা থাক্‌ত, তা' হ'লে গত প'রক্রমায় তাঁ'র কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা-প্রার্থী শত শত ব্যক্তি ফি'রে যে'তেন না। বহু সুযোগ্যপদস্থ বহু সম্মানিত যোগ্য ব্যক্তি কত বার দ্বারে ও বিফলমনোরথ হ'য়েছেন। আমরা যখন নিজেদের বিচার-বুদ্ধি নিয়ে আচার্য্য গুরুবর্গকে মাপ্‌তে যাই, তখন তাঁ'দের চরণে অপরাধ ক'রে বসি। আবার যখন [illegible] কাণ দিয়ে বৈষ্ণব দেখ্‌তে যাই, তখন আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ অবৈষ্ণবের কথাই কাণে এসে পৌঁছে—আগে।

সনাতন-বৈষ্ণবধর্মে খৃষ্ট-মতাবলম্বিগণের মত একজনগুরুবাদ স্বীকৃত হয় নাই। খৃষ্ট ধর্মাবলম্বিগণের মত এই যে, যীশুখৃষ্টই একজন গুরু এসেছিলেন, আর কেউ গুরু হ'তে পারেন না। যীশুখৃষ্টের বাণীই ত' গুরুরূপ হ'য়েছেন। কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—নিত্যকাল মহান্তগুরুর প্রাকট্য না থাক্‌লে জগতের অনর্থগ্রস্ত জীব উদ্ধার লাভ ক'রতে পারে না—কেহ ছাড়তে পারে না—আমাকে ছাড়্‌তে পারে না। আমরা মনে ক'রতে পারি যদি ও এখনও আমাদের গুরুরূপে আছেন, মহান্ত-গুরুর আর দরকার কি? এটি কিন্তু অজ্ঞদের নামে অনেক কপটতা। মহান্ত-গুরু ব্যতীত শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝাবে কে? কে আমাদের দুষ্ট মনকে শাস্ত্রবাণীর দ্বারা শাসিত ও শোধিত ক'রবে? উপনিষদের একটি বাক্য আছে,—"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" ইন্দ্র এই নাম শুনবামাত্রই জানা যায়,

ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।

ক'রলে তাঁ'র নামের 'চারা ইন্দ্র' বা 'ইন্দ্রাণী'কেই বুঝায়েছে। রামায়ণ-মহাভারতপাঠী ব্যক্তি ব'লবেন,—ইন্দ্র দেবরাজ। তাঁ'র বজ্র ক'রলে স্বর্গনাশ হয়। আর যিনি বেদজ্ঞ তিনি 'ইন্দ্র' শব্দে ঐশ্বর্য্যবান্ পরমেশ্বর বিষ্ণুকে বুঝ্‌বেন। বৈষ্ণব, মহান্ত বা গুরু প্রভৃতি শব্দ বিদ্বদ্রূঢ়িতে অপ্রাকৃত বস্তুকে লক্ষ্য করে, অজ্ঞরূঢ়িতে আমরা ঐ সকল শব্দের অপব্যবহার ক'রে থাকি অর্থাৎ অবৈষ্ণব, মোহান্ত ও লঘুকে বৈষ্ণব, মহান্ত ও গুরু ব'লে ভ্রান্ত হই। বৈষ্ণবের নাম নিয়ে অনেকে পাপাচরণ ব্যভিচার করে ব'লে আমরা প্রকৃত বৈষ্ণবের প্রতিও অবিচার ক'রতে ধাবিত হই!

মহান্তগুরু ব্যতীত জগদ্বাসী ও সাধকগণের কিছুতেই মঙ্গল হ'তে পারে না। মহান্ত-গুরু ব্যতীত কে আমা'দের অজ্ঞতা—মূর্খতা দূর করবেন? আমাদের গলদ্‌ কে ধরিয়ে দিবেন? তাই বলি,—আমাদিগকে গুরুবর্গের শাসনের মধ্যে থাক্‌তে হ'বে, শিষ্য হ'তে হ'বে। শাসনে থাকাই বৈষ্ণব হওয়ার উপায়। নিত্যকাল স্বামী বা গুরু বস্তু যে আচার্য্যদেব, তিনি আমাদিগকে শাসন ক'রবেন। মহান্ত গুরুদেব না থাক্‌লে ভজনই হয় না। এক-অদ্বয়গুরুবাদে কখনও ভজন হ'তে পারে না। গুরুপরম্পরা-ধারে অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান কৃষ্ণ হ'তে বর্ত্তমান-কাল পর্য্যন্ত—আমাদের দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুদেব পর্য্যন্ত চ'লে আসছে। এই পরম্পরা বা ধারার ইতি বা সমাপ্তি ব'লে কোন কথাই নাই। বহির্মুখ লোকের ধারণা,—'সে আচার-ধারা নাই, সেই গৌড়ীয়মঠ আর নাই, মহাপ্রভু আর নাই।' আমাদের কি দুর্ভাগ্য যে, আমরা শিষ্য হ'বার যোগ্য না হ'য়েও গুরুকে শাসন ক'রতে যাই! জাগতিক কোন ব্যাপার মনে ক'রে আমরা শ্রীগৌড়ীয়মঠের আপাতবিবাদের মীমাংসা ক'রতে যাই। কেহ কেহ বলি,—শ্রীগৌড়ীয়মঠ আবার মামলা করছেন কেন? আমরা বলি,—কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ আর বর্ত্তমান যুগের হিট্‌লারের মধ্যে যুদ্ধ কি এক? উভয়ই ত' যুদ্ধ বটে? কিন্তু উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ। যুদ্ধে অনিচ্ছুক হ'লেও শ্রীকৃষ্ণ নিজেই অর্জ্জুনকে দিয়ে—পাণ্ডবদের দি'য়ে যুদ্ধ ক'রালেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ—ধর্মযুদ্ধ বা কার্য্য। গৌড়ীয়মঠের আপাত কলহ দেখে অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী মনে করছেন,—"আমরাই ভাল আছি। সাধুদের মধ্যেও যখন গণ্ডগোল তখন আমাদের গৃহব্রতধর্ম চিরজীবী হউক।"

ভক্তিপথে কোটি কণ্টক র'য়েছে ব'লে ভক্তিপথ ছেড়ে দিব বা অভক্তির পথে চ'ল্‌ব,—এটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—হরিভজন ক'র্‌তে গিয়ে যদি পতনও হয়, তবুও ভাল। তবু ত' তিনি কৃষ্ণের প্রীতির জন্য চেষ্টা ক'রেছেন, যাত্রা শুরু ক'রেছেন। আমরা চাই,—কেবল আরামপ্রিয়তা, তথাকথিত শান্তি ও প্রতিষ্ঠা। যাঁ'রা হরিসেবার জন্য আত্ম-নিয়োগ ক'রেছেন, আমার অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত বিচারে যতই তাঁ'রা খারাপ হউক না কেন, তাঁ'রা আমার অপেক্ষা অনেক বড়—অনেক শ্রেষ্ঠ। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ ব'লেছেন,—'বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত' পরমপুরুষের চরণাশ্রয়ের জন্য গৃহ যদি পরিত্যাগ ক'র্‌তে হ'বে, নিজের সুখের জন্য ত্যাগ ক'র্‌লে উহা প্রচ্ছন্ন ভোগই হ'বে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অভিসন্ধি আচরণ বুঝ্‌তে না পে'রে আধ্যাত্মিকতা-কবলিত ব্যক্তিগণ ঐ দুই মহাভাগবতের চরণে যে অপরাধ ক'র্‌ছিল, তা' হ'তে রক্ষা ক'র্‌বার জন্যই শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব—একথা শ্রীল আচার্য্যদেব বহুবার ব'লেছেন। আমরা মহাজনের অনুসরণ ক'র্‌তে না পেরে, তাঁদের আচরণের অনুকরণ ক'রে হয় ভোগী, না হয় ত্যাগী হ'য়ে পড়ি।

মহাপুরুষদের আচার-বিচার সব ভাল। তাঁ'রা আমাদের মন-রক্ষার জন্য আমাদের ভাবাবল বিচারের অপেক্ষায় সকল সময় আদর্শ দেখা'বার জন্য বাধ্য ন'ন। মহাজনগণের আচরণের তাৎপর্য্য তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত উপলব্ধি হ'তে পারে না। পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ 'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ' একথা ব'লে নিজে কেন রাস-লীলাদি দেখা'লেন? শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তরে ব'লেছিলেন,—"তেজীয়সাং ন দোষায়"। মহাদেব কালকূট কণ্ঠে ধারণ ক'রে নীলকণ্ঠ হ'য়েছিলেন। কিন্তু অন্য কোন ব্যক্তির কালকূট কণ্ঠে ধারণ করা দূরে থাকুক, বিন্দুমাত্র ঘ্রাণ গ্রহণ ক'র্‌লেই মৃত্যু হ'বে। মহাজনের আচরণে উপক্রম ও উপসংহার দে'খে তাৎপর্য্য গ্রহণ করাই বুদ্ধিমত্তা।

মহাপুরুষের কাছে কি ক'রে যেতে পারি, কি ক'রে তাঁ'দের শ্রীপাদপদ্মের অনুসরণ ক'র্‌তে পারি, তজ্জন্য আমাদের আর্ত্ত হ'তে হ'বে। শ্রীল আচার্য্যদেবের সঙ্গ যদি সত্য সত্য ক'র্‌তে চাই, তবে কাণ দিয়ে ক'র্‌তে হ'বে। তাঁ'র বাণীর অনুরূপ শাসিত হ'য়ে শরণাগতিময় জীবন যাপন ক'র্‌তে হ'বে। ভিতরে গুরুসেবার জন্য—হরিসেবার জন্য প্রবল আর্ত্তি না জাগ্‌লে বাহিরের সেবাচেষ্টা সকলই ব্যায়ামে পর্য্যবসিত হ'বে। আমাদের চতুর্দ্দিকে দুঃসঙ্গ। যদি জগতের দুঃসঙ্গ থেকে বাঁচতে হয়, তবে আমাদিগকে অনুক্ষণ সাধুসঙ্গ ক'র্‌তে হ'বে। নিরপেক্ষ পূর্ণশরণাগত সাধু ব্যতীত—বৈষ্ণব ব্যতীত আমাদের আত্মমঙ্গলের কথা কে বল্‌বেন—আমাদের মোহনিদ্রা হ'তে কে জা'গাবেন?

আজকের দিনে শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যপাদপদ্ম ও বৈষ্ণবদের পাদপদ্মে প্রার্থনা, যেন অকপটে তাঁদের কৃপার ভাজন হ'তে পারি—তাঁরা যেন তাঁদের শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করেন—আত্মসাৎ করেন।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

সকল ত্যাগ করিয়াও যাহা ত্যাগ করা যায় না, তাহা হয় পরমার্থ, না হয় পরম অনর্থ। পরমার্থলিপ্সু পরমার্থের জন্য—কৃষ্ণসেবালাভের জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করেন, কিন্তু পরমার্থ বা কৃষ্ণসেবাকে ঐ সমস্তের অন্তর্গত করেন না অর্থাৎ যাঁহার জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ, তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারেন না। যাঁহারা সমস্ত ত্যাগ করিতে গিয়া হরিসেবা বা পরমার্থকে ত্যাগ করিয়া ফেলেন, তাঁহাদিগকে মায়াবাদী বলা যায়। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও যে বস্তু ত্যাগের যোগ্য নহে, তাহাই প্রকৃত পরমার্থ।

অনর্থই ত্যাগের বস্তু। 'অর্থ' শব্দের অর্থ প্রয়োজন। যাহা অপ্রয়োজনীয় তাহাই লোকে ত্যাগ করিয়া থাকে। যাহা প্রয়োজনীয় বস্তু, তদ্দ্বারা শরীরের পুষ্টি-তুষ্টিরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, কিন্তু খাদ্যের অসারভাগ খাদ্যের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। আত্ম-শরীর বা চিন্ময় শরীরের পক্ষেও তদ্রূপ প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা চেতন শরীর বা আত্মার খাদ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাহাই পরমার্থ, আর যাহা চেতন শরীরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, তাহাই অনর্থ। এই অনর্থগুলিই পরিত্যাগের বস্তু। সকল পরিত্যাগ করিয়াও যে অনর্থটিকে পরিত্যাগ করা যায় না, তাহাই পরম অনর্থ, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও যাহা ত্যাগ করিতে পারা যায় না, যাহা নিখিল অনর্থের কারণ, তাহাই প্রতিষ্ঠাশা। তাহা যাহাতে হৃদয়কে স্পর্শ না করে, তদ্বিষয়ে যত্ন করা উচিত।

শাস্ত্রে জড়প্রতিষ্ঠাকে 'শূকরীবিষ্ঠা' আখ্যা দিয়াছেন। বিষ্ঠা অতিশয় ঘৃণ্য বস্তু। কিন্তু আবার জগতে এমন জীব আছে, যাহারা ঐ অতিশয় ঘৃণ্য বস্তুকে অতি উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করে। সেইরূপ হরিবিমুখ জীব পরমার্থ ছাড়িয়া জড়প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠাকে অতি আদরের বস্তু মনে করিয়া তাহা লাভ করিবার জন্য এমন কি নিজের জীবনও বিসর্জ্জন করিয়া থাকে।

আবার পরমার্থরাজ্যের সন্ধান পাইয়াও—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও জীবের প্রতিষ্ঠাশা দূরীভূত হয় না। গুরুপাদপদ্মের সেবার অভিনয় করিয়া সকলে আমাকে উত্তম সেবক বলুক, বৈষ্ণব বলুক, ভাল হওয়া ত' দূরের কথা ভাল হইবার চেষ্টাও নাই তবু সকলে আমাকে ভাল বলুক—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি আসিয়া জীবকে গ্রাস করে। সেইজন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগ করা যায় না। যাহা ত্যাগ করা যায় না, তাহা ত্যাগ করিবার বৃথা চেষ্টা সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই নহে। অতএব সময় নষ্ট না করিয়া যাহাতে তাহার সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহার উপায় আবিষ্কার করা উচিত। কিন্তু এই আবিষ্কার আমাদের নিজের পরিকল্পনা অনুসারে করিতে গেলে বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী। তাই মহাজনবাণীই একমাত্র অনুসরণীয়। যাহা পরিত্যাগ করা যায় না তাহা হয় পরমার্থ, না হয় অনর্থ। বর্ত্তমান এই প্রতিষ্ঠাশারূপ মহা-অনর্থকে পরমার্থে পর্য্যবসিত করিবার অনুসন্ধান করা উচিত। মহাজনবাণীতে পাই—

বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তা'তে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥

প্রতিষ্ঠা একটা থাকিবেই। হয় মায়ার বৈভব জড়প্রতিষ্ঠা, না হয় বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা—এ দুইএর মধ্যে একটী থাকিবে। বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠা হইলে—নিজেকে বৈষ্ণবের পদরেণু অভিমান করিতে পারিলে আর জড়প্রতিষ্ঠাশা আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারিবে না।

যাঁহারা সকল বস্তুকে হরিসেবার উপকরণ দর্শন করিতে পারিয়াছেন—সকল ব্যাপারকে পরমার্থ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট প্রতিষ্ঠা হরিসেবা-সম্বন্ধে স্বীকৃত হইয়া পরমার্থ হইয়াছে। ইহাই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা। ইহাতেই নিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহাতে নিষ্ঠা না থাকিলে কখনও রৌরব বা কখন ত্যাগের দ্বারা অভিভূত হইতে হইবে। 'আমি হরিসেবকগণের কৃপা-ধন্য' এই প্রতিষ্ঠায় যাঁহারা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল জড় প্রতিষ্ঠা হইতে মুক্ত হইয়া সুদৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত হরিসেবা করিতে পারিবেন।

জড়প্রতিষ্ঠা মৎসরতার জন্মভূমি। পরের উৎকর্ষ বা উন্নতি যাহারা সহ্য করিতে পারে না, তাহারা মৎসর। অপরের উন্নতি হইলে—অপরের প্রতিষ্ঠা হইলে পাছে নিজের আপেক্ষিক জড়প্রতিষ্ঠার পরিমাণটুকু ম্লান হইয়া পড়ে, এজন্য প্রতিষ্ঠাকামী অন্যের ভাল সহিতে পারে না। কাহারও পরমার্থরাজ্যে উন্নতি হ'য়েছে দেখিয়া যদি কাহারও এরূপ চিত্তবৃত্তির উদয় হয় তখন জানিতে হইবে, তাহার হৃদয়ে বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার লেশমাত্র নাই, হৃদয় জড়প্রতিষ্ঠায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। কারণ, ভাগবত-ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম পরম নির্ম্মৎসর সাধুদিগের ধর্ম্ম। যেখানে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির পারমার্থিক উন্নতি বা সেবায় অধিকতর নৈপুণ্যের কথা শুনিয়া প্রফুল্ল হইবার পরিবর্ত্তে ব্যথিত হইয়া পড়েন, সেখানে বুঝিতে হইবে, জড়-প্রতিষ্ঠা-পিশাচী তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে, তা'র হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পলাঞা।
কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াঞা॥

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী কৃষ্ণসেবার ছলনায় বা প্রতিষ্ঠা ত্যাগের ছলনায় প্রতিষ্ঠা-অর্জ্জনের কোন অন্তর্নিহিত কপট-চেষ্টা প্রদর্শন করেন নাই; কাজেই যাঁহারা তাঁহার অনুকরণ করেন, তাঁহারা প্রতিষ্ঠা-ত্যাগের ছলনায় প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনেরই অভিসন্ধি লইয়া ভাবের ঘরে চুরি করিয়া থাকেন। এইজন্য মহাজন গাহিয়াছেন,—

কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব,
কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব।
মাধবেন্দ্রপুরী, ভাবঘরে চুরি
না করিল কভু সদাই জানব।
তোমার প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
তা'র সহ সম কভু না মানব।
মৎসরতাবশে, তুমি জড়রসে,
মজেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তন-সৌষ্ঠব॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

[illegible]-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
[illegible] নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅধর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৬
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] কুঞ্জ [illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) [illegible] সুবর্ণ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১০) গৌর-[illegible]-মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রী[illegible])
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] বাবাজী

(১৭) [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(১৮) [illegible]-আশ্রম
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) [illegible]-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৪) গোপালজীউমঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জঃ [illegible], ইউ. পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-[illegible]-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible] ইউ পি।
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রী[illegible] মঠ,
[illegible], শ্রীধাম [illegible], মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রী[illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৯) [illegible]-[illegible]
পোঃ [illegible] (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) [illegible] মঠ—শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশোভন

(৪২) শ্রী[illegible]-মঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) [illegible] মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ [illegible], মথুরা
সেবক—ঐ

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ [illegible], [illegible]

(৪৬) গৌড়ীয়[illegible] মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ অধিকারী

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী.
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] গোদাবরী মাদ্রাজ
—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

(৫৩) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) [illegible]—[illegible] পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible]
পোঃ [illegible], পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৯) শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible]
পোঃ [illegible] (মাদ্রাজ)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]।
সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী অধিকারী

(৬৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং ১
[illegible] রোড
[illegible], [illegible]
সেবক—[illegible] দাসী

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
বাগবাজার,
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible], [illegible] ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৮) শ্রীবিদ্যার্ণব গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৯) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ [illegible]

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(৭১) শ্রীধর অঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-নবদ্বীপ-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম		৯৲	৭৲	৬৲
এক কলম	১৪৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ১০ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য ভিন্ন রূপ।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible]

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেশ শোভা। শিক্ষকগণ স্বাস্থ্য ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিদ্যালয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। আহার ও বোর্ডিংখরচ প্রতি মাসে মাত্র ৯৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত : এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা আনুপূর্বিকভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালীটি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই সংসারবিমুখ ও পরম উপকৃত হইবেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সরল ও মধুর। গ্রন্থটী পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুর প্রেস্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু অংশ সচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১০৩টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক প্রবন্ধ সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যালীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূল শ্লোক তৎপরে শ্লোক অন্বয়ে [illegible] মূল [illegible] সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অর্থ ও ব্যাখ্যা [illegible] শ্রীল শ্রী বলদেব প্রভুর সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, [illegible] পদ্ধতি এরূপ বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] প্রচুর লাভবান হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান— [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

[illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible] "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান — [illegible]
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দসূচী ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা — ১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান — [illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা — নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৩-৪১	৬-১৯	৭ ১০	১৩-১৬	১৬-৫৩	১৭ ৫৩	২০-৪১
দমদম	৪-৫৮	৬-২৫	৭ ১০	১৩ ৩৭		১৮-১১	২২ ১২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৮	৮ ০ ৫	৯ ১৬	১৫-৩	১৮-৩৪	১৯-৪২	০-২৫
বগুলা ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৩৩	১৫-১৭	১৮ ৭২	১৯-৪৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩৪	৮-৫৮	১০-৮	১৫-৫১	১৯ ১৭	২০-২২	১-১৯
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৫-০	১৭-৩২	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৫-৫০	১৮-১১	২১ ১০

(আপ— শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-২
দমদম ,,	১০-২০
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৪
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৬
ছাঃ	১৫-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৪০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৮		৯-১০		১৪-১৬	১৬-০	১৮ ৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৩		৯ ৪৮		১৪ ৫৫	১৬ ৩০	১৯-১১	
ছাঃ	৭-৯	৮-৫০	১১ ৪১	১৬-৫৩	১৯-২	২০-৫৬	০-৩৬	
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯-২০	১২-২৬	১৭-০১	২০-১০	২১-৭৯	৪-১৫	
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯-২৮	১২-৩৩	১৭-৪৩	২০-১৮	২১-৭৪	৪ ২৩	
দমদম ,,		১১-৩		১৯-০		২৩-৯		
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১২০	১৪-২১	১৯-২৬	২১-৫৫	২৩-২৬	৬-২৩	

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ	১৪ ১৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫৫
ছাঃ	১৫-১৭
শান্তিপুর পৌঃ	১৫-৫১
(বদল) ছাঃ	১৬ ৫০
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-৩৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৫৩
[illegible]	১৯-২৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। [illegible] কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উৎকল কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৮/০ দশ আনা, বড় বোতল ১৸০ আঠার আনা। পাইকারী [illegible]

— [illegible] রোড, কলিকাতা
অথবা
[illegible] বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড । শ্রীমায়াপুর ১৪ই আশ্বিন ১৩৪৭, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ সোমবার ১৭৭তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——:০:(০):০:——

বিমান-আক্রমণের সতর্কতা

কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিকৃত বাড়ী, স্কুল গৃহ, হাসপাতাল, এম্বুলেন্স ও অন্যান্য যে সকল সম্পত্তি বাণ বক্তী অবস্থায় ও বিপদের সময় সাহায্য হইতে পারে প্রয়োজন ঘটিলে নাগরিকদিগের সাময়িক নিরাপত্তার ও সম্পত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে তাহা কর্তৃপক্ষকে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র-সচিবকে প্রতিশ্রুতি দিতে মেয়রকে অনুমতি দিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবের পক্ষে ৩২টি ও বিপক্ষে ১৩টি ভোট পড়িয়াছিল। ইউরোপে যুদ্ধের অবস্থা চিন্তা করিয়া বিমান ও অন্যপ্রকার আক্রমণের সম্ভাবনায় পূর্ব হইতেই এই সময়ে যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করার উদ্দেশ্যে উক্ত প্রস্তাবটি উত্থাপিত হইয়াছিল। মেয়র মিঃ আবদার রহমান সিদ্দিক একটি বিবৃতি প্রদান করার পরে ঐ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়। উপরোক্ত প্রস্তাবটি মেয়র কর্তৃক উত্থাপিত হয়।

বিবৃতিপ্রসঙ্গে মেয়র বলেন,—জরুরী প্রয়োজন ঘটিলে কর্পোরেশনের হাসপাতাল, এম্বুলেন্স, মোটর, গাড়ি, স্কুলগৃহ প্রভৃতি ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে কিনা এবং আগুন নিভাইবার উদ্দেশ্যে কর্পোরেশনের জলকলের সাহায্য পাওয়া যাইবে কিনা স্বরাষ্ট্র-সচিব তাঁহার (মেয়রের) নিকট তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। এই বিষয়ে কাউন্সিলার-দিগের এবং সাধারণ সকলের আছে জানিয়া মেয়র কর্পোরেশনের সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে মেয়র বলেন,—শীঘ্রই কলিকাতা আক্রমণের পাল্লার মধ্যে পড়িতে পারে। সুতরাং সহরবাসীদিগকে বিমান-আক্রমণ ও অন্যান্য বিপদ হইতে রক্ষা করার জন্য অবিলম্বে সতর্কতা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অবশ্য মেয়র আশা করেন ও প্রার্থনা করেন যে, ঐরূপ জরুরী প্রয়োজন আদৌ ঘটিবে না। পূর্ববর্তী কর্পোরেশনের আমলে ঐ সম্পর্কে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, প্রধানতঃ আর্থিক কারণে কর্পোরেশন তাহাতে যোগ দেয় নাই। এখন অবস্থা আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে। নাগরিকদিগকে রক্ষা করার জন্য আমরা সরকারের নিকট সর্বপ্রকার সাহায্য দাবী করিতে পারি।

বার্লিনে বৃটিশ-বিমানের হানা

বিমান-বিভাগের খবরে প্রকাশ, বৃটিশ বিমানসমূহ গত ২৫শে সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে প্রায় সাড়ে চার মিনিট অন্তর কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া বার্লিনের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। পট্সড্যাম এবং ষ্টেসনের নিকটবর্তী রেলওয়ে ইয়ার্ডগুলি এবং স্লেসেনবার্গের পাওয়ার ষ্টেসন লক্ষ্য করিয়া প্রধানতঃ বোমাবর্ষণ করা হয়। সিমেন বিমান ঘাঁটিতে সার্চ লাইট শ্রেণীর উপর মেশিনগানের গুলী বর্ষণ করা হইয়াছে। মোয়াবিট এবং চার্লটেনবুর্গ ও উইলিমার-স্ডর্ফের পাওয়ার ষ্টেসনের উপর এবং চার্লটেনবুর্গ সহরতলীর নামক স্থানের গ্যাস কারখানার উপর বোমাবর্ষণের ফলে ভয়ানক বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয়। নিউকলন গ্যাস কারখানার বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। স্প্যান্ডো, টেম্পলহফ প্রভৃতি স্থানের বিমান-কারখানা এবং সীমেন্স কারখানার উপর সরাসরি আঘাত করা হইয়াছে।

রুহুর্ণ্গ রুর ও ডন্ নামক কারখানার এবং কীয়েল খালের তীরবর্তী ক্রুপস্ কারখানা নামক স্থানে সফলভাবে বোমাবর্ষণ করা হইয়াছে। খালের মধ্যে জাহাজ এবং নৌকা-শ্রেণীর উপর আক্রমণ চালান হইয়াছে।

রাজকীয় বিমানবাহিনী ১৫ই হইতে ২১শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে চ্যানেলের তীরবর্তী জার্মান-অধিকৃত বন্দরের উক্ত অন্যান্য স্থানসমূহের উপর ৬৮ বার আক্রমণ চালাইয়াছে। ডক্, জেটি, খাল প্রভৃতির ভয়ানক ক্ষতিসাধন করা হইয়াছে। চারবুর্গ হইতে হাবুর্গ পর্যন্ত নানাস্থানে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হইয়াছে। শত্রুপক্ষের অন্ততঃ পাঁচখানা সরবরাহ-জাহাজ বিধ্বস্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া অধিকৃত স্থানসমূহে পাওয়ার ষ্টেসন ডক্, নৌ-ঘাঁটি জাহাজঘাঁটি, তারঘাঁটি, সরবরাহ-জাহাজ ও ট্রেন প্রভৃতি এবং বার্লিন ও জার্মান বিমানঘাঁটিসমূহের উপর অনবরত আক্রমণ চালান হইয়াছে।

ফ্রান্সে দ গলের সমর্থনকারী

অধিকৃত ফ্রান্সে নূতন সামরিক বিচার-ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে জাতীয় জেনারেল বলিয়াছেন,—তিনি সরকারী সূত্রে নির্ভরযোগ্যভাবে জানিতে পারিয়াছেন যে, জেনারেল দ গলের পরিচালিত ফরাসী-স্বাধীনতা-আন্দোলনের বহু সমর্থনকারী ফ্রান্সে আছেন। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও ঐক্যবিরোধী অপরাধে তাড়াতাড়ি বিচার শেষ করা ও কঠোর দণ্ড দেওয়াই নূতন বিচার-ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য। বিচারকার্যে সম্ভাবিত বাধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে সামরিক আদালতগুলি নিজ নিজ কার্যক্রম স্থির করিতে পারিবেন। বিচারে যাহারা দোষী সাব্যস্ত হইবে তাহাদিগের প্রতি কারাদণ্ড হইতে মৃত্যু দণ্ড পর্যন্ত শাস্তি দেওয়া চলিবে। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দণ্ড প্রয়োগ করা যাইবে।

ভূমধ্যসাগরে স্পেনীয় জাহাজ বিধ্বস্ত

নৌ-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ একটি বিবৃতিতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, "আলবার্টো কারোর" নামক স্পেনীয় ষ্টীমারের উপর যে একখানা ইতালীয় সাবমেরিন আক্রমণ চালাইয়াছে, তাহা এখন 'নষ্ট' বলিয়াই বলা যায়। গত বুধবার ... প্রভাবে উত্তর-আফ্রিকার স্পেনীয় ... বন্দরের নিকটেই এই আক্রমণ হইয়াছিল।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত ত্রিদণ্ডীস্বামী কর্ত্তৃক পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ১, টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাসাধিকারী সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গোস্বামিগণের অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বহুদেশ তথা বঙ্গের প্রদেশসমূহের বহু প্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী সজ্জনগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-সম্প্রদায়সংরক্ষণে ও শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তপুষ্টিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের অভিনব বিরাট্ সংস্করণ বঙ্গাক্ষর, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, প্রতিপাদ্য বিষয়নির্দ্দেশ, অধ্যায়বিবরণ, স্থানসূচী প্রভৃতি সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, বিবৃতি ব্যাখ্যা, ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট নবীনরূপে নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয়-মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;
শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন রায় এম-এ, বি-এল্,
পুরাণাপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অষ্টম বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধাংশ) ৭৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অর্দ্ধাংশ) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। ভক্তিরসামৃতচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বামন-আদেশ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ ৩৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অর্দ্ধাংশ) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা অনুবাদ ।০
২৭। শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিকা অপসংশয়ঃ সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-নিশ-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৩০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রভজনোপদেশ ।০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। কল্যাণকল্পতরু ৶৵
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তরুচাবলী বা নামাবলমঞ্জুরী ০
৫৬ আম্নায়সূত্র ও ভক্তিনির্ঘণ্ট ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যানুবাদ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণভাবনা ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-সিদ্ধান্তমঞ্জুষম্ ।০
৬৪। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০
৬৫। সাত্বত সিদ্ধান্তরত্নম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মতদর্পণম্ ⁄০
৬৭। সাত্বতসংহিতা ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ এন্সার্ড র অব বেদান্ত ।০
৭০। ভাগবত ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। কিলেটিভ এ্যাফেক্স ৷৵০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বেদান্তীকা ।০
৭৫। লোটাস গৌড়ীয় মঠ ইন ইউ কে ⁄০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল এণ্ড আনালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ ভার) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। নামভজন ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ⁄
৮৪। শরণাগতি ⁄

আসামীয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৩

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

৩য় বর্ষ | ১৪ পদ্মনাভ ৪৪৪ গৌরাব্দ ১৭ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৭, ৩০শে সেপ্টেম্বর খৃঃ ১৯৩০, সোমবার | ১৭১ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ পদ্মনাভ সোমবার সর্ব্বত্র গৌরাব্দ ৪৪৪

প্রভুপাদের হরিকথা

—:::—

বিশ্বকে ভগবৎসেবক দেখিলে আর কোন দুঃখ থাকিবে না। জগতের সকল বস্তুই ভগবানের। তাঁহাকে ভোগ করিতে অসুবিধায় পড়িতে হইবে। ভোগীদিগের অধিকাংশই দেহ অবলম্বন করিয়াছে। আমরা নশ্বর বস্তুটাই ধরিয়া ভোগ করিতেছি। ভগবান্ বলিতেছেন, 'জীব, তুমি অনাদি বহির্ম্মুখ, অন্তর্ম্মুখ হও। তোমার ছিল; তুমি আমাকে সেবা করিতে পারিতে। কিন্তু তাহা না করিয়া আমার নিকটই সেবা চাহিতেছ। absolute হইতে বিচ্যুত হইয়াও স্বতন্ত্রভাবে ভোগ করিতে গিয়া আপনার কর্ত্তা হইয়া পড়িয়াছ। তুমি নিজে নিজে প্রভু হইতে চাহিতেছ, কিন্তু আমিই প্রভু সবার।" আমরা যদি তাঁহার সেবা না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সেবা চাই, তবে আমরা নিতান্ত অকৃতজ্ঞ। ত্রিকাল মধ্যেও আমাদের কোন দিন মঙ্গল হইবে না।

হরি সকলের প্রভু আর সকলেই তাঁহার সেবক। হরিকথা শ্রবণ করাও তাঁহার সেবা। যে সকল কথা জগতের ব্যবহারের জন্য, তাহার নাম হরিকথা নহে। হরিকথাকীর্ত্তনকারী—গুরু, আর শ্রবণকারী—শিষ্য। হরিকথা শুনিবে কে? গুরুসমূহপদাশ্রিত ব্যক্তি। শ্রবণকারী submissive হইবে। যাহারা শুনিতে জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিলে তাহাদের কিছু মঙ্গল হইবে না। শুনিতে কৌতূহল হওয়া দরকার। শ্রবণকারীর inquisitive হওয়া দরকার। বৃথা সময় নষ্ট করার প্রয়োজন হইলে অন্য চিত্তাকর্ষক আছে। আমরা যদি অতি সৌভাগ্যবান হই, তবেই শুদ্ধ হরিকথার অনুসন্ধান করিব, তাহা হইলে আমরা better way pass করিব। যেদিন ভগবৎকথা আলোচনার সুযোগ না হয়, সেই দিনই দুর্দ্দিন; মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দ্দিন নহে।

— —

ভগবদ্ভক্ত সকল সর্ব্বদাই ভগবানের করুণা লক্ষ্য করিয়া থাকেন। যোগাদিতে অণিমাদি থাকিলেও তাঁহারা ভগবানের করুণা ব্যতীত আর [illegible] দেখেন না। ঐ অবস্থাতেও তাঁহাদের ভোগাদির কিম্বা মুক্তির জন্য প্রার্থনা নাই। ঐ অবস্থায় তাঁহারা সেবাই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। কোন অবস্থাতেই তাঁহারা সেবা ব্যতীত থাকিতে পারেন না।

যাহারা ভগবানের কথা-শ্রবণে বিমুখ, তাহারাই সংসারে আসক্ত ও আবদ্ধ থাকে। তাহারা মনোরথে বিচরণ করিয়া দুঃখের মধ্যে পড়িয়া থাকে। নিষ্কপট বৈষ্ণবগণের পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে পরমমঙ্গল হয়। বৈষ্ণবগণের কৃপায়ই আমরা ভগবানের ভজন পাই।

———

বস্তুতঃ সকল বস্তুকেই সেবা সেবক সম্বন্ধ নহে। যেখানে সকলেই সেবা করিতে চাহে, তাহাই বৈকুণ্ঠ। সেব্য-সেবকের মধ্যে সেখানে সেবা ব্যতীত অন্য কোন কিছুর মধ্যে থাকে আশ্রয় পায় না। ভগবান্ কাহারও সেবা করেন না, তিনি সেবা—সকলেই সেবাগ্রহণ করিয়া থাকেন —তিনি [illegible] একমাত্র [illegible] অধিকার সকলেই তাঁহার সেবায়।

কেহ মানে কেহ না মানে সব তাঁ'র দাস।
যে না মানে তা'র হয় সেই

[illegible] (সেই নাশ।)

— —

অতএব পরিত্রাণের একমাত্র উপায় — প্রাণপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহকারে বৈষ্ণবের নিকট নিষ্কপট কথা শ্রবণ [illegible] হইলেই সংসারের প্রবৃত্তি নিবৃত্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে রুচি হইবে। ভগবান্ [illegible] কৃপা করেন, সেই ব্যক্তির তিনি [illegible] আর কোন সম্পর্ক থাকে না—[illegible] ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে।" [illegible] তিনি এ হরিকথাশ্রবণকারীই শ্রীচৈতন্য [illegible] পরিচিত থাকেন [illegible] তাঁহার কৃপা পাইবার যোগ্য হইবে না, [illegible] বিভাগের দুঃখমার্গ অবলম্বন হইবে।

———

বিলাস ও বিরাগ

বি-[illegible] 'ব'-[illegible] [illegible] 'বিলাস' ও 'বিরাগ' [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] 'বিলাস' [illegible] [illegible] 'বি' উপসর্গটী কোথাও 'বিশেষ' অর্থে 'বিশেষরূপে যুক্ত', কোথাও বা 'বিগত' অর্থে 'বিযুক্ত' অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

[illegible]

[illegible]

এমন বলিয়া নিন্দা বিলাসের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত। পক্ষান্তরে নিত্যবিলাস বৈচিত্র্যময় শ্রীভগবানের নিত্য, নিত্যবিলাসের অদ্ভুত অনুভব করিয়া নিজ বিলাস হইতে [illegible] করেন। এবং বিলাস [illegible] [illegible]

[illegible]

আত্মারামের [illegible] সৌন্দর্য্য [illegible] রূপ নাই বলিয়া [illegible] তাঁহাদের [illegible] বিচার করেন। উহাই মায়াবাদীর আর ভূমিকা।

নিত্য ও অনিত্য কথা শুধু

[illegible] বা কৃত্রিম বৈরাগ্য [illegible] পায় না। শাস্ত্রের [illegible] বৈকুণ্ঠবাসে সর্ব্বদা উন্মুখ। বৈকুণ্ঠবাসাভিমুখ হইবার যে নিরপেক্ষতা, উহা অজ্ঞানতা হইতে জাত না হইলেও তাদৃশ বৈরাগ্য চিদ্‌বিলাসে অবাস্তব। অনিত্যবিলাসবাদী যে বৈরাগ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেন, তাহা নশ্বর জগতের সহিত সাপেক্ষিক ভাবে অবস্থিত। বৈকুণ্ঠভবনে বিলাস ও বিরাগের মধ্যে যে নিরপেক্ষতা ও অবিরোধ বর্ত্তমান, উহা জড় নিরপেক্ষ বাদীর বোধগম্য হয় না। অণুচেতন স্বরূপ-ভ্রষ্ট অনুপলব্ধিতে জড়োপভোগময় নশ্বর ভোগজগতের। এই পারলৌকিক আকাশ ও ভূ আকাশ পরব্যোম হইতে পৃথক্ বস্তু। এক পক্ষ জীব কৃপাবশতঃ ব্যক্ত আবদ্ধ থাকায় বিলাসকে ভোগ্য জানিয়া বৈরাগ্যের আবাহন করেন। অপর পক্ষ অনুপায়ে পারমার্থিক চিদ্বিলাসে আত্মা স্থাপন করিতে না পারিয়া নিত্যবিলাস আশ্রয় করেন। শুদ্ধ ও অবাঙ্মানসী উভয়ের জড়বিলাসের কর্ম্মবাদীর চক্ষে সমপর্য্যায়ে পরিদৃষ্ট হইলেও তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর বিভেদ আছে। নির্ব্বিশেষবাদিগণ 'অন্তঃ' জড়বিলাসের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া জড়বিলাসের প্রাপ্য জানেন, আর জড়বিলাস বা নির্ব্বিশেষ হইতে উদাসীন বিনা কেবল ভোগময় উদাসীন ভক্তগণ জগৎ বিলাসবৈচিত্র্যের সেবায় সমগ্রভক্ত ও সর্ব্বোৎসাহ্যকে ভক্ত বিলাস ও বৈরাগ্য উভয়েই বাধ্যতাকে যুক্ত বলিয়া ভক্তপ্রধানের এরূপে অপ্রয়োজনীয়। আবার নিত্যবিলাস ভক্তবৈরাগ্যের পারস্পর্য্যে অধিষ্ঠিত। এতদ্‌প্রসঙ্গে চিদ্‌বিলাস বাদের শ্রেষ্ঠতা আছে।

[illegible] সম চত অসাড়ের শেষ আত্মার প্রক্রিয়া নিত্য পরিকরদের [illegible] সম্প্রদায়, অধিকন্তু [illegible] ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহা অভাব লক্ষণই ও [illegible]। প্রাকৃত অধিকারে যে আনাগোনা নিরবকাশময়ান, তাহাতে বিনাশ বিলাসমূলক বিলাসের দিক আনিবার অবসরের নিত্য, আর অপ্রাকৃত আশ্রয় বিলাস বা নিরপেক্ষতা অপেক্ষা বিলাসের [illegible] উপাদের বলিয়া প্রতীত হয়। [illegible] বা [illegible] বিলাস বা নিরপেক্ষতায় অবস্থান করিতে ও চিদ্‌বিলাসের সৌন্দর্য্য তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহারা আত্মারাম হইলেও আজ, মধ্য, সাম্প্রদায় ও মধুরসের উৎকর্ষ দুর্ব্বার পারিয়াছিলেন। মধুররসে বিলাসের পার-

প্রাকৃত জগতে 'বিলাস' ও 'বিরাগ' দুইটী পরস্পর প্রতিযোগী হইলে অপ্রাকৃত রাজ্যে তাহা পরম সহযোগী অপ্রাকৃত জগতে বিলাসের পরমোৎকর্ষের সর্ব্বোত্তম অবস্থার নামই বিরাগ।

"নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ ভক্ত-প্রেমে বিলাস পায়
যে আনন্দে প্রতি অঙ্গে
অশ্রু মহাকম্পে হয়।
লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ-মর্ম্ম॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন॥
ইহারে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
আমিষ্যা না পারয়ীং পিবইন্, যাদ্
অনীনারাধর্ষ্যঃ করোতু বা।"

—প্রভৃতি বাক্যে বিলাসের সর্ব্বোত্তম আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। 'যে আনন্দের প্রতি অঙ্গের হয় মহাক্ষোভে'—ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর বিরাগের আদর্শ কোথায় আছে? এখানে 'বি' উপসর্গের অর্থ 'বিশিষ্ট' ভাবে আর 'বিশেষরূপে যুক্ত' ভাবে, উভয় অর্থে পরস্পর আবরোধ ও এক-তাৎপর্য্যপর। বিলাসের বিরাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিস্ফুট। অতএব কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যবতী অধিরূঢ়োর নিগূঢ় ভক্তগণের বিচারে 'বিলাস' ও 'বিরাগ' এক-তাৎপর্য্যপর।

বিভুচেতন ও অণুচেতন

জীবনীশক্তিবিশিষ্ট বস্তুর নাম—জীব। জীবের চেতনা আছে। চেতন বস্তুমাত্রেই ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি বিশিষ্ট। জড়বস্তুর চেতনতা নাই, কাজেই তাহার ইচ্ছাশক্তি ও স্বতন্ত্র ক্রিয়াশক্তিও নাই, সেহেতু জড় অচেতন বস্তু; তবে সেই জড়বস্তুকে যে কখন কখন ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি বিশিষ্ট পরিলক্ষিত হয়, তাহার কারণ সূক্ষ্মজড়ের উপর যখন চেতনের আত্মার প্রতিফলন হয়, তখনই তাহা মনের আকারে ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট হয় এবং যখন স্থূলদেহের উপর চেতনাভাসের ক্রিয়া প্রকাশ হয়, তখনই তাহা ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। আত্মাই চেতনার অধিষ্ঠান চেতন; এই আত্মা পরমাত্মার অংশ। পরমাত্মা পূর্ণ ও বিভুচেতন, তাঁহার অংশ আত্মা খণ্ড বা অণুচেতন, যেমন একটী বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড ও স্ফুলিঙ্গসমষ্টি। পরমাত্মা ও অণুচৈতন্যগণ, জীবাত্মা অপরিগণনীয়।

জীবাত্মার ধর্ম্ম পরমাত্মার সেবা করা। যাহা কোন বস্তুকে ধারণ করিয়া থাকে, তাহাই সেই বস্তুর ধর্ম্ম। ধর্ম্ম দ্বিবিধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক; নিত্যধর্ম্ম তাহাই যাহা সকল সময়, সকল স্থানে কোন বিশেষতা ব্যতীত সকল বস্তুকে ধারণ করিয়া বা আশ্রয় করিয়া থাকে। যেমন লৌহখণ্ডের নিত্যধর্ম্ম—কঠিনতা, জলের নিত্যধর্ম্ম—তরলতা। কঠিনতা ও তরলতা যথাক্রমে সকল লৌহপিণ্ড ও সকল জলরাশিকে সকল সময় সকল স্থানে ধরিয়া রাখিয়াছে; আর নৈমিত্তিক ধর্ম্ম তাহাই—যাহা কিছু সময়ের জন্য কোন বিশেষস্থানে, কোন বিশেষ পাত্রকে অবলম্বন করিয়া বিরাজিত। যেমন লৌহখণ্ড যখন আগুনে উত্তপ্ত হয় বা জল যখন অত্যধিক ঠাণ্ডা লাগিয়া বরফ হয়, তখন লৌহখণ্ডের কোমলতা ও জলের কঠিনতারূপ যে ধর্ম্ম, তাহা অনিত্য বা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম অর্থাৎ কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া সেই আগন্তুকধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং উহা সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বপাত্রে অবস্থান করে না। উত্তপ্ত লৌহখণ্ড কিছুক্ষণ পরেই আবার কঠিন হইয়া যায়, আর বরফ আবার কিছুক্ষণ পরেই গলিয়া গিয়া তাহার নিত্য স্বাভাবিক তারল্যধর্ম্মে অবস্থিত হয়। অতএব যে স্বভাব সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে, বিশেষ-জাতীয় সমস্তবস্তুকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, তাহাই সেই বস্তুর নিত্যধর্ম্ম। জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম বলিতে অণুচৈতন্যের যাহা নিত্যধর্ম্ম ও নিত্যকর্ম্ম তাহাই বুঝায়। জীব যখন অণুচেতন বস্তু, তখন পূর্ণচেতন বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই সে নিত্যকাল অবস্থান করে, ইহাই তাহার নিত্যস্বভাব বা ধর্ম্ম অর্থাৎ অণুচেতন জীব আশ্রিত, আর বিভুচেতন পরমেশ্বর—আশ্রয়। অণুচেতন আকৃষ্ট, বিভুচেতন আকর্ষক বা কৃষ্ণ। জীব—অণুচৈতন্য, আর পরমেশ্বর—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ইহাই জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ। এইরূপ সম্বন্ধযুক্ত পদার্থদ্বয়ের যাহা নিত্যস্বভাব, তাহাই তাঁহাদের প্রকৃত নিত্যধর্ম্ম। বড় ছোটকে আকর্ষণ করে, আর ছোট আকৃষ্ট হয়; সুতরাং ভগবানের প্রতি প্রীতি, অনুরাগ, ভক্তি ও সেবা বা সেবনই জীবের নিত্যধর্ম্ম।

সর্ব্বাকর্ষক বিভুচৈতন্যের প্রতি আমাদের স্বরূপের ধর্ম যে প্রীতি বা অনুরাগ, তাহা অযথাস্থানে অর্থাৎ অচেতন প্রাকৃত-জড় বস্তুসমূহে নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের প্রীতি বা প্রাণের টান যাঁহার প্রতি হওয়া দরকার, তাঁহাতে প্রীতি হইলে আমরা নিত্যস্বভাব বা স্বরূপধর্ম্ম লাভ করিতে পারিব। আমরা এখন বিরূপের ধর্ম্মে অবস্থিত। সেহেতু আমরা অনিত্য ও নৈমিত্তিক বস্তুসমূহকে আমাদের প্রিয় বলিয়া মনে করিতেছি। যাঁহারা ভগবানে অহৈতুকী নিষ্কাম প্রীতি করেন, সেইসকল প্রকৃত ধার্ম্মিকগণ যে জগতের সমস্ত ও সর্ব্বস্থানের প্রতি অহৈতুকী প্রীতির আদর্শ প্রদর্শন করেন, তাহা ভগবদ্ভক্তগণের জড়লোক, জড়দেশ বা জড়স্থানের প্রতি অহৈতুকী প্রীতির ন্যায় নহে; তাঁহারা ভগবৎসম্বন্ধে সকল বস্তুর প্রতি প্রীতি করেন। জগতে যে সকল ধার্ম্মিক ও কর্ম্মী, তাঁহাদের অধিকাংশের মধ্যে প্রায় সকলেই স্বার্থপ্রীতিপরায়ণ। তাঁহাদের বহির্জগতের প্রতি যে প্রীতি, তাহা কেবল আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিনিষ্ঠাবশতঃ। বিভিন্নপ্রকারে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টাই জীবের বিরূপের ধর্ম্ম বা কর্ম্ম; আর জীবের স্বরূপের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্মই—অব্যভিচারিণী ভগবৎপ্রীতি।

এই সংসারজন্মে সুখের ছায়া আছে, কিন্তু সুখের বাস্তবতা নাই। তবুও যে একটু সুখের আভাস দেখা যায়, তাহাও প্রাকৃত-বুদ্ধিতে দুঃখেরই অন্তর্গত। দুঃখ অনেকটা কম বলিয়া তাহাকে লোকে সুখ এবং ভ্রান্তির আবেশময় আর্ত্ত বা ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত-

জন্যে প্রকট হয় ... যোগ্যতায় মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের দোষ যে কত বেশী, তাহা সজ্জনগণ বিচার করে দেখিতে পারেন। অতএব জগতের সুখে মুগ্ধ না হইয়া নিষ্কপট সাধুগণের শরণাপন্ন হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

এই বিশ্বে জীবের কোন ভোগ্য পদার্থ নাই। কারণ, জীবের স্বরূপগঠনের ভোক্তৃত্ব নাই জীব ভোগ্য—ভোক্তা নহে। ভোক্তা একমাত্র ভগবান্। সমস্ত বস্তুই ভগবানের ভোগ্য, আবার জীবও ভগবানের ভোগ্য। যখন এই বিশ্বে জীবের কোন বস্তুই ভোগ্য নহে, তখন নিজের জন্য কাহারও ভোগ্যবস্তু সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ ভোক্তৃ-অভিমান করা উচিত নহে। জীব স্বরূপতঃ গোলাম বা চাকর। সে কখন প্রভু নহে। এই বিকৃত দেহ প্রাকৃতিক প্রসঙ্গে সে ভোগবুদ্ধিবশতঃ ঘর বাড়ীর চাকর হইয়া পড়িয়াছে। পরধনকে ভোগ করিতে গেলেই তাহা জীবকে চাকর করিয়া ফেলে। "আমি কৃষ্ণদাস, আমি ভগবানের ভোগ্য পদার্থ, আমি ভোক্তা নহি, সকলের ভোক্তা একমাত্র কৃষ্ণ"—জীবের এই স্বরূপজ্ঞান বা দিব্য জ্ঞানের উদয় হইলে জীব এই বিশ্বে নিজভোগ্য কোন পদার্থ দেখিতে পায় না, তখন কেবল সর্ব্বত্রই সর্ব্ববস্তুকে কৃষ্ণভোগ্য—সর্ব্বত্রই কৃষ্ণের বিচরণভূমি দর্শন করে। এই দর্শনের নাম লক্ষ্যভেদ বা বিশ্বদর্শন। আমাদের প্রত্যেকেরই এই দর্শন লাভ করা দরকার। এই দর্শনলাভ করিতে হইলে যিনি এই দর্শনলাভের জন্য আপ্রাণ যত্ন করিতেছেন বা যাঁহার এই দর্শন-লাভ হইয়াছে তাঁহার সঙ্গ দরকার। সেই নিষ্কপট নিষ্কিঞ্চন সাধুর সঙ্গ না হইলে কুৎসিত দর্শন বা অসৎসঙ্গের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা যায় না। কুদর্শন বা ভোগদর্শনের মূল কারণ অসৎসঙ্গ। অকৃত্রিম সাধুগণ তাঁহাদের বাক্যরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা আমাদের অসৎসঙ্গের প্রতি আসক্তিরূপ গ্রন্থিগুলিকে ছেদন করিয়া দেন। তৎপরে বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আমাদের দর্শন পরিবর্তিত হইয়া যায়। যিনি বলদেবের বল বা কৃপা ঐকান্তিকভাবে বরণ করিতে চান, তখনই যাঁহার আনুগত্য আসিয়া উপস্থিত হয়, বলদেবের অহৈতুকী কৃপা তাঁহারই উপর বর্ষিত হয়। একমাত্র ভগবদভিন্ন অবতার সদ্গুরুর পাদপদ্মে নিষ্কপট প্রণতি স্বীকার করিলেই জীব প্রপন্নপরায়ণ হইয়া, দুরত্যয়া দৈবী মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে। ইহা ব্যতীত জীবের অন্য উপায় নাই। শ্রীগুরু

অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ

(প্রাপ্ত)

যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া দ্রৌপদীর অপর নাম যাজ্ঞসেনী। দ্রৌপদীর পিতা দ্রুপদ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ঊর্দ্ধে চক্রের উপরে বিদ্ধ একটী কৃত্রিম মৎস্যের চক্ষু যিনি নিম্নে অবস্থিত জলমধ্যে উহার প্রতিবিম্বের পানে চাহিয়া শরদ্বারা বিদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন, তিনিই যাজ্ঞসেনীকে পত্নীরূপে লাভ করিবেন।

দ্রুপদরাজের এই লক্ষ্যভেদ সভায় দুর্য্যোধন, কর্ণ, শল্য আদি বহু উপযুক্ত যোদ্ধা ছিলেন। সকলেই যত্নসহকারে শরসন্ধান করিয়া লক্ষ্যভেদ করিতে অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইলেন না। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া তাঁহারই মনোবৃত্তি বুঝিয়া তাঁহার আশীষ শিরে ধারণপূর্ব্বক লক্ষ্যবস্তু অবহেলে নিম্নস্থ ছায়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই শরাঘাতে বিদ্ধ করিলেন। যাজ্ঞসেনী তাঁহার গলে বরমাল্য প্রদান করিলেন।

মহাভারতের এই প্রসঙ্গে হরিভজনেচ্ছু বা কৃপণ অনেক শিক্ষণীয় বিষয় অনুভব করিয়া থাকেন। হরিভজনানরত ব্যক্তি সারগ্রাহী ও সূক্ষ্মদর্শী। সমস্ত বিষয়েই তাঁহারা হরিভজনের ইঙ্গিত ও উদ্দীপনা পাইয়া থাকেন।

যেমন বিকৃত প্রতিবিম্বময় এই জগতে অবস্থান করিয়া জীবকুল বিরজা-ব্রহ্মলোকের বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত গোলোক-বৈকুণ্ঠে অনায়াসে অভিযান করিতে পারেন, যদি তিনি শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ শিরে ধারণ করিয়া তাঁহাদের একান্ত আনুগত্যে জীবনযাপন করিতে প্রস্তুত হন। শ্রীগুরুদেবের প্রসাদপ্রাপ্ত পারমার্থিক ব্রাহ্মণ ব্যতীত এ সৌভাগ্য কেহই বরণ করিতে পারেন না, অপরে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পতিত হন। অনাশ্রিত দাম্ভিক ব্যক্তিগণ স্বাতন্ত্র্যে প্রবৃত্ত হইয়া নিজকে যোগ্যতাবোধে অগ্রসর হইলেও 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ' এই শ্রুতির অনুসারে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হ'ন। জীবের প্রয়োজনবিচারে সর্ব্বশাস্ত্র সমস্বরে কৃষ্ণপ্রেমকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীসনাতনশিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহা বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীনাম সংকীর্ত্তনযজ্ঞ হইতে উদ্ভিদ্ পরামৃতস্বরূপ এই কৃষ্ণপ্রেমধন স্বরূপাবর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত শ্রৌতপন্থী শরণাগত অকিঞ্চন ভক্তবৃন্দই এবং অহঙ্কাভিমানহীন গুরুপাদপদ্মে লাভ করিয়া থাকেন। সারগ্রাহী বৈষ্ণবকুল মহাজনোক্ত "অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ" শব্দ হইতে এই সমস্ত নিগূঢ় সিদ্ধান্তের খনি আবিষ্কার করেন। অর্জ্জুনের কৃপা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, সর্ব্বত্রই তাঁহাদের কৃষ্ণকার্ষ্ণ, ধাম ও চিদ্বিলাস দর্শন হয়। সর্ব্বশাস্ত্র সমস্বরে যে কেবল শ্রীকৃষ্ণের, কৃষ্ণনামের ও কৃষ্ণভক্তির কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা তাঁহারা স্পষ্টই অনুভব করিয়া থাকেন। "বৃথা গৌণ 'কথা অন্য-বাধিতেছে। বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহে কৃষ্ণকে।" এই উপদেশামৃত তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে শিক্ষা প্রদান কালে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হইয়া সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণকীর্ত্তনজলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা, ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হৈঞা ফলে প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদি-জল॥"

অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ প্রসঙ্গে এই শ্রীরূপশিক্ষার কথা চিত্তে উদিত হয়। ছায়ার দিকে চাহিয়াও যেমন কৃষ্ণের প্রসাদে ঊর্দ্ধে অবস্থিত মৎস্য চক্ষুকে ভেদ করা যায় সেই প্রকার এই অন্তব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান করিতে করিতে গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে ভক্তিলতা-বীজ যাহা লাভ করিলে জীবকুলও শ্রবণ-কীর্ত্তনপ্রভাবে বীজকে লতাকারে পরিণত করাইয়া আচম্বিৎ চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিতে পারেন। এই জগতে থাকিয়াই শ্রবণ-কীর্ত্তনজল সিঞ্চন করিলে ক্রমশঃ তাহাদের সেই অপ্রাকৃত ভক্তিলতা গোলোকে কৃষ্ণপাদপদ্মে উপনীত হইতে পারে। চরমে সাধক নাম-সংকীর্ত্তনযজ্ঞ হইতে উদ্ভিদ্ কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করিয়া ধন্য হইতে পারেন। তখন লোকলোচনে এ জগতে তাঁহাকে দেখা গেলেও তাঁহার ভূমিকা বৈকুণ্ঠে অবস্থিত থাকে।

শ্রীনামসংকীর্ত্তনই কলিকালের একমাত্র যুগধর্ম্ম। বুদ্ধিমান্ ও সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ইহা অনুভব করিয়া থাকেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনকেই যাঁহারা একমাত্র সার করেন, সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসংকীর্ত্তনাদি যাঁহাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়, তাঁহারাই সুমেধা।

"সংকীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন
সেই ত' সুমেধা আর কলিহত জন॥"

অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি-বিষয়কে আচ্ছন্ন করিয়াছে, অজ্ঞানী ও কর্ম্মাদিগণের লক্ষ্যভেদের অন্তস্থ ঐশ্বর্য্যে ভুলে কৃষ্ণ-আরাধনা' রূপ-পরমানীতি ও পরমার্থের কথা তাহারা বুঝিতে পারে না। যাজ্ঞসেনীকে কেবল কেবলই অস্পৃষ্ট লাভ করিয়া থাকেন, তবে ভোগ লাভ করেন না, দুষ্কৃত কৃষ্ণপ্রেমের কোটি কোটি লক্ষ্যভেদ করিতে কোন ভাগ্যবান্ লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকেই জানাইয়াছেন, 'প্রত্যেকেই যখন স্বরূপতঃ গোপীগণের কৃষ্ণদাস্যের দাসানুদাস, তখন প্রত্যেকেই গুর্ব্বৈষ্ণবের আনুগত্যে অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনরূপ উপযুক্ত চেষ্টা করিলে সুবিমল কৃষ্ণপ্রেম অনায়াসে আস্বাদন করিতে পারেন। প্রত্যেকেই বৈকুণ্ঠে থাকিয়াই গোলোকে পৌঁছিবার চেষ্টা করিতে পারেন, প্রত্যেকেই লক্ষ্যভেদ করিতে পারেন। দাতাশিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভু এই কৃষ্ণপ্রেমের পসরা শিরে ধারণ করিয়া দ্বারে দ্বারে যাচিয়া দিয়াছেন, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে ও শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে প্রতি গৃহের দ্বারে দ্বারে পাঠাইয়া অযাচিতভাবে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করিয়াছেন। আচার্য্যসম্প্রদায়ী উদিত আচার্য্যাশ্রয় ভক্তিবিনোদধারার নিত্যসংরক্ষক কৃপালু শুদ্ধভক্ত আমাদের মত শত সহস্র অযোগ্য জনকেও গোলোকের এই প্রেমামৃত পান করাইবার জন্য কত না করুণাভরে আহ্বান করিতেছেন, 'কিন্তু আজও যদি আমরা নিজেদের পরমপ্রয়োজন-বিচারে উদাসীন থাকি, আজও যদি আমাদের লক্ষ্য স্থির না হয়, আজও যদি আমরা সুদর্শনের কৃপা লাভ করিতে না পারি, আজও যদি আমরা লক্ষ্যভেদ করিতে সমর্থ না হই, তাহা হইলে কি এই সুবর্ণসুযোগ চিরদিন থাকিবে? তাই বলি, হে বিমূঢ় মন! এখনও সময় আছে, আর বেশীদিন এই সুবর্ণসুযোগ থাকিবে না; সাবধান! সাবধান!

পাদপদ্ম বিচ্যুতজনের প্রকাশবিগ্রহ। সেই বিচ্যুতের শ্রীপাদপদ্মে নিত্যকাল শরণাগত থাকাই অনুরাগের কৃত্য।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

১) শ্রীচৈতন্যমঠ[illegible]

[illegible] নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, [illegible] কলিকাতা [illegible]
সেবক—[illegible]

৩। যোগপীঠ[illegible] শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধির পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রী[illegible] মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) [illegible]
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(১০) গৌর-[illegible]-মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) কুলিয়া[illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] ([illegible])
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) [illegible]
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(১৮) [illegible]-আশ্রম
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) [illegible]-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) বালিঘাট গৌড়ীয়মঠ[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৪) গোপালজীউমঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া [illegible]
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী [illegible] দাস অধিকারী

(২৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(২৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৫) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible]
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ[illegible]
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৭) শ্রী[illegible] মঠ
[illegible], মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রী[illegible]পীঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]-[illegible]
পোঃ [illegible] (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রী[illegible]
[illegible], মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]
পোঃ [illegible], মথুরা
সেবক—ঐ

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]
পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৬) গোবিন্দবিহারী মঠ—[illegible].
পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৭) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫২) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

৫৩) [illegible] মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৪) [illegible] মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৫ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৯) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] [illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেবক—[illegible] দাসী

৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট.
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৮) শ্রীবিদ্যালয় গৌড়ীয়মঠ[illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৯) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible] কাব্যতীর্থ

(৭১) পরবিদ্যাপীঠ, [illegible],
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭২) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭৩) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭৪) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৫) [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৬) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রী[illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রকাশিত-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	||০		।৶০	।০
" " ইঞ্চি	৫৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৫০৲	৪০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
৩ মাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা এক পয়সা। [illegible] বিনা মূল্যে দেওয়া হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

-:০:-

স্থাপক শ্রীল প্রভুপাদ [illegible]

স্বাস্থ্যকর [illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচিত [illegible]। শিক্ষকগণ [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে, আহার ও কেরোসিন প্রভৃতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্প্রদায়: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব গৌড়ীয় [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর [illegible] ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর [illegible] সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালী ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকেই [illegible] উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সরল ও মধুর। গ্রন্থটী পাইকা টাইপে অতি সুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—সত্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ [illegible], [illegible], ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের জন্য বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১০০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৩০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—সত্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ [illegible], [illegible], ঢাকা।

প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এক গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত [illegible] শ্রীল [illegible] বিরচিত "গৌরব" নামক গ্রন্থের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভাণ্ডারী, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এবং ও [illegible] তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ [illegible] এই অপূর্ব্ব [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, [illegible] ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অপূর্ব্ব। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের [illegible] শ্লোক [illegible] ও মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে [illegible] অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ [illegible] শ্রীল শ্রী বলদেবকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোক [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা [illegible] প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনবদ্বীপ [illegible], [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন ও প্রবর্ত্তক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপ্রকট জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অন্যতম সর্ব্বপ্রথিতযশা "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি ১২০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ মহোদয়ের প্রগাঢ় গবেষণা এবং পরিশ্রমলব্ধ প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বহু বর্ষ [illegible] ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে শব্দ-সূচী ও সূচীপত্র (Index Glossary) সম্বলিত প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট

যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৩-৪১	৬-১৯	৭ ১০	১৩-১৬	১৬-৪৩	১৭ ৫৬	২২ ৪১
দমদম „	৪-৫৮	৬-৩৫	৭ ৩০	১৩ ৩৭		১৮-১৭	২২ ৫২
রাণাঘাট পৌঃ	৬ ১৮	৮ ০ ৭	৯-১৬	১৫-৩	১৮-৩৭	১৯-৪২	০ ২৫
'বদল) ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৩৩	১৫-১৭	১৮-৪২	১৯-৫৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩৪	৮-৩৮	১০-৮	১৫-৫১	১৯-১৭	২০-২২	১-১২
(বদল) ছঃ	৭-১২		১০-৩১		১৫-০	১৭-৫১ ২০ ৩০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭ ৫১		১০-১০		১৫-৪০	১৮-১১ ২১ ১০	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৯
দমদম „	১০-২০
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (ন্যারো গেজের)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪
ছাঃ	১৫-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৬-৪০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৮		৯-১০		১৪-১৬	১৬-০	১৮ ৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৬		৯ ৪৮		১৪ ৫৫	১৬ ৩৬	১৯-১১
ছাঃ	৭-৯	৮-৫০	১১-৪১	১৬-৫৬	১৯-২	২০-৫৬	৩-৩৬
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯-২৯	১২-২৬	১৭-৩১	২০-১০	২১-২৯	৪-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯-২৮	১২-৩৭	১৭-৪০	২০-১৮	২১-৭৪	৪-২৩
দমদম „			১১-৩	১৯-০		২৩-২	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১২০	১৪-২১	১৯-২৬	২১-৫৫	২৩ ২৬	৬-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ	১৪ ১৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫৫
ছাঃ	১৫-১৭
শান্তিপুর পৌঃ	১৫-৫১
(বদল) ছাঃ	১৬ ৫৭
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-৩৪
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩
কলিকাতা পৌঃ	১৯ .৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের

মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত; এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার মেহের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible]-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পরীক্ষাদীর্ণ প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] অত্যন্ত অধিক। [illegible] সংযুক্ত [illegible] এবং [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸৵০ [illegible] আনা, বড় বোতল ১৶০ [illegible] আনা। পাইকারী [illegible]

—[illegible] নং [illegible] রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible], [illegible]

পোঃ—শ্রীরামপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীরাম শ্রীরামপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড · শ্রীরামপুর ১৫ই আশ্বিন ১৩৪৭, ১লা অক্টোবর, ১৯৪০ মঙ্গলবার ১৭৮তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——:০:(*):০:——

বার্লিনে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ

বিমান-যুদ্ধ সম্পর্কে রয়টারের সংবাদদাতা বলিতেছেন—বৃটিশ বিমানবহর জার্ম্মাণীকে আক্রমণ সফল বাড়াইয়াছে। বৃটেন অভিযানের কেন্দ্রগুলিতে দিবারাত্র আক্রমণ চালাইবার পরেও বৃটিশ-বিমানবহর শত্রুদেশে অগ্রবর্ত্তী অঞ্চলে যুদ্ধ চালাইতেছে। জুরিখ হইতে রুশোয়ার পর্য্যন্ত ১২ঘণ্টাব্যাপী অভিযানে সমগ্র জার্ম্মাণীকে বৃটিশ বিমানের পাল্লার মধ্যে আনিয়া দিয়েছে। এই সপ্তাহে আকাশে ঐরূপ কয়েকখানি বিমান পোলাণ্ডসীমান্ত হইতে ২০মাইল দূর পর্য্যন্ত যাইয়া একটি বিমানের কারখানায় বোমাবর্ষণ করিয়াছে।

বিমান-সচিবের দপ্তরখানা হইতে প্রচারিত কম্যুনিকে প্রকাশ—গত রাত্রিতে জার্ম্মাণী ও চ্যানেলের উপকূলে বন্দরগুলিতে বোমাবর্ষণে নিযুক্ত সকল বৃটিশ-বিমানই নিরাপদে ফিরিয়া আসিয়াছে। বার্লিনে বিমানের কারখানা, রেল লাইন ও ষ্টেশন এবং বিমানঘাঁটি, কিয়েলের ডক, অসনাব্রুকে মালের গুদামে বোমাবর্ষণ করা হইয়া ছল। ডর্টমুণ্ড এন্সচেড, হাম, ম্যানহিম ও হ্যানোভারে আক্রমণের ফলে যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জাহাজ, বজরা ও বন্দরের জাহাজ আবাস ফ্লাসিং, অষ্টেণ্ড, ডানকার্ক, ক্যালে ও বুলোন আক্রমণ করা হইয়াছিল। উপকূলরক্ষী বহরের একখানি বিমান গত ২৭শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে শত্রুর একখানি বোমারু বিমানকে সমুদ্রে অবতরণ করিতে বাধ্য করিয়াছে।

জার্ম্মাণ ক্রুইজারের পাশে বোমা-বিস্ফোরণ

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে কিয়েল ডকে বোমাবর্ষণকালে 'হার্ণ হট' নামক জার্ম্মাণ ক্রুইজারের অতি নিকটে একটি বোমা বিস্ফোরণের ফলে আগুনের ঝলক দেখা গিয়াছিল। বুলোনে সাড়ে তিনঘণ্টাকাল আক্রমণ চালান হইয়াছিল। তথায় নানাস্থানে বিস্ফোরণ হয়। একটি ভীষণ বিস্ফোরণে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সমগ্র সহর আলোকিত হইয়াছিল ও অনেক স্থানে আগুন ধরিয়াছিল। সমুদ্রে ৫০ মাইল দূর হইতে ঐ আগুন দেখা যাইতেছিল।

আর একখানি কম্যুনিকে প্রকাশ—গত বুধবার রাত্রি দশটা হইতে শেষরাত্রি পর্য্যন্ত বার্লিনে ভীষণ আক্রমণ চালান হইয়াছিল।

নিউইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ, গত বুধবার রাত্রে রাজকীয় বিমান-বাহিনী দীর্ঘকাল যাবৎ বার্লিনের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল। পাঁচ ঘণ্টা যাবৎ বার্লিনে বিমান-সঙ্কেত চলিতে থাকে। বার্লিনের উপর আক্রমণ শেষরাত্রি চা'র ঘটিকার সময় শেষ হয়। জার্ম্মাণ সরকারী নিউজ এজেন্সী জানাইতেছেন যে, বৃটীশ বিমানপোত সমূহ রাত্রিকালে পুনরায় জার্ম্মাণীর রাজধানীর উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল। বহু স্থানে বোমাবর্ষিত হয়।

রেঃ এসোসিয়েসনের সংবাদদাতা দক্ষিণ পূর্ব-উপকূল হইতে জানাইয়াছেন যে রাজকীয় বিমানবাহিনী চ্যানেলের উপকূলবর্ত্তী ফরাসী বন্দরগুলির উপর বোমাবর্ষণ করিয়াছে। আক্রমণ আরম্ভ করা হলে ডানকার্ক হইতে বোলন পর্য্যন্ত সকলস্থানে অনেক প্রচণ্ড বিস্ফোরক ও অগ্নিপ্রজ্বালক বোমা ফেলা হয়। কয়েকক্ষণ পরে সমগ্র উপকূলে আগুন জ্বলিতে দেখা যায়। জার্ম্মাণ সার্চ লাইট ও বিদীর্ণ গোলার আলোতে ঐ অঞ্চল দিনের মত উজ্জ্বল হইয়া গিয়াছিল। বিস্ফোরণ এত প্রচণ্ড হইয়াছিল যে, ডাভারে ইংল্যাণ্ডের উপকূলও কাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

বৃটিশ সাংবাদিকের মৃত্যু

'সান্ডে এক্সপ্রেস' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বিখ্যাত সাংবাদিক মিঃ জেমস্ ডগলাসের মৃত্যু হইয়াছে।

বৃটীশ সাংবাদিক মিঃ জেমস্ ডগলাস ১৮৬৭ সনে বেলফাষ্টে জন্মগ্রহণ করেন। সাংবাদিকতায় সাফল্যলাভ করিলে তিনি "ষ্টার" পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২০ সনে 'সান্ডে এক্সপ্রেস' প্রকাশ হইলে তিনি সম্পাদকের পদ লাভ করেন এবং ১৯৩১ সন পর্য্যন্ত এই পদে আসীন থাকেন। সম্পাদকের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পরও তিনি প্রতি সপ্তাহে অনেক প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। এই প্রবন্ধগুলিতে আধুনিক নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে বিরাগ এবং তাহা সংস্কারের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ পায়।

বাঙ্গলা দেশের ইতিহাস রচনা

এরূপ জানা গিয়াছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস রচনার কার্য্য দ্রুতগতিতে চলিতেছে। শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় উক্ত ইতিহাসের প্রথম খণ্ড বাঙ্গালার হিন্দু আমলের ইতিহাস এবং দ্বিতীয় খণ্ড স্যর যদুনাথ সরকারের সম্পাদনায় মুসলিম রাজত্ব। প্রথমভাগ মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ড যাহা পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত থাকিবে, শ্রীযুক্ত সরকার সম্পাদনের ভার দিয়াছেন। স্যার পি সি রায় ও বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট উক্ত কার্য্যের জন্য যথাক্রমে ২০০০্ দান করিয়াছেন।

বার্লিনে বৃটিশ-বিমানের হানা

বিমান-বিভাগের খবরে প্রকাশ, বৃটিশ বিমানবহর গত ২৮শে সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা কাল ধরিয়া বার্লিনের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। [illegible] [illegible] হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উৎকলীয় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীপ্রাণনাথ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবিহিত অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগোষ্ঠীর মুকুটমণি পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে বহু দেশ তথা বঙ্গের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সজ্জনবৃন্দ যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর্গসিদ্ধান্তগণে ও তদনুকূল সদাচারগণে অপ্রাকৃত গৌরকৃষ্ণ'স্বরূপ আচার্য্যবর্গের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই উপাদেয়নীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের অভিনব বিরাট সংস্করণ অধ্যায়, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, প্রতিপাদ্য বিষয়নির্দ্দেশ, অধ্যায়বিবরণ, স্থানসূচী প্রভৃতি সহ সম্প্রতি গৌড়ীয়মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, বিষয়ের আলেখ্য, ভূমিকা ও সূচীসহ অপূর্ব্ব সজ্জায় নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৴০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:—

শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুশান্তিরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —প্রথম ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত- ৪৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৵০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুদ্ধ মত ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৬।
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১
অবাঁধা) ১
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গলা ভাষা ।
২৭। প্রাকৃতরসশতদূষণী (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীন-হীন-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ॥০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ৫ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগোদ্রুম কল্পতরু ।০
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ॥০
৪৩। সাধনকণ্ঠ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। [illegible] ৶
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। [illegible] বা [illegible] ০
৫৬ [illegible] ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-[illegible] ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। সাত্বত সিদ্ধান্ত ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডন ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্লডস ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনআলয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ৩।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক

৫ম বর্ষ | ১৫ পদ্মনাভ ৪৮৪ গৌরাব্দ ১৫ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৭৭, ১লা অক্টোবর ইং ১৯৭০, মঙ্গলবার } ১৭৮ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ পদ্মনাভ ভানু প্রহর গৌরাব্দ ৪৮৪

অভয়ই ভক্তির ফল

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ-বিগ্রহ। শ্রীনিত্যানন্দেরই শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের আরাধ্য যে গৌরসুন্দর, তাহাই শিষ্য-জীবের নিত্যসেবা। শিষ্য সর্বদা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপে দর্শন করেন। শ্রীগুরুদেব প্রভু বস্তু। শিষ্য নিজেকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নগণ্য পদধূলি বলিয়া জানেন। শিষ্য গুরুসঙ্গ ব্যতীত কখনও লঘুর সঙ্গ করেন না। যেখানে গুরুসঙ্গ সেখানে নাই, সেখানে পদার্থের পূর্ণতা ও শুদ্ধতা নাই। গুরুসঙ্গী কখনও জনসঙ্গী নহেন। শিষ্য—গুরুজন। 'জন' অর্থে দাস। গুরুজন—গুরুর দাস। আদর বা প্রীতির সহিত সঙ্গ গমন অর্থাৎ কৃষ্ণানুসন্ধানই সঙ্গ। যে 'ভজিবী' অন্তরে প্রবেশ। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ব্যক্তিই জন, তাহা স্ত্রী ও পুরুষ যে আকারেই হউক। সাধুসঙ্গী শিষ্য কখনও জনসঙ্গ করেন না। যেখানে ভোগদর্শন, সেখানেই জনসঙ্গ। সেবকাভিমানে সেবাদর্শন যেখানে, সেখানে জনসঙ্গ বা অসৎসঙ্গের কোন কথা নাই। সেখানে সব কৃষ্ণের—এরূপ উপলব্ধি। এই সেবাদর্শনই চেতনদর্শন। ভোগদর্শন—জড়দর্শন। সেবাদর্শন ব্যতীত ভোগদর্শন বা জড়দর্শনের হাত হইতে কৃত্রিমভাবে রক্ষা পাওয়া যায় না। মনের সঙ্গও জনসঙ্গ। যেখানে জড়দর্শন, সেইখানেই ভয়। চেতনদর্শনে ভীতির কোন কথা নাই। যেখানে ভীতি, সেইখানেই কৃষ্ণবিস্মৃতি। ভক্তের ভয় নাই—কুণ্ঠা নাই—পতন নাই। অভয়ই ভক্তির ফল। আমাকে প্রভু নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, তিনিই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা—পালনকর্ত্তা তিনিই বড় আর আমি তাঁহার অতি ক্ষুদ্র অযোগ্য কিঙ্কর, তিনি আমাকে রক্ষা করিবেনই আর অন্য রক্ষক আমার নাই—ইহাই ভক্তির বিচার। যখনই আমি অন্যের নিকট হইতে ভয় পাইতেছি, তখনই জানিতে হইবে, আমার দ্বিতীয়াভিনিবেশ আসিয়াছে। যেখানে ভক্তি, সেখানে ভয় নাই। যেখানে ভয়, সেখানে ভক্তি নাই। সেখানে আছে কেবল নিজেকে নিত্যরক্ষকের নিত্যরক্ষিত জ্ঞান, নিত্যপালকের নিত্যপাল্য জ্ঞান। যেখানে অস্মানতা, সেইখানেই ভীতি। নিজেকে ভগবানের সেবক বলিয়া জানিলে আর কোন দুঃখ, শোক বা ভয় থাকে না। যখনই নিজেকে প্রভুপাদপদ্ম-আশ্রিত বলিয়া জ্ঞান হয়, তখন ভয়, শোক আপনা হইতেই চলিয়া যায়। যেখানে প্রভুকে পালকজ্ঞান এবং নিজেকে তাঁহার পাল্যবিচার আসিয়াছে, সেখানে আর শোক নাই। কিন্তু যেখানে প্রভু নাই, সেখানে ত' আমি নিজেই প্রভু—নিজেই কর্ত্তা। যাঁহার প্রভু নাই তিনি ত' নিরাশ্রয়। সুতরাং তিনি ভক্ত কিসের? যাঁহার প্রভু আছে তিনি ত্রৈকালিক, তিনি নির্ভীক, তিনিই প্রকৃত সাহসী। সেখানে বাধার কোন কথা নাই তাহা সেবার ভূমিকা। সেইজন্যই বলিতেছি, যতদিন পতনের আশঙ্কা আছে, যতদিন ভয় আছে, ততদিন ভক্তি আরম্ভই হয় নাই।

ভক্তি হইলে জগদ্ভোগের স্পৃহা আর থাকিবে না, প্রভুত্ব বা ত্যাগের স্পৃহা মিটিয়া যাবে। তখন নিজেকে কৃষ্ণভোগ্যতার ভগবানে একমাত্র ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের সখা ও তাঁহার একমাত্র কর্ত্তা হইয়া পড়িবে। বিশ্বে ভয় আছে। বৈকুণ্ঠে ভয় নাই। যেকাল পর্য্যন্ত আমরা সাধুসঙ্গ না করি, জগদ্ভোগের জন্য লালায়িত থাকি, অকৃতজ্ঞ না হইয়া—নিজেকে কৃষ্ণদাস না জানিয়া সেবাজ্ঞান করি, ততকাল পর্য্যন্তই অস্থিরতা—দ্বিতীয়াভিনিবেশ বা ভয়। ভগবান্ ব্যতীত আর একটা জিনিষ আছে, এই বিচার হইতে ভীতি আসে। সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে আজ আমাদের এই বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে। এই বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে পারেন একমাত্র অশোক অভয় অমৃত সাধু। এই কথাটী ভুলিয়া গেলেই সর্ব্বনাশ। সেইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

> ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদ্
> ঈশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
> তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
> ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

কৃষ্ণ আমার পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

জীবাত্মার চেতনের বৃত্তি [illegible] মুক্ত হয়, তখন তাঁহার [illegible] ইচ্ছার পাশে পাশে [illegible] যায়। [illegible] ভগবানের [illegible] হয়, ঠিক [illegible] কাৰ্য্য করিয়া থাকেন। [illegible] হইতে [illegible] ভজন হইতে থাকে। [illegible] নিত্যলীলার [illegible] [illegible] কৃষ্ণের [illegible] [illegible] সময়। [illegible] যোগ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সমাবেশে—[illegible] [illegible] এবং [illegible] গোপীগণ। [illegible] [illegible] [illegible] —এ [illegible]।

[illegible]
পুনঃ [illegible]
তিন প্রকার—১) [illegible]
[illegible]—[illegible]
[illegible]—[illegible]
[illegible]
[illegible] করেন [illegible]
[illegible]

যেন। চৈত্ত্যগুরু হৃদয়ে উপস্থিত হ'য়ে, অন্তর্জ্ঞানদাতা দীক্ষা [illegible] তাঁ'র সঙ্গে সম্বন্ধাবাধই উ'হার জন্ম [illegible] আবশ্যক, অর্থাৎ [illegible] যিনি তা' বলেন, সেই [illegible] কথা [illegible] কৃপা [illegible] দীক্ষা [illegible] তাঁ'র কৃপা [illegible] দূর হয় না, [illegible] কৃপা [illegible] [illegible] করেন। [illegible] যেন স্বয়ং [illegible] 'দনাজ্ঞান' — অবস্থায় [illegible] পদান করেন, [illegible] শিক্ষা গুরুরূপে প্রেরণ ক'রে সেই ত'ক সংরক্ষণ করেন এবং নিজেই চৈত্ত্যগুরু হ'য়ে সেবোন্মুখ জীবকে [illegible] শিক্ষা গ্রহণ করবার শক্তি দেন।

নিজেকে বৈষ্ণবের [illegible] হইলে বৈষ্ণবের কৃপা [illegible] পাওয়া যাইবে। [illegible] বলেন—আমি বৈষ্ণব হইয়া [illegible], তাঁহার [illegible] হইয়াছে [illegible]। বৈষ্ণবের কৃপাভিক্ষা করিতে হইবে। বৈষ্ণবের সেবা বাদ দিয়া যদি বিষ্ণুসেবার জন্য চেষ্টা হয়, তাহা হইলে দাম্ভিকতাই প্রকাশ পায়। [illegible] দাম্ভিক হইয়া [illegible] হয়। দাম্ভিক হইলে বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় আর প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে না; [illegible] তাহার বক্ষণার ফাঁসি গলায় [illegible] হয়।

———

ভগবৎপ্রসঙ্গ বৈষ্ণবের নিকট শুনিতে হইবে, অবৈষ্ণবের নিকট নয়। অসৎ-লোকের নিকট হরিকথা শুনিতে গেলে অজ্ঞের প্রভাবে অসৎ হইয়া যাইতে হইবে। কীর্ত্তন বলিতে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট যে শ্রৌতবাণী [illegible] করিয়াছি, তাহার পুনরাবৃত্তি। সদালোচনারূপে শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ করিলে এবং শ্রবণ ও কীর্ত্তন ভগবৎসেবা বলিয়া জানিলে ভগবৎস্মৃতি হৃদয়ে দেদীপ্যমান থাকিয়া আমাদিগকে নিরন্তর সেবায় নিযুক্ত রাখিবে।

———

'আমি কে?' তাহা জানিতে পারিলে সুবিধা হয়। তাহা না জানা [illegible] মনে হইবে—আমি হাড়মাংসের খাঁচা এবং শ্রীজগন্নাথের কাঠের ঠাকুর। অপ্রাকৃতকে অপ্রাকৃত দেখা গেল না। [illegible] প্রকাশিত থাকিলেও তাহার সেবোন্মুখ জয় নাই, তাহার নিকট স্বীয় স্বরূপ গোপন করিয়া থাকেন।

নিত্যবস্তু কৃষ্ণ—সনাতন বস্তু। তিনি সকলের [illegible] পালনকর্ত্তা প্রভু। যাঁ'রা তাঁ'র সেবা করেন, তাঁ'রাও প্রভু।

সর্ব্বদা বৈষ্ণবসঙ্গ পরিবৃত হইয়া বাসই নিত্যবাস। সর্ব্বদা হরিকথা শুনিবার সুযোগ করিয়া লওয়া আবশ্যক। [illegible] নাম বাস। আশ্রমান্তর গ্রহণ করিলেই যে মঙ্গল হইবে, তাহা নহে। [illegible], সেখানে থাকিয়াই যদি হরিভজন করেন, তবেই মঙ্গল হইবে।

আমরা এই জগতে আর বেশীদিন থাকিব না। এখনি দেহ পড়িয়া যাইতে, এই মুহূর্ত্তেই এই পৃথিবী ত্যাগ করিতে হইতে পারে, সুতরাং সকলেরই নিরন্তর শ্রবণ করিয়া হরিভজন করা উচিত।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর উপদেশ

ভগবানের জন্য যাহা করা যায়, তাহা খাঁটী সত্য, কদাপি মিথ্যা নয়। কিন্তু তাই বলিয়া ভগবানের বেলাই মিথ্যা মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। ভগবদ্ভক্তগণ কোনও অন্যায় করেন না। পাপ ও পুণ্যের কথা, তাঁহাদের হৃদয়ে স্বপ্নেও পুণ্য-কামনাও নাই। তাঁহারা সতত ভগবৎ-সেবানন্দে মগ্ন থাকেন। আমরা এই [illegible] ভগবদ্ভক্তের উচ্ছিষ্টভোজী। ভগবান ও ভক্তের সেবা করিবার জন্য মহাপ্রসাদ সেবন দ্বারা [illegible] চেষ্টা রক্ষা করিতে হবে—মহাপ্রসাদে ভোগবুদ্ধি করিতে হইবে না।

[illegible] অন্যায় ত্যাগ করিবার জন্য এখন হইতেই যত্নশীল হইতে হইবে। [illegible] উদ্ধারপাণের আশা নাই। ভগবদ্-উপাসনা [illegible] নিজের কল্পনাবশে [illegible] কিছুই নয়। সাধক জীব আমাদিগকে খুব সাবধানে থাকিতে হবে। কারণ, প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের পদস্খলন সম্ভাবনা। বর্ত্তমানে আমাদের সম্মুখে [illegible] ও অভক্ত [illegible] উপস্থিত। এ অবস্থায় বিশেষ সতর্ক না হইলে অমঙ্গলের সম্ভাবনা। অসৎসঙ্গের ফলেই আমাদের সর্ব্বনাশ হয়। প্রকৃত সাধুসঙ্গ না হইলে আমরা প্রাকৃতসহজিয়া হইয়া পড়িব। তখন কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাই আমাদের কাম্য হইয়া পড়িবে, উদ্বেগের মাত্রা বাড়িতে থাকিবে।

আমরা ভক্তের অনুসরণে সেবাময় জীবনযাপনে ব্রতী হইব, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলের পথ ক্রমশঃ নিষ্কণ্টক হইবে। সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই হরির অনুশীলন। ইহাই সুনীতি—শ্রেষ্ঠনীতি বা ভক্তিনীতি। এই নীতিপালনের জন্য তৎপর হইতে হইবে। এই শ্রেষ্ঠনীতি হরিভক্তি অনুশীলন করিতে যদি সাধারণ নীতির সহিত বৈষম্য ঘটে, তাহাও ভাল।

কৃষ্ণকে ভুলিতে হইবে না—ইহাই মূল নিষেধ। অন্যান্য [illegible] এই মূলনিষেধের কিঙ্কর। এই নিষেধ যিনি লঙ্ঘন করেন, তিনি না করিয়াছেন এমন কোনও অন্যায় কার্য্য নাই। জগতের সকলকে কৃষ্ণবিমুখতার হাত হইতে বাঁচাইতে হইবে। নিজে না বাঁচিলে কিন্তু কাহাকে বাঁচান যায় না, ইহাও মনে রাখা দরকার।

ভক্ত ও অভক্ত আচারেই জানা যায়। ইহা লুকাইবার জিনিষ নহে। নিষ্কপট ব্যক্তিমাত্রেই ভগবৎকৃপায় ভক্ত ও অভক্ত [illegible]

ভক্তের সুখ ও দুঃখ

প্রাক্তন কর্ম্মফলে বা ভুক্তি-আশাকে কাম্যবশে বাধ্য জীব সুখ বা দুঃখ ভোগ করে। সুখের সময় দুঃখের কথা ভুলিয়া যায়, উত্তরোত্তর সুখবৃদ্ধির কামনায় উন্মত্ত হইয়া পড়ে; আবার দুঃখের সময় সুখের আশায় পাগলের মত হইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে কালযাপন করিতে থাকে। ভগবদ্ভক্ত কিন্তু সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে পড়িয়া ঐ প্রকারে আত্ম-শান্তি বিসর্জ্জন দেন না। তিনি তাঁহার সুখ-দুঃখের সমস্ত বিচার ভগবৎপাদপদ্মে নির্ভর করিয়া "বদ্ যদ্ করোষি তদেব ভগবন্ পুরুষোত্তমরূপম্" বিচারেই সন্তুষ্ট থাকেন। তাই ভক্ত বলেন—

এখন বুঝেছি প্রভু তোমার চরণ।
অশোক অভয়ামৃতপূর্ণ সর্ব্বক্ষণ ॥
সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণকমলে।
আসিয়াছি আমি নাথ তব পদতলে ॥
তব পাদপদ্ম নাথ রাখিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব-সংসারে ॥
আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালনভার এখন তোমার ॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্রজীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও-পদবরণে ॥

কৃষ্ণে সমর্পিতাত্মা সেই ভক্তকে আত্মসাৎ করিয়া লন—তাঁহার সুখদুঃখের সমস্ত চিন্তা নিজের বলিয়া জানেন। তাই ভক্তের হৃদয় জগতের কোন অবস্থাই ক্ষুব্ধ হয় না। "কৃষ্ণ মঙ্গলময়, তিনি সর্ব্বক্ষণই আমার মঙ্গলচিন্তা করিতেছেন, মঙ্গলময়ের কোন বিচারই অবিচার নহে, তিনি স্বেচ্ছাময়, স্বরাট্ সর্ব্বস্বতন্ত্র পুরুষোত্তম, প্রীতচিত্তে তাঁহার ইচ্ছার অনুবর্ত্তনই আমার কৃত্য"—এই বিচারে ভক্তহৃদয় সর্ব্বদাই পরানন্দময় থাকে, জগতের কোন ভোগী বা ত্যাগীর বিচার আসিয়া তাঁহার চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারে না—বিতাপ তাঁহার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। ভক্ত তাঁহার চিদানন্দময় কলেবরে সর্ব্বদা সেবানন্দে মগ্ন থাকেন। জগতের ভাবনাবর্ত্ত—সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্ব অতিক্রমপূর্ব্বক যিনি সর্ব্বদা ভগবৎসেবানন্দে বিভোর, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছার পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণবাঞ্ছার লেশমাত্র যাঁহার নাই, জীবনে-মরণে, শয়নে-স্বপনে—সর্ব্বাবস্থায়ই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মই আমাদের একমাত্র শরণ্য ও বরণীয় হউক, তাহা হইলেই আমাদের জীবন ধন্য হইবে, আমরা শ্রীভগবৎসেবায় আত্ম-নিয়োগ করিবার সুযোগ পাইয়া ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি কামনার জন্য আর অন্যাভিলাষ [illegible] বলিয়া বরণ করিব না।

সুখ-দুঃখের বিচারভার নিজে লইতে গেলেই বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী এবং তাহার ফলে ভগবৎকৃপালাভ হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইতে হইবে।

আমরা যাহাকে দুঃখ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে চাই, ভক্ত তাহাকেই ভগবৎকৃপা বলিয়া পরমাদরে বরণ করেন; তাই তিনি অনন্ত দুঃখের মধ্যেও সুখে বিভোর আর আমরা আমাদের পরিকল্পিত সুখের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে কাল-যাপন করিতে থাকি।

শ্রীকুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্ ॥

[হে জগদ্গুরো কৃষ্ণ, যে সকল বিপদ্ উপস্থিত হইলে আমাদের ভাগ্যে সংসারাসক্তি-নিবারক তোমার দুর্লভ দর্শন লাভ ঘটে, আমাদের সেই সমস্ত-বিপদ্ পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন

কৃষ্ণস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম

অপ্রাকৃতদিগের মধ্যে চিরদিনই যেন উপস্থিত হয়।]

অর্থাৎ শ্রীকুন্তীদেবী যাহাতে ভগবদ্দর্শন নাই, তাহাকেই বিপদ্ বলিতেছেন, আর যাহাতে ভগবদ্দর্শন বর্ত্তমান, তাহা শত সহস্র বিঘ্নসঙ্কুল হইলেও পরম সম্পদ্ বলিয়া বরণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাকৃত ভোগপরায়ণ ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়তর্পণে বাধাপ্রাপ্ত হইলেই আপনাদিগকে বিপদ্গ্রস্ত মনে করেন; কিন্তু ভক্তের বিচার—

"তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত
সেও ত' পরমসুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ্
নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥"

রায় রামানন্দমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণভক্তসঙ্গাভাবকেই প্রকৃত দুঃখ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। আবার যে সুখ কৃষ্ণসেবাসুখকে বাধা প্রদান করে, সে সুখের প্রতিও ভক্তের মহাক্রোধ উপস্থিত হইয়া থাকে। ভক্ত তাহাকে কখন সুখ বলেন না।

"নিজ সেবানন্দে যদি কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের
হয় মহাক্রোধে॥"
(চৈঃ চঃ)

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলক সুখকে ভক্তগণ দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করেন, পরন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছামূলক সুখই তাঁহাদের একমাত্র বরণীয় সুখ। যেখানে কৃষ্ণসেবারূপ স্বার্থগতি হইতে বিচ্যুত হইয়া দেহাত্মবোধমূলে আমরা সুখ বা দুঃখের বিচারক হইতে যাই, সেখানেই নানাপ্রকার অনর্থ আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করে। কৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে আমাদের মঙ্গলবিধাতা। "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্" বিচারমূলক কৃষ্ণানুগ্রহ উপলব্ধির সৌভাগ্য যাঁহার হইয়াছে তিনি সম্পদে বিপদে— জীবনে-মরণে সর্ব্বাবস্থায়ই কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাপন্ন হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র এক পালকেই তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া থাকেন—

মানস-দেহ-গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশোর॥
সম্পদে-বিপদে জীবনে-মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ও-পদবরণে॥
মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥

গুরুদাস্যে বা কৃষ্ণদাস্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে শোক, ভয় বা দুঃখ বলিয়া কোন কথা থাকে না। বাহ্যতঃ সেবকের দুঃখ দেখা গেলেও তাহা প্রকৃতপক্ষে দুঃখ নয়। কারণ, কৃষ্ণদাস-অভিমান যেখানে, সেখানে

অপ্রাকৃত গোলোকধাম

——:০:(×):০:——

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের 'নিত্যানন্দলীলাপুর পরমধাম—গোলোক। এই স্বধাম গোলোকে তিনি স্বয়ংরূপে স্বয়ংপ্রকাশ ও পরিকরগণ সহ সতত বিবিধ লীলাবিলাসে মগ্ন হইয়া পরমানন্দে বিরাজ করিতেছেন।

গোলোকে ও গোকুলে কোন ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিতে গোলোক যখন প্রপঞ্চে প্রকটিত হন, তখন তাহাই 'ভৌম-গোকুল' আখ্যা প্রাপ্ত হন। প্রপঞ্চে প্রকাশিত হইলেও গোকুল চিন্ময়ধামরূপেই বর্ত্তমান থাকেন। কোনপ্রকার জড়দেশ-

কেবল আনন্দাম্বুধি। সে আনন্দাম্বুধির নিকট কোটি ব্রহ্মানন্দ ধিক্কৃত হয়। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

প্রেমরাগ-অন্তরালে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটী ব্রহ্মানন্দ নহে তার একবিন্দু॥

সেইজন্য প্রকৃত কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের রোগ-শোক-মোহ ভয় বা দুঃখাদি কিছুই নাই। কিন্তু তথাপি তাঁহারা নানা সুখ-দুঃখের মধ্যে কি প্রকারে গুরুসেবা করিতে হয়, তাহা সাধারণ সাধক জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য অনুকরণলীলাভিনয় করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য স্বার্থাবিষ্ট তাহা দেখিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বা শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবকে সাধারণ জীব মনে করিয়া বঞ্চিত ও অপরাধী হইয়া পড়ে। শ্রীচৈতন্যলীলায় ব্যাস বলিয়াছেন,—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ॥
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা কুল-ধন-মদে বৈষ্ণব না চিনে॥"

প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের স্বাভাবিক বা দেহগত কোন প্রকার দোষ প্রাকৃতদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া যদি অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করা যায়, তবে আর শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবালাভ হইবে না। তাহা হইলে আমাদের মহা সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে।

আমাদের দেহ ও মনের প্রতি অত্যধিক আসক্তি থাকায় আমরা দেহ-মনের দ্বারা আবৃত বিদ্যাবুদ্ধি লইয়া বৈষ্ণবের ক্রিয়াকলাপ বুঝিতে যাই বা মাপিতে যাই। সেইজন্য আমাদের ভক্তিপথে বিচারভ্রান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। যিনি কৃষ্ণ বিনা অন্য প্রীতি-রহিত হওয়ায় নিষ্কাম, যিনি ভজনবিজ্ঞ, যিনি দেহরূপ জগতে আসক্ত না হইয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণসেবাপরায়ণ, সেইরূপ গুরুসেবক বৈষ্ণবকে সর্ব্বাশ্রয়গণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিলে ভক্তিপথের বিচারগুলি ঠিকভাবে বুঝিতে পারা যায়।

কালাদিক্রমে কুণ্ঠাতীত বহু জীব বিকুণ্ঠ অবস্থা হইতে কখনও বিচ্যুত হন না। কিন্তু মায়িক জীব জড়েন্দ্রিয়ে তাঁহার সেই নিকুণ্ঠস্বরূপ দর্শন করিতে না পারিয়া তাঁহাকেও সাধারণ প্রপঞ্চের মত দেখে; তাই তাহারা গোকুলবাসী বালকেও সাধারণ মানবের ন্যায় মনে করে। শ্রীল রূপগোস্বামী বলিয়াছেন, "যৎ গোলোকনাম স্যাৎ তচ্চ গোকুল-বৈভবম্।" অর্থাৎ গোলোক গোকুলেরই বৈভব। কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের পক্ষে ভৌম গোকুলের উপযোগিতাই অধিক। তাঁহারই দেখার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের মত জীবের উপর অধিক কার্য্যকরী ভূলোকাবতীর্ণ গোকুল বৃন্দাবনই আমাদের পরম আশ্রয়।

কৃষ্ণধাম বৃন্দাবন অপেক্ষা গৌরধাম নবদ্বীপ অধিক উদার। গৌরধামে মুক্ত ও বদ্ধ উভয়েরই উপাস্য, কিন্তু বৃন্দাবন ধাম কেবল মুক্তকুলেরই উপাস্য। বদ্ধজীবের তাহাতে কোন অধিকার নাই। যেমন কৃষ্ণচন্দ্র ও গৌরচন্দ্র অভিন্ন, তদ্রূপ ব্রজধাম ও নবদ্বীপ ধামের মধ্যে কোন ভেদ নাই, একই বস্তু দুইরূপে প্রকাশিত।

চিচ্ছক্তিপ্রাপ্ত কৃষ্ণলোক বিবিধ আনন্দময় বৈচিত্র্যবিকাশে নিত্য বৃক্ষ লতা, পত্র-পুষ্প, কানন, সরোবর, নদী, পর্ব্বত, পশু, পক্ষী ও পদার্থ ভোগ্যসম্পদে সদা সুসজ্জিত হইয়া কৃষ্ণসুখ পোষণ করিতেছেন। কিন্তু আমাদের এই অজ্ঞানভোগ্য মায়িক জগতের অনিত্য ভোগ্যভোগ্যবোধের মত সে সকল চিদ্বৈচিত্র্য নশ্বর নহে। সেখানকার সমস্ত বস্তুই নিত্য ও চিন্ময়াবৃত। তাঁহারা সকলেই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবায় রত। কৃষ্ণের একান্ত স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীবলদেবই নিত্যধামে সেই সকল কৃষ্ণসুখসাধক ভোগসম্পদসমূহ শ্রীধামস্বরূপে সম্যক্ বিলাসাদিতে রূপায়িত হইয়া অনুরূপভাবে কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। সেখানকার কোন বস্তুর উপর কালের বিক্রম বা অধিকার নাই। কাল তথায় চিরপরাজিত। তথায় কুসুম আছে, কিন্তু সেই কুসুমে কীট নাই। তথায় চন্দ্র-সূর্য্য জ্যোতিঃ দ্বারা আলোক বিতরণ করেন না। কারণ, সেই চিদানন্দময় স্বভাব স্বপ্রকাশ অর্থাৎ স্বকীয় চিদানন্দ জ্যোতিতেই সেই ধাম সদা উদ্ভাসিত। তথায় কৃষ্ণসেবিকাগণই কান্তরূপা, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সকলের প্রাণকান্ত; তরুরাজির নিত্য—বাঞ্ছা-কল্পক, ভূমি চিন্তামণিময় জল-অমৃত, কথা—সুললিতময় সঙ্গীত, আলোক চিদানন্দজ্যোতিঃ, তাহাতে কখনও ছায়াপাত হয় না, কোটী কোটী

কামধেনু অতি মধুর অফুরন্ত ক্ষীরধারায় সতত সুধাময় ক্ষীরসমুদ্র প্রবাহিত করেন। তথায় ক্ষণও অনন্তময় সর্ব্বই সদভাবে বর্ত্তমান। কোন অশুভ বা পরিবর্ত্তন ঐ ক্ষণও কালকে আচ্ছিন্ন করিতে পারে না। সেই বৈচিত্র্য অপ্রাকৃত আনন্দময়ধাম প্রাকৃত জ্ঞানবুদ্ধির একান্ত অগোচর; প্রাকৃত ভাষায়ও তাহার সম্যক্ বর্ণনা কেহ কখন করিতে পারে না।

এই গোলোকধাম শ্রীধামের বহির্ভাগে আবরণরূপে প্রায় একটী চতুষ্কোণ স্থান আছে। তাহা যেন চতুর্দ্দিক্ হইতে রক্ষকরূপে প্রাকারের মত দৃঢ় বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতেছে। সেই চতুষ্কোণ আবরণভূমি চতুর্দ্দিক্‌স্থ চতুষ্কোণে বিভক্ত। তাহার চারি অংশে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনাদি চতুর্ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বাস করিতেছেন। চারিধারে তাঁহাদের চারিটি পৃথক্ ধাম আছে। সেই ধামচতুষ্টয়ে চিন্ময়বিগ্রহে চারিপুরুষার্থ ও চারি বেদ কৃষ্ণসেবার সাধক হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাহার দশদিকে দশটী শূল এবং অষ্টদিকে মহাপদ্মাদি অষ্টরত্ন শোভা পাইতেছেন। অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি ও অষ্টদিকে বিরাজমান। উহা তথায় দিগ্‌রক্ষকরূপে দিক্পালগণের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। এই আবরণভূমির দশদিকে দশদিক্‌পালও আছেন। আর শ্যামবর্ণ, গৌরবর্ণ, রক্তবর্ণ ও শুক্লবর্ণ পার্ষদ সকল এবং বিচিত্ররূপ-গুণ-যুক্ত শাস্ত্রকারগণ সর্ব্বদা বিরাজ করিয়া পরমেশ্বরের পুরী রক্ষা করিতেছেন। [illegible] কৃষ্ণবহির্ম্মুখগণ [illegible] তাহাদের [illegible] আনন্দধামে প্রবেশ করিতে পারেন না। [illegible] কাহারও সেখানে প্রবেশাধিকার নাই।

এই জন্য সেই অপ্রাকৃত গোলোকধামের [illegible] পাইবে। সুতরাং এখানকার প্রত্যেক বস্তু [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] Keeper, [illegible]

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫২০৫
সেবক—শ্রী[illegible]

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]

(৮) [illegible]
[illegible] মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(১১) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible]—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর '[illegible]')
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]মঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) বালিঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) নিতাই গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(২৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জেঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible] (ইউ পি)
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ
পোঃ [illegible] (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) [illegible] মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ [illegible], মথুরা
সেবক—ঐ

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৬) গৌরবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৭) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], [illegible], (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ দাসাধিকারী

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নয়া দিল্লী।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে ৭
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] মাদ্রাজ
—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

(৫৩) [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ,
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (মালদহ)
সেবক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট [illegible]।
সেবক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী

(৬৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং [illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible]
সেবক—[illegible] দাসী

(৬৬) গৌড়ীয় প্রেস ওয়ার্কস্
১৩।৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible], [illegible] (ইউ-পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৮) শ্রীবিদ্যানাথ গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]গোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]বিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভাণ্ডারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রকাশ-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়			বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
১ম ৩ দিনের জন্ত	পরবর্ত্তী দিনের জন্ত		১ম ৩ দিনের জন্ত	পরবর্ত্তী দিনের
অন্যূন প্রতি লাইনে	।০		।৶০	।০
" " ইঞ্চি ২৲			১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲			৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৬৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲		১০৲	

এক বৎসরের জন্ত চুক্তি হইলে দর

প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:o:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible]

ধাম অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচ্ছন্ন খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্ত বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খাদ্য ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতি বৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ভাল ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত। এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এইরূপ অপূর্ব্ব মৌলিক গ্রন্থ, ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে [illegible] হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর [illegible] সাধকগণের [illegible]। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালীটি [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই সংবাদর্শিত ও [illegible] হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা সরল ও মধুর। [illegible] পাইকা টাইপে [illegible] কাগজে মুদ্রিত। ইহার মূল্য আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible], পোঃ [illegible], [illegible], ঢাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] জীর্ণ [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র ৭৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক [illegible], গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের কথা দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্ত প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে উপাখ্যান, প্রবাদ ও ন্যায় [illegible] চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০। প্রাপ্তিস্থান—[illegible], পোঃ [illegible], [illegible], ঢাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যালীলাপারিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রাকৃত পুস্তক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। [illegible] অধ্যায়ের অবতারণা, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক [illegible] সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় অর্থ ও বঙ্গভাষায় [illegible] শ্রীল [illegible] সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সঙ্গে [illegible] প্রভৃতি এক [illegible] এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] প্রচুর লাভবান হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible], শ্রীযোগপীঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

[illegible] গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত [illegible] শ্রীল [illegible] বিরচিত "গৌরব" নামক [illegible] সহিত প্রকাশিত [illegible]। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

— ::*:: —

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সংস্থাপক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপূর্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল যথাযথ প্রণালীতে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বলেন অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্যদেবের অন্তেবাসী পারমার্থিক গ্রন্থ-লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র দশ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান- ম্যানেজার গ্রন্থাগার
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত [illegible] মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী [illegible]-বৈষ্ণবাচার্য এম এ মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত অবদান করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে দক্ষ হইবে। এই গ্রন্থে অধিকন্তু ও অপূর্ব্ব বহু মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৬০০ অধ্যায়ে প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। শ্রী বিষ্ণুপাদ [illegible] গোস্বামী [illegible] সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ অল্পদিন প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা- নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেনের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৪১	৬-১১	৭ ১০	১০-১৬	১৩-৫৩	১৭-৫৩	২০ ৫১
দমদম „	৪-৫৮	৬-২৫	৭-৩০	১০ ৩৭		১৮-১০	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬ ১৮	৮ ০ ৭	৯ ১৬	১২-৩	১৬-৩৪	১৯-৮২	০-২৫
রাণাঘাট ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৩১	১৫-১১	১৬ ৪১	১২-৪৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩৪	৮-৩৮	১০-৮	১৫ ৫১	১৯-১৭	২০ ১১	১-১২

(ঐ) ছাঃ ৭-১২	১০-১১	১৫-৩	১৭ ২২ ২০ ৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ৭ ৫১	১১-১০	১৫-৫০	১৮-১১ ২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-২
দমদম „	১১-২০
রাণাঘাট পৌঃ	১-৪৪
ছাঃ	১৩-৩
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৮
(ঐ) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪
ছাঃ	১৫ ০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৮	৯-১০	১৪-১৬	১৬-০	১৮ ৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৬	৯-৪৮	১৪ ৫৫	১৬-৩০	১৯-১১

ছাঃ	৭-৯	৮-৫০	১১ ৪১	১৬-৫৬	১৯-২	২০-৫৬	০-৩৬
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯-২৩	১২-২৬	১৭-২১	২০-১০	২১ ২১	৪-১৫
(ঐ) ছাঃ	৭-৫২	৯-২৮	১২-৩৬	১৭-৪৩	২০-১৮	২১-৭৪	৫-২৩
দমদম „		১১-৪		১৯-০		২৩-৯	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-২১	১৯-২৬	২১-৫৫	২৩ ২৬	৬-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ	১৪ ১৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫৫
ছাঃ	১৫-১০
শান্তিপুর পৌঃ	১৫-৫১
(ঐ) ছাঃ	১৬ ৫৫
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-৩৫
(ঐ) ছাঃ	১৭-৪৩
[illegible] পৌঃ	[illegible]

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশেষ একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তথা ইংরেজী পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থও এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

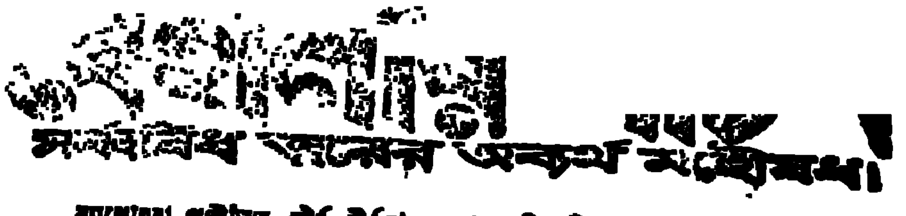

আমাদের বহুদিনের জীর্ণ শীর্ণকায়-যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] অভাব আর নাই। নিতান্ত রোগী সত্বর আরোগ্য এবং নূতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৮৴০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আঠার আনা। পাইকারী [illegible]

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
[illegible] খোয়ালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১৫শ বর্ষ | ১৭ পদ্মনাভ ৪৫৪ গৌরাব্দ ১৭ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৩রা অক্টোবর ইং ১৯৪০ বৃহস্পতিবার | ১৭৯-৮০ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ পদ্মনাভ আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৪

প্রতিবন্ধক

(শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

জীবমাত্রেরই প্রাপ্য বস্তু প্রীতি। সেই প্রীতি অনিত্য হইলে তাহাকে শুদ্ধ, অখণ্ড-প্রীতি বলা যায় না। প্রীতির অনুসন্ধান-চেষ্টা সকল সময়ে সকল জীবেরই লক্ষিত হয়। পুত্রশোককাতরা মাতা প্রীতিলাভের আশায় শোক করিয়া থাকেন, প্রীতিলাভের আশায় বিলাসপর জীবগণ নৃত্যগীত-বাদ্যাদির চেষ্টা করেন, ইন্দ্রিয়তর্পণ-মানসে প্রীতির উদ্দেশ্যে কত অঘটনীয় তুচ্ছাতুচ্ছকর্মের প্রবৃত্তি হয়। আজও মানবজাতে প্রীতিলাভ উদ্দেশ্য ব্যতীত চেতনের অন্য ধর্ম লক্ষিত হয় নাই। চেতনের চেষ্টামাত্রই প্রীতিকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইয়াছে। এমন একটী বস্তু কি প্রকারে পাওয়া যায়, তাহার অনুসন্ধানে সমগ্র চেতন জগৎ সর্ব্বদাই ব্যস্ত। জীব সর্ব্বদা প্রীতি অনুসন্ধান করেন, সুতরাং নিত্য প্রীতিই জীবের প্রার্থনীয়। যেখানে প্রীতির অনুসন্ধানকারী নিজের ভাতৃবর্গকে অনিত্য অভিমান করেন, সেখানে তাহার লক্ষ্য বস্তুও অনিত্য হইয়া যায়। নিত্য প্রীতির অভাবে নিত্য প্রীতিলাভ-চেষ্টা জীবে দেখা যায়, কিন্তু সেই প্রীতি কাল দ্বারা এবং সীমা দ্বারা খণ্ডিত হওয়ায় নিত্যত্বের ও স্বভাবের ব্যতিক্রম দেখা যায়। জীবের প্রীতি যে কাল পর্য্যন্ত কাল ও সীমার অধীন থাকে, তৎকালাবধি নিত্য প্রীতিচেষ্টা থাকিলেও তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইতে থাকে। জগতে যাবতীয় বস্তু কাল ও সীমার অধীন; কেবলমাত্র ভগবত্তা কাল ও সীমার অধীন নহে; কারণ, কাল ও সীমা ভগবান্ হইতে অবগাত করিয়া প্রাকৃত জগতে ভগবদ্বিমুখকে আবরণ করি। রাখিয়াছে। ভগবানের কথা পড়িলেও হরিবিমুখ জনগণ ভগবান্‌কে দেশকালের মধ্যে আনিয়া ফেলেন। জীবের হরিবিমুখতা বিগত হইলে তিনিও মায়িক নিজকোপা দেশকালের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হন। হরিবিমুখ জীব তাহার অনিত্য ও সসীম উপলব্ধি ছাড়িয়া দিলে কাল ও সীমার মায়াতীত জনক ভগবানের স্বরূপ বুঝিতে পারেন। নিত্য ও অসীম প্রীতির অনুসন্ধান জীবমাত্রেরই বৃত্তি। তাহা তিনি সকল সময় লক্ষ্য করিতে পারুন আর নাই পারুন, তাহার ঐ ধর্ম কোন সময় তাহার সঙ্গ ছাড়িয়া যায় না।

যাঁহারা প্রীতি অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা দুইভাগে বিভক্ত। এক ভাগ অনিত্য প্রীতির অনুসন্ধানকারী, অপর জন নিত্য প্রীতির অনুসন্ধানকারী অর্থাৎ একশ্রেণীর লোক প্রাকৃত ও অপর শ্রেণীর লোক অপ্রাকৃত। অনিত্যতা ও সীমাবিশেষ ধর্ম প্রাকৃত, নিত্যতা ও বৈকুণ্ঠধর্ম অপ্রাকৃত। প্রাকৃত হরিবিমুখজন অনিত্য সুখলালসায় প্রমত্ত; অপ্রাকৃত সেবোন্মুখগণ কৃষ্ণসুখ-লালসায় তাৎপর্য্যবান্। হরিবিমুখতাক্রমে তাঁহারা অনিত্য ও বাধক বস্তুর আদর করিতে শিখিয়াছেন, এমন কি অপ্রাকৃত জনগণের সেবা কৃষ্ণচন্দ্রকে, কৃষ্ণভক্তিকে ও কৃষ্ণভক্তকে তাঁহারা নিজের ভোগ্যবস্তু মনে করেন। মুখে অপ্রাকৃত শব্দ বলিয়া নিজ অনিত্য প্রীতির বিপণি প্রসারণ করেন, ইহার ফলে তাঁহাদের নিত্যপ্রীতিময় বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকার হয় না। অনিত্য প্রাকৃত সিদ্ধবিশেষজ্ঞানে কৃষ্ণকে, কৃষ্ণভক্তিকে বা কৃষ্ণভক্তকে নিজ অনিত্য ভোগ্যবস্তু বলিয়া ধারণা করেন। অপ্রাকৃত ভক্তের তাদৃশ প্রাকৃত ধারণা নাই। যে কালে প্রাকৃত ব্যক্তি অপ্রাকৃত ধারণাকে কলুষিত করিবার অভিপ্রায়ে অনিত্য প্রীতির আবাহন করেন, তৎকালে ভক্ত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন এবং বিশুদ্ধ দুঃসঙ্গ বলিয়া জানেন। প্রাকৃত হরিবিমুখজনের সহিত ভক্তের পার্থক্য এই যে, ভক্ত প্রাকৃত প্রতিবন্ধক বা দুঃসঙ্গ ত্যাগ করেন, আর অভক্ত দুঃসঙ্গকে অনিত্য প্রীতির আশায় ছাড়িতে পারেন না। মাদকদ্রব্যসেবী কোনক্রমে তাহার মাদকদ্রব্য ত্যাগ করিতে পারেন না, যেরূপ কখনও তাঁহার সেবা বোধিতের সঙ্গ ছাড়িতে পারেন না, প্রাকৃত-জ্ঞানান্ধের পক্ষে তাহার বংশ পরিত্যাগ করিতে পারে না, দুঃসঙ্গ ছাড়িতে অসমর্থ হওয়াতে তাহাদের এইরূপ অনিত্য অভিনিবেশ। প্রাকৃত বস্তুসঙ্গে বদ্ধ থাকিলে কৃষ্ণকে বা কৃষ্ণভক্তকে একমাত্র বস্তু বলিয়া বোধ হয় না। প্রমত্তের মাদকদ্রব্যের বস্তু হইতে, বৈদ্যের ঔষধ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই দুরূহ। 'বদ্ধ' দুঃসঙ্গ না ছাড়িতে পারিলে কখনও কোন মঙ্গল হয় না। প্রাকৃত ভক্তগণ অনেক সময়েই স্ব-স্ব অভিনিবেশ পরিত্যাগ করা দূরে থাকুক, আত্মপ্রতারণার উদ্দেশ্যে কৌশল বিস্তার করিয়া কপটতঃ আগ্রহপূর্ব্বক অপ্রাকৃত সমাজকে বঞ্চনা করেন। প্রাকৃত অভক্ত ভক্তের সাজে নিরীহ লোকদিগকে সহজিয়াদি মাদকদ্রব্য খাইতে শিক্ষা দেন, বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা প্রভৃতি দুর্নিবার অপ্রাকৃত ভক্তের অভাবের বলিয়া প্রচার করেন। নিজ প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধি করেন। অপ্রাকৃত সমাজ এই শ্রেণীর সিদ্ধভক্তদিগকে কপট অভিনয়কারী জানিয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করেন। অপ্রাকৃত বস্তুর যে সকল উপায় অপ্রাকৃত শাস্ত্র ও অপ্রাকৃত ভক্তের মুখে পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাহাও প্রাকৃত পাঠক বা শ্রোতা প্রাকৃত দুঃসঙ্গময় বুদ্ধিতে বিপর্য্যয় করেন। প্রাকৃত অভক্তগণ এক নিজ দল স্থাপন করিয়া নিজেকে আত্মাভিমানপূর্ব্বক হরিবিমুখতা [illegible]

নিত্যপ্রীতি নিত্যবৈকুণ্ঠময় কৃষ্ণ-আশ্রিত। নিত্য কৃষ্ণভক্ত নিত্য হইয়া, এই নিত্যাশ্রয় [illegible] কৃষ্ণের সেবা করিয়া [illegible] উদাসীন [illegible]

নিত্যভক্তগণ [illegible] দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া [illegible] কৃষ্ণপ্রীতি সংজ্ঞা

কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

বিনা নিত্যপ্রীতি লাভ করিবেন, এরূপ আশাও দুরাশার চরমা। অনিত্যপ্রীতির অনুসন্ধানে প্রাকৃত জগৎ আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে কখনই অপ্রাকৃত সেবা বলা যাইতে পারে না। কাষ্ঠের [illegible] যেরূপ হিংসা করিতে অসমর্থ, [illegible] যোগে যেরূপ [illegible] অর্থের দ্বারা প্রকৃত [illegible] হয় না। [illegible] কৃষ্ণকে [illegible] ভক্তিবিরহিত [illegible] কখনই [illegible] না [illegible] দ্বারা [illegible] হয়, [illegible] উৎপন্ন [illegible] অন্য প্রকারে [illegible] হয়। [illegible] কামনা দ্বারা কখনই কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় না। [illegible] বাঁধা [illegible] তৎ দ্বারা প্রাপ্ত হয় [illegible] হইলে কুমার [illegible] প্রতিবন্ধকতা ব্যতীত তাঁহাকে সেবা করিবার সম্ভাবনা নাই। [illegible] প্রতিবন্ধক থাকিলে কখনই জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইতে পারে না। এইপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] প্রতিবন্ধক-বিচারে সর্বোত্তম [illegible]।

ধর্মার্থকামমোক্ষেষু [illegible]
যথাঃ কদাচিৎ [illegible]।
[illegible] মানসে ন [illegible]
[illegible] এব গোবিন্দঃ॥

গর্দভ দ্রব্য বহন করে, তাহা স্বর্ণ পরিবেশন করে, কিন্তু তাহারা উহার আস্বাদন পায় না। যেরূপ কাষ্ঠ [illegible] মাকাল ফল অর্জন করিতে পারে না, সেরূপ প্রাকৃত-সহজিয়া নিত্যপ্রীতি লাভ করে না অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারে না। প্রাকৃত-সহজিয়া [illegible] পিতৃ-মাতৃ প্রাকৃত শরীরকে অপ্রাকৃত আত্মা মনে করেন, নিজ প্রাকৃত দেহ ও স্ত্রী-পুত্রাদিকে অপ্রাকৃত [illegible] বিশ্বাস করেন, [illegible]কে প্রাকৃত জ্ঞান করেন এবং সংসারের [illegible] চিৎ হইয়া যায় মনে করেন। প্রাকৃত ব্যবধান থাকিলে কখনই অপ্রাকৃতের উপলব্ধি হয় না। দেহ, দ্রবিণ, আত্মজা, গৃহ, লোক, স্বাধীন ও মাহাত্ম্য [illegible] প্রভৃতি প্রাকৃত প্রতিবন্ধকসমূহ সহজ প্রাকৃতিকদের প্রেমলাভ করিতে বাধা দেয়।

ভাই জীব! শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী তোমাকেই একদিন বলিয়াছেন,—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

আমরা তোমাকে বলি, প্রাকৃত ব্যবধান [illegible] প্রাকৃত দুঃখ ছাড়িয়া, [illegible] সকলকে প্রাকৃত [illegible] যাও, [illegible] প্রাকৃত সম্বন্ধ ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলেই তুমি নিত্য অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে পারিবে। এবপ্রকার নামাপরাধ নামক প্রতিবন্ধককে আবাহন করিও না, তাহা হইলেই তুমি কপটতাশূন্য শুদ্ধ স্বরূপজ্ঞানবিশিষ্ট ভগবদ্দাস্য চারণ [illegible] নামাভাস করিতে পারিবে। তাহা হইলেই তুমি প্রাকৃত প্রতিবন্ধকের হাত হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণনাম সেবা করিতে করিতে নিত্য কৃষ্ণপ্রীতি লাভ করিবে। ব্যবধান বা প্রতিবন্ধকহীন কীর্তন হইলেই নিত্যপ্রীতি লভ্য হয়। তখন কাল ও মায়া বৈকুণ্ঠের নামকে তোমার প্রতি নিত্যপ্রীতি প্রদান করিবার বাধা দিতে পারিবে না।

ভাই জীব! বৃথা কালক্ষেপ করিও না, কূপ-মণ্ডূকের ন্যায় অপ্রাকৃত রাজ্যকে প্রাকৃতবুদ্ধি করিও না; ধ্যান কর, তুমিই চিন্ময়। অপ্রাকৃতের কোনরূপ মর্য্যাদা হানি করিতে পারিবে না।

মুক্তি ও ভক্তি

কর্তৃত্ব অভিমান পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি। আর ঈশ্বরের পরিচর্য্যা [illegible]—'ভক্তি'। উপাধিনির্মুক্ত হইয়া ভগবানে ঐকান্তিক শরণ গ্রহণপূর্ব্বক সর্বেন্দ্রিয়ে সর্বক্ষণ ভগবৎপ্রীতিবিধান [illegible] সেবার [illegible] আনুকূল্য থাকিলে [illegible] প্রকার [illegible] উপাধিমুক্ত [illegible] মুক্তির সহিত তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। আর উপাধিমুক্ত হইয়া আবার স্বাভাবিকভাবে আত্মার, দাস্য, বন্ধুবান্ধবদের সহিত আলাপ-ব্যবহার ও [illegible] [illegible] ভক্তির সহিত তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। শাস্ত্র বলেন, ভক্তি ব্যতীত মুক্তি হইতে পারে না। মুক্তি ভক্তির মুখাপেক্ষিণী। কিন্তু ভক্তি নিরপেক্ষ

"ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়।"
"কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে
ভক্তি বিনে।"

মুক্ত ব্যক্তির কৃত্য ভক্তিযাজন। ভক্তিযাজনের পরিবর্ত্তে যদি কেবল মুক্তির জন্যই 'মুক্তি' হয়, তবে উহা আত্মহত্যা বা ভগবদ্বিমুখের ছলবরূপ। কেবল মুক্তিকামীর মুক্তির আশা আকাশকুসুমের ন্যায় নিরর্থক। কিন্তু ভক্তিলাভেচ্ছুর মুক্তি করতলগত। মুক্তি ভক্তির কিঙ্করী। মুক্তি ভক্তের সেবা করিবার জন্য সর্ব্বদা করযোড়ে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাৎ
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ"

অর্থাৎ হে ভগবন্! তোমাতে যদি জীবের স্থিরতরা ভক্তি থাকে, তাহা হইলে তোমার অপ্রাকৃত কিশোরমূর্তি স্বভাবতঃই নির্মল আত্মায় প্রকাশিত হন, ধর্ম ও মুক্তির জন্য প্রয়াস করিতে হয় না। ভক্তি থাকিলে 'মুক্তি' স্বভাবতঃই মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া স্বয়ং ভক্তের মনোমত কলস্বরূপ আবর্জনাশোধনরূপ সেবা করিয়া থাকে। [illegible] চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। ভগবদ্ভক্তকে সালোক্যাদি মুক্তি অযাচিতভাবে দান করিলেও তাহার দিকে তাঁহারা ফিরিয়াও তাকান না। যিনি কায়মনোবাক্যে ভগবানের শরণাগত হইয়া জীবনধারণ করেন, মুক্তি তাঁহার অনায়াসলভ্য হয়। অতএব ভক্তের আনুষঙ্গিক ও অবান্তর ফলই মুক্তি।

যদি প্রশ্ন হয় যে, শাস্ত্রে কোথাও কোথাও মোক্ষসুখের প্রশংসা হইবার কারণ কি? উত্তর এই যে, ভক্তিসুখের সর্বোত্তমতা প্রতিপাদন করিবার জন্যই মোক্ষসুখের ঐরূপ প্রশংসা করা হইয়াছে। মোক্ষসুখ কেন, এমন কি স্বর্গসুখেরও প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, তুলনামূলে ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতম বস্তুর উপাদেয়ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য এরূপ করা হইয়াছে। আবার শাস্ত্রে স্বর্গসুখ মোক্ষসুখকে নরকাপেক্ষা হেয়তর বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, কিন্তু ভক্তির স্বাদবত্তা কোন শাস্ত্রে উপেক্ষিত হয় নাই। সর্বত্র ভক্তির উপাদেয়ত্ব ও সর্বোত্তমত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভক্তি যে জীবের একমাত্র পুরুষার্থ, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র।

জীব স্বীয় নিত্যস্বরূপে ভগবানের নিত্যকিঙ্কর। সেই স্বরূপের বন্ধনের কোন কথাই নাই। যেখানে বন্ধন নাই, সেখানে আবার মুক্তির কি কথা আছে? জীব অবিদ্যাগ্রস্ত অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধবিস্মৃত হইয়া নিজেকে বদ্ধ বলিয়া মনে করিয়া কষ্ট পাইতেছে মাত্র। জীবের স্বরূপে বন্ধন নাই।

ভক্ত স্বপ্নেও মুক্তি প্রার্থনা করেন না। কারণ 'মুক্তি' মুক্তসুখ দিয়াই নিরস্ত হয়। কিন্তু ভক্ত সর্বদা অতৃপ্ত। তিনি সর্বক্ষণ সর্বেন্দ্রিয়ে ভগবৎসেবা করিয়াও অধিকতর সেবা করিবার জন্য সর্বদা লালায়িত। ভক্তি নিত্য নবনবায়মানভাবে ভক্তকে সেবাসুখ প্রদান করিয়া ভক্তের সেবাকাঙ্ক্ষাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করাইয়া থাকে। ভক্তিসুখ পরম মহৎ হইয়াও প্রতিমুহূর্তে নূতন হইতে নূতন, মধুর হইতেও সুমধুর, অধিক হইতে অধিকরূপে অনুভূত হয়। কিন্তু ব্রহ্মসুখের তাদৃশ অনুভব হয় না। কারণ, উহা সামাবিশিষ্ট। মুক্তি হইতে ভক্তির উৎকর্ষের কথা বহু বহু পুরাণেও শ্রুত হয়। শ্রীভগবান্ মহারাজ পৃথুকে পরমোৎকৃষ্ট বর যাচ্ঞা করিতে বলিলে পৃথু মহারাজ বলিলেন—"পিতা যেমন পুত্রকে অনুকম্প হইয়া শ্রেষ্ঠ বস্তু প্রদান করেন, তদ্রূপ আপনিও আমাকে সেইরূপ বর প্রদান করুন।" ভগবান্ তাহাতে "মদ্ভক্তিরস্তু" অর্থাৎ আমাতে ভক্তি হউক, এইরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু। ভগবান্ মুক্তি দিলেও অত্যন্ত প্রিয় ব্যতীত অপরকে ভক্তি দান করেন না। কৃষ্ণপ্রেমই ভক্তের একমাত্র প্রয়োজন। মুক্তি সেই প্রেমার বিরোধী। সেইজন্য ভক্তগণ মুক্তিকে দূর হইতে পরিত্যাগ করেন।

ভক্তিই মুক্তিলাভের উপায়। ভক্তিবিগ্রহ—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তিনিই ভক্তি দান করিতে পারেন। মুক্তি ভক্তের দাসী। সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত আমাদের ভক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। যেদিন আমরা ভক্তবৎসল শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত অভেদ উপলব্ধি করিতে পারিব তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আমাদের ইহকালের ও পরকালের আশ্রয় জানিয়া দৃঢ় করিয়া ধরিতে পারিব, সেইদিনই আমাদের তাঁহার অহৈতুকী ভক্তি লাভ হইবে। ভক্তিলাভ হইলে মুক্তিলাভ সহজ হইয়া পড়ে। স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই মুক্তি।

আত্মমঙ্গল

জীবের নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধুসমাজ ও মহাজনগণ ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গরাহিত্যকেই মানবজীবনের সর্ব্ব অমঙ্গলের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গুরুসঙ্গহীনাবস্থায় আমাদের মন নানা কুবিষয়ে ধাবিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত ভগবদ্ভক্তের সেবাকে সংসার-মুক্তি এবং যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গকে ঘোর দ্বার বলিয়াছেন। গীতাতেও শ্রীভগবান্ স্বয়ং কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটিকে আত্মবিনাশী নরকের দ্বার-স্বরূপ বলিয়াছেন। অসৎসঙ্গপ্রভাবে ঐ তিনটিই প্রবল হইয়া উঠে এবং তৎফলে জীবকে নিরয়গামী করায়। উক্ত তিনপ্রকার ঘোর দ্বার হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্য যদি আত্মার নিত্যমঙ্গল সাধন করে, তাহা হইলেই পরা গতি লাভ করিতে পারে।

যাহা হইতে অধোক্ষজ ভগবানে শ্রবণাদি-লক্ষণা, ফলাভিসন্ধানরহিতা, ঐকান্তিকী ও স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি উদিত হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ও নিত্যমঙ্গলপ্রদ। সেই ভক্তিবলে অনর্থ দূরীভূত হয় ও তখন আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে। অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তিই জীবমাত্রের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ।

ভক্তিই নিত্যচেতন আত্মার নিত্যধর্ম, আমাদের মন বা ইন্দ্রিয়জাত কোন অনিত্য বাসনা দ্বারা ভগবান্‌কে মাপিয়া লওয়া যায় না বা ভক্তিও লাভ করা যায় না। সদ্গুরু-পাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা হইয়া নিত্যানিত্য বিবেকোদয় না হইলে অনিত্য দেহমনোধর্ম্মোত্থ ভুক্তি বা মুক্তিবিচারই বহুমানিত হইয়া জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করে। মনোধর্ম্মী আমরা মনের কথা বা মনের আদেশ পালন করি বলিয়া নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারি না। মনের আবেগে চলার দরুণ শোক-মোহ-ভয়-তাপ-ক্লেশ ক্রমশ অপ্রতিহত হইয়া উঠে। ভগবদ্ভজন ছাড়িয়া অর্থাৎ আত্মমঙ্গলের কথা ছাড়িয়া যে পথে আমাদের গতি ও অশান্তির মধ্যে জীবন বৃথায় কাটিয়া যায়। এই প্রকারে জীবনের পর জীবন—কত জীবন আমরা এই সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছি। আমাদের এই দুঃখ দেখিয়াই পরদুঃখদুঃখী কৃপাম্বুধি ভগবদ্ভক্ত কৃপা করিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন,—

এ ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব
না পায় দুঃখের শেষ।
সাধুসঙ্গ করি' হরি ভজে যদি
তবে অন্ত হয় ক্লেশ।

অধোক্ষজ হরিভক্তি জীবমাত্রের নিত্য পরমধর্ম্ম বা ঐকান্তিক ধর্ম। উহা কোন প্রকারে আমেন্দ্রিয়নীতিশাস্ত্রমূলে বাধিত হইলে উহার ঐকান্তিকতা থাকে না। এইজন্য ভক্তি [illegible] অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা। আত্মা চিৎ—নিরপেক্ষা শুদ্ধা স্বাভাবিকী ভক্তি; তাহাতেই তাহার সম্যক্ প্রসন্নতা। কিন্তু দেহ ও মন জড়বস্তুতে আসক্ত হইয়া পড়ে। সেইজন্য বর্ত্তমানে দেহ ও মন এখন আত্মমঙ্গলের মূল বাধা। ভক্তি শ্রবণকীর্ত্তনাদি-লক্ষণান্বিতা। ভক্তিলাভের প্রথম অবস্থায় সাধন। ভক্তিই আত্মমঙ্গললাভের উপায়। ভক্তের কৃপা ব্যতীত ভগবৎকৃপা বা ভক্তিলাভ করা যায় না। এজন্য শাস্ত্রসমূহ ভক্ত-সঙ্গের একান্ত আবশ্যকতার কথা বলিয়াছেন। বহু জন্মের সুকৃতিফলে জীবের ভাগ্যে সেই শুভসঙ্গ লাভ করা যায়।

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ
পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥"

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার কথা ভাবিয়া দেখিবার সৌভাগ্য—গুরুপদাশ্রয় গ্রহণ করিলে জীবের সমস্ত অনর্থ দূরীভূত হইয়া যায়, জীব ভগবানের কৃপা পাইবার যোগ্যতা লাভ করে। মহাবদান্যবতার গৌরসুন্দর ব্যতীত জীবের আশ্রয় নাই—তাঁহার কৃপা ব্যতীত আত্মমঙ্গল লাভ করিবার আর উপায় নাই।

কৃষ্ণসেবাভিলাষ থাকিলেই হৃদয় শান্ত ও স্থির থাকে, আর অন্যাভিলাষযুক্ত থাকিলে চিত্ত অশান্ত ও চঞ্চল হইয়া পড়ে। সেবোন্মুখতার সহিত সাধুসঙ্গ করিলেই হৃদয় হইতে অনর্থরাজি দূরীভূত হইয়া হৃদয়ে আত্মমঙ্গললাভের জন্য একটা তীব্র পিপাসা জাগে। তখন শ্রীগুরুপাদাশ্রয় হয়। হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় আত্মমঙ্গললাভ হয়। সেবা ত্রিবিধা সর্ব্বদাই প্রগতিশীলা। হরি-সেবকের জীবন একঘেয়ে নয়। যেখানে হরিসেবায় অরুচিদের একঘেয়ে ভাব আসিয়াছে, সেখানে জানিতে হইবে সেই আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধক তাঁহার সাধনপথে অগ্রসর হইতেছেন না। আর অগ্রসর না হইলেই পিছন দিকে পতনের নিশ্চিতপথে পতিত হইতেছেন। সেইজন্য সাধককে প্রতিমুহূর্ত্তে হরিসেবার জন্য অনুক্ষণ নব নব উৎসাহবিশিষ্ট হইতে হইবে। আত্ম-নিবেদন না হইলে জীবের ভজনসাধন সব বৃথা। নিবেদিতাত্মা ব্যক্তিরই সাধনভজনের পূর্ণতা সম্পাদিত হইয়া থাকে এবং তাহা উপাস্যের তুষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়া সেই শ্রুত বাক্যের কীর্ত্তন করিতে হইবে। আত্মনিবেদন হইলেই সেই কীর্ত্তন সম্ভব হয় এবং তাহা দ্বারাই সত্য সত্য আত্মমঙ্গল লাভ হয়।

দীক্ষা

নিখিলশাস্ত্র শ্রেয়ঃকামী জীবমাত্রকেই সদ্গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ে দিব্যজ্ঞানলাভের উপদেশ করিয়াছেন। সদ্গুরুপাদপদ্ম—শ্রীভগবানের প্রকাশবিগ্রহ। স্বয়ং সেব্য ভগবান্ নিজের ভজনের নিগূঢ় রহস্য নিষ্কপট সেবোন্মুখকে জানাইবার জন্য সেবক ভগবান্ শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সেই সেবক ভগবানের শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত জীব অন্য কোন উপায়ে ভগবদ্ভজনের নিগূঢ় রহস্য অবগত হইতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণমূলা শরণাগতি লাভ হইলেই কৃষ্ণ সেই শরণাগত ব্যক্তিকে আত্মসম করিয়া তাঁহার উপর প্রাকৃতস্বরূপ অপসারিত করিয়া তাহাকে শুদ্ধ অপ্রাকৃত চিদানন্দময় দেহ প্রদান করেন—ইহারই নাম দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তা'রে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তা'র চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁ'র চরণ ভজয়॥"

স্পর্শমণির সংস্পর্শে যেমন লৌহ স্বর্ণত্ব-প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা ব্যক্তির গুরুদত্ত দিব্যজ্ঞান-সংস্পর্শে প্রাকৃত অভিমান দূরীভূত হইয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণদাস্যাভিমান উদিত হয়। শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

"গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলব্ধার্পণেন চ।
সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ॥"

অর্থাৎ সমস্ত লব্ধবস্তু ভক্তিসহকারে গুরুপাদপদ্মে অর্পণপূর্ব্বক গুরুদেবের শুশ্রূষা, সাধুভক্তসঙ্গে বা ঈশ্বরোপাসনা [illegible] শ্রীভগবদ্গুণাদি ভগবন্নামাদির অনুশীলন-ফলে শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে ভগবৎকৃপা লাভ হইয়া থাকে। যিনি সেইভাবে দীক্ষিত হইয়াছেন, গুরুসেবাকে নিজের সত্তা বলিয়া বিচার করিয়াছেন অর্থাৎ নিজেকে গুরুসেবার সহিত identify করিতে পারিয়াছেন, তিনিই দীক্ষিত—তিনিই শিষ্য।

যে দিন শিষ্য সর্ব্বাত্মসমর্পণ করিয়া গুরুপাদপদ্ম হইতে মন্ত্রগ্রহণ করেন, সেই মন্ত্রগ্রহণের পর দীক্ষা শেষ হইয়া যায় না, সেই দিন হইতে তাঁহার দীক্ষা আরম্ভ হয় মাত্র। সিদ্ধিলাভ পর্য্যন্ত দীক্ষা চলিতে থাকে। সিদ্ধিলাভে দীক্ষা সম্পূর্ণ হয়। যখন সম্পূর্ণ শক্তি 'কৃষ্ণ আমার' এতাদৃশ হৃদয়ে বর্ত্তমান ও সংযোগ ভাবা গুরুবাক্যপালনের জন্য অভ্যস্ত হয়, তখনই [illegible] হয়। তৎপূর্ব্বে যাহা কিছু করা যায়, সবই কেবল দীক্ষাপ্রাপ্তের জন্য যত্ন বা চেষ্টামাত্র। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন, 'দীক্ষা সাধনকাল পর্য্যন্ত, সাধ্যের পূর্ণাঙ্গত সিদ্ধি। অণু চেতন, স্বল্প আনন্দ, অণু নিত্য প্রত্যেক জীবাত্মার দেহ। অপ্রাকৃত দেহের আত্মা। প্রত্যেক পর্য্যন্ত দীক্ষা। অপ্রাকৃতের জন্য ভজনের যে নিয়ম বা whole process তাহাই দীক্ষা। দৃঢ়তার সহিত সেই নিয়ম পালন-পূর্ব্বক নিজ স্বরূপকে প্রকট করা যায় [illegible] যত্ন করিতে হবে। শ্রবণকীর্ত্তন ও [illegible] ভজন নিয়ম। পর কৃষ্ণ অনুকূল [illegible] পালনই সর্ব্বাদৌ। অনুকূল গ্রহণ ও প্রাতিকূল্য বর্জ্জন পূর্ব্বক চলিতে থাকিবে। এইরূপ করিলেই দীক্ষা চলিতে থাকে। দীক্ষা হ'লে সেই শুভক্ষণ হইতে [illegible] তখন ২০ প্রকার বাধা আসিবে। কৃষ্ণ সেগুলিকে নাশ করিবেন। প্রাকৃতাভিমানই গুরু ও বৈষ্ণবের কৃপায় বা নিজের চেষ্টার দ্বারা দূরীভূত হবে। দীক্ষার পরেও যদি ভোগোন্মুখ থাকে, তবে সেই চিদানন্দময় দেহ হয় না। যার মায়ার দিকে [illegible] থাকে হবে দীক্ষা বা বৈষ্ণবত্ব হ'ল না।"

দীক্ষা সাধারণতঃ দ্বিবিধ—বৈদিকী ও বৈষ্ণবী। বৈষ্ণব দীক্ষা আবার দ্বিবিধ—পৌরাণিকী ও পাঞ্চরাত্রিকী। বেদমন্ত্রে সংস্কৃত হলে 'বৈদিকী' দীক্ষা, অযোগ্য জনে অধিকারানুসারে 'পৌরাণিকী' দীক্ষা [illegible]

মনুষ্যজন্ম সুদুর্লভ

আমরা মনুষ্যদেহধারী জীব—পশু নহি। মনুষ্যদেহেই ভগবানের সন্ধান করিতে পারা যায়, কিন্তু পশুদেহে তাহা পাওয়া যায় না। এখানেই মনুষ্য ও পশুদেহের মধ্যে পার্থক্য। পশুর স্বভাব আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন লইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ করা মাত্র। কিন্তু আমরা মনুষ্যজীবন লাভ করিয়া যদি কেবল ইহাই লইয়া থাকি, তাহা হইলে এমন দুর্লভ জন্ম পাইয়া আমাদের কি লাভ হইল? আমরা ত' পশুর প্রকৃতি, ভগবদুপাসনা ছাড়া আমাদের অন্য কোন কর্তব্য নাই। এই হরিসেবা ত' আমাদের পুরুষার্থ। একথাটা ত' সমস্ত বর্ণ ত' চতুরাশ্রমধর্মের সমান। একমাত্র হরিভজনের মূল। কারণ, এই জন্মেই হরিকীর্তন করা যায়। মানুষেরই ভক্তি সম্ভব। কারণ, মানুষ জানে, আর অপরে অজ্ঞানের ঘোরে। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির মানুষ জন্মে হরিভজন করা উচিত। ইহা ছাড়া আর কি কর্তব্য আছে?

আমাদের লোক ভগবদ্বিমুখ। এই বিমুখতাই পতন। বিমুখ আমরা সতত নিজেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য ব্যস্ত। এই ইন্দ্রিয়প্রীতি দুই প্রকার—একটি নিজের জন্য, অপরটি যাঁহাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আছে তাঁহাদের সুখের জন্য। স্ব-সুখবাসনা প্রবল হওয়ায় আমাদের এই দুরবস্থা। তাই ভগবৎসেবার দিকে আমাদের লক্ষ্য নাই, লক্ষ্য পড়িয়াছে—দেশের বা দশের উপকারের দিকে—তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের দিকে—অন্যথা প্রীতি হবে। ভগবানের সন্তোষ পশ্চাতেই রহিল। বিচার। প্রকৃত মানুষ বিচার কিন্তু জগতের বিচার হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত।

সাধুগণ বলেন, জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস। ভগবানের নিত্যসেবা ছাড়া তাঁহার আর কোন কার্য নাই—থাকিতে পারে না ও কোনদিন হইতে পারে না। যাহা কিছু আপাতকর্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা বহির্মুখ অবস্থায় মায়ার বিস্তার মাত্র। দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইলেই জীবের নিত্য কর্তব্য ব্যতীত অন্য কর্তব্য আছে মনে হয়। যে উপাসনায় জীবের একমাত্র নিত্য কর্তব্য ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি নাই, তাহা ভগবদুপাসনা নহে, তাহা কপটতা বা মায়া। অধিক কি কথা, জগতের নিকট যাঁহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত সেই বৈদিকগণ'ও দৈবী মায়ায় বিমোহিত হওয়ায় ভগবৎসেবার কথা বুঝিতে পারেন নাই।

ভাগ্য খুব ভাল না হইলে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। অনন্ত জীবের মধ্যে কদাচিৎ কেহ সদ্গুরু পায়, তাহার ভিতর লক্ষ মধ্যে কেহ মহৎসঙ্গের জন্য উন্মুখ হয়, আবার তাহার ভিতর মহাপুরুষের ভিতর কেহ ঠিক ভগবান্‌কে জানিতে পারেন অর্থাৎ তাঁহার শুদ্ধ সেবানন্দের সৌভাগ্য পান। ভগবানের মায়া অলৌকিকী ও দুরতিক্রমণীয়া। ভগবানের শরণাগত ব্যতীত মায়ার হাত হইতে সহজে কেহ পার পাইতে পারে না। কেবলমাত্র যাঁহারা ভগবানেরই শ্রীচরণে শরণাগত হন, সেই অনন্যশরণ ভক্তগণই মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পান।

এ জগতে আমরা সকলেই অভাবগ্রস্ত, কিন্তু এই অভাবের মূলে যে কি আছে, তাহা কেহ চিন্তা করি না। স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে আর অভাব থাকে না। সেই অভাব আর কিছুই নহে, তাহা ভগবদ্বিমুখতা। সুতরাং ভগবদ্বহির্মুখতাই যে অভাবের মূল তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই বহির্মুখতা থাকাকালে আমাদের অভাব যাইবে না। কৃষ্ণভক্তির যে অভাব, সেই অভাবই প্রকৃত অভাব। অন্য সব অভাব সমস্তই কাল্পনিক এবং অভাব। তজ্জন্য বাস্তব বিমুখতা যাইবার অন্য উপায় নাই। আমরা যদি কায়মনোবাক্যে সাধুসঙ্গ করি, তবে আমরা আমাদের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব, ভগবানের নিত্যদাস্য আমাদের লাভ হইবে। বহুজন্মের সুকৃতিফলে কোন ভাগ্যবান্ জীব সাধুসঙ্গের সন্ধান পায়। তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে জীব ভগবদ্ভজন করিতে পারে, তাহার কেবল এই মনুষ্যদেহে সম্ভব। চৌরাশী লক্ষ যোনির মধ্যে মনুষ্যজন্ম অতি দুর্লভ, তবু দুর্লভ নহে, তাহা সুদুর্লভ। সেই অতি বহুভাগ্যে একবার হরিভজনের সুযোগ লাভ করা যায়। সেই সুযোগ হারাইলে আর পাওয়া যায় না।

এ জগতে মানুষ প্রভু পদবাচ্য হইতে পারে না। প্রভু হইতে গিয়া দাস হইয়া পড়ে। আমরা স্ত্রীর প্রভু, পুত্রের প্রভু, অর্থের প্রভু, সমাজের প্রভু এবং আরও কত কিছুর প্রভু হইতে চেষ্টা করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হইয়া পড়ি তাহাদের দাস, তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া এই অবস্তুর সেবায় রত। এইরূপই কি এত দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইবার? ইহাই কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য? মৃত্যু যে অতি নিকট, তাহা চিন্তার বিষয়। হইলে ভগবদ্ভজন ব্যতীত আমাদের অন্য কাহারো আশ্রয় হইবার সময় কোথায়? যেদিন আমাদের বিষয়াসক্তবুদ্ধি একেবারে নিরাসক্ত ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইবে, সেইদিনই আমরা স্বভাবসিদ্ধ হইয়া স্ব-স্বভাব ফিরিয়া পাইব। তখনই বুঝিতে পারিব যে, ভগবানের সেবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীবের একমাত্র ধর্ম এবং ইহাই জীবের চরম ও পরমোৎকর্ষ, অন্যত্র প্রকৃত লাভ হইল। শরণাগতিতে হরিভজনেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা। এতদ্ভিন্ন সমস্তই নরকগমনের পথ। মানুষেরই চৈতন্য হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় মানুষ যাহা এ জগতে দুর্লভ বস্তু লাভ করিয়া থাকে। তাই কোন মহাজন গাহিয়াছেন—

দুর্লভ মানব- জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ ভবসিন্ধু রে।

যৎকিঞ্চিৎ

(প্রাপ্ত)

এই হরিবিমুখ জগতে আমাদের আপন বলিতে একমাত্র গুরুবৈষ্ণব আছেন। তাঁহারা ছাড়া আমাদের নিজের লোক বা বান্ধব আর কেহ নাই। আমাদের প্রকৃত স্বজন গুরুবৈষ্ণবকে বাদ দিয়া অন্য কাহাকেও নিজের লোক মনে করিলেই ঠকাইবে। বিশ্বজনের নাথ—একমাত্র গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ ও শাস্ত্র। গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্ এই তিনজনই আমাদের প্রভু, আমরা তাঁহাদের নিত্য অযোগ্য কিঙ্কর। ইঁহারাই আমাদের প্রভু, আমাদের রক্ষক, নিয়ামক, আমাদের পালক। দুর্বল জীবের রক্ষাকর্তা না থাকিলে পদে পদে মায়া আসিয়া তাহাকে বিড়ম্বিত করে। জীবনদাতা—গুরুবৈষ্ণব। গুরুবৈষ্ণবের আশ্রিত জনই জীবিত, এতদ্ব্যতীত আর সবই জীবন্মৃত। ভগবদ্বিমুখই জীবন্মৃত। জীবের জীবন—ভগবান্। ভগবৎস্মৃতি যাঁহার নাই, ভগবানের পরিবর্তে অন্য উদ্দেশ্য যাঁহার মনোধর্ম অবলম্বন। সর্বতোভাবে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহার জীবন বৃথা। মনুষ্যজীবন লাভ করিয়া ভগবদ্বিমুখ হইয়া জীবনযাপনের কোন প্রয়োজন নাই। ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রবৃত্তি সেবকতা আছে বলিয়াই মানবই সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। সেবাপরতার সম্যক্ প্রকাশ, হইতে, যাহাতে মনুষ্যজীবনে, জীবের চেতনতার উদ্বোধনের চেষ্টা করেন যাঁহারা, পূর্ণচেতন ভগবচ্চরণে শরণাগত হইবার জন্য সর্বক্ষণ প্রেরণা দেন যাঁহারা, তাঁহারাই গুরুবৈষ্ণব। ইঁহারাই আমাদিগকে সর্বক্ষণ চেতনের কথা শুনাইয়া—চেতনতায় উদ্বুদ্ধ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করেন। হরিই সর্বজীবের প্রাণ। গুরুবৈষ্ণবগণ সর্বক্ষণ হরিকথা কীর্তন করিয়া আমাদের হৃদয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন—অচেতনের কোলে সুপ্ত আমাদিগকে পরম-চেতন ভগবচ্চরণে আকর্ষণ করেন। সুতরাং এই বিশ্বে পরমদয়াল, পরমকরুণাময় বিশ্বাসবাসিত শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও ভক্তিমান্ বৈষ্ণবগণ ব্যতীত আমাদের বান্ধব বা রক্ষাকর্তা আর কে আছেন? শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—

অপ্ত আপনা নাহি যায়, তার প্রাণপণ তার
ছাড়িবার যোগ্য নাহি হয়।
যত পাপপুরে নাথ করে সেই দিনপাত
তব পদে তাহার আশ্রয়॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিতের ভয় নাই, তিনি নির্ভীক। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রিত হইতে পারিলে যে কোন স্থানে অবস্থান করিতে পারা যায়, তাহাতে ভজনের কোন বিঘ্ন হয় না। সাধকের বহু বাধা বিঘ্নকে ভক্তকে আশ্রিত ও পালন করিবার জন্য। গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ হইলে আর বাধা বিঘ্ন কিছু ক্ষতি করিতে পারে না, বরং সেবার সহায়তাই করে।

শ্রীধামে কীর্তন

বিশ্ববিজয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদেব সাগর মহারাজ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীধামে শুভবিজয় করিয়া শ্রীধামবাসী ভক্তগণের নিকট সর্বক্ষণ হরিকথা কীর্তন করেন। স্বামীজী গত ২৫শে সেপ্টেম্বর বুধবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ হইতে বহু অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন। গত ২৬শে ও ২৭শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পর স্বামীজী যথাক্রমে শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির ও শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে হরিকথা কীর্তন করেন। তাঁহার নিকট সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বীর্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রীধামবাসী সকলেই উপকৃত হন।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
সেবক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার;
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১০
সেবক—শ্রীঅনন্তবাসুদেব দাসাধিকারী

৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদন্দনন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) অপকৃষ্ণকাজুলীমঠ্যাপার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসুমঙ্গল দাসাধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(১১) সারঙ্গধাম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) ব্যেঙ্কটরমন-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীরঞ্জন দাস অধিকারী

(১৩) কুলদীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) অমৃতদেব-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীবাসদাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাউগাছা, (শ্রীনৃসিংহদেবের প্রাচীন বিগ্রহস্থলী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগৌরচন্দ্রদাস বাবাজী

১৭। ঋতুদ্বীপ
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ সেবাবিলাস

(১৮) অপরাজিত-অঙ্গন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনীলমাধব ব্রহ্মচারী

(১৯) একচক্রামঠ
শ্রেষ্ঠকুটী, পোঃ বীরচন্দ্রপুর, (বীরভূম)
সেবক—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্রারণ ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
চাঁদপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী

(২১) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চটক পর্বত
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) মাধগৌড়ীয়মঠ
বারিধারা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দাসাধিকারী

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীবামনদাস ব্রহ্মচারী

(২৫) পশুতীর্থ-গৌড়ীয় মঠ
পোঃ পাথরঘাটা, (ঢাকা)
সেবক—শ্রীনীলমাধবদাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীপদ্মাকর দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রীমদনমোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীগৌরসুন্দরশ্রীচৈতন্য দাস

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাহাড়িয়া রোড, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীমহাপুরুষ দাসাধিকারী;

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ নবীনগর, ভাঃ শাখাপাড়া, চট্ট. গ্রাম
সেবক—শ্রীভাগবত ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মছুয়াটোলি পাটনা।
সেবক—শ্রীসর্ব্বানন্দপ্রভু দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
গয়া রোড গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩ নূতন দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৮৭৩১ বড় গভী রোড, নেপালী সিট
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) সনাতন মঠ,
পোঃ মির্জাপুর, সীতাপুর ইউ পি।
শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণগড়, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলাম্বর ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীনন্দদুলাল দাসাধিকারী

(৩৯) একাদশাঙ্গন-সুখকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রীবিদ্যাধর ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন মঠ
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪৩) মহেন্দ্র বিহারী মঠ
মথুরা, মথুরা।
সেবক—শ্রীবনবিনোদ ব্রহ্মচারী

(৪৪) কাম্যবন গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ কাম্যবন, মথুরা
সেবক—ঐ

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌড়বিহারী মঠ—দেবগাড়ী,
পোঃ দেরাদুন, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

৪৭। ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
সেবক—শ্রীপরমেশ বিষ্ণু দাসাধিকারী

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৫৫নং কোটলা রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীপদ্মনাভ পান্ডা

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল
বোম্বে
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গুন্টুর গোদাবরী মাদ্রাজ
—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

৫৩। পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

৫৪। ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

৫৫ সীতাকুটী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৬) ভিজ্জি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক – শ্রীকেশব ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ
সত্যপ্রাগিপি, পোঃ কটক। উড়িষ্যা।
সেবক—শ্রীপ্রেমপ্রয়োজন ব্রহ্মচারী

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

৫৯) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম
পোঃ কলকৃষ্ণা, গঞ্জাম
সেবক—শ্রীত্রিভুবনমোহন দাস ব্রহ্মচারী

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরঞ্জীবি, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী

(৬১) আসাম গৌড়ীয়মঠ
পোঃ আসাম, গৌহাটী
সেবক—শ্রীকৃষ্ণশরণ ব্রহ্মচারী

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ আমলাজোড়া (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী

(৬৩) চেতলা গৌড়ীয়মঠ
ভূতরকুটা, পোঃ চিৎকুটা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন ( )
সেবক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
গ্লাষ্ট নং ২
৫১, আর্লস কোর্ট
স্কোয়ার, লণ্ডন, এস ডব্লিউ ৫
সেবক—স্বামী শ্রীবিনোদবাণী দাস

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
লক্ষ্ণৌ, (ইউ-পি
সেবক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) শ্রীবিশ্ববিধি গৌড়ীয়মঠালয়
চণ্ডীগড়, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীকৃষ্ণাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৯) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
এবরসপুর (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৭০) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৭১) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
সিমলার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

(৭২) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনরকিশোরদাস অধিকারী

(৭৩) শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীভক্তিবিনোদদাস অধিকারী

(৭৪) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু দেব শর্ম্মা

(৭৫) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৭৬) শ্রীচৈতন্যমঠ মাতৃভবন
চিত্রকোষাগার
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৮০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		৸০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৩৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩	৩।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৫	৩০

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৫৲
ষাণ্মাসিক	"	২৸০
ত্রৈমাসিক	"	১৲
মাসিক	"	[illegible]

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; [illegible] সংখ্যা৷৹ ভিক্ষা জানিবে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে আহার ও সেবকবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত ; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালীটি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত ও পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। প্রচ্ছদপট ত্রিবর্ণে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—নতুন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ নবাবী, বারিসাল, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও কাজের কথা দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু স্থানে সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোহর। ইহাতে ১০০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ।৷০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—নতুন প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ নবাবী, বারিসাল, ঢাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল সারদাচরণ ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অতুলনীয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ সাধন জীবনের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের দুরূহাংশ অংশের বোধ্য অন্বয়ে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অর্থ ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ অনুসারে শ্রীল শ্রী বলদেবকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—বিহারের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনবনীলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে দেশ তথা বঙ্গের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী সম্ভ্রান্ত ভদ্রগণ সময় সময় প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ উত্তরসমূহ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবরসিদ্ধান্তসংরক্ষণে ও তদনুকূল সদাচারস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠবর আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সুহৃদ্বর্গ ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের অভিনব বিরাট সংস্করণ প্রকাশিত, [illegible], পরিশিষ্ট নির্ঘণ্ট, অধ্যায়বিবরণ, স্থানসূচী প্রভৃতি সহ শ্রীগৌড়ীয়মঠ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

সটীক শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'ভক্তি'-টীকা, সর্ব্বের আলোচ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অক্ষরপূর্ণ পরিশিষ্টসহ নব সংস্করণে গৌড়ীয়মঠ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—/০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:—

শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন রায় এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮
দশম স্কন্ধ— ৯
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৫৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈবর্ত্ত ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
২১। [illegible] ৷৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
অবাঁধা) ১৲
২৬ গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। [illegible] সানুবাদ ১৲
২৮। বেদান্তসূত্র (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা ৸০
৩০। [illegible]
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ১৲
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)
৩৫। গীতমালা
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমার
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চনতত্ত্ব
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পকেট সাইজ)
৪৯। [illegible]
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৩
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] বা সাধ্যসাধনপদ্ধতি
৫৬ ভারতবর্ষ ও [illegible] ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (অন্বয়াদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদ
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০ সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক [illegible] ।০
৬৪। [illegible]
৬৫। সাধনার বিশ্লেষণ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়বস্তুদর্শিকা ৴০
৬৭। প্রার্থনাবলী ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন [illegible] ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। [illegible] ।০
৭২। বৈদিক [illegible] ৷৵০
৭৩। [illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible]
৭৬। ঐ [illegible]
৭৭। [illegible]
৭৮। [illegible] ৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, [illegible] ১৫৲

হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত

৮০। [illegible]
৮১। [illegible]
৮২। [illegible]
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। [illegible] ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সর্ব্বজনবিদিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অলৌকিক জীবনচরিত এতদিনকাল লিপিবদ্ধ আকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যগণের অন্যতম [illegible] ও 'গৌড়ীয়' সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থে লেখকের ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি ১২৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান- ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত [illegible] আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মগ্ন হউন। এই গ্রন্থটি, অভিনব ও অদ্বিতীয় এবং মানচিত্র ও বিশেষ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিক মতের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই [illegible] অধ্যায়ে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাশীঃ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দসূচী ও শব্দার্থ-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৪১	৬-১৯	৭ ১০	১৩-১৬	১৩-৫৩	১৭-৫৩	২২-৫১
দমদম ,,	৫-৫৮	৬-৩৫	৭ ৩০	১৩ ৩৭		১৮-১১	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৮	৮ ০ ৭	৯-১৬	১৫-৩	১৮-৩৮	১৯-৪২	০-২৫
(বদল) ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৩৭	১৫-১৭	১৮-৪২	১৯-৪৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩২	৮-৫৮	১০-৮	১৫-৫১	১৯-১৭	২০-১২	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১	১৫-০	১৭-৫২	২০-৩০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০	১৫ ৫০	১৮-১১	২১ ১০	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৯
দমদম ,,	১১-২০
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (গাড়ী বদলাইবে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪
ছাঃ	১৪-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৪০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৮	৯-১০	১৪-৫	১৬-০	১৮ ৩১		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৪৬	৯-৪৮	১৪ ৫৫	১৬ ৩০	১৯-১১		
ছাঃ	৭-৯	৮-৫০	১১-৪১	১৭ ৫৬	১৯-২	২০-৫৭	৩-৩৬
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯-৩৩	১২-২৬	১৭-৫১	২০-১০	২১ ৩২	৪-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯-২৬	১২-৩৬	১৭-৪৩	২০-১৮	২১-৩৪	৪-২৩
দমদম ,,		১১-৩		১৯-০		২৩ ৯	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-২১	১৯ ২৬	২১-১৫	২৩-২৭	৬-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ	১৪ ১৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫৫
ছাঃ	১৫-১০
শান্তিপুর পৌঃ	১৫-৫১
(বদল) ছাঃ	১৬ ৫০
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-৩৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩
কলিকাতা পৌঃ	১৯-২৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ২৪নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীতে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। [illegible] ইহার কাট্তি অত্যন্ত অধিক। [illegible] প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮/০ দশ আনা, বড় বোতল ১৮/০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—৯১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ বর্ষ ১২ পদ্মনাভ ৪৮৪ গৌরাব্দ ১৯শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৭৭, ৫ই অক্টোবর ইং ১৯৭০, শনিবার ১৮১-৮২ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ পদ্মনাভ অবধি ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৮৪

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—:(॰):—

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাকে একদিন একটি বড়ই মূল্যবান্ কথা ব'লেছিলেন—'সেদিক্ থেকে—মুক্ত-ভূমিকা থেকে - কৃষ্ণের দিক্ থেকে দেখ, সব ঠিক আছে; কৃষ্ণসম্বন্ধ ও ভজনযুক্ত অবস্থা থেকে দেখ্‌লে কোন অসুবিধা নাই—সব ঠিক আছে। আর এ দিক্ থেকে—বদ্ধ-ভূমিকা থেকে—মেপে নেওয়া অবস্থা হ'তে দেখ্‌লে দেখ্‌বে সব উল্টোপাল্টা।'

———

জগৎ আমার ভোগ্য, আমি ভোক্তা ইহাই জগদ্দর্শন। আমরা বিশ্বের উপর প্রভুত্ব বিস্তার কর্‌ব, এইভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে যে বিশ্বদর্শন, তাহাই আমাদের বন্ধনের কারণ। বিশ্ব আমাদের ইন্দ্রিয়ের তুষ্টিবিধান করুক, এই বিচার হইতেই সংসারের উৎপত্তি। মানবের বিবর্ত্ত হ'চ্ছে এই বিশ্ব দেখে। যদি আমাদের স্বরূপাবস্থা লাভ হয়, বন তখন আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের বন নহে—অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের বন। স্বরূপের অভিজ্ঞান হইলে সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্‌ভজনের চেষ্টা হইবে, তখন অন্য কার্য্যের সময় থাকিবে না। তখন ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্ত ক্ষোভিত হইবে না। হরিসেবা ব্যতীত ক্ষণকালও অন্য কার্য্য করিতে প্রাণ কাঁদিয়া যাইবে—হরিসেবা ব্যতীত বিন্দুমাত্র কালেরও ক্ষেপণ হইবে না, কৃষ্ণের বিষয়ে স্বাভাবিকী বিরক্তির উদয় হইবে। নিত্য উৎকর্ষ থাকা সত্ত্বেও মানশূন্য অবস্থা হইবে, হৃদয়ে স্বভাবতঃই ভগবৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে দৃঢ় আশা পোষণ করিবে, অভীষ্টলাভের জন্য সমুৎকণ্ঠা হইবে, শ্রীনামসংকীর্ত্তনে সর্ব্বদা রুচি থাকিবে, ভগবদ্‌গুণবর্ণনে আসক্ত ও ভগবদ্‌বসতি-স্থানে প্রীতি হইবে। অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে এই সব লক্ষণই প্রকাশিত হইবে।

———

জগদ্দর্শন কর্‌তে গিয়েই কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও অন্যাভিলাষ। এ জগতের লোক কেবল মাপ্‌ছে। নিজেরা মেপে নেব—এই বিচারটি হ'চ্ছে বিশ্বদর্শনের বিচার। এতে সংসার লাভ হ'বে, ব্রজে যাওয়া যা'বে না। বৈষ্ণব হওয়া বা করা যায় না। বিশ্বের সকলেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব, সেই স্বরূপ উপলব্ধি কর্‌তে হ'বে। যখন গুরুপাদপদ্মকে যথার্থ পণ্ডিত ব'লে জ্ঞান হ'বে, তখনই ব্রজে যা'বার রাস্তা হ'ল। আর যখন মনে হ'বে তিনি তা নন, তখনই মুস্কিল।

হরিসেবার জন্য কথা বল্‌তে বল্‌তে হরিনাম কর্‌তে কিছু আপত্তি নাই, কারণ হরিনাম ও হরিসেবার কথা একই বস্তু। কিন্তু হরিকথার ছলনায় বিষয়কথা হ'লে অসুবিধা হ'বে। যদি আমরা মনে করি—তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সত্যকথা বল্‌লে কেহ ভিক্ষা দেবে না, সেরূপ পাপীগণের নিকট হ'তে যেন আমরা ভিক্ষা না চাই। যাহারা কিছুতেই সত্য কথা নিবে না, সেইরূপ পাপীগণের কি সাধ্য আছে যে, তাহারা কৃষ্ণকে নৈবেদ্য প্রদান কর্‌তে পারে? আর আমরাই বা কৃষ্ণের প্রকৃত উচ্ছিষ্ট না হ'লে তা' গ্রহণ কর্‌তে যা'ব কেন?

যিনি ভগবদনুশীলন করেন, তিনি জগতের কোন বস্তুর ধার ধারেন না। তিনি বিষয়ী, ধনী, নামজাদা লোক—কাহারও তোষামোদ করেন না, তিনি কেবল সত্য কথা বলেন।

অমনায়ক একজন যোদ্ধা, ঐশ্বর্য্য নায়ক আর একজন যোদ্ধা, পাণ্ডিত্য নামক তৃতীয় প্রকার যোদ্ধা ও সৌন্দর্য্য নামক চতুর্থ প্রকার যোদ্ধা আছে। এই সকল যোদ্ধাকে গোপীজনবল্লভের সেবায় নিযুক্ত না করিলে এ'দের কবলে প'ড়ে যে'তে হ'বে। কৃষ্ণ যদি জীবকে দয়া করেন, তবেই হরিসেবা করা যায়। নতুবা মানুষের চৌদ্দপুরুষের সাধ্য নাই যে, এত হাঙ্গামা কাটিয়ে হরিসেবা করতে পারে। হরিসেবা তামাসার কথা নয়।

———

শ্রীনামভজনে দিব্য ভজন ও বিপ্রলম্ভ ভজন উভয়ই আছে। শ্রীনাম সংকীর্ত্তন বস্তু। তাঁহার ভজন কখনও লঘু ব্যাপার হইতে পারে না। যাঁহারা নামাপরাধে আচ্ছন্ন—নামের কৃপা পান নাই, তাঁহাদের নিকটেই নামভজন লঘু বলিয়া বিচারিত হইয়া থাকে।

———

শ্রীগুরুকৃপা ও শ্রীকৃষ্ণকৃপা পৃথক্ নহে। কৃষ্ণ তাঁহার প্রেষ্ঠজনের সেবা ব্যতীত আর কাহারও সেবা অঙ্গীকার করেন না। সকলের সকল সেবা গুরুদেব কর্ত্তৃকই কৃষ্ণের চরণে নিবেদিত হয়। কৃষ্ণের প্রসাদ তাঁহার দ্বারাই আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। যাঁহাকে নিত্যসেবা ক'রতে হইবে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডবাসী নহেন।

———

ভগবান্ অসুবিধার মধ্যে ফে'লয়া আমাদিগকে পরীক্ষা করেন। তিনি প্রকৃত ভগবৎ-সেবক, তিনি কোন অবস্থাতেই বিচলিত না হইয়া সর্ব্বাবস্থাতেই কায়মনো-বাক্যে ভগবানের সেবা করেন; প্রাকৃত ক্ষোভ অথবা জাগতিক চিন্তাস্রোতঃ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি মুক্ত-ভূমিকায় অবস্থিত।

———

যেন আমি বুঝ্‌বো—যখন আমি দেখ্‌বো যেমন গাছটা ভজন কর্‌ছে—নিজের পাতা ভজন কর্‌ছে পুষ্পটী ভজন কর্‌ছে [illegible] ভজন কর্‌ছে—[illegible] কেবল [illegible] [illegible] আমি [illegible] [illegible]

কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল। আত্ম-নিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

হরিকথা-প্রসঙ্গ

ঐশ্বর্য্যোপাসনা ও স্বরূপোপাসনায় [illegible] বৈশিষ্ট্য আছে। নারায়ণের উপাসনায় ঐশ্বর্য্য, সম্ভ্রম বা গৌরবের প্রকটই প্রবল, পরব্যোমে বৈকুণ্ঠে [illegible] পূজা [illegible] স্থান। ঐশ্বর্য্য [illegible] নারায়ণ [illegible] [illegible] [illegible] উপাসনা বৈকুণ্ঠ [illegible] মধ্যে [illegible] নারায়ণ [illegible] পূর্ণরূপে প্রকাশ করে নাই। [illegible] স্বয়ং ভগবান স্বরূপ, দ্বারকায়, মথুরায় ও বৃন্দাবনাদি [illegible] প্রকাশ করিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীবাসাঙ্গনের উপাসনায় লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসনা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্বরূপ-শক্তির পরিচয় পাওয়া [illegible] সেই সীতারামের উপাসনা ঐশ্বর্য্য-যুক্ত [illegible] সীতারামোপাসনায় [illegible] কথাই নাই, [illegible] বিবাহিত রুক্মিণী ও রুক্মিণ্যাদি [illegible] [illegible] মাধুর্য্যের সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হয় নাই।

- - - -

ভগবান্ শ্রীহরি—পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম এই তিনভাবে প্রকাশিত। প্রাকৃতের অতীত কেবল চিন্ময়ালোক অপ্রকটের প্রকাশক হরি—পূর্ণ, সর্ব্বাংশের বর্ম প্রকাশক হরি—পূর্ণতর, আর যাঁহাতে অখিল গুণ প্রকাশিত, সেই হরিই পূর্ণতম। গোকুলে হরির পূর্ণতমতা, মথুরায় পূর্ণতরতা আর দ্বারকায় পূর্ণতা প্রকাশিত হইয়াছে। ঐশ্বর্য্য-প্রধান মাধুর্য্যাংশমধ্যে দ্বারকের কৃষ্ণ—পূর্ণ, মাধুর্য্যপ্রধান ঐশ্বর্য্যমিশ্র মথুরার কৃষ্ণ—পূর্ণতর, আর কেবল মাধুর্য্যময় বৃন্দাবনের গোকুলের কৃষ্ণ—পূর্ণতম।

- ——

কৃষ্ণের অহৈতুকী অপ্রতিহত শাশ্বত ভক্তি। অন্যাভিলাষিতাশূন্য কৃষ্ণবিমুখতা পরিহারপূর্ব্বক কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া কৃষ্ণসুখের জন্য যে অনুশীলন, তাহাই শুদ্ধা ভক্তি। ভক্তিতে কৃষ্ণপক্ষ লোকের কথা আছে। ভক্তি জিনিষটী কৃষ্ণকে সুখী করা। ভক্তের হইয়া কৃষ্ণের যে অনুকূল সেবা, তাহাই কৃষ্ণসেবা। দাস কখনও তাহাতে নিজ সুখ অন্বেষণ করে না। যে সেবা প্রভুর সুখ-বর্দ্ধন করে না, তাহা সেবা নহে। কৃষ্ণকে সুখী করিতে গিয়া যদি ভক্তকে বর্ণাশ্রমধর্ম্মে সদাচার পরিত্যাগ করিতেও হয়, তথাপি ভক্ত তাহাতে পশ্চাৎপদ হন না। এমন কি, প্রভুকে সুখী করিবার জন্য ভক্তকে যদি নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে হয়, ভক্ত তাহাও আনন্দে বরণ করিয়া থাকেন। ভক্ত স্বর্গও কামনা করেন না, নরকেও ভয় করেন না। তাঁহার উভয় কামনা না থাকায় তিনি নিষ্কাম, তাঁহার কোন ভয় না থাকায় তিনি অভয়, তাঁহার শোক না থাকায় তিনি অশোক, তাঁহার মৃত্যু না থাকায় তিনি অমৃত। অশোক অভয়, অমৃতের দেশকে শোক নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই। কোনও রকমের কুণ্ঠা নাই বলিয়া তিনি বিকুণ্ঠ এবং বৈকুণ্ঠই তাঁহার বাসস্থান। কৃষ্ণের জন্য তিনি সব করিতে পারেন, সুতরাং তাঁহার ন্যায় জ্ঞানবান, তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক, তাঁহার ন্যায় সদাচারী, তাঁহার ন্যায় নিষ্পাপ, তাঁহার ন্যায় নির্গুণ ও সুন্দর আর কেহ নাই। কৃষ্ণসেবা যদি হয়, তাহা হইলে লোকের চক্ষে প্রতীয়মান নরকেও তাঁহার বাস্তব বৈকুণ্ঠদর্শন হয়। তাঁহাকে দর্শন করিলে অপবিত্র বস্তুও পবিত্র হয়। এমন পরমপবিত্র বস্তু তিনি! তাই মহাজন গাহিয়াছেন,—

"গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥"

প্রত্যেক যুগে ভগবান্ তারকব্রহ্মনামেই উপাসিত হইয়া থাকেন। সত্যযুগে ঐশ্বর্য্যগত শাস্ত্রের প্রধান নামাংশে মৎস্য নারায়ণ, কূর্ম্ম নারায়ণ প্রভৃতি 'নারায়ণপরা বেদা…'এই তারকব্রহ্মনামে উপাসিত হইয়া থাকেন। ত্রেতাযুগে বৈকুণ্ঠ-বামন-নারায়ণ ও বৈকুণ্ঠ রাম-নারায়ণের উপাসনাও "রাম নারায়ণানন্ত …" এই তারকব্রহ্মনামে হইয়া থাকে। দ্বাপরে ঐশ্বর্য্যগত দাস্য রস ও কিছু পরিমাণে সখ্যরসের আভাস পাওয়া যায়। আর দ্বাপরযুগে "হরে মুরারে এই তারকব্রহ্মনামে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য-রসে কৃষ্ণ উপাসনার কথা শুনা যায়। কিন্তু কলিকালে কৃষ্ণের কেবল মাধুর্য্যময় স্বরূপ প্রকাশিত। কলির জীবগণ "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্র-কীর্ত্তনমুখে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। এই মহামন্ত্রে কোনপ্রকার ঐশ্বর্য্য পাওয়া নাই। ইহাতে ব্রজবাসীর পারকীয় মধুর রসের অধিকারই দেখা যায়। এই 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র অন্যান্য যুগের ন্যায় কেবল তারকব্রহ্ম নাম মাত্র নহে, পরন্তু ইহা পালকব্রহ্ম নাম। তারকব্রহ্ম ও ইহাতে অন্তর্ভুক্ত ভাবেই আছে। কলিকালে মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যময় শ্রীগৌরসুন্দর কৃপাপূর্ব্বক স্বপার্ষদে এই জগতে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-স্বরূপাত্মক পালকব্রহ্ম নাম বিতরণ করিয়াছেন—অর্থাৎ করুণাবশতঃ নামরূপে নিজেকে নিজে দান করিয়াছেন

দুর্গা

——:•:(×):•:——

দুর্গাদেবী এই দেবীধামে দণ্ডকর্ত্রীরূপ দশভুজা, সিংহবাহিনী ও পাপদমনরূপ মহিষাসুরমর্দ্দিনী। তিনি শোভা ও সিদ্ধিরূপ কার্ত্তিক ও গণেশ নামক পুত্রযুগল এবং জড়ৈশ্বর্য্য ও জড়বিদ্যা সঙ্গিনীরূপ লক্ষ্মী ও সরস্বতী সহ বিরাজিত। পাপ-নিবারণে বিংশতি ধর্ম্মাস্ত্ররূপ বিংশতি অস্ত্রধারিণী।

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধিকা ভুবনরক্ষয়িত্রী দুর্গা কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বা পরা শক্তি যোগমায়ার ছায়াশক্তি। তটস্থশক্তিসম্ভূত অণুচিৎ নিত্যদাস জীবগণ কৃষ্ণবিস্মৃতি ও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে শাসন ও শোধনের জন্য এই দেশরূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই পতিত অপরাধী জীবকে দুর্গাদেবী কয়েদীর পোষাকের ন্যায় দুইটী আবরণে আবৃত করেন। একটী মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক বাসনাময় সূক্ষ্মশরীর ও অপরটী ঐ বাসনাময় দেহের সহায়ক স্থূলশরীর। এই শরীরের দ্বারা কৃত কর্ম্মচক্রই হয়। সেই কর্ম্মফলে জীব কখন সুখ, কখন দুঃখ ভোগ করে। বহির্ম্মুখ জীবগণের এইরূপ-ভাবে শোধনকার্য্যটী কৃষ্ণের ইচ্ছায় হইয়া থাকে। ইহাই মহামায়া নিয়ত সম্পাদন করিতেছেন।

স্বরূপশক্তির ছায়াস্বরূপা দুর্গার কার্য্যই বিমুখমোহন। জীবকে শোধন করাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য। জীব যখন দেহে আত্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া ভগবানের সেবা ভুলিয়া গিয়া এই মায়িক জগৎকে ভোগ করিতে ব্যস্ত হয়, এমন কি ভগবানের আসন গ্রহণ করিবার ধৃষ্টতা করে, মায়াদেবী তাহাদিগকে জগতের রূপে মোহিত করিয়া কর্ম্মচক্রে নিক্ষিপ্ত করেন এবং আত্মবিনাশরূপ জগদ্বৈ-মুখ্যের দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা সুকৃতিবান, তাঁহারা ভুক্তিমুক্তি-স্পৃহাকে মহামায়ার কপট কৃপা জানিয়া সাধুগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং স্বরূপশক্তির কৃপায় নিত্য ভাগবতী তনু লাভ করিয়া ভগবানের সেবা করেন।

দুর্গাদেবী দুঃখ দিয়া, শাস্তি দিয়া ব্যতিরেকভাবে জীবকে ভগবানের কথা স্মরণ করাইয়া দেন।

ভগবানের এই মায়া দুরতিক্রমণীয়া। এই দৈবী মায়াকে বদ্ধজীব জয় করিতে পারে না। যাঁহারা নিষ্কপটে মায়াধীশ ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন তাঁহারাই এই মহামায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার পান, মায়ার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারেন। মহামায়া কৃষ্ণাধীনা, তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত মায়া কাহাকেও ছাড়েন না। কারণ, একমাত্র রাজাই তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তি বা বস্তুকে সরাইয়া লইতে পারেন। রাজাজ্ঞা ব্যতীত তদধীনস্থ ব্যক্তি বা বস্তুর তথা হইতে গমন করিবার স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্র সামর্থ্য নাই। যোগমায়ার আবির্ভাব হইলে মহামায়া যোগমায়াশ্রিতের নিকট হইতে তিরোহিত হন। তাই দেবধাত্রী ভক্তগণের দেবীপূজা বা মহামায়ার বিসর্জ্জনের দিবস—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-দিবস। যেদিন শ্রীগুরুপাদপদ্ম হৃদয়ে উদিত হন, সেইদিন মায়া দুর্ব্বল হইয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া দেয়। তৎপূর্ব্বে মায়া কিছুতেই ছাড়িতে চায় না।

আমরা যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে ভগবানের শরণাপন্ন হইতেই হইবে। অন্যাভিলাষী হইয়া দেবীপূজায় ব্যস্ত থাকিলে চলিবে না। পূজার নামে ভোগে বৃথা সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। এই দেবীপূজা অপেক্ষা মহামায়া যাঁহার দাসী, যাঁহার পূজা করিলে মহামায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, সেই পরমপুরুষোত্তম ভগবানের পূজাই শ্রেষ্ঠ। তাঁহার পূজা করিলে সমস্ত দেব-দেবীর পূজা হইয়া থাকে। কারণ, তিনি সকলের প্রভু।

আমরা বর্ত্তমানে দ্রষ্টাভিমানী হইয়া ভোক্তাভিমানে জগদ্দর্শনে ব্যস্ত। তাই আমরা ভগবানের সন্ধান পাইতেছি না। এ জগতের বস্তু ভোগ করিতে গেলেই মায়া আমাদিগকে সেই বস্তুর চাকর করাইয়া অনন্ত নরকের পথে টানিয়া লয়। কিন্তু চিদ্‌গত মায়াশক্তি যদি আমাদিগকে কৃপা করেন, তাহা হইলে আমরা ভগবৎস্বরূপ জানিতে পারি। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ছাড়া ভগবান্‌কে জানা যায় না। তাঁহার কৃপায় যখন দুর্গাদেবী আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন তখন আমরা জানিতে পারিব, আমরা দ্রষ্টা নহি, দৃশ্য; ভগবানই একমাত্র দ্রষ্টা ও ভোক্তা। মায়াধীশ ভগবানের আদেশ ব্যতীত মায়া আমাদিগকে কিছুতেই ছাড়িবে না, পর-

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।

জগতে থাকিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে পরীক্ষা করিবেন। সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ বা শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই মায়ার পরীক্ষা হইতে বাঁচিবার উপায়। সে আদর্শ শ্রীল ঠাকুর হরিদাস আমাদিগকে প্রদর্শন করিয়াছেন।

ছায়াশক্তিকে যাঁহারা পূজা করিবেন, তাঁহাদের পূজা ছায়ার ন্যায় অবাস্তব। ছায়ার যেরূপ নিত্যত্ব নাই, তাঁহাদের পূজারও তেমনি কোনও নিত্যত্ব নাই। এ পূজায় পূজারীর আছে ভয় ও পতন। কিন্তু ভগবৎপূজায় আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই তাহা নিত্য ও নিখিল চেতনের একমাত্র কৃত্য।

সাধুগুরুর কৃপাই মায়াজয়ের একমাত্র সম্বল। তাই মহাজন গাহিয়াছেন—

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু-গুরু-কৃপা বিনা নাহিক উপায়॥

তাই যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা অনিত্য বস্তুতে—আমদের ক্ষণিক মোহে প্রমত্ত হইয়া ভগবানের অহৈতুকী করুণামিশ্রিত কৃপার প্রতি উদাসীন হন না।

জীবকে মায়ার হস্ত হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া যিনি ভগবৎপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভগবানের সেবা করাই মানবের কর্ত্তব্য। তিনি নিত্যকালই অযোগ্য, অধম, নরাধম আমাদিগকে আমাদের নিত্যপ্রভুর সেবা করিবার জন্য ডাকিতেছেন। তিনি অপার করুণাময়। আমরা যদি মায়া জয় করিতে চাই, তবে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়-লাভের জন্য অন্তরে অন্তরে কাতর প্রার্থনা করিলে তিনি নিশ্চয়ই তুষ্ট হইয়া কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার সেবা এবং তাঁহার প্রাণের আরাধ্যধনের সেবা প্রদান করিবেন এবং তাহা হইলে আমাদের জীবন সার্থক হইয়া যাইবে।

দুর্ব্বল জীব নিজ চেষ্টায় মায়াকে জয় করিতে পারে না। ভগবানের শরণাগত হইলেই মায়া জীবকে ছাড়িয়া দেয়। ভগবান্ও বলিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥

দৈবী গুণময়ী ভগবানের মায়া দুরতিক্রমণীয়া। যাঁহারা ভগবানের শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহারাই মায়াকে জয় করিতে পারেন।

সেবা ও কৃপা

সাধনকালে শরীরের দ্বারা বা মনের দ্বারা যেমন সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবানুকূল্যের জন্য যত্ন করা দরকার, তেমনি সর্ব্বক্ষণ অন্তরে অন্তরে গুরুবৈষ্ণবের কৃপা-প্রার্থনা করাও দরকার। সেবালাভের জন্য যত্ন ও কৃপা-প্রার্থনা যুগপৎ আবশ্যক। সাধুগুরুর কৃপা ব্যতীত হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবালাভ হয় না।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥
সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥
সাধুগুরু কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥

কেবল কৃপার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না, আবার কেবল নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করিলেও চলিবে না। যখন গুরুকৃপা ব্যতীত কৃষ্ণসেবালাভ হয় না তবে কি আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিব? এরূপ অনেকে প্রশ্ন করেন, কিন্তু কেবল কৃপার দোহাই দিয়া অলস হইলে বা নিজের দিক্ হইতে যত্নের অভাব হইলে কখনই গুরুবৈষ্ণবের কৃপালাভ হয় না। কৃপাই মুখ্য, তাহা লাভ করিবার জন্য যখন আপ্রাণ ও আন্তরিক যত্ন হয়, তখনই গুরু-বৈষ্ণবগণ কৃপা করেন। ভগবান্ ও ভক্তের কৃপা অবিরত শতধারে বর্ষিত হইতেছে, কৃপা করিবার জন্যই অপ্রপঞ্চ হইতে এই প্রপঞ্চে তাঁহাদের আগমন। কিন্তু আমরা তাহা গ্রহণ করিবার জন্য যত্ন করিতেছি কই? অপ্রাকৃত সাধুবৈদ্য ঘোর কাতর ভবব্যাধি-গ্রস্ত আমাদিগকে ঔষধ পথ্যাদি সেবন করাইয়া দিবার জন্য ঔষধহস্তে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা সেবন করিবার কষ্টস্বীকার করিব না, আবার প্রকৃত আরোগ্যলাভ করিতে চাই। এইরূপ অনাচার-বিচারের মূলে গুরুবৈষ্ণবের প্রতি দোষবুদ্ধি বা অশ্রদ্ধা। সেবোন্মুখতাই ভগবৎকৃপা। গুরুবৈষ্ণবগণ আমাদিগকে যে সেবায় নিযুক্ত করেন, সেটাই তাঁহাদের অযাচিত কৃপা। যিনি নিষ্কপট কৃপাভিখারী, তিনিই কৃপার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণকে কৃপা বিতরণ করিতে সর্ব্বদাই দেখিতে পান। তিনি ভালভাবেই জানেন যে, গুরুবৈষ্ণবগণ কখনই তাঁহাকে বঞ্চনা করিবেন না, তবে বঞ্চিত হইতে চাহিলে তাঁহারা বঞ্চনা করিবেন। সেইজন্য তিনি তাঁহাদের প্রদত্ত সেবা করিবার কালে তাঁহাদের কৃপার কথা বিস্মৃত হন না।

সেবাই কৃপা, কৃপাই সেবা। কৃপার উত্তর ফল সেবা, আর সেবার উত্তর ফল কৃপা। সেবাস্থলে আবাহনা ভগবান্ ও ভক্তের কৃপালাভ বা সেবোন্মুখী প্রকৃতি লক্ষিত হয়; আর সেবা বহির্মুখ কর্ম্মের দ্বারা সেবাবিমুখী প্রকৃতি অর্জ্জিত হয়। সুতরাং যিনি সেবাবিমুখ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া কপটতাপূর্ব্বক ভাবী কৃপার স্বপ্ন দেখেন তিনি অনন্তকাল বঞ্চিত হন—তাঁহার ভাগ্যে গুরুবৈষ্ণবের কৃপালাভ হয় না।

লৌকিক, বৈদিক বা যে কোনও ক্রিয়াই হউক না কেন, তাহা হরিসেবানুকূল হইলেই কৃষ্ণকৃপা লাভ করা যায়। কৃপা ও সাধন বা সেবা পরস্পর অবিচ্ছেদ্যসম্বন্ধে গ্রথিত একটী ব্যতীত অপরটী সম্ভব হয় না। যাঁহাতে সাধন বা সেবোন্মুখী বৃত্তি লক্ষিত হইয়াছে—তিনি কৃষ্ণকৃপা পাইয়াছেন, জানিতে হইবে।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই আমাদিগকে কৃপা-কর্ষণ করিতেছেন। বৃহৎ চুম্বক যেমন ক্ষুদ্র লৌহখণ্ডকে সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিতেছে সূর্য্যদেব যে প্রকার গ্রহ-উপগ্রহকে অনুক্ষণ আকর্ষণ করিতেছেন, তদ্রূপ কৃষ্ণ সর্ব্বক্ষণ বিভিন্নাংশ জীবসমূহকে নিয়ত আকর্ষণ করিতেছেন। ভগবানের কৃপাকর্ষণ নাই—এ কথা অসম্ভব ও অশাস্ত্রীয় কথা। তবে জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারক্রমে ভগবানের কৃপা হইতে দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণ-সান্নিধ্যলাভের জন্য যেখানে যত্ন বা চেষ্টা, সেখানে কৃপাকর্ষণ নিশ্চয়ই আছে। যদি কৃপাকর্ষণ না থাকে, তবে সে চেষ্টা অন্য ক্রিয়াকাণ্ডাদির জন্য হইতেছে, বুঝিতে হইবে। সাধুর সেবা দ্বারাই কৃষ্ণ-সান্নিধ্য লাভ করা যায়।

স্বতন্ত্রতা চেতনের ধর্ম্ম। জীবকে যদি সেই স্বতন্ত্রতা হইতে বিচ্যুত করা হয়, তবে সে চেতন না হইয়া জড় পদার্থ হইয়া পড়ে। এই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার হয় একমাত্র ভগবৎসেবা দ্বারা বা ভগবৎকৃপা প্রার্থনা দ্বারা। ভগবান্ জীবকে অনবরত সাক্ষাৎ কৃপা করিতে প্রস্তুত, কিন্তু স্বতন্ত্র জীব ভগবানের সেই অযাচিত কৃপাসম্বন্ধে উদাসীন হইলে ভগবান্ আর কি করিবেন? সেইজন্য কৃপালাভের জন্য যখন সবার দৃঢ় হয়, তখনই তাঁহার কৃপালাভ ভাগ্যে ঘটে। অতএব আঁখি দিয়া গুরুবৈষ্ণবভগবানের কৃপা পাওয়া যায় না। সেইজন্য জীবের দিক্ হইতে শরণাগতি ও সেবাচেষ্টা এবং ভগবানের দিক্ হইতে সেবাপ্রদান দুইয়েরই দরকার। শরণাগতিই সেবা বা কৃপা প্রাপ্তির উপায়। যেখানে জীবের শরণাগতি বা সেবোন্মুখী বৃত্তি নাই, সেখানে ভগবৎকৃপার উপলব্ধি, [illegible] ও কৃপা দুইয়ের মিলিত ফলেই ভগবানের নিত্যসেবা লাভ করা যায়, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। শ্রীশুকদেব বলেন—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

অর্থাৎ হে ভগবন্! যিনি তোমার কৃপা-[illegible] সর্ব্বক্ষণ [illegible] করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে তোমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া জীবনযাপন করেন, তিনিই তোমার নিত্য সেবা ও আনুষঙ্গিকভাবে অপবর্গমুক্তির অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং সেবোন্মুখতাই ভগবৎকৃপার মূল, আবার ভগবৎকৃপাই সেবোন্মুখী বৃত্তি বিকশিত ও বর্দ্ধিত করিবার কারণ। অতএব সেবা ও কৃপার মধ্যে একটীকে বাদ দিয়া অপরটী সিদ্ধ হইতে পারে না।

ভক্তিপথের প্রবল কণ্টক

(শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী)

সংশয়ই ভক্তিপথের প্রবল কণ্টক। যিনি আমাদের একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও নিত্য বান্ধব, সেই সাধুর মধুর বাণী [illegible] নিজের যে [illegible] অবস্থা, তাহার নামই সংশয়। পুনঃ পুনঃ [illegible] এই [illegible] জীবনে [illegible] সাধুর প্রতি [illegible] হইতে সংশয়ের উৎপত্তি হয় [illegible]। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।"

গুরুবৈষ্ণবগণ মায়াতীত বস্তু। সুতরাং [illegible] আমাদের মনের মত না হইলে তাঁহাদের সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়। সেইজন্য [illegible] ভক্তিপথে [illegible] ক্রিয়া বন্ধ করিতে বলিয়াছেন। কেবল [illegible] বিশ্বাস স্থাপন [illegible] দর্শন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। [illegible] উপদেশক, [illegible] আত্মাভিমান [illegible] দুর্ব্বিবেচনা [illegible] [illegible]

এবং পিতাকে 'পিতা' বলিতে সংশয়যুক্ত। অসমর্থ জীবকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান্ [illegible] প্রেরণ করেন। তাঁহাদিগকে যাহারা [illegible] করেন, তাঁহাদের [illegible] তাঁহারা নিরন্তর [illegible] তাঁহাদের [illegible] [illegible] পারে?

[illegible] না থাকিলে [illegible] পারে না, [illegible] [illegible] পারে না [illegible] [illegible] জীবগণের নিজজন ও নিত্য নিঃস্বার্থ [illegible] বর্ত্তমান আছেন। তাঁহাকে জানার সঙ্গই নিত্য। [illegible] অন্যতম [illegible] কাহার [illegible]।

সুতরাং নহেত কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥

[illegible] যাঁহার [illegible] থাকিলে [illegible] শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ [illegible] নিজের [illegible] অবশ্য হন। সেই প্রতিপালকরূপ শ্রীগুরুদেব জীবকে আশ্রয়ে স্থাপিত করিবার জন্য এ জগতে অবতীর্ণ হন। বহু ভাগ্যের পর তাঁহার সঙ্গ লাভ হয় বা তাঁহাকে না চেনা যায়, তবে ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কি?

সংশয় যাঁহার নাই, এমন সুদৃঢ় বলবান্ সাধুর সঙ্গ ব্যতীত সংশয়ের সংশয় দূরীভূত হইবার আর কোন উপায় নাই। নিঃসংশয় হইবার জন্য যত্ন করিলে ও প্রকাশ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মাধ্যমে তাঁহার নিকট গ্রহণ করিলে তবেই সংশয় দূরীভূত হইতে পারে। যেরূপ সঙ্গ করিব সেইরূপ ফল পাইব। সাধু পাদপদ্মে যাঁহার অচল অটল বিশ্বাস আছে, তাঁহার সঙ্গই আমাদের দরকার। দুর্ব্বাসনা বিনাশ-সক্ষম বাক্য সংশয়হীন। তাঁহার নিকট কপটতার কোন কথা নাই। [illegible] তাঁহার নিকট অকপট [illegible] বাক্যকণ শ্রবণের আছে। [illegible] তিনি বাস্তব বিচার ও অচলবিশ্বাস, কপটতা ও সরলতা বুঝিতে পারেন। সুতরাং সংশয়কূপ ভক্তিপথের প্রবল কণ্টক বা বাধাকে অপসারিত করিবার জন্য সেই সাধুর নিকট [illegible] করা দরকার। যাহাতে শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্কপট অবস্থান করা যায়, তজ্জন্য এই দুর্লভ জীবনে আগ্রহ বহু করাই আমাদের একমাত্র চেষ্টা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা
শ্রী[illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] আশ্বিন, ১৩৩৭

বিপুল-সজ্জন-সুধীসমীপে নিবেদন—

আগামী ২৯শে আশ্বিন ১৬ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার হইতে ২৯শে [illegible] দিন, [illegible] [illegible] শ্রীগৌড়ীয় [illegible] [illegible] [illegible] শ্রী[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারমার্থিক [illegible] শ্রীগৌড়ীয়-[illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে [illegible] [illegible] [illegible] উৎসব ([illegible]) [illegible] শ্রী বিগ্রহ-প্রকোষ্ঠের কীর্ত্তি সুখে সম্পন্ন হইবে। [illegible] প্রত্যহ প্রাতঃ উষঃকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ [illegible], শ্রীনাম [illegible] বক্তৃতা, শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্ট-গোষ্ঠী [illegible] [illegible] হইবে।

[illegible], [illegible] [illegible] মহোৎসবে যোগদান করিলে [illegible] [illegible] [illegible] হইবে। নিবেদন ইতি—

শ্রীশ্রীহরিজন-কিঙ্কর—
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
সেক্রেটারী, [illegible]

কীর্ত্তন

(প্রাপ্ত)

যাঁহারা ভক্তের সম্পূর্ণ পদাশ্রিত, [illegible] সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিতে পারেন। তাঁহারা [illegible] [illegible] কীর্ত্তন [illegible] কীর্ত্তনকারী সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করেন। [illegible] কীর্ত্তনের বিরাম নাই। তিনি যে আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, ভ্রমণ, শয়ন—সকল সময়েই কীর্ত্তন করেন, ইহা বহুজীব বুঝিতে পারে না। তজ্জন্যই তাহারা তাঁহাদের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। যাঁহারা শুদ্ধপুরুষ, তাঁহারা নিত্যকালই হরিকীর্ত্তন করেন [illegible] তাঁহাদের কীর্ত্তনে কেহই বাধা দিতে পারে না। বহুজীবের দর্শনে তাঁহারা একাকী অবস্থান করিলেও সর্ব্বদা কীর্ত্তনপরায়ণ। [illegible] হরিকীর্ত্তনকারী জানেন যে, হরিনামই একমাত্র সেবা। তিনি ভগবৎ সেবা ছাড়া আর অন্য কিছু করেন না। ভগবানের [illegible] উদ্দেশ্যেই তিনি সকল কার্য্য করেন। অতএব ভগবানের [illegible] এই যে, 'যাঁর যাঁহার পদাশ্রিত তাঁহার কথা বলিতে পারেন না— তাঁহার কৃপা কীর্ত্তন না করিয়া পারেন না।' ইহা কল্পনা বা আরোপ নহে, পরন্তু সত্য।

অতএব ও ভগবান্ [illegible] অভিন্ন সর্ব্বশক্তি। তিনি কীর্ত্তনকারী, তিনিই [illegible]। অতএব কীর্ত্তনকারী তিনিও কীর্ত্তন চাহিতে পারেন? তিনি বলেন, অনিলে সর্ব্বত্রই সর্ব্বদাই কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনকারীর [illegible] কাছে [illegible] সংকীর্ত্তন পথে অধিকার লাভ হইবে। অনুক্ষণ এইরূপ কীর্ত্তনকারী সাধুর সঙ্গ [illegible] [illegible] চলিতে চলিতে সেইরূপ [illegible] বিকাশ হইবে। এই সাধুর সঙ্গে থাকিয়া শ্রবণ [illegible] সর্ব্বক্ষণ তাঁহার বাণী শ্রবণ করিতে করিতে কীর্ত্তনে অধিকার লাভ হইবে।

'মন ও শরণ পাপ'। মন সর্ব্বক্ষণই একটা না একটা চিন্তা করিবেই। অনর্থযুক্ত মন সর্ব্বদা চঞ্চল। সর্ব্বক্ষণ সংকল্প-বিকল্প, আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই আছে। অনর্থযুক্ত মন কখনও [illegible], কখনও [illegible] সর্ব্বক্ষণ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। মন বশ না হইলে ভক্তগণের যাঁহারা আছেন, তা সকলই বৃথা। মন যে দিকে, আমি সেই দিকেই চলিতেছি। এই মনকে নিয়মিত করিতে হইলে যত্নের প্রয়োজন। অতএব এই বাক্যই মনোবিজ্ঞানের মর্ম্ম। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাক্যাবলি নিজ জীবনে পালন করিলেই মন নিয়মিত হইবে। সেইজন্য সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী স্মরণে থাকিতে হইবে। তাঁহার মৌখিকী চেতনাভিত্তি আমাদের [illegible] নিয়মিত ও সেবাপথে চালিত করিবে। অতএব সাধুগণের বা কৃপা ছাড়া সরস্বতী অনর্থযুক্তের সেবা কেহ করিতে পারে না।

অতএব আমাদের মন যে, অতএব আমাদের রক্ষক, অতএব আমাদের পালক, অতএব আমাদের নিয়ামক, অতএব আমাদের সর্ব্বস্ব। অতএব আমাদের চঞ্চল মনকে নিয়মিত করিয়া [illegible], হরিভজনের প্রতি একাগ্রভাবে আকৃষ্ট করিবে। যেমন মন হরি ও হরিজনের প্রতি অনুরক্ত, সেখানেই তাহার সার্থকতা। তখন সে [illegible], [illegible], অচল ও অটল। এইরূপ ধীর, স্থির প্রশান্ত, সেবা চঞ্চল মনই সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-কথা চিন্তা করিতে পারে। এই মনই আমা।

ভবানীপুরে প্রচার

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর অক্‌-[illegible]-সনের সভ্যগণের সাদর আহ্বানে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কতিপয় সেবক সহ তথায় উপস্থিত হইয়া "The Teachings and Philosophy of Lord Chaitanya" সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় এক ঘণ্টাকাল যাবৎ একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। সমবেত সকলেই স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত ও পরিতোষিত হন এবং সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালীর বিশেষ প্রশংসা করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিংবডির উদ্যোগে গত ২৯শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় ভবানীপুরস্থ স.ইন্‌. [illegible] হলে ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের সভাপতিত্বে গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ মহোদয় 'মুক্তি ও জীব' বিষয়ে একটী সারগর্ভপূর্ণ হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন। বক্তৃতাশ্রবণে সকলেই পরমানন্দিত হন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে যে শ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় আগামী ৭ই অক্টোবর সোমবার হইতে ১৩ই অক্টোবর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হইবেন না।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৬১১৫
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

৩। [illegible]-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক - শ্রী[illegible]

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(১১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রীনৃসিংহদেবের [illegible])
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] বাবাজী

১৭। [illegible]
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]

১৮। [illegible]
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

২২। পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৪) গোপালজীমঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(২৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], ই. বি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] ই আই রি
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

৩৭। শ্রী[illegible] মঠ
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রী[illegible]পীঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible] (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ [illegible], মথুরা
সেবক—ঐ

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৬) [illegible] মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] [illegible] পাঞ্জাব
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
১৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

৫৩। পুরুষোত্তম মঠ
[illegible] পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৪। ভক্তিকুটী—[illegible] পুরী
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

৫৫ [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী দাসাধিকারী

(৬৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
প্লট নং [illegible]
[illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible], [illegible] ই-বি
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) শ্রীবিদ্যার্থি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible]পুর ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) [illegible]বিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ই. পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) শ্রীধাম[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) গৌড়ীয় [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্য[illegible]
[illegible]
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(৫০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি ৩৲			১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲		৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲				৬৲
এক কলম ১২৲			১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৬।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	২০৲
" এক কলম ৩৩৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৫
ত্রৈমাসিক "	২।।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা এক পয়সা। নিদর্শন সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(১০১)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর প্রতিদিন খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও দেখাশুনার প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় যশের সহিত উত্তীর্ণ হইতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনচরিত সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালী ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত ও পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সকলেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সরস ও সরল। প্রচ্ছদ পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মহাশ্রী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত কর্ম্মাধ্যক্ষ, ভাণ্ডারী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদ পট অতি মনোরম। ইহাতে ১০০টী উপাখ্যান, প্রায় ৭ শত ৪০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মহাশ্রী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক স্তবের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল প্রাণগোপাল ভক্তিসুধাকর কর্ত্তৃক শ্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এবং বঙ্গদেশে তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক অপূর্ব্ব অন্বয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ সংস্করণ পাঠকে প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় অর্থ ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রভূত লাভবান্ হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ডাকের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। গৌড়ীয় গৌরবশিখর ও অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত হইবার জন্য দেশ বিদেশের জনসাধারণ [illegible] পণ্ডিত ও মনস্বী সজ্জনসংঘ সর্ব্বদা পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসার-সমূহ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ-জীবাদি-সিদ্ধান্তসারের ও অনুরূপ সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক মুমুক্ষু ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৬০ আনা মাত্র

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গ্রন্থের আদ্যন্ত বিরাট সংস্করণ বঙ্গাক্ষরে, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, প্রতিপাদ্য নির্দ্দেশ, অধ্যায়বিবরণ, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কবিরাজটীকা, মর্ম্মের ব্যাখ্যা, ভূমিকা ও সূচীসহ অভিনব সংস্করণ নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:—

শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
ডাক্তার সুরজিৎমল রায় এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

প্রভুপাদের প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অর্দ্ধবাঁধা) ৫৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৬০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৬০
৪র্থ খণ্ড—৬০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৬০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৬০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবমঞ্জুষা ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৬০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ।৵
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৬০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। প্রেম-প্রদীপ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ অর্দ্ধবাঁধা) ২৲ ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ০
২৭। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রেমোৎকর্ষ সারসংগ্রহ ২৲
২৮। বেদান্তসূত্র (সানুবাদ) ।৵
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ বাঁধা) ৬০
৩০। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা
৩৪। জৈবধর্ম (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)
৩৫। গীতমালা
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়ীয় সদাচারপঞ্জিকা
৪০। কল্যাণকল্পতরু
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপথ
৪৭। সদাচারস্মৃতি
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনপথ ।৶
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৶
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ॥০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। নবদ্বীপভাবগীতমালা বা ভাগবতপ্রবন্ধ ০
৫৬। ভাবতরঙ্গ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (সানুবাদ) ।৵
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৵
৬০। সাধনাবলী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ।৵
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজিতেন্দ্রিয় ।০
৬৩। সটীক-সিদ্ধান্তদর্পণম্ ।০
৬৪। স্তবপঞ্চক ।০
৬৫। সানুবাদ সিদ্ধান্তরত্ন ৶৵
৬৬। গৌড়ীয়মঠদর্শনম্
৬৭। সারার্থদর্শন

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ০
৬৯। এ ভিউ পয়েন্ট অব বেদান্ত
৭০। ভাগবত
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টোলজী ।৵
৭২। বিবেকানন্দ এণ্ড রামকৃষ্ণ
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বেদান্ত
৭৫। ভেদান্ত ফিলজফি এণ্ড রুল
৭৬। ঐ বাঙ্গলা ।৵
৭৭। রিলেশন ইন্ ফিলজফি অব আচার্য্যদেব রায়চৌধুরী
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ।৶
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ৫৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রীচৈতন্যভাগবত ০
৮১। নাম-তত্ত্ব ০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ০
৮৪। সন্দেশ ০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। সন্দেশ ০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ৶০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——— ::ঃ০ঃ:: ——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সাক্ষাদাচার্য্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রামাণ্যভাবে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অন্তেবাসী সর্ব্ববেদান্তাধিকারক ও লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত মিত্র মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতরত্ন সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিণত লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে বর্ণন এবং ভক্ত ও ভগবানের শ্রীমন্মহাপ্রভু-পাদে যত্ন করুন। এই 'বৃহৎ, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কালকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-৪১	৬-১৯	৭ ১০	১৩-১৬	১৩-৫৩	১৭-৫৩	২২-৫১
দমদম „	৬-৫৮	৬-৩৫	৭-৩০	১৩ ৩১		১৮-১২	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৮-১৮	৮ ০ ৭	৯-১৬	১৫-৬	১৮-৩৪	১৯-৪২	০-২৫
(বদল) ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৩৩	১৫-১৯	১৮-৪২	১৯-৪৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩৪	৮-৩৮	১০ ৮	১৫-৫১	১৯-১৭	২০-১২	১-১২

(বদল) ছাঃ	৭-১২	১০-৩১	১৫-০	১৭ ৩২	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭ ৫১	১১-১০	১৫-৪০	১৮-১১	২১-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-২
দমদম „	১১-২০
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪
ছাঃ	১৫-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৪০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৮	৯-১০	১৪-১৬	১৬-০	১৮ ৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৬	৯ ৪৮	১৪-৫৫	১৬-৩৮	১৯-১১

ছাঃ	৭-৯	৮-২০	১১ ৪১	১৬-৫৬	১৯-২	২০-৫৭	৩-৩৬
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯-১১	১২-২৬	১৭-০১	২০-১০	২১-২৯	৪-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯-২৮	১২-৩৬	১৭-৪৩	২০-১৮	২১-৩৪	৪-২৩
দমদম „		১১-৫		১৯-০		২৩-৯	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-২১	১৯-২৩	২১-৫৫	২৩-২৬	৬-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ	১২ ১৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫৫
ছাঃ	১৫-১৭
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৫১
(বদল) ছাঃ	১৬-৫৭
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-৫৪
(বদল) ছাঃ	০৭-৪৩
কলিকাতা পৌঃ	১৯-২৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাটখোলায় অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

——

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। জ্বরনাশক হিসাবে কার্য্যকারিতা অত্যন্ত অধিক। নিত্য যাঁহারা সংযুক্ত জ্বরাক্রান্ত এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৮/০ দশ আনা, বড় বোতল ১৸০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—৯১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ বর্ষ | ১ দামোদর ৪৫৪ গৌরাব্দ ৩১শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১৭ই অক্টোবর খৃঃ ১৯৪০, বৃহস্পতিবার | ১৮৩-৮৪ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

দামোদর আদি কার্ত্তিকশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৪

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::०::——

শ্রবণ—সম্বন্ধ, কীর্ত্তন—অভিধেয় ও স্মরণ—প্রয়োজন। শ্রবণ ব্যতীত সম্বন্ধের উদয় হয় না। সম্বন্ধ স্থির না হইলে অভিধেয় ও অভিধেয় স্থির না হইলে প্রয়োজনবিচার স্ফূর্ত্ত হয় না। সদ্গুরু-মুখে শ্রীচৈতন্যবাণী অনুক্ষণ শ্রবণ করিয়া তাহা অপরের নিকট কীর্ত্তন করিতে হইবে। এই কীর্ত্তনই অভিধেয়। কীর্ত্তনে নিজের শ্রবণ হইয়া থাকে, আবার কীর্ত্তনপ্রভাবেই স্মরণ হয়। হরিকীর্ত্তনের দ্বারাই অধোক্ষজের সর্ব্বক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন সেবা সম্ভব। শত শত জন্ম অর্জ্জন করিলে প্রাকৃতবুদ্ধির অবসান হয় এবং শ্রীনামের কৃপা পাওয়া যায়। শ্রীহরিকীর্ত্তনকারীর অন্য সাধন নাই। সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিতে হইবে। কীর্ত্তন যদি হয়, তাহা হইলে তৎপ্রভাবে স্মরণ হইবে। সর্ব্বতোভাবে সেবা বস্তুর সহিত আমাদের সম্পর্ক আছে। ধ্যানের দ্বারা যে অনুভূতি আসে, তাহা গৌণ। যাহা শ্রবণ করি নাই তদ্বিষয়ে মনগড়া যে কীর্ত্তন তাহা প্রাকৃত। যাহা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে শ্রবণের সৌভাগ্য হয়, তাহা অনুকীর্ত্তন করিলেই অপ্রাকৃত স্মরণ আসিবে।

———

সব সময়েই কীর্ত্তন চাই। অত্যন্ত তৎপর যাজন করিতে হইলে কীর্ত্তন সহযোগেই করিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিতে হইবে এবং শ্রুতবাণী অন্য তদ্বন্ধুর নিকট কীর্ত্তন করিতে হইবে—অশ্রদ্ধালুর নিকট নহে। অসৎসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে হইবে। বৈষ্ণবাপরাধ হইতে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। আমি পাকা বৈষ্ণব, আমি বৈষ্ণবকে চিনিতে পারি, এই প্রকার অহঙ্কার যখন হয়, তখন ভজন হইতে বিচ্যুতি ঘটে।

সাধুর সঙ্গে সর্ব্বদাই বাস করিতে হইবে। তাঁহার নিকট ভগবৎকথা শুনিতে হইবে। হরিকথা কীর্ত্তন করিলে অপরেও শুনিতে পাইবে। সুতরাং কীর্ত্তনেই আত্মমঙ্গল ও শ্রবণকারীর মঙ্গল—নিজের উপকার ও পরোপকার যুগপৎ হইয়া থাকে। কীর্ত্তনে ত্রিবিধভাবে সেবা হইয়া থাকে—কীর্ত্তনই হরিসেবা, নিজের শ্রবণে হরিসেবা, অপরকে শ্রবণের সুযোগদানে হরিসেবা, তদ্ব্যতীত কীর্ত্তনপ্রভাবেই স্মরণ হইয়া থাকে; সুতরাং স্মরণের হরিসেবাও ঐ সঙ্গে হয়।

কীর্ত্তন দ্বারা নিজের ও অপরের মঙ্গল না করিলে অপস্মৃতি আসিয়া যাইবে। যদি শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ করা হয়, তাঁহার নিকট শ্রীনাম গ্রহণ করিয়া নিরন্তর কীর্ত্তন করা হয়, তাহা হইলে অপস্মৃতি বিদূরিত হয় এবং নিরন্তর কৃষ্ণের স্মৃতি হইয়া থাকে। আমার বাস্তব দেহ আছে, এই স্মৃতি যদি না জাগে, তাহা হইলে অপস্মৃতি থাকিয়া গেল। সুতরাং বাস্তব দেহের অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বাস্তব দেহের স্মরণস্মৃতা বাস্তব দেহপ্রাপ্তির বাধা। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হ'লে চিদানন্দ স্বরূপ পাওয়া যায়। বাস্তবদেহের—চিদ্দেহের চিদিন্দ্রিয়-নিচয় দ্বারা হৃষীকেশের সেবা হইয়া থাকে। সর্ব্বদাই সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে। তাঁহার সঙ্গফলে বাস্তবদেহের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

তিনি প্রভু—ভোক্তা, আর আমি দাস—তাঁহার ভোগ্য, ইহাই ভক্তিদর্শনের বিচার। আমি নিজের চেষ্টায় জানিয়া লইব, দেখিয়া লইব—ইত্যাদি দুর্ব্বুদ্ধি। এই প্রকার দুর্ব্বুদ্ধি কাটে কি প্রকারে?—দিব্যজ্ঞানের উদয়ে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—প্রত্যেক স্থানের অণুপরমাণুতে যে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান আছে, তিনি যে সর্ব্বত্রই অন্তর্যামিরূপে বিরাজিত, তাহা ভক্তগণের দিব্যদর্শনে নিত্যকাল প্রতিভাত। কিন্তু জড় কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠায় আসক্ত অভক্তসম্প্রদায়ের অদিব্যচক্ষুতে তাহা দর্শনের বিষয় হয় না, ভক্তের দর্শনকেও তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহে না; তাই গুরুবাক্য সত্যকারী

ভগবান্ নৃসিংহদেব স্ফটিকস্তম্ভ হইতে তাঁহার আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়া ভক্তের সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শনের সত্যতা স্বয়ং প্রমাণিত করিলেন।

———

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও উদ্দেশ্যবিহীন কার্য্য করে না। ভক্তের উদ্দেশ্য কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ, তাঁহার সকল কার্য্যের ফলই ভোগ করিবেন ভগবান্। ভগবান্ প্রাকৃত-দর্শনের অতীত, কিন্তু চিদিন্দ্রিয়বিশিষ্ট। ব্রহ্ম-বাদী ও শূন্যবাদী উভয়েই দুঃসঙ্গ। নিত্য-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর উহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। সাধুসঙ্গফলে প্রয়োজনবিচার প্রেমের সহিত মিলিত হয়, তখনই কৃতার্থ। সাধুর সঙ্গ একটি মর্য্যাদক আধ্যাত্মিক ব্যতীত কাহারও প্রয়োজনবিচার যায় না। সাধুসঙ্গে অনর্থ-নিবৃত্তিক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয়। শ্রদ্ধা—সাধন, রতি—ভাব ও ভক্তি—প্রেমভক্তি। ভগবদ্দর্শন উদয়ে মুক্তি আপনি উদিতা হয়।

———

বরং বিষ খাইয়া মরিয়া যাওয়া ভাল, তথাপি সংসারাসক্ত হওয়া উচিত নহে। সংসারাসক্ত বিষয়ী ও যোষিতের দর্শনই সংসারাসক্তি, ঐ কার্য্যটি অসাধু। বিষয়ীর ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ করিলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ঐ অসৎসঙ্গ বরং অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। ইহারা হরিকথা-সম্মানের শ্রবণ করিলে, উহাদের সংসর্গ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিবেন।

কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

নামের আভাসেই পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই তিনটীর কোনটী অন্তঃকরণে থাকিলে শুদ্ধনাম একবারও জিহ্বায় উচ্চারিত হয় নাই, জানিতে হইবে। অসাধুকে সাধুর আসনে বসাইলে সাধুর অপমান হয়, ফলে নামাপরাধ হইয়া যায়। নিজের সম্বন্ধে নিন্দাদি সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিন্দা কিছুতেই সহ্য করিতে হইবে না। বৈষ্ণব-নিন্দাকারীর জিহ্বা ছেদন করিতে হইবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে বৈষ্ণবনিন্দকগণের প্রাণদণ্ডস্বরূপ প্রাণত্যাগ নিজে, তাহাতেও অসমর্থ হইলে জীবনের প্রতি নিজের মমতা থাকিলে তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে, ইহাই সাত্বত শাস্ত্রের উপদেশ।

শুদ্ধ সেবার অনুসন্ধানের জন্যই সেবা। ইহাই সকলের মূল। তাঁহার সেবা করিলে সকলেরই সেবা করা হইবে। ভগবানকে যিনি দেখাইয়া দিতে পারেন—যিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের সেবা করেন, তাঁহার নিকট ভগবানের সেবার কথা জানিতে হইবে। আমরা অজ্ঞান-বিজ্ঞানের হইতে মুক্ত হইতে পারিব যদি শ্রীগুরুতে প্রপন্ন হই; তদ্ব্যতীত আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। আমরা একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যদি সাধুর নিকট ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ করি, তাহা হইলে জগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের দ্বারা আমরা বড়্‌শিবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় আকৃষ্ট হইব না, তখন ভগবানের নিত্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হইব। অধোক্ষজের কথাই আলোচনা করা দরকার। কি করিয়া আলোচনা হবে?—সাধুসঙ্গপ্রভাবে।

আমরা একটু সময়ও নষ্ট করিব না। সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বগুণের আধার যে ভগবান্, তাঁহার বিষয় চিন্তা করিব—তাঁহার অনুশীলন করিব, তৎফলে জগদ্দর্শনের বাধাগুলি সরিয়া যাইবে। আমরা চিরদিন এই পৃথিবীতে থাকিতে পারিব না। যাঁহারা ভগবানের সেবা চাহেন, তাঁহারা জগতের কিছু চাহেন না। তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন। জগতের মঙ্গলের জন্য—নিজের ভাবীমঙ্গলের জন্য নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভগবানের ভজনই কর্ত্তব্য।

ভক্তিক্রম

শ্রদ্ধা

ভক্তিপথে শ্রদ্ধাই প্রথম—শ্রদ্ধাই ভক্তিমার্গের দ্বারস্বরূপ। শ্রদ্ধা শরণাগতি-মূলা। যেখানে শ্রদ্ধা, সেখানে শরণাগতি আছেই। ভক্তির বীজ যেমন শ্রদ্ধা, অভক্তির বীজ সেরূপ অশ্রদ্ধা। যেখানে সাধু গুরু-শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা নাই, সেখানে স্বতন্ত্রতা, স্বেচ্ছাচারিতা বা ভোগোন্মুখতা স্বাভাবিক। শ্রদ্ধাবান্ সেবোন্মুখ। শ্রদ্ধা না থাকিলে সাধুসঙ্গ হয় না। শ্রদ্ধার অপর নাম নম্রতা। যিনি ভক্তিতে অধিকারী, তাঁহার প্রথমে শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে। ভক্তিশাস্ত্রে দৃঢ়প্রত্যয়—শ্রদ্ধা, শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

> শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
> কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥

এই শ্রদ্ধা অন্ধবিশ্বাস নহে; পরন্তু ইহা অন্ধবিশ্বাসকে দূরীভূত করে। শ্রদ্ধাবান্ নিঃসংশয়। শাস্ত্রোক্ত বিধানের অনুষ্ঠানে বিশেষরূপ যত্নশীল হইয়া তদনুসারে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিবার যে আদর স্পৃহা দেখা যায়, তাহাকেও শ্রদ্ধা বলা যায়। এই উভয়বিধ শ্রদ্ধা আবার দুইভাবে বিভক্ত—স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা ও বলাদুৎপাদিতা শ্রদ্ধা। অনেকের নিজের স্বভাবে শ্রদ্ধা দৃষ্ট হয়, তাহা স্বাভাবিকী; তাহা সহজে ধ্বংস হয় না, কিন্তু সাধুসঙ্গক্রমে ধীরে ধীরে যে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহা বলাদুৎপাদিতা। তাহার উত্থান ও পতন দৃষ্ট হয়। কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ অনুক্ষণ সাধুসঙ্গে থাকিয়া অকপটে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে থাকিলে ঐ শ্রদ্ধা ক্রমে স্বাভাবিকী হইয়া দাঁড়ায়। শ্রদ্ধার উদয়ে জীব সাধুসঙ্গে ভজন করিবার আকাঙ্ক্ষা করে এবং অনন্ত 'আশ্রয় হইয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা ভক্তিপথে অগ্রসর সাধুর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়। তখন সাধুসঙ্গে তাহার ভজনক্রিয়া আরম্ভ হয়।

সাধুসঙ্গ

সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ই সাধুসঙ্গ। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম এবং তাঁহার সংস্পৃষ্ট একনিষ্ঠবৃত্তি-বিশিষ্ট নিষ্কপট সেবকগণই সাধু, এই জগতে সাধুর সংখ্যা খুবই কম; তবে নিশ্চয়ই আছে, ইহাই ভরসা। যাঁহাকে লইয়া কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব, তিনিই সাধু বা গুরু। সাধুকে বাদ দিয়া ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তির কোন অস্তিত্বই স্বীকৃত হয় না। ভগবান্‌কে লইয়া সাধুর সাধুত্ব এবং সাধুকে লইয়া ভগবানের ভগবত্তা। ভগবান্ অংশী, সাধু অংশ। ভগবান্ ও ভক্ত অভিন্ন। ভগবান্ সাধুর প্রেমবশ্য। এই সাধু অন্য কাহারও সঙ্গ করেন না। সাধুর হাত দিয়াই ভগবান্ নিজেকে দান করেন।

ভগবানের নিকট পত্রাদি প্রেরণ করা যায় না, তবে ভগবানের সকল সংবাদ সাধুর নিকট পাওয়া যায় এবং আমাদের সকল প্রার্থনা, আবেদন-নিবেদন সাধুর মধ্য দিয়াই ভগবানের নিকট পাঠান যায়। সাধুই ভগবদ্রাজ্যের Gate-keeper, সাধুকে বাদ দিয়া নিত্যমঙ্গলের কোন আশা নাই। সেইজন্য শাস্ত্রে আদৌ সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় করিতে বলিয়াছেন। "কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে।" সাধুর প্রতি এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস যাঁহার হইয়াছে, তিনিই সাধুসঙ্গের অধিকারী। এরূপ শ্রদ্ধা না হইলে সাধুর কাছে থাকিয়াও সাধুসঙ্গ হয় না। কাণ দিয়া সাধুসঙ্গ হয়। সাধুর মত হওয়ার জন্য সতত সাধুসঙ্গ। আশ্রয়ই সঙ্গী, আশ্রয়ই সঙ্গ। সঙ্গের অপর নাম সুষ্ঠ্বনুসন্ধান। অনেকেই বলেন—'সাধুসঙ্গ না করিলে কি করিয়া শ্রদ্ধা হইবে?' শ্রদ্ধা না থাকিলে সাধুসঙ্গ হইতেই পারে না। তবে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট অর্থাৎ যদি কেহ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট অর্থাৎ দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত না হইয়া থাকেন, তবে তিনি কপটতাচরণ করিয়া সাধুসঙ্গ অর্থাৎ ভক্ত ও শাস্ত্রের সঙ্গ করিতে না দিয়া যদি সরলভাবে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইবার জন্য তাঁহাদের কথা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার মঙ্গল হইবে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

> কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
> তবে সেই জীব সাধু-সঙ্গ করয়॥
> ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
> গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥

শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস দুই প্রকার। ইনি আমার অভীষ্ট বস্তু হয়ত দিতে পারেন, এরূপ যে বিশ্বাস, তাহাকে কোমলশ্রদ্ধা বলা হয়। আর ইনি আমাকে আমার অভীষ্ট বস্তু নিশ্চয়ই দিবেন, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসকেই প্রকৃত শ্রদ্ধা বলা হয়। কোমল শ্রদ্ধাকে শ্রদ্ধাতে বা দৃঢ়শ্রদ্ধাতে পরিণত করিবার জন্য সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। সাধুসঙ্গ-ফলে শ্রদ্ধা দৃঢ় হয়। দেখা যাউক, ইনি দিতে পারেন কিনা!—কোমলশ্রদ্ধা হইতে এইরূপ সন্দেহবুদ্ধির উদয় হয়। ইহা সর্ব্বনাশকর। এইরূপ কপটতা বা নাস্তিকতা যেখানে, সেখানে মঙ্গলের আশা নাই। তবে অজ্ঞতা-বশতঃ যেখানে বিশ্বাসের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, অকপটচিত্তে আনুগত্যভাবে প্রকৃত সাধুর কথা শ্রবণ করিলে সেখানে, মঙ্গল হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা জীবের নিত্য স্বভাব। যাঁহার এই স্বভাব ভাগ্যক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি সাধুসঙ্গে হরিভজনের সৌভাগ্য পান। প্রকৃত সাধু যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না। ভাগ্যবান্ জনগণ সাধুসঙ্গের জন্য ব্যাকুল হইলে ভগবৎ-কৃপায় সাধুর সঙ্গ পাইয়া থাকেন। যিনি নিষ্কপটে সাধুর সঙ্গলাভের জন্য ভগবানের নিকট ক্রন্দন করেন, তিনি অবশ্য সাধুর সন্ধান পান। ইহা কল্পনা নহে পরন্তু অবিসংবাদিত পরীক্ষিত সত্য। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন—"জগতে সাধু মাত্র একজন, তিনি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে আরও দুই চারি জন আছেন।" ভগবান্ ও ভগবদ্‌ভক্তের কৃপায় সাধুসঙ্গের মহিমা ও মাধুর্য্য তত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় না হইলে আমরা মঙ্গলের পথ ধরিতে পারি না। ভক্তিতে সাধুই সব। সেইজন্য মহাজনগণ সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গ করিতে বলিয়াছেন। এক মুহূর্ত্ত সাধুসঙ্গ হইতে তফাৎ হইলে আর ভগবানের সঙ্গ পাওয়া যাইবে না—শ্রীনাম-কীর্ত্তন হইবে না।

ভজনক্রিয়া

প্রথমেই শ্রদ্ধা, তৎপরে সাধুসঙ্গ, তাহার পরই ভজনক্রিয়া আরম্ভ। ভজনক্রিয়া দুইপ্রকার—অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা। নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ায় শৈথিল্য বা চ্যুতির কোন অবকাশ নাই। কিন্তু অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ায় ক্রমশঃ উৎসাহময়ী, ঘনতরলা, ব্যূঢ়বিকল্পা, বিষয়সঙ্গরা, নিয়মাক্ষমা ও তরঙ্গরঙ্গিণী এই ছয়টি অবস্থা দেখা যায়। পাঠ-অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া বালকের যেমন 'আমি বুঝি পণ্ডিত হলাম', এইরূপ মনে করিবামাত্র পাঠের একটি উদ্যম আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ ভক্তিমার্গে প্রথমে প্রবেশ করিবামাত্র অনেকের উৎসাহময়ী চেষ্টা দেখা যায় এবং এজন্যই অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ার প্রথম অবস্থাকে উৎসাহময়ী বলা হয়। আবার ঐ বালকের পাঠাভ্যাস যেমন কখনও গাঢ় হইয়া থাকে এবং কখনও বা অধীত শাস্ত্রার্থ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাহেতু সরলতা উপলব্ধ না হওয়ায় পাঠাভ্যাস শিথিল হইয়া পড়ে, তদ্রূপ ভক্তের কখনও ভজনাঙ্গের সম্যক্ নির্ব্বাহ হইলে ভজনক্রিয়ার ঘনত্ব অর্থাৎ ভজনোৎসাহ বা সেবোৎসাহ এবং ঐ সকল অঙ্গের

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

ভজনক্রিয়ার অনির্বাহের হেতু কখনও বা ভজনে অর্থাৎ শৈথিল্য বা নিরুৎসাহ দেখা যায়। এইজন্য এই অবস্থাকে ঘনতরলা বলা হয়। তৎপরের অবস্থা ভক্তের অন্তঃকরণে "আমি আমার পুত্র-কন্যাদিগকে বৈষ্ণব করিয়া সপরিবারে ভগবৎ-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া গৃহে থাকিয়াই সুখে কালযাপন করিব, অথবা সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন পূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির দ্বারা নিজে কৃতার্থ হইব। আমি যদি সংসার ত্যাগই করি, তবে ঐ ত্যাগ কিছুকাল ভোগের পর ভোগকে তুচ্ছ জানিয়াই করা উচিত, কি এখনই করা উচিত? সংসার ত' ছাড়িতেই হইবে। তবে এখনই ছাড়িব, না বৃদ্ধ মাতাপিতার মৃত্যুর পর ত্যাগ করিব? অল্পবয়সে সংসার ত্যাগ করিলে ত্যাগের পরও সংসারচিন্তা থাকে কিন্তু বর্ত্তমানে সংসারে ত' কিছু ভজনের সুযোগ দেখা যাইতেছে না, এখন কি করা যায়? গৃহস্থভক্ত হইব না, মঠবাসী হইব? মঠে ত' গেলাম, এখন মঠে থাকিয়া হরিভজন করি, না বাড়ীতে গিয়া গৃহস্থভক্ত হই"— ইত্যাদি সঙ্কল্প-বিকল্পময় নানা প্রকার অবস্থার উদয় হয় বলিয়া এই অবস্থার নাম ব্যূঢ়বিকল্পা; তৎপরে বিষয়সঙ্গরা—এই অবস্থায় উপস্থিত সংশয়ের নিবৃত্তি হইয়া ত্যাগেই নিশ্চয়তা জন্মে অর্থাৎ বিষয় ত্যাগ না হইলে কৃষ্ণভজন হয় না, ইহা স্থির করিয়া সংসারত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হয়। অথচ ত্যাগের চেষ্টা সত্ত্বে বিষয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া কখনও বা বিষয়ের পরাজয় হয়, কখনও বা নিজের পরাজয় ঘটে। পরাজয় কালে ঘৃণার সহিত বিষয়ভোগ করা হয়। ভজনক্রিয়ার এই অবস্থাকে বিষয়সঙ্গরা বলে। ইহার পর নিয়মাক্ষমা—ভজনক্রিয়াতে নিয়ম করিয়া ভজন করিতে থাকিলেও নিয়ম রক্ষা করিতে অক্ষম হওয়া। যেমন কোন ভক্ত নিয়ম করিলেন যে, "আজ হইতে প্রত্যহ একলক্ষ বা পঁচিশ হাজার নাম করিব, দশবার প্রণাম করিব। ভক্তের সেবা করিব, গ্রাম্যকথা, অসৎসঙ্গ ও অসৎচিন্তা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিব, আবশ্যক ভক্ষ্য গ্রহণ করিব, প্রত্যূষে উঠিব, নিয়ম করিয়া সাধুসঙ্গ ও ভগবানের কথা আলোচনা করিব" ইত্যাদি। কিন্তু নানা বিঘ্ন বশতঃ ঐ সকল নিয়মপালনে অক্ষম হইলেন। প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ এইরূপ নিয়মের সঙ্কল্প করিয়াও যথাকালে নিয়ম প্রতিপালন করিতে অক্ষম হইবার এই প্রকার অবস্থাকে নিয়মাক্ষমা বলা হয়। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই সকল কথা স্বরচিত মাধুর্য্য-কাদম্বিনী গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বিষয়সঙ্গরা ও নিয়মাক্ষমার মধ্যে পার্থক্য এই যে, বিষয়সঙ্গরায় বিষয় ত্যাগ করিবার সামর্থ্য থাকে না, আর নিয়মাক্ষমায় ভক্তির উৎকর্ষ সাধন করিবার ক্ষমতা থাকে না। অবশেষে তরঙ্গরঙ্গিনী—এই অবস্থায় লোকে ভক্তের প্রতি অনুরাগী হয়। তজ্জন্য লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির সুযোগ ঘটে। এই অবস্থায় ভজনকারী লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-তরঙ্গে রঙ্গ করিতে থাকেন। ফলতঃ উহা ভক্তিলতার উপশাখা। তদ্দ্বারা লাভ না হইয়া হানিই হইয়া থাকে। উপশাখা বৃদ্ধি হইলে মূল লতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।

অনর্থনিবৃত্তি

সাধুসঙ্গে ভজনক্রিয়া আরম্ভ হইলে ও উহাতে চর্চা করিলে ক্রমশঃ সর্ব্বপ্রকার অনর্থনিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। পরন্তু ভজনে শৈথিল্য বা নিরুৎসাহ আসিলে অনর্থসমূহ প্রবল হইয়া ভজনেচ্ছাকে ক্রমশঃ খর্ব্ব করিয়া থাকে। সাধুসঙ্গে ভজনক্রিয়া দ্বারা অনর্থ নিবৃত্তি হইবেই। যেখানে ভজনক্রিয়া হইতেছে অথচ অনর্থনিবৃত্ত হইতেছে না, সেখানে ভজনক্রিয়া নিশ্চয়ই সুষ্ঠুভাবে হইতেছে না, বুঝা যাইতেছে। অনর্থ চারিপ্রকার—তত্ত্বভ্রম, অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ। তত্ত্বভ্রম চতুর্ব্বিধ—স্বতত্ত্বে, পরতত্ত্বে, সাধ্য-সাধনতত্ত্বে ও বিরোধিতত্ত্বে ভ্রম। অসত্তৃষ্ণা চতুর্ব্বিধ—ঐহিক এষণা, পারত্রিক এষণা, ভুক্তিকাম ও মুক্তিকাম। হৃদয়দৌর্ব্বল্য চতুর্ব্বিধ—তুচ্ছ বিষয়ে আসক্তি, কুটিনাটী, মৎসরতা ও প্রতিষ্ঠা। অপরাধ চতুর্ব্বিধ—কৃষ্ণনামে, কৃষ্ণরূপে, কৃষ্ণভক্তে ও অন্য জীবে। চারি প্রকারে অনর্থের উদয় হইয়া থাকে। যথা—দুষ্কৃতোত্থ, সুকৃতোত্থ, অপরাধোত্থ ও ভক্ত্যুত্থ। পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কৃত বা পাপের ফলে দুঃখজনক বিষয়ে যে অনুরাগ, দ্বেষ বা আসক্তি, তাহা দুষ্কৃতোত্থ। আর বিবিধ প্রকার ভোগের অভিনিবেশকে সুকৃতোত্থ অনর্থ বলে। পূর্ব্বকৃত সৎকর্ম্ম বা সকামপুণ্যকর্ম্মের ফলে অনিত্য ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সুখই সুকৃতোত্থ অনর্থ। নামাপরাধ ও সেবাপরাধই যথাক্রমে অপরাধোত্থ ও ভক্ত্যুত্থ অনর্থ।

এই চতুর্ব্বিধ অনর্থের নিবৃত্তিও আবার পাঁচপ্রকার—একদেশবর্ত্তিনী, বহুদেশবর্ত্তিনী, প্রায়িকী, পূর্ণা ও আত্যন্তিকী। তাহার মধ্যে 'প্রাথমিক পরিচয়' ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে অপরাধজাত অনর্থসমূহের নিবৃত্তি ভজনক্রিয়ার অনন্তর একদেশবর্ত্তিনী। ভজনক্রিয়ার পরিপাকে নিষ্ঠার উদয় হইলে ঐ অনর্থনিবৃত্তি বহুদেশবর্ত্তিনী, ভগবানে রতির উদয় হইলে উহা প্রায়িকী, প্রেমের উৎপত্তি হইলে পূর্ণা এবং ভগবৎপাদপদ্ম লাভ হইলে আত্যন্তিকী অনর্থনিবৃত্তি হইয়া থাকে। অনেকে বলেন, ভগবৎপ্রাপ্তি হইলে অনর্থ, অপরাধ বা পতনের কোন কথা নাই, তবে চিত্রকেতুর ভগবৎপ্রাপ্তি হইলেও তিনি মহাদেবের নিকট অপরাধী হইয়াছিলেন কিরূপে? উত্তর এই যে, লোকশিক্ষার্থ মহাভাগবত চিত্রকেতুর ইহা লীলাভিনয় মাত্র। চিত্রকেতুর যে তাৎকালিক অধঃপতনের কথা পাওয়া যায়, তাহা বাস্তবিক নয়, প্রাতীতিক মাত্র। কারণ, ঐরূপ অপরাধে বৃত্রত্ব প্রাপ্তির পরও প্রেমসম্পত্তি থাকায় পার্ষদের ও বৃত্রের বৈশিষ্ট্যের অভাবই সিদ্ধ হইতেছে।

দুষ্কৃতোত্থ অনর্থসমূহেরও ভজনক্রিয়ার অনন্তর প্রায়িকী, নিষ্ঠার উৎপত্তি হইলে পূর্ণা, আর ভগবানে আসক্তি জন্মিলে আত্যন্তিকী অনর্থনিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। আর ভক্তি হইতে জাত প্রতিষ্ঠাদি অনর্থসমূহেরও ভজনক্রিয়ার পর একদেশবর্ত্তিনী, নিষ্ঠা হইলে পূর্ণা এবং রুচি জন্মিলে আত্যন্তিকী অনর্থনিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। এই সমস্ত অবস্থায় কেবল শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে থাকিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সেবায় নিযুক্ত থাকিলে অনর্থনিবৃত্ত হইয়া নিষ্ঠার উদয় হয়।

নিষ্ঠা

আমরা পূর্ব্বে অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ার কথা বলিয়া অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ার ছয়টী বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছি। অনর্থসমূহ নষ্টপ্রায় হইলে নিষ্ঠার উদয় হয়। অনিষ্ঠিতা অবস্থায় শ্রবণকীর্ত্তনের দ্বারা সম্যক্ অনর্থ নিবৃত্ত হয় না। নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ায় অর্থাৎ নিষ্ঠায় অভদ্র নষ্টপ্রায় হইয়া থাকে। নষ্টপ্রায় বলার উদ্দেশ্য এই যে, নিষ্ঠায় অনর্থনিবৃত্তি হইলেও অনর্থের কোন কোন অংশের নিবৃত্তি হয় না, ইহাই বুঝা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥"

যাহাতে নিষ্ঠা বা নৈপুণ্য উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে নিষ্ঠা বলে। প্রত্যহ চেষ্টা করা সত্ত্বেও অনবধানতায় লয়, বিক্ষেপ, অপ্রতিপত্তি, কষায়, রসাস্বাদ—এই পাঁচটী অন্তরায়ের বিঘ্নে দুর্নিবারহেতু ভজনে নৈপুণ্য সিদ্ধ হয় না। অনর্থনিবৃত্তির পর ঐ পাঁচটী অন্তরায় নিবৃত্তপ্রায় হইতে দেখা যায়। তখনই নিষ্ঠার উদয় হয়। সুতরাং লয়াদির অভাবই যে নিষ্ঠার লক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ কি? শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণকালে নিদ্রাদির আগমনই লয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণের কালে কীর্ত্তন অপেক্ষা শ্রবণে ও শ্রবণ অপেক্ষা স্মরণে উত্তরোত্তর নিদ্রার উদগম 'লয়'। কীর্ত্তন শ্রবণাদির সময় ব্যবহারিক বিষয়ের আলোচনা বা সংসারিক বার্ত্তা সম্পর্ক থাকিলে তাহাকে বিক্ষেপ বলে। লয়-বিক্ষেপ না থাকিলেও কখনও কখনও যে শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে অযোগ্যতা জন্মে, তাহাই অপ্রতিপত্তি। শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি-সাধনের কালে ক্রোধ, লোভ ও গর্ব্বাদির যে সংস্কার, তাহাকে কষায় বলে। আর বিষয়-সুখোদয়কালে কীর্ত্তনাদিতে অনভিনিবেশের নাম রসাস্বাদ।

নিষ্ঠা সাক্ষাৎ ভক্তিবিধায়িনী ও অনুকূল বস্তুবিষয়িনী ভেদে দ্বিবিধা। উভয়েও সাক্ষাৎ ভক্তি অনন্তপ্রকার হইলেও মুখ্যতঃ কায়িকী, বাচিকী ও মানসিকী এই ত্রিবিধা। তাহারও কাহারও মতে প্রথমে কায়িকী, পরে বাচিকী ও তৎপরে মানসিকী সাক্ষাৎ নিষ্ঠা জন্মিয়া থাকে। ভক্তগণের মধ্যে গুণ ও বলের তারতম্য অনুসারে কেহ কেহ ঐ প্রকারের সংস্কারের বিপর্য্যয়বশতঃ ভগবদ্ভক্তের আধিক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অমানিত্ব, মানদত্ব, মৈত্রী ও দয়াদি ভক্তির অনুকূল বস্তু। [illegible] কোন কোন গুণ প্রকৃতি [illegible] নিষ্ঠা দেখা যায়। যদি কেহ বলেন যে, আমাদের অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা কোন্ ভক্তি জন্মিয়াছে, তাহা কি করিয়া জানিব? উত্তর এই যে, ক্রমশঃ শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদিতে শৈথিল্য ও অবসাদই অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা ভক্তি জন্মিয়াছে কিনা, তাহা জানিবার পক্ষে [illegible] উপায়। [illegible] নিষ্ঠা হইলে [illegible] জন্মিয়াছে ও তাহার অভাবে অনিষ্ঠিতা, ইহা জানিতে হইবে।

রুচি

নিরন্তর [illegible] কীর্ত্তনাদিতে [illegible] রুচি। [illegible] উৎপন্ন হইলে শ্রবণকীর্ত্তনাদি [illegible] অনুশীলনের

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
৩১। আশ্বিন, ১৩৪১

বিপুল-সম্মান-পুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২৫শে আশ্বিন ১০ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার হইতে ২১শে কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পারমার্থিক আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের 'সজ্জনিং বৃত্তি'র উদ্যোগে ঢাকা নগরীতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে আশ্বিন [illegible] ব্রত উদ্যাপন (নিয়ম সেবা) সময়ে বর্ণিত শ্রীহরিনাম-মহোৎসব কীর্ত্তন মুখে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে উক্ত মঠে প্রত্যহ উষঃকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠব্যাখ্যা, শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন, ইষ্ট-গোষ্ঠী এবং সন্ধ্যায় শ্রীনাম প্রচার হইবে।

অতএব, কৃপা করিয়া সপার্ষদ [illegible] যোগদান করিলে 'সজ্জনিং বৃত্তি'র সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিবেদন ইতি—

শ্রীশ্রীগুরু-কিঙ্কর—
শ্রীসত্যানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সেক্রেটারী, 'সজ্জনিং বৃত্তি'

সেবনীয় সম্বন্ধে [illegible] হয় না। এই রুচি আচরণ সম্বন্ধীয় বিষয়ে ভক্তের স্বভাব আনুকূল্য উদয় করাইয়া থাকে। রুচি—আস্বাদনীয় রূপা। কথাই উহাকে ভজনাবস্থায় লইয়া যায়। [illegible] ভজনের [illegible] না থাকিলেও তাহা [illegible] থাকিলে [illegible] হইতে পারে। [illegible] এখানে [illegible] হয়। [illegible] হইবার [illegible]—[illegible]। [illegible] বৈষ্ণবী, যথা—[illegible] অর্থাৎ [illegible] রুচি বস্তুকে [illegible], [illegible] অনুরূপ [illegible] হয়। অর্থাৎ ভগবানের লীলাবিষয়ে অনুরাগযোগী সুর, তাল, [illegible] না থাকিলেও ভগবৎ-বর্ণনাতে ভক্তদের মাধুর্য্য, বর্ণনার কৌশল এবং [illegible] নিজ আস্বাদ [illegible], উপযুক্ত কাল, প্রস্তাব, [illegible] উপকরণের অনুকূলতা প্রভৃতি না থাকিলে কোন কোন ভক্তের তাহাতে রুচি জন্মে না। এই রুচিকে বস্তুবৈশিষ্ট্যাপেক্ষী রুচি বলা হয়। [illegible] হইয়া [illegible] আছে। [illegible] সাধারণতঃ [illegible] রুচি [illegible] নাই। কারণ, [illegible] সেবায় [illegible] উক্ত প্রকার বৈশিষ্ট্যের অপেক্ষা হইয়া থাকে। [illegible] অনুসরণ [illegible] বলিয়া জানিতে হইবে। [illegible] রুচি ভগবানের নাম-রূপাদির উপরেই বলবতী হইয়া থাকে এবং উহাতে [illegible] গোচর [illegible] থাকে না।

আসক্তি

রুচি যখন গাঢ়তমা হইয়া ভজনীয় ভগবানকেই বিষয় করে, তখন তাহাকে আসক্তি বলে। ইহা ভক্তের [illegible] এরূপ [illegible] করে যে, তাহাতে মন [illegible] হইলে [illegible] অবলোকিতের [illegible] হয়। প্রথমে ভক্তের [illegible] বিষয়ে [illegible] থাকে [illegible] রুচি [illegible] উপকরণাদিতে প্রাপ্তি হয়। পরে আসক্তি [illegible] বিনা চেষ্টাতেই [illegible] হয়।

রুচি ভজন-বিষয়ক এবং আসক্তি ভজনীয়-বিষয়ক। রুচি ও আসক্তির মধ্যে অপেক্ষিক ও গৌণ ভেদ মাত্র। অর্থাৎ রুচির পরিপক্কাবস্থাই আসক্তি। শ্রীল [illegible] বলিয়াছেন,—"[illegible] সাধনভক্তে জীব [illegible], [illegible] জীবের বিষয় বিষে গতি বা চেষ্টা অসম্ভব করিয়া। [illegible] অসম্ভব। [illegible] বা [illegible] স্বভাবই স্বচ্ছ। অতএব উন বলিয়া যে একটী কথা আছে, সেই উনই স্বচ্ছের মূল। এই সম্বন্ধে পাঠ করা দরকার। [illegible] এই যে, উহা শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করে। রুচি বা আসক্তি হইতে ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণ আকৃষ্ট হইতে থাকেন। এখনও [illegible] আরম্ভ হয়। [illegible] কৃপায় [illegible] সঙ্গে সঙ্গে [illegible] আরম্ভ হয়।"

ভক্তির ক্রমপন্থা বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ, অনন্তর ভজনক্রিয়া, অনর্থ নিবৃত্তি, তৎপরে নিষ্ঠা, পরে রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেমের কথা বলিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার মাধুর্য্যকাদম্বিনী গ্রন্থে 'আদৌ শ্রদ্ধা' শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, "আদৌ প্রথম-সুকৃতে শাস্ত্র শ্রবণ শ্রদ্ধা [illegible]। [illegible] সাধুসঙ্গে ভজন-[illegible]। নিষ্ঠা অর্থে অবিক্ষেপেন [illegible] [illegible]। [illegible]!" প্রথম সাধুসঙ্গে প্রয়োজনাদির পর 'অভিধেয়' সাধুসঙ্গে ভজনক্রিয়া অর্থাৎ [illegible] শিক্ষা আরম্ভ হয়। ভজন করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তি হয় পরে নিষ্ঠা অর্থাৎ নিশ্চলপূর্ব্বক ভাবে সেই ভজনের প্রতি একাগ্রতা জন্মে। পরে রুচি অর্থাৎ লালসা এবং তৎপরে আসক্তি প্রকাশ পায়, নিষ্ঠা হইতে আসক্তির ভেদ এই যে, নিষ্ঠাটি বুদ্ধিপূর্ব্বিকা অর্থাৎ বুদ্ধিপূর্ব্বক সতত ভজনে রত থাকার নাম নিষ্ঠা আর আসক্তি স্বাভাবিকী অর্থাৎ সাধক যে স্থলে পৌঁছলে কোন প্রকার বুদ্ধিকৃত চেষ্টা না থাকে না, নিজের স্বাভাবিকত্বে ভজনে অভিনিবেশ উপস্থিত হয়, তাহার নাম আসক্তি। আসক্তির পর ভাব বা রতি। তারপর প্রেম।

ভাব

ভক্তি পরম-পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া ভাব নাম ধারণ করে। ভাবের অপর নাম রতি। এই ভাব সৎ, চিৎ ও আনন্দ— এই স্বরূপভূত শক্তিত্রয়ের সমন্বয় বা মুকুলিত অবস্থা। ইহাকেই প্রেমকল্পতরুর উৎকৃষ্ট-পুষ্প বলা হয়। ইহার বাহ্য প্রভাবেই সকলের শুশ্রূষা, আত্মভজন প্রভৃতি লোককে দ্রুত আপনে পবিত্র করিয়া থাকে। ইহার একটি পরমাণু অর্থাৎ সামান্যতঃ সমস্ত অজ্ঞান দূর করিয়া থাকে। এই ভাবসূর্য্যের পূর্ব্ব বিশুদ্ধ হইয়া সাক্ষাৎ শ্রীভগবানকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক প্রকট করিয়া থাকে। এই ভাব গাঢ় হইলে প্রেম হয়।

ভক্তি ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষলঘুতাকারিণী, সুদুর্লভা, সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। ভক্তির তিনটি অবস্থা— সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি।

সাধনভক্তির পরিপক্কাবস্থাক্রমে ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির প্রকাশ। যেমন একটী আমের কাঁচা, ডাঁসা ও পাকা অবস্থা। আসক্তি পর্য্যন্ত সাধনভক্তি। সাধনভক্তি বা সাধনক্রিয়া এক নহে। যে সকল অঙ্গাদের যাজন দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি করিবার চেষ্টা হয়, তাহাই সাধনক্রিয়া। সাধনক্রিয়া শুদ্ধ মুক্ত আত্মার উপর কার্য্যকরী নহে। কিন্তু সাধনভক্তি আত্মার সাধন-ভূমিকায় নিত্য ক্রিয়াবতী। সাধনভক্তিতে ক্লেশনাশকত্ব ও শুভদাত্ব এই দুইটী গুণ আছে। ভাবভক্তিতে সাধনভক্তির দুইটী গুণ এবং মোক্ষ-লঘুতাকারিত্ব ও সুদুর্লভত্ব এই চারিটী গুণ আছে। আর প্রেমভক্তিতে এই চারিটী গুণ এবং সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মতা ও কৃষ্ণাকর্ষিতা এই ছয়টী গুণ আছে। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—"অহংতা ও মমতা ব্যবহারিকী বৃত্তিতে অত্যন্ত গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে—"আমি সংসারে থাকিয়াই বৈষ্ণব হইব, সেই ভগবানই আমার সেব্য হউন" এইরূপ যথা অভিমত শ্রদ্ধাকণিকা জন্মিলে উহার পারমার্থিকত্ব-গন্ধ-প্রযুক্ত ঐরূপ জীবের ভক্তিতে অধিকার জন্মে। তদনন্তর সাধুসঙ্গ ঘটিলে পারমার্থিক অংশের গাঢ়তা জন্মে, তৎপরে অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া আরম্ভ হইলে অহংতা ও মমতার পরমার্থ-বস্তুতে একদেশব্যাপিনী এবং ব্যবহারিক বিষয়ে পূর্ণা বৃত্তি জন্মে। ভজনক্রিয়ার নিষ্ঠা জন্মিলে উহার বৃত্তি পরমার্থ-বিষয়ে বহুদেশব্যাপিনী ও ব্যবহারিক বিষয়ে প্রাদেশিকী হয়। রুচি উৎপন্ন হইলে ঐ বৃত্তি পরমার্থ-বিষয়ে প্রাচুর্য্যিকী ও ব্যবহারিক বিষয়ে একদেশব্যাপিনী হইয়া থাকে। পরে আসক্তি উৎপন্ন হইলে ঐ বৃত্তি পরমার্থ-বিষয়ে পূর্ণা ও ব্যবহারিক বিষয়ে গন্ধমাত্রা-বশিষ্টা হইয়া থাকে। তদনন্তর ভাবের উদয় হইলে ঐ বৃত্তি পরমার্থবিষয়ে আত্যন্তিকী থাকিয়া যায়, পরন্তু ব্যবহার-বিষয়ে বাধিতানুবৃত্তি ন্যায়ে আভাসময়ী হইয়া থাকে। প্রেম জন্মিলে অহংতা ও মমতার্দ্ধ পরমার্থবিষয়ে পরমোত্তাবিকা ও ব্যবহারবিষয়ে একেবারে সম্বন্ধরহিত হইয়া থাকে। এই প্রকার ভজনক্রিয়ার আরম্ভে ভগবদ্ভাব বার্ত্তান্তর-সংযুক্ত ও ক্ষণিক হইয়া থাকে, নিষ্ঠা হইলে সেই ধ্যানে বার্ত্তান্তরের আভাসমাত্র থাকে, রুচি জন্মিলে ঐ ধ্যান বার্ত্তান্তররহিত হইয়া বহুকালব্যাপী হইয়া থাকে। আসক্তি জন্মিলে সেই ধ্যান অতিমাত্র গাঢ় হইয়া থাকে। ভাবে ধ্যানমাত্রেই ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। প্রেমেও স্ফূর্ত্তির বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে এবং শ্রীভগবদ্দর্শন হইয়া থাকে।"

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৬১১০
সেবক—শ্রীমৎ [illegible] দাসাধিকারী

৩) যোগপীঠ মায়াপুর-মঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদন[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) [illegible]
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(১০) গৌর-[illegible]-মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) কৃষ্ণদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ [illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রী[illegible] নিকটবর্ত্তী)
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭ [illegible]
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) [illegible]
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) [illegible]-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৪) গোপালজীউমঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২৫) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(২৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

৩৩ [illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible], দেরাদুন সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible] (ইউ পি)
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

৩৭ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible] (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম
[illegible], মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ [illegible], মথুরা
সেবক—ঐ

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৬) [illegible] মঠ—[illegible]
পোঃ [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

৫৩। [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৪। [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৫ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৯) শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible]

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং ২
[illegible]
[illegible]
সেবক—[illegible]

৬৬ গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
[illegible], কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৯) শ্রীগৌড় মঠ অফিস,
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) সরস্বতী[illegible]পীঠ,
[illegible] (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]

(৭১) পরবিদ্যাপীঠ, দৈনিক [illegible],
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible]

(৭২) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭৩) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭৪) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]

(৭৫) [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ কটক
সেবক—শ্রী[illegible]

(৭৬) শ্রী[illegible]
[illegible]
[illegible], নদীয়া
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীসনাতনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::*::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিবস	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিবস
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৶০	।০
" " ইঞ্চ	৩৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩০	৪০

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৶০ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালীটি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকেই সংযোন্নত ও পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। গ্রন্থটী পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ জয়দেবী, বারিকা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১০০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ জয়দেবী, বারিকা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্মপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খাবার ও সেবকবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত ; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বাপর সঙ্গতি তৎপরে মোটা অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় অর্থ ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার সরল ব্যাখ্যা, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ২॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরববিহারী অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে স্বদেশ তথা বিদেশের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ উত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-বরানুবর্ত্তনে ও তদনুকূল 'সত্যানুসন্ধানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী' গৌরকৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

শ্রী ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের অভিনব বিরাট সংস্করণ বঙ্গাক্ষরে, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, প্রতিশব্দ নির্ঘণ্ট, অধ্যায়বিবরণ, মানচিত্র প্রভৃতি সহ মাত্র গৌড়ীয়মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'ভক্তি'-টীকা, বিবৃতি, ব্যাখ্যা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয়মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:—

শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
অধ্যাপক শ্রী[illegible] এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধাংশ) ৬
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অর্দ্ধাংশ) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—১
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম বিরহ-অষ্টক ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বাস্তব-আনুকূল্য
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ অর্দ্ধাংশ) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গ ভাষা ॥০
২৭। মুক্তিফলের অপনোদনঃ (সাগবাট) ১৲
২৮। বেদান্তসূত্রসার (সাগবাট) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। জীব-জিজ্ঞাসা ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ॥০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ।০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগোদ্রুম কল্পতরু ।০
৪০। কল্যাণকল্পতরু ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা ॥০
৪৩। সাধনকণ্ঠ
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনকণ্ঠ
৪৭। মনঃশিক্ষা
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴১
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সাগবাট) ০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। সঙ্কল্পকল্পদ্রুম বা স্বাতন্ত্র্যোপনিষদ ০
৫৬। আত্মনিবেদন ও শরণাগতি ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যসহিত) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ৵০
৫৯। সিদ্ধিলক্ষণ ৵০
৬০। সাংখ্যমালা ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী নিবন্ধঃ ।০
৬৩। সটীক নিত্যানন্দাষ্টকম্
৬৪। স্তবমালা
৬৫। মাধুর্য্য শিক্ষাষ্টক ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ অফ দি বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজী ।০
৭২। ভক্তিস্ট্র ফিলজফি ।৵০
৭৩। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। কেশব গীতা ।০
৭৫। শ্রীমদ্ভাগবত গৌড়ীয়মঠ ইত্যাদি ৴০
৭৬। ইন ডিফেন্স ।০
৭৭। রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড ফিলজফি অফ শ্রীচৈতন্য ও চৈতন্য-ভাগবত
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। প্রেমবিবর্ত্ত
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার,

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্যের অন্তেবাসী পরবিদ্যাপারিষিতাক গুণলেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সঙ্কলিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। একাদশ ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৬০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবত অক্লান্ত-বৈষ্ণবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে বহু বই এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সহ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৫৫ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—যাবতীয় গৌড়ীয় মঠ ও প্রচার কেন্দ্র; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কালকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৪১	৬-১৯	৭-১০	১২-১৬	১৩-৫৩	১৭-৫৩	২২-৫১
দমদম ,,	৫-৫৮	৬-৩৫	৭-৩০	১৩ ৩৭		১৮-১২	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৮	৮-০৭	৯-১৬	১৫-০৩	১৮-৩৪	১৯-৪২	০-২৫
(বদল) ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৩৩	১৫-১৬	১৮-৪২	১৯-৫৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩৩	৮-৩৮	১০ ৮	১৫-৫১	১৯-১৭	২০-২২	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১	১৫-০	১৭-৩২	২০-৩০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০	১৫-৪০	১৮-১১	২১-১০	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-২
দমদম ,,	১০-২০
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৯ (ন্যারো গেজের)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪
ছাঃ	১৫-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৭০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৮		৯-১০	১৪ ১৬	১৬-০	১৮ ৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৬		৯-৪৮	১৪ ৫৫	১৬-৩৬	১৯-১১	
ছাঃ	৭-২	৮-৫০	১১ ৪১	১৬-৫০	১৯-২	২০-৫৬	০-৩৬
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯-২৫	১২-২৬	১৭-৩১	২০-১০	২১-২৯	৪-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯-২৮	১২-৩৩	১৭-৪৩	২০-১৮	২১-৭৪	৪-২৫
দমদম ,,		১১-৩		১৯-০		২৩-৯	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-২১	১৯-২৬	২১-৫৫	২৩-২৬	৫-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ	১৪ ১৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫৫
ছাঃ	১৫-১০
শান্তিপুর পৌঃ	১৫-৫১
(বদল) ছাঃ	১৬-৫০
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-৩৪
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩
কলিকাতা পৌঃ	১৯-২৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহ প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ২৪৩নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ঔষধটি হইয়া তাই ইহা অত্যন্ত অধিক। পিত্তার প্লীহা যকৃত কামলার এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮/০ দশ আনা, বড় বোতল ১৮/০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—৯১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড। শ্রীমায়াপুর ১লা কার্ত্তিক ১৩৪৭, ১৮ই অক্টোবর, ১৯৪০ শুক্রবার ১৮৫তম সংখ্যা

নানা সংবাদ

——::(০)::——

রাজকুমারী এলিজাবেথের বেতারবার্ত্তা

বিমান-আক্রমণের ফলে যে সকল শিশু ইংলণ্ডের পল্লীঅঞ্চলে কিম্বা বিদেশে স্থানান্তরিত হইয়াছে তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া রাজকুমারী এলিজাবেথ তাঁহার প্রথম বেতার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ঐরূপ শিশুদিগকে পিতামাতা আত্মীয়বন্ধু ত্যাগ করিয়া দূরদেশে বাস করিতে বাধ্য হওয়ার জন্য আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন এবং স্মরণ করাইয়া দেন যে, শান্তি-প্রতিষ্ঠার পরে বর্ত্তমান যুগের শিশুদিগকেই অধিকতর সুন্দর ও শ্রেয়তর নূতন জগৎ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

বক্তৃতা অবসানে রাজকুমারী এলিজাবেথ ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী রাজকুমারী মার্গারেট রোজ শিশুদিগকে শুভরাত্রি জ্ঞাপন করেন।

———

মার্কিণ ডেষ্ট্রয়ারের বৃটিশ এলাকায় উপস্থিতি

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আরও কতকগুলি ডেষ্ট্রয়ার সমুদ্র বৃটিশ এলাকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। একটী জাহাজের ক্যাপ্টেন বলেন, তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে পথ অতিক্রম করিয়াছে, রাস্তায় কোনরূপ আপদ্‌বিপদ্‌ ঘটে নাই। জার্ম্মাণীর কোন বিমানের সঙ্গেও তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয় নাই।

"হেরাল্ড ট্রিবিউন" পত্রের ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতা বলিয়াছেন যে, শাসনবিভাগীয় মহল আশা করেন, সেনাবিভাগের দুর্গের উপর বোমাবর্ষণকারী বিমানের কতক বৃটেনকে বিক্রয় বিষয় শীঘ্রই পুনর্ব্বিবেচনা করা হইবে। উক্ত সংবাদদাতা আরও বলেন যে, বৃটেন ঐ সকল বিমান চাহিয়াছেন বটে, কিন্তু সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে উহা পাঠান সম্ভবপর হইবে না। সংবাদদাতা একখানি সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিম্নোক্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

এইরূপ ৩৬খানি বিমান ইতিমধ্যেই বৃটেনে পাঠান হইয়াছে। সমরবিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তাঁহারা বলেন, "এ সম্পর্কে কোন আলোচনা করা হইবে না। এ সংবাদ সমর্থন বা অস্বীকার করাও হইবে না।"

———

বিজিত দেশে অসন্তোষ বিস্তার

'নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন' পত্রিকা একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, জার্ম্মাণগণ ইউরোপীয় মহাদেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িলে বিজিত দেশসমূহে অশান্তি বিস্তারের ফলে তাহাদের অসুবিধা বৃদ্ধি পাইবে। আমষ্টার্ডামে ওলন্দাজদিগকে গ্রেপ্তার করার এবং নরওয়েতে পুলিশ নিয়োগের অসুবিধার উল্লেখ করিয়া উক্ত পত্রিকা লিখিয়াছেন—"ডেনিসে শাসকদিগের মধ্যে সমবেতভাবে যে বিক্ষোভ জন্মিয়াছে, নরওয়ে ও হল্যাণ্ডে সেরূপ মনোভাব প্রকাশ পায় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। তিনি সরকারীভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, বৃটেনের ও সেনাপতি ও দলের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশকল্পে খোলাখুলিভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে জার্ম্মাণ-শক্তি নিঃশেষ হইলে কিম্বা বৃটেন আক্রমণকালে জার্ম্মাণগণ পরাজিত হইলে বিজিত জাতিগুলির রুদ্ধ আক্রোশ আত্মপ্রকাশ করিয়া হিটলারের পতন ঘটাইতে পারে।"

———

পিপিং হইতে মার্কিণ নারী ও শিশু অপসারণ

পিপিংএ মার্কিণ দূতাবাসে প্রতিনিধিদের পরিবারভুক্ত ৫০টি নারী ও শিশুকে অপসারণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগে আদেশ দিয়াছেন। অবশিষ্ট ৫৫০ জন বেসামরিক মার্কিণ প্রজার মধ্যে ৭০ জন যথাসম্ভব শীঘ্র স্থানান্তরে গমনের ব্যবস্থা করিতে কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। ১০০ জন অবস্থা খারাপ হইলে স্থান ত্যাগ করিতে চাহেন। অবশিষ্ট বেসামরিক ব্যক্তিগণ অচিরে গুরুতর সংকটের সম্ভাবনা থাকিলে স্থান ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক। রাজদূতের স্ত্রী তাঁহার দুইটি শিশুসহ এবং দূতাবাসস্থ অপর কয়েকজন কর্ম্মচারীর পরিবারবর্গ ৭ই নভেম্বর সাংহাই হইতে "প্রেসিডেন্ট বুলিন" জাহাজযোগে যাত্রা করিবেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে ঘাঁটি ইজারা

বুয়েনস এয়ারেস হইতে "নিউইয়র্ক টাইমস্‌" এ প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ—অতি বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, ব্রেজিল ও চিলি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে নৌ ও বিমান ঘাঁটির স্থান ইজারা দিতে সম্মত হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থেই ঘাঁটিগুলি নির্ম্মিত হইবে। প্রকাশ, উরুগুয়ে তাহার পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিয়া এখন ঘাঁটি ইজারা দিতে রাজী হইতে পারে।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট দৈনন্দিন আলোচনা উপলক্ষে এক বেতার বক্তৃতায় আক্রমণকারী রাষ্ট্রগুলিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে শক্ত হইবার জন্য নিষ্ঠুর হইতে হয় না। তিনি আক্রমণকারীদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, সামরিক আয়োজনের জন্য আমেরিকানদের বাহিক হোড়াহোড়ের মধ্যে যে আপোষ প্রবৃত্তি চলিয়াছে, তাহা যেন তাহারা লঘুভাবে উড়াইয়া না দেয়।

———

হস্তীপৃষ্ঠে ভারত ভ্রমণ

সম্প্রতি চৌনপুরের অন্তর্গত বারাগাঁতে একটি হস্তীর মালিককে ভিক্ষা করিতে দেখা গিয়াছে।

ভিক্ষুক হস্তীর পৃষ্ঠে চড়িয়া 'ভগবান' জয় ধ্বনিঘোষে চীৎকার করিতে থাকে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে যে, সে যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত অযোধ্যা হইতে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। পথে সে ভিক্ষা-বৃত্তির সাহায্যে নিজের ও হস্তীর ভরণ-পোষণ করিতেছে। তাহার দৈনিক পাঁচ টাকা লাগে। উহা হইতে সে নিজের জন্য এক টাকা ও হস্তীর জন্য চারি টাকা ব্যয় করিয়া থাকে।

সুদূর প্রাচীতে মার্কিণ প্রজাবৃন্দ

মিঃ কর্ডেল হাল ঘোষণা করিয়াছেন যে, ম্যানচুরিয়া ও কোরিয়া নামক জাপানের দুইখানি সমুদ্রগামী জাহাজ প্রস্তুত করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র প্রাচ্য দেশসমূহ হইতে মার্কিণদিগকে অপসারণের উদ্দেশ্যে সুদূর প্রাচ্যে প্রেরিত হইবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬॥০ টাকা মাত্র

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—বিহারপ্রদেশের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগৌরব মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে বহুবিধ তথা বহুদূর প্রদেশসমূহের সমাগত পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী মহাত্মবৃন্দগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবিশুদ্ধসিদ্ধান্তবর্ণনে ও তদনুরূপ 'সদাচারস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকরুণাশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গ্রন্থের অভিনব বিরাট সংস্করণ প্রকাশার্থ, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, পরিশিষ্টে বিষয়-নির্দ্দেশ, অধ্যায়বিবরণ, স্থানসূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, বিবর্ত্তের আলেখ্য 'ভূমিকা ও সূচীসহ অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০,
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮,
দশম স্কন্ধ— ৯,
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬,
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬,
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪,
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১,; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড ১,; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১,
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১॥০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২,
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২,
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২,
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১,
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আম্নায় ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১,
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ ২,
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১,
অবাঁধা) ১,
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। মুক্তিশতকা অপগৌরবঃ (সানুবাদ) ২,
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিন-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ .০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ্ঠ ৴১
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৩ খণ্ড) ৬
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ০
৫৬ ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেশ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪ স্তবস্তব ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাৎসারবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ .।০
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ।৵০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। শোর্ট গৌড়ীয়মঠ টক স্কুইট ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৸০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫,

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।।
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵।
৮৩। গীতাবলী ৴।
৮৪। শরণাগতি

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৸

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

প্রচারিত

১৫শ বর্ষ | ২ দামোদর ৪৫৪ গৌরাব্দ ১লা কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১৮ই অক্টোবর ইং ১৯৪০, শুক্রবার | ১৮৫ তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠে হরিকথা

শ্রীধামবাসী ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপার করুণার কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীধামে আগত ব্যক্তিগণের নিকট তাঁহারা শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমার কথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের চিত্ত যাহাতে শ্রীধামসেবার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য যত্ন করিতেছেন। শ্রীধামে প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে পাঠ হইতেছে।

গত ১২ই অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যায় অধিবেশন নাটমন্দিরে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্তরঙ্গ সেবক শ্রীপাদ অনুচানন্দ সেবাবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জীবের স্বরূপ, গুরুবর্গের প্রকট-অপ্রকটলীলা, ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার কথা অনেকক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রীধামে ঊর্জ্জব্রত

বর্ত্তমানে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীধামবাসী ভক্তগণ পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া তদানুগত্যে গত ১৩ই অক্টোবর রবিবার হইতে হরিসংকীর্ত্তনমুখে ঊর্জ্জব্রত আরম্ভ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও রাত্রে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ হইতেছে। অপরাহ্নে ভক্তগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা ও উপদেশামৃত আলোচনা করিতেছেন। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দিরপরিক্রমা ও মধ্যে মধ্যে শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমাও হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ভক্তগণ প্রশ্নোত্তরমুখে বিবিধ প্রশ্নের সমাধানও করিতেছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় শ্রীধাম সর্ব্বক্ষণ হরিকথা মুখরিত হইতেছে।

সুবর্ণবিহার শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার মূলমঠ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা নবদ্বীপমণ্ডলান্তর্গত শ্রীসুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠে গত ১০ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে হরিসংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রকট-মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বহু ভক্ত মহোৎসবে যোগদান করিয়া উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে ভক্তগণ গুরুবৈষ্ণববন্দনার পর বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি এল্ মহোদয় সমাগত ভক্ত ও নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসিগণের নিকট একটি সারগর্ভপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা সকলের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বক্তৃতার পর মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। তৎপরে সমাগত প্রায় শতাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে রায় বাহাদুর কে, সি, সেন অবসরপ্রাপ্ত সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ যাযাবিকারী? ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল্, শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রমুখ ভক্তগণ এবং কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীপাদ অনুচানন্দ সেবাবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ এবং শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীপাদ ভগবান ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, মহোপদেশক শ্রীপাদ গুরুচরণদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, বি-এল, শ্রীপাদ নবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ কৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী প্রমুখ বহু ভক্ত তথায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে হরিকীর্ত্তনোৎসব

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে এবং গৌড়ীয়মিশনের 'গভর্নিং বডি'র সেবাযোগে গত ১০ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার শ্রীবিজয়াদশমী তিথি ও পূর্ণপ্রজ্ঞাচার্য্যপাদ শ্রীমদ্ মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবতিথি হইতে বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। সংকীর্ত্তন-মহোৎসবোপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে বহু লোকের সমাবেশ হইয়াছে।

শ্রীমদ্ মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-বাসরে ঊষাকাল হইতে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক, শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব'-গ্রন্থ পাঠ, হরিকীর্ত্তন, নগর-সংকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী সভায় পুনরায় শ্রীমধ্বাচার্য্যের চরিতকথা ও মতের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীহরিনাম ও শ্রীগুরুবন্দনা কীর্ত্তনের পর মঠের সুপ্রশস্ত নাটমন্দিরে বহু সজ্জন ও বিদ্বজ্জনপূর্ণ সভায় শ্রীমাধ্বক্ষেত্র বিজয়োৎসব ও পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমদ্ মধ্বাচার্য্যপাদের জীবনচরিত, তাঁহার আচার-প্রচার-বৈশিষ্ট্য ও শুদ্ধবৈষ্ণব সম্বন্ধে দীর্ঘকাল যাবৎ যথাক্রমে পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, শ্রীপাদ অনন্তকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-রামতীর্থ মহোদয় বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হয়। অতঃপর উপস্থিত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদত্ত হয়। উৎসবোপলক্ষে প্রাতে একটী বিরাট নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা মঠ হইতে বহির্গত হইয়া ওয়ারীরোড, ঠাটারিবাজার, নবাবপুর রোড, জনসন রোড, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], একরামপুর, [illegible] রোড হইয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। [illegible] ১৫ [illegible] হইয়াছিল। ঢাকাবাসী [illegible]

উৎসবোপলক্ষে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুত [illegible] লিখিত '[illegible]' [illegible]

কৃষ্ণ আমার পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল

আ.ম.নিবেদন-দৈন্যে ছুটাও অজ্ঞান॥

যেখানে হরিকথা নাই, সেস্থান যতই আত্মীয়-স্বজন-বেষ্টিত হউক না কেন, যতই বাসের সুবিধাজনক হউক না কেন, সেই সকল স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ নিতান্ত পরিত্যাজ্য।

—শ্রীল প্রভুপাদ

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible]

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা

যাঁহারা হরিনাম গ্রহণ করিয়া কেবল জড়ানন্দে মত্ত থাকেন, তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রেম লাভের সম্ভাবনা দূরে থাক, [illegible] চতুর্দ্দশ [illegible] বিচারবাদের [illegible] শ্রীগুরুদেবের কৃপা। [illegible] বিরোধী [illegible] সঙ্গ প্রদান করে [illegible]।

'গুরুদেবের আমি' বিচারটিকেই প্রকৃত 'তৃণাদপি' ধরা। [illegible] চিন্তাধারার সঙ্গে d[illegible] হইতে দিয়া —তাঁহার নিকট [illegible] দেখাইতে দিয়া তাঁহাদের [illegible]— [illegible] বিচার [illegible] আত্মবঞ্চনা করিতে হইবে না। [illegible] লোক আমাকে [illegible] পারিবা আমাকে [illegible] তাহাতে [illegible] ditto (সায়) দেওয়া কখনই আত্মবঞ্চনার বিচার নহে। আমার বিচার হইবে—আমি 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ'; এই বাণীটী নিজের আমার সর্ব্বক্ষণ বলতে' [illegible]। [illegible] হইলেই নিশ্চয়ই [illegible] হইতে হইবে না [illegible] ছাড়িতে হইবে না। [illegible] ব্যবহারের চেয়ে [illegible] করিবার কিছুই নাই [illegible] নিত্য [illegible] নহে। [illegible]

[illegible] উপলব্ধি যদি না-ও হয়, তবুও সকল সময় [illegible] আবৃত্তি বা জপ করিতে পারাও সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা।

ভক্তির পথ কঠিন নহে, অতি সহজ। আমাদের [illegible] নাই কাঠিন্য থাকে না। [illegible]—acquired knowledge নহে, উহা আত্মার স্বাভাবিক [illegible]।

সম্বন্ধজ্ঞান না হইলে ভজন হয় না। সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত ভজন করিলে [illegible] যায়। [illegible] থাকিলে [illegible] যায়। [illegible] কোনও প্রয়োজন।

নামের মধ্যেই সব আছে। নাম-[illegible] নিকট [illegible] নামের প্রকাশ, [illegible] static, [illegible] প্রকাশিত হইয়ে কৃপা করুন।

পরমেশ্বর [illegible] বা নারায়ণ [illegible] নাই। প্রকটলীলা [illegible] হয় না। [illegible] রূপে [illegible] পারেন [illegible]।

'তুলসী না দিলে প্রসাদ হইবে না, এরূপ [illegible]। [illegible] সম্বন্ধ, [illegible] lim[illegible] [illegible] নাই। [illegible] হইলেই সুবিধা। Absolute দর্শন না হইলে non-absolute দর্শন হইবে। [illegible]

[illegible] Without [illegible] থাকে না। [illegible] 'আমি [illegible] সেবক' [illegible] 'আমি [illegible]—নাম' [illegible] তাঁকে চাপা [illegible] গুরু।

ঊর্জ্জব্রত

——:(০):——

ঊর্জ্জব্রতেরই অপর নাম দামোদরব্রত, কার্ত্তিকব্রত বা নিয়মসেবা। ঊর্জ্জশব্দের অর্থ উৎসাহ বা বল। যে মাসে হরিসেবার উৎসাহ ও বলবৃদ্ধি পায় যে ব্রত পালন করিয়া চলিলে হরিভক্তির পথে উত্তরোত্তর অগ্রসর হওয়া যায়, তাহাই ঊর্জ্জব্রত। এই মাসে ভোগ ত্যাগ করিয়া নিরন্তর ভাবে হরিসংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবা শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের সেবাই কর্ত্তব্য। দ্বাদশ মাসের মধ্যে কার্ত্তিক মাসই শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়। এই মাসে অল্পমাত্র উপাসন দ্বারাই ভগবান্ সন্তুষ্ট হন। আমাদের কিছু স্থূল উপাসন থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু আমাদিগকে এই মাসে নিয়ম করিয়া কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করিতে হইবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের মঙ্গল লাভ হইবে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥"

ভগবানকে সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে, তাঁহাকে কখনও ভুলিতে হইবে না, ইহাই মূল বিধি। এই বিধিপালনের নামই 'নিয়মসেবা-উদ্‌যাপন'। তদ্ব্যতীত যে সকল বিধি আছে, তাহা সকলই এই মূল বিধির অনুগত। ভগবানকে ভুলিয়া বিধি-পালনের কোন মূল্য নাই। ভগবান্‌কে ভুলিয়া ভগবানের সেবা হয় না। ভগবদ্-বিস্মৃত অবস্থায় যে সেবার অভিনয় বা বিধি-পালন, তাহাতে তাঁর বা ভগবানের প্রীতিসাধন হয় না, কিন্তু সুকৃতি লাভ হইতে পারে মাত্র। তাই সাধুগণের আদেশ ও উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে থাকিয়াই এই নিয়ম-সেবা করিতে হইবে। যাঁহারা ভগবান্ ও ভক্তগণের দ্বারা নিয়মিত হইয়াছেন, সেই ভক্তসঙ্গে নিয়মিত হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণমুখে কালযাপনই এই ব্রতের উদ্দেশ্য। সাধুসঙ্গ ছাড়া আমাদের নিয়মসেবা বা ঊর্জ্জব্রত পালন হইবে না। তাই মহাজন গাহিয়াছেন —

"তুয়া ভক্ত সঙ্গে তুয়া কথা রঙ্গে
ছাড়হুঁ সকল পরমাদ।"

ভক্তসঙ্গে থাকিয়া খুব দৃঢ়চিত্ত হইয়া এই ব্রতপালন করিতে হইবে। এই ব্রতের মূল উদ্দেশ্য—কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ। আমাদের সর্ব্বক্ষণই এই বিধি পালনীয়। যিনি এই ঊর্জ্জব্রত বিধি পালন করেন না, তিনি হয় নাস্তিক, না হয় অভিভক্ত। হরিভজনেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই এই ব্রত পালন করা উচিত।

কার্ত্তিকমাসে প্রত্যহ রাত্রির শেষ যামে জাগরণ পূর্ব্বক স্তব পাঠ করিতে করিতে শয্যা হইতে উঠিতে হইবে। শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিক, পাঠ, কীর্ত্তন, শ্রীমন্দির ও শ্রীধাম-পরিক্রমাদিতে যোগদান করিতে হইবে। প্রতিদিন দামোদরাষ্টক পাঠ করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকারে সম্ভব তীর্থে বাস অর্থাৎ যে স্থলে গুরুবৈষ্ণবগণ অবস্থান করেন, যে স্থলে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের মহিমা কীর্ত্তিত হয়, সেরূপ স্থানে অবস্থান করিতে হইবে। কার্ত্তিকমাসে শ্রীরাধানিত্যজনের নিত্যাশ্রিত শ্রীরাধাদামোদরের সেবা করিতে হইবে। সম্ভবপর হইলে এক বেলামাত্র প্রসাদ পাওয়া উচিত। তাহাতে বাস ও সর্ব্বতো-ভাবে হরিসেবা-তৎপর থাকিতে হইবে।

এই মাসে কলমীশাক, পটল, বেগুন, বরবটী, সীম, অলাবু পরিত্যাজ্য। যাবতীয় আসব, রসুন, কলাই, চন্দ্রপুলিকা, মসুর, পোস্ত প্রভৃতি খাদ্য পরিত্যাজ্য। কোন প্রকার বিলাসসামগ্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ। নখ, লোমাদির ক্ষৌরকার্য্য করিতে নাই। সর্ষপবান, ব্রতী লবণ, তৈল, পুষ্প প্রভৃতি বহু উপভোগত্যাগ করিবেন, ভূমিতে শয্যা পাতিয়া শয়ন করিবেন, দধি, দুগ্ধ, তক্র প্রভৃতিও পরিত্যাগ করিতে পারেন। এক-কথায় ব্রতী জীবনধারণ করিতে যাহা একান্ত প্রয়োজন, তাহা ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করিবেন না।

এই ঊর্জ্জব্রত পালনোপলক্ষে শুধু প্রাণহীন বাহ্যিক বৈরাগ্য করিয়া লাভ নাই। এই একমাস কঠোর বৈরাগ্য করিয়া যদি কৃষ্ণে বিন্দুমাত্রও অনুরাগ না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উহা বৈরাগ্য নহে, পাষণ্ডীর্কাণ্ডরই রূপান্তর। তাই মঙ্গল-কামী সাধক আমরা সর্ব্বক্ষণ লক্ষ্য রাখিব যাহাতে আমাদের চিত্তে স্বাভাবিকভাবে ভোগ্য বস্তুর প্রতি বিরাগ উপস্থিত হইয়া সেব্যবস্তু শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের প্রতি উত্তরোত্তর অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। বাহ্যিক বৈরাগ্য করিয়া—সেবার ঠাটবাট বজায় রাখিয়া অন্তরে প্রভুপাদপদ্ম হইতে যদি তফাতেই থাকি, তাহা হইলে আর লোক দেখাইয়া কি লাভ? ফলতঃ এই সকল বিধি পালন করিয়াও বিশেষ ফললাভ হইবে না, যদি সত্য সত্যই প্রভুকৃপা-লাভের জন্য প্রাণে

ব্যাকুলতা না জাগে। বৈরাগ্য ভক্তির সহচরী। আমরা যদি বাস্তবিকই ভগবানের সেবালাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হই, তাহা হইলে ভোগের দিকে মন থাকিবে না।

আমরা যেন সর্বক্ষণ দীন, হীন, কাঙ্গাল হইয়া কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকিতে পারি। যদি আমাদের অন্তরে স্বাভাবিক দৈন্যের উদয় হয়, যদি সেবালাভের জন্য অন্তরে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং তজ্জন্য যদি সর্বক্ষণ সঙ্গোপনে কৃপাভিক্ষা করিতে পারি, তবেই ব্রতপালনের সার্থকতা হইবে, তবেই প্রভু কৃপা করিবেন।

ল সুন্দরানন্দ প্রভুর বক্তৃতার মর্ম

[গত ২১।৯।৪০ তারিখে ভবানীপুর 'সাউথ্ সুবার্বন স্কুলে' শ্রীগৌড়ীয় মিশনের সেক্রেটারী মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ. মহোদয় যুক্তি ও ভক্তি' সম্বন্ধে যে একটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহার মর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

বর্তমান যুক্তির যুগে যুক্তি ব্যতীত কেহ কোন কথা শুনিতে রাজী নহেন। যুক্তিবাদিগণের ধারণা ভক্তি জিনিষটি অন্ধবিশ্বাস মাত্র। যুক্তির উপর যে সিদ্ধান্ত বা মতবাদ তাহা অভ্রান্ত। কিন্তু যুক্তিবাদিগণের উপকরণ যে সকল যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, তাহা অসম্পূর্ণ, ভেদ্য ও সসীম; সুতরাং উক্ত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত এবং মতবাদও যে অসম্পূর্ণ, ভেদ্য ও সসীম, তাহা বলাই বাহুল্য। যেমন চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট একগ্লাস পরিষ্কার জলের মধ্যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা দেখিলে বহু বিষাক্ত জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায় এখানে চক্ষুর দর্শনটি অপূর্ণ বোঝাচ্ছে। যদি শ্রুতির দ্বারা শাসিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সেই যুক্তি সম্পূর্ণ সুনির্মল হইতে পারে নতুবা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের স্থাপিত যুক্তিবাদ শেষে হতাশ হইয়া অদৃষ্টবাদের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস করে। কেবল যুক্তির দ্বারা বাস্তবসত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, কেবল যুক্তিবাদিগণ অন্ধবিশ্বাসী হইয়া যুক্তির কবলে কবলিত হইয়া পড়ে। যুক্তিবাদিগণ প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করিয়া বস্তুনির্দেশের চেষ্টা করে কিন্তু প্রত্যক্ষবাদের দ্বারা নিজের অস্তিত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। প্রত্যক্ষবাদে কি অজ্ঞাত পিতাকেও প্রত্যক্ষ করা যায়? একমাত্র মাতার বাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করিয়াই সত্যে উপনীত হওয়া যায়। সেই শ্রুতি মাতাই আমাদের পরমপিতা ভগবানের সন্ধান জানাইয়া দেন।

যুক্তি যখন শ্রুতির আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন সেই যুক্তি বাস্তব সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয়; নচেৎ যুক্তি ব্যভিচারিণী হইয়া যুক্তিবাদিগণকে বঞ্চিত করিয়া আত্মহত্যা সংঘটন করায়। বেদান্ত "তর্কা প্রতিষ্ঠানাৎ" শ্লোকে তর্ক ও যুক্তির দ্বারা বাস্তব বস্তুকে নিরূপণ করিতে পারা যায় না, জানাইয়াছেন। যদি শ্রুতির অনুগত হওয়া যায়, তবে শ্রুতির বাণীকে আশ্রয় করিয়া বাস্তববস্তু নিরূপিত হইতে পারে। ভারতবর্ষ শ্রুতির দেশ। প্রকৃত চেতনের ধর্ম—শ্রুতির ধর্ম। উহা নিত্যনীতি বহুপ্রকারের যুক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া বাস্তবসত্যের ধর্ম হইতে বহু দূরে পড়িয়াছে। মহাজনগণ যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া শ্রুতির বাণী যুক্তিকে স্বীকার করিয়া শ্রৌত বা ভাগবতধর্মকে প্রকাশ করে। ভক্তি অন্ধবিশ্বাসের ধর্ম নহে।

"শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার॥"

যিনি শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ, তিনিই মহাভাগবত। শ্রৌত-যুক্তির অপর নাম ভক্তি। ভক্তিরাজ্যের কর্ণধার আচার্যচতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রীমধ্বাচার্যের অধস্তন বাদিসিংহস্বামী তাঁহার যুক্তিমল্লিকার পাঁচটী শ্লোকে যুক্তির দ্বারা বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নিরীশ্বর মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্যগণ যুক্তিকে অবহেলা করেন নাই, তাঁহারা শ্রৌতযুক্তিকে আশ্রয় করিয়া ভক্তির কথা প্রচার করিয়াছেন।

আধ্যক্ষিকগণ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা বৈকুণ্ঠবস্তুকে মাপিবার চেষ্টা করিয়া বঞ্চিত হয়। বৈকুণ্ঠবস্তুকে মাপা যায় না। যাহাকে মাপা যায়, তাহা মায়া। ভক্তি বৈকুণ্ঠের আর জগৎ প্রাকৃত। আধ্যক্ষিক বা প্রাকৃত ধনের দ্বারা ভগবান্‌কে মেপে নেওয়া যায় না। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা জগতের বস্তুকে মেপে নেওয়া যায়, তখন আমি তাহার প্রভু, জগতের বস্তু তখন আমার গোলাম।

যদি ভগবানকে মাপ্‌তে যাই, তা'হলে ভগবান্‌কে গোলাম কর্‌তে যাচ্ছি। আমার ইন্দ্রিয়ের চেয়ে ছোট না হ'লে তাঁকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপা যায় না। যেটা আমার ইন্দ্রিয়ের চেয়ে বড় হ'লেও আমার ইন্দ্রিয় ও যন্ত্রের দ্বারা স্থূলপ্রাকৃত ভাবকে মেপে নিচ্ছি, ভগবান্ সেইপ্রকার বস্তু নহেন, বড় বস্তুকে ছোট বস্তুর দ্বারা মাপা যায় না। ভগবান্ পুরুষোত্তম এবং একমাত্র ভোক্তা। তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের উপর একমাত্র প্রভুত্ব বিস্তার কর্‌তে পারেন।

যুক্তিবাদিগণকে পরিণামে নির্বিশেষবাদে আত্মহত্যা করিতে হয়। যুক্তিবাদী ভাবকে মহদানন্দ করে, তাদের দুগ্ধ-স্বপ্ন ঘোরে মুগ্ধ হন। উক্ত দুগ্ধ-স্বপ্ন ঘোরকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, ভগবানের কৃপার নিকট একমাত্র শরণাগত হইতে হবে। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" শ্লোককে সর্বপূর্বক শরণাগত হ'লে যুক্তি নির্মল হইতে পারে। যুক্তিবাদিগণ কৃষ্ণলীলায় ব্যভিচারের আরোপ করেন। এ সকল লীলামাধুর্য যুক্তিবাদিগণ বুঝিতে পারিবেন না। শাস্ত্র অনুগত হ'য়ে দেখলে এই লীলায় পরম চমৎকারিতা লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণ একমাত্র পুরুষোত্তম আমরা সকলেই তাঁর ভোগ্য। "[illegible]"। [illegible] গীতায় উপদেশক কৃষ্ণ, সর্বযজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা বা প্রভু কৃষ্ণ একমাত্র পুরুষ যেখানে অনেক স্ত্রীপুরুষ, সেখানে ব্যভিচার ও লাম্পট্যের কথা। যেখানে একমাত্র পুরুষ ভোক্তা—কৃষ্ণ, সেখানে অন্যের ব্যভিচারের ও লাম্পট্যের অবকাশ নাই, সেখানে একমাত্র পুরুষোত্তমের লাম্পট্য ও ব্যভিচারের কথা অসম্পূর্ণ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবান্ ও তত্ত্বকে দেখতে গেলে ভুল হয়। পূর্ণশক্তির স্বামী মায়া, শুধু নিঃশক্তিক তা, যুক্তিবাদিগণের এরূপ সিদ্ধান্ত হয়। বাস্তবসত্য নির্দ্ধারণে যুক্তির বিচার যদি শ্রুতির অনুগত না হয়, তবে ভুল হ'য়ে যায়। বেদে কালে পরে ভগবানের কথা হ'লে তিনি প্রাকৃত নায়ক হ'য়ে যান, যুক্তিবাদীর এই মত ভ্রমাত্মক। ভক্তি শ্রৌতযুক্তির পরিপূর্ণতার সম্পদের সর্বসৌন্দর্য রয়েছে, কিন্তু ভক্তি ত্যাগ হ'লে প্রাকৃত যুক্তির ধার ধারে না। যেমন মা ছেলেকে ভালবাসে, তাহা [illegible] ক'রে অথবা কাহাকে জিজ্ঞাসা ক'রে কর্‌তে হয় না। সম্বন্ধজ্ঞান নির্মল হ'লে তখন জানতে পারি—বুঝতে পারি—উপলব্ধি কর্‌তে পারি তখন আর যুক্তি অবলম্বন ক'রে তর্ক করতে হয় না।

যাঁদের ভক্তি হ'য়েছে তাঁরা ধর্ম, কর্ম, জ্ঞান, যোগ, শাসন বা একযুক্তির দ্বারা প্রমাণ [illegible] করেন না, অন্যথায় তর্ক করেন। কেননা তাহাতে পূর্ণ যুক্তি আছে, ইহা অন্ধবিশ্বাস নহে, স্বাভাবিকী প্রীতির আকর্ষণ অপ্রাকৃত বাক্যে চেতনের সহজ মাতা পুত্রকে [illegible] ভালবাসেন না। প্রেমের বিচার পারমার্থিক ও অহৈতুক হয়। প্রেমিকের প্রীতি সদৃশ্য সহজ, ভক্তি, তাহার অনুকরণ কাজ নহে, তাঁদের

ভক্তির ও শ্রৌতযুক্তি এক নয়, ভক্তি পরিপূর্ণ সুযুক্তি, তাহার উপাসক ভাগবত। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রৌতযুক্তির কথা ব'লেছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, তত্ত্বসূত্র, তত্ত্ববিবেক প্রভৃতি গ্রন্থে যুক্তির দ্বারা ভক্তিকে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন। সেটি শ্রৌতযুক্তি, উহা আগমবাদ নয়।

প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুকে ব'লেছিলেন, কাশীতে মায়াবাদী নিবাসে না, যেখানে যুক্তির স্থান। শ্রীমহাপ্রভু শ্রৌতযুক্তির দ্বারা তাঁহার যুক্তিকে খণ্ডন করেছিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য যাঁর নিকট মহাপ্রভু শ্রৌতযুক্তি বা বেদের কথা কীর্তন করেছিলেন। [illegible] যাঁহার করা [illegible] শাস্ত্র প্রমাণ [illegible]। [illegible] মুখ্য [illegible] যুক্তি [illegible]। [illegible] উপাসনা হবে। [illegible] যুক্তিকে বহুমানন না ক'রে কোন [illegible] উপনীত হ'তে পারেন না। তাঁহারা [illegible] ও [illegible] মানেন না, তাঁদের [illegible] স্বীকার করেন না। [illegible] মনে করেন মহাজনগণ [illegible] তাঁহারা মায়া [illegible] বহুমানন করেন। [illegible] পারে না। [illegible] না। [illegible] যুক্তিযুক্ত। [illegible] না। [illegible] তাঁরা [illegible] ক'রেছেন। [illegible] না। [illegible] দেখা [illegible] না। [illegible] যায়। [illegible] নাই। [illegible] দ্বারা [illegible] ভক্তি।

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

৩) যোগপীঠ মায়াপুর [illegible] শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) [illegible]দ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা—শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(১৮) [illegible]-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible]

(২৫) [illegible]-গোরাচাঁদ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] ৬৬, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible], গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ নিমসার [illegible] ইউ পি।
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৭। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], পাঞ্জাব
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) গোপীবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫। ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
১৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] পাণ্ডা

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ
—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

৫১। পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫২। ভক্তিকুটী—[illegible], পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৩ [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

৫৭। শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক শ্রী[illegible]

৫৯। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], ([illegible])
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

(৬২) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
[illegible], ডব্লিউ, ৫
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
[illegible], কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible], [illegible] ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ. পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) শ্রীধর-অঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ [illegible] শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রকাশ-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	৩৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	৸

প্রতি সংখ্যা এক পয়সা ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরপত্রী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরপত্রীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সংক্ষ সরল প্রণালীটি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত ও পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। গ্রন্থটী পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, পোঃ ধামরাই, নারিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু ছবির সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১০০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, পোঃ ধামরাই, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও সেবনব্যয় প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত্র, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা পরিস্ফুটভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নরহরি ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্‌-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে [illegible] এই অপূর্ব্ব গীতার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত [illegible] যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা [illegible] অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা [illegible] শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ [illegible] শ্রীবিশ্বনাথকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায় [illegible] প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীনরহরি [illegible], শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

——:৹:——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবন-চরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই ইহার অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অন্তেবাসী সারস্বতবিদ্যাপীঠের ও লেখক “গৌড়ীয়” সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি “ঠাকুর ভক্তিবিনোদ” নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি ১২৫ পৃষ্ঠা এবং সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভাক্তিশাস্ত্রী ঐতিহাসিক-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অপূর্ব্ব ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে পণ্ডিত এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই ‘হাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত,) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ অধুনাই প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ:	৫-৪১	৬-১৯	৭ ১০	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫০	২২-২১
দমদম „	৫-৫৮	৬-৩৫	৭-৫০	১৩ ৩৭		১৮-১১	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ:	৬-১৮	৮ ০ ৫	৯-১৬	১৫-৩	১৮-৩৪	১৯-৪২	০-২৫
(বদল) ছাঃ:	৬-৩০	৮-৫	৯-৩১	১৫-১৯	১৮-৪২	১৯-৪৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ:	৭-৩৪	৮-৩৮	১০-৮	১৫-৫১	১৯-১৭	২০-২২	১-১২
(বদল) ছাঃ:	৭-১২		১০-৩১	১৫-০	১৭-৩২	২০-৩০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ:	৭ ৫১		১১-১০	১৫-৪০	১৮-১১	২১-১০	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ: ১১-৯
দমদম „ ১০-২০
রাণাঘাট পৌঃ: ১-৫৫
ছাঃ: ১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ: ১৩-২৮
(বদল) ছাঃ: ১৩ ৩৩ (ন্যারো গেজ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ: ১৪-১৪
ছাঃ: ১৫-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ: ১৫-৪০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ:	৫-৫৮	৯-১০	১৪-১৬	১৬-০	১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ:	৬-৩৬	৯ ৪৮	১৪ ৫৫	১৬-৩৯	১৯-১১

ছাঃ:	৭-৯	৮-৪০	১১-৪১	১৬-৫৬	১৯-২	২০-৫৬	০-৩৬
রাণাঘাট পৌঃ:	৭-৪৪	৯ ২৯	১২-২৬	১৭-৩১	২০-১০	২১-২৯	৪-১৫
(বদল) ছাঃ:	৭-৫২	৯-২৮	১২-৩৭	১৭-৪০	২০-১৮	২১-৩৪	৪-২০
দমদম „		১১-৩		১৯-০		২৩ ১	
কলিকাতা পৌঃ:	৯-২১	১১(২০	১৪-২১	১৯-২৬	২১-৫৫	২৩ ২৬	৬-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ: ১৪ ১৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ: ১৪-৫৫
ছাঃ: ১৫-১৭
শান্তিপুর পৌঃ: ১৫-৫১
(বদল) ছাঃ: ১৬ ৫০
রাণাঘাট পৌঃ: ১৭-৩৪
(বদল) ছাঃ: ১৭-৪৩
কলিকাতা পৌঃ: ১৯-২৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:৹:——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা “দৈনিক নদীয়া প্রকাশ” ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘গৌড়ীয়’ এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা “হারমনিষ্ট” ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ২।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় “পরমার্থী” নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। শিতার মীঠা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
চন্দর গোহালা, ২৪ পরগণা

গ্রা—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড। শ্রীমায়াপুর - ২রা কার্ত্তিক ১৩৪৭, ১৯শে অক্টোবর, ১৯৪০ শনিবার ১৮৬তম সংখ্যা

নানা সংবাদ

—::(০)::—

জাপ-সেনাবাহিনীর অভিযান

মধ্য চীনের কোন স্থান হইতে টোকিও এজেন্সির নিকট প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ, ১৮০ মাইল দীর্ঘ রণক্ষেত্রে সর্ব্বত্র জাপানীগণ অগ্রাভিযান আরম্ভ করিয়াছে। আঙ্কেই ও চিকিয়াং প্রদেশের সীমান্তে ইয়ং স হইতে 'চেংতাও' এর তীর পর্য্যন্ত ঐ রণাঙ্গন বিস্তৃত। বলা হইয়াছে যে, হুংকিংয়ে ২০টি চীনা ডিভিসনের এবং তাইহু হ্রদ এলাকায় চীনাদের তৃতীয় রণাঙ্গনে কম্যুনিষ্টবাহিনীর বিরুদ্ধে জাপানীরা অভিযান আরম্ভ করিয়াছে।

উক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ—৩রা অক্টোবর 'ইয়াংসি নদীতীরে উহু নামক স্থানে এবং চীকেংতাও নদীর মোহনায় হ্যাংচাউ নামক স্থানে প্রায় একই সময়ে অভিযান আরম্ভ করা হইয়াছিল। পূর্ব্বে অভিযানকারী ঐ দুইটি জাপ সেনাদলের মধ্যে যোগ স্থাপিত হয় নাই। জাপানীগণ কতকগুলি স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করার ফলে চীনারা পর পর দুইটি জাপ-সৈন্যদল দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে। স্থল-সৈন্য, নৌ-বাহিনী, বিমানবহর ও যুদ্ধজাহাজগুলি এই অভিযানে পরস্পরের সহযোগিতা করিতেছে। জাপ সরকারী কম্যুনিকে বলা হইয়াছে যে, অভিযান অনুকূল ধারায় অগ্রসর হইয়াছে।

হুনান হইতে বিমানযোগে যে সকল [illegible] (এজেন্সি)তে আসিয়াছে, তাহাতে বলিয়াছে যে, গত ৭ই অক্টোবর দিনের বেলায় ২৫ খানা জাপ-বিমান ইউনানের (ব্রহ্মের সংলগ্ন চীনের একটি প্রদেশ) রাজধানী কুনমিংয়ে হানা দিয়াছিল। ১৫ মিনিট পরে বিমান-বিধ্বংসী কামানসমূহ বিমানগুলিকে তাড়াইয়া দেয়। রেলওয়ে ষ্টেশন ও কয়েকটি সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর বোমা বর্ষিত হইয়াছে।

—

জাপানের মনোভাব

করাচীর জাপ কন্সাল ইউনাইটেড প্রেসের নিকট বলেন যে, করাচীর জাপ-অধিবাসীদিগকে জাপ-গভর্ণমেণ্ট করাচী ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন বলিয়া যে গুজব রটিয়াছে, তাহা সত্য নহে। কেবল আটজন স্ত্রীলোক ও শিশু স্বেচ্ছায় করাচী ত্যাগ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি গুরুতর না হইলে, [illegible] কাহাকেও চীন ছাড়িয়া যাইতে বলিবে না।

তিনি বলেন যে, নাৎসীদের বোমাবর্ষণের জন্যই লণ্ডনস্থ জাপ-অধিবাসীদিগকে দেশে ফিরিতে বলা হইয়াছে। আমেরিকায় দশ হাজার জাপ-অধিবাসী আছে। কিন্তু তাহাদিগকে উপস্থিত দেশে ফিরিয়া যাইতে বলা হইবে না। করাচীতে জাপানের যে সমস্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলিতে যথারীতি কাজ চলিবে।

পরিশেষে কন্সাল বলেন যে, জাপান কাহাকেও আক্রমণ করিতে চাহে না। কিন্তু অপর কোন শক্তি জাপানকে আক্রমণ করিলে সে আত্মরক্ষার্থে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইবে।

ত্রিশক্তিচুক্তি সম্বন্ধে 'লণ্ডন টাইমসে'র অভিমত

'লণ্ডন টাইমস' ত্রিশক্তি চুক্তি-সম্পর্কে মিঃ মাৎসুওকার বিবৃতির সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন যে, মার্শাল চিয়াংকাইশেককে ভীতি প্রদর্শন যদি উহার উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, উহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। আমেরিকাকে ভীতি প্রদর্শন যদি উহার উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা আরও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে।

চীন-যুদ্ধের সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য ... বিমান-বাহিনীর সহায়তা জাপানীদের দক্ষিণ চীনের কোয়াংটুং প্রদেশে বিয়াস উপসাগরের তীরে সৈন্য নামাইবার পুনঃ পুনঃ চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

———

ইতালীয় ঘাঁটিসমূহের উপর হানা

বৃটিশ বিমানবাহিনীর গত ১৩ই অক্টোবর রাত্রির ইতালীর অধিকৃত ঘাঁটিসমূহের উপর বৃটিশ বিমানবহরের পুনরায় বোমাবর্ষণের কথা বলা হইয়াছে। ইস্তাহারে প্রকাশ, বৃটিশ-বিমানসমূহ গত ১৩ই ও ১৪ই [illegible] সামরিক লক্ষ্য-বস্তুসমূহের উপর বোমা বর্ষণ করে। অন্ততঃ একটি বোমা লক্ষ্যবস্তুগুলির উপর পড়িয়াছে। ব্যারাকের উপরও সাফল্যের সহিত বোমা বর্ষিত হয়। [illegible] শত্রুপক্ষীয় বিমানসমূহের উপর বোমা পড়ে এবং প্রচুর ক্ষতি হয়। তাহার উপর বিমান বহরের ফলে আগুন ধরিয়া যায় এবং সেখানে একটি বৃহৎ অট্টালিকার উপর বোমার আঘাত লাগে।

বৃটেনে মার্কিণ অধিবাসী

বৃটেনের সর্ব্বত্র [illegible] থাকায় যে সকল মার্কিণ অধিবাসীর পক্ষে আমেরিকা যাওয়া সম্ভব হয় নাই, তাহাদিগকে এখন বৃটেন হইতে কোথায় খুব সম্ভব যাইবার সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। মিঃ কেনেডি তাহাদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ বিভাগকে পরিবর্ত্তিত অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে জাহাজ আসিলে কে কে যাইতে ইচ্ছুক, দূতাবাস হইতে তাহাদের খোঁজখবর লওয়া হইতেছে।

———

সুদূর প্রাচ্যে মার্কিণ প্রজাবৃন্দ

মিঃ কর্ডেল হাল ঘোষণা করিয়াছেন যে, [illegible] ও [illegible] নামক স্থানের [illegible] যথাসম্ভব শীঘ্র মার্কিণ নাগরিকদিগকে অপসারণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত থাকিতে [illegible] হইবে।

ইতালী-অধিকৃত এলাকার উপর

[illegible]

কর্ত্তৃপক্ষীয় ইস্তাহারে স্বীকার করা হইয়াছে যে, [illegible] ইতালীর অধিকৃত এলাকার উপর [illegible] হইতে [illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST — সম্পাদক শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরাজী [illegible] প্রতি [illegible] প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৮॰ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয় — মহামহোপদেশক [illegible] শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥॰ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত — হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী — শ্রীযুক্ত [illegible] মহোদয়-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥॰ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয় — শ্রীমৎ [illegible] বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত আসামী পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥॰ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবনিধান [illegible] বৈষ্ণবের মুকুটমণি পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখোক্তি [illegible] তথা [illegible] [illegible] পণ্ডিত ও মহাজনগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত গৌরকরুণ ভগবান আচার্যবরের [illegible] অপূর্ব উপদেশপূর্ণ [illegible] মুমুক্ষু ও পারমার্থিকগণের [illegible]।

ভিক্ষা — ৸॰ আনা মাত্র

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত [illegible] বিরাট সংস্করণ [illegible], শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, অনুবাদ, পরিশিষ্ট নির্ঘণ্ট, অধ্যায়-বিবরণ, স্থানসূচী প্রভৃতি সহিত গৌড়ীয়মঠ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সটীকা শরণাগতি

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি ও 'বিবৃতি' টীকা, [illegible] আলেখ্য [illegible] ও [illegible] [illegible] নব সংস্করণে গৌড়ীয়মঠ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা — ৵॰ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:—

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

[illegible] এম-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। অমৃতপ্রবাহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অযন্ত্রী) ৯৲
৩। অমৃতময় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অযন্ত্রী) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸॰ ২য় খণ্ড ৩য় খণ্ড—৸॰
৪র্থ খণ্ড—৸॰
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸॰; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸॰
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।॰
৯। বৈষ্ণব [illegible] ৪৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৪৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীনবদ্বীপধাম [illegible] (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸॰
১৪। প্রাকৃতরসশতদূষণী / প্রেমবিবর্ত্ত ... ভজনরহস্যমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।॰
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ।॰
১৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸॰
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।॰
১৮। ব্রাহ্মণ-আলোচনা
১৯। তত্ত্ববিবেক ।॰
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵॰
২১। গৌড়ীয়গীতিগুচ্ছ ।৵॰
২২ ভজন-রহস্য ।॰
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অযন্ত্রী) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।॰
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী [illegible] (সানুবাদ) ১৲
২৮। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা / [illegible] (সানুবাদ) ।॰
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸॰
৩০। দীপ-শিখা-প্রভা ৷৷॰
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵॰
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।॰
৩৩। নবদ্বীপধাম প্রমাণ ॥॰
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵॰
৩৫। গীতমালা ১॰
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৷॰
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷৷॰
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ॰
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়গণের [illegible] ।॰
৪০। কল্যাণকল্পতরু ৴॰
৪১। গীতাবলী ৴॰
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸॰
৪৩। সাধনকণা ৴॰
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১॰
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।॰
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ॰
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸॰
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।॰
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ॰
৫৬ অবতার ও অবতারী ৵॰
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যান্বিত) ।॰
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদের ৵॰
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵॰
৬০। সাংখ্যবাণী ৴॰

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।॰
৬২ সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিবৃতিঃ ।॰
৬৩। নবীন-শিক্ষাপ্রণয়নম্ ।॰
৬৪। কল্যাণম্ ।॰
৬৫। সাধনার শিক্ষাষ্টক ৵॰
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴॰
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৵॰

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। [illegible] ।॰
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।॰
৭০। নামভজন ৴॰
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।॰
৭২। ফিলোজফি অ্যাণ্ড স ।৵॰
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।॰
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।॰
৭৫। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস / [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴॰
৭৬। [illegible] ।॰
৭৭। [illegible] অ্যাণ্ড [illegible] ।॰
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।॰
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

হিন্দী অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।॰
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী ৴॰
৮৪। শরণাগতি ৴॰

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক [illegible]

১৩শ বর্ষ | ৩ দামোদর ৪৯৪ গৌরাব্দ ২রা কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৮৭, ১৯শে অক্টোবর ইং ১৯

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে কীর্তনোৎসব

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে গত ১১ই অক্টোবর, শুক্রবার প্রাতে শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ হইতে সংকীর্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া মদনমোহন বসাক রোড, নবাবপুর রোড, মালীটোলা, তাঁতীবাজার, শাঁখারিবাজার, জনসনরোড, লক্ষ্মীবাজার, এক্রামপুর, [illegible], [illegible] লেন, [illegible] রোড ঘুরিয়া মঠে প্রত্যাবর্তন করে। শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু সংকীর্তনের মূলগায়কত্ব করেন।

অপরাহ্নে উৎসব-সভায় পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু পরমারাধ্য শ্রীল আচার্যদেবের উপদেশপূর্ণ পত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং গৌড়ীয় ১৮শ বর্ষ হইতে শুদ্ধভক্তিসম্প্রদায়ের বাস্তব আদর্শ [illegible] প্রবন্ধ হইতে 'সাময়িক উৎসবে'র বিষয় আলোচনা করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বন্দনা কীর্তনের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে [illegible] সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী কীর্তিত হয়।

গত ১২ই অক্টোবর শনিবার ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীতারকাসুর ও [illegible] মহাদ্বাদশী এবং গৌরপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে উষঃকাল হইতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মঙ্গলারাত্রিক, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বন্দনা হওয়ার পর পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীমহাপ্রভুর কীর্তনবিলাস পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে গুরুবন্দনার পর মঠ হইতে একটী নগর-সংকীর্তন বহির্গত হইয়া মদনমোহন বসাক রোড, প্যারী দাস রোড, গোপীনগর, [illegible] রোড, [illegible] ও [illegible] ঘুরিয়া ৮ ঘটিকায় মঠে প্রত্যাবর্তন করে।

অপরাহ্নে উৎসবসভায় শ্রীগুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ববন্দনা প্রভৃতি কীর্তনের পর যথাক্রমে পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, [illegible] শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ, শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী [illegible] ও শ্রীপাদ হরিনারায়ণ ব্রহ্মচারী 'গোস্বামী রঘুনাথ দাস' গ্রন্থ হইতে গৌরপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর অপ্রাকৃত চরিত কথা ও তাঁহার অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর হইতে গুরুবন্দনা, গৌরাঙ্গ, পঞ্চতত্ত্ববন্দনা কীর্তনের পর শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠের সুপ্রশস্ত নাটমন্দিরে আহূত এক সভায় শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ [illegible] শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ প্রভু ও শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ প্রভু যথাক্রমে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী প্রভুদের আচরিত চরিত সম্বন্ধে বহুক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভু 'হরিনামের' বিধি পালনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিসহ অনেক কথা আলোচনা করেন এবং [illegible] বৈষ্ণবশাস্ত্রে উপবাস দ্বারা দেহের [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] আনিবার যে উপায়ের উল্লেখ [illegible] গোস্বামিপাদগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়, তাহা শাস্ত্রযুক্তিসহ বর্ণন করেন। অতঃপর তিনি [illegible] চরিত্র এবং তাঁহার অসাধারণ বৈরাগ্য ও চৈতন্যভাগবতের বিষয়ে অনেক কথা কীর্তন করেন।

মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible], তাঁহার অপ্রাকৃত [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্বে শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহের আশীর্বাদ [illegible] প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয় কীর্তন করেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]' [illegible] পয়ারের ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible] শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু [illegible] কথা কীর্তন করেন।

সোনারগাঁ থানায় প্রচার

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর শনিবার [illegible] বৈষ্ণবসমাজের [illegible] [illegible] শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী [illegible] [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] উক্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপস্থিত হন। [illegible]

কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

"যেখানে হরিকথা নাই, সেস্থান যতই আত্মীয়-স্বজন বেষ্টিত হউক না কেন, যতই [illegible] সুবিধাসংযুক্ত হউক না কেন, সেই সকল স্থান [illegible] অবশ্য পরিত্যাজ্য।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible]

[illegible]ল প্রভুপাদের হরিকথা

[illegible] সেই শ্রীহরিনাম। [illegible] না [illegible] হরিনাম হয় না। যাঁহারা [illegible] [illegible], [illegible] হইবার জন্য [illegible] নহেন। [illegible] আমাদের [illegible] হইবে। [illegible] অনেক [illegible] পড়িয়াছে, সেই হইতে পারিতেছে না। [illegible] আমাদের [illegible] "ভোগ" জ্ঞান থাকিবে, [illegible] সকল লোক [illegible] করিতেছেন—"সবে কৃষ্ণভজন করে [illegible] জানে" এই [illegible] না হইবে, কোন পথায় আমাদের [illegible] হইবে না।

—

[illegible] [illegible] অবৈধ। [illegible] নহে। [illegible] [illegible] হইতে [illegible] করিয়াছেন [illegible] [illegible] হরিনাম [illegible] [illegible] [illegible] হয়, [illegible] "হরিনাম" [illegible] জানিতে হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] এরূপ নহে।

—

[illegible] দ্বারা [illegible] শ্রী[illegible] আমাদের [illegible] হইবে। [illegible]

অনর্থ নিবৃত্ত হইলে যে পরমপীঠ লাভ হয়, তাহাই [illegible]। শ্রীরূপের সমাপ্ত কীর্ত্তন হইলে [illegible] নিরূপিত হয়। সত্য—বাস্তব সত্য—পরম সত্য [illegible] আছে। [illegible] [illegible] হইতে পারিলে [illegible] সেই সেবার অধিকার পাইব [illegible] না। 'আমার ভোগ' হবে [illegible]। [illegible] কথা, [illegible] কীর্ত্তন করে না। যেদিন [illegible] সেবা করাই [illegible] আমাদের মনে হইবে, সেইদিন আমাদের মঙ্গল উপস্থিত হইবে। [illegible] হউক, মানুষই হউক, ভগবদ্ভজনশীল সকলের একমাত্র কৃত্য।

—

"আত্মা" শব্দের অর্থ "আমি"। আত্মা—[illegible], অপরিবর্ত্তনশীল; দেহ ও মন পরিবর্ত্তনশীল। মনের মধ্যে পরস্পর [illegible] বিরাজিত। [illegible] হইলেই বিনাশ এবং ইন্দ্রিয়গণের ব্যাঘাত না হইলে [illegible]। আত্মা কখনও অনাত্মার [illegible]। "আমি" বা "আত্মা"র অনুশীলনীয় একমাত্র "পরম"। "আত্মা" [illegible] "পরম-আত্মা"। কিন্তু বর্ত্তমানে [illegible] দূরীভূত হয়েছে।

—

"আমি" জিনিষটী "কাহার" অনুসন্ধান করে। "আত্মা" "পরমাত্মার" অনুসন্ধান করিয়া থাকে। আত্মার বৃত্তি একমাত্র পরমাত্মার অনুশীলন। আত্মবৃত্তিতে [illegible] কোন প্রকার ব্যাপার নাই [illegible] দূর বা [illegible] অপরাধহেতু পরমাত্মা [illegible] আমাদের আত্মার বৃত্তি সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। 'আত্মার বৃত্তি সুপ্ত'—এ কথাও ঠিক নয়। কারণ, চেতনের বৃত্তি কখনও সুপ্ত থাকে না। চেতনের বৃত্তি সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল, তবে আত্মার বৃত্তির দ্বারা যখন পরমাত্মার [illegible] না হয়, তখনই আত্মার [illegible], আর যখন [illegible] দ্বারা [illegible] হইতেছে না, তখন আত্মার বৃত্তি [illegible] জানিতে হইবে। [illegible] আছে, [illegible] হইয়াছে এই মাত্র।

—

যুগধর্ম্ম

(প্রাপ্ত)

শাস্ত্রপাঠে আমরা জানিতে পারি, বিভিন্ন যুগে শ্রীহরির আরাধনার বিভিন্ন পন্থা স্বীকৃত হইয়াছে; সেই সেই পন্থা সেই সেই যুগের যুগধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চন ও কলিতে শ্রীনামসংকীর্ত্তনই যুগধর্ম্মরূপে বিহিত হইয়াছে। শ্রীনামসংকীর্ত্তন কলিযুগের যুগধর্ম্ম হইলেও তদ্দ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, অন্যান্য যুগে নামসংকীর্ত্তনের উপযোগিতা নাই। অথবা শ্রীনামসংকীর্ত্তন, অর্চ্চন, যজ্ঞ ও ধ্যান সমস্তই একতাৎপর্য্যপর, সকলেরই মাহাত্ম্য সমান, সবগুলিই সমান ফল প্রদান করে, অর্থাৎ যজ্ঞ, ধ্যান বা অর্চ্চন যে প্রকার, শ্রীনামসংকীর্ত্তনও সেই প্রকার উপায়স্বরূপমাত্র—ইহাও শাস্ত্রবাক্যের উদ্দেশ্য নহে। বহু বহু শাস্ত্রপ্রমাণ ও মহাজনবাণী হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, বিভিন্ন যুগে ধ্যান প্রভৃতি অঙ্গ যুগধর্ম্মরূপে স্বীকৃত হইলেও শ্রীনামসংকীর্ত্তন সর্ব্বযুগেই সর্ব্বজীবের একমাত্র নিত্যধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবার উপায় দুই প্রকার নহে, একটিমাত্র হইতেছে শ্রীনামসংকীর্ত্তন। সত্য, ত্রেতাদি যুগেও যাঁহারা শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ-ভক্তরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীনামসংকীর্ত্তনেই সমধিক প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন।

এতৎপ্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে আরও একটি বিচার এই যে, শাস্ত্রে আমরা এরূপ দেখিতে পাই—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং
যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥
(ভাঃ ১২।৩।৫২)

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং
দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য
কেশবম্॥

অর্থাৎ সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা পূজা করিয়া ও দ্বাপরযুগে অর্চ্চন বা পরিচর্য্যা করিয়া যাহা লাভ হয়, কলিযুগে শ্রীনামসংকীর্ত্তন দ্বারাই সে সকল লাভ হইয়া থাকে। এই শাস্ত্রবাণীর অর্থ এরূপ নহে যে, ধ্যানের ফল, যজ্ঞের ফল, অর্চ্চনের ফল ও শ্রীনামসংকীর্ত্তনের ফল সমান। সাধারণতঃ কলিযুগের জীব নানাপ্রকার দোষযুক্ত ও অপরাধী। শ্রীহরিনামে তাহাদের স্বাভাবিক বিরাগ ও অশ্রদ্ধা দেখা যায়। আবার অপরপক্ষে শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য অত্যন্ত গূঢ়। পাছে কেহ শ্রীহরিনামের সহিত অন্য শুভক্রিয়াদিসাম্যরূপ অপরাধ, অথবা শ্রীহরিনামাপেক্ষা ধ্যান, যজ্ঞাদির মাহাত্ম্য অধিক—এইরূপ বিচারের আলোচনপূর্ব্বক পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অবজ্ঞা অপরাধ করে এবং ঐ প্রকার বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীনামের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে, তজ্জন্যই অপ্রাকৃত নামমাহাত্ম্যবিৎ পণ্ডিতগণ ঐ সকল বাক্যে ইহাই উপদেশ করিয়াছেন যে, নামাশ্রয়ীর পক্ষে অন্য পন্থাগ্রহণের প্রয়োজন নাই। অন্যান্য পন্থাবলম্বনে যাহা লাভ হয়, শ্রীহরিনামের আশ্রয়গ্রহণ করিলে সে সমস্ত ত' লাভ হয়ই, পরন্তু সেই সকল পন্থাশ্রয়ে যাহা লাভ হয় না, তাহাও অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীশ্রীল জীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে॥
(ভাঃ ১১।৫।৩৬)

এই ভাগবতীয় শ্লোক ব্যাখ্যামুখে বলিয়াছেন, "গুণমেব দর্শয়তি,—যত্র প্রচারিতেন সংকীর্ত্তনেনৈব সাধনান্তরনিরপেক্ষেণ তেনৈবার্থঃ। সর্ব্বঃ ধ্যানাদিভিঃ ক্রমাদিষু সাধনসহস্রৈঃ সাধ্যঃ।" অর্থাৎ কলিযুগে শ্রীনামসংকীর্ত্তন অন্য কোন সাধনান্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সমস্ত পুরুষার্থ দান করিয়া থাকেন। সত্য প্রভৃতি যুগে ধ্যানাদি সাধনসহস্র দ্বারা যাহা লাভ করা হয়, তাহাও কলিযুগে নামসংকীর্ত্তন দ্বারা লাভ হইয়া থাকে।

এখানে প্রশ্ন হয়, যদি একমাত্র শ্রীনামসংকীর্ত্তনদ্বারাই ধ্যানাদি তুল্যাংশ পরমপদ লাভ হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পন্থাকে যুগধর্ম্মরূপে স্থাপনের আবশ্যকতা কি? আবার সত্য প্রভৃতি যুগে প্রজাগণ পুণ্যাত্মা, ধার্ম্মিক ও স্বভাবতঃই আস্তিক্যভাবাপন্ন ছিলেন, সুতরাং তৎকালেই কেন শ্রীনামসংকীর্ত্তন, যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন, তাহা যুগধর্ম্মরূপে বিহিত হন নাই?

ইহার উত্তর এই যে, যদিও একমাত্র শ্রীনামসংকীর্ত্তনই শ্রীভগবানের বিশ্রম্ভসেবা লাভ করিবার উপায়, তথাপি নামসংকীর্ত্তনাতিরিক্ত অন্যান্য পন্থাকে যুগধর্ম্মরূপে স্থাপন করিবার তাৎপর্য্য এইরূপ - ধ্যান বা যজ্ঞাদিকে যদি ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়রূপে (অন্ততঃ গৌণভাবেও) স্থাপন না করা যায়, তাহা হইলে ঐ সকল পন্থা কেবল নির্ব্বিশেষ

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

——::(০)::——

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
৪ঠা আশ্বিন, ১৩৪৭

বিপুল-সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২৪শে আশ্বিন ১০ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার হইতে ২৯শে কার্ত্তিক, ১৫ই নভেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ১০৮শ্রী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পারমার্থিক আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয় মিশনের 'গভর্ণিং বডি'র সংযোগে ঢাকা নগরীস্থ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে আশ্বিন [illegible] ঊর্জ্জাব্রত (নিয়ম-সেবা) সময়ে বার্ষিক শ্রী[illegible]-মহোৎসব কীর্ত্তন-মুখে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ ঊষাকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন, ইষ্ট-গোষ্ঠী এবং নগরে শ্রীনাম-প্রচার হইবে।

মহাশয়, কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে 'গভর্ণিং বডি'র সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিবেদন ইতি—

শ্রীশ্রীহরিজনকিঙ্কর—
শ্রী[illegible] বিদ্যাবিনোদ
সেক্রেটারী, 'গভর্ণিং বডি'

উৎসব-পঞ্জী

২৪শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব; ২৬শে আশ্বিন শনিবার শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব, একাদশী ও বাঞ্জুলী মহাদ্বাদশীর উপবাস; ৩০শে আশ্বিন বুধবার শ্রীমুরারিগুপ্তপ্রভুর তিরোভাব; ৪ঠা কার্ত্তিক সোমবার শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব; ১০ই কার্ত্তিক রবিবার রমা-একাদশীর উপবাস; ১১ই কার্ত্তিক সোমবার শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব; ১৩ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব; ১৪ই কার্ত্তিক শুক্রবার শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব, ২১শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার গোষ্ঠাষ্টমী, গোপাষ্টমী, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীগদাধরদাস ঠাকুর ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব; ২৪শে কার্ত্তিক রবিবার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব, উত্থানৈকাদশীর উপবাস; ২৫শে কার্ত্তিক সোমবার পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশীর উপবাস, ২৬শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার সাধারণ মহা-মহোৎসব; ২৭শে কার্ত্তিক বুধবার শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব; ২৯শে কার্ত্তিক শুক্রবার শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব ও শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব; মহোৎসব-পূর্ণাহুতি।

ব্রহ্মসাযুজ্য অথবা তুচ্ছ বিভূতি প্রভৃতি এবং নানাপ্রকার নশ্বর দেহ ও অনুপানের কামনা-সিদ্ধির জন্য মানবগণকর্ত্তৃক অবলম্বিত হইতে থাকিবে। সত্যযুগে মানবের চিত্ত নিষ্পাপ নির্ম্মল, অক্রূর এবং স্বভাবতঃই শান্ত ও সংযত হওয়ায় তাঁহাদের পক্ষে ধ্যানযোগাদি পূর্ব্বঃ সহজসাধ্য ছিল এবং ঐদিকে তাঁহাদের একটা নৈসর্গিকী রুচিও লক্ষিত হয়। যদি এই ধ্যানযোগে যোগেশ্বর হরি উপাসিত না হন এবং যদি ধ্যানযোগকে পঞ্চভক্ত্যঙ্গের গৌণস্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া না দেওয়া হয়, তাহা হইলে মানব স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে ঐ ধ্যানযোগ আশ্রয় করিয়া তদ্দ্বারা কেবল নির্ব্বিশেষ মুক্তি অথবা ঐশ্বর্য্যাদিলাভের চেষ্টাই করিতে থাকিবে। সেই প্রকার ত্রেতাযুগে একপাদ অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে মানবের ধ্যানোপযোগী স্বাভাবিক ধৈর্য্য যখন নষ্ট হইল তখন তাহাদের আড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মের দিকে একটা নৈসর্গিকী রুচি লক্ষিত হইল। শাস্ত্র জীবজগতের এই পরিবর্ত্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যজ্ঞের বিধান দিলেন। ত্রেতাযুগে মানবের আয়ুঃ, শক্তি, তেজঃ, বল ও কর্ম্মক্ষমতা বহুল পরিমাণে ছিল। শাস্ত্রকারগণ দেখিলেন, যদি এই সকল উপচারে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু উপাসিত হন, তাহা হইলে মানবগণ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে কর্ম্মের আবাহন করিয়া নানাপ্রকার তুচ্ছ কামনা-সিদ্ধির প্রার্থী হইবে। সেইজন্যই সত্য ও ত্রেতাযুগের মানবের যে বিষয়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা ছিল, সেই সেই বিষয়যোগে অনিত্য বস্তু উপাসনা না করিয়া ভগবদারাধনার বিধান দিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত ধ্যান জিনিষটী জ্ঞান বা যোগমার্গীয় প্রক্রিয়াবিশেষ। যজ্ঞ—কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত। এই জ্ঞান ও কর্ম্ম জগতে চিরদিন আছে ও থাকিবে। যদি জ্ঞান ও কর্ম্ম গৌণভাবে ভগবদ্ভক্তিপ্রাপ্তির সহায়তা করে, তাহা হইলেই উহাদের সার্থকতা; নতুবা উহা কেবল বহির্ম্মুখতা ও নাস্তিকতা বৃদ্ধি করে মাত্র। যাহাতে জগতে বহির্ম্মুখ জ্ঞান-কর্ম্মের প্রাবল্য না হইয়া ভগবদ্ভক্তিতে উহাদের তাৎপর্য্য পর্য্যবসিত হয়, তজ্জন্যই ত্রেতায় যজ্ঞ ও সত্যযুগে ধ্যানযোগ বিহিত হইয়াছে।

সত্য ও ত্রেতাযুগের জীবগণ সাধারণতঃ [illegible]ভাবসম্পন্ন হওয়ায় তাঁহারা এই সূক্ষ্ম কৌশলটি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিতেন অর্থাৎ কি প্রকারে জ্ঞান ও কর্ম্ম গৌণভাবে ভক্তিকে উদ্দেশ করিতেছে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া শুদ্ধভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতেন। দ্বাপরযুগে যখন ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সমপরিমাণসম্পন্ন হইয়া পড়িল, তখন অমোঘদর্শী শাস্ত্রকারগণ দেখিলেন যে, এখন আর ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন পন্থার বিধান দিলে তদ্দ্বারা সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলই হইবে। অর্থাৎ কি প্রকারে জ্ঞান-কর্ম্মাদি উপায়সমূহ ভক্ত্যঙ্গকে উদ্দেশ করে, ইহা আর এখন জীবগণ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। তাহাদিগের প্রতি জ্ঞানকর্ম্মের বিধান দিলে তাহারা ঐ জ্ঞানকর্ম্মাশ্রয়ে ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে ভগবদ্‌বিমুখ হইয়া অন্ধকারের পথে ধাবিত হইবে। তজ্জন্য তখন জ্ঞানকর্ম্মানপেক্ষ শুদ্ধা বৈধী ভক্তি বা অর্চ্চনমার্গ জীবের মঙ্গলের জন্য [illegible] হইল। কলিযুগে [illegible] অধিক হওয়ায় অন্যান্য সকল পন্থাই [illegible] বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। একমাত্র [illegible] পন্থা, যিনি তর্কাতীত, যাঁহাদের [illegible] বাদবিসম্বাদের ঊর্দ্ধে সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীনাম[illegible] ব্যতীত কলিযুগের জীবের উদ্ধারের সামর্থ্য আর কাহারও নাই।

সত্য[illegible] যুগের মানবগণ নানাপ্রকার সদ্গুণসম্পন্ন ছিলেন [illegible] যে তাঁহারা নামকীর্ত্তনের যোগ্য [illegible], [illegible] কোন কথা নাই। শ্রীনাম [illegible]। [illegible] অথবা দোষ, [illegible] অথবা [illegible], [illegible] দেখিয়া শ্রীনাম [illegible] করেন না। এজন্যও [illegible] শ্রীনামের কৃপা পাইবার উপায়। [illegible] দীনজনের প্রতি [illegible] কাঙ্গালের [illegible] ভগবান্ [illegible] কীর্ত্তনকেই [illegible] ও [illegible] শিক্ষা দিয়াছেন। [illegible] গোস্বামিপাদ এই সম্বন্ধে [illegible] —

"[illegible] পথা [illegible]।
[illegible] নিষ্ঠা [illegible]
দৈনিক-[illegible]
[illegible] সার্ব্বভৌমবরে [illegible]
[illegible]
[illegible] নাভিশায়নকং [illegible]
[illegible] শ্রীমৎকীর্ত্তনসা [illegible]।"
([illegible])

[illegible] সত্য-ত্রেতা[illegible] মানবিধি হইয়াও [illegible] নাই। যেহেতু [illegible] কৃপালু ভগবান্ [illegible] কীর্ত্তনব্যাখ্যা প্রকাশ [illegible] শিক্ষা ও প্রচারের [illegible] উদ্ধার সাধন হইতে পারে [illegible] নাই। [illegible] ইদানীং [illegible] এইরূপ মাত্র কথা উচিত নহে। [illegible] শ্রীহরিকীর্ত্তনের মহিমাই [illegible]।

মুদ্রাকর-প্রমাদ

[illegible]

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১০
সেবক—[illegible] দাসাধিকারী

৩) যোগ[illegible]পুর পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক [illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
[illegible] মায়াপুর
সেবক [illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(১০) মো[illegible]-মঠ
মামগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীকৃষ্ণমোহন দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ [illegible] নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গোপপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭। কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(১৮) [illegible]-আশ্রম
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চটক পর্ব্বত
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible] গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং [illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
গয়া রোড গয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ এ [illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible] (ইউ পি)
শ্রী[illegible]মোহন ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৭। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ -শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible]
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫। ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
১৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী।
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

৫১। [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫২। [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible], পুরী
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৭। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় [illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৯। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬১) চৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৬২। রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
৭১, [illegible]
[illegible]
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ [illegible]
[illegible], [illegible] (ইউ-পি)
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোর দাস অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]বিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রী[illegible]গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রতিদিন-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷০		৷৶০	৷০
" " ইঞ্চি ২৲			১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲			৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲		৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪৷০
" সিকি কলম ১০৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ১৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩০৲	৪০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ [illegible] বিদেশে সংখ্যায় [illegible] মূল্য।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচ্ছন্ন কোঠা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খাওয়া ও বোর্ডিংখরচ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সম্বন্ধে সরল প্রণালীটি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকেই পরমার্থ [illegible] পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। গ্রন্থটি পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—সত্যা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ভাটী, নারিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু [illegible] সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১১০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১৷০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—সত্যা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ভাটী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল [illegible] বিরচিত "[illegible]" নামক গ্রন্থের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত্র, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] প্রণীত উচ্চ মনোজ্ঞ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] মহামহোপদেশক [illegible] শ্রীল [illegible] ভক্তিসুধাকর [illegible], [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্য, [illegible] [illegible] [illegible] এই অপূর্ব্ব [illegible] [illegible] প্রকাশিত করিয়া ইহার [illegible] প্রচার করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] যে মৌলিকত্ব, আত্মদর্শন ও বৈশিষ্ট্য [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মুখবন্ধ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে [illegible] ও [illegible] [illegible] শ্রীল শ্রীমদ্বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার সরল অনুবাদ, [illegible] [illegible] পর্য্যন্ত এক [illegible] এই [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] [illegible] [illegible] সহজ [illegible] হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইবে। [illegible] [illegible] মূল্য মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] [illegible], [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সাক্ষাদ্ভক্ত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অন্তেবাসী পরবিদ্যাপারিজাত ও লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বশেষে ২২৫ পৃষ্ঠা গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক পাণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসার্ব্বভৌম-বৈষ্ণবাচার্য্য এম্ এ মহোদয়ের ঐতিহাসিকতা এবং দর্শনতত্ত্বান্বেষী লেখনীর অদ্ভুত আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে যত কঠিন এই গ্রন্থটি, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬৫০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	০-৪১	৬-১৯	৭ ১০	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-৫১
দমদম „	৪ ৫৮	৬-২৫	৭ ১০	১৩ ৩৭		১৮-১১	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৮	৮ ০ ৭	৯ ১৬	১৫-৩	১৮-৩৪	১৯-৪২	০-২৫
(বদল) ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৩৭	১৫-১৭	১৮-৪২	১৯-৫৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩৪	৮-৫৮	১০-৮	১৫ ৫১	১৯ ১৭	২০-২২	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৫১		১৫-০	১৭-৫২	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১০-১০		১৫-৪০	১৮-১১	২১ ১৫

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৯
দমদম „	১০-২০
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩১ (নাট্টী লেনথের)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪
ছাঃ	১৫-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫ ৪০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-০৮	৯-১০		১৪-১৬	১৬-০	১৮ ৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৬	৯ ৪৮		১৪ ৫৫	১৬ ৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	৭-৯	৮-৫০	১১-৪১	১৬-৫৬	১৯-২	২০-৫৭	৩-৩৬
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৫৪	৯-২৩	১২-২৬	১৭-৫১	২০-১০	২১-২৯	৪-১৫
(বদল) ছাঃ	৮-৫২	৯-২৮	১২-৩৬	১৭-৪৩	২০-১৮	২১-৩৪	৪ ২৩
দমদম „		১১-৩		১৯-০		২৩ ৯	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১০-২০	১৪-২১	১৯-২৬	২১-৫৫	২৩ ২৮	৬-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ	১৪ ১৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫৫
ছাঃ	১৫-১০
শান্তিপুর পৌঃ	১৫-৫১
(বদল) ছাঃ	[illegible]
[illegible] পৌঃ	[illegible]

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর চাটীঘাটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহ পাচন

সর্ব্ববিধ মেহের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় জীবনীশক্তি রক্ষার কার্য্যে ইহা অত্যন্ত অধিক। নিবার যাঁহারা সংযুক্ত কালাধর এবং নূতন প্রাতন মেহে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮৴০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—৯১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বাধিক বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ৪ঠা কার্ত্তিক ১৩৪৭, ২১শে অক্টোবর, ১৯৪০ সোমবার ১৮৭তম সংখ্যা

নানা সংবাদ

—::(•)::—

সুদূর প্রাচ্যের আমেরিকানগণকে অপসারণের আয়োজন

সানফ্রান্সিসকোর সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন নাগরিকগণের অপসারণে সাহায্য করিবার জন্য ওয়াশিংটন হইতে নির্দেশ লইয়া যাত্রীবাহী জাহাজ 'মন্টেরী' সুদূর প্রাচ্যে যাত্রা করিবে। 'মারিপোসা' নামক আর একখানি যাত্রীবাহী জাহাজ একই উদ্দেশ্যে আগামী ৩০শে অক্টোবর তারিখে হনলুলু হইতে যাত্রা করিবে। রাষ্ট্রবিভাগের সংবাদে প্রকাশ, এই উদ্দেশ্যেই ট্রান্সআটলান্টিক যাত্রীবাহী জাহাজ 'ওয়াশিংটন' নিউইয়র্ক হইতে সুদূর প্রাচ্যে যাত্রা করিবে। জাহাজগুলিতে প্রায় ৩০০০ লোক ধরিবে।

ট্রেজারী সেক্রেটারী মিঃ মর্গেনথাউ গত ১৪ই অক্টোবর ঘোষণা করেন, যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের জন্য জঙ্গীবিমান নির্ম্মাণ ত্বরান্বিত করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত এই কমিটিতে নৌ-বিভাগীয় সেক্রেটারী কর্ণেল নক্স, সমর-সচিব মিঃ ষ্টিমসন, জাতীয় দেশরক্ষা-সমিতির কো-অর্ডিনেটর মিঃ নুডসেন এবং মর্গেনথাউ এই কমিটিতে আছেন। পরিকল্পনাগুলিকে সংক্ষেপে কার্য্যকরী করিবার জন্য এবং সাধারণ নির্ম্মাণকার্য্য বিনা বাধায় চালান সম্ভব কিনা তাহা এই কমিটি প্রত্যক্ষভাবে আলোচনা করিবেন।

ব্রেজিল ও চিলিতে নূতন ঘাঁটি নির্ম্মাণের পরিকল্পনা

নৌ ও বিমানঘাঁটি নির্ম্মাণের সুবিধাদানের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ-আমেরিকার অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আলোচিত হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রকে নৌ ও বিমান-ঘাঁটি ইজারা দিতে ব্রাজিল ও চিলি সম্মত হইয়াছে, এই মর্ম্মের সংবাদ-সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া মিঃ কর্ডেল হাল পূর্ব্বোক্ত উত্তর দান করেন। তিনি বলেন, সার্ব্বভৌমিকত্ব পরিবর্ত্তনসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠে না। হাভানা ও পানামা আন্তঃমার্কিন সম্মেলনের ভিত্তিতে গোলার্দ্ধ রক্ষার সকল বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে।

—

লোহিতসাগর ও পারস্য-উপসাগর

জেড্ডা হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, সৌদি আরবিয়া গভর্ণমেণ্ট মক্কা এবং অন্যান্য পবিত্র স্থানে গমনাগমনের ভাড়া শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সঙ্গে মুসলমানগণকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, লোহিতসাগর এবং পারস্য উপসাগর দিয়া চলাচল সম্পূর্ণ নিরাপদ।

বার্লিনের উপর আক্রমণ

রাজকীয় বিমান-বাহিনী বার্লিনের কয়েকটি সামরিক লক্ষ্যস্থল এবং ষ্টেটিন, ব্রেমেন, কোলো, হ্যাম্বুর্গ ও কীলখালের তৈল-কেন্দ্রসমূহের উপর বোমাবর্ষণ করিয়াছে। জাহাজের উপর আক্রমণের দ্বারা বিশেষ ক্ষতিসাধন করা হইয়াছে। আবহাওয়ার প্রতিকূল অবস্থার দরুণ বৃটিশ বিমানবহর প্রাথমিক লক্ষ্যস্থলের অবস্থান নির্ণয় করিতে না পারিয়া কার্ম্ম, এমডেন ও ডেলফজাইল-এর ডকসমূহ, গটিঙ্গেন, লিপেন ও ম্যানহাইম-এর রেলপথসমূহ এবং অন্যান্য কয়েকটী কারখানা ও বিমান-ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। ৪ খানি বৃটিশ বিমানপোতের ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্ত্তনের খবর পাওয়া যায় নাই।

বোমারু বৃটিশ বিমানসমূহ সোমবার রাত্রে বার্লিন ও উহার উপকণ্ঠের স্থানগুলির উপর উড়িয়া উড়িয়া আক্রমণ চালাইয়াছে। বার্লিনের আকাশে যদিও ব্যূহ ভেদ করিয়া তাহারা ভিতরে যাইতে সমর্থ হইয়াছিল, উজ্জ্বল চন্দ্রালোক তাহাদিগকে আক্রমণ চালাইতে সাহায্য করিয়াছে। ইংলণ্ড হইতে হাজার মাইল উড়িয়া আসিয়া বৃটিশ বিমানসমূহ ডানজিগের ট্রুপশিপ ও 'শিপিং ডক'এ অবস্থিত গ্যাসকারখানা ও মালবাহক কেন্দ্রের উপর বোমাবর্ষণ করে। আক্রান্ত স্থানের বিভিন্ন অংশে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়।

সৈন্যদলে যোগ দিতে উৎসাহ

নিউইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ, যুদ্ধে যোগদানের জন্য প্রথম শান্তিকালীন সৈন্যদল নির্ব্বাচনের সময় [illegible] মার্কিনগণ নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। [illegible] লোক তালিকাভুক্ত হইয়াছে। পার্ক এভিনিউর লক্ষপতি হইতে পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র পর্য্যন্ত ২১ হইতে ৩৫ পর্য্যন্ত বয়স্ক সমস্ত লোক সৈন্যসংগ্রহ আইন পালন করিবার জন্য সাড়ে [illegible] আহ্বান হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের জ্যেষ্ঠপুত্র মিঃ জন রুজভেল্ট ও মিঃ ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট (জুনিয়ার) ও সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়াছেন।

—

কলিকাতায় পূর্ণ নিষ্প্রদীপ মহড়া

আগামী ৬ই নভেম্বর কলিকাতায় সম্পূর্ণ নিষ্প্রদীপের মহড়া হইবে। জানিতে পারা গিয়াছে, ঐ দিন বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট বিমান-আক্রমণের সংকেত ধ্বনির ব্যবস্থা, আলোক নিয়ন্ত্রণ এবং বিমান-আক্রমণ সতর্কতামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। মহড়া রাত্রি সাড়ে দশটা হইতে সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত একঘণ্টা স্থায়ী হইবে। সমগ্র কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী ও ২৪পরগণার শিল্পপ্রধান অঞ্চলসমূহে এই মহড়া হইবে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় একরূপ নিষ্প্রদীপের মহড়া হইয়াছিল।

—

অষ্ট্রেলিয়ান দূতের সহিত আলোচনা

সুদূর প্রাচ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে অষ্ট্রেলিয়ার যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা লইয়া প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও মিঃ কর্ডেল হালের সহিত ওয়াশিংটনস্থ অষ্ট্রেলিয়ান দূত মিঃ কেসির আলোচনা চলিতেছে। মিঃ কেসি [illegible] নিকট [illegible] সম্পর্কে সকল [illegible] আলোচিত [illegible] প্রেসিডেন্টের [illegible] হয়।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষান্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় [illegible] অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম [illegible] শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত [illegible] প্রশ্নোত্তরের [illegible] সংলাপ [illegible] করিয়াছিলেন, [illegible] এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। [illegible] অপ্রতিহত গৌড়ীয় [illegible] সিদ্ধান্তপূর্ণ অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সজ্জন [illegible] পাঠনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর [illegible] বিরাট [illegible] গ্রন্থ [illegible] গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সটীকা শরণাগতি

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতির [illegible] টীকা, [illegible] গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন রায় এম-এ, বি-এল্,
পুরাণাপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরক্ত স্তব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বাদল-আদর্শ ।০
১৯। স্তবাবলী ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সংহিতা ।৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপ [illegible] (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ১৲
অবাঁধা) ১৲
২৬ [illegible] ৷০
২৭ [illegible] (সাপ্তাহিক) ১৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সাপ্তাহিক) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর 'নবদ্বীপ-পরিক্রমা') ৵০
৩৫। গীতমালা ৴০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭ [illegible]
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। আর্ত্তিনাথ ৵
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও খণ্ড) ৩
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। নবদ্বীপশতক বা মায়াবাদশতদূষণী ৷
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষাবিবৃত) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখ ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৬০। সাংখ্যবাণী [illegible]

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতঃ ।০
৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। স্তবত্রয়ম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। মায়াবাদশতদূষণী ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৵
৬৯। [illegible] ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। [illegible] ।৵০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রেসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪ [illegible] ।০
৭৫। [illegible] গৌড়ীয় মঠ [illegible] ৴০
৭৬। [illegible] ।০
৭৭। [illegible] এণ্ড [illegible]
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২

হিন্দী অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীভাগবতাচার্য্য ।
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ বর্ষ | ৫ দামোদর ৪৫৪ গৌরাব্দ ৪ঠা কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২১শে অক্টোবর ইং ১৯৪০, সোমবার | ১৮৭ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ দামোদর সর্ব্বশিব সর্ব্বপ গৌরাব্দ ৪৫৪

শ্রীচৈতন্যমঠে হরিকথা

——::(০)::——

গত ১৬ই অক্টোবর বুধবার হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সংকীর্ত্তনমুখে ঊর্জ্জব্রত আরম্ভ হইয়াছে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাদেশানুসারে প্রত্যহ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীদামোদরাষ্টক ও কৃপা প্রার্থনা-সূচক বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ অধয়ন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। পাঠান্তে সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দিরপরিক্রমা হইলে পর শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীপাদ নন্দকিশোরদাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় অবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ করিতেছেন। অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অমূল্য উপদেশাবলী আলোচিত হইতেছে। সান্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে শ্রীমন্দিরপরিক্রমার পর তুলসীক, পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীদামোদরাষ্টক ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইতেছে। তৎপরে শ্রীগুরুবিলাসদাস ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। পাঠের পর মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ভক্তগণ প্রায় সর্ব্বক্ষণই হরিকথা আলোচনা করিতেছেন।

গত ১৭ই অক্টোবর মধ্যাহ্নে শ্রীচৈতন্যমঠে এই সকল কথা আলোচিত হয়। ভগবদ্ভজনই পূর্ণসন্ন্যাসের অবস্থা। কৃষ্ণভক্তের সন্ন্যাস—ভুক্তি ও মুক্তির সহিত। ভগবদ্ভক্তগণ ভুক্তি ও মুক্তিকামনার সহিত সন্ন্যাস করিয়া শ্রীভক্তিদেবীর চরণাশ্রয় করেন। তাঁহারা মায়াবাদিগণের ন্যায় ভগবৎসেবার সহিত সন্ন্যাস করেন না। তাঁহাদের সন্ন্যাস নিজ সুখের প্রতি। ভোগের মধ্যে থাকিলে হরিভজন হইবে না। ত্যাগের মধ্যেও হরিভজনের কোন কথা নাই। সমস্ত বিশ্বই ভগবানের সেবার উপকরণ। সমস্তই অদ্বিতীয় ভোক্তা ভগবানের ভোগের স্থান। এই বিশ্ব ভোগ বা ত্যাগের স্থান নয়। আমাদের স্বতন্ত্রতা বাসনা একটী মহামূল্য রত্ন আছে বটে, কিন্তু তাহা ভগবৎপরতন্ত্র। যে মুহূর্ত্তে আমরা এই বিচারের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিতে যাইব, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিবে। মায়া একটি ফাঁদ (বন্ধন) ব্যতীত আর কিছুই নহে যদি আমরা সেই বন্ধন হইতে নিস্তার চাই, তাহা হইলে আমাদিগের সম্পূর্ণভাবে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং প্রপত্তিই সর্ব্বপ্রধান কথা। সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদনের নামই প্রপত্তি।

নারায়ণের কারণ—বলদেব, বলদেবের কারণ—শ্রীকৃষ্ণ। এই কৃষ্ণই গৌরসুন্দর। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিরসে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে হয়, তাহা গৌরসুন্দর তদনুগত ভক্তগণকে জানাইয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বাৎসল্য, দাস্য ও সখ্য—এই তিনভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহায় হইয়া নিজ অনুগত ভক্তবৃন্দের নিত্যসিদ্ধভাবের ঔজ্জ্বল্য বিধান করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু দাস্য ও সখ্য এই দুইভাবে নিজ অনুগবৃন্দকে কৃষ্ণসেবা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্ত ও শ্রীগদাধর পণ্ডিতাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ নিজ নিজ বিশিষ্ট এক একটী রসে কৃষ্ণসেবা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পরমেশ্বর বা বিষয়তত্ত্ব বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে একাধিক ভাবের আদর্শ আছে। কিন্তু শক্তিতত্ত্ব বা আশ্রয়তত্ত্বের মধ্যে একাধিক ভাবের যুগপৎ অবস্থান সম্ভব নহে। পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে তিনটী বিষয়তত্ত্ব, আর দু'টী আশ্রয়তত্ত্ব। শ্রীবাস ও গদাধর ইঁহারা আশ্রয়তত্ত্ব। মহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু ও অদ্বৈতপ্রভু—এই তিনজন ভগবৎস্বরূপ হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। শ্রীগদাধর ও শ্রীরূপসনাতনাদি মধুররসে কৃষ্ণসেবা করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের এক একটী রস, মহাপ্রভু বা প্রভুত্রয়ের ন্যায় একাধিক রস নাই। শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্ত একমাত্র দাস্যরস। তাঁহাদের একাধিক রস নাই। মহাপ্রভু—সাক্ষাৎব্রজেন্দ্র এবং গদাধর হ্লাদিনী। গৌরসুন্দর ও গদাধর ব্যতীত আর সবই নিত্যানন্দ। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সন্ধিনীশক্তিমদ্বিগ্রহ। মহাপ্রভু ও গদাধর ব্যতীত আর তিনজনই সন্ধিনী। তাঁহারা নিত্যানন্দ হইতে অভিন্ন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই শ্রীরামরূপে প্রকাশিত। শ্রীনিত্যানন্দকে লইয়াই মহাপ্রভুর বিলাসাদি যা' কিছু সব। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ধরিলে তাঁহার কৃপায় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ও শ্রীনামপ্রভুকে পাওয়া যায়, শ্রীগদাধরের ও শ্রীরূপসনাতনের কৃপা পাওয়া যায়। একমাত্র মধুররস ব্যতীত অন্য সকল রসের আশ্রয়গণ নিত্যানন্দ হইতে প্রকটিত। Official যে সমস্ত কার্য্য, তাহা নিত্যানন্দপ্রভুর দ্বারাই হইয়া থাকে। শ্রীনিত্যানন্দের দয়ার তুলনা নাই। তিনি গৌরকরুণাশক্তি। তিনি দয়ার অবতার। সেই নিত্যানন্দের কৃপা পাইতে হইলে কাঙ্গাল হইতে হইবে। কাঙ্গালের প্রতিই তাঁহার দয়া হয়। রূপবান্ হইতে হইবে। কুরূপ থাকিয়া শ্রীরূপের সেবা পাওয়া যায় না। শরণাগত বা আকিঞ্চনই রূপবান্। আমাদের কার্য্য অকপটে শরণ লওয়া। যদি শরণাগত হইতে পারি, কৃপা নিশ্চয়ই পাইব।

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু সম্বন্ধজ্ঞান-দাতা দীক্ষাগুরু। শ্রীসনাতনপ্রভু মদনমোহন-পাদপদ্মদাতা। আর শিক্ষাগুরু শ্রীরূপপ্রভু গোবিন্দ ও তৎসেবাধিকারদাতা। আশ্রয়বিগ্রহ শিক্ষাগুরু—অভিধেয়বিগ্রহ। আশ্রয়বিগ্রহ 'শিক্ষা'গুরুদেব অভিধেয়বিগ্রহ সম্বন্ধজ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরুদেব হইতে পৃথক্ নহেন। উভয়েই শ্রীগুরুদেব।

কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

তাঁহাদের প্রতি উদাসীনভাবপ্রদর্শন বা উপলব্ধি অপরাধজনক। সম্বন্ধজ্ঞান না হইলে ভজন হয় না। সেইজন্য করুণাময় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব উপদেশকালে প্রত্যেক মঠে সম্বন্ধজ্ঞান আলোচনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

শুদ্ধভক্ত ও মধ্যমভক্ত বলিতে ইহা মনে করিতে হইবে না যে, শ্রীবাসাদি হরিজন কনিষ্ঠ। মধু রসের ভক্তগণকে অনুকরণ করা নয়। আর শ্রীবাসাদির শুদ্ধাবস্থা বলিলে তাঁহারা শুদ্ধভক্তের আদর্শরূপে পরিগণিত হন। শ্রীগদাধর রাগমার্গের আদর্শ আর শ্রীবাস মধ্যম-মার্গের সীমা। শ্রীগুরুদেব রাগমার্গে গদাধর এবং মধ্যমমার্গে নিত্যানন্দ বা শ্রীবাস। শ্রীগদাধর পণ্ডিত মধুরসের আশ্রয়বিগ্রহ গোষ্ঠানন্দিশ্রেষ্ঠ, আর শ্রীবাস—ঐশ্বর্য্যভাবের আশ্রয়বিগ্রহ ভজনশ্রেষ্ঠ।

নিজকে যত অপ্রাকৃত কৃষ্ণযোষিৎ বলিয়া উপলব্ধি হবে, দাসাভিমান হৃদয়ে যত প্রবল হবে, পুরুষাভিমান বা ভোক্তাভিমান প্রকৃত ততই আনুপাতিকভাবে দূর হইবে। শ্রীমদনমোহনই ভোক্তা শ্রীনাথ। মদনমোহনের শ্রেষ্ঠসেবক শ্রীসনাতন। মদনমোহনের শরণগ্রহণ ব্যতীত মদন বা কামের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। কামগন্ধ একমাত্র তাঁহারই সেবায় দূর হওয়া সম্ভব। সেবাফলে সেবক অভিমান না হইলে সেব্য বা ভোক্তাভিমান বা ভোগপ্রদর্শন কি করিয়া যাইবে? কামনা চেতনের নিত্যা বৃত্তি। তাহাকে ধ্বংস করা যায় না। একদিক্ হইতে উহা প্রবল হইয়া উঠিবেই উঠিবে। সুতরাং সেবাকামী না হইলে কর্তৃতা বা পুরুষাভিমানের আক্রমণ হইতে নিস্তার নাই।

আত্মনিবেদন ও শরণাগতি একটাই জিনিষ। শরণাগত মহাত্যাগী। তিনি দুর্ব্বল নহেন। অশরণাগতই দুর্ব্বল। অকিঞ্চন না হইলে আত্মসমর্পণ হয় না—জগদ্ভোগের পিপাসা থাকিলে শরণাগত হওয়া যায় না। যিনি কৃষ্ণছাড়া আর কিছু চান না, তিনিই কৃষ্ণপ্রেমের চরণে শরণাগত হইতে পারেন। কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রেমদাস্যসাধিকাবাণীরই শরণাগত হন। যেখানে সম্বন্ধযুক্ত জ্ঞান বা আকাঙ্ক্ষারও উপলব্ধি, সেখানে ভয় নাই। অকিঞ্চন না হইলে বৈষ্ণবের সঙ্গে থাকা যায় না, তাঁহারা সঙ্গও দেন না। আমরা আশ্রয়বিগ্রহের পাদপদ্মমধুকর, ইহাই আমাদের পরিচয়। এই পরিচয়ে পরিচিত না হইলে সেবা কি করিয়া হইবে? শরণাগত হইলে সবই আপনা থেকে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হবে। যেখানে শরণাগতি, সেখানে শ্রদ্ধা আছেই। শ্রদ্ধার অভাবেই জীব শরণাগত হইতে পারে না। শরণাগতি না থাকিলে সেখানে শ্রদ্ধা হয় নাই জানিতে হইবে। অকিঞ্চনই শুদ্ধ, অকিঞ্চনই সেবোন্মুখ। অকিঞ্চনতাই ভক্তি। গুরুবৈষ্ণবকে পূর্ণভাবে দিতে হবে। পূর্ণ দিলে পূর্ণ পাওয়া যাবে, আংশিক দিলে আংশিক পাওয়া যাইবে এবং ফোঁপা দিলে ফোঁপাই মিলিবে।

ভজনান্তরায়

——::(•)::——

অশ্রদ্ধা

ভক্তিলতার বীজই শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভজনের প্রথম বিকাশই শ্রদ্ধা। শ্রীল রূপপাদ বলিয়াছেন—"আদৌ শ্রদ্ধা, ততো সাধুসঙ্গঃ" ইত্যাদি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর এই বাক্যের অনুবাদে বলিতেছেন,—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন'॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে
'প্রীত্যঙ্কুর'॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম॥

সাধুসঙ্গের পর ভজনক্রিয়া এবং এই ভজনক্রিয়ার ফলেই অনর্থ বিদূরিত হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন, 'সাধুসঙ্গের পূর্ব্বে যে শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধা গৌণী, আর সাধুসঙ্গের পর যে শ্রদ্ধা হয়, সেই শ্রদ্ধাই মুখ্যা। এই শ্রদ্ধাই আমাদিগকে অভিধেয়সাধনে প্রবৃত্ত করায়।" শ্রদ্ধার ভিত্তির উপরেই ভজনসৌধ অবস্থিত। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু যে কীর্ত্তন করিয়াছেন "বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥" উহার কারণ শ্রদ্ধাহীনতা।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু অশ্রদ্ধার পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছেন, "ভগবানের মহিমাদি দর্শন ও শ্রবণ করিয়াও অনুরূপ ধারণাবশতঃ তাহাতে বিশ্বাস না করাকেই অশ্রদ্ধা বলা হয়।" শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু সাধুসঙ্গের পূর্ব্বে বা পরে যে অপরাধ হইয়া থাকে, তদুভয়ের অভাবকেই অশ্রদ্ধা বলিয়াছেন; কারণ, সাধুসঙ্গ ব্যতীত ভগবানের মহিমা শ্রবণ সম্ভব নয়। আবার লীলা-পুরুষোত্তম ভগবানের অহৈতুকী কৃপাফলে তাঁহার কোন মহিমা সাধুসঙ্গে অবস্থিত না হইলেও কোন প্রাকৃত ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সুমধুর স্নেহপূর্ণ শিক্ষা ও অনুশাসনের মধ্যে থাকিয়া হরিভজনের পথে—বৈকুণ্ঠের পথে কেবল আছাড় খাইয়া যাইতেছি কেন? ইহার মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যাবে, অশ্রদ্ধা বা শ্রীগুরুদেব-কীর্ত্তিত বা প্রদর্শিত ভগবন্মহিমার বিশ্বাসের অভাব।

শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিতেছেন, তুমি সম্পূর্ণ ষোল আনা শরণাগত হও, তোমার সমগ্র জীবনীশক্তি ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত কর। কৃষ্ণই পালয়িতা, তিনি তোমায় পালন করিবেন। সমগ্র জীবনীশক্তি বৈকুণ্ঠ বা বৈকুণ্ঠপ্রিয়ের সেবায় নিয়োগ কর, তাহা হইলে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে। যদি ভগবান্ ও ভগবৎ-প্রেষ্ঠের সেবায় তোমার সমগ্র জীবনীশক্তি নিযুক্ত না কর, তাহা হইলে অনিত্য স্ত্রীপুত্রপরিজন অথবা দেহের সেবায় তাহা নিয়োজিত হইবেই, দেহের অবশ্য পরিণাম যে সমূলে মৃত্যু, তাহার হস্ত হইতে কেহ রক্ষা করিতে পারে না। 'ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা' ইহাই গুরুবর্গের গীতি। উত্তমশ্লোকের বার্ত্তায় যাঁহার জীবন অতিবাহিত হয়, তাঁহাকে বাদ দিয়া ভজন হয় না। সূর্য্য উদিত হইবার পর অস্তাচলে গমনের সহিত বদ্ধ জীবকুলের আয়ুঃক্ষয় করিয়া লইয়া যায়। উত্তমশ্লোক ভগবানের মহিমাকীর্ত্তনে অথবা উত্তমশ্লোকবার্ত্তা যাঁহাদের আত্ম-জীবনের উপায়স্বরূপ, তাঁহাদের সঙ্গে যাঁহার জীবন অতিবাহিত হয়, তিনিই মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন। হরিভজনে একটা বাস্তব অগ্রগতি লাভ অর্থাৎ আশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্রিত বিষয়বিগ্রহের সেবাপালারূপ গুরুবর্গের কৃপালাভের জন্যই জীবনে বাঁচিয়া থাকা এবং জীবনপাতও একজন্যই। অর্থাৎ কৃপালাভ বা কৃপার অনুভূতি আমাকে পাইতেই হইবে, যদি আর বাঁচি বা নাই হউক্ না কেন। শ্রীগুরুবর্গ সমগ্র জীবনীশক্তি হরিভজনে নিযুক্ত করিবার এই চিত্তবৃত্তি স্বীয় আদর্শ আচরণের দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং অনুরূপ উপদেশ করিতেছেন। তবুও তাহাতে শ্রদ্ধা হয় না। গুরুবর্গ ভগবন্মহিমা আমাদের নিকট প্রকাশিত করিতে ত্রুটী করিয়াছেন কি? শ্রীল প্রভুপাদের লীলায় এবং বিশেষতঃ তাঁহার অপ্রকটের পর হইতে ভগবানের শরণাগতপালকত্ব এবং অমোঘভক্তগণেরও উপাস্য সপরিকর গৌরকৃষ্ণের সেবায় জীবনীশক্তি নিয়োগ যাহারা করে নাই, তাহাদের সর্ব্বস্বাপহৃতা অর্থাৎ চরম অকল্যাণ কি শতশতভাবে প্রখর সূর্য্যালোকে অনাবৃত করিয়া প্রদর্শন করেন নাই? তবুও প্রাণ জাগে না কেন? আমাদের লক্ষ্য দেহ-সুখ। বাঁচিতে হয় ইহার জন্য, আর যদি মরিতে হয় তাহাও ইহারই জন্য। দেহের সুখই লাভ হউক, তাহাতে হরিভজন থাকিল আর গেল। দেহের এবং দেহের বিবৃতিস্বরূপ স্ত্রীপুত্রপরিজনের সুখের আশায় গুরুবৈষ্ণবসেবা ছাড়িয়াই নিস্তার আছে কি? "পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে।"

আমাদের মনে হইতে পারে, শ্রদ্ধা আত্মার সহজবৃত্তি, কৃত্রিম উপায়ে শ্রদ্ধা উৎপন্ন করা যায় না, কাজেই যদি শ্রীগুরুবর্গের বাণীতে আমাদের শ্রদ্ধার উদয় নাই-ই হয়, তবে আর কি করি? ইহার উত্তরে গুরুবর্গ বলেন—শ্রদ্ধা যখন আত্মবৃত্তি, তখন তাহার উদয় সর্ব্বক্ষণই আছে, তোমার মায়াবদ্ধদের দুরভিসন্ধিই তাহার প্রকাশে বাধা দিতেছে। ভগবান্ সর্ব্বদাই জীবকে প্রসাদ দান করিবার জন্য সচেষ্ট, জীব ভক্তীয়ের চরণে অপরাধ করিয়া সেই প্রসাদকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না। যাঁহারা শ্রীভগবানের কৃপাফলে এই গৌণী শ্রদ্ধা লাভ করিয়া সাধুসঙ্গ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট কৃপালোক ত' পৌঁছিয়াই গিয়াছে, এখন দ্বার খুলিলেই হয়—মায়াবদ্ধদের দুরভিসন্ধি অর্থাৎ সমগ্র জীবনীশক্তি হরিভজনে নিয়োগে কার্পণ্য ছাড়িলেই হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কীর্ত্তিত চারি প্রকার অনর্থের অন্যতম বা প্রথম অনর্থ স্বরূপভ্রমই অশ্রদ্ধার মূল। ভগবদ্দাস্যদাসস্বরূপ স্বরূপ-পরিচয় ভুলিয়া যাই বলিয়াই সমগ্র জীবনীশক্তি হরিতোষণে নিযুক্ত করিতে পারি না। "দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি" রূপ ছয় প্রকার সৎ প্রীতির সহিত অনিত্য বস্তুতে না করিয়া যদি গুরুবৈষ্ণবে করিয়া উৎসাহ, নিশ্চয় ও ধৈর্য্যের সহিত অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবসেবার সহিত সাধু-কীর্ত্তিত হরিনাম গ্রহণ করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দৃঢ়শ্রদ্ধা লাভ হইবে। ভজন থাকার দরুণই বহুজীবাভিমানে আমরা বহু রোগের দাসত্ব করি এবং অশ্রদ্ধা হইতেই অত্যাহার, প্রয়াস ও প্রজল্পের অত্যাগ্রহ

হইয়া থাকে। কৃষ্ণকে গোপ্তৃত্বে বরণ না করিতে পারার জন্যই অতিরিক্ত বিষয়-সংগ্রহের ইচ্ছা, বৃথা চেষ্টা ও বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রবৃত্তি আসে। ঐসবের দ্বারা নিশ্চিন্ত হইতে ও আনন্দ পাইতে পারিব, এইরূপ বিচার হয়। এই অশ্রদ্ধা এবং তাহার মূল অহঙ্কারকে দূর করিবার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব উপদেশ করিয়াছেন যে, "উপলব্ধি না হইলেও নিজেকে গুরুবর্গের দাস বলিয়া মনে মনে জপ করাও সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা।' যদি নিষ্কপটে একান্তভাবে জপ করি, তাহা হইলে গুরুবৈষ্ণবসেবায় আত্মনিয়োগ নিশ্চয়ই হইবে। কারণ, যখনই আত্মনিয়োগে দেহ, মন বা পরিজনের নিকট হইতে বাধা আসিবে, তখনই তিনি জপ করিবেন 'আমি গুরুবর্গের দাস', সুতরাং আমাকে যে কোনপ্রকারে ইহা করিতেই হইবে। তাঁহার দৃঢ়তা আসিতে বিলম্ব হয় না। অশ্রদ্ধা—প্রত্যেকের বাধা দূর করিবার পক্ষে শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণীই একমাত্র অমোঘ ঔষধ।

কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গসমূহ পালন করিতে যাইয়া তাহাতে একনিষ্ঠ হইতে পারি না। ইহার কারণ কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ। ভজনাঙ্গসমূহ পালন করিয়াও ইতরবিষয়ে অভিনিবেশ যায় না কেন? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, ভক্তির সহিত পরেশানুভব ও ইতরবিষয়ে বিরক্তি একসঙ্গেই উদিত হয়, কিন্তু আমাদের তাহা হয় না কেন? ভজনাঙ্গসমূহ পালন করি, কিন্তু অনুভবযুক্ত হয় না—শ্রীগুরুবর্গের কৃপানুভূতি বা response পাই না—ইতর বিষয়ে আসক্তিও দূর হয় না। ইহার একটা কারণ দেখিতে পাই যে, যে response পাইবার জন্যই আমাদের ভজনাঙ্গসমূহ পালনের চেষ্টা, সেই response না পাইয়াই দিনের পর দিন কাটিয়া চলিতেছে, আর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি বা বৈষ্ণব-সেবার একটা কাঠামোও দিনের পর দিন খাড়া করিয়াই চলিয়াছি, কিন্তু অভিলষিত বস্তু না পাওয়ার জন্য একটা সাড়া কই প্রাণে জাগে না ত'? জাগতিক যে বিষয়ে আমাদের অভিলাষ থাকে, তাহা না পাইলে এরূপ নিশ্চিন্তভাব কখনই আসে না, বিশেষ করিয়া যখন সে বিষয়ের সাধনা আমাদের চলিতে থাকে। পাশ করিবার দৃঢ় ইচ্ছা যাহার আছে, সে ত বরং কতটা সচেতন। আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যত্ন করে, শিক্ষকের কাছে জিজ্ঞাসা করে সে পাশের উপযুক্ত হইতে পারিল কি না। কিন্তু আমরা একটি বিষয়ে সিদ্ধির সঙ্কল্প করিয়া এতটা নিশ্চিন্ত থাকি কেমন করিয়া? এতটা জড়তা আসে কেন? অনেকে বলেন—সুকৃতি নাই, ইতরাভিনিবেশ ছাড়িতে পারি না, কি করিব? ইহারও উত্তর আমরা গুরুবর্গের বাণীতেই পাই। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, "কোন প্রকার কর্ম্মের দ্বারা ভজনাঙ্গসমূহ নিষ্ফল হইতে পারে না। যদি কোথায়ও নিষ্ফলতা দেখা যায়, তবে বুঝিতে হইবে সেখানে পূর্ব্বজন্মের অপরাধ আছে। অপরাধ বলিতে মুখ্যভাবে বৈষ্ণবাপরাধই বুঝায়।" যে ভক্তিপথে চক্ষু নিমীলিত করিয়া চলিলেও পতন হয় না, সেখানে যে বাধা আসে তাহার কারণরূপে সর্ব্বতোভাবে দুর্জ্জয় বৈষ্ণবাপরাধকেই অনুমান করা যায়।

এই অপরাধ হইতে নিস্তার পাইবার উপায় কি? অহৈতুক কৃপাময় বৈষ্ণবগণ জীবের অপরাধ ক্ষমা করেন। যাঁহার নিকট অপরাধ করিয়াছি, তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিনীতভাবে এরূপ সেবা-ব্যবহার কর যাহাতে তিনি প্রসন্ন ও কৃপোন্মুখ হন। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে যে, কাহার নিকট অপরাধ করিয়াছি, তাহা ত' জানি না, কি করিয়া অপরাধমুক্ত হইব? ইহার উত্তরও তাঁহার বাণীতেই পাই—"যদি সেই বৈষ্ণবের সন্ধান না জানি অথবা তাঁহাকে যত্ন করিয়াও প্রসন্ন করিতে না পারি, তবে আর্ত্তির সহিত শ্রীনামগ্রহণ করিতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ শ্রীনামের নিকট প্রার্থনা জানাইতে হইবে যে, আমি যেন বৈষ্ণবকুলের কৃপাভাজন হইতে পারি। ইহাতে শ্রীনামও সন্তুষ্ট হইবেন। আবার বৈষ্ণবের প্রাণধন শ্রীনাম সন্তুষ্ট হইলে তাঁহারাও প্রসন্ন হইবেন। বৈষ্ণব-তত্ত্বটি এক, বিভিন্নরূপে তাঁহাদের বিলাস-মাত্র। সুতরাং বৈষ্ণব না চিনিলেও শ্রীগুরুদেবের অনুগতজনের আনুগত্য করিতে হইবে এবং বৈষ্ণবাপরাধমুক্ত হইবার জন্য দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করিতে হইবে। তাহা হইলে গুরুদেবের কৃপায় তাঁহার বৈষ্ণব-স্বরূপ বৈষ্ণবের পরিচয় আমরা পাইব।

নিষ্ঠা বা নৈরন্তর্য্য না আসিলে ইতরাভিনিবেশ দূর হয় না। নিরন্তর যদি শ্রীনামে অভিনিবিষ্ট থাকিতে পারি, তাহা হইলে অন্যদিকে মন দিবার আর অবসর থাকে না। অবশ্য শ্রীনামে নৈরন্তর্য্য বলিতে আমরা যেন কেবল 'নামাক্ষর' উচ্চারণ বা 'গুটি টানা' না বুঝি। সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে, "ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা।" বৈষ্ণবসেবা, বৈষ্ণবাপরাধ হইতে মুক্তি ও বৈষ্ণবগণের প্রসন্নতালাভের জন্য শ্রীনামের নিকট প্রার্থনা নিরন্তর করিতে হইবে। গুরুবৈষ্ণবের প্রসন্নতাবিধান ব্যতীত অন্য কৃত্য ভক্তিপথে সাধকের পক্ষে আর কিছুই নাই। শ্রীনামের কৃপাতে গুরুবৈষ্ণবের প্রসন্নতা, আবার গুরুবৈষ্ণবের প্রসন্নতায় শ্রীনামের কৃপালাভ হইবে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অসত্তৃষ্ণাকে ইতরাভিনিবেশের কারণ বলিয়াছেন। এই অসত্তৃষ্ণা বা অসদ্বিষয়ের সঙ্গ করিবার ইচ্ছাও চারিপ্রকার। ঐহিক, পারত্রিক, বিভূতি ও মোক্ষবিষয়ে বাসনাই চারিপ্রকার অসৎ বাসনা বা অসত্তৃষ্ণা। ষড়্‌বেগই ইতরাভিনিবেশের ফল। নিয়মাগ্রহ, অসজ্জনসঙ্গ এবং লৌল্য অর্থাৎ নিষ্ঠাহীনতা বা অস্থিরচিত্ততাই ইহার লক্ষণ। নিষ্ঠার অভাবে আমাদের সেবার নিয়ম আমরা রাখিতে পারি না অথবা একটা প্রাণহীন অনুষ্ঠানকে আঁকড়াইয়া ধরি। সাধুসঙ্গে তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না, ভক্তি ব্যতীত অন্য প্রসঙ্গও ভাল লাগে, ইহা নিষ্ঠার অভাবেরই পরিচয়। নিষ্ঠা ব্যতীত রুচিলাভ হয় না। কাজেই উহার বাধাস্বরূপ ইতরাভিনিবেশ গেল কিনা, সেবিষয়ে তীব্র লক্ষ্য রাখিয়া নিরন্তর আর্ত্ত-ক্রন্দন জানাইতে হইবে।

উৎসব-পঞ্জী

গত ১০ই অক্টোবর রবিবার ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে উষঃকালে শ্রীবিনোদবাণীগৌড়ীয়র মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গবন্দনা ও কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ গোবিন্দচরণ দাস প্রভু শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-বিলাস ও তদ্দর্শনে পাষণ্ডিগণের ঈর্ষা বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ হইতে একটী সঙ্কীর্ত্তন-শোভা-যাত্রা বাহির হইয়া টিকাটুলী, বামীবাস রোড্‌ ও নারিন্দা হইয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অপরাহ্ণে ২ ঘটিকায় ইষ্টগোষ্ঠী সভায় পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু ১৮শ বর্ষ গৌড়ীয় হইতে 'শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ের বাস্তব আদর্শ" শীর্ষ প্রবন্ধ পাঠ ও মঠবাসিগণের দৈনন্দিন জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তৎপর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু নদীয়া-প্রকাশ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের 'বোম্বাই সহরে হরিকথা' প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

সন্ধ্যায় শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গবন্দনা কীর্ত্তন হইলে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ প্রভু কর্দ্দম ঋষির হরিভজন ও চরিতকথা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ১৪ই অক্টোবর সোমবার প্রাতে শ্রীপাদ হরিজনানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে গৌরপার্ষদ শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-বিলাস ও তাহাতে পাষণ্ডিগণের ঈর্ষাপ্রদর্শন বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

অতঃপর শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ হইতে একটী নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া নারিন্দা রোড্‌, সাহজিয়ালনগর, লক্ষ্মী-বাজার, লক্ষ্মীবাজার গলি, শঙ্করটোলা, প্যারীদাস রোড্‌, হৃষীকেশ দাস রোড্‌, সেনেনগর, নারিন্দা হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ঐ দিবস অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠী-সভায় পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা করেন। শ্রীশ্রীবিনোদবাণীগৌড়ীয় সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গবন্দনা কীর্ত্তনান্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ-রাগতীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মহর্ষি কর্দ্দমের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

সোনারগাঁ থানায় প্রচার

গত ২রা অক্টোবর বুধবার সোনারগাঁ থানার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রলাল দাস এম্‌-এ মহোদয়ের উদ্যোগে উক্ত স্কুলগৃহে বেলা ৩।০ ঘটিকার সময় একটী বিদ্বজ্জনমণ্ডিত সভায় শ্রীগুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু "মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল একটী জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাকালে কলি নরজীবন ও পশুজীবনের পার্থক্য, চেতনের ক্রমবিকাশ, মানবের মধ্যে নীতিহীন, নিরীশ্বর নৈতিক, সেশ্বর নৈতিক, সাধক ভক্তগণের ও ভাবভক্তগণের [illegible] শ্রেষ্ঠত্ব এবং মানবজীবনের [illegible] করিয়া, কৃষ্ণসেবাই যে সকল জীবের [illegible] করিয়া, তাহা [illegible] হয়। অতঃপর মহাজনপদাবলী ও [illegible] কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন মায়াপুর, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয় ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫
সেবক—[illegible] দাসাধিকারী

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণকেশব ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) অদ্ভুতলক্ষ্মী [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীজনার্দন ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীপ্রেমময় দাসাধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীকৃষ্ণধন দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীরামদাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গোদ্রুম, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
ছাউতারা—শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) কুলিয়াকুঞ্জ
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমধুমঙ্গল সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীদীননাথ ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ কালশাখি. (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপাড়ি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধাকিশোর ব্রজবাসী

(২১) বালুঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
বালিয়াটী পোঃ নবাব, ঢাকা।
সেবক—শ্রীবিশ্ববন্ধু দাসাধিকারী

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীমহানন্দ ব্রজবাসী

(২৫) গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি. (ঢাকা)
সেবক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীমাধব দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীগৌরচন্দ্রাশ্রিত দাস

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাঝোরা, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীমহাপুরুষ দাসাধিকারী;

(৩০) মায়াপুর-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ. পি
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মহেন্দ্রপুর পাটনা।
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
গয়া রোড গয়া
সেবক—শ্রীনন্দগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ বড় গণেশ, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ. এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী

(৩৫) সন্মাত্ররক্ষ মঠ.
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ পি)
শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
রাধাকুণ্ড, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীসত্যব্রত দাসাধিকারী

(৩৯) ব্রজানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ - শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দচরণ ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী

(৪৩) অক্ষয় বিহারী মঠ
মথুরা, মথুরা।
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) গৌড়বিহারী মঠ—পেশোয়ারী,
পোঃ কোকোন, জেলা গুর্জ্জর (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীভিক্ষরাম ব্রহ্মচারী

৪৫। ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী:
সেবক—শ্রীপদ্মচরণ পাণ্ডা

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
বিদ বিং বোম্বে
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীবেদতীর্থ ব্রহ্মচারী

( ) মধ্বানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গুণ্টুর গোদাবরী মাদ্রাজ
—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

৫১। পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র ব্রহ্মচারী

৫২। ভক্তিকুটী—[illegible]
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) সীতাকুটী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী

(৫৫) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রীশৈলেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

৫৭। শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ
পোঃ [illegible], গয়া
সেবক—শ্রীত্রিভুবনমোহন দাস ব্রহ্মচারী

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

(৫৯) আমাদি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ আমাদি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] (মাদ্রাজ)
সেবক—শ্রীঅদ্বৈত ব্রহ্মচারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রীকৃষ্ণতারণ ব্রহ্মচারী

(৬২) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, ই ৫
সেবক—কুমারীবিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট.
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ আফিস
[illegible], [illegible] (ইউ-পি
সেবক—শ্রীরাধানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ আফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) শ্রীভক্তিভবন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রীভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভাবরঞ্জন ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রতীয়া-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪।		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬।	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষান্মাসিক	"	৫।
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—[illegible]—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

ধাম অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে . বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবিধি খোলা। শিক্ষকগণ সাত্ত্বিক ও সচ্চরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৪ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে
সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে নিজের পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সংক্ষ সরল প্রণালীটি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই [illegible] উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। গ্রন্থটী [illegible] কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুপা প্রেস, ওয়ারী, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর [illegible] ও শিক্ষা [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible] প্রাপ্তিস্থান [illegible] শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও বাঁধাই অতি মনোরম। ইহাতে ১০০টী উপাখ্যান, লেখক ও প্রায় ৪০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুপা প্রেস, ওয়ারী, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের [illegible] ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "[illegible]" নামক গ্রন্থের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার [illegible] সংস্করণে [illegible] পারিবেন সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে সর্ব্ব প্রকার শাস্ত্রের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অলৌকিক জীবনচরিত এতাবৎকাল পুস্তকাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অন্তরঙ্গ শিষ্য ও লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৪ পৃষ্ঠা গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেনের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৪১	৬-১১	৭ ১০	১৩-১৮	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-৫১
দমদম "	৫-৫৮	৬-২৫	৭ ৩০	১৩ ৩৭		১৮-১২	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৯-১৮	৮ ০ ৭	৯ ১৬	১৫-৩	১৮-৩৪	১৯-৪২	০-২৫
(বদল) ছাঃ	৬-৩০	৮-৫	৯-৪১	১৫-১৩	১৮ ৪২	১৯-৪৭	০-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩৪	৮-৩৮	১০-৮	১৫-৪১	১৯ ১৭	২০-২২	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০ ৫১	১৪-০	১৭-৫২	২০-৫০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭ ৫১		১১-১০	১৪-৪০	১৮-১১	২১ ১০	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-২
দমদম ,,	১০-২০
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১১ ২৮
(বদল) ছাঃ	.৩ ৫১ (গাড়ী বদলাইবে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	:৪-১৪
ছাঃ	১৫-০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৪০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৮		৯-১০	১৪-১৬	১৬-০	১৮ ৫১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৬		৯ ৪৮	১৪ ৫৫	১৬ ৩৬	১৯-১৭	
ছাঃ	৭-৯	৮-৪০	১১-৪১	১৬-৫৬	১৯-২	২০-৫৬	৩-৩৬
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৫৫	৯-২৩	১২-২৬	১৭-৪১	২০-১০	২১-২৯	৪-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯-২৮	১২-৪৬	১৭-৪৩	২০-১৮	২১-৩৪	৪ ২৩
দমদম ,,			১১-৩	১৯-০		২৩-১	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১০-২০	১৪-১১	১৯-২৬	২১-৫৫	২৩ ২৬	৬-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ	১৪ ১৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫৫
ছাঃ	১৫-১০
শান্তিপুর পৌঃ	১৫-৫১
(বদল) ছাঃ	১৬ ৪০
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-৩৪
[illegible] ছাঃ	১৭-৫৩
	১৯-২৬

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের গৌরবরেখা এবং পরিণত লেখনীর অপূর্ব্ব দান আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই 'বক্সাইটি, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমন্বয় আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দ ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ সবেমাত্র প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—৬১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

... বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড ৷ শ্রীমায়াপুর ৫ই কার্ত্তিক ১৩৪৭, ২২শে অক্টোবর, ১৯৪০ মঙ্গলবার ১৮৮তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——:(•):——

সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ক্ষুদ্র যুদ্ধ-জাহাজ

বৃটিশের কোন নৌ-ঘাঁটি হইতে রয়টারের সংবাদদাতা জানাইতেছেন, "পৃথিবীর মধ্যে এখন একমাত্র বৃটেনেরই সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ-জাহাজ রহিয়াছে। ছোট হইলেও ঐ সকল যুদ্ধ-জাহাজে অত্যন্ত বৃহৎ জাহাজের মতই দূর পাল্লার কামান ব্যবহৃত হইতে পারে। তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রের মধ্য দিয়া ঐগুলি তীব্র গর্জ্জন সহকারে ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে ধাবিত হইতে পারে। আবার গভীর রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে একই প্রকার গতিতে পরিচালিত হইয়া শত্রুপক্ষের নূতন নূতন ভীষণ ত্রাসের কারণ হইয়া উঠিতে পারে। ক্ষুদ্রাকৃতির জন্য, বিশেষ করিয়া চলন্ত অবস্থায় তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলীচালনা করা প্রায় এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার।" উপরোক্ত সংবাদদাতার এই প্রকার জাহাজে চড়িবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি লিখিতেছেন "ইহা প্রকৃতই একটী রোমহর্ষণকারী অভিজ্ঞতা। মোটরগাড়ীতে চড়া অপেক্ষা ইহা অনেক শান্তি ও আরামপ্রদ। আধুনিক বিমান যেমন নীল-নির্ম্মল আকাশে বিচরণ করে, ঠিক তেমনিভাবে ইহা সমুদ্রের জল কাটিয়া, দ্রুতগতিতে চলিতে থাকে। ইহার ইঞ্জিনগুলি যখন চলিতে আরম্ভ করে, তখন মনে হয়, যেন কয়েকটী এক্সপ্রেস ট্রেণ এক সঙ্গে বিমান-আক্রমণ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে জাহাজটিতে আমি চড়িয়াছিলাম, তাহা হইতে কল্পিত-বিমান লক্ষ্য করিয়া কোন একটি কল্পিত বিমানকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকবার গুলি নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।"

——

জার্ম্মাণরক্ষী জাহাজ ধ্বংস

একটী ইতালীয় ঘাঁটি, বেঙ্গাসীর উপর আক্রমণ বৃটিশবিমানবহর করিয়াছে এবং ডেরনিয়ার রেসটেশনে ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহের উপর সরাসরি বোমাবর্ষণ চলিতেছে। তিনখানি বাণিজ্য জাহাজ ও দুইখানি সঙ্গাদী জাহাজের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত একখানি জার্ম্মাণরক্ষী-জাহাজ ধ্বংস হয়। নৌ-বিভাগীয় ইস্তাহারে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে প্রকাশিত এই সংবাদে ঘটনাস্থলের বিবরণ উল্লেখ করা হয় নাই। সরকারীভাবে বলা হইয়াছে—একখানি বাণিজ্যজাহাজ ছিল ৭০০০ টনের। অন্য একখানিতে ডুবিবার পূর্ব্বে বিস্ফোরণ হয়। ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে, ৭০০০ টনের আর একখানি জার্ম্মাণ জাহাজের উপর সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালান হয়। তিনটি টর্পেডোর দ্বারা উহাকে আঘাত করা হয়।

——

অষ্ট্রেলিয়ান দূতের সহিত আলোচনা

সুদূর প্রাচ্যের পরিস্থিতিতে অষ্ট্রেলিয়ার যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা লইয়া প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও মিঃ কর্ডেল হালের সহিত গত বুধবার ওয়াশিংটনস্থ অষ্ট্রেলিয়ান দূত মিঃ কাসির আলোচনা হইয়া গিয়াছে। মিঃ ক্যাসি পরে সাংবাদিকগণের নিকট বলেন, অষ্ট্রেলিয়ার স্বার্থ-সম্পর্কিত সকল বিষয়েরই আলোচনাই তিনি প্রেসিডেণ্টের সহিত করিয়াছেন।

——

বৃটিশবিমানের সাফল্য

বার্লিন, কাসেল ও স্যাক্সের ব্যারাক ও সামরিক ঘাঁটিসমূহের উপর সাফল্যের বোমাবর্ষণ হয়, হার্জ ও মস্কোর উপরও আক্রমণ চালান হয়। যুদ্ধে বৃটিশ বিমান-বহরের কোন ক্ষতি হয় নাই। ইতালীয় পূর্ব্ব আফ্রিকায় ডিরেডাবার অট্টালিকা ও রেলষ্টেশনের উপর বোমাবর্ষণ করা হয়। লোহিতসাগরে টহলদারী বৃটিশ বিমান ও ইতালীয় বিমানের সংঘর্ষে ২খানি ইতালীয় বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাসাবা ও আরেকনার উপকূলের নৌ-বিমান-বহরের ব্যারাকের উপরও বৃটিশ বিমান বোমাবর্ষণ করে।

একটী টর্পেডোবোট বন্দরের জেটীর উপর সরাসরি বোমাবর্ষিত হয়। জার্ম্মাণগণ জাহাজ-ঘাটার পশ্চিম কোণে বহু ভারী বোমাবিস্ফোরণ হয়। তৈলপূর্ণ ট্যাঙ্কে বোমা পতিত হওয়ায় বিপুল অগ্নিকাণ্ডের উৎপত্তি হয়। একটি গ্যাসের কারখানা ও রেলপথের উপর বোমা বর্ষিত হয়। জেনহেলডার, ফ্লুসিং, ওস্টেণ্ড, কালে, বোলন ও লেহার্ভের উপর বোমাবর্ষিত হয়।

বৃটিশ ক্রুইজার ক্ষতিগ্রস্ত

টর্পেডোবাহী একখানি শত্রুবিমানের আক্রমণে বৃটিশ ক্রুইজার 'লিভারপুল' ভূমধ্যসাগরে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ভূমধ্যসাগরে যুদ্ধের পর প্রত্যাবর্ত্তনের সময় 'লিভারপুল' আক্রান্ত হয়, উহা এখন নিরাপদ বন্দরে পৌঁছিয়াছে। বেশী হতাহত হয় নাই।

——

আফ্রিকায় ও জার্ম্মাণীতে বৃটিশ-বিমানের আক্রমণ

টুব্রুকের নিকটে একটী সরবরাহকারী ট্রেণের উপর সরাসরি আক্রমণ চালান হইয়াছিল। জার্ম্মাণীতে ২০টিরও অধিক সংখ্যক রেলপথের কেন্দ্রে বোমা বর্ষিত হয়। জার্ম্মাণী ও হল্যাণ্ডের বিমানঘাঁটিসমূহের উপর বোমাবর্ষণ করা হয় এবং হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের ডকসমূহ ও জাহাজ প্রতিষ্ঠানগুলির উপর প্রচণ্ডভাবে বোমাবর্ষিত হয়। বৃটিশ নৌ-বাহিনী ডানকার্কের উপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করিবার সময় প্রজ্বলিত অগ্নি দেখা গিয়াছিল এবং বেশ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতেছে—বৃটিশ নৌ-বিভাগের এক ইস্তাহারে উক্তরূপ সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে।

আইন-সভার সভ্যদিগের বাধা নিষেধ

রাজকীয় বিভিন্ন পল্টনে যোগদান সম্পর্কে আইন-সভার সভ্যদের যে সকল বাধা আছে—বর্ত্তমান যুদ্ধসম্পর্কে তাহা প্রত্যাহার করিয়া বাঙ্গলা সরকার শীঘ্রই একটী অডিন্যান্স জারী করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ঐ সকল [illegible] যোগদানকারী সভ্যগণ যাহাতে [illegible] পুনরায় আইনসভায় সভ্য [illegible] হইতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করা হইবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় সর্ব্বতোভাবে অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে বহুদেশ তথা বঙ্গের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সজ্জনবৃন্দ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ উত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীস্বরূপ রূপানুগবর্গ সজ্জনগণের ও তদনুকূল সজ্জনগণের অপ্রতিহত গৌরকৃষ্ণ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেব্য।

ভিক্ষা— ৷৷০ আনা মাত্র

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গ্রন্থের অভিনব বিরাট সংস্করণ যন্ত্রস্থ, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, প্রতিপাদ্য নির্দ্দেশ, অধ্যায়বিবরণ, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি সহ গৌড়ীয়মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হই[illegible]

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিবৃতি ও তাৎপর্য্যসহ গৌড়ীয়মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীসুধীরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৩৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৶০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ৩৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। ব্রাহ্মণ-আন্দর ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৶০
২২ ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৩৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ৩৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেমন মানব-ভাষা ৷০
২৭। প্রকৃতিতত্ত্ব (মায়াবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তসূত্র (মায়াবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৷০
৩০। দীপ-নির্দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৶১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴৶
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনকণ্ঠ
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৶১০
৪৯। অর্চ্চনকণ্ঠ ৷৶
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (মায়াবাদ) ৷
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। [illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০ সাংখ্যবাণী ৷৶০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতম্ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। স্বস্তয়নম্ ৷০
৬৫। মায়াবাদ শিক্ষাদীক্ষা ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৶
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷৶
৭০। নারদপঞ্চ ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷৶
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০
৭৩। [illegible] অ্যাণ্ড ব্লিমেন্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবিজম ৷০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ দুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ৷৶
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ৷৶
৭৮ ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য / প্রথম খণ্ড ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীনামচিন্তামণি ৷৶
৮১। সাধন-পথ ৷৶
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴৶
৮৪। শরণাগতি ৴৶

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৶

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ | ৬ দামোদর ৪৫৪ গৌরাব্দ ৭ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২২শে অক্টোবর ইং ১৯৪০, মঙ্গলবার | ১৮৮তম সংখ্যা

"যেখানে হরিকথা নাই, সেস্থল যতই আত্মীয়-স্বজন-বেষ্টিত হউক না কেন, যতই বাসের সুবিধাজনক হউক না কেন, সেই সকল স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ দামোদর বাপু পঞ্চম গৌরাব্দ ৪৫৪

যৎকিঞ্চিৎ

এ জগতে সেব্যও অনেক, সেবকও অনেক। এখানে সেব্য ও সেবকের নিত্য স্থিতি নাই। আজ যিনি সেব্য, কাল তিনি সেবক হইতে পারেন, কাল যিনি সেবক ছিলেন আজ তিনি সেব্য হইতে পারেন। এখানে সেব্য ও সেবকের স্বার্থ এক নহে। কিন্তু চিজ্জগতে এরূপ কোন ব্যাপার নাই। সেখানে সেব্য একজন এবং সেবক বহু, সেখানে সেব্যের স্বার্থই সেবকের স্বার্থ। এতদ্ব্যতীত সেবকের পৃথক করিয়া নিজস্বার্থ কিছু নাই। সেখানে সমস্ত সেবকই একেবারে সেব্যের ইন্দ্রিয়তোষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। এখানে যেমন গোষ্ঠী বা সংসার আছে, সেখানেও তাহা আছে। বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণ সগোষ্ঠী সহ অবস্থান পূর্ব্বক নিত্যকাল তাঁহার সেবকগণের নিকট সেবা গ্রহণ করিতেছেন। সেবক-সম্প্রদায় সেখানে গোষ্ঠী আর সেব্য নারায়ণ গোষ্ঠীপতি। এ জগতে যেরূপ মায়ার সংসার, সেখানে সেইরূপ কৃষ্ণের সংসার। সেখানে গোষ্ঠী গোষ্ঠীপতি হইতে অভিন্ন। ভগবান্ অঙ্গী, ভক্তগণ তাঁহার অঙ্গ। অঙ্গকে বাদ দিয়া অঙ্গীর অঙ্গীত্ব এবং অঙ্গীকে বাদ দিয়া অঙ্গের অঙ্গত্ব থাকে না। ভক্ত ও ভগবান্ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধবিশিষ্ট। ভগবানের সংসারে ভক্তের সহিত ভগবানের যে প্রীতির বন্ধন, তাহা নিত্য, সুতরাং তাহাই সত্য। এই কৃষ্ণের সংসারের লোক যাঁহারা, সেই সাধুগণের পদধূলি হইতে পারিলে কৃষ্ণের সংসারে প্রবেশাধিকার লাভ হয়। শ্রীনারায়ণের সেবকগণ সকলেই শ্রীনারায়ণের সহিত সমজাতীয় ও সমরূপবিশিষ্ট।

এ জগতে আনুগত্য বা দাস্য জিনিষটা ঘৃণ্য। কিন্তু ইহা চিজ্জগতে পরম উপাদেয়। এখানে সকলেই প্রভু হইতে চাহে। আর সেখানে সকলেরই দাস্যে রুচি। চিজ্জগতে সকলেই কোন না কোন বিশিষ্ট নিত্য সেবকের অনুগত হইয়া সেবা করিয়া থাকেন। সেখানে প্রত্যেক সেবক অপর সেবকের অনুগত। যেখানে এই নিয়মের ব্যতিক্রম, সেখানে সেবার শৃঙ্খলা থাকিতে পারে না। এখানকার সকলেই ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত বলিয়া পরস্পরের মধ্যে আনুগত্যের অভাব দেখা যায়। কিন্তু চিজ্জগতে সেরূপ কোন ব্যাপার নাই। যাঁহারা নিষ্কপটে সদ্গুরুচরণাশ্রয় করিয়াছেন, সেই গুরুবর্গের মধ্যেও এইরূপ নিয়ম বর্ত্তমান। তাঁহারা কখনও ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার প্রণালী গ্রহণ করেন না। পরন্তু প্রভুর নিত্য অনুগত সেবকগণের আনুগত্যে গুরুদেবের সেবা করিয়া থাকেন। যেখানে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়, সেখানে প্রতিষ্ঠাশা বা ইন্দ্রিয়তর্পণ নিশ্চয়ই আছে জানিতে হইবে। গুরুসেবক বৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়া কেহ কখনও গুরু-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। বৈষ্ণব লঘু নহেন। তিনি গুরু। গুরুর মত গুরুই। গুরু মনুষ্য নহেন, সুতরাং তাঁহার শ্রীমৎ বৈষ্ণব মনুষ্য হইবেন কি করিয়া? যিনি গুরু, তিনি কি কখনও মনুষ্য হইতে পারেন? মনুষ্যাভিমানী কি গুরুসেবা করিতে পারে? অসুর দেবতার সেবা কি করিতে পারে? গুরু দেবতা, শিষ্যও দেবতা। তবে বৈষ্ণব গুরুর সেবক—গুরুর অনুগত, ইহাই বৈশিষ্ট্য। বৈষ্ণব গুরুদেবতাত্মা। বৈষ্ণবও গুরুপাদপদ্মের সম্মান দান করেন। সুতরাং বৈষ্ণবের ন্যায় পরমবান্ধব আর কে আছে? যিনি গুরুর সম্মান দিতে পারেন, তিনি কি কখনও লঘু হইতে পারেন? লঘু কি গুরুর সম্মান দিতে পারে? বৈষ্ণব পাতিত নহেন, তিনি পতিতপাবন। তিনি ঠাকুর, তিনি দেবতা, তাই তাঁহাকে শ্রীল দেব বলা হয়। গুরুদেবের সেবক [illegible] গুরুসেবাই গুরুতর্পণ। যেখানে গুরুতর্পণ, সেখানে গুরুদর্শন নাই। ঐরূপ বৈষ্ণবের সঙ্গ ও সেবাসৌভাগ্য যদি আমাদের না হয়, তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ন্যায় এমন অমূল্য রত্ন পাইয়াও হারাইয়া ফেলিব। তাঁহাকে গুরুপাদপদ্মে যুক্ত করাই বৈষ্ণবের কার্য্য। এ কার্য্য বৈষ্ণবের একচেটিয়া, আর কাহারও অধিকার নাই। যিনি নিজেকে গুরুপাদপদ্মে যুক্ত নহেন, তিনি অপরকে যুক্ত করিতে অসমর্থ জানিয়া, অকপট গুরুসেবক বৈষ্ণবের পদধূলি হইবার আকাঙ্ক্ষা আর কেহ কবে করিবে? জানিনা, কবে আমরা বৈষ্ণবসেবা লাভ করিয়া, গুরুদেবের সেবা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিব, সেবাই সৌভাগ্য, সেবকই ধন্য—ইহা উপলব্ধি করিতে পারিব। জানিনা, কবে আমরা নিজেকে গুরুর জানিব, গুরু-দেবতাত্মা বৈষ্ণবকে আপনজ্ঞানে—আমার নিত্যনিষ্কপটরূপে সেই গুরুসেবক বৈষ্ণবের কৃপালেশ পাইয়া ধন্য হইব, তাঁহাদের পশ্চাতে থাকিয়া, তাঁহাদের [illegible] তাঁহাদের অনুগমনে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সুখাস্বাদন করিতে পারিব, [illegible] কবে হবে? কবে গুরু [illegible] নিজ [illegible] হইতে বলিয়া [illegible], [illegible] কবে হইবে?

কৃষ্ণ অনুরাগ পালে রবে আন সর্বকাল। আ্যা নিবেদন-বৈষ্ণব কৃপা ও [illegible]।

কপটতা

(শ্রীমৎ ... দাস ... বি-এ)

কপটতা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ হইতে বহু দূরে রাখে ... 'নিকটে' যাইতে দেয় না। কপটতা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের ... বা ... আর কিছুই করা হয় না। কপটতাই সর্ব্বাপেক্ষা ... এই কপটতা- ... অহৈতুকী ... কারণ, এই কপটতার ... নিত্যকাল ... সেবাসুখ ... দুঃখকে বরণ করিয়া ... নিত্যদাসত্বরূপে নিত্যকাল ... করিতে বাধা ... জন্য হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীভক্তিবিনোদ ... প্রার্থনা করেন— ... নিত্যসত্য হইয়া অনাদিকাল ধরিয়া আমাদের যে ... কপটতা স্থানে ... আশ্রয় দিয়া, নিত্য সেবানন্দের ... অঙ্গীকার করিয়া— ... দুঃখীর প্রতি দয়ার আর তুলনা বা পরাকাষ্ঠা নাই। লোক বাহ্য ... কপটতা। দুর্ব্বলতা সংবরণ করিবার ইচ্ছাও কপটতা। শ্রীগুরুদেব যাহা করিতে বলেন, তাহা আমি কেন করিতে পারি, বৈষ্ণব শ্রীগুরুর আদেশ পালন করিয়া চলিবার জন্য যে যত্ন করেন, তাঁহার সেই আচরণ ... প্রতি উদাসীন হইয়া নিজের দুর্ব্বলতার পুষ্টিকারী স্বয়ং রুচির অনুকূলে ব্যাখ্যা করিয়া চলা ইহাও কপটতার বিজ্ঞাপন। তাহা ছাড়া, আলস্য, প্রতারণাপটুতা, পরমুখাপেক্ষা, প্রজল্প, তর্ক, বৃথা ভয়, লজ্জা, নিন্দা প্রভৃতি বিবিধরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং তাহা সরল ও নিষ্কপট সেবকগণের সহযোগিতা বা সাহায্যপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত রাখে, আপনার বিকাশ হইতে দেয় না, বৃথাভিমান, অহঙ্কার ও স্বতন্ত্রতার সৃষ্টি করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবাযোগ্যতা অর্জ্জনের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া জীবের নিত্যদাসত্বরূপে কপটের ... মায়াকারাগারে পেষিত হইবার জন্য পুনরায় নিক্ষেপ করে।

অন্তঃশোধনই কপটতার দমন হইবে ... পরিত্রাণলাভের উপায়। নিজেকে অসৎ বলিয়া প্রাণে উপলব্ধি করিবার সুযোগ উপস্থিত হইলে অনুতাপের উদয় হয়। অনুতাপের উদয় হইলে সংশোধনের ইচ্ছা জাগ্রত হয়। সংশোধনের ইচ্ছা জাগ্রত হইলে যাঁর সর্ব্বপ্রকার অযোগ্যতার ... অধিক দোষগুলি দূর করিবার উপায়স্বরূপ পরমকৃপাময়-... আসিয়া সর্ব্বপ্রকার মানসিক ও ... কেবলমাত্র তিনি সমাদরে বরণ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। সেইজন্য মহাজন বলিয়াছেন—"সাধুসঙ্গ করিবার জন্য যে সকল দৈহিক বা মানসিক কষ্ট হয়, তাহা সানন্দে মাথা পাতিয়া লওয়া উচিত। তাহার জন্য কষ্ট স্বীকার করায় ক্ষতি নাই বরং লাভ আছে; উহাই ভজন। সমস্ত কষ্ট স্বীকার করিয়াও সাধুসঙ্গ করা উচিত। অনুতাপ আসিলে "তত্তেহনুকম্পাং", "দিব্যং যদি দত্তং", "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। যেষাং স্বাং মহতাং কালান্ পরিত্যাজ্যেহপি অনীশ্বরঃ" প্রভৃতি শ্লোকের ও "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত সেও ত' পরম সুখ।" প্রভৃতি মহাজন-পদের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুসন্ধানের স্পৃহা জাগরিত হয়। অসৎ বলিয়া জানিয়া অনুতাপ করিবার মূলেও একমাত্র সাধুসঙ্গ বা সাধুগুরুসেবা। অসৎকে প্রকৃত অসৎ বলিয়া জানিয়া অনুতাপের সুযোগ দিবার জন্য, ভাল হওয়ার জন্য সাধুগুরুর সেবা-... আকুলতা জাগাইবার জন্য ... শ্রীগুরুবৈষ্ণব ভগবানের প্রাকৃত ... জীবের অহৈতুকী সেবা ... কারণ: নিত্যমুক্ত বা জীব নিত্যসিদ্ধ ভজনলীলার প্রকট। বিপ্রলম্ভবিগ্রহ ... ইহাই মহাবদান্য অবতারের কথা। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগুরুদেবের উহাই ... জীবে দয়ার চরম পরাকাষ্ঠা। সেই নিত্যানন্দ, নিত্যসেবা, নিত্যাশ্রয় শ্রী গৌ র নি ত্যা ন ন্দ বিগ্রহবিগ্রহাশ্রয় শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম নিত্যাশ্রয় করিবার জন্য প্রতিপ্রার্থনায় শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর কীর্ত্তন করিয়াছেন—

কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল॥
মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুসঙ্গ কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥
... পদে পড়িনু-উদ্ধার।
... এ অধমে করহ নিস্তার॥

ভজনান্তরায়

——::(•)::——

ভজনশৈথিল্য

ভক্তি নিত্য প্রগতিশীলা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ভক্তির প্রগতি একটী রূপকের মধ্য দিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বর্ণন করিয়াছেন। তিনি ভক্তিকে একটি লতার সহিত তুলনা করিয়াছেন। সে লতাটি বিশ্বে অবস্থিত সাধকের হৃদয়ে প্রথমে বীজরূপে প্রকাশিত হয়। পরে তাহা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে বিরজা, তদূর্দ্ধে ব্রহ্মলোক ও তাহারও উর্দ্ধে পরব্যোমে অবস্থিত বৈকুণ্ঠে উপনীত হয়। সেখান হইতে বৃন্দাবনে কৃষ্ণপাদপদ্মরূপ কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করে। এই আশ্রয় লাভ করিয়াও তাহার গতি শেষ হয় না। নিত্য নূতন শাখা, পল্লব, পুষ্প ও ফল উৎপন্ন করিয়া বৃক্ষের আনন্দ উৎপাদন করে। ভক্তিলতার এই প্রগতি স্বাভাবিক হইলেও জীবের দুর্দ্দৈববশে কখন কখন ভক্তিলতার গতি স্তব্ধ হইয়া যায়। ইহাতে ক্ষতি জীবের। কারণ এই লতা অবলম্বন করিয়াই মায়াবদ্ধ জীব অশোক-অভয়-অমৃত-আধার কৃষ্ণপাদপদ্ম-কল্পবৃক্ষ লাভ করেন এবং প্রেমফল আস্বাদন করেন। এই গতিহীনতার কথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আমরা এইরূপ পাই—

'কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা।
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীবহিংসন।
লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥'
...সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাড়িতে না পায়॥"

শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ পালন করিতে করিতে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা, কুটিনাটি, জীবহিংসা, নিষিদ্ধাচার, ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিবাঞ্ছা ইত্যাদি অনর্থের উপস্থিত হইলে ভজনে শৈথিল্য আসিয়া পড়ে। অনেকসময় সাধারণ্যে ঐরূপ সাধকের শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে প্রবল উৎসাহ দেখা যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণবের সঙ্গে যদি ভাহার কোন আন্তরিক আগ্রহ থাকে না, তখনই শ্রীগুরুবৈষ্ণব যখন তাহার মঙ্গলের জন্য মনোধর্ম্মনাশছেদনকারী হরিকথা কীর্ত্তন করেন ও ভজনে আহ্বান করেন, তখনও আর উৎসাহ থাকে না। কখনও শ্রবণ-কীর্ত্তনে (?) উৎসাহ খুব দেখা যায়, কিন্তু বৈষ্ণব-সেবায় তাহার শৈথিল্য প্রকাশ পায়। নিয়মিত নিয়মানুসারে শ্রবণ কীর্ত্তন, সংখ্যানাম গ্রহণ ও সেবা-কার্য্যাদি করিয়াও বাস্তব অনুভূতি লাভের জন্য প্রাণে একটা সাড়া জাগে না। এই অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে সেবাবিমুখতা, ভজনাঙ্গসমূহে অনাদর, তাহা হইতে জীবপাপ ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধ সংঘটিত হয়। বৈষ্ণব-অপরাধ মত্ত হস্তীর ন্যায় ভক্তিলতার মূল উৎপাটন করিয়া দেয়।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে ভজনান্তরায় আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষেরও ভক্তির তাৎপর্য্য না জানার দরুণ যে ভজনশৈথিল্য দেখা যায়, তাহা তাহাদের অন্তরঙ্গ ভজনাঙ্গ-সমূহের পালন দ্বারা দূরীভূত হয় না। উহার একমাত্র কারণ ঐ ভক্তিশৈথিল্যের মূলে অপরাধ আছে।" শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সম্বন্ধে প্রত্যেক জীবেরই হরিভজনের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে বিবেকজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। তথাপি ভুক্তিমুক্তি সিদ্ধিবাঞ্ছা বা অনর্থযুক্ত থাকায় জন্য হৃদয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা ও কুটিনাটি ইত্যাদি হৃদয়দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই সকল লক্ষণকে হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের অন্তর্গত করিয়াছেন। হৃদয়-দৌর্ব্বল্যই ভজনশৈথিল্যের কারণ।

সাধুসঙ্গরহিত সাধারণ মুগ্ধ জীবকুল মায়িক বিশ্বের প্রলোভনে পড়িয়া ভুক্তি, ভোগে অতৃপ্ত হইয়া সিদ্ধি এবং ভোগের তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্য মুক্তি ত' চাহিবেই। তাহারা যখন শ্রীগুরুদেবাদির শ্রীপাদপদ্মের চিহ্নন লাভ করিবে, তখন সেই মুহূর্ত্তেই এই দৌর্ব্বল্য দূর হইবে। যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অবস্থানের অভিনয় করিয়াও জন্মজন্মার্জ্জিত হৃদয়দৌর্ব্বল্য হেতু শিথিলতা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের এই দুর্ব্বলতার মূলে রহিয়াছে ও বৈষ্ণবে মর্ত্ত্য-বুদ্ধিরূপ অপরাধ। কারণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুশাসনগর্ভে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার অভিনয় করিয়াও 'এক রকম বেশ দিন কাটিয়া যাইতেছে' এই বিচারে দেহারামতার স্রোতে গা ঢালিয়া চলিয়াছে যাহারা, তাহারা সাধারণ বিষয়বিমুগ্ধ জীবকুল অপেক্ষা কোটিগুণে শোচ্য। বিষয়বিমুগ্ধ জীবের মঙ্গলের উপায় আছে, কিন্তু আমরা অন্তর্চ্ছিদ্রের পথে—মহারৌরবের পথে দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছি। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী অপেক্ষা ঈশ্বর স্বীকার করিয়া যাহারা তাঁহার বিলাস স্বীকার করে না, তাহারা অধিকতর নির্ব্বিশেষভাবে আচ্ছন্ন, আর আমাদের সাবলাস ভক্ত ও ভগবানের বাস্তব স্বীকার করিয়াও যদি বিলাসের উপকরণরূপে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বলি দিবার ইচ্ছা না জাগে, তাহা হইলে

বিলাসের প্রতি স্পৃহা হারাইয়া নির্বিশেষ ভাবের চরমে উপনীত হইব, সর্বাপেক্ষা তুচ্ছ অবস্থা আমাদের লাভ হইবে। তখন-শৈথিল্য আমাদিগকে বহুবেগের চির-ক্রীতদাস করিয়া রাখিবে।

অসদুপাসনা উপশাখা ছেদনের বল যদি না থাকে, যদি আমরা দুর্বলদৌর্বল্য-গ্রস্ত থাকি, তবে উপায় কি? কায়, মন ও বাক্যকে শ্রীগুরুবৈষ্ণব ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করুন্—এই আর্ত্ত রব করা। যাহা করিয়াছি সেজন্য "আর নাহে বাপ," বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, আর আমার কায়মনোবাক্যকে শ্রীগুরুবর্গ কতটুকু গ্রহণ করেন এবং আমি পোষণ করিলে মায়ার সেবা হতে কায়মনোবাক্য তুলিয়া লইবে—তখন-শৈথিল্য দূর হইবে। নতুবা ভজনাঙ্গসমূহ পালনের অভিনয় করিয়া ভক্তিতে অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারিব না। অর্থাৎ ভক্তির কথা শ্রবণ-কীর্তন ও অন্যান্য অঙ্গাদের অনুষ্ঠান করিয়াও ভক্তির তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না। তাৎপর্য্য না জানিলে অর্থহীন বা উদ্দেশ্যহীন ক্রিয়ার ন্যায় ভজনাঙ্গসমূহ অবশে অনুষ্ঠিত হইবেই হইবে।

দম্ভ

জীব অণুচৈতন্য। এই অণুচৈতন্য জীব আবার যখন মায়ার অধীন থাকে, তখন সে অপবিত্র থাকে। কাজেই চির অনবদ্য, নিষ্পাপ অধোক্ষজ চেতনবস্তু ও শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কোন সেবা তাহার দ্বারা সম্ভব হয় না। সাধনকালে জীব মায়ামুক্ত নহেন। মায়ামুক্ত হইলেও তাঁহার অণুত্ব অটুট থাকে। ভগবানের আত্ম স্বরূপশক্তির আশ্রয়ে থাকিলে তাঁহার কৃপাক্রমে তাঁহারই সেবাপাত্র বা সপরিকর কৃষ্ণের প্রয়োজন সম্বন্ধে পূর্ণতা জীবাত্মাকেও স্পর্শ করে। তাহাতে স্পর্শমণির স্পর্শের ন্যায় জীবও স্বরূপশক্তির ধর্ম লাভ করেন। জীব ক্ষুদ্র এবং মায়াস্পর্শে অপবিত্র থাকে বলিয়াই স্বরূপশক্তি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা-শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া যে সেবাচেষ্টা করে, তাহার মধ্যে কখন কখন দম্ভ পোষণ করিতে থাকে। সেবা হৃদয়কে দীন করে, উত্তরোত্তর সেবার লালসা বৃদ্ধি করে; আর দম্ভ হৃদয়কে কঠিন করে, সেবাবৃত্তিকে রুদ্ধ করিয়া দেয়।

দম্ভের নিত্যসঙ্গী মাৎসর্য্য। যে হৃদয়ে দম্ভের আসন রচিত হইয়াছে, সেখানে মাৎসর্য্য উপস্থিত হইবেই হইবে। সমস্ত অনর্থ ও অশান্তির মূল এই মাৎসর্য্য। মৎসরতা যেখানে আসন গ্রহণ করিয়াছে, সেখানে ভক্তির অভিনয়ও বেশীদিন থাকে না। শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে আমরা এই কথাটী পাই—

মৎসরতাবশে, তুমি জড়বশে,
মজেছ ছাড়িয়া কীর্তন-সৌষ্ঠব।

জগতের সমস্ত প্রতিষ্ঠা শ্রীগুরুপাদপদ্মের এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মই কীর্তনকারী। কীর্তন-বিগ্রহরূপে জগতে তাঁহার যে কীর্ত্তি-সৌরভ বিকীর্ণ হয়, তাহাতে মৎসরের জ্বলিয়া উঠে। সে নিজের জন্য ঐ প্রতিষ্ঠা চায়; ফলে কীর্তন হইতে বঞ্চিত হয়। আবার এই মৎসরতারও মূলে আছে দম্ভ। আমি কি সেবাকার্য্যে বা ভক্তিতে কিছু কম আছি যে, গুরুবৈষ্ণবের প্রাপ্য প্রতিষ্ঠার আমি ভাগ পাইব না। ভগবান্ কৃষ্ণই সমস্ত কনক-কামিনীর মালিক। শ্রীগুরু বৈষ্ণবে মৎসরতা আসিলে ক্রমে ভগবান্ কেন একচেটিয়া ভোক্তা হইবেন, এই বিচারে ভগবানের প্রতি আমাদের মাৎসর্য্য উদিত হয়, তখন জীবের সর্বপ্রকারে অধঃপতন হয়। প্রায়ই দেখা যায়, ঐরূপ জীব সাধারণ নৈতিক জীব অপেক্ষাও ছোট হইয়া পড়ে।

মহিমজ্ঞানের দ্বারা আমাদের দম্ভ দূর হয়। কিন্তু এই মহিমজ্ঞান যদি গুরুজ্ঞানের আশ্রয়ে, নিজ বিদ্যাবুদ্ধি-পাণ্ডিত্যবলে ধারণা বা অনুশীলন করিতে যাই, তাহা হইলে নিজেই ঐ মহিমার মালিক হইবার দুরাশা পোষণ করিতে পারি। মহিমার পাত্ররূপে গুরু ও ভগবানের ব্যক্তিত্বের মাধুর্য্য যদি আমাদের হৃদয়কে অধিকার না করে, তাহা হইলে ঐরূপ মালিকহীন নির্বিশেষ মহিমজ্ঞানের পাত্ররূপে নিজেকে কল্পনা করা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, আমি নিজের কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়, কাজেই সকল মহিমা নিজের করিবার ইচ্ছা আসিয়া যায়। গুরু বা ভগবানের মহিমা অনন্ত। বেদ বলেন যে, তাহার সন্ধান না পাইয়া মন বাক্যের সহিত ফিরিয়া আসে, কাজেই আমাদের puppy brain এর দ্বারা সে মহিমার সন্ধান করিতে গেলে মস্তিষ্কের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, বিচারশক্তি পঙ্গু—পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তখন একটা নির্বিশেষভাব আসিয়া আমাদের হৃদয় গ্রাস করে। মহিমার সঙ্গে তখন আর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হয় না। অর্থাৎ গুরু ও ভগবানের মহিমা আমাদের কাছে একটা ভাবাত্মক ভাব বা idea মাত্র বোধ হয়। ভগবানের চরিত্রে বা মহাভাগবতবৈষ্ণবের চরিত্র ও আচরণের মধ্যে সে মহিমা আমি মাপিয়া বাছিয়া লইতে পারি না। গুরু বা ভগবান্ ত' আমার ইন্দ্রিয়ের অতীত, তাঁহারা নিজের মহিমায় সর্বদা স্বতঃদীপ্তিমান্, তাঁহারা যদি তাঁহাদের মহিমা আমাদের হৃদয়ে প্রকাশ করেন, তবে আমাদের হৃদয়ে তাহা প্রকাশিত হইতে পারে; আমরা মহিমজ্ঞান লাভ করিতে পারি। তাহা হইলে মাৎসর্য্য যাইবার উপায় কি? আমরা জগতে দেখিতে পাই যে, যাঁহাদিগকে আমরা প্রিয়জ্ঞান করি তাঁহারা যতই বড় হউক না কেন, তাহাতে আমাদের মৎসরতা আসে না। শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু এই উপায়ই পরমার্থজীবনে প্রয়োগ করিয়াছেন। "...দা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বাম্"। দম্ভ ত্যাগ করিয়া সেব্যের প্রতি রতি কর অর্থাৎ সেব্যের প্রতি অনুরক্ত হও—তাঁহাকে প্রিয়জন জ্ঞান কর। হৃদয়ের জন—প্রীতির জন যাঁহারা, তাঁহাদের সেবা করিয়া কেহ দম্ভ করিতে পারেন কি? মাতা পুত্রের যতই সেবা করুন্ না কেন, তিনি কি মনে করিতে পারেন, আমি খুব করিয়াছি। সেইরূপ গুরুবৈষ্ণবকে যদি আপনজ্ঞান করিতে পারি, তখন মনে হইবে, কোটিপ্রাণ ত্যাগ করাও অতি তুচ্ছ: যদি তাঁহাদের পদনখকোণের বিন্দুমাত্র সেবা হয়, তবে ক্ষণে ক্ষণে কোটি প্রাণ ত্যাগ করা যায়—সেখানে ক্ষুদ্র অণুচেতন সাধকজীবের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দুর্বল সেবা-চেষ্টায় কি আর দম্ভ আসিতে পারে?

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণকুটীরে ঊর্জ্জব্রত

আকুমাঠার শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ কলিকাতা ১ শ্রীকৃষ্ণকুটীরে পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে গত ১৩ই অক্টোবর বুধবার হইতে সংকীর্তনমুখে ঊর্জ্জব্রত পালিত হইতেছে। প্রত্যুষকে প্রত্যহ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক কীর্তনের পর গুরুবৈষ্ণব বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, দামোদরাষ্টক ও অন্যান্য মহাজনপদাবলী কীর্তন হইলে পণ্ডিত প্রবর উদ্ধবদীনমণি ব্রহ্মচারী বি.এ মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। মধ্যাহ্নে ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্[illegible] পারায়ণ করিতেছেন। অপরাহ্নে হইতে [illegible] হইতেছে। সন্ধ্যার পর পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] গোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীমনঃশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। পাঠের আদি ও অন্তে পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্তন হইতেছে।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে উৎসব

গত ১৩ই অক্টোবর, মঙ্গলবার ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে উষঃকালে শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর মহাজন পদাবলী ও শ্রীনামকীর্তনের পর মঠ হইতে একটি নগরসংকীর্তন বাহির হইয়া নারিন্দা, নবাবপুর, লক্ষ্মীবাজার, পাতলাখাঁন লেন, টোলা, কায়েতটোলা, সূত্রাপুর, [illegible] ও নারিন্দা হইয়া মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

অপরাহ্নে হইতেই সভায় পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ১৮শ বর্ষ গৌড়ীয় হইতে "শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ের বাস্তব আদর্শ" নামক প্রবন্ধ [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ১১শ অধ্যায় হইতে মহারাজ [illegible] হরিভজন বিষয়ে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে ক্রমশঃ শ্রোতৃ-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে।

দিনাজপুরে প্রচার

গৌড়ীয় [illegible] করেন।

[illegible]

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ ও [illegible]

[illegible] নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

[illegible] কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible]

সেবক—[illegible] অধিকারী

(৩) গোদ্রুমদ্বীপে শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—[illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট

[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ কালনা (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ কালনা (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] শ্রীল [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) কুলিয়া[illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁপাহাটি, (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মধ্যের পরিচ্ছেদের পাট

চাঁপাহাটি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible]নাথ অধিকারী

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(২৫) মধুরাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible] (ঢাকা)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

সেবক—শ্রী[illegible]মোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জিলিং

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], নারায়ণপুর, চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা।

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড গয়া

সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible]

শ্রী[illegible]মোহন ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], পোঃ মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ[illegible]

[illegible], বৃন্দাবন

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৯) [illegible]-[illegible]

পোঃ [illegible] (মথুরা)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible]চরণ [illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ

[illegible], মথুরা।

সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) গোড়বিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], [illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ অধিকারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

১৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী,

সেবক—শ্রী[illegible]

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, [illegible]

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] বাঙ্গালোর

—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী

সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

৫১। [illegible] মঠ

[illegible] পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫২। [illegible]—[illegible] মঠ

সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কৃষ্ণনগর, পুরী

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible]পাবন ব্রহ্মচারী

৫৭। শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]

পোঃ [illegible], [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible], [illegible]

পোঃ [illegible] (আসাম)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬১) চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (আসাম)

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৬২। [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] ষ্ট্রীট [illegible]।

সেবক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] নং [illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible]

সেবক—[illegible]বিনোদবাণী দাসী

৬৪। গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible], [illegible] (ইউ-পি

সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয় মঠ অফিস,

[illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,

মায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]গোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

[illegible] (ইউ, পি)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(৭১) [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible]বিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনরীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ[illegible]

শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৫ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৫ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনের	।০		।৶০	।০
" " ইঞ্চি ৫৲			১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬		।।০
" সিকি কলম ১৫৲		১৷৷০
" অর্দ্ধকলম ২৫৲		১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
বাৎসরিক	৩৲
ষৈমাসিক	২৷৷০
মাসিক	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ,, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চতুর্দ্দিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অভিজ্ঞতাসহকারে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালীই ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই পরমার্থের পথে উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। এন্টিক পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—সত্যা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১৬০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৪০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—সত্যা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক কাব্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যাবিনোদসমন্বিত মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব আকারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ প্রভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, আকার ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে শ্লোক আকারে গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রীবিশ্বনাথকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রভূত লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

---:o:---

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সংস্থাপক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপূর্ব্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অন্যতম পরাবিদ্যাপ্রিয় সু-লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণ"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের এম-এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৫৩৩ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে শব্দ অর্থ-বিবরণ সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৫০	৬-২১	৭ ১৫	১১-৬	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫০	২২-০৬
দমদম „	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩ ৫০		১৮-৬	২২-৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৭	৮-১	৯-১৮	১৩-২৮	১৫-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-৫৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৫৩	১৩-৩৩	১৫-৫	১৮-৩৯	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৯	১৪:১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২
(বদল) ছাঃ	৭ ১০		১০-১১		১৭-৩৮		২০-৩০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৮		১০ ১৯		১৮-১০		২১ ১০	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৬
দমদম „	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৮	৯-১০		১৪-১৬	১৬-০	১৮ ৩১		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৬	৯ ৪৮		১৪ ৫৫	১৬ ৩৮	১৯-১১		
ছাঃ	৭-৯	৮-৪০	১১-৪১	১৬-৫৬	১৯-২	২০-৫৬	৩-৩৬	
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯ ২৩	১২-২৬	১৭-৩১	২০-১০	২১-২৯	৪-১৫	
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯-২৮	১২-৩৬	১৭-৪৩	২০-১৮	২১-৭৪	৪-২৩	
দমদম „		১১-৩		১৯-০		২৩ ৯		
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১২০	১৪-২১	১৯-২৬	২১-৫৫	২৩-২৬	৬-২৬	

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ	১৪ ১৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫৫
ছাঃ	১৫-১৭
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৫১
(বদল) ছাঃ	১৬ ৫০
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-৩৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৯
কলিকাতা পৌঃ	১৯-২৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

---:o:---

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেছালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় মেছালার পাচন ...... অত্যন্ত অধিক। পিপাসা প্লীহা যকৃত কামলা এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—৬১নং ক্যানিং রোড, কলিকাতা

অথবা

পুরাতন মেছালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড / শ্রীমায়াপুর ৬ই কার্ত্তিক ১৩৪৭, ২৩শে অক্টোবর, ১৯৪০ বুধবার ১৮৯৩তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(•)::——

ব্রহ্মের পথ খুলিবার প্রতিক্রিয়া
জাপানী-পত্রিকার মনোভাব

ত্রিশক্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর হইতেই জাপানী পত্রিকাগুলি আশঙ্কা করিতেছিল যে, ব্রহ্মপথ পুনরায় খুলিয়া দেওয়া হইবে। এ সম্পর্কে তাহাদের মন্তব্যে তেমন তীব্রতা অথবা গভর্ণমেন্টের ভবিষ্যৎ নীতি সম্পর্কে কোন আভাস নাই। শুধু ৭ই অক্টোবরে "হোচী" পত্রিকা বলিয়াছে—"ব্রহ্মপথ খুলিয়া দিলে পৃথিবী-ব্যাপী সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইবে। আমেরিকা ও বৃটেন যদি ব্রহ্মপথ খুলিয়া দেয়, তবে তাহারা তাহাদের বিনাশ ডাকিয়া আনিবে। বৃটেন যদি ইউরোপের যুদ্ধকে প্রশান্তমহাসাগরে বিস্তৃত করিতে না চায়, তবে যেন ব্রহ্মপথ খুলিয়া দিয়া জাপানকে সমরে আহ্বান না করে।"

জাপানের বিমান-শক্তি

গত দশ বৎসরে জাপান একটি বৃহৎ সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছে। অনুকরণ জাপানীদের জাতীয় স্বভাব। ইউরোপের অন্যান্য দেশের অনুকরণে জাপান বিমানপোত নির্মাণের অনেক কারখানা গড়িয়া তুলিয়াছে। গোড়াতে জাপান আমেরিকা, গ্রেট বৃটেন, জার্মাণী, ফ্রান্স ও ইটালী হইতে বিমানপোত নির্মাণ করিত। পরে লাইসেন্স লইয়া বিভিন্ন মার্কার (অন্যদেশের) এরোপ্লেন জাপানেই তৈয়ার করিতে শুরু করিল। বিমানপোতের ইঞ্জিন ও স্ক্রু ইত্যাদিও ঐভাবে জাপানেই তৈয়ার হইতেছে।

কিন্তু বিমানপোত নির্মাণের প্রয়োজনীয় মালমশলার জন্য জাপানকে সম্পূর্ণরূপে অন্যান্য দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। সেগুলি চালাইতে তৈলের জন্যও তাহাকে প্রায় একান্তভাবে আমেরিকার মুখাপেক্ষী হইতে হয়। জাপানে বিমানপোত নির্মাণের সরকারী কারখানা আছে। মিৎসুবিসি এবং নাকাজিমা প্রভৃতি বেসরকারী কোম্পানীও বিমানপোত নির্মাণ করে। নাকাজিমা কোম্পানী লাইসেন্স লইয়া আমেরিকার ডগলাস ও বল্টির বেতার ইঞ্জিন তৈয়ার করিতেছে।

কয়েক বৎসর যাবৎ জাপান ক্রমশঃ তাহার আধুনিক বিমানশক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। জাপানের দশটি কিম্বা তদোধিক বিমানপোত-বাহী জাহাজ আছে। সেগুলি ঠিক বৃটিশ বিমানপোতবাহী জাহাজের ন্যায় সর্ববিধ সরঞ্জামবিশিষ্ট। জাহাজবাহী বিমানপোতের অনেকগুলিই আমেরিকান ধরণের।

বর্তমানে কানাডা হইতে জাপানে এলুমিনিয়ম, নিকেল, তামা প্রভৃতি সামরিক প্রয়োজনের ধাতুদ্রব্য রপ্তানী নিষিদ্ধ হওয়াতে জাপানের বিমানশক্তির ভবিষ্যৎ প্রসার অনেকাংশে ব্যাহত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া আমেরিকা হইতে বিমানপোত চালনার উপযোগী পরিষ্কৃত পেট্রোল রপ্তানী নিষিদ্ধ হওয়াতে জাপানের অসুবিধা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য জাপানে এখনও অপরিষ্কার তৈল আমদানী হইতেছে। কিন্তু জাপানে তৈল পরিষ্কৃত করিবার যন্ত্রপাতি কম বলিয়া তাহার প্রয়োজন পুরাপুরি মিটিতেছে না।

যুক্তরাষ্ট্রের অপূর্ব্ব ভবিষ্যৎ

যুদ্ধসচিবের সেক্রেটারী মিঃ ষ্টিমসন্ ঘোষণা করিয়াছেন—আগামী ১৮ই নভেম্বর অথবা উহার নিকটবর্তী কোন তারিখে নির্ব্বাচিত সৈন্যগণের প্রথম ৩০ হাজারকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবিভাগে ভর্তি করা হইবে। ঐ সময় হইতে ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত আরও ছয় লক্ষ সৈন্যকে আহ্বান করা হইবে। ঐ তারিখের পর যুক্তরাষ্ট্র কোন্ ঘটনার সম্মুখীন হইবে তাহা কেবল বিধাতাই জানেন এবং ঐ তারিখের পর উদ্ভূত অবস্থা কি ভাবে সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইবার জন্য আহ্বান করা হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবে।

———

দেশরক্ষায় অতিরিক্ত ১লক্ষ ডলার বরাদ্দ

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কংগ্রেসকে জানাইয়াছেন, সেণ্ট লরেন্স অঞ্চলের আন্তর্জাতিক 'র‍্যাপিডস সেকশনে' দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত শক্তি বৃদ্ধির প্রাথমিক পরিদর্শনকার্য্য পরিচালনার জন্য তিনি একলক্ষ ডলার বরাদ্দ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য এবং কানাডা গভর্ণমেন্টের ভারপ্রাপ্ত এজেন্সির সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য তিনি একটি 'সেণ্ট লরেন্স পরামর্শ সমিতি' গঠন করিয়াছেন।

জার্ম্মাণীর ভিতরের খবর

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, যুদ্ধ সাফল্য জার্ম্মাণীতে উল্লাসের সৃষ্টি না করিয়া এক বিষম অবসাদের সৃষ্টি করিয়াছে। এই অপ্রত্যাশিত আচরণের মুখ্য কারণ এই যে, যুদ্ধ এখনই জার্ম্মাণীতে যুদ্ধের গুরুতর লোকক্ষয়ের সংবাদ প্রকাশ পাইতেছে। এক্ষণে আবার এই সংবাদও পাওয়া যাইতেছে যে, নাৎসীরা অধিক বিপজ্জনক স্থানগুলিতে কেবলমাত্র নাৎসীর সুদেতান জার্ম্মাণদেরই পাঠাইত।

এই সংবাদ যে অমূলক নয়, সুদেতান-ল্যাণ্ডে প্রচারিত একটি আদেশ হইতে তাহা বুঝা যাইবে। এই আদেশানুযায়ী সুদেতান-ল্যাণ্ডে কোন মৃত সৈনিকের মাতাপিতা বা বিধবাপত্নী শোকচিহ্ন ধারণ বা অন্য কোন প্রকারে শোক প্রকাশ করিতে পারিবে না। সুদেতান জার্ম্মাণদের মধ্যে অসন্তোষ এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, গেষ্টাপো বহু লোককে গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে কয়জন সুপরিচিত সুদেতান জার্ম্মাণও আছেন।

নাৎসীরা এখন বোহেমিয়াতে বহুপরিমাণ খাদ্যসামগ্রী গোলাজাত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বহু যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতের কারখানাও তথায় স্থানান্তরিত করিতেছে। ইহাতে মনে হয়, জার্ম্মাণী অপেক্ষা এখন তাহারা বোহেমিয়াকেই অধিক নিরাপদ স্থান মনে করে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রী[illegible] বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবিগ্রহ অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বহুদেশ তথা বঙ্গের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনগণের সহিত যে সকল আলাপ করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতাসমূহ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরূপ রঘুনাথের বাণীসিদ্ধান্তসেবনে ও তদনুরূপ সদাচারপালনে অপরিহার্য্য গৌরকৃষ্ণ স্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের অভিনব বিরাট সংস্করণ [illegible], শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, প্রতিপাদ্য বিষয়বিবেচন, অধ্যায়বিবরণ, স্থানসূচী প্রভৃতি সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, বিষয়ের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অপূর্ব্ব শরণাগতের নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
ডাক্তার সুধাংশুরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ... ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা)
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা
২৭। [illegible] (সানুবাদ)১
২৮। বেদান্ত[illegible] (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-বিন্দু-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রী[illegible] ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। [illegible] ৶১
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৩ খণ্ড) ৬
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-[illegible] ।০
৬৪। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠমণ্ডলপরিক্রমা ৴০
৬৭। সারাঙ্গবর্দ্ধন ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ [illegible] অব বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবিজম ।০
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible] ডিসিপ্লিন অ্যাণ্ড [illegible]
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় গ্রন্থ

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ | ৭ দামোদর ৪৫৪ গৌরাব্দ ৬ই কার্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৩শে অক্টোবর ইং ১৯৪০, বুধবার | ১৮৯ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ দামোদর কৃত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৪

ল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(*)::——

যদি আমরা শ্রীধামে অবস্থিত হইয়া শ্রীধামের ভজন করি, শ্রীধামোৎপন্ন বস্তু দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করি, তাহাতে আমাদের জীবন ভক্তির অনুকূল চেষ্টাবিশিষ্ট হয়। বিলাসবৈভবে মত্ত না হইয়া যদি শ্রীধামে বাস করি, 'নিরন্তর শ্রীনাম মুখে উচ্চারণ করি, হরিভজন করি, তাহা হইলে অচিরেই শ্রীগৌর ও গৌরজনের কৃপালাভ করিতে পারিব। যেখানে ভক্তগণ শ্রীধামের কথা নিরন্তর কীর্তন করেন, সেই সকল স্থানকে আমি শ্রীধাম ছাড়া আর অন্য কিছু বোধ করিতে পারি না। সেই সকল স্থান গৌরমণ্ডলেরই অন্তর্গত, শ্রীধাম-নবদ্বীপেরই চিদ্বিলাসক্ষেত্র। শ্রীনামের কিরণপ্রতিফলিত, উদ্ভাসিত, কণস্থানে আমি অবশ্য বাস করি। শ্রীধামের খণ্ড, কিরণ, প্রতিফলন—শ্রীধামই। মহাবিষ্ণুদেবের অধিষ্ঠানক্ষেত্র—প্রত্যেক জীবহৃদয়, প্রত্যেক পরমাণু; সুতরাং সর্বত্রই শ্রীধাম। সেই শ্রীধামের কেন্দ্রস্থল শ্রীমায়াপুর [illegible], ব্রহ্ম-এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীগৌর-সুন্দরের পত্নী—শ্রী, ভূ ও নীলা বা লীলা। শ্রী-ই কমলা, গৌরনারায়ণের দক্ষিণে বিরাজিতা। প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বামদেশে শোভিতা। লীলা বা দুর্গাশক্তি ধামধরী হইয়া সম্বন্ধজ্ঞান-প্রতিপাদ্য লীলা পুরুষোত্তমের পাদপদ্মাশ্রিতা। শ্রীনামের স্ফূর্তি শ্রীধামের স্ফূর্তির সহিত প্রকটিত হয়।

———

সর্বত্রই সত্যনিষ্ঠের দ্বিবিধ প্রচারক—অনুকূল ও প্রতিকূল। ভগবদনুগৃহীত পঞ্চরসের রসিক ব্রজবাসিগণ ভগবানের অনুকূল সেবক—প্রচারক; অঘ, বক, পূতনা, কংস ও জরাসন্ধ প্রভৃতি কৃষ্ণের প্রতিকূল প্রচারক। শ্রীধামের বিরুদ্ধে এইরূপ অঘ-বক-পূতনার প্রচার শ্রীধামের মাহাত্ম্যই বিস্তার করিবে। অঘ-বক পূতনাগণ কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারে নাই। তাহারা ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণের মাহাত্ম্যই প্রচার করিয়াছে। তদ্রূপ আধুনিক শ্রীধামবিদ্বেষিগণ নিত্য চিন্ময় ধামের কখনও বিনাশ করিতে পারিবে না, উহা বিনাশযোগ্য বস্তুই যে নহে। পরন্তু ব্যতিরেকভাবে শ্রীধাম-প্রচারে সহায়তাই করিবে। বিষ্ণুবিদ্বেষী অসুরগণ নির্বিশিষ্ট-গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ধামবিদ্বেষিগণের কথাও নির্বিশিষ্ট অবস্থা লাভ করিবে; তাহাদের কোনও কথা থাকিবে না। দয়াবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের তত্ত্বকথা ও ভক্তপ্রবর শ্রীধামের বিরুদ্ধে প্রচারকারী বিদ্বেষিকুল অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

ভগবদ্ভক্ত যে নীচকুলে আবির্ভূত হন, ব্যবহারিক চক্ষে মূর্খ, রোগগ্রস্ত প্রভৃতিরূপে প্রতিভাত হন, তাহারও রহস্য আছে। লোক যদি দেখিতে পায় যে, ভগবদ্ভক্ত কেবল উচ্চকুলে আবির্ভূত হন, ধনিষ্ঠ ও জাগতিক পণ্ডিতরূপে বিরাজিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িবেন। তাই ভগবান্ সকল লোকের মঙ্গলবিধান করিবার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে তাঁহার ভক্তগণকে আবির্ভূত করাইয়া জড় জীবের প্রতি দয়া করেন। ইহা যেমন পালিত শিক্ষিত হস্তিনী প্রেরণ করিয়া বন্যহস্তী ধরিবার ন্যায়।

———

বৈষ্ণবের ইহাই বিশেষত্ব যে, তাঁহারা প্রসাদভিক্ষু। প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহ। মহাভাগবত-বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ সমগ্র জগৎকে ভগবানের প্রসাদরূপে দর্শন করেন, প্রসাদরূপে গ্রহণ করেন। যাঁহার সম্পত্তি আছে, তিনি আমাকে সম্পত্তি দিতে পারেন। সেই ভগবদ্ভক্তই সমগ্র জগৎকে প্রসাদরূপে প্রদান করিতে পারেন।

———

গোবিন্দের প্রকাশমূর্তি বৈভবপ্রকাশ মূল-নারায়ণ বলদেব প্রভু আমার। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ। তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ হইতে পৃথক্। বাঁশী অপেক্ষা অধিক শব্দ করিবার জন্য তিনি শৃঙ্গধারক। "প্রকাশ" অর্থে ভক্তপরতা, "বলদ" অর্থে ভক্তিবলে অভিজ্ঞতা বুঝা যাইতেছে। "প্রভুতা" অর্থে নিত্যানন্দপ্রকাশধারক, "বিভুতা" অর্থে সর্বাংশজনযোগ্যতাবিশিষ্ট। 'বস্তু ও

[illegible] অর্থোদ্ঘাটিত। বৈভবপ্রকাশের যিনি প্রকাশী তিনিই বিভু, আর যিনি প্রকাশ করাইতেছেন, তিনিই প্রভু। বিভু ও প্রভুতে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ। প্রভু—বাসুদেব; বিভু—সঙ্কর্ষণ।

সখ অর্থাৎ সমানরূপে গমন করেন যিনি, তাঁহাকেই সখা বলে। যাঁহারা অনুগমন করিলেন না তাঁহাদিগকে সখা বলা যায় না, তাঁহারা মহাপ্রভুর ভক্ত হইতে পারেন। সখা অর্থে পার্ষদ।

———

জীব—কার্য, জীবের স্বরূপ অভিমান—বিরূপের অবস্থান। অণুচৈতন্য অভিমানে আবদ্ধ হইয়া আমাদের চৈতন্যের অনুগত বাণদ্বারা পরিচয় দেওয়া [illegible]। সমস্ত বস্তুরই একমাত্র মালিক—বিষ্ণু। তিনিই একমাত্র পালক, সমগ্র জগৎ—সমস্ত বস্তু বিষ্ণুর পাল্য।

———

যিনি সর্বদা হরিসেবাতৎপর, তাঁহার সঙ্গ ছাড়া আর অন্য কিছু করিব না, [illegible] মনুষ্যজীবনের সার্থকতা, সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া এই মুহূর্ত হইতে হরিভজন করিতে থাকিব, এইরূপ দৃঢ় উৎসাহ ও নিশ্চয়তা লইয়া আমাদের মনুষ্যজীবনের [illegible]

কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

ল তীর্থ মহারাজের হরিকথা

[শ্রীবাগবাজারগৌড়ীয়মঠ, অপরাহ্ণ ১৬।১০।৬০]

এখন আমাদের উদ্দেশ্য—রাধারমণ-কৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা। শ্রীরাধারাণীর আনুগত্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিতে হইবে। নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ— উচ্চৈঃস্বরে প্রত্যেক মঠে উচ্চ সংকীর্তন ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ, শ্রবণ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও শ্রবণ হইলে আমাদের যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম লাভ করিতে হইবে।

সেইজন্যকে নির্বন্ধ করিয়া একমাত্র শ্রীনাম গ্রহণ করিতে হইবে। একমাত্র নাম গ্রহণ করিলে সব সমাধান হইবে। কলিকালে 'নাম করিয়া না লইলে শুধু এক ক্ষুদ্রতা'? যাহা সমাধান পাইলেও তাহাতে প্রেম বা কৃপালাভ হইবে না। নিয়মসেবা অর্থাৎ নিয়মপূর্বক শ্রীনামের সেবা।

আমার নামে রুচি হয় না কেন? উত্তর এই যে, নামপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা হয় নাই বলিয়াই নামে রুচি হয় না।

"হেন নিতাই বিনে ভাই,
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।"

নিতাই অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত শ্রীগৌরের কৃপা হয় না। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন,—

"গৌরাঙ্গ বলিতে হ'বে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥"

এস্থলে আমি যার সঙ্গে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে আমার অঙ্গে অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারসমূহ উদিত হইত। সংসারবাসনা অর্থে ভোগবুদ্ধি, পুরুষাভিমান ইত্যাদি। পুরুষাভিমান থাকা পর্যন্ত শ্রীধাম বা গুরু-বৈষ্ণবের দর্শন হয় না। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিলেন,—"বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন। কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।" শুদ্ধমন ও শ্রীবৃন্দাবন একই বস্তু। শুদ্ধমন ও আত্মা একই বস্তু। বৈকুণ্ঠ হইতে বা শুদ্ধমনে শ্রীনাম স্বয়ংই স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হন। বৈকুণ্ঠনামই নিখিল অমঙ্গল—অনর্থ বিনাশ করে। "বৈকুণ্ঠ নামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।" ব্রহ্মাণ্ডের অভিমান যতদিন থাকিবে অর্থাৎ চাতুর্বর্ণ্য ও আশ্রমের অভিমান—স্ত্রীপুরুষ-অভিমান—জড়ের অভিমান থাকিবে, ততদিন বৈকুণ্ঠ-নাম কৃপা করিবেন না। এইজন্য মহাপ্রভু পদ্যেতেই সম্বন্ধজ্ঞানের কথা বলিলেন—'গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।' যখন গোপীভর্তার দাসদাসানুদাস অভিমান হইবে তখনই নাম হইবে। জীবন্মুক্ত না হইলে সেবা হয় না। জীবন্মুক্ত অবস্থায় সেবাও হয়, নামও হয়।

যখন সেবক-অভিমান হয়, তখন বুঝিতে হইবে সেব্যবস্তু নামপ্রভু তাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত আছেন এবং তিনি সেবকের সেবাধর্মে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত আছেন। সেব্য, সেবা ও সেবক অভিন্নভেদাভেদ-তত্ত্ব। সেব্য ও সেবক—এক মুহূর্তের জন্যও কেহ কাহারও ছাড়া নহেন। যথা—পিতা বলিলে তৎসঙ্গে পুত্রও আছে, আবার পুত্র বলিলেও তাহার পিতা আছেন, জানিতে হইবে। সেইপ্রকার যাঁহার সেবক-অভিমান আছে, তাঁহার সর্বক্ষণই সেব্যবস্তুর সেবা হইতেছে। মঠবাসীর অভিমান যদি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে তিনি সেবক নহেন, তাঁহার সেবাও হয় না এবং সেব্যের সহিত কোন সম্বন্ধও নাই। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান নিত্য। যখন 'জ্ঞান' বলি তখন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় আছে নতুবা কাহার জ্ঞান? যথা—আস্বাদক, আস্বাদ্য ও আস্বাদন। যখন আস্বাদন বলি তখন আস্বাদ্য ও আস্বাদক আছে দৃষ্টান্ত যথা—কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া। যখন কর্ম বলি, তখন কর্তা ও ক্রিয়া আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাহারা নির্বিশেষবাদী বা মায়াবাদী, তাহারা সেব্য, সেবক ও সেবা, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান, আস্বাদক, আস্বাদ্য ও আস্বাদন—ত্রিপুটি স্বীকার করে না। মায়াবাদীর বিচারে সকলই নির্বিশেষ।

মঠবাসী যখন দণ্ডবৎ করেন, তখন তাঁহার অভিমান হয়—'আমি সেবক'। 'নাহং বিপ্রো' শ্লোক মঠবাসী সেবকের ২৪ঘণ্টা কাল স্মরণপথে থাকা উচিত। মঠবাসীর বিচার থাকা উচিত যে, তিনি সেব্য-বস্তুকেই দণ্ডবৎপ্রণাম করিতেছেন। প্রত্যেক মঠবাসীর সেব্যবস্তু হরিগুরুবৈষ্ণব। এখন জিজ্ঞাস্য—এই কি দণ্ডবৎ প্রণাম, কি প্রসাদ-সম্মান, কি অর্জন, কি কীর্তন, কি হরিকথাশ্রবণ প্রভৃতি ভজনাঙ্গের যখন অনুষ্ঠান হয়, তখন 'সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ' এই সূত্রানুসারে তাঁহার মুখে শ্রীনামের স্ফূর্তি হয় না কেন? তাহার উত্তর এই—সেবোন্মুখ নহে বলিয়াই তাহার জিহ্বায় নামস্ফূর্তি হয় না। সেবোন্মুখ হইলেই ভক্তির সমস্ত অঙ্গ যাজন হয়। আর ভোগোন্মুখ হইলে বা থাকিলে সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়। জীবন্মুক্তের লক্ষণ শ্রীল রূপপ্রভু বলিয়াছেন,—

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

জীবন্মুক্ত হইবার পূর্বাবস্থা—অনর্থযুক্তাবস্থা তখন সেবকের ত্রিগুণের অভিমান থাকে। মানব যদি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীমুখবিগলিত চেতনবাণী শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রবণ করে ও হৃদয়ে ধারণ করে, তবে চিত্ত শুদ্ধ হয়। তখন শ্রীনামপ্রভু সেবোন্মুখের জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে স্বয়ং স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হন। "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।" যেরূপ জলপূর্ণ কলসীতে কখনও গঙ্গাজল ঢুকে না, তদ্রূপ বিষয়াবিষ্ট মলিনচিত্তে কখনও কৃষ্ণকথা প্রবেশ করে না। কিন্তু কায়মনোবাক্যে যিনি হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় উন্মুখ, তাঁহার কর্ণে যতই কৃষ্ণকথা প্রবেশ করে, ততই গুরুবৈষ্ণবে মর্ত্য বা মনুষ্যবুদ্ধি না করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তম নিজজন বলিয়া জ্ঞান অর্থাৎ তাঁহাদিগকে সর্বাপেক্ষা অধিক আত্মীয়জ্ঞান হয়। গুরুবৈষ্ণবকে আত্মীয়জ্ঞান না হইলে গুরু-বৈষ্ণবের কথায় শ্রদ্ধা হয় না। গুরু-বৈষ্ণবকে মনুষ্যবুদ্ধি করিলে তাঁহাদের কথা-গুলিকে শব্দসামান্য জ্ঞান হয়। ঐরূপ অবস্থায় তাঁহাদের বাণী শ্রবণ করিলে শ্রদ্ধা হয় না, আর শ্রদ্ধা না থাকিলে অপরাধ হয়, আর অপরাধীর মঠে বাস হয় না।

জগতে আত্মীয়গণের কথাই সকলে শুনিয়া থাকে। অনাত্মীয়ের কথা কেহই শুনে না, শুনিলেও গ্রাহ্য করে না। মঠে বা চিন্ময়ধামে থাকিয়া চিন্ময় গুরুবৈষ্ণবকে যখন একান্ত আত্মীয়জ্ঞান হইবে এবং তাঁহাদের কথা ব্যতীত অন্য সকল কথা তুচ্ছজ্ঞান হইবে, তখনই মঠবাস হইবে। "গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাস." এই সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত হইয়া মঠে বাস করিতে হইবে। আমরা অধিকাংশই সাধক, আমরা মুক্ত হইয়া মঠে আসি নাই। আমরা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের একান্ত শরণাগত হইয়া ভজনক্রিয়া করিতে থাকিলে নানাপ্রকার বাধা বিপত্তি আসিলেও শ্রীগুরুবৈষ্ণবই আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। এবিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত বলিতেছি—কোন বালক তাহার সাঁতারশিক্ষক কোন তত্ত্বাবধায়ী আত্মীয়ের কথায় সাঁতার শিখিবার জন্য পুকুরের জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। সে সাঁতার শিখিতে যাইয়া পুনঃ পুনঃ হাবুডুবু খাইতে লাগিল। তখন ঐ বালককে সাঁতার-শিক্ষকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয় এবং শিক্ষকও তাহার বিপৎকালে পুনঃ পুনঃ সাহায্য করিয়া তাহাকে রক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়। সাঁতারশিক্ষক বালককে প্রথমে অল্প অল্প সাঁতার শিখাইয়া পরে একটি বড় পুকুরও অনায়াসে পার হইবার সামর্থ্য অর্জন করায়। সাঁতার-শিক্ষা হইলে আর জলে ডুবিবার ভয় থাকে না। আমরাও যদি দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর পূর্ণ আনুগত্যে থাকিয়া ভজনপথে অগ্রসর হইতে থাকি, তাহা হইলে আমাদের ভোগ-রুচী ও পতন হইলেও শ্রীগুরুবৈষ্ণব আমা-দিগকে রক্ষা করিবেন। আমরা সাধক, আমাদের ত্রুটী ত' আছেই। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শাসনাধীন থাকিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিলে আমরা অনর্থ-নির্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণ-দাস্য লাভ করিতে পারিব।

চিচ্ছক্তিপ্রকটিততত্ত্ব আচার্যবর্য ও নিত্যসিদ্ধ গুরুবৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে শরণাগত হইতে হইবে। "মানস-দেহ-গেহ যো কিছু মোর। অর্পিলুঁ তুয়া-পদে নন্দ-কিশোর॥", "সর্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া, পড়েছি তোমার ঘরে। তুমি ত ঠাকুর, তোমার কুকুর, বলিয়া জানহ মোরে॥", "মাধবাস্তে বহি', ছাড় ভোগ-অহি, প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্তন-গৌরব॥", "ব্রজবাসি-গণ, প্রচারক ধন, প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তাঁ'রা নহে শব। প্রাণ আছে তাঁ'র, সেহেতু প্রচার, প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব॥"— শ্রীগুরুবর্গের এই সকল বাণী অবলম্বন করিয়া শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু আদর্শ শরণাগতির জীবন প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার আনুগত্যে যাঁহারা আদর্শ সেবক হইয়া আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান আছেন, এরূপ বৈষ্ণবদাসানুদাসগণই মঠবাসের যোগ্য, নতুবা দেহাত্মাভিমান—পুরুষাভিমান—প্রদর্শন করিয়া মঠবাসের অভিনয় অপরাধজনক।

বিষয়ী লোক চোখ দিয়া দেখিয়া মনে বিচার করিয়া কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করে। কিন্তু প্রত্যেক মঠবাসীর কর্তব্য—শুশ্রূষু কর্ণের দ্বারা শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিয়া আত্মার (যে আত্মার বিচারে ভ্রম, প্রমাদাদি দোষচতুষ্টয় নাই অর্থাৎ যাহাতে মনোধর্ম নাই—দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান নাই, "দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম। এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥" যে আত্মাতে এই সকল দোষ নাই তাহার) দ্বারা কোনটি

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

সেবা, কোনটী সেবা নয়—ইহা নির্ণয় করিয়া কায়মনোবাক্যে সকল সময়ে, সকল অবস্থায় হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে। আমাদিগকে ঐকান্তিক হইতে হইবে। সতী নারীর বিচার লক্ষ্য করুন। সে এক সেব্যের জন্য অন্য পুরুষের চিন্তা করে না। কেহ যদি তাহাকে অপর পুরুষের কথা বলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার সঙ্গত্যাগ করে। আমরা যদি গুরুবৈষ্ণবদাসানুদাস বলিয়া সত্য সত্য নিজকে জানি, তবে তাঁহাদের সেবায় অনুরাগ হয় না কেন? তাঁহাদের নিন্দা শুনিলে গায়ে লাগে না কেন?

গুরুবৈষ্ণবের বাণীলঙ্ঘনকারীর কখনও হরিভজন হয় না। শ্রীগুরুদেব অপ্রাকৃত-ভাবে অপ্রাকৃত নামপ্রভুর বিলাস—গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকামের সেবা-বিস্তারের জন্য ভক্তগণকে শ্রীধামের বৈভব ৭৫টি মঠ প্রকট করিয়াছেন। মঠসকল ধাম, তাহা চেতনভূমিতে অবস্থিত।

আমি জড়ভাবাপন্ন, কাজেই চেতনবস্তুকে দেখি আমার মত জড়। আমি দেহাত্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট কাজেই বৈষ্ণবকেও মনে করি দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট মর্ত্ত্য জীব। আমি স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, পিতা-মাতা, আত্মীয়-বর্গ, গ্রাম, সহর প্রভৃতি প্রপঞ্চ জগৎ যে জড় চক্ষে দেখি, যদি শ্রীবিগ্রহকেও সেই চক্ষু দিয়া দেখি, তাহা হইলে শ্রীবিগ্রহকে অচেতন পুতুল কাঠ পাথর-জাতীয় বস্তুই দেখি, চেতন মঠকে পাথর, ইটপাটকেল মাত্র দেখি। কিন্তু "প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।" শ্রীগৌরসুন্দরের এই শ্রীমুখবাক্যানুসারে শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবান্। 'সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ' শ্রীগুরুদেবের প্রণামের এই সূত্রানুসারে শ্রীগুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ—আশ্রয়বিগ্রহ ভগবান্। "বৈষ্ণব-ঠাকুর অপ্রাকৃত সদা, নির্দ্দোষ আনন্দময়। কৃষ্ণনামে প্রীত, জড়ে উদাসীন, জীবেতে দয়ার্দ্র হয়।"—এই মহাজন-বাক্যানুসারে বিষ্ণুকলেবরের ন্যায় গুরুবৈষ্ণবের কলেবরও সর্ব্বদা অপ্রাকৃত। তাঁহারা চিচ্ছক্তি-প্রকটিততনু। সুতরাং তটস্থ জীবশক্তি-সম্ভূত আমি যদি চিচ্ছক্তির আনুগত্য না করি, তৎক্ষণাৎ আমার পতন হইবে। জীব যদি চিচ্ছক্তির আনুগত্যে চিন্ময় নাম, ধাম ও কামের সেবায় আত্মনিয়োগ না করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সে নিরয়গামী হইবে।

(ক্রমশঃ)

গুরু ও গুরুব্রুব

——::o::——

মহাভাগবতাগ্রগণ্য সদ্গুরু ও বৈষ্ণবাভিমানী গুরুব্রুবের আচরণ লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রথমোক্ত মহাপুরুষ পরদুঃখদুঃখী দয়ার্দ্র-হৃদয় এবং শেষোক্ত ব্যক্তি পরহিংসক ও পরপীড়াদায়ক। সদ্গুরু তাঁহার মহাভাগবতলীলায় শিষ্যের সেবকাভিমানী ও তাঁহার মধ্যমাধিকারলীলায় ভগবৎ-সেবকগণের সহিত মিত্রতা, বালিশ অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি হরিকথাকীর্ত্তনাদির দ্বারা কৃপা এবং ভক্ত ও ভগবদ্বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

গুরুব্রুবগণের আচরণ অন্য প্রকার। তাঁহারা শিষ্যের সন্তাপহারক না হইয়া বিত্তাপহারক। তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই কামক্রোধাসক্ত সংসার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ গৃহব্রত জীববিশেষ। কোন কোন স্থলে যাঁহারা উহাদিগের মধ্যে লৌকিকতা রক্ষা করিবার জন্য অর্চ্চনমার্গীয় প্রাকৃত কনিষ্ঠাধিকারে নিষ্ঠাযুক্ত তাঁহারাই তাঁহাদিগের ন্যায় সমশীল শিষ্যগণের নিকট শ্রেষ্ঠ গুরু বলিয়া পরিচিত। এই সকল অসদ্গুরুব্রুব শিষ্যহিংসক জীববিশেষ ঐ সকল গুরুব্রুব নিজেরা চিরকাল প্রাকৃত তত্ত্বকেই বহুমানন করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের অনুগতবর্গকেও চিরকাল প্রাকৃতত্ব হইতে আর উন্নত করিতে পারেন না। কাজে কাজেই তাঁহাদের শিষ্যবর্গ কোন জন্মেই গুরুপদে উন্নীত হন না। এইরূপভাবে তাঁহারা শিষ্যের আত্মার চির অকল্যাণ বিধান করিয়া তাঁহাদের আত্মহিংসক হন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা শিষ্যের অর্থাদিতে লোভ করিয়া উহাদের দেহ ও মনের হিংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু সদ্গুরুর আচরণ তদ্বিপরীত। তিনি মহাভাগবতলীলায় শিষ্যের সেবকাভিমানী, মধ্যমাধিকারলীলায়ও শিষ্যকে বহুবিধভাবে কৃপা করিয়া গুরুরূপে শিষ্যের হরিসেবন প্রবৃত্তির সেবক। তিনি কখনও নিজেকে শিষ্যের ভোক্তা এবং শিষ্যগণকে নিজের ভোগ্য জ্ঞান করেন না। গুরুব্রুবগণ উক্তরূপ ও অধস্তন বংশ-পরম্পরায় শিষ্যের ভোক্তা বলিয়া অভিমান করে।

সদ্গুরু মহাভাগবতলীলায় কিরূপে শিষ্যের সেবকাভিমান করিয়া থাকেন, তদ্বিষয় ভজননিপুণ নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত-পদাশ্রয়ী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। অভিন্নমার্গে শ্রীগুরুদেব বিষয়তত্ত্ব শ্রীভগবানের প্রিয়তম আশ্রয়বিগ্রহ এবং মর্য্যাদামার্গে শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ। উভয় স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি জীবকে কৃষ্ণের সহিত মিলন করাইবার জন্য ব্যস্ত। শ্রীবার্ষভানবীর কারুণ্যামৃতধারা অনন্তধারে প্রবাহিত—উহা আর কিছুই নহে। তিনি চান, তাঁহার সকল আশ্রিতবর্গ কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হউক। আবার আশ্রিতবর্গও চান, শ্রীবার্ষভানবীকে কৃষ্ণের সহিত মিলন করাইয়া কৃষ্ণমোহিনীর, কৃষ্ণ নেত্রোৎসবকারিণীর অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তোষণ করিতে। যদি শ্রীবার্ষভানবী ও তাঁহার আশ্রিতবর্গের সহিত এইরূপ নিত্য সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে উহা অসংপ্রলো-পাসনা হইত। তাই মহাভাগবতাগ্রগণ্য শ্রীগুরুদেবের কারুণ্যামৃতধারা তাঁহার আশ্রিতগণের উপর প্রবাহিত এবং তিনি শিষ্যের সেবকাভিমান করিয়াও শিষ্যের প্রতি এইরূপ দয়াশীল। এ দয়া সে সে দয়া নয়, দু'চার পাঁচ দিনের বা দু'লক্ষ দশলক্ষ বৎসরের কিংবা ব্রহ্মার পরমায়ুঃকাল পর্য্যন্ত অথবা স্বর্গসুখ, ব্রহ্মলোক প্রদানরূপ দয়া নয়। উহা নির্ব্বিশেষবাদীর জ্যোতিঃদর্শন, যোগীর ঈশ্বর সাযুজ্যলাভরূপ ফল নয়, এই দয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়া, ইহারই অপর নাম—মহাবদান্যতা। শ্রীগুরুদেব জীবকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ প্রদান করিতে প্রস্তুত।

শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দস্বরূপ। শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রকাশ করাই তাঁহার ধর্ম—শ্রীচৈতন্যকে প্রদান করিয়া অজ্ঞ জীবের চৈতন্য উৎপাদনই তাঁহার লীলা। তাই তিনি—

"যারে দেখে তা'রে বলে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ, ভজ গৌরহরি॥
ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ-
নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই মোর প্রাণ রে॥"

যিনি গৌরাঙ্গ ভজনা করিবেন তাঁহার নিকট তিনি আত্মবিক্রয় করিতে প্রস্তুত। এত বড় দয়া! গুরুব্রুবগণ দয়া করা দূরে থাকুক, শিষ্যের প্রতি এমন রাক্ষসী হিংসা করিয়া থাকেন যে, ঐ রাক্ষসীর করাল গ্রাস হইতে ছুটিয়া আসিতে খুব কম লোকই পারেন। তাঁহারা শিষ্যের চক্ষুরুন্মীলন করা দূরে থাকুক, শিষ্যের ভগবৎপ্রদত্ত নির্ম্মল ও সহজ চক্ষুটীকে পর্য্যন্ত এতদূর অন্ধ করিয়া দেয় যে, উহারা জীবনে আর কখনও সত্য সূর্য্যের আলোক দর্শন করিতে পারে না। এই সকল বঞ্চক ও বঞ্চিত ব্যক্তিগণের প্রতি দয়া করিবার জন্য ভগবজ্জনগণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া বাহ্যদৃষ্টিতে কতই না লাঞ্ছিত উপেক্ষিত হইয়াও চৈতন্যবিমুখ জীবের নিকট শ্রীচৈতন্য বিতরণ করিবার প্রবল চেষ্টা প্রদর্শন করেন।

গুরুব্রুবগণ যতই বৈষ্ণবাভিমান ও 'তৃণাদপি সুনীচতা'র ভাণ প্রদর্শন করিয়া বোকা লোককে ফাঁকি দিন না, তাঁহারা মহানাস্তিক ও মহাহিংসক। আর সদ্গুরুই যথার্থ 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'মহাবদান্য'। সদ্গুরু ব্যতীত গুরুব্রুবগণ কখনও—"কাহেরে গুরু" করিতে পারে না। তাহারা নিজে ত কখনও অকপটে শিষ্যের সেবকাভিমান করিতে পারে না। কারণ, তাহাদের সে অবস্থা উদয় নাই। তাহারা উদরপূরণার্থ শিষ্যের মুখাপেক্ষী ও তাহাতে কখনও নিরপেক্ষভাবে শিষ্যকে কোন মঙ্গলের উপদেশ প্রদান করিতে সাহসী হয় না। কিন্তু মহাভাগবতাগ্রগণ্য সদ্গুরু সর্ব্বদা নিরপেক্ষ। শিষ্যাপেক্ষা তাঁহার নাই। পরন্তু তিনি হরিভজনকারী শিষ্যের সেবকাভিমানী।

গুরুব্রুবগণ শিষ্যকে গুরুপদে উন্নীত করিতে পারে না, কিন্তু সদ্গুরু তাহা পারেন। যেমন, কলেজের প্রিন্সিপাল পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রগণকে পড়াইয়া উহাদিগকে পাশ করাইয়া উহাদিগকে কলেজের প্রফেসর করিয়া দিতে পারেন। প্রিন্সিপাল যেমন সিনিয়র প্রফেসরের কার্য্য করেন, তদ্রূপ সদ্গুরু মধ্যমাধিকারীর লীলা প্রদর্শন করিয়া শিষ্যগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তনাদির দ্বারা কৃপা করিয়া থাকেন এবং উহাদিগকে শ্রীমহাপ্রভুর ন্যায় বলেন—

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥"

গুরুব্রুবগণ সর্ব্বদাই নিজেদেরকে 'গুরু' বলিয়া জাহির করিবার জন্য ব্যস্ত। সুতরাং তাহারা আর অপরকে কি করিয়া গুরুপদে উন্নীত করিবে। অধ্যাপক (প্রফেসর) অভিমানী ছাত্রপ্রতীম ব্যক্তি কি কখনও অপর ব্যক্তিকে অধ্যাপক করিয়া দিতে পারে? গুরুব্রুবগণ শিষ্যহিংসক, আর সদ্গুরু শিষ্যের প্রতি নিরতিশয় দয়ালু। কপট কখনও সদ্গুরুর সন্ধান পায় না। তাহার ভাগ্যে কপট গুরু বা গুরুব্রুবই [illegible] হইবে [illegible]।

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয় ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৩নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১০
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

৩। যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী

(৯) শ্রীনন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) গোদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীকৃষ্ণধন দাস অধিকারী

(১৩) কুলদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধরদাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীঋতুদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাতুপুর (শ্রীবাসুদেবের পাটের নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত-জনানন্দ
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজ্যোতির্ময় ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চক্রতীর্থ পথ
সেবক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) ঢাকা-গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীরাধিকাদাস ব্রজবাসী

(২৫) মদনমোহন-গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নারায়ণগঞ্জ, (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
পুরাতন বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রীমহাপুরুষ দাসাধিকারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, ইঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১১ [illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible] ইউ পি)
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

৩৭। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী

(৪৩) মদনমোহন বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible].
পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ দাসাধিকারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে ৭
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

( ) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] গোদাবরী মাদ্রাজ
—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

৫১। [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

৫২। [illegible]—[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৪) [illegible]-[illegible]
পোঃ [illegible], পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৬২। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
প্লট নং ২
[illegible]
[illegible]
সেবক—কুমারীবিনোদবাণী দাসী

৬৪। গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible], [illegible] ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-ঃ০ঃ-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৩৲	২৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১৫৲		১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	৩৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	৩৲
ত্রৈমাসিক	"	২৷০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-ঃ০ঃ-

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

-ঃঃ০ঃ

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খাবার ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউসন শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত ; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সুসম্বদ্ধভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিবৃতি ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিবৃতিসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালীটি উহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকেই সংশয়মুক্ত ও পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মকল্যাণকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। গ্রন্থটি পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—সত্যা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ভাবের কথা দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু ব্লক সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১০০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১৷০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—সত্যা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্মপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যালীলাসরিৎপতি মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক অপূর্ব্ব আড়ম্বর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার অদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় অর্থ ও বঙ্গভাষায় শ্লোকের পরিষ্কার অনুবাদ শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ পদ্ধতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ক্রাউন অক্টেভো আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সপ্তমগোস্বামী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অলৌকিক জীবনচরিত অত্যাবশ্যক হইলেও যথাযথ প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই 'এদের অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অন্তেবাসী পরিব্রাজকাচার্য্য ও লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সংক্ষেপে ১২৫ পৃষ্ঠা গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-২৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৩	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-২৬
দমদম „	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩ ৫০		১৮-৩	২২-৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯ ১৮	১৩ ২৮	১৪-৫১	১৮-৩১	১৯-৩৫	০ ২৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১৩-৩৩	১৪-৫	১৮-৩৯	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৯	১৪-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৭৮	১০ ৪৯	১৮-১'	২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৩
দমদম „	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৯ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৮	৯-১০	১৪-১৬	১৬-০	১৮-৫১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৬	৯ ৪৮	১৪ ৫৫	১৬ ৩৫	১৯-১০

ছাঃ	৭-৯	৮-৫০	১১-৪১	১৬-৫৬	১৯-২	২০-৫৭	০-৩৬
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৬৪	৯-২৩	১২-২৬	১৭-৩১	২০-১০	২১-২১	৪-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-৪২	৯-২৮	১২-৩৬	১৭-৪৩	২০-১৮	২১-৭৪	৪-২৩
দমদম „		১১-৩		১৯-০		২৩-৯	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১২০	১৪-২১	১৯-২৬	২১-৫৫	২৩ ২৬	৬-২৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ	১৪ ১৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫৫
ছাঃ	১৫-১০
শান্তিপুর পৌঃ	১৫-৫১
(বদল) ছাঃ	১৭ ৫০
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-৩৫
(বদল) ছাঃ	১৭ ৪৩
কলিকাতা পৌঃ	১৯-২৩

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রীর ভাক্তশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের গ্রেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে বড়ই তৃপ্তি। এই গ্রন্থটি, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ফুলীর্ষ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে শব্দের পরিচয় ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রয়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

১৩নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... হইতে অত্যন্ত অধিক। শিশুর প্লীহা সংযুক্ত কাশিজ্বর এবং নূতন ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ... ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—৬১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
... শোভাবাজার, ২৪ পরগণা

ফোন—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড, শ্রীমায়াপুর ৭ই কার্ত্তিক ১৩৪৭, ২৪শে অক্টোবর, ১৯৪০ বৃহস্পতিবার ১৯০তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——ঃ(•)ঃ——

বৃটেনের উপর হানায় জার্ম্মাণবিমান-বাহিনীর প্রকৃত ক্ষতি

'মিউজ ক্রণিক্যাল' পত্রিকার বিমান-সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—ইতিপূর্ব্বে বৃটেনের দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব বিমানবাহিনী উপকূলে বৃটিশ সমুদ্রপোত রক্ষীদলের উপর জার্ম্মাণ বিমানবাহিনী প্রতিদিনই আক্রমণ চালাইয়াছে, এক্ষণে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বিমানাক্রমণ দ্বারা বৃটেনকে সমুদ্র বক্ষ হইতে বিতাড়িত এবং স্বদেশে অবরুদ্ধ রাখিবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। জাহাজগুলির অতি সামান্য পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু এই সামান্য ক্ষতিসাধনের জন্য জার্ম্মাণ-বিমানবাহিনীকে প্রচুর পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে।

হতাহত ফরাসী সৈনিকদিগকে সাহায্যদানে

সেনাপতি দ গলের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় হইতে প্রচারিত একখানি ইস্তাহারে প্রকাশ, রণক্ষেত্রে হতাহত সৈন্যদিগকে সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে গঠিত আমেরিকার প্রতিষ্ঠান "স্বাধীন ফরাসী সেনাদলে" এম্বুলেন্স গাড়ী ও স্বেচ্ছাসেবক চালক সরবরাহ করার প্রস্তাব করিয়া একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, ঐ সকল স্বেচ্ছাসেবকগণ ফ্রান্সের যুদ্ধে ফরাসী সৈনিকদিগের সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিল। এক্ষণে তাহারা সেনাপতি দ গলের পরিচালনাধীন সৈনিকদিগকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক।

সেনাপতি দ গলে জানাইয়াছেন যে, তিনি ধন্যবাদের সহিত ঐ সাহায্য গ্রহণ করিবেন।

———

টাটা এয়ার-ওয়েজের ভাড়া হ্রাস

টাটা এয়ার-ওয়েজকর্ত্তৃক বোম্বাই-দিল্লী পথে যাত্রীদের ভাড়া শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ভারতে বিমান-পথের যাত্রিগণ সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম ভাড়ায় হাওয়ায় ভ্রমণের সুযোগ পাইবেন বলিয়া মনে হয়। আগামী ৫ই নভেম্বর এই পথে পুনরায় বিমান চালনা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্তরূপে ভাড়ার হার হ্রাস পাইবে। জনসাধারণ যাহাতে বিমান-পথে ভ্রমণের জন্য আগ্রহশীল হয়, তাহার উদ্দেশ্যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। যে সকল যাত্রী বিমানপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, তাহাদের ভাড়ার হার আরও ১০ ভাগ হ্রাস করা হইবে। এইরূপ জানা গিয়াছে যে, গত আট বৎসর যাবৎ টাটা এয়ার-ওয়েজের কাজ চলিবার সময় ইহাদের বিমান ১৫ লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে এবং একজন আরোহীও আহত হয় নাই।

যুদ্ধে বিপর্য্যস্ত ইউরোপ

ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে বিতাড়িত আশ্রয়প্রার্থিগণ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রার উদ্দেশ্যে এত বেশী ভিড় জমাইয়াছে যে,—ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত আমেরিকাগামী সকল জাহাজে ও বিমানে যাত্রীর টিকেট বিক্রয় শেষ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান পর্য্যন্ত কোন জাহাজে বা বিমানে আর স্থান পাওয়া যাইবে না।

লিসবনের হোটেল ও বোর্ডিংগুলি ফরাসী, বুলগেরিয়া, হল্যাণ্ড, পোল, চেক, জাপান ও জার্ম্মাণ নরনারীর ভিড়ে সরগরম হইয়াছে। তাহারা এই বৎসর কিম্বা আগামী বৎসরের প্রথমভাগে আমেরিকা যাত্রায় সুযোগ পাইবে বলিয়া আশা করিতেছে। মার্কিন ছাড়পত্রের জন্য প্রতিদিনই দূতাবাসগুলিতে ভিড় হইতেছে। প্রত্যেক আবেদনকারীর পরিচয়-পত্র সতর্কভাবে পরীক্ষা করিয়া সাময়িক ছাড়পত্র দেওয়া হইতেছে। এইরূপ অতিরিক্ত কাজ চালাইবার জন্য মার্কিন দূতাবাসে অতিরিক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছে।

স্থানান্তরে গমনের উদ্দেশ্যে স্পেনে প্রবেশ নিষিদ্ধ

'বাসলার নাচরিচটেন' পত্রিকায় প্রকাশ, উক্ত জার্ম্মান সংবাদদাতা, বিশেষতঃ কার্য্যক্ষম ১৮ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক বৃটিশ প্রজাদিগের স্পেনে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া স্পেন সরকার যে আদেশ দিয়াছেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে মাদ্রিদস্থ বৃটিশ-দূতাবাসকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। উক্ত পত্রিকা আরও লিখিয়াছেন যে, যুদ্ধ-প্রত্যাসন্ন সম্পর্কে ঐ আদেশ প্রয়োগ করা হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে হইতেই বৃটিশ প্রজা এবং জার্ম্মাণ অধিকৃত সকল রাজ্যে সেনাদলে যোগ দিবার উপযুক্ত বয়স্ক প্রজাবৃন্দ সম্পর্কে ঐরূপ আদেশ বলবৎ ছিল।

গ্রীসের রাজার রাজ্যত্যাগের কথা

যুবরাজ পলের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া রাজা জর্জ্জ সিংহাসন ত্যাগ করিবেন—এই মর্ম্মের একটি সংবাদ জনৈক মার্কিন ভ্রমণকারীর মারফৎ প্রাপ্ত হইয়া কোন কোন স্পেনিশ ও ফরাসী সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিল। আথেন্স সরকারী নিউজ এজেন্সি সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করিয়া জানাইয়াছেন, গ্রীসের পরিস্থিতি বর্ত্তমান যেরূপ শান্ত রহিয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ কখনও দেখা যায় নাই।

মার্কিণে ঋণসংগ্রহের চেষ্টা

ঘোষণা করা হইয়াছে যে, চীনকে আরও অর্থসাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে মার্কিণে সরকারী ঋণ-পরিচালনা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত চীনা-ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের আলোচনা চলিতেছে। এযাবৎ মার্কিণ হইতে চীনকে ৮ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার ঋণ দেওয়া হইয়াছে। ঋণপত্র ঘোষণায় নির্দ্দিষ্ট মেয়াদের পূর্ব্বেই চীন ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে।

[illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST — প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয় — মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত — বিহারের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৪। পরমার্থী — শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয় শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবিগ্রহ অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্ত প্রতীক পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে বহু দেশ বিদেশের জনসমূহের বিদ্বান্ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনমণ্ডলের সহিত যে সকল আলাপ করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ সংলাপসমূহ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীগ্রন্থরূপ জগদ্গুরুর শ্রীমুখনিঃসৃত বচনে ও অনুকূল সদালাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয় জগদ্গুরু আচার্য্যবরের 'সদালাপপুষ্টি' অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের অভিনব বিরাট্ সংস্করণ কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, পরিশিষ্ট বিবরণ-নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান-সূচী প্রভৃতি সহ গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কবিত' টীকা, অর্থের আলোচনা, ভূমিকা ও সূচীপত্র সমন্বিত প্রকাশিত নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ব্রজবাসী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন রায় এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা;

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, —প্রথম ৪০,
প্রথম হইতে দশম খণ্ড পর্য্যন্ত— ৩৬,
দশম খণ্ড— ৯,
২। অভিনব বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অনুভাষ্য) ৭,
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অনুভাষ্য) ৪,
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১,; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১,; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১,
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবদর্শন ২,
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২,
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২,
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১,
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ
১৮। বাদন-আদন
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৶০
২২। ভজন রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১,
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২,
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২,
অনুভাষ্য) ২,
২৬। গীতার কেমন মানে কথা ০
২৭। দুঃসঙ্গ সঙ্কলন তত্ত্ব (সানুবাদ) ১,
২৮। প্রেমবিবর্ত্ত (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸০
৩০। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী প্রভুপাদের বাণী (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম প্রমাণ, ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷০
৪৩। সাধনকণ্ঠ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৫৯
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৩
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষাভিনয়) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভূতয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্র ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠসম্বন্ধিতঃ ৴০
৬৭। সারার্থদর্শিনী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ক্রিটিক্যাল স্টাডি অব বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যান্ড অন্টলজি ।০
৭২। ভিলেজ অ্যাভিয়েশন ।৶০
৭৩। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৭৫। কোয়াইট গৌড়ীয়মঠ টু ইংল্যান্ড ৴০
৭৬। ঐ আগমন ।
৭৭। ইংরাজিক শ্রীভিষণা অ্যান্ড আনন্দমঠের চিত্রোত্তর ।
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৭৯। শ্রীচৈতন্যদেব (অমৃত বাণী) ১৫,

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীচৈতন্যমাহাত্ম্য ।
৮১। সাধন-পথ ।
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶
৮৩। গীতাবলী ৴
৮৪। শরণাগতি ৴

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৪

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ | ৮ দামোদর ৪৪৪ গৌরাব্দ ৭ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৪শে অক্টোবর ইং ১৯৪০, বৃহস্পতিবার | ১৯০ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ দামোদর আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪৪

চিজ্জগৎ

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ নারায়ণ। বৈকুণ্ঠে তিনিই চতুর্ভুজে শঙ্খচক্রাদি ধারণ করিয়া পারিষদগণে পরিবৃত হইয়া মহালক্ষ্মী সহ সতত বিরাজ করিতেছেন। বিলাস কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিতেছেন—

"স্বরূপমন্যাকারং যৎ তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো
নিগদ্যতে॥"

অর্থাৎ স্বয়ং প্রভুর যে অন্যপ্রকার স্বরূপ লীলাবিশেষহেতু প্রকটিত হন এবং যাহা শক্তিপ্রকাশে প্রায়ই তাঁহার তুল্য, তাহাকে বিলাস বলে। 'প্রায়ই তুল্য' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কয়েকটি অসাধারণ গুণ কেবল স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেই সদা বর্ত্তমান; তাহা নারায়ণাদি রূপে নাই।

লীলা-প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য
চতুষ্টয়ম্॥
(ভঃ রঃ সিঃ ২।১।১৮)

চিজ্জগৎ বা বৈকুণ্ঠে এই বিলাসবিগ্রহ নারায়ণের চারিপার্শ্বেও প্রথম কায়ব্যূহের বিলাসরূপ দ্বিতীয় কায়ব্যূহ—শ্রীবাসুদেবাদি চারিজন বিরাজ করেন। সকলেই কিরীটকুণ্ডল-শোভিত শঙ্খচক্রাদি-ধর চতুর্ভুজমূর্ত্তি। দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ হইতে তদ্বিলাসরূপে আবার অপর চতুর্ব্যূহ প্রকাশিত হইয়া উঁহার আবরণ-স্বরূপে স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান করেন। এই তৃতীয় চতুর্ব্যূহ বাসুদেবাদি প্রত্যেকেই পুনশ্চ তিন তিন মূর্ত্তি হইয়া দ্বাদশজন প্রকটিত হন সকলেই নারায়ণ-রূপ, কেবল নাম পৃথক্। নানারূপ-পর্য্যায়ে চতুর্ভুজে চক্রাদি ধারণভেদে এই পৃথক্ পৃথক্ নাম নির্দ্দেশ হয়। এই দ্বাদশ জন দ্বাদশ মাসের দেবতা। বৈষ্ণবগণ এই দ্বাদশ নামেই দ্বাদশ তিলক ধারণ করেন। দ্বাদশ নাম যথা—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদর। ঐ তৃতীয়ব্যূহ বাসুদেবাদি চারিজনের আরও অষ্টবিলাসমূর্ত্তি উদিত হন। তাঁহাদের নাম যথা—পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন, হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ ও উপেন্দ্র।

ইঁহারা পরব্যোমে পৃথক্ পৃথক্ ধামে পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে তিন তিন ক্রমে বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের আবরণরূপে অবস্থিত আছেন। তথায় তাঁহাদের নিত্যধাম, নিত্য অবস্থান হইলেও ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরও নানাভাবে আবির্ভাব হয়।

এই পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ নানা জনপদ-সমাকীর্ণ এবং বিচিত্র প্রাকার, বিমান, চতুষ্পথ, পুরদ্বার, পুর ও রত্নময় সৌধমালায় পরিবৃত। ইহার মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রাদি অবতারগণের বিভিন্ন পুরী আছে। ঐ সকল পুরীতে তাঁহারা স্ব-স্ব শক্তি ও স্বজন সহ নিত্য বিহার করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বদ্বারে চণ্ডপ্রচণ্ড, দক্ষিণদ্বারে ভদ্র-সুভদ্র, পশ্চিম দ্বারে জয়-বিজয় এবং উত্তর দ্বারে ধাতা ও বিধাতা নামক দ্বারপালগণ আছেন। অষ্টদিকে কুমুদ-কুমুদাক্ষাদি অষ্ট দিক্‌পাল বিদ্যমান। এই অতুল ঐশ্বর্য্যময়ী মহাপুরী কোটি বৈশ্বানর-সদৃশ গৃহ-পরম্পরায় আবৃত এবং আরূঢ়-যৌবন অতি সুন্দর পুরুষ ও রমণীগণে পূর্ণ। তাহার মধ্যে শ্রীহরির পদ্মরাগ-পাদপীঠ [illegible] পরমৈশ্বর্য্য-চমৎকার অন্তঃপুর সদানন্দ-কোলাহলে পূর্ণ হইয়া বিরাজমান। বহির্ভাগে অপ্রাকৃত মহারাজ-বিরাজিত রাজোচিত সভামণ্ডপ নিত্য মুক্তজনসমূহে সমাকীর্ণ এবং মহর্ষিগণ-পঠিত সুমধুর স্তব-স্তুতি-সম্বলিত গুণ-গীত ও সামগানে মুখরিত। এই মণ্ডপ মধ্যে সর্ব্বদেবময় ধর্ম্মের নির্ম্মল সিংহাসন শোভা পাইতেছে। তদুপরি মহালক্ষ্মী সহ শ্রীহরি সদা সুখে অবস্থিত আছেন। তিনি ইন্দীবর-দলশ্যাম, তাঁহার অঙ্গকান্তি কোটী সূর্য্যসম; কিন্তু অতি স্নিগ্ধ; অবয়ব অতি কোমল; তাঁহার শিরীষকুসুমসম করপদ্ম ও চরণকমল বিকশিত রক্তপদ্মসদৃশ; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপ, অঙ্গে পীত বসন ও পীত উত্তরীয়, মস্তকে মহাপ্রভা-বিশিষ্ট মুকুট, কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তাহার ও পুষ্পমালা; অন্যান্য অঙ্গও নানা অলঙ্কারে ভূষিত, চতুর্ভুজে শঙ্খ চক্র, গদা ও পদ্ম বিরাজিত, তিনি নিত্য যৌবনশালী ও লীলাপর। তাঁহার বামাঙ্কে অনপায়িনী পরমরূপলাবণ্যবতী মহালক্ষ্মী করে লীলা-কমল ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। উভয়পার্শ্বে ভূ ও লীলা শক্তিদ্বয় নিত্যসুখে উভয়ের বিবিধ সেবাসুখ সম্পাদন করিতেছেন। আর কিঞ্চিৎ দূরে পূর্ব্বাদি অষ্ট দিকে বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা ও ঈশানা—এই অষ্টশক্তিগণ চামর ও ছত্রাদি লইয়া যথাপ্রয়োজন সেবাসাধনে রত হইয়া সতত তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন। এই স্থানে চিদ্বিলাসভূত নন্দ সুনন্দাদি পার্ষদগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, বিশ্বদেবগণ, ব্রহ্মাদি দেবতাগণ এবং বাক্, সরস্বতী, শান্তি, দুর্গা আদি দেবী ও বিভূতি সকলে সকলে স্ব-স্ব স্থানে যথানির্দ্দিষ্ট ভাবে সেবায় সদানন্দে কালযাপন করিতেছেন। তিনি সদাশিব নামে খ্যাত নারায়ণের বিলাসবিগ্রহ শম্ভু, তিনিও তথায় যথাযোগ্য বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া স্বপার্ষদগণের সহ স্থানে বিরাজ করিতেছেন।

পাঠকগণ স্মরণ [illegible] রাখিবেন যে [illegible] স্বরূপশক্তি নারায়ণের চরণসেবা [illegible] করিয়া এই স্থানে সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সার্ষ্টি এই চারি প্রকার মুক্তি প্রাপ্ত হন। কিন্তু [illegible] একমাত্র [illegible] প্রেমসেবা [illegible] এখানে নাই।

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথা

(২)

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতি-
বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণো র্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে
পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দ-
সামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধী-
র্যস্য বা নারকী সঃ॥

অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত বুদ্ধি করিলেই নারকী হতে হইবে। কতকগুলি চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী মনে করিয়াছিল, অপ্রাকৃত বস্তু শ্রীল প্রভুপাদ ইং ১৯৩৭ সালের ১লা জানুয়ারীতে স্বধামে গমন করিয়াছেন, তিনি আর ইহজগতে নাই, অতএব আমরা যথেচ্ছ ভাবে লোক চালাইতে পারি। শ্রীগুরু বৈষ্ণবচরণে অপরাধী ঐ জাতীয় কতকগুলি লোক দীর্ঘকাল মঠবাসের ছলনা করিয়া লোকবঞ্চনামুখে আত্মবঞ্চনা করিয়াছে। ঐ পারত্রিকী পুরুষার্থধন (সেবাসম্পদ) কুসঙ্গ দর্শন বা কুদর্শনের অধীন হইয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লালসায় নিমজ্জিত হইয়াছে। এইজন্যই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—প্রত্যেক মঠবাসী শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে সেবোন্মুখ-কীর্ত্তনমুখে মাধুকরী 'ভিক্ষা' দ্বারা অর্থাৎ নিজে সংগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের চরণে সমর্পণ করিয়া ও স্বপরের সর্ব্বস্ব অর্থাৎ কায়মনোবাক্য তিন বস্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করাইয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা করিবেন। মঠবাসী বা বিষ্ণুর অপর নাম 'বিষয়ত্যাগী' অর্থাৎ যিনি শ্রীগুরুদেবের ইঙ্গিতে ভোজন করেন। যে মঠবাসীর এই জাতীয় ভাব নাই, তিনি মঠস্থ পরগাছা নহেন, মঠবাস দূরের কথা। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন "সে (নিতাই) সম্বন্ধ নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র, সেই পশু বড় দুরাচার। নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে, বিদ্যাকুলে কি করিবে তা'র॥" 'মজিল সংসার-সুখে' অর্থাৎ দেহারাম, গেহারাম ও মঠারামে মত্ত হইল। 'বিদ্যাকুলে' অর্থাৎ পাণ্ডিত্য, কুল, লক্ষ লক্ষ টাকা ভিক্ষা করিতে পারিলেও তা'র উদ্ধার নাহি হইবে। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"ধনে, কুলে, পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥"

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর বাক্য 'সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ' অর্থাৎ সেবোন্মুখ জনের জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণ সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম ও শ্রীকৃষ্ণনাম একই বস্তু। ভেদবুদ্ধিকারী জীবই নারকী। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদিগের জন্য কীর্ত্তন করিয়াছেন—"কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতি হীন। সকল সহনে, বল দিয়া কর, নিজ মানে স্পৃহাহীন॥" তিনি আরও লেখাইয়াছেন—'সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে। তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর, বলিয়া জানহ মোরে॥' শ্রীল ঠাকুরের এই গীত কীর্ত্তন ও শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর যে উপদেশ তাহা একই কথা। 'জিহ্বাদৌ' অর্থাৎ রসনা, কাণ নাক, হৃদয় প্রভৃতি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে। সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা অর্থাৎ সমস্ত 'হৃষীক' দ্বারা হৃষীকেশ শ্রীহরির সেবার কাজ।

"সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন
নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

এই হৃষীকেশসেবাই মঠসেবা। সুবিজ্ঞ চিকিৎসক যে প্রকার রোগের নিদান নির্ণয় করিয়া ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা দেন, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদিগকে সেই প্রকার সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত হইয়া হরিভজন করিতে বলিয়াছেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট অপ্রাকৃত বস্তুজ্ঞানে গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—'প্রসাদ সেবা করিতে হয়, সকল প্রপঞ্চ জয়।' 'প্রসাদ সেবা' হইলে প্রপঞ্চ জয় হইবেই। গুরুবৈষ্ণবের 'প্রসাদ' অর্থাৎ কৃপা সেবোন্মুখ হৃদয়ে আবির্ভূত হন। তখন তিনি সেই প্রসাদ বা অপারকরুণার মাহাত্ম্যকীর্ত্তনমুখে সম্মান করেন। বাজারের চাল, ডাল, তরি-তরকারী প্রভৃতি বস্তুসমূহ ভিক্ষা করিয়া আনিয়া সেইগুলিকে রান্না করিয়া ঠাকুরের কাছে লইয়া গিয়া কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভোগ দিলেই প্রসাদ হয় না। জড়বস্তু কখনও চেতন হয় না। আর চেতন বস্তুও কখনও জড় হয় না। সমস্ত চেতন বস্তুর ভোগের একচেটিয়া মালিক ও সম্ভোক্তা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। আর বাকী সকলেই তাঁহার সেবক। চিন্ময় সেবক চিন্ময় বস্তু দ্বারা চিদানন্দ চিদানন্দবিগ্রহের সেবা চিৎ ও শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে করিয়া থাকেন। চেতনই চেতনের সেবা করেন। অচেতন কখনও চেতনের সেবা করিতে পারে না। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণে এই কহে নিরন্তর॥"

অতএব প্রাকৃত বিচার লইয়া কখনও অপ্রাকৃত বস্তুর দর্শন বা সেবন হয় না। শাস্ত্র বলেন,—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি
বৈষ্ণবে
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব
জায়তে॥"

চিজ্জড়সমন্বয়বাদীই স্বল্পপুণ্যবান্ অর্থাৎ পাপী। তাহারা চেতনকে জড় ও জড়কে চেতন মনে করে। প্রাকৃত অহঙ্কার বা দেহাত্মবোধ হইতেই অসত্যে সত্য এবং সত্যে অসত্য জ্ঞান হয়। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন,—

"অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া, নিতাই-পদ পাসরিয়া
অসত্যেরে সত্য করি' মানি।"

'অসত্যেরে সত্য করি' মানি' অর্থাৎ জড়কে চেতন মনে করি এবং চেতনকে অচেতন মনে করি, বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব মনে করি।

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥"

বিষ্ণু কলেবরকে প্রাকৃত মনে করিতে নাই অর্থাৎ বিষ্ণুবৈষ্ণব—কাঁহারও দেহ প্রাকৃত নহে, উভয়েই অপ্রাকৃত।

"জড়বুদ্ধি পরিহরি', প্রসাদ সেবন করি',
হরি হরি বল সবে ভাই।"

হরিকথাই প্রসাদ। প্রসাদের প্রতি যাঁহার রুচি থাকিবে, হরিকথায়ও তাঁহার রুচি থাকিবে। হরিকথায় রুচি না থাকিয়া যদি প্রসাদে রুচি থাকে, তাহা হইলে প্রসাদ-সেবা হয় না। যাহাদের জড়বুদ্ধিতে প্রসাদসম্মানে খুব রুচি অর্থাৎ হরিকথা-শ্রবণে আগ্রহ নাই, তাহারা অপরাধী। মঠবাসিগণের (?) অপরাধের লক্ষণ—যখন কৃষ্ণকথা হয়, তখন তাহাদের নিদ্রা, আলস্য, তন্দ্রা, বিক্ষেপ প্রভৃতি অপরাধ আসে অর্থাৎ মায়া বহুরূপিণী হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। কিন্তু যখন তাহারা প্রসাদ সম্মান করিতে বসে, তখন তাহাদের নিদ্রা, আলস্য ও অন্যমনস্কতা প্রভৃতি কিছুই থাকে না।

শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—"যাহার হরিকথা-শ্রবণ হয় না, তাহার প্রসাদসম্মানও হয় না।"

'সেবোন্মুখ' অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া নিরবচ্ছিন্ন শ্রীনামসংকীর্ত্তন করিলে শ্রীনামপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার, শ্রীগুরুবর্গের সাক্ষাৎকার, শ্রীধামের সাক্ষাৎকার, শ্রীমহাপ্রসাদের সাক্ষাৎকার, মঠের সাক্ষাৎকার, শ্রীমদ্ভাগবতের সাক্ষাৎকার—সমস্ত বৈকুণ্ঠবস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

'তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্।'

অর্থাৎ যাহারা দুর্লভ মনুষ্যজীবন পাইয়া বৈকুণ্ঠপ্রিয়ের দর্শন পায় নাই, তাহাদের জন্ম বৃথা। 'বৈকুণ্ঠপ্রিয়' শব্দ—'বৈকুণ্ঠ' বা কৃষ্ণ যাঁহাদের প্রিয় বা যাঁহারা কৃষ্ণের জন এরূপ বৈষ্ণবের দর্শন বা সাক্ষাৎকার। আমরা বৈকুণ্ঠপ্রিয়গণের দর্শন বা সঙ্গ পাইয়াও যদি জড়েই আসক্ত থাকিলাম, তাহা হইলে আমাদের জীবনে ধিক্। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর উক্তি—"পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষগর্ত্ত-পানি, জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল॥" এই জন্মেই শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্ক, ১ অ, ২য় শ্লোকে ("ঈশ্বরঃ) সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।" 'কৃতিভিঃ' অর্থাৎ যাঁহারা ভাগ্যবান্ তাঁহারা সেবোন্মুখকর্ণে গুরুবৈষ্ণবের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ 'সদ্যঃ' অর্থাৎ এই জন্মেই 'তৎক্ষণাৎ' অর্থাৎ শ্রবণ করিতে করিতে শ্রবণকারীর হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন।

"আশ্রয় লইয়া ভজে,
তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ॥"

"ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা,
নিস্তার পেয়েছে কেবা,
নিরন্তর যেন উঠে মনে॥"

অতএব আশ্রয়বিগ্রহের বা গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য ব্যতীত কখনও হরিভজন হইবে না। আমাদের যেন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাণী স্মরণ থাকে—

"অমানি-মানদ, হইলে কীর্ত্তনে,
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে, নিষ্কপটে সদা
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥"

কোন কোন ব্যক্তি জড়দেহাভিমান ও প্রাকৃত বিচার সংরক্ষণ করিয়াই মথুরাতে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকটে থাকিয়া উর্দ্ধরত্বলাভের কামনা ও আবেদন জানাইলে তিনি যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা এই—"শ্রীমায়াপুরই শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীমায়াপুরই শ্রীবৃন্দাবনরূপে আত্মপ্রকাশ করিলে সাধকজীবের সাক্ষাৎভাবে নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে।

শ্রীবৃন্দাবনবাস সম্ভব হয়। শ্রীগৌরমণ্ডলের কৃপা হইলে শ্রীব্রজমণ্ডলের স্বরূপ স্ফূর্ত্তি হয়। শ্রীগৌরধন অনর্থযুক্ত সাধকজীবের প্রতি অধিকতর কৃপাময়। তাহা ঔদার্য্যাবতার। মুমুক্ষু বা সাধকগণের মধ্যে যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রবল ও অনুরাগময়ী চিত্তবৃত্তি, তাঁহারাই শ্রীবৃন্দাবনের যোগ্য। তৎপূর্ব্বে শ্রীমায়াপুরে থাকিয়া তাঁহার সেবা করাই কর্ত্তব্য। শ্রীমায়াপুরের সেবা করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবন স্বরূপ হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে, ইহাই বাস্তব সত্য।"

গৌরধামের কৃপা না হইলে ব্রজধামে বাস হয় না। গৌরপার্ষদগণকে নিত্যসিদ্ধ জ্ঞান না হইলে ব্রজ-জনগণের সহিত সম্বন্ধ হয় না। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন,—

"শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি
তাঁ'র হয় ব্রজভূমে বাস।
শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।"

ভক্তি-বীজ

(প্রাপ্ত)

আমরা শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারি, শ্রদ্ধাই ভক্তির বীজ। একমাত্র শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই ভক্তিলাভের অধিকারী। শ্রদ্ধাই প্রেমভক্তির প্রথম কথা। তাই শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।'

কোন বিশেষ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির ফলে জীবের হৃদয়ে শ্রদ্ধাদেবীর উদয় হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা
যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়।

এখানে তিনি 'ভাগ্য'শব্দের পূর্ব্বে একবার 'কোন' ও 'জীবের' শব্দের পূর্ব্বে আর একবার 'কোন' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, শ্রদ্ধা জিনিষটি বহু ভাগ্য ও সুকৃতিসাপেক্ষ। ঐরূপ কোন ভাগ্যবলে অতি অল্পসংখ্যক জীবের শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং শ্রদ্ধার উদয় হইলেই কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল সাধুসঙ্গের প্রতি জীবের রুচি হয়। কিন্তু যদি শ্রদ্ধার অভাব থাকে, তবে অকৃত্রিম সাধুসঙ্গকে সম্মুখে পাইয়াও—প্রকৃত সাধুকে লাভ করিয়াও আমাদের সাধুসঙ্গ হয় না। যতক্ষণ ভক্তির বীজ শ্রদ্ধা না হইয়াছে, ততক্ষণ জীবের অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, আধ্যক্ষিকতা বা বহুধবাসনাদিরূপ অভক্তি-বীজ রহিয়াছে।

অপ্রাকৃত বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধার অভাবে বস্তুদর্শন হয় না। শ্রদ্ধা না থাকিলে সাধুসঙ্গ হয় না, শ্রদ্ধা না থাকিলে একমাত্র নিত্যবান্ধব ও পরমহিতৈষী সাধুর পরমমঙ্গলকর উপদেশামৃতকেও বিষ মনে হয়। যাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা না থাকে, তিনি পরম কুশলমঙ্গলময় কার্য্য করিলেও তাঁহার ঐ কার্য্যকে পরম অহিতকর কার্য্য বলিয়া মনে হয়। এক কথায় শ্রদ্ধা বা আপনজ্ঞানের অভাবে পরমবান্ধব সাধুকে পরম শত্রু বলিয়া মনে হয়।

শ্রদ্ধার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শরণাপত্তি বা প্রপত্তির উদয় হইবে। কারণ, শ্রদ্ধা শরণাপত্তিলক্ষণা। যাঁহারা শ্রদ্ধাবানের অভিনয়কারী অর্থাৎ শ্রদ্ধাম্পদ ব্যক্তিতে শরণাগত নহেন, তাঁহাদের শ্রদ্ধার অভিনয় ছলনামাত্র।

যাহারা অশ্রদ্ধাবান ও সংশয়াত্মা তাহাদের কখনও মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণব—এই অপ্রাকৃত চারিটী বস্তু দর্শন হয় না। তাহারা এই অপ্রাকৃত বস্তুচতুষ্টয়ে কিছুতেই অন্তরের সহিত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। তাহারা আধ্যক্ষিকতা দ্বারা প্রতারিত হইয়া এরূপ শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মা হইয়া পড়ে যে, সাধুর সকল কার্য্যই তাহাদের নিকট সন্দেহ ও সমালোচনার বস্তু হইয়া পড়ে। এইরূপ করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহারা নরকের দিকে প্রধাবিত হয়। সরলতা ও শ্রদ্ধা থাকিলে অল্পবিশ্বাসীরও কোনদিন মঙ্গল হইতে পারে, কিন্তু কপট শ্রদ্ধাহীন সংশয়াত্মার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী—ইহা স্বয়ং ভগবানের বাণী। এই বাণী মিথ্যা হইবার নহে।

"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"

তাই সকল মহাজন, সকল শাস্ত্র তারস্বরে বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধাযুক্ত হও। অশ্রদ্দধানের গতি নাই।" শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—

সকল ছাড়িয়া ভাই শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই,
যাঁ'র কৃপা ভক্তি দিতে পারে।

এই কথাটী যেন আমরা কখনও না ভুলি। ভক্তিলাভের পথে ইহাই যেন আমাদের কণ্ঠহার হয়। শ্রদ্ধা হইলে তবে সাধুসঙ্গ হয়। যদি ভক্তিবীজ শ্রদ্ধাই লাভ না হইল তবে ভক্তিলাভের আশা করা বৃথা।

শাস্ত্রে শ্রদ্ধার তারতম্যানুসারে ভক্তের তারতম্য নির্ণীত হইয়াছে। যিনি শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ ও দৃঢ়শ্রদ্ধাবান্, তিনি ভক্তপথে উত্তমাধিকারী; যিনি দৃঢ় শাস্ত্রযুক্তি জানেন না, অথচ শ্রদ্ধাবান্, তিনি মধ্যমাধিকারী। আর যিনি কোমলশ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন, তিনি কনিষ্ঠাধিকারী। কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি দৃঢ়শ্রদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গ করিলে উত্তমাধিকার লাভ করিতে পারেন। অতএব প্রৌঢ়, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে শ্রদ্ধা যেরূপ তিন প্রকার, ভক্তও সেইরূপ তিনপ্রকার।

সাধুকে সাধু বলিয়া জানার নামই বিশ্বাস। "শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে নিশ্চয় কৃষ্ণ দিতে পারেন। কৃষ্ণ একমাত্র তাঁহারই করতলগত"—এইরূপ সুদৃঢ়-নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। সেইজন্য মহাজন গাহিয়াছেন—

'কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি'
ধাই তব পাছে পাছে।"

সামগ্রিক-প্রসঙ্গ

——::(০):: ——

,, পাবনা জেলায় প্রচার

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্তর্গত প্রচারক শ্রীপাদ প্রণবকরূপ ভক্তিশাস্ত্রী কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ২৩।৯।৪০ তারিখে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া পরদিবস বেড়াবন্দর নামক স্থানে উপস্থিত হন। তথায় ৯ই আশ্বিন বুধবার হইতে ১৩ই আশ্বিন সোমবার পর্য্যন্ত যথাক্রমে স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত রামচরণ শশিভূষণ পোদ্দার, শ্রীযুক্ত হেরম্বলাল, হারাণচন্দ্র, তারাপদ কুণ্ডু, মহাবন্ধ গণেশলাল মালপানী, হরিশচন্দ্র কেদারনাথ সাহা, শেঠ রাধাকিষণ বালকিষণ মাড়োয়ারীর বাটীতে ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রত্যহই স্থানীয় ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে বহু শিক্ষিত শ্রদ্ধালু ব্যক্তির সমাগম হয়। তাঁহারা ভক্তিশাস্ত্রীর নিকট সহজ ও সরল ভাষায় ভগবত্তত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও মায়াতত্ত্বের কথা এবং পরস্পরের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের কথা শ্রবণ করিয়া পরমপ্রীতি লাভ করেন। তথা হইতে ভক্তিশাস্ত্রীজী পার্শ্ববর্ত্তী জগন্নাথপুর গ্রামে প্রচারকার্য্য শেষ করিয়া বর্ত্তমান সাহাজাদপুরে প্রচারকার্য্য করিতেছেন। বিভিন্ন স্থানের প্রচারকার্য্যে শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু সামন্তদিকারী মহোদয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

ভক্তিশাস্ত্রীজী পাবনা জেলার বেড়াবন্দর প্রভৃতি স্থানের প্রচারকার্য্য শেষ করিয়া গত ৪। ০।৪০ তারিখে সাহাজাদপুর নামক গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় যথাক্রমে ৪।১০।৪০ তারিখ হইতে ১১।১০।৪০ তারিখ পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত কালিচরণ বসাক, নদীয়াবিনোদ বসাক, দেওয়ান যোগেন্দ্রচন্দ্র সাহা, ডাঃ বিধুভূষণ ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত কালীচরণ বসাক মহাশয়ের পুনর্ব্বার আহ্বানে তাঁহার বাড়ীতে শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর এ জগতে অবতরণের মুখ্য ও গৌণ কারণ, জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণবসেবা এবং নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে প্রত্যহই স্থানীয় ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে বহু শিক্ষিত ও শ্রদ্ধালু শ্রোতার সমাগম হয়। প্রত্যহ পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হন।

আমলাজোড়া শ্রীপ্রপন্নাশ্রমমঠে বিরহ-মহোৎসব

গত ১৯শে অক্টোবর শনিবার আমলাজোড়া শ্রীপ্রপন্নাশ্রমমঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিজজন নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব হরিসংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিকান্তে গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, নামসংকীর্ত্তন ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পর গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিরহসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে সেবকগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণ প্রসঙ্গ পাঠ করেন এবং সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের নিকট শ্রীল পুরী মহারাজের শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিক শরণাগতি, সহজ দৈন্য, শ্রীগুরুচরণাশ্রিতগণের প্রতি স্নেহ ও আদর্শ গুরুসেবা অপ্রাকৃত গুণবৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সন্ধ্যা ৬ ঘ.৩ প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১) শ্রীচৈতন্যমঠ[illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬বি কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। [illegible]
সেবক—[illegible]

৩) যোগমায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশ্রী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীকৃষ্ণধন দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাধিকারী

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ-আশ্রম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী

(২৫) বালিয়াটি-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রদাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
নুতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জিলিং
সেবক—শ্রীমহাপুরুষ দাসাধিকারী

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জং সাহারণপুর, ইউ. পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ [illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible] ইউ. পি।
শ্রীমনমোহন ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রাম ঘাট, পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীনবগোপাল ব্রজবাসী

৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকৃষ্ণ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ দাসাধিকারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
১২নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] পাণ্ডা

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বিল্ডিং বোম্বে
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ
—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

৫১) [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]
সেবক—শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ[illegible]
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], গঞ্জাম
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী

(৬৩) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, [illegible]
সেবক—[illegible] দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible], [illegible] ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ. পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)

বার্ষিক "	৩৲
ষাণ্মাসিক "	২।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা এক পয়সা। বিশেষ সংখ্যার মূল্য ভিন্ন হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—::০::—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেশ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খাওয়া ও দেখাশুনার খরচ প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতি বৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১২ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউশন

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ ৬৫ টাকা।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালীই ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকেই সংবাদ্দিক্ত ও সন্তুষ্ট উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। প্রত্যেক পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোহর। ইহাতে ১০০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এক শত পৃষ্ঠাব্যাপী উৎকৃষ্ট কাগজে দীর্ঘ মহাবাক্য সম্বলিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত সম্পাদক ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যালঙ্কারভূষিত মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় উহার অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া উহাদের আদর্শ স্থাপন ও পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকতা, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক উদ্ধৃত... সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ... শ্রীবলদেবকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ... অতি বিশদ এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। ... প্রচুর লাভবান হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। ... আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠার ... সম্পূর্ণ হইয়াছে। ... ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীল ... শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের জন্য মহাজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল [illegible] প্রকাশিত না থাকায় অনেকেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু [illegible] সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের [illegible] "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু গ্রন্থাবলী [illegible] হইয়াছে। সর্বসমেত ১১৪ পৃষ্ঠা [illegible] হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার প্রকাশিকা
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] মহোদয়ের গবেষণা এবং [illegible] একাধারে দর্শন এবং [illegible] জীবনচরিত-পাঠে [illegible]। এই গ্রন্থ, অভিনব ও অদ্বিতীয় [illegible] চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই [illegible] প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫. পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

যাওয়া

কলিকাতা ছাঃ	৫-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১১-৩	১৩-১৬	১৬-৫৩	১৭-৫৬	২২-২৬
[illegible]	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩ ৫০		১৮-৩	২২-৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-২৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১৩-৩৩	১৫-৫	১৮-৫৯	১৯-৫০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৯	১৩-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২
(বদল) ছাঃ	৭-১০		১০-১১		১৭-৩৮		২০-৩০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮		১০ ৪৯		১৮-১৭		২১ ১০	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
[illegible] ,,	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৫০ (ছোট্ট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

কেশ [illegible]
সর্ব্ববিধ [illegible] অসুখে অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পরীবাসীর [illegible] একমাত্র উপায় [illegible] অত্যন্ত অধিক। [illegible] এবং [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল ৮/০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী [illegible]

—[illegible] নং [illegible] রোড, কলিকাতা
অথবা
[illegible], ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1944

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ৮ই কার্ত্তিক ১৩৪৭, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৪০ শুক্রবার ১১১তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

ভারতবর্ষের যুদ্ধে সাহায্য করিবার ক্ষমতা

১৯১৪ ১৮ সাল অপেক্ষা যুদ্ধে ভারতবর্ষ আজ অধিক সাহায্য করিতে সক্ষম হইয়াছে।

যুদ্ধ প্রথম আরম্ভ হয়। ব্রিটিশ-সৈন্যের সংখ্যা বাদ দিলেও সাধারণ শান্তির সময়ে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর লোকসংখ্যা ১৫০,০০০। ইহার উপরে ভারতীয় টেরিটোরিয়েল ফোর্সের ১৫,০০০ লোক এবং দেশীয় রাজাগুলির সৈন্য-সংখ্যা মোট ৪৫,০০০ ছিল। বর্মা মিলিটারী সামরিক পুলিশ ও রাইফেল ব্যাটালিয়ানে ১৯০০০ নেপালী নিযুক্ত আছে।

ভারতবর্ষে একটি বিমানবাহিনীও আছে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সকল বিভাগেই ভারতীয়গণ অফিসাররূপে নিযুক্ত হইবেন, এবং বৎসরে ৩০০ পাইলট এবং ২০০০ কারিগর শিক্ষিত করিবার জন্য দশটি বিমান শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইতেছে।

বর্তমানে কাঁচামাল এবং কারখানাজাত পণ্যের প্রয়োজনই সর্বাধিক। ইতিমধ্যে বৃটেনে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য লক্ষ লক্ষ চটের থলিয়া ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতীয় পশমী কাপড়ের কারখানাগুলির সমস্ত মালই বৃটেনের সামরিক প্রয়োজনের জন্য ভারতবর্ষে প্রতিমাসে ১২৫,০০০ জোড়া সৈনিকের বুট প্রস্তুত করিতেছে।

ভারতবর্ষের লোহা এবং ইস্পাতের কারখানাগুলি বর্তমানে প্রতিবৎসর ২০ লক্ষ টন কাঁচা লোহা এবং প্রায় ১ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপন্ন করিতে সমর্থ।

এরোপ্লেন নির্মাণের জন্য ৫ কোটি টাকা মূলধন লইয়া একটি ভারতীয় কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। বর্তমানে এই কোম্পানী বাঙ্গালোরে কারখানা নির্মাণ করিতেছে। মার্কিন বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে এই কারখানায় সামরিক বিমানপোত নির্মিত হইবে।

ভারতবর্ষের সেনাবিভাগকে বাৎসরিক আরও ২৫,০০০ মোটরযান সরবরাহ করা যাহাতে সম্ভবপর হয়, সেই জন্য জেনারেল মোটরস্ ও ফোর্ড কোম্পানীর ভারতীয় শাখাগুলি (এখানে মোটরের অংশগুলি আমদানী করিয়া একত্র করা হয়) তাহাদের কারখানাগুলি বাড়াইতেছে। বোম্বেতে এবং কলিকাতায় গঙ্গার তীরবর্তী স্থানগুলিতে জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হইয়া ইতিমধ্যে কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

যুদ্ধের সময়ে বৃটেনের বাণিজ্য

জার্মান্ ইউ বোট এবং বোমারু বিমান-বাহী নাৎসীরা বাণিজ্য-জাহাজের উপর বেপরোয়া আক্রমণ চালাইলেও যুদ্ধের প্রথমাবধি বৃটেনের খাদ্য-সরবরাহ অপ্রতিহতভাবেই চালিয়া আসিতেছে। বৃটিশ নৌ-বাহিনীর পাহারায় প্রতিদিন বাণিজ্যপোতের বহর এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে চলাচল করিতেছে।

বাণিজ্যপোতগুলি প্রথমতঃ কোনও এক প্রধান স্থানে আসিয়া জড় হয়, এবং সংখ্যায় একটি 'কনভয়' গঠনের উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। অতঃপর ব্রিটিশ নৌ-বহরের পাহারায় চ্যানেলের মধ্য দিয়া নির্দ্ধারিত পথে উহারা অগ্রসর হয়। যাহাতে মাইন পোঁতা না থাকে, সেইজন্য সর্বদাই সেই সকল পথ পরিষ্কার করা হইতেছে। সাবমেরিণ বা যুদ্ধ-জাহাজ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে 'কনভয়' এবং জাহাজগুলির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়া অসম্ভব নয়। সেই সব ক্ষেত্রে কি করা কর্তব্য, বাণিজ্যপোতের ক্যাপ্টেনদের তাহা জানা চাই।

যাত্রা আরম্ভ হইবার পূর্বে ইহাদের বন্দর নিয়ন্ত্রণ আফিসে (পোর্ট কন্ট্রোল অফিস) হাজিরা দিতে হয়। আক্রান্ত হইলে কি করিতে হইবে, সেখানে একজন নৌ-বিভাগীয় কর্মচারী তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেন। কনভয় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলে কি কর্তব্য সে বিষয়েও প্রত্যেক ক্যাপ্টেন শিলমোহর করা এক একটি নির্দেশপত্র পায়।

যুদ্ধে ওলন্দাজ সরকারের সাহায্য

নেদারল্যাণ্ডের প্রিন্স বার্নহার্ড ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে বিমানপোত নির্মাণ-বিভাগীয় সচিব লর্ড বিভারব্রুককে রাজকীয় বিমান-বাহিনীর জন্য ৪০ খানি জঙ্গী বিমান ও ১৮ খানি বোমারু বিমান ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে একখানি চেক প্রদান করিয়াছেন।

দূরপ্রাচ্যে জাপানের প্রকৃত উদ্দেশ্য

'স্ক্রিপস্-হাওয়ার্ড' সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের মালিক মিঃ রয় হাওয়ার্ড সম্প্রতি দিন কয়েক ফিলিপাইনে বেড়াইয়া আসিয়াছেন। 'স্ক্রিপস্-হাওয়ার্ড কোম্পানী' দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্রগুলিতেই সম্প্রতি তাঁহার লেখা একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটির একটি অংশ বিশেষ অর্থপূর্ণ।

তিনি লিখিয়াছেন—বাহ্যতঃ দক্ষিণদিক্ হইতে চিয়াংকাইশেককে আক্রমণ করাই ইন্দোচীন-জাপানের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, থাইল্যাণ্ড (শ্যাম) দখল করাই জাপানের প্রধান উদ্দেশ্য। তাহারা [illegible] করিতে পারিলে জাপান এমন সব স্থানে বিমানঘাঁটি নির্মাণ করিতে পারিবে, যেখান হইতে উত্তর দিক দিয়া সিঙ্গাপুরের ঘাঁটিতে বিমান আক্রমণ চালান সম্ভবপর। ১৯৩৬ সালে রাইনল্যাণ্ড পুনরধিকার করিবারকালে জার্মাণীর যে অবস্থা হয়, বর্তমানে জাপানের অবস্থাও সেইরূপ। জার্মাণীকে তখন ঠেকান যাইত, জাপানকে ঠেকানও সম্ভব। এই কাজের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, ইঙ্গ-মার্কিন সহযোগিতায় সেই শক্তিলাভ সম্ভব হইবে।

জনৈক জাপানী ভিক্ষুকের নির্বাসন

মারু কামা নামক জনৈক জাপানী ভিক্ষুককে ১লা অক্টোবর রাজশাহীতে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। ভারত সরকার তাঁহার নামে বহিষ্কারের আদেশ জারী করিয়াছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ২॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। গৌড়ীয় গৌরবনিধান অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখোক্ত বক্তৃতা তথা দেশের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জন ভক্তগণ যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার ভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিচারসিদ্ধান্তে ও ভক্তগণ 'সদাচারপালনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ স্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তপুষ্টিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গ্রন্থের আকরের বিরাট সংস্করণ কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, প্রতিপাদ্য বিষয়নির্দ্দেশ, অধ্যায়বিবরণ, সূচীপত্র এবং ১৪ সালের পাঞ্জিকা কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'ভক্তি'টীকা, বিষয়ের আলোচ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—/০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত সুর্পতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সম্পূর্ণ ৫০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুবাদ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। প্রার্থনা-আত্মহুর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়শাস্ত্রিক্ষা ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। প্রার্থনাকল্প অপসোপরঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তসমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-শিক্ষ-দর্পণ ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ॥০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবীকুঞ্জ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ॥০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনকুন্ত
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /০
৪৯। অর্চ্চনকুন্ত
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৮
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৫৬। ভারতবর্ষ ও বিভিন্ন ৵০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।৵
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভূতিঃ ।০
৬৩। সটীক-সিদ্ধান্তসূত্রম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ সিদ্ধান্তরত্নম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বেদ্ধীয়সম ।০
৭৫। লোয়ার্ড গৌড়ীয়মঠ উৎ কুইট /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইংরেজিক ফিলিপিল অ্যাণ্ড অনস্থানদের দিকোয়স
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ।৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অন্য ভাষায়) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি /০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৸৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ | ৯ দামোদর ৪৫৪ গৌরাব্দ ৮ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৫শে অক্টোবর খৃঃ ১৯৪০, শুক্রবার | ১৯১ তম সংখ্যা

"যেখানে হরিকথা নাই, সেস্থল যতই আত্মীয়-স্বজন-বেষ্টিত হউক না কেন, যতই বাসের সুবিধাজনক হউক না কেন, সেই সকল স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ দামোদর নিখিল পর্য্যটনশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৪

যৎকিঞ্চিৎ

——::০::——

ব্রাহ্মণভক্তের মোক্ষ, ভক্তগণের মধ্যে সেবকগণ প্রধান, তন্মধ্যে সাযুজ্য এবং পরাসেবী জীবকোটির অন্তর্ভুক্ত—ইহা তত্ত্ববাদী বৈষ্ণবগণের মত। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত জনগণ এই সকল বিচারে মতসাম্য প্রদর্শন করেন না। অনেকেই প্রশ্ন করেন যে, মহাপ্রভু শ্রীমাধ্ব সম্প্রদায় স্বীকার করিয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিলেন কিন্তু অপর তিনটী প্রত্যাখ্যান করিলেন কেন? উত্তর এই যে, ঐ মত কেবলাদ্বৈতবাদ হইতে অনেক দূরে থাকে। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তত্ত্বসন্দর্ভটীকায় লিখিয়াছেন,—কোন সময় শঙ্করের সহিত শ্রীমধ্ব মুনির বিবাদ উপস্থিত হইলে শ্রীল ব্যাসদেব শ্রীমধ্বমুনির মতই স্বীকার করিয়া শঙ্করকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এইরূপ ঐতিহ্য প্রচলিত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমাধ্বসম্প্রদায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
সত্যবিগ্রহ ঈশ্বর করহ নিশ্চয়ে॥

উপাস্যের সবিশেষত্ব বা চিদ্বিলাস স্বীকার-ফলেই তত্ত্ববাদীর বৈষ্ণবতা। তত্ত্ববাদিগণের সাধন—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। আর মহাপ্রভুর প্রদর্শিত শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দিষ্টসাধন—শ্রবণ-কীর্ত্তন। তত্ত্ববাদিগণের সাধ্য—পঞ্চবিধ মুক্তিলাভে বৈকুণ্ঠগমন। আর মহাপ্রভুর উপদিষ্ট সাধ্য—কৃষ্ণপ্রেমা। দাক্ষিণাত্য-বিহারকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু দৈন্য করিয়া জনৈক তত্ত্ববাদাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন, "আমি সাধ্য-সাধন ভালরূপ জানি না।" উত্তরে তত্ত্ববাদাচার্য্য বলিয়াছিলেন, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ করাই কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন। সেই সাধনবলে শ্রেষ্ঠ সাধ্যরূপ পঞ্চবিধ মুক্তি লাভ করিয়া সিদ্ধ ব্যক্তি বৈকুণ্ঠে গমন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন যে, শাস্ত্রমতে শ্রবণ-কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ সাধন। সেই সাধনবলে কৃষ্ণপ্রেমসেবারূপ সাধ্যফলের লাভ হয়—কৃষ্ণনাম-শ্রবণ কীর্ত্তনাদি হইতে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন, "কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ দ্বারা কৃষ্ণে কখনই প্রেমভক্তি হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মার্পণ ইত্যাদির দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে সৎসঙ্গবলে অনন্য-কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধোদয় হইলে শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ সাধনভক্তি হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিসাধন করিতে করিতে অনর্থের বহু নিবৃত্তি হয়, প্রেমের তত্ত্বই অভ্যুদয় হয়।"

শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণের পদসেবা চান, মুক্তি চান না। তাঁহার নিকট দুঃখময় নরক, সুখময় বা স্বর্গসুখপদ স্বর্গ এবং আনন্দময় মোক্ষ সবই সমান। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্বে অন্যান্য আচার্য্যগণ বেদের একদেশদর্শনরূপে কোন একটী মতবাদ গ্রহণ করিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন মাত্র। তাঁহাদের বিচার সর্ব্বাংশে শুদ্ধ নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীনিম্বার্কস্বামী দ্বৈতাদ্বৈত বিচার প্রদর্শন করিয়া [illegible] প্রণালীবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দ্বৈতাদ্বৈতচিন্তায় [illegible] অসম্পূর্ণতা দেখা যায়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই বলুন বা শুদ্ধাদ্বৈতবাদই বলুন, সকল মতেই অল্পবিস্তর অসম্পূর্ণতা আছে। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ বিচারে সকল মতের সমন্বয় ও বিচারের পূর্ণতা লক্ষিত হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নয়, শ্রীমন্মহাপ্রভু মহাবদান্য। যাহা পূর্ব্বে কখনও প্রদত্ত হয় নাই, সেই উন্নত উজ্জ্বল মধুররস-মাধুর্য্য তিনি জগতের সকল জীবকে প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে সেই রসের আবির্ভাব আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। শ্রীল প্রভুপাদ অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

'শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর পূর্ব্বে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য পর্য্যন্ত একক রসের পুষ্টি সাধিত ছিল। শ্রীল মাধবেন্দ্র হইতেই জগতে ঐকান্তিক শ্রীরাধাগোবিন্দে বিপ্রলম্ভ-রসে কৃষ্ণপ্রেম অবতীর্ণ হইয়াছেন।" এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে তত্ত্ববাদাচার্য্য [illegible] বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ে শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের আবির্ভাব। তাঁহার বাক্যসমূহে মধুররসের কথা পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই কথাই পুনরায় কীর্ত্তন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অবদানের ও উপদেশের বৈশিষ্ট্য কোথায় এবং তাঁহার দানকে অনর্পিতচরই বা কি করিয়া বলা যায়? উত্তর এই যে, শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বাক্যে গোপীর আনুগত্যে কৃষ্ণ-সম্ভোগ লিপ্সা অর্থাৎ কৃষ্ণদর্শন-স্পৃহা, কৃষ্ণস্পর্শন-লালসা প্রভৃতি [illegible] হইলেও আশ্রয়জাতীয় [illegible] রাধিকার মহিমা ও তাঁহার দাস্যানুগত্যের উপলব্ধি তাঁহাতে ছিল না। রাধাদাস্যানুগত্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্যতীত অন্য কোন আচার্য্যই কীর্ত্তন করেন নাই। তাহা ছাড়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব মধুররসোপাসকগণ বিষয়জাতীয় [illegible] অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, আশ্রয়জাতীয় [illegible] তাদৃশ দেখা যায় না। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা এই যে, আশ্রয়জাতীয় [illegible] সেবা বিষয়জাতীয় [illegible] অপেক্ষা আরও শ্রেষ্ঠ।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::•::——

এই জগৎ 'ভোগেরই নিকেতন' [illegible]। [illegible] একজন সেবক, সকলেই তাঁহার সেবক [illegible] সেবকের [illegible] সেবারই সুখ [illegible]।

[illegible] এই স্থানে সেবক [illegible] সেবক নিজের সুখের নিমিত্ত হইলে সেব্যের সেবা পরিত্যাগ করিয়া থাকে অর্থাৎ একেবারে এই স্থানে সেব্য ও সেবকের বিচার নাই, [illegible] সব বাণিজ্য। পত্নী পতির সেবা করিয়া থাকে—নিজের স্বার্থের জন্য পতির স্বার্থ ও পত্নীর স্বার্থ এক নহে। পতি পত্নীকে ভালবাসিয়া থাকে, [illegible] বা ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য। এখানে যত বড় সতী স্ত্রী বা বড় পতিপরায়ণ [illegible] হউন্ না কেন, দেহ ও মনোধর্মে আবদ্ধ থাকা নিবন্ধন তাঁহাদের চেষ্টা [illegible]। আত্মধর্ম ব্যতীত কেবলও [illegible] সেবা নাই। এখানে পিতামাতার পুত্রের প্রতি যে স্নেহ, পুত্রের মাতাপিতার প্রতি যে শ্রদ্ধা-ভক্তিও ইন্দ্রিয়তর্পণ বা বাণিজ্য। দেহ ও মনের ব্যাপারে পরস্পর ভোগ্যভোক্তা সম্বন্ধ, গুরু-সেবাসেবক-সম্বন্ধ নাই বা থাকিতে পারে না।

শ্রীবার্ষভানবী ভগবান্তা, বারটীর সেবকেশীর জননী, তিন [illegible], ব্রজ [illegible] আকর। তিনি স্বরূপ বস্তুর [illegible]। শক্তিমত্ত বলিতে যাহা বুঝায় শক্তি বলিতেও তাঁহাকে তাঁহাই বুঝাইয়া থাকে। তাঁর বলদেবাদিরও পূজ্য। অনর্থমুক্ত শব্দ [illegible] শ্রীমতী রাধিকার সেবার জন্য সৃষ্টা বস্তু। এই অনর্থমুক্তই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্বর্ণময় উজ্জ্বল বাণীর বিখ্যাত।

———

ভাগবত আলোচনা করার নাম পরিপঠন, [illegible] সংশ্রবণ; তা'রপর বিচারপরতা। সর্বক্ষণ স্মৃতিপথে থাকুক, এইটীই বিচারপরতা। তা'তে লক্ষ্য ক'র, ভাগবত-শ্রবণ-পঠন-চিন্তন—ভক্তির প্রধান সাধন; ভাগবত বলতে ভগবান্ ও ভাগবত ভক্তকে বুঝায়।

— –

যদি শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ করা হয়, তাঁহার নিকট শ্রীনামগ্রহণ করিয়া নিরন্তর কীর্তন করা হয়, তাহা হইলে অনর্থ বিদূরিত হয় এবং নিরন্তর কৃষ্ণের স্ফূর্তি হইয়া থাকে। কীর্তনপ্রভাবেই স্মরণ হয়। সর্বাবস্থায় নিরন্তর হরিকীর্তন করিতে হইবে। আমার পঞ্চম দেহ আছে—এই জ্ঞান যদি না ভাগে, তাহা হইলে অপস্মৃতি থাকিয়াই গেল।

———

আমরা অনেক সময় বলি, 'গোবিন্দের মন্দির কেন বিধর্মিগণ ভেঙ্গে দিলেন?' যাঁরা বলতে থাকেন যে, মন্দিরের পাথরগুলি তাঁদের সাহায্য করবে, যাঁরা জড়চক্ষে নিজ ভোগদর্শনে গোবিন্দের আরোপ—চেতনের আরোপ করবার জন্য চেষ্টা করছিলেন তাঁদের সেই প্রাকৃতসাহজিক বুদ্ধি, তাঁদের তামসিক বুদ্ধিতে আঘাত দেওয়া জন্যই গোবিন্দের ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু যাঁরা চেতনের মন্দির দর্শন করেন, যাঁরা সাক্ষাৎ গোবিন্দের মন্দির দর্শন করেন, সেই চৈতন্য-কৃপাপ্রাপ্ত রূপানুগ বৈষ্ণবগণ ঐ ব্যাপারকে ওরূপভাবে দর্শন করেন না। কেবল পৌত্তলিকের জড়বুদ্ধি বা প্রাকৃতসাহজিক বুদ্ধিদ্বারা গোবিন্দের মন্দির দর্শন করা যায়, তা হ'লে সেরূপ ভুল, তবে গোবিন্দ কৃপাপূর্বক বিনাশ করেন গোবিন্দ তাঁ'র নিজের মন্দির ভাঙ্গিয়ে দেন নি, অপস্বার্থের সেবায় ব্যস্ত দর্শনে [illegible] সেই পৌত্তলিকের, প্রাকৃত-সহজিয়ার ভাঙিয়া চোখবুদ্ধি

হরিকীর্তন ব্যতীত আর যাবতীয় সবই 'কিচিরমিচির' পাখীর উক্তিমাত্র। কৃষ্ণোক্তি ব্যতীত অন্য উক্তি শ্রবণ করে প্রবেশ করান উচিত নহে। একান্ত শ্রবণ করিতে হইলে 'সৌরবিভূ শ্রবণ', তাহা হইলেই 'সৌরবিভূ কীর্তন' হইবে। কীর্তনে শব্দে কৃষ্ণকথা কীর্তন ব্যতীত আমাদের অন্য কোন [illegible] বা কর্তা নাই। যিনি কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্তন করেন, তাঁহার সকল বাঞ্ছা সেবারসে ব্যাপ্ত হয়।

———

সুর-তান মান-লয়যোগে লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে কেবল চীৎকারই যে সংকীর্তন, তাহা নহে। বস্তুতঃ তাহা কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্তন নহে। 'কৃষ্ণ-সংকীর্তন' বলিতে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত নামের কীর্তন, অপ্রাকৃত রূপের কীর্তন, অপ্রাকৃত গুণের কীর্তন, অপ্রাকৃত পরিকরবৈশিষ্ট্যের ও অপ্রাকৃত লীলার কীর্তন বুঝায়। আবার সুর-তাল-মান-লয় ত্যাগ করিলেই যে কৃষ্ণকীর্তন হইবে, তাহাও নয়। সুর-তান মান-লয় সবই কৃষ্ণকীর্তনেই লাগিবে। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী কৃষ্ণকীর্তনের সেবক। কায়মনোবাক্যে হরিকীর্তন বিধেয়। কায়িক কীর্তন, বাচনিক কীর্তন, মানসিক কীর্তন যুগপৎ করিতে হইবে। মন যদি কৃষ্ণকীর্তন না করে, অন্যমনস্ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্তন হয় না।

——

সংশয় ও জিজ্ঞাসা

——::•)::——

সংশয় ও জিজ্ঞাসা একবস্তু নহে। সম্পূর্ণ স্বরূপজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জিজ্ঞাসা থাকে। সাধকমাত্রেই জিজ্ঞাসু। কিন্তু সংশয়াত্মা ও জিজ্ঞাসুর ভেদ এই যে, জিজ্ঞাসু শরণাগত, তিনি অবিশ্বাসী নহেন; সংশয়াত্মা অবিশ্বাসী ও কপট। হরি, গুরু ও বৈষ্ণবের সম্বন্ধে জ্ঞান, তাঁহাদের কোন দোষ নাই। তাঁহাদের চরিত্রে যে আপাতবিরোধ দৃষ্ট হয় উহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের চরিত্রে নাই। আমাদের বিচারে অজ্ঞতা আছে বলিয়াই আমরা বিরোধভাব দেখি। তাঁহারা যে ভূমিকায় অবস্থিত, সেই ভূমিকায় পৌঁছিতে পারিলে বিরোধদর্শন আর থাকে না—এই বিচারে দৃঢ়বিশ্বাস রাখিয়া জিজ্ঞাসু ব্যক্তি নিজ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লইবার জন্য যত্ন করেন। গুরুবৈষ্ণবের ভূমিকায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কৃপায় চিন্ময় চক্ষু দ্বারা গুরুবৈষ্ণবের পূর্ণ চিদানন্দবিগ্রহের দর্শন লাভ করিব—ইহাই জিজ্ঞাসুর বিচার। আর স্বয়ং জড়ে আবদ্ধ থাকিয়া গুরুবৈষ্ণবকেও জড়েই নামাইয়া আনিব, নিজেকে জড়পিণ্ড জানিব, গুরুবৈষ্ণবকেও জড়পিণ্ডরূপে দেখিব বা প্রাকৃত বিচার করিব—ইহা সংশয়াত্মার বিচার। আপাতদৃষ্টিতে সংশয়াত্মা ও জিজ্ঞাসুকে সমবুদ্ধিতে অবস্থিত মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

যিনি জিজ্ঞাসু, তিনি জানেন—ভক্তি নিরপেক্ষ। ভক্তির বিচারে পক্ষপাত কখনও প্রবেশ করিতে পারে না। জিজ্ঞাসু ব্যক্তি ভক্তির মানদণ্ডকে ঠিক রাখিয়া ভক্তিপথে যাহা কিছু বিরোধ দেখিতে পান তাহার সামঞ্জস্য করিয়া লইবার জন্য যত্ন করেন। কিন্তু সংশয়াত্মার মানদণ্ড নাই, আর থাকিলেও শাস্ত্র ও সাধুগণ তাহার মানদণ্ড নহে, তাহার প্রাকৃত নাস্তিকতা, দাম্ভিকতা বা বাণিজ্য লইবার বুদ্ধিই তাহার মানদণ্ড। বাণিজ্য গর্ব—ইহাই সংশয়াত্মার স্বরূপ।

ভয় বা সংশয় আত্মার নহে। উহা বিকৃত অজ্ঞানের বৃত্তি। কিন্তু প্রকৃত জিজ্ঞাসায় কপটতা নাই। তাহাতে উৎসুকতা, স্বরূপ অনুশীলন বা দিন দিন ভক্তিপথে অগ্রসর হইবার কথা আছে। আর সংশয় কপটতামাত্র।

সংশয়াত্মা অনেকসময় জিজ্ঞাসার ভাণ করে। সংশয়াত্মা বলিয়া থাকে, আমি যখন বদ্ধজীব, তখন বদ্ধতা না করা বা সংশয় করাই আমার স্বভাব। প্রকৃতপক্ষে উহা সরলতা নহে, উহা সর্বাপেক্ষা সর্বনাশকর কপটতামাত্র। স্বরূপে কাহারও বদ্ধতা নাই, বদ্ধধারণা করা বা সংশয় করাও স্বরূপের স্বভাব নহে। ঘটনাক্রমে যে ধাঁধা আসিয়া গিয়াছে তাহা দূর করার জন্য সর্বক্ষণ সাধুসঙ্গ করাই দরকার। বদ্ধতা রাখিয়া দিয়া মুক্তের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টার আবশ্যকতা নাই। স্বরূপের উপর যে অস্বচ্ছ আবরণ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা যাহাতে দূর হয়, তাহার কৌশল তাঁহারাই জানেন, যাঁহারা স্বয়ং স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। সেই সাধুগণের সঙ্গ ব্যতীত সংশয় বিদূরিত হইবার উপায় নাই। ইহাও ভাগ্যসাপেক্ষ। আমি যাহা কল্পনা করি, তাহা উপায় নহে যাহাতে আমি আমার স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, সেইজন্যই গুরুদেবের পতিতপাবনলীলা জগতে নিত্য প্রকট রহিয়াছে। গুরুদেবের সেই লীলার তাৎপর্য্য অনুভব করিবার জন্য এবং তাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীপাদপদ্মের ধূলি হইবার জন্য প্রণিপাত ও সেবা-সহকারে পরিপ্রশ্ন আসা দরকার। স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্যই জিজ্ঞাসা।

স্বরূপের কথা অবিমিশ্রভাবে কীর্তিত হইলেও তাহা উপলব্ধি করিবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা আমাদের আছে বলিয়াই জড়জগতে বৈকুণ্ঠের অবতার। তাহা না হইলে উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইত। আমরা যদি নিষ্কপট বিশ্বাসী হই, তাহা হইলে স্বরূপের বার্তা আমাদের নিকট কখনও দুর্বোধ্য হইবে না, বরং উহাই সর্বাপেক্ষা সহজরূপে প্রতিভাত হইবে। গুরুপাদপদ্ম হইতে সহজ সরল পারমার্থিক বাস্তবতা লাভ হইলেই স্বরূপজিজ্ঞাসা বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী হওয়া যায়। গুরু-

[illegible] চৈত্যগুরুরূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে।

আমার সময় কৈ?

. (প্রাপ্ত)

আমার সকল কাজের সময় আছে, কিন্তু হরিভজনের সময় নাই। আমি আহার, নিদ্রা, কুটুম্বভরণ, ইন্দ্রিয়তর্পণাদি সব কার্য্যেই সময় পাই, কিন্তু হরিভজনের সময় পাই না। বাল্যকালে যখন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতাম তখন মনে করিয়াছিলাম, আর একটু বড় হইলে হরির আরাধনা করিব। যৌবন লাভ করিলাম, পিতামাতা আমাকে

দেবের সেই অধিকারদানে কোনপ্রকার কুণ্ঠা নাই। তাঁহার দয়ার তুলনা নাই। যিনি যত পতিত, তাঁহার প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের দয়াও তত বেশী, ইহাই ধারণা। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

"যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়
তা'তে আমি সুপাত্র দয়ার॥"

নিজের অসংখ্য দোষ দেখিয়া হতাশ হইবার কিছু নাই। কেননা আত্মধর্ম্মে হতাশা বলিয়া কোন কথা নাই। আমাদের যতই দোষ থাকুক না কেন, শ্রীনিত্যানন্দের উদার্য্যেরও সীমা নাই। তিনিই সংশোধন করিয়া লইবেন, যদি আমরা ষোল আনা তাঁহার হইয়া যাইতে পারি। কিন্তু আমাদের পক্ষে নিজদোষ স্বীকার করিয়া সত্য সত্যই সংশোধিত হইবার জন্য আর্ত্তি আসা প্রয়োজন। আমরা অত্যন্ত মন্দ, কিন্তু তাহার জন্য তত দুঃখ নাই। একমাত্র দুঃখ এই যে, আমরা নিজদোষ স্বীকার করিতে চাহি না, মিথ্যা দম্ভের ভরে মস্তক উন্নত করিয়াই আছি। আমাদের প্রকৃত প্রয়োজন কি এবং সেই অভীষ্টসিদ্ধির পথে কতটা অগ্রসর হইলাম তাহা একবারও চিন্তা করি না। চিরদিনই অনর্থযুক্ত থাকিতে হইবে, রোগীই থাকিতে হইবে—ইহাই আমাদের বিচার হইয়া পড়িয়াছে। নিজের মঙ্গল ত' ভাবিই না, যদি গুরু-বৈষ্ণবগণ অহৈতুকী কৃপা করিয়া মঙ্গলের কথা জানাইতে আসেন, তখন তাঁহাদের প্রতি মৎসর হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের দ্রোহাচরণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা অসৎ জানিয়া গুরু-নিত্যানন্দের নিকট কৃপার জন্য ব্যাকুল ক্রন্দনই মঙ্গললাভের উপায়। দুঃখই বিষয়। 'গুরুদেবের কৃপা পাইলাম না' বলিয়া যাঁহার চিত্তে দুঃখ জাগিয়াছে, তিনিই ভাগ্যবান্। আমাদের প্রত্যেকের এই ভাগ্য লাভ করা দরকার।

মনোহারিণী ভার্য্যা প্রদান করিলেন, তাহার সঙ্গে বিলাসাদিতে এবং তাহার প্রয়োজনীয় বস্তু যোগাইতে আমার অধিকাংশ সময় চলিয়া যায়। বাকী সময়টুকু এত পরিশ্রান্ত থাকি যে, তখন বিশ্রাম ও স্ত্রী-চিন্তা ব্যতীত অন্য বিষয়ে উৎসাহ হয় না। সুতরাং আমার আর হরিভজনের সময় হয় না। হরিভজনের বাহানাতে অবসর না আসিয়া উপস্থিত হয়, তজ্জন্য ইন্দ্রিয়তর্পণরত মনের যুক্তি লইয়া বলিয়া থাকি, "ভগবান্ আমাদিগকে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, নানা কর্ত্তব্যের ভিতর ফেলিয়াছেন। সুতরাং স্ত্রীচিন্তা, পুত্রচিন্তা, পিতামাতার যত্ন করা এবং যাহাতে আমার ঐ সকল ভোগের উপকরণ জগতে সমৃদ্ধি লাভ করিয়া আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের সহায় হইতে পারে, তজ্জন্য বহির্ম্মুখী দেশ ও সমাজরক্ষা ও তাঁহাদের বহির্ম্মুখতার প্রশ্রয় দেওয়াই ভগবানের অভিপ্রেত কার্য্য।" আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য, ভোগের সংসারকে কৃষ্ণের সংসার বলিয়া হরিভজন হইতে ছুটী লইবার জন্য, আমি বলিয়া থাকি যে, 'স্ত্রীপুত্রাদি প্রতিপালনরূপ কর্ত্তব্য-পালনই আমার ভজন।' তখন যোষিৎরূপা স্ত্রী, জননী ও জন্মভূমির ভজনকেই আমি একমাত্র ভজন বলিয়া লোকের নিকট প্রচার করি। তাই বলিতেছিলাম, আমার সকল কাজের সময় হয়, হরিভজনের সময় হয় না!

কোন সময় আবার আমি বহু কাজের ভিতরে একটু অবসর বা পরিশ্রমাপনোদনের সময় করিয়া লইবার জন্য একটি ছোট কুঠরী প্রস্তুত করি, তাহাতে বাজার হইতে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুকূল অর্থাৎ যাহারা আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের লালসা ও লোভতৃষ্ণা চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইবে, সেইরূপ কোন একটী বা বহু দেবদেবীর ছবি কিনিয়া আনি এবং ধূপ-ধুনা, কুশাসন বা কম্বলাসন যোগাড় করিয়া থাকি। কিন্তু ঐ কুঠরীতে গিয়াও আমার হরিভজনের সময় হয় না।

আমার দুষ্ট মন চায় সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়তর্পণ। মন কখনও হরিভজন করিবার সময় পাইতে পারে না। মনের ধর্ম্মই বাহ্যজগতের পশ্চাৎ ধাবিত হওয়া। খুব চেষ্টা করিয়া মনকে শান্ত করিতে চেষ্টা করি, ধ্যান করি, কখনও বহুরূপ করিয়া মনের শান্তিবিধান করিতে চাই, কিন্তু সেখানেও আমার হরিভজনের সময় নাই। ঐরূপ মনকে প্রশান্ত করিবার চেষ্টায় আমার হরিতোষণ হয় না, চিত্ততোষণ হয় মাত্র। উহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা নহে, কেবল আমার আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা বা কাম। তাই বলিতেছিলাম, আমার হরিভজনের সময় নাই।

প্রৌঢ়কালে মনে করিয়াছিলাম, পুত্র সাবালক হইলে তাহার হাতে বিষয়সম্পত্তি সমর্পণপূর্ব্বক সংসারজীবনের ক্লেশ ও জ্বালা জুড়াইবার অর্থাৎ আমার চাঞ্চল্যভোগের একটা উপায় খুঁজিয়া লইব। লোকের নিকট গুরুপ্রতিষ্ঠা লইবার জন্য এবং দেশভ্রমণাদি দ্বারা চিত্তের সুখসম্পাদনরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য কাশী, বৃন্দাবনাদি তীর্থ-স্থানে গমন করিব। বৃদ্ধকাল উপস্থিত হইয়াছে, এখন আর স্ত্রীপুত্রাদি আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের বিশেষ ইন্ধন যোগাইতে পারে না, কারণ ইন্দ্রিয়সমূহ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আমার সকল ইন্দ্রিয়ের অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাগুলি যেন এখন জিহ্বার মধ্যে আসিয়া সমাবিষ্ট হইয়াছে। তাই রসনাসেবার ছল করিয়া বিতাড়িত বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য বলদের ন্যায় আমি তীর্থ ও বৈষ্ণবের মঠাদি ভ্রমণ করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা করিতেছি। স্ত্রীপুত্রাদি আমাকে সংসারের একটা বৃথা বোঝা মনে করিয়া বোঝার ভার হইতে এড়াইবার জন্য আমাকে সাধুর মঠে যাইবার রেলখরচটা দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে। ঘরে ফিরিবার খরচটা আর দেয় নাই। কিন্তু আমি আমার বাল্যকাল হইতে প্রৌঢ়কাল পর্য্যন্ত তাহাদের নিকট হইতে পূর্ব্বে এরূপ সাহায্য পাই নাই। আমি পাছে ভুল করিয়াও হরিভজন করিয়া বসি বা প্রকৃত সাধুজনের সঙ্গ লাভ করি, এইজন্য তাহারা এতদিন আমাকে সকলে মিলিয়া পাহারা দিয়াছে। যাহাতে নিষ্কিঞ্চন কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট গিয়া তাহাদের (স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয়-স্বজনের) ইন্দ্রিয়-তর্পণের ব্যাঘাত উৎপাদন না করি, তজ্জন্য তাহারা আমাকে ভাবের জল শুদ্ধ করিবার ছল করিয়া গৃহব্রত গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র লওয়াইয়া দিয়াছে। যাহাতে আমি হরিভজনের সময় না পাই, তজ্জন্য আমাকে সমাজনীতি, দেশনীতি, সাহিত্য ও কাব্য আলোচনা করিবার পরামর্শ দিয়াছে। আমাকে ষণ্ড ও অমর্কের ন্যায় গৃহব্রত গুরুগণের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য প্ররোচনা করিতেছে।

কিন্তু আমার মনে হয়, দোষ আমারই আর কাহারও নহে। আমি হরিভজন চাই না, তাই হরিভজনের সময়ও পাই না। আমি যদি প্রহলাদের আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে ত' ঐরূপ ষণ্ড ও অমর্করূপ গৃহব্রত গুরুকুলের অথবা ঐরূপ হিরণ্যকশিপুরূপ আত্মীয়-বিশ্বাসী পরমশত্রুর মস্তক উৎপাটন করিয়া শ্রীনারদ গোস্বামীর ন্যায় নিষ্কিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণবের শরণ গ্রহণ করিতাম। আমি নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট গমনের আড়ম্বর করিয়াও তাঁহাতে অভিগমন করি না, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে একান্তভাবে শরণাগত হই না। কোন সময় আমি হরিভজন করিব বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি, কিন্তু অসৎসঙ্গফলে পরমুহূর্ত্তেই আমার সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়। তখন আমি স্বরূপ ভুলিয়া বিরূপের সঙ্গে মিত্রতা করি, হরিসেবা ছাড়িয়া মায়ার সেবা করিতে ধাবিত হই। আমি সতত মনরূপী অসুর পরামর্শানুসারে ইন্দ্রিয়সেবায় নিযুক্ত হইয়া আমার জীবনের অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করি। তাই বলিতেছিলাম, আমার সকল কাজের সময় হয় কিন্তু হরিভজনের সময় কৈ? তাই কোন মহাজন আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া গাহিয়াছেন—

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেম রতন-ধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
আপন করমদোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধফাঁস॥
বিষয়-বিষম-বিষ সতত খাইনু।
গৌর-কীর্ত্তন-রসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
এ অধম দাস কেন না গেল মরিয়া॥

দিনাজপুরে প্রচার

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আশ্রিত গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় গত ২৪শে ও ২৫শে আশ্বিন [illegible]-নিবাসী শ্রীযুত পতিতপাবন বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীতে ও তৎপরদিবস শ্রীযুত [illegible]মোহন বাবুর বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গত ২৭শে আশ্বিন স্থানীয় কর্ম্মকার শ্রী [illegible] বাবুর [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। [illegible] ও অন্যে [illegible] হইয়াছিল।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার [illegible]
সেবক—[illegible] অধিকারী

৩। [illegible] শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(১১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
রাউপাড়া, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
হাটডাঙ্গা (শ্রীরামচন্দ্রের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭। কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ সেবাধিকারী

(১৮) [illegible]-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) বালিঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী

(২৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৪) গোপালজীউমঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], ইউ, পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড গয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।২৭ বড় গণেশ, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible] ইউ পি।
শ্রী[illegible]মোহন ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—শ্রীবৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible].
পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫। ব্যাস গৌড়ীয়মঠ
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ দাসাধিকারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নই দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] পাণ্ডা

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

(৫১) পুরুষোত্তম মঠ
[illegible] পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (মালদহ)
সেবক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৬২। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
প্লট নং ২
[illegible]
[illegible]
সেবক—কুমারীবিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৪।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট.
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible] (ইউ-পি)
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible]পুর (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]বিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রী[illegible]কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী দিনের হার	১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵৹	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲			৪৲
অর্দ্ধকলম	৮৲			৬৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬	॥৹
" সিকি কলম	১৪৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	২০৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	
ত্রৈমাসিক	"	২৸৹
মাসিক	"	

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালীটি উহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকেই পরমার্থপথে বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সরল ও মধুর। গ্রন্থটি পাইকা টাইপে অ্যান্টিক কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের কথা দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১০০টি উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টি চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক কাব্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনসমেত প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতি বৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পরোপকার প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক এবং বড় অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় অর্থ ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ এবং শ্রীল শ্রীধর স্বামীপাদকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে যে মতে পাওয়া যায় [illegible] সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

—— ॥০॥ ——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সাক্ষাৎকার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অলৌকিক জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, তাহাতে সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূর্ণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অন্যতম [illegible] ও প্রবীণ "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের গ্রন্থাবলীর [illegible] পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৪ পৃষ্ঠা এই গ্রন্থে সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের [illegible] বিভাগের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর [illegible] এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিণত লেখনীর অদ্ভুত কলা [illegible] করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বহু উক্তি। এই [illegible] ও আলোচনা এবং মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে একশ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকা (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দসূচী ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫. পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-৫৩	১৭-৫৩	২২-৫৬
দমদম	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩ ৫০		১৮-৬	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩০	১৯-৫৫	০-৫৮
(বনগাঁ) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১২-৩৩	১৫-৫	১৮ ৫৯	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ৫	৮-৪০	১০-৬	১০-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪৭

(বনগাঁ) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৭৮	১০ ৪৯	১৮-১৭	২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম ,,	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৪
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বনগাঁ) ছাঃ	১৩ ৫৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৭

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৪-২২	১৬ ৮	১৮ ৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬-৫৩	১৯-২৭	২০-৪৬	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২-২৬	১৫-৩০	১৭-৩০	২০ ৩	২১-১৯	৪-১০
(বনগাঁ) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	১৫-৫৫	১৭-৪৩	২০-১১	২১-২৪	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-১৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩-৫	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩-২৫	৬-১৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—— ॥০॥ ——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহান্তক

সর্ব্ববিধ প্রমেহের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] অত্যন্ত অধিক। নিত্যব্যবহার্য্য মৃদু গুণযুক্ত [illegible] এবং নূতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল ৸৹ বার আনা, বড় বোতল ১৷৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
[illegible] খোয়ালা, ২৪ পরগণ

পোঃ-শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড। শ্রীমায়াপুর ৯ই কার্ত্তিক ১৩৪৭, ২৬শে অক্টোবর, ১৯৪০ শনিবার ১৯২তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::(०)::—

বাজারে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা

প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে যাঁহারা সিঙ্গাপুরে একটি বৃহৎ নৌ-ঘাঁটি স্থাপন করার কথা ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাদের দূরদৃষ্টির সার্থকতা বর্তমানে বিশেষ উপলব্ধি হইতেছে। সিঙ্গাপুর শুধু নৌ-কেন্দ্র নয়, বিমানঘাঁটি হিসাবেও ইহা খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

দুই বৎসর পূর্বে জর্জ ষষ্ঠ (গ্রেভিং) ডকটি সরকারীভাবে খোলা হয়, পৃথিবীর এই প্রকারের প্রধান ডকগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। সিঙ্গাপুরে একটি ভাসমান ডকও আছে, এই দুইটি ডকই বৃহৎ জাহাজের পক্ষে উপযোগী। সিঙ্গাপুরে জাহাজ যাতায়াতের পথ মাইনবিমুক্ত করার ভার প্রধানতঃ আর, এন, ভি, আর (রয়েল নেভি-ভলান্টিয়ার রিজার্ভ) এর উপর ন্যস্ত। সিঙ্গাপুর দ্বীপে অনেকগুলি সামরিক ও বেসামরিক বিমানপোতাশ্রয় (এরোড্রোম) আছে, সকলগুলিই রাজকীয় বিমান-বাহিনীর কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে, প্রাচ্যের এদিকে একটির চেয়ে ভাল এমন আধুনিক এরোড্রোম আর নাই। দূর প্রাচ্যে সৈন্যবাহিনীর হেড কোয়ার্টার্স, অতএব সৈন্যদিগকে প্রয়োজন মত বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করাইবার কার্য্যে সাগরের এই বিমানঘাঁটিগুলি বিশেষ কাজে আসিবে।

সিঙ্গাপুর হইতে রাজকীয় বিমানবাহিনী দক্ষিণ-চীন উপসাগরের দিকে এবং বোর্ণিও সারওয়াক, পশ্চিমে সিংহল এবং দক্ষিণে পোর্ট ডারউইন ও অষ্ট্রেলিয়ার উপর নজর রাখিয়াছে। যুদ্ধ বাধিলে উহার কাজ অনেকটা গ্রেট ব্রিটেনের উপকূলরক্ষী (কোষ্টাল কম্যাণ্ড) বাহিনীর অনুরূপ হইবে।

সম্প্রতি বাজারে এক স্বেচ্ছাসেবী-বিমান বাহিনী (ভলান্টিয়ার এয়ার ফোর্স) গঠিত হওয়ায় বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হইয়াছে। ইউরোপীয় বা অন্য কোন ব্রিটিশপ্রজা এই বাহিনীতে যোগদান করিতে পারে।

সিঙ্গাপুর অতিশয় সুরক্ষিত। সমুদ্রপথ রক্ষার জন্য উপকূলে দূরপাল্লার কামান বসান আছে। সিঙ্গাপুর দুর্গে ব্রিটিশ, ভারতীয় এবং মালয়দেশীয় সৈন্য মোতায়েন আছে।

সিঙ্গাপুরের বনজঙ্গলও ইহার আত্মরক্ষার অন্যতম স্বাভাবিক উপায়। জোহোর এবং আরও উত্তরে বহুমাইল পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল গভীর অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। সেইপথে কোনও শত্রুবাহিনীর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। উপদ্বীপের পূর্বদিকের রাস্তার সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া ইহার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা সহজ।

সুয়েজখাল

সুয়েজখালকে ভূমধ্যসাগরের পূর্বদ্বারের চাবিকাঠি বলা যাইতে পারে। যুদ্ধ-কৌশলের দিক হইতে ইহার রক্ষার ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই খাল এক আন্তর্জাতিক কোম্পানীর পরিচালনাধীন কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টই কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ারের মালিক।

নীলনদী না থাকিলে ভূমধ্যসাগর হইতে আফ্রিকার মধ্যস্থল পর্যন্ত প্রসারিত এই ভূখণ্ডের সহিত সাহারা মরুভূমির কোনও পার্থক্য থাকিত না। এই বিস্তৃত ভূভাগের আয়তন ৩৮৩০০০ বর্গ মাইল, কিন্তু ইহার মধ্যে মাত্র ১৩,৬০০ বর্গ মাইল চাষ হয়, এবং এই ক্ষুদ্র আয়তনের লোকসংখ্যা এত অধিক যে ঘনতায় তাহা বাংলাদেশ বা বেলজিয়ামের চেয়েও বেশী।

মিশরের জনসাধারণ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা

মিশরের লোকসংখ্যার ৯এর ১০ভাগই মুসলমান। কায়রোর এল-আজহার নামক মুস্লিম বিশ্ববিদ্যালয়টী জগতে মুসলিম ধর্ম-শাস্ত্র-শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। ইহাতে দুই হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করে।

১৯৩৭ সালের আদমসুমারী অনুসারে মিশরের লোকসংখ্যা মোট ১৫,৯০৪,০০০ ছিল, ইহার মধ্যে শতকরা ৬৫ জনই কৃষিজীবী। মিশরে বৃষ্টি হয় না বলিলেই চলে, সেচ ব্যবস্থার উপর তাহাদের জীবন, মিশরের সেচ-ব্যবস্থা প্রশংসনীয়।

মিশরে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। তরুণ রাজা ফারুক এবং রাণী ফরিদা জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সৈন্যগণ ব্যতীত মিশরের প্রত্যেক পুরুষেরই ভোটাধিকার আছে।

ইউরোপের রাজনৈতিক আবহাওয়া

'নিউজ ক্রনিকাল' পত্রিকায় ভার্নন বার্টলেট লিখিয়াছেন—

স্পেনের স্বরাষ্ট্র-সচিব জেনারেল ফ্রাঙ্কোর ভায়রা সিনর সেরানো সুনারের বার্লিন সফর সম্বন্ধে জার্মাণ এবং স্পেনীয় মহলে যে বিভিন্ন প্রকার মন্তব্য করা হইয়াছে, তাহা অর্থপূর্ণ। জার্মাণগণ সিনর সুনারের বার্লিন আগমনের উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে।

খুব সম্ভব, মুসোলিনিকে বলা হইয়াছে যে, যে প্রকারেই হউক এইবার তাহাকে মিশর জয় করিতে হইবে। শীঘ্রই যে হিটলার আরও কিছু দাবী করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তাহা মনে করিবারও সঙ্গত কারণ আছে। ইহার মধ্যে প্রথমটি, ফ্রান্সের অনধিকৃত অঞ্চলগুলি অধিকার করিয়া লওয়া, কেননা ভিসির গ ব র্ণ মে ন্ট ও বা স্ত বে র বি রু দ্ধে ফরাসী জনসাধারণের পুনর্গঠনকে বাধা দিবে না বা দিতে পারিবে না।

দ্বিতীয় দাবী, স্পেনকে জিব্রাল্টার পুনরধিকার করিবার জন্য যুদ্ধে প্ররোচিত করা। স্পেনীয় মরোক্কোর আড ব্রিটিশ আক্রমণ সম্পর্কে যে সকল গুজব রটিতেছে, তাহার অধিকাংশই জার্মাণ মহল হইতে উদ্ভূত। আত্মরক্ষার্থ স্পেনের যে অস্ত্রধারণ করা উচিত, ইহা বুঝানই এই গুজবের উদ্দেশ্য।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবাধিনাথ অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ে অবস্থিত [illegible] দেশবিদেশের প্রদেশসমূহের স্বপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সজ্জনবৃন্দের সহিত যে সকল আলাপ করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরূপ রঘুনাথ-প্রবর্ত্তিত ভজনে ও শুদ্ধভক্তিপূর্ণ সদালাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয়গণ কুলভূষণ আচার্য্যবরের সত্যসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই পাঠ্য-সেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের অধুনা বিরাট সংস্করণ যথাসাধ্য শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, প্রতিশব্দ নির্দ্দেশ, অধ্যায় বর্ণন, স্থানসূচী প্রভৃতি সহিত গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মহাজনকৃত 'শরণাগতি'-গীতা, ভিতরের [illegible], ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব [illegible] সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীভক্তিসার ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;
শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সম্পূর্ণ ৫০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৪৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড ১৲ ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিপ্র-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৶
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আম্নায় ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৵০
২২ অর্চ্চন-তত্ত্ব ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲ (অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গালা ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীন-দিগ্দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগোদ্রুম [illegible] ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতি
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। [illegible] ৶৷
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible] ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সারস্বত শিক্ষাষ্টক ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয় ৵০
৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফোলজী এণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। [illegible] ।৶০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
৭৬। দি [illegible]
৭৭। [illegible]
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ [illegible]) ১৫৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। [illegible]
৮২। কল্যাণকল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ | ১০ দামোদর ৫০৪ গৌরাব্দ ৯ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৮৭, ২৬শে অক্টোবর খৃঃ ১৯৮০, শনিবার | ১৯২ তম সংখ্যা

"যেখানে হরিকথা নাই, সেস্থল যতই আত্মীয়-স্বজন-বেষ্টিত হউক না কেন, যতই বাসের সুবিধাজনক হউক না কেন, সেই সকল স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ দামোদর অবতার স্বীয় ভোগশায়ী গৌরাব্দ ৫০৪

ভয়

হানির জন্য আশঙ্কাই ভয়। এই আশঙ্কা-স্থল প্রধানতঃ তিনটী—ধন, জন ও জীবন। জীবনের আশঙ্কা বা প্রাণভয়ই সর্বপ্রধান। এই প্রাণহানি অপেক্ষাও যে আর একটি সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর হানি আছে, সেদিকে জগতের প্রায় শতকরা শতজনই লক্ষ্য করে না। আমরা কি জানি সেই হানিটি কি? তাহা আর অন্য কিছুই নয়, তাহা আত্মার হানি—আত্মার অধোগতি। সেই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ আত্মা—নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদের কোনো লক্ষ্য নাই; পরন্তু আমরা অনিত্য ধনজনাদি হানিভয়ে অকারণ জড় কেবল ভয়েই মরিতেছি। যতদিন জীব ভগবানের অভয়চরণে একান্তভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারে, ততদিন সে ধন, জীবন ও আত্মীয়স্বজনের হানিচিন্তার ভয়, হানিজনিত শোক, ইষ্টপ্রাপ্তি-বিফলতার জন্য আকাঙ্ক্ষা ও অভাব শোক, আশাভঙ্গজনিত বেদনা প্রভৃতি তাপ ভোগ করে। ভগবচ্চরণে আত্মোৎসর্গ ও শরণাগতির অভাব হইতে আজ আমরা এইরূপ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। যাহার রক্ষক নাই, সে নির্ভীক হবে কি করিয়া? এই সভয় সংসারে সম্পূর্ণ ভয়মুক্ত ও অভয় হওয়ার উপায় সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—এই অনর্থবহুল ভয়াক্ত সংসারে শ্রীহরির চরণকমল-সেবাদ্বারাই সর্বতোভাবে জীবের ভয় দূরীভূত হইয়া থাকে। অকুতোভয় ভগবৎপাদপদ্ম-সেবনে কোনপ্রকার ভীতির কারণ নাই। অনিত্য দেহাদি বিষয়ে 'আমি আমার' বোধ লইয়া সতত সভয় আশঙ্কায় উদ্বিগ্নচিত্ত জীবগণ ঐ অভয়পদ-সেবা হইতে সম্পূর্ণ ভয়মুক্ত হইয়া থাকে। যিনি শ্রীহরিপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি আপন পথে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধাবিত হইলেও কদাপি পদস্খলিত বা পতিত হন না। কোন বিঘ্ন বা ভয় তাঁহার গন্তব্যে বাধা জন্মাইতে বা তাঁহাকে লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারে না। কারণ, তিনি যে কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছু চান না, আর কিছু জানেন না, আর কোন চিন্তাই হৃদয়ে স্থান দেন না, নিরন্তর কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর থাকেন; সুতরাং তাঁহার আবার ভয় কিসের? যত ভয়, যত ভাবনা, যত দুঃখ, যত হতাশা তাহারই, যে দুর্ভাগ্যবশতঃ আপন স্বরূপ ভুলিয়া, তাহার জীবন-জীবন কৃষ্ণকে ভুলিয়া কৃষ্ণ নহে যাহা তাদৃশ অন্য বস্তুতে আসক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই ভয়ের উৎপত্তি। দ্বিতীয় অর্থাৎ অন্যজ্ঞান কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য প্রতীতি যে মায়া, তাহাতে অভিনিবেশ বা ইন্দ্রিয়তর্পণভোগই দ্বিতীয়াভিনিবেশ। নিজেকে ভোক্তাজ্ঞানে ভোক্তা কৃষ্ণের প্রতি যে অভিনিবেশ, তাহাই একাভিনিবেশ আর ভোক্তাভিমানে ভোগের প্রতি অভিনিবেশই দ্বিতীয়াভিনিবেশ। ঐ ভোগের কাম অর্থ, স্বার্থাভিসন্ধানপর আধ্যেশ্বরপ্রীতিবাঞ্ছা: তথা চৈতন্য সংসারভাব বা হিংসা। শুদ্ধভক্ত অভয় লাভ করিয়া বলিতে পারেন,—"নারায়ণ ভোগাংশ্চাবীতি" স্বর্গ, নরক বা মোক্ষ সবই তাঁহার নিকট দ্বিতীয় বা অনাত্ম বিষয়, সুতরাং আশ্রয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥"

(ভাঃ ৬।১৭।২৮)

নারায়ণপরায়ণ জন কাহাকেও ভয় করেন না। অখিলজগতে কেবল তাঁহারাই নির্ভয়। আমাকে প্রভু রক্ষা করিবেন, প্রভু ব্যতীত রক্ষক নাই, তিনি আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা—পালনকর্ত্তা, তিনিই বড়, তাঁহার অংশ আমি; তিনি আমাকে রক্ষা করিবেনই, আমার আর অন্য রক্ষক নাই—ইহাই ভক্তির বিচার। এই বিচার ভুলিয়া যখন অন্যের নিকট হইতে ভীতি আসিতেছে, তখনই জানিতে হইবে, তাহার দ্বিতীয়াভিনিবেশ আছে। ভীতি হইতে স্মৃতিনাশ হয়। স্মৃতিনাশ হইতে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ বা সর্বনাশ হইয়া থাকে। যখনই আমরা আত্মস্বরূপ ভুলিয়া ভগবৎ-সেবা পরিত্যাগপূর্বক ভোগ করিবার জন্য দৌড়াই, নিজেকে ভোক্তা না জানিয়া ভোক্তা মনে করি, ভক্তিমান না হইয়া নিজেকে সেবাজ্ঞান করি, তখনই অসুবিধা—দ্বিতীয়াভিনিবেশ। জড় জগতে যাবতীয় আধিদৈবিক সমস্ত ধ্বংস প্রাপ্ত করিতেছে। এই জগ-প্রসারির নাশক কে? এ সকল কাহার খেলা?—এ বিচার না আসা পর্যন্ত ভয় হাত থেকে বাঁচিবার বা নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। ভগবান্ ছাড়া আর দ্বিতীয় কিছু আছে, এই চিন্তাস্রোতঃ হইতে ভয় আসিতেছে। সমস্ত কিছুই ভগবানের সহিত সংশ্লিষ্ট—এ বিচার হইলে আর ভয় থাকে না। মানুষ যে কাল পর্যন্ত ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইতে না পারেন, সেকাল পর্যন্ত মায়াদেবী তাহাকে গ্রাস করবে, সে ভয়ের হাত হইতে নিস্তার [illegible]। [illegible] যাহা ভোগ্যবস্তু [illegible] নিকট উপস্থিত হয় [illegible] করিবে। [illegible]

"[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

শোক হয় কখন? [illegible]

[illegible] [illegible] আমা।

সেইটিই [illegible]।"

কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

জিজ্ঞাসিতিদিগের চইতেই ভয়। দ্বিতীয়তঃ এবেব কি? আমি কৃষ্ণসেবা, আমার দ্বারা কিছু হওয়ামাত্র কৃষ্ণসেবার জন্য, কৃষ্ণ আমার একমাত্র সেব্য প্রাণপতি। তিনি আমার রক্ষক পালক ও সর্বস্ব—এইরূপ ভাবনাশেষ মনন ও জিজ্ঞাসাবাসনের। কৃষ্ণ সুখ জীবন মাত্র জন্য এই জিজ্ঞাসাবাসন বলিয়ে মনোজের কাল-কাসে যদি ক্রম বোধ করে তবে দুঃখ কে সব করে, সেই ভগবানের শরণাগত ও কৃষ্ণসেবার জন্য আত্মসমর্পণ এইরূপ ভাব বারা জীবগণ অর্থাৎ তাঁহারা সকলে ভয় হইতে মুক্তির শেষ সীমা হন, ইহাই সাধ্যাত।

একদা নারদ ঋষি শ্রীনারদ ঋষি বাল্যে অবধূতরূপে শ্রীভগবান্ কহিতে কাঁদিতে আগমন করিলে শ্রীবসুদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ব্রহ্মন্! হে অচ্যুতপ্রিয়! মর্ত্যবাসী জনগণ কি উপায় অবলম্বন করিলে সংসারের ভয় হইতে মুক্ত হয়। জীবলোকে মনুষ্যগণ আপনার জ্ঞান নিকটে কিরূপ করিতে পারেন?" উত্তরে শ্রীনারদ বলিলেন, "শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় গ্রহণ করিলে নিত্যকাল ভয় হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।" যথা জীবগণ সুখ দুঃখের মধ্যে পড়িয়া অপরিহিত হইতেছে। দেহধারিগণ যেভাবে উপাসিত হন, সেইভাবে সুখ দুঃখ প্রদান করেন। তাঁহারা বস্তুর ছায়ার ন্যায় কর্মগতির মধ্যে বন্ধন থাকিয়া অনন্তকাল ছায়া হইয়া থাকে। দেহধারিগণও সেইরূপ উপাসনার অবস্থানুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং সুখে বা দুঃখে থাকিলে ভয় হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। যিনি সুখী বোধ করেন, তিনি সেইরূপ ভীত, যিনি দুঃখী বোধ করেন তিনিও সেই পরিমাণে ভীত। পিতা পুত্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ ভয়ে ভীত, আর যিনি অপুত্রক, তিনিও পুত্র না হওয়ার জন্য নানাবিধ ভয়ে ভীত। মনুষ্যগণ এইরূপ নিরন্তর সকল অবস্থাতে ভীত ও সন্ত্রস্ত। যে কাল পর্যন্ত না আমরা ভগবৎ চরণের অনুশীলন করিব, সে কাল পর্যন্ত আমাদের ভয়ের সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে হইবে। সুতরাং কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণপূর্বক সর্বতোভাবে শ্রীভগবানের সেবা করিলেই জীব ভয়ের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন; এতদ্ব্যতীত অন্য কোন রাস্তা নাই।

গৃহ গৃহস্থ নহে

——::(০)::——

উশীনরদেশে সুযজ্ঞ নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি শত্রুগণের দ্বারা যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার জ্ঞাতিগণ রাজার মৃতদেহের চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার অবস্থা দর্শন করিতেছিলেন। তিনি শত্রুগণের বাণে ক্ষতবিক্ষত দেহে ক্রোধ-ব্যঞ্জকভাব মুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন, মৃত্যুকালের ঠিক সেইভাবেই তাঁহার দেহ পড়িয়া রহিয়াছিল। তাঁহার মহিষীগণ রাজাকে এইপ্রকারে মৃত্যুপ্রাপ্ত দেখিয়া হতভাগা বক্ষঃস্থলে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে করিতে রাজার নিকট পতিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা অশ্রুধারায় প্রিয়তম স্বামীর চরণ অভিষিক্ত করিতে করিতে নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। মহিষীগণের কেশপাশ ও অলঙ্কারসমূহ আলুলায়িত ও ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। তাঁহারা আক্রন্দন করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন,—"হায়! নিষ্ঠুর বিধাতা আজ আমাদের কি দুর্দশা করিল? উশীনরদেশবাসী প্রজাগণ কিরূপে এই শোক সহ্য করিবে? হে বীর! তোমাকে না দেখিয়া আমরা কি প্রকারে প্রাণধারণ করিব? তুমি যে স্থানে গমন করিবে, আমাদিগকেও সেই স্থানে লইয়া যাও। আমরা তথায় গিয়া তোমার পাদসেবা করিব।"

রাজাকে অগ্নি সংস্কার করিবার জন্য লইয়া যাইতে না পারে, এজন্য মৃতপতিকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া মহিষীগণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এই সময় সূর্যদেব অস্তাচলে আরোহণ করিলেন। মৃত রাজার আত্মীয়গণের উচ্চ বিলাপধ্বনি যমরাজের কর্ণগোচর হইল। তিনি বালকের মূর্তি ধারণ করিয়া স্বয়ং রাজার মৃতদেহের নিকট উপস্থিত হইলেন। যমদেব বালকবেশী যম ঐরূপ শোকের দৃশ্য দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—'কি আশ্চর্য! এই সকল ব্যক্তি আমা অপেক্ষা অধিকবয়স্ক; ইহারা প্রত্যহই অন্যকে মরিতে দেখিতেছে। ইহারা সকলেই মৃত্যুর অধীন। ইহাদিগকেও মরিতে হইবে, তথাপি ইহাদিগের কি মোহ! যে স্থান হইতে আসিয়াছে সেই স্থানে এই ব্যক্তি যাইতেছে। ইহার প্রতিকার অসম্ভব জানিয়াও ইহারা বৃথা শোক করিতেছে। আমাদের মাতা পিতা পর্যন্ত নাই তথাপি আমরা বাঁচিয়া আছি দেখিতেছি, ইহাদের তাহাও নাই। মাতাপিতা আমাদিগকে এই সংসার-হিংস্র-সাগরে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা দুর্বল—দুর্বল হইলেও যাঁহার কৃপায় আমরা রক্ষিত হইয়াছি, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু যাঁহার কৃপায় আমাদিগকে গ্রাস করে নাই, আর যিনি আমাদিগকে মাতৃগর্ভে রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই সর্বদা আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। পথে পতিত কোন বস্তুকে যদি পরমেশ্বর রক্ষা করেন, তবে কেহ তাহা নষ্ট বা অপহরণ করিতে পারে না এবং যাহার বস্তু, সেই ব্যক্তি তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারে। ঈশ্বর রক্ষা না করিলে গৃহমধ্যে অতি গুপ্তভাবে রক্ষিত বস্তুও বিনষ্ট হয়, আর তাঁহার দয়া থাকিলে বনের মধ্যে পতিত নিঃসহায় ব্যক্তিরও জীবন রক্ষা হয়। ভগবান্ উপেক্ষা করিলে গৃহে সুরক্ষিত ব্যক্তিও জীবিত থাকিতে পারে না। গৃহ ও গৃহস্থ দুইটি ভিন্ন বস্তু; কিন্তু যাহারা অত্যন্ত মূর্খ তাহারা গৃহকেই 'গৃহস্থ' মনে করে। সেইরূপ মোহগ্রস্ত ব্যক্তি দেহকেই দেহী মনে করে। হে মূঢ় ব্যক্তিগণ! তোমরা যাহার জন্য শোক করিতেছ, সেই সুযজ্ঞ রাজা তোমাদের সম্মুখেই শয়ন করিয়াছে; সে ত' অন্য কোথায়ও যায় নাই। অতএব তাহার জন্য শোক করিতেছ কেন? এতদিন পর্যন্ত এই ব্যক্তি তোমাদের কথা শুনিয়াছে ও তাহার উত্তর দিয়াছে। এখন তাহাকে না পাইয়া কি শোক করিতেছ? যিনি শ্রবণ করেন ও উত্তর দেন তাঁহাকে কস্মিন্ কালেও কেহ দেখিতে পায় না। যাহা দেখা যায়, সে দেহ ত' এখনও দেখিতে পাইতেছ।"

এক ব্যাধ যেখানে-সেখানে পক্ষী দেখিলেই জাল বিস্তার করিয়া ও মাংসাদির প্রলোভন দেখাইয়া পক্ষীদিগকে বধিত। ব্যাধ বনে বিচরণ করিতে করিতে কুলিঙ্গ নামক দুইটি পক্ষী দেখিতে পাইল। উহাদের মধ্যে একটি পুরুষ, আর একটি স্ত্রী। পক্ষিণী ঐ ব্যাধের দ্বারা দৃঢ় রজ্জু জালে বদ্ধ হইল। পক্ষিটী পক্ষিণীকে ঐরূপ বিপন্ন দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইল। সে উহার বন্ধন মোচন করিতে সমর্থ না হইয়া দীনভাবে বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, 'বিধি কি নিষ্ঠুর! আমার স্ত্রী এরূপ বিপন্ন হইয়া শোক করিতেছে। ইহাকে গ্রহণ করিয়া তাহার কি প্রয়োজন-সিদ্ধি হইবে? নির্দয় বিধি যদি আমার অর্দ্ধদেহস্বরূপ পত্নীকে গ্রহণ করে, তবে আমাকেও গ্রহণ করুক। পত্নীবিহীন দুঃখ-ভারাক্রান্ত অবশিষ্ট দেহার্দ্ধ লইয়া জীবিত থাকিয়া আমার কি লাভ? মাতৃহীন শাবকগুলি আমাদের জন্য তাহাদের জননীর প্রতীক্ষা করিতেছে। উহাদের এখনও পক্ষোদ্গম হয় নাই। এই মাতৃহীন শাবকগুলিকে আমি কি করিয়া পালন করিব?' পক্ষী প্রিয়ার বিরহে ব্যথিত হইয়া পত্নীর সম্বন্ধে এইরূপ বিলাপ করিতেছিল। এই সময় ব্যাধ গোপনে দূর হইতে পক্ষীটিকে বাণে বিদ্ধ করিল।

মূঢ় মহিষীগণ! তোমরা ঐরূপ নির্বোধ। তোমরাও কুলিঙ্গপক্ষীর ন্যায় নিজেদের মৃত্যু দেখিতে পাইতেছ না। শত শত বৎসর ধরিয়া এইরূপভাবে শোক করিলেও তোমাদের পতিকে ফিরিয়া পাইবে না।

যম এই উপাখ্যান বর্ণন করিয়া সুযজ্ঞ-রাজার মহিষী ও জ্ঞাতিগণের শোক দূর করিয়াছিলেন। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অবশ্যম্ভাবী নশ্বর দেহের জন্য শোক-মোহে অভিভূত না হইয়া নিত্যবস্তু কৃষ্ণভক্তির সন্ধান করিবেন। বৈষ্ণবাচার্যপ্রবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লোকশিক্ষার জন্য গাহিয়াছেন,—

> দেহ-গেহ কলত্রাদি চিন্তা অবিরত।
> জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত॥
> হায়, হায়, নাহি ভাবি—অনিত্য এ সব।
> জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব॥
> শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
> বিহঙ্গ-পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥
> কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে।
> মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে॥
> যে দেহের এই গতি, তা'র অনুগত।
> সংসার-বৈভব আর বন্ধুজন যত॥
> অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
> নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥

সংসারাসক্তি জীবের স্বাভাবিক ধর্ম, সংসার-প্রবৃত্তি প্রত্যেক জীবেরই আছে। সেই স্বাভাবিক বৃত্তি বা স্বাভাবিক ধর্মকে কখন উচ্ছেদ করা যাইতে পারে না। স্বভাবের যে বিকৃতি বা বিপথগমন তাহারই মোড় ফিরাইয়া দিলে অকৃত্রিম স্বভাব নিত্য স্বাস্থ্য ও চরম মঙ্গল লাভ করে। আমাদের চেতনের বৃত্তিতে যে কৃষ্ণ-সংসারের সংসারী হওয়ার—কৃষ্ণ সংসারে আসক্ত হওয়ার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে, তাহাই বর্তমানে বিকৃত ও অনিত্য বস্তুতে নিযুক্ত হইয়া আমাদিগকে মায়া-কারাগারে আবদ্ধ করিয়াছে। ইহার মূলে অবিদ্যা যেরূপ গৃহে গৃহস্থ ভ্রান্তিবুদ্ধিরূপ জন্ম।

কৃষ্ণসংসারসেবার তৃতীয় পন্থা ও নিষ্ঠাই—ভক্তি। আর তৎপ্রতি উদাসীনতা, নিরপেক্ষতা বা বিরাগই—অভক্তি বা মায়ার সংসার। ভগবদ্ভজনোন্মুখ ব্যক্তিগণ বিষয়ের সংস্পর্শে থাকিলে নিশ্চয়ই বিষয়ী হইয়া যাইবেন। বিষয় বা মায়ার এমনই প্রভাব। সুতরাং যেরূপ গৃহে আত্মবুদ্ধি না করিয়া দেহাদির গৃহস্থ আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

আত্মধর্ম্ম

——::০::——

বৈষ্ণবধর্ম্ম বা ভক্তিধর্ম্ম জগতে প্রচলিত সকল সম্প্রদায় ধর্ম্মের অন্যতম একটি ধর্ম্ম নহে। ভক্তিধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম—জীবমাত্রেরই স্বরূপের ধর্ম্ম—বৈধধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে দেশ, কাল বা পাত্রের ব্যবধান নাই। যিনি আত্মবৃত্তি দ্বারা অহৈতুকভাবে অধোক্ষজ বস্তুতে আত্মসমর্পণ করিলেন, তিনিই ভগবৎসেবক এবং তাঁহার প্রাপ্তই আত্মবৃত্তি। ইহাই একমাত্র চেতনের বৃত্তি। ইহা জড় দেহমনের বৃত্তি নহে। অন্যান্য ধর্ম্মে দৈহিক ও মানসিক বিচারের কথা আছে। কিন্তু শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে বা বৈষ্ণবধর্ম্মে দৈহিক, মানসিক এমন কি, কোনপ্রকার আত্মিক ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা উত্থাপিত হইলে উহাকে বৈতবজ্ঞানে পরিহারের কথা আছে। এক কথায় ভক্তিতে নিজসুখের লেশমাত্রও নাই। তথায় সকলেই কেবল একের সুখবিধানে তৎপর। স্বয়ং লীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য, আর সকলেই তাঁহার সেবক। সতত সেব্যের সুখবিধানই আত্মার ধর্ম্ম। অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম কোন লোকবরেণ্য মনীষী বা অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রের রচিত বা সৃষ্ট ধর্ম্ম নহে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, "ধর্ম্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতম্"।

ভক্তি আত্মার সহজ বৃত্তি। আত্মা যখন গুরু-সেবোন্মুখী হয় অর্থাৎ যখন আত্মা স্থূল ও লিঙ্গ দেহরূপ আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া তাহার সহজ সুনির্ম্মলা অহৈতুকী অপ্রতিহতা অবস্থায় উদ্বুদ্ধ হয়, তখনই তাহার আনুগত্যে দেহ ও তৎ মন ভগবৎসেবানুকূলাবিবাদিনী কার্য্য করে। ঐরূপ অবস্থা লাভ করিবার জন্য যে যত্ন, তাহার নামই সাধন। একমাত্র নিত্য ও সহজ বৃত্তি যে ভক্তি, তাহা এখন আমাদের নিকট কঠিন বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু তাহা অতি সহজ ব্যাপার। আমি যাহার, তাঁহার হইয়া থাকা বা তাঁহার সেবা করার নামই ভক্তি। ইহা প্রকৃতপক্ষে কঠিন ব্যাপার নয়। জীব তাহার প্রভুর হইয়া থাকিতে চায় না বা তাহার জন্য যত্ন করে না, সেইজন্য সে ভক্তিলাভ করিতে পারে না। যতদিন ভক্তিলাভ না হয়—যতদিন সহজ আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারে, ততদিন জীবকে চৌদ্দভুবনাত্মক দেবীধামে চৌরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হয়।

পুরুষাভিমানই আত্মার চরম শাস্তি। কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, আর সকলেই প্রকৃতি। সুতরাং আমাদের স্বরূপে পুরুষাভিমান নাই, তথাপি মন আমাদিগকে কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী প্রভৃতি এই জগতের অভিমানে আবদ্ধ করিয়া নিত্যপ্রভুর সেবা হইতে বহু দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। কিন্তু আমরা জন্মে জন্মে এই শাস্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক ভোগ করিতেছি। নিত্যপ্রভুর কথা সর্ব্বক্ষণ স্মৃতিপটে রাখিয়া তাঁহার সেবা করিলেই ত' সকল বিপদ্ দূরীভূত হয়। কৃষ্ণ বিস্মৃতিই জীবের দুরবস্থার হেতু।

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি' গেল।
সেই দোষে মায়া তা'র গলায় বাঁধিল॥

ভক্তিবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা ব্যতীত ভক্তি লাভ করা যায় না—কৃষ্ণকৃপা লাভ হয় না। বহুজন্মের সুকৃতিফলে সদ্গুরুর সন্ধান পাওয়া যায়। ভবসাগর পার করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিবার একমাত্র মালিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাই গুরুদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিতে গিয়া মহাজন গাহিয়াছেন—

"যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে।"

গুরুদেব বৈষ্ণবরাজ বা বৈষ্ণবোত্তম ভক্তিধর্ম্মে তাঁহার কৃপাই সম্বল। নতুবা অন্য কোন উপায়ে কৃষ্ণকে লাভ করা যায় না। কৃষ্ণ একমাত্র তাঁহার ভক্তিতে বশীভূত। 'বৈষ্ণব' শব্দটির ন্যায় এত বড় মহৎ চেতনময় শব্দ এ জগতে কেন বৈকুণ্ঠেও নাই। চেতনরাজ্যের যদি কিছু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমৌদার্য্যপ্রকাশকারী বস্তু থাকে, তাহা হইলে সেই বস্তুটী 'বৈষ্ণব' কথাটী দ্বারা প্রকাশিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'বৈষ্ণব ঠাকুর' সম্বোধন করিয়া যে কৃপা-প্রার্থনা সূচক কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে একমাত্র চিন্ময় শ্রীগুরুপাদপদ্মকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বৈষ্ণবের মত এত বড় বান্ধব ও দয়ালু এ বিশ্বে আর নাই। সেই প্রভুকে ও প্রভুসেবককে আপনজ্ঞান করিয়া সতত কায়-মনোবাক্যে তাঁহাদের সেবা করার নামই আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। তাই প্রার্থনা করেন।

আমি ত' তোমার জন।
তোমারে ছাড়িয়া, সংসার ভজিনু
ভুলিয়া আপন ধন॥
তুমি ত' সকলি জান।
আপনার জনে, দণ্ডিয়া এখন
শ্রীচরণে দেহ' স্থান॥

সুখ ও দুঃখ

প্রাক্তন সুকৃত বা দুষ্কৃতিফলে কর্ম্মফল বাধ্য জীব সুখ বা দুঃখ ভোগ করে। সুখের সময় দুঃখের কথা ভুলিয়া যায়, উত্তরোত্তর সুখবৃদ্ধির কামনায় উন্মত্ত হইয়া পড়ে, আবার দুঃখের সময় সুখের আশায় পাগলের মত হইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে কালযাপন করিতে থাকে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সুখদুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে পড়িয়া ঐ প্রকার আত্মবিস্মৃত হন না। তাঁহারা সুখদুঃখের সমস্ত বিচার ভগবৎপাদপদ্মে নির্ভর করিয়া "যদ্ যদ্ এবং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্" বিচারেই সন্তুষ্ট থাকেন। তাঁহারা ভগবৎপাদপদ্মে সমস্ত সুখদুঃখাদি সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহাকেই একমাত্র আশ্রয়স্থল জানিয়া ধীরভাবে সমস্ত সহ্য করেন। তাঁহারা ধীর। কায়িক ও মানসিক সুখ-দুঃখাদিতে তাঁহারা অচল অটল। ভগবান্ তাঁহাদিগকে দুঃখই দিন্ বা সুখই দিন্, তজ্জন্য তাঁহারা চিন্তা করেন না। সুখ বা দুঃখ কোন অবস্থায় তাঁহাদের চিত্ত ক্ষুব্ধ হয় না।

কৃষ্ণ মঙ্গলময়, তিনি সর্ব্বক্ষণই আমার মঙ্গলচিন্তা করিতেছেন, মঙ্গলময়ের কোন বিচারই অবিচার নহে, তিনি বেদান্তবেদ্য, সম্রাট্, সর্ব্বজ্ঞতম, পুরুষোত্তম। তিনি অদূরের আধার। সুতরাং অদূরের আধার হইতে কখনও বিষ আসে না, সানন্দে তাঁহার ইচ্ছার অনুবর্ত্তনই আমার একমাত্র কৃত্য।"—এই বিচারে ভক্তের হৃদয় সম সর্ব্বদাই পরমানন্দময় থাকে। জগতের কোন ভোগী বা ত্যাগীর বিচার আসিয়া তাঁহার চিত্তকে একমুহূর্ত্তের জন্যও চঞ্চল করিতে পারে না—ত্রিতাপ তাঁহার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। ভক্ত তাঁহার চিদানন্দময় কলেবরে সর্ব্বদাই সেবানন্দে মগ্ন থাকেন। তিনি ভব তাহনাবস্থা বা অবস্থা অতিক্রমপূর্ব্বক তিন সময় ভগবৎ-সেবানন্দে বিভোর। কৃষ্ণসুখতৎপর যাহার পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছার লেশমাত্রও তাঁহার নাই। তাঁহার জীবনে, মরণে, শয়নে, স্বপনে কৃষ্ণপাদপদ্মই একমাত্র গতি।

জগতের ভুক্তিকামী জীব যাহাকে দুঃখ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, ভগবদ্ভক্ত তাহাকেই 'ভগবৎকৃপা' বলিয়া সমাদরে বরণ করেন।

তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত
সেও ত' পরমসুখ।
সেবা সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ্
নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥

—ইহাই তাঁহার বিচার। তাই তিনি অনন্ত দুঃখের মধ্যেও মহাসুখে বিভোর। শ্রীকুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন

"বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥"

[হে জগদ্গুরো কৃষ্ণ! যে সকল বিপদ্ উপস্থিত হইলে আমাদের ভাগ্যে সংসারাসক্তিনিবারক তোমার পূর্ণ দর্শন-লাভ ঘটে, আমাদের সেই সমস্ত বিপদ্ পূর্ব্বোক্ত বিচিত্র অবস্থানিচয়ের মধ্যে চিরদিনই যেন উপস্থিত হয়।]

যাহাতে ভগবদ্দর্শন নাই, তাহাকেই বিপদ্ বলা যায়, আর যাহাতে ভগবদ্দর্শন হয়, তাহা শত সহস্র বিপৎসঙ্কুল হইলেও পরমসম্পদের আকর। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরায়রামানন্দমুখে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গাভাবকেই একতর দুঃখ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আবার যে সুখ কৃষ্ণ সেবাসুখকে বাধাপ্রদান করে, সেই সুখের প্রতি ভক্তের মহাক্রোধ হইয়া থাকে। ভক্ত তাহাকে কখনও সুখ বলেন না। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলক সুখকে ভক্ত 'দুঃখ' বলিয়াই জানেন, পরন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলক সুখই তাঁহাদের একমাত্র বরণীয় সুখ।

যেখানে কৃষ্ণসেবারূপ স্বার্থসিদ্ধি হইতে বিচ্যুত হইয়া দেহাত্মবোধমূলে আমরা সুখ-দুঃখের বিচার করিতে যাই, সেখানে নানাপ্রকার অশান্তি আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করে। কৃষ্ণ সর্ব্ব অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে আমাদের একমাত্র মঙ্গলবিধাতা। "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্" ... মূলক কৃষ্ণকৃপা ... হইয়াছে, তিনিই সম্পদ ... ... কৃষ্ণপাদপদ্মে ... হইবে বলিয়া থাকেন,—

যাহে তার সুখ হয় সেই সুখ মম।
নিজ সুখ দুঃখে মোর সর্ব্বদাই সম।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-[illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩১১০
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) [illegible]
শ্রী[illegible], পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(১০) গৌর-[illegible]-মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(১১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) [illegible]দ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গোকুলপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রী[illegible] নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) কুলিয়া[illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) [illegible]-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) [illegible]-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী

(২৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৪) গোপালজীউমঠ
[illegible]পুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], ইউ, পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড গয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ [illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible] ইউ পি।
শ্রী[illegible]মোহন ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) গৌরবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], [illegible], (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ দাসাধিকারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] পাণ্ডা

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible] রোড
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] গোদাবরী [illegible]
—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

(৫১) [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ পুরী [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) ভক্তিকুটী [illegible]
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] (মাদ্রাজ)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (মাদ্রাজ)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
প্লট নং ২
৫১, [illegible] রোড
[illegible], [illegible]
সেবক—স্বামী[illegible] দাস

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট.
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ আফিস
[illegible], [illegible] ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিশ্বাদিবি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
বহরমপুর (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]গোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, কটক
সেবক—শ্রী[illegible], ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(*):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲			৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲		৬৲	৫৲
এক কলম	১৫৲		১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	১।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

দৈনিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৹ [illegible] বিশেষ সংখ্যার মূল্য ভিন্ন বলিয়া।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে [illegible] হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনাদর্শ সাধকগণের বিশেষ [illegible]। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সম্বন্ধে সকল প্রণালীই [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকেই [illegible] কৃত হইয়াছেন। [illegible] সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের [illegible] সরল ও সরল। গ্রন্থটি [illegible] কাগজে মুদ্রিত। ইহার [illegible] মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ [illegible], [illegible], ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক [illegible], গল্প, প্রবাদ ও [illegible] 'যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের [illegible] বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় [illegible] সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে [illegible] উপাখ্যান, প্রবাদ ও গল্প [illegible] সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ [illegible]। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ [illegible], [illegible], ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত [illegible] শ্রীল [illegible] বিরচিত "[illegible]" নামক [illegible] সহিত প্রকাশিত [illegible]। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে [illegible] ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(*)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ [illegible] বিদ্যালয়

[illegible] —[illegible] সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible] পরিচিত [illegible]। শিক্ষকগণ [illegible] ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা [illegible] খাওয়া ও [illegible] প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, [illegible] ও [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমৎ [illegible] তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিভাগীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, [illegible] ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা [illegible]। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের [illegible], প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক [illegible] গীতার মূল [illegible] সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে [illegible] অর্থ ও [illegible] শ্রীল [illegible] সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল [illegible] সম্পৃক্ত বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই [illegible] পাঠ করিয়া [illegible] সহজ পারঙ্গম হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই বইটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীল [illegible], শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল সপ্তম গোস্বামী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অনুজ্ঞায় [illegible] ও "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি. এ. কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি ১১০ পৃষ্ঠা ও [illegible] হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত [illegible] মহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতরত্ন [illegible] প্রত্নতত্ত্ব-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ গবেষণা এবং পরিণত লেখনীর অদ্ভুত [illegible] অবগাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে বহু [illegible] এই গ্রন্থটি. অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) [illegible] গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত অভিধান ও সূচীপত্র (Index Glossary) [illegible] প্রভৃতি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট

যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ইষ্টার্ণ টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	১-৫৬	৬-১১	৭ ১৪	১১-৩	৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-৩৬
ব্যাণ্ডেল	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩ ৫০		১৮-৩	২২ ৪২
কালনাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৭-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-২৮
কালনা ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১২-৫৫	১৯-৫	১৮-৩৯	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৯	১০-১৪	১৪-৪১	১৯-১৫	২০-৫	১-৪২

(বন্দল) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০ ২৯	১৮-১৭	২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
নৈহাটি ,,	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (গাড়ী বদলে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৪-২২	১৬-৮	১৮ ৪৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৪-৩	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৫৭	১৫-১০	১৬-৫৬	১৯-২৭	২০-৪৬	৩-৩০
কালনাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২-২৬	১৪-০০	১৭-৩১	২০-৫	২১-১৯	৪-১০
কালনা ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	১৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৪	৪-১৮
ব্যাণ্ডেল		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪৬	১৯-২৭	২১-৪০	২৩-১৫	৬-১৭

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অতাতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থরাজ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণদের মুখে, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] চিত্তার বীজ সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—৬১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
[illegible] বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 144

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ১১ই কার্ত্তিক ১৩৪৭, ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪০ সোমবার ১৯৩তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

মস্কোতে কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা

"ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার কূটনৈতিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, সম্প্রতি বৃটিশ রাজদূত স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্, মার্কিণ রাজদূত মিঃ ষ্টেনহার্ট, রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র-সচিব মঃ মলোটোভের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে তিনি বোধ হয় জার্ম্মাণ রাষ্ট্রদূত সুলেনবুর্গের সহিত আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন। নবনিযুক্ত জাপানী রাজদূত জেনারেল তাতেকাওয়ার সহিতও শীঘ্রই তাঁহার কথাবার্তা হইবে।

বৃটেন ও রাশিয়ার মধ্যে ভবিষ্যতে আরও কিছু আলোচনা হইবে কিনা তাহা বৃটিশ-মন্ত্রীসভা হইতে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ কি নির্দ্দেশ পান, তাহার উপর নির্ভর করিতেছে।

ইতালীয় ডেষ্ট্রয়ার বিধ্বস্ত

গত ২০শে অক্টোবর তারিখে লোহিত-সাগরে এক তীব্র সংগ্রামে ডেষ্ট্রয়ার "কিম্বার্লি" হইতে নিক্ষিপ্ত একটি টর্পেডোর আঘাতে ইতালিয়ান ডেষ্ট্রয়ার 'ফ্রান্সেস্কো নুলো" তীরে আটকাইয়া গিয়া বিধ্বস্ত হয়। গত ২২শে অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত নৌ-বিভাগীয় ইস্তাহারে এই সংবাদ জ্ঞাপিত হইয়াছে।

গত ২০শে অক্টোবর রাত্রিতে বৃটিশ-রক্ষী জাহাজদলের দিকে দুইখানি ইতালিয়ান ডেষ্ট্রয়ার হইতে টর্পেডো নিক্ষিপ্ত ও গোলা বর্ষিত হইতে থাকে। বৃটিশ-পক্ষ জাহাজসমূহ অবিলম্বে শত্রুকে অনুসরণ করিয়া তাহাদের দিকে গোলা বর্ষণ করে। শত্রুপক্ষীয় ডেষ্ট্রয়ারগুলি পলায়ন করে, কিন্তু ব্রিটিশ ডেষ্ট্রয়ার "কিম্বার্লি" তিনের বেলায় "ফ্রান্সেস্কো নুলো" নামক ইতালিয়ান ডেষ্ট্রয়ারখানিকে পাকড়াও করে। ৪০ মিনিট যুদ্ধের পর ইতালিয়ান ডেষ্ট্রয়ারখানি ক্ষতিগ্রস্তাবস্থায় তীরের দিকে যায় এবং টর্পেডোর আঘাতে বিধ্বস্ত হয়। তীরস্থ কামানশ্রেণীর গোলার আঘাতে কিম্বার্লির সামান্য ক্ষতি হয়, কিন্তু উহার গোলাবর্ষণে শত্রুপক্ষীয় দুইটি কামানশ্রেণী নষ্ট হয়। কিম্বার্লির [illegible] আহত হয়। অন্য কোন রক্ষী-জাহাজের কোন ক্ষতি হয় নাই।

নার্ভিকের অদূরে উত্তর মহাসাগরের যুদ্ধে জার্ম্মাণ ডেষ্ট্রয়ার-বহরকে বিপর্যস্ত করার ছয়মাস পরে, লোহিতসাগরে প্রচণ্ড সংঘর্ষের মধ্যে ইতালীয় ডেষ্ট্রয়ারসমূহের ও উপকূলে স্থাপিত কামানশ্রেণীর অগ্নিবর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ার 'কিম্বার্লি' প্রশংসনীয় সাফল্যের পরিচয় দিয়াছে।

লণ্ডনে বেলজিয়ান প্রধান মন্ত্রী

রয়টারের কূটনৈতিক সংবাদদাতা জানাইতে পারিয়াছেন যে, বেলজিয়ামের প্রধান মন্ত্রী মঃ পিয়ারলট ও পররাষ্ট্র-সচিব ডাঃ স্পাক লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। মঃ পিয়ারলট ও ডাঃ স্পাক অর্থসচিব মঃ গাট ও উপনিবেশ-সচিব মঃ ডি ভি স'লেয়ারের সহিত মিলিত হইয়াছেন। ইঁহারা তাঁহাদের সহকর্মীদের সহিত একত্র হইয়া লণ্ডনে বেলজিয়ান গভর্ণমেন্টের আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহারা একযোগে তাঁহাদের গভর্ণমেন্টের কার্য্য পূর্ণরূপে পরিচালন করিবেন এবং বেলজিয়ামের স্বাধীনতার জন্য বৃটেনের পার্শ্বে থাকিয়া যুদ্ধ চালাইবেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, মঃ পিয়ারলট ও ডাঃ স্পাককে ফ্রান্স হইতে বাহির হইবার সময় যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। পিরেনীজ পর্ব্বত পার হইয়া অবৈধভাবে মাল আমদানীকারকদের পথ অনুসরণ করিয়াই যে তাঁহারা অবশেষে স্পেনে পৌঁছিয়াছেন এই বিশ্বাস করার কারণ আছে। স্পেনে তাঁহাদিগকে কিছুকাল বিলম্ব করিতে হইয়াছে।

দেশরক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রথম সুযোগদান

ওয়াশিংটন দেশরক্ষা-ব্যবস্থাসমূহকে কার্য্যকরী করিতে প্রথম সুযোগদান করার জন্য প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সমস্ত বে-সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতি আদেশ দিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রের শান্তির সময় সরকার কর্তৃক বে-সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বভার গ্রহণ হঠাৎ প্রথম। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট প্রথম সুযোগদান-সম্পর্কে বিবেচনার কার্য্যকরী করার জন্য মিঃ ডোনাল্ড এম্ নেলসনের নেতৃত্বে একটি বাহিনী গঠন করিয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্রকর্তৃক কয়েকখানা জাহাজ প্রদানের সম্ভাবনা

নিউইয়র্ক জার্ণাল অব কমার্সের সংবাদে প্রকাশ, যাত্রী জাহাজ প্রেসিডেণ্ট-রুজভেল্ট এবং অন্যান্য প্যাসিফিক লাইনের অপর ৫ খানা যাত্রীবাহী জাহাজ যুক্তরাষ্ট্র-সরকার কর্ত্তৃক অধিকার করা সম্পর্কে যে আলোচনা চলিতেছিল তাহার সমাপ্ত হইয়াছে, উহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, যাত্রী-জাহাজ "মানহাটান" সম্ভবতঃ ও লিসবন হইতে আমেরিকান যাত্রী তুলিয়া আনিবার জন্য একটি বিশেষ অভিযানে বাহির হইবে।

———

ইতালীয় পূর্ব্ব আফ্রিকায় আক্রমণ

ইতালীয় পূর্ব্ব-আফ্রিকার অন্তর্গত বাবোয়াদার (টানা হ্রদের তীরে) এবং গুটি বিমান-ঘাঁটির উপর দুইবার আক্রমণ করা হয়। লোহিতসাগরের উপরে রাজকীয় 'বম্বার্ডার'দের একখানি ইতালীয়ান বিমানকে ৩০ মাইল পর্যন্ত ধাওয়া করে। পরে দেখা যায় যে, ইতালীয় বিমানখানি ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিতেছে এবং উহা হইতে ধূম কুণ্ডলী নির্গত হইতেছে। কেনিয়া অ্যাবিসিনিয়ার সীমান্তে সম্প্রতি এক বিমান-যুদ্ধে ভূপাতিত ইতালিয়ান বিমানপোতের বৈমানিককে বন্দী করা হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েকখানা ইতালীয় বিমান মাল্টার দিকে আসে, কিন্তু বৃটিশ বৈমানিকদের তাড়া খাইয়া বোমাবর্ষণ না করিয়াই পলায়ন করে। তৎপরেই নানা স্থানে কয়েকটা অট্টালিকার উপর বোমা বর্ষিত হইয়াছে।

———

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনবগোপাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরকিশোরের অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে বহুদেশ তথা বিদেশের অসংখ্য সুধী পণ্ডিত ও ধর্ম্মধ্বজী সন্ন্যাসিগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপর উত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তগণের ও তদনুগ সত্যজ্ঞানের অপ্রতিহত গৌড়ীয়গণ আচার্য্যবরের 'সত্যসংস্থিত' অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু ও সাধকগণেরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গ্রন্থের অভিনব বিরাট সংস্করণ অনুবাদ, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, পরিশিষ্ট নির্দেশিকা, অধ্যায়বিবরণ, স্থানসূচী প্রভৃতি সহ গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কবিত্ব' টীকা, তিনপর্ব্বের ব্যাখ্যা ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৴০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;
অধ্যাপক সুধাংশুরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আম্নায় ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) (অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষ্য ।০
২৭। প্রাকৃতরসশতদূষণী (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-নিব্বাণ-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-প্রচারণী ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। ভক্তিরত্ন ৫৲
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। স্তবমালা বা স্তবাবলীমঞ্জরী ০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (অনুবাদিত) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসেবা ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিবিক্তঃ ।০
৬৩। নাটক-নিকারমঞ্জুষম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সাত্বত সিদ্ধান্তম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠমণ্ডলমঃ ৴০
৬৭। সাত্বতসর্ব্বস্বম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিজিট টু দি হোলি বেদাস্ ।০
৭০। সাধন-পথ ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।
৭৪। বেদান্তসার ।
৭৫। বোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুয়িং ৴
৭৬। দি ভাগবত ।
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল্ অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৲
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অম্বুজ প্রেস) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵
৮৩। গীতাবলী ।
৮৪। শরণাগতি ৴

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ।

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত — জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ | ১২ দামোদর ৪৫৪ গৌরাব্দ ১১ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৮শে অক্টোবর ইং ১৯৪০, সোমবার | ১৯৩ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ দামোদর সর্ব্বশিব সর্ব্বধন গৌরাব্দ ৪৫৪

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

হরিভজনের রাস্তা ক্ষুরের ধারের ন্যায় দুর্গম। একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেও সর্ব্বনাশ। হয় ভোগ, না হয় ত্যাগ,-রে কোন গর্ত্তে পড়িয়া পঙ্গু হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু শরণাগতের নিকট তাহা সহজ, সরল বা স্বাভাবিক; প্রপন্নের কোন কষ্ট নাই। তাঁহাকে নিত্যানন্দ চালিত করেন। 'তিনি চক্ষু বুজিয়া চলিলেও পতিত হন না।

চিদ্বৈভব এবং অচিদ্বৈভবের মালিক বলদেব প্রভু। শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব প্রভুর নিকট আত্মনিবেদন করিলে, সম্পূর্ণ নিতাই-চাঁদের হইয়া থাকতে পারিলে আর চিন্তা নাই; তখন আর কিছুরেই ভোগবুদ্ধি আসিবে না। নিতাইচাঁদের সংসারে প্রবেশ লাভ হইলে কৃষ্ণপ্রসাদবুদ্ধিতে সকল বস্তু আস্বাদনের বা গ্রহণের অধিকার তৎক্ষণাৎই আসিয়া যাইবে।

শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা করিলেই নিরপরাধে হরিনাম-গ্রহণে রুচি হইবে। সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধবিচার বা সিদ্ধান্তগ্রহণে শ্রদ্ধা ও রুচি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। ভজনের অনুকূল ভক্তসঙ্গস্থলে পরস্পর পৃথগ্বুদ্ধি করিতে হইবে না।

ভক্তির পথ কঠিন নহে, অতি সহজ। আত্মবৃত্তির উন্মেষ হইলে আর কাঠিন্য থাকে না। ভক্তি—acquired knowledge নহে, উহা আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি। শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট যিনি স্থাপন করিতে আসিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছার সহিত dovetailed হওয়াই আসল কথা।

আত্মনিবেদনের মূলে অথবার কৃপা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। শরণাগতি ও কৃপা যুগপৎ হয়। অকপটভাবে নির্ব্বাণীক হ'য়ে কৃপা চাওয়া, ফাঁকি না দিয়ে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে কৃপা চাওয়া জীবের স্বরূপগত নির্ম্মল অহঙ্কার বা অভিমান। কৃষ্ণকার্ষ্ণের কৃপা বাঞ্ছাই সেই জিনিষ।

ভক্তিরাজ্যের প্রথমেই নবদ্বীপধামের আশ্রয়। গৌর ও গৌরধামের প্রথম বাসনা—স্বত্ব পরিত্যাগ ক'রে, পৃথক্ স্বতন্ত্রতা ত্যাগ ক'রে অনন্যজ্ঞান গৌরসুন্দরের ইচ্ছার সঙ্গে নিত্যানন্দ ও নিত্যানন্দ-বৈষ্ণব গৌড়ীয়-গণের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা মিশান। ইহার নাম আত্মনিবেদন—শরণাগতি।

শ্রদ্ধাই ভক্তিবীজ। এই শ্রদ্ধা ও অনন্যত্ব যুগপৎ লাভ হয়। শ্রীগুরু পাদপদ্মের প্রতি যে বিশ্বাস, যাঁ'রা কৃপা ক'রেছে যে শুদ্ধবৈষ্ণবরূপে তাঁ'দের প্রতি যে বিশ্বাস তা'র নাম—শ্রদ্ধা। অহৈতুক সেবাবৃত্তি। তাঁ'র প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁতে আত্মনিবেদন যুগপৎ হওয়া চাই।

অভিধেয়ই সম্বন্ধ ও প্রয়োজন দেয়। কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয়। অভিধেয় কি করে? কৃষ্ণকে দেয়। কৃষ্ণই—সম্বন্ধ, কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম তিনটি তত্ত্ব। অদ্বয়ের অবস্থান।

আবার বৈষ্ণবসেবা হইল না বলিয়া বৈষ্ণবসেবকগণেরও দৈন্য থাকা দরকার। সেই নিষ্কপট দৈন্য যাঁহার যত বেশী, তিনি তত অধিক কৃষ্ণের প্রিয়—কৃষ্ণ তাঁহার নিকট তত আছেন। বৈষ্ণবসেবার চিহ্ন বই প্রকৃত আকাঙ্ক্ষার এবং তাদৃশী ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। সকলেরই ইহা দৃঢ় ও নিশ্চিতরূপে জানা দরকার যে, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের বিশ্রম্ভসেবাই কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা লাভ করায়।

কৃষ্ণের বিলাসের উপকরণই বৈষ্ণব। বৈষ্ণব ও কৃষ্ণের—পরস্পরের মধ্যে বিলাস নিত্যকাল চলিতেছে। সেই বৈষ্ণবের সেবা বাদ দিয়া যে কৃষ্ণদর্শনের চেষ্টা বা ইচ্ছা, তাহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানমাত্র।

দর্শনভেদ

ভক্তের দর্শন ও বদ্ধজীবের দর্শন এক নহে। ভক্ত সেবকাভিমানে সমস্ত বস্তুকে কৃষ্ণভোগ্য দর্শন করেন এবং বদ্ধজীব ভোক্তাভিমানে নিজভোগ্য দর্শন করে। সকলের ও বস্তুর নিকট অধিকার অনুসারে একই বস্তুর দর্শনভেদ উপস্থিত হয়। যাঁহার যেরূপ চিত্তবৃত্তি, তিনি প্রত্যেক বস্তুকে সেইরূপ ভাবে দর্শন করেন।

সকলেই জানেন যে, লঙ্কার রাজা রাবণ রামচন্দ্রের পত্নী সীতাদেবীকে হরণ (?) করিয়া লইয়া গিয়াছিল। রামচন্দ্র সেতুবন্ধন করিয়া লঙ্কায় আসেন ও রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করেন। রামচন্দ্র সীতাকে অগ্নিপরীক্ষার দ্বারা তাঁহার চরিত্রের বিশুদ্ধতা সকলের সমক্ষে প্রমাণ করিতে বলেন। অগ্নিপরীক্ষায় সীতাদেবী উত্তীর্ণা হইলে রামচন্দ্র তাঁহাকে গ্রহণ করেন।

রামচন্দ্র সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু। সীতাদেবী রামচন্দ্রের নিত্যসঙ্গিনী—স্বয়ং লক্ষ্মী। রামচন্দ্র সীতা ছাড়া আর কোন পত্নী গ্রহণ করেন নাই। কারণ তিনি এক-পত্নীব্রতধর। সীতাদেবীও রাম ছাড়া আর কিছুই জানেন না। রামচন্দ্র ও সীতাদেবী ইঁহারা সাধারণ রাজা ও রাণীর ন্যায় মানব-মানবী বা জীব নহেন [illegible] কেবল অসুর। অসুরের [illegible] সে লক্ষ্মীদেবীকে হরণ [illegible], [illegible] করিতে [illegible] [illegible] [illegible] অপ্রাকৃত

কৃষ্ণ আমার পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

বদ্ধ সীতাদেবীকে দর্শন করিতে পারে? বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র বলেন—"অপ্রাকৃত বস্তুকে মায়াধীন জীব দর্শন করিতে পারে না। যেমন আমরা বদ্ধ জীব, এই মাংসচক্ষুতে ভগবানকে দর্শন করিতে পারি না।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন একস্থানে একজন রামভক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করেন। ঐ ব্রাহ্মণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্যাহ্নকালে ঐ ব্রাহ্মণের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন, ঐ ব্রাহ্মণ রন্ধনের আয়োজন করেন নাই। মহাপ্রভু ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "জঙ্গলে বন্য ফল-মূল আনিয়া দিলে তবে রামচন্দ্রের জন্য সীতাদেবী পাকের আয়োজন করিবেন।" মহাপ্রভু তৃতীয় প্রহরে ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ কিছুই আহার করিলেন না, সম্পূর্ণ উপবাসী থাকিলেন। ব্রাহ্মণকে দুঃখিত মনে 'হা হতাশ' করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া মহাপ্রভু ঐরূপ দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি আর প্রাণধারণ করিব না, অগ্নিতে বা জলে প্রবেশ করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিব। জগতের মাতা মহালক্ষ্মী সীতাঠাকুরাণীকে রাক্ষসে স্পর্শ করিয়াছে, ইহাও কানে শুনিতে হইতেছে। ইহা শুনিয়া আর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা নাই। এই দুঃখেই আমার হৃদয় জ্বলিতেছে।" মহাপ্রভু তখন ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "সীতাদেবী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—চিদানন্দমূর্তি। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁহাকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক, দেখিতে পারে নাই। রাবণ মায়াসীতাকে হরণ করিয়াছে। রাবণ আসিতেই সীতাদেবী অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন ও রাবণের সম্মুখে মায়াসীতাকে পাঠাইয়াছিলেন।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সেতুবন্ধ রামেশ্বরে আসিয়াছিলেন, তখন তথায় দেখিলেন, ব্রাহ্মণগণের সভায় কূর্মপুরাণ পাঠ হইতেছে। তাহাতে তিনি সীতাদেবীর কথাপ্রসঙ্গে শুনিতে পাইলেন যে, যখন পতিব্রতা শিরোমণি সীতাদেবী রাবণকে দেখিলেন, তখন তিনি অগ্নির শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অগ্নিদেব ছায়াসীতা প্রস্তুত করিলেন ও মূল সীতা আবৃত রাখিলেন। রাবণ সেই ছায়াসীতাকে দেখিয়া উহাকেই প্রকৃত সীতা মনে করিয়া 'ছায়া'কেই হরণ করিল। অগ্নি সীতাদেবীকে পার্বতীর নিকট রাখিয়াছিলেন ও মায়াসীতা দিয়া রাবণকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন। যখন রামচন্দ্র সীতাদেবীকে পরীক্ষা করেন, তখন ছায়াসীতা অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অগ্নি সীতাদেবীকে আনিয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কূর্মপুরাণের এই প্রসঙ্গের একটি প্রাচীন পুঁথির যে পত্রে লেখা ছিল, পত্রটী ঐ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া লইয়া গিয়া সেই রামভক্ত বিপ্রকে দেখাইয়াছিলেন এবং দর্শনসম্বন্ধে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তকথা কীর্তন করিয়াছিলেন।

সীতাদেবী রামভোগ্যা স্বপ্রবিগ্রহ। তিনি রামভোগ্য এবং তাঁহার আত্মা—এ প্রকার সে দর্শন রাবণের ছিল না। তাই সে তাঁহাকে নিজভোগ্য দর্শন করিয়াছিল। উহাই তাহার স্বরূপ-নন। কিন্তু বজ্রাঙ্গজীর দর্শন তাহার বিপরীত কারণ, তিনি নিজেকে রামের সেবক বলিয়া জানেন, অতএব তাঁহাকে তাঁহার সেব্যরূপে দর্শন করিয়াছেন। বজ্রাঙ্গজী সীতাদেবীকে ছায়াসীতা দর্শন করেন নাই। একই সীতাদেবী রাবণ ও বজ্রাঙ্গজীর চিত্তবৃত্তি-অনুসারে দুইরূপে প্রতীত হইয়াছিলেন। যেখানে ভোগদর্শন সেখানে প্রাকৃত-দর্শন, আর যেখানে সেবাদর্শন সেখানে স্বরূপদর্শন।

সেবকাভিমান বা সেবাদর্শন লাভ করার নামই বস্তুর প্রত্যক্ষ। বজ্রাঙ্গজী যখন দ্বীপান্তরে লঙ্কায় গিয়াছিলেন, তখন তিনি রামনাম উচ্চারণপূর্বক রামচন্দ্রের কৃপায় এক লম্ফে সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। সেই প্রকার আমরা নিজচেষ্টায় এই সংসার-সমুদ্র পার হইতে পারি না। ইহা গুরুকৃপাসাপেক্ষ। গুরুকৃপা হইলে মুহূর্তমধ্যে উহা সম্ভব হয়। গুরুকৃপায় বিবর্তের মায়া কাটিয়া গেলে আমাদের সর্বত্র সেব্য দর্শন হয় এবং তখন নিরন্তর কৃষ্ণকীর্তন মুখে এই মায়াসমুদ্র পার হইতে পারি।

প্রত্যেক বস্তুরই স্বরূপদর্শন করিতে পারিলে আর মায়া আমাদিগকে বিমোহিত করিয়া বঞ্চনা করিতে পারে না। যেখানে আকারদর্শন, সেখানেই বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা অর্থাৎ ভোগদর্শন বা ত্যাগদর্শন। প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপদর্শনের মধ্যে কৃষ্ণকার্য্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সেখানে মায়া আসিতেই পারে না। যে বস্তু যাহা তাহাকে সেইভাবে দর্শন করার নামই স্বরূপদর্শন। ভক্তের সেবকাভিমান থাকায় তিনি প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপদর্শন করেন। অভক্ত ভোগদর্শন বা ত্যাগদর্শন করে। একই বস্তুর মধ্যে দুইপ্রকারের আকর্ষণ চলে। একজনকে কৃষ্ণের দিকে ও আর একজনকে মায়ার দিকে আকর্ষণ করে। ভক্ত কৃষ্ণের দিকে আকৃষ্ট হন, আর অভক্ত মায়ার দিকে আকৃষ্ট হয়। যে যাহা চায়, সে তাহাই পায়।

যে নিজে জড়বৎ হইয়া পড়িয়াছে সে অপ্রাকৃত পূর্ণচেতনবস্তুকে প্রাকৃত নিশ্চল জড় (stagnant) বস্তু মনে করে। তাই আধ্যক্ষিক প্রত্যক্ষবাদী শ্রীবিগ্রহ, শাস্ত্রমূর্তি সাধু, শ্রীধাম, সচ্ছাস্ত্র, কৃষ্ণনাম ও তুলসীদেবীকে প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া থাকে। যে এই সমস্ত অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত দর্শন করে, বুঝিতে হইবে তাহার চেতনতার ধর্ম বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা চরম দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবান্। "প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন"—ইহাই ভক্তের দর্শন। কৃষ্ণনামও সাক্ষাৎ কৃষ্ণই। "কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার। নাম হৈতে হয় সর্ব জগৎনিস্তার।"—ইহাই শাস্ত্রপ্রমাণ। কৃষ্ণই শাস্ত্রমূর্তি মহাভাগবতরূপে আসেন। সচ্ছাস্ত্র শব্দ-ব্রহ্ম শব্দাকারে অক্ষরাকৃতি রূপে প্রকাশিত। শ্রীধাম ধামী হইতে পৃথক্ বস্তু নন। জগদ্গুরু আশ্রয়বিগ্রহ তুলসীদেবী বার্ক্ষাকারে এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি বৃন্দাবনের Gate-Keeper। তাঁহারই কৃপায় বৃন্দাবনে প্রবেশাধিকার লাভ হয়।

কৃষ্ণবিমুখ বদ্ধজীব আমাদের স্বরূপদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। তবেই আমরা আমাদের নিত্যস্বদেশে ফিরিয়া যাইতে পারিব। আমরা এখন বিদেশে পড়িয়া বিরূপের দর্শনে মত্ত। এ দর্শনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য শুদ্ধভক্তগণের নিকট কৃপাভিক্ষা করাই একমাত্র কৃত্য।

অপরাধী আমি

পাপ হইতে অপরাধ স্বতন্ত্র বস্তু; অপরাধ জিনিষটী আত্মধর্মাবলম্বনে চেতনের একমাত্র সর্বনাশকর অনর্থ বা বাধা, কাজেই সাধনাবস্থায় যাঁহারা অপরাধকে ভয় না করেন, তাঁহাদের কিছুতেই মঙ্গললাভ হইতে পারে না। অপরাধীর স্বরূপ এই যে, সে অপরাধ করিয়াও আপনাকে অপরাধী ধারণা করিতে পারে না। ইহাই সাধকজীবের মূল ব্যাধি। অপরাধফলেই ভক্তিবীজ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

আমার নিত্য অর্থ বা প্রয়োজন যে কৃষ্ণসেবা, তাহার পথে যে সকল অর্গল বা প্রতিবন্ধক, তাহা আমি চেতনজীব-স্বরূপে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া নিজেই আনয়ন করিয়াছি, তাহাও আমার অপরাধ। অপরাধী আমি ভোগী বা ত্যাগী সাজিয়া বহু অপরাধ করিয়াছি। অকপট সেবক হইতে পারিলে আর সেই অপরাধ বা প্রতিবন্ধক থাকিবে না।

কর্মমার্গের লোক নিত্য পঞ্চসূনা পাপ করিয়া থাকে, কিন্তু আমি ভক্তিমার্গপ্রবেশের ছলনা করিয়া পাঁচপ্রকার অপরাধ করিতেছি—গুর্বপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ, ধামাপরাধ, নামাপরাধ ও সেবাপরাধ।

এই ভবসমুদ্রে পতিত জীবের উদ্ধারের জন্য গুরুই একমাত্র কর্ণধার। তিনি কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ মহাজন, শুধু কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহাজনই বা বলি কেন, কৃষ্ণই গুরুরূপে আসেন। বহু জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীভূত সুকৃতিফলে এই মহাগুরুর শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার অভিনয় করিয়াও তিনি কৃষ্ণ দিতে পারেন কিনা, তিনি নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহাজন কিনা, প্রভৃতি বিষয়ে সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে জীববুদ্ধি করাটা আমাদের সর্বাপেক্ষা ভয়ানক গুর্বপরাধ। তিনি আমার একমাত্র মঙ্গলদাতা—ভক্তিদানের অধিকারী, সেই প্রভুকে যদি মর্ত্যবুদ্ধি করি, তবে ভক্তিলাভের আশাই বা করি কেন? এ অপরাধের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া বড় কঠিন, এমন কি, ভগবান্ পর্যন্ত এ অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন না। গুরু-পাদপদ্মে দৃঢ় বিশ্বাস যাঁহার আছে, এমন নিষ্কিঞ্চন গুরুচরণাশ্রিত অনন্য বৈষ্ণবের নিরন্তর সঙ্গ করিয়া সর্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করাই এ অপরাধক্ষালনের উপায়। তাঁহার ন্যায় ক্ষমাশীল আর কেহই নাই। কারণ তিনি অদোষদর্শী প্রভু। যিনি মন্ত্রদীক্ষা দেন, তিনি দীক্ষাগুরু, আর যিনি ভজনপ্রণালী শিক্ষা দেন, তিনি শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরু একজন মাত্র, শিক্ষাগুরু অনেক হইতে পারেন। দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষাগুরুর মধ্যে কোনও প্রকারে কাহারও চরণে অশ্রদ্ধা বা অপরাধ না হয় তজ্জন্য সতর্ক থাকাটাই সাধক আমার একান্ত কর্তব্য। নতুবা মঙ্গললাভ করিতে আসিয়া মঙ্গলের দ্বার চিরবদ্ধ হইয়া যাইবে।

পঞ্চবিধ অপরাধের মধ্যে বৈষ্ণবাপরাধও ভীষণ অপরাধ। গুরুসেবকগণ সকলেই বৈষ্ণব। তবে তাঁহাদের মধ্যে অধিকারভেদ আছে। বৈষ্ণব দুই প্রকার—আশ্রয়বিগ্রহ

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

——::(০)::——

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা
৩১শে আশ্বিন, ১৩৩৭

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১৪ই কার্ত্তিক, ৩১শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার দিবস গৌড়ীয় মিশনের গভর্ণিংবডির সেবোদ্যোগে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পারমার্থিক আনুগত্যে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা-উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর শ্রীশ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে পূজা, আরতি, ভোগরাগ, শ্রীমূর্ত্তির অপূর্ব্ব শৃঙ্গার, পাঠ ও ব্যাখ্যা, শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন এবং শ্রীঅন্নকূট-দর্শনাদি হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধবে উক্ত উৎসবে যোগদান করিলে গভর্ণিং বডির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিবেদন ইতি—

শ্রীশ্রীহরিজনকিঙ্কর—
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ
সেক্রেটারী, 'গভর্ণিংবডি'

সিদ্ধভক্ত, যেমন শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি, আর মুক্ত জীব। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন, "বৈষ্ণবের মধ্যে দু'রকম—নিত্যসিদ্ধ জীব ও আত্মবিগ্রহগণ। মুক্ত জীবই বৈষ্ণব।" 'আপন সেবক হয় মাত্র আপনার'—এই বিচারে সকলকে যথাযোগ্য সম্মান না দিয়া গুরুসেবক বৈষ্ণবগণকে অশ্রদ্ধা, অপমান, নিন্দা বা লঙ্ঘন করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। গুরুসেবককে লঙ্ঘন করিয়া কখন গুরুসেবা হয় না এবং সেই বৈষ্ণবাপরাধ গুরুদেবও ক্ষমা করেন না। যে বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ হয়, তাঁহার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিলে তিনি যদি ক্ষমা করেন, তবেই বৈষ্ণবাপরাধের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়; নতুবা অন্য কোন উপায় নাই। বৈষ্ণবধর্ম্ম মানধর্ম্ম। সেইজন্য সকলকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়া গুরুসেবা করাই কর্ত্তব্য।

তৃতীয় অপরাধ—ধামাপরাধ। ধামকে প্রাকৃতবুদ্ধি করা বা ধামি হইতে পৃথক্ বুদ্ধি করা ধামের চরণে অপরাধ। নাম যেরূপ নামী হইতে অভিন্ন, ধামও তদ্রূপ ধামি হইতে অভিন্ন। ধামে থাকা অর্থ শ্রীগুরুপাদপদ্মে থাকা। সেখানে সর্ব্বক্ষণ কৃপাপ্রার্থনামুখে থাকা দরকার, নতুবা প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া মাপিবার বুদ্ধিই প্রবল হয়। গৌরধাম ও ব্রজধামের মধ্যে কোন ভেদ নাই। বরং গৌরধাম ব্রজধাম অপেক্ষা পরম উদার। ইহাতে ভেদবুদ্ধি করিলে ধামাপরাধ হয়। ধাম গোলোক হইতে এই ভূলোকে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন। তাহা না থাকিলে ধামবাস করা যায় না। সেইজন্য সর্ব্বক্ষণ ধামবাসী হরি, গুরু ও বৈষ্ণবের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে। ধামের মহিমা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের মধ্যে ও ধামসেবার মধ্যে থাকিলে ধামাপরাধ করিবার অবসর থাকে না। ধামকে প্রপঞ্চের ন্যায় দেখা গেলেও তিনি প্রপঞ্চাতীত বস্তু। এ বুদ্ধি না থাকিলে ধামসেবার পরিবর্ত্তে ধামভোগ (?) হইয়া যায়।

প্রভুর সে ধাম নন্দ-নন্দনের ঠাঁই।
ভক্তজনযায় জানে সদ্গুরুকৃপায়॥
দেখিতে ইন্দ্রিয়গণে না পারিনু নাথ।
অপরাধ নাহি মোর সর্ব্বলোকোৎপাত॥
কোথা যাব, কি করিব, গতিহীন আমি।
নবদ্বীপে বাস দিয়া কৃপা কর স্বামি॥
জাতি, প্রাণ, ধন, জন সর্ব্বস্ব আমার।
ধন্য হউ, সকলে করুন্ তিরস্কার॥
ব্যাধিজীর্ণ দেহের পাউক দুর্গতি।
নবদ্বীপ তথাপি ত্যজিতে নহে মতি॥
—ইহাই ভক্তের বিচার।

চতুর্থ অপরাধ নামাপরাধ। কলিকালে কৃষ্ণই নামরূপে—শব্দরূপে অবতীর্ণ। শব্দই একমাত্র যোগসূত্র। কৃষ্ণকীর্ত্তন বা কৃষ্ণ-নামের দ্বারাই সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা হয়। এই কৃষ্ণনাম করিবার কালে সাধক জীবের দশটী প্রতিবন্ধক আছে। তাহার নামই দশবিধ নামাপরাধ। সাধুনিন্দা, সেব্যস্বরে স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান, গুর্ব্ববজ্ঞা, শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দা, নামে অর্থবাদ, নামবলে পাপবুদ্ধি, শ্রদ্ধাহীনে নামোপদেশ, অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামকে তুল্যজ্ঞান, প্রমাদ ও অহংমমভাব প্রভৃতি দশটী অপরাধ আছে। এই দশটী অপরাধ বর্জ্জন করিয়া নামকীর্ত্তন করাই বিধি। নামাপরাধফলে সংসার লাভ হয়। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মই নামদাতা। তিনি ব্যতীত আর কেহই কৃষ্ণনাম প্রভুকে দিতে পারেন না। নিরন্তর নামকীর্ত্তনের দ্বারা নামাপরাধ দূর হয়। নামের চরণে ও নামদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের চরণে ব্যাকুল আর্ত্তি-ক্রন্দনসহকারে নাম করিলে নামাপরাধ থাকে না। নামের ফল উত্তরোত্তর নামকীর্ত্তন। নামকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত direct touchএ থাকা যায়।

"নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"
"প্রভু কহে, কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আদেশানুসারে যিনি সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম না করিবেন, তাঁহার কখনই নামকীর্ত্তন হইতে পারে না। নাম-কীর্ত্তনে কালের কোন ব্যবধান নাই। যাহা কিছু করা যায় তাহা যদি সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত নামকীর্ত্তনমুখে হয়, তবেই তাহা সেবা হইতে পারে, নতুবা তাহাকে শুদ্ধা সেবা বলা যাইবে না।

পঞ্চম অপরাধ সেবা-অপরাধ। হরি-গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে করিতেও অনেক-সময় জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমাদের অনেক সেবাপরাধ হইয়া যায়। সে বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। নতুবা বিপরীত ফল লাভ হয়। শাস্ত্রে বত্রিশ প্রকার সেবাপরাধের কথা আছে। তাহা সেবকমাত্রেরই জানিয়া রাখা দরকার এবং তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়াও একান্ত কর্ত্তব্য।

এই পঞ্চবিধ অপরাধ ব্যতীত আর একটী অপরাধ—নিজের প্রতি। "আমি এ জগতের কোন বস্তু নহি, আমি শুদ্ধ কৃষ্ণদাস"—এই অভিমান না রাখিয়া জড় দেহে 'আমি'-বুদ্ধি এবং দেহসম্পর্কীয় যাবতীয় বস্তুতে 'আমার'-বুদ্ধিটা নিজের প্রতি অপরাধ। পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন, "অপরাধ—ভগবানের প্রতি, বৈষ্ণবের প্রতি, নিজের প্রতি ভক্ত, ভগবান্ ও নিজের প্রতি অবিচার। নামের প্রতি দশাপরাধ। সাধুনিন্দা, গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি প্রভৃতি নামাপরাধ বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি প্রভৃতি ভক্তের চরণে অপরাধ। ভোগবুদ্ধিতে নিজের প্রতি অবিচার।" এই সেবাবুদ্ধি বা নিজের প্রতি অপরাধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের পদধূলি জানিয়া সমস্ত বস্তুকে কৃষ্ণভোগ্য দর্শন করা দরকার।

দেহে আত্মবুদ্ধিই সর্ব্বাপেক্ষা অযোগ্যতা। যখনই দেহে আত্মবুদ্ধি করি বা পুরুষাভিমানে মত্ত হই, তখনই ভুলিয়া যাই আমার স্বরূপ, ভুলিয়া যাই আমার নিত্যধর্ম্ম, আর ভুলিয়া যাই আমার নিত্যসেবা-বস্তুর কথা। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বীর্য্যবতী বাণী 'সেবোন্মুখে' চিত্তে ধারণ না করিলেই বলদের ন্যায় বলকে ভাবাইয়া ফেলি; তখন নানাভাবে অপরাধ করিয়া বসি—সেবকাভিমানের পরিবর্ত্তে সেব্যাভিমান আমাকে আক্রমণ করিয়া ফেলে। এ ব্যাধির একমাত্র ঔষধ প্রপন্নভক্ত সদ্বৈদ্যরাজ শ্রীগুরুপাদপদ্মে—শ্রীআচার্য্যপাদ-পদ্মে নিষ্কপট প্রার্থনা। তাই বলেন—

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে, কিং
ব্রূমে পুরুষোত্তম॥
যুগে সু নিত্যপাপানাং ভূমিরেষা বসুন্ধরা।
যদি ক্ষান্তাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো॥

গুরুদেব!
গলায় লেগেছে ফাঁস।
কৃপা-অসি ধ'র, বন্ধন ছেদিয়া
(এ) অধমে কর দাস।
যাবৎ জনম মোর, অপরাধে হৈনু ভোর,
নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।
তথাপিও তুমি গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি
মোর সম নাহিক অধম।
তুমি ত পরমদেবা, নাহি মোরে উপেখিবা
শুন শুন প্রভুর ঈশ্বর।
যদি করো অপরাধ তবে তুমি নাথ
সেবা দিয়া কর অনুচর।

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅধবন ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১০
সেবক—শ্রীপ্রভুদেব দাসাধিকারী

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুবিনোদ ব্রহ্মচারী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শ্রীগৌরধাম
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীপ্রমথ দাসাধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোপকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(১১) সার্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীকৃষ্ণমন দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীবাসদাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) ঋতুদ্বীপ
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনীলমণি ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজ্যোতির্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
চাঁদপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীকিশোর ব্রহ্মচারী

(২১) বালিঘাট গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রীচৈতন্য ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চটক পর্ব্বত
সেবক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) মাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দাসাধিকারী

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রীচৈতন্যচরণ অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
দুর্গাবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীগৌরচন্দ্রদেব দাস

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাঝোরা, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীমহাপুরুষ দাসাধিকারী

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি
সেবক—শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
বড়াগড় পাটনা।
সেবক—শ্রীনন্দগোপালকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(৩২) কাশী গৌড়ীয়মঠ
সোনা রোড, কাশী
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ বড় গন্ধীবাগ, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ পি।
শ্রীমনোমোহন ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
মহাদেবঘাট, পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
রাধাকুণ্ড, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
ছত্রীকাপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীসত্যব্রত দাসাধিকারী

(৩৯) প্রেমানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনপীঠ
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন মঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীকবিদাস ব্রহ্মচারী

(৪৩) মদনমোহন বিহারী মঠ
মথুরা, মথুরা।
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) গৌরবিহারী মঠ—কেশবজী,
পোঃ কোটলা, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীভিনকরাম ব্রহ্মচারী

(৪৫) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্নাল, পাঞ্জাব।
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
১৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী,
সেবক—শ্রীনন্দকুমার পাণ্ডা

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
সোনাপুর রোড, বাবুলনাথ
হিল বিং বোম্বে।
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

(৪৯) মধ্ব-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী মাদ্রাজ
—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

(৫১) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫২) ভক্তিকুটী স্বর্গদ্বার পুরী
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) সাক্ষীগোপাল
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৪) ভুবনেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৫৫) সচ্চিদানন্দ মঠ
শালারি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রীশৈলেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম
পোঃ রঘুনাথপুর, মানভূম
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকলিয়া, পোঃ নাড়াজোল, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী

(৫৯) জলেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ জলেশ্বর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬০) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ আমলাযোড়া (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, (কর্ণাল)
সেবক—শ্রীঅবতারণ ব্রহ্মচারী

(৬২) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং মিডিটন ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
সেবক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, কাউন্সরোড
ক্যাম্পডেন, লণ্ডন, ই. ৫
সেবক—কুমারীবিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ আফিস
বৃন্দাবন, মথুরা (ইউ-পি)
সেবক—শ্রীবাসবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সদরঘাট, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্ররমণ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) শ্রীঈশ্বরভবন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রীভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজ্ঞানসুন্দর ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালীটি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই সন্তোষলাভ ও পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। গ্রন্থটি পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১০০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের লিখিত "গৌরব" নামক প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—:০:—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। বোর্ডিংএ খাওয়া ও বেতনসমেত প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৪ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যাগীতাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অতিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ গবেষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে মোটা অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের অনুবাদ পদ্ধতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিলে সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] মূল্য মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

[illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] অনুসরণ করিয়াছিলেন। [illegible] শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদের [illegible] শ্রীমৎ [illegible] "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ছাপা [illegible] হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৬০ আনা; [illegible] স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার প্রচারিণী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত [illegible] মহামহোপদেশক [illegible] আচার্য্য [illegible] চৈতন্য-দেবতাত্ত্ব [illegible] এবং [illegible] অমৃত [illegible] আস্বাদন করিয়া [illegible] জীবনচরিত্র-পাঠে [illegible]। এই [illegible] ও [illegible] চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে [illegible] সংক্ষিপ্ত [illegible] (Index Glossary) সহ [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৫৬	৬-২১	৭-১৮	৯-১০	১৩-১০	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-৩৮
দমদম	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-৫০		১৮-৬	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-৫৯	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৭-৫৭	১৮-৩০	১৯-৩৫	০-২৮
রাণাঘাট ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৫৩	১১ ৩৩	১৪-৫	১৮-১৯	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ৫	৮-৪০	১০-৯	১০-১৪	১৪-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৫২

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৫৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৮	১০ ৫৩	১৮-১৫	২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম ,,	১০-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	২-২০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৮
(বদল) ছাঃ	৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৫

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৫	১৬-২২	১৬-৮	১৮ ৩৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮ ৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯ ১০

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১ ৪৭	১৫-১০	১৬-৫৬	১৯-২০	২০-৪৬	০-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৫৫	৯-২৫	১২-২৮	১৫- ৫	১৭-৫০	২০-৩	২১-১৯	৪-১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	৫-৫৪	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৪	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১ -১৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩-৩	
কলিকাতা (শিয়ালদহ) পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১ ৪০	২৩-২৫	৬-১৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। [illegible] নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" [illegible] প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] জীর্ণ [illegible] পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] অভাব [illegible]। [illegible] এবং [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৶৹ আঠার আনা। [illegible]

[illegible] নং [illegible] রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible], ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1514

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র সমল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড ; শ্রীমায়াপুর ১২ই কার্ত্তিক ,১৩৪৭, ২৯শে অক্টোবর, ১৯৪০, মঙ্গলবার ; ১৯৪তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

আবগারি বিভাগের নূতন নিয়মাবলী

১৯৩৭ সনের পেট্রোলিয়াম এবং ১৯৩৭ সনের কার্বাইড্ অব্ ক্যালসিয়াম সম্পর্কীয় নিয়মাবলী-অনুসারে বিস্ফোরক দ্রব্যের প্রধান ইন্সপেক্টর (চিফ ইন্সপেক্টর অব্ এক্সপ্লোসিভ্স্) ও অন্যান্য ইন্সপেক্টরগণ কর্তৃক লাইসেন্সধারীগণের পুরাতন লাইসেন্সের বদলে নূতন লাইসেন্স দেওয়া কালীন টাকা জমা দেওয়ার নিয়ম সম্প্রতি প্রবর্তন করা হইল। বর্তমানে লাইসেন্স-ফি নগদ বা চেকযোগে জমা দেওয়া হয়। নূতন নিয়ম-অনুসারে টাকা ট্রেজারিতে জমা দিতে হইবে এবং ট্রেজারি চালান লাইসেন্সের আবেদনের সঙ্গে জুড়িয়া দিতে হইবে। কিন্তু জেলার কর্তৃপক্ষ যে সকল ক্ষেত্রে নূতন লাইসেন্স দান করিবেন বা পুরাতন লাইসেন্স বদলাইয়া দিবেন, সে সকল ক্ষেত্রে নগদ চেকযোগে ফি জমা দিবার বর্তমান প্রথাই বজায় থাকিবে।

কেনিয়ার শত্রুঘাঁটি আক্রান্ত

এক ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কেনিয়া-সীমান্তের নিকটে শত্রুপক্ষের এক ঘাঁটির উপর সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালান হইয়াছিল। উহাতে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ব্রিটিশের একটি সামরিক টহলদার সেনাদল একদফ্ দূর হইতে মোটর গাড়ীর যোগে সীমান্তের নিকটে লুকায়িত একটি শত্রুঘাঁটি আক্রমণ করিয়াছিল। শত্রুপক্ষীয়গণ পাঁচজনকে নিহত অবস্থায় রাখিয়া এবং কতকগুলি উষ্ট্র ও আসবাব পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ব্রিটিশের পক্ষে একজন নিহত ও একজন আহত হইয়াছে।

শত্রুর পক্ষে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ভূ-নিম্নে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁবু ও সরবরাহকারীগণের জন্য পৃথক আচ্ছাদন নির্মিত হইয়াছে। ইতালীয় বোমারু-বিমানসমূহ কোন কিছুর প্রতি আঘাত করিবার উদ্দেশ্যে মরু-অঞ্চলে পুনঃপুনঃ বোমা বর্ষণ করিয়াছিল। বেদুইন-জাতীয় লোকদিগকে দূরের অঞ্চল হইতে গো-মহিষ আনয়ন করিয়া বহন করিতে দেখা যায়। সামরিক কর্তৃপক্ষ উহাদের জন্য কোন অসুবিধা বোধ করেন না। কারণ উহারা প্রধানতঃ যাযাবর শ্রেণীর এবং প্রায় সর্বত্রই উহারা বাসোপযোগী ব্যবস্থা করিয়া লইতে সক্ষম।

বিমান-আক্রমণ সতর্কতা

পূর্বেই জানান হইয়াছে যে, আগামী ৩০শে অক্টোবর বুধবার রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকা হইতে সাড়ে এগার ঘটিকা পর্যন্ত কলিকাতা ও চতুঃপার্শ্বস্থ শিল্প-অঞ্চলে বিমান-আক্রমণের সতর্কতা পরীক্ষায় নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। বিমান-আক্রমণ সতর্কতা-জ্ঞাপক বংশীধ্বনি দ্বারা সরকারীভাবে আরম্ভ ও শেষ ঘোষণা করা হইবে। এই ধ্বনি পূর্বপ্রচলিত সাবধানতা-জ্ঞাপক বংশীধ্বনি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, সকলেই সুস্পষ্টরূপে উহা শুনিতে পাইবে। সংকেত পাইবামাত্র জনসাধারণকে নিম্নলিখিত নিয়মসমূহ মানিয়া চলিতে হইবে।

সমুদয় রাস্তা ও সাইনবোর্ডের আলো নিভাইয়া দিতে হইবে। ঘরের আলো এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যাহাতে বাহির হইতে কোনমতেই উহা না দেখা যায়। রাস্তার গাড়ীতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে—কোন সার্চলাইট ব্যবহার করা চলিবে না, এই সকল বাতির বাল্‌ব্ সরাইয়া লইতে হইবে। মোটরগাড়ীর পেছনের নম্বর দেখাইবার সাদা বাল্‌ব্ এক ইঞ্চি চওড়া একটি চাকুনি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে। সম্মুখের হেড্‌লাইটের জন্য কাঁচের পরিবর্তে দুই ইঞ্চি চওড়া এবং চার ইঞ্চি লম্বা কাল কাগজ দ্রব্যের চক্র বসাইতে হইবে। আবরণহীন গাড়ীগুলিকে রাস্তার বামপার্শ্বে রাত্রি সাড়ে এগারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। গঙ্গার সমুদয় নৌকার আলো নিভাইয়া রাখিতে হইবে। মিলের চিমনী, জেটী, ডক, জাহাজ এবং রেলওয়ে বাতিসমূহ নিষ্প্রভকারী আচ্ছাদন দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে।

পরিবারের সকলেই একটি ঘরে সমবেত হইয়া যদি সাড়ে দশ ঘটিকা হইতে সাড়ে এগার ঘটিকা পর্যন্ত এক ঘণ্টা বাড়ীর সমুদয় আলো বন্ধ করিয়া দেন তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। এই সময় যথাসম্ভব নীচের তলায় এবং বাড়ীর মধ্যস্থলে থাকিলেই ভাল হয়।

বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সরবরাহ এ সময়ের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে না। মোটর গাড়ীর হেড্‌লাইটের জন্য যে আচ্ছাদনের কথা বলা হইয়াছে, ৩৮ নং বেলতলা রোড, পাব্লিক ভাইকল-বিভাগে তাহার নমুনা দেখিতে পাওয়া যাইবে। কলিকাতার অধিকাংশ মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং দোকানেই এই আচ্ছাদন পাওয়া যাইবে।

মার্শাল পেঁতের প্রতি সম্রাটের উৎসাহ-বাণী

লণ্ডনের কর্তৃপক্ষীয় মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, মহামান্য সম্রাট্ ফরাসীগণের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া ও তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া মার্শাল পেঁতের নিকট একটি বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি মিত্র-শক্তির সাফল্যে জয়লাভ হইবে বলিয়া দৃঢ় আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে, ফ্রান্সও এই সাফল্যের অংশ গ্রহণ করিবে।

প্রবাসী জাপানীদের সংখ্যা-গণনা

'নিউইয়র্ক টাইমসে'র ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, জাপ-সরকার যুক্তরাষ্ট্র এবং হাওয়াই, ক্যানেডা, আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল, চিলি ও মেক্সিকোতে যে সকল জাপানী অধিবাসী রহিয়াছে, বিশেষভাবে তাহাদের সংখ্যা-গণনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নভেম্বর মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে এই সংখ্যা-গণনা সম্পর্কিত [illegible] কর্তৃপক্ষের নিকট [illegible]।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৷৹ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবিহারের অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীসংলাপ বক্তৃতাবলী তথা বঙ্গের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও ধর্ম্মবাদী মহানুভবগণ যে সমস্ত আলাপ করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ-বর্গ সুজনে ও তদনুরূপ সভাস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ স্বরূপ শ্রীমহারাজের 'সত্যসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ' এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই পাঠ্য।

ভিক্ষা— ৷৹ আনা মাত্র

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের অভিনব বিরাট সংস্করণ বঙ্গাক্ষর, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, প্রতিপাদ্য নির্দ্দেশ, অধ্যায়বিবরণ, স্থানসূচী প্রভৃতি সংযুক্ত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিষয়ের আলোচ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অদ্ভুতপূর্ব্ব নবসংস্করণে গৌড়ীয়-মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর অধিকারী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা)
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৷৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹ ৪র্থ খণ্ড—৷৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৷৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৹
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲ অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৹
৩০। [illegible] ৶০
৩১। সাধন-পথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ।০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶১
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (অন্বয়ানুবাদ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টক ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵৭
৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ কিন্ট ওয়ার্ড অন বেদান্ত ।
৭০। নামভজন ৵
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজি অ্যান্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭৩। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। [illegible]
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ [illegible]
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যান্ড আনম্যালেড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অমৃত [illegible]) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶৮
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵৭

আসামিজ ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ { ১৩ দামোদর ৪৫৪ গৌরাব্দ ১২ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৯শে অক্টোবর ইং ১৯৪০, মঙ্গলবার } ১৯৪ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ দামোদর [illegible] গৌরাব্দ ৪৫৪

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা

শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব দ্বাপরযুগ হইতে জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গোবর্দ্ধনপূজা গৌর ব্রজলীলায় দ্বাপরযুগে প্রকাশিত হইলেও অপ্রকটলীলায় এই গোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব নিত্য বিরাজিত। গোবর্দ্ধনগিরিধারীর ইন্দ্রিয়-তোষণই এই গোবর্দ্ধনপূজার উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে দুর্গোৎসব, বিবাহোৎসব প্রভৃতির ন্যায় পর্য্যবসিত হইয়া এই তত্কাল কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত ব্যাপাররূপেই অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়; কিন্তু তাহার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে গোবর্দ্ধনপূজা হয় না। ঐরূপ আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি কর্ম্মকাণ্ডমাত্র, উহা কৃষ্ণতোষণরূপা সেবা নহে।

দ্বাপরযুগে ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণাদেশে ইন্দ্রের পূজা পরিত্যাগপূর্ব্বক গোবর্দ্ধনপূজা করিয়াছিলেন। তাহাতে ইন্দ্র অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ব্রজে অত্যাচার আরম্ভ করিলে ব্রজজনবান্ধব ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ সপ্তাহকাল কনিষ্ঠাঙ্গুলির উপরে গিরিরাজকে ছত্রের ন্যায় ধারণপূর্ব্বক ভক্তগণকে রক্ষা করত ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করেন। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে সম্পূর্ণ শরণাগত ব্রজবাসিগণের কোন চিন্তা নাই। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাঁহারা কখনও নিজ পালন বা রক্ষার চিন্তা করেন না। তাঁহারা সতত কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর থাকিয়া কৃষ্ণসুখের জন্য অনুক্ষণ ব্যস্ত। কৃষ্ণই তাঁহাদের ধ্যান, কৃষ্ণই তাঁহাদের জ্ঞান, কৃষ্ণই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব। কৃষ্ণ ছাড়া তাঁহারা আর কিছু জানেন না। কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা ছাড়া যাঁহারা অজ্ঞানে অবশেও অন্য কিছু করিতে পারেন না, কৃষ্ণসেবাতেই যাঁহাদের অনুক্ষণ স্বাভাবিক অনুরাগ, সেই ব্রজবাসিগণ যাহা কিছু করেন, তাহাতে তাঁহাদের নিজের সুখবাঞ্ছার লেশমাত্র নাই। তাঁহাদের শরীররক্ষা, ভয়-ভীতি যাহা কিছু, তাহা দ্বিতীয়াভিনিবেশযুক্ত দেহ ও মনে আবদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় নহে। তাঁহাদের দেহরক্ষা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণের জন্য, তাঁহাদের ভয়-ভীতি পাছে ভগবানের সেবা-সুষ্ঠুতায় কোন বিঘ্ন উৎপন্ন হয়—এই আশঙ্কায়; তাঁহাদের মমতা, মোহ, স্নেহ প্রভৃতি এক অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীভগবানে পাল্যজ্ঞাননিবন্ধন। সুতরাং তাঁহাদের চেষ্টা স্থূলজ্ঞানে দেখিতে গেলে প্রাকৃত ব্যক্তির প্রাকৃত চেষ্টারই ন্যায় মনে হয়। মাপিয়া লইবার অর্থাৎ ভোগ করিবার বুদ্ধি যাহাদের আছে, তাহারা মাপাতীত বা মায়াতীত ব্রজবাসিগণের আচার-ব্যবহার কি করিয়া বুঝিবে? যাঁহারা চিন্ময়সাম্রাজ্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা এই জগৎকে এবং এই জগতের অধিবাসীর যাবতীয় চেষ্টাকে চিন্ময়ের প্রতিচ্ছবি নিত্য ভগবৎসেবকগণের বিকৃত প্রতিচ্ছবিরূপে দর্শন করিয়া চিৎ যে নিত্য বস্তুর নিত্যস্বরূপাবস্থিতি দর্শন করিতে পারেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মই ব্রজবাসিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হইলেই কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। একমাত্র গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত কার্য্য করিবার—কৃষ্ণসেবার বা গোবর্দ্ধনপূজার অধিকার প্রদান করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজার দ্বারাই প্রকৃত গোবর্দ্ধনপূজা হয়। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, "কৃষ্ণের সেবার জন্য কামবর্দ্ধনই গোবর্দ্ধনপূজা। পুরুষাভিমানরূপ অনর্থ থাকিতে কৃষ্ণসেবার জন্য কামবর্দ্ধন অর্থাৎ গোবর্দ্ধনপূজা হয় না। গোবর্দ্ধনপূজাতে পরবিদ্যা অর্থাৎ ভক্তি বর্দ্ধিত হয়। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তিলালসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই গোবর্দ্ধনপূজার ফল।"

গোবর্দ্ধনগিরিরাজ হরিভক্তগণের অগ্রণী। এই গোবর্দ্ধনগিরিরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিশ্রামস্থান। এই গোবর্দ্ধন পূর্ণার-[illegible]রসের সিংহাসনস্বরূপ। বৈষ্ণবরাজ শিব বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাকে শিরে ধারণ করিয়া শিবস্বরূপ এবং সকলের মান্য হইয়াছেন। কিন্তু গিরিরাজ গোবর্দ্ধন সেই মহাভাগবত শিব অপেক্ষাও অধিকতর মাননীয়। কারণ, তিনি নন্দনন্দনকে ভক্তানুগ্রহ জন্যে সর্ব্বদা কোটীগঙ্গা হইতেও শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণচরণজাত পাদস্থ এবং অমূল্যনিধিস্বরূপ শ্রীরাধাকুণ্ডকে বহন করিতেছেন। এই গিরিরাজ কৃষ্ণের পরমাশ্রয়। আবার গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি, ইহা জানাইবার জন্য ভক্তভাব-অঙ্গীকারকারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরি কখনও গোবর্দ্ধনশৈলে আরোহণ করেন নাই। নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী শ্রীল রূপ সনাতন প্রভৃতি যখন ব্রজে বাস করিতেন, তখন তাঁহারাও গোবর্দ্ধনপর্ব্বতকে সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি জানিয়া তাঁহার উপরে আরোহণ করিতেন না।

যেখানে গো অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাণীর বর্দ্ধন বা বিস্তার হয়, তাহাই কৃষ্ণকামকেলি-নিকেতন। গোবর্দ্ধন—কৃষ্ণকামের ক্রীড়াক্ষেত্র। যাঁহারা গৌড়ীয়মঠের নিত্য আশ্রিত, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যবাণীর বিবর্দ্ধন বা বিস্তারে অনুক্ষণ ব্যস্ত। শ্রীচৈতন্যবাণী যেখানে শুদ্ধ 'বা শ্রীচৈতন্যবাণী হইতে যাহা বিক্ষিপ্ত, সেখানে গোবর্দ্ধনপূজা হয় না, তথায় কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ভোগবর্দ্ধন বা ত্যাগবর্দ্ধনই প্রধান হইয়া পড়ে। ভক্তির বর্দ্ধনই গোবর্দ্ধন। ভক্তির বিনোদনই গোবর্দ্ধনপূজন। ভক্তিবিনোদধারার দাস না হইলে গোবর্দ্ধনপূজার অধিকার পাওয়া যায় না। সেই ভক্তিবিনোদধারার সংরক্ষক আমাদের নিত্যারাধ্য নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব। তাঁহার কৃপা হইলেই আমরা গোবর্দ্ধনপূজার অধিকার পাইব।

আগামী ৩১শে অক্টোবর ১৪ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজার [illegible]। সেদিন পরমারাধ্যতম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীরাধা-[illegible] [illegible] এবং শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ [illegible] [illegible] 'ব' [illegible] মহোৎসব হরিসংকীর্ত্তন-

কৃষ্ণ আমার পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

সুখে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন।

হরিকথাই অন্ন, তাহা আত্মার পুষ্টি, তুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। হরিকথারূপ চিন্ময় অন্নগ্রহণে আত্মা সেবোন্মুখ ও সঞ্জীবিত হয়। সেই অন্ন অনবচ্ছিন্ন। হরিকথাতে আমরা অন্নবৎসলার দর্শন করিতে পারি। সেই হরিকথারূপ অন্ন ব্রহ্ম। তাহা স্বয়ং ভগবান। আমাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব জগতে এই হরিকথা-অন্ন প্রদান করিয়া শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ও ভক্তের অন্নবৎসল উদার জগতে গোবর্দ্ধন পূজা করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমরা তাঁহাদের পদধূলি কৃপাশীর্ব্বাদে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মসেবার অধিকার পাইলে আমাদের জীবন সার্থক ও ধন্য হইবে।

ন তীর্থ মহারাজের হরিকথা

[শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, ১৭।১০।৮০ ইং]

যার বুদ্ধিশক্তি নাই, তাঁ'র হরিভজনের আশা নাই। যে ভাবের ঘরে চুরি করে, সে আত্মাকে ইন্দ্রিয়দ্বারা ফাঁকি দেয়।

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে॥
(ভাঃ ১১।৮।২০)

অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয় জয় করিলেও মনুষ্য জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না, যে পর্য্যন্ত না সে রসনাকে জয় করিতে পারিয়াছে। রসনাকে জয় করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু দুইটি জিনিষ দিয়াছেন—শ্রীহরিনাম ও মহাপ্রসাদ। হরিনাম ঔষধ ও মহাপ্রসাদ পথ্য। যিনি বৈকুণ্ঠের অধিকার অর্জিত হইয়া বৈকুণ্ঠনাম করেন, তাঁহার মহাপ্রসাদ-সম্মান হয়। যাহার বৈকুণ্ঠনাম বৈকুণ্ঠনাম হয় না, তাহার মহাপ্রসাদ ভোগ হয়। 'স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে।' 'স্বল্পপুণ্যবান্' অর্থে পাপী। তাহাকে ছিদ্রান্বেষণকারীও বলা যায়। শ্রীগৌরসুন্দর অর্থাৎ সদ্গুরুর কৃপা হইলে সেবোন্মুখের রসনায় 'হরে কৃষ্ণ' নাম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হবে, যেহেতু সেই শ্রীনামপ্রভুই সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সুতরাং সদ্-গুরুর শ্রীনাম প্রভুর কৃপা পাইলে শ্রীহরিনামে কৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা ও পরিকর বৈশিষ্ট্যাদিরূপে শুদ্ধসত্ত্বে প্রকাশিত হন। নামসূর্য্যের উদয়ে অন্ধকার থাকিতে পারে না। যথায় নাম-সঙ্কীর্ত্তন তথায়ই কৃষ্ণের সংসার বা মঠ।

'কৃষ্ণ—সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥'

মঠ ভক্তের সংসার, মায়ার সংসার নহে। এইজন্য মঠ আর গৃহেতে পার্থক্য আছে। যিনি মঠে থাকিবেন, তিনি গৃহের প্রায়া ব্যবহার করিবেন না। যদি করেন, তবে মঠ হইতে বিতাড়িত হইবেন। হরিভজনের অনুকূল গৃহে বাস কিছু গর্হণীয় নহে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন, 'যে দিন গৃহে, ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।'

'ন মে পত্নী কন্যা-তনয়া-জননী বন্ধুনিচয়া
ভবেৎ ভক্তো ভক্তো ন যদি বাদ ... সুখবতা।
অতস্তাসামগ্রেপ্যপি যোষো বিষমিশ্রাং
কথং তেষাং সদাহরিভজনশূন্যমতিবদ্ যে॥'

যদি আমার পত্নী, কন্যা, পুত্রগণ হরিভজন না করে, তবে তাহাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই।

শ্রীনামগ্রহণ ও হরিসেবা পৃথক্ নহে। যেখানে নাম সেখানে সেবা এবং যেখানে সেবা সেখানে নাম আছেনই।

বিষয়ী লোক অর্থাৎ যাহারা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ তাহারা তাহাদের সর্ব্বপ্রধান ইন্দ্রিয় চক্ষুদ্বারা বিষয় দর্শন করিয়া মনের দ্বারা তাহা বিচার করে—এই বস্তুটী তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিনা? ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের অধীন বস্তুকে ভোগ করে এবং উহা নিজসুখ সাধনের যত্ন হইলে উহাকে অগ্রাহ্যজ্ঞান করে। কিন্তু মঠবাসিগণের কর্ত্তব্য—সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারা চেতনবাণী শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধ মনে অর্থাৎ আত্মার সহিত বিচার করিয়া বিষয়সমূহ কৃষ্ণ সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করা এবং তাহাদিগকে সেবা-জ্ঞানে সেবা করা। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর বাণী—"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥" শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—

"আসক্তিরহিত সম্বন্ধ সহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব॥"

যিনি জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, তিনি যেমন সন্তরণশিক্ষার আগ্রহে সন্তরণ শিক্ষা করিয়া নদী উত্তীর্ণ হন, সেরূপ যিনি সদ্গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তিনি ভবসমুদ্র নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হইবেন। কূলে থাকিয়া সন্তরণ শিক্ষা হইবে না। গুরুপাদপদ্মে ঝাঁপাইয়া পড়া অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব নিবেদন করা। শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভু 'সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া, পড়েছি তোমার ঘরে' এই বাণীর মূর্ত্ত আচরণরূপে শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রী—চারিটী ঐশ্বর্য্য সম্পূর্ণরূপে গুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনিই বাস্তবিক অকিঞ্চন। অকিঞ্চনেরই শ্রীনাম হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতি—'বিনোদের নিবেদন বৈষ্ণবচরণে। কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে॥' অকিঞ্চন ব্যতীত কাহারও মঠবাস হয় না। যা'র কিছু আছে অর্থাৎ গর্ব্ব, আশ্রম, বিদ্যা ও ধনজনের অভিমান আছে, সে অকিঞ্চন নয়। তা'র হরিনাম হয় না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অকিঞ্চনের স্বরূপ এইরূপ জানাইয়াছেন—

কি জানি কি বলে, তোমার ধামেতে,
হইনু শরণাগত।
তুমি দয়াময়, পতিতপাবন,
পতিততারণে রত॥
ভরসা আমার, এইমাত্র নাথ,
তুমি ত' করুণাময়।
তব দয়াপাত্র, নাহি মোর সম,
অবশ্য ঘুচাবে ভয়॥
আমারে তারিতে, কাহারো শকতি,
অবনী-ভিতরে নাহি।
দয়াল ঠাকুর, ঘোষণা তোমার,
অধম পামরে ত্রাহি॥
সকল ছাড়িয়া, আসিয়াছি আমি,
তোমার চরণে নাথ।
আমি নিত্যদাস, তুমি পালয়িতা,
তুমি গোপ্তা জগন্নাথ॥
তোমার সকল, আমি মাত্র দাস,
আমারে তারিবে তুমি।
তোমার চরণ, করিনু বরণ,
আমার নহি ত' আমি॥
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া শরণ,
ল'য়েছে তোমার পায়।
ক্ষমি' অপরাধ, নামে রুচি দিয়া,
পালন করহে তায়॥'

যিনি deaf তিনি dumb অর্থাৎ যিনি কালা তিনিই বোবা। সুতরাং যিনি হরিকথা শ্রবণ করেন না, তিনি হরিকথা কীর্ত্তন করিতে পারেন না। গৌড়ীয়মঠের কোন কোন বালকও গুরুকৃপাবলে জড়-জগতের বড় বড় হোমরা-চোমরার নিকট গৌরবাণী নির্ভীকচিত্তে কীর্ত্তন করেন। এই কীর্ত্তনকারীদিগের সকলেরই যে লৌকিক পাণ্ডিত্য আছে, এরূপ নয়।

দুর্য্যোধনের ন্যায় দুর্ব্বুদ্ধি লইয়া চিন্ময় গুরুবৈষ্ণবের দর্শনলাভ করা যায় না। দুঃশাসন চিন্ময় দ্রৌপদীর বস্ত্র বা অন্তই দেখিয়াছিল। সাক্ষাৎ ভগবানকেও জগতের লোক দেখিতে পারেন না।

'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ, ভাগবতে এই কহে নিরন্তর॥'

শ্রীগুরুবর্গ শ্রীগৌরলীলার প্রকট করেন।

"অদ্যাপি সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"

আত্মসন্ধান

——::*::——

আমাদের দেহটী গৃহসদৃশ। তথায় জীবাত্মা বাস করেন। তিনি যতদিন এই গৃহে বাস করেন, ততদিন গৃহের জানালা-গুলি (কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ) যথারীতি খুলেন বা বন্ধ করেন এবং প্রয়োজনানুসারে ঐগুলি ব্যবহার করেন। কিন্তু তিনি কাহারও সহিত চুক্তি করেন না—কতদিন এই গৃহে বাস করিবেন কিংবা গৃহত্যাগকালেও বলিয়া যান না। ইঁহার গৃহপরিত্যাগের সময়-অসময় নাই—তিথি-নক্ষত্র নাই, পথঘাট, স্থানাস্থান-বিচার নাই। যে গৃহে কত বর্ষ কত দিন বাস করিয়াছেন, যাইবার কালে সেই গৃহের কোন ব্যবস্থাই করিয়া যান না। কিংবা তিনি ছাড়িয়া গেলে এই গৃহের কি দশা হইবে, তাহার চিন্তা একবারও করেন না।

রাস্তার ধারে হোটেলে বা সরবতের দোকানে লোক কতক্ষণ থাকে? যতক্ষণ না পেট ভরিয়া খাওয়া হয় বা তৃষ্ণা নিবারণ করা হয়। তারপর কেহ আর সেখানে অবস্থান করে না—অন্যত্র চলিয়া যায়। ঐ স্থান ত্যাগকালে কেহ শোক করে কি? বা স্থান ত্যাগ করিতে কেহ কোন প্রকার ব্যথা বা আসক্তি বোধ করে কি? কিংবা অপরেই কি তজ্জন্য শোক প্রকাশ করে? যদি তাহা না হয়, তবে জীবাত্মা যখন এই দেহগৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তখন আমরা শোক করি কেন এবং ইহা ছাড়িবার ভয়ে এত ব্যাকুল বা ভীত হই কেন? যাহা কোন না কোন দিন ছাড়িতেই হইবে, সেই অনিত্যবস্তুর প্রতি আত্যন্তিক অভিনিবেশ, আসক্তি বা মমতা রাখা লাভ কি? এই অনিত্যদেহের প্রতি প্রীতি রাখিয়া তাহার সুখান্বেষণে তৎপর হওয়া ত' বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়।

যখন জীবাত্মা দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যান, তখন আমরা শোক করি এই কারণে

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

যে, দেহটী ঘুম হইতে আবার জাগিবে, আবার আমাদের সহিত কথা কহিবে, আবার আমাদের চিত্তবিনোদন করিবে, ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান করিবে। কিন্তু মৃত দেহটী আর উঠিবে না, আর আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবে না। কেননা, তখন তাহা চিরকালের জন্য ঘুমাইয়া পড়ে।

কেহ কি কখনও দেখিয়াছেন, এই দেহটার মধ্যে কে আছেন, যে থাকার দরুণ এত বড় দেহটী চলাফেরা করে—আমাদের সঙ্গে কথা কয়—আমাদের ভাবের বিনিময়ে ভাব প্রদান করে? কেহ কি জানেন, ঐ দেহের মধ্যে কে, যিনি আমাদিগের সকল ইন্দ্রিয়কে ফাঁকি দিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে চলিয়া যান? আমরা তাঁহাকে একবারও দেখিবার চেষ্টাও করিয়াছি কি? কিংবা উহা জানিবার জন্য ইচ্ছাটুকুও হইয়াছে কি? আমরা অনেকেই জগতের অজ্ঞাত ব্যাপার বা বস্তু সম্বন্ধে জানিবার জন্য কতই না ব্যস্ত হই। কিন্তু এই আসল কথা—নিত্যবস্তুর কথা জানিবার জন্য ইচ্ছা বা চেষ্টা আমাদের হয় না। তাই জন্মে জন্মে আত্মহারা—নিত্যপ্রভুহারা পথিক আমাদের এত কষ্ট। 'আমি' বস্তুটী আত্মা, আর 'পরমাত্মা' বস্তুটি কৃষ্ণ। পরমাত্মার সঙ্গেই আত্মার সম্বন্ধ এবং তাঁহার সেবা করাই আত্মার ধর্ম। সেই কথা বিস্মৃত হওয়ার দরুণই মায়া নানাভাবে দুঃখ দেয়।

আহার, নিদ্রা, ইন্দ্রিয়ের সুখভোগ ও ভয়—এই চারিটী ব্যাপারে আমরা বেশ ব্যস্ত। এই চারিটী ব্যাপার কি শুধু আমাদিগকেই ব্যস্ত করে? না পশু-পক্ষীদিগকেও করে? আমরা সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলিয়া দাবী করি। যদি সকল প্রাণীতেই এই চারিটী কাজ সমানভাবে থাকিল, তবে শ্রেষ্ঠত্ব কোন্ স্থানে? সকল পশুপক্ষীকে আমরা বুদ্ধিবলে বা গায়ের বলে ভোগ করিতে পারি বলিয়াই কি মানুষ আমরা শ্রেষ্ঠ? অথবা বিদ্যাবুদ্ধি-বিবেকের জন্য মানুষ শ্রেষ্ঠ? যদি তাহাই হয়, তবে এই বিদ্যাবুদ্ধি-বিবেকের বাহাদুরীটা কোথায়? একের উপর অপরের আধিপত্য বিস্তার—একের ভোগের জন্য অপরের প্রবল আকাঙ্ক্ষা—একের মাথায় কাঁঠাল রাখিয়া তাহা খাইলে জনন করাই কি এই বুদ্ধিবিবেকের শ্রেষ্ঠত্ব—মানুষ কি এইজন্য শ্রেষ্ঠ? ইহা কি একবারও আমাদের চিন্তার বিষয় হইবে না?

মনুষ্যদেহ অপর সকল দেহ হইতে একভাবে গঠিত, উহার ইন্দ্রিয়াদি এমনভাবে সন্নিবেশিত যে জীবাত্মা এই দেহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার আত্মশক্তিবলে সর্বক্ষণ এবং তাঁহার সহিত এই দেহের ও অন্য-দেহের কি সম্বন্ধ, তাঁহার নিত্যনিবাস কোথায় কে তাঁহার নিত্যপ্রভু, কে তাঁহার নিত্য পিতা-মাতা, তাহা জানিতে পারেন। তাঁহার নিত্যস্বভাব, নিত্যধর্ম বা নিত্যকর্তব্য কি তাহা আত্মা এই দেহপ্রাপ্তিতে জানিতে পারিয়া পরম অর্থ বা ধন লাভ করিতে পারেন বলিয়া মনুষ্যজন্ম বা মনুষ্যদেহকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। এই শ্রেষ্ঠত্বের কথা একবারও কি আমরা চিন্তা করিব না?

আত্মাকে দেখা যায় কিরূপে? নিজের মুখ যেমন নিজচক্ষুর দেখা যায় না, একটী দর্পণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, তদ্রূপ আত্মদর্শন লাভ করিতে হইলে ভগবৎ-প্রেরিত সদ্গুরুপাদপদ্মের কৃপা-আলোক দরকার। সেই আলোর কৃপায় দেহস্থিত আত্মা ও ভগবদ্ভক্তীয় নিত্য আত্মীয়-স্বজনের সহিত দেখা হইবে। ভক্তিপথে গুরুপাদপদ্মই একমাত্র আশ্রয়, সম্বল ও আশাভরসা যা' কিছু সব। সেই কোটিচন্দ্রশীতল শ্রীপাদপদ্মে আসিয়াও যদি হারানিধি না পাওয়া যায় বা তাহাতে রুচি না হয়, তবে ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি থাকিতে পারে? বহুদিন মঠে থাকিয়াও যদি তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ় বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা না হয় তবে ভক্তিলাভের আশাই বা করি কেন?

জীবনের দিনগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণে বেশ কাটিয়া যাইতেছে। নিজসুখের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছি—কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য-বাহাদুরী লইবার জন্য কতই না কষ্ট করিতেছি। কিন্তু গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় যে ভক্তিধন তাহা লাভ করিবার জন্য কষ্ট করিতেছি কি? এইভাবেই জীবনের অমূল্য দিনগুলি কাটিবে? একদিন ত' হঠাৎ এত ছুটাছুটি বন্ধ হইয়া যাইবে—একদিন ত' এত সাধের বস্তুগুলি অকস্মাৎ বিনা নোটিশে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। আমাদের শ্রেষ্ঠ জন্মের শ্রেষ্ঠত্ব জানিবার অবকাশ কি পাইব না? এমনি ভাবে কি পশুপক্ষী অপেক্ষা হীনভাবে জীবন-যাপন করিয়া চলিয়া যাইব? ধিক্ আমাদের শ্রেষ্ঠত্বে, ধিক্ আমাদের বাহাদুরীতে, ধিক্ আমাদের চেষ্টাতে! আত্মানুসন্ধান-বিষয়ে অন্তর হইতে প্রকৃতরূপে ব্যস্ত হওয়া দরকার। নতুবা মঙ্গললাভ সুদূরপরাহত।

সর্বক্ষণ যিনি হরিগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মের ধূলি বলিয়া নিজের স্বরূপ জানিতে পারিয়াছেন ও তাঁহাদের সেবায় কায়মনোবাক্য সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার আর চিন্তা নাই। তিনি সর্বক্ষণ তীব্রবেগে কৃষ্ণকীর্তনমহাযোগে নিত্যপ্রভুর পশ্চাতে ছুটিয়া চলিতেছেন। আমাদেরও সেই অবস্থা লাভ করা দরকার—দেহে আত্মবুদ্ধি না করিয়া নিজেকে গুরুবৈষ্ণবের পদধূলি বলিয়া জানিতে হইবে—একথা সর্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে। নতুবা নিস্তার নাই।

শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের উৎসব-পঞ্জী

গত ১০ই অক্টোবর, বুধবার, ঊষঃকালে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গবন্দনা কীর্তনের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু ঊর্জব্রতকালে সকল মঠে কিভাবে নিয়মসেবা করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে সমবেত ভক্তবৃন্দকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন। সেবাই নিয়ম। সেবা বাদ দিয়া শারীরিক যে সকল বিধিপালনের কথা শাস্ত্রে আছে তাহার কোনই মূল্য নাই। 'গোবিন্দ কহে,—আমার সেবা সে নিয়ম।' নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের—

"খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"

এই যে সাধনে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, ইহাই নিয়মসেবার মুখ্যবিধি। এতৎপ্রসঙ্গে পরমারাধ্য শ্রীল আচার্যদেব ঊর্জব্রতকালে সকল মঠে প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠের যে আদেশ দিয়াছেন তাহারও উল্লেখ করেন। সম্ভব হইলে নিয়মসেবাকালে মঠে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ হইতে পারে, তিনি ইহাও উপদেশ করিয়াছেন। নিয়মসেবার প্রকৃত তাৎপর্যও পণ্ডিতজী সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত যে সেবাময় জীবনযাপন, তাহাই প্রকৃত নিয়মসেবা। নিয়মে 'অগ্রহ' এবং নিয়মে 'আগ্রহ' অর্থাৎ ভক্তির প্রতিকূল বিষয় বর্জন ও ভক্তির অনুকূলবিষয় গ্রহণের নিয়মসকল দৃঢ়তার সহিত পালনই প্রকৃত নিয়মসেবা।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীযুক্ত পালা মদনমোহন রায়, ব্রহ্মচারী ভুবন ও বিনোদানন্দ সহ এমঠে শুভপদার্পণ করিয়া মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দের সহিত পঞ্চতত্ত্বনাম কীর্তন সহ শ্রীমন্দিরপরিক্রমা করিয়া মঠের প্রাঙ্গণে ভক্তবৃন্দের নিকট প্রায় দুই ঘণ্টা কাল হরিকথা কীর্তন করেন। ভক্তগণ শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজকে নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা ষ্টেশনে পুষ্পমালা ও উচ্চকীর্তনাদির দ্বারা অভ্যর্থনা করেন। শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ মঠে পদার্পণ করিয়া বিশ্রামাদির অপেক্ষা না করিয়াই অনর্গল হরিকথা বলিতে থাকেন। তিনি কৃপাপূর্বক মঠবাসিগণকে পরমারাধ্য শ্রীল আচার্যদেবের মঙ্গলময়ী উপদেশবাণী ব্যাখ্যা করিয়া শ্রবণ করান। তিনি মঠাশ্রিত ভক্তগণকে আত্মমঙ্গলের বিবিধ উপদেশ প্রদান করেন। কিরূপভাবে আমাদের প্রকৃত মঠসেবা, গুরুসেবা, মায়াসেবা, ধামসেবা ও [illegible] কামসেবা হইবে তাহা ওজস্বিনী ভাষায় শাস্ত্রযুক্তিমূলে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার বীর্যবতী হরিকথা নদীয়া প্রকাশে প্রকাশ করিবার আশা থাকিল।

সন্ধ্যায় শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গবন্দনা ও মহাজনপদ কীর্তনের পর শ্রীমৎ তীর্থগোস্বামী মহারাজ শ্রীসনাতন-শিক্ষার ভূমিকাস্বরূপ অনেক হরিকথা কীর্তন করেন। সম্বন্ধজ্ঞানের আচার্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু, অভিধেয়তত্ত্বের আচার্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু এবং প্রয়োজনতত্ত্বের আচার্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর অভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদাশ্রয় ব্যতীত, সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতীত ভক্তির লাভ হয় না এবং ভক্তির ব্যতীত প্রয়োজনও লাভ হইতে পারে না, ইহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

সভার আদি ও অন্তে পঞ্চতত্ত্বনাম ও মহাজনপদাবলী কীর্তন হয়।

১১ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গবন্দনা-কীর্তনের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য পুরাণ-রাগতীর্থ প্রভু শ্রীমৎ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের পূর্ব দিবসের কথিত হরিকথার পুনরালোচনা করেন। তৎপরে মঠ হইতে একটী বিরাট নগর-সংকীর্তন বহির্গত হইয়া নারিন্দা, একরামপুর, সূত্রাপুর, প্যাণ্ডারিয়া, ফরাসগঞ্জ, [illegible] প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করত মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকা পর্যন্ত ইষ্টগোষ্ঠী সভায় শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ বহু ভক্ত ও [illegible] সজ্জনবৃন্দের সমক্ষে [illegible] ও শ্রীনামগ্রহণ, [illegible] ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে [illegible] কীর্তন করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ করেন।

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দনন্দন ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(১১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীকৃষ্ণধন দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধরদাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] -(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনীলমণি ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধাকিশোর ব্রহ্মচারী

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চটক পর্ব্বত
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) বালিয়াটি-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রদাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible]চৈতন্য দাস

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রীমহাপুরুষ দাসাধিকারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], ভায়া নারায়ণপুর, ইউ. পি
সেবক—শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমনা রোড গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ বড় [illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী

(৩৫) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ পি।
শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বঙ্গালীঘাট, পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীসত্যব্রত দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রীনিতাইচরণ ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible]
পোঃ [illegible], জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীভজনরাম ব্রহ্মচারী

৪৫) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীব্রজগোবিন্দ দাসাধিকারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] পাণ্ডা

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
বিল্ডিং বোম্বে
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভূর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ
—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

৫১) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী

(৫২) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৫) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-প্রচার-মণ্ডপ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রীত্রিভুবনমোহন দাস ব্রহ্মচারী

(৫৮) ভাগবত-জনানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী

(৫৯) আমলি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ আমলি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ব্রহ্মচারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], ([illegible])
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

(৬২) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible]
[illegible]
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ আফিস
[illegible], [illegible] (ইউ-পি)
সেবক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ আফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:*:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৶০	।০
" ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

দৈনিক (ডাকমাশুলসহ)

বাৎসরিক	"	৫৲
৬ মাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিনয়ামৃত সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সম্বন্ধে সরল প্রণালীটি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই সংবাদিত ও পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। গ্রন্থটি পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার মূল্য মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ধামরাই, নারিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১০০টি উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টি চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের মূল্য ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ধামরাই, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক অষ্টকের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ইহার মূল্য মাত্র আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——:*:——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চতুর্দিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও সেবকখরচ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউশন, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার মূল্য মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার মূল্য মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এবং ও মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ মনোনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা, তৎপরে মোটা অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ ... এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা ... প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। ... আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ... মূল্য মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি-সিদ্ধান্তের মহৎ সংরক্ষক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদর্শময় জীবনচরিত এতাবৎকাল সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অন্তেবাসী "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু গ্রন্থাবলীর শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি ১২৪ পৃষ্ঠা এবং সচিত্র হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ মহোদয়ের গবেষণা পূর্ণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও জীবনচরিত। ইংরেজী ভাষায় ডিমাই সাইজ এক-এক মহোদয়ের গোস্বামী এবং পরিপাটী লেখনীর অদ্ভুত আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বহু চিন্তা এই খণ্ডটি, অতিরিক্ত ও আবশ্যকীয় বহু মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা। প্রথম খণ্ডটি ভক্ত অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreword) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত জীবনী ও শব্দসূচী-(Index Glossary) প্রভৃতি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সমস্ত গৌড়ীয়মঠ ও প্রচারকেন্দ্র বিশেষতঃ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	১-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১১-৩	১৩-১০	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-০৬
দমদম ,,	২-৫৮	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩ ৫০		১৮-৩	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৩-১৬	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-০১	১৯-৩৫	০-২৮
(ঐ) ছাঃ	৬-২৮	৮-৮	৯-৩৩	১৩-৫৩	১৫-৫	১৮-৫৯	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৯	১৪-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(ঐ) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৫৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০ ৪৯	১৮-১৭	২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম ,,	১২-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(ঐ) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শাখা

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৭	১১-৪	১৬-২২	১৬-৮	১৮ ৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬-৫৬	১৯-৩০	২০-৪৭	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৪০	২০ ৩	২১ ১১	৪-১০
(ঐ) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৪৬	১৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৪	৪ ১৮
দমদম		১১-৮		১ -৫৬	১৯-৯	২১-২৩	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪০	১৯-২৬	২১-৪০	২৩-২৫	৬-১৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘গৌড়ীয়’ এখান হইতে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বে শিক্ষাবিস্তার বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর গাড়ীঘাটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

রেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় জীবনের রক্ষার কাছে ইহা অমূল্য অধিক। শিরার শীর্ণ সংকুচিত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

৮৬১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
রেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র সমগ্র প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড । শ্রীমায়াপুর ১৩ই কার্ত্তিক ১৩৪৭, ৩০শে অক্টোবর, ১৯৪০ বুধবার ১৯৫তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—:(০):—

জার্ম্মাণদের আশা ভঙ্গ

জার্ম্মাণ-সীমান্ত হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, অনৈক বিশিষ্ট বুলগেরিয়ান ব্যবসায়ী কয়েকমাস বাণিজ্যাদের পর সম্প্রতি জার্ম্মাণী ত্যাগ করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গত মাসে জার্ম্মাণদের উদ্যম বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, জুলাই মাসের প্রথমদিকে জার্ম্মাণদের মধ্যে বিশেষ আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল এবং নূতনভাবে পৃথিবী বণ্টনের কথা সর্ব্বত্রই আলোচিত হইতেছিল। কোন্ দেশে বসতি স্থাপন করিলে সুবিধা হইবে মোটর-ড্রাইভার প্রভৃতি সাধারণ লোকগণ সেই আলোচনায় রত ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী আড়াই মাসের মধ্যে কয়েকটি কারণে তাহাদের এই উল্লাস লোপ পায় এবং তাহাদের মধ্যে গভীর নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। ইহার প্রথম কারণ—জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের যে তিনটি তারিখে আক্রমণ চালান হইবে বলিয়া প্রচার করা হইয়াছিল সেই তিনটি তারিখ বিফলে পার হইয়া যায়। ইংলণ্ড দখলকারীদের আশা করিয়া প্রকাণ্ড স্থানে অনেক মঞ্চ নির্ম্মাণও করা হইয়াছিল। একপক্ষকাল পরে সেগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। জার্ম্মাণদের নৈরাশ্যের অপর কারণ—বার্লিনের উপর বিমান-আক্রমণ। জার্ম্মাণীর খাদ্য-ভাণ্ডারের অবস্থা এখন পর্য্যন্ত সন্তোষজনক আছে, কিন্তু জনসাধারণ মাংস ও চর্ব্বির বিশেষ অভাববোধ করিতেছে।

উহাতে জার্ম্মাণগণ অনেকটা নিরুৎসাহ হইয়াছে। নিউ-ইয়র্ক প্রাপ্ত সংবাদ হইতে জানা যায়, তিনি জানাইয়াছেন যে, লিউনার কৃত্রিম তৈলের কারখানা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। জার্ম্মাণীর এখনও যথেষ্ট পেট্রোল হাতে আছে বলিয়া মনে হইতেছে, তবে যেকোন তৈল প্রস্তুতের অভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু ইতালীয়ানদের কার্য্যকলাপ বার্লিনে বিশেষ অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছে।

চীন ও ভারতের সৌহার্দ্দ্য জ্ঞাপন

ভারত ও চীনের মধ্যে সংস্কৃতিমূলক সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের জন্য মাননীয় ডাঃ টি, তাই আগামী ৩রা নভেম্বর তাঁহার তৃইজন সেক্রেটারী সমভিব্যাহারে রেঙ্গুন হইতে কলিকাতায় পৌঁছিবেন। তিনি এখানে একসপ্তাহকাল অবস্থান করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিবেন এবং কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

বেনগাজির উপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ

বৃহস্পতিবার দিবস ইংলিয়া ও লিবিয়ার রাজকীয় বিমানবাহিনী পুনরায় অত্যন্ত কর্ম্মব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা ইতালীয় সমরঘাঁটিগুলির উপর পুনঃ পুনঃ সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালাইয়াছিল। কাইরো হইতে প্রকাশিত সরকারী ইস্তাহারে জানা গিয়াছে যে, এক সপ্তাহের মধ্যে তৃতীয়বার কাসালার নিকট ইতালীয়দের ছাউনীর উপর আক্রমণ চালান হইয়াছিল। গুরা ও আসমারার উপর পুনরায় বোমাবর্ষণ করা হইয়াছিল। শত্রুপক্ষের সেনাবাসের উপর খুব নীচু হইতে নামিয়া বিমান-আক্রমণ চালান হয়। ইহা ব্যতীত আকোর্ডেতে রসদস্তূপের উপর ও চেরিন ও টুরে আসেবাকার্ডায় শত্রুপক্ষের লুকায়িত বিমানপোতের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল। ক্রমাগত আক্রমণকালে লিবিয়ার বেনগাজির উপর বৃটিশ বিমান হইতে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করা হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট বিমানঘাঁটিতে বন্দর বাধিবার স্থানে বিমান-আক্রমণ চালান হইয়াছিল। কয়েকবার অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। জেনারেল ইতালীয়ার পাশা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত জানাইয়াছেন যে, মিশরে বৃটেনের সুদৃঢ় সমরায়োজনের ফলে ইতালীর সেনাবাহিনী বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছে। মিশরে সমবেত বৃটিশ সেনাবাহিনীর মোট সংখ্যা হইবে আড়াই লক্ষ। কিন্তু উহা সত্ত্বেও বৃটিশ-কর্ত্তৃপক্ষ উহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তাঁহারা আরও সৈন্যপ্রেরণের উদ্যোগ করিতেছেন। বৃটিশপক্ষের এই বিরাট আয়োজনের ফলে মিশরে ইতালীয়দের সম্মুখে বিরাট অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ইহার দরুণ নূতন আক্রমণ প্রচেষ্টা বন্ধ হইবে না এবং মার্শাল গ্রাৎসিয়ানী এই নূতন আক্রমণ সুরু করিবেন।

প্রয়োজন... ১ম পৃষ্ঠায় দ্রঃ

মার্কিন রণতরী সংস্থাদের কর্ত্তা বলেন সম্প্রতি বৃদ্ধ স্বার্থ বৃটেন ও চীনের সাহায্যের পরামর্শ দিয়া মার্কিন বিমানবহরের অধ্যক্ষ মেজর জেনারেল এচ, এস, আর্নল্ড ও টাওয়ার্স যে বক্তৃতা দিয়াছেন, মার্কিন সেনা-বিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে আর কেহই ততটা স্পষ্টভাবে যুদ্ধে সাহায্য দিতে বলেন নাই। তিনি বলেন,—"বৃটেন ও চীন মার্কিনের স্বার্থ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যুদ্ধ করিতেছে।"

আর্নল্ডও দুর্গন্তিস বৃটেনে প্রেরণের উপদেশ দিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, যুদ্ধে যোগদান করিলেও নিজস্ব পর্য্যন্ত মার্কিন উহা শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারিবে না, কিন্তু বৃটেনের হস্তে অর্পণ করিলে—যে উদ্দেশ্যে তৈয়ারী হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহৃত হইবে।

—

বৃটেনস্থ মার্কিন রাজদূত

এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃটেনস্থ রাজদূত মিঃ কেনেডি পদত্যাগ করিবার আয়োজন করিতেছেন বলিয়া যে সংবাদ রটিয়াছে, তাহা সত্য নহে।

—

বিমান-আক্রমণে জার্ম্মাণীর ক্ষতি

কিভাবে বৃটেনের অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও বোমাবর্ষণ ক্রমশঃ বাড়িতেছে অর্থনৈতিক সংবাদদাতাগণের মধ্যে পার্লামেণ্টারী ... মিঃ ... ম্যানচেষ্টার ... কাহা প্রকাশ করিয়াছেন

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারের শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয় -মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, সাপ্তাহিক ১০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত ' বাংলার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা

৪। পরমার্থী -শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয় - শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবনিধানাগ্রণী অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীসংলাপকে বহুদেশ তথা বহুতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মহাজ্ঞানী মহানুভবগণ যে সকল পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার ভক্তসিদ্ধান্তপূর্ণ সুশস্ত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবরতনিষ্ঠ বরণে ও তত্ত্বরূপ সত্যকথাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ রূপপ আচার্য্যবরের 'সত্যসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ' এ গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলার্থীরই নিত্যসেব্যনীয়।

ভিক্ষা— ৷৷০ আনা মাত্র

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গ্রন্থের অভিনব বিরাট সংস্করণ কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, পয়ারানুবাদ, প্রতিপাদ্য বিষয়নির্দ্দেশ, অধ্যায়বিবরণ, স্থানসূচী প্রভৃতি সহ শ্রীগৌড়ীয়মঠ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সটীক শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, বিষয়ের আলোচ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সৌষ্ঠবময় নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীঅক্ষিণাথ ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;
অধ্যাপক শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দাস এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ৪০,
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮,
দশম স্কন্ধ— ৯,
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯,
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪,
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০ ; ২য় খণ্ড ১, ; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৪র্থ খণ্ড ৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০ ; ২য় খণ্ড—১, ; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১,
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ২,
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২,
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২,
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১,
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আলংবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৶০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১,
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) অবাঁধা) ১,
২৬। গীতার কেমন মানে ভাষা ।০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ (অনুবাদ) ২,
২৮। প্রেমবিবর্ত্ত (অনুবাদ) ।০
২৯। গোস্বামিবৃত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৷০
৩০। গৌর-বিষ্ণু-প্রিয়া ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাখ্য ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনতত্ত্ব
৪৭। সদাচারবৃত্তিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনতত্ত্ব ৶১
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৩
৫১। বঙ্গসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (অনুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণমেবক ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভিন্নঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্র ।০
৬৫। সপ্তবার শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড অব বেদান্ত ।০
৭০। সাধকতত্ত্ব ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড ।৶০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। সেতুগীতা ।০
৭৫। দি গৌড়ীয়মঠ উইথ রিভিউ ৴০
৭৬। ভি ভাগবত ।০
৭৭। এভোলিউশন অফ ভক্তিজীবন এণ্ড গীতাজয়ন্তী ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫,

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামিজ ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৯,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১৫ বর্ষ | ১৪ দামোদর ৪৫৪ গৌরাব্দ ১৩ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৩০শে অক্টোবর ইং ১৯৪০, বুধবার | ১৯৫ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ দামোদর যুত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৪

শ্রীচৈতন্যমঠে হরিকথা

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তনে মুখরিত আছে। কখন পাঠমুখে, কখন প্রশ্নোত্তরমুখে কখনও কথোপকথনমুখে প্রায় সর্ব্বক্ষণই হরিকীর্ত্তন হইতেছে। গত ২৩শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচনা হয় যে, অধোক্ষজতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবাই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও বিধেয়—এই বিষয়টী যতদিন না আমাদের স্পষ্টরূপে উপলব্ধির বিষয় হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গে ভগবৎ-কথা শ্রবণ, প্রবর্ণীয় বিষয় কীর্ত্তন, সাধুনির্দ্দিষ্ট সাত্বতশাস্ত্রের পঠন-পাঠন ও সাধুসেবনাদি কোন ব্যাপারে আমাদের আন্তরিক স্পৃহা ও উৎসাহ বিদ্যমান থাকা কখন সম্ভবপর হইতে পারে না। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যনুষ্ঠানে আমরা বাহিরে যতই আন্তরিকতা প্রদর্শন করি না কেন, অনিত্য জগতের অনিত্য দেহ ও মনোধর্ম-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আগ্রহ থাকায় আমাদের সে আন্তরিকতার কপটতা স্বতঃই প্রমাণিত হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তিনি কি করিয়া ঠিক সেই সময়ে পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইতে পারেন? একই সময়ে উভয়দিকে দৃষ্টিপাত যেমন এক ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব, একটি না একটি দিক্ পশ্চাতে পড়িবেই, সেইরূপ কৃষ্ণেতর বিষয়ে অভিনিবেশ থাকা অবস্থায় কৃষ্ণবিষয়ে অভিনিবেশ থাকা কখনই সম্ভবপর হয় না। কৃষ্ণবিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইতে হইলে কৃষ্ণেতর বিষয়ে অভিনিবেশ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা কৃষ্ণসেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতঃ কৃষ্ণবিমুখতার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া কৃষ্ণকৃপালাভে সমর্থ হইতে পারিব। কৃষ্ণসেবাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির হইলে কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি বিষয়ে জীবের ঐকান্তিক নিষ্ঠা লক্ষিত হয়। তখন জীব আর নিজ দেহ ও তৎসম্পর্কিত অন্যান্য দেহের অভাব-অসুবিধার জন্য আপত্তি দেখাইয়া কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হইবার ইচ্ছা করে না। যে সকল জীব ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তকেই একমাত্র বিপদুদ্ধারণ বান্ধবজ্ঞানে তাঁহাদের পাদপদ্মে শরণাগতি স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যবস্থা অবনতমস্তকে মানিয়া চলেন, তাঁহারাই ক্লেশমুক্ত হন। কিন্তু যাঁহারা সেই অবস্থায় বিশ্বাস স্থাপন করিবার ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া নিজেরাই দুঃখনিবারণের ভার নেন, তাঁহারা দুঃখমুক্ত হওয়া ত' দূরের কথা, আরও গভীর দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হন, এক দুঃখ দূর করিতে গিয়া শতসহস্র দুঃখ আসিয়া তাঁহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করে। সমস্ত কার্য্যকে 'আমার কার্য্য'জ্ঞানে 'আমি কর্ত্তা' এই অভিমানে করিতে যাই বলিয়া আমার অসুবিধা হয়। ইহাতে যে সর্ব্বযজ্ঞের কর্ত্তা ও ভোক্তা ভগবান্কে অস্বীকার করা হয়, তাহা আশাহীন আমরা কিছুতেই বুঝিতে চাহি না।

"সর্ব্বজীবপ্রভু ভগবান্ই জীবকুলকে রক্ষা করিতে পারেন"—এই শরণাগতিমূলক বিশ্বাসের অভাবই নাস্তিকতা বা ভগবদ্বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ যাঁহার হৃদয়ে যত পুষ্টিলাভ করিয়াছে তিনি ততই ভগবৎ-কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। ভগবৎ-কৃপার প্রতি নির্ভরতা থাকা চাই—শরণাগত হওয়া চাই। শরণাগতি না থাকিলে সেখানে শ্রদ্ধা নাই জানিতে হইবে। সম্বন্ধজ্ঞান হইতেই শরণাগতির উদয় হয়। শ্রবণ ব্যতীত সম্বন্ধের উদয় হয় না। সম্বন্ধ স্থির না হইলে অভিধেয় ও অভিধেয় স্থির না হইলে প্রয়োজনবিচার স্ফূর্ত্ত হয় না। সুতরাং সদ্গুরুমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী অনুক্ষণ শ্রবণ করিয়া তাহা নিজজীবনে পালনপূর্ব্বক অপরের নিকট কীর্ত্তন করিতে হইবে। অহর্নিশ কৃষ্ণকীর্ত্তনই সময়ের সদ্ব্যবহার। আর সবটাই প্রচার। আচারহীন প্রচারের কোন মূল্য নাই। সম্বন্ধহীনতার ন্যায় দুর্দ্দশা আর কিছুই হইতে পারে না। সম্বন্ধহীনতার অর্থ আশ্রয়হীনতা। অবলম্বনহীন নিরাশ্রয়। আশ্রয়হীনের পতন অবশ্যম্ভাবী। আশ্রয়হীন ... [illegible] ... শরের স্থান নাই, সঙ্গ নাই, আনন্দ নাই এবং সেখানে চেতনতারও সার্থকতা নাই।

গুরুকে লইয়াই ভগবানের ভগবত্তা। ভক্তিতে গুরুত্ব সব। যেখানে গুরু, সেখানেই ভক্তি, যেখানে ভক্তি সেখানেই গুরু। ভক্তিতে লঘুর কোন কথা নাই। 'আমি লঘু নই, আমি গুরু'—ইহাই সম্বন্ধজ্ঞান। লঘুর সঙ্গ ত্যাগ করা—অসৎ-সঙ্গ ছাড়িয়া সর্ব্বক্ষণ গুরুর সঙ্গ—সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে। তাঁহাদের সঙ্গফলে বাস্তবদেহের বা স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যাইবে। স্বরূপের পরিচয় জানিলে—কৃষ্ণ-সেবাই আমার কর্ত্তব্য, এই জ্ঞান হইলে কপট এই আপনা হইতেই পলায়ন করিবে। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার স্পৃহা ত্যাগ করা তত কষ্টকর নয়, যত প্রতিষ্ঠাশাপের বাসনা ত্যাগ করা কষ্টকর। কনক,কামিনী ও প্রতিষ্ঠা, এই তিনটীই ত্যাগ করিতে হইবে। "কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠাবাঘিনী, ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।" কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার কবল হইতে মুক্ত না হইলে ... [illegible]

তবেই সর্ব্বনাশ। যেখানে গুরুতে আপন-জ্ঞান, সেখানে সেই সুবুদ্ধি বা শ্রদ্ধা স্থান নাই। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ব্রজবাসী, শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ব্রজপুরী। শ্রীগুরু যাঁহারা অবগত আছেন, সেই গুরুদেবের বৈষ্ণবগণের কৃপায় শুদ্ধ সনাতন সাধিত হইতে পারে। যাঁহারা অনুগত হইয়া উঁহারা সর্ব্বদাই কৃপা করিয়া আমাদিগকে গুরুসেবা শিক্ষা দিবেন। কিভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হয়, কিভাবে গুরুপাদপদ্মের সহিত ব্যবহার করিতে হয়, যাঁহারা তাহা নিরন্তর শিক্ষা দেন, তাহা হইলে সৌভাগ্যক্রমে সদ্গুরুর সন্ধান পাইবার পথে হয়ত আমরা অগ্রসর হইতে পারিব। আবার গুরুদেব যাঁহাদিগকে নিজের করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা আমার উদ্ধারকর্ত্তা। যত গুরুবর্গ এবং মহাপুরুষপাদপদ্মে প্রণত মহাভাগবত বৈষ্ণবসকল সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে রক্ষা করেন—আমাদিগের মঙ্গল করেন। তাঁহারা সখী-গুরুদেবের কিঙ্কর। আর অর্থীর সেবক। শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ লঘু নহেন, তাঁহারও গুরু। গুরুই গুরুর সন্ধান দিতে পারেন। যাঁ'র কৃপায় গুরুর সন্ধান পাওয়া যায়, সেই বৈষ্ণবের মত দয়াল বিশ্বে কি কেহ আছে? সেই বৈষ্ণবগণের কৃপাই আমাদের সম্বল হউক; তবেই আমাদের লঘু-দর্শন বা ভোগদর্শন ঘুচিয়া সেবাদর্শন বা গুরুদর্শন হইবে।

শ্রীগুরুদেব সর্ব্বজ্ঞ। তিনি কৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী। যেখানে কৃষ্ণ, সেখানেই গুরু আছেন। কৃষ্ণ সর্ব্বত্র আছেন, আমার গুরুদেবও সর্ব্বত্র আছেন। তিনি বিভুবস্তু। তাঁহাকে ফাঁকি দিবার উপায় নাই। তাঁহাকে ফাঁকি দিতে গেলে নিজেই ফাঁকিতে পড়িব। অকুটিল হইয়া তাঁহার কৃপা চাহিলে তিনি কৃপা করিবেনই। তিনি অন্তর্যামিসূত্রে আমার অন্তর ও বাহিরের সকল খবরই জানেন। আমাদের যতই অসুবিধা থাকুক, আমরা যদি অকুটিল হই, তবে করুণাময়ের কৃপা নিশ্চয়ই হইবে। গুরুদেবতাত্মা বা শ্রৌতপন্থী হইতে হইবে। শ্রৌতপন্থা সিদ্ধান্ত করেন। শ্রৌত পথ—নম্রতার পথ। নমস্কার করিতে হইবে—কাণটা পাতিতে হইবে। তাহা হইলেই সাধুসঙ্গের সুযোগ হইবে। কাণ দিবারই সব করিতে হইবে। বর্ত্তমানে প্রভুর কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হইবে। যে পরিমাণে চরিত্রিত হয়, সেই পরিমাণে প্রভুর শ্রী দর্শন করিবার ইচ্ছা হয়—এ কথাটা মনে রাখিতে হবে। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যের দ্বারা বাস্তবসত্যের সহিত সেব্যসেবক-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারা যাবে।

নিত্যধর্ম্ম কি যুগোপযোগী

(প্রাপ্ত)

একসময় একটী শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তি এরূপ বলিয়াছিলেন—"আমি চৈতন্যদেবকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মানি। তিনি ভগবানের অংশ বা অবতারবিশেষ নহেন, তিনি সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্ই। তৎসত্ত্বেও এ কথা সত্য যে, তিনি যে বিশেষ সময়ে জগতে আসিয়া তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা সেই সময়ের পক্ষেই উপযুক্ত হইয়াছিল; কিন্তু এখন আর সেই ধর্ম্ম লোকসমাজে চলিবে না। এখনকার লোকের চিত্তবৃত্তি-অনুযায়ী, আবহাওয়া অনুযায়ী অন্য কোনপ্রকার ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন এবং তাহা বর্ত্তমানে অমুক অমুক মহাপুরুষের দ্বারা সাধিত হইতেছে।"

উক্ত ব্যক্তি তাঁহার মতস্থাপনের জন্য নানাপ্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণাও করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তব্যের সারাংশ এই যে, নানাপ্রকার বিপর্য্যয়ফলে সমাজের পারিবারিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, তথা লৌকিক ধর্ম্মকর্ম্মসমূহ বিশৃঙ্খল হইলে মানবজাতি যে অশান্তির মধ্যে পতিত হয়, সেই অশান্তি হইতে মুক্ত হইবার জন্যই ধর্ম্মের প্রয়োজন। 'শান্তি' বলিতে অবশ্য তিনি মনের তুষ্টিই বুঝেন। মন—পরিবর্ত্তনশীল। তাহার রুচি নিত্যই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পূর্ব্বে যে ব্যবস্থায় মন তুষ্ট হইত, এখন আর সে ব্যবস্থায় তাহার তুষ্টিবিধান হয় না। সুতরাং মনের রুচির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহাপুরুষগণ মানবসমাজের এই রুচি লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের ধর্ম্মমতে পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য সকলেরই সমান; অর্থাৎ বহির্ম্মুখ মানবজাতির খেয়ালী মনের তুষ্টিবিধানই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত কোন এক ভক্তের আত্মীয়নামধারী এক ব্যক্তি ঐ ভক্তটীকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। উক্ত ভক্তটী ঐ পত্রখানির যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, তাহা শ্রীগৌড়ীয় ২য় বর্ষ ১২-১৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ পত্রখানির মধ্যেও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির সমজাতীয় চিত্তবৃত্তি প্রতিফলিত হইয়াছে। উক্ত আত্মীয়নামধারী ব্যক্তিটি লিখিয়াছেন 'জগতের বিধাতা আছে কিনা জানি না, তবে মানুষ সাধ্যমত শক্তির অধিকারী হওয়ার জন্য যাহা বেশী মানি ইংরাজীতে যাহাকে বলে Time is the greatest healer—কালই সর্ব্বাপেক্ষা বড় চিকিৎসক।"

এই আত্মীয়নামধারী ব্যক্তি ও পূর্ব্বোক্ত শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তি উভয়ের সমশ্রেণীর; যদিও আপাতদৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে একটী বিষয়ে যেন বড়ই অমিল দেখা যায়। পার্থক্যটী ইহাই—মনে হয় যে, শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিটি ভগবদ্বস্তুতে বিশ্বাসী, তিনি আস্তিক, আর শেষোক্ত ব্যক্তিটি পরমেশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে সংশয়যুক্ত, এক কথায়—নাস্তিক। স্থূলদর্শনে এইরূপ একটি ভেদ উভয়ের মধ্যে দেখা গেলেও যাঁহারা পরমেশ্বরের সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতায়, অধোক্ষজত্বে ও চিন্ময়ত্বে বাস্তব আস্থাবান্, তাঁহারা জানেন যে ঐ প্রকার আস্তিকতা নাস্তিকতারই রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে।

প্রকৃতপক্ষে তাহাদের পরমেশ্বরকে স্বীকার করা বা না করার কোন মূল্য নাই। কিন্তু এই কথাগুলির মধ্য হইতে একটি সত্য আবিষ্কৃত হয় এই যে, জগতে এক শ্রেণীর ব্যক্তি আছে এবং তাহারাই সংখ্যায় অধিক—যাহারা কালের বিক্রমকে চরম শক্তির বিকাশ বলিয়া জানে, কালই তাহাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিমান্। পরমেশ্বর বলিয়া যদি কেহ থাকেন, তিনিও এই কালের প্রভাব হইতে মুক্ত নহেন অর্থাৎ কাল পরমেশ্বর অপেক্ষাও অধিক পরাক্রমশালী! কিছুদিন পূর্ব্বে কোনও সম্প্রদায়ের বর্ণহিন্দুগণ নীচজাতীয় ব্যক্তিগণকে দুর্গা গড়িয়া অর্চ্চনের অধিকার না-দেওয়ায় যে গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কোনও প্রখ্যাত সংবাদপত্রের সম্পাদক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঐ প্রকার ব্যবহারে বর্ণহিন্দুগণের বাতুলতাই প্রকাশ পাইয়াছে। কালের গতির সহিত সমতালে না চলিলে অবশেষে আত্মহত্যাই করিতে হয়। যুগের আবহাওয়ার সহিত খাপ না খাইলে ধর্ম্মের অস্তিত্ব সংরক্ষিত হইতে পারে না, ইহাই কালোপাসকগণের মত।

কিন্তু সত্যই কি ধর্ম্ম কালের অধীন? কালের সীমার মধ্যে যে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তাহা অবশ্য কালের অধীন, সন্দেহ নাই। যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা কালাধীন, যে ধর্ম্মের ফলদাতা কাল-কবলিত, যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে কালের অপেক্ষা আছে এবং যে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য বিনাশী বা নশ্বর, সেই ধর্ম্ম কালের অধীন হইবে, যুগের আবহাওয়ার অনুকূলে রূপান্তর লাভ করিবে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু যে ধর্ম্ম অনাদিকাল হইতে জীবাত্মার নিত্য স্বভাবগত ধর্ম্মরূপে প্রচলিত রহিয়াছে, কালাতীত কালের অধীশ্বর নিত্যসত্যবিগ্রহস্বরূপ শ্রীভগবান্ যে ধর্ম্মের আদি উপদেষ্টা, নিত্য অবিনশ্বর জীবের যাহা নিত্যবৃত্তি-স্বরূপ, যাহার অনুষ্ঠানে দেশকালাদির কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই, যাহার ফল নিত্য কৃষ্ণপ্রীতি, তাহা কখনও খণ্ড ও জড় কালের অধীন বস্তু হইতে পারে না। চিত্ত যাহাদের তামসিকভাবে ন্যূনাধিক সমাচ্ছন্ন, তাহারাই কালের শক্তিতে অভিভূত হইয়া কালকেই পরমেশ্বররূপে স্থাপন করে, বিভুসত্তাময় শ্রীভগবান্ ও তাঁহার ভক্তিকেও মনোধর্ম্মের অধীন করিয়া দেখিতে চাহে।

'যুগোপযোগী' এই কথাটির দুইটি অর্থ আছে। অধুনাতন বিজ্ঞানের বিজলীপ্রভা যাহাদের চক্ষে ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিয়াছে, তাঁহারা 'যুগোপযোগী' বলিতে বুঝেন নূতন নূতন বা সমাই বিভিন্ন যুগের মানবের বহির্ম্মুখ রুচি বা মনোধর্ম্মের খেয়াল অনুযায়ী রূপান্তর গ্রহণ করিয়া একটা নূতন কিছু হইয়া দাঁড়াইবে। ধর্ম্ম যখন কেবলমাত্র অন্যান্য পাঁচটা আমোদ-প্রমোদের মত বহির্ম্মুখ ভোগী মানবগণের খেয়াল-পরিতৃপ্তির বাহনবিশেষ, তখন কালের পরিবর্ত্তনে রুচির পরিবর্ত্তন হইয়া যখন যাহা ভাল লাগিবে, তখন তাহাই হইবে ধর্ম্ম। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের উপযোগিতা তখনকার যুগে ছিল, কিন্তু এখন নাই; কারণ এখন মানবের রুচি পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান্ হইতে পারেন, কিন্তু কাল যে ভগবান্ হইতে আরও এক কাঠি বড়।

'যুগোপযোগী' বলিতে যাঁহারা এইরূপ বুঝেন, তাঁহারা ভোগী, নাস্তিক। আবার শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিতগণও 'যুগোপযোগী' কথাটি প্রয়োগ করেন, কিন্তু তাঁহারা যে অর্থে উহা ব্যবহার করেন, তাহা উক্ত অর্থ হইতে স্বতন্ত্র। তাঁহারা বলেন—শ্রীচৈতন্য কালের অধীন ভগবান্ নহেন, তিনি Time-Server নহেন, তিনি বহির্ম্মুখ ভোগী বদ্ধজীবের মনোধর্ম্মের সেবক নহেন; শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মও কালক্ষোভ্য নহে, শ্রীচৈতন্য যেরূপ নিত্য, সত্য ও সনাতন, তাঁহার ধর্ম্মও সেইরূপ নিত্য, সত্য সনাতন। ভগবান্ কালাধীন বস্তু নহেন বলিয়া তিনি যেমন কালের হাওয়ায় পরিবর্ত্তনশীল মানবগণের খেয়াল-অনুযায়ী কখনও প্রয়োজনীয়, কখনও অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়েন না, তাঁহার ধর্ম্মও তদ্রূপ কখনও 'সচল' কখনও 'অচল' হয় না।

তবে যে নিত্যধর্ম্মকে কখন কখন 'যুগোপযোগী' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়,

তাহার অর্থ এই যে, বাস্তবসত্যের কোন প্রকার অবহানি না করিয়া, সত্যের মধ্যে মিথ্যার খাদ মিশাইবার চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র যে প্রকারে উহাকে বিভিন্ন কালের বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট মানবসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিবার প্রয়াস হয়, তাহাকেই 'যুগোপযোগী ভাব' বলা যায়। সমাজনীতি, রাজনীতি, পারিবারিক জীবন-যাত্রানীতি, ব্যষ্টি তথা সমষ্টিগত ব্যবহার ও লোকনীতি, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতির পরিবর্ত্তন ও উন্নতি বা অবনতি কালপ্রবাহের আবর্ত্তনের সহিত যুগে যুগে সাধিত হইয়া থাকে। সেই সকল পরিবর্ত্তন, উন্নতি ও অবনতির সহিত মানবের রুচি ও গ্রহণশক্তি প্রভৃতির পরিবর্ত্তন হয়। সনাতনধর্ম্ম প্রচারকগণ এই পরিবর্ত্তন ও উন্নতি-অবনতি প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া যে প্রণালী অবলম্বন করিলে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন মানবের পক্ষে সত্যের নিগূঢ়তত্ত্বে প্রবেশলাভ করিবার সুবিধা ও সুযোগ হইবে, সেই প্রণালী গ্রহণ করিয়া থাকেন। উহাতে সনাতনধর্ম্মের মূলসত্যের ব্যাপ্য, আচরণীয় ও প্রচার্য্য বিষয়গুলির কোন পরিবর্ত্তন হয় না, কেবলমাত্র উক্ত সাধারণ লোক-সমাজে প্রচারের প্রণালীটির নানা-প্রকার বৈচিত্র্য দেখা যায়, কাজেই নিত্যধর্ম্ম যুগোপযোগী হয় না; যুগোপযোগী হয় তাহার প্রচারের প্রণালীটী।

অবশ্য এই প্রচারপ্রণালীও বহির্ম্মুখ মানবসমাজের রুচি বা খেয়াল-অনুযায়ী গৃহীত হয় না। নবযুগের মানবসম্প্রদায় যদি এরূপ আব্দার করেন যে, যেহেতু বিংশ শতাব্দীতে বহুপ্রকার মনঃকর্ষণ সাধন যানাদি, গ্রামোফোন, বেতারযন্ত্র, থিয়েটার, চলচ্চিত্র প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, বাঙ্গলাভাষার বহু সৌষ্ঠব সাধিত হইয়াছে, সুতরাং এখন আমরা আর সেই পুরাতন প্রণালীতে পুরাতন 'পদাবলী-পুঁথি' শুনিব না, আমরা এইগুলি হরিকথা-শ্রবণের বাহন করিয়া লইব—তাহা হইলে ঐরূপ আব্দারে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারকগণ কখনই কর্ণপাত করিবেন না। শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচারপ্রণালীও একমাত্র শ্রীচৈতন্যবাণীবিগ্রহ মহাজনগণই নির্দ্দেশ করিবেন, অন্যে নহে।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের উৎসব-পঞ্জী

——:o::——

গত ১৮ই অক্টোবর, শুক্রবার শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক ও গুরুবন্দনা-কীর্ত্তনাদির পর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে শ্রীমহাপ্রভুর বায়ুরোগচ্ছলে কৃষ্ণপ্রেমের বিকারপ্রকাশ, তদ্দ্বারা বহির্ম্মুখলোকবঞ্চনা এবং নিজজনগণকে আত্মপরিচয়প্রদান ইত্যাদি প্রসঙ্গ পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীমঠ হইতে একটী বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন বহির্গত হইয়া তদবধি নফরচন্দ্র স্ট্রীট, টিকাটুলী, বেলঘোস রোড্, সেগুনবাগান, পুরাণাপল্টন, শান্তিনগর, নবাবপুররোড্, কাপ্তানবাজার, বনগ্রাম, ওয়ারী, মদনমোহন বসাক রোড্ প্রভৃতি স্থলে পরিভ্রমণ করেন। অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠী-সভায় শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ সাধু ও অসাধুর চরিত্রের পার্থক্য, বদ্ধজীবের প্রতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ এবং সাধুসঙ্গাশ্রয়ে অনায়াসে উহাদের জয়ের কথা-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটি শ্লোক ব্যাখ্যা করেন; অসুরবংশের উৎপত্তি ও পরিণতিসম্বন্ধেও অনেক কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনকারীর ধর্ম্মার্থকামমোক্ষবাঞ্ছা থাকে না, কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত নামসঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন হইতে পারে না এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জীবের প্রতি কৃপা করিয়া ভাগবত-রসাস্বাদনের জন্য যে দশমূলনির্য্যাস পান করিবার উপদেশ দিয়াছেন, সেই দশমূলতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় ব্যাখ্যা করেন। তিনি সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন

গত ১৯শে অক্টোবর শনিবার শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরুবন্দনা কীর্ত্তন হয়। পরে শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী সেবাব্রত প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড তৃতীয় অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর মঠ হইতে নগর-সংকীর্ত্তনমণ্ডলী বহির্গত হইয়া মদনমোহন বসাক রোড্, বনগ্রাম রোড্, গোয়ালনগর, টাকারহাট্টা, মহাজনপুর, টানাখোলা, দক্ষিণ মৈশণ্ডি ইত্যাদি পরিভ্রমণ করেন। অপরাহ্ণে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ যুক্ত ও ফল্গুবৈরাগ্য, শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য, ভক্তভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবতের কৃপা, নামব্রহ্মের মহিমা বৈকুণ্ঠশ্রবণের কৃপা ব্যতীত যে সমস্ত জীবনধারণ নিরর্থক, সেবোন্মুখ যে জীবের আত্মবিনাশের কারণ, সেবোন্মুখকর্ণে হরিকথা শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ধারণ না করিলে যে তাহা অন্তরে বিমুখতা বা বাহ্যিকতার ইত্যাদি প্রসঙ্গের বহু কথা কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিক ও কীর্ত্তনাদির পর শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

২০শে অক্টোবর রবিবার দিবস উষঃকালে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক, গুরুবন্দনা ও মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনের পর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ পরমারাধ্যতম শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের 'মঠসেবক-গণের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে আদেশ পাঠ করেন এবং সকলকে বুঝাইয়া দেন। তারপর 'দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব', 'ভাবনা ভাবনা মন তুমি পতিত হই' ইত্যাদি পদ কীর্ত্তন হয়। অতঃপর মঠবাসী ভক্তগণ বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন সহ মদনমোহন বসাক রোড্, মালীটোলা, তাঁতিবাজার গলি, আশাবিটোলা, নয়াবাজার, হাসপাতাল রোড্, বংশীবাজার, মোগলটুলী, মৌলবীবাজার, বাবুর বাজার, ইসলামপুর, পাটুয়াটুলী, রাজার দেউরী, কোর্টহাট, জনসন রোড্, লালচাঁদ মুকিমের গলি, দক্ষিণ মৈশণ্ডি ইত্যাদি পরিভ্রমণ করেন। অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠী-সভায় শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ চেতনের পঞ্চপ্রকার ক্রমবিকাশসম্বন্ধে উপদেশ করেন। সভায় শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ প্রভু ভক্তিরসামৃত পাঠ করেন।

গত ২১।১০।৪০ সোমবার তারিখে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরু-বন্দনা কীর্ত্তনাদির পর মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য খণ্ড ৫ম অধ্যায় হইতে শ্রীমহাপ্রভুর ভাবাবেশ ও বরাহাবেশে কাশীর মায়াবাদী প্রকাশানন্দের প্রতি ক্রোধপ্রকাশ-লীলা ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীমঠ হইতে একটি বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন বহির্গত হয় এবং ওয়ারি, টিকাটুলী, মিশনরোড্, হাটখোলা, গোপীবাগ ইত্যাদি স্থান ভ্রমণ করেন।

অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠী-সভায় শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ গায়ত্রীর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া মঠসেবকগণকে বুঝাইয়া দেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবন্দনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'শ্রীসনাতন-শিক্ষা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::o::——

শ্রীযোগপীঠে হরিকথা

গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে আচার্য্যাসনস্থ চক্রবর্ত্তী পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সংকীর্ত্তনমুখে ঊর্জ্জব্রত পালন করিতেছেন। শ্রীপাদ হরিবিনোদ দাসাধিকারী ও অন্যান্য ভক্তগণ প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত, অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা এবং সন্ধ্যার পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত ভক্তগণ শ্রীধামদর্শনার্থ আগত জনগণের নিকট শ্রীধামের মাহাত্ম্য ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপার করুণার কথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ২৫শে অক্টোবর শুক্রবার অপরাহ্ণে গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে কপিলের মাতে বিতাড়িত হইয়া জননীর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশাবলী প্রাঞ্জলভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

ময়মনসিংহ জেলায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ প্রণতকরুণ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী পাবনা জেলার বিভিন্নস্থানের প্রচারকার্য্য শেষ করিয়া গত ১১।১০।৪০ তারিখে ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন। তথা হইতে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের স্বনামপ্রসিদ্ধ অ্যাডভোকেট ও জমিদার শ্রীযুক্ত উজ্জ্বলদাস চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের সাদর আহ্বানে ১২।১০।৪০ তারিখে পার্টিসহ কিশোরগঞ্জ, গুজাদিয়া গ্রামে তাঁহার কাছারী-বাড়ীতে উপস্থিত হন। তথায় যথাক্রমে উক্ত কাছারীবাড়ীতে ও স্থানীয় শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সংকার মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে [illegible] ও [illegible] হইতে [illegible] পাঠ হয়। প্রত্যহই পাঠে বিশেষ [illegible] সমাগম হয়।

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ(রাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীঅখণ্ডন ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১০

সেবক—শ্রীপ্রমোদ দাসাধিকারী

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনন্দনন্দন ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীপ্রেমদ দাসাধিকারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীশ্রীবাসদাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গোদ্রুমপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাউতারা শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীগোবর্দ্ধনদাস বাবাজী

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

(১৮) [illegible]-আশ্রম

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

সেবক—শ্রীজ্যোতিঃকণাভূষণ ব্রহ্মচারী

(২০) সদেশ-পণ্ডিতের পাট

চাঁপাহাটি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

সেবক—শ্রীরাধাকিশোর ব্রহ্মচারী

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠ

সেবক—শ্রীরাধাচরণ ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চটকপর্ব্বত

সেবক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(২৩) ঢাকা গৌড়ীয়মঠ

বাহিরা পোঃ [illegible], ঢাকা।

সেবক—শ্রীনরহরিপ্রভু দাসাধিকারী

(২৪) গোপালজীউমঠ

[illegible]পুর, পোঃ ঢাকা

সেবক—শ্রীনবীনদাস ব্রহ্মচারী

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মুক্তাগাছা, পোঃ ময়মনসিংহ

সেবক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রীমহাপুরুষ দাসাধিকারী

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

সেবক—শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা।

সেবক—শ্রীপদ্মলোচন দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

গয়া রোড গয়া

সেবক—শ্রীনন্দগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮/১১ [illegible], বেনারস সিটি

সেবক—শ্রীসেবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

সেবক—শ্রীরূপ দাস ব্রহ্মচারী

(৩৫) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible] ইউ পি।

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible] পোঃ মথুরা

সেবক—শ্রীবনগোপাল ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible] শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা

সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

[illegible]পুর, বৃন্দাবন

সেবক—শ্রীসত্যব্রত দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

সেবক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

সেবক—শ্রীরাধাচরণ ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪৩) মদনমোহন বিহারী মঠ

[illegible], মথুরা।

সেবক—শ্রীসনাতনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) গোবিন্দবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীদিনকর ব্রহ্মচারী

(৪৫) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, [illegible], (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী

সেবক—শ্রীরঘুচরণ দাস

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, [illegible]

[illegible]

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গুণ্টুর গোদাবরী মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) বরাহগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

(৫১) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible] মঠ

সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কুমারেশ্বর, পুরী

সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

সেবক—শ্রীশৈলেশ্বর গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীত্রিভুবনমোহন দাস ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ

চিতলিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

সেবক শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible] প্রপন্নাশ্রম

পোঃ [illegible] (বঙ্গদেশ)

সেবক—শ্রীপ্রবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (আসাম)

সেবক—শ্রীজয়তারণ ব্রহ্মচারী

(৬২) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

সেবক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, [illegible]

[illegible], [illegible], ৪ ৫

সেবক—কুমারীবিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

সেবক—শ্রীগিরিধারীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বৃন্দাবন, [illegible] ইউ-পি

সেবক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যার্ণব গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,

বহরমপুর (গঞ্জাম)

সেবক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,

মায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ, পি)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) শ্রীধরঅঙ্গন

সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক

সেবক—শ্রীভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীভাবগ্রাহী ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয়বারের জন্য	পরবর্তী বিজ্ঞাপনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয়বারের জন্য	পরবর্তী বিজ্ঞাপনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	২০৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৩ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সঙ্গ সরল প্রণালীটি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত ও পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সরল ও সরস। প্রচ্ছদপট পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—সত্যা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ বরালী, বারিশা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক আখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের হৃদ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ৮০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—সত্যা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ বরালী, বারিশা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত ... শ্রীল আচার্য্যদেবের লিখিত "গৌরব" নামক প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও লেখাপড়ার খরচ মাসে মাত্র ৯৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউশন,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত ; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ 'ধর্ম্মপ্রবাসী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যালোকপ্রাপ্ত মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শেষ দান পাঠককে প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক ... সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে ... শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, ... প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। ... প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। ... আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ... ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীনন্দকিশোর ... শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

—·—::•::— —

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে [illegible] ভক্তি প্রচারের মূল [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অলৌকিক জীবনচরিত্র এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু [illegible] পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্গের [illegible] "গৌড়ীয়" [illegible] মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যাবিনোদ [illegible] "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের গ্রন্থাবলীর নিরপেক্ষ [illegible] হইয়াছে। [illegible] হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার প্রকাশবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ্

কলিকাতা ছাঃ	৬-৫৬	৬ ২১	৭ ১৪	১১-০	১৩-১৬	১৬-২৬	১৭-৫৬	২২-২৬
নৈহাটী	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩ ৫০		১৮-৩	২২-৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৭	৮ ১	৯-১৮	১০-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৫৫	০-৫৮
রাণাঘাট ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১২-৩৩	১৫ ৭	১৮-৭১	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৯	১২-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(রেল) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭ ৪৮	১০ ৪৯	১৮-১১	২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৬
নৈহাটী ,,	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১১ ২৮
(রেল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

প্রতিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৮-২২	১৬-৮	১৮-৩৩		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৫২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১		
ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬-৫৬	১৯-২০	২০-৪৭	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২-২৬	১৫-৪০	১৭-৩০	২০ ৩	২১-১৯	৪-১০
(রেল) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	১৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৪	৪-১৮
নৈহাটী		১১-৮		১৭-৫৩	১৯-৯	২১-২৮	২৩-৭	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৫০	২৩-২৫	৬-১৬

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত [illegible] মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এবং এ মহোদয়ের গবেষণাবহুল এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল [illegible] করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও অপ্রাকৃত জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই গ্রন্থ, অভিনব ও অদ্বিতীয় এবং মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় [illegible] সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের মুখবন্ধ (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫. পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(•):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে তত্ত্ব ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] অত্যন্ত অধিক। [illegible] এবং নূতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸৴০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর—১৫ই কার্ত্তিক ১৩৪৭, ১লা নভেম্বর, ১৯৪০ শুক্রবার ; ১৯৬তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::(o)::—

আয়ার্ল্যাণ্ডে নিরপেক্ষতা রক্ষা

মিঃ ডি ভালেরা আয়ার্ল্যাণ্ডের নিরপেক্ষতা রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আয়ারে (আইরিশ ফ্রি ষ্টেট) এখনও জার্ম্মাণ এবং ইটালীর রাজদূত অবস্থান করিতেছেন। তাহাদিগের সম্বন্ধে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে, তাহা যথেষ্টের অধিক নহে। [illegible] আলোর ব্যবস্থা করে। অবশ্য দেশবিরোধী কার্য্যকলাপের উপর কর্তৃপক্ষ সর্ব্বদাই কড়া নজর রাখিয়াছেন।

মোটের উপর আয়ারে জনসাধারণ যুদ্ধের কথা মোটেই ভাবে না, স্থির বিশ্বাসে নিরপেক্ষতার উপরেই তাহারা নির্ভর করিয়া আছে। যতদিন সম্ভব শান্তির আবহাওয়া বজায় রাখিতে তাহারা বদ্ধপরিকর। খাদ্য বা তৈলের ব্যবহারের পরিমাণ সম্পর্কে সেখানে কোনও বাঁধা ধরা নিয়ম নাই। যে কোন দ্রব্য ইচ্ছানুরূপ পরিমাণেই পাওয়া যায়।

নিজেদের আত্মরক্ষা ব্যবস্থার উপর আয়ার-গভর্ণমেন্টের প্রচুর আস্থা আছে। সাধারণ অবস্থায় আয়ার্ল্যাণ্ডের সৈন্যসংখ্যা ২৭,০০০, ব্রিটেনের দেশরক্ষী (হোমগার্ড) দলের মত স্থানীয় নিরাপত্তা-রক্ষা-বাহিনী (লোকাল সিকিউরিটি ফোর্স) নামক সৈন্যদল গঠিত হওয়ায় এই সংখ্যা গত কয় মাসের মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়া ২,০০,০০০ হইয়াছে।

অস্ত্রাদি নির্ম্মাণসম্পর্কে পরামর্শকমিটি গঠন

একখানি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ হইয়াছে যে, ভারতসরকার কলিকাতার অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেলকে পরামর্শ দিবার জন্য ছয়জন ব্যক্তি লইয়া একটী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ভদ্রলোকগণ ঐ কমিটিতে কার্য্য করিতে সম্মত হইয়াছেন—টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর স্যার আর্দেশীর দালাল, মার্টিন কোং'র মিঃ বীরেন মুখার্জ্জী, ম্যাকলয়েড কোং'র মিঃ এইচ এইচ বার্ণ, ব্রাথওয়েট কোং'র মিঃ এইচ, ডব্লিউ টি কেটন ও জেসপ কোং'র মিঃ পি এফ এস ওয়ারেণ।

———

বৃটিশ নৌ ও বিমান বহরের আক্রমণ

নৌ-বিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ নৌ-বহর ডানকার্কের উপর গোলাবর্ষণ করিলে সেখানে আগুন ধরিয়া যাইতে দেখা যায়। সম্ভবতঃ যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

গত ১৩ই তারিখ রাত্রিতে জার্ম্মানীতে সামরিক লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপর বৃটিশ বিমানবহরের আক্রমণের বিস্তৃত বিবরণে প্রকাশিত হইয়াছে যে, বিদেশে বৃটিশ বিমান-বহর চার ঘণ্টাকাল আক্রমণ চালাইয়াছে, বহু বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ম্যাগডেবুর্গ, [illegible] বার্লিন ও গেলসেন-কার্চেনের তৈল শোধন কারখানা এবং তৈল ভাণ্ডার ছাড়া হামবুর্গ, [illegible]-বুর্গের ডক, [illegible], কোলন, [illegible], [illegible], মুন্সের এবং মুন্সেরের উপর আক্রমণ চালান হয়। জার্ম্মানীতে ২০টি বিভিন্ন রেলওয়ে কেন্দ্রের উপর বোমা বর্ষিত হয়। মুন্সেরের নিকট সমর-সম্ভারবাহী একটী ট্রেনের উপর বোমা পড়ে। জার্ম্মানী এবং হল্যাণ্ডের বিমানঘাঁটিসমূহের উপর আক্রমণ চালান হয়।

একটি টর্পেডো-বোটের জেটী এবং এবং নৌ-শিক্ষালয়ের উপরও বোমা পড়ে। এন্টোয়ার্পের উপর বিমান চালাইবার সময় রেলওয়ে সাইন ও মাল গুদামের উপর বোমা পড়ে। [illegible], ফ্লাসিং, [illegible], কালে, বোলন এবং দোনকার্কের ডকের উপরও বৃটিশ বিমানসমূহ হানা দেয়। সর্ব্বত্র প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

তিনটি জার্ম্মাণ-বিমান ধ্বংস

[illegible] ১৩ই অক্টোবর রাত্রিতে বিমানধ্বংসী কামানের আঘাতে একটী দুই ইঞ্জিনবিশিষ্ট জার্ম্মাণ বোমারুবিমান ধ্বংস হইয়াছে। বিমানটিতে এককালীন ভীষণভাবে আগুন ধরে এবং একজন বৈমানিকও রক্ষা পায় নাই। লণ্ডনের উপর সমগ্র আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। জার্ম্মাণ বিমানগুলি মেঘের উপর হইতে নির্ব্বিচারে বোমাবর্ষণ করে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলের দিক হইতে কয়েকটী জার্ম্মাণ বিমান খুব নীচু দিয়া লণ্ডনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু বিমান-বিধ্বংসী কামানের তীব্র গোলাবর্ষণে উহারা বোমাগুলি একটি সহরের বসবাস অঞ্চলের উপর নিক্ষেপ করিয়া উপকূলের দিকে চলিয়া যায়।

বৃটেনের উপর বিমান-আক্রমণের সময় আরও দুইটি জার্ম্মাণ বোমারু-বিমান ধ্বংস হইয়াছে। একটি ধ্বংস হয় উত্তর ওয়েলস্-এর নিকটে। স্কটল্যাণ্ডের নিকটে তিনজন বৈমানিকের মৃতদেহ দেখা যায়। অপর বিমানটি বিমানধ্বংসী কামানের গোলার আঘাতে জখম হয়, পরে উহা ধ্বংস হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলের একটি সহরের নিকটে পতিত হয়। সম্ভবতঃ কয়েকজন বৈমানিক নিহত হইয়াছে।

তব্রুকের উপর বৃটিশ-বিমানের হানা

রোমের একটী ইস্তাহারে স্বীকার করা হইয়াছে যে, বৃটিশ বিমানবহর তব্রুকের উপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করে। [illegible] ও অগ্নিপ্রজ্বালক বোমা বর্ষিত হয়। অতঃপর ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, [illegible] সেতু ধ্বংস হইয়াছে এবং কয়েকটী বৃহৎ অট্টালিকার ক্ষতি হইয়াছে। মাসোয়ার উপর কয়েকটী বোমা বর্ষিত হয়। অতঃপর বৃটিশ বিমান-বহর [illegible] (আবিসিনিয়া) উপর বোমাবর্ষণ করে।

এক টাকার নোট সম্পর্কে নূতন ব্যবস্থা

ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, বাজারে [illegible] এক টাকার নোট মুদ্রিত করা যায়, তাহার [illegible] করিতেছেন। যাহাতে [illegible] নোট ছাপাইতে না [illegible] তজ্জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইতেছে।

———

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩৷৹ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—বর্ত্তমানে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] একমাত্র সাপ্তাহিক বাংলা পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—[illegible] বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় [illegible] কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] গৌড়ীয়বিদ্বজ্জনগণের অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের পূর্ব্বাচার্য্য [illegible] জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখোক্ত সদুপদেশ তথা দেশের [illegible] শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী [illegible] যে সকল আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহার [illegible] এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীমৎ রূপানুগবর্য্যগণের [illegible] সমালোচনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয় [illegible] আচার্য্যবর্যের [illegible] অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ [illegible] আত্মমঙ্গলকামীরই পাঠযোগ্য।

ভিক্ষা—৸৹ আনা মাত্র

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গ্রন্থের [illegible] বিরাট সংস্করণ ক্রমশঃ, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] প্রভৃতি সহ গৌড়ীয়মঠ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত 'শরণাগতি' [illegible] ব্যাখ্যা ও সূচীসহ [illegible] গৌড়ীয়মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৴৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর ব্রজবাসী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত [illegible] এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—প্রথম ... ৷৹
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ... ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ... ৯৲
২। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত (অমৃতা) ... ৯৲
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ... ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অমৃতা) ... ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড; ৪র্থ খণ্ড ৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ... ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ... ১৷৹
৯। বৈষ্ণবতত্ত্ব ... ৩৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ... ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (টীকা) ... ৩৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (টীকা) ... ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ... ৸৹
১৪। নামকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ... ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বিবৃত তত্ত্ব ... ৷৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ... ৷৹
১৭। বৈষ্ণবোপনিষৎ ... ৷৹
১৮। ব্রাহ্মণ-আদর্শ ... ৷৹
১৯। ভক্তিবিবেক ... ৷৹
২০। গৌড়ীয় গৌরব ... ৷৹
২১। গৌড়ীয়সাংস্কৃতি ... ৷৹
২২। ভজন রহস্য ... ৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক টীকা ... ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ... ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) অমৃতা ... ১৲
২৬। গীতার [illegible] ... ৷৹
২৭। প্রাকৃতরসশত দূষণী (সাপ্তাহিক) ... ১৲
২৮। [illegible] (সাপ্তাহিক) ... ৷৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (টীকা) ... ৸৹
৩০। দীন-হিন [illegible] ... ৷৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ... ৸৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (টীকা) ... ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ... ৷৹
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ... ৷৹
৩৫। গীতমালা ... ৴৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ... ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ... ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ... ৹
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ... ৹
৪০। শরণাগতি ... ৴৹
৪১। গীতাবলী ... ৴৹
৪২। শ্রীকৃষ্ণের পরিক্রমা ... ৷৹
৪৩। সাধনচত ... ৴৹
৪৪। [illegible] ... ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। [illegible]
৪৮। অনাদিকল্পতরু (নবম সংস্করণ) ... ৴১০
৪৯। [illegible] ... ৶৯
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ... ৬
৫১। ব্রজমণ্ডলচিত্র ... ৷৹
৫২। হরিভক্তি (সাপ্তাহিক) ... ৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ... ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ... ৷৹
৫৫। সমস্তকাব্যমী বা [illegible] ... ৹
৫৬। [illegible] ও [illegible] ... ৶৹
৫৭। উপনিষৎ (সাপ্তাহিক) ... ৷৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ... ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ... ৶৹
৬০। মায়াবাদী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার ... ৷৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible] ... ৷৶
৬৩। শ্রীকৃষ্ণবিজয়সূত্রম্ ... ৷৹
৬৪। [illegible] ... ৷৹
৬৫। সংস্কার দিগ্দর্শন ... ৶৹
৬৬। গৌড়ীয়বৈষ্ণবদর্শন ... ৴৬
৬৭। মায়াবাদখণ্ডন ... ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ... ৷৹
৬৯। এ [illegible] ... ৷৹
৭০। [illegible] ... ৴৹
৭১। বেদান্ত—[illegible] ... ৷৹
৭২। [illegible] ... ৶৹
৭৩। [illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ... ৷৹
৭৪। বেদান্তীতত্ত্ব
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
৭৬। [illegible]
৭৭। [illegible] ... ৷৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ... ১৷৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১ম খণ্ড) ... ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ... ৷৹
৮১। সাধন-পথ
৮২। প্রবাস-গ্রন্থ ... ৹
৮৩। গীতাবলী ... ৹
৮৪। শরণাগতি ... ৹

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ... ৶

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ | ১৬ দামোদর ৪৪৪ গৌরাব্দ ১৫ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৭, ১লা নভেম্বর খৃঃ ১৯৩০ শুক্রবার | ১৯১ তম সংখ্যা।

"যেখানে হরিকথা নাই, সেস্থল যতই আত্মীয়-স্বজন-বেষ্টিত হউক না কেন, যতই বাসের সুবিধাজনক হউক না কেন, সেই সকল স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ দামোদর নিধি সর্বোত্তমাশ্রী গৌরাব্দ ৪৪৪

পূর্ণ দীক্ষা বা মন্ত্রসিদ্ধি

জড় কখনও চিৎ হয় না

মন্ত্রসিদ্ধিকালে অপ্রাকৃতানুভূতি লাভ হয়। দীক্ষা—দিব্যজ্ঞান বা অপ্রাকৃতানুভূতি অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান বা যোগপথের পথিক থাকাকালে লাভ হইতে পারে না। দীক্ষাভাবের দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানের অনুসরণ নহে, পরন্তু তাহা দীক্ষাবাধ। পাপ ও পুণ্য—উভয়ই যে প্রাকৃত, তাহা দীক্ষাভিনয়কারী ব্যক্তিগণ প্রকৃত দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানলাভের অভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন না। কর্মকাণ্ডীয় দীক্ষায় অপ্রারব্ধ পাপ কিয়ৎপরিমাণে ক্ষয় হইলেও পাপবীজ ও অবিদ্যা নষ্ট না হওয়ায় পুনরায় পাপে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। জ্ঞান বা যোগদীক্ষায় অপ্রারব্ধ পাপ পাপবীজের সহিত বিনষ্ট হইলেও প্রারব্ধপাপ ও অবিদ্যা ধ্বংস না হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে আত্যন্তিক ক্লেশের নিবৃত্তি হয় না। এইজন্যই শাস্ত্রে জ্ঞানিগণের প্রারব্ধ পাপভোগ ও পুনরাবৃত্তির কথা শুনা যায়। কিন্তু ক্লেশঘ্নী বৈষ্ণবী দীক্ষার প্রভাবে সমগ্র পাপমূল উৎপাটিত হইয়া থাকে; তবে যে অনেকক্ষেত্রে বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির প্রারব্ধ কর্মভোগ বা পাপপ্রবৃত্তি প্রতীয়মান হয়, উহা উৎপাটিত মূল বৃক্ষের সজীবতা লক্ষণের ন্যায় অর্থাৎ যেমন বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইলেও কিছুকাল পর্যন্ত তাহাতে সজীবতার চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে তদ্রূপ। শ্রীল আচার্যদেব বলিয়াছেন, "অনন্যভাক্ ভক্তের ক্রিয়া ভর্জিত-বীজ সদৃশ প্রায়। Switch off হওয়া গেলেও Electric fanএর কিছুক্ষণ ধরিয়া যে ঘূর্ণন দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত Switch onএর অবস্থা এক নহে।"

দীক্ষিত ব্যক্তি কখনও প্রাকৃত থাকিতে পারেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তাঁ'রে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁ'র চরণ ভজয়॥

(চৈঃ চঃ)

সর্বাত্মসমর্পণ ও দিব্যজ্ঞানের সিদ্ধিতে অপ্রাকৃত দেহ বা চিদানন্দ সিদ্ধদেহের প্রকাশ হয়। প্রাকৃত দেহ অপ্রাকৃত হয় না। জড় কখনও চিৎ হয় না; পরন্তু স্বরূপদেহের প্রকাশ হইয়া থাকে। শ্রীগুরুদেব—অপ্রাকৃত। তিনি যখন আত্মসমর্পণকারী ভক্তকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তখন তাহাকে 'আত্মসম' অর্থাৎ 'অপ্রাকৃত' করিয়া থাকেন। যিনি শিষ্যকে আত্মসম অর্থাৎ অপ্রাকৃত করিতে পারেন না, সেই গুরুব্রুব নিজেই অপ্রাকৃত নহেন, জানিতে হইবে। যিনি সদ্গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ না করায় অপ্রাকৃত হইতে পারিলেন না, তাঁহার দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান হয় নাই। তিনি কখনও অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবার অধিকার পাইবেন না। কারণ, 'নাদেবো দেবমর্চয়েৎ' এই ন্যায়-অনুসারে প্রাকৃত কখনও অপ্রাকৃতের সেবা করিতে পারে না। অপ্রাকৃতের লক্ষণ এই যে, তাঁহার অস্মিতা প্রাকৃত রাজ্যের কোন বস্তুতে নাই। দেহ ও মনোধর্মের কোনও প্রাকৃত অভিমানে 'অপ্রাকৃত' বাধ্য নহেন। অপ্রাকৃত যখন প্রাকৃত অস্মিতায় প্রাকৃত মনের দ্বারা বিচরণ করেন না, তখন তাঁহার প্রাকৃত অভিমানও থাকিতে পারে না অর্থাৎ 'অপ্রাকৃত' সেবাসুখ প্রাপ্ত হওয়া পূর্ব্ব ইতিহাস বা 'আমি শূদ্র, আমি ব্রাহ্মণ, আমি অমুকের পুত্র, আমি অমুক দেশবাসী' প্রভৃতি যাবতীয় প্রাকৃত ইতিহাসের হস্ত হইতে নির্মুক্ত হন। অপ্রাকৃত শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে ঐরূপ প্রাকৃত অভিমানে লিপ্ত থাকিবার পরামর্শ না দিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণদাস্যসূচক নাম প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার নিকট নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহার নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের বৃত্তি কৃষ্ণদাস্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহার পুনর্জন্ম বিধান করেন। দীক্ষিত ব্যক্তি এইরূপে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে প্রতিক্ষণ 'দীক্ষা' প্রাপ্ত হইয়া যখন সাধনের যাজন করিতে করিতে সম্বন্ধজ্ঞানে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং প্রয়োজন সম্পত্তিলাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন, তখন তাঁহার দীক্ষার পরিপূর্ণতা সাধিত হয়। জীব সদ্গুরুচরণ হইতে মন্ত্র প্রাপ্ত হইবার মুহূর্ত্ত হইতে দিব্যজ্ঞানলাভের পথের পথিক হন। দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানলাভ অর্থাৎ সদ্গুরুর নিকট প্রপত্তি স্বীকার না করা পর্যন্ত পাপ পাতকাদি লোকের ভগবদ্বহির্মুখতার পথে যাইবার সম্ভাবনা। প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র কলেজের Roll Bookএ নাম Registry করিবার অধিকার পাইয়াই যদি মনে করেন, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি, তাহা হইলে তাহার ভাবী উন্নতির পথ বন্ধ হইয়া যাইতে আর কিছুই বাকী থাকে না। প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রকে কলেজে ভর্ত্তি করিয়া উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ তাহাকে উচ্চ শিক্ষা-লাভের অধিকার দেন মাত্র। সেই অধিকার লাভ করিয়া ছাত্রকে পাঠ্যক্রম-সংকারে নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করিতে হইবে অর্থাৎ জীব শ্রীগুরুদেবের নিকট উপনীত হওয়ার পর হইতে বিশুদ্ধ [illegible] গুরুসেবা, সদ্গ্রন্থপাঠ, [illegible] ও সমিতিতে [illegible] সাধনভক্তির দ্বারা [illegible]

কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচে জঞ্জাল॥

কাহারা সাধ্য ভাবভক্তি ও তৎপরিপকাবস্থা প্রেমভক্তি লাভ করবেন। সেই সাধন-প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম; লাভ ক'রবার সৌভাগ্য হ'লে তাহার সম্বন্ধি বা পূর্ণ দীক্ষালাভ ঘটিবে।

শ্রীল আচার্যদেব ব'লছেন—"যখন সংসার করে দুখ হয়, তখন জীব গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে। [illegible] গুরুদেব নিজজনের সহিত আমার হয় শরণাগত হ'লে—আকিঞ্চন ও [illegible] আর করবে। [illegible] বাসনার জীবের [illegible] ঠাকুরদেবার পূজা দিন্। [illegible] জানতাম এক নয় [illegible] সেই আবরণ নয় বাধা দেয় না। যিনি দীন হ'য়েছেন, বৈষ্ণবঠাকুর তাঁকে আত্মসাৎ ক'রেছেন, তাঁর [illegible] নিষ্কর্ষ। নিষ্কর্ষ নির্গুণকে আত্মসাৎ করে। 'ওরে আত্মন' মানে—ওরে 'অধোক্ষজ—গুণাতীত'। যিনি গুরুকৃষ্ণকে গোল্‌ড়ে বরণ ক'রলেন, তিনি কৃষ্ণের জন হ'য়ে গেলেন। হয়োদয় পর্যন্ত দীক্ষা। [illegible] জন্য জনের যে নিয়ম বা whole course of regulation and regularity ও তার দীক্ষা। দৃঢ়নিষ্ঠ হ'য়ে সেই নিয়ম পালন-পূর্বক 'স্বরূপকে' প্রকট করবার জন্য [illegible] হ'বে। পরানুশীলন ও [illegible] নিয়ম। পর—কৃষ্ণ। আনুকূল্যানুশীলনই পরানুশীলন। অনুকূল গ্রহণ ও প্রাতিকূল্য বর্জন যুগপৎ চল্‌তে থাকবে। এইরূপ [illegible] চল্‌তে থাকে। দীক্ষা হ'লে সেই [illegible] কৃষ্ণের জন্য হ'বে। শরণাগত না হ'লে কৃষ্ণাবির্ভাব হয় না। জীবের মধ্যে বসুদেবত্ব আছে। বসুদেবত্ব না হ'লে কৃষ্ণাবির্ভাব কি ক'রে হ'বে?"

শ্রীল আচার্যদেব আরও ব'লছেন—"যেখানে দেহ ও মনের বিশেষ সান্দ্র সম্পর্ক, সেখানে উহাকে জড় বলা হয়। কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা যেখানে, সেখানেই চিদানন্দ। [illegible] মধ্যে পদ্ম আছে ব'লেই [illegible] মূল্য। Pipeএর প্রয়োজন আছে। যে পাত্রে [illegible] থাকে, সেই পাত্রটী পূজ্য। [illegible] ও পাত্র একজাতীয় না হ'লেও পাত্র [illegible] গ্রহণ ক'রেছে ব'লে তাহা পূজার্হ। আত্মনিবেদন হ'লে দেহ চিদানন্দ হয়। সেটী—অপ্রাকৃতানন্দ। প্রাকৃত দেহের উপাদান আলাদা, তবে কৃষ্ণের যখন আত্মা হ'তে মনে ও দেহে ব্যাপ্ত হয়, তখন তাহা চিদানন্দময় হয়।"

দেহাত্মবুদ্ধি যায় কিসে?

প্রাপ্ত

দেহাত্মবুদ্ধিই বদ্ধজীবের সর্বপ্রধান রোগ। চারিপ্রকার অনর্থের প্রথম ও প্রধান অনর্থ তত্ত্বভ্রম বা দেহাত্মবুদ্ধি। সকল প্রকার অপরাধের মূলেও এই দেহাত্মবুদ্ধি বর্তমান। যতদিন পর্যন্ত জিবাত্মার এই স্বরূপ-ভ্রমে আত্মবুদ্ধি রহিয়াছে ততদিন পর্যন্ত ভজনবিষয় অভিজ্ঞ সাধুর প্রতি মর্ত্য-বুদ্ধিনিত দেষ ও অসূয়া থাকিবেই থাকিবে। দেহাত্মবুদ্ধি থাকাকাল পর্যন্ত শ্রীহরিগুরুতে আত্মনিবেদনও সম্ভবপর হয় না। আত্মনিবেদন জিনিষটী আর কিছু নহে, 'আমি কর্তা বা আমি ভোক্তা' এই অভিমান পরিত্যাগ করিয়া অকপট ভক্তি বা প্রীতি সহকারে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় কায়মনোবাক্যকে সমর্পণ করা। কিন্তু যতদিন দেহে আত্মবুদ্ধি থাকে, ততদিন পর্যন্ত 'আমি কর্তা বা আমি ভোক্তা' এই অভিমান কখনও বিদূরিত হইতে পারে না। দেহাত্মাভিমানে প্রমত্ত থাকিলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবে আপনজ্ঞান বা প্রীতির উদয় হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। আবার দেহাত্মবুদ্ধি থাকিলে অসূয়া থাকিবেই। অসূয়া যাহার হৃদয়ে বর্তমান, সে কিরূপে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় কায়, মন ও বাক্যকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করিবে?

দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল থাকিলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীমুখবিগলিত বাণীতে বা শ্রীহরিনামে শ্রদ্ধা হয় না। কোনক্রমে শ্রদ্ধাভাসের উদয় হইলেও উহা দৃঢ়তা লাভ করে না। দেহাত্মবুদ্ধিই নানাপ্রকার অসদ্বিষয়ে চিত্তকে ধাবিত করাইয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলে, কোনপ্রকারে ভজনবিষয়ে নৈষ্ঠিকতা স্থাপিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে দেহাত্মবুদ্ধিই শ্রীনামভজনে নিষ্ঠা বা অপ্রতিহত ভক্তির সর্বপ্রধান প্রতিবন্ধক। দেহাত্মবুদ্ধি হইতেই জাড্য, আলস্য, গুরু-বৈষ্ণবের আদেশপালনে পরাঙ্মুখতা ও তজ্জন্য নানাপ্রকার ছলনার আবাহন, নিরুৎসাহ, সংশয়, অসহিষ্ণুতা, অহংকারিতা, লজ্জা, ভয়, নানাপ্রকার লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি কুটিনাটির প্রাদুর্ভাব হইয়া ভজন-শৈথিল্য ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত শোচনীয় অধঃপতন ঘটাইয়া থাকে। এক কথায় বদ্ধজীবের যত কিছু দোষ এবং অনর্থযুক্ত সাধকের পক্ষে যত কিছু অন্তরায়, তাহার মূলই হইতেছে এই দেহাত্মবোধ, বিরূপের অভিমান বা ভোক্তা-অভিমান।

এই দেহাত্মবুদ্ধি যায় কিসে? শ্রীশ্রীল আচার্যদেব বলিয়াছেন—'দেহাত্মবুদ্ধি বদ্ধজীবের সর্বপ্রধান অযোগ্যতা। চিদ্বিষয়ক সর্বপ্রধান অপরাধ—সাধুনিন্দা, আর অচিদ্বিষয়ক সর্বপ্রধান অপরাধ—দেহাত্মবোধ।' দেহাত্মবোধ যেমন সর্বপ্রধান অনর্থ, সেইরূপ উহা দূর হওয়াও অত্যন্ত কঠিন। অথচ দেহাত্মবুদ্ধি দূর না হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য অপরাধ নিঃশেষ হইবার ও ভজনানিষ্ঠা লাভ করিবার সম্ভাবনাও নাই। সুতরাং এই দুরারোগ্য ব্যাধিটির কবল হইতে যাহাতে আমরা উদ্ধার লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য প্রচুর প্রযত্ন ও আগ্রহ হওয়া প্রয়োজন।

কেবল অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থাৎ 'দেহটা [illegible] নয়, মন কিছু নয়, আমি দেহ নই, আমি দেহী'—এইরূপ মনে মনে জপ অথবা প্রকাশ্যে বক্তৃতায় বা লেখনীতে প্রকাশ করিলে দেহাত্মবুদ্ধি যায় না। খুব কৃচ্ছ্রতা অথবা তীব্র বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেই যে দেহাত্মবুদ্ধি যাইবে তাহাও নহে। বরং ঐ প্রকার কৃত্রিম চেষ্টার ফলে বাহিরের অনুশীলন-প্রভাবে দেহের চিন্তাই প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতে থাকিবে, দেহের প্রতি অভিনিবেশ আরও বাড়িয়া যাইবে। বসিয়া বসিয়া হরিকথা শুনিবার অভিনয় করা, অবিশ্রান্ত-ভাবে হরিনামাক্ষর উচ্চারণ করা, মোট লেখা, মোট মুখস্থ করা সময় ও সুযোগ পাইলেই সেই মুখস্থ বিদ্যা যেখানে সেখানে প্রকাশ করা অথবা মনে মনে উহা সর্বক্ষণ আলোড়ন করা—এই সকল প্রক্রিয়ার কোনটির দ্বারাই দেহাত্মবুদ্ধি যায় না। যাহারা ঐ সকল প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া বাস্তব উন্নতি লাভ করিতে চাহে, তাহারা কখনও প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন উন্নতি লাভ করিতে পারে না; বরং ক্রমশঃ দেখা গিয়াছে, যাহারা বাহিরে সর্বক্ষণ 'দেহ কিছু নয়, মন কিছু নয়' বলিয়া ধুয়া ধরিয়া বেড়ায়, তাহারাই অত্যন্ত অধিক-মাত্রায় দেহারামী, স্থূল ইন্দ্রিয়গণের আরাম তাহারা নানাপ্রকার অবৈধ কার্যে লিপ্ত হইয়া থাকে, আবার নিজেদের এই অবৈধ আচরণের নানাপ্রকার নজির প্রদর্শন করিবার কাপটানাট্যও বিস্তার করে। একসময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কোনও সন্ন্যাসি-নামধারীকে ঐ প্রকার [illegible] লিপ্ত হওয়ার জন্য তিরস্কার করিলে সে উত্তরে জানাইয়াছিল যে, 'সে কোনপ্রকার দোষই করে নাই; কারণ তাহার আত্মা কৃষ্ণের নিত্যদাস। আত্মাটা ত' কৃষ্ণসেবা করিতেছেই; তবে অচেতন দেহটার ত' একটা ধর্ম, একটা ক্ষুধা আছে। আত্মার দিক্ দিয়া সে ঠিক আছে, কেবলমাত্র দেহের দাবী মিটাইবার জন্যই ঐ প্রকার কার্য ক'রয়াছে। আত্মার কার্য—কৃষ্ণসেবা, দেহের কার্য—ভোগ। সুতরাং সে ত' কোন অন্যায় করে নাই।' বহুদিন সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া 'দেহ কিছু নয়', ইহা প্রচার করিবার পর স্বীয় ব্যভিচার-সমর্থনের পক্ষে এহাই হইল তাহার যুক্তি!

প্রকৃতপক্ষে দেহাত্মবুদ্ধি যায় একমাত্র সেবাদ্বারা, অন্য কোন উপায়ে দেহাত্মবুদ্ধি যাইবার নহে। 'আমার অনর্থ গেল না, দেহাত্মবুদ্ধি গেল না',—সর্বক্ষণ এই চিন্তা লইয়া ব্যস্ত থাকিলে দেহাত্মবুদ্ধি যাইবে না। আমার অনর্থসকলের বিচার বা ভার আমার হাতে রাখিয়া কোন লাভ নাই, উহাতে কোন সুবিধা হ'বে না। আমরা আমাদের সমস্ত ভার শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া দিই; তাঁহারা আমাদের প্রভু, আমাদের ভাবনা তাঁহারাই ভাবিবেন। আমাদের কোথায় কোন্ গলদ আছে, দোষ-ত্রুটী, অক্ষমতা, দুর্বলতা বা অপরাধ আছে, তাহা তাঁহারা ভালরূপই জানেন এবং তাহা সংশোধন করিবার সামর্থ্যও একমাত্র তাঁহাদেরই আছে। আমাদের একমাত্র চিন্তা হউক—কি প্রকারে আমরা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সামান্য একটু সুখবিধান অনুক্ষণ করিতে পারি। গুরুবৈষ্ণব আমাদিগকে যে প্রকারে জীবন-যাপন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন, যেরূপ আদেশ, উপদেশ বা শিক্ষা দিতেছেন, আমরা তাহা কতটুকু নিজজীবনে পালন করিতে পারিতেছি—এই চিন্তা আমাদের সমগ্র চিত্তকে নিবিষ্ট করিয়া রাখুক। শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের মহিমাকীর্তনে, তৎসহ দৈন্য ও আর্তিপূর্ণ বিজ্ঞপ্তিনিবেদনে আমাদের বাক্‌শক্তি নিযুক্ত থাকুক, আমাদের দেহের সমস্ত শক্তি শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবার জন্য ব্যয়িত হউক, কঠোর পরিশ্রমফলে আমাদের দেহপাত হউক, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল হইবে। আমাদের দিক্ হইতে এই প্রকার সর্বেন্দ্রিয়ে সেবা করিবার ক্ষীণ অথচ নিষ্কপট প্রয়াস দেখিলে গুরুবৈষ্ণব প্রসন্ন হইবেন। তাঁহাদের প্রসন্নদৃষ্টিপাতে আমাদের সমস্ত মালিন্য নিঃশেষে দূরীভূত হইয়া যাইবে; দেহাত্ম-বোধ আপনিই চলিয়া যাইবে, তজ্জন্য পৃথক্ কোন চেষ্টা করিতে হইবে না। সেবাই সেবার উৎসাহ আনিবে, সেবাই সেব্যের শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করাইবে, আত্ম-নিবেদন হইলে আর দেহাত্মবুদ্ধি থাকিবে না। এক কথায় পরিপূর্ণ উৎসাহ, নিশ্চয় ও ধৈর্যসহকারে সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করিলেই আমাদের সকল অসুবিধা কাটিয়া যাইবে।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

আমরা অনর্থগ্রস্ত বদ্ধজীব; এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া ফেলা আমাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুদ্ধবৈষ্ণব যখন বলেন—ভোগপ্রবৃত্তিটা অত্যন্ত হেয় ও ঘৃণ্য, ভোগ-পিপাসা পরিত্যাগ করা উচিত, তখন আমরা মনে করি, তাহা হইলে ত্যাগটাই বরণীয়। আবার যখন ত্যাগের তুচ্ছত্বের কথা শ্রবণ করি, তখন ভোগকেই বহুমানন করিতে আরম্ভ করি। কখনও ভোগের, কখনও ত্যাগের ছলনাতেই আমাদের মন নৃত্য করে, সেবার সহজ সরল পথ আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে না। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-লীলাকালে কতকগুলি ব্যক্তির মধ্যে ক্রিয়াদক্ষতা বহুল পরিমাণে লক্ষিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীল আচার্যদেব জানাইলেন যে, ঐ প্রকার ক্রিয়াদক্ষতা ভক্তি বা সেবানুকূলা নহে। ঐরূপ ক্রিয়াদাক্ষ্যের ফলে জীবের [illegible] লাভ হইয়া থাকে। আমাদের সেবাবিমুখ প্রতিক্রিয়াশীল মন ক্রিয়াদক্ষতাকে গর্হণ করিতে শিখিল বটে, কিন্তু সেবাদক্ষতাকে বরণ করিতে শিখিল না। ফলে একটা বিষম মোহ, তাহা সেবাবিষয়ে উদাসীন হওয়ায় শ্রবণ-কীর্তনের ছলনা (যাহাতে দৈহিক পরিশ্রমটা বাঁচিয়া যায়) আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে।

ক্রিয়াদক্ষতা গর্হণীয় বটে, কিন্তু সেবাদক্ষতা উপেক্ষণীয় নহে। শ্রীগুরুদেব শ্রীরাধামাধবের নিকুঞ্জসেবায় দক্ষতম বলিয়াই তিনি শ্রীরাধামাধবের অত্যন্ত প্রিয়। আমাদের জীবনীশক্তি কেবলমাত্র অন্যচৈতন্যের ক্রিয়াদক্ষতার গর্হণকার্যে ব্যয়িত না হইয়া গৌরপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব ও ভক্তশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণববৃন্দের সেবাদক্ষতার অনুসরণ বা অনুসন্ধানে ব্যয়িত হউক। আমাদের কায়, মন ও বাক্য সর্বক্ষণ সেবায় এরূপভাবে নিযুক্ত থাকুক, যেন সেবা ব্যতীত ইতর-বিষয় অনুশীলনের তিলমাত্র অবসর না থাকে। শ্রীগুরুবৈষ্ণব তাঁহাদের পতিত, দুর্গত দাসানুদাসের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আপনার জন জ্ঞান করিলে তখন তাঁহাদের কৃপায় আমাদেরও তৎপাদপদ্মে নিত্যসিদ্ধ, সাত্ত্বিক প্রীতির উদয় হইবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে আপনজ্ঞান হইলেই সেবাশ্রমবোধ আর থাকিবে না। সুতরাং আত্মীয়বোধে সেবাই সেবাশ্রমবোধ অপগত হইবার বাস্তব মীমাংসা।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের উৎসব-পঞ্জী

বিগত ২২।১০।৫০ মঙ্গলবার শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকান্তে গুরুবন্দনা কীর্তনাদির পর শ্রীপাদ হরিজনদাস ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্য-ভাগবত মধ্যখণ্ড ৩য় অধ্যায় হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বরাহ-আবেশলীলা ও মুরারিগুপ্তের স্তব পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর মহাজনপদাবলী কীর্তন হয়। ঐ দিবস অপরাহ্ণে শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ 'সনাতন-শিক্ষা' সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবন্দনা এবং মহাজনপদাবলী কীর্তন হইলে পর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা সম্বন্ধে বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্তন করেন। এতৎপ্রসঙ্গে মনুষ্যজীবনের অনিত্যতা, জড়বিদ্যার হেয়তা, দ্বিতীয়াভিনিবেশহেতু জীবের শোক, মোহ, ভয়, দেহ, মন ও আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব, সনাতনাদির শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া হরিভজন করিলেই অল্পকালে কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তি, চেতনের পঞ্চপ্রকার ক্রমবিকাশ, পূর্ণবিকশিত অবস্থায় প্রেমভক্তিলাভ ইত্যাদি বিষয় ব্যাখ্যা করেন। মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া হরিভজন না করিলে পুনরায় আত্মার অধোগতি হইয়া নীচযোনি-প্রাপ্তি হইয়া থাকে, হরিবিমুখ জীবন পশুজীবন অপেক্ষা কোনও অংশে শ্রেষ্ঠ নহে, তাহা শ্রীমদ্-ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন—

শ্বভিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥
অবৈষ্ণব [illegible] পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ [illegible]॥

হরিভজনহীন ব্যক্তি যতই বাহাদুরী করুক, সে কিছুতেই কুক্কুর, গ্রাম্য শূকর, উষ্ট্র ও গর্দভের স্বভাব ছাড়িতে পারে না। যতক্ষণ তাহার কুক্কুরের ন্যায় কামুকতা, গ্রাম্য শূকরের বিষ্ঠাভোজন-স্পৃহার ন্যায় প্রতিষ্ঠা বা বিষয়-বিষ্ঠা ভোজনের স্পৃহা, উষ্ট্রের কণ্টক ভোজনের ন্যায় অনর্থ ও গর্দভের ন্যায় ভারবাহিতা থাকিবে সে ব্যক্তি ঐ পশুচতুষ্টয় অপেক্ষা হীন। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন—

সে সম্বন্ধ নাহি যা'র,
বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার।
অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাইপদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইয়ের করুণা হবে,
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের চরণ দু'খানি॥

অতীব অহঙ্কারে মত্ত থাকা পর্যন্ত কোন জীব অকিঞ্চনের ধন শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম পাইতে পারে না। অহঙ্কারমত্ত পশুপ্রকৃতি মানব হরিগুরু বৈষ্ণবকে মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া নিরয়গামী হয়।

গত ২৩।১০।৫০ বুধবার শ্রীশ্রীবিনোদ-রায় জীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণব-বন্দনার পর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ বাবা পুরাণশাস্ত্রতীর্থ মহোদয় শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর শ্রীমঠ হইতে নগর-সংকীর্তন বহির্গত হইয়া ওয়ারী, কাটুলী, কোম্পানীবাগান, কমলাপুর, কাপ্তানবাজার ও নারিন্দা হইয়া মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। অপরাহ্ণে শ্রীগৌড়ীয়সভার শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু সচ্চিদানন্দ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'দশমূল শিক্ষা' ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত মঠ-সেবক ও মঠাশ্রিত ব্যক্তিগণকে বুঝাইয়া দেন। সন্ধ্যায় শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিক ও গুরুবন্দনা-কীর্তনাদির পর উপস্থিত সজ্জনবৃন্দের সম্মুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'শ্রীসনাতনশিক্ষা'-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর মঙ্গলবিধান করেন।

বিগত ২৪।১০।৫০ বৃহস্পতিবার ঊষঃকালে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক ও বন্দনা কীর্তনাদির পর শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী বাবা পুরাণশাস্ত্রতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড ৩য় অধ্যায় হইতে শ্রীহাড়াই পণ্ডিত ও শ্রীপদ্মাবতীদেবীর প্রাণপ্রিয়তম পুত্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বৈষ্ণব সন্ন্যাসীকে ভিক্ষাদান-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ সমবেত ভক্ত ও মহিলাগণের সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ারগুলি বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন।

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
চৈতন্যমহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা-জ্ঞান হৈতে॥
(চৈঃ চঃ আঃ ২।১১৭-১১৮)

ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৬।৮৩)

শ্রীরাধাকুণ্ডসম্প্রদায়ের উদ্ভব যাহা [illegible]দের সেবা হইতে গৌড়ীয়বৈষ্ণবের গোপীর আনুগত্যে সর্বাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের সেবার চমৎকারিতার বিষয় [illegible] ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেন।

'বিধিমার্গরত জনে, স্বাধীনতা' রত্নদানে,
রাগমার্গে করান প্রবেশ।
রাগ-বশবর্তী হ'য়ে, পারকীয় ভাবাশ্রয়ে,
লভে জীব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ॥'
'ছোড়হ পুরুষ অভিমান।
কিঙ্করী হ'লুঁ আজি কান॥'

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই সকল [illegible] শ্রীল তীর্থ মহারাজ আবেগভরে ব্যাখ্যা করেন।

অপরাহ্ণে শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ প্রভু শ্রীগৌড়ীয়সভায় দশমূলতত্ত্ব পুনরালোচনা করেন।

সন্ধ্যারাত্রিক ও গুরুবৈষ্ণব বন্দনা কীর্তনের পর শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে—

'কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥'
'আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ জীব-মীন।
নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে রবে তুমি চিরদিন॥'

'নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিঃ' ইত্যাদি পয়ার ও শ্লোক অতি প্রাঞ্জল-ভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

সুবর্ণবিহার শ্রীগৌড়ীয়মঠে ঊর্জব্রত

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা নবদ্বীপমণ্ডলান্তর্গত সুবর্ণবিহার-শ্রীগৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যবর্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অনুগত সেবকবৃন্দ সংকীর্তনমুখে ঊর্জব্রত পালন করিতেছেন। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ [illegible] প্রাতে, অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও অন্যান্য মহাজনগ্রন্থাবলী আলোচনা করিতেছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা [illegible] গত ৩১শে অক্টোবর [illegible] দিবস প্রেস বন্ধ থাকায় [illegible] শ্রীনদীয়া প্রকাশ প্রকাশিত হয় নাই।

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

৩। যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]

৪। শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রেমগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

৫। অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৯। স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

১০। গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ অধিকারী

(১১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) কুলদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

১৬। শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রী[illegible] নিকটবর্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭। কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত-[illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চটক পর্বত
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible] মঠ
পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(২৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
[illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ. পি.
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৭। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণ[illegible] মঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible] মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) [illegible] মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৪) [illegible] মঠ—[illegible]
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] পাঞ্জাব।
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], কর্ণাল, পাঞ্জাব
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ অধিকারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নই দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] গোদাবরী মাদ্রাজ
—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

৫০। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

৫১। [illegible] মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

৫২। [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী

৫৮। [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৯। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৬১। চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৬২। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
ফ্লাট নং ২
[illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

৬৪। গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট,
বাগবাজার
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible], ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী অচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, [illegible],
নিমসার (ইউ. পি.)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]বিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রী[illegible] ভক্তশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		৵০	
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৩৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য হইলে হার

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৫০৲	৪০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৩৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—।ঃ০ঃ।—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—ঃঃ০ঃঃ—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

গ্রাম অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও কার্য্যতৎপর। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে আহার ও দেখাশুনার প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত ; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনালেখ্য সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালীটি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত ও পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সরল ও মধুর। গ্রন্থটী পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—বন্ধুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, বালিয়া, ঢাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ভাবের কথা দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধকদের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু শ্লোক সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১০০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—বন্ধুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, বালিয়া, ঢাকা।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচীপত্র তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী, [illegible] পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক গ্রন্থের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible]। এই [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] জীবনচরিত [illegible] অপ্রকট [illegible] অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু [illegible] শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্গের [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ, [illegible] "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন লিখিয়া [illegible] ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীর [illegible] হইয়াছে। [illegible] ১০ পৃষ্ঠা [illegible] হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৬০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান [illegible]
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট

যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

ট্রাফিক চার্ট (?)
আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৫৬	৬ ২১	৭ ১৪	[illegible]	[illegible]	১৬-৫৬	১৭-৫০	২২-৫৬
[illegible]	৪-৫৮	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	[illegible]		১৮-৬	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৭-৫১	১৮-৩১	[illegible]	০-৫৮
রাণাঘাট ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৯	[illegible]	১৪-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(রেল) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭ ৪৮	১০ ৫৯	১৮-১৭	২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
[illegible] ,,	১০-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	[illegible]
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(রেল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৪-১৫

ডাউন
[illegible]

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৭-২২	[illegible]	১৮ ৫৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩১	৮ ৪৪	১১-৪২	১৫-[illegible]	১৭-৪৮	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫১	১১-৪৭	১৫-২০	১৭-৫৬	১৯-২	২ -৪৬	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯ ২৫	১২-১৬	১৫-৫০	১৭-৩০	[illegible]	২১-১৯	৪-১০
রাণাঘাট ছাঃ	৭-৫৬	৯-৩০	১২-৪৬	[illegible]-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৪	৪ ১৮
[illegible]		১১ ৮		১ -[illegible]	১৯-২	২১-২৬	২৩-৬	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭ ৪৩	১৯-২৬	২১-৮০	২৩-২৫	৬-১৬

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিভূষণ [illegible] [illegible]-বৈষ্ণবাচার্য [illegible] গৌড়ীয়বেদান্ত এবং পরিণত লেখনীর অদ্ভুত [illegible] করিয়া একাধারে দর্শন এবং [illegible] ও ভগবানের লীলাচরিত-গাথা [illegible] এই গ্রন্থটি, আদিম ও আধুনিক [illegible] চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় [illegible] তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের [illegible] আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreword) [illegible] ও গ্রন্থকারের ভূমিকা (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) [illegible] অকারাদি ক্রমে [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) সহ [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫. পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয় মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া [illegible]" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

একমাত্র [illegible] পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি[illegible] প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও [illegible] এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে।
[illegible] কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "[illegible]" নামক [illegible] প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] প্রশংসিত জীর্ণ [illegible] মধুর, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] অত্যন্ত অধিক। [illegible] এবং [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ও [illegible] সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী [illegible]

—[illegible] রোড, কলিকাতা
অথবা
[illegible], ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীরামপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীরামপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড   শ্রীমায়াপুর ১৬ই কার্ত্তিক ১৩৪৭, ২রা নভেম্বর, ১৯৪০ শনিবার   ১৯৭৩তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——:(०):——

ভূমধ্য-সাগরে বৃটিশ নৌ-বহরের সাফল্য

ভূমধ্যসাগরে সিসিলি দ্বীপ হইতে কিছু দূরে "আজাক্স" নামক একখানি বৃটিশ ক্রুজারের আক্রমণে দুইখানা ইটালীয় ডেষ্ট্রয়ার ডুবিবার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই যুদ্ধের বিবরণ-প্রসঙ্গে নৌ-বিভাগ বলিতেছে যে, গত ১২ই অক্টোবর সিসিলি-দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ৮০ মাইল দূরে আজাক্স তিনখানা ইটালীয় ডেষ্ট্রয়ারের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই আজাক্স দুইখানা ইটালীয় ডেষ্ট্রয়ারকে ডুবাইয়া দেয়। এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই অপর একখানা বড় ক্রুজার ও চারখানা ডেষ্ট্রয়ার আজাক্সকে আক্রমণ করিলে আজাক্স একখানা ডেষ্ট্রয়ারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অবশিষ্ট ডেষ্ট্রয়ার অন্ধকারে পালাইয়া যায়। অতঃপর শত্রু বিমানসমূহ বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজসমূহকে আক্রমণ করে এবং প্রায় চারি ঘণ্টাকাল আক্রমণ চলে। একটি বৃটিশ জাহাজেরও ক্ষতি হয় নাই। চারখানা শত্রুবিমান ভূপাতিত হয়।

——

ফরাসী জাতির উদ্দেশে বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রীর বেতার-বাণী

গত ২১শে অক্টোবর রাত্রিতে বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চার্চিল ফরাসী জাতির উদ্দেশে বেতারে যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি আশা প্রকাশ করেন ফরাসী জাতির উদ্দেশে [illegible] নাৎসীদের মতলব সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়া শ্রোতৃবর্গকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, বৃটিশজাতি ইউরোপকে নাৎসী দৌরাত্ম্য হইতে মুক্ত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যখন বহু শত বা সহস্রাধিক লোকের আক্রমণে লোকে বিপন্ন হয়, তখন তাহাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ করা কোন মতে উচিত নহে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তিনি লণ্ডনকে অগ্নে পরিণত করিবেন। তাঁহার বিমানবহর এখনও লণ্ডনের উপর বোমাবর্ষণ করিতেছে। কিন্তু আমাদের লোকেরা এই প্রবল আক্রমণ বীরভাবে সহ্য করিতেছে। আমাদের বিমানবহর এখন যথেষ্ট শক্তিশালী। আমরা এখন হিটলারের বিপোষিত আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতেছি।

বৃটিশের পক্ষে জার্মাণ আক্রমণ সংবাদ শুরু হইয়াছে। সমুদ্রপথে বৃটিশের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। ১৯৪১ সালে বিমানপথও আমাদের কর্তৃত্বাধীনে আসিবে। হিটলার বাস্তবাহিনী এবং পঞ্চম বাহিনীর সাহায্যে ইউরোপের স্বাধীন জাতিগুলির আবাসস্থলকেই সাময়িকভাবে পর্য্যুদস্ত করিয়াছেন। আর তাঁহার ক্ষুদ্র ইতালীয় সহযোগী সমভাবে তাঁহার সাহায্যার্থ চলিয়াছে। কিন্তু ইতালীর শক্তি দুর্বল ও সসীম। উভয়ে ফ্রান্স এবং তাহার সাম্রাজ্য টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া খাইবার চেষ্টা করিতে চাহিতেছে। শুধু ফরাসী সাম্রাজ্যই নহে—আলসেস, লোরেন, নাইস, স্যাভয় এবং নেপোলিয়নের কর্সিকা সবই তাহারা গ্রাস করিতে চায়। কিন্তু কেবলমাত্র পররাজ্য হরণেই হিটলারের আকাঙ্ক্ষা নহে। এই দানব সমগ্র ফরাসী জাতিকেই ধ্বংস করিতে চায়। ধরাপৃষ্ঠ হইতে তাহার সমস্ত চিহ্ন লোপ করিতে চায়। নানা কৌশলে সে ফরাসী জাতির দুনিয়ার নিকট হেয় করিয়া ফরাসী কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের বিলোপ সাধনে উদ্যত।

আমরা আশ্বাস দিতেছি যে, যত দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ চালাইতে হউক, আমরা জয়লাভ না করা পর্যন্ত থামিব না। বৃটিশজাতি এবং সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য ইউরোপ হইতে নাৎসী-প্রাধান্য চিরকালের তরে দূর করিতে কৃতসংকল্প।

——

বাঙলার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের সাফল্য

ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে প্রদত্ত আর্থিক সাহায্য ব্যতীত জেলা বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডগুলির মধ্যে বেশ সন্তোষজনক সম্পর্ক বজায় আছে। কোনও কোন বোর্ডগুলি ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করায় জেলা বোর্ডগুলি ক্রমেই ইউনিয়ন বোর্ডের উপযোগীতা উপলব্ধি করিতেছে। ইহা বস্তুতই দুঃখের বিষয় যে, অর্থ-সাহায্যের ব্যাপারে জেলা বোর্ডগুলি ইউনিয়ন বোর্ডগুলির প্রতি যথেষ্ট ঔদার্য্য প্রদর্শন করিতেছে না। স্বায়ত্তশাসন আইনের ৪৫ ধারা অনুসারে বোর্ডসমূহ কর্তৃক ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ মোট ৩৮০ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়া ৩৬৬ লক্ষ টাকা হইয়াছে। প্রেসিডেন্সী বিভাগ ব্যতীত অন্যান্য জেলা বোর্ডগুলি ত্রিপুরা আইনের ৪৫ ধারা অনুসারে ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে তাহাদের প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস করিয়াছেন। বর্দ্ধমান ও রাজসাহী বিভাগের জেলা বোর্ডগুলি ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে যথাক্রমে ৬৬, ৭৩১ ও ৩৯, ৪২৩ টাকা সাহায্য করিয়াছে। পক্ষান্তরে প্রেসিডেন্সী বিভাগে জেলা বোর্ডগুলির প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ ৬৭,২২৮ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৮৪,৪৮০ টাকা হইয়াছে।

জেলা বোর্ডগুলির যে সব শাখা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার ইউনিয়ন বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছে, তজ্জন্য জেলা বোর্ডের প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ ২০৯ লক্ষ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ১৮১ লক্ষ টাকা হইয়াছে। চৌকিদারী ট্যাক্স ইউনিয়ন বোর্ডের আয় আলোচ্য বৎসরে ২৩১ লক্ষ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ২১৪ লক্ষ টাকা হইয়াছে।

আফ্রিকায় বৃটিশ-বাহিনীর কৃতিত্ব

গত ১৮ই অক্টোবর পূর্ব্ব আফ্রিকায় ইটালীর গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিসমূহে বিরুদ্ধে প্রচুর বৃটিশ বিমানবাহিনী আক্রমণ চালাইয়াছে।

ডোডেকানিজ দ্বীপের সরকারী আবাসসমূহের এবং বিমান আশ্রয়স্থলে গোলাগুলি গোলাবর্ষণ করা হইয়াছে।

ইরিত্রিয়ার বারেন্টু বিমান-ঘাঁটি, আবিসিনিয়ার গিরাভা, উত্তর সোমালিল্যাণ্ডে হারার এবং লিবিয়ার বেনঘাজী বন্দরে আক্রমণ চালান হইয়াছে।

বারেন্টুর উপর আক্রমণ বিশেষ সাফল্যের সহিত চালান হইয়াছে। [illegible] আক্রমণ চালান হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়- [illegible] বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় [illegible] অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণোপান্তে; বহুদেশ হইতে [illegible] পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরাবলী [illegible] এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ [illegible] 'সম্ভাষণে' অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ কৃপাবতার আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই [illegible]।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গ্রন্থের অভিনব বিরাট সংস্করণ প্রকাশিত, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, পদানুবাদ, প্রতিপাদ্য নির্ঘণ্ট, [illegible] এবং ১২ খানি চিত্র সহ গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কলিক' টীকা, বিস্তৃত বাংলা ভূমিকা ও সূচীসহ [illegible] নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন রায় এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণাপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অভিনব বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা) ৬
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অধীনা) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। [illegible] ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) [illegible]
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) [illegible]
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে [illegible] ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ
১৮। [illegible]
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়গীতা ৷৵
২২। ভজন রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অধীনা)
২৬। গীতার কেবল [illegible] ভাষা
২৭। [illegible] ১৲
২৮। বৈষ্ণব মঞ্জুষা (সারাংশ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। জৈব-ধর্ম্ম ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-প্রমাণ ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৵০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রী[illegible]
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। [illegible]
৪৩। [illegible]
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। [illegible]
৪৭। [illegible]
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ([illegible] সংস্করণ) [illegible]
৪৯। [illegible] ৶
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সারার্থ) ৷
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ৷
৫৬। ভারতবর্ষ ও [illegible] ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ ([illegible]) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধুবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] [illegible]
৬৩। সটীক-[illegible] ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। [illegible] ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ [illegible] ওয়ার্ড্স অন [illegible] ।০
৭০। [illegible] ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্ট্স অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible]
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা [illegible]
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ([illegible]) [illegible]

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

এতদ্দ্বারা গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে যে, পোষ্ট-অফিসের গোলযোগবশতঃ কেহ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ না পাইলে তিনি যেন তৎপরবর্তী সংখ্যা পাওয়ার পরই দয়া করিয়া আমাদিগকে তাহা জানান—ইহাই প্রার্থনা। নতুবা পরে জানাইলে তজ্জন্য আমরা দায়ী হইব না।

ম্যানেজার

'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ'

ভারতের স[illegible] [illegible]নিক সংবাদপত্র

১৫ বর্ষ | ১৭ দামোদর। [illegible] শনিবার | ১৯৭ তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—::::—

শ্রীনবদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠে হরিকথা

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাদেশে শ্রীনবদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠের ভক্তগণ হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে শ্রীঊর্জ্জব্রত পালন করিতেছেন। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ তথায় নিয়মিতভাবে শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থ আলোচনা হইতেছে। শ্রীপাদ অপ্রাকৃতানন্দ সেবাবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু মধ্যে মধ্যে তথায় অবস্থানপূর্ব্বক প্রাতে ও সন্ধ্যায় যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহার শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মে নিষ্ঠা ও সেবোৎসাহ দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দিত।

—

নারায়ণগঞ্জে প্রচার

নারায়ণগঞ্জ বার এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী মহাশয় ও স্থানীয় সজ্জনগণের আগ্রহে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ নারায়ণগঞ্জ উকীল (বার) লাইব্রেরীতে গত ২০শে অক্টোবর (১৯৩০) ৩রা কার্ত্তিক রবিবার, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত 'শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর দান' সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাবৈশিষ্ট্য, তাঁহার শিক্ষা, তাঁহার অতুলনীয় দান এবং তাঁহার প্রচারিত শুদ্ধ-ভাগবতধর্ম্মের বা নামসঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য-বর্ণন এবং ভাগবতধর্ম্ম-বিরোধী কলিপক্ষের দুর্দ্দশামুখে একটি

প্রাণস্পর্শি[illegible] শিক্ষিত [illegible] উপস্থিত [illegible] এ[illegible] স্থান [illegible] মনোযোগ করিয়াছে[illegible] পঞ্চতত্ত্বনাম, মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়

ভবানীপুরে প্রচার

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গুরুবর্গের কৃপাদেশ শিরে ধারণ করিয়া ভবানীপুরের বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। ভবানীপুর ৫এ, বিশ্বনাথ মল্লিক রোড শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার কেন্দ্রে অবস্থিত সেবকগণ প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও রাত্রে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। অপরাহ্ণে হইতে গৃহে গৃহে হরিকথা আলোচিত হইতেছে। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

—

চট্টগ্রামে প্রচার

গত ১১।১০।৩০ তারিখে শ্রীবিশ্বনিধি-গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ অনঙ্গ-গোবিন্দ ভক্তিশাস্ত্রী কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ লাভলানিবাসী শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র লালা মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় ভবনে উপস্থিত হন। উক্ত দিবস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা ও তৎপর

শ্রীযুক্ত সুধাংশুবিমল লালা বি এ, বি-টি; শ্রীযুক্ত অযোধ্যানারায়ণ লালা বি এ, ডাঃ শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ লালা এল্. এম্. এফ্.; শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চৌধুরী মার্চ্চেন্ট; শ্রীযুক্ত শশধর কুমার চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি।

গত ১৩ই অক্টোবর [illegible] [illegible] নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ হইতে নিমিরাজ-নবযোগেন্দ্র উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর দিবস ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিদাস চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

—

পাটনায় প্রচার

গত ১০ই অক্টোবর (১৯৩০) কৃষ্ণপঞ্চমীর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীরাধাকুণ্ডের আবির্ভাব-দিবস শ্রীমদ্রঘুনাথ দাসের আবির্ভাব-মহোৎসব তাঁহার কথামৃত কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

[illegible] গত ১২ই অক্টোবর রবিবার [illegible] উপবাস দিবস শ্রীল রঘুনাথ দাস, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুগণের তিরোভাব মহোৎসব তাঁহাদের শিক্ষা ও উপদেশাবলী শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে ও তাঁহাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গত ১৫ই অক্টোবর বুধবার পূর্ণিমা-পক্ষে উর্জ্জব্রত আরম্ভ হইয়াছে। পরমা-রাধ্য পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তকালে [illegible], [illegible], পঞ্চতত্ত্ব, দামোদরাষ্টক ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অপরাহ্ণে [illegible] শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ, গৌড়ীয় ও শ্রীগৌড়ীয় পাঠ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকালে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনাদি, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।

গত ২০শে অক্টোবর মঙ্গলবার মঠ-সেবকগণ স্থানীয় গৃহস্থভক্ত শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় তদীয় গৃহে শ্রোতপন্থায় কীর্ত্তন করিতে গমন করেন। গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, 'নিবেদন করি প্রভু' [illegible] মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান [illegible] ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের [illegible], ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনাদি [illegible]

—

কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ দামোদর শুক্রবার শ্রীগৌরাব্দ ৪৫৪

গুরুমন ও বৃন্দাবনে ভেদ নাই

ভক্তিই ভগবানকে দেখায়। ভক্তির দ্বারাই জীব ভগবৎস্বরূপ বিশেষভাবে ও যথাযথ জানিতে পারে। এই ভক্তিই বিদ্যা। এই বিদ্যা বা ভক্তির দ্বারা অধোক্ষজ বস্তুকে জানা যায় বলিয়া শাস্ত্র তাহাকে পরাবিদ্যা বলিয়াছেন। এই ভক্তির কাঁচা, ডাঁসা ও পাকা—এই তিনটী অবস্থা অর্থাৎ সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। ভক্তির ছয়টী বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সাধনভক্তিতে দুইটী—ক্লেশঘ্নী ও শুভদা। ক্লেশঘ্নী অর্থাৎ জীবের যাবতীয় পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা বিনষ্ট করিয়া দেয়। শুভদা অর্থাৎ যে যাহা সেই পরবিদ্যাস্বরূপিণী ভক্তিতে উদ্ভাসিত হন, তাঁহাকে যাবতীয় সদ্গুণ দাসের ন্যায় সেবা করিবার জন্য সর্বদা কৃতাঞ্জলি হইয়া বর্তমান থাকে। ভাবভক্তিতে দুইটী—মোক্ষলঘুতাকৃৎ ও সুদুর্লভা। মোক্ষলঘুতাকৃৎ অর্থাৎ যোগিঋষিদের বাঞ্ছিত কৈবল্যসুখ বা মুক্তিকেও তুচ্ছ করিয়া থাকে। সুদুর্লভা অর্থাৎ ইহা জীবাত্মার সহস্র জন্মেও বিষয়াসক্ত জীবের প্রাকৃত সাধনের গম্য নহে। প্রেমভক্তিতে দুইটী—সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা অর্থাৎ ভক্তির উদয়ে জীবের হৃদয়ে এরূপ আনন্দ উদিত হয় যে, জড় জগতের ভোক্তার দেহ, মন ও জড় আনন্দ কিংবা জড়জগতের বিপরীত চিন্ময় জগতে যে নির্বিশেষ আনন্দের কথা আছে, তাহা পরার্দ্ধগুণিত হইলেও ভক্তিসুখসমুদ্রের অণুপরমাণুরও তুল্য হয় না। এই আনন্দ প্রাকৃত কবির কাল্পনিক আনন্দ বা জড়ানন্দ নহে—ইহা বাস্তব আনন্দ। ভক্তি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী—ইহাই ভক্তির স্বরূপলক্ষণ। এই ভক্তিতে এত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আছে যে, ইহা ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে।

এই জগৎ নিত্য জগতের হেয় বিকৃত প্রতিফলনমাত্র। অপ্রাকৃত জগৎই এই প্রাকৃত জগতের মূল বিম্বরূপ। সেই অপ্রাকৃত ধামে সকলেই চিন্ময়। সেই ধামে নদী, বৃক্ষ, লতা, ফুল, ফল সকলই তাহাদের নিত্যস্বরূপে বিরাজিত। সেখানে অবস্তু বা হেয়তা বলিয়া কিছু নাই। তথাকার ধূলিকণা, নদী-তড়াগ, সাগর-ভূধর, বাদন উপবন সকলই অপ্রাকৃত—চিদ্বিলাসময় ভগবানের চিল্লীলার সহায় বা সেবক। তাঁহারা সকলেই চেতন। এই অপ্রাকৃত ধামের স্বরূপ শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নিজজন ব্যতীত অন্য কোন বদ্ধজীব অবগত নহেন। বদ্ধজীবের অনাদিকাল হইতে অপ্রাকৃত ধামের সহিত সম্বন্ধ নাই। সুতরাং অপ্রাকৃত ধামের কথা তাহারা কি করিয়া জানিবে? তাই ভগবানের নিজজনের চরণে শরণাগত হইয়ে তাহা শ্রবণ করিতে হইবে। তাঁহারাই কৃপা করিয়া আমাদের দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ অপ্রাকৃত অনুভূতি উদয় করাইবার যত্ন করেন। দীক্ষাকালে অর্থাৎ নিষ্কপট মহাজনের পদাশ্রয় করিবার সময় প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি তাহার প্রাকৃত অভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে কায়মনোবাক্য সমর্পণ করেন। করুণাময় শ্রীগুরুদেব সেই শরণাগত শিষ্যের প্রাকৃত অভিমান বিদূরিত করিয়া তাহাকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবায় যোগ্য করিয়া থাকেন। তখনই সাধুকৃপায় দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হয়। সেই অনর্থনির্মুক্ত শুদ্ধস্বরূপ তখন নিজের চিন্ময় মন দ্বারা কৃষ্ণসেবা করেন। তখন তাঁহার মন প্রাকৃত মন নহে, উহা গুরুমন বা গুরুদেবের বাসস্থলী। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

অন্যের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন,
মনে' 'বনে' এক করি' জানি।
তাহাঁ তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥

অর্থাৎ প্রাকৃত লোকের হৃদয় মনোধর্ম্মযুক্ত, সংসারেতে আসক্ত; সুতরাং প্রাকৃত। আর আমার মন শুদ্ধ। উহা অপ্রাকৃত শ্রীভগবানের বিহারস্থলী। সুতরাং ঐরূপ মন ও বৃন্দাবনে কোন ভেদ নাই। অপ্রাকৃত বৃন্দাবনেই শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। প্রাকৃত মন শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াভূমি নহে। অতএব আমার অপ্রাকৃত মনে তোমার পাদপদ্ম উদয় করাও।

সংকল্প ও বিকল্পাত্মক প্রাকৃত মন অশুদ্ধ। সেই অশুদ্ধ মনে কৃষ্ণচিন্তা হয় না। সেই মন চিদাভাস। কিন্তু গুরুমনই আত্মা। আত্মাই পরমাত্মার সেবা করে। আত্মা—সেবাবিলাসী।

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথা

(শ্রীবাগবাজার গৌড়ীয়মঠ ১৮।১০।৪০ ইং)

বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াং বা
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটির্নির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥

হে দীনবন্ধো! আমার প্রতি আপনি দণ্ডবিধানই করুন অথবা দয়াই করুন, আপনি ব্যতীত এই সংসারে আমার আর কোন গতি নাই। শতকোটী বজ্রই পতিত হউক অথবা নূতন বারিবিন্দুই বর্ষিত হউক, চাতক মেঘেরই স্তব করিয়া থাকে।

ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং পুনরপি পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধং
ছিন্নং ছিন্নং পুনরপি পুনঃ স্বাদু
চৈবেক্ষুখণ্ডম্।
দগ্ধং দগ্ধং পুনরপি পুনঃ কাঞ্চনং কান্তবর্ণং
ন প্রাণান্তে প্রকৃতিবিকৃতির্জায়তে
সজ্জনানাম্॥

সুগন্ধি চন্দনকে যতই পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ করা যায় ততই তাহার গন্ধ উদিত হয়। মিষ্ট ইক্ষুখণ্ডকে পুনঃ পুনঃ যতই ছেদন করা যাউক না কেন, কিছুতেই উহার মিষ্টতা নষ্ট হয় না। উজ্জ্বলবর্ণ কাঞ্চনকে পুনঃ পুনঃ যতই দগ্ধ করা হউক না কেন, তাহার উজ্জ্বলতা কিছুতেই কমে না বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। সেইরূপ প্রাণান্তেও সাধুগণের স্বভাবের ব্যত্যয় হয় না।

সাধুর স্বভাব—জীবে দয়া অর্থাৎ জীবকে চেতনে উদ্বুদ্ধ করা। চেতনকে উদ্বুদ্ধ করিলে জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণবসেবা হয়। জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণবসেবা বৈষ্ণবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তিনি কোন অবস্থাতেই এই তিনটী কার্য্য হইতে বিরত হন না। অসাধুকে যতই স্তব-স্তুতি করা না কেন, সে তাহার কুটিলস্বভাব প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হয় না। বিষধর সর্পকে যতই দুগ্ধকলা দিয়া পোষণ করা যাউক না কেন, সে কিছুতেই বিষোদ্গীরণ করিতে ক্ষান্ত হয় না।

পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্।
উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন
শান্তয়ে॥

শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হাজার হাজার লোক হরিকথা শ্রবণ করিয়াছে। কতকগুলি সর্পপ্রকৃতি জীব আবার বিষোদ্গীরণ করিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ তাহাদের মঙ্গলের জন্য আপ্রাণচেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু উহারা পরবর্ত্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদকে তাহাদের অপকারী বা অমঙ্গলকারী মনে করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের আত্মমঙ্গলবিমুখতা দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—

"করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে॥"

কতকগুলি জীব শ্রীল প্রভুপাদের কাছে আসিয়াও বঞ্চিত হইল। আবার যাঁহারা ভাগ্যবান্, তাঁহারা আত্মসমর্পণ করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপালাভ করিলেন। গঙ্গার তীরে নানাজাতীয় বৃক্ষ দেখা যায়। উহারা সকলেই একই গঙ্গার রস আকর্ষণ করিলেও ফলপ্রদানকালে স্ব-স্ব স্বভাবানুসারে কোন কোন বৃক্ষ মিষ্ট আবার কোন কোন বৃক্ষ তিক্ত ফল প্রদান করিয়া থাকে। এস্থলে গঙ্গাজলের দোষ নাই। বৃক্ষসকল স্বভাব-অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রদান করিয়া থাকে।

মৌনব্রতশ্রুততপোঽধ্যয়নস্বধর্ম-
ব্যাখ্যারহোজপসমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্ত্তা ভবন্ত্যুত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্॥
(ভাঃ ৭।৯।৪৬)

হে মহাপুরুষ! মুক্তির সাধক মৌনব্রত, শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা, বেদপাঠ, স্বধর্ম্ম ব্যাখ্যা, নির্জ্জনে অবস্থান, জপ এবং সমাধি অজিতেন্দ্রিয়গণের জীবনোপায় হইয়া থাকে; কিন্তু দাম্ভিকগণের কদাচিৎ তাও হইতে পারে।

বিদ্যাতপোবিত্তবপুর্বয়ঃকুলৈঃ
সতাং গুণৈঃ ষড়্ভিরসত্তমেতরৈঃ।
স্মৃতৌ হতায়াং ভৃতমানদুর্দৃশঃ
স্তব্ধা ন পশ্যন্তি হি ধাম ভূয়সাম্॥
(ভাঃ ৪।৩।১৭)

বিদ্যা, তপস্যা, ধন, সুন্দর দেহ, যৌবন ও আভিজাত্য—এই ছয়টী সাধুব্যক্তিদিগেরই গুণ; কিন্তু এই ছয়টীই আবার অসাধু ব্যক্তিগণের নিকট বিপরীত ফল প্রসব করিয়া থাকে। সকল গুণের দ্বারা অভিমান বৃদ্ধি হওয়ায় অসাধুগণের বিবেকজ্ঞান লুপ্ত হয়। সুতরাং তাহারা অভিমানযুক্ত হইয়া মহজ্জনের তেজ দর্শন করিতে পারে না।

ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং
হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।
শ্রুতধনকুলকর্ম্মণাং মদৈর্যে
বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু॥
(ভাঃ ৪।৩১।২১)

যে সকল ধনহীন অর্থাৎ অকিঞ্চন ব্যক্তির ভগবান্ই একমাত্র ধন, শ্রীহরি তাঁহাদিগকেই প্রিয় এবং ভক্তিকেই সুখদ বলিয়া জান

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে

করেন। অতএব যে সকল ব্যক্তি পাণ্ডিত্য, ধন, আভিজাত্য ও কর্ম্মের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অকিঞ্চন সাধুগণকে তিরস্কার করেন, শ্রীহরি সেই সকল দুর্নীতি ব্যক্তির পূজা কখনও স্বীকার করেন না।

ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাদ্-
যতঃ স আস্তে সহষট্‌সপত্নঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্বুধস্য
গৃহাশ্রমঃ কিং নু করোত্যবদ্যম্॥

(ভা: ৫।১।১৭)

অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের বনে গমন করিয়াও বিভীষিকানিবেশন হয় না সংসার হইতে পারে। যেহেতু, সে মন ও বুদ্ধীন্দ্রিয়পঞ্চক — এই ছয় রিপুর সহিত সর্ব্বদাই অবস্থান করে। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন যিনি পরমাত্মায় রতিসম্পন্ন, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তির গৃহস্থ ধর্ম্ম আর কি অপকার সাধন করিবে?

'ষট্‌সপত্ন' বলিতে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন অথবা ছয় রিপুকে বুঝিতে হইবে। 'আত্মরতি' অর্থাৎ কৃষ্ণরতি। অজিতেন্দ্রিয় বনচারীর বনেও শোক, মোহ ও ভয় উপস্থিত হয়।

যঃ ষট্ সপত্নান্ বিজিগীষমাণো
গৃহেষু নির্বিশ্য যতেত পূর্ব্বম্।
অত্যেতি দুর্গাশ্রিত ঊর্জ্জিতারীন্
ক্ষীণেষু কামং বিচরেদ্বিপশ্চিৎ॥

(ভা: ৫।১।১৮)

যিনি পঞ্চভূত মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় — এই ষড়্‌রিপুকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, প্রথমতঃ তাঁহার গৃহাশ্রমে থাকিয়াই তাহাদের বশ করা কর্ত্তব্য। শত্রুবর্গ নিস্তেজ হইলে যেরূপ তৎপশ্চাৎ দুর্গে বা তাহার অন্য যে কোনও স্থানে স্বেচ্ছামত বিচরণ করা যায়, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ষড়্‌রিপু জয় করিয়া তৎপশ্চাৎ গৃহে বা বনে যে কোনও স্থানে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারেন। কারণ পুরুষ প্রথমে দুর্গ আশ্রয় করিয়াই প্রবল বিপক্ষসমূহকে জয় করিয়া থাকেন।

যেরূপ চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া অধ্যাপক হইলে শিক্ষকতা করা যায়, তদ্রূপ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়া সাধুসঙ্গে জিতেন্দ্রিয় হইলে মানব সর্ব্বত্র থাকিয়া হরিভজন করিতে পারেন।

ত্বদব্জনাভাঙ্ঘ্রিসরোজকোশ-
দুর্গাশ্রিতো নির্জ্জিতষট্‌সপত্নঃ।
ভুঙ্‌ক্ষ্ব চ ভোগান্ পুরুষাতিদিষ্টান্
বিমুক্তসঙ্গঃ প্রকৃতিং ভজস্ব॥

(ভা: ৫।১।১৯)

(হে প্রিয়ব্রত) পদ্মনাভ শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মকোশরূপ দুর্গ আশ্রয় করিয়া তুমি ষড়্‌রিপুকে বিশেষভাবে জয় করিয়াছ। অতএব এখন গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়া অপ্রাকৃত প্রভুর ভগবদ্ভোগাবশেষের সেবা কর; পশ্চাৎ পুত্রকলত্রাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বনে গমনপূর্ব্বক শ্রীহরির আরাধনা করিও।

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

দশ ইন্দ্রিয় ও মন সহ একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা হৃষীকেশের সেবা করিতে হইবে।

শ্রীভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ ৮ম অধ্যায়ে 'অধর্ম্ম-বংশ' বর্ণিত হইয়াছে। মৈত্রেয় কহিলেন— হে বিদুর! তুমি এখন অধর্ম্মের বংশ শ্রবণ কর। অধর্ম্মের মিথ্যানাম্নী এক ভার্য্যা ছিল। অধর্ম্ম ও মিথ্যার সংযোগে 'দম্ভ' নামক পুত্র ও 'মায়া' নাম্নী কন্যা সৃষ্ট হইল। তাহারা উভয়ে সহোদর ও সহোদরা ছিল। ইহা দ্বিতীয় পর্য্যায়। উহারা দাম্পত্যধর্ম্ম-যুক্ত হইয়া 'লোভ' নামক পুত্র ও 'শঠতা' নামক কন্যা উৎপাদন করিল। ইহা তৃতীয় পর্য্যায়। তাহাদিগের সংযোগে 'ক্রোধ' নামে পুত্র ও 'হিংসা' নামে কন্যা উদ্ভূত হইল। ইহা চতুর্থ পর্য্যায়। 'কলি' সেই ক্রোধ ও হিংসার পুত্র এবং 'দুরুক্তি' সেই কলির সহোদরা। ইহা পঞ্চম পর্য্যায়। কলি ও দুরুক্তি হইতে 'মৃত্যু' নামে পুত্র ও 'ভীতি' নামে কন্যা হয়। ইহাই ষষ্ঠ পর্য্যায়। ভীতি ও মৃত্যু হইতে 'যাতনা' নাম্নী কন্যা ও 'নরক' নামে পুত্র উদ্ভূত হইল। ইহাই অধর্ম্মবংশের সপ্তম পর্য্যায়। অতএব যাঁহারা ভগবদ্ভজন করিবেন, তাঁহারা এই অধর্ম্মবংশকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া প্রোজ্‌ঝিতকৈতব পন্থা অবলম্বন করিবেন।

'ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্।' প্রোজ্‌ঝিতকৈতব পরমধর্ম্মে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-বাঞ্ছা নাই। যথা—

"অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কামবাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥"
"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥"

বর্ণাশ্রমের অভিমান থাকিলে কৃষ্ণভজন হয় না। কৃষ্ণভজন না করিলে বর্ণাশ্রমীর অধঃপতন হয়।

কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥"

(চৈ: চ: অ: ৭ ১১)

সুতরাং নামসংকীর্ত্তনে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছা থাকা উচিত নহে। নামসংকীর্ত্তনকারীর হৃদয়ে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-বাঞ্ছা থাকে না। নামসংকীর্ত্তনকারীর কিরূপ প্রার্থনা হইবে তাহা শ্রীমহাপ্রভু জানাইয়াছেন,—

'ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা
জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তি-
রহৈতুকী ত্বয়ি॥'

কৃষ্ণকীর্ত্তনকারীর পুরুষাভিমান অর্থাৎ ভোক্তাভিমান থাকা উচিত নহে। কৃষ্ণ-শক্তির পুরুষাভিমান নাই। দেহাত্মবোধ থাকিলে নামসংকীর্ত্তন হয় না। মহাপ্রভুই নামসংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক।

"সংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥"

ভাগবতধর্ম্ম বা সংকীর্ত্তনধর্ম্মই ভগবৎ-প্রণীত ধর্ম্ম।

ধর্ম্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং
ন বৈ বিদুঋর্ষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ॥

সত্যধর্ম্মটি সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত, ভৃগু প্রভৃতি সত্ত্বগুণপ্রধান ঋষিগণও উহা নিশ্চয়রূপে জানেন না, দেবগণও জানেন না; বিদ্যাধর ও চারণগণের কথা আর কি বলিব?

শ্রীভগবৎপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মই ধর্ম্ম। মনুষ্য-প্রণীত ধর্ম্ম ধর্ম্ম নহে। এই ভাগবতধর্ম্ম বা ভগবদ্ধর্ম্ম ঋষিগণ, দেবতাগণ, সিদ্ধমুখ্যগণ, অসুরগণ, মনুষ্যগণ কিংবা বিদ্যাধর, চারণগণ কেহই জানেন না। কারণ, 'মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ' দেবতাগণও ভাগবতধর্ম্মে মোহপ্রাপ্ত হন। দ্বাদশজন মহাজন মাত্র এই ভাগবতধর্ম্ম জানেন।

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥

অর্থাৎ স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা), নারদ, শম্ভু, কুমার (চতুঃসন), কপিল (দেবহূতিনন্দন), স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ মহারাজ, জনক মহারাজ, ভীষ্মদেব, ব্যাসপুত্র শুকদেব, বলি ও যমরাজ এই দ্বাদশ মহাজন ভাগবত-ধর্ম্মের বক্তা। এই আম্নায় বা গুরুপরম্পরায় ভাগবতধর্ম্ম জ্ঞাতব্য। মহতের পদাশ্রয় ব্যতীত কিছুতেই জীবের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হইতে পারে না, 'বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্।'

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জীবের নিত্যমঙ্গলের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতরস-পানেচ্ছু বা ভাগবতধর্ম্মযাজনকারীর জন্য 'দশমূল পাঠনে'র ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে সেই পাঠন সেবা করিবে না, তাহার ভবরোগ সারিবে না। ভাগবত দশমূল যথা—

(১) আম্নায় (গুরুপরম্পরা) বলেন,—

(২) শ্রীকৃষ্ণই পরম উপাস্য।

(৩) শ্রীকৃষ্ণই 'রসো বৈ সঃ' অর্থাৎ অখিলরসামৃতসিন্ধু।

(৪) শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির মধ্যে তিনটি প্রধান শক্তি—চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি এবং উভয়ের মধ্যবর্ত্তী তটস্থ বা জীবশক্তি।

(৫) তটস্থশক্তিসম্ভূত জীবগণ তাঁহার বিভিন্নাংশ।

(৬) জীব দুইপ্রকার বদ্ধ ও মুক্তজীব। যাহারা চিৎশক্তি শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন বা মায়ার ভোগ করিতে যাইয়া মায়ার ত্রিতাপে আক্রান্ত ও মায়াবদ্ধ হন, তাহারাই বদ্ধজীব। মায়াবদ্ধ জীবের অবস্থা শ্রীচৈতন্যভাগবতে এরূপ উক্ত হয়েছে—

'কৃষ্ণবহির্মুখ হৈয়া ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥"

(৭) মুক্তজীব। যাঁহারা চিৎশক্তি শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বাবস্থায় শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করেন, তাঁহারা মুক্ত।

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

(৮) কৃষ্ণ, জীব ও জগৎ অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব। অর্থাৎ জীব ও জগৎ কৃষ্ণ হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। সুতরাং কিরণকণ বা অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেরূপ সূর্য্য বা অগ্নি হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে, তদ্রূপ জীব ও জগৎ ভগবান্ হইতে ভিন্নও বটে অভিন্নও বটে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ বৃহৎ অগ্নির সহিত যুক্ত থাকিলে সমস্ত জগৎকে ধ্বংস করিতে পারে, তদ্রূপ চিৎকণ জীব যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাকাল শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত যুক্ত থাকেন, তাহা হইলে স্বীয় ভক্তিবলে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিতে পারেন। এইজন্য শাস্ত্র বলেন,—

(৯) কৃষ্ণভক্তিই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-প্রেমলাভের উপায়। কৃষ্ণভক্তির মধ্যে নাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥

নাম সংকীর্ত্তন সাধনকারী [illegible] হইতে পারেন।

(১০) কৃষ্ণপ্রেমই পরম পুরুষার্থ।

"পঞ্চম পুরুষার্থ 'প্রেম পুরুষার্থ।'
যাঁর আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥"

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible]
সেবক—[illegible]

(৩) শ্রীগো[illegible]পুর মঠ শ্রী[illegible]
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীজীবন দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীচৈতন্যদাস অধিকারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লী নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]

(১৮) [illegible]-আশ্রম
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]মঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) [illegible] পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যালঙ্কার

(২৪) [illegible]
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], কামরূপ, আসাম।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
[illegible] ইউ পি।
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

৩৭। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রী[illegible] মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible]
পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫। ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, [illegible], পাঞ্জাব।
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫০। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

৫১। [illegible] মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫২। [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৩। [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

৫৭। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৮। [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

৫৯। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible] প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] চৈতন্য দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৬২। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
৭০১ [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible]
[illegible]
সেবক—[illegible] বিনোদবাণী দাসী

৬৪। গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট.
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ [illegible]
[illegible], [illegible] ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]-সম্পাদক
শ্রী[illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—প্রকাশিত—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵০ । বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(*০*)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—*০*—

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিধ্যে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাত্ত্বিক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে আহার ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সম্বন্ধ সরল প্রণালীটি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই সন্দেহমুক্ত ও পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই উহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। গ্রন্থটী পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গবাণী প্রেস্ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১০০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গবাণী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক গ্রন্থের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত ; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র আনুপূর্ব্বিকভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রণীত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৫৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভাণ্ডারী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সিদ্ধান্তসরস্বতী মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভাগবতভূষণ, সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ সম্পাদকত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ণবিষয় তৎপরে শ্লোক অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় অর্থ ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ সর্ব্বাপেক্ষা বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এ গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দকিশোর ভাণ্ডারী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

—:o:—

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই [illegible] জীবনচরিত এতাবৎকাল [illegible] প্রকাশিত না থাকায় সকলেই [illegible] অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু [illegible] পূর্ণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্গের [illegible] "গৌড়ীয়" সম্পাদক [illegible] শ্রীমৎ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ, [illegible] "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] পৃষ্ঠা [illegible] হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার প্রকাশক
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] মহামহোপদেশক [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্র [illegible] চন্দ্রভাষ-বৈষ্ণবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের [illegible] এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত [illegible] সাধারণ করিয়া [illegible] এবং [illegible] ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে [illegible] প্রথম [illegible] ও [illegible] মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় [illegible] দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই [illegible] অধ্যায়ে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও [illegible] বর্ণানুক্রমে [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—[illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম)

যাওয়া

কলিকাতা ছাঃ	[illegible]	৬-২১	৭-১৪	[illegible]	[illegible]	১৬-৫৬	১৭-৫৬	[illegible]
[illegible]	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-৫০		১৮-৬	২২-৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৭	৮-১	৯-১৮	১৩-২৮	১৬-৫৭	১৮-৩১	[illegible]	০-২৮
[illegible] ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	[illegible]	১৭-৫৩	[illegible]	১৮-[illegible]	১২-৪০	[illegible]
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৯	১৪-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(ঐ) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-৪৯	১৮-১৭	২১-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
[illegible] ,,	১০-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-৭
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(ঐ) ছাঃ	১৩-৩১ (ন্যারো গেজে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	[illegible]-১৪

আসিবার

[illegible]

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৭-২২	১৬-৮	১৮-৩৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩১	৮-৪৪	১১-৪২	১৪-৭	১৬-৪৩	[illegible]

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৪-১৩	১৬-৫৬	১৯-২	২০-৪৬	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১১-২৬	১৫-০০	১৭-৩০	[illegible]	২১-১৯	৪-১০
(ঐ) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	[illegible]-৫৫	১৭-৫২	[illegible]-১১	২১ ৪৪	৪-১৮
[illegible]		১১-৮		১৭-১৬	[illegible]-৯	২১-২৬	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪০	১৯-২৬	২১-৫০	২৩-২৫	৬-১৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:o:—

১। শ্রীভাগবতপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। [illegible] কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]লার পাচন

জ্বর অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] কার্য্যও অত্যন্ত অধিক। [illegible] সংযুক্ত [illegible] এবং [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল [illegible] আনা, বড় বোতল [illegible] আঠার আনা। পাইকারী [illegible]

—[illegible] ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible] খোলা, [illegible]

পোঃ—কৃষ্ণনগর
টেলিগ্রাম—দৈনিক কৃষ্ণনগর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড   শ্রীকৃষ্ণনগর ১৮ই কার্ত্তিক ১৩৪৭, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৪০ সোমবার ; ১৯৮তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—:(০):—

রাজা কর্তৃক বড়লাটের কার্য্যকাল-বৃদ্ধি মঞ্জুর

সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ১০নং ডাউনিং ষ্ট্রীট হইতে নিম্নলিখিত ঘোষণা করা হইয়াছে—

ভারতবর্ষের বড়লাট মার্কুইস অব লিনলিথগোর কার্য্যকাল ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে আরও এক বৎসর বৃদ্ধি মঞ্জুর করিয়াছেন।

দোকান ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিল

প্রাদেশিক আইন-সভার বিগত অধিবেশনে যে দোকান ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান-নিয়ন্ত্রণ বিল গৃহীত হইয়াছে বাঙ্গলার গবর্ণর তাহা অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই আইনে প্রধানতঃ নিম্নোক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে—সপ্তাহে অন্ততঃ দেড় দিন সম্পূর্ণরূপে দোকান বন্ধ রাখা, দোকান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও আমোদ-প্রমোদের প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের দেড় দিনের ছুটি, প্রত্যহ রাত্রি ৮টার সময় দোকান বন্ধ করা, কর্মচারীদের দৈনিক কাজের সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দশ ঘণ্টা কাজ করিতে হইবে এবং সাত ঘণ্টা কাজের পর এক ঘণ্টা বিশ্রাম ও পাঁচ ঘণ্টা কাজের পর অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকিবে, মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে কর্মচারীদের বেতন দেওয়া এবং তাহাদের এক বৎসর কাজের পর বেতন সহ চৌদ্দদিনের অধিকারসূচক ছুটি ও অর্দ্ধ বেতন সহ দশ দিন আকস্মিক কারণঘটিত ছুটি। এই বিল প্রধানতঃ কলিকাতা ও উহার শহরতলী এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় প্রয়োগ করা হইবে।

মার্কিণে বৃটেনের জন্য বিমান নির্ম্মাণ

বৃটেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কারখানা-ওয়ালাদিগের অতিরিক্ত ধার তাহার প্রয়োজন সরবরাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিবার অনুমতি চাহিয়াছেন। মার্কিণ কারখানার কোন সমরোপকরণ নির্ম্মাণের কাজ আগে করিবার ব্যবস্থা করিবার বিষয়ে যে বোর্ড আছে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ঐ বোর্ডকে বৃটেনের ঐ অনুরোধ সম্বন্ধে বিশেষ সহানুভূতি পূর্ব্বক বিবেচনা করিতে বলিয়াছেন।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট গত ৩১শে অক্টোবর বাল্টিমোরে বেতার-বক্তৃতায় ঐ কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

বৃটিশ-সরকার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ইতঃপূর্ব্বে যে সকল বিমাননির্ম্মাণের বায়না দিয়াছেন, সেগুলির সহিত এই প্রস্তাবিত বায়না সম্মিলিত হইলে মোট ২৬ হাজার সামরিক বিমানের বায়না দেওয়া হইবে।

কলিকাতায় আলোক-নিয়ন্ত্রণের মহড়া-সম্পর্কে সরকারী বিজ্ঞপ্তি

বাঙ্গলা সরকারের দপ্তর হইতে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে।

জনসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ৬ই নবেম্বর রাত্রি ১০-৩০ মিনিটের সময় আলোক নিয়ন্ত্রণের মহড়া আরম্ভ হইবার সময় বিমান-আক্রমণ-সংকেত-জ্ঞাপক বংশীধ্বনি করা হইবে। এক মিনিটকাল বংশীধ্বনি করা হইবে। ১১-৩০ মিনিটে মহড়া শেষ হইলে পুনরায় এক মিনিট বংশীধ্বনি করা হইবে।

আলোক-নিয়ন্ত্রণের মহড়ার সময় আকাশ হইতে যাহাতে আলোক দেখিতে না পাওয়া যায় তাহার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে এবং প্রচার পত্র বিলি করা হইয়াছে।

স্কাউটের শোচনীয় মৃত্যু

করাচী মডেল হাইস্কুলের ১৮০ জনেরও অধিক স্কাউট আমোদ-প্রমোদের জন্য টাটাতে বাৎসরিক ভ্রমণে বহির্গত হইলে ঐ দলের গোবিন্দ আনন্দরাম বিচন্দানি নামক ১৭ বৎসর বয়স্ক একজন ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্র ডুবিয়া মারা গিয়াছে এবং স্কাউট দলের করাচীতে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে।

প্রকাশ যে, ছাত্রগণ একটা খালে স্নান করিবার সময়ে তাহাদের চারি জনকে ৩২ ফিট গভীর একটা খাদে ভাসাইয়া লইয়া যায়। উহাদের তিন জনকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করা হয় এবং গোবিন্দ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

Indian Posts and Telegraphs Department

NOTICE

Sealed tenders are invited for the conveyance of mails by motor vehicles daily between Majdia and Kotchandpur for up and down journeys throughout the year on a fixed monthly subsidy for a period of three years commencing from the 27th February 1941. The form of tender and a copy of the schedule showing the number, timings and other details of the service required together with particulars regarding other conditions of the contract may be obtained on application from the office of the undersigned in Krishnagar on payment of Rs 5/- in advance, which will not be refunded in any case. Tenders must reach the undersigned on or before the 30th November, 1940 by 12 00 hours.

Dated, Krishnagar,
The 29th October,
1940.

P. Chatterjee
Supdt of Post Offices,
Nadia Division

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রণেতা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] পুরী গোস্বামী মহারাজ [illegible] [illegible] ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার [illegible] হইতে প্রকাশিত [illegible] সডাক [illegible] টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক [illegible] [illegible] টাকা মাত্র।

৩। [illegible] [illegible] [illegible] পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১ টাকা।

৪। পরমার্থী—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক [illegible] টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কার্য্যার্থ [illegible] [illegible] পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক [illegible] মাত্র।

শ্রীমদ-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্পাদিত 'শ্রীমদ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই গ্রন্থে [illegible] হইয়াছে। শ্রীশ্রী[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অমূল্য উপদেশপূর্ণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

ভিক্ষা—[illegible] আনা মাত্র

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গ্রন্থের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] গৌড়ীয়মঠ কর্তৃক [illegible] [illegible] হইয়াছে।

সটীকা শরণাগতি

[illegible] শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ [illegible] [illegible] শরণাগতি [illegible] টীকা, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গৌড়ীয়[illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—[illegible] আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনবদ্বীপ [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;
শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, [illegible] ৬০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— [illegible]
দশম স্কন্ধ— [illegible]
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (যন্ত্রস্থ) [illegible]
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible]
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (যন্ত্রস্থ)
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড [illegible] ২য় খণ্ড [illegible], ৩য় খণ্ড— ৪র্থ খণ্ড [illegible]
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—[illegible], ২য় খণ্ড [illegible], ৩য় খণ্ড—[illegible]
৭। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল
৮। [illegible] [illegible] [illegible]
৯। বৈষ্ণবধর্ম
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (যন্ত্রস্থ)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (যন্ত্রস্থ)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে [illegible] [illegible]
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ
১৮। বাক্য আদর্শ ।০
১৯। [illegible] ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব [illegible]
২১। গৌড়ীয়গীতা [illegible]
২২। [illegible] [illegible] [illegible]
২৩। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (যন্ত্রস্থ) ১
২৪। গীতা ([illegible] টীকা সহ) [illegible]
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) যন্ত্রস্থ। [illegible]
২৬। শ্রীনাম কেবল মাধব ভাষা [illegible]
২৭। [illegible] [illegible]: মাহাত্ম্য। [illegible]
২৮। [illegible] (সাহায্য) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (যন্ত্রস্থ) [illegible]
৩০। শ্রীল [illegible] [illegible] [illegible]
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) [illegible]
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (যন্ত্রস্থ) [illegible]
৩৩। [illegible] [illegible] [illegible]
৩৪। ভক্তিরত্নাকর নবদ্বীপ-পরিক্রমা [illegible]
৩৫। শ্রীধামা [illegible]
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য [illegible]
৩৭। [illegible] [illegible] [illegible]
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ [illegible]
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী [illegible]
৪০। শরণাগতি [illegible]
৪১। গীতাবলী [illegible]
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা [illegible]
৪৩। সাধনকণ [illegible]
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা [illegible]
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) [illegible]
৪৯। ভক্তিতত্ত্ব [illegible]
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) [illegible]
৫১। বঙ্গসাহিত্য [illegible]
৫২। মণিমঞ্জরী (যন্ত্রস্থ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ [illegible]
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী [illegible]
৫৬। আত্মধর্ম ও ভক্তিপথ [illegible]
৫৭। ঈশোপনিষদ (যন্ত্রস্থ) ।০
৫৮। [illegible] [illegible]
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ [illegible]
৬০। সাধ্যসাধন [illegible]

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-[illegible] ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ [illegible]
৬৬। গৌড়ীয়বৈষ্ণব[illegible] [illegible]
৬৭। সারার্থবর্ষিণী [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। [illegible] [illegible] [illegible] বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন [illegible]
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। [illegible] [illegible] [illegible]
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
৭৬। [illegible] [illegible] ।০
৭৭। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
৭৮। [illegible] [illegible]
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অন্য খণ্ড) [illegible]

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ [illegible]
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু [illegible]
৮৩। গীতাবলী [illegible]
৮৪। শরণাগতি [illegible]

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি [illegible]

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ | ১৯ দামোদর ৪৫৪ গৌরাব্দ ১৮ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৪ঠা নভেম্বর খৃ: ১৯৪০, সোমবার | ১৯৮ তম সংখ্যা

"যেখানে হরিকথা নাই, সেস্থল যতই আত্মীয়-স্বজন-বেষ্টিত হউক না কেন, যতই বাসের সুবিধাজনক হউক না কেন, সেই সকল স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ দামোদর সর্বশিব সর্বধ্ন গৌরাব্দ ৪৫৪

হরিকথা-প্রসঙ্গ

শরীর দ্বারাই মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্র প্রতিফলিত হয়। সেইজন্য অসংযম ত্যাগ করিয়া সংযমে জীবনযাপন করাই কর্তব্য। কৃষ্ণবিমুখ জীবের কর্তব্যজ্ঞানের অভাবে পরনিন্দা, পরচর্চা প্রভৃতি হৃদয়ে স্থান পায়। মহৎকে উল্লঙ্ঘন করিলে জীবের মঙ্গল হয় না। নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের প্রতি মায়াবুদ্ধি বা তাঁহাদের অংশগণও নিজেকে বড় মনে করিয়া অনেকে অনেক প্রকার চাপল্য ও ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। ঐ সকল চাপল্যের প্রশ্রয় দেওয়া বৈষ্ণব-সজ্জনগণের কর্তব্য না হইলেও নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতগণ বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি কাহারও প্রতি তাহার অসংযত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সুখী হইতে চান তবে তাঁহার সেই সুখে বাধা দিবার আবশ্যকতা কি? পর্বত যেরূপ প্রবলবেগবতী নদীস্রোতের আঘাত নিরন্তর সহ্য করে, কখনই উহার অববিকৃতি লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ খলেরা মহতের প্রতি যতই বিগর্হিত বাক্য প্রয়োগ করুক, সাধুগণ তাহাতে অভিভূত হইয়া সেই সকলে বাধাপ্রদান করিতে ইচ্ছা করেন না। উহার দ্বারা পর্বতের যেমন সামর্থ্যাভাব প্রমাণিত হয় না, তদ্রূপ সাধুগণ ব্যক্তিগত আক্রমণে কোন প্রতিবাদ করেন না বলিয়া সেই নির্দোষ সাধুগণ দোষী বা অসমর্থ নহেন। কৃষ্ণশক্তি সাধুগণ যদি একটু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তাহা হইলে খলগণের সমস্ত কুনাট্য বিধ্বংসিত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা এতই উদার যে, জগতের সুখী ব্যক্তির ক্ষণিক সুখে বাধা দিতে ইচ্ছা করেন না, পরন্তু তাঁহারা সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। আমরা শাস্ত্রপাঠে আরও জানিতে পারি যে, ব্রাহ্মণগণ ঐহিক সম্মানকে যাবজ্জীবন বিষের ন্যায় জ্ঞান করিবেন এবং অবমাননাকে সর্বদা অমৃতবৎ আকাঙ্ক্ষা করিবেন। যেহেতু অপমান সহ্য করিতে শিখিলে লোকের অন্তরে সুখে নিদ্রা হয়, সুখে জাগরণ হয় ও সুখে বিচরণ করা যায়। পাপবশতঃ অপমানকারীর ঐহিক ও পারত্রিক উভয় সুখই বিনষ্ট হয়।

আধ্যক্ষিক বিচারে ছিদ্রান্বেষণতঃ বৈষ্ণব-বিদ্বেষরূপ গুরুতর অপরাধ করিয়াও কাহারও দোষ সাব্যস্ত করিবার পর তাহার ফলে উক্ত দোষের হিংসা ও মৎসরতা প্রণোদিত হইয়া নির্দোষ ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিতে প্রয়াসী হওয়া সঙ্গত নহে। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিতে হইলে বৈষ্ণবাপরাধীদের আশ্রয় গ্রহণ করা সমীচীন মনে হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে কোন সুফল উৎপন্ন হয় না। কামাদি রিপুবশবর্তিতা হইতেই হরিবৈমুখ্য বা বৈষ্ণববিদ্বেষ আসিয়া থাকে। বদ্ধজীবের পক্ষে উহা আপাতমধুর হইলেও উহা চরমে ভয়প্রদ ও আতঙ্কপ্রদ।

যেখানে শ্রীচৈতন্যদেব সেইখানেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। যেখানে ভক্তানন্দ অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ কিংবা যেখানে জড়বাদীদের নির্বিশেষ আনন্দের কথা, সেখানে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ নাই। শ্রীচৈতন্যের উপাসকগণ শ্রীনিত্যানন্দের আশ্রিত। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের দণ্ডে দীক্ষিত, তাঁহাদের বিভীষিকাদর্শন, জন্মমৃত্যু বা ভয় নাই। যেখানে কীর্ত্তন—অনুক্ষণ উচ্চকীর্ত্তনরূপ চেতনের ধর্ম প্রকাশিত। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বা অনিত্যসুখের আশ্রয়গণ শ্রীচৈতন্যের উপাসক নহেন, তাঁহারা অচৈতন্যের উপাসক। শ্রীচৈতন্যের ধর্মে অচেতনধর্ম অর্থাৎ দেহ-মনোধর্ম নাই। সেখানে আছে কেবল নিত্যানন্দের সম্পূর্ণ আনুগত্য। যেখানে শ্রীনিত্যানন্দের আনুগত্যের পরিবর্তে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছারূপ আনন্দানন্দ বা কামের সংস্রব, সেখানে চেতনের ধর্ম প্রকাশিত হয় না কি, জানিতে হইবে। শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণ অন্যান্য রূপসেবানুশীলন ব্যতীত কোন ইতর বিষয়কে নিত্যানন্দ বলিয়া স্বীকার করেন না। যেখানে শ্রীচৈতন্যের ইন্দ্রিয়-তর্পণের পরিবর্তে পৃথগ্ভাবে অচৈতন্যের ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা, সেখানে নিত্যানন্দ নাই। নিত্যানন্দের আশ্রিত হইতে না পারিলে—নিজেকে নিত্যানন্দের ভৃত্যানুভৃত্য বলিয়া না জানিলে নিত্যানন্দ কি করিয়া পাওয়া যাইবে? আমরা যদি নিত্যানন্দপাদপদ্মে আশ্রিত হইতে না পারি, তাহা হইলে আমাদিগকে অচৈতন্য ও অনিত্যানন্দের মধ্যে অভিনিবিষ্ট হইতেই হইবে।

যিনি কায়মনোবাক্যে নিখিল অবস্থায় হরির দাস্যে সতত চেষ্টাবিশিষ্ট, তিনিই জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্ত পুরুষগণ কৃষ্ণার্থে আত্মচেষ্ট। যতক্ষণ বিষয়িগণ কৃষ্ণেতর বিষয়ের বিষয়ী, আর ভক্তগণ একমাত্র পরম বিষয়—নিখিল আশ্রয়ের আশ্রিত বিষয় কৃষ্ণ-বস্তুর বিষয়ী অর্থাৎ কৃষ্ণাশ্রিত। ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধিকামী কুবিষয়িগণ অশান্ত। কৃষ্ণ-বিষয়ের বিষয়িগণ—ভক্তগণ 'নিষ্কাম, অতএব শান্ত'। কৃষ্ণে নিষ্ঠা ও কৃষ্ণের বিষয়ে তৃষ্ণা ত্যাগ শান্তের লক্ষণ। 'শম' [illegible] কৃষ্ণে নিষ্ঠা [illegible] না [illegible] কৃষ্ণেতর [illegible] কৃষ্ণের [illegible] করিবার জন্য [illegible] উৎপন্ন ও [illegible] নহে, [illegible]।

কৃষ্ণ আমায় পালে রাখে জান সর্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচায় জঞ্জাল॥

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সকলেই অশান্ত; সুতরাং তাহারা কেহই গোস্বামী পদবাচ্য নহে। যাঁহারা ইন্দ্রিয়কে বশে আনিয়াছেন, তাঁহারাই গোস্বামী। বস্তুতঃপক্ষে কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত আর অন্য কেহই 'গো' বশ করিতে পারে না। কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত সকলেই অশান্ত। কৃষ্ণের ভক্ত তাঁহার বাধ্য ইন্দ্রিয়সমূহ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন। কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অপরে লোকের নিকট নিজেকে গোস্বামী বলিয়া জাহির করিলেও তাঁহাদের সে যোগ্যতা নাই। যে ব্যক্তি নিষ্কপটে ভগবানের শরণাগত হয় নাই, সে কখনও 'গোস্বামী' বা গোস্বামী পদবাচ্য হইতে পারে না। শরণাগত ভগবদ্ভক্তগণ, সুতরাং তাঁহাদের ভগবচ্চরণাশ্রয় আলোচকদিগের পতন নাই। [illegible] ব্যক্তির পদস্খলন সম্ভাবনা, কিন্তু আশ্রিত বা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কখনও পদস্খলন হইতে পারে না। কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বদাই কৃষ্ণসুখের জন্য [illegible] কৃষ্ণসুখের হরিনামের গোস্বামিগণ আদর্শ বর্ত্তমান। আর অভক্ত সর্ব্বদা নিজসুখের জন্য ব্যস্ত, তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণই আত্মসুখের জন্য। অভক্তের আত্মসুখ [illegible] সিদ্ধিকামগণ আত্মোন্নতিসুখ প্রাপ্তির জন্য তাড়িত হইয়াছে। বিনা যাহার যোগায়, তিনি তাহার জন্য দাস না হইয়া থাকিতে পারেন না। কৃষ্ণের দাসগণ কৃষ্ণসুখতৎপর, আর ইন্দ্রিয়ের দাসগণ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য লালায়িত।

'পর' শব্দে একমাত্র কৃষ্ণকেই বুঝায়। কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তুই পারকীয়। কৃষ্ণই যখন একমাত্র বিষয় এবং আর যাবতীয় সকলেই যখন আশ্রয়, তখন বিষয়বুদ্ধিক্রমে জীব স্বতন্ত্র আশ্রয় হইয়া যে নিজেকে পুরুষ বা ভোক্তা বলিয়া অভিমান করে, তাহা তাহার অজ্ঞান কৃষ্ণবিমুখতা ছাড়া আর কিছুই নহে।

ভগবানের শক্তির মধ্যে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি কৃষ্ণের এই তিনটি প্রধান। ইচ্ছাশক্তিই হ্লাদিনীশক্তি, ক্রিয়াশক্তি—সন্ধিনীশক্তি এবং জ্ঞানশক্তি—সম্বিৎ। স্বয়ং কৃষ্ণ ইচ্ছা বা আনন্দশক্তির মালিক। শ্রীবাসুদেব সম্বিৎশক্তির প্রভু, আর শ্রীবলদেব সন্ধিনীশক্তির প্রভু। এক কৃষ্ণই এই ত্রিবিধ শক্তিশক্তির অধিষ্ঠাতা।

ভগবান্ সত্যযুগে শুক্লবর্ণ তপস্যায় যুক্ত হইয়া প্রকাশিত যে শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হইয়া জগৎকে দর্শন দিয়াছিলেন। ত্রেতায় তিনি রক্তবর্ণ চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হন। দ্বাপরযুগে তিনি শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সকল দ্বাপরেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাব ঘটে না। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী অষ্টম দ্বাপরযুগে ভগবান্ শুকপক্ষবর্ণ অর্থাৎ হরিদ্বর্ণাদি গ্রহণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এ কথা শাস্ত্রে দেখা যায়। সকল দ্বাপরে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন না, সকল কলিতে সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার হয় না। সাধারণ কলিতে ভগবান্ কৃষ্ণবর্ণ-দেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়া থাকেন। বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে যে কলিকাল, তাহাতে মহাপ্রভু পীতবর্ণ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হন। বৈবস্বত মন্বন্তরের ৭১ যুগের মধ্যে ২৭ যুগ গত হইলে পর অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে কৃষ্ণের প্রকটকাল। যে দ্বাপরে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ প্রকটিত হন, সেই কলিতেই শ্রীমহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সকল দ্বাপরে বা সকল কলিতে কৃষ্ণ ও গৌরসুন্দরের আবির্ভাব হয় না।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরাবাস, মধ্যাবাস ও বাহ্যাবাস এই তিনটী আবাসস্থানের কথা শুনা যায়। গোলোক বৃন্দাবন বা ব্রজই শ্রীকৃষ্ণের অন্তরাবাস বা অন্তঃপুর। বিষ্ণুলোক পরব্যোমই মধ্যাবাস এবং বাহ্যাবাস দেবীধাম।

কর্ম্ম ও ভক্তি

হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রীতিবিধানকল্পে যাহা করা যায়, তাহার নাম ভক্তি। আর কর্ম্ম বলিতে যে সকল কার্য্য লোকে ইহকালে বা পরকালে অথবা স্বর্গে নিজ সুখভোগের আশায় কিংবা এই অনিত্য দেহকে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া ইহার সম্পর্কে সম্পর্কিত আত্মীয়স্বজনের সুখের জন্য করিয়া থাকে, সেই গুলিকে বুঝায়। একই কার্য্য ক্ষেত্রবিশেষে কর্ম্ম হইতে পারে, অন্য ক্ষেত্রে ভক্তি হইতে পারে। বুদ্ধিবিচারে তাহার কর্ম্মত্ব বা ভক্তিত্ব। আমরা ভক্তিলাভের জন্য যত্ন করিতে গিয়া যে সকল কার্য্য করি, তাহাতে নিজসুখের লেশমাত্র থাকিলে তাহাকে ভক্তি বলা যাইবে না, তাহা কর্ম্ম-সংজ্ঞায় অভিহিত হইবে। আর গুরু-বৈষ্ণবের সুখের জন্য আমরা যে কোন কার্য্যই করি না কেন, তাহাই ভক্তি।

আমরা যদি কর্ম্ম করি, তবে আমরা কর্ম্মফল ভোগ করিতে বাধ্য; কারণ, আমরা কর্ম্মফলবাধ্য জীব। আর যদি ভক্তিলাভের জন্য—গুরুবৈষ্ণবের সুখের জন্য যত্ন করিয়া থাকি, তবে আমরা নিশ্চয়ই ভক্তিফল লাভ করিতে পারিব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ফল দেখিয়াই আমরা জানিতে পারি যে, আমরা সত্য সত্য ভক্তিলাভের জন্য যত্ন করিয়াছি কিনা। ভক্তির ফল ভগবদ্‌গুরু—গুরুবৈষ্ণবে উত্তরোত্তর প্রীতি বা আপনজ্ঞান। যেখানে তাহা পরিদৃষ্ট না হইয়া ভোগবাসনাই বাড়িতেছে সেখানে সমস্ত কার্য্যই কর্ম্মে পর্য্যবসিত হইতেছে বুঝিতে হইবে।

কর্ম্ম আমাদের বন্ধনযোগ্যতা বর্দ্ধন করিয়া আমাদিগকে সংসারী করায়। কর্ম্মে সুখভোগের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ অনুস্যূত আছে। কারণ, নিরবচ্ছিন্ন সুখ এই দেবীধামে নাই। পুণ্যফলে অর্থাৎ সুকর্ম্মফলে জীব স্বর্গাদিলোকে গমন করে বটে, কিন্তু সেই পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলে আবার সংসারলাভ করে।

ভক্তিই আমাদের আত্মার নিত্যবৃত্তি। ভগবান্ নিত্য চিদ্‌ঘনবিগ্রহ, জীবের স্বরূপও চিন্ময়। এস্থলে ভগবানে ও জীবে নিত্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান। এ জগতে জীব অচিৎসংস্পর্শে স্বাতন্ত্র্যবশতঃ প্রাপ্ত হইয়া সংসারে ভ্রমণ করিতেছে। নির্ম্মল চিৎকণ জীবের একমাত্র কৃত্য ভগবৎসেবা। এই জ্ঞানের সন্ধান পাইয়া যখন আমরা শ্রদ্ধা সহকারে সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজন করিতে থাকি, তখন তাহাতে যদি নিজসুখবাঞ্ছা না থাকে তবে ভজনক্রিয়াফলে সংসারক্ষয় হইয়া অনর্থনিবৃত্তি ঘটে। তখন নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তিক্রমে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় জীবের নিত্যধর্ম্ম যে ভগবৎপ্রেম তাহা লাভ করিতে পারি। ভগবৎপ্রেমই জীবের পরমপুরুষার্থ—তাহাই ভক্তির চরম ফল। ভক্ত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গাত্মক কর্ম্ম ও নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞানীর মোক্ষকে নরকসদৃশ মনে করেন। ভক্তিমানের নিকট চারিপুরুষার্থ অতি তুচ্ছ।

কর্ম্ম করিতে করিতে কখনও ভক্তিলাভ করা যায় না। কর্ম্মের ফলে সেবাকামনার পরিবর্ত্তে সংসারবাসনা বা নিজসুখবাসনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আবার ভক্তিকে কর্ম্ম মনে করা উচিত নয়। ভগবান্ আমাদের নিত্যসেব্য, সুতরাং আমাদের সকল ভোগবাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার প্রীতিবিধান করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহাই নিখিল চেতনের একমাত্র ধর্ম্ম।

কর্ম্মীর ভক্তাভিনয়কে মিশ্রা ভক্তিও বলা যায় না, উহা বিদ্ধা ভক্তি। যেমন বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাজ্যা, সেইরূপ বিদ্ধা ভক্তিও ভোগ ও নিঃশ্রেয়সের উপায়রূপ আত্মপ্রবঞ্চনা বিশেষ। যেখানে ভগবদ্ভক্তির জন্য কেহ যত্নপর হইয়া ভগবানকে নিত্যসেব্যজ্ঞানে তাঁহার সেবাতেই মনোনিবেশ করিয়াছে, অথচ অনাদিবহির্ম্মুখতানিবন্ধন তাহার সংসারবাসনা সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হয় নাই, সেখানে যে ভক্তি তাহাই মিশ্রা ভক্তি। উহা ভক্তি, তবে কিছু কর্ম্মভাব উহার সহিত বিমিশ্রিত। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে ঐ কর্ম্মভাবটুকু গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় দূরীভূত হইয়া শুদ্ধা ভক্তি লাভ হয়। শ্রীধ্রুবমহারাজের জীবনী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, যদিও তিনি রাজ্যলাভের জন্য ভগবানের আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তিনি পদ্ম-পলাশলোচন অনাথনাথ ভগবান্ আছেন ও তাঁহার প্রার্থনা তিনি নিশ্চয়ই শ্রবণ করিবেন—এই দৃঢ়বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার বলে ও ভগবানের অহৈতুকী কৃপার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। কর্ম্মীদের অনুষ্ঠানরূপে অনিত্য ফলের আবাহন, অশ্রদ্ধা বা সংশয় করেন নাই। ভগবানের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তবে রাজ্যলাভরূপ বাসনা তাঁহার চিত্তে ছিল। পরে ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাকে দেবর্ষি নারদের সঙ্গসুযোগ দান করিয়া তাঁহার হৃদয়ের বস্তুপ্রাপ্তির বাসনা দূর করিয়া তাঁহাকে শুদ্ধা ভক্তি প্রদান করেন। প্রহ্লাদ মহারাজের ভক্তি আদৌ মিশ্রা ছিল না। গর্ভবাসকালেই তিনি দেবর্ষির সঙ্গ পাইয়াছিলেন বলিয়া ভগবৎ-সেবাকামনা ব্যতীত অন্য কোন কামনা তাঁহার চিত্তে স্থান পায় নাই। সাধুসঙ্গের এমনই ফল। যিনি যেরূপ সঙ্গ করেন, তাঁহার কামনাও তদ্রূপ এবং কামনা-অনুসারে ফললাভ হয়। সুতরাং অকপটে শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গ ব্যতীত আমাদের শুদ্ধভক্তিলাভের অন্য কোন উপায় নাই। সেইজন্য এই দুইটী বস্তুলাভের জন্য এই জীবনে আপ্রাণ যত্ন করা আমাদের সকলেরই উচিত।

মাধ্বগৌড়ীয়মঠের উৎসব-৫

——::(০)::——

গত ২৫শে অক্টোবর, শুক্রবার শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা-কীর্ত্তনান্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য খণ্ড তৃতীয় অধ্যায় হইতে শ্রীহাড়াই পণ্ডিত ও শ্রীপদ্মাবতী দেবীর বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীকে পুত্র ভিক্ষা দিবার পর যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা ব্যাখ্যা করেন। ইহা প্রাকৃত বস্তুর অভাবের জন্য শোক নহে, পরন্তু ভগবদ্বস্তুর বিরহে শোক। সাধকের সেবকের যে বিরহচমৎকারিতা লাভ, তাহাই উক্ত প্রসঙ্গে বিষয় পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীমঠ হইতে একটি নগর সংকীর্ত্তন বহির্গত হইয়া প্রাচী জয়কালী রোড, নবাবপুর রোড, মদনমোহন বসাক ষ্ট্রীট হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠী-সভায় ত্রিদণ্ডিপ্রবর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ জীবের স্বরূপ-পরিচয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর পুনরায় শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ঐদিবস অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু এম্, এ মহাশয় শ্রীল তীর্থ মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন।

২৬শে অক্টোবর শনিবার উষঃকালে শ্রীবিনোদবাণীগৌরের মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা কীর্ত্তন হয়। পরে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর সহিত তীর্থযাত্রা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে—

প্রভু কেন ছাড়ে যার কেন অনুরাগ?
বিষ্ণুবৈষ্ণবের এই অচিন্ত্য প্রভাব॥

এই পয়ারটি বিশেষভাবে ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেন।

অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠী-সভায় শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা কীর্ত্তনের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীন কৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু 'শ্রীদামোদরাষ্টক' ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেন।

শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠের প্রশস্ত নাটমন্দিরে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ বহু শিক্ষিত সজ্জনবৃন্দের সভায় সনাতনশিক্ষা পাঠ করেন। এতৎপ্রসঙ্গে জীবের সহিত ভগবানের যে নিত্যসম্বন্ধ বর্ত্তমান তাহা না জানায় জগতের অনিত্য বস্তুতে আসক্তি ও প্রীতি করাই তাহার স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে এবং এই বিরূপের স্বভাব দূর করিতে হইলে সম্বন্ধজ্ঞানই যে একান্ত প্রয়োজন তাহা তিনি বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দেন।

"কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া, ভজিতে ভজিতে,
অভিমান হউ দূর॥"

সম্বন্ধজ্ঞান হইলেই ভজনক্রিয়া আরম্ভ হয় তখন গুরুবৈষ্ণবের চরণে হৃদয় হইতে এই প্রার্থনা স্বাভাবিকভাবে আসিয়া থাকে এবং বৈষ্ণবচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া সতত তাঁহার কৃপা প্রার্থনা হইতে থাকে।

বিগত ২৭শে অক্টোবর, রবিবার উষঃকালে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীগুরু বৈষ্ণববন্দনা কীর্ত্তনান্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু 'গৌড়ীয়' হইতে 'মাধুকরী ভিক্ষা' প্রবন্ধটি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দিরপরিক্রমা হয়।

অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠী-সভায় কীর্ত্তনাদির পর সমবেত ভক্তবৃন্দ 'শ্রীদামোদরাষ্টক' আবৃত্তি ও আলোচনা করেন।

শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিক এবং শ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা কীর্ত্তনাদির পর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। একমাত্র সম্বন্ধজ্ঞানই স্বপ্রকাশ সূর্য্যের ন্যায় জীবকে ভজনোন্মুখ করিয়া অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় উন্মুখ করাইয়া থাকে, অন্যথা মায়ার অন্ধকারে পড়িয়া অনন্তজীবন ত্রিতাপজ্বালায় জর্জ্জরিত হইতে হয়, ইহা দীর্ঘ ভাষায় ব্যাখ্যা করেন—

"কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥"

বিগত ২৮শে অক্টোবর, সোমবার শ্রীবিনোদবাণীগৌরের মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা কীর্ত্তন হয়। অতঃপর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-রামতীর্থ মহোদয় শ্রীহাড়াই পণ্ডিত ও বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর উপাখ্যান পাঠ করেন। অতিথিরূপী বৈষ্ণবসন্ন্যাসীকে জীবন সর্ব্বস্ব প্রাণপ্রিয়তম পুত্রকে সমর্পণ করিয়া কিরূপে অতিথিসৎকার করিতে হয়, তাহার ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেন। অতঃপর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের কৃপাদেশে শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ প্রভু নব-প্রকাশিত ১২।১৩শ সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে অতিথিসেবা-প্রসঙ্গ পাঠ করেন।

শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অতিথিসৎকার যে প্রত্যেক গৃহস্থের এবং মঠবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ইহা যে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব, নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সাক্ষাৎ কৃপাদেশ তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর পঞ্চতত্ত্ব-কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দিরপরিক্রমা হয়।

সন্ধ্যায় শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিক ও গুরুবৈষ্ণববন্দনা কীর্ত্তনান্তে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সনাতন-শিক্ষা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ নিত্য। সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিন তত্ত্বের জ্ঞান না হইলে চিন্ময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের রূপ উপলব্ধি হয় না।

স্মেরাং ভঙ্গিত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণ-দৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশী-তীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥

এই শ্লোকটি তিনি অতি সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করেন। সংসার-কারাগার, অসৎসঙ্গ বা বন্ধুরূপ কুমার্গকারীর (দুষ্কার) অতি আদর, বন্ধনাধার (শ্রীকার দয়ার কপাট) যেন এবং শেষ বিষয়াসক্তিরূপ কোট-কবল তাহাদের অভিনয় দ্বারা শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু যে আমাদিগকে ভজনবিষয়ের কথা জানাইয়া গিয়াছেন এবং সনাতনবন্ধু শ্রীগুরু গৌরাঙ্গের শ্রীচরণে শরণাগতির দ্বারাই যে দুরত্যয় মায়া অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের অশোক অভয় পাদপদ্মে পৌঁছাইতে পারা যায়, ইহাও অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন।

পাঠসমাপ্তির পর "রাধাকৃষ্ণ বল্ বল্" গীতি ও 'মহামন্ত্র' কীর্ত্তন হয়। অতঃপর গোপেশ্বর শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে উপস্থিত প্রায় তিনশতাধিক ব্রাহ্মণ ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। দামোদর মাসে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে হরিনাম ও হরিকথারূপ মহৌষধ ও মহা-প্রসাদরূপ পথ্য প্রচারে ব্যক্তিগণকে প্রচুর পরিমাণে বিতরিত হওয়ায় সুকৃতিমান ব্যক্তিগণ ধন্য হইতেছেন।

শ্রীধামে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা

পরমারাধ্যতম পাতকপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় শ্রীব্রজমণ্ডলান্তর্গত শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলান্তর্গত শ্রীধামমায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির ও অন্যান্য মঠসমূহে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে শ্রীচৈতন্যমঠ নাট্য-মন্দিরে শ্রীপাদ অরবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের কৃপা ও সেবাদর্শের কথা অনেকক্ষণ যাবৎ আলোচনা করেন। তৎপরে শ্রীমঠবাসী ভক্তবৃন্দ উচ্চসংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীঅন্তর্দ্বীপপরিক্রমা করেন। পরিক্রমার পর শ্রীমন্দিরাঙ্গনে পাঠাদি হইতে থাকে। মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ নন্দকিশোর দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের কথা পাঠ করেন। অনন্তর শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও ঠাকুরের বিবিধ প্রকার ভোগ হয়। অপরাহ্ণে অন্যান্য দলের ন্যায় ভক্তবর্গের উপদেশাবলী আলোচনা হয়। এতদ্ব্যতীত প্রকাশ্য শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ আলোচনা করেন। সন্ধ্যার পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা-পাঠমুখে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য আলোচিত হয়। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে উর্জ্জাব্রত

পরমারাধ্যতম পাতকপাবন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আশ্রিত শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে অহঃকীর্ত্তনমুখে উর্জ্জাব্রত আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যহ মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীদামোদরাষ্টক ও মহাজনপদাবলী অনু-কীর্ত্তনের পর ভক্তগণ অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও ভাগবত গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীধামের [illegible] হইতে বহু সংখ্যক [illegible] তৈর্থ সেবকবৃন্দ [illegible] কীর্ত্তন, [illegible] ও শ্রীল [illegible] বিপুলভাবে কীর্ত্তন করিতেছেন।

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন ব বড়বাজার [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী বি-এল

৩। শ্রীযোগমায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]চরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীচৈতন্য দাস অধিকারী

(১৩) [illegible]দ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধরদাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
[illegible]পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭। কৃষ্ণকুটির
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত-আশ্রম
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাটালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রী[illegible]চরণ ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালগৌড়ীয়মঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible]বিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible]মোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible] (ইউ পি)
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

৩৭। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনিরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য[illegible]পীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গোকুলবিহারী মঠ—[illegible]
পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫। সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, জেলা কর্ণাল, পাঞ্জাব
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], গোদাবরী মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫০। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

৫১। [illegible] মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫২। [illegible]
সেবক—শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

৫৩ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

৫৭। শ্রী[illegible] গৌড়ীয়-আশ্রম-মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীদীনহীন দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী

(৬০) [illegible] প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]চৈতন্য দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৬২। রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, [illegible]
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

৬৪। গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ আফিস
[illegible], [illegible] (ইউ-পি)
সেবক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ আফিস,
[illegible]পুর (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনন্তগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৩৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৩৲		৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	১।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮
" এক কলম ৩৬৲	৩০

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	৫
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible] বিশেষ সংখ্যাটি [illegible]।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সহজ সরল প্রণালীটি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকেই [illegible] ও পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। গ্রন্থটী পাইকা টাইপে অ্যান্টিক কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ [illegible], [illegible], ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের [illegible] বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় [illegible] সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা ও [illegible] অতি মনোরম। ইহাতে ১০০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও [illegible] চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ [illegible], [illegible], ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের রচিত "[illegible]" নামক [illegible] সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

[illegible]

[illegible] স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেশ [illegible]। [illegible] বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও [illegible] মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয় [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] করিয়াছে। [illegible] বৎসর [illegible] জন বালকের মধ্যে [illegible] জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

[illegible] ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় [illegible]: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র ৫৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, [illegible], শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রীল [illegible] [illegible], [illegible] এবং [illegible] শ্রীল [illegible] এই অপূর্ব্ব [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া [illegible] প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, [illegible] আছে তাহা [illegible]। [illegible] অধ্যায়ের [illegible] অধ্যায়ের [illegible] [illegible], [illegible] শ্রীল [illegible] সুবোধিনী টীকা, এ টীকার [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] প্রভুর [illegible] হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় [illegible] সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible], শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে ... শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। ... ঠাকুরের জীবনচরিত ... [illegible] ... শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবের অনুগত ... শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক লিখিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন ... ঠাকুরের বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্রাবলীর সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। ... মূল্য মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গৌড়ীয়মঠ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

... কলেজের ... প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল ... শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ... বৈষ্ণবাচার্য্য ... গবেষণাপূর্ণ এবং ... আস্বাদন করিয়া ... ভক্ত ও ভগবানের শ্রীচরণ-পাদে ... । ... ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। ... শ্রীমন্মহাপ্রভুর ... আলোচনা। ... শ্রীপাদ ... গোস্বামী ... (Foreword), ... (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও ... (Index Glossary) সহ ... প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, ... মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট

যাতায়াতের ট্রেনের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-২৬	৬-২১	৭-১৪	১১-৩	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-২৬	২২-৪৬
ব্যাণ্ডেল		৬-৫৬	৮-৩১	৭-২৮	১০-১৮	১৩-২০	১৮-৩	২২ ৪২
কালনাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১০-৫৫	০-২৮
... ছাঃ	৬-২৮	৮-৮	৯-৫৩	১৩-৫৫	১৫ ৫	১৮-১৬	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ৫	৮-৪০	১০-৬	১০-১৪	১৫-৪১	১৯-১৭	২০-১৫	১-৪২

(শহর) ছাঃ ৭-১০	১০-১১	১৭-৫৮	২০-৫০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ৭ ৪৮	১০ ৫৯	১৮-১৭	২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৬
ব্যাণ্ডেল ,,	১২-১৮
কালনাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	২-৫-০
শান্তিপুর পৌঃ	১১-২৮
(শহর) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৪-১৪

ডাউন

শান্তিপুর

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৭-২২	১৩ ৮	১৮ ৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩১	৮-৬৪	১২-১২	১৫-০	১৩ ৫৩	১৯-১০

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৫৭	১১-১০	১৬ ৫৬	১৯-২	২০-৪১	৩-৩১
কালনাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯ ১৫	১২-১৬	১৫-৫০	১৭-৫০	২০ ৬	২১ ১৯	৪-১০
(কালনা) ছাঃ	৭-৫৬	৯-৩০	১২-৫৭	১৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৪	৪ ১৮
ব্যাণ্ডেল		১১-৮		১৭ ১৩	১৯-১৯	২১-২৬	২৩ ৫	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-৩৬	১৭-৪০	২০-২৬	২২-৫৭	২৩-১৫	৬-১৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(০)—

১। শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বঙ্গের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। ... পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ... কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর ... অবস্থিত। এখান হইতে উৎকৃষ্ট ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

... অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... অত্যন্ত অধিক। ... সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ... ছোট বোতল ... আনা, বড় বোতল ১৮/০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—... উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

... ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—প্রকাশ শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড মায়াপুর ১৯শে কার্ত্তিক ১৩৪৭, ৫ই নভেম্বর, ১৯৪০ মঙ্গলবার ১৯৯তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::(০)::—

জার্ম্মাণ-বন্দরে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ

একটি ইস্তাহারে প্রকাশ, বৃটিশ বোমারু বিমানবাহিনী কতকগুলি জার্ম্মাণ বন্দর ও জার্ম্মাণ-অধিকৃত বন্দরের উপর প্রচণ্ডভাবে বোমাবর্ষণ করিয়াছে। বিমানবিভাগের আর একটি ইস্তাহারে প্রকাশ, কিয়েল, উইলহেলমসহাভেন, ব্রিমেন, হামবুর্গ এমডেন ও কুক্সহাভেন প্রভৃতি বন্দরই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল। কতকগুলি বৃটিশ বিমান বোলোন-বন্দরে জাহাজসমূহের উপর আক্রমণ চালায়। অপর কতকগুলি বিমান হামবুর্গ ও কলোনের তৈলের কারখানার উপর বোমা ফেলিয়া সেই স্থানে আগুন ধরাইয়া দেয়। তাহা ছাড়া জার্ম্মাণী ও জার্ম্মাণ-অধিকৃত রাজ্যসমূহের ১১টি বিমানঘাঁটি, অন্যান্য বিমানবহরের যোগাযোগ ঘাঁটি এবং ফ্লাশিং, কলোন, ওস্টেণ্ড ও হ্যানোভারের রেলওয়ে কেন্দ্রসমূহের উপরও আক্রমণ চালান হয়।

গত ২৯শে অক্টোবর বিমান-বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন যে, রাজকীয় বিমানবাহিনী জার্ম্মাণীতে সামরিক লক্ষ্যস্থলসমূহের উপর, জার্ম্মাণ-অধিকৃত রাজ্যসমূহের বিমানঘাঁটি ও বন্দরসমূহের উপর সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালাইয়াছে। রাজকীয় বিমান-বাহিনীর বিমানসমূহ বোলোন-এ জার্ম্মাণ ঘাঁটিসমূহের উপরও পুনরায় বোমাবর্ষণ করে। নীচে আলোর অভাবের দরুণ বোমাবর্ষণের ফলাফল দেখা কঠিন ছিল। বৃটিশ-বিমানগুলি ইটালিয়ান আকাশে বন্দরে একটি জাহাজ ও নৌ-বিভাগীয় ৫৫ কো-টীন ব্যাংকের উপর বোমা ফেলিয়া উহাদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। কারখানার উপরও বোমা ফেলা হয় এবং ফলে অনেক স্থানে আগুন লাগে। রাজকীয় বিমানবাহিনীর ইস্তাহারে প্রকাশিত হইয়াছে যে, মা ল্টা র উ প রে ই তা লী য় ও বৃটিশ বিমানসমূহের মধ্যে এক সংঘর্ষের ফলে দো ... ই টি শত্রুপক্ষীয় বিমান ধ্বংস হয়। ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে গত সপ্তাহের শেষে কোন বৃটিশ-বিমান নষ্ট হয় নাই।

পণ্ডিত নেহেরুর গ্রেপ্তার

জানিতে পারা গিয়াছে যে, গোরক্ষপুরে আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের জন্য পণ্ডিত নেহেরুকে ভারতরক্ষা-বিধির ৩৮ (১)ক ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গোরক্ষপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ২৮শে অক্টোবর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করেন। গোরক্ষপুরে পণ্ডিত নেহেরুর বিচার হইবে। ঠিক ১০-৪০ মিনিটের সময় এলাহাবাদের সিটী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এস, এন, আগা পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের গৃহ হইতে পণ্ডিত নেহেরুকে লইয়া মোটরে গোরক্ষপুর যাত্রা করেন। তাঁহারা হয় মোটরেই গোরক্ষপুর গমন করিবেন অথবা পথিমধ্যে ট্রেনে আরোহণ করিয়া গোরক্ষপুর যাইতে পারেন। পণ্ডিত নেহেরু গোরক্ষপুর যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার দুই ভগিনী শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এবং শ্রীযুক্তা কৃষ্ণা হাতি সিং ও মিঃ র'ফি আমেদ কিদোয়াইকে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের গৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয়। যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত অচ্যুত পটবর্দ্ধনকেও সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয়। গোরক্ষপুর যাত্রার পূর্ব্বে পণ্ডিত নেহেরু পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সহিত একত্রে আহার করেন, সেই সময় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটও উপস্থিত ছিলেন।

শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে বোমাবর্ষণ

বৃটিশ বোমারুবিমানগুলি গত ৩০শে অক্টোবর দিবাভাগে চেরবুর্গ পোতাশ্রয় এবং ফরাসী উপকূলের অন্যান্য স্থানে আক্রমণ করে। চেরবুর্গ ডকের পার্শ্বে গুদামগুলির উপর বোমা পড়ে। সমুদ্রে ৩ খানা ট্রলারের মধ্যে কতকগুলি বোমা নিক্ষেপ হয়। রাত্রিতে আক্রমণ নিয়ন্ত্রিত করা হইলেও এন্টওয়ার্প এবং ফ্লাশিং এর ডকে প্রচুর বোমাবর্ষণ করা হয় এবং এমডেনের নৌঘাঁটিও প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়। ১খানা শত্রু-বিমান ধ্বংস হইয়াছে এবং ১খানি বৃটিশ বিমানের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ইটালিয়ান সোমালিল্যাণ্ডে বিমান-আক্রমণ

দক্ষিণ আফ্রিকার বিমানবাহিনী অক্টোবর [illegible] (ইটালীয়ান সোমালিল্যাণ্ড) এক সামরিক ঘাঁটি আক্রমণ করে। এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, লক্ষ্যস্থানে সুপরিষ্কার ভাবে বোমা পড়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিমানবাহিনী অন্যত্র বিমান পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য চালায়। সকল বিমানই নিরাপদে ফিরিয়া আসে।

জার্ম্মাণ-বন্দরের উপর আক্রমণ

বৃটিশ বিমান-বিভাগের ইস্তাহারে প্রকাশ, গত ৩০শে অক্টোবর রাত্রিতে আবহাওয়ার অবস্থা প্রতিকূল থাকিলেও কতিপয় বোমারু বৃটিশ বিমান আবার জার্ম্মাণীর বিভিন্ন অংশের উপর কর্ম্মতৎপরতা প্রদর্শন করে।

বৃটেনের জন্য বহু সংখ্যক মালবাহী জাহাজ

ট্রেজারি-বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ মোর্গেনথাউ প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৃটিশ-সরকার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট বহু সংখ্যক মালবাহী জাহাজের অর্ডার দিয়াছেন। তিনি বলেন, এই অর্ডারের ফলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কেবলমাত্র বৃটিশের ব্যবহারের জন্য একটি নূতন জাহাজ নির্ম্মাণের ইয়ার্ড নির্ম্মাণ করিতে হইবে কিনা, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। তিনি সকল তথ্য আপাততঃ গোপন রাখেন। তিনি কেবলমাত্র ইহাই বলেন যে, বৃটিশ-সরকার বহুসংখ্যক এক প্রকার মালবাহী জাহাজের অর্ডার দিয়াছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬৸০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, বাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয় শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্‌-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] শ্রীশ্রীল [illegible] পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] [illegible] আচার্য্যবর্গের [illegible] অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ [illegible] [illegible]ই অভ্যসনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গ্রন্থের [illegible] বিরাট [illegible] কলেবর, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সটীক শরণাগতি

ঠাকুর শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ [illegible] 'শরণাগতি'র 'বিবৃতি'টীকা, [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] গৌড়ীয়-মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীভক্তিকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
অধ্যাপক সুন্দরানন্দ দাস এম্‌-এ, বি-এল্‌,
পুরাণাপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, —প্রথম ... ৮০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। আনুষঙ্গ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা) ৯৲
৩। ভাগবতসার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩
৪। সরস্বতী কবচ (অধীনা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১॥০
৯। বৈষ্ণবদর্শন ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত [illegible] ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। বৈষ্ণব-[illegible]
১৮। ব্রাহ্মণ-[illegible]
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৵০
২২। [illegible] ৷
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা [illegible] (বাঁধা) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ১
অধীনা। ১
২৬। গীতার [illegible] ভাষা
২৭। প্রেমবিবর্ত্ত গদ্যোপাধিঃ সারসংগ্রহ ১
২৮। [illegible] (সারার্থ) ৷
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸
৩০। দীপ-[illegible] ৶
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷
৩৩। [illegible]-প্রণামালা ৷
৩৪। [illegible] নবদ্বীপ-পরিক্রমা ৶
৩৫। গীতমালা ৴৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ৫ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু
৪০। নবদ্বীপশতক
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল পারিজাত
৪৩। সাধনকণা
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপধাম
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। আত্মকথা ৶৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সারার্থ) ০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] বা [illegible] ০
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। উপদেশামৃত (অন্বয়ার্থসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেণু ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধনপ্রণালী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিবিধাঃ ।০
৬৩। সটীক-[illegible] ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। সাধনায় সিদ্ধান্ত ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মতপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। [illegible] ।০
৭০। [illegible] ৴০
৭১। বেদান্ত—উইথ সরস্বতী ডাঃ অর্চনা ।০
৭২। [illegible] ৷৵০
৭৩। [illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।
৭৪। [illegible] ।
৭৫। [illegible] ৴
৭৬। [illegible] ।
৭৭। [illegible] ।৭
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৸৭
৭৯। শ্রীচৈতন্য [illegible] ।৬৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীচৈতন্যভাগবত ।৭
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ।০
৮৪। শরণাগতি ৴৬

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ।

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত   ... জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১৫ বর্ষ | ২০ দামোদর ৪৪৪ গৌরাব্দ ১০শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৭, ৫ই নভেম্বর খৃঃ ১৯৩০, বুধবার ১২৯ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ দামোদর ঋতু প্রথম গৌরাব্দ ৪৪৪

সংকীর্ত্তন

কীর্ত্তনই সমস্ত ভজনের সম্রাট্। মহাভাগবত-শিরোমণি শ্রীগুরুদেব ও তৎকৃপাভিষিক্ত তদনুগ অকৃত্রিম মহাভাগবত বৈষ্ণবগণই হরিকথাকীর্ত্তনকারী। তাঁহাদের শ্রীমুখের হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে। আমরা সেবোন্মুখচিত্তে তাঁহাদের বাণী শ্রবণ করিলে সেই বাণীই নিজের বিক্রম প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে নিমন্ত্রিত করিবেন। আমাদের হৃদয় যত শরণাগত হইবে, ভগবদ্বাণী বা ভগবদ্বিগ্রহ আমাদের উপর ততই প্রকট করিবেন। আমরা যে পরিমাণে শরণাগত না হইব, সেই পরিমাণে আত্মাভিকতা আমাদিগকে আক্রমণ করিবে। শরণাগতির পরিমাণ অনুসারেই জীবহৃদয়ে অপ্রাকৃতদেবের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। [illegible] বা মায়াবাদ ব্যতীত কোন অভিধেয়ই [illegible] কার্য্যকরী হয় না। সেইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশ্ববাসীকে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন, "কীর্ত্তনকারীর হৃদ্বৎ-প্রণালে ব্যায়াম-প্রক্রিয়ার চিত্তপরিশীলন হয়, তদ্দ্বারা অচিত্-পরিশীলন করে। চেতনের বৃত্তিতে যে সাত্ত্বিকভাবাদি, তাহা একটী পৃথক্ ব্যাপার, তাহাই পূর্ণ আত্মনিবেদন। কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারীর হৃদ্বৎ-প্রণালে চেতনবৃত্তি শরণাগতির স্ফূর্ত্তি নাই, উহা কথঞ্চিৎ স্থূল-দেহের ক্রিয়াবিশেষ। হরিনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র পরতত্ত্ব অনুশীলন।"

কীর্ত্তনই অঙ্গী আর শ্রবণ-স্মরণাদি অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গগুলি তাহার অঙ্গ। নব-প্রকার ভক্তির মধ্যে আটটি কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির অনুগামিনী। অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গগুলি শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের অনুকূল-অনুশীলন করিলেই তাহাদের সার্থকতা। শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ভক্তের পৃথক্ করিয়া স্মরণ করিবার আবশ্যক নাই। কারণ, স্মরণ শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধীন। সকলে মিলিত হইয়া যে কীর্ত্তন, তাহাই সংকীর্ত্তন অথবা সম্যক্ কীর্ত্তন অর্থে সংকীর্ত্তন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সকল কথার কীর্ত্তন অথবা নাম-রূপ গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলাকীর্ত্তনের নাম সংকীর্ত্তন। সকল শাস্ত্রই সংকীর্ত্তনের জয়গান করিয়াছেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

> সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
> মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
> সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
> কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥
> ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
> 'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
> তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
> নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

যাহাতে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়, তাহা হরিকীর্ত্তন নহে; যাহার দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হয় তাহাই হরিকীর্ত্তন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতে রসনা ও মনকে ক্রমপর্য্যায় ভগবন্নাম-রূপ চরিতাদি সুষ্ঠুভাবে কীর্ত্তনে অর্থাৎ সংকীর্ত্তনমুখে অনুস্মরণ পর্য্যায়ে নিযুক্ত করিয়া ব্রজে রাগপূর্ব্বক ব্রজবাসী জনের অনুগত হইয়া অখিল কালযাপন করিতে বলিয়াছেন। সুকীর্ত্তনই সংকীর্ত্তন। কীর্ত্তনই ভক্তি। শ্রবণ না হইলে কীর্ত্তন হয় না। শ্রবণ-কীর্ত্তন সবই কৃপাসাপেক্ষ। সাধু কৃপা করিয়া কীর্ত্তন না করিলে শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ হয় না আবার শ্রবণ-সুযোগ না হইলে কীর্ত্তন করা যায় না। সুতরাং সাধুর কৃপা বা সৎসঙ্গ ছাড়া গতি নাই। সৎসঙ্গের ফলে সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়। সৎসঙ্গই ভগবৎসাম্মুখ্যের কারণ। সৎসঙ্গই অর্থাৎ সংকথানুসন্ধানই ভগবৎ-কৃপালাভের একমাত্র উপায়। সৎসঙ্গ ও সন্তের সেবার দ্বারাই ভগবানে বিশ্বাস হয়। আজন্ম ধার্ম্মিক, উদাসীন, জ্ঞানবান্, শান্ত, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় ভাগবত-অধ্যাপকেরও বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত শ্রীভগবৎপাদপদ্মে বিশ্বাস অসম্ভব। তাই শাস্ত্র বলেন,—

> এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।
> ভক্তসেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায়॥
> (চৈঃ ভাঃ)

লোভ বা শ্রদ্ধাই ভক্তির বীজ। যেখানে লোভ বা শ্রদ্ধা নাই, সেখানে সাধুসঙ্গ নাই। যেখানে সাধুসঙ্গ নাই, সেখানে ভক্তিও নাই। ভক্তসঙ্গফলেই ভক্তি হয়—শ্রবণফলেই কীর্ত্তন হয়। শ্রবণই সব। শ্রবণের পথ—কর্ণের পথ—নমস্কারের পথ—শরণাগতির বা প্রণতির পথ বা শ্রৌতপথ। অন্যদের পথ—বাঁচিবার পথ [illegible] তাঁহাদের সব পথ সবই মৃত্যুর পথ। শ্রদ্ধা বিনা শুভ কখনও হয় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের প্রভাবে জীবের চিত্ত শুদ্ধ হয়—স্বরূপের পরিচয় বা কৃষ্ণৈকদাস্যের উপলব্ধি হয়—স্বরূপ-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। তখন 'অহঙ্কারের' 'আমি' এই তুচ্ছ অহঙ্কার তাহার হৃদয়ে স্থান পায়। শ্রবণানন্তর শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন হইলে জন্ম হইতে সমস্ত অবিদ্যাজাল [illegible] হইয়া থাকে। তখন শুদ্ধ জীব পরেশ জীব-[illegible] নিশ্চল স্বচ্ছ দর্পণে যথাযথ দেখিতে পায়। চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত [illegible] সঙ্গে সঙ্গে [illegible] হইয়া থাকে। ভগবদ্দাস্যই সেই স্বরূপ। [illegible] প্রবুদ্ধ হইলে সংসার প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তি উদিত হয়। কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের দ্বারা ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। [illegible] কৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত সংসারযন্ত্রণা বা সংসারানল—[illegible]—[illegible] নির্ব্বাপিত হয় না—[illegible] হয় না। মায়াদেবীই [illegible] দুর্নিবার সংসার; আর মায়ার [illegible] বিতৃষ্ণ হইয়া কৃষ্ণসেবাই [illegible]। [illegible] জীবের শ্রবণকীর্ত্তনাদি-[illegible] দ্বারা শুদ্ধভক্তি প্রাকৃত হয়। সংকীর্ত্তনে আপন কল্যাণ উদিত হয়।

শ্রীগৌরসুন্দর সংকীর্ত্তনকে [illegible] জীবন [illegible] বলিয়াছেন। ভগবৎ[illegible] এক। তাঁহার বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুইটি বৃত্তি। বিদ্যার দ্বারা [illegible]

কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

স্বরূপশক্তিরূপে পরিচিত আর অবিদ্যার দ্বারা [illegible] কারিণী। সাধুসঙ্গে শ্রীকীর্তন করিতে করিতে যখন শুদ্ধভক্তির উদয় হয়, তখন তাঁহার কৃপায় জীবের স্বরূপের উদ্বোধ হয়। [illegible] পর্যন্ত হয়। [illegible] থাকেন। [illegible] থাকেন। এই [illegible] বা অপূর্বতা নাই। কীর্তনপ্রভাবে সমস্ত মলিনতা [illegible] জীব [illegible] লাভ করেন। শ্রী[illegible] বলিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন লোনভাবে লোকের বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ এবং সুখভাবে পরাবিদ্যা বা অপ্রাকৃত বিদ্যাবধূর জীবন। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনপ্রভাবে জীব আত্মিক বিদ্যার অধিকার হইতে উন্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণস্বরূপ লাভ করেন।"

যতক্ষণ শ্রবণ হইবে ততক্ষণ কীর্তন হইবে। শ্রবণ না হইলে হরিকীর্তন কি করিয়া হইবে? সেইজন্য শ্রীভাগবতেও কীর্তনসম্রাট শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শুনা চাই। নিরন্তর সাধুর সঙ্গ না হইলে হরিনাম বা হরিকীর্তন হইবে না। শ্রীল আচার্যদেব বলিয়াছেন,—"একমুহূর্ত সাধুসঙ্গছাড়া হইলে আর হরিনাম হইবে না। হরিনামকীর্তন is the direct service of the Absolute Supreme Lord. হরিনাম কীর্তনই একমাত্র ভজন—একমাত্র ভজন—একমাত্র ভজন। The only royal road approved by Srimad Bhagbat (শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বারা সমর্থিত একমাত্র রাজকীয় পথ) is নামকীর্তন আর সবই ন্যূনাধিক বঞ্চনাময়।"

অনেকে মনে করেন, শ্রবণই মুখ্য ভজন, কীর্তনাদি গৌণ। ইহা ঠিক নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রীনামসংকীর্তনই মুখ্য ভজন। শ্রীনামসংকীর্তনই ভক্তির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মহাপ্রভু কীর্তন বা শ্রীনামসংকীর্তনের অধীন। কীর্তন ছাড়িয়া পৃথগ্‌ভাবে স্মরণাদির চেষ্টা জড়স্মৃতি মাত্র হয়। যাঁহারা শ্রীনামকীর্তন করেন না, তাঁহারা কখনো [illegible] নমস্কার বা [illegible] কীর্তনের [illegible] সেই সেই সকল ফল লাভ করেন [illegible] অর্থাৎ পরিত্রাণ কলিযুগে সংকীর্তনপ্রধান যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন। এই নাম সংকীর্তন সাধন ও সাধ্য উভয়। ভগবানে প্রেমসম্পত্তির আবির্ভাব করাইতে নামসংকীর্তন অব্যর্থ। বর্ষাকালে মেঘ যেমন [illegible] 'শস্য' 'প্রদ' হইয়া [illegible] স্থানের তাপ এবং রাত্রিকালে [illegible] সকল বিরহজ [illegible] নামসংকীর্তন করিয়া থাকেন। সেবোন্মুখ জিহ্বাতেই শ্রীনামসংকীর্তন স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হন। এই নামসংকীর্তনের সমান শ্রেষ্ঠ কিছু নাই।

সেবকের সেবাই শোভা

——::•::——

ভগবানই নিখিল জগতের একমাত্র সেব্য, আর সকলেই তাঁহার সেবক। সেবকের সেবাই শোভা—সেবাই রূপ। এ শোভা—এ রূপ প্রাকৃত ও অনিত্য নহে। প্রাকৃত রূপে সৌন্দর্য, নশ্বরতা ও অস্থায়িত্ব রহিয়াছে। কারণ, এ জগৎটাই নিত্য-জগতের হেয় প্রতিফলন ও অনিত্য। এই প্রাকৃত জগতের রূপ মানুষকে পশু হইতেও নিকৃষ্ট করিয়া তুলে। প্রাকৃত শোভায় মত্ত হইয়া জীব পতঙ্গের ন্যায় প্রজ্বলিত অগ্নিতে ক্ষণিক সুখের জন্য প্রাণ পর্যন্ত আহুতি দেয়। কিন্তু একমাত্র নিত্যসেব্যের সেবা-সুখের নিকট কোটী ব্রহ্মানন্দও তুচ্ছীকৃত হয়। সেবা-সুখ এত বড় জিনিষ। যিনি অপ্রাকৃত সেবালাভ করিয়াছেন, তিনিই সেবকের রূপ শোভা দর্শন করিতে পারেন। প্রাকৃত জীবের নয়নে অপ্রাকৃত রূপশোভা দেখিবার যোগ্যতা নাই।

সেবা জিনিষটি অহৈতুকী, অপ্রতিহত ও আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। গঙ্গা যেমন সাগরসঙ্গমের জন্য স্বাভাবিকভাবে ছুটিতে থাকে, কোন কিছুর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ সেবকও সেব্যের প্রতি তাঁহার নিত্য স্বাভাবিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া অদম্য পিপাসা লইয়া সেবা করিতে ছুটেন। এ সেবা করিবার স্বর নহে—এ সেবার কখনও বিরাম নাই। এই সেবাবৃত্তি ভুলিয়া যাওয়াটাই আমাদের প্রথম অপরাধ। সেইজন্য আমরা আজ মায়াকারাগারে নিবদ্ধ। আমাদের এমনই দুর্দৈব যে, এই অনিত্য জড়দেহে আত্মবুদ্ধি-বশতঃ এই কারাগারই ভাল লাগিতেছে। তাই মায়াদেবীও পুনঃ পুনঃ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিতাপ প্রদান করিয়া নিত্য সেব্যবস্তুর প্রতি আমাদের মুখ ফিরাইয়া দিবার জন্য সতিনিয়ত যত্ন করিতেছেন। কিন্তু এত ক্লেশ পাওয়া সত্ত্বেও অনিত্য জগতের প্রতি অত্যধিক প্রীতিবশতঃ স্বরূপের কৃত্যের কথা স্মরণ করি না। এ অপরাধ আমাদেরই স্বকৃত। সুতরাং ইহার ফলভোগ আমাদিগকেই করিতে হইবে।

স্বরূপতঃ আমরা যদিও সেবক এবং নিত্যসুখের অধিকারী, তথাপি নিজসুখ কামনা করার জন্য ও পুরুষাভিমানের জন্য আমাদের অধঃপতন বা মহা অপরাধ উপস্থিত হইয়াছে। তাই বলিয়া হতাশার কোন কথা নাই। এখনও ত' মুক্তির উপায় আছে। বন্দী বা কয়েদী স্বকৃত অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া স্বীয় প্রভুর চরণে শরণাগত হইলেই যেমন প্রভুর ইচ্ছায় কারামুক্ত হইতে পারে, তদ্রূপ মায়াকারাগারের কয়েদী আমরা যদি গুরুকৃষ্ণের নিকট স্বকৃত অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাঁহাদের চরণে শরণ গ্রহণ করি এবং সেবাভিমান লাভের জন্য কৃপার জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন জানাই, তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। যিনি সত্য সত্য সেবা চান তিনি জানেন—কৃষ্ণ নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। শাস্ত্র বলেন—'কৃষ্ণকৃপা করিবেন দৃঢ় করি' জানে।' সেবকের ধর্ম সেবা করা—সর্বক্ষণ সেবকাভিমানে মত্ত থাকা। ইহা ছাড়া তাঁহার আর রূপ নাই—শোভা নাই—কৃত্য নাই। সেবাদানের একমাত্র মালিক শ্রীগুরুনিত্যানন্দ। তাঁহার কৃপায় কৃষ্ণসেবা এবং বৈষ্ণবসেবা লাভ করা যায়। ভক্তিপথে অগ্রসর হব।

সেবাবৃত্তি আত্মার সহজবৃত্তি। তাহা বাহির হইতে ধার করিয়া বা যোগাড় করিয়া লইতে হয় না। গুরুকৃপায় আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এখন অনিত্য বস্তুর প্রতি প্রীতি—অনিত্য বস্তুর সেবায় অভিনিবেশ থাকায় জন্য সেই নিত্যবৃত্তি প্রকাশিত হইতেছে না বা তজ্জন্য প্রকৃষ্ট যত্নও হইতেছে না।

জীব যখন সেবায় প্রতিষ্ঠিত হন—শ্রীগুরুদেবের কৃপায় নিত্যরূপ লাভ করিতে পারেন তখন তাঁহার প্রত্যেকটী কার্য, প্রত্যেকটী চিন্তা সেব্যের সুখবিধান করিয়া থাকে। সেবক তখন আত্মসুখ-দুঃখের বিচার করেন না।

সেবকের ধর্ম—নিত্যকাল সেব্যের অধীন থাকা এবং তাহাই সেবকের শোভা। আমরা যখনই গুরুবৈষ্ণবের সেবার কথা ভুলিয়া যাই তখনই আমাদের মরণ। সেবকের ধর্ম সর্বদা সেব্যের প্রীতিবিধানের চিন্তায় ব্যস্ত থাকা। প্রীতির সহিত যে যাহার চিন্তা করে সে তাহারই সেবক। সেবক সেবাচিন্তা ছাড়া থাকিতে পারে না।

গুরুবৈষ্ণবের প্রীতি-আকর্ষণে পড়িলে তাঁহাদের কৃপায় সেবাধর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। তখন মায়া দুর্বল হইয়া তাহার আকর্ষণ ছাড়িয়া দেয়। সেইজন্য সেবক শুদ্ধ জীবাত্মার অনিত্য বস্তুর আকর্ষণ ছাড়িয়া নিত্য সেব্যবিগ্রহ যে হরি, গুরু ও বৈষ্ণব তাঁহাদের প্রীতি-আকর্ষণে পড়িবার জন্য সর্বক্ষণ যত্ন করা দরকার। তাহাতে যদি শত শত লাঞ্ছনা, বিপদ-আপদ্ ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তজ্জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার। দেহ ও মনের উপর অশেষ প্রকার অত্যাচার হইলেও নিত্যপ্রভুর সেবাই যে আমাদের রূপ, সেই স্বরূপ লাভ করিবার জন্য অন্তর হইতে গুরুকৃষ্ণের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে। তাহা এই জন্মেই হউক বা শত শত জন্ম পরেই হউক, লাভ করিতেই হইবে এবং তাহা ছাড়া আমার গতিও নাই—এরূপ দৃঢ়তাও হৃদয়ে পোষণ করিতে হইবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মই শ্রীরূপ। তিনিই রূপ—সেবা—কৃপাদানের একমাত্র মালিক। কারণ, সমস্ত সৌন্দর্যের আকর তিনি। তাঁহার নিকট কোন যোগ্যতাযোগ্যতার বিচার নাই, জীবের প্রতি পরমদয়াল তাঁহার মত আর কেহ নাই। কেবল তাঁহাকে অন্তর হইতে আপনজ্ঞান হইলেই তাঁহার কৃপা পাওয়া যায়। তিনি জীবের নিকট হইতে আর কিছু চান না, তিনি চান—আমরা সত্য সত্য তাঁহাকে চাই কিনা বা আপনজ্ঞান করি কিনা। যিনি তাঁহাকে আপনজ্ঞান করিতে না পারিলেন তাঁহার জন্য তিনি আর কি করিবেন? তিনি ত' কাহারও স্বতন্ত্রতায় হস্তক্ষেপ করিবেন না। গুরুবৈষ্ণবসেবা দ্বারা অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। গুরুকৃপাই কৃষ্ণপাদপদ্মলাভের একমাত্র উপায়।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্তরূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই। তাই কোন মহাজন গাহিয়াছেন।

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগলচরণ॥
হা হা প্রভু সনাতন গৌরপরিবার।
সবে মিলি' বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যার, সেই মহাশয়॥

চৈতন্যমঠে হরিকথা

শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ পাঠ, কীর্ত্তন ইষ্টগোষ্ঠী, কথোপকথন ও পত্রোত্তরমুখে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা করিতেছেন। শ্রীধামদর্শনার্থ আগত সজ্জনগণের নিকটও তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ শ্রীনাম ও শ্রীধাম মহিমা বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ১লা নভেম্বর শুক্রবার শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে,—

ভক্তিতে শ্রদ্ধা বা শরণাগতিই মূল। শরণাগতই ভক্ত। শরণাগত বা প্রপন্নকে ভগবান্ রক্ষা করিয়া থাকেন। শরণাগত একনিষ্ঠ ও ঐকান্তিক। অনেকে প্রশ্ন করেন, শরণাগতি কি করিয়া হইবে? এরূপ প্রশ্নের কোন মূল্য নাই। শরণাগতি নূতন করিয়া হয় না, তাহা আছেই। শরণাগতি চেতনের বৃত্তি। ইহা বাহ্য কোন জিনিষ নহে। সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা দ্বারা চেতনতার বিকাশ হয়। জল যদি বলে—'আমার তরলতা ধর্ম্ম কি করিয়া পাইব?' অথবা আগুন যদি বলে—'ছাইচাপা পড়িয়াছি, এখন কি করিয়া উত্তাপ দিব বা দগ্ধ করিব' এইরূপ প্রশ্ন নিরর্থক। এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া মনে হয়, অশরণাগতি বজায় রাখিয়াই শরণাগত হইবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না।

সম্বন্ধজ্ঞান না থাকিলে ভজন হয় না। সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে ভোগপ্রবৃত্তি নষ্ট হয়। দর্শন একটা হইবেই। হয় কৃষ্ণদর্শন, না হয় মায়াদর্শন হয় Absolute দর্শন, না হয় non-absolute দর্শন। কৃষ্ণদর্শনে মায়াদর্শন নাই, মায়াদর্শনে কৃষ্ণদর্শন নাই। সেবাদর্শনই কৃষ্ণদর্শন আর ভোগদর্শনই মায়াদর্শন। সেবক-অভিমানে সেবাদর্শন হয় আর ভোক্তা বা কর্ত্তাভিমানে ভোগদর্শন হইয়া থাকে। এ জগতের মালিক বা ভোক্তা কে, এ বিষয়ে জ্ঞান না হইলে ভোগদর্শন কি করিয়া যাইবে? হরিসম্বন্ধী সেবাদর্শন হইলে আর জড় বা ভোগাত্মক দর্শন হয় না। সম্বন্ধ না হইলে বন্ধন কি করিয়া যাইবে? কৃষ্ণই সম্বন্ধ, মায়াই বন্ধন। দেহের দ্বারা হরিভজন হয় না। সূক্ষ্ম বা স্থূল দেহ কোনটীই হরিভজন করিতে পারে না। আত্মা বা চেতনই হরিভজন করে। দেহের সহিত হরিভজনের কোন সম্বন্ধ নাই। শুদ্ধভক্ত সাজিতে সুষ্ঠুভাবে হয়, [illegible] জীবনটী ও দ্রব্যাদি রাখিয়া গুরুবৈষ্ণবের আশ্রয় করিলেই দেহে বা চেষ্টায় শুদ্ধভক্তির অভিব্যক্তি হইয়া পড়ে। সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবার দ্বারা ভবমুক্ত বা মায়ামুক্তি হয় আর গোবিন্দসঙ্গ ও গোবিন্দসেবার দ্বারা ভগবদ্ভজন হইয়া থাকে। ভক্ত অকিঞ্চন হন। সেখানে দাম্ভিকতা, সেখানেই ভব। কর্ম্ম, জ্ঞান ও অন্যাভিলাষ—এ সকলই ভব। যেখানে অকিঞ্চনতা, শরণাগতি বা ভক্তি নাই, সেখানে এগুলি আছেই। শরণাগতের পতন নাই। শরণাগতের দোষ দেখিতে নাই। যে সর্ব্বক্ষণ চলার উপরে আছে, সে দৈবাৎ দু'একবার পড়িয়া গেলেই বা কি আসে যায়? তাহার উদ্দেশ্য ঠিক আছে। সে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবেই। পড়িয়া গেলেও সে ত' আবার উঠিয়া চলিতেছে। সুতরাং কাহারও অগ্রগতিতে কোনপ্রকার বাধা দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে কোন ভ্রমাত্মক ধারণা করা উচিত নয়। শরণাগত ব্যক্তি কোন দোষ করিলেও করুণাময় কৃষ্ণ তাহাকে আপনজনজ্ঞানে দোষের দণ্ড স্বয়ংই বিধানপূর্ব্বক শোধন করিয়া শ্রীচরণে স্থান দেন। সুতরাং কোন দোষ দেখিয়া হতাশ হইবার কিছু নাই। যাহার লক্ষ্য স্থির আছে, যিনি স্রোতপথী তাঁহার বাধা বা ত্রুটী দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে অন্যরূপ কিছু আশঙ্কা করিতে হইবে না। অনর্থ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ বাধা বা দোষ আছেই। উহা দেখিতে হইবে না। শরণাগত ভক্ত সাধুগুরু কৃপায় ক্রমশঃ ঐ সকল বাধা দূর করিয়া অগ্রসর হন। যিনি শরণাগত, তিনি ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত আর কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন না, পথে পতন হইলেও পথ ছাড়িয়া বিপথে যান না—ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। দোষত্রুটী প্রথমতঃ কিছু থাকিলেও শরণাগত ভক্ত শরণাগতির বলে ঐ সকল দোষ বা বাধা সমস্ত অতিক্রম করিয়া থাকেন। সেইজন্যই ব'লতেছি—শরণাগত হইতে হইবে, নিরন্তর সাধুসঙ্গ করিতে হইবে—দীনহীন কাঙ্গাল হইতে হইবে, শরণাগতিরূপ হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক ভগবৎকৃপারজ্জু গ্রহণ করিতে হইবে; নতুবা কৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে না। ভগবানের দিক হইতে অহৈতুকী কৃপাধারা আর আমাদের দিক হইতে পূর্ণ শরণাগতি—ইহাই ভগবৎসাক্ষাৎকারের একমাত্র উপায়। যিনি যতটা কৃপার প্রতি শরণাগত হইবেন অর্থাৎ দাম্ভিকতা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক আত্মনিবেদন করিবেন, তাঁহার উপর ততটা ভগবৎকৃপা বর্ষিত হইবে।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠে শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব।

গত ৩১শে অক্টোবর ১৪ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও প্রায় ২০০ শত প্রকার বিচিত্র ভোগোপকরণ দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর শ্রীশ্রীঅন্নকূট মহামহোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস প্রত্যূষে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক হইলে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনান্তে উষঃকীর্ত্তন ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীমঠ হইতে নানা বিচিত্রবর্ণের পতাকা সহ একটী বিরাট নগরসঙ্কীর্ত্তন বাহির হইয়া কাঁসর, খোল, করতাল সহ উচ্চ শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে টাউনের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করত বেলা ১০ ঘটিকায় পুনরায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপর ভোগারতিকীর্ত্তনান্তে পুনরায় শ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনান্তে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীশ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব উপাখ্যানটি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর মধ্যাহ্ন কীর্ত্তনের পর বেলা ২ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমাগত ব্যক্তিদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই উৎসব উপলক্ষে শ্রীপাদ কৃষ্ণজন [illegible] ও ভক্ত শ্রীরঘুনাথ দাসের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

রংপুরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ১০ই অক্টোবর রংপুর জেলার অন্তর্গত চটাখোলা গ্রামে গমনপূর্ব্বক বিভিন্নস্থানে পাঠ ও বক্তৃতামুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়াছেন। গত ২২শে অক্টোবর হইতে [illegible] দিবস কানিয়ালখাতা গ্রামবাসিগণের আগ্রহাতিশয্যে স্থানীয় জমিদার শ্রীযুত গিরিজাকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ের কাছারী বাড়ীতে আহূত একটী সভায় বক্তৃতামুখে যথাক্রমে 'মানবজীবনের কর্ত্তব্য', '[illegible] ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন' ও 'রূপানুগ ভজনবৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় তিনটী বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রত্যহ বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। সভায় [illegible] শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

লক্ষ্ণৌতে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম শাখা লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গত ১০ই অক্টোবর হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রী আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ঊর্জ্জব্রত আরম্ভ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাদেশানুযায়ী প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত, অপরাহ্নে শ্রীগৌড়ীয়[illegible] ও শ্রীনবদ্বীপধামপ্রকাশ আলোচনা এবং রাত্রে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত সেবকবৃন্দ প্রত্যহ নিয়মিতভাবে মাধুকরী ভিক্ষায় বাহির হইয়া সহরের বিভিন্ন স্থানে বহু লোকের নিকট হরিকথা ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের গুণানুকীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ২২শে অক্টোবর লালবাগস্থ শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাদর আহ্বানে মঠসেবকগণ তদীয় বাসভবনে গমনপূর্ব্বক শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। পাঠে বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীগোদ্রুমে কীর্ত্তন

গত ৩০শে অক্টোবর প্রাতে শ্রীচৈতন্যমঠের কতিপয় সেবক সুবর্ণবিহার শ্রীগৌড়ীয়-মঠে গমনপূর্ব্বক তথায় [illegible] কীর্ত্তন করিয়া শ্রীনামহট্টে [illegible] পূর্ব্বক [illegible] কীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনা করেন।

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

১) শ্রীচৈতন্যমঠ[illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৩
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী বি-এস্

৩। শ্রীযোগপীঠ মায়াপুর শ্রী[illegible]
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) [illegible]-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-[illegible]-মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible] শ্রী[illegible] নিকটবর্ত্তী
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭) [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিনোদ

(১৮) [illegible]-আশ্রম
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) [illegible]-[illegible] পাট
[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যালঙ্কার

(২৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২৫) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible], (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া [illegible]
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], ইউ, পি
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible] ইউ পি)
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৭) শ্রী[illegible] মঠ,
[illegible], শ্রী[illegible] মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রী[illegible]
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]-[illegible]
পোঃ [illegible] মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রী[illegible]
[illegible], মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) [illegible]বিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫০) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

৫১) [illegible] মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

৫২) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৩ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], পঞ্জাব
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] (মাদ্রাজ)
সেবক—শ্রী[illegible]চৈতন্য দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (মাদ্রাজ)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
প্লট নং ২
[illegible] রোড
[illegible]
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

৬৪। গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible], [illegible] ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিশ্বনাথ গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]কিশোরদাস অধিকারী

(৭১) প্রদর্শনী
সেবক—শ্রী[illegible]বিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible]শেখর ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগবতরত্ন-সম্পাদক
শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:০:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি ৩৲			১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲				৪৲
অর্দ্ধকলম ৮৲			৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	।।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৫০৲	৩০

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	৫
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—:০:—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেশ খোলা। অভিজ্ঞ শিক্ষক ও স্বাস্থ্যকর। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। আহার ও বেতনবাবদ মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত: এই গ্রন্থে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অনুসন্ধানের আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে নিত্য পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালী ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই পরমানন্দ ও পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মকল্যাণকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। গ্রন্থটি পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রেসিং ওয়ার্কস্, পোঃ ধামরাই, নারিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু সংবর্দ্ধিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১০০টি উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টি চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ধামরাই, নারিন্দা, ঢাকা।

——

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত স্তোত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক গ্রন্থের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

——

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যাবিনোদ্যাপেক্ষিত মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, [illegible] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক অপূর্ব্ব [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া [illegible] প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক [illegible] সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় অর্থ ও অনুবাদ [illegible] শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার সরল অনুবাদ, মূল- [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] প্রচুর লাভবান হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দকিশোর [illegible], শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বাঙ্গালার বৈষ্ণবসমাজে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের জন্য যাঁহার দান অতুলনীয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির ধারাবাহিক জীবনচরিত এতাবৎকাল প্রামাণ্যভাবে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু [illegible] সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্যের অন্তেবাসী [illegible] "গৌড়ীয়" সম্পাদক [illegible] পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি. এ., কর্ত্তৃক রচিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ঠাকুরের বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্রাবলী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] পৃষ্ঠা [illegible] হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৬০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(রাণাঘাট হইয়া)

যাওয়া

কলিকাতা ছাঃ	৬-৫৩	৬-৪১	৭-১৪	১১-৩	১৩-১০	১৩-৫৬	১৭-৫৩	[illegible]
দমদম „	৪-২৬	৬-৩১	৯-২৮	১২-১৮	১৩ ৫০		১৮-৩	২২-৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৭	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-৫৮
রাণাঘাট ছাঃ	৬-২৮	৮-৮	[illegible]	১৭-৫৩	১৫ ৫	১৮-৫৫	১৯-৫০	০-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৯	১৬-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(এঞ্জিন) ছাঃ	৭-১০	১৩-১১	১৭-৩৮	২০-৩৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০ ৫৯	১৮-১৭	২১ ১৫

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম „	১০-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-৮
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৮
(এঞ্জিন) ছাঃ	১৫ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৪-১৪

আসিবার

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-৯	৮-৮	১১-৪	১৫-২২	১৬-৮	১৮ ৩৩		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১		
ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১৮	১৬-৫৬	১৯-২০	২০-৪৯	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৮-৪৫	৯-২৫	১২-২৬	১৫-৫৮	১৭-৩০	২০ ৯	২১ ১৯	৪-১০
(এঞ্জিন) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩৮	১২-৩৬	১৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৪	৪ ১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৫৬	১৯-৯	২১-২৭	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৮	১৭-৪০	১৯-২৮	২১-৪৫	২৩-২৫	৮-১৬

"কৃষ্ণ চৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] আচার্য্য শ্রীল [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] গ্রেষণা এবং পবিত্র লেখনীর অমৃত ফল [illegible] করিয়া একাধারে দর্শন এবং [illegible] এই গ্রন্থ, অভিনব ও অদ্বিতীয় এবং প্রাচীন ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। [illegible] প্রামাণিক [illegible] আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] পৃষ্ঠা [illegible]। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, [illegible] মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের [illegible] বিধান করিতেছে। [illegible] পারমার্থিক পত্রিকা "[illegible]" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

[illegible] কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" [illegible] প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] জীর্ণ [illegible] জ্বর, [illegible] একমাত্র উপায় [illegible]। [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল ৮/০ [illegible] আনা, বড় বোতল ১৫/০ [illegible] আনা। পাইকারী [illegible]

[illegible] রোড, [illegible]

অথবা

[illegible] বেহালা, [illegible]

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—প্রকাশ শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ২০শে কার্ত্তিক ১৩৪৭, ৬ই নভেম্বর, ১৯৪০ বুধবার ২০০তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

যুদ্ধবিজ্ঞানের প্রকৃষ্ট কৌশল

লর্ড চ্যাটফিল্ড কিছুদিন পূর্ব্বে দেশরক্ষা-বিভাগসমূহের যোগাযোগসাধনকারী মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। একটি বিবৃতি-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—ইতালীকে কঠোরভাবে আঘাত করার ব্যবস্থা করা এক্ষণে বৃটেনের কর্ত্তব্য। তিনি বলেন, "ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌবহর ইতালীর নৌশক্তি পর্য্যুদস্ত করিতে এবং জিব্রাল্টার প্রণালী ও সুয়েজখাল রক্ষা করিতে পর্য্যাপ্ত। আলবেনিয়ার মধ্য দিয়া ইতালী গ্রীস্ আক্রমণ করিয়াছে। আড্রিয়াটিক সমুদ্রপথে তাহাকে সৈন্য পাঠাইতে হইবে। ঐ সমুদ্রের পথে প্রবেশ করিতে বৃটিশ নৌবহরের পক্ষে সহজসাধ্য। কিন্তু সর্ব্বদাই বৈমানিক আক্রমণের আশঙ্কা আছে। ইতালী গ্রীক দ্বীপপুঞ্জে অভিযান করিতে উদ্যত হইলে বৃটিশ নৌবহর বহু প্রত্যাশিত সুযোগ পাইবে। শত্রুর দুর্ব্বলতম স্থানে যথাসম্ভব শক্তিসহকারে আঘাত করাই সমর-বিজ্ঞানের মূল কৌশল। এক্ষণে ইতালীই অক্ষশক্তিচক্রে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল ও অক্ষম। জার্ম্মানীর আক্রমণে বৃটেন রক্ষার দায়িত্ব হইতে নৌ ও বিমানবহরের যে অংশ অপসারিত করা যায়—তাহা দ্বারা আমরা এখনই ইতালীর উপর আরও কঠোরভাবে আঘাত করিতে পারিব।"

বৃটেনকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি

আমেরিকা কর্তৃক বৃটেনকে সাহায্যদানের প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতিসম্পর্কে সভাপতি নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে উভয় প্রার্থীই অত্যধিক যে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার কঠোর সমালোচনা করিয়া 'ওয়াশিংটন টাইমস' পত্রিকা লিখিয়াছেন,—"মার্কিনবাসীদিগকে বারংবার বলা হইতেছে, এই যুদ্ধ আমাদেরই যুদ্ধ এবং ইহার ফলাফলের উপর আমাদের জীবন-মরণ-সমস্যা নির্ভর করিতেছে। প্রকৃত কথা এই যে, কেবলমাত্র সামরিক দিক ব্যতীত সকল দিক দিয়াই ইউরোপের যুদ্ধে মার্কিন জড়িত হইয়া পড়িয়াছে এবং উভয় প্রার্থীই তাহা জানেন।"

হল্যাণ্ডে বৃটিশবিমানের প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ

বিমান দপ্তরের সংবাদে প্রকাশ, ফ্লাশিং, এন্টোয়ার্প এবং অস্টেণ্ডে জার্ম্মান-অধিকৃত বন্দরসমূহের উপর গত ৩০শে অক্টোবর রাত্রিতে কয়েকটী অগ্নিপ্রজ্বালক ও ভীষণ বিস্ফোরক বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ফ্লাশিংয়ের উপর আক্রমণ মধ্যরাত্রির কিছুক্ষণ পরে আরম্ভ হইয়া এক ঘণ্টা যাবৎ চলিতে থাকে। বন্দরের বাহির ও ভিতরে জাহাজ চলাচল খালের উপরেও কয়েকটী বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। মেঘ এবং কুয়াশার জন্য ফলাফল পরিষ্কাররূপে না জানা গেলেও দুইটী ডকের মধ্য হইতে যে আগুন উঠিতে থাকে প্রায় ৫০ মাইল দূর হইতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এন্টোয়ার্পের ডক-অঞ্চল হইতেও বিস্ফোরণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এমডেন-হটস্ এবং নিকটবর্ত্তী কয়টী রেলপথের জংশনে বোমা নিক্ষেপের ফলে আগুন ধরিয়া যায় এবং দ্রুতবেগে তাহা ছড়াইয়া পড়ে।

বিমানবিভাগীয় দপ্তরের এক সংবাদে প্রকাশ, অস্টেণ্ডে ইতিপূর্ব্বে বিমান-আক্রমণের ফলে যে সকল স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, শত্রুপক্ষ কর্তৃক তাহা মেরামত করার পর গত ৩০শে অক্টোবর রাত্রিতে একদল ব্লেনহিম বিমানবাহিনী পুনরায় আক্রমণ আরম্ভ করে। লক্ষ্যস্থানসমূহ চিনিতে কষ্ট না হওয়ায় জাহাজঘাট ও মালগুদামসমূহের উপর সরাসরি আক্রমণ চালাইতে কোনরূপ কষ্ট হয় নাই। প্রতিমুহূর্ত্তেই বোমাপতনের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বিস্ফোরণ-শব্দ শুনা যায় এবং বিমান-চালকগণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গসমূহের আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত হইতে দেখিতে পায়।

বিমানদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, হল্যাণ্ডের বিভিন্নস্থানে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিমান আক্রমণ করা হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত যেরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বেশ জানা যায় যে, পূর্ব্ব [illegible] দুই সহরে এবং সাউথ বেভেলন্স্ ও মিডেলবার্গের কারখানায় বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। হতাহতের সংখ্যা সামান্য এবং উল্লেখযোগ্য কোনরূপ ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

বিমান-সচিবের দপ্তরের একটী সংবাদে প্রকাশ, রাজকীয় বিমান-বাহিনীর কয়েকটী বিমান গত ৩১শে অক্টোবর নেপলসে বোমাবর্ষণ করিয়াছে। পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য কারখানার উপর বোমাবর্ষণ করা হয়। সমস্ত বিমান প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

বঙ্গীয় আইন-সভায় নির্ব্বাচন

বঙ্গীয় আইনসভার নির্ব্বাচনসম্পর্কিত কয়েকটী নিয়মাবলী পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব হইয়াছে। প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি একাধিক মনোনয়ন-পত্র দাখিল করিলেও একবারই টাকা জমা দিতে হইবে। প্রার্থীদের সুবিধার জন্য রিলিফ্ এজেন্ট্ নিয়োগের ব্যবস্থা এবং নিয়োগপত্রের খসড়া রচনা করা হইয়াছে। এইরূপ প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন-সম্পর্কে আইনসভার কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের সহিত পরামর্শ করা হইয়াছে। টাকা জমা এবং রিলিফ্ এজেন্ট নিয়োগসম্পর্কে কংগ্রেসীদল সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। তাঁহারা ব্যালটে ভোটদানের বর্ত্তমান প্রথার সপক্ষেই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের চীফ্ হুইপ শ্রীযুক্ত জে, সি গুপ্তের সহিত বাঙ্গালার চীফ সেক্রেটারী মহোদয়ের এই সম্পর্কে কিছুক্ষণ আলোচনা হইয়াছিল।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান পুরী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭৲ বাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ মহাশয়ের সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয় - শ্রীনরহরি বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈষ্ণব মুখ হইতে পরমার্থালাপ ও শ্রীবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখোক্ত বহুদেশ ও বহুবেশে সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত আচার্য ও মহাত্মা সজ্জন সকলের যে সকল পারমার্থিক কথোপকথন, তাহার সুতাত্ত্বিক সুন্দর সম্ভাষণসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশ হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের ভক্তিসিদ্ধান্ত বর্ণনে ও তদনুকূল সত্যস্থাপনে অপ্রতিহত গৌরকৃষ্ণ কৃপাকণ আচার্য্যবর্য্যের 'সত্যানুশীলন' অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলপ্রার্থীমাত্রেরই পাঠযোগ্য।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গ্রন্থের অভিনব বিরাট সংস্করণ প্রকাশিত। শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, গতিদানের বিবরণ, অধ্যায়বিবরণ, স্থানসূচী প্রভৃতি সহ শ্রীগৌড়ীয়মঠ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সটীক শরণাগতি

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি ও 'বিবৃতি' টীকা, বিবর্তের আলেখ্য ভূমিকা ও সুগম অপূর্ব্ব ব্যাখ্যানসহ নব সংস্করণে গৌড়ীয়মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৴০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;
সুপারিন্টেন্ডেন্ট এম-এ, বি-এল,
পুরানাপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্, —প্রথম	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	৩৬৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধাংশ)	৯৲
৩।	ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮
৪।	সরস্বতী জয়শ্রী (অর্দ্ধাংশ)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী — ১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড -৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী — ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড - ১৲; ৩য় খণ্ড—৸	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১৲
৮।	সংক্ষিপ্ত অর্চ্চনপদ্ধতি ও সংস্কার দীপিকা	১।০
৯।	বৈষ্ণবত্ব	১৲
১০।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	৩৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২।	শ্রীমনঃশিক্ষা (টীকা বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধকভক্তিমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	বৈষ্ণবের পরিচয়	।০
১৮।	ব্রাহ্মণ-আনুগত্য	।০
১৯।	তত্ত্ববিবেক	।০
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৶০
২১।	গৌড়ীয়সংকলন	।৶০
২২।	ভজন রহস্য	।০
২৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপতত্ত্ব (বাঁধা)	১
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ অর্দ্ধাংশ)	২৲
২৬।	গীতার কোন মায়া ভাষা	০
২৭।	প্রকৃতিবৈভব অণুভাষ্যম্ (সাক্ষাৎ)	১৲
২৮।	প্রেমবিবর্ত্তসার (সাক্ষাৎ)	।০
২৯।	গোস্বামী রচনা (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা)	৸০
৩০।	দীপ-দিগ্-দর্শন	৵০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৶০
৩২।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
৩৩।	নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা	৷০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
৩৫।	গীতমালা	৴১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৵০
৩৭	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৵০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	০
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা	।।
৪০।	শরণাগতি	৴০
৪১।	গীতাবলী	৴০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৷০
৪৩।	সাধনতত্ত্ব	৴০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴
৪৫।	নবদ্বীপশতক	
৪৬।	কল্যাণকল্পতরু	
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১০
৪৯।	অর্চ্চনকণ	৶১
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)	৬
৫১।	ধর্মসংহিতা	।০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৫৫।	তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	০
৫৬	ভাগবত ও ভক্তিপথ	৶০
৫৭।	উপদেশামৃত (সানুবাদিত)	।০
৫৮।	শ্রীকৃষ্ণসেবা	৶০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৬০।	সাধ্যসাধনা	৴৶০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	।০,
৬২	সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজিতঃ	।০,
৬৩।	সটীক শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬৪।	বৈষ্ণবম্	।০
৬৫।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৬৬।	গৌড়ীয়বৈষ্ণবপরিচয়ঃ	৴০।
৬৭।	সাধ্যসাধনতত্ত্ব	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	।০
৬৯।	এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত	।০
৭০।	শ্রীমদ্ভাগবত	৴০
৭১।	বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি	।০
৭২।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড	।৶০
৭৩।	সাইক অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৭৪।	সেবাসৌজন্য	।০
৭৫।	তোরাই গৌড়ীয়মঠ ইন কুইঃ	৴০
৭৬।	দি ভাগবত	।০
৭৭।	ক্রোয়েটিভ প্রিজ্জনার অ্যাণ্ড আন্তর্জাতিক বিশ্বাস	
৭৮।	ব্রহ্মসংহিতা	।৶০
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ক্লথ বাঁধা)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৮১।	সাধন-পথ	
৮২।	কল্যাণ-কল্পতরু	৷০
৮৩।	গীতাবলী	৴০
৮৪।	শরণাগতি	৴।

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১৫ বর্ষ | ২১ দামোদর ৪৫৪ গৌরাব্দ ২০শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৬ই নভেম্বর খৃঃ ১৯৪০, বুধবার | ২০০ তম স ।।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ দামোদর বুধ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৪

শ্রীধামবাস

—::•::—

শ্রীগৌরধাম ও শ্রীব্রজধাম অভিন্ন বস্তু। গৌরধাম মহাবদান্য। তাঁহার দয়ার তুলনা নাই। বস্তু এক হইলেও তাঁহার দয়া বেশী। গৌরধামের কৃপা হইলে ব্রজধামে প্রবেশ লাভ হয়। যেখানে গৌরধামে ও ব্রজধামে ভেদবুদ্ধি, সেখানে শ্রীধামবাসের আশা নাই। শ্রীধাম কৃপাপূর্ব্বক প্রপঞ্চে আসিয়াছেন বলিয়া তিনি মাটি বা মায়িক নন। ধাম ও মাটি একটা জিনিষ—শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরধাম অভিন্ন বস্তু। মাটি অচেতন। কিন্তু অপ্রাকৃত শ্রীধাম চেতন বস্তু। এই ধাম প্রপঞ্চে থাকিলেও প্রপঞ্চের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। তিনি প্রপঞ্চাতীত। আমাদের নিকট শ্রীধাম প্রপঞ্চের ন্যায় প্রতিভাত হইলেও তিনি প্রাপঞ্চিক নন। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন "ধাম অচেতন নয়, চেতন। শ্রীধাম অচেতন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপর নিজে প্রভুত্ব ক'রে স্বতন্ত্রেচ্ছা পরিচালনা করতে পারেন। শ্রীধামের প্রত্যেক অণু-পরমাণু আমাদিগকে দয়া করুণার ধন্য পাত্র। শ্রীধামবাসীর চরণে শরণাগত হ'লে ধাম স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যদি দীনহীন অকিঞ্চন কাঙ্গাল হই, তবে শ্রীধাম রূপ দেখাবেন। নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় জীবের শ্রীধামদর্শনের সৌভাগ্য লাভ হয়।"

অকিঞ্চন না হইলে শ্রীধামবাস হইবে না। যিনি অকিঞ্চন নহেন তিনি ত' দাম্ভিক। দাম্ভিকের শ্রীধামবাসের অধিকার নাই। নিজেকে দীনহীন কাঙ্গাল জানিয়া অপ্রাকৃত চেতনময় ধামের অনুগত বা শরণাগত হইলে, শ্রীধামের তৃণ, বৃক্ষ ও ধূলি প্রভৃতিতে জড়বুদ্ধি না করিয়া তাঁহাদিগকে সেব্য জানিয়া তাঁহাদের নিকট প্রণত ও প্রপন্ন হইয়া তাঁহাদের নিকট কৃপাভিক্ষা করিতে করিতে নিজেকে কিঞ্চিৎ শ্রীধামের তৃণ, লতা বা দাসজ্ঞানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ, শ্রীধামবাসী ভক্ত ও শ্রীধামের সেবা করিবার জন্য উন্মুখ হইলে শ্রীধাম কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ দেখাইবেন। ভোগবুদ্ধি থাকিলে শ্রীধামবাস হয় না। শ্রীধাম ভোগ্যবস্তু নহেন, তিনি সকলের প্রভু, সেব্য ও বিভুবস্তু। বদ্ধজীবের বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যরূপে যে স্থান দৃষ্ট হয়, তাহা চিদ্ধামের বিকৃত, হেয় ও জড় প্রতিফলন। আমরা বহির্ম্মুখ বলিয়া, ভৃত্যাভিমানের পরিবর্ত্তে আমাদের কর্ত্তাভিমান আছে বলিয়া শ্রীধাম আমাদের নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন না। রাবণ যেরূপ শ্রীসীতাদেবীকে দেখিতে পায় না, আমরাও সেইরূপ দুর্দ্দৈববশতঃ শ্রীধামদর্শন ও শ্রীধামবাস হইতে বঞ্চিত হইতেছি। বহির্ম্মুখ আমাদের নিকট মায়া জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। সেই জালের উপর বাস করিয়াই ভোক্তৃ-অভিমানী বঞ্চনাপর আমরা মনে করিতেছি যে, আমরা ধামবাস করিতেছি। যাঁহার প্রতি শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপা হয়, তাঁহার ঐ জাল বা বাধা থাকে না। একমাত্র শ্রীগুরুদেব বা শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায়—শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র ঠাকুর ও শ্রীশচীমাতার কৃপায় এই সুদর্শন লাভ হয়। জড়ভোগ, জড়াভিমান যেপর্য্যন্ত থাকিবে শ্রীধামের স্বরূপদর্শন হইবে না, ভক্তিলাভও হইবে না। পুরুষ বা স্ত্রী এই এই সমস্ত অভিমান থাকিলে গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য বা তাঁহাদের সঙ্গ সম্ভব হয় না—শ্রীধামবাসের অধিকার পাওয়া যায় না।

অভিন্নমথুরা এই গৌরধাম। শ্রীশচীদেবী ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গৌরধামবাসিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের সেবায় শ্রীগৌরসুন্দর আকৃষ্ট। তাই তিনি শ্রীধামমায়াপুর ছাড়িয়া কোথায় যান না। সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর অদ্যাপি এই গৌরধামে নিত্য সংকীর্ত্তনলীলা করিতেছেন।

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥

শ্রীধাম বা শ্রীগুরুপাদপদ্ম কাহারও নিত্যবাসস্থান। গুরুপাদপদ্মাশ্রিতের বাসই শ্রীধামবাস। প্রত্যেকেরই শ্রীধামে বাস করা কর্ত্তব্য। যিনি শ্রীধামবাসী নহেন, তিনি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা কি করিয়া করিবেন? যেখানেই শ্রীধামবাস, সেখানেই শ্রীধামসেবা। শ্রীধামবাসিগণের কৃপা হইলেই সেবালাভ হয়। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

ধামবাসী জনে প্রণতি করিয়া
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণবচরণ- রেণু গায় মাখি
ধরি অবধূত-বেশ॥
গৌড় ব্রজজনে ভেদ না দেখিব
হইব বরজবাসী।
ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে
হইব রাধার দাসী॥

শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসীর চরণে আত্মনিবেদন করিতে হইবে; নতুবা সেবাধিকার পাওয়া যাইবে না। ভক্তি নবপ্রকার, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আত্মনিবেদন। আত্মনিবেদনই শরণাগতি। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশানই শরণাগতি। অকিঞ্চন না হইলে গুরুদেবতাত্মা বা শরণাগত হওয়া যায় না। শরণাগত কুলীন নহেন, তিনি সবল। যেখানে শরণাগতি, সেইখানেই কৃপা, যেখানে শরণাগতি নাই, কৃপালাভের জন্য বাসনা নাই, সেখানে কৃপাও নাই—আশাও নাই। শ্রীশচী-জগন্নাথ আমাদের শ্রীগুরুদেব। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদেরই বশীভূত, তাঁহাদের কৃপা হইলে গৌর ও গৌরধামের কৃপা লাভ ও গৌরধামে বাস আমাদের নিশ্চয়ই হইবে। গৌর ও কৃষ্ণে এবং গৌরধাম ও ব্রজধামে যেন ভেদবুদ্ধি না আসে। গৌরধামের [illegible] শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্যসিদ্ধ করি মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস॥

কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

নবধা ভক্তি মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদেরকে—
শ্রীনবদ্বীপধামরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এবং শ্রীধামের কৃপালাভের জন্য আমাদের সকলেরই আপ্রাণ যত্ন করা উচিত। এতদ্ব্যতীত মঙ্গলের অন্য পথ নাই। অচিন্ত্য কৃপা কৃপাপ্রদাতা করুণ গৌরাঙ্গের কৃপা করিবেন। [illegible]

[illegible]

শ্রীর [illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রীল

[illegible]

শ্রী [illegible]

[illegible]

সেবার পুণ্য ধরিয়া শ্রীনবদ্বীপ বাস হয় না। শ্রীগৌরসুন্দর ও [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] [illegible] সেবকের অনন্য আশ্রয় [illegible] অচিন্ত্য—[illegible] থাকিলে [illegible] নাশ হয় না। [illegible] না করিয়া [illegible] করিবার অধিকারী [illegible] [illegible] কৃপাকণা [illegible] না করিয়া [illegible] প্রতি [illegible] অধিকারী [illegible]। শ্রীগৌরসুন্দর [illegible], শ্রীগৌরধাম সেইরূপ মহাবদান্য। সুতরাং অন্যান্য সকল সাধকের [illegible] তাঁহাদিগকে [illegible] কৃপা করেন, [illegible] অনধিকারী জীবকে [illegible] গৌরধাম [illegible] কৃপা করিয়া থাকেন—[illegible] [illegible] শ্রীগৌর [illegible] কৃপা [illegible], তখন [illegible]। শ্রীবৃন্দাবন-শোভা দর্শন হয়। [illegible] শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার "নবদ্বীপভাবতরঙ্গ" গ্রন্থে শ্রীগৌরধামবাসের প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছেন এবং স্বয়ং আচরণ করিয়া তাহার আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন।

"[illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible]-
[illegible]
[illegible]-লীলা-বিলাস [illegible]
নিরখিবে।
[illegible] গৌরহরি [illegible]
[illegible]
[illegible]

শ্রীরূপ [illegible], শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], শ্রীচৈতন্য [illegible] শ্রীমদ্‌ভাগবতে [illegible] আমার [illegible]।

[illegible] নিভরীং

যে [illegible]।

[illegible]

[illegible] শ্রীধামে, বৃন্দাবনে, [illegible] [illegible] সর্ব্বস্থানে পুলিনীমধ্যে সত্য পরিপূর্ণ, প্রচুর ধন ও [illegible] আমার অবস্থিতি হউক।

শ্রীল তীর্থ মহারাজের
হরিকথার মর্ম্ম

[শ্রীমায়াপুর চৈতন্যমঠ, ১৯।১০।৭০]

যে বৈরাগ্য বৈরাগ্য নহে, যে বৈরাগ্যে হরিভজন নাই, সে বৈরাগ্য ফল্গুবৈরাগ্য। সেই জ্ঞান জ্ঞান নহে, যে জ্ঞানে কৃষ্ণের সেবার নাই সে জ্ঞান নির্বিশেষজ্ঞান। সে অষ্টাঙ্গযোগ যোগ নহে, যে অষ্টাঙ্গযোগে হরিভজন শিক্ষা নাই অতএব কৃষ্ণভজনই করিতে হইবে। যুক্তবৈরাগ্যের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে প্রচুরভাবে পরিক্রমা করিতে হইবে।

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি
মৃতো হি সঃ॥

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥

যাহার ভাগবতের শ্লোকে অকৈতব [illegible] তাঁহারা 'বক্তা' ও 'বক্তব্যের' [illegible] [illegible], সে শ্রোতাও অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ [illegible] [illegible] [illegible]।

"কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কো হ
দুদিতঃ॥"

"দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি' অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ১।৯৮-১০০)

পরংব্রহ্ম বিষ্ণুর স্বরূপবিগ্রহ।
যে-শব্দে যে বাখানেন সে-ও সত্য হয়॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৬৯)

বৈষ্ণব-আবেশে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণময় জগৎ দেখয়ে নিরন্তর॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১।২৪)

'বৈকুণ্ঠ নামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।'

বৈকুণ্ঠনামগ্রহণকারীর শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক কোন পাপ থাকে

দুর্দ্দৈবো যাদৃশো যেষাং যেষাং ভগবদ্ভুবঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্।

'বৈকুণ্ঠপ্রিয়' শব্দে বৈকুণ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বা বৈষ্ণবের প্রিয়। বৈষ্ণব, গঙ্গা, তুলসী, শ্রীনাম, শ্রীধাম ইঁহারা সকলেই বৈকুণ্ঠপ্রিয় বস্তু। শুদ্ধবর্ণের প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিরূপ বা 'বৃহৎমৃদঙ্গ'ও বৈকুণ্ঠপ্রিয় বস্তু। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রণামমন্ত্রে আছে—
'নামকৈবল্যনিষ্ঠায় বৃহন্মৃদঙ্গদায়িনে'।

'বৃহৎমৃদঙ্গ'টি অর্চ্চা। অর্চ্চার সেবায় বৈমুখ্য থাকিলে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-চরণে অপরাধ হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণময় জগৎ দেখেন অর্থাৎ আমাদিগকে বৈকুণ্ঠপ্রিয়-দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইবার জন্য শিক্ষা দেন। যিনি স্বয়ং ভগবান, তাঁহার কৃষ্ণময় জগৎ দর্শন হইবে তাহা কিছুই 'বিচিত্র' নহে। বৈষ্ণবের কৃপাতেই বৈষ্ণবদর্শনলাভ হয়। সূর্য্যকে দর্শন করিতে হইলে সূর্য্যের আলোক চাই। অন্যের আলোক দ্বারা সূর্য্যদর্শন হয় না। সূর্য্যস্থানীয় শ্রীভগবান্, সূর্য্যমণ্ডল স্থানীয় ভগবদ্ধাম। সূর্য্যের কিরণকণস্থানীয় জীবানন্ত ও অচিজ্জগৎ এক সকলই আছেন তেজাদিরূপে প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণ বলিতে দশটি তত্ত্ব। দশমূলশ্লোকের দশটি বস্তু সকলই গ্রহণ করিতে হইবে। কোন একটি বাদ দিলে চলিবে না। তাহা হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, অন্যরূপ ফল হইবে।

এই মনুষ্যজন্মেই বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শন না হইলে পশুজন্ম লাভ হইবে। তটস্থশক্তি জীব কখনও স্থির থাকিতে পারে না। বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শন এই জড় চক্ষে হয় না, জড় চক্ষু দ্বারা হরিগুরুবৈষ্ণবের দর্শন হয় না। "প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি" প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেই অপ্রাকৃত স্বরূপ দর্শনলাভ হয়। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিয়া আমাদের প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিলোচন উন্মোচন করেন। যিনি সেবোন্মুখ কর্ণে হরিকথা শ্রবণ করিয়া স্মরণ করিতে করিতে হৃদয়ে রাখেন, তাঁহার হৃদয়ের মলিনতা দূরীভূত হয় ও বৈকুণ্ঠপ্রিয় দর্শন হয়।

যিনি নিজের মনকে শাসন করিতে পারেন বা অধীনে রাখিতে পারেন, তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে। মনকে ত্রাণ করিতে পারেন যে শব্দব্রহ্ম, তাঁহার নাম 'মন্ত্র'। সুতরাং যিনি হরিনাম-মহামন্ত্র উচ্চারণে সামর্থ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহার মন শুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার প্রতি নিতাইচৈতন্যের কৃপা হইয়াছে। সেই শুদ্ধমনে বিষয়বাসনা নাই, সেই মনই শুদ্ধমন, সেই মনই আত্মা। সেই আত্মাই শ্রীহরিনাম করে। যে সন্ন্যাসীর পুরুষাভিমান আছে সে পতিত। ব্রহ্মচারীর পুরুষাভিমান থাকিলে স্ত্রীদর্শন হইবে অর্থাৎ প্রাকৃত স্ত্রীপুরুষ দর্শন হইবে। 'কৃষ্ণ তোমা বিনা হয়্যা দুর্গৎ পশ্চাৎ করাইয়া মার।' এক মুহূর্ত্ত হরিগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মচ্যুত হইয়ে থাকিলে গর্ভবাস হইবেই হইবে। যে গৃহস্থ গৃহে স্থির হইয়া অর্থাৎ যে আত্মা সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া নিত্যলীলাময় শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনায় বা আরাধনায় অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় ব্যস্ত না থাকেন, সে গৃহস্থ বা দেহী জীব চিন্তাকি শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ছাড়িয়া দিলে শ্রীমাধ্বী ও শ্রীমতী জাহ্নবীর অনুকরণে গৃহমেধী হইয়া যায়; কিন্তু তাহারা জানে না যে প্রত্যেক জীবই বাহ্যতঃ পুরুষ বা স্ত্রীদেহধারী হইলেও সকলেই শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দের দাস। শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণে, গৌরধাম ও কৃষ্ণধামে কোনও ভেদ নাই। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

গৌরব্রজবনে, ভেদ না দেখিব,
হইব বরজবাসী।
ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী॥

ধামবাসী বা মঠবাসী সেবোন্মুখ জীব শ্রীধামাদ্যে অর্থাৎ গুরুধামে থাকিয়া শ্রীনামের সেবা করেন, মঠে বা শ্রীধামে বাস করেন। শ্রীধাম ও মঠ একই বস্তু। যিনি শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে মঠে থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ গুরুসেবা করেন, তাঁহারই নামস্ফূর্ত্তি হয়। যেমন যন্ত্রের ভিতরে main

শ্রীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে

springটি ঠিক থাকিলে ঘড়ির কাঁটা চলিতে থাকে, সেইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত নিত্যসম্বন্ধযুক্ত থাকিলেই সকল প্রকার অভাব বাধন হয়।

অভাবটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। মাতা সন্তানকে খাদ্য যোগাড় করিয়া দিতে পারে, কিন্তু সন্তানের ক্ষুধা উৎপাদন করিতে পারে না। তদ্রূপ গুরুবৈষ্ণব আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে আত্মার খাদ্য দান করিতে পারেন, কিন্তু খাদ্যগ্রহণের ক্ষুধাটি আমাদের থাকা দরকার।

সেবোন্মুখ কর্ণে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিলে কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার [illegible] বৈকুণ্ঠের [illegible] নামরূপে অবতীর্ণ [illegible] করিয়াছেন। সেবোন্মুখ হইলে কৃষ্ণনাম নিশ্চয়ই স্ফূর্তিলাভ করিবেন।

'সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ'

ভুক্তিমুক্তিকামীর প্রতি কোনকালেই [illegible] ভাল হয় না। মহাপ্রভু ও শ্রীরায় রামানন্দের প্রশ্নোত্তর এই —

"ভুক্তি-মুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাহাঁ দুঁহার গতি?
স্থাবরদেহ, দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৫৬)

চেতনের পঞ্চপ্রকার অবস্থা—

(১) আচ্ছাদিত চেতন; যথা—বৃক্ষ, লতা, পর্বত, প্রস্তর ইত্যাদি। (২) সঙ্কুচিত চেতন; যথা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মৎস্য ইত্যাদি। (৩) মুকুলিত-চেতন তিন প্রকার; যথা—অত্যন্ত অপ্রাকৃত নীতিহীন নিরীশ্বরবাদী—অসভ্য বর্বরজাতি। তদপেক্ষা একটু উন্নত অবস্থায় নৈতিক নিরীশ্বর; যথা—চার্বাক, বৌদ্ধ, সাংখ্যমতাবলম্বী, জৈন ও নির্বিশেষবাদী। তদপেক্ষা অধিক উন্নত অবস্থায় নৈতিক কাল্পনিক সেশ্বরবাদী; যথা—পঞ্চোপাসকগণ তাঁহাদের ঈশ্বর কর্মের অধীন। তাঁহারা কল্যাণের জন্য উপাস্য বস্তুর আবাহন করে এবং কল্যাণের পর তাহাকে বিসর্জন দেয়। (৪) বিকচিত চেতন—সাধকভক্ত, ইঁহারা পরমেশ্বরের বাস্তব সত্তা স্বীকার করেন, নিজেদের শুদ্ধ সত্তা স্বীকার করেন এবং আত্মার বৃত্তি যে ভক্তি, তাহা দ্বারা সর্বাশ্রয় ভগবানের সেবা করেন। (৫) চেতনের চরম অবস্থা বা পূর্ণবিকচিতচেতন—যথা, মহাভাগবতগণ। তাঁহাদের জড়দর্শন নাই, তাঁহাদের সর্বত্রই কৃষ্ণস্ফূর্তি হয়।

"স্থাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি।
সর্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্তি॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৭৩)

বিকচিতচেতন সাধকগণ যদি পূর্ণবিকচিতচেতন মহাভাগবতের আশ্রয় গ্রহণ না করে, তবে তাহারা ক্রমশঃ মুকুলিত সঙ্কুচিত ও আচ্ছাদিত চেতনে পরিণত হইবেই হবে।

অনুশীলন

(প্রাপ্ত)

যে কোনও বস্তুর পুনঃ পুনঃ আলোচনাই অনুশীলন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই অনুশীলন কাহারও চেষ্টা নহে নৈসর্গিক ধর্ম। কারণ, জীব চেতনবস্তু। [illegible] জড়ের ধর্ম যেরূপ জড়তা, চেতনের ধর্মও সেইরূপ গতিশীলতা। আমরা স্বরূপতঃ চেতনবস্তু, আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম—চেতনের অনুশীলন করা। কিন্তু বর্তমানে আমরা বিবর্তবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া এই জড় দেহকেই 'আমি' মনে করিয়া জড়ের দাস জড়ের অনুশীলনেই ব্যাপৃত আছি। এ বিষয়ে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, 'আমি' ভিতরটা 'আমার' অনুসন্ধান করে। 'আত্মা' 'পরমাত্মার' অনুসন্ধান করিয়া থাকে। আত্মার বৃত্তি একমাত্র পরমাত্মার অনুশীলন। আত্মবৃত্তিতে আর কোন প্রকার ব্যাপার নাই। চেতনের বৃত্তি বা ধর্মের অপব্যবহারে পরমাত্মা ব্যতীত বস্তুসমূহে মমতানিবন্ধন আমাদের আত্মবৃত্তি সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। 'আত্মার বৃত্তি সুপ্ত'—এ কথাও ঠিক নয়। কারণ, চেতনের বৃত্তি কখনও সুপ্ত থাকে না। চেতনের বৃত্তি সর্বদা ক্রিয়াশীল, তবে আত্মার বৃত্তির দ্বারা যখন পরমাত্মার অনুশীলন হয়, তখনই আত্মবৃত্তির যথার্থ ব্যবহার, আর যখন আত্মবৃত্তি দ্বারা পরমাত্মার অনুশীলন হইতেছে না, তখন আত্মার বৃত্তি বিপর্যস্ত হইয়াছে জানিতে হইবে। তখনও আত্মবৃত্তি বর্তমান আছে, কিন্তু অনিত্য বস্তুতে ধাবিত হইয়াছে মাত্র।"

আমি এই জগতের সৃষ্ট কোনও পদার্থ বিশেষ, অতএব এই জগতের বস্তুগুলির অনুশীলনই আমার কর্তব্য বা কাম্য, এই যে বিপরীত অবাস্তব বুদ্ধি, ইহা হইতে আমাদের পরিত্রাণ পাওয়া আবশ্যক। আমি এ জগতের সৃষ্ট দেহ-মনাদি কোনও বস্তু নহি, পূর্ণচেতন সচ্চিদানন্দময় ভগবানের অংশ অণুচেতন জীব। আমার শুদ্ধ অহংকার বা প্রকৃত সত্তা 'গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ'। এই স্বরূপজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান উদিত না হইলে অভিধেয় বা অনুশীলন আমাদিগকে প্রয়োজনলাভে বঞ্চিত করিবেই করিবে।

আমরা নিজ নিজ কর্মানুসারী [illegible] হইয়াছি সত্য কিন্তু জীবমাত্রেই ভগবানের অংশ বা অণুচেতন। তবে মনুষ্যদেহধারী জীব ব্যতীত অন্য জীব চেতনের অনুশীলন করিতে পারে না, [illegible] মনুষ্যদেহধারী জীবের [illegible] পাইয়া আমরা সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের সঙ্গ ও সুযোগ পাইয়াছি এবং আমরা [illegible] বর্তমান পারিপার্শ্বিক মাত্র তাঁহাদের বাণী শ্রবণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছি যে, চৌরাশীলক্ষ যোনিভ্রমণের পর মনুষ্যজন্ম লাভ করে। সাধু-গুরু-শাস্ত্রের প্রদর্শিত পন্থায় পূর্ণ-চেতন ভগবানের অনুশীলনের ফলে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু ও সুখ-দুঃখাদির হাত হইতে নিস্তার পাইয়া ভগবৎসেবা লাভ করিতে পারে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

[illegible] সকল পাপহারিণঃ
[illegible] প্রভাবঃ।
ভক্তাভিধানাং [illegible]
বিবেকবিষয়ং [illegible] প্রকাশঃ।

অর্থাৎ পরমেশ্বর [illegible] হইলে স্থূল দেহ-পাপ এবং লিঙ্গদেহ বা দৈহিক মনস্তাপ [illegible] হয়। পাপ [illegible] ক্ষয় হইলে জন্ম-মৃত্যুরূপ পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে না। জীব তখন [illegible] অনুশীলনক্রমে শুদ্ধসত্ত্বময়ী ভাগবতী তনু লাভ করিয়া সচ্চিদানন্দ ভগবানকে প্রাপ্ত হন, তখন তিনি পূর্ণকাম হইয়া থাকেন।

সাধুগুরু ও শাস্ত্রবাণী একটাই বস্তু পরস্পরের মধ্যে কোন ভেদ নাই। সাধুগুরু এক বস্তু আর তাঁহাদের বাণী অর্থাৎ শাস্ত্রবাণী আর এক বস্তু, এইরূপ ভেদবুদ্ধি নরকপ্রাপক। চিৎ জগতের শ্রীগুরু যেরূপ চেতনবস্তু, তাঁহার বাণীও চেতনবস্তু। আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] বহু হইলেও আমরা চেতন। কিন্তু চেতন হইয়াও আমরা জড়ের বৃত্তি অর্থাৎ উপাধিক বৃত্তিতে পরিচালিত। তাই পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব ও [illegible] বৈষ্ণবগুরু সকল চেতনাবস্থা দ্বারা আমাদের চেতনের বৃত্তি বিকাশ করিবার জন্য উপদেশ [illegible] সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব শুনিবার পর্বে আমরা বাধ্য হইতে পারি, তবেই তাঁহারা অনুগ্রহ করেন। আমরা যদি সর্বক্ষণ শ্রীগুরুদেবের বাণীর অনুশীলন [illegible] প্রাণপণে না করি, তবে কি প্রকারে [illegible] করিব? শ্রীগুরুদেবের বাণীর [illegible] অনুশীলন সম্ভব হইবে না। [illegible]

অনুশীলন [illegible] অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি। শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] শ্রবণ ও [illegible] হইলে [illegible] বা অনুশীলন আমাদিগকে প্রয়োজনের অভিমুখে করায় [illegible] বা শ্রীকৃষ্ণকথার অনুশীলনই প্রয়োজন। [illegible] শ্রীনামী অভিন্ন। তাই [illegible]নামানুশীলনই কৃষ্ণানুশীলন। [illegible] হরিকথা [illegible] শ্রীকৃষ্ণকথানুশীলন [illegible] হইলেই তাহাকে সাধু ও শাস্ত্র উত্তমা ভক্তি বলেন।

শ্রীধাম-গৌরসুন্দর[illegible]

[illegible]

[illegible] বৈষ্ণবাচার্য [illegible] শ্রীশ্রী[illegible] পূর্ব [illegible] কার্তিক [illegible] সমারোহের সহিত [illegible] করিয়াছেন। [illegible] হইয়াছেন।

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন [illegible]
সেবক—[illegible] দাস অধিকারী বি-এস্

৩। শ্রীযোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ঠাকুর খাঁ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রী[illegible] মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭। কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) [illegible]-আশ্রম
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]মঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) [illegible] পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible], (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যাভূষণ বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া [illegible]
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], ইউ, পি
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়মঠ, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible] ইউ পি)
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

৩৭। শ্রী[illegible] মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রী[illegible]পীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ
পোঃ [illegible] মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিসোপান

(৪২) শ্রী[illegible]-মঠালয়
[illegible], মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গোকুলবিহারী মঠ—[illegible].
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫। [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫০। [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

৫১। [illegible] মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫২। [illegible] মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৩ [illegible] কুঞ্জ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়[illegible]পীঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৭। শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible]-চৈতন্য দাসাধিকারী

৬১। চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৬২। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
প্লট নং [illegible]
[illegible]
[illegible]
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

৬৪। গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
[illegible], কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট.
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ [illegible]
[illegible] (ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যাবিনোদ গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয় মঠ অফিস,
[illegible]পুর (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ [illegible]

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]-সম্পাদক
শ্রী[illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:*:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲			১॥০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲			৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲		১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৯০		৸০
" সিকি কলম ১৫৲		১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲		২০৲
" এক কলম ৫০৲		৪০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ।৫ , বিশেষ সংখ্যার কিম্বা স্বতন্ত্র।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সম্বন্ধে সকল প্রণালী ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই পরমার্থ ও পথের উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি-সহজ ও সরল। প্রত্যেকটি পাঠিকা উচিত অতিরঞ্জন বাদে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মহলা 'প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ জয়দেবী, নারিন্দা', ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১১০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মহলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ জয়দেবী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক গ্রন্থের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——:০:——

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

-::০::—

উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য 'মঠে থাকিয়া' সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও বেতনবাদে প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বহু জন সাফল্যের পরিচয় দিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত : এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র সংক্ষেপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ 'ভক্তিপ্রবর শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভাণ্ডারী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

——

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল দাশরথি ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এ... অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, প্রাঞ্জলতা ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচীপত্র এবং বড় অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ এবং পরে শ্রীল শ্রীধরস্বামীকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের অর্থ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে উজ্জ্বল কালিতে ... আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে ... ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীনন্দকিশোর ভাণ্ডারী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন প্রবর্ত্তক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদর্শময় জীবনচরিতের অভাববোধ বহুদিন প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবের অন্তেবাসি ও সেবক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক লিখিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত একখানি প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সর্বশুদ্ধ ১৭৫ পৃষ্ঠা ... ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৬০ আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গৌড়ীয়মঠ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল মহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গৌরবান্বেষণা এবং পরিণত লেখনীর অদ্ভুত আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ... এই খণ্ড, অতিরিক্ত ও অদ্বিতীয় এবং মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম্মের প্রসিদ্ধ মতবাদের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৬০০ অধ্যায়ে প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ঐ বিপুল শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword) ... ও গ্রন্থকারের ভূমিকা (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) ... প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয় ... মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট

যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-০	৩-১৬	১৮-৫৬	১৭-৫৬	২২-০৭
দমদম ,,	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১	৩-৫০		১৮-৩	২২-৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯-১৮	১৩-১৬	১১-৫১	১৮-৩১	১০-৩৫	০-২৮
বেথুয়া ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৮-৩৩	১৩-০৩	১৪-৫	১৮-৩৩	১৯-৪১	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৯	১১-১৪	১৪-৪১	১৯-১৪	২০-১৫	১-৪১

(ঐজ) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭ ৪৮	১০ ৫৯	১৮-১৭	২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৭
দমদম ,, ১০-১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১-৫৫
ছাঃ ১৫-০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৮
(ঐজ) ছাঃ ১৩ ৫৯ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-৯	৮-৬	১১-৪	১৪-৩২	৩৬-৮	১৮ ৫৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬-৫৬	১৯-২০	২০-৪৬	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০ ৯	২১-১৯	৪-১০
বেথুয়া ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	১৫-৫৫	১৭-৬২	২০-১১	২১ ২৪	৪ ১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৭৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩ ৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪৬	১৯ ২৯	২১-৮০	২৩-১৫	৬-১৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের

মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ... নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর ... অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক ... প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

শেফালীর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্লীহাযুক্ত জীর্ণ দীর্ঘকাল জ্বর, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... বহুকাল ব্যবহৃত। বিনামূল্যে ... ব্যবস্থা এবং ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵ আঠার আনা। পাইকারী দর ...

—৬১নং ... রোড, কলিকাতা
অথবা
... খোলা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ২১শে কার্ত্তিক ১৩৪৭, ৭ই নভেম্বর, ১৯৪০ বৃহস্পতিবার; ১০[illegible]তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::(০)::—

ইতালীয়ান ঘাঁটিতে গোলাবর্ষণ

ইতালীর স্থল সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে গ্রীক জলপোতসমূহও যোগ দিয়াছে। গত ৩১শে অক্টোবর প্রত্যুষে জলপোত হইতে গ্রীস ও আলবেনিয়ার সীমান্তে অবস্থিত ইতালীয়ান অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটির উপর গোলাবর্ষণ করা হয়। সকাল ৭টায় জলে সংগ্রাম আরম্ভ হয় এবং এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। বহুদূর উপকূলে সমবেত হইয়া লোকজন এই যুদ্ধ দর্শন করিয়াছে। গোলাবর্ষণের সময় কোন ইতালীয় যুদ্ধজাহাজ বা বিমান দেখা যায় নাই কিম্বা কোন গ্রীক-ইতালীয় নৌ-যুদ্ধের সংবাদও পাওয়া যায় নাই।

———

সীমান্তযুদ্ধে গ্রীকগণের সাফল্য

এথেন্সের সংবাদে প্রকাশ, গত ৩১শে অক্টোবর গ্রীক্ আলবেনিয়ান সীমান্তে যে যুদ্ধ হয়, তাহার ফল গ্রীকগণের পক্ষে সন্তোষজনক হইয়াছে। ইতালীয়গণের প্রত্যেক আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে।

———

পয়গম্বরদিগের প্রতিকৃতি

বঙ্গদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যপুস্তকে যীশুখৃষ্ট প্রমুখ পয়গম্বরদিগের প্রতিকৃতি দেওয়া চলিবে না বলিয়া বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগ হইতে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইয়াছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকের পুনঃমুদ্রণে ও ভবিষ্যৎ সংস্করণে কোরাণের সংশ্লিষ্ট আদম, নোহা, মুসা, ডেভিড, জোসেফ, সোলেমান, যীশু ও অন্যান্য পয়গম্বরগণ এবং মুসলমান ইমামগণের কোন প্রকার প্রতিকৃতি আর দেওয়া হইবে না। বাঙ্গলার শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর জানাইয়াছেন যে, এই নির্দেশ অমান্য করিলে পুস্তকের নাম অনুমোদিত তালিকা হইতে তৎক্ষণাৎ বাদ দেওয়া হইবে।

ফোর্ট উইলিয়ম হইতে ৫টি রিভলভার চুরি

প্রকাশ, গত ৩০শে অক্টোবর রাত্রিতে ফোর্ট উইলিয়ম হইতে পাঁচটি রিভলভার চুরি হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া হেষ্টিংস থানার দারোগা কে গাঙ্গুলী ফোর্ট উইলিয়মের ইন্সপেক্টর ওয়েইনের ও সার্জেণ্ট হর্টনের সহায়তায় চিত্তরঞ্জন এভিনিউর মি. বাসনাম নামক জনৈক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের বাসগৃহে খানা তল্লাসী করিয়া সেখান হইতে রিভলভারগুলি উদ্ধার করে এবং বাসনাম, তাঁহার স্ত্রী, ফোর্ট উইলিয়মের দুইজন সৈনিক ও ডিক্সন নামক একজন পাঞ্জাবী লোককে ঐ বাড়ীতে গ্রেপ্তার করে। তৎপরে ধৃতব্যক্তিদিগকে অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন্ এফ্ এম্ বাসুদেব এজলাসে হাজির করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট গত ৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত সৈনিক দুইজনকে সামরিক হেপাজতে এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে পুলিশ হাজতে রাখিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন।"

মিঃ উইলকির নির্ব্বাচনী বক্তৃতা

মিঃ ওয়েণ্ডেল উইলকি গত ৩১শে তাঁহার নির্ব্বাচনসম্পর্কে একটি বেতার-বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, বৃটেনবাসী বীরগণ করিয়া আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে। তাঁহারা যে কর্ত্তব্যে আহূত হইয়াছে (তাহাতে সাহায্যের জন্য তাহাদিগের নিকট প্রয়োজনীয় যুদ্ধসম্ভার প্রভৃতি অধিক পরিমাণে প্রেরণ করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। মিঃ উইলকি মিঃ কেনেডির (বৃটেনস্থ মার্কিণ দূত) সমালোচনা করিয়া বলেন আমেরিকা-বাসী বৃটেনে একজন খাঁটি দূত চাহে। তৃতীয়বার আমেরিকা প্রেসিডেণ্টপদের প্রার্থীর (রুজভেল্ট) প্রতিনিধি চাহে না। আমাদের যদি সেরূপ কোন দূত থাকিত হবে তিনি এমন কার্য্যস্থানে থাকিয়া বৃটেনের অবস্থাসম্পর্কে আমাদিগকে অবহিত করাইতেন। তিনি আরও বলেন, "গণতান্ত্রিক দলের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখাইতেছে। এই দলের ব্যবস্থায় মানুষের শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম প্রভৃতির উপর সরকারী প্রভুত্ব খাটাইবার ব্যবস্থা করিতেছে। এই প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা বর্ত্তমান জগতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইংলণ্ডে ইহার আঘাত পরিলক্ষিত হইতেছে। পশ্চিম গোলার্দ্ধের শান্তি ও বিঘ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে।

———

জার্ম্মাণ-কামানের ব্যর্থ গোলাবর্ষণ

গত ১লা নভেম্বর অপরাহ্ণে ফরাসী উপকূলে স্থাপিত জার্ম্মাণকামান হইতে ডোভারপ্রণালীতে বৃটিশ জাহাজগুলির উপর তীব্রভাবে গোলাবর্ষণ করা হয়। যদিও তিনটি কামান-শ্রেণী হইতে একযোগে গোলাবর্ষণ করা হয় এবং সমুদ্রের জাহাজগুলির চতুঃপার্শ্বে শেলগুলি বিস্ফোরণ হয়, তথাপি জাহাজগুলি ধীরভাবে প্রণালীপথে আপনাদের গন্তব্য-স্থানে চলিতে থাকে। কামানশ্রেণীর একটি ক্যাপগ্রিজ নেজ আলোকস্তম্ভের পার্শ্বে একটি ডোভার পেট্রোল মেমোরিয়ালের পূর্ব্বদিকে ক্যালের নিকটেও তৃতীয়টি প্রথম দুটির মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। গোলাবর্ষণ পরিষ্কার দেখা যায় এবং হাজার হাজার লোক ডোভারের পর্ব্বতচূড়া হইতে প্রথম কামানের আগুন ও পরে শেল বিস্ফোরণের ফলে জলোচ্ছ্বাস দেখিতে পায়। এক ঘণ্টা গোলাবর্ষণের পরে দেখা যায় কোন জাহাজই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

শর্করা-শিল্পের সঙ্কট অবস্থা

প্রকাশ, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ শর্করা-শিল্প ও ইক্ষু-উৎপাদনকারীদের প্রতিনিধিদিগকে এক সম্মেলনে আহ্বান করিয়াছেন। ১০ই নভেম্বর পাটনায় ঐ সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে শর্করা-শিল্পের এখন সঙ্কটজনক অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। তৎসম্পর্কেই এই বৈঠকে আলোচনা হইবে।

———

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্র একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ২৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ 'বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয় শ্রীনবদ্বীপ ' কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। গৌড়ীয় গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখোক্ত বচনের তথ্য বক্তব্য প্রশ্নসমূহের সুপ্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনগণের যে সকল পত্রালাপ করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরকালীন অমূল্য সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্মুখে ও তদনুকূল সদ্ভক্তগণের অপ্রতিহত গৌরকৃপা স্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তপূর্ণ অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৷৷০ আনা মাত্র

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের অভিনব বিরাট সংস্করণ অধ্যায়, শ্লোকসমূহের অন্বয়, গাথা, বঙ্গানুবাদ, পরিশিষ্ট নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থানসূচী প্রভৃতি সহ গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'গীতা'টীকা, সিদ্ধান্তের আলোকে ব্যাখ্যা ও সূচীসহ অভিনব শরণাগতি নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;
শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন রায় এম-এ, বি-এল,
পুরানাপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবত, —প্রথম	৫০
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত—	৪৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা)	৯৲
৩।	ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬
৪।	সরস্বতী জয়শ্রী (অধীনা)	২
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
	১ম খণ্ড ৷৷০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—১ ; ৪র্থ খণ্ড —৷৷০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
	১ম খণ্ড —৷৷০, ২য় খণ্ড —১ ৩য় খণ্ড—৷৷০	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১.
৮।	সংক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা	১৷০
৯।	বৈষ্ণবধর্ম	১৲
১০।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১
১৩।	ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (চতুর্থ সংস্করণ)	৷৷০
১৪।	সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুদ্ধ-তত্ত্ব	
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ	।০
১৮।	বাস্তব-আস্থার	।০
১৯।	তত্ত্ববিবেক	
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	৷৶০
২১।	গৌড়ীয়সাহিত্য	৷৶০
২২	ভক্ত ধ্রুব	
২৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য বাঁধা।	১.
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	২৲
	অধীনা।	১.
২৬।	গীতার কেবল মাত্র ভাষা	০
২৭।	বৃহদ্ভাগবতামৃত ভাগবতামৃতঃ (সাত্ত্বত)	১.
২৮।	প্রেমবিবর্ত্ত (সানুবাদ)	।০
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা)	৷৷০
৩০।	দীপ-নির্ণয় -মর্ম্ম	৶০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৷৶০
৩২।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৷০
৩৪।	ভক্তিপ্রবাহ (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
৩৫।	গীতমালা	৴১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৩৭	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	
৩৯।	শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু	
৪০।	শরণাগতি	৴০
৪১।	গীতাবলী	৴০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৷০
৪৩।	সাধনকণ্ঠ	৴০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴
৪৫।	নবদ্বীপশতক	
৪৬।	অর্চ্চনকণ্ঠ	
৪৭।	সদাচারস্মৃতি	
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১০
৪৯।	অর্চ্চনকণ্ঠ	৶১
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)	৬
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	।০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৷০
৫৪।	পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৫৫।	ভক্তিমুক্তাবলী বা মাধবাচার্য্যবলী	০
৫৬	আত্মধর্ম ও অক্তিধর্ম	৶০
৫৭।	উপনিষদ (আমাতিকায়)	।০
৫৮।	শ্রীকৃষ্ণবেদ	৶০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৬০	সাংখ্যবাদী	৴১

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	।৶.
৬২	সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিবিধঃ	।০
৬৩।	সটীক-সিদ্ধান্তদর্পণম্	।০
৬৪।	তত্ত্বসূত্র	।০
৬৫।	সাত্ত্বত সিদ্ধান্তম্	৶০
৬৬।	গৌড়ীয়ভাষ্যপরিচিতিঃ	৴০
৬৭।	সাধনসর্ব্বস্ব	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	।০
৬৯।	এ কিউ ঝার্ট দ্য অব বেদান্ত	।০
৭০।	শ্রীব্রহ্মজ্ঞান	৴০
৭১।	বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যান্ড অন্টলজি	।০
৭২।	বিদেহীর ধ্যান ম	৷৶০
৭৩।	লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।৶
৭৪।	ভগবদ্গীতা	।০
৭৫।	গৌড়ীয় গৌড়ীয়মঠ ইন মুম্বাই	৴০
৭৬।	দি মারা	।০
৭৭।	মহেশ্বিক ফিলজফি অ্যান্ড আধ্যাত্মিক বিবেচনা	।০
৭৮।	ব্রহ্মসংহিতা	১৷০
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অখণ্ড প্রথম	২৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০।	শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু	
৮১।	সাধক-পথ	
৮২।	প্রাপ্য-প্রাপক	৶০
৮৩।	গীতাবলী	৴০
৮৪।	শরণাগতি	৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	৬.

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	৬

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ | ২২ দামোদর ৪৮৪ গৌরাব্দ ২১শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৭৭, ৭ই নভেম্বর খৃ: ১৯৭০, শনিবার | ২০১ তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—:০:(+):০:—

শ্রীশ্রীধর-অঙ্গনে কীর্ত্তন

আশা করি সকলেই অবগত আছেন যে, শ্রীধাম-মায়াপুরের সন্নিকটস্থ বামন গোপালের অন্তরঙ্গ শ্রীশ্রীধরের অঙ্গনে পরমারাধ্যতম পতিতপাবনশিরোমণি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীমন্দিরে আচার্য্যানুগ ভক্তগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইতেছেন। ভক্তগণ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সুচারুরূপে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবাপূজা করিতেছেন। তথায় প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ ও হরিকথা আলোচিত হয়। মধ্যে মধ্যে শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্তগণ তথায় গমনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীধর ঠাকুরের শ্রীচরণে কৃপাভিক্ষামুখে হরিকথা আলোচনা করিয়া থাকেন। গত ৩রা নভেম্বর সোমবার শ্রীচৈতন্যমঠবাসী কতিপয় ভক্ত তথায় গমন করিয়া গুরুবৈষ্ণববন্দনার পর পঞ্চতত্ত্ব 'কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর', 'বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ১৫শ বর্ষ ১৫৩তম সংখ্যা হইতে শ্রীশ্রীধর ঠাকুরের অভিমর্ত্ত্য চরিতকথা আলোচনা হইলে শ্রীপাদ নন্দকিশোর দাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ৭ম বর্ষ গৌড়ীয় হইতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা অবলম্বনে সিদ্ধান্ত ভগবৎপার্ষদ শ্রীশ্রীধর পণ্ডিতের কথামৃত কীর্ত্তন করেন। তৎপরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

গত ১৪ই কার্ত্তিক ৩১শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীশ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবোপলক্ষে ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজকে অগ্রণী করিয়া একটী বিরাট সংকীর্ত্তনবাহিনী পতাকা, শঙ্খ-ঘণ্টা মৃদঙ্গ সহ পঞ্চতত্ত্বনাম ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ-গীতি-সমূহ কীর্ত্তন করিতে করিতে নবাবপুর রোড, জনসন্ রোড, বুড়িগঙ্গার তীর, কলাসরক, শাঁখারিবাজার, একরামপুর, নারিন্দা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। সংকীর্ত্তনের উচ্চরোল ও সুমধুর বাদ্যধ্বনিতে সকলের প্রাণে চেতনতার সঞ্চার হয়।

মধ্যাহ্নে নাটমন্দিরে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ অতিশয় আর্ত্তি, দৈন্য ও আবেগের সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধনে শ্রীগোপালদেবের প্রকটীকরণ ও অন্নকূট মহোৎসব-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীগৌরবিনোদরাধাজীউর আরাত্রিক হয়। সমাগত শত শত ব্যক্তিকে মাধুকরী প্রসাদ প্রদান করা হয়। সেবোপকরণের প্রায় ৭৮ শত প্রকার বিচিত্রতা হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'শ্রীসনাতন-শিক্ষা' অতীব প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বহু গণ্যমান্য সজ্জন ব্যক্তি পাঠে উপস্থিত ছিলেন। এবার শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব অনাড়ম্বরভাবে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মাধুকরী ভিক্ষা ও গৃহস্থ ভক্তগণের সশ্রদ্ধ উপায়নের দ্বারা শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীল তীর্থ মহারাজ হরিকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে এত বিভোর ছিলেন যে তিনি উৎসবে সমাগত সকল সজ্জনের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন ও সকলের প্রসাদপ্রাপ্তি হইলে স্বয়ং দিন উপবাসী থাকিয়া রাত্রি প্রায় ১১টার সময় মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, শ্রীযুক্ত এস্, বি, দাসগুপ্ত (কমিশনার সাহেবের Personal Assistant), শ্রীযুক্ত লালমোহন সেন, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী প্রভৃতি প্রধান সজ্জনগণ শ্রীল তীর্থ মহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণে পরমানন্দিত ও উপকৃত হন। উৎসবে প্রায় ৩।৪ হাজার লোক প্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

রেঙ্গুনে প্রচার

গত ২২।১০।৪০ তারিখে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ রেঙ্গুন হইতে অনতিদূরে থনোক্ত্ নামক স্থানের ৮নং টি এইচ, এম্ কাউন্সিলের বয়নার উপদেষ্টা মিঃ ডি, এল, এইচ্ মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাসভবনে উপস্থিত হইলে সন্ধ্যার সময় একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। সংকীর্ত্তন, প্রার্থনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ কর্ত্তৃক শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব প্রসঙ্গ পাঠ করেন। তৎপরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়।

এতদ্ব্যতীত মঠসেবকগণ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীষ্ শিরে ধারণ করিয়া প্রত্যহ রেঙ্গুনবাসী শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট গৌড়ীয়দিগের [illegible] মহিমা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবদান্যলীলার কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। সেবকগণের বিশেষ [illegible] রেঙ্গুন-প্রবাসী [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী শ্রবণ করিবার জন্য আকৃষ্ট হইতেছেন। নিম্নে কতিপয় গণ্যমান্য শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল—

রেঙ্গুন কর্পোরেশনের মেয়র মিঃ মহম্মদ আলাম, মিঃ ডি, এন্ নানা রাও, ডেপুটি একাউন্টান্ট জেনারেল; মিঃ জি, [illegible] বার্লিংটন রোড, একাউন্টান্ট, বিজয় [illegible]; মিঃ এস্, এম্ [illegible], কন্ট্রোলার [illegible] পোষ্ট [illegible] একাউন্টস্; [illegible] রেঙ্গুন কর্পোরেশন; মিঃ [illegible] রোড, একাউন্টান্ট, [illegible]

[illegible]

"যেখানে হরিকথা নাই, সেস্থল যতই আত্মীয়-স্বজন বেষ্টিত হউক না কেন, যতই বাসের সুবিধাজনক হউক না কেন, সেই সকল স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ দামোদর আদি কাত্যোরণগামী গৌরাব্দ ৪৪৬

শ্রীচৈতন্যমঠে হরিকথা

——::✱::——

গত ২৭। ১০।৩২ শনিবার শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস বা নিশ্চয়তাই সকলের মূল। দৃঢ়বিশ্বাস না থাকিলে উৎসাহ ও ধৈর্য্য থাকে না। শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার বীজ। অস্ফুট বিকাশ বা অব্যক্ত প্রকাশই বীজ। এই শ্রদ্ধাবীজ হইতেই ভক্তি সুরু হয়। শ্রদ্ধা দ্বিবিধ—স্বাভাবিকী ও বলাদুৎপাদিতা। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে ক্রমশঃ যে শ্রদ্ধা হয়, তাহাই বলাদুৎপাদিতা শ্রদ্ধা। সাধুসঙ্গফলে ইহা ক্রমশঃ স্বাভাবিকী হইয়া পড়ে। শাস্ত্রে ও সাধুর প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। যাঁহার শ্রদ্ধা আছে, তিনি ভাগ্যবান্। শ্রদ্ধাহীনের মত দুর্ভাগা আর কেহ নাই। শ্রদ্ধাহীনই আত্মঘাতী। শ্রদ্ধাবান্ শরণাগত—সেবোন্মুখ। শ্রদ্ধা তিন প্রকার—কোমলশ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা ও দৃঢ় শ্রদ্ধা। যাঁহার কোমলশ্রদ্ধা, তিনি কনিষ্ঠাধিকারী। তিনি খুব দুর্ব্বল। তাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি বা দেহাসক্তি প্রবল। গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানে তাঁহার আপনজ্ঞান বা আত্মীয়বুদ্ধি নাই। বিরুদ্ধযুক্তির দ্বারা তাঁহার সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং তিনি নাস্তিক বা ভগবদ্বিদ্বেষীর সঙ্গ করিতে না গিয়া সর্ব্বক্ষণ মধ্যমাধিকারীর সঙ্গ করিয়া আত্মরক্ষা করিবেন। ভাক্তসম্প্রদায়বিষয়ে তাঁহার সুষ্ঠুতা বা উপলব্ধি নাই। তাঁহার দর্শন প্রাকৃত। তিনি বৈষ্ণব চিনিতে পারেন না। তিনি নাস্তিক বা বিদ্বেষীর উপকারের চেষ্টা করিতে গেলে তাহাদের কবলে কবলিত হন না হয় তাহারা নাস্তিক কবলিত হইয়া পড়েন। কনিষ্ঠের দর্শন সংকোচ ও পরোক্ষ পর্য্যায় মহাভাগবতের সমগ্র সকলই পূর্ণ চেতন দর্শন। মধ্যমাধিকারীর জড় ও চেতন-বিশ্লেষ দর্শন। উত্তমাধিকারী মহাভাগবতের পূর্ণদর্শনের যোগ্যতা আছে। কনিষ্ঠাধিকারীর একতৃতীয়াংশ দর্শন। আর মধ্যমাধিকারীর দুইতৃতীয়াংশ দর্শনের অধিকারী। উত্তমাধিকারীর ন্যায় মধ্যমাধিকারীর অপ্রাকৃতের অনুভূতি সর্ব্বোত্তম পর্য্যায় পৌঁছায় না। তাঁহার পূর্ণ দর্শন না হওয়ায় এক-তৃতীয়াংশকে অপ্রাকৃতরূপে দর্শন করেন। মধ্যমাধিকারী চিদ্বিলাসের কথা কিছু কিছু বুঝিতে পারেন। উত্তমাধিকারীর কেবল স্বরূপ ও একপটৈতব দর্শন, জীবদর্শন, প্রধান দর্শন বা বিবেবিবর্জ্জন তাঁহার নাই। তাঁহার পূর্ণ কৃষ্ণকৃপাসাপেক্ষতার বিচার আছে। কিন্তু মধ্যমের সেই বিচার সম্পূর্ণভাবে নাই। তাঁহার নিজের অভিমান আছে। তিনি যে বালিশকে কৃপা করেন তাহাতে তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান আছে। মধ্যমের দেহগেহাসক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে তিনি নিজেকে কাহারও প্রভু মনে করেন না। তিনি গুরুভক্ত। তিনি মহাভাগবতের অনুগত, ইহাই তাঁহার স্বরূপ। তিনি দুঃসঙ্গত্যাগে দৃঢ়সঙ্কল্প। প্রাত্যহিক উন্নতির দিকে তাঁহার তীব্র লক্ষ্য আছে। 'গুরুর দাস' এই শুদ্ধ অহং তাঁহার আছে। তিনি শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ গুরুকৃষ্ণপাদপদ্মে তাঁহার সুদৃঢ়নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস আছে। মহাভাগবত প্রৌঢ়শ্রদ্ধ বা দৃঢ়শ্রদ্ধ। মহাভাগবতই পূর্ণ শরণাগত। তিনি চিদ্বিলাসী। কৃষ্ণ তাঁহার বশীভূত। মধ্যমাধিকারী সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি অপরোক্ষ অতিক্রম করিয়া অধোক্ষজের অপূর্ব্ব ধারণা করিতে পারেন। অপ্রাকৃতানুভূতি পূর্ণমাত্রায় একমাত্র উত্তমাধিকারীরই আছে। মধ্যম উচ্চস্তরে দাঁড়াইয়া জগৎ ও বৈকুণ্ঠের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। মধ্যম ঈশ্বরে প্রেম, তদধীনে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করেন। উত্তমাধিকারী ও মধ্যমাধিকারী একত্রেই তদধীন বলা হয়। মৈত্রী অর্থে শুশ্রূষা, সঙ্গ, প্রণাম, আলাপ, ও সর্ব্বপ্রকার নাম ও নামীতে তাঁহার ভেদজ্ঞান নাই। তিনি শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নিকট সর্ব্বক্ষণ অকপটে কৃপাভিক্ষা করেন। তিনি জগৎকে নিজোদ্ধারযোগ্য বিচার করেন না। তিনি নিজেকে গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের দাস জানিয়া সাধুসঙ্গ করিতে করিতে দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া সেবার পথে অগ্রসর হন। তিনি সর্ব্বক্ষণ আত্ম-পরীক্ষা করেন। মধ্যমাধিকারী কর্ণের দ্বারা মহাভাগবত সাধুর শুশ্রূষা অর্থাৎ সঙ্গ ও পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। মধ্যম খুব সজাগ, কনিষ্ঠাধিকারীর ন্যায় অসাবধান নহেন। সময় সময় বিক্ষেপ উপস্থিত হইলেও মহাভাগবতের বাণীকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া পুনরায় সাধুমুখে শ্রবণকীর্ত্তনের অনুশীলনে সুদৃঢ়নিষ্ঠ হন। তিনি হরিকথার কাঙ্গাল। তবে ঐকান্তিক ও একনিষ্ঠ কনিষ্ঠভক্ত বা প্রাকৃতভক্ত কেবল লৌকিকী রীতিতে ভগবানের অর্চ্চায় পূজার চেষ্টা প্রদর্শন করেন মাত্র। তাহা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের নিকট পৌঁছায় না। প্রাকৃত ভক্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম অনিত্যতায় বিচরণ করেন বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞানকর্ম্মের মিশ্রভাব বর্ত্তমান থাকে। দিব্যজ্ঞানের অভাবে তাহা দূরীভূত হয় না; তজ্জন্য শুদ্ধ অর্চ্চন হয় না। সেইজন্যই কনিষ্ঠভক্তকে প্রাকৃতভক্ত, ভক্তাভাস বা ভক্তপ্রায় বলা হয়।

গৌরপার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু কনিষ্ঠকে প্রবর্ত্ত, মধ্যমকে সাধক এবং উত্তমাধিকারীকে সিদ্ধ বলিয়াছেন—

কনিষ্ঠাধিকারী হয় 'প্রবর্ত্ত' গণন।
মধ্যমাধিকারী 'সাধক' ভক্তমহাজন।
উত্তমাধিকারী হয় 'সিদ্ধ' মহাশয়।
হৃদয়ে শরণাগতি কভু না কম্পয়।
মধ্যমাধিকারী আর উত্তমাধিকারী।
সকলে অচ্যুতগোত্র দেখহ বিচারি।

কোমলশ্রদ্ধের হৃদয়ে যে জ্ঞানকর্ম্মের মিশ্রভাব থাকে, সাধুসঙ্গপ্রভাবে তাহা তিরোহিত হইলে তিনি মধ্যমাধিকারী হন। তিনি শাস্ত্রযুক্তি দৃঢ়ভাবে না জানিলেও বা শাস্ত্রযুক্তিতে নিপুণ না হইলেও তাঁহার সুদৃঢ়নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস আছে। দৃঢ়তা না থাকিলে হরিভজন হয় না। হরিভজনে দৃঢ়তা, সরলতা ও অভিনিবেশ থাকা দরকার। এই তিনটির একটির অভাব হইলেই অসুবিধা। গুরুকৃষ্ণশরণাগতই ভক্তের অবলম্বন। যাঁহার শরণাগতি আছে, তাঁহার সব গুণই আছে। যেখানে শরণাগতি নাই, সেখানে আবার গুণ কোথায়? শরণাগত সরল ও নিষ্কপট। সরল গুরুবৈষ্ণবের কৃপা পাইবেই, কপটের মঙ্গল হওয়া সুদুর্লভ। দুর্ব্বলতা থাকিলেও সরলের মঙ্গল হইবে। দুর্ব্বল ব্যক্তি হরিকথা কীর্ত্তনকারী বলবান্ সাধুর নিকট হইতে চিরদিন প্রাপ্ত হইয়া মঙ্গলের পথে ধাবিত হইতে পারেন। সর্ব্বক্ষণ নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গ করা দরকার; নতুবা উন্নতির আশা নাই। শ্রীবিগ্রহের অপ্রাকৃতত্ব কনিষ্ঠাধিকারীর অনুভূতির বিষয় না হইলেও তিনি সেই কথা শাস্ত্র বা সাধুর মুখে শুনিয়া বিশ্বাস করেন। কনিষ্ঠাধিকারী ভগবানের পূজাকে বড় বা মুখ্য এবং ভক্তের পূজাকে গৌণ মনে করেন। শ্রদ্ধা যাহাতে বাড়ে তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করা দরকার। নতুবা বিপদের সম্ভাবনা। মহাভাগবতের ভক্তের পূজাই মুখ্য কর্ত্তব্য।

শ্রদ্ধা জীবাত্মার সহজাত প্রকৃতি হইতে উদিত হয়। কর্ম্মজ্ঞানমল থাকলে শ্রদ্ধোদয়ে বিলম্ব হয়। হৃদয় পাপমলিন থাকিলে সাধুশাস্ত্রে বিশ্বাস হয় না। পূর্ব্বে শ্রদ্ধার উদয়, পরে ভক্তির উদয় বা পূর্ব্বে ভক্তির উদয়, পরে শ্রদ্ধার উদয়—ইহা তত্ত্বভক্তির বিচার নহে। প্রথমেই শ্রদ্ধা, তাহার পর ভক্তি। যাহার শ্রদ্ধাই হইল না তাহার ভক্তি হইবে কি করিয়া? ভক্তের দৃষ্টান্ত হইতে পারিলাম না, শ্রদ্ধাও হইল না; অথচ নিজেকে ভক্ত মনে করি। কি ধৃষ্টতা! সাধন ও কৃপা দুইই আবশ্যক। শ্রদ্ধা থাকিলে সাধুসঙ্গ হয়। সাধুসঙ্গই ভক্তির মূল। ভক্তিবিগ্রহ সাধুকে বাদ দিয়া কখনও কেহ ভক্ত হইতে পারে না। আগুনের সঙ্গ না হইলে কি বস্তু কখনও আগুন হইতে পারে? সর্ব্বক্ষণ সাধুর সঙ্গ না হইলে অসৎসঙ্গ হবেই। আমি যাহা চাহিব, তাহাই পাইব। কৃষ্ণকে চাহিলে নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে। কৃষ্ণ ত' পর নন। তিনিই ত' আমাদের একমাত্র আত্মীয়। কৃষ্ণ সেব্য, তাঁহাকে সেবা করিতে হইবে, তিনি কাহারও সেবা করেন না। আমরা অকপটে কৃষ্ণকে চাই কি? তাঁহার কৃপার দিক্ হইতে কোন negligence নাই। আমরা কৃপাগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইলেই হবে। হতাশা মনের ধর্ম্ম। আত্মধর্ম্মে হতাশা নাই। কৃপাপ্রার্থনা যেখানে নাই, সেখানেই হতাশা। আশাই দরকার। আশা যাহাতে বাড়ে, তজ্জন্য যত্ন করিতে হইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ হতাশা এলে গুরুবৈষ্ণবের কাছে কেঁদে কেঁদে জানাতে হবে।

(দাও) নিরত চরণে স্থান।
মাগে এ পামর, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
করহে করুণা দান।

কৃপার কাঙ্গাল হ'তে হ'বে; নতুবা কৃপা পাওয়া যাবে না। আর্ত্তিতেই শক্তি, অশ্রদ্ধাই দম্ভ। অহঙ্কার বা আত্মগতাই দম্ভ। সাধুসঙ্গই ভগবৎসান্মুখ্যের দ্বার।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

প্রীতি থাকলে দম হয়, যতই দূরে থাকুক। যেখানে সাধুতে পরবুদ্ধি, সেখানে দম কি ক'রে হ'বে ? আমাদের প্রত্যেকেরই উক্ত বা ভাব হওয়ার জন্য বিশেষ যত্ন করা দরকার।

প্রেম

কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই প্রেম ও আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই কাম। প্রেমের প্রথম অবস্থাই ভাব। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপই ভাবের স্বরূপলক্ষণ। এই অপ্রাকৃত ভাব মনোধর্ম নহে। যথা প্রেমরূপ সূর্যের কিরণসদৃশ। সাধুসঙ্গ হরিকথা-শ্রবণের ফলে শ্রদ্ধা, ভাব ও প্রেমোদয় হইয়া থাকে। প্রেমাঙ্কুরই ভাব। সাধুসঙ্গই প্রেমের স্বরূপলক্ষণ। মহাভাগবতই প্রেমিক। সাধুসঙ্গ হইতে অবিদ্যাবন্ধন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা জগতের ভোগপ্রবৃত্তি হইয়া ভোগাসক্তিভাবে জীবের নিত্যসেব্য পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে প্রবণমুখে সম্বন্ধজ্ঞান-রূপ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। পরে সেই শ্রদ্ধা গাঢ় হইয়া অনর্থনিবৃত্তিক্রমে স্থায়ীভাবে রতির অর্থাৎ ভগবদ্ভজন-প্রবৃত্তির উদয় করায়। ভাবভক্ত ভক্তেরই প্রেমলাভ ঘটে। কৃষ্ণের সুখবিধানে প্রমত্ত জনকেই প্রেমিক ভক্ত বলে।

শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গই কৃষ্ণভক্তির মূল। কি সাধন, কি সিদ্ধি সর্বাবস্থায় সাধুসঙ্গ থাকে। সাধুর সঙ্গই সঙ্গ না হইলে অনর্থনিবৃত্তি হয় না। অসৎসঙ্গ সর্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া বা প্রতিকূল-সর্ববিবর্জিত হইয়া যে সাধুসঙ্গ, তাহাই প্রকৃত সাধুসঙ্গ। সৎসঙ্গগ্রহণই অসৎসঙ্গত্যাগের উপায়। সৎসঙ্গগ্রহণ ও অসৎসঙ্গত্যাগ— ইহাই বৈষ্ণব-আচার। সাধুসঙ্গ অন্বয়রূপে বৈষ্ণব-আচার, আর অসৎসঙ্গ ত্যাগ ব্যতিরেকরূপে বৈষ্ণব-আচার। ভক্তিই আচার, অভক্তিই অনাচার। ভোগ ও ত্যাগ—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকামনা, ইহাই অভক্তি। কৃষ্ণপ্রেমই ভক্তি বা প্রেম। যখন কৃষ্ণই একমাত্র প্রেমের পাত্র, আর প্রেমের পাত্র কেহ নাই, এইরূপ একটী স্বাভাবিকী আসক্তির উদয় হয়, তখনই তাহাকে ভক্তি বা প্রেম বলে। শ্রদ্ধা হইতে আসক্তি পর্যন্ত সাধনভক্তি। ইহা শ্রদ্ধামূলা ভক্তি। ভাব রতিমূলা এবং প্রেমই ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেমিক বৈষ্ণব বা শুদ্ধভক্তের আচরণ সাধারণ মনুষ্য ত' দূরের কথা, দেবগণেরও দুর্বোধ্য।

যাঁর চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তাঁ'র বাক্য, ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥
(চৈঃ চঃ)

শ্রীচৈতন্যদেব এই প্রেমকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। নবযোগেন্দ্র ও সনকাদি শান্ত প্রেমিক, রক্তক-পত্রক-চিত্রকাদি দাস্যপ্রেমিক, শ্রীদামাদি সখ্যপ্রেমিক, শ্রীনন্দযশোদাদি বাৎসল্যপ্রেমিক, আর মধুর প্রেমিক—ব্রজগোপীগণ। গোলোকে শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর এই পঞ্চভাব এবং বৈকুণ্ঠে শান্ত, দাস্য ও গৌরবসখ্য এই আড়াইপ্রকার রস আছে। বৈকুণ্ঠের শান্ত-দাস্য হইতে ব্রজের শান্ত-দাস্যে বৈশিষ্ট্য আছে। ব্রজের শান্তদাস্য অধিক-তর চমৎকারিতাপূর্ণ ও ঐশ্বর্যজ্ঞানবিহীন। নারায়ণের সেবকগণ নারায়ণের বহু ঐশ্বর্যাদি দেখিয়া নারায়ণের দাস্যে আকৃষ্ট। তাঁহারা ঐশ্বর্যের উপাসক। কিন্তু কৃষ্ণভক্তগণ কৃষ্ণের ঐশ্বর্যহীন পরমমাধুর্যময় ব্যক্তিত্বে নিত্য আকৃষ্ট। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের প্রাণের সহজ স্বাভাবিক অনুরাগ। কৃষ্ণের ঐশ্বর্যহীন ব্যক্তিত্বই তাঁহাদের আকর্ষক, অন্য কিছু নহে। বৈকুণ্ঠে গৌরবসখ্য আর ব্রজে বিস্রম্ভসখ্য।

শান্ত অপেক্ষা দাস্য, তদপেক্ষা সখ্য, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য এবং সর্বোপরি মধুর প্রেমের শ্রেষ্ঠতা। এই প্রেম বেদশাস্ত্রের সার। সেজন্যই জীবের জীবন স্বরূপ। অতএব কামের সেবা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের প্রত্যেকেরই প্রেমের ভিখারী হওয়া কর্তব্য।

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥

প্রেমের স্বভাবই এই যে, যাঁহার হৃদয়ে প্রেমোদয় হইয়াছে, তিনি দৈন্য সহকারে মনে করেন যে, আমার কৃষ্ণে ভক্তিগন্ধও হয় নাই, এই প্রেমের প্রাকৃত কোন মূল্য নাই, শ্রদ্ধা বা লোভই ইহার মূল্য। তাই গৌরপার্ষদ শ্রীরায়রামানন্দ প্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥

যেখানে শ্রদ্ধা সেখানে অকিঞ্চনতা বা শরণাগতি স্বাভাবিক। অকিঞ্চন ও শরণাগত না হইলে প্রেম লাভ করা যায় না। অকিঞ্চনই সর্বোত্তম। যেখানে অকিঞ্চনতা বা সেবোন্মুখতা নাই, সেখানে প্রেমসেবালাভ কি করিয়া হইবে ? প্রথমে অকিঞ্চন না হইলে শরণাগত হওয়া যায় না। যে এ জগতের কিছু চায়, যাহার এখনও জগদ্ভোগের ক্ষুধা মিটে নাই, সে অকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত হইবে কি করিয়া ? সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই অকিঞ্চন হওয়ার জন্য—অকিঞ্চনের পদধূলি হওয়ার জন্য যত্ন করা উচিত। শাস্ত্র বলেন —

শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তা'র মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ ॥

শ্রদ্ধাবান্—অকিঞ্চন—শরণাগতই প্রেমের অধিকারী। অকিঞ্চন-ভক্ত ও শরণাগত-ভক্ত এই দুইএর একই লক্ষণ। ইঁহাদের মধ্যে শরণাগতের আত্মসমর্পণরূপ একটী লক্ষণ অধিক। আশ্রয়ভক্তগণ যাঁহাদের যেই ভাব, সেই ভাবই পূর্ণ ও সর্বোত্তম—এই উপলব্ধিতে সেই ভাবাশ্রয়ে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন।

কিন্তু যাঁ'র যেই রস সেই সর্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তরতম ॥

যিনি যে রসের অধিকারী তাঁহার পক্ষে সেই রসই সর্বোত্তম। কিন্তু তটস্থ অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে দেখিলে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ রসে ক্রমশঃ তারতম্য আছে।

দাস্যরসে শান্ত ও দাস্য—উভয়ই সমকালে বর্তমান, আবার সখ্যরসে শান্ত ও দাস্য বর্তমান। বাৎসল্যরসে শান্ত, দাস্য ও সখ্য অন্তর্ভুক্ত আছে এবং মধুররসে পূর্ববর্তী চতুর্বিধ রসই 'বর্ণিত' বলিয়া তাহার চমৎকারিতা ও মাধুর্য সর্বশ্রেষ্ঠ। যেমন আকাশে শব্দ এই একটী গুণ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ—দু'টি গুণ, অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটী গুণ, জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটী গুণ এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী গুণ আছে, সেইরূপ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরে ক্রমশঃ গুণবৃদ্ধি হইয়া মধুররসে পাঁচটী গুণই পরিপূর্ণরূপে আছে। মধুররসে সমস্ত ভাবেরই সমাবেশ আছে। শ্রীরূপগোস্বামীতে সমস্ত ভাবের যুগপৎ সমাবেশ আছে। শ্রীনন্দযশোদাতে যুগপৎ চারিটী ভাবের, সখ্যরসে যুগপৎ তিনটী ভাবের এবং দাস্যরসে যুগপৎ দুইটী ভাবের সমাবেশ আছে।

শ্রীবার্ষভানবী প্রমুখ ব্রজগোপীগণ মধুর রসে, শ্রীনন্দযশোদাদি বাৎসল্যরসে, শ্রীদামসুদামাদি সখ্যরসে এবং শ্রীরক্তক-পত্রকাদি দাস্যরসে শ্রীকৃষ্ণের সেবা ক'রে থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলেন,—

শ্রীরাধাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
নিজ নিজ ভাবে করেন চৈতন্য সেবন ॥
পণ্ডিত-গোসাঞি আদি যাঁ'র যেই রস।
সেই সেই রসে কৃষ্ণ হয় তাঁ'র বশ ॥

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের উৎসব-পঞ্জী

বিগত ২৩শে অক্টোবর, মঙ্গলবার উষাকালে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও শ্রীনামসংকীর্তনান্তে শ্রীপাদ গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর তীর্থভ্রমণলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী-সভায় পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের কৃপোপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

সন্ধ্যায় শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, মহাজনপদাবলী ও শ্রীনামসংকীর্তনান্তে শ্রীমৎ তীর্থগোস্বামী মহারাজ সনাতন-শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা করেন।

২৪শে অক্টোবর, বুধবার শ্রীশ্রীবিনোদ-কান্তজীউর মঙ্গলারাত্রিক, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও শ্রীনামসংকীর্তনের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর তীর্থভ্রমণলীলাতে শ্রীনবদ্বীপে শ্রীল নন্দন আচার্যের গৃহে গুপ্তভাবে অবস্থানলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস-পণ্ডিত ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁহারা বহু অনুসন্ধানের পরও তাঁহার দর্শন না পাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তৎসংবাদ জানাইলেন। এই লীলা হইতে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং নিজেকে প্রকাশ না করিলে আমাদের বিচার বা চেষ্টা দ্বারা তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠীতে সভায় ভক্তবৃন্দ শ্রীনামসংকীর্তন ও গৌড়ীয় আলোচনা করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, মহাজনপদাবলী ও শ্রীনামসংকীর্তনান্তে শ্রীমৎ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে সনাতনশিক্ষা ব্যাখ্যা করেন।

[illegible]

১) শ্রী [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী
(২) শ্রী [illegible] গৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার,
কলিকাতা। [illegible]
সেবক—[illegible] দাস অধিকারী বি-এল্
৩) শ্রীযোগপীঠ মায়াপুর মঠ শ্রী[illegible]
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী
(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
(৭) কাজি সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী
(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
[illegible], পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী
(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী
(১৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী
(১৫) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী
(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রী[illegible] নিকটবর্ত্তী
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী
১৭) [illegible]
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]
(১৮) [illegible]
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]মঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
(২০) [illegible] পাট
[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী
(২৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যালঙ্কার
(২৪) [illegible]মঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
(২৫) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী
(২৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ
(২৭) গোয়ালপাড়া [illegible]
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী
(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী
(২৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী
(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী
(৩২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী
৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
(৩৪) শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ
(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible] ইউ পি)
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী
(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible] (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী
(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]
(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়
[illegible], মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস
(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস
(৪৪) গোপীবিহারী মঠ—[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible], নই দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible]
(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী
৫১) [illegible] মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
৫২) [illegible] মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
৫৩ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী
(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী
(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী
(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী
৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী
(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী
(৬১) চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী
(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং
[illegible]
[illegible]
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী
৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট.
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible], ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
(৬৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী
(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ
(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ. পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্র[illegible] ব্রহ্মচারী
(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী
(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী
(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
(৭৩) [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রী[illegible]গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রী[illegible]কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রকাশিত-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৪৲	৩৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৩৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫। বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:•:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::•::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

গ্রাম অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচ্ছন্ন খোলা। অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিদ্যালয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খাবার ও বেতনাদির প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সম্বন্ধ সরল প্রণালীটি উহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত ও পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। গ্রন্থটি পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গবাণী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ-ওয়ারী, প্রাপ্তিস্থান, ঢাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ 'ধর্মবিহারী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

উপাখ্যানে উপদেশ

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১১০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গবাণী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব আকর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ গবেষণা ও পাণ্ডিত্য প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামী কৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে উত্তম কাপড়ে বাঁধাই রয়্যাল আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক কাব্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন মহাত্মা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমের আদর্শ জীবনচরিত এতাবৎকাল [illegible] প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহু দিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অনুজ্ঞায় [illegible] সু-লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবন-চরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] মহামহোপদেশক সারস্বত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর [illegible] সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের গৌড়ীয় গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে ধন্য এবং ভক্ত ও ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে [illegible]। এই গ্রন্থটি, আধুনিক ও আধ্যাত্মিক [illegible] ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ মতবাদের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমালোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] অধ্যায়ে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। ঐ [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের [illegible] মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents), গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—১২৲ বার টাকা। প্রাপ্তিস্থান—যাবতীয় গৌড়ীয়মঠ [illegible] শাখা মঠ: শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-২৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-০৬
ব্যাণ্ডেল "	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩ ৫০		১৮-৬	২২-৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৭	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৫৫	০-২৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১৩-৩৩	১৫-৫	১৮-৫০	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৭	১৪-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(বদল) ছঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৩৮	১০ ৪৯	১৮-১৭	২১-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
ব্যাণ্ডেল "	১১-০৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪৩ (ছোট লাইনে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-৯	৮-৯	১১-৪	১৪-২২	১৬-৮	১৮ ৪৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৩১	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬ ৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৯-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬-৫৬	১৯-২৭	২০-৪৬	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০ ৩	২১-১৯	৪-১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	১৫-৫৫	১৭-৫২	২০-১১	২১-২৪	৪-১৮
ব্যাণ্ডেল		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪০	১৯-২৬	২১-৪০	২৩-১৫	৬-১৭

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। [illegible] নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] অত্যন্ত অধিক। [illegible] সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল ৮/০ দশ আনা, বড় বোতল ১৸০ আঠার আনা। পাইকারী [illegible]

—[illegible] নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

দোকান খোলা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ২২শে কার্ত্তিক ১৩৪৭, ৮ই নভেম্বর, ১৯৪০ শুক্রবার ১০২তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

ঢাকা পুলিশের কৃতিত্ব

ঢাকা সহরে সাইকেল চুরি একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া আমরা শুনিতে পাইয়াছিলাম। ইহা প্রতিরোধকল্পে স্থানীয় পুলিশ গত জুলাই মাসে এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাহা এই যে, আট আনা মূল্য দিয়া নাম রেজেষ্টারী করাইলে, নম্বরযুক্ত একটি টিনের প্লেট সাইকেলে লাগাইয়া দেওয়া হয়। সাইকেল চড়িবার সময় পুরা নম্বরটি সাইকেলে লাগাইয়া রাখিতে হয় এবং অন্য সময় বিচ্ছিন্ন নম্বরযুক্ত প্লেটটি অর্থাৎ মালিকগণের পকেটে রাখিতে হয়। প্রত্যেক নম্বরযুক্ত প্লেট বিনা সাইকেল সহ তাহার বাহক হইলেই ট্রাফিক পুলিশ আরোহীকে আটক করিবে। এ প্রথাটি সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে কার্য্যকরী হইয়াছে এবং এপর্য্যন্ত রেজেষ্ট্রী করা নম্বরযুক্ত একটি সাইকেলও চুরি হইয়াছে বলিয়া আর সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

মালজাহাজ সংগ্রহের চেষ্টা

অর্থ-সচিব মিঃ মার্গেন থাউ একটি বিবৃতি-প্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৃটিশ-সরকার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মালবাহী বহু জাহাজের অর্ডার দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ঐ অর্ডার মাফিক যেরূপভাবে বৃটেনে জাহাজ সরবরাহ করা সম্ভব নয় তজ্জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে নূতন একটি জাহাজ-কারখানা স্থাপন করার প্রয়োজন হইবে কিনা তাহা স্থির জানেন না। এই সম্পর্কে বিশদ সংবাদ প্রকাশ করিতে মিঃ মার্গেন থাউ অসম্মত হন। তিনি মাত্র বলেন যে, বৃটিশ সরকার বিশেষ রকমের জাহাজই বহুল সংখ্যায় সংগ্রহ করিতে চাহেন।

তুরস্ক প্রেসিডেন্টের বিবৃতি

তুর্কী জাতীয় পরিষদের শীতকালীন অধিবেশন আরম্ভ হইলে প্রেসিডেন্ট ইসমেত ইনেনু বর্ত্তমান পরিস্থিতি এবং বৃটেন ও রাশিয়ার সহিত তুরস্কের সম্পর্কের উল্লেখ করিয়া এক বিবৃতি দান করেন। প্রেসিডেন্ট ইনেনু বলেন যে, গ্রেটবৃটেন ও তুরস্ক বর্ত্তমান পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতেছে। তুরস্ক যদিও বর্ত্তমানে সংগ্রামে যোগদান করিবে না, তথাপি অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত যে সকল মৈত্রী-সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহাকে এবং তৎসম্পর্কিত সর্ত্তাবলীকে ভালরূপে মানিয়া চলিবে। তুর্কী-সোভিয়েট-সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রেসিডেন্ট বলেন যে, রাশিয়ার সহিত আমাদের সম্পর্ক বর্ত্তমানে মৈত্রীর পথ ধরিয়া চলিয়াছে।

অতঃপর তিনি বলেন—অপর কাহারও ক্ষতি সাধন না করিয়া আমরা আমাদের স্বার্থ রক্ষা করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি। নিজেদের কর্ত্তব্যের কথা চিন্তা করিতে যাইয়া আমরা আমাদের দায়িত্ব এবং অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বকে একনিষ্ঠভাবে স্বীকার করিয়া যাইব।

তুরস্ক ও বুলগেরিয়ার সম্পর্কের উন্নতি

সোফিয়ায় বুলগেরিয়া ও তুরস্কের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। বুলগেরিয়ার সমর-সচিব জেনারেল ডাস্কালোফ কর্তৃক প্রচারিত একটি ইস্তাহারে প্রকাশ, আড্রিয়ানোপলে তুরস্ক-গণতন্ত্রের বার্ষিক উৎসবে যে সকল বুলগেরিয়ান অফিসার যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তুর্কী সৈন্যদের পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বুলগেরিয়ান অফিসারদিগের সম্মানার্থ যে সভা আহূত হয় তাহাতে উভয় দেশের বন্ধুত্বের উপর জোর দিয়া বক্তৃতা করা হয়। জেনারেল ডাস্কালোফ সাংবাদিকদিগের নিকট বলেন যে, গ্রীস্ ও বুলগেরিয়ার সীমান্তে কোন বাধা নাই এবং বুলগেরিয়া শান্ত আছেন।

আঙ্কারার অপর একটি সংবাদে জানা যায় যে—নিকটপ্রাচ্যের বৃটিশ সমরনায়ক জেনারেল ওয়াভেল প্রেসিডেন্ট ইনেনুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। বৃটিশ-রাষ্ট্রদূত এবং তুর্কী পররাষ্ট্র-দপ্তরের সেক্রেটারী জেনারেল এই সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত ছিলেন।

এথেন্সের সংবাদে প্রকাশ, ইতালীয় বাহিনীর অগ্রগতি যেখানে খুব বেশী সম্ভবপর হইয়াছে তথায় উহার পরিমাণ কেবলমাত্র দশ মাইল। এখানে নির্ভরযোগ্যসূত্রে এই সংবাদ জানা গিয়াছে। এইরূপ প্রকাশ যে, ইতালীয় সোলজার-বাহিনী অশ্বারোহী গ্রীক ঘাঁটিসমূহ বিধ্বস্ত করিয়াছে, কিন্তু কোনস্থানেই প্রধান গ্রীকরক্ষী বাহিনীর সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে পারে নাই। ধনী গ্রীকদের নিকট হইতে সরকারী দপ্তরে বহু সাহায্য প্রেরিত হইতেছে। লণ্ডনের অধিবাসী একটী গ্রীক পরিবার বিমান-বাহিনীর সাহায্যকল্পে পাঁচ হাজার ষ্টার্লিং প্রেরণ করিয়াছে। ঐ উদ্দেশ্যে গ্রীসের বহু ব্যক্তিগত ও জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে প্রচুর অর্থ দান করা হইয়াছে। গ্রীক সৈন্যদের অনুপম বীরত্বপূর্ণ সমর নৈপুণ্যের সংবাদ এথেন্সে পাওয়া গিয়াছে। মাত্র তিনজন গ্রীক সৈন্য এক ডিভিশন ইতালীয় আলপাইন সেনাবাহিনীকে পাহাড়ের মধ্যে বহু ঘণ্টাকাল আটক রাখিয়াছিল। অপর একস্থানে একজন গ্রীক সৈন্য চৌদ্দজন ইতালীয় সেনাদলকে বিধ্বস্ত করিবার অদ্ভুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। ষ্টেফানী এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, গ্রীক-সীমান্তে ইতালীয় বাহিনীর অগ্রগতির অভাবে মহা চঞ্চল হইয়া ইতালীয়গণ একরূপ অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছে। রোমের ইতালীয় সংবাদ-দাতৃগণ আলবেনিয়ায় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

তুষার-বটিকামুখে যাত্রীবাহী বিমান

তুষার-বটিকার দরুণ সান ফ্রান্সিস্কো হইতে আগত যাত্রীবাহী বিমান সল্ট লেক সিটিতে অবতরণ করিতে পারে নাই। পরে উহা নিরুদ্দেশ হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, সকল আরোহী নিহত হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, [illegible] ১০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনবীন [illegible] বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় গৌড়ীয়বিদ্বদ্গণের অপ্রাকৃত বৈভব গৌর মুখ্য এবং পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখোক্ত বহুদেশ হইতে আগত অনেকের প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত ও মনীষী [illegible] যে সকল [illegible] করিয়াছিলেন, তাহার [illegible] এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সংস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয় আচার্য্যবরের 'সিদ্ধান্তসম্পুটের অমূল্য উপদেশপূর্ণ' এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই পাঠ্য।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গ্রন্থের অভিনব বিরাট সংস্করণ বর্ণানুক্রমিক শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, পরিশিষ্ট নির্ঘণ্ট, অধ্যায় বর্ণন, স্থানসূচী প্রভৃতি সহ গৌড়ীয়মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কবিতা'টিকা, বিষয়ের আলেখ্য ভূমিকা ও সটীক অন্বয়পূর্ণ সংস্করণ নব রূপে গৌড়ীয়মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর অধিকারী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন রায় এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণাপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম [illegible] ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৪৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (বাঁধা) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৯৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ৯৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। নামকৌমুদী (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যভাগবত ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আস্ত্রব ।০
১৯। স্বধর্ম্মবিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৶০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রম (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীধরের টীকা-সহ) ৯৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) (বাঁধা) ১
২৬। শ্রীনাম ভজন মাধুর্য কথা ৹
২৭। শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত (বাঁধা) ১৲
২৮। প্রেমবিবর্ত্ত (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। শ্রীল প্রভু-চরিত ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম প্রমাণ ৵০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ৫ প্রবাদ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৹
৩৯। শ্রীগৌড়ীয় পঞ্চাঙ্গ প্রকাশ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৵০
৪৩। সাধনক্রম ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতি
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকৃত্য ৶১
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। অষ্টকালীয় বা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগুটিকা ৹
৫৬। আচারসার ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। উপদেশামৃত (অনুবাদিত) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যায়নী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলাসুধাসার ।৶
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী কবিতাবলী ।০
৬৩। শ্রীকৃষ্ণ-বিজ্ঞানদীপম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসার ।০
৬৫। সাত্ত্বত সিদ্ধান্তকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়সম্প্রদায়বিজয়া ৴০
৬৭। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। [illegible] ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইহার মর্ম্ম ও তাৎপর্য্যগতি ।০
৭২। [illegible] ।৶০
৭৩। [illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। ব্রহ্মগীতা ।০
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ উদ্দেশ্য ৴০
৭৬। [illegible] ।০
৭৭। [illegible] ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত   জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ | ২৩ দামোদর ৪৫৪ গৌরাব্দ ২২শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৮ই নভেম্বর খৃঃ ১৯৪০, শুক্রবার | ১০১ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ দামোদর তিথি সর্ব্বোদয়বাসী গৌরাব্দ ৪৫৪

শরণাগতি

শরণাগতিই ভক্তির মূল। শরণাগতিই ভক্তের জীবনস্বরূপ। যেখানে শরণাগতি নাই সেখানে ভক্তও নাই। আত্মনিবেদনের অপর নাম শরণাগতি। শরণাগতি জীবের স্বভাবসিদ্ধ নিত্যধর্ম। উহা ধার করা জিনিষ নয়, প্রত্যেক জীবে উহা সংগুপ্তভাবে আছে। শরণাগতি ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা। অকিঞ্চন না হইলে শরণাগত হওয়া যায় না—আত্মসমর্পণ হয় না।

শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তা'র মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ॥

জাগতিক কোন বস্তুর সহিত অকিঞ্চনের কোন সম্বন্ধ নাই। ভগবানই অকিঞ্চনের একমাত্র আশ্রয়। অকিঞ্চন না হইলে গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গে যাওয়া যায় না এবং তাঁহারা সঙ্গেও নেন না। আত্মনিবেদন না করিলে—শরণাগত বা অকিঞ্চন না হইলে সেবার অধিকার হয় না। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন, "শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মসংলগ্ন ধূলি হ'তে হ'বে, ইহাই আমাদের স্বরূপ। অকিঞ্চন হ'য়ে বৈষ্ণবের সঙ্গে যেতে হ'বে, দক্ষিণা দিতে হ'বে। দক্ষিণা হ'চ্ছে আত্মনিবেদন। যে আত্মনিবেদন করে না, কায়, মন ও বাক্য এই তিনটীকে দক্ষিণা দেয় না, তাহার শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মের সঙ্গে যাবার অধিকার হয় না, বৈষ্ণবগণ তাকে সঙ্গে যাবার অধিকার দেন না।"

আমাদের সেবা হইল না, আমাদের অনর্থনিবৃত্তি হইতেছে না বলিয়া আমরা অনেকসময় দুঃখ করি। কিন্তু আমরা অকিঞ্চন হ'য়েছি কিনা, অকিঞ্চনের সেবক হ'তে পেরেছি কিনা তাহা অকপটভাবে বুকে হাত দিয়া চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি কি? যদি অকিঞ্চন হইতাম, তাহা হইলে ত' নিশ্চয়ই গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ পাইতাম। কিন্তু তা' ত' হ'তে পারি নাই! দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অকিঞ্চন হইলে ত' বৈষ্ণবগণ আমাকে কৃপা করিতেন। জানি না কবে সর্ব্বতোভাবে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গুরুবৈষ্ণবকে আপনজ্ঞান করিতে পারিব? কবে তাঁহাদের কৃপা পাইব? সেদিন আমার কবে হ'বে যেদিন গুরুবৈষ্ণব আমাকে আপন বলিয়া জানিবেন?

আমার এমন ভাগ্য কতদিনে হ'বে।
আমারে আপন বলি' জানিবে বৈষ্ণবে॥
কুলশীলহীন দেখি' বৈষ্ণব সুজন।
কৃপা করি' আমারে দিবেন শ্রীচরণ॥

(কল্যাণকল্পতরু)

শরণাগতির পর ভজন আরম্ভ হয়। শরণাগতকেই ভক্ত বলা হয়। শরণাগতিই বল, শরণাগতই বলী, শরণাগতই নিবেদিতাত্মা। শরণাগত না হইলে জীবের মায়ার হাত হইতে উদ্ধার নাই। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত শরণাগত ভক্তেরই অনর্থনাশ সম্ভব। 'হে কৃষ্ণ! আমি তোমার'—এই কথা কায়মনোবাক্যে অকপটে যিনি বলেন, দয়াময় কৃষ্ণ তাঁহাকে মায়াবন্ধ হইতে পার করেন।

'কৃষ্ণ, তোমার হঙ' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তা'রে করে পার॥

(চৈঃ চঃ)

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥

(রামায়ণ)

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণ সহ মিলন সম্বন্ধে সুগ্রীবকে বলিয়াছেন—আমার ব্রত এই যে, য'দ কেহ একান্তভাবে প্রপন্ন হইয়া একবারও "তোমার আমি" এই কথা বলিয়া আমার অভয় বাঞ্ছা করে, তাহা হইলে আমি তাহাকে তাহা সর্ব্বদা দিয়া থাকি।

অনেকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিকে এক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা নয়। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, "শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নয়, কিন্তু অনন্যভক্তির অধিকারী ব্যক্তির কর্ম্মাধিকারনিবারক বিশেষণমাত্র।" সাধুসঙ্গ হইতেই ভক্তির সুরু হয়। তৎপূর্ব্বে ভক্তির কোন কথা নাই। 'কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।' সাধুসঙ্গ বিশেষ দরকার। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে আমাদের সকল দুর্ব্বাসনা যাইবে, সমস্ত অসুবিধা কাটিয়া যাইবে। যেখানে কৃষ্ণকে আপনজ্ঞান, সেখানে পূর্ণশরণাগতি জানিতে হইবে। যেখানে শরণাগতি, অকিঞ্চনতা বা দীনতার উপলব্ধি, সেইখানেই গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ। সাধুসঙ্গের পূর্ব্বে যে শ্রদ্ধা তাহা তত্ত্বাভাসমাত্র। সাধুসঙ্গের পরে যে শ্রদ্ধা তাহাই তত্ত্বরূপা। শরণাগতিতে যাওয়া বা কর্তৃত্বাভিমান নাই—নিজসুখবাঞ্ছা নাই। শরণাগতি না হওয়াতেই হইতেছে, যাগযজ্ঞ, পুণ্যাভিমান প্রভৃতি ভক্তিই হ্রাস পাইতেছে স্বতন্ত্রতা ত' ভোগোন্মুখতা। শরণাগতিতে সেবোন্মুখতা প্রবল। সেবোন্মুখ শরণাগতের ভোগোন্মুখতারূপ স্বতন্ত্রতা কি করিয়া থাকিবে?

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ শ্রদ্ধা ও শরণাগতিকে এক বলিয়া স্থির করেন। শ্রদ্ধার লক্ষণ—ছয় প্রকার শরণাগতি। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, "শাস্ত্রার্থবিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শাস্ত্রার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত না হইলে জীবের ভয়, তাঁহার শরণাগত হইলে আর ভয় নাই। অতএব শ্রদ্ধা স্বাভাবিক শরণাপত্তিরূপে তাহা লক্ষিত হয়।" শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রপত্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ই আমার মঙ্গল নাই। অতএব আমি সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলাম—এই সুদৃঢ়বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা, শরণাগতি বা প্রপত্তি। শরণাগতের প্রার্থনা এইরূপ—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা
পালিতা দুর্নিদেশাঃ
তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন
[illegible]
[illegible]
[illegible] শরণমভয়ং মাং
[illegible]

"হে ভগবান্! আমি কামাদির [illegible]
কত [illegible] পালন করিয়াছি।

কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচে জঞ্জাল॥

তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না! আমি এমন নির্লজ্জ যে, তথাপি তাহাদের সঙ্গ [illegible] আমার নাই। হে কৃষ্ণ! [illegible] নিকট হইতে [illegible] ... তুমি কৃপা করিয়া আমাকে নিজপদে প্রদান কর।"

সবই কৃষ্ণের [illegible] হয়, কৃষ্ণেচ্ছা ব্যতীত কাহারও কিছু করিবার সাধ্য নাই। গীতায় [illegible] ইচ্ছা [illegible] সকল। তাঁহার ইচ্ছার সহিত ঐক্য স্থাপনের নামই শরণাগতি। স্বতন্ত্রতা বা বাস্তবতা ছাড়িয়া ভগবচ্চরণপদ্মে নমস্কার করাই শরণাগতি বা কৃষ্ণাধীনতা। কৃষ্ণাধীনই শরণাগত। শাস্ত্র বলেন,—'জীব সর্বতো-ভাবে ভগবানের অধীন ও তদধীনজীবন-বিশিষ্ট বলিয়া নিঃশেষরূপে স্বকীয় সামর্থ্যাদি [illegible] করিবে। ঈশ্বরের সংকল্পানুসারে তাহার কোন বস্তুই অন্যথা হয় না। যে জীব তাঁহার [illegible] সর্বতোভাবে অর্পণ করিয়াছেন, তিনি স্বচ্ছন্দে গমন করিয়া থাকেন।'

যাহা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ, তাই জান ভাল।
ছাড়িয়া আপন-ইচ্ছা সুখে থাক [illegible]॥
যেব কথা, যেব কৃষ্ণ, পালে কৃষ্ণ সবে।
ভাবে কৃষ্ণ যাবে কৃষ্ণ ইচ্ছা করে যবে॥
কৃষ্ণ-ইচ্ছা বিপরীত যে করে বাসনা।
তা'র ইচ্ছা নাহি ফলে সে পায় যাতনা॥
(শোকশাতন)

ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শরণং দেবদেবং জনার্দনম্।
ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহম্॥

অর্থাৎ হে ভগবন্! আমি দেবদেব জনার্দনরূপী আপনার শরণাগত হইতেছি এইরূপে যিনি আমার শরণাগত হন, আমি তাহাকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

পূর্ণ শরণাগতিই স্বরূপের সিদ্ধি। ব্রজবাসিগণই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শরণাগত। [illegible] শরণাগতির শিক্ষক। শরণাগত ব্যক্তি 'বড় আমি' হইতে না, তাঁহারা 'দাস আমি' হওয়ার বিচারে প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্র শরণাগতিকে ছয়ভাগে বিভাগ করিয়াছেন —

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনং
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে
বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়্বিধা
শরণাগতিঃ॥

এই ছয় প্রকার শরণাগতি আবার কায়িক, বাচিক ও মানসিকভেদে তিন তিন প্রকার। ভক্তগণ কায়মনোবাক্যে ভগবচ্চরণপদ্মে শরণাগত হইয়া বাস করেন। শরণাগত ভক্ত 'হে ভগবন্! আমি তোমার হইলাম' মুখে বলিয়া, মনে জানিয়া ও শরীর দ্বারা ভগবল্লীলা-স্থানে আশ্রয় পূর্ব্বক আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। এবং —

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥

শরণাগতির যে ছয়টী লক্ষণ আছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণকে গোপ্তৃত্বে বরণই শরণাগতির অঙ্গী এবং অপর পাঁচটী এর অঙ্গীর অঙ্গ। যাঁহারা কৃষ্ণকে একমাত্র পালয়িতা ব'লে বরণ করেন নাই বা তদ্বিষয়ে যাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূনতা আছে, তাঁহারা পূর্ণ শরণাগত নহেন। শরণাগতিই গীতার চরম শিক্ষা। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় আমাদের সকলকে উচ্চকণ্ঠে শরণাগত হইবার উপদেশ দিয়াছেন।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু উক্ত শ্লোকের 'মামেক' অর্থাৎ 'আমাকে' এই শব্দের টীকায় লিখিয়াছেন, "সর্ব্বেশ্বর মায়াধীশ শরণাগতবৎসল শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ আমাকে যাঁহারা সাধু প্রভৃতি সঙ্গ হইতে অবগত হইয়া আমার শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহারাই এই মায়াসমুদ্র গোষ্পদের ন্যায় অনায়াসেই পার হইতে পারেন এবং আমার কৃপায় আমার মায়াকে অতিক্রম করিয়া একমাত্র আনন্দের আকর মায়াতীত আমাকে লাভ করেন। 'আমাকে' এই শব্দদ্বারা আমি ব্যতীত আমার আজ্ঞাপালক ব্রহ্মরুদ্রাদির শরণাগত হইলে মুক্ত হওয়া যাইবে না; যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন একমাত্র পরতত্ত্বকে জানিতে পারিলে মৃত্যু হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। যেরূপ মুচুকুন্দকে বলিয়াছিলেন, তুমি আমাদের নিকট অন্য বর গ্রহণ কর, আমরা মুক্তি দিতে পারিব না। একমাত্র ভগবান অব্যয় বিষ্ণুই মুক্তির অধিপতি। দেবাদিদেব [illegible] বলিয়াছেন — সকল জীবের মুক্তিদাতা — একমাত্র বিষ্ণু। এ বিষয়ে সংশয় নাই।"

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমমুকুটমণি বর্ত্তমানকালের শুদ্ধভক্তগণের মূলমহাপুরুষ [illegible] সেবানিরত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃপা-পূর্ব্বক আমাদিগকে শরণাগতি শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার কৃপাই শরণাগত হইবার একমাত্র উপায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে —

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥
শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥

আমরা অশরণাগত—দুর্ব্বল জীব। শরণাগত বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত আমরা কখনও শরণাগতি বা বল লাভ করিতে পারি না। কৃষ্ণ বৈষ্ণবেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। সুতরাং বৈষ্ণবই একমাত্র কৃষ্ণকে দান করিতে পারেন। আমরা শরণাগত ও বৈষ্ণবসেবার কাঙ্গাল হইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া বৈষ্ণবের অনুগমন করিলেই আমাদের শরণাগতি সিদ্ধ হইবে। শরণাগত ভক্ত ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। তাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি বা দেহাসক্তি নাই। ভজন-প্রতিকূল বিষয়ত্যাগে তাঁহার দৃঢ়তা খুব বেশী। গুরুবৈষ্ণবচরণে শরণাগতিই এ উদ্ধারের একমাত্র উপায়। কৃষ্ণৈকশরণা-গতিই বৈষ্ণবের স্বরূপলক্ষণ। শরণাগতিই জীবের জীবন ও ভূষণস্বরূপ। শরণাগত সরল, কপট বা বঞ্চক নহেন। তিনি হরি-গুরুবৈষ্ণবের দাসাভিমানী, দুনিয়ার গোলাম নহেন। শরণাগতের ভজন সতত অপ্রাকৃত, সেখানে হতাশা বা নিরাশার লেশমাত্র নাই। বিক্রীত পশুর ন্যায় তাঁহার বিচার। তিনি নিজের ভরণ-পোষণের চিন্তা আদৌ করেন না। পরন্তু সর্ব্বক্ষণ সেবাচিন্তায় বিভোর থাকেন। শরণাগত ভক্তের ভয় নাই। তিনি নির্ভীক—অভয়। শরণাগত ভক্তের বিনাশ নাই। সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় ভগবান্ তাঁহার নিত্য রক্ষক। কৃষ্ণ আমাকে রক্ষা না করুন বা কোন অংশে অসন্তুষ্ট হউন। আমি দৃঢ়তাপূর্ব্বক তাঁহার চরণ আশ্রয় করিব, কখনও তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম ছাড়িব না—এইরূপ নিষ্ঠাত্মিকা বুদ্ধি ভক্তগণের একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই জন্মে হউক বা কোটীজন্মেই হউক আমার কৃষ্ণকে পাওয়া চাই ই—এরূপ দৃঢ়তা সকলেরই থাকা দরকার, নতুবা ভজনপথে অগ্রসর হওয়া যাইবে না। দুর্ভাগা আমি শরণাগতি কাহাকে বলে জানি না। অতএব আজ আমার এই দুরবস্থা। তাই প্রার্থনা—

শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদে দন্তে তৃণ করি'।
শাস্তিপাবন পড়ে চৈ পদ ধরি'॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি ত' অধম।
শিখায়ে শরণাগতি করহে উত্তম॥

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত

——:০:(+):০:——

অন্যবৌর্জ্জিতা যা'র নাই, সেইরূপ সাধুর সঙ্গ কর্‌তে হ'বে। সাধুর সঙ্গে parallel চল্‌লে শ্রোতবাণীর প্রতি বিরোধ হ'বে। ভোগও সেবা নয়, ত্যাগও সেবা নয়। ভোগত্যাগ ও ত্যাগ-ত্যাগের নাম সেবা। এই জীবনেই কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার হওয়া প্রয়োজন। শ্রদ্ধা হইতে ভাবোদয় পর্য্যন্ত জীবের অনর্থ থাকে। স্বাধীনতায় ভক্তিতে প্রকৃত সুখ।

——

যে নিরপেক্ষ হ'ল সে ত' কৃষ্ণের পক্ষ হ'ল। সুতরাং তা'কে হয় সংসারী নয় নির্ব্বিশেষবাদী হ'তেই হবে আমি দুর্ব্বল ব'লে নিরপেক্ষ কেন হ'ব? 'তুমি না বাঁচালে আমার গতি নাই'—এই ব'লে কাঁদ্‌বে, তা' হ'লে রক্ষা পা'ব।

——

অহং একটা থাক্‌বেই। হয় 'ভোগী আমি', ত্যাগী আমি', না হয় 'ভক্ত আমি'। এদের যে কোন একটা না থেকে পারে না। 'ভক্ত আমি'—এটা বাস্তবতা নয়, এটা 'শুদ্ধ অহং'। শুদ্ধ (অপ্রাকৃত) অহং' ও অশুদ্ধ (প্রাকৃত) 'অহং'কে একাকার কর্‌তে হ'বে না। 'শুদ্ধ অহং'এ বন্ধন হয় না, বন্ধনমোচন হয়।

দূর ভিক্ষার চেয়ে মাধুকরী ভিক্ষা ভাল। দাতা—ভগবান্, তিনি দিলে নিশ্চয়ই পা'ব। তিনি যা' দেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাক্‌তে হ'বে। তাঁ'র সুখ নিয়েই কথা। প্রত্যেক মঠবাসীর ভিক্ষা ক'রে গুরুসেবা করা দরকার।

——

পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন হ'তে হ'বে। সহানুভূতি না দেখালে সহানুভূতি পা'ব না। পরের প্রতি সহানুভূতি জিনিষটা কীর্ত্তন। আমি সহানুভূতি না করলে তিনি (নিত্যানন্দ) সহানুভূতি কেন কর্‌বেন? আমাকে না হ'লে কি তাঁ'র চলে না? যদি পরস্পরের সঙ্গে সহানুভূতি থাকে, তা' হ'লে গৌরকৃপা পাওয়া যা'বে। যদি নিত্যানন্দের সহানুভূতি পেতে চাই, তবে প্রাণ দিয়ে সকলকে ভগবৎপাদপদ্মে পৌঁছাবার চেষ্টা কর্‌তে হ'বে। তবেই তাঁ'র কৃপা হ'বে, নতুবা হ'বে না।

সকলকে সেবোন্মুখ করবার জন্য যত্ন কর্‌তে হ'বে। তা'তে কৃষ্ণের সুখ হ'বে। সব জনকে দিতে হ'বে, নিজের জন্য কিছু রাখ্‌লে হ'বে না। ঐকান্তিক হ'তে হ'বে—

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

সতীত্ব রাখ্‌তে হ'বে। দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা না থাক্‌লে হ'বে না। একদিকে লক্ষ্য রাখ্‌তে হ'বে, একমুখী হ'তে হবে, অন্য দিকে মন দিলে হ'বে না।

প্রীতি থাক্‌লেই সব হয়, যত দূরেই থাকুক। যেখানে রুচি সেইখানেই সব। সেবাবুদ্ধি থেকে সব হ'বে—শ্রদ্ধা থাক্‌লে সব হ'বে। প্রীতি না থাক্‌লে কি সব হয়? প্রীতি যখন আসে তখন সাধুমুখে হরিকথা শুন্‌তে হ'বে। নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গ কর্‌তে হ'বে। স্মরণও সঙ্গ—শ্রবণ-কীর্ত্তন ত' বটেই।

একটা বড় প্রতিকার—সাধুসঙ্গে হরিকথা আলোচনা কর্‌তে কর্‌তে মন স্থির হ'বে। মনকে প্রশ্রয় দিতে হ'বে না। কৃষ্ণ সকলকে জোর ক'রে আকর্ষণ করেন। তিনি সকলকে আকর্ষণ কর্‌ছেনই।

নিজের গুরুর কথা যে শুনে না, তা'র মত জীববিদ্বেষী বা হতভাগা আর কেহ নাই। গুরুর কথা শুন্‌লে তা'তে বৈষ্ণবসেবা হ'বে। প্রভুর যা'তে সুখ হয় সেইটাই দরকার। গুরুবৈষ্ণবের চোখের আড়ালে গেলে থাক্‌তে পারি না, ভাল লাগে না, এটা মনোধর্ম্ম। আমার ভাল না লাগাটা ভক্তি নয়, সেটা আসক্তি।

সেবকের ধর্ম্ম অলসতা নয়। সেবক সর্ব্বদা alert. সাধুসঙ্গ সব করিতে ক'রতে মনকে জুতা মারিতে হইবে। সাধুগণকে যদি 'পাগল' বলিয়া তাঁহাদিগকে জুতা মারিতে আরম্ভ করিয়া দিই, তাহা হইলে আর নিজের দুষ্টমনকে জুতা মারা যাইবে না। সাধুর গায়ের জোর বেশী—শারীরিক বল নয়, চেতনের বল—ভজনের বল। সাধুর স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে, তোমারও যদি স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে দুই স্বতন্ত্রেচ্ছার মধ্যে সংঘর্ষ হইবে। শিক্ষার্থী নত হইবে, শিক্ষক নত হন না।

অপ্রাকৃত ব্রজবাসীর গৃহে অপ্রাকৃত জন্মগ্রহণ করাই নাম দীক্ষা। যখন স্বপ্রকাশ জ্ঞান লাভ হয়, যখন রসের উদয় হয়, তখনই দীক্ষার পূর্ণসিদ্ধি হয়। দীক্ষা সাধন কাল পর্য্যন্ত। দীক্ষার পূর্ণসিদ্ধিই সিদ্ধি। অণুচেতন, অণু-আনন্দ, অণুসত্তা প্রত্যেক জীবাত্মার দেহ। অপ্রাকৃত দেহই আত্মা।

মাধুকরী

—::০::—

মাধুকরীই নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের নিত্যধর্ম্ম। মাধুকরীই হরিসেবার কায়মনোবাক্য-সংযমনকারী ভিক্ষুগণের নিত্য বৃত্তি। গৃহস্থ ব্যক্তির অর্থোপার্জ্জন ও গুরুবৈষ্ণবসেবা পরিত্যাগ যেরূপ স্বধর্ম্মবিড়ম্বনা, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসিগণের মাধুকরী পরিত্যাগও সেইরূপ পতনের লক্ষণ।

মধুকর যেরূপ বিভিন্ন পুষ্প হইতে মধু চয়ন করে, হরিগুরুবৈষ্ণবসেবকগণও তদ্রূপ মানবের চেতনে যে ভগবৎসেবাবৃত্তি-রূপ কুসুম অঙ্কুরিত রহিয়াছে, তাহা প্রস্ফুটিত করাইবার জন্য অর্থাৎ তাঁহাদের কৃষ্ণোন্মুখী সুকৃতি উৎপাদনের জন্য তাঁহাদের নিকট হইতে হরিসেবার উপকরণ আহরণ করেন। হরিসেবার্থ মাধুকরী সংগ্রহ বা ভিক্ষাধর্ম্মস্বীকার আপাতত উদরজ্বালায় পীড়িত ব্যক্তির আহারসংগ্রহের ন্যায় কোন বৃত্তি নহে। ভোগি-বিষয়িসমাজ গুরুবৈষ্ণবগণের ঐ সেবাতাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। কেবল তাহাদের ঐ ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য ভগবৎসেবক ও হরিকথাপ্রচারকগণ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আদেশে মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করেন।

বৈষ্ণবগণই একমাত্র মাধুকরীর অধিকারী; কেননা, তাঁহারা নিজের সকল বস্তু হরিসেবার উপকরণরূপে নিবেদন করিবার প্রণালীতে বিশেষজ্ঞ। বৈষ্ণবগণই সর্ব্ববিষয়ে সারগ্রাহী—মাধুকরীর অধিকারী। হংসগণ যেরূপ মিশ্রিত জল ও দুগ্ধ হইতে সারবস্তু দুগ্ধ গ্রহণ করে, বৈষ্ণবগণও তদ্রূপ সকল বস্তু হইতে সারপদার্থস্বরূপ হরিসেবার সুবিধাটি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

আশ্রয়জাতীয় নিষ্কিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের একান্ত অনুগত নিষ্কপট সেবকগণকে মাধুকরী ভিক্ষার্থ প্রেরণ করেন। গুরুবৈষ্ণবগণের আদেশে যে মাধুকরী ভিক্ষা-সংগ্রহ, তাহাতে যুগপৎ আত্মমঙ্গল ও জীব-মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। মাধুকরী ভিক্ষা-সংগ্রহকারী নিজেকে অত্যন্ত দীনহীন কাঙ্গাল তৃণাদপি সুনীচ জানিয়া গুরুসেবার জন্য গৃহস্থগণের নিকট ভিক্ষা সংগ্রহ করেন। ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া তিনি ভিক্ষালব্ধ বস্তু হরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় নিয়োগ করিয়া নিজে সাক্ষাদ্ভাবে গুরুসেবা করেন, আবার মাধুকরী ভিক্ষা-প্রদানকারী গৃহস্থগণের নিকট হইতে ভগবৎসেবোপকরণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে সুকৃতিসঞ্চয়ে সাহায্য করেন।

শ্রীরূপানুগ পরমহংসগণই প্রকৃত মাধুকরী বৃত্তির উপদেশক। তাঁহাদের শিক্ষাই মাধুকরী। তাঁহারা সর্ব্বদা অসৎ-সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গের সারভাগ গ্রহণার্থ প্রেরণা প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত মুমুক্ষু অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গ গ্রহণ করিতে পারেন না।

মাধুকরী চেতনের নিত্যা বৃত্তি। মানব উদরের জন্য যে খাদ্য আহরণ বা সঞ্চয় করে তাহা নিত্যা বৃত্তি নহে। তাহাতে সাময়িক ক্ষুধা নিবৃত্তি হইলে তৎকালে আর খাদ্য আহরণের আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু মাধুকরী মূলে ভোগসংগ্রহের চেষ্টা না থাকায় তাহা অনুক্ষণ আচরণীয়। যে মুহূর্ত্তে আমরা মাধুকরী বা সারগ্রাহিতা ত্যাগ করিব, সেই মুহূর্ত্তেই অসদ্বস্তুর প্রতি আসক্তি বা অসৎসঙ্গ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসে। এইজন্য শ্রীরূপানুগগণ সকলকে অনুক্ষণ মাধুকরী অবলম্বনের জন্য প্রেরণা প্রদান করেন। মাধুকরী ও হরিকীর্ত্তন ভিন্ন বস্তু নহে। গৌড়ীয়গণের মাধুকরী—গুরুপাদপদ্মের বাণীকীর্ত্তন-মুখে কায়মনোবাক্যে সারগ্রাহিতায় দীক্ষালাভ।

"সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ" উহাই মাধুকরীর মূলমন্ত্র। মাধুকরীসংগ্রহকারী নিজে গুরুপাদপদ্মে নিজের যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া অপরে যাহাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক হরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবা করেন, তাহার চেষ্টা করিয়া থাকেন। মাধুকরী ভিক্ষা নির্দ্দোষবস্তু। তাহাতে দাতার দাতৃ-অভিমান থাকে না। সুতরাং তাহা বিষয়ীর অন্ন নহে। যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মাধুকরী ভিক্ষা প্রদান করেন, তিনি তাহা কিভাবে ব্যয়িত হইল সে বিষয়ে কৈফিয়ৎ চাহেন না। যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে দাতৃ-অভিমানে হরি-গুরুবৈষ্ণবসেবার জন্য কিছু আনুকূল্যবিধান করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্য মাধুকরী নয়, তাহা বিষয়। ভিক্ষা কম হইয়া যাইবে মনে করিয়া যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার ঐ প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি মধুকরের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইবেন। ভিক্ষার দাতা স্বয়ং কৃষ্ণ, মানব নহে। কৃষ্ণই অন্তর্য্যামীরূপে সৌভাগ্যবান্ গৃহস্থ ব্যক্তিকে মাধুকরী ভিক্ষাদানের প্রেরণা দিয়া থাকেন। দাতা তিনি, তিনি দিলে নিশ্চয় পাওয়া যাইবে। তিনি যা দেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। ভিক্ষা কম হইলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না। কিন্তু মাধুকরীর আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধিক সংগ্রহের পিপাসা দ্বারা বিষয়-গ্রস্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং সে বিষয়ে খুব সতর্ক থাকা দরকার।

দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট-মহোৎসব

গত ১৪ই কার্ত্তিক ৩০শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীনিখিলবৈষ্ণবরাজসভার পরমাচার্য্য শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা দিল্লীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীব্রজ-মণ্ডল গৌড়মণ্ডল ও ক্ষেত্রমণ্ডল ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের পূর্ণপ্রকাশে গৌড়ীয়-বিশ্বের 'গোবর্দ্ধন বাড়ীর' সেবাযোগে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর শ্রীশ্রীঅন্নকূট মহামহোৎসব হরিসংকীর্ত্তনমুখে মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্ণে ভক্তগণ গুরুবৈষ্ণববন্দনার পর বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনা করেন।

অশীতি প্রকার বিভিন্ন ভোগোপকরণে নিবেদন করা হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের ভোগ-আরতি হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, দামোদরাষ্টক ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অন্নকূটোৎসব-উপাখ্যান পাঠ হয়।

তৎপরে সমাগত ভক্তমহোদয়গণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এতদ্-ভিন্ন প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ, অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠীমুখে শ্রীনবদ্বীপ-প্রকাশ ও গৌড়ীয় আলোচনা এবং রাত্রে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হইতেছে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় শ্রীমঠ সর্ব্বক্ষণ হরিকথায় মুখরিত আছে এবং ভক্তগণ সংকীর্ত্তনমুখে উর্জ্জব্রত পালন করিতেছেন।

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-৪০০

শ্রীধাম নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ [illegible] ষ্ট্রীট, বাগবাজার,

কলিকাতা [illegible]

সেবক—[illegible]

(৩) শ্রীযোগপীঠ-মায়াপুর শ্রী শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট

[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) [illegible] সুবর্ণ-কুঞ্জ

শ্রী[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-[illegible]-মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রী[illegible] জন্মস্থান সন্নিকটবর্ত্তী)

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) [illegible]

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(১৮) [illegible]

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) [illegible] পরিচ্ছেদের পাট

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা

সেবক—শ্রী[illegible]

(২৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ ঢাকা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible] (ঢাকা)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া [illegible]

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

সেবক—শ্রী[illegible]মোহন দাস অধিকারী

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] (আসাম)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রী[illegible]মোহন ব্রহ্মচারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] ইউ, পি

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়মঠ, [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible] ইউ পি)

শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible] পোঃ মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রী[illegible] মঠ,

[illegible], মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রী[illegible]

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]-[illegible]

পোঃ [illegible] মথুরা)

সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) [illegible] [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রী[illegible]-মঠাশ্রম

[illegible], মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ

[illegible], মথুরা।

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী

সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible] মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible] মঠ

পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ

[illegible] পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible]পাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]

পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]

পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible]চৈতন্য দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

প্লট নং [illegible]

[illegible]

[illegible]

সেবক—স্বামী বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

[illegible], কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] ইউ-পি

সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible], চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,

[illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,

মায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ-

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ, পি)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়.

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রী[illegible]গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদক

শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible] দিনের সংবাদের ভিক্ষা [illegible]।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে ঈশ্বর পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সম্বন্ধে সরল প্রণালীটি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই [illegible] ও পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। প্রচ্ছদ পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—সত্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ [illegible], বারিশা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় গ্রন্থিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১০০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও গান ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—সত্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ [illegible], বারিশা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদাবলী শ্রীল [illegible] বিরচিত "সৌরভ" নামক গ্রন্থের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible] উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

বার অতীব মনোরম—[illegible] সাহচর্য্য বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচিত [illegible]। [illegible] ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও বেতনাদি প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

অধ্যক্ষ—[illegible], ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

[illegible] পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদিক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব গৌরব [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৭৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] চৈতন্যমঠ, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, [illegible] তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক অপূর্ব্ব [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচিপত্র, তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয়, অর্থ ও বঙ্গভাষায় [illegible] পরিশেষে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বর্ণানুক্রমিক সূচী এবং [illegible] এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

—— ::●:: —

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান [illegible] শুদ্ধ ভক্তি-সাধনের [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম [illegible]। এই [illegible] জীবনচরিত [illegible] প্রকাশিত না থাকায় [illegible] অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু [illegible] সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্যের [illegible] "গৌড়ীয়" সম্পাদক [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের ও [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠা গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—[illegible]

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রবীণ ও [illegible] অধ্যাপক বিদ্যালীন [illegible] মহোদয়গণের [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ ভক্তিপ্রবর [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য [illegible] গৌরবগবেষণা এবং পবিত্র লেখনীর অদ্ভুত ফল [illegible] করিয়া একাধারে [illegible] এবং [illegible] ও ভগবানের জীবনচরিত-সারে [illegible]। এই [illegible] ও [illegible] চিত্র-সম্বলিত। [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] প্রচারিত সিদ্ধান্তের [illegible] আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] অধ্যায়ে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা [illegible]। [illegible] গোস্বামী [illegible] (Foreword), [illegible] (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও [illegible] (Index Glossary) সহ [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা- ১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা— নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট

যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

([illegible] টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-২৬	৬-৩১	৭-১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-০৬
দমদম ,,	৫-৫৬	৬-৩১	৭-১৮	১১-১৮	১৩-৫০		১৮-৬	২২-৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৩	৮-১	৯-১৮	১৩-২৮	১৬-৫৭	১৮-৫১	২০-৩৫	০-৫৮
(রাণাঘাট) ছাঃ	৭-২৮	৮-৬	১০-৩৩	১৩-৫৩	১৫-৫	১৮-৩০	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৯	১১-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(ঐ) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-৫৯	১৮-১৭	২১-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম ,,	১০-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৮
(ঐ) ছাঃ	১৩ ৫৩ (ন্যারো গেজে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৬

ডাউন

শাখা

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৬-২২	১৩-৮	১৮-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৫২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬-৫৬	১৯-২৭	২০-৪৬	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯	৪-১০
(ঐ) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	১৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৪	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৫৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩-০	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪০	১৯-২৬	২১-৪৫	২৩-২৫	৫-১৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(●)———

১। শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্বপ্রকার [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] কাছে [illegible] আবশ্যক। [illegible] এবং নূতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল ৮০ বার আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১২নং [illegible] রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible], ২৪ পরগণা

পোঃ—কৃষ্ণনগর
টেলিগ্রাম—দৈনিক কৃষ্ণনগর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

৫ম খণ্ড শ্রীমায়াপুর ২৩শে কার্ত্তিক ১৩৪৭, ৯ই নভেম্বর, ১৯৪০ শনিবার ২০২তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের বক্তৃতা

গত ৫ই নভেম্বর লর্ড হ্যালিফ্যাক্স লর্ডসভায় পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে জার্মান সৈন্যের অগ্রসর সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বের সহিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, জার্মানীর সহিত সংযোগিতার দ্বারা জার্মান সৈন্য ফ্রান্সকে বেলজিয়মের আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করে আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, তাহার ন্যায় একজন প্রবীণ ব্যক্তির নেতৃত্বে ফরাসী-সরকার তাহার ভূতপূর্ব মিত্রকে পশ্চাৎ দিক হইতে আঘাত করিবে। লর্ড হ্যালিফ্যাক্স বর্তমান বিমান-যুদ্ধের সাফল্যে আনন্দ উৎসাহিত হইয়াছেন। তিনি ব্রেনের বোমারু কর্তৃক ইতালীর রণতরী ধ্বংসকারী ও গ্রীক সৈন্যদের সাহসিকতার বিশেষ প্রশংসা করেন। ইতালীয়দের আক্রমণে তুরস্কের অবস্থা অধিকতর কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জার্মানী ও ইতালী উভয় কৌশলিক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমরা এ সম্পর্কে নিশ্চিত যে, তুর্কীগণ জার্মানী ও ইতালীর দাবী মানিয়া লইবে না। কারণ তাহাদের সম্মুখে রুমানিয়ার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। তিনি আরও বলেন,—ইঙ্গ-তুর্ক মৈত্রী এখন পূর্ণশক্তিতে বিদ্যমান এবং আমাদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা পূর্ণমাত্রায় বজায় রহিয়াছে। উপসংহারে তিনি বলেন,—মিশর-সরকার ইঙ্গ-মিশর সন্ধির সর্ত অক্ষরে অক্ষরে মৈত্রী চুক্তি পালন করিতেছে।

গ্রীসের যুদ্ধ-তহবিল

কলিকাতায় শ্রীযুক্ত নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন—প্রায় দুই সপ্তাহ হইল গ্রীসে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। গ্রীস উহা অপেক্ষা অনেকাংশে শক্তিশালী রাজ্যের সহিত সংগ্রাম করিতেছে। কয়েক বৎসর যাবৎ মুসোলিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে এবং সৈন্যবাহিনীর জন্য নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করাইয়াছে। এই দানবীয় ইতালীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে গ্রীস সামান্য সৈন্যবল ও অস্ত্র লইয়া বাধা প্রদান করিতেছে। গ্রীক সৈন্যেরা বীরত্ব দেখাইতেছে। তাহারা জীবন পণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছে। ইতিহাসের ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি দেখা যাইতেছে। গ্রীসের যে অঞ্চলে যুদ্ধ চলিতেছে তথায় সাহসী স্পার্টানগণ পারস্য বাহিনীর অপেক্ষা পর্বতের চূড়া হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া প্রাণ বিসর্জন যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বৃটেনের সাহায্যের বিষয় বর্ণনা করিয়া গ্রীসে সংগ্রামে গত বৎসরের প্রাণদানের কথা উল্লেখ করেন। বৃটেন, ডোমিনিয়নসমূহ এবং আমেরিকা আমাদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন। ভারতবাসীর সহানুভূতিসম্পন্ন বলিয়া মনে করি। আমাদের এখন অর্থের প্রয়োজন। এজন্য ভারতে গ্রীস যুদ্ধ-তহবিল খোলা হইয়াছে। এই তহবিলে অর্থদানের জন্য আমি আবেদন করিতেছি। টাকা ব্যাঙ্কের কলিকাতা, বোম্বাই অথবা মাদ্রাজ শাখায় পাঠাইয়া প্রেরণ করা যাইবে। ঐ অর্থ গ্রীক সরকারের নিকট প্রেরণ করা হইবে।

পণ্ডিত নেহেরুর চারি বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

গোরক্ষপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ই ড ডি মস্ গত ৫ই নভেম্বর ডিষ্ট্রিক্ট জেলের অভ্যন্তরে পণ্ডিত নেহেরুর বিরুদ্ধে আনীত মামলার রায় প্রদান করিয়া তিন দফা অভিযোগে পণ্ডিত নেহেরুকে মোট চারি বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। পণ্ডিতজীকে তিনটি অভিযোগের প্রত্যেকটিতে এক বৎসর চারি মাস করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে এবং দণ্ডকাল পর পর চলিবে।

ঐ দিবস বেলা ১২টা ৩৫ মিনিটের সময় রায় প্রদান করা হয়। ঐ সময় জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও শাস্ত্রী সেবা-দলের সদস্য বাবা রাঘবদাস সহ মোট দুইজন বিচারালয়ে দুইজন উপস্থিত ছিলেন।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে স্পেশাল ক্লাশ (বিশেষ শ্রেণী) বন্দীরূপে গণ্য করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন।

ইতালীয় সাবমেরিণের দুর্গতি

বৃটিশ যুদ্ধজাহাজসমূহ কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া আর একটি সাবমেরিণ গত ৫ই নভেম্বর মধ্যাহ্নকালে ট্যাঞ্জিয়ারে আশ্রয় লইয়াছে। নিরপেক্ষ সূত্রে জানা গিয়াছে যে, এ পর্যন্ত ৩টি ইতালীয়ান সাবমেরিণ ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

স্পেনীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক ট্যাঞ্জিয়ারের আন্তর্জাতিক এলাকার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃত্ব গ্রহণ ইতালীয়দের সমর্থন লাভ করিয়াছে। সরকারী ইতালীয়ান রিপোর্টে বলিয়াছেন, ট্যাঞ্জিয়ারের ঘটনাবলী ইতালীর স্পেনের প্রতি সৌহার্দ্দ্যমূলক মনোভাব সহিত লক্ষ্য করিয়াছে।"

শত্রুদেশে বিমান-আক্রমণ

একটি সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গত ৬ই নভেম্বর রাত্রিতে চ্যানেল পোর্ট বোলোঁ এবং দা হাজরের উপর বোমা বর্ষিত হয়। আবহাওয়ার অবস্থা খারাপ থাকায় বৃটিশ বিমান-সমূহ উপযুক্তরূপে কার্য্য চালাইতে পারে নাই। কিন্তু সমস্ত বিমানই নিরাপদে ফিরিয়া আসিয়াছে।

নৌ-বিভাগীয় দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, শত্রুপক্ষের দুইটি ট্রলার নিমজ্জিত হইয়াছে। উক্ত ট্রলার দুইটির একটি 'এস্ এস্ অব্ বৃটেন'কে আক্রমণ করিয়াছিল।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনবগোপাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত আসামী পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবিহিত অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের মূর্দ্ধন্য পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত স্বরূপ তথা বহুতর প্রশ্নসমূহের সুমীমাংসা পাঠক ও শ্রোতা সজ্জনবৃন্দ যে সকল পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার উত্তরাবলী নিতান্ত সহজভাবে এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ-বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত জ্ঞাপনে ও অপসিদ্ধান্ত নিরসনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয়গণ আচার্য্যবর্য্যের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

ভক্তিরত্নাকর

নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের অভিনব বিরাট সংস্করণ কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, প্রতিপাদ্য নির্দ্দেশ, অধ্যায় বর্ণন, স্থানসূচী প্রভৃতি সহ গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'-টীকা, গ্রন্থের আলেখ্য, ভূমিকা ও সূচীসহ অপূর্ব্ব সজ্জায় নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৴০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দাস এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১২ স্কন্ধ ৪০
প্রথম হইতে দশম খণ্ড পর্য্যন্ত — ২৮
দশম খণ্ড— ৯
২। অভিনব বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (বাঁধা)
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ১৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। নামভজনমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। বৈষ্ণবোদ্বোধ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও শ্রীনবদ্বীপভাব বাঁধা ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ১৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ৷০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত ভাষ্যসহ (সাড়বাদ) ১৲
২৮। প্রেমভক্তিসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। নব-দ্বীপ-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ॥০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ।৵০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনতত্ত্ব
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। সংশোধনতত্ত্ব (নূতন সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনপথ ৶০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৩
৫১। বৈষ্ণবসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৵০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। অমৃতকণাবলী বা ভাগবতামৃতকণা ৷০
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিলিখিত ।০
৬৩। নবীন-নিবন্ধনসূত্রম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়সম্প্রদায়নিদান ৴০
৬৭। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ মিট ওয়ার্ক অফ রেফারেন্স ।০
৭০। গৌড়ীয়মঠ ৴০
৭১। বেদান্ত—এটস্ মরফোলজী এণ্ড অর্গানিজম্ ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। গোস্বামীজম্ ।০
৭৫। ভোয়াইস্ অব গৌড়ীয়মঠ উপ টু ডেট ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ব্রোহিত পিল্গ্রিম্স্ অ্যাণ্ড আনসাপেক্টেড অব এ শিশুপাল
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অষ্টম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৷৵০
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৷০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৸/

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত   জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ | ২৪ দামোদর ৪৫৪ গৌরাব্দ ২৩শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৯ই নভেম্বর ১৯৪০, শনিবার | ২০৩ তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীধামে হরিকথা

শ্রীধাম মায়াপুর আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। মধ্যাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ ও অপরাহ্নে শ্রীনবদ্বীপ-শতক এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশাবলী হইতে শ্রীধামের মাহাত্ম্য আলোচিত হইতেছে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় শ্রীধাম সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তনমুখরিত হইতেছে দেখিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই আনন্দিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির ও নবদ্বীপমণ্ডলের বিভিন্ন মঠে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে হরিকথা আলোচিত হইতেছে। এখন শ্রীধামে বহু যাত্রীসমাগম হইতেছে। শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের নিকট শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মহিমা ও শ্রীধামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীমোদদ্রুমছত্রে কীর্ত্তন

গত ৬ই নবেম্বর বুধবার কতিপয় শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্ত নিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীশ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাটে গমনপূর্ব্বক গুর্ব্বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও কৃপাপ্রার্থনা-সূচক বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। অনন্তর শ্রীপাদ অকলঙ্ক ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীল ঠাকুরের মাহাত্ম্য ও তাঁহার প্রতি অপার করুণার কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। পাঠ হইলে পর শ্রীপাদ নন্দকিশোর দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর মুখপাত্রত্বে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। ভক্তগণ অপরাহ্নে তথা হইতে রওনা হইয়া কোলদ্বীপস্থ আমাদের পরাৎপর-গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীসমাধি-মন্দিরে গমনপূর্ব্বক গুর্ব্বৈষ্ণববন্দনার পর পঞ্চতত্ত্ব ও কৃপাপ্রার্থনাসূচক বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব

গত ১০ই কার্ত্তিক বারাণসী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে ৬২২ প্রকার ভোগোপকরণ সজ্জিত করিয়া শ্রীশ্রীগিরিধারীজীউর পূজা ও ভোগরাগ কীর্ত্তন শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণমুখে সম্পাদিত হইয়াছে। বেলা ১২ ঘটিকায় নাটমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইলে শত শত পুরুষ ও মহিলা অন্নকূটদর্শন করেন। বৈকালে প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার ভক্তিবৃত্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা সহ শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ও শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের মহিমা কথা আলোচনা করা হয়। বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও প্রায় দুইশত মহিলা ধৈর্য্য সহকারে পাঠকীর্ত্তন শ্রবণ করেন। রাত্রে প্রায় চারিশত সজ্জন-ব্যক্তি বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। পরদিবস কাঙ্গালীগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অভ্যাগতগণের মধ্যে ডাক্তার এন্, সি ঘোষ এম্-বি, উজলা পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশ চক্রবর্ত্তী, বামিলা ষ্টেটের রাজপরিবারের ভূতপূর্ব্ব গৃহচিকিৎসক শ্রীযুক্ত সত্যগোপাল ঘোষ L. C. P. S. মহোদয়গণের যৌক্ত ও শ্রবণাকাঙ্ক্ষা প্রশংসনীয়। কৃষ্ণনগরের গভর্ণমেণ্ট প্লীডার শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সপরিবারে অন্নকূট দর্শন করেন ও তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রীগিরিধারীজীউর সেবা-সুযোগ বরণ করেন।

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা

গত ১০ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার দিবস গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে সংকীর্ত্তন মুখে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

উক্ত দিবস প্রাতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গবিনোদ-রমণজীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীগুর্ব্বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব দামোদরাষ্টক ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনাদির পর শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও মহামন্ত্রকীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দিরপরিক্রমা করা হয়।

অতঃপর মধ্যাহ্নে শ্রীগুর্ব্বৈষ্ণববন্দনা কীর্ত্তনাদির পর ব্রজবাসিগণের শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অনুষ্ঠিত শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব ও শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মহিমা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। তৎপরে বহু বিচিত্র উপকরণ দ্বারা শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগ হয়। ভোগারাত্রিকান্তে সমবেত বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীনারায়ণগৌড়ীয়মঠের উৎসবাদি

গত ১লা নবেম্বর শুক্রবার প্রাতে শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড ৪র্থ অধ্যায় হইতে শ্রীনিত্যানন্দাগমন প্রসঙ্গ পাঠ করেন। অপরাহ্নে শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু হাইকোর্টে সমাগত মঠবাসিগণের কর্ত্তব্যবিষয়ে অনেকক্ষণ হরিকথা বলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রবণসদনে শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ প্রভু 'শ্রীমনঃশিক্ষা' পাঠপ্রসঙ্গে বৈষ্ণব, বৈষ্ণবশ্রীমূর্ত্তি ও শরণাগতি সম্বন্ধে অনেক হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পাঠের অন্তে 'কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার।' 'ঐ নাম গায় গোরাচাঁদ' পদ কীর্ত্তন হয়।

গত ২রা নবেম্বর শনিবার প্রাতে পাঠক শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড ৪র্থ ও ৫ম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব ও শ্রীব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রাতে শ্রীমন্দির ও নাটমন্দির পরিক্রমার পর শ্রীল জীবগোস্বামী মহারাজ সমবেত মঠবাসী ও সুহৃদ্ ভক্তগণের নিকট অনেকক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া মঠবাসিগণকে হরিগুর্ব্বৈষ্ণব-সেবায় উৎসাহিত করেন। অপরাহ্নে শ্রীপাদ হরিজনদাস ব্রহ্মচারী হাইকোর্ট-[illegible] 'গৌড়ীয়' ১৯শ বর্ষ ১৪শ সংখ্যা পাঠ করেন। সন্ধ্যারাত্রিক ও বন্দনাদির পর শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী [illegible] প্রভু বৈষ্ণবমুখের কৃপাদেশে 'শ্রীমনঃশিক্ষা' সম্বন্ধে [illegible] যাবৎ কীর্ত্তন করেন।

"যেখানে হরিকথা নাই, সেস্থান যতই আত্মীয়-স্বজন-বেষ্টিত হউক না কেন, যতই বাসের সুবিধাজনক হউক না কেন, সেই সকল স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ বাগবাজার [illegible] গৌরাব্দ ৪৪৪

যৎকিঞ্চিৎ

ভগবানের সেবা আমার নিত্যধর্ম্ম। আমি সেবকের দাস, তাঁহার সাহচর্য্য আমার সম্বল। যদি আমি তাঁহাকে না ভুলি, তাহা হইলেই আমার সুবিধা হয়। তাঁহাকে ভুলিলেই বিপদ্। ভগবান্ হইতে বিচ্যুত হওয়াই আমার দুর্গতি। তাঁহার সেবা হইতে আমার সুবিধা হইবে। এই চেতনের ধর্ম্ম অচেতনের দ্বারা যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা দরকার। আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের মঙ্গল অনুসন্ধান করা—স্বার্থপর হওয়া উচিত। গৃহেই থাক বা বনেই থাক, ভগবানের অনুশীলন করাই আমার কাজ। কানে কথা শুনিলে পরিবারে লাভ হয়। সময়ের যথার্থ সদ্ব্যবহার না করিলে অসুবিধা হবে। সময় থাকিতে কাজ গুছাইয়া লওয়া দরকার। বিষয় অত্যন্ত আসক্ত হইয়া ভগবানকে ভুলিয়া থাকা কর্ত্তব্য নয়। ভক্তি (বাহ্যবেশ) না হইলে আমার চলিবে না এরূপ ভাব আদরণীয় নহে। বস্তু ত্যাগকে বৈরাগ্য বলে না। ভগবদিতর বস্তুতে আসক্ত না হ'য়ে ভগবদনুশীলনে ব্যস্ত থাকাই বৈরাগ্য।

নমস্কার করিতে হইবে—অহঙ্কার ছাড়িতে হইবে। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটী থাকা দরকার। মনোযোগের সহিত শ্রবণই প্রণিপাত। পরিপ্রশ্ন তর্ক নহে। অভিজ্ঞের নিকট পরিপ্রশ্ন করিতে হইবে এবং প্রশ্নের উত্তর পাইলে তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। Submissive হওয়া চাই; নতুবা কিছু হইবে না। 'সর্ব্বজ্ঞ শিক্ষকের নিকট submit না করিলে শিক্ষালাভ কি করিয়া

'গো' শব্দে বাণী। যে বাণীতে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ নিহিত হয়, তাহাই গোবর্দ্ধন। 'গো' বাক্য, যাহাতে তিনি আপনাকে বর্দ্ধিত (accumulate) করেন, তিনিই গোবর্দ্ধনধারী। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়—কৃষ্ণ সম্পূর্ণভাবে অবস্থান করেন একমাত্র গিরি বা বাণীতে। এই বাণীর গুরু সরস্বতী।

সকলের সুহৃৎ শ্রীগৌরসুন্দর শরণাগতির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন,—যাহারা দেবগণের পোষিত দুর্লভ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া শ্রীগোবিন্দকে আশ্রয় করে না, তাহারা নিজেদের আত্মাকে বঞ্চিত করিল অর্থাৎ তাহারা নিজেকে নানাপ্রকার দুঃখস্রোতে নিক্ষেপ করিল। চৌরাশী লক্ষ যোনিভ্রমণের পর মানবজন্ম পাইয়া যদি শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ আশ্রয় না করে, তাহা হইলে আত্মাভিমানী ক্ষুদ্র মানবের মনুষ্যজন্ম বিফল হয়। সকল আচারবর্জ্জিত পতিত সংস্কারহীন, দাম্ভিক অসাধক, হীনজাতি মূর্খ নিষ্ঠুর, কেবল স্ত্রী পুত্র-ধনপরায়ণ ও সমাজের অধম ব্যক্তিও যদি শ্রীগোবিন্দচরণে শরণাগত হয়, তাহা হইলে সেও মুক্ত হইতে পারে। জীবসমূহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রভুকে যাঁহারা ভক্তির সহিত আশ্রয় করেন, তাঁহারা সংসারসমুদ্র হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হন। যাঁহারা অনাদির আদি, পরম মঙ্গলময় শ্রীহরিকে গুরুরূপে আশ্রয় করেন, তাঁহাদের ভয় নাই, তাঁহারা বৈকুণ্ঠ বাসের অধিকারী। মোহনিদ্রাসমাচ্ছন্ন এই ঘোর সংসারে যাঁহারা হরির শরণাগত হন, তাঁহারাই কৃতার্থ, ইহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে শ্রীহরির শরণাগত হন, যমরাজ তাঁহাদিগকে শাসন করিতে পারেন না। বিষয়, ধন, বসন, স্ত্রী, পুত্র পর্য্যন্ত পাপবর্জ্জিত ভগবানের আশ্রিত ব্যক্তিকে আশ্রয় করিলে পবিত্র হয়। যিনি কর্ত্তাকর্ত্তব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রযত্নে শ্রীমুকুন্দের শরণাগত হন, তিনি দেব, ঋষি, মনুষ্য ও পিতৃলোকের নিকট ঋণী থাকেন না। ভগবান্ ভক্তবৎসল, সত্যবাদী সুহৃৎ ও রক্ষক। সুতরাং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন্ ব্যক্তি অপরের শরণাগত হইবে?

স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধি নামে দুইটী কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সূক্ষ্মশরীর বা জড়-বাসনারূপ দেহ হইতে মুক্ত না হইলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই সূক্ষ্ম শরীরের পতন বা জড়বাসনানির্ম্মুক্তির নামই স্বরূপসিদ্ধি। এই স্বরূপ সিদ্ধিলাভের পর যখন ভজন করিতে করিতে এই জগৎ হইতে উৎক্রমণ লাভ হয় অর্থাৎ যখন এই শরীরের পতন হয়, তখনই তাহা বস্তুসিদ্ধি।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

শ্রীগুরুকৃপা ও কৃষ্ণকৃপা পৃথক্ নহে। গুরুদেব কৃষ্ণভজন ব্যতীত কাহারও ভজনরহিত আর কৃষ্ণও তাঁহার প্রেষ্ঠজনের সেবা ব্যতীত আর কাহারও সেবা অঙ্গীকার করেন না। সকলের সকল সেবা গুরুদেবকর্ত্তৃকই কৃষ্ণের চরণে নিবেদিত হয়। কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক শ্রীগুরুপাদপদ্ম, সেইরূপ সেবকের অধীন হইয়া যদি কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করা যায়, তাহা হইলেই উত্তরোত্তর তাহার স্ফূর্ত্তিলাভের সম্ভাবনা। শ্রীগুরুপাদপদ্মই কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবার অধিকার প্রদান করেন।

মনকে সর্ব্বদা ব্রজের বিচারে সংলগ্ন রাখ্তে হ'বে। এ মন—ভোগ ও ত্যাগের বিচারের মন নহে। ভোগ ও ত্যাগ এ উভয় বুদ্ধিকে ছেড়ে দিতে হ'বে।

কৃষ্ণের প্রতি সাক্ষাৎ অনুশীলনের চেষ্টা না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের প্রকৃত মঙ্গলের চেষ্টা উদিত হয় না। শুদ্ধ সাধনের সহিত অনুকূল অনুশীলন না হ'লে মায়ারূপে আমাদিগকে বাঘে খেয়ে ফেল্বে।

"শ্রীমূর্ত্তিসেবা'—অর্চ্চাবতারে কায়িক, ভজন বা স্ফূর্ত্তিবিচারে মানস বা উচ্চাবস্থায় সাক্ষাৎ স্ফূর্ত্তি। মন ধ্বংস বা চিন্ময় হ'লে লীলায় প্রবেশাধিকার লাভ হয়। শ্রীমূর্ত্তি কেবল অর্চ্চাকে বুঝায় না। শ্রীমূর্ত্তি শব্দে—শ্রীনাম, স্বরূপ ও বিগ্রহ তিনটীই শ্রীমূর্ত্তি; তিনে ভেদ নাই, তিন চিদানন্দ।

আমরা লঘু হইতেও লঘু, তদপেক্ষাও লঘু। আর গুরুপাদপদ্ম—যিনি বৃহত্তের সেবা করেন, তিনি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, তদপেক্ষাও বৃহৎ।

যাঁহারা প্রত্যেক ক্রিয়ায় হরিভজন করেন, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিলে চিত্ত মার্জ্জিত হয়—এই পুরুষপুঙ্গবের বিশেষ রোগী বা তাঁ'সঙ্গে যে অবিচার আসে, তাহার হাত হইতে ত্রাণ হয়।

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথা

[শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ, ৫।১০।৪০ইং]

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ॥

হে মন! আমি তোমার পদযুগল ধরিয়া কাকুবাক্যে বলিতেছি—তুমি সর্ব্বদা দম্ভ পরিত্যাগপূর্ব্বক গুরুদেব, গোষ্ঠবাটী, ব্রজবাসী জন, সুজন, ব্রাহ্মণ, স্বমন্ত্র, শ্রীহরিনাম ও ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের পাদপদ্ম-আশ্রয়ে অপূর্ব্ব রসের সহিত রতি কর।

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং
গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-
মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং
নতোহস্মি॥

অহো! যাঁহার প্রসিদ্ধ কৃপায় শ্রেষ্ঠ যুগলনাম, যুগল মন্ত্র, শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরূপ, তদীয়াগ্রজ শ্রীসনাতন, শ্রেষ্ঠা মধুপুরী, গোষ্ঠবাটী, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ডতীর ও রাধা-মাধব-সেবার আশা প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই গুরুদেবকে নমস্কার করি।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু মনঃশিক্ষাচ্ছলে আমাদিগকে দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া অষ্টতত্ত্বে শরণ গ্রহণ করিবার কথা বলিয়াছেন। তিনিই আবার শ্রীগুরুপ্রসাদ-মধ্যে শ্রীগুরুদেবের প্রসাদে একাদশটি বস্তুর কথা বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত অষ্টতত্ত্ব ও এ একাদশ বস্তুতে কোন ভেদ নাই। দাম্ভিকতা পরিত্যাগ না করিলে নমস্কার হয় না। 'নমস্' শব্দের 'ম' শব্দে অহঙ্কার এবং 'ন' শব্দে নিষেধ। সুতরাং অহঙ্কার

রাখিয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি নমস্কার হয় না। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে সেবোন্মুখ হইলে জীবের বহির্মুখপ্রবৃত্তি পরিবর্তিত হয়।

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্॥
(ভাঃ ৬।৩।২৯)

যে সকল পাপীর জিহ্বা একবারও কৃষ্ণ নামগুণাদি কীর্তন করে না, যাহাদের চিত্ত একবারও তাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ করে না, যাহাদের মস্তক একবারও তাঁহার চরণে প্রণত হয় না, যাহারা কখনও বিষ্ণুর [illegible] অনুষ্ঠান করে না, [illegible] আমার (যমের) নিকট লইয়া আসিবে।

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকে একবারও অকপটে প্রণাম করিলে তাঁহার মঙ্গল হইবে। আমরা শ্রীল আচার্যদেবের প্রণামমন্ত্রে 'নমো ভক্তিপ্রসাদায় পুরী গোস্বামিনে নমঃ' বলিয়া থাকি। এস্থলে 'শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী' নামের অর্থ আমরা বিচার করি কি? ভক্তিদেবী বা হ্লাদিনী শক্তির বিগ্রহ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুর প্রসাদ বা কৃপায় পুষ্টবিগ্রহ শ্রীল আচার্যদেব। তাঁহাতেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌর সরস্বতীর কৃপা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত। সুতরাং শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুর কৃপাতেই আমরা পূর্বগুরুবর্গের কৃপা নিশ্চয়ই পাইব। শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীচরণে প্রণাম করিলে সকল গুরুবর্গের চরণে প্রণাম করা হয়। শ্রীমাধ্যেকশ্লোকের প্রতি শ্লোকেই নমস্কার বাচক ক্রিয়াপদের সহিত অন্বয় আছে। অর্থাৎ প্রতি শ্লোকেই শ্রীগুরুবর্গের প্রতি নমস্কার বিহিত হইয়াছে। অহঙ্কার বা প্রাকৃত অভিমান রাখিয়া নমস্কার হয় না। হরিগুরুবৈষ্ণবচরণে নিষ্কপট নমস্কার না হইলে দম্ভ আসিয়া উপস্থিত হয়। আমাদের যদি প্রকৃতই নমস্কার হইত, তাহা হইলে আমরা পুনরায় গুরুবৈষ্ণবের প্রতি মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া অপরাধকরণে প্রশ্রয় দিতাম না। কি হরিকীর্তন, কি হরিসেবা—প্রত্যেক কার্যেই গুরুবর্গের চরণে নমস্কার ও তাঁহাদের জয় দেওয়া বন্ধ হ'য়ে যায় কেন? আমরা প্রসাদসেবার বেলায় খুব ধ্বনি দিয়া থাকি, কিন্তু যখন ভগবানের ভোগ হইবে বা ভোগের পর ভোগারাত্রিক কীর্তনের সময় আমাদের কণ্ঠ নীরব হয় কেন? সুতরাং হরিকীর্তন হয় না বলিয়া প্রসাদ সম্মান ও কৃপালাভ হয় না। আমরা যে মুহূর্তে স্বরূপের অভিমান ভুলিয়া যাই, সেই মুহূর্তেই বিরূপের অভিমানে অভিভূত হই। পরমগুরুপাদপদ্ম শ্রীল আচার্যদেব জানাইয়াছেন—"পচাত দুইবেলা গুরু বৈষ্ণবের পাদপদ্ম ধরা হই মনকে কোটি কোটিবার প্রহার করিতে হইবে।" আত্ম সমর্পণ করিয়া চেতনের বৃত্তি না জাগাইলে আমাদের অচেতনতা অর্থাৎ জড়তা, আলস্য ইত্যাদি দূর হয় না। অচল টাকা পয়সা যেরূপ বাজারে চলে না, তদ্রূপ সেবোন্মুখবৃত্তিবিশিষ্ট গুরুপদার্থ হরিসেবা করিতে পারে না। শ্রীগুরুদেবের মনোমত কার্য করিতে হইবে না। তাঁহার অভ্যর্থনার, [illegible] সকল রূপ, তিনি এখন দূরে আছেন, এখানে নাই—এই সকল বিচার সেবোন্মুখবাদীর বিচার। শ্রীগুরুদেব সর্বত্র আছেন। তিনি শরণাগতের হৃদয়ে সর্বদা অবস্থান করিতেছেন। অচল (মেকি) টাকাও চলে না, আবার সচল পাই পয়সাও চলে। অর্থাৎ সেবোন্মুখবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি যত যোগ্যতাবিশিষ্ট হউক না কেন, সে অচল। সে কখনও শুকপাদপদ্মরূপ মঠে থাকিতে পারে না। যাঁহারা আত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চেতনের বৃত্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই মঠবাসী। নিরপরাধে হরিনাম না করিলে কোন দিনই সংসারবন্ধন দূর হইবে না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীত, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্যদেবের বাণী—সকলই শ্রীহরিনামের বিলাস। যাহারা প্রার্থনাগীতিসকলকে এবং হরিকথা শ্রবণ কীর্তনকে হরিনাম গ্রহণ হইতে পৃথক্ বিচার করে, তাহারা নামাপরাধী। সেবোন্মুখের জিহ্বায় শ্রীনাম কখনও মহামন্ত্রে, কখনও পঞ্চতত্ত্ব-নামরূপে, কখনও প্রার্থনা, কখনও হরিকথা-কীর্তনরূপে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইতে থাকেন। ব্রহ্মদেব বলেন,—"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।"

মঠবাসী হওয়া সোজা কথা নহে। অনুক্ষণ স্বরূপে অর্থাৎ শ্রীগুরুর দাসানুদাস এই বিচারবুদ্ধি লইয়া সেবাবৃত্তির সহিত অবস্থান করিলে তবে মঠবাস হয়। চাকা না দেহমনের বৃত্তিতে আবৃত ব্রহ্মাণ্ডবাসী কখনও মঠবাসী নহে। আমাদিগকে সর্বক্ষণ সাবধান থাকিতে হইবে, সর্বদা স্বরূপের বিচার হৃদয়ে জাগরূক রাখিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবের প্রকটিত শ্রীবিগ্রহের মঠ মন্দির ও সেবাকার্য সকলই অপ্রাকৃত। শ্রীধামগৌড়ীয়মঠ অথবা শ্রীধাম গৌড়ীয়মঠ জগতের অন্তর্ভুক্ত কোন বস্তু নহেন। যাহারা অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রাকৃতবুদ্ধি করে, তাহারা নারকী।

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল-কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥
(পদ্মপুরাণ)

যে ব্যক্তি পূজ্য শ্রীবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব গুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল কলুষবিনাশী বিষ্ণু-নাম-মন্ত্রে শব্দসামান্য বুদ্ধি এবং সর্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহ সমবুদ্ধি করে, সে নারকী। যে মহাপ্রসাদে 'ডাল ভাত' বুদ্ধি করে, গঙ্গাজলে সামান্য জলবুদ্ধি, তুলসীতে বৃক্ষবুদ্ধি করে, সেও নারকী।

'শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ' বাক্যের অর্থ—শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব ও গৌরসুন্দর সর্বত্র সর্বোৎকর্ষে বর্তমান থাকুন। 'বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ' শ্লোকে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে গুরুবৈষ্ণবের বন্দনা ও গুরুপ্রণামের প্রণালী জানাইয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন—আমাদিগকে প্রথমে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের বন্দনা, তৎপরে শ্রীরূপ-রঘুনাথ প্রভৃতি শিক্ষা-গুরুদেবের বন্দনা, তৎপরে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর এবং তৎপরে শ্রীরাধাগোবিন্দের চরণারবিন্দের বন্দনা করিতে হইবে। এই শ্লোকে 'অহং' পদের দ্বারা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে উদ্দেশ করিলে ভুল হইবে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে গুরুশিক্ষা দিবার জন্য 'অহং' পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই 'অহং' পদে 'গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ' এই স্বরূপের 'আমি'র পরিচয় জানিতে হইবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাকাল নিজের স্বরূপের পরিচয় মনে রাখিতে হইবে—"আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাস। এক মুহূর্তের জন্য যদি নিজের স্বরূপের পরিচয় ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে আমি মায়ার দাস বা মায়াবাদী হইয়া পড়িব।" বিরূপের অভিমানে ব্রহ্মাণ্ডবাসী থাকিলে শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয়মঠে বাস হয় না, জড়বিচারে আমাদের শ্রীল [illegible] গৌড়ীয়গণ বা গুরুবর্গ নিত্য [illegible] কৃত মায়াকুণ্ডে বাস করেন। যেখানে [illegible] লোক না থাকিলে অন্ধকার, সেইরূপ স্বরূপ ভুলিলেই বিরূপ বা মায়ার অবস্থান। আমাদিগের সকল প্রকার সেবাকার্যে গুরুবর্গের জয় দিতে হইবে ও তাঁহাদিগের চরণে নমস্কার করিতে হইবে। গুরুবর্গের জয় দিলে ও 'নমস্কার' করিলে আমাদের স্বরূপের বৃত্তির স্ফূর্তি হইবে। গুরুবৈষ্ণব-দাসানুদাস বা স্বরূপের স্ফূর্তি হইলে [illegible] স্বরূপ, নামের স্বরূপ, নামের স্বরূপ স্ফূর্তি হয়। নিজের স্বরূপের অভিমান ঠিক না থাকলে [illegible] স্বরূপ ঠিক থাকে না। স্বরূপের অভিমান মাত্র [illegible] মুহূর্তে সম্পাদন হয়।

'সাধুসঙ্গে ভিক্ষা' অর্থ প্রাণভিক্ষা করা—নিজের সর্বস্ব গুরুপাদপদ্মে দেওয়া এবং অপরের সর্বস্ব গুরুপাদপদ্মে অর্পণ করান। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পিতা হাড়াইপণ্ডিতের নিকট তাঁহার একমাত্র প্রাণধন প্রাণাধিক পুত্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। হাড়াই-পণ্ডিতের হৃদয় শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া তিনি পূর্ববর্তী মহাজনগণের আচরণ অনুসরণ করিতে পারিয়াছিলেন। পদ্মাবতীও যথার্থ সহধর্মিণী সতী ছিলেন তিনি পতির পরমার্থ-ভজনে বাধা প্রদান করেন নাই, সহায়তাই করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যে বৈষ্ণব পিতামাতা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, ইহাতে ধর্মবিরুদ্ধ কিছু কার্য হয় নাই। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

হিরণ্যগর্ভ না করিলা অন্যের গ্রহণ।
চৈতন্য-প্রভাবে সবে রহিল জীবন॥
প্রভু কেনে ছাড়ে, যার হেন ভক্তি?
বিষ্ণু বৈষ্ণবের এই অচিন্ত্য-প্রভাব।
স্বামিহীনা দেবহূতি-জননী ছাড়িয়া।
চলিলা কপিল-প্রভু নিরপেক্ষ হৈয়া॥
ব্যাস-হেন বৈষ্ণব জনক ছাড়ি' শুক।
চলিলা, উলটি নাহি চাহিলেন মুখ॥
শচী হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই' ন্যাসিমণি॥
পরমার্থে এই ত্যাগ—ত্যাগ কভু নহে।
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে॥

মুদ্রাকর প্রমাদ

গত ১০০তম সংখ্যা [illegible] এর ৩য় পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভে [illegible] পংক্তে 'শ্রীগৌরধাম ও [illegible]' স্থলে '[illegible]' এরূপ হইবে।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ—মূলমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। [illegible]
সেবক—[illegible]

(৩) শ্রীযোগপীঠ—শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকুঞ্জবিহারী [illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীমনোহর ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) মামগাছি-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীনন্দন দাস অধিকারী

(১৩) কৃষ্ণদীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীবাসদাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গোঁড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা। শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) ঋতুদ্বীপ
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

(১৮) প্রপন্ন-আশ্রম
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদমারি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
মাসিদপুর, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধাকিশোর ব্রহ্মচারী

(২১) বালিঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চটক পর্ব্বত
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) মায়মনসিংহ গৌড়ীয়মঠ
বালিয়া পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রীনন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউ মঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীরাধানাথ ব্রজবাসী

(২৫) মধাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রীইন্দ্রদাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীনবনলিনাক্ষ বিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিমোহন দাসাধিকারী

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible] দার্জিলিং
সেবক—শ্রীকমলেশ ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দাঁইহাট, জেঃ [illegible], ই, বি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রীবিশ্বপ্রভু দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
১৩১ বড় দরীবাঁ, [illegible] সিটি
সেবক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীকৃষ্ণবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible] ইউ পি।
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

(৩৯) একচক্রানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রীঈশ্বর দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড-[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীরাধিকা দাস

(৪৩) মদনমোহন বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রীরাধাচরণ দাস

(৪৪) গোপীবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, জেলা, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয় ভাগবতী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীবেঙ্কটরমণ ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
[illegible] (নদী।)
সেবক—শ্রীপদ্মাবর দাস অধিকারী

(৫১) পুরুষোত্তম মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible] কুঞ্জ
সেবক—শ্রীমধুমণি দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible] পাঞ্জাব
সেবক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
চিকন্দিয়া, পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রীনবীন দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]চৈতন্য দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ,
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, [illegible]
সেবক—স্বামী বিনোদবাণী দাস

৬৪। গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১।৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট.
কলিকাতা
সেবক—শ্রীপিতৃগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ [illegible]
[illegible] ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিশ্বমার্গ গোড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোর দাস অধিকারী

(৭১) প্রদ্যুম্ন ভবন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রীভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরামসুন্দর ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগবতশাস্ত্রী-সম্পাদক
শ্রীনন্দকিশোর ভাগবতী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৫ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৫ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি ৩৲			১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲			৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲			১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪৷০
" সিকি কলম ১০৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২০৲	১৮৲
" এক কলম ৩০৲	৩০৲

চাঁদার হার

ত্রৈমাসিক (ডাকমাশুলসহ)	
বাৎসরিক "	৬৲
ষাণ্মাসিক "	২৸০
দৈনিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫০ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালী ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই পরমানন্দ ও পরম উপকৃত হইবেন। আত্মকল্যাণকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। গ্রন্থটী পাইকা টাইপে অতি উত্তম কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোহর। ইহাতে ১০০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

স্থাপিত শ্রীচৈতন্যাব্দ [illegible]

পরম স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত এই হাই স্কুল বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিদ্যালয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব যৌগিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র বিস্তৃতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৬৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যাবিনোদপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক তৎপরে শ্লোক অনুযায়ী গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি এক বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোল পেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। উত্তম বাঁধাই [illegible]। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:o:——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপূর্ব্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অন্যতম ভক্তিশাস্ত্রবিশারদ ও দৈনিক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি ১২৫ পৃষ্ঠা এবং সচিত্র হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার প্রচারবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, মহোদয়ের লিখিত। শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রে অভিজ্ঞতায় সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রন্থ গবেষণা এবং পরিণত লেখনীর অপূর্ব্ব অবদান। তাহাতে একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলাচরিত্র-পাঠে বহু তথ্য। এই খানি, অভিনব ও অদ্বিতীয় এবং নানাচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিক মতবাদের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডটি ৩০টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ইহাতে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত বিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:o:———

১। শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অধুনাতন পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থও এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর কাছারিতে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	২-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১১-৬	১৩-১০	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-২৬
দমদম ,,	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-৫০		১৮-৭	২২-৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৭	৮-১	৯-১৮	১৩-২৮	১৫-৫৭	১৮-০১	১৯-৩৫	০-২৮
ঐ ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১৩-৩৩	১৫-৫	১৮-৩৯	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৯	১৪-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(ঐ ঐ) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-৫৯	১৮-১৭	২১-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম ,,	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(ঐ) ছাঃ	১৩-৩৩ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শাখায়

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৩-১	৮-৬	১১-৪	১৫-২২	১৬-৮	১৮-৩৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪০	১৯-৩১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৪-১০	১৬-৫৩	১৯-২০	২০-৪৬	০-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯	৪-১০
(ঐ ঐ) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩৮	১২-৩৬	১৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৪	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-৩০	১৪-১৬	১৭-৪০	১৯-২৬	২১-৪০	২৩-১৫	৫-১৬

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। জীবনের মূল্য হইতে কোন কিছুর মূল্য অধিক নয়। নিজের প্রীহা সংযুক্ত জ্বরের এবং পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হইল কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বাংলার সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ২৫শে কার্ত্তিক ১৩৪৭, ১১ই নভেম্বর, ১৯৪০ সোমবার ২০৪তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—:০:—

যুদ্ধসম্পর্কে মার্কিণ পত্রিকার মতামত

"বুষ্টন হেরাল্ড" নামক সংবাদপত্রটি লিখিয়াছে, "বোমাবর্ষণের মধ্যেও বৃটিশেরা যে দৃঢ়তা ও শৌর্য্যের পরিচয় দিতেছে, তাহাতে সমগ্র জগৎ এবং উত্তেজিত হইবে।"

"নিউইয়র্ক পোষ্ট" ১৭ই অক্টোবরের সংখ্যায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছে, "ভূমধ্যসাগর-অঞ্চলে বৃটিশের প্রভাবই যে আছে তাহাতে সন্দেহ দেখিবার নাই।"

"ন্যাশনাল বুলিয়ন আর্মিসের" ১৮ই অক্টোবরের সংখ্যায় প্রকাশ যে, ক্রমেই জলে বৃটিশের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ক্রমবর্দ্ধমান বেতারে নীতির একটি শাখা গঠিত হইয়াছে। এক সভা একটি বিবৃতিতে জানাইয়াছেন—"বৃটিশের শৌর্য্য ও দৃঢ়তা আমাদের (আমেরিকার) আত্মরক্ষার প্রধান ঘাঁটি, বৃটিশ নৌবহর প্রত্যক্ষে আমাদের আটলান্টিক উপকূল রক্ষা করিতেছে। পশ্চিম গোলার্দ্ধে আক্রমণ সম্বন্ধে হিটলারের কল্পনাপ্রসূত অভিযানের পথে বৃটিশের গৌরবপূর্ণ যুদ্ধ বর্তমান অন্তরায়। সুতরাং আমরা বৃটেনকে পূর্ণ সহযোগিতার পক্ষপাতী ;—এই সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা সাধিত এবং আমাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সুদৃঢ় হইবে।"

"ক্রিশ্চান সায়েন্স মনিটার" লিখিয়াছে, "আত্মরক্ষা পরিকল্পনা বিস্তৃতি যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে এবং এইবার এক সুযোগ-কাল ব্যাপী যুদ্ধের জন্য তাহাদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে।"

"পোর্টল্যাণ্ড প্রেস হেরাল্ড" বলেন :—"হিটলার অ্যাণ্ড কোম্পানী"র অবস্থা ক্রমেই কাহিল হইয়া পড়িতেছে। জার্মানীর বিমান আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে। বৃটিশেরা শুধু যে আত্মরক্ষা করিয়াছে তাহাই নহে, শত্রুপক্ষের পশ্চাতে আঘাত আক্রমণ চালাইতে সর্ব্বদা যে প্রস্তুত তাহা দেখাইতেছে।"

"নিউইয়র্ক ট্রিবিউন" বলেন "বৃটিশেরা প্রমাণিত করিয়াছে যে, ভূমধ্যসাগরে তাহাদের শক্তিবৃদ্ধি অপ্রতিহত। ইটালীর নৌ বা বিমানবহরের সাধ্য নাই যে, তাহাতে বাধা দেয়।"

—

জাপান-জার্ম্মাণী-যোগাযোগ

"ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার সাংহাই-স্থিত সংবাদদাতা জানাইয়াছেন :—

ত্রি-শক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর হইতে জার্ম্মাণী ও জাপানের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। জাপানে জার্ম্মান-পরামর্শদাতা ও শিল্প-বিশেষজ্ঞগণের সংখ্যা পূর্ব্বেই যথেষ্ট ছিল, বর্ত্তমানে তাহা আরও অধিক সংখ্যায় আসিয়া পৌঁছিতেছে।

সৈন্যবাহিনী, নৌ-বাহিনী, স্বরাষ্ট্রবিভাগ (পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগ) ও প্রচার বিভাগ প্রধানতঃ এই চারিটি বিভাগেই জার্ম্মাণগণ জাপানী সরকারকে সাহায্য করিতেছে। সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনীতে বিশিষ্ট পদস্থ গণের প্রভাবে অনেকটা নরম হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

শোনা যাইতেছে যে, জাপান-সরকারের ভিতরেও পরামর্শ-সভায় নাৎসী উপদেষ্টাদের প্রবেশ করার দেওয়া হইয়াছে। গেষ্টাপোর (নাৎসী গুপ্তচর বিভাগ) মতো জাপানী পুলিশ বিভাগে ঐরূপ বিভাগের ভার পড়িয়াছে, অন্যান্য বিদেশীদের উপর নজর রাখাই এই বিভাগ সাধনের উদ্দেশ্য।

জার্ম্মাণীর শাসনতন্ত্র ও দেশরক্ষা ব্যবস্থা! বিভিন্ন ত্রুটি প্রতিকারার্থে জাপান জার্ম্মাণীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। এই প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে, বর্ত্তমানে জাপান জার্ম্মাণীর অভিজ্ঞতার ফল ও তাহার শিল্প-বিশেষজ্ঞের সাহায্য লাভ করিতেছে।

রাশিয়ার সহিত জাপানের একটা আপোষ রফার জন্য জার্ম্মাণী যে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি দ্বারা নানা প্রকারে সাহায্য করিতেছে, তাহাও সুস্পষ্ট।

বৃটিশবাহিনীর স্যালামাবাট দখল

লণ্ডনের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, একদল বৃটিশ সৈন্য রাজকীয় বিমানবাহিনীর সহযোগিতায় সুদান-আবিসিনিয়া সীমান্তের গালাবাট নামক স্থান অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া দখল করিয়াছে এবং বহু সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে। শত্রুপক্ষের প্রতি আক্রমণ করিলে দুইবার প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ দ্বারা সাফল্যের সহিত তাহাদের বাধা দেওয়া হয়। একদল বৃটিশ সৈন্য কামান বন্দুকের জোরে জৈনশ্যাই অঞ্চলের শত্রু সৈন্যদের উপর চাপ দিতেছে। রাজকীয় বিমানবাহিনীর বোমারু বিমানসমূহ সাফল্যের সহিত ইটালীকে বোমাবর্ষণ করিয়া আসিয়াছে। ব্রিটিশের সামরিক লক্ষ্যসমূহের উপর প্রচণ্ডভাবে বোমা বর্ষিত হইয়াছে। উক্ত আক্রমণ কালে কোন্ ঘাঁটি হইতে তাহা চালান হইয়াছে তাহা প্রকাশ করা না হইলেও সরকারীভাবে এরূপ বলা হইয়াছে যে, একটি ডেষ্ট্রয়ার ও সাবমেরিন এবং প্রধান রেলওয়ে জংশনের উপর আক্রমণ চালান হইয়াছে।

—

আশ্রয়প্রার্থী ইহুদীদের অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা

আশ্রয়প্রার্থী ইহুদীদের অবস্থা বিবেচনার জন্য তাহাদের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট একটি পরামর্শদাতা কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। ঐ কমিটি তাঁহাদের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

—

মার্কিণে আত্মরক্ষার বিরাট পরিকল্পনা

অর্থসচিব মিঃ মার্গেন থাউ ঘোষণা করিয়াছেন যে, মার্কিণে জাতীয় ঋণের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আরও ১৫০০ কোটি ডলার বৃদ্ধি করার জন্য অর্থ-বিভাগ কংগ্রেসের অনুমতি চাহিবেন। তিনি বলেন,—"আমরা অস্ত্রসজ্জা করিতে মাত্র আরম্ভ করিয়াছি।" আত্মরক্ষার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্যে ঐ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়িত হইবে।

সাংবাদিকদের এক বৈঠকে তিনি বলেন যে, অন্ততঃ ১৫০ কোটি ডলার বৃদ্ধি করিয়া ১৯৪২ সালের আর্থিক বৎসর পর্য্যন্ত দেশরক্ষা বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। ঐ টাকার আগামী ৫ বৎসর চলিবে কি না, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কোনরূপ উত্তর দেন নাই, ... মার্কিণ ঋণের অনুপাত [illegible] ...

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ২।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগৌরকিশোরের অপার্থিব বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমহংসাগ্রণী জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখোক্ত কথামৃত [illegible] পণ্ডিত ও মনীষী [illegible] যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার ভক্তসিদ্ধান্তপূর্ণ সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবর্গের জগতে অতুলনীয় মহাবদান্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তপূর্ণ অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গ্রন্থের আকর বিরাট সংস্করণ কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, অনুবাদ, প্রতিপাদ্য নির্দ্দেশ, অধ্যায়বর্ণন, স্থানসূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, নিবন্ধের ব্যাখ্যা, ভূমিকা ও সূচীসহ অপূর্ব্ব সুন্দর সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন রায় এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, —বঙ্গ ৳০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অমৃতপ্রবাহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩
৪। প্রমেয়ী পত্রী (অধীনা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড— ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আনুষ্ঠ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ৩৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অধীনা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ৷০
২৭। প্রকৃতিরসাম্যসংগ্রহঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা ৸০
৩০। শ্রীপ-বিন্দু-তত্ত্ব ৷০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-প্রমাণ ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷০
৩৫। গীতমালা ৵০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷
৩৯। শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রভজনোপদেশ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চনতত্ত্ব
৪৭। শ্যামানন্দরসিক
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অহ্নিক ৵১
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৩
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। অবতারাবলী বা সারাবলম্বনসূত্রী ৷
৫৬। আমরণ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। উপনিষৎ (অন্যান্যসহ) ।৭
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেষ্টন ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।৶
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজ্ঞপ্তিঃ ।৶
৬৩। নরীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। দশমূলম্ ।০
৬৫। সাধনপ্রকাশিকা ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সদাশিবনির্ণয় ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ।০
৭০। বামশক্তি ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। বিদেশিক ওয়ার্ক'স ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৵
৭৪। শ্রীকৃষ্ণনাম ।০
৭৫। দেয়ার গৌড়ীয়মঠ ইন ইউরোপ ৵০
৭৬। দি অবতার ।৭
৭৭। রেলিজিয়াস ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ড আন্টিকোয়েরিজ হিন্দুজম
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।৶
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অনুবাদ ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি ৵৭

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৷৭

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৸৶

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১৫ বর্ষ | ২৬ দামোদর ৪৫৪ গৌরাব্দ ২৫শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১১ই নভেম্বর ইং ১৯৪০, সোমবার | ২০৪ তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীধামে শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভু

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের প্রিয়জন শুদ্ধভক্তিসংগৃহকারী মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় প্রায় একমাসকাল শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে অবস্থানপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী সেবা করিয়া তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত অমূল্য উপদেশাবলী কৃপাপূর্ব্বক আমাদের নিকট বিতরণ করিবার জন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার কৃপায় সেই সকল অমর্ত্ত্যবাণী, চেতনোন্মেষিণী উপদেশামৃত আমরা গৌড়ীয়ে পাইবার আশা পোষণ করিয়া পরমানন্দিত হইতেছি। শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভু গত ৭ই নভেম্বর বুধবার প্রাতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্ব্বক তথাকার সেবাকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তৎপরদিবস মধ্যাহ্নে গোক্রমহ শ্রীধামে শুভাগমন করেন। তাঁহার সঙ্গে রায় বাহাদুর শ্রীপাদ কাবো-দপাত্রী ভক্তিবিশারদ প্রভু, শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল (হেড মাষ্টার), শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু ভক্তিবান্ধব বি-এ, শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীধামে আগমন করেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিজজন শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর নিকট শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কথামৃত শ্রবণ করিয়া শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ পরমানন্দিত হইয়াছেন। ঐ দিবস শ্রীচৈতন্যমঠে সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুর্ব্বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভু বৈষ্ণবে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অপার করুণা, তাঁহার অসমোর্দ্ধ মহিমা, তাঁহার নিরন্তর হরিসেবায় দৃঢ়বৈরাগ্য, পরদুঃখ-দুঃখিতা, আদর্শ কৃষ্ণৈকশরণাগতি, তাঁহার দেবদুর্ল্লভ সঙ্গের অতুলনীয় প্রভাব, আমরা যাহাতে তীব্রভাবে উপলব্ধি করিতে পারি, আমাদের কুকার্য্যাবেশে যাহাতে বাধিত হয়, তজ্জন্য তাঁহার বহু অমূল্য উপদেশ প্রদান, গোষ্ঠ্যানন্দী আচার্য্য হইয়াও গৌরজন শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর ন্যায় নিরপেক্ষতা, কৃষ্ণে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ও তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য অপ্রাকৃত গুণের কথা আবেগের সহিত বহুক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করিয়া শ্রীধামবাসী ভক্তগণের চিত্তাকর্ষণ করেন। তাঁহার সহজ সরল দৈন্য, শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও শরণাগতি ও নিষ্কপট সেবাদর্শ দেখিয়া সকলেই পরমোপকৃত ও পরমানন্দিত হইয়াছেন। তাঁহার সেবাময় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বৈষ্ণবোচিত পূতচরিত্র আমাদের আদর্শস্থানীয় হউক।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীঅন্নকূটমহোৎসব

গত ৩১শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার পরমারাধ্যতম পতিতপাবন গৌরনিজজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহামহোৎসব নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বেলা ১০ ঘটিকার সময় শ্রীভাগবত-শ্রবণসদনে ১০৫০ রকমের বিচিত্র নৈবেদ্য প্রস্তুত হইলে শ্রীশ্রীগোপালদেবের অর্চ্চন করিয়া ভোগ নিবেদন করা হয়। ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন হইলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের একনিষ্ঠ প্রিয়সেবক আদর্শ-সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ নাটমন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ কর্ত্তৃক শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ইন্দ্র-পূজা পরিত্যাগ করিয়া ব্রজবাসিগণের শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা প্রসঙ্গ বহুক্ষণ যাবৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। মধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রায় ৫০ সহস্র ব্যক্তি শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব দর্শনার্থ শ্রীমঠে আগমন করেন। ঐ দিবস রাত্রে দর্শনার্থী সকলকেই মহাপ্রসাদ দেওয়া হয় এবং তৎপর দিবস প্রাতঃকাল হইতে বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে ঊর্জ্জব্রত

গৌড়ীয়মঠবাসী ভক্তবৃন্দ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত, অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠী, রাত্রে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য সময়ও হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে শ্রীঊর্জ্জব্রত পালন করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ স্বয়ং আগ্রহপূর্ব্বক মঠবাসী ও শ্রীমঠে আগত সজ্জনগণের নিকট নিয়মিত হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। মঠবাসী ভক্তবৃন্দ কলিকাতার বিভিন্নস্থানে গমন করিয়া মাধুকরী-ভিক্ষা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীল সাগর মহারাজ গত ৩রা নভেম্বর সন্ধ্যার সময় কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ তাঁহার গৃহে গমনপূর্ব্বক প্রায় দুই ঘণ্টাকাল শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে বহু অমূল্য উপদেশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ঐ দিবস রাত্রে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীভাগবত-শ্রবণসদনে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারীজী 'শ্রীসনাতনশিক্ষা' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা

শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ৩১শে অক্টোবর ওঁ বিষ্ণুপাদ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য-ভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব শ্রীহরিসংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

মঠবাসী ও গৃহস্থভক্তগণ প্রত্যহে মৃদঙ্গ-করতাল-কাঁসর-ঘণ্টা ইত্যাদি সহযোগে পঞ্চতত্ত্বকীর্ত্তনমুখে মঙ্গলারতি সম্পন্ন করেন। [illegible]

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলম দ্রষ্টব্য)

"যেখানে হরিকথা নাই, সেস্থল যতই আত্মীয়-স্বজন বেষ্টিত হউক না কেন, যতই পাপের সুবিধাজনক হউক না কেন, সেই স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ নিশ্চয় পরিত্যাজ্যনীয়।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ দামোদর সর্বার্থ-সম্পূর্ণ গৌরাব্দ ৪৪৪

মথুরা

শ্রীমথুরাধামের শ্রীবিগ্রহ পরমশিব নিকেতন, অলোকিক রূপের ভাণ্ডার। শ্রীমথুরা বিশ্বমঙ্গল ভূমিকা। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীলীলা-লীলা মথুরা, শ্রীমধুবনাদিপুর ও শ্রীগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণলীলার মথুরা আছে। কার্ত্তিক মাসে মথুরার জন্ম বসেরা শ্রীকৃষ্ণজীবিকা। কার্ত্তিকমাসে মথুরা উদ্দেশ্যের ফল অধিক। যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে মথুরামণ্ডলে প্রমণপূর্বক কৃষ্ণ সম্পূর্ণ করেন তাঁহারা নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা বাতীত অন্য পুরীতে ভক্তিদ্বারা সেবকগণকে ভুক্তি মুক্তি-ধন প্রদান করেন সত্য, কিন্তু তিনি পরমভক্তি তাক বিতরণ করেন না; কেননা, তাঁহই প্রীতির বশকারী। পরন্ত যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে হরিজনগণের আনুগত্যে মথুরা পুরীতে একবার মাত্র শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহারা অনায়াসে হরিভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ধ্রুব নিজ হৃদয়ে কার্ত্তিকমাসে মথুরাপুরীতে শ্রীহরির পূজা করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যে (পাঁচ মাসের মধ্যে) ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠ হইতেও মথুরা শ্রেষ্ঠ। বৈকুণ্ঠে এ জগতে আসেন না। কিন্তু মথুরা জগতে অবতীর্ণ প্রপঞ্চাতীত পরম কৃষ্ণধাম। মথুরা কেবল কৃষ্ণানন্দময় ভূমিকা। তাহা অন্যের জন্মস্থান। মথুরা বহুজীবের নিকট দৃশ্য পদার্থরূপে প্রতিভাত হইলেও ভোগযোগ্য নহেন। মথুরাকে ভোগবুদ্ধি না করিয়া সেবাবুদ্ধি করিলেই মথুরাবাস সফল হয়।

মথুরা কৃষ্ণজ্ঞানের ভূমিকা—জ্ঞানস্বরূপিণী ও স্বরূপশক্তির পরিণতি। এই মথুরাকে জড়জ্ঞানে সেবা করিতে হইবে। নিজেকে মথুরার নিত্য জানিয়া নিজ প্রভুর শ্রীপ্রভুর দেহের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে, উদ্দিষ্ট একটি সম্বন্ধ করিতে হইবে। মাথুরমণ্ডল কৃষ্ণের সেবক। এখানে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন প্রবৃত্তি নাই। মথুরার প্রত্যেক বৃক্ষ লতা-গুল্ম হইতেও আমি নিম্নে অবস্থিত, ইঁহারা প্রত্যেকে আমার গুরু—কৃষ্ণের সেবক, এইরূপ বুদ্ধি হইলে মথুরাবাস সফল। শাস্ত্র বলেন—

মথুরে চ মথুরে পরম মধুরাণাং বেদ বা।

মথুরায়ং মধুবনং মধুরা সা নিগদ্যতে॥

মথুরা অপ্রাকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের চরমসীমার ভূমিকা। আমাদের পূর্বগুরু শ্রীল বংশীবদনপ্রভুপাদ গাহিয়াছেন,—

স্মরণে মথুরা বদনে মথুরা নয়নে মথুরা হৃদয়ে মথুরা।

পুরতো মথুরা পশ্চাতো মথুরা মথুরা মথুরা মধুর মথুরা॥

ব্রজবাসী বা শ্রীধামবাসিগণের কৃপা ব্যতীত ব্রজবাস বা শ্রীধামবাস হয় না। কৃষ্ণানুশীলন করিতে হইলে কার্ষ্ণানুশীলন আবশ্যক কারণ, কার্ষ্ণানুশীলন ব্যতীত কৃষ্ণানুশীলন হয় না। যেখানে কার্ষ্ণের সঙ্গ নাই, সেখানে কৃষ্ণানুশীলন নাই। যদি আমরা কৃষ্ণের অনুশীলন করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে সর্বাগ্রে কার্ষ্ণের অনুসন্ধান করিতে হইবে। কার্ষ্ণানুশীলন না হওয়ার দরুণই আমাদের অসুবিধা হইতেছে, আমাদের শ্রীধামবাস হইতেছে না। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, "শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হইলেই কৃষ্ণ পাওয়া যায়। একমাত্র গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত কার্য করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। কৃষ্ণই প্রয়োজককর্তা, আর প্রয়োজ্যকর্তা শ্রীগুরুপাদপদ্ম।"

মথুরার চারিধারে বজোরহিত বিরজা আছে। মথুরার চারিপার্শ্বের উর্দ্ধে আলোকময় মণ্ডলের নাম ব্রহ্মলোক। বিরজা নদী পার হইলে আর কালচক্রের কথা নাই। সেখানে অখণ্ডকাল। অখণ্ডকালের অবস্থান অনন্ত। শাস্ত্রে কথিত আছে, দ্বাদশ বনসমন্বিত পদ্মাকৃতি মথুরার কর্ণিকারে ভক্তবৎসল শ্রীকেশবদেব বিরাজিত। পূর্বপত্রে শ্রীবিশ্রান্তিদেব, পশ্চিমপত্রে গোবর্দ্ধনবিহারী শ্রীহরিদেব, উত্তরপত্রে শ্রীগোবিন্দদেব এবং দক্ষিণপত্রে শ্রীবরাহদেব আছেন। হরিপ্রিয় ক্ষেত্রপাল মহাদেব সর্বক্ষণ শ্রীমথুরাকে রক্ষা করিতেছেন। শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব মথুরার ক্ষেত্রপাল। শ্রীমথুরা নগরীর চারিদিকে চারিজন ক্ষেত্রপাল বা নগররক্ষক রূপধারণ মথুরাপুরীকে রক্ষা করিতেছেন। এই চারিজন ক্ষেত্রপাল মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় মহাদেবমূর্ত্তি। পূর্বদিকে—পিপ্পলেশ্বর, পশ্চিমদিকে—ভূতেশ্বর, উত্তরে—গোকর্ণেশ্বর এবং দক্ষিণে রঙ্গেশ্বর। শাস্ত্র বলেন,—মথুরামণ্ডল বিংশতি যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার মধ্যে যেখানে সেখানে অবস্থান করিয়া লোক সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। অন্য স্থানে অর্জ্জিত পাপ এবং জ্ঞানে বা অজ্ঞানে অর্জ্জিত পাপ মথুরাধামে নিশ্চয়ই নষ্ট হইয়া যায়। মথুরায় বাস করিয়া লোক ধর্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্বর্গও লাভ করিতে পারে। মথুরার সমান ভগবৎপ্রিয় স্থান পাতালে নাই, মর্ত্ত্যধামে নাই, অন্তরীক্ষে নাই।

অন্যত্র ত্রিশসহস্র বৎসর বাস করিয়া যে ফল লাভ হয়, লোকে মথুরা স্মরণ করিয়া সেই ফল পাইয়া থাকে। যাহার মথুরা দর্শনের ইচ্ছা জন্মিয়াছে, কিন্তু মথুরা দেখিতে পায় নাই, যেখানে সেখানে মৃত তাদৃশ মথুরাদর্শনেচ্ছু ব্যক্তির মথুরাতে জন্মগ্রহণ হইয়া থাকে। যদি নির্বাধির সুখ পাইতে ইচ্ছা কর, তবে মধুপুরে বাস কর। যে ব্যক্তি মথুরা পরিত্যাগপূর্বক অন্য ধাম বা স্থানে অনুরাগ প্রদর্শন করে, সেই মূঢ়জন আমার মায়ায় মোহিত হইয়া সংসারে ভ্রমণ করে। যাহারা মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনকর্তৃক পরিত্যক্ত, যাহাদের কোন গতিই নাই, মধুপুরী তাহাদের সকলের গতি। যে মধুবনে লবণ মধু রাক্ষসের পুত্র মহাবলশালী লবণ রাক্ষসকে বধ করিয়া মথুরা নামক পুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেই মথুরাপুরীতে হরিপরায়ণ দেবদেব মহাদেবের অবস্থান। মথুরাবাস বহু পুণ্য, বহু দান, বহু তপস্যা, বহু জপ ও বিবিধ যাগের দ্বারা লভ্য হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতেই তাহা লাভ করা যায়। পৃথিবীতে কাশী প্রভৃতি যে সকল পুরী আছে, তন্মধ্যে মথুরাই শ্রেষ্ঠ। সেই মথুরাধামে যাহাদের আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য পালন, মৃত্যু ও দাহ হয়, মথুরা তাদৃশ লোকের সালোক্যাদি চারিপ্রকার মুক্তি বিধান করিয়া থাকেন।

'আমি মথুরায় বাস করিব', 'আমি মথুরায় যাইব' এইরূপ সঙ্কল্প যাঁহার হয়, তিনিও সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করেন। মথু। শব্দ উহাদের সমান। 'ম'কার মহাদেবের সংজ্ঞা, 'থু'কার বিষ্ণুর সংজ্ঞা এবং অন্তঃস্থিত 'র'কার ব্রহ্মার সংজ্ঞা। কায়মনোবাক্যে সর্বদা মথুরার গুণকীর্ত্তন করিলেও ভববন্ধ হইতে মুক্তি হইয়া থাকে।

মথুরা বনাবর্ত্তিত মথুরাপুরী—যার।

মাহাত্ম্য কহিতে কেহ নাহি পায় পার॥

মধুদৈত্যবধ এথা কৈল ভগবান্।

এইহেতু 'মধুবন' মথুরা আখ্যান॥

শ্রীভক্তিবিনোদবাণী

বদ্ধ আত্মার পক্ষে তাঁহার স্বধর্মরূপ বিশুদ্ধ বৈকুণ্ঠ-রাগ কিয়ৎপরিমাণে দুঃসাধ্য অর্থাৎ কষ্টসাধ্য। বিশুদ্ধ বৈকুণ্ঠ-রাগই বিকৃত হইয়া জড়ীয় বিষয়-রাগরূপে পরিণত হইয়াছে। বিষয়রাগ যতদূর বর্দ্ধিত হয়, বৈকুণ্ঠ-রাগ ততদূর খর্ব্বিত হইয়া পড়ে। বৈকুণ্ঠরাগ যতদূর পরিবর্দ্ধিত হয়, বিষয়রাগ ততদূর খর্ব্বিত হয়। ইহাই জীবের নৈসর্গিক ধর্ম। বিষয়রাগকে দমন করিলেই যে বৈকুণ্ঠরাগ হয়, তাহা নহে। অনেক লোক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া কেবল বিষয়রাগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠরাগের সম্বর্দ্ধনের চেষ্টা করেন না। তাহাতে শেষে অমঙ্গলই ঘটে। ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা প্রভৃতি চিত্ত ও কার্য্যসকল নিত্ত রাগোদয় করণোদ্দেশে উপদিষ্ট হইয়াছে ও বহু অনকর্তৃক সাধিত হয় বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট রাগের আলোচনা নাই। অতএব যোগীরা প্রায়ই বিভূতিপ্রিয় হইয়া চরমে রাগ লাভ করেন না। পক্ষান্তরে বৈষ্ণবসাধনই উৎকৃষ্ট। সাধনমাত্রই কর্মাবশেষ। বদ্ধজীবনে যে সকল কর্ম আবশ্যক, তাহাতে রাগের কার্য্য হউক্ এবং পরমার্থের জন্য কার্য্যসকলে কেবল চিন্তা ও পরিশ্রম হউক্, এরূপ যাঁহাদের চেষ্টা, তাঁহারা কি বৈকুণ্ঠরাগোদয় করিতে শীঘ্র সমর্থ হইতে পারেন? জীবন হইতে বৈকুণ্ঠরাগের চেষ্টাসকলকে পৃথক্ রাখিতে গেলে সাধককে একদিকে বিষয়রাগে টানিবে এবং অন্যদিকে বৈকুণ্ঠচিন্তা লইয়া যাইতে থাকিবে। সেস্থলে যে দিকে রাগের আধিক্য, সেই দিকেই জীবের গতি হইবে। নৌকা দাঁড়ের জোরে চলিতে থাকে, কিন্তু যেস্থলে জলের বাগরূপ স্রোত তাহাকে আকর্ষণ করে, সেস্থলে স্রোতের নিকট

তাঁদের জোর পরাভূত হয়। সেইরূপ সাধক সময়ে সময়ে প্রাণ, প্রত্যাহার ও ধারণারূপ বহুবিধ উপায়ের দ্বারা মানস তরণীকে কূলে লইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু রাগরূপ স্রোত অবিলম্বেই তাহাকে বিষয়ে নিক্ষিপ্ত করে। বৈষ্ণবসাধন রাগমার্গ দ্বারা সাধিত হয়। রাগের সাহায্যে সাধক নিশ্চয়রূপে অবিলম্বে বৈকুণ্ঠরাগ প্রাপ্ত হন। রাগের স্রোত কাহাকে বলে, ইহা জানিবা। বদ্ধজীবের চিত্ত স্বভাবতঃ যাহা ভালবাসে এবং শরীর পোষণের জন্য যাহা যাহা প্রিয় বলিয়া বুঝা হইয়াছে, সে সমুদয়ই মানবজীবনের বিষয় রাগ। উহাতে বিচার-ক্রমে দেখা গিয়াছে যে, পঞ্চ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে পঞ্চপ্রকার রাগ আছে। চিত্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়রাগক্রমে ধাবিত হয়। জিহ্বার দ্বারা আস্বাদন, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ, ত্বকের দ্বারা স্পর্শন, চক্ষের দ্বারা দর্শন। বদ্ধজীবের চিত্ত অনবরতই কোন না কোন বিষয়ে সংলগ্ন আছে। বিষয় হইতে চিত্তকে কাহার বলে উঠাইতে পারা যায়? যদিও ব্রহ্মচর্য্যা দ্বারা ঐ বিষয়ের কিছু সাহায্য হইতে পারে, তথাপি ব্রহ্মের নিরুপাধিযুক্ত সাধক উহাদ্বারা সম্যক্ বল প্রাপ্ত হন না। অতএব যোগিগণের ও ব্রহ্মজ্ঞানিগণের অনেক ক্লেশ হয়। ভক্তিমার্গে ক্লেশ নাই। কৃষ্ণভক্তের জীবন ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নয়। মন চক্ষুদ্বারা বিষয়দর্শন করিতে চায়,—উত্তম, শ্রীমূর্ত্তির আনন্দময়ী সৌন্দর্য্য দর্শন করুক। সেখানে বিষয়ভোগ ও ব্রহ্মসম্ভোগ একই কার্য্য। শ্রবণ করিবে? কৃষ্ণগুণগান ও কৃষ্ণকথা শ্রবণ করুক। উপাদেয় দ্রব্য আহার করিবে? সর্ব্বপ্রকার সুস্বাদু দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়া প্রসাদ পাউক। ঘ্রাণার্থে অর্পিত তুলসী-চন্দন প্রভৃতি আছে। এবম্ভূত সমস্ত বিষয়েই কৃষ্ণসাধকের পক্ষে ব্রহ্মাধিষ্ঠিত। কৃষ্ণসাধক সর্ব্বত্র ব্রহ্মময়। তাঁহার সকল কার্য্যেই বৈকুণ্ঠরাগের অনুশীলন, তাঁহার পক্ষে ইন্দ্রিয়পরতা বাধক নয় বরং প্রেমফল-সাধক।

বৈকুণ্ঠ-প্রেম যে নিত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রেম জগতের সমস্ত বস্তু অপেক্ষা উপাদেয়, ইহা নিতান্ত দুর্ভাগাগণও স্বীকার করেন। দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যপ্রেম অপেক্ষা যে মধুরপ্রেম অধিক উচ্চতর, তাহা ঐ প্রেমের স্বভাব দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। যদি বৈকুণ্ঠপ্রেম বলিয়া কোন অতি চমৎকার প্রেম না থাকিত, তাহা হইলে প্রেমের নিত্যতা থাকিত না। সেই প্রেমই আত্মস্বরূপ জীবের যে চরম উদ্দেশ্য হইবে ইহাতে আর সন্দেহ কি?

বৈকুণ্ঠরস নিত্য, অনাদি ও অনন্ত। উপনিষদ্গণ পরব্রহ্মকে স্থলে স্থলে নির্ব্বিশেষ বলিয়াছেন। সে সকল স্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, জড়জগতে জলীয় পরমাণু, বায়বীয় পরমাণু, তৈজস পরমাণু ইহারা যে জড়ীয় বিশেষ ধর্ম্মদ্বারা পৃথক্তা লাভ করিয়াছে, সেইরূপ জড়ীয় বিশেষ বৈকুণ্ঠে নাই। বৈকুণ্ঠে যে বিশেষ নাই, এরূপ কোন বৈদিক শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই।

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথা

(২)

আমাদিগকে প্রতি মুহূর্ত্তে সর্ব্বস্ব-বিনিময়ে পরমার্থ লাভ করিতে হইবে। পরমার্থ অর্জ্জনের জন্য ত্যাগ ত্যাগ নহে। আমি ভবিষ্যৎ করিলে যাহারা আমার জন্য চিন্তা করিবে বা চিন্তা করিতে করিতে প্রাণ হারাইবে, তাহাদেরও মঙ্গল হইবে। 'চৈতন্যপ্রতাপে সবে পাইল জীবন।' হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী নিজ নিত্যপুত্র শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর চিন্তা করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম পাইলেন অর্থাৎ শক্তত্বের কৃপা পাইলেন। শ্রীচৈতন্য পাওয়া অর্থ স্বরূপের অভিমানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া—নিজেকে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের দাস বলিয়া জানা। আমাদের স্বরূপের অভিমান—কৃষ্ণদাস-অভিমান নাই; কেবল ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী এই বর্ণ ও আশ্রমের অভিমান। হরিগুরুবৈষ্ণবের চরণে সেবা-প্রাণতা না থাকিলে আমরা মৃত। শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন—

'ভারতভূমিতে হইল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥'

নিজের মঙ্গল বা স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকিলে নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা পাওয়া যায় না। হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের মঙ্গল করিতে পারিলে নিজের মঙ্গল আনুষঙ্গিকভাবেই হয়, তখনই নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা আধিক্যভাবে লাভ করিতে পারা যায়। আমরা অত্যন্ত দেহ-গেহাসক্ত, জড়মাংসপিণ্ডপ্রায় বলিয়া আমাদের হরিকথা কিছুই মনে থাকে না। আমরা স্বরূপবিস্মৃত অজ্ঞানবদ্ধ, আমরা গুরুপাদপদ্মের চিন্তা করি না, মায়ার চিন্তাতেই বিভোর।

শুদ্ধভক্তি না হইলে অর্চ্চন হয় না। কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ বা মন্ত্রোচ্চারণ করিলেই শুদ্ধভক্তি হয় না। স্বরূপের অভিমান জাগার নামই শুদ্ধভক্তি। 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ' এই স্বরূপের অভিমান জাগিলে শুদ্ধভক্তি হয়। হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী প্রাণস্বরূপ নিত্যানন্দ-প্রভুকে প্রদান করিয়া প্রাণ পাইয়াছিলেন অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্ম পাইয়াছিলেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অচিন্ত্য প্রভাব এই যে, তাঁহারা ভক্তকে বিরহসাগরে ভাসাইয়া তাঁহাদের ভক্তিবলে তাঁহাদের হৃদয়ে অধিকতর ভক্তিসুখের উদয় করান অর্থাৎ হরিগুরুবৈষ্ণব তাঁহাদের পাদপদ্মের বিচ্ছেদ অনুভব করাইয়া আমাদিগকে তাঁহাদের পাদপদ্মের মিলনজনিত অত্যধিক সেবাসুখ প্রদান করেন। আমরা প্রাণ দিয়া 'প্রাণ' পাইবার জন্য মঠে আসিয়াছি। প্রাণ পাওয়া অর্থাৎ শ্রীযুগলকিশোরের পাদপদ্মসেবা পাওয়া। "সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ"। সাধুগণ আমাদের মনোব্যাসঙ্গ ছেদন করিয়া প্রাণদান করেন। "প্রাণ মোর যুগল-কিশোর।" দেহে প্রাণ বাঁচান হরিভজন নয়। শ্রীযুগল-কিশোরের পাদপদ্মসেবাহীন ব্যক্তি মৃত। আমাদের প্রাণ যদি শ্রীযুগলকিশোরের পাদপদ্ম হয়, তবেই আমরা জীবন্ত মঠবাসী। একটি জীবন্ত, উদ্বুদ্ধ বা জাগ্রত প্রাণ থাকিলে সে সকলকে জাগাইতে পারে। হরিভজনহীন জীবন মৃতের জীবন। হরিভজন ছাড়িয়া দিলেই মঠবাসের অভিনয়কারিগণ 'মৃতে মৃতে মাসতুতো ভাই' হয়। তখন 'তুমি চুপ, আমি চুপ' নীতির অনুসরণ হয়।

'চৈতন্য-প্রতাপে সবে পাইল জীবন।' অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মলাভ হওয়ায় হাড়াই-পদ্মাবতী প্রাণ পাইলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরকে ভোগবুদ্ধি করেন নাই। উভয়ে উভয়কে গুরুবুদ্ধি করিয়া হরিভজনে সহায়তা করিয়াছেন। আমরা নিজ স্বরূপে অবস্থিত না হইলে সকলই জড়দর্শন হইবে। শ্রীমন্-মহাপ্রভু আমাদিগকে আত্মস্বরূপবিষয়ে এরূপ শিক্ষা দিয়াছেন,—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো
ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥
(পদ্যাবলী ৬৩ শ্লোক)

আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় রাজা নহি, বৈশ্য বা শূদ্র নহি অথবা ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ নহি, সন্ন্যাসীও নহি; কিন্তু উদীলিত (নিত্যস্বতঃপ্রকাশমান) নিখিল-পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসদাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি।

জাত-গোসাঞিরা শৌক্রবৃত্তি বা গোত্রবৃদ্ধিবশতঃ নিজের ও শিষ্যের প্রাকৃত বংশ রক্ষা করে। মহাপ্রভুর বংশ বা গৌর-বংশ সেইপ্রকার প্রাকৃতবংশের আধারে আদৌ প্রতিষ্ঠিত নয়। শ্রীগৌরাঙ্গের বংশ শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে আম্নায়ধারায় প্রতিষ্ঠিত। শ্রীগুরুদেবের জন্য বিরহ উপস্থিত হইলে শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম লাভ হয়। শ্রীগুরুদেব বা শ্রীপ্রভুপাদ আমাদিগকে চেতন হইতে বলিয়াছেন। আমাদিগকে মায়া দ্বারা 'ঢাকা' বা নিদ্রাগ্রস্ত থাকিতে বলেন নাই।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চতত্ত্ব, দামোদরাষ্টক ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

বেলা দ্বিপ্রহরে প্রায় ছাপ্পান্ন প্রকারের বিচিত্র ভোগোপকরণ দ্বারা মঠসেবকগণ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অভিন্নবিগ্রহ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামিপাদের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণপূর্ব্বক কীর্ত্তনমুখে ভোগ নিবেদন করিয়া আরাত্রিক সম্পন্ন করেন। তৎপূর্ব্বে নাট্য-মন্দিরে ১৮শ বর্ষ সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ে প্রকাশিত "শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজায় মঠসেবকের কৃত্য" শীর্ষক প্রবন্ধ আলোচিত হয়। ভোগারাত্রিকান্তে সমাগত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনান্তর শ্রীগুরুচরণপদ্ম, পঞ্চতত্ত্ব, দামোদরাষ্টক ও অন্যান্য ভাবকীর্ত্তনসমূহ কীর্ত্তিত হইবার পর শ্রীপাদ হরিদাস ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অদ্ভুত চরিত্র-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। [illegible] মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন [illegible]। তৎপরে উপস্থিত [illegible] মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ (মূল)
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১০
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী বি-এস্

(৩) শ্রীযোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ মামগাছি (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) কৃষ্ণদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গোদ্রুম, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] -শ্রীবাসুদেবের শ্রীপাট নিকটবর্ত্তী
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭) কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) [illegible]-আশ্রম
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) [illegible] পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুষ্প গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউ মঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২৫) শচীত-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) মাদারিপুর-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জেঃ [illegible], ৮চই, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা)
সেবক—শ্রীবিপিনপ্রভু দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ নং [illegible], [illegible] সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible] (ইউ পি)
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রী[illegible]
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশোভন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], [illegible], (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড [illegible] দিল্লী.
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫০) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

৫১) [illegible] মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫২) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৩ [illegible] কুঞ্জ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible]
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়[illegible]
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] (মাদ্রাজ)
সেবক—শ্রী[illegible]চৈতন্য দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (মাদ্রাজ)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং ২
৫১, [illegible]
[illegible]
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট.
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible], [illegible] (ইউ-পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৩।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	২০৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৩
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৶৫ । বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র ।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——:০:——

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

-::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা । শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র । বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও সেবকখরচ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা । এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিয়াছে । বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত ; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত্র, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে । এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ । ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা ।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে । শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী । সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সম্বন্ধে সরল প্রণালীটি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় । এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকেই সংশয়মুক্ত ও পরম উপকৃত হইয়াছেন । আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত । এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল । গ্রন্থটী পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত । ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা । প্রাপ্তিস্থান—বন্ধু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ জাজিরা, নড়িয়া, ঢাকা ।

——

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । এই গ্রন্থ বনবিহারী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা । প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু রেখা চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে । গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম । ইহাতে ১১০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে । গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা । প্রাপ্তিস্থান—বন্ধু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ জাজিরা, নড়িয়া, ঢাকা ।

——

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিকালীনাথাবধি মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ সংগ্রাহকত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয় । প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা, তৎপরে শ্লোক অনুসারে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রাঞ্জল অনুবাদ তৎপরে শ্রীল শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায় । এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই । উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে । ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর । ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা । প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক স্তবের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে । শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা ।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতের [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবাচার্য্যের প্রামাণ্য জীবনচরিত এতাবৎকাল [illegible] প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অন্যতম [illegible] "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ১২৪ পৃষ্ঠা [illegible] সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার প্রকাশবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও লব্ধ অধ্যাপক নিশিকান্ত [illegible] মহামহোপদেশক [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী [illegible]-বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] গবেষণা এবং পরিশ্রম [illegible] আস্বাদন করিয়া [illegible] এবং [illegible] জীবনচরিত্র-পাঠে [illegible]। এই [illegible] ও [illegible] চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য [illegible] দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই [illegible] প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী; ঐ বিভূপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভূমিকা মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও [illegible] বর্ণানুক্রমে [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেনের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
ব্যাণ্ডেল	৪-২৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-৫০		১৮-৬	২২-৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৯-১৩	৮-১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-২৮
[illegible] ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৫৩	১৩-৫৫	১৫-৫	১৮-৩৯	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১০-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫		১-৪১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৪৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-৫৯	১৮-১৭	২১-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
ব্যাণ্ডেল ,,	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩-৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৭

ডাউন

সকাল

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১১-২২	১৩-৮	১৮-৪৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩১	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৪২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬-৫৬	১৯-২	২০-৪৬	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৩৭	২০-৩	২১-১৯	৪-১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	১৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৪	৪-১৮
ব্যাণ্ডেল		১১-৮		১৭-৪৬	১৯-৩	২১-৫৬	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-৩০	১৪-১৬	১৭-৪০	১৯-২৬	২১-৪০	২৩-২৫	৬-১৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।৪নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] ইহার কার্য্যকারিতা অত্যধিক। [illegible] সংযুক্ত [illegible] এবং [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল ৮৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী [illegible]

[illegible] নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
[illegible], ৯৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১৫ বর্ষ ২৮ দামোদর ৪৫৪ গৌরাব্দ ২৭শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১৩ই নভেম্বর ইং ১৯৪০, বুধবার ২০৫-৬ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ দামোদর বুধ অর্দ্ধরাত্র গৌরাব্দ ৪৫৪

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::০::——

. কৃষ্ণ আনন্দ। তাঁহাতেই পূর্ণানন্দ আছে। তিনি পূর্ণানন্দবিগ্রহ। অতএব পূর্ণ আনন্দ কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যত্র নাই। এই আনন্দ-প্রদান বা কৃষ্ণসেবাই আত্মার ধর্ম। আত্মার ধর্ম যে আনন্দের প্রদান, তাহাই সেবা। আর মনে যখন আনন্দের প্রদান হয়, তখন জীব ভোগে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। আত্মা কখনও ভোগের জন্য ব্যস্ত হয় না, যেহেতু মনে করে যে, কৃষ্ণপাদপদ্মে তাহার কিছু ভোগের বস্তু আছে। এই মনটাই ভোক্তা—দ্রষ্টা। যেখানে সংকল্প-বিকল্পাত্মক মন, সেইখানেই প্রাকৃতদর্শন বা ভোগদর্শন। এই প্রাকৃতদর্শন সম্যগ্‌ভাবে ত্যাগ করাই সন্ন্যাস। সন্ন্যাসে আত্মনিবেদনের দ্বারা ভোগের কোন কথা নাই, সেখানে কায়, মন ও বাক্য সমস্ত ভগবৎসেবাতৎপর। মনোধর্ম্মে নিত্যস্থিতি নাই, তাহা পরিবর্ত্তনশীল, তাহা আত্মধর্ম্মের ন্যায় অপ্রতিহত নহে। মনোধর্ম্মে বিরতি আছে, নিবৃত্তি আছে। কিন্তু আত্মধর্ম্মে উত্তরোত্তর বর্দ্ধমানা রতি বা প্রবৃত্তি নিত্যবর্ত্তমান। শুদ্ধ আত্মা কৃষ্ণগৃহগ্রস্ত। কৃষ্ণগৃহগ্রস্ত না হইলে দেহগেহগ্রস্ত হইতেই হইবে। কারণ, চেতনের ধর্ম্মই প্রবৃত্তি, সে চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকতে পারে না, সে হয় কৃষ্ণের দিকে, না হয় মায়ার দিকে যাইবেই।

জড় দেহ মনের দ্বারা ভোগ হয়। হাত-মুখের বলের দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয় না। তবে যেকালে আত্মা হরিসেবা করে, তখন আত্মার হরিসেবাবশতঃ দেহ-মনও হরি-সেবা করিতে বাধ্য হয়। চেতনই চেতনের সেবা করে। আত্মাই নিত্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরমাত্মার সেবা করে। মনের কল্পনার দ্বারা কৃষ্ণসেবা হইবে না। সম্বন্ধ বা দিব্যজ্ঞান থাকা চাই; নতুবা সেবা হইবে না। কৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য—এইরূপ প্রতীতিই বৈষ্ণবের। ইহাই প্রয়োজন। ভোগবাহাদুরী জড়প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয় নহে। কৃষ্ণকেই একমাত্র আরাধ্য বলিয়া যাঁহারা বিচার করেন, তাঁহারাই আমার একমাত্র বান্ধব. তাঁহারা ব্যতীত আমার আর কেহ নাই—এই বিচার হইলেই মঙ্গল। সেই ভগবৎ-সেবকগণই বৈষ্ণব। সেই বৈষ্ণবগণের—পঞ্চতত্ত্বের পঞ্চতত্ত্ব শ্রীবাসাদি বৈষ্ণববৃন্দের উচ্ছিষ্টই আমাদের বরণীয় হউক, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বস্তু যেন আমাদের গ্রহণীয় না হয়। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট যে সে বস্তু নয়, তাহা বৈকুণ্ঠবস্তু। তাঁহাতে মায়ার অবস্থিতি নাই। চঞ্চল মনের দ্বারা চালিত হইলে নিষ্ঠার অভাবে এই পরম উপাদেয় বৈষ্ণবো-চ্ছিষ্টে সর্ব্বোত্তমবুদ্ধি হয় না। সুতরাং পঞ্চতত্ত্বাশ্রিত আমরা—শুদ্ধবৈষ্ণবের অযোগ্য কিঙ্করাঙ্কিঙ্কর আমরা কোন প্রকারে আমাদের চঞ্চল মনকে অন্তর্বিরোধ করিতে দিব না। নিজেকে বৈষ্ণবের পদধূলি বা বৈষ্ণবের পাদুকাবাহী জানিয়া বৈষ্ণবের পরমমঙ্গলময় পাদুকাপ্রহার দ্বারা নিজের দুষ্ট মনকে সর্ব্বক্ষণ সংশোধিত করিব। বৈষ্ণবের অনুগত হইয়া যদি এইভাবে মনকে শোধন করিতে পারি, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার সৌভাগ্য যদি পাই, তাহা হইলে আমার মঙ্গলের পথ নিষ্কণ্টক হইবে। তখন বৈষ্ণবের নাম শুনিয়া আমাদের হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে, তখন সম্মুখে তাঁহাদের অবলোকন করিবার জন্য আমাদের চিত্ত উৎসাহান্বিত হইবে। জানি না, এ সৌভাগ্য আমার কবে হইবে? চেতনের বৃত্তি উদয় হইলে কৃষ্ণই যে আনন্দ তাহা বুঝা যায়। জানি না, এ উপলব্ধি আমার কবে হইবে, আমি নিজেকে নিত্যানন্দের বলিয়া কবে জানিতে পারিব? শ্রীনিত্যানন্দ-সম্বন্ধ ব্যতীত—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম ব্যতীত বদ্ধজীব আমাদের অন্য কোন সম্পত্তি নাই, ইহা আমরা কবে বুঝিতে পারিব?

শ্রীগুরুদেব—আশ্রয়বিগ্রহ। তাঁহার কৃপাছাড়া জীবের অন্য কোন গতি নাই। যেখানে গুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবার জন্য যত্ন নাই, গুরুর সঙ্গ করিবার ইচ্ছা নাই,—গুরুর নিকট যাইবার আকাঙ্ক্ষা নাই, সেখানে কপটতা বা অন্যাভিলাষের সহিতই আমার সম্বন্ধ হইয়াছে জানিতে হইবে। আশ্রয়বিগ্রহকে বাদ দিয়া বিষয়-বিগ্রহের কাছে যাওয়া যায় না। আশ্রয়ের কৃপায় বিষয়ের কৃপা বা কৃষ্ণসেবা লাভ হয়। জীব কখনও direct বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণের নিকট যাইতে পারে না। কেহ যাইতে ইচ্ছা করিলেও কৃষ্ণ সেখানে নিজেকে সংগোপন করেন। কিন্তু আশ্রয়বিগ্রহের দয়ার তুলনা নাই। যে কোনও ব্যক্তি তাঁহার সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া তাঁহার সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন। অকুণ্ঠিত হইলে সকলেরই সাক্ষাদ্ভাবে গুরুপাদপদ্মের সঙ্গ ও সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিবার অধিকার আছে। শ্রীগুরুদেবের নিকট যাওয়া নিষেধ, ইহা শুদ্ধভক্তির বিচার নহে। আবার যিনি সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুদেবের অন্তরঙ্গ সেবা করেন, যাঁহার শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি সকল কার্য্যই গুরুকৃষ্ণের সুখের জন্য, যিনি নিজের জন্য কিছুই করেন না, গুরুকৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যই যাঁহার সহজ চিত্তবৃত্তি, সেইরূপ ঐকান্তিক গুরুদেবতাত্মা বৈষ্ণবের আনুগত্যেও গুরুসেবা হয়। শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া যাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, যাঁহার হৃদয়ে গুরুকৃষ্ণের আবির্ভাব হওয়ায় যাঁহার দর্শনাদি সবই গুরু অর্থাৎ গুরুকৃষ্ণের কৃপায় যিনি প্রাকৃত দর্শন বা ভোগদর্শনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নিরন্তর ভগবদ্দর্শন—সেবাদর্শন বা স্বদর্শনে প্রতিষ্ঠিত, সেই সর্বাঙ্গসুন্দর নির্ম্মল হৃদয়, বৈষ্ণবভূষিত. [illegible] সেবাপরায়ণ, স্বচ্ছ গুরুদাস [illegible] ছায় পরমবান্ধব আমাদের [illegible] সেই কৃষ্ণাশ্রিত বা [illegible] সাক্ষাদানন্দ বৈষ্ণব [illegible] নহেন। [illegible] বৈষ্ণব [illegible] শ্রীগুরু

কৃষ্ণ আমার পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল

হইবার যোগ্যতা নাই। লঘুর আনুগত্যে গুরুর সেবা হয় না, লঘু বা অধম কখনও গুরু বা দেবতার সেবা করিতে পারে না, গুরুই গুরুর সেবা করেন, গুরুই গুরুর সেবা দেন। যাঁহার ভক্তি বা বৈষ্ণবতা আছে, তিনিই গুরু, তিনিই বৈষ্ণব। সেই গুরুগণের বৈষ্ণবানুগত্যের সঙ্গ করা ও তাঁহাদের ... কিন্তু আমরা ... না হওয়ায়, বৈষ্ণবের সেবা না করিয়াই বৈষ্ণব হইতে চাই। আমরা ... তাঁহাকে এক ... আমাদের দৈন্য! সেই-জন্য বলিয়াছি, গুরুকৃষ্ণপ্রিয় বৈষ্ণবের অনুকীর্তন করিবার স্পৃহা আমাদের হৃদয়ে উদিত হউক আমাদিগকে কৃতার্থ করুক। নিজেকে সকলের চেয়ে দীনহীন কাঙ্গাল পাতকী জানিয়া কাহারও মর্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সঙ্গে থাকিয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের উদিত হউক, 'বড় আমি' হইবার দুর্বুদ্ধি আমাদের না হউক, গুরুবৈষ্ণবের দাসো পরিহার করিয়া লোকের উপর প্রভুত্ব করিবার আত্মবঞ্চনাকারিণী বাঞ্ছা যেন আমাদের হৃদয়ে স্থান না পায়, অথবা সর্বনিয়ন্তাই শ্রীগুরু নিত্যানন্দের কৃপা, ইহা যেন আমাদের উপলব্ধি হয়, ইহাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে আমাদের কাতর প্রার্থনা।

কর্মী, জ্ঞানী বা যোগী ইঁহারা সকলেই ফলটা নিতে চান। সেইজন্যই উঁহারা অভক্ত। ভক্ত কিন্তু ফলটা ভগবান্‌কে দেন। তিনি চান কেবল সেবা। কর্মের দ্বারা ধর্মার্থকাম লাভ হয়। সেই কর্মী বা যোগিগণের সহিত কৃষ্ণের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহারা হরিভজন করে না। যেন মনের সুখ লইয়াই তাহারা ব্যস্ত। যোগকামী যোগ ত্যাগ করিলেও ঈশ্বরের উপাসনা করে না। যোগের দ্বারাও ভগবানের সেবা লাভ হয় না, তাহার দ্বারা অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি লাভ হয়। মোক্ষকামী কেবল সংসারের দুঃখসমূহের হাত হইতে মুক্তি চায়, সুতরাং সেও নিজেই ভোক্তা। কর্মী ভোগ চায়, আর জ্ঞানী মোক্ষ চায়। একক্থায় কর্মী প্রচ্ছন্ন ভোগী আর জ্ঞানী প্রচ্ছন্ন-ভোগী। এই ভুক্তিমুক্তিকামিগণ কিরূপে সন্ধান কি করিতে পারিবে? ভক্তের ভক্তের সহিত সম্বন্ধ বা নিত্যবন্ধন আছে। তাঁহার ত' অনিত্য বন্ধনই নাই, সুতরাং তিনি মুক্তি চাহিবেন কেন? ফলাকাঙ্ক্ষা ভক্তের নাই। ভক্ত বলেন, আমি আমার ভগবানের সেবাই করিব, তিনি গ্রহণ করিতেও পারেন, নাও পারেন—ইহাই ভক্তি। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, —Bhakti is the function of pure soul. If we regain our real position, then we have the chance of disassociating ourselves from the world

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথা

[শ্রীবাগবাজার গৌড়ীয় মঠ, ৪ ১০।৪০ ইং]

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥

(ভাঃ ৭।১৫।২৬)

সাক্ষাৎ ভগবান হইতে অভিন্ন, সম্বন্ধ-জ্ঞানরূপ প্রদীপদাতা শ্রীগুরুদেবকে যে ব্যক্তি মরণশীল মনুষ্য বলিয়া অসদ্‌বুদ্ধি করে, তাহার শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রুত সমস্ত বিষয় এবং সংস্কারাদি সমস্তই হস্তিস্নানের ন্যায় বৃথা হইয়া যায়।

"বন্দে গুরূন্ ঈশভক্তান্"—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই মঙ্গলাচরণের শ্লোকে "বন্দে গুরূন্" বাক্যে 'গুরূন্' বহুবচনের পদ অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু, চৈত্যগুরু ও বর্ত্ম প্রদর্শক গুরুরূপে চতুর্বিধ মূর্তিতে অবস্থিত। দীক্ষাগুরুদেব সম্বন্ধজ্ঞান প্রদান করেন, শিক্ষাগুরুদেব অভিধেয়াধিকার দান করেন, চৈত্যগুরু হৃদয় হইতে সদ্গুরুগ্রহণ ও হরিকথা-শ্রবণে প্রেরণা দান করেন এবং বর্ত্ম প্রদর্শক বা শ্রবণগুরু আমাদিগকে ভগবানের সন্ধান প্রদান করেন।

অভক্তগণ শ্রীগুরুদেবকে চর্মচক্ষে দেখিয়া নিজ মনের দ্বারা তাঁহাকে মনুষ্য মনে করিলে এবং তাঁহার সহিত কপটতা করিলে জীবের অনন্ত রৌরব লাভ হয় ... যাহার দেহে অস্থিযুক্ত আছে, যে মাংসপিণ্ড বা চর্মাদির ধারণকারী, তাহার দুর্দশার সীমা নাই। আর যে জীবকে বধ করিবে, সেই জীব পুনরায় তাহাকে বধ করিবে। ভক্তের মর্ত্য বুদ্ধিকারী বা দূষণ আরোপকারী মাংসপিণ্ড দুঃখ কখনও শ্রমাকে ঢুকিতে পারে না। তাহার প্রমাণস্বরূপ শ্রীগুরুতে মর্ত্যবুদ্ধিকারী গুরু-শিষ্য অভিমানে অক্ষচিত হওয়ার শ্রীমায়াবাদে প্রবেশাধিকার হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইয়াছে। বড় বড় অট্টালিকার বৃহৎ ছাদ যেমন স্তম্ভের উপর ভর করিয়া দাঁড়ায় অথবা গুরুর চালকে রক্ষা করিতে হইলে শক্ত খুঁটির আবশ্যক হয়, তদ্রূপ হরিভক্তিতে আকাশস্বরূপ দৃঢ় স্তম্ভের আবশ্যক। সিদ্ধান্ত বা তত্ত্বই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। সুতরাং সিদ্ধান্তকে হৃদয়ে ধারণ করা আর কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করা একই কথা। সুকৃতিশালী জীবের শুদ্ধভক্তি-সৌধ সংরক্ষণের জন্য কৃপাপরবশ শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বা ভক্তিবিনোদবাণীরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ 'রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারী'।

যে সাধক নিজকে মূঢ় এবং শ্রীগুরুদেবকে মর্ত্য বলিয়া না ভাবেন, তিনি সাধকই নহেন। দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া আমরা পাশবিক ধর্মে জীবনযাপন করি অর্থাৎ পশুর যে প্রকার খাওয়া-দাওয়া-থাকা ও ইন্দ্রিয়তর্পণাদি প্রভৃতি ব্যবহার, বহির্মুখ জীবেরও ঐরূপ পাশবিক ধর্মই প্রবল। যাহারা হরিগুরুবৈষ্ণববিদ্বেষী হইয়া বা গুরুবৈষ্ণবে মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া বাহ্যতঃ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ কিংবা সন্ন্যাসীর বেশে অবস্থান করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই মায়াক্রান্ত হইবে। দেহ-গেহ-যোষিৎ-চিন্তাই নরকের চিন্তা। সেই চিন্তা হইতে বলপূর্বক উদ্ধার করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে কৃষ্ণচিন্তার অবসর দিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে শ্রীনাম মন্ত্র, সাধুসঙ্গ, ধামবাস বা মঠবাস, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তনের অপূর্ব সুযোগ দান করিয়া আমাদিগকে সর্বক্ষণ মায়ার হাত হইতে রক্ষা করিতেছেন। আমরা মঠে থাকিয়া যদি হরিভজন না করি, যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিত্যযুক্ত না থাকি, তবে নিশ্চয়ই নরকগমন হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপার শেষ নাই। তিনি ভক্তক ও মিথ্যাভক্ত, গুরুভক্ত ও গুরুভোগী, প্রেমিক ও কামুকের পার্থক্য দেখাইয়া আলো অন্ধকারের ন্যায় তাহা সম্পূর্ণ পৃথক্ রাখিয়া শরণাগত নিষ্কপট সেবকগণকে রক্ষা করিয়াছেন। নিষ্কপট সেবকগণ শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণী —'শ্রীরাধাগোপাল-আলো, যাহ-সেবানন্দবালো, থাকিয়া ত' সদা লহ নাম।' দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার কৃপার বরণ করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে মর্ত্যবুদ্ধিকারিগণের হৃদয়ে শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণী আত্মপ্রকাশ করে নাই। অসুর-প্রকৃতির পাষণ্ডগণ কখনই ভক্তিসিদ্ধান্ত হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না। তাহারা গুরুবৈষ্ণবের বাক্যের তাৎপর্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া ঘোরতর অন্ধতামিস্র নরকে গমন করে। যিনি ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া তাহা হৃদয়ে দৃঢ় ধারণ করিতে পারেন, তিনি কৃষ্ণের দিকে দৃঢ় অগ্রসর হন। মঠ জড়বস্তু নহে, আর সেবাপরায়ণ মঠবাসী নহে। মঠ সাক্ষাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম। আমরা দেহ নহি, আমার দেহী আত্মা—কৃষ্ণের শক্তি। 'সর্বদেহে বাহুরূপে বৈসে কৃষ্ণশক্তি।' তাহা মনে যে করে সে-তাহাতে সে ভক্তি হ' আমরা হরি-ভজন করিবার জন্যই ত' মঠে আসিয়াছি! অতএব শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রীতিবিধান ব্যতীত আমাদের আর কি কর্তব্য থাকিতে পারে? হরিকথা-শ্রবণের বেলায় যত নিদ্রা ও জড়তা, কৈ ভোজন ও ইন্দ্রিয়তর্পণের বেলায় ত' নিদ্রা আসে না?

হরিগুরুবৈষ্ণবের কথা সেবোন্মুখ কর্ণে শ্রবণ না করিলে, তাঁহাদের চরণে শ্রদ্ধা না থাকিলে কিছুতেই বদ্ধজীবের মন কৃষ্ণপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতে পারে না। সিদ্ধান্তগ্রহণে আলস্য ও হরিকথা শ্রবণে অরুচি থাকিলে কোনকালেও মঙ্গল হইবে না।

'সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
চৈতন্যমহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমাজ্ঞান হৈতে॥

(চৈঃ চঃ আঃ ২।১১৭-১১৮)

হরিগুরুবৈষ্ণব-নিষ্পদের মহিমা শ্রবণ ব্যতীত কিরূপে তাঁহাদের চরণে শ্রদ্ধা বর্ধিত হইবে? কিরূপে চিত্ত দৃঢ় হইবে? শরণাগতি ব্যতীত আমাদের যতই পাণ্ডিত্য বা বুদ্ধি থাকুক না কেন, আমরা কিছুতেই ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিতে পারি না। সার্বভৌমের ন্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিতও নিজের বিচার-বুদ্ধিতে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে যাইয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এইজন্যই তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীগোপীনাথ আচার্য বলিয়াছিলেন—

'ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥'

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।৮৩)

আমরা বলি—

'বৈষ্ণবের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত বৈষ্ণবতত্ত্ব জানিবারে পারে॥
শ্রীগুরুর কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' শ্রীগুরুতত্ত্ব জানিবারে পারে॥'

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি মাৎসর্য বা প্রাকৃতদর্শন থাকিলে তাঁহাদের কৃপালেশ কখনও হয় না। জীব দেহের চক্ষে দেহ দেখে এবং আত্মার চক্ষে আত্মাকে দেখে। শ্রীগুরুদেব সকলকেই কৃষ্ণের শক্তি দেখেন, সর্বত্র কৃষ্ণের বস্তু ও বিলাস দেখেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যখন বেশ্যা বা মায়াকে দেখিয়াছিলেন, তখন তিনি বিষয়ীর ন্যায় তাহার বাহ্য আকার দেখেন নাই

—তাহার মধ্যে কৃষ্ণশক্তি দেখিয়া দণ্ডবৎ করিয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া দুইটি কৃষ্ণশক্তিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকে দেখিলে কৃষ্ণশক্তিরও দর্শন হয়। আবার কৃষ্ণশক্তি-দর্শন হইলেও কৃষ্ণপাদপদ্মদর্শন হয়। কুদর্শন বা জড়দর্শনে সকলই ভোগের বা ত্যাগের বস্তু বিচার হয়। আর সুদর্শন বা দিব্যজ্ঞানে সকলই কৃষ্ণকার্ষ্ণ্য দর্শন বা সেবাদর্শন হয়।

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্
প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ
তদপাশ্রয়াম্॥"

ভক্তিযোগ-প্রভাবে তদ্ধীভূত মন সম্পূর্ণভাবে সমাহিত হইলে ব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপশক্তিসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিতা মায়াকে দর্শন করিলেন।

শ্রী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ নাভির ঊর্দ্ধদেশ দ্বারা শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের সেবা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—'যাঁহারা ঊর্দ্ধদেশ দ্বারা নারায়ণের সেবা করেন, তাঁহারা নিম্নাঙ্গকে নিজের ভোগের জন্য reserved রাখেন।' অপ্রাকৃতধামে অপ্রাকৃতদেহে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা করিতে হইবে। যাহারা ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়াধিপতি কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করে না, তাহারা এইগুলিকে মায়ার সেবায় নিযুক্ত করিবেই করিবে।

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

হরিসেবক মলমূত্র-বিসর্জ্জনাদিকালেও হরিভজন করেন। অপ্রাকৃতদেহে অপ্রাকৃত গোপীর কিঙ্করী হইতে হইবে। তখন 'রাসরসোৎসব, গোপীবসনচোর' কৃষ্ণ আমাদের দেহমনের বাহ্যিক আবরণ অর্থাৎ বিরূপ দূর করিয়া আমাদিগের অনাবৃত শুদ্ধচেতনকে আকর্ষণ করিবেন। সন্ন্যাসী বা বৈষ্ণব বেষ সাজিয়া বেষাভিমান রক্ষা করিয়া—রাবণের বৃত্তি লইয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করিয়া কি লাভ হইবে? যে গুরু শিষ্যকে পরমার্থধন দেন না, সে শিষ্যের অর্থহরণকারী চোর।

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভঃ সদ্গুরুর্দেবি! শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥

হে দেবি! শিষ্যের বিত্ত অর্থাৎ ধনাপহারক বহু গুরু আছে, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপনাশক সদ্গুরু দুর্লভ।

—Transparent বা opaque গুরুর দ্বারা শিষ্যের উপাদান কৃষ্ণের কাছে পৌঁছাইয়া না দিয়া মায়াপথে নিজে আত্মসাৎ করেন না।

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের বাণী—
বিধিমার্গরত জনে, স্বাধীনতা-রত্নদানে,
রাগমার্গে করান প্রবেশ।
রাগবশবর্ত্তী হ'য়ে, পারকীয়-ভাবাশ্রয়ে,
লভে জীব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ॥

বিধিমার্গে লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা হয়। রাগমার্গ ব্যতীত রাধাকৃষ্ণের ভজন হয় না। চাতুর্ম্মাস্যব্রতপালন বিধিপর ভজন। পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চনই বৈধভজন। শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণকীর্ত্তনই ভাগবতমার্গে রাগভজন। 'সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥' সিদ্ধান্ত উপলব্ধি ব্যতীত কাহার জন্যেও চাতুর্ম্মাস্য পালন হয় না,—কৃষ্ণপাদপদ্মলাভ হয় না। এইজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ রূপানুগ-বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগের স্বরূপের পরিচয় এইরূপভাবে জানাইয়াছেন—'ছোড়ত পুরুষ অভিমান। (গোপী) কিঙ্করী হৈলু আজি কান॥' আমাদের গুরুদেব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই বাণী লঙ্ঘন করিয়া যদি আমরা পুরুষাভিমানে প্রমত্ত হইয়া হরিগুরুবৈষ্ণব সেবায় উদাসীন হই, তবে একজন বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী হওয়ার দরুণ সকল বিষ্ণু-বৈষ্ণবচরণে অপরাধী হইতে হইবে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাণী পালন না করিলে কোনদিন ভক্তির দ্বারে পৌঁছান যাইবে না। গুর্ব্ববজ্ঞা মর্ত্ত্যবুদ্ধি এবং তাঁহাদের চরণে অপরাধ-বশতঃই আমাদের অধঃপতন ও সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে।

'যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা॥
তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম॥'
(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫৬-১৫৭)

কতকগুলি জীব পুরুষদেহে পাইয়াও আমার দ্বারা চিৎশক্তি শ্রীগুরুদেবের সেবা না করায় পতিত হইয়া গেল। শ্রীগুরুপদাশ্রয় করিয়া হরিভজন করিলে পতন নাই, নতুবা পতন অবশ্যম্ভাবী। 'আশ্রয় লইয়া ভজে, তা'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।' শিষ্যাভিমানী হইয়াও আত্মম্ভরিতাবশে শ্রীগুরুদেবের বাণীতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় মঠবাসীগণের পতন হইয়াছে। কৃষ্ণ ভক্তদ্রোহী পাষণ্ডগণকে বধ করিয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণ ব্রজজন-বিরোধী অঘ-বক-পূতনাদি আটারটি অসুরকে দূর

চিত্তবিভ্রম

(শ্রীউদ্ধব নীলমণি ব্রহ্মচারী বি এ)

চিত্তবিভ্রম একটি প্রধান রোগ। ইহা দুশ্চিকিৎস্য ও দুরারোগ্য। এ ব্যাধির কবলে পতিত হইলে মঙ্গললাভের আর আশা থাকে না।

চিত্তবিভ্রম প্রধানতঃ চারিপ্রকার, যথা—মাদকসেবন, ছয় রিপুর প্রাবল্য, নাস্তিকতা ও অজ্ঞতা।

মাদকসেবন শাস্ত্র কর্ত্তৃক অনুমোদিত নহে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, "যদ্ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়াঃ" অর্থাৎ শাস্ত্রে মদ্যের আঘ্রাণ ভক্ষণ বিহিত হইয়াছে, পান বিহিত হয় নাই। এই বিধান কেবল অত্যন্ত মাদকসেবী ব্যক্তিদিগকে মাদকসেবন হইতে নিবৃত্ত করাইবার জন্যই হইয়াছে, পরন্তু সাধুবৈষ্ণবদের জন্য এই বিধান নহে, কারণ সাধুবৈষ্ণবগণের স্বভাবতঃই কোন প্রকার মাদকসেবনে প্রবৃত্তি হয় না

করেন। সুতরাং আমরা যদি গুরুকৃষ্ণে একান্ত শরণাগত থাকি, তবে আমাদের কোনদিনই পতনের আশঙ্কা নাই।

শ্রী-বৈষ্ণবগণ যদি নিজদিগকে কৃষ্ণভোগ্যা জানিয়া চিচ্ছক্তি শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ হরিভজন করেন, তবে তাঁহাদেরও অমঙ্গল হইবে না, তাঁহারাও নিশ্চয়ই কৃষ্ণের কৃপা পাইবেন। হরিকথা শ্রবণ হইলেই কীর্ত্তন হইবে। যে অশ্রবণ, সে মূক। সুতরাং হরিকথা যুগপৎ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে হইবে। আচার ও প্রচার যুগপৎ না হইলে ভজন হয় না।

"আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
'আচার,' 'প্রচার,'—নামের করহ 'দুই' কার্য্য।
তুমি—সর্ব্ব গুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥"
(চৈঃ চঃ অঃ ৪।১০২-১০৩)

গৌড়ীয়মঠবাসী প্রত্যেকে আচারবান্ হইয়া নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীনাম-প্রচার করিবেন। যেমন সৈনিকের পক্ষে ঢাল ও তরোয়াল থাকিলে সে আত্মরক্ষা করিতে পারে, তেমন আমাদিগের আচাররূপ ঢাল এবং প্রচাররূপ তরোয়াল থাকিলে মায়ার বা জগতের কোন আক্রমণ আমাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে না। শ্রীগুরুদেবের শিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সদাচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

শ্রীমদ্ভাগবতেই বেদশাস্ত্রের অর্থ পরিস্ফুট হইয়াছে। যাঁহারা ভক্তভাগবত ও গ্রন্থভাগবতের আশ্রয় না করিয়া বেদশাস্ত্র আলোচনা করিতে যান, তাঁহারা বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নানা দেব ও পশু হত্যাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া পড়েন। মাদকসেবন হইতে জগতের যে কত অনিষ্ট ঘটে, তাহা বলা যায় না। সমস্ত পাপই মাদকদ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার মদ, গাঁজা, সিদ্ধি, চরস, আফিং, তামাক ও গুয়াক মাদকদ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত। এই সব মাদক সেবনের ফলে চিত্ত অস্থির ও পশুবৎ ভাব হইয়া যায়। মাদকসেবন প্রধান পাপ। আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মানবের কখনও কোন অবস্থায় মাদকদ্রব্য স্পর্শ করা উচিত নহে।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য্য,—এই ছয়টী রিপু। চিত্ত এই ছয় রিপুর অধীন হইয়া পড়িলে মানব পাপী হইয়া পাপকার্য্যে রত হয়। সেবাময় জীবনযাপনের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু স্বীকার করাকে কাম বলা যায় না। মহাজনবাণী শুনিতে পাওয়া যায়, "যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ, সংসার উভয় পাপ পরাজয়।" অত্যাসক্ত বাসনাকে কাম বলা যায়। এই কাম মানবকে নানাবিধ উপদ্রবের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। কামনা পূর্ণ না হইলেই ক্রোধের উদয় হয়। ক্রোধ হইতে কলহ, কটুবাক্য, অন্যের প্রতি আঘাত বা আত্মঘাত প্রভৃতি পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। ক্রমশঃ লোভ আসিয়া পাপ উৎপাদন করে। নিজেকে বড় বলিয়া জানার নাম মদ। উপাস্যবোধে আপনাকে অভিমান করিলে মঙ্গল হয় না। মোহ অজ্ঞানের নাম। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো যথা
তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥

অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গিপুরুষের সঙ্গ হইতে জীবের যেরূপ মোহ ও সংসারবন্ধন ঘটিয়া থাকে, অন্য কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ হইতে সেরূপ হয় না।

মোহগ্রস্ত ব্যক্তি গুরুকে লঘু ও লঘুকে গুরু এবং বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব মনে করেন।

পরের উন্নতি সহিতে না পারার নাম মাৎসর্য্য। ইহাই সমস্ত পাপের মূল। এই ছয় রিপুর দ্বারা যাহার চিত্ত আক্রান্ত, তাহারই চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হয়।

চিত্তবিভ্রম হইতে নাস্তিকতার উৎপত্তি হয়। সুতরাং নাস্তিকতা যে একপ্রকার

নশ্বরবস্তুর জন্য তার আর্তনাদ। কর্ম্মের ধর্ম্মে কর্ম্মের গতি বিশ্রাম॥

চিত্তের ব্যাধিবিশেষ, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। পরমেশ্বর নাই বলিয়া নিশ্চয় করা কেবলমাত্র নাস্তিকতা আর পরমেশ্বর আছেন কিনা, এরূপ সন্দেহ করা অল্পপরিমাণ নাস্তিকতা। নাস্তিকতা যে চিত্তবিকার বিশেষ, ইহা পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে। চিত্তবিকারগণ বায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ প্রায়ই নাস্তিক হইয়া থাকেন। কোন কোন লোক গুরু অবস্থায় উন্মত্তরূপে উপস্থিত হইয়া, কিন্তু স্বভাবতঃ ঐ রোগ উদয় হইলেও আর বিশ্বাস করে না। পুনরায় ঐ রোগ আরোগ্য হইলে বিশ্বাস করে। কোন কোন উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি অতএব 'ওরে ঈশ্বর' ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করে, কিন্তু চিত্তবিকার হইলে বলে যে—'ঈশ্বর নেই'। চিত্তবিকারক্রমে বায়ুরোগ হইতে উন্মত্ত হইলেই মানব কখন বলে, 'আমি ব্রহ্ম',—কখনও বলে 'আমি ঈশ্বর,' কখনও বলে 'আমি ভগবান্,' কখনও বলে—'আমি আত্মবিস্মৃত' ইত্যাদি। এ সমস্ত চিত্তবিকার-জনিত বিকারবিশেষ। অতএব এ সমস্ত শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের চরণে অপরাধের ফলেই জীবকে এইরূপ দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে কবলিত হইতে হয়।

তাহা না জানিয়া পাপ মধ্যে পরিগণিত। ইহাও চিত্তদৌর্ব্বল্য।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত না থাকিলে চিত্তবিকার। জীবন রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার অন্য কোন উপায় নাই। তাই পরম করুণাময় ও ভগবান শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিম্নলিখিত ভাষায় সাধুগণ অপরাধগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়েছেন। যথা—

বিষয়-বাসনারূপ চিত্তের বিকার।
আমার হৃদয়ে ভোগ করে অনিবার॥
কত যে যতন আমি করিলাম হায়।
না গেল বিকার, বুঝি শেষে প্রাণ যায়॥
এ ঘোর বিকার মোরে করিল অস্থির।
শান্তি না পাইল স্থান, অন্তর অধীর॥
শ্রীরূপ গোস্বামী মোরে কৃপা বিতরিয়া।
উদ্ধারিবে কবে যুক্তবৈরাগ্য অর্পিয়া॥
কবে সনাতন মোরে ছাড়ায়ে বিষয়।
নিত্যানন্দে সমর্পিবে হইয়া সদয়॥
শ্রীজীব গোস্বামী কবে সিদ্ধান্ত সলিলে।
নিবাইবে তর্কানল, চিত্ত যাহে জ্বলে॥
শ্রীচৈতন্যনাম শুনি উদিবে পুলক।
রাধাকৃষ্ণামৃত পানে হইব অশোক॥
কাঙ্গালের সুকাঙ্গাল দুর্জ্জন এ জন।
বৈষ্ণবচরণাশ্রয় যাচে অকিঞ্চন॥

শ্রীধামে বিরহ-মহোৎসব

গত ১০ই নভেম্বর রবিবার উত্থানৈকাদশী ব্রতপালন শুদ্ধভক্তিপাঠপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদে ও আনুগত্যে আমাদের পরমগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীমঠের অন্তর্গত পরমগুরুদেবের সমাধিমন্দিরে নিরবধি হরিসংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীধামবাসী ভক্তগণ একাদশীব্রতের পর গুরুবৈষ্ণববন্দনা, মঙ্গলারতি, পরমগুরুদেব, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর মহিমা কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইলে পর ভক্তবৃন্দ উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা করেন। পরিক্রমার পর শ্রীসমাধিমন্দিরে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। এদিকে আনন্দোৎসব নাটমন্দিরে শ্রীপাদ নন্দকিশোর দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ করিতে থাকেন। বেলা ১১০ ঘটিকার সময় শ্রীগুরুভক্তবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী সভা মধ্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া পরমগুরুদেবের কৃষ্ণভজন-পরাকাষ্ঠার বৈরাগ্যের কথা কিছুক্ষণ আলোচনা করেন। তৎপরে তিনি ৯ম বর্ষ গৌড়ীয় হইতে শ্রীগৌরকিশোর-বিরহ-মহোৎসবে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা অনেকক্ষণ ধরিয়া পাঠমুখে আলোচনা করেন। তৎপরে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর ভোগারাত্রিক সংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হয়।

বেলা ১ ঘটিকা হইতে ভক্তগণ পুনরায় সমাধিমন্দিরে গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিতে থাকেন। তৎপরে কৃষ্ণনগর শ্রীকৃষ্ণকুটীর হইতে আগত শ্রীগৌরপ্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠক শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু 'পরমহংস শ্রীগৌরকিশোর' প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাহার পর শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু পারায়ণ শেষ করিলে শ্রীগৌরকিশোরবিরহসংখ্যা গৌড়ীয় পাঠ হয় এবং পুনরায় মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইতে থাকে। তৎপরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন হইলে ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যমঠের নাটমন্দিরে কীর্ত্তন করিতে থাকেন। অনেকক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীগুরুবিলাস দাস ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু কে? ও তাঁহার কৃপার কথা কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া একাদশী ও মহাদ্বাদশী পালনের অত্যাবশ্যকতার কথা আলোচনা করেন। তৎপরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অনন্তর ভক্তগণ কৃপাপ্রার্থনা-সূচক মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ দিবারাত্র নির্জ্জল উপবাসী থাকিয়া সংকীর্ত্তনমুখে এই পরমমঙ্গলময়ী তিথিবাসর সম্মান করিয়াছেন। তৎপরদিবসও ভক্তগণ উপবাসী থাকিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপার কথা প্রায় সমস্ত দিনই আলোচনা করেন।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের উৎসব-পঞ্জী

গত ৩রা নভেম্বর রবিবার উষঃকালে শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী সেবাব্রত প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড ৫ম অধ্যায় হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের বলদেবাবেশ, শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর অভূত প্রতীক্ষা ও আপামর কৃষ্ণপ্রেম প্রদান-প্রসঙ্গ অতি সুন্দরভাবে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রাতে শ্রীমন্দিরপরিক্রমার পর শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ গুরু ও বিগ্রহ, মাধুকরী ভিক্ষার তাৎপর্য্য, প্রকৃত মঠবাসীর কৃত্য, ভোগদর্শন ও দিব্যদর্শন সম্বন্ধে বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণে শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু ইষ্টগোষ্ঠী সভায় 'অর্চ্চন-প্রণালী' সম্বন্ধে বহু বিষয় আলোচনা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ 'শ্রীসনাতন-শিক্ষা'-পাঠকালে শ্রীসনাতন-শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, ভক্তভাগবতেরই গ্রন্থ-ভাগবত আলোচনার অধিকার, মায়াবাদী, রামায়ণবাদী, মন্ত্র-বিগ্রহব্যবসায়ী বণিক্ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জনগণ যে কখনও অপ্রাকৃত শ্রীভাগবত স্পর্শের অধিকার পায় না, কনিষ্ঠত্ব পরিত্যাগ না করিলে যে শুদ্ধভক্তির সিংহাসনায় যাওয়া যায় না, ইত্যাদি বহু কথা কীর্ত্তন করেন।

৪ঠা নভেম্বর সোমবার প্রাতে শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড ৫ম অধ্যায় হইতে শ্রীব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ পাঠকালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্দেশে ব্যাসপূজার মালা-প্রদান তাৎপর্য্য শ্রীবাসমন্দিরে কীর্ত্তনের মর্ম্ম প্রভৃতি বিষয় ব্যাখ্যা করেন। শ্রীমন্দির ও শ্রীনাটমন্দিরপরিক্রমার পর সমবেত ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ ১৪শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়' হইতে 'সত্যের যে সাহস বিশ্বজননী বৈষ্ণবকৃপা' প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃসিদ্ধান্তগণকে বুঝাইয়া দেন। অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠী-সভায় শ্রীপাদ বিদ্যালঙ্কার প্রভু মঠবাসিগণের মৌলিক সিদ্ধান্ত-শ্রবণ সম্বন্ধে পুনরালোচনা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠকালে শ্রীচৈতন্যবাণীকীর্ত্তনকারীর অধিকার, সেবা ও কৃপার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, সজ্জনের বাক্যে নিষ্কপটে উদ্দেশের জন্য শ্রীগুরু-পাদপদ্মের উপদেশে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমফললাভের কথা কীর্ত্তন করেন।

গত ৫ই নভেম্বর মঙ্গলবার উষঃকালে শ্রীশ্রীবিনোদবাণী কীর্ত্তন মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বন্দনা-কীর্ত্তনাদির পর মহাজনপদাবলী ও শ্রীদামোদরাষ্টক কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬ষ্ঠ অধ্যায় হইতে শ্রীমদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মিলনপ্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর সমবেত ভক্তগণ কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির ও নাটমন্দির পরিক্রমা করিলে পর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কিছুক্ষণ হরিকথা আলোচনা করেন। অপরাহ্ণে শ্রীপাদ গোস্বামিচরণ প্রভু ১৪শ সংখ্যা গৌড়ীয় পাঠ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীচরিতামৃত হইতে সনাতনশিক্ষা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

ঐ দিবস অপরাহ্ণে মিঃ জে, লাহিড়ী, এম্-এ (Oxon), ঢাকা বিভাগের স্কুল-সমূহের ইন্স্পেক্টর এবং ডাঃ জে, এন্, সেনগুপ্ত মহোদয় শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণান্তিকে উপস্থিত হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হরিকথা শ্রবণ করেন। মিঃ লাহিড়ী মহাশয় পুনরায় সপরিবারে আসিয়া হরিকথা শ্রবণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া গিয়াছেন।

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১০নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫১০

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী বি-এল্

(৩) শ্রীযোগপীঠ মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) মোদদ্রুম-মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) কুলিয়াদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] ([illegible])

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭। [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) [illegible]-আশ্রম

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)

সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী

(২১) বালিঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

[illegible] পোঃ ঢাকা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) বলাই-গোরাচাঁদ মঠ

পোঃ [illegible] (ঢাকা)

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রীশিবদাসবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং [illegible], দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা।

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় [illegible], বেনারস সিটি

সেবক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ

পোঃ [illegible] (ইউ পি)

শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible], পোঃ মথুরা

সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ

পোঃ [illegible] (মথুরা)

সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ

[illegible], মথুরা।

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible]

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], [illegible], (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

১৪নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, [illegible]

[illegible] বোম্বে

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible] পোঃ পুরী [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]—[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]

পোঃ [illegible], [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible] প্রপন্নাশ্রম

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible]চৈতন্য দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

[illegible] নং ২

৫১, [illegible]

[illegible], [illegible]

সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

৬৪। গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট.

কলিকাতা

সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ [illegible]

[illegible]. [illegible] (ইউ-পি)

সেবক—শ্রী[illegible]আনন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible], চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,

[illegible] (পঞ্জাব)

সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,

মায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

[illegible] (ইউ, পি)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) শ্রী[illegible]

সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃকমুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—পরমপূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩৷৹ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—দিল্লীনগরীর একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। গৌড়ীয় গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বহুদেশ তথা বহুস্থানের পরেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনবৃন্দের সহিত যে সকল প্রশ্নোত্তর করিয়াছিলেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তগত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবিচারসিদ্ধান্তবর্ণনে ও তদনুকূল সদাচারপালনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸৹ আনা মাত্র

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের অভিনব বিরাট সংস্করণ কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, প্রতিপাদ্য বিষয়নির্দ্দেশ, অধ্যায়বিবরণ, বর্ণসূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, বিষয়ের আলোচনা, ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয়-মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত -- ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ২৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা) ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অধীনা)
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৵৹ ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড—৸৹ ৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড--১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷৹
৯। বৈষ্ণবদর্শন ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। নামকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার-ভক্ত ৷৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷৹
যামুন-আলবন্দার ৷৹
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵৹
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৵৹
২২। ভজন রহস্য ৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক বাঁধা ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ অধীনা)
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
৩৫। গীতমালা ৷১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। সাধনকণ ৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনকণ
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১৹
৪৯। [illegible] ৵৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৩
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৹
৫৬। [illegible] ৵৹
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যান্বিত) ৷৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৵৹
৫৯। শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৬০। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷৹
৬২ সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ৷৹
৬৩। সটীক-সিদ্ধান্তদর্পণম্ ৷৹
৬৪। [illegible] ৷৹
৬৫। [illegible] ৵৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴৹
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৵৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৹
৬৯। এ রিভিউ আর্টিকল অন বেদান্ত ৷৹
৭০। [illegible] ৴৹
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵৹
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷৹
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং
৭৬। 'দি ভাগবত'
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনলয়ালড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৹
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵৹
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি ৴৹

আসামীয় ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—॥•॥—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵	।০
" ইঞ্চি ২৲			১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲			৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০		১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৪০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক	"	৩৲
ত্রৈমাসিক	"	২৷০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা এক পয়সা। বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—সম্মুখে গঙ্গা; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেশ খোলা। শিক্ষকগণ সাধক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালীটি তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকেই পরমার্থের পথে অগ্রসর হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। প্রত্যেকটি পাইকা টাইপে অতিউজ্জ্বল কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রেস্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ভোজী, বালিয়া, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১১০টি উপাখ্যান, প্রবাদ ও ন্যায় ৫০টি চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১৷০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ভোজী, বালিয়া, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদাবলী শ্রীল আচার্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত্র, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সুসংবদ্ধভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র সুসংবদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যালীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামীকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রভূত লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:::(●)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্যের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাবারিধি ও লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি ১০০ পৃষ্ঠা এবং সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর কর্ত্তৃক সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং গভীর লেখনীর অনুধাবন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ইহা ... এই খণ্ড, আধুনিক ও আভিজাত্য এবং মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের আলোচনা। প্রথম খণ্ডটি ৩০০ অধ্যায়ে প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীহস্ত লিখিত (Foreword) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সূচিপত্র ও শব্দসূচী-(Index Glossary) প্রভৃতি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট

যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-২৬	৬-২১	৭-১৪	১১-৬	১৩-১৯	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-২৩
দমদম "	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-৫০		১৮-৬	২২-৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৭	৮-১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-২৮
(ঐ) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১৩-৩৩	১৫-৫	১৮-৩৯	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৯	১৪-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(ঐ) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-৫৯	১৮-১১	২১-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(ঐ) ছাঃ	১৩ ৩৩ (গাড়ী বদলাইবে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৬-২২	১৬-৮	১৮-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬-৫৬	১৯-২১	২০-৪৬	০-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৪	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৩৭	২০-৩	২১-১৯	৪-১০
(ঐ) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩৮	১২-৩৬	১৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৪	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-৩১	১০-২০	১৪-১৬	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩-২৫	৬-১৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(●):——

১। শ্রীনবদ্বীপ-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া" এবং বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বে বিপ্লব বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালার

সর্ব্ববিধ মেহের অব্যর্থ মহৌষধ।

অত্যাচার-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... অব্যর্থ ও অমোঘ ফলপ্রদ। দিবার মধ্যে তালাবদ্ধ এবং নূতন ... অন্ততঃ একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৮/০ দশ আনা, বড় বোতল ১/০ আঠার আনা। পাইকারী দর ...

—৬১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোষ্ট খোলা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ | ৩০ দামোদর ৪৯৪ গৌরাব্দ ২৯শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১৫ই নভেম্বর খৃঃ ১৯৪০, শুক্রবার | ২০৭৮ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩০ দামোদর তিথি ত্রয়োদশী গৌরাব্দ ৪৯৪

শুদ্ধা ভক্তি ও মিশ্রা ভক্তি

——::০::——

দেহাত্মবুদ্ধিই সংসার। শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবানে আত্মবুদ্ধিই সংসারনিবৃত্তির একমাত্র উপায়। দেহাত্মবুদ্ধিই হরি-ভজনের প্রধান অন্তরায়। শ্রীগুরুনিত্যা-নন্দের কৃপা হইলে দেহাত্মবুদ্ধির বীজ নষ্ট হয়। সুতরাং নিত্যানন্দের হইতে না পারিলে নিত্যানন্দের অহঙ্কারের হাত হইতে নিষ্কৃতি কি করিয়া পাইব? চিত্তশুদ্ধি বা কৃষ্ণতত্ত্ব না হইলে সেবা শুদ্ধ হয় না। ভক্তিসাধনে চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা নাই —ভক্তিসাধককে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলেই চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। জ্ঞান বা বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নয়। জ্ঞান ও বৈরাগ্য ত' মনোধর্ম। সুতরাং মনোধর্ম আত্মধর্মের অঙ্গ হবে কি করিয়া? ভক্তির দ্বারাই ভক্তি লভ্য হয়। ভক্তিলাভের জন্য ভক্তকে অন্য সাধনের আশ্রয় লইতে হয় না। ভক্তি নিরপেক্ষা ও স্বতন্ত্রা। ভক্তি ব্যতীত কর্ম-জ্ঞান-যোগ প্রভৃতির কোন মূল্য নাই। কারণ, তাহারা স্বতন্ত্রভাবে চিত্তশুদ্ধি, সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয় ও চিত্তবৃত্তিনিরোধ করিতে পারে না। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

অভিধেয় মধ্যে কৃষ্ণভক্তি অভিধেয়প্রধান।
ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম-যোগ-জ্ঞান॥

শুদ্ধা ভক্তির পূর্বে আমরা কর্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা শুনিতে পাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই কর্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে একেবারে উড়াইয়া দেন নাই। পরন্তু এইগুলিকে বাহ্য বলিয়া অপেক্ষা উচ্চ সিদ্ধান্ত বলিতে বলিয়াছেন মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যের তাৎপর্য এই যে, যদি কেহ স্বধর্মরূপে কর্মানুষ্ঠান করিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, হরিভজন না করেন, তাহা হইলে তাঁহার আর কি লাভ হইল? শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন,

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং
বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি
কেবলম্॥

যখন মানবগণের বর্ণাশ্রমপালনরূপ স্বধর্ম অনুষ্ঠিত হওয়াও ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কথা শ্রবণ-কীর্তনে আসক্তিরূপা রতির উদয় না করায়, তখন নিশ্চয়ই তাহা বৃথা শ্রম মাত্র। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তন করিয়াও যেখানে কৃষ্ণে রতি উৎপন্ন হইতেছে না, সেখানে সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবহেতু ভোগময় জগতে ভোক্তৃ-অভিমানে জড়িত হইয়া স্থূল শরীর ও মনের সাহায্যে নশ্বর সাধনরূপ অভক্তিকে আশ্রয় করার জন্য যেহেতুই পরিশ্রম করা হইল, হরিসান্নিধ্য ঘটিল না। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, "সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে ব্রহ্মাণ্ডের অন্যতম কোন বস্তুরূপে কৃষ্ণকে জ্ঞান করিলে ভোগ আসিয়া দেহ ও মনকে গ্রাস করে, উহা কর্মমিশ্রা বা জ্ঞানমিশ্রার অন্তর্গত।"

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সম্বন্ধেও সেই কথা অর্থাৎ জ্ঞানের ফল চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ আমি জড়বস্তু বা জড় জগতের সৃষ্টি স্থিতি-লয়ের অন্তর্গত নহি; পরন্তু বিজাতীয় নির্বিকার বিশুদ্ধ চিদ্বস্তু—এইরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করিয়াও যদি কেহ হরিভজন না করেন বা নাস্তিক হইয়া পড়েন, তাহা হইলে উহা বাহ্য অর্থাৎ ঐ জ্ঞান ভক্তিবিপরীত কোন তুচ্ছ বস্তুসম্বন্ধীয়, পারমার্থিক নহে।

অনর্থযুক্ত কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ অর্থাৎ সাধনভক্তির পঞ্চস্তরে অবস্থিত ব্যক্তিগণ শুদ্ধভক্তি সাধন করিতে পারেন। ভক্তির নিষ্ঠা-ভূমিকায় আরোহণ করিবার পূর্বে জীবের কর্মমিশ্রা বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধনীয় জানিতে হইবে। তৎকালে অনর্থযুক্ত ভক্তগণ আপনাদিগকে শুদ্ধভক্তের সহিত সাম্য-জ্ঞান করিলেও শুদ্ধভক্তি সাধন করিতে পারেন না, তাঁহাদের অনুষ্ঠান মিশ্রা ভক্তিতেই আবদ্ধ থাকে। অতএব অনর্থযুক্ত ভক্তগণ কৃষ্ণৈকশরণ, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা-বিশিষ্ট, সাধনভূমিকার পঞ্চস্তরে অবস্থিত শুদ্ধ সাধনভক্তের ন্যায় অমিশ্রা ভক্তির সাধনযোগ্যতা লাভ করিতে পারেন না। কেহ যদি নিজ অধিকার না বুঝিয়া বিধি উল্লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে অধঃপতিত হইয়া ভক্তিমার্গ হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিবেন। সেইজন্য নিজেকে দীনহীন কাঙ্গাল ও সকলের চেয়ে নিকৃষ্ট জানিয়া নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গ অকপটে করিলেই আমাদের মঙ্গল হয়। অনর্থযুক্ত অবস্থায় নিজেকে বৈষ্ণব মনে করিবার দুর্বুদ্ধি হইলে বৈষ্ণবসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। ফলে সেবালাভ ত' দূরের কথা, অনর্থনিবৃত্তিও হয় না। তখন সেই বৈষ্ণবগণকেও নিজাপেক্ষা ছোট জ্ঞান হয়। সেই অপরাধের ফলে আমরা ক্রমে ক্রমে অধঃপতিত হইতে থাকি। "আমি বৈষ্ণব নহি, আমি বৈষ্ণবের অযোগ্য কিঙ্কর" এই উপলব্ধি হইলে বৈষ্ণবের কৃপা বা সঙ্গ লাভ করিয়া মঙ্গলালোক দেখিতে পাওয়া যায়।

অকিঞ্চন হওয়া বিশেষ দরকার। নতুবা হরিভজন হইতেই পারে না। সেবাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত অন্য আকাঙ্ক্ষা যাঁহার আছে, তিনি সকিঞ্চন। 'কিছু'র আশা থাকিলে পূর্ণের সেবা হইবে না। 'কিছু'র আশা—ভোগাশা ছাড়া আর কিছুই নহে। সেখানে মায়াবুদ্ধি বা ভোগবুদ্ধিই প্রবল। এই বিপদ্ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন একমাত্র নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ। সেবাপিপাসু বা সেবা-রত নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের সঙ্গ হইলে আমাদেরও নিষ্কিঞ্চন হইবার ইচ্ছা হয়। যদি আমরা সাধুসঙ্গফলে নিষ্কিঞ্চন হইতে পারি, তবেই নিষ্কিঞ্চন সাধুর চরণে শরণাগত বা আত্ম-সমর্পণ করিয়া শুদ্ধ সেবালাভ করিতে পারিব।

কৃষ্ণ আমার পালে রক্ষে জান সর্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

ভক্তিলতা

(লতা)

ভক্তি—লতা; লতা বৃক্ষকে তাহার আশ্রয়রূপে বরণ করে। ভক্তিলতা যে বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা ব্রহ্মাণ্ডের জীবাত্মায় নহে, অথবা মায়াবাদী বিরজা বা নির্বিশেষ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। ব্রহ্মাণ্ডের সব উর্দ্ধে সত্য ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মাণ্ডবাসী ভক্তগণের গর্ভোদকশায়ী লোক এবং পুণ্যকর্মী ও তপস্বীদের স্থান উর্দ্ধে থাকে। এই চতুর্দশ ভুবন ভক্তির আশ্রয়স্থল নাই।

ভক্তিলতা এই সকল ভেদ করিয়া পরব্যোমে যায়। সেখানেও সাড়ম্বর ঐশ্বর্য দেখিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ সেবিত হইলেও লক্ষ্মীপতি ভক্তিলতা তথা হইতেও উচ্চ হইয়া পরব্যোমের উর্দ্ধস্থ গোলোক-বৃন্দাবন পর্যন্ত গমন পূর্বক শ্রীকৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষের সর্বতোভাবে আশ্রয় পাইয়া থাকেন এবং শ্রীকৃষ্ণচরিতের অপ্রাকৃত প্রেমফল সেবা করিয়া ধন্য হন।

শ্রীগুরুকৃপা ও শ্রীকৃষ্ণকৃপা পৃথক নহে। কৃষ্ণ তাঁহার সেবকগণের সেবা ব্যতীত আর কাহারও সেবা অঙ্গীকার করেন না। সকলের সকল সেবা গুরুদেব কর্তৃকই কৃষ্ণের চরণে নিবেদিত হয়। যাঁহাকে নিত্য সেবা করিতে হইবে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডবাসী নহেন। ব্রহ্মাণ্ডবাসীর নিত্য অভাবের অভাবহেতু তিনি নিত্য সেবা গ্রহণে যোগ্য হইতে পারেন না। শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবশ্রেণীর নহেন। তিনি পতিত জীবগণের উদ্ধারকল্পে কৃষ্ণেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া ভাগ্যবান্ জীবকে ভক্তিলতার বীজ প্রদান করেন। কৃষ্ণের প্রসাদ তাঁহা দ্বারাই আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। বীজ পাইয়া উত্তম কর্ষিত ক্ষেত্রে বপন করিতে হইবে; জলসেচন করিতে হইবে, তবেই লতার উদ্গম ও বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গের ফলে হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষিত হয়। তাহাতে ভক্তিলতা-বীজ বপন হইলে নিরন্তর শ্রবণ ও কীর্তনরূপ জল দ্বারা হৃদয়ক্ষেত্র সিঞ্চন করিবার ফলে লতার বৃদ্ধি সাধিত হইবে। লতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের ত্রিগুণের আবরণ ছিন্ন হইতে থাকিবে। আমরা ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহারূপ আগাছা এবং বৈষ্ণবাপরাধ-মত্তহস্তী হইতে বিশেষ সতর্ক থাকিয়া নিরন্তর শ্রবণ-কীর্তনরত হইলে লতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অচিরেই কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষ আশ্রয় করিবে।

মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীর নিকট শ্রবণ করিলে ... শ্রীকৃষ্ণই ভগবৎসেবা, ইহা জানিলে ভগবৎস্মৃতি হৃদয়ে দেদীপ্যমান থাকিয়া আমাদের নিরন্তর সেবায় অনুকূল থাকিবে। নিরন্তর শুদ্ধভাবে কীর্তন করিলে লতার আর কোনও কথা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিবার থাকিবে না। যাঁহারা শ্রী পুরীদাসের কথা, পুথি পড়িয়া বাস বা প্রাণায়াম কার্যে লগ্ন রহিলেন, তাঁহারা হরিভজন করিতে পারিলেন না—হরিকীর্তন করিবার সৌভাগ্য আর তাঁহাদের হইল না। শ্রীকৃষ্ণ অনুশীলনে নিযুক্ত হইয়া আমরা এখন ভগবদ্ভজনের সময় পাইতেছি না; কিন্তু অন্যের অনুষ্ঠান হইলে সর্বক্ষণ ভগবদ্ভজনের চেষ্টা হইবে—তখন অন্য কার্যের সময় থাকিবে না। তখন কোনও কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্ত ক্ষুব্ধ হইবে না। হরিসেবা ব্যতীত অন্যকালও অকর্মা বা নষ্ট করিতে প্রাণ ফাটিয়া যাইবে—হরিসেবা ব্যতীত বিষয়ালাপেও কোনও রুচি হইবে না, কৃষ্ণেতর বিষয়ে স্বাভাবিকী বিরক্তি উদয় হইবে, নিজ উৎকর্ষ থাকা সত্ত্বেও মানশূন্য অবস্থা হইবে, হৃদয় সর্বদাই ভগবৎপ্রাপ্তির দৃঢ় আশা পোষণ করিবে, অভীষ্টের জন্য সমুৎকণ্ঠা হইবে, হরিনামসংকীর্তনে সর্বদা রুচি থাকিবে, ভগবদ্গুণবর্ণনে আসক্তি ও ভগবদ্বসতি-স্থলে অবস্থানে প্রীতি হইবে। অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে এই সব লক্ষণ প্রকাশিত হইবে, স্বরূপের বৃত্তি প্রকাশিত হইবে। অভক্তের স্বরূপ আবৃত বলিয়া তাহারা জগতের কথা লইয়াই ব্যস্ত থাকে।

যাহারা ভগবানের সেবা করে না, তাহারাই জগতের 'প্রভু' হইবার জন্য যত্ন করে। কর্মকাণ্ডী ও জ্ঞানকাণ্ডীর সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে প্রয়াগে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের নিরন্তর আলোচ্য হউক,—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

ভক্তি একটী লতা বলিয়া একটী Support বা আশ্রয় চায়। আমাদের হৃদয়টাই কর্ষণভূমি বা ক্ষেত্র; ইহাতে বীজ রোপণ করিতে হইবে। এই বীজ হৃদয়ের মধ্যে রোপণ করিতে হইবে—অন্য স্থানে নহে। After weeding out all the wrong and nasty plants from this field we should water the seed of Bhakti. ভক্তির বীজই আমাদের রোপণ করা প্রয়োজন। কর্ম ও জ্ঞানের বীজ আমাদের আবশ্যক নয়। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড কেবল বাহ্যদৃষ্ট মূর্খ লোকদিগের জন্য। আমাদের হৃদয়-ক্ষেত্রকে উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া তাহা হইতে অন্য কামনা, কর্ম, জ্ঞান, যোগাদির চেষ্টারূপ নানাপ্রকারের আগাছা ও তৃণগুল্মাদি উৎপাটন করিলে তবে ভক্তিলতাবীজের ফলে লতা বৃদ্ধি পাইবার উপযোগী হইবে। কৃষ্ণ স্বরূপ ভূমিকে ভক্তিবিগ্রহ শ্রীবলদেবের দ্বারা কর্ষিত করেন।

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথা

[শ্রীমায়াপুরগৌড়ীয়মঠ, ২।১১।৪০]

এই জগতে মনুষ্যজাতির মধ্যে যাহারা যে সংসারধর্ম করে, তাহার মূলে সম্বন্ধজ্ঞান ঠিক রাখিয়া তাহারা সব কার্য করে। তদ্রূপ আমাদেরও সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণের সংসারে মঠে সেবাকার্য করিতে হইবে। মঠের অধীশ্বর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ। আমাদের সেবাসৌকর্যের জন্য আমরা শ্রীবিগ্রহকে অর্চাদর্শন করি। কিন্তু মহাপ্রভু আমাদিগকে ঐরূপ অপরাধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন, 'প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।' যাহারা সম্বন্ধজ্ঞানহীন হইয়া গুরুবৈষ্ণবসেবার ছলনা করে, তাহাদের শ্রমমাত্রই সার হয়।

গুরুবর্গ ও শুদ্ধভক্তিপ্রতিষ্ঠানকে প্রাকৃত বিচার করিয়া সেবার ছলনা করিলে কিছুতেই মঙ্গল হইবে না। সম্বন্ধজ্ঞানরহিত হইয়া অথবা অপরাধযুক্ত হইয়া শ্রবণ, কীর্তন ও অর্চনাদির অভিনয় করিলে বহুজন্মেও ফললাভ হইবে না।

"বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥
তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥"

সেবোন্মুখ বা সেবক হইলে তাঁহার জিহ্বায় হরিগুরুবৈষ্ণবের নামরূপগুণাদি স্বতঃই স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইবে। সদ্গুরুর নিকট আপনার অভিমত করিয়া, এত হরিকথা শ্রবণকীর্তন করিবার সুযোগ পাইয়াও যাহারা সেবে আত্মশুদ্ধ হন না, তাহাদের ধিক্ শত ধিক্! সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া, জড়দর্শন পরিত্যাগ না করিয়া, নিজকে গুরুদেবের নিত্যদাস এই শুদ্ধ অভিমানে প্রতিষ্ঠিত না রাখিয়া, জীবমাত্রকে কৃষ্ণদাসরূপে দর্শন না করিয়া যদি কোন মঠবাসী গৃহস্থের বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে যায়, তাহা হইলে ভোগিদর্শনরূপে তাহার সর্বনাশ হইবে। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগণের জন্য কিরূপ কঠোর শাসন বিধান করিয়াছেন এবং তিনি কিরূপ খেদের সহিত বলিয়াছেন—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

হায়! ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়িদর্শন, স্ত্রীদর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষা অসাধু।

বিষয়ী ও যোষিতের দর্শন বিষভক্ষণ হইতেও খারাপ। জড়বস্তুর বিচ্ছেদে শোক করিতে হইবে না। কৃষ্ণের বিচ্ছেদে সর্বদা দুঃখ করিতে হইবে। রিপুগুলি যদি হরিসেবায় নিযুক্ত থাকে, তবে তাহারা শত্রু থাকে না—বন্ধু হইয়া যায়।

'কাম' কৃষ্ণকর্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্ত-দ্বেষিজনে,
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ বিনে, 'মদ' কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥

অলঙ্কার যথাস্থানে পড়িলে যেরূপ শোভা হয়, তদ্রূপ আমাদের সকল ইন্দ্রিয় ও বৃত্তিকে হরিসেবায় যথাযোগ্যভাবে নিযুক্ত করিলে সেই সকল ইন্দ্রিয় ও বৃত্তির সার্থকতা হয়।

অতল ও অকূল সমুদ্রে চলাচল করিলেও কম্পাস কাঁটা বা দিঙ্নির্ণয় যন্ত্রের সাহায্যে যেরূপ নাবিক পথভ্রষ্ট হইয়া তরণী সহ নিমজ্জিত হয় না, তদ্রূপ একমাত্র সম্বন্ধজ্ঞান-রূপ কম্পাসের কাঁটা ঠিক থাকলে আমরা কোন অবস্থাতেই ভবসমুদ্রে নিমজ্জিত হইব না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে সেই সম্বন্ধজ্ঞান দান করিয়াছেন। একমাত্র গুরুপাদপদ্মের সহিত আমাদের নিত্যসম্বন্ধ। জগতের কোন বস্তুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ নাই। গুরুদাস হইয়া জড়বস্তু সেব-

সর্বের প্রতি প্রীতি আর ধর্ম ফেলিয়া ছাইভস্ম সংগ্রহ করা একই কথা। শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইলে অনিত্য সংসার ছাড়িয়া দিয়া কৃষ্ণের সংসার লাভ হয়। স্বরূপজ্ঞানরূপ অগ্নিতে আমাদের সংসার-বাসনা বা অজ্ঞানরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়।

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥

(গীঃ ৪।১৯ শ্লোক)

যাহার সকল কর্মই কাম ও সংকল্পবর্জিত, সেই জ্ঞানাগ্নিদ্বারা দগ্ধকর্মা ব্যক্তিকে ব্রহ্মবিদ্গণ পণ্ডিত বলেন।

যাহারা শুদ্ধভক্তি বা সদ্গুরুপাদাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ডে অর্থাৎ ভুক্তি ও মুক্তি আশ্রয় করে, তাহারা বিষ ভক্ষণ করে। তাহাদের জন্মজন্মান্তর কদর্য্য অর্থাৎ দুর্গতি ভক্ষণ করিতে হয়।

কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥

(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ডকে বিষ বলিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভু বিষয়ী ও যোষিতের দর্শনকে বিষভক্ষণ অপেক্ষা মারাত্মক বলিয়াছেন।

এ জগতে মধুর ও বাৎসল্যাদি ভোগ করিতে যাইয়া জীবের কি দুর্দশা!! কৃষ্ণের সহিত ঐ সম্বন্ধ স্থাপন না করায় স্বজন বন্ধুবান্ধবদিগের প্রতি বা মায়ার প্রতি আসক্তি ও অভাবে কতই না ক্লেশ! আমরা অমৃততুল্য গুরুবাক্য, গুরুবৈষ্ণব এবং কৃষ্ণনামপ্রেমামৃতের সন্ধান পাইয়াও যদি বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তের জল পান করি, তাহা হইলে আমাদের মত আত্মঘাতী আর কে আছে? শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আমাদের দুর্দশার কথা বলিয়াছেন—

"পাইয়া মানুষজন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষগর্ত্তপানি,
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ১৩।১২৩)

শ্রীধাম-মাহাত্ম্য

শ্রীধাম—অপ্রাকৃত বস্তু, তাহা মাটি নহে। যাহারা শ্রীধামকে মাটি মনে করে, তাহারা অত্যন্ত দুর্ভাগা। শ্রীধামের সবই চিন্ময়। এখানকার তরু-গুল্ম-লতা-তৃণ প্রভৃতি সবই গৌরসেবার উপকরণ—সবই ভক্তবস্তু। এই শ্রীধামনবদ্বীপের ধূলিকণার প্রতি প্রণত হইতে পারিলে আমাদের মঙ্গল হইবে। শ্রীধাম শ্রীগৌরকৃষ্ণের লীলা-বিলাসক্ষেত্র। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই শ্রীধামরূপে প্রকটিত। শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসীর কৃপা না হইলে শ্রীধামেশ্বরের কৃপালাভ হইবে না। যদি নিজেকে দীনহীন কাঙ্গাল ও সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জানিয়া শ্রীধামবাসীর কৃপার ভিখারী হই, তবে তাঁহাদের কৃপায় শ্রীধামদর্শন হইবে। শ্রীধামে ভোক্তা একজন, তিনি শ্রীগৌরকৃষ্ণ; আর সকলেই তাঁহার সেবক। পুরুষাভিমান বা প্রাকৃত স্ত্রী-অভিমান লইয়া শ্রীধামে বাস করা যায় না। শ্রীধামের সেবক বা শ্রীধাম-সেবাভিলাষী ব্যক্তিই শ্রীধামবাসের অধিকারী। শ্রীধাম আমাদের ভোগের স্থান নহে। তাহা গৌরকৃষ্ণের সেবার ভূমিকা। সেবাপ্রবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় না থাকিলে আমাদের শ্রীধাম-দর্শন বা শ্রীধামবাস হইবে না। শ্রীগৌরধাম বড় করুণাময়। তাঁহার দয়ার তুলনা নাই। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের ন্যায়ই মহাবদান্য। শ্রীধাম বিভু বস্তু, আমাদের মাপিয়া লইবার বা ভোগ করিবার জিনিষ শ্রীধাম নহেন। যদি অকিঞ্চন হইতে পারি—শ্রীধামের শরণাগত হইতে পারি, নিরহঙ্কার হইয়া দাঁতে তৃণ ধারণপূর্বক শ্রীধামবাসিগণের পদধূলি হইবার জন্য আকুল-আর্তি জাগে, তবেই আমাদের শ্রীধামসেবার সৌভাগ্যলাভ হইবে। জানি না এইরূপ সৌভাগ্য আমার কবে হইবে—

ধামবাসী জনে, প্রণতি করিয়া,
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব-চরণ- রেণু গায় মাখি',
ধরি অবধূত-বেশ।

গৌরনিজজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীধামের মাহাত্ম্যসম্বন্ধে বলিয়াছেন—

নবদ্বীপ-মহিমা যে শাস্ত্রে নাহি কয়।
স্বপ্নেও সে শাস্ত্র যেন শুনিতে না হয়॥
এ ধাম-বৈভবে যার নাহিক উল্লাস।
তারে যেন নাহি দেখি না করি সম্ভাষ॥
শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে আর কিবা কাজ।
বিত্ত-পুত্র-বিলাসেতে শিরে পড়ু বাজ॥
আর তুচ্ছ কেন বহু সাধনের অঙ্গ।
অন্তর্দ্বীপাদিতে একেক ভাই বঙ্গ॥
বৃক্ষলতা-ফুল ফলে অদ্ভুত দর্শন।
সেই মায়াপুর হয় আমার জীবন॥
কোটি চিন্তামণি যদি মিলে অন্য স্থানে।
শ্রীহরির বাস্তু যদিও সেখানে॥
তথাপি গোদ্রুম-ধূলি ছাড়ি' এ শরীর।
অন্যত্র না যায় যেন এই বুদ্ধি স্থির॥
শুনিয়াছি নবদ্বীপগুণগণ যত
জিহ্বা, তুমি সেই সব গাও অবিরত॥
গৌরাটবী-পরিমল ভজ মোর প্রাণ।
ত্রিভুবনে নাহি নবদ্বীপ হেন স্থান॥
সেই ধাম গৌরকেলি-স্থলে সেও মোর।
পুলকিত দুটি' অঙ্গ শ্রীগৌরকিশোর॥
ব্রহ্ম, শিব যাহার মাধুর্য্য নাহি জানে।
কবে বা বসিব সেই নবদ্বীপ-স্থানে॥
যদিও শরীর মোর খণ্ড খণ্ড হয়।
বিষম বিপত্তিজাল মস্তকে পড়য়॥
তথাপি গোদ্রুম ছাড়ি' অন্যতীর্থপদে।
না হউ আমার আশা সম্পদে বিপদে॥
নবদ্বীপধামে যাঁ'র নিষ্ঠার বসতি।
অনন্ত হ'য়েছে তাঁর সাধুজনে মতি॥
পুরুষার্থবর্গ তাঁ'র করতলে।
ব্রহ্মার প্রণম্য তিনি ভক্তকৃপাবলে॥
সকল সাধনহীন হইয়াও নর।
কবে যদি নবদ্বীপবনমাঝে ঘর॥
যাবের নিশ্চিন্তাক উঠাং তাহারে।
রাধাকান্তমহোৎসবে যাও দিতে পারে॥
কৃষ্ণপাদপদ্মধ্যান নাহি আমি জানি।
শুদ্ধাদির আশ্রয়েও নহি অভিমানী॥
অতএব এ জীবনে যে হউক ফল।
মায়াপুর শ্রীগোদ্রুম আমার সম্বল॥
আমার স্বজনগণ ছাড়ুক আমারে।
দেহবৃত্তি অচল হউক একেবারে॥
তথাপিও নিত্যানন্দ নবদ্বীপ হ'তে।
চরণ আমার নাহি যাউ অন্য পথে॥
শ্রীরাধার বনে নবদ্বীপ মহাবন।
তাহাতে বসিতে বাধা করেন যে জন॥
মাতা, পিতা, বন্ধু সখা যত, গুরু আর
কোনই সম্বন্ধ নাহি আমার তাঁহার॥
কণ্টক-স্বরূপ আমি এ ভাগ্য কি পাব।
মরণান্তে শ্রীগোদ্রুমে বসতি করিব॥
সম্বন্ধ-আশ্রিত জীবে দোষদৃষ্টি যার।
আনন্দস্বরূপে অপরাধ হয় তাঁ'র॥
যতদিন সেই অপরাধ নাহি যায়।
রাধাকৃষ্ণ-যুগলচন্দ্র মিলিবে কোথায়?
নবদ্বীপবাসীনিন্দা-রত যেই জন।
যেবা নাহি করে মায়াপুরের পূজন॥
সে পাপিষ্ঠ নরাধম গর্হিত সর্বতি।
স্বপ্নেও না হয় যেন বিষম দুর্গতি॥
ওহে মূর্খ জীব, তুমি নাহি বোঝ কিরে?
আচার' বহুল ধর্ম আছে কষ্ট হ'বে॥
হঠাৎ ছাড়িয়া সব পথ আশ্রিত।
শ্রীগোদ্রুমে পর্ণকুটী করহ বিহিত॥
অপারকরুণাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণচরণে।
পড়িয়া কাঁদিয়া আমি বলি সকরুণে॥
হে অনর্পিত প্রেমসিন্ধু গৌরবনে।
কোন জন্মে হ'ত যেন এই পরিকরে॥
চঞ্চল দুর্মতি, আর স্বধর্ম বর্জিত।
মূঢ়মতি, গৌরচন্দ্রে সম্বন্ধরহিত॥
কামলোভে বদ্ধ আমি অশুচি হৃদয়।
নহি সেই মায়াপুর ধনের আশ্রয়॥
তৃণাসনা-বজ্রবদ্ধ মম মন।
আকর্ষিয়া নিজবনে, হে শচীনন্দন॥
রাধাযুত শ্রীগোদ্রুমে শ্রীরাসের সহ।
বিহারসময়ে তব পাদপদ্মে লহ॥
দর্শিত হইলে না পাইব নাথ।
তথাপি নাহি মোর সর্বদোষোৎপাত॥
কোথা যাব, কি করিব, গতিহীন আমি।
নবদ্বীপে স্থান দিয়া কৃপা কর, স্বামী॥
জাতি প্রাণ, ধন, জন, সকল আমার।
ক্ষয় হউ, সকলে করুক তিরস্কার॥
ব্যাধিকবলিত দেহ পাউক দুর্গতি।
নবদ্বীপ তথাপি ছাড়িতে নহে মতি॥
গুরু ভাই সমস্ত সাধন পরিহার'।
গৌরভজনাশ্রয় কর চিত্ত দৃঢ় করি'॥
এই গৌরগণাশ্রিত হয় যেই জন।
সুনিশ্চিত তাঁর একমাত্র ধন॥
নবদ্বীপে শরণাগত যেই দিন।
সে ভজনানন্দী হয় যদ্যপি হীন॥
সেই দিন রাধাকান্তসেবা-যোগ্য হয়।
হ'বে জীব ব্রজধামে যায় অপরূপ॥
নবদ্বীপবাস লাগি' কর স্বার্থ।
যাতে শুদ্ধজন আর সকল স্বার্থ॥
তাতে তার দেহ কিবা, একান্ত সাধ।
যাতে গৌরচন্দ্রাশ্রিত সেই পাপভার॥
আশ্চর্য করুণাপূর্ণ শ্রীগৌরচন্দ্র।
সর্বশাস্ত্রে দেখে তার যদি বিচারি'॥
যে যে স্থানে থাকে জীব নবদ্বীপমাঝে।
দেহান্তে না হয় তাহে শ্রীগৌরাঙ্গনাথে॥
প্রকৃতি অমধ্যে না বাহিরে কভু তাই।
না বাসনা না মধুর স্থিতি নাই॥
এই ত' সিদ্ধান্ত সার, তাঁহার চরণে।
সদা নমস্কার করি আমি মনে মনে॥
ভক্তিতে সংসারসিন্ধু যদি পার হব।
সংকীর্তনাভাগে বাঁধে তরঙ্গ-সব॥
রাধা যাঁর থাকে প্রেমসিন্ধু হইতে।
মায়াপুরে কর বাস তাঁহা ক'রে॥

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

লণ্ডন হইতে গত ২২শে অক্টোবর (১৯৩৪) শ্রীমায়াপুর-গৌড়ীয়মঠের সেবক একটী অফিসার্স লেখ প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন যে, লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ [illegible] নামানুসারে নং ১৫৫ [illegible] বিশেষ হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ অপরকর্ত্তৃক কোন মত লয়েন। গৌড়ীয়মঠ অপ্রাকৃত বস্তু, তাহা প্রাকৃতের ধারণার অতীত। সেই [illegible] 'বস্তু' কেহ তাহা স্পর্শ করিতে পারে না। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের অপ্রাকৃত [illegible] অপ্রাকৃতসেবন অর্থাৎ সম্পূর্ণ সেবাবৃত্তি না হইলে দর্শনের বিষয় হয় না। গৌড়ীয়মঠ বৃহৎ বস্তু নহেন, তাহা বৈকুণ্ঠ বস্তু। গৌড়ীয়মঠ বৈকুণ্ঠবস্তু। তিনি বাহাকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দান করেন, আত্মসাৎ করেন, একমাত্র তিনিই তৎকৃপাপ্রভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্বরূপদর্শনলাভ করেন।

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতগোচর।

বেদপুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥

ভগবানের নিত্যসিদ্ধপার্ষদ গৌরজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"আমরা অনেক সময় বলি, 'কে বিদেশের মন্দির কেন বিধর্ম্মিগণ ভেঙ্গে দিলেন?' যাঁ'রা মনে করেছেন, এ মন্দিরের পাথরগুলি তাঁ'দের মালমশলা ক'রে, যাঁ'রা ভাবেন -নিজ ভোগার্থে গোবিন্দের আরোপ—চেষ্টার আরোপ করবার জন্য চেষ্টা করছিলেন, তাঁ'দের সেই প্রাকৃত মনোধর্ম্মবুদ্ধি, তাঁ'দের ভোগময় বুদ্ধিতে আবার ভেঙে দেবার গোবিন্দের ইচ্ছা হ'য়েছিল। কিন্তু যাঁ'রা সত্য সত্য গোবিন্দের মন্দির দর্শন করেন সেই শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত বৈষ্ণবগণ ঐ পাথরকে জড়ীয়ভাবে দর্শন করেন না। যে পাথরের দ্বারা মন্দির গোবিন্দের কায়া রূপে গোবিন্দের মন্দিরকে যদি সেইরূপ পাথরের মনে করা যায়, কেবল প্রাকৃতজনের অনুভূত বা প্রাকৃতসাহজিকবুদ্ধ দ্বারা গোবিন্দের মন্দির দর্শন করা যায়, তা' হ'লে সেরূপ বুদ্ধিতে গোবিন্দ কৃপা পূর্ব্বক বিনাশ করেন। গোবিন্দ তাঁ'র নিজের মন্দির ভাঙ্গতে দেন নি, ভগবদ্ভক্তের সেবায় আত্মসমর্পণে দেখেছেন সেই অভক্ত'দের, প্রাকৃতসহজিয়ার ধারণা ভেঙ্গে দিয়েছেন।"

শ্রীধাম-গৌড়ীয়মঠের উৎসব পঞ্জী

গত ৬ই নবেম্বর, বুধবার শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকান্তে গুর্ব্বষ্টক-বন্দনা-কীর্ত্তনাদির পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-তর্কতীর্থ মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপের পূর্ব্বে নবদ্বীপ-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনাস্তে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা হয়। অতঃপর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ দ্বিপ্রহর যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণে পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু ইষ্টগোষ্ঠী সভায় শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের পূর্ব্বোক্তের হরিকথা আলোচনা করেন। সভায় শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ মনঃশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

৭ই নবেম্বর বৃহস্পতিবার উষঃকালে শ্রীশ্রীবিনোদবাণীকীর্ত্তন মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক-বন্দনা কীর্ত্তনাদির পর শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ মাহাত্ম্য পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে শ্রীনিত্যানন্দাশ্রিত শ্রীগৌরসুন্দরের পূজা দ্বারাই পরমার্থ-লভ্য এবং তাঁহার আনুগত্যেই কৃষ্ণভজন সম্ভব তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

পরে 'বিভাবরী শেষ, আলোক প্রবেশ' গীতের সহিত শ্রীমন্দির ও নাটমন্দির বা সংকীর্ত্তনভূমি পরিক্রমা হয়। অতঃপর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের আদেশক্রমে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠী সভায় শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ প্রভু শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ গত কয়েক দিবস যাবৎ শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে যে সকল কথা আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন।

সভায় শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষার কয়েকটী কথা আলোচনা করেন। তিনি সভায় উষঃকাল হইতে রাত্রি ১০।১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার সেবাকার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন এবং সেবকবৃন্দকে সেবাকার্য্যে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। যাহাতে মঠাশ্রিত কোন সেবক সিদ্ধান্তবিষয়ে অলস না হইয়া পড়েন এবং সর্ব্বক্ষণ উৎসাহের সহিত সেবাপরায়ণ হইয়া মঙ্গললাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষভাবে যত্ন করিতেছেন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—::০::—

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আশ্রয়ে ও কৃপাশীর্ব্বাদে গত ২২শে অক্টোবর বুধবাসরে পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস প্রত্যুষে শ্রীশ্রীবিনোদগোবিন্দাদেব-জীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে গুর্ব্বষ্টক, শিক্ষাষ্টক, দামোদরাষ্টক ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হইলে পর শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগাদিকার্য্য সমাধিত হয়। মধ্যাহ্ন ও মধ্যাহ্নকার চর্ব্য চুষ্য, লেহ্য ও পেয় চতুর্ব্বিধরসসমন্বিত অন্নাদি বহু বিচিত্র ভোগ ঠাকুরকে নিবেদন করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে অনুষ্ঠিত সভার মধ্যে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা বা শ্রীঅন্নকূট মহোৎসবের তাৎপর্য্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার বিবরণ পাঠমুখে ব্যাখ্যা হয়। তৎপরে 'গৌড়ীয়' ১৩শ খণ্ড ১২শ-১৩শ সংখ্যা হইতে "শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূটোৎসবের কথা" এই প্রবন্ধটী পাঠ হয়। অতঃপর মঠোপদেশক শ্রীপাদ মধুসূদন দাসাধিকারী কাব্যবিনোদ বি-এ, মহোদয় শিক্ষাষ্টকের প্রায় এক ঘণ্টাকাল শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা এবং শ্রীগৌড়ীয়দিগের প্রচার-বৈশিষ্ট্যের সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতান্তে ভক্তি সর্ব্বোত্তমের প্রেমোচ্ছ্বাস' ও মহাজন কীর্ত্তন হয়। তারপর সভাভঙ্গ হইলে উপস্থিত বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সভায় বহু শিক্ষিত-ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন।

পাটনায় প্রচার

গত ২৫ নবেম্বর শনিবার হইতে উপদেশক শ্রীপাদ অভয়চরণ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ধারাবাহিক রূপে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠমুখে সর্ব্বপ্রথমেই 'ভজিলে চৈতন্যচন্দ্র তাঁ'র ভক্ত হয়' এই বাণীর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেন যে, ভক্তি লাভ করিবার সর্ব্বপ্রথম এবং একমাত্র উপায় সাধুর মুখে হরিকথা শ্রবণ; ইহা ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা ইত্যাদি কোন উপায়েই ভক্তি লাভ করা যায় না বরং এগুলি ভক্তিপথে বিঘ্নস্বরূপ। 'শ্রবণ' যদি এই শ্রবণ যদি সাধুমুখে না হয়, তবে বহুজন্ম শ্রবণেও কোন ফলোদয় হয় না। শ্রবণপথের প্রধান বিঘ্ন মনোধর্ম্ম এবং জ্ঞানসংগ্রহ করিবার প্রবৃত্তি। প্রাকৃত বুদ্ধির আশ্রয় করিয়া অপ্রাকৃত বস্তুর কথা বুঝিবার চেষ্টা প্রবৃত্তি না করিয়া একান্ত শরণাগতিমুখে শ্রবণ ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

ঐ দিবস তিনি ভক্তিশাস্ত্রী 'শ্রীমদ্ভাগবত মহাপ্রভুর' শ্লোকের ব্যাখ্যামুখে গুরুভক্ত ও সম্প্রদায়ের পার্থক্য, সদ্গুরুর স্বরূপ এবং সদ্গুরু লাভ করিবার উপায় ইত্যাদি বহু হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

২৬শে নবেম্বর সোমবার শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্লোক বিবরণ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেন যে, তাঁহার যত কিছু গোলোকের যদি প্রীতির সহিত সেবা না হয়, তবে সকলই বিফল। যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-বৈষ্ণবচরণে প্রীতি নাই বলিয়াই সেবায় নানাপ্রকার শৈথিল্য, অনবধানতা, পরদোষানুসন্ধান, মৎসরতা ইত্যাদি দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয়। হরিকথা শ্রবণ করিবার সময় এমন নিদ্রা, আলস্য ইত্যাদি আসিয়া থাকে। প্রীতির সহিত যাহা কিছু করা যায় তাহাই সেবা, নতুবা সকলই কর্ম্মবিশেষ। কুব্জা যদিও বহির্দৃষ্টিতে একটী অতি সামান্য স্ত্রীলোক, কিন্তু তিনি শ্রীভগবানকে সেবা অত্যন্ত প্রীতির সহিত করিয়াছিলেন বলিয়া স্বয়ং ভগবান্ প্রীতিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে 'সুন্দরী' প্রদান করিলেন। সুতরাং আমাদের যদি কোন যোগ্যতা না থাকে তবে হরিগুরুবৈষ্ণবসেবা আন্তর অনুকূলভাবে অনুষ্ঠান করিলে সেবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারিব।

মঠে প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যায় তিনি নিয়মিতভাবে হরিকথা আলোচনা করিতেছেন। অতঃপর পাটনা সহরে হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

[illegible]-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল্

৩। শ্রী[illegible]-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তি[illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫। অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৯। স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
রামচন্দ্রপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রী[illegible])
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭ [illegible]
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]

১৮। [illegible]
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]মঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

২২। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যা[illegible]

(২৪) [illegible]
[illegible]পুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]বিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

৩১। পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
[illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible]বিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible] ইউ পি।
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৭। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রী[illegible]পীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯ [illegible]
পোঃ [illegible] (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) [illegible] গোবর্দ্ধন
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রী[illegible]
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) [illegible] মঠ—[illegible]
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫। [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে।
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

৫০। [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

৫১। [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫২। [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

৫৩ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

৫৪। [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

৫৫। [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়[illegible]পীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

৫৭। শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible]চৈতন্য দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
সেবক—[illegible]

৬৪। গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
[illegible], কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
বাগবাজার
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible]পুর (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]বিগ্রহ দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রী[illegible]গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রী[illegible]কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরাজী পাক্ষিক। পাঁচ বৎসরাধিক প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দী ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ও অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের মুকুটমণি পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে বহুদেশ হইতে আগত প্রশ্নসমূহের সমাধান যাহা ও যতগুলি সংলাপ ঘটয়াছে সে সমস্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অনুকম্পায় সকলেরই সুপরিচিত গৌড়ীয় জগদ্গুরু আচার্য্যদেবের সিদ্ধান্তপূর্ণ অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সিদ্ধান্তানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই পাঠ্য।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গ্রন্থের আকারে বিরাট সংস্করণ প্রকাশিত। শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, গ্রন্থিগত নির্দ্দেশ, অধ্যায়বিবরণ, স্থানসূচী প্রভৃতি সহ গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সটীক শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'বৃত্তি'-টীকা, বিবৃতি সহ, ভাষ্য ও অনুবাদ সহ সম্পূর্ণ সংস্করণে গৌড়ীয়-বিদ্বজ্জন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর অধিকারী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;
[illegible] এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—প্রথম ১০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৭৮৲
... স্কন্ধ—
২। অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা)
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অধীনা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৹; ২য় খণ্ড ২৲; ৩য় খণ্ড
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ৭৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ৭৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। দৈন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাহ্য আন্তর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ১৲
অধীনা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) বাঁধা ৸০
৩০। দীপ-দিশ-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ।০
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনকণা
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনতত্ত্ব
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। [illegible] (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। [illegible] ৶
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] ০
৫৬। আচারধর্ম ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাধুবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্তসরস্বতী [illegible] ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্র ।০
৬৫। সাত্বত [illegible] ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠসন্দর্শন ৴০
৬৭। [illegible] ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ অফ ... ।০
৭০। [illegible] ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স মরফোলজি অ্যান্ড অন্টোলজি ।০
৭২। [illegible] ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। [illegible] ৴০
৭৬। [illegible] ।০
৭৭। [illegible] ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা [illegible]
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অমৃত খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধনপথ ০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৷০

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রকাশ-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৴০	।০
" ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

দৈনিক (ডাকমাশুলসহ)	
বাৎসরিক "	৫৲
৬ মাসিক "	২।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা এক পয়সা। বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সম্বন্ধে সরল প্রণালীটি তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই পরমানন্দ ও পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সরল ও মধুর। গ্রন্থটি পাইকা টাইপে অতিউত্তম কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ নবাবী, নারিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের দ্বারা 'বস্তু' যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১০টি উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৩০টি চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ নবাবী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত স্তবাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক স্তবের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উক্ত শ্রীচৈতন্য বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবত প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নবকিশোর ভাণ্ডারী, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ মনোজ্ঞ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচীপত্র তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। বোর্ড বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনবকিশোর ভাণ্ডারী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

[illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই [illegible] জীবনচরিত [illegible] অভাব অনুভব করিতেছিলেন। [illegible] শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের [illegible] "গৌড়ীয়" [illegible] "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন [illegible] ঠাকুরের [illegible] হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার প্রচারিণী
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] প্রবীণ ও [illegible] শ্রীপাদ [illegible] এবং [illegible] জীবনচরিত্র-পাঠে [illegible] এই বিরাট [illegible] বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। [illegible] আলোচনা। [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। [illegible] গোস্বামী [illegible] লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও [illegible] ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০. দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, [illegible] মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট

যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৯-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৩	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-২৬
[illegible] ,,		৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩ ৫০		১৮-৬	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ		৬-১৭	৮-১	৯-১৮	১০-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-২৮
(বদল) ছাঃ		৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১০-৩৩	১৫-৫	১৮-৩৯	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১১-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০ ৪৯	১৮-১৭	২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
[illegible] ,,	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (ন্যারো গেজে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৪-২২	১৬-৮	১৮-৩৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৭	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬-৫৩	১৯-২০	২০-৪৭	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-১৫	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০ ৩	২১-১৯	৪-১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	১৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৪	৪-১৮
[illegible]		১১ ৮		১৭-৩৬	১৯-১	২১ ২৬	২৩-৬	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৫০	১৯-২৩	২১-৪০	২৩-২৫	৬-১৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের

মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের [illegible] বিধান করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। [illegible] কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" [illegible] প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] জীর্ণ [illegible] পাচন [illegible] একমাত্র উপায় [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল [illegible] আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—[illegible] নং [illegible] রোড, কলিকাতা
অথবা
[illegible], ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১৫ বর্ষ   ৩ কেশব ৪৯৪ গৌরাব্দ ২রা অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৮৭, ১৮ই নভেম্বর খৃঃ ১৯৮০, সোমবার   ২০৯১০ তম সংখ্যা

" যেখানে হরিকথা নাই, সেস্থান স্বতই আত্মীয়-স্বজন-বেষ্টিত হউক না কেন, বসতই বাসের সুবিধাজনক হউক না কেন, সেই সকল স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

এ শুভসংশোধনে: জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ কেশব সর্ব্বসিদ্ধি সর্ব্ব গৌরাব্দ ৪৯৪

ভোগ্যদর্শনই কুদর্শন

——:০:——

পুরুষশরীরধারীই হউক বা স্ত্রীদেহধারীই হউক, সকলেই কৃষ্ণের শক্তি। নিখিল চেতনতা বা শক্তির একমাত্র আশ্রয় সর্ব্বশক্তিমান্ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। সকল শক্তি তাঁহার অধীন। গীতাপাঠে আমরা জানিতে পারি, আমরা সকলেই শক্তিতত্ত্ব ভগবানের শক্তি। শক্তি—অধীন। পুরুষই স্বাধীন। শক্তি শক্তিমানের অধীন থাকিলে তাহার সতীত্ব সংরক্ষিত হয়। এই কৃষ্ণাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার। ইহার অপব্যবহার যেখানে, সেখানে নিজ সুখপরতা—ভোগোন্মুখতা বা স্বেচ্ছাচারিতা স্বাভাবিক। শক্তি ও শক্তিমান্ অর্থাৎ ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত উভয়েই আমাদের উপাস্য ও সেব্যবস্তু। জগৎ জগদীশের সেবার উপকরণ বা ভোগ্য; সুতরাং জগৎ আমার সেব্য বা ভজনীয়। ভোগবুদ্ধি কৃষ্ণেরই একচেটিয়া, অন্যের পক্ষে ইহা আগুন বা অত্যন্ত ভয়াবহ ব্যাপার। আমরা স্বরূপতঃ শক্তি বা সেবক হইয়া বর্ত্তমানে সেব্য—কর্ত্তা বা পুরুষাভিমান করিতেছি। এমনই আমাদের দুর্দ্দৈব! আমরা পুরুষাভিমানে যে শক্তিপূজার ছলনা করি, তাহা মৎস্যমাংসের পূজা বা ভোগ ছাড়া আর কিছুই নহে। অন্তরের অন্তঃস্থলে ভোগবুদ্ধি গুপ্তভাবে সংরক্ষণ করা কি কৃষ্ণের সঙ্গে পাঞ্জা দেওয়া নয়? ইহা প্রকারান্তরে কৃষ্ণবিদ্বেষ নহে কি? বাহ্যদর্শনে যাঁহারা স্ত্রী মূর্ত্তিতে আমাদের নিকট প্রকাশিত আছেন তাঁহারা এবং বাহ্যদর্শনে পুরুষমূর্ত্তিতে আমরা যে সকল ব্যক্তি প্রকাশিত আছি, সকলেই পরম-শক্তিমান্ পুরুষ ভগবানের শক্তি, ইহা আমরা কবে বুঝিব? স্বরূপজ্ঞানের অভাবে আমাদের এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। স্বরূপদর্শন বা স্বরূপের জ্ঞান হয় না বলিয়াই আমরা ভোগ্যকে সেব্য এবং সেব্যকে ভোগ্য বলিয়া বিপথগামী হইতেছি। যদি আমরা মঙ্গল চাই, তাহা হইলে আর কালবিলম্ব না করিয়া সেব্যবুদ্ধি ছাড়িয়া—রক্তমাংসের অভিমান ভুলিয়া এই মুহূর্ত্ত হইতে ঐকান্ত সর্ব্বতোভাবে পবিত্রতাপূর্ব্বক সাধুসঙ্গের দ্বারা স্বরূপাভিমানে প্রতিষ্ঠিত হইবার যত্ন করা আবশ্যক।

সকলকে শ্রীকৃষ্ণের সেবকরূপে দর্শন না করিয়া যে প্রাকৃত স্ত্রীপুরুষ বা রক্তমাংস-দর্শন তাহাই কুদর্শন। যিনি সাধুগুরুকৃপায় নিজেকে তাঁহাদের অযোগ্যতম সেবক বলিয়া জানিয়াছেন, সেবকাভিমানে যাঁহার সেব্যদর্শন বা গুরুদর্শন হইয়াছে, তাঁহার দর্শনও সুদর্শন। ভোগবুদ্ধি বা সেবাবুদ্ধি দর্শনানুসারে হইয়া থাকে। ভোগ্যদর্শন হইতে ভোগবুদ্ধি এবং সেব্য-দর্শন হইতে সেবাবুদ্ধির উদয় হয়। নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের দাস না জানিয়া কর্ত্তা বা ভোক্তা মনে করিলে ভোগ্যদর্শন কি করিয়া যাইবে? যাঁহার পুরুষাভিমান আদৌ নাই, যিনি শ্রীকৃষ্ণদাসাভিমানে প্রমত্ত, সেরূপ সাধুর শ্রীপদ সঙ্গ হইলে এই ভীষণ দুরারোগ্য রোগ হইতে রক্ষা পাইতে পারি। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

সেবক-অভিমানে ভোগ্যদর্শন হইতেই পারে না। সেবকাভিমানই ভোগ্যদর্শন হইতে বাঁচিবার অব্যর্থ উপায়। এতদ্ব্যতীত কেহ কৃত্রিম উপায়ে অদর্শন বা কুদর্শন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। ভোক্তৃত্ব কর্ত্তা-অভিমানী কি কখনও কৃষ্ণভজন করিতে পারে? হরিবিমুখ জগতে স্ত্রী ও স্বামী উভয়েই নিজেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত। তাহারা কেহই কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের সুখানুসন্ধান করে না। কেহই হরিনাম বা নামাচার্য্যের মনস্তুষ্টির জন্য যত্ন করে না। শাস্ত্র বলেন—পত্নীর সুখের নিমিত্ত পতি কখনও পত্নীপ্রিয় হন না; কিন্তু আত্মসুখের জন্য পতি পত্নীর প্রিয় হইয়া থাকেন। ভর্ত্তার সুখের জন্য ভার্য্যা ভর্ত্তার প্রিয় হন না; কিন্তু আত্মসুখের জন্যই ভর্ত্তার প্রিয় হইয়া থাকেন। এই ত' জগতের ব্যাপার।

স্ত্রীলোকের সন্ন্যাসের অধিকার নাই। তাঁহারা গৃহে থাকিয়াই হরিভজন করিবেন। স্বামীকে অকস্মাৎ 'গৃহব্রত' না করাইয়া তাঁহার প্রকৃত হরিভজনে সহায়তা করিলে ও স্বামীকে বৈষ্ণবসন্ন্যাসী হইবার সুযোগ দিলে স্ত্রীর সন্ন্যাস ও সহধর্ম্মিণী নামের সার্থকতা হয়। স্বামী সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে বা হরিভজনে মনোনিবেশ করিলে স্ত্রী কখনও তাঁহার বাধা জন্মাইবেন না এবং নিজেকে কৃষ্ণ ব্যতীত অপরের ভোগ্য রক্তমাংসের খনি ভাবিয়া স্বামীর হরিভজনের শত্রু হইবেন না। পুরুষ বা স্ত্রী স্বরূপের অভিমান নহে। স্বরূপে সকলেই কৃষ্ণের নিত্যদাস। সুতরাং সেই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া নিরন্তর ভগবদ্ভজনে সকলের প্রবৃত্ত থাকা উচিত। স্ত্রীগণের মধ্যে স্বরূপবিস্মৃতিবশতঃ অনেক সময়েই দেহাত্মবোধ প্রভৃতি দেখা যায়। ইহা ভোগোন্মুখতারই পরিচায়ক ও হরিভজনের বিশেষ প্রতিকূল। আমাদের সেব্যবুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে, তজ্জন্যই আমরা হরিভজনে আস্বাদ পাইতেছি না বা অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। যাঁহারা হরিভজন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দেহগেহের প্রতি মমতা, নিজসুখের প্রতি [illegible], প্রজল্প, গ্রাম্যকথা, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, মৎসরতা, দাম্ভিকতা সর্ব্বতোভাবে [illegible] করিবেন; নতুবা মঙ্গল [illegible] উপায় নাই।

কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল, আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

ল প্রভুপাদের হরিকথা

ভগবানের সেবার জন্য অবিমিশ্র চেষ্টা না করা পর্য্যন্ত মিশ্র চেষ্টাতে ভগবদ্দর্শন উপলব্ধি হয় না। যেকাল পর্য্যন্ত জীবের অবিমিশ্র সদ্বৃত্তি [illegible] না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত [illegible] স্থান হয় নাই, জানিতে হইবে [illegible] কৃষ্ণ [illegible] দেখাই [illegible] উপলব্ধি [illegible] পারি, [illegible] পর্য্যন্ত আমরা [illegible] আমরা [illegible] পারি কখন? যখন আমার [illegible] গ্রহণ করি। [illegible] যাঁহারা [illegible] করেন, তাঁহাদের [illegible] উদয় [illegible] সম্ভব।

কৃষ্ণপ্রাপ্তি [illegible] হইবে সম্পূর্ণ [illegible]। কৃষ্ণ [illegible] শেষ প্রাপ্য। সংকীর্ত্তনরূপা কৃষ্ণ [illegible] অযোগ্য ব্যক্তির হৃদয়েও [illegible] পুরস্কার প্রদান করেন। যিনি সব দিয়ে ভগবানের সেবা করেন, যিনি সর্ব্বতো- ভাবে [illegible] ভগবানের সেবা ছাড়া আর কিছু করেন না, এমন কোন পুরুষের সেবাতে আমাদিগকে কৃষ্ণ দিতে পারেন। কৃষ্ণ যাঁকে দয়া করবেন, তিনিই তাঁর [illegible] উপলব্ধি করতে পারবেন [illegible] নিজের সম্পত্তিই কৃষ্ণ। ভক্তই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। কৃষ্ণ সেবোন্মুখ ব্যক্তির [illegible] হন। কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণকে [illegible] বিতরণ করেন। তৃণ হ'তে সুনীচ না হ'লে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করা যায় না। নামসংকীর্ত্তন মানে কৃষ্ণপ্রাপ্তি — [illegible] ছেড়ে দেওয়া—বিবেক- [illegible]—জীবন্মুক্ত—স্বরূপের সিদ্ধি কৃষ্ণ যখন [illegible] প্রদান করেন, তখন তিনি [illegible] আকর্ষণ করছেন জানতে পারা যায়। অন্তরে কোনো বাঞ্ছা থাকিলে তাঁহার আকর্ষণ উপলব্ধির বিষয় হয় না।

আমাদের সকলেরই যোগ্যতা থাকুক্ না কেন, ভজিতে অধিকার আছে। ভক্তিতে অধিকার অর্থ—সর্ব্বার্থসিদ্ধি। দেবতা— একমাত্র কৃষ্ণ। সেই দেবতা ঢাকা প'ড়ে যায় ধর্ম্মার্থকামকামনার কপটতা হৃদয়ে উপস্থিত হ'লে। যেমন সূর্য্য আবৃত হ'য়ে পড়ে আমাদের চোখের সামনে।

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথা

[শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয়মঠ, ৩।১১।৪০

মঠ ৩টি প্রকার শুদ্ধ বা নির্গুণ মঠ ও মিশ্র বা সগুণ মঠ। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত মঠের নাম 'শুদ্ধভক্তসঙ্ঘারাম।' শুদ্ধভক্তের মঠই 'শুদ্ধমঠ.' আর কর্ম্ম বা জ্ঞান-মিশ্র ভক্তের মঠ 'মিশ্রমঠ।' শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব নির্গুণ বস্তু। সুতরাং তাঁদের স্বরূপ ও সেবকগণ নির্গুণ হইবেন না কেন? অর্থাৎ জড়াহঙ্কারবর্জ্জিত হওয়া শুদ্ধাত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন না কেন? শ্রীগুরুদেবের প্রকাশিত মঠ, মন্দির, শ্রীবিগ্রহ সব চিন্ময় বা নির্গুণ। সুতরাং শুদ্ধভক্তসঙ্ঘারাম শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয়মঠ নির্গুণ হইবে না কেন? এই স্থানে দেহাভিমানী বিষয়ীদের স্থান হইবে কেন? মঠসেবকগণ নির্গুণ গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিবেন না কেন?

শুদ্ধা ভক্তি ও মিশ্রা ভক্তিতে আকাশ পাতাল পার্থক্য। আত্মা যখন মায়ার অধীন সত্ত্বরজস্তমোগুণে আকৃষ্ট হয় না, প্রাকৃত-অহঙ্কারবর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব হয়, তখনই তাহা নির্গুণ বা শুদ্ধ আত্মা। সেই আত্মার কৃষ্ণকার্ষ্ণ সেবা ব্যতীত অন্যদের কোন কথা থাকে না। যে স্থানে শুদ্ধ ভক্তগণ থাকেন তাহা শুদ্ধমঠ, আর যে মঠে দেহাভিমানিগণ বাস করে, তাহা অশুদ্ধ মঠ বা মিশ্র মঠ। বাড়ী ঘরে থাকিবার মত চিন্তা ও সঙ্কল্প অর্থাৎ দেহ সুখাদি প্রবল রাখিয়া মঠে থাকা চলিবে না। যথায় অকিঞ্চন শুদ্ধভক্তগণ বাস করেন, তাহাই শুদ্ধ মঠ বা বৃন্দাবন।

(বিনোদ।) সবাকের নিবেদন বৈষ্ণব-চরণে। কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে॥

অকিঞ্চন অর্থাৎ জগতের যাবতীয় বস্তুর অভিমান —ধর্ম্মাশ্রমের অভিমান, স্ত্রী-পুরুষ অভিমান অনাশ্রিত সকল অভিমান পরিত্যাগ করিলে—কাঙ্গাল হইলে বৈষ্ণব ঠাকুর আমাদিগকে সঙ্গে লইবেন। অকিঞ্চন বৈষ্ণবের মাধুকরীভিক্ষাই বৃত্তি মাধুকরী ভিক্ষার অর্থ কি? নিজের সর্ব্বস্ব শ্রীগুরু- পাদপদ্মে নিবেদিত হইবে এবং অপরের সর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে অর্পণ করাইতে হইবে— ইহাই মাধুকরী 'আমি গুরুপাদপদ্মে অর্পিত আছি, ব্রজে আছি, গৌরধামে আছি'—এই অভিমানই থাকা দরকার। মঠবাসীর বা সদ্গুরুপাদাশ্রিত ব্যক্তি মাত্রেরই নির্গুণ বুদ্ধি থাকিবে—সর্ব্বক্ষণ সম্বন্ধজ্ঞান ঠিক থাকিবে। জড়জগতে একটী স্ত্রীলোক যদি এক সেকেণ্ডের জন্য তাহার স্বামীকে ভুলিতে না পারে, তবে আমরা হরিভজন করিতে আসিয়া নিত্যারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মকে এক মুহূর্ত্তের জন্য কেন ভুলিব? 'আমি সর্ব্বক্ষণ গুরুপাদপদ্মে আছি' এই অভিমান সর্ব্বক্ষণ স্থির রাখিতে হইবে। দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল থাকিলে কোন সেবাই হইবে না, সব কর্ম্ম হইয়া যাইবে। 'আমি কীর্ত্তন করিতে পারি, আমি ভাল বক্তৃতা করিতে পারি, আমি অনেক চাউল ডাউল, টাকাকড়ি ভিক্ষা করিতে পারি, আমি অনেক মঠমন্দির করিতে পারি' ইত্যাদি সবই কর্ম্ম বিচার। তবে কিরূপ ভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তন ও সেবাকার্য্য করিতে হইবে, তাহা জানা দরকার। লোকরঞ্জন ও গুরুদেবের রঞ্জন সম্পূর্ণ পৃথক্। পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তনাদি যাহাতে লোকরঞ্জন, না হয় গুরুকৃষ্ণরঞ্জন হইবে। মাঝামাঝি কিছু থাকা নাই। কীর্ত্তনকারী সর্ব্বক্ষণ প্রার্থনা করিবেন— "আমার যেন নামাপরাধ কীর্ত্তন না হয়, যেন নিজকে বক্তা বা কর্ত্তা না ভাবি।"

স্ব নিজকে চেতন মনে করিলেও সে কখনও বক্তা হয় না। বক্তা বা সেব্য কখনও বস্তু বা সেবক ছাড়া থাকেন না। বস্তু ও বক্তার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। শ্রীগুরুপাদ পদ্মকে সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে রাখিয়া সর্ব্বত্র গমন করিলে কোন বাধা নাই। শুদ্ধ হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ বৃন্দাবনদর্শন হয়, জড়জগৎ দর্শন হয় না। [illegible] একই বস্তু। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপা হইলে আমাদের বৃন্দাবনদর্শন হইবে।

'আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥'

অনাসক্তিরহিত হওয়া সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত জগদ্বাসীর নিকট গমন করিলে বিষয়ী বা যোষিদ্দর্শন হইবে না। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

'অনাসক্তিরহিত, সম্বন্ধ সহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

মাধবের সেবাসম্বন্ধে গুরুবুদ্ধিতে জগদ্দর্শন কর। তবে বিষয়াসক্তি তোমাকে গ্রাস করিতে পারিবে না। প্রাকৃত বিচার রাখিয়া অপ্রাকৃত নামব্রহ্ম শ্রবণ এবং প্রসাদ-সম্মান করা হয় না। বৈকুণ্ঠের বস্তু সচল, ব্রহ্মাণ্ডের বস্তু অচল। যেমন জড়বস্তু দ্বারা চেতন আত্মার বৃত্তি শুদ্ধভক্তি যাজন হয় না। প্রাকৃত বিচার লইয়া যে দাতা, গ্রহীতা ও দান ব্যাপার—এ সকলই কর্ম্ম কাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। নির্গুণ শ্রীহরির কথা কীর্ত্তন করিয়া জীবের আত্মায় অপ্রাকৃত বস্তুর শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে হইবে। শ্রদ্ধালু ব্যক্তির হৃদয়ে নামরূপে বা চৈত্যগুরুরূপে অবস্থিত শ্রীগৌরসুন্দর সেই শ্রদ্ধালু জীবের হৃদয়ে প্রেরণা দান করিয়া হরিসেবার জন্য যে ভিক্ষা প্রদান করাইবেন তাহাই শ্রদ্ধালু জীবের পক্ষে মাধুকরী ভিক্ষা দান। আর গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণকারী সেবোন্মুখ জীব শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে বক্তা ও নিজকে বস্তু জানিয়া 'আমি গুরুবৈষ্ণবসেবা করিতে পারিলাম না', এই আর্ত্তির সহিত পঞ্চতত্ত্বের শ্রীনাম-কীর্ত্তনপূর্ব্বক যে নির্গুণ ভিক্ষা শ্রীগুরুপাদ-পদ্মে পৌঁছাইবেন, তাহাই মাধুকরী ভিক্ষা। মাধুকরী-ভিক্ষাই নির্গুণ বৃত্তি। মাধুকরী-লব্ধ নির্গুণ বস্তু মাথায় বহন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। প্রাকৃত সত্ত্বহীন—অহঙ্কারহীন নিষ্কিঞ্চন-সেবকের মাধুকরী স্বল্প হউক, আর অধিক হউক তাহাতেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্তোষ হইবে।

'আমি গুরুবৈষ্ণবসেবা পাইলাম, আমার কিছুমাত্র শক্তি নাই, আমি বস্তু মাত্র'— এইরূপ বিচার না থাকিলে, আমি ব্রহ্মচারী, আমি সন্ন্যাসী, আমি ভিক্ষুক, এইরূপ প্রাকৃত অভিমান থাকিলে, মহাপ্রভুর ইচ্ছাতেই যে মাধুকরী দেওয়া নেওয়া হয়— এই জ্ঞান না থাকিলে ভিক্ষা বেশী পরিমাণে পাইলে অহঙ্কার হইবে, আর অল্প পরিমাণে পাইলে অসন্তোষ ও গ্লানি উপস্থিত হইবে। মাধুকরী ভিক্ষা নির্গুণ বস্তু, তাহাতে দুঃখ সুখ বিচার নাই। কেহ জড়-অহঙ্কার লইয়া লক্ষ লক্ষ মুদ্রা কি প্রচুর দ্রব্য ভিক্ষা করিলেও তাহা মাধুকরী- ভিক্ষা বলিয়া গণ্য হইবে না। আবার কেহ যদি নিষ্কিঞ্চন হইয়া অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবকে বক্তা জানিয়া অল্পমাত্র তণ্ডুলও ভিক্ষা করেন, তাহাও নির্গুণ মাধুকরী বলিয়া গৃহীত হইবে। মঠে থাকিয়া যেখানে জড় অভিমানের সহিত সেবা ও ভিক্ষা করিলে উহা কর্ম্মকাণ্ড ছাড়া কিছু নয় না। পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব আমাদিগের সকলকেই শ্রীহরিনাম ও শ্রীহরিসেবায় অধিকার দিয়াছেন, আমরা সেই অপ্রাকৃত বস্তুদের অধিকারী হব না কেন? শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে সাধনভক্তি পঞ্চপ্রকার ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। সাধুসঙ্গ, নামসংকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনের কি অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করিয়াছেন—ইহা

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

কে না স্বীকার করিবেন? শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান ও হরিনামগ্রহণ-কালে কে না প্রার্থনা করিয়াছে—'হে গুরুদেব! আমার সংসারবন্ধন মোচন করুন, আমাকে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করুন।' কে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—'আমি শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণকৃপাপাত্র হইব?' যদি আমরা গুরুদেবের নিকট মিথ্যাবাদী না হই, তবে কেন আমরা গুরুদেব-প্রদত্ত শ্রীহরিনাম ও সেবা পরিত্যাগ করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য ইতঃকার্য্যে প্রধাবিত হই? শ্রীগুরুদেব আমাদিগের ভজনসিদ্ধির জন্য শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনে নিযুক্ত করেন নাই কি? একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনেই ত' সর্ব্বানর্থনিবর্তন, শুদ্ধভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমলাভ হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু জগদ্গুরু বা শিক্ষাগুরুরূপে লীলা করিয়া মঠরূপ পাঠশালা স্থাপন করিয়া তাহাতে শিক্ষাগ্রহণের পূর্ণসুযোগ প্রদান করিয়াছেন। এখন যদি আমরা সঙ্গতি পাঠ, অভ্যাস ও গ্রহণ না করি, তজ্জন্য মহাপ্রভু দায়ী হইবেন না। মহাপ্রভু নিজমুখে কৃষ্ণসঙ্কীর্তন মাহাত্ম্য এরূপ বলিয়াছেন—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনম্॥
(শিক্ষাষ্টক ১ম শ্লোক)

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজকে সঙ্কীর্তনরূপীর অপ্রাকৃত ঝাড়ুদার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আমাদিগকে সেই ঝাঁটার শলাকা হইতে হইবে। ঝাঁটার ক্ষুদ্র শলাকা দ্বারা গৃহকোণে সঞ্চিত আবর্জনা যেরূপ ঝাঁটাইয়া বাহির করিতে হয় তদ্রূপ অন্তরের দুঃসঙ্গ বুদ্ধির দ্বারা অন্যাভিলাষ—লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাদি রূপ আবর্জনারাশি দূর করিতে হবে। ঝাঁটার কার্য্য—দুইদিক পরিষ্কার করিতে করিতে সম্মুখের দিকে পথ পরিষ্কার করিয়া অগ্রসর হওয়া। আমাদিগকে কর্ম্ম ও জ্ঞানের আবর্জনা দূর করিতে করিতে ভক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া ভজনের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঝাড়ুদারের শলাকা হইতে পারা যায় না। তাই প্রার্থনা—

'আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥'

শুদ্ধমনে সুদর্শন লাভ হয়। সুদর্শন-চক্রের সাহায্যে সকল সুদর্শন দূর হয়।

ভক্ত ও অভক্ত

(প্রাপ্ত)

শ্রীভগবানকে জানিবার জন্য যাঁহারা চেষ্টাবিশিষ্ট, বেদশাস্ত্র তাঁহাদিগকে দুই-ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—আরোহ-পন্থী ও অবরোহপন্থী। আরোহপন্থীর বিচার এই যে, সে তাহার প্রাকৃত বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, জ্ঞান বা অনুভূতির দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তু ভগবানকে দেখিবে, জানিবে বা মাপিয়া লইবে। তাহার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজ বস্তুকে করায়ত্ত করিবে। কিন্তু "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতগোচর। বেদ-পুরাণেতে ইহা কহে নিরন্তর।" আরোহপন্থী তাহার তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস, সদাচার, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ অভিমান ও কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতির দ্বারাও ভগবানকে বশীভূত করিতে পারে বলিয়া মনে করে। কিন্তু অমলপ্রমাণশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

অদ্যাপি বাচস্পতয়স্তপোবিদ্যা-সমাধিভিঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্॥

বাচস্পতিগণ তপস্যা, বিদ্যা ও সমাধি দ্বারা সতত অনুসন্ধান করিয়াও সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে অদ্যাপি জানিতে পারে নাই।

স্বতঃপ্রকাশিত সূর্য্যের রশ্মিসাহায্যে আমরা যেরূপ সূর্য্য দেখিতে পারি, কিন্তু নিজ ইচ্ছা বা শক্তি দ্বারা আমরা সূর্য্যকে উদয় করাইতে পারি না বা রাত্রের কোলে সূর্য্য দেখিতে পারি না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণশক্তি শ্রীগুরুদেবপ্রদত্ত দিব্যচক্ষুদ্বারাই ভগবদ্দর্শন হয়, শ্রীগুরুপ্রদত্ত অপ্রাকৃত অনুভূতি দ্বারাই জীব ভগবানকে জানিতে পারে এবং চিচ্ছক্তিরই চিন্ময় শ্রীগুরু-পাদপদ্মে 'অবতারবিচারঃ' বিচার উদিত হয়। 'অবরা মীমতে' অর্থাৎ বেদে বেদ্য বস্তু থাকিয়া কখনও কেহ ভগবানকে জানিতে পারে না। আরোহপন্থী বা আধ্যক্ষিকের যেসে বৈকুণ্ঠ গুরু (?) (যাহাকে মাপা যায় তাহা মায়া বা লঘু) মায়া অর্থাৎ একমাত্রই করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ নিজমুখেই বলিয়াছেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্' অর্থাৎ যে আমাকে যেভাবে ভজন করে, আমি তাহাকে সেইরূপ ফলই প্রদান করিয়া থাকি। ভক্তগণ খুব তাজা, যাঁরা হইতে তাজা আর কিছু হইতে পারে না। তিনি কখনও লঘুর সংস্পর্শে লঘু বা আধ্যক্ষিকের মাপাধর্ম্মের আসামী হন না। আরোহপন্থা, আবাহনার গুরুপ্রদান থাকায় বাস্তব সাধকের নিকট বাস্তব বস্তু শ্রীগুরু-কৃষ্ণ নিষ্কপট সেবোন্মুখ—আশ্রয়ীর বশে থাকেন। নিষ্কপট শরণাগত ভক্তকে শুদ্ধভক্ত সর্ব্বক্ষণ সকল কার্য্যে তাঁহার কৃপা উপলব্ধি করাইয়া থাকেন এবং সর্ব্বদা অভয় প্রদান করিয়া থাকেন। আরোহপন্থা শ্রীগুরুকৃপা হইতেও নিজের বাহুবলের উপর বেশী ভরসা করে, তাই শরণাগত বা অনুগত হইতে পারে না। তজ্জন্যই নিজেকে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়াও আশ্রয়স্বরূপ শ্রীগুরুবৈষ্ণবে অনাদর বা অবহেলা করার জন্য অধঃপতিত হয়। শাস্ত্র বলেন,—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

হে পদ্মলোচন! আপনার ভক্ত ব্যতীত অন্যে যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা সর্ব্বসাধ্য কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়াও আশ্রয়স্বরূপ আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

অবরোহপন্থার বিচার এই যে, তিনি জগতের পরিচয়ে নিজেকে পরিচিত করেন না অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা আমি সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা গৃহস্থ, আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ—এইরূপ অভিমান করেন না। তিনি শ্রীভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তের কৃপা বা অবতরণকে অবমাননা করিয়া স্বর্য্যোদয়কে বন্দনা করিয়া মোমবাতি-সাহায্যে সূর্য্যদর্শন করার পরিবর্তে বাতিতে লণ্ঠন জ্বালাইয়া সূর্য্য দেখিবার জন্য চেষ্টা করেন না। তিনি তাঁহাদের ন্যায় 'বিদ্যয় যদি ভবেৎ দীনবন্ধো দয়ায়া' শ্লোকেরই অনুসরণ করেন। তিনি অকিঞ্চন হইয়া অকিঞ্চনগণের কৃপারই কাঙ্গাল হন। আত্মশ্লাঘা বা দম্ভের পূজা করেন না। তিনি শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা এই জগতে অবিচ্ছিন্ন চৈতন্য-ধারার ন্যায় সতত বর্ষিত হইতেছে জানিয়া একদিকে যেরূপ আশাবন্ধ পোষণ করেন, অন্যদিকে তদ্রূপ নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি;

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::॰::

দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিয়া সৎসঙ্গে শ্রবণ কীর্তন করাই কর্ত্তব্য। সাধু-সঙ্গাশ্রিত হইলে আর বিষয়সঙ্গ থাকিবে না। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য কামনাই দুঃসঙ্গ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ কামনাই দুঃসঙ্গ। যথেচ্ছাচারই কাম। স্বসুখবাসনা বা নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টাই দুঃসঙ্গত্যাগ। অন্যাভিলাষ বা বেদ-মার্গ-বিচার প্রভৃতি ছাড়িতে হইবে। সুখ অনুসন্ধানই সঙ্গ। কৃষ্ণসুখানুসন্ধানই

করিয়া তৃণ হইতেও সুনীচতা, দীনতা ও আর্ত্তি জ্ঞাপন করেন। তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠাবান না করিয়া নিজে সুখাবিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও গুরুদেবের প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন। তিনি শ্রীভাগবত গুণাবলী বা বক্তার দ্বারা বাধিত না হওয়া শ্রৌতবাণীর আলোকে শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ, জীবের স্বরূপ, জগতের স্বরূপ প্রভৃতি সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনজ্ঞানে বিজ্ঞান লাভ করেন। তিনি শ্রীভাগবতোক্ত মার্গ, অবরোহমার্গ বা শ্রৌতপন্থা অবলম্বন করেন, অন্যের মনোধর্ম্মী বা আরোহপন্থীর সঙ্গ সংস্পর্শে কর্ণপাত করেন না বা পথভ্রষ্ট হন না। তাই ভক্তের আচরণ ও বিচারবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

হে মাধব! আপনার ভক্তগণ আপনাতে বদ্ধসৌহৃদ (সুদৃঢ় প্রীতিযুক্ত), তাঁহারা কখনই মার্গভ্রষ্ট হন না অর্থাৎ মুক্তাভিমানীদিগের ন্যায় অধঃপতিত হন না। তাঁহারা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারীদিগের মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন।

আমরা শ্রীভক্তিবিনোদধারার অনুসরণ করিয়া শ্রৌতপন্থা বা শিক্ষাগুরুর আমাদের রক্ষক, পালক বা শিক্ষক রূপে বরণ করিলে আমরা সেই পথের অনুগত ভক্ত ও অভক্ত, বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব চিনিতে পারিব।

আমি ত' অকিঞ্চন অতি দৈন্য তিনি যেরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি॥

———

কৃষ্ণকার্ষ্ণ্য। সাধুসঙ্গ ব্যতীত [illegible] হইবে—তাঁহাদের অনুবিধান করিতে হইবে। তাহা হইলেই ভগবানের কৃপা হইবে। সঙ্গের সঙ্গ না করিলে—সঙ্গের অনুবিধানের জন্য যায় না। [illegible] বা ভজনানন্দ হয় না। [illegible] শুদ্ধভক্তসঙ্গ [illegible]।

—

আমি সাধন না [illegible] ঠিক থাকিতে পারি না। [illegible] কৃষ্ণকে পাইতেই হবে। [illegible] যেখানে [illegible] বৈষ্ণব থাকিবেই। [illegible] অনুগত [illegible] কৃষ্ণানুশীলন [illegible] নিজেকে [illegible] না [illegible] কৃষ্ণানুশীলন কি করিয়া হইবে? যাঁহার নিষ্ঠা আছে, অতীতের বিপদ কোথা হ'তে [illegible] হয় না। তিনি ধীর অর্থাৎ কৃপাধীন প্রার্থী। [illegible] ইহা নষ্ট হইবার নহে। তাহা হয় ভোগোৎযাগী, না হয় সেবোন্মুখী হইবেই। নিষ্কপট মনের [illegible], তাহা অস্বীকার্য নহে।

সাধুসঙ্গ বিশেষ দরকার। সৎসঙ্গ-প্রভাবে অসৎসঙ্গ ত্যাগ। সৎসঙ্গ না করিলে স্বাভাবিক ভাবে অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা যায় না। অদ্বৈতবাদ-ভগবান্ এক জিনিস নহে। ইঁহারা ঠাকুর—দেবতা, মানুষ নহেন। ঠাকুরকে ঠাকুর জ্ঞান না হইলে কি ঠাকুরের সঙ্গ বা সেবা হয়? বৈষ্ণব ঠাকুর কৃষ্ণকে দিতে পারেন। তাঁহার কৃপাছাড়া আমাদের গতি নাই। তাঁহার [illegible], তাঁহার পদধূলি ও তাঁহার উচ্ছিষ্টে আমাদের সংশোধন-বুদ্ধি না হইলে অন্তরের মঙ্গল কি করিয়া হইবে? বৈষ্ণব ঠাকুর আমার জন্মজন্মান্তরের—জন্ম-জন্ম বন্ধু। আমি নিজেকে তাঁহার দাস বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলে তিনি কৃপা করিয়া আমাকে শ্রীগুরুসেবা-অবসর দিবেন। [illegible] বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া, তবে তাঁহাকে হৃদয়ের বন্ধু জানিয়া তাঁহার শ্রীচরণে পতিত হইবার সৌভাগ্য হইবে।

—

হরিনামই বিধাতা। তাঁহার ব্যবস্থায় [illegible] সৎসঙ্গকে মানসে স্বীকার করিতে হইবে—ইহাই ভক্তি। ভগবদ্ভাব বা স্বস্বরূপ-পরিচয়ই [illegible]। নিজেকে গুরুবৈষ্ণবের পদধূলি জানিয়া তাঁহাদের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতার শরণাগত। মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানে এই আমার মঙ্গলের জন্য তাঁহার বিধানে অসন্তোষ বা চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে অমঙ্গল হয়। শরণাগত ব্যক্তি ভগবানের বিধানে সন্তুষ্ট হইয়া অনুকূল গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন বিচার নাই। সকল বিষয়ের মীমাংসা—ভগবানের উপর নির্ভর করা। শরণাগত হইলে অপূর্ণ পূর্ণকে অনায়াসে পাইতে পারেন। কায়মনোবাক্যে, মনোবাক্যে ও বাক্যমনোকায়ে শরণাগত হইবে; নতুবা কৃষ্ণভজন হইবে না। সৎসঙ্গের দ্বারাই এই কায়মনোবাক্য-সেবা লব্ধ হয়। তবে সঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা চাই। নতুবা কিছুই হইবে না। যাঁহার সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা বা নির্ভরতা আছে, তিনিই মঙ্গললাভ করিবেন। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—

কর্ম, জ্ঞান, তপঃ যোগ,
সকলই ত' কর্মভোগ
কর্ম ছাড়াইতে কেহ নারে।
সকল ছাড়িয়া ভাই, শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই
যাঁ'র কৃপা ভক্তি দিতে পারে॥

দেবতাগণ—প্রভু আর ঋষিগণ—মৌন বা নিবৃত্ত। কিন্তু ভগবৎপ্রসঙ্গবিমুখ হইলে উভয়েই নরোধর্মের দাস। সৎসঙ্গই সদাচার। সঙ্গের যেরূপ অবস্থান্তর বৈষ্ণব আচার, অসৎসঙ্গীগণও সেইরূপ বাহ্যতঃ বৈষ্ণব-আচার। ধর্ম, অর্থ ও কাম নামক ত্রিবর্গ [illegible] অবৈষ্ণব-আচারে আবদ্ধ। সৎসঙ্গই পরমধন। অসৎসঙ্গই অনর্থ বা বন্ধন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা অসৎকে বন্ধু করিয়া ধন-ত্যাগ করিতেছি—অসৎসঙ্গে মুগ্ধ হইয়া সৎসঙ্গে উদাসীন হইয়া পড়িতেছি। এমনি দুর্দৈব।

—

আদর্শজীবন না হইলে গুরুসেবা করা যায় না। নিষ্কিঞ্চন না হ'লে হরিকীর্তন হয় না। নিজস্বত্বাভিমান যাঁহার আছে, তিনি হরিগুণকীর্তন কি করিয়া করিবেন? সত্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি সত্যকথা বলিতে পারেন। হরিকথায় যাঁহার নিজেরই বিশ্বাস নাই, তিনি হরিকথা বা সত্যকথা কি করিয়া বলিবেন? [illegible] কথা বলিলে ও সত্যকথা শুনিলে [illegible] পাওয়া যায় না। নিজের সুখ-সুবিধার দিকে যেখানে লক্ষ্য, সেখানে [illegible] ভগবানের দিকে মন দেওয়া যায় না। আচারটাই প্রচার, আচারহীন প্রচার বা চীৎকারের কোন মূল্য নাই। আগে করা, তা' পরে বলা। যদি গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের প্রতি আমারই বিশ্বাস না থাকে তবে আমার কথা শুনিয়া লোকের কি মঙ্গল হইবে?

সৎসঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণভক্তি হয়। সৎসঙ্গে কৃষ্ণ ভোক্তা—এই জ্ঞান হয়। আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ যেখানে, সেইখানেই কর্মফল। ভোগ আমাদিগকে সংসারের পথে লইয়া যায়। অনর্থ থাকিলে ভোগের কথাই ভাল লাগে। যাঁহার ভক্তি আছে তাঁহার কোন অভাব নাই। তিনি স্বতঃই প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধিমানের কর্তব্য সব জিনিষ ভগবান্ ও ভক্তের সেবায় লাগান। 'আমি ভোগ করিব' যে মুহূর্তে এই বুদ্ধি হয়, তখনই আমি অসৎ হইয়া পড়ি। গুরুর নিকট সব সময়ে থাকিতে হইবে। গুরুর সঙ্গবিচ্যুত হইলেই সর্বনাশ। নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের পাদপদ্মের ধূলিকে সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান না দেওয়া পর্যন্ত আমাদের অসুবিধা কিছুতেই যাইবে না। শ্রীগুরুদেবই ভব-সমুদ্রের একমাত্র কর্ণধার, তাঁহাকে যদি আশ্রয় না করি, তাহা হইলে আমরা ভবসাগরে ডুবিয়া যাইব। গুরু নিরন্তর কৃষ্ণের সঙ্গ করেন। গুরুদেবের দ্বারাই কৃষ্ণসঙ্গ লাভ হয়। ভক্তের ভক্তই কৃষ্ণভক্ত, ভক্তের সঙ্গীই কৃষ্ণসঙ্গী। যিনি ভক্তের তিনিই ভক্ত। ভগবান্ সর্বত্র আছেন, ভগবৎসঙ্গী ভক্তেরাও সর্বত্র আছেন। তাঁহার চোখে ধূলি দেওয়ার সাধ্য কাহারও নাই। শ্রীগুরুদেবও ভগবানের ন্যায় সর্বজ্ঞ—অন্তর্যামী, এ বিশ্বাস যাঁহার আছে তিনিই আস্তিক। শরণাগত হইতে হইবে; নতুবা মঙ্গলের উপায় নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত অকপট শ্রবণ-কীর্তনের দ্বারাই আমাদের আদর্শ প্রকাশিত হইবে। আস্তিকতার পরিবর্তে আমাদের হৃদয়ে যেন প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা বা সংশয় না থাকে। সংশয় থাকিলে সর্বনাশ হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহাই বন্ধনের কারণ। ইহাই নাস্তিকতা। এই পুরুষাভিমানরূপ নাস্তিকতা ছাড়িয়া দাস্যাভিলাষী হইতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিত্যানন্দবুদ্ধি না হইলে বৈকুণ্ঠাভিমান হয় না। অহঙ্কারীকে ভগবান্ দেখা দেন না। তিনি অর্চ্চামূর্ত্তিতে প্রকাশিত থাকিয়াও যাহার সেবোন্মুখতা হয় নাই, তাহার নিকট নিজ স্বরূপ গোপন করিয়া রাখেন। ভগবানের নিকট নিজ-সুখের জন্য কিছু প্রার্থনা করা অভক্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। স্বরূপ উপলব্ধির জন্য বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা জানাইলে—নিজেকে বৈষ্ণবের কৃপাপাত্র হইলে বৈষ্ণবের কৃপায় নিজ স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যাইবে। বাস্তবিক হইলে—কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইলে বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় আর প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয় না।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—::•::—

শ্রীধামে যাত্রী-সমাগম

প্রায় এক সপ্তাহ হইতে সহস্র সহস্র যাত্রী শ্রীধামে আগমন করিতেছেন। শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ সর্বক্ষণ তাঁহাদের নিকট নবদ্বীপের বিবরণ, শ্রীধামের মাহাত্ম্য, শ্রীগৌরসুন্দরের অপার করুণা ও মানবজীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে হরিকথাকীর্তন করিতেছেন। ভক্তগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া যাত্রিগণ পরমানন্দিত ও পরম-উপকৃত হইতেছেন।

শ্রীধামে সংকীর্তন-মহোৎসব

শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের কৃপাশীর্বাদ স্মরণ করিয়া সংকীর্তনমুখে যথাবিধি ঊর্জ্জব্রত পালন করিয়াছেন।

গত ২৯শে কার্ত্তিক শুক্রবার পৌর্ণমাসী-[illegible] ঊর্জ্জব্রত সমাপ্ত হইয়াছে। ঐ দিবস আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রায় সমস্ত দিন পাঠ ও কীর্তন, ইষ্টগোষ্ঠীমুখে বিভিন্নস্থানে হরিকথা আলোচিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে সমাগত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীশ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

শ্রীশ্রীব্রজপত্তনপাদপদ্মের গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ও ত্রিদণ্ডিস্বামী পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় শ্রীব্রজমণ্ডলের শুদ্ধভক্তিপ্রতিষ্ঠান-সমূহে শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদসরস্বতীর চিত্তবৃত্তির অনুসরণে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীশ্রীঅন্নকূট মহোৎসব সংকীর্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শুদ্ধভক্তিপ্রচারিণী শ্রীমথুরাপুরীতে যমুনাতটে শ্রীচৈতন্যভক্তিপ্রচার-মঠ হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীগোপালাবিষ্কার ও শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা প্রসঙ্গ শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণমুখে শ্রীঅন্নকূটমহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে।

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
[illegible], ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী বি-এল্

(৩) শ্রীযোগপীঠ [illegible] শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) [illegible]
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) [illegible]
শ্রী[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-[illegible]-মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রীনৃসিংহদেবের [illegible])
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] বাবাজী

(১৭) [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]

(১৮) [illegible]-আশ্রম
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) [illegible]-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যালঙ্কার

(২৪) [illegible]
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], চট্ট, জি
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible]
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ[illegible]
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য[illegible]
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৯) [illegible]-[illegible]
পোঃ [illegible] মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) [illegible] মঠ—শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪২) শ্রী[illegible]
[illegible], মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) [illegible] মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], [illegible], (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) পুরুষোত্তম মঠ
[illegible] পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible] কুটী
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৬০) [illegible] প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৬১) চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (মান্দ্রাজ)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
[illegible], কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible] কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, [illegible],
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible]

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]।
[illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ ও ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—বিহার-উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীকৃষ্ণলাল মিত্র সাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় গৌরবশিখামণি ও [illegible] ও বিশ্বব্যাপী পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীসংলাপকে বহুলোক তথা দেশের অনেকস্থলের সজ্জন পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী মহাত্মগণ যে সকল পত্রিকায় করিয়াছিলেন, তাহার ভক্তসিদ্ধান্তসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীরূপ সনাতন-সিদ্ধান্তের ও তদনুগ সদাচার পালনে অপ্রতিহত গৌড়ীয়গণ অন্তরঙ্গ আচার্য্যবর্গের সিদ্ধান্তপুষ্টির অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মকল্যাণার্থীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গ্রন্থের অতিবড় বিরাট সম্পূর্ণ গ্রন্থসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, প্রতি তরঙ্গের বিবরণ, অধ্যায়সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সটীকা শরণাগতি

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'ভক্তি'-টীকা, বিবৃতির আলেখ্য, ভূমিকা ও সূচীসহ অঙ্গপূর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;
সুধাংশুরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

ভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত - ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ২৲
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ৯৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (বাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৵০ ২য় খণ্ড ১৲ ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড —৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড— ৵০; ২য় খণ্ড —১ ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ
১৮। ব্রাহ্মণ-আনুগত্য ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৵০
২২ ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) বাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গ-ভাষা ৷০
২৭। [illegible] (সারস্বত) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সারস্বত) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দশ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-প্রমাণ ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ৷০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। [illegible] ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (নূতন সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকল্প ৵
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সারস্বত) ৷
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৵০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৫৫। অমৃতবাণী বা নামামৃতলহরী ৷
৫৬ ভাগবত ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। [illegible] ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। [illegible] ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২ সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিলাসঃ ৷০
৬৩। নবীন-শিক্ষাদশকম্ ৷০
৬৪। স্তবকম্ ৷০
৬৫। সারস্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়বৈষ্ণবদিগ্দর্শনম্ ৵০
৬৭। সারসংগ্রহম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। ব্রাহ্মণত্ব ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। [illegible] অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। [illegible] ৷০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুয়িং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ৩৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ([illegible]) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসামীয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-॥॰॥-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় বারের জন্য	পরবর্তী বারের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় বারের	পরবর্তী বারের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৩ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালীই ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত ও পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। গ্রন্থটী পাইকা টাইপে অ্যান্টিক কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১১০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(॥०॥)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ যোগ্য ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খাবার ও বেতনাদির প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত ; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সুবিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র সুবিস্তৃতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ শ্রীল স্বামী নিষ্কিঞ্চন ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ প্রবন্ধানুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচীপত্র তৎপরে বৃহদক্ষরে গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় অনুবাদ প্রদত্ত তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামীকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপূর্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল সর্বাঙ্গ প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্যবর্যের অন্তেবাসী ভক্তিবিজ্ঞানাশ্রমস্থিত ও লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি. এ., কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১৭৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার প্রচারিণী
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতাচার্য সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম এ মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ গবেষণা এবং পরিণত লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও সম্প্রদায়ের জীবনচরিত্র-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩০০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫. পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, চাঁদপাহাড়ি মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেনের সময়-তালিকা

(স্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	২-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১১ ৩	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-৩৬
দমদম "	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩ ৫০		১৮-৬	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-০৮	৮-১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫১	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-৫৮
রাণাঘাট ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১১-৩৩	১৫ ৫	১৮-৩২	১৯-৫০	০-৩৮
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৮	১২-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০ ৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭ ৪৮	১০ ৪৯	১৮-১৭	২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৫-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-১৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (ন্যারো গেজে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

স্ট-বাস

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৮-২২	১৬-৮	১৮ ৩৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৫৭	১৫-১০	১৬-৫৬	১৯-২০	২০-৪৬	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৩	২০ ৩	২১-১৯	৪-১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	১৫-৫৫	১৭-১২	২০-১১	২১-২৪	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-১৬	১৯-৯	২১ ২৬	২৩ ৬	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩ ২৫	৬-১৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেওয়ালাল পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্বল, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ব্যবহার ইহার কাছে দুঃসাধ্য নাই ও অত্যন্ত বাধক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদের এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—৬১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ মোল্লাহাটী, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম মায়াপুর

RGED NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, ১৯শে নভেম্বর, ১৯৪০ মঙ্গলবার ২১১তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

গ্রীসের সাফল্যে তুরস্কের উল্লাস

গ্রীক্ সৈন্যদের নিকট ইতালী পরাজিত হইয়েছে জানিয়া তুর্কীর সকলেই বিশেষ খুসী হইয়াছে। তুর্কী সৈন্যবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করা হইতেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর যে সকল লোক নানা কারণে এ পর্য্যন্ত আবশ্যক সামরিক-শিক্ষা পায় নাই, তাহাদিগকে সৈন্যদলে ভর্তি করা হইতেছে। আরও অন্যান্য যে সকল উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে, তাহাতে আগামী বসন্তকালের পূর্ব্বেই তুর্কী আরও দুর্জ্জেয় শক্তিতে পরিণত হইবে।

প্রেসিডেন্ট ইনস্ন্ তুরস্কের নিজ ইংরেজের প্রতিরোধ-ক্ষমতার প্রশংসা করিয়া যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে জার্ম্মাণ গভর্ণমেন্ট বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তাহাদের আশঙ্কা এই যে, এই বক্তৃতার ফলে তিনি গভর্ণমেন্টের প্রতি জার্ম্মাণী জনসাধারণের বিরোধিতা বৃদ্ধি পাইবে।

জানা গিয়াছে যে, ইস্তাম্বুলে সামরিক গোপন তথ্য প্রকাশ করিয়া দেওয়ার চল্লিশ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কোন জার্ম্মাণকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই, তবে তুরস্কের জার্ম্মাণ অধিবাসীরা অবিলম্বে তুরস্ক ত্যাগ করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট-নির্ব্বাচনের পরে সে সম্পর্কে সংবাদপত্রে যে সকল মন্তব্য ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, অতঃপর বৃটেন যে যুদ্ধে সাহায্য লাভ করিবে সে বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। রুজভেল্টের পররাষ্ট্র-নীতির প্রধান বিষয় ছিল বৃটেনকে যুদ্ধে সাহায্য করা। সে সম্পর্কে আমেরিকার কাহারও যে বিশেষ বিরোধিতা আছে, এমন মনে হয় না। সুতরাং তাহা এখন আরও অকুণ্ঠরূপে অনুসরণ করা হইবে বলিয়াই মনে হয়।

যুদ্ধ সম্পর্কে মার্কিণ পত্রিকার মতামত

আমেরিকাকে ১৫,০০০ বিমানপোতের জন্য সম্প্রতি বৃটেন যে ফরমাস দিয়াছে সেই সম্পর্কে "সাল্টলেক সিটি ট্রিবিউন" নামক সংবাদপত্রটি বলেন, "এখন হইতে হিটলারবাদের উচ্ছেদসাধনে মার্কিণ প্রস্তুতির বিলম্ব সম্ভব হইবে না।"

"প্রেস হেরাল্ড" নামক সংবাদপত্রটি লিখিয়াছেন, "ইংলিশ চ্যানেল শুধুমাত্র ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলির পক্ষেই যুদ্ধ সীমান্ত নহে। পশ্চিম গোলার্দ্ধের স্বাধীনতাপ্রিয় অধিবাসীদেরও উহা আত্মরক্ষার প্রথম ঘাঁটি।"

"নিউইয়র্ক টাইমস্" লিখিয়াছেন হিটলার তাহার সাঙ্গোপাঙ্গদের সহিত যেমন অবিচ্ছিন্ন আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, ইউরোপে "নয়া ব্যবস্থা" প্রবর্ত্তন করা তত সহজ ব্যাপার হইতেছে না। শুধু গ্রীসই ত' হিটলারের সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ করিয়া দিবে।"

"নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন" বলেন, গ্রীস কর্ত্তৃক ইতালীর আক্রমণে বাধাদানের ফলে হয়ত এমন ঘটনার উদ্ভব হইবে, যাহা ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সাহসী ফ্যাসিষ্ট অন-ভোরণে গ্রীসই হয়ত প্রথম আঘাত করিবে।"

———

গঙ্গার ঘাটে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত ২৭শে কার্ত্তিক সকালে বাগবাজার নিমতলাঘাটের সন্নিকটে বিচালী-বোঝাই নৌকাসমূহে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বসমেত ২১খানি নৌকায় আগুন লাগিয়াছিল। তন্মধ্যে ৭খানি নৌকা অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায়। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র ১৪ খানি দমকল ঘটনাস্থলে আগমন করে এবং প্রায় দুই ঘণ্টাকাল সংগ্রামের পর অগ্নিকে আয়ত্বে আনিতে সক্ষম হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, অতি প্রত্যুষে প্রথমতঃ বাগবাজার রাজার ঘাটস্থিত একখানি নৌকায় আগুন লাগে এবং দেখিতে দেখিতে ঐ আগুন পার্শ্বস্থিত অন্যান্য নৌকাগুলিতেও ছড়াইয়া পড়ে। প্রথম নৌকাখানি দুই ভাগ হইয়া ডুবিয়া যায়। ঐ নৌকার জ্বলন্ত বিচালী ভাসিয়া আসায় অন্যান্য নৌকাগুলিতেও আগুন জ্বলিয়া উঠে। বড় বড় নৌকাগুলির পক্ষে তাড়াতাড়ি নোঙর তুলিয়া সরিয়া যাইবার সুবিধা না হওয়াতেই এরূপ ভীষণ কাণ্ড ঘটে। অল্প সময়ের মধ্যেই বাগবাজার ঘাট হইতে কুমারটুলী ঘাট পর্য্যন্ত সমস্ত বিচালীর নৌকায় অগ্নি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কয়েকখানি নৌকা অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় পুল পর্য্যন্ত ভাসিয়া যায় এবং গঙ্গা-গর্ভে নিমজ্জিত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে বাগবাজার [illegible] অধিবাসীদের মধ্যে বিশেষ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে নরনারী আসিয়া গঙ্গার ঘাটে ভিড় করিতে থাকে। এই দৃশ্য দেখিবার জন্য গঙ্গার ঘাটে অসংখ্য নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। বহু স্নানার্থীকে এইদিন নিরাশ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। বাগবাজার অন্নপূর্ণা ঘাট হইতে কাশী মিত্র ঘাট পর্য্যন্ত স্থানে স্নান করিবার কোনই উপায় ছিল না।

রোমে রুমানিয়ার প্রধান মন্ত্রী

রুমানিয়ার প্রধান মন্ত্রী জেনারেল এন্টনেস্কু রোমে আগমন করিয়াছেন। মুসোলিনী, কাউণ্ট সিয়ানো ও কয়েকজন ফ্যাসিষ্ট কর্ম্মচারী বহু সংখ্যক অনুচরসহ আগত জেনারেল এন্টনেস্কুকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সম্মানার্থ সামরিক কুচকাওয়াজ করা হয় এবং সামরিক বাদ্যভাণ্ডকদল উভয় [illegible] জাতীয় সঙ্গীতের সুরে বাদ্যসম্ভার

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রী[illegible]মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রী[illegible] বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। ঢাকা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবিগ্রহগণ অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ পরমারাধ্য প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখ [illegible] পণ্ডিত ও মনস্বী আগন্তুকগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের সর্ব্বশাস্ত্রপুষ্ট অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলার্থীর অবশ্যপাঠ্য।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গ্রন্থের সংস্করণ বিরাট সংগ্রহে সম্পাদিত, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, প্রতিপাদ্য নির্দ্দেশ, অধ্যায়বিবরণ, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি সহ গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি ও 'কণিকা' টীকা, [illegible] আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সৌষ্ঠবের সহিত নব সংস্করণে গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশালী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত [illegible] রায় এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণাপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, —সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৪৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা) ৬
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অধীনা) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড —৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার ১।০
দীপিকা ১৲
৯। বৈষ্ণবধর্ম ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ
১৮। ভজন-আলাপ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়সংহিতা ৷৵০
২২। ভক্ত ধ্রুব ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
অধীনা ৩
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ০
২৭। প্রাকৃতরসশতদূষণী (সাধারণ) ১৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সাধারণ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা ৸০
৩০। দীপ-শিক্ষা-দর্শন ০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-প্রমাণ ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)।
৩৫। গীতমালা
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনতত্ত্ব
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴৩
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৭
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সাধারণ) ।
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] বা [illegible] ০
৫৬। [illegible] ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষাটীকাসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সারগ্রাহী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] ।০
৬৩। শ্রীচৈতন্য-সিদ্ধান্তসূত্রম্ ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। [illegible] শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়ব্রতপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। মায়াবাদনিরসনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

সর্ব্ববহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র

১৫ বর্ষ { ৪ কেশব ৪৯৪ গৌরাব্দ ৩রা অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৮৭, ১৯শে নভেম্বর ইং ১৯৮০ মঙ্গলবার } ২১১তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ কেশব [illegible] গৌরাব্দ ৪৯৪

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শেষ ভৃত্য। যেখানে শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুর বাস করেন, সেইখানে তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও নিত্যকাল বিরাজিত। আবার যেখানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, সেইখানেই শ্রীগৌরসুন্দর। নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা হইলে মহাপ্রভুর কৃপা পাওয়া যায়। আবার এই নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ হয় শ্রীনিত্যানন্দৈকপ্রাণ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল-বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের কৃপায়। তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত জগতের প্রতি তাঁহার একটী মহাদান। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর জগৎকে যে কত বড়, কত শ্রেষ্ঠ, কত উদার, কত মহান্ বস্তু দান করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার সেই দান, তাঁহার সেই কৃপা, তাঁহার সেই ধন লাভ করিতে পারিলে যে কোন ব্যক্তি নিত্যানন্দের অধিকারী হইতে পারেন—নিত্যধনে ধনী হইতে পারেন। বিশ্বজগতের মূল আকর ও আশ্রয়তত্ত্ব সকলের একমাত্র আশ্রয় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বিশেষ বিতরণ করিয়াছেন বা জানাইয়াছেন আমাদের নিত্যোপাস্য পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন। তিনি অনন্তমুখে, অনন্ত লেখনীতে অনর্গল নিত্যানন্দমহিমা কীর্ত্তন করিয়াও সেই অনন্তদেবের অন্ত পান নাই। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের কৃপায় যদি আমরা সেই দয়াল নিতাইএর কৃপাকর্ষণের মধ্যে পড়িতে পারি, তাহার সম্বন্ধে [illegible] পারি, তাহা হইলে অবশ্য তাঁহার কৃপা-প্রভাবে ভক্তিসাম্রাজ্যসিন্ধুর বিন্দু লাভ করিতে পারিব। তাঁহার কৃপা হইলে সংসারবাসনা বা দেহাত্মবুদ্ধির বীজ চিরতরে বিনষ্ট হইবে—নিত্যানন্দকৃপাবলেই গৌর-কৃষ্ণ সুপ্রাপ্ত হইবে। তাই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে বলিয়াছেন,—

সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥
চৈতন্যকৃপায় হয় নিত্যানন্দে রতি।
নিত্যানন্দে জানিলে আপদ্ নাহি কতি॥
আছিলেন অন্ন জল নিত্যানন্দরায়।
চৈতন্যবিহীন সুখে যাঁহার কৃপায়॥

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুদেবের কৃপা ব্যতীত জীবের উদ্ধারের আর অন্য কোন উপায় নাই। সেইজন্য মহাজনগণ নিতাইএর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে, নিতাইগুণকীর্ত্তন করিতে এবং নিতাইচরণ দৃঢ় করিয়া ধরিতে বলিয়াছেন। নিত্যানন্দসম্বন্ধ বা সেবাসম্বন্ধ না হইলে দুরাচার বা অভক্তি অবশ্যম্ভাবী। যেখানে নিজেকে শ্রীনিত্যানন্দের পদধূলি বলিয়া অভিমান নাই, সেখানে অহঙ্কার, স্বরূপবিস্মৃতি, বহুবাসনা, সংশয় ও অসত্য সত্যবুদ্ধি আসিবেই। সম্বন্ধজ্ঞানহীন অনর্থ-গ্রস্ত বদ্ধজীব আমরা করুণার মূর্ত্তিবিগ্রহ শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের শ্রীচরণ দু'খানি যদি অকুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ধরি, তাহা হইলে দয়ার সাগর নিতাইএর করুণা হইবেই। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে, নিজেকে তাঁহার আশ্রিত বলিয়া জানিলে, তাঁহার সেবাই আমার জীবন ও মরণ—[illegible] দুঃখী আমাকে—পতিত পামর অধম আমাকে শ্রীনিত্যানন্দদেব সেবা দিয়া সুখী করেন অর্থাৎ তাঁহার কৃপা হইলে আমি কৃষ্ণধনে ধনী—আনন্দের অধিকারী ও সুখী হইতে পারিব। কিন্তু এই শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি যদি আমার কিঞ্চিন্মাত্র অপরাধ, অশ্রদ্ধা, সংশয় বা মর্ত্ত্যবুদ্ধি থাকে তাহা হইলে মরণ সুনিশ্চিত। আবার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা যিনি, আবার একমাত্র প্রভু যিনি, তাঁহার চরণে অপরাধ হইলে, তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিতে না পারিলে আর নিস্তার নাই। কিন্তু এমনই দুর্দ্দৈব শ্রীশ্রীনিত্যানন্দকে আমার আপনবুদ্ধি হয় না। তাই মাদৃশ পাষণ্ডের প্রতি অত্যন্ত করুণাপরবশ হইয়া কৃপা করিবার জন্য দয়ালঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন বলিয়াছেন,—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে॥

মাদৃশ পাষণ্ড বিমুখ জীবকে দণ্ড-প্রদানচ্ছলে তাঁহার এই অহৈতুকী অনুগ্রহের কথা কবে উপলব্ধি করিতে পারিব? তাঁহার এই বাক্যের মধ্যে নিষ্ঠুরতার লেশমাত্রও নাই। ইহাতে তাঁহার দুর্দ্দান্ত শাসনচ্ছলে [illegible] জীবের প্রতি অপার কৃপা ও শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠাই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"বৃন্দাবনদাসের সত্তা 'আমলোদ্দর-সমাহার' শ্রীঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় তাঁর স্বকথা সমস্ত স্বনামধন্য দোষী অপরে অত্যন্ত অন্তরে তাদৃশ শ্রীনিত্যানন্দ গুরু সেবকের দৃঢ় নিষ্ঠা প্রকাশিত [illegible] নিত্যানন্দ পরাঙ্মুখ ও নিন্দাপথে ধাবিত হইবার নিমিত্ত একপাক্ষিক, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুরনিন্দাকারী সম্প্রদায়ের নিকট বিবাদভাজন হইবার [illegible] এবং তদনুগত যথার্থ [illegible] ও পরোপকারী সজ্জনগণ দীন জীবের পক্ষে নিরবধি অহৈতুকী কৃপাময়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ বান্ধবস্থান বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত [illegible] একটী ধূলিকণার যে সকল সৌভাগ্যবান্ নিজ শিরে পাইতে পারেন, তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে সুমঙ্গল [illegible] আশীর্ব্বাদী। শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের [illegible] বহু ক্লেশ—[illegible] নিন্দাবাদ অজ্ঞতার সুফল বা [illegible] সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণের [illegible] বৃন্দাবনের অনুগত গুরু গৌরকৃষ্ণ-[illegible] ও প্রচারকারিগণের নিত্য [illegible] এক পক্ষে যেমন [illegible], অপরদিকে [illegible] শ্রীমৎ গুরুকৃপা [illegible]

নিত্যানন্দপ্রভুর [illegible] ঠাকুর বৃন্দাবন বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত [illegible] শ্রীবাসপণ্ডিত [illegible] শ্রীনারায়ণী

দেবীর গর্ভে আবির্ভূত হন। এই গ্রামে এখনও ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের বাল্যকালের বিচরণ ভূমি—শ্রীবাসপণ্ডিত শ্রীমালিনীদেবীর পিতৃভিটায় বর্তমানে শ্রীমন্দিরে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের সেবা গৌড়ীয় মঠাশ্রিত শ্রীবিগ্রহের নিত্য পূজা শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ কর্তৃক সাধিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের এই স্থান সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠধাম। এই মামগাছি শ্রীনারায়ণী দেবীর পিত্রালয় ছিল। শ্রীমালিনী দেবীর পিত্রালয়। তাহারও সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণীদেবীর বিবাহ হয়। শিশুকালে ঠাকুরের পিতৃবিয়োগ হওয়ায় এবং পিতা ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের সেবানিরত হওয়ার পূর্বে দেহত্যাগ করায় তাঁহার কথা বিশেষভাবে কোথাও উল্লেখ হয় নাই।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর অনেক সময় দেনুড়ে থাকিতেন। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের সংসার-বিষয়ক কোন কথা আমরা শুনিতে পাই নাই। শ্রীল ঠাকুর বাড়ীর শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তিন চারিটী শিষ্যের মধ্যে শ্রীরামহরি নামক একটী উচ্চ ব্রাহ্মণকুমারোদ্ভূত এক শিষ্যকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভক্ত সম্পত্তি স্বরূপে ... তাঁহার পাটবাড়ীতে অবস্থানপূর্বক সেবা নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন। শ্রীল ঠাকুর খুব তেজীয়ান্ ভক্ত ছিলেন। তাঁহার কৃপা হইলে আমাদের যাবতীয় অনর্থ বা দুর্বলতা অনায়াসে চলিয়া যাইবে এবং আমরা তাঁহার পাদপদ্মাশ্রয়ে শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের শ্রীচরণে দৃঢ়তা, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিব। ঠাকুরের অপ্রাকৃত গুণের কথা, তাঁহার অপার করুণা ও অনন্ত মহিমা কীর্তন করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই। তাই আজ আমরা অস্মদীয় পূর্ব-গুরুদেব গৌরপার্ষদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনুকীর্তন করিয়া শ্রীল ঠাকুর ও ঠাকুরের আরাধ্যদেবতা শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে অকপটে কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

ওরে মূঢ় লোক শুন, চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্যমহিমা যাতে জানিবে সকল॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য-লীলার ব্যাস—বৃন্দাবন দাস॥
বৃন্দাবন দাস কৈল 'চৈতন্যমঙ্গল'।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল॥
চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তের সীমা॥
ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইঁহা জানি করিয়া উদ্ধার॥
'চৈতন্যমঙ্গল' শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেহ মহা বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন-দাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥
বৃন্দাবনদাস-পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি' তেঁহো তারিলা সংসার॥
চৈতন্যলীলার ব্যাস—দাস বৃন্দাবন।
তাঁ'র আজ্ঞায় করোঁ তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্বণ॥
ভক্তি করি' শিরে ধরি' তাঁহার চরণ।
শেষলীলার সূত্র এবে করিয়ে বর্ণন॥
চৈতন্যলীলামৃত-সিন্ধু—দুগ্ধাব্ধি সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি' তেঁহো কৈলা পান॥
তাঁর ঝারী শেষামৃত কিছু মোরে দিলা।
ততেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা॥

(চৈঃ চঃ)

শ্রীল তীর্থ মহারাজের
হরিকথা

[শ্রীবাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, ৫।১১।৪০]

উদরে কৃমিকীট বা প্লীহা থাকিলে যত পুষ্টিকর খাদ্যই গ্রহণ করা যাউক না কেন, ... পুষ্টি হইবে না—দেহের বল বৃদ্ধি হইবে না। অসুস্থ অবস্থায় পুষ্টিকর অন্ন বা বিশেষ ব্যবস্থা করিলে রোগ ত' সারিবেই না, বরং অপকার হইবে। সুস্থাবস্থায় পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে আপত্তি নাই। সেইরূপ দেহের পুষ্টির বিরোধী প্লীহা বা কৃমিকীটস্বরূপ—অন্যাভিলাষ—ভোগবুদ্ধি—দেহাত্মবুদ্ধি ইত্যাদি। শ্রীগুরুবৈষ্ণব সেবাই দেহাত্মবুদ্ধি দূর করিবার একমাত্র অব্যর্থ উপায়। বৈষ্ণবকৃপা পাইবার উপায়—তাঁহার সেবা করা অর্থাৎ তাঁহার কথা শ্রবণ করা। বৈষ্ণবগুরু শ্রীসনাতনের নিকট নিত্যকাল সনাতন শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। সনাতন-শিক্ষা গ্রহণ করিলে সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইবে। আবার সম্বন্ধজ্ঞান ঠিক না হইলে নিত্যকাল সনাতন-শিক্ষা গ্রহণ করা যাইবে না। শ্রীসনাতনের কৃপায় সম্বন্ধজ্ঞান হইলে অতঃপর শ্রীরূপ প্রভুর কৃপায় অভিধেয়—ভক্তি লাভ হইবে। অভিধেয়ের কথা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইরূপ বলিয়াছেন—

'নামাশ্রয় করি, যতনে তুমি,
থাকহ আপন কাজে।'

'আপন কাজে' অর্থাৎ হরিগুরু বৈষ্ণব সেবায় রত থাকিয়া সর্বক্ষণ হরিনামকীর্তন করিতে হইবে। সেবোন্মুখের জিহ্বায় স্বয়ংরূপ হরিনাম স্ফূর্তিলাভ করিবেন।

যাহারা সংসারে সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে, তাহারা হরিভজন করে না, হরিভজনের সেবা ও হরিজনের জন্য তাহাদের কোনই আর্তি নাই। মঠে বা গৃহে থাকিয়াও যদি দেহারামী বা মঠারামী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করি, তাহা হইলে কিরূপে কৃষ্ণের কৃপা পাওয়া যাইবে? যদি আমরা সত্য সত্যই কৃষ্ণকে কায়মনোবাক্যে ডাকি অর্থাৎ তাঁহার প্রিয়কার্যের অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে আত্মসাৎ করিবেন। সংসারেও দেখা যায়, যে পত্নী সর্বক্ষণ প্রাণপণে পতির প্রিয়কার্য করে, তাহাকে পতি কখনই না আদর ও যত্ন করেন। তদ্রূপ আমরাও যদি কৃষ্ণের শরণাগত হইয়া প্রাণপণে তাঁহার প্রিয়কার্যের অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলে তিনি কেন আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন না? নিত্য পতি কৃষ্ণের সেই সর্বোত্তম কৃপা পাইতে কি আমাদের ইচ্ছা হয় না? কৃষ্ণ ত' সেবকের নিষ্কপট আহ্বানে বধির থাকেন না?

'কৃষ্ণ, তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তাঁ'রে করে পার॥'

আত্মনিবেদনকারী সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত সাধকের [illegible] তিনি "আমি ত' ... কৃপা পাইলাম না, আমি ত' সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া কামক্রোধাদি নক্রের দ্বারা কবলীকৃত হইয়াছি। অবস্থার দুর্দশা দেখিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছেন,—

ভবার্ণবে প'ড়ে মোর আকুল পরাণ।
কিসে কূল পা'ব তা'র না পাই সন্ধান॥
না আছে করম বল নাহি জ্ঞান-বল।
যাগ-যোগ-তপোধর্ম না আছে সম্বল॥
নিতান্ত দুর্বল আমি না জানি সাঁতার।
এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার॥
বিষয়-কুম্ভীর তাহে ভীষণ-দর্শন।
কামের তরঙ্গ সদা করে উত্তেজন॥
প্রাক্তন বায়ুর বেগ সহিতে না পারি।
কাঁদিয়া অস্থির মন, না দেখি কাণ্ডারী॥
ওগো শ্রীজাহ্নবা দেবি! এ দাসে করুণা।
কর আজি নিজগুণে ঘুচাও যন্ত্রণা॥

সংসার-সমুদ্রে তিনটি বিপদের ভয় আছে—বিষয় কুম্ভীর, কামের তরঙ্গ ও প্রাক্তন-বায়ুর বেগ। ধর্মার্থকামমোক্ষ-পিপাসা বা লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়। সংসার-সমুদ্রে বিষয়রূপ কুম্ভীর আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য সর্বদাই মুখব্যাদান করিয়া আছে। কাম বা ভোগ-বাসনাকে তরঙ্গের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। তরঙ্গের যে প্রকার শেষ নাই, প্রাকৃত কামেরও সেই প্রকার শেষ নাই। কাম উপভোগের দ্বারা কামবৃত্তি ত' যায়ই না, অধিক হইতে অধিকতর বাড়িতে থাকে। যযাতি রাজা পুত্রের আয়ু গ্রহণ করিয়া ও যথেচ্ছভাবে কনক-কামিনী ভোগ করিয়াও তৃপ্ত হইতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন,—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

কাম উপভোগের দ্বারা কামপূরণ হয় না। কামভোগে কামানল বর্দ্ধিত হয়। প্রাক্তন-বায়ুর বেগ অর্থাৎ পূর্বকৃত কর্মফল বায়ুর বেগ।

মঠবাসের ছল করিয়াও যদি মাৎসর্য বর্জন বা সর্বার্থ গুরুবর্জন না হইল, তবে বিষয়-বর্জন বা যোষিৎ-বর্জন হইবেই হইবে। স্বরূপের অভিমানে প্রতিষ্ঠিত না হইলে কি গৃহবাসী, কি গৃহত্যাগী, কি বৃদ্ধ, কি সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, কি স্ত্রী, কি পুরুষ পরস্পর পরস্পরকে হিংসা বা ভোগবুদ্ধি করিবেই করিবে। দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষ-জাতি স্ত্রীকে বা স্ত্রীজাতি পুরুষকে নিজের ভোগে লাগায়। কাহারও বাহ্যাকৃতি দর্শন করিতে হইবে না, সকলকে গুরু বা কৃষ্ণপরিজনরূপে দর্শন করিতে হইবে। সকলকে জগৎপতি কৃষ্ণের পরিবারের লোক বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। যাহারা অপ্রাকৃত প্রবক্তা চতুর্দ্দশ ভুবনকে গোলোকদর্শন করে না, তাহাদের অন্তরের তরঙ্গ কখনই শেষ হয় না। যত প্রকার কর্মফল আছে, তাহা নামাভাসেই দূর হয়। শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু 'নামাষ্টক' ৫ম শ্লোকে বলিয়াছেন,—

যদ্ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম স্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধকর্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥

বেদ যাহাকে প্রারব্ধ কর্ম বলিয়া ঘোষণা করেন—যাহা ভোগ ব্যতীত ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠার দ্বারাও বিনষ্ট হয় না—সেই প্রারব্ধ কর্মও আপনার নামস্ফূর্তির দ্বারা দূর হয়। কিরূপে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলে নামের ফল প্রেম লাভ হইবে, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শিক্ষাষ্টকের অনুবাদে এইরূপ লিখিত আছে—

"উত্তম হঞা বৈষ্ণব হ'বে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি 'কৃষ্ণ' অধিষ্ঠান॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁ'র প্রেম উপজয়॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ২০।২৫-২৬)

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকের পদ্যানুবাদে গাহিয়াছেন —

'কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান সর্বজীবে জানি' সদা।
করবি সম্মান সবে আদরে সর্বদা॥
দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা-বর্জন।
চারিগুণে গুণী হই, করহ কীর্তন॥
বিনোদ-সেবক কাঁদি' বলে প্রভু পায়।
হেন অধিকার কবে দিবে হে আমায়॥'

যে সর্বজ্ঞ নিত্য পতি কৃষ্ণের সম্বন্ধ জানিয়া কাজ করে, সে সকলকেই কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করে। আর যে সেই নিত্য পতির সম্বন্ধ দেখে না, সে জগৎকে ভোগ করে। স্বরূপের পরিচয় — আমি কৃষ্ণদাসীর দাসী। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের স্বরূপের পরিচয় জানাইয়াছেন—

'গৌর-ব্রজবনে, ভেদ না দেখিব,
হইব বরজ-বাসী।
ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী॥'

শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে থাকিয়া কৃষ্ণভজন করিবার কথা এইরূপ জানাইলেন—

'আশ্রয়-জাতীয় বলি, ছাড়ি ভোগ বলি,
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্তন-গৌরব।'

শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্তন করিলে শ্রীগৌরসুন্দর নিশ্চয়ই আমাদিগকে কৃপা করিবেন। শ্রীল ভক্তি-সুধাকর প্রভু কায়মনোবাক্যে হরিকীর্তন করিবার ফলে অপ্রকট-লীলার পূর্বে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পাইয়াছিলেন। শ্রীরাধারাণীর অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট পূরণ-সেবায় সর্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা সেবার অধিকার দিয়াছেন। নিষ্কপটভাবে হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা করিলে উহা কখনও ব্যর্থ হয় না। শ্রীগুরুবর্গকে হৃদয়ে সর্বদা ধারণ করিয়া কীর্তন ও হরিসেবাদি কার্য করিলে সকলই সেবা হইবে।

সংসারে যে প্রকার অনেক রকমের কাজ আছে, কৃষ্ণের সংসার মঠেও সেইরূপ অনেক প্রকার সেবাকার্য আছে। গৃহকর্মী পতিপুত্রের অনেক কার্যের মধ্যে সন্তান-সন্ততির বিষ্ঠা-মূত্র মার্জন কার্যও করিয়া থাকে। কৃষ্ণের সংসারে বিষ্ঠা-মূত্র পরিষ্কার করার অর্থ—সেবকগণের হৃদয় হইতে অন্যাভিলাষ, ভোগবৃত্তি ইত্যাদি দূর করা। গুরুদেবের আদেশে কৃষ্ণের সংসারে বৈষ্ণবকে বৈরাগ্য কাজও করিতে হয় অর্থাৎ সর্বাত্মিক বাধাপ্রদ চেতনবাণী কীর্তন করিলে অন্যযোগের যোগীরা সাধু-বৈষ্ণবের হস্ত ধারণ করিতে উদ্যত হয়। তথাপি সদ্বৈদ্য রোগীর মঙ্গল করেন। রোগী প্রার্থনা করিলেও কখন কুপথ্য দেন না. সাধু শরণাগত সেবককে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডরূপ বিষের ভাণ্ড ভোগ করিতে দেন না, সনাতন-শিক্ষামৃত পান করিতে দেন।

বাদ্ধিক সংসারবদ্ধ মানবমাত্রেরই চারিটি কার্য আছে। বিষয়ীদের চারিটি কার্যের কথা শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ কীর্তন করিয়াছেন।

'নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা॥'
(ভাঃ ২।১।৩)

হে রাজন্! বিষয়িগণের আয়ুষ্কাল দিবাভাগে কুটুম্বভরণ ও অর্থোপার্জন-চেষ্টা দ্বারা এবং রাত্রি নিদ্রায় ও ব্যবায় (মৈথুন) দ্বারা অতিবাহিত হয়। অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-ধামের বিকৃত প্রতিফলন এই জগতে সংসারী বিষয়িগণ যে সকল কার্য করিয়া থাকে, তাহা আসলের নকল অর্থাৎ বিপরীত। বিষয়ীগণ সংসারে যেরূপ চারিটি কার্য দ্বারা সময় অতিবাহিত করে, কৃষ্ণের সংসারে বৈষ্ণবগণও কৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যে চারিটি কার্য করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের সংসারে কুটুম্বভরণ অর্থে গুরুবৈষ্ণবসেবা, অর্থোপার্জন অর্থে পরমার্থধন উপার্জনের দ্বারা দিবাভাগ অতিবাহিত হয়। কৃষ্ণের সংসারে ভক্তগণ রাত্রিভাগে নিদ্রার অর্থাৎ গুরুপাদপদ্মে বিশ্রাম লাভ করিয়া, নিদ্রাতে গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে চিন্ময় মিথুনের মিলন-সেবা স্মরণ করেন। যথা—"ওহে জন্মে জন্মে আমার মন রতি রহু। (ভজ ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দ)।" জড়জগতে স্ত্রী পুরুষকে এবং পুরুষ স্ত্রীকে ভোগ করিয়া সংসার করে, বিষয়ীদিগের যাবতীয় চেষ্টাই দেহ-গেহ-স্বজনাদির ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য, আর কৃষ্ণের সংসারের সেবকগণের সকল চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থে নিত্যসেবা সম্বন্ধে আশ্রিত হয়। আসক্তি জিনিষটি খারাপ নয়, কিন্তু নিত্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণকে আসক্তি করিতে হইবে। ফল্গু-বৈরাগী হইলে ভজন হয় না, কৃষ্ণপাদপদ্মে অনুরাগী হইতে হইবে। সাধুগণ রাত্রিভাগে কুস্বপ্ন বা সুস্বপ্ন দেখেন না, তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে অবস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনের সেবা চিন্তা করেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শরণাগতিতে রাধাদাস্যের প্রণালী এইরূপ গাহিয়াছেন—

"বৃষভানুসুতা- চরণ-সেবনে,
হইব যে পাল্যদাসী।
শ্রীরাধার সুখ, সতত সাধনে,
রহিব আমি প্রয়াসী॥
শ্রীরাধার সুখে, কৃষ্ণের যে সুখ,
জানিব মনেতে আমি।
রাধাপদ ছাড়ি, শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গমে
কভু না হইব কামী॥"

কৃষ্ণশক্তি ব্যতীত কেহ কৃষ্ণভজন করিতে পারে না। পুরুষাভিমানী ব্যক্তি স্থূলভাবেই হউক বা সূক্ষ্মভাবেই হউক স্ত্রীসম্ভোগ ছাড়া থাকিতে পারে না। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃষ্ণভজনের কথা জানাইয়াছিলেন—

"ছোড়ত পুরুষাভিমান।
(গোপী) কিঙ্করী হইলুঁ আজি কান॥"
"আমি ত স্বানন্দ সুখদ-বাসী।
রাধিকা-মাধবচরণদাসী॥
দুঁহার মিলনে আনন্দ করি।
দুঁহার বিয়োগে দুঃখেতে মরি॥"
"গৌর ব্রজবনে ভেদ না দেখিব,
হইব বরজবাসী।
ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী॥"

শ্রীশ্রীল আচার্যদেব আমাদিগকে সম্বন্ধ-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পুরুষাভিমান ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের সংসারে সেবায় নিযুক্ত থাকিতে বলিতেছেন। কৃষ্ণের সংসারে অনাচার — ভোগ-মোক্ষ সিদ্ধিবাঞ্ছা প্রভৃতি অন্যাভিলাষ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্যদেবের বাণীতে কোন ভেদ নাই। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের বাণী লঙ্ঘন করিয়া পুরুষাভিমানের সহিত মঠে বাস করিলে শ্রীল আচার্যদেব সেই সকল অপরাধী ব্যক্তির সঙ্গ করিবেন না।

প্রাকৃত জগতের অবস্থাগুলি যে অপ্রাকৃত জগতের হেয় প্রতিফলন, তাহা বেদমুক্ত বা নামমুক্ত হইলে স্পষ্টই বুঝা যায়।

সেবোন্মুখের জিহ্বাতেই কৃষ্ণ স্ফূর্তিলাভ করেন। কৃষ্ণনাম শুদ্ধভাবে উদিত হইলে কৃষ্ণের রূপ গুণাদিরও স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হন। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ পৃথক্ নহেন। কৃষ্ণনামে অপরাধের বিচার আছে।

"কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ৮।২৪)

এক কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৮।২৯-৩০)

আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত একটী আধুনিক পয়ার পদ্যমাত্র এবং তাহাতে কতকগুলি অদ্ভুত ও শব্দ আছে। সনাতন-শিক্ষা প্রত্যহই শুনিতে হইবে এবং প্রত্যহই আলোচনা করিতে হইবে, এরূপ গোঁড়ামি কেন? সনাতন শিক্ষা ত' একবারটী পড়িলেই সব পড়া হইয়া যায়, চৈতন্যচরিতামৃত পুঁথি কয়েকমাস পড়িলেই ত' ফুরাইয়া যায়! আমরা বলি, ঐরূপ নারকীয় চিন্তাস্রোতে ভাসমান অপরাধী ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়া ত দূরের কথা, তাহার দর্শনও পায় না। তাহারা সনাতন বা নিত্য সম্বন্ধজ্ঞানের শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া অনন্তকাল নরকে পচিতে থাকিবে—

প্রবর্তাং সর্বতাং নিত্যং শ্রীবর্তাং
শ্রীবর্তাং বুধা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং নিত্যং শ্রীচৈতন্য-
চরিতামৃতম্॥
(চৈঃ চঃ)

শ্রীসনাতন-শিক্ষা অমৃত ও অসমোর্ধ্ব। নিত্যকাল শ্রীসনাতনের বিচার, শ্রীরূপ-গোস্বামীর শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। সম্বন্ধজ্ঞানরহিত ব্যক্তির নামস্ফূর্তি, বা কৃষ্ণ-ভক্তিরহিত ব্যক্তির শ্রীমূর্তির অর্চন হয় না। বৈধমার্গে বিষ্ণুর অর্চন-রহিত হইয়া মানবগণ পশুভাবাপন্ন হইয়া নরকে যাইতেছে। 'কে আমি?' এই প্রশ্নের উত্তর হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিতে হইবে। সম্বন্ধজ্ঞানের শিক্ষা সর্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে। নিত্যপতি কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া আমরা একমুহূর্তও অসতীত্ব প্রকাশ করিব না। শুদ্ধ নাম হইলে সেবা হইবে এবং নিষ্কপট সেবা হইলেই শ্রীনামস্ফূর্তি হইবে।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥'

শ্রীধামে বিশিষ্ট দর্শক

করাচী মেয়রের ভ্রাতা মিঃ দাউজী মেহেতা বি, এস-সি মহোদয় বোম্বে হইতে কলিকাতা আগমন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শন করেন। তিনি তথা হইতে গত ১৫ই নভেম্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনার্থ আগমন করেন। তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ইন্স্টিটিউটের হেড্ মাষ্টার মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ব্রহ্ম-বান্ধব বি-এল মহোদয়ের নিকট অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হন।

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রী-গৌড়ীয়মঠ
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন—[illegible] ৪২১০
সেবক—[illegible]

(৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ [illegible] শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রজবাসী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) [illegible] কুঞ্জ
[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-[illegible]-মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) [illegible]-আশ্রম
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]মঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) [illegible]-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী

(২৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ [illegible], (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(২৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]বিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া [illegible]
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible]মোহন দাস অধিকারী

(২৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible]মোহন ব্রহ্মচারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], ২৪, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] [illegible])
সেবক—শ্রী[illegible]প্রভু দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১১ [illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible] [illegible] [illegible])
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible] মথুরা)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] [illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গৌড়ীয়বিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ [illegible], [illegible], পাঞ্জাব
সেবক—শ্রী[illegible]পাবন ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নই দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible], বোম্বে
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] [illegible]
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible] [illegible]
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], গোদাবরী
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], গোদাবরী
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (মালদহ)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] স্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
প্লট নং ২
[illegible]
[illegible]
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৪।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ [illegible]
[illegible], [illegible] ২৪-পি
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিভার্ণবি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ [illegible]

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, বৈদিকবিদ্যালয়,
[illegible] (২৪, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর
[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদক
প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-[illegible]-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible] বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনীগ্রন্থ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সম্বন্ধ সকল প্রণালীই ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই পরমোৎকৃষ্ট ও পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। গ্রন্থটী পাইকা টাইপে অতিউত্তম কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ [illegible], [illegible], ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু [illegible] সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১০০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ [illegible], [illegible], ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক কাব্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:o:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::o::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচ্ছন্ন বাড়ী। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও অধ্যবসায়ী। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ভাড়ায় সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও বেতনাদির খরচ মাসে মাত্র ৯৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত্র, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অত্যুজ্জ্বলভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ [illegible]। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত [illegible] [illegible], শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিশ্ববিখ্যাত মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল [illegible] ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলানুগ [illegible] বৃহৎ অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রাঞ্জল [illegible] শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দ [illegible] [illegible], শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান [illegible] ভক্তি প্রচারের মূল [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible]। এই [illegible] জীবনচরিত [illegible] প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্যের [illegible] "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি ১২০ পৃষ্ঠা [illegible] হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা ; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] [illegible] এক এ মহোদয়ের গৌরবময়ী এবং পরিণত লেখনীর অদ্ভুত [illegible] [illegible] করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে [illegible]। এই গ্রন্থটি, অভিনব ও অদ্বিতীয় এবং বহুচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিদ্বন্ধুল শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreword) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবেশিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index, Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ [illegible] মাদ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যান জেলা- নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট

যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ইষ্টার্ণ টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-৫৬
দমদম „	৫-৪০	৬-৩১	৭-২৬	১১-১৮	১৩-২০		১৮-৬	২২-৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮-১	৯-১৮	১৩-২৮	১৭-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-৫৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১৩-৩৩	১৪-৫	১৮-৫৯	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১১-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-৪৯	১৮-১৭	২১-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম „	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩-৪৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৫

ডাউন

শান্তিপুর

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৪-১২	১৬-৮	১৮-৪৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩১	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৪২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬-৫৬	১৯-২০	২০-৪৭	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১-১১	৪-২০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৪৬	১৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৪	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-২৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪০	১৯-২৬	২১-৪০	২৩-২৫	৬-১৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের

মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বে নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অধিকন্তু পাক্ষিক ইংরেজি পত্র [illegible] পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ মেহের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যকৃৎ, প্লীহাপীড়ার প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] ভিন্ন অন্যত্র দুর্লভ। [illegible] সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৮/০ দশ আনা, বড় বোতল ১৸০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—৬১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
[illegible] মেহারা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড · শ্রীমায়াপুর ৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, ২০শে নভেম্বর, ১৯৪০ বুধবার ২১২তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

যুদ্ধে বৃটেনের অবস্থা

প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও গত ৯ই অক্টোবর তারিখে বৃটিশ বোমারু বিমানবহর জার্মাণ নৌ-ঘাঁটি ও বন্দরসমূহের উপর সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালায়। কায়েল-এর নৌ-বন্দর উপর অতি বিস্ফোরক বোমা বর্ষিত হয় এবং বিভিন্ন স্থানে অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হয়। হামবুর্গ, ব্রেমেন ও ফ্রাঙ্কফোর্টেও সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালান হয়। বৃটিশ বোমারু বিমানবহরের আর একটি দল [illegible] তৈল শোধনাগারসমূহের উপর আক্রমণ চালায়। জার্মাণ-অধিকৃত [illegible] বিমান কারখানা এবং একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রের উপর আক্রমণ চালান হয় এবং [illegible] বোমাবর্ষণ করা হয়। বিমানবিভাগের একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, পাঁচটি বৃটিশ বিমান এই সব অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তন করে নাই।

———

বৃটেনের বিমান শক্তি

গত ২১শে অক্টোবর লর্ড বেভারব্রুক সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণকে বলেন যে, জুলাই পূর্বে আক্রমণ চালাইবার উপযোগী যত বিমান বৃটেনের ছিল, বর্তমানে তাহার চেয়ে বেশী বিমান আছে। তিনি স্বীকার করেন যে, দুই একটি কারখানায় বোমা পড়িয়াছে। কিন্তু বিমান-নির্মাণ-কার্য তাহাতে উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত হয় নাই। মার্কিন বিমান আমদানী ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ক্যানাডাতে বিমান নির্মাণকার্য ভালভাবেই চলিতেছে।

———

এক সপ্তাহে শত্রুরাজ্যে ২০০ বার আক্রমণ

গত ১০ই অক্টোবর প্রভাতে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে রাজকীয় বিমান-বাহিনী জার্মাণী ও জার্মাণ-অধিকৃত দেশসমূহের উপর ২০০ বারের অধিক আক্রমণ চালাইয়াছে। যে সমস্ত স্থানের উপর আক্রমণ চালান হইয়াছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি উল্লেখযোগ্য:— বার্লিনের ক্লিঙ্গেনবার্গ ট্রাম গ্যাসের কারখানা, টেম্পলহফ্ রেলওয়ে ইয়ার্ড, বিদ্যুৎ ষ্টেশন এবং কেন্দ্রীয় রেল ষ্টেশন, হ্যাম, ষ্টেটিনএর নিকটস্থ পোলিৎসের তেলের কারখানা প্রভৃতি। কিয়েলের উপর ৪ তারিখে এবং এসেনের ক্রুপ কারখানার উপর দুইবার আক্রমণ চালানো হয়। ব্রেমেন বন্দর, ষ্টেশন, [illegible] ও হামবুর্গের তেলের কারখানাসমূহও আক্রান্ত হইয়াছে।

ভূমধ্য-সাগরে বৃটিশ নৌ-বহরের সাফল্য

ভূমধ্য-সাগরে সিসিলি দ্বীপ হইতে কিছু দূরে "আজাক্স" নামক একখানি বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ারের আক্রমণে দুইখানা ইটালীয় ডেষ্ট্রয়ার ডুবির সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বৃটিশ নিবন্ধ-প্রসঙ্গে প্রকাশ, নৌ-বিভাগ গত ১১ই অক্টোবর সিসিলি দ্বীপের পূর্বদিকে প্রায় ৮০ মাইল দূরে তিনখানা ইটালীয় ডেষ্ট্রয়ারের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। অনতিবিলম্বে আজাক্স দুইখানা ইটালীয় ডেষ্ট্রয়ারকে ডুবাইয়া দেয়। এই যুদ্ধে অল্পকাল পরেই শত্রুপক্ষের একখানা বড় ক্রুজার ও চারিখানা ডেষ্ট্রয়ার আজাক্সকে আক্রমণ করিলে আজাক্স একখানা ডেষ্ট্রয়ারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অবশিষ্ট ডেষ্ট্রয়ার ইত্যাদি অন্ধকারে সরিয়া পড়ে। অতঃপর শত্রুবিমানসমূহ বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজসমূহকে আক্রমণ করে এবং প্রায় চারি ঘণ্টাকাল আক্রমণ চলে। একটি বৃটিশ জাহাজেরও ক্ষতি হয় নাই, চারিখানা শত্রুবিমান ভূপাতিত হয়।

ব্যবসায়ীদের উপর করভার

কলিকাতা গেজেটের এক সংখ্যায় ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় ফাইন্যান্স (বিক্রয়ের উপর কর ধার্য্য) বিল এবং ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় মোটর স্পিরিট বিক্রয়ের উপর কর ধার্য্য বিল নামে যে দুইটি বিল প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বাংলা সরকার কি কি নূতন কর ধার্য্য করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৪১ সালের বঙ্গীয় ফাইন্যান্স (বিক্রয় কর ধার্য্য) বিলটিতে এই বিধান করার প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, যে ব্যবসায়ীর বাৎসরিক বিক্রয়ের পরিমাণ ২০ হাজার টাকার অধিক হইবে, তাঁহাকে এই আইনানুসারে বাৎসরিক শতকরা দুই টাকা হারে কর দিতে হইবে। খাদ্যদ্রব্য, বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ, মোটরের তৈল, পাট আমদানি দ্রব্য ও লুব্রিকেটিং অয়েল-ব্যবসায়ীরা এই কর হইতে রেহাই পাইবেন।

১৯৪১ সালের বঙ্গীয় মোটর স্পিরিট বিক্রয় সম্পর্কীয় কর ধার্য্য বিলে, খুচরা বিক্রেতা পেট্রোলের উপর প্রতি গ্যালনে দুই পয়সা হারে এবং পেট্রোল ছাড়া মোটরে ব্যবহৃত খুচরা বিক্রীত অন্য মোটর স্পিরিটের উপর দুই পয়সা হারে কর বসাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই বিল দুইটি বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের আগামী অধিবেশনে পেশ করা হইবে।

আবিসিনিয়ায় বিমান-আক্রমণ

এডেনে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, [illegible] বৃটিশ বিমানগুলি আদ্দিস আবাবা জিবুতি রেলপথের উপর ও দাইরেদাওয়ার নিকট চিরেন বিমানঘাঁটি তিনবার আক্রমণ করে। ফলে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং ৩০ মাইল দূর হইতেও উহা দেখিতে পাওয়া যায়।

বৃটিশ বিমানবাহিনী উপকূলে অবস্থিত আসাব বিমানঘাঁটি ধ্বংস করিবার পর ইটালীয়রা এডেন ও লোহিতসাগরে তাহার আক্রমণের জন্য চিরেনকে অতিরিক্ত প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত করে।

চিরেন আক্রমণের সময় বৃটিশ বিমানগুলি বাধা পায়, কিন্তু নিরাপদে ফিরিয়া আসে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস মহোদয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণোপান্তে বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সজ্জনবর্গ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবরসিদ্ধান্তগণের ও তদনুগ 'সম্বন্ধজ্ঞানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী' গৌরকৃষ্ণ স্বরূপ আচার্য্যবরের 'সত্যানুসন্ধিৎসু' অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গ্রন্থের অভিনব বিরাট সংস্করণ বঙ্গাক্ষর, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, পরিশিষ্ট নির্ঘণ্ট-প্রদর্শন, অধ্যায়বিবরণ, স্থানসূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, বিবর্ত্তের আলোচনা ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল্,
পুরাণাপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সম্পূর্ণ	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	৩৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা)	৯৲
৩।	ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬
৪।	সরস্বতী-জয়শ্রী (অধীনা)	৩৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১৲
৮।	সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা	১৷০
৯।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১০।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৷০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে নিত্য-তত্ত্ব	৷০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	বৈষ্ণবোপনিষৎ	৷০
১৮।	প্রাকৃত-আপ্রাকৃত	৷০
১৯।	ভক্তিবিবেক	৷০
২০।	গৌড়ীয় গৌরব	৷৵০
২১।	গৌড়ীয়গীতিকা	৷৵০
২২	ভজনরহস্য	৷০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপমাহাত্ম্য (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)	২৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ অধীনা)	২৲
২৬।	গীতার কেবল বাংলা ভাষা	৷০
২৭।	মুক্তিফলটীকা লঘুতোষণী (সানুবাদ)	১৲
২৮।	বেদান্তসূত্রম্ (সানুবাদ)	৷০
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা)	৸০
৩০।	দীন-দিব্য-দর্শন	৵০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৵০
৩২।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	৷০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
৩৫।	গীতমালা	৴১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৵০
৩৭	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৵০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	০
৩৯।	শ্রীগোদ্রুম কল্পতরু	৷০
৪০।	শরণাগতি	৴০
৪১।	গীতাবলী	৴০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩।	সাধনকণ্ঠ	৴০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴
৪৫।	নবদ্বীপশতক	
৪৬।	অর্চ্চনকণ্ঠ	
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১০
৪৯।	অর্চ্চনপদ্ধতি	৴৩
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)	৬
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	৷০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	৷
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	৷০
৫৫।	তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	০
৫৬	শ্রীকৃষ্ণদত্ত ও অধিকরণ	৵০
৫৭।	উপনিষৎ (সানুবাদ)	৷০
৫৮।	শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত	৵০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৬০।	নামাষ্টকাবলী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	৷০
৬২	সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ	৷০
৬৩।	সটীক-শিক্ষাষ্টকম্	৷০
৬৪।	তত্ত্বসূত্র	৷০
৬৫।	গৌরাঙ্গ শিক্ষামৃতম্	৵০
৬৬।	গৌড়ীয়সম্প্রদায়ঃ	৴০
৬৭।	মায়াবাদশতকম্	৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	৷০
৬৯।	এ ভিউ অব দি স্পিরিচুয়াল বেদান্ত	৷০
৭০।	গোস্বামী	৴০
৭১।	বেদান্ত—ইট্স মরফোলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি	৷০
৭২।	ভিসেটিয় অকাস	৷৵০
৭৩।	লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	৷০
৭৪।	বেদান্ত	৷০
৭৫।	বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ উইক ডুইং	৴০
৭৬।	দি ভাগবত	৷০
৭৭।	স্ট্রেঞ্জ ডিসিপ্লিন অ্যাণ্ড আনন্দাশ্রম মিশনারিজ	
৭৮।	ব্রহ্মসংহিতা	২৷০
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	
৮১।	সাধন-পথ	
৮২।	কল্যাণ-কল্পতরু	৵০
৮৩।	গীতাবলী	৴০
৮৪।	শরণাগতি	৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ | ৫ কেশব ৪৯৪ গৌরাব্দ ৫ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৮৭, ২০শে নভেম্বর ইং ১৯৮০, বুধবার | ২১০তম সংখ্যা

শ্রীএকায়নমঠে সংকীর্ত্তন-মহোৎসব

——::(*)::——

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা হংসক্ষেত্রস্থ শ্রীএকায়নমঠে ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবাপূজা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেছেন। তথায় প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় হরিকথা আলোচিত হইতেছে।

গত ১৩ই নভেম্বর শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীমুরারিগুপ্তের [illegible] হইতে বহু ভক্ত তথায় গমনপূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুর্ব্বষ্টকবন্দনা, 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম', পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অপার করুণা ও মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পাঠমুখে বহু কথা আলোচনা করেন। তৎপরেও প্রায় রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন হয়। তৎপরদিবস ভক্তবৃন্দ উচ্চসংকীর্ত্তনযোগে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মঙ্গলারাত্রিক-কীর্ত্তন করেন। অনন্তর গুর্ব্বষ্টকবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিগ্বিজয়ী উদ্ধারলীলা-প্রসঙ্গ পাঠমুখে প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল বহু উপদেশ প্রদান করেন। ভক্তগণ শ্রীমঠে আগত সজ্জন শ্রাবকগণের নিকট প্রশ্নোত্তরমুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। মধ্যাহ্নে সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ভোগ আরাত্রিক কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীপাদ অখণ্ডমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু সমাগত প্রায় একশত লোকের নিকট প্রশ্নোত্তরমুখে বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলে পরমানন্দিত ও পরমোপকৃত হন। তৎপরে প্রায় দুইশত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যার পরও ভক্তবৃন্দ তথায় পাঠ-কীর্ত্তন করেন।

শ্রীপাদ অদ্বৈতানন্দ সেবাবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর তত্ত্বাবধানে ও ঐকান্তিক যত্নে এবং শ্রীপাদ গোবিন্দদাস বাবাজী, শ্রীপাদ কৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীবলরামদাস প্রমুখ ভক্তগণের সেবাচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয়মঠের উৎসব-পঞ্জী

বিগত ৮ই নভেম্বর, শুক্রবার উষঃকালে শ্রীশ্রীবিনোদবাণীগৌড়ীয় মঙ্গলারাত্রিকের পর গুর্ব্বষ্টক, মহাজনপদাবলী ও শ্রীদামোদরাষ্টক কীর্ত্তনান্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড হইতে শ্রীবাসপূজা ও শ্রীনিত্যানন্দমহিমা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীবাস পণ্ডিতের শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর চরণে একান্তিকতায় অসাধারণ দৃঢ়তা বর্ণনাচ্ছলে 'মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।' এই বাক্যটি বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। ভক্ত, ভগবৎপার্ষদ বা ভগবানের বাহ্যিক ব্যবহার ভোগচক্ষুতে দেখিতে নাই এবং এরূপ দর্শন অপরাধেরই কারণ হইয়া থাকে। নিত্যানন্দের চরিত্র অতি পবিত্র। তাঁহাতে দোষ দর্শন করিলে ভীষণ অপরাধ হইবে। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস তিন রাত্রি বেশ্যার নিকটে অবস্থান করিলেও তিনি দ্বীনত্ব [illegible] করেন নাই, অধিকন্তু শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সৎসঙ্গপ্রভাবে বেশ্যাই তাহার কুৎসিত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছিল। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়। সাধুর চরিত্র নিৰ্ম্মল ও পবিত্র, তাঁহাকে নিন্দা বা ঘৃণা করিলে অধঃপতন নরকগমন হইয়া থাকে। একান্তভাবে সাধুর শিক্ষা গ্রহণ ও সদ্বৃত্তির অনুসরণ করিয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগই আত্মমঙ্গললাভের একমাত্র উপায়।

'উদিল অরুণ পূরবভাগে' এই কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দির ও শ্রীনাটমন্দির পরিক্রমা করা হয়। তৎপরে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কীর্ত্তনস্থলীর বারান্দায় সমবেত ভক্তগণের নিকট কিছুকাল যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। মঠসেবকগণকে মঠের শোধন ও তাঁহার সেবাসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। মঠের সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবকা। তিনি তাঁহার উপাদান কৃষ্ণের ভোগবর্দ্ধন বা তাঁহার কার্য্যতর্পণ করিয়া থাকেন। সুতরাং মঠের গোধনকে পূজ্যবুদ্ধিতে সেবা করা মঠসেবকের কর্ত্তব্য। মঠ ধাম, গ্রাম নহে—প্রপঞ্চে থাকিয়াও প্রপঞ্চাতীত, সুতরাং মঠের যাবতীয় বস্তুই বৈকুণ্ঠবস্তু এবং বৈকুণ্ঠাধিপতির সেবায় নিযুক্ত। মঠের বা ধামের প্রত্যেক বস্তুর সেবা দ্বারাই কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রীতিবিধান করা থাকে।

অপরাহ্ণে ৩ ঘটিকায় [illegible] শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ প্রভু কিছুক্ষণ হরিকথা আলোচনা করেন। বেলা প্রায় ৪ ঘটিকার সময় শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ নিমন্ত্রিত ভদ্র ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা আলোচনা করেন—

শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় লাহিড়ী এম্ এ (Oxon), ডিস্ট্রিক্ট ইন্স্পেক্টর অব্ স্কুলস্; শ্রীযুক্ত [illegible] দাশগুপ্ত বি এ, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট ইন্স্পেক্টর অব্ স্কুলস্; শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন এম্-এ (ভূতপূর্ব্ব [illegible]); শ্রীযুক্ত [illegible]মোহন সেন, শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, হেড্ মাষ্টার [illegible], ঢাকা প্রভৃতি।

শ্রীধামের সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুর্ব্বষ্টকবন্দন, শ্রীদামোদরাষ্টক ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ করেন।

৯।১১।৮০ তারিখ শনিবার ভোরে শ্রীমঙ্গলারাত্রিক ও কীর্ত্তনাদির পর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড ৯ম অধ্যায় হইতে শ্রীবাস অঙ্গনে প্রভুর শ্রীগৌরসুন্দরের বড় [illegible] পাঠ করেন। অতঃপর "উদিল অরুণ পূরবভাগে," "বিভাবরী শেষ, আলোক প্রবেশ" গীতি-কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির ও নাটমন্দির পরিক্রমা হয় [illegible] শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

যেখানে হরিকথা নাই, সেস্থল যতই আত্মীয়-স্বজন বেষ্টিত হউক না কেন, যতই বাসের সুবিধাজনক হউক না কেন, সেই সকল স্থান ব [illegible] জনসঙ্গ নিতান্ত অনুপযোগীয়

শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রী গৌরাব্দ, ৪৪২

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ কেশব কৃষ্ণ অষ্টমী গৌরাব্দ ৪৪৪

শ্রীশ্রীজীবপ্রভু

— :::০::: —

শ্রীষড়্‌গোস্বামীর কথা সকলেই জানেন। এই ষড়্‌গোস্বামী সকলেই ব্রজজন বা ব্রজপরিকর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। ইঁহারা যে যে রূপ ব্রজে—ই [illegible] পার্ষদ-স্বরূপ নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী। ইঁহারা সকলেই গুণময়, সকলেই রূপবান্, সকলেই পরমসুন্দর, সকলেই সুদর্শন। সুদর্শন বা সুরূপ হইয়া সৌন্দর্য্যের এই পরমসুন্দর অপ্রাকৃত দেহকান্তির পরমপরাকাষ্ঠা দর্শন করা যায়। ইঁহারা সকলেই শ্রীরাধাগোবিন্দের অন্তরঙ্গ নিজজন। তাঁহাদের সেবার মাধুর্য্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের নয়নমন মুগ্ধ—আকৃষ্ট। তাঁহারা অবতার—গৌরলীলায় ধাম হইতে কৃপাপূর্ব্বক প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। ষড়্‌গোস্বামীর এক একজন সাক্ষাৎ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর এক একটী মূর্ত্তিমান্ অপ্রাকৃত গুণস্বরূপ। বৃষভানুনন্দিনী, কৃষ্ণমনোমোহিনী, গান্ধর্ব্বিকা ঠাকুরাণীর এই অকিঞ্চন মহাভাগবত শিরোমণিগণের উপরী। তাই তাঁহারা মদনমোহন হইলেও নিজেশ্বরীর প্রতি অধিকতর নিষ্ঠাযুক্ত। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর ষড়্‌গোস্বামীর অগ্রণী। শ্রীশ্রীজীবপ্রভু ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম। তিনি নিজেকে শ্রীরূপের অনুগত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীজীব প্রভুর পরমগুরু। শ্রীরূপপ্রভু শ্রীশ্রীমতীর মূর্ত্তিমতী সেবারূপী—শ্রীমতীর অন্তরঙ্গ নিজজন। তিনি ব্রজলীলায় শ্রীরূপমঞ্জরী। সেবারাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সর্বপ্রথমে আমাদের শ্রীরূপের আনুগত্য আবশ্যক। শ্রীরূপের আনুগত্য না করিলে জীব বিরূপের অভিমান বা কুরূপাভিমান হইতে নিষ্কৃতি পায় না। শ্রীরূপের পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতে পারিলে স্বরূপ জীবকে আকৃষ্ট করিবেই। সুতরাং স্বরূপ ছাড়িয়া সুরূপ বা সুন্দর হইতে হইবে। স্বরূপ হইলেই সুরূপ সেবকাভিমানই স্বরূপ—সেবকই সুন্দর। সুন্দর না হইলে সুন্দরেশ্বর ও সুন্দরজনগণের সঙ্গ ও সেবা লাভ হইবে না।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ব্রজলীলার লবঙ্গমঞ্জরী। তিনি মাধবমহিমার গৌরব ও ভক্তের কোমলতাস্বরূপ। তিনি সম্বন্ধজ্ঞানের কথা প্রচার করিয়া সকল জীবকে আত্মারামশিরোমণির শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিয়াছেন। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু শ্রীরাধারাণীর মূর্ত্তিমান্ গুণস্বরূপ। শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামী প্রভু শ্রীরাধার মূর্ত্তিমান্ অনুরাগস্বরূপ এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর মূর্ত্তিমতী 'ভক্তি'-স্বরূপ। আর শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর মূর্ত্তিমান্ বিলাসস্বরূপ। শ্রীশ্রীজীব প্রভুর জগতে চিন্তাস্রোতের সংকীর্ণতা প্রদর্শন করিয়া চিদ্বিলাসের সৌন্দর্য্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। কেবল শ্রীশ্রীজীবপ্রভুর অনুগত হইলে চিদ্বিলাসরাজ্যে প্রবেশ হইতে পারেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই ষড়্‌গোস্বামীর অনুগত। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর অনুগত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের অনুগত রসিকচূড়ামণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর। শ্রীল বিশ্বনাথ প্রভুর অনুগত শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ। শ্রীল জগন্নাথ প্রভুর অনুগত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও মহাভাগবতবর পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অনুগত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু এবং তাঁহার অনুগত শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী প্রভু—এইরূপ-ভাবে ষড়্‌গোস্বামীর মত বা মহাপ্রভুর শিক্ষা [illegible] প্রকাশিত হইয়া গৌড়মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই পরমহংসগণ সকলেই গৌরকৃষ্ণের বংশধর। এই ধারাই শ্রীরূপানুগধারা শ্রীভক্তিবিনোদধারা। এই অপ্রতিহতা ধারায় স্নাত হইতে না পারিলে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা লাভ করা যায় না। শ্রীষড়্‌গোস্বামী বা শ্রীভক্তিবিনোদ গৌর-সরস্বতীর বংশধর—পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল আশীর্ব্বাদে। শ্রীল আচার্য্যদেব পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিবর্গের শিক্ষা অক্ষুণ্ণরূপে আসিয়াছে। সেই পরম-করুণাময় প্রভুবরের কৃপালাভ করিতে পারিলে আমরা নিশ্চয়ই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত ও দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া নিত্য নিত্যনিবাসে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবানন্দের সৌভাগ্য পাইব।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীরূপ-সনাতনের অনুজ শ্রীবল্লভের পুত্র। এই শ্রীবল্লভকে শ্রীমন্মহাপ্রভু অনুপম নামে অভিহিত করেন। শ্রীঅনুপম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। শ্রীশ্রীজীব প্রভু শ্রীরূপ-সনাতন প্রভুর শ্রীপাট শ্রীরামকেলী-গ্রামে আবির্ভূত হন। অদ্যাপি সেখানে শ্রীসনাতনপ্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমদনমোহনদেব বিরাজিত আছেন। সেখানে শ্রীসনাতনকুণ্ড এবং রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড প্রভৃতি অষ্টকুণ্ড ও শ্রীরূপসাগর নামক শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটী বৃহৎ সরোবর আছে। সেখানে চারিটী কেলিকদম্ব বৃক্ষ আছে। শুনা যায়, এই বৃক্ষের তলদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত নিশীথে শ্রীরূপ-সনাতন প্রভুর প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং এই স্থানে বসিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে তাঁহার নিকট গমন করিবার উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীজীবের পূতচরিত্রে শৈশবকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণানুরাগ ব্যতীত অপর চেষ্টা কেহ দর্শন করেন নাই। তিনি বাল্যকালে অন্য ক্রীড়া না করিয়া বালকগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী ক্রীড়া করিতেন, ফুল-চন্দন-তুলসীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতেন। তিনি বাল্যকালে অনিমেষনেত্রে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া উল্লসিত হইতেন এবং নেত্রজলে সিক্ত হইয়া দণ্ডবৎপ্রণাম করিতেন। তিনি ঠাকুরের মিষ্টান্ন ভোগ দিয়া বালকগণকে লইয়া প্রসাদ সেবা করিতেন। তিনি সর্ব্বক্ষণই কৃষ্ণবলরামকে লইয়াই থাকিতেন। অনেকসময় কৃষ্ণ-বলরামকে লইয়া নির্জ্জনে খেলা করিতেন, শয়নসময়েও তাঁহাদিগকে বক্ষে রাখিতেন। কৃষ্ণবলরামের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি দেখিয়া সকলে আনন্দিত হইতেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার জীবনে কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগ-ত্যাগের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী থাকিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। চিরজীবন চিদ্বিলাস সরস্বতীর সহিত তাঁহার বাস। তিনি ভক্তৈশ্বর্য্যসম্পত্তিশালী হইয়াও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণান্বেষণলীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক জীবমঙ্গল বিধান করিয়াছেন। তিনি জীব নহেন, তিনি—জীবপ্রভু—জগদ্‌গুরু আচার্য্য। তিনি—গুরু—গোপী। গোপীনাথের পরমপ্রিয় তিনি। তিনি গৌরনিজজন। ব্রজলীলায় তিনি বিলাসমঞ্জরী। শ্রীশ্রীজীবপ্রভু গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি। তিনি বাল্যকালেই ব্যাকরণ ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। একদিন তিনি শ্রীগৌর নিত্যানন্দকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়েন এবং অধ্যয়নের ছল করিয়া শ্রীনবদ্বীপে গমন করেন। শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুরে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীবাসভবনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপালাভ করিয়া তদনুসারে শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন ও পরিক্রমা করত তথা হইতে বারাণসীতে গমন করেন এবং তথায় শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট ন্যায়-বেদান্তাদি সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়নলীলা প্রদর্শন করিয়া তাহাতে অদ্বিতীয় পারদর্শিতা লাভ করত বৃন্দাবনে আগমনপূর্ব্বক শ্রীরূপ-সনাতনের আশ্রিত হইয়া শ্রীধাম-বৃন্দাবনে বাস করিতে থাকেন।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে সাক্ষাৎ হওয়ার কথা ভক্তিরত্নাকর ব্যতীত অন্য গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। শ্রীভক্তিরত্নাকরপাঠে জানা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীরামকেলী গ্রামে গমন করিয়াছিলেন, তখন শিশু শ্রীজীব মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ-সনাতনাদির অপ্রকটের পর শ্রীশ্রীজীবপ্রভুই গোবর্দ্ধন-গৌড়মাথুরমণ্ডলের গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করেন। মধ্যে মধ্যে তিনি ভক্তগণ সহ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিতেন ও মথুরায় বিঠ্ঠলদেব দর্শন করিতে যাইতেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ইঁহার প্রকটকালেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন। কিছুকাল পরে শ্রীশ্রীজীবপ্রভু গৌড়দেশ হইতে আগত শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও দুঃখী কৃষ্ণদাসকে যথাক্রমে 'আচার্য্য', 'ঠাকুর' ও 'শ্যামানন্দ' নাম প্রদান করিয়া যাবতীয় গোস্বামিশাস্ত্র সহ গৌড়দেশে নাম-প্রেমপ্রচারার্থ প্রেরণ করেন। তিনি শ্রীনিবাসশিষ্য শ্রীরামচন্দ্র ও তদনুজ গোবিন্দকে 'কবিরাজ' নাম প্রদান করেন। তাঁর প্রকট থাকিতে শ্রীল জাহ্নবাদেবী কতিপয় ভক্তসহ বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন। গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণ বৃন্দাবনে আসিলে ইনি তাঁহাদের প্রসাদসেবা ও

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে।

শীলতার নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন। তিনি বহু ভক্তিশাস্ত্র রচনা করেন। শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের পঞ্চবিংশতি গ্রন্থের তালিকা দৃষ্ট হয়। যথা—(১) হরিনামামৃতব্যাকরণ, (২) সূত্রমালিকা, (৩) ধাতুসংগ্রহ, (৪) কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকা, (৫) গোপালবিরুদাবলী, (৬) রসামৃতশেষ, (৭) শ্রীমাধবমহোৎসব, (৮) সংকল্পকল্পবৃক্ষ, (৯) ভাবার্থসূচকচম্পু, (১০) গোপালতাপনীটীকা, (১১) ব্রহ্মসংহিতাটীকা, (১২) রসামৃতটীকা, (১৩) শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিটীকা, (১৪) যোগসারস্তবের টীকা, (১৫) অগ্নিপুরাণোক্ত শ্রীগায়ত্রীভাষ্য (১৬) পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদ-চিহ্ন, (১৭) শ্রীরাধিকার করপদস্থিত চিহ্ন (১৮) শ্রীগোপালচম্পু, (১৯) তত্ত্বসন্দর্ভ, (২০) পরমাত্মসন্দর্ভ, (২১) ভগবৎসন্দর্ভ, (২২) কৃষ্ণসন্দর্ভ, (২৩) ভক্তিসন্দর্ভ, (২৪) প্রীতিসন্দর্ভ ও (২৫) ক্রমসন্দর্ভ।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর বংশপরিচয় আমরা শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এইরূপ পাইয়া থাকি। বিপ্ররাজ শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্গুরু মহাপণ্ডিত ও কর্ণাটদেশীয় রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম অনিরুদ্ধদেব। তাঁহার রূপেশ্বর ও হরিহর নামে এই দুই পুত্র। শ্রীরূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ। পদ্মনাভের পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ এই পাঁচ পুত্র। শ্রীমুকুন্দই সর্ব্বকনিষ্ঠ। শ্রীমুকুন্দদেবের পুত্র শ্রীকুমারদেব। বিশুদ্ধ প্রবীণ শ্রীকুমারদেব পরম শুদ্ধাচার ছিলেন তিনি বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং বাক্লা চন্দ্রদ্বীপ গ্রামে বাস করেন। তিনি ফতেয়াবাদেও একটী গৃহ নির্ম্মাণ করেন। শ্রীকুমারদেবের অনেক সন্তানের মধ্যে শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ও শ্রীবল্লভ এই তিনপুত্র বৈষ্ণবগণের প্রাণ। ইঁহারা ভগবানের পরম ভক্ত—ভগবৎপার্ষদ। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীসনাতন প্রভু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তাঁহার অনুজ শ্রীরূপ প্রভু এবং তাঁহার অনুজ শ্রীবল্লভ। আমাদের নিত্যোপাস্য শ্রীশ্রীজীব প্রভু সেই শ্রীবল্লভের তনয়।

কোন সময় দর্পপ্রতিষ্ঠ দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত নির্কিঞ্চন শ্রীরূপ সনাতনের নিকট হইতে জয়পত্র লিখাইয়া তদুভয়ের শ্রীরূপ-সনাতনের বিদ্যার অভাব জ্ঞাপন করিয়া শ্রীজীবকেও জয়পত্র লিখিয়া দিতে বলেন। শ্রীজীবপ্রভু তাহা শুনিয়া দিগ্‌বিজয়ীকে পরাজিত করিয়া গুরু অপরাধকারীর জিহ্বা স্তম্ভিত করিয়া শ্রীগুরুদেবের পদাশ্রিতগণের মর্য্যাদা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রকৃত গুরুসেবাদর্শ শিষ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেন। অনভিজ্ঞ প্রাকৃতসহজিয়াগণ বলেন,—শ্রীজীবের এতাদৃশ আচরণে তাঁহার তৃণাদপি সুনীচতা ও মানদধর্ম্মের বিরোধহেতু শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া পরিত্যাগ করেন, পরে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর উক্তিতে শ্রীজীবপ্রভুকে গ্রহণ করেন।” ঐ কপটবৈষ্ণববিদ্বেষিগণ কৃষ্ণ কৃপায় যেদিন আপনাদিগকে শুদ্ধবৈষ্ণবের নিত্যদাস বলিয়া জানিবেন, সেইদিন শ্রীশ্রীজীবপ্রভুর কৃপালাভ করিয়া প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচ ও মানদ হইয়া হরিনামকীর্ত্তনে অধিকারী হইবেন।

কোন কোন ইন্দ্রিয়তর্পণপর ব্যভিচারী প্রাকৃতসহজিয়া শ্রীরূপানুগবর গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য চিদ্বিলাসগুরু শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের মতানুবর্ত্তী পারকীয় রসের অনুমোদনকারী ছিলেন না বলিয়া তর্ক উঠাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, ব্যভিচারনিরসনকল্পে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু স্বকীয়রসের অনুমোদন করায় তাঁহাদের ন্যায় ব্যভিচাররত রসিক ভক্ত ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার আদর্শ গ্রাহ্য নহে। তাঁহাদের এই বৈষ্ণববিদ্বেষমূলা কল্পনার কোন মূল্য নাই। প্রকটকালে স্বীয় অনুগতাভিমানিগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে স্বকীয়রসে রুচিবিশিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের অধিকার বুঝিয়া এবং পাছে অনধিকারী ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত পরকীয়রসাশ্রয় পারকীয় ব্রজরসের সৌন্দর্য্য ও মহিমা বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং জড়ভোগপর হইয়া তাদৃশ অনুষ্ঠান করিতে গিয়া ব্যভিচার আরম্ভ করে, তজ্জন্য বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু পারকীয় বিচারসৌন্দর্য্যের অনুকূলেই স্বকীয়বাদ স্বীকার করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাকে অপ্রাকৃত পারকীয় ব্রজরসের বিরোধী বলিয়া বুঝিতে হইবে না। কেননা, তিনি স্বয়ং রূপানুগবর সাক্ষাৎ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শিক্ষাগুরুবর্গের অন্যতম। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুকে তাঁহাদের শিক্ষাগুরুপদে বরণ করিয়াছেন। চিদ্বিলাসগুরু শ্রীজীব প্রভুর কৃপা ব্যতীত কেহই অপ্রাকৃত চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য বা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলায় প্রবেশাধিকার পাইতে পারে না। শ্রীল শ্রীজীবপ্রভুই একমাত্র জীবগণের চরমমঙ্গলপথের পথপ্রদর্শক। চিদ্বিলাসাচার্য্য জগদ্গুরু শ্রীজীবপ্রভু জীবগণকে অচিদ্বিলাস ও নির্ব্বিশেষ অহংগ্রহ-উপাসনার করাল কবল হইতে রক্ষা করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের চিদ্বিলাসের কথা জানাইয়াছেন। সেই বেদান্তাচার্য্য, গৌরপ্রিয়তম, মুমুক্ষশ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীজীবপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মই জীবের একমাত্র গতি। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মই আমাদের আশ্রয় হউন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের ধূলিই আমাদের একমাত্র সম্বল, ইহা আমাদের উপলব্ধি হউক ইহাই শ্রীশুদ্ধবৈষ্ণবভগবানের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

আনন্দানন্দং দৈবৈকবিদং যাচে পুনঃ পুনঃ
শ্রীমজ্জীবপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং ভবজন্মনি॥

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::○::——

শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হ'লে অপর দেবতাগণের প্রবৃত্তি হয়, তৃণাদপি সুনীচভাব আসে। সম্যক্ কীর্ত্তন উপাধি মুক্ত নহে। সম্যক্ কীর্ত্তন দ্বারা শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলন হয়।

———

সাধনভক্তি পর্য্যায়ে দুই ভাগ। প্রথম—অপ্রয়োজনীয় পদার্থ থেকে বিরত হওয়া। অপ্রয়োজনীয় পদার্থের অনুশীলনকে ভাগবত শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলেন নাই। অনর্থনিবৃত্তি একটু আরম্ভ হ'লে সাধনভক্তির উন্মেষ। তৎপরে সাবয়ব সংহত বাস্তব সম্বন্ধ প্রভৃতি অবস্থা আছে।

———

যখন জীবের চিত্ত মীনবৃত্তির ন্যায় অত্যন্ত আক্রান্ত থাকে এবং যখন তা'রা ভোগসাগরে যথেচ্ছ বিহার করতে থাকে, তখন ভগবান্ বিষ্ণু মৎস্যরূপে সেই ভোগের টোপের প্রলোভন হ'তে জীবকে রক্ষা ক'রে বিদ্যাজ্ঞান বিকীর্ণনের জন্য লুপ্ত বেদ উদ্ধার ক'রে থাকেন। ভোগীসকল জলধিতে বাস করবার জন্য মীনের ন্যায় ভোগপ্রবণতা লাভ ক'রেছে, আর ক্ষণে ক্ষণে আধ্যাত্মিকতার টোপে প্রলুব্ধ হ'চ্ছে। প্রবৃত্তির উদ্ধার হ'লে জীব জানতে পারে, ভোগসমুদ্রে বা ত্যাগসমুদ্রে মজ্জন আমাদের জীবনের কৃত্য নয়। হরিসেবামৃত-সাগরে মজ্জনই জীবের নিত্যধর্ম্ম।

———

মানবের মঙ্গললাভ করতে হ'লে বিবেক ব'লে একটা জিনিষের উদয় হয়। বিবেক দুই প্রকার—ভক্তিবিবেক ও অভক্তিবিবেক ভক্তিদ্বারাই বিবেক উৎপত্তি লাভ ক'রেছে, আর যে বিবেক উৎপত্তি লাভ করার দরুণ ভগবৎসেবায় ঔদাসীন্যের উদয় হ'য়েছে, তাহা অভক্তিবিবেক

গোপীরা কৃষ্ণের সেবা করেন। তাঁহারা স্বধর্ম্মাদি গোপন করিয়া রাখিয়া কৃষ্ণের সেবা করেন, গুরুজন গুরুত্যাগই কৃষ্ণের সেবা করেন। সচ্চিদানন্দের সেবা করায় তাঁহারা নিত্য আনন্দে অবস্থিতা। আমরা কৃষ্ণকে গোপন করিয়া জগদাদি ভোগে নিযুক্ত করি। আমরা সচ্চিদানন্দকে বঞ্চিত করিতে যাইয়া নিত্যানন্দ হইতে বঞ্চিত—বিপ্রলব্ধ। Theism এর পূর্ণতম বিকাশ কৃষ্ণসেবায়। বাইবেল প্রভৃতিতে যে theism এর কথা আছে, তাহা অসম্পূর্ণ।

'কেশাগ্রশতভাগস্য' শ্লোকটী নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে জানিলে—'নিরন্তর কৃষ্ণসেবাই আমার কর্ত্তব্য' এ জ্ঞান হইলে জড়প্রতিষ্ঠা পলায়ন করিবে, কনক-কামিনী-স্পৃহা থাকিবে না। অধোক্ষজসেবা-ভূমিকায় জড়কামের স্থান নাই। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার কবল হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন তাঁহার মুখেই শুদ্ধনাম উচ্চারিত হন। শুদ্ধ সত্ত্বেই শুদ্ধনামের স্ফূর্ত্তি। অপরাধশূন্য হইয়া নিরন্তর নাম করিতে হইবে।

———

শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখা ময়মনসিংহস্থ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূটমহোৎসব শ্রীশ্রীগুরুবর্গের আনুগত্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে ভক্তগণ মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীশুদ্ধবৈষ্ণবরঞ্জনামৃত শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। মধ্যাহ্নে বহুপ্রকার বিচিত্র ভোগোপকরণ শ্রীগোবর্দ্ধনকে নিবেদন ও মাধ্যাহ্নিক আরাত্রিকান্তে শ্রীভাগবত হইতে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশুদ্ধবৈষ্ণবরঞ্জনামৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের উপাখ্যান পাঠ হয়। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ গৌড়ীয় হইতে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব সম্বন্ধে শ্রীপাদ [illegible] প্রভু অনেক কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপর সমাগত সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীউত্থান-একাদশী উপলক্ষে পরমারাধ্য ওঁ শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে [illegible] গৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ সকালে শ্রী[illegible], দুপুরে [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ[illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—[illegible] দাস অধিকারী বি-এল

(৩) শ্রীযোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]বিলাস [illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ মামগাছি (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) কুলদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গোদ্রুম, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) কৃষ্ণকুটির
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদ্বৃন্দাবন সেবাবিলাস

(১৮) [illegible]-আশ্রম
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২১) বালিঘাটি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চটক পর্ব্বত
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৩) মদন-গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউ মঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীবামনদাস ব্রজবাসী

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবব[illegible]বিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], ইউ. পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ [illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible]বিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible], ইউ পি।
শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠাশ্রম
[illegible], মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গোপীবিহারী মঠ—[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) ব্যাস-গৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ [illegible], [illegible], পাঞ্জাব
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible] হিল [illegible], বোম্বে
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (নদী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়-[illegible]-মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৬০) [illegible] প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (মালদহ)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible]
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible], [illegible] ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর
[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]-সম্পাদিত
প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:০:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
অর্দ্ধকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৬।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৹। বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জীবনীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালীটি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই পরমার্থের ও পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। গ্রন্থটি পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—সত্যা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ বারদী, নারিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১০০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—সত্যা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ বারদী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক গানের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খাবার ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ স্থান পাইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউশন
শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সুসম্বদ্ধভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যাবিনোদ প্রবর্ত্তক মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলাংশ উত্তমরূপে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রাঞ্জল অনুবাদ শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দ কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সপ্তম গোস্বামী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদর্শ জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত একাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু অতদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবের অন্যতম [illegible] "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার প্রচারবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শ কলেজের [illegible] প্রধান ও প্রবীণ অধ্যাপক নিশিকান্ত [illegible] মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] গৌড়ীয়বৈষ্ণব এবং পণ্ডিত লেখকের আশীর্ব্বাদ [illegible] প্রকাশিত হইল এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে [illegible] এই [illegible], অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। গ্রন্থ ও গ্রন্থকার [illegible] সহিত তুলনা-মূলক [illegible] প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে [illegible] অধ্যায়ে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিদ্যুৎসার শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) সহ একখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, [illegible] বাজার; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-২৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৩	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-৫৩
দমদম ,,	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১০-১৮	১৩ ৫০		১৮-৩	২২-৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৫৫	০-২৮
(বেলা) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১৩-৩৩	১৫-৫	১৮-৩৯	১৯-৪০	০-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৭	১৯-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০ ৪৯	১৮-১৭	২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম ,,	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

লাইট র

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-২	৮-৬	১১-৪	১৪-২২	১৬-৮	১৮ ৩৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩১	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১৫	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১৭	১৬-৫৬	১৯-২০	২০-৪৭	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০ ৩	২১-১১	৪-১০
(বেলা) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	১৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৪	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-১৬	১৯-৩	২১-২৬	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৭	১৭-৪৬	১৯ ২৭	২১-৪০	২৩-২৫	৬-১৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর বাটীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

রোহিণীর পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] [illegible] [illegible] অত্যন্ত অধিক। নিত্য [illegible] সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ বৃথা নষ্ট হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর

—১১নং ডাক্তার [illegible] রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible] কেদারনাথ, [illegible]

[illegible]

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর— ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, ২১শে নভেম্বর, ১৯৪০ বৃহস্পতিবার ২১৩তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—:(•):—

বৃটেনের সওদাগরী জাহাজ

যুদ্ধের প্রথম বৎসরের হিসাবে দেখা যায় যে, পূর্বের তুলনায় ব্রিটেনের মোট ৩ লক্ষ টন অধিক মাল বহন করিবার উপযোগী সওদাগরী জাহাজ ছিল। অন্য দেশের জাহাজে যে সকল ব্রিটিশ মাল বহন করে, তাহাদের ইহা হিসাবে ধরা হয় নাই। ইতালী গ্রীস আক্রমণ করায় ব্রিটেন এখন প্রায়ই গ্রীসের অধিকাংশ সওদাগরী জাহাজ ব্যবহার করিতে পারিবে। গ্রীসের এই জাহাজগুলির মোট টনেজ (মাল বহন করিবার পরিমাণ) ১১ লক্ষ। বর্তমানে যে হারে জাহাজ নষ্ট হইতেছে, অতঃপর তাহার প্রতিরোধের চেষ্টা করিতে হইবে।

সম্প্রতি বৃটেনের জাহাজ নির্মাণের [illegible] হইতে [illegible] ম্যাকেঞ্জি অ্যাণ্ড [illegible] নামক [illegible] জাহাজ নির্মাণকারী কোম্পানীর সহিত বৃটেনের জন্য বহুসংখ্যক সওদাগরী জাহাজ নির্মাণের কথাবার্তা চালান হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

কতকগুলি পুরাতন ও নব নির্মিত সওদাগরী জাহাজ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে আছে। এই গুলিকে বর্তমানে কাজে না লাগাইয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। প্রকাশ গ্রেট ব্রিটেন ইতিমধ্যে এই জাহাজের অনেকগুলি কিনিয়াছে।

আফ্রিকায় ইতালীর অগ্রগতির বাধা

"ইয়র্কশায়ার পোষ্ট"র সামরিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—লিবিয়া হইতে মিশর আক্রমণ করার প্রচেষ্টায় গ্রাৎসিয়ানী দুরূহ বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইয়াছে। উপযুক্ত রসদ দিয়া তাঁহার সৈন্যদলের জন্য সাজসরঞ্জাম এ সময়ে চালান দেওয়া বড় দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, সমুদ্রপথ তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ বন্ধ এবং উপকূলের সন্নিকটস্থ পথগুলি বৃটিশের নৌবহরের আয়ত্তের মধ্যে। সুতরাং সৈন্যদের জন্য রসদ সরবরাহ করায় বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। জলসরবরাহ করা আরও কঠিন ব্যাপার।

আফ্রিকায় অগ্রগতি ব্যাহত হওয়ায় ইতালী গ্রীস আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। গ্রীসের বিমান ও নৌ-ঘাঁটিগুলি বৃটেনের হাতে আসায় ইতালী খুব অসুবিধায় পড়িয়াছে। গ্রীসের এই ঘাঁটিগুলি দখল করা দূরে থাকুক, ইতালী গ্রীসের হাতে কেবলই নাকাল হইতেছে। বলা বাহুল্য, উত্তর আফ্রিকার উপর ইহার প্রতিক্রিয়া ইতালীর পক্ষে অনুকূল হইবে না।

—

আলবেনিয়ার সকল রণক্ষেত্রে গ্রীক সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি

গত ১৪ই নভেম্বর (বৃহস্পতিবার) রাত্রিতে ইতালীর গ্রীক রণক্ষেত্রে প্রবল প্রতি আক্রমণের ফলে গ্রীক সৈন্যদিগের অগ্রসর হইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তিনটি রণক্ষেত্রেই গ্রীক সৈন্যরা অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

গ্রীক সৈন্যরা ক্রমাগত ইতালীর বাহিনীর আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছে। গ্রীসের পার্বত্য সৈন্যগণ উত্তর রণক্ষেত্রের ইতালীর ঘাঁটি কোরিৎসায় অবস্থিত ইতালীয় সৈন্যদিগকে এক প্রকার ঘিরিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

দক্ষিণ রণক্ষেত্রে গ্রীক সৈন্যগণ কালামাস নদী অতিক্রম করিয়া ইতালীর সৈন্যদিগকে এলবেনিয়ার দিকে বিতাড়িত করিয়াছে।

মধ্য রণক্ষেত্রে গ্রীক সৈন্যরা আরও সাফল্যলাভ করিয়াছে। এখানে যুদ্ধের প্রথম দিনে গ্রীক বাহিনীর যে অবস্থা ছিল, গ্রীক সৈন্যরা সেই অবস্থা ফিরাইয়া আনিয়াছে।

গ্রীসের সামরিক কর্তৃপক্ষের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ইতালী ও গ্রীসের সমগ্র পদাতিকসৈন্য, কামান ও বিমানের তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পূর্ব গ্রীসে লারিসা নামক স্থানে প্রবল বোমাবর্ষণের ফলে বহু লোক হতাহত হইয়াছে। ১১ খানা ইতালীয় বিমান ভূপাতিত করা হইয়াছে।

বৃটিশ বিমান-বাহিনীর দূর পাল্লার বোমারু বিমানগুলি এলবেনিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য সরবরাহ ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান ইতালীয় বন্দরে বোমাবর্ষণ করিয়াছে। বিমানসচিবের ইস্তাহারে ইহা ঘোষণা করা হইয়াছে। ডুরাজো ও ভ্যালোনায় আক্রমণ চালান হইয়াছে এবং দক্ষিণ এলবেনিয়ায় আর্গিরোকাষ্ট্রো নামক স্থানে এক বিমান-ঘাঁটিতে বোমা ফেলা হইয়াছে।

ইতালীতে বৃটিশ-বিমানের আক্রমণ

কতিপয় বোমারু বৃটিশ-বিমান গত ১৩ই নভেম্বর (বুধবার) রাত্রিতে টারান্টোর উপর যাইয়া পৌঁছিলে পূর্বের তীব্র অভিজ্ঞতা হইতে তৎপরতার সহিত সাবধান হইয়া ইতালীর রণতরী কামান ও দুর্গের কামান-শ্রেণী তীব্রভাবে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে। বৃটিশ বিমানগুলি কিন্তু তাহাদিগের নির্দিষ্ট কার্যতালিকা-অনুসারে কাজ করিতে থাকে। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে তাহারা পোতাশ্রয়ের মধ্যে রণতরীগুলিকে দেখিতে পায়। তাহারা পোতাশ্রয়ের অভ্যন্তর অঞ্চলে বিরাট উগ্র বিস্ফোরক ও আগুনে বোমাবর্ষণ করে। পোতাশ্রয়ের ঐ অভ্যন্তর-অঞ্চলে প্রধান ডকের পূর্বাংশের উপর নামিয়া তাহারা ঐ আক্রমণ চালায়। এক সময়ে একসঙ্গে ৭ জায়গায় বেশী রকম আগুন জ্বলিতে দেখা যায়।

ঐ বৃটিশ বৈমানিকগণ ফিরিয়া আসিয়া রিপোর্ট দিয়াছে যে, নৌবিভাগের পেট্রোলের ট্যাঙ্ক ও [illegible]গুলির [illegible] আশপাশে বোমা ফেলা হইয়াছে। অধিকন্তু যে জাহাজে ডেস্ট্রয়ার-গুলি বাঁধা ছিল, তাহার পাশে এক সারি উগ্র বিস্ফোরক বোমা পড়িয়াছে।

একখানি বৃটিশ বিমান বহুক্ষণ ফিরিবার পথে অনেক দূর [illegible] হইতে দেখিতে পায়, অত্যন্ত তীব্র [illegible] বিস্ফোরণের [illegible] টারান্টো আলোকিত [illegible]।

ভক্তের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—বিহারের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত হিন্দী পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবপিতামহ অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বঙ্গদেশ তথা ভারতের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সজ্জনগণের সহিত যে সকল আলাপ করিয়াছিলেন, তাহার তত্ত্বভিত্তিক কথা ও সংলাপসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশ হইয়াছে। শ্রীশ্রীরূপ রূপানুগ-সিদ্ধান্ত-জ্ঞাপনে ও স্বরূপ সংস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ-জ্ঞাপক আচার্য্যবরের 'সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ' এই গ্রন্থে সত্যানুসন্ধিৎসু আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গ্রন্থের অভিনব বিরাট সংস্করণ কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, প্রতিপাদ্য নির্দ্দেশ, অধ্যায়বিবরণ, স্থানসূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'অণিক টীকা, বিবর্ত্তির ব্যাখ্যা, ভূমিকা ও সূচীসহ গুরুত্বপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
অধ্যক্ষ সুধীরঞ্জন রায় এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

ভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—দশম ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড—৸০, ৪র্থ খণ্ড —৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১ ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈবর্ণ ৩৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বামন আম্নায় ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক বাঁধা। ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১৲
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা ৸০
৩০। দীন-দিব্য-কর্ণ ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ॥০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগৌড়ীয় গুরুপরম্পরা ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ॥০
৪৩। মাধবতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ।৫
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। অমৃতবাণী বা ধর্মোপদেশাবলী ০
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণকেশব ৴০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৬০। সাধনামৃত ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।৫
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-নিবন্ধভূষণম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্র ।০
৬৫। [illegible] ৴০
৬৬। গৌড়ীয়বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ৴৫
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶৫

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স মরফোলজী অ্যান্ড অন্টোলজি ।৫
৭২। [illegible] ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৶
৭৪। সেতুমীমাংসা ।০
৭৫। [illegible] ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible]
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যু ওয়ান) ১৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।৶
৮১। সাধন-পথ ।৶
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶৫
৮৩। গীতাবলী ৴৫
৮৪। শরণাগতি ৴৫

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৫

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৸৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১৫ বর্ষ | ৬ কেশব ৪৪৪ গৌরাব্দ ৫ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২১শে নভেম্বর ইং ১৯৪০ বৃহস্পতিবার | ২১৩২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ কেশব আদি কারগোদশাব্দী গৌরাব্দ ৪৪৪

নিষিদ্ধাচার

——::◆::——

সম্যক্ গমন করার নাম আচার। যিনি সুষ্ঠুভাবে অবিদ্যা আচরণশীল, তিনি আচার্য্য। জীবে অসম্পূর্ণতা-ধর্ম আছে বলিয়া তাহার আচরণ অসম্পূর্ণ। কর্ম্মী বা মুমুক্ষুগণ যে আচরণ করেন তাহা খণ্ডিত বা আংশিক বলিয়া সম্পূর্ণ নহে। সেজন্য তাঁহাদিগের আচরণ পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় না। ভক্তিমার্গাশ্রিত নিত্যমুক্ত পরমপূর্ণপুরুষ ভগবানের সেবন-পথে বিচরণ করেন বলিয়া তাহাতে কোন অপূর্ণতার বা অসম্যক্ আচরণ থাকিতে পারে না। জীবের স্বরূপগত নিত্য ধর্মে যে স্বভাবশীলতা, আচরণ বা বৃত্তি পাওয়া যায়, তাহাই অপরিবর্ত্তনীয় আচার। যেস্থলে বিষয় ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ অর্থাৎ অনন্তৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ এবং যেস্থলে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের প্রাপ্য নিরবচ্ছিন্ন মাধুরীই বিষয়, সেস্থলে আচার্য্যের আচারে কোন প্রকার অসম্পূর্ণতা নাই। তাহাকে পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্জ্জন করিতে হয় না, সেই আচার নিত্য। তাহাই শিষ্টাচার।

যেখানে সিদ্ধের আচার নাই, দুষ্ট, হীন বা আচার নশ্বর বা অনিত্য তাহাই নিষিদ্ধাচার। 'সিদ্ধ' বলিতে যাঁহার পূর্ণতা পূর্ব্বেই লক্ষিত হইয়াছে, যাবতীয় অভাব বিদূরিত হইয়াছে এবং যিনি মায়িক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই সিদ্ধ। অসিদ্ধের আক্রমণে সিদ্ধ নিজ নিত্য স্থান হইতে বিচ্যুত হন না। তিনি স্বস্বরূপে অবস্থিত। অসিদ্ধগণ উচ্চ হইতে নিম্নে অধঃপতিত হন এবং পুনরায় উচ্চে আরোহণ করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। যাঁহারা ধীর, শান্ত, অচঞ্চল তাঁহারা কখনই বিপথগামী হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ভাবকে নিজ বাসস্থলী জ্ঞান করেন না। অভাবগ্রস্ত দরিদ্রের সঙ্গে ধনিব্যক্তি বাস করিলে দরিদ্রতার আবাহন অবশ্যম্ভাবী। মূর্খের সহিত পণ্ডিতের সান্নিধ্যে নিজ জ্ঞানের ক্ষয় হয় অর্থাৎ মূর্খতা বা জড়তার অনুশীলন-ফলে অচিৎ বস্তুর সঙ্গ-প্রভাবে জ্ঞানী অজ্ঞানে রুচিবিশিষ্ট হন এবং তাঁহার জ্ঞান আচ্ছাদিত হয়। তত্ত্বজ্ঞানে অবস্থান করিয়া অজ্ঞানীর অবিদ্যা বিনাশ করিলে কখনই জ্ঞানীর পতন হয় না। জ্ঞানী যখন অবোধ কর্ম্মীর সহিত সঙ্গ করেন, তখনই তাঁহার জ্ঞান আবৃত হইয়া অজ্ঞানরূপ স্থূলতা স্কন্ধে চাপিয়া বসে, আবার বৈষ্ণবজনের চরণাশ্রয়ে সেই মুক্তপুরুষ জ্ঞানী ব্রহ্মচারী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ হন। ব্রহ্মচারী যোগবিচ্যুত হইলেই তাঁহার অধোগতি ঘটে, যোগী সেবাবিচ্যুত হইলেই তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ভগবদ্ভক্তই প্রকৃত যোগী এবং ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মে বিচরণ করিতে করিতে অন্তর্মুখ হইলেই জীব মায়ায় বিচরণ করিতে আরম্ভ করেন অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ সেবা পরিত্যাগ করিয়া স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের অপব্যবহার করিতে গিয়া মায়িক বস্তুর ভোক্তৃসজ্জায় বৃথা জগৎকে মাপিতে আরম্ভ করেন—ইহাই ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিয়া রজোগুণ গ্রহণ। ক্রমশঃ প্রাকৃতিক প্রবৃত্তিক্রমে আত্মবিস্মৃত হইয়া অনাত্ম মায়াকে ব্রহ্ম বলিয়া বিপর্য্যস্ত ধারণার বশীভূত হন। সেইকালে তমোময়ী বুদ্ধি মুক্তাভিমানী জীবকে কেবলমাত্র মায়াবাদী করিয়া তুলে, উহাই জীবের নিত্য নিষিদ্ধাচার।

পতিত যোগী যোগভ্রষ্ট হইয়া ব্রহ্মচর্য্য হইতে বিচ্যুত হন এবং মায়ার সংসার আবাহন করেন। সেইকালে কৃষ্ণ সংসার তাঁহার সুদূরবর্ত্তী। কৃষ্ণসংসারের মায়ার অন্তর্গত সংসারজ্ঞানে অবিদ্যাকে পথ বিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তমোময় সংসারের বিশেষরহিত প্রপঞ্চের অবস্থাকে ব্রহ্মের নিত্য স্থিতি বলিয়া ঘোর মায়াবাদে প্রবিষ্ট হন। যোগী নিজ ব্রহ্মচর্য্যচ্যুত হইয়া মায়াকেই ব্রহ্ম ও নির্ব্বিশেষ অবস্থাকেই মুক্তি বলিতে গিয়া অবরোহের আচরণের অংশকেই চিদ্বিলাস নির্দ্দেশ করিয়া ভ্রম করেন। পরিশুদ্ধ নিত্যমুক্ত আত্মার নিত্য বৃত্তিমান্ এবং ভোগময় মায়ার ভ্রমণকারী নহে জানিলেই স্বরূপোপলব্ধিক্রমে জীবের নিত্যবৃত্তি ভক্তিতে নিত্য অবস্থিতি ঘটে। যে যোগবিদ্যার পরম পরাকাষ্ঠা ভক্তি নহে, সেই যোগ কখনই আচার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না; যেহেতু তাহা অনিত্য নশ্বর দুর্ঘট অবস্থিত।

অবিমিশ্র শুদ্ধ আত্মার পরমাত্মভক্তিতে বিচরণই মুক্ত পারিষদের ভক্তিতে অবস্থান। সেকালে শুদ্ধ জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্যবৃত্তি সেবা অখণ্ড, খণ্ড নহে এবং অবিনাশী। ভগবানের জ্ঞানবৃত্তির সাধনসম্বন্ধে প্রেমময়ী বৃত্তাত্মকগণের অন্তর্ভুক্ত নিত্য চিৎ জীবাত্মাদের সম্মিলিত বিচিত্র বা বাসস্থলী। সেই চিৎ প্রকাশ [illegible] নিত্যাশ্রয়কারী। সেই সদাচার পালনের যে প্রকৃত উপায় শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণব-আচরণে প্রকাশিত করিয়াছেন—যে আচার সেই শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজনগণ সর্ব্বাঙ্গীনে নিজ [illegible] অবগত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রদান করিয়াছেন, সেই সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য যদি কাহারও নিত্য [illegible] থাকে, তাহা হইলে তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তিত নিষিদ্ধাচারবিষয়ক কীর্ত্তন শ্রবণ করুন। সেই মুক্তগীতে নির্দ্দিষ্ট হইলে জীব স্বরূপের [illegible] আপনাকে [illegible] শ্রীগৌরধামে [illegible] নিত্যকাল অবস্থিত হউন। নিষিদ্ধাচার পরিহার করিলেই জীব [illegible] হইতে পারেন, [illegible] হইলেই [illegible] ভগবানের [illegible] এবং [illegible] ভক্তিবৃত্তি নিত্যকাল [illegible] যোগভ্রষ্ট [illegible] ব্রাহ্মণতাচ্ছল্য [illegible] অনাচার [illegible]

* আমায় পালে রঙ্গে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও অজ্ঞান

শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবারূপ নিত্যমঙ্গললাভ, আর কোথায় ভক্তি বর্জ্জিত হইয়া পদাঘাতে অবজ্ঞাপূর্ব্বক যোগভ্রষ্ট হইয়া ব্রহ্মচ্যুত হইতে পতন? কোথায় নিত্য সিদ্ধান্তের অনন্ত জগৎ, কোথায় নিষিদ্ধাচারে অবধি পঙ্কযোগ। সংযত সাধক শুদ্ধভক্তিযোগ পর হইয়া ক্রম, অন্যান্য অবিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া ভুক্তি ও মুক্তি বহু সম্প্রদায়কে ভ্রান্তিবাচক সম্পর্করূপ বৈরাগ্য এবং অভাবের দুঃখ জীবনে কত না ক্লেশ ভোগ করে! আবার এই ক্লেশকে তপস্যা অবলম্বনপূর্ব্বক বহুমানন করিতে দ্বিধা বোধ করে না! ভোগের বিষয় ধ্যান করিতে করিতে বদ্ধ জীবের আর ভগবৎসেবাবিষয়ক কিছুই ভাল লাগে না। কেবল আপনাপনি নিজ মতাচার বাঁধন মনে হয়। সুতরাং ভক্তপূর্ণ মনের নিত্য কারণে না পারিলে জীবের স্বতঃসিদ্ধভাবে অবস্থানরূপ ভজনীয়ের সেবাবৃত্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকটিত হয় না। অভাবের বাক্যে ও সাধুর বাক্যে শ্রবণপরায়ণ সাধকের নিত্যাচার পরিষ্কার করা কঠিন ব্যাপার প্রথমে মনে হইতে পারে, কিন্তু কৃপাপূর্ব্বক প্রথমতঃ সিদ্ধান্তের অনুকূল হইলে নিত্যাচারপরতা উৎকর্ষের প্রতিকূল বস্তু হৃদয়ে নিত্যস্থান লাভ করিবে।

কৃপাই ভরসা

(শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী)

ভগবদ্বিমুখ জীব অনাদিকাল হইতে মায়ার কবলে কবলিত হইয়া ত্রিতাপে দগ্ধীভূত হইয়াও এমন একটী আপাতসুখে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, সে আর নিজের মঙ্গলের কথা ভাবিবার অবকাশ পাইতেছে না, অসৎ সুখকেও দুঃখ বলিয়া মনে হয় না। পরমার্থহারা হইয়া তাহার অভাববোধ হইতেছে না, ভবরোগাক্রান্ত হইয়াও রোগমুক্তির আগ্রহ নাই। অত্যন্ত বিকারগ্রস্ত রোগী যেমন নিজেকে সুস্থ মনে করিয়া নানা প্রকার প্রলাপ করে, মায়াবদ্ধ জীবও সেইরূপ করে। সে নিজেকে অত্যন্ত বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ জ্ঞান করে, [illegible] আছে, [illegible] পাপী, [illegible] না বুঝ, [illegible] পারিতেছে না—সাধুদের কথা বুঝিতে পারিতেছে না।

তটস্থ জীব যে মুহূর্ত্তে ভগবদ্বিমুখ হইয়া ভোগপ্রয়াস করে, সেই মুহূর্ত্তেই নিকটস্থ মায়া তাহাকে জাপটিয়া ধরে। তখন সে কর্ম্মফল বশতঃ কখন স্বর্গে, কখন নরকে, কখন তির্য্যক্ যোনিতে, কখন উচ্চযোনিতে—এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডময় ভ্রমণ করিতে করিতে অজ্ঞাতসুকৃতিবশতঃ কখনও মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া থাকে। এই মনুষ্যজন্ম ছাড়া পরমার্থ লাভ করিবার সুযোগ অন্য জন্মে পাওয়া যায় না। কেননা, দেবতাগণও এ মনুষ্যজন্মের জন্য এই মনুষ্যশরীরই পাইতে প্রার্থনা করেন।

যে মায়ার কবলে পড়িয়া জীব এইরূপ কষ্ট পাইতেছে, সেই মায়ার হাত হইতে কেহ স্বতন্ত্রভাবে নিস্তারলাভ করিতে পারে না, সেই দুরত্যয়া—দুরতিক্রমণীয়া মায়ার হস্ত হইতে কিরূপে জীব নিস্তার লাভ করিবে? বড় বড় যোগী, বড় বড় তপস্বী, বড় বড় যোদ্ধা, বড় বড় দার্শনিক, এমন কি, দেবতাগণও যাহাকে জয় করিতে পারে নাই, সেই মায়াকে কিরূপে একটা ক্ষুদ্র মনুষ্য পরাজিত করিবে? এতাদৃশী মায়া জীবকে সর্ব্বদা বিমোহিত করিয়া সংসার কারাগারে নিষ্পেষিত করিতেছে।

যে ব্যক্তি মায়ার একটা কটাক্ষে বিমোহিত হইয়া যায়, সে কি বড়ই কাণ্ডজ্ঞানবিহীন, পণ্ডিত, শ্রেষ্ঠতা অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করে! সে অজ্ঞানে মত্ত হইয়া নিজেকে সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞান— অপরকে ক্ষুদ্র জ্ঞান, ভগবৎপ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণকেও প্রাকৃতবুদ্ধি—নরবুদ্ধি করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। ইহা তাহার অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের পরিচয়। সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে বহু ভাগ্যফলে মানব যখন সাধুর সন্ধান পাইয়া নিজ [illegible] অবগত [illegible] সাধুবৈদ্য যখন অহৈতুকী কৃপা করিয়া ভবরোগের মহৌষধ ও পথ্য প্রদান করেন, তখন সাধুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে চলিতে থাকিলে ভবরোগ আরোগ্য লাভ করে। প্রতিদিন নিয়মিত ঔষধ ও পথ্য সেবন করিলেও রোগ ভাল হয় না, যদি সে মধ্যে মধ্যে কুপথ্য গ্রহণ করে। [illegible] যেমন ঔষধ ও পথ্য নিয়মিত গ্রহণ [illegible] হইবে, সেইরূপ কুপথ্যও পরিত্যাগ [illegible] হইবে। [illegible] নিষিদ্ধ সহকারে [illegible] দুঃসঙ্গ, অসদালাপ, [illegible] [illegible] ভক্তিপ্রতিকূল হরিকথা [illegible] [illegible] [illegible] না রাখে, বস্তুমায়ার কটাক্ষ হইতে উদ্ধার লাভ না করা যায়, তবে তাহাতে নিশ্চয়ই গলদ আছে। কিন্তু গলদ কোথায় তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সাধু বা গুরু যদি কৃপা করিয়া দেখাইয়াও দেন, তথাপি দেখিয়াও যেন দেখা যায় না—বুঝিয়াও বুঝা যায় না। তাই মঙ্গলও হয় না। বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, গলদ থাকিলে দু' স্থানে গলদ থাকিতে পারে— হয় বৈদ্যের গলদ, তিনি উত্তম বৈদ্য না হওয়ার জন্য রোগ আরোগ্য হইতেছে না; না হয় রোগী কুপথ্যাদি গ্রহণ করায় রোগ নিরাময় হইতেছে না। নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে দেখা যাইতেছে, বৈদ্য খারাপ নহেন, কেননা, তাঁহার ঔষধ সেবন করিয়া ভবরোগী রোগী সুস্থ ও কর্ম্মঠ হইয়াছে। তবে দেখা যাইতেছে—রোগীরই দোষ। নিয়মিতরূপে ঔষধপথ্য গ্রহণ করিলেও উহার মধ্যে সে কুপথ্য গ্রহণ করিতেছে। তাই তাহার রোগ ভাল হইতেছে না।

সাধকের গলদ যদি গোড়ায় থাকিয়া যায়, তবে মঙ্গল হইতে পারে না। যাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া এই ভবসমুদ্র হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া ভক্তিসুধাসিন্ধুতে নিমজ্জিত হওয়া যায়, সেই গুরুপাদপদ্ম দৃঢ়রূপে ধারণ না করিলেই অসুবিধা হয়। 'গুরুপাদপদ্ম ভিন্ন আমার আর কেহ নাই, আমাকে দুরতিক্রমণীয়া মায়ার হাত হইতে আর কেহ উদ্ধার করিয়া নিত্যারাধ্য শ্রীভগবৎপাদপদ্মের সেবা দান করিতে পারেন না"— এ বিশ্বাস সাধকমাত্রেরই থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবের নিত্য মঙ্গললাভের জন্য যে বীর্য্যবতী বাণী কীর্ত্তন করেন, তাহা অকপটে হইয়া শ্রবণপূর্ব্বক আচরণ করিতে করিতে যদি কেহ অপরমঙ্গলের জন্য অনুকীর্ত্তন করেন— তবে তাঁহার মঙ্গল হইবেই। সাধক অনেক সময় আচার করিয়া প্রচার করিতে ভুলিয়া যায়, আচারহীন প্রচারের দ্বারা যে অনর্থ বৃদ্ধি হয়, ইহা সে ভুলিয়া যায়। গুরুপাদপদ্মের চেতনবাণী আচার করিয়া অনুকীর্ত্তন করিলে সিদ্ধান্তস্ফূর্ত্তি, ভজনের বল বৃদ্ধি হয়, ভক্তবৈষ্ণবে রতি হয়, পরোপকার, ভক্তি, জড়বিষয়ে বিরক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু এতদিন—এতবৎসর শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিয়াও কোন উন্নতি দেখা যাইতেছে না; সুতরাং খুব সহজেই বুঝা যাইতেছে, আচারহীন প্রচার, শ্রবণহীন কীর্ত্তন অর্থাৎ নিজের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া—উদাসীন থাকিয়া পরোপকারের (?) জন্য কীর্ত্তনের ফলে তাহার progress দেখা যাইতেছে না।

বহুরূপিণী মায়াকে যখন সে কোন প্রকারেই জয় করিতে পারিল না, তখন তাহার কি করা কর্ত্তব্য? তখন তাহার দু'প্রকার বুদ্ধির উদয় হয়। প্রথমতঃ মনে হয়—গুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশানুসারে আমি যথাসাধ্য সাধন করিতেছি। যদিও progress দেখা যাইতেছে না—একদিন না একদিন গুরুদেবের কৃপায় আমি সাধনে সিদ্ধিলাভ করিব অর্থাৎ প্রেমলাভ হইবে—এইরূপ একটা দীর্ঘসূত্রতা দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে সাধনে দিন দিন উৎসাহ বৃদ্ধি হইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ মনে হয়, এতদিন সাধন করিয়াও যখন কোন উন্নতি হইল না, তখন এ সব একটা কথার কথা— লোককে একটা ধোঁকা দেওয়া। এখন মায়ার সহিত আপোষ-মীমাংসা করিয়া তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিব। কিন্তু সে যদি একটু ধৈর্য্যশালী হয়, ঐ গুরুপাদপদ্মের বাণীতে একটু বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে সাধুর মঙ্গলময় উপদেশানুসারে যত্নের সহিত তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে অনায়াসে মায়াকে জয় করিয়া ভগবৎসেবা লাভ করিতে পারে। সুতরাং নিত্যমঙ্গল লাভের পথ এই একটী—শরণাপত্তির পথ—শ্রৌতপথ—অবরোহপথ—কৃপার পথ। ইহা ছাড়া পরমার্থলাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥

ভগবৎপাদপদ্ম—গুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইলেই মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। তাঁহার সেবা ছাড়া আমি আর কিছু করিব না—তাঁহার প্রীতিবিধান করা ছাড়া আমার আর কোন কার্য্য নাই— আমাকে রক্ষা ও পালন করার মালিক তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই, আমার আপন বলিতে গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেহ নাই। আমি নিতান্ত অনর্থগ্রস্ত, শক্তিবুদ্ধিহীন, অত্যন্ত অপরাধী; এমন নির্গুণ ব্যক্তিকে আর কে উদ্ধার করিবে? অদোষদর্শী, পরমকৃপাময়, নিত্যানন্দের আশ্রয় পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব ভিন্ন আমাকে আর কেহ অহৈতুকী কৃপা করিয়া কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্মের ছায়ায় আশ্রয় দিয়া প্রেমামৃত দান করিতে পারেন না। আমার কোন যোগ্যতা নাই, যাহার দ্বারা তোমার কোন রকম সেবাও করিতে পারি। আমার কোন বুদ্ধি নাই যাহার দ্বারা তোমার

[illegible] ব্যবধানে। এক অক্ষয়াদি [illegible] বিধান আপনে।

প্রীতিবিধান করিতে পারি। "আমি ত' তোমার, তুমি ত আমার।" ইহা যেন ভুলিয়া না যাই, "আমি ত' কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি', ধাই তব পাছে পাছে।" এই বলিয়া যদি নিত্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণে নিষ্কপটভাবে শরণাগত হইয়া সেবাময় জীবন যাপন করা যায়, তবে আর কোন চিন্তা নাই। ইহাই একমাত্র সাধন-ভজন।

গুরুদেবের বিন্দুমাত্র প্রীতিবিধান করিতে পারিলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়। তাঁহার কৃপা ভিন্ন কোন প্রকারে মঙ্গল হইতে পারে না। জীবের এমন কোন যোগ্যতা নাই যাহার দ্বারা সে দৈবী মায়ার কবল হইতে উদ্ধার লাভ করে, মঙ্গলের পথ গ্রহণ করিতে পারে। যদিও সাধক নিজের চেষ্টা হইতে বিরত হইবে না, তথাপি গুরুকৃপাই মুখ্য। সাধক যদি "সাধন ও কৃপাসিদ্ধ" দুই পথ না ধরে, তবে সাধ্যবস্তু লাভ করিতে পারে না। নিজেকে নিতান্ত দীনহীন, অত্যন্ত অযোগ্য অধমের অধম হইতে জানিয়া যদি গুরুপাদপদ্মে নিষ্কপট আর্ত্তির সহিত কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে পারে,—

গুরুদেব আমার যাত্র করুণা তোমার।
অহৈতুকী সে করুণা বেদের বিচার॥

● ● ●

গুরুদেব! আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা করি', আমারে লইলে
সংসারে উদ্ধার পাই॥

● ● ●

তব কৃপা বিনা, সকলি বিফল
দেহ' মোরে পদাশ্রয়॥

● ● ●

যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই
তোমার করুণাসার।
করুণা না হ'লে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥

তবে শ্রীগুরুদেব তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া বেদদুর্লভ অজভব-বাঞ্ছিত পরমপুরুষার্থ "শ্রীকৃষ্ণপ্রেম" অবলীলাক্রমে বিতরণ করেন। কবে আমার সেদিন হইবে, যে দিন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপা গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা হরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারিব।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের উৎসবপঞ্জী

গত ১০ই নভেম্বর রবিবার উত্থানৈকাদশী পরমগুরুদেব শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব তিথি। ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে শতাধিক মঠবাসী ও গৃহস্থভক্ত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গবিনোদরাধা-গোপীজন-বল্লভজীউর মঙ্গলারাত্রিক দর্শন করেন। অতঃপর মঠের নাটমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গবন্দনা, পরমগুরুদেববন্দনা ও দামোদরাষ্টক কীর্ত্তনের পর পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দের কৃপাদেশে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু পরমগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তনমুখে শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ও পূজার্থ সপরিবার শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর শ্রীবাস-মন্দিরে আগমন-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। অতঃপর একটী বিরাট নগরসঙ্কীর্ত্তনবাহিনী বহির্গত হইয়া নারিকেলডাঙ্গা, বালিয়াঘাটা, লক্ষ্মীবাজার, নবাবপুর, ঠাটারীবাজার ও ওয়ারী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। নগর-সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলী মঠে ফিরিয়া আসিলে শ্রীমন্দির ও নাটমন্দিরে উপবেশন করিলে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। মধ্যাহ্নে ভোগ আরাত্রিকের পর নাটমন্দিরে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও "পরমগুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর" গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা চলিতে থাকে। অপরাহ্ণে শ্রীল বাবাজী মহারাজের দশ উপদেশ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। বহু বিশিষ্ট শ্রোতা শ্রীল বাবাজী মহারাজের অলৌকিক চরিত্র ও সারগর্ভ উপদেশ সাগ্রহে শ্রবণ করেন। ঐ দিন অপরাহ্ণে মহামহোপদেশক শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রায় একমাসকাল মথুরায় শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্ম সন্নিধানে অবস্থান করিয়া শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবের কুশলবার্ত্তা ও চেতনবাণী শ্রবণে সকলেই পরম উৎসাহিত হন। ঐ দিবস প্রাতঃকাল হইতেই প্রভাবান্ সজ্জনবৃন্দের আগমন হইতে থাকে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্র পুরুষ ও মহিলা শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে মহোপদেশক প্রবরপদলে সঙ্কলিত শ্রীল বাবাজী মহারাজের অলৌকিকাচার সম্বন্ধে শ্রীল বিদ্যাবিনোদ প্রভু দীর্ঘকাল শ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের অপ্রাকৃত চরিত্র এবং মথুরায় অবস্থিত শ্রীল আচার্য্য-দেবের হরিকথা-কীর্ত্তনের মর্ম্মাবলম্বনে প্রাণস্পর্শিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদ ও পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তন হয়।

১১।১১।৫০ তাং সোমবার, পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশীর উপবাস-তিথি। ভোরে মঙ্গলারাত্রিক ও গুরু-গুরু বৈষ্ণব-বন্দনার পর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য খণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে শ্রীঅদ্বৈতমিলন-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুকে অগ্রণী করিয়া বহু পতাকা, মৃদঙ্গ, করতাল, শঙ্খ বাদ্যাদি সহ পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিতে করিতে নারিন্দিয়া, শুক্রাপুর, গেণ্ডারিয়া, ফরাসগঞ্জ রোড, বুড়ীগঙ্গার তীর, প্যারীদাস রোড, লক্ষ্মীবাজার ও সাহাজাদানগর হইয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভক্তবৃন্দ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে উদ্দণ্ড ও উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন সহ শ্রীমন্দির ও নাটমন্দির-পরিক্রমা করেন।

ঐ দিবস উর্দ্ধতন সমাপ্তিকাল বলিয়া ঢাকাবাসী প্রভুপাদ বাক্সিয়াজের শ্রীবিগ্রহ ও সাধুদর্শন উদ্দেশ্যে শ্রীমঠে উষঃকাল হইতে আগমন করিতে থাকেন। সকলেই শ্রীমঠে অপূর্ব্ব সঙ্কীর্ত্তন-উল্লাস ও সর্ব্বত্র মহামহোৎসবের অধিবাস উপলক্ষে অপূর্ব্ব ঠাকুরশ্রী দর্শন করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পর নাটমন্দিরে পাঠ কীর্ত্তন হইতে থাকে। অপরাহ্ণে স্থানীয় Baptist Mission এর প্রধান প্রচারক Mr. Northfield মঠে আগমন করিয়া শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্ম ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচারপ্রচার-বৈশিষ্ট্য-বিষয় শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। তাহাদিগকে প্রচারক ও অকৃত্রিম জীবের প্রচারকগণের পার্থক্যও তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার ৬॥ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্থানীয় বার লাইব্রেরী হলে 'ভক্তি-গোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বহু বিজ্ঞজন ও সম্মুখে 'জীবন সংগ্রামে শ্রীচৈতন্যদেব' সম্বন্ধে বীর্য্যবতী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীমৎ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের বাগ্মিতা ও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতিষ্ঠিত ভক্তি সম্বন্ধে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া সকলকে শ্রবণার্থ আহ্বান করেন। সভার অন্তে শ্রীযুক্ত [illegible] সেন এম-এ, মহাশয় 'ঢাকাবাসীর পক্ষ হইতে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

মঠে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ 'বিদ্যালঙ্কার প্রভু প্রবন্ধসদনে 'শ্রীচৈতন্যদেবের নামপ্রচার ও বৈষ্ণবসেবা' সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীপ্রপন্নাশ্রমমঠে বিরহ-মহোৎসব

ঐ ঠিক চট্টগ্রামের অন্তর্গত শাখা আমলা-জোড়া শ্রীপ্রপন্নাশ্রমমঠে 'শ্রীগোপালজীউর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে গত ২৬শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব তাঁহার অপ্রাকৃত চরিত্র আলোচনা ও শ্রীনামসংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকান্তে গুরু-বন্দনা গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর', 'বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর' ইত্যাদি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা হয়। দিবসে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-গিরিধারীজীউর পূজা ও ভোগারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের অভিমর্ত্ত্য চরিতামৃত গুণকীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ প্রসঙ্গ পাঠ করা হয়। পরে 'এইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোসাঞি' ও বহুবিধ কীর্ত্তনান্তে সমাগত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

স্থানপরিবর্তন

গৌড়ীয়বিশনের সর্ব্বোত্তম নিদর্শন কাশী সুন্দরবাটীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ চন্দ কয়েক দিন হইল আবির্ভাবস্থ (ক.স্ব) এক ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ
শ্রীধাম নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৬১১০
সেবক—[illegible]

(৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) [illegible]
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) মামগাছি-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
[illegible], পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible], (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible]মোহন ব্রহ্মচারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], চট্ট. জি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] [illegible]।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
৮।১১ বড় [illegible], [illegible] সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়মঠ, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]বিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible] ইউ পি।
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible] (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গোপীবিহারী মঠ—[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], [illegible], পাঞ্জাব।
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ পুরী [illegible]
সেবক—শ্রীগৌর[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible] [illegible]
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible] কুটীর
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible]-[illegible]
পোঃ [illegible], পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]-[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible] প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible], [illegible]।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
৩০১ [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেবক—[illegible] বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ [illegible]
[illegible], [illegible] (ইউ-পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible]পুর (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রী বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]গোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্র[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]কিশোরদাস অধিকারী

(৭১) শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদক
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-৯:০:৯-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" ইঞ্চি	৫৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪০		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৩৲	৩৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৩৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক	"	৫৲
মাসিক	"	২৸০
[illegible]	"	১৲

ও সংখ্যা ৫০, [illegible] সংখ্যার ভিক্ষা [illegible]।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—।:০:।—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ [illegible] ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা [illegible] খাবার ও [illegible] প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১২ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউশন
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে [illegible] হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ [illegible]। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালীই [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত ও [illegible] হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের [illegible] অতি সরস ও সরল। [illegible] পাইকা টাইপে [illegible] কাগজে মুদ্রিত। ইহার [illegible] মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ [illegible], নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক [illegible], গল্প, প্রবাদ ও [illegible] যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের [illegible] বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু [illegible] সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ [illegible], নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] মহামহোপদেশক [illegible] শ্রীল [illegible] ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, [illegible] তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, [illegible] ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের [illegible] মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ [illegible] যে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া [illegible] প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] কাগজে [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্র-প্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত [illegible] শ্রীল [illegible] বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অমিয়মুয় জীবনচরিত এতাবৎকাল সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্যবর্যের অন্তেবাসী সর্ববিদ্যাধিভূষিত সু-লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি ১২৫ পৃষ্ঠা এবং সচিত্র হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত [illegible] মহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সরস্বতী-বৈষ্ণবাচার্য এম-এ মহোদয়ের ওজোময়ী লেখনী এবং গবেষণা লেখনীর অদ্ভুত সমাবেশ করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে রুচি হইবে এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমালোচনা। প্রথম খণ্ড ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword) একখানি ও গ্রন্থকারের ভূমিকায় (Preface), বিষয়-সূচিপত্র (Contents) এবং গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) প্রভৃতি সম্বলিত গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সম্রাট গৌড়ীয় মঠ আসাম বাজার; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট

যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

অপ

কলিকাতা ছাঃ	৯-১৬	৬ ২১	৭ ১৪	১১-৬	৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-৫৬
ব্যাণ্ডেল „	৪-৫৮	৬-৩১	৭-৩৮	১১-১৮	১৬ ৫০		১৮-৬	২২ ৪২
কালনাঘাট পৌঃ	৬-১৭	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৫৫	০-২৮
(কালনা) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১৩-৩৩	১৫-৫	১৮-৩৩	১৯-৫০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৯	১১-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(বধন) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০ ৪৯	১৮-১৭	২১ ১০

(অপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট „	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বধন) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৪-২২	১৬-৮	১৮ ৩৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩১	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬-৫৬	১৯-২৭	২০-৪৭	০-৩১
কালনাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০ ৩	২১-১৯	৪-১০
(কালনা) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৭	১৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৪	৪-১৮
ব্যাণ্ডেল		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৩	২২-২৬	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৫	১৭-৪০	১৯-২৬	২২-৪০	২৩-১৫	৬-১৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনবদ্বীপ প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। ত্রৈমাসিক পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

দেওয়ালের পাচন

সর্ব্বাবিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ রুগ্ন, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় প্লীহা যকৃৎ ও জ্বর দূর করিতে অদ্বিতীয়। জিহ্বায় লালা, বমন ভাব এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর

৮১নং অক্রুর দত্ত লেন রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ মেহারা, ঢাকা শ্রীহট্ট

পোঃ—[illegible]
টেলিগ্রাম—[illegible]

RGED NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[illegible] খণ্ড [illegible] ৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, ২২শে নভেম্বর, ১৯৪০ শুক্রবার ২১৮তম সংখ্যা

যুদ্ধ-সংবাদ

—লণ্ডন—

জার্মানীতে বৃটিশ বিমানের হানা

বিমানবিভাগের একটী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ বিমানবহর জার্মানীতে ব্যাপকভাবে হানা দিয়া সমর বাণিজ্যের উপকণ্ঠস্থ স্ক্যাগাট-এর কারখানা সকল এবং নগরের উত্তর-পশ্চিম উপকণ্ঠবর্তী একটী রেলওয়ে জংশনের উপর আক্রমণ চালায়। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, অপরাপর ব্রিটিশ বিমানবহর বেটিনা ও হামবুর্গের তৈল-শোধনাগার, ফ্রেদেরিক্-এর বিস্ফোরক কারখানা প্রভৃতি, এবং নদীর তীরবর্তী এমদে ও উইলহেমশেভেন এবং রেলওয়ে ইয়ার্ড ও জেটি, হীজেনের অস্ত্রাদির কারখানাসমূহের উপর আক্রমণ চালায়। পূর্বের বিমানাক্রমণ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ব্যাপকভাবে হানা দেওয়া হয়। ব্রিটিশ বিমানবহর নাৎসীদের তৈলশোধনাগারসমূহের উপর আক্রমণ চালায়। বিশেষ করে অধিকার "ব্রেমেন" হয়। ডানকার্কে জার্মানদের গোলাবারুদের বিমানঘাঁটিসমূহের উপর আক্রমণ চালান হয়। বাল্টিকে একটী জাহাজের উপর বোমা পড়ে এবং ফ্রান্সস্থিত শত্রুর বিমানঘাঁটিসমূহের উপর মেশিনগানের গুলী বর্ষিত হয়। একটী বিমান অগ্নিশিখা পরিবৃত অবস্থায় বিধ্বস্ত হয়। অন্যান্যের আর একটী জাহাজ-সমূহের উপর আক্রমণ চালান হয়। [illegible] এক মোটরবোট-সমাবেশের উপর বোমা বর্ষিত হয়। বিমানবিভাগ হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, এই সব অভিযানে ছইটী ব্রিটিশ বিমান নিখোঁজ হয়।

আলবেনিয়ার রণক্ষেত্রের অবস্থা

এথেন্স হইতে যে সব সংবাদ আসিয়াছে, সামরিক মহল হইতে তাহা সন্তোষজনক বলিয়া মনে করেন। আলবেনিয়ার এলাকায় গ্রীকগণ যে সকল স্থান দখল করিয়াছে, সেই সব একটির ওজহাতা হয় নাই এবং গ্রীকগণ সেই সকল স্থানে তাহাদের পরিচ্ছুর্ণ করিয়াছে। এথেন্সের ইস্তাহারে প্রকাশ যে, পশ্চিম ম্যাসেডোনিয়ায় ইটালীয়দের উপর আক্রমণ চালাইয়া গ্রীকগণ তাহাদের চারিটী কামান, ৯টি [illegible] কামান এবং ২০টি মেশিনগান দখল করে।

ইস্তাহারে আরও প্রকাশ যে, ইটালীয়রা গ্রীসের কয়েকটি নগরের উপর বিমান-আক্রমণ চালায়, কিন্তু সম্প্রতি কোন ক্ষতিই তাহারা করিতে পারে নাই। তবে কতক বে-সামরিক অধিবাসী হতাহত হইয়াছে। মধ্য রণাঙ্গনে গ্রীকগণ পিন্দাস এলাকায় একটী ইটালীয় বাহিনীকে মূল সেনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে বলিয়া জানা গেল। কতক সৈন্য বন্দী হইয়াছে। ছিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া ইটালীয় সৈন্যগণ যখন পলাইতেছিল, তখন গ্রীকগণ তাহাদিগকে বেয়নেট দ্বারা বন্দী করে।

কলিকাতায় ট্রেঞ্চ নির্মাণের ব্যবস্থা

যাহাতে কলিকাতায় বহুসংখ্যক ট্রেঞ্চ তৈরী হইতে পারে, সম্প্রতি তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা সম্ভবপর হয় নাই। এই ট্রেঞ্চনির্মাণকার্য্য যদি একবার প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তবে উহা বাবসায়ের পক্ষে স্থায়ী মূল্যবান বিষয়রূপে পরিগণিত হইবে। কারণ, জানা গিয়াছে যে, ইতিপূর্বে এই ধরণের ট্রেঞ্চ বহুল পরিমাণে এদেশে আমদানী হইত।

যুদ্ধসম্পর্কে মার্কিণ পত্রিকার মতামত

"বোষ্টন হেরাল্ড" নামক সংবাদপত্রটি লিখিয়াছে, "বোমাবর্ষণের মধ্যেও বৃটিশেরা যে দৃঢ়তা ও শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছে তাহাতে সমগ্র সভ্যজগৎ উল্লসিত হইবে।"

"নিউইয়র্ক পোষ্ট" ১৭ই অক্টোবরের সংখ্যায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছে, "ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে বৃটিশের প্রতাপ যে অধিক, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।"

"লোইসভিল কুরিয়ার জার্ণালের" ১১শে অক্টোবরের সংখ্যায় প্রকাশ যে, লোইসভিলে বৃটিশের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন সুবিখ্যাত কেন্টাকি নাগরিকদের একটী শাখা গঠিত হইয়াছে। এই সভা একটী বিবৃতিতে জানাইয়াছেন :—"বৃটিশের শৌর্য্য ও দৃঢ়তা আমাদের (আমেরিকার) আত্মরক্ষার প্রথম ঘাঁটি, বৃটিশ নৌবহর প্রকৃতপক্ষে আমাদের আটলাণ্টিক সমুদ্র রক্ষা করিতেছে। পশ্চিমার্দ্ধ গোলার্দ্ধ আক্রমণ সম্বন্ধে হিটলারের ক্রমবর্দ্ধমান অভিসন্ধির পথে বৃটিশের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধই বর্তমান অন্তরায়। সুতরাং আমরা বৃটেনকে পূর্ণ সাহায্য দানের পক্ষপাতী। এই সাহায্যদান দ্বারা আমাদেরই নিজেদের নিরাপত্তা বর্দ্ধিত এবং আমাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা দৃঢ়তর হইবে।"

'ক্লিভল্যাণ্ড প্লেন ডিলার' লিখিয়াছে, "আকাশপথে পরিকল্পিত বিদ্যুৎগতি যুদ্ধে ব্যর্থকাম হইয়াছে এবং এইবার এক দীর্ঘকাল স্থায়ী যুদ্ধের জন্য তাহাদের প্রস্তুত হইতে হইবে।"

"পোর্টল্যাণ্ড প্রেস হেরাল্ড" বলেন :—"হিটলার আর কোম্পানীর অবস্থা ক্রমেই কঠিন হইয়া পড়িতেছে। জার্মানীর বিমান-আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে। বৃটিশেরা শুধু যে আত্মরক্ষার সক্ষম তাহাই নহে, শত্রুদেশ পর্য্যন্ত তাহারা আক্রমণ চালাইতে সমর্থ, সে প্রমাণও তাহারা দিয়াছে।"

"নিউইয়র্ক টাইমস্‌" বলেন, "বৃটেনরা প্রমাণিত করিয়াছে যে, ভূমধ্যসাগরে তাহাদের গতিবিধি অপ্রতিহত, ইটালীর নৌ বা বিমানবহরের সাধ্য নাই যে তাহাতে বাধা দেয়।"

আফ্রিকায় ত দলের আরো সমর্থন

আফ্রিকার ফরাসী-অধিকৃত নিরক্ষ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত গ্যাবনের অধিবাসীরা জেনারেল দ গলের নিকট আত্মসমর্পণের প্রস্তাব জানাইয়াছে। ইতিপূর্বে তাহারা নিজেদের ভিসি গভর্ণমেণ্টের সমর্থক বলিয়া ঘোষণা করে এবং জেনারেল দ গলের প্রস্তাব-প্রতিরোধ প্রবলভাবে [illegible] জানা গিয়াছে যে, [illegible] সৈন্যদলের [illegible] করিয়াছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনকুলাল মিত্র সাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় গৌড়বঙ্গীয়বর্গ অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগৌর মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ বহুবিধ তথ্য বহু প্রশ্নসমূহের বহুপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মহাত্মা সজ্জনগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ-সম্প্রদায়ভুক্ত ও ভক্তরূপ 'সজ্জনতোষণে' অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরজন জগদ্গুরু আচার্য্যদেবের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীর নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের অভিনব বিরাট সংস্করণ কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, প্রতিপাদ্য নির্দেশ, অধ্যায়সার, সাম্প্রতিক গ্রন্থ এই সমস্ত গৌড়ীয়মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিবর্ত্তের ব্যাখ্যা ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয়মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
সুর্শচরণ নাথ এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, —প্রথম ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অমৃতপ্রবাহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অমৃতবাণী) ৯৲
৩। অমৃতপ্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সজ্জনতোষণী (অবশিষ্ট) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড —৸০
৪র্থ খণ্ড —৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবমঞ্জুষা ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে 'মধুর' তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। প্রবন্ধ আনন্দ ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়গীতা ৷৶০
২২। অভয় বক্তব্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম বাঁধা। ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ অবাঁধা) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র কথা ৷০
২৭। মুকুন্দমালা অমৃতপ্রবাহঃ মালিকাত্য ১৲
২৮। প্রেমবিবর্ত্ত (সাহবাস) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। জীব-শিক্ষা-ধর্ম্ম ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ॥০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ৷
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ॥০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। কল্যাণকল্পতরু
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ্ঠ ৶০
৫০। বৈষ্ণবসদাচার-সমাহৃতি (১ম-৩ খণ্ড) ৬
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সাহবাস) ৷
৫৩। গৌড়কোরত ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৫৫। কৃষ্ণকর্ণামৃত বা বাংলামৃতলহরী ৷
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। উপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখা ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধনাবলী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিবিধা ৷০
৬৩। নবীন-শিক্ষাদর্পণম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সাত্বত সিদ্ধান্তসার ৶০
৬৬। গৌড়ীয়সম্প্রদায়শিক্ষা ৴০
৬৭। মাধ্বসেবাকথন ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ কিউ রাইট স থ অব বেদাস ৷০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০
৭৩। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এণ্ড হিজ মেসেজ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বেদানীতি ৷০
৭৫। ভোয়াই গৌড়ীয়মঠ ইজ ফর ইট ৴০
৭৬। দি ভাগবত ॥০
৭৭। শ্রীচৈতন্য'স টিচিংস এণ্ড আনন্দমূর্তি চিচোমর
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ ১৫৲

হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

ওড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। নবদ্বীপশতক ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত — জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১৫ বর্ষ. { ৭ কেশব ৪৪৪ গৌরাব্দ ৬ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২২শে নভেম্বর ইং ১৯৪০, শুক্রবার } ২১৪২৩ সংখ্যা

সাময়িকপ্রসঙ্গ

——::*)::——

শ্রীঢাকাগৌড়ীয়মঠের উৎসবপঞ্জী

১২।১১।৪০ তারিখ মঙ্গলবার পরম ভাগবত শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহামহোৎসব দিবস। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারী জীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণববন্দনান্তে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড ৭ম অধ্যায় হইতে শ্রীপুণ্ডরীক-গদাধর-মিলন-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকে অগ্রণী করিয়া একটী বিপুল নগর-সংকীর্তন-বাহিনী বহির্গত হইয়া টিকাটুলী, হাটখোলা, নবাবপুর ও রামমোহন রায় রোড প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। ভক্তগণ মঠে প্রত্যাবর্তন করিলে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীমন্দির ও নাটমন্দির পরিক্রমা করা হয়। অতঃপর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্তন করেন। নাটমন্দিরে দিবারাত্রই হরিসংকীর্তন চলিতেছিল। অপরাহ্ন হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বহু সহস্র ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে প্রায় পাঁচ শত কাঙ্গালীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই বৎসর সুদূর চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ ও পাবনা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বহু ভক্ত হরিকথা-শ্রবণপিপাসু হইয়া আগমন করিয়াছিলেন। পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় এবং শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজের উপস্থিতিতে উৎসবটী অভূতপূর্ব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

১৩।১১।৪০ তারিখ বুধবার মঙ্গলারাত্রিক-কীর্তনাদির পর শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীবাসমন্দিরে শ্রীমহাপ্রভুর ঐশ্বর্য-প্রদর্শন-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। শ্রীমন্দির ও নাটমন্দির পরিক্রমাদির পর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী বহু রাত্র দীর্ঘকাল যাবৎ মঠাশ্রিত ভক্তগণের নিকট হরিকথা কীর্তন করেন।

অপরাহ্নে নাটমন্দিরে ইষ্টগোষ্ঠী-সভায় 'গৌড়ীয়' পত্রিকা পাঠ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর নাটমন্দিরে বহু ভক্তসমক্ষে শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ প্রভু ১৫শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়' হইতে "আশ্রয় ও বিষয়বিগ্রহ" প্রবন্ধটী পাঠ ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

১৪।১১।৪০ তারিখ বৃহস্পতিবার প্রাতে শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড অষ্টম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের ভক্তিনিষ্ঠা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীমন্দির-পরিক্রমার পর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ব্রাহ্মণবংশে সঙ্কীর্ণবাদে প্রবেশ-অধিকার এবং মনুষ্যদেহের পরিণাম বিষয়ে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্তন করেন। অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী-সভায় 'নদীয়াপ্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়' পাঠ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর বহুক্ষণ মহাজন-পদাবলী কীর্তন হইলে শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু 'গৌড়ীয়' ১৫শ সংখ্যা হইতে "শ্রীমায়াপুর অন্তরঙ্গ শ্রীল গৌরকিশোর" প্রবন্ধটি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ঐ দিবস অপরাহ্নে ঢাকা কামরুন্নিছা কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্তা সুকান্তা রায়, এম্-এ, (এম্, ই ডি) মহোদয়া বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-বিষয়ে হরিকথা শ্রবণ করেন।

বিরহ-মহোৎসব

গত ১০ই নভেম্বর রবিবার উত্থানৈকাদশী তিথিতে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যবর্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট-তিথিপূজা নিরন্তর পাঠকীর্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছেন।

প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিক ও ঊষঃকীর্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ এবং পরমগুরু 'শ্রীগৌরকিশোর' গ্রন্থ হইতে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্যদেবলিখিত "উপোদ্ঘাত" পাঠ হয়।

মধ্যাহ্নে "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি পারায়ণ আরম্ভ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর [illegible], গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, পরমগুর্বষ্টক, "বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর" প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্তনান্তে শ্রীপাদ অরবিন্দাক্ষ দাসাধিকারী ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী বি-এস্ মহোদয় পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের প্রচুর মহিমা ও অলৌকিক লীলার কথা, শ্রীচৈতন্য-শরণাগতির বিষয়, আমাদের মঙ্গলের জন্য তাঁহার আপ্রাণ যত্ন এবং তাঁহার অহৈতুকী ও অতুলনীয় দানের কথা কীর্তন করেন। অতঃপর পরমগুরু 'শ্রীগৌরকিশোর' গ্রন্থ হইতে শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর কয়েকটী উপদেশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে 'কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর', 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' ও মহামন্ত্র কীর্তন হয়।

রেঙ্গুণে প্রচার

আকিয়াব শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা রেঙ্গুণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের কৃপা-আশীর্বাদে শ্রীশ্রীঅন্নকূট মহোৎসব সমারোহে সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে মঠ-সেবকগণের আন্তরিক যত্ন ও সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

গত ৬ই নভেম্বর তারিখে মঠসেবকগণ স্থানীয় প্রবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র বসু মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহার বাসভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সাধুসঙ্গ প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। [illegible] ও অনেক মহাজনপদাবলী [illegible] কীর্তন হইয়াছিল। [illegible] উপস্থিত ছিলেন।

কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল

'শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপায় শুদ্ধ হরিনাম হয়। সর্ব্বদা তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে, তাঁহাদের নিকট ক্রন্দন করিতে হইবে—লোক দেখান নহে—কপটতা করিয়া নহে।'

—শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

কেশব তিথি পর্ব্বোৎসবশালী গৌরাব্দ ৪৪৪

হরিকথা-প্রসঙ্গ

ভগবদ্বস্তু ও শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমূর্ত্তি ভেদ নাই। বস্তু ও সেবকেরও ভেদ আছে, অথচ সমসমান মাত্র। সেবোন্মুখ না হইলে এই ভগবদ্বস্তুর জ্ঞ হইতে বদ্ধজীব পরিত্রাণ পাইতে পারে না। ভক্ত নিত্য সেব্য-সেবকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন। সেব্য অপ্রাকৃত হয় আর সেবক প্রাকৃত জড় স্বরূপ নহেন। সেব্য, সেবক ও সেবা এই তিনটী চিন্ময় পর্য্যায়ে অপ্রাকৃত ব্যাপার। বৈষ্ণবদর্শনই ভগবদ্দর্শন, বৈষ্ণবসেবাই ভগবৎসেবা। বৈষ্ণবের নিকট হরিকথা-শ্রবণফলে বৈষ্ণবসেবা হয়। ভক্তি না থাকিলে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সাক্ষাৎ পাইলেও তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মদর্শন হয় না। ভক্তিশক্তিতেই দর্শন হয়। বস্তুতঃ দেহ ও জড় এক বস্তু নহে। জড়বস্তু কখনও চিদ্বস্তু ভোক্তা হইতে পারে না। চিদ্বস্তু জড়বিষয়ে চিৎকণ জড়ের ভোক্তা মনে করায় বদ্ধজীবাভিমান প্রবল হইয়া দেহ ও মনকে আত্মা বলিয়া ধারণা করে। যাঁহারা অনাত্ম দেহ ও মনকে আত্মবস্তু বলিয়া ভ্রম করেন তাঁহারাই বদ্ধজীব। আর যাঁহাদের স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি হওয়ায় ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি জাগরুক হইয়াছে, সেই জীবন্মুক্ত মহাজনগণ সিদ্ধস্বরূপ লাভ করিয়া অহর্নিশ হরিসেবা করেন। হরিসেবা-ব্যতীত জড়ভোগপ্রবৃত্তি তাঁহাদের নাই।

অপ্রাকৃত সেবক ব্যতীত অপ্রাকৃত সেব্য বস্তুকে অন্য কেহই অনুশীলন করিতে পারে না। শ্রীভগবানের অর্চ্চাবতারের সেবা দ্বারা অপ্রাকৃতবুদ্ধিতে অর্চ্চন হইতে পারে। অর্চ্চার অঙ্গসেবাদি দেখিয়া অনেকের মনে হইতে পারে যে, উহা লৌকিক কর্ম্মকাণ্ড কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্যাপারটী তাহা নহে। অর্চ্চক শুদ্ধভক্তি দ্বারা আপনার অপ্রাকৃত উপলব্ধি করেন, ভগবানের অপ্রাকৃত সামগ্রীবোধে উপকরণগুলিকে অপ্রাকৃতবোধে শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত সেবা করেন। নিজের প্রাকৃতবুদ্ধিযুক্ত চক্ষু অর্চ্চকের এই অর্চ্চন-সেবা দেখিতে পায় না বলিয়া তাহা কল্পনা নহে। মহাভাগবত তাঁহাদেরও এই অর্চ্চাপূজার আবশ্যকতা আছে। এমন কি অন্তকালেও মানবদেহ ত্যাগের পূর্ব্বের ভগবদ্ধ' ও পূজোপকরণ ফল-পুষ্পাদির অনুসন্ধান বিধানের কথা আছে। জড়বুদ্ধি ব্যাপারটী জীবের স্বরূপ উপলব্ধি বা নিজেকে অনুসন্ধান ভগবৎসেবকরূপে অহং ও আর অনুসন্ধান ব্যাপারটী যাবতীয় প্রাকৃত উপাদানে চিন্ময় সেবোপকরণ-বুদ্ধিরূপ বিবর্ত্তজ্ঞানকে লক্ষ্য করে। আত্মস্বরূপজ্ঞান ও সেবোপকরণে চিন্ময়বুদ্ধির অভাবে কখনও শুদ্ধরূপে বিগ্রহপূজা হইতে পারে না। যে বস্তুগোপগণের সহিত যাবতীয় বস্তুতে যে কৃষ্ণসেবোপকরণ-বুদ্ধি হয় সেইরূপ বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির সেবা শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সাধুসঙ্গপ্রভাবে অপ্রাকৃত বুদ্ধি উদিত হইলেই জীবের [illegible] হইয়া সমস্ত বস্তুতে ভগবৎসেবোপকরণ বুদ্ধি হয়।

শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহ যে সাক্ষাৎ ভগবান্ স্বরূপ প্রতীতি উত্তমভাগবতের নয়নেই দৃষ্ট হয়। মধ্যমভাগবত ও কনিষ্ঠভাগবতগণ মহাভাগবতের অনুসরণ করেন মাত্র। কনিষ্ঠের অর্চ্চন বা শ্রীবিগ্রহদর্শন সমস্তই প্রাকৃত। গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্ ও শ্রীনামে অপ্রাকৃতবুদ্ধি ও আসক্তি হয় নাই, পরন্তু কোমলশ্রদ্ধা মাত্র হইয়াছে। তিনি খুব দুর্ব্বল। শ্রদ্ধা ও উপলব্ধি তাঁহার নাই। সেইজন্য কনিষ্ঠাধিকারীর মধ্যমাধিকারীর সঙ্গ করিয়া আত্মমঙ্গল করা কর্ত্তব্য। কনিষ্ঠাধিকারী অপ্রাকৃত বৈষ্ণব চিনিতে পারেন না, তাই তাঁহাতে তাঁহার মহদ্বুদ্ধি নাই। কনিষ্ঠের সাধুসেবাও অনেকটা কর্ম্মের। তাহা অপ্রাকৃত মহদ্বুদ্ধিজনিত সেবাপরতা নহে। মধ্যমই বৈষ্ণব চিনিতে পারেন, বৈষ্ণবের প্রীতিমৈত্রী অহৈতুকী সহ্য করেন। তিনি কাহাকেও নিজে প্রবঞ্চনা বিচার করেন না। অসৎসঙ্গত্যাগে তিনি দৃঢ়সংকল্প, তিনি অন্ধমত নহেন, পরন্তু সর্ব্বক্ষণ সজাগ।

যাহারা শ্রীমূর্ত্তিকে একটী জড়ভোগ্য সম্পত্তি মনে করে, তাহাদের শ্রীমূর্ত্তিসেবা কর্ম্মকাণ্ডান্তর্গত। শ্রীমূর্ত্তি সাক্ষাৎ ভগবান্, তিনি আমাদের নিত্যসেব্য—এইরূপ অপ্রাকৃত সেবাময়ী বুদ্ধি যেখানে নাই, সেখানে ভক্তির পরিবর্ত্তে অভক্তি স্বাভাবিক। তাহারা কদাচারী। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও অন্যাভিলাষ সবই কদাচার। ভক্তিই একমাত্র সদাচার। ভগবৎসেবার উপকরণ সমস্তই চিন্ময়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্পত্তিরক্ষা বিষয়কার্য্য নহে, তাহা শুদ্ধভক্তি অর্থাৎ তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা হইতে পৃথক্ নহে। উহা ভোগ্য বিষয়কার্য্য নহে যে, তাহা দ্বারা আমাদের অমঙ্গল হইবে। অতএব সেবকাভিমান বা সম্বন্ধজ্ঞান সর্ব্বদা চিত্তে বর্ত্তমান বা উদিত থাকিলে কোনপ্রকার অমঙ্গল, অযোগ্য বা অপরাধের আশঙ্কা নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে প্রাকৃত কর্ত্তৃত্বাভিমান, অহঙ্কার বা প্রাপঞ্চিকবুদ্ধি হৃদয় অধিকার করিলে শুধু শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিষয়রক্ষা সেবাকার্য্য কেন, সাক্ষাৎ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব ও তৎসম্বন্ধী প্রত্যেক বস্তুতে ভোগবুদ্ধি আসিয়া আমাদের মহা অসুবিধা ও মহা অমঙ্গল ঘটাইবেই। প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিটাই খারাপ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিষয়সংরক্ষণরূপ সেবাকার্য্য বর্জ্জন করিতে পরিত্যাগ করিলেও সেই প্রাপঞ্চিকবুদ্ধিজনিত [illegible] ত' আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না; সুতরাং অন্য কার্য্যে বা আমার শুদ্ধভক্তি—গুরুসেবা ও ভজন কি করিয়া হইবে? সুতরাং আমাদের কাহারও যেন কোন ভগবৎসেবাকার্য্যকে বিষয়কার্য্য বলিয়া মনে না হয়, তাহা হইলে মঙ্গলের আশা নাই। ইহাই শাস্ত্রের আদেশ ও উপদেশ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্পত্তিসমূহ কোন ব্যক্তিবিশেষের কর্ম্মফলভোগের বস্তুবিশেষ নহে। ভগবৎসেবোদ্দেশে উপাদান ও উপকরণসমূহ সমর্পিত হওয়ায় তৎসমস্তও অপ্রাকৃত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্পত্তি তাঁহার নিজের। উহাতে অপর কাহারও অধিকার নাই। মহাপ্রভুর ভক্তগণও মহাপ্রভুর ভোগ্যবিশেষ, তাঁহারা প্রাকৃতসহজিয়ার ন্যায় কর্ম্মফলের ভোক্তা নহেন। গৌরসুন্দরই সেবকগণের মালিক। সেবনযোগ্য উপাদানসমূহেরও একমাত্র মালিক তিনি। তাঁহার সেবাই আমাদের কাম্য হউক। তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে।

[illegible] তীর্থ মহারাজের হরিকথা

(শ্রীবাগবাজারগৌড়ীয়মঠ, ৮।১১।৩০ অপরাহ্ণ)

দেহ ও মন—এই দুইটি স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণের মধ্যে একটী বস্তু আছে, তাহা আত্মা। আমাদের আত্মা এখন নিদ্রিত। তাহাকে জাগাইতে হইলে একজন জাগ্রত ব্যক্তির দরকার, তিনিই জগদ্গুরু বা আচার্য্য। যিনি Absolute Truth-এর নিকট unconditionally surrender করিয়াছেন, যিনি realised soul, যিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা শতকরা শতভাগ ভগবানের সেবা করেন, তাঁহাকে দর্শন করেন, তিনিই আমাদিগকে জাগাইতে পারেন—শিক্ষা দিতে পারেন। যিনি ভগবত্তত্ত্বে পারঙ্গত, যিনি স্বয়ং আচার করিয়া শিক্ষা দেন, তিনিই জগদ্গুরু। তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে কেহ দুই বৎসরে, কেহ পাঁচ বৎসরে অথবা সমস্ত জীবন সাধনা করিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারেন। প্রফেসার ত' তাঁর ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিলে তাহারা স্ব স্ব মেধা বা intelligence অনুসারে কেহ অল্প বা বেশী সময়ে degree লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু সকল ছাত্রেরই পড়াশুনার ফল সমান হয় না। যিনি অধ্যাপকের best student, তিনি সর্ব্বোত্তম degree লাভ করিয়া আবার নিজে অধ্যাপক হইয়া পড়েন। তখন অধ্যাপক ঐ best student-এর উপরেই বহু ছাত্রের শিক্ষার ভার দেন। পূর্ব্বের ছাত্র প্রফেসার কর্ত্তৃক ভারপ্রাপ্ত হইয়া পরবর্ত্তী সময়ে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। ছাত্রই পরে প্রফেসার হইয়া পড়েন। যিনি গুরু, তিনি তাঁহার best disciple-কে গুরু বা আচার্য্য হইয়া বহু শিষ্য গ্রহণ করিয়া শিক্ষাদানের ভার দিয়া জগজ্জীবের মঙ্গলবিধান করিতে আদেশ করেন। তখন শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান দুইটি কার্য্যই গুরুসেবা হইয়া পড়ে। গুরুদেবের নিকট হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত সাধক নববিধা ভক্তির অঙ্গ নিজে পালন করিয়া অপর জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাঁহাদের মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। শিক্ষক শিক্ষাদানকালে অনেকসময় ছাত্রকে punishment-ও দিয়া থাকেন, তাহার মঙ্গলের জন্যই।

শিক্ষক ছাত্রকে punishment দিয়া discipline ঠিক রাখেন। একজন

Head বা গুরু না থাকিলে discipline ঠিক থাকে না। Discipline না থাকিলে discipleগণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। সদ্গুরুর নিকট শিক্ষা করিতে গেলে শিষ্যের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে হয়।

শ্রীগুরুদেব যাহা বলেন, তাহা Absolute Realmএর কথা। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া শরণাগত হইয়াছেন—যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট সম্পূর্ণ বিক্রীত হইয়াছেন, তাঁহার আর নিজের স্বাধীনতা থাকে না। গুরুদেব Absolute এর সঙ্গে সর্বদা connected. তাঁহার সংস্পর্শে থাকিলে—তাঁহার অধীন হইয়া থাকিলে Absoluteকে লাভ করা যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম অখণ্ড জ্ঞানসম্পূর্ণ। তাঁহার সহিত সংযোগ থাকিলে জীবের হৃদয়ে শুদ্ধ জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত থাকে। কিন্তু bulbরূপ জীবগণ Power-House শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে disconnected হইলে বা line fused হইলে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির অন্যথা হইলে, Absoluteএর সহিত আর সম্বন্ধ থাকে না, সম্বন্ধজ্ঞানের আলো পাওয়া যায় না। শ্রীগুরুর উপদেশ বা শাসন অবনতমস্তকে মানিয়া লইলে, কোনরূপে তাঁহার অপ্রিয় না হইলে এবং তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিলেই Absoluteএর কথা জানা যায়।

শিষ্য প্রথমাবস্থায় গুরুকে গুরুর চক্ষেই দেখিয়া থাকে। সাধনের উন্নত অথবা পরিপক্বাবস্থায় শিষ্য গুরুকে আর গুরুর চক্ষে দেখেন না, প্রীতির চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। চেতনের ভূমিকায় পৌঁছিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অন্তর্যামী বলিয়া জ্ঞান হয়। এমন একটা plane আছে, যেখানে পৌঁছিলে angle of visionএর মধ্যে কোন defect থাকে না। সেখানে observer, observed and observationএ কোন defect নাই, যেমন straight angleএ কোন angular (কোণজ) defect থাকে না। ত্রিগুণাতীত অবস্থায় (কোণজ) দর্শন নাই।

"ব্রহ্মঃ দিব্যা দিব্যা গুরবো
ভক্তিপূত॥"
(ভাঃ ১।১।৮)

যে ছাত্রের submissive spirit বা obedient temperament আছে, তাহাকে অধ্যাপক বা শিক্ষক গুহ্যতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া থাকেন। কিরূপভাবে সদ্গুরুর নিকট গেলে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, তাহা গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্ব-
দর্শিনঃ॥"
(গীঃ ৪।৩৪)

You must bow down your head to Gurudeva. This submission the first condition. Secondly questioning or sincere enquiry after Truth and then serving temperament.

পতিতের বন্ধু কে ?

(শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ)

পরমকরুণাময় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সব ছাড়িয়া শ্রদ্ধাদেবীর অনুশীলন করিতে বলিয়াছেন। কারণ, শ্রদ্ধাদেবীর কৃপা হইলেই ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষলঘুতাকৃৎ, সুদুর্লভা, সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী এই ষড়্গুণযুক্তা শ্রীভক্তিদেবী হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকেন। ভক্তিই কৃষ্ণকে দেয়—ভক্তির বশেই শ্রীকৃষ্ণ আকৃষ্ট হন। শ্রদ্ধা ভক্তিদেবীরই পরিচারিকা—ভক্তির অঙ্গ। যতদিন আমাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আবির্ভাব না হয়, ততদিন ভক্তি-লাভের অধিকারও হয় নাই, জানিতে হইবে।

শ্রদ্ধা স্বরূপতা। শ্রদ্ধা চেতনের বৃত্তি। অনন্যকৃষ্ণভক্তিতে সুদৃঢ়নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা বলে। কৃষ্ণভক্তি ভিন্ন অন্য কিছুতে অর্থাৎ কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও তপস্যার বিশ্বাসকে 'শ্রদ্ধা' বলে না। 'কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়' অর্থাৎ সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে জীবের দৈবাৎ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি হয়। নিষ্কিঞ্চন সাধুদিগের শ্রীচরণ নির্মাল্য, হরিনাম ও হরিকথা-শ্রবণই প্রধান ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি। এই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি বহুজন্মে পুঞ্জীভূত হইলে বল লাভ করিয়া অন্তঃকরণে 'শ্রদ্ধা' উদয় করায়। অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা হইলে শুদ্ধভক্ত সাধুর সঙ্গ করিবার স্পৃহা জন্মে। এই সাধুসঙ্গের ফলে যে শ্রদ্ধা হয় তাহাকে শরণাপত্তি বলে। এই শরণাপত্তিরূপ শ্রদ্ধার উদয় হইলে জীব শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন এবং অচিরেই কৃষ্ণকৃপায় তাঁহার শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ ঘটিয়া থাকে।

শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই ভক্তিলতার বীজ শ্রদ্ধা লাভ হয়। শ্রীগুরুদেব শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া কৃষ্ণনামধন প্রদান করেন। শ্রদ্ধা জড়ীয় কোন বস্তু নহে—মানসিক কোন কল্পনা নহে বা স্বপ্নের খেয়াল নহে। শ্রদ্ধা অনিত্য পরিণামশীল কোন বস্তু নহে। শ্রদ্ধা বাস্তব বস্তু। শ্রদ্ধা চেতনের ধর্ম—চিদ্বস্তু। শ্রদ্ধাশূন্য হইয়া—ভক্তিশূন্য হইয়া দুঃখাপথের পথিক—কোন প্রকার চেতনের স্পন্দন নাই, স্পন্দন নাই—এইরূপ দুর্গতির শেষ-সীমা-প্রাপ্ত যে জীব, তাহাকে নিজ স্নেহের বক্ষে ধরিয়া—শ্রদ্ধাধারা কে জীবিত করেন? তিনি শ্রীআচার্যরূপী নিত্যানন্দ প্রভু। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই আমার মত পতিতের প্রতি করুণা করিয়া শ্রীগুরুরূপে—শ্রীআচার্য-রূপে অবতরণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ের বল পতিত জীবের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে নিত্যজীবন দান করেন। শ্রীগুরু-দেবের সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ কাল্পনিক নহে—সাময়িক কোন সুখসুবিধার জন্য নহে। শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে শিষ্যের চিৎকণের সম্বন্ধ—শ্রদ্ধার সম্বন্ধ—উহা ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ—নিত্য ও অপরিবর্তনীয়। সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতম উৎকৃষ্টতম স্বাভাবিক সম্বন্ধ গুরুশিষ্য সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ কথায় কৃষ্ণ—বিমল প্রীতির একমাত্র বিষয় যিনি। শ্রীগুরুদেবকে একমাত্র প্রভু বলিয়া জানা—একমাত্র আত্মীয় বলিয়া জানা—আপন বলিয়া জানা উদ্বুদ্ধ চেতনের স্বভাব। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ স্বাভাবিক প্রীতির সম্বন্ধ—ভীতির সম্বন্ধ নহে।

শ্রদ্ধা চিন্ময়। শ্রদ্ধার ভীতি নাই—সন্দেহ নাই—সংশয় নাই। শ্রদ্ধাই সরলতা—আত্মার সহজ স্বাভাবিক বৃত্তি। অশ্রদ্ধাই কপটতা—মনোধর্ম। শ্রদ্ধাবান্ সর্বদা গুরুবাণী আশ্রয় করিয়া থাকেন আর অশ্রদ্ধাবান্ কপট ব্যক্তি সর্বদা তাহার মনের কথাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অশ্রদ্ধাবান্ কপট ব্যক্তি কখনও শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে পারে না, সে সৎসাহস তাহার নাই। কপটতারূপ ভীষণ ব্যাধি দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে আর রক্ষা নাই

বৈষ্ণব ঠাকুর সুদৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ ও শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ। তিনি সর্বক্ষণ সকল জীবকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

সংসারে পার হৈঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥

কৃষ্ণভক্তি লাভ করাই যাঁহার একমাত্র প্রয়োজন, তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করুন। তবে শ্রীনিত্যানন্দ-পাদপদ্ম আশ্রয় করা একটা কথার কথা নয়। তাহা চেতনের ধর্ম। সরল হইলে তাহা সহজ, নতুবা অসম্ভব। শ্রীনিত্যানন্দের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া তাহার শিষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিব—এই বুদ্ধি লইয়া শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্ম আশ্রয় করা যায় না। পতিতের বন্ধুই নিত্যানন্দ প্রভু। যিনি নিজ পাতিত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপা প্রার্থনা করেন, তিনিই কৃপা পান। যেখানে দম্ভ, সেখানে কৃপা-প্রার্থনা নাই। যিনি সর্বক্ষণ শ্রীগুরু-দেবের কৃপা প্রার্থনা করেন না, তিনি বৈষ্ণব নহেন, তিনি দাম্ভিক—কপট। এইরূপ ব্যক্তির সঙ্গ হইতে সাবধান থাকিবার উপদেশ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—কাহারও সঙ্গে বন্ধুতা করিতে হইলে অগ্রে তাঁহার বৈষ্ণবতা বিশেষভাবে পরীক্ষা করা আবশ্যক। গুরু-কৃপাতে ইহা সম্ভব। গুরুকৃষ্ণের কৃপায় বৈষ্ণব চেনা যায়, আবার বৈষ্ণব কৃপা করিয়া নিষ্কপটের নিকট স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারেন। বদ্ধজীব বৈষ্ণব চিনিতে পারে না ও বৈষ্ণবের পরীক্ষা করিতে পারে না। একমাত্র শ্রীগুরু-কৃপাতেই বৈষ্ণব চিনিবার যোগ্যতা হয়, তখন আর বঞ্চকের বঞ্চনায় বঞ্চিত হইতে হয় না। যিনি সর্বক্ষণ শ্রীগুরুদেবের কৃপা প্রার্থনা করেন, তিনি শ্রীগুরুকৃপাতে বৈষ্ণবের সঙ্গ ও সেবা লাভ করেন

বৈষ্ণব চেনা না যায়, ততদিন গুরুকৃপা হয় নাই বুঝিতে হইবে। গুরুকৃপাতে হৃদয়ের বৃত্তির উন্মেষ হয় এবং হৃদয়ের বৃত্তি দ্বারাই বৈষ্ণব চেনা যায়। সেজন্য কপট কখনও কাহাকেও শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়া গুরু-কৃপা প্রার্থনা করিতে বলিবে না কারণ, গুরুকৃপাতে দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইলে কপটের কপটতা ধরা পড়িয়া যাইবে। কপট বিমুখমোহিনী মায়ার চর। যাঁহারা বঞ্চিত হইতে চাহেন না, তাঁহারা দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া— দম্ভ অহঙ্কার-অভিমান বিসর্জন দিয়া নিজেদের পাতিত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া সকল বৈষ্ণবের প্রাণ—আরাধ্য-দেবতা শ্রীগুরুনিত্যানন্দপাদপদ্মে পতিত হইয়া কাতরকণ্ঠে বলুন—"আমার কোন যোগ্যতা নাই—তবু আমাকে আত্মসাৎ করুন." পতিতের আর বন্ধু নাই গুরু-নিত্যানন্দ ব্যতীত। তাই বৈষ্ণব-ঠাকুর বলেন-

এমন নিতাই [illegible] ।
এক-নিত্যানন্দ বিনু [illegible]

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে

শুদ্ধভক্তি-মঠ-সমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন বড়বাজার ১১১৮

সেবক—শ্রী[illegible] দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এস্

(৩) শ্রীযোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] দাস ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) [illegible]

শ্রীগোক্রম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর [illegible]-মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(১৮) [illegible]-আশ্রম

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) [illegible]-পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] বাসাধিকারী

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

[illegible] পোঃ ঢাকা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] (আসাম)

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible], চট্ট, পি

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ বাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা।

সেবক—শ্রী[illegible] বাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

সেবক—শ্রী[illegible] বাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ [illegible], বেনারস সিটি

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible] (ইউ পি)

শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], পোঃ মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠশাখা

[illegible], বৃন্দাবন

সেবক—শ্রী[illegible] বাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]

পোঃ [illegible] (মথুরা)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

সেবক—শ্রী[illegible] বাসাধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) নন্দের বিহারী মঠ

[illegible], মথুরা।

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গোকুলবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ [illegible], [illegible], (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী

সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, [illegible]

[illegible] বোম্বে

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible] পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] বাসাধিকারী

(৫৪) [illegible]

পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

সেবক—শ্রী[illegible] বাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়-[illegible]

পোঃ [illegible], আসাম

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

সেবক—শ্রী[illegible] বাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

সেবক—শ্রী[illegible] বাসাধিকারী

(৬০) [illegible]

পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] বাসাধিকারী

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (মাদ্রাজ)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

[illegible]

সেবক—[illegible]

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible], [illegible] (ইউ-পি)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,

[illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible] বাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,

মায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible] কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ, পি)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদক

শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-সংক্ষিপ্ত-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲			১।০	১৲
সিকিকলম ৩৲	৪০			৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৩৲		৩৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲		১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	২৫৲
" অর্দ্ধকলম ২১৲	২৫৲
এক কলম	৫০৲

চাঁদার হার

দৈনিক (ডাকমাশুলসহ)

মাসিক "	৩৲
৩ মাসিক "	২।০
বার্ষিক "	৮৲

প্রতি সংখ্যা এক পয়সা। বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনলিপি ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনলিপিসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সকল সরল প্রণালীটি তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকেই সংশোধিত ও সরল সকল হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সরল ও মধুর। গ্রন্থটি পাইকা টাইপে অতি উত্তম কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—বন্ধুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ জয়পাড়া, নালিন্দা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ভাবের কথা দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১০টি উপাখ্যান, প্রায় ৭ প্রায় ৫০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১।০ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বন্ধুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ জয়পাড়া, নালিন্দা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্মপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্বাস্থ্য সমৃদ্ধ স্থানে অবস্থিত—গঙ্গার সন্নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সংক্ষেপভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যাবিনোদপ্রতিষ্ঠ মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচীপত্র উদ্ধৃত শ্লোক অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ তাহার প্রতিপাদ্য তত্ত্বে শ্রী শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-গ্রন্থের ... প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান - শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ"

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই ইহার অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অন্তেবাসী সর্ব্ববিদ্যালঙ্কৃত সু-লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সংকলিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১৫৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল বিদ্যানিধি শ্রীমৎ ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম্‌-এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত-ফল আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে বহু হইবে। এই গ্রন্থ, অভিনব ও অদ্বিতীয় এবং মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমালোচনা। প্রথম খণ্ডে ৩৫০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভূমিকা স্বরূপ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট শব্দসূচীপত্র (Index Glossary) সহ বহুখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ঢাকা; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট

যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

অগ্রাপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১১-৬	৩-১০	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-২৬
ব্যাণ্ডেল "	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-৫০		১৮-৩	২২-৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮-১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-০১	১৯-৩৫	০-২৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৩৬	৯-৩৩	১৩-৩৩	১৫-৫	১৮-৩১	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৯	১৪-১৬	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১৩-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১৩-৫৯	১৮-১৭	২১-১০

(ব্যাণ্ডেল—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
ব্যাণ্ডেল "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-৩
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৫০ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

আপ

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-৬	৮-৬	১১-৪	১৫-২২	১৬ ৮	১৮ ৪০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-৩	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৫৭	১৫-১০	১৬-৫৬	১৯-২০	২০-৪৬	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৪	১২-২৩	১৫-৫৫	১৭-১০	২০-৩	২১-১৯	৪-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৭	১৫-৫৫	১৭-৪৫	২০-১১	২১-২৪	৪-১৫
ব্যাণ্ডেল		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪০	১৯-৪৬	২২-৪০	২৩-২৫	৬-১৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা "গৌড়ীয়" এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থও এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর বাটীতে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলার প্রাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ প্লীহা যকৃৎ, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। সেবনে ভাল হয় ... দিতে পারে। বিক্রয় শ্রীশ্রী মাঠ সংযুক্ত ... এবং নূতন ... ঘরে ঘরে বৈদ্যের কার্য্য করিয়া থাকে, যে আপনার অর্থ ব্যয় ... ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর

—৬১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ শেয়াখালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—[illegible]
টেলিগ্রাম—[illegible]

RGED NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড   পূর্ব — ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, ২৩শে নভেম্বর, ১৯৪০ শনিবার . ২১৫তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——:(০):——

আমেরিকায় জনৈক জার্মাণ গ্রেপ্তার

অ-মার্কিণ কার্য্যকলাপ তদন্ত কমিটির [illegible] আশঙ্কা করিয়াছেন যে, "[illegible]"র প্রকাশ যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত নাৎসী [illegible] [illegible] করিবে, এমন কি যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধ [illegible] করিবে। কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ মার্টিন ডাইস সাংবাদিকদের এক সভায় এই মর্ম্মে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন যে, দুইবের যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র-সরবরাহ বন্ধ করিবার জন্য জার্মাণী, [illegible], [illegible] ও জাপান যে [illegible] চালাইতেছে তাহার প্রমাণ-সম্বলিত একটি '[illegible]' সিনেট কমিটির নিকট পেশ করা হইবে। মিঃ ডাইস ঘোষণা করিয়া বলেন যে, তাহার লোকেরা [illegible] (জার্মাণী) [illegible] গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহার বয়স ২৩ বৎসর এবং সে জার্মাণ গোয়েন্দাবিভাগের পক্ষ হইতে গুপ্তচর বৃত্তি চালাইতেছিল। মিঃ ডাইস বলেন, "ব্যাপারে অনেকটা [illegible]। [illegible] দেখা যাইতেছে যে কয়েকটি [illegible] [illegible] প্রতিনিধিত্ব [illegible] কার্য্য-কলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।"

আতলান্তিকে জার্মাণ জাহাজ ডুবি

আটলান্টিকে যে জার্মাণ জাহাজ [illegible] ডুবিয়া গিয়াছে, উহা একখানা 'যুদ্ধজাহাজ' বলিয়া জানা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঐ সম্পর্কে আর কিছুই এযাবৎ জানা যায় নাই। বৃটিশ নৌ-বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, [illegible] [illegible] করিবার জন্য তাহারা এখনও চেষ্টা করিতেছেন। ১০ই এবং ১১ই নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে ২৪০, ৪১৩ টন বৃটিশ বাণিজ্য-জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে বলিয়া জার্মাণ দাবী জানাইয়াছে, কিন্তু নৌ-বিভাগীয় ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, উক্ত সময় শত্রুপক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে যাইয়া ১০খানা বৃটিশ জাহাজ (৩১২০৪ টন), মিত্রপক্ষীয় একখানা জাহাজ (১৯০০ টন) এবং নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দুইখানা জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

'জার্ভিস'এর উপর আক্রমণকালে যে ৪খানা জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া নিশ্চিতভাবে জানা গিয়াছে, পূর্ব্বেই তাহার [illegible] হইয়াছে। কেবলমাত্র ৮ হাজার টনের একখানা জাহাজ সম্পর্কে এখনও কিছু বলা যায় নাই।

———

সিন্ধুতে মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন

'ইউনাইটেড প্রেস' অবগত হইয়াছেন যে, কংগ্রেস-সভাপতি মৌলানা আজাদ মুসলিম মন্ত্রীদলের নিকট কয়েকটি সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন এবং সত্বরই ঐ সম্পর্কে উত্তর পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। আরও জানা গিয়াছে যে, উহার উত্তর পাওয়া গেলে কংগ্রেস-সভাপতি প্রস্তাবগুলি আল্লাবক্সের মুসলিমদলের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং শেষোক্ত দলের উত্তর পাওয়ার পরে তিনি বিভিন্ন মুসলিম দলের একটা সম্মিলিত বৈঠক [illegible] উভয়ের সর্ত্ত প্রকাশ করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবেন।

প্রস্তাবসমূহের মধ্যে একটী হইল যে, খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্সকে প্রধান মন্ত্রী করা হইবে না। [illegible] সংবাদ সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় বর্ত্তমান মন্ত্রিসভায় সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া [illegible] স্থলে আটজন মন্ত্রী নিয়োগ-সমস্যার সমাধান করা হইবে। আটজন মন্ত্রীর মধ্যে পাঁচজন হিন্দু ও তিনজন মুসলমান হইবে। মুসলীম ও আল্লাবক্সদলের প্রত্যেকটী দল হইতে একজন করিয়া মন্ত্রী নিয়োগ করা হইবে।

দক্ষিণ-পশ্চিম চীন পুনরধিকৃত

জাপ-আক্রমণকারী বাহিনী অপসারণের পরে চীনা সৈন্যগণ দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের উপকূল-অঞ্চল অধিকার করিয়া ইয়ামচো ও ক্যান্টনের মধ্যে এখন সম্পূর্ণরূপে তাহাদের অধিকারে আনিয়াছে। কোয়াংসি প্রদেশের প্রধান সহর নানিং প্রায় একবৎসর জাপানীদের দখলে ছিল। গত অক্টোবর মাসে তাহারা ঐ সহর ত্যাগ করিয়াছে। সহরের অবস্থা ক্রমশঃ স্বাভাবিক হইয়া উঠিতেছে।

যুক্তরাষ্ট্র-জার্মাণ [illegible]

প্রকাশ, [illegible] বৃটিশ বিমান হইতে বোমাবর্ষণকালে ঐ বন্দরে রক্ষিত যুক্তরাষ্ট্রের [illegible] জাহাজের ঠিক মধ্যস্থলে বোমা পতিত হইয়াছিল। ফলে জাহাজখানি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

———

রুমানিয়ার ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী গ্রেপ্তার

জার্মাণ নিউজ এজেন্সী বুখারেষ্ট হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাইয়াছেন যে, রুমানিয়ার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী জেনারেল আর্জেসেস্কু, প্রধান [illegible] প্রসিকিউটর [illegible], সামরিক আদালতের ভূতপূর্ব্ব [illegible] জেনারেল [illegible] গ্রেপ্তার হইয়াছেন। আয়রণ গার্ডদের বিরোধী কার্য্যকলাপের অংশ গ্রহণ করিবার অভিযোগে তাহাদের বিরুদ্ধে [illegible] আনয়ন করা হইয়াছে।

রুমানিয়ায় [illegible] গভর্ণর

[illegible] গত ১৯শে নভেম্বর রুমানিয়ায় পৌঁছিয়াছেন। গভর্ণর সহর হইতে এগার মাইল দূরে চারিদিকে প্রদেশের [illegible] বোর্ড পরিদর্শন করেন এবং [illegible] বোর্ডের [illegible] দর্শন করেন। [illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ . সাপ্তাহিক টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক; কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীমৎপাদ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় গৌড়ীয়মিশনের প্রতিষ্ঠাতা বৈষ্ণবসার্বভৌম গৌরহরি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখে তথা অন্যত্র প্রশ্নসমূহের সদ্‌সিদ্ধান্ত পত্রাবলী ও মঠবাসী সজ্জনগণ যে সকল পরিবেশন করিয়াছিলেন, তাহার সুসংকলিত সুসংবদ্ধ ভাবে গ্রন্থ হইয়াছে। শ্রীশ্রীমদ্ রূপানুগবরসিদ্ধান্তদর্পণ 'সংলাপে' অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণরূপ আচার্য্যদেবের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও সাধকগণেরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গ্রন্থের অভিনব বিরাট সংস্করণ কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, গন্তব্যস্থান নির্দ্দেশ, অধ্যায়বিবরণ, স্থানসূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিস্তৃত আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব পর্য্যালোচনার সহ সংস্করণে গৌড়ীয়মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

[illegible] এম্-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, —দশম ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
প্রথম খণ্ড— ৯
২। অনুবাদ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবীধা)
৩। অমৃতপ্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবীধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড ।৵০ ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সংক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ৪৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৪৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয় তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। প্রাকৃত আশ্রয় ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভক্ত ধ্রুব ।০
২৩। শ্রীবৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৩৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ অবীধা)
২৬। শ্রীরাধার কেমন স্বভাব-ভাবা
২৭। বৃন্দাবনাষ্টক: ভজনোপদেশ: সাক্ষাৎ
২৮। বেদান্তসূত্র (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-নির্ণয়-তন্ত্র ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গলস্তোত্র ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনকণা ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। অনুভাষ্যসহ (গৌড়ীয় সংস্করণ) ৵১০
৪৯। কল্যাণকল্পতরু ৫০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়: ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তিতত্ত্ববিবেক বা ভক্তিবাদিত্ব-তত্ত্ব ০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (সানুবাদিত) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনেত্র ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধুবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজ্ঞপ্তি ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্র ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপঞ্জিকা ৵০
৬৭। সাধনদর্পণ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ পিপ্ এট্ দি ওয়ার্ক অব বেদান্ত ।০
৭০। ভাগবতম্ ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। সাইন্ অ্যাণ্ড জেনেসিস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বেদান্ত ।০
৭৫। গোল্ডেন গৌড়ীয়মঠ-বুক ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইন্ডোজিক্যাল ফিলজফি অ্যাণ্ড আবন্যাশনেলস্ ফিজোসফি ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অন্য খণ্ড) ১০৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। অন্যান্য-প্রবন্ধ ৵০
৮৩। গীতাবলী ।০
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র

১৫ বর্ষ | ৮ কেশব ৪৫৪ গৌরাব্দ ৭ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৩শে নভেম্বর খৃঃ ১৯৪০, শনিবার | ২১৫তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

——::*::——

ঢাকায় প্রচার

গত ১৮ই নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথহলে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের 'নীতির ভিত্তি' বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। বক্তৃতা খুব ভাল হইয়াছে। [illegible] ঘণ্টার উপর বক্তৃতা হইয়াছিল। অনেক প্রফেসার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য এম্ এ, পি-এইচ ডি মহাশয় সভার প্রারম্ভে শ্রীল তীর্থ মহারাজের সম্বন্ধে কিছু প্রদান এবং গৌড়ীয়মঠের প্রচারের প্রশংসা করেন। সভার আদিতে ও অন্তে হরিনাম কীর্ত্তন হয়। গত ১৯শে নভেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে 'Duty of Jivasoul' সম্বন্ধে প্রায় ২॥ ঘণ্টাকাল ব্যাপী ভাষায় শ্রীল তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা হয়। বক্তৃতাটী খুব সারগর্ভ ও প্রাণবন্ত হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অভয়চরণ চক্রবর্ত্তী এম্-এ বি-এল (President of Religious Instruction Committee) তাঁহার বক্তব্য পরিচয় প্রদান করেন। সভার অন্তে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাসবিহারী [illegible] এম্-এ মহাশয় অধ্যাপকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে বক্তাকে সমস্ত বক্তব্য প্রদান [illegible] এবং বক্তার বিষয় ও গৌড়ীয়মঠের প্রচার বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেন। কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপক ব্যতীত বহু গণ্যমান্য শ্রোতাও উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব গত ১৫ই নভেম্বর পূর্ণিমা দিবসে সমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের উপস্থিতিতে মঠ সর্ব্বক্ষণই হরিকীর্ত্তনে মুখরিত আছে। তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণার্থ বহু প্রত্যহ শিক্ষিত ব্যক্তির সমাগম হইতেছে। তিনি শীঘ্রই ময়মনসিংহে প্রচার করিয়া চট্টগ্রামে যাইবেন।

শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

গত ১৫ই নভেম্বর শুক্রবার উত্থান ও চাতুর্ম্মাস্য সমাপ্তি উপলক্ষে কাশী শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে গৃহস্থ সজ্জনগণ ও নিমন্ত্রিত হরিকথা-শ্রবণকারী প্রত্যহ সজ্জনবৃন্দ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করিয়া মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। এতদুপলক্ষে অপরাহ্নে শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে শ্রীসনাতন-শিক্ষা-ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা হয় যে — মায়াবাদিগণের যেখানে একছত্রাধিপত্য, আমার বারাণসীস্থ শ্রুতিক্ষেত্র সেই বারাণসী-ক্ষেত্রেই প্রেমভক্তিপ্রচারের ভিত্তিস্থাপন বা সম্বন্ধজ্ঞানের শিক্ষাদান করিয়া দুর্গতজীবের নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পতিত ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি যে দয়া করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। এই অধ্যায়ে বাস্তব মঙ্গলের বিচারশক্তিহীন বদ্ধজীবের কল্যাণার্থে তাঁহাদের পক্ষ লইয়া মনুষ্যজীবনের সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য নির্ণয় সম্বন্ধে প্রশ্নকারী — সর্ব্বজনমান্য পরম পণ্ডিত প্রধানমন্ত্রী ও পারমার্থিক বিচারে ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ আর উত্তরপ্রদাতা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরি; সুতরাং এই বিচার যে কত উচ্চ, কত সুন্দর, কত মঙ্গলপ্রদ তাহা নিষ্কপট শ্রবণকারীমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন। সেইজন্য পরম-কারুণিক জগদ্গুরু ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার বিশ্বব্যাপী গৌড়ীয়মঠসমূহে জীবকল্যাণার্থে এই সনাতনশিক্ষা আলোচনার আদেশ প্রদান করিয়াছেন প্রত্যহ বহু বিষয় ও উৎসবের তাৎপর্য্য দুই ঘণ্টাকাল আলোচনা হয়। প্রত্যহই শ্রবণাকাঙ্ক্ষী শ্রোতৃবৃন্দে মঠপ্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হয়। উৎসবে প্রায় এক শত ভক্তবৃন্দ মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

দার্জ্জিলিং জেলায় প্রচার

গত ১৭ই কার্ত্তিক ৩রা নভেম্বর রবিবার হইতে গৌড়ীয়মিশনের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু পরমারাধ্য ওঁ শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া দার্জ্জিলিং জেলার অন্তর্গত শিলিগুড়ি নামক স্থানে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারার্থ গমন করেন। গত ১৯শে কার্ত্তিক ৫ই নভেম্বর নিকটস্থ রাধামাধবের ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গত ২০শে কার্ত্তিক ৬ই নভেম্বর বুধবার দিবস স্থানীয় ভদ্রলোক শ্রীযুত ইন্দুভূষণ বাগচী মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় বাসভবনে ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীবাসের মৃতপুত্রের নিকট হইতে তত্ত্বকথা শ্রবণ-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গত ২২শে কার্ত্তিক ৮ই নভেম্বর শুক্রবার দিবস স্থানীয় হাইস্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুত [illegible] সরকার বি-এ, বি-টি মহাশয়ের সাদর আহ্বানে প্রচারকগণ ঐ স্কুলে উপস্থিত হইলে ভক্তিশাস্ত্রী 'অজামিলোপাখ্যান' হইতে উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তথায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া ভক্তিশাস্ত্রীর যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাশ্রবণে আনন্দানুভব করেন। গত ২৩শে কার্ত্তিক ৯ই নভেম্বর শনিবার দিবস সেনেটারী ইন্সপেক্টর শ্রীযুত কে, সি, চক্রবর্ত্তী এম এ মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে প্রচারকগণ তথায় উপস্থিত হইলে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পরীক্ষিৎ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি যোগদান করেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুত বাবু মধুসূদন মণ্ডল এম্-এ, (সাব্-ডেপুটি কালেক্টার), শ্রীযুত বাবু [illegible] দত্ত বি-এল্, (সুট্ [illegible] ইন্সপেক্টর), শ্রীযুত [illegible] বসু বি এল্, শ্রীযুত [illegible] বি-এ, শ্রীযুত [illegible] বি-এ, শ্রীযুত [illegible] বি-এ, শ্রীযুত [illegible] চক্রবর্ত্তী [illegible], শ্রীযুত [illegible] এম্ এ, এম্, এস, শ্রীজ্যোতিষমোহন সরকার বি-এ, বি-টি, শ্রীযুত [illegible], শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র ব্যানার্জ্জি [illegible] চক্রবর্ত্তী [illegible] প্রভৃতি।

কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

"শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপায় শুদ্ধ হরিনাম হয়। সর্ব্বদা তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে, তাঁহাদের নিকট ক্রন্দন করিতে হইবে—লোক দেখান [illegible] করিয়া নহে"

—শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ কেশব [illegible] শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৪

শ্রীগঙ্গাদেবী

শ্রীগঙ্গা [illegible] জগতের কোন বস্তু নহেন [illegible]। গঙ্গা বিষ্ণুপদী। গঙ্গা—পতিতপাবনী। তাঁহাকে [illegible] বা [illegible] ভোগবুদ্ধি বা [illegible] গঙ্গার চরণে অপরাধ হয়। বৈষ্ণব, গঙ্গা, তুলসী ও ভাগবত [illegible] 'চিন্ময়-বস্তু' [illegible] সেবার দ্বারা [illegible] নাই। [illegible] গঙ্গার [illegible] মুক্ত হইয়া গঙ্গা প্রাপ্তি লাভ করিত। অনেকে বলেন, জানে বা অজ্ঞানে আগুনে হাত দিলে যেমন উহা দগ্ধ করে, তদ্রূপ [illegible] গঙ্গাস্নান করিলেই হইল, তাহাতেই জীবের [illegible] হইবে। এইরূপ বিচার গঙ্গার [illegible] হইতে হইয়াছে। কেননা, অগ্নি জড়বস্তু, উহার চৈতন্য নাই, তাই প্রাকৃত অগ্নি [illegible] পাত্রাপাত্র বিচারের [illegible] বাধ্য হয়। কিন্তু ভগবান, তুলসী, বৈষ্ণব ও গঙ্গা—ইঁহারা চেতনময় বস্তু—অচেতন নহেন। ইঁহাদের স্বাতন্ত্র্য আছে, ইঁহারা পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া অনুগ্রহ [illegible]।

[illegible] হরি [illegible] গঙ্গার [illegible] তাহা [illegible] কৃপাময়ী [illegible] লাভ না হইলে [illegible] ভোগপিপাসা নিবৃত্ত হয় না। সুতরাং সদ্ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন সকল বস্তুকে কৃষ্ণসম্বন্ধিরূপে দর্শন করা যায়, কেবল জীবের [illegible] সম্ভব। [illegible] স্বরূপে [illegible] প্রাপ্ত [illegible] বৈষ্ণবের অপরাধ [illegible] করা হয়। বস্তুতঃ ভক্তাভিনিবেশ [illegible] অভিমানেরই [illegible] বৈষ্ণব। শ্রীমন্মহাপ্রভু গঙ্গার [illegible] বলিয়াছেন—

[illegible] সঙ্গে করি' গঙ্গায় মজ্জন।
'গঙ্গা' 'গঙ্গা' বলি' করেন বহু স্তবন॥
[illegible] পান।
পুনঃ পুনঃ [illegible] করেন প্রণাম॥
"[illegible]স্বরূপ তোমার বিগ্রহ।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল॥
সকৃৎ তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
[illegible] মুক্তি হয়, কি পুনঃ ভক্ষণ॥
তোমার প্রসাদে সে শ্রীকৃষ্ণ হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে, [illegible] নাহি আন॥
কীট-পক্ষী কুক্কুর শৃগাল যদি হয়।
তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয়॥
[illegible] তাহার যত ভাগ্যের সমতা।
অন্যত্রের কোটীশ্বর নহে তাহার সীমা॥
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
তোমার সমান তুমি বই নাহি আর॥"

(চৈঃ ভাঃ)

গঙ্গাজল পান করিলে পরমমঙ্গল হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। একবার মাত্র 'গঙ্গা' এই শব্দ শুনিলে জীবের [illegible] স্ফূর্ত্তির উদয় হয়। গঙ্গার কৃপায় জীবের শ্রীকৃষ্ণনামস্ফূর্ত্তি পায়। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন "সেই নিত্য চিন্ময়রূপ জনার্দ্দন [illegible] গঙ্গাবারি, তাহাতে সন্দেহ নাই।" শাস্ত্র বলিয়াছেন,

"ভাগবত, তুলসী গঙ্গা ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥"

গঙ্গা—অবতার। গঙ্গা—পতিতপাবনী, সর্ব্বপাপনাশিনী। গঙ্গা—জলব্রহ্ম। এই গঙ্গা গোলোক-বৈকুণ্ঠে নিত্য প্রবহমানা আছেন। [illegible], সেবা ও সন্ধ্যা। এই গঙ্গাকে [illegible] জড়বুদ্ধি সম্পন্ন মনুষ্য স্নান পানাদি করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ [illegible] গঙ্গার সেবন। [illegible] অপরাধের [illegible] না; [illegible] করিলে নরকগমন হয়। গঙ্গা যেরূপ বৈষ্ণব সেবা [illegible] করেন। গঙ্গার মাহাত্ম্য সকল শাস্ত্রেই শুনা যায়। অনেকে মনে করেন, ভক্তগণের বুঝি গঙ্গাস্নান করিতে নাই, গঙ্গাস্নান করিলেই বুঝি কর্ম্মকাণ্ড হইয়া যাইবে। তাঁহাদের এই ধারণা সর্ব্বতোভাবে গর্হনীয়। ঐরূপ কথা বলিয়া যদি কেহ গঙ্গার নিন্দা করে, তবে ঐরূপ বিষয়ী বা অন্ধ চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির শ্রীগঙ্গাদেবীর চরণে অপরাধ হইবে। তাঁহারা অনুতপ্ত হইয়া তিন বেলা গঙ্গাস্নান করিলে গঙ্গার কৃপায় সেই অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ সকলেই গঙ্গাতীরে বাস, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি করিয়াছেন। গঙ্গাতীরে বাস, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি নিন্দনীয় বা অকর্ত্তব্য ব্যাপার—এরূপ নহে। তবে ভোগবুদ্ধি লইয়া গঙ্গাস্নান অপরাধজনক। মাতাপিতা যেরূপ পুত্রের যাবতীয় আচরণ স্নেহের সহিত সহ্য করেন, শ্রীগঙ্গাদেবীও তদ্রূপ বৈষ্ণবগণের বিষ্ণুসেবার্থ আচমন, স্নানাদি, শৌচাদি যাবতীয় আচরণ সাদরে স্বীকার করেন। আর হরিবিমুখ অন্যাভিলাষী কর্ম্মিজ্ঞানিগণের স্নান, জলপান ও শৌচাদি কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে হয় না বলিয়া শ্রীগঙ্গাদেবী তাঁহাদের আচরণ সহ্য করেন না। সুতরাং তাঁহাদের গঙ্গাকে পাপধৌতি বা তাঁহার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি করা বা লইবার স্পৃহারূপ ভোগবুদ্ধি থাকায় পক্ষান্তরে গঙ্গাকে দাসীত্বে নিযুক্ত করিবার দুর্ব্বুদ্ধি হৃদয়ে স্থান পাওয়ায় তাঁহাদের গঙ্গার চরণে অপরাধ হইয়া থাকে—শ্রীগঙ্গাদেবী তাঁহাদের নিকট হইতে শতযোজন দূরে থাকেন। তাই তাঁহারা প্রাকৃত ভোগবুদ্ধি লইয়া চিদ্দ্রবরূপিণী কারণসমুদ্রবিন্দুরূপিণী গঙ্গার স্পর্শমাত্র করিতে পারেন না। ভক্তগণের গঙ্গায় কোন প্রকার ভোগবুদ্ধি নাই। তাঁহারা সেবাবুদ্ধির সহিত স্নানপানাদি দ্বারা গঙ্গার সেবাই করিয়া থাকেন, তাহাতে কৃষ্ণের সন্তোষই হয়। ভক্তগণ গঙ্গার সুখের জন্যই—ভগবৎসেবার জন্য গঙ্গাস্নানাদি করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবকালে কৃষ্ণের পাদোদক, অতএব সর্ব্বপূজ্যজ্ঞানে তদানীন্তন নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ গঙ্গাস্নান করিতেন। তাঁহাদের গঙ্গাস্নান বর্ণাশ্রমাভিমানী কর্ম্মীর ন্যায় নহে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু [illegible] গঙ্গাস্নানাদি করিতেন না, আবার অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত গঙ্গাস্নান করিতেন। সুতরাং ইঁহাদের আচরণের সামঞ্জস্য কি? উত্তর এই যে, ভক্তগণের আচরণ প্রাকৃতচক্ষে পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইলেও বস্তুতঃ বিরুদ্ধ নহে—একতাৎপর্য্যপর। ভক্তগণ বিভিন্ন প্রকার আচরণ দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর আচরণের দ্বারা গঙ্গা যে অপ্রাকৃত বিষ্ণুবস্তু, তাহাতে কর্ম্মিগণের ন্যায় প্রাকৃতবুদ্ধি অপরাধ—ইহাই জানা যায়; আবার অন্যদিকে ভক্তের আচরণে 'সেবাবুদ্ধির সহিত স্নান-পানাদি দ্বারা গঙ্গার সেবা করাই কর্ত্তব্য এবং তাহাতেই বিষ্ণুর সন্তোষ হয়—ইহা বুঝা যায়। অতএব উভয়েরই আচরণ একতাৎপর্য্যপর। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গঙ্গা হইতেও বৈষ্ণবের উৎকর্ষের কথা লিখিয়াছেন,—

গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥

এই কথা দ্বারা গঙ্গা ও বৈষ্ণবে ভেদবুদ্ধি বা ছোট-বড়বুদ্ধি করা হয় নাই। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"ভগবানের নামোচ্চারণকারী ভক্ত গঙ্গাদি তীর্থ অপেক্ষা বদ্ধজীবের পক্ষে অধিক উপযোগী।" গঙ্গা ও মহাভাগবত বৈষ্ণব উভয়েই অপ্রাকৃত অভিন্ন তত্ত্ব হইলেও নামকীর্ত্তনকারী বৈষ্ণব বদ্ধজীবের যোগ্যতার পক্ষে অধিক উপযোগী অর্থাৎ বৈষ্ণব বীর্য্যবতী বাণী দ্বারা জীবের প্রাকৃতবুদ্ধি বিনাশ করিয়া তাহার অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় করাইয়া থাকেন। অনর্থযুক্ত জীব যখন বৈষ্ণব, ভাগবত, বিগ্রহ, তুলসী, ধাম, নাম ও গঙ্গা প্রভৃতি প্রপঞ্চাবতীর্ণ বৈকুণ্ঠ বস্তুতে প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া থাকে, তখন বৈষ্ণব তাহাদের নিকট বৈকুণ্ঠবস্তুর স্বরূপ ও মহিমার কথা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়া তাহাদের হৃদয়ে অপ্রাকৃতবুদ্ধির উদয় করান। কিন্তু শ্রীগঙ্গাদেবী অনর্থযুক্ত জীবের নিকট তাদৃশ লীলা অর্থাৎ সাক্ষাদ্ভাবে হরিকথা কীর্ত্তন দ্বারা জীবের হৃদয়মল বিনাশ করিবার লীলা প্রদর্শন করেন না। সেইজন্যই বলিতেছি, জীবে বর্ত্তমান যোগ্যতায় অধিকতর উপযোগিতার বিচার করিয়া শাস্ত্র ও মহাজনগণ গঙ্গা হইতে বৈষ্ণবের অধিক মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কর্ম্মিগণের ধারণা লইয়া কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন, গঙ্গা বিষ্ণুর পাদপদ্মোদ্ভূতা; সুতরাং সেই বিষ্ণুপাদোদক দ্বারা বিষ্ণু-সেবা কি করিয়া হয়? গঙ্গার স্বরূপবিচাররহিত হইলেই এইরূপ প্রশ্নের অবকাশ হয়। উত্তর এই যে, বিষ্ণুর দেহ-দেহী ভেদ নাই। বিষ্ণুর প্রত্যেক অঙ্গ—পূর্ণ বিষ্ণু। অধোক্ষজ বিষ্ণুর চক্ষুরাদির অতীত বস্তু. স্বয়ং—তাহা

বিষ্ণু। তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি আছে অর্থাৎ তিনি হস্তদ্বয় দেখেন, শোনেন, গমন করেন, কথা বলেন, পালন করেন, ভোজনাদি সবই করিতে পারেন চক্ষুঃ, নাসিকা বা পদাদি দ্বারা গমন, ভোজন, পান, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, কথাবার্তা ও সৃষ্টি প্রভৃতি সবই করিতে পারেন। এককথায় তিনি যে কোন ইন্দ্রিয়ে সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে পারেন। ইহা তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাব। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তিনি নির্গুণ—নির্দোষ। তাঁহাতে দেহদেহী ও অবয়বাবয়বী বলিয়া কিছু নাই। বিষ্ণুপদের উপাদান উপাদান মস্তক বা অঙ্গাদির অঙ্গ—এইপ্রকার ভেদ লক্ষ্য করা যায় না। যেহেতু তিনি অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত বস্তু। বিষ্ণুপদ সকলই বিষ্ণু। গঙ্গা কখন একপাদ বিভূতির অন্তর্গত বস্তু নহেন। গঙ্গা ত্রিপাদবিভূতির অন্তর্গত। ত্রিপাদবিভূতির অন্তর্গত গঙ্গাকে একপাদবিভূতির অন্তর্গত জলের সহিত পার্থক্য বুঝাইতে গিয়া তাঁহাকে বিষ্ণুপাদপদ্মোদ্ভূতা বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। ভগবানের ত্রিপাদবিভূতির অন্তর্গত যাবতীয় বস্তু চিন্ময়, তাহা ভগবানের সেবোপকরণ—ভগবান্ হইতে অভিন্ন। অতএব তাহা দ্বারাই ভগবানের সেবা সুষ্ঠুরূপে হইতে পারে।

ভগবানের চতুষ্পাদবিভূতি হইতে যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি। অতএব যাবতীয় বস্তু ভগবানের পাদপদ্ম হইতে হইতে উদ্ভূত। কেবল গঙ্গা নহে, ভগবানের পদনখ হইতে পৃথিবীও উদ্ভূত হইয়াছে। অতএব কর্ম্মিগণের পূর্ব্বোক্ত বিচার অবলম্বন করিলে শুধু গঙ্গাজল কেন, কোন জিনিষই ভগবানকে নিবেদন করা যাইতে পারে না। পার্থিব ফলপুষ্পাদি ভগবানের পাদপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং তাহা দ্বারাই বা কি প্রকারে ভগবানের পূজা হইতে পারে? স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়দেহ শ্রীবলদেব প্রভু। তিনি বিষ্ণুতত্ত্বের আকর হইয়াও বৈষ্ণবলীলা প্রকাশপূর্ব্বক বিবিধ উপকরণরূপে বিষ্ণু কৃষ্ণ কৃষ্ণসেবা করেন। শ্রীবলদেব প্রভু হইতেই ত্রিপাদবিভূতি নিত্যকাল প্রকাশমান। শ্রীবলদেবই কারণার্ণবশায়িরূপে এক-পাদবিভূতির কারণ। শ্রীবলদেবই যখন নিত্যকাল কৃষ্ণসেবোপকরণ ত্রিপাদবিভূতি-রূপে বিদ্যমান তখন ত্রিপাদবিভূতির অন্তর্গত গোলোক-বৈকুণ্ঠে নিত্যপ্রবহমানা গঙ্গা যে সেবাবিগ্রহ শ্রীবলদেবেরই বিভূতিরূপ নিত্য সেবোপকরণ, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

ন তীর্থ মহারাজের হরিকথা

(২)

যদি কেহ ভগবানের নিকট নিষ্কপট হৃদয়ে প্রার্থনা করেন, তবে তিনি গুরুরূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। শ্রীভগবান সর্ব্বদাই দয়াময়। যদি কোন অবোধ সন্তান পরমহিতৈষী পিতার প্রতি বিদ্রোহী হইয়া দূরদেশে চলিয়া যায় এবং সে বিদেশে দুঃসঙ্গে পড়িয়া পিতার অর্জিত অর্থরাশি নষ্ট করিয়া লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করিয়া পুনরায় অনুতপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল পরে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া পিতার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে পিতা কি তাঁহাকে ক্ষমা দান করিতে পারেন? না, পিতা তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া পুনরায় তাহাকে গ্রহণ করেন; জগতের জীব পরমপিতা ভগবানের চরণে অপরাধ করিয়া তাঁহার বিদ্রোহী হইয়া বহুকাল পরেও যদি অনুতপ্ত হয় এবং ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করে, তবে শ্রীভগবান্ তাহাকে পুনরায় আদরের সহিত গ্রহণ করেন।

Thakur Haridas did not budge an inch from the central figure of all love, beauty, truth and harmony. বেশ্যারূপী মায়া আসিয়া নানাপ্রকার হাবভাব প্রদর্শন করত তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, তিনি তাঁহার লক্ষ্য বস্তু ভগবানে চিত্ত স্থির রাখিয়াছিলেন, তাই কিছুতেই বেশ্যার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হন নাই। রিপুগণ শত শত প্রকারে উপদ্রব করিয়াও সাধককে বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে একচুলও বিচ্যুত করিতে পারে নাই।

Teacher বা Guide বা সদ্গুরু centre (সম্বন্ধজ্ঞান) ঠিক করিয়া Power House-এর (কৃষ্ণপাদপদ্মের) সহিত আমাদিগকে connect করিয়া দেন। The first problem is to find out the centre of a circle. No centre, no circle. যে ছাত্র centre ঠিক করিতে পারে না, সে circle ও ঠিক করিতে পারে না। Centre ঠিক আছে, কিন্তু radii different, তাহা হইলেও আবার circle ঠিক হয় না।

Solar System এর একটি centre আছে, উহা sun-কে centre করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। কিন্তু এই সূর্য্যও steady নহে। উহাও আবার অন্যকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে। এইরূপ অসংখ্য সৌরজগৎ আছে। Starগুলি প্রত্যেকেই এক একটি sun এবং প্রত্যেক star-এর একটি system আছে। সকলে আবার নির্দ্দিষ্টভাবে Pole star বা ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে। সুতরাং এ জগতে যেমন দেখা যায় একটিমাত্র বস্তুকে কেন্দ্র করিয়াই universeটি ঘুরিতেছে, তেমনি অনন্ত বিশ্বের একজন নিয়ন্তা আছেন। God is one without a second and He is the central Figure. উহা হইতেই সমস্ত বস্তু আসিতেছে। এই centre ঠিক করিয়া চলিতে পারিলেই সকল দুঃখের অবসান হয়। কেন্দ্র ঠিক করিতে হইলে গুরুর নিকট যাইতে হইবে। শ্রীগুরুদেব শিক্ষা দেন—তুমি একটি ভাব সকলের গতি বিষ্ণু (বিশ্বং ব্যাপ্নোতি যঃ সঃ) অনন্তকোটি বিশ্ব যিনি ব্যাপিয়া আছেন, তিনিই বিষ্ণু। মানবজ্ঞান পুরুষোত্তম-তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারে না। মানুষের knowledge বিভিন্ন কেন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করে বলিয়া বিজ্ঞানের theoryগুলি অনবরত changed হইতেছে। Newton যে theory দ্বারা জড়বিজ্ঞান আলোচনা করিয়াছিলেন, Dr Ein-Stein আবার সেইটিকে খণ্ডন করিয়া আর একটি theory উদ্ভাবন করিলেন; কিন্তু উহাতেও জড়বুদ্ধির একটা অপরিবর্ত্তনীয় solution হইতেছে না এবং হইতে পারে না।

ত্রিবিধ পুরুষাবতারের কথা সম্যক্ অবগত হইলে সৃষ্টিতত্ত্বের যথার্থজ্ঞান হয় এবং সৃষ্টির পর স্থিতিতে শান্তিস্থাপিত হওয়া যায়। প্রকৃতি যাঁহার ঈক্ষণে জগৎ প্রসব করে, তিনি আদিপুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু। আর যিনি প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে সমষ্টিজীবের অন্তর্য্যামিরূপে আছেন, তিনি গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং যিনি ব্যষ্টি জীবের অন্তর্য্যামিরূপে আছেন, তিনি ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। দেবতাগণ যখন দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন, তখন তাঁহারা ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করেন—'আমরা peace চাই।' ভগবান্ জগতের দুর্দ্দশা দেখিয়া দেবতাগণের প্রার্থনা-পূরণের জন্য অবতীর্ণ হন।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

এখন world-war চলিতেছে; League of Nations-এর কত peace Conference হইয়া গেল, কিন্তু peace হইল না। মানবজাতির উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বিভিন্ন হওয়ায় পরস্পরের স্বার্থ clash করিতেছে। কাজেই peace হইতেছে না। ভগবান্ আমাদিগকে ভুলে থাকেন না। আমার দুর্দ্দিনে তিনি অবতীর্ণ হইয়া শান্তি স্থাপন করিবেন। তাঁহাকে centre করিয়া circle draw করিলে circle ঠিক হইবে। সুতরাং তাঁহাকে বাদ দিয়া যাহা কিছু করা যায়, তাহা সবই unstable হইয়া যায়। সেই সৌভাগ্য আমাদিগকে পৌঁছিতে হইবে। Inductive process-এ গেলে তাঁহাকে পাওয়া যাবে না। মানবের intelligence বা material equipment লইয়া যতই চেষ্টা করি না কেন, কিছুতেই তাঁহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না। unknown and unknowable. একমাত্র deductive process বা অবরোহপন্থাতেই তাঁহাকে লাভ করা যায়। Sun-light যদি নিজে এসে আমাদের চক্ষে না পড়ে, retina-তে না পৌঁছে, তবে বহু চেষ্টাতেও আমরা light দেখতে পারি না, তদ্রূপ unless He is revealed to us, we can not know Him in spite of all our human attempts তিনি 'অবাঙ্মনসোগোচর'। আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার অনুসন্ধানে অভিযান করিলে মানবমেধা তাঁহাকে জানিতে পারে না। শঙ্করাচার্য্য intellectualism-এর চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অবশেষে শ্রীহরির চরণে শরণ নিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন,—
'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।'

শ্রীধামে কীর্ত্তন

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে গুরু-বৈষ্ণববন্দনা, গৌরতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর প্রত্যহ প্রাতে শ্রীপাদ নবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্য-ভাগবত অপরাহ্ণে শ্রীপাদ অখিল সম্প্রদায়ী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু উপদেশামৃত এবং সন্ধ্যায় শ্রীপাদ গৌরবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ ব্যাখ্যা করিতেছেন।

প্রচার-কেন্দ্র-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন বড়বাজার ৪২১০
সেবক—[illegible]

৩। শ্রীযোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) ভারুইডাঙ্গা গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) কুলিয়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) ঋতুদ্বীপ
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]

(১৮) [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী

(২০) সারঙ্গ মুরারির পাট
চাঁপাহাটি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) বালাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউ মঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) মধাই-গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible], (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জেঃ [illegible], সি. পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ বড় গণেশ, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible] ইউ. পি।
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৭। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible] (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—শ্রীবৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪১) বরাহকুণ্ড [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) মদনমোহন বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible] হিল বোম্বে ৭
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫০। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

৫১। পুরুষোত্তম মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫২। [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৩ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৪) [illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৭। শ্রী[illegible] গৌড়ীয়-[illegible]-মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ অধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

৬১। চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বাঙ্গালা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৬২। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible]
[illegible], লণ্ডন, ই ২
সেবক—স্বামী বিনোদবাণী বাসী

৬৪। গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ আফিস
[illegible], [illegible] (ইউ-পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ আফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা			
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
সাধারণ প্রতি লাইন	৷০	৷৵০	৷০
" " ১ ইঞ্চি ৩৲		১৷০	১৲
সিকি কলম ৫৲	৩৲		২৲
অর্দ্ধ কলম ৮৲	৫৲	৪৲	৩৲
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	১৷০
" সিকি কলম ১৩৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৩৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা এক পয়সা। বিশেষ সংখ্যার মূল্য পৃথক।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—:০:—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর গৃহাদি খোলা। শিক্ষকগণ যোগ্য ও অভিজ্ঞ। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিদ্যালয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। আহার ও বেতনাদি মাসিক মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জীসমূহ সাধকগণের বিশেষ উপকারী। সাধক কি ভাবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সহজ সরল প্রণালীটি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই পরমার্থপথে ও পরম উপকৃত হইয়াছেন। আত্মকল্যাণকামী সাধকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল। এন্টিক পাইকা টাইপে অতিসুন্দর কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ভাটী, নারিন্দা, ঢাকা।

—

উপাখ্যানে উপদেশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু শ্লোক সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ইহাতে ১১০টী উপাখ্যান, প্রবাদ ও প্রায় ৩০টী চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা ১৷০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ভাটী, নারিন্দা, ঢাকা।

—

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ অভিজ্ঞ শ্রীমৎ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব আদর্শ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অপূর্ব্ব। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচীপত্র, তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ এবং তাহার অতিসুন্দর ভাবে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের অর্থ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর আনন্দলাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীকুঞ্জবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অলৌকিক জীবনচরিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু [illegible] [illegible] পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্যবর্গের [illegible] [illegible] "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সংকলিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] [illegible] বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্রাবলীর সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ১২৫ পৃষ্ঠা [illegible] [illegible]। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান ম্যানেজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল মহামহোপদেশক শাস্ত্রী আচার্য্য শ্রীপাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী ভক্তিরত্নাকর [illegible] [illegible]-বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পণ্ডিত লেখনীর অদ্ভুত ফল [illegible] করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে রত হউন, এই গ্রন্থটি অদ্বিতীয় [illegible] [illegible] ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preaces). বিষয়-তালিকা (Contents) ও [illegible] [illegible] সহিত [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, [illegible] মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা— নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট
যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

([illegible] টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-৫৬
[illegible] ,,	৪-৫৬	৬-৩১	৭-১৮	[illegible]	[illegible]		১৮-৬	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-০৬	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৫১	১৯ ৫৫	০-২৮
রাণাঘাট ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	[illegible]	১১ ৩০	১৫ ৫	১৮-২৩	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ৫	৮-৪০	১০-৯	১২-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

([illegible]) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭ ৪৮	১০ ৫৯	১৮-১৭	২১ ১৫

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৭
[illegible] ,,	১১-২৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৫-৩
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৮
([illegible]) ছাঃ	১৩ ৪৩ ([illegible])
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৭

ডাউন

শান্তিপুর

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৭	১১-৪	১৫-২২	১৬ ৮	১৮ ৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩২	৮ ৪৫	১১-৪২	১৫-৫	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫৭	১১ ৪৭	১৫-১৭	১৬-৫৫	১৯-২০	২০-৪৬	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৫৫	৯-২৫	১২-২৬	১৪-৫০	১৭-৩০	২০ ৫	২১-১১	৪-১০
(রাণাঘাট) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	১৫-৫৫	১৭-৪২	২০ ১১	২১-২৪	৪ ১৮
[illegible]		১১-৮		১৭-১৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩ ০	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪০	১৯-২৬	২১ ৪০	২৩-২৫	৬-১৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের
মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে।
১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ববিধ প্রমেহের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, [illegible] প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] [illegible] [illegible] অত্যন্ত অধিক। [illegible] সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ [illegible] আনা, বড় বোতল ১৷৵০ [illegible] আনা। [illegible]

—৯১নং [illegible] রোড, কলিকাতা
অথবা
[illegible], ২৪ পরগণা

RGED NOC 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর — ১০ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, ২৫শে নভেম্বর, ১৯৪০ সোমবার ২১৬তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——:(০):——

বিশ্বশান্তি রক্ষার্থে ভারতের দান

[illegible]

সত্য কথা বলতে কি, কংগ্রেসের প্রস্তাবে আমরা খুসী না হয়ে পারি নে; কিন্তু [illegible]

[illegible]

(ক্রমশঃ)

——

সিরাজগঞ্জে ভূকম্পন

গত ১৮ই নভেম্বর বেলা ১১টার সময় সিরাজগঞ্জে সামান্য ভূ-কম্পন অনুভূত হয়। ইহা কয়েক সেকেণ্ড স্থায়ী হইয়াছিল। কোনরূপ ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। গৌড়ীয় গৌরবিগ্রহবিদ্ অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে বঙ্গদেশ তথা ভারতের অন্যান্য প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সজ্জনবৃন্দ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিশুদ্ধসিদ্ধান্তসংরক্ষণে ও তদনুরূপ সদাচারস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ কৃপাপ্রাপ্ত আচার্য্যবর্য্যের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের অভিনব বিরাট সংস্করণ কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, প্রতিপাদ্য বিষয়নির্দ্দেশ, অধ্যায়বিবরণ, স্থানসূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, বিবর্ত্ত আলেখ্য, ভূমিকা ও সূচীসহ অপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয়মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
ভূপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা)	৬৲
৩।	অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬
৪।	সরস্বতী জয়শ্রী (অধীনা)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১৲
৮।	নবদ্বীপধাম দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা	১।০
৯।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১০।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	৪৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ্	।০
১৮।	বামন আলুবন্দ	।০
১৯।	তত্ত্ববিবেক	।০
২০।	গৌড়ীয় গৌরব	৷৶০
২১।	গৌড়ীয়সংহিতা	৷৶০
২২	ভজন রহস্য	।০
২৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) (অধীনা)	১৲
২৬।	গীতার কেবল মাত্র ভাষা	।০
২৭।	মুক্তিফলটীকা ধনশোষ্কঃ (সানুবাদ)	১৲
২৮।	বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ)	।০
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা)	৸০
৩০।	দীপ-নিত্য-কর্ম্ম	
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৶০
৩২।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
৩৩।	নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা	৸০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
৩৫।	গীতমালা	৴১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৩৭	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	০
৩৯।	শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী	।০
৪০।	শরণাগতি	৴০
৪১।	গীতাবলী	৴০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩।	সাধনতত্ত্ব	৴০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴
৪৫।	নবদ্বীপশতক	
৪৬।	অর্চনপদ্ধতি	
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১০
৪৯।	অর্চনকণ	৶০
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)	৬
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	।০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৫৫।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	০
৫৬	ভাগবত ও ভক্তিপথ	৶০
৫৭।	ঈশোপনিষদ্ (ভাষানুবাদ)	।০
৫৮।	শ্রীকৃষ্ণদেব	৶০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৬০।	সংগোপনী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	।০
৬২	সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ	।০
৬৩।	শ্রীকৃষ্ণ-নিবাসমঙ্গলম্	।০
৬৪।	তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৫।	সাত্বত নিবন্ধম্	৶০
৬৬।	গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ	৴০
৬৭।	সারসংগ্রহম্	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	।০
৬৯।	দি বেদান্ত ইট্‌স মরফোলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি	।০
৭০।	শ্রীমদ্ভাগবত	৴০
৭১।	বেদান্ত—উইথ স্পেশ্যাল রেফারেন্স টু শ্রীমদ্ভাগবত	।০
৭২।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস	৷৶০
৭৩।	লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।৵
৭৪।	বৈষ্ণবীজম	।০
৭৫।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উইথ গৌড়ীয়মঠ ইন ইণ্ডিয়া	৴০
৭৬।	দি ভাগবত	।৵
৭৭।	ক্রোনোলজিক্যাল ডিজাইন অ্যাণ্ড আনবায়াসড ডিকোষন	৷৶
৭৮।	ব্রহ্মসংহিতা	২৲
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ফার্স্ট ভল্যুম	১৬৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০।	শ্রীভাবনামচিন্তামণি	।৵
৮১।	সাধন-পথ	।০
৮২।	কল্যাণ-কল্পতরু	৶৹
৮৩।	গীতাবলী	৴০
৮৪।	শরণাগতি	৴৹

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	৸৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ { ১০ কেশব ৪৫৪ গৌরাব্দ ২ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৫শে নভেম্বর ইং ১৯৪০, সোমবার } ২১৬তম সংখ্যা

"শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপায় শুদ্ধ হরিনাম হয়। সর্ব্বদা তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে, তাঁহাদের নিকট ক্রন্দন করিতে হইবে—লোক দেখান নহে—কপটতা করিয়া নহে।"

—শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ কেশব সর্ব্বসিদ্ধি সফলা গৌরাব্দ ৪৫৪

যৎকিঞ্চিৎ

——::(০)::——

কৃষ্ণকে পাইতেই হইবে—এরূপ দৃঢ়তা আমাদের প্রত্যেকেরই থাক দরকার। কৃষ্ণে রতি হইলেই মঙ্গল। কৃষ্ণে রতি না হইলে কৃষ্ণেতর বিষয়ে রতি হইবেই। রতি চেতনের সহজ বৃত্তি। ভগবদ্ভজন-প্রবৃত্তিই রতি। লোকরঞ্জন, দেহমনোরঞ্জন বা আত্মরঞ্জন প্রবৃত্তি থাকাকালে ভগবদ্ভজন কি কখনও হইবে? নিজসুখানুসন্ধান বা ভোগ জিনিষটাই ত' বাধা। প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সহিত শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি প্রদর্শন এবং আত্মরতি ত্যাগ করিয়া নিষ্কপটে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে পারেন। কৃষ্ণকার্ষ্ণ-ভজনই ভগবদ্ভজন। গুরুবৈষ্ণব সুখী হইলে কৃষ্ণ সুখী হন। সেবা ছাড়া ভজন আর কিছুই নহে।

গুরুবৈষ্ণবের অনুগত হইতে হইবে। যেখানে গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য নাই, সেখানে শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান বা অভিনয় আমাদের ভোগের প্রকারভেদ ছাড়া আর কি? অনুগতই সেবোন্মুখ আর স্বতন্ত্র—ভোগোন্মুখ। স্বতন্ত্রতাই দাম্ভিকতা। পুরুষাভিমান—কর্ত্তাভিমান বা প্রভুত্বাভিমানই দাম্ভিকতা। কৃষ্ণসুখকামী ভক্ত ব্যতীত ভোগী, ত্যাগী, জ্ঞানাভিলাষী সকলেই দাম্ভিক। শুদ্ধ সেবকাভিমানই দীনতা। বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার অভাব যেখানে, সেইখানেই দম্ভ। কর্ত্তাভিমান-রাহিত্য বা নিরভিমানতাই দম্ভহীনতা বা দীনতা। স্বতন্ত্র কৃপা চায় না, কিন্তু অনুগত বা সেবোন্মুখ ব্যক্তি সতত কৃপার ভিখারী। কৃপাপ্রার্থনা যেখানে নাই, সেখানে দম্ভকে বজায় রাখিবার চেষ্টা অন্তরে আছেই। এই দাম্ভিকতা বা কর্ত্তাভিমানের হস্ত হইতে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে রক্ষা করেন। আত্মনিবেদনের মূলে অসমোর্দ্ধ্ব কৃপা পাইবার অভিলাষ আছে। দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া অকপটভাবে কৃপা চাওয়া ও স্বরূপগত নিখিল অহঙ্কার বা অভিমান। কেবল কৃপা—কৃপা ছাড়া গতি নাই। কৃপাই প্রয়োজন। কৃপার প্রতি নির্ভর করিলে আর কোন চিন্তা নাই। কৃপালাভের জন্য কৃপাদাতা সাধুকে আশ্রয় করিতে হইবে। এই আশ্রয়ের নামই দীক্ষা, তখনই আত্মসমর্পণ। পূর্ণ-শরণাগতির নামই প্রকৃত আশ্রয়। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশানই শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ। শরণাগত বা অকিঞ্চনগণের ভয় বা হতাশা নাই। ভীতি বা হতাশা ত' মনের ধর্ম, তাহা ত' অনর্থ। আমার ধর্মে হতাশা বা ভীত হইয়া কোন কথা নাই। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের পদাশ্রিত কাহারও নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই। আমরা যতই দুর্ব্বল হই, যতই অযোগ্য হই না কেন, আমরা যদি অকপটে শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্ম দৃঢ় করিয়া ধরি, 'তোমার কৃপা ছাড়া আমার গতি নাই' এই বলিয়া কাহাকেও না জানাইয়া সঙ্গোপনে কাঁদি তাহা হইলে দয়ার সাগর আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম আমাদিগকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপার অন্ত নাই। কিন্তু কত জন আমরা তাঁহার কৃপা চাই কি? আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম—দয়ার সাগর, তিনি সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। তাঁহার দয়াসিন্ধুর একবিন্দু আমার ন্যায় অনন্তকোটী জীবকে অনায়াসে আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করিতে পারে। তিনি কৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি, তাঁহার স্নেহার্পণ বা কৃপাকর্ষণের মধ্যে পড়িতে পারিলে আর কোন চিন্তা নাই। কৃষ্ণ তাঁহার বশীভূত—এই আত্মসংবাদক পরমসত্য কথায় আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে কি? আমি নিশ্চয়ই কৃপা চাই—এ কথা আমি শপথ করিয়া বুকে হাত দিয়া বলিতে পারি কি? তাই শ্রীল আচার্য্যদেব একদিন বলিয়াছিলেন, "প্রত্যেক স্থানেই কৃপা। যে স্থানে কৃপার জন্য আর্ত্তি নাই, তথায় শরণাগতিও নাই। অকপটে কৃপা চাহিলে কৃপা পাওয়া যাইবেই। অকপট হইয়া কৃপা চান যদি, তিনি কিরূপে কৃপা না করেন? তিনি ত' কৃপা করিবার জন্যই ব্যস্ত।"

এ জন্মে বা কোটি জন্মে কৃষ্ণকে পাওয়া চাইই—এরূপ দৃঢ়তা না হইলে হইবে না। যিনি কৃপা চান, তিনি শরণাগত হইবেন। শরণাগতি না থাকিলে বা কৃপাপ্রার্থী না হইলে কৃপা পাওয়া যায় না। অনেকে বলেন, শরণাগতি ব্যতীত যখন কৃপা পাওয়া যায় না, তখন কৃপা অহৈতুকী কি করিয়া? উত্তর এই যে, আলোর দোষ নাই, আমি দরজা না খুলিলে আলো কি করিবে পারিবে? গুরুবৈষ্ণবের কৃপা সতত আছে। শরণাগত না হইলে কৃপালাভের জন্য প্রস্তুত না হইলে কৃপা উপলব্ধি হয় না। সূর্য্য নির্বিচারে আলো বিতরণ করেন, কিন্তু আঁখ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিলে কি প্রকাশ হইবে? কৃপাই মূল। কৃপা ছাড়া গতি নাই। শরণাগতিই কৃপালাভের উপায়। শরণাগতরূপ বজ্র উত্তোলন পূর্ব্বক আমাদিগকে কৃপালাভ করিতে হইবে। শ্রীল আচার্য্যদেবও বলিয়াছেন—একমাত্র শরণাগতি [illegible] কোন [illegible] কৃষ্ণ ও কৃপা [illegible] কৃপা উপলব্ধ হয় না।

কৃষ্ণ তাঁহার বশীভূত, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম। আমার গুরু এক [illegible] গুরু। Guru is only one [illegible] a second. [illegible] property আর [illegible] proprietor. [illegible] বস্তু। তাঁহার কৃপাই কৃষ্ণ-

কৃষ্ণ আমার পালে রক্ষে আন সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

সেবাই কৃষ্ণসেবা। গুরুসেবা জিনিষটী অপরিহার্য্য শ্রীগুরুদেবের সেবা। 'আমার গুরুদেব'—এ কথা বলা আমার ধৃষ্টতা। তিনি কত উচ্চে, আর আমি কত নিম্ন—তিনি গোলোকে, আর আমি মায়ার রাজ্যে। আমি তাঁর সেবা করিতে পারি কৈ? আমি অহংকারে ... উচ্চারণ ... নিত্য কিঙ্কর, তাঁহার কৃপাই আমার একমাত্র সম্বল, ইহার ... তাঁহার কৃপা ব্যতীত আমার অন্য উপায় নাই।

শ্রৌতপন্থা, অবরোহ পন্থা—অবরোহ করিতে হইবে ... হইতে হইবে। আরোহবাদ ... শ্রৌতপন্থা অবলম্বন করা। ... বা শৌক্রপন্থীর নিকট শিক্ষা করিতে পারেন। এই শ্রৌতপন্থা বা গুরুর পদে প্রবেশ করিবার পথ। তদ্ব্যতীত অন্যান্য উপায়ের পথ—মৃত্যুর পথ। কৃষ্ণ বিমুখতাই মৃত্যু। শ্রৌতপন্থা ব্যতীত অন্যপথে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না। ... কীর্ত্তন হয় এবং কীর্ত্তন হইতে ... অবিরত ... হইতে শ্রৌতপথে ... সেবা পাইবে। শ্রৌতপথই কৃষ্ণের নিকট যাইবার পথ: কৃষ্ণ শ্রৌতপথেরই পথিক হন, অন্যপথে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না। মানুষেরই সুযোগ। এই সুযোগ কাহারা সেবাকার্য্যে নিযুক্ত একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার দয়ার তুলনা নাই। আমি যদি অকপটে তাঁহাকে চাই, 'আমার স্বরূপ আমাকে জানাইয়া দাও' বলিয়া যদি নিষ্কপটে অন্তরের সহিত কাঁদি, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। আমার প্রার্থনার মধ্যে যদি কোন কৈতব না থাকে, তাহা হইলে তিনি প্রকৃত সাধুকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেনই।

সবই সংসার, সবই আশ্রয়। সবাই আশ্রিত। সাধুর আশ্রয়ে যাঁহারা আছেন তাঁহারাই সাধুগণ। এই যাহা বা তাহাই আচার। কৃষ্ণকথা ছাড়া বাকী সবই অনাচার। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আমার গুরুদেব তাঁহার কৃপা হলে এক মুহূর্ত্তেই সংসার ছুটি হইয়া যায়। আমার যত পতিতকে উদ্ধার করিবার সুখ এবং তাঁহার অকপট সেবকগণেরও প্রচুর আছে। প্রভু বলেন। প্রভুসেবকগণেরও এত শক্তি! তাঁহারা পতিতপাবন। আর ... শিরোমণি ... আমার

তিনি না দিলে কৃষ্ণকে কেহই পাইতে পারেন না। ... নিত্যানন্দ ... শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন। ... আমার গুরু গোবিন্দ। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণের বিগ্রহ করিতে সমর্থ। তিনি এত বড়! তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

স্বয়ং ক'রয়া এবে যে প্রকাশের কয়।
কেন কৃষ্ণ গুরু রূপে কৃপা করিতে বিজয়॥
কৃষ্ণ যে তাহার হৃদয়ে নিরন্তর।
... নিত্য কৃষ্ণকীর্ত্তনানন্দের ঘর॥
অতএব তোমারে যে জনে প্রীতি করে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ কভু না ছাড়িবে তারে॥

যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা নিরন্তর নখরূপে কীর্ত্তন করিবার সৌভাগ্য হয় তাহা হইলে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন।

হা না, এ সৌভাগ্য আমার কবে হবে? গুরুসেবার ন্যায় পরমমঙ্গলময় কার্য্য আর কিছু নাই। প্রত্যেক অণু পরমাণুতে আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা পরিস্ফুট রহিয়াছে। কিন্তু হতভাগ্য আমার তাহা উপলব্ধি হইতেছে ... আমার গুরুদর্শন হইতেছে না, তাই কোন দর্শনও ফাটিতেছে না। এমনই আমার দুর্দ্দৈব! সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা বড়, শ্রীগুরুপাদপদ্মই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী, কৃষ্ণ তাঁহার বশ—এ সত্য উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সংসার ঘুচিবে না, আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগত না পারা এবং তিনি আমাদের পালক—এ বিশ্বাস আসিবে না, 'আমি গুরুর' এই শব্দ নির্মল চিৎচিন্ময় আমার হৃদয় অধিকার করিবে না। আমরা কৃষ্ণকৃপায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে পাইয়াছি; সুতরাং কত ভাগ্যবান্ আমরা! ইহা আমরা কবে বুঝিতে পারিব? নিত্যানন্দ—প্রেমানন্দ বা সেবানন্দের সহিতই আমাদের সম্বন্ধ; অনিত্যানন্দ, জড়ানন্দ, কামানন্দ বা মায়ার সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা আমাদের কবে উপলব্ধির বিষয় হইবে? শ্রীগুরুকৃষ্ণ ছাড়া আমাদের রক্ষাকর্তা আর কেহ নাই, ইহা আমরা কবে বুঝিব? কোটীব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীভগবানরূপে শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্মছত্রতলে আমি আশ্রয় কবে পাইব? 'আমি প্রভুর, প্রভু আমার' ইহা আমি কবে বুঝিব? সেদিন আমার কবে হবে?

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ

——::※::——

মহাভক্তি সম্প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ অনর্থমুক্ত অপগত হইলে প্রপঞ্চে অবস্থানকালে জীব বিষ্ণুসেবাধামে শুদ্ধ থাকিতে পারেন। তৎকালে তাঁহাকে মহাভাগবত বলা হয়। মধ্যমভাগবত—মহাভাগবতের শুদ্ধ সেবক। মধ্যমাধিকার না হওয়া পর্য্যন্ত কনিষ্ঠভাগবত মহাভাগবতের সেবক হইলেও তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে মধ্যমভাগবতেরই সেবক। কনিষ্ঠভাগবত নিঃশ্রেয়সার্থী হইয়া নিত্যসত্য বৈকুণ্ঠপথের পথিক হওয়ায় বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু জীব অপেক্ষা উন্নত, তথাপি কেবল শ্রীমূর্ত্তিতে শ্রদ্ধাবান্ জীবের যে আদি বিষয়প্রতীতি অর্থাৎ অপ্রাকৃত প্রতীতি, তাহা কনিষ্ঠাধিকারগত। কনিষ্ঠাধিকার লাভ করিবার পর তিনি গুরুভক্তকে মধ্যমাধিকারে অবস্থিত বলিয়া জানিতে পারেন। আবার মধ্যমাধিকারে অবস্থিত হওয়া মহাভাগবতকে গুরু বলিয়া জানিলে তিনি শুদ্ধভক্ত হইবার অধিকার লাভ করিতে পারেন।

শ্রীগুরু—নিত্যানন্দ, সেই কৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহকে যে পাষণ্ডী বিষেবুদ্ধিতে গ্রহণ করে, সেই পাষণ্ডীর সঙ্গিগণের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখা ভগবদ্ভক্তের কর্ত্তব্য নহে। অসৎসঙ্গপ্রভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সেবাধিকার ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দরের ঐকান্তিক নিত্যসেবা ও শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্নকলেবর শ্রীগুরুদেবের স্মৃতি যাহাতে বিপর্য্যস্ত না হয়, তদ্রূপ বিচারে ইহকালে ও পরকালে অবহিত হওয়া আবশ্যক। সর্ব্বনাশ হইলে জীব পরমার্থবঞ্চিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দকে ও অভিন্নপ্রকাশ শ্রীগুরুদেবকে পৃথক্ জ্ঞান করে। তাহাদের গৌরসুন্দরের সেবালাভ কখনও হয় না। তাহারা নিত্যকাল গুরুদ্রোহী হইয়া দুর্ভোগী হইয়া পড়ে।

মহাজনের সার্থকতাই গৌরভক্তের দুর্ভাগ্য হওয়া। মহাজনের একমাত্র প্রয়োজনই গৌরসুন্দরের কৃষ্ণসেবা। যাহারা ইহা বুঝিতে পারে না, তাহারাই কৃষ্ণবিমুখ হইয়া নিজ অমঙ্গল আনয়ন করে।

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথা

( )

কেহ স্থির হ'লে—সূর্য্যমুখী হ'লে, light চোখে পড়িয়া retinaতে পৌঁছিলে বস্তুদর্শন হয়। সূর্য্যের দিকে পশ্চাৎ করিয়া থাকিলে সহস্র চেষ্টাতেও সূর্য্যদর্শন হইবে না। যখন ভগবানের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার জন্ম হইল, তখন তিনি চারিদিকে অনন্ত জলরাশি দেখিতে পাইয়া এবং নিজ জ্ঞান-চেষ্টাতে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ভগবানের চরণে শরণাপন্ন হইলে ব্রহ্মা 'তপ' এই দৈববাণী শুনিয়া ধ্যান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ভগবান্ তাঁহার শুদ্ধ হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন এবং বাহিরেও আবির্ভূত হইয়া ছয়টী শ্লোক উপদেশ করিলেন—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত
সোঽস্ম্যহম্॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত
চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো
যথা তমঃ॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র
সর্ব্বদা॥"
(ভাঃ ২।৯।৩০—৩৫)

গীতায় শিক্ষাসার একটিমাত্র শ্লোকেই ভগবান্ ব্যক্ত করিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥"

শ্রীভগবান্ নিত্য, তাঁহার শিক্ষা নিত্য, জীবাত্মা নিত্য ও গুরু নিত্য। শ্রৌতপন্থায় সেই তত্ত্বসমূহ অবগত হওয়া যায়। মহাজন বলিয়াছেন,—

'নিতাই-চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য।'

নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য এবং তাঁহার নিষ্কিঞ্চন সেবকও নিত্য। ভগবান্ যে প্রকার নিত্য বস্তু, তদভিন্ন পার্ষদ শ্রীগুরুপাদপদ্মও নিত্য বস্তু। অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক আত্মীয়স্বজন বধ করিতে

...গাধারে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে।

হইবে মনে করিয়া বৈরাগ্য প্রদর্শনের অভিনয় করিয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন—

'নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।'

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! তুমি লোকসংহারের কর্ত্তা নহ, তুমি নিমিত্তমাত্র। অর্জ্জুন নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া ভগবানের চরণে শরণাগত হইয়া বলিয়াছিলেন—

"কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥"

(গীঃ ২।৭)

ভগবান্ বলিয়াছেন—'আত্মা নিত্য, আমি নিত্য, সুতরাং আমার কথাও নিত্য।'

সনাতন-ধর্ম্ম কোন জীবের সৃষ্ট নয়। ইহা সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত—

'ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতম্।'

যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আমাদের সত্তা চিরকাল রক্ষিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম।

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥"

(গীতা ৬।৩৪)

যাহারা মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত, তাহারা কখনও পরমসত্যে উপনীত হইতে পারে না। সদ্গুরু আমাদের মনোধর্ম্ম দূর করাইয়া পরমসত্যে শরণাগত করাইয়া দেন। নিষ্কপট অনুশীলন-দ্বারা যাহা [illegible] দেখাইয়া দেন। আমাদের brain এক সময়ে যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, আবার কিছুকাল পরে better brain তাহাকে অসত্য বলিয়া প্রমাণ করে। সুতরাং জাগতিক অভিজ্ঞতা কালে কালে পরিবর্ত্তিত হয়। একশত বৎসরের অভিজ্ঞতা দুইশত বৎসরের অভিজ্ঞতার নিকট এবং পাঁচশত বৎসরের অভিজ্ঞতা সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতার নিকট তুচ্ছ হয়। ভগবান্—পুরুষোত্তম। তাঁহার শরণাপন্ন হইলে Eternal Truth জানিতে পারা যায়। যাহা কিছু সকলই ভগবানের। আমাদের কিছুই নাই। দেহও আমার নহে। মৃত্যুকালে সকলই এখানে রাখিয়া যাইতে হইবে। অতএব ভগবানের শরণাগত হওয়াই কর্ত্তব্য।

এ জগতে সন্তান যখন নাবালক থাকে, তখন সে পিতামাতার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে, কিন্তু বড় হইলে তাহার পিতামাতার উপর নির্ভরতার প্রয়োজন হয় না, এমন কি অনেকেই সম্বন্ধ ছাড়িয়া দেয়। প্রাকৃত রাজ্যে ইহার বিপরীত ভাব। যাঁহারা সেবক যতই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিতে থাকেন, ততই ভগবানের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়েন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

(গীঃ ৯।২২)

যাঁহারা একমাত্র আমাকেই (অন্য দেবতাকে নহে) চান অর্থাৎ অনন্যভাবযুক্ত যে সকল ব্যক্তি আমার আরাধনা করেন, আমি তাঁহাদের যোগ ও ক্ষেম বহন করিয়া থাকি।

দ্রৌপদী যখন সভাস্থলে লাঞ্ছিতা হইতেছিলেন, তখন তিনি পঞ্চস্বামীকে রক্ষাকর্ত্তা না জানিয়া সর্ব্বশেষে কৃষ্ণকেই একমাত্র রক্ষক বলিয়া ঊর্দ্ধস্বরে শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি শরণাপত্তির ফলে রক্ষা পাইয়াছিলেন। দুর্ব্বাসা যখন দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বনবাসী যুধিষ্ঠিরের নিকট সশিষ্য ভোজন করিতে চাহিলেন, পাণ্ডবগণ তখন নিরুপায় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। যখন কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের কাতর আহ্বানে উপস্থিত হইয়া দ্রৌপদীর পাকপাত্রে তৃপ্তি লাভ করিলেন, তখন ৬০ হাজার শিষ্যসহ দুর্ব্বাসাও তৃপ্তি লাভ করিলেন। কারণ, 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।' When the Supreme Lord is satisfied, every one is satisfied. ভগবান্ কিভাবে তাঁহার ভক্তকে রক্ষা করেন, তাহা আমাদের প্রাকৃত বিচারের অনধিগম্য। ভগবান্ শরণাগতকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন।

পুতুলের নৃত্য দেখিয়া কোন অজ্ঞ বালক ঐ নৃত্যপরায়ণ পুতুলটিকে জীবন্ত মনে করিয়া উহাতে আকৃষ্ট হইয়া পিতার নিকট ঐ পুতুলটি প্রার্থনা করিল। পিতা বলিলেন—উহা জীবন্ত নহে, উহা নিজে নাচিতে পারে না, উহাকে বাজিকর নাচায়। পিতা ঐ বালককে সূত্র এবং সূত্রধরকে দেখাইয়া দিলে বালকের ভ্রম দূর হইল। আমরা জগতে যে কর্ত্তৃত্বপরতা দেখিতে পাই, তাহাতে কোন জীবের স্বতন্ত্রকর্ত্তৃত্ব নাই। পরমেশ্বরই কর্ত্তা, সকল জীবই তাঁহার হাতের পুতুল—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

(গীঃ ১৮।৬১)

যিনি ভগবানের দয়া চান, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার দয়া পান। Krishna bestows His mercy on all without any distinction of caste, creed or colour. ভগবান্ এই বিশ্বের সকলই শৃঙ্খলার সহিত সাজাইয়া রাখিয়াছেন। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সকলেই ঈশ্বরের নিয়মাধীন হইয়া চলিতেছে। কোন একটী বস্তু অপর বস্তুর সংঘর্ষ করে না, যদি এক ইঞ্চিও নিজ কক্ষ হইতে deviate করে, তবে planetসকল চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। গ্রহণের সময় সাধারণ লোক যে প্রার্থনা করে, তাহাদের উদ্দেশ্য এই যে, গ্রহগুলি যেন clash না করে—planetary systemএ যেন কোন বিশৃঙ্খলা না হয়, যেন আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবীটা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়। কৃষ্ণকে যেখানে কেন্দ্র করা হইয়াছে, সেখানে সকলই আনন্দ, মিলন ও শান্তিময়। Vaishnavism is the cult of Divine Love. ঠাকুর হরিদাস ভগবান্‌কে সকলের কেন্দ্রে রাখিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি সম্পূর্ণ শরণাগত হইয়াছিলেন। তিনি বাইশ-বাজারে বেত্রাঘাত পাইয়াও ভগবানের সেবা ছাড়েন নাই। আমাদের এই দেশে একজন মহাপুরুষশিরোমণি আসিয়াছিলেন। তিনি জীবাত্মার একমাত্র ধর্ম্ম শুদ্ধ প্রেমের কথা জানাইয়াছিলেন।

ভগবদ্ভজন করিতে হইলে আমাদের সম্বন্ধজ্ঞানের আবশ্যক। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু আমাদিগের সেই সম্বন্ধজ্ঞানের শিক্ষাগুরু। সেবা সেবক-জ্ঞান না হইলে আমাদের সম্বন্ধ হয় না। শঙ্করাচার্য্য ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তি—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান—ত্রিপুটি বিনাশ করিয়াছেন। সেবা, সেবক ও সেবা-সম্বন্ধ নিত্য। এ জগতেও দেখা যায় পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, প্রভু ভৃত্যসম্বন্ধ না থাকিলে পরস্পরের সেবা চলে না। পিতা থাকিলে যেমন পুত্র থাকিবে, প্রভু থাকিলে ভৃত্য থাকিবে এবং স্বামী থাকিলে স্ত্রী থাকিবে, তদ্রূপ ভগবান্ থাকিলে তাঁহার ভক্ত থাকিবেই। We are neither body nor mind, we are so many individual souls meant for the service of the Supreme lord. সেবা-সেবক ও সেবা-জ্ঞানই সম্বন্ধজ্ঞান। সম্বন্ধজ্ঞান স্থির হইলে সতী স্ত্রী অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, সর্ব্বদাই স্বামীর সেবা করিয়া থাকে, এক মুহূর্ত্তও তাহাকে ভুলিলে তাহার সতীত্ব অটুট থাকে না। তদ্রূপ আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ শরণাগত থাকিতে হইবে। ভগবান্‌কে পঞ্চরসে সেবা করা যায়। এ জগতে সেই সকল রসেরই বিকৃত প্রতিফলন দেখা যায়।

ভগবানের রাজ্যে বণিগ্বৃত্তি নাই, কিন্তু এ জগতের সেবা-সেবকের মধ্যে স্বার্থ আছে। যাহারা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের জন্য ভগবানের সেবা করে, তাহারা বণিক্।

'যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ
স বৈ বণিক্।'

(ভাগবত ৭ম স্কন্ধ)

যেখানে Absoluteএর interest, সেইখানেই service যেখানে আমাদের interest, সেইখানেই 'বেনেগিরি' বা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বা কাম। মহাপ্রভু প্রেমধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন। মহাপ্রভু কৃষ্ণের চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি শরণাগতকে যে নিত্যধন দান করেন, তাহার তুলনা এ জগতে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে
বিষয় কেনে দিব?
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৩৯)

ভগবানের চরণে শরণাগত হইলে তিনি কৃষ্ণপ্রেম দান করেন। অন্য দেবদেবীর নিকট শরণাগত হইলে অনিত্য তুচ্ছ বস্তু লাভ হয়। ভগবান্ পূর্ণবস্তু—তাঁহাকে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ না করিলে তাঁহার কৃপালাভ হয় না।

'ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥'

(ঈঃ উঃ)

ভগবান্ আনন্দময়। তাঁহার তত্ত্ব জানিলে মানবজাতির দুঃখের অবসান হইবে, সর্ব্বত্র আনন্দের প্লাবন হইবে। তিনি 'সত্যম্' 'শিবম্' 'সুন্দরম্'। ভগবানের সেবা করিলেই আনুষঙ্গিকভাবে সকলের তৃপ্তি হয়। When the whole is served, parts are automatically served. সুতরাং বিষ্ণুপূজার দ্বারাই সকল দেবতার উপাসনা হইয়া যায়।

'যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥'

মূলে জল দিলে যেরূপ শাখাপত্রের সকলেরই পুষ্টি হয়, প্রাণে আহার দিলে ইন্দ্রিয়সকল সতেজ হয়, তদ্রূপ 'বিষ্ণু' উপাসনা করিলে সকল দেবতাই তুষ্ট হন।

অনুষঙ্গি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ঠাকুর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১০
সেবক—শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বি এ

(৩) শ্রীযোগপীঠ মায়াপুর মঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহন্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জাহন্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) [illegible]দ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]দেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীবাসদাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
ঘাটতলা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) বালিঘাটি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চটক পর্ব্বত
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
বাংলা পোঃ রমনা ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রদাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিমোহন দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারানপুর, ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মুরাদপুর পাটনা।
সেবক—শ্রীবিশ্বপ্রভু দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমনা রোড গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
৮।১১ বি বাঙ্গালীটোলা, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক শ্রীকৃপাসিন্ধু ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) নৈমিষারণ্য মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ পি।
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
প্রয়াগঘাট পোঃ মথুরা।
সেবক শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীবৃন্দাবন
সেবক—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাসাধিকারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) মদনমোহন বিহারী মঠ
মথুরা, মথুরা।
সেবক—শ্রীরাধারমণ দাস

(৪৪) গোপীবিহারী মঠ—[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
সেবক—শ্রীভক্তিপাবন ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৪নং কুতুব রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয় ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
বিল্ডিং, বোম্বে।
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা মান্দ্রাজ
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীগদাধর দাস অধিকারী

(৫১) পুরুষোত্তম মঠ
[illegible] পোঃ পুরী [illegible]
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible] মঠ
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

(৫৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপ্রপন্নাশ্রম
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) ভাগবত [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী

(৬০) [illegible] প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৬০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, আর্লস কোর্ট
স্কোয়ার, [illegible]
সেবক—স্বামী বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১।১।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরিগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ আশ্রম
[illegible], [illegible] (ইউ-পি)
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible]পুর (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রী বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভাণ্ডারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন দর

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দ্বাদশটী অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিলাসসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে [illegible] মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, মহত্ত্ব, অবতার, একায়ন, বর্ণাশ্রম ও ভক্তিপথের [illegible]-নিরসনমূলক শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে [illegible] সাধারণ ভ্রমসমূহ, [illegible] সংশিক্ষাও প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থটী শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত—সরকার [illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। বোর্ডিংএ খাওয়া ও দেখাশুনার খরচ মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] ফল লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউশন

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্প্রদায়: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সবিস্তারভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর [illegible] কথা, শিক্ষা ও চরিত্র সবিস্তারভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] এই অপূর্ব্ব [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণের যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা [illegible]। [illegible] শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃত [illegible] টীকা, ঐ টীকার সরল [illegible], মূল শ্লোকের [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান - শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সকল গ্রন্থ হইতে [illegible] উপদেশ সংকলন। ভিক্ষা তিন টাকা

প্রাপ্তিস্থান- শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যাব্দ

(পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ)

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও পরে ভারতের রাষ্ট্র-চিত্র, সামাজিক অবস্থা ও [illegible] ধর্মীর অবস্থা এবং শ্রীচৈতন্যদেবের আনুপূর্ব্বিক চরিত-কথা ও শিক্ষা [illegible] সুন্দর ভাষায় বর্ণিত। এই গ্রন্থে [illegible] চিত্র ও মানচিত্র আছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। উপহার দিবার শ্রেষ্ঠ পুস্তক। ভিক্ষা ১০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান-[illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত [illegible] শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের আদর্শ ও শিক্ষা। ভিক্ষা [illegible] আনা। ছাত্রদের পক্ষে [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান- শ্রী যোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীগুণবিজয় [illegible] ৩, বি-এম্, পুরাণা পল্টন, পোঃ রমনা ঢাকা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট

যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ইণ্ডিয়ান টাইম)

যাওয়া

কলিকাতা ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ব্যাণ্ডেল ,,	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
চাপাঘাট পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ব্যাণ্ডেল ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কৃষ্ণনগর পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(বন্ধ) ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(আসা—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	[illegible]
ব্যাণ্ডেল ,,	[illegible]
চাপাঘাট পৌঃ	[illegible]
,, ছাঃ	[illegible]
শান্তিপুর পৌঃ	[illegible]
(বন্ধ) ছাঃ	[illegible] (গাড়ী বদলাইবে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	[illegible]

আসিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কৃষ্ণনগর পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
চাপাঘাট পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ব্যাণ্ডেল		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
কলিকাতা পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] মহামহোপাধ্যায় [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] এবং [illegible] আস্বাদন করিয়া [illegible] এবং [illegible] জীবনচরিত-পাঠে [illegible] শ্রীগৌর [illegible] ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। [illegible] আলোচনা। [illegible] শ্রীশ্রীল [illegible] (Foreword), [illegible] (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) সহ [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের

মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি মুদ্রিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও [illegible] এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। [illegible] কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] অবস্থিত। এখান হইতে উৎকলভাষায় "পরমার্থী" [illegible] প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ মণিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলের পাচন

[illegible]

[illegible] জীর্ণ [illegible] জ্বর, [illegible] প্রভৃতিতে [illegible]। [illegible] ভিক্ষা [illegible] আনা, বড় বোতল [illegible] আনা। [illegible]

[illegible] রোড, কলিকাতা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

RGED NOC 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible] সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ১০ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৭ ২৬শে নভেম্বর, ১৯৪০ মঙ্গলবার ২১৭তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——:(•):——

বিশ্বসভ্যতা রক্ষার্থে ভারতের দান

(২)

অতঃপর শিল্প ও যন্ত্রবিদ্যার পারদর্শীদের শিক্ষাদানের পরিকল্পনাও আমরা পেয়েছি—এই বৎসর দশ লক্ষ টাকা তাদের শিক্ষাদানকল্পে ব্যয়িত হবে,—কিন্তু মনে রাখা দরকার এটা একটা ব্যয়বহুল (প্রায় ৯৫ লক্ষ টাকার) পরিকল্পনার অংশ মাত্র; আমরা অবগত হয়েছি যে, আগামী বৎসরের শেষভাগে ১৫০০০ ভারতীয় শিল্প ও যন্ত্রশিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হ'বে। কিছুদিন পূর্ব্বে, ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রগতি এই সমস্ত "বিশেষজ্ঞদের" অভাবে ব্যাহত হ'য়েছে, কিন্তু এটা একটা বিচিত্র ব্যাপার যে, আধুনিক যুদ্ধের দুর্বিপাকের ফলে সরকারকে বিশেষজ্ঞদের শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতেই হ'বে। যুদ্ধের এ ক্ষেত্রেও সরকারকে পরিকল্পনা কার্য্যকরী করবার জন্যে দ্রুত অগ্রসর হ'তে হবে, যাতে তালিকা বৃদ্ধি করতে হবে।

তৃতীয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় দফা হচ্ছে দেশকে বিমান-আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে ৭৫ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা। কিন্তু এতেই কাজ হবে? ...মনে হয় সৈন্যদলের প্রয়োজন সম্বন্ধে [illegible] প্রাসাদনিবাসী রাজপুরুষেরা যথাযথ উপলব্ধি করেন নাই। তবে এ কথা বলে এটুকু বলা যায় যে, প্রাথমিক কার্য্যক্রমের এর ত্রুটি ধরা বাঞ্ছনীয় নয়।

যেভাবে তাতে আমরা বুঝতে পারছি যে, দেশের নিজস্ব প্রয়োজনে যান্ত্রিক সমৃদ্ধি-ই সমর্থনযোগ্য - প্রয়োজনের [illegible] তুলনায় তা খুব অল্প বটে।

দেশরক্ষার প্রয়োজনে যে ব্যবস্থা,—তা' আলোচনা করা খুব শক্ত ব্যাপার; কেননা, আমাদের কাছে এ সম্বন্ধে খোলাখুলিভাবে সব কথা বলা হয় নি। যাই হউক, দেশরক্ষা-সচিব যে বিষয়টিকে এতদিন অন্ধকারের অন্তরালে গোপন রেখেছিলেন, মাননীয় অর্থ-সচিব মহাশয় সেই বিষয়ে কিছু প্রকাশ্য ভাবে আলোচনাও করেছেন। আর আমরা অবগত হয়েছি যে, খুব শীঘ্রই ভারতবর্ষে একটি বিমানবাহিনী গঠিত হচ্ছে, যাতে আধুনিক যন্ত্রসম্ভারে সুসজ্জিত এবং সুশিক্ষিত পাঁচ লক্ষ সৈন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকবে। এতকাল থেকে যেটা আমরা চাইছি শুধু তবে আমাদের সুবিধার, কারো সেটা এইবার পরিণত হবে—এ একটা উৎসাহপ্রদ সুসংবাদ সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য, অতীত ভারতের সামরিক ঐতিহ্য এবং আমাদের জাতীয় পরম্পরার এমনি একটা সুযোগের প্রত্যাশায় ব্যাকুল হয়েছিল; কেননা, এমনতর একটা সুযোগের মধ্যেই ভবিষ্য-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমরা মূর্ত্ত দেখি।...

শুধু তাই না, আরো একটা গৌরবের এই যে, ভারতবর্ষের প্রত্যেক অংশের [illegible] সহায়তা করছে। বাট্টি জাতির সৈন্য আজ বিদেশে গিয়েছে—এক লক্ষ সৈন্য যোগদান করেছে সৈন্য-বাহিনীতে শিক্ষিত সামরিক শিক্ষার জন্যে। সমুদ্র-রক্ষায় ভারতবর্ষ নিশ্চেষ্ট অক্ষম নয়। প্রাচীন বণিকদের এই ভারতবর্ষের বন্দর ও পোতাশ্রয় গুলির উপর "রাইল সংক্রান্ত জাহাজ" এবং "ভূমধ্যসাগরীয় পাহারাদার জাহাজ" নিয়ে কাজ দুই দেশে সম্পন্ন করছে। জাহাজ সারাইবার প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় স্থানের (Dock) অনুরূপ বহু কাজও প্রস্তুত হচ্ছে।...

তারপর বহুবিধ সামরিক দ্রব্যসম্ভার ভারত কর্ত্তৃক বিদেশে প্রেরিত হওয়ার বাণিজ্যোন্নতি যে সংবাদ অর্থসচিব মহোদয় দিয়েছেন, তা সত্যসত্যই বিস্ময়কর। তিনি ভারতের দান সম্বন্ধে যে সমস্ত উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে ১০০ কোটি গোলাগুলি, ৫০ লক্ষ কামানের গোলাগুলি, ২ লক্ষ ৫০ হাজার বিস্ফোরক (Detonator) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আজ অকপট চিত্তে বলা যায় যে, আজ ভারত নবতম এক কর্ম্মোন্মাদনায় উদ্বোধিত হ'য়ে উঠেছে। এর ফলে ভবিষ্যতে ক্রমে যে আধুনিক সমর-সাজসরঞ্জাম শুধু সাহায্য হ'বে, তা' নয়; যখন শান্তি ফিরে' আসবে, ফিরে' আসবে মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা, তখন ভারতের শান্তিকামী প্রজাবৃন্দ সে এর দ্বারা সমৃদ্ধি লাভ করতে পারবে।

এই সমস্ত বিষয় চিন্তা ক'রে দেখলে দেখা যাবে যে, এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই যে [illegible] গ্রহণ ক'রে বা বিচার ক'রে দেখা হোক, তার [illegible] মনে হয়।

অর্থসচিব মহোদয় অতিরিক্ত যে করভার প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন,—বলা বাহুল্য তা' একটা খেয়ালখুশির পরিকল্পনা নয়; এবং এই কথাটা মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, ভারতবর্ষ—একটু বিলম্ব হ'লেও আজ সমরকার্য্য পরিচালনার কাজে সাহায্যদানের জন্য সৌভাগ্য লাভ ক'রেছে। এখন দেখা যাক উক্ত সাধনের ব্যাপারে করভারের দিক থেকে আমাদের উচিত নয়,—উচিত নয় যে ব'লে আপত্তি জানানো যে আমাদের উপর তা'টা বড় বেশী চাপান হ'চ্ছে।

———

অষ্ট্রেলিয়ার মাইন উত্তোলক জাহাজ জলমগ্ন

একটি অষ্ট্রেলিয়ান মাইন উত্তোলক জাহাজ কোন বাণিজ্য-জাহাজের (১০ হাজার টন) সহিত ধাক্কা লাগিবার পর গত ২৬শে অক্টোবর যখন বন্দরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, তখন সেইটি [illegible] উপকূলের [illegible] জলমগ্ন হইয়াছে। উক্ত জাহাজের সমস্ত নাবিক (৮ জন অফিসার ও ২৯ জন নাবিক) ও জলমগ্ন হইয়াছে। ঐ সময় সমুদ্র অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ছিল, ফলে উদ্ধারের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সাঁতার কাটিয়া কেহই রক্ষা পায় নাই।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত [illegible] পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। [illegible] ১ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক [illegible] ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় [illegible] বি-এ সম্পাদিত [illegible] পাক্ষিক। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীসজ্জন-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় [illegible] সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীসজ্জন আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। [illegible] বিষয়ের অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের মুখপদ্ম পরমহংসগণের [illegible] শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখ [illegible] প্রেরণাসূত্রের অপ্রাকৃত পাঠক ও স্বামী [illegible] [illegible] অবতরণ করিয়াছিলেন, তাহাই [illegible] গ্রন্থে প্রকাশ হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরু [illegible] অপরিহার্য্য [illegible] আচার্য্যবরের 'সজ্জনসম্বন্ধির' অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক [illegible] 'অবশ্যপাঠনীয়'।

ভিক্ষা— ॥০ আনা মাত্র

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের অভিনব বিশাট সংস্করণ [illegible], শ্লোকসমূহের অন্বয়, [illegible], ভাবার্থ, [illegible] বিবরণ, [illegible] [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] 'শরণাগতি', [illegible] গৌড়ীয়-মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত [illegible] দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —প্রথম [illegible] ১০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (বাঁধা) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড —৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড —৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ১৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। বৈষ্ণবতোষিণী ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্বসংবেদ ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সার্চ্চা ।৵০
২২। [illegible]
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ, বাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা
২৭। মুক্তিপ্রকরণম্ বা মুক্তির রহস্য (সংস্কৃত) ১৲
২৮। প্রেমবিবর্ত্ত (সংস্কৃত) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। জৈব-ধর্ম্ম ৸০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-প্রমাণ ॥০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। পঞ্চরাত্র ৶১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ৫ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ।০
৪০। নবদ্বীপশতক ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ॥০
৪৩। সাধনরত্ন ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৩
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সংস্কৃত) ০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা নামাবলিসত্ত্বদী ০
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। শ্রীগোপালবিনোদ (ভাষাবিক্ষেপ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
সাংখ্যাবলী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। নবীক-শিক্ষাবন্দনম্ ।০
৬৪। তত্ত্বত্রয় ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়দর্শনবিচার ৴০
৬৭। সাধারণসংগ্রহ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ বিস্ট অফ দি ডিজাইন অফ বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—শ্রীল সরস্বতী সার অনুবাদ ।০
৭২। [illegible] ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। ভাগবত ।০
৭৫। রোমান্স গৌড়ীয়মঠের ইতিবৃত্ত ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible] ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৸০

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১৫ বর্ষ | ১১ কেশব ৪৫৪ গৌরাব্দ ১০ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৬শে নভেম্বর ইং ১৯৪০, মঙ্গলবার | ২১৭তম সংখ্যা

"শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপায় শুদ্ধ হরিনাম হয়। সর্ব্বদা তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে, তাঁহাদের নিকট ক্রন্দন করিতে হইবে—লোক দেখান নহে—কপটতা করিয়া নহে।"

—শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ কেশব বাণু প্রভৃতি গৌরাব্দ ৪৫৪

দুই একটী কথা

কৃষ্ণৈকশরণতাই বৈষ্ণবের স্বরূপলক্ষণ। অন্যাভিলাষ থাকিলে কৃষ্ণৈকশরণ হওয়া যায় না। শুদ্ধভক্তিতে অন্যাভিলাষের লেশমাত্র নাই। অকিঞ্চন না হইলে শরণাগত হওয়া যায় না। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও অন্যাভিলাষী—ইহারা কেহই অকিঞ্চন নহে। প্রাকৃত দরিদ্রতাও অকিঞ্চনতা নহে। একমাত্র কৃষ্ণসেবা তাৎপর্য্যই অকিঞ্চনতা বা শরণাগতির লক্ষণ। যাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবল থাকে, তিনি অকিঞ্চন বা শরণাগত হইতে পারেন না। যিনি সকল ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসুখের জন্য নিজসুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, তাঁহাকেই কৃষ্ণৈকশরণ বলা যায়।

'আমি কৃষ্ণৈকশরণ'—এ কথা কেবল মুখে বলিলে কৃষ্ণবিমুখতা ছাড়িবে না; পরন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে শরণাগত বা আশ্রিত হওয়া চাই, তবেই মঙ্গল হইবে।

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু—গুরু ও বৈষ্ণব অভিন্নতত্ত্ব। ইঁহাদের মধ্যে উচ্চাবচজ্ঞান অপরাধজনক। নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক গুরু-বৈষ্ণবের অলৌকিক কার্য্যকলাপের সমালোচনা করিবার ধৃষ্টতা করা উচিত নয়। দীনহীন কাঙ্গাল হইলে—তাঁহাদের কৃপা-ভিখারী হইলে করুণাময় তাঁহারা আমাদের অকপটতা ও সরলতা দেখিয়া আমাদিগকে নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। কেবল কৃপার প্রতীক্ষায় সেবাময় জীবনযাপন ব্যতীত তাঁহাদের কৃপালাভের অন্য উপায় নাই।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া তিনি এখানে নাই এরূপ নয়। তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপকরূপে অবস্থান করিতেছেন। যেখানে শুদ্ধা ভক্তি, সেইখানেই প্রভুপাদ। কেবল সেব্যের সুখবাঞ্ছা যেখানে, কৃষ্ণচৈতন্য ও কার্ষ্ণ চৈতন্যসেবা যেখানে, সেইখানেই শ্রীচৈতন্যমঠ। মায়ারূপ ভোগবাঞ্ছার লেশমাত্র সেখানে নাই। যাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান আছে, যিনি সম্পূর্ণভাবে ভগবানের উপর নির্ভর না করিয়া নিজের ও অপরের ক্ষমতার উপর নির্ভর করেন, এক কথায় অশরণাগত ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যমঠবাসী নহেন। যেখানে অহৈতুকী অপ্রতিহতা শুদ্ধা সেবাপ্রবৃত্তি, সেই স্থানেই শ্রীচৈতন্যমঠ বা শ্রীগৌড়ীয়মঠ। আমরা যে যতই বাহাদুরী করি, যদি

গুরুবৈষ্ণবের সহিত আমাদের সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে আমরা শ্রীচৈতন্যমঠবাসী কিসের? ভক্তিতে বাস বা ভ'জনময় জীবনযাপনই শ্রীচৈতন্যমঠবাস। অচেতন জড় চৈতন্যবিমুখ কি শ্রীচৈতন্য-মঠবাস করিতে পারে? নিজেকে যেখানে শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীচৈতন্যনিজজনের পদধূল বলিয়া অভিমান নাই, সেখানে কি করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠবাস সম্ভব? শ্রীকৃষ্ণই মূল মালিক, তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়তম শ্রীগুরু-পাদপদ্ম স্বরূপে কৃপাপূর্ব্বক আমাকে সামান্য যত্ন করিয়া কিছু সেবাসুযোগ প্রদান করিয়াছেন ও করিতেছেন—এইরূপ বিচার হৃদয়ে স্থান না পাইলে আমরা বৈষ্ণবগণের দাসানুদাস কি করিয়া হইতে পারিব? আমরা যদি গুরুবৈষ্ণবের অনুগত না হইয়া স্বেচ্ছাচারিতাবশতঃ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করি অর্থাৎ অন্যাভিলাষে প্রমত্ত হইয়া গুরু-বাক্যপালনে উদাসীন হই, তাহা হইলে শ্রীধামবাস বা মঠবাস আমাদের কি করিয়া হইবে? সকলের স্বার্থ [illegible] এক হয়, সকলে [illegible] গুরুবৈষ্ণবের সেবার জন্য ব্যস্ত না হই, তাঁহাদের সুখের জন্য আমাদের সকলের প্রাণে যদি একটা প্রবল আর্ত্তি না জাগে, তাহা হইলে আমরা করুণাময়গণের কৃপা কি করিয়া পাইব? শ্রীচৈতন্যমঠ বৈকুণ্ঠস্থ। সেখানে কুণ্ঠাধর্ম্ম নাই—ভোগ বা ত্যাগের তাণ্ডব সেখানে নাই। সেস্থান কৃষ্ণ প্রীতিবিধানচেষ্টাপূর্ণ। ভোগ বা ত্যাগ ছাড়িয়া সেবালিপ্সু না হইলে আমরা কি করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে স্থান পাইব? গুরু-

সেবাপ্রবৃত্তির পরিবর্ত্তে [illegible] হৃদয়ে স্থান পাইলে আমাদের [illegible] হইবে না। শ্রীচৈতন্যমঠে নানাপ্রকার সেবাকার্য্য হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে কাহারও স্বতন্ত্রতা নাই। সত্য সত্য যাহারা শ্রীচৈতন্যমঠবাসী বা শ্রীধামবাসী, তাঁহাদের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পাইলে মাদৃশ হতভাগ্য জীবও গুরুবৈষ্ণবের সেবালাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারিবে। কোন অসাধু উদ্দেশ্য লইয়া শ্রীচৈতন্যমঠে বা শ্রীগৌড়ীয়মঠে থাকা যায় না। আমরা নিত্যমঙ্গল লাভের জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়াছি। যেজন্য আমরা এখানে আসিলাম, তাহাই যদি লাভ না হয়, তবে হইলে আমরা কি করিলাম? আমরা যদি আমাদের লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাশা এক-মুহূর্ত্তের জন্য স্বপ্নেও একটু চিন্তা করি, তাহা হইলে আমরা সেই পরিমাণে বঞ্চিত হইলাম। শ্রীগুরুদেব বড় দয়াল। তাঁহার দয়ার তুলনা নাই। তিনি নিষ্কপটকে বঞ্চনা না করিয়া অযাচিত কৃপাই করিয়া থাকেন।

সাধুনিন্দা হইতে খুব সাবধান থাকিতে হইবে। [illegible] সাধুনিন্দারূপ অপরাধ যদি হৃদয়ে গোপনে [illegible] থাকে তবে [illegible] আমাদের [illegible] যাইবে না। সাধুর আনুগত্য [illegible], সেখানে বহুদিন [illegible] [illegible] হয়। তাঁহাদের [illegible] নহে। তাহা [illegible] না। সাধুসঙ্গ সাধুর [illegible] সাধুসঙ্গই [illegible] হইতেই বাস্তব

কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

বিমুখতা আমাদিগকে গ্রাস করে। অসৎসঙ্গ করিলে আমাদের চিত্ত চাঞ্চল্যের বিশেষী হইয়া পড়ে। সাধুর সরলতা থাকা বিধায় আশ্রয় করিলেও সেই সাধুতা বিপরীত অসুরের স্বভাব অসাধুসঙ্গে প্রকাশ করে। অসৎসঙ্গ বা অসদালাপ ত্যাগ করিলে যথার্থ জীব সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া থাকে। যাহাদের আসক্তি নাশ হয় না তাহারা সাধুসঙ্গ ছাড়িয়া অসাধুকে ও অসাধুর্ত্বকে কপট আত্মসমর্পণে নিষ্কপট হইয়া পরিতোষপূর্বক সংগ্রহ করেন, তাহা হইতে তাঁহাদের বঞ্চনা হয়। যদি এখানের আমাদের ভ্রম থাকে, তাহা হইলে আমাদের কোনদিনও সাধুসঙ্গ হয় নাই বুঝিতে হইবে। সাধুসঙ্গ চেতনের সঙ্গ। যাহার action batteryর action এর ন্যায় সঙ্গে সঙ্গেই হইবে। সাধুসঙ্গে অনর্থ থাকে না, অনর্থনাশের চেষ্টাও থাকে না। সাধুসঙ্গের এমন মহিমা! অসৎসঙ্গে অসত্যের আদর হয়। সাধুসঙ্গে যাহার আনন্দ বা উল্লাস হয় না, তাহার স্বরূপ সংশয়ে অন্তরের। এই অসৎ কখন সৎ নামের সেবা করিতে পারে না। নাম সাক্ষাৎ ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন। যেখানে শ্রীনামে অপ্রাকৃত বা সাক্ষাৎ কৃষ্ণবুদ্ধি নাই, সেখানে শ্রীনামের মত ভিন্ন শ্রীচরণকমলে অপরাধ করা হয়। জন্ম পাপের দ্বারা মলিন থাকিলে অসাধুসঙ্গ বা অসৎসঙ্গকে সৎসঙ্গ বলিয়া মনে হয়।

স্বসুখবাসনা 'কামবতী' ভক্তি নহে, তাহা অভক্তি। সজ্জনগণ তাহাকে দুঃসঙ্গজ্ঞানে ত্যাগ করেন। সাধু সর্বক্ষণ স্থির ও ধীর। স্থির না হইলে চরিত্রগঠন হয় না, ব্যাকুলতা বা সন্দেহ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে। পরিবর্তনশীল বস্তুর প্রতি যাহাদের আস্থা আছে, তাহারা কখন স্থির হইতে পারেন না। তাহারা নিজ নিজ স্বভাবে সর্বদা অস্থির হইয়া সুস্থির হইবার জন্য বিবিধ কাল্পনিক অস্থিরভাব আনয়ন করে। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি মনোধর্মিগণ সকলেই অস্থির। নৈষ্ঠিকী বা বৈধীনিষ্ঠা না হইলে ভক্তি সুষ্ঠুতা লাভ করে না। যাহারা অস্থির, তাহাদিগকে বিশ্বাস করা যায় না। সজ্জনগণ সকল অবস্থাতেই স্থির ও ধীর। তাঁহারা চঞ্চল নহেন—তাঁহারা স্থির-লক্ষ্য। সুতরাং একমাত্র সজ্জনগণকেই বিশ্বাস করা যায়। তাঁহাদের দৃঢ়তাই জগতের একমাত্র আদর্শ।

স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে

(শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ)

জীব বাস্তব বস্তু, তথাপি সে চেতন। সে নিত্যানন্দ। আনন্দ তাহার স্বরূপ, আনন্দ বা ভক্তি তাহার বৃত্তি বা স্বভাব। চেতন বলিয়া জীবের ইচ্ছাশক্তির অনুশীলনের অধিকার আছে। তাহার স্বতন্ত্রতা আছে। জীব জড়বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ, জড়ের ইচ্ছাশক্তি ও স্বতন্ত্রতা নাই।

জীব শক্তিতত্ত্ব, শক্তিমত্তত্ত্ব নহে। পরমপুরুষ পরমেশ্বর কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান্। জীব কৃষ্ণের তটস্থা শক্তির পরিণাম। শক্তিমান্ কৃষ্ণই সকল শক্তির আশ্রয়। তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া জীব তাহার নিজের অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে পারে না। জীব শক্ত্যধীন, তাই সে শক্তিমান্ কৃষ্ণের সেবা ও ভোগ্য। জীব দ্রষ্টা বা ভোক্তা নহে। সর্বশক্তিমান্ কৃষ্ণই একমাত্র দ্রষ্টা ও ভোক্তা। জীব সর্বজ্ঞ নহে। ভগবান্ কৃষ্ণ সর্বজ্ঞ, তিনি কৃপা ক'রে জীবকে যতটুকু জানান, সে ততটুকু জানিতে পারে, তার বেশী জানিতে পারে না।

কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি স্বরূপশক্তি কৃষ্ণ হইতে সম্পূর্ণ অভেদ। জীব কৃষ্ণের অপূর্ণ শক্তি। কৃষ্ণের সহিত জীবের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ। আর একটী শক্তি আছে, তাহা অচিৎশক্তি বা মায়াশক্তি। এই শক্তি কৃষ্ণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'কৃষ্ণ সূর্যসম মায়া হয় অন্ধকার। যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।'' এই শক্তি কৃষ্ণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহা অচিন্ত্য।

পরমপুরুষ কৃষ্ণ পরমবিলাসী। তিনি তাঁহার স্বরূপশক্তির সহিত সর্বদা বিলাস করেন। কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির তিনটী প্রকার—হ্লাদিনী, সম্বিৎ ও সন্ধিনী। হ্লাদিনীর প্রকাশবিকারে কৃষ্ণ সর্বদা আহ্লাদিত এবং সম্বিচ্ছক্তিপ্রকটিত অনুভবজ্ঞান দ্বারা সর্বদা [illegible] থাকেন। সন্ধিনীশক্তি-প্রকটিত নির্মল বৃন্দাবন ধামে সেই [illegible] নিত্য [illegible] বিরাজমান।

অচিজ্জগৎ [illegible] বিকৃত প্রতিফলন মাত্র—চিজ্জগতের সহিত সাদৃশ্য মাত্র আছে, কিন্তু স্বরূপগত প্রভেদ। ইহা হরিবিমুখ জীবের কারাগার। চিজ্জগৎ ও অচিজ্জগতের সন্ধিস্থলে তটস্থা শক্তি জীবের প্রকাশ। উভয় জগতের সহিত সম্বন্ধ করিবার যোগ্যতা থাকায় স্বরূপ জীবকে তটস্থা শক্তি বলে। জীব চিৎকণস্বরূপ ও নির্দোষ হইলেও অসম্পূর্ণ, অত্যন্ত অণুস্বরূপ ও দুর্বল। জীব আরোহপন্থা অবলম্বনে যতই উৎকর্ষলাভ করুক না কেন, তাহার গঠনের অসম্পূর্ণতা সর্বদাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে—ইহারই নাম জীবত্ব। চিদ্বল লাভ করিয়া জীব বলবান্ হয়। সেই পূর্ণ বল [illegible] শক্তি মায়াতীত।

জীব চিত্তত্ত্বে গঠিত। জীবের সহিত মায়ার সম্বন্ধ নাই। কিন্তু অণুস্বরূপ হওয়ায় চিদ্বলের অভাবে জীব মায়া দ্বারা অভিভূত অর্থাৎ মায়ার দ্বারা পরাজিত হইবার যোগ্য। মায়া দ্বারা অভিভূত বা পরাজিত হইবার যোগ্যতাটী জীবের গুণ বলা যাইতে পারে না—ইহাকে দোষই বলিতে হইবে।

জীব প্রথম হইতেই হয় উন্মুখ না হয় বিমুখ। স্বতন্ত্রবাসনা জীবের স্বতঃসিদ্ধ। এই স্বতন্ত্র-বাসনার সুব্যবহার করিলে কৃষ্ণোন্মুখতা বজায় থাকে। ইহার অপব্যবহার করিলেই কৃষ্ণবৈমুখ্য হয়। এই কৃষ্ণবিমুখতারূপ ছিদ্র পাইয়া ভগবানের বিমুখমোহিনী মায়া জীবের স্বরূপজ্ঞান আচ্ছাদন করে।

জীবকে উন্নত করিবার ইচ্ছায় ভগবান্ জীবকে স্বতন্ত্রতা দিয়াছেন। স্বাধীন কার্যের ফলই উন্নতি বা অবনতি। পরমেশ্বরে অনুরাগ জীবের স্বধর্ম। যে সকল জীব স্বীয় স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করত স্বীয় স্বধর্মরূপ ঈশ্বরানুরক্তি পরিত্যাগ পূর্বক ইতরানুরক্তির দ্বারা ভোগেচ্ছা করিলেন, তাঁহারা স্বীয় কামনাবশতঃ জড়তায় বদ্ধ হইয়া দুঃখজনক জড়সুখকে সুখ মনে করিয়াছেন অর্থাৎ পরমানন্দস্বরূপ সেবাসুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া বদ্ধ আছেন। এই প্রকার স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহারে জীবের যে কষ্ট, তাহা ঈশ্বরদত্ত বলা যায় না এবং ঈশ্বরকে তজ্জন্য কোন প্রকার দোষ দেওয়া যায় না। বিধি-লঙ্ঘনের দ্বারা যে ক্লেশ পাইতে হয়, তজ্জন্য বিধাতা কখনও দোষী নহেন। বিধাতা যদি জীবকে ঐ অনর্থগ্রহণে বাধা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বৈষম্য দোষ হইত। জীব যদি স্বাধীনতার দ্বারা স্বীয় পরানুরাগকে আরও দৃঢ় করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উৎকর্ষ হইত, কিন্তু স্বাধীনতা না পাইলে তাঁহার উৎকর্ষের উপর কোন অধিকার হইত না। পরমেশ্বর জীবকে এরূপ অপূর্ব স্বাধীনতা দেওয়ায় জীবের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই বলিতে হইবে। স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহারে যে পতন দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল জীবকে সংস্কার করতঃ উদ্ধার করিবার জন্যই হইয়াছে বলিতে হইবে। ঈশ্বরের দণ্ডবিধি তাঁহার করুণারই নিদর্শন। তাঁহার করুণা অগাধ, কিন্তু জীবের দুর্দৈব অতিশয় শোচনীয়।

জীবের চিৎকণময় একটী নিত্য স্বরূপ আছে। জীব হরিবিমুখ হইয়া মায়াবদ্ধ হইলে সেই স্বরূপের উপর আর দুইটী ঔপাধিক শরীর আচ্ছাদন করে—একটির নাম লিঙ্গ-শরীর, আর একটির নাম স্থূল শরীর। লিঙ্গ শরীর জীবের বদ্ধ হইবার সময় হইতে মুক্ত হইবার কাল পর্যন্ত অপরিহার্য।

পরমেশ্বরে অনুরাগই জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। পরানুরাগ না হইলেই জীবের ইতরপদার্থে অনুরাগ হয়। এই ইতরানুরাগই জীবের উপাধি। এই উপাধিই অনর্থ। জীবের ভগবদ্বিমুখতাই সকল দুঃখের কারণ, যেহেতু আনন্দচিন্ময় ভগবানকে ত্যাগ করিলে দুঃখময় জড়তাই ফল হয়। ইহাই জীবের বদ্ধাবস্থা।

জীবের ভক্তিসুখই স্বাভাবিক আনন্দ। চিদানন্দস্বরূপ আত্মার জড়ে কি সুখ হইতে পারে? প্রাকৃতিসঙ্গ দ্বারা যে সুখ উপলব্ধ হয়, তাহা অস্বাভাবিক ও মলমলিন ক্লেশ-মাত্র। সঙ্গদোষ হইতেই এই অনর্থের উদ্ভব হইয়াছে। জড়দেহের দাস্য করিতে করিতে পূর্ণানন্দস্বরূপ ভগবৎসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া সামান্য ইন্দ্রিয়ার্থের জন্য জীবসকল পরস্পর বিবাদ করিয়া অধোগতি লাভ করে।

প্রাকৃত সঙ্গদোষে প্রাকৃতবিষয়াভিমানের দ্বারা জীবের স্ব-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, পর-স্বরূপ ও বৈকুণ্ঠ স্বরূপ এই সমুদয় বিস্মরণ হওয়ায় ইন্দ্রিয়সুখ ও স্বর্গসুখকে আনন্দ বলিয়া ভ্রম হইতেছে। শ্রীভগবান্ ও ভগবত্তার সম্বন্ধেও বদ্ধজীবের ভ্রম ঘটিয়া থাকে। প্রাকৃত কোন স্থানকে বৈকুণ্ঠবোধ হয় এবং প্রাকৃত শরীরকে ভগবদ্দেহ বলিয়া ভ্রম হয়। এই প্রাকৃত ভ্রম অতিশয় অনিষ্টকর।

যে কোন ঘটনায় হউক যদি কোন ব্যক্তির ভ্রমনিবৃত্তির স্পৃহা জন্মে, তাহার উপায় অন্বেষণে যে প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয় তাহাকে 'শ্রদ্ধা' বলা যায়। তাহাতে

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে।

তাহাদের সাধুসঙ্গে অর্থাৎ সাধুর কৃপায় যাহা এই শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধার উদয় হইলে উপদেশ দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব ও ভগবদ্ধাম তত্ত্ব স্পষ্টরূপে প্রতীত হয় অর্থাৎ জড়ে বৈকুণ্ঠবুদ্ধি বিগত হয়। তত্ত্বানুশীলন পূর্ব্বক নিত্যাধিকারবুদ্ধি দ্বারা অপ্রাকৃত ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধ হইলে প্রপত্তির উদয় হয়।

বৈষ্ণবভক্তির প্রথম অঙ্গই গুরুপাদাশ্রয়। যতদিন চৈত্ত্যগুরুর কৃপা না হয়, ততদিন তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রয়োজন আছে। শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বজীবের চৈত্ত্যগুরু হইয়াও পূর্ণভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি সকল আচার্য্যগণের আচার্য্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই পঞ্চতত্ত্বরূপে নিত্য লীলাবিলাস করিয়া থাকেন।

> শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
> শ্রীঅদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাসাদি গৌরভক্ত-বৃন্দ।

এখানে আদি শব্দে গুরুবর্গকে বুঝায়। গুরু তিন প্রকার—দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু ও শ্রবণগুরু। দীক্ষাগুরু এক—শিক্ষাগুরু ও শ্রবণগুরু বহু হইতে পারেন যেখানে গুরুত্ব সেইখানেই হরিত্ব। গুরুবর্গ কৃষ্ণকে দান করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামূল এই যে, কৃষ্ণপ্রেমই জীবের নিত্যধর্ম্মধন। কৃষ্ণবিমুখ হওয়ায় মায়ামোহিত হইয়া অন্য বিষয়ে অনুরাগ হওয়ায় ক্রমশঃ সেই ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইয়া জীবাত্মার অন্তঃকোষে লুক্কায়িত হইয়াছে। তাহাতেই জীবের সংসারদুঃখ।

জীবকে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করার জন্য—জীবকে মায়ার কারাগার হইতে স্বদেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চতত্ত্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কোটি কোটি জীব কৃষ্ণপ্রেমামৃত আস্বাদ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর করুণা এখনও রূপানুগ ভক্ত-বিনোদধারারূপে জগতে প্রবাহিত রহিয়াছে। জীব যতদিন শ্রীচৈতন্যশিক্ষানুসারে কৃষ্ণভজন না করিবে, ততদিন তাহাকে মায়ার কারাগারে বন্দী হইয়া থাকিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষানুসারে কৃষ্ণভজন করিতে হইলে শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম হইতে নিঃসৃত রূপানুগ ভক্তিবিনোদধারা আশ্রয় করিতেই হইবে।

স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করার অধিকার প্রত্যেক জীবেরই আছে। প্রাকৃত অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভক্তগণের ও শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করাই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার। কৃষ্ণবৈমুখ্যই জীবের মূল ব্যাধি। এই ব্যাধির একমাত্র ঔষধ হইতেছে কৃষ্ণোন্মুখতা। জীব মায়াসঙ্গ করিয়া কদর্য্য কুৎসিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার সাধ্য নাই এই বিকট কুরূপ লইয়া সে কৃষ্ণের সম্মুখীন হয়। এখন একমাত্র উপায় শ্রীগুরু-নিত্যানন্দপাদপদ্ম আশ্রয় করা দৃঢ় করিয়া ধরা। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় আমার বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন—

> নিতাইএর করুণা হবে,
> ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে,
> ধর নিতাইএর চরণ দু'খানি॥
> নিতাইএর চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
> নিতাইপদ সদা কর আশ।
> এ অধম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী
> রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥

হে গুরুদেব! হে নিত্যানন্দ প্রভো! আপনার শ্রীচরণে আমি অপরাধী আমার নিত্যপ্রভু আপনি—করুণাসিন্ধু আপনি—আপনার কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া—কৃষ্ণের প্রতি পশ্চাৎ দিয়া যে মায়ারাক্ষসী কোন দিন আমাকে কৃপা করিবে না—ভোগ্য দিয়া, বঞ্চনা করিয়া আমাকে বিনাশ করাই যাহার স্বভাব—তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইয়াছিলাম। এর চেয়ে আর মূর্খতা কি হইতে পারে? কৃষ্ণ করুণাময়, তাই তিনি অবর্ণনীয় ক্লেশের মধ্যে ফেলিয়া আমাকে যোগ্য শাস্তি দিয়াছেন। যে আপনার শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়, আপনি তাহাকে কৃপা করেন, ইহাই পতিতের একমাত্র ভরসা। তাই প্রার্থনা,—

> এ অধমদাস কাঁদিয়া শরণ
> লয়েছে তোমার পায়।
> ক্ষম' অপরাধ নামে রুচি দিয়া
> পালন করহে তায়॥

গৌরবাণী

এই জীবনেই মঙ্গল লাভ করিব, সিদ্ধি লাভ করিব, নিত্য সেবার অধিকার পাইব এইরূপ দৃঢ়তা ও উজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট হই-ই হইবে। এই মুহূর্ত্ত হইতেই 'ভাল হইব, মঙ্গল বরণ করিব, উহা আগামী কল্য বা পরমুহূর্ত্তের জন্য রাখিয়া দিব না'—এইরূপ সুদৃঢ়তা ও ধ্যান আবশ্যক। সুদৃঢ়তা সংরক্ষণ না করিলে হরিভজনে অগ্রসর হওয়া যায় না।

একচক্রা

——::o::——

বীরভূম জেলার অন্তর্গত মল্লারপুর ষ্টেশন হইতে চারি ক্রোশ পূর্ব্বদিকে বলদেবাবতার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রকটভূমি শ্রীএকচক্রা অবস্থিত। গৌরাবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরের ন্যায় এই শ্রীএকচক্রাও শ্রীধাম, তাহা গ্রাম নহে। ভগবান্ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সকল বৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠের এবং সমস্ত জীব ও শিষ্যবর্গের জনক হইয়াও বৈদিকব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত শ্রীহাড়াই পণ্ডিতের পুত্ররূপে এই শ্রীএকচক্রায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নারায়ণেরও অংশী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবে রাঢ়দেশ ধন্য হইয়াছে। দয়ার সাগর পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা হইলে আমরা তাঁহার আবির্ভাবভূমি শ্রীএকচক্রার অপ্রাকৃত মাহাত্ম্য কখনও উপলব্ধি করিতে পারিব। এই নিত্যানন্দধাম নিত্যানন্দের ন্যায় মহাবদান্য—পরম দয়াল। এই শ্রীএকচক্র উত্তর-দক্ষিণে লম্বা চারি ক্রোশব্যাপী। বীরচন্দ্রপুর বা বীরভদ্রপুর একচক্রার সীমানার মধ্যে অবস্থিত। শ্রীবীরভদ্র প্রভুর নাম হইতে ঐ স্থানের নাম বীরচন্দ্রপুর বা বীরভদ্রপুর হইয়াছে। মদীয় গুরুদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ১৩৩১ সালের ৩রা ফাল্গুন সপার্ষদে শ্রীএকচক্রায় শুভবিজয় করত তথায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অপার করুণার কথা অনর্গল কীর্ত্তন করেন। দুর্দ্দৈববশতঃ সে সময় আমাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনের সৌভাগ্য হয় নাই।

> রাঢ়দেশে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
> যঁহি জন্মিলেন নিত্যানন্দ ভগবান্॥
> সেই গ্রামে বৈসে বিপ্র হাড়াই পণ্ডিত।
> মহা বিরক্তের প্রায় দয়ালু চরিত॥
> তাঁর পত্নী পদ্মাবতী নাম পতিব্রতা।
> পরমা বৈষ্ণবী শক্তি—সেই জগন্মাতা॥
> পরম উদার দুই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী।
> তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি॥
> সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ—নিত্যানন্দরায়
> সর্ব্বসুলক্ষণ দেখি' নয়ন জুড়ায়॥
>
> (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীচৈতন্যভাগবতপাঠে জানা যায়, শ্রীহাড়াই ওঝার অপর নাম শ্রীমুকুন্দানন্দ উপাধ্যায়। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আবির্ভূত হইয়া প্রথমে 'শ্রীকুবের পণ্ডিত' এবং পরে তীর্থপর্য্যটন-কালে সন্ন্যাসাশ্রমে 'শ্রীনিত্যানন্দ' নাম ধারণ করেন। শ্রীএকচক্রা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলাবিলাসক্ষেত্র। তিনি তথায় নিত্যকাল লীলাবিলাস করিয়া থাকেন সেখানে বিশ্রামতলা, পদ্মাবতী-তলা, পণ্ডিতজী-মন্দির, গর্ভগৃহ, কুবের-তলা, কদম্বতলা, পাণ্ডবতলা ও চৌতপুর এবং নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ শ্রীবঙ্কিম রায় বা বাঁকা রায় আছেন। প্রবাদ—বিশ্রামতলায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বাল্যকালে সখাগণের সহিত নানাবিধ কৃষ্ণলীলা ও রামলীলার অভিনয় করিতেন। আমলীতলায় একটী বিস্তৃত তেঁতুলী বৃক্ষ আছে। তথায় শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পুষ্করিণীও আছে। সেখানে পুষ্করিণী আছে, সেই স্থানকে পঞ্চাম বলে। গর্ভবাস বা সূতিকাগৃহ হইতে কিছুদূরে কদম্বতলা। এই স্থানে নিত্যানন্দ প্রভু সখাগণের সহিত খেলা করিতেন। এই কদম্ব বৃক্ষটী অদ্ভুত। ঐ বৃক্ষের শাখা সকল সর্পের ন্যায় অপ্রাকৃতরূপবিশিষ্ট। মনে হয়, অনন্তদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছাতেই উহারা এরূপভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে। বৃক্ষটীও খুব প্রাচীন। শুনা যায়, ঐ বৃক্ষের দুইটী ডাল পৃথক্ ছিল। খেলার সময় সখাগণের এক ডাল হইতে অন্য ডালে গমনাগমনের অসুবিধা হয় দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শাখাদ্বয় একত্র করিয়া দেন। 'হাঁটুগাড়া' একটী পুকুরের নাম। সেখানে বারমাস জল থাকে। শুনা যায়, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এই স্থানে হাঁটুগাড়িয়া বসিয়া মহোৎসবে চিড়াদধি ভোজন করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থানটী গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে।

শুনা যায়, শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদিকে কদম্বখণ্ডীর ঘাটে শ্রীবঙ্কিমদেব বিগ্রহ ভাসিতে-ছিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সেই শ্রীবিগ্রহকে জল হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক সেবা প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীবঙ্কিম-শ্রীবিগ্রহের পরে 'রায়' উপাধি হইয়াছে। আরও কিংবদন্তী যে, বীরচন্দ্রপুর হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে পশ্চিমে ভদ্রপুর নামক স্থানে নিত্যানন্দের হংস গৈরিকী প্রকাশিত হন।

> একচক্রা গ্রাম—নাম মহাধাম হইতে।
> বনমাঝে পাণ্ডবাদি ছিলেন গুপ্তেতে॥
> এ-স্থানে ছিল দুষ্ট রাক্ষস অসুর।
> সে মরে পাণ্ডব ভীম মারিল প্রচুর॥
> এই একচক্রা হয় তীর্থের রাজ।
> এথা [illegible] প্রভু [illegible]
> [illegible]
> [illegible]

ক্র

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
[illegible] ঈশোদ্যান, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার,
কলিকাতা [illegible]
সেবক- [illegible]

৩) শ্রীযোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীতারকচরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরঘুনাথদাস ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদনানন্দ ব্রহ্মচারী

৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগোপাল ব্রহ্মচারী

(১১) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীতনয় দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধরদাস অধিকারী

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) কুলিয়া [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক- শ্রীমধুসূদন সেবাধিকারী

(১৮) [illegible]-আশ্রম
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবীনচন্দ্র ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীতারাচরণ ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চটক পর্ব্বত
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ রমনা ঢাকা)
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপীনাথজীউমঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীদয়ালদাস ব্রহ্মচারী

(২৫) মধ্যাই গোস্বামী মঠ
পোঃ [illegible], (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রদাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীনিত্যনারায়ণবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিহর দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী

(৩০) মারহট্ট-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জঃ [illegible], ই-ই, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা)
সেবক—শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড গয়া
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
৮।২৭ [illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক শ্রীকৃষ্ণবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible] ইউ পি)
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ - শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রীইন্দুপতি দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]
সেবক—শ্রীবনমালী [illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীরাধিকা দাস

(৪৩) নন্দগ্রাম বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা)
সেবক—শ্রীরাধাচরণ দাস

(৪৪) গৌরবিহারী মঠ—সেবাশ্রম,
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক - শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] [illegible] মাদ্রাজ
সেবক - শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রীমাধব দাস অধিকারী

৫১) পুরুষোত্তম মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

৫২) [illegible] মঠ
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

৫৩ [illegible] কুঞ্জ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক শ্রীনবীন দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী

(৬০) [illegible] প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রীমহাচৈতন্য দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

(৬২) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্লাট নং ২
[illegible], [illegible]
[illegible]
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরিধারী গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ আফিস
[illegible], [illegible] ইউ-পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) ভক্তিসিদ্ধান্ত গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনন্দন ব্রহ্মচারী

(৭০, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) শ্রীবসুঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভাবভূষণ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের
প্রত্যহ প্রতি লাইনে	।০		১৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
" সিকিকলম	৪৲	৩৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রত্যহ প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

দৈনিক (ডাকমাশুলসহ)

বার্ষিক	৫৲
ষাণ্মাসিক	২৸০
মাসিক	১৲

[illegible] ; বিশেষ সংবাদ বিনা ব্যয়ে।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রণীত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে ধারাবাহিক পর্য্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart সহ) অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

নবযুগ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক আখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—নবযুগ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে পাশ্চাত্যদিগের [illegible] মানবগণের প্রচার, সমন্বয়, [illegible], অবতার, একায়ন, [illegible] ও ভক্তিসম্বন্ধে [illegible] শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং [illegible] মানবতা [illegible] সমন্বয়, ভক্তিযোগ সৎসিদ্ধান্তসকল প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থটি শ্রীমদ্বাচার্য্যের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—নবযুগ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুর

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—অত্যুৎকৃষ্ট বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচ্ছন্ন [illegible]। শিক্ষকগণ সাধক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ৬ জন বালকের মধ্যে ৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র সবিস্তারভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত উহার ভিক্ষা মাত্র ৫ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এবং [illegible] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক অপূর্ব্ব [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অন্যত্র [illegible]। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা [illegible] মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ [illegible] শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের [illegible] এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] আকারে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, [illegible] পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্য দর্শন

(পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ)

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও পরে ভারতের রাষ্ট্র-নৈতিক, সামাজিক অবস্থা ও সম্প্রদায় সমূহের অবস্থা ও শ্রীচৈতন্যদেবের মতবাদ বিস্তৃত ভাবে ও বিশদ ভাবে এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। উহাই বাঙ্গালীর গৌরব। উপাধ্যায় লেখক। ভিক্ষা ১০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান— ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী, পোঃ ওয়ারী ঢাকা

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত সরলভাবে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র। ভিক্ষা। ভিক্ষা দুই আনা ছাত্রদের পক্ষে এক আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুধীরকুমার দাশ, ৩, রামকৃষ্ণ পুরপ্রসন্ন লেন, পোঃ রমনা, ঢাকা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-২৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-৭৬	১৭-৫৬	২২-০৬
দমদম „		৬-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-২৮	১৩-৫০		২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯ ১৮	১৩ ২৮	১৭-৫৭	১৮-০১	১৯-০৪	০-৫৮
রাণাঘাট ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১২-৩৩	১৫-৫	১৮-৬২	১৯-৫০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ৫	৮-৪০	১০ ৯	১২-১৪	১৫-৪১	১৯ ১৫	২০-১৫	১-৪২

(বাস) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৬	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০ ৫৯	১৮-১৭	২১ ১৫

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	৩১ ৯
দমদম „	১০-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৫-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৬ ২৮
(লুপ) ছাঃ	৩৩ ৫৩ (লোকাল ট্রেণে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৩৪-১৪

ডাউন

সাপ্তাহিক

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৪-২২	১৬-৮	১৮ ৫৪
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩১	৮ ৬৪	১১-৬২	১৪-৭	১৬-৬৮	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১ ৫৭	১২-১০	১৩-৪৬	১৯-২০	২০-৫৯	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯ ২৫	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০ ৪	২১ ২৯	৪-১০
(রাণা) ছাঃ	৭-৫৬	৯-৩০	১২-৪৭	১৫-৫৫	১৭-৪২	২০ ১১	২১ ২৪	৪ ১৮
দমদম		১১-৮		১৭-১৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩ ৫	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪০	১৯ ২৬	২১ ৫০	২৩ ২৫	৪-৩৬

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ইংরেজীর প্রবীণ ও লব্ধ প্রতিষ্ঠ অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, মহাশয়কর্ত্তৃক লিখিত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা এবং পরিশেষে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনচরিত-পাঠে বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে বহু তথ্য। এই গ্রন্থ, অতিশয় ও আধুনিক এবং প্রাচীন ও বিশ্ব চিন্তা-সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক ও তত্ত্বদর্শিগণের মতের তুলনা-মূলক বিশ্লেষণ এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ডবল ক্রাউন আকারে প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ইহাতে শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), গ্রন্থকার ও প্রকাশকের ভূমিকা (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমিক শব্দসূচী (Index Glossary) সহ সম্প্রতি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনবদ্বীপ-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অধুনাতন পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কাশিমবাজার চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

উহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া পেট কাপাইয়া বক্ষিক। বিবিধ প্রকার মূল্যবান বহু বিশিষ্ট এবং নূতন প্রণালীতে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১২নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

মেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

RGED NOC 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ১১ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, ২৭শে নভেম্বর, ১৯৪০ বুধবার. ২০৮তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(○)::——

জার্ম্মাণীকে সমরাস্ত্র দান

"নিউ ক্রনিক্যাল" পত্রিকায় তাহার ডিপ্লোম্যাটিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—মিঃ মলোটোভের বার্লিন সফরের ফলাফল সম্বন্ধে [illegible] আলোচনায় ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গ্রীস-আক্রমণে ইতালীর ব্যর্থতা হিটলার-মলোটোভের আলোচনাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। তবে মনে হয় প্রধানতঃ অর্থনৈতিক দিক হইতেই এই আলোচনা চালান হইয়াছিল—রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে যে, রাশিয়া তাহার নিজেদের কারখানায় জার্ম্মাণ বিশেষজ্ঞ দল [illegible] জার্ম্মাণীর জন্য যুদ্ধের অস্ত্র [illegible] রাজী হইয়াছে; অপরপক্ষে যে [illegible] বিখ্যাত [illegible] [illegible] কৃষ্ণসাগর [illegible] সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে। [illegible] [illegible] সত্যই [illegible] কাঁচা মাল জার্ম্মাণী এখন আর যোগাইতে পারিতেছে না।

——

কর্চ্চিটজা দখল করিয়া গ্রীক বাহিনীর উত্তরাভিমুখে অভিযান

দীর্ঘকাল প্রচণ্ড সংগ্রামের পর গ্রীক-বাহিনী অবশেষে গত ২৩শে নভেম্বর সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে কর্চ্চিটজায় প্রবেশ করিয়াছে। গ্রীক সেনাদলের জেট কোয়ার্টার [illegible] উপরে দাড়াইয়া বেট [illegible] উৎফুল্ল [illegible] নিকট [illegible] দখলে ঘোষণা করিয়াছেন। এথেন্সের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, ইতালীয় সৈন্যরা কর্চ্চিটজা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। গ্রীক সৈন্যরা বন্দুকের মুখে সঙ্গীন লাগাইয়া প্রবেশ করিয়া "টাউন হল ভবনে"র শীর্ষে গ্রীক পতাকা উড্ডীন করিয়া দিয়াছে। ইতালীয়েরা কর্চ্চিটজা পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পর মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে শহর দখল করিবার জন্য আহ্বান জানান। গ্রীকরা শহরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার কালে শহরের জনতা বিপুল অভ্যর্থনা করিতে থাকে। গ্রীক সেনাদলের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে এ কথাই জানা যায় যে, কর্চ্চিটজা দখলের পর গ্রীকরা কর্চ্চিটজার ২২ মাইল উত্তরে পগ্রোডাট শহর পর্য্যন্ত যাইয়া প্রবেশ করিয়াছে। যুগা আলবানিয়ার এলবাসান এবং কর্চ্চিটজার মধ্যে যে একটি মাত্র পথ রহিয়াছে, গ্রীকরা তাহাও উড়াইয়া দিয়াছে। ফলে একেবারে পূর্ব্বদিকে কর্চ্চিটজা-ফ্লোরিণ রোডে যে ইতালীয় বাহিনী সংগ্রাম চালাইতেছে তাহারাও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই বর্ত্তমানে যুগোশ্লাভ কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছে। সর্বশেষে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, আর্জ্জিরোকাস্ট্রো অঞ্চলে ইতালীয়দের আক্রমণ বেশ জোরের সহিতই চলিতেছে। এপিরাসের উপকূলভাগে অবস্থিত ইতালীয় বাহিনীর পার্শ্বভাগ আক্রমণের জন্য কৌশল সহকারে সৈন্য চালান হইতেছে।

ফিলিপাইনের বিপদ আসন্ন

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার কূটনৈতিক সংবাদদাতা লিখিতেছেন :—

জাপানী সৈন্যবাহিনী মধ্য ইন্দো-চীন ও আরও অনেকগুলি স্থান, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ চীন হইতে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। খুব সম্ভব ইহা সামরিক সুবিধার দিক হইতেই করা হইয়াছে। অপরপক্ষে দক্ষিণ দিকে জাপানীরা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক অভিযান করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে, জাপান ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ আক্রমণের তোড়জোড় করিতেছে। কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে ফিলিপাইনের বিপদের আশঙ্কাই বেশী মনে হয়। অবশ্য জার্ম্মাণী জাপানকে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতেই উৎসাহিত করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, ইহাতে তাহার সুবিধা দুই রকম। প্রথমতঃ ইহা দ্বারা জাপানের আমেরিকার সম্পর্ক নষ্ট হইবে। দ্বিতীয়তঃ আমেরিকা ও জাপান কিছুটা বিব্রত থাকিতে পারিবে, ফলে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ব্রিটেনে সাহায্য প্রেরণে বাধা জন্মিবে।

——

কলিকাতায় পুনরায় নিষ্প্রদীপের মহড়া

আগামী ৬ঠা ডিসেম্বর সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত কলিকাতায় পুনরায় নিষ্প্রদীপের মহড়া চলিবে।

কয়েকদিন পূর্ব্বে রাত্রি ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত এক ঘণ্টাকাল নিষ্প্রদীপের মহড়া হইয়াছিল। উহা সর্বাংশে সন্তোষজনক হইয়াছিল। কিন্তু বাড়ীর অভ্যন্তরে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা যে চমৎকার হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যেই পুনরায় নিষ্প্রদীপের মহড়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

রাজকীয় বিমানবাহিনীর নূতন অধ্যক্ষ

এয়ার মার্শাল স্যার সি, এফ, এ, পোর্টাল রাজকীয় বিমানবাহিনীর (আর্মি কো-অপারেশান কমাণ্ড) প্রধান বিমান-সেনাপতি (এয়ার অফিসার কম্যাণ্ডিং ইন্ চীফ্) নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ক্রমে রাজকীয় বিমান-বাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন। ইহার প্রধান সহকারী (চীফ্ অব্ এয়ার ষ্টাফ্) একজন সেনাধ্যক্ষ হইবেন এবং অবশিষ্ট কমাণ্ডারগণ স্থলে সেনাবাহিনী ও অপর দলে বিমানবাহিনী হইতে গৃহীত হইবে। বিশেষভাবে বর্ত্তমানে এই নবগঠিত বাহিনীর প্রধান কাজ হইবে।

উক্তরূপ রদবদলের ফলে রাজকীয় বিমান-বাহিনীর সংগ্রাম পরিচালনার নীতির গুরুতর পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা। নূতন বিমানবহরের প্রধান সেনাপতি এয়ার মার্শাল ডগ্লাস, [illegible] তদস্থলে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি এয়ার চীফ মার্শাল স্যার [illegible] ডাউডিং-এর স্থানে ঐ পদে নিযুক্ত হন। স্যার হিউ ডাউডিং বর্ত্তমানে বিমান-মন্ত্রী [illegible] দপ্তরে [illegible] হইয়াছেন, বিশেষ কাজের জন্য তাঁহাকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠান হয়।

এয়ার মার্শাল ডগ্লাস [illegible] পরিচালনায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ মাত্র।

২। ভাগবত [illegible] পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক [illegible] মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা [illegible] টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয় [illegible] বিদ্যাসাগর [illegible] কাব্যতীর্থ বি-এ [illegible] পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক [illegible] মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় [illegible] কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবিহারী অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত [illegible] উপদেশসমূহের শ্রুতপ্রতিষ্ঠ পবিত্র ও সুমধুর সঙ্কলন [illegible] যে সকল [illegible] করিয়াছেন, তাঁহার [illegible] এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইল। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবরবৈষ্ণবসিদ্ধান্তসমূহে ও তদনুকূল সদাচারসমূহে অপ্রতিহত গৌরকরুণ রূপরূপ আচার্য্যবরের 'সদাচারসূচিত' অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থখানি সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীমাত্রেরই সমাদরণীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের অভিনব বিশুদ্ধ সংস্করণ বঙ্গাক্ষরে, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, প্রতিপাদ্য বিষয়নির্দ্দেশ, অধ্যায়বিবরণ, স্থানসূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, বিষয়ের আলোচ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব পরিপাটীর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয়মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
সুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

ভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—প্রথম [illegible]
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৪৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা) [illegible]
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible]
৪। সাধকের কণ্ঠ (অধীনা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব [illegible] ৯৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ৪৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। বৈষ্ণবোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আত্মবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৸/০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৸/০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ৯৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকা সহ) অধীনা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল ভাষা [illegible]
২৭। দুঃখিতদিগের সদুপায় [illegible] (সাধনা) ১৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সাধনা) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা)
৩০। দীপ-বিশ-বর্ণন
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৪০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ই প্রমাণ-খণ্ড
৩৮। শ্রীনবদ্বীপধামভক্ত
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীহরিনাম পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চন [illegible] ৶
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৩
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) [illegible]
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। মধুরাম্নায়ী বা যুক্তাযুক্তমঞ্জুরী [illegible]
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষাবিষয়) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সারসংগ্রহী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভিত্তুঃ ।০
৬৩। সরিৎ-সিদ্ধান্তসূত্রম্ ।০
৬৪। তত্ত্বত্রয় ।০
৬৫। সাত্বত বিদ্যাবতরণ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মতপরিক্রমা ৴০
৬৭। মাধ্যান্দ্যবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড ন অব বেদান্ত ।০
৭০। ব্রহ্মসূত্র ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যান্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড ৸/০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বেদাতীতম ।০
৭৫। শ্রীমাট গৌড়ীয়মঠ টেম্পল ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইংরাজি শ্রীভাগবত অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং কিনোসিস
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ।৬০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অমৃত খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴৬

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি [illegible]

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত — জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ | ১২ কেশব ৪৫৪ গৌরাব্দ ১১ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৭শে নভেম্বর ইং ১৯৪০, বুধবার | ২১৮৩ম সংখ্যা।

"শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপায় শুদ্ধ হরিনাম হয়। সর্ব্বদা তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে, তাঁহাদের নিকট ক্রন্দন করিতে হইবে—লোক দেখান নহে—কপটতা করিয়া নহে।"

—শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ কেশব বুধ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৪

হরিকথা-প্রসঙ্গ

শ্রীগুরুদেব নিত্য আশ্রয়জাতীয় ভগবান্। তিনি নিত্যকাল গোলোক-বৃন্দাবনে ভগবৎপার্ষদরূপে বিরাজমান। তিনি কৃষ্ণেচ্ছায় মায়িক দুর্গত কৃষ্ণবিমুখ জীবের উদ্ধারের জন্য এই মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হন। ভাগ্যবান্ জীব তাঁহাকে ভগবদ্বাক্য জানিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার চরণে নিজেকে বিক্রয় করত তাঁহার সেবা ও কৃপাবলে ভগবানের সেবা লাভ করে। তাঁহার কৃপা ব্যতীত জীব যুগ-যুগান্তরেও ভগবৎসেবা লাভ করিতে পারে না। আমরা কেন কেহ শ্রীগুরুদেবকে বিষয়বিগ্রহ মনে না করি। গুরু ও বৈষ্ণব উভয়েই একতত্ত্ব—উভয়েই আশ্রয়বিগ্রহ—উভয়েই মুক্তপুরুষ, কেহই বিষয়বিগ্রহ নহেন। বৈষ্ণব ও গুরুতে ভেদ নাই। তবে তাঁহাদের মধ্যে কোন বিচিত্রতা থাকিলে শিষ্য তাহা কিরূপে বিচার করিবে? গুরু ও বৈষ্ণবের একত্ব শিষ্যের চক্ষে সর্ব্বদা দর্শনীয়। কারণ, বৈষ্ণবগণও কৃষ্ণ দিতে পারেন। বৈষ্ণব—শিক্ষাগুরু। শ্রীগুরুদেব যদিও নিত্যানন্দ, তথাপি তিনি আশ্রয়বিগ্রহ। আর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিষয়বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়ের লীলা করেন। মহাপাত্রা শ্রীগুরুদেব মহাপ্রভুর সময় বিভুর কার্য্য করেন, কিন্তু তবুও তিনি আশ্রয়। শক্তির কি শক্তি থাকে? ভোক্তার আবার ভোক্তা থাকিবে কি করিয়া? সেইজন্য ভক্তগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কৃষ্ণভোগ্য—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ বলিয়াই জানেন। তাঁহারা কখনও শ্রীগুরুদেবকে বিষয়বিগ্রহ সাজাইবার বৃষ্টতা করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ করেন না। শ্রীগুরুদেব কাহারও ভোক্তা নহেন। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রেষ্ঠ। তাঁহার আনুগত্যেই জীব কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। 'বৈষ্ণব' শব্দে বিষয়চিন্তিত মুক্তপুরুষকেই লক্ষ্য করে। 'যথাযাধিকার' শব্দে তাহাকে অধিকার উল্লেখ আছে। আমরা সর্ব্বদা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিয়া নিজের সমালোচনা ও নিজেকে সংশোধন করিব। তাহাতেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, তিনিই গুরু। তিনি আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ। তিনি কৃষ্ণকে দিতে পারেন। জীব বা মায়া কৃষ্ণকে দিতে পারে না। শ্রীগুরুদেব জীবজাতীয় নন। জীব কৃষ্ণ নহেন। তাই সে কৃষ্ণকে জানিতে পারে না। কৃষ্ণই কৃষ্ণকে জানেন। [illegible] কৃপা করিয়া জানাইলে জীব কৃষ্ণকে জানিতে পারে। গুরু কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণকে সুখ দেন, নিজে সুখ চান না। যেখানে গুরু দর্শন সেখানে ভটস্থ দর্শন বা জীবদর্শন নাই। যদি প্রশ্ন হয়—বৈষ্ণবই গুরু তটস্থ জীব মুক্ত হইয়া নিত্যপার্ষদ থাকেন, তাহা হইলে গুরুদেব কি নিত্যপার্ষদ নহ? উত্তরে শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"নিত্যটী বুঝাইবার জন্য তটস্থজীব মুক্ত হইবার পরেও নিত্যস্বরূপে থাকেন এরূপ বলিতে হয়। ইহা 'ও' তটস্থদর্শন, কিন্তু গোলোকে তটস্থদর্শন নাই সেখানে সকলই অপ্রদর্শন, অপ্রদর্শন হইলে আর তটস্থ জীবদর্শন থাকে না। এক্ষণ তটস্থদর্শনে অবস্থিত হইয়া বলিতে পারেন যে, গোলোকে তটস্থজীব মুক্ত হইবার পরেও নিত্যপার্ষদই থাকেন। কিন্তু ঐ তটস্থদর্শন করিবেন কে? গোলোকে ও' তটস্থদর্শনই নাই।"

আমরা যদি গুরুবৈষ্ণবকে বঞ্চনা করিতে চাই, তাহা হইলে গুরুবৈষ্ণবগণ আমাদেরকে বঞ্চনা করেন। নিষ্কপট হইলে দয়াময়গণ কৃপা করিয়া থাকেন। আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য—উদ্ধার করিবার জন্যই পতিতপাবন বৈষ্ণবঠাকুরগণের এ জগতে আগমন, কিন্তু আমরা কৃপা গ্রহণ না করিলে তাঁহারা কি করিবেন? সেইজন্য কাম্য গুরুবৈষ্ণবের কৃপার কথা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে জাগরুক রাখিতে হইবে। তাঁহাদের ছাড়া আমি এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারি না, এই কথাটা ভুলিয়া গেলে [illegible] আসিবে—ভোগের সুখবাঞ্ছা, মনের পাপ বা আত্মীয়স্বজনের প্রতি আসক্তি আসিয়া ভক্তিবিরোধ করাইবে। সেবার আকারে [illegible] চেষ্টা থাকিলে সেবা কি করিয়া হইবে? সাধুগুরুর সকল উপদেশ পালন করিতে না পারিলে কি মঙ্গল হয়? সাধু বলিলেন—অসৎসঙ্গ ত্যাগ কর, সাধুসঙ্গ কর, ভগবানের সেবা ও হরিনাম কর, নিজ সুখবাসনা ছাড়িয়া দিয়া ভগবানের সুখের জন্য ব্যস্ত হও। কিন্তু আমি যদি নিজ সুখ বা অসৎসঙ্গ সম্পূর্ণভাবে না ছাড়ি [illegible] অর্থাৎ সাধুর সকল কথা না মানিয়া শুধু একটা আদেশ পালন করি, তাহা হইলে আমার মঙ্গল হইতে পারে না। [illegible] সংবাদে আমরা জানিতে পারি যে, [illegible] শ্রীনারদের শ্রীচরণে সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া তাঁহার উপদেশসমূহ যথাযথ পালন করিয়া ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াছেন। তিনি যদি নারদের আদেশে প্রথমের মধ্যকটী না মানিতেন [illegible] এবং [illegible] ও [illegible] হইতে তিনি সাধুসঙ্গের ফল [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] বল

তাঁহার মধ্যেই আছে। তবে তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে। আমাদেরও যদি স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে মিল হইবে কি করিয়া? সেইজন্য আমাদিগকে গুরুর নিকট প্রণিপাত করিতে হইবে। এই প্রণিপাত শিষ্যটি সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন বা শরণাগতি। গুরু সেবা-শিক্ষক, আর আমরা সেবাশিক্ষার্থী বা সেবা প্রার্থী। শিক্ষক যদি শিক্ষক না হন, শিক্ষার্থীই শিক্ষক হইয়া থাকে। আমরা সেবাপ্রার্থী হইয়া যদি ভক্তি শিক্ষক বা সেবা-বিগ্রহ গুরুর কাছে শরণ বা আশ্রয় না লই, তাহা হইলে আমরা সেবা শিক্ষা করিতে পারিব কি? সেইজন্য বলিতেছি, অবজ্ঞা করিলে চলিবে না, সতত সতর্ক, উৎকর্ণ ও উৎকণ্ঠ থাকিতে হইবে। বিজ্ঞদের জন্য বস্তু লইলে শুদ্ধভক্তির সেবা করা যাইবে না। যে মুহূর্তে অনবধান হইব, সেই মুহূর্তেই অন্যবাসনারূপ মায়া আমাদিগকে গ্রাস করিবে। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি তুচ্ছ জিনিষের জন্য বাসনা যেখানে, সেখানে ভক্তি নাই। সুতরাং আমার প্রত্যেক কার্য্য—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, ভোজন শয়ন আদি হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রীত্যর্থে হইতেছে কি না, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুকূলে হৃদয়ে সরলতা না থাকিলে অন্তরে সূক্ষ্ম কিংবা স্থূল অভিমান আসিয়া মায়া নিশ্চয়ই বাধা প্রদান করিবে। আমি গুরুর, এ জগতের সাথে অন্য কোন সম্পর্ক নাই, আমি সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য—এই ভাবনা না আসিলে ব্যাকুলতা কি করিয়া আসিবে? কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্তা। কৃষ্ণই সুপালক, ত্রিভুবন কর্তৃক এবং এ জগতের একচ্ছত্র, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে—এরূপ বিশ্বাস থাকার নামই আত্মনিক্ষেপ। এরূপ চিত্তবৃত্তির অভাব যেখানে, সেখানে কর্তৃত্বাভিমান, প্রভু-অভিমান, ভোক্তাভিমান বা সেবাবৃত্তির অভাব থাকা স্বাভাবিক। সেবোন্মুখতাই সকল মঙ্গলের মূল। হরিগুরুবৈষ্ণবে আত্মসমর্পণ না আসিলে সেবোন্মুখতা বা ব্যাকুলতা আসিতে পারে, অন্যথা নয়। সদ্গুরু আসিয়া অজ্ঞান দূর করিয়া তত্ত্বজ্ঞান দূর হয়। কৃপা ছাড়া সম্বন্ধজ্ঞান হয় না। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর॥

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথা

[শ্রীমায়াপুর চৈতন্য মঠ, ইং ৬।১১।৮০]

"উদিল অরুণ পূরব ভাগে,
দ্বিজমণি গোরা অমনি জাগে।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই গীতিমালা জাগতিক সূর্য্যের উদয় বা আমাদের জাগ নিদ্রা বা তন্দ্রা হইতে উত্থানের কথা বলেন নাই। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর জাগরণের কথা বলেন নাই, তিনি আমাদিগকে জাগিতে বলিয়াছেন। পূর্ব্বদিক্—ভক্তির পথ সেইদিকেই শ্রীনামসূর্য্যের উদয় হয়। আমাদের গুরু হৃদাকাশে কবে শ্রীনামসূর্য্যের উদয় হইবে? শ্রীনামসূর্য্যের আলোকেই সকল অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইবে। শ্রীগৌরসুন্দরকে দ্বিজমণি বলা হইয়াছে, দ্বিজমণি বলিতে চন্দ্রকেও বুঝায়। শ্রীগৌরচন্দ্র অপ্রাকৃত অকলঙ্ক শশধর। অকলঙ্ক শশধর নাম অভিন্ন কৃষ্ণনাম উদিত হইলে আমাদের অনর্থরাশি অচিরেই দূরীভূত হইবে।

শ্রীনামকীর্ত্তন ব্যতীত মহাপ্রসাদসেবন হয় না। সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তন না করিলে কৃষ্ণের অবশেষ সেবন হইবে না, প্রসাদসেবন হইবে না।

'ভকতসমূহ লইয়া সাথে, গেলা নগরব্রাজে।'

শ্রীগৌরসুন্দর নিজজন পার্ষদ পরিবেষ্টিত থাকেন। সপার্ষদ ও সাঙ্গোপাঙ্গ শ্রীগৌরসুন্দরের আরাধনাই ভজন।

হরিনামকীর্ত্তন ও সংকীর্ত্তনের পূর্ব্বে সর্ব্বদা শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের স্মরণ করিতে হবে। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস আচার ও প্রচার করিয়াছেন। "আচার প্রচার,—নামের করহ দুই কার্য্য। তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥" আচারহীন প্রচার বা কীর্ত্তন প্রতারণামাত্র। যাঁহারা নিষ্কপটে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আচার শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের অনুসরণ করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই শ্রীনামপ্রভুর কৃপা লাভ করিবেন।

সর্ব্বাবস্থায় হরিসেবা করিতে হইবে। অসুস্থাবস্থায় কেবল দেহের চিন্তা করিতে হইবে না। দেহ ত' নষ্ট হইবেই। হরিভজন করিলাম না হ'লে দেহ রাখিয়া লাভ কি? সর্ব্বারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাবাণী—"প্রত্যহ সর্ব্বক্ষণ সেবাপর থাকিয়া অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা ... করিবেন নতুবা তাহারা ও ও প্রবৃত্তির দাস হইয়া হরিগুরুবৈষ্ণবদিগের জন্য সেই শক্তিসামর্থ্য নিযুক্ত করিবে।" সুতরাং আমাদের দেহারামতা, দেহাত্মবুদ্ধি ও অঠাগামিতা পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। হরিসেবা না করিলে আমরা শ্রীহরির কৃপা বা প্রসাদ কিরূপে পাইব? যাহারা কর্মফলবশতঃ অসুস্থ বা অসমর্থ, তাহারা—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান
এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো
মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

—এই শ্লোক অনুক্ষণ বিচার ও স্মরণ করিবেন। বৈষ্ণবকে নিজের ন্যায় কর্মফল-ভোগী পীড়িত বা অনর্থগ্রস্ত মনে করিতে হইবে না। বৈষ্ণব সর্ব্বাবস্থায়ই কৃষ্ণের সুখ সম্পাদন করেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু যখন কণ্ডুরোগে পীড়িতের লীলা করিতেছিলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু কি তাঁহাকে ঘৃণা করিয়াছিলেন? না—বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন? সুতরাং শ্রীহরি আমাদের বাহ্য বপু দেখেন না। তাঁহারা আমাদের ভেতর আত্মার সেবাবৃত্তি দেখেন। 'বড় দেখ বৈষ্ণবের অবধারণ-হরণ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দময় ॥' সেবার সময় আমাদের সেবকের মুখের দিকে কিছুমাত্র তাকাইতে হইবে না। তবে আমাকে বাঁচাইতে হইবে, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রীতিবিধান করিতে হইবে, তারপর অন্য কথা।

শুধু শ্রবণ করিলে চলিবে না, শ্রবণ বিষয় কীর্ত্তন করিতে হইবে। যে শিক্ষক বা গুরু শিষ্যকে উপদেশ প্রদান করিয়া তাহা পরীক্ষা করে না, অর্থাৎ শিষ্য উপদেশটি বুঝিল কিনা, বা উপদেশমত কার্য্য করিতেছে কি না দেখে না, সে গুরুত্বে বা শিক্ষকত্বের অযোগ্য। শাস্ত্রবচন—

উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং
করোতি যঃ।
অপরীক্ষ্যোপদেশং যৎ তৎ সর্ব্বনাশায়
কল্পতে॥

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রতি আত্মসমর্পণ দেখিয়া ও শাস্ত্রের নির্দেশ শ্রবণ করিয়াও যাহাদের মনে আত্মভক্তি আসে না, যাহাদের ভাবে না অর্থাৎ রক্তগরম হয় না, ক্রোধ হয় না, তাহারা কখনও ভক্ত নয়। তাহারা প্রচ্ছন্ন অপবৈষ্ণববিদ্বেষী। ভক্তের কৃষ্ণভক্তের প্রতি অনুরাগ ও অভক্তের প্রতি বিরাগ হইবেই হইবে। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন,—

'কাম কৃষ্ণকর্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষি-
জনে।'

ব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে যখন কোন ব্রজবাসী নামধারী এক ব্যক্তি রাধাকুণ্ডতীরে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয় উত্থাপন করিয়া জাতিবুদ্ধি করিয়াছিল, তখন পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এতই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি সেই ব্যক্তিকে তীব্রভাষায় ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন এবং তিন দিন যাবৎ ঐরূপ পাষণ্ডের দর্শন করিয়া সম্পূর্ণ উপবাসী ছিলেন।

(শ্রীমায়াপুর চৈতন্যমঠ ৭।১১।৮০)

বিষয়াবিষ্ট চেতসাং কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ।
বারুণীদিগ্ গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং
কিমাপ্নুয়াৎ॥
(শ্রীল শ্রীধরস্বামী)

বিষয়ে আসক্তচিত্ত ব্যক্তির কৃষ্ণাসক্তি অতি দূরে। কারণ, পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া পশ্চিমদিকের অবস্থিত বস্তু কিরূপে পাওয়া যাইবে?

পূর্ব্বদিক্ অর্থাৎ ভক্তিপথ ও পশ্চিম দিক্ অর্থাৎ অভক্তিপথ সম্পূর্ণ বিপরীত। যে যত পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতেছে, সে তত পশ্চিম দিক্ হইতে দূরে যাইতেছে, আর যে যত পশ্চিম দিকে অর্থাৎ মায়ার দিকে যাইতেছে, সে তত পূর্ব্বদিক্ অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। যে যত সূর্য্যের দিকে উন্মুখ হইয়াছে, সে তত আলোক পাইতেছে, আর যে যত সূর্য্যকে পশ্চাৎ দিতেছে, সে তত অন্ধকারের দিকে যাইতেছে।

কৃষ্ণবিমুখ সংসার—মায়ার সংসার। মায়া স্বরূপশক্তির ছায়া। সকলকে কৃষ্ণ-শক্তিরূপে দর্শন হইলে আর ভোগবুদ্ধি থাকে না। যাঁহারা হরিভজন করেন, তাঁহারাই লক্ষ্মী অর্থাৎ কৃষ্ণের জন, আর যাহারা হরিভজন করেন না, তাঁহারা লক্ষ্মীছাড়া অর্থাৎ শ্রীহীন—ভোগী বা ত্যাগী। লোকে 'নারায়ণ ছেলে' বলে না, 'লক্ষ্মী ছেলেই' বলে। কারণ, লক্ষ্মীদ্বারাই পুরুষ অর্থাৎ নারায়ণের ভোগ্য।

ষ্টেশনে যাওয়া, টিকিট কাটা, ট্রেনে উঠা, গাড়ীতে চলা—সবই ঠিক হইল, কিন্তু বৃন্দাবনে যাইব মনস্থ করিয়া যদি শিয়ালদহ ষ্টেশনে টিকিট কাটি ও আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ট্রেনে চড়ি, তবে কি বৃন্দাবনে যাওয়া হইবে? হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহ দর্শন, সদাচার পালন

সমাধানে। শুদ্ধ অনুবর্ত্তী নিষ্কপট বিধান আপনে।

অভিনয় ও গুরুসেবকগণের অভিনয় করিলে কি হইবে? যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান স্থির না হয়, তবে প্রধনাই সার হইবে, গন্তব্যস্থানে পৌঁছান যাইবে না। চলার অভিনয় করিলে কি হইবে? যদি গন্তব্যস্থানের বিপরীত দিকে চলা হয়, তবে গন্তব্যস্থানে যাওয়া যাইবে না।

(শ্রীবাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, ৮।১১।৪০)

শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নিজজন যখন কৃপা করিয়া এ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহার অধীন বা তুলাকৃত হন না। সংসারবদ্ধ জীবগণ অজ্ঞানে তাঁহাদের দর্শন না পাওয়া অপরাধ করে। তাই শাস্ত্র বলেন,—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
ন মুক্তাে মহাবৈষ্ণবো বুদ্ধ্যা গুণবৃত্তয়া॥

(ভাঃ ১১।১১।৬৮)

সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটি বস্তু সর্বক্ষণ স্থির রাখিয়া চলিতে হইবে। যে সকল বস্তু শ্রীধামে থাকিয়া কৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁহারা সকলেই ভগবদ্। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত থাকিলেই সেবা হইবে, আর সম্বন্ধজ্ঞানহীন হইয়া যাহা কিছু করা যাইবে তাহাতে কর্ম হইয়া যাইবে। অর্চনকারী সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত না হইলে অর্চনটী কর্ম হইয়া যাইবে। অর্চনকারী শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট প্রার্থনা জানাইবেন,—"হে গুরুদেব, হে সাক্ষী শিরোমণি, আমার যেন অপরাধ না হয়। আমি যেন কোন প্রকার অভ্যাভিলাষ পোষণ না করি।" তাড়াতাড়ি যাহা কখনও সেবা হয় না। সুতরাং অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞান না হইলে সেবা হয় না, কৃষ্ণসেবার নৈবেদ্য শ্রীগুরুদেবের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। ভগবানের নিকট নিবেদন করিতে হইলে চিত্তের নির্মলতা আবশ্যক।

শ্রীগুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ - কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে কেবল 'কৃষ্ণপ্রিয়' বলিলে চলিবে না। অনেকে কীর্তন করেন, কিন্তু কীর্তনের পদের অর্থ অনুসন্ধান করেন না। অনেকেই গড্ডলিকাস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন, কিন্তু সার গ্রহণ করিতেছেন না। Routine-work করিলেই ভক্তি হয় না। আমাদিগকে কীর্তনের পদের অর্থ বুঝিতে হইবে। চেতন অর্থাৎ সেবাপ্রাণ হইলে সিদ্ধান্ত স্থির থাকিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুসরণে আমাদের হৃদয়ভূমিকা মার্জন করিতে হইবে। আমাদের ভিতর ও বাহির ঠিক রাখিতে হইবে।

৺ অভিরাম ঠাকুর

—:০:—

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল অভিরাম ঠাকুর নিত্যানন্দৈকপ্রাণ রাখালগোপালের অন্যতম ব্রজের শ্রীদাম সখা। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় দেখা যায়,—

পুরা শ্রীদাম-নামাসীদভিরামোঽধুনা মহান্।
দ্বাত্রিংশতা জনৈরেব বাহ্যং কাষ্ঠমুবাহ যঃ॥
রামদাস অভিরাম—সখ্যপ্রেমরাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি' যে করিল বাঁশী॥

(চৈঃ চঃ)

শ্রীরামদাস বা ঠাকুর শ্রীঅভিরাম, শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর, শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, শ্রীপরমেশ্বরী দাস, শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত, শ্রীমহেশ পণ্ডিত, পুরুষোত্তম পণ্ডিত, শ্রীপুরুষোত্তমদাস, শ্রীকালাকৃষ্ণদাস, শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর ও শ্রীধর ঠাকুর—এই দ্বাদশ জন শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ রাখালগোপাল। শ্রীঅভিরাম ঠাকুর ব্রজের 'শ্রীদাম' সখা, শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর 'সুদাম' সখা, শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই 'মহাবল', শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত 'সুবল' সখা, পরমেশ্বরী দাস 'অর্জুন' সখা, শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত 'বসুদাম' সখা, শ্রীমহেশ পণ্ডিত 'মহাবাহু' সখা, শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত 'স্তোককৃষ্ণ', শ্রীকালাকৃষ্ণদাস 'লবঙ্গ' সখা, নাগর শ্রীপুরুষোত্তমদাস ব্রজলীলায় 'দাম' নামক সখা, শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর 'সুবাহু' সখা এবং শ্রীশ্রীধর ঠাকুর 'কুসুমাসব গোপাল'। এই রাখালগোপালের অন্যতম শ্রীকালাকৃষ্ণদাস চতুঃষষ্টি মহান্তের অন্যতম পণ্ডিত কালাকৃষ্ণদাস নহেন।

হাওড়া আমতা লাইনে চাঁপাডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে প্রায় দশমাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট। শ্রীনিত্যানন্দৈকপ্রাণ মহাপ্রেমিক শ্রীঅভিরাম ঠাকুর ও তৎপত্নী শ্রীমালিনীদেবী এই স্থানে গার্হস্থ্য-লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীল অভিরাম ঠাকুর শাস্ত্রজ্ঞবর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে ভক্তিধর্ম-প্রচারক অপূর্ব কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীভক্তিরত্নাকরগ্রন্থে তাঁহার কথা লিখিত আছে।

অভিরাম গোস্বামীর প্রতাপ প্রচণ্ড।
যাঁ'রে দেখি' কাঁপে সদা দুর্জ্জয় পাষণ্ড॥
নিত্যানন্দ আদেশে উন্মত্ত নিরন্তর।
জগতে বিদিত যাঁ'র কৃপা মনোহর॥
অতএ শ্রীনিবাস কত কহিব তোমারে।
জীব উদ্ধারিতে অবতীর্ণ বিপ্রঘরে॥
সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত পরম মনোরম।
নৃত্য গীত-বাদ্যে বিশারদ নিরুপম॥
প্রভু নিত্যানন্দ-বলরামের ইচ্ছাতে।
করিলা বিবাহ বিজ্ঞ বিপ্রের গৃহেতে॥
শ্রীঅভিরামের পত্নী নাম শ্রীমালিনী।
তাঁহার প্রভাব বর্ণিতে না জানি॥

শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের 'শ্রীজয়মঙ্গল' চাবুকের কথা সকলে অবগত আছেন। ঐ চাবুক দিয়া ঠাকুর যাঁহাকে আঘাত করিতেন, তাঁহারই প্রেমোদয়ের উদয় হইত। একদা শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীঅভিরাম ভবনে আগমন করিলে ঠাকুর শ্রীঅভিরাম তিনবার শ্রীল শ্রীনিবাসের গায়ে ঐ চাবুক স্পর্শ করাইলেন। তখন শ্রীঅভিরাম-পত্নী শ্রীমালিনী দেবী আসিয়া ঠাকুরের হাত ধরিয়া বলিলেন, —"ঠাকুর, ধৈর্য্য ধর; শ্রীনিবাস বালক, তোমার চাবুকের স্পর্শে অধীর হইয়া পড়িবে।"

এখানে শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে শ্রীবলদেব, শ্রীমদনমোহন (একত্র), একখানি সওয়া হাত উচ্চ ও প্রায় একহাত প্রশস্ত কষ্টি-পাথরে বংশীবদনলীলা, কদম্ববৃক্ষ ও ধেনু বৎসগণ সহ শ্রীগোপীনাথবিগ্রহ একসঙ্গে খোদিত রহিয়াছেন—এইরূপ অর্চ্চাবিগ্রহ, এতদ্ব্যতীত শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের গৃহদেবতা একটী শালগ্রাম ও শ্রীরঘুনাথ (যুগল মূর্তি সিংহাসনে বিরাজিত আছেন। আর শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগোপালমূর্তিও আছেন। শ্রীল অভিরাম ঠাকুরকে শ্রীগোপীনাথ স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়া এখানে 'গোপীনাথ' বলিয়া স্থান দেখাইয়া দিলে ঠাকুর শ্রীঅভিরাম পুষ্করিণী-খননকালে এই শ্রীগোপীনাথবিগ্রহ প্রাপ্ত হন, এইরূপ শুনা যায়। এই পুষ্করিণীটী শ্রীমন্দিরের সম্মুখেই অবস্থিত। ইহার নাম অভিরাম-কুণ্ড।

শ্রীমন্দিরের বাহিরে দ্বারের নিকট একটী বকুলবৃক্ষ আছে। এই স্থান 'সিদ্ধ বকুলকুঞ্জ' নামে অভিহিত। শুনা যায়, এই স্থানে সর্বপ্রথমে শ্রীঅভিরাম ঠাকুর আসিয়া উপবেশন করেন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ঐ স্থানে উপবেশন করিতেন। শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের সময়ের বকুলবৃক্ষ অপ্রকট হওয়ায় উক্ত প্রাচীন বৃক্ষের মূল হইতে বৃক্ষটী উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের প্রকটকাল হইতে তথায় শ্রীমন্দিরের নিকট সিদ্ধ চাউল ভোগের ব্যবস্থা আছে। এমন কি, তথায় মুড়ি পর্য্যন্ত ভোগ হইয়া থাকে।

সেখানকার আর একটি প্রথা—ঠাকুরকে শয়ন দিবার সময় মন্দিরের দরজা খোলা থাকে এবং সমস্তরাত্রে পাহারা দেওয়া হয়। প্রাতঃকালে ঠাকুরের মঙ্গলারাত্রিক করিবার রীতিও নাই। শুনা যায়, মন্দিরের মধ্যে একটি সিন্দুকে শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের প্রসিদ্ধ 'শ্রীজয়মঙ্গল' চাবুক আছেন। ৩১ খণ্ড সেগুনকাঠের ৩১টি তক্তা দ্বারা এই শ্রীচাবুক সিন্দুকে আবদ্ধ আছে। উহা দুই হাত দীর্ঘ ও রজ্জু দিয়া জড়ান। মহোৎসবের সময় সেবাইতগণের অভিমত হইলে উহা বাহির করা হয়। আরও শুনা যায়, শ্রীঅভিরাম ঠাকুর সখ্যাবেশে বাঁশী বাজাইতে ইচ্ছা করিলে কোথাও বাঁশী খুঁজিয়া না পাইয়া ষোলজন লোকও যে কাষ্ঠখণ্ড উত্তোলন করিতে পারে না তাহা উঠাইয়া বাঁশীর মত করিয়া ধরিয়াছিলেন।

এই ঠাকুর অভিরাম অবতার, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিজজন। তাঁহার কৃপা হইলে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা হয়। তিনি অযোগ্য আমাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে শ্রীচরণে স্থান প্রদান করুন, ইহাই প্রার্থনা।

রেঙ্গুনে প্রচার

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠে সেবকবৃন্দ গত ১১ই নভেম্বর রবিবার রেঙ্গুন (গোকাল) সিটিহলের কাউন্সিলরের উপস্থিত হইয়া কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট গৌড়ীয়মঠের কথা কীর্তন করেন।

উক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে মিঃ সি, এস্ অনন্তনারায়ণ আই, এ, এস, সি; মিঃ চক্রবর্ত্তী ঐ, মিঃ গুপ্তবাবু প্রভৃতির মহোদয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উক্ত 'দশম অধ্যায়ে সেবকগণ থিবাজন নামক স্থানে সম্ভ্রান্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্তন করেন—

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ষ্টেশন-মাষ্টার, থিবাজন; শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়, বি, বি, সি, এঞ্জিনিয়ার, কন্ট্রাক্টর ও মিঃ এস, সি, দাস, রেজিষ্ট্রার, সেক্রেটারী, রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

[illegible]-সমূহ

১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
[illegible] নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা [illegible]
সেবক [illegible]

৩) শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ[illegible] মঠ শ্রীধাম
পোঃ [illegible]পুর, নদীয়া
সেবক—[illegible]

৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক [illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
[illegible] বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদন[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দ[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ [illegible], বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) কুলিয়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]
[illegible], পোঃ [illegible], (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মধ্যে[illegible] পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক [illegible]

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী

(২৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যাসাগর

(২৪) গোপালজীউমঠ
[illegible]পুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) মদন-গোপাল মঠ
পোঃ [illegible], (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], ই. [illegible]
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
গয়া রোড [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
[illegible], [illegible] সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible] ইউ পি
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ[illegible]
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গৌরবিহারী মঠ—[illegible]
পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], পাঞ্জাব
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible], নই দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

৫০) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

৫১) [illegible] মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫২) [illegible] মঠ
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

৫৩ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], পঞ্জাব
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেবক—[illegible] দাসী

৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ [illegible]
[illegible], [illegible] (ইউ-পি
সেবক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড় মঠ অফিস,
[illegible]পুর (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী বিনোদবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৬৮) সরস্বতীপীঠ,
মায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]গোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) সরস্বতীপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ. পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনর্দ্দকিশোর [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-মায়াপুর-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	
" ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৫০৲	৪০

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	৩৲	৫
ত্রৈমাসিক	"	২।০
মাসিক	"	

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক- মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি.এ. প্রণীত বিভিন্ন অবতারগণ ও বিষয় গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ অনেকটী অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart-এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিভাগসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয়আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি সুন্দর। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মধুপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, [illegible], ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে শাস্ত্রযুক্তির আলোকে তথাকথিত মানবগণের সম্প্রদায়, মতবাদ, ধর্ম, অবতার, একাকার, সমন্বয় ও ভক্তিপথের [illegible]-নিরসনমূলক শ্লোক ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধ [illegible] সাধারণ জ্ঞানলব্ধ, ভক্তিপ্রমাণ সংসিদ্ধান্তসকল প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থটী শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible]। শিক্ষকগণ সাধু ও সচ্চরিত্র। দরিদ্র ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর সদাচারের ব্যবস্থা রহিয়াছে। খাওয়া ও থাকার খরচ প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট হাইস্কুল, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সবিস্তারভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র ধারাবাহিকভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমৎ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যালঙ্কার [illegible] মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম. এ. মহোদয় তাঁহার [illegible] পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ [illegible] প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা অংশের শেষে গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় অর্থ ও বঙ্গানুবাদ তাহার প্রতিশব্দ অবলম্বনে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর আনন্দিত হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] আকারে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থাবলী হইতে [illegible] তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা [illegible] টাকা

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যদেব

(পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ)

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব ও পরে বাঙ্গালার রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক অবস্থা ও [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক চরিত-কথা ও শিক্ষা [illegible] সহজ ভাষায় বর্ণিত। এই গ্রন্থে [illegible] চিত্র ও মানচিত্র আছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর ছাপাই। উপহার দিবার এই গ্রন্থ। ভিক্ষা ১০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা

[illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

[illegible] শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিতের ঘটনা ও শিক্ষা। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান— [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীপ্রমথরঞ্জন [illegible] [illegible], পাঃ বলধা, ঢাকা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেনের সময়-তালিকা

([illegible] টাইম্)

যাওয়া

কলিকাতা ছাঃ	৬-২৬	৬-২১	৭ ১৪	৯-৩	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-০৬
দমদম	৪-৫৮	৬-৩১	৭-২৮	৯-[illegible]	[illegible]		১৮-৬	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-[illegible]	৮ ১	৯ ১৮	১০ ২৮	১৪-৫৭	১৮-০১	১৯-৩৫	০-৫৮
[illegible] ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	[illegible]	১৩-০৪	১৫-৫	১৮-৩১	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ [illegible]	৮-৪০	১০-৯	১৬-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০ ১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭ ৭৮	১০ ৪৯	১৮-১৭	২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৬
দমদম „	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৫-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪১ ([illegible])
কৃষ্ণনগর পৌঃ	[illegible] ১৪

ডাউন

[illegible]

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-৬	৮-৬	১১-৪	১৫-২২	১৬ ৮	১৮ ৪৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ৫১	৮-৪৪	১১-৫২	১৫-৭	১৬ ৫৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১ ৫৭	১৫-১৭	১৬-৫৯	১৯-২০	২০-৪৯	৩ ৩
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২-২৬	১৫-৪০	১৭-৩০	২০ ৩	২১ ১২	৪ ১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৪৬	[illegible]	১৭-৪২	২০-১১	২১ ২০	৪ ১৮
দমদম		১১-৮		১৭-১৬	১৯-৯	২১-৫৮	২৩ ১	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৯	১৭-৪০	১৯ ২৮	২২ ১০	২৩ ২৫	৬-১৬

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের [illegible] প্রবীণ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক [illegible] শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] লিখিত এবং [illegible] পরিশ্রমে [illegible] জীবনচরিত-পাঠে [illegible] চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের [illegible] আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), [illegible] ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও [illegible] সংক্ষিপ্ত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ অধুনাই প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা- নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থও এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ববিধ প্রমেহের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বন্ধু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] অধিক। [illegible] এবং নূতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ [illegible] আনা। পাইকারী দর [illegible]

—[illegible] ডেকাটিভিচি রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible], [illegible]

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

RGED NO. C. 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড । শ্রীমায়াপুর—১২ই অগ্রহায়ণ ,১৩৪৭, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৪০ বৃহস্পতিবার ২১৯তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

ভাওয়াল-সন্ন্যাসীর মামলার রায়

ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার বাদীকে ভাওয়ালের মধ্যম কুমার বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া ও তাঁহাকে ভাওয়াল জমীদারীর এক তৃতীয়াংশ দখল করিবার ডিক্রী দিতে নির্দ্দেশ দিয়া ঢাকার আদালতে বিচারক রায় বাহাদুর পান্নালাল বসু কর্ত্তৃক প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে মধ্যম কুমারের পত্নী রাণী বিভাবতী দেবী যে আপীল করিয়াছিলেন—সোমবার কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি মিঃ বিশ্বাস ও মিঃ লজ (অধিকসংখ্যক বিচারপতির অভিমত অনুসারে) মামলার খরচাসহ তাহা ডিসমিস করিয়াছেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, (গতবৎসর) দীর্ঘ অবকাশের প্রাক্কালে কলিকাতা হাইকোর্টে এই মামলার বিচারপতি—মিঃ বিশ্বাস, মিঃ লজ ও মিঃ কষ্টেলোর রায় পঠিত হইয়াছিল। বিচারপতি বিশ্বাস ও কষ্টেলো সন্ন্যাসীকে ভাওয়ালের মধ্যম কুমার বলিয়া সাব্যস্ত করেন—বিচারপতি মিঃ লজ সন্ন্যাসী প্রতারক ও পাঞ্জাবী বলিয়া রায় দেন। বিচারপতি মিঃ কষ্টেলো দীর্ঘাবকাশে ভারতে উপস্থিত না থাকায় এবং সহযোগী বিচারপতিদিগের সহিত চূড়ান্ত যে আলোচনা ব্যতীত রায় প্রদান করায় তাঁহার রায়ের বৈধতা সম্পর্কে আইনের একটি সূক্ষ্ম প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায় ঐ সময় এই মামলার চূড়ান্ত রায় দেওয়া হয় নাই।

এই মামলার বিচার করিতে নিযুক্ত ডিভিসন বেঞ্চের যে দুইজন বিচারপতি কলিকাতায় আছেন (বিচারপতি মিঃ বিশ্বাস ও মিঃ লজ) তাঁহাদের এজলাসে গত শুক্রবার বিচারপতি কষ্টেলোর রায়ের বৈধতা সম্পর্কে সওয়াল হয়। ঐ দিন সওয়াল অসমাপ্ত থাকায় সোমবার পুনরায় সওয়াল হইয়াছিল। রাণী বিভাবতীর পক্ষে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী ও বাদী সন্ন্যাসীর পক্ষে শ্রীযুক্ত বি, সি চট্টোপাধ্যায়ের যুক্তি-তর্ক বিবেচনা করিয়া বিচারপতি বিশ্বাস রায় দেন। ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত ও প্রকাশ্য আদালতে পঠিত বিচারপতি কষ্টেলোর রায় "বৈধ রায়" বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। বিচারপতি কষ্টেলো খরচাসহ আপিল ডিসমিস করিতে নির্দ্দেশ দেওয়ায় এবং তিনিও (বিচারপতি মিঃ বিশ্বাস) অনুরূপ অভিমত প্রদান করায় সংখ্যাধিক বিচারপতিগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের রায় ও ডিক্রী অনুমোদন এবং খরচাসহ আপিল ডিসমিস করিয়াছেন। বিচারপতি মিঃ লজ সহযোগীদের সহিত ভিন্নমত হইলেও এবং বাদীকে ভণ্ড প্রতারক বলিয়া মনে করিলেও চূড়ান্ত আদেশ (অর্থাৎ খরচা সহ আপিল ডিসমিস করার নির্দ্দেশ) সম্পর্কে বিচারপতি মিঃ বিশ্বাসের সহিত একমত হইয়াছেন।

হাইকোর্টের চূড়ান্ত আদেশ দ্বারা দীর্ঘকাল স্থায়ী এই মামলার উপর যবনিকা পতিত হইয়াছে।

লাইন অপসারণ

গত ২৫শে নভেম্বর কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি-বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ জে ডি টাইসন জানান যে, তাঁ'রা নয়াদিল্লীতে একটি মসজিদ নির্ম্মাণকল্পে ৩০ হাজার টাকা ব্যয় সম্পর্কে বিল উত্থাপন করিবেন না। ইহার পর বাণিজ্য-সচিবের, ভারতীয় পণ্য-বিক্রয়-আইন-সংশোধন-বিল গৃহীত হয়। ইহার পর পাব্লিক একাউণ্টস্ কমিটির ১৯৩৮-৩৯ সালের 'রিপোর্ট' সম্পর্কে আলোচনা চলে। মৌলবি আবদুল গণি সেলুন তুলিয়া দেওয়া ও ফ্রি পাশ বন্ধ করিয়া দিবার প্রস্তাব করেন। স্যার এণ্ড্রু ক্লো বক্তৃতা প্রসঙ্গে ফ্রি পাশ বন্ধ করার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। ইহার পর ৯২ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত মঞ্জুরীর দাবী গৃহীত হয়। বালাঘাটে নিগাহুর সোহাগপুর রেলওয়ে লাইন বন্ধের পরিকল্পনা সম্পর্কিত জরুরী বিষয় আলোচনার জন্য মিঃ ইসাকসৈত একটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, ১৯২১ সালে মালাবার-বিদ্রোহ দমনের সময়ে সৈন্য চলাচলের সুবিধাকল্পে এই রেল লাইন নির্ম্মিত হয়, ইহার দৈর্ঘ্য ৫২ মাইল। এই লাইন এক্ষণে তুলিয়া দিলে ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের বিশেষ অসুবিধা হইবে। পরিশেষে তিনি ছয় মাসের নোটিশ দেওয়ার প্রস্তাব করেন। স্যার রেজা আলি প্রস্তাব সমর্থন করেন। স্যার এণ্ড্রু ক্লো প্রসঙ্গক্রমে বলেন, যুদ্ধ পরিচালনের উদ্দেশ্যে এই লাইন ও অন্যান্য কয়েকটি লাইন তুলিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, ঐ লাইনে এখন কোন লাভ হইতেছে না। রেলওয়ে-বিভাগের সম্মতি লইয়া এই লাইন তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

দুইজন সদস্য নিয়োগ

গত ২৫শে নভেম্বর রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হইলে যুদ্ধ সরবরাহ বোর্ডের সহসভাপতি মিঃ ডাউ সরবরাহ দপ্তরের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির জন্য দুইজন সভ্য নিয়োগের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া মিঃ ডাউ বলেন, সরবরাহ বোর্ডে রাষ্ট্রীয় পরিষদ হইতে দুইজন সদস্য গ্রহণ করা হইবে। নির্ব্বাচিত সদস্যগণের অনুকূলে ভোটদানের জন্য সরকারী মনোনীত সদস্যগণকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। স্যার মহম্মদ ইয়াকুব প্রস্তাবিত ভোট দান ব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় পরিষদের নির্ব্বাচিত এবং মনোনীত সদস্যের মধ্যে কোন প্রভেদই নাই; সুতরাং একথা বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমান শাসনব্যবস্থার বৈধতা স্বীকার করিতে গেলে প্রস্তাবটি অবৈধ বলিয়া মানিতেই হইবে।

অতএব এই প্রস্তাবটি কোনমতেই পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে না।

পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু বলেন যে, সরকার পক্ষের বিরুদ্ধে জনসাধারণ যে তীব্র অভিযোগ করিয়াছে, তাহাতে নির্ব্বাচিত সদস্যের মধ্য হইতে [illegible] কমিটির সভ্য [illegible] শেষ পর্য্যন্ত মিঃ ডাউ-এর প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত 'হিন্দী ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩ পরমার্থী—শ্রীযুক্ত মধুসূদন মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র

৪। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌড়ীয়বিদ্বৎ-সমাজের বৈষ্ণবগৌরব মূর্ত্তিমান পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাম্বুজে বহুদেশ তথা বিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর অত্যুচ্চ পাণ্ডিত্য ও মনীষী সজ্জনগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশুদ্ধসিদ্ধান্তপ্রচারে ও শুদ্ধভক্তি সদাচারস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয়গণ জগদ্গুরু আচার্য্যবর্যের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু ও আত্মমঙ্গলকামীরই অবশ্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের অভিনব বিরাট সংস্করণ বঙ্গাক্ষরে, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, পরিশিষ্ট নির্ঘণ্ট, অধ্যায়বিবরণ, স্থানসূচী প্রভৃতি সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

সটীক শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, ভিন্ন ভিন্ন লেখা ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট কাগজে নব সংস্করণে গৌড়ীয়মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
অধ্যাপক শ্রীনিশিকান্ত রায় এম্‌-এ, বি-এল্‌,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—প্রথম ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা) ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অধীনা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড— ৸০, ২য় খণ্ড —১৲, ৩য় খণ্ড —৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সংক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ৩৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয় তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ আদর্শ ।০
১৯। অর্চ্চাবতার ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৶০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৸৶০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
অধীনা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র অর্থ ।০
২৭। প্রাকৃতরস শতদূষণী (সানুবাদ) ১৲
২৮। প্রেমবিবর্ত্ত (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-শিখা-দর্পণ ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-প্রমাণ ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। শীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমার ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চনতত্ত্ব
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পকেট সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনরত্ন ৶০
৫০। বৈষ্ণবব্রত-দিনাবলি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। উপদেশাবলী বা শ্রীরায়রামানন্দসূচী ৷
৫৬ অর্চ্চনতত্ত্ব ও ভক্তিপথ ৷৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদ্য ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। মাধ্যমাদ্রি ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজিতঃ ।০
৬৩। সটীক-বিষ্ণুসহস্রনামম্‌ ।০
৬৪। মুক্তাফল ।০
৬৫। মাধবীয় বিলাসরত্নম্‌ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠসম্প্রদায়িতা ৴০
৬৭। সারসংগ্রহ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। শ্রীমদ্ভাগবত ৴০
৭১। বেদান্ত— ইটস মরফলজী এণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৸৶০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৭৫। গোয়াজ গৌড়ীয় মঠ ইন বৃটেন ৴০
৭৬। 'দ হারমনিষ্ট' ।০
৭৭। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এণ্ড আসোসিয়েটেড বিশ্বাসবিষ্ণুপাদ ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴৭

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ | ১০ কেশব ৪৫৪ গৌরাব্দ ১২ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৮শে নভেম্বর খৃঃ ১৯৪০ বৃহস্পতিবার | ২১১তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ কেশব আদি কাগৌরাঙ্গাব্দী গৌরাব্দ ৪৫৪

মানস জপ ও উপাংশু জপ

——::০)::——

মহামন্ত্র শ্রীহরিনাম ও মন্ত্রের কথা আমরা সকলেই শুনিয়াছি। দীক্ষার সময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবকে মন্ত্র দান করেন। অনুপবীত বিপ্রের যেরূপ বৈদিক অধ্যয়নাদিতে অধিকার হয় না, উপবীত গ্রহণের পরেই অধিকার হয়, তদ্রূপ অদীক্ষিত ব্যক্তিরও মন্ত্রদেবতার পূজায় অধিকার হয় না। এইজন্য আত্মাকে মঙ্গলপূত করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তি দীক্ষাগ্রহণ করিবেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন,—

অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকম্।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষা-বিরহিতো জনঃ॥

অর্থাৎ অদীক্ষিত নর যে কর্ম করে, তাহা সমস্তই নিষ্ফল হয়। দীক্ষারহিত ব্যক্তি অন্তে পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মননধর্ম্ম হইতে যাহা ত্রাণ করে, তাহাই মন্ত্র। পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র অপ্রাকৃত জ্ঞানের উদয় করাইয়া প্রাকৃতাভিনিবেশ হ্রাস করে। বুদ্ধি শুদ্ধ হইলে মন্ত্র ও মন্ত্রদেবতায় অভিন্নবুদ্ধি হয়। গায়ত্রী কীর্ত্তন দ্বারাও মননধর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ ঘটে। এইজন্য মন্ত্রের আনুষঙ্গিক সিদ্ধিরূপে গায়ত্রীর প্রকাশ। গায়ত্রী—শক্তি; আর নামাত্মক মন্ত্র—শক্তিমান্। যে অনুষ্ঠান মনকে বাহ্যজগতে অভিনিবিষ্ট হইতে রক্ষা করে, তাহাই মন্ত্রজপ। বাহ্য বস্তুর ভোক্তা মন অন্তঃস্থিত বস্তুতে নিযুক্ত হইলে তাহার বাহ্য বস্তু উপভোগ করিবার অবকাশ হয় না। ইন্দ্রিয়সমূহ বাহ্যজগতে প্রধাবিত হইলে মনের দ্বারা ভোগ হয়। এই মন খুব বিশ্বাসঘাতক। এই মনকে দমন করিতে না পারিলে হরিভজনের আশা নাই। মনের দ্বারা চালিত হইলেই সর্ব্বনাশ। সাধুগুরুর সঙ্গ করিতে করিতে মনকে কেবল জুতা মারিতে হইবে। সাধু-গুরুর আনুগত্য না করিলে মনের গোলামি করিতেই হইবে। মনকে প্রশ্রয় দিতে হইবে না। অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে মন্ত্রদেবতার অর্চ্চন করিতে করিতে আমাদের মঙ্গল হইবে। মন্ত্রকে শব্দসামান্যবুদ্ধি করিলে নরকে অবস্থিতি অনিবার্য্য। কৃষ্ণমন্ত্র হইতে আমাদের সংসারনিবৃত্তি হইবে। শাস্ত্র বলেন,—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসারমোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥

কৃষ্ণমন্ত্র সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। মন কৃষ্ণচিন্তা করিলেই মনোবেগ দমিত হইল। সংশ্রবণ হইলেই সংকীর্ত্তন ও সংস্মরণ হয়। মনের পরিত্রাণ সমূহই সাধন। মন্ত্রজপকে সাধন বলা হয়। অসিদ্ধ মন সাধুসঙ্গ ও সেবার দ্বারা নিগৃহীত হইলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ঐকান্তিকতা বা একনিষ্ঠতার অভাব মন্ত্রসিদ্ধির ব্যাঘাত মাত্র। ঋষিগণ অসংযত মনকে শাসন করিতে মন্ত্র গ্রহণ করেন। তখন তিনি সাধনকার্য্যে রত বলিয়া তাঁহাকে সাধক বলা হয়। অনর্থযুক্ত অবস্থায় তাঁহাকে যেকালে বিব্রত করে, সেইকালে অনর্থের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাঁহার মন্ত্রগ্রহণ। উক্ত অবস্থায় অনর্থনিবৃত্তি পূর্ণ হইলে হরিনিষ্ঠ মুক্তমন হরিনামগ্রহণে উপযোগী হন। মুক্তানর্থ ব্যক্তি শুদ্ধ হরিনাম গ্রহণ করিতে পারেন। মন্ত্র অনর্থযুক্ত জীবকে অনর্থমুক্ত করে আর নাম অনর্থমুক্ত ব্যক্তিকে কৃষ্ণপ্রাপ্তি করায়।

মহামন্ত্র শ্রীনামে সম্বোধনের পদ, মন্ত্রে নামে চতুর্থ্যন্ত শব্দোচ্চারনিবেদক সম্বন্ধজ্ঞান পরিস্ফুট। সম্বোধনকারী সম্বন্ধ-জ্ঞানবিশিষ্ট, আর সম্প্রদানকারী অহঙ্কার-নিযুক্ত হইয়া সম্বন্ধজ্ঞানাকাঙ্ক্ষী। নামে সম্বোধন ব্যতীত অন্য বিভক্তি নাই। নামের নিকট আত্মসমর্পণ বা অহঙ্কারনিবৃত্তি ভাববাচনই মন্ত্রের উদ্দেশ্য। সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বোধনই যথেষ্ট। যেকালে জীব সাধনরাজ্যে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার মন্ত্রজপই প্রধান অনুষ্ঠান। জপ দুই প্রকার—মানস জপ ও উপাংশু জপ। জপবিচারে উচ্চারিত শব্দ অপরের কর্ণগোচর হইলে জপের সফলতা হয় না, সেইজন্য মন্দ বা লঘু উচ্চারণযুক্ত উপাংশু জপ অপেক্ষা মানস জপ অর্থাৎ যেখানে উচ্চারণকারীর মনে মনে সম্পাদিত হয়, তাহার শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রে কথিত হয়। জপদ্বারা কেবল জপকারীর স্বার্থসিদ্ধি হয়। তদ্দ্বারা অপরের কোন উপকার হয় না। কিন্তু জপবিচারে উপাংশু জপ অপেক্ষা মানসজপে মন্ত্রসিদ্ধির অধিক সফলতা। মহামন্ত্রে মানস জপ উপাংশু জপ ও কীর্ত্তন সকলই হইতে পারে। মহামন্ত্রকালে প্রত্যেক মন্ত্রের প্রত্যেক চতুর্থ্যন্ত পদের সহিত আত্মনিবেদনের পরিপাকের জন্য শ্রীগুরু-বৈষ্ণবভগবানের নিকট নিষ্কপটে কৃপাভিক্ষা করিতে হইবে। শ্রীহরিনামগ্রহণকালেও নিজেকে শ্রীনামদাসীর দাস ও শ্রীনামপ্রভুর দাসানুদাসজ্ঞানে প্রত্যেক সম্বোধনাত্মক শ্রীনামের সহিত নিষ্কপটে চিত্তবৃত্তিতে আন্তরিকভাবে আত্মসমর্পণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবাকার্যের জন্য সকাতর আহ্বান করিতে হইবে।

দীক্ষা দিব্যজ্ঞানলাভ। দিব্য-জ্ঞানলাভের অভাব ও পাপপ্রবৃত্তির ক্ষয় না হইলে দীক্ষা হয় নাই জানিতে হইবে। মন্ত্রের অর্থবোধ না হইলে জীবের দিব্যজ্ঞান হয় না এবং পাপ হইতেও নিবৃত্তি হয় না। দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানে সর্ব্বেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিত্যপ্রভু, আমরা নিত্য কৃষ্ণদাস—এই সম্বন্ধজ্ঞান উদিত হয়। যখন পূর্ণজ্ঞানানন্দবিগ্রহ, কৃপাতে আবদ্ধচিত্ত নিষ্কপট সাধুগুরুদেব এই সম্বন্ধজ্ঞানের কথা তাঁহাকে অবগত করিয়া [illegible] অন্তঃকরণে স্থাপন করেন, তখন আমাদের দীক্ষা আরম্ভ হয়। এই দীক্ষা [illegible] কিছুই নহে, [illegible] হওয়ার কারণ। [illegible] কৃষ্ণসেবায় জীবন [illegible] মন্ত্রগ্রহণ [illegible] যুক্ত হইয়া [illegible] দীক্ষা-কার্য্য [illegible] এই দীক্ষার পূর্ণ [illegible]।

প্রধান ভ্রম

দেহে আত্মবুদ্ধিই আমাদের প্রধান ভ্রম। হরিভজনের পথে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরায়। আমরা যখন ভগবৎসান্মুখ্য বর্জ্জন করিয়া ভোগবুদ্ধি প্রণোদনপূর্ব্বক আমাদের অভীষ্ট 'বস্তুর' অনুসন্ধানে ও মায়ার কবলে পতিত হই, তখনই আমাদের আত্মজ্ঞান বা স্বরূপজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, স্বরূপবিস্মৃতির ফলে—ভগবদ্বিস্মৃতির ফলে অনাত্মবস্তুতে আত্মবোধ করিয়া বিবর্ত্তের আশ্রয় গ্রহণ করি। তাই শাস্ত্র বলেন —

'দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্ত্তের স্থান।'

(চৈঃ চঃ)

এই বিবর্ত্তের আশ্রয়েই আমাদের যাবতীয় ক্লেশরাশি। পথে সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনকে আত্মবুদ্ধি করিয়া 'সমস্ত জগৎই আমাদের মনোরঞ্জনের আধার' এই অহঙ্কার আমাদের প্রবল হয়। এইরূপে আমরা ভক্তিকল্পতরুর বৈকুণ্ঠবাণীকে প্রাকৃত মনের দ্বারা বা বুদ্ধির দ্বারা বুঝিয়া লইবার জন্য ন্যূনাধিক যত্ন করি। তাহাতে আমাদের অকল্যাণ বা আধ্যাত্মিক প্রবল ক্ষতির মহা সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। তখন মনের নেতৃত্বাধীনে চলিতে মহা অনর্থ ঘটে। ইহা অপেক্ষা জীবের আর কি বন্ধন হইতে পারে? বস্তুতঃ ভগবৎসান্নিধ্য হইতে দূরে বিচ্যুত হইতে থাকি, ততই আমাদের চিত্ত চিৎ হইতে খসিয়া বা জড়ে অর্পিত হইয়া অন্ধকারে পথভ্রষ্ট হইতে থাকে। আবার ভক্তাভক্তিগণের ফলে জীবের জন্মে জন্মে অনন্ত বিলাপ লাভ হয়। ইহাই দেহাত্মবুদ্ধির পরিণাম।

যখন আমরা দেহাত্মবুদ্ধি বা অস্মদ্-অহঙ্কারাশ্রয়ী মায়াপিশাচীর দ্বারা আক্রান্ত হই, তখন আমরা অসংখ্য প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়া যাইয়া অনন্ত দুঃখদায়ক প্রাপঞ্চিক বস্তুতে লিপ্ত হই। মায়ার ভোগ যদিও আপাতসুখকর, কিন্তু তথাপি পরিণামে অনন্ত দুঃখাবহ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

জগজ্জীবনশ্বরসুখ সঙ্গে
চরে জগৎ পূর্ব্বাধিকম্।
হরিনামসুধা বধ্যঃ
ভব গোস্বামিনম্রূম বিধুর্॥

এই জড় জগৎ একটী কারাগৃহ সদৃশ এবং চিৎকণ জীবের প্রকৃত পরিচয়। রাজা যেমন প্রজাবিদ্রোহীদের শাস্তি দিবার জন্য কারাগারে স্থাপন করেন, পরমদয়ালু শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ অপার করুণা করিয়া জড় জগৎরূপ কারাগারে ও অজ্ঞতারূপ কারা-কক্ষে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। এই জগতে যেরূপ কোনও ব্যক্তি রাজদ্রোহমূলক কোন কার্য্য করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে কারাগৃহে লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, সেইরূপ কোনও জীব যখনই কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া জগৎ ভোগ করিতে চায়, তখনই মায়াদেবী তাহার গলায় ফাঁসি দিয়া তাহাকে সংসারকারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। ভোগবাসনার মূলে দেহাত্মবুদ্ধি। ভোক্তা বা শক্তিমান্—একমাত্র কৃষ্ণ। জীব তাঁহার ভোগ্যা বা শক্তি। এই মায়াবন্ধনের নামই জীবের সংসারপ্রবেশ। জীব মায়াবদ্ধ হইলেই তাহার নিত্যস্বরূপ অর্থাৎ চিৎস্বরূপ দুইটী ঔপাধিক ও নশ্বর শরীর দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া যায়। তন্মধ্যে স্থূল শরীরটী পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই তিনটী জিনিষ লইয়া সূক্ষ্মশরীরটি গঠিত। বস্তুতঃ জীবের একটী নিত্যস্বরূপ আছে। সেই স্বরূপের পরিচয়ও আছে। সেই স্বরূপটী সূক্ষ্ম। যেমন এই স্থূল শরীরের হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ প্রভৃতি অঙ্গসকল সুশৃঙ্খলরূপে যুক্ত হইয়া স্থূল বস্তুকে প্রকাশ করিয়াছে, সেইরূপ চিৎকণময় শরীরে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে একটী চিৎকণ-স্বরূপও আছে। তাহাই জীবের নিত্য স্বরূপ।

জীবাত্মা অস্ত্রশস্ত্রে ছিন্ন হয় না, অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, জলে ক্লেদযুক্ত হয় না এবং বায়ুর দ্বারা শুষ্ক হয় না। তাহা শাশ্বত, শুদ্ধ ও সনাতন। তাহার স্বভাব পরমাত্মার সেবা করা। কিন্তু ভোগবাসনার ফলে স্ব-স্বভাব হইতে বিচ্যুত হওয়ায় কারাগারে বন্দী হই। পড়িয়াছে। পতিত জীবের বন্দীশালাই স্থান লাগিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বাসনা ও সংস্কারক্রমে জীব স্থূলশরীর লাভ করে। তদনুযায়ী তাহার স্বভাব গঠিত হয়। সেই স্বভাব-অনুসারে কর্ম্ম লাভ হয়। কর্ম্মানুসারে পুনরায় কর্ম্ম করে এবং তদনুসারে পুনরায় কর্ম্মফলানুযায়ী গতি লাভ করে। এইরূপে জীব কর্ম্মফলে চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিত্যপ্রভু। আমরা তাঁহার নিত্যদাস, তাঁহার সেবা করাই আমাদের একমাত্র কৃত্য। তাঁহাকে ভুলিয়াই অর্থাৎ এই নশ্বর, দেহ, গেহ, পাপপঙ্কিল ও দুর্গন্ধ জগতে আসিয়া পড়িয়াছি। ইহা আমাদের স্বকৃত কর্ম্মের ফল। আমরা অনাদি কাল হইতে এই চতুর্দ্দশভুবনাত্মক দেবীধামে কৃষ্ণবিমুখ অবস্থায় পড়িয়া আছি। কিন্তু এখনও আমাদের সম্মুখে অসীম অনন্তকাল বর্ত্তমান। ইহার তুলনায় মানবজীবন অল্পকালস্থায়ী। দেহাত্মবুদ্ধি ছাড়িয়া হরিভজন না করিলে আবার অনন্তকাল ব্যাপিয়া এই দুঃখময় সংসার-কারাগারে আমাদিগকে হাবুডুবু খাইতে হইবে। যিনি আমাদিগকে হরিভজনে সাহায্য করেন, সদুপদেশের দ্বারা মায়িক জড়াসক্তি কাটাইয়া দিয়া কৃষ্ণোন্মুখ করেন, তিনিই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। যিনি স্বয়ং সর্ব্বদা কৃষ্ণভজন করেন এবং অপরকে কৃষ্ণভজন করাইবার জন্য সতত যত্নশীল, তাঁহার সঙ্গ ও কৃপা ছাড়া শুদ্ধভক্তের পাদপদ্মে সুদৃঢ় বিশ্বাস লাভ করা জীবের পক্ষে অসম্ভব। ভক্তের কৃপা ছাড়া ভগবান্কে লাভ করা যায় না। কারণ, ভগবান্ ভক্তেরই প্রেমবাধ্য। সুতরাং কোন প্রকারে যদি ভক্তের কৃপালাভে পড়া যায় তাহা হইলে ভগবান্কে অনায়াসে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎকৃপালাভের অন্য কোন উপায় নাই।

দুর্ল্লভ হরিভজনযোগ্য মানবজন্ম লাভ করিয়া—বুদ্ধিমান হইয়া ভ্রমে বা মায়ামোহে পতিত হওয়া ত' মূর্খের কার্য্য। মায়াবদ্ধ ব্যক্তিই মূর্খ। জীবনের অনিশ্চিত কয়েকটী দিনের জন্য অনাত্মবস্তুকে আত্মজ্ঞান করা উচিত নয়। এই পাপদেহ ছাড়িতেই হইবে। যেদিন আমাদিগকে এই বাসাবাড়ী ছাড়িয়া যাইতে হইবে, সেদিন এ জগতের কেহই বা কোন বস্তুই আমাদিগকে রাখিতে পারিবে না। সেসময় এ জগতের নশ্বর সমস্ত বস্তুই পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। সে সময় এই দুস্তর ভবসাগরের পারের সাহায্য করিবে না। একমাত্র প্রপন্নজনের গোলোকপতি অপ্রাকৃত গুরু ও শ্রীহরি অথবা হরিনাম আমাদিগকে পারে লইয়া যাইতে সমর্থ। তাই বলি, যদি ভবসাগরের পারে যাইবার কাহারও বাসনা থাকে, তবে আমাদিগকে আমাদের নিত্যাবাসে লইয়া যাইবার জন্য এই জগতে কপট-মানবের বেশে আসিয়াছেন যে সাধু, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে একান্তভাবে শরণ লওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। তিনিই আমাদিগকে স্বদেশে লইয়া যাইবার একমাত্র মালিক। তাঁহার ও তদ্ভক্তগণের কৃপাই ভবসাগরপারের একমাত্র উপায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের মত এত বড় দয়ালু এ বিশ্বে আর নাই। তিনি অসহায়ের সহায়—অগতির গতি, দাম্ভিক পাপী ও অপরাধী জীবের প্রাণের আরাধ্য দেবতা। অন্তর হইতে নিষ্কপটে প্রার্থনা করিলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার শ্রীচরণে আমাদিগকে আশ্রয় দিবেন। তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিলে আর আমাদের পুনরায় চৌরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হইবে না—ভগবৎসেবা লাভ করিয়া চিরশান্তি লাভ করিব। নিত্যানন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত যাঁহার সম্বন্ধ নাই, তাঁহাকে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর পশুর মধ্যে গণনা করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মসম্বন্ধরাহিত্যই পশুত্ব। শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদের একমাত্র নিত্যবন্ধু। যাঁহার এইরূপ বন্ধু আছে, তিনি অতি ভাগ্যবান্—তাপিত প্রাণ জুড়াইতে, শোকের আবেশ কমাইতে, দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত করিতে, বিপদের সময় হৃদয়ে ধৈর্য্য ও সাহস ঢালিয়া দিতে এরূপ বান্ধব আর কেহই নাই। সুতরাং ভক্তিপথে তাঁহার অহৈতুকী কৃপাই মাদৃশ অপরাধী জীবের একমাত্র সম্বল

কীর্ত্তন

জগতের অধিকাংশ লোকই পাপকলুষিত-চিত্ত হওয়ায় শুদ্ধ কীর্ত্তনকারী ও শুদ্ধ কীর্ত্তন খুব বিরল। তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ না হইলে কাহারও কীর্ত্তনে অধিকার হয় না। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা 'ত্রপাদপি' লোকের পরিণতি। ইহা নাস্তিকতা। সুতরাং কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিগণ হরিকীর্ত্তন কি করিয়া করিবে? অকিঞ্চন না হইলে কি হরিকীর্ত্তন হয়? কর্ত্তাভিমান বা ভোক্তাভিমান যাহার আছে, তাহার কীর্ত্তনের ভণিতা প্রতিষ্ঠাশার ছাড়া আর কিছুই নহে। কীর্ত্তন জিনিষটী ত' সেবা। তাহা কৃষ্ণকার্ষ্ণের সুখবর্দ্ধক। যে কীর্ত্তন কৃষ্ণের সুখবিধান করে না, তাহা ত' মায়ার কীর্ত্তন। শ্রবণ হইলে কীর্ত্তন হইবে। শ্রবণহীন বা আচারহীন কীর্ত্তনের কোন মূল্য নাই। তাহা কীর্ত্তনাপরাধমাত্র। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কপটতা নাই—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষবাঞ্ছা নাই। সেখানে আছে কেবল নির্ম্মল সেবোন্মুখ জীবহৃদয়ের "হরিকীর্ত্তনের" জন্য প্রবল পিপাসা বা আকাঙ্ক্ষা। কীর্ত্তনকারী যোষিৎসঙ্গী নহেন। তিনি সাধুসঙ্গী—শ্রীনামসঙ্গী। ভোগাকাঙ্ক্ষী কখনও কীর্ত্তন করিতে পারে না—কৃষ্ণসেবা করিতে পারে না। যাঁহারা জীবনের আশায় বা

স্মরণ করিবার্থাবতারের জন্য শ্রবণকীর্তন করেন কিংবা যাঁহারা লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠা বা লোকদেখানোর জন্য শ্রবণকীর্তনাদি করেন, তাঁহাদের কীর্তন দ্বারা ভগবদ্ভক্তি অহৈতুকী ভক্তি হয় না। তাঁহাদের কীর্তন শুদ্ধ নহে। বর্তমানকালে কবিত্বাভিমানী, কামিনী-প্রমত্ত ও মুদ্রাসংগ্রহীর জন্য লোকের কীর্তনাদিতে উৎসাহ দেখা যায়। এরূপ কীর্তন-শ্রবণে লোকের কোন মঙ্গল হয় না। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, ত্যাগী ও মিছাভক্তের যে কীর্তন, তাহা নিঃ কীর্তন ছাড়া আর কিছুই নয়। তাহাদের মুখে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ কীর্তিত হন না। কৃষ্ণভক্তই একমাত্র কীর্তন করিতে পারেন; কারণ, তিনি নিষ্কাম ও শান্ত অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত শুদ্ধবৈষ্ণবগণের। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম। কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণভজন ব্যতীত মুহূর্তের জন্য অন্য কোন কার্যে স্পৃহা নাই। কৃষ্ণবিমুখ জগতের জন্য হরিকথা কীর্তন দ্বারা কৃষ্ণোন্মুখ করা ব্যতীত তাঁহার অন্য কিছু কীর্তন নাই।

কীর্তন ভক্তি। কীর্তন অঙ্গী আর শ্রবণ-স্মরণাদি সব তাহার অঙ্গ। কীর্তন—সাধনশিরোমণি। কীর্তনই ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে সম্রাট্। এই কীর্তনকারী শ্রীগুরুদেব বা শ্রীআচার্য। এই কীর্তন ভগবান্ নহে। কীর্তনের দ্বারা স্ব-পর উভয়েরই মঙ্গল হয়। শ্রীনামসংকীর্তনই যুগধর্ম। কলিযুগে সমস্ত কার্যই কীর্তনমুখে করিতে হইবে। শ্রীনাম-কীর্তনই কলিযুগে একমাত্র সাধ্য ও সাধন। অন্যান্য যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গ কীর্তনেরই অধীন। নববিধা ভক্তির মধ্যে নামসংকীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই কীর্তনই বৈষ্ণবগণের একমাত্র সাধ্য। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, "কৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন সংকীর্তন। নাম সংকীর্তনের মধ্যে নবধা ভক্তি সমস্ত আছেন। অন্যান্য সাধন যদি কৃষ্ণকীর্তনের অনুকূল ও সহায় হয়, তবেই তাহাদিগকে সাধন বলা যাইবে। নতুবা ঐ সকলকে ভুক্তিমুক্তিবর্ধক বা সাধনের বাধাস্বরূপ জানিতে হইবে।"

যাঁহারা শুদ্ধভাবে হরিকীর্তন করেন, তাঁহাদের সঙ্গ ও সেবা করিলে আমরাও কীর্তন করিতে পারিব। সত্য সত্য কৃষ্ণ কীর্তনকারীর সঙ্গ না হইলে কীর্তন হয় না। কীর্তনে আরোহবাদীর কোন কথা নাই। তাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তিবাঞ্ছাই প্রবল। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ বা ভজনকীর্তন শুদ্ধভক্তগণই করিতে পারেন।

অনেকে মনে করেন, জপাদি শ্রেষ্ঠ সাধন। তাঁহারা হরিকথা-শ্রবণকীর্তনাদিতে বৃথা সময়ক্ষেপ হইয়া থাকে ধারণা করেন।

ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ কেন?

স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিলোকের মধ্যে মর্ত্যলোক পৃথিবীই শ্রেষ্ঠ। অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন, স্বর্গের চেয়েও পৃথিবী শ্রেষ্ঠ হইল কিরূপে? উত্তর এই যে, স্বর্গই বলুন আর পৃথিবীই বলুন, সবই অনিত্য লোক—সবই হরিবিমুখ লোক। পৃথিবী হইতে স্বর্গে কিছু বেশী দিন অনেকপ্রকার ভোগ করিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পৃথিবীর ন্যায় স্বর্গে হরিভজনের সুযোগ নাই।

অনেকসময় দেখা যায়, যখন কোন মহাভাগবত বৈষ্ণব হরিকথা কীর্তন করিতেছেন বা শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ ব্যাখ্যা করিতেছেন, তখন সভাস্থান হইতে উঠিয়া গিয়া কেহ কেহ নির্জনে একান্ত-জপাদিতে ব্যস্ততা দেখান। কীর্তন ছাড়া যে স্মরণ হয় না, ইহা তাঁহাদের ধারণা নাই। শ্রবণ-কীর্তন বাদ দিয়া স্মরণ বা ধ্যানের অভিনয় যে ইন্দ্রিয়তর্পণ মাত্র, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। কীর্তনপ্রভাবেই স্মরণের কথা সাধুগণ কীর্তন করিয়াছেন। কৃত্রিম ধ্যান বা স্মরণের দ্বারা ব্যক্ত বাক্যবেগ রোধ হইলেও অব্যক্ত বাক্যবেগ অর্থাৎ মানসিক চাঞ্চল্য বন্ধ হয় না। কিন্তু কীর্তনপ্রভাবে শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণরূপ ত্রিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যুগপৎ সাধিত হয় বলিয়া চিত্ত সহজেই ভগবৎপাদপদ্মে সংলগ্ন হইয়া থাকে। শ্রবণ-কীর্তনরত ভক্তগণ মুক্তিকে নিতান্ত বলিয়া গণনা করেন না। পরন্তু তাঁহাকে তাঁহারা পদনুর প্রণামবাসিনাই অনুভব করিয়া থাকেন। ভক্তগণ শ্রৌতপন্থী, তাঁহারা আরোহবাদীর ন্যায় অজিত ভগবানকে স্বীয় ক্ষুদ্র পুরুষকার বা পৌরুষ দ্বারা জয় করিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়া ভগবচ্চরণে অপরাধী হন না। তাঁহারা ভগবচ্চরণে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাই তাঁহারা সত্যকথা-প্রচারে নির্ভীক।

হরিকীর্তন ব্যতীত পরম প্রয়োজনলাভের অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীতপনমিশ্রের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন,—

কলিযুগধর্ম হয় নাম সংকীর্তন।
চারিযুগে চারি ধর্ম জীবের কারণ॥
অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনামসংকীর্তনে মিলিবে সকল॥

দেবতারা স্বর্গমধ্যে সকল সময় নানাবিধ ভোগসুখে মত্ত থাকেন। সুতরাং তাঁহারা ভুলেও [illegible] বা হরিভজন করিবার অবসর করিয়া লইতে পারেন না। এই পৃথিবীতে মনুষ্যজন্মে জীবের হরিভজনের প্রকৃষ্ট সুযোগ আছে বলিয়া স্বর্গবাসী দেবতাগণও পৃথিবীতে আসিয়া জন্মের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, এ কথা আমরা শাস্ত্রে শুনিতে পাই। পুণ্যফলে জীব স্বর্গে গমন করে এবং পুণ্যানুরূপ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে পতিত হয়। স্বর্গবাসী দেবতাগণের পতনের ইতিহাস—ইন্দ্রাদি-দেবতার অপরাধফলে এই পৃথিবীতে আসিয়া শূকরযোনিপ্রাপ্তির কথাও শাস্ত্রে আছে। এই ত' গেল স্বর্গের কথা। সুতরাং পাতালের ত' কথাই নাই। পাতালে নাগ, দৈত্য প্রভৃতি প্রাণী বাস করে। তাহাদের মানবের ন্যায় বিবেক নাই। সুতরাং হরিভজনই যে জীবের একমাত্র কর্তব্য, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। সেইজন্যই বলিতেছি মর্ত্যলোকবাসী মনুষ্যগণই সকল প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা বিবেকী। তাঁহারা কোন্‌টি সৎ, কোন্‌টি অসৎ তাহা বিচার করিয়া বুঝিতে পারেন, বেদাদি শাস্ত্র ও সাধুগণের উপদেশ শ্রবণ করিয়া মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্যবিষয় জানিতে পারেন এবং তাঁহাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন। সেইজন্যই স্বর্গাদি অপেক্ষা এই পৃথিবী শ্রেষ্ঠ। ভগবানের সেবার জন্য এই পৃথিবীতে বহু সুন্দর সুন্দর জিনিষ সাজান আছে। সেই সকল দ্রব্য ভক্তিসহকারে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলে আমাদের জীবন সার্থক হইবে। ভোগিগণ এই পৃথিবীকে ভোগাগার এবং মায়াবাদিগণ ইহাকে দুঃখাগার মনে করিলেও ভক্তের নিকট এই বিশ্ব দুঃখের আগার না হইয়া ভগবৎসেবার স্থান। ভক্তগণের পক্ষে এই পৃথিবীর জল, বায়ু, ফুল, ফল, সাগর-কানন সবই ভগবানের সেবার উপকরণ।

এই পৃথিবীতে সাতটী দ্বীপ আছে। এই সাতটী দ্বীপের মধ্যে জম্বুদ্বীপ শ্রেষ্ঠ। এশিয়া মহাদেশই জম্বুদ্বীপ। এই জম্বুদ্বীপের মধ্যে আবার ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ। এই ভারতবর্ষে দুষ্টদমনকারী ও শিষ্টপালক ভগবান্ নিজ ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য বহুবার আগমন করিয়াছেন এবং ধর্মার্থকামমোক্ষ কিছুই না চাহিয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীহরির ভজসেবাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য, ইহা আমাদিগকে কৃপা করিয়া জানাইয়াছেন।

কপাল খুব ভাল না হইলে অর্থাৎ খুব সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি ব্যতীত অন্যে এই উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে না। ভগবান্ কখনও নিজে আসেন এবং কখনও তাঁহার নিজজনগণকে এখানে পাঠাইয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের আদেশে এ জগতে আসিয়া মাদৃশ পতিতভাব বদ্ধজীবগণকে সদুপদেশাদি দিয়া আমাদের মঙ্গলবিধান করেন। তাঁহাদের উপদেশ যাঁহারা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেন, তাঁহারা তাঁহাদের কৃপা লাভ করিয়া ভগবদ্ধামে যাইবার সৌভাগ্য লাভ করেন। কেহ কেহ তাঁহাদের সঙ্গ ও সেবার দ্বারা সুকৃতি লাভ করিয়া থাকেন, যাহার ফলে কেহ কেহ পশুপ্রকৃতি হইতে সাধারণ মানুষের মত হন।

মুনি-ঋষি, অবতারগণ এই ভূমিতে তাঁহাদের মত প্রচার করিয়া অন্যান্য পশুস্বভাব মনুষ্যগণকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে নৈতিক সভ্যতা ও মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। আবার কেহ কেহ কিছু নীতি ও আংশিক ধর্মের কথা বলিয়াছেন। এই ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রমধর্ম আচরণের কথা আছে। ভারতবর্ষের ন্যায় গুণ ও কর্মানুসারে এইরূপ সুন্দরভাবে বর্ণ ও আশ্রম বিভাগ কোন স্থানে নাই। তাহা ছাড়া এই ভারতে ভগবানের বহু অংশ অবতারগণ এবং স্বয়ং অবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরসুন্দর পর্যন্ত অবতীর্ণ হইয়া জীবগণকে চরম ও পরম মঙ্গলের উপদেশ দিয়াছেন এবং শ্রীগৌরসুন্দর সেই সকল উপদেশ স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। এই ভারতবর্ষে তীর্থস্বরূপ কত কত শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ যে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের আদিগুরু ব্রহ্মা, বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভু, নারদ, ব্যাসদেব, শুকদেব, বিভীষণ, হনুমান্, বলি, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, ধ্রুব, উদ্ধব, অম্বরীষ, পৃথু, পরীক্ষিৎ, পাণ্ডবগণ এবং গৌরভক্তের অসংখ্য ভক্ত এই ভারতবর্ষে বিচরণ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীমাথুরমণ্ডল, গোবর্দ্ধনগিরিবর, শ্রীরাধাকুণ্ড, নৈমিষারণ্য, বদরিকাশ্রম, অযোধ্যা, দ্বারকা, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল প্রভৃতি এই ভারতবর্ষেই প্রকাশিত হইয়াছেন। এই ভারতে শ্রী[illegible] গঙ্গা, যমুনা, কৃষ্ণপ্রিয় তুলসী, ভগবানের অভিন্ন শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবানের [illegible] শ্রীনাম নিত্য প্রকাশিত। অধিক কি [illegible] লীলাক্ষেত্র শ্রীনবদ্বীপ, [illegible] ও [illegible] সেই মহাপুণ্যভূমি ভারতে [illegible] কত বড়, তাহা ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ[illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালী[illegible] চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible]
সেবক—[illegible]

(৩) শ্রী[illegible]পুর পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) [illegible]-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-[illegible]-মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) [illegible]দ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(১৫) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] -(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) [illegible]-আশ্রম
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) [illegible] পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী

(২৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ [illegible], (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]বিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া [illegible]
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible]মোহন দাস অধিকারী

(২৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]মোহন ব্রহ্মচারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], ইউ. পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible] (ইউ পি)
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]-[illegible]কুঞ্জ
পোঃ [illegible] (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) [illegible] মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, [illegible], পাঞ্জাব
সেবক—শ্রী[illegible]পাবন ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌর[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible] মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]কুঞ্জ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক শ্রীদীনহীন দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (মানভূম)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] স্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রী বনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
[illegible], [illegible]
সেবক—[illegible] বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ [illegible]
[illegible]নগর, [illegible] (ইউ-পি)
সেবক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যার্ণব গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ. পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]বিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদক
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
হিসাবে প্রতি লাইনে	।০		।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		।।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

হিসাবে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২।।০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঃ০ঃ—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—ঃ০ঃ—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাধক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ভাড়ায় সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত রহিয়াছে। খাওয়া ও দেখাশুনার প্রতি মাসে মাত্র ৯৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই রূপ অপূর্ব্ব মৌলিক বাঙ্গলা গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ তথ্যগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে বাঙ্গালী সমাজে বিরল। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈশিষ্ট্য ও বিভাগসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র দশ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

নবযুগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি সুন্দর। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১১০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—নবযুগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

বিদ্বৎসেব্য যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের আলোকে ভগবান মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, ধর্ম্মধ্বজ, বাদান ও ভক্তিপথকে সাম্প্রদায়িক-বিশেষত্ব সম্বন্ধে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে সাধকগণের সাধারণ অবশ্যজ্ঞাতব্য, ঐতিহাসিক সংসিদ্ধান্তসকলও প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থটী শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—নবযুগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ বঙ্গেশ্বরী শ্রীমৎ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ গীতাশাস্ত্র এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ প্রকাশ ও পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ থাকিলেও পাঠকগণ এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অনুভব করিবেন। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় অর্থ ও বঙ্গভাষায় টীকার প্রাঞ্জল অনুবাদ তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা ও বিশুদ্ধ রেক্সিনের বাঁধাই গ্রন্থ আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে; ডিমাই ৮ পেজী সাইজ। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগোদ্রুম শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যদেব

(পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ)

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও পরে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থা ও সমসাময়িক পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিগণের কথা এবং শ্রীচৈতন্যদেবের আনুপূর্ব্বিক চরিত্র-কথা ও শিক্ষা অতি সরল ভাষায় বর্ণিত। এই গ্রন্থে অনেক চিত্র ও মানচিত্র আছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর ছাপাই। উপহার দিবার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ভিক্ষা ১৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—মহাপ্রভু পতিত পার্ক্, পোঃ ভাঙ্গা ঢাকা

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত সরলভাবে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা ৵০ আনা। ছাত্রদের পক্ষে ৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণা পল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট

যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ইষ্টার্ণ টাইম্)

ডাউন

কলিকাতা ছাঃ	২-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-০৬
[illegible] ”	৪-৫৬	৬ ৩১	৭-২৮	১০ ১৮	১৩ ৫০		১৮-৬	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৩-১৬	৮ ১	৯ ১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-২৮
ঐ ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১২-৩৩	১৫-৫	১৮-৩১	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ৫	৮-৪০	১০-৯	১০ ১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৪	১-৪২

(ঐ) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৫৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০ ৫৩	১৮-১৭	২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৬
[illegible] ”	১০-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(ঐ) ছাঃ	১৩ ৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

আপ

শাখা

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৯	১১-৪	১৫-১১	১৬-৮	১৮ ৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬ ৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬-৫৬	১৯-২০	০-৪৮	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯ ২৫	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০ ৩	২১-১৯	৪-১০
(ঐ) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	১৫-৫৫	১৭-৬২	২০ ১১	২১ ২৪	৪ ১৮
[illegible]		১১-৮		১৭-৫৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-৩১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪৯	১৯-২৬	২১-৫০	২৩-১৫	৬-১৬

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ মহোদয় লিখিত। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভূমিকা সম্বলিত। এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে বহু দুর্লভ চিত্র, অভিনব ও অদ্বিতীয় মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩৫ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভূমিকা, মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents), গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবেশিত শব্দ-সূচী (Index Glossary) ও ... প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ, ... ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

দেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত, জীর্ণ শীর্ণকায় বৃদ্ধ, শিশু ও নারীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। ... শিশুর পীড়া সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হইয়াছে। মূল্য ছোট বোতল ৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—৯১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট রোড, কলিকাতা

অথবা

খড়দা, ২৪ পরগণা

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র কাল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১৫ বর্ষ | ১৫ কেশব ৪৪৪ গৌরাব্দ ১৭ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৩০শে নভেম্বর খৃঃ ১৯৪০, শনিবার { ২২০-২১তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বৈদিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ কেশব অবার্য আবির্ভাবাদী গৌরাব্দ ৪৪৪

বৈষ্ণবঠাকুর

কেহ বলেন, নামাভাসে পাপ ক্ষয় হয়। আবার কেহ বলেন, নামাভাসে মোক্ষ লাভ হয়। কিন্তু নামের ফল শুধু এই দুইটী নহে শুদ্ধনামের ফলে কৃষ্ণচরণে প্রেম জন্মায়। মুক্তি বা পাপনাশাদি নামের আনুষঙ্গিক ফল। সূর্য্য উদিত হইয়া যেরূপ তিমির সমূহ নাশ করে, তদ্রূপ শ্রীহরিনাম একবার উদিত হইলে সকল দেহের পাপ নাশ করেন। নাম হইতে গৌণভাবে সংসারবন্ধন হইতে মোচন ও সংসারাসক্তি-রূপ পাপ নাশ হয়। রাত্রি শেষ হইতে থাকিলে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই অন্ধকারনাশ শুরু হয়, নিশাচর দস্যু-তস্করাদির ভয় তিরোহিত হয়, সূর্য্যোদয় হইলে ধর্মকর্মাদি আরম্ভ হয়, তদ্রূপ নামাভাসে পাপ ক্ষয় হইয়া সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট শুদ্ধ জীবের জিহ্বায় শুদ্ধনাম উদিত হইলে কৃষ্ণপদে প্রেম জন্মায়। ভগবদ্ভক্ত মুক্তি প্রভৃতি চতুর্বর্গ কামনা করেন না। ভগবদ্ভক্তকে কৃষ্ণ ধর্মার্থকাম ত' দূরের কথা, মুক্তি দিতে চাহিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। শুদ্ধভক্তগণ মুক্তিকে অতি তুচ্ছজ্ঞান করেন। শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলিয়াছেন, যাঁহার শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধভক্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহার নিকট মুক্তি স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া সেবা করিবার জন্য ব্যস্ত থাকে। ভক্ত তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না। আর ধর্ম অর্থ কামসকল কোন্ সময় সেবা করিবার সুযোগ পাইবে, সেই সময়ের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন,—সালোক্য অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাস, সার্ষ্টি ঐশ্বর্য্য-সম্পত্তি, সারূপ্য—তুল্য আকার, সামীপ্য—নৈকট্যলাভ, সাযুজ্য অর্থাৎ অভেদগতি বা একত্ব প্রদত্ত হইলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না; যেহেতু তাঁহাদের আমার অপ্রাকৃত সেবা ব্যতীত অন্য কোন প্রার্থনা নাই।

আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে জানিতে পারি, একদিন ভগবৎপার্ষদ শ্রীল ঠাকুর হরিদাস হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের সভায় নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে থাকিলে তথায় উপস্থিত গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক এক হতভাগ্য ব্রাহ্মণযুবক নামাভাসে মুক্তি হয় শুনিয়া ক্রোধের সহিত বলে যে,—কোটি জন্মে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে যে মুক্তি দুর্লভ, নামাভাসে সেই মুক্তিলাভ হয়, ইহা বাতুলের প্রলাপমাত্র। তদুত্তরে শ্রীল ঠাকুর হরিদাস বলেন, "শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা নহে। ইহাতে সংশয় করিও না। নামাভাসে মুক্তি নিশ্চয়ই হয়।" শ্রীল ঠাকুরের দৃঢ়তা দেখিয়া গোপাল বলিল, "নামাভাসে মুক্তি না হইলে তোমার নাসিকা ছেদন করিবে, সত্য কর।" এ কথা শুনিয়া শ্রীল ঠাকুর খুব দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "নামাভাসে মুক্তি না হইলে নিশ্চয়ই আমার নাসিকা ছেদন করিব।" ঠাকুরের প্রতি অবমাননা দেখিয়া সভায় সকলেই অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং গোপালকে নানাভাবে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তখন সকলে ঠাকুরের শ্রীচরণে পতিত হইয়া ক্ষমাভিক্ষা করিলেন। অদোষদর্শী শ্রীল ঠাকুর হরিদাস মৃদুহাস্যে মধুরকণ্ঠে বলিলেন, "তোমাদের দোষ কি? এই ব্রাহ্মণযুবক অজ্ঞান, তাহারও দোষ নাই; যেহেতু তাহার মন তর্কনিষ্ঠ। নামমাহাত্ম্য তর্কের গোচরীভূত নহে, সুতরাং সে এ সকল তত্ত্ব কি করিয়া জানিবে? তোমরা সকলে গৃহে গমন কর, কৃষ্ণ সকলের মঙ্গল করুন। আমার জন্য তোমরা কেহ দুঃখ করিও না।"

এই ঘটনার তিনদিন পরে ঐ বৈষ্ণব-নিন্দুক ব্রাহ্মণযুবকের কুষ্ঠ হইয়া উহার নাসিকা গলিয়া খসিয়া পড়িল—তাহার হাতের অঙ্গুলগুলিও ভীষণ কুষ্ঠে গলিয়া পড়িল ও কুঞ্চিত হইয়া রহিল। সেই বৈষ্ণববিদ্বেষী যুবক গোপালের এতাদৃশ দুর্দ্দশাদর্শনে তথাকার অধিবাসিগণ বিস্মিত হইয়া পুনঃ পুনঃ ঠাকুরের প্রশংসা ও ঠাকুরকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিতে লাগিলেন।

বৈষ্ণবঠাকুর সর্ব্বক্ষণ দয়ার সাগর, সতত পরদুঃখকাতর। তাই ঠাকুর হরিদাস যদিও উক্ত ব্রাহ্মণকে দোষ গ্রহণ করেন নাই, তথাপি ভগবান্ ভক্তদ্রোহিতার ফলপ্রদান করিলেন। ভক্ত দুর্ব্বৃত্তের দোষ মার্জ্জনা করিলেও শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের নিন্দা সহিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "হে কৌন্তেয়! শ্রীবৈষ্ণবদিগকেই অর্চ্চনা কর, অন্য দেবতার অর্চ্চনা করিও না।" আদিপুরাণে—

অস্মাকং গুরবো ভক্তা ভক্তা এব হি দৈবতম্।
ভক্তা এব হি বন্ধুশ্চ ভক্তা এব হি সর্ব্বদা॥

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি সর্ব্বদা প্রচ্ছন্ন-বিগ্রহ হইয়া ভগবদ্ভক্তরূপে লোকসমূহকে রক্ষা করিয়া থাকি।"

বৈষ্ণবই জগতের গুরু। বৈষ্ণবগণের সহিত জগতের কোন পূজ্যতম বস্তুর সাদৃশ্য নাই। বৈষ্ণব সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম আদর্শ। বৈষ্ণবগণ—পতিতপাবন। পতিত আমি যদি কিছু মাত্র তাঁহাদের শরণাপন্ন হই, তাহা হইলে তাঁহারা আমাকে রক্ষা করিবেনই। তাঁহারা মহাবদান্য। বৈষ্ণব পরোপকারক, দয়ার সাগর, মায়াপতিতের একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা। তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক করুণ। তাঁহারা কৃষ্ণের বড় প্রিয়। কৃষ্ণ তাঁহাদের মস্তকে ও স্কন্ধে ধারণ করিয়া কত [illegible] এত বড় [illegible] বৈষ্ণব। বৈষ্ণব—নিষ্কিঞ্চন, তাঁহারা কৃষ্ণকেই সকল ঐশ্বর্য্যের মালিক জানিয়া [illegible], সেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বশীভূত। সুতরাং তাঁহাদের [illegible] বড় [illegible]? তাঁহারা অনন্ত [illegible] সকলেই কৃষ্ণকে [illegible] কৃষ্ণধনে ধনী। [illegible] জীবের মঙ্গল [illegible] [illegible] দ্বিতীয় [illegible] নাই। [illegible] অন্তরঙ্গ [illegible] তাঁহার আদর্শ

অনুসরণ করিতে হইবে, তাঁহার শ্রীচরণে শরণাগত হইয়া তাঁহাকে কর্ণধার জানিয়া তদাদেশ পালনের জন্য যত্ন করিতে হইবে।

ভগবানের চরণ ছাড়া বৈষ্ণবগণের অন্য কোন কথা বা কৃত্য নাই। কৃষ্ণকে ডাকা কীর্তন বা শুদ্ধ শরীরের কার্য নহে। [illegible] বৈষ্ণব তাঁহাদের হৃদয়ের দ্বারা নিরন্তরভাবে বিলাপ করে কৃষ্ণের নিত্য শ্রীঅঙ্গের সেবা করিবার জন্য ব্যগ্র ব্যাকুলচিত্তে কৃষ্ণকে ডাকিতেছেন। তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণবিরহকাতর। সেই কৃষ্ণসেবাবিরহিত, কৃষ্ণগতপ্রাণ বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ যদি আমরা একচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইতে পারি, তাঁহাদের সেই বিরহসমুদ্রের এক কণা যদি কখনও আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে, তাহা হইলে বুঝিব গুরুবৈষ্ণবের কৃপা আমাদের প্রতি হইয়াছে। নতুবা অন্যপ্রকার ভোগী বা ত্যাগী আমার আমার ডাক কোথায়? যদি এইরূপ বৈষ্ণবের সঙ্গ কখনও হয়, তাহা হইলে সেইদিন জানিতে পারিব যে, আমি কর্তা নহি, আমি কৃষ্ণের সেবক—গুরুবৈষ্ণবের দাসানুদাস; আর কর্তা—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। সেইদিনই আমাদের সন্ন্যাস হইবে অর্থাৎ আমরা প্রাকৃত দর্শন বা ভোগদর্শন ছাড়িয়া গুরুদর্শন বা সেবাদর্শন লাভ করিতে পারিব, সেইদিনই আমাদের প্রকৃত সেবকাভিমান জাগিবে, সেইদিনই বুঝিতে পারিব যে, ভোগদর্শন—প্রাকৃতদর্শন বা কুদর্শন ত্যাগের নাম সন্ন্যাস—অসৎসঙ্গ সর্বতোভাবে পরিহার করিয়া কায়মনোবাক্যে নিরন্তর সাধুসঙ্গে স্বার্থে অবিচ্ছিন্নচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হওয়াই সন্ন্যাস। তখন আর ফল্গুবৈরাগ্য আমার ভাল লাগিবে না। সেইদিনই আমি নিরপেক্ষ হইতে পারিব—যুক্তবৈরাগ্যে অবস্থিত বা বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া সত্যকথা কীর্তন করিবার সৌভাগ্য পাইব। জানি না, সেদিন আমার কবে হইবে?

বৈষ্ণবের পদানত হওয়াই জীবনের সার্থকতা। নিজে বৈষ্ণব সাজিতে হইবে না। বৈষ্ণবের দাসত্বই আমার সত্তা, ইহা সাধুগুরুকৃপায় উপলব্ধি করিয়া দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া তাঁহাদের আনুগত্যে নিরন্তর ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারিলেই আমার মঙ্গল। তৎপরিবর্তে নিজে বৈষ্ণব হইয়া গেলে সর্বনাশ হইল। কারণ, বৈষ্ণব হওয়া মানে—সকলের গুরু হইয়া যাওয়া অর্থ কাহারও পূজ্য নহি, সেবা নাহি, সকলেই আমার পূজ্য, সকলেই আমার গুরু, আমি সকলের দাস—এই বিচার হৃদয়ে স্থান পাইলে শ্রীচৈতন্যমঠে বা শ্রীধামে বাসের অধিকার হইবে। এই লাভোপলাভের পরিবর্তে প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগিলে শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীচৈতন্যের নিজজন বৈষ্ণবগণের ও শ্রীচৈতন্যের লীলাবিলাসক্ষেত্র শ্রীধাম ও শ্রীচৈতন্যমঠের সেবা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইতে হইবে। সকলের একমাত্র প্রভু, একমাত্র ভোক্তা—কৃষ্ণ এবং আমি সকলের দাস ও সেবক, এই কথা সর্বক্ষণ স্মরণে থাকিলে—দীনহীন কাঙ্গাল ও অকিঞ্চন হইলে বৈষ্ণবগণ নিশ্চয়ই আমাকে সঙ্গে লইবেন। এক কথায় দাম্ভিকতা—পুরুষাভিমান—অন্যবাসনা ছাড়িয়া তাঁহাদের কৃপার কাঙ্গাল হইয়া তাঁহাদের নিকট অকপটে কাঁদিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন।

বৈষ্ণবের অহঙ্কার নাই। বৈষ্ণবের ন্যায় পবিত্র জিনিষ কি আর এ জগতে আছে? বৈষ্ণব শুদ্ধসত্ত্ব। তাঁহার হৃদয়মন্দিরে ভগবান্ নিরন্তর বিলাস করিতেছেন। এই বৈষ্ণবকে প্রভু জানিয়া—আমার উদ্ধারকর্তা—হৃদয়ের বন্ধু জানিয়া হৃদয়ের সহিত আদর করিতে হইবে। অবৈষ্ণবকে লৌকিক বাহ্য সম্মান দিতে হইবে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া বৈষ্ণবকে যদি হৃদয়ের সহিত আদর না করি, তাহা হইলে আমাদের পতন অনিবার্য। বৈষ্ণবকে আপনজ্ঞান করিতে হইবে। বৈষ্ণব ছাড়া বিশ্বে বন্ধু আর কেহ নাই। বৈষ্ণবের নিন্দা বা সমালোচনা যেন ভুল করে বা গোপনভাবেও না হয়, সেদিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে, নতুবা নিস্তার নাই।

বৈষ্ণবকে জীবনের আদর্শ ধ্রুবতারা বা লক্ষ্য করিতে হইবে। বৈষ্ণবকে নমস্কার করিতে হইবে। সকল দাম্ভিকতা ছাড়িয়া দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া তাঁহাদের শ্রীচরণে পতিত হইয়া করযোড়ে কাতরভাবে সর্বক্ষণ তাঁহাদের কৃপাভিক্ষা করিতে হইবে। শাস্ত্র বলেন,—দুর্ভাগা সাধারণপুণ্যাধিকারী পাপিগণের মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, ভগবন্নাম ও বৈষ্ণব এই চারিটী বস্তুতে বিশ্বাস হয় না। যিনি বৈষ্ণবকে উপহাস করেন, তাঁহার অর্থ, ধর্ম, যশ ও পুত্র সকলই নিধনপ্রাপ্ত হয়। যে মূঢ় ব্যক্তি বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে, সে পিতৃপুরুষ সহ মহারৌরব নামক নরকে পতিত হয়। বৈষ্ণবগণকে হনন করা, নিন্দা করা, বিদ্বেষ করা, অভিবাদন না করা, ক্রোধ করা এবং দর্শনে আনন্দিত না হওয়া—এই ছয় ব্যবহারই পতনের কারণ। বৈষ্ণবগণকে উদ্বেগ দিলে সৎপাত্তি-জন্ম প্রভৃতি যাহা কিছু সৎকর্মার্জিত পুণ্যফল থাকে, তাহা সব নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীল রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন,—ভগবানের পূজা অপেক্ষা বৈষ্ণবের পূজা উত্তম, বিষ্ণুর অপমান অপেক্ষা বৈষ্ণবের অপমান গুরুতর অপরাধ, কৃষ্ণপাদোদক অপেক্ষা ভক্তপাদোদক অধিক পবিত্র। বৈষ্ণবপূজা অপেক্ষা আর অন্য পুরুষার্থ নাই। বৈষ্ণববিদ্বেষ অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আর নাই, উহাতে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

বৈষ্ণবের পদধূলি, বৈষ্ণবের পদজল, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, বৈষ্ণবের কৃপা, বৈষ্ণবের সেবা, বৈষ্ণবের সঙ্গ, বৈষ্ণবের কথামৃতপান ও বৈষ্ণবের গুণকীর্তনশ্রবণই আমাদের একমাত্র সম্বল হউক, তাহা হইলে আমরা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতিবিধান করিতে পারিব। সত্যসঙ্কল্প বৈষ্ণবের আবেদনে যাদৃশ পালনের প্রতি কৃষ্ণ সদয় হইবেন।

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্ত-শেষ—এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥

বৈষ্ণবসেবা ছাড়িয়া কাহারও নিস্তার নাই। বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণকথারসনিমগ্ন। তাঁহাদের সঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণপ্রসঙ্গ-শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ হয়। বৈষ্ণবের পাদপদ্মস্পর্শে হরিভজনের বিঘ্নসমূহ বিনষ্ট হয়, কৃষ্ণভক্তি উদ্দীপিত হয়, বুকে বল আসে, সেবাপিপাসা বর্দ্ধিত হয়, হরিসেবা হইল না বলিয়া একটা অতৃপ্তভাব হৃদয়ে স্থান পায়। কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবসঙ্গের এত প্রভাব!

শ্রীকৃষ্ণ চারি মূর্ত্তিতে জগতে স্বীয় বিগ্রহ প্রকাশ করেন। যদিও এই চারি মূর্ত্তি সহসা দর্শন করিলে ভগবান্ বলিয়া জানা যায় না, তথাপি এই চারিটী ভগবৎসম্বন্ধীয় বস্তু ভগবানের প্রকাশবিগ্রহরূপে পূজিত হন। বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা ও শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ—এই চারিটীই কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ-চতুষ্টয়। শাস্ত্র বলেন—

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥
জীবন্যাস ক'রলে শ্রীমূর্ত্তি পূজা হয়।
'জন্ম মাত্র এই চারি ঈশ্বর' বেদে কয়॥

বৈষ্ণব ঈশ্বরের ন্যায় পূজ্য। বৈষ্ণবের কৃপাই ভগবৎসেবা লাভের একমাত্র উপায়। বৈষ্ণব সেবাবিগ্রহ—আশ্রয়বিগ্রহ। বৈষ্ণব—ঠাকুর-সেবক। বৈষ্ণবঠাকুর মায়াতীত বৈকুণ্ঠনাথ বৈষ্ণব স্বরূপ, তিনি পরব্রহ্ম শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য সেবক। সেবাই তাঁহার সৌন্দর্য্য, সেবাই তাঁহার শোভা, সেবাই তাঁহার জীবাতু। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণসেবারত। কৃষ্ণের বিলাসের উপকরণই বৈষ্ণব। এই বৈষ্ণবের দাসানুদাসাভিমানই প্রকৃত পাণ্ডিত্য বা সুখ। বৈষ্ণব ও কৃষ্ণের মধ্যে সর্বক্ষণ লীলাবিলাস চলিতেছে। এত বৈষ্ণবের সেবা বাদ দিয়া কৃষ্ণদর্শনের যে চেষ্টা বা ইচ্ছা, তাহা নির্বিশেষব্রহ্মানুসন্ধানের কপটতা ছাড়া আর কিছুই নহে। যিনি কৃষ্ণকে দিতে পারেন, যাঁহাকে লইয়া ভগবানের ভগবত্তা অর্থাৎ কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব, তিনিই বৈষ্ণব। তাঁহার সেবার জন্য যাহার হৃদয়ে তীব্র বিরহ জাগিয়া উঠিয়াছে, যিনি সর্বক্ষণ 'হায়! হায়! দুর্ভাগা আমি বৈষ্ণবসেবা করিতে পারিলাম না" বলিয়া সতত ব্যাকুল হইতেছেন, তাঁহারই প্রতি বৈষ্ণবের কৃপাশীর্বাদ বর্ষিত হইতেছে, বৈষ্ণবের আবেদনে দয়াময় কৃষ্ণ তাঁহাকেই দয়া করিতেছেন। আমার বৈষ্ণবসেবা হইল না বলি! অন্তর হইতে বৈষ্ণব-সেবক-মাত্রেরই নিষ্কপট দৈন্য থাকা দরকার। নতুবা বৈষ্ণবের দয়া হইবে না, কৃষ্ণের কৃপা পাওয়া যাইবে না।

বৈষ্ণবকে লইয়াই কৃষ্ণের যা' কিছু সব। বৈষ্ণবের প্রাণ—কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের প্রাণ—বৈষ্ণব। সেই বৈষ্ণবের আনুগত্য বা সেবা যেখানে নাই, সেখানে কৃষ্ণও নাই। বৈষ্ণবসেবার প্রবৃত্তি যাহার হৃদয়ে যত বেশী, তাঁহার বৈষ্ণবতা তত অধিক। এই বৈষ্ণবসেবা নিত্য, ইহা আমাদের স্বরূপের ধর্ম। বৈষ্ণবের চিত্তবৃত্তির অনুসরণ বা বৈষ্ণবের মনোভীষ্টপূরণই বৈষ্ণবের সেবা। বৈষ্ণব—বস্তু—কৃষ্ণপরতন্ত্র—কৃষ্ণাধীন। বৈষ্ণব কৃষ্ণের অধীন, কৃষ্ণ বৈষ্ণবের অধীন। বৈষ্ণব—সর্বদেবপূজ্য, সর্বজনপূজ্য, সর্বতোভাবে সকলের পূজ্য। বৈষ্ণবগণ ঈশ্বরের অতিশয় অনুগ্রহভাজন। ভগবানের শ্রীঅঙ্গস্বরূপ বৈষ্ণবের শ্রীঅঙ্গে আঘাত করিলে ভগবানের শ্রীঅঙ্গে আঘাত করা হয়।

ঈশ্বরের পরিবার—সকল ভক্তগণ।
সেবের যে কেন বাহু-অঙ্গুলি-চরণ॥

বৈষ্ণব বিশ্বের গৌরব, বিশ্বের পরম-বন্ধু—জগতের কল্যাণবন্ধু। এই বৈষ্ণবের নিন্দাফলে নিন্দকের দুর্দশাদি হয়। ভক্তের চরণে অপরাধ করিয়া অনেকেরই দুষ্ট হইয়াছে, ইহার বহু উদাহরণ আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"দুষ্ট লোকের আশা [illegible]

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

ও অসুবিধা বৈষ্ণব নিন্দকের অন্ত শাস্তি-বান ; যমরাজ তাহাকে আরও অধিক দণ্ড বিধান করেন। তাদৃশ পাপী কখনও কাহারও দর্শনীয় হইতে পারে না। ভগবান্ সেই বৈষ্ণবনিন্দক পাষণ্ডীকে দণ্ডভোগ হইতে কখনও মুক্ত করেন না।" শাস্ত্র বলেন,—

যে 'বৈষ্ণব' নামে হয় সংসার পবিত্র।
ব্রহ্মাদি গায়েন যে বৈষ্ণব চরিত্র॥
যে বৈষ্ণব ভজনে অচিরা কৃষ্ণ পাই।
সে বৈষ্ণব-পূজা হৈতে বড় আর নাই॥
'শেষ, রমা, অজ, ভব, নিজ-দেহ হৈতে।
বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয়' কহে ভাগবতে॥
হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সেই পায় দুঃখ—জন্ম, জীবন, মরণ॥
বিদ্যা, কুল, তপ, সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণব নিন্দয়ে যে যে পাপী দুরাচার॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন॥
এক হস্তে ঈশ্বরেরে সেবয়ে কেবল।
আর হস্তে দুঃখ দিলে তা'র কি কুশল?
এই মত সর্ব্ব ভক্ত—কৃষ্ণের শরীর।
ইহা বুঝে, যে হয় পরম মহাধীর॥
অভেদদৃষ্টিতে কৃষ্ণ বৈষ্ণব ভজিয়া।
যে কৃষ্ণচরণ সেবে, সে যায় তরিয়া॥
জন্ম বিপ্র, মহা-অধিকারী যেবা হয়।
তবে তান দোষ গুণ কিছু না জন্ময়॥
গর্হিতো করয়ে যদি মহা অধিকারী।
নিন্দার কি দায়, তাঁ'রে হাসিলেই মরি॥
মোর পূজা, মোর নামগ্রহণ যে করে।
মোর ভক্তে নিন্দে যদি, তারে বিঘ্ন ধরে॥
মোর ভক্তপ্রতি প্রেমভক্তি করে যে।
নিঃসংশয় বলিলাঙ মোরে পায় সে॥
মোর ভক্ত না পূজে, আমারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক, নহে মোর প্রসাদের পাত্র॥
ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই॥
কৃষ্ণসেবা হৈতেও বৈষ্ণবসেবা বড়।
ভাগবত আদি সব শাস্ত্রে কৈলা দঢ়॥
এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।
ভক্ত-সেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায়॥
মুক্তি, মোর দাস, আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যাঁ'র ভেদ আছে, তা'র নাশ ভালমতে॥
(চৈঃ ভাঃ)

ভগবান্ ও ভক্তে যাহার ভেদবুদ্ধি আছে, তাহার মঙ্গলের আশা নাই। কনিষ্ঠাধিকারগত চেষ্টায় ভগবানের কিছু পরিচর্য্যা থাকিলেও ভক্তের অমর্য্যাদা করিলে ভগবৎসেবার কনিষ্ঠাধিকার হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং বৈষ্ণবের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন বা বৈষ্ণবনিন্দার ন্যায় জীবনতম অপরাধ বা হরিভজনে প্রধানতম বাধা আর কিছুই নাই। অপরাধী ব্যক্তি যে মুখে বৈষ্ণবনিন্দা করে, সেই মুখে অনুতপ্ত হইয়া নিজ অপরাধ স্বীকারপূর্ব্বক বৈষ্ণববন্দনা করিলে তবে তাঁহার মঙ্গল-লাভ ঘটে। যেরূপ বিষভক্ষণ করিলে বিষের ক্রিয়ায় শরীর জর্জ্জর হয়, আবার বিষনাশক ঔষধ পান করিলে ঐ বিষ নষ্ট হইয়া শরীর পুনরায় সবল হয় তদ্রূপ বৈষ্ণবনিন্দা পুনরায় না করিলে কোটি প্রায়শ্চিত্তেও বৈষ্ণবনিন্দাজনিত যে পাপ দূর হয় না, সেই পাপ বৈষ্ণবের স্তুতি দ্বারাই দূর হয়। মাদৃশ তুচ্ছ, অসৎ, অপরাধী, পাপী নরাধমকে নিজগুণে ক্ষমা করিয়া আমার নিত্যকালের বান্ধব ও আপনজন করুণাময় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ আমায় অমায়ায় কৃপা করুন,—ইহাই তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে সকাতর প্রার্থনা।

প্রদক্ষিণ

——::০::——

প্রদক্ষিণের অপর নাম পরিক্রমা পরিক্রমা করা জীবের সহজ ধর্ম্ম। জীব পরিক্রমা না করিয়া থাকিতে পারে না। হয় সে বদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণাগার সংসার পরিক্রমা করিবে, না হয় সে ভগবদ্ধাম, ভগবন্মন্দির, গৌড়মণ্ডল, ব্রজমণ্ডল বা ক্ষেত্র-মণ্ডল পরিক্রমা করিবে। যে সংসারে হরির আরাধনা নাই, সেইরূপ গৃহপরিক্রমা বা গৃহচিন্তা অধোগতির কারণ। সেইজন্য ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের শ্রীমন্দির, ভগবানের শ্রীবিগ্রহ, ভগবানের লীলাক্ষেত্র শ্রীধাম, ভগবানের প্রিয় তুলসীবৃক্ষ ও ভগবদ্ভক্তের শ্রীমন্দির বা শ্রীভজনকুটীরাদি প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। এই প্রদক্ষিণ বা পরিক্রমা চৌষট্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম। শাস্ত্র বলেন,—

বিষ্ণুং প্রদক্ষিণী কুর্ব্বন্ যস্তত্রাবর্ত্ততে পুনঃ।
তদেবাবর্ত্তনং তস্য পুনর্নাবর্ত্ততে ভবে॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে যতবার আবর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহার সেই আবর্ত্তনের জন্য পুনরায় কৃষ্ণভক্তি বিমুখ হইয়া সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

চতুর্ব্বারং ভ্রমিভির্জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্।
ক্রান্তং ভবতি বিপ্রাগ্র্য তত্তীর্থগমনা-
দিকমিতি॥

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুকে চারিবার প্রদক্ষিণ করিলে চরাচর জগৎ পরিক্রমা করা হয় এবং গঙ্গাদি তীর্থরাজি গমন অপেক্ষাও অধিকতর নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। কেননা, তাহার দ্বারা অতি সত্বর হরিভক্তিলাভ হইয়া থাকে।

প্রদক্ষিণ বা পরিক্রমা ভাগবতী সেবা। যাহা নিজসুখার্থ ভ্রমণ বা ঘুরিয়া বেড়ান নহে। সেবায় আলস্য করিয়া বসিয়া যেখানে আনুগত্য নাই, সেখানে সেবা নাই। সেখানে সংসারাসক্তিরূপ মনের [illegible] স্থান পাইয়াছে [illegible] হইবে। সেইজন্য শ্রীধাম-পরিক্রমা, শ্রীমন্দিরপরিক্রমা, শ্রীধামদর্শন বা ভক্তগণের শ্রীপাট দর্শনাদি সকল কার্য্যই ভক্তের আনুগত্যে করিতে হইবে। সেখানে স্বীয় পরিবর্ত্তে নিজ কৌতুহলাদির [illegible] স্থান পাইলে তদ্দ্বারা লীলায়, শ্রীপাট বা শ্রীকুঞ্জের সেবা হইবে না পরন্তু বিষয়ের অভাবে তাহাতে ভক্তের ও ভক্তের ভোগপ্রচারেতে কোন বুদ্ধি করা হইবে। অতএব শ্রীলোকের বা পর্য্যটকের ভোগপর কৌতুহলবিবর্দ্ধক বাহিক চেষ্টাকে শ্রীধামের দর্শন বা সেবা বলা যাইবে না। তদ্দ্বারা কাঠ, পাথর, মাটি, দুগ্ধ দর্শন—জড়বস্তু বা জড়দেশ দেখা হইবে। ইহা ও মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গল বা কেবলমাত্র দুঃখ শ্রমমাত্র সার হইবে। তাই সাধুগণ বলেন,—বৈষ্ণবের সঙ্গ প্রবণ-মুখে আনুগত্য বা সঙ্গ ব্যতীত যে তীর্থ-পর্য্যটন, তাহা ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র। এইরূপ তীর্থভ্রমণকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।

শ্রীগোবিন্দচরণ শুদ্ধভক্তের হৃদয়েই অর্পিত। ভক্তহৃদয়ই গোবিন্দ-মন্দির। সুতরাং ভক্তগণই তীর্থ—ভক্ত-সঙ্গই ভগবৎসঙ্গ ভক্তে প্রীতিই ভগবৎ-প্রীতি—ভক্তদর্শনই ভগবদ্দর্শন—ভক্তসেবাই ভগবৎসেবা—ভক্তে টানই ভগবানে টান। যিনি ভক্তের ভক্ত, ভগবান্ তাঁহারাই করায়ত্ত। ভক্তের ভক্ত ভগবানের বিশেষ প্রিয়। শ্রীল [illegible] ঠাকুর বলিয়াছেন—

যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই,
সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ।
কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে, মুক্তিদাসী সেইখানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্দ্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী॥

[illegible] সঙ্গে সাধুগণ আনুগত্যে শ্রীধাম বা শ্রীপাট [illegible] দর্শন করিতে হইবে। তাঁহাদের কৃপা না হলে ভোগপর [illegible] স্থানের [illegible] হইবে। এই পথ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] সঙ্গে [illegible] ও শ্রীগৌরজন [illegible] স্থান-সমূহ দর্শনের উপদেশ দিয়াছেন—

গৌর আমার, যে সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণয়ী-ভকত সঙ্গে।

[illegible] —[illegible] শ্রীধাম বা শ্রীপাট [illegible] দর্শন করিতে পারেন। তাঁহারা প্রভুর [illegible] দর্শন করিয়া শ্রীপাটের [illegible]— শ্রীগৌরজনবৈষ্ণবের সেবাবিধান ও [illegible] বিধানের জন্যই পথায় গমন করি[illegible]। তাঁহারা নিজসুখের জন্য [illegible] যান না। শ্রীধাম বা শ্রীপাট [illegible] নিষেধ নাই, তবে তাহা [illegible] না করিয়া ভক্তের [illegible] করিতে হইবে—ইহাই [illegible]। [illegible] একটু সতর্ক হইলে, [illegible] হইলে না [illegible] আমাদের পাইয়া [illegible] ঐ সব দর্শনের ভাবে [illegible] তাহার সেবায় কারণ [illegible]। সেইজন্য আমরা নিত্যকাল কৃষ্ণকার্য্যের দীন [illegible] তাঁহাদের [illegible] যাহা হইলে [illegible] মঙ্গল হইবে। [illegible] আনুগত্য থাকিলে [illegible] তাঁ'র [illegible] পারিবে না। আমরা [illegible] উপদেশ [illegible] মনোবৃত্তি কাহারও কোন কথা [illegible] আমাদের [illegible] মঙ্গল হইবে।

[illegible] শাস্ত্র বলেন,— [illegible] ভগবান্ শ্রীহরিকে প্রদক্ষিণ [illegible] নামকীর্ত্তন [illegible]

[illegible] একবার [illegible] চারিবার [illegible] প্রদক্ষিণ [illegible] শ্রীতুলসীর [illegible] তাঁহাকে আর [illegible] না। [illegible] যে ব্যক্তি [illegible] তিনবার প্রদক্ষিণ করেন [illegible] ফল প্রাপ্ত হন [illegible]

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

মন্দির প্রদক্ষিণ দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র প্রদক্ষিণ করা হয়, সুতরাং বিষ্ণুমন্দির প্রদক্ষিণকে তীর্থভ্রমণাপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। যিনি ভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রীহরিকে প্রদক্ষিণ করেন, তিনি হংসযুক্ত বিমানযোগে বিষ্ণুলোকে গমন করিতে সমর্থ হন।

যিনি শ্রীচৈতন্যের বিগ্রহমন্দির প্রদক্ষিণ করেন, তিনি সমস্ত পাতকমুক্ত হইয়া সত্যলোকে সুখে বাস করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া ... পরমপদ লাভ করেন।

... শ্রীকৃষ্ণমন্দির-প্রদক্ষিণ দ্বারা মহাপাতকাদির ... হইয়াছে। আর প্রদক্ষিণের ... বলিয়াছেন,—একবার ... একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণমন্দির দর্শন এবং অকালে অর্থাৎ ভোজনকালাদির সময়ে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে প্রাক্তন সুকৃতি সম্পূর্ণ নাশ হওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যের চরিতামৃতের ফলে ভগবান্কে অধিকার প্রদক্ষিণ করিতে কোন বাধা নাই। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শ্রীজগন্নাথদেবকে সাত বারও প্রদক্ষিণ করিয়াছেন, জানা যায়।

যোষিৎসঙ্গ

---::•::---

যুষ ধাতু হইতে 'যোষিৎ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যুষ ধাতুর অর্থ সেবা করা। যে সেবা করে, সে যোষিৎ—সেবক—ভোক্তা। সেবকের সেবক নাই—যোষিৎ নাই—ভোক্তা নাই। সুতরাং যিনি সেবক, তাঁহার যোষিদ্দর্শন বা যোষিৎসঙ্গও নাই। যিনি সর্ব্বত্র গুরুদর্শন করেন—সেব্যদর্শন করেন, তাঁহার সম্মুখে প্রাকৃতদর্শন—অমঙ্গলদর্শন ভোগদর্শন বা কুদর্শন কি থাকিতে পারিবে? শুদ্ধ সাত্ত্বিকগণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভগবানের সেবা করেন। শুদ্ধচেতন না হইলে সেবা হয় না। শুদ্ধগণ যাবতীয় পদার্থকে ভগবৎসেবার উপকরণরূপে দর্শন করেন। যেহেতু ভগবৎসেবা অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু, সুতরাং তদীয় সেবার উপকরণগুলিও সম্পূর্ণ চিন্ময়। চিন্ময় উপকরণের দ্বারা কিরূপে ভগবানের সেবা করিতে হয়, উপকরণগুলিই তাহা উপাসককে জানাইয়া দেন; সুতরাং তাঁহারা উপাসকের সদ্গুরুস্থানীয়। ভগবদ্ভক্ত সদ্গুরুগণ ইতস্ততঃ অনর্থযুক্ত জীবকে শীঘ্র ভগবৎসেবার উপকরণরূপে—গুরুরূপে দর্শন করেন অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত অনর্থযুক্ত জীবের কল্যাণের জন্যই শিক্ষাচ্ছলে ভগবৎসেবার অভিনয় করিয়া তাহাদিগকে নিজের ভক্ত দেহ ও মনের ভোগ্য বিষয়রূপে দর্শন করেন না। বর্ত্তমানে দুর্ভাগ্যবশতঃ চতুর্দ্দিকে আমরা যে ভোগভূমি দর্শন করিতেছি, তাহা বস্তুতঃ আমাদের বিচারের ... নহে, পরন্তু কুণ্ঠবিগতবস্তুর বৈকুণ্ঠ বা গোলোকধাম—ইহাই ভক্তের দর্শন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর মহাভাগবত-বৈষ্ণবের লীলা প্রকাশ করিয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসম্বন্ধী দর্শন করিয়াছেন। সাধারণ কৃষ্ণবিমুখ প্রাকৃত লোক বিমুখতাবশতঃ কৃষ্ণদর্শনাভাবে জগন্ময় ভোগভূমিকারূপ প্রপঞ্চ দর্শন করে, মহাপ্রভু তদ্রূপ ভোক্তাভিমানে ভোগ্যদর্শনের আদর্শ না দেখাইয়া দেশ, কাল, পাত্র ও আকারে সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শন করিয়াছেন।

বৈষ্ণব-আবেশে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।

কৃষ্ণময় জগৎ দেখয়ে নিরন্তর॥

পুরুষাভিমানই আমাদের সকল প্রকার অসুবিধার কারণ। যাহার যেহে আত্মবুদ্ধি আছে, সে নিজেকে পুরুষ বা স্ত্রী যে অভিমানই করুক, তাহাই পুরুষাভিমান। যেখানে পুরুষাভিমান—ভোক্তাভিমান বা কর্ত্তাভিমান, সেইখানেই যোষিদ্দর্শন বা যোষিৎসঙ্গ। আর যেখানে সেবকাভিমান, সেখানে সেব্যসঙ্গ বা গুরুসঙ্গ। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত এই পুরুষাভিমানের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না, যোষিৎসঙ্গ ... হয় না। কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করাই শরণাগতির লক্ষণ। অতএব যদি কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব পরিহার করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিত্যাশ্রিত কৃষ্ণদাসানুদাসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত হই, তাহা হইলে মহাবলশালিনী যোষিৎসঙ্গ আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। আমরা যতই অনর্থযুক্ত বা দুর্ব্বল হই, আমরা যদি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা অকপটে নিয়ত প্রার্থনা করি, তাহা হইলে পুরুষাভিমান অচিরেই ত্যাগ করিতে পারিব। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট অকপট কৃপাপ্রার্থনা করিতে করিতে নিজেকে তাঁহার অত্যন্ত নগণ্য কৃপাপাত্র বলিয়া জানিতে পারিলে বিশ্বের সমস্তই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবার উপকরণ উপলব্ধি হইবে—কোন বস্তুতে ভোগবুদ্ধি উপস্থিত হইবে না। পুরুষাভিমান বা কর্ত্তাভিমান ছাড়িয়া শরণাগত হইতে হইবে, তাহা হইলেই মঙ্গল, নচেৎ পুরুষাভিমান রাখিয়া কোটিজন্ম নির্জ্জনে বাস করিলেও যোষিদ্দর্শনের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিব না।

পুরুষাভিমান বা ভোক্তাভিমান যেখানে নাই, সেখানে আবার যোষিদ্দর্শন কোথায়? এই পুরুষাভিমানই বাস্তবিক আর নিজেকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অযোগ্য কিঙ্কর বলিয়া উপলব্ধিই প্রকৃত দীনতা—তৃণাদপি সুনীচতা। ভোগ্যবস্তুমাত্রেই যোষিৎ, তাহা যে কোন আকারেই হউক। জড়দর্শনই বিষয়দর্শন বা ভোগ্যদর্শন আর চেতনদর্শনই কৃষ্ণদর্শন বা গুরুদর্শন বা সেব্যদর্শন। শুধু যে কামিনীই যোষিৎ, এরূপ নয়। কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা সবই যোষিৎ। এই কনকযোষিৎ, কামিনী যোষিৎ ও প্রতিষ্ঠা যোষিৎ আমার ভোগ্য নয়, ইহারা কৃষ্ণের ভোগ্য। সুতরাং আমার পক্ষে ইহা ভোগ বা ত্যাগ দুই-ই অন্যায়। আমি সমস্ত দিয়া ভগবানের সেবা করিব এবং সেইগুলিকে ভগবানের সেবায় নিযোগ করিতে যত্ন করিব। একদিকে হরিসম্বন্ধী সেব্যদর্শন হইলে জড় বা ভোগ্যদর্শন হইবে না। আবার ইহাদিগকে কৃত্রিমভাবে ত্যাগ করিলেও ইহাদিগের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না। কৃষ্ণকান্তের উজ্জ্বলরূপিণী কামিনী অর্থাৎ কৃষ্ণসেবাতৎপরা স্ত্রী—বাধিনী নহেন। কনক বা কামিনী কিছু ঘৃণার বস্তু নহে, তাহাদিগকে যথাযোগ্য স্থানে অর্থাৎ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না করাই নির্ব্বুদ্ধিতা বা ঘৃণ্য ব্যাপার। সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে আমরা কখনও ভোগ্যজ্ঞানে বিষয়কে ভোগ করিতে যাই, আবার কখনও ভোগে শান্তি না পাইয়া তাহা ত্যাগ করি। এই ভোগ ও ত্যাগ দুইটীই অবৈধ—অনৌষধ। সেইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"কামিনীকে যেরূপ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে, কনকের দ্বারাও তদ্রূপ কৃষ্ণসেবাই করিতে হইবে। কনক ভোগ করিতে হইবে না বা প্রতিষ্ঠা-অর্জ্জনের বাসনায় কনকত্যাগও করিতে হইবে না। কনককে বোঝা বা প্রাকৃত না করিয়া চিন্ময় করিয়া লও। যে কনক হরিসেবন করে, তাহা ব্রহ্মজ্যোতির কনক। চিন্ময় কনক হরিভক্তকে সাহায্য করে, হরিজন ও হরিসেবার আনুকূল্যবিধান করে। হরিসেবার অনুকূল বস্তুকে প্রাপঞ্চিকজ্ঞানে পরিত্যাগ করা ফল্গুবৈরাগ্য বা জড় প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কি?"

ভোক্তা বা পুরুষাভিমানে নিজ ইন্দ্রিয়ভোগ্যবুদ্ধিতে যে দর্শন, তাহাই যোষিদ্দর্শন বা স্ত্রীদর্শন। যেখানে গুরুবুদ্ধিতে দর্শন সেখানে যোষিদ্দর্শন নাই। ভোগপ্রবৃত্তির ভক্তিযুক্ত দর্শনই স্ত্রীদর্শন। তাহা শুধু কামিনীদর্শনে নয়, বাহ্য পুরুষ-আকারদর্শনেও হইতে পারে। ভোগবুদ্ধিতে পুরুষ-আকারদর্শনেও স্ত্রীদর্শন সম্ভব। ভোগবুদ্ধিতে পুত্রের সঙ্গ, পিতার সঙ্গ, বন্ধুর সঙ্গ, কন্যার সঙ্গ, জননীর সঙ্গ সবই যেন্দ্রিয়তর্পণময় যোষিৎসঙ্গ। এমন কি, গুরু-অহঙ্কারমূলে গুরুদেবকে যে সেবা করিবার অভিনয়, তাহা যোষিৎসঙ্গই। যেখানে ভোগ্যদর্শন, সেইখানেই নরক। রাবণ কি কখনও সীতা-দর্শন পায় যে বিভীষণ গুরুদর্শন বা গুরুসেবা পাইবে? নিত্যপ্রভু ভক্তদেবের দ্বারা নিজের ধর্ম, অর্থ, কাম ও অভ্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার চেষ্টা গুরুসেবার নামে ভোগ।

দর্শন একটা হইবেই, হয় গুরুদর্শন না হয় লঘুদর্শন বা যোষিদ্দর্শন। হয় সদ্দর্শন, না হয় অসদ্দর্শন। সঙ্গছাড়া কি মানুষ থাকিতে পারে? হয় সে সৎসঙ্গ করিবে, না হয় সে অসৎসঙ্গ করিবে। সাধুগুরুর সঙ্গই সৎসঙ্গ, আর যোষিৎসঙ্গ বা লঘুর সঙ্গই দুঃসঙ্গ। দেহ ও মনের যাহাই দুঃসঙ্গ হয়। কামই দুঃসঙ্গ আর সেবাই সৎসঙ্গ বা গুরুসঙ্গ। সঙ্গ জিনিসটী আদর বা প্রীতির সহিত সম্যক্ গমন অর্থাৎ সুখানুসন্ধান। সঙ্গই আচার, সঙ্গই আদর, সঙ্গই প্রাণ। সাধুর সঙ্গই সাধুসঙ্গ। সাধুর প্রতি বা সাধুর প্রতি প্রীতি সাধুসঙ্গ, আর এই আদর বা প্রীতি যখন যোষিতের প্রতি প্রযুক্ত, তখন দুঃসঙ্গ বা অসৎসঙ্গ। সৎসঙ্গ না হইলে যোষিৎসঙ্গ—লঘুর সঙ্গ বা অসৎসঙ্গের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। দুই মনের সঙ্গও দুঃসঙ্গ। যাহা সঙ্গদর্শন যেখানে, সেখানে যোষিৎসঙ্গ হইবেই। সেইজন্য আমাদের প্রত্যেকেরই চেতনদর্শনলাভের জন্য সাধুসঙ্গ করা দরকার। জড় চেতনের সঙ্গ করিতে পারে না। চেতনই চেতনের সঙ্গ করে। চেতনই চেতনকে ভালবাসে, চেতনই চেতনকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। যেখানে গুরুদর্শন বা চেতন দর্শন, সেখানে ভয় নাই। যত ভয় দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে—ভোক্তৃঅভিমানে—ভোগ্যজ্ঞানে বস্তুর বহির্দর্শন—ভোগ্যদর্শন—দুষ্টদর্শন বা দুর্দ্দর্শনে।

অসৎসঙ্গ বা যোষিৎসঙ্গত্যাগই বৈষ্ণবাচার। এই আচার অর্থাৎ অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ গ্রহণের পিপাসা যেখানে নাই, সেখানে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

শুদ্ধভক্ত-মঠ

১) শ্রীচৈতন্য-মঠ শ্রীধাম মায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅমরবন্ধু ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫১১০
সেবক—শ্রীঅবধবিহারী দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল্

৩) শ্রীগোদ্রুমপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীপ্রথম-আশ্রম
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) শ্রীবাসাঙ্গনের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরদাস ব্রজবাসী

(৭) কাজি সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী

(৮) অপ্রকটকমলাবিলাস
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাসগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) মামগাছি-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপ্রাণ দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী

(১৪) জহ্নুদেশ-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীনাথ দাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গোকুলপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লী বিকটস্থলী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

১৭ কুলিয়াদ্বীপ
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমধুসূদন গোস্বামী

১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) প্রকাশমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ ঠাকুরবাড়ি, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
পালপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রজবাসী

(২১) বালিঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

২২। পুরী গৌড়ীয়মঠ
চটক পর্ব্বত
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) মাধব গৌড়ীয়মঠ
বারিকা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীর মঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(২৫) মদনগোপাল মঠ
পোঃ পালিপাড়া (ঢাকা)
সেবক—শ্রীচন্দ্রবদন অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবপ্রকাশবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রীপ্যারীমোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহারাধন দাসাধিকারী

(২৯) ডালটনগঞ্জ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পালামৌ (বিহার)
সেবক—শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ বারহাট, জেঃ মালদহ, চট্ট. (?)
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
ভগবানপুর পাটনা।
সেবক—শ্রীবিশ্বম্ভর দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড গয়া
সেবক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ দাসাধিকারী

৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ বড় গণেশ, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীবলদেব ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], সীতাপুর ইউ পি।
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
মহাপ্রভুঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
বৃন্দাবন, শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা
সেবক—শ্রীনীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

(৩৯) প্রেমানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রীচৈতন্য দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড গান্ধর্বী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীবঙ্কিম দাস

(৪৩) নন্দোত্ত বিহারী মঠ
নন্দগ্রাম, মথুরা।
সেবক—শ্রীরাধাচরণ দাস

(৪৪) গৌড়বিহারী মঠ—দেবনগরী,
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

৪৫) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, জেলা, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
১৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী.
সেবক—শ্রীমধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
[illegible] বম্বে
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী

(৪৯) মঙ্গলগিরি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীপরমানন্দ দাস অধিকারী

৫১) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

৫২) ভক্তিকুটী [illegible]
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

৫৩ আলালনাথ
সেবক—শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী

(৫৪) সচ্চিদানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, পুরী
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রীবনমালী দাসাধিকারী

(৫৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

৫৭) শ্রীব্রহ্মমধ্বগৌড়ীয় প্রচার-কেন্দ্র
পোঃ রসুলকুণ্ডা, গঞ্জাম
সেবক—শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চকদিঘী, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক শ্রীদীনহীন দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ দাস অধিকারী

৬০) আসাম [illegible] প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীমাধবচৈতন্য দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (মানভূম)
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬২) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং [illegible] স্ট্রীট. রেঙ্গুন
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১. [illegible]
[illegible], লণ্ডন, ডব্লিউ ৫
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
আলিয়ানগর, মহেশ (ইউ-পি)
সেবক—শ্রীনেত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিশ্বানন্দ গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, দেবিয়াবাগ,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী

(৭১) শ্রীশাস্ত্রভবন
সেবক—শ্রীহরিবল্লভ অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক [illegible] ব্রহ্মচারী

৭৪ শ্রীচৈতন্যমঠ ৮ নং
[illegible]

সেবক— [illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনন্তগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মঠের অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, [illegible] ১০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত [illegible] একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা [illegible] মঠ। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] মহোদয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৪। শ্রীগৌড়ীয় - শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত [illegible]। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক [illegible] মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় [illegible] কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখোক্ত [illegible] পণ্ডিত ও [illegible] যে সমস্ত [illegible] করিয়াছিলেন, তাহার [illegible] এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইল। [illegible] উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের অভিনব বিরাট সংস্করণ [illegible], শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, [illegible] নির্দ্দেশ, অধ্যায়বিবরণ, স্থানসূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, [illegible] সূচীপত্র [illegible] নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয়মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত [illegible] এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, [illegible] ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত - ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। [illegible] বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধবাঁধা) ৯৲
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সজ্জনতোষণী (অর্দ্ধবাঁধা) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ১৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৪৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। বৈষ্ণবোপনিষদ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। [illegible] ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৵০
২২। [illegible] ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপ[illegible] (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ২৲
অর্দ্ধবাঁধা ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল ভাষা ০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১৲
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸০
৩০। [illegible] ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা [illegible]
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। [illegible]
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। [illegible] ৵
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। [illegible] ।০
৫৫। [illegible] ০
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণস্তবক ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। [illegible] /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] ।০
৬৩। সটীক [illegible] ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। [illegible] ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারার্থদর্শন ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। [illegible]
৭১। বেদান্ত ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজী ।০
৭২। [illegible] ।৵০
৭৩। [illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। [illegible] গৌড়ীয় মঠ [illegible] /০
৭৬। [illegible] ।০
৭৭। [illegible] [illegible] ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ), ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৸

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲		৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	৩।০
" সিকি কলম	১৫৲	১৬৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	৬৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫। বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়রচিত বিভিন্ন অবতারসমূহের বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ বাণসমূহে বিভক্ত। ইহাতে বহু নক্সার (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয়আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি সুন্দর। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে গণতান্ত্রিকতাবাদের তালমার মানবগণের সমন্বয়বাদ, সমন্বয়, ধর্মমত, অবতার, একায়ন, বৈষম্য ও ভক্তিপথের প্রাণধারণা-নিরসনপূর্ব্বক শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-পথের মানবতার সাধারণ ক্রমসমূহ, ভক্তিপথের সংমিশ্রণকলাও প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থটী শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও কার্য্যদক্ষ। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খাওয়া ও দেখাশুনার খরচ মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ভাল ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র বিস্তৃতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যাবিনোদাখ্যাত মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক অপূর্ব্ব অভিনব সটীক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের বক্তব্য, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার ব্যাখ্যা, শ্রীধরস্বামীকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের প্রভৃতি বহু এই সংস্করণে যে ভাবে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সাত শত পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা [illegible] টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যদেব

(পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ)

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও পরে ভারতের রাষ্ট্র-নৈতিক, সামাজিক অবস্থা ও সম্প্রদায় নিষ্ঠ দর্শনের অবস্থা এবং শ্রীচৈতন্যদেবের আনুপূর্ব্বিক চরিত-কথা ও শিক্ষা [illegible] সরল ভাষায় বর্ণিত। এই গ্রন্থে [illegible] চিত্র ও মানচিত্র আছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। [illegible] পুস্তক। ভিক্ষা ১।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—[illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ [illegible] ঢাকা

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গদ্যাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র [illegible]। ভিক্ষা [illegible] আনা ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ [illegible], [illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেনের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৩-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৩	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-৩৩
দমদম ,,	৪-৫৯	৬-৩১	৭-২৮	১২-১৮	১৩ ৫০		১৬-৬	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-০৫	০-২৮
(রানা) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১৩-৩৩	১৫ ৫	১৮-৫৯	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ৫	৮-৪০	১০-৮	১৪-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(বন্ধ) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-২৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০ ৫৯	১৮-১৭	২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৬
দমদম ,,	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৮
(বন্ধ) ছাঃ	১৩ ৫৯ (ন্যারো গেজে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৪-২২	১৬-৮	১৮ ৪৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩১	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬-৫৬	১৯-২৭	২০-৪৬	০-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯ ২৫	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০ ৩	২১ -৯	১-১০
(রানা) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	১৫-৫৫	১৭-৪২	২০ ১১	২১-২৪	১ ১৮
দমদম ,,		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩ ০	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৯	১৭-৫০	১৯-২৩	২১-৪০	২৩-১৫	৩-১৬

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] পাশ্চাত্য-বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল [illegible] করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে রত হউন। এই গ্রন্থ, অতিশয় ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬০০ অধ্যায়ে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও [illegible] বর্ণানুক্রমে সজ্জিত অভিধান ও শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রথমাংশ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১২. [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৩।১, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালার পাচন

[illegible]

[illegible] প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] শিশির সংযুক্ত [illegible] এবং [illegible] সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ [illegible] আনা। পাইকারী [illegible]

—[illegible] রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible], [illegible]

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

RGED NO C 1544

পত্রপ্রসূনমালা
—:০:—
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের রচিত ভক্তি পদাবলী শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের বিরচিত 'গৌড়' আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
মধুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যোপদেশ
—:০:—
শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, ২রা ডিসেম্বর, ১৯৪০, সোমবার ২২২তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——:(০):——

বৃটিশ বিমান-বাহিনীর তৎপরতা

গত ১৩ই নভেম্বর মঙ্গলবার রাত্রিতে বৃটিশ বোমারু বিমানবহর গেলসেনকির্খেন এবং কলোনের তৈলকেন্দ্রসমূহের উপর আক্রমণ চালায়। তদুপরি ডুইসবুর্গ রুহোর্ট এবং হামের রেলওয়ে কেন্দ্র ও কারখানাসমূহের উপরেও আক্রমণ চালান হয়। বিমান বিভাগের এক ইস্তাহারে এই সব বিবরণের বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, লোরিয়েন্ট-এর সাবমেরিন ঘাঁটি এবং আমস্টারডামের ডক অঞ্চলসমূহের উপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করা হয়। পরন্তু কয়েকটি বিমান-ঘাঁটির উপরেও আক্রমণ চালান হয়।

"আটলান্টা কন্সটিটিউশন" নামক পত্রিকায় জার্মানীর জাহাজ-নির্মাণ-সম্পর্কে একখানি সংবাদ পত্র হইতে এই মর্মে একটি সংবাদ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে যে, জাহাজ নির্মাণ কারখানার উপর সরাসরি বোমা পড়িয়াছে এবং কিছু উল্লেখ না থাকিলেও, "আমাদের বড় বড় জাহাজ নির্মাণের কাজ যাহা কিছু বাকী ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।"

ইটালীর রণতরী বিধ্বস্ত

বৃটিশ নৌবাহিনীর অন্তর্গত বিমান বহরের আক্রমণে ইটালীর নৌবহর যেভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে আরও বিবরণ প্রসঙ্গে মিঃ চার্চিল বলেন,—আজ আপনাদিগকে একটি ভাল খবর দিব। আমাদের বিমান-আক্রমণে ইটালীর নৌবহরের [illegible] শ্রেণীর অর্ধেক অংশ নষ্ট হইয়াছে, এইগুলি জগতের শক্তিশালী রণতরীসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানীয়। ইটালীর নৌবহরকে বৃটিশের ভূমধ্যসাগরীয় নৌবহর অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী বলিয়া প্রচার করা হইলেও সর্বদাই [illegible] চলিতে দেখা [illegible]। টারান্টোতে একটি গৌরবজনক ঘটনা [illegible] করিয়া মিঃ চার্চিল বলেন, ইটালীর রণতরীগুলির মধ্যে এখন [illegible] অক্ষত অবস্থায় আছে। তিনি বলেন, এই সংবাদের ফলে ভূমধ্যসাগরের নৌ-যুদ্ধের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তৃত হইবে। শুধু তাহাই নহে, অন্যত্র সমুদ্রের নৌশক্তির উপরেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। মিঃ চার্চিল অতঃপর বৃটিশ নৌবহরের দক্ষতা ও সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

———

ইটালীর নৌ-ঘাঁটিতে ব্যাপক আক্রমণ

বৃটিশ নৌবহর ইটালীর প্রধান নৌঘাঁটি টারান্টোতে ইটালীয়ান নৌবহরের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। "লিট্টোরিও" শ্রেণীর একটি যুদ্ধজাহাজ জলমগ্ন অবস্থায় থাকে এবং "কাভুর" শ্রেণীর একটি যুদ্ধজাহাজ চড়ায় আটকাইয়া যায় এবং উহার একাংশ জলমগ্ন হয়। "কাভুর" শ্রেণীর অপর একটি [illegible] যুদ্ধজাহাজও অর্ধজলমগ্ন থাকেন [illegible] দেখা [illegible]। দুইটি ইটালীয়ান ক্রুজার [illegible] কাত হইয়া পড়িয়াছে। তদুপরি নৌবহরের অন্তর্ভুক্ত দুইটি সাহায্যকারী জাহাজেরও পশ্চাদ্ভাগ জলমগ্ন হয়। নৌবিভাগের একটি ইস্তাহারে এই সব বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

গত ১৩ই নভেম্বর প্রাতঃকালে বৃটিশ নৌবহরের ইস্তাহারে ঘোষিত হইয়াছে যে, বৃটিশ নৌবহর দক্ষিণ ইটালীর প্রধান নৌঘাঁটি টারান্টোতে ইটালীয়ান নৌবহরের উপর আক্রমণ চালাইয়া উহাকে [illegible] করে। ১২ই নভেম্বর রাত্রিতে নৌবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বিমানবহর উক্ত আক্রমণ চালায়। ইটালীয়ান যুদ্ধজাহাজসমূহ উপকূলের দুর্গের আড়ালে ছিল। আক্রমণের ফলাফল নির্ণয়ের জন্য বিমান হইতে ফটোগ্রাফ গ্রহণ করায় সঠিক বিবরণ জানিতে পারা গিয়াছে।

আবিসিনিয়া হইতে বিদেশীয়গণ বহিষ্কৃত

আবিসিনিয়ার পার্শ্ববর্তী সুদান ও কেনিয়ার ইটালীয়ান [illegible] করিতেছেন; কিন্তু আবিসিনিয়া হইতে ইটালীয়ান ব্যতীত আর সকল শ্রেণীর অধিবাসীকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য কারণে অনেক বিদেশীয়দিগকেও বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিখ্যাত বৃটিশ-ভারতীয় ব্যবসায়ী মি. এম. মোহাম্মদ আলীর প্রতিষ্ঠান—যাহা ১৮৮৮ সাল হইতে আবিসিনিয়ায় ব্যবসা চালাইয়া উক্ত দেশের সহিত বাণিজ্যের এক বিরাট সম্বন্ধ রাখিয়াছিল ইটালীয়ানরা উক্ত প্রতিষ্ঠানকে বাহির করিয়া দিয়াছে। অবশ্য বৃটিশ গভর্ণমেন্টের চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠান কতক ক্ষতিপূরণ লাভ করিয়াছে।

ইটালীর শাসনে আবিসিনিয়ার অবস্থা কি হইয়াছে—উপরে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতেই তৎসম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অধিবাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব আবিসিনিয়ায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে এবং ফ্যাসিষ্ট সেনাদলের [illegible] এই বিদ্রোহ দমন করিবার সুযোগ পাইতেছে না।

—

বুখারেষ্টে পুনরায় ভূমিকম্প

ভিশির সংবাদে প্রকাশ, বুখারেষ্টে আর একবার ভূকম্পন অনুভূত হইয়াছে। হাভাস এজেন্সীর এক সংবাদে উক্তরূপ খবর প্রকাশিত হইয়াছে। এক সপ্তাহ পূর্বে বড় ভূকম্পের ফলে যে সকল ইমারতাদি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, এইগুলি আরও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

স্বাধীন ফরাসী নৌবহরের পেট্রোল জাহাজ দখল

স্বাধীন ফরাসী [illegible] ঘোষণা [illegible] নৌ-বহরের 'লা [illegible]' [illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ [illegible] ১০ টাকা মাত্র

২। ভাগবত 'হারমোনিস্ট' ইংরাজি পাক্ষিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ভিক্ষা সডাক ১ টাকা।

পরমহংসী শ্রীযুক্ত [illegible] সম্পাদকত্বে [illegible] পাক্ষিক। কটক [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র

। শ্রীগৌড়ীয় - [illegible] কাব্যতীর্থ [illegible] কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১ মাত্র

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

[illegible] 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড [illegible] শ্রীশ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণে [illegible] শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর [illegible] আচার্য্যের [illegible] উপদেশপূর্ণ [illegible]

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

[illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত [illegible] 'মধ্বভাষ্য' টীকা [illegible] বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। বঙ্গাক্ষরে প্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীক শরণাগতি

[illegible] 'শরণাগতি' [illegible] গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—/০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর অধিকারী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত [illegible] এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, [illegible] ১০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৭৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষাসহ [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত (যন্ত্রস্থ) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible]
৪। নবদ্বীপ ভক্তি (যন্ত্রস্থ) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ১৷৷০, ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২৲
৮। নবদ্বীপধাম পঞ্জিকা ও সংস্কার দীপিকা ১॥০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ৩৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা বাঁধা ১৲
বিলাপকুসুমাঞ্জলি (চতুর্থ সংস্করণ
১৩। নামকল্পমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৪। বৈষ্ণবসাহিত্যে [illegible]
১৫। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৬। বৈষ্ণবমঞ্জুষা ।০
১৭। ব্রাহ্মণ অবস্থা ।০
১৮। ধর্ম্মবিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব
২১। গৌড়ীয়গীতিকা
২২। [illegible]
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম বাঁধা।
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ । যন্ত্রস্থ)
২৬। গীতার [illegible]
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১৲
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা ৸
৩০। জীব-ধর্ম্ম-[illegible]
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৵
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস বাঁধা)
৩৩। [illegible] ৸০
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৷০
৩৭। [illegible] ৷৷০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল [illegible]
৪০। [illegible] /০
৪১। [illegible] /০
৪২। শ্রীহরিনাম [illegible] ৸০
৪৩। [illegible] /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। [illegible] ।৵
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও [illegible] খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৵
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] বা [illegible] ০
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ
৫৭। ঈশোপনিষদ (সানুবাদ) ।৵-
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৶৵
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সংখ্যানামী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ।৵
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিভূতিঃ ।৵
৬৩। সটীক-[illegible] ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টক ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠসম্পত্তিঃ /০
৬৭। সারাংশসর্বস্ব ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। [illegible] ।০
৭০। [illegible] /০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।৵
৭২। [illegible] ।৵৭
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৵
৭৪। [illegible] ।৵
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] /০
৭৬। [illegible] ।৵
৭৭। [illegible] অ্যাণ্ড [illegible] ।৵
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷৷৵
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [illegible] ১৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা ।৵
৮১। সাধন-পথ ।৵
৮২। [illegible] ৶৵
৮৩। গীতাবলী /৵
৮৪। শরণাগতি /৵

আসামিজ ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /৵

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যোপদেশামৃত ৶৵

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-বিনোদ
=০=
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৸০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রী... : না

...এই ... অর্থ ... প্রকাশিত হইয়াছে। ... ভিক্ষা ৸০ আনা
প্রাপ্তিস্থান —
শ্রী... মন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫ বর্ষ | ১৭ কেশব ৪৪৪ গৌরাব্দ ১৬ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২রা ডিসেম্বর খৃঃ ১৯৪০, সংখ্যা ২২

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ কেশব সর্ব্বশিব সর্ব্বদা গৌরাব্দ ৪৪৪

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ই ভগবদ্ভক্তিসাধনের আদি-কথা। নিজের নিত্য চরম কল্যাণকামী জীব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে সর্ব্বাগ্রে ভগবৎপ্রকাশ সদ্গুরুর শরণাগত হইবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ব্যতীত কোন প্রকারে কাহারও অনর্থ-নিবৃত্তি হইতে উদ্ধারলাভ ঘটে না। সেবোন্মুখ বৃত্তি ব্যতীত ভগবদ্রূপের দর্শনলাভ হয় না। ভক্তোন্মুখী সুকৃতি ব্যতীত এবার লাভ হয় না। ভক্তপ্রসাদজ সুকৃতিবলে জীবের হরিকথাশ্রবণের সুযোগ উপস্থিত হয়।

———

মন্ত্র অর্থাৎ যাহা ভোগ্য অনিত্য জগতের খণ্ডিত অনিত্য বস্তুর চিন্তা বা ইন্দ্রিয়ভোগীর ভোগ্যবস্তুর প্রতি আসক্তি-রূপ সংসার-ভোগস্পৃহা হইতে যাহা জীবকে ত্রাণ করে, উহাকে মন্ত্র বলে। যে অনুষ্ঠান হইতে মানবের ঐহিক পাপপুণ্যাদি-জনক প্রবৃত্তি ক্ষীণ হয় এবং পাপ-পুণ্য ক্ষীণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয় অর্থাৎ যে ভগবৎজ্ঞানোদয়ে জগতে নিষ্কপট হইয়া ভগবৎ-সেবা প্রবৃত্তির উদয় করায়, তাহারই নাম দীক্ষা। সদ্দীক্ষা-প্রভাবে জীবের সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ঘটে। তখন মন্ত্রশক্তি প্রভাবে ভগবন্নামের ও নামি-ভগবানের বিজ্ঞানোদয়ে তাঁহার কৃষ্ণপাদপদ্মসেবার অধিকারলাভ ঘটে।

ভগবানের সহিত চতুর্থ্যন্তপূর্ব্বক আত্ম নিবেদন দ্বারা তাঁহার নিকটই ভজন করিতে ইচ্ছা হইলে মন্ত্রলাভ হয়, আর ভগবানের সম্বোধন দ্বারা ভগবানেরই ভজন অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্থ্যন্তপদে শরণাগতি লক্ষিত। সম্বোধনান্তরূপে কীর্ত্তনকারীর নিত্য সেবাকাঙ্ক্ষাই লক্ষিত। এতদ্রূপকে দীক্ষিত ব্যক্তির সংসারবন্ধন মুক্তি এবং মুক্ত-পুরুষের নাম সম্বোধনপর —নিজ ভজন-ভাবপরায়ণ। কৃষ্ণমন্ত্রকে সাধন এবং কৃষ্ণনামকে সাধন ও সাধ্য জানিয়া সাধ্য ও সাধন পরস্পরের অবস্থানেই অব্যাহিতা ভক্তির পর্য্যায়ে স্বীকৃত হইয়াছে। মন্ত্র ও নাম উভয়ই বাস্তবিক বিষ্ণুরই অভিন্ন-বাচক। সম্বন্ধ জ্ঞানলাভের প্রয়োজনার্থই মন্ত্রের সাধন এবং মহাসিদ্ধে মুক্তপুরুষের ভজন-আবশ্যক।

ভগবান্ জীবের দুঃখে কাতর হইয়া সেই দুঃখের নিবৃত্তিকল্পে কতই না দয়া করিয়া থাকেন। কিন্তু জীব অকৃতজ্ঞতা-বশে তাঁহাকে ভজন করে না। প্রভুপাদের বাক্যে দুঃখী জীব তাহাদের দুঃখের অবসানকারী জানিয়া ভগবানকে ভজন করে, তাহা হইলেও ... হইতে পরিত্রাণ পায়। ইহা, গুরু ও বৈষ্ণব—যে কোন একের আশ্রয়েই জীব ভোগপ্রবণ সাংসারিক পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ভগবানের পূজা অপেক্ষা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পূজা অধিক প্রয়োজনীয়। ব্যক্তিবের দৃষ্টিতে ভগবানের ... ভক্তের ... হইবে। ... সর্ব্বক্ষণ হরিনাম গ্রহণ করিতে হইবে। নিরন্তর অপরাধশূন্যভাবে হরিনাম ... করিতে করিতে কৃষ্ণনামের ... ও ... নয়। ... না। পরস্বত্ব-অপহরণ বা ... দ্বারা ভজন হইবে না। ... শুদ্ধভক্তের ... প্রশ্ন দেখা যায় ... হরিভজন করিবার জন্যই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষের আকাঙ্ক্ষাই কামুকতা। ... শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হইলেই কৃষ্ণ পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণে যাঁহার প্রেমাধিক্য, তিনিই ভগবানের ... শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণপ্রসাদ লাভ করা সম্ভব নহে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবই শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকে জানিতে পারেন। ইতর জনগণ উঁহাদিগকে জানিতে পারে না। যেহেতু উঁহারা কিছু ...

বৈষ্ণব ... না হইলে ভক্ত ... হয়, ... না ... অপরাধ হইতে দূরে থাকেন ... বৈষ্ণবের ... সঙ্কুচিত ... করে। তাহারা ... করে। কিন্তু ... শ্রীরূপ ... না করে ... না ... পারে না ... কিন্তু ... প্রধান ... লাভ ...

... হইবে। ... শ্রীগুরু ... নাই।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

ন তীর্থ মহারাজের হরিকথা

——::—

(শ্রীমায়াপুর [illegible], ১৭।১১।৪০)

এবার [illegible] শ্রীধামের বার্ষিক উৎসবে [illegible] ও [illegible] হইয়াছে [illegible] উৎসবে [illegible] অর্থাৎ [illegible] [illegible] আগত [illegible] [illegible] উৎসব [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] উৎসব [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] বিরাট [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উহাদের অবমাননা করে। [illegible] সহিত [illegible] করিতে হইবে। তাহারা [illegible] হরিকথা শ্রবণ করিয়া [illegible] কৃপাকণা প্রার্থনা করে, তাহাদিগকে মহাপ্রসাদ দিতে হইবে।

আমাদের পরমগুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভু 'বৈষ্ণবগণের [illegible] সম্পন্ন হইবে'—এরূপ [illegible] হইয়া উপদেশ করিয়াছিলেন যে, "[illegible] উৎসব এবং [illegible] সংকীর্ত্তন দ্বারাই আমাদের গুরুবর্গের [illegible] সম্পন্ন হইবে।" আমাদিগকেও [illegible] গুরুবর্গের আদেশ ও আদর্শানুসারে [illegible] করিতে হইবে। মহোৎসব [illegible] যদি গুরুবর্গের পাদপদ্ম [illegible] হয়, যদি তাঁহাদের মনোভীষ্টপূরণ না হয়, যদি আমাদের [illegible] চিত্তে শ্রীগুরুবর্গের [illegible] বিরহ উপস্থিত না হয়, তবে এরূপ 'হৈ চৈ' করিয়া সেবা-অপরাধ ও বৈষ্ণব[illegible] সঞ্চয় করিয়া আর লাভ কি?

অসুরগণ কৃষ্ণভজনকারী ব্রজবাসীদিগের ভজনে বিঘ্ন উৎপাদন করে। ব্রজবাসিগণ কিন্তু অসুরের দমনের চিন্তা করেন না, তাঁহারা কেবল কৃষ্ণের চিন্তা করেন। ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণগতপ্রাণ বলিয়াই কৃষ্ণ অসুরগণকে [illegible] বিনাশ করেন। ব্রজবাসিগণ নানাপ্রকারে উপদ্রুত হইয়াও কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন না, তাঁহারা কংসের নিকট আবেদন বা অভিযোগ জানাইতে যান না। শ্রীগুরুবর্গের মনোভীষ্টপূরণ নাম-সংকীর্ত্তন ও মহোৎসবাদিতে [illegible] নির্বিশেষবাদী পাষণ্ডগণ নানাভাবে উপদ্রব করিতে আসে। [illegible] [illegible] [illegible] না হইয়া শ্রীগুরুর পাদপদ্মে আশ্রয় থাকিয়া নিরন্তর স্মরণ-কীর্ত্তন ও সেবাকার্য্যাদি করেন। অন্য [illegible] কৃষ্ণের ইচ্ছায় দৈবক্রমে [illegible] হয়। কেহই চেতনের বৃত্তি [illegible] পতন করিতে পারে না। শ্রীউদ্ধব ব্রজবাসিগণের মহিমা কীর্ত্তন করিতে [illegible] বলিয়াছিলেন—

[illegible] পাদরেণুজুষামহং স্যাং
[illegible] কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।

(ভাঃ ১০।৪৭।৬১)

এ বৎসর সেবা-সংকীর্ত্তনও শ্রীমায়াপুরচন্দ্রোদয়ের উৎসবের একটী বৈশিষ্ট্য। সেবা-সংকীর্ত্তন শ্রীতুলসীদেবীকে কেন্দ্রস্থানে স্থাপন করিয়া বৃন্দাবন হয়। শ্রীতুলসী বা শ্রীবৃন্দাদেবীর অবস্থানভূমিই বৃন্দাবন। সুতরাং বৃন্দাবনকে কেন্দ্র রাখিয়া শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীনামপ্রভুর কীর্ত্তনমুখে ভজন, সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া চিচ্ছক্তির অনুগত জীবের সংকীর্ত্তনে অধিকার, সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণোন্মুখী থাকা ও নাম সংকীর্ত্তনরূপ ভক্তিযোগ-যাজনই অভিধেয়। নামসংকীর্ত্তনরূপ ভক্তিযোগ দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মদর্শন ঘটে। তাই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু শ্রীনামসেবার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥

সেবোন্মুখ অভিধেয়ই শ্রীনামকীর্ত্তনে অধিকারী

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

শ্রীরূপস্বত্য [illegible] যাহারা শ্রীগুরুদর্শন বা [illegible]দর্শন করিবেন না, তাঁহারা প্রত্যেক জীবকে শ্রীচৈতন্যমঠরূপে দর্শন করিবেন। তাঁহারা [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠরূপে জানিবেন। শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগুরু, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও তাঁহাদের নিত্যসেবক আছেন। সেবক [illegible] নিত্যপ্রভু আছেন, সুতরাং [illegible] [illegible] দর্শন বা নিত্যস্নান লাভ না করিয়া যদি [illegible] [illegible] ঠাকুরের স্থান [illegible] [illegible] [illegible] বিধি ও স্ত্রী পুরুষের সহিত অধিক [illegible] করি, তবে আমাদিগকে অচিরেই অবৈধ জীবনী হইয়া নরকে যাইতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥

মঠবাসীর সম্বন্ধ [illegible] করিতে হইবে। আমাদের হৃদয়ে জড়তা [illegible] না করিলে

আত্মহত্যা করিব না

(শ্রীউদ্ধবনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এ,)

আত্মহত্যা করা মহাপাপ। আত্মহত্যা করা কাহারও উচিত নহে। কাহারা আত্মহত্যা করেন? বহু জন্মজন্মান্তরের পর এই সুদুর্লভ, পরমার্থপ্রদ কিন্তু অনিত্য মানবদেহ সৌভাগ্যক্রমে লাভ করিয়া যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া যাঁহারা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন না, তাঁহারাই আত্মঘাতী। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই শুদ্ধ আত্মার জীবন। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনবিমুখ আত্মা প্রাণশূন্য শব—অস্পৃশ্য, অদ্ভুত।

কিরূপে তাহা ভক্তের বসতিযোগ্য হইবে? শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীবৈষ্ণব-দর্শন করিতে হইবে। সর্ব্ববিধ ভজনানুষ্ঠানে শ্রীগুরুবর্গের জয় দিতে হইবে।

সম্বন্ধজ্ঞানাভাব ও ভজনবিষয়ে নানাভাব বৃদ্ধিহেতু শ্রীনামকীর্ত্তনে আমাদের বিকার হয় না। 'ভক্ত' বলিয়া অভিমানে গুরুদেবের অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। তজ্জন্য হইলে বৈকুণ্ঠ নামগ্রহণ হইবে। তাই শাস্ত্র বলেন, "বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ"। শুদ্ধচিত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ে কৃষ্ণভজনই শ্রীবাধাবাদ।

সনাতনশিক্ষা—সম্বন্ধজ্ঞানের শিক্ষা। উহাই নিত্যশিক্ষা। সনাতনশিক্ষা বা সম্বন্ধজ্ঞানের শিক্ষালাভ না হইলে কিছুতেই স্ত্রী-পুরুষ দেবদর্শন বা বাস্তব দর্শন হইবে না। অণিমা দিব্যদেহ পুরুষ অর্থ হইতে বিচ্যুত হইলে বাস্তবতা আবৃত হইয়া নিষ্ফল হইয়া যায়, তখন তটস্থাশক্তি জীব চিচ্ছক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মসম্বন্ধচ্যুত হইলে নিষ্ফল হইয়া যাবার বাধা হয় না। কিন্তু জীব একটু শুদ্ধ হউক না কেন যদি সে শ্রীগুরুকৃষ্ণের পাদপদ্মের সহিত নিত্যসম্বন্ধযুক্ত থাকে, তবে সে যথার্থ উদ্ধার করিতে পারে।

যিনি সর্ব্বার্থ শ্রীগৌরহরির নিত্য প্রকটশ্রীধাম মায়াপুর আশ্রয় করেন, তাঁহারই শুদ্ধহৃদয়ে শ্রীব্রজধাম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।

নবদ্বীপ বৃন্দাবন অভেদ স্বরূপে
মায়াপুরে বৃন্দাবন তাঁর মধ্যে স্ফূরে॥

(শ্রীভক্তিবিনোদ)

পঞ্চতত্ত্বের আনুগত্যে যিনি কৃষ্ণনাম করেন, তাঁহারই কৃষ্ণলীলা স্ফূর্ত্তি হয়। পতিতপাবন শ্রীগৌরধাম শ্রীনবদ্বীপের কৃপা ব্যতীত কাহারও প্রতি শ্রীবৃন্দাবনের কৃপা হবে না।

কৃষ্ণপ্রসঙ্গবিমুখ হইলেই জীবের কৃষ্ণবিস্মৃতি হয়। তখন বিশ্বমোহিনী মায়া বোকা জীবের স্কন্ধোপরি পুরুষাভিমানরূপ কপটতা অর্থাৎ 'অহং ভোক্তা'-রূপ সূক্ষ্ম আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। এইরূপ ভোক্তাভিমানে আবদ্ধ হইয়া জীব মৃত্যুসংসার প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণকথাকীর্ত্তনকারী কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই জীবের কৃষ্ণবিস্মৃতির কারণ। কৃষ্ণবিস্মৃতিই জীবের মৃত্যু। জীব তাহার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া স্বেচ্ছায় কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণবিমুখ হয় বলিয়া তাহাকে আত্মঘাতী বলা যাইতে পারে।

বাজসনেয়োপনিষদ্ বলেন যে, যাঁহারা আত্মহত্যা করিয়াছেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়াছেন, তাঁহারা অসূর্য্যলোকে গমন করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"এই 'অসূর্য্য' শব্দের অর্থ এই যে, যে অবস্থায় জ্ঞান-জ্যোতিঃ স্পষ্টরূপে প্রকাশ হইতে পারে না, সেই অবস্থাতেই ইতরাত্মঘাতী ব্যক্তিরা গমন করে। জীবের প্রাকৃতদেহপ্রাপ্তিই অসূর্য্যলোকগমন বিবেচনা করিতে হইবে, যেহেতু এই অবস্থাতেই জ্ঞানজ্যোতি স্পষ্ট হয় না।" শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতগ্রন্থে আরও বলিয়াছেন,"ঈশ্বরবিশ্বাস যে হৃদয়ে নাই, সেই হৃদয় পূর্ব্বোক্ত জগতের ন্যায় ভয়ানক। সময়ে সময়ে সেই হৃদয়ে অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া মহাপাতক পক্ষিগণ কোটর নির্ম্মাণ করে। নিরীশ্বর ব্যক্তি সমস্ত নীতি পালন করিয়াও নরকে গমন করে। ভক্তির সেশ্বরনৈতিকজীবন দুর্ব্বুদ্ধিতা দ্বারা সর্ব্বদা অসরল ও পাপময়।"

আমরা দেখিতে পাইতেছি, কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ আত্মহত্যার ফলেই মূর্খ জীবের প্রাকৃতদেহপ্রাপ্তিরূপ অসূর্য্যলোকে গমন হয়। প্রাকৃতদেহে অভিনিবেশ হইতেই সে মৃত্যুসংসার প্রাপ্ত হয়। সে তখন মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া সর্ব্বদা মৃত্যুরই উপাসনা করিতেছে। চিন্ময় হইয়া মায়াভিমান করায় বদ্ধ জীবের কিরূপ দুর্গা, দুর্গতি অবস্থা ঘটিয়াছে! পরমকরুণাময় কৃষ্ণকে বঞ্চনা করিয়া জীব অশেষ দুর্দ্দশা ও নিদারুণ ক্লেশকেই মনোরম পুরুষার্থ বলিয়া বরণ করিয়াছে। কি ভয়ানক মূর্খতা!!

এই প্রকারে জীব চৌরাশীলক্ষ প্রাকৃত দেহে জন্মমৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করিতে থাকে। চৌরাশীলক্ষ জন্মের মধ্যে মনুষ্যজন্মই শ্রেষ্ঠ। কারণ, মনুষ্যদেহধারী জীব ভগবৎপ্রেরিত কৃষ্ণভক্তগণের নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে। অন্যান্য শরীরধারী জীবের এই সৌভাগ্য হয় না।

—————

* [illegible] যে ভুলে চৈতন্য-অবতার। সেই সব জন দুঃখে পাইবে নিস্তার॥

কৃষ্ণবিমুখ অর্থাৎ কৃষ্ণকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে বিমুখ হওয়ার দরুণ জীবের মৃত্যু হইয়াছে। জীব যদি বাঁচিতে চায়, যদি নিত্যজীবন ফিরিয়া পাইতে চায়, তবে তাহাকে কৃষ্ণভক্তের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে হইবে। ইহাই জীবের স্বরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ও প্রেমানোকময় দেশে—স্বদেশে—শ্রীধামে ফিরিয়া যাইবার একমাত্র উপায়। ইহাব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই—নাই—নাই। ইহা স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরসুন্দররূপে কৃপা করিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

স্বয়ংরূপ বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর ও স্বয়ং প্রকাশবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অহৈতুকী কৃপা করিয়া অপ্রাকৃত চন্দ্রসূর্য্যরূপে যুগপৎ গৌড়োদয়গগনে উদিত হইয়াছেন। তাঁহাদের অকপট কৃপা হইলেই জীবহৃদয়ের অনাদি অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয় এবং ভক্তিরসপাত্র ভক্তভাগবত ও ভক্তিরসপাত্র গ্রন্থভাগবতের সহিত সৌভাগ্যবান্ জীবের সাক্ষাৎ হয়।

কৃষ্ণকথাকীর্ত্তনকারী কৃষ্ণভক্তই জীবের একমাত্র বন্ধু। তিনি কৃষ্ণকথারূপ মৃত সঞ্জীবনী দ্বারা মৃত্যু-কবলিত জীবকে নিত্য জীবন দান করেন। কৃষ্ণভক্ত বলেন যে, কৃষ্ণভজনোপযোগী এই পরমার্থপ্রদ মনুষ্য দেহ যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি চরম ও পরম স্বার্থের কৃষ্ণভজন ভিন্ন অন্য কিছুই করিবেন না। মানবজীবন দুর্লভ ও অস্থির কোন্ দিন মৃত্যু হইবে বলা যায় না। সময় অল্প ও তাহা দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে। যিনি বুদ্ধিমান, তিনি বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণভক্তের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণভজন করিবেন—সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে নিযুক্ত থাকিবেন; বৃদ্ধকালে কৃষ্ণভজন করিব বলিয়া মূর্খতা করিয়া আত্মঘাতী হইবেন না।

গৌড়েশ্বর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন যে, কৃষ্ণেতর কথা কখনও শ্রবণ করিতে হইবে না। কৃষ্ণেতর কথা ভয়ঙ্করী বেশ্যাসদৃশ, তাহার সঙ্গ হইলেই সে জীবের মতি বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে হরণ করিয়া তাহাকে প্রাণশূন্য করিয়া তাহার বুকের উপর তাণ্ডবনৃত্য করিবেই। কৃষ্ণেতর কথা শ্রবণ করা আর বিষ পান করিয়া আত্মহত্যা করা একই কথা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এরূপ বিষয়ী গ্রাম্যকথাকারীর সম্বন্ধে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—'জানিয়া সে কেনে খায় বিষ'।

নিত্যজীবন লাভের একমাত্র উপায় কৃষ্ণকথারূপ অমৃত পরিত্যাগ করিয়া যাহারা মায়ার কথারূপ বিষবর্ণপানি পান করিয়া আত্মঘাতী হয়, তাহাদের ন্যায় মূর্খ আর কে? এইরূপে আত্মহত্যা করিয়া জীব মায়িক দেহ লাভ করিয়া, মায়িক ভূমিকায় অবস্থিত হইয়া মায়িক আইন কানুনের অধীন হইয়া পড়ে, মায়ানির্ম্মিত কারাগারের আসামী হইয়া কামক্রোধের দাস হইয়া মায়াপিশাচীর লাথি খাইতে থাকে।

পরমকরুণাময় কৃষ্ণভক্ত অহৈতুকী কৃপা করিয়া আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন—"বোকা হইও না—মায়ার কথা-কীর্ত্তনকারীর সঙ্গ করিয়া আত্মঘাতী হইও না। বুদ্ধিমান্ হও—কৃষ্ণভক্তের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ কর, নিযুক্ত হও, ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হইও না; কৃষ্ণস্মৃতিই তোমার চেতনতা—তোমার জীবন, আর কৃষ্ণবিস্মৃতিই তোমার অচেতনতা অর্থাৎ মৃত্যু। তুমি লীলাপুরুষোত্তম পরমকরুণাময়—ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের ভৃত্য ও ভোগ্য। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি কৃষ্ণভক্তের পাদপদ্মে শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য ও ভোগ্য হইলেই তোমার চেতনতা ও আনন্দ-সত্তা নিত্যকাল সংরক্ষিত থাকিবে—তুমি নিত্যকাল জীবিত থাকিবে। যে মুহূর্ত্তে তুমি অসৎসঙ্গক্রমে কৃষ্ণভক্তপাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণবিমুখ হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই তোমার চিদানন্দময়ী মূর্ত্তি লুপ্ত হইবে; তখন তোমাকে 'অহং ভোক্তা' রূপ মায়িক আবরণে আবৃত হইয়া প্রাকৃত দেহলাভ করতঃ অনন্তকাল ধরিয়া অনন্তকোটি পশুবেশধারী আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাসক্ত মায়াবদ্ধ কপট জীবের ঘৃণ্য ও ভোগ্য হইতে হইবে। ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা, ঘৃণার কথা ও দুঃখের কথা কি হইতে পারে? শ্রীকৃষ্ণই তোমার নিত্য-প্রভু ও শ্রীকৃষ্ণই তোমার নিত্যপতি, শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া বিশ্বাসঘাতক হইও না—ব্যভিচারী অসতী হইও না।"

পতিত আমি—আমাকে কৃপা করিবার জন্যই পরমকরুণাময় কৃষ্ণভক্ত এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার কৃপায় [illegible] আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, পরমকরুণাময় কৃষ্ণভক্তই আমার একমাত্র বন্ধু। আমি তাঁহার কথা বিশ্বাস করিব ও তাঁহার পাদপদ্ম সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিয়া তাঁহার আদেশমত সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিব। আর বোকামি করিয়া কৃষ্ণের অভক্ত অর্থাৎ বিষয়বিমূঢ় ও মায়াবাদীর সঙ্গ করিয়া আত্মহত্যা করিয়া ব্যভিচারী হইয়া অনন্তকোটি আহার নিদ্রা-ভয় মৈথুনাসক্ত মায়াবদ্ধ জীবের ভোগেন্দ্রিয়-তর্পণের বিষয় হইব না। নিত্যপ্রভু ও নিত্য পতি শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া বিশ্বাসঘাতক ও অসৎ ব্যভিচারী হইব না। যিনি নিত্যকাল কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ করেন,—কখনও কৃষ্ণকে বিস্মৃত হন না—কৃষ্ণসুখ, কৃষ্ণভোগ্য-অভিমানে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত, শ্রীকৃষ্ণের সেই স্বরূপশক্তি কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ ভিন্ন অন্য কাহারও সঙ্গ করিব না—তাঁহার পদসংলগ্ন ধূলি হইয়া নিত্যকাল তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিব ও তাঁহার কীর্ত্তিত কৃষ্ণকথারূপ অমৃত পান করিয়া নিত্যকাল জীবিত থাকিব।

কৃষ্ণভক্ত মায়িক ভূমিকায় অবস্থান করেন না ও মায়ানির্ম্মিত কোন আইনের অধীন তিনি নহেন। কৃষ্ণভক্ত নিত্যকাল অপ্রাকৃত শ্রীধামে অবস্থান করেন ও তিনি নিত্যকাল একমাত্র স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছারই অধীন। গোলোক মহোৎসব শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই তাঁহার একমাত্র নিত্য ধর্ম্ম। কৃষ্ণভক্তপদধূলি, কৃষ্ণভক্তপদজল ও কৃষ্ণভক্তভুক্তশেষ—এই তিন অপ্রাকৃত বস্তুর সেবাফলে মায়িকভূমিকা অতিক্রম করিয়া অচিরে আমার স্বদেশ অপ্রাকৃত শ্রীধামের নিত্য অধিবাসী হইব। পরমকরুণাময় কৃষ্ণভক্ত কৃপাপূর্ব্বক আমাকে নগণ্য [illegible] শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনযজ্ঞে অধিকার প্রদান করিবেন। এরূপ শরণাগতবৎসল, কৃপাকরুণার সাক্ষাৎমূর্ত্তি, অহৈতুকীকৃপাময় কৃষ্ণভক্তের শ্রীপাদপদ্ম কখনও পরিত্যাগ করিব না, মূর্খতা করিয়া কৃষ্ণের অভক্তের সঙ্গ করিয়া আত্মহত্যা করিয়া প্রাকৃত দেহে 'আমি আমার' অভিমানরূপ জ্ঞানশূন্যহীন লোকে গমন করিব না—ভোগেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ মৃত্যুর উপাসনা করিব না বা অলীক মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া আহার ও মৈথুনাসক্ত অনন্তকোটি মায়াবদ্ধ জীবের ঘৃণ্য-ভোগ্য হইব না। ভগবৎপ্রদত্ত স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করতঃ দৃঢ় করিয়া পরমকরুণাময় কৃষ্ণভক্তের শ্রীপাদপদ্ম ধরিব ও নিষ্কপটে প্রার্থনা করিব,—

সংসার-সাগর হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিনু [illegible] ॥
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত রস পান
আমারে করাও তুমি এই চাহি দান ॥
সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণকমলে,
পড়িয়াছি আমি নাথ তব পদতলে ॥
তব পাদপদ্ম, নাথ, রাখিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভবসংসারে ॥
কর্ম্ম নাহি জ্ঞান নাহি কৃষ্ণভক্তি নাহি।
তবে বল কিরূপে ও শ্রীচরণ পাই ॥
ভরসা আমার মাত্র করুণা তোমার।
অহৈতুকী সে করুণা [illegible] ॥

ময়মনসিংহে প্রচার

গত ২০শে নবেম্বর শনিবার মধ্যাহ্নে ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ মহামহোপদেশক শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু, শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃৎ নামাবিহারী এম্-এ,বি-এল এবং পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ [illegible] ব্রহ্মচারী সহ ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় ময়মনসিংহ সহরে শুভবিজয় করিলে তিনি শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠ সেবক [illegible] বাসাধিকারী বি. এ., শ্রীপাদ [illegible] বাসাধিকারী এম্. এ, বি এল্. শ্রীপাদ [illegible] বাসাধিকারী [illegible], শ্রীপাদ [illegible] বাসাধিকারী প্রভৃতি [illegible] কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তনাদিসহ অভ্যর্থিত হন।

পূর্ব্ব হইতেই শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের শুভাগমনবার্ত্তা বিঘোষিত হওয়ায় অপরাহ্ণ শ্রীমঠের গৃহ, দ্বার, প্রাঙ্গণ, ভক্ত, সজ্জন সাধারণ কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ হয়। ময়মনসিংহবাসী ভক্ত ও সজ্জনসাধারণ শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দকে মঠপ্রাঙ্গণে অভ্যর্থনা করেন, চতুর্দ্দিকে 'জয় জয়কার' ও উচ্চ সংকীর্ত্তনরোল সমাগত বৈকুণ্ঠধ্বনি উত্থাপিত করিতেছিল। অতঃপর মঠপ্রাঙ্গণের বিস্তৃত মণ্ডপে [illegible] সময়েও হইলে শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভু বক্তৃতা করিয়া শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের বৈশিষ্ট্য, তাঁহার [illegible] প্রতি সকলের [illegible] করিলে শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃৎ [illegible] এ. বি. এল্ মহাশয় [illegible] তাঁহার বাসাধিকারে [illegible] তীর্থ মহারাজের যে অপূর্ব্ব [illegible], স্থানে স্থানে অভিভাষণ প্রদান [illegible] প্রতি সদুপদেশ ও [illegible] সর্ব্বত্র চেতনতা সঞ্চার [illegible] করিলে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ [illegible] তৎসংস্পর্শে [illegible] শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের পরম [illegible] অবশ্য [illegible] বিষয় [illegible] কীর্ত্তন করেন [illegible]

[illegible]

শ্রী [illegible]

[illegible] সর্ব্বত্র [illegible] হরিকথা [illegible] জীবের ভক্তিবিষয়ে [illegible] বিষয় আলোচনা করেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠ সমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible]

(২) [illegible]
[illegible]

৩ শ্রী[illegible] শ্রীবাস[illegible]
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৪) শ্রীঅদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible]

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ মায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible]

(৬) নৃসিংহপল্লী [illegible] পাট
পোঃ [illegible]
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭ [illegible] পাট
[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৯। [illegible] কুঞ্জ
শ্রী[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-[illegible]-মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দ[illegible] ব্রহ্মচারী

১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রী[illegible] বিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭) কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]
[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) [illegible] পাট
[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—[illegible] অধিকারী

(২৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible]

(২৪) গোপালজীউমঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী [illegible] দাস অধিকারী

(২৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], ই-বি
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible], দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible] ইউ পি।
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৭) শ্রী[illegible] মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রী[illegible]পীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible] (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) [illegible] মঠ – [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রী[illegible]
[illegible], মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) [illegible] মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫। [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], পাঞ্জাব।
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৬ [illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible],
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

৫১) [illegible] মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫২) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৩ [illegible] কুঠী
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৪) [illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-প্রচার-মণ্ডপ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

৬০) [illegible] প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] চৈতন্য অধিকারী

৬১) চৈতন্য[illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেবক—স্বামী [illegible] দাস

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৩১৪, [illegible] ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible], [illegible] ই-বি
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]গোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রী[illegible]গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]-সম্পাদিত
শ্রী[illegible]কিশোর [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনের	।০		।৶০	।০
" " ইঞ্চি ২৲			১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲			৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲		৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৫০৲	৪০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)

বার্ষিক	"	৫
৬ মাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা এক পয়সা। বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

গঙ্গা সন্নিকট স্বাস্থ্যকর—স্থানে অবস্থিত। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিকে খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও বোর্ডিংসংক্রান্ত প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সুফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর; নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি.এ. বিরচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে বারটী অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু সূচক (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

নন্দ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক আখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় গল্পাকারে সচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—নন্দ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়ের মতবাদ প্রভৃতি, সমন্বয়, মতভেদ, অবতার, একোদ্দিষ্ট, বহুবাদ ও ভক্তিপথে সাম্প্রদায়িকতা-বিষয়ক শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধ বাস্তবতা প্রতিপাদিত সমন্বয়, ভক্তিমার্গ সংসিদ্ধান্তগণের প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত-সম্বোধনকে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—নন্দ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র আলোচনাভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ বহু চিত্রসমন্বিত উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যাবিনোদ মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় উক্ত মহাগ্রন্থের পুনঃ শ্রীমদ্ গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় অর্থ ও বঙ্গানুবাদ তাহার নীচে শ্রীল শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের শব্দসূচী প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর ডিমাই অক্টেভো আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অনুবাদ, ব্যাখ্যা, বর্ণানুক্রমিক [illegible] নির্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও [illegible] সহিত গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২॥০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত সরলভাবে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিতের জীবনী ও শিক্ষা। ভিক্ষা [illegible] ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীভূপতিরঞ্জন নাগ [illegible] বি-এল্, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেনের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

যাওন

কলিকাতা ছাঃ	[illegible]	৬ ২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩-২৩	১৬-৫৩	১৭-৫৬	২২-৫৬
রাণাঘাট		৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১২-১৮	১৩ ৫০		১৮-৬	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-[illegible]	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫১	১৮-৫১	১৯-৩৫	০-৫৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	[illegible]	১২-৩৩	১৪-৪	১৮-১৯	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ৫	৮-৪০	১০-১	১০-২৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১২	১-৫২

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-২৮	২০-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০ ৪৯	১৮-১[illegible]	২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
নৈহাটী ,,	১২-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৫-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৮
(বদল) ছাঃ	[illegible] (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	[illegible]-১৮

ডাউন

শান্তিপুর

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৭-২২	[illegible]	১৮ ৪৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ১১	৮-৪৪	১২-৪২	১৫ ০	১৬-৫৬	১৯-৩১

ছাঃ	৭-১৫	৮-৫২	১১ ৫৭	১৪-১০	১৬-৫৬	১৯-২০	২০-৬৮	০ ৫১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৫৫	৯ ২৫	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৬০	২০ ৩	২২ ১৮	৪ ১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯ ৩০	১২-৩৬	[illegible]	১৭-৪২	২০ ১১	২১-২৪	৪ ১৮
নৈহাটী		১১ ৮		১৭-১৬	[illegible]	২১-২৮	২৩ ৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪৬	১৯ ২৬	২১ ৫০	২৫-২৫	৬-১৬

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক বিদ্যালয়াদির মহামহোপাধ্যায় [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য [illegible] মহোদয়ের শ্রৌতজনেষণা এবং পরিণত লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া কোথায়ে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে বহু গ্রন্থ। এই গ্রন্থ, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক [illegible] দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত শিক্ষার সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই [illegible] অধ্যায়ে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), [illegible] ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দসূচী ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমার্দ্ধ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible] ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১।১।১, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] কাছে [illegible] থাকে। [illegible] এবং [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল [illegible] বড় বোতল ১৸০ আঠার আনা। পাইকারী [illegible]

—[illegible] নং [illegible] রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible], ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

পত্রপ্রসূনমালা
—:০:—
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন পদাবলী শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের বিরচিত 'গৌড়ীয়' ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
মডুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৪০ মঙ্গলবার ২২৩তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——:০:——

যক্ষ্মারোগ নিবারণ-প্রচেষ্টা

বাঙ্গলা গভর্ণমেন্টের যক্ষ্মারোগ নিবারণ-সংক্রান্ত নীতি অনুসারে সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে কতিপয় নিয়মকানুন প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। আশা করা যায়, এতদ্বারা বহু উপকার হইবে। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কাহারও যক্ষ্মারোগ হইলে তাহার উপযুক্ত চিকিৎসাধীনে থাকিবার সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট সরকারী নীতি না থাকায়, কেবলমাত্র যে উক্ত রোগীরই প্রভূত ক্ষতি হইতেছে, তাহা নহে; পরন্তু রোগীর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও যাহারা রোগীর সংস্পর্শে আসে, তাহাদেরও সমূহ অপকার সাধিত হওয়ায় যক্ষ্মারোগ নিবারণ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যাইতেছে। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, যে সকল ব্যক্তির নিকট হইতে এই রোগ অন্য কোন ব্যক্তিতে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই এবং যাহারা নিজেদের আত্মরক্ষা না করিয়াও সরকারী কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম, তাহাদিগকেও যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হওয়ার সন্দেহে কর্মচ্যুত করা হইয়াছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া গভর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, কোন কর্মচারীর যক্ষ্মারোগ হইয়াছে সন্দেহ হইলে, তাঁহাকে সিভিল সার্জ্জনকে পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য প্রেসিডেন্সী সিভিল-সার্জ্জনের নিকট প্রেরণ করা হইবে। যদি উক্ত কর্মচারী কাজ করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন, তবে তাঁহাকে কতিপয় সর্ত্তে কাজ করিতে দেওয়া হইবে। যদি তাঁহার কফ পরীক্ষা করিয়া যক্ষ্মা-বীজাণু পাওয়া যায়, অথবা তাঁহার নিকট হইতে অন্য ব্যক্তিতে এই রোগ সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে নিয়মানুসারে তিনি যতদিন পর্য্যন্ত ছুটি পাইতে পারেন, তাঁহাকে ততদিনের ছুটি দেওয়া হইবে এবং সরকারী মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক কার্য্যে যোগদানের উপযুক্ত বলিয়া সার্টিফিকেট প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে কার্য্যে যোগদান করিতে দেওয়া হইবে না।

———

চীনের অবস্থা

ওয়াশিংটনের রাজনীতিকদিগের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, জাপান চীনের নিকট যেরূপ শক্তি প্রকাশই করুক না, চুংকিং সরকার তাহাতে সম্মত হইবেন না। কেহ কেহ আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইয়া চীন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সম্মানজনক সর্ত্তের সন্ধি প্রস্তাব করিলেই সহজেই বিশিষ্ট চীনা সন্ধির আলোচনায় ইচ্ছুক হইতে পারেন। বহু বিশিষ্ট চীনা শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূল মনোভাব পোষণ করেন। কিন্তু মার্শাল চিয়াং কাইসেক প্রমুখ চুংকিং সরকারের সদস্য চীনাদিগের উপর ঐ সকল লোকের কোন প্রভাব নাই। চীনে শান্তি স্থাপিত হইলে জাপান তাহার সমগ্র সামরিক শক্তি অন্যত্র—যথা ইন্দো-চীন, শ্যাম, সিঙ্গাপুর ও ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে নিয়োগ করিতে পারে। সমরনায়কগণ যে সাহায্য করিয়াছে এবং যে সব সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, সেজন্য জার্ম্মানী, ইটালী ও জাপান পরাজিত না হওয়া পর্য্যন্ত চীন যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে। যে কয়টি জাতি তাহাদিগের সামরিক সাহায্য গ্রহণ করিতেছে, চীন নিজেকে তাহাদিগের অন্যতম বলিয়া মনে করে।

ইয়াংসিকিয়াং অঞ্চলে ইচাং নামক বন্দরের উত্তর পূর্ব্বে প্রায় ১৬০ মাইল-ব্যাপী রণাঙ্গনে জাপানের নূতন আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। গত ২৬শে নবেম্বর জাপানের সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ পায় যে, বিরাট এক চীনা সৈন্যবাহিনীকে বিশেষরূপে পরাজিত করিয়া জাপসৈন্যগণ হান নদীর উভয় তট দখল করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। গত ইয়াংসি নদের শাখা। এ বৎসরের প্রারম্ভে ইচাং জাপানের করতলগত হয়। চীনারা ইচাং পুনরধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছিল। জাপ-সরকারের এক ইস্তাহারে দাবী করা হয় যে, চীনা-বাহিনীর বর্ত্তমান পরাজয়ের ফলে চীনাদিগের ইচাং পুনরধিকারের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

———

পরলোকে আলষ্টারের প্রধান মন্ত্রী

উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের (আলষ্টার) প্রধান মন্ত্রী লর্ড ক্রেগাভন গত ২৪শে নবেম্বর রাত্রিতে বেলফাষ্টের নিকট গ্লেন-ক্রেগ নামক স্থানে নিজ ভবনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি জীবনের প্রায় শেষ সময় পর্য্যন্ত সরকারী কার্য্য করেন।

মিঃ জন মিলার এণ্ড্রুজ উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের নূতন প্রধান মন্ত্রী হইবেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে অর্থ বিভাগের মন্ত্রী আছেন। তিনি অর্থ মন্ত্রীর কার্য্যও করিবেন। গত ২৫শে নবেম্বর উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভার এক অধিবেশনের পর এই মর্ম্মে এক সরকারী বিবৃতি প্রচার করা হইয়াছে।

———

পুনরায় থাইল্যাণ্ড-ইন্দোচীন সংঘর্ষ

গত ২৮শে নবেম্বর হ্যানয় হইতে ডোমি এজেন্সী এই মর্ম্মে সংবাদ পান যে, থাইল্যাণ্ড (শ্যাম দেশের) ও ফরাসী ইন্দো-চীনের সৈন্যদিগের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। থাইল্যাণ্ডের সৈন্যরা গত ২৩শে নবেম্বর রাত্রিতে কম্বোডিয়ার বাট্টামবাঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমে ৬২ মাইল দূরে আক্রমণ আরম্ভ করে। তাহারা সীমান্ত অতিক্রম করে। কিন্তু ইন্দো-চীনের সৈন্যরা তাহাদিগকে আবার বিতাড়িত করে।

———

বোম্বাই পরিষদের স্পীকার গ্রেপ্তার

বোম্বাই ব্যবস্থা-পরিষদের স্পীকার শ্রীযুক্ত জি, ভি মবলঙ্কর ২৭শে নবেম্বর রাত্রিতে যুদ্ধ-বিরোধী বক্তৃতা করিয়া সত্যাগ্রহ করিবার কথা ছিল। গোয়েন্দা-ইন্সপেক্টার শ্রীযুক্ত [illegible] ভারতরক্ষা আইনের ১২৯ ধারা অনুসারে ঐ দিন প্রত্যুষেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ও সংখ্যায় ১০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। সজ্জনতোষণী—ইংরাজী ভাষায় মহোপদেশক সম্পাদিত ইংরাজী পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় শ্রীনবদ্বীপ বিদ্যাপীঠ কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ০ মাত্র।

শ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌড়ীয়-বিদ্বৎ-সমাজের বৈষ্ণবের দুর্দ্দিনের পরমারাধ্যের ... ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখোক্ত ... তথা ... পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী ... যে সকল ... করিয়াছিলেন, তাহার ... এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। ... সদাচার্য্যবরের ... উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক ... পরমার্থী ও আত্মমঙ্গলার্থীরই পাঠোপযোগী।

ভিক্ষা— ৷০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুর্ব্বর্গাতীত প্রভুর ... অধিকারগণের ... শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে ... সংক্ষেপে ... শ্রীপাদ রামেন্দ্র ... বিরচিত 'তত্ত্ব-প্রদী' টীকা ... এবং ... মুদ্রিত। ... সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ১৲ মাত্র।

সটীক শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, ... পরিশিষ্ট ... সংক্ষেপে গৌড়ীয়-বিদ্বদ্বর্গ প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—/০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ... দাস এম-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, —সম্পূর্ণ ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ২৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অমৃত) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭
৪। নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ (অমৃত) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে ... তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ
১৮। ব্রহ্ম-সংহিতা
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৶
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অমৃত) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র অনুবাদ ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী ... ১৲
২৮। প্রেমবিবর্ত্ত (সাধনার) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। শ্রীল-দিগ্ দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
নবদ্বীপধাম প্রমাণ
৩৩। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৪। গীতমালা ৴১০
৩৫। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৬। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা
৪০। কল্যাণকল্পতরু
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। প্রবন্ধসংকলন (পঞ্চম সংস্করণ) /১
৪৯। অর্চ্চনকৌমুদী ৶১
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সাধনার) ০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৶
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা সারার্থদর্শিনী ০
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। উপনিষৎ (আত্মনিষ্ঠ) ।০
৫৮। বৈষ্ণবধর্ম্ম ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। নামাবলী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।৶
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ৷৶
৬৩। নবীন-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সাত্বতার সিদ্ধান্তম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপত্রিকা /০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। ... ইন্ ... ।০
৭০। ব্রহ্মসূত্র /০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। বিবেকানন্দ ... ।৶০
৭৩। ... এণ্ড ... অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৶
৭৪। ... গীতা ।০
৭৫। ... গৌড়ীয়মঠ ... /০
৭৬। ... ।৶
৭৭। ... এণ্ড ... ।৶
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ৸৶
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১ম খণ্ড ২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৶
৮১। সাধন-পথ ।৶
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶৶
৮৩। গীতাবলী /৶
৮৪। শরণাগতি /৶

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ০৶

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৸৶

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৷০ আনা

প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

শ্রীশ্রী[illegible]
[illegible]
[illegible] অর্থ ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷০ আনা

প্রাপ্তিস্থান —
[illegible] শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫ বর্ষ | ১৮ কেশব ৪৫৪ গৌরাব্দ ১৭ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৩রা ডিসেম্বর খৃঃ ১৯৪০, মঙ্গলবার | ২২৩ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ কেশব শাবূ প্রহ্লাদ গৌরাব্দ ৪৫৪

চৈতন্যমঠে হরিকথা

গত রবিবার মঠের গুরুবারে শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, অসৎসঙ্গ দ্বারা সংসার হয়। অজ্ঞাতসারে অসৎসঙ্গ করিলেও তাহার কুফল অবশ্যই হইবে। আবার এই সঙ্গ যদি প্রকৃত সাধুর সহিত অজ্ঞাতেও করা হয়, তদ্দ্বারা নিঃসন্দেহে উদয় হইয়া থাকে। শুদ্ধভক্তগণকে আদর করিয়া তাঁহাদের সঙ্গ করিলে সমস্ত অসুবিধা কাটিয়া যায়। প্রীতি থাকিলে সঙ্গ হয়। দেওয়া নেওয়া দ্বারা প্রীতিসহকারে হয়, তবেই সঙ্গ হইয়া থাকে। আলাপাদির দ্বারাও সঙ্গ হয়। আজবি আসিলে আতিথ্য-সৎকার করিতে হইবে—বস্তু করিতে হইবে, কিন্তু প্রীতি করিতে হইবে না। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণকে প্রীতিসহকারে ভোজন করাইতে হইবে এবং প্রভাব সহিত প্রীতিসহকারে তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট পাইতে হইবে।

বৈষ্ণবের হরিভজনে সহায়তা করা বা বৈষ্ণবের মনোহভীষ্টপূরণই বৈষ্ণবসেবা। কাণ দিয়ে বৈষ্ণবসঙ্গ ও বৈষ্ণবসেবা হয়। বৈষ্ণবের চিত্তবৃত্তির অনুসরণ না করিলে বৈষ্ণবসেবা হয় না। যিনি বৈষ্ণব চিনিতে পারেন না, তিনি বৈষ্ণবসেবা করিবেন কি করিয়া? সেইজন্য মধ্যমবৈষ্ণবেরই বৈষ্ণবসেবার অধিকার। যিনি যতটা বৈষ্ণব চিনিতে পারেন, তিনি ততটা বৈষ্ণব। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাতে অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যে গাঢ় বিশ্বাস ও তদীয় প্রধান দ্বারা বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হইলে মধ্যমাধিকার লাভ হয়। যে পর্য্যন্ত এই শ্রদ্ধার উদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত সাধকের কর্ম্মাধিকার ক্ষয় হয় নাই, জানিতে হইবে। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবপ্রায় বলা হয়। প্রকৃত সাধুসঙ্গ হইলে বৈষ্ণবপ্রায় জীব শুদ্ধবৈষ্ণব হইতে পারেন। বৈষ্ণবের পা চাপা এবং বৈষ্ণবের নিকট হরিকথাশ্রবণও বৈষ্ণবসেবা।

ভক্তিই আচার। অভক্তিই অনাচার। নিজে আচরণ বা অনুশীলন করার নাম আচার। প্রচার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং আচার করা আবশ্যক। কেহ কেহ আচার করিবার পূর্ব্বেই প্রচার করেন, তাহাতে ফল হয় না। আচারই প্রচারের প্রাণ। নিজে আচরণ করিয়া তাহা বলিতে হ'বে, ইহাই প্রকৃত প্রচার। এইরূপ আচারময় প্রচারের দ্বারাই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সুখ হয়—সেবা হয়। আচারহীন প্রচার নিরুদ্ধস্বাংশপর্য্যাপ্ত, সুতরাং অভক্তি। প্রাণহীন—আচাররহিত বাক্যবাগীশতার কোন মূল্য নাই। আচরণ মনো দ্যোতনাবীর অনুকীর্ত্তন স্ব-পর-মঙ্গলকর। সুতরাং মঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রত্যেক বাক্য বা অপরের প্রতি উপদেশ আচারময় হওয়া 'বশেষ আবশ্যক নতুবা হিতে বিপরীত হইবে। আচারপ্রধান ভক্ত, প্রচারপ্রধান ভক্ত ও আচারপ্রচারসম্পন্ন ভক্ত—এই তিন প্রকার ভক্ত দেখা যায় তাঁহাদের মধ্যে আচারপ্রচারপরায়ণ ভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহারাই প্রকৃত কীর্ত্তনকারী। কেবল প্রচারপ্রধান ভক্তগণ কনিষ্ঠ। আর যথার্থভক্ত কেবল আচারপ্রধান। এই প্রকারের কীর্ত্তন অধিকার আছে। তিনি মহাভাগবতের আনুগত্যে কীর্ত্তন করিতে পারেন।

আমরা কি জানি আচার্য্যগণ, সত্যের সন্ধান না করে কল্প বস্তু উপলব্ধি করিবার চেষ্টা জানিনাঃ কি? তাহা অরোহপন্থা ভুলে রাখিয়া লইবার বৃত্তি নহে, পরন্তু তাহা অধোক্ষজের সম্পূর্ণ অধীন হবার চেষ্টা। অধোক্ষজের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণের দ্বারাই অধোক্ষজের উপলব্ধি হয়ে থাকে। বাস্তবসত্যের অধীন হইবার চেষ্টাই প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসা। এই বাস্তবসত্তা একটা কথার কথা নহে, বাস্তবসত্তা মানবের আকারবিশিষ্ট একজন অপ্রাকৃত ব্যক্তিবিশেষ। এই বাস্তবসত্তা শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার অসংখ্য ভক্ত আছে। তাঁহার ভক্তগণও এক এক জন অপ্রাকৃত ব্যক্তি। তাঁহারাই সাধু। ভগবানের অপ্রাকৃত সেবাও বিগ্রহবিশিষ্ট। ভক্তই ভগবৎসেবাবিগ্রহ। ভগবান্ যাঁহার বশীভূত, তিনিই ভক্ত বা সাধু। সত্যের সেবক ভক্তও সত্য—নিত্য। ভক্তের যাবতীয় চেষ্টা, তাঁহার দেহ, মন ও বাক্য সকলই সত্য। সত্যের একনিষ্ঠ সেবক ভক্তের সবাই সত্যের সেবা। ভক্তের সেবা না করিলে তদ্দ্বারা ভগবানকেই উপেক্ষা করা হয়। ভক্তসেবা উপেক্ষা করিয়া কেবল ভগবানের সেবাচেষ্টা দ্বারা ভগবানের সেবা-লাভ হয় না, ভক্তের সেবা দ্বারা ভগবানের সেবালাভ হইয়া থাকে। এই কথা যাঁহারা বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা সত্যসেবার এক্ষণে উপায় হইতে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হন। ভক্তের নাম করিয়াও যাঁহারা ভক্তের সম্পূর্ণ আনুগত্য করেন না, তাঁহারা প্রকৃত সত্য হইতে বহুদূরে অবস্থান করেন। যাঁহারা ভক্তসঙ্গ [illegible] করেন না, তাঁহারা ভগবানের [illegible] বঞ্চিত হন। যাঁহারা সত্যকে অপ্রাকৃত ব্যক্তি জ্ঞান করিয়া তাঁহার সেবানন্দের জন্য তাঁহার দর্শনপ্রার্থী, সেই ভগবদ্ভক্তগণের সম্বন্ধে প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু। সত্যের সম্যক্ দর্শন হইলে সত্যের সেবা সম্ভব হয়। এই সত্য এক এবং অখণ্ড! ভক্তের আনুগত্য দ্বারা সাধুসঙ্গের সহিত সেবা-সেবক-সম্বন্ধ [illegible] করিতে পারা যায়।

[illegible] সম্প্রদায়ে [illegible] [illegible] তাঁহাদের প্রতি [illegible] সম্ভবনা হয় [illegible] হইলে [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] বাস্তবসত্য [illegible] ভক্তের অহৈতুকী কৃপায় প্রবেশাধিকার লাভ

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

করেন এবং নিরাকার ভগবানের নিত্যপার্ষদ-
গণের পাদপদ্ম চিন্তায় তৎপর হইবার
নিযুক্ত হন।

ভক্তি হইলে ভুক্তি মুক্তি বা [illegible] ভগবানের
পিপাসা আর থাকে না। [illegible]
বা সেবা, সেখানে [illegible] স্বস্থান
আছেই। [illegible] কৃপালাভ, সেখানে
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] না [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] তাহা লক্ষ্যহীন
[illegible] সেই অবস্থায়।
[illegible] হইয়া পড়ুক
[illegible] প্রকারেই
[illegible] আবার মানুষ
[illegible] থাকি। মানুষ
[illegible] আছে। [illegible]
[illegible] হইলেও তাহা দুঃখের
হয়। তৎপূর্ব্বে অসামুখ হইয়া
যায়

সংসারীরা জিনিসটী আবদ্ধহীন না।
[illegible] আবদ্ধের পতন অবশ্যম্ভাবী।
আবদ্ধেরই [illegible] নাই, অস্থান নাই,
স্পৃহা নাই, আনন্দ নাই, চেতনাবিরহ
আবরণ নাই সম্যক্ বন্ধন বা সম্বন্ধ
অনিত্য বন্ধ,
আংশিক বন্ধন, অসম্যক্ বন্ধন, [illegible]
বন্ধন, চিন্নাশ্রিত বন্ধন—সম্যক্ বন্ধন বা
সম্বন্ধ নহে। জড় জড় বন্ধন অনিত্য
বন্ধন বা সাময়িক বন্ধন। চেতনের সহিত
চেতনের বা নিত্যবস্তুর সহিত নিত্যবস্তুর যে
বন্ধন অর্থাৎ ভগবানের সহিত ভক্তের যে
প্রীতির বন্ধন, তাহাই সম্বন্ধ। এরূপ
অবিমিশ্র চেতনে চেতনে সম্বন্ধ হইতে পারে।
সেইজন্যই সর্ব্বাগ্রে সম্বন্ধ-জ্ঞানলাভ হইবার জন্য
উপদেশ রহিয়াছে। সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ কৃষ্ণ
ব্যতীত বিশ্বের—বিশ্বাসের অন্য কোন বস্তু
সহিত তোমার বন্ধন নাই—সম্বন্ধ নাই—
কৃষ্ণসহকে ভক্তিময় ও আত্মীয়ভাবে
[illegible] তোমার সম্বন্ধ—যে
চিন্ময়জ্ঞান দান প্রদান করেন, তিনি শ্রীগুরু
[illegible]। এই সম্বন্ধজ্ঞানটী
[illegible] জিনিষ নহে, ইহা মানুষকে উপলব্ধি
করিতে হইবে। সম্যক্ বন্ধন বা নিত্য বন্ধনই
সম্বন্ধ। শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমাদের
সম্বন্ধ নিত্যকালই আছে, অকপটে মানুষকে
ও সেবা দ্বারা তাহা জানিতে হইবে, উপলব্ধি
করিতে হইবে।

এই জন্যই কৃষ্ণকে পাইতে হইবে
এরূপ একটা জোর থাকা আমাদের
[illegible] দরকার। তাহা হইলেই
[illegible] [illegible] করিবার সৌভাগ্য
হয়। সম্পূর্ণ শরণাগত হইতে হইবে
অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত হইবে,
তবেই পূর্ণতা [illegible] পাওয়া

হইবে। কৃপা পাইবার জন্য কাঁদিয়া
[illegible] প্রার্থনা জানান দরকার। কান্না
না আসে [illegible] কেন কান্না আসিতেছে না—
কেন ভগবানের কৃপা হইতেছে না বলিয়া আর্ত্তি
[illegible] হইবে। ভক্তবৈষ্ণবগণের নিকট
[illegible] কৃপা-ভিক্ষাই বলবান। ভক্তের
দয়া যদি না হলে ভক্তের [illegible] ব্যাকুলতা
কি হবে জানাবে? কাঙ্গাল না হইলে
[illegible] সাধুসঙ্গ পাওয়া যাইবে না।
[illegible] আমাদের ঠাকুর।

কর্ম্মের প্রভাব

——:•:——

জীবের সুখ দুঃখ, শান্তি-অশান্তি, সুস্থতা অসুস্থতা, জন্ম বা মৃত্যু কর্ম্মানুসারে ভগবদিচ্ছায় হইয়া থাকে। ভক্তের ইচ্ছাতেই সব হয়—ভগবদিচ্ছাই বলবতী। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু করিবার সাধ্য নাই। তাঁহার ইচ্ছা ও কৃপার প্রতি নির্ভর করাই কর্ত্তব্য। [illegible] কৃপানিধান শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible]ছেন,—

তুমি ত মারিবে যা'রে, কে তারে রাখিতে পারে,
তব ইচ্ছাবশ ত্রিভুবন।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, তব দাস অগণন
করে তব আজ্ঞার পালন ॥
তব ইচ্ছামতে যত, গ্রহগণ অবিরত
শুভাশুভ ফল করে দান।
রোগ, শোক, মৃত, ভয়, তব ইচ্ছা-
মতে হয়,
তব আজ্ঞা সদা বলবান্ ॥
তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়।
জীব বলে, 'করি আমি' সে ত' সত্য নয়।
জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে।
আশাপাশে জীব ফিরে, তব ইচ্ছা বলে ॥
তব ইচ্ছামত জীবের জনম-মরণ।
সমৃদ্ধি-নাশ ও দুঃখ-সুখ-সংঘটন ॥
মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে ॥
নিজবল চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া ॥

অম্বুলে নিম্নলিখিত একটী আলোচনা করিলে কর্ম্মের প্রভাব বুঝিতে পারিব। শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মফলদাতা, আর জীব কর্ম্মফল-ভোক্তা। কর্ম্মই বন্ধন। কর্ম্ম অনাদি হইলেও বিনাশশীল। কর্ম্মের দ্বারা বা জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম ধ্বংস হয় না। কর্ম্ম প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধভেদে দ্বিবিধ। কর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় হয় না। এমন কি অবিচ্ছিন্ন [illegible] দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত ভোগ ব্যতীত নষ্ট হয় না। একমাত্র শ্রীভগবানের কৃপাতেই সেই কর্ম্মবীজের ধ্বংস হইতে পারে, এ কথা সকল শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

যদ্ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম স্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥

পূর্ব্বকালে গৌতমী নাম্নী এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ছিলেন। তাঁহার একটীমাত্র পুত্র ছিল। একদা এক সর্প সেই পুত্রকে দংশন করায় সে অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ঐ সময় অর্জ্জুনক নামক ব্যাধ ঐ সর্পকে স্নায়ুপাশে বদ্ধ করিয়া গৌতমীর নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিল,—ভদ্রে, এই সর্প আপনার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে আদেশ করুন কি প্রকারে ইহাকে বিনাশ করিব? এই শিশুঘাতী পাপাত্মার প্রাণরক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়। অতএব শীঘ্র বলুন, ইহাকে হুতাশনে নিক্ষেপ করিব, না খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিব?

গৌতমী—অর্জ্জুনক, তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, ইহাকে পরিত্যাগ কর। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট লোকদিগের প্রতারণা পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে পাপভারে নিপীড়িত করিয়া থাকে? যাহারা ধার্ম্মিক, তাঁহারা অনায়াসেই দুঃখসাগর পার হইতে পারেন, কিন্তু যাহারা পাপভারে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহারা সলিলনিক্ষিপ্ত শকটের ন্যায় দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া যায়। দেখ, এই সর্পকে বধ করিলে আমার পুত্র জীবিত হইবে না এবং ইহার জীবন রক্ষা করিলেও আমার কিছুমাত্র ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব এরূপস্থলে এই জীবিত জন্তুর প্রাণ বিনাশ করিয়া কে অনন্তকালের জন্য নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে?

ব্যাধ—দেবি, আমি আপনার কথাপ্রাব সহিতের অবগত আছি। মহাত্মাদিগের স্বভাবতঃই পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া থাকেন। আপনি যেরূপ বলিতেছেন, উহা শোকশূন্য ব্যক্তির উপযুক্ত উপদেশ। এক্ষণে আদেশ করুন, আমি এখনই এই দুষ্ট সর্পকে বিনাশ করি। যাহারা শান্তগুণসম্পন্ন, তাঁহারাই উপস্থিত অপ্রিয় ঘটনাকে কালকৃত বিবেচনা করিয়া শোক পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহারা প্রতিকারপরায়ণ, তাহাদিগের শোকানল শত্রুনাশ দ্বারাই নির্ব্বাপিত হয়। আর যাহারা এই উভয় গুণবিবর্জ্জিত, তাহারা মোহবশতঃ প্রতিনিয়ত অপ্রিয়ের আলোচনা করিয়া থাকে। অতএব আপনি এই সর্পকে বিনাশ করিয়া অবিলম্বে পুত্রবিনাশজনিত দুঃখ পরিত্যাগ করুন।

গৌতমী—ব্যাধ, মাদৃশ ধর্ম্মাত্মাদিগের কদাপি কিছুমাত্র দুঃখ উপস্থিত হয় না। ধর্ম্মাত্মাগণ সতত্তই বিবেক অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমার এই পুত্র মৃত্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়াই এই সর্প উহাকে দংশন করিয়াছে। সুতরাং আমি কোনক্রমেই এই সর্পের প্রাণসংহার করিতে পারি না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ক্রোধ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। ক্রোধ হইতে মনঃপীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব আমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র ক্রোধের কারণ জন্মে নাই। তুমি ক্ষমা অবলম্বনপূর্ব্বক অবিলম্বে এই সর্পকে পরিত্যাগ কর।

ব্যাধ—ভদ্রে, শত্রুবিনাশ দ্বারা যে অনকীর্ত্তি লাভ হয়, তাহা অক্ষয়। শত্রুবিনাশে কালবিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। বলবান্ শত্রুকে সংহার করিয়া অচিরাৎ যশ-প্রতিষ্ঠাদি লাভ করাই প্রশস্ত। যদি এই সর্প কালবশে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে আপনার শত্রুবধজনিত শ্রেয়োলাভ হইবে বটে, কিন্তু সেই লাভ কখনই প্রশংসনীয় হইতে পারে না।

গৌতমী—ব্যাধ, এই সর্পকে বিনাশ করিয়া আমার কি প্রীতি ও ইহাকে বন্ধন করিয়াই বা আমার কি ফল লাভ হইবে? অতএব এই সর্পকে ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য।

ব্যাধ—ভদ্রে, এই একমাত্র সর্পকে বিনাশ করিলে বহু লোকের প্রাণরক্ষা হইবে। অতএব বহু প্রাণীর জীবনরক্ষার উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক ইহাকে রক্ষা করা কোনক্রমেই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মাগণ অপরাধীর প্রাণদণ্ড করিয়া থাকেন। অতএব অবিলম্বে এই পাপিষ্ঠকে বিনাশ করা উচিত।

গৌতমী—অর্জ্জুনক, এই সর্পের প্রাণসংহার করিলে আমার পুত্র কদাচ পুনর্জ্জীবিত হইবে না, আর ঐ কার্য্য দ্বারা আমারও পুণ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব তুমি অবিলম্বে এই জীবিত সর্পকে পরিত্যাগ কর।

ব্যাধ—ভদ্রে, সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন এবং রুদ্রদেবও দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়া যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব আপনিও দেবগণের অনুসরণপূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে এই সর্পকে বিনাশ করুন।

ব্যাধ সর্পকে বিনাশ করিবার মানসে এইরূপ বারংবার বলিলেও গৌতমীর মন কিছুতেই বিচলিত হইল না। এই সময় সেই পাশনিপীড়িত সর্প কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক মৃদুস্বরে ব্যাধকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল,—রে মূর্খ, এ বিষয়ে

ভক্তি করি' যে জন চৈতন্য অবতার। সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার॥

আমার অপরাধ কি? আমি পরাধীন, মৃত্যু আমাকে প্রেরণ করাতেই আমি এই শিশুকে দংশন করিয়াছি। অতএব এই শিশুর বিনাশনিবন্ধন যদি কাহাকেও দোষী হইতে হয়, তাহা হইলে মৃত্যুই এ বিষয়ে অপরাধী।

ব্যাধ—সর্প, যদিও তুমি অন্যের বশবর্ত্তী হইয়া এই পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তথাপি তুমিও ইহার একটী প্রধান কারণ বলিয়া তোমাকে দোষী হইতে হইবে। চক্র ও দণ্ডাদি যেমন মৃৎপাত্র নির্ম্মাণের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তদ্রূপ তুমিও এই বালকবিনাশের কারণ। অতএব তুমি যখন দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছ, তখন তোমাকে বিনাশ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

সর্প—ব্যাধ, চক্রদণ্ডাদি যেমন পরবশ, আমিও তদ্রূপ; সুতরাং আমাকেও দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ কিরূপে? আর যদিও তুমি আমাকে এ বিষয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলেও আমাকে একাকী অপরাধী বিবেচনা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। চক্রদণ্ডাদি যেমন পরস্পর পরস্পরের প্রযোজক, তদ্রূপ আমি, কাল ও মৃত্যু প্রভৃতি আমরা সকলেই পরস্পর পরস্পরের প্রেরক। এইরূপ পরস্পর পরস্পরের প্রেরকত্বনিবন্ধন সকলের সহিত সকলেরই কার্য্য-কারণভাব সংঘটন হইতে পারে। সুতরাং এস্থলে আমি একাকী কখনই দোষী ও বধার্হ বলিয়া গণ্য হইতে পারি না। অতএব, যদি এ বিষয়ে দোষ স্বীকার কর, তাহা হইলে আমাদের সকলেরই দোষ হইতে পারে।

ব্যাধ—সর্প, মৃত্যু যদিও এই কার্য্যের প্রধান কারণ, তথাপি তিনি কখনও ইহার বিনাশকর্ত্তা নহেন। তুমিই ইহার বিনাশের প্রধান হেতু; সুতরাং তোমাকে সংহার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। লোক যদি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও পাপে লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রসমূহ বৃথা হইয়া যায় এবং নরপতিরাও তস্করাদির দণ্ডবিধান করিতে পারেন না।

সর্প—ব্যাধ, প্রযোজক-কর্ত্তা বর্ত্তমান থাকিলেও প্রযোজ্য ব্যতীত ক্রিয়াসাধন হয় না। এই নিমিত্ত প্রযোজ্যকে আপাততঃ কার্য্যের সাধক বলিয়া বোধ করা যায়। এই শিশুবিনাশবিষয়ে আমি 'প্রযোজ্য' বলিয়াও তুমি আমাকে দোষী বিবেচনা করিতেছ। কিন্তু বিশেষ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে আমাকে দোষী না বলিয়া বরং আমার প্রযোজক মৃত্যুকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পার।

ব্যাধ—ওরে দুরাত্মন্, তুই নিতান্ত নির্দ্দোষ, সুন্দর এ শিশুর; আর কেন বৃথা বাক্‌জাল বিস্তার করিতেছিস্? আমি তোকে নিশ্চয়ই বধ করিব।

সর্প—হে ব্যাধ, যেমন ঋত্বিক্‌গণ যজমান কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন বলিয়া তাঁহারা ফলভাগী হন না, তদ্রূপ আমিও মৃত্যুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই শিশুর প্রাণসংহার করিয়াছি বলিয়া কখনই পাপের ফলভাগী হইব না। মৃত্যু আমাকে প্রেরণ করাতেই আমি বালককে বিনাশ করিয়াছি। সুতরাং আমি কি নিমিত্ত দোষী হইব?

সর্প ও ব্যাধ পরস্পর এইরূপ বিতর্ক করিতেছিল এমন সময় মৃত্যু তথায় উপস্থিত হইয়া সর্পকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—হে সর্প, আমি কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই তোমাকে বালকের প্রাণবধে প্রেরণ করিয়াছি। সুতরাং তুমি বা আমি কেহই এই শিশুর বিনাশের কারণ নহি। জলদজাল যেমন বায়ুর বশবর্ত্তী, আমিও তদ্রূপ কালের অধীন। এই ভূমণ্ডলে যে সমুদয় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারা সকলেই কালের বশবর্ত্তী। স্বর্গ বা মর্ত্ত্যভূমিতে যে সকল স্থাবরজঙ্গমাদি পদার্থ বর্ত্তমান আছে, তৎসমুদয়ই কালের অধীন। ফলতঃ সমুদয় জগৎই কালের বশবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এতদুভয়ই কালের বশীভূত। কাল বারংবার সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, মিত্র, অশ্বিনীকুমার, অদিতি, নদী, সমুদ্র, ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্ম—সকলই সৃষ্টি এবং সংহার করিয়া থাকেন। হে সর্প, তুমি এই সমুদয় অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত আমাকে দোষী বলিয়া স্থির করিতেছ? এক্ষণে যদি আমাকে দোষী বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলে তুমি যে নির্দ্দোষ, তাহার প্রমাণ কি?

সর্প—হে মৃত্যো, আমি আপনাকে দোষী বা নির্দ্দোষ বলিয়া উল্লেখ করিতেছি না। আমি এইমাত্র বলিতেছি যে, আপনিই আমাকে শিশুবধার্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কালের দোষ থাকুক বা না থাকুক, আমি তাহার বিচারের কর্ত্তা নহি। এক্ষণে কেবল স্বদোষ প্রক্ষালন করা এবং আপনার প্রতি দোষারোপ না করাই আমার উদ্দেশ্য।

পাশনিবদ্ধ সর্প মৃত্যুকে এই কথা বলিয়া ব্যাধকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিল,—হে বনচর, তুমি মৃত্যুর বাক্য শ্রবণ করিলে; অতএব বিনা অপরাধে আমাকে পাশবদ্ধ করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

ব্যাধ—সর্প, আমি তোমার ও মৃত্যুর উভয়েরই বাক্য শ্রবণ করিলাম; কিন্তু তোমার নির্দ্দোষিতা কোনরূপেই সপ্রমাণ হইতেছে না। তোমরা উভয়েই এই বালক বধের কারণ। সাধুদিগের দুঃখদ, দুরাত্মা ও ক্রূর তোমাদিগের তুল্য আর কেহই নাই। তোমাদিগকে ধিক্! আমি তোমাকে অবশ্যই নিপাত করিব।

মৃত্যু—ব্যাধ, আমাদিগকে কালের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতে হয়। অতএব আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।

ব্যাধ—মৃত্যু, যদি আমি তোমাদিগকে কালের বশবর্ত্তী বলিয়া তোমাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করি, তাহা হইলে ত' কোন ব্যক্তিরই উপকারীর প্রশংসা ও অপকারীর নিন্দা করা বিধেয় নহে?

মৃত্যু—ব্যাধ, আমি ত' পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, প্রাণিগণ যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, কালই তাহাদিগকে সেই কার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন। ইহলোকে কালপ্রভাবে সমুদয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। অতএব উপকারীর স্তুতি ও অপকারকের নিন্দা করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। কালকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই আমরা এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। সুতরাং অনর্থক আমাদিগকে অপরাধী করা তোমার কোনক্রমেই উচিত হইতেছে না।

মৃত্যু ব্যাধকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এমন সময় কাল সেইস্থানে সমুপস্থিত হইয়া ব্যাধকে বলিলেন,—হে ব্যাধ, কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প—কেহই এই বালক-বিনাশ-বিষয়ে অপরাধী নহি। উহার পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মই আমাদিগকে উহার বিনাশসাধনে নিয়োগ করিয়াছে। ফলতঃ এই বালক স্বীয় কর্ম্মবশতঃই অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছে। অতএব কর্ম্মকেই ইহার বিনাশের কারণ বলিতে হইবে। কর্ম্ম পুত্রের ন্যায় আচরণ দ্বারা জীবগণকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে, আবার কর্ম্মই পরম শত্রুর ন্যায় আচরণ দ্বারা জীবকে মহাদুঃখসমুদ্রে নিমগ্ন করিয়া দেয়। কর্ম্মই মনুষ্যগণের পাপ ও পুণ্যের প্রকাশক। মনুষ্য যেমন কর্ম্মসমূহের বশীভূত, কর্ম্মসমূহও তদ্রূপ মনুষ্যের আয়ত্ত। কুম্ভকার যেমন মৃৎপিণ্ড দ্বারা স্বেচ্ছানুসারে ঘটপটাদি নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ মানবও স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারে। ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় কর্ম্ম ও কর্ত্তা নিরন্তর পরস্পর সুসংবদ্ধ রহিয়াছে। অতএব কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প, কি তুমি, কি ব্রাহ্মণী—আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও এই শিশুর বিনাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। এই শিশু স্বয়ংই ইহার বিনাশের কারণ।

কাল এই কথা বলিলে বৃদ্ধা গৌতমী লোকসমূহকে কর্ম্মের বশবর্ত্তী জানিয়া ব্যাধকে বলিলেন,—ব্যাধ! কাল, সর্প বা মৃত্যু আমার পুত্রের বিনাশের কারণ নহে। আমার সন্তান নিজের কর্ম্মদোষেই নিহত হইয়াছে। আমিও আপনার কর্ম্মবশতঃ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে কাল ও মৃত্যু স্বস্থানে গমন করুন, তুমিও সর্পকে পরিত্যাগ কর।

ময়মনসিংহে প্রচার

গত ২৪ ১১।৪০ তারিখ রবিবার প্রাতে মুন্সীবাড়ীতে শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠবাসী ও গৃহস্থভক্তগণের নিকট শ্রীগুরুসেবা ও শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে আর্ত্তি, দৈন্য ও আবেগের সহিত অনেকক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তিনি অত্যন্ত দৈন্য সহকারে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আজ্ঞাবাহকসূত্রে সকলকে ১৭শ-১৮শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহত্যাগী ও গৃহস্থগণের পক্ষে অপরিহার্য্য যোগ্যতা ও নিয়মাবলী অবহিতচিত্তে শ্রবণ ও তৎপরিপালনে বিশেষ অনুরোধ করেন। অতঃপর মহামহোপদেশক শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু ঐ প্রবন্ধের ১০৮টি অনুচ্ছেদ বা দফা দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান হইয়া পাঠ করেন।

অপরাহ্ণে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তির নিকট বীর্য্যবতী হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণ ৫ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ঘটিকা পর্য্যন্ত স্থানীয় 'দুর্গাবাড়ী' নামক স্থানে এক বিস্তৃত হলে যথাক্রমে শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু, শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃৎ দাসাধিকারী, (শ্রীযুক্ত [illegible] নাগ এম্-এ, বি-এল্) ও ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতার পূর্ব্বে শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ প্রভু শ্রীল তীর্থ মহারাজের আচার-প্রচারময় জীবন ও তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করেন। শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃৎ [illegible] প্রভু নিজ জীবনের কপট যোগাদি সাধনের অভিজ্ঞতা এবং শুদ্ধভক্তসঙ্গ ও [illegible] বিষয় কীর্ত্তন করিলে শ্রীল তীর্থ মহারাজ দুই ঘণ্টাকাল ওজস্বিনী [illegible] ভাষায় [illegible] সনাতনধর্ম্ম, যাহা কীর্ত্তন করেন। [illegible] উপস্থিত থাকিয়া 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা শ্রবণ করেন। সকলেই হরিকথায় আকৃষ্ট হইয়া অধিকতর শ্রবণে উৎসাহ প্রদর্শন করেন।

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস [illegible] বি এল্

৩) শ্রী[illegible]-মঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]চরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দন ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পাটের নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭) কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক- শ্রী[illegible] সেবাবিনোদ

১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দন ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চটক পর্ব্বত
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যাভূষণ

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

(২৫) বলিয়াটি-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible]বিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible]মোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible]মোহন ব্রহ্মচারী

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জেঃ [illegible], ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] (পাটনা)
সেবক—শ্রী[illegible]প্রভু দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ.
পোঃ [illegible], [illegible] (ইউ পি)
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ.
পুরাণ শহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রী[illegible]মঠাশ্রম
[illegible], মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) [illegible] মঠ—[illegible].
পোঃ [illegible], পাঞ্জাব
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
সেবক—শ্রী[illegible]পাবন ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নই দিল্লী.
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible] হিল, বোম্বে
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক- শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] গোদাবরী মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

৫১) [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

৫২) [illegible] মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৩ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-আশ্রম-মন্দির
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible]চরণ দাসাধিকারী

৬০) [illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] চৈতন্য দাসাধিকারী

৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৬২) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট.
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ আফিস
[illegible], [illegible] (ইউ-পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ আফিস,
[illegible] (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রী[illegible]বিগ্রহ দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]গোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]বিনোদ দাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদক
শ্রীনন্দকিশোর [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(*):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲			১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲				৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲				৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲			

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৯	৬।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৩৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	

প্রতি সংখ্যা ।৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::*::——

[illegible]

গ্রাম অতীব স্বাস্থ্যকর—সহরের সমস্ত বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচিত [illegible]। শিক্ষকগণ সাধু ও আদর্শচরিত্র। দরিদ্র ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউশন,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ স্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে অবনতি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart -এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিকাশসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুর 'প্রিন্টিং' ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি সুন্দর। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, বাদিকা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে গণতান্ত্রিকতাবোধে ভাসমান মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, ধর্ম্মান্তর, অবতার, প্রচারণ, বর্ণাশ্রম ও কীর্ত্তনাদি সম্বন্ধে ব্রাহ্মণবৈষ্ণব-নির্ণয়মূলক স্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধ মানবজাতির সাধারণ প্রয়োজন, অভিধেয় সংসিদ্ধান্তাদি প্রমাণ করা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থটী শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবাচার্য্যের আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত্র, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র আনুপূর্ব্বিকভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর [illegible], শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অপূর্ব্ব। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সমাপ্তিতে [illegible] সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় ও বঙ্গভাষায় [illegible] শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রয়োজনমতে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সুবৃহৎ বিরাট সংস্করণ। কথিত শ্লোকসমূহের অর্থ, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ [illegible] এবং নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান সূচী প্রভৃতি সহিত শ্রীচৈতন্য মঠ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজে একটি অমূল্য গ্রন্থ। ইহা [illegible] বাঁধাই বোর্ড আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা [illegible] টাকা।

—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভাগবতের শ্রীভক্তিবিনোদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

[illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা [illegible]। ভিক্ষা চারি আনা, ডাকব্যয় [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীভূপতিরঞ্জন নাগ [illegible], বি-এল, প্লীডার, পোঃ [illegible], ঢাকা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট
যাতায়াতের ট্রেনের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৯-৫৬	৬ ২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩-১৯	১৬-১৬	১৭-৫৬	২২-৫১
দমদম „		৪-৫৬	৬-৩০	৭-২৮	১১-২৮	১৩ ৫০		১৮-৩	২২ ৪
রাণাঘাট পৌঃ		৬-১৭	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৭-৫৭	১৮-৩১	১৯-৫৫	০-২
[illegible] ছাঃ		৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১২-৩৩	১৫-৫	১৮-৩১	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৭ ৫	৮-৪০	১০ ৯	১১-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

([illegible]) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-২৮	২০-৩
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭ ৪৮	১০ ৫৯	১৮-১৭	২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম „	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-৩
শান্তিপুর পৌঃ	১১-২৮
([illegible]) ছাঃ	১৩ ৪৪ (গাড়ী বদল করিয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

পশ্চিমাভিমুখ

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৫-২২	১৬-৮	১৮ ৪৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩১	৮ ৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬-৫৩	১৯-২১	২০-৫৬	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৫৫	৯-২৪	১২-২৬	১৫-০০	১৭-৩	২০ ৩	২১ ১৯	৪-১০
(বগুলা) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৪৬	[illegible]	১৭-৮২	২০ ১১	২১-২৪	৪ ১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৩	২১-২৬	২৩ ৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪৬	১৯ ২৬	২১-৭০	২৩-২৫	৫-১৭

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল মহোদয়ের ... আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত-সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ... সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য ... গৌড়ীয়বেদান্ত এবং ... আস্বাদন করিয়া ... এবং ... জীবনচরিত্র-পাঠে ... ও আবশ্যকীয় এবং ... ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। ... শ্রীমায়াপুর ... আলোচনা। ... ও বিস্তৃত শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও ... শব্দসূচী (Index Glossary) ... প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৪. [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—গৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, [illegible] নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" পত্রিকা [illegible] প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ [illegible]

[illegible] জীর্ণ [illegible] পালাজ্বর প্রভৃতির একমাত্র ঔষধ ... অব্যর্থ ... বিস্তার ... এবং ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] বোতল [illegible]

[illegible] রোড, কলিকাতা

[illegible]

[illegible]

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

পত্রপ্রসূনমালা
—ঃ—
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন পদাবলী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিবৃতি 'গৌরব' ভাষাসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ ভবানী, ঢাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—ঃ০ঃ—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১৷০
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৪০ বুধবার; ২২৪তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—ঃ৪(০)ঃঃ—

লাট-বাহাদুরের পল্লী পরিদর্শন

বাঙ্গলার মহামান্য গভর্ণর স্যার জন হার্বার্ট গত ২৩শে নবেম্বর সুন্দরবনের অন্যতম পল্লী-অঞ্চল খেপুপাড়া ও বর্তাঘাট পরিদর্শন করেন। ঢাকা-বিভাগের কমিশনার, বরিশালের কালেক্টার ও পুলিশ সাহেব কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া তিনি সেখানে জনসাধারণের আন্তরিক অভিনন্দন লাভ করেন। লাট বাহাদুর সেখানে বাজার প্রদক্ষিণ করিয়া তথাকার থানা অফিস, দাতব্য চিকিৎসালয়, পুলিশ-ষ্টেশন, সমবায় ব্যাঙ্ক, চাউলের কল ও জাত কাছারী পরিদর্শনপূর্ব্বক সাক্ষাৎভাবে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের তথ্য এবং ঐ জিলার পল্লী-জীবনের কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সেখানকার প্রাথমিক অধিবাসী মঘেরা তাহাদের মনোরম নবীন্ পোষাক এবং কৌতুকপূর্ণ রুচিসিদ্ধ কার্য্যে সুসজ্জিতা স্ত্রীলোকদের নৃত্য প্রদর্শন করিয়া লাট বাহাদুরকে অভিনন্দিত করিয়াছিল। বাঙ্গলার শাসনভার গ্রহণ করিয়া স্যার জন হার্বার্ট সময় সুযোগমত মাঝে মাঝে পল্লী পরিদর্শন করিয়া তাহার প্রকৃত স্বীয় প্রীতির যে পরিচয় দিয়া আসিতেছেন, এখানেও তাহার বিকাশ ঘটিয়াছিল। লাট বাহাদুরের এইরূপ পল্লীপ্রীতি বাঙ্গলার পল্লী-উন্নয়ন ব্যাপারে অনেক সহায়কই হইবে।

—

নারায়ণগঞ্জের শ্রমিক-ধর্ম্মঘটের অবসান

নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যার সাতটি পাট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ধর্ম্মঘট প্রায় এক মাস পরে বন্ধ হইয়াছে। অধিক মজুরী দাবী করিয়া প্রায় ১৫ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছিল সংশ্লিষ্ট কারবারগুলি শ্রমিকদের অভিযোগ দূর করিতে সম্মতি দিয়াছেন।

বলাত্ম্য হত্যা মামলা

বলদা হত্যা মামলা সম্পর্কে অন্যান্য আসামীদের সহিত ঢাকা নালতার সোপর্দ বিপুলচন্দ্র দাস জামিন প্রার্থনা করিয়া হাইকোর্টে যে আবেদন করিয়াছে, বিচারপতি মিঃ খোন্দকার ও বিচারপতি মিঃ লজের এজলাসে তাহার শুনানী হইয়াছে।

আগামী ১৯৪১ সালের ৬ই জানুয়ারী ঢাকার দ্বিতীয় অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ জো হিঃপ্রসাদ ব্যানার্জীর আদালতে এই মামলার শুনানী হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষ হইতে বলা যায় যে, সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট এবং গত চারি বৎসর যাবৎ সে কলতার জমিদারের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করিয়া আসিতেছে। তাহার ফেরার হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের পক্ষে উপস্থিত সাক্ষ্য যথেষ্ট নহে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে মিঃ চিত্তরঞ্জন দাস এবং সরকারপক্ষে মিঃ সতীন্দ্রনাথ মুখার্জী উপস্থিত ছিলেন।

বিচারপতিদ্বয় ঢাকা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সন্তোষজনক জামিন মঞ্জুর করিয়াছেন।

ঢাকা জিলায় নূতন পুল

ঢাকা জিলা বোর্ড মাকি ডেমরার রাস্তায় কাজলা খালের পুল ও আড়াইহাজার-ভাতশালা রাস্তায় খোকসাকুড়া পুল প্রস্তুত করিতে যথাক্রমে তিন হাজার ও সাড়ে তিন হাজার টাকা ব্যয় রোড-সেসের টাকার তহবিল হইতে মঞ্জুর করিয়াছেন।

—

ছাত্রগণের চাকুরী সংস্থানের ব্যবস্থা

বিশ্ববিদ্যালয়ের বেকার ছাত্রগণের চাকুরীর সংস্থান করিবার উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শীঘ্রই কলিকাতায় একটি অনুসন্ধান অফিস খুলিবেন; অফিসের খরচা বাবদ বার্ষিক ৩০০০৲ টাকা হিসাবে মঞ্জুর করা হইয়াছে। প্রকাশ, ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকরী কমিটির সদস্য মৌলবী ফজলুর রহমান, এম-এল-এ উক্ত অফিসের অবৈতনিক তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়াছেন।

—

জিলা বোর্ডের ইলেকসনে ব্যয়

ঢাকা জিলা বোর্ড উহার আগামী বছরের নির্ব্বাচনের ব্যয় বাবদ পাঁচশ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

আটলাণ্টিকের বৃটিশ ঘাঁটিসমূহ

নৌবিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সংশ্লিষ্ট সমস্ত বৃটিশ কর্তৃপক্ষই আটলাণ্টিক মহাসাগরের ঘাঁটিসমূহ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ইজারা দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। কয়েকটি কেন্দ্রে বৃটিশ ও আমেরিকান ঘাঁটিসমূহ মিলিতভাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা উভয় পক্ষের সম্মতি দ্বারা স্থির হইয়াছে। বারমুডা সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্টের পরিকল্পনায় কতকগুলি বিমান ঘাঁটি ও অবতরণ ঘাঁটি, সেনানিবাস, গুদামঘর, নৌবাহিনীর জন্য উন্নত ধরণের বন্দরের সুবিধা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বৃটিশ গায়েনাতে বিমান ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে বিভিন্ন সুব্যবস্থার মধ্যে বিমান ও নৌঘাঁটি এবং সেনাবাহিনী বাহিনীর ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

নিজাম সুলতানের বাহির-যাত্রা

নিজাম বাহাদুর গত ২৯শে নভেম্বর মঙ্গলবার প্রাতঃকালে বার্কেটেনগার্ডেন হইতে বাহির যাত্রা করিয়াছেন। জন হিটেন তাহাকে বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

বার্লিন হইতে জাপ-চৈনিক সংবাদ

বার্লিন-অঞ্চল হইতে [illegible] অনসাধারণ কোনরূপ [illegible] সম্পন্ন করা হইয়াছে [illegible] ঘোষণা করা হইয়াছে, [illegible] জাপানীদিগকে [illegible] করিয়াছিল, তাহা ঐ [illegible] অস্বীকার করা হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয় — [illegible] শ্রীপাদ [illegible] সম্পাদিত [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। [illegible] ভিক্ষা [illegible] ১০ টাকা মাত্র

[illegible] পারমার্থিক মাসিক পত্র [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। [illegible] ১, টাকা।

৩। [illegible] সম্পাদক [illegible] পাক্ষিক। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। [illegible] টাকা মাত্র

৪। উৎকল গৌড়ীয় — [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা [illegible] মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

[illegible] 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] শ্রীশ্রীল [illegible] প্রভুপাদের [illegible] গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] সংলাপ [illegible]। [illegible]

ভিক্ষা — ৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] ভাষ্য [illegible]। ভিক্ষা ২, মাত্র।

সটীক শরণাগতি

[illegible] শরণাগতি [illegible] গৌড়ীয়-[illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা — ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীভক্তিকেদার [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
[illegible]
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

[illegible] প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, [illegible] ১০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — [illegible]
দশম স্কন্ধ — [illegible]
২। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা) [illegible]
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible]
৪। [illegible] (অধীনা) [illegible]
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড [illegible], ২য় খণ্ড [illegible]; ৩য় খণ্ড [illegible]
৪র্থ খণ্ড [illegible]
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড [illegible], ২য় খণ্ড [illegible]; ৩য় খণ্ড [illegible]
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১,
৮। [illegible] দীপিকা ও [illegible] দীপিকা
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। [illegible] (বাঁধা)
১৩। [illegible] (চতুর্থ সংস্করণ)
১৪। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১০
১৫। [illegible]
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। [illegible]
১৮। [illegible]
১৯। [illegible] ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। [illegible] ।৶০
২২ [illegible] ।০
২৩।
শ্রীনবদ্বীপ [illegible] বাঁধা
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব [illegible]) [illegible]
২৫। গীতা ([illegible]) [illegible]
অধীনা) ১,
২৬। [illegible] ০
২৭। [illegible] ১,
২৮। [illegible] ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। [illegible] ৶০
৩১। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী [illegible] (বাঁধা) ১০
৩৩। [illegible]-প্রমাণ [illegible]
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। [illegible] [illegible]
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু
৪০। [illegible]
৪১। [illegible]
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা [illegible]
৪৩। [illegible] ৴০
৪৪। [illegible] ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। [illegible]
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। [illegible] (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১
৪৯। [illegible] [illegible]
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)
৫১। [illegible] ।০
৫২। [illegible] (সাপ্তাহিক) ০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ [illegible]
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় [illegible]
৫৫। [illegible] ০
৫৬ [illegible] ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষানিয়ম) ।০
৫৮। [illegible] ৶০
৫৯। [illegible] ৶০
৬০ [illegible] ৴

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ [illegible] ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। [illegible] ৶০
৬৬। গৌড়ীয়[illegible] ৴০
৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। [illegible] ।০
৭০। [illegible] ৴০
৭১। [illegible] ।০
৭২। [illegible] ।৶০
৭৩। [illegible] ।০
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। [illegible] ৴০
৭৬। [illegible] [illegible]
৭৭। [illegible] [illegible]
৭৮। [illegible] [illegible]
৭৯। [illegible] [illegible]

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] [illegible]
৮১। [illegible] ।০
৮২। [illegible] [illegible]
৮৩। [illegible] [illegible]
৮৪। [illegible] [illegible]

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible]

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য[illegible]

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি বিনোদ
—:০:—
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এক গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৹ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রী[illegible]
—:০:—
[illegible] ও [illegible] এবং [illegible] সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৹ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫ বর্ষ | ১৯ কেশব ৪৮৪ গৌরাব্দ ১৮ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৭৭, ৪ঠা ডিসেম্বর ইং ১৯৭০, বুধবার ২২৪৫ম

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ কেশব বৃত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৮৪

সবই কৃষ্ণের কৃপা

—::০::—

এই জীবনেই কৃষ্ণসাক্ষাৎকার হওয়া প্রয়োজন। কৃষ্ণসাক্ষাৎকার ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা। সুতরাং ইহাই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত, লক্ষ্য ও প্রয়োজন। ভগবচ্চরণে শরণাগতিই তাহা লাভের উপায়। যেখানে ভগবৎকৃপা, সেইখানেই মঙ্গল। ভগবৎকৃপা জিনিষটাই মধু। সাধু—ভগবৎকৃপার মূর্ত্তি। ভগবান্ করুণা হইয়া জগদ্গুরুরূপে পতিত আমাদের নিকট কৃপারজ্জু ফেলিয়া দিয়াছেন। আমরা স্বতন্ত্র জীব, ইচ্ছা করিলে সেই কৃপারজ্জুটী ধরিতেও পারি আবার না ধরিতেও পারি। যিনি গৌরকরুণাশক্তি এই জগদ্গুরুদেবের আনুগত্য স্বীকার করেন অর্থাৎ এই কৃপারজ্জুটী ধরেন, তিনি অন্ধকূপ হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া ভগবৎসেবা লাভ করত ধন্য হন। ভগবানের দয়া সর্বত্র সমভাবে অবস্থান করে। সূর্য্য সর্বত্রই ধনী-দরিদ্র, ধার্ম্মিক-অধার্ম্মিক সকলকে সমভাবেই আলোক বিতরণ করিয়া থাকে। ভগবানের কৃপার কোন ত্রুটী নাই। সুতরাং সেই বিশ্বাস পরমকরুণাময় ঠাকুরকে পক্ষপাতী বলিয়া দোষারোপ করা অত্যন্ত অপরাধ ও অন্যায়। করুণাময় তিনি কৃপারজ্জুটীকে কি ধনী, কি দরিদ্র, কি পাপী, কি পুণ্যবান্ সকলের প্রতি সমভাবে প্রসারিত করিয়াছেন; তবে ভক্ত যিনি, তিনি শ্রীভগবানের কৃপারজ্জুটী গ্রহণ করেন—তাঁহার চরণে শরণাগত হন, আর অভক্ত ঐ কৃপারজ্জুটী ধরেন না—ইহাই প্রভেদ। শরণাগতিই কৃপোপলব্ধির একমাত্র পথ বা উপায়। যেখানে স্বতন্ত্রতা বা ভোগোন্মুখতা, সেখানে কৃপা বা সেবালাভ কি করিয়া হইবে? সেবা ত' আর নিজসুখ নহে যে কৃষ্ণাধীন না হইয়াও পাওয়া যাইবে।

ভক্তিধর্ম্ম-আদর্শ বা বৈষ্ণবধর্ম্মে কেবল কৃপার কথা। সেখানে দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া নিরপরাধচিত্তে কাতর প্রার্থনার দ্বারা শরণাগত ভক্তের আত্মসমর্পণের কথা আছে। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ এই কৃপা স্বীকার করেন না, তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে ভগবৎকৃপার উপর নির্ভর করিতে পারেন না বলিয়া স্বাধীনতাবিরোধিনী যুক্তিকে আশ্রয় করেন। কিন্তু আমাদের কেবল কৃপা, কেবল প্রসাদ—প্রসাদ—প্রসাদ। আমরা সতত কৃপার ভিখারী—প্রসাদভিক্ষু। কারণ, সূর্য্যালোকে সূর্য্যদর্শনের ন্যায় ভগবৎকৃপা ব্যতীত ভগবদ্দর্শনের অন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং কেহ যদি চাহিলে তাঁহাকে শরণাগত হইতেই হইবে—কৃপার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেই হইবে। অহঙ্কার ছাড়িয়া সাধু ও সাধুজনসেবা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নমস্কার করিতেই হইবে। তাঁহাদের পাদপদ্মের দর্শন করিবার আশা রাখিতে হইলে, তজ্জন্য কাতর ক্রন্দন করিতে হইবে। গুরুবর্গ যেন কোন জন্মে আমাদিগকে তাঁহাদের পাদপদ্মে স্থান প্রদান করেন এবং আমরাও যেন নিষ্কপটে গুরুবর্গের পাদপদ্মের ধূলা স্নান করিতে পারি, তজ্জন্য নিষ্কপটে আর্ত্ত প্রার্থনা করিতে হইবে। আমি [illegible] এ কথা কেবল মুখে বলিলে চলিবে না। [illegible] নিজসুখ বা ইচ্ছা [illegible] নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদলাভের প্রতীক্ষায় থাকিতে হইবে। শরণাগত ব্যক্তি তাঁহার নিজের [illegible] কথা কিছুই ভাবিবেন না। কারণ, উহা সকলই ভগবানের হাতে। সুতরাং তাঁহার ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিলানই ভক্তের বিচার। যদি কেহ শরণাগত বলিয়া পরিচয় দিয়া নিজেকে স্বরূপ [illegible] ভাবনা করে, তাহা হইলে তাঁহার শরণাগতি অলীক ও প্রলাপ মাত্র।

সবই ভগবানের কৃপা। ভগবানের বিধান সর্ব্বদাই মঙ্গলের হেতু—আমাদের শোধনের জন্য। ভগবদ্বিমুখতা নষ্ট করিবার জন্য দুঃখ ও ভগবদ্বিমুখতা বৃদ্ধি করিবার জন্য ইন্দ্রিয়জ সুখ এখানে আছে। যখন আমরা সুখ ও দুঃখ উভয় বিধানকে ভগবানের কৃপা বলিয়া বরণ করিতে শিখিব, তখনই আমাদের মঙ্গলের উদয় হইবে। যদি আমরা ভগবানের প্রত্যেক বিধানকে ভগবানের ইচ্ছা ও অনুগ্রহ বলিয়া গ্রহণ করি এবং আমাদের নিকৃষ্ট কল্পনা বা দুর্ব্বাসনাদির কথা আলোচনা করি, 'তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক' ইহা মনে ও মুখে এক করিয়া তাঁহার প্রবল [illegible] মস্তকে ধারণ করি, তাহা হইলে আমরা ভক্তিযুক্ত হইয়া ইহজগতে সম্যক্ শান্তিলাভ করিতে পারিব। সুখ, দুঃখ ও সুখদুঃখাতীত অবস্থাত্রয় দ্বারা ভগবান্ আমাদিগকে কৃপাই করেন। শ্রীভগবান পরম করুণাময়। জগতে দুঃখের সমাবেশ দ্বারা তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন যে, এই দুঃখময় জগৎ আমাদের নিত্য বাসস্থান নয়। এ জগতে সুখ নাই, ইহা দুঃখের আগার। পরন্তু [illegible] গোলোক বৃন্দাবনই তোমাদের স্বদেশ। যে কয়টী দিন এ জগতে থাকিতে হইবে, তাহাকে কেবলমাত্র [illegible] ব্যতীত আর অন্য কোন কার্য্যে ব্যয় করিতে হইবে না। শুধু যে এ জগতে দুঃখ রাখিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহা নয়, এ পৃথিবী দুঃখের আগার, ইহা আমাদের নিত্য বাসস্থান নহে, তাহা প্রদর্শন এবং গোলোকধামের নিত্যানন্দের কথা জানাইবার জন্য তাঁহার নিজজনগণকে এ জগতে পাঠাইয়াছেন। অনেকে মনে করেন, [illegible] দুঃখ রাখিয়া অন্যায়ই করা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। জগতে দুঃখই ভগবানের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান। এই দুঃখের অভাবে এমন এক [illegible] আশ্চর্য্য [illegible] যায় [illegible]। তাই শ্রীকুন্তীদেবী [illegible] বলিয়াছেন—

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥

———

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ

নিজের ইন্দ্রিয়ের তর্পণ নিবৃত্ত করিলে আপনাকে বস্তুর দর্শন হইবে না—ভগবানের উদ্দেশ্যে বা [illegible] দর্শন হইবে। বিশ্বরূপাদি [illegible] প্রাপ্য না করিলে, সাধু পথে [illegible] না করিলে আমাদের [illegible] হয় না। বস্তুতঃ [illegible] —[illegible]। [illegible] না করিলে [illegible] [illegible] গ্রহণ করিবার [illegible]। কৃষ্ণ কামদেব, তিনি পূর্ণ [illegible] তিনি কাহারও কাম [illegible] করেন, উহার [illegible] কোনরূপ [illegible] না। নিজেদের নিজস্ব কৃষ্ণনামের [illegible] করিলে তত্ত্ব, রূপ ও [illegible] জানা যাইবে।

এই জগতে মায়াবদ্ধ জীবের জন্য অনেক টোপ [illegible] রহিয়াছে — যেমন, মৎস্যগুলি টোপ খাইবার লোভে পড়িয়া ধরা পড়ে, তদ্রূপ মায়াবদ্ধ জীবও ভোগের টোপ গিলিতে গিয়া আত্মঘাতী হয়। অজ্ঞানতায় জীব এইরূপ বিষয়ের টোপ [illegible] আকর্ষণ করে ছুটী লাভ করে।

আমরা [illegible] কৃষ্ণানুশীলন করিব কৃষ্ণানুকূল, [illegible]। শ্রীরাধা [illegible] অনুকূল। শ্রীরাধা [illegible] সকলেই [illegible] গোপীগণ অনুকূলে কৃষ্ণ বা রাধার কৃষ্ণের উপাসক। তাঁহারা কৃষ্ণ অপেক্ষায় রাধাকান্তারই পক্ষপাতী বেশী। 'কৃষ্ণানুকূলানুশীলন' শব্দ হইতে 'অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন' পদ্ধতীর বৈশিষ্ট্য আছে। কৃষ্ণের প্রতি প্রতিকূল ভাবটী অতি দূষণীয়। অনুশীলন বা engagement গুলি কৃষ্ণের সম্বন্ধে হইলে সব [illegible] হইবে।

ইহজগতে পুরুষের কামিনীভোগ এবং কামিনীর পুরুষভোগের প্রবল প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। বহির্ম্মুখ পুরুষের যে অসুবিধা, কামিনীরও সেইরূপ। কৃষ্ণভজনরহিত পুরুষ বা স্ত্রী উভয়েই খারাপ বা [illegible]। পুরুষের জড়দর্শনই স্ত্রীভোগাভিলাষ এবং স্ত্রীর জড়দর্শনই পুরুষভোগাভিলাষ—এই উভয় পুরুষাভিমানই মহাভুল বিচার। জগতকে ভোগ্যরূপে দর্শন করিতে গেলে এইরূপ বিপদ অনিবার্য। দর্শনার না থাকিলে বিপদগ্রস্ত হইতেই হইবে। ভগবানের অনুশীলন না করিলে কোন কিছুতেই [illegible] না। আমরা সব সময়ই সেই নিত্যজ্ঞানপরাঙ্মুখ অন্যাভিলাষকে দমন করিব। প্রত্যেক ভক্তিবৃত্তি [illegible] —এই ভক্তিবৃত্তি ভক্তের বিচার। জগতের সকল জিনিষ ভগবানের ভোগের জিনিষ, তাঁহার সেবা করিলেই সকল [illegible]।

সদ্গুরুসঙ্গই আবশ্যক। চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, কিন্তু কাষ্ঠকে আকর্ষণ করে না, তদ্রূপ সেবা ভগবান্ সেবোন্মুখ ও সরলকে আকর্ষণ করেন। ভগবান্ আমাদিগকে না টানিলে মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হইতেই হইবে। কৃষ্ণকথার যত অনুশীলন হইবে, ততই আমাদের লৌহত্বভাব দূর করিয়া কৃষ্ণ আমাদিগকে আকর্ষণ করিবেন। গুরুর দয়া হইলে ভয়ানক অসুবিধা, [illegible] সুযোগ করেন তাঁহার আশ্রয়ে থাকিলে আমাদের আর অসুবিধা হয় না। গুরুবৈষ্ণবের সেবা করাই আবশ্যক। তাঁহাদের সেবা করিলে পতিত জীবের উদ্ধার হয়। বৈষ্ণবসেবা কি? বিষ্ণুসেবা ব্যতীত বৈষ্ণব আর কিছুই করেন না। তাঁহার সেবা করার অর্থ তাঁহাকে কৃষ্ণসেবায় সাহায্য করা। বৈষ্ণবকে বাদ দিয়ে নিজে নিজে কৃষ্ণসেবা করিবার [illegible] করিলে অনর্থ লাভই হয়। বহুলোক কর্ম্মী জ্ঞানী, অন্যাভিলাষীর সেবাই [illegible]। তাঁহাদের আলোচনা করিলে কর্ম্মিজ্ঞানীর হইতে পতন হইবে। আর যদি শুদ্ধ বৈষ্ণবের অনুসরণ করি, তাহা হইলে [illegible] উন্নত হইব। আমরা যত উত্তম বৈষ্ণব, তাদৃশ বৈষ্ণবের পূজা ব্যতীত জীবের কিছুতেই সুবিধা হইবে না। যিনি নামসেবা দ্বারা আমার মঙ্গল না করেন, তাঁহার সঙ্গ করিতে নাই। বিষ্ণুভক্তি লাভ হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। ঐকান্তিক না হইলে পূর্ণমাত্রায় বিষ্ণুসেবা হয় না। ভক্তিপূজা না হইলে ঐকান্তিক হওয়া যায় না। বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত মায়াবদ্ধ জীবের পরিত্রাণলাভের অন্য কোন উপায় নাই। বিষয়দর্শনের কবল হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা করা আবশ্যক। অর্চ্চামূর্ত্তির উপাসনা না করিলে সংসারনাশ হইবে না। গৃহব্রত [illegible] না ছাড়িলে —সর্ব্বদা কৃষ্ণসেবায় তৎপর না পারিলে কৃষ্ণনাম হয় না।

জগতে কাহারও প্রতি আমাদের অনুরাগ বা বিরাগ নাই। সর্ব্বজীবের শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের প্রতি যেন কখন আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তাতে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাকিলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হবে।

ঊর্দ্ধগতি ও অধোগতি

গতি দ্বিবিধ— ঊর্দ্ধগতি ও অধোগতি। জীব চেতন, চেতন গতিশীল, সুতরাং সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। সে সর্ব্বক্ষণ গমন বা চলার উপরেই থাকে। গমনশীলতাই চেতনের ধর্ম্ম। জীবমাত্রেরই হয় ঊর্দ্ধগতি, না হয় অধোগতি—যে কোন একটা গতি থাকিবেই। প্রভুর দিকে গতি বা যাত্রাই ঊর্দ্ধগতি, আর ভোগের দিকে গতিই অধোগতি বা সংসারগতি।

শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর। তাঁহাকে বিস্মৃত হইলেই জীবের অধোগতি হয়। সেবাবৃত্তি বা সেবকাভিমানের পরিবর্ত্তে যখন হৃদয়ে সেব্যাভিমান বা প্রভু অভিমান প্রবল হইয়া উঠে, তখনই পরমারাধ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা ভুলিয়া অমৃতের সন্তান অণু জীব আজ দুর্গতির হইয়াছে—জন্মমৃত্যুর কবলে কবলিত হইয়াছে। চেতনের অপব্যবহারবশতঃ জীব কর্ম্মজ্ঞান দ্বারা আবৃত হইয়া ভগবৎ-সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক [illegible] অপবিত্রতার নীতি গ্রহণ করে এবং [illegible] বদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসারভ্রমণ করিতেছে। যেখানে উন্নতি বা ঊর্দ্ধগতি, সেখানেই সুখ; আর যেখানে অবনতি বা অধোগতি, সেইখানেই দুঃখ। এই আজ পরমানন্দের সেবক আনন্দবিমুখ বা সেবাবিমুখ হইয়া নিরানন্দ বা ভোগের প্রতি উন্মুখ হইয়া কেবল কষ্ট পাইতেছে।

যাঁহারা ঊর্দ্ধগতি অর্থাৎ সেবোন্মুখ— যাঁহারা বিচরণ করেন, তাঁহারা পরমানন্দময় সেবালোকে সানন্দে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাদের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। তাঁহারা অশোক, অভয় ও অমৃত। সেই ভক্তগণ কালপ্রভাবে বিনষ্ট হন না। কালের কর্ত্তা মৃত্যুস্বরূপ প্রবল চক্র তাঁহার ভক্তিপ্রভাব দেখিয়া ভীত হন। ভয়ও যাঁহাকে ভয় করে, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে যাঁহারা শরণাগত, তাঁহাদের আবার ভয়, দুঃখ বা অশান্তি কোথায়? তাঁহাদের নাম স্মরণ করিলে ভয় পালিয়া যায়। এমন ভক্তির প্রভাব! জীব কালচক্রে কৃষ্ণবিমুখ বা মায়াবদ্ধ জীবে নানাযোনিভ্রমণ অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিয়া পরিশেষে সংহার করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত নিত্য, চিন্ময় ও আত্মবিৎ বলিয়া ভীষণ প্রচণ্ড কালচক্র তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতেও পারে না; পক্ষান্তরে [illegible] কাল উহা তাঁহার অনুগমন করে। কালের ভয়ে বিচলিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশচী-মাতাকে বলিয়াছেন—

শুন শুন মাতা! কৃষ্ণভক্তির প্রভাব।
সর্ব্বভাবে কর মাতা! কৃষ্ণে অনুরাগ॥
কৃষ্ণ-সেবকের মাতা! কভু নাহি নাশ।
কালচক্র ডরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস॥
গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক, মাতা কিছুই না জানে॥
জগতের পিতা - কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

কৃষ্ণভজন না করিলে মাতৃকুক্ষিতে গমনপূর্ব্বক নানা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। মৃত্যুর পর জীব দৈবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলানুসারে দেহপ্রাপ্ত হইবার জন্য পুরুষের রেতঃকণা আশ্রয় করিয়া স্ত্রীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়। ঐ রেতঃকণা গর্ভমধ্যে পতিত হইলে এক রাত্রিতে শোণিতের সহিত মিশ্রিত হয়। পঞ্চরাত্রিতে বুদ্বুদাকারে পরিণত হয়, দশদিবসের মধ্যে বদরিফলের ন্যায় কঠিন মাংসপিণ্ডাকার ধারণ করে। এইরূপে এক মাসের মধ্যে তাহার মস্তক, দুইমাসে তাহার হস্তপদাদি এবং তিনমাসে নখলোম, অস্থিচর্ম্ম ও ছিদ্রসকল প্রকটিত হয়। চারিমাসে সপ্তধাতু অর্থাৎ রস, রক্ত, মাংস, অস্থি, মেদ, মজ্জা ও শুক্র এবং পঞ্চম মাসে ক্ষুধাতৃষ্ণার উদয় হয়। ছয়মাসে ঐ জীব জরায়ুদ্বারা আবৃত হইয়া দক্ষিণকুক্ষিতে ভ্রমণ করে। সেই জীব মাতৃভুক্ত অন্নপানাদি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তখন তাহাকে পাপিগণের উৎপত্তিস্থান মলমূত্রগর্ত্তে শয়ন করিয়া থাকিতে হয়। সেই গর্ভমধ্যে তত্রস্থ ক্ষুধার্ত্ত কৃমিসকল তাহার সুকোমল দেহ পাইয়া সর্ব্বাঙ্গ নিরন্তর ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকে। তাহাতে সে নিরতিশয় ক্লেশ পাইয়া মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হয়। গর্ভধারিণী দুঃসহ কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণ, রুক্ষ, অম্লাদি যে সকল রস ভক্ষণ করেন, সেই সকলের সহিত গর্ভস্থ জীবের দেহ সংযুক্ত হওয়ায় তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা জন্মে। সে ভিতরে জরায়ু দ্বারা বেষ্টিত এবং বাহিরে নাড়ী দ্বারা বিশেষরূপে আবদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠ ও গ্রীবাদেশ কুঞ্চিত করিয়া কুক্ষিতে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক অবস্থান করে। ঐ গর্ভমধ্যে তাহার দৈববশে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের দুষ্কর্ম্মের স্মৃতি হয়। তখন সে শত শত জন্মের পাপকর্ম্মসমূহ স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে। সুতরাং এমত অবস্থায় সে যে কিরূপ দুঃখে বাস করে, তাহা সকলেই অবগত। কৃষ্ণভজন না করিলে জীবের এইরূপ দুর্দ্দশাভোগ হইয়া থাকে। এই জীব যখন সপ্তম মাসে পদার্পণ করে, তখন তাহার জ্ঞানোদয় হয়।

কৃষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণের আধার।
কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত দুঃখ পায়॥
যেবা দিনে কালবশে হয় বুদ্ধিজ্ঞান।
হৈলে যে ভজয়ে কৃষ্ণে, সেই ভাগ্যবান্॥

অজ্ঞ্য না ভজে কৃষ্ণে, দুর্ভাগ্য করে।
পুনঃ সেইমত বাল্য পাপে ডুবি' মরে॥

এইরূপে জননীজঠরে বহু কষ্ট ভোগ করিয়া জীব ভূমিষ্ঠ হয়। তৎপরে মাতাপিতা কর্ত্তৃক লালিতপালিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তাহাদের মায়ায় পড়িয়া ভগবানের সেবা করার সুযোগ আর পায় না। সে ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দেহ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন, বন্ধু এবং স্বজনাদিতে আসক্ত হইয়া দেহেন্দ্রিয়তর্পণে মত্ত হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়সুখ অনুসন্ধান করিতে গিয়া সে অবশেষে মহাদুঃখসাগরে নিমজ্জিত হয়। কুটুম্বদিগের পোষণচিন্তায় সে বিব্রত থাকে এবং তজ্জন্য সে অনেক সময় পাপাচরণেও প্রবৃত্ত হয়। ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি কাপট্যপূর্ণ ইন্দ্রিয়সুখাগার গৃহে নিরলস হইয়া [illegible] শিশুগণের আধ-আধ-আলাপে ও কামিনী-রূপিণী মায়ার মনোবিমোহনকর [illegible] দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হইয়া থাকে এবং দুঃখের নিবৃত্তিকেই সুখ বলিয়া মনে করে। সে মায়াজীবন সুখের জন্য ব্যস্ত হইয়া একদিনও নিরবচ্ছিন্ন অবিমিশ্র সুখ লাভ করিতে পারে না। যাহাদিগের পোষণে অসমর্থ হয়, তজ্জন্য হিংসাবৃত্তি দ্বারা নানাস্থান হইতে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সেই পরিবারবর্গকে পোষণ করিয়া থাকে এবং স্বয়ং তাহাদিগের ভোজনাবশেষ যাহা কিছু থাকে, তাহাই আহার করিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে। যখন সেই হতভাগ্য পুরুষ বারবার যত্ন করিয়া কুটুম্ব-ভরণে অশক্ত হয়, তখন সে হতশ্রী ও দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এইরূপে যখন স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণে সে অসমর্থ হইয়া পড়ে, তখন নির্দ্দয় কৃষকগণ যেরূপ বলীবর্দ্দকে আদর করে না, সেইরূপ তাহার পুত্রকলত্রাদিও ঐ গৃহব্রত ব্যক্তিকে আর পূর্ব্বের ন্যায় আদর করে না। কিন্তু তাহাতেও তাহার সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয় না। এইভাবে রোগাক্রান্ত হইয়া সে গৃহকোণে দিনাতিপাত করে। ক্রমে সে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলে আত্মীয়স্বজনগণ তাহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া শোক করিতে থাকে। কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতচিত্ত অজিতেন্দ্রিয় ঐ ব্যক্তি এইরূপ অবস্থাতেও রোদনমান আত্মীয়স্বজনের সাতিশয় দুঃখ দর্শন করিয়া অধীর হয় এবং অবশেষে সে নষ্টবুদ্ধি হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে।

তাহার মৃত্যুর সময় মহোগ্রদর্শন ভয়ঙ্কর যমদূতদ্বয় আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ ব্যক্তি উহাদিগকে দর্শন করিয়া ত্রাস পায় এবং ভয়ে পুনঃ পুনঃ মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে থাকে। অনন্তর যমদূতদ্বয় তাহাকে স্থূলদেহ হইতে যাতনাদেহে নিরুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে গলদেশে পাশ বন্ধন করে এবং রাজপুরুষগণ যেরূপ দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যায়, যমরাজের কিঙ্করগণও সেইরূপ তাহাকে লইয়া দীর্ঘপথে গমন করে। যমদূতের তিরস্কারবাক্যে ঐ পুরুষের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে এবং সর্ব্বশরীরে কম্প উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে কুকুরসকল তাহাকে ভক্ষণ করিতে আসে। তাহাতে ঐ ব্যক্তি যন্ত্রণায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া স্বকৃত পাপ স্মরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে। যমদূতগণ তাহাকে যে পথ দিয়া লইয়া যায়, তাহা প্রতপ্ত বালুকাপূর্ণ, তথায় কোন বিশ্রামস্থল বা পানীয় জল নাই। ঐ ব্যক্তি ক্ষুধায় প্রপীড়িত এবং সূর্য্যকিরণ ও দাবানল দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া চলিতে না পারিলেও যমদূতগণ তাহার পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত করিতে থাকে। সুতরাং সে অতিকষ্টে চলিতে বাধ্য হয় এবং শ্রান্ত(?) হইয়া যাইতে যাইতে পথমধ্যে পদস্খলিত ও বারবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে; আবার চেতনা লাভ করিয়া পাপবহুল অন্ধকারময় পথ দ্বারা যমসদনে নীত হয়। সেখানে গিয়া সে দেখিতে পায়—কোথাও জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া পাপীর দেহ দগ্ধ হইতেছে, কোথাও বা অপরের দ্বারা, আবার কোথাও বা আপন মাংস আপনি ছেদন করিয়া সেই মাংস ভোজন করিতেছে; জীবন থাকিতেই যমলোকের কুকুর ও গৃধ্র প্রভৃতি জীবগণ নাড়ীসকল টানিয়া বাহির করিতেছে। কেহ বা সর্প, বৃশ্চিক ও দংশক প্রভৃতি জন্তুগণের দংশনে অতিশয় বেদনা অনুভব করিতেছে, কাহারও অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া নৃশংস ভাবে ছেদন করিতেছে, কাহাকেও বা পর্ব্বতচূড়া হইতে নিক্ষেপ করিতেছে, কাহাকেও বা জল ও গর্ত্তের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

হরিভজন না করিয়া ভোগময় জীবনযাপনের ইহাই পরিণাম। তাই শাস্ত্র বলেন,—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

হরিভক্ত ব্যতীত আর সকলকেই এরূপ ভাবে নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হয়। ভক্ত ব্যতীত সকলেই অধঃপতিত। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ হইলে অধঃপতিত বদ্ধ জীব উর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারে। যে সকল বুদ্ধিমান্ জীব অসৎসঙ্গ বা অন্যবাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ-সেবার জন্য যাবতীয় কর্ম্ম করেন, নিরহঙ্কার ও নিঃসঙ্গ হইয়া সাধুসঙ্গে ভগবচ্চরণে একান্ত শরণাগত থাকেন, তাঁহারা ভগবানের অন্তরঙ্গতা প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের আর কখন অধঃপতন ঘটে না। সেই ভগবদ্ভক্তমহত জনগণ সাধুভক্তগণের সঙ্গ ভক্তাভক্তবিষয় অবগত হইয়া ভগবানের ঐকান্তিক ও তীব্র ভজনপ্রভাবে তাঁহার নিত্যধাম প্রাপ্ত হন। ভগবদ্ভক্তকে পৃথক্ করিয়া মুক্তি প্রার্থনা করিতে হয় না। মুক্তি ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। পুরুষের স্বপ্রচুর(?) ব্যাধিকেও ঔষধাদি যেমন তাহার অজ্ঞাতসারেই দূরীভূত করিয়া দেয়, ভক্তিও তদ্রূপ জীবের বাসনাময় লিঙ্গদেহকে অনায়াসে ধ্বংস করিয়া ফেলে। সতী বা ঐকান্তিকী ভক্তিরূপা লীলা(?) যাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, তাঁহার হৃদয়ে অনর্থসকল থাকিবে কি করিয়া? সে হৃদয় নির্ম্মল—সুন্দর। সেইজন্যই বলিতেছি, ভক্তিই উদ্গতি। তাহা জীবকে কৃষ্ণের কাছে লইয়া যায়, আর অন্যবাসনাময়ী অভক্তি বা অনাচারই অধোগতি বা সংসার। নিরন্তর কৃষ্ণসেবা ও ভগবদ্ভক্ত বা ব্রজবাসিগণের সঙ্গই অধোগমন ও অভক্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায়। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথা

(শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, ১৮।১১।৪০)

দুধের সহিত চুণগোলা বা কিছু বাঁধন(?) মিশালে দুধ-গুণের ফল ত' হইবেই না, আরও খারাপ হবে। শাখামঠ সকলই মূলমঠের সহিত যোগযুক্ত থাকিবে। মঠ-[illegible] গুরু-ভক্তসম্প্রদায়ের যে সকল কার্য্য ও ফল তাহা এখন স্বয়ং স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে। শুদ্ধভক্তিমঠের শাখা শ্রীমাধবগৌড়ীয়-মঠ কখনও এক মিশ্রমঠ না হয়। বিশুদ্ধভক্তের সেবা করিলে সকলেরই মঙ্গল হইবে। যিনি সকল বিশ্বের মঙ্গল চিন্তা করেন, তিনিই জগদ্গুরু শ্রীল আচার্য্যদেব।

আত্মা দ্বারা সংকীর্ত্তন-যজ্ঞস্থলীতে যোগদান করিতে হইবে। আত্মাই সারবস্তু। আত্মা হইতে পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং সকলেই সেই পরম আত্মার অনুসন্ধান করুন। আমরা 'গৌড়ীয়'র অনুগত হ'য়ে কীর্ত্তন করব।

পশ্চিমের লোকেরা হরিকথা শুনতে চায় না, তাহারা কৃষ্ণনামকীর্ত্তনকারী সাধুর মাহাত্ম্য বুঝে না। তাহারা কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও বুজরুকদেরই সাধু বলিয়া বরিত হয়। যে যত অধিক গাঁজাসেবী, সেই মূর্খ লোকের নিকট সাধু বলিয়া গণ্য হয়। এজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

পাষণ্ডের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাবে দুষ্টে(?) প্রচারিল 'ভক্তিসদাচার'॥

প্রেমদাসুর(?) সখার বেশে ছলে [illegible] করিয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণ তাহাকে নিপাতিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদিগের নিকট প্রচ্ছন্ন ভণ্ডভোগী বৈষ্ণবাপরাধিগণকে ধরাইয়া দিয়াছেন। শ্রীরাধারাণীর অভিন্নবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণসেবার অপূর্ব্ব কৌশল জানিতেন। তিনি দুষ্টকেও কৃষ্ণসেবায় লাগাইয়া দেন। কিন্তু দুষ্ট ব্যক্তি যদি মহতের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া নিষ্কপট সাধু না হয়, তবে সে নারকী হইয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তের প্রকট ও অপ্রকটলীলা অভিন্ন। অপ্রকটেও মহাজনগণ আমাদের প্রতি নিরন্তর যে তাঁহাদের করুণা বিস্তার করেন।

"আমি ত' কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, যাই তব পাছে পাছে।" রূপানুগদের অনুসরণ করিতে হইবে—দক্ষিণে, বামে বা পশ্চাতে তাকাইতে হইবে না। পূর্ব্বদিক্ ভক্তির দিক্। আমাদিগকে অন্য কোনও দিকে না তাকাইয়া কেবল শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্ম অনুসরণ করিতে হইবে দক্ষিণদিক্ কর্ম্মমার্গ, উত্তরদিক যোগমার্গ এবং পশ্চিম দিক্ জ্ঞানমার্গ ত্যাগ করিয়া কেবল পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে হইবে। তাই মহাজন বলিলেন—'রাধাকৃষ্ণ বল সঙ্গে চল' সাধুভক্তের সঙ্গে চলিতে হইবে—গতিশীল হইতে হইবে। কীর্ত্তনই শক্তিশীল। আত্মা—নিত্য ও চেতন, তাহার ধ্বংস নাই। ইহাই আত্মার বৃত্তি। আত্মার বৃত্তি স্তব্ধ করিয়া দিলে অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনস্বরূপ স্বভাবে চলিতে না থাকিলে দেহ ও মনের দুঃখ প্রবল হয়। দেহ ও মনের গতি প্রবল হওয়া, আর নরকে যাওয়া একই কথা। মঠে সকলেই এক উদ্দেশ্যে আসে নাই। [illegible] সিদ্ধভক্তি [illegible] কৃষ্ণভক্ত-সাধককে খুব সতর্ক(?) হইতে হইবে। অকৃত্রিমতা ও সরলতাই পরমার্থের লক্ষণ। ভক্তিজ্ঞান না হলে সম্বন্ধজ্ঞান হইবে না, সম্বন্ধজ্ঞান না হইলে অভিধেয় হইবে না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এ সব যাহার নাই—সে-ই অকিঞ্চন।

শ্রীমদ্ভাগবতে সেই প্রোজ্ঝিতকৈতবধর্ম্মই উক্ত হইয়াছে,—

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো
'নির্ম্মৎসরাণাং সতাং'।
অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব॥
তা'র মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥"
[illegible] ১।[illegible])

যাহার চিত্তে কৈতব নাই, তিনি [illegible] শরণাগত(?), তিনিই [illegible]। [illegible] কৈতবতা হয় না

কর্ত্তা হর্ত্তা রক্ষিতা সবার নারায়ণ। নিঃসন্দেহে ভজ গিয়া তাঁহার চরণ॥

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
শ্রীধাম নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। [illegible]
সেবক—[illegible]

(৩) শ্রীযোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) [illegible] নন্দন-পাট
[illegible], বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) [illegible] সুবর্ণ কুণ্ড
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) মামগাছি-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জামগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জামগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীচৈতন্য দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গোকুলপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা (শ্রীনাগবেদের পাটের নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) কুলিয়ার [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ সেবাবিলাস

(১৮) [illegible]-আশ্রম
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একচক্রামঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী

(২০) [illegible] পণ্ডিতের পাট
চাঁদপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চটক পর্ব্বত
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী

(২৩) ময়মনসিংহ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীবংশীদাস ব্রহ্মচারী

(২৫) সরস্বতী-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যাবন্ধু বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩০, পালাং [illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], চট্ট, [illegible]
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) কাশী গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] বিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible] ইউ পি।
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]-[illegible]
পোঃ [illegible] (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ - [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] [illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গোপীবিহারী মঠ—[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible] মাদ্রাজ।
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) ব্যাস গৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible], নই দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]কুটী
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীনবীন দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেবক—[illegible] বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট.
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ [illegible]
[illegible], [illegible] (ইউ-পি)
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যার্ণব গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible]পুর (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ [illegible]

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রী[illegible]গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-মাসিক-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৶০	।০
" " ইঞ্চি	৩৲		১।০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲		৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৬।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

বাৎসরিক	"	৫
ষান্মাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ।০ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি,এ প্রণীত বিবিধ অবতারগণের বিষয় শ্রৌতপন্থায় ও তথ্যপূর্ণ ভাবে চিন্তা-গ্রন্থ ; এই গ্রন্থখানি পাশ্চাত্যপ্রণালী অনুসারে লিখিত। ইহাতে একটি চার্ট (chart) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র চারআনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

নবযুগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও কাহিনীর মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থদ্বয়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি সুন্দর। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—নবযুগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে সমগ্র জগতের মানবগণের সম্প্রদায়, মতবাদ, ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা প্রভৃতির সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্মত সামঞ্জস্য ও প্রকৃত সমন্বয়, যুক্তিসহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—নবযুগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত—সুবিখ্যাত বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচালনা। ছাত্রগণের স্বাস্থ্য ও চরিত্র রক্ষার্থে ছাত্রদের জন্য সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। খাওয়া ও থাকার জন্য মাসিক মাত্র ৯৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অতি সুন্দর ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ৯ জন বালকের মধ্যে ৮ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা প্রামাণিকভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব জীবন চরিত গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবন ও শিক্ষা ও চরিত্র প্রামাণিকভাবে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির পাঠ্য। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যাবিনোদ প্রভু কর্ত্তৃক সম্পাদিত, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সারার্থবর্ষিণী ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা, অন্বয়, অনুবাদ, ও বিস্তৃত তাৎপর্য্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। গীতার এরূপ সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। প্রত্যেক শ্লোকের অন্বয়, মূল, টীকা, অনুবাদ ও তাৎপর্য্য প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে সাধারণ লোকের নিকট গীতার গূঢ় অর্থ সহজে বোধগম্য হইবে। মূল্য মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিনোদবাণী বৈভব

শ্রীশ্রীল ঠাকুর [illegible] উপদেশ [illegible]। ভিক্ষা [illegible] টাকা

প্রাপ্তিস্থান - [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের [illegible] সংস্করণ। [illegible], [illegible] বিবরণ, [illegible] ও [illegible] করিয়াছে। ইহা শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের [illegible] [illegible]। ইহার ভিক্ষা মাত্র

শ্রী [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

[illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

[illegible] চরিত্রের [illegible]। ভিক্ষা [illegible] [illegible]।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রী[illegible] শ্রীমায়াপুর নদীয়া অথবা শ্রী[illegible] নাথ [illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা

ই, বি, রেল কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট

যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

([illegible] টাইম)

যাওয়া

কলিকাতা ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
[illegible] পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible] ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible] পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

([illegible]) ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(আপ—[illegible] হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible] ঘাট পৌঃ	[illegible]
ছাঃ	[illegible]
[illegible] পৌঃ	[illegible]
([illegible]) ছাঃ	[illegible] ([illegible])
[illegible] পৌঃ	[illegible]

আইস

[illegible]

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible] পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible] পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] প্রবীণ ও [illegible] অধ্যাপক [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] ও [illegible] জীবনচরিত-গ্রন্থে [illegible]। [illegible]। [illegible] ও [illegible] শ্রীমহাপ্রভু [illegible] আলোচনা। [illegible] পৃষ্ঠা [illegible]। [illegible] গোস্বামী [illegible] (Foreword), [illegible] (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—[illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা - নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রী[illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে [illegible] দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৩, [illegible] চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

[illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে উৎকল ভাষায় "[illegible]" [illegible] প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] জীর্ণ [illegible] পরীক্ষিত [illegible] একমাত্র উপায় [illegible]। [illegible] এবং [illegible] সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible]। [illegible] ছোট বোতল [illegible], বড় বোতল ১৷৹ [illegible]। [illegible]

[illegible] ট্রাঙ্কি রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible], [illegible]

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

পত্রপ্রসূনমালা
—::—
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন পত্রাবলী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত 'গৌড়ীয়' কার্য্যালয় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
মথুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব।
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা তথা সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীমায়াপুর।
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ১৯ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ বৃহস্পতিবার ২২৫তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

রাঁচি জেল হইতে ১১জন ব্যক্তির মুক্তিলাভ

রাঁচী জেলার "নিষিদ্ধ অঞ্চলে" মদ রাখিবার অভিযোগে দণ্ডিত হইয়া ১১জন ব্যক্তি রাঁচী ডিষ্ট্রিক্ট জেলে কারাভোগ করিতেছিল। দণ্ডের কাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। পাটনা হাইকোর্ট বিহার সরকারের মাদক বর্জ্জন সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করায় ফলেই এই ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। মাদক দ্রব্য রাখিবার অভিযোগে যে সকল মামলা চলিতেছিল, তাহাও প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

——

বুলগেরিয়ার বৈদেশিক নীতি

সোফিয়া হইতে টাইমসের সংবাদদাতা তারযোগে জানাইতেছেন:—

বার্লিনে কমিশনে বাণিজ্য প্রতিনিধি বর্গের নেতা সোভিয়েট পররাষ্ট্র-দপ্তরের সেক্রেটারী মঃ [illegible] বুখারেষ্টের পথে এক দিনের জন্য সোফিয়ায় আসিয়াছিলেন; তখন রাজা বোরিসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়।

বার্লিনস্থ বুলগেরীয় মন্ত্রী মঃ ড্রাগানফ্ সম্প্রতি আবার সোফিয়ায় আসিয়াছেন; গত ছয় মাসের মধ্যে এবার লইয়া তাঁহার দুইবার সোফিয়ায় আসা হইল। বুলগেরিয়ার বৈদেশিক নীতি কিরূপ হইলে জার্মানী খুসী হয় সে সম্বন্ধে জার্মানীর তাদের মতামত তাঁহার মারফত প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। লক্ষণ দেখিয়া মনে হয়, অন্ততঃ বর্ত্তমানে বুলগেরিয়ার ত্রিশক্তি চুক্তিতে যোগদানের সম্ভাবনা নাই।

——

বুলগেরিয়াকে বৃটেনের আশ্বাস

ব্রিটেনের পররাষ্ট্রবিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ বাটলার বুলগেরিয়ার প্রতি ব্রিটেনের মনোভাব সম্পর্কে গত ২৬শে নভেম্বর যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে বুলগেরিয়ার সরকারী মহল সন্তুষ্ট হইয়াছে। শত্রুপক্ষে যোগদান না করিলে বৃটেন যুদ্ধের পর বুলগেরিয়ার স্বাধীনতা এবং এক জাতিত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে, বুলগেরিয়া সম্পর্কে ইহাই ব্রিটেনের সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতি। বুলগেরিয়ার রাজদরবারে মন্ত্রীসভায় এবং সৈন্যবিভাগে যাহারা অক্ষশক্তির পক্ষে বুলগেরিয়ার যোগদানের সম্পূর্ণ বিপক্ষে, এই উক্তির ফলে তাহাদের শক্তিবৃদ্ধি হইবে।

——

ডোডেকেনিজ দ্বীপ আক্রান্ত

যুদ্ধ সম্পর্কে একখানি গ্রীক ইস্তাহারে এপিরাস ও কোরিটজার পূর্ব অঞ্চলে প্রচণ্ড সংগ্রাম, উত্তর এপিরাসের ও কালামাস নদী অঞ্চলে গ্রীকদের সাফল্য এবং বহু ইতালীয় বিমান কর্ত্তৃক গ্রীক ঘাঁটিগুলির উপর বোমা বর্ষণের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। কোরিটজা অঞ্চলে ইতালীয় সেনার পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে। গ্রীকগণ ঘাঁটিগুলি দখল করিয়াছে। ইতালীয়-বাহিনী এই সকল ঘাঁটিগুলি রক্ষা করিতেছিল। গত কয়েক দিন যাবৎ এই ইতালীয় বাহিনী কালামাস নদীর দক্ষিণাংশে সংগ্রামরত ছিল। উহাদিগকে নদীর ঐপারে ফিরে হটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সময়কালের উপর বিমান যুদ্ধে সাতখানা ইতালীয় বোমারু বিমান ও ছয়খানা ইতালীয় জঙ্গী বিমান ভূপাতিত করা হইয়াছে। গ্রীকদের দুইখানা বিমানপোত ভূপাতিত করা হইয়াছে। শত্রু অঞ্চল অনেকটা অগ্রসর হইয়া কয়েকজন গ্রীক সৈন্য এলেকা ও বোতজায় গোলা বারুদের গুদাম ও বহু খাদ্যদ্রব্য হস্তগত করিয়াছে। গ্রীক বিমানবাহিনী আর্জিরোকেষ্ট্রোর বিমানঘাঁটি ও রাস্তার উপর শত্রু সৈন্যের উপর বোমাবর্ষণ করিয়াছিল। আলবেনিয়ার এলবাসানে ইতালীয় সামরিক ও যানবাহনের কার্য্যের উপর রাজকীয় বিমানবাহিনী বোমাবর্ষণ করিয়াছিল। সমস্ত বোমাই লক্ষ্যস্থল অঞ্চলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বেনগাজি, সোলাম, বারদিয়া ও টোব্রুকের উপরও তৈল আক্রমণ চালান হইয়াছিল। ইতালীয় পূর্ব আফ্রিকার গুরার একটি ইমারতে বোমা বর্ষিত হইয়াছিল।

——

বাঙ্গলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ

বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কার্য্য তত্ত্বাবধান করিতে এবং বাঙ্গলা প্রদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ কার্য্যের সম্প্রসারণ বাঙ্গলা গভর্ণমেন্ট 'ইংলিশ ইলেক্ট্রিক কোম্পানী লিমিটেড' নামে একটি বৃটিশ প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ করিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। এই কোম্পানী পূর্বোক্ত কার্য্যের জন্য প্রাদেশিক আর্থিক, বাণিজ্য ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিবে এবং সুপারিশ দাখিল করিবে। উক্ত বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ার মিঃ [illegible] কে নিযুক্ত করিয়াছেন। বাঙ্গলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পর্কে, তৎসম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য বাঙ্গলা গভর্ণমেন্ট [illegible] স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন। মিঃ [illegible] সুপারিশ দাখিল করিয়াছেন। [illegible] করিয়া দেখিয়াছেন।

——

মিঃ জন লকহার্ট

চেকোশ্লোভাক পত্রিকার কার্য্যালয় সংবাদদাতা জানাইতেছেন [illegible] বিখ্যাত বৃটিশ লেখক মিঃ জন লকহার্ট লণ্ডনস্থ অস্থায়ী চেক গভর্ণমেন্টে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের কূটনৈতিক প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন। [illegible] দিনের আলাপ [illegible] মিঃ লকহার্ট [illegible] [illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয় — [illegible] শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক [illegible] টাকা মাত্র।

২। [illegible] — [illegible] পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা [illegible] প্রকাশিত। [illegible] ১৲ টাকা।

৩। [illegible] — [illegible] সম্পাদিত [illegible] পাক্ষিক। কটক [illegible] প্রকাশিত। বার্ষিক [illegible] টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় [illegible] বিদ্যাসাগর [illegible] বি-এ [illegible] সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক [illegible] মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

[illegible] 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড [illegible] গৌড়ীয় [illegible] শ্রীশ্রীল [illegible] প্রভুপাদের শ্রীচৈতন্য [illegible] প্রকাশ [illegible] অমূল্য উপদেশপূর্ণ [illegible] প্রত্যেক [illegible] পঠনীয়।

ভিক্ষা — ৵০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

[illegible] প্রত্যেক অধিকরণের [illegible] শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত [illegible] 'অণুভাষ্য' [illegible] প্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীক শরণাগতি

[illegible] শ্রীশ্রীল [illegible] 'শরণাগতি' [illegible] টীকা [illegible] গৌড়ীয়-মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা —৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীভক্তি [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

[illegible] এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, —[illegible] [illegible]
[illegible] ১৮৲
[illegible] ১৲
২। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত (অপ্রাপ্য) ৬৲
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible]
৪। [illegible] (অপ্রাপ্য) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড [illegible]; ২য় খণ্ড [illegible]; ৩য় খণ্ড [illegible]
৪র্থ খণ্ড [illegible]
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড —[illegible], ২য় খণ্ড [illegible]; ৩য় খণ্ড [illegible]
৭। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ১৲
৮। [illegible] দীপিকা ও [illegible] দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। [illegible] শিক্ষা (বাঁধা) ১
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৫। বৈষ্ণব [illegible] ১
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব [illegible]
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ১
১৮। [illegible] ১
১৯। [illegible] ১
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়শিক্ষা ৷৵০
২২। [illegible] ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপ[illegible] (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) অপ্রাপ্য ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল ভাষা [illegible]
২৭। [illegible]
২৮। [illegible] (সংস্করণ) ১০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। [illegible] ০০
৩১। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ১০
৩৩। নবদ্বীপ-পঞ্জিকা ০০
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। শ্রীমালা [illegible]
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। [illegible] ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] ১০
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷০
৪৩। [illegible] ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। [illegible]
৪৭। [illegible]
৪৮। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৴৲
৪৯। [illegible]
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও [illegible] খণ্ড)
৫১। [illegible]
৫২। [illegible] (সাপ্তাহিক)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৳
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।
৫৫। [illegible]
৫৬। [illegible] ৶
৫৭। শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টক (ব্যাখ্যাবিবৃতি) ।
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৶
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶
৬০। [illegible] ৴

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতমালা ।
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধঃ ।
৬৩। [illegible] ।৹
৬৪। [illegible] ।৹
৬৫। [illegible] ৶৹
৬৬। গৌড়ীয়[illegible] ৴৹
৬৭। [illegible] ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। [illegible] ।৹
৬৯। [illegible] ।৹
৭০। [illegible] ৴৹
৭১। [illegible] [illegible] ।৹
৭২। [illegible] ৷৵৹
৭৩। [illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
৭৬। [illegible]
৭৭। [illegible] ।৹
৭৮। [illegible]
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [illegible] ১৫

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।
৮১। [illegible] ।
৮২। [illegible]
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতগ্রন্থ সমূহের আলোচনা ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা সকলের অবশ্য পাঠ্য [illegible]। ভিক্ষা [illegible] আনা

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

[illegible] গ্রন্থমালা

[illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা [illegible]

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible] শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ ২০ কেশব ৪৫৪ গৌরাব্দ ১৭ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৫ই ডিসেম্বর ইং ১৯৪০, বৃহস্পতিবার } ১১৭ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ কেশব আদি কার্ত্তিকশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৪

ধামবাস

——:(•):——

নিরন্তর শ্রীধামেই বাস করিতে হইবে। যেখানে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হয়, যাহা চিদ্বিলাসী কৃষ্ণের বিলাসক্ষেত্র, তাহাই শ্রীধাম বা শ্রীমঠ। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন [illegible]। শ্রীকৃষ্ণাশ্রিতদিগকে বাসই শ্রীধামবাস। যেখানে ভোগবুদ্ধি, সেখানে শ্রীধামবাস নাই। ভক্তিতে বাসই—কৃষ্ণের সুখের জন্য বাসই শ্রীধামবাস। শ্রীধাম সেবাময়, স্বরাট্ নয়, স্বতন্ত্র বা বিভু নয়, জগদ্ব্যাপী ও সর্ব্বব্যাপী। শ্রীধাম চিন্ময়। তিনি অনুগ্রহ-নিগ্রহ করিতে সমর্থ। তাঁহার কৃপাতে ভগবৎপাদপদ্ম-দর্শন হয়। শ্রীধামের ক্রীড়া না মানিয়া শ্রীধামের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইবে। শ্রীধামসেবকই শ্রীধামবাসী। ভোগবুদ্ধি লইয়া শ্রীধামবাসের অভিনয় শ্রীধামাপরাধ বা [illegible]। সেবোন্মুখ না হইলে শ্রীধামে বাস হয় না। সেবোন্মুখ ধামবাসী বিষয়ী কি সেবা-ভূমিকা শ্রীধামে বাস করিতে পারে? তাঁহারা শ্রীধামবাসের অভিনয় করেন মায়াবাদীর দর্শনের ন্যায়; সেই পাপময়লিন চিত্তে শ্রীধামের অনুভূতি নাই—শ্রীধামে সেবাবুদ্ধি নাই। তাহার আধ্যাত্মিক চক্ষে শ্রীধাম প্রপঞ্চের ন্যায়ই প্রতিভাত হয়। শ্রীধামের কৃপা হইলে স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয়—স্বরূপাভিমান বা জড়াভিমান অপসারিত হয়, কাঙ্গাল হওয়া যায়। শ্রীধামের প্রতি অণু পরমাণু ভগবানের সেবক, মহতের আমাদের সেব্য—গুরু। তাঁহাদের কৃপা হইলে আমরা শ্রীধামবাস করিতে পারিব। যেখানে শ্রীধামবাসী ভক্তবৈষ্ণবের অভাব নাই, সেখানে শ্রীধামে সেবাদর্শন বা [illegible] বৃক্ষ নিশ্চয় নাই, সেখানে শ্রীধামে প্রতি বিশ্বাসও নাই। সুতরাং আমরা যদি ভোগে বা ত্যাগে মত্ত না হইয়া শ্রীধামে বাস করি, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করি, নিজেকে শ্রীধামের নগণ্য সেবক জানিয়া তাঁহাদের শ্রীধামে বাস করিয়া নিরন্তর নামমুখ কীর্ত্তন মুখে ভগবানকে ডাক—বিবর্জন করি—ভক্তবৈষ্ণবের সেবা করি, তাহা হইলে আমাদের প্রার্থিত ও শ্রীধামের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিব। শ্রীধামবাসিগণ যাঁহারা শ্রীধামের অনুগত হইয়া শ্রীধামের কৃপা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা না করেন, শ্রীধামের কৃপাকে একমাত্র প্রয়োজন মনে করিয়া কৃপা ও সেবা প্রার্থনা ব্যতীত অন্য প্রার্থনাকে তাঁহারা প্রতিকূল বলিয়া জানেন, সত্যের সঙ্গ ও সত্যের আনুগত্য ব্যতীত শ্রীধামে বাস করা যায় না ইহা অনুভব করেন, অন্য কোন জিনিষ গ্রহণ না করিয়া শ্রীধামে বসবাস দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন এবং ভক্তি জীবনযাপন করিয়া গৌর ও গৌরভক্তগণের সেবার জন্য আপ্রাণ যত্ন করেন, নিজ সুখ ভুলিয়া ভগবৎসুখের জন্য [illegible] [illegible] করেন, [illegible] তাঁহাদের [illegible] অনুকূল [illegible] হইবে এবং তাঁহারা ক্রমশঃ শ্রীধামের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন।

শ্রীধামের সেবাই বড়িতে হইবে। শ্রীধামের সেবার জন্য [illegible] [illegible] করেন। কিন্তু [illegible] দ্বারা শ্রীধামের [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] না। শ্রীধাম [illegible] থাকেন, তাহাই শ্রীধাম [illegible]। তাঁহাদের [illegible]—[illegible] শ্রীকৃষ্ণের বিলাসক্ষেত্র। [illegible] জানিতে শ্রীধাম বা [illegible] [illegible] তাঁহারা [illegible] গোলোক দর্শন করেন তাঁহাদের [illegible] [illegible] নাই। [illegible] বৃন্দাবন। শ্রীল ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"শ্রীধামের প্রজা, বিদেশ, [illegible] শ্রীধামই। যথা শ্রীবৃন্দাবনে [illegible]— [illegible], [illegible] শ্রীধাম। [illegible] কেন্দ্রস্থল—শ্রীমায়াপুর।"

অত এব [illegible] না হয় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ [illegible] যে কোন স্থানে বাস করিতে পারে। [illegible] সজ্জনগণের প্রতি [illegible] করুণা। শ্রীধাম [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীধামে আশ্রয় করিলে [illegible] হইবে। সেইজন্যই [illegible]—শ্রীধামবাসী সকল [illegible] [illegible] শ্রীধামবাস [illegible] সঙ্গে কোথাও বাস [illegible] শ্রীমায়াপুরে আসিবার জন্য উপদেশ [illegible]।

শ্রীযুক্ত [illegible] সকলেরই আন্তরিক [illegible]। [illegible] কর্ম, জ্ঞানী, [illegible], সকলেই মঙ্গল [illegible]।

[illegible] শ্রীমায়াপুরে [illegible] আসিয়া থাকেন। কিন্তু [illegible], [illegible] ভগবদ্ভক্তগণের [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য সেবনীয় [illegible] প্রকাশিত [illegible] [illegible]—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের। [illegible]—

[illegible] শ্রীবৃন্দাবন দাস।

শ্রীপুরুষোত্তম।

[illegible] শ্রীধাম [illegible]।

[illegible]

[illegible] শ্রীধামে বলে।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

এই পুরুষোত্তমধামে মধ্যম অধ্যক্ষদের [illegible] শ্রীমন্ মহাপ্রভু [illegible] অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এখানে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] পর [illegible] অদ্ভুত অপ্রকট লীলা [illegible] এবং পুরুষোত্তমক্ষেত্র [illegible] পুণ্যস্থান। [illegible] ক্ষেত্র [illegible] বিশ্বমঙ্গলের [illegible] এখানে [illegible] [illegible] সেবার [illegible] এই [illegible] শ্রীল [illegible] গোস্বামী [illegible] আজ মহা [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] পান করিয়া ধন্য হইতেছেন।

[illegible] শ্রীল [illegible] তাঁহাদের [illegible] নাই, তাঁহারা [illegible] সম্বন্ধে [illegible] কৃপা করিয়া থাকেন। [illegible] কৃপা [illegible] করিয়াছেন— [illegible] হইবে। তবে সকলকে মনে রাখিতে হইবে শ্রীধামবাসী [illegible] অপরাধ ভাবিবার জন্য না [illegible] কোন অবস্থার উদ্দেশ্য লইয়া শ্রীধামবাসীদের আশ্রয় গ্রহণ বাস নহে, ইহা শ্রীধামাপরাধ। শ্রীধামে নিজ ভোগ্য অভিমান থাকিলে শ্রীধামবাস হইবে না। শ্রীধামের একমাত্র মালিক [illegible] শ্রীগোবিন্দ। শ্রীধামের প্রতি অণু পরমাণু, ভক্তি বৃক্ষলতা, [illegible] আনন্দ [illegible] সেবার জন্য। [illegible] সেবার স্থান — গুরুবৈষ্ণব ভগবানের ভোগ্যস্থান। ইহা ভোগের স্থান বা আমাদের [illegible] স্থান নহে। শ্রীধামবাস করিতে গেলেই নিজ [illegible] করিয়া [illegible] আশ্রয়গ্রহণ [illegible] করা যেরূপ [illegible] শ্রীধামে বাস করিলে শ্রীধামাপরাধ হইবে [illegible] শ্রীধামের আশ্রয় [illegible] আত্মনিবেদন। শ্রী [illegible] গোস্বামী [illegible] বলিয়াছেন— "[illegible] শ্রীধামে [illegible] মানসে অর্থাৎ শ্রীধামের [illegible] বাস করিবেন।" এই শ্রীধামবাসের [illegible] সকল [illegible] কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীধামে [illegible] আমাদের [illegible]

যে শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসীর নিকট অপরাধ [illegible] পাইবার [illegible] হইলেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

শ্রীল সাগর মহারাজের হরিকথা

-::●::—

[illegible] হইবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে। জীবের প্রশংসা করিবার কিছু নাই। [illegible] সেবা ব্যতীত ভাগবত [illegible] সাক্ষাতে বৈষ্ণবের কোন মূল্য নাই। আবার বৈষ্ণবের অভিমুখো জীব যাহা [illegible] নহে, তাহার কর্তৃত্ব না প্রশংসার কি আছে? [illegible] যখন আহার গ্রহণ করে অথবা [illegible] তখন কি কেহ তাহার জন্য তাহাকে প্রশংসা করে? কারণ, ইহা ত' আত্মার ধর্ম। যদি তোমার [illegible] তাহা হইলে তাহার অসুবিধা। সেইরূপ আত্মার স্বভাবই [illegible] করা, যদি সে তাহা না করে, তাহা হইলে সেটা নিন্দার বিষয়, কিন্তু [illegible] প্রশংসার কিছু নাই। সাধক [illegible] নাই। বদ্ধজীবের সবই অসম্পূর্ণ, সবই ত্রুটিযুক্ত, কাজেই প্রশংসনীয় নয়। [illegible] মহতের [illegible] শুদ্ধবৈষ্ণব যে প্রশংসা করেন, তাহার [illegible] বদ্ধজীবের অমঙ্গল-[illegible] মনে করিতে হইবে না। তিনি [illegible] দেখেন না। তিনি সর্বত্র শুদ্ধ বৈষ্ণব দর্শন করেন বলিয়া শুদ্ধভাবে প্রশংসা করেন। বদ্ধজীবের উচিত নয় সেই প্রশংসার [illegible] নিজেকে মনে করা। শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মের সেবায় আমরা এই কথাটি বহু বার [illegible] সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রশস্তিসূচক একটি প্রবন্ধ শ্রীনবদ্বীপ [illegible] প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম তাহা জানিতে পারিবামাত্র সেটী লুকাইয়া [illegible] অথবা [illegible] যে, আমরা শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] দর্শন করিবার সুযোগ হইবে [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের কথাটি পড়িলেই কি আমরা বুঝিতে পারিতাম, না তাঁহার আলোকে তাঁহার ভজনকে দেখিতে পাইতাম? শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের বাণীকে যেভাবে বীর [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন, [illegible] সেই বাণীকে অনুসরণ করিবার সুযোগ বেশী হইয়াছে। অপর আমরা বলিব যে, শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] ত' তিনি [illegible] রাখিয়াছেন, তাহা প্রকাশিত হইতে পারিল না। কিন্তু আমাদের মত অনধিকারী লোকের নিকট তাহাতে অধিক প্রকাশ করা হইয়াছে। কারণ, শ্রীল প্রভুপাদের বাণীকেই [illegible] যেমন আমাদের এক কর্ণদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া সেই মুহূর্তেই অন্য কর্ণের দিয়া বাহির হইয়া যায়, ইহাও সেইরূপ হইত। শ্রীল প্রভুপাদ যে বলিলেন, গুরুদেবকে দিয়া নিজের সেবা করাইতে হইবে না, অথচ নিজে ছোট হইতে হইবে না, দাস হইতে হইবে এবং গুরুদেব সেবার বিনিময়ে কিছু চান না— এই কথাটি [illegible] এই আচরণ দ্বারাই বেশী প্রকাশ পাইয়াছে।

[illegible] সবই [illegible] বিষয়। তাঁহাদের [illegible] বাৎসল্য, সেবক সেবা হইতে দূরে থাকিতে চাহিলেও তাঁহাকে সেবা ও করুণার মধ্যে [illegible] রক্ষা এবং তাঁহার নিরপেক্ষ লীলা সকলই মনোরম। আমাদের দরকার তাঁহার চিত্তবৃত্তির সহিত যোগ থাকা। গুরুদেব যখন কাহাকেও বকুনা করেন, তখন সেটিও মনোরম; সেবকের সেবা হইতেছে তাঁহার সেই বকুনা-লীলার বিরোধ না করা। তবে কেহ কখনও মনে করিবে না যে, সেও মহাভাগবত গুরুবর্গের ন্যায় বকুনা করিয়া [illegible] করিতে পারে। সেবকে কেবল লক্ষ্য রাখিবে যে, আমি অমায়ায় কৃপা লাভ করিব কি করিয়া।

সকলকে [illegible] থাকিতে হইবে যে, আমি এই অবস্থায় গুরুসেবার জন্য কিরূপ সুযোগ পাইতেছি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে যে সুযোগ বা সুবিধা দেন, তাহা অবহেলা করিতে হইবে না কারণ ছোটই সর্বাপেক্ষা বড় [illegible]। ইহা অপেক্ষা আর বেশী আমরা তাঁহাকে কি দেওয়াইতে পারে? শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের এত বড় সুযোগ দিয়াছিলেন। [illegible] সমস্ত জিনিষের দ্বারাই [illegible] হয়, একটি তিনি আচার ও প্রচার দ্বারা শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমরা [illegible] জিনিষে [illegible] পড়িয়াছিলাম, কাজেই তাঁহার [illegible] বহুমানন করিতে পারিলাম না। তথাপি তাঁহার কি করুণা যে, তিনি [illegible] আদরের [illegible] ছাড়িয়া দেন না। শ্রীল আচার্য্যদেব [illegible], তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য মুখ খুলিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা এমনই শিশু — [illegible] যে তাঁহাকে মুখ বন্ধ করাইবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছি। তিনি নিরপেক্ষ লীলাভিনয় করিতেছেন। তবুও যে কৃপা করিয়া বৈষ্ণবগণকে রাখিয়াছেন ইহাই তাঁহার মহামহাবদান্যলীলা। যদি কেহও মঠবাসী বা গৃহস্থগণ তাঁহাদের প্রবৃত্তি ছাড়িয়া শ্রবণকীর্তনাদি সেবায় নিযুক্ত না হন, তবে বৈষ্ণবগণকেও তিনি তাঁহার নিকট ডাকিয়া লয়েন। বৈষ্ণবগণের ত' ভাবনা নাই, তাঁহারা ত' চরণতরী পাইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ জগতে স্থাপন করিয়াছেন বাণীবিগ্রহ, তাহা নষ্ট হইবে না। শ্রীল [illegible] প্রভু প্রাণ এবং পাদের অনুগতরূপে অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দান করিয়াছিলেন এই বাণীমন্দিরের সেবায়। সেই সেবার মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু। শ্রীল [illegible] প্রভু অর্থ বা বাণীর যে সেবা করিয়াছেন তাহা দ্বারা তিনি [illegible] সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিরঞ্জন প্রভুর সেবায় কোন কপটতা ছিল না। তিনি যে পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীভক্তিরঞ্জন প্রভু অর্থের সহিত প্রাণও দান করিয়াছেন, যেমন শ্রীল ভক্তিস্বরূপ [illegible] প্রভু প্রাণের সহিত অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দান করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিরঞ্জন প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের কোন্ সেবা করিয়াছেন? কতকগুলি পাথরের স্তূপ কি? ঐরূপ অথবা উহা অপেক্ষা বহু ঐশ্বর্য্যশালী স্তূপ [illegible] ও গৌড়মণ্ডলে দেখা যায়। তিনি "তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।" শ্রীল প্রভুপাদের এ' বাণীর আবৃত্তি করিয়াছেন। শ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দির প্রসঙ্গে প্রকট করিয়াছেন—শ্রীগুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদ। কারণ, শ্রীগুরুবর্গ ব্যতীত কেহই শ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দির প্রকট করিতে পারে না। এইজন্য শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর গোবিন্দের মন্দির কোন এক ধনীর দ্বারা নির্মাণ করাইয়াছিলেন এ'উদ্দেশ্যেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন। ধনীর প্রশংসা ত' দূরের কথা, নামও উল্লেখ করেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটিত শ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দিরের সেবাজন শ্রীল ভক্তিরঞ্জন প্রভু অর্থের সহিত প্রাণের দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি দাতা নহেন, দাতাই ছিল তাঁহার নিজের অভিমান। এই-খানেই বুঝা যায় যে তিনি শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বাণীবাহীর অন্তরঙ্গ সেবা করিয়াছিলেন। তিনি আত্মসমর্পণ করিয়া যাহা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অনুকীর্তন আমাদের করা উচিত। তবে এটা মনে রাখিতে হইবে যে, গুরু-সেবককে গুরুবর্গের সমান আসনে বসাইতে গেলে অথবা গুরুসেবককে সামনে খাড় করাইয়া গুরুবর্গকে আবরণ

করিতে গেলে ভগবানের চক্ষে অপরাধ হয়। কারণ, ইহাতে গুরুদেবকে অযথা নিবন্ধন করিয়া ফেলা হয়—নিরাবেশরূপে গ্রহণ করা হয় না। প্রকৃত শিষ্য যাহা কিছু সেবা অনুষ্ঠান করেন তাহার দ্বারা গুরুদেবের মহিমাই প্রকাশ করেন। গুরুদেবের কৃপাশক্তি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। যেমন একটা ইঞ্জিন দিয়া একটা কল চলিতেছে। কলটা যত ভাল ও দ্রুত চলে, ততটাই ইঞ্জিনের শক্তি প্রকাশ পায়। তেমনই শিষ্যের সেবার যত চমৎকারিতা প্রকাশ পায়, তাহা দ্বারা গুরুদেবের মহিমার উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায়।

সর্বক্ষণ শ্রীগুরুবর্গের শুভেচ্ছা এবং আমার মত অধমের প্রতিও তাঁহাদের কত কৃপা, এইটি স্মরণ রাখিতে হইবে। তাঁহাদের গুণ স্মরণ করিতে করিতে আমাদের মধ্যেও সেই সকল গুণ সঞ্চারিত হইবে। তখন আমরা তাঁহাদের সহিত এক সঙ্গে থাকিতে পারিব। তখনই আমাদের শ্রীগুরুদেবের বাঞ্ছা শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন।

অনেকে বলেন, আমরা বদ্ধজীব, আমরা কি এত বড় আশা করিতে পারি যে, গুরুবর্গের গুণে গুণী হইয়া গৌরসুন্দরের কৃপা পাইব? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যদি এই আশা না থাকে, তবে কি আশা আছে—বদ্ধ থাকিয়া মায়ার প্রলোভনে আশাবশে ঘুরিয়া বেড়াইবার আশা। এই ত'! কিন্তু সে আশার ত' শেষ নাই। সে আশার মুখে ছাই তুলিয়া দাও। বদ্ধ থাকিব, গুরুবর্গের গুণে গুণী হইব না, গৌরসুন্দরের কৃপা পাইব না—এই বুদ্ধি কপটতা। ইহা ছাড়িতে হইবে। সর্বক্ষণ দেখিতে হবে, আমাদের কতটা সুবিধা শ্রীগুরুদেব দিয়েছেন। আমি নিশ্চয়ই তাঁহার জন, তিনি নিশ্চয়ই আমার অভাব বোধ করেন। আমার জন্য এতটা স্নেহ, এত অনুগ্রহ দিয়াছেন আর আমি কিনা বঞ্চনা ও বিষ গ্রহণ করিতেছি। খুব বড় আশা রাখিতে হইবে [illegible] মত। যে জীবন পরে হইলেও হবেই। কৃপাদৃষ্টি লাভ করিব। কারণ, উহা ত' আমার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। বদ্ধ থাকিবার আশার মুখে ছাই দিয়া গুরুপাদপদ্মের কৃপার দিকে তাকাও—তাহা হইলে নামপ্রেমাদি একাদশ [illegible] আশাবদ্ধ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিবে। একাদশ ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া আশাবশে ঘুরিবার নেশা ছুটিয়া যাইবে। সর্বক্ষণ কেবল মনে রাখিতে হইবে যে, গুরুপাদপদ্মের কৃপা আমি পাইবই, কারণ, তিনি করুণাময় ও পতিতপাবন।

বিশ্বাস করি কি?

(প্রাপ্ত)

আমরা শুনিয়াছি হরিভক্তির মূলবীজ হইতেছে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস। এই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস বলিতে আমরা সংজ্ঞা দিবার বিভিন্নপ্রকার বৃত্তিকে লক্ষ্য করিয়া থাকি। পাছে ভক্তিহীন লোকে ঐ প্রকার চিত্তবৃত্তিবিশেষ মনে করিয়া ভ্রান্ত হই, সেজন্য মহাজনগণ ব্যতিরেক ও অন্বয়মুখে শ্রদ্ধার লক্ষণ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ব্যতিরেকভাবে শ্রদ্ধার স্বরূপনির্ণয় করিতে গিয়া মহাজন বলিয়াছেন—

কর্মী, জ্ঞানী, যোগী যাহে,
শ্রদ্ধা বলে যাহে তাহে,
সেই বৃত্তি শ্রদ্ধা হইতে নারে।

লৌহ এবং কাঞ্চন যেরূপ স্বরূপে [illegible] অর্থাৎ [illegible], প্রকৃত শ্রদ্ধা ও কর্মী জ্ঞানী, যোগীর শ্রদ্ধা সেই প্রকার বিভিন্ন ধর্মযুক্ত। তাহা হইলে প্রকৃত শ্রদ্ধার লক্ষণ কি?

'শ্রদ্ধা' শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়॥

কৃষ্ণে ভক্তি করিলেই ঐহিক, পারলৌকিক, নিঃশ্রেয়সিক সমস্ত কর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা প্রভৃতি সমস্তই সম্পন্ন হইয়া যায় অর্থাৎ ঐ সকল উপায় অবলম্বন করিলে যে ফল লাভ হয় কৃষ্ণে ভক্তি করিলে ঐ সকল ফল আনুষঙ্গিকভাবেই লাভ হইয়া থাকে, তজ্জন্য পৃথগ্‌ভাবে ঐ সকল উপায় বা সাধন অবলম্বনের কোন প্রয়োজন হয় না। অবশ্য ইহা সত্য যে, ঐ সকল তুচ্ছ ফল প্রদান করাই ভক্তির মুখ্য কার্য নহে এবং যাঁহারা ভক্তিপথে প্রজ্ঞাবান্‌ হন, তাঁহারা কিছু জ্ঞানকর্মাদিযোগে বহু আয়াসে যে ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধি লভ্য হয়, [illegible] তাহা অনায়াসে লভ্য হয় জানিয়া ঐ সকল ফল প্রয়াসী হইয়া ভক্তির আশ্রয় করেন না। তাহা হইলে 'বিশ্বাসে'র লক্ষণ বলিতে গিয়া মহাজনগণ কৃষ্ণে ভক্তি করিলেই সমস্ত কর্ম করা হয় এরূপ আশ্বাস দিলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, যাহাদের অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা হয় নাই, যাহারা নানাপন্থী, তাহারা একভক্তি দ্বারাই যে সর্বপুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, ইহা বিশ্বাস করে না। শ্রীমদ্ভাগবতের "অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্‌॥" এই বাক্যে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য বহু উপায়সমূহ অবলম্বনে যত্নবান্‌ হইয়া থাকে। তাহাদিগকে ভক্তিপথে আকর্ষণ করিবার জন্যই মহাজনের এরূপ আশ্বাসবাণী।

বহুদিন শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন অর্চন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ পালন করিবার অভিনয় করিয়াও যখন বিন্দুমাত্র অনর্থ যোগ্য উন্নতির চিহ্ন দেখা যায় না, তখন আমাদের গোড়ায় গলদ খুঁজিয়া দেখিতে গেলে দেখিতে পাই—এই বিশ্বাসেরই আমাদের নিতান্ত অভাব। কৃষ্ণে ভক্তি করিলেই যাবতীয় কর্ম কৃত হয়, অর্থাৎ যাবতীয় কর্মের যে ফল, তাহা আনুষঙ্গিকভাবেই লভ্য হয়, এই বিশ্বাস আমাদের কোথায়? যদি এই বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে ভক্তিপথ অবলম্বনের মহাসৌভাগ্য পাইয়াও আবার কর্ম জ্ঞান বা যোগাভ্যাসের প্রয়াস দিই কেন? অবশ্য পরিপূর্ণ বিশ্বাস বা দৃঢ়শ্রদ্ধা একদিনেই হয় না, ভক্তিতে শ্রদ্ধা উদিত হইবার পরও পূর্বসংস্কারবশতঃ কিছুদিন পর্যন্ত অর্থাৎ সাধনের প্রারম্ভে অনর্থনিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত ভক্তিসাধন ব্যতীত অন্যান্য সাধনসমূহে সাধকের প্রবৃত্তি দেখা যাইতে পারে; কিন্তু সেখানেও দেখা যায় যে সেই সময়েও সাধকের পুণ্যকর্মে অর্থাৎ কর্তব্যবোধক নিত্যকর্মেই আগ্রহ থাকে, পরন্তু শ্রদ্ধাবান্‌ কখনও পাপকার্যে অজ্ঞাতসারে বা ইচ্ছাপূর্বক লিপ্ত হন না।

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্বিণ্ণঃ সর্বকর্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্‌ কামান্‌
পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ
শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্‌ কামান্‌ দুঃখোদর্কাংশ্চ
গর্হয়ন্‌॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন
ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥

এই শ্রদ্ধাবানের পরিচয় এই কয়টী শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি তিনি সমস্ত ঈশ্বরার্পণমূলক কাম্যকর্মে নির্বেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন। শাস্ত্রবিহিত কর্মসমূহ যে পরিণামে দুঃখাত্মক, তাহা তিনি জানেন, তথাপি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইতে পারেন নাই বলিয়া ঐ সকল কর্ম সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতেও সমর্থ হন না। এই অবস্থায় তিনি প্রীত মনে, শ্রদ্ধাসহকারে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হন; সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল কর্মের অনুষ্ঠানও করেন বটে, কিন্তু ঐ গুলির ফল পরিণামে দুঃখময় ইহা জানিয়া গর্হণমুখে ঐ সকল কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন। [illegible] শ্রদ্ধার উদয় হওয়ায় তিনি এই কর্মাসক্তিরূপ অনর্থ পরিহারের জন্য স্বতন্ত্রভাবে কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করেন না। ঐ সকল অনর্থ ভজনপ্রভাবেই অপগত হইবে, ইহা তিনি জানেন। ক্রমশঃ সেই শ্রদ্ধাবান্‌ সাধকের নিরন্তর ভজনবলে হৃদয়স্থ সমস্ত কাম শীঘ্রই দূরীভূত হয়। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও এক শ্লোকপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

পুণ্যময় কাম মাত্র উচিত এখন।
পাপকার্যে প্রবৃত্ত নেহ আর না হয়॥

অবশ্য ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইলে আর নূতন করিয়া কর্মপ্রবৃত্তির উদয় হয় না, শ্রদ্ধোদয়ের পূর্বে যে কর্মসংস্কার ছিল, ঐ সংস্কার দূর হইতে কিছু বিলম্ব কাহারও কাহারও হয়, এইমাত্র। আমরা অনেকসময় আমাদের দুর্বলের ছলনা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ভক্তগণের সংস্পর্শে আমরা এতটা [illegible], জড় হইয়া গিয়াছি যে, আমাদের জড়বুদ্ধি ও জড়াভিমান [illegible] বিচারসমূহ—[illegible] সাহায্যে [illegible] করিতে সমর্থ হই না। আমরা অনেকসময় মনে করি, যদি আমাদের শ্রদ্ধাই না হবে, তাহা হইলে আমরা ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়াছি কেন? যে কোন ব্যক্তি যে কোন কার্যেই প্রবৃত্ত হউক না কেন, সেই কার্য অর্থাৎ সাধনের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস না থাকিলে অর্থাৎ সেই উপায় অবলম্বন করিলেই যে অভীষ্ট লাভ হইবে, এবিষয়ে দৃঢ় প্রতীতিযুক্ত না হইলে সে পথ সে কেন অবলম্বন করিবে কেন?

'কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব কর্ম কৃত হয়'—ইহা আমরা সত্যই অকপটে বিশ্বাস করি কি? তাহা হইলে আমরা কৃষ্ণভক্তির অনুকূল নহে যাহা, জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্বক সেই সকল কর্মে প্রবৃত্ত হই কেন? শ্রদ্ধার আর একটি লক্ষণ বলিয়াছেন—'সা চ শরণাপত্তিলক্ষণা।' শ্রদ্ধা হইলেই শরণাগতি থাকিবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে [illegible] গোবিন্দের বলে [illegible] প্রবৃত্তি, তাঁহাকে রক্ষক বলিয়া বিশ্বাস, অনুকূল-প্রাতিকূল্য বিচার, আত্মনিবেদন এই সকল [illegible] দেখা যায় কি? কৃষ্ণভক্তি [illegible] সমস্ত কর্ম সুষ্ঠুরূপে কৃত হয়, তখন কৃষ্ণে ভক্তি না করিলে কোন কর্মই সুষ্ঠু হয় না, ইহা নিশ্চয়। [illegible] কর্মদ্বারা কৃষ্ণের সেবা [illegible] কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অপর [illegible] নাই এবং কখনও হয়ও নাই।

কর্তা হর্তা রক্ষিতা সবার নারায়ণ। নিঃসন্দেহে ভজ গিয়া তাঁহার চরণ

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible]

সেবক—[illegible]

(৩) শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রপুর মঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—[illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) শ্রীশ্রী[illegible]-পাট

[illegible], শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) [illegible]

শ্রী[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-[illegible]-মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রী[illegible] বিজয়ভবন)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭) [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

১৮) [illegible]-আশ্রম

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) [illegible] পাট

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible] (ঢাকা)

সেবক—শ্রী[illegible]

(২৪) গোপালজীয়মঠ

[illegible] পোঃ ঢাকা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible] (ঢাকা)

সেবক—[illegible] অধিকারী

(২৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যাবন্ধু বি-এ

(২৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] (আসাম)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] (আসাম)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible], [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়মঠ, [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible] [illegible] ইউ পি।

শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible] পোঃ মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রী[illegible] মঠ,

[illegible], [illegible] মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রী[illegible]

[illegible], [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]

পোঃ [illegible] (মথুরা)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) [illegible] মঠ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রী[illegible]-মন্দির

[illegible], মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ

[illegible], [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) [illegible] মঠ—[illegible]

পোঃ [illegible], [illegible] [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, [illegible]

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

৫১) [illegible] মঠ

[illegible] পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫২) [illegible] মঠ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৩ [illegible]

সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]

পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]

সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

৬০) [illegible]

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible] চৈতন্য দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (মান্দ্রাজ)

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] ষ্ট্রীট [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] নং [illegible]

[illegible]

[illegible]

সেবক—[illegible] দাসী

৬৪) গৌড়ীয় [illegible] ওয়ার্কস্

[illegible], [illegible] ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible], [illegible] (ইউ-পি)

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিশ্ববিদি গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,

[illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ, পি)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রী[illegible]গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]-সম্পাদিত

শ্রী[illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-মুঃশঃ-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে হার

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲	৸০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৫০৲	৪০

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি. এ. মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধ বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ ভাবগম্ভীর ভাষায় লিখিত। ইহাতে বহু চিত্র (chart ও) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি সুন্দর। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, [illegible], ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে [illegible] আধুনিক মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, [illegible], [illegible], একায়ন, সমন্বয় ও [illegible] ভ্রান্তধারণা-নিরসনপূর্ণ শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধ মানবজাতির সাধারণ প্রয়োজন, ঐতিহাসিক সংসিদ্ধান্তকরণ প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থটী শ্রীমদ্‌আচার্য্যের আবির্ভাব [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—মধুপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

—:০:—

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

ধাম স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচিত খোলা। [illegible] ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও বোর্ডিংএর প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র বর্ণনাত্মকভাবে সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত উহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যালঙ্কার মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রীল [illegible] [illegible] [illegible], সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, [illegible] [illegible] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক অপূর্ব্ব [illegible] সংস্করণ প্রকাশ করিয়া [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা [illegible] অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচীপত্র [illegible] মূল [illegible] শ্লোকের [illegible] অর্থ ও [illegible] ইহা যে শ্রীল শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার সহিত বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের [illegible] প্রভৃতি [illegible] এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রী[illegible] কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল [illegible] সংকলন। ভিক্ষা [illegible] টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—গৌড়ীয় মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয় পঞ্জিকা

[illegible] সম্বলিত। কথামৃত, [illegible] বিবরণ, [illegible] ও [illegible]। ইহা শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য [illegible] সুমুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible] টাকা।

[illegible] পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

[illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ)

[illegible] শ্রীশ্রীল [illegible] ঠাকুরের চরিত্রের [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—[illegible] পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন [illegible], পোঃ রমনা, ঢাকা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] মহামহোপাধ্যায় [illegible] আচার্য্য [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে [illegible] একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১।১, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-৫০	৬-৫২	৭-১৪	১১-৩	১৩-১৩	১৬-৫৩	১৭-৫৫	২২-২৬
ব্যাণ্ডেল ,,	৪-৫১	৬-৩১	৭-৩৮	১২-০৮	১৩-৩০		১৮-৩	২২-৪২
কালনাঘাট পৌঃ	৬-২৬	৮-১	৯-১৮	১১-২৮	১৭-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-২৮
ব্যা. ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৪৩	১১-৩৩	১৫-২	১৮-২২	১৯-৪০	০-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৪	৮-৪০	১০-৬	১২-১৪	১৪-৫১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(শান্তিপুর) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-২৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৮	১০-৫৯	১৮-১৫	২১-১৭

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
ব্যাণ্ডেল ,,	১১-১৮
কালনাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	২৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(শান্তিপুর) ছাঃ	১৩-৫৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শান্তিপুর

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৭-২২	১৩-৮	১৮-৪৩	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪৪	১১-৫২	১৫-০	১৩-৪৬	১৯-১১	

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬-৫৬	১৯-২০	২০-৪৬	৫-৩১
কালনাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২-১৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৫	২১-৩	৪-১০
(ব্যাণ্ডেল) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৫৬	১৫-৫৫	১৮-৫২	২০-১১	২১-২৫	৬-১৮
ব্যাণ্ডেল		১১-৮		১৭-৫৬	১৯-৯	২১-২৯	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৫০	২৩-২৫	৬-৬৫

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] জীর্ণ [illegible] পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] এবং নূতন [illegible] সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল [illegible] আনা, বড় বোতল [illegible] আনা। পাইকারী [illegible]

—[illegible] রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible], ৫৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

পত্রপ্রসূনমালা
—ঃঃ—
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন পদ্যাবলী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত 'গৌড়ের' ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান — মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—ঃঃ—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান— শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির। পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ শুক্রবার : ২২৬তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——ঃঃ(০)ঃঃ——

রাজকীয় বিমান-বহরের সাফল্য

যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্ম্মাণ সেনাপতি মার্শেল গোয়েরিং ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, জার্ম্মাণীর রক্ষণ-ব্যবস্থা এত দৃঢ় যে, বার্লিনের উপর বোমা-বর্ষণ কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কিন্তু গত কয় মাস যাবৎ রাজকীয় বিমান-বহরের বিমানসমূহ বৃটেন হইতে উড়িয়া গিয়া পুনঃ পুনঃ যেরূপভাবে বার্লিন ও জার্ম্মাণীর অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্থানে সম্পূর্ণ সাফল্যের সহিত বোমা বর্ষণ করিয়া আসিতেছে, তাহাতে গোয়েরিংএর উপরোক্ত উক্তি ব্যর্থতাই প্রমাণিত হইয়াছে। বার্লিন হইতে বহু সংখ্যক নারী ও বালক বালিকাকে ইতোমধ্যেই স্থানান্তরে প্রেরণ করা হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, বহু রজনীতে—রাত্রির পর রাত্রি—কোন কোন সময় সারা রাত্রি—জার্ম্মাণ রাজধানীকে নিষ্প্রদীপ অবস্থায় থাকিতে হইয়াছে। এমন কি, রাজকীয় বিমানবহরের সাহসী বৈমানিকগণ বহুবার দিনের বেলাতেও বার্লিন আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং মার্শেল গোয়েরিংকে আজ বাধ্য হইয়া অবশেষে সত্য স্বীকার করিতে হইয়াছে। নিরপেক্ষ দেশের সংবাদপত্র-সমূহের প্রতিনিধিদের নিকট তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, বার্লিনের বোমাবর্ষণ সম্পর্কে সকল সংবাদই ঠিক সত্যভাবে [illegible] ব্যবস্থা হইয়াছে। বার্লিনের অধিবাসীরা এতটা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে যে, বিগত ৫ই নভেম্বর তারিখে যদিও বার্লিন বা জার্ম্মাণীর অপর কোথাও কোন বৃটিশ বিমান আসে নাই, তথাপি একটা সতর্কতাধ্বনি শুনিবামাত্র লোকজন তাড়াতাড়ি করিয়া আশ্রয়স্থানে দৌড়িয়াছিল। প্রকাশ, নগরীর উপর একটি জার্ম্মাণ বিমান দেখিয়াই বার্লিন-বাসিগণ এইরূপ চকিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল দুর্ভোগে আশ্রয়স্থলে কাটাইবার পর অবশেষে সকলে বুঝিতে পারে যে, আকাশে যে বিমানটি দেখা দিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে উহা তাহাদের নিজেদেরই বিমান। এই ঘটনা হইতে বুঝা যায়, রাজকীয় বিমান-বাহিনী জার্ম্মাণ জনগণের মনে কতটা ভীতির সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

———

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সফর

বিগত ১৭ই নভেম্বর তারিখে বাঙ্গলার গভর্ণর বাহাদুর চট্টগ্রাম পরিদর্শনে গমন করিলে পর বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষ হইতে যুদ্ধভাণ্ডারে সাহায্য হিসাবে গভর্ণর-বাহাদুরের হস্তে ৪৫,০০০৲ টাকার একখানা চেক প্রদান করা হয়। সার্কিট-হাউস্ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, এম মার্টিন, আই-সি-এস, এই চেকখানা গভর্ণরের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন।

ত্রিপুরায় ৫৩,২৫৫৲ টাকা প্রাপ্তি

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বিগত ১৯শে নভেম্বর কুমিল্লায় গমন করিয়াছিলেন, বিগত ২০শে নভেম্বর তারিখে গভর্ণর বাহাদুর স্থানীয় যুদ্ধ-কমিটির এক সভায় বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে জেলার যুদ্ধ-প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, এপর্য্যন্ত ত্রিপুরা জেলা যুদ্ধ-সাহায্য-ভাণ্ডারে যে দান দিয়াছে, তাহাতে এই জেলা প্রথম স্থানীয় কতিপয় জেলার স্থান অধিকারে সমর্থ হইয়াছে। লাট সাহেব জেলার সিভিক-গার্ড প্রতিষ্ঠানেরও প্রশংসা করেন।

যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য ব্যাপারে এবং দেশের শান্তি অব্যাহত রাখার কার্য্যে বঙ্গদেশের কমিটিসমূহ কলিকাতায় "গণ-সংযোগ কমিটির" (Public Relations Committee) সাহায্য চাহিলে সেখান হইতে বক্তা প্রেরিত হইবে।

গভর্ণর মহোদয় একথাও বলেন যে, বর্ত্তমানে যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার সহিত কেবল সৈন্যগণই সংশ্লিষ্ট নহে। এই যুদ্ধের প্রভাব সকল সম্প্রদায় ও প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক দেশের আর্থিক অবস্থার উপরও পতিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে পাটের বাজারে যে মন্দা দেখা দিয়াছে, তাহার কারণ শুধু ইহাই নহে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে চটের থলিয়া আর আগের মত ব্যবহৃত হয় না; বরং এক দেশ হইতে অন্য দেশে যুদ্ধ বিস্তৃতির ফলে বিদেশে পাট চালান দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াও পাট ব্যবসায়ের অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

গভর্ণর-বাহাদুর আরও বলেন যে, অত্যাচারী শক্তিসমূহের গর্ব্ব খর্ব্ব করার জন্য সত্য শক্তিসমূহের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করা স্বাধীনতাপ্রিয় প্রত্যেক ব্যক্তিরই একান্ত কর্ত্তব্য।

ত্রিপুরা জেলা যুদ্ধ-কমিটির অন্তর্গত মহিলা সাব কমিটির চেষ্টায় যুদ্ধ-ভাণ্ডারে যে টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, লাট-সাহেব উক্ত মহিলা সাব কমিটির কার্য্যের প্রশংসা করেন।

ত্রিপুরা জেলার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে যুদ্ধ-ভাণ্ডারে সাহায্য হিসাবে গভর্ণর-বাহাদুরকে ৪৭,৮০৫৲ টাকার তোড়া উপহার দেওয়া হইয়াছিল।

স্থানীয় ডাকবাঙ্গলায় অনুষ্ঠিত এক পর্দ্দা-পার্টিতে মহিলা সাব কমিটির পক্ষ হইতে গভর্ণর-পত্নী লেডী হার্বার্টকে ৫,৪৫০৲ টাকার এক তোড়া উপহার দেওয়া হইয়াছিল।

———

পাঞ্জাবের প্রধান-মন্ত্রীর পুত্র বন্দী

পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী [illegible] সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট [illegible] পাওয়া যাইতেছে [illegible] নভেম্বর [illegible]। এখন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হইয়াছেন। তিনি আহত হইয়াছেন, তবে তাঁহার জখম গুরুতর নহে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত [illegible] একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রী[illegible] হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩ পরমার্থী —শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় শ্রী[illegible] [illegible] কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীমদ্‌-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

[illegible] 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড [illegible]। গৌড়ীয় [illegible] প্রভুপাদের [illegible] [illegible] হইয়াছে। শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] গৌড়ীয় [illegible] আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ [illegible] 'অবশ্যপাঠ্য'।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের ব্যাখ্যা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত [illegible] অতি সংক্ষেপে [illegible] ও শ্রীপাদ [illegible] বিরচিত '[illegible]' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীক শরণাগতি

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'ভক্তি-টীকা' [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

শ্রীযুক্ত [illegible] রায় এম্‌-এ, বি-এল্‌,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গভাষায় প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —[illegible] ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত - ৩৬৲
প্রতি খণ্ড— ১৲
২। ঠাকুর নিতাই শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) [illegible]
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible]
৪। [illegible] (বাঁধা) ২
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড —৸০
৪র্থ খণ্ড —৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড- ৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব[illegible] ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৫৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে [illegible] ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ
১৮। [illegible]
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৶০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্য[illegible] ও শ্রীনবদ্বীপ[illegible] (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) ১৲
(বাঁধা) ১৷০
২৬। গীতার কেবল মূল ভাষা ।০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত (অনুবাদ) ১৲
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸০
৩০। [illegible] ৶০
৩১। [illegible] (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-[illegible] ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রী[illegible]
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷০
৪৩। [illegible] /০
৪৪। [illegible] /
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। [illegible]
৪৭। [illegible]
৪৮। [illegible] (সংস্করণ) /৯
৪৯। [illegible]
৫০। বৈষ্ণব[illegible] (১ম-৪ খণ্ড)
৫১। [illegible] ৷০
৫২। [illegible] (সানুবাদ) ০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৶
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] ০
৫৬ [illegible] ৶০
৫৭। [illegible] (ভাষ্যসহ) ।০
৫৮। শ্রী[illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। [illegible] /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। [illegible] ৶০
৬৬। গৌড়ীয়[illegible] /৯
৬৭। [illegible] ৸০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। [illegible] ৷০
৭০। [illegible]
৭১। বেদান্ত —ইটস্ [illegible] ।০
৭২। [illegible] ।৶৭
৭৩। [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] ।০
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible] /০
৭৬। দি ভাগবত ।৷০
৭৭। [illegible] ।৷০
৭৮। [illegible] ৸০
৭৯ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অধ্যায়) ১৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রী[illegible] ।০
৮১। মাধব-পদ ।০
৮২। [illegible] ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য[illegible] [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত — একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-বিনোদ
—
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থসমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুবর্ণাক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৵০ আনা
প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা
—
বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৵০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ | ২১ কেশব ৪৫৪ গৌরাব্দ ২০শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৬ই ডিসেম্বর ইং ১৯৪০, শুক্রবার | ২২৬৩ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ কেশব তিথি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৪

আমার অসুবিধা কোথায়

আত্মনিবেদন না করিলে কিছুই হইবে না। আত্ম-নিবেদনকেই শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দসুন্দর জীউর শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন না করিয়া যাঁহারা অন্তর বাহ্য শুদ্ধিসাধনে প্রয়াসী হন, তাঁহারা মৃতদেহে অলঙ্কার পরিধানের ন্যায় বৃথা আড়ম্বর করেন মাত্র। একের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিলেই যেমন শূন্যের মর্য্যাদা থাকে, সেইরূপ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্মে নিবেদিতাত্ম ব্যক্তিরই ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানের সোপানতা লাভ হয়। এই আত্মনিবেদনের মূলে আছে শ্রদ্ধা ও শরণাগতি। আমরা সর্ব্বক্ষণ মৃত্যু-ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইতেছি, কিন্তু আমরা যদি কৃষ্ণ দিকে মহাশক্তির শ্রবণকীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তি লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের আর ভয় থাকিবে না—শোক থাকিবে না—মৃত্যু থাকিবে না। যাঁহারা ভগবান্‌কে আশ্রয় করেন, ভগবান্ সেই ভক্তের সকল বাধা-বিঘ্ন অপসারিত করিয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান করেন।

ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের সকল অমঙ্গলই দূর করিয়া থাকেন, ভক্তকুলের সকল আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেন। এই ভগবান্‌ই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, পরমপিতা। সেই জগৎপিতা জগদীশের প্রতি জগতের কি কোন কর্ত্তব্যই নাই? জগত্ই কি জগতের কর্ত্তা হইবে? জগদ্বাসী কি জগৎপতির কথা একটিবারও চিন্তা করিবে না? যদি আমরা আমাদের নিত্যপ্রভু ভগবানের ভজন না করি, তাহা হইলে আমাদিগকে এই বিপদ হইতে কে রক্ষা করিবে? এই সকল কথা বন্ধুবর্গের নিকট বলিতে গেলে কেহ কেহ 'কৃষ্ণভজন করিবার সময় নাই, পরে করিব, আহার-বাসস্থানাদির অগ্রে সুবিধা করিয়া লই, পরে নিশ্চিন্তে কৃষ্ণভজন করা যাইবে' ইত্যাদি বলিয়া কৃষ্ণকে বাদ দিয়া চলেন। আবার কেহ কেহ 'ভগবান্ যাহা করান আমি তাহা করি' এই কথা বলিয়া ভগবানে আত্মনির্ভরতার ছলনা প্রদর্শনপূর্ব্বক নিজ ভোগের ইন্ধন সংগ্রহ করিতে চান। তাঁহাদের এই আত্মবঞ্চনা নিতান্ত অর্ব্বাচীনতা ছাড়া আর কিছুই নহে। নানাপ্রকার অজুহাত দেখাইয়া ভগবানের সেবা হইতে তফাৎ থাকিলে চলিবে না। যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থাতেই ভগবানের সেবা করিতে হইবে। পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা কিছু আমাদিগের জুটিবে, ভক্তিসহকারে তাহা দিলে ভগবান্ সাদরে গ্রহণ করিবেন। ভগবান্ কাঙ্গালের ঠাকুর—দীনের বন্ধু। বিত্ত-ধন-কুলমদে মত্ত ব্যক্তির তিনি কেহই নন। যে কাঙ্গাল হইয়া কাতরভাবে তাঁহাকে ডাকে, তিনি তাহাকেই দেখা দেন। সুতরাং নানা অভাব-অসুবিধার মধ্যে পড়িয়াছি বলিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে হইবে না। অভাব অসুবিধার মধ্য দিয়াও তাঁহাকে ডাকিতে হইবে। কারণ ভগবানকে ডাকার অন্তরায় ত' সে সকল অসুবিধা। তাহা ভগবানের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যিনি ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছেন, সেই শরণাগত ভক্তের কখনও কাল ও কর্ম্মের দুর্দ্দমনীয় বাধা [illegible] বাধিত হয় না। শুকদেবাদির ন্যায় ভক্তের অন্তরে [illegible] নিজের কোনও কৃষ্ণসুখৈষণা ছাড়া অন্য কোন এষণা নাই। সুতরাং সর্ব্বক্ষণ নিজসুখে পাগল হইয়া 'ভগবান্ যাহা করান আমি তাহাই করি' এইরূপ বলিয়া আত্মবঞ্চনা করিয়া লাভ কি? সত্য সত্যই যদি ভগবানের সেবানন্দের আন্তরিক বাসনা আমাদের থাকে, তাহা হইলে ভগবান্ সকল সুবিধাই করিয়া দেন। কিন্তু কৃপার ভিখারী না হইয়া আমরা যদি সেবার নামে নিজসুখ চাই, তাহা হইলে বঞ্চিত হইতে হয়।

কনক-কামিনীর আকাঙ্ক্ষা হয় ত' অনেকে কোনপ্রকারে বন্ধ করিতে পারেন, কিন্তু ধার্ম্মিক, বৈরাগ্যবান্ বা ভক্ত প্রভৃতি সম্মান পাইবার আশা কিছুতেই আমরা ছাড়িতে পারি না। সত্য সত্য শ্রৌতপথে কৃষ্ণসুখানুসন্ধানের প্রবৃত্তি আমাদের প্রায় শতকরা শতজনের নাই। যদি তাহা থাকিত, তাহা হইলে আমরা আমাদের শুভানুধ্যায়ী সাধু-গুরুর উপদেশ শ্রবণের জন্য ব্যাকুল হইতাম—নিজেদের সর্ব্বস্ব সাধুগুরুর পাদপদ্মে সমর্পণপূর্ব্বক সাধুগুরুর কৃপাভিখারী হইতাম। সেবার প্রতি আমার যদি বিন্দু-মাত্র লোভ থাকিত তাহা হইলে আমি সাধুগুরুর শাসনের অপেক্ষা রাখিতাম এবং তাঁহাদের শাসনকে কৃপা বলিয়া বরণপূর্ব্বক নিজেকে ধন্য মনে করিতাম। যেখানে কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা আছে, সেখানে কৃষ্ণপ্রিয় সাধুগুরুর শাসনবাক্য শ্রবণে তাঁহাদের প্রতি ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ ও মাৎসর্য্যাদির কোনো অবকাশ নাই। তবে যেখানে কৃষ্ণভজনের নামে অন্তরে বাহিরে কেবল [illegible], সেখানে [illegible], '[illegible] ভক্তি হইতেছে না, [illegible] কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণের পরিবর্ত্তে ইন্দ্রিয়তোষণ হইয়া যাইতেছে' প্রভৃতি সাধুগণের হিতোপদেশগুলি আমার ভাল লাগে না। শাস্ত্র-বর্জ্জিত অন্যায় আচরণ করিব, অন্তরে [illegible] কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা হৃদয়ে পোষণ করিব অথচ '[illegible]' এ কথাটি আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না। [illegible] আমার পোড়া কপাল! [illegible] আমরা সাধুগণের শাসন-বাক্য [illegible] করিব, [illegible] আমাদের [illegible]? [illegible] ব্যতীত আর কিছুই নহে।

[illegible] আমার অসুবিধার কথা কেহ যদি বলিয়া দিলে আমি তাহা কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহি না। ঐরূপ বিপদের বন্ধুকে ত

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

আমি ভক্ত আমি। কিন্তু যদি, আমি কি পরিবর্তন করিতে আসি নাই? যখন পরিবর্তন করিতে উদ্যত, তখন আমি পরের মনের কথা জান কেন? কেহ যদি কাহারো আমার দোষ দর্শাইয়া দিয়া থাকে 'দেখা' না বলিয়া, তাহাকে আত্মপ্রসাদ না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে সেই দোষ সংশোধনের জন্য, আত্মদোষের জন্য দুঃখ প্রকাশ না করি কেন? ঈশ্বরী ও সকলের। মনুষ্য গুরুবৈষ্ণবগণ যখন যাহা আজ্ঞা করেন, তখন তাহা সানন্দে শিরে ধারণ করি না কেন?

গুরুদেবই কৃপাময় যে কৃপা ছাড়া আর কিছু নহে, তাহা বুঝি না কেন? গুরুবৈষ্ণবগণ যখন আমার মনের বা আচারের পরিবর্তন করেন, তখন বুঝিতে পারি যে, তাঁহারা আমাকে মহাবিপদ হইতে রক্ষা করিলেন, এইরূপ না করিলে আমার অনিবার্য পতন হইত, আমার ভবিষ্যৎ একেবারে ভুলি হইয়া যাইত। গুরুবৈষ্ণবগণ আমার দোষের জন্য যখন আমাকে কৃপা-শাসন করিলেন আমি মনে করি, আবার বিরোধী কোন হিংসাপ্রবণ ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে গুরুদেবের নিকট অসত্য অথবা মিথ্যা বলিয়াছে, তাহার ফলেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে; তাহার কথা শুনিয়াই শ্রীল আচার্যদেব ও বৈষ্ণবগণ আমার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করিয়াছেন এবং সেইজন্য আজ তাঁহাদের অভিশাপ বা কৃপার পাত্র হইয়াছি। কিন্তু আমাদের সর্বদা জানিয়া রাখা উচিত যে, শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ কোন হিংসাপ্রবণ ব্যক্তির কথা শুনেন না। অন্তর্যামী তাঁহারা সকলের অন্তরের কথা বুঝিতে পারেন, যাহা হইয়াছে, হইতেছে ও যাহা হইবে—সবই জানিতে পারেন। কারণ তাঁহারা আমার মত বদ্ধ জীব নন। তাঁহাদের ঊর্দ্ধ দৃষ্টি সব জানিতে পারে। তাঁহাদের বিচার নিখুঁত। তাঁহাদের চোখে ধুলি দিয়া কেহ নিজেকে দোষী হইতে বাঁচাতে পারে না, সামান্য লোককে বিভ্রান্ত করিয়া তাঁহাদের কাছে পৌঁছাইতে পারে না। আবার তাঁহাদের অপ্রীতিভাজনও কেহ নাই বা কৃপার পাত্রও কেহ নাই। জীবমাত্রেই তাঁহাদের প্রিয়। তাঁহারা জীবকে কৃপা করেন, জীবের প্রতি তাঁহাদের অপার দয়া। তবে আমাদের চিত্তদর্পণে যে পুঞ্জীভূত আবর্জনাদি জমিয়াছে, সেই জন্যই তাঁহারা কৃপা করেন। আমরা সেই তাঁহাদের ভিখারী। সুতরাং নিজে নিজের আত্মমঙ্গলের চিন্তা না করিয়া তাঁহাদের ব্যবহারে পাত্র নির্ভর করাই আমাদের মঙ্গল। হৃদয় যতই দুর্বল হউক, রোগ যত প্রবল হউক না কেন, অসংখ্য ...... সকল সাধুগণের গুরুসেবা ছাড়া উদ্ধারের কোন উপায় নাই।

কৃপার প্রতি সন্দেহই দাম্ভিকতা

অনেকসময় আমাদের চিত্তে এরূপ একটা বিচার আসে—আমরা এত পতিত, এত অধম, এত দুর্বল, এতটা আত্মাভিমানী যে আমরা দেহগেহাসক্তি ছাড়িতে পারি না বা পারি না, আমরা "আর নাহি বল" বলিয়া শত শত বার প্রতিজ্ঞা করিয়াও সে প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারি না, আমরা গুরু বৈষ্ণবের সুতীব্র শাসনবাণীর কষাঘাতে একপদ অগ্রসর হইতে উদ্যত হইয়া আবার মায়ার পরামর্শে শতপদ পিছাইয়া আসি, এমন যে পতিতাধম আমরা, আমরা কি কখনও গুরুগৌরাঙ্গের কৃপা লাভ করিতে পারিব?—অর্থাৎ তাঁহারা আমাদিগকে কৃপা করিবেন না, এইরূপ একটা সংশয় আমাদের অনেক সময় আসিয়া থাকে।

আপাত দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে আমরা এই প্রকার চিন্তাকে নিজ দৈন্য, নিজের দুর্বলতা মনে করি। আমরা যখন নিজেকে পতিত ও অধম বলিয়া মনে করিতেছি ও তাহা স্বীকার করিতেছি, তখন আমরা কি নিকৃষ্ট নহি বা শরণাগত নহি? কিন্তু প্রকৃত সত্য নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে—যতই আমরা নিজেকে অধম, পতিত ইত্যাদি প্রকারের বলি বা অন্তরে স্বীকার করি না কেন যতদিন আমাদের মনে "কৃপাময় কি কৃপা করিবেন? অথবা হয়ত' করিবেন না"—এই প্রকার সংশয় আসিয়া সর্বান্তঃকরণে কৃপা-প্রার্থনা করিতে বাধা দেয়, ততদিন পর্যন্ত আমরা কপট, দাম্ভিক রহিয়াছি, আমাদের শরণাগতি হয় নাই। কারণ, শরণাগত যিনি, তিনি কৃপার শক্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী।

কৃপা করিবেন কি না' এ সন্দেহ আমাদের মনে আসিয়া আমাদিগকে কৃপার নিকট শরণাগত হইতে বাধা দেয় কেন? ইহার উত্তর আমরা কৃপার স্বরূপ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। আমাদের সহস্র সহস্র দোষ ত্রুটি অনর্থ অপরাধ আছে, ইহা সত্য; কিন্তু ইহাও সত্য যে, ঐ সকল দোষ, ত্রুটি বা অপরাধাদি শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপাকে প্রতিহত করিতে পারে না: আমরা যে কৃপা পাই না, তাহার একমাত্র কারণ রহিয়াছে, আমরা কৃপার শক্তিতে শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারি না, গুরুদেব যে অহৈতুকী করুণা করিয়া থাকেন, ইহা আমরা কেবল মুখেই বলিয়া থাকি; কার্যতঃ তাহা বিশ্বাস করি না। আমাদের মনে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এমন একটি ধারণা থাকিয়াই যায় যে গুরুবর্গের কৃপার যোগ্যতার অপেক্ষা আছে, অর্থাৎ তাঁহারা প্রাকৃত গুণের পক্ষপাতী বা সাপেক্ষ। এই প্রকার ধারণাই কৃপার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক অপরাধের আবাহন করিয়া থাকে। অহৈতুকী করুণাবিতরণই গুরুদেবের স্বভাব; অহৈতুকত্ব অপ্রাকৃত অসমোর্দ্ধদয়ার বৈশিষ্ট্য; যেখানে সেই অহৈতুকত্বের প্রতি আমাদের সন্দেহ আসে সেখানে বস্তুতঃ অযোগ্যোপলব্ধি যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা, সেই ধারণা ভূমিকা নাই, সেখানে করুণাময়ের স্বরূপকেই অস্বীকার করা হয়। সম্যক্তরে মন অজ্ঞতা ও ভগবদ্বহির্মুখ শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে প্রাকৃতবুদ্ধিরূপ অপরাধই ইহার মূলে বিদ্যমান থাকে।

শ্রীগুরুবর্গের বাণীতে, তাঁহাদের ভক্তিগ্রন্থে, প্রবন্ধাদিতে আমরা কিন্তু এই প্রকার সংশয়ের ভাব কোথায়ও দেখিতে পাই না। তাঁহারা সর্বোত্তমোত্তম হইয়াও সুগভীর দৈন্যভরে নিজদিগকে অধমাধম জ্ঞান করিয়াছেন; কিন্তু এমন কথা কোথায়ও বলেন নাই যে, পতিত বলিয়া কৃপা পাব না অথবা পাব কিনা, এরূপ সন্দেহও কোথায়ও নাই। সর্বত্রই কৃপাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সুদৃঢ় বিশ্বাস ও তৎসহ সুতীব্র উৎকণ্ঠাই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা অর্থাৎ বুদ্ধি যদি থাকে, তাহা হইলে স্বভাবতঃ লালসা উৎকণ্ঠা আপনা হইতেই আসিবে। এইজন্য আমরা দেখিতে পাই, গুরুবর্গের বাণীতে নিরাশা নাই, সন্দেহ নাই, পরন্তু 'কবে পাব' এইরূপ সুগভীর বিপ্রলম্ভাত্মক তীব্র উৎকণ্ঠাই তথায় বর্তমান। "কবে" শব্দটি বিপ্রলম্ভময়ী সেবার প্রগাঢ়তাই প্রকাশ করে, উহা ভোগের অপ্রাপ্তিজনিত অসহিষ্ণুতা নহে।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সহিত আমাদের যে নিত্য প্রীতির সম্বন্ধ রহিয়াছে, উহা আমরা বুঝিতে পারি না, তাঁহাদিগকে আমরা পরমাত্মীয় জ্ঞান করি না পর মনে করি, সেইজন্য অত সব সন্দেহ আসে—তাঁহারা কি কৃপা করিবেন? কিন্তু শ্রীগুরুবর্গের বাণীতে এই প্রকার সন্দেহের আভাস পর্যন্ত কোথায়ও ত' নাই-ই, বরং তাঁহারা এরূপ কথাও বলিয়াছেন—

গোপীনাথ, এই কি বিচার তব।
বিমুখ দেখিয়া ছাড় নিজজনে
না কর করুণা-লব॥

এই যে অনুযোগ, ইহাতে challenging mood প্রকাশিত হয় নাই, কৃপাকারীর অক্ষমতার কটাক্ষ করিবার স্পর্দ্ধা ইহাতে নাই, সংশয় নাই বা দাম্ভিকতাও নাই। ইহাতে কৃপার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও তৎসহ নিজকে শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের দূরিজন অধিকারী বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। 'আমি সেবক এবং সেব্য আমার' এই বিচার তাঁহার চিত্তে উদিত হইয়াছে,—ইহা তাঁহারই কথা।

দৈন্যের প্রধান লক্ষণই এই যে, তাহা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মে অনন্যশরণ হইয়া আত্মনিবেদনের মধ্যে আমাদিগকে দীক্ষিত করে। সেব্যের মাহাত্ম্য, ঔদার্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য, তাঁহার কীর্তি, তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও বলের অপ্রাকৃতত্ব ও অসমোর্দ্ধত্ব যখন আমাদের হৃদয় অধিকার করে, যখন আমরা সেব্যকে, আরাধ্যকে, প্রভুকে চিনিতে পারি, তখন আমাদের নিজ ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি বিষয় হয়, তখনই আমরা বুঝিতে পারি নিত্যারাধ্য শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্ম ব্যতীত আমাদের অন্য গতি নাই, তখনই তাঁহাদের কৃপা পাইবার জন্য আমাদের হৃদয়ে আর্তি জাগে। 'যদি নিজকে পতিত, দীনহীন কাঙ্গাল, আত্মরক্ষণে অসমর্থ, তুচ্ছ বলিয়া সত্য সত্যই উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে যদি পতিতপাবন, করুণাঘন ধনী, নিখিল জীবের নিত্যাশ্রয় বিগ্রহ, সেই শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল আর্তি জাগা স্বাভাবিক। তাঁহার তখন এরূপ বিচার হয়, আমার শত দোষ বা অপরাধ আছে, ইহা সত্য, তথাপি কৃপা ব্যতীত যখন আর দ্বিতীয় গতি নাই, তখন কৃপা পাইতেই হইবে। তিনি তখন শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়কে উপনীত হইয়া নিজ অযোগ্যতা অনর্থ ও অপরাধসমূহ অকপটে নিবেদন পূর্বক ক্রন্দনসহকারে কৃপাভিক্ষা করিতে থাকেন। কৃপা পাইব কিনা ইহা তিনি ভাবিতেও পারেন না; তাহার কারণ—প্রথমতঃ তিনি নিশ্চিত জানেন যে, কৃপাময় কখনও কৃপাপ্রার্থীকে বিমুখ করেন না—এটি তাঁহার খুব বড় ভরসা। দ্বিতীয়তঃ কৃপা ব্যতীত তাঁহার ত' আর কোন উপায় নাই, আর আশ্রয় নাই, আর গতি নাই। তাই তিনি বলিয়া থাকেন,—

করুণা না হ'লে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর।'

আমরা যে অনেকসময় মনে করি—শ্রীগুরুবর্গ কি এরূপ অধম চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে কৃপা করিবেন?—ইহাতে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দৈন্যের পরিবর্তে দম্ভই পূর্ণমাত্রায় থাকে।

অযোগ্যোপলব্ধি যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করিবার জন্য আর্তি ও বিজ্ঞপ্তি জ্ঞাপনের যোগ্যতা দেয়, তাহা হইলে উহা প্রকৃত দৈন্য। কিন্তু আমাদের এই প্রকার অযোগ্যাভিমান প্রায়ই অনর্থ হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। আমাদের ভ্রমোৎফুল্ল লঘু গুরুবৈষ্ণবকে অহৈতুক কৃপাময়, অকৃত্রিম স্নেহপরায়ণ, একমাত্র আত্মবন্ধুরূপে দেখিবার পরিবর্তে কঠোর ও নির্মম জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের দৃষ্টি অন্তরালে আত্মগোপনের চেষ্টা করে। বিদ্যালয়ের অমনোযোগী দুষ্ট ছাত্র যেরূপ নিজের দোষ সম্পূর্ণ বুঝিয়াও শাসনের ভয়ে শিক্ষকের নিকট না গিয়া দূরে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে, অনেকেও তদ্রূপ করিয়া থাকি। উহার মধ্যে কেহ কেহ হয়ত প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। অথচ যদি ইহা নিশ্চয়রূপে জানিতাম যে, কৃপা ব্যতীত আর অন্য কোন গতি নাই, তাহা হইলে কখনও কৃপাময়ের সঙ্গ হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে পারিতাম না। আমাদের বিচার হয়—এইভাবে দূরে সরিয়া থাকিয়া আমরা নিজেই নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে পারিব। নিজেকে আমি নিজে রক্ষা করিতে পারি—এই বিচারই দাম্ভিকতা।

দৈন্য যেখানে থাকে, সেখানে কৃপার প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস ও সুতরাং কৃপাপ্রাপ্তির জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা থাকিবেই। 'আমি অযোগ্য বা পতিত' এই উপলব্ধি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে দূরে সরাইয়া দেয় না, বরং উহা শ্রীগুরুপাদপদ্ম সন্নিধানে সবলে আকর্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু যেখানে অযোগ্যাভিমান কৃপার গতি সংকুচিত করিয়া তুলে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গলাভে অন্তরালে থাকিয়া অন্যাভিলাষ পরিপূরণের প্রশ্রয় ও পর্যালোচনা দেয়, সেখানে প্রকৃতপক্ষে অযোগ্যাভিমান নাই, দাম্ভিকতাই আছে। সেখানে আমরা নিজেদের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হইলেও উহা সংশোধিত করিতে চাহি না। যেখানে নিজেকে পতিত বলিয়া জানিতে পারিলেও সে পতিতত্ব পরিহারের সদিচ্ছা নাই, সেখানে সে পতিতোপলব্ধি কপটতারই প্রকারভেদ মাত্র। সেইজন্যই বলিতেছি, 'আমি অযোগ্য' এ কথা শুধু মুখে বলিলেই হইবে না। নিজ অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া সতত গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ ও সেবা লাভের জন্য ঐকান্তিক যত্ন করিতে হইবে—কাঁদিয়া কাঁদিয়া কৃপাভিক্ষা করিতে হইবে।

অনর্থ

(প্রাপ্ত)

চারি প্রকার অনর্থের কথা শাস্ত্র বিশেষভাবে বলিয়াছেন, যথা—স্বরূপভ্রম, অসত্তৃষ্ণা, অপরাধ ও হৃদয়দৌর্বল্য। আমি কে? ইহা গুরু-বৈষ্ণবের নিকট যথাযথভাবে শ্রবণ ও শুদ্ধ অভিজ্ঞান বা উপলব্ধি না হওয়াই স্বরূপভ্রম। অনিত্য সংসারবাসনা, পুত্রৈষণা ও বিত্তৈষণা প্রভৃতি অসত্তৃষ্ণা। সাধুনিন্দা, অপর দেবতার সহিত সর্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে সমজ্ঞান করা, গুরুদেবের নিন্দা, শ্রীনামে অর্থবাদ, নামবলে পাপবুদ্ধি অন্য শুভকর্মের সহিত শ্রীনামের সাম্যবুদ্ধি, অশ্রদ্দধানে নামোপদেশ, শ্রীনামগ্রহণে প্রমাদ, নামে অনাসক্তি, দেহে আত্মবুদ্ধি ও স্ত্রী-পুত্রাদিতে মমবুদ্ধি, কিন্তু ভগবানকে প্রভুবুদ্ধি বা আত্মীয়বুদ্ধি নাই, এইই অপরাধ। আর শোক মোহাদির বশীভূত হওয়াই হৃদয়দৌর্বল্যরূপ অনর্থ। এই সকল অপরাধ ও অনর্থের মধ্যে সাধুনিন্দারূপ অপরাধটী অতি ভয়ঙ্কর। সকল অনর্থই শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের কৃপা হইলে অনায়াসেই বিদূরিত হয়; কিন্তু সাধুনিন্দারূপ সাধুর চরণে যে অপরাধ হয় তাহা স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ও ক্ষমা করেন না। কারণ, ভক্তের যেরূপ ভগবানই প্রাণ, ভগবান্ ছাড়া তিনি আর কিছু জানেন না, সেইরূপ ভগবানেরও ভক্তই প্রাণ, ভক্ত ছাড়া তিনি আর কাহাকেও আপন বলিয়া জানেন না। শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্তি—

> সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং
> হৃদয়ন্ত্বহম্।
> মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো
> মনাগপি॥
> (ভাঃ ৯।৪।৬৮)

সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না, আমিও উহাদের ভিন্ন আর কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না।

অতএব ভগবান্ তাঁহার নিজজন বা প্রিয়জন যে সাধু তাঁহার নিন্দা বা তাঁহার চরণে অপরাধ কখনও সহ্য করেন না বা ক্ষমা করেন না। যেজনার যাঁহার চরণে অপরাধ হয়, তাঁহার নিকট নিষ্কপটে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা ভিক্ষা ছাড়া অর্থাৎ যে মুখ দিয়া কাঁটা ফোটে, সেই মুখ দিয়া বাহির হওয়া ছাড়া অন্য গতি নাই।

শাস্ত্রকথিত চারিপ্রকার অনর্থ ছাড়া আরও শত শত প্রকার অনর্থ সাধুগণ অশেষ কৃপাপরবশ হইয়া সাক্ষাদ্ভাবে আমাকে সংশোধন করিবার জন্য সকলের সমক্ষে উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইতেছেন বা আমাকে সংশোধিত হইবার যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করেন। কিন্তু আমি এমনই মূর্খ যে, আমার লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠাদি খর্ব হওয়ার ভয়ে বহু জন্ম সঞ্চিত পুঞ্জীভূত অনর্থগুলি সাধুর নিকট প্রকাশ করিতে চাহি না বা করিয়া তাহাকে পুষিয়া রাখিয়া ভক্তিপথের দ্বার রুদ্ধ করি। লৌকিক জ্ঞান অর্জনের জন্য বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইলে যেরূপ শিক্ষক ছাড়া কেহ নিজে নিজে তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ পরমার্থ জানিতেও সাধুগণের আনুগত্য স্বীকার না করিলে হয় না। শাস্ত্র আমাদের অনর্থগুলি ব্যক্ত করিয়াছেন আর সাধুগণ সাক্ষাদ্ভাবে তাহার মধ্যে যাহাতে আমরা জানিতে পারি, বুঝিতে পারি ও যাহাতে সেইভাবে জীবন গঠন করিতে পারি, তদ্বিষয়ে উপদেশ ও শিক্ষা প্রদান করিয়া আমাদের পরম মঙ্গল বিধান করেন। আমাদের দেহের কোন স্থান ক্ষতযুক্ত হইলে বৈদ্য তাহার স্থানে অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারা তাহা নিরাময় করিয়া দেন, তাহাতে ঐ বৈদ্যকে আমরা আমাদের বড় বড় শত্রু বলিয়াই মনে করি না কেন, আরোগ্যের জন্য যদি সেই বৈদ্যের নিকট সমর্পণ করিতে পারি, তবে আপাত-দৃষ্টিতে তাহাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হইলেও আরোগ্যের পর বুঝিতে পারি যে, বৈদ্যটী আমার কিরূপ বন্ধুর কাজ করিয়াছেন। সেইরূপ প্রকৃত সাধু যাঁহারা, তাঁহারা আমার ন্যায় অনর্থগ্রস্ত জীবের দুর্দশা দেখিয়া আমার অনর্থগুলির প্রতি তাঁহাদের কৃপা-অস্ত্র প্রয়োগ করিতে চাহেন। আমি তাঁহাদিগকে আমার বড় বড় শত্রু বলিয়া মনে করি না কেন তাঁহাদের ন্যায় পরম মিত্র আমার আর কেহ নাই। বৈদ্যের নিকট যেরূপ রোগগ্রস্ত দেহটী সমর্পণ করিতে হয়, ছুরি দেখিয়া পলাইয়া গেলে রোগ সারে না, সাধুগণের নিকট তদ্রূপ আত্ম-সমর্পণ করিতে হয়, তবেই তাঁহারা অনর্থ হইতে মুক্ত করাইয়া পরমার্থ দান করেন। রক্ত-মাংসের দেহ রোগাক্রান্ত হইলে তাহার জন্য বহু যত্ন-চেষ্টা করিয়া থাকি, কিন্তু আমার আত্মার রোগ অনর্থগুলি কিরূপ অসুবিধা বা বিপদজনক তাহা জানিয়া শুনিয়াও তাহার প্রতিকারে যত্নবান্ হই না, ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। আমার এমনই দুর্দৈব যে, আমার শত শত অনর্থ যাঁহারা সাধুগণ শত শত বার দেখাইয়া দিতেছেন, কিন্তু আমি মনে করিতেছি যে, আমি ঠিকই আছি এবং অন্য [illegible] জন্য কী ঠিক হইতেছে। আমি নিজে কোন্ ভূমিকায় অবস্থিত তাহা না দেখিয়া অপরকে উপদেশ বা পরোপদেশে পাণ্ডিত্য করিতে যাই। নিজের অনর্থগুলি যাহাতে প্রকাশিত না হয় তজ্জন্যও চেষ্টা করিয়া থাকি। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শাসনদণ্ড অন্যের উপরে পতিত হইলে তাহা দেখিয়া নিজে সাবধান হই না। এ বিষয়ে শ্রীশ্রীল আচার্যদেব উপদেশ দিয়াছেন "অপরের প্রতি শাসনকে [illegible] বলিয়া নিজের অনর্থগুলি সংশোধন করিবার জন্য শীঘ্র দূরে আত্মস্থ হইলেই মঙ্গল হইবে। প্রত্যহ প্রতি মুহূর্তে নিজের চিত্তকে বৈষ্ণব-পাদুকার দ্বারা শত শত শাসন করিতে হইবে। নিজের পায়ের জুতা পুঁছিয়া দেখা বা অপরের চিত্তবৃত্তি শোধন করিতে হইবে না। অপরের ছিদ্রানুসন্ধান না করিয়া সর্বদা নিজের ছিদ্রগুলি সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যিনি যতটা নিজের প্রতি শিক্ষার প্রদান ও নিজের চিত্তকে শাসন করিতে পারিবেন, তিনি ততটা ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিবেন।"

শ্রীগুরুবৈষ্ণব অন্তর্যামী। তাঁহারা আমার চিত্তবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া কখন কোন্ কথা বলিতেছেন, তাহা আমারই জন্য কীর্তিত হইতেছে বলিয়া তাহা আমি মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করি না, তাই সাধুর বাণী আমার অন্তরে বাণ কাটিয়া বসে না। তাই বৈকুণ্ঠ শব্দ আমাকে বিদ্ধ করে না, আমার দম্ভও বিদূরিত হয় না।

সাধুমুখে শুনিয়াছি, শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্কপটে আত্মসমর্পণ করিলে শ্রীগুরু কৃপা করেন [illegible] নিজের [illegible] উপলব্ধি হয়, তখন সত্যই নিজেকে [illegible] বলিয়া জানিতে পারা যায় এবং শ্রীগুরু-বর্গের চিত্তবৃত্তির বিপরীত ভাব উদিত না হইয়া তাঁহাদের চিত্তবৃত্তির অনুসরণে প্রবৃত্তি হয়। আমি আমার অন্তরের অন্তস্তল খুঁজিয়া দেখিয়াছি কি যে শ্রীগুরুবর্গের বাণী বা চিত্তবৃত্তির কতটুকু অনুসরণ করিতে পারিয়াছি বা তাঁহাদের বাণী শ্রবণ করিয়া সেইভাবে নিজে আত্মগঠন পারিয়াছি? শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible]

'দাসের অধম [illegible]

শ্রদ্ধা সহকারে [illegible]

সেবায় [illegible]

কৃপায় [illegible]

[illegible] না।

[illegible] করিতে হইবে তবে [illegible] নিষ্কপটে সেবা থাকিতে পারি তাহা হইলে কোন দিন না কোন দিন অবশ্য অনর্থনির্মুক্ত হইয়া পরমার্থলাভে লাভবান্ হইতে পারিব।

গৌড়ীয় মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫১০০
সেবক—শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী [illegible]

(৩) শ্রীযোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ [illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগোপাল ব্রহ্মচারী

(১১) মামগাছি [illegible] গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) কুলদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গোদ্রুম, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
হাটতলা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) [illegible]-আশ্রম
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) [illegible] পরিচ্ছেদ পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) বালিঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২৫) [illegible] গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], ভাঃ [illegible], চট্ট. ডি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible] ইউ পি।
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
বৃন্দাবন, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ
পোঃ [illegible] (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ -[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) [illegible] মঠ-[illegible]
পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ [illegible], পাঞ্জাব।
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড নই দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গ[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]কুটী
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং ১
[illegible]
[illegible]
সেবক—স্বামী বিনোদবাণী দাস

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ [illegible]
[illegible] (ইউ-পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]গোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) প্রাণগ্রন্থাগার
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্স্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদক
শ্রীনন্দকিশোর [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩-দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
বিজ্ঞাপনে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	[illegible]	।০
" " ইঞ্চি ২৲		১।০		১৲
অর্দ্ধকলম ৪৲	৪৲			৩৲
অদ্ধকলম ৮৲	৩৲		৩৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲		১০	৮

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

বিজ্ঞাপনে প্রতি ইঞ্চি ৩	৩।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৩৲	৩০

চাঁদার হার

দৈনিক (ডাকমাশুলসহ)	
বার্ষিক "	৫৲
ষাণ্মাসিক "	২।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ পয়সা, [illegible] বিনা মূল্যে দেওয়া হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্বাস্থ্যকর—সহরের সান্নিধ্যে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। [illegible] ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] সুন্দর [illegible] ব্যবস্থা [illegible] খোরাক ও [illegible] প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ [illegible] বিভিন্ন অবতারগণ সম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি [illegible] অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু 'স্তবক' (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুর 'প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও [illegible] যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি [illegible] এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, [illegible], ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

[illegible] যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে [illegible] আসমান মানবগণের [illegible], সম্বন্ধ, প্রয়োজন, [illegible] ও [illegible] ভ্রান্তধারণা-নিরসনমূলক [illegible] ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ [illegible], ভক্তিবাদক সংসিদ্ধান্তপূর্ণ প্রবন্ধ হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থটি শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—মধুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible], শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] মহামহোপদেশক [illegible] শ্রীল [illegible] ভক্তিসুধাকর [illegible], সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এবং [illegible] তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অন্যত্র [illegible]। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের [illegible] গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের [illegible] তাহার [illegible] শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের [illegible] [illegible] এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দ [illegible], [illegible] পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ [illegible]। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সংস্কৃত বিরাট গ্রন্থ। [illegible], [illegible] অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা [illegible] বৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য [illegible] ইহা [illegible] আট শোত পাতায় মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৮ টাকা।

শ্রী [illegible] মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

চারিদের শ্রীভক্তিবিনোদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

[illegible] শ্রীশ্রীল [illegible] চরিত্রের [illegible]। ভিক্ষা [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রী[illegible] [illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট

যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

যাওয়া

কলিকাতা ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	১১-৬	[illegible]	[illegible]	১৭-৫০	[illegible]
ব্যাণ্ডেল		৪-৫৬	৬-৩১	৭-৫৮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কালনাঘাট পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	১৫-৫৭	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কৃষ্ণনগর পৌঃ	[illegible]	[illegible]	১০-৮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	২০-১৫	[illegible]

([illegible]) ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	২১ ১০

(আপ—[illegible]পুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	[illegible]
ব্যাণ্ডেল ,,	[illegible]
কালনাঘাট পৌঃ	[illegible]
ছাঃ	[illegible]
[illegible]পুর পৌঃ	[illegible]
([illegible]) ছাঃ	[illegible] ([illegible])
কৃষ্ণনগর পৌঃ	[illegible]

ডাউন

[illegible]

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কৃষ্ণনগর পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কালনাঘাট পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
([illegible]) ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ব্যাণ্ডেল		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
কলিকাতা পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] এবং [illegible] ও ভগবানের জীবনচরিত্র-[illegible]। [illegible] Foreword, [illegible] Preface, [illegible] সূচী (Contents) ও [illegible] Index Glossary [illegible]। ভিক্ষা—[illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা-নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(o)———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে [illegible] দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩।১, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" [illegible] প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] জীর্ণ [illegible] [illegible] এবং [illegible] ছোট বোতল [illegible] আনা, বড় বোতল ১।০ আট আনা। [illegible]

[illegible] রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible], [illegible]

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

গৌড়গ্রন্থমালা
—::—
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন পদাবলী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত 'গৌড়' আখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে।
ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
মহামুদ্রা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ বংশী, ঢাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—::—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৪শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৭ ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪০, শনিবার ২২৭তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

ইটালী-অধিকৃত আরও দুইটি সহরের পতন

গত ২৯শে নভেম্বর তারিখে জানা গিয়াছে যে, আরও দুইটি আলবেনীয় সহর গ্রীকদের অধিকারে আসিয়াছে। অগ্রগামী গ্রীকবাহিনী কলিতার ৩০ মাইল উত্তর দিকস্থ পোগ্রাডিস সহরে প্রবেশ করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে তাহারা সহর অতিক্রম করিয়া আলবাসানগামী প্রধান রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। অন্য যে সহরটি গ্রীকদের অধিকারে আসিয়াছে, তাহা হইতেছে ছোট পার্ব্বত্য সহর মস্কোপলিশ। এইস্থানে ইটালীয়ানরা বাধা প্রদানের জন্য দণ্ডায়মান হইতে পারে বলিয়া মনে হইতেছে।

— —

গ্রীকবন্দরে ব্রিটিশ বৈমানিক

কয়েকদিন পূর্ব্বে বহুসংখ্যক ব্রিটিশ ও নিউজিল্যাণ্ডের বৈমানিক কোন গ্রীক-বন্দরে আসিয়া অবতরণ করিয়াছে।

———

ভাকিয়াংকে মরক্কোর অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা

ট্যাঞ্জিয়ারকে আইনতঃ স্পেনের আশ্রিত রাজ্য মরক্কোর অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য স্পেনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে এক সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে।

বৃটিশ বিমানের পাল্টা আক্রমণ

আবহাওয়ার অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ গ্রহণ করিয়া বৃটিশ বিমান নানাস্থানে আক্রমণ চালায়। বার্লিন ও লিপজিগে বায়ু প্রাঙ্গণ ও রেল-ষ্টেশনের উপর বোমা বর্ষিত হয় এবং বিখ্যাত জার্ম্মাণ বন্দর ডুরবা কলেজ এর উপরও আক্রমণ চালান হয়। বোলোনের আড্ডাঘাঁটি ও ডানকার্কের বেলজিয়ামে শার্টিঙ্গ-এর উপরও অস্তান্ত বিমান আক্রমণ চালায়।

রাজকীয় বিমান-বাহিনীর গোলন্দাজ-বিমান-সমূহ ডুসেলডর্ফ এবং পার্শ্বের রেলওয়ের মালগুদামের উপর বোমাবর্ষণ করে। এই সময় পটস্ডামে এবং এনস্ডোরে দেশ-এর কয়েকটি অগ্নিপ্রজ্বালক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ডাটমুণ্ড ও হার্বেনিকোফেনও আগুন দেখা গিয়াছিল। ইহা ব্যতীত কুপের কারখানা, কোলোনের একটি কারখানা এবং হামবুর্গ কয়েকটি বিমানঘাঁটির উপরও আক্রমণ চালায়। উপকূল-রক্ষী বাহিনীর বিমানসমূহ নরওয়ের উপকূলে একটি বেতার ঘাঁটির উপর বোমা নিক্ষেপ করে। দুইটি বিমান নিখোঁজ হইয়াছে।

———

আফ্রিকায় বৃটিশ বাহিনীর সাফল্য

সুদানের সম্পর্কিত একটি ইস্তাহারে প্রকাশ, বৃটিশ গোলন্দাজবাহিনী কর্ত্তৃক অবিরাম গোলাবর্ষণের ফলে, ইটালীয়গণ এখন মোয়েটো পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন কেবলমাত্র রাত্রে চতুঃপার্শ্বস্থ পর্ব্বতমালা হইতে ইটালীয় টহলদার সৈন্যগণ ঐ অঞ্চলে আসিতে সাহস করে।

মোয়েটো গালাবাট মাত্র মাইল চারেক দূরে আবিসিনিয়ার এলাকায় অবস্থিত। গত ৬ই নভেম্বর তারিখে বৃটিশ-বাহিনী গালাবাট অধিকার করে।

ত্রিশক্তি-চুক্তিতে স্লোভাকিয়ার স্বাক্ষর

গত ২৪শে নভেম্বর জার্ম্মাণী, ইটালী ও জাপানের ত্রিশক্তি-চুক্তিতে শ্লোভাকিয়াও স্বাক্ষর করিয়াছে। শ্লোভাকিয়ার প্রধান-মন্ত্রী মঃ টুকা বার্লিনে পৌঁছিয়া এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। শ্লোভাকিয়াকে লইয়া এই পর্য্যন্ত ছয়টি রাষ্ট্র ত্রিশক্তিতে যোগদান করিল।

রুমানিয়ার প্রধান মন্ত্রী জেনারেল এণ্টনেস্কু যে সর্ত্তে চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, মোটামুটী সেই সর্ত্তেই শ্লোভাকিয়া স্বাক্ষর করে। জেনারেল এণ্টনেস্কু বার্লিন ত্যাগ করিয়াছেন। চুক্তিতে স্বাক্ষরের পর এক ঘোষণায় মঃ টুকা বলেন,—গভর্ণমেণ্ট ও সমাজ-ব্যবস্থাকে নাৎসী-ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করিয়া শ্লোভাকিয়ার জনসাধারণের এই নব-বিধানে সহযোগিতা করা উচিত।

বার্লিন ত্যাগের প্রাক্কালে জেনারেল এণ্টনেস্কু বলেন,—রুমানিয়া ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে যে সম্প্রীতি বর্ত্তমান, তিনি উহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহেন।

কলিতার গ্রীক-শাসন

কলিতার অবস্থা সম্পর্কে এথেন্স হইতে সংবাদপত্রে যে বিবরণ প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ,—ইটালীয়গণ এরূপ দ্রুততার সহিত পলায়ন করিয়াছে যে তাহারা শাসনকার্য্য পরিচালনের দরুণ সমুদয় সমস্ত কাগজপত্র (দলিলাদি) ফেলিয়া গিয়াছে। ঐ দলিল মধ্যে ইটালীয়, গ্রীক ও আল[illegible] ভাষায় প্রকাশিত বহু ঘোষণাপত্রও রহিয়াছে। সহরের রাস্তাসমূহ গ্রীক সৈন্যদের দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে। বর্ত্তমানে মুসোলিনীর ছিন্ন প্রতিকৃতি ও বিকৃত ইটালীয় বিজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত ইটালীয় অধিকারের আর কোনই চিহ্ন দেখা যায় না। কলিতায় ১১ জন গ্রীক, ৪ জন আলবেনীয় ও একজন মেয়র লইয়া নূতন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল গঠন করা হইয়াছে। গ্রীক আক্রমণের জন্য ইটালীগণ যে রাস্তা তৈয়ারী করিয়াছে, তাহাতে পরিত্যক্ত সমর-সম্ভার পড়িয়া আছে।

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল জেনারেল মেটাক্সাসের নিকট একটী বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। উহাতে কলিতা দখলের জন্য তিনি গ্রীক সৈন্যবাহিনীকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

জার্ম্মাণ-ক্যাপ্টেনের আত্মহত্যার চেষ্টা

'ফ্রুরিয়া' নামক যে জার্ম্মাণ জাহাজ ধরা পড়িয়াছে, তাহার ক্যাপ্টেন গত ১৯শে নভেম্বর রবিবার রাত্রে ডুবিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন [illegible] স্থানীয় [illegible] হইয়াছে। [illegible] করিয়াছেন। [illegible] চেষ্টা করেন। [illegible] জাহাজের [illegible] অবস্থায় [illegible] 'ফ্রুরিয়া' [illegible] করিয়াছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয় — [illegible] সাপ্তাহিক [illegible] প্রকাশিত [illegible] বার্ষিক ভিক্ষা [illegible]

২। [illegible] সাময়িক পত্র। ভিক্ষা [illegible] টাকা।

৩। সজ্জনতোষণী [illegible] পত্রিকা। বার্ষিক [illegible] ২.০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় [illegible] বার্ষিক ভিক্ষা [illegible] মাত্র।

শ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

[illegible] 'শ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড [illegible] শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখ [illegible] অমূল্য উপদেশপূর্ণ [illegible]

ভিক্ষা—৮০ আনা মাত্র।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক [illegible] শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য [illegible] বাংলা [illegible] টীকা [illegible] ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

[illegible] ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] 'বিবৃতি' টীকা [illegible] গৌড়ীয়-মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—[illegible]

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

শ্রীযুক্ত [illegible] এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

প্রকাশকের প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, — [illegible] ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। ঠাকুর বিল্বমঙ্গল শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবীণা) ৯৲

৩। ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯

৪। সজ্জনতোষণী (অবীণা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড ৸০ ; ৪র্থ খণ্ড ৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। নবদ্বীপ [illegible]

৯। বৈষ্ণবধর্ম

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৮৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০

১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত [illegible]

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

১৭। [illegible]

১৮। ব্রাহ্মণ আদর্শ ।০

১৯। [illegible] ।০

২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০

২১। [illegible] ।৵০

২২। [illegible] ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত (বাঁধা) ১

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ১৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকা সহ) (অবীণা) ১

২৬। গীতার [illegible] ০

২৭। [illegible] ১৲

২৮। [illegible] ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

৩০। শ্রীগৌরাঙ্গ-স্মরণ

৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

৩৩। [illegible] ৫

৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶

৩৫। শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ৶১

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

৩৭। [illegible] প্রমাণ খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

৩৯। [illegible]

৪০। শরণাগতি

৪১। গীতাবলী ৴০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। [illegible] ৴০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ

৪৮। সন্ন্যাসসংস্কার (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১

৪৯। [illegible] ৶৫

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম ও [illegible] খণ্ড)

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (অনুবাদ) ০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০

৫৫। [illegible] বা [illegible] ০

৫৬। [illegible] ও [illegible] ৶০

৫৭। উপদেশামৃত (অনুবাদিত) ।০

৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখন ৶০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০

৬০। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০

৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিবৃতিঃ ।০

৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০

৬৪। [illegible] ।০

৬৫। সাত্বত সিদ্ধান্তম্ ৶০

৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০

৬৭। [illegible] ৶৩

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০

৬৯। [illegible] ।০

৭০। [illegible] ৴০

৭১। বেদান্ত—[illegible] ।০

৭২। [illegible] ।৵১

৭৩। [illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৶

৭৪। [illegible] ।০

৭৫। [illegible] গৌড়ীয় [illegible] ৴১

৭৬। [illegible] ।৶

৭৭। [illegible] ।৶

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৲

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [illegible] ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৶

৮১। সাধন-পথ

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶১

৮৩। গীতাবলী ৴৶

৮৪। শরণাগতি ৴৶

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৶

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৸৶

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-বিনোদ
==●==
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতগ্রন্থসমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৵০ আঃ
প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গমালা
==●==
[illegible] পর্য্যন্ত এই [illegible] সুন্দর অক্ষরে অর্থ ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৵০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ — ২২ কেশব ৪৫৪ গৌরাব্দ ২১শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৭ই ডিসেম্বর খৃঃ ১৯৪০, শনিবার — ২২৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ কেশব অত্র ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৪

বৈরাগ্য

——::(●)::——

বিরাগ শব্দ হইতে বৈরাগ্য শব্দটীর উৎপত্তি। বিশেষরূপে রাগ না বিগত রাগই বিরাগ। কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ ও মায়ার প্রতি বিরাগই বৈরাগ্য। কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ নাই, অথচ মায়ার প্রতি বিরাগ আছে, তাহা শুদ্ধ ভক্তির অঙ্গ, আশ্রিত বা পালা বৈরাগ্য নহে। তাহা কপটবৈরাগ্য। নিজসুখানুরাগী বা বহুবার্থ বৈরাগী নহে। ভগবানে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা যাঁহার আছে, সেই ভগবদনুরাগী ব্যক্তিই বৈরাগ্যবান্। যেখানে ভক্তি বা কৃষ্ণানুরাগ, সেইখানেই সহজবৈরাগ্য। শান্তিপ্রয়াসী ফল্গু ভোগবাঞ্ছা-ত্যাগীর বৈরাগ্য ফল্গু অনিত্য সাধন মাত্র। উহা নিজ কামনাপূর্ত্তিমূলক হওয়ায় অভক্তি বা কৈতব। কিন্তু ভক্তের বিপ্রলম্ভ বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণরূপ বৈরাগ্য সাধ্য ও সাধন উভয়ই। অতএব ভোগী বা ত্যাগবিলাসী নহেন আবার নির্ব্বিলাসীও নহেন। তাঁহারা মহাভাববিলাসী। সেই মাধুর্য্য আশ্রয়বিগ্রহসমূহই বিষয়বিগ্রহের অপ্রাকৃত সেবাবিলাসে বিলাসী। সাধক জীব আমরা কৃষ্ণেতর ভোগত্যাগ দু'টীকে বৈরাগ্য বলিয়া জানি। কিন্তু মুক্তকুলের সর্ব্বোত্তম কৃষ্ণসেবাপরতাই বৈরাগ্য। তাঁহাদের বৈরাগ্যের অপর নাম কৃষ্ণোন্মুখপ্রীতিভরাক্রান্ত বিপ্রলম্ভ। কেবল কৃষ্ণসুখবাঞ্ছাময়ী বা কৃষ্ণবিলাসসহায়া বৈরাগ্যবিদ্যা উঁহাদের শুদ্ধ হৃদয়বৃন্দাবনে নিত্যসিদ্ধভাবে বিরাজিত। এই বৈরাগ্য ব্যাপারটী শ্রীরূপানুগ চিন্ময়-সাহিত্য। তাঁহাদের সেই অপ্রাকৃত বৈরাগ্য অনর্থ নহে, পরন্তু অনর্থবৃত্তি। সেবাবিলাসের অপর নাম বৈরাগ্য। কৃষ্ণবিমুখ জীবের নিজসুখকামনামূলে ভোগের বা ত্যাগের বাহ্যিক মায়া। যুক্তবৈরাগ্যে এই মায়া বা অনুসন্ধানের লেশমাত্র নাই, তাহা মায়াসংস্পর্শবর্জ্জিত। এই বৈরাগ্য সম্পূর্ণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলক। বৈরাগ্য সিংহ বাপ এটি ভীর্থপাদ শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথের সেবা। যদি সেই সেবা না হয় তাহা হইলে সেই বৈরাগ্য ফল্গু বা কপট।

যেখানে যে পরিমাণে আলোক আছে সেখানে সেই পরিমাণে অন্ধকারের অভাব; সেইরূপ যাহার যে পরিমাণে কৃষ্ণোন্মুখতা, তাঁহার সেই পরিমাণে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য স্বাভাবিক। যেখানে ভক্তি সেখানে বৈরাগ্য থাকিবেই। ভক্তিহীন বৈরাগ্যের অন্তরে প্রতিষ্ঠা সম্ভাবনা মাত্র। কিছিম্মান ভোজন করিলে যেরূপ কিছিম্মায় তুষ্টি ও কিছিম্মায় ক্ষুধানিবৃত্তি হয়, সেইরূপ কিছিম্মায় প্রাণ পৌষ্টিকাদি ভজন করিলে কিছিম্মার পরেশানুভব ও কিছিম্মার বিরক্তি এক সাথে আর উদর পূর্ত্তি করিয়া থাকে যেমন সম্পূর্ণ তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধাপ্রশমন, সেইরূপ ভজনকারীর [illegible] পরিনিষ্ঠিত সাধনাবলে সম্পূর্ণ [illegible] ভক্তি, পরেশানুভব ও বিরক্তি একসঙ্গে থাকে। তাই [illegible] ভক্তিজ্ঞান ও অন্যবিষয়ে বৈরাগ্য [illegible] বিরাগ সমকালে দেখা যায়। এই বৈরাগ্য দেহযাত্রার ধর্ম্ম নহে। তাহা আত্মার ধর্ম্ম — চৈতন্য। সহজ স্বাভাবিক। ভক্ত হইলে সম্বন্ধজ্ঞান ও উহার বৈরাগ্য থাকিবে। কিন্তু যেখানে তাহা থাকে না, সেখানে ভক্তির অভাব বা কপটতা প্রদর্শন। বৈরাগ্য—আত্মার তুষ্টি সম্বন্ধজ্ঞানে—স্বরূপ পুষ্টি এবং ভক্তিক্রিয়ার—আত্মার ক্ষুধানিবৃত্তি অর্থাৎ ভগবদ্ভোগের পিপাসা [illegible] হইয়া থাকে। [illegible] অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞান ও নিষ্কিঞ্চন [illegible]

বৈরাগ্যের মূল হইতেছে অনাসক্তি। যে সকল বস্তুতে অনর্থজনক দৃঢ় [illegible] সে গুলিতে আমাদের ভোগবুদ্ধি প্রবল হয়। ভোগবুদ্ধিই আমাদের বন্ধন। সেই ভোগবুদ্ধি নষ্ট হইলে আমাদের আসক্তি গেল, আমরা মুক্ত হইলাম। এই ভোগবুদ্ধি তাহাদের মূলে কৃষ্ণসম্বন্ধ না হওয়া আবশ্যক। নচেৎ কৃষ্ণেতর [illegible] যায় না। বহু কষ্টে ভোগবুদ্ধি দূর করিতে আবার আমাদের পতন হয়। ভোগাভিমান থাকিলে ভোগবুদ্ধি থাকিবেই। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে [illegible] [illegible] দ্বারা ত্যাগ করিতে হইবে। সেবা করিবার আমাদের ভোগবুদ্ধি দূর করিতে হইবে। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে [illegible] উপদেশানুযায়ী জাবনের [illegible] করিতে পারিব, তখনই আমরা প্রকৃত বৈরাগ্য [illegible] পারিব—যুক্তবৈরাগ্য আচরণ করিতে পারিব। তাই শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

> অনাসক্তস্য বিষয়ান্
> যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
> নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
> যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
> প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ
> মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং
> ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীল নরোত্তম বলিয়াছেন,

> আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত,
> বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

[illegible] বাধা অনুকূল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিলাসী। তাঁহাদের বৈরাগ্য [illegible] তাঁহার, যুক্তবৈরাগী। [illegible] বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ [illegible] পূর্ণতা [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] হবেন, তখন তাঁহার লক্ষ্য [illegible] থাকে না, বাহ্যতঃ শরীর আচ্ছাদিত আছে কিনা, সে বিষয়ে অনুসন্ধান থাকে না

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়।

—খাওয়া পরা, পুত্রপৌত্রাদির পরিচর্য্যা, সংসারের কার্য্যনির্ব্বাহ, ভক্তবর্গের সেবা করিতেছি কিনা তাহার সম্বন্ধে যোগ থাকে না —যেমন মার্জ্জন, ভূষণ, কেশবিন্যাস তাম্বুলাদি সেবা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অন্তর থাকে না। কেবল আত্মারাম হইয়া "কোথা হইতে কোথা পাই", এই চিন্তায় [illegible] বিভোর থাকেন, সেইরূপ কৃষ্ণানু-[illegible] পালন, তাঁহারা [illegible] [illegible] তাহাদের গৃহাদি তুচ্ছ হয় না। [illegible] বৈরাগ্যের [illegible] [illegible] শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু, [illegible] প্রভু, শ্রীল ঠাকুর [illegible], [illegible] ও শ্রীল [illegible] প্রভৃতি।

যুক্তবৈরাগ্য কৃষ্ণসম্বন্ধের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত [illegible]। অবশ্য [illegible] আত্যন্তিক বৈরাগ্য [illegible] তাঁহাদের [illegible] বা [illegible]। এই সকলই বৈরাগ্য। [illegible] বৈরাগ্য পৃথক [illegible] [illegible] বৈর [illegible] বৈরাগ্য বা বিপ্রলম্ভ [illegible]। যেস্থলে [illegible] আর [illegible] নাই সে-[illegible] নিষ্ক্রিয় [illegible] বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তাঁহাদের [illegible] বৈরাগ্যের কথা কেহ বর্ণনা শেষ করিতে পারে না। তাঁহাদের সে বৈরাগ্যের কথা জগতের লোক বুঝিতে পারে না। তাঁহাদের বৈরাগ্যের অনুকরণে [illegible] মঙ্গল হইবে। কিন্তু অনুসরণের [illegible] যদি অনুকরণ হয়, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

কোনের বশ বলিয়া যে স্থলে [illegible] বিচার প্রবল, সেস্থলে বৈরাগ্য শব্দের আবিষ্কার। যেস্থলে ভগবৎ-সেবোন্মুখতায় ভোগ বিচার নাই, সেস্থলে ত্যাগ বা বৈরাগ্য [illegible] বস্তু নাই। তবে অজ্ঞানোত্থ বিরূপ বিচারে ভগবৎসেবার প্রতিকূল বিষয়ে বিতৃষ্ণা প্রবল থাকে। [illegible] ভক্তি বাড়িতে থাকিলে বৈরাগ্য আনুষঙ্গিকভাবে হইতে থাকিবে। তজ্জন্য কৃত্রিমভাবে কোন চেষ্টা করিতে হইবে না। আবার ভোগে গা ঢালিয়াও দিতে হইবে না। হরিভজনের জন্য যেটুকু গ্রহণ করা আবশ্যক, সেইটুকু গ্রহণ করিয়া নিরন্তর হরিভজন করিতে হইবে। তজ্জন্য বা অন্যবৈষ্ণবের সুখাদির যাহা প্রয়োজন, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

"ন [illegible] নাতিসক্তো

ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।"

অতি বৈরাগী বা অত্যাসক্ত হইলে হরিভজন হবে না। ভোগ ও ত্যাগ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

বদ্ধজীবের হরিনাম হয় না। অর্চ্চনের [illegible] না হইলে হরিনাম হয় না। [illegible] [illegible] দ্বারা ক্রমশঃ নামভজনের প্রতি [illegible] হয় এবং অর্চাবিগ্রহের সেবা-[illegible] হরিনামে রুচি হয়। মুক্তি লাভ করিবার পর নির্জ্জন হরিভজন আরম্ভ হয়। তক্ত ভজনানন্দে ভোগ্য বা পালা। শুদ্ধভক্তের ছিদ্রান্বেষণ করিলে সর্ব্বনাশ হয়। যিনি একবারও মনে করেন—"হে কৃষ্ণ, আমি তোমার সেবা করিব তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়", সেইরূপ ব্যক্তির মুক্তি হইয়া থাকে।

— — —

যে কোন শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহা কৃষ্ণ-সম্বন্ধে 'নিরন্তর করি লই' বুঝিতে হইবে। অখিল [illegible] ব্যতীত আর সব মধ্যে অনুস্যূত থাকায় [illegible] সেবাই আমাদের নিত্যধর্ম্ম।

চতুর্থ কামুকতা। পুত্রবধূ ভোগ ও পুত্রবধূ-ত্যাগ উভয়ই ভক্তির বিচার নহে [illegible] অভিলাষই কামুকতা। [illegible] ছাড়িতে হইবে। কামুক প্রেমিক নহে। যেখানে কামুকতার লেশমাত্র আছে, সেখানে [illegible] ও অনুকূল বৈরাগ্য কোথায়? নিজ-সুখবাসিতা ও কৃষ্ণসুখবাসিতা বা চিৎবিলাস [illegible] বৈরাগ্য।

কাপড় ছোট কাপড় পরিধান করা, বদ্ধ করিয়া খাওয়া বা শীতকালে খালি গায়ে থাকার নাম বৈরাগ্য নহে। আবার যুক্ত-বৈরাগ্যের নামে ভোগ চালানও ভক্তি নহে। পোষাকের ব্যবহারের প্রকারভেদে ভগবৎ-কৃপালাভের বা বৈষ্ণবতার তারতম্য হয় না। বৈষ্ণবের বিচার এত স্থূল অনভিজ্ঞের মত নহে যে, তাঁহারা ঐরূপ কোন স্থূল ব্যাপারকে বহুমানন করিবেন। অনেকে [illegible] নির্জ্জনভজনকালে ত্যাগ বা বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে করিতে সাধ্যভক্তি লাভ হয়। কিন্তু এইরূপ কৃত্রিম চেষ্টা দ্বারা কখনও ভক্তিলাভ হয় না; পরন্তু ভুক্তি-মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। কারণ, ত্যাগের পর ভোগ, ভোগের পর ত্যাগ, ত্যাগ শান্তির পর অশান্তি, আবার অশান্তির পর শান্তি—এইরূপ মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া জীব চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতে থাকে। সেইজন্যই বলিতেছি, মুক্তকামুক ত্যাগ বা বৈরাগ্য কখনও ভক্তিলাভের উপায় নহে। অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাপর বৈরাগ্যের আনুষঙ্গিকরূপেই উদ্ভূত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণের স্মৃতি কৃষ্ণের শ্রবণের দ্বারাই হইয়া থাকে। কৃষ্ণের শ্রবণের অভাবে কৃষ্ণের বিস্মৃতি ঘটে। কৃষ্ণ যে জিনিষ, সেই জিনিষের অনুধীন হওয়া ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

———

যতক্ষণ পর্য্যন্ত "অহং ব্রহ্মাস্মি" জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ মায়ার দ্বারা অভিভূত হইতেই হইবে। ইহজগতে কোন একটী বস্তুর প্রতি তুচ্ছজ্ঞান বা জড় সম্বন্ধে অর্থনিবেশক কোন ব্যাপারকে তুচ্ছবুদ্ধি যদি না হয়, তাহা হইলে 'ব্রহ্মাস্মি' হইলাম না। একজন মহাপ্রভু বলিলেন,—তৃণাদপি সুনীচতাই 'ব্রহ্মাস্মি'-বাক্যের প্রকৃত অর্থ। জড়ের প্রভু হইয়া থাকা [illegible] অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকা—প্রকৃত বৃহত্ত্ব নহে। তৃণাদপি সুনীচ বাক্যে জড়ের সর্ব্বাপেক্ষা লঘু যে তৃণ, যাহাকে গো-গর্দ্দভাদি নীচ প্রাণীও পদদলিত করিয়া চলিয়া যায়, সেই প্রকার তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ অবস্থাই 'ব্রহ্মাস্মি' বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য। "আমি ভগবানকে দেখিব"—ইহার নাম সম্ভোগবাদ বা নাস্তিক, আর "আমি ভগবানকে দেখাইব, যে রূপ দেখিতে তাঁহার ভাল লাগে", ইহার নাম সেবা। আমার মনগড়া সৌন্দর্য্য তিনি দেখেন না, কিন্তু যে সৌন্দর্য্য তাঁহার ভাল লাগে, তিনি তাহাই দেখেন।

'স্থূল শরীরের দ্বারা ভগবানের সেবা করা যায়' ইহা যেন কেহ মনে না করেন। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি স্থূলেন্দ্রিয় বা মন প্রভৃতি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হরিভজন হয় না। কিন্তু এই কথাটাই এই জগতের সকল। এইজন্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ইন্দ্রিয় কিরূপে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে পৌঁছিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য একটী কৌশল বলিয়াছেন। শ্রীরূপ প্রভু বলিয়াছেন—ইন্দ্রিয় যখন নিজচেষ্টায় অতীন্দ্রিয়ে আরোহণ করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহা অতীন্দ্রিয়ে পৌঁছিতে পারে না। এজন্য আরোহবাদী অপ্রাকৃতের সন্ধান পায় না। কিন্তু ইন্দ্রিয় যখন অতীন্দ্রিয় রাজ্য হইতে অবতীর্ণ সেবোন্মুখতায় আলোকিত হয়, তখনই ইন্দ্রিয়ের অতীন্দ্রিয় বিষয় ধারণার যোগ্যতা লাভ হয়। তখন আর ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখতা থাকে না। ইন্দ্রিয় সেবোন্মুখতায় উদ্ভাসিত হইয়া অতীন্দ্রিয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার লাভ করে।

কৃষ্ণই একমাত্র Universal Emporium, তাঁহাতে Consort hood আছে;

নির্গুণ চেতনের শরীরের দ্বারা সেই অধোক্ষজ কৃষ্ণের সেবা করিলে আমাদের [illegible] কোন বুদ্ধিতে স্বামী-স্ত্রীসম্বন্ধের অস্বীকার স্থাপন করিতে হইবে না। তাঁহাকে পুত্ররূপে পালন করিলে আর গৃহস্থ সংসার করিতে হইবে না; তাঁহাকে বন্ধুরূপে বরণ করিলে জগতের সাধারণ বন্ধুর আর দরকার হইবে না। তাঁহার চাকুরী করিলে আর জগতের প্রভুদের কাহারও দ্বারস্থ গোলাম-গিরি বা প্রভুত্ব করিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।

শ্রীচৈতন্যমঠে হরিকথা

——::•::——

গত ৬ঠা অগ্রহায়ণ বুধবার শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণব সেবাবিগ্রহ বা আশ্রয়বিগ্রহ। যিনি এই সেবাবিগ্রহের প্রতি অনাদর করিয়া সেব্যের আদর করেন, তাঁহার প্রতি সেব্য আদৌ সন্তুষ্ট হন না এবং তিনি তাঁহার বিরক্তির বিষয় হইয়া অপরাধে পতিত হন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ নিত্য শুদ্ধভাবে জ্ঞানী। সেই অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগণের মধ্যে যে পরস্পর মতভেদ দেখা যায়, তাহা কেবল চমৎকারিতা বৃদ্ধির জন্য। বস্তুতঃ আত্ম-দর্শিগণের মধ্যে আদৌ মতভেদ নাই। মনো-ধর্ম্মিগণের মধ্যেই মতভেদ বর্ত্তমান। আত্ম-দর্শিগণের মতভেদের আকার আত্মধর্ম্মের বিচিত্রতা বিস্তার করে।

নিত্য শুদ্ধজ্ঞানময় বৈষ্ণবসকল।
তবে যে কলহ দেখ, সব কুতূহল॥
ইহা না বুঝিয়া কোন কোন বুদ্ধিনাশ।
একে বন্দে, আরে নিন্দে যাইবেক নাশ॥

বদ্ধজীবের চক্ষু-জ্ঞানে যে সকল অধিষ্ঠান ভোগবস্তুরূপে প্রতীত হয়, উহাই প্রাকৃত। সমগ্র জগতে অণু-পরমাণুর অভ্যন্তরে, তৃণাদিও বৃক্ষাদিতের অভ্যন্তরে ভগবানের অধিষ্ঠান নাই—প্রাণীমাত্রের হৃদয়ে অথবা বস্তুতে ভগবদধিষ্ঠানের অভাব আছে—এইরূপ বুদ্ধিতে বিষ্ণুপূজার মূলন বিষ্ণুপূজা নহে, উহা প্রাকৃত পূজা। যাহা জীবহিংসা বা জীবনিন্দা করিলে অতত্ত্বজ্ঞান বিষ্ণুহিংসা বা বিষ্ণুনিন্দা হইয়া থাকে। প্রত্যেক জীবে ও প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে বিষ্ণু অধিষ্ঠিত এবং তাঁহারাই হরিমন্দির এ কথা নাস্তিকগণ বুঝিতে পারে না। কি বদ্ধ, কি মুক্ত প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে ভগবান্ আছেন। তবে বদ্ধজীব হরিবিমুখ হইয়া বাস করেন, আর বৈষ্ণব সতত সেবোন্মুখ থাকিয়া ভগবানের সেবা করেন, ইহাই বৈশিষ্ট্য। মায়াবদ্ধ জীব অবৈষ্ণব, আর মায়ামুক্ত জীব—বৈষ্ণব।

ভক্তি কৃষ্ণ যে ভুলে চৈতন্য-অবতার। সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার॥

বৈষ্ণব। বৈষ্ণবনিন্দা ও বৈষ্ণবহিংসা ত' দূরের কথা, সাধারণ জীবনিন্দা ও জীবহিংসা করিলেও হরিভক্তি হয় না। আধ্যাত্মিক জ্ঞানে দেবদেবীর অপমান করিলেও বিষ্ণুভক্তি থাকিতে পারে না। রাষোপাসকগণ যদি কার্ত্তিকগণের হিংসা করেন, আবার কৃষ্ণভক্তগণ যদি রামোপাসকগণকে নিন্দা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ভক্ত বলা যায় না, তাঁহারা অভক্ত-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবেন। কেবল দুঃখনিবৃত্তিকেই মুক্তি বলা যায় না। দুঃখনিবৃত্তি হইয়া চিরসুখপ্রাপ্তি বা অক্ষয় আনন্দের নামই প্রকৃত মুক্তি।

ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আমাদের গুরু নন। কারণ, গুরুর সঙ্গে মায়ার কোন সংস্পর্শ নাই। ব্রহ্মার সৃষ্ট জগতের ব্রহ্ম ও নহেন। চতুর্দ্দশ ভুবন মানবের দৃশ্য—স্রষ্টার মাপ মধ্য. চতুর্দ্দশ পর্য্যন্তই ব্রহ্মাণ্ড। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য—এই সাতটী ভাগবতমতে ঊর্দ্ধলোক। আর অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল—এই সাতটী বিষ্ণুর অধোলোক। নীচে সাতটী, মাঝে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ এবং উর্দ্ধে পাঁচটী লোক। বদ্ধজীব আমরা এই চতুর্দ্দশভুবনে যাতায়াত করি। নাগরদোলার উঠানামার মত কখনও সৎকর্ম্মবশে ঊর্দ্ধলোকে গমন এবং কখনও অসৎকর্ম্মবশে নিম্নলোকে আগমন হয়। ঊর্দ্ধলোকে উঠিলেও নিম্নলোকে আসিতে হইবে, নিম্নলোক হইতে আবার ঊর্দ্ধলোকে উঠিতে হইবে—পুনরায় নিম্নলোকে আসার জন্য। পুণ্য করিলেই পাপ করিবার প্রবৃত্তি হইবে, পাপ করিলেই পুনরায় পুণ্য করিবার প্রবৃত্তি হইবে—এখানে কেবল এইরূপ ঘূর্ণপাক। বেদাদ্যুক্তি-বশতঃ দুর্ভোগী বা সুভোগী হইয়া এই যে ঘূর্ণপাক বা বিভিন্ন লোকে গতাগতি, ইহাই ব্রহ্মাণ্ডভ্রমণ। এই ব্রহ্মাণ্ডভ্রমণের বাসনা শেষ হইলেই অর্থাৎ যখন সংসার অবোধমুখ হয়, তখনই জীব ভাগ্যবান্ হয়।

এই চতুর্দ্দশ ভুবনই ব্রহ্মাণ্ড। সত্য, জন, মহঃ, তপঃ ও স্বর্গ—এই পাঁচটী লোকে সূক্ষ্ম শরীরী থাকে। অন্যান্য ভুবনে স্থূল ও সূক্ষ্মবিশিষ্ট প্রাণীদিগের বাস। পাঁচটী ঊর্দ্ধলোকে এবং অন্তরীক্ষের কিয়দংশে সূক্ষ্ম ব্যাপারসমূহ অবস্থিত। ভূলোকে স্থূল ব্যাপার। ব্রহ্মাণ্ডে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে জীবের যখন ভক্তুন্মুখী সুকৃতি পুঞ্জীভূত হয়, তখনই তাঁহার চেতনের প্রতি—অবৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধোদয় হয়। এই শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার বীজ। ভক্তির অপর নাম কৃষ্ণানুরাগ। বহু ভাগ্যফলে ভক্তিপ্রদা কৃষ্ণকৃপালব্ধা সুকৃতি-প্রভাবে সদ্গুরুপাদপদ্ম লাভ হয় এবং তদ্গুরুপাদপদ্ম প্রণামফলে সদ্বস্তূপলব্ধি ও শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে। অজ্ঞাতজ্ঞানে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবা সাধিত হইলে জীবের সুকৃতির উদয় হয়। এই ভক্তুন্মুখী সুকৃতি জীবাত্মার চিন্ময় ধর্ম্ম অস্ফুট বিকাশ। উহা জড় কর্ম্ম নহে। সুকৃতির ফলে শ্রদ্ধা ও সদ্গুরুনিষ্ঠ শ্রবণফল লাভ হইলে প্রকৃত শুদ্ধভক্তি লাভ হয়। পরে সেবাকার্য্যে যতিগতি হইবে তাহার বীজ-স্বরূপ বা সেবালতার বীজ এই শ্রদ্ধা। যেখানে ভক্তির বীজ শ্রদ্ধাই নাই, সেখানে আবার সেবা কি করিয়া হইবে? সুতরাং 'ওঁগুরু' প্রার্থনা করিতে হইবে—

এক বী আমার, নাহি পায় বল,
হরিনাম সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি', শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া,
দেহ' কৃষ্ণনামধনে॥

ভক্তিবীজ লাভ না হইলে কর্ম্মের বীজ, জ্ঞানের বীজ বা অন্যাভিলাষের বীজ লাভ হইবে। গুরুরূপের আদর্শ প্রকাশিত হইলে অশ্বিতায় ভক্তিবীজ লাভ হয়। অহৈতুকী কৃপা করিয়া কৃষ্ণই গুরুরূপে জীবকে এই ভক্তিলতার বীজ প্রদান করেন। যদি আমি নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করি, তবেই গুরুরূপী ভগবানের কৃপাতে ভক্তিলতার বীজলাভ আমার পক্ষে সম্ভব হয়—গুরুর আদর্শ সেবকের সেবা দেখিবার সৌভাগ্য আমার লাভ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মে তখন আমার বিশ্রম্ভ সেবাবৃত্তির উদয় হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাঁহার বন্ধুবর্গ বহির্জগতের বস্তু নন। তাঁহারা আমাদের নিত্য বান্ধব। অকপটে সেবা করিলে আমার গুরুদেব ও তাঁহার বন্ধু সাধুগণ যে অধোক্ষজ নিত্যসেবা, এইরূপ বিচার আপনা হইতেই হৃদয়ে উপস্থিত হয়।

যে কোন উপায়ে গুরুদেবের প্রসন্নতা বিধান করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে ভক্তিবীজ লাভ করিতেই হইবে। যাঁর ভক্তিবীজই লাভ না হইল, তাহা হইলে ত' জীবন বৃথাই গেল। শুধু বীজলাভ করাই শেষ কথা নহে, ইহার পর বাণী হইয়া জলসেচন-কার্য্য আছে। 'আমি সেবক, আমার সেবনধর্ম্ম'—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই "মালী হওয়া"। শ্রবণ-কীর্ত্তনই জলসেচন। এই সেবক-মালী সযত্নে অঙ্কুরকে রক্ষা করেন। তিনি ভক্তিলতারবর্দ্ধন-চেষ্টারূপ আবরণ বা বেড়া দিয়া ভক্তিলতাকে খুব সতর্কতার সহিত সংরক্ষণ করেন। গুরুবৈষ্ণবাপরাধ, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষবাঞ্ছা, কপটতা প্রভৃতিকে ভক্তিবিরোধী জানিয়া তাহা হইতে তফাৎ থাকেন এবং সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে নিরপরাধে শ্রবণকীর্ত্তন করেন। বৃক্ষ বড় হইলেও তিনি সেচন-কার্য্য পরিত্যাগ করেন না—সেবনধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না—ফলাস্বাদন, ফল-বিতরণরূপ সেবনকার্য্য করিতে থাকেন—নিত্য শ্রবণকীর্ত্তন করেন।

সাধক-মালী সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গ করেন। তিনি আচার করিয়া প্রচার করেন। তিনি শ্রবণ না করিয়া কীর্ত্তনের আড়ম্বর অর্থাৎ আচার না করিয়া প্রচার করিতে যান না। সাধক অনর্থযুক্ত অবস্থাতেও সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে অনর্থমুক্ত হইয়া শুদ্ধসেবা লাভ করেন। শ্রবণকীর্ত্তন-স্মরণ বা সত্তের সঙ্গ নিরন্তর চলিবে, ততই মঙ্গল। অপক্বাবস্থায় বৈষ্ণবাপরাধই সর্ব্বাপেক্ষা বিঘ্ন, ইহাতে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। সাধক প্রথমেই দুঃসঙ্গের সহিত সর্ব্বতোভাবে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করিবেন; নতুবা সাধুসঙ্গের ফল পাইবেন না।

ময়মনসিংহে প্রচার

——::•::——

গত ২৫।১১।৫৯ তারিখ সোমবার, একাদশী তিথিতে প্রাতে একটী সংকীর্ত্তন-বাহিনী শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া ময়মনসিংহ সহরের বিভিন্নস্থান পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীল তীর্থ মহারাজ সমবেত ভক্তবৃন্দের নিকট দুই ঘণ্টাকাল 'মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তিনি অপরাহ্নে সমবেত শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের নিকট 'শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-স্মরণমঙ্গল-স্তোত্রে'র বঙ্গানুবাদ পাঠ ও তাহা তাৎপর্য্যসহ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ঐ দিবস সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্থানীয় দুর্গাবাড়ী হলে "শ্রেয় ও প্রেয়ঃ" সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন।

গত ২৬।১১।৫৯ তারিখ মঙ্গলবার দ্বাদশীতিথিতে প্রাতে একটী 'নগর-সংকীর্ত্তন বাহিনী শ্রীল তীর্থ মহারাজের নেতৃত্বে ময়মনসিংহ সহরের বিভিন্ন পল্লী পরিভ্রমণ করত শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পরমপূজনীয় শ্রীল তীর্থ মহারাজ কলিকালের নানা অনর্থ এবং তদ্দূরীকরণ সম্বন্ধে বহুক্ষণ উপদেশ প্রদান করেন। তিনি অপরাহ্নে শুদ্ধভক্তি, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের পার্থক্য সম্বন্ধে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যা ৫টায় একটী নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া দুর্গাবাড়ীতে গমন করেন। কিছুক্ষণ সংকীর্ত্তন হইলে পর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ রাত্রি ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত 'কলিকালের যুগধর্ম্ম নাম-সংকীর্ত্তন' সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও পঞ্চতত্ত্বনাম কীর্ত্তন হয়। এই তিন দিবস দুর্গাবাড়ীতে লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ময়মনসিংহ সহরবাসী সজ্জনগণের শুদ্ধ আচার-প্রচার-পরায়ণ সাধুবক্তার মুখে ধৈর্য্য ও মনোনিবেশ সহকারে হরিকথা-শ্রবণে আগ্রহ বড়ই প্রশংসনীয়।

গত ২৭।১১।৫৯ তারিখ বুধবার প্রাতে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয় মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের নিকট বেলা ১১টা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন। বৈকাল ৫টায় সময় শ্রীমঠের প্রাঙ্গণে আহূত সভায় 'শরণাগতি' সম্বন্ধে অতি সরলভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের মঙ্গলবিধান করেন। ২৮।১১।৫৯ তারিখ বৃহস্পতিবার শ্রীল মহারাজের আদেশে শ্রীপাদ সদানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপ-শিক্ষার "এইত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ" পয়ার অবলম্বনে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ২৯।১১।৫৯ তারিখে শ্রীল মহারাজ "সেবোন্মুখ-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া হরিভজন করাই জীবের ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। গত ৩০।১১।৫৯ তারিখ প্রাতে মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণ নগর-সংকীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যার পর ঢাকা হইতে আগত মহামহো-পদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ প্রভু "গৃহস্থের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে ঐ সভায় প্রায় ১৷০ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে শ্রীল মহারাজ অর্দ্ধঘণ্টাকাল শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভুর বক্তৃতার সারমর্ম্ম শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। ১লা ডিসেম্বর রবিবার শ্রীমঠে উৎসবের আয়োজন হয়। প্রাতে ভক্তগণ ময়মনসিংহ টাউনের সমস্ত রাজপথ দিয়া নগর সংকীর্ত্তন করেন। শ্রীমঠপ্রাঙ্গণে বিস্তৃত প্যাণ্ডেলের নিম্ন উচ্চাসনে শ্রীগুরুবর্গের আলেখ্য-অর্চ্চা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। সেখানে সকাল হইতেই বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হইতেছিল। ভোগারাত্রিকের পর মধ্যাহ্নে প্রায় পাঁচ শত ব্যক্তিকে হরিসংকীর্ত্তন মুখে ও শ্রীল মহারাজের উপস্থিতে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল. ঐ দিন বেলা ২টার গাড়ীতে শ্রীল মহারাজ চট্টগ্রাম যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভুও ঐদিন রাত্রি ৮টার গাড়ীতে ঢাকায় যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীল মহারাজের শুভাগমনে সহরে সর্ব্বত্র সাড়া পড়িয়াছে। সেবকগণও নব-উদ্যমে ভজনসেবায় আত্মনিয়োগ করিতেছেন।

———

কর্ত্তা হর্ত্তা রক্ষিতা সবার নারায়ণ। নিঃসন্দেহে জল দিয়া তাঁহার চরণ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
[illegible] কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার,
কলিকাতা। [illegible]
সেবক—[illegible]

৩। শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ-পীঠ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]

(৭) কাজি সমাধি পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীবনওয়ারী ব্রহ্মচারী

৯) [illegible] কুঞ্জ
শ্রী[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-[illegible]-মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রীমুরারিগুপ্তের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

১৭) [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

১৮) [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]
[illegible], পোঃ [illegible], (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]

(২০) [illegible] পাট
[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible]

(২৪) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible]। (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(২৭) গোয়ালপাড়া [illegible]
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible]মোহন দাস অধিকারী

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জঃ [illegible], ইউ, পি
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়মঠ, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible] (ইউ, পি)
[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ [illegible]
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible] শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [illegible]
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৯) [illegible]-[illegible]
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ - [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠ
[illegible], মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) [illegible]বিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

৫০) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

৫১) [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫২) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৩ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ অধিকারী

৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী ব্রজবাসী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেবক—[illegible] দাসী

৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
[illegible], কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ [illegible]
[illegible], [illegible] (ইউ-পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]
[illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible]পুর (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]গোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲			১॥০	১৲
অর্দ্ধকলম ৫৲				৪৲
অর্দ্ধকলম ৮৲			৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲		১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲	৸০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

শ্রীমন্ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

গঙ্গা তীরে স্বাস্থ্যকর—মনোরম স্থানে [illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেশ বেশ ভালো। অভিজ্ঞ শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও বোর্ডিংয়ের ব্যয় মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউশন
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ বারটী অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে এক চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible]।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মথুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের জন্য বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি সুন্দর। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মথুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে গণমুক্তিকামী [illegible] মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, [illegible] এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে [illegible] বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ সমন্বয়, ঐতিহাসিক সংশিষ্টতা প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থটী শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—মথুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর [illegible] কথা, শিক্ষা ও চরিত্র [illegible] সংক্ষিপ্তভাবে [illegible] হইয়াছে। [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] ভক্তিপ্রধান টীকা, [illegible] সহিত [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহার অপূর্ব্ব [illegible] সংস্করণ প্রকাশ করিয়া [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। [illegible] অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের [illegible] সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের [illegible] শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী টীকা, [illegible] শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর [illegible] শ্রীবলদেব ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত রসিকরঞ্জন ভাষ্য [illegible] প্রচুর লাভবান হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ [illegible]। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠের কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল [illegible] ঠাকুরের সময় [illegible] প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের [illegible] বিরাট সংস্করণ। কথামৃত, [illegible], [illegible]-বিবরণ, স্থান ও [illegible] ভক্তগণের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য রত্ন। ইহা [illegible] ক্রাউন আট পেজ আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৮০ টাকা।

শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

[illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

ঠাকুরের [illegible] [illegible] ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা [illegible]। ভিক্ষা [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীকুঞ্জবিহারী [illegible] [illegible], [illegible], পোঃ রমনা, ঢাকা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪ ৫৬	৬ ২১	৭ ১৪	১১-৩	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-৫৩
দমদম "	৪-৫৬	৬ ৩৬	৭-২৮	১১ ১৮	১৩ ৫০		১৮-৬	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৭	৮ ১	৯ ১৮	১৩-২৮	১৪ ৫৭	১৮-৩১	১৯-৫৫	০ ২৮
(বগুলা) ছাঃ	৬-১৮	৮-৬	৯-৪৩ ১৩ ৩৩	১৫ ৫	১৮ ৩৯	১৯-৪০	০-৩৬	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ৭	৮ ৪০	১০-৯	১৪ ১৪	১৫-৪১	১৯ ১৫	২০-১৫	১-৪২

(সদর) ছাঃ	৭ ১০	১০-১১	১৭-১৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭ ৪৮	১০ ৪৯	১৮-১৭	২১ ১০

(আপ — শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৭
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	২৫-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৮
(সদর) ছাঃ	১৩ ৩০ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ১৫

ডাউন

সর্বদার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৮	১১-৪	১৬-২২	১৩ ৮	১৮ ৪৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৪ ০	১৩ ৫৭	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১ ৪৭	১৫-১০	১৬ ৫৬	১৯-২০	২০-৪৬	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৫৫	৯ ২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৪১	২০ ৫	২১ ১৯	৪-১০
(বগুলা) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	১৫ ৫৫	১৭-৭২	২০ ১১	২১ ২৪	৪ ১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৪	১৯-৯	২১ ২৯	২৩ ৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১ ৪০	২৩-২৫	৬-১৬

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] মহামহোপদেশক [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী [illegible]-বৈভবাচার্য্য [illegible] প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিণত লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে বড় [illegible]। এই [illegible] ঐতিহাসিক ও [illegible] বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় [illegible] দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডটি [illegible] অধ্যায়ে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভূমিকা স্বরূপ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও [illegible] বর্ণানুক্রমে সজ্জিত [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) সহ [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা — ১২, বার টাকা। প্রাপ্তিস্থান — [illegible] গৌড়ীয় মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা — নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" প্রভৃতি পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] [illegible] অত্যন্ত অধিক। [illegible] প্রীহা সংযুক্ত [illegible] এবং [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

— ১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা
অথবা
[illegible], ২৪ পরগণা
[illegible]

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
[illegible]

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible]

১৪শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ সোমবার ২২৮ তম সংখ্যা

গ্রন্থপ্রসূনমালা
—::—
[illegible]
মূল্য আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান —
[illegible]
[illegible], ঢাকা।

[illegible]

নানা-সংবাদ

——::(o)::——

ভারতবাসীদের অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] সরকারী [illegible]

কলিকাতার আগামী নির্বাচনের [illegible]

[illegible]

বৃটেনকে [illegible] বৃদ্ধির জন্য আমেরিকার আয়োজন

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বৃটেনকে [illegible]

[illegible]

বৃটেনকে [illegible]

[illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয় [illegible]

[illegible]

শ্রীশ্রী[illegible]-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

[illegible]

ভিক্ষা— [illegible]

অণুভাষ্য

[illegible]

সটীক শরণাগতি

[illegible]

ভিক্ষা [illegible]

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

গৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

[illegible]

[illegible] পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবত [illegible]	৪০
	[illegible]	৩৮৲
	[illegible]	৯৲
২।	[illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত ([illegible])	৯
৩।	[illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৯
৪।	[illegible] ([illegible])	৪
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী [illegible]	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী [illegible]	
৮।	[illegible]	১০
৯।	[illegible]	৩৲
১০।	[illegible]	৩৲
১১।	শ্রীচৈতন্য [illegible] ([illegible])	৩৲
	[illegible])	১
১২।	[illegible] চতুর্থ সংস্করণ	৸০
১৩।	[illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ)	০
১৪।	[illegible]	১০
১৫।	[illegible]	০
১৭।	[illegible]	১০
১৮	[illegible]	০
১৯।	[illegible]	
২০।	[illegible]	
২১।	[illegible]	৷৵০
২২	[illegible]	১০
২৩।	শ্রীচৈতন্য[illegible] ও শ্রী[illegible] [illegible]	১৲
২৪।	[illegible]	৩৲
২৫।	[illegible])	
২৬।	[illegible]	
২৭।	[illegible]	
২৮।	[illegible] ([illegible])	১
২৯।	[illegible] (তৃতীয় সংস্করণ)	৸০
৩১।	[illegible] (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৵০
৩২।	[illegible]	১০
৩৩।	[illegible]	
৩৪।	[illegible] (নবদ্বীপ [illegible])	৵০
৩৫।	[illegible]	
৩৬।	[illegible]	৵০
৩৭	[illegible]	৵০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপধাম [illegible]	০
৩৯।	[illegible]	১০
৪০।	[illegible]	৴০
৪১।	[illegible]	৴০
৪২।	[illegible]	৩০
৪৩।	[illegible]	৴০
৪৪।	[illegible]	৴
৪৫।	নবদ্বীপশতক	
৪৬।	[illegible]	
৪৭।	[illegible]	
৪৮।	[illegible] ([illegible])	৴১
৪৯।	[illegible]	৩
৫০।	[illegible] ([illegible])	
৫১।	[illegible]	১০
৫২।	[illegible] ([illegible])	০
৫৩।	[illegible]	৸০
৫৪।	[illegible]	১০
৫৫।	[illegible]	০
৫৬	[illegible]	৵০
৫৭।	[illegible] ([illegible])	১০
৫৮।	[illegible]	৵০
৫৯।	[illegible]	৵০
৬০।	[illegible]	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্য[illegible]	১০
৬২	[illegible]	১০
৬৩।	[illegible]	
৬৪।	[illegible]	
৬৫।	[illegible]	
৬৬।	[illegible]	৴০
৬৭।	[illegible]	৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	[illegible]	১০
৬৯।	[illegible]	১০
৭০।	[illegible]	
৭১।	[illegible]	১০
৭২।	[illegible]	৵০
৭৩।	[illegible]	১
৭৪।	[illegible]	১০
৭৫।	[illegible]	৴১
৭৬।	[illegible]	১৷
৭৭।	[illegible]	১৷
৭৮।	[illegible]	৩০
৭৯।	[illegible]	

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০।	শ্রী[illegible]	১৷
৮১।	[illegible]	১৷
৮২।	[illegible]	৵০
৮৩।	[illegible]	৴০
৮৪।	[illegible]	৴৶

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	[illegible]	

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্য[illegible]	

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত শ্রীভক্তি-
বিনোদ
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
শ্রীচৈতন্য-শিক্ষার তাৎপর্য্য
ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে
প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৮০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই
গ্রন্থে সুন্দর সরল অর্থ
ও অন্বয় সহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫ বর্ষ ২১ কেশব ৪৫৪ গৌরাব্দ ২৩শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৯ই ডিসেম্বর ইং ১৯৪০, সোমবার { ২২৮তম সংখ্যা

"শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপায় শুদ্ধ হরিনাম হয়। সর্ব্বদা তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে, তাঁহাদের নিকট ক্রন্দন করিতে হইবে—লোক দেখান নহে—কপটতা করিয়া নহে।"

—শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ কেশব সর্ব্বার্থ সর্ব্বগ গৌরাব্দ ৪৫৪

ধর্ম্ম ও দর্শন

ধর্ম্ম অর্থে ধারণা। যাহার দ্বারা বস্তুর স্বরূপ ধারণা হয়, তাহাই ধর্ম্ম। বস্তু একমাত্র ভগবান্। ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে জানা যায়, ভক্তই ভগবানকে দেখায়; সুতরাং ভক্তিই জীবের ধর্ম্ম। সেই ভক্তির দুইটী লক্ষণ একটী অহৈতুকী, অপরটী অপ্রতিহতা। এই ভক্তির দ্বারা আত্মা সুপ্রসন্ন হয়। যাহাতে ভগবানের প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাহাই ভক্তি। তাহা কোন হেতুমূলা নয়, এবং কিছুতেই বাধাপ্রাপ্ত হয় না। যথার্থ অধোক্ষজ-বাহ্যানুকূলে উপাসনায় যে উপাসনায় অভিসন্ধি তাহা শুদ্ধভক্তি নহে। মনোধর্ম্মচালিত হইয়া যে ভক্তির সাময়িক উচ্ছ্বাস বা উদ্দীপনা দেখা যায়, তাহা বাধাপ্রাপ্ত, সুতরাং তাহাও শুদ্ধভক্তি নহে। আমাদের কেবল প্রীতিবাহাত্ম্য এবং বাধাহীনা বা ব্যবধানরহিতা যে ভক্তি, তাহাতেই আত্মার প্রসাদ লাভ করা যায়। দেহ ও মনের দ্বারা যে কিছু চেষ্টা, তাহা ইন্দ্রিয়তর্পণ মাত্র; তাহা ভক্তি নহে। আবার অধোক্ষজের সেবা বা ভক্তিও ইন্দ্রিয়-তর্পণ নহে। যেখানে অধোক্ষজের অনুগত্য বা ভক্তি, সেখানে ভোগ বা ইন্দ্রিয়তর্পণ বলিয়া কিছু নাই। আমরা যদি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা সেই অধোক্ষজ বাস্তব বস্তুর শরণাগত হইয়া তাঁহার প্রীতির অনুকূলে অনুশীলন করি, তাহা হইলে তাঁহার উপলব্ধি ঘটে। চতুর্দ্দশ ভুবনে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে ভোগ সাধিত হয়, তাহার ভোক্তা আত্মা নহে—আত্মোপাধি বা অনাত্মা।

যাহারা ভোক্তা বা দ্রষ্টা অভিমানে ইন্দ্রিয় দ্বারা জগদ্‌ভোগ করিতে যান, তাহারা দুর্ব্বৃত্ত। ভোগদর্শনে ভক্তিতে বাস, মঠবাস বা বাবুবাস নাই। সেবাদর্শনেই মঠবাস বা শ্রীধামবাস হইয়া থাকে। সেবাদর্শনই বৈকুণ্ঠদর্শন এবং তাহাই সুদর্শন বা অধোক্ষজ-দর্শন। চার্ব্বাকাদির মত প্রত্যক্ষবাদ। জৈমিন্যাদির কর্ম্মকাণ্ড—পরোক্ষবাদ, শঙ্করের ও আচার্য্য শঙ্করাদির নির্ব্বিশেষ জ্ঞানকাণ্ড অপরোক্ষবাদমূলে প্রতিষ্ঠিত। জগতের লোক প্রত্যক্ষদর্শন, পরোক্ষদর্শন ও অপরোক্ষদর্শন লইয়াই ব্যস্ত। ইহারা সকলেই অজ্ঞ। অধোক্ষজ দর্শন একমাত্র শুদ্ধভক্তেরই আছে। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা মায়াবাদীর অপরোক্ষ কোন বাদেই নিরস্ত-কুহক বাস্তব সত্যের প্রতিষ্ঠা নাই।

প্রত্যক্ষবাদীর বিচার অতিশয় স্থূল হইতেও স্থূল, পরোক্ষবাদীর বিচার তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম। আর অপরোক্ষবাদীর বিচার প্রত্যক্ষবাদীর বিপরীত বিচার, বেদিকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। যে বাদেই দেখ, এই সকল মতবাদের প্রত্যেকটী বিচার প্রত্যক্ষের চাপ আছে কিছুটা। তবে উহাদের পরস্পর মধ্যে আবার ও বিচারপ্রণালীর স্থূল ও সূক্ষ্মতার একটু তারতম্য আছে। যোগ মায়াসমাবৃত শ্রীভগবান প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও নির্ব্বিশেষ অপরোক্ষবাদীর সেবাবিমুখ পাষণ্ডময় ধারণার সম্পূর্ণ অতীত। এই সকল প্রত্যক্ষবাদীকে উদ্ধার করিবার জন্য অতিরিক্ত পরোক্ষ। ভগবান্ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা নির্ব্বিশেষ অপরোক্ষবাদীর নিকট সর্ব্বদাই অজ্ঞাত। কিন্তু তিনি অধোক্ষজবাদীর সুচিন্ত্য। ভগবানের স্বরূপ, ধাম, লীলা ও পরিকরগণ সেই অতীন্দ্রিয় তত্ত্বকে তাঁহাদের অধোক্ষজ সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাক্ষাৎ লইতে পারেন—দর্শন করিতে পারেন—সেবা করিতে পারেন—বরণ করিতে পারেন। তিনি বহির্ম্মুখের অতিক্রান্ত ইন্দ্রিয় সেবোন্মুখের নিত্য চিন্ময় বস্তু শ্রীল আচার্য্য-দেব বলিয়াছেন,—"এতদ্ব্যতীত প্রত্যক্ষ পরোক্ষের বিচার। ব্রহ্মলোক বা মহেশধামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের বিচার নিরস্ত হইয়া অপরোক্ষবাদ কেবল চিৎ (চিন্মাত্র নির্ব্বিশেষজ্ঞানের বিচার। নির্ব্বিশেষজ্ঞানে বৈচিত্র্য চিৎ-সম্বন্ধের উদ্দেশ নাই, তথাপি ও স্থান, সেখানে মায়া বা অজ্ঞানের কথা আপাততঃ পাইবেন নাই।"

যাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিতে পাই, তাহাই প্রত্যক্ষ। পরের বা অপরের অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহাতে বিশ্বাসস্থাপনের নাম পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের অতীত বা ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যকে অপরোক্ষ বলা হয়। ভগবান কেবল ইন্দ্রিয়ের অধীন বা ইন্দ্রিয়ের অতীত মাত্র নহেন। পরন্তু তিনি ইন্দ্রিয়ের উপর বিরাজিত অধোক্ষজ। তিনি সর্ব্বদাই স্বপ্রকাশ ও প্রকৃত-নিত্য-সেবী পার্ষদের। যাহার নিকট অপরোক্ষবাদ ও প্রত্যক্ষবাদ নির্ব্বিশেষভাবে প্রকাশিত, তিনি অধোক্ষজবাদে স্বতঃসিদ্ধরূপে সাক্ষাৎ বস্তু ও ধর্ম্মও পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এমন কি, অপরোক্ষে অতিক্রমের যে কথা হইতে পারে কিন্তু অধোক্ষজকে তাহার দ্বারা কোন বোধ সম্ভব নয়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষবাদিগণ অধোক্ষজবাদী আর অপরোক্ষবাদিগণ নাস্তিক। কাম্য-বাদীর ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সীমা। অধোক্ষজ বস্তু কাহারও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্বীকার করেন না। প্রত্যক্ষ অতীত পরোক্ষ, পরোক্ষের অতীত অপরোক্ষ, অপরোক্ষের অতীত অধোক্ষজ এবং অধোক্ষজ হইতে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠলোকের অপ্রাকৃত। অধোক্ষজ শব্দে ঐশ্বর্য্যভাব আছে, কিন্তু অপ্রাকৃতত্ব মাধুর্য্য ভাব-সম্পন্ন। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ অধোক্ষজের অন্তর্গত ও একান্ত নিয়মিত।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়

অবে [illegible] ইহাদের [illegible] ... [illegible]

[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠে হরিকথা

—:: ● ::

[illegible] শ্রীচৈতন্যমঠে [illegible] শ্রদ্ধা থেকে [illegible] মূল [illegible] বিকাশ না [illegible] বীজ। এই বীজ হ'তে [illegible]। এখানে বীজ আছে, [illegible] বীজ নাই, সেখানে [illegible] মূর্খ [illegible] শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা ও [illegible] এই [illegible] শ্রদ্ধাবানেই [illegible] [illegible] উপর [illegible] নাই, তাহাদের [illegible]। সেই সব [illegible] ব্যক্তিকে [illegible] না। [illegible] শ্রদ্ধা [illegible] জীবের [illegible] আর [illegible] নাই, [illegible] [illegible] শ্রদ্ধা নহে। তাহা [illegible] প্রকৃত শ্রদ্ধার ছায়ামাত্র। [illegible] এই শ্রদ্ধার [illegible] বলিয়াছেন, —[illegible] এবং [illegible] সঙ্গে সঙ্গে [illegible] [illegible] উপায়ে [illegible] পারেন [illegible] তখন তিনি [illegible] পান, [illegible] অনর্থের একান্ত [illegible] তখন কোন বিশুদ্ধ [illegible] [illegible] ইহা [illegible] হবেন। শ্রদ্ধার এই [illegible] নিষ্ঠা [illegible] উৎপন্ন [illegible]।"

জীব যত কর্ম করেন, সে সকল [illegible] আধিক বা [illegible] ও আর্থিক [illegible] কর্ম [illegible]। [illegible] আর্থিক [illegible] পারমার্থিক [illegible] পারমার্থিক [illegible] হয়। [illegible] [illegible] কীর্তন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করে। [illegible] কীর্তন সংস্কার [illegible] থাকে। যখন [illegible] [illegible] তখন সেই [illegible] [illegible] পুঞ্জীভূত [illegible] শ্রদ্ধা উৎপাদন করে, সেই শ্রদ্ধা পুনরায় [illegible] সঙ্গ করাইয়া ক্রমশঃ সিদ্ধি প্রদান করে

এক ও প্রীতি থাকিলে সঙ্গ হয় [illegible] না থাকিলে [illegible] না। [illegible] হইতে পারে, কিন্তু [illegible] সঙ্গ হবে না। শ্রদ্ধা বা প্রীতি যেখানে অল্প, সেখানে মানুষকে [illegible] হইবে। যতদূরে থাকা যাউক না কেন, প্রীতি থাকিলে সঙ্গ হইবেই। যেখানে [illegible], সেইখানে সঙ্গ। [illegible] সেখানে সঙ্গ হয় না। মানুষকে [illegible] করিতে করিতে [illegible] হইবে না। [illegible] মানুষ।

শ্রদ্ধা [illegible] শ্রদ্ধা ও [illegible] শ্রদ্ধা। অনেকের নিজের [illegible] শ্রদ্ধা দৃষ্ট হয়, [illegible] [illegible] হয় না। কিন্তু সাধু সঙ্গ [illegible] যে শ্রদ্ধার উদয় হয় তাহা [illegible]। তাহার উত্থান ও পতন আছে। অকপটে সাধুসঙ্গ [illegible] করিতে [illegible] শ্রদ্ধা [illegible] হইয়া দাঁড়ায়। শ্রদ্ধাবান্ [illegible]। [illegible] না থাকিলে সেখানে শ্রদ্ধা নাই জানিতে হইবে। শ্রদ্ধার অপর নাম [illegible] [illegible] দিতে পারেন [illegible] বিশ্বাসকে কোমলশ্রদ্ধা বলে। আর [illegible] আমাকে [illegible] দিবেন—[illegible] শ্রদ্ধা। কেমন [illegible] মানুষ সঙ্গ করা দরকার।

দেশভ্রমণকাম

আমাদের বহু দুর্দৈব আছে। দেশ ভ্রমণের [illegible] এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের নিরন্তর [illegible] শ্রীল [illegible] অতি সুন্দর [illegible] আমাদের [illegible] করিয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্বে গৌড়ীয়েতে প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] আমাদের নিত্যকর্মের অনেক [illegible] আছে। তাই আজ আমরা পুনরায় [illegible] [illegible] প্রকাশিত করিয়া [illegible] করিতেছি।

আমার [illegible] দুর্দৈব আছে, তার [illegible] একটী। এটা আমাকে [illegible] নিয়ে যাচ্ছে। সম্মুখে [illegible] [illegible] কালটী যে কিভাবে কাটাতে হবে, তা একবারও ভাবি না; [illegible] [illegible] যে [illegible] হবে, সে কথা একবার মনে হয় না—আমি এত [illegible] হ'য়ে প'ড়েছি! কামনাকে [illegible] গ্রাস ক'রেছে, তাই

এ অবস্থা—এ দুর্দৈব! আমার দুষ্ট মন এত উন্মত্ত হ'য়ে প'ড়েছে যে, নিজের [illegible] বাধ্ [illegible] আমার এই [illegible] যে [illegible] তা সমাধান করবার জন্যে [illegible] যুক্তি দেখায় সে যুক্তি শুনে' আমার মত লোক আমার কথায় বেশ [illegible] যে [illegible] যুক্তি শুনে' যে কোন লোক ভুলে যায়, আমাকে [illegible] বলে; কারণ, আমি তাদের কাছে বলি যে, [illegible] আছে, তার মধ্যে [illegible] একটী, আর [illegible] একটী আমি একসাথে [illegible] আদেশে [illegible] সেজন্য আমার [illegible] চঞ্চল হ'য়ে [illegible] বাধা [illegible] করছে, সুতরাং [illegible] আদেশ না হ'লেও, তাঁ'র ইচ্ছা না হ'লেও আমি যদি আবেদন ক'রে [illegible] যাবার জন্যে তাঁর আদেশ লই, তা' হ'লে সেটা আমার পক্ষে [illegible] ; [illegible] তখন [illegible] যা [illegible] [illegible] চিত্ত চঞ্চল হয় না,—আমার [illegible] সঙ্গে [illegible] পারি, [illegible] সেখানে গিয়ে [illegible] মাস কেটে গেলে [illegible] যখন [illegible] হ'য়ে আসে, তখন [illegible] ব'লে গ্রহণ ক'রেছিলাম, সেটী আমার [illegible] ব'লে [illegible] সেটা আর ভাল লাগে না। তখন আমার [illegible] হয়, সে স্থানটি পরিত্যাগ [illegible] হয়। দুষ্ট মন আমাকে বলে,—'অমুক মঠে তোমার যাবার ইচ্ছা হ'চ্ছে, সেই তোমার [illegible] [illegible] হবে সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদের নিকট [illegible] যাবার জন্যে [illegible] ' তখন মনের দাস আমি, কাজেই [illegible] আমি পুনরায় [illegible] করি; [illegible] না পাই, তখন [illegible] [illegible] করি; বলি,—'প্রভো, এখানকার [illegible] খারাপ, মোটেই সহ্য হ'চ্ছে না, সুতরাং [illegible] স্থানান্তরে যাবার আদেশ পাই।' তারপর স্থানান্তরে যেয়ে [illegible] মাস [illegible] যখন শ্রীধাম-নবদ্বীপপরিক্রমার সময় আসে, তখন সেখানে যাবার জন্যে, শ্রীধামকে [illegible] ক'রে পরিক্রমার ছলে দেশভ্রমণ [illegible] জন্যে চিত্ত চঞ্চল হ'য়ে পড়ে। এইরূপ যখন যেখানে উৎসবাদি হয়, মনে হয় সে-স্থলে যাই,—কখনও কাশী, বৃন্দাবন, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র যাবার ইচ্ছা হয়, কখনও বা শ্রীপুরুষোত্তমে যাবার জন্যে চঞ্চল হ'য়ে পড়ি। কিন্তু কে বৃন্দাবন যাবে, কোন্ চক্ষু বৃন্দাবন দর্শন করবে, সে কথা কেনেও জানি না, সে কথা বিচার করা—চিন্তা করা যে দরকার, [illegible] বুঝে [illegible] না; অন্যের কাছে [illegible]

দরবা যা' বলি, নিজের বেলায় তা' আচরণ করতে পারি না. তাই আমার প্রচার—প্রাণহীন আমার কীর্ত্তন—বাগাড়ম্বর, তার দ্বারা অন্যের মঙ্গল হওয়া দূরে থাক্, আমার নিজেরই কল্যাণ হয় না। পিতা মাতা, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি পূর্ব্বাশ্রমের সম্বন্ধ, দেশের সম্বন্ধ, সমাজের বন্ধন সব ছেড়ে কি জন্য এখানে এসেছি, যা' করতে এসেছি, তা' করছি বা অজ্ঞাতসারে বদ্ধ হ'য়ে প'ড়েছি কিনা, সে কথা একবারও ভাবি না। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ছে'ড়ে স্বেচ্ছাচারের বশে আমার যে অধঃপতন, তার পরিণাম কি, তা' মোটেই চিন্তা করি না, তাই অনন্ত সংসার দুর্গতি—এ দুর্দ্দৈব! কিন্তু শ্রীগুরুদেবের কত দয়া! তিনি চৈত্যগুরুরূপে আমাকে ব'লে দিচ্ছেন "বৎস, দেখ দেখ, ঐ স্বতন্ত্রতা তোমার চিত্তদর্পণে কত মলিনতা এনে দিচ্ছে. তুমি নিজের স্বরূপটী ও স্বধর্ম্ম ভুলে' গেছ, তুমি কৃষ্ণের নিত্যদাস,—কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছাই তোমার ধর্ম্ম।" কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি কিরূপে হয়, তা' বদ্ধজীব বুঝতে পারে না। সেইজন্য সব সময়েই শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের অনুগত হ'য়ে থাকতে হয়. যে মুহূর্ত্তে আনুগত্যাবলম্বী ছে'ড়ে দিবে, যখন শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় ইচ্ছা না মিশিয়ে নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছা হ'বে, তখনই তাকে মায়াতে গ্রাস ক'র্বে স্বরূপ ভুলিয়ে দিবে তোমাদেরও উদয় হবে—ইহারই নাম 'কাম'। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাবশে জীব যা' করে সেগুলি বাহ্যে দেখতে হরিগুরু বৈষ্ণবসেবার মত হ'লেও তা' 'সেবা' নয়; কারণ, তার মূলে ভোগপ্রবৃত্তি আছে। এইরূপে সেবার স্বরূপভ্রম হয়। নিজের ইচ্ছাটী কার্য্যে পরিণত কর্বার জন্য নানারূপ অছিলা করতে হয়, তাতে হৃদয়ে কপটতা এসে পড়ে এবং শ্রীগুরুদেবে প্রাকৃতবুদ্ধিরূপ অপরাধ হয়। শ্রীগুরুদেবের স্বরূপজ্ঞানটীও ভুল হ'য়ে যায়, তিনি যে অন্তর্যামী—অন্তরের কপটতা ধ'রে ফেলবেন, তা' মনে থাকে না—মায়া ভুলিয়ে দেয়. একটী বিষয়ের স্বরূপ ভুল হ'লে সব বস্তুর স্বরূপ ভুল হ'য়ে যায়, তাই যাদের স্বরূপভ্রম হয়, যাদের নিকট অপরাধও হয়—শ্রীধামকে আমার ভোগের জিনিষ, ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু মনে ক'রে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আশ্রয় ছে'ড়ে—সুদর্শনের আনুগত্য ছে'ড়ে কুদর্শন বা কুচক্ষুর দ্বারা ধাম দর্শন করতে যাই। কিন্তু যে সেবোন্মুখ বুদ্ধি দ্বারা ধামের স্বরূপ উপলব্ধি হয়, সেই বুদ্ধিটী বাদ দিয়ে তার বিপরীত ভোগপ্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হ'য়ে মনে করি,—'ধাম দেখে নেব'। 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর'—এই শ্লোকটী তখন ভুল হ'য়ে যায় ব'লে টিকিট কেটে ধাম দর্শন করতে যাবার চেষ্টা হয়; তখন শ্রীগুরুসেবা বাদ দিয়ে রেলকোম্পানীর সেবা করবার জন্য প্রধান হয় ও 'তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব' এ কথাটী না ব'লে ঠিক বিপরীত কথা বলি অর্থাৎ 'মাধব' না ব'লে 'পাগল' (পশু সব আমাকে) বলি। ইহা দ্বারা নিজের গুরুসেবা ত' হয়ই না, বরং পাগলের রূপ করতে দিয়ে তার পরিশ্রম অপব্যয় করা হয়; কারণ, তার দেওয়া অর্থ শ্রীগুরুপাদপদ্মে না দিয়ে অন্য স্থানে দিই। এইরূপে তখন সব কাজের বিপরীত উল্টে হয়, সাধ্যটাই ভুল হ'য়ে যায়; তখন সব সময়েই হরিসেবা ছাড়া অন্য চিন্তা করতে করতে ভোগ-মায়া স্বরূপভ্রম হ'য়ে যায়. তাই আমি হরিগুরুবৈষ্ণবসেবা ছেড়ে'—সম্পূর্ণ ছেড়ে'—নিত্যানন্দ ছেড়ে' জড়ানন্দের বশে অনন্ত নরকের পথে চ'লে যাই। তথাপি অন্তর্যামী শ্রীগুরুদেব—পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব প্রতি পদে পদে আমাকে কত দেখে রক্ষা করেন, সব সময়েই সাবধান ক'রে দেন. কিন্তু আমার এমনি দুর্দ্দৈব যে, তাঁ'র কথা শুনেও শুনি না!!—মায়া আমার ইন্দ্রিয়তর্পণস্পৃহা বাঁ'ড়িয়ে দিয়ে একেবারে অন্ধ পুতুল ক'রে তুলেছে!

ধামে বিরহ-মহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

——::(০)::——

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৩রা পৌষ, ১৮ই ডিসেম্বর বুধবার কৃষ্ণচতুর্থী তিথিতে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চতুর্থ বার্ষিক বিরহ-সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে তাঁহার সমাধিপীঠস্থানে বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক শ্রীল আচার্য্যাভরণ পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের পরিচালকসমিতির সেবোদ্যোগে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে ২রা পৌষ, ১৭ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার অধিবাস-সংকীর্ত্তনোৎসব এবং ৩রা পৌষ, ১৮ই ডিসেম্বর বুধবার বিরহতিথি-পূজা ও শ্রীনাম-গোষ্ঠ্য মহোৎসব এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীনাম গুণ-চরিত্রাদি-বিষয়ে বক্তৃতা, আলোচনা এবং শ্রীসমাধি ও শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজাদি অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী-পুরী শ্রীগুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মের নিষ্কপট সেবক সতীর্থ বান্ধবগণ ও একান্ত সহৃদয় সজ্জনবৃন্দ এই শ্রীনাম গোষ্ঠ্য মহোৎসবে যোগদান করিয়া শ্রীহরিকথামৃত পান ও শ্রীগুরুবর্গের সেবা বরণ করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭
৩রা ডিসেম্বর ১৯৪০

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপালিপ্সু প্রার্থী
শ্রীসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ
সেক্রেটারী, গভর্ণিংবডি

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::০::——

কলিকাতায় প্রচার

কলিকাতা পাইকপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস গাঙ্গুলী মহাশয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল সাগর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ২৮শে নবেম্বর [illegible] ঘটিকার সময় তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। সভায় পাড়ার বহু ব্যক্তি বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত হরিকথা শ্রবণ করেন।

স্বামীজী মহারাজ গত ১লা ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। সভায় বহু সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত হরিকথা শ্রবণ করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নিয়মসেবা-উৎসবান্তে কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামক স্থানে প্রচারার্থ গমনপূর্ব্বক স্থানীয় [illegible] শ্রীনৃসিংহ মন্দিরে ১৮।১১।৪০ তারিখে সায়ং এক ঘণ্টাকাল শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান। গত ১৯।১১।৪০ ইং হইতে ২৫।১১।৪০ ইং তারিখ পর্য্যন্ত স্থানীয় [illegible] কালীবাড়ীতে ক্রমাগত 'সনাতনধর্ম্ম', 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা', 'মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য', 'ভাগবতধর্ম্ম', [illegible] ও '[illegible] তত্ত্ব' বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রত্যহই বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। শ্রীপাদ [illegible] প্রভু বক্তৃতার পূর্ব্বে [illegible] সংযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে এবং '[illegible] বৈশিষ্ট্য' ও 'বস্তু ও বিশ্ব' সম্বন্ধে কয়েকদিন বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রত্যহই বহু শিক্ষিত সজ্জনের সমাগম হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—শ্রীক্ষেত্রমোহন রায় এম্ এ, বি এল্ (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট), শ্রীনরেশচন্দ্র সেন (উকীল), শ্রীকামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী (উকীল) ও শ্রীপ্রসন্নকুমার বসু (উকীল) প্রভৃতি।

দিল্লীতে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ [illegible] নতুন দিল্লীর 'শ্রীগৌড়ীয়মঠে' [illegible] ও [illegible] করিতেছেন। [illegible] সজ্জনগণের [illegible] আলোচনা করিতেছেন। [illegible] নিত্য [illegible] কীর্ত্তন করিতেছেন।

[illegible]

[illegible] আলোচনা করিয়া [illegible] করেন।

কর্ত্তা হর্ত্তা রক্ষিতা সবার নারায়ণ। নিঃসন্দেহে ভজ গিয়া তাঁহার চরণ

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১০
সেবক—[illegible] বি এ

৩ শ্রী[illegible]মায়াপুর-[illegible] শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭) কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]

১৮) [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) [illegible]-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible]

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible], (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], ই. বি
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] (পাটনা)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) কাশী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
[illegible] দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] (ইউ পি)
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৭) শ্রী[illegible] মঠ
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রী[illegible]পীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible] (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) [illegible] মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রী[illegible]-মঠাশ্রম
[illegible], মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) [illegible] মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, আম্বালা, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
১২নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible] বোম্বে।
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] গোদাবরী মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫০) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

৫১) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫২) [illegible]—[illegible] মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৩) [illegible]কুটী
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible] প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—[illegible]

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
[illegible], কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible], [illegible] (ইউ-পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible]
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
১ম ও [illegible]	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও [illegible]	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	[illegible]	[illegible]	[illegible]
" " ইঞ্চ [illegible]		[illegible]	[illegible]
সিকি কলম [illegible]	[illegible]		[illegible]
অর্দ্ধ কলম [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
" এক কলম [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ [illegible]	[illegible]
" সিকি কলম [illegible]	[illegible]
" অর্দ্ধ কলম [illegible]	[illegible]
" এক কলম [illegible]	[illegible]

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	
ত্রৈমাসিক	"	[illegible]
মাসিক	"	[illegible]

প্রতি সংখ্যা [illegible] বিশেষ সংখ্যার [illegible] মূল্য স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয় [illegible] প্রমাণ [illegible] বিভিন্ন অবতারসমূহ [illegible] ইহাতে [illegible] প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার মূল্য মাত্র [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

[illegible] ডাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

[illegible] প্রভুপাদ [illegible] লৌকিক উপাখ্যান, [illegible] উপদেশ [illegible] ছাপা ও কাগজ অতি [illegible] ১ম খণ্ডের [illegible] টাকা

প্রাপ্তিস্থান—[illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

[illegible] যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—[illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউশন

[illegible]

[illegible] উত্তীর্ণ হইয়াছে

[illegible] ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউশন

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

[illegible] মূল্য মাত্র [illegible] টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

[illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] মূল্য মাত্র [illegible] টাকা। [illegible] শ্রীযোগপীঠ [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ [illegible]

[illegible]

[illegible] কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট

[illegible] ট্রেনের সময়-তালিকা

[illegible]

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible]

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনবদ্বীপধাম প্রিন্টিং ওয়ার্কস

[illegible]

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১৬।৪, কালিদাস সিংহ লেন, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

[illegible]

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

[illegible]

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible]

[illegible] উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible], ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বপ্রথম বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর—২৪শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৪০, মঙ্গলবার ২২৯তম সংখ্যা

পত্রপ্রসূনমালা
—ঃঃ—
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন পত্রাবলী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত 'গৌড়ীয়' আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান :—
মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ ভাণ্ডী, ঢাকা।

শ্রীচৈতন্যদেব
—ঃঃ—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১৷০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নানা-সংবাদ

——ঃ(০)ঃঃ——

কেন্দ্রীয়-সরকারের নূতন অভিযান

যুদ্ধের ফলে আসাম, সুর্মা, নদীপুর, কেন্দ্রীয় ও ত্রিপুরায় উৎপন্ন চা'এর রপ্তানীর পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ইহার প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য গত সেপ্টেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েশন সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে কংগ্রেস সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের একটি সভা হয়। এই সভায় একটি পরিকল্পনা স্থির করা হয়। কমিটির সুপারিশ, আসাম গভর্ণমেন্ট, বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য ও সুর্মার চীফ কমিশনার কর্ত্তৃক উহা যথারীতি গৃহীত হইয়াছে। পরিকল্পনাটি সংক্ষেপে এই :—

(ক) যাহাদের মোট ১৫ একর বা অনূর্দ্ধ জমির বাগান আছে, তাহাদের সকলকেই নাম রেজিষ্ট্রি করিতে হইবে।

(খ) কফি উৎপাদকদের কারখানা-গুলিকে লাইসেন্স লইতে হইবে।

(গ) সমুদয় পরিকল্পনাটি "ইণ্ডিয়ান কফি মার্কেট এক্সপ্যানসন বোর্ড" একটি প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে। বর্ত্তমান ইণ্ডিয়ান কফিসেস কমিটিতে আরও নূতন কয়েকজন সদস্য বৃদ্ধি করিয়া এই বোর্ড গঠিত হইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত একজন সরকারী কর্ম্মচারী উহার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হইবেন।

(ঘ) রেজেষ্টারীকৃত বাগানগুলির ফসল দুইভাগে ভাগ করা হইবে—একভাগ এদেশে বিক্রয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। অপর ভাগ একটি উদ্বৃত্ত ভাণ্ডারে একত্র জমা থাকিবে।

(ঙ) বর্ত্তমানে কফি রপ্তানীর উপর যে ট্যাক্স আছে, তাহা বহাল থাকিবে, এবং এদেশে বিক্রয়ের জন্য যত সের উৎপন্ন হইবে, তাহার উপরও একটা উৎপাদন শুল্ক আদায় করা হইবে।

(চ) রেজিষ্টার্ড উৎপাদনকারী সকলেই এদেশে বিক্রয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট বরাদ্দ অনুযায়ী পরিশুদ্ধ কফি বিক্রয় করিতে পারিবেন। কিন্তু অপরিশুদ্ধ কফি বিক্রয়ের জন্য পৃথক লাইসেন্স আবশ্যক হইবে।

(ছ) উদ্বৃত্ত ভাণ্ডারে একত্রিত কফি রপ্তানী এক্সপ্যানসন বোর্ড কর্ত্তৃক নিযুক্ত ও পরিচালিত হইবে। এই বোর্ডের মারফতে ছাড়া কোন প্রকার রপ্তানী চলিবে না। মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য বোর্ড উদ্বৃত্ত-ভাণ্ডার হইতে প্রয়োজন মত এদেশে বিক্রয়ের জন্য কফি ছাড়িয়া দিবেন। উদ্বৃত্ত ভাণ্ডারের মারফতে বিক্রীত কফির দাম যে সকল উৎপাদকেরা উহাতে কফি জমা দিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অংশ অনুযায়ী ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

এই পরিকল্পনাটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্ত্তৃক একযোগে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪০-৪১ সালের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ইহাকে প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন। খুব সম্ভব শীঘ্রই এতদ্ সম্পর্কে একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিবেন। অপরাপর দেশীয় রাজ্যগুলিতেও এই পরিকল্পনা প্রবর্ত্তনে অনুরূপ আইন পাশ হইবে।

অর্ডিন্যান্সে এইরূপ একটি ধারা সংযোগ করা হইবে যাহাতে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের পরে যে সকল বিক্রয় চুক্তি হইয়াছে তাহার সবগুলিই উপরোক্ত পরিকল্পনার নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। ঐ তারিখের পূর্ব্বে যে সকল বাগানের মালিক বা ম্যানেজারেরা বিক্রয় চুক্তি করিয়াছেন, এই পরিকল্পনা প্রবর্ত্তিত হওয়ার চৌদ্দদিনের মধ্যে তাহাদিগকে সে সকল চুক্তির বিস্তৃত বিবরণ কফিসেস কমিটির নিকট দাখিল করিতে হইবে।

স্বাধীনদের সংবাদপত্রের পরিবর্ত্তিত মনোভাব

"নিউজ ক্রনিকাল" পত্রিকার কূটনৈতিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—

যুদ্ধবিরতির পর হইতে ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ফ্রান্সের সংবাদপত্রের যুদ্ধ-সম্পর্কীয় খবরাখবর হইতে তাহার একটা আভাস পাওয়া যায়। গত জুলাই এবং আগষ্ট মাসে যুদ্ধ-সম্পর্কে মাত্র জার্ম্মানদের সরকারী সংবাদগুলিকেই প্রাধান্য দেওয়া হইত। কিন্তু গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের কয়েক সপ্তাহ ধরিয়াই ইতালীয়ান ও ব্রিটিশ সরকারী সমর-সংবাদও সমান বড় করিয়া পাশাপাশি ছাপান হইয়াছে। এখন ব্রিটিশ সরকারী সমর-সংবাদকেই প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে। জার্ম্মান বিমান আক্রমণ সম্বন্ধে জার্ম্মান মহলের বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গেই রাজকীয় বিমান-বাহিনীর আক্রমণের সংবাদ ছাপা হয়। ইতালীয় আক্রমণের সংবাদ ছাপা হইলেই ব্রিটিশ বা গ্রীক মহলের বিবরণও ছাপা হয়।

"গ্র ও ইকোড় মিডি" নামক ভিসি-সরকার যেঁষা নূতন সংবাদপত্রটি প্রথম পাতায় দুইধারে ব্রিটিশ ও ইতালীয় পারস্পরিক নৌ ও বিমান শক্তির তুলনামূলক হিসাব প্রকাশ করিয়াছে; ইহাতে দেখা যায় যে, ইতালীয় ৩৯৪ ও ইংলণ্ডের ৩১টি বিমান-পোত নষ্ট হইয়াছে। ইতালীর তিনটি যুদ্ধজাহাজ (ব্যাটেলশিপ) ক্ষতিগ্রস্ত, একটি ক্রুজার নিমজ্জিত ও ছয়টি ক্ষতিগ্রস্ত এবং সাতটি ডেষ্ট্রয়ার ও চারটি সাবমেরিণ নিমজ্জিত হইয়াছে। ব্রিটেনের মাত্র একটি ক্রুজার, একটি ডেষ্ট্রয়ার ও একটি সাবমেরিণ নষ্ট হইয়াছে। সংবাদপত্রটি অবশ্য কোনও মন্তব্য প্রকাশ করে নাই। কিন্তু ইহার উপর মন্তব্যের আর বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—বহুমহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উৎকলের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—[illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব [illegible] কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গোস্বামিবর্গের অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের মুখ হইতে পরমার্থ-[illegible] জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত [illegible] হইয়া [illegible] বহু [illegible] ও মহাজন [illegible] যে সকল [illegible] করিয়াছিলেন, তাহার [illegible] এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরু [illegible] সর্বাত্মার অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয় [illegible] আচার্য্যবর্গের [illegible] অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ [illegible] ও [illegible] অবশ্য পাঠনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুঃশ্লোকাত্মক [illegible] শ্লোক [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] শ্রীপাদ [illegible] 'অণুভাষ্য' [illegible] তাহার [illegible] ও [illegible] মুদ্রিত। [illegible] সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীক শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] 'কণিকা' টীকা, [illegible] ব্যাখ্যা [illegible] ও সূচীসহ [illegible] নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত [illegible] রায় এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

প্রকাশকের প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবত,—প্রথম	৪০
	দশম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত —	১৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা)	৯৲
৩।	ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৯
৪।	সরস্বতী জয়শ্রী (অধীনা)	৪
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
	১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৸০; ৪র্থ খণ্ড ৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
	১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	২৲
৮।	সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা	১।০
৯।	বৈষ্ণবপঞ্জী	৩৲
১০।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	৩৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিমল জয়	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ	।০
১৮।	ব্রাহ্মণ আত্মবাদ	।০
১৯।	স্বধর্মবিবেক	।০
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৶০
২১।	গৌড়ীয়গীতিকা	।৶০
২২	ভজন রহস্য	।০
২৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য বাঁধা	১
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	১৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) অধীনা)	১৲ / ১৲
২৬।	গীতার কেবল বাংলা ভাষা	।০
২৭।	মুক্তিফলটীকা ভগবন্নামকৌমুদী (সানুবাদ)	১৲
২৮।	বেদান্তসূত্রসার (সানুবাদ)	।০
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা)	৸০
৩০।	দীন-বিপ্র-দর্পণ	৶০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৶০
৩২।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	॥০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
৩৫।	গীতমালা	৵১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৩৭	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা	
৪০।	শরণাগতি	
৪১।	গীতাবলী	৵০
৪২।	শ্রীকৃষ্ণ [illegible] পরিক্রমা	॥০
৪৩।	সাধনতত্ত্ব	৵০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৵
৪৫।	নবদ্বীপশতক	
৪৬।	অর্চনকথা	
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৵৯
৪৯।	অর্চনকথা	৫৩
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)	
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	।০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৫৫।	অমৃতবাণী বা সারাবলী	০
৫৬	ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	৶০
৫৭।	ঈশোপনিষদ (সানুবাদ)	।০
৫৮।	শ্রীকৃষ্ণবোধ	৶০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৬০।	সংক্ষেপার্থ	৵৩

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	।০
৬২	সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিভিজয়ঃ	।০
৬৩।	সটীক-শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬৪।	স্তবরত্ন	।০
৬৫।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টক	৶০
৬৬।	গৌড়ীয়মঠস্থাপনবিজয়	৵০
৬৭।	সারাবলেশবর্ণন	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	।০
৬৯।	এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত	।০
৭০।	নামভজন	৵০
৭১।	বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি	।০
৭২।	ভেদাভেদ [illegible]	।৶০
৭৩।	শ্রীকৃষ্ণ এণ্ড ডিসেন্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।৶
৭৪।	বেদান্তীজম	।০
৭৫।	শোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	৵০
৭৬।	দি ভাগবত	।০
৭৭।	ইমোটিক [illegible] এণ্ড আনব্যালেন্সড [illegible]	।৶
৭৮।	ব্রহ্মসংহিতা	।৶
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অদ্বয় জ্ঞান	১৲

হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত

৮০।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৮১।	সাধন-পথ	।০
৮২।	কল্যাণ-কল্পতরু	৶০
৮৩।	গীতাবলী	৵৶
৮৪।	শরণাগতি	৵৶

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	৵৶

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	৸

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-বিনোদ
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতগ্রন্থসমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৹ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ
THE DAILY NADIA PRAKASH
ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিভিন্ন সুর ও [illegible] অক্ষরে অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৹ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ ২৫ কেশব ৪৫৪ গৌরাব্দ ২৪শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১০ই ডিসেম্বর ইং ১৯৪০, মঙ্গলবার } ২২৯৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ কেশব বাবু-পদ্ম গৌরাব্দ ৪৫৪

জড়াভিমান ও চিদভিমান

——:০:৪:০:——

আমরা জড়াভিমান ও চিদভিমান এই দুই প্রকার অভিমানের কথা শুনিতে পাই। যেখানে স্বসুখ-বাসনা, সেখানে জড়াভিমান, আর যেখানে ভগবানের সুখ-সাধনেচ্ছা, সেখানে চিদভিমান। ভক্তগণ চিদভিমানে—স্বরূপাভিমানে প্রতিষ্ঠিত আর ভোগী, ত্যাগী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতি অভক্তগণ বিরূপের অভিমান বা জড়াভিমানে মত্ত। জড়াভিমান—অনিত্য, আর চিদভিমান নিত্য। স্বসুখবাঞ্ছা চারিপ্রকার যথা—ধর্ম্ম (স্বর্গসুখপ্রাপক পুণ্যকার্য্য) মূলক, অর্থ (ঐহিক সুখের সহায়ক ধন-জনাদি অর্জন ও রক্ষণাবেক্ষণকর্ম্ম)-মূলক, কাম (ইন্দ্রিয়তর্পণসাধককর্ম্ম)-মূলক এবং মোক্ষ (ভববন্ধন হইতে মুক্তিপ্রদানক কর্ম্ম) মূলক। প্রতিষ্ঠালাভের যে দুর্বাসনা, তাহা কামেরই অন্তর্গত। জড়াভিমানী ব্যক্তিমাত্রেরই এই প্রতিষ্ঠাশা দ্বারা স্বাভাবিক আক্রান্ত। এই প্রতিষ্ঠাশার এত দুঃসাহস যে, সে ভক্তগণের হৃদয়েও প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে কিন্তু ভক্তিদেবীর কৃপায় তাঁহারা তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করেন। যাঁহার জড়প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা নাই, তিনিই চিদভিমানী ভক্ত বা বৈষ্ণব। মহাজন গাহিয়াছেন,—

কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।

চিদভিমান না হইলে জড়াভিমান যায় না। 'আমি ত' বৈষ্ণব, আমার বলিতে ত' একমাত্র কৃষ্ণ।' এই অভিমানই চিদভিমান। অতএব, 'আমি ত' তোমার জন' এই অভিমান যেখানে, সেখানে কৃষ্ণকে চাওয়া ছাড়া—আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে এই বিচার ছাড়া অন্য চিন্তা নাই। যেখানে কৃষ্ণের প্রতি টান হইয়াছে যেখানে এই অভিমান বা এইরূপ বিচার হয় নাই সেখানে বুঝিতে হইবে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সুনাম, শান্তি, আরাম বা যে কোন নিজ সুখবাসনার প্রতি লক্ষ্য আছে। এই সব স্বসুখবাসনা ত' জীবের পক্ষে আবরণ। ধর্ম্মার্থকাম যে কেবল আবরণ তাহা নয়, ভগবৎসেবা ব্যতীত মোক্ষবাঞ্ছাও আবরণ বা বাধা। যেখানে বক্তা, সেখানে সেবাবাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কিছু না কিছু আকাঙ্ক্ষা আছেই। জড়াভিমান বা স্বসুখ-বাসনা জনিতই অপবিত্রতা। ইহা ছাড়িতে হইবে। জড়াভিমানে স্বতন্ত্রতা প্রবল। চিদভিমানে শরণাগতি বা আনুগত্যই মূল। যেখানে গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য, সেইখানেই চিদভিমান বা হরিভজনের কথা। গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়া নিজ মতানুযায়ী স্বেচ্ছাচার জীবনযাপন ভগবদ্ভক্ত চতুঃষষ্ঠি অঙ্গ-যাজন, নামকীর্ত্তন, জপ, ধ্যান প্রভৃতি যতই বাহ্যানুষ্ঠানের অভিনয় করি না কেন, তাহাতে বস্তুতঃ ভক্তিযজন হইবে না পরন্তু স্বেচ্ছা নিজেন্দ্রিয়তর্পণাকাঙ্ক্ষা কার্য্যে পর্য্যবসিত হইবে। তাহাতে চিদভিমানের পরিবর্ত্তে জড়াভিমানই বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, চেতনের প্রতি অভিনিবেশ হইবে না। জীব যে কৃষ্ণের নিত্যদাস এই স্বরূপজ্ঞান জড়াভিমানীদের নাই। তাহাদের কর্ত্তাভিমান বা পুরুষাভিমান প্রবল। কৃষ্ণই একমাত্র কর্ত্তা, ভর্ত্তা, [illegible] নিয়ন্তা, পাতা, বিধাতা, চালক ও নায়ক—এ কথা তাহারা স্বীকার করে না। আমি করিতেছি বা করিতে পারি, এই অভিমানে তাহাদের হৃদয় ভরপুর থাকে। শ্রীকৃষ্ণই আমাদের একমাত্র চালক, তাঁহারা যেখানে চালান সেইখানেই যাওয়া উচিত তাঁহারাই প্রভু, তাঁহারাই সব করিতেছেন, এ কথা চিদভিমানী শরণাগত ব্যক্তিগণ স্পষ্ট উপলব্ধি করেন। কৃষ্ণই আমাকে চালাইতেছেন, এই উপলব্ধি শরণাগতের অন্তরে বদ্ধমূল আছে। গুরু ও কৃষ্ণভক্তের পাদপদ্মই আমার সত্তা, তাঁহাদিগকে বাদ দিলে আমার সত্তা থাকে না ইহা তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেন বলিয়া যতই বিপদ-আপদ আসুক না কেন, জীবনে মরণে, শয়নে স্বপনে, সুখে দুঃখে কোন অবস্থাতেই তাঁহারা কৃষ্ণকে ছাড়িতে পারেন না বা তাহাতে হতাশ বা অধীর হন না। কৃষ্ণ যদি বিপদ বা কষ্টের মধ্যে রাখিয়াও সুখী হন, তাহা হইলে তাহাই ভাল, তাহাতেই আমার সুখ, এই মনে করিয়া চিদভিমানী ভক্তগণ সব দুঃখ কষ্ট হাসি মুখে সহ্য করেন। বহু [illegible] না কেন, [illegible] ছাড়িয়া [illegible] কটা [illegible] তাঁহার [illegible] বিলাপ করে। ভক্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। জগতে যখন অনর্থ প্রবল থাকে, তখন আমরা আমাদের শ্রীগুরুদেবের কথা স্মরণ করিতে পারি না, তাঁহার উপলব্ধি অভাবে তাঁহার [illegible] আমাদের [illegible] না। কিন্তু [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] করিয়া থাকেন—কথাগুলি বলেন। অতএব [illegible] আমাদের [illegible] বলেন না কেন, কিন্তু [illegible] উপস্থিত হইলে [illegible] বৈষ্ণবের কাছে যান, তাঁহার সঙ্গে কথা বলেন। তাঁ [illegible] কথা বলেন, যাঁহার [illegible] যাঁহাকে ছাড়িয়া থাকেন না, [illegible] শ্রীগুরুর আশ্রয় [illegible] আমরাও [illegible] তাঁহার সহিত [illegible] পাইব। সেই বৈষ্ণবের শ্রীমুখে [illegible] শ্রবণ করিতে করিতে আমাদের [illegible] চিদভিমান লাভ হইবে। [illegible] করিতে যখন হৃদয় অনর্থমুক্ত হইবে, [illegible] সেই শুদ্ধহৃদয়ে কৃষ্ণাধীন [illegible] দর্শন ও চিদভিমানের [illegible] জোর [illegible] ধনাভিমান, বিদ্যাভিমান, কুলাভিমান, ঐশ্বর্য্যাভিমান বা অন্যান্য অভিমানগুলি [illegible] সুদূর

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়

প্রদান করিতে পারে। এরূপ ভক্তিপথের প্রধান সহিত, নিত্যানন্দের বাধাপ্রদানকারী। যেমন নিত্যানন্দপ্রভু [illegible] অচৈতন্য সেবায়ুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা যত দিন [illegible] নাই, ততদিন [illegible]

[illegible] চিন্তা যাহা [illegible] নাই — [illegible] উদয়া [illegible] হইলে, তখন নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের দাসগণের অনুদাস দাসানুদাস বলিয়া উপলব্ধি হইবে।

সত্য

সত্য স্বয়ং অধোক্ষজ। তিনি স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাবিহার। [illegible] সেই সত্য যখন কৃপা করিয়া নিজেকে প্রকাশ করেন তখনই জীব সেই সত্যের নিত্য-আলোকে সত্য স্বরূপ দর্শন করিতে পারে। সত্য নিরাকার, নির্বিশেষ নহেন, তিনি বাস্তব—তিনি Absolute Person, সত্য কৃপাপুরুষ [illegible] সত্যের কৃপায় সত্যকে জানা যায়। অতএব বাস্তব সত্যকে জানার জন্য কোন উপায় নাই। তিনি এই সত্যের কথা বলেন, তিনিই সত্য। সত্যের না হইলে কেহ সত্যের কথা বলিতে পারে না। সত্যের সেবকগণও সত্য। সত্য বা সত্যের সেবক ভিন্ন অসত্য বা মায়ার সহিত কোন সম্পর্ক নাই। [illegible] 'সত্য' [illegible] দুই সত্যকে মানে না [illegible] বিরোধ [illegible] সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। [illegible] অনাদি [illegible] সত্য [illegible] তিনি কাহারও অধীন নহেন। [illegible] সকলেই [illegible] সত্যের উপাসক, সত্যের অধীন বা দাস। সুতরাং [illegible] সত্যাশ্রিত না হইলে [illegible] ছাড়িবে না। [illegible] মনে হয়। [illegible] সত্যের [illegible]

পশ্চাতে পতিত হইয়াছে ও হইতেছে। [illegible] কেহ [illegible] আবার কেহ বা [illegible] আসিতেছে। সত্যের কথা [illegible] নাই। তিনি [illegible] ও [illegible] স্বরূপে, [illegible] কৃপাপূর্বক জগতে [illegible] কিন্তু [illegible] সত্যের [illegible] না পাওয়ার জন্য [illegible] শ্রীচৈতন্যের [illegible] করার জন্য [illegible] পথ [illegible] করিতেছি। এই [illegible] আমাদিগকে [illegible] ও [illegible] এই সত্যের কথা [illegible] সত্য [illegible] করেন, আর করেন সত্যের প্রচারক [illegible] ও [illegible]। শ্রীবিগ্রহ শ্রীভগবানের অবতার। শ্রীনামও অবতার [illegible] সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। কিন্তু [illegible] অন্যভাবে দেখিতে [illegible] হয়। তাঁহারা কেহ শ্রীবিগ্রহকে মাটি, কাঠ, পাথর দেখিয়া থাকেন, আবার কেহ মাটি, পাথর, কাঠে চৈতন্যের আরোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু মহাপ্রভু বলেন, [illegible] [illegible] সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। [illegible] শ্রীভগবানের অবতার [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] [illegible] করেন। [illegible] ভগবান নহেন, [illegible] সেবকগণ [illegible] ভগবানের [illegible]। ভগবান এককে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। [illegible]!

অসৎ নিজেকে সৎ বলিয়া প্রচার করে। সাধু কখনও নিজেকে সাধু বলেন না। তিনি [illegible] প্রতিষ্ঠা [illegible] নিজেকে [illegible] ভগবানের [illegible] সহিত [illegible] করে। [illegible] নিজেকে [illegible] সেবা [illegible] কৃষ্ণের [illegible] [illegible] [illegible] বলে। [illegible] দিয়াছেন, [illegible] [illegible] [illegible] কোন [illegible] বলিয়া [illegible] করেন, তবে সেই অপরাধী [illegible] নিকটই [illegible] ভাগ [illegible]। শ্রীল [illegible] [illegible] শ্রীঅভিরামগোপিনাথ ঠাকুর [illegible]

লিখিয়াছেন,—শিক্ষাদি অভিমান দুই প্রকারে হইতে পারে— [illegible] 'দ' এইরূপ [illegible] এবং শ্রীকৃষ্ণের পিতা [illegible] ভিন্ন ভিন্ন রসের নিত্য পরিকরগণের সহিত [illegible]-অভিমান। ইহার মধ্যে শেষোক্ত [illegible] অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকরগণের সহিত [illegible] অভিমান [illegible]। নিত্যসিদ্ধ ভগবানের সহিত [illegible] সেরূপ [illegible] অপরাধ হয়, [illegible] ভগবানের নিত্য পরিকরগণের সহিত আপনাকে [illegible] করিলে সেইরূপ অপরাধ হইয়া থাকে। সদ্গুরুর চরণাশ্রয় না করিলে এই সব নরকের পথ জীবের সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব হইতেই হইয়া থাকে। শুদ্ধভক্ত সর্বদাই প্রার্থনা করেন,—

> [illegible] [illegible] [illegible]
> [illegible] [illegible] এব [illegible]।
> [illegible] [illegible]-
> [illegible] [illegible] লোকনাথ॥

হে লোকনাথ প্রভু, হে প্রভু [illegible] আমার [illegible] প্রার্থনা এবং [illegible] আপনার [illegible] আপনি আমাকে আপনার [illegible] বৈষ্ণবের দাসানুদাস, সে বৈষ্ণবের দাসানুদাস সেই বৈষ্ণবের দাসানুদাস এবং বৈষ্ণব দাসানুদাসের দাসানুদাসের দাসানুদাস বলিয়া স্মরণ করিবেন।

ভক্তের মায়া বা লঘুদর্শন না [illegible] তাঁহারা বৃক্ষ, প্রস্তর, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ বা মনুষ্য কাহাকেও অপকারের জন্য [illegible] উভয় [illegible] দর্শন করেন না। সত্যের সেবক তাঁহার [illegible] সত্যের [illegible] দর্শন করেন বলিয়া তাঁহারা কাহাকেও নিজ [illegible] নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন না যেহেতু [illegible] জীবের মধ্য [illegible] ভগবানের সেবা [illegible] [illegible] তাঁহাদিগকে [illegible] দেখেন এবং যাঁহার সেবা করিতেছে সেই ভগবানকে [illegible] পান [illegible] সকলের সেবাতত্ত্ব [illegible] তাঁহার প্রতি কায়মনোবাক্যে [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] এই [illegible] হয় যে, [illegible] [illegible] কোনই বোধ হয় না। [illegible] জীব [illegible] ভগবানেরই [illegible] সুতরাং ভক্তের দর্শনে [illegible] অসম্ভব। [illegible] দর্শিত সূত্রে বলিতে আছে,—

কৃপা লাভ করিতেই হইবে

(প্রাপ্ত)

কৃপা পাইতে হইলে 'কৃপা লাভ করিতেই হইবে, গুরু-বৈষ্ণবগণ নিশ্চয়ই আমাকে কৃপা করিবেন' এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস, দৃঢ়তা ও ভরসা হৃদয়ে থাকা দরকার। এইরূপ সংকল্প হৃদয়ে থাকিলে আমাদের কৃপাপ্রাপ্তিতে কেহই বাধা দিতে পারে না। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ নির্দয় নহেন, পর নহেন, আমাদের নিকট হইতে দূরে নহেন; তাঁহারা কৃপালু, তাঁহারা আমাদের নিজজন, আপনজন, তাঁহারা আমাদের অতি নিকটে আমাদের হৃদয়েই অবস্থান করেন। দুর্ভাগ্য আমাদের তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাস হয় না। এজন্য আমরা তাঁহাদিগকে পর ভাবিয়া মনে করি—পরম কৃপাময় তাঁহাদিগকে নিষ্ঠুর, তাঁহারা আমাকে কৃপা করেন না এরূপ মনে করিয়াই থাকি।

যা র কভু দেখে না দেখে তার মূর্তি।
সর্বত্র হয় তার ইষ্টদেব-স্ফূর্তি॥

যে সময় অনিত্য বস্তু স্থূল সূক্ষ্ম আকার দর্শনের বিষয় হয় না, তৎকালে কৃষ্ণকার্ষ্ণাত্মক দর্শন সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণকার্ষ্ণাত্মক দর্শনকালে জগৎ বৈকুণ্ঠাকারে প্রকাশিত হয়। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

যে দিন গৃহে [illegible] ভজন দেখি
গৃহেতে গোলোক ভায়।

স্বরূপদর্শন-ই সুদর্শন বা অপ্রাকৃত দর্শন। আর বাহ্যাকার দর্শন বা বাহ্যপ্রবৃত্তিই প্রাকৃত দর্শন। বৃহৎ বটবৃক্ষ বৃহৎকায় হস্তী ও অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকার বাহ্য শরীর বড়-ছোট হইলেও উহারা প্রত্যেকেই 'অণুচৈতন্য' অর্থাৎ উহাদের শুদ্ধ স্বরূপে সেবার অধিকারে থাকিলেও সেবার পরিমাণগত কোন পার্থক্য নাই। যাহাদের বহির্দর্শন প্রবল, তাহাদেরই সমদর্শনের অভাব। সমদর্শনের অভাবে তাহাদের বিষমদর্শনের স্বাভাবিক। সেবাদর্শনই চেতনদর্শন। যেখানে চেতন-দর্শন, সেখানে অচেতন দর্শন বা বিষমদর্শন নাই। যেখানে অচেতনদর্শন, সেইখানেই অসংসঙ্গ বা দুঃসঙ্গ। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কামনামাত্রই দুঃসঙ্গ। এই দুঃসঙ্গ বা অচেতনদর্শন বর্জন করিয়া সৎসঙ্গ গ্রহণ করা দরকার। দুঃসঙ্গবর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সৎসঙ্গও বর্জন করিতে হইবে না। কৃষ্ণসেবার প্রতিকূল বর্জনই দুঃসঙ্গবর্জন আর কৃষ্ণসেবার অনুকূল গ্রহণই সৎসঙ্গ। ভগবৎসেবকের নিকট সমস্ত ভগবৎসম্বন্ধি পুরুষ—সবই ভগবৎসেবার উপকরণ। সুতরাং সেখানে অচেতনদর্শন বা ভোগদর্শন থাকিবে কি করিয়া?

ভক্তি কবি যে স্থানে চৈতন্য-অবতার। সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার॥

শ্রীধামে বিরহ-মহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

——::(॰)::——

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৩রা পৌষ, ১৮ই ডিসেম্বর বুধবার কৃষ্ণতৃতীয়া তিথিতে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চতুর্থ বার্ষিক বিরহ-সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে তাঁহার সমাধি-পীঠস্থানে বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক শ্রীমদাচার্য্যদেব পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয় মিশনের পাঞ্চরাত্রিক সেবোদ্যোগে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে ২রা পৌষ, ১৭ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার অধিবাস-সংকীর্ত্তনোৎসব এবং ৩রা পৌষ, ১৮ই ডিসেম্বর বুধবার বিরহতিথি-পূজা ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তনমহোৎসব এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীনাম গুণ চরিতাদি-বিষয়ে বক্তৃতা, আলোচনা এবং সমাধি ও শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজাদি অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী-পুষ্ট শ্রীগুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মের নিষ্কপট সেবক সতীর্থ প্রভুবৃন্দ ও একান্ত বন্ধু সজ্জনবৃন্দ এই শ্রীনাম গোকুল মহোৎসবে যোগদান করিয়া শ্রীহরিকথামৃত পান ও শ্রীগুরুবর্গের সেবা বরণ করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠ,	শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপাবিন্দু প্রার্থী
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া	শ্রীসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ
১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭	সেক্রেটারী, গভর্ণিংবডি
৩রা ডিসেম্বর ১৯৪০	

হি ভক্তের বাধা নিজে নিজেই সৃষ্টি করি। অন্য কেহই আমাদিগকে বাধা দেয় না বা দিতে চেষ্টা করিয়াও কিছুই করিতে পারে না। আমরা একটু স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি যে, তাঁহারা আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করিতেছেন কৃপা করিতেছেন, আমাদের মঙ্গল কামনা করিতেছেন। বিশ্বাসহৃদয়ে এই কৃপালাভ এবং তাঁহাদের কৃপাময়তার কথা উপলব্ধি হয়। তাঁহাদের প্রতি নির্ভরতা বা বিশ্বাসই কৃপালাভের একমাত্র উপায়। মঙ্গলময় গুরুবৈষ্ণবগণের সমস্ত বিধানকে নির্ব্বিচারে অবনতচিত্তে মাথা পাতিয়া লইলেই তাঁহাদের কৃপা লাভ হইবে। বস্তুতঃ আমাদের মঙ্গলামঙ্গল, সুবিধা অসুবিধার কথা সদ্বৈষ্ণবগণ আমাদের অপেক্ষা বেশী জানেন ও তদনুরূপ যথাবিহিত ব্যবস্থা করেন। অতি দীন শরণাগত হইলেই কৃপা পাওয়া যায়।

অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধা ভক্তিলাভের বাধা আর বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাই ভক্তিলাভের একমাত্র উপায়। "শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী" এই বাণীতে আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলিয়াছেন যে, যাঁহার গুরু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস আছে তিনি নিশ্চয়ই কৃপা লাভ করিবেন। তাঁহাদের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসে শরণাগত হইলেই কৃপালাভের অভাব হয় না। আমি যতই অযোগ্য হই — যতই বহির্ম্মুখ হই — যত কিছুই হই না কেন, আমি তাঁহাদের কৃপা লাভ নিশ্চয়ই করিব, কারণ আমি ত' তাঁহাদের ছাড়া আর কাহারও নই — আমি ত' তাঁহাদেরই অযোগ্যতম ভৃত্যানুভৃত্য — আমি ত' তাঁহাদের ছাড়া আর কাহাকেও প্রভুরূপে বরণ করি নাই বা করিব না। আমার কর্ম্মফলানুসারে যত বাধা আসে আসুক, আমি আমার প্রভু গুরুবৈষ্ণবকে কখনও ছাড়িব না — ছাড়িব না — অন্তরে অন্তরে কাতরকণ্ঠে তাঁহাদের কৃপা ভিক্ষা করিব। তখন বলিব—

একাকী আমার | নাহি পায় বল
কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি' | শ্রদ্ধা-বিন্দু দিয়া
দেহ' কৃষ্ণনাম ধনে॥
কৃষ্ণ সে তোমার | কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল | কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি,
ধাই তব পাছে পাছে॥

পরমকরুণাময় শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—"এই জন্যেই কৃষ্ণকে পাইতে হইবে।" যিনি কৃষ্ণধনের মালিক — যিনি কৃষ্ণ দিবার জন্য আসিয়াছেন — যিনি কৃষ্ণধন প্রদানের জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন — যিনি আমাদিগকে এই জন্যেই কৃষ্ণকে দিতে চাহিতেছেন, সেই কাঙ্গালের ঠাকুর, পতিতপাবন আমার নিত্যপ্রভু শ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্মের কৃপাভিখারী কি হব না? তাঁহাকে কি ভুলিয়া যাইব? বিশ্ববাসী কি মানুষ, কি পশুপক্ষী আমাকে নিন্দা করে, ঘৃণা করে করুক, আমি আমার প্রভুকে ছাড়িব না। প্রভু আমাকে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবেন ও এইরূপ কত বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার প্রতি বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস বা সন্দেহ পোষণ করিব না। আবার যিনি আমাকে আমার নিত্য প্রভুর নিত্য সন্ধান প্রদান করিতেছেন — নিত্য তাঁহার শ্রীচরণা-শ্রয় করিবার উত্তরণরূপ লাভে প্রবুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহাকেও ছাড়িব না। তাঁহারা আমার নিত্য প্রভু ও একমাত্র বান্ধব। তাঁহাদের কৃপাতেই আমার মঙ্গললাভ হইবে, ইহাতে সুদৃঢ়নিশ্চয় হব।

কৃপাপ্রার্থীই কৃপাভিক্ষা করে। কৃপা ভিক্ষা বা আশ্রয়ভিক্ষাই ভক্তি। ভক্ত নিত্যকাল ভগবানের আশ্রয়ভিখারী — কৃপাভিখারী। ভগবান্ যাঁহাকে ত্যাগ করেন না, ছাড়েন না তিনিই ভক্ত এবং তিনি যাহা করেন, তাহাই ভক্তি। তাঁহাদের কৃপাভিখারী না হইলেই মায়ার চাকরে পড়িতে হইবে। সুতরাং অণু, ক্ষুদ্র, মায়াবশযোগ্য, দীন, কাঙ্গাল আমাদের শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অহৈতুকী করুণাভিক্ষা ছাড়া আর অন্য কি কাজ আছে?

কৃষ্ণের কৃপায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎকার পাইয়াছি এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় বৈষ্ণবের সঙ্গ-সন্ধানও পাইয়াছি সুতরাং কৃপা না পাইবার কি কথা আছে? কৃপা নিশ্চয়ই পাইব। তাঁহারা পতিতকে কৃপা নিশ্চয়ই করিবেন। বহু ভাগ্যফলে তাঁহাদের সন্ধান পাইয়াছি আর ছাড়িব না — আর ছাড়িব না — তাঁহাদের শ্রীচরণ ধরিয়া কৃপা চাহিয়া লইতেই হইবে। একায়ন-পন্থী, ভক্তপন্থী, মহাজনানুগপন্থী, শ্রৌত-পন্থী হইতেই হইবে — শিষ্য হইতেই হইবে — আশ্রয়লাভ করিতেই হইবে নতুবা অমূল্যনিধি পাইয়াও হারাইতে হইবে। তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ়সংলগ্ন হইতে পারিলে আর সংসারসমুদ্রে ভাসিয়া যাইতে হইবে না। ভবসমুদ্রের তরণী শ্রীগুরুবৈষ্ণব পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে আর চিন্তা থাকে না।

শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপালাভের উপায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন, — "আমি কাতর কৃপণ; হে প্রভো! আমাকে এই সেবা-কৃপা কেন দেখাইতেছ, আমার প্রতি এত কঠোর, নিষ্ঠুর কেন? তুমি ত' করুণাময়, আমি ত' তোমা হইতে বাহিরে নই, আমাকে তোমার অহৈতুকী সেবা প্রদান কর। — যে জগৎ লোক না দেখাইয়া, নিরন্তর এইরূপভাবে অকপটে ক্রন্দন করে, তাহাদেরই ভগবৎপাদপদ্মে তদ্দর্শন হয়। কোন কৃত্রিমতা বা কপটতা না করিয়া অন্তরের অন্তঃস্তল হইতে বৈষ্ণবের নিকট সর্ব্বদা কৃপালাভের জন্য ক্রন্দন করিতে হইবে। আমরা কেবল সেই কৃপার প্রার্থী হইব।"

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপা আমরা পাইব না কেন? তাঁহারা ত' তাঁহাদের অনন্তদয়ার খুলিয়া দয়াভাণ্ডার লইয়া রহিয়াছেন, আমরা অন্তরের সহিত তাঁহাদের কৃপা বরণ করিতে পারিব না কেন? সুতরাং আর আগ্রহ করিব না, আর বিমুখ হইব না, আর তাঁহাদের প্রাণে ব্যথা দিব না, কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহাদের নিকট কৃপাভিক্ষা করিব—

গুরুদেব!

যোগ্যতা-বিচারে | কিছু নাহি পাই
তোমার করুণা সার।
করুণা না হৈলে | কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥

● ● ●

আমি অপরাধীন | অতি অর্ব্বাচীন
না জানি ভকতি লেশ।
নিজগুণে নাথ, | কর হে প্রসাদ
ঘুচাইয়া ভবক্লেশ॥

———

শ্রীচৈতন্যমঠে হরিকথা

পরমারাধ্য পাঞ্চরাত্রিক শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগত ভক্ত পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে হরিকথা আলোচনা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত সজ্জন অভ্যাগতগণ বৈষ্ণবোচিত হরিকথা আলোচনা করিয়া থাকেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে কতিপয় ভক্ত ঢাকায় গমনপূর্ব্বক কয়েকদিন যাবৎই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের করুণা ও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাদান ও শিক্ষাস্রোত সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন।

[illegible]

কর্ত্তা হর্ত্তা রক্ষিতা সবার নারায়ণ। | নিঃসন্দেহে ভক্ত গিয়া তাঁহার চর-

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১) শ্রীচৈতন্যমঠ[illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible]

সেবক—[illegible]

৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ[illegible] শ্রীস্বানন্দ[illegible]

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—[illegible]

৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৯) [illegible]

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১০) গৌ[illegible]-মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগো[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রী[illegible]দেবের জন্মস্থান নিকটবর্ত্তী

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭) [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

সেবক- শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

১৮) [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]

[illegible], পোঃ [illegible], (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) [illegible] পাট

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

২২ পুরী গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(২৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।

সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যালঙ্কার

(২৪) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ ঢাকা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া [illegible]

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] (আসাম)

সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(২৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible], চট্ট, পি

সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(৩১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] [illegible])

সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(৩২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible] দিল্লী

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়মঠ [illegible]

সেবক- শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible] ইউ পি)

শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ[illegible]

[illegible] পোঃ মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৭) শ্রী[illegible] মঠ,

[illegible]. শ্রী[illegible] মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রী[illegible]

[illegible], বৃন্দাবন

সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(৩৯) [illegible]

পোঃ [illegible] মথুরা)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) [illegible] মঠ —শ্রী[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(৪১) [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রী[illegible]

[illegible], মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] মঠ

[illegible], মথুরা।

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গৌ[illegible] মঠ—[illegible]

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], [illegible], পাঞ্জাব

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নই দিল্লী

সেবক—শ্রী[illegible]

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, [illegible]

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] [illegible]

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫০) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

৫১) [illegible] মঠ

[illegible] পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রীগৌর[illegible] ব্রহ্মচারী

৫২) [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৩ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(৫৪) [illegible]

পোঃ [illegible]

সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]

পোঃ [illegible], [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]

সেবক শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

৬০) [illegible]

পোঃ [illegible], [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(৬১) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] [illegible]

সেবক -শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সেবক—[illegible] বিনোদবাণী দাসী

৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট.

কলিকাতা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ [illegible]

[illegible], [illegible] ইউ-পি

সেবক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]

[illegible], চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,

[illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]গোবিন্দ [illegible]

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, [illegible],

[illegible] (ইউ, পি)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) শ্রী[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]

শ্রী[illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১॥০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে বাদশটী অধ্যায়ে বিভক্ত। উপরে বহু চিত্রে (chart এ) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মডার্ণ 'প্রিন্টিং ওয়ার্কস্', পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও কাহিনী দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি সুন্দর। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, বাংলা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

বিচারপূর্ণ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে সম্প্রদায়িকতার [illegible] সম্প্রদায়, সমন্বয়, মতভেদ, অবতার, একাত্ম, বহুত্ব ও [illegible] শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধ [illegible] সমূহ, ভক্তিমূলক সংসিদ্ধান্ত-সকল প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থটী শ্রীধামমায়াপুরের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ 'প্রিন্টিং ওয়ার্কস্', পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের [illegible] "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সাধিত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি ১২৫ পৃষ্ঠা [illegible] হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদিত সম্পাদক; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সাধন ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর [illegible] শিক্ষা ও চরিত্র [illegible] সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই [illegible] তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত [illegible] ভক্তশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যালীলাপরাকাষ্ঠ [illegible] শ্রীল নারায়ণ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, [illegible] এই অপূর্ব্ব [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। [illegible] যে মৌলিকতা, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। [illegible] অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের [illegible] সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের [illegible] শ্রীবলদেবকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের [illegible] অর্থ এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দ [illegible] শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের সটীক সংস্করণ। [illegible], গৌরপার্ষদের জন্ম, শাখা, [illegible] 'ঘর' নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য গ্রন্থ। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ১০ টাকা।

শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গদ্যাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা। ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রী[illegible] [illegible], [illegible], পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	০-৫৬	৬ ২?	৭ ১৪	১১-৩	১৩-১০	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-৫৬
দমদম		৪-৫৯	৬-৩১	৭-২৮	১১ ১৮	১৩ ২০		১৮-৬	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯-১৮	১৩ ২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯ ৫৫	০-৫৮
রাণাঘাট ছাঃ	৬-২৮	৮-৮	৯-৩৩	১৩-৫৩	১৫ ২	১৮-৫১	১৯-৪১	০ ৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ৫	৮-৪	১০-৮	১৪-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(সিটি) ছাঃ	৭ ১০	১০-১১	১৭-৫৮	২০-৫০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৮	১০ ৫৯	১৮-১৭	২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৩
দমদম ,,	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	২০-২
শান্তিপুর পৌঃ	১২ ২৮
(সিটি) ছাঃ	১৩ ৪৫ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

রবিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৮-২	৮-৬	১১-৪	১৮-২২	১৬-৩	১৮ ৪৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৮-৩২	৮ ৪৫	১১-৫২	১৫-৫	১৬ ৪৬	১৯ ১০

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১ ৪৭	১৫-১৫	১৬-৫৬	১৯-২০	২০-৮৬	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯ ২৫	১২-২৩	১৫-৫০	১৭-৩০	২০ ৫	২১ ২৫	৪-১৭
(রাণা) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৭	১৫-৫৫	১৭-৪৭	২০-১১	২১-২৪	৪ ২৮
দমদম		১১-৮		১৭-৪৯	১৯-৯	২১-২৬	২৩ ০	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪৬	১৯ ২৭	২২ ৪০	২৩-২৫	৬-১৭

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্ন্যাল [illegible] [illegible] শ্রীপাদ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] [illegible] প্রোজ্জ্বলা এবং [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] এবং [illegible] ভগবানের শ্রীমহাপ্রভু-পাদে [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চিত্র-সম্বলিত। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সহিত [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] [illegible] আলোচনা। প্রথম খণ্ডে [illegible] [illegible] [illegible] পৃষ্ঠা [illegible]। [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী [illegible] [illegible] (Foreword), [illegible] ও [illegible] ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়সূচী (Contents) ও [illegible] [illegible] সহিত [illegible] ও সূচীপত্র (Index Glossary) [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা- নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে [illegible] দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া [illegible]" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, [illegible] চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] জীর্ণ জ্বর [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] ছোট বোতল [illegible] [illegible] আনা, বড় বোতল ১৷০ [illegible] আনা। [illegible] [illegible]

[illegible] নং [illegible] রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible] বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

পঞ্চপ্রসূনমালা
—::—
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিবিধ পদাবলী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত 'সৌরভ' ভাষাসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ ভারতী, ঢাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যোপদেশ
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর বাণী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১।০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর — ২৫শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ বুধবার ২৩০তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::(০)::—

ডাক টিকিটের মাশুল বৃদ্ধি

ডাক ও তার মাশুল এবং টেলিফোনের হারের নিম্নলিখিতরূপ পরিবর্ত্তন ১৯৪০ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে কার্য্যকরী হইয়াছে। (১) ভারতের মধ্যে ডাক-টিকিট অব্যবস্থায় সম্পর্কিত পত্রাদির হার প্রথম তোলা এক আনা হইতে পাঁচ পয়সা বর্দ্ধিত হইবে। পরবর্ত্তী প্রতি তোলা পূর্ব্বের ন্যায় দুই পয়সাই থাকিবে, (২) বুক-পোষ্টের হার প্রথম আড়াই তোলা দুই পয়সা স্থলে প্রথম পাঁচ তোলা তিন পয়সায় বর্দ্ধিত হইবে। পরবর্ত্তী প্রতি আড়াই তোলা পূর্ব্বের ন্যায় এক পয়সা থাকিবে। (৩) গ্রেটবৃটেন, নর্দ্দার্ন আয়ার্ল্যাণ্ড, ফ্রিস্টেট (স্বাধীন) আয়ার্ল্যাণ্ড, ট্রান্সজর্ডন ও অন্যান্য বৃটিশ অধিকৃত দেশে প্রেরিত পত্রাদির ডাকমাশুলের হার প্রথম এক আউন্সের পয়সা হইতে চৌদ্দ পয়সা হইবে। পরবর্ত্তী প্রত্যেক আউন্সের হার পূর্ব্বের ন্যায় দুই আনা থাকিবে। (৪) ব্রহ্মদেশে প্রেরিত পত্রাদির ডাকমাশুলের হার প্রথম তোলা ছয় পয়সা হইতে দুই আনা হইবে। অতিরিক্ত প্রত্যেক তোলায় হার পূর্ব্বের ন্যায় এক আনাই থাকিবে। (৫) ভারতের যে কোন স্থানে, ব্রহ্মদেশে, সিংহলে, আফগানিস্থানে ও নেপালে (তিব্বত) প্রেরিত সাধারণ টেলিগ্রামে এক আনা ও জরুরী টেলিগ্রামে দুই আনা অতিরিক্ত মাশুল ধার্য্য হইবে। (৬) 'ট্রাঙ্কল' বর্ত্তমানে যে হারে চার্জ্জ লওয়া হয়, তাহার উপর অতিরিক্ত শত করা দশ টাকা হারে ধার্য্য করা হইবে।

রাণী-মার্কা টাকা ও আধুলি

প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, রাণী-মার্কা টাকা ও আধুলি বহুল পরিমাণে জাল হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট এই শ্রেণীর টাকা ও আধুলির প্রচার বন্ধের বিষয় অনেক দিন হইতেই বিবেচনা করিতেছিলেন এবং এক্ষণে ভিক্টোরিয়া মার্কা সব টাকা ও আধুলির প্রচার বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারতীয় মুদ্রা-আইন-সংশোধন করিয়া তদনুসারে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আগামী ৩১শে মার্চ্চের (১৯৪১) পর হইতে রাণী-মার্কা টাকা আর বাজারে চলিবে না। অতঃপর ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৯৪১) তারিখ পর্যন্ত এই শ্রেণীর টাকা ও আধুলি সকল গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারী ও পোষ্টাফিসে গৃহীত হইবে এবং তাহার পর পুনরাদেশ পর্য্যন্ত কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে অবস্থিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রা প্রচার বিভাগে মাত্র এ গুলি গৃহীত হইতে থাকিবে।

আগামী আদম সুমারী

বাঙ্গলা দেশে আগামী লোকসংখ্যা গণনার কার্য্য সম্পর্কে প্রাথমিক আয়োজন ও ব্যবস্থাদি প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। অধিবাসীদের গৃহ বা বাড়ীর সংখ্যা গণনা ও উক্ত সংখ্যার তালিকা সংগ্রহ ইতোমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেও যদি কোন এলাকায় কাহারও বাটী গণনার অন্তর্ভুক্ত না হইয়া থাকে, তবে সেই সম্বন্ধে নিজ নিজ এলাকার সেন্সাস অফিসের নিকট সংবাদ দিতে জনসাধারণকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এইবারকার আদমসুমারীর একটি বৈশিষ্ট এই যে, একরাত্রেই লোক গণনার কার্য্য শেষ না করিয়া উহা সপ্তাহকাল ধরিয়া চালান হইবে; ইহা দ্বারা ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যাইবে।

লোক সংখ্যাগণনাকারীর নিকট প্রত্যেকের জন্য একখানি করিয়া প্রশ্নপত্র থাকিবে। জনগণের যাহাদেরই সংখ্যাগণনা করা হইবে, তাহার নিকট হইতে ঐ প্রশ্নপত্রের যথাযথ উত্তর লিখিয়া লওয়া হইবে। প্রশ্নপত্রের উক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে ২২টি প্রশ্ন থাকিবে। বাঙ্গলার শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের বেকার-সমস্যার বিষয় জানার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

আগামী ১৯৪১ সালের মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি এই আদমসুমারীর ফলাফল প্রকাশিত হইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিক্রয়কর বিলের আলোচনা

গত শনিবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইলে বিক্রয়কর বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব আলোচিত হয় কিন্তু আলোচনা শেষ হয় নাই।

বিরোধী দলের পক্ষ হইতে কয়েকজন বক্তা বিলের কঠোর সমালোচনা করেন। কোয়ালিশন দলের সভ্য মিঃ ইব্রন আহম্মদ বিলের নিন্দা করায় সভায় বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। প্রাপ্ত অর্থ মাত্র প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার কার্য্যে ব্যয়িত হইবে বলিয়া সরকার প্রতিশ্রুতি না দিলে বিলের বিরোধীতা করিতে তিনি স্বদলস্থ সভ্যদিগকে অনুরোধ জানান।

ভূতপূর্ব্ব অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন সরকার বিলটির বিশদ সমালোচনা করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমানে এইরূপ কর স্থাপন করার মত গুরুতর কোন প্রয়োজন ঘটে নাই। ইহার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ছোট ছোট শিল্পের স্বাভাবিক বিস্তারে বাধা ঘটিবে এবং ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাইবে

প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক বিলটি সমর্থন করিয়া বলেন,—তিনি জনসাধারণের ভাল-ভাবের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, এই উক্তি সত্য নহে। তিনি মাত্র বলিয়াছেন যে, ঐ সকল সমস্যাই আজকাল জটিলতর সমস্যা। প্রধানমন্ত্রী হাওড়া বিরোধী দলের সভ্যদের মধ্যে [illegible] করেন। [illegible] হইয়া [illegible] বলেন, কেহ [illegible] করে [illegible] বাড়াইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোন [illegible] [illegible] করা [illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ ষাণ্মাসিক ১০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৲০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীরঞ্জন বিশ্বাস কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৲০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। গৌড়ীয় গৌরবিহারের অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত পরমার্থালাপ ও বিশুদ্ধ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত সকল কথা প্রত্যেক সজ্জনসমূহের অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও মুমুক্ষু মহাপুরুষগণের যে সকল সমস্যা উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহার সুষ্ঠুমীমাংসাপূর্ণ সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমদ্ রূপানুগবিচারভিত্তিক প্রচারে ও সমুজ্জ্বল মহাপুরুষগণের অপ্রতিহত গৌরকৃষ্ণ কথক আচার্য্যবরের 'মহাজনানুমোদিত' অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ মুমুক্ষু ও আত্মমঙ্গলকামীরই অবশ্যসেব্য।

ভিক্ষা—৷৷০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুর্দশাধ্যায় ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে অনূদিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র

সটীকা শরণাগতি

ঠাকুর শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কাব্য' টীকা, বিষয়ের আলোচ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট সংস্করণ নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীবক্তিবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন রায় এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, -প্রথম ৫০
প্রথম হইতে দশম খণ্ড পর্য্যন্ত— ১৮৲
একাদশ খণ্ড— ২৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা) ৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অধীনা)
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড
৪র্থ খণ্ড ৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড- ৷৷০, ২য় খণ্ড —১ ৩য় খণ্ড—৷৷
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ৮৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৮৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ
১৮। বাল্য-আদর্শ ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়গাঁথা ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৮৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ৮৲
অধীনা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ৷০
২৭। [illegible] ১৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৷০
৩০। দীন-হীন-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷০
৪৩। সাধনকণা ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চনকণ
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১
৪৯। অর্চনপদ ৫৷
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা [illegible] ০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যান্বিত) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। নামধামাদি ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতম্ ৷০
৬৩। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়স্তবম্ ৷০
৬৪। ভক্তসম্ভব ৷০
৬৫। সাত্ত্বত সিদ্ধান্তদ্বয় ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়া ৴০
৬৭। সাধনপথদর্পণ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড অন দ বেদান্ত ৷০
৭০। ব্রহ্মসূত্র ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ৷০
৭২। বিশেষিত ওয়ার্ল্ড ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ৷০
৭৫। গোয়াট গোড়ীয়স স্ট্যাণ্ড ফর ৴০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। থিওরেটিক্যাল ডিসিপ্লিন অ্যাণ্ড আবর্জিনালের ডিক্টেশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রথম খণ্ড ২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

হিন্দুস্থানী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

জার্ম্মাণ ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীগ্রন্থ সমূহের [illegible] ও [illegible] এই গ্রন্থে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা [illegible] আনা। প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীবাস মঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সুসংবাদপত্র

[illegible] [illegible] গ্রন্থমালা [illegible] [illegible] [illegible] কাগজ ও ছাপা [illegible] আনা প্রাপ্তিস্থান— [illegible] পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ — ২৬ কেশব ৪৪৪ গৌরাব্দ ২৫শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৭, ১১ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩০, [illegible]বার { ১৬০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ কেশব ভুত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৪৪

হরিকথা-প্রসঙ্গ

আমরা গ্রন্থভাগবত ও ভক্তভাগবত এই দুই ভাগবতের কথা শুনিতে পাই। এই ভাগবতদ্বয় স্বতঃপ্রকাশতত্ত্ব। উঁহারা যদি কৃপা করিয়া ভাগ্যবান্ জীবকে নিজের স্বরূপ দেখান, তবেই জীব উঁহার স্বরূপ দেখিতে পান। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে

এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত—ভক্তিরসপাত্র॥

ভক্তভাগবত হইতেছেন সাধু বা কৃষ্ণ-ভাগবত—ব্যক্তি। আর গ্রন্থভাগবত তাঁহার বাণী। এই বাণী গুরুশিষ্য পরম্পরায় আগত। সুতরাং বাণীর সঙ্গই সাধুর সঙ্গ, বাণীর সেবাও সাধুর সেবা। সাধুর বাণী বা উপদেশ হৃদয়ে ধারণ বা সেই ভাব নিষ্কপটে যথাযথ আচারই সাধুর মনোহভীষ্ট-পূরণ। ইহাই প্রকৃত সঙ্গ। ভগবৎ কৃপায় এই দুই ভাগবতের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায় এবং ইঁহাদের সঙ্গ হইলে ইঁহারা জীবের হৃদয়ে নিত্যসত্যজ্ঞান প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভক্তভাগবত নিত্য সত্যজ্ঞানের প্রচারক। গ্রন্থভাগবত ও ভক্তভাগবত ভগবানের অচিন্ত্য তেজের প্রকাশস্বরূপ। এই ভক্তভাগবতের কৃপাতেই স্বপক্ষে উদিত হইয়া জীবের চিত্তভূমি হইতে কোটি কোটি জন্মের সঞ্চিত অন্যাভিলাষমোহরূপ [illegible] নিরাস করিয়া বস্তু প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই ভাগবত নিত্য-সত্য-পূর্ণ-শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপই বস্তু। অতএব কালের মধ্যে ইঁহার জন্ম বা ভঙ্গ নাই। উঁহারা [illegible] যুগে যুগে সাধকের [illegible] স্বপ্রকাশ [illegible] থাকেন। যাঁহারা এই ভাগবতকে ছাপাখানার পুঁথি বা কোন কালের মধ্যে রচিত হইয়াছে মনে করেন, তাঁহারা যেমন অধোক্ষজ ভাগবতের দর্শন পাইতে পারেন না, তদ্রূপ যাঁহারা ভক্তভাগবতকে কোন পিতামাতার সন্তানমাত্র বা প্রাকৃত মনুষ্য মনে করেন, তাঁহারাও [illegible]। এই সাধু—দেবতা। তবে তিনি স্বর্গবাসী দেবতা নহেন। তিনি স্বর্গবাসী দেবতাগণেরও দেবতা—[illegible]। তিনি [illegible] বাক্য ও [illegible] এবং ভগবান্ হইতে অভিন্ন।

—

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সকলেই ভগবানের দাস—জীব। ব্যবহার-[illegible] [illegible] করিয়া বিচার করিলে জীব-পর্য্যায়ে সকলেরই সমান অধিকার। প্রতি মুহূর্ত্তে অসংখ্য পশুপক্ষী [illegible] প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং কোটি কোটি মনুষ্য মৃত্যুর পর পশুপক্ষী-কীটপতঙ্গরূপে জন্মগ্রহণ করিতেছে, ইহারই নাম সংসার-ভ্রমণ। ইঁহাদের মধ্যে মনুষ্যজন্ম [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোথায়? [illegible] এই বন্ধন—একটী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঈশ্বরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলে [illegible] [illegible] [illegible] পারেন বৈষ্ণবগণ। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সংসার-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া কর্ম্মফলের তারতম্যানুসারে কখনও স্বর্ণ শৃঙ্খলে, কখনও রৌপ্য শৃঙ্খলে, কখনও লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতেছি, কেহ ব্রাহ্মণকুলে কেহ বা শূদ্রকুলে উদ্ভূত হইতেছি। কিন্তু উভয় লোক ব্রাহ্মণ ও শূদ্র উভয়েই মায়া-বদ্ধ জীব। তাহারা উভয়েই সংসার কারাগারে আবদ্ধ। আমাদের এই বন্ধন মোচন করিতে যিনি সমর্থ, সেই বৈষ্ণব বড় [illegible]

[illegible]

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

পারেন, অর্থাৎ ভগবানের সেবা লাভ করিতে পারেন যাহা ভক্তিকর্ণধার। যে কেহ একবার মায়ার হাতে পড়িয়াছে, সে সহজে তাহা হইতে পার পায় না। যিনি বা যাঁহারা নিজের প্রতি বা অপরের প্রতি নির্ভরতা ছাড়িয়া একমাত্র ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি বা তাঁহারাই মায়ার হাত হইতে মুক্তি পাইতে পারেন।

ভগবানের অহৈতুকী সেবা—ভগবানের অহৈতুক দাসই জীবের নিত্যস্বভাব। এই সেবা নিত্য, এই সেবা-সেবক সম্বন্ধ নিত্য। প্রত্যেক জীবের স্বভাবেই এই নিত্যদাস্য অন্তর্নিহিত আছে। সাধুসঙ্গ হইলেই তাহা প্রকাশিত হয়। শুদ্ধজীবের ভগবৎসেবাই জীবন, তাঁহার সেবাসুখের আশা-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান হয়। বদ্ধজীব চায় প্রভু সাজিতে, কিন্তু পারে না, প্রভু হইতে গিয়া দাস হইয়া পড়ে। আমরা মুক্তির অধিকারী হইয়া পুরুষাভিমানে হই প্রভু, পুত্রের প্রভু, পত্নীর প্রভু, সমাজের প্রভু, মুলুকের প্রভু এবং আরও কত কিসের প্রভু হইতে ইচ্ছা করি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই দাস হইয়া পড়ি—তাহাদের সেবার জন্য তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে বাধ্য হই। কিন্তু যেমন আমাদের সকল চিত্তবৃত্তি একমাত্র প্রভু যে—শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিযুক্ত হয় সেই দিনই আমাদের জীবন সার্থক হয়। এই মঙ্গলময় অবস্থা লাভ করিতে হইলে সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা ভবরোগী, তাঁহারা সদ্বৈদ্য। তাঁহাদের ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে হইবে। তাঁহারা ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন—নাম-ভজন এবং পথ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন—সদাচার। এই ঔষধ ও পথ্য নিয়মিত তাঁহাদের ব্যবস্থা অনুযায়ী গ্রহণ করিলে রোগ অবশ্যই সারিবে, কিন্তু গোপনে গোপনে যদি কুপথ্য একটি অবরোধ করিলে রোগ সারিবে না—প্রকৃতিস্থ হইবে না—অর্থ নিবৃত্তি হবে না দুর্বলতা কাটিবে না—চলিতে পারা যাইবে না—সবল ও সুস্থ ব্যক্তি সাধুগণের সহিত বিচরণ করিতে পারিবে না। সুতরাং ঔষধ পথ্য সবই ভুল হইতে হইবে। রোগ সারিলেই শেষ হয় না। তাহার পর অনেক কাজ। ভগবানকে পাইতে হইবে। তাঁহাকে পাইতে গেলে বহুমাইলে যেতে চাহিবে না, রুচি—স্বাভাবিক অনুরাগ দরকার। রুচি না হইলে পরম সেবার সাধ পূর্ণ হয় না।

ভক্তের লক্ষণ

—::o::—

যাহার দ্বারা বস্তু লক্ষিত হয় তাহার নাম লক্ষণ। সেই লক্ষণ দুইপ্রকার—স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ। যে লক্ষণ সর্বকালে, সর্বদেশে, সর্বাবস্থায় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাই বস্তুর স্বরূপ-লক্ষণ। যে লক্ষণ অবস্থাবিশেষে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহার নাম তটস্থ-লক্ষণ। যেরূপ সকল বস্তুরই দুই প্রকার লক্ষণ আছে, সেইরূপ ভক্তেরও দুইপ্রকার লক্ষণ আছে।

"কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিতষড়্গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥"

উক্ত ছাব্বিশটী লক্ষণ দ্বারা ভক্ত লক্ষিত হন। উক্ত গুণগুলের মধ্যে 'কৃষ্ণৈকশরণতা' গুণটী ভক্তের স্বরূপলক্ষণ। অপর গুণগুলি তটস্থলক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাপত্তি যে কেন স্বরূপলক্ষণ হইল, তাহার একটু বিচার করা আবশ্যক।

স্বরূপতঃ জীব চিৎকণ এবং সূর্য্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কিরণস্বরূপ। অতএব সূর্য্যকিরণ যেরূপ সূর্য্যমণ্ডল বহির্গত হইয়া স্বরূপহীন হয়, জীবও সেইরূপ কৃষ্ণকিরণমণ্ডল বহির্গত হইয়া বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়েন। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥"

জীবের উক্ত স্বরূপলক্ষণই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। তাহা কখনই জীবকে পরিত্যাগ করে না। কেবল মায়াবদ্ধ অবস্থায় তাহা লুক্কায়িত হইয়া থাকে। উপযুক্ত সময় হইলেই তাহা পুনরায় প্রকাশিত হয়। যথা যেরূপ বায়বীয় বিকৃত অবস্থায় জ্যোতিঃশূন্য হইয়া থাকে এবং বায়বীয় সংযোগ দ্বারা পুনরায় তাহার ঐ ধর্ম্ম উদয় হয় তৈজসধর্ম্মও তদ্রূপ বিলুপ্তপ্রায় হইয়া সাধুসঙ্গে পুনরুদিত হয়।

জীবের মায়াবদ্ধ অবস্থায় যেরূপ স্বরূপধর্ম্ম অপ্রতিভপ্রায় থাকে তদ্রূপ তটস্থধর্ম্মগুলি সাধক হইয়া জীবকে অন্ধকার করিয়া রাখে। মায়িক বহু বিষয়, বহু চিন্তা, ভোগলিপ্সা ইত্যাদি যখন জীবের সঙ্গী হইয়া পড়ে সেই জীব মায়াগ্রাসের একমাত্র উপায় যে সাধুসঙ্গ তাহা যখন তাহাদিগকে আশ্রয় করে না, তখনই তাঁহার স্বরূপধর্ম্ম পুনরুদিত হইতে আরম্ভ হয়। সাধুসঙ্গে সেই সাধু বহু আলোচনা করিতে থাকেন, তাঁহার তাঁহার উন্নতির ক্রমশঃ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।"

যে সময় সাধুসঙ্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণচরণ-শরণাপত্তির আলোচনা হইতে থাকে, সেই সময় মায়িক গুণবিনাশী পূর্ব্বোক্ত পঁচিশ প্রকার তটস্থগুণ বৈষ্ণবশরীরে অবশ্য উদিত হইবে। ঐ সমস্ত গুণ ক্রমশঃ মায়িক গুণসকলকে বিনষ্ট করিয়া বৈষ্ণবের স্বরূপধর্ম্ম-সমুদ্রের ঊর্ম্মির ন্যায় বিলীন হইয়া পড়ে। বৈষ্ণবদিগের কৃষ্ণৈকশরণতা মাত্র লক্ষণ।

ভক্তিমুখ জীব স্বভাবতঃ সর্ব্বজীবে কৃপাবিশিষ্ট হন। তিনি কাহারও প্রতি দ্রোহ করেন না, সত্যকেই একমাত্র সার বলিয়া জানেন। সকল জীবকে সমদৃষ্টি করেন। তিনি স্বয়ং নির্দোষ ও বদান্য। তিনি ধীর, পবিত্র, নৈষ্কিঞ্চন্যসম্পন্ন। তিনি সকল জীবের যথাসাধ্য উপকার করিয়া থাকেন, ইন্দ্রিয়সুখ হইতে শান্তিলাভ করেন। তিনি নিজে ভুক্তিমুক্তি কাম-রহিত, জীবনযাত্রানির্ব্বাহাতিরিক্ত উদ্যম-রহিত। তিনি স্থিরবুদ্ধি। তিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতাকে জয় করিয়া থাকেন, ভক্তি আলোচনায় অবিরোধী ভোগ মাত্র স্বীকার করেন, অত্যন্ত নিদ্রা, আলস্য ও মাদকসেবনাদি পরিত্যাগ করেন। তিনি সর্ব্বজীবের প্রতি মানদ, নিজে গুণসম্পন্ন হইয়াও অভিমানশূন্য, অপার আলোচনা-রহিত অপরাধীর প্রতি কৃপাবিশিষ্ট। তিনি জগদ্বন্ধু তিনি ভগবল্লীলাদি বর্ণনে কবি, সৎকার্য্যপটু। তিনি অকারণ বাক্যব্যয় করেন না।

যেখানে যে পরিমাণে ভক্তির উদয় হইয়াছে, সেখানে সেই পরিমাণে এই পঁচিশ প্রকার তটস্থগুণ অবশ্য উদিত হইবে। যে স্থলে এই সকল তটস্থগুণের অত্যন্ত অভাব, সে স্থলে ভক্তিরও অত্যন্ত অভাব বুঝিতে হইবে। এই লক্ষণ বৈষ্ণবতারতম্যের একমাত্র পরিচয়।

কোন কোন স্থলে ঐ সমস্ত গুণসব স্বরূপা শ্রীর অলঙ্কারের ন্যায় অবস্থান। ফলতঃ ভক্তিহীন ব্যক্তির উক্ত গুণসকল স্থায়ী হয় না ও উন্নতিলাভ করে না। যশোলাভ বা অর্থলাভজনিত বিষয় তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা হয় না।

"প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥"

প্রতিষ্ঠাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক যাঁহারা সাধুসঙ্গক্রমে ভক্তিলাভ করেন, তাঁহাদের পক্ষে উক্ত তটস্থগণ স্বভাবতঃ উদিত হইয়া প্রতিষ্ঠাশাশূন্য ব্যক্তিকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করেন

একমাত্র উপায়

(শ্রীঅনন্তনাথ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী)

কৃষ্ণ এক অদ্বয়জ্ঞান লীলা-পুরুষোত্তম।
"এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর॥"

আমাদের সেব্যবস্তু এক। আমরা সকলেই সেই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবক। আমাদের সেবার বা ভজনের পথ এক। আমাদের সকলেরই আশ্রয় এক। আমরা একের সেবক, বহুর সেবক নহি। একের একনিষ্ঠ সেবায় সতীত্ব আছে, ব্যভিচার নাই, আর বহুর সেবায় ব্যভিচার আছে—সতীত্ব নাই। এই পথের নাম একায়ন-পথ, ভক্তিপথ, সেবার পথ, মহাজনানুগত পথ। এই পথের পথিকগণের সকলেরই উদ্দেশ্য এক। অন্যাভিলাষাদি থাকিলে এই পথানুসরণ করা যাইতে পারে না। ইহা স্বসুখকামীর পথ নহে, ইহা নিষ্কিঞ্চনের পথ। হৃদয়ে বিন্দুমাত্র নিজসুখকামনা বা ভোগবাসনা থাকিলে এই ভক্তিপথের পথিক হওয়া যায় না। ভোগবাসনা থাকিলে ভক্তি অর্থাৎ সেবাসুখ-কামনা থাকে না। যাঁহাদের সংসার কারাগার হইতে অবসরের কাল উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারাই এই পথ স্বীকার করিতে পারেন। এই পথে চলিতে গেলে প্রথমেই পাওয়া যায় শ্রীগুরুপাদপদ্মকে। তিনিই মাঝি। তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া এ পথে চলা চলে না। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া চলিলে পথিকের কোন বিঘ্ন বা ভয়ের আশঙ্কা থাকে না। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে কায়, মন এবং বাক্য নিবেদন করিতে হইবে। এই তিন মুদ্রা দক্ষিণা না দিলে তিনি কিছুই গ্রহণ করেন না এবং পথ প্রদর্শন করিয়াও লইয়া যান না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম গ্রহণ করিলে আর কোন সন্দেহের কারণ নাই। তিনিই সঙ্গোপনে লইয়া গিয়া আরাধ্য বস্তুর সেবায় নিয়োজিত করিয়া দিবেন। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ।"

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলেই এই পথের পথিক হওয়া যায়। সত্য সত্য শ্রীগুরুপদাশ্রিত হইলেও ভক্তিপথে চলা যাইবে, নতুবা বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হইতে পারা যাইবে না। গুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ের ভঙ্গিমা আর বাস্তব গুরুপাদাশ্রয় এক নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত হইলে অনর্থ থাকে না—সেবায় অলসতা, জড়তা বিক্ষিপ্তচিত্ততা থাকে না—ভয় থাকে না—তাঁহার হৃদয়ে নব নব আশায়—নব

ভক্তি করি' যে ভজে চৈতন্য-অবতার। সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার॥

হয় উহাতে ভরপুর হয়। ভক্তপাদপদ্মে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে—স্বভাব উপলব্ধি, স্বাভাবিক দীনতা, অযোগ্যতা, কৃপাহীনতার অনুভূতিতে তাঁহার হৃদয় দুঃখপূর্ণ উদ্বেলিত হইতে থাকে। তখন তিনি সর্বক্ষণ ব্যাকুল হইয়া কাতরকণ্ঠে শ্রীগুরুপাদপদ্মে কৃপালাভের জন্য ক্রন্দন করিয়া থাকেন। কৃপা লাভের জন্য আকুল ক্রন্দনই কৃপা পাইবার একমাত্র উপায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় পাইলে এই কৃপাভিক্ষা করার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হয়। তখন আর জোর করিয়া কোন কিছু করিতে হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া যদি আমাদের চিত্তের গতি সেইদিকে না হয়; অন্ততঃ যেন হইল না বা হইতেছে না, কি করিয়া হয়, এমত যদি প্রবল চেষ্টা না হয়, তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদ যেন প্রতি পদে যে কিবা শ্রদ্ধা তাহাও হারাইয়া গুরুপাদপদ্ম হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম দৃঢ়রূপে ধরিতে পারিলে আর চিন্তার কোন কারণ থাকে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম-লাভই সর্বোত্তম লাভ। শ্রীগুরুদেবাশ্রিতের কৃষ্ণপদ-প্রাপ্তি অনিবার্য। শ্রীগুরুপাদপদ্মই ভক্তির আকর। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া তাঁহার সেবার জন্য আমাদের সর্বতোমুখী চেষ্টা হউক, তাহা হইলেই মঙ্গল হইবে। ইহাই একমাত্র পথ। এই পথেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছান যায়।

শ্রীগুরু চরণাশ্রিতের স্থান এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে নহে। বাহ্যদর্শনে তাঁহাদিগকে আমাদের মত মনে হইলেও তাঁহারা এই বহির্মুখ জগতে থাকেন না। শ্রীগুরুদেবের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই অনুক্ষণে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত। শ্রীগুরুদেবের একান্ত আশ্রিত ভক্তগণ সাধারণ মানুষ নহেন। তাঁহারা বাস্তব সত্য। তাঁহারা অকিঞ্চন অমানি-মানদ, দীনহীন, কৃপাকাঙ্গাল। তাঁহারা এ জগতের সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত, জাগতিক কোন বস্তুর সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ নাই। এ জগতের কোন বস্তুর সহিত তাঁহাদিগের তুলনা হইতে পারে না। তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ—

"কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি'
ধাই তব পাছে পাছে॥"

—বলিতে বলিতে কৃষ্ণগতিতে ধামের দিকে চলিতেছেন। শ্রীগুরুসেবকগণই সর্বক্ষণ জগতের উপর আছেন। তাঁহাদের জগতে বিরাম নাই। তাঁহারা "গুরুদেব! কৃপা কর হে! কৃপা কর হে!"—বলিতে বলিতে সর্বক্ষণ চলিতে থাকেন। কোন ভাগ্যবলে তাঁহাদের সঙ্গলাভের সুযোগ হইলেই মানুষ বহির্মুখ, দাম্ভিক ব্যক্তির শ্রীগুরুপাদপদ্ম লাভের সৌভাগ্য হইবে।

এই একমাত্র পথের পথিক হওয়া ব্যতীত বিশ্ববাসী জীব আমাদের আর গতি নাই। যে কোন প্রকারেই হউক এই পথাশ্রিত হইতেই হ'বে—কাঙ্গাল হইতেই হইবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাভিক্ষা করিতেই হইবে। জানিনা কবে শ্রীগুরুদেব আমাকে এইরূপ কৃপা করিবেন—কবে তাঁহার শ্রীচরণকমলে সমস্ত অনর্থ, সমস্ত বাধাবিপত্তির মস্তকে পদাঘাত করিয়া কাতরকণ্ঠে সর্বক্ষণ বলিতে পারিব—

গুরুদেব!
যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই
তোমার করুণা সার
করুণা না হৈলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥

শুদ্ধভক্ত ও বৈড়ালব্রতিক

(প্রাপ্ত)

আত্মমঙ্গল ও পরমঙ্গলোদ্দেশে অকপটভাবে শুদ্ধভক্তসম্প্রদায়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলে শুদ্ধভক্ত ও বঞ্চকের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। নতুবা অন্ধ বিশ্বাস বা ধর্মোন্মত্ততার দ্বারা চালিত হইয়া যে স্থানে যে বস্তু নাই বা থাকিতে পারে না, সেই স্থানে সেই বস্তুর প্রার্থী হইলে বঞ্চকসঙ্গ দ্বারা বঞ্চিতই হইতে হয়। কারণ, কোনও সংক্রামক ব্যাধির বীজাণু যেরূপ এক দেহ হইতে অপর দেহে সংক্রামিত হয়, তদ্রূপ অসৎ বা বঞ্চকের যেসকল গুণ আছে, তাহাও অতি সত্বর কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া থাকে। সুতরাং বাস্তব বদ্ধজীবের চিত্তবৃত্তি যে অতি সহজেই অসৎসঙ্গের দ্বারা কলুষিত হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? আবার প্রকৃতপক্ষে যেখানে বাস্তব বস্তু আছে, সেখানে সংশয়, সন্দেহ, কুটিলতা বা কপটতা থাকিলে বঞ্চনাতে নিশ্চয় অমঙ্গল ঘটায়। সুতরাং সাধু শাস্ত্র ও গুরু নিরূপ কষ্টিপাথরে শুদ্ধভক্ত ও বঞ্চক চিনিয়া লইতে হয়। নতুবা সব সমান বলিয়া উদারতা বা বৈষ্ণবতা দেখাইতে গেলে নিজেও বঞ্চিত হ'তে হয়, অপরকেও বঞ্চনা করিতে হয়। ইহা এক সত্য কথা। এইজন্যই শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদিগকে বিশেষভাবে জানাইয়াছেন,—

যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্বসিদ্ধি
অবশ্য পাইব তবে॥

যখন আলো ও অন্ধকার সমান নয় সতী ও অসতী সমান নয়, সুন্দর ও কুৎসিত সমান নয়, তখন সাধু ও বঞ্চক সমান হইবে কেন? আমরা এই জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ বা সুবিধা, যাহা প্রকারান্তরে সুবিধার পরিবর্তে অসুবিধাই আনয়ন করে, তাহা ভালমন্দ চিনিয়া লইতে পারি আর যাহাতে আমাদের নিত্যমঙ্গল নিহিত আছে বা যে সুবিধা ভবিষ্যতে আর অসুবিধা আনয়ন করে না, সেই সুবিধা বা স্বার্থের বেলায় বহুপ্রচারে উদাসীন হইয়া সব সমান বলিয়া নির্বিশেষবাদের আবাহন করি। সুতরাং আমার ন্যায় দুর্ভাগা আর কে আছে?

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বঞ্চকের স্বরূপ এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, "বৈড়াল ব্রতিকগণ বাস্তব ভক্তির সিদ্ধান্ত স্বীকার করে না, কিন্তু বাহ্যে ভক্তিচিহ্ন সকল সর্বদা প্রকাশ করিয়া থাকে। কোন দুষ্ট উদ্দেশ্য-সাধনই তাহাদের প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যটী লক্ষিত হইলে সজ্জন কর্তৃক তিরস্কৃত হয়। বৈড়ালব্রতিকগণ জগৎকে বঞ্চনা পূর্বক স্বধর্মপথকে পরিষ্কার করিয়া দেয়। অনেক নির্বোধ লোক তাহাদের স্বধর্মদর্শন পূর্বক বঞ্চিত হইয়া সেই পথ অবলম্বন করে, অবশেষে ভগবদ্বহির্মুখ হইয়া পড়ে। উপরে দিব্য বৈষ্ণবচিহ্ন, সর্বদা জপমালা, জগতের প্রতি অনাসক্তি, সময়ে সময়ে ভাল ভাল কথা, এই সমস্ত লক্ষিত হয়। গোপনে কনককামিনী-চেষ্টা ইত্যাদি অবৈধ অত্যাচারই তাহাদের অন্তরঙ্গ ভাব। এরূপ অনেক সম্প্রদায় স্থানে স্থানে দেখা যায়"।

সাধু চেনা খুব কঠিন বলিয়া মনে হইলেও, ভক্তি জিনিষটী খুব কষ্টসাধ্য বলিয়া মনে হইলেও তাহাই জীবের স্বাভাবিক বৃত্তি। নিজের চিত্তবৃত্তি যতক্ষণ সাধুর চিত্তবৃত্তির সহিত একতাৎপর্যপর না হয়, অর্থাৎ সমভূমিকায় অবস্থিত না হওয়া পর্যন্তই সাধু চেনা দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হয়। "সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া। সাধু ভক্তরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥" এই বাক্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রদায়ের প্রকৃত আশ্রিত যাঁহারা তাঁহারা নিশ্চয়ই সাধু এবং অসাধু চিনিতে পারিবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আমরা অনেকেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ের অভিনয়মাত্র করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে নিজেকে গুরুপাদাশ্রিত বলিয়া যদি কাহারও তিলমাত্র অভিমান থাকে, তবে এতদিন পর্যন্ত মঠে বাস করিয়া বা মঠে যাতায়াত করিয়া, সাক্ষাৎ শ্রীগুরুদেবের সঙ্গ করিয়া, প্রত্যহ শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়াও এখন পর্যন্ত সাধু ও অসাধু চিনিতে পারিবেন না কেন?

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥"

দীক্ষাকালে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ হইলে ত' গুরুদেব দিব্যজ্ঞান প্রদান করিবেন। আত্মসমর্পণে কৃপণতা থাকিলে কি করিয়া দিব্যজ্ঞান দিবেন? দিব্যজ্ঞান না হইলে, দীক্ষা না হইলে, 'দিব্য চক্ষু' লাভ না করিলে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ও জড় চক্ষু দ্বারা কি সাধু চেনা যায় বা সাধু দেখা যায়? তাই অন্ধের নিকট যেরূপ রাত্রি ও দিন সব সমান, তদ্রূপ আমার নিকটও সাধু ও অসাধু সব সমান।

এ জগতে আমরা যেরূপ বিচিত্রতা দেখিতে পাই, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠজগতে উহা হইতেও প্রচুর পরিমাণে বৈচিত্র্য আছে। সেই চিজ্জগতেরই হেয় প্রতিফলন এই জড়জগৎ। বৈকুণ্ঠ-জগৎ হইতেই সাধুগণ কৃপাপূর্বক বদ্ধজীবের উদ্ধারের জন্য প্রপঞ্চে আসিয়া থাকেন। আমরা যদি আত্মসমর্পণে কার্পণ্য করি বা অনাদিকালের বীজ অন্তরে পুঁতিয়া রাখিয়াই সাধুসঙ্গের অভিনয় করি, তবে সেই জগতের বিচিত্রতা বা সাধু-অসাধু কিছুই চিনিতে পারিব না। কেবলমাত্র সাধু চেনাই বড় কথা নহে। আমি সাধু চিনিতে পারি অতএব আমি সাধুর সমকক্ষ, এইরূপ বিচার নিরয়-প্রাপক। 'যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া আদর করিব যবে।' বৈষ্ণব চিনিয়া প্রীতির সহিত, আদরের সহিত বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত হইতে না পারিলে মঙ্গলের কোন কথা নাই। 'বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি। ভক্তিবিনোদ না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি॥' মহাজন কথিত এই উপদেশ অনুসরণে আমরা সতের সেবা করিব, আর অসতের বর্জন করিব। সৎসঙ্গ করিব, আবার অসৎসঙ্গও রাখিব এরূপ বিচারে কখনও মঙ্গল হইতে পারে না। আলোর আবির্ভাবে যেরূপ অন্ধকার অপগত হয়, সূর্যের উদয়ে যেরূপ দুঃখ আপনা হইতেই পলায়ন করে, [illegible] হইলে যে, সাধুসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আমার অসৎসঙ্গ ততই দূরে পালাইবে, যতই আলোর সম্মুখীন হওয়া যায়, ততই অন্ধকার পিছনে পড়িয়া থাকে [illegible] ও অন্ধকার কখনও [illegible] না। [illegible] থাকিলে [illegible] হইবে। সুতরাং [illegible] অংশীভূত হইব।

কর্তা হর্তা রক্ষিতা সবার নারায়ণ। নিঃসন্দেহে ভজ গিয়া তাঁহার চরণ॥

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

১) শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী বি, এল্

৩) শ্রীযোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪) শ্রীব্রজ-পত্তন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৯) [illegible] কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রী[illegible] নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭) কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]

১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়ন মঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) [illegible] পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible] গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ [illegible], (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যাভূষণ বি, এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জেঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible] ইউ পি।
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৭) শ্রী[illegible] মঠ,
[illegible], শ্রীধাম [illegible] মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রী[illegible]
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible] মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়
[illegible] মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গোপীবিহারী মঠ—[illegible],
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫) ব্যাস গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] পাঞ্জাব।
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে।
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী—সেবক

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

৫১) পুরুষোত্তম মঠ
[illegible] পোঃ পুরী [illegible]
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

৫২) [illegible] মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৩ [illegible]-কুটী
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৭) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়-[illegible]-মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী

৬০) [illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৬২) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
১০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেবক—[illegible] দাসী

৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট.
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ আফিস
[illegible], [illegible] ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible] কাব্যাচার্য্য

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]-সম্পাদক
শ্রী[illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::०::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
টাইপ অক্ষরে প্রতি লাইনে	৷০		৷৵০	৷০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲			৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

টাইপে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	৫
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ । বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি সাহায্যকল্পে বারটী অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয়আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মধুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, বাগিচা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে পাশ্চাত্য-দার্শনিকালোকে ভগবান ও মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, মতবাদ, অবতার, একায়ন, বন্ধন ও ভক্তিপথের ভ্রান্তধারণা-নিরসনমূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবচিত্তের সাধারণ প্রশ্নসমূহ, ঐতিহাসিক সংশিক্ষাসম্বলনও প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থটী শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—মধুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:: ০ ::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অলৌকিক জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যগণের অন্যতম সর্ব্বভাষাবিশারদ ও লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠা গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই অবশ্য পাঠ্য। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যাভীনাথারাই মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অধ্যক্ষতায় পূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া উহাকে আদর্শস্থান প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের অবতারণায় প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলপাঠ অর্থসহ অন্বয়, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অর্থ ও বঙ্গানুবাদ তাহার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শ্রীল শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান— শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমস্ত গ্রন্থ হইতে [illegible] শ্রীশ্রীল [illegible] উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত [illegible] [illegible] সংস্করণ। কথাসার, [illegible] [illegible], বঙ্গানুবাদ প্রাদেশিক শব্দ [illegible], অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের একটি [illegible]। [illegible] আর্ট পেপার [illegible] মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৮০ টাকা।

—

[illegible] শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

[illegible] ভক্তিবিনোদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

[illegible] উপযোগী করিয়া লিখিত সরলভাবে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের [illegible]। ভিক্ষা [illegible] ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—[illegible] শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীকৃষ্ণ[illegible] [illegible] ঢাকা.

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট

যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

যাইতে

কলিকাতা ছাঃ	৫-৫০	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩-১০	১৬-৫৩	১৭-৫৩	২২০৫
রাণাঘাট		৬-৪০	[illegible]	৭-৩৮	১০-১৮	[illegible]		১৮-৩	২২-৪২
রাণাঘাট পৌঃ	[illegible]	৮ ১	৯-১৮	১৩ ২৮	১৫-৫৭	১৮-৫১	১৯-৫৫	০-২৮
(বদল) ছাঃ	৬ ২৮	৮-৬	[illegible]	১৩ ৩৩	১৫ ৫	১৮-৩৩	১৯-৪০	০-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-২	৮-৪০	১০ ৯	১০-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(বদল) ছাঃ	৭ ১০	১০ ১১	১৭-৫৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭ ৫৮	১০ ৫৯	১৮-১৭	২১ ১৭

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১ ৯

[illegible] ,, ১২-১৮

রাণাঘাট পৌঃ ১-৫৫

ছাঃ ১৩-০

শান্তিপুর পৌঃ ১৩ ২৮

(বদল ছাঃ ১৩ ৫২ [illegible])

কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৬ ১৪

ডাউন

শান্তিপুর

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-২	৮-৯	১১-৪	১৭-১২	[illegible]	১৮ ৪৬	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ৫২	৮ ৪৪	১১-৪০	১৫-৩	১৩-৪৬	১৯-১০	

ছাঃ	৭-১০	৮ ৫২	১১ ৪৭	১৫-১০	১৬-৫৫	১৭-২০	২০-৮৭	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	-৪৫	৯ ১২	১২-১৩	১৫ ০০	১৭-৫	[illegible]	২১	৪ ১০
(বদল) ছাঃ	৭-২৩	৯-৩০	১২ ৪৭	[illegible]	১৭-৫২	২০ ১১	২১ ২৪	৪ ১৮
রাণাঘাট		১১-৮		১৭-৫৯	[illegible]	২১ ২৯	২৩ ৬	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪৬	১৯-২৬	২২ ৪০	২৩-২৪	৬-৬৬

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত [illegible] মহামহোপদেশক [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] [illegible]-বৈষ্ণবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে [illegible] এবং [illegible] ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বহু হইব। এই গ্রন্থটি, অতিমনোজ্ঞ আর্টপেপারে মুদ্রিত ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক [illegible] তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে [illegible] অধ্যায়ে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত বিবরণ সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা - নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৩, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] [illegible] অধিক। [illegible] সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর [illegible]

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible] [illegible], [illegible]

ফোন—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

পত্রপ্রসূনমালা
—ঃঃ—
শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের রচিত বিবিধ পদ্যাবলী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিবৃতি সৌরভ ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ বংশাল, ঢাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—ঃ০ঃ—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ বৃহস্পতিবার ২৩১তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——ঃঃ(০)ঃঃ——

সুইজারল্যাণ্ডে জার্ম্মাণীর প্রচার-কার্য্য বৃদ্ধি

"ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের" কূটনৈতিক সংবাদদাতা লিখিতেছেন :—

সুইজারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণী অকস্মাৎ কেন যে আবার বিরুদ্ধ-প্রচার আরম্ভ করিল, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না। সুইস জনসাধারণ ও সুইস সৈন্যের এক প্রধান অংশের মনোভাব জার্ম্মাণীর মনঃপূত হইতেছে না। সুইজারল্যাণ্ডে জার্ম্মাণীর বিরাট প্রচার-কেন্দ্র এবং জার্ম্মাণীর সহিত অর্থনৈতিক সহযোগিতার ফলে সমস্ত সুইজারল্যাণ্ড-বাসীকে বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টাকে জার্ম্মাণী যথেষ্ট ফলবতী মনে করিতেছে না। বর্ত্তমান বিরুদ্ধ প্রচার কার্য্য সুইজারল্যাণ্ডের জনসাধারণের দৃঢ়তা নষ্ট করিবার জন্যই উদ্দিষ্ট। তাহা হইলে ঐদেশে যাহারা জার্ম্মাণীর সহিত সুইজারল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগ বৃদ্ধি করিতে চাহে, তাহাদের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে পারে।

———

মিশরে পঞ্চম বাহিনী দমন

"ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের" কাইরোস্থিত সংবাদদাতার তারে প্রকাশ যে, মিশরের সামরিক শাসনকর্ত্তা সম্প্রতি হুকুম জারি করিয়াছেন যে, সমস্ত জার্ম্মাণ ও ইতালীয় অধিবাসীকে এক সপ্তাহের মধ্যে তাহাদের রেডিও প্রভৃতি যন্ত্র গভর্ণমেন্টের নিকট জমা দিতে আদেশ করিয়াছেন।

———

দৈনিক হওয়ায় উপযুক্ত বয়সের সকল জার্ম্মাণ ও ইতালীয়কে বন্দীশিবিরে প্রেরণের কার্য্য আরও দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে এবং পঞ্চমবাহিনীর কার্য্যকলাপ যাহাতে বৃদ্ধি না পায় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

———

বাঙ্গালায় স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা

বঙ্গীয় সরকার এই প্রদেশের স্বাস্থ্য-রক্ষার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি যে পরিকল্পনা গঠন করিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং তজ্জন্য মেদিনীপুর ও হুগলী জেলায় প্রায় ৫ থানা ডিস্পেন্সারী স্থাপন করিবার জন্য প্রায় ২৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

থানা ডিস্পেন্সারী খুলিবার জন্য বঙ্গীয় সরকার সম্প্রতি নিম্নলিখিতরূপে প্রত্যেক থানা ডিস্পেন্সারীর জন্য পাঁচ শত টাকা ও প্রত্যেক গ্রাম্য ডিস্পেন্সারীর জন্য আড়াই শত টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন—মেদিনীপুরে একটি থানা ডিস্পেন্সারী ও ১০টি গ্রাম্য ডিস্পেন্সারীর জন্য ৩ হাজার ৭ শত ৫০ টাকা। হাওড়ায় চারিটি থানা ডিস্পেন্সারী ও ১০টি গ্রাম্য ডিস্পেন্সারীর জন্য পাঁচ হাজার দুইশত ৫০ টাকা, হুগলীতে ৮টি থানা ডিস্পেন্সারী ও ৩৮টি গ্রাম্য ডিস্পেন্সারীর জন্য ১৪ হাজার টাকা। ইহা ছাড়া বর্দ্ধমানে দুইটি থানা ডিস্পেন্সারী ও ১৭টি গ্রাম্য ডিস্পেন্সারীর জন্য ৫ হাজার ২ শত ২০ টাকা। বীরভূমে চারিটি থানা ডিস্পেন্সারীর ও ১৭টি গ্রাম্য ডিস্পেন্সারীর জন্য ৬ হাজার দুই শত ৫০ টাকা। বাঁকুড়ায় ২টি থানা ডিস্পেন্সারী ও ৯টি গ্রাম্য ডিস্পেন্সারীর জন্য এক হাজার ৫ শত টাকা।

———

ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা

ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলায় বাদীকে যে ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বিচারপতি কষ্টেলোর স্বাক্ষর প্রয়োজন। স্বাক্ষরের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে উহা পাঠাইবার সমীচীনতা বিচারপতি মিঃ বিশ্বাস ও মিঃ জ্যাক বিবেচনা করিতে পারেন কি না হাইকোর্টে তাহা জিজ্ঞাসা করা হয়।

উত্তরে বিচারপতি বিশ্বাস বলেন যে, এই বিষয় বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে তিনি ও বিচারপতি মিঃ জ্যাক একত্র আদালতে উপস্থিত হইতে পারেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বসু বাদী পক্ষে ও শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী বিবাদী পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

———

অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে মামলা

ভাওয়াল মামলায় আদালতে যে সকল সম্পত্তির উল্লেখ ছিল না বাদীকে সেই সকল সম্পত্তির দখল দিয়া তাঁহার অতিরিক্ত জেলা জজ যে রায় দিয়াছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হইয়াছে। গত সোমবার বিচারপতি মিঃ নাসিম আলি ও মিঃ আক্রামের এজলাসে উহার শুনানী হইয়া গিয়াছে।

বৃটেনকে আরও সেকেলে জাহাজ দান

জানা গিয়াছে সম্প্রতি ইউ-বোটের কার্য্যকলাপের ফলে বৃটেনের যে বিপুল ক্ষতি হইয়াছে এবং যে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা পরিপূরণার্থ যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনকে আরও ১৫০খানি বাণিজ্য জাহাজ দিবে। মনে হয়, ঐ সেকেলে জাহাজের অধিকাংশই মালবাহী ও বাকী কয়েকখানি মাত্র পুরাতন ধরণের জাহাজ। উহাদের কতকগুলি আমেরিকান ম্যারিটাইম কমিশনের তত্ত্বাবধানে বর্ত্তমানে বাণিজ্য চলাচল কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে এবং বাকীগুলি ১৯১৮ সাল হইতে অব্যবহৃত জীর্ণ বাণিজ্য জাহাজ। বৃটেনকে আরও ডেষ্ট্রয়ার দানের প্রশ্ন গোপনে আলোচিত হইতেছে।

———

চীনের লৌহ উৎপাদন

চীনের বিশেষজ্ঞ লৌহ বিশেষজ্ঞদের সহিত পরামর্শ করিয়া অর্থনীতি দপ্তরের জনৈক কর্ম্মচারী ঘোষণা করেন যে, জাপানী অবরোধ সত্ত্বেও চীন গভর্ণমেন্ট লৌহ ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারিবে এবং তাহার বাণিজ্য ও সামরিক প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে।

জাপ-চিন সম্মেলন

[illegible] কর্ত্তৃপক্ষ [illegible] ও [illegible] চিন কর্ত্তৃপক্ষের [illegible] পুলিশ সম্মেলন হইবে। [illegible] হইতে ইতঃপূর্ব্বেই একদল [illegible] আসিয়া [illegible] হইয়াছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত হিন্দীভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। গৌড়ীয় বেদান্তবিদ্যাপীঠ অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত বচনে তথা বক্তৃতার ন্যায় দেশসমূহের সুপ্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত ও মহাত্মা সজ্জনমণ্ডলীর যে সকল সদ্বিচার করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইল। শ্রীশ্রীমদ্ রূপানুগবর সিদ্ধান্তসমূহের ও তদনুকূল সদাচারাদির অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয় কৃষ্ণভক্ত আচার্য্যবর্য্যের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ সত্যানুসন্ধিৎসু ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৷৵০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুঃসম্প্রদায় ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের সঙ্গতি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে অঙ্কিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ বিরচিত 'সূক্ষ্মা' টীকা বাংলার বঙ্গানুবাদ ও ভাবার্থ সহ মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, তিলকের আলেখ্য ভূমিকা ও সুচীসহ অত্যন্তপূর্ণ পরিশিষ্টসহ নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৷৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
অধ্যাপক সুপণ্ডিতবর রায় এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবত,—দশম	৫০৲
	প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীন)	৯৲
৩।	ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬
৪।	সজ্জনতোষণী (অধীন)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
	১ম খণ্ড ৷৵০ ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড-৪র্থ খণ্ড -৷৵০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
	১ম খণ্ড—৷৵০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড-	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১৲
৮।	সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার দীপিকা	১৷০
৯।	বৈষ্ণবধর্ম	১৲
১০।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	৪৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৷৵০
১৪।	প্রাকৃতরসশতদূষণী (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৷০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব	৷০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৷৷০
১৭।	চৈতন্যোপনিষৎ	৷০
১৮।	শ্রীমৎ-আম্নায়	৷০
১৯।	তত্ত্ববিবেক	৷০
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	৷৵০
২১।	গৌড়ীয়সাহিত্য	৷৵০
২২	ভজন-রহস্য	৷০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ)	৪৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) অধীন)	৪৲ ১৲
২৬।	গীতার কেবল মাত্র ভাষ্য	৷০
২৭।	ভক্তিমার্গিকা অপরোক্ষ: (সানুবাদ)	১৲
২৮।	বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ)	৷০
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা)	৷৵০
৩০।	দীন-হীন-দর্পণ	৵০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৷৵০
৩২।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	৷০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৷৷০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
৩৫।	গীতমালা	৴১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৵০
৩৭।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৵০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৷০
৩৯।	শ্রীগোদ্রুম কল্পতরু	৷০
৪০।	শরণাগতি	৴০
৪১।	গীতাবলী	৴০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৷৷০
৪৩।	সাধনকল্প	৴০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴
৪৫।	নবদ্বীপশতক	
৪৬।	অর্চ্চনকল্প	
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১
৪৯।	অর্চ্চনপদ্ধতি	৵০
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)	
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	৷০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়	৷৵০
৫৪।	পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	৷৴
৫৫।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	০
৫৬	ভারতবর্ষ ও হরিভক্তি	৵০
৫৭।	ঈশোপনিষৎ (ভাষাটীকা)	৷০
৫৮।	শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ	৵০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৬০	সংখ্যাবলী	৴/০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার	৷০
৬২	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধা	৷৴
৬৩।	গৌড়-বিদ্যাবনভূষণম্	৷০
৬৪।	তত্ত্বসূত্র	৷০
৬৫।	সানুবাদ দিনচর্য্যা	৵০
৬৬।	গৌড়ীয়মঠ-সংগ্রহ	৴০
৬৭।	ন্যায়-নির্ণয়	৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	৷০
৬৯।	এ ভিজিট টু দি ওয়েষ্ট	৷০
৭০।	নামভজন	৴০
৭১।	বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি	৷৴
৭২।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স	৷৵৴
৭৩।	লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	৷৴
৭৪।	ব্রহ্মসংহিতা	৷৴
৭৫।	কোয়াইট গৌড়ীয়মঠ এণ্ড ইটস	৴৴
৭৬।	দি ভাগবত	৷৴
৭৭।	ভেদাভেদ ফিলজফি অ্যাণ্ড থিওরি অব ভগবানের ভিতোরিয়	৷৴
৭৮।	ব্রহ্মসংহিতা	০৷৴
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৷৴
৮১।	সাধন-পথ	৷৴
৮২।	কল্যাণ-কল্পতরু	৵৴
৮৩।	গীতাবলী	৴৴
৮৪।	শরণাগতি	৴৴

জার্মান ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	৴৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-
বিনোদ
—০—
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
গীতিগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য
ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে
প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৮০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীধাম
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

[illegible] গ্রন্থমালা
—০—
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] কাগজ ও ছাপা
[illegible] ভিক্ষা [illegible]
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমায়াপুর
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

১৫ বর্ষ | ২৭ কেশব ৪৫৪ গৌরাব্দ ২৬শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১২ই ডিসেম্বর ইং ১৯৪০, বৃহস্পতিবার | ২৩১তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ কেশব আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৪

নাস্তিকের রক্ষা নাই

——::(০)::——

হিরণ্যকশিপু নাস্তিকতার মূর্তপ্রতীক আর শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ আস্তিকতার মূর্তবিগ্রহ। হিরণ্যকশিপুর মতে—ভগবান্ বলিয়া কিছু নাই, আমিই বিশ্বের মালিক, সকলেই আমার ভয়ে কম্পিত। কিন্তু প্রহ্লাদ সর্বত্র ভগবদ্দর্শন করেন। তিনি জানেন, অখিল জগতে ভগবান্ শ্রীহরিই একমাত্র বলবান্ পুরুষ। তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির বলে ব্রহ্মাদি সকলেই যথোচিত বল ধারণ করিয়া স্ব স্ব কার্য করিতেছে। আমি এবং ব্রহ্মাদি চরাচর সমস্ত তাঁহারই আশ্রিত—বশীভূত। সেই সর্বাশ্রয় শ্রীহরির শরণই আমার বল। তিনি সকলের সামর্থ্য, সাহস, বুদ্ধি, বল, ইন্দ্রিয় ও আত্মা। তিনিই সকলের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা। ভক্তগণাশ্রয়ই ঐশ্বর্য্যের একমাত্র উপায়। আর তাঁহার কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন চেষ্টা আত্মবিনাশের রাস্তা। হিরণ্যকশিপুর চিন্তাস্রোতঃ ঠিক তাঁহার বিপরীত। প্রহ্লাদ বলেন, হরি সর্বত্রই আছেন। আর হিরণ্যকশিপু হরির অস্তিত্বই স্বীকার করিতে চাহে না। কি দুর্গতি! কি নাস্তিকতা! এই অহঙ্কার ভগবান্‌ই চূর্ণ করেন। ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব কৃপাপূর্বক প্রকটিত হইয়া ভক্তবাক্য ও তাঁহার চিৎশক্তি বা বাস্তব উপলব্ধির সত্যতাসংরক্ষণার্থ নাস্তিকতা ধ্বংস করিয়া বিশ্ববাসীর চমৎকারিতা বিধান করেন। আমাদের মনের অবস্থাও অনেকটা তদ্রূপ। হিরণ্যকশিপুর অনুচর মন কিছুতেই ভগবদ্বস্তুকে স্বীকার করিবে না, ভগবদ্ভক্ত সাধুর কথা শুনিবে না। সে কেবল কল্পনার রাজ্যে ধাবিত হইতে চায়। বিশ্ব-ভোগের জন্য সে সর্বক্ষণ ব্যগ্র। কিন্তু আমি ত' মন নহি। আমার আত্মা ত' প্রহ্লাদের দাসানুদাস। সুতরাং আমি মনের কথা শুনিব কেন? শ্রীনৃসিংহাবতারে এত বড় প্রভাব, ভগবানের এরূপ ভক্তবাৎসল্য বা অপার করুণার কথা আমি ভুলিব কেন? আমি নিশ্চয়ই প্রহ্লাদের শ্রীপাদপদ্ম অনুসরণ করিব। যতই বাধাবিপত্তি আসুক, আমার প্রতি যতই অত্যাচার হউক, আমি কিছুতেই নাস্তিকতার প্রশ্রয় দিব না। পরন্তু ভক্ত-প্রহ্লাদের ভক্ত ও ভগবানের দাস্য করিব। আমার নিত্যোপাস্য ভগবদ্বস্তুকে যে যাহাই বলে বলুক, তাহাতে আমার কি? আমি তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া সর্বক্ষণ অন্তরে জানিব ও কাতরভাবে প্রার্থনা করিব,—

"সে আমার প্রভু, আমি জন্ম জন্ম দাস।
সবার চরণে মোর এই অভিলাষ॥"

সর্বক্ষণ ভজনসাধন করিতে হইবে। নতুবা! নাস্তিকতা বা সংশয়রূপ সাপ ফাঁক পাইলেই হৃদয়ে প্রবেশ করিবে। মনের বা মনোধর্মী লোকের কথা শুনিবার অবসর আমাদের নাই, মৃত্যু সন্নিকট। সুতরাং শেষদিন কয়টা ভক্তবৃন্দের সেবা-চর্চা ও গুণানুকীর্তনে অতিবাহিত হউক। আমরা কপট-নাস্তিক ত' দূরের কথা, সরল-নাস্তিকও হইতে চাহি না। আমরা চাই, [illegible]—আস্তিকের পদধূলি হইতে ভক্তাধমরূপে ভগবদ্ভক্তের সেবা করিতে। সরলভাবে বিষ্ণুবৈষ্ণবকে অবজ্ঞা করা বা কপটতা পূর্বক বাহিরে ভক্তের বেশ ধারণ করিয়া অন্তরে বিষ্ণুবৈষ্ণবকে অশ্রদ্ধা করা, এ দুইটাই নাস্তিকতা। এই দুইটার কোনটাকেই হৃদয়ে বিন্দুমাত্র স্থান দিতে হইবে না। এই নাস্তিক অসতের সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ়ভাবে সাধুদের আনুগত্যে নিজেকে সাধুর নিষ্কপট সেবক বা আশ্রিতজ্ঞানে সর্বক্ষণ সাধুসঙ্গাশ্রয়ে ভগবানের সেবা করিতে হইবে।

এই জগৎ কৃষ্ণবিমুখ জীবে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণবিস্মৃতি বশতঃই জীবের এই মর্ত্যধামে—পৃথিবীতে আগমন হয়। কৃষ্ণবিমুখ না হইলে কেহই এখানে আসেন না। এই স্থান শ্মশানসদৃশ—নিরানন্দময়। এখানে সবই শব—সকলেই কৃষ্ণবিমুখ—সকলেই মৃত, কাহারও জীবন নাই, কাহারও কৃষ্ণস্মৃতি নাই। তাই পরদুঃখদুঃখী কৃষ্ণসেবাপরায়ণ সাধুগণ এ জগতে আসিয়া মাদৃশ মৃত জীবের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ যত্ন করেন। এ জগৎ হইতে জীবের মুক্তি উৎপাদন করাইবা [illegible] তাঁহাকে [illegible] বা সেবোন্মুখী করিয়া দেন। সুতরাং যাঁহারা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা জগতের অসৎসঙ্গ এমন কি, সমস্ত জগতের সঙ্গ [illegible] বা অল্পদিনে চলে, তথাপি ঐরূপ বান্ধব সঙ্গকে [illegible] পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র নির্মৎসর ও নিষ্কপট সাধুগণের শরণাপন্ন হইবেন।

আমাদের আবশ্যক [illegible] নয়, ধনলাভও নয়, আর সম্মানও নয়। তবে যখন যেটী ভজনের অনুকূল হইবে, তখন সেইটী স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ [illegible] প্রাপ্ত হইয়া [illegible] দুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিষ। ভোগাভিনিবেশ ও [illegible]। এই ভোগাভিনিবেশ বা সেবাবিমুখ অবস্থায় আমাদের যে ধারণা, তাহাই মৃত্যু। ভগবৎসেবাই আমাদের যথার্থ জীবন। ভগবৎসেবকই জীবিত, এতদ্ব্যতীত আর সকলেই মৃত [illegible] মৃত্যু। সাধুসঙ্গে [illegible] করিতে করিতে ইহা [illegible] সকল বস্তুতে হরিসম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, [illegible] আর [illegible] বলিয়া [illegible], তখন 'ঈশাবাস্য' [illegible] হয়। ইহাই প্রকৃত সন্ন্যাস, ইহাই [illegible] ত্যাগ, ইহাই [illegible] বুদ্ধি পরিহার [illegible] সেবোন্মুখতাই [illegible]। এই [illegible] অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই জীবের সকল [illegible] হয়।

আমাদের প্রত্যেককে সন্ন্যাস করিতে হইবে। অসৎসঙ্গ-ত্যাগরূপ সন্ন্যাস ক

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

কৰিলে—অকিঞ্চন না হইলে সংসার মঙ্গল হইবে না। দীনহীন কাঙ্গাল [illegible] কায়মনোবাক্যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগুরুদেব সকল বিষয়ে [illegible] [illegible] আমরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু তিনি [illegible] [illegible] আশ্রয় [illegible] পূর্ণ সচ্চিদানন্দ [illegible]—উহাই তাঁহার স্বরূপ [illegible] বৈষ্ণবই পরমধন। কেননা [illegible] তাঁহাদের [illegible] নাই, তাঁহারা বৈষ্ণব হইতে পারেন নাই। বৈষ্ণবের স্বরূপ সম্বন্ধে [illegible] সম্পূর্ণরূপ [illegible] তাঁহারা বৈষ্ণব হইবেন। এই সন্ন্যাস-অবস্থায় বৈষ্ণব যে কোন স্থানে বাস করিতে পারেন। কারণ, তিনি নিজ গৃহ [illegible]। যেরূপ বৈষ্ণবকে গৃহে থাকিতে দেখিয়া আমরা যেন তাঁহাকে গৃহীর সমান মনে করিয়া অপরাধী না হই। তিনি যখন গৃহে বা বনে হরিভজন করেন, তখন আমরাও [illegible] হইতে পারিব, এরূপ বুদ্ধি যেন আমাদের না হয়। [illegible] যায় না। [illegible] তাহা হইলে মঙ্গল অনিবার্য্য। সুতরাং [illegible] আত্মমঙ্গল লাভের উপায়। সাধুসঙ্গ ছাড়িয়া [illegible] নাই। [illegible] সুতরাং নিষ্কপট সাধুসঙ্গের জন্য [illegible] ত্যাগ করিয়া সাধুগণের নিকট বাস আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। অকপটে সাধুর সঙ্গে বাস করিলে আমাদের [illegible] থাকিবে না। [illegible] [illegible] হইবে না। [illegible] হইতে হইবে। বৈষ্ণব [illegible]

[illegible] বড় কেহ বৈষ্ণবের দাস হইতে পারেন না। বৈষ্ণবের প্রতি আপনজ্ঞান হইলে, বৈষ্ণবকে কৃষ্ণপ্রিয় বুদ্ধি ও সেই [illegible] না। বৈষ্ণবের আশ্রিতজন [illegible] হইয়াছে।

যৎকিঞ্চিৎ

[illegible] পার হবো ডাকিব [illegible]।
[illegible]॥

[illegible] উভয়ের সংসারাসক্ত উভয়ের [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মই কর্ণধার হেতু। সংসার-সমুদ্র পারাপারে একমাত্র সম্বল। এই সংসারের জীব বিবিধ দুঃখবারিধি মধ্যে পতিত থাকিয়া আর্ত্ত স্বরে, কাম ক্রোধাদির ও অজ্ঞান কুম্ভীরগণ, এবং লবণ-সমুদ্রের মধ্যে, আত্মকাম ও মোহাদি [illegible] হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়—শ্রীগুরুপাদপদ্মের কোটিচন্দ্র সুশীতল ছায়াতল আশ্রয়—হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের অবস্থান। তাই ও মহাজনগণ [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদকে বলিয়াছিলেন,—

সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে॥
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান।
আমারে করাও তুমি এই চাহি দান॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ না হইলে জীবের সংসার নিবৃত্তি হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবন বিমুখ জীবের সংসার-প্রবৃত্তি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা জীব কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান অর্থাৎ ভগবৎ কথা-শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে স্বাভাবিক রুচি লাভ করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ হইলে ভোগবাসনা নিবৃত্ত হইয়া সেবাপ্রবৃত্তি লাভ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা ব্যক্তি হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তন, হরিসেবা কথালোচনা ব্যতীত বৃথা কালক্ষয় করিতে পারেন না, নিজের মানাপমানের প্রতি উদাসীন থাকেন, কৃষ্ণ-প্রসঙ্গে সুখ আপনাকে তাঁহার কিঙ্কর মনে করেন; কৃপা লাভ হইতেছে না কেন, কখন কৃপা পাইব, কি উপায়ে অতি সত্বর কৃপা পাইব এই বলিয়া তাঁহার [illegible] কাঁদিতেছে। তাঁহাদের কৃপাতেই সমস্ত চেষ্টা হইয়া যাইবে, শ্রীনাম—সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, তাঁহাতে তাঁহার বিশ্বাস হওয়ায় তিনি [illegible] শ্রীনামের কৃপা লাভ করেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণব, শ্রীনাম, শ্রীধামের প্রতি [illegible] কীর্ত্তনে আসক্তি ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারমধ্যে [illegible]

লক্ষণ। শুদ্ধ-নিষ্কামের কৃপা ব্যতীত সংসার-প্রবৃত্তি—ভোগাভিসারে ইন্দ্রিয়-চালনায় প্রবৃত্তি কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে পারে না। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় জীবের সেবাভিমান, দীন হীন কাঙ্গাল, অমানি-মানদভাব লাভে—জীব নিষ্কিঞ্চন হইয়া মৃত্যু হইতে মুক্তভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লইয়া থাকে। সংসারে আসক্ত থাকিয়া— [illegible] হইয়া চলিবেন? [illegible] কেন, তাহাতে পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত সার হইবে।

যাঁহারা গৃহনির্মাণ করিয়া বাস করেন, তাঁহারাই যে সংসারী আর যাঁহারা বনে বা নির্জ্জনে অর্থাৎ লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া মানবসমাজ হইতে দূরে বাস করেন, তাঁহারাই যে সংসারত্যাগী একথা নহে। বুদ্ধি সংসার। যেহেতু—গৃহ। যেহেতু গৃহের প্রতি অভিনিবিষ্ট ব্যক্তিই সংসারী অতএব সে নির্জ্জনবনে বাস করুক আর লোকসংঘট্টের মধ্যেই থাকুক। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণচেষ্টার নামই সংসার, আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির সাধক বস্তু বা স্থানই গৃহ। যিনি নিষ্কপটে সাধুগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে করিতে গৃহে, এমন কি অট্টালিকায় বাস করিয়াও, তিনিই সংসারমুক্ত। [illegible] প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তগণ দেখাইয়াছেন যে অট্টালিকায় থাকিয়াও হরিভজন করা যায়।

স্থূল ক্রিয়াকলাপের মধ্যে হরিভজনের কোন কথা নাই। [illegible] বৃত্তি— আত্মার বৃত্তি তাহা আত্মাতেই প্রকাশিত হয়, পরে দেহে ব্যক্ত হয়। হৃদয়ে প্রবৃত্তি জাগ্রত হইলে পরে তাহা লোকদৃষ্টিগোচরে পতিত হয়। অতএব গুরুদেবের কথা—শ্রীগুরুপ্রীতির কথা কেহই জানিতে পারে না। ভক্তি অলৌকিক ব্যাপার; সুতরাং অজ্ঞ লোক জানিবে কি করিয়া? তবে তাঁহারা কখনও কখনও জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য হরিভজনের কথা প্রকাশ্যে লোককে জানিবার সুযোগ প্রদান করেন, তাই তাঁহারা জানিতে পারেন।

নিরবলম্ব অবস্থা হইবার যে বুদ্ধি, তাহাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাই সাধনের প্রথম অবস্থা। এই প্রথম সাধন-অবস্থায় প্রতি [illegible] ও আশ্রয় বহু থাকিলে ক্রমশঃ সাধনপথে অগ্রসর হওয়া যাইবে। যে সকল [illegible] করিতে হইবে না, তাহা জানা দরকার। সেইগুলি প্রতিকূল বস্তু। তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে। ভোগ-বাসনা ও ত্যাগবাসনা, অপ্রাকৃত বস্তুর সহিত প্রাকৃতবুদ্ধি হইয়া [illegible] প্রতি

প্রীতিবিচ্ছেদ নামই সংসার বিবৃদ্ধি বা ভক্তিপরমুখ। ইহা গুরুবিদ্বেষ [illegible] কুপা-হলেই হয়।

চতুষ্পাঠীতে হরিকথা

গত ১০ই ডিসেম্বর বুধবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, গুরু ত' জীবের জীবনস্বরূপ। তাঁহার চরণে শরণাগত থাকাই ত' জীবাত্মার স্বভাব উহাই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা। শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধা, প্রীতি না হইলে সর্ব্বনাশ হইবে—ইহাতে বাস হইবে না। কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সেবাবুদ্ধি থাকাই শ্রীচৈতন্যমঠ সম্ভব হইয়া থাকে। শ্রীগুরুদেবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু। সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গ—গুরুসঙ্গ করিতে হইবে। নতুবা বাঁচিবার আর উপায় নাই। সাধুসঙ্গ কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই তিন প্রকারে হইয়া থাকে। কর্ণ দ্বারা সাধুর উপদেশ শ্রবণ, শরীর দ্বারা সাধুর সেবা, মনের দ্বারা তাঁহাদের কথা স্মরণ ও শ্রীপাদপদ্মচিন্তন এবং বাক্যের দ্বারা সাধুর গুণকীর্ত্তন ও সাধুমুখজাত বাণীর কীর্ত্তন করিতে হইবে। ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র ও কৃষ্ণবিগ্রহ তিনিই শ্রীমূর্ত্তি। সাধুর সঙ্গেই শ্রীমূর্ত্তি সেবা করিতে হইবে। শ্রদ্ধা যদি না হয়, তাহা হইলে সাধুদর্শন বা ভগবদ্দর্শন হইবে না। যিনি কৃষ্ণকে বিলাস করান, তিনিই সাধু। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। ভগবানের যাবতীয় সেবকগণের মধ্যে [illegible] গুরুদেব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়তম। শ্রীগুরুদেব ভোক্তা নহেন। তিনি আশ্রয়জাতীয় ভগবান্—স্বরূপশক্তি। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় প্রকাশ। তিনি মূল আশ্রয়বিগ্রহ বা বিষয়বিগ্রহ নহেন। অনর্থযুক্ত অবস্থায় ও অনর্থমুক্ত অবস্থায় দর্শনভেদ আছে। অনর্থযুক্ত অবস্থায় ভোগ্যজাতীয় দর্শন আর অনর্থমুক্ত অবস্থায় সেবাদর্শন।

আমার আত্মোন্নতির দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেবল দেহের চিন্তায় ব্যস্ত হইলে চলিবে না। দেহ ত' নষ্ট হইবেই সুতরাং তজ্জন্য বৃথা চিন্তা করিয়া লাভ কি? মায়ার উপর প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা বা ভোগবুদ্ধিই দুর্বলতা বা অশুদ্ধতা। বলদেবের কৃপা ছাড়া এই দুর্বলতা যায় না। সুতরাং আমরা যদি বলদেবের কৃপা অকপটে না চাই, তবে দুর্বলতা থাকিবেই। শ্রীবলদেব প্রভু বল দিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত। কিন্তু আমরা চিন্তা না চাহিলে তিনি কি করিবেন? শ্রীগুরুপাদপদ্মই বলদেব। [illegible] আমার

ভক্তি দিয়ে যে তারে চৈতন্য-অবতার। সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার

থাকা। সেবাবিলাস বা ভক্তিই চিদ্বিলাস। যদি সেবাবিলাসে প্রতিষ্ঠিত হওয়া না যায়, তাহা হইলে হয় ভোগবিলাস, না হয় নির্বিলাসে অবস্থান হইবেই। কারণ তটস্থাবস্থায় কেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং আমরা যদি মঙ্গল চাই, তবে ভগবৎসেবোন্মুখ থাকার জন্য এরূপ ভগবান্ সাধুসঙ্গ সর্বক্ষণ করিব, তবেই সেবা পাইব। কার্ষ্ণপ্রেমীলনই কৃষ্ণাসুশীলন। সৎসঙ্গ ও সাধুসেবা বাদ দিয়া কৃষ্ণানুশীলন হয় না। ভোগ বা ত্যাগ এ দুইএর কোনটাই সেবা নয়। ভোগ-ত্যাগ ও ত্যাগ-ভোগের নাম সেবা। কর্তৃত্বাভিমান থাকলে সেবা হয় না। সেবক বা কিছুই সে। করিতে পারে। আমি করিতেছি বা করিতে পারি এরূপ অভিমান অভক্তি। কৃষ্ণই প্রভু, তিনিই সব করাইতেছেন, ইহাই ভক্তের বিচার। কৃষ্ণ সকলের মূলে আছেন ইহা উপলব্ধ হইলে আর কোন অসুবিধা নাই।

আমরা অনর্থগ্রস্ত বদ্ধজীব। আমাদের অনর্থনিবৃত্তি বিশেষ দরকার। অর্থপ্রবৃত্তি বন্ধ হইবে, অনর্থ শুধু করিয়া থাকবে। দোষ হইতে মুক্তলাভ করিয়া গুণ লাভ করিতে হইবে। অত্যাহার, প্রয়াসাদি এই ছয় দোষ অথবা ছয়—negative আর উৎসাহ, নিশ্চয় প্রভৃতি এই ছয়টী positive বা গুণ। এগুলি বলা হইল বস্তু। অনর্থনিবৃত্ত বা ত্যাগের পরিপোষক শেষ কথা নয়, অর্থ বা ধন পাওয়া চাই। কনিষ্ঠাধিকারী জীব নামকীর্তনকারী ভক্তের বিচার বা অনুসরণ বাদ দিলে অসুবিধায় পড়িবেন। তাঁহার সম্বন্ধজ্ঞান শুদ্ধ হয় নাই। সাধুসঙ্গ বা শ্রবণকীর্তন বাদ দিলে কনিষ্ঠাধিকারী হয় কোপাসক্ত হইয়া পড়িবেন, না হয় প্রথমে সংশয়যুক্ত হওয়া পরে নাস্তিক হইয়া পড়িবেন। এই সংশয় বা কুতর্কবিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারেন একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দ গুরুপাদপদ্ম।

সপরিকর ভগবানের ভজনই ভগবদ্ভজন। যেখানে ভক্তপূজা না করিয়া কেবল ভগবানের পূজা-চেষ্টা, সেখানে ভজন নাই, দূরত্ব থাকিতে পারে। বৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে। বৈষ্ণব ভগবানের বৈভব। বৈষ্ণবনিন্দা মহাপরাধ। যিনি বৈষ্ণবতার দিকে যাত্রা আরম্ভ করিলেন সেই কনিষ্ঠাধিকারীও ভগবানের বৈভব। পরনিন্দা, পরচর্চা সর্বতোভাবে বর্জনীয়। ইহা ভক্তি-বিরুদ্ধ ব্যাপার। ভক্ত সেবকগণ বৈষ্ণব, তাঁহারা প্রত্যেকেই আমার মান্য ও পূজ্য। সকলেই গুরুসেবা করিতেছেন, আমি গুরুসেবা করিতে পারিতেছি না, এই বিচার না আসিলে সত্য সত্য গুরুপাদাশ্রয় হয় না। কনিষ্ঠাধিকারীও স্বরূপে কৃষ্ণের নিত্য দাস—ভক্ত সেবক। সুতরাং আমার আদরণীয়। ভক্ত সেবকগণ আমার সমালোচনার পাত্র নহেন। তাঁহাদের সেবা করাই আমার কাজ। তাহা হইলেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম সন্তুষ্ট হইবেন। কাহারও সেবা গ্রহণ করিতে হইবে না। দীন হীন কাঙ্গাল হইয়া সর্বতোভাবে গুরু-বৈষ্ণবের সেবাই করিতে হইবে। সেবা বা কৃপালাভের জন্য নিষ্কপট কাতর বিজ্ঞপ্তি জানাইতে হইবে। সেবা করিবার ইচ্ছা থাকিলেই ভগবান্ সেবা দিবেন।

ভাল খাওয়া ভাল পরা ভাল নয়। কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিয়া সর্বক্ষণ হরিসেবা করিতে হইবে। সর্বক্ষণ হরিনাম করিতে হইবে। কষ্টবৈরাগ্যের প্রশ্রয় দিতে হইবে না। যুক্তবৈরাগ্যই অবলম্বনীয়। ভগবানের সহিত যুক্ত না হইলে সম্বন্ধ না হইলে কি যুক্তবৈরাগ্য হয়? কৃষ্ণভোগ্য-অভিমানই প্রকৃত বৈরাগ্য। এই জীবনেই কৃষ্ণসাক্ষাৎকার করা দরকার। সাধুসঙ্গের দ্বারা কৃষ্ণসঙ্গলাভ হইবে। আমরা যদি এই মুহূর্ত হইতে সাধুসঙ্গ না করি, সাধুসঙ্গের জন্য আকাঙ্ক্ষাপ্রকাশ আন্দোলন না করি, অসৎসঙ্গে যদি আমাদের রুচি থাকে, তাহা হইলে কল্যাণ হইবে না। সাধু প্রসন্ন না হইলে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন না। সাধুকে আপনজ্ঞান করিয়া তাঁহার অনুগত হইলেই সাধু প্রসন্ন হন। আমরা লঘু হইতেও লঘু, তদপেক্ষাও লঘু, আর গুরুপাদপদ্ম—যিনি বৃহতের সেবা করেন, তিনি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, তদপেক্ষাও বৃহৎ। কৃষ্ণকৃপায় বহু ভাগ্যফলে আমরা সেই সাধুর সন্ধান পাইয়াছি। সাধু—কৃষ্ণের লোক, আমার নিজের লোক। বহুভাগ্যফলে পার্ষদভক্তগণের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। সুতরাং আমাদের কত আশা-ভরসা। কিন্তু দৈবাৎ বাদ সাধিল, বিষয়গ্রহণ বা ইন্দ্রিয়তর্পণ করা রূপ দুর্বুদ্ধি কিছুতেই গেল না, দুর্দশা কিছুতেই কাটিল না। এমনই দুর্ভাগ্য! যদি আমাদের হৃদয়ে কপটতা না থাকে, তবে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই এই দুর্দশা দূর করিবেন। অকপট হইতে পারিলে কোন চিন্তা নাই।

অনর্থই মৃত্যু। তাহা ছাড়িয়া সৎসঙ্গ করিতে হইবে। গোস্বামীই সৎ। সেই গোস্বামীর পদধূলি হইতে হইবে। কৃষ্ণেন্দ্রিয়সুখবাঞ্ছাই 'গো', তাহা যাঁহার আছে তিনিই গোস্বামী। গোস্বামীর প্রকৃত সঙ্গ হইলে আমাদের গোপীভাব পুষ্ট বা বাড়িবে। খুব চতুর ও সজাগ হইতে হইবে। নতুবা ভজনে অগ্রসর হওয়া যাইবে না। সেবা কৃপা ছাড়া সেবা হয় না, ইহা সর্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে এবং সর্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণবভগবানের কৃপার কাঙ্গাল হইয়া সদাচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেবাময় জীবন যাপন করিতে হইবে। সকলের মূলে শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ়বিশ্বাস। শ্রদ্ধা না থাকিলে ভজনানুষ্ঠানের অভিনয় পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হইবে। আমার ইচ্ছা গুরুবৈষ্ণবের ইচ্ছার অনুগত হওয়া দরকার। তা না হলে বন্ধন হবে—বিবর্তন—অধঃপতন হবে। কাঙ্গাল হইতে হইবে। গুরুবাভিমান বা কর্তৃত্বাভিমান একমাত্র কৃষ্ণেরই থাকে। কাঙ্গালের নিজেকে বৈষ্ণবদাসানুদাস বা বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজী অভিমানই প্রবল। কাঙ্গাল কৃষ্ণের বড় প্রিয়। সন্তোষ 'ক্রি'নথটা হেই—কথাটা বিকট সেঁদাছা। হরিভজন হইল না বলিয়া একটা দিনও আমাদের হৃদয়ে উদ্বিগ্ন হইল, হাহাকার হইল না।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——:o:※:o:——

আমরা যেরূপভাবে বিবর্তন করছি, সেটাই হচ্ছে অসুবিধার কথা। আমরা বনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার ক'রবো—এইভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে যে বিবর্তন, তাহাই আমাদের বন্ধনের কারণ। বিশ্ব আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধান করুক, এই বিচার হ'তেই সংসারের উৎপত্তি। আবার যদি আমাদের স্বরূপাবস্থা লাভ হয়, তা' হ'লে "বন দেখি' ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন।" এ বন আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের বন নহে—অধোক্ষজ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের বন। বননীয় বা ভজনীয় যাদব বন যাহা অপ্রাকৃত পঞ্চমুখারস ও তৎপূর্তি রূপ সপ্তগোদাবরের আদর্শ সেই যাদব অপ্রাকৃত রসাধার কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবাচী বনের উপলব্ধি হয়। আকরের-বিচারে যে শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তি, তাহারই পীঠরূপ নবদ্বীপ আর শ্রবণকীর্তনসমৃদ্ধ কৃষ্ণের ভোগ্য যাদবরেসের পীঠ বৃন্দাবন।

——

জগৎটায় কেবল দুঃখের উপর দুঃখ, তার উপর দুঃখ। যারা বলছে উদ্ধৃত যে বিশ্ব, হে ভগবান্! তাহা তোমাতেই অবস্থিত। জগৎ তোমা ছাড়া নহে, কিন্তু তুমি জগৎ নহ। তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার সেবক। জগৎ আমার ভোগ্য, আমি ভোগী ইহাই অধঃপতন এবং ভোগ ক'রতে গিয়ে আমি কষ্ট পাই, অধঃপতন ক'রতে গিয়েই কষ্ট আর অশান্তি ও অস্থিরতা। বিবর্তন দূর হ'ল কেন? তা'র কারণ হ'চ্ছে, সব যে দেখে সেইখান থেকে আছে। আমাদের কোন কথা হ'চ্ছে [illegible] দুঃখে দেওয়া ও অকৃত্রিম সাধুর [illegible] হওয়া। বাস্তবিক সুখী ব্যক্তিগণের একটা হ'চ্ছে মহাজনের অনুসরণ ও অনুকরণ। আর নিজেরা যেমন দেখে, এই দিকটা হ'চ্ছে বিবর্তনের বিচার। এতে সংসার লাভ হ'বে, প্রেম পাওয়া যা'বে না।

——

যদি আমরা মনে করি—তৃণাদপি সুনীচ' ও 'তরোর অপি সহিষ্ণু' হ'য়ে সত্যকথা বললে কেহ ভিক্ষা দিবে না, সেরূপ পাপিগণের নিকট হ'তে যেন আমরা ভিক্ষা না চাই। যা'রা কিছুতেই সত্যকথা নিবে না, সেরূপ পাপীগণের কি সাধ্য আছে যে তা'রা কৃষ্ণকে নৈবেদ্য প্রদান করতে পারে? আর আমরাই বা কৃষ্ণের প্রকৃত উচ্ছিষ্ট না হ'লে তা' গ্রহণ করতে যা'ব কেন?

——

বরং বিষ খাইয়া মরিয়া যাওয়া ভাল, তথাপি সংসারাসক্ত হওয়া উচিত নহে। সংসারাসক্ত ব্যক্তি ও যোষিতের সঙ্গই সংসারাসক্ত। ঐ ব্যক্তি অসাধু; বিষয়ী ও যোষিতের সঙ্গ ক'রলে অসৎসঙ্গই করা হয়। ঐ অসৎসঙ্গ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। যাঁহারা বৈষ্ণব-সদাচার গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা অসৎসঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করবেন। স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্ত উভয়েই অসাধু। রোগ নিরাময় ক'রতে হ'লে ঔষধের সহিত সুপথ্যের দরকার। কুপথ্য গ্রহণ ক'রলে ঔষধের ক্রিয়া হয় না। অসৎসঙ্গ-কুপথ্য পরিত্যাগ করিতেই হইবে।

——

আমরা একটুকু সময়ও নষ্ট করিব না। সর্বতোভাবে সজ্জনদের আদর্শ গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের পদান্ক অনুসরণ ক'রবে। তাঁহাদের অনুশীলন ক'রব। তবেই অনর্থের বাধা-গুলি সরিয়া যাবে।

——

অন্য দেবতারা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রদান করেন; কিন্তু কিছু কাহাকেও কিছু দেন না—নিজের সেবা গ্রহণ করেন। তাঁহারা [illegible] বা [illegible], তাঁহারা ভগবানের সেবা ক'রতে পারেন না। আমরা একনিষ্ঠ ভগবানের সেবা ক'রব। [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] পালন করাই উচিত।

কর্তা হর্তা রক্ষিতা সবার নারায়ণ। নিঃসন্দেহে ভজ গিয়া তাঁহার চরণ

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৩৬ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। [illegible]
সেবক—[illegible]

৩। শ্রীগোদ্রুমদ্বীপস্থ শ্রী[illegible]
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রী[illegible] মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) [illegible]
শ্রী[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-[illegible]-মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) [illegible]দ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রী[illegible] নিকটবর্ত্তী
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

১৭) [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

১৮) [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) [illegible]-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী

(২৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ
[illegible]পুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ [illegible], (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(২৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible]মোহন দাস অধিকারী

(২৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]মোহন ব্রহ্মচারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জিঃ [illegible], ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ [illegible], [illegible] সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়মঠ, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible] (ইউ পি)
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রী[illegible]
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible] (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৪০) [illegible] মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রী[illegible]
[illegible], মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গৌড়ীয়[illegible] মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫ । [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], [illegible], (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নই দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible]
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী—সহসেবক

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

৫১) [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫২) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

৫৩ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]পাবন ব্রহ্মচারী

৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], ([illegible])
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেবক—[illegible] বিনোদবাণী [illegible]

৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ [illegible]
[illegible], [illegible] (ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible]পুর ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]গোবিন্দ [illegible]

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, [illegible],
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদক
শ্রী[illegible]কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-[illegible]-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় বার জন্য	পরবর্তী বারের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় বার জন্য	পরবর্তী বারের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
„ ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৪৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৩৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
„ সিকি কলম	১৫৲	১২৲
„ অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
„ এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুল সহ)	৩
ষাণ্মাসিক	
ত্রৈমাসিক	২৸০
মাসিক	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ পয়সা। বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের জন্য শ্রীল সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত প্রামাণ্যভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবের আদেশে সর্ববিদ্যাবিভূষিত সুলেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার প্রচারবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের সুপ্রসিদ্ধ বিভিন্ন অবতারগণের বিষয় স্রোতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ সর্ব্বসম্মত বিচারে লিখিত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
অথবা
মধুবন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে সন্নিবেশিত হইয়া বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি সুন্দর। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুবন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, বাণিয়া, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

বিদ্বানের যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে বর্তমানকালের জনসাধারণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একান্ত, বসবাস ও ভক্তিপথের প্রাপ্তধারণা-বিষয়সমূহে যৌক্তিক ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে সাধারণের সাধারণ ভ্রমসমূহ, তত্ত্বিষয়ক সংসিদ্ধান্তকরণ প্রবন্ধ হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থটী শ্রীমদ্‌ আচার্য্যের আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুবন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা
অথবা
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ সর্ব্বত্রই শ্রীমৎ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীমৎ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যালীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব আকরণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রাঞ্জল তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রকৃত লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীমৎ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল [illegible] প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা [illegible] টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—[illegible] শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরের গ্রন্থের [illegible] সংস্করণ। [illegible], [illegible] পাঠ, [illegible] নির্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য [illegible] হইবে। ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible] টাকা।

—

শ্রী [illegible] শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

[illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

[illegible] ইংরাজী [illegible] লিখিত [illegible] শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের [illegible]। ভিক্ষা [illegible] আনা [illegible] আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—[illegible] শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীগুরুভক্তিরঞ্জন নাগ [illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-৫৬	৬ ২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-৪
হাবড়া	৬-৫০	৬ ৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩ ৫০		১৮-৩	২২ ৪২
নৈহাটি পৌঃ	৬ ১৬	৮ ১	৯-১৮	১৩ ২৮	১৭-৫৭	১৮-০১	১৯-৩৪	০-২৮
বাণ্ডেল ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১৩-৩৩	১৩ ৪	১৮-৯৯	১৯-৪৮	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ৫	৮-৪০	১০-৯	১০-১৪	১৪-৪১	১৯-১৫	২০-১৪	১-৪২

(নূতন) ছাঃ	৭ ১০	১০-১১	১৭ ২৮	২০ ৩
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭ ৪৮	১০ ৪৯	১৮-১৭	২১ ১

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
হাবড়া „	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৪
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৮
(নূতন) ছাঃ	১৩ ৫৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৬

ডাউন

নবদ্বীপ

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-৯	৮-৬	১১ ৪	১৫-২২	১৬-৮	১৮ ৩৬		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩২	৮ ৪৪	১১-৫২	১৫ ৭	১৬ ৪৭	১৯-১১		
ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১ ৫১	১৫-১৩	১৬ ৫৬	১৯-২০	২০-৫৬	০ ৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯ ২৫	১২-২৬	১৫ ৪৪	১৭-৪০	২০ ৯	২১ ২৯	৪ ১০
(নৈহাটি) ছাঃ	৭-৫০	৯ ৩০	১২-৩০	১৫-৫৫	১৭-৪২	২০ ১১	২১ ২৪	৪ ১৮
হাবড়া		১১-৮		১৭-৫৬	১৯-৯	২১-২০	২৩ ৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১-২০	১৪-১৫	১৭-৫০	১৯-৫৬	২১ ৫০	২৩ ২৫	৬-১৬

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শ কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] [illegible] শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর [illegible] [illegible]-বৈষ্ণবাচার্য এবং এ কলেজের প্রেমগবেষণা এবং পবিত্র লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একবারে মুগ্ধ এবং [illegible] জীবনচরিত্র-পাঠে বহু বর্ষীন। এই গ্রন্থটি অভিনব ও অদ্বিতীয় এবং মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] অধ্যায়ে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সূচিপত্র ও শব্দার্থ-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, ভারতীয় [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া" এবং ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১, কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক [illegible] প্রকাশিত হইতেছে।

—

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] প্রশীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় রুগ্ন, পল্লীবাসীর [illegible] একমাত্র উপায় [illegible] [illegible] অধিক। [illegible] এবং নূতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] বোতল [illegible] আনা, বড় বোতল ১৷৵০ [illegible] আনা। পাইকারী [illegible]

[illegible] নং [illegible] রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible], [illegible]

প্রেস—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

গৌড়প্রসূনমালা
—::—
শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের রচিত
বিজয় পদাবলী শ্রীশ্রীল
আচার্যদেবের বিবৃতি
সৌরভ' ভাষাসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। ইহাতে অনেক
অমূল্য উপদেশ আছে।
ভিক্ষা আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
মধুরা লিথিং ওয়ার্কস্,
পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—::—
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
ভিক্ষা ১।০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর—২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪০, শুক্রবার ২৩২তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::(০)::—

বৃটিশ প্রচার-সচিবের বক্তৃতা

লণ্ডনে জাতীয় দেশরক্ষা পণ্যার্থ কমিটির এক ভোজ-সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মিঃ ডাফ কুপার বলেন, ডিক্টেটরগণ একটা ভুল করিয়াছেন। মুসোলিনী তাঁহার কার্য্যে প্রভুর মত তত পাকা নন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, গ্রীক আলবেনিয়ার মত অনুতায় শিকারে পর্যবসিত হইবে। কঠোর বাস্তবের আঘাতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে; কিন্তু ঠিক কিছু বুঝিতে না পারিয়া তিনি এখনও হাতড়াইতেছেন। একথা চিন্তা করিতেও গৌরব বোধ হয় যে, একটা জাতি, যাহারা প্রাচীনকালে সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল এবং আর একটা জাতি যাহারা আধুনিক যুগে সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে—এই দুইটি জাতি আজ হাতে হাত মিলাইয়া বর্বরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেছে। জার্মানরা যান্ত্রিক সংগ্রাম বা অন্য কোনও প্রকার-সংগ্রাম যেরূপ ভালভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারে, ইটালীয়ানরা সেরূপ পারে না।, কারণ, দুঃখের বিষয় তাহারা আজ তাহাদের এক অযোগ্য দেশদ্রোহীর ডিক্টেটরের পাল্লায় পড়িয়াছে, তবুও, তাহারা সুসভ্য এবং এমন একদিন আসিবে যখন স্বাধীনতা পুনরায় ফিরিয়া পাইয়া, তাহারা সুস্থভাবে ভাবিবে, তাহাদের পূর্ব অবদানের কথা স্মরণ করিতে পারিবে।"

বৃটেনের সংগ্রামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মিঃ ডাফ কুপার বলেন যে, যখন কোনও লোক দুইজন দস্যু কর্ত্তৃক অন্ধকার রাজপথে আক্রান্ত হয় এবং নিজের জীবন রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে বাধ্য হয়, তখন কি জন্য সে যুদ্ধ করিতেছে তাহা বলার মত মনোবৃত্তি বা সময় তাহার থাকে না। কিন্তু, ভবিষ্যতে কি হইবে না হইবে, তৎসম্পর্কে আলোচনায় বিরত থাকার কোনও কারণ নাই। এই সংগ্রাম ইউরোপ এবং সম্ভবতঃ পৃথিবীকে যথেষ্ট পরিমাণে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। কাজেই যখন এই সংগ্রাম শেষ হইয়া যাইবে, তখন আমরা আবার উহার পুনর্গঠনে প্রবৃত্ত হইব এবং যে সকল সমস্যার সমাধান আর সম্ভব নয় বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহার সমাধানে আত্মনিয়োগ করিব।

ইংলণ্ডে কারিগরী শিক্ষা

জানিতে পারা গিয়াছে, বেভিন ট্রেনিং পরিকল্পনা অনুসারে ইংলণ্ডে কারিগরী শিক্ষালাভের জন্য কোন প্রদেশ হইতে কতজন লোক প্রেরণ করা হইবে, ভারত গভর্ণমেণ্টের শ্রমিক-বিভাগ তাহা স্থির করিয়াছেন। বোম্বাই, বাঙ্গলা ও মাদ্রাজ হইতে ১৮জন করিয়া, যুক্তপ্রদেশ হইতে ১৬ জন, পাঞ্জাব হইতে ১২ জন, বিহার হইতে ১০জন ও মধ্যপ্রদেশ হইতে ৮জন প্রেরিত হইবে। প্রথমদলে ৫০ জন লোক আগামী মাসের মধ্যভাগে এদেশ হইতে রওনা হইবে। নির্বাচিত ব্যক্তিদিগের ভারতে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দেওয়া হইবে এবং তাহারা বাড়ী হইতে যাত্রার জন্য মধ্যম শ্রেণীর রেলভাড়া এবং প্রত্যহ অতিরিক্ত এক টাকা করিয়া পাইবে। তাহারা ইংলণ্ডে ও ভারতের মধ্যে যাতায়াতের সময় মাসে ২০ টাকা খোরপোষের ভাতা পাইবে। তাহা ছাড়া বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা লাভের সময় তাহারা থাকা খাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ভাতা এবং সপ্তাহে অতিরিক্ত ৮ শিলিং করিয়া পাইবে। কারিগরী শিক্ষার আঞ্চলিক পরিদর্শকদের এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ প্রভৃতি বৃহৎ শিল্প-বণিকগণের সহিত পরামর্শ ক্রমে ন্যাশনাল সার্ভিস লেবার ট্রাইব্যুনাল লোক নির্বাচন করিবে। প্রত্যেক শ্রেণী বিশেষতঃ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ হইতে লোক নেওয়া হইবে। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর শিক্ষাপ্রাপ্ত কারিগরগণ ন্যাশনাল সার্ভিস লেবার ট্রাইব্যুনাল কর্ত্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যে নিযুক্ত হইবে।

বৃটেনের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সম্মেলন

বৃটেনের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ বাস্তব চিত্র যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দপ্তরে দান করিবার জন্য ব্রিটিশ ট্রেজারীভবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আরম্ভ হইয়াছে। বৃটেনের প্রতিনিধিরূপে স্যার ফ্রেডারিক ফিলিপস্ ও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থসচিব মিঃ মর্গেনথাউ সম্মেলনে যোগ দিয়াছেন।

উত্তর রণাঙ্গনে অগ্রগতি

উত্তর রণাঙ্গনে গ্রীক অগ্রগামী বাহিনী কোলকোপোলের ১৫ কিলোমিটার পশ্চিমে যাইয়া পৌঁছিয়াছে। উহারা সম্মুখে কোন ইটালীয় সৈন্য দেখিতে পায় না; তবে উহারা তিনটি ইটালীয় ব্যাটালিয়ানের পতাকা হস্তগত করে। উত্তর রণাঙ্গনের অপর এক অংশ হইতে গ্রীকগণ এক সেনানায়ক ও তাঁহার সহকর্মিগণ, দুইজন কোম্পানী কমাণ্ডার এবং একটি ব্যাটালিয়ানের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম হস্তগত করে। গ্রীক বাহিনী পোগ্রাডেক অধিকার করিয়াছে। উত্তর হইতে যে সব ইটালীয় সৈন্য আসিতেছিল, বৃটিশ বিমানের বোমাবর্ষণে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছে। মধ্যবর্তী রণাঙ্গনে গ্রীক-বাহিনী দিননৈপুণ্যে ইটালীয়-বাহিনীর পশ্চাতে অবতরণ করিয়া ইটালীয় বাহিনীর সরবরাহ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। দক্ষিণ রণাঙ্গনে গ্রীক-বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিরোধ করিবার জন্য নবাগত ইটালীয় সেনাবল চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহারা আত্মরক্ষা করিয়া পুনরায় সংঘবদ্ধ হইবার চেষ্টা করিতেছে। যুদ্ধ আরম্ভের পর অদ্যাবধি [illegible] ইটালীয় সেনা [illegible] [illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী— শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৪। শ্রীগৌড়ীয় - শ্রী—সম্পাদিত বিশ্ব সাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

মঠ-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। গৌড়ীয় গৌরবিহারিণ অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সজ্জনগণের সহিত যে সকল আলাপ করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসমন্বিত সংলাপসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত মহাবদান্য 'অপ্রতিহত' গৌরকৃষ্ণ স্বরূপ আচার্য্যবর্য্যের 'সর্ব্বাংশপূর্ত্তি' অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুর্দ্দশাধ্যায়ক বেদান্ত সূত্র প্রত্যেক অধিকরণের ব্যাখ্যা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে অঙ্কিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সমেত মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'রসিক' টীকা, বিবর্ত্তের আলোচনা ভূমিকা ও প্রত্যেক অনুষ্ঠানপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল,

পুরাণাপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, -প্রথম ৮০ ‖ প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৪৮৲ ‖ দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲

৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬

৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড —৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড —৸

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০

৯। বৈষ্ণবধর্ম ৪৲

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৪৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ॥০

১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০

১৮। ব্রাহ্মণ-আহ্নিক ৷০

১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০

২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০

২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৵০

২২। ভজন রহস্য ৷০

২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲ অবাঁধা ১৲

২৬। গীতার কেবল বাঙ্গলা ভাষা ০

২৭। প্রাকৃতরসশতদূষণী (সানুবাদ) ১৲

২৮। প্রেমবিবর্ত (সানুবাদ) ১০

২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

৩০। দীপ-নির্ব্বাণ ৵০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ॥০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০

৩৫। গীতমালা ৴১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ৷০

৪০। শরণাগতি ৴০

৪১। গীতাবলী ৴০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ॥০

৪৩। মাধবকর ৴০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্চ্চনকণ

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১

৪৯। অর্চ্চকস্তব ৵১

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০

৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ০

৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০

৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০

৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদ ৵০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০

৬০। নামাবলী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০

৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজ্ঞপ্তিঃ ৷০

৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০

৬৪। তত্ত্বসূত্র ৷০

৬৫। সারার্থ দর্শিনী ৵০

৬৬। গৌড়ীয়বৈষ্ণবপত্রিকাঃ ৴০

৬৭। মায়াবাদখণ্ডন ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০

৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন ভগবান ৷০

৭০। নামভজন ৴০

৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ৷০

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০

৭৪। বেদান্তসূত্র ৷০

৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ফাইটিং ফর ৴০

৭৬। দি ভাগবত ৷৵

৭৭। থিয়েস্টিক ফিলজফি অ্যাণ্ড আবহমানের বিচারক ৷০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৪৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০

৮১। সাধন-পথ ৷০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০

৮৩। গীতাবলী ৴০

৮৪। শরণাগতি ৴৵

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৵

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

অঞ্চলের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি
বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
গীতগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য
ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে
প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৫০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রী[illegible]মালা।

[illegible] সুন্দর অক্ষরে অমর
[illegible] প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর [illegible] আনা
প্রাপ্তিস্থান—
[illegible]
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ } ২৮ কেশব ৪৫৪ গৌরাব্দ ২৭শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১৩ই ডিসেম্বর ইং ১৯৪০, শুক্রবার { ১৩১৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ কেশব তিথি সর্ব্বোদশাদী গৌরাব্দ ৪৫৪

ঈশ্বরের লীলা

কর্ম্ম ও লীলা এক জিনিষ নয়। উহাদের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে। জগৎই কর্ম্মের ভূমিকা এবং স্থূল বা সূক্ষ্ম উপাধিই কর্ম্মের আধার। কর্ম্ম—অনিত্য, লীলা নিত্য। কর্ম্ম অস্বতন্ত্র জীবের ত্রিতাপভোগ বা দণ্ড, আর লীলা সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তমের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা-প্রসূত আনন্দময় ক্রীড়া। মায়াতীত বৈকুণ্ঠ বা গোলোকই লীলার ভূমিকা। ভগবল্লীলা ভগবান্ হইতে অভিন্ন। লীলা কর্ম্মের ন্যায় বহির্ম্মুখ জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, পরন্তু তাহা সেবোন্মুখ চিদিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। এই ভগবল্লীলা জড়-জ্ঞানের দ্বারা বুঝা যায় না। অতএব ভগবল্লীলা উপলব্ধির বিষয় আমরা যদি এই অচিন্ত্য ভগবল্লীলাকে স্বতন্ত্রভাবে জানিতে ও মাপিতে না গিয়া লীলাময় ভগবানের লীলার সহায়ক বা সখী ভগবৎ-পার্ষদগণের অনুসরণ করি, তাহা হ'লে তাঁহাদের সদ্প্রভাবে তাঁহাদের কৃপায় আমরাও ভগবল্লীলা উপলব্ধি করিতে পারিব। অন্যদিকে চিন্ময়ী লীলার উপলব্ধি হয়। যাঁহারা লীলাপুরুষোত্তমের লীলার সখী সাধুর সঙ্গ করেন, তাঁহারা আর অন্য কার্য্যে সময় দিতে পারেন না। সাধুর নিকটই সঙ্গ বা সেবকগণ দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশকে আকর্ষণ করেন এবং নিজেও হৃষীকেশের আকর্ষণে আকৃষ্ট হন। আধ্যাত্মিকতা বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে লীলাময়ের নাম রূপ-গুণ লীলায় প্রবেশাধিকার হয় না। ভগবানের সবই সুন্দর। ভগবানের নাম সুন্দর, রূপ সুন্দর, গুণ সুন্দর, পরিকর সুন্দর, ধাম সুন্দর, কাম সুন্দর, বাক্য সুন্দর, সেবা সুন্দর, সেবক সুন্দর, সেখানকার সবই সুন্দর। গোলোক-বৈকুণ্ঠ সুন্দরের রাজ্য। সুন্দর না হইলে সুন্দর রাজ্যে যাওয়া যায় না, সুন্দর জগতের বা শ্রীধামের চিদ্বৈচিত্র্য উপলব্ধি করা যায় না। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই এই প্রথমেও অতিক্রম করিয়া নিত্য চিদ্-বিলাসের রাজ্যে বা সুন্দর রাজ্যে উপনীত হওয়াই—চেতনের স্বভাবে আগমন করাই দরকার। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলার অপ্রাকৃতত্বই দর্শন বলে। সাধুসঙ্গে—শ্রবণ মুখে যখন এই অভিজ্ঞান লাভ হয়, তাহাই সুদর্শন। আমাদের অণুচেতন বৃত্তির একমাত্র স্বভাব—শরণাগত হওয়া—বৃহচ্চেতনের আশ্রয়গ্রহণ করা। আমরা যদি শরণাগত হই—সেবোন্মুখতা লাভ করি, তাহা হইলে চেতনের দ্বারা—চেতনের চক্ষুর দ্বারা চেতনের দর্শন পাইব। তখন নির্ম্মল হৃদয়ে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা'র আপনা হইতেই স্ফূর্ত্তি পাইবে। সাধুগুরুর চরণাশ্রয় ছাড়া গতি নাই। কৃষ্ণভক্তাভিমানে বা কৃষ্ণ গোপালাভিমানে যে সেবাময়-দর্শন, তাহাই প্রকৃত দর্শন। যদি আমরা প্রকৃতপক্ষে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করি, যদি গুরুকৃপায় আমাদের সুদর্শন লাভ হয়, তাহা হইলে আমরা সত্য সত্য আমাদের নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইবে, আমরা ভগবানের সেবাসৌভাগ্য লাভে ধন্য হইতে পারিব। সদ্গুরুচরণাশ্রিত ব্যক্তির—সেবা ভিন্ন [illegible] অমঙ্গল হয় না। সাধুকে আশ্রয় করিয়া, সাধুর চরণে আত্মনিবেদন করিয়া সাধুসঙ্গ করিতে করিতে যদি কোন ব্যক্তি অপকর্ম্মের [illegible] পতিত হন, তথাপি তাহার অমঙ্গল হয় না, অচিন্ত্য স্বরূপ-উদ্বোধনের জন্য অবিচ্ছিন্ন [illegible] সেবাসাম্য থাকায় অনর্থের পরিবর্ত্তে পরকালে তাঁহার মঙ্গলই হবে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ঈশ্বর-শক্তিমান, তিনি সাক্ষাৎ শ্রীবলদেব প্রভু। তিনি ভোক্তা হইয়াও সর্ব্বক্ষণ সন্নিহিতভাবে স্বয়ংরূপের সেবা করেন। তাঁহার এই যুগপৎ সেবকত্ব ও সেবায় তাঁহার পাণ্ডিত্য না হয় কথা। ইহা ক্ষুদ্র জীবের ধারণার অতীত ব্যাপার। তিনি ভোক্তা হইলেও তাঁহাতে ভোক্তৃত্বের প্রকাশ দেখা যায় না। তিনি আচার্য্যলীলায় জীবশিক্ষার্থ, আবার ঈশ্বরলীলায় সমস্ত বস্তুই তাঁহার শক্তি বা বৈভব। তিনি বলদেব-তত্ত্ব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংপ্রকাশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই আর একটি ভিন্ন আকারে অবস্থিত [illegible] হবার সাগর—মহাসমুদ্র! তাঁহার [illegible] অসীম [illegible] নাম, রূপ, গুণ, [illegible] পারে না। [illegible] পারেন। [illegible] আচার-[illegible] অপরাধ [illegible] শ্রীনিত্যানন্দ, এই [illegible] সর্ব্বনাশ হয়। [illegible] ভক্তগণের পাণ্ডিত্য [illegible] শ্রীনিত্যানন্দের [illegible] করে বা তাঁহাকে [illegible] যাহারা [illegible] তাঁহারা [illegible] অপরাধী। [illegible] আমাদের [illegible] তাঁহার [illegible] তিনি তাঁহার [illegible] থাকেন, [illegible] নিত্যানন্দপ্রাপ্ত [illegible] অভিজ্ঞতা [illegible] তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়।

করিয়া নবদ্বীপবাসী হই, তখনই অপরূপ সর্ব সুখাধার শ্রীগৌরসুন্দর কবেক [illegible] প্রেমভরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বলিয়াছেন, -

শুন নিত্যা, মহা অপরাধী যেবা হয়।
তবে তারে দেখিতে কিছু না যুয়ায়॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
আমারে [illegible] করে আমার আশ্রয়।
তুমি পায় [illegible] কণ, পাপ ও না রয়॥
[illegible] বিদ্যমান।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] অধিকারী।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

শ্রীগুরুতত্ত্ব - শ্রীনিত্যানন্দ। [illegible] নিত্যানন্দ [illegible] করেন। [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরকে [illegible] নিন্দা করা হয়। [illegible] [illegible] কৃপা [illegible] [illegible] [illegible] না হইলে [illegible] শ্রীনিত্যানন্দ [illegible] [illegible] নাই, সেখানে শ্রীগুরু [illegible] কৃপা নাই, সেখানে [illegible] [illegible] [illegible]

গোপালনাথ [illegible] দর্শনের পরিবর্তে [illegible] দর্শন, [illegible] পরিবর্তে অভিদর্শন [illegible] পরিবর্তে [illegible] দর্শন বা [illegible], নিত্যানন্দের পরিবর্তে নিরানন্দ — [illegible] কিন্তু পরিণাম- দুঃখকর [illegible]।

শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ প্রভু সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ-[illegible]। কৃষ্ণ তাঁহার বন্ধু। [illegible] কৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী। গুরু ও কৃষ্ণ [illegible]। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে ছাড়া থাকিতে পারেন না। তাঁহারা [illegible] পরস্পরের [illegible], পরস্পর [illegible] কষ্ট পান। ভগবান্ [illegible] শ্রীগুরুদেবের [illegible]। শ্রীগুরুদেবের [illegible] কৃষ্ণের [illegible]। গুরুদেব কৃষ্ণ ছাড়া নন, কৃষ্ণও গুরু ছাড়া নন। [illegible] কৃষ্ণই গুরুর [illegible] শ্রীগুরুদেব [illegible] সকল কার্য করিয়া থাকেন, [illegible] কৃষ্ণ তাঁহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া [illegible] করেন, তাহা [illegible] সর্বনাশ [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, —

[illegible] দৃষ্টি শ্রীভগবান [illegible]।
[illegible]

সর্বদেবময়ো গুরুঃ॥

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সর্ব দেবতা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহারা এত ধনী, এত পবিত্র, এত নিপুণ,

এত তাঁহাদের প্রভাব! তাঁহাদের দর্শন, তাঁহাদের সেবা, তাঁহাদের চিন্তা করিলে অপবিত্র পবিত্র হয়, অশুদ্ধ বিশুদ্ধ হয়, অভক্ত ভক্ত হয়। তাঁহাদের কৃপা হইলে সকল দোষে দোষী মহাপাপিষ্ঠ জীবও মুক্ত হয়। আমরা যেন সেই পতিতপাবন, বিশুদ্ধ পরমনির্মল শ্রীগুরুদেবের অপার দয়া ও অমন্দোদয়-দয়া উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের সেবকরূপে গণ্য হইতে পারি। তাঁহাদের পাদপদ্মে নিষ্কপট হইতে পারি। আমরা যেন তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিবার পরিবর্তে অনুকরণ না করি — ইহাই প্রার্থনা। জীব যদি স্বতন্ত্র পরমেশ্বর ও অন্য পরমেশ্বরের অভিন্ন-অথবা অনেক-স্বরূপ পরমহংস শ্রীগুরুদেব ও পরমহংস বৈষ্ণবগণের অনুকরণ করিতে যায়, তাহা হইলে তাহার সর্বনাশ ঘটে। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু [illegible] বলিয়াছেন, -

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ॥

অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বতন্ত্র ঈশ্বরগণের উপদেশই বাক্য এবং আচরণের মধ্যে যাহা কেবল জীবের পক্ষে আজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ করিবেন এবং ঈশ্বর-বাক্যের অবিরুদ্ধ আচরণকেই তাঁহাদের পালনীয় বলিয়া বিচার করিবেন, অন্যথায় নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে তাহাদের মহা অমঙ্গল ঘটিবে।

হরিভজন

হরিভজন মনের কল্পনা বা একটা কথার কথা নয়। যাহা হরিকে ভালবাসা - হরির সুখের জন্য যাহা করা। নিজ সুখই যাহাদের একমাত্র কাম্য, তাহাদের পক্ষে হরিভজন করা [illegible] দূরের কথা, হরিভজনের কথা তাহাদের ভালই লাগে না। আমি [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible] [illegible] আমার কি জীবন [illegible]! হরিভজন ছাড়া যাহার কোনও কাজ নাই, হরিই যাহার সর্বস্ব, হরিই যাহার প্রাণ, সেই জীব আর কাহাকে [illegible] তাহা জানে না। কি অদ্ভুত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জীব আর [illegible] [illegible] [illegible]

হইয়াছে। তাই তাহার আর এত কষ্ট! এই সংসারে নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে যদি তাহার সংসার অমোঘপথ হয়, তাহা হইলে তাহার ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা জাগে। তখন সাধুসঙ্গফলে সে জানিতে পারে যে হরিভজনই তাহার নিত্য ধর্ম। উহা কেবল হিন্দুর ধর্ম নহে, পরন্তু নিখিল চেতনের একমাত্র ধর্ম। সাধুসঙ্গ ব্যতীত স্বরূপোদ্বোধনের আর অন্য কোন রাস্তা নাই।

ভক্তিই ভগবানের ভজন। ভক্তিই আত্মধর্ম। কৃষ্ণপ্রীতি ও সর্বতোভাবে তাঁহার সুখানুসন্ধানই ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎসেবা। শরণাগত হইয়া সেবাই জীবের হরিভজন। শ্রবণ কীর্তন স্মরণাদি নববিধা ভক্তি। এই নববিধ ভজনের মূলে আত্মনিবেদন অর্থাৎ শরণাগতি সকলের মূল। এই মূলকে ছেদন করিয়া ভগবদ্ভজনের চেষ্টা পণ্ডশ্রমমাত্র। অতএব হরিভক্তিহীনের নিত্য আনুগত্যই ভগবৎ সেবা বা বৈষ্ণবধর্ম। জীব যখন সাধুগুরু ও শাস্ত্রের কৃপায় কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তখনই সম্বন্ধজ্ঞান উদয় হয় এবং তৎক্ষণাৎ আত্মনিবেদনের ভাব আসে। তখন তিনি বলিয়া থাকেন—

আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালন-ভার এখন তোমার॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও-পদ বরণে॥

গুরু নিত্যকাল গুরুর আনুগত্য ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন। যেখানে গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়া হরিভজনের প্রয়াস, উহা হরিভজন নহে, উহা মায়ারই ভজন। গুরুর আনুগত্য স্বীকার না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে তীর্থভ্রমণ, জগদ্বঞ্চনার চতুরতা নাম-গ্রহণ, শাস্ত্রালোচনা, হরিনাম-সংকীর্তন, জপ, ধ্যান প্রভৃতি করিলেও সেরূপ স্বেচ্ছাচারের ক্রিয়াকলাপকে হরিভজন বলা যাইবে না, তাহা মনের খেয়াল চরিতার্থতা ছাড়া আর কিছুই নহে। যেখানে আত্মপ্রতিষ্ঠালাভ কাম থাকায় তাহা ভক্তি নহে — অভক্তি। যেখানে প্রতিষ্ঠা বা কনক-কামিনী-সংগ্রহের হরিভজনের কপট অভিনয়, তাহা হরিভজন নহে, তাহা কৈতবযুক্ত আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মাত্র। হরিভক্তের সুখই গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য। গুরুর আনুগত্য ছাড়া হরিভজনে প্রবেশলাভই হয় না। যাঁহার [illegible] তাঁহাতে শ্রীগুরুদেবের নিত্যানুগত্য আছে। সুতরাং যিনি হরিভজনের ইচ্ছা করেন, তাঁহার

সকল কার্য্যই হরিসেবানুকূলে গুরু ও বৈষ্ণবের আনুগত্যে হরিপ্রীতির জন্য করা কর্ত্তব্য।

বদ্ধজীব হরিভজনের রহস্য অবগত নহে। তাই ভগবদিচ্ছায় ভগবৎ সেবা বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব জীবকে হরিভজন-শিক্ষা দিবার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। সেই সময় ভাগ্যবান্ জীব কৃষ্ণকৃপায় গুরুর সন্ধান পাইয়া যদি গুরুতে আত্মসমর্পণ করে, তাহা হইলে গুরু তাহাকে দীক্ষা দিয়া আত্মসাৎ করেন। অহঙ্কার থাকিলে গুরুচরণাশ্রয় করা যায় না। দীনহীন কাঙ্গালই গুরু চরণে আশ্রয় পাইয়া থাকেন। আমরা যেন কেহ মনে না করি যে, আগে ভজন পরে আত্মসমর্পণ ইহা ভুল ধারণা। আগে আত্ম সমর্পণ, তাহার পরে ভজন আরম্ভ, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

শুদ্ধভক্তিতে দুঃখের নাই। ভোগ-বুদ্ধি-বর্দ্ধক স্ত্রী পুত্রাদির বাহ্যাকার দর্শন দুঃদর্শন, সেখানে শুদ্ধভক্তি নাই। স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া বাহ্য বিষয়কে ভোগ করিতে যাওয়া অথবা ভোগে দুঃখ হয় ত নিয়া তাহাকে ত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ত হওয়া—এই উভয় প্রকার চিন্তাস্রোত হইতে অসংসক্ত থাকা যায় না। এই ভোগবুদ্ধি বা ত্যাগবুদ্ধি উভয়ই দুর্ব্বুদ্ধি। সেবাবুদ্ধির উদয় হইলে বাহ্য পদার্থকে সেবাদর্শন করা যায়, অন্য উপায়ে পুনরাবর্ত্তনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। চিন্ময় গুরু আশ্রয় ব্যতীত কেহ কখনও মায়ার কবল হইতে মুক্ত হইতে পারে না। কৃত্রিম-ভাবে গুরুবর্ণন বা প্রক্রিয়াদি অপসারিত করা যায় না। মস্তক-বিহীন হইলে যেরূপ শিরঃপীড়াজনিত দুঃখভোগ করিতে হয় না, তদ্রূপ সাধুসঙ্গে ভোগবুদ্ধি পরিত্যক্ত হইলে সেবাবুদ্ধির উদয় হয়, তখন জগৎ আর ভোগ্যের বলিয়া প্রতীত হয় না এবং তজ্জন্য ভোগ্যবস্তুর সংগ্রহ বা তাহার ত্যাগের জন্যও ব্যস্ত হইতে হয় না। যেখানে ভোগ-দর্শন নাই, সেখানে মায়াও নাই। অতএব সে তখন মায়ামুক্ত। সেই নিবৃত্তানর্থ ব্যক্তিই শুদ্ধ হরিভজন করিতে সমর্থ।

শ্রীপুরুষোত্তমে বিরহ-মহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

——::(*):——

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

১লা ডিসেম্বর, ১৯৫০

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৩রা পৌষ (১৩৫৭) ১৮ই ডিসেম্বর (১৯৫০) এবার কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে নিত্য লীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চতুর্দ্দশ বার্ষিক বিরহ-সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে গৌড়ীয়-মিশনের পরিচালক মণ্ডলীর সেবোদ্যোগে অনুষ্ঠিত হইবে। ৩রা পৌষ, ১৮ই ডিসেম্বর সোমবার বিরহতিথি-পূজা ও মহোৎসব। এতদুপলক্ষে বৈষ্ণবসম্মেলন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা আলোচনা, পরিপ্রশ্ন সমাধান, সংকীর্ত্তন ও প্রভুপাদের ভজনকুটীরে তাঁহার শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-অতিথি সেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ হইবে।

সজ্জনবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিয়া হরিকথামৃত পান করুন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ
সেক্রেটারী, পরিচালক মণ্ডলী গৌড়ীয়মিশন
শ্রীগৌরাঙ্গব্রত ব্রহ্মচারী, মঠসেবক
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

ভবরোগের ঔষধ

এ জগদ্বাসী জীব আমরা সকলেই ভবরোগগ্রস্ত। বদ্ধজীবমাত্রেই ভবরোগাক্রান্ত। মায়াবদ্ধতা—স্ব-সুখবাসনা—কৃষ্ণ বহির্মুখতাই ভবরোগ। ভবরোগের চিকিৎসক শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবগণের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত এই দুরারোগ্য ব্যাধির কবল হইতে অব্যাহতি পাইবার অন্য কোন উপায় নাই। তাই ভবরোগের সুচিকিৎসক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

শুন হে রসিক জন, কৃষ্ণগুণ অগণন,
অনন্ত কহিতে নাহি পারে।
কৃষ্ণ জগতের গুরু, কৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু,
নাবিক সে ভব-পারাবারে॥
হৃদয় পীড়িত যাঁ'র, কৃষ্ণ চিকিৎসক তাঁ'র,
ভবরোগ নাশিতে চতুর।
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জনে, প্রেমামৃত-বিতরণে
ক্রমে লয় নিজ অন্তঃপুর॥
কর্ম্মবন্ধ-জ্ঞানবন্ধ আবেশে মানব অন্ধ,
তা'রে কৃষ্ণ করুণাসাগর।
পাদপদ্ম মধু দিয়া অন্ধভাব ঘুচাইয়া
চরণে করেন অনুচর॥

ভগবদ্বহির্ম্মুখ—মায়াবদ্ধ জীবের শ্রীহরি গুরুবৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত নিস্তারের আর অন্য কোন উপায় নাই। ভগবৎ প্রদত্ত স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করায় জীব দৈবী মায়ার কবলে পতিত—নিপীড়িত হইতেছে। প্রভুসেবাবিমুখ জীব নিজে প্রভু অভিমানে ভোগ করিতে যাইয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করিয়াছে। বস্তুতঃ দুষ্কর্ম্মের ফলেই জীব মায়াকবলিত হইয়া ত্রিতাপে নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতেছে। গুরুদেবের কৃপা ছাড়া ইহা হইতে নিস্তারের উপায় নাই। চিকিৎসকের অনুগ্রহ ছাড়া রোগ নিবৃত্তি হয় না। বৈদ্য যদি কৃপাপূর্ব্বক সুচিকিৎসা করেন এবং রোগী যদি চিকিৎসকের ঔষধ পথ্যাদি যথাযথভাবে গ্রহণ করেন, তবেই রোগ অনায়াসে নিবৃত্ত হয়। এতদ্ব্যতীত রোগ-নিবারণের অন্য কোন উপায় নাই।

এ জগতের জীবসকল কৃষ্ণবহির্ম্মুখ। হরিভজনের কথা এ জগতের জীব জানে না। তাহারা সর্ব্বক্ষণই একটা না একটা অভাব-অসুবিধা, আধি ব্যাধির জ্বালা ভোগ করিয়া থাকে। এই সকল বহির্ম্মুখ জীবের গুরুবৈষ্ণবগণের কৃপা ব্যতীত উদ্ধারের আর উপায় নাই। বিমুখ জীব কি করিয়া উন্মুখ হইবে তাহা তাহারা জানে না। যাঁহারা ভগবানের সম্মুখীন হইয়াছেন—যাঁহারা সেবার পথে ভজনের পথে চলিয়াছেন, তাঁহাদের অনুগত, পশ্চাৎ হইলে তদনুগমনে চলিলেই মঙ্গলময় শ্রীভগবৎ সন্নিধ্যে লাভ হইবে। সদ্গুরুর ভব-রোগের ঔষধ-পথ্য নিরূপণ করিয়া ত্রিতাপ নিবারণের ব্যবস্থা করেন। নিয়মিত এই ঔষধ পথ্য গ্রহণ করিলে রোগ নিশ্চয়ই সারিবে—সংসারদুঃখ থাকিবে না। প্রভুপাদ বলিতেন—পুরুষার্থ দান করিয়া যিনি ভোগবাসনা, জ্ঞানাভিমান, কামনা ও ভুক্তি-মুক্তিবাসনা নিবৃত্ত হইয়া সেবাসুখে কালাতিপাত করেন, তিনিই উদ্ধারের প্রকৃত অধিকারী হইতে পারিবেন। তখনই জীবের বলিবার সৌভাগ্য হইবে—

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি,
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি॥
আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালনভার এখন তোমার॥
অহং মম অভিমান ছাড়িনু আমার।
আর যেন মম মনে স্থান নাহি পায়॥

বলবান্ সাধুর সঙ্গ সর্ব্বদা করিতে হইবে, তবেই নিজসুখবাসনায় প্রবল আকর্ষণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার সুযোগ হইবে। বলবানের সঙ্গ না হইলে ভাবে বল লাভ করা যায় না। সাধুর নিকট হইতে চেতনের বলদান হয়—হরিভজনে উৎসাহ লাভ হয়—সেবাপ্রাপ্তির আশা-ভরসা পাওয়া যায়। সাধুর বাণীতে বিশ্বাস হইলে এবং তদনুসারে নিজজীবনযাপনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলে এই নিয়মের অনুভূতি ক্রমশঃ হইয়া থাকে। তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাসই এই বললাভের একমাত্র উপায়।

সঙ্গের পারম্পর্য্য হইতেই অনর্থনিবৃত্তি হইতে থাকে। গুরু চরণ-দর্শন ও অনুকূল-ভাবে নিত্য অনুগামী সাধুসঙ্গ লাভ হয় ও সঙ্গের সুফল দেখা যায়। সাধু—কৃপাময়। তিনি সাধু-উপদেশ দ্বারা সরল, অনুগত জনের ভক্তিপ্রতিকূল ধারণা নষ্ট করিয়া থাকেন। তাঁহার বাণী অতি তীব্র। কিন্তু সেই কঠোর শাসন মানিয়া চলিতে পারিলে ভক্তি পাইবার পথ সুগম হয়। তাই মহাজনগণের গান—

বৈষ্ণবের কৃপা যা'তে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।
তুমি পুনঃ হবে মোর সহায়॥

সেইজন্য ভবরোগগ্রস্ত জীব আমরা যদি মঙ্গল লাভ করিতে চাই, তাহা হইলে সাধুর শরণাগত হইব। শরণাগত, অকিঞ্চন, অনুগত হইয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিলে তিনি কৃপা করিবেন। যদি আমরা দীন, কাঙ্গাল হইয়া তাঁহাদের শরণাপন্ন হই এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমাদের দুঃখের কথা জানাই তাহা হইলে অবশ্য [illegible] তাঁহারা অভয় দিবেন। তাঁহাদের শ্রীচরণে প্রণাম।

[illegible]

[illegible] শ্রীকৃষ্ণদাস [illegible]

[illegible] প্রকাশের [illegible] কৃষ্ণভক্তি [illegible] 'কৃষ্ণভক্তে' মনন না হইবে।

কর্ত্তা হর্ত্তা রক্ষিতা সবার নারায়ণ। নিঃসন্দেহে ভজ গিয়া তাঁহার চরণ

শাখা-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ (মূল)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঠাকুর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা
সেবক—[illegible]

৩। শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ মঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি-পাট
বামনপুকুর, শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীতনয় দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাউগাছি (শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) সরডাঙ্গা-[illegible] পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible]

(২৪) গোপালজীউ মঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible], (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], চট্ট, পি
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩২) মদ্রাস গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮/১৭ [illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible]

(৩৪) শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়মঠ, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible] (ইউ পি)
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ [illegible]
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৯) [illegible]-[illegible]
পোঃ [illegible] (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪১) [illegible] [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠ[illegible]
[illegible], মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible] পাঞ্জাব
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], পাঞ্জাব
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible]
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী—সেবক

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫০। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

৫১। [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫২। [illegible] মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৩ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

৫৫। [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৭। শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ অধিকারী

৬০) [illegible] প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৬১) চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বাঁকুড়া)
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৬২। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
৭০১ [illegible] ষ্ট্রীট [illegible]
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং ১
৫১, [illegible]
[illegible]
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

৬৪। গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ আফিস
[illegible], [illegible] (ইউ-পি
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠ[illegible]
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ আফিস,
[illegible] (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]গোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভাক্তশাস্ত্রী-সম্পাদক
শ্রী[illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:#:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" ইঞ্চ ৩৲			১।০	১৲
সিকি কলম ৫৲	৪৲			৩৲
অর্দ্ধ কলম ৮৲	৬৲		৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲		১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৩৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০

চাঁদার হার

দৈনিক (ডাকমাশুলসহ)		
মাসিক	"	
৩ মাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	৯৲

প্রতি সংখ্যা /০ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ সাতচিত্র-গ্রন্থ। গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। ইহাতে বহু চিত্র (chart-ও) অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিলাসসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মধুপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

—————

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

অনেক যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে [illegible] মায়াবাদ, সমন্বয়, বহুবাদ, অবতার, একাত্মা, বৈষ্ণব ও ভক্তিপথের [illegible] শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে [illegible] সমূহ, তত্ত্বিপাসু সৎসিদ্ধান্তপ্রবণ প্রগত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—মধুপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:#:———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের জন্য মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যুজ্জ্বল জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই [illegible] অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষের অনুজ্ঞায় [illegible] "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের [illegible] ঠাকুরের বহু মূল্যবান [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি ১২৫ পৃষ্ঠা এবং সচিত্র হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর সমগ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] মাত্র ৩. টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিস্বামী মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, [illegible] এই অপূর্ব্ব শ্রীগীতার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়া গীতার আদর্শ সংস্করণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকতা, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অভিনব। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলানুবাদ [illegible] গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ [illegible] শ্রীল শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলে প্রচুর আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

———

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তররূপে শ্রীহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান — গৌড়ীয়মঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, গৌরসুন্দরের অংশ, গাথা, বৈষ্ণবগণের প্রবর্তন্ম বর্ণনা, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও গুটী শব্দের সহিত প্রাচীনমতে শুদ্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ১০ টাকা।

—

শ্রীব্রজপত্তনী শ্রীচন্দ্রশেখর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত সংক্ষেপে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা পাঁচ আনা ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীভূপতিরঞ্জন নাগ [illegible], বি-এল, মু [illegible], পোঃ রমনা, ঢাকা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট

যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-২৬	১৭-৫৬	২২-২
দমদম ,,	৫ ৫৮	৬ ৩১	৭-২৮	১১ ১৮	১৩ ২০		১৮-৬	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৯-১৯	৮ ১	৯ ১৮	১৩ ২৮	১৭-৫৭	১৮-৫১	১৯-৩৫	০-৫৮
(বগুলা) ছাঃ	৯ ২৮	৮-৭	৯-৩৩	১৩-৫৩	১৫-৫	১৮-৫৩	১৯-৫১	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ৫	৮-৪০	১০ ৯	১০-১৪	১৫-৭১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(নগর) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-২৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭ ৪৮	১০ ৫৯	১৮-১৭	২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম ,,	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৮
(নগর) ছাঃ	১৩ ৩১ (শান্তিপুর লোকালে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শাখার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-২	৮-৮	১১-৬	১৭-২২	১৬-৮	১৮ ১৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩২	৮ ৪৪	১১ ২২	১৫-০	১৬ ৫৩	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১ ৫৭	১৪-১০	১৬ ৫৬	১৭-২	২০-৪১	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৫৫	৯ ২৫	১২-২৬	১৫ ০০	১৭-৩০	২০ ৩	২১ ৩১	৫-১০
(বগুলা) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৫	১৫-৫৫	১৭ ৪২	২০ ১১	২১ ২৪	৪ ১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৫৬	১৯-৯	২১ ২৭	২৩ ৭	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪১	১৯-২৬	২১ ৪০	২৩-২৫	৬-১৬

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল ... কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও ... শ্রীমাধব ... সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য ... প্রামাণিক গবেষণা এবং গভীর ... অধ্যয়ন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ব্রতী হইয়াছেন। এই গ্রন্থ ... ও অভিজ্ঞ ... মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড একা অধ্যায়ে প্রায় সাত শত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ঐ গ্রন্থে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দসূচী-(Index Glossary), ... প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাঙ্গালোর গৌড়ীয়মঠ, বাসবনগুড়ি বাঙ্গালোর; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা- নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" প্রভৃতি পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... নিয়ম ... এবং নূতন ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হইবে কিনা। ... ছোট বোতল ৮০ বার আনা, বড় বোতল ১৸০ আঠার আনা। পাইকারী ... স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD NO C 1544

শ্রীশ্রীসাহিত্যে শ্রীভক্তি-বিনোদ
—:●:—
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীশিক্ষা-সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মুমুক্ষুভক্ত ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৮০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ত্রিজগতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা
—:●:—
বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অর্থ ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ } ২ নারায়ণ ৪৫৪ গৌরাব্দ ১লা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১৬ই ডিসেম্বর ইং ১৯৪০, সোমবার { ২৩৩ ৩৪তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

। ২ নারায়ণ সর্ব্বশক্তি সমর্পন গৌরাব্দ ৪৫৪

চিদ্ধাম

——:●:——

জড়জগৎ যাহার হেয় বিকৃত প্রতিফলন, তাহাই চিদ্ধাম। চিজ্জগতে সেব্য মাত্র একজন, আর সকলেই তাঁহার সেবক। সকলেরই স্বার্থ এক—সকলেই একের সুখের জন্য ব্যস্ত। সেখানে পুরুষ বা ভোক্তা মাত্র একজন এবং সকলেই তাঁহার ভোগ্যা। সেখানে সেব্য একজন, সেবক অনন্ত। আমরা হরিবিমুখ হইয়া বর্ত্তমানে যে সংসারে বাস করিতেছি, তাহা অত্যন্ত দুঃখময় স্থান। এখানে সেব্য অনেক। ইহা অদ্বয়ের রাজ্য—নিরানন্দময় দেশ। ইহা নিত্য নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে ইহা সৃষ্ট হইয়াছে, পরে ধ্বংস হইবে। ইহাকে সংসারসিন্ধু বা ভবজলধি বলা হয়। এই অকূল সংসার-দুঃখজলধিতে বিপুল তরঙ্গ আছে। এই ভবসাগর পার হইতে না পারিলে—ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম বা ভেদ না করিতে পারিলে জীবের আর শান্তি নাই। এ জগৎ চিজ্জগৎ বা অমর জগৎ নহে, ইহা মায়া-জগৎ বা অচিজ্জগৎ। সাধুগুরুই এই ভবসমুদ্রের একমাত্র কর্ণধার—ভবপারের একমাত্র ভেলা। এই দুঃখসমুদ্রে গুরুদেবই একমাত্র আশ্রয়স্থল। এতদ্ব্যতীত এখানে আর সুখ নাই—আশ্রয় নাই, সবই ভয়, সবই দুঃখপ্রদ। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে চিদ্ধামে গমনেচ্ছু হইলে চেতনের সেবা ও সঙ্গের দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করা যায়। এই ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া একটী স্রোতস্বিনী দেখা যায়। তাহার নাম বিরজা নদী। সেখানে কোন তরঙ্গ বা উচ্ছ্বাস নাই। তাহার সলিল সম্পূর্ণ প্রশান্ত, স্বচ্ছ ও নির্ম্মল। এখানেও আশ্রয় নাই। এই বিরজা নদীর পরপারে জ্যোতির্ম্ময় ধাম। ঐ জ্যোতিঃ যুগপৎ কোটি কোটি সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রকাশে বিস্তার করিতেছে। এই জ্যোতিঃতে জীবচক্ষু ঝলসিয়া যায়। তখন সে আর ঐ প্রভা ভেদ করিতে পারে না। তাই সেখানে গেলে জীবের নীরব ও নিস্পন্দভাব আসিয়া পড়ে। এই স্থানকে ব্রহ্মলোক বা সিদ্ধলোক বলে। বৈকুণ্ঠের বাহিরে এই স্থান কেবল পরম জ্যোতিঃতে পরিব্যাপ্ত। এই জ্যোতিঃ ভগবানের অঙ্গ-জ্যোতিঃ। নির্ব্বিশেষবাদিগণ ইহাকেই 'ব্রহ্ম' বলেন। অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মের উপাসক মুমুক্ষু সাধকগণ বহু কষ্টে কদাচিৎ সিদ্ধিলাভ করিয়া এই জ্যোতির্ম্ময় সিদ্ধলোকে স্বীয় সত্তাকে সলিলমিশ্রিত লবণের মত লয় করিয়া নির্ব্বাণ বা সাযুজ্য-মুক্তি প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণবহির্মুখ শ্রীহরির হস্তে নিহত দৈত্যদানবরাক্ষসগণও এই গতি লাভ করে। মোক্ষাভিলাষী দেবদেবীর উপাসকগণও পরোক্ষ কৃষ্ণকৃপায় কদাচিৎ পূর্ণকাম হইলে এই গতি প্রাপ্ত হন। ইঁহারা সকলেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে মায়াবাদী। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে অনাদর প্রদর্শন এবং নির্ব্বিশেষ ভাবকে পরমতত্ত্ব মনে করায় ইঁহারা মহাপরাধী, তাই ইঁহাদের প্রায় সকলেই অতঃপর দূর অগ্রসর না হইতেই অধঃপতিত হন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"হে অর্জ্জুন, যাহারা অহঙ্কার, বল, দম্ভ, কাম ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আমার শ্রীবিগ্রহে এবং আমার অধিষ্ঠান অপ্রাকৃত ভাগবতদেহে বৃথা দোষ-দর্শন ও দ্বেষভাব প্রদর্শন করে, আমি সেই সকল দ্বেষী, কুটবুদ্ধি নরাধমগণকে অশুভ সংসারে আসুরযোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি।"

অবান্তর অন্যান্য উপাসকগণ দুঃখ ভোগ করিতে করিতে অধঃপতিত হন এবং কৃষ্ণবিদ্বেষী আসুরযোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন। কোনও কারণে কচিৎ কেহ আকাঙ্ক্ষিত গতি লাভ করিলে এই সিদ্ধলোকে সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। তাহাতে দুঃখের অতিরিক্ত আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় মাত্র। বিগত-বাত সিন্ধুকে অতরঙ্গ প্রশান্তভাবের মত তাহাদের যে নির্ব্বাণ বা বিদেহমুক্তি তাহাও কালবিধৃত অর্থাৎ নিত্য নহে। সাগরে ঝড় নাই, তরঙ্গও নাই, কিন্তু ঝড় উঠিলে সেই প্রশান্ত সলিলবক্ষে যেমন আবার তরঙ্গরাশির উদ্ভব হয়, সেইরূপ সেই অতি সূক্ষ্ম অবস্থিত সেই মুমুক্ষুগণ সকলেও কৃষ্ণেচ্ছায় আবার স্থূলদেহ ধারণ করিয়া প্রপঞ্চাগত হন।

জড়জগৎ ও চিজ্জগতের মাঝখানে বিরজা। বিরজা চিন্ময় জলে পরিপূর্ণ; বিরজার একবিন্দু জল হইতে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে। বিরজা ব্রহ্ম-দ্রব। চিন্ময় সলিলরূপা বিরজা এবং চিন্ময় তেজঃস্বরূপ ব্রহ্মলোকের পর বৈকুণ্ঠ ধাম। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন —"দেবীধামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের বিচার। ব্রহ্মলোক বা মহেশধামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের বিচার নিরস্ত হইয়া অপরোক্ষ বা কেবল চিৎ (চিন্মাত্র) নিঃশেষজ্ঞানের বিচার। নিঃশেষজ্ঞানে বৈচিত্র্য চিৎ সবিশেষের উদ্দেশ নাই, তথাপি তাহা জড় নহে; সেখানে মায়া বা অজ্ঞানের কথা সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষভাবে নাই।"

ভক্তগণ সাযুজ্যমুক্তিকে নরক হইতেও ভীষণরূপে দর্শন করেন। কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদিগণের নিকট ইহা পরম প্রার্থ্য বস্তু। সুতরাং তাঁহারা প্রথমে উপাসনায় ভক্তি বা ভগবান্ কথাটা মুখে স্বীকার করিলেও চরমে সাযুজ্যমুক্তির কোলে বিশ্রামলাভ করিবার জন্য ধাবিত হন। নির্ব্বিশেষবাদিগণের কি দুর্গতি! তাঁহারা এখনও দুঃখভোগ করিয়া গেলেন, কত কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া কতই না কষ্ট সহ্য করিলেন, আবার পরেও লাভ হইল [illegible] [illegible] হারানের ন্যায় [illegible] [illegible] কাঞ্চী [illegible]-পার [illegible] তাঁহার কোন কথা নাই [illegible] নাই।

এই প্রবন্ধের [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

ধামে কৃপিয়া সপার্ষদে বাস করিতেছেন। এখানে কুণ্ঠা-মুক্তিপিপাসা বা মায়ার অধিকার নাই। ইহা মায়াতীত বা প্রপঞ্চাতীত ধাম। নারায়ণের চারিপার্শ্বে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ শ্রীবাসুদেবাদি চারিজন আছেন, তাঁহারা সকলেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। এই দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ হইতে অংশাংশরূপে আবার অপর চতুর্ব্যূহ প্রকাশিত হইয়া তাঁহার আদেশমত স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করেন। এই তৃতীয় চতুর্ব্যূহ শ্রীবাসুদেবাদি প্রত্যেকে পুনরায় তিন তিন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শোভিত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই নারায়ণ—সকলেই চতুর্ভুজ, কেবল নাম পৃথক্। এই পরব্যোম নানাবিধ জনপদে সমাকীর্ণ এবং বিচিত্র প্রাকার, তোরণ, চত্বর, পুর-দ্বার, পুর ও রত্নময় সোপানাবলী পরিপূর্ণ। ইহার মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রাদির বিভিন্ন পুরী আছে। সেই সেই পুরীতে অবতারগণ নিজ নিজ সেবকসহ বিলাস করিতেছেন। ইহা ঐশ্বর্য্যধাম। ইহা নিত্যধাম এবং ইহাতে চতুর্ব্বেদ দেশ বা অদেশ। এখানে চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণ নিত্য-যৌবনশালী ও লীলাপর। তিনি তথায় মহালক্ষ্মী ও ভূশক্তি পরিবেষ্টিত সমীপ্য করিতেছেন। উভয়পার্শ্বে ভূ ও লীলা শক্তিদ্বয় বিরাজিত থেকে উঁহার বিবিধ সেবাকার্য্য-সম্পাদন করিতেছেন। সেখানে অনন্ত সেবক সেবার জন্য সতত ব্যস্ত আছেন। সেখানকার অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা কেহ বর্ণনা শেষ করিতে পারে না। যিনি সদাশিব নামে খ্যাত নারায়ণের বিলাসবিগ্রহ শম্ভু, তিনিও তথায় যথাযোগ্য বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ঈশানকোণে অবস্থান করিতেছেন। শান্ত ভাব ভক্তগণ প্রাপ্তি ভক্তিতে অবস্থা নারায়ণের উপাসনায় নিযুক্ত করিয়া এই স্থানে সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি ও সারূপ্য-গতি প্রাপ্ত হন। কিন্তু 'ব্রহ্মের একত্বজ্ঞানে সিদ্ধ ব্রহ্ম-সাযুজ্যকামুকের গতি এখানে হয় না। তাহাদের গতি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোক।

সর্ব্বোপরি সর্ব্বলোক-শিরোমণি শ্রীগোলোক ধাম। গোলোক বৈকুণ্ঠেরই উর্দ্ধ একটী নিভৃত পুর। এই গোলোকেরই অপর নাম—শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন, গোকুল ও ব্রজধাম। ইহা কৃষ্ণলোক। ইহা মাধুর্য্যময় ধাম। এই ধাম কেবল আনন্দময়। এখানে ঐশ্বর্য্য পূর্ণরূপে থাকিলেও তাহার প্রকাশ নাই। সেস্থান বিশুদ্ধ-মাধুর্য্যের—নিত্য নবনবায়মান। কল্পবৃক্ষই তথাকার সম্পত্তি। গোধনগণই প্রজা। রাখালগণই সখা। গোপবধূগণই সঙ্গিনী। যমুনা-তট রবি-তনয়ার ধারা। বৃক্ষমাত্রেই—চিন্ময় কল্পতরু, ভূমি—চিন্তামণি, জল—অমৃত, কথা—গান, গমন—নৃত্য, বংশী—দূতী। তথাকার চন্দ্র সূর্য্য সবই চিদানন্দময়। সেখানে মাধুর্য্যের চরম নিকুঞ্জ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ গোপগোপীসঙ্গে নিত্যলীলাপরায়ণ। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই সকলের প্রাণনাথ। তথায় আলো চিদানন্দজ্যোতিঃ, তাহাতে কখনও আঁধার হয় না। তথায় কৃষ্ণপ্রেমময়ী কোটী কোটী কামধেনু অতিমধুর অজস্র ক্ষীরধারায় সমস্ত স্থানকে ক্ষীর-সমুদ্রে পরিণত করিতেছে। তথায় নিমেষ কালও প্রবেশ করিতে পারে না অর্থাৎ তথায় অখণ্ড অনন্তময় সময়ই সমভাবে সর্ব্বদা বর্ত্তমান। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, "বৈকুণ্ঠাদিতে ত্রিবিধকালই যুগপৎ বর্ত্তমান আছে। যেমন বৈকুণ্ঠের জগতের প্রতিফলনস্বরূপ এ জগতে ভূতকাল ও ভবিষ্যকালের সৌভাগ্য বর্ত্তমানকালে অনুভূত হয় না, তদ্রূপ নহে। তথায় সমস্ত সৌভাগ্য এককালে অনুভূত হইয়া থাকে।" চিন্ময় প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণলোক বিচিত্র পত্র, পুষ্প, কানন, সরোবর, নদী, পর্ব্বত, সাগর, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদিতে সতত শোভিত। তথাকার সকল বস্তুই চিন্ময়। তাঁহারা সকলেই সর্ব্বতোভাবে স্বনাথ শ্রীকৃষ্ণের সেবাতৎপর। শ্রীকৃষ্ণের একাত্মরূপ শ্রীবলদেব প্রভু নিজাংশে সেই সকল কৃষ্ণসুখসাধক সেবোপকরণ-সমূহ শ্রীধাম-স্বরূপে সমস্ত রূপ রস-গন্ধাদিতে রূপান্তরিত হইয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন। সেখানে কালের প্রবেশ নাই। অনাদি অনন্ত আনন্দ-মূর্ত্তি চিন্ময়ভাবে কৃষ্ণসেবায় তন্ময় হইয়া আছেন। তাঁহাতে কখনও ভূত ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানরূপ ব্যবধান বা খণ্ড সম্ভব হয় না। পরন্তু শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তিতে ঐ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের যে আনন্দ-উপযোগিতা, তাহাও শ্রীকৃষ্ণসুখসাধনসহায় সেবিকারূপে সদা বর্ত্তমান আছেন। তথায় চন্দ্র সূর্য্যের কোনরূপ আলোক বিতরণ করে না। সেই চিদানন্দময় মহাধাম স্বপ্রকাশ অর্থাৎ শ্রীব্রজ চিদানন্দ-জ্যোতিতে সদা উদ্ভাসিত। সেখানে দেহ ও দেহী ভেদ নাই, দেহ-দেহী ও নাম-নামী অভিন্ন। এখানে গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত প্রিয়জন ভিন্ন অন্য কাহারও অধিকার নাই। সেখানে চিদানন্দ রস অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পরম-প্রেম রসই একমাত্র আস্বাদ্য। সেখানে অপর কোন রসই কেহ কখনও আকাঙ্ক্ষা করেন না। সেস্থান শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাসক্ষেত্র। সেখানে কেবল বিশ্রম্ভ-সেবা—মধুর ভাব। সেখানে পঞ্চরসেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা হইতেছে। সেখানে পঞ্চ মুখ্যরস ও গৌণ সপ্তরস বর্ত্তমান। সেই গোলোক বৃন্দাবন ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ কোথাও যান না। এখানে শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা। এই ধামের মহিমা অনন্তদেব অনন্ত-মুখে অনন্তকাল ধরিয়া কীর্ত্তন করিয়াও শেষ করিতে পারেন না।

—-—

যৎকিঞ্চিৎ

— —::⊙::— —

ভগবদ্বাণীই ভগবদ্বস্তুর প্রকাশক। তিনি তাঁহাকে না জানাইলে তাঁহাকে জানিবার কোন উপায় নাই। যাঁহারা ভগবানের অপ্রাকৃত সেবারহস্য জানিয়া তাহাতে সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত হইবার জন্য নিষ্কপট মনে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ তাঁহাদের বাস্তব-সত্যানুসন্ধিৎসা জানিয়া মহান্ত গুরুরূপে তৎসমক্ষে প্রকটিত হইয়া থাকেন। শ্রীআচার্য্যরূপী ভগবানই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। কৃষ্ণই গুরুরূপে অবতীর্ণ হন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধুগুরুরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই কলিহত জীবের উদ্ধারের জন্য—কৃষ্ণানুসন্ধান প্রদানের জন্য পঞ্চতত্ত্ব ও গুরুতত্ত্ব—বহুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীগুরুদেব বিষয়জাতীয় ভগবান্ না হইলেও তিনি আশ্রয়জাতীয় ভগবান্। 'অদ্বয়জ্ঞান' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বিষয়বিগ্রহ স্বয়ংই আশ্রয়বিগ্রহ এবং স্বয়ংই রস। যুগপৎ বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহরূপে নিজেই নিজের আনন্দবিধান করিতেছেন। তাহা না হইলে বিলাস হয় না। এই বিলাসের সর্ব্বপ্রধান সহায়—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরুদেব সকল জীবের একমাত্র আশ্রয়। তিনিই জীবকে কৃষ্ণানুসন্ধান প্রদান করেন। স্বয়ং কৃষ্ণ ব্যতীত তাঁহার ভজন-প্রণালীর কথা আর কে জানাইতে পারে? তাই শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥

সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের হইয়া গিয়া তাঁহার সুখবিধানই একমাত্র কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবকে তাঁহার বলিয়া গ্রহণ করিলেই ভক্তি হয়। শ্রীগুরুদেবের হইয়া যাইতে পারিলেই সেবা হয়। তাঁহার না হইয়া যে সেবার অভিনয়, তাহা আত্মবঞ্চনা। সেবাবিগ্রহের শ্রীচরণধূলি হইতে পারিলেই সেবক হওয়া যায়। সেবা—হ্লাদিনীর বৃত্তি—শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৃত্তি। যদি তিনি কৃপা পূর্ব্বক কোন শরণাগত নিষ্কপট জীবের প্রতি শুভদৃষ্টি করেন, তবেই সেই জীব ভক্তির অধিকারী হয়। ভক্তিপ্রা-সঙ্গের ছাটে নামরূপী কৃষ্ণকে পাওয়া যায়! অন্যত্র তাঁহাকে পাওয়া যায় না। সেই করুণাময় শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে কৃপা করুন, তাঁহার বাণী আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের হৃদয় নির্ম্মল করুক। তাঁহার অহৈতুকী অনুগ্রহে যেন তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইতে পারি। তচ্চরণ-সেবানিরত বৈষ্ণবগণ এ কাঙ্গালের প্রতি অহৈতুকী করুণা করুন। তাঁহারা কৃপা করিলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা পাইতে পারিব। শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় শ্রীচৈতন্যানুচর হওয়া যায়; আর শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-মনোঽভীষ্ট-পূরণতৎপর বৈষ্ণবগণের কৃপায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে রতি হয়।

বৈষ্ণবচরণজল প্রেমভক্তি দিতে বল
আর কেহ নহে বলবন্ত।

অভিমান

——:০:⊛:০:——

কর্ত্তাভিমান বা পুরুষাভিমান হৃদয়ে থাকিলে হরিভজন হয় না। আমি করিতে পারি বা পারি না, এ উভয়ই কর্ত্তাভিমান বা দাম্ভিকতা। দাম্ভিকতা শরণাগতির বিরুদ্ধ ব্যাপার। এই দাম্ভিকতা হৃদয়ে বিন্দুমাত্র থাকিলে সেখানে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হয় না। দাম্ভিকের হৃদয়ে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মের স্ফূর্ত্তি হয় না, তথায় পরহিংসা, মদ-মত্ততা, প্রতিষ্ঠাই স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। এই পুরুষাভিমানের মূলে অহংমম-ভাব। অহংতে 'অ' 'ম' ও আবার বুদ্ধির কর্ত্তাভিমান বা দাম্ভিকতা। শ্রীগুরুদেবের কিঙ্করের কিঙ্কর আমি—তাঁহারা আমাকে যেভাবে চালান, আমি সেইভাবেই চলি, ইহাই শরণাগতি। 'আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার'—এই অভিমানই প্রেমের অভিমান—চিদভিমান। এই অভিমানে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভ হইয়া থাকে। এই অভিমানে দাম্ভিকতা নাই—কর্ত্তাভিমান নাই—বৈষ্ণব-অভিমান নাই। ইহাতে আছে কেবল সেবকাভিমান—দীন, হীন, কাঙ্গাল, পতিত, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অতি অযোগ্য কিঙ্করানুকিঙ্করের অনুভূতি। ইহাই জীবের স্বরূপানুভূতি—তৃণাদপি সুনীচ ভাব। এই স্বরূপোপলব্ধিক্রমেই জীব ভগবানের ভজনসেবায় নিযুক্ত হইতে পারে। 'আমি ত' তোমার'—এই অভিমানে ভয় নাই, ইহা জীবের নির্ম্মল শুদ্ধ-স্বরূপের স্বাভাবিক পরিচয়। এই শুদ্ধাভিমানী জীবই শ্রীগুরু-পাদাশ্রিত। তিনিই শরণাগত। তিনিই ভক্তিপথের—সেবাপথের পথিক। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

বস্তুতঃ সকলি তব আর কেহ নয়।
অহংমম ভ্রমে যদি ভোগে শোক-ভয়॥
অহংমম-অভিমান এইমাত্র ধন।
বদ্ধজীব নিজ বলি জানে মনে মন॥
সেই অভিমানে আমি সংসারে পড়িয়া।
হাবুডুবু খাই ভবসিন্ধু সাঁতারিয়া॥
তোমার অভয়পদে লইয়া শরণ।
আজি আমি করিলাম আত্ম-নিবেদন॥
অহংমম অভিমান ছাড়িল আমায়।
আর যেন মম হৃদে স্থান নাহি পায়॥
এ'বার বল প্রভু দিবে হে আমারে।
অহংতা মমতা দূরে পারি রাখিবারে॥
আত্ম নিবেদন-ভাব হৃদে দৃঢ় রয়।
হরিমান সম ... [illegible] না হয়॥

আত্মস্ফূর্তিতাই ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণের কারণ। ইহাই জীবের বদ্ধাবস্থা। এই অভিমান-রাহিত্যের নামই মুক্তি বা স্বরূপাবস্থিতি। সেবকের মধ্যে কর্ত্তাভিমান নাই, সেখানে আছে কেবল দাসের কথা। সেবকের সেবা-ধর্ম্মের চালক, নিয়ামক—সেব্য। সেব্যের সুখোদ্দেশ্যে—সেব্য সেবককে যেভাবে চান, সেবক ঠিক সেইভাবেই চলেন। সেবক—কিঙ্কর। তিনি সর্ব্বদাই প্রভুর ইঙ্গিতের অপেক্ষা করেন। প্রভুর ইঙ্গিত ব্যতীত অর্থাৎ যেখানে তাঁহার সুখের কথা নাই, তাহা প্রভুভৃত্য কখনই করেন না। সেব্যের ইঙ্গিত বুঝা যায় না যদি সেবকের চিত্তবৃত্তি সেব্যের চিত্তবৃত্তির সহিত মিল না হয়। সেবাবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশানুসারে চলাই ভক্তি। ভক্তের আনুগত্যই ভক্তি। ভক্তি—শরণাগতিময়ী। ভক্ত দাম্ভিকতামূলে কিছু করিতে যান না। ভক্ত দাম্ভিক নহেন, শরণাগত। তবে তিনি সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সাক্ষাৎ আদেশপ্রার্থী হইয়া তাঁহাকে বিরক্তও করেন না। তিনি অনেক সময় তাঁহার সাক্ষাৎ আদেশে করেন, আবার কখনও বা তাঁহার চিত্তবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া করিয়া থাকেন। সেব্য চিত্তবৃত্তির সহিত সেবকের চিত্তবৃত্তি মিলনেই সেবা সাধিত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিলে ভজন হয় না।

শরণাগতির অভাব হইতেই জীবের এই অহংমম অভিমান হইয়া থাকে। এইজন্যই জীবের এত দুঃখ, কষ্ট, শোক, তাপ ভোগ করিতে হয়। সেবা না হইলেই কর্ম্ম হইবে এবং কর্ম্মের ফলস্বরূপ উত্তরোত্তর অন্তরে ও বহির্বিষয়ভাবে দুঃখ লাভ হইয়া থাকে।

(জীব) কৃষ্ণদাস [illegible] এ বিশ্বাস
করলে ত' আর দুঃখ নাই।

গুরুদেবের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিলে শান্তি পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে। নিজেকে আজ্ঞাবাহী সেবক বা ভৃত্য বলিয়া উপলব্ধি—সেবকের। উপলব্ধিরহিত হইয়া সেবা হয় না। এই উপলব্ধিরহিত ব্যক্তিই বদ্ধ বা সেবাবিমুখ। সেবক জানেন, তিনি কাঁহার সেবক, তাঁহার কি প্রভা। তাঁহার স্বরূপজ্ঞানের সুদৃঢ় অনুভূতি আছে। যিনি এই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই শরণাগত।

শরণাগতি ছয় প্রকার। জীবন-যাপন ব্যাপারে যাহা ভক্তির অনুকূল, তাহা স্বীকারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও তদনুসারে চলা। ভক্তির প্রতিকূল বিষয়ের বর্জ্জন। জীবনধারণের জন্য যাহা একান্ত দরকার, তাহার স্বীকার. ভগবানই আমার রক্ষাকর্ত্তা, ইহাতে দৃঢ়বিশ্বাস ভগবান্‌কেই পালক বলিয়া বরণ, নিজেকে অতি দীনহীন কাঙ্গালরূপে এবং তাঁহাতে আত্মনিবেদনই শরণাগতি। এই ছয় প্রকারের শরণাগতি না থাকিলে জীবের অহঙ্কার বা দাম্ভিকতা থাকিবেই। দুর্ভাগ্যক্রমে দাস্য ভুলিয়া যাওয়াতেই জীবের অবিপরীত প্রভু-অভিমান আসিয়াছে। জীব কোটী চেষ্টাতেও এই মিথ্যাভিমানের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে না। একমাত্র ভগবৎকৃপায় শরণাগত হইলেই জীব এই বিক্ষেপের হাত হইতে মুক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারে। ভগবান্ আমাদিগকে চাক্ষুষ কৃপা করিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইলেই আমরা রক্ষা পাইব, নতুবা নিস্তার নাই। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—

অহঙ্কার অভিমান, অসৎসঙ্গ অসৎজ্ঞান
ছাড়ি' গুরুপাদপদ্ম।
কর আত্মনিবেদন, দেহ-গেহ পরিজন
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব॥

সেবকের সেবকাভিমান, কৃতাভিমান আর বিক্রিতের পুরুষাভিমান আছে। দীনহীন আকুল, কাঙ্গাল সেবকাভিমানে সেবা হয়। অভিমান একটা থাকিবেই। সেবকাভিমান না থাকিলে সুষ্ঠুসেবা হয় না। সম্বন্ধজ্ঞান যাঁহার প্রবল, তাঁহার সেবকাভিমান তত গাঢ়। যদি নিজেকে শ্রীগুরুদেবের অযোগ্য কিঙ্করাধিকিঙ্কর বলিয়া উপলব্ধ না হয়, তিনি প্রভু, আমি দাস এই অনুভূতি যেখানে নাই, সেখানে সেবার কোন কথা নাই। 'আমি গুরুদেবের কিঙ্কর'—এই অভিমানই আমাদিগকে সেবাবিবিক্ততার হাত হইতে—কৃষ্ণ বিস্মৃতির হাত হইতে সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করে। সেব্যের প্রতি একনিষ্ঠতার অভাব হইলে আমাদের এই চিদভিমান জাগে না। আমি অযোগ্য হইলেও প্রভুরই সেবক, প্রভুসেবাই আমার সর্ব্বক্ষণ কৃত্য এবং আমিও তাহাই করিব—এইরূপ সদিচ্ছা যাঁহাদের তাঁহাদের কৃপায় স্মরণকীর্ত্তনাদি অপসারিত হয়। সেবক কখনও প্রভুকে ভুলেন না— গুরুদেবের অযোগ্যতম দাসাভিমান ছাড়িয়া দাম্ভিক হন না।

স্বতন্ত্রতাই দাম্ভিকতা। স্বতন্ত্র হইলে কৃষ্ণবিস্মৃতি অনিবার্য্য। কৃষ্ণকে ভুলি যেই—বন্ধকে ভুলিলেই বিপদ। মায়া আমাদিগকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, একটু ফাঁক পাইলেই সে প্রবলভাবে আক্রমণ করিবে—সেবাধিকার হইতে অনবধান করাইবে। সেবককে সর্ব্বক্ষণ সেবাচেষ্টায় তৎপর হইতে হইবে। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—"প্রকৃত যিনি সেবক সর্ব্বদা [illegible] থাকেন মুহূর্ত্তের জন্যও অন্যমনস্ক হইলে মায়া প্রবেশ করে। সেবকের মধ্যে অন্যমনস্কতা নাই। সেবক সর্ব্বদা alert. সেবক সর্ব্বদাই উদ্গ্রীব প্রভু কি আজ্ঞা করিবেন, তজ্জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকেন। যদি একটুকু অন্যমনস্ক হন, তাহা হইলে প্রভুর সেবায় বিঘ্ন ও প্রভুর মনোযোগ অবধানে বাধা উপস্থিত হয়। কাজেই সেবকের মধ্যে অন্যমনস্কতা বা বিক্ষেপ নাই। নিজের দেহগেহ লইয়া ব্যস্ত থাকলে সেবা করা যায় না। সেবকের দেহ-গেহাদি নাই তিনি সর্ব্বদাই সেবায় তন্ময়।"

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন

——:*:——

সুকৃতি না থাকিলে কাহারও ভগবদ্‌বিষয়ে শ্রদ্ধা উদয় বা কৃষ্ণভজনের প্রবৃত্তি জন্মে না। ঈশ্বরভজন অতি গূঢ় ব্যাপার ইহা সাধুসঙ্গ ব্যতীত কেহ জানিতে পারে না। হরিজন নিগূঢ়ের সন্ধান না পাইলে হরিভজনের সন্ধান মিলে না। বর্ত্তমানে কলিযুগ। এই বিষময় যুগে সাধুর সংখ্যা খুব কম। তবে ভক্তনিজজন সাধু জগতেতে সকল সময়েই এই পৃথিবীতে আছেন, ইহাই ভরসা। কলির জীব অল্পায়ুঃ, মন্দমতি এবং পরমার্থবিষয়ে অলস। এই মন্দভাগ্য লোকসকলের জন্য পরমকরুণাময় ভগবান্ শ্রীনবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়া কলিযুগধর্ম্ম হরিনাম-সংকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করিয়া এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যাদ্বারা যে ফল লাভ হয়, এই কলিযুগে হরিকীর্ত্তনের দ্বারাও সেই ফলই লাভ হইয়া থাকে। অতএব কলিযুগে নাম-কীর্ত্তন ছাড়া আর কোন ধর্ম্মের দ্বারা জীবের মঙ্গল নাই। যিনি খাইতে শুইতে দিবারাত্র নাম গ্রহণ করেন, বেদও তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন না। কলিতে হরিনামই কেবল [illegible] উদ্ধার পায় বলিয়াছেন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিনযুগে লোক সকলের আয়ু ছিল, কলিকালের মত [illegible] বা [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] ভক্তজনের [illegible] উদয় হইয়া থাকে, [illegible]। কৃষ্ণনাম বৈকুণ্ঠের বার্ত্তা [illegible] সম্পূর্ণ অভিন্ন। এই নাম সংসার [illegible]। ইহাতে [illegible] কোন [illegible] নাই। [illegible] নামস্মরণেই [illegible] বিলয় হইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠনামই প্রাকৃত গোলোকপ্রাপক [illegible] করে। [illegible] করিতে সমর্থ বলিয়া উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। [illegible] শ্রীনাম অপ্রাকৃত। শ্রীনাম ও নামী অভিন্ন।

কৃষ্ণ [illegible] হবে সংসার [illegible]।
কৃষ্ণনাম [illegible] কৃষ্ণ [illegible]॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম —এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥
[illegible] 'হরের্নাম' উক্ত তিনবার।
[illegible] বুঝাইতে পুনঃ [illegible]॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
জ্ঞান যোগ তপ-আদি কর্ম্ম-নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত এব কার॥

(চৈঃ চঃ)

[illegible] কৃষ্ণপ্রেম [illegible] ও [illegible] পাপের [illegible] হইতে পারে। অতএব ও [illegible], পাপ ও পুণ্য—এ সমস্তই [illegible] নামাপরাধের ফল। [illegible] [illegible] [illegible] নামাপরাধ [illegible] করিয়া শ্রীনামগ্রহণই একমাত্র [illegible]। এই শ্রীনামকীর্ত্তন ব্যতীত—[illegible] [illegible] তাহা ব্যতীত [illegible] আর কোন কাজ নাই। [illegible] কীর্ত্তন ভগবানের [illegible] শ্রীনামের মুখের কথাই শ্রীনাম [illegible] হইলে—সেবার কথা [illegible] হবে। অন্য কোন [illegible] গুরুনাম হবে না, [illegible] নামাপরাধ [illegible] সম্বন্ধাদের সহিত [illegible] হইয়া শ্রীনাম গ্রহণ করিলে হইবে। এই মুহূর্ত্তে সাধুসঙ্গ হইলে হরিনাম হবে না। [illegible] উত্তম অতঃ সাধুর সঙ্গ ও

কর্ত্তা হর্ত্তা রক্ষিতা সবার নারায়ণ। নিঃসন্দেহে ভজ গিয়া তাঁহার চরণ॥

হরিনাম করিতে হইবে। হরিনামের কৃপাতেই সব হইবে। তবে শ্রীনাম ও নামাচার্য্যের শ্রীচরণে পূর্ণরূপে শরণ লওয়া চাই, তাঁহাদের সর্ব্বশক্তিমত্তায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করা চাই, নতুবা হইবে না।

[illegible] যেমন [illegible] কৃপা [illegible], কিন্তু বলিলে তাহা নয় [illegible] কেবলমাত্র নামই গতি। সুতরাং কলিযুগে হরিনাম কীর্ত্তন বাদ দিয়া অন্য সাধন নাস্তি।

কলিযুগে ধর্ম্ম হয় নাম সংকীর্ত্তন।
চারিযুগে [illegible] জীবের কারণ॥
অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
(চৈঃ চঃ)

হরিনাম সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব উভয়ই। শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেম হয়। [illegible] মহাপরাধী ব্যক্তি কখনও শুদ্ধ হরিনামের কৃপা উপলব্ধি করিতে পারে না। নাম-অপরাধ দশ প্রকার। তাহা হইতে অপরাধযুক্ত নামের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণের দ্বারা মুক্ত হওয়া যায় না। কিন্তু অপরাধশূন্য হওয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিলে অপরাধমুক্ত হওয়া যায়। নাম-গ্রহণে অপরাধ এবং নামোচ্চারণকালে বিক্ষেপ—এই অবস্থায় [illegible]। অপরাধকালে নামগ্রহণ-কার্য্যের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, সুতরাং তাহা কখনই নাম সাধন হইতে পারে না। অপরাধকালে অপরাধ প্রশমিত হইবার সম্ভাবনা নাই। নামাপরাধ কিছু নূতন নহে। অপর বস্তু-কাল্পনিক সম্বন্ধজ্ঞান প্রবল। সম্বন্ধজ্ঞান প্রবল থাকিলে আর অপরাধ থাকিতে পারে না। অনর্থ কখনও অনর্থের কারণ হইতে পারে না। তবে অনর্থ থাকাকালে অবকাশ না থাকিলে পুণ্যানর্থ বিনষ্ট হয়। সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ে সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইলে নামাপরাধ দূর হয়, পরে নাম উদিত হয়।

শ্রীনামের শ্রীচরণকমলে আত্মসমর্পণ না করিলে, নিজেকে অকিঞ্চন জ্ঞান করিয়া শ্রীনামাচার্য্যের পাদপদ্ম ধারণা না করিলে শ্রীনামের সেবা হয় না। শ্রীনামাচার্য্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং তাঁহার অকপট সঙ্গ ও সেবা দ্বারাই শ্রীনামের কৃপা, সেবা ও সঙ্গ লাভ হয়। শ্রীনামাচার্য্যের শ্রীচরণে নিরবচ্ছিন্নভাবেই শ্রীনাম সানন্দে সেবা [illegible] আত্মপ্রকাশকারী শ্রীনামের

সজ্জন—অকৃতদ্রোহ

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ)

অন্যের উদ্দেশ্য হৃদয়ে গোপনে পোষণ করিয়া জগতে লোকের নিকট বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইলে তাদৃশ ব্যক্তিগণ কখনও তাঁহাকে কৃপালু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে না। যিনি যথার্থ হরিবিমুখ, বাহিরে লোকবঞ্চনার জন্য বৈষ্ণব নামে আখ্যাত, তাঁহাদের অন্তরে হিংসা প্রবৃত্তি থাকা উচিত নহে। যিনি যথার্থ বৈষ্ণব, তাঁহার নিজ স্বভাবরূপে অন্তরে বাহিরে হিংসা-প্রবৃত্তি নাই। বৈষ্ণব সজ্জন—কৃপালু। কৃপা যেরূপ গুরুদেবের স্বরূপ হিংসা সেরূপ অবর্ত্তমান। বৈষ্ণব জগতের কৃপার দ্বারাই বিষয়বিমুখজনগণ শ্রীনামের কৃপা প্রাপ্ত বা সাক্ষাৎকার ঘটে। এই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আমার একমাত্র প্রভু, একমাত্র চালক, একমাত্র নিয়ন্তা, প্রতি কার্য্যে, প্রতি পদবিক্ষেপে, প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে, জীবনের প্রতি গতিতে আমার একমাত্র আদর্শ, লক্ষ্য ও ধ্রুবতারা বলিয়া জানিতে পারিলে শ্রীনাম আমাকে নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। গুরুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার না করিলে শ্রীগুরুর দাস হইতে শ্রীনামের কৃপা কি করিয়া পাওয়া যাইবে? যিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই হরির সেবা করেন, হরি যাঁহার নিত্যসঙ্গী, যিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তেইশ ঘণ্টা, উনষাট মিনিট ও উনষাট সেকেন্ড—শ্রীনামের সেবা করিয়া বাকী এক সেকেন্ড মাত্রও অন্যকার্য্যে নিযুক্ত হন না, এইরূপ সাধুকে যিনি নিত্যসেবক ও নিত্যপ্রভু বলিয়া বরণের সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তিনিই কৃষ্ণকে লাভ করিতে পারিবেন। তাঁহার হরিসেবাপ্রাপ্তির আশায় আসেন বৈষ্ণব, সর্ব্বদা উদ্যোগী ও চতুর এবং নিরন্তর সেবাময় জীবনযাপনে তৎপর। 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' বাক্যের মূর্ত্তবিগ্রহ আমাদের শ্রীআচার্য্য পাদপদ্ম। কৃষ্ণবিরহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মে। সেই সতত কৃষ্ণবিরহকাতর, কৃষ্ণসেবাবিলাসী, শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট সংস্থাপক, শ্রীরূপানুগবর আমার প্রভুর সেবসৌন্দর্য্য নয়নমোহনকেও আকৃষ্ট করিয়া থাকে। পরমারাধ্য প্রভু আমার যদ্যপি কৃপা-দৃষ্টি করিতে পারেন আমার দুর্দ্দশা ঘুচাইয়া আমাকে সুদর্শন বা সুবর্ণ করিতে পারেন। সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা ও সেবাই আমার জন্মে জন্মে প্রার্থনীয় হউক, ইহাই আমার একমাত্র কাতর প্রার্থনা।

প্রতি কৃপাবিশিষ্ট কিন্তু হিংসাবশে বিদ্রোহী নহেন। বিদ্রোহিতা বৈষ্ণবে দেখা গেলে তাঁহাকে কৃপালু বলা যায় না। আবৃত সত্য পরোপকারের জন্য প্রকাশিত হইলে তাহা কৃপা বলিয়াই জানিতে হয়, পরন্তু অপকার-বাসনে সত্যের আবরণে অসত্য প্রচার করিলে হিংসা নামে অভিব্যক্ত হয়।

বৈষ্ণবের ছাব্বিশটী গুণের দ্বিতীয় গুণ অকৃতদ্রোহিতা। বৈষ্ণবই জগতে একমাত্র অকৃতদ্রোহ। তিনি পরের হিংসা করেন না। হিংসা দুইপ্রকারে দেখা যায়। প্রকাশ্যভাবে পরহিংসার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করিলে এক প্রকার হিংসা হয়। অপর প্রকার জীবের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবার সময়ে অত্যাচারী জীবকে প্রতিনিবৃত্ত না করিয়া হিংসা। বৈষ্ণব জীবকে অজ্ঞানতা, কর্ম্ম ও জ্ঞানাবরণ হইতে উন্মুক্ত হইয়া হরিসেবা করিতে বলেন; ইহাতে তাঁহার অকৃতদ্রোহিতা জানা যায়। অবোধ অপরিণামদর্শী জীব মনে করেন, বৈষ্ণব অজ্ঞানিনাশী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর বিদ্বেষ করিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি কৃপালু বলিয়া অত্যন্ত দয়াপরবশ হইয়া জীবের কল্যাণ-কামনা করেন, হিংসা করেন না। যে বৈষ্ণব জীবের প্রতি করুণ হইয়া হরিসেবার উপদেশ করেন, তিনি অকৃতদ্রোহ। রজস্তমোগুণের বাধ্য হইয়া যিনি অন্যের হিংসা করেন, তাঁহাকে সকলেই হিংসাপর অবৈষ্ণব বলিয়া জানেন। বৈষ্ণবের স্বভাবে এই দুই প্রকার হিংসা কখনই স্থান পায় না।

অহিংসাই পরমধর্ম্ম। পশুমাংস-ভোজন দেহে, মৎস্যের চর্ব্ব-শোণিত-ভোজন বাসনায়, অত্যাচারের কলন-ভোজন মানসে আমরা নানাপ্রকার জীবহিংসায় অভিরত আছি। ধর্ম্মের আবরণে নানাপ্রকার কুযুক্তির অবতারণায় হিংসাবৃত্তির সমর্থন করিতে কাহাকে কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্ব্বল প্রাণীর প্রতি হিংসা, দুর্ব্বল মানবের প্রতি অত্যাচার নীতিশাস্ত্রের শাসনে নিরস্ত হয়। নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যের নিবারণকল্পে সুসভ্য মানবসমাজে নানা-প্রকার বিধিবিধান, আইন ও লৌকিক ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ প্রচারিত হইয়াছে। জীব আত্মবঞ্চিত হইয়া যখন এই নীতি অতিক্রম করেন, তাহাতে সমাজের অত্যন্ত সত্যের অসুবিধা ঘটে। কৃত্রিম উপায়ে হিংসাবৃত্তির প্রশমন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কেবল হরিসেবাপর হইলে জীবহিংসারহিত হইতে পারেন।

অবৈষ্ণবের হিংসা করিলে পাপ হয়। পাপ করিলে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি অশান্তি ভোগ করে, সুতরাং হিংসা করা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য নহে। বৈষ্ণব কাহারও প্রতি হিংসা করিতে পারেন না। যেরূপ বন্ধ্যা পত্নী পুত্র-প্রসবে অসমর্থা, যেরূপ জল হইতে দুগ্ধ পাওয়া যায় না, সেইরূপ বৈষ্ণবের হিংসা অসম্ভব। সমাজের কল্যাণের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র এবং [illegible] স্থির করিয়াছেন যে, উপকার করিলে উপকার করিবে, হিংসা করিলে হিংসা করিবে, ইহাতে দোষ নাই। কিন্তু উদারমতি বৈষ্ণব বলেন, অবৈষ্ণব বৈষ্ণবের হিংসা করিলে বৈষ্ণব নীরবে সহ্য করিবেন।

যেকালে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিজ পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় প্রমত্ত হইয়া শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের নিকট জয়পত্র সংগ্রহ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের হিংসা করিয়াছিলেন, তখন আদর্শ-ভক্তিপ্রিয় গোস্বামিদ্বয় অম্লানবদনে জয়পত্র লিখিয়া দেন; ইহাই বৈষ্ণবের অকৃতদ্রোহিতা। আবার যখন শ্রীজীব গোস্বামী নিজ গুরুনিন্দক বৈষ্ণবদ্বেষী প্রতিবাদী পাষণ্ডের প্রতি [illegible] হইয়া নিজের অসাধারণ অহিংসাপ্রবৃত্তি দেখাইয়াছিলেন, তখন শ্রীজীবের কৃপা [illegible] হিংসাদোষে দুষ্ট হয় নাই। যে-কালে রামচন্দ্র খাঁ নামক ধনী বিপ্র শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রতি হিংসা করিতে গিয়া বারবনিতা প্রেরণে ক্লেশ দিতে প্রয়াস করিয়াছিল, সেকালে মহাত্মা হরিদাস ঠাকুর রামচন্দ্র খাঁর সম্বন্ধে কোন প্রতিহিংসা করেন নাই। ইহাই বৈষ্ণবের অকৃতদ্রোহিতা। জগাই-মাধাইয়ের প্রতি ভগবানের অনুকম্পা, বারবনিতার প্রতি হরিদাস ঠাকুরের দয়া, সার্ব্বভৌমের প্রতি গৌরহরির কৃপালুতায় কোনপ্রকার হিংসা নাই। বাসুদেবের সমস্ত পৃথিবীর পাপের জন্য নিজে শাস্তি বহন, খ্রীষ্টের ক্রুশে বিদ্ধ হইবার পরেও বিদ্রোহীর প্রতি দয়া প্রকৃত বৈষ্ণবের অহিংসা নাম্নী চিত্তবৃত্তির পরিচায়ক। শ্রীগৌরসুন্দর এইজন্যই বলিয়াছিলেন—"তরোরপি সহিষ্ণুনা।"

তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসনা তাড়নে কা'কে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেও তরু যেন কিছু না বলয়।
শুখাইয়া মৈলে তবু জল না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২২১০
সেবক—[illegible] দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এস্

(৩) শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]বিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

( ) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রী[illegible]পুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
[illegible]পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর [illegible]
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক: শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ
[illegible]পুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যাবন্ধু বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible] দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩০ সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], চট্ট, ডি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

৩১। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] [illegible]।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
৮১১ [illegible], [illegible] সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

৩৫) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible] [illegible]
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

৩৬। শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৭। শ্রী[illegible] মঠ
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮। শ্রী[illegible]পীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯ [illegible]
পোঃ [illegible] মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৪০। [illegible] মঠ—শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

৪৩। [illegible] মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গৌড়ীয়বিদ্যা মঠ—লেখবাজী,
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible], পাঞ্জাব
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৬। দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭। বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

৫০। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

৫১। [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ পুরী [illegible]
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] ব্রহ্মচারী

৫২। [illegible] মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৩ [illegible]কুটী
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

৫৫। [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

৫৬। [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৭। শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৮। [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]পুর, [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

৫৯। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible]চৈতন্য দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (জলপুর)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী ব্রজবাসী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং ২
২১, [illegible]
[illegible]
সেবক—[illegible] বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৪।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible]নগর, [illegible] [illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible]পুর (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible] [illegible]

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, দৈনিক [illegible],
[illegible] [illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible]

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
[illegible]
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদক
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ সাপ্তাহিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত —বিহারের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১ টাকা।

৩। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় —শ্রীমৎ কৃষ্ণস্বরূপ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরকিশোর আশ্রম বৈষ্ণবগোষ্ঠী মুখ্যপ্রধান পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখপদ্ম হইতে বহুবার যে সকল পরমোপদেশ সমূহ বিভিন্ন পণ্ডিত ও মহাত্মা সজ্জনবৃন্দের প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ সম্বলিত এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীবৈষ্ণব সিদ্ধান্তসমূহ প্রচারকল্পে ও শুদ্ধভক্তি সদাচারপালনে অপরিহার্য্য গৌড়ীয়গণ জগদ্গুরু আচার্য্যদেবের 'সদাচারস্মৃতি' অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেব্য।

ভিক্ষা— ৷৵০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে ভাষ্য ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত 'গোবিন্দভাষ্য' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, বিবর্ত্তের অশেষত্ব ভূমিকা ও সূচীসহ অতুলনীয় সংস্করণ নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা— ৷৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;
শ্রীযুক্ত সুশান্তরঞ্জন রায় এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্, —সম্পূর্ণ	৪০
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত —	১৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্ধখণ্ড)	৲
৩।	অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৩
৪।	সরস্বতী জয়শ্রী (অর্ধখণ্ড)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
	১ম খণ্ড ৷৵০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৷৵০ ৪র্থ খণ্ড—৷৵০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
	১ম খণ্ড—৷৵০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৷৵০	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১৲
৮।	সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা	১।০
৯।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১০।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৷৵০
১৪।	সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব	
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৷৵০
১৭।	চৈতন্যোপনিষৎ	।০
১৮।	ব্রাহ্মণ-আম্নায়	।০
১৯।	তত্ত্ববিবেক	।০
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৵
২১।	গৌড়ীয়সংহিতা	।৵০
২২	ভজন রহস্য	।০
২৩।	শ্রীচৈতন্যোপনিষদ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ অর্ধখণ্ড)	২৲
২৬।	গীতার কেবল মাত্র-ভাষা	।০
২৭।	মুক্তিফলটীকা ভগবতোষণী সারার্থদর্শিনী	২৲
২৮।	বেদান্তসূত্রসার (সারার্থ)	।০
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা)	৷৵০
৩০।	জীব-বিশ-দর্শন	৵
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	।৵
৩২।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৷০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৷৵০
৩৫।	গীতমালা	৵১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৷৵০
৩৭।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৷৵০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯।	শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণমঙ্গল স্তোত্র	।০
৪০।	শরণাগতি	৵০
৪১।	গীতাবলী	৵০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৷০
৪৩।	সাধনতত্ত্ব	৵০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৵
৪৫।	নবদ্বীপশতক	
৪৬।	অর্চ্চনপদ্ধতি	
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৵১
৪৯।	অর্চ্চনকণ	৷
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড)	
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	
৫২।	মণিমঞ্জরী (সারার্থ)	৷০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৷৵০
৫৪।	পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৫৫।	মধুসূদনবাণী বা মায়াবাদশতদূষণী	৷০
৫৬	ভাগবত ও ভক্তিপথ	৵০
৫৭।	ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮।	শ্রীগুরুসেবা	৵০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৬০।	সংবাদবাণী	৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	।০
৬২	সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিধিবিধানঃ	।০
৬৩।	নৈতিক-শিক্ষাপদ্ধতি	
৬৪।	ভক্তগণ	।০
৬৫।	সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৬৬।	গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ	৵০
৬৭।	মায়াবাদখণ্ডনম্	৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	।০
৬৯।	এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত	।০
৭০।	নামভজন	৵০
৭১।	বেদান্ত—ইট্স মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি	।০
৭২।	থিয়েষ্টিক এক্সপ্লোরেশন	।৵০
৭৩।	লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৭৪।	বৈষ্ণবীজম	।০
৭৫।	শ্রীমঠ গৌড়ীয়মঠ উইথ ফুটস	৵০
৭৬।	দি ভাগবত	।০
৭৭।	থিয়োষ্টিক ফিলজফি অ্যাণ্ড আনন্দলোকে বিজ্ঞান	
৭৮।	ব্রহ্মসংহিতা	৷০
৭৯	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অতি সত্বর)	১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৮১।	সাধন-পথ	।০
৮২।	কল্যাণ-কল্পতরু	৵০
৮৩।	গীতাবলী	৵
৮৪।	শরণাগতি	৵

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	৵

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	১

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৶০	।০
" " ইঞ্চি	৮৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪০		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩	৬।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৮।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-বিরচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গ্রেষণাপূর্ণ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে যাবতীয় প্রশ্নের বিচার। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে পণ্ডিতাভিমানিকাদের ভাষায় মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, মতবাদ, অবতার, একাত্ম, বন্ধন ও ভক্তিসম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা-নিরসনমূলে যৌক্তিক ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ সমস্যা, ঐতিহাসিক সংসিদ্ধান্তনকল প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থটি শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—মধুর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অভিজ্ঞভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪. টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে [illegible] এই অপূর্ব্ব আকারের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, আকর্ষণ ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে শ্লোক অন্বয়ে [illegible] মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ তাহার নিম্নে [illegible] শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্‌ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শ আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রয়োজনমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি ও বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও ব্যক্তি প্রভৃতির সূচী ... গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য রত্ন। ইহা ... আট পেজি আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ১০ টাকা।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গদ্যাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা। ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ ...-৪, বি-এল, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-১২
রাণাঘাট "	৪-৫৬	৬-৩১	৭-১৮	১১-১৮	১৩-৫০		১৮-৬	২২-৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৭	৮-১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-৫৮
রাণাঘাট ছাঃ	৬-২৮	৮-৩	৯-৩৩	১৩-৩৩	১৫-৫	১৮-৩৯	১৯-৪০	০-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১৩-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৫৮	২০-৩
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-৪৯	১৮-৩৭	২১-১

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৪
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩-৩৩ (ন্যারো গেজে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

সর্ব্ব-বার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৯	১১-৪	১৪-২২	১৬-৮	১৮-৪৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩১	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬-৫৬	১৯-২২	২০-৫৭	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯	৪-১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৭	১৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৪	৪-১৮
রাণাঘাট		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৭	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩-২৫	৬-১৬

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল ... এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিণত লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ... অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ঐ বিদ্বান শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:o:—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাতারপাড়াতে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... ইহার কার্য্যকারিতা অভ্রান্ত বলিয়া ... ইহা একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ... ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর ...

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

... বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সংখ্যা

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪ বর্ষ } ৪ নারায়ণ ৪৫৪ গৌরাব্দ ৩রা পৌ। বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১৮ই ডিসেম্বর ইং ১৯৪০, বুধবার ১৩৫-৩৬তম সংখ্যা

শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীভক্তি-

বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীমদ্ভাগবত তাৎপর্য্য ... প্রকাশিত হইয়াছে। উহা ... ভিক্ষা ৮০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধামে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত

——:•:(*):•:——

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ তাঁ'র পাদপদ্ম সেবার সহিত নিত্য সংযোগের পুষ্টিবিধানের সহায়তা করে। আজ শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ উৎসব। এই বিরহবিধুরতা এক দিনের নহে, কালের প্রতি মুহূর্ত্তে এই বিরহতিথি অবতীর্ণা হন, প্রতি পদে, অনুপদে, বিপদে বিরহের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ হয়, শ্রীল প্রভুপাদের বিপ্রলম্ভ-সংকীর্ত্তন-সেবাকাঙ্ক্ষার সেবার করিতে পারি, হৃদয়ে সেইরূপ বিরহব্যাকুলা বৈষ্ণবী আর্ত্তি কবে আসিবে? প্রভুপাদের অপ্রকটবিরহতিথিতে এই কথাই স্মরণ করিতে হইবে যে, শ্রীল প্রভুপাদ যেরূপ শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্রীশ্যামকুণ্ড-শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রীগোবিন্দকুণ্ড তথা শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতের সেবা করিয়াছেন, আশ্রয়বিগ্রহের সহিত বিষয়বিগ্রহের মিলনবিধানের জন্য সর্ব্বক্ষণ সংকীর্ত্তনমুখে দশেন্দ্রিয়ে সর্ব্বত্র সেবা করিয়াছেন, আমরা যেন তাঁহার সেই সংকীর্ত্তন-সেবাকাঙ্ক্ষার সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার সংকীর্ত্তন যজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করিতে পারি।

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিরহের তীব্র বাধা যত উপলব্ধির বিষয় হ'বে, ততই আমরা ভজনপথে অগ্রসর হ'তে থাকব। ভক্তের বিরহবাধা প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মিনিট, প্রতি সেকেণ্ডে যাঁ'র যতটা উপলব্ধি হ'বে, তিনি কৃষ্ণের ও তদাশ্রিতগণের সাক্ষাৎ সেবা ততটা উপলব্ধি করতে পারবেন। এই বিরহ যাতে তীব্রভাবে উপলব্ধির বিষয় হয়, তজ্জন্য কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তন' মহামন্ত্রে সম্বোধন—বিরহোদ্দীপক। পূর্ব্বোক্ত বস্তুকে সম্বোধনপূর্ব্বক আবেগভরে আহ্বান করা 'বিরহ-বিচ্ছেদ' বিজ্ঞাপক। যাঁ'র যত বিচ্ছেদ ভাব, তাঁ'র শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁ'র আশ্রিত বর্গের বিচ্ছেদ তত উপলব্ধির বিষয় হয়। তিনি তত বেশী আশ্রয়-বিষয়বিগ্রহকে আহ্বান করেন।

পূর্ব্বোক্ত বস্তুকে আহ্বান বিরহকাতর ব্যক্তিতেই সম্ভাবিত হয়। বিরহবিধুর ব্যক্তি বিরহাস্পদকে অনুক্ষণ আহ্বান না ক'রে এক মুহূর্ত্তও অন্যমনস্ক বা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না। এই বিরহব্যথা যাঁ'র হৃদয়ে যতটা স্বাভাবিকভাবে প্রকটিত হ'য়েছে, তিনি ততটা ভজনের পথে অগ্রসর হ'তে পারেন।

———

কৃষ্ণের জন্য হৃদয়ে একটা অভাববোধ, একটা দুঃখ বা বেদনা অনুভব করা নিতান্ত প্রয়োজন। কৃষ্ণের সেবা, শ্রীগুরুদেবের সেবা করিতে পারিলাম না, গুরুবৈষ্ণবের সেবা আমার করা হইল না—ইহা সর্ব্বক্ষণ অন্তরে উপলব্ধি করিয়া সেজন্য আকুল আর্ত্তি এবং অভাববোধ না হইলে সুবিধা হইবে না। এই অভাববোধ বা বিরহ যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার মঙ্গল হইয়া গিয়াছে।

———

আমাদের নিজের প্রাণ হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্য, তাঁহাদের কৃপাধারায় সিক্ত করাইবার জন্য এই তিরোভাব বাসরের মধ্যে সুলদৃষ্টিতে কেবল প্রকাশ দৃষ্ট হইলেও প্রাণবস্তুকে অকপট প্রণয় হৃদয়ে ইঁহার আবির্ভাব উপলব্ধি করিতে হইবে। এই বিরহতিথির জন্য যতটা তীব্র অনুভূতি হইবে, ততই আমরা মঙ্গলসিদ্ধির পথে চলিতে পারিব।

———

সম্পূর্ণ শরণাগত হ'য়ে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব যখন যে অবস্থায় রেখে সুখ পান, তজ্জন্য মৃত্যু পণ ক'রে শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট হ'বো, সর্ব্ববিধ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে শ্রীচৈতন্যের সেবায় এই জীবনকে আহুতি প্রদান ক'রব, এইরূপ নিষ্ঠা বা বৈরাগ্য থাকলে সুখে বিরহোদ্দীপক আশ্রয়-বিগ্রহসমাধির বিরহ গ্রহের নাম বা গোকুলমহোৎসব একটিত হন।

———

বিরহই মিলনকে পুষ্ট করায়। ... অত্রতীর্থ আশ্রয়সমাধির নিত্যমিলনের নাম অনুক্ষণ আনন্দমনে সংকীর্ত্তনেই শ্রীচৈতন্যের বাণীর সকল সেবার প্রকটিত হ'বে। সকল সিদ্ধান্তই তন্মধ্যেই অবস্থিত। নিত্য বস্তুর সহিত নিত্যবিচ্ছেদ আশ্রয়-বিগ্রহ ও তদপরিকরগণের সহিত শ্রীচৈতন্যের কৃপায় প্রকটিত। ... আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরূপপ্রভু সন্তুষ্ট হ'বেন, সেই রূপ শ্রীরূপানুগগণের কৃপায় প্রকটিত হয়। যদি শ্রীরূপের পাদপদ্মসেবা... সিদ্ধির প্রতি এক কণাও ... তবে ... সঙ্গে ... নিরন্তর মিলনের সঙ্গে সঙ্গেই ... হয়।

'আশ্রয়ের পদযুগই আমাদের স্বরূপ'—এই জ্ঞান হইলে সম্পদ ও, মৃত্যু বা আমাদা দূর্ব্বল হইতে পারে। ... সকলেই পরিবর্ত্তিত ক'রে ... সুতরাং ... তৎপর ... অনুষ্ঠিত হয়।

———

সম্প্রদায়ের পূর্ব্ব ... বিরহে প্রকৃত ... [illegible]

———

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

-::•::——

আমি যখ উপাধিযুক্ত, [illegible] মুক্ত হ'তে পারি, [illegible] হ'বে। [illegible] অনর্থযুক্ত [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible] ক'রে [illegible] কথা [illegible] হয় বস্তু, কৃপা ক'রে এখানে অবতরণ করেছেন। গোলোক বৃন্দাবনও এখানে প্রকটিত হ'য়ে যাচ্ছেন।

———

বহুখানের দিকে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক প্রয়োজন। বড় বড় লোকের যে সংখ্যা না কম তা'রাকে এক বলে। যদি চলনে চলন, সাধুসঙ্গে না থাকা, এরূপ নিয়ম আছে, তা' হ'লে সংসারে আসক্ত হ'য়ে থাকুন। সংসার হ'তে উত্তীর্ণ হ'বার যদি কেহ ইচ্ছা করেন তা' হ'লে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলাস্মরণ ক'রে তাঁ'তে প্রবেশ হ'বার জন্য চেষ্টাবান্ হ'বেন।

———

যে দেবতার পূজা করা হ'চ্ছে, গুরুদেব সেই দেবতাময়। শ্রীগুরুর স্বরূপদর্শনে ব্যাঘাত থাকাকালে নিত্য অনর্থনিবৃত্তির জন্য বিধানমতে গুরুপূজার যত্ন প্রদান। অনর্থযুক্ত অবস্থায় আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের গোচারণ করতে পারি না। গুরুপাদপদ্মে মান ক'রতে ক'রতে তাহা উপলব্ধ হয়। প্রথমে গুরুর গুণে ভক্তির জ্ঞান জন্মে। অনর্থযুক্ত জীব ভ্রমে পতিত না হয়, এজন্য গুরুপূজা নামের ব্যবস্থা। গুরুদেবের সঙ্গে সঙ্গে নামের পূর্ণস্বরূপ উপলব্ধ হয়।

যথাযুক্ত কিরূপে আশ্রয় করতে হ'বে আলোচনা করা দরকার। আশ্রয় করতে আত্মসমর্পণ করলে বিবশ হ'তে হ'বে। ২৪ ঘণ্টা হরিভজন দরকার। মহাভাগবতের সেবারত হ'লে হরিভজন হয় না। নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের সর্বক্ষণ সর্বপ্রকারে ভজন অনুষ্ঠানে। তত্ত্ব ত্যাগ করলে মঙ্গল নাই। শ্রবণ ও কীর্ত্তন-স্মরণ ত্যাগ ক'রে—গুরুপাদপদ্ম ত্যাগ ক'রে হরিসেবা হয় না। সম্পূর্ণ কৃষ্ণসেবার আলোচনা কর্তব্য। সাধুমুখে হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য হ'লে শ্রদ্ধা হ'বে, ভগবদনুসন্ধান-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হ'বে। কিরূপে তাঁ'র নিকট থেকে পারি, কে আমরা, কেন এখানে এসেছি, এ সকল জ্ঞান দরকার। ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা হ'লে তাঁ'র নিকট যা'বার সৌভাগ্য হয় [illegible] হ'লে মঙ্গল হ'বে। [illegible]গণের শ্রেয়ঃকামীর রতি। হরিকথায় রুচি হ'লে সুবিধা। আমরা বিবিধ দুঃখে [illegible] তাঁদের উপায়-স্বরূপ শ্রবণ করা। যাঁ'রা নানা কথায় ব্যস্ত, তাঁ'দের দুঃসঙ্গ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

———

গুরুপাদপদ্মে অকৃত্রিম শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়া দরকার। সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুর চরণ স্মরণ করতে হ'বে। গুরুদেবের কথায় উপর সম্পূর্ণ [illegible] না হ'লে জড়জগতের প্রতি আসক্তি থাকে।

তাড়াতাড়ি নিজের পূর্ণ মঙ্গলের জন্য যত্ন করতে হ'বে। কবে মরণ আসবে তা'র স্থিরতা নাই। মানবজীবন ছাড়া ত' আর ভগবান্ পা'বার উপায় নাই। তোমার ভাবপ্রণতি, কখনও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তা'তে লক্ষ লক্ষ যোনিভ্রমণ অনিবার্য্য। যা'তে ঐ পাক এড়িয়ে যেতে পারা যায়, যত্ন না করলে মানুষকে বুদ্ধিমান্ বলবে কে? কয়েক দিনের জন্য মাত্র মনুষ্যজীবন পেয়েছি। খুব সাবধানে চলতে হ'বে। নিশ্চিত সেবাঃ কৃষ্ণের ইচ্ছানুগামীকে বধ ফিরে যদি কেউ জগতের সুবিধার জন্য শুরু করে থাকেন, তবে সেই সমুদ্রে আশ্রয় ক'রে অমঙ্গলকে বরণ করা হয়।

বিরহ-মহোৎসব

(প্রাপ্ত)

প্রাকৃত জগতে 'বিরহ' শব্দটী অত্যন্ত অভাব বা বেদনার উক্তিকেই প্রদান করে। তাহাতে উৎসব বাদ্য কোন কথা থাকে না। কারণ এই জগতের বিরহের বস্তুটী অনিত্য, বিরহী অনিত্য ও বিরহ অনিত্য। বৈকুণ্ঠ-জগতের বৈকুণ্ঠময় শ্রীশ্রীগুরুবর্গ নিত্য অর্থাৎ বিরহের বস্তুটী নিত্য, বিরহী নিত্য এবং বিরহও নিত্য। তাই আমরা শ্রীশ্রীগুরুবর্গের বিরহ শব্দটির সহিত উৎসব শব্দটী যোগ করে আনন্দে পাই।

এই জগতের কোনও অনিত্য বস্তুর বিয়োগে বা অভাবে বদ্ধজীবের যেরূপ শোক বা দুঃখের কারণ উপস্থিত হয়, শ্রীশ্রীগুরু বর্গের অপ্রকট লীলায় সেরূপ শোক, অবসাদ, অনুশোচনা নাই। সেখানে বিরহ বা বস্তুই সন্তোষের পারপোষ। কাহারও কোন বস্তুতে যেরূপ অত্যন্ত আপন জ্ঞান বা প্রিয় না হইলে তাহার জন্য বিরহ উপস্থিত হয় না, তদ্রূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মে কাহার কতখানি আত্মবোধ, প্রীতিবোধ বা সেই আরাধ্যবস্তুর সহিত আরাধকের সম্বন্ধ-জ্ঞান কতখানি বিকশিত হ'য়াছে তাহার পরিমাণ অনুযায়ী বিরহের অনুভূতি উপলব্ধি হয়। হায়, হায়! আমি ত' সেই 'বিরহের চমৎকারিতা' বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

প্রণত হইতে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের অপ্রকট লীলার অলৌকিক চমৎকারিতা আমরা যাহাতে প্রতি মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করিতে পারি, তজ্জন্যই এত পবিত্র সুমেধাগণ প্রতি বৎসর কৃপা-পরবশ হইয়া সমাগত হইয়া থাকেন। কিন্তু এত আমার অন্তরকে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ একটুও উদ্বেলিত করিতেছে না! আমার পক্ষে, অক্ষয় ত' কিছুমাত্র বিঘূর্ণিত হইতেছে না। বিরহ-উৎসব কি কেবল যে টি, বড় জোর একদিন কি দুই দিন, কি এক সেকেণ্ড দুই সেকেণ্ড প্রভুপাদের জন্য দুই ফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জনেই সমাপ্তি! আমি তাঁহার অপ্রকটের পর প্রতি বৎসর, প্রতি মাস, প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টা ও প্রতি মুহূর্ত্তে কি তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম ক্রমে স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে পারিয়াছি? অপ্রাকৃত বিরহ বা বিপ্রলম্ভ ভাব শিক্ষাষ্টকে প্রকাশিত 'যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্। শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥' হে গোবিন্দ, তোমার অদর্শনে আমার 'নিমেষ' সকল 'যুগবৎ' বোধ হইতেছে, চক্ষু হইতে বর্ষার ন্যায় জল পড়িতেছে, সমস্ত জগৎ শূন্য প্রায় বোধ হইতেছে। অপ্রকটে কি আমার এইরূপ বিরহের আভাসও কখনো উপস্থিত হইয়াছে? না তাঁহার অপ্রকটে জগৎ শূন্য দেখিবার পরিবর্ত্তে আমার জগদ্‌ভোগের প্রবৃত্তি আরও বাড়িয়াই চলিয়াছে, কোনটী হইয়াছে? আজ তাহার পরীক্ষার দিন আসিয়াছে প্রভুপাদের বিরহতিথিদিবসে।

আমাকে সেবাবিমুখ দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ অনেক কৃপালু হইয়া অপ্রকটলীলা অঙ্গীকার করিলেন, কেননা তাঁহার অপ্রাকৃত বাণী এবার জগজ্জনকে সজ্জন সেবাপারায়ণ ও তাঁহার মনোহরভীষ্ট-সেবায় আমাকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিবে, আর আজ কোথায় আমি নিষ্ঠুর, নিস্পন্দ, পাষাণ হইতেও কঠিন, তরু হইতেও কঠিন। হায় হায়! কবেই কি আমার গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণের প্রণয়!

যখন কোনও প্রিয় বস্তুর জন্য আমাদের বিরহ উপস্থিত হয় তখন সেই বস্তুর যত প্রকার প্রীতিসম্বন্ধই করিয়া থাকি না কেন, বিরহের স্বভাবই এই যে, আমি কিছুই করিতে পারি নাই বা পারিলাম না বলিয়া অত্যন্ত খেদ উপস্থিত হয়। কিন্তু আমার ত' শ্রীল প্রভুপাদের বিরহে তাঁহার সেবা করিতে পারি নাই বা পারিতেছি না বলিয়া কোন প্রকার খেদ উপস্থিত হয় নাই। খেদ উপস্থিত হওয়া দূরে থাকুক, আমি মুখে না বলিলেও মনে করিতেছি যে, 'আমি যাহা করিয়াছি তাহা অনেক করিয়াছি।' তাই বৃদ্ধমী প্রভুপাদ অপ্রকটকালে আমাদের কাহাকেও উপলক্ষ ক'রয়া আমাদের কিরূপ বিপ্রলম্ভ-সেবার বিপরীত প্রবৃত্তি তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন "অনেক করিয়াছেন" বলিয়া। তাই আমাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই যে, আমার দিক্ হইতে আমি সেবার অভাব একটুকুও উপলব্ধি করিতে পারি নাই বা পারিতেছি না। তাই শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ আমাকে কিছুমাত্রও উদ্বেলিত করে না। পরন্তু আমাকে ঘোরতর সন্তোষবাদী করিয়া তুলিয়াছে। হায়, হায়! আমার গতি কি হইবে?

শ্রীগুরুদেব বলিলেন, 'রাধাকৃষ্ণ বল সঙ্গে চল।' আর প্রকৃত শিষ্য বা বিরহী যিনি, তিনি 'আমি ত কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তব পাছে পাছে' বলিয়া গুরুদেবের একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু হায়! আমি তো কাঙ্গাল হইতে পারিলাম না, বিরহী হইতে পারিলাম না, তাই আমার প্রভুপাদের কাছে যাওয়া হইল না! শ্রীগুরুকে সমর্পিতাত্মা পরম-পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু নিষ্কিঞ্চনতার আদর্শ জগতে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তিনি সর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া প্রভুপাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিলেন, তাই তিনি আজ প্রভুপাদের কাছে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-সেবার কিঞ্চিন্মাত্র আভাসের অনুসরণ করিবার সৌভাগ্য কি আমার কোনও দিন আসিবে?

যদিও আমি অত্যন্ত পতিতাধম সেবা-বিমুখ, কিন্তু পতিতপাবন কৃপাসিন্ধু শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ পতিতের বন্ধু, অনাথের নাথ। তাই আজ শ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথিতে তিনি যে সপক্ষে শ্রীনাম-গোকুল-মহোৎসব প্রকট করিলেন, সেই মহোৎসবের একটী ক্ষুদ্র উচ্ছিষ্টকণা নিজেকে পবিত্র করিবার আশা'য় শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছি।

কেন বা' না পারলাম বুঝি তোমা' পালিবারে।
পাঠাইয়াছ। তদর্থে মারায়ক হওয়া॥
কৃপা করি' এ মোরে পদধূলি দাও।
তোমার সেবক করে। তোমার সেবন॥

কর্ত্তা হর্ত্তা রক্ষিতা সবার নারায়ণ। নিঃসন্দেহে ভজ গিয়া তাঁহার চরণ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ নারায়ণ বৃহ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৫

ন প্রভুপাদ

আজ মদীয় অভীষ্টদেব পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-বাসর। তাই আজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিষ্কপট সেবকবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের নিজজন, প্রভুগতপ্রাণ, প্রভুসেবাসর্ব্বস্ব, প্রভুর নিত্য সঙ্গী, নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী, প্রভুবিরহকাতর অনন্যভক্ত শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদ-পদ্মাশ্রয়গণে বিরহবিধুরচিত্তে গুরুগুণ-কীর্ত্তনে অবনতমুখ হইয়া প্রভুর সুখবিধান করিতেছেন। প্রভুপাদের বিরহের মধ্যে তাঁহারা নিরন্তর প্রভুসঙ্গ পাইতেছেন; কিন্তু হতভাগ্য আমি আজ কোথায়? প্রভু আজ কোথায়? বলিয়া সকল প্রভুবিরহ ত' আমাকে ব্যাকুল করিতেছে না? করিবে কি করিয়া? নিজসুখ-সম্ভোগপিপাসা যেখানে, সেখানে কি বিরহ থাকিতে পারে? সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সিন্ধুবিন্দু আমার ভোগতপ্ত হৃদয়ে স্থান পাইবে কি করিয়া? আমি যে সম্ভোগাসক্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছি। সম্ভোগই যে আমার ভাল লাগিতেছে, অসৎসঙ্গ যে আমার প্রিয় বলিয়া বোধ হইতেছে; সুতরাং প্রভুদর্শনের জন্য প্রাণ-ব্যাকুলতা বা বিরহ ত' আমার হৃদয়ে আসিল না। আমি নিতান্ত হতভাগ্য। শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সিন্ধুর একবিন্দুও আমায় স্পর্শ করিল না। এমনই দুর্দ্দৈব! তাই হতভাগ্য পতিতাধম আজ এই পুণ্যতম অবসরে শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের ও হরিজনগণের কৃপাকণা মস্তকের ভূষণ ও একমাত্র সম্বল করিয়া, শ্রীগুরুপাদ-পদ্মকৃপাকেই দুর্দ্দিনের বল জানিয়া গুরু-বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ কাতর প্রার্থনা জানাইতেছে।

দেখিতে দেখিতে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পর চারি বৎসর কাটিয়া গেল। কিন্তু কই প্রভুপাদের জন্য একদিনও ত' আমার চিত্ত ব্যাকুল হইল না। যিনি আমার যথাসর্ব্বস্ব, যিনি আমার প্রাণ, যিনি আমার জন্মে জন্মে নিত্যপ্রভু, যিনি ছাড়া আমার আর কেহ নাই, যিনি আমার একমাত্র রক্ষক ও পালক, সেই প্রভুপাদপদ্ম-স্মৃতি বা বিরহ ত' আমার হৃদয়ে নাই। অতএব আমার এই পাষাণ হৃদয় যে বজ্রসদৃশ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অপ্রাকৃত ভগবদ্বিরহ যাঁহাদের উদয় হয়, তাঁহারাই ত' ভাগ্যবান্। মাদৃশ দুর্ভাগা সে সৌভাগ্য কি করিয়া পাইবে? যথায় হিংসা বা মৎসরতার তাণ্ডবনৃত্যের স্থান আমার হৃদয় যথায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতা নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং সেখানে ভক্তভক্তির অনুশীলন কি করিয়া হইবে? আবার ভক্তি যেখানে অনুষ্ঠিত হয় না, সেখানে ভগবদ্দর্শনপিপাসারূপ অপ্রাকৃত বিরহই বা কিরূপে অবস্থান করিবে? আমার এখনও সংসার পরাঙ্মুখ হয় নাই, তাই শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমার শ্রদ্ধা ও শরণাগতি হইতেছে না। সেইজন্যই সাধুজনের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়া প্রভু-বিরহের পরিবর্ত্তে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা বা বহুধা বাসনা আমার হৃদয়ে স্থান পাইয়া আমাকে বিব্রত করিয়াছে ও করিতেছে। এ দুর্দ্দিনে প্রভুকৃপা ছাড়া গতি নাই জানিয়া সপরিকর শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহাদের আমার কৃপা হইলে শ্রদ্ধা, শরণাগতি ও সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া বিরহানুভূতির সৌভাগ্য পাইতে পারিব। যখন প্রভুসম্বন্ধ সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী হইয়া আমাকে প্রভুদর্শন ও প্রভুসেবার জন্য ব্যাকুল করিবে, তখনই প্রভুসেবা হইবে। নতুবা বিরহ বা সম্বন্ধ-জ্ঞান যেখানে নাই, সেখানে আবার গুরুসেবার অবসর কোথায়? হরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় বিরহানুভূতি যত গাঢ় ও তীব্র হইবে, ততই হরিজনের স্পৃহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া স্বাভাবিকভাবে স্বরূপে অবস্থিত করাইবে। অপ্রাকৃত বিরহানুভূতির আস্বাদ না পাইলে দেহাত্মবোধ, দেহারামতা, মঠারামতা, বেষধর্ম্ম বা পুরুষাভিমানের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না। বিরহই ভজনের মূল। বিরহই প্রয়োজন। জানি না, সেই অপ্রাকৃত বিরহ কবে আমাকে প্রভুসেবাধিকার প্রদান করিবে, প্রভুদর্শনের জন্য লালায়িত করিবে? আমি হতভাগ্য হইলেও প্রভু ও প্রভুনিজজনগণের অপার কৃপার তুলনা নাই—এই ভরসা লইয়াই আজ বিরহ-উৎসবে বিরহকাতর ভক্তগণের সকলের পশ্চাতে থাকিয়া সেবাসৌভাগ্য ভক্তপাদপদ্মে কিঞ্চিৎ প্রণাম পাইতেছি, তাঁহাদের কৃপা ছাড়া মাদৃশ বদ্ধদশাপন্ন জীবের অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া কৃপার কাঙ্গাল হইবার জন্য যত্ন করিতেছি। গুরুবৈষ্ণবগণ মাদৃশ অযোগ্য অধমাধমের সকল ত্রুটী ও অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা করিয়া শ্রীচরণে স্থানপ্রদান পূর্ব্বক আমাকে আত্মসাৎ করুন—ইহাই বিরহ-বাসরে দীনহীন কাঙ্গালের কাতর আবেদন ও নিবেদন।

বিরহ ত' প্রভুসেবকের সর্ব্বস্ব। যেখানে বিরহ নাই, সেখানে সম্ভোগ বা পুরুষাভিমান ত' হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। যেখানে বিষয়ভোগ নিজসুখপিপাসা আছে, সেখানে অপ্রাকৃত বিরহের অনুভূতি নাই—থাকিতে পারে না। যেখানে বিরহ নাই, সেখানে শরণাগতিও থাকিতে পারে না। প্রভুবিরহীই ত' প্রভুসেবক। প্রভুবিরহই ত' প্রভুসেবা। বিরহানুভূতিই ত' প্রকৃত ভজন। ঐকান্তিকতা, একনিষ্ঠতা, দৃঢ়তা, ব্যগ্রতা বা সর্ব্বাত্মসমর্পণের মূলে ত' বিরহানুভূতি। যেখানে বিরহ, সেইখানেই ত অনুরাগ, সেইখানেই ত' ইতর বিষয়ে বিরাগ সহজ—স্বাভাবিক। কিন্তু প্রভু-সেবাভিমানী আমার পাপমলিন হৃদয়ে বিরহ কোথায়? সেইজন্যই বলিতেছি, আমি প্রভুপাদের প্রকৃত শিষ্য হইতে পারিয়াছি কি? 'গুরুর আমি' বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছি কি?

প্রভুপাদপদ্মে শ্রদ্ধা ও শরণাগতি যদি থাকিত, যদি প্রভুসম্বন্ধজ্ঞান হইত, তাহা হইলে এইরূপ দুরদৃষ্ট হইবে কেন? হায়, হায়, যে প্রভুবিরহকাতরতা নিরন্তর হৃদয়ে থাকা দরকার, তাহা আজ বিরহ-উৎসবে ক্ষণিকের জন্যও আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিতেছে না। সুতরাং আমি যে কোনদিনও প্রভুসেবা চাই নাই, এমন কপটতায় প্রভুকে প্রভু বলি নাই, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই ত' আমার অবস্থা। এখনও যদি অকপট হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করি, তাহা হইলেও আশা আছে। নতুবা উপায় দেখি না। তাই প্রভুসেবকগণের পদধূলি ভিক্ষা করিয়া কাতরকণ্ঠে করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি,—

প্রভু মোর শ্রীভক্তি- সিদ্ধান্ত সরস্বতী,
এই বড় ভরসা অন্তরে।
ভবকূপে আছি পড়ি',
প্রভু মোরে কৃপা করি',
উদ্ধার এ অবোধ অধমে॥

যেখানে সাক্ষাৎ দর্শন নাই, সেই-খানেই বিরহ। যেখানে বিরহ, সে-খানেই কীর্ত্তন। বিরহোৎসব [illegible] কীর্ত্তনোৎসব। এই বিরহ চেতনের বৃত্তি, ইহা জগতের ব্যাপার নহে, ইহা প্রাণের জিনিষ। বিরহীরই বিরহোৎসব। যিনি প্রভুর, তিনিই ত' বিরহী; প্রভুর সঙ্গে যাহার সম্বন্ধ নাই, এরূপ সম্ভোগকামী বা মায়িক বিষয়ে লুব্ধ বহির্মুখ জীব বিরহোৎসবের কথা কি বুঝিবে? প্রভুবিরহকাতরের ধর্ম্মই উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন অর্থাৎ উচ্চকীর্ত্তন। সম্প্রদায়ান্তের নানা-প্রকার ধর্ম্ম বা কার্য্য থাকিতে পারে, কিন্তু বিপ্রলম্ভের সেবকগণের—বিরহ-কাতর ভক্তগণের কীর্ত্তন ব্যতীত আর কোন ধর্ম্ম নাই। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—

শ্রীদয়িতদাস কীর্ত্তনেতে আশ
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তনপ্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥

নিরন্তর প্রভুর গুণমহিমা কীর্ত্তন করিলে প্রভুপাদপদ্ম-স্মৃতি হৃদয়ে স্থান পাইয়া সমস্ত অনর্থ বিদূরিত করিবে। অপ্রাকৃত বিরহ ব্যতীত সম্ভোগের হাত হইতে নিস্তার নাই। তিনিই প্রভুবিরহী, যিনি প্রভু-বিরহকাতর হইয়া নিরন্তর প্রভুগুণকীর্ত্তন-মুখে উপদেশাকারে প্রভুকে বিশ্বে বিতরণ করিতেছেন, যিনি সমস্ত বিশ্ববাসীকে প্রভু-পাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য প্রভুবিরহ-স্মৃতি-সংকীর্ত্তনযজ্ঞের নেতৃত্ব কৃপা পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। সেই প্রভুনিজজন শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণ-ধূলি কণার অণু আমার হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হইয়া প্রভু ও প্রভুনিজজন-সেবা করিবার জন্য এ পতিতকে ব্যাকুল করুক—ইহাই শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মে আমার সকাতর সক্রন্দন প্রার্থনা।

কীর্ত্তন ছাড়া প্রভুপাদের সঙ্গ পাওয়া যাইবে না—প্রভুপাদের দর্শন মিলিবে না। প্রভু ও প্রভুনিজজনের পাদপদ্মে শরণাগত হইতে পারিলে প্রভুপাদ কি জিনিষ, প্রভুপাদ কোথায় থাকেন, তাহা দেখিতে ও বুঝিতে পারা যাইবে। অসৎসঙ্গের মধ্যে প্রভুর সন্ধান পাওয়া যাইবে না, বিরহ-উৎসব হইবে না। তাই পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন, "বিরহকাতর শ্রীগুরুবর্গের চিত্তবৃত্তির অনুসরণে বিরহ-উৎসব করিতে হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের বিরহে বিশেষ আড়ম্বর বা হৈ চৈ করার কোন প্রয়োজন নাই; তবে তাঁহার বিরহে সমস্ত তাঁহার জন ও দীন, সরলপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-বিরহের মধ্যেই তাঁহার সান্নিধ্য [illegible] সম্ভব, ইহা মনে রাখিয়া [illegible] যথাবিধ পালন করিবেন।" [illegible] শ্রীশ্রী [illegible] নিবেদন।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপ শিখান আপনে॥

শ্রীল প্রভুপাদের করুণা অসমো

(শ্রী[illegible] বি এ)

অসতের সঙ্গ করিয়া কৃষ্ণ কাজ [illegible] ছাড়িয়া চৌরাশী লক্ষ বিভিন্ন জন্মে নরকে [illegible] — [illegible] আমাকে স্বরূপের দেশে — নিত্যানন্দের দেশে - অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য অহৈতুকী কৃপা করিয়া কে স্মরণ করিয়াছেন? অজ্ঞানকলিত অবর্ণনীয় সংস্কারে [illegible] আমার [illegible] কাহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে? আমাকে অসৎসঙ্গ-কবলিত দেখিয়া - কৃষ্ণবহির্মুখ দেখিয়া — আমার দুর্দশায় ব্যথিত হইয়া কে [illegible] ক্রন্দন করিয়াছেন? তিনি শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ। শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা করুণার [illegible]। তিনি কৃপাপূর্ণ। তাঁহার করুণার একটু [illegible] সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা ও বর্ণনা করার সাধ্য আমার নাই। অনন্তকোটী জিহ্বাদ্বারা প্রভু উহা কেহ অনন্তকোটীকাল ব্যক্ত করিলেও পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত স্নেহের একটি বিন্দুর নিকট অতি নগণ্য [illegible] তুচ্ছ ও [illegible] বস্তু পরমকরুণাময় শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী করুণার একটি কণা যাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে, তিনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে বলিতে শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবঠাকুরের পদাঙ্ক-অনুসরণে জীবনকে ধন্য করিয়াছেন - তাঁহার প্রতিবোধ করিতে পারে—তাঁহার পথে বাধা দিতে পারে, এমন শক্তি চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে কাহারও নাই। এ হেন কৃপাময়—করুণাময় দয়াময় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে আমি অপরাধী। তিনি কৃপা করিয়া সর্ব্বক্ষণ, [illegible] জীবনের সব আমি—আমাকেও আপনজ্ঞানে—[illegible] জ্ঞানে শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়া অপ্রাকৃত শ্রীনামে দীক্ষা দিবার জন্য দিন আসিলেন —ঘোর চৈতন্যবিরুদ্ধ অসৎসঙ্গক্রমে -যোষিৎসঙ্গী ও নির্ব্বিশেষবাদীর সঙ্গক্রমে মহামোহগ্রস্ত ও প্রভুসেবাপ্রার্থী অজ্ঞপ্রায় আমি সেই শ্রীরূপের আনুগত্যপ্রার্থী পরমকরুণাময় শ্রীল প্রভুপাদকে আমার নিত্য প্রভু - নিত্য আশ্রয় —নিত্য বন্ধু—নিত্য আত্মীয় ও নিত্য আপন জন বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কেন পারিলাম না? কারণ, কৃষ্ণকার্ষ্ণবিদ্বেষী - কৃষ্ণ কার্ষ্ণকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবার চেষ্টা এর অন্য কোন প্রবৃত্তি যাহার নাই, এরূপ বকবৈরাগ্যকে বৈষ্ণব মনে করিয়া তাহার সঙ্গ করিয়াছি। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখে যাঁহারা [illegible] অনুরূপ করা হৃদয়ে শেলাঘাত করিত তাহার একমাত্র বৃত্তি, সেই দম্ভাসুরকে শ্রী[illegible] পরমকরুণাময় শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] মনে করিয়াছি। তাই উহা অপেক্ষা পতিতপাবন শ্রীল প্রভুপাদের ও বৈষ্ণবঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে আর অধিক গুরু অপরাধ কি হইতে পারে? অসৎসঙ্গক্রমে - যোষিৎসঙ্গী ও নির্ব্বিশেষবাদীর সঙ্গক্রমে কি প্রবল নিষ্ঠাহীনতা ও বিচারশূন্যতা উপস্থিত হয় ও তাহার ফলে কিরূপ ভয়ানক শুদ্ধভক্তাপরাধপঙ্কে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা হয়—এই হতভাগার দুর্দ্দশাই তাহার প্রমাণ। ইহা হইতে শোচনীয়তম দুর্দ্দৈব ও কঠোরতম শাস্তি আর কি হইতে পারে?

এইভাবে অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব মনে করার ভয় [illegible] অতএব অপ্রাকৃত বৈষ্ণব ঠাকুরকে বৈষ্ণব বলিয়া চিনিতে পারিলাম না - তাঁহার সঙ্গ করিলাম না—তাঁহার অপ্রাকৃত বাণী শ্রবণ করিলাম না, ফলে অবধোক্ষজমহানিধি করুণার সাগর শ্রীরূপাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে পারিলাম না—তাঁহার একটী কথাও আমার অপরাধকলুষিত বধির কর্ণে প্রবেশ করিল না—তাঁহার সঙ্গে আমার কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে, ইহা অনুভব করিতে পারিলাম না—তিনিই যে আমার নিত্য প্রভু—কেবল আমার—একমাত্র বন্ধু—একমাত্র আত্মীয়—আপন জন, এই দিব্যজ্ঞান আমার হৃদয়ে উদিত হইল না। কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা মহাবদান্য শ্রীল প্রভুপাদ নিরন্তর কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণকথারূপে কৃষ্ণপ্রেমামৃত নির্বিচারে প্রদান করিলেন, কিন্তু অপরাধী আমি—মোহগ্রস্ত আমি—চেতনহীন মৃত শব আমি - এরূপ মহাবদান্যকে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণকথারূপী সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ কেন কৃপা করিবেন—কেন আমার শ্রবণপথের পথিক হইবেন? কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ—কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা নিজজন, দূর হইতে যাঁহার পদের বাতাস শ্রীঅঙ্গে লাগিলে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন, পরম মধুর চিন্ময় রসময় [illegible] কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণকথার অনুকূল মূর্ত্তি অনন্তকোটীরূপে বর্দ্ধিত হয় যাঁহার অনুগামীদের সহিত সংযুক্ত হইলে—তিনি শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়—তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ—তিনি শ্রীকৃষ্ণের নয়নানন্দবর্দ্ধক, সেই পরমকরুণাময়বিগ্রহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে যাহার অহৈতুকী ভক্তি নাই—প্রীতি নাই—প[illegible] করুণাময় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় পাই নাই—তাঁহার সেবা করিতে পারিলাম না—তাঁহার একটী কথাও শ্রবণ করিতে পারিলাম না বলিয়া যাহার হৃদয় নিরন্তর নিষ্কপটে ক্রন্দন করে না—তীব্র দুঃখ দৈন্য অনুভব করে না—এরূপ পাষাণহৃদয় অপরাধী জীবকে শ্রীকৃষ্ণ কেন কৃপা করিবেন—কেন তাহার শ্রবণ ও কীর্ত্তনের বিষয় হইবেন?

অসংখ্য অপরাধ করিয়া—চেতনশূন্য—হৃদয়শূন্য, প্রাণশূন্য—মৃত শব আমি—আমাকে কি পরম দয়ার সাগর শ্রীল প্রভুপাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? নিশ্চয়ই করেন নাই। এখানে শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপার অসমোর্দ্ধত্ব—করুণার অতুলনীয়তা। সর্ব্বাপেক্ষা কৃপা পাইবার অযোগ্য আমি এরূপ পতিতকেও অহৈতুকী কৃপা করিয়াছেন—অযাচিতভাবে দয়া করিয়াছেন। তিনি জোর করিয়া আমার কেশে ধরিয়া অসৎকে অসৎ বলিয়া জানাইয়া সেই অসৎসঙ্গ পরিবর্জ্জন করিবার কৃপাবল হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া—অসৎসঙ্গ চিরকালের জন্য ছাড়াইয়া—তাঁহারই অনুগ বিগ্রহ বৈষ্ণবঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে নিত্যকালের জন্য আশ্রয় পাইবার জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা দিয়াছেন। এরূপ দয়া—এরূপ কৃপা—এরূপ করুণা—এরূপ অনুকম্পা—এরূপ স্নেহ কি কেহ চিন্তায় আনিতে পারে—কল্পনা করিতে পারে! শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের করুণা অচিন্ত্য ও কল্পনাতীত। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দয়া—শ্রেষ্ঠ করুণা—শ্রেষ্ঠ কৃপা হইতে পারে না।

পরমকরুণাময় বৈষ্ণব ঠাকুরের কৃপায় বুঝিতে পারিতেছি যে শুদ্ধ ভক্তি—কল্পনা নহে—মূর্ত্ত নহে—স্বপ্ন নহে। শুদ্ধ ভক্তিই ভক্তের স্বরূপ—শুদ্ধভক্তই ভক্তের একমাত্র সম্পত্তি। যাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভক্তি লাভ হইয়াছে - কৃষ্ণ স্বেচ্ছায় তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া শ্রবণকীর্ত্তনের বিষয় হন। পরমকরুণাময় পতিতপাবন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি—অনন্য প্রীতি—নিত্যপ্রভু জ্ঞান—আপনজ্ঞান—আত্মীয়জ্ঞান—বন্ধুজ্ঞান—এ সমস্ত কল্পনা বা আকাশকুসুম নহে—মনোধর্ম নহে; পরন্তু বাস্তব সত্য-বস্তু—স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত আত্মার নিত্য ও স্বাভাবিক বৃত্তি। পরমকরুণাময় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি—প্রীতি—নিত্যপ্রভু জ্ঞান—আপনজ্ঞান—আত্মীয়জ্ঞান—বন্ধুজ্ঞান একমাত্র শ্রীল প্রভুপাদাভিন্নবিগ্রহ কৃপাময় বৈষ্ণবঠাকুরেরই স্বরূপ—সম্পদ; সুতরাং পরমকরুণাময় শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নবিগ্রহ বৈষ্ণবঠাকুরের—ভক্তিজনের শ্রীপাদপদ্মে যতদিন আশ্রয়লাভ না ঘটিবে, ততদিন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি—প্রীতি—নিত্যপ্রভু জ্ঞান—আপনজ্ঞান—আত্মীয়জ্ঞান ও বন্ধুজ্ঞান হইবে না। পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ একমাত্র তদভিন্নবিগ্রহ দয়াময় বৈষ্ণবঠাকুরেরই সম্পত্তি। সেই অধঃক্ষজমহানিধি বৈষ্ণবঠাকুর যদি অহৈতুকী কৃপা করিয়া মাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তিকে শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত অপ্রাকৃত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া দেন—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট লইয়া যান, তবেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত অপ্রাকৃত সম্বন্ধযুক্ত হওয়া যাইতে পারে—শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যাওয়া যাইতে পারে অন্য কোন উপায় নাই—নাই—নাই।

অপার—অনন্ত করুণার সাগর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নবিগ্রহ তিনি—যাঁহার কৃপা ভিন্ন কাহারও কোন কালে শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে সম্বন্ধ হইবে না—সেই দয়ার সাগর বৈষ্ণবঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় পাইবার জন্য যে একটু তীব্র উৎকণ্ঠা মাদৃশ জীবাধমের হৃদয়েও উদয় করাইয়াছেন—এই অহৈতুকী কৃপা করুণার মাহাত্ম্য অনন্ত কোটিকাল অনন্তকোটি জিহ্বায় কীর্ত্তিত হইলেও এ কৃপাকরুণার একটি বিন্দুর মাহাত্ম্যও বলা হইবে না।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতী শ্রীল প্রভুপাদ

(শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য পুরাণতীর্থ)

নমস্তে গৌরবাণী শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

অদ্য পতিতপাবন সর্ব্বোত্তম নিত্যারাধ্য-স্বরূপ আচার্য্যবর্য্য পরমহংস চিদ্বিলাস ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ৮৭ বার্ষিক বিরহ সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব। শ্রীগৌরনিজজন শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নবিগ্রহ, কোথাও শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনযজ্ঞের হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা, দীনজনশরণ পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপা ও তদীয় অপূর্ব্ব বিপ্রলম্ভভজনাদর্শের অনুপ্রেরণায় গৌড়ীয়মিশনের অন্তর্গত যাবতীয় শুদ্ধভক্তসম্প্রদায়ের নিষ্কপট সেবকবৃন্দ ও মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন, শ্রীল প্রভুপাদচরিতালোচন, শুদ্ধহরিকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যবাণী শ্রবণ

কীর্তন, অনুধ্যান ও কৃপাপ্রার্থনাদ্বারা শ্রীবিরহোৎসব সম্পন্ন করিতেছেন। বিশ্ব ও বিশ্বাতীতধামে আজ শ্রীজগদ্গুরুবরের বিরহোৎসব ব্যাপদেশে তদীয় অষ্টোত্তর-শত-শ্রীমুখ চরণযুগলের আরাধনা হইতেছে। আজ বিশ্বের পরম শুভদিন। আজ সুমেধোদিগ; আজ পরমপুরুষীয়া পরম-পবিত্রা কৃষ্ণচতুর্থী তিথিকে আমরা অন্তরের সহিত নতশিরে পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি।

আমাদের পূর্বগুরু শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মঙ্গলাচরণের প্রথম বন্দনা-শ্লোকে বলিয়াছেন,—

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥

পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্বক গত ১৯৩৬ ইং সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত লোকের উদ্দিষ্ট প্রত্যেক তত্ত্ব এবিষয়ে বহুদিন ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে শ্লোকার্থ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সারকথা বুঝাইয়া দেন। শ্রীগুরুবর্গ, ঈশভক্ত, ঈশস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দর, ঈশাবতার শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্যপ্রভু, ঈশপ্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও ঈশশক্তি শ্রীল গদাধর প্রভু—ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অর্থাৎ তদভিন্নবিগ্রহ। দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুদ্বয়কে অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে ভজনকারীই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র। যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ [illegible] শরণাগত, তিনিই শ্রীরাধাকৃষ্ণ-চৈতন্যবিগ্রহ শ্রীনামপ্রভুর অভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম Transparent medium. তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের Agent বা প্রতিনিধি। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুধ্যান ও কৃপাদ্বারাই কৃষ্ণকৃপাপ্রাপ্তি। বিষয়াশ্রয়-বিগ্রহ অভিন্ন। শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। শক্তি ব্যতীত শক্তিমান্ এবং শক্তিমান্ ব্যতীত শক্তি থাকেন না। বিষয়বিগ্রহের কৃপায় আশ্রয়ের সন্ধান পাই, আর আশ্রয়বিগ্রহের কৃপায় বিষয়বিগ্রহের সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত। তজ্জন্যই ছান্দোগ্য শ্রুতি বলেন,—"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির নাম—শবল; শ্যামের আশ্রয়ে সেই স্বরূপশক্তির হ্লাদিনীসার—রাধাকে আশ্রয় করি এবং হ্লাদিনীসার—রাধার আশ্রয়ে শ্যামকে আশ্রয় করি।

গুরুদেবে বা নিত্যগুরুবরেই শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর অপ্রাকৃত নাম রূপ-গুণ-লীলা স্ফূর্তি লাভ করে। অহর্নিশই 'আলো'-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর কৃপায় নিজে আলোকিত হইয়া ও দিব্য দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া শ্রীচৈতন্যাভিন্ন মাধুর্যাদিগুণ 'কালো'র কৃপাকটাক্ষলাভে সমর্থ হন। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর অহৈতুকী ও বলীয়সী কৃপাতেই শরণাগত নিষ্কপট সেবোন্মুখের পক্ষে তৎপাদপদ্ম-দর্শনলাভ সম্ভব। অজ্ঞজ্ঞানী বা বাক্যমুখ হইলে কোনও যোগ্যতাদ্বারা অপ্রাকৃত শ্রীগুরুদেবের দর্শনলাভ ঘটে না। সুতরাং শরণাগতির সহিত নামমুখ বা বেদমুখ হইলেই অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর বীর্যবতী চেতনবাণী উন্মুখ কর্ণে শ্রবণ করিলে শ্রৌতদর্শনদ্বারাই অর্থাৎ শ্রবণাখ্যা ভক্তিদ্বারা তদীয় পাদপদ্মের দিব্যশোভা দর্শন হয়। শ্রীল প্রভুপাদ যে সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যবাণী তাহাও একমাত্র শরণাগতির পথ ব্যতীত অন্য পথে জানিবার উপায় নাই।

যেমন মণিকারই মণি চিনিতে পারেন, যেমন বিদ্বান্ই বিদ্যার আদর জানেন, যেমন বৈষ্ণবই বৈষ্ণবকে বুঝেন, তেমন অপ্রাকৃত রাজ্যের লোক বা চিজ্জগতই চিচ্ছক্তিকে জানিতে পারেন. গৌরশক্তি শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ স্বরচিত গীতিতে জানাইলেন,

'সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া
বিনোদের সেই সে বৈভব॥"

কৃষ্ণপ্রিয়া তথা সরস্বতীর অন্তরবাহির কৃষ্ণভক্তিময়—কৃষ্ণকীর্তনময়। কৃষ্ণপ্রিয়া বা শ্রীচৈতন্যের প্রিয়া তথা সরস্বতীই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈভব। শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তিবিনোদ মহাস্বরূপ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিখিল জীবের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করিয়া শ্রীগৌরসরস্বতীকে জগতে দান করিলেন। শ্রীগৌরবাণী বা শ্রীনাম-ভক্তির বিস্তারকার্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আন্তরিক সুতীব্র ইচ্ছা ছিল, সেজন্যই শ্রীনামভক্তির বিপুল প্রসারের জন্য অর্থাৎ ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, নীচ উচ্চ সকল শ্রেণীর জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীকে জগতের নিকট দান করিলেন। পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু অত্যন্ত আদরের সহিত যাঁহাকে 'প্রভু' বলিতেন, সেই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ ব্যতীত অপর কেহ নহেন। শ্রীগৌর-ধাম, শ্রীগৌরনাম ও শ্রীগৌরকামের প্রচারে শ্রীগৌরসুন্দরকর্তৃক আদিষ্ট শ্রীল ঠাকুর যাঁহাকে 'বৈভব' বলিয়া গৌরব করিয়াছেন, তিনিই গৌরশক্তি বা শ্রীচৈতন্যসরস্বতী শ্রীল প্রভুপাদ।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর অপ্রাকৃত নাম রূপ-গুণ পরিকরবৈশিষ্ট্য নিত্য ও স্বপ্রকাশ। সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদও স্বতঃই—স্বয়ং তাঁহার অপ্রাকৃত লীলার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ যে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী, তাহা তাঁহার প্রত্যেক আচার-প্রচার এবং প্রত্যেক লীলায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সমগ্র সাধকলীলায় শ্রীগৌরবাণীর অপূর্ব নব-নবায়মান বিলাস দৃষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্য-বাণী জগতে যে কিরূপ জাগরণ ও নবীন জীবন প্রদান করিয়াছে, তাহা ধীর ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিতেছেন। শ্রীগৌরবাণী শ্রীল প্রভুপাদ যে অমল স্বচ্ছ শীতল চেতনবাণীধারা জগজ্জীবের বিষয়তাপতপ্ত হৃদয়মরুতে প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহাতে ঐ সকল হৃদয়ক্ষেত্র উর্বর ভূমিতে পরিণত হইয়া হরিভক্তিরূপ শস্য উৎপাদন করিতেছে। আজ যে বিশ্বের দিগ্দিগন্তে শ্রীচৈতন্য-বাণীর সুমধুর ঝঙ্কার উঠিয়াছে, তাহা কাঁহার প্রেরণা ও অহৈতুকী কৃপায়? আজ যে শ্রীচৈতন্যবাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী সর্বোপরি শোভা বিস্তার করিতেছে এবং যাঁহার আশ্রয়ে অসংখ্য ভাগ্যবান্ মানব সমবেত হওয়ায় মায়া বা অবিদ্যার ভীষণ সমরে যুদ্ধ করিয়া বিজয়ী হইতেছেন, তাহা কাঁহার অভিমর্ত্য শক্তিতে সম্ভব হইয়াছে? কোন্ ব্যক্তি না নতশিরে স্বীকার করিবেন—শ্রীল প্রভুপাদের ঐকান্তিক শ্রীগুরুগৌরাঙ্গপ্রীতি, সংসারকারাগারে অপ্রতিহত [illegible], রূপানুগ-বিচারপ্রচার সম্বন্ধে অপরিসীম দক্ষতা ও সৎসাহস, অপার পরদুঃখদুঃখিতা, [illegible]-'দৈবী গোস্বামিত্ব, আদর্শ অভিমর্ত্য আচার-প্রচার, শ্রীগৌরকীর্তনসম্বর্ধনপ্রবর্তন, জীব-চরিত্রে "কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বাণীর মূর্তবিগ্রহ প্রকাশ, তৃণাদপি সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানিতা ও মানদত্ব তাঁহার নিত্যসিদ্ধ আচারের প্রকাশ করিয়াছে?

পৃথিবী পর্যন্ত যত আছে দেশ-গ্রাম।
সর্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৪।১২৬)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর এই ভবিষ্যদ্বাণী কাঁহার অপ্রাকৃত শক্তির ও আদর্শ আচার-প্রচার দ্বারা বিশ্বে সাফল্যলাভ করিতেছে? শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত কে এত বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন দেশে শ্রীচৈতন্যবাণীর বাহক ও অনুকূল পত্রিকা, বক্তা প্রভৃতি প্রেরণপূর্বক ঘরে ঘরে হরিকথা কীর্তনের এত বিপুল বন্দোবস্ত করিয়াছেন? মহা-মহাবদান্য শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত কোন্ মহাপুরুষ বহু [illegible] স্থাপন করিয়া তাহাতে নিত্য [illegible] ও পতিত-গণের পর্যন্ত প্রবেশাধিকার ও হরিভজনের অপূর্ব সুযোগ প্রদানপূর্বক এরূপ পতিত-পাবন গৌড়ীয়মঠ আচার্যের লীলা করিয়াছেন? চতুর্যুগের মধ্যে আর কোন আচার্য বা মহাজন আমার ন্যায় কলিহত নির্গুণ পতিতপামর জীবকেও জীবনে স্থান দান করিয়া অহর্নিশ তাহার মঙ্গলচিন্তা ও তাহাকে নিরন্তর শ্রীহরিসেবায় প্রেরণা দান করিয়াছেন। পরমকরুণাময় শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত কোন্ যুগে কোন্ আচার্য গৃহ-শিক্ষকের ন্যায় কি মঠবাসী কি গৃহস্থভক্তগণকে [illegible] পরমার্থ-শিক্ষাদান করিয়াছেন? জগতের তথাকথিত মহাপুরুষনামধারী কোন্ ব্যক্তি নিজগণীয়ের [illegible] অর্থাৎ শিষ্যের সম্মুখে অপূর্ব আদর্শ আচারপ্রচার স্থাপন করিয়া এবং কোন প্রকার নিজস্বার্থের প্রতি বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য না করিয়া অহর্নিশ আশ্রিতগণের মঙ্গল-বিধান [illegible] এরূপ অক্লান্তপূর্ণ যত্ন করিয়াছেন? পরমবিদ্বান্ শ্রীব্যাসাবতারগ্রন্থ শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত কোন্ আচার্য বর্তমান্ যুগে গৌড়ীয়ভাষ্যের শ্রীমদ্ভাগবতের, বিশদভাষ্য, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের তথ্য, মৌলিক গবেষণা ও সুসিদ্ধান্ত-স্থাপন ও কুসিদ্ধান্তখণ্ডনপর এরূপ সুন্দর সর্বোত্তম 'অনুভাষ্য' প্রণয়ন করিয়াছেন? শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত কেই বা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের বিপুল 'গৌড়ীয়ভাষ্য' প্রকাশ করিয়াছেন? শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত কে বর্তমান জগতের বিভিন্ন সম্প্রদায় এমন সুমীমাংসা প্রদান করিয়াছেন? শ্রীগৌরসরস্বতী শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত কাহার বহুমান্নির্ণয় ও গ্রন্থকারীয় সকল সম্প্রদায়ের এমন সুন্দর মীমাংসা ও সিদ্ধান্তের এত আলোক আর কে দান করিয়াছেন? শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত বৈষ্ণব-কার্ষ্ণ ও গৌড়ীয়ের তত্ত্বতাৎপর্য ও [illegible] তারতম্য কে আর এমন বিশ্লেষণের সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন? শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত অপ্রাকৃত ভাব সেবা-চমৎকারিতার কথা, [illegible] সীতাবাসী, দ্বারকেশ, মধুরেশ ও বৃন্দাবনা-ধীশের নাম [illegible] ও [illegible] কে জানাইয়াছেন? শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত কে এত [illegible] বিপুল [illegible] [illegible] [illegible] কোথা শিক্ষা দিয়াছেন? শ্রীল [illegible] ব্যতীত বর্তমান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোথা আর কে [illegible] প্রভুপাদ ব্যতীত [illegible] [illegible] [illegible] আর কে [illegible] [illegible] [illegible] অকপট চেষ্টা করিয়াছেন? শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত

যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

চিন্ত ও প্রবর্তনীর সাথকোও শ্রীচৈতন্যকথা-বিস্তারের অপূর্ব কৌশল আর কে আবিষ্কার করিয়াছেন ?

আগে দুই জন এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবশেষে॥
'মোর অংশ-মূর্ত্তি' মাতা তুমি সে বর্ণি
'জিহ্বারূপা' তুমি মাতা নামের জননী॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২৭।৩৭।৩৮)

শ্রীগৌরহরির শ্রীমুখোদ্গীর্ণ এই বাক্যে যে গূঢ় রহস্যাবতারের ইঙ্গিত রহিয়াছে, অর্থাৎ 'শ্রীনাম' ও 'শ্রীবিগ্রহ'রূপে যে অবতার-দ্বয়ের কথা আছে, তাহা ত' আমরা এবার শ্রীল প্রভুপাদের পরমোদার ও গম্ভীর লীলায় স্পষ্ট প্রকাশ দেখিতে পাই। এই কলিযুগে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের অহৈতুকী করুণায় বিশ্বের প্রধান প্রধান স্থানে শ্রীঅর্চাবিগ্রহের আবির্ভাব এবং শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও বিভিন্ন উৎসবো-পলক্ষে অসংখ্য প্রবাসী নরনারীর শুদ্ধ হরিনামগ্রহণ ও সংকীর্ত্তনে অনুরাগ শ্রীনামপ্রভুর অবতারের ভাবধারাকে সার্থক করিতেছে।

শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা-কীর্ত্তনে সাক্ষাৎ অক্লান্ত। তিনি হরিকথা-কীর্ত্তনরসে নিমগ্ন হইয়া দিবারাত্র বিশ্রামাদি বিস্মৃত হইতেন। শ্রীহরিকীর্ত্তনে তাঁহার উৎসাহ অদ্ভুত। শ্রীহরিকীর্ত্তনে তাঁহার প্রগাঢ় আসক্তি শ্রীবাসাদি ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে অনুরাগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাঁহার দিব্যদর্শন ভক্তিমান্ জীবমাত্রেরই মনঃপ্রাণ ভক্তি-দিকে আকর্ষণ করিত। সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্তরাজি তাঁহার কণ্ঠে বিরাজ করিত। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর অবতার শ্রীল প্রভুপাদ ছায়াসরস্বতীর ভক্ত সেবকগণের দুর্ব্বলতা পদে পদে ধরাইয়া দিয়া শুদ্ধা সরস্বতী বা পরবিদ্যার সেবার জন্য সর্ব্বদা উপদেশ করিতেন ও নির্দ্দেশ করিতেন। তিনি অভিধেয় বা মায়াবাদনিপুণগণের দুর্ব্বৃত্ত, সাধুদের ত্যাগ, তপস্যা ও বৈরাগ্যে দৃঢ়তা প্রভৃতির ভিতর জীবন করিতেন। তিনি অনুগত বালকগণের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদ শ্রুতিবাক্যের নিত্যানন্দকেই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা বা অধ্যয়ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন।

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

শ্রীল প্রভুপাদ হরিভজনকেই শ্রেষ্ঠ অধ্যয়ন বলিতেন। হরিভজনকারীকেই একমাত্র বুদ্ধিমান্ বলিতেন। তিনি সর্বশেষ কোন কথাই আদর করিতেন না। তিনি হরিভক্ত, হরিভক্তি ও হরিনামের প্রতি বিদ্বেষী অপরাধিগণের প্রতি বজ্রসম ছিলেন। বজ্রাদপি কঠোরতা ও কুসুমাদপি কোমলতা তাঁহার মহাপুরুষত্ব প্রকাশ করিত। আশ্রিত ও নিষ্কপটগণের প্রতি তাঁহার বাৎসল্য কোটি কোটি মাতৃপিতৃ-স্নেহকে ধিক্কার করিত। শ্রীচৈতন্যসরস্বতী শ্রীল প্রভুপাদের পরমশ্রেষ্ঠবিগ্রহ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাশাসন যেন অম্লানবদনে মস্তকে নিত্যকাল গ্রহণ করিতে পারি, ইহাই পরমকৃপালুতা মদীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণকমলে একান্ত প্রার্থনা।

আজ শ্রীল গৌররাধা-নিতাধন শ্রীল প্রভুপাদের চতুর্থ বার্ষিক বিরহোৎসবের দিন। এই চারি বর্ষকাল শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকট-লীলায় থাকিয়া তদীয় শ্রীপাদপদ্মের জন্য আমাদের কতটা বিরহ ও আর্ত্তি জাগিয়েছে, তাহাই পরীক্ষা করিতেছেন। তিনি পরমকরুণাময়ী অপ্রকটলীলায় থাকিয়া আমাদের দম্ভ ও সম্ভোগময়ী চিত্তবৃত্তিকে দূরে রাখিবার ইঙ্গিত করিতেছেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের লীলায় কৃষ্ণসংকীর্ত্তন প্রচারের মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের জন্য প্রকট বিরহ জাগিয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিরহের শিক্ষাপক। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগুরুবর্গের বিরহে নিরুৎসাহিত বা অনাদরের ভাব প্রদর্শন করেন নাই। তিনি অধিকতর বিপ্রলম্ভরসাবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের মনোহভীষ্ট-প্রচারে কায়মনোবাক্যে প্রবল উৎসাহ প্রকট করিয়াছেন। বিশ্বের নিখিল জীবের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের চেতন বাণী, আদর্শ আচার-প্রচার করিয়া বিস্তার করিবার নিমিত্ত তাঁহার কি অতিমর্ত্ত্য চেষ্টা! শ্রীগৌরসুন্দরও আচার্য্যলীলা প্রকট করিয়া সর্ব্বদা বিপ্রলম্ভভজনই প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণবিরহ বা নামসংকীর্ত্তনধর্ম্ম বিস্তার করাই গুরুবর্গের আচার্য্যলীলা। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ, শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদ, শ্রীল গোস্বামি-বৃন্দ, শ্রীল গৌরপার্ষদগণ, শ্রীগুরুবর্গ সকলেই বিপ্রলম্ভরসে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধা গোবিন্দের ভজন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহই শ্রীনারদ, শ্রীব্যাস, শ্রীশুক প্রভৃতি ভাগবতপরমহংসদিগের কৃষ্ণ-লীলাগুণ-কীর্ত্তনের কারণ। যিনি যত কৃষ্ণবিরহী, তিনি তত কৃষ্ণের প্রিয়। এজন্য সর্ব্বাপেক্ষা বিরহিণী বলিয়াই শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমা। সম্বন্ধ বা মমতা না থাকিলে আন্তরিক বিরহ হইতে পারে না। একান্তভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রগাঢ় সম্বন্ধ ও মমতাপ্রীতি থাকায় ক্ষণমাত্রও তাঁহারা নিমেষকালও কৃষ্ণবিরহ সহ্য করিতে পারেন না। অথচ কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বিরহসাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়া প্রতিক্ষণেই নবনবায়মানভাবে তাঁহাদিগের প্রতি নিজমাধুর্য্য লীলা বিস্তার করেন, নিজের দর্শন দান করিয়া তাঁহাদিগকে সুখী করেন। অপ্রাকৃত রাজ্যে বিপ্রলম্ভ ও মিলন যুগপৎ হয়। বিরহই শ্রীনামগ্রহণে আর্ত্তি বৃদ্ধি করে। বিরহানলই আমাদের অভক্ত সংস্কারকে নির্ম্মূল করে।

আমরা 'বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহতত্ত্ব' গ্রন্থ হইতে কতিপয় অংশ উদ্ধার করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। যথা—

"বৈষ্ণবসাহিত্যের চরমকথা—বিরহ। বৈষ্ণবের জীবন বিরহেরই সংহিতা। বিরহ—সেবার পরাকাষ্ঠা, বিরহ—পূর্ণতম সেবার সাক্ষাৎমূর্ত্তি; বিরহ—সম্ভোগের পুষ্টিকারক। বিরহের ভাব প্রদর্শনকারী দ্বিতীয় পন্থা আর নাই। আকর্ষণের যত কিছু বৃত্তি আছে, তাহার পূর্ণতম অভিব্যক্তি ও সংস্থিতি বিরহই ক্রোড়ীকৃত করিয়া রাখিয়াছে।"

শ্রীচৈতন্যসরস্বতী সর্ব্বারাধ্যশিরোমণি মদীয় নিত্যারাধ্যদেব শ্রীল প্রভুপাদ! আপনার শ্রীপাদপদ্মের বিরহ যেন আমার পাষাণ-কঠিন হৃদয়কে ভক্তিরসসিক্ত করিয়া আমাকে নিত্যকাল আপনার অভিন্নবিগ্রহ শ্রীল আচার্য্যদেবের পূর্ণানুগত্যে নিত্যসেবায় নিযুক্ত রাখেন; আমি যেন নিষ্কপট ও দম্ভহীন হইয়া সর্ব্বদা আপনার শ্রীচরণ-যুগলসেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারি—ইহাই আজ এক দৈন্য নিবেদন।

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

উপদেশ

——::(০)::——

অকৃত্রিম সাধুর শ্রীচরণে চিরতরে অহৈতুকভাবে আত্মসমর্পণ না করিলে প্রকৃত সাধুসঙ্গ হয় না। প্রকৃত সাধুর শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন সেবাপ্রবৃত্তির সহিত অনুক্ষণ সাধুর অনুগমনই সাধুসঙ্গ। সেবার উদ্দেশ্য না থাকিলে সাধুসঙ্গ হয় না। সঙ্গ অর্থে সম্যক্ গমন—অভিগমন। সাধুর নিকট আগমন করিয়া পুনরায় সংসারে 'স্বস্থানে' ফিরিয়া যাইবার বুদ্ধি থাকিলে সাধুর চরণে আত্মসমর্পণ হয় না এবং অহৈতুক হরিভজনের কথাও কর্ণে প্রবেশ করে না। সদ্গুরুর অভিন্ন সাধুসঙ্গ নহে; সাধুসঙ্গের ফল কমিবার পূর্ব্বেই সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিলে সেই ফল হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। বৈষ্ণবসঙ্গ ও বৈষ্ণবসেবা যাহাদের প্রিয় হয় নাই, তাহারা যে উপায়েই পবিত্র হইবার চেষ্টা করুক, সেই পবিত্রতা কৃষ্ণের সুখকর হয় না। যাঁহার হরিভজনের ইচ্ছা আছে, তিনি যেন কখনও অসৎসঙ্গ না করেন। অসৎসঙ্গও বাধিয়া আবার সৎ-সঙ্গের অভিনয়ও করিব, তাহাতে সৎসঙ্গ হয় না। বহু কষ্ট সহ্য করিয়া—নিত্যের সৎসঙ্গে থাকিয়া অকপটে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে হরিনামের সেবা ও কৃপা পাওয়া যাইবে। সেবাসুখবোধ থাকিলে আত্মবোধ হইবে না, শ্রীনাম-ভগবানের কৃপাপাত্র হইবে না। যাঁহারা হরিভজন ছিড়ে আসিয়া আরাম ও আয়াস খুঁজিবেন, তাঁহাদের উদ্ধারের আশা নাই। যিনি আমার তোষামোদ করেন না, পরন্তু তীব্র সত্যকথা বলিয়া আমাকে কৃষ্ণের দিকে লইয়া যাইবার জন্য যত্ন করেন, তিনিই প্রকৃত সাধু ও আমার পরম বান্ধব। সাধুসঙ্গ হইলে কোন বাধাই কিছু করিতে পারে না। যাঁহার হরিভজনের অকপট ইচ্ছা আছে, কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য তাঁহার স্বাভাবিক। গৌরধামের বৃক্ষ-লতা আমাদের নিত্য বন্ধুবান্ধব। তাঁহারা গৌর-লীলার উপকরণ। শ্রীনবদ্বীপধাম অপ্রাকৃত। বিনিময়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রত্নরাজি প্রদান করিলেও অপ্রাকৃত নবদ্বীপের একটী বালুকণার মূল্যের তুল্য হয় না। অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া নবদ্বীপবাসের ছলনা ও সেবোন্মুখ হইয়া শ্রীনবদ্বীপবাস এক নহে। সরলতাই বৈষ্ণবতা। সরল সেবা-লিপ্সু বা কৃপাভিক্ষুই সেবাধামের অধিকারী।

সাধারণ লোকের পরিমাণ দ্বারা হরি-ভক্তির পরিমাণ মাপা যায় না। যদি হরিভজনে কপটতা থাকে, তাহা হইলে বাহিরে অতিশয় বিরক্তি, অনাসক্তি প্রকাশিত থাকিলেও তাহা প্রকৃত বিরক্তি নহে। কোন বিশেষ পরীক্ষায় পড়িলেই সেই মুহূর্ত্তে ঐ কৃত্রিম বৈরাগ্য চলিয়া যাইবে। হরিভজনে যাহার অকপট মতি-রতি হইয়াছে, বিরক্তি তাঁহাকে আশ্রয় করিবার জন্য অবসর খোঁজে। ভগবানের প্রতি অকৃত্রিম আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে বাহ্যে শত অনাসক্তির ভাব দেখাইলেও কৃষ্ণ তাহাকে কৃপা করেন না। হরিভজনে অকপট আন্তরিক অনুরাগ থাকিলে কৃষ্ণ-কৃপালাভ অনিবার্য্য। আমরা যদি অন্তরের আর্ত্তির সহিত শ্রীগুরুকৃষ্ণের সেবা লাভের জন্য সর্ব্বক্ষণ কাঁদিতে পারি, তাহা হইলে কৃপা লাভ হইবেই।

সর্ব্বদা শ্রীগুরুপাদপদ্মে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহার মনোহভীষ্টের অনুকূলে সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট হইয়া যাহা করা যায়, তাহাই ভক্তি। বিন্দুমাত্রও অন্যাভিলাষ তাহাতে প্রবিষ্ট না হয়, তৎসম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম দৃঢ়রূপেই আশ্রয় করিতে হইবে। অনন্যনিষ্ঠা করিতে হইবে।

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ, এই দুই রূপ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷০		।৴০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১৪৲		১০৲	

এক বৎসরের জন্ম চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ	
ষাণ্মাসিক "	৫
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	৸

প্রতি সংখ্যা [illegible] ; বিশেষ সংখ্যার [illegible] ভিক্ষা স্বতন্ত্র

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:o:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—::o::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচ্ছিন্ন বোলা। শিক্ষকগণ সাধুচরিত্র ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত ; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সবিস্তারভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

অবতার ও অংশতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, প্রণীত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ ; এই গ্রন্থখানি সাধুযুক্তিপূর্ণ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুপ 'প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহাই এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি সুন্দর। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, পোঃ ওয়ারী, বাংলা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে সম্প্রদায়িকতার প্রভাবে আক্রান্ত মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, ধর্ম্মমত, অবতার, একাধিক, ধর্ম্মান্তর ও [illegible] শাস্ত্রমর্য্যাদা-নিরপেক্ষ শ্রৌত ও বাস্তব বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবতার সাধারণ [illegible], ভক্তিরসিক সৎসিদ্ধান্তগণের প্রণীত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থটী শ্রীমদাচার্য্যের আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—মধুপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র সবিস্তারভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যালীলাসম্বন্ধী মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক অপূর্ব্ব সচিত্র সটীকানুবাদ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা এবং যে শ্লোক অবলম্বনে গীতার মূল প্রতিপাদ্য সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ এবং শ্রীল শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই গীতার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোল পেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দ কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, [illegible] পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অপূর্ব্ব বিরাট্ সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রাচীন ও নব্য মানচিত্র, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও ব্যক্তি পরিচয় সহ শ্রীচৈতন্যমঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ১০ টাকা।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত সরলভাবে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা দুই আনা ছাত্রদের পক্ষে এক আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ

বি-এল, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২০২
দমদম ,,	৫ ৫৮	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-৫০		১৮-৩	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯-১৮	১৩ ২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৫৫	০-৫৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১৩-৩৩	১৫ ৫	১৮-৩৯	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০ ৯	১০ ১৪	১২-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৫৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৮	১০ ৫৯	১৮-১৭	২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম ,,	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (ন্যারো গেজলাইনে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শা-বার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৪-২২	১৬·	১৮ ৪৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬-৫৬	১৯-২১	২০-৪৬	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯ ২৫	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৪০	২০-৩	২১ ১৯	৪-১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৪৬	১৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৪	৪ ১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-১	২১-২৬	২৩ ৫	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩-২৫	৬-১৫

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ মহোদয়ের শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিশাস্ত্রসমুদ্রে ... বৈষ্ণবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের স্রোতস্বিনী এবং গবেষণা-প্রসূত লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একবারে মুগ্ধ এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মত্ত হউন। এই গ্রন্থ, অভিনব ও অদ্বিতীয় এবং মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬৩৭ অধ্যায়ে প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ঐ বিভূষিত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সবিস্তার সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। ম্যালেরিয়া জ্বরের কাছে ইহা অব্যর্থ ঔষধ। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

—দোকান মেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

পত্রপ্রসূনমালা
—::—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন পদাবলী শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের বিরচিত 'গৌরব' ভাষাসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
নবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ অলারী, ঢাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১।০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড, শ্রীমায়াপুর – ৫ই পৌষ ১৩৪৭, ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৪০ শুক্রবার ২৩৭তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ
——::(০)::——

বৃটেন ও আমেরিকা কর্তৃক চীনকে সাহায্যদান

নিউইয়র্কে জানা গেল, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাহার প্রমোদ ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিলেই 'বৃটিশ রাজ্য' জাপানের ইন্দোচীনে প্রবেশ সম্পর্কে আলোচনা করিবেন। জাপান ধূপে ধূপে এশিয়ার মাটিতে তাহার দখল দৃঢ়তা করিয়া লইতেছে। জাপানী সৈন্যের ধীরে ধীরে ইন্দোচীনের উপকূল দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ভিসি সরকারের নির্দেশমত ইন্দোচীনের ফরাসী কর্তৃপক্ষ জাপানের সহিত সহযোগিতা করিতেছে এবং জাপানীরা কাষ্ঠান উপসাগর ও সায়গন প্রভৃতি এমন কয়েকটি এলাকায় নৌ ও বিমানঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে যেখান হইতে ব্রিটেনের সিঙ্গাপুরস্থ প্রধান নৌঘাঁটি আক্রমণ করা সহজ হইবে। ব্রিটেনের জাপানের উপর অনেকটা অর্থনৈতিক চাপ দিতেছে কিন্তু আমেরিকার সহযোগিতা না পাওয়াতে তাহাতে বিশেষ ফল হইতেছে না। তবে জাপান এবং গভর্নমেন্টকে চীনের বাণিজ্য সম্পর্কে আমেরিকা চ্যাংকিং সরকারকে দুইকোটি পাউণ্ড ঋণ দিয়া তাহার পাল্টা জবাব দিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র যেখানে ব্রিটেন ও স্বাধীন চীনকে উভয় অধিক পরিমাণ অর্থ দান দিয়া চিয়াংকাইশেককে সাহায্য করিবে। বর্তমানে চিয়াংকাইশেককে যতটা সাধ্য যুদ্ধ আর্থিক ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম দিয়া সাহায্য করিবার নীতিই ব্রিটেন গ্রহণ করিয়াছে।

রাঁচীর নিকটে মোটর দুর্ঘটনা

ভারতীয় লাক্ষা-গবেষণাগারের ডিরেক্টর ডাঃ এইচ কে সেনের জীবন খুব আশ্চর্যজনকভাবে রক্ষা পাইয়াছে। রাঁচী হইতে ২৮মাইল দূরবর্তী কোনো নামক স্থান হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, কলিকাতা হইতে আসিবার সময় তাঁহার মোটরখানি একটি গাছের সহিত ধাক্কা লাগিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ডাঃ সেনের মাথাতে আঘাত গুরুতর নহে।

ভারতের নূতন জঙ্গীলাট

জেনারেল স্যার রবার্ট এ কাসেলের স্থলে ভারতের বর্তমান সেক্রেটারি জেনারেল সি জে ই অকিনলেককে ১৯৪১ সালের প্রথমভাগ হইতে ভারতের প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ করার জন্য ভারত-সম্রাট অনুমোদন করিয়াছেন। ভারতের এই নবনিযুক্ত প্রধান সেনাপতি বৃটেনের দক্ষিণ দেশরক্ষী বাহিনীর অধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি ইংলণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলে আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। বর্তমানে তাঁহার বয়স হইয়াছে ৫৬ বৎসর। চতুর, কৌশলী ও অসমসাহসী বলিয়া তাঁহার সুনাম আছে। সৈন্যদল গঠন ও কর্মচারীদের সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতা আছে। তিনি চার বৎসর কাল ভারতের ডেপুটি চীফ অব ষ্টাফ ছিলেন এবং সেই সময় তিনি ভারতের অধিবাসীদের সমরনীতির সব দিক প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পান।

শ্যামরাজ্যের আক্রমণ

ফরাসী ইন্দোচীন-কাম্বোডিয়া (ক্যাম-বোডিয়া) সীমান্তে সংঘর্ষের সংবাদ আপাততঃ ইন্দোচীনে একরূপ পাওয়া যাইতেছে। ব্যাংক হইতে প্রাপ্ত শ্যাম এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, ফরাসী বিমানবাহিনী থাইল্যাণ্ডের বিমান ঘাঁটিগুলিতে হানা দিয়াছিল। ইন্দোচীনে থাইল্যাণ্ডের বিমানসমূহ ইতঃপূর্বে যে আক্রমণ চালাইয়াছিল ফরাসী বিমানবাহিনীর এই আক্রমণ উহারই প্রতিশোধকল্পে চালান হইয়াছে বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

থাইল্যাণ্ড (শ্যামরাজ্য) দূতাবাস হইতে প্রচারিত একখানা ইস্তাহারে ফরাসী বিমানঘাঁটি হইতে বোমাবর্ষণ এবং মেশিনগানের আক্রমণের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। উক্ত ইস্তাহারে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, ফরাসী বিমানপোতসমূহ নাকন পানমের উপর তিনবার আক্রমণ চালাইয়াছিল। অন্ততঃ একখানা ফরাসী বিমান থাইল্যাণ্ডের বিমানের আক্রমণে ভূপাতিত হইয়াছে। ঐ দিনেই ফরাসী গোলন্দাজ বাহিনী আরণ্যপ্রদেশে ১৫০ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করিয়া বহু বাসগৃহের ক্ষতি সাধন করিয়াছে।

জেনারেল ডি'গলে সিঙ্গাপুরে একজন প্রতিভূ নিয়োগ করায় সুদূর প্রাচ্যে স্বাধীন ফরাসী আন্দোলনের অবস্থান শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। উক্ত প্রতিভূর নাম ম'সিয়ে গায়লা গঁদ্রো। ইতঃপূর্বে তিনি চিরেনশিন দূতাবাসের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ যে, ডি'গলের আন্দোলন নিউজ এজেন্সী এই মর্মে এক সংবাদ প্রেরণ করিয়া থাইল্যাণ্ডের উপর ফরাসী ইন্দোচীন বিমান বাহিনীর 'প্রতিশোধাত্মক' আক্রমণের কথা স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত সংবাদে আরও স্বীকার করা হইয়াছে যে, ২০টি বোমারু বিমান যোগদান করিয়াছিল

——

ত্রিপলি সাইরেনেইকা ব্যাপী রণ

কাইরোর সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিম মরু-অঞ্চলে বৃটিশ বাহিনীর সমরাভিযান সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে। দ্রুত অগ্রসরশীল ট্যাঙ্কসমূহ বিচ্ছিন্ন ইটালীয় সেনাদলসমূহকে সুব্যবস্থিতভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতেছে। বৃটিশ সেনাবাহিনীর বিরামহীন অগ্রগতি চলিতে থাকাকালে সাগরাভিযানী কামান ও বিমান বহরের কামানের গর্জন দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছিল। কোনো সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ সৈন্যেরা ভিকানদীসমূহের প্রচণ্ড আক্রমণ এবং বিশেষ তীব্রতা সহকারে আক্রমণের পর বিশ্বস্ত সেনাবাহিনীর সংবাদদাতা অগ্রসরণের দ্বিতীয় যোগের সংবাদ ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে। এডেনের সংবাদে প্রকাশ, রাজকীয় বিমান বাহিনী ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের নিকটবর্তী একটি রেলওয়ে ষ্টেশনে আক্রমণের ফলে আদ্দিস-আবাবা-জিবুতি রেলপথের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতেছে। এক সরকারী ইস্তাহারে এইরূপ সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে।

ভারতে বিমান কারখানা ব্যবস্থা

ভারতে গভর্নমেন্ট একটি ভারতীয় কোম্পানীর নির্দিষ্ট সংখ্যক বিমান ক্রয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছেন। এই কোম্পানী [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] স্থাপন করিবেন। ইহা একটি [illegible] প্রচেষ্টা। ইহা [illegible] [illegible] ছিল আবশ্যক [illegible] অসুবিধার জন্য উক্ত [illegible] বিলম্ব হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—[illegible] পাক্ষিক পত্র। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। [illegible] সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] মহোদয় সম্পাদিত [illegible] পত্রিকা। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতাচার্য্য বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] তথা [illegible] পণ্ডিত ও মনস্বী [illegible] যে সকল [illegible] তাঁহার [illegible] এই গ্রন্থে [illegible] হইয়াছে। শ্রীশ্রীমন্ [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ [illegible] ও [illegible] নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

[illegible] ব্রহ্মসূত্রের [illegible] শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত [illegible] ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'গোবিন্দভাষ্য' টীকা [illegible] তাহার যথাযথ অনুবাদ ও তাৎপর্য্য [illegible] মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ।

ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, [illegible] ভূমিকা ও [illegible] নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীকুঞ্জবিহারী [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
[illegible] এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণাপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত

১। শ্রীশ্রীভক্তিবিজয়,—প্রথম [illegible] ১০৲
[illegible] ১৮৲
[illegible] ৯৲
২। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (অনুভাষ্য) [illegible]
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible]
৪। নবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ (বাংলা) ৩৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সংক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১॥০
৯। বৈষ্ণব ৪৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৪৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধনকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার-খণ্ড ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। ব্রাহ্মণ-আত্মনির ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৬৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ৬৲ অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার [illegible] বাংলা-ভাষা ৷০
২৭। [illegible] ১৲
২৮। [illegible] (সচিত্র) ১॥০
২৯। [illegible] (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। [illegible] ৵০
৩১। [illegible] (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গৌড়ীয়-[illegible] (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-[illegible] ॥০
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। [illegible] ॥৵০
৩৬। নবদ্বীপধাম-[illegible] ৵০
৩৭। ঐ [illegible] ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌরাঙ্গ-[illegible] ৷০
৪০। [illegible] ৴০
৪১। [illegible] ৴০
৪২। শ্রীকৃষ্ণ [illegible] পরিক্রমা ॥০
৪৩। সাধনপথ ৴০
৪৪। [illegible] ৴
৪৫। নবদ্বীপধাম
৪৬। [illegible]
৪৭। [illegible]
৪৮। [illegible] (পঞ্চম-সংস্করণ)
৪৯। [illegible]
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-[illegible] (প্রথম খণ্ড).
৫১। [illegible]
৫২। মণিমঞ্জরী (সাহবাদ) [illegible]
৫৩। গৌড়ীয়কণ্ঠহার [illegible]
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা [illegible] [illegible]
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষাটীকা) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিক্তঃ ৷০
৬৩। [illegible]-সিদ্ধান্তামৃতম্ ৷০
৬৪। [illegible] ৷৵
৬৫। মায়াবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়[illegible]পরিক্রমা ৴০
৬৭। মায়াবাদবর্জ্জনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ [illegible] ৷০
৭০। [illegible] ৴০
৭১। [illegible] ৷০
৭২। [illegible] ৷৵০
৭৩। [illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷৵
৭৪। বৈষ্ণবীজম [illegible]
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৭৬। [illegible] ৷৵
৭৭। [illegible] [illegible]
৭৮। [illegible] [illegible]
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [illegible] ১০৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৵
৮১। [illegible] ৷৵
৮২। [illegible] [illegible]
৮৩। [illegible] ৴৵
৮৪। [illegible] ৴৵

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible] [illegible]

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-
বিনোদ
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
গীতিগ্রন্থসমূহের তাৎপর্য্য
ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে
প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ১০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা
বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই
গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয়
ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ভিক্ষা ১০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ | ৬ নারায়ণ ৪৫৪ গৌরাব্দ ৫ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২০শে ডিসেম্বর ইং ১৯৪০, শুক্রবার | ১৩৭তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীধামে হরিকথা

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গত ১৫ই ডিসেম্বর রবিবার কলিকাতা হইতে সন্ধ্যার পর শ্রীধামে আগমন করিয়া শ্রীমঠে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। ঢাকা হইতে আগত উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ-ভাগবততীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় গত ১৬ই ডিসেম্বর রাত্রে শ্রীচৈতন্যমঠে অধিবাসরগণ নাটমন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে বহু উপদেশপূর্ণ শিক্ষার কথা আলোচনা করেন। তাঁহার সুসিদ্ধান্তপূর্ণ পাঠ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ পরমোপকৃত হন।

শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

পণ্ডিতপ্রবরশিরোমণি শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন বিগ্রহ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় ও গৌড়ীয়মিশনের সভাপতিবর্গের সেবাযোগে চট্টগ্রাম শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠে গত ২১শে অগ্রহায়ণ, ৭ই ডিসেম্বর শনিবার নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপরাৎপর-গুরুদেব শ্রীল মধুসূদন দাস গোস্বামী ঠাকুরের বিরহ-তিথিতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারি-বিগ্রহ শ্রীশ্রীমদ্বিদ্যানিধিবিলাসীজীউ শ্রীঅর্চ্চাবতার রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীবিগ্রহ-প্রাকট্যোৎসবের জন্য গৌড়ীয়মিশনের পরিচালক-সমিতি হইতে আচার্য্য প্রবীণ ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ গত ১৬ই অগ্রহায়ণ চট্টগ্রামে শুভাগমন করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। গত ২০শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার শ্রীল মহারাজ শ্রীপাদ শ্রীপতি প্রভু সংকীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ঠাকুরের শ্রীপাটে উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্দির পরিক্রমা করত স্থানীয় সজ্জনগণের নিকট শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীল বিদ্যানিধি প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করেন। গত ২১শে অগ্রহায়ণ শনিবার প্রাতঃকালে শ্রীল তীর্থ মহারাজকে অগ্রণী করিয়া একটি নগর সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ-ভাগবততীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীবিগ্রহাবির্ভাবোৎসবের পূজার্চ্চন-হোমাদিকার্য্য আরম্ভ করিলে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অহৈতুকী কৃপায় অপ্রত্যাশিত-ভাবে ভক্তিরাচার্য্যযোগে পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হইতে এক শুভাশীর্ব্বাদ-লিপি আসায় ভক্তগণ শ্রীগুরুগোস্বামীর অযাচিত অহৈতুকী কৃপার কথা স্মরণ করিয়া পরমানন্দিত হন। মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকায় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনি ও উচ্চ হরিকীর্ত্তনের মধ্যে শুভঅধিবাস শ্রীবিগ্রহগণের ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হয়। রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র ব্যক্তি শ্রীমহাপ্রসাদ সেবন ও শুদ্ধভক্তগণের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হন।

শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ অপরাহ্ণ ২। ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমঠের বহিঃপ্রাঙ্গণে উপস্থিত শত শত নরনারী ও সজ্জনগণের সম্মুখে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য্য, শ্রীবিগ্রহতত্ত্ব, শ্রীবিগ্রহপ্রকটকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ইচ্ছানুসারে মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা উৎসবটি হরিকথা এবং-কীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ সম্মান, শ্রীবিগ্রহদর্শন ও কৃপা-প্রার্থনামুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের পরদিবস ৮ই ডিসেম্বর রবিবার প্রাতে নগরসংকীর্ত্তন হয়। অপরাহ্ণে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ-গোস্বামী মহারাজ শ্রীনাম সম্বন্ধে একটী দীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

"শ্রীগৌড়ীয়বাণী"

আমাদের পরমগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী ঠাকুরের বিরহবাসরে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে "শ্রীগৌড়ীয়বাণী" নামক একটী গ্রন্থ উৎকলভাষায় প্রকাশিত হইয়া সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। এই গ্রন্থে নানা-প্রকার প্রশ্ন ও সন্দেহের যুক্তিপূর্ণ সদুত্তর ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্তাদি, বিভিন্ন মতবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রভৃতি প্রশ্নোত্তরমুখে অতি সুন্দরভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে ১৫২টি প্রশ্নোত্তর আছে। বিশেষতঃ পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র "গৌড়ীয়" হইতে এই সকল সিদ্ধান্ত সংগৃহীত হইয়াছে। উৎকল ভাষায় এরূপ মৌলিক গ্রন্থ এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম সেবক উপদেশক শ্রীপাদ হরিদেবর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় এই গ্রন্থের প্রকাশক। প্রাপ্তিস্থান—উৎকলগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস, শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ, কটক। গ্রন্থের ভিক্ষা মাত্র আট আনা।

রেঙ্গুণে প্রচার

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাশীর্ব্বাদ স্মরণ করিয়া তদাশ্রিত রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গত ২৭শে ডিসেম্বর নিবারণ-নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যভাগবত, ৮০ ২৮শে নভেম্বর স্থানীয় দুর্গাবাড়ী প্রাঙ্গণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও গত ৩০শে নভেম্বর তারিখে রেঙ্গুণ সেক্রেটারিয়েট অফিসের অফিসার শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এতদ্ব্যতীত মঠসেবকগণ সহরের বিভিন্ন স্থানে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি প্রদান করিয়া মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন।

"শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপায় শুদ্ধ হরিনাম হয়। সর্ব্বদা তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে, তাঁহাদের নিকট ক্রন্দন করিতে হইবে—লোক দেখান নহে—কপটতা করিয়া নহে।"

—শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

শ্রীগৌরাব্দ তিথি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪৪

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—::०::—

যে মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিব ভগবান্ আমার প্রভু, সেই মুহূর্ত্তেই আমার সুবিধা হইবে। এই জগতে আলোচনা করিবার কোন বস্তু নাই। ইতরজনের কথা হইতে অবসর হইলে ভগবানের কথা প্রয়োজনীয় হয়। আমরা যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, ভগবানের সেবা করিতে পারি, যদি জড়ের প্রভু হইবার উদ্দেশ্য না থাকে।

নিরপরাধে হরিনাম গৃহীত হইলে সকল সিদ্ধিই করতলগত হয়। কৃষ্ণনামে অত্যন্ত প্রীতির উদয়ে জড়চিন্তার লোভ কমিয়া যাইবে। নাম শ্রবণ, পঠন ও ভক্তিরক অনুশীলনদ্বারা শ্রীনামের স্বরূপ উদিত হন। সেইই মানবজীবনে প্রধান হরিভজনের বৃত্তি। অবৈষ্ণব-সঙ্গক্রমে জীবের সংসারে উত্থান; আর সাধুসঙ্গ প্রভাবে আত্মা উদ্বোধন হরিসেবায় প্রবৃত্ত হয়। কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনামকীর্ত্তন—তিনটী পৃথক্ অনুষ্ঠান হইলেও তিনটীই একতাৎপর্য্যপর।

মহাপ্রভুর বাণী—'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥' মহাপ্রভুর লীলার মধ্যে জাতিনীতি, দেশনীতি, যুদ্ধ ও ধর্মনীতি দেখিতে পাই না। তাঁহার প্রচারিত বাণী হইতে বুঝিতে পারি, তিনি সর্ব্বনীতির সর্ব্বোত্তম অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরাও সেই পদাঙ্কানুসরণে ব্রজনীতি ভাগবতধর্ম অবলম্বন করিব। ভগবানের পরীক্ষার স্থল এই পৃথিবী অর্থাৎ সংসার। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে হরিজনগণের কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে হয়। সাধুবিগ্রহকারী ব্রজবাসিগণের সেবা করাই আমাদের পরম ধর্ম।

জীবের অভিনয় ও বিবাদান লাভ এক নহে। কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করিলে জীব বদ্ধ হইয়া পড়ে। তৎকালে কৃষ্ণেতর বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হয়। পুত্রকলত্রাদি, পরাধীনতাপাশ প্রভৃতি নানা বিপজ্জনক বস্তু সর্ব্বদা আমাদিগকে ভক্তিপথ হইতে নিত্যকালের জন্য পাতিত করায়।

শ্রীহরিনাম-গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার একই জানিবেন। সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত হরিনাম গ্রহণ করিলে কোন বিঘ্নই কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ভগবানের নামভজন না করিলে জীবের অন্য কোন প্রকারে মঙ্গল হয় না। শ্রীনামই সাক্ষাৎ ভগবান্; কেবল সাংসারিক চক্ষে ভগবানের নাম ও ভগবান্ পৃথক্ বোধ হয়। মহাপুরুষগণ শ্রীনামকেই ভগবান্ জানেন। শ্রীনামে রুচি কম থাকিলে বিধিপূর্ব্বক আদর সহ নাম গ্রহণ করিতে করিতে শ্রীনাম ও শ্রীনামী, গৌর ও কৃষ্ণ উভয়েই এক জানিতে পারা যায়।

বৎসরে মহাপ্রভুকে একবার দেখিবার চেষ্টা করা ভক্তমাত্রেরই উচিত। সর্ব্বদা হরিগুরুবৈষ্ণব সেবা করিলে জীব সংসার হইতে অবসর পান, নতুবা বিষয় আসিয়া গ্রাস করে। দুঃসঙ্গ হইতে কৃষ্ণ-লাভ হয় না। দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ বরণ করিলেই হরিনাম ঘটে। অকপটচিত্ত, নিষ্কপটচিত্ত গুরুজনগণের অর্চ্চন বিশেষ আবশ্যক। আমার পরমপ্রভুর মঙ্গলপ্রদ ধর্ম্ম ব্যতীত বেদ অন্য কোন অভিলাষ আমার না হয়। Absolute Truth আপাত প্রতীতিতে unknown বলিয়া ধারণা হইলেও তাহাই be known, আমাদের আদর্শচরিত্র অন্য লোক যাহাতে অন্য প্রকার দর্শন না করে, তজ্জন্য আমরা যেন সর্ব্বদা সতর্ক হই।

বৈষ্ণববিদ্বেষকালে জ্ঞান মাত্র হইয়া নীরব থাকিলে মায়ার বহু প্রকোপ আসে। কৃষ্ণেতর বিষয়সংসর্গই আমাদিগের মূল ব্যাধি। পৃথিবী পরিত্যাগের পূর্ব্বে যাঁহাদের ভগবজ্জ্ঞান লাভ ঘটে এবং ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি হয়, তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রাহ্মণ, তাঁহারাই ব্রহ্মপুরে নীত হন। শ্রীভাগবত-প্রদর্শনী দেখিবার চক্ষু সংগ্রহ করিতে হইলে পারমার্থিক বিদ্যালয়ে সর্ব্বাগ্রে দক্ষিণা দিয়া লেখাপড়া শিখিতে হয়। শরীরের অধিক সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হইলেই ভগবানের সেবাপ্রবৃত্তি কমিয়া যায়। পরস্পরের নিন্দা না করিয়া আত্মসাধন করিবেন। আমাদের দুর্ব্বলতার অপনোদনকল্পে আমরা ভগবানের রূপদেববিগ্রহের শরণাপন্ন হই। সেই রূপদেবপ্রকাশবিগ্রহ মহান্তগুরুরূপে আমাদের ন্যূনতা স্বীয় ভক্ততার দ্বারা পরিপূরণ করেন।

অপ্রাকৃত কামদেবের ইন্দ্রিয়তর্পণই বাস্তবিক নিজের একমাত্র বৃত্তি। কৃষ্ণপ্রপত্তি বা কৃষ্ণসেবাই প্রাকৃত কামবীজ-বিনাশক ও একমাত্র প্রতিষেধক।

আমাদের নিকট Return Journey Ticket-holderএর কোন মূল্য নাই। কেন না, কৃষ্ণেতর পদার্থমাত্রকেই আমরা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়া জানি। বৈষ্ণব-বিদ্বেষফলে জীবের ঐহিক ও পারত্রিক অমঙ্গল ঘটে। শ্রীহরিনাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলে জীব ধামপ্রাপ্ত হন। শ্রীরূপানুগের চিত্তবৃত্তি জড়ভোগবাদীরা আদৌ বুঝিতে পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাহাই আমাদের শিরোধার্য। প্রতিষ্ঠা-রূপিণী শৌকরী বিষ্ঠার কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। হরিভজন করিলেই শরীর, মন ও আত্মা—তিনটীই ভাল থাকিবে। ভক্তসেবার জন্যই শ্রীধামে বাস। শ্রীধামে আমাদের ভক্ত্যোন্নতি হয়। শ্রীধাম মায়াপুরের মঠবাসী ও গৃহস্থ-ভক্তগণের একমাত্র সেব্য শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌর-সুন্দরের নিজজনগণ।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে কোনও ভেদ নাই, কেবল উভয়ে নিত্য সেব্য সেবকভাবে সম্বন্ধযুক্ত—একজন বিষয়বস্তু, আর একজন আশ্রয়তত্ত্ব। হরিকীর্ত্তন ও মায়ার কীর্ত্তন একসঙ্গে থাকিতে পারে না। দুঃখ না থাকিলে আমাদের ভগবৎস্মরণ হইত না। জাগতিক দুঃখতাপরাশি তাঁহারই দয়ার দান। ভগবৎসেবায় উন্মুখতা হইলেই স্বতঃ প্রকাশ ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা স্বতঃই আমাদের নিকট প্রকাশিত হন। সদ্গুরুর পদাশ্রয় ব্যতীত আমাদের ভজনক্রিয়া বা অনর্থনিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। অনর্থনিবৃত্তি না হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নৈষ্ঠিকী ও রুচি হইতে পারে না। 'দলাদলি করিব', 'অপরের প্রতিষ্ঠিত মত হইতে অধিকতর প্রতিষ্ঠা-লাভের আর একটী নূতন মত স্থাপন করিব,'—এইরূপ ইচ্ছা কখনও শ্রীচৈতন্যভক্তের নাই। 'বহুপ্রিয়তাই প্রয়োজনীয়'—এইরূপ বিচার মায়াবদ্ধ নির্ব্বুদ্ধি মূর্খের বিচার। ভগবানের শ্রীরূপ দর্শন করিতে হইলে আমাদেরও রূপশিষ্ট হইতে হইবে। যদি তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ দর্শন করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের শ্রীরূপানুগ হওয়া চাই। 'অনর্থনিবৃত্তি'রূপ কষ্টকর অসুর আমাদিগকে দুর্ব্বিষহ জীবন সাগরে নিমজ্জিত করে; তখন নাম (?)-গ্রহণে আকাশকুসুমের ন্যায় হয়। যাহাদের শ্রীনামে প্রাকৃতবুদ্ধি, তাহাদেরই নামগ্রহণে বদ্ধ হয় না।

যৎকিঞ্চিৎ

কর্ম্ম ও ভক্তি এক নহে, পরস্পর উল্টা জিনিষ। ভক্তি আত্মার বৃত্তি—অপ্রাকৃত বস্তু—বৈকুণ্ঠের বস্তু, নিত্য-চমৎকার, সম্পূর্ণ ও উপাদেয়, আর কর্ম্ম ইতরজনের বস্তু, প্রাকৃত, নশ্বর, হেয়, অসম্পূর্ণ ও অনুপাদেয়। জ্ঞানাদি আলোচনাও যদি ভগবদ্ভক্তির সহায় না হইয়া ভক্তির প্রতিপন্থী হয় অর্থাৎ ভগবৎসেবারাহিত্য আনয়ন করে, তাহা হইলে তাহাও জীবের আত্মার পক্ষে কুঠারস্বরূপ। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই ভক্তিযাজন করা দরকার। ভক্তিদেবীর মন্দিরে কোন বিরোধ বা ব্যভিচার নাই। ভক্তিলাভ হইলে জীবন ধন্য হয়, জীব অমর বা অমৃত হয়। ভগবান্ নিত্যকাল জগজ্জীবের পশ্চাতে অবস্থান করিতেছেন, তিনি তাঁহার ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য নিত্যবিগ্রহরূপে বিরাজিত আছেন, ইহাই শুদ্ধ আস্তিক্যবাদ। ভগবান্ই একমাত্র চালক ও রক্ষক—এই বিশ্বাসই আস্তিক্য।

ভক্তির অপর নাম পূজন বা ভজন। আনুগত্য ধর্ম্মই ভজন বা পূজন। পূজক পূজ্যের অধীন। পূজার অপর নাম অর্চ্চন এবং সেবার অপর নাম ভজন। পূজার বিধি বা কর্ত্তব্যজ্ঞানই প্রবল। পূজায় পূজ্য বড়, পূজক চিরকাল ছোট। পূজ্য পূজকের সম্মুখে থাকিয়াও পূজা হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিয়া যান। পূজায় ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি প্রবল। কনিষ্ঠাধিকারী জীবমাত্রেরই পূজা বা অর্চ্চন করা আবশ্যক। অর্চ্চনমার্গে বা মর্য্যাদা-মার্গে শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা হয় না। মহাভাগবতের শ্রীস্বরূপোক্ত রূপ ভাবসেবা বা ভজন কনিষ্ঠাধিকারীর অর্চ্চন বা পূজার তুল্য নহে। উহা শ্রীরাধাগোবিন্দের সাক্ষাৎ সেবা। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বা পূজায় প্রকৃত আকৃষ্টি নাই। পূজায় পূজ্যের ঐশ্বর্য্য পূজকের গন্ধকে আকর্ষণ করে কিন্তু সেবায় সাক্ষাৎ সেব্য বস্তু সেবকদ্বারা আকৃষ্ট হন। সেবা কৃষ্ণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। যে পরম-ব্রহ্মের পদসেবারতা লক্ষ্মী, এমন কি, মায়াদেবীকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আবার তাঁহার অহৈতুক-সেবকগণের সেবার দ্বারা আকৃষ্ট হন। সেব্য সেবকের বশীভূত। কি অপূর্ব্ব মাধুর্য্য! ইহাই সেবা। সেবায় এত ঘনিষ্ঠ ভাব যে, সেবাসৌষ্ঠববিধানকল্পে তাহা সেব্য হইতে সেবককে বড় করিয়া তোলে, পালককে পাল্য এবং প্রভুকে প্রভু করিয়া থাকে।

কৃষ্ণভজনে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের লেশমাত্রও নাই। ঐশ্বর্য্য সেব্য ও সেবককে পরস্পর দূরে রাখিয়া থাকে। কিন্তু সেবায় সেব্য-

সেবকের মধ্যে খুব বলিষ্ঠতা আনিয়া দেয়। সেবা একটী জিনিষ! প্রাকৃত অভিমান থাকিলে সেবা হয় না। সেবা আত্মার অপ্রাকৃত সহজধর্ম। সেবাই সৌন্দর্য্য, সেবাই শ্রীরূপ, সেবাই জীবের সত্তা। প্রাথমিক অবস্থায় অর্চ্চনমার্গ বা কর্ম্ম-মিশ্রা ভক্তি ব্যতীত শুদ্ধভক্তিলাভের যোগ্যতা হয় না। অর্চ্চনের সঙ্গে সঙ্গে সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করিলে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া সেবার অধিকার হয়। ভগবৎসেবকের সঙ্গপ্রভাবেই ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি জাগে। সেবা দেহ-মনের ধর্ম নহে, তাহা আত্মার ধর্ম—আশ্রয়ের ধর্ম। সুতরাং কখনও সেবা করিতে পারে না। আশ্রয়ের সঙ্গ করিতে করিতেই জাগ্রত হওয়া যায়—সেবা পাওয়া যায়।

কীর্ত্তন

(শ্রীমুকুন্দবান্ধব ব্রহ্মচারী)

সমস্ত ভজনাঙ্গের মধ্যে কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। কীর্ত্তনকে বাদ দিয়া এই কলিযুগে অন্য কোন ভজনাঙ্গ যাজন করিতে গেলে তাহার দ্বারা সাধ্যবস্তু লাভ করা যায় না। ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম গৌরপার্ষদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন যে কলিযুগে কীর্ত্তন-সংযোগেই অন্যান্য ভজনাঙ্গ যাজন করিতে হইবে।

এই অধর্ম্মপ্রবল বিষময় কলিযুগে যাগ, যোগ, ব্রত, তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা ভগবদারাধনা করা অসম্ভব। কেন না, এ যুগের অধিবাসীর আয়ুঃ অল্প, তাহারা মন্দভাগ্য-বুদ্ধিহীন, পাপাসক্ত, কামক্রোধাদির বশবর্ত্তী। "যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়" এই বাণীর সত্যতা রক্ষার্থে, আচার্য্যবান্ আদর্শ সাধুর অত্যন্ত বিরলতা দেখিয়া যুগের ধর্ম্ম ও নিজের পালনার্থে "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ আইল এযুগে।" স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়াছেন—"কলিযুগের ধর্ম্ম হয় নাম-সংকীর্ত্তন।"

এই কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রবণ ও স্মরণ উভয়ই হইয়া থাকে। প্রথমে সদ্গুরুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া তন্ময় হইয়া শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিতে থাকিলে আপনা হইতেই কীর্ত্তন স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। শ্রবণহীন কীর্ত্তনে শ্রবণকারী ও কীর্ত্তনকারীর কাহারও মঙ্গল হয় না।

শ্রবণ করিয়া নিজের জীবনে আচরণ না করিলে উহা কার্য্যকরী হয় না। নিজে আচরণ করিয়াই প্রচার বা কীর্ত্তন করিতে হইবে, নতুবা আচারহীন প্রচারের দ্বারা নিজের অনর্থ বৃদ্ধি পায়। ইহা একটা কথার কথা নয়, ইহার শত শত উদাহরণ চোখের সামনে দেখা গিয়াছে। কীর্ত্তনের দ্বারা জনসাধারণের নিকট হইতে বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। এই লৌকিকীপ্রতিষ্ঠারূপ প্রতিষ্ঠালাভের জন্য দুই চারিটী শাস্ত্রের কথা মুখস্থ করিয়া—নিজের জীবনে পালন না করিয়া অন্যের নিকট কীর্ত্তন করিলে কেবল কৈতবই লাভ হয়। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

কীর্ত্তনে যাহার, প্রতিষ্ঠা-সম্ভার
তাহার সম্পত্তি কেবল কৈতব।

শুদ্ধবৈষ্ণবগণ আচারহীন প্রচার অর্থাৎ শ্রবণহীন কীর্ত্তন করিতে নিষেধ করেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু এক সময় বলিয়াছিলেন—"পাঠ-কীর্ত্তনের সময় শ্রবণসময়ে আমাদের মঠের অনেককে দেখিতে পাওয়া যায় না—অথচ তাঁহারা বাহিরের লোকের নিকট বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ইঁহাদের শ্রবণে রুচি নাই, অথচ কীর্ত্তনে খুব রুচি দেখা যাইতেছে। ইহা মায়ার খেলা। কীর্ত্তনে যাহার খুব রুচি, তাহার শ্রবণে অরুচি, নিদ্রা, আলস্য বা জাড্য আসিতে পারে না। কীর্ত্তনকারীর ত' শ্রবণে নবনবায়মানভাবে রুচি হইবে। কিন্তু যেখানে তাহার বিপর্য্যয় দেখা যায়, তাহার পশ্চাতে আছে এক প্রতিষ্ঠা চণ্ডালিনী।"

কীর্ত্তন করিলে আমার প্রতিষ্ঠা হইবে, সুতরাং "আমি কীর্ত্তন করিব না" ইহাও একটা কপটতা। শ্রবণ হইলে কীর্ত্তন অবশ্য হইবেই। কীর্ত্তন করিতে হইলে সদ্গুরু হরিকথা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিতে হইবে। সাধুর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার সেবালাভের জন্য সর্ব্বদা শুশ্রূষু থাকিলে তিনি কৃপা করিয়া শরণাগতের নিকট হরিকীর্ত্তন করেন। তাঁহার আদেশ যথাসাধ্য পালন করিতে করিতে হরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে হইবে। তাহা হইলে শুশ্রূষুর জিহ্বায় হরিকথা নৃত্য করিবে—ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কীর্ত্তনকারীর লক্ষণ বলিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যদি মানস তোহার।
পরম যতনে তঁহি লভ অধিকার।
তৃণাধিক হীন দীন অকিঞ্চন ছার।
আপনে মানবি সদা ছাড়ি অহঙ্কার॥
বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন।
প্রতিহিংসা ত্যজি' অন্যে করবি পালন॥
জীবননির্ব্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে।
পর উপকারে নিজ সুখ পাসরিবে॥
হইলেও সর্ব্বগুণে গুণী মহাশয়।
প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি কর অমানী হৃদয়॥
কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান সর্ব্বজীবে জানি সদা।
করবি সম্মান সবে আদরে সর্ব্বদা॥

দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠাবর্জ্জন।
চারিগুণে গুণী হই করহ কীর্ত্তন॥

কীর্ত্তনকারী একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁহার শ্রীমুখের বাণীই তাঁহার অনুগত শিষ্যগণ অনুকীর্ত্তন করেন। "আমি কীর্ত্তন করিয়া জীবের মঙ্গলবিধান করিতে পারি, বা আমার প্রচারে অনেকে আকৃষ্ট হইয়াছেন"—ইহা অনুকীর্ত্তনকারী শিষ্য কখনও চিন্তা করেন না। তিনি জানেন—"আমি জগতের কাহারও নিত্যমঙ্গলবিধান করিতে পারি না। আমি গুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে যে সমস্ত বাণী শ্রবণ করিয়াছি—উহা নিজের মঙ্গলের জন্যই অনুকীর্ত্তন করিব—ইহা শ্রবণ করিয়া যদি কাহারও মঙ্গল হয় তবে শ্রীগুরুদেবেরই মহিমা প্রকাশিত হইবে। ইহাতে আমার কি বাহাদুরী?" তিনি বহির্ম্মুখ লোকের চিত্তরঞ্জনের জন্য কীর্ত্তন করেন না; তিনি সর্ব্বক্ষণ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের আনন্দবিধানের জন্য ও আত্মমঙ্গলের জন্যই কীর্ত্তন করেন।

শ্রীগুরুদেব বড় কৃপা করিয়া তাঁহার কোটিচন্দ্র সুশীতল শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়া তাঁহার কীর্ত্তিত বাণী আত্মমঙ্গলার্থে অনুকীর্ত্তনের জন্য আদেশ দিয়াছেন,—

কিরূপ করে প্রভো! যোগ্যতা অর্পিবে
এ দাসেরে দয়া করি।
চিত্ত স্থির হ'বে, সকল সহিবে
একান্তে ভজিব হরি॥

অনাদিবহির্ম্মুখতাবশতঃ এবং বহু অপরাধফলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী-শ্রবণে রুচি হয় না। তাই অনুকীর্ত্তনের রুচি হইতেছে না। আমি নিজের চেষ্টায় আমার মঙ্গলবিধান করিতে পারিব না, তাঁহার কৃপাই আমার একমাত্র ভরসা।

"সাধুসঙ্গ না হইল হায়!" বলিয়া আমার একটা খেদ বা অনুতাপবোধ ত' হইল না। "তব ভক্তজনসঙ্গ অনুক্ষণ কবে বা হইবে হরি।" এরূপ একটা সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষা হইলে সাধুসঙ্গ নিশ্চয়ই পাওয়া যায়—ইহাই গুরুবাণী। গুরুবৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপা ছাড়া আমার গতি নাই।

গুরুদেব!
আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা করি, আমারে লইলে,
সংসারে উদ্ধার পাই।

আমার এইরূপ অনর্থ অপরাধ দেখিয়া পরমকারুণিক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

সাধুসঙ্গ বিনা আর কোথা তব ঠাঁই?
(সাধুসঙ্গ কর হে)
বৈষ্ণবচরণে মজ, ঘুচিবে অনিষ্ট॥
(একবার ভেবে দেখ হে)

তাই আমি যেন অকপটে কাঁদিয়া কাঁদিয়া হরিগুরুবৈষ্ণবচরণে জানাইতে পারি,—

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণবপদছায়া॥
কবে আমি ছাড়িব এ বিষয় অভিমান।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান॥
সেবকের নিবেদন বৈষ্ণবচরণে।
কৃপা করি সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে॥
• • •
বহু যোনি ভ্রমি নাথ, লইনু শরণ।
নিজ গুণে কৃপা কর, অধম-তারণ॥
• • •
ভাবিয়া দেখিনু এই জগত মাঝারে।
তোমা বিনা কেহ নাহি এ দাসে উদ্ধারে॥

কটকে প্রচার

গত ৩০শে নভেম্বর শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মচারীজী মনুষ্যজীবনে হরিভজনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা, হরিভক্তের মহিমা, হরিভক্তিলাভের যোগ্যতা, মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতি, হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল হরিকথা আলোচনা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে আর্ত্তিবিশিষ্ট মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়।

গত ১লা ও ২রা ডিসেম্বর অপরাহ্ণে কটকস্থ স্বনামখ্যাত রায়সাহেব শ্রীযুত ভুবনেশ্বরনাথ সরকার মহোদয়ের সাদর আহ্বানে ভক্তিশাস্ত্রীজী কতিপয় ভক্তসহ তদীয় ভবনে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত নিত্যমঙ্গল কি, দেবপূজা হইতে ভগবৎপূজার বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব, ভগবৎসেবা জীবমাত্রেরই নিত্য কৃত্য, ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত সমানজ্ঞানে অপরাধ প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচনা করেন। হরিকথা শুনিয়া রায়সাহেব অত্যন্ত আনন্দিত হন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গত ১৮ই ডিসেম্বর প্রকাশিত সংখ্যার ৪র্থ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের 'বরদ উৎসব' উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গত সংখ্যায় শ্রীনবদ্বীপধাম প্রকাশিত হন নাই।

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্য্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ, এই দুই রূপ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅবধূত ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৬১১০
সেবক—শ্রীবংশীদাস বাবাজী মহারাজ [illegible]

(৩) শ্রীযোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনরহরিদাস অধিকারী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক— হরিচরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক- শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক— ভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) মধুকুঞ্জ কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক – শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক— নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীবাসদাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
ভালুকা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক- শ্রীঅনুভানন্দ সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবীনবন্ধু ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁচরাপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক শ্রীভূতপাবন ব্রহ্মচারী

(২১) শ্রীরামঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক— শ্রীকিশোর ব্রহ্মচারী

(২২) পল্লী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
বারিকা পোঃ ওয়ারী ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউ মঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
মৃত্তিকাবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবপ্রসাদ বিদ্যাবত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রীপ্যারীমোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিমোহন দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাহাড় [illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চরিয়ার, জেঃ মাতাবালপুর, ইষ্ট, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
সন্তাপুর (পাটনা)
সেবক—শ্রীবিশ্বনপ্রভু দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
বরণা রোড গয়া
সেবক—শ্রীশতপাদনন্দপ্রভু দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ বড় গণ্ডীবাগ, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) গয়াকুঞ্জদেশ মঠ,
পোঃ বিজয়গড়, মীরাপুর ইউ পি।
নবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—বলদেব দাসাধিকারী

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক— প্রাণকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রীরূপনাথ দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন
সেবক—শ্রীবিলাসচন্দ্র ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীবৰ্দ্ধিতবন্ধু দাস

(৪৩) লক্ষ্মণ বিহারী মঠ
বরাহ, মথুরা
সেবক—শ্রীমাধব দাস

(৪৪) গোপালবিহারী মঠ—পেশওয়ারী,
পোঃ কোহাট, জেলা ডেরাগাজী (পাঞ্জাব)
সেবক—হরিহরদাস ব্রহ্মচারী

৪৫। ব্যাস গৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
সেবক—শ্রীভক্তিপাবন ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
১৫নং দরিয়াগঞ্জ রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয় ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
বোম্বাই ৭
সেবক—শ্রীবিশ্বাম্ভর ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী

(৪৯) মঙ্গলগিরি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) ব্রহ্ম গৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীপ্রাণবল্লভ দাস অধিকারী

(৫১) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫২) ভক্তিকুটী [illegible]
সেবক—শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) শ্রীঅলালকুটী
সেবক—শ্রীচিন্তামণি দাসাধিকারী

(৫৪) শ্রীসচ্চিদানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) শ্রীসিদ্ধ ভক্তিকেন্দ্র মঠ
বালেশ্বর, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রীবলরাম দাসাধিকারী

(৫৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রীমদ্বাসুদেব গৌড়ীয়-প্রচার-মণ্ডল
পোঃ কল্যাণপুর, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীকল্যাণ ব্রহ্মচারী

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ মেদিনীপুর, মেদিনীপুর
সেবক শ্রীনবীন দাসাধিকারী

(৫৯) আসাম গৌড়ীয়মঠ
পোঃ আসাম, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণদাস দাসাধিকারী

(৬০) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ দুর্গাপুর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপরমানন্দ দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ
ডুমুরদহ, পোঃ জিয়াগঞ্জ, (মালদহ)
সেবক – শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

(৬২) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৭৩, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, ডব্লিউ ৫
সেবক—স্বামী বিনোদবাণী দাসী

৬৪। গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌
১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরিধারী গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)
সেবক —শ্রীবৈকুণ্ঠানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) শ্রীপ্রভুপাদ ভবন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী,

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌, কটক
সেবক—শ্রীঋদ্ধিপ্রদ ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভাগবত ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকি কলম	৫৲	৪॥০		৩৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে হার

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	১।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধ কলম ২৫৲	২০৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৬৲
ষাণ্মাসিক "	৩৲
ত্রৈমাসিক "	১৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার [illegible] ।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—০—

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব মনোহর—গঙ্গার নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচ্ছন্ন খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে থাকার বন্দোবস্তের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৸০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৸০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত ; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোপদেশকের পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত বিভিন্ন অবতারগণের বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এ গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে অবশ্যই পড়িবার বিষয়। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারবৃন্দের বৈভব ও লীলাসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

নদীয়া প্রকাশ প্রেস, পোঃ [illegible], ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক আখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও কাহিনীর দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে [illegible] সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি সুন্দর। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ [illegible], ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

সকলের সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে [illegible] [illegible] ব্যাপার, [illegible] প্রভৃতি বিষয়সমূহের বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং [illegible] [illegible] প্রবন্ধ হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধ শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ [illegible], ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] [illegible] লিখিত উহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যালীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অবর্ণনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের ভূমিকা [illegible] [illegible] গীতার মূল [illegible] সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ তাহার প্রতিশব্দ [illegible] শ্রীল বিশ্বনাথকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সকল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রকৃত লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। ইহাতে [illegible] [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণকান্ত [illegible], শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি ও বিষয়-নির্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ১০ টাকা।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গল্পাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল, প্লিডার, পোঃ বগুড়া, ঢাকা

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্ন্যাল এম্-এ মহোদয়ের মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্র সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং গভীর লেখনীর অদ্ভুত অবদান করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মগ্ন হইবে। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমালোচনা। প্রথম খণ্ডে অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-২৬	৬-২১	৭-১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-২২
রাণাঘাট		৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-২৮	১৩-৫০	১৮-৬	২২-৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮-১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-৫৮
রাণাঘাট ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১৩-৩৩	১৫-৫	১৮-৩৯	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৯	১৪-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৪৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-৪৯	১৮-১৭	২১-১৫

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
নৈহাটী ,,	১০-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩-৫৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৭

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৪-২২	১৬-৮	১৮-৪৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩১	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৫৭	১৫-১৮	১৬-৫৬	১৯-২৭	২০-৫৬	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৫০	২০-৭	২১-১৯	৪-১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩৫	১২-৫৬	১৬-৫৫	১৭-৫২	২০-১১	২১-২৪	৫-১৮
নৈহাটী		১১-৮		১৭-১৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩-২৫	[illegible]

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:o:—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা “দৈনিক নদীয়া প্রকাশ” ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৩।১, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় “পরমার্থী” পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্তি ক্রমশঃ অত্যন্ত অধিক। নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক সেবন এবং মুক্ত বায়ু সেবন একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর।

৮৯নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

মেহালা, ২৪ পরগণা।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাফ—শ্রীধাম মায়াপুর

REGD NO C 1544

পত্রপ্রসূনমালা
—::—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন পত্রাবলী শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের বিরচিত 'গৌড়ীয়' কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ভাটী, ঢাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে উহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ৬ই পৌষ ১৩৪৭, ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪০ শনিবার ২৩৮তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::(০)::—

জার্মাণ সংবাদপত্রে ব্রিটেনের ধৈর্যের প্রশংসা

গত ৮ই ডিসেম্বর রাত্রিতে লণ্ডনে বোমাবর্ষণে যে বিপুল ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া জার্মাণ সংবাদপত্রগুলি বলিতেছে ইংরেজ নগরবাসীরা সকলেই, তাহাদের আতঙ্ক কাটিয়া কেবলও ভাবিয়া দেখা যাইবে যে এখন বেশী আর এ কথাই ভাল। ইতঃপূর্বে জার্মাণ সংবাদপত্রগুলি সর্বদাই বলিয়াছে এ, 'লুফ্টওয়াফে' (জার্মাণ বিমানবাহিনী) নূতনভাবে বোমাবর্ষণে ব্রিটেনের জনসাধারণকে আতঙ্কে বাধ্য করা যাইবে। জার্মাণীতে সকলেই বলিতেছে যে, জার্মাণী এখন বোমারুদের নূতন কায়দা অবলম্বন করিয়াছে। নূতন ধরণের অত্যন্ত অধিক দাহক বোমা ও নূতন ধরণের বিমানধ্বংসী ব্যবহার করা হইয়াছে। এই বিমানধ্বংসীর বিশেষত্ব এই যে লণ্ডনের উপর দিয়া এইগুলি অত্যন্ত নিঃশব্দে উড়িতে পারে এবং কেবল বোমা ফেলিবার মুহূর্তেই উহা দৃষ্টিগোচর হয়।

—— ——

রুশ-জার্মাণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা

'ক্রেইনী টেলিগ্রাফ' পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, বাল্টিক ও রুমানিয়ার মধ্যস্থিত গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তে বর্তমানে প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার জার্মাণ-সৈন্য মোতায়েন আছে। রাইনের পূর্ব সীমান্তে প্রচুর যুদ্ধ সরঞ্জাম জমা করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, রাশিয়া তিন সপ্তাহের মধ্যেই জার্মাণ সীমান্তে বিশটি সৈন্য পাঠাইয়াছে। ভূমধ্যসাগরে বেলজিয়ম সম্পর্কেও মধ্যে কে যে কখন কাহাকে আক্রমণ করিয়া বসিবে সেই আশঙ্কায় প্রস্তুত হইয়া আছে। রাশিয়ার দিকে মনোযোগ দিতে হইতেছে বলিয়াই, বিটলার ইটালীর সাহায্যে অগ্রসর হইতেছে না বলিয়া অনেকে মনে করেন। রুমানিয়ার তৈল লইয়াও দুইপক্ষই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। রুমানিয়া জার্মাণীতে পেট্রোল পাঠাইতেছিল কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া ও রুমানিয়ার পেট্রোল চাহিতেছে। এখ অধিকৃত বেসারাবিয়ায় অতই রাশিয়ার পেট্রোলের প্রয়োজন এবং বেসারাবিয়ার ইহার আগেও পেট্রোল রুমানিয়া হইতে চালান হইত। রুমানিয়া বেসারাবিয়ায় যে পেট্রোল পাঠাইতেছে তাহা জার্মাণীর লাভ হইতেই যাইতেছে।

লিবিয়া সীমান্তে বৃটিশ স্থল বাহিনীর অগ্রগতি

লণ্ডনে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ বাহিনী সোলাম ফোর্ট দখল করিয়া লইয়াছে। একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে উক্ত সংবাদ ঘোষণা করিয়া বলা হইয়াছে যে, শত্রুপক্ষের কতকগুলি বিমানঘাঁটির উপরও আক্রমণ হইয়াছে। জেনারেল ওয়েভেল কোয়েস বারনার্ড পিয়ারস এই অভিযান পরিচালনা করিতেছেন এবং তাহার অধীনে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং ভারতীয় সৈন্যেরা সংগ্রাম করিতেছে। বর্তমান মুহূর্তে সোলাম এবং ফোর্ট কাপাজ্জুর অধিক পাশে সংগ্রাম চলিতেছে বলিয়া লণ্ডনের নির্ভরযোগ্য সামরিক মহল ঘোষণা করিয়াছেন। আফ্রিকার এই সংগ্রাম সম্পর্কে বিশিষ্ট ইতালীয় সংবাদপত্র 'জার্ণাল ড ইতালিয়া' এই মত প্রকাশ করিয়াছে যে, উহা বিশ্বের ইতিহাসে বৃহত্তম ঔপনিবেশিক যুদ্ধ। উক্ত আফ্রিকার বৃটেনের পরিকল্পনা সম্পর্কে উক্ত পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে যে, বৃটেন সাম্রাজ্যের চারিদিক হইতে তিনলক্ষ সৈন্য এবং ৮০০ সাঁজোয়া গাড়ী তথায় নিযুক্ত করিয়াছে। আফ্রিকার এই অভিযান সম্পর্কে কমন্স সভায় এক বিবৃতিপ্রসঙ্গে প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চার্চিল বলেন যে, এই সকল যুদ্ধ অভিযান সাময়িক কোনরূপ আনন্দে মাতিয়া উঠিবার নির্দেশ বৃটেন সংবাদ দিবে না। অন্য দিকে (ভারতবর্ষ) জানিতে পারিয়াছেন যে, আফ্রিকার রণক্ষেত্র হইতে বন্দী করিয়া আনা প্রায় তিন হাজার ইতালীয় বন্দীকে ভারতের কোন বন্দী-নিবাসে প্রেরণের বন্দোবস্ত করা হইতেছে।

রক্তাক্ষরে লিখিত পত্র

বাঁকুড়া জেলার শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস নামক জনৈক ব্যক্তি বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অফিসে একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত পত্রখানি তাঁহার নিজ দেহের রক্ত দ্বারা লিখিত। এই পত্রে তিনি জানাইয়াছেন যে, কংগ্রেসের চারি আনার সভ্য না হইয়াও তিনি দেশের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন।

শীতের প্রকোপে জনৈক ব্যক্তির প্রাণনাশ

উত্তর ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে দুর্দান্ত শীতের প্রকোপ বর্তমানে সমগ্র কাথিয়াবাড়ে যে প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছে ও ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে তাহার ফলে জনৈক ব্যক্তি মারা গিয়াছে, বাঁধা মহিষ পাওয়া গিয়াছে।

ইতালীয় সেনাপতির পদত্যাগ

সরকারী ইতালীয়ান নিউজ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, মার্শাল বাদোগলিও ইতালীয় বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল স্টাফের চীফের পদ হইতে তাঁহার অনুরোধে পদ হইতে অপসারিত করা হইয়াছে এবং জেনারেল কাভালেরো উক্ত পদে ও যে সেনানায়কদের সর্বোচ্চ ও ভারতের সশস্ত্রবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন।

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, সদ্য বার্দিয়ার সমরাঙ্গনে যুদ্ধের [illegible] হইয়াছে এবং এই [illegible] ইতালীয় বাহিনীর [illegible] বন্দী করা হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩॥, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় - শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবিহিতা অপ্রাকৃত দেহ গৌর মূর্ত্ত ব্রহ্ম-পরমাত্মার উদ্ধারক ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বহুবিধ তথা বহু বহু সাধুগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত ও মনস্বী সভাপতিগণের যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমৎ প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত প্রদানে ও ভক্তিকূল সন্দেহ অপনোদনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ স্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তপুষ্ট অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্য সেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'ভক্তবল্লভা' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সমেত মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিবর্ত্তের আলোচনা, ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব পরিমার্জ্জনের নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

একাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৪৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষায় বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্থসহ) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অর্থসহ) ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১॥০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরত তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ
১৮। বাক্য আদর্শ
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৶০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ অর্থসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ।০
২৭। মুক্তিফলচিন্তা বাদপ্রসঙ্গঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-নির্ণয়-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনকণ্ঠ
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। অর্চ্চনপদ্ধতি (নূতন সংস্করণ)
৪৯। অর্চ্চনতত্ত্ব
৫০। বৈষ্ণবসদাচার-স্মৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড)
৫১। বৃহস্পতিতত্ত্ব
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষাবিবৃতি) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিষয় ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভিন্নতঃ ।০
৬৩। সতীক-বিষ্ণুসহস্রনাম ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্র ।০
৬৫। সানুবাদ সিদ্ধান্তরত্ন ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠসংক্ষিপ্তপরিচয় ৴০
৬৭। সারার্থদর্শন ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিজিট টু ওয়ার্ড দি হোলি বেথাল ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স মরফলজি অ্যান্ড অন্টোলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৴০
৭৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। কোয়াইট গৌড়ীয় মঠ ইন জাপান ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইকোলজিক্যাল ফিলজফি অ্যান্ড আনসার্থাটিক রিলিজন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৲
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। অর্চ্চন-কণ্ঠক ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৸০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গীতিমাল্যিতো শ্রীভক্তি-
বিনোদ
—●—
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
গীতিগ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য
ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে
প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৮০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
—●—
বিদ্বিতঃ খণ্ড ও অন্যান্য এই
গ্রন্থ সুন্দর অক্ষরে অন্বয়
ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

১৫ বর্ষ | ৭ নারায়ণ ৪৫৪ গৌরাব্দ ৬ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২১শে ডিসেম্বর ইং ১৯৪০, | শনিবার | ১৩৮৮তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নারায়ণ অব্দ শ্রীগৌরাব্দ গৌরাব্দ ৪৫৪

ছোট ও বড়

——::(●)::——

আমরা আজ 'ছোট' ও 'বড়'র কথা কিছু আলোচনা করিতেছি চেতন ও অচেতন দুইটা জিনিষের কথা শুনা যায়। অচেতন অনিত্য, চেতন নিত্য। দুইটি চৈতন্য নিত্যকালই ছিল, আছে ও থাকিবে। তাহাদের মধ্যে একটির নাম জীব, অপরটি বিভু। জীব-পরমাণু অর্থাৎ অত্যন্ত ক্ষুদ্র আর বিভু—বিভু অর্থাৎ বৃহৎ। জীব ছোট আর ভগবান্ বড়। ছোট বড়র অধীন—ছোট বড়র সেবক ছোটটী চাকর আর বড়টী তাহার মালিক বা মনিব। ছোটটী অল্প স্থান, আর বড়টী সমস্ত স্থান জুড়িয়া আছে। ছোটটী সংখ্যায় অনেক, কিন্তু ছোটর নিত্যমালিক বড়টি এক—দুই বস্তু নহে। সূর্য্য এবং সূর্য্যকিরণে যেমন অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধ, বড়র সহিত ছোটর সম্বন্ধও সেইরূপ অচ্ছেদ্য-নিত্য। যেখানে কিরণ, সেইখানেই যেরূপ রৌদ্র, সেইরূপ ছোটর কাছেই বড়টি থাকে। বড়টি সর্ব্বদা ছোটটীর পাশে পাশে থাকিয়া ছোটটিকে সর্ব্বদা আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহার সেবা গ্রহণ করেন, তাহার সহিত খেলা করিয়া আনন্দ উপভোগ করেন। ছোটটীর তাহাতেই আনন্দ। বড়কে ছাড়িলেই ছোটর কষ্ট হয়। ছোট যদি মনিবের মন যোগাইয়া কাজ করে, তাহা হইলে তাহার আর কোন অসুবিধা থাকে না। নিজের মন যোগাইতে গেলে মালিকের মন যোগান যায় না, সেখানে বেইমানি আসিয়া পড়ে। কৃষ্ণাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা বড়র অধীনতাই ছোটর স্বাধীনতার স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার। ইহাই প্রকৃত মুক্তি। বড় স্বতন্ত্র, ছোট অস্বতন্ত্র। ছোট স্বতন্ত্র বা স্বেচ্ছাচারী হইলেই ঠকে। ছোট বড়র চিরক্রীতদাস। বড়ই ছোটর জীবনসর্ব্বস্ব। বড়র সুখেই ছোটর সুখ। আনন্দরসবিগ্রহ বড়কে বাদ দিয়া অন্যত্র আনন্দ পাওয়া অসম্ভব। বড়ই ছোটর একমাত্র গতি, ইহা যখন ছোট ভুলিয়া যায় তখনই তাহার অসুবিধা হয়। যখনই ছোট বড়র সঙ্গ অর্থাৎ বাস্ত ছাড়ে, তখনই সে মায়ার গোলাম হইয়া পড়ে এবং এ জগতে আসিয়া নানাবিধ কষ্ট পায়। অভাভিলাষ বা স্বতন্ত্রতা আসিলেই ছোটদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া বা বিবাদ বাধিয়া যায়। ছোট জানুক বা না জানুক, বড়ই তাহার পুরাণ বান্ধব—পরমাত্মীয়, ভগবানই তাহার একমাত্র রক্ষক ও পালক।

ছোট কখনও বড় হইতে পারে না—জীব কখনও ভগবান্ হইতে পারে না। সে নিত্যকাল ভগবানের অধীন ভাবেরই। সেইজন্য পরমকরুণাময় শ্রীল প্রভুপাদ 'বড় আমি' না হইয়া 'দাস আমি' হইতে বলিয়াছেন—ভগবানের অধীন থাকিয়া নিত্যকাল সেবা করিতে বলিয়াছেন। 'দাস আমি'—'ছোট আমি' বা 'শুদ্ধ আমি' কখনও নিয়মকারী হয় না। সে প্রভুর কাছে অন্যমনস্ক হয় না। নিত্য-সুখের প্রতি লক্ষ্য দিলেই বা তৎপ্রতি সমস্ত হইলেই সেবায় অন্যমনস্কতা আসিবে। যেখানে অন্যমনস্কতা, সে স্থানে নিরপেক্ষভাবে না থাকিয়া সেবায় অন্যমনস্ক থাকিলে চলিবে না। সেইজন্য খুব সতর্কতার সহিত অন্যমনস্কতা হইতে সমস্কতার দিকে যাইতে হইবে—বড়চৈতন্যের বাড়ীতে বা পদবী যাইতে হইবে। ছোটটী যথা, বড়টি যথা। বড়চৈতন্যই ছোটচৈতন্যগুলিকে কল-কৌশলে পোষণ করেন, তাহাদের গোলামীর কথা জানাইয়া দিয়া তাহাদিগকে বুদ্ধিমান করেন। বড়চৈতন্য কখন এ জগতে স্বয়ং আসেন আবার কখনও তাঁহার নিজজনকে এ জগতে প্রেরণ করেন। তিনি কখনও স্নেহ, কখন শাসন, কখন নানাবিধ উপদেশ এবং কখনও স্বদেশের কথা বলিয়া আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আকৃষ্ট করেন। কপাল ভাল হইলে জীব সেই দিব্যজ্ঞানরূপ বৈকুণ্ঠসন্দেশদাতা শ্রীগুরুদেবের ডাকে সাড়া দেয় এবং তাঁহার চরণে শরণাগত হইয়া তাঁহার সেবা করিতে করিতে বিপদ্ হইতে রক্ষা পায়। শ্রীগুরুদেব আমাদের ন্যায় ছোটচৈতন্য নহেন। তিনি বড়চৈতন্যই। শ্রীগুরুদেব সনাতন—"চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই।" অর্থাৎ তিনি সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকেন। সনাতন—সব হন। ভাগবতচৈতন্যরূপী আমাদের নিত্য প্রভু গুরুচৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভিন্ন প্রকাশ। তিনি শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়রূপী ভগবান্। তাঁহার চেতনময়ী বাণী জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে ষোলআনা তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিতেই পারে। তিনি আপনিকাসে তাঁহার কথা শ্রবণ করেন, তিনি নিজেকে বড়চৈতন্যের পাদপদ্মে ষোলআনা দিতে পারেন না, আংশিকভাবে দান করেন। যাঁর সেই কাজ ঐ ভক্তিবিনোদের শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ করিয়াছেন, তিনি পূর্ণ দেবে তাঁহার শ্রীমুখের কথাগুলি শ্রবণ করিয়া অন্তরে ধারণ করিয়াছেন তাঁহারাই নিজের নিজের স্বরূপে কৃষ্ণসেবারসরূপে দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। তিনিই জানিয়াছেন এ জগতের যাবতীয় বস্তু কৃষ্ণসেবার সামগ্রী। যৌবন আসিলে বিলাসের দেহের দ্বারা হইতে রক্ষা পাইয়া এ জগতের সমস্ত বস্তু দর্শন করিতে পারিব, সে দিন আমাদের এই বিশ্বব্যাপক সৌন্দর্য দর্শন হবে। আর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, "আপনারা এ বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণসেবোপকরণরূপে দর্শন করুন। আপনারা সমস্ত নারীজাতিকে কৃষ্ণভোগ্যরূপে দর্শন করুন, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করুন, তাঁহাদের উপর কোন প্রকার ভোক্তৃত্ব করিবেন না। তাঁহারা কৃষ্ণভোগ্যা, জীবের কখনও ভোগ্যা নহেন। আপনারা পিতামাতা কে নিজের ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রীরূপে দর্শন না করিয়া কৃষ্ণের পিতৃমাতৃঅভিমানে দর্শন করুন, আপনার পুত্রকে নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের সামগ্রী না ভাবিয়া বালগোপালের

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

সেবকের পদাঙ্কে দর্শন করিতে শিক্ষা করুন। তাহা হইলে আপনাদের বিষয়-বুদ্ধি থাকিবে না, গোলোকদর্শন হইবে, গুরু সেবকের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইবে। তখন আর মায়িক দুর্দ্দশা থাকিবে না। গুরুচরণের কাছে রহিয়া তুমি পাইবেন।"

গৌড়ীয়মঠই শ্রীচৈতন্য আমাদের প্রভুর প্রভু। আমাদের প্রভুই বড়চৈতন্য। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহ। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে অভিন্ন কৃষ্ণতত্ত্ব—শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাপার্ষদ। একই কৃষ্ণের লীলাবিলাসার্থ যুগপৎ বিষয় ও আশ্রয়লীলা, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তলীন ও আশ্রয়ের লীলা। সে লীলায় গোকুলের লোকমাত্র নহে। সেই শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়জাতীয় তত্ত্ব। তিনি আশ্রয়—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ—কৃষ্ণভোক্তা—স্বরূপ শক্তি—সেবাবিগ্রহ—শ্রীমূর্ত্তি বা ভক্তরূপ প্রকাশবিগ্রহ রূপী জীবের আশ্রয়—কীর্ত্তনমূর্ত্তি। আগে প্রভুর সেবা তৎপরে মহাপ্রভুর সেবা তৎপরে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা—ইহা ভক্তগণের শিক্ষা। মহাপ্রভু আমার প্রভুর প্রেমধন—পরস্পর পরস্পরের বশীভূত। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ছোট ভগবান্ বলে জানা আমার দরকার। বড়কে ছাড়িলেই ছোটর কষ্ট। বড়র ছোটর কোন কষ্ট নাই, ভয় নাই, চিন্তা নাই, শোক নাই। বড়র বলেই ছোট বলবান্। বড়র গৌরবেই ছোটর গৌরব। বড়কে লইয়াই ছোটর যা' কিছু সব। বড় শরণাগত থাকিয়া তাঁহার সেবা ছোটর ভজন। বড়কে বাদ দিয়া ছোট আদৌ থাকে না। বড় বস্তুটী আনন্দ যেখানে বড় নাই, সেখানে আনন্দও নাই। বড়র কৃপাতেই বড়কে পাওয়া যায়—তিনি কৃষ্ণকে দান করেন। বড় ছোটকে রক্ষা করেন। সেইজন্য ছোট নিজের জন্য কোন চিন্তা করে না। বড়র স্পর্শ বিশেষ মানিক [illegible] 'আমি' না হইয়া বড়র 'আমি' হওয়া দরকার। ইহাই সমস্যা। 'বড়র আমি' বা 'গুরুর আমি'র 'দাস আমি'। আমার প্রভু বড়চৈতন্য হইয়াও বড়চৈতন্য শ্রীগৌরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক। গৌরসুন্দরই তাঁর পূর্ণই আমার প্রভুর কার্য্য। আমার প্রভু মহাপ্রভু নিত্যানন্দ যাঁরা। আমার প্রভু বলেই শ্রীগৌরের নিত্যপার্ষদগণ প্রভুর প্রতি যে প্রীতি বশীভূত যখন আসে সেই ছোটও মহাপ্রভুর কৃপা পায়—বড় দয়াল পাইবা ধন্য হয়। আমরা ছোট হইলেও—সেবারহিত মৃতপ্রায় হইলেও অধমা বড় কৃপাপ্রার্থী—বড় কিছু সেবক, ইহাই আমাদের ভরসা। এ আবাহনে আমাদের [illegible] যদি [illegible]

হউক, ইহাই শ্রীগুরুদেবপদচরণে প্রার্থনা।

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
শ্রীআচার্য্য মোর প্রভু, (আমি)
জন্ম জন্ম দাস।
সবার চরণে মোর এই অভিলাষ॥

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম

(শ্রীচৈতন্যমঠ ১১।৩।৪০ বেলা ৪ ঘটিকা)

জীব প্রথমেই হয় উন্মুখ, না হয় বহির্মুখ হইয়াছে। যে একবার বহির্ম্মুখ হইয়াছে উন্মুখের সঙ্গ ছাড়া তা'র উন্মুখ হওয়ার অন্য উপায় নাই। সেবকের সেবায় প্রতি উন্মুখতা বা সেবাসাধিকাই ভক্তি।

শ্রীভগবান্ সাকার, তিনি সচ্চিদানন্দাকার। তাঁহার জড় আকার নাই। তাঁহার Transcendental Form or Figure is real, All blissful and All existant. তাঁহার সেই সচ্চিদানন্দ রূপ মনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা চিন্তনীয় নহে। শ্রীভগবান্ নির্বিশেষ নহেন। God is Person. মায়ার সহিত তাঁ'র কোন সংস্পর্শ নাই। তিনি মায়াধীশ। He is not such as He is conceived by human being. তিনি অধোক্ষজ। শ্রুতি বা বেদ বলিতেছেন, শ্রীভগবানের কৃপায় শ্রীভগবানের স্বরূপ জানা যায়। ভগবানই কৃপা ক'রে তাঁ'র রূপ দেখান। শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। "বিশেষেণ গৃহ্যাতি যঃ স বিগ্রহঃ"।

Father serves the son—এ অর্থে শ্রীভগবানকে পিতা বলা যায় না তিনি সকলের পালনকর্ত্তা, সুতরাং তিনি জগৎপিতা।

শ্রীভগবান্ সৃষ্টিকর্ত্তা। Before the creation of time, Krishna has His own Form. তিনি অনাদির আদি।

সবিশেষ is superior to নির্বিশেষ All souls are blissful in different shapes. What is done by our Father is for good. যতই bitter হউক্ না কেন, সবই শ্রীকৃষ্ণের দয়াময় কৃপা। ভক্তিতে mere intellect will not do. ভক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তা অধোক্ষজ। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—সবই অধোক্ষজ।

জনকাদিরাই কর্ম্মী। কর্ম্মফল অনিত্য, প্রাণনাশি ও বিনাশী। ভক্তির সহায়তা না হ'লে কর্ম্ম-জ্ঞানের কোন মূল্য নাই। ভক্তির সাহায্যে জ্ঞান যদি দেয়। নিষ্কাম কর্ম্ম ক'রে সত্য জনাদি লোকে যায়। নিষ্কাম জগৎপ্রীণন্—জগৎকে সুখ দেওয়া অর্থাৎ নিজে সুখ পাওয়া। নিষ্কাম is a sort of জ্ঞান। জ্ঞানের চেয়ে বড়—ভক্তি। যে শরণাগত হয় না, তা'কে স্বধর্ম্ম পালন করতে হয়।

খে'লে যেমন তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, ভক্তি হ'লে সেরূপ পরেশানুভব ও কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি আপনা হ'তেই এসে থাকে। ভক্তিদ্বারা ক্ষুধা-নিবৃত্তি হ'বে, পরেশানুভব দ্বারা পুষ্টি হ'বে, 'বিরক্তির দ্বারা তুষ্ট হ'বে। শ্রীহরির ইন্দ্রিয়ের প্রীতি তাহাই প্রেম। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাবাচিকাই বিষ। বহির্দৃষ্টিতে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ না থাকলেও গূঢ়ভাবে নিষ্কামকর্ম্মে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ আছে। এই নিষ্কামকর্ম্মকে কর্ম্মিগণ খুব বড় মনে করে। নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা জন-তপোলোক লাভ হয়। তা'তে যদি ভক্তি থাকে, তবে তা'কে সদসিদ্ধা বলা হয়। 'কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অন্য চাহ। ইহাই স্বরূপের ধর্ম্ম। সেখানে বর্ণাশ্রমাদি নাই।

জ্ঞানী বা যোগী অপেক্ষা প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ। সে ব্যক্তি বা বিগ্রহ স্বীকার করে। বিগ্রহ স্বীকার না করা পর্য্যন্ত সবই অযোগ্য। ব্রহ্মজ্ঞানীর গতি—ব্রহ্মলোক। জ্ঞানী ও বিদ্বেষীর একই গতি সুতরাং উহা শ্লাঘা হইবে কিরূপে?

বিষ্ণুভক্ত হ'তে শ্রীকৃষ্ণভক্ত শ্রেষ্ঠ। গোষ্ঠাশ্রয়ী—শ্রীকৃষ্ণভক্ত। গোষ্ঠকে আদর ক'রেছেন বা গোষ্ঠে আদর পেয়েছেন যাঁ'রা, তাঁ'রাই গোষ্ঠাশ্রয়ী বা ব্রজবাসী। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ নিরঙ্কুশভাবে বিহার করেন শ্রীশিব ব্রহ্মাদি দূরের কথা, শ্রীলক্ষ্মী শ্রীবলরামের প্রিয় শ্রীউদ্ধবও শ্রীব্রজবাসী পদরেণু প্রার্থনা করেন।

সাধুসঙ্গ নির্জ্জন। সেখানে জন নাই—বহির্মুখ জন নাই। সাধুসঙ্গ বাদ দিলে অনর্থযুক্ত মনের সঙ্গ হ'য়ে যা'বে। উচিত অধিকারী না পেলে তাঁ'র বাণীর সঙ্গ করতে হ'বে। তাঁ'র বাণী অযোগ্য তাঁ'র নিকট প্রকাশিত আছে। আমরা শ্রীমদাচার্য্যকে পাই তাঁ'র শিক্ষার মধ্যে। অনর্থদিগকেও তাঁ'দের বাণীর মধ্যে পাওয়া যা'বে।

এই জগৎ ছাড়তেই হ'বে। সুতরাং জীবন থাকতে থাকতে শ্রীকৃষ্ণদর্শনের ব্যগ্র হওয়া উচিত না কি? কেবল মুখে শ্রীপ্রভুপাদের সেবক অভিমান করলেই শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যা'বে? শ্রীকৃষ্ণ বিনা অহর্নিশ কত ভাষা হ'চ্ছে, ভবিষ্যৎ কত উজ্জ্বল, না অন্ধকার, আশা আছে, না—নাই, তা' সর্বক্ষণ দেখতে হ'বে। আশাই দরকার। শ্রীকৃষ্ণকে পাবার আশা না থাকলে ত' সর্বনাশ হ'ল। এইজন্য যা'তে আশা থাকে, তজ্জন্য সাধন করতে হ'বে। এই সাধনের প্রথমেই শ্রদ্ধা ও তৎপরে সাধুসঙ্গ। শ্রদ্ধা বিশেষ দরকার, আশা হ'লে সাধু-গুরুতে শ্রদ্ধা হয়। শরণাগতি না থাকলে শ্রদ্ধা হয় নাই জানতে হ'বে। শরণাগতি হ'লে সব সুলভ হ'বে।

বদ্ধজীব একা থাকলেই বিপদ্। সেখানে তা'র দুষ্ট মনকে দমন করবে কে? একা থাকলেই কি স্মরণ হ'বে? মনকে নিজে নিজে শাসন করা যায় না। শাস্ত্র বা সাধু শাসন করবেন। আমরা যদি তাঁ'দের সঙ্গ ছেড়ে দিই, 'ক'ব কে আমাদিগকে রক্ষা করবে। শাস্ত্রমূর্ত্তি সাধুর কাছে শাস্ত্র পড়তে হ'বে। সৌভাগ্য হ'লে ব্রজবাসিগণের আনুগত্যে শাস্ত্র-তাৎপর্য্য বুঝা যাবে। প্রাকৃত সহজিয়ারা মুখে বড় গোস্বামীকে স্বীকার করলেও তা'রা বড় গোস্বামীর বিরোধী। কারণ, তা'রা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে মানে না, তা'রা ঠাকুরের চরণে অপরাধী। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ-বাণীর তাৎপর্য্য আমাদিগকে শিক্ষা দিয়েছেন।

পতিতের আবেদন

(শ্রীমঙ্গল ব্রহ্মচারী)

বহু জন্মজন্মান্তরের পর বহু ভাগ্যফলে ব্রহ্মাণ্ডভ্রমণ করিতে করিতে জুনৈকবন্ধু, পতিতপাবনবর, অদোষদরশীসিন্ধু পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণতলে আসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। করুণাময় শ্রীল প্রভুপাদ আমার যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচার না করিয়া আমাকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ মুগ্ধের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য, মিথ্যাভিনিবেশরূপ ভয়ের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, এ জগতের হেয়ত্ব উপলব্ধি করাইয়া বৈকুণ্ঠ জগতের বিচিত্রতার উপাদেয়তায় আকৃষ্ট করিবার জন্য, স্ব-স্বরূপে—ভক্তিতে—কৃষ্ণদাস্যে প্রতিষ্ঠিত করাইবার জন্য তাঁহার শ্রীচরণে স্থান দিয়াছিলেন। করুণার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ সর্বক্ষণ বৈকুণ্ঠের কথা—কৃষ্ণসেবার পরমচমৎকারিতার কথা কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের সংসার-বাসনা নিবৃত্তি করাইয়া আর দিগকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য কতই না চেষ্টা করিয়াছিলেন। যিনি কৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি, যিনি ব্যতীত কৃষ্ণ দিবার শক্তি আর কাহারও নাই, কৃষ্ণ

ভক্তি করি' যে জনে চৈতন্য-পদ আশ্রয়। সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার

যাঁহার প্রেমবশীভূত, যাঁহার বিন্দুমাত্র কৃপা লাভ হইলে কৃষ্ণসেবা অনায়াসলভ্য হয়, যাঁহার কৃপা ব্যতীত আমাদের বহির্ম্মুখতা অপসারিত করিয়া অন্তর্ম্মুখতা, গুরুকৃষ্ণসেবোন্মুখতা লাভ হইবার অন্য কোন উপায় নাই, যাঁহার কৃপা ব্যতীত ভোগাদর্শন ঘুচে না, অনর্থনিবৃত্তি হয় না, শ্রৌতপথের পথিক হওয়া যায় না, যিনি আমাদের একমাত্র রক্ষক, একমাত্র পালক, একমাত্র নিয়ামক, একমাত্র শাসক, যাঁহার কৃপা ব্যতীত কর্তৃত্বাভিমান যায় না, দাম্ভিকতা ঘুচে না, যাঁহাকে প্রভুরূপে বরণ করিলে আর কোন ভয় থাকে না, যাঁহাকে আশ্রয় করিলে সেই আশ্রিতের অনন্তকোটি যোজন দূরে মায়া অবস্থান করে, সেই শ্রীল প্রভুপাদকে একমাত্র প্রভুরূপে পাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। কিন্তু হায়, হতভাগ্য আমি তাঁহার সেই অযাচিত করুণা হইতে বঞ্চিত হইলাম। মঙ্গলময় শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট আমি সম্পূর্ণ শরণাগত হইতে পারিলাম না, তিনি আমার প্রতি আমার যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা আমি নতশিরে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তিনি বলিয়াছিলেন "যদি আমরা নিষ্কপটে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদপ্রার্থী হই তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে সর্ব্ববিধ মঙ্গল দান করিবেন। শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন, তিনি অমর-বস্তু, নিত্য-বস্তু। শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, তাঁহার সেবা নিত্য; সুতরাং কত আশা-ভরসা আমাদের—মরণ বলিয়া কোন জিনিষ আমাদের নাই।" কিন্তু কই আমি ত' তাঁহার কৃপার প্রার্থী হইলাম না—প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ চাইলাম না, নিত্য প্রভুকে পাইয়াও তাঁহার সম্পূর্ণ শরণাগত হইতে পারিলাম না, তাঁহাকে কৃষ্ণের মনোজ্ঞ বলিয়া উপলব্ধি করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ দুটিতে প্রীতিহৃদয়ে আবদ্ধ হইতে পারিলাম না—নিতাই পাদপদ্ম দৃঢ় করিয়া ধরিতে পারিলাম না—তাঁহার সুখানুসন্ধানে ব্যস্ত হইলাম না। তাঁহাকে না চাহিয়া বহির্ম্মুখ অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, ইন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ স্বসুখকামী হইয়াছিলাম, সেবানিরতের নিকট সেবাপ্রার্থী না হইয়া ইন্দ্রিয়সুখকামী হইয়াছিলাম। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট আসিয়া নিজের লঘুতা উপলব্ধি হইল না, দীনতা আসিল না, [illegible] প্রাণে একটু কষ্ট হইল না, তাঁহার পা না চাহিয়া মর্কটবৈরাগ্য আশ্রয়েই থাকিয়া তাঁহার প্রতি উদাসীন হইলাম। কেন পরমপ্রিয় শ্রীল প্রভুপাদকে পাইয়াও তাঁহার সেবা করিলাম না, কৃপাভিখারী না হইয়া তাঁহার কোমলপ্রাণে কঠোর আঘাত দিলাম। তাই তিনি এ হতভাগ্যকে বঞ্চিত করিয়া আত্মগোপন করিলেন।

করুণাময়ের কৃপার শেষ নাই। তিনি আমাদিগকে বঞ্চনা করেন নাই। তিনি পুনরায় মাদৃশ নরাধমকে কৃপা করিবার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবরূপে আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীল প্রভুপাদ ভিন্ন নহেন। তাঁহারা উভয়েই এক। তাঁহারা অভিন্ন-তত্ত্ব, একাত্মা। তাঁহারা উভয়েই [illegible]। যুগে যুগে তাঁহারাই আমাদের রক্ষক, পালক ও পথপ্রদর্শক। শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যেই শ্রীল প্রভুপাদের সেবা সম্ভব হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপালাভ না হইলে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে কোনও দিন কৃপা করেন না। শ্রীল আচার্য্যদেবের সুখেই প্রভুপাদের সুখ। শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাই প্রভুপাদের কৃপা, তাঁহার ইচ্ছাই প্রভুপাদের ইচ্ছা। শ্রীল প্রভুপাদই শ্রীল আচার্য্যদেব। তাই বলিতেছি যে, এখনও প্রভুকৃপা হইতে বঞ্চিত হই নাই, প্রভুর শুভদৃষ্টি এখনও এ হতভাগ্যের প্রতি আছে।

হায়, কি দুর্দ্দৈব! এত ঠকিয়াছি তবুও কি আমার লজ্জা হইবে না? আমি কি ঠকিয়াও শিখিতে পারিব না? শ্রীল প্রভুপাদকে পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিয়া তাঁহার সেবা না করায়, তাঁহার হইয়া তাঁহার সুখের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত না থাকায়—তাঁহার চব্বিশ ঘণ্টার কৃপাভিখারী না হওয়ায় তাঁহাকে হারাইয়াছি। কিন্তু কই এবারও ত' শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাভিখারী হইতে পারিতেছি না। তাঁহারা কত দূরে রহিয়াছেন, তাঁহারা কোথায় আর আমিই বা কোথায়, এ কথা ত' একবারও চিন্তা করিতেছি না। তাঁহাদের চিত্তের গতি কোন দিকে আর আমার চিত্তের গতি কোন্ দিকে সেদিকেও ত' আমার লক্ষ্য নাই। চিত্তের গতি একমুখী না হইলে বা সাধুর সহিত একচিত্তবৃত্তি না হইলে সেবা হইবে কি করিয়া, সে দিকে আমার দৃষ্টি কই? আমি যে এখনও সুখে নিদ্রা যাইতেছি। প্রভুর কৃপা পাইলাম না বলিয়া একটা অভাববোধ, আত্ম-ব্যাকুলতা ত' আসিল না। তাঁহার আদর্শের অনুসরণ করিবার চেষ্টা ত' এখনও করিতেছি না। প্রভুর সেবকগণের আচার বিচারের অনুধাবন করি কই? তাঁহাদের সঙ্গসেবালাভের জন্য উৎকণ্ঠা ত' আসিল না। 'কি গতি হইবে কখন ভাবি না, হরিভক্তের কাছেও যাই না।' "তোমার দাসের কতদিন বল হেথা থেকে প্রাণ [illegible]" বলিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গাভাবের জন্য বিরহ জাগিল কই? হায়! হায়! আমি কি সুখ পাইয়া, কি সুখের আশায় এখনও নিরুদ্বেগে, নিশ্চিন্ত সেবার প্রতি অমনোযোগী হইয়া সুখে, আরামে, আনন্দে দিন কাটাইতেছি? মৃত্যু যে আসন্নপ্রায়, সে কথা ত' এখনও আমার প্রাণে একটু আঘাতও দিতেছে না। আর সেবাবিমুখ হইয়া থাকিব—সাধনের প্রতি অলস হ'য়া থাকিব—কৃপা চাহিব না, আর শ্রীগুরুদেব কি চিরকালই কৃপা বিতরণ করিতে থাকিবেন? শ্রীল প্রভুপাদ চলিয়া গিয়াছেন, শ্রীল আচার্য্যদেবই বা আর কতকাল থাকিবেন? আমি যদি না চাই, তাহা হইলে তিনি আর কি করিবেন? কপাল খুব খারাপ, ভাগ্য খুব মন্দ, তাই এখনও ঘুমাইতেছি। তাই বলি, রে আমার মূঢ় মন! তুই একবার শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতির কথা চিন্তা কর।

"উদিত তপন হইলে অস্ত
দিন গেল বলি' হইবে ব্যস্ত,
তবে কেন এবে অলস হও,
না ভজ হৃদয়রাজে।"

তাই বলিতেছি, হে শ্রীল প্রভুপাদ! হে শ্রীল আচার্য্যদেব! আমি আপনাদের কৃপার কাঙ্গাল কি হইতে পারিব না? আপনাদের বিরহস্মৃতি কি আমাকে কাতর করিয়া তুলিবে না? আমি অতি দীন-হীন, কাঙ্গাল হইয়া আপনাদের শ্রীপাদপদ্মের কৃপাকণা লাভের জন্য কি কাঁদিতে পারিব না? আপনাদের বাণীতে জানিতে পারিয়াছি যে, বিরহের মধ্যে—কাতর ক্রন্দনের মধ্যেই আপনাদের কৃপার অনুভূতি হয়—সাক্ষাৎকারও সম্ভব হয়। আপনার বাণীতে পাইয়াছি—"ভক্তের বিরহব্যথা প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মিনিট প্রতি সেকেণ্ডে যাঁ'র বর্দ্ধিত উপলব্ধি হ'বে, তিনি কৃষ্ণের ও ভক্তাশ্রিতগণের সাক্ষাৎ সেবা করতঃ উপলব্ধি করতে পারবেন।" এইরূপ অবস্থা লাভ আমার কবে হইবে? কপাল ভাল না হইলে ত' কৃপার জন্য কাঙ্গাল হওয়া যায় না। মাদৃশ হতভাগ্যের আপনার কৃপা ছাড়া গতি নাই। হে প্রভো, যদি আপনি কৃপাবর্ষণ না করেন, তবে কি আমি আকৃষ্ট হইতে পারি? অধমকে শরণাগত হইবার বল দাও। যদি আপনাদের অহৈতুকী কৃপা না হয়, তাহা হইলে এ অধম পতিতের গতি কি হইবে? পতিতকে আর কে উঠাইবে? পাপীকে যে সকলেই ঘৃণা করেন—দূর হইতে তাড়াইয়া দেন। এক আপনি ভিন্ন এ নরাধমের দিকে যে আর কেউ ফিরিয়াও তাকায় না। তাই বলিতেছি, প্রভো, নিজগুণে অধমের সকল দোষ ক্ষমা করিয়া নিত্যকাল শ্রীচরণে স্থান প্রদান করুন—যেন সর্ব্বক্ষণ কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন জাগে, ইহাই আপনাদের শ্রীচরণকমলে পতিতের কাতর আবেদন।

শ্রীধাম

শ্রীধাম বিভুবস্তু—চেতনবস্তু। শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া নিষ্কপট শরণাগত জীবের নিকট শ্রীধামের স্বরূপ প্রকাশ করেন। শ্রীধামে বাস বা শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্য গ্রহণ ক'রলে হরিভক্তি হয়। ভোগোন্মুখ হইয়া শ্রীধামবাস হয় না। সেবোন্মুখই শ্রীধামবাসের অধিকারী। শ্রীধামের সেবা প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি করিতে গিয়া বিষয়ীর ন্যায় বিষয়কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়া, এইরূপ ব্যবহার ভক্তের নাই। শ্রীধামসেবায় বন্ধন হয় না, বন্ধনমুক্ত হয়। সপ্ততীর্থময় শ্রীনবদ্বীপধামের কৃপার তুলনা নাই। তিনি অযোগ্যকে যোগ্য করেন, পাতকীকে উদ্ধার করেন, তাঁহার এত কৃপা! শ্রীনবদ্বীপধাম প্রপঞ্চাতীত। শ্রীনবদ্বীপধাম স্বরূপ-শক্তির সন্ধিনী-প্রকাশ দ্বারা প্রপঞ্চে প্রকটিত। কেবলমাত্র সেবোন্মুখ বৃত্তির দ্বারাই শ্রীধামের স্বরূপ গ্রাহ্য। শ্রীভগবান্ যেরূপ অপরিচ্ছিন্ন বস্তু হইয়াও তাঁহার সেবোন্মুখ ভক্তগণের নিকট অচিন্ত্যশক্তিক্রমে নিত্য শ্রীবিগ্রহবান্, তদ্রূপ [illegible] শ্রীধামও তদ্রূপ অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও সেবোন্মুখ ভক্তগণের নিকট পরিদৃশ্যমান। তবে ইহা মায়িক পরিচ্ছিন্নবিশিষ্ট নহে। সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণই এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারেন।

শ্রীনবদ্বীপধাম নববিধভক্তি-স্বরূপ। অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর—আত্মনিবেদন, সীমন্তদ্বীপ—শ্রবণ, গোদ্রুমদ্বীপ—কীর্ত্তন, মধ্যদ্বীপ—স্মরণ, কোলদ্বীপ—পাদসেবন, ঋতুদ্বীপ—অর্চ্চন, জহ্নুদ্বীপ—বন্দন, মোদদ্রুমদ্বীপ—দাস্য ও রুদ্রদ্বীপ—সখ্যরূপা ভক্তির স্থান। এই সকল স্থানে পরিক্রমা অর্থাৎ বিচরণ করিলে শুদ্ধভক্তির উদয় হয়। নববিধা ভক্তির যে কোনও একটী অঙ্গের অনুশীলনের সেতু হইলেও আত্মনিবেদনই সর্ব্বমূল। এই আত্মনিবেদন বা শ্রদ্ধা না হইলে শ্রবণ, শ্রীধামবাস বা শ্রবণকীর্ত্তনাদি সফল হয় না। আগে আপনা বা আগে শ্রদ্ধাই সকলের মূল।

শ্রীধামের স্ফূর্ত্তি হইলেই শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি হয়। শ্রীনামাচার্য্যের কৃপায় চৈতন্য লাভ হইতে পারে। শ্রীনামাচার্য্যের [illegible] আমাদের এক-বিশ সভায় [illegible] সাধু [illegible] শ্রীধামে স্থান পা[illegible] সেবা লাভ হয় না, [illegible] দর্শন হয় না। শ্রীগুরুদেবের [illegible] হইলে দুর্দর্শন থাকে না, সুদর্শন শ্রীধামদর্শন হইয়া থাকে।

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ, এই দুই রূপ॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয় ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩১১০
সেবক—[illegible] অধিকারী বি-এ

(৩) শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible] ব্রজবাসী

(৭) হরি সমাজ পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) প্রদ্যুম্ন কুঞ্জ [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅবধূত[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীচৈতন্য দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গোস্তপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীপাট নিকটবর্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ ঠাকুরপাড়া (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী

(২০) বক্রেশ্বর পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—[illegible] ব্রজবাসী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(২৩) শ্রীনারায়ণ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবানন্দ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

(২৫) মদনগোপাল গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া। আসাম।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] (আসাম।)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible] মহল্লা, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible] ইউ পি।
নবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible] মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গোবিন্দবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ [illegible], কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নই দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে।
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

৫০। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] (মান্দ্রাজ)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

৫১। পুরুষোত্তম মঠ
[illegible] পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

৫২। [illegible] মঠ
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

৫৩ [illegible] কুঞ্জ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] পুরী
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

৫৫। [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৫৭) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], গঞ্জাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

৬১। চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (মানভূম)
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৬২। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
প্লট নং ২
[illegible]
[illegible]
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

৬৪। গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible], [illegible] ইউ-পি)
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]গোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) প্রাথমিক [illegible]
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভাক্তশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রী[illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

[illegible] বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা

[illegible]

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

[illegible]

চাঁদার হার

[illegible]

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible] হইতে ৭ম শ্রেণী মাস ৭১০ এবং [illegible] শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাস ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] করিয়াছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। [illegible] জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট [illegible] পোঃ [illegible] নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

[illegible] টাকা।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক [illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ [illegible] (chart এ) [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

[illegible] ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

[illegible] যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

[illegible] টাকা। [illegible] পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, অনুবাদ, [illegible] প্রতিপাদ্য বিষয়-নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও [illegible] ও [illegible] গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য গ্রন্থ। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ১০ টাকা।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত আকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা চার আনা ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রী[illegible] নাগ ৪-৫, [illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট

যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(টাইম টেবিল)

অগ্রহায়ণ

কলিকাতা ছাড়ঃ	৫-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১১-৩	১৩-১৩	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-২
দমদম „	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-৫০		১৮-৬	২২-১২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৩	৮-১	৯-১৮	১২-২৮	১৪-৫৭	১৮-০১	১৯-৩৫	০-২৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৩	৯-৩৩	১২-৩৩	১৫-৫	১৮-৩০	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৭	১৩-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২
(বদল) ছাঃ	৭-১০		১৪-১১		১৭-৫৮		২০-৩০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮		১৫-৪৯		১৮-১৭		২১-৩৭	

(ব্যাণ্ডেল—নৈহাটী—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাড়ঃ	১১-৭
দমদম „	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-৫
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩-৫০ (ন্যারো গেজ)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ফাল্গুন

প্রতিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-৬	৮-৬	১১-৪	১৪-২২	১৬-৮	১৮-৩৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-২	১৬-৪৭	১৯-১১

ছাঃ	৭-১৫	৮-৫১	১১-৫৭	১৫-১৩	১৬-৫৬	১৯-২০	২০-৪১	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৫৫	৯-২৫	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১-১২	৪-১২
(বদল) ছাঃ	৭-৫৬	৯-৩০	১২-৩৬	১৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৫	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৯	২৩-৪	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩-১৫	৬-১৬

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] প্রাচ্য-প্রতীচ্য [illegible] সহযোগে [illegible] এবং [illegible] অনুশীলন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত-শাস্ত্রের [illegible]। এই গ্রন্থটি, অভিনব ও অদ্বিতীয় এবং [illegible] ও বিশদ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] আলোচনা। প্রথম খণ্ডে [illegible] অধ্যায়ে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা আছে। ইহাতে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও [illegible] সহিত [illegible] শব্দসূচী-(Index Glossary), [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible] মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৩, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

উহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" প্রভৃতি পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

রেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ।

আমাশয়ে [illegible] জীর্ণ দীর্ঘকায় [illegible] যকৃৎ, প্লীহাযুক্ত [illegible] একবার ইহার [illegible] সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible]। ছোট বোতল ।৵০ [illegible] আনা, বড় বোতল ১৷০ [illegible] টাকা। [illegible]

৭১ নং [illegible] রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible], ৫৪ নম্বর

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম মায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বাধিক বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

পঞ্চপ্রদীপমালা।
—ঃঃ—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিবিধ পদাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিবিধ প্রবন্ধ কবিতাদি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে।
ভিক্ষা আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান — বঙ্গ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, পোঃ—[illegible], ঢাকা।

শ্রীচৈতন্যদেব
—ঃঃ—
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
ভিক্ষা ১।০

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির। পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৪শ খণ্ড শ্রীনবদ্বীপ ৮ই পৌষ ১৩৪৭ ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪০ সোমবার ২৩৯তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——ঃঃ(০)ঃঃ——

বৃটিশের বাণিজ্য ব্যবস্থা

সুপরিচিত বাণিজ্য সংবাদপত্র "আমেরিকান এক্সপোর্টার" বলে যে, বর্ত্তমান ইউরোপের জীবন যুদ্ধের সংবাদ বৈদেশিক সংবাদপত্রের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে, বিশেষ উল্লিখিত ইংলণ্ডের বিপন্ন সংবাদ এইরূপভাবে আর কখনও প্রচারিত হয় নাই। ঐ সংবাদপত্র আরও বলে, "আমরা যখন সংবাদ পত্রিকায় পাঠ করি কিম্বা রাত্রিতে রেডিও শ্রবণ করি, আমাদের দৃষ্টিশক্তি [illegible] আকৃষ্ট হইয়া পড়ে"।

একথা সত্য যে, বৃটেনের যুদ্ধের আর্থিক অবস্থার দিক দিয়া প্রতিদিনের যোগ-বিয়োগ এবং অবশ্যই যুদ্ধ, আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের সংবাদ অতি সাধারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অব্যাহত বিবরণ এবং বিশেষভাবে ব্রিটেনের যুদ্ধকালীন বাণিজ্য-সংবাদ সংগ্রহ করা বড়ই দুষ্কর। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, যুদ্ধ বিগত সেপ্টেম্বরের মাস ১৯৩৮-৩৯ সনের উক্ত মাস অপেক্ষা কম। যে সমস্ত বৃটিশ জাহাজ বিদেশে বন্দরে প্রবেশ করে কিম্বা তথা হইতে ছাড়িয়া যায়, গত আগষ্ট মাসের তিন সপ্তাহে তাহার তালিকা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, বৃটেনের রপ্তানী বাণিজ্য হ্রাস পায় নাই। ইহা উল্লেখ করা অত্যন্ত বিস্ময়কর যে, বিগত জুলাই মাসে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের ভিতরে ও বাহিরে, আকাশপথে, সমুদ্রে ও সমুদ্রের উপকূলে অবিরাম যুদ্ধ চলিতে থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস্‌ অপেক্ষাও অধিক বাণিজ্যদ্রব্য রপ্তানী করিয়াছে। বৃটেনের রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য হইল ১৩২,০০০,০৬৬, পোণ্ড সংখ্যা ৪৬,০০৬,৬৬; আমেরিকার অপেক্ষা হ্রাস হইল ২ পার্সেন্ট ৩৭ ভাগ। আমাদের হিসেবের জুলাই মাসের রপ্তানী মূল্য হইল ৩১৭,০০০,০০০, পোণ্ড সংখ্যা ১৬০,০০০,০০০; অতএব অপেক্ষা ২ পার্সেন্ট ২৬ ভাগ।

বৃটিশ রপ্তানীকারকদের শক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা অবিদিত নহে, না করা ন চাই ন না [illegible] ও অত্যন্ত ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ পত্রিকা ঐ শক্তি নির্ণয় করেন। মোট কথা এখনও আমরা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে রহিয়াছি।

বৃটেনের যাহা রপ্তানীকারকগণ যেরূপ অভ্যাসের বাণিজ্য চালাইয়া যাইতেছেন, তা তা যে দিয়া [illegible] "সাবাস বৃটেন, সাবাস!"

——

বৃটেনের প্রতি আমেরিকার সাহায্য

আমেরিকার আভ্যন্তরীণ আয়োজন ও বৃটেনকে সাহায্য দানের প্রস্তাবের ব্যবস্থা দিন দিনই দৃঢ়তর হইতেছে। গত ১১ই নভেম্বর প্রকাশ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বারমুডা, বাহামা, জামেইকা, সেণ্টলুসিয়া ট্রিনিদাদ এবং বৃটিশ গিয়ানায় সামরিক কেন্দ্র স্থাপনের স্থান নির্ব্বাচন ব্যাপারে বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে চুক্তি নিষ্পন্ন হইয়াছে। তার ইতিমধ্যে বিশিষ্ট ৫০টি বিমানবাহী যোদ্ধা বিমান সর্ব্বাগ্রে বৃটেনকে দেওয়া হইবে এবং আরও ২০টি "উড়ন্ত দুর্গ" অচিরে বৃটেনে পাঠানো হবে। ফলে আরও সাহায্য চলিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সেনা বিভাগীয় কর্তা জেনারেল মার্শাল ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমেরিকার "ফ্লাইং ফোরট্রেস" নামক বিমান বৃটেনকে সরবরাহ করার বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টও এক ঘোষণায় বলিয়াছেন যে, বৃটেনের প্রতি আমেরিকার সাহায্য চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। কাজেই বুঝা যায়, ডিক্টেটরদের বিরুদ্ধে বৃটেনের সংগ্রামে আমেরিকার সাহায্য অব্যাহতভাবেই চলিতে থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়।

——

যুদ্ধে বৃটেনের দৈনিক ব্যয়

যুদ্ধের জন্য বৃটেনের এখন প্রত্যহ ৯২,৮৭৩ হাজার ষ্টার্লিং ব্যয় হইতেছে। এইরূপ অধিক অর্থ ব্যয় পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। গত সপ্তাহে সরকারী হিসাবের জন্য ৯০,৯৭৩ হাজার ষ্টার্লিং ব্যয় হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বের সপ্তাহে একুণে ৭২,৩৫০ হাজার ষ্টার্লিং ব্যয় হইয়াছিল। অর্থাৎ ব্যয় সপ্তাহে প্রায় ২৫ লক্ষ ষ্টার্লিং বৃদ্ধি পাইয়াছে।

——

থাইল্যাণ্ডে বোমাবর্ষণ

জানা গিয়াছে যে, গত ৩রা ডিসেম্বর রাত্রিতে ফরাসী বিমান বহরের একটি ক্ষুদ্র দল থাইল্যাণ্ডের [illegible] উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছে।

NOTICE

The 21st session of the All India Postal and R. M. S. Union Bengal and Assam Provincial Conference will be held at Krishnagar on the 29th. and 30th. December 40. Sir, A. H. Ghaznavi, M. L. A. (central) has kindly consented to preside over the Conference. Nadia is the centre of culture of Bengal and Krishnagar is the field of activity of late Sj T[illegible] Mukherjee, the founder of the All India Postal and R. M. S. Union whose memory is sacred to the Postal and R. M. S. Works. As such, it is hoped that a record number of delegates and visitors from all parts of Bengal and Assam will attend the Conference.

A strong reception Committee which has been formed with Mr. R. Palchaudhury as chairman and Mr. J. N. Mukherjee as General Secretary, is [illegible] about making the [illegible] a success and [illegible] possible arrangements [illegible] of delegates and [illegible].

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উৎকলভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। কটকস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোদয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরববিগ্রহ অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত [illegible] তথা বহু দেশের অবেষণসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনগণ যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ উত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবরমূর্ত্তি জগদ্গুরু ও তদনুগ সদাচারগণের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ আচার্য্যবর্য্যের সিদ্ধান্তপূরিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক শ্রদ্ধালু ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'সূক্ষ্মা' টীকা, তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'বিবৃতি'টীকা, তিনদের আলোচ্য কথা ও প্রাচীন অপূর্ব্ব মর্ম্মবোধক নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর অধিকারী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;
শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—প্রথম ৫০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৭৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। আম্নায় বিচার্য্য শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ৯
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (বাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৵০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০ ; ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড ৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ।৹
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। নামকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষ্ণু-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ॥০
১৭। বৈষ্ণবোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আত্মকৃত ।০
১৯। সর্ব্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৶০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৩
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ৩
(বাঁধা) ১
২৬। গীতার কেবল ভাষা ভাষ্য
২৭। প্রক্রিয়ারত্ন অনুবাদঃ সানুবাদ)
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸০
৩০। দীন-হীন-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম প্রমাণ ॥০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ॥০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। স্বনিয়মদ্বাদশকম্
৪৮। ভক্ত্যধিকরণ (পরম সংস্করণ)
৪৯। অর্চ্চনতত্ত্ব
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ... খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶
৫৭। ঈশোপনিষৎ (সানুবাদ) ।
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখ ৶
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। সংখ্যাবলী ৴

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবৃতিঃ ।
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।
৬৪। স্তবত্রয়ম্ ।
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶।
৬৬। গৌড়ীয়মঠপত্রিকা ৴।
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৶

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।
৭০। ব্রহ্মসূত্র ৴
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।
৭৪। বেদান্তীজম ।
৭৫। শ্রীমঠ গৌড়ীয়মঠ ইন ইণ্ডিয়া ৴
৭৬। ঐ আসাম ।
৭৭। ইংরেজি ভাষায় ... হরিনাম
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ৶
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অন্য খণ্ড)

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।
৮১। সাধন-পথ ।
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৸
৮৩। গীতাবলী ১
৮৪। শরণাগতি ৴

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ,

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

'গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-
বিনোদ
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৹ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা
বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৹ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ } ৯ নারায়ণ ৪৫৪ গৌরাব্দ ৮ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৩শে ডিসেম্বর ইং ১৯৪০, সোমবার ২৩৩তম সংখ্যা

[শ্রী]ল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

শ্রীচৈতন্যমঠে

গত ১৮ই ডিসেম্বর, ৩রা পৌষ, বুধবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি আম্নায়নিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চতুর্থ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব তাঁহার সমাধিপীঠস্থানে পরমারাধ্যতম পরমহংস-কুলচূড়ামণি জগদ্গুরু গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আশ্রিতো গৌড়ীয়দিগের পরিচালক-সমিতি ও সেবোদ্যোগে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আদর্শ-সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের নেতৃত্বে নিরন্তর হরি-সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বিরহসংকীর্ত্তন-মহোৎসবের অধিবাস-দিবস প্রাতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনের পর গুর্ব্বষ্টকবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ অধস্তন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের অলৌকিক চরিত্র, অপার করুণা ও অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্যের কথা কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণে সমাধিপ্রাঙ্গণে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইলে গুর্ব্বষ্টকবন্দনা ও বিরহ পদাবলী কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ সভা পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত গুণের কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর স্বামীজী মহারাজ অনেকক্ষণ যাবৎ অপ্রাকৃত বিরহ সম্বন্ধে হরিকথা-কীর্ত্তন করেন।

তৎপর-দিবস শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি ও কৃপাপ্রার্থনামুখে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গের মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তন হইলে পর সমাধিপ্রাঙ্গণে গুর্ব্বষ্টকবন্দনা, গুরু পরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিরহসূচক মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ-ব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্যাণ-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর শ্রীল সাগর মহারাজকে অগ্রণী করিয়া তুমুল উচ্চসংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা করেন। পরিক্রমার পর শ্রীল সাগর মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের বিরহসংখ্যা গৌড়ীয় হইতে "শ্রীরূপের পদধূলি" ও "অভিন্ন মদন মোহন, তাহা যাহারা!" এবং প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সমাগত শ্রোতৃ মণ্ডলীর নিকট বিরহ কাহাকে বলে, বিরহই ভজনের মূল, যে হৃদয়ে বিরহ নাই সেখানে সম্ভোগ আছেই, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের অপার করুণা ও অসমোর্দ্ধ গৌরকারুণ্যের কথা আবেগভরে বহুক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন হয়। অনন্তর সমাগত ভক্তগণ মহা-প্রসাদ সম্মান করেন। তৎপরে শ্রীচৈতন্যমঠে ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ ও শিক্ষার কথা বহুক্ষণ যাবৎ আলোচনা করেন। অপরাহ্ণে পুনরায় সমাধি প্রাঙ্গণে শ্রীপাদ নন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সংখ্যা নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় পাঠ করিলে পর কৃপাপ্রার্থনাসূচক বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল সাগর মহারাজ তথায় প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল বক্তৃতামুখে হরিকথা-কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনের পর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের কৃপাশীর্ব্বাদে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে গত ১৮ই ডিসেম্বর বুধবার প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনের পর গুর্ব্বষ্টক-বন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও 'দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব?' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ করেন। নাট্যমন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদের, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এবং শ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্য সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। পাঠের পর কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়। সমস্তদিনব্যাপী শ্রীসজ্জনতোষণী, বিরহ সংখ্যা গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ পারায়ণ হইতে থাকে। বেলা ১০ ঘটিকায় ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ নাট্যমন্দিরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মহিমা ও অপার করুণার কথা বেলা ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী বিরহ-সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে 'শ্রীরূপের পদধূলি' প্রবন্ধ পাঠ করেন। পাঠের পর 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' এই বিরহসূচক মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যা-রাত্রিক কীর্ত্তনান্তে গুর্ব্বষ্টকবন্দনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ বিরহের সঙ্গত তাৎপর্য্য, বিরহী ভক্তের স্বরূপ এবং শ্রীল আচার্য্য-দেবের কৃপা ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদকে কেহ বুঝিতে পারে না প্রভৃতি বহু মূল্যবান্ উপদেশ প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীপাদ মাধবচৈতন্য ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী যথাক্রমে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় 'বহু চাঁদ সম্বন্ধে' 'কৃষ্ণপদ বন্দনা' পাঠ করেন। সভায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার পর মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

ময়মনসিংহে

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চতুর্থ বার্ষিক বিরহ মহামহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগ্রহে নিরন্তর হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

"শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপায় শুদ্ধ হরিনাম হয়। সর্ব্বদা তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে, তাঁহাদের নিকট ক্রন্দন করিতে হইবে—লোক দেখান নহে—কপটতা করিয়া নহে
—শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ নারায়ণ সর্ব্বশিব সর্ব্বগ গৌরাব্দ ৪৪৩

যৎকিঞ্চিৎ

আমরা নিতান্ত অযোগ্য হইলেও শ্রীগুরুবর্গের আদর্শানুসরণমুখে তাঁহাদের সেবা করিবার নিপুণ বাসনা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে পোষণ করিব। আমরা যদি শ্রীধামে অবস্থিত হইয়া অকপটে শ্রীধামের ভজন করি, শ্রীধামোৎপন্ন বস্তুর দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, শ্রীধাম ও নিজ নিত্যাবস্থিতি বলিয়া জানিয়া শ্রীধামবাসিগণের পদধূলি হইবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করি, তাহা হইলে শ্রীধামের কৃপা আমরা নিশ্চয়ই পাইব। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, —"আমার প্রকাশে—হরিসেবাচেষ্টাবিহীন হৃদয়ে বিশ্বাসবৈভবে মত্ত না হইয়া যদি শ্রীধামে বাস করি, নিরন্তর শ্রীনাম মুখে উচ্চারণ করি, হরিভজন করি, তাহা হইলে অচিরেই শ্রীগৌর ও গৌরজনের কৃপালাভ করিতে পারিব।"

সত্যকথা নির্ভীকভাবে প্রচার করিতে হইবে। এই বাস্তবসত্য অনুকূল ও প্রতিকূল উভয়ভাবে প্রচারিত হইয়া থাকে। অনন্তরূপণ অনুকূলভাবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মাহাত্ম্য প্রচার করেন, আর শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণববিদ্বেষিগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিকূলভাবে তাঁহাদের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া থাকে। এই প্রতিকূল প্রচারকগণ অনুকূল-প্রচারকগণের ব্যতিরেকভাবে সহায়তাই করে। তবে প্রতিকূল প্রচারকারিগণ অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আর অনুকূল প্রচারকারিগণ নিরন্তর সেবা করিতে করিতে ভগবানের নিত্যসেবা লাভ করিয়া ধন্য হন। সর্ব্বকালে সর্ব্বত্রই নিষ্কপটে বিবেচনা, নাস্তিকতা, পাষণ্ডতা অবস্থিত আছে। সত্যকথা বলিলে পাষণ্ডগণ চীৎকার করিবেই। বহুপ্রকারে যথাযথাবলম্বন, অশিষ্টাচার প্রদর্শন, অভদ্র অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ বা নানাভাবে অত্যাচার করিতেও প্রধাবিত হইবে, তথাপি ঐরূপ উৎপীড়িত হইবার ভয়ে—এমন কি, প্রাণান্তে পর্য্যন্ত সত্যপথ হইতে বা হরিকীর্ত্তন হইতে বিরত হওয়া সত্যাশ্রয়িগণের বা বাস্তবসত্য-প্রচারকগণের কর্ত্তব্য নহে। কৃষ্ণস্মৃতিই যাঁহাদের একমাত্র কাম্য, কৃষ্ণকীর্ত্তনই যাঁহাদের একমাত্র ব্রত, কৃষ্ণকীর্ত্তনই যাঁহাদের একমাত্র জীবাতু, তাঁহারা শত শত অত্যাচারেও, শত শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনায়ও কৃষ্ণকীর্ত্তন ছাড়েন না, পরন্তু বাধা আসিলে আরও শতগুণ উৎসাহে বাধাবিঘ্নকে তুচ্ছ করিয়া সেবায় নিযুক্ত হন; আর যাঁহারা পার্থিব, পারত্রিক জন্য যাঁহারা কীর্ত্তনের অভিনয় করেন, তাঁহারা অপরের দ্বারা উপদ্রুত হইবার ভয়ে সত্য-প্রচারে পরাঙ্মুখ হন। সাধুগণ কাহারও প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হইয়া নিজের সেবাময় আদর্শ আচরণ দ্বারা এবং 'দয়া জীবেষু' বিধান করেন ও জগতের সঙ্গে অসাধুর স্বরূপও অবিজ্ঞ জীবকে জানাইয়া দেন। ইহা তাঁহাদের জীবের পরম দয়ার পরাকাষ্ঠা।

— —

প্রথমেই মানুষের সভ্য হওয়া দরকার। পশুত্ব বা কি-যাবৎসাধুসঙ্গে যে শিষ্টাচারের জন্ম, তাহা শিক্ষিত না হ'লে তাহাকে মানুষ বলা যায় না। সভ্যতা শিখিলে সৎকর্ম্মী হওয়া যায়। সৎকর্ম্মী ক্রমশঃ জ্ঞানী হইতে পারেন। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গপ্রভাবে জ্ঞানী ভক্তপদবীতে আরোহণ করেন। ঈশ্বরই একমাত্র ভোক্তা, ইহাই ভক্তের বিচার।

সত্যের উপলব্ধি যেখানে নাই, সেই খানেই ভ্রান্তি। যেখানে ভ্রান্তি, সেইখানেই ইন্দ্রিয়তর্পণ। হরিবিমুখ হইলে তাহার জীবনে ভ্রমণ হইবেই হইবে। আবার যাহার ব্যবস্থা ভোগফল-প্রাপ্তির জন্য পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ দেহ লাভ করিতে হইবে উন্নতি পুঞ্জীভূত হইলে মনুষ্য দেহ লাভ হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে যে সৌভাগ্য আমার হইয়াছে, কিন্তু এ সৌভাগ্য লাভ করিয়াই বা কি হইল কি? কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পশু পক্ষী-কীটপতঙ্গের সব স্বভাবের অধিকাংশই ত' আমাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এর জন্য ত' আর প্রমাণের দরকার হয় না, ইহা ত' স্পষ্টই বুঝা যায়। এতদ্ব্যতীত সাধারণতঃ মানুষের যে গুণ কপটতাহীনতা, সরলতা, সত্যতে বিশ্বাস, অন্যমন ও অসদ্ব্যবহারে হয়, ইহার কোনটাই ত' আমাতে নাই। সুতরাং আমার মঙ্গল কি করিয়া হইবে?

— — —

বৈষ্ণবসেবার দ্বারাই যথার্থ কৃষ্ণসেবা হয়। বৈষ্ণবসেবোন্মুখ না হইলে শ্রীকৃষ্ণনামে রুচি হবে না। যিনি কৃষ্ণসেবা করেন, তাঁহার সবই ভাল। বৈষ্ণবগণ কখনও নিজে কোন বস্তু উপভোগ করিতে চান না। তাঁহারা বলেন যে, উত্তম উত্তম ভক্তপ্রসাদে আমাদের অধিকার নাই। তাই তাঁহারা উত্তম উত্তম দ্রব্য নিজে ভোগ না করিয়া হরিভজনপরায়ণ শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে প্রদান-পূর্ব্বক কৃষ্ণোচ্ছিষ্টভোজী অভিমান করিয়া থাকেন। কিন্তু ভোগী নিজেই ভাল ভাল দ্রব্য গ্রাস করিবার জন্য ব্যস্ত।

— — —

বৈষ্ণবের চরিত্র ও উপদেশ বুঝিতে হইলে অলৌকিক প্রতীতির আবশ্যক, অন্যভাবে তাহা বুঝা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব বৈরাগ্যলীলা প্রকট করাইয়া তদ্দ্বারা যে শিক্ষা দিয়াছেন, যাহার শিক্ষা অনুসারে শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ বিগ্রহ পরমহংসকুলচূড়ামণি পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যে অতুলনীয় অপূর্ব্ব সেবাপ্রধানময়ী বৈরাগ্যলীলা প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহার সেই হরিসেবার আদর্শ অনুসরণ সকলের প্রত্যেকেরই করা উচিত, সর্ব্বোপরি সাধকগণের তাহাতে বিশেষ উপযোগিতা আছে। মাদৃশ বদ্ধজীবগণের মঙ্গলের জন্যই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের এই কৃষ্ণবিরহ-তর্পণময়ী লীলা প্রকটিত হইয়াছে। সাধক যদি তাঁহার আদর্শ অনুসরণ না করিয়া তাঁহার উপদেশ ও শিক্ষাগুলি লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিশ্চয়ই আরও অধোগতি হইবে। এইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য—সদা নামসংকীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদরভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা
না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে॥
[illegible] সেই মত জন সুখে পাইবে নিস্তার॥

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

—ইহাই তারকব্রহ্ম নাম। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে প্রণালীতে "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র কীর্ত্তন ও প্রচার করে'ছেন, তা'তে কোন প্রকার অন্যাভিলাষ বা মিশ্রিত কথা নাই। আমরা দ্বাপর যুগের লোক নই। দ্বাপর যুগে অর্চ্চন যে প্রকার শুদ্ধ হ'ত, কলিহত মানবের দ্বারা অর্চ্চন সেরূপ বিশুদ্ধ হ'তে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণ উদ্ধবকে ব'লেছেন,—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥
(ভাঃ ১১।২।৪৭)

প্রাকৃত-অভিমান না থাকলে অর্চ্চন করতে বাধিত হয় না। "মজেন মামেব কৃষ্ণ বিজো নিত্যমেবং মাং অনধীন কৃষ্ণ" আমাকে রক্ষা কর, আমার ধারণামত কর —প্রাকৃত অভিপ্রায় যাঁ'রা ইহা বলেন, তাঁ'দের নিশ্চয়ই অন্যাভিলাষ র'য়েছে। 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে' এতে কিন্তু রক্ষা কর বা না কর—এ কথা বলা হচ্ছে না। যেমন মহাপ্রভু ব'লেছেন—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গন পূর্ব্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শন দ্বারা মর্ম্মাহতই করুন, তিনি লম্পট পুরুষ, আমার প্রতি যেরূপই বিধান করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নন, আমারই প্রাণনাথ।

যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ relativityর মধ্যে থাকিবেন, ততদিন 'রক্ষা কর'—বল্‌তে গেলে, তা'তে একটু না একটু অন্যাভিলাষ অবশ্যই থাকবেই থাক্‌বে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন তাঁ'র বিপ্রলম্ভময়ী বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি প্রকাশ ক'রে "কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম্" ব'লেছিলেন, সেটী আর এক প্রকার রক্ষার কথা। বিরহ-সাগর হ'তে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা, কৃষ্ণকে পূর্ণভাবে সেবা ক'রেও তাঁ'র অধিকতর সেবার জন্য আরও ব্যাকুলতা; কিন্তু অর্চ্চনের অধিকার নিয়ে 'রক্ষ মাম্' বল্‌তে গেলে তা'তে অন্যাভিলাষ এসে যায়। গোপীগণের অর্চ্চনের অধিকার নয়, তাঁ'রা নিত্যকাল সাক্ষাৎভাবে মদনমোহনের পূর্ণতম অঙ্গের ভজন করছেন।

দ্বাপর যুগের লোক হ'লে আমরা "নিত্যমেবং মাং অনধীন কৃষ্ণ"—বল্‌তে পারতাম ও

তাতে আপত্তি ছিল না; কেন না, সে যুগে বিচারের কথা নাই। কিন্তু বিচারযুগে —বিচার করতে করতে "রাম রাম্" বললে আমাকে রাখ, আমি আমার শত্রুকে মারব, এইরূপ বুদ্ধিও এসে যেতে পারে। সেইজন্যই মহাপ্রভু "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র কীর্ত্তন করতে করতে "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" শ্লোক উচ্চারণ ক'রেছেন, আর শ্রীরূপ গোস্বামীও ভগবানের শ্লোকে ব'লেছেন,—

বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াং বা
গতিরিহ ন ভবতঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটির্নির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥"

হে দীনবন্ধো, মেঘ চাতকের উপর অবিরত বারিবর্ষণ করুক, আর বজ্র নিক্ষেপ করুক, তথাপি চাতক মেঘেরই স্তব করিয়া থাকে; সেইরূপ তুমি আমার প্রতি দয়াই কর বা দণ্ডই বিধান কর, কিংবা উভয়ই যুগপৎ প্রদান কর, তুমি ব্যতীত আমার আর অন্য গতি নাই।

আমি অত্যন্ত দীন, তুমি আমার প্রতি দয়া অথবা অন্য যে কোন বিধান করতে পার, তাহাই আমার প্রতি দয়া, তুমি ছাড়া আর ত অন্য গতি নাই।

কৃষ্ণ যাঁ'কে তাঁ'র সেবায় নিবেন না, কৃষ্ণ তাঁ'কেই মায়াবাদী ক'রে দিচ্ছেন। যিনি ভগবানকে জগৎ ছেড়ে গেলে আমি মুক্ত হ'য়ে যা'ব এরূপ মতলব ক'রছেন, কৃষ্ণ তাঁ'কে নিজের serviceএ নিবেন না। কতকগুলি লোক ধর্ম্ম অর্থ কাম-মোক্ষ বা কৈবল্য-নাকের কথা ব'লছেন; যাঁ'রা ভগবানের নিজের সেবা পেলেন না, তাঁ'দেরই এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হয়।

বেদশাস্ত্রের তারকব্রহ্ম নাম,—
রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥

আমরা এখন আর ইহা বল্‌তে পারছি না, কেন না, এখন আমরা অনেক তার্কিক হ'য়ে গেছি, আমাদের হাজার হাজার বাসনা এসে গেছে, বলির মত বামনদেবের কাছে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করবার বিচার আস্‌ছে না। রামকে সাধারণ নৈতিক ব্যক্তি বা কোন রূপক ব্যক্তিবিশেষ মনে করছি। নারায়ণের অনন্ত এবং অন্য নামের অন্বয় উভয়েরই তর্কপথের অতীতত্ব অস্বীকার করছি। ভগবান্-বৈকুণ্ঠেশ। তাহা হ'তে সমস্ত কুণ্ঠার্থ বিগত হ'য়েছে—"বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ"—তার্কিক হ'য়ে গ্রহণ করতে চাচ্ছি না। ভোগবুদ্ধে ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছি, আবার তা'তে অতৃপ্ত ও ক্রুদ্ধ হ'য়ে ত্যাগ-ধর্ম্মের আবাহন করছি, তাই শ্রোতাদের কাছেই মুকুন্দ মধুসূদনের নামগুলো তর্ক পথে প্রতিহত হ'য়েছে। 'রাম নারায়ণ' বললে কি হ'বে না?—হ'বে, যে সকল লোক তর্কনাম করতে পারবেন না, তাঁ'দের বাসনারে মঙ্গল হ'বে, তবে রামকে প্রাকৃত মানুষ বিচার করলেই ভূত হ'য়ে যেতে হ'বে আর সেই ভূত ছাড়াবার জন্য যখন রাম নামের মাহাত্ম্য লোকে বিচার করবে, তখন অপ্রাকৃত রাম নামকে ভূতবশমন্ত্ররূপে পরিণত করবার চেষ্টা হ'বে।

প্রজল্প

——:(০):——

হরিকথা ব্যতীত অন্য কথা আলোচনার নামই প্রজল্প। বহির্ম্মুখ জল্পনা-কল্পনা ভক্তিবাধক। প্রজল্পে বৃথা বাক্যব্যয় বর্দ্ধন ও নানা প্রকারের ইতর চিন্তাস্রোতের প্রবাহ দেখা হইয়া থাকে। তাহা ভক্তিহানিকর। সাধুগণ প্রজল্পের প্রশ্রয় দেন না। প্রজল্পী হইলে হরিকথার প্রতি ঔদাসীন্য আসিয়া ভক্তচরণে অপরাধ করায় এবং ক্রমশঃ শ্রবণকীর্ত্তনরূপা ভক্তি হইতে পতিত হইয়া বহির্ম্মুখ হইতে হয়। বৃথা গল্প, বিতর্ক, পরচর্চ্চা, বাদানুবাদ, পরস্পরবাদানুবাদ, সাধুনিন্দা, গ্রাম্যকথা প্রভৃতি সকলই প্রজল্প।

বৃথা গল্প করা বা বাজে কথা বলা অত্যন্ত খারাপ। তাহাতে সময় অযথা ব্যয়িত হয়, নিজের কোনও লাভ হয় না বরং তাহাতে নিজের ও পরের ক্ষতি করা হয়। হরিভজনেচ্ছু সাধকগণ সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে থাকিয়া হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তন করেন। জগতের চতুর্দ্দিকেই বহির্ম্মুখ লোকের অবস্থান। এইরূপ লোকের মধ্যে থাকিয়া হরিভজন করিতে হইলে খুব সতর্কতা সহকারে উহাদিগকে উপেক্ষা করা উচিত। তাহাদের সঙ্গ করা আদৌ কর্ত্তব্য নহে। বহির্ম্মুখ লোকের সহিত কেবল ব্যবহারিক কার্য্য করা কর্ত্তব্য কিন্তু পারমার্থিক সঙ্গ করা আদৌ উচিত নহে। তাহাদের সহিত কেবল ব্যবহারিক সঙ্গ করা উচিত। যে টুকু না হইলে নয় তাহা ছাড়া আর বেশী কিছু করিতে গেলেই সঙ্গ হইয়া যাইবে। কেবল ব্যবহারিক কার্য্য পর্য্যন্তই তাহাদের সহিত সম্বন্ধ। অনাসক্ত হইয়া তাহাদের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। পরস্পরের মনের মিল, কথোপকথন প্রভৃতিতে সঙ্গ হইয়া থাকে। সেই সঙ্গ না করার নাম উপেক্ষা। প্রজল্পাদিকে এই প্রকারে উপেক্ষা করা উচিত।

গ্রাম্যবার্ত্তাবহ, উপন্যাস প্রভৃতি পাঠ করা ভক্তির বাধা। তাহাতে চিত্তের বৈকল্য উপস্থিত হয়। বদ্ধজীব আমাদের বাজে কথায় রুচি খুব বেশী। সাধুসঙ্গে থাকিয়া—সাধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমাদের এই নৈসর্গিক রুচি অপসারিত করিয়া হরিকথার প্রতি রুচি যাহাতে হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। শুদ্ধভক্তের সঙ্গ, শুদ্ধভক্তিগ্রন্থের আলোচনা করা দরকার। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন--'হরিকথায় রুচি যার সেই ভাগ্যবান্।" ভাগ্যবানেরই হরিকথায় রুচি হয় এবং তিনিই ভক্তির অধিকারী হন। হরিকথার প্রতি রুচিই ভাগ্য। এইরূপ ভাগ্যবানেরই ভক্তি লাভ হয়। ভাগ্য না থাকিলে মঙ্গলের পথে আসিয়াও অমঙ্গলই বরণ করিতে হয়—শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সাক্ষাৎকার বা সঙ্গ-সুযোগ পাইয়াও বঞ্চিত হইতে হয়। হরিকথার প্রতি রুচি হইলে আর বৃথা সময় অতিবাহিত করিবার অবসর থাকে না। তখন প্রজল্প, তর্কবিতর্ক বা পরচর্চ্চা করিবার সময় থাকে না। হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন-স্মরণ—সাধুসঙ্গ না হইলেই প্রজল্প বা অসাধুসঙ্গ হইবে। যেখানে সাধুসঙ্গ অবস্থান, সেখানে ভক্তিদেবীর অধিষ্ঠান, সেখানেই ধাম, সেখানেই শ্রীহরিকথার আবির্ভাব। সাধুসঙ্গে থাকিয়া পরমেশ্বর শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলেই বাজে কথা শোনা, অপরের নিন্দা-বন্দনার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। নতুবা অন্য কোন প্রকারে প্রজল্পের হাত হ'তে রক্ষার উপায় নাই।

সৎসঙ্গে সদালোচনা এবং অসৎসঙ্গে অসদালোচনা হয়। অসদ্‌ব্যক্তি সর্ব্বদাই অসৎকথা—গ্রাম্যকথা বলিয়া দিন কাটায়। গ্রাম্য কথা বলা বা শোনা অত্যন্ত অন্যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'গ্রাম্যকথা না বলিবে, গ্রাম্য কথা না শুনিবে, হবে চিনিবে আনে।" অসজ্জন-সঙ্গ বা দুর্জ্জন-সঙ্গ পরিহার করিয়া সজ্জনসঙ্গ—ভক্তসঙ্গ করা প্রয়োজন। কৃষ্ণভক্তিলাভের একমাত্র বাধা অসৎসঙ্গ এবং উপায়—সৎসঙ্গ। এই সকল অনর্থের সমত্যাগের একমাত্র উপায় সাধুতে প্রীতি।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

প্রত্যেক বস্তুপ্রাপ্তি-বিষয়ে যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচার আছে। শ্রদ্ধা ও শরণাগতিই ভক্তিলাভের যোগ্যতা। সংশয়াত্মা হরিনাম গ্রহণ করিতে পারে না। অশ্রদ্ধা থাকিলে নামাপরাধই উচ্চারিত হয়, শুদ্ধ নামোদয় হয় না। যিনি হরিসেবা করেন, তিনি তৃণাদপি সুনীচ। তিনি নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা হীন জ্ঞান করেন। সর্ব্বাপেক্ষা হীন অভিমান হইলেই হরিনামের সেবা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হরিভক্তির কথা বলিতে পারা যায়। জীবনে মরণে কৃষ্ণের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়া আমাদের অন্য কোনও গতি নাই। হরিকথাই হরি। হরিই রক্ষাকর্ত্তা। "আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভবসংসারে।" রক্ষাকর্ত্তাকে ছাড়িলেই বিপদ্। কিন্তু কি দৈব! এই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তার প্রতি আমাদের বিশ্বাস নাই। যখন একমাত্র রক্ষক শ্রীহরি শব্দাকারে—উপদেশাকারে দুর্ব্বল, অসহায়, অরক্ষিত আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য চিহ্নিত সাধুর শ্রীমুখ হইতে অবতরণ করেন, তখনই হতভাগ্য আমরা তাঁ'র প্রতি উদাসীন হই, অন্যমনস্কভাবে আদর করি। তখন নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে বিশ্রাম লইতে ব্যস্ত হইয়া পড়ি। তথাপি ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের এতই করুণা যে, তাঁহারা এখনও আমাদিগকে সেই রক্ষাকর্ত্তার আশ্রয় হইতে দূরে সরাইবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা এখনও আমাদিগকে রক্ষাকর্ত্তার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। য'দি এখনও আমরা সতর্ক হই—নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া প্রজল্পী না হইয়া হরিকথাশ্রবণার্থী হইয়া তাঁহাদের শরণাগত হই, তাহা হইলে এখনও রক্ষিত হইতে পারিব, নতুবা আর নিস্তার নাই।

ময়মনসিংহে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

গত ৮ই ডিসেম্বর বুধবার শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ-কীর্ত্তি মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টকবন্দনা ও প্রার্থনাসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে মঠবাসী ও গৃহস্থভক্তগণের সম্মুখে শ্রীপাদ শিবদয়ালবিজয় বিদ্যারত্ন বি এ মহোদয় 'শ্রীসরস্বতীজয়শ্রী' গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ স্থান হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত লীলা ও চরিতকথা বেলা ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত আলোচনা করেন। ৩ঘটিকা হইতে প্রায় ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ বন্ধুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলে পর শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিকান্তে পুনরায় মঠবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী, শ্রীল প্রভুপাদের ৪র্থ বার্ষিক বিরহ সংখ্যা গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত আলোচনা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে ১১শ বর্ষ গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ হইতে বিরহ-প্রবন্ধ পাঠ হয়। অতঃপর "যে আনিল প্রেমধন" গীতি কীর্ত্তনের পর শয়নারাত্রিকান্তে সমাগত বহু সজ্জন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব বিতরণ করা হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী বি-এল

(৩) শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রজবাসী

(৭) কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible] কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবযোগীন্দ্র ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীসুত দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধর দাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গোপপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দনন্দন ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২১) বালিঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চটকপর্ব্বত
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ
বালিয়াটি পোঃ বালিয়াটি ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ সরভোগ, কামরূপ, আসাম
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জিলিং
সেবক—শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জেঃ [illegible], ই-বি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
ষ্টেশন রোড, গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ বড় [illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীকৃষ্ণবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) পরমহংস মঠ,
পোঃ নৈমিষার, সীতাপুর ইউ পি)
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলাচল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [illegible]
কিশোরীপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) বর্ষাকুঞ্জ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) নন্দগ্রাম বিহারী মঠ
নন্দগ্রাম, মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গোপীবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible]
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible]
[illegible] পোঃ পুরী [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

[illegible]
পোঃ [illegible] পুর
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

[illegible]
[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]পুর, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] (বঙ্গুদেশ)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
৭০১ এ [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ [illegible]
[illegible]নগর, [illegible] ইউ-পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible]পুর (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগবতাঙ্কী-সম্পাদিত
শ্রী[illegible]কিশোর ভাগবতাঙ্কী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-সংশোধ-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৶০	।০
" ইঞ্চি ২৲			১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲			৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲			৫৲
এক কলম ১২৲		১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
" সিকি কলম ১০৲	৯৲
" অর্দ্ধকলম ২০৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক	"	৩৲
ত্রৈমাসিক	"	২৷০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে সাম্প্রতিক সর্ব্বাপেক্ষা বিরল। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৬৲ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুর প্রেস ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও হাস্যের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মধুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

বিদ্বৎজন প্রযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে পরমভক্তিকালোতে তাবৎকার মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একাদশ, ধর্ম্ম ও ভক্তিসম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ-নিয়মমূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ অবস্থা, ঐতিহাসিক সংশিক্ষাগ্রহণের প্রবন্ধ হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

-:০:-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। লাইব্রেরী ও বোর্ডিং এর পরিচিত খোলা। শিক্ষকগণ সাধক ও অভিজ্ঞ। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে সুন্দর থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনসমেত প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুত ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৫৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিশ্বগীতাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এবং গতবৎসর তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব আকরব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের ভূমিকা তৎপরে শ্লোক অন্বয়ে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রীবিশ্বনাথকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থ নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গদ্যাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা [illegible] আনা। ছাত্রদের পক্ষে [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ [illegible], [illegible], পোঃ রমণা, ঢাকা।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেনের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

ডাউন

কলিকাতা ছাঃ	৫-৫৩	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-৫৩	১৭-৫৫	২১-০
দমদম „	৫ ২৬	৬ ৩১	৭-২৮	১০-১৯	১৩ ৫০		১৮-৩	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৯	৮ ১	৯ ১৮	১৩-২৮	১৫-৫৭	১৮-০১	১৯-৩৫	০-২৮
রাণাঘাট ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১৩-৩৩	১৫ ৫	১৮-১৯	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ৫	৮-৪০	১০-৯	১৪-১৪	১৬-৪১	১৯-১৫	২০-১৪	১-১২

(ন্যারো) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-২৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৮	১০ ৫৯	১৮-১৭	২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৩
দমদম „	১০-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৮
(ন্যারো) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লোকাল রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

আপ

শান্তিপুর

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৬-২২	১৬-৮	১৮ ৩৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫২	৮-৪৪	১১-৫২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১০

কৃষ্ণনগর ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১৭	১৬-৫৩	১৯-২	২০-৪৭	০-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০ ৩	২১ ১৯	১-১০
রাণাঘাট ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	১৫-৫৫	১৭-৫২	২০ ১১	২১-২৪	১-১৮
দমদম		১১ ৮		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩ ৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪৬	১৯-২৩	২২-৪০	২৩-২৫	৩-১৬

"কৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ১৭০০ জনের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, মহোদয়ের গবেষণাপূর্ণ [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] এবং [illegible] গ্রন্থ [illegible] করিয়া একাধারে তথ্য এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বহু নবীন [illegible] [illegible] ও [illegible] ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই এক অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মুখবন্ধ (Foreword) [illegible] ও গ্রন্থকারের ভূমিকা (Preface), বিষয়-সূচী (Contents) এবং [illegible] [illegible] সহিত গ্রন্থপঞ্জী (Index Bibliography) [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০, দশ টাকা। [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্‌স্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্‌স্

১।১।১, কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্‌স্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" [illegible] প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

[illegible] [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] [illegible] জীর্ণ পীড়ায় [illegible], [illegible] প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অধিক। [illegible] [illegible] [illegible] এবং নূতন পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল ৮০ দশ আনা, বড় বোতল ১।৵০ আঠার আনা। প্যাকিং [illegible]

—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible], ২৪ পরগণা।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম মায়াপুর

REGD NO C 1544

পত্রপ্রসূনমালা
—ঃ—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত
বিবিধ পত্রাবলী শ্রীল
আচার্য্যদেবের বিবিধ
প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত
হইয়াছে। উহাতে অনেক
অমূল্য উপদেশ আছে।
ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
মদন প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—[illegible], ঢাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে উহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৪শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর—৯ই পৌষ ১৩৪৭, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৪০ মঙ্গলবার ২৪০তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——ঃ(০)ঃ——

দুর্ভিক্ষের খাদ্য প্রেরণের ব্যবস্থা

সম্প্রতি কয়েক মাস জার্ম্মানদের বিপুল ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও ইউরোপ অবরোধ অবস্থায় থাকার দরুণ তাহাদের গতি পথ স্থির হইলেও এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ সমূহে অধিক -[illegible]- তাহাদের সাময়িক ও জীবনের পক্ষে প্রয়োজন থাকিলেও দুর্ভিক্ষের খাদ্য প্রেরণের ব্যবস্থায় কোন কোন [illegible] হয় নাই। নাৎসীদের তাহাদের সংখ্যা দ্রুত প্রথম বৎসর ৬ ০০০, ০০০ টন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু এই বৃদ্ধি খুব একতরফা ছিল। কারণ, এই তাহাদের মধ্যে নাৎসী-অধিকৃত দেশের [illegible], যাহা তাহারা দুর্ভিক্ষের হাতে দিয়াছিল, তবে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে নিকট হইতে চুক্তিমূলে ক্রীত খাদ্য ও [illegible] করা চলিত ছিল। [illegible] অধিকাংশ তাহাদের একটা বড় অংশ, যাহা চুক্তিমূলে ছাড়া না ক্রয় করা হয় নাই। মোট পরিমাণে ১,৮০০,০০০ টন ইটালীর আক্রমণের [illegible] হাতে আসিতে পারে। এ কথা অতি স্পষ্ট যে, বর্ত্তমানে যে হারে দুর্ভিক্ষের আমদানী ফুরাইতেছে, এই হারে তাহাদের অতি দুর্বল হইতে দিবে না। কারণ, অধিক পরিমাণ নূতন প্রস্তুত তাহাদের [illegible] চেয়ে বেশী এবং তাহাদের [illegible] ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু [illegible] একটা সময়ে তাহা দখলকারের যখন ব্রিটিশের এই দৈত্য দূর দেশে প্রেরণ করিতে হইবে। কাজেই ইহা বৃটেনের পরিষ্কার ও অতি জরুরী কর্ত্তব্য যে, কেবল প্রেরণের জন্য তাহাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করাইলে চলিবে না; প্র[illegible] তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

নূতন জাহাজ নির্ম্মাণের সহায়তার জন্য তাহাদের আটলাণ্টিকের অপরপারের সাহায্যের দরকার হইবে। সম্প্রতি ইহা জানা গিয়াছে যে, ব্রিটেনের [illegible] বিশিষ্ট বহুসংখ্যক মালবাহী জাহাজের জন্য বড় বড় কন্ট্রাক্টরদের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইয়াছেন।

জার্ম্মানীর উপর আক্রমণ

জার্ম্মানীর ঘাঁটি, কল-কারখানা, বিমানঘাঁটি ও অন্যান্য কেন্দ্রসমূহের উপর রাজকীয় বিমান-বাহিনী উপর্য্যুপরি যে সাফল্যপূর্ণ আক্রমণ চালাইয়া আসিয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। পক্ষান্তরে জার্ম্মাণ বিমানবাহিনী ইংলণ্ডের বেসামরিক জনগণের উপরেই অধিকতরভাবে আক্রমণ চালাইয়া আসিয়াছে। এই সব আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণে এক দিক দিয়া রাজকীয় বিমানবাহিনীর অতুলনীয় বৈমানিকদের যোগ্যতা যেরূপ যে প্রমাণিত হইয়াছে, অপর দিক দিয়া তেমনি জার্ম্মাণ বৈমানিকদের অযোগ্যতা ও হিটলারের ব্যর্থ নেতৃত্বের [illegible] প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। রাজকীয় বিমানবাহিনীর আক্রমণে হিটলারের আক্রমণশক্তি ক্রমে ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতেছে; কিন্তু [illegible] জার্ম্মাণ আক্রমণ সত্ত্বেও ইংলণ্ডের অধিবাসী, বালক-বালিকা তাহাদের নিজস্ব পূর্ব্বাপর, গীর্জ্জাসমূহ ও হাসপাতালগুলির পার্শ্বে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

রাজকীয় বিমানবাহিনীর আক্রমণ কোন কোন রজনীতে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানের উপর পরিচালিত হইলেও, অন্যান্য সময়ে বিভিন্নভাবে অনেকগুলি স্থানেই আক্রমণ চালান হইয়াছে। বিগত ২০শে নভেম্বর আমেরিকার পুর্তিগাল সর্ব্ব বৃহৎ রণতরী নির্ম্মাণ কেন্দ্র [illegible] উপর ক্রমাগত কয়েক ঘণ্টা ব্যাপিয়া আক্রমণ চালান হইয়াছিল। এরূপভাবেই ২২শে নভেম্বর তারিখে ষ্টাভাঞ্জার বিমানঘাঁটিতে আক্রমণ চালান হয় এবং ইহার দুইদিন পর এক রজনীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জার্ম্মাণ বিমানঘাঁটি ক্রিষ্টিয়ানস্যাণ্ড আক্রান্ত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত টিউরিনের বিখ্যাত ইটালীয়ান অস্ত্রাগার ও তৎসন্নিহিত বিরাট এরোপ্লেন কারখানার উপর্য্যুপরি দুইবার তীব্রভাবে আক্রমণ চালান হইয়াছে। বার্লিনের রেলওয়ে ষ্টেশনগুলির উপরও নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে কয়েকবার আক্রমণ চালান হইয়াছে এবং বিগত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে তাহার বন্দরে যে বিরাট আক্রমণ চালান হইয়াছে, সম্ভবতঃ তাহার তুলনা হয় না। রাজকীয় বিমানবাহিনীর এই সব সাফল্যপূর্ণ অভিযান যে বৃটেনের জয় নিশ্চিতরূপে নিকটতর করিয়া আনিতেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

জার্ম্মানীর কূটনীতি বিপর্য্যয়

কূটনীতিতে যে অসুবিধা আছে, জার্ম্মানী এখন তাহার সম্মুখীন হইয়াছে।

পূর্ব্বভাগে বিবেচিত হাঙ্গেরী রাষ্ট্রের একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়া তাহাকে নদীতে যাতায়াতের প্রশ্ন বিবেচনা করিবার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টকে নিমন্ত্রণ না করায় কিম্বা সংবাদ না দেওয়ায় মস্কো গভর্ণমেণ্ট অসন্তুষ্ট হইয়াছে। ইহাও বলা গিয়াছে যে, জার্ম্মানী একাকী দানিয়ুবে নূতন ব্যবস্থা করার ক্ষমতা একাকী গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া রুশগণ তেমন সন্তুষ্ট নহে। সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষের এই ব্যাপারে অসন্তোষ এরূপ তীব্র হইয়াছে যে, তাহারা প্রতিবাদ জানাইয়াছে এবং প্রস্তাবিত জার্ম্মাণ সম্মেলনে যোগদান দিতে অস্বীকার করিয়াছে।

পশ্চিমভাগে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, অধিকৃত ফ্রান্সের অর্দ্ধেক সম্পত্তি দেওয়ার জন্য জার্ম্মানী যে দাবী করিয়াছে, তাহাতে ভিসি গভর্ণমেণ্ট রাজী হয় নাই। পেতাঁ গভর্ণমেণ্টও এই প্রস্তাব গ্রহণ বা পালন করিতে আশা রাখে না। মনে হয়, জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট ও ভিসি গভর্ণমেণ্টের সম্পর্ক দিন দিন দুর্ব্বলতর হইতেছে।

হিটলার-মিউসোলিনি সাক্ষাৎকার

কলম্বো, [illegible]ঃ [illegible] সংবাদদাতা [illegible] যোগে যে খবর দিয়াছেন যে হিটলার ও মুসোলিনি [illegible] সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—আচার্য্যোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ 'বিদ্যাবিনোদ' বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৩। পরমার্থী—[illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

মধ্ব-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণে [illegible] সর্ব্বোত্তম [illegible] পণ্ডিত ও [illegible] যে সকল সারগর্ভ [illegible], তাহার [illegible] তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরু [illegible] অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয় [illegible] অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ সত্যানুসন্ধানী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৷০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুর্ব্বেদাত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ [illegible] বিরচিত '[illegible]' টীকা আমার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। এক্ষণে সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২, মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, [illegible] ও সটীক অত্যুত্তম পর্য্যালোচনা সহ সংকলনে গৌড়ীয়-সম্পাদক প্রকাশ করিয়াছেন।

ভিক্ষা—৴০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত [illegible] রায় এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, সম্পূর্ণ ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮,
দশম স্কন্ধ— ৭,
২। ভাষায় বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (যন্ত্রস্থ) ৯,
৩। ঐ সংস্করণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। নবদ্বীপ পঞ্জী (যন্ত্রস্থ) ৪,
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷০ ২য় খণ্ড ১, ; ৩য় খণ্ড —৷০ ৪র্থ খণ্ড—৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷০; ২য় খণ্ড —১, ; ৩য় খণ্ড
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। অর্চ্চনপদ্ধতি-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম [illegible]
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার [illegible]
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) [illegible]
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১,
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। ভজন-রহস্য ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৴০
২১। গৌড়ীয়-গীতিকা ৷৴০
২২। [illegible] ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত-এ [illegible] শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১,
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২,
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২,
(বাঁধা) ১,
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷০
২৭। প্রাকৃতপ্রাকৃত [illegible] সাধ্বসাধন ২,
২৮। [illegible] (সাঙ্কেতিক) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৷০
৩০। শ্রীল-[illegible] ৷০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৴০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-প্রমাণ ৷০
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷৴০
৩৫। গীতমালা ১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌরহরি [illegible]
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীকৃষ্ণ [illegible] পরিক্রমা [illegible]
৪৩। [illegible]
৪৪। [illegible]
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। [illegible]
৪৭। [illegible]
৪৮। উপাখ্যানে উপদেশ [illegible]
৪৯। [illegible]
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও [illegible] [illegible]
৫১। কল্পসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সাঙ্কেতিক)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় [illegible]
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় [illegible]
৫৫। আম্নায়সূত্র বা [illegible]
৫৬। ভক্তিভবন ও ভক্তিপদ ৵৷
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষাটিকাসহ) ৷৷
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৵৷
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ [illegible]
৬০। মহাজনাবলী ৴৷

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ [illegible]
৬২। সিদ্ধান্ত-[illegible] [illegible]
৬৩। [illegible] ৷০
৬৪। [illegible] ৷০
৬৫। সাত্বত [illegible] ৵০
৬৬। গৌড়ীয়বৈষ্ণবদর্শন ৷৴০
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। [illegible] ৷০
৭০। ভাগবত ৴০
৭১। বেদান্ত—[illegible] সহিত ৷৷০
৭২। [illegible] ৷৴৹
৭৩। [illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু [illegible]
৭৪। [illegible] [illegible]
৭৫। [illegible] ৴০
৭৬। [illegible] [illegible]
৭৭। [illegible] [illegible]
৭৮। [illegible] [illegible]
৭৯। [illegible] [illegible]

হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি [illegible]
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। [illegible] ১৷০
৮৩। গীতাবলী ১০
৮৪। শরণাগতি ৴৹

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত [illegible]

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়সাহিত্যে শ্রীভক্তি
বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
গীতিগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য
ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে
প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৵০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

শ্রী শ্রীহরিনামমালা

বিশিষ্ট গান ও পদাবলী এই
গ্রন্থ সুন্দর অক্ষরে অক্ষর
ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর ভিক্ষা ৷৵০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ ১০ নারায়ণ ৪৫৪ গৌরাব্দ ৯ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৪শে ডিসেম্বর ইং ১৯৪০, মঙ্গলবার { ২৯০তম সংখ্যা

ল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

——::(০)::——

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে

গত ১৮ই ডিসেম্বর ৩রা পৌষ জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীপুরুষোত্তমমঠে পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিকের পর মঠ-সেবকগণ শ্রী শ্রীল প্রভুপাদের ভজনকুটীর ও শ্রীমন্দির সংকীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা করেন। তৎপরে গুরুবন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, বিরহ ও কৃপাপ্রার্থনাসূচক বিভিন্ন মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বিরহসংখ্যা গৌড়ীয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

মধ্যাহ্নে কীর্ত্তনমুখে ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হয়। অপরাহ্নে নাটমন্দিরে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। কীর্ত্তন, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে ভক্তগণ শ্রী শ্রীল প্রভুপাদের করুণার কথা আলোচনা করেন। তৎপরে ভক্তিশাস্ত্রীজী প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের অপার করুণা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পর মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তনান্তে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সভায় পুরী সহরের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী, সংস্কৃত অধ্যাপক প্রভৃতি ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হন।

———

শ্রীপরমহংসমঠে

গত ১৮ই ডিসেম্বর বুধবার পরমারাধ্যতম কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব গৌরনিজজন শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিকান্তে গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, কীর্ত্তন, গুরুপরম্পরা ও বিরহ-সূচক বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ সংখ্যা গৌড়ীয় পাঠ ও প্রভুর কথা আলোচনা হয়। কীর্ত্তনমুখে ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হইলে সমাগত ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে ভক্তগণ শ্রীধাম নবদ্বীপ ও পাক্ষিক শ্রীগৌড়ীয় হইতে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপার কথা আলোচনা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ পাঠ হয়। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

———

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রমমঠে

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা আমলাযোড়া শ্রীপ্রপন্নাশ্রমমঠে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরু-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে মঠসেবকগণ শ্রীল প্রভুপাদের ——
করেন।

মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকান্তে সেবকগণ শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের অসমোর্দ্ধ দয়ার কথা আলোচনা করেন। তৎপরে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীযোগপীঠে হরিকথা

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ গৌড়মণ্ডলী শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে আচার্য্যানুগত্যে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে হরিকথা আলোচনা করিতেছেন। শ্রীপাদ হরিবিনোদ দাসাধিকারী প্রভু প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত, পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত অপরাহ্নে গৌড়ীয় ও অন্যান্য গ্রন্থাবলীও আলোচিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ভক্তগণ শ্রীধামদর্শনার্থ আগত যাত্রিগণের নিকটও হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীবিরহভবনে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হইতেছে শ্রোতা যাবৎ সকলেই পরমানন্দিত।

সদ্গুরু ও অসদ্গুরু

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কেবলমাত্র জড় প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইবে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখের ভাষায় — "যে যতখানি নিজজীবনে আচরণ করিতে পারিয়াছে, পর-উপকারে তা'র ততখানি অধিকার জন্মিয়াছে।" "নিজে আচারে প্রতিষ্ঠিত হইলে তবে ত' পর উপকার? অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে বৈষ্ণবাচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না।

আচার-প্রচারপরায়ণ শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য বৈষ্ণবগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে কৃপা প্রার্থনা করিলে, তাঁহার অনুগ্রহ পাইতে নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পরমার্থিগণ। তাঁহাদের বৈষ্ণবসেবা লালসা জাগিলে তবেই তাঁহারা আমাদিগকে ক্রমশঃ শ্রীগৌরাঙ্গের বাণীতে প্রতিষ্ঠিত ক'রবে এবং অসৎসঙ্গ-ত্যাগের দৃঢ়তা জন্মিতে থাকিবে। তাঁহারা অসৎসঙ্গত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণবাচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কপটতাশূন্যভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রীতিবর্দ্ধনার্থ সকল কর্ম্মই অর্পণ করিয়া নিযুক্ত থাকেন এবং শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ —গুরুদেবের অহৈতুকী করুণার কৃপা অকপটে যেন প্রার্থনা করিতে পারি এবং তাঁহাদের কার্য্য অকপটভাবে হইতে পারে কোন না কোন জন্মে যেন প্রকৃত দাস হই—ইহা সকাতরে প্রার্থনা।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

"শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপায় লক্ষ হরিনাম লয়। সর্ব্বদা তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে, তাঁহাদের নিকট ক্রন্দন করিতে হইবে — প্রাক্ যেখানে নহে — ...

— ... আচার্য্যদেব

...

গৌরাঙ্গ নাম-প্রচার

১০ ... পৌষ ...

অপরাধ

গুরু, ভগবান ও নিজের প্রতি অবিচারই অপরাধ। অপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও দুর্নিবার পাপ — অপরাধ — ভগবানের প্রতি, বৈষ্ণবের প্রতি ও ... প্রতি। হিংসা, দ্বেষ, দম্ভ অথবা ... লিপ্ত হইয়া পরের কথা আলোচনা করিলে ... চরণে অপরাধ হয়। পাপ অপেক্ষা অপরাধ আরও ভয়াবহ। পাপ — ... ও ... । আর অপরাধ জীবের আত্মানিষ্ট অপরাধনিবেদন। নানারূপ প্রায়শ্চিত্তে পাপ ক্ষয় হয় কিন্তু অপরাধ সহজে যায় না। হরিভজনেচ্ছু কৃপাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ অপরাধ হইতে নিজের সাবধান না হইলে মঙ্গলের আশা নাই।

বৈষ্ণবাপরাধ

অপরাধ বহুবিধ হইলেও প্রধানতঃ আমরা বৈষ্ণবাপরাধ, সেবাপরাধ, নামাপরাধ ও ধামাপরাধের কথাই জানিতে পাই। তন্মধ্যে বৈষ্ণব-অবমাননা অপেক্ষা আর অধিক অপরাধ জীবের পক্ষে সম্ভব হয় না। এই বৈষ্ণবই সাধু বা গুরু। গুরুকে ভক্তই ভগবানের যা কিছু সব। এমন কি, গুরুকে লইয়াই ভগবানের ভগবত্তা। সুতরাং সেই ভক্তের চরণে অপরাধ হইলে আর নিস্তার নাই। এই ভক্তই ভগবানকে দান করেন। ভক্ত ভগবানের ধনী — ভগবান্ তাঁহার বশীভূত। ভক্তের ভগবান্। ভক্তসঙ্গ ও ভক্তসেবাই ভগবৎসঙ্গ ও ভগবৎসেবালাভের একমাত্র উপায়।

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি প্রভৃতি ভক্তের চরণে অপরাধ ... নিজের প্রতি অবিচার। বৈষ্ণবের জাতিদোষ কদাচিৎক অর্থাৎ প্রমাদাগত দোষ, নষ্টপ্রায় দোষ ও শরণাগতির পূর্ব্বচিহ্ন ... বৈষ্ণবকে নিন্দা করিলে কখনও ... না — ভগবৎকৃপা পাওয়া যাইবে না। আমরা যদি বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধনামপরায়ণ সাধু ... হইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের ... বা ভক্তি নিশ্চয়ই হইবে। বৈষ্ণব-অপরাধ ছয় প্রকার। যথা —

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্
নাভিনন্দতি
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে
পতনানি ষট্॥

বৈষ্ণবকে হনন করা, দ্বেষ করা, বৈষ্ণবকে দেখিয়া অভিনন্দন না করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং বৈষ্ণব-দর্শনে হর্ষযুক্ত না হওয়া — এই ছয়টী অপরাধে জীবের মহাপতন বা সর্ব্বনাশ হয়। কোন ভজনপ্রয়াসীর যেন এই অপরাধ না হয়। বৈষ্ণবের অনাদর ও অসম্মান করিলে অপরাধ হয়। যে মূঢ় ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবের নিন্দা করে, সে তাহার ... সহিত মহারৌরব নামক নরকে পতিত হয়। বৈষ্ণব-বৈষ্ণব-বচন পরিত্যাগ করিলে মহাবৈষ্ণবের বৈষ্ণবাপরাধ হয়। বৈষ্ণবনিন্দা করা ত' দূরের কথা, ভগবান্ ও ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করাও উচিত নয়। যেখানে নিন্দা হয়, সেস্থান হইতে চলিয়া যাওয়াই উচিত। যাঁহাদের চিত্ত দুর্ব্বল, তাঁহারা লোকাপেক্ষায় ভগবান্ ও ভক্তের নিন্দা শুনিলে ভক্তি হইতে চ্যুত হইবেন। শরণাগত হওয়ার বা ভক্তি উদয়ের পূর্ব্বে বৈষ্ণবের যে সমস্ত দোষ ছিল, তাহা সংশোধন ব্যতীত আলোচনা করিলে বৈষ্ণবচরণে অপরাধ হইবে। সর্ব্বদা নিজের দোষ দেখিতে হইবে এবং তাহা সংশোধনের জন্য যত্ন করিতে হইবে। দোষদর্শন হরিভক্তির অন্তরায় বাধক। সাধুগণ অদোষদর্শী। তাঁহারা কাহারও দোষদর্শন করেন না। তাঁহারা গুণগ্রাহী — সারগ্রাহী। ঐ ভাবের আদর্শই অনুসরণীয়।

বৈষ্ণব অপরাধ থাকিলে বৈষ্ণবসঙ্গ ও বৈষ্ণবসেবা হইবে না। বহু জন্ম কৃষ্ণভক্তি যাজন করিলেও অপরাধীর কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় না। বৈষ্ণবে অশ্রদ্ধা বৈষ্ণবাপরাধ। এই অশ্রদ্ধা হইতেই যত অনর্থ বা অপরাধের সৃষ্টি।

ধামাপরাধ

শ্রীধামবাস ও ধামাপরাধ এক নহে। অপরাধ থাকিলে ধামবাস হইবে না। অপরাধমুক্ত হইয়া সেবোন্মুখচিত্তে ধামবাস করিতে হইবে। ধামাপরাধ দশটী। (১) ধামপ্রদর্শক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, (২) ধামকে অনিত্যবোধ, (৩) ধামবাসী ও ধামযাত্রীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, (৪) ধামে বসিয়া বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, (৫) শ্রীনামসেবাচ্ছলে শ্রীনামবিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন, (৬) জড়বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণচেষ্টা, (৭) ধামবাসকালে পাপাচরণ, (৮) নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, (৯) শ্রীধামমাহাত্ম্যসূচক শাস্ত্র-নিন্দা ও (১০) শ্রীধামমাহাত্ম্যে অবিশ্বাসমূলে অর্থবাদ ও কল্পনা জ্ঞান।

সেবাপরাধ

সেবাপরাধ শ্রীবিগ্রহসেবা সম্বন্ধে হইয়া থাকে। শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীভগবান্ নিত্যকাল গোলোকবৃন্দাবনে নিত্য স্বরূপে বিরাজমান আছেন। তিনি প্রপঞ্চে প্রকটকালে স্বরূপ প্রদর্শন করেন এবং অপ্রকটকালে অর্চ্চামূর্ত্তিতে নিত্যবর্ত্তমান থাকেন শ্রীভগবানের স্বীয় নিত্যস্বরূপে, প্রকটবিগ্রহে ও অর্চ্চমূর্ত্তিতে কোন ভেদ নাই, তবে লীলাগত বৈচিত্র্য আছে। এই অর্চ্চমূর্ত্তি অষ্টবিধ — শিলাময়ী, দারুময়ী, লৌহস্বর্ণাদি ধাতুময়ী, লেপ্যা অর্থাৎ মৃন্ময়ী, লেখ্যা — আলেখ্য অর্থাৎ চিত্রপটাদিতে অঙ্কিত, বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী এই অষ্টপ্রকার সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে শিলাদিবুদ্ধি করিতে নাই। শ্রীবিগ্রহকে প্রাকৃতজাত বস্তুবুদ্ধি করিয়া তাঁহাতে চিৎএর আবির্ভাব হইয়াছে অথবা জড়বস্তু চিৎএ পরিণত হইয়াছে — এই উভয়বিধ বুদ্ধিই নিরয়গামিনী। শ্রীবিগ্রহ-সেবককে নিম্নলিখিত ৩২ প্রকার অপরাধ হইতে সাবধান হইতে হইবে। নতুবা সেবা হইবে না।

(১) যান অর্থাৎ শিবিকাদি-যোগে অথবা পদে পাদুকা প্রদান পূর্ব্বক ভগবদ্গৃহে গমন। (২) ভগবৎ-প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত যাত্রা (জন্মাদি) প্রভৃতি উৎসব না করা। (৩) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রণাম না করা। (৪) উচ্ছিষ্টলিপ্ত গাত্রে অথবা অশুচি অবস্থায় শ্রীবিগ্রহের বন্দনাদি। (৫) একহস্তে প্রণাম। (৬) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রদক্ষিণ। (৭) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পাদপ্রসারণ। (৮) পর্য্যঙ্কবন্ধন অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের অগ্রে হস্ত দ্বারা জানুদ্বয় বন্ধনপূর্ব্বক উপবেশন। (৯) শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে শয়ন। (১০) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ভোজন। (১১) শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে মিথ্যাভাষণ। (১২) উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা। (১৩) পরস্পর ইতর কথার আলোচনা। (১৪) রোদন। (১৫) কলহ। (১৬) কাহারও প্রতি নিগ্রহ। (১৭) কাহারও প্রতি অনুগ্রহ। (১৮) সাধারণের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য ব্যবহার। (১৯) লোমকম্বল আবরণ দিয়া সেবাকার্য্যাদি করা। (২০) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে পরনিন্দা। (২১) পরস্তুতি। (২২) অশ্লীল বাক্য ব্যবহার। (২৩) অপান বায়ু পরিত্যাগ। (২৪) সামর্থ্য থাকিতে অল্প উপচারে অথবা অল্প ব্যয়ে পূজা ও উৎসবাদি করা। (২৫) অনিবেদিত বস্তু গ্রহণ। (২৬) যে সময়ে যে ফল বা শস্য উৎপন্ন হয়, সেই কালে তাহা অর্পণ না করা। (২৭) সংগৃহীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ ভগবানে প্রদান। (২৮) শ্রীমূর্ত্তির দিকে পৃষ্ঠ করিয়া উপবেশন। (২৯) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অন্যকে অভিবাদন। (৩০) গুরুদেবের অগ্রে স্তবাদি না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান। (৩১) গুরুদেবের অগ্রে নিজের প্রশংসা। (৩২) দেবতা নিন্দন।

এতদ্ব্যতীত বরাহপুরাণে ও অন্যান্য শাস্ত্রে আরও ৩০ + ২০ = ৫০টী সেবাপরাধের কথা উল্লিখিত আছে। যথা —(১) রাজান্ন ভক্ষণ। (২) অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ করা। (৩) বিনা বাদ্যে শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন। (৪) বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে শ্রীহরির উপাসনা। (৫) কুকুরাদি দ্বারা দৃষ্ট দ্রব্য দান। (৬) পূজাকালে মৌনী না থাকা। (৭) পূজাকালে মলত্যাগার্থে গমন। (৮) অগ্রে গন্ধমাল্য প্রদান না করিয়া ধূপ প্রদান। (৯) অযোগ্য পুষ্পে পূজা। (১০) দন্তধাবন না করিয়া পূজা (১১) স্ত্রী-সম্ভোগান্তে পূজা। (১২) রজঃস্বলা স্ত্রী স্পর্শ পূর্ব্বক পূজা। (১৩) দীপ স্পর্শপূর্ব্বক পূজা। (১৪) শবস্পর্শপূর্ব্বক পূজা। (১৫) রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, অধৌত, অপরের বস্ত্র এবং মলিন বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পূজা। (১৬) মৃত দর্শনান্তে পূজা। (১৭) পূজাকালে অপানবায়ু পরিত্যাগ। (১৮) ক্রোধ করিয়া শ্রীহরির স্পর্শ ও সেবা করা। (১৯) শ্মশানে গমন করিয়া, (২০) ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইতে, (২১) কুসুম্ভ শাক (নাটা) ভক্ষণ। ও (২২) পিণ্যাক অর্থাৎ তিল্ভক্ষণ করিয়া সেবা করা। (২৩) তৈল মর্দ্দন করিয়া শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শ ও সেবা। অন্যত্র যথা—(১) ভগবৎ-প্রতিপাদিত শাস্ত্রে অনাদর করিয়া তৎপ্রতিপাদি। (২) অন্য শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন। (৩) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে তাম্বুলচর্ব্বণ। (৪) এরণ্ড পত্রস্থ পুষ্প দ্বারা পূজা করা। (৫) আসুরিককালে ভগবৎপূজা। (৬) পীঠ অথবা ভূমিতে উপবেশন পূর্ব্বক পূজা করা। (৭) স্নানকালে বামহস্ত দ্বারা ...

শ্রীমূর্ত্তিস্পর্শ। (৮) পর্য্যুষিত অথবা বাসি পুষ্পের দ্বারা অর্চ্চন (৯) পূজাকালে নিষ্ঠীবন ত্যাগ (১০) আমি বড় পূজক এই অভিমান। (১১) তির্য্যক্ পুণ্ড্র ধারণ। (১২) পাদধৌত না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ। (১৩) অবৈষ্ণব পাচিত অন্ন শ্রীভগবানে নিবেদন। (১৪) অবৈষ্ণবের সম্মুখে শ্রীমূর্ত্তিপূজা। (১৫) বিঘ্নবিনাশনের পূজা না করিয়া পূজা। (১৭) নখস্পৃষ্ট জলে শ্রীমূর্ত্তির স্নান। (১৮) ঘর্ম্মাক্ত দেহে পূজা। (১৯) নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন। (২০) ভগবানের নাম লইয়া শপথ।

নামাপরাধ

হরিনাম-সংকীর্ত্তন কলিযুগধর্ম্ম। কলিযুগে স্বভাবতঃই দীন হীন 'নষ্ট'। হরিরূপেন মধ্যে কীর্ত্তনাখ্য কৃষ্ণ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া অনায়াসে তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগোচিত ধ্যান-যজ্ঞ-সাধনজাত সমস্ত ফল প্রদান পূর্ব্বক কৃতার্থ করিয়া থাকেন; যেহেতু কলিযুগে এই সংকীর্ত্তনযজ্ঞেই ভগবানের বিশেষ সন্তোষ হয়। সর্ব্বযুগেই কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির মাহাত্ম্য সমান কিন্তু যেহেতু কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক তাহা প্রচার করিয়াছেন, এই নিমিত্তই কীর্ত্তনের সেই সেই প্রশংসা শ্রুত হইয়াছে। কলিযুগে যদি অন্যান্য অর্থাৎ নমস্কার বা স্তুতি প্রভৃতি প্রকার বা সমস্ত প্রকার ভক্তি অনুশীলন করিতে হয়, তাহা হইলে কীর্ত্তন সহযোগেই সেইসকল ভক্তি সাধন করিতে হইবে। কীর্ত্তন অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ পন্থা নাই তাহার অনুস্মরণ। অপরাধ ত্যাগ করিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে হইবে; নতুবা নাম-কীর্ত্তন হইবে না। সর্ব্বপাপমুক্ত শ্রীনামের নিকট অপরাধী ব্যক্তির অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। সেই নামাপরাধ দশবিধ, যথা—(১) সাধুগণের নিন্দা, (২) শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবনামাদির স্বাতন্ত্র্য চিন্তন অর্থাৎ বিষ্ণুর নাম রূপ-গুণ পরিকর-বৈশিষ্ট্যলীলার [illegible] না থাকায় 'শিবা'দি সকল দেবতা যে বিষ্ণুরই অধীন ইহা বিস্মৃত হইয়া শিবাদির স্বাতন্ত্র্য চিন্তা বিষ্ণুর নাম রূপ গুণ লীলাদি পরস্পর ভিন্ন—এইরূপ চিন্তন।' (৩) গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, (৪) বেদ ও তদনুগত শাস্ত্রের নিন্দন, (৫) হরিনাম মাহাত্ম্যে অর্থবাদ (৬) নামে কল্পনা (৭) নামবলে পাপপ্রবৃত্তি (৮) অন্য শুভকর্ম্মের সহিত শ্রীনামগ্রহণকে সমজ্ঞান বা সমবিধান (৯) শ্রদ্ধাহীন বা বিমুখ জনকে নাম উপদেশে

অভিযুক্ত, ভক্তিবিমুখগণকে নামোপদেশ ও (১০) শ্রীনামের অদ্ভুত মাহাত্ম্য শুনিয়াও দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ শ্রীনামে অপ্রীতি বা অনাদর।

অপরাধমুক্ত হইয়া নিরন্তর সাধুসঙ্গে হরিনাম করিতে হইবে। অনবধানতাবশতঃই হউক কিংবা যে কোন প্রকারেই হউক নামাপরাধ ঘটিলে নামৈকশরণ হইয়া 'অনন্ত' নামসংকীর্ত্তনই করিতে হইবে। নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিদিগের নামই পাপনাশ করিয়া থাকেন এবং অবিশ্রান্ত নাম করিলে শ্রীনাম প্রয়োজনসাধকও হইয়া থাকেন অর্থাৎ নামাপরাধমুক্ত হইয়া নিরন্তর শ্রীনামগ্রহণফলে নামের কৃপায় কৃষ্ণপ্রেমা তাহা লাভ হইয়া থাকে। দীন হীন কাঙ্গাল হইয়া শ্রীনামাচার্য্যের আনুগত্যে নিরন্তর হরিনাম করিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

সদ্‌গুরু ও অসদ্‌গুরু

(প্রাপ্ত)

শাস্ত্রে কৃষ্ণবস্তুবিৎকেই সদ্‌গুরু বলিয়াছেন। যিনি সর্ব্বকারণকারণ, সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বৃহদ্বস্তুর উপাসক, তিনিই সদ্‌গুরু, তিনি একান্ত। বৃহতের সেবা যিনি করেন, তিনিও বৃহৎ; সেইজন্য তিনি গুরু, ভারী বা বৃহদ্বস্তু। শ্রীগুরুদেব বৈকুণ্ঠবস্তু, শ্রীগৌরকৃষ্ণপার্ষদ গৌরবস্তুদের নিজজন।

সৎ শব্দে নিত্য, স্থিতিশীল, শাশ্বত বস্তুকে বুঝায়। নিত্য বস্তু কোন খণ্ডকালের অন্তর্গত নহেন। নিত্যকাল যে বস্তু ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন। প্রকৃতি এই খণ্ডকালের মধ্যে অবস্থিত। অথচ নিত্য বস্তুর ধারণা করিতে গেলেই অপ্রাকৃত হইতে হইবে। সদ্‌গুরু অপ্রাকৃত, তাঁহার শিক্ষা, দীক্ষা অর্থাৎ সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন সকলই অপ্রাকৃত তত্ত্ব। জীব স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত, ভগবদ্বিমুখতাহেতু কর্ম্মফলানুসারে স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধি দ্বারা আবৃত হয়। এই আবরণ উন্মোচন করিয়া জীবকে নিত্য, স্থিতিশীল বস্তুর সঙ্গে যোগযুক্ত করিয়া তাহাকে অপ্রাকৃত সেবায় প্রতিষ্ঠিত করেন সেবাবিগ্রহ সদ্‌গুরু। প্রাকৃত-তত্ত্বক হইতে উদ্ধার লাভ করিবার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই—সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত। সদ্‌গুরু কৃপা করিয়া জানাইয়া দেন যে, প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা অপ্রাকৃত বিষয় গ্রহণ করা যায় না, প্রাকৃত জগতের বিষয়, বুদ্ধি, পুরা-অধ্যয়নাদি, দেহসম্পর্কিত [illegible], আত্মস্বজনের প্রতি আসক্তি, বর্ণ, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, সৌন্দর্য্য প্রভৃতির অভিমান থাকা পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত ভূমিকার দিকে গতি বর্দ্ধিত হওয়া যায় না। "কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার"—এই বাক্যটী কলকে প্রত্যেক সেবোন্মুখ জীবের নির্ম্মল চিত্তে সদ্‌গুরুই উদয় করান। সদ্‌গুরুই নামাচার্য্য, সদ্‌গুরুই নামবিলাসী, তাঁহার শ্রীমুখ হইতে সর্ব্বক্ষণ শ্রীনামের সৌজন্য সংবর্দ্ধিত হইতেছে। পরমারাধ্যতম প্রাচীন আচার্য্যদেবের বাণী হইতে আমরা সদ্‌গুরুর স্বরূপ জানিতে পারি—"যিনি সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন-সংরত থাকিয়া কোন দৈবেবশতঃ যথাসময়ে অপরাধ করেন না, সমস্ত বস্তু কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌছাইয়া দেন, কৃষ্ণকীর্ত্তনসেবায় নিযুক্ত করেন, তিনিই প্রকৃত গুরু বা আচার্য্য।" এই অপ্রাকৃত ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে, সুকৃতিফলদ্বারা যাঁহার কৃপা হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। তিনি জীবকে নিত্য কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন।

সত্যের মধ্যে যেরূপ অসৎ থাকিতে পারে না, সেই প্রকার অসত্যের নিকটও সত্যের প্রসঙ্গ নাই। জ্ঞানের বিপরীত অজ্ঞানতা, চেতনের বিপরীত অচেতনতা, আনন্দের বিপরীত নিরানন্দ। সত্যের আশ্রয়ে যেমন জ্ঞান আনন্দ ও চেতনতা লাভ হয়,—অসত্যের কবলে পড়িলে তেমন অজ্ঞানতা, নিরানন্দ ও অচেতনতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অসদ্‌গুরু নিত্য অসৎ অর্থাৎ অনিত্য বস্তুর উপাসক চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে যাহারা আছে তাহার চতুর্দ্দশ গণ্ডী। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তোষণ তৎপর। এই ইন্দ্রিয়তোষণকার্য্যে যখনই বাধা উপস্থিত হইয়াছে, তখনও তাঁহারা অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া চতুর্দ্দশ ভুবনে ছুটাছুটি করিতেছে। অনন্তকাল যাবত এইরূপ ছুটাছুটি বিরামহীনভাবে চলিতেছে। কাজেই অসদ্‌গুরুর সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন সবই প্রাকৃত, নশ্বর ও পরিবর্ত্তনশীল। অসত্যের প্রতি যাঁহার অভিনিবেশ তিনি কোন প্রকারেই গুরু বা বৃহদ্বস্তু হইতে পারেন না। তিনি ত বদ্ধজীব তাঁহার বদ্ধতাই তাঁহাকে লঘু আকৃষ্ট করিয়াছে। তিনি কুসংস্কারগ্রস্ত, স্বার্থান্বেষী ও সংশয়যুক্ত, সুতরাং স্বরূপ ভ্রান্ত ও উপাধিযুক্ত। যিনি নিজেই বিরূপে অবস্থিত, তিনি অপরকে কেমন করিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, বৃহদ্বস্তুর অনুসন্ধান দিবেন? কড়া যদি লক্ষপতি হন, তবেই না লক্ষ টাকা দান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব; নতুবা তাঁহার সে চেষ্টা বাতুলতামাত্র। সেই প্রকার এক বদ্ধজীব অপর এক বদ্ধজীবকে আশ্রয় দেওয়ার অভিনয় করিয়া কোথায় কি প্রকারে আশ্রয় দিবে? প্রাকৃত জগতে আশ্রয় কোথায়? নশ্বর এবং আশ্রয় ত ক্ষণস্থায়ী, অত্যন্ত যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়, তবে উঁহারা কোথায়, কে আশ্রয় দিবে? কিন্তু বহু-বাসনা তুলিয়া আজ এই জগতের জীব পতিত হইয়াছে, পুনরায় সেই বর্ণের প্রথম বিচার দ্বারাই যদি চালিত হওয়া যায় তাহা হইলে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা আশা সুদূর-পরাহত। মনুষ্যজন্ম দুর্লভ সেই মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া অতি অল্পসংখ্যক মানব নিত্য মঙ্গলের জন্য ব্যাকুল হয় [illegible]। তিনি সদ্‌গুরুপাদপদ্ম [illegible] পূর্ব্বক শুদ্ধদেবের নিত্যসেবা [illegible] পক্ষে [illegible]। সদ্‌গুরু [illegible] কৃপাপূর্ব্বক [illegible] জানেন, তাঁহার কৃপায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার হয়।

বহু ভাগ্যে পুঞ্জীভূত সুকৃতিফলে মাধুর্য্য পণ্ডিতের প্রতি প্রভুর কৃপাবর্ষণ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর উদ্ধারকারী কোটিস্বরূপ [illegible] অদ্য ও অনুগ্রহের শ্রীপাদপদ্মে আমাকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু আমি আত্মকেন্দ্রিক অনাদর করিলাম বাহ। শিষ্য হইয়া তাঁহার শাসনবাণীতে নিঃশঙ্ক হইলে অনর্থসকল অচিরাৎ দূরীভূত হয়। শাসন স্বীকার করিব না—শিষ্য হব, তা হতে পারে না। শ্রীগুরুদেব তাঁহার বাণীরূপ [illegible], যাহা মাধুর্য্য [illegible] 'চরম সুখ লাভের কথাই না' করিয়াছেন। তাঁহার এই মহৎ কার্য্যে আর কতদিন উদাসীন থাকিব? নেতা-বাদীনতা দ্বারা প্রকৃত আচরণের আদর্শ জীবন যাপন করা যায় না। যে সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এখনও যদি শাসনরহিত হইয়া চিন্তাহীন জীবন কাটান যায়, মঙ্গলের জন্য ঐকান্তিকতা অন্তরে না জাগে, তাহা হইলে লক্ষ জন্মেও আর এ সুযোগ লাভ হইবে না, ইহা নিশ্চয়। সাধক জীবের সাধন চেষ্টা শ্রীগুরুপাদপদ্মের জন্য, তবে তাঁহার শাসনবাণীতে কত উদাসীন হই কি করিয়া? তাঁহার কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিবার উপায় নাই। কৃষ্ণ যেখানে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে" [illegible] ইচ্ছা [illegible] হয়, তাহা হইলে শ্রীগুরু [illegible] আবেগ নিজ পদে [illegible] আত্মসমর্পণ করিলে হবে ত' [illegible] লাভ হইবে। নতুবা কোথায় [illegible]

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামীরূপে শিখান আপনে।

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার,
কলিকাতা [illegible]
সেবক [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল্

(৩) শ্রী[illegible]পুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

( ) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগবান্দাস ব্রহ্মচারী

(৭) কাজির সমাধি পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) সম্বন্ধ কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ কালনা (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ কালনা (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিনোদ

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নম
গোবিন্দপুর, পোঃ ঠাকুরপাড়া (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবীননন্দন ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
চাকদহপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible]ঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible]বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible]বিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া আসাম
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] আসাম
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible] ইউ পি।
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ[illegible]
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা
সেবক—শ্রীনীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) বারাকপুর গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিসোপান

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) মদনমোহন বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গোকুলবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] পাঞ্জাব।
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) ব্যাস গৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল পাঞ্জাব।
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড নয়া দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible]
[illegible] পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণ[illegible] পুর
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]পুর, [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেবক—স্বামী বিনোদবাণী [illegible]

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible], [illegible] ইউ-পি)
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible]পুর (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) সারস্বতবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]গোবিন্দ [illegible]

(৬৯) সারস্বতবিদ্যাপীঠ, বৈদিকমঞ্জ,
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—সংবাদ—

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণের পৃষ্ঠায়			বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
প্রথম দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	প্রথম দিনের	পরবর্তী দিনের
প্রতি লাইন ।৹		৵০	।০
ইঞ্চি		১।০	১৲
সিকিকলম ৭৲	৪৲		৯৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৯৲	৬৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে হার

বিজ্ঞাপনে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪।০
সিকিকলম ১৫৲	১৪৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	১০৲
এক কলম ৩০৲	৩০৲

চাঁদার হার

অগ্রিম (ডাকমাশুলসহ)	
বার্ষিক	৫৲
ষাণ্মাসিক	২৸০
ত্রৈমাসিক	১৲

প্রতি সংখ্যা এক পয়সা। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বিবরণ পত্রের দ্বারা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—সংবাদ—

—শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

শ্রীধাম মায়াপুর—গঙ্গার সন্নিকটে স্থাপিত এবং বোর্ডিং সহ পরিচালিত স্কুল। স্বাস্থ্যকর স্থান ও মনোরম। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য নিয়মিত সুবন্দোবস্ত আছে। বেতন ও বোর্ডিং খরচ ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা প্রামাণ্যভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ অপূর্ব গৌরবে বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

অবতার ও অংশাবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ রচিত বিভিন্ন অবতারসমূহের বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ ভাষায় রচিত। ইহাতে বহু চিত্র (chart) অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিভাগসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ...।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মডার্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু ... প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের মূল্য ১০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে সাম্প্রদায়িকতা ... সমন্বয়, ... অবতার, একাদশী, ... বিচার ও আলোচনা আলোচিত এবং ... সর্বসিদ্ধান্তসমন্বয় প্রকাশ হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ... শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত ... ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিভাগীয়প্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল ... ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এবং ... তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব ... সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকতা, ... ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের ব্যাখ্যা, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলানুগ অন্বয়ে ... সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ তাৎপর্য্যসহ ... শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের ... প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রভূত লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। ... কাগজে ... বৃহদাকারে প্রায় সহস্র-পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ... ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীঅনন্তবাসুদেব ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রয়োজনবোধে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বৃহত্তর সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, একাদশ প্রাচীন ও বহু নির্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য গ্রন্থ। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত সরলভাবে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের কথা ও শিক্ষা। ভিক্ষা ।৵০ আনা। ছাত্রদের পক্ষে ৵১০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ শ্রীকুঞ্জ, বি-এল পুরাণা পল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের প্রিন্সিপালের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ মহোদয়ের গৌরবাণী-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং সুনিপুণ লেখনীর অদ্ভুত বল আশ্রয় করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের লীলাচরিত্র-পাঠে দক্ষ হইন। এই গ্রন্থে, অভিনব ও অদ্বিতীয় এক সার্বিক ও বিশদ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমস্ত আলোচনা। প্রথম খণ্ডটি ৬০০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ঐ গ্রন্থে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকায় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দ ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ একখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০, দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা- নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-৫৮	৬ ২২	৭ ১৪	১১-৩	৩-১৬	১৬-৫৮	১৭-৫৩	২২০৫
দমদম		৪-৫৬	৬ ৭৩	৭-১৮	১১-১৮	১৩ ৫০		১৮-৩ ২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-০৭	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৪৪	০-৫৮
রাণাঘাট ছাঃ	৭-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১২-৩৩	১৫ ৫	১৮-৩৫	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ৫	৮-৪০	১০-৮	১০-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(বাম) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৫৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭ ৫৫	১০ ৫৩	১৮-১৭	২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৭
দমদম ,,	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(শান্তিপুর) ছাঃ	১৩ ৫৩ (ছোট লাইনে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

নবদ্বীপ

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-৯	৮-৬	১১-৪	১৪-২২	১৬-৮	১৮ ৩৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৫	৮-৪৪	১১-২২	১৪-৭	১৭-৪৬	১৯-৩১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৫৭	১৫-১৮	১৮-৫৬	১৯-২০	২০-৫৬	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২-২৬	১৪-৫৮	১৭-৫০	২০ ৭	২১ ১১	৪-১০
(রাণাঘাট) ছাঃ	৭-৫৫	৯-৩০	১২-৫৩	৫৪-৫৫	১৭-৫২	২০-১১	২১ ১৪	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩০	
কলিকাতা পৌঃ	৯-৪১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩-২৫	৬-১৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:o:—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বন্ধুগণ, পল্লীবাসীর প্রাণস্বরূপ একমাত্র উপায় জীবনের ইহার ন্যায় হিত আর নাই। বিস্তার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদিতে এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৹ পাঁচসিকা আনা। পাইকারী স্বতন্ত্র।

৩২।১নং হরীতকী বাগান রোড, কলিকাতা

অথবা

বেহালা, ২৪ পরগণা।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম মায়াপুর

REGD NO 1544

পত্রপ্রসূনমালা
—::—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন পত্রাবলী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত সৌন্দর্য্য ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ভবানী, ঢাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

শ্রীধামের সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর বাণী ও লীলার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১।০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর · ১০ই পৌষ ১৩৪৭, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪০, বুধবার ; ২৪১তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::(০)::—

গ্রীসের সংগ্রামে বৃটেনের সাহায্য

গ্রীক যুদ্ধের ফলে ইটালীয়দের দুর্ব্বলতা উন্মুক্ত হইয়া ধরা পড়িয়াছে। সুদূরপ্রাচ্যে ইটালীর সৈন্যদল যে দুর্দ্দশার সম্মুখীন হইয়াছে, বিমান ও নৌবাহিনীর দিক দিয়াও তাহারা তেমনি দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছে এবং ফলে দেখা যাইতেছে যে, করফু প্রভৃতি যে সব গ্রীকদ্বীপ দখল করিলে সমর-বিভাগের দিক দিয়া ইটালীর খুব সুবিধা হইত, নৌ বা বিমান-বাহিনীর সাহায্যে এই সব দ্বীপ দখলের কোন চেষ্টাই ইটালী পায় নাই। ইটালীর এই দুর্ব্বলতার ফলে বৃটেন বিরাট সুযোগের অধিকারী হইয়াছে। ক্রীট দ্বীপ দখল করিয়া লইয়া এবং অন্যান্য গ্রীকদ্বীপ ঘাঁটিরূপে ব্যবহারের সুযোগ পাওয়ায় বৃটেন একণে ইজিয়ান সাগরের সহিত ইটালীর সম্পর্ক ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং দোদেকানিজ দ্বীপে যেসব ইটালীয় ঘাঁটি রহিয়াছে, তৎসমুদয়ের সরবরাহ পথও বন্ধ করিয়া দিবার সুবিধা পাইয়াছে।

যাহা হউক পর্য্যন্ত অ্যাড্রিয়াটিক সমুদ্রে গ্রীসের অধিকাংশ স্থান দখল করিবার সময়ে সমর্থ হয়, তথাপি গ্রীসের সমুদ্রে বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব অব্যাহতই থাকিবে। তাহা ছাড়া গ্রীসের সমস্ত দ্বীপপুঞ্জে বৃটেনের অধিকার অব্যাহত থাকিবে এবং গ্রীসের প্রতি বৃটেনের এই সাহায্যই প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া বিবেচিত হইবে। গ্রীসের প্রতি ব্যাপক সার্ব্বিক সাহায্য দান করিতে হইলে সুয়েজ খালের অঞ্চলের স্বল্প ব্যবস্থাকে দুর্ব্বল না করিয়া কিছুতেই সম্ভবপর হয় না।

গ্রীসের পরিচিত সমুদ্রে বৃটেনের বিমান ও নৌ-বাহিনীর প্রভুত্ব থাকায় আরও একটা লাভ আছে। যদি তুরস্কের কোন বিপদ হয়, তখন বৃটেন অনায়াসে সাহায্য করিতে পারিবে। আক্রান্ত হইয়াও গ্রীস বৃটেনের প্রতি আস্থা হারায় নাই এবং বৃটিশ নৌবাহিনীর যে বিরাট সাহায্য সে পাইয়াছে, তাহাতে তাহাকে সন্তুষ্ট হইতেই হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রের মত শক্তি-জার্ম্মাণীর নাই

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবহরের সেক্রেটারী-জেনারেল জেনারেল ই, জেনী ১১ দিনব্যাপী বৃটেনের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে তিনি সংবাদপত্র প্রতিনিধিকে জানাইয়াছেন যে, বৃটিশের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া তিনি যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে খুব আশা পোষণ করিতেছেন।

তিনি বৃটিশ দ্বীপকে একটি সুরক্ষিত দ্বীপ বলিয়া বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, "যেভাবে বৃটিশ যুদ্ধ করিতেছে, তাহাতে তাহাদের পরাজয় হইবে না।" তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, জার্ম্মাণীর বিপুল বিমানবহর থাকিলেও উহা যেরূপ শক্তিশালী বলা হইয়াছিল, সেইরূপ শক্তিশালী নহে।

যেরূপ মনে করা হইয়া থাকে, জার্ম্মাণীর যদি সেইরূপ সমস্ত বিমানপোতই থাকিত, তাহা হইলে তাহারা যে কোন যোগ্য বর্ষণের কথা ভুলিয়া প্যারাসুট প্রেরণের সাহায্যে সংগ্রাম নিষ্পত্তি করিতেছে না, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

তাহাদের দাবী অনুযায়ী যদি তাহারা শক্তিশালী হইত, তাহা হইলে তাহাদের দিনের পর দিন প্যারাসুট বিমানপোতের সাহায্যে ইংলণ্ডে আসিয়া গোলাগুলির মত বৃটিশ শক্তিকে ধ্বংস করিতে সক্ষম হওয়া উচিত ছিল। বর্ত্তমানে বৃটিশের পক্ষে ১খানার স্থলে জার্ম্মাণীর ১২ খানা বিমানপোত বিনষ্ট হইতেছে।

মিশর-মন্ত্রীর যুদ্ধনীতি বর্ণনা

বিদেশী সংবাদদাতা মিশরের নূতন প্রধান মন্ত্রী হোসেন সিরি পাশাকে তাঁহার যুদ্ধনীতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি স্পষ্টভাবে ও স্পষ্ট ইংরেজী ভাষায় উত্তর দিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ ' বৃটিশের সহিত মিশরের একটি সন্ধি হইয়াছে এবং মিশর উহা পালন করিবে। একথা সমস্ত বিশ্বকে বলিতে চাই এবং এ সম্বন্ধে কাহারও যেন কোন প্রকার সন্দেহ না থাকে।" তিনি আরও বলেন যে, উইভেলকে সাফল্য ও গ্রীসকে বৃটেন সাহায্য করায় মিশরবাসীর উৎসাহ বাড়িয়া গিয়াছে।

তিনি আরও বলেন আমাদের সহযোগিতা অতি নিবিড় ও সৌহার্দ্দপূর্ণ। বৃটিশ রাজদূত কাইরোতে আসিয়াছেন অবধি আমি তাঁহাকে ভাই এবং আমরা অকৃত্রিম বন্ধুর ভাব নিয়াই একত্রে কাজ করিতেছি। বৃটেন মিশরের তুলা ক্রয় করায় এই সহযোগিতা দৃঢ়তর হইয়াছে। ইহা আমাদের পক্ষে ভাল হইয়াছে এবং বৃটেনের পক্ষেও কিছু ক্ষতি হয় নাই। ইতোমধ্যে সামরিক আদেশে শত্রু দেশের প্রজাদের সহিত সহযোগিতা করা নিষেধ হইয়াছে। একজন কর্ত্তৃপক্ষ বিদ্রোহ্ধ কোর্টের সাক্ষ্য এবং ও কোর্টের ১৫০ জন কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করিয়াছেন।

বিধ্বস্ত গ্রাফ-স্যাফিতো

সর্ব্বশেষে ইহা জানা গিয়াছে যে, গত ৩০শে নভেম্বর বৃটেনের উপরে একখানা শত্রু বিমানকে বিধ্বস্ত করা হইয়াছে। ৩০শে তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বৃটেনের উপরে ১৩খানা জার্ম্মাণ বিমানকে ভূপাতিত করিয়া ধ্বংস করা হইয়াছে। রাজকীয় বিমানবাহিনীর মাত্র ১৩খানা নষ্ট হইয়াছে; উহাদের ৭জন বৈমানিক নিরাপদে আছে।

বিমান দপ্তরের ঘোষণায় প্রকাশ, বৃটিশ বিমান গত ৩রা উত্তর দেশীয় জাপানের সমরঘাঁটি সমুদ্রকে সাফল্য সহকারে উৎসাহ আক্রমণ করিয়াছিল।

[illegible]

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। [illegible] পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। গৌড়ীয় গৌরবিধায়ক অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য-তম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখোক্ত বচনের [illegible] [illegible] পণ্ডিত ও মনস্বী সজ্জনবৃন্দের যে সকল [illegible] করিয়াছিলেন, [illegible] [illegible] এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমৎ [illegible] ও [illegible] 'সত্যসন্ধানে' অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ [illegible] আচার্য্যবরের 'সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীর নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৷৵০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত ও শ্রীপাদ [illegible] বিরচিত '[illegible]' টীকা [illegible] [illegible] ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। [illegible] সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীক শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কলিকাটীকা', [illegible] [illegible] ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (বাঁধা) ৯৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (বাঁধা) ৪.
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৸
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড. -।
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ।৷৹
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আদর্শ
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৵০
২২। ভজন রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ বাঁধা। ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ বাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। [illegible] (সংস্কৃত) ১৲
২৮। বেদান্তসূত্র (সংস্কৃত) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীন-[illegible]-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগোদ্রুম কল্পতরু .০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। অর্চ্চনকণ্ঠহার (পঞ্চম সংস্করণ)
৪৯। আত্মবোধ
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য়)
৫১। [illegible]
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। মধুরকাব্যাবলী বা [illegible] ০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিধর্ম ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষাটীকাসহ) ।০
৫৮। শ্রীরূপশেখর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ০
৬০। মায়াবাদ ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিগীষা ।০
৬৩। সটীক-নিবন্ধাবলম্বন ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্র ।০
৬৫। সাত্বত সিদ্ধান্তম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ অর্গান অব বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী এণ্ড অর্গানিজ ।০
৭২। বিবেকিড অর্গান ৷৵০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। [illegible]
৭৫। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] ৴০
৭৬। [illegible] ।০
৭৭। [illegible] [illegible] [illegible] ।৹
৭৮। [illegible] ৷০
৭৯। শ্রীব্রহ্মসংহিতা (অনুবাদ) ১০৲

হিন্দি অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ।৷
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ১০
৮৪। শরণাগতি ৵।

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৷০

উৎকল ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

গৌড়ীয়সাহিত্যে শ্রীভক্তি-
বিনোদ
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
গীতিগ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য
ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে
প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৷০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রী[illegible]
[illegible] এই
গ্রন্থ সুন্দর অক্ষরে অন্বয়
ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত
[illegible] কাগজ ও ছাপা
[illegible] আনা
প্রাপ্তিস্থান—
[illegible]
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত   [illegible] একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ } ১১ নারায়ণ ৪৫৪ গৌরাব্দ ১০ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৫শে ডিসেম্বর ইং ১৯৪০, বুধবার { ২৪ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ নারায়ণ [illegible] গৌরাব্দ ৪৫৪

শ্রীধামদর্শন

শ্রীধাম সেব্যবস্তু—বিষ্ণুবস্তু। শ্রীধাম জগদ্দর্শিত কোন বস্তু নহেন। শ্রীধাম ভগবদ্বিলাসক্ষেত্র। সেবাবুদ্ধি থাকিলে সেবা শ্রীধামের দর্শন হয়। যিনি সেবাতে উন্মুখ হইয়াছেন, তিনি মহৎ ভক্ত ও নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের অনুগত হইয়া তাঁহাদের কৃপাবলে জ্ঞাননেত্রে শ্রীধাম দেখিতে পান। ভোগপর চক্ষে শ্রীধাম প্রপঞ্চের অন্তর্গত সাধারণ স্থানের ন্যায়ই বোধ হয়। ভোগবুদ্ধি থাকাকালে শ্রীধামদর্শন হইতে পারে না। শ্রীধাম দৃশ্য নহেন, তিনি আমাদের দ্রষ্টা। দৃশ্যাভিমানে সেবাপর হইলেই শ্রীধামদর্শন হয়। যেখানে ভোগবুদ্ধি, সেখানেই মায়া। সেখানে ভগবদ্ধামের দর্শন বা স্ফূর্ত্তি হয় না। সৌভাগ্যবান্ জনগণই শ্রীধামকে সেব্যরূপে দর্শন করিয়া তথায় নিত্যকাল অবস্থানপূর্ব্বক সেবানুযোগ বরণ করেন। নিত্যসিদ্ধ গৌরভক্তের কৃপায় চিত্তদেশে উদ্ভাসিত না হইলে শ্রীধামদর্শনের আশা কোথায়? শাস্ত্র বলেন,—

চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁ'রে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তাঁর স্বরূপ বিলাস।
গোপগোপীসঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস॥
(চৈঃ চঃ)

জড়েন্দ্রিয়ে জড়দর্শন, সেখানে চেতনদর্শন, সেব্যদর্শন বা শ্রীধামদর্শন নাই। জড়চক্ষে কখনই চিন্ময় শ্রীধামদর্শন হয় না, জড়চক্ষু দ্বারা বাহিরে দেবীধাম বা চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক জড়জগৎ দর্শন হয়। জড়চক্ষে চিন্ময়ধাম শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীনবদ্বীপ বা চিন্ময় ভগবৎস্বরূপ শ্রীবিগ্রহ কখনই দর্শন হয় না। চক্ষু তিনটী—বহিশ্চক্ষু, অন্তশ্চক্ষু ও আত্মচক্ষু। আমরা বহিশ্চক্ষু দ্বারা সূর্য্য, নক্ষত্র, বৃক্ষ, কানন, অট্টালিকা প্রভৃতি দর্শন করি, অন্তশ্চক্ষু দ্বারা অন্তর্জ্জগৎ দর্শন হয়—স্বর্গলোক, গন্ধর্ব্বলোক, ইন্দ্রলোক, চন্দ্রলোক ইত্যাদি দর্শন করি। আর আত্মচক্ষু দ্বারা চিজ্জগৎ অর্থাৎ শ্রীধামদর্শন করি।

আমরা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া দেবতাদের ভক্তিসাধনের জন্য শ্রীগয়া, শ্রীমথুরা, শ্রীধাম, শ্রীমন্দির, শ্রীসাধু, শ্রীবিগ্রহাদিকে স্বীয় ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করিবার বস্তু মনে করিয়া যে কত অপরাধ করিয়াছি ও করিতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। নানা তীর্থে ভ্রমণ করিলাম, অনেকদিন শ্রীধামবাস করিবার আড়ম্বর করিলাম, কিন্তু শ্রীধামের শুভস্ফূর্ত্তি হইল কই? সেইজন্য বলিতেছি, ভোগোন্মুখবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক সেবোন্মুখ না হইলে, উদ্ধারণ শ্রীধামের নিকট শরণাগত না হইলে, শ্রীধামবাসী, সাধুগণ ও শ্রীধামের সেবা করিবার প্রবৃত্তি না থাকিলে, শ্রীধামবাসীর কৃপা না পাইলে কোটিজন্ম শ্রীধামবাসের অভিনয় করিয়াও শ্রীধামের স্বরূপ আমার উপলব্ধির বিষয় হইবে না—শ্রীধামদর্শন হইবে না।

শ্রীনবদ্বীপ মনে নূতন দ্বীপ নহে। শ্রীগৌরনারায়ণের লীলাস্থলি শ্রীধামটী হইয়া জীবকুলকে কৃপা করিবার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। ইহা চিন্ময় মহাবৈকুণ্ঠ। তাহার কোথাও স্থান নাই, সম্পূর্ণ একরূপ [illegible] পরেশকরুণ গৌরধাম কৃপা করিয়া স্থান দেন। নবম ক্ষীণ [illegible] নবাধার ভক্তাঙ্গস্থানই শ্রীনবদ্বীপধাম—অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ, রুদ্রদ্বীপ—এই নয়টি দ্বীপ লইয়াই শ্রীনবদ্বীপধাম। অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর আত্মনিবেদনের স্থান। এ স্থানে নিত্যানন্দ শ্রীধামবাসী শ্রীগুরুবর্গের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিয়া শ্রীধামসেবার জন্য কায়, মন, প্রাণ, বাক্য—সমস্ত নিবেদন করিয়া শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া ভজনপ্রসঙ্গে শ্রীধামবাস করিতে হইবে, তাহা হইলে এরূপ সেবোন্মুখ পুরুষের হৃদয়েই শ্রীধাম কৃপাপূর্ব্বক নিজ প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিবেন। নতুবা আত্মপ্রতারণার আশ্রয় করিয়া জীব স্বীয় চেষ্টাবলে এই জড়চক্ষে ও জড় মনে কখনও শ্রীধামের স্বরূপ ও মহিমা দেখিতে বা জানিতে পারিবে না। ভোগোন্মুখ মন যাহা চিন্তা করে বা যাহা দর্শন করে, তাহা জড়চিন্তা ও জড়দর্শন। সেবোন্মুখ শুদ্ধ মনে স্বতঃই অপ্রাকৃত চিন্ময় ধামের স্ফূর্ত্তি হয়। [illegible] শ্রীমায়াপুরে [illegible] শ্রীধামবাসিগণের সম্মুখেই আমার মত [illegible] জানিয়া [illegible] নিকট সেবোন্মুখ হইয়া হরিকথা শ্রবণ করিলে জীবের অর্থলাভ হয় না—[illegible] না। অতএব [illegible] শ্রীধামবাস করিলে [illegible] আমাদের [illegible] প্রবল। [illegible] না [illegible] সাধুসঙ্গ কৃপা লাভ করিয়া তাঁহার [illegible] বিশ্বাস [illegible] পূর্ব্বক সেবোন্মুখচিত্তে তাহা কীর্ত্তন [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] গোলোকের [illegible] অসম্ভব। [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible]

[illegible] বা [illegible] উপর [illegible] কৃপায় [illegible] পারেন, তিনিই শ্রীধাম। [illegible] আনুগত্যের অভাবে [illegible] বিচার প্রবল হওয়াতেই

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

আমাদের নানা প্রকার ভ্রান্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাই আমরা শ্রীধাম বাসের সুযোগ, সাধুসঙ্গের সুযোগ পাইয়াও পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত হইতেছি। এখন যদি শ্রীচৈতন্য [illegible] কৃপা করেন তবেই মঙ্গল, নতুবা মঙ্গলের কোনও উপায় দেখি না।

[illegible] এই [illegible] শ্রীধামদর্শন করা যায় না। বৈষ্ণবাচার্য্যের অনুসরণ [illegible]। শ্রীনবদ্বীপধামে বাস [illegible] হইলে [illegible] আর জড় [illegible] সংসারে আসিতে হইবে না। সাধুসঙ্গ হইলে— নিজেকে সাধুর পাদুকা বাহক বলিয়া জানিতে পারিলে আমরা [illegible] হইবে, নিত্য সেবানন্দ লাভ করিয়া নিত্যকাল শ্রীধামেশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে থাকিবার সুযোগ পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারিব।

গৌড়ধাম ও ব্রজধাম তত্ত্বতঃ সম্পূর্ণ অভেদ। উভয়ের মধ্যে কেবলমাত্র [illegible] আস্বাদনজনক [illegible] যেমন [illegible] সেইরূপ গৌরাঙ্গ [illegible] কোন লীলায় [illegible] অধিক এই কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা তত্ত্বতঃ একবস্তু, [illegible] দর্শন করিয়া থাকেন। গৌড়ীয় কোন [illegible] ভিতর যেমন [illegible] শ্রীনবদ্বীপ ধাম। শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যে যেমন নন্দগ্রাম শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবস্থান গোকুল নন্দভবন শ্রেষ্ঠ, সেই প্রকার শ্রীনবদ্বীপের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের যোগপীঠ শ্রীমায়াপুরে [illegible] শ্রেষ্ঠ। আবার নন্দভবন হইতে রাসস্থলী শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ [illegible] ভবন হইতেও সংকীর্ত্তন রাসস্থলী শ্রীবাস অঙ্গন শ্রেষ্ঠ। শ্রীবৃন্দাবনের রাসস্থলী হইতেও যেমন গিরিগোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ শ্রীনবদ্বীপে [illegible] হইতেও শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন শ্রেষ্ঠ। কেন না, এই স্থানে আছেন শ্রীগোবর্দ্ধন — [illegible]। শ্রীগোবর্দ্ধন হইতেও যেমন শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবন হইতেও তাঁহার সন্নিকটে অবস্থিত শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। সুতরাং শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]। তাহা সকলের অগোচর জানি না, এই শ্রীধামদর্শন বা শ্রীচৈতন্যমঠ-দর্শন আমার কবে হইবে? আমরা যদি সদ্গুরুর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া সম্বন্ধবিহীন হইয়া শুধু কেবল বাহ্য বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর করত শ্রীধামদর্শন করিতে যাই, শ্রীধামবাসের [illegible] করি, তাহা হইলে আমাদের শ্রীধাম-দর্শন বা নিত্যবাস কখনই হইবে না। এই শ্রীধামদর্শন, শ্রীধামবাস কেবল সদ্গুরুর কৃপাসাপেক্ষ। আমি নিজ ক্ষুদ্র বিদ্যাবুদ্ধি-বলে এই অতীন্দ্রিয় বস্তুকে—শ্রীধামেশ্বর ও শ্রীধামকে মাপিয়া লইতে পারি, ইহা মনে করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নহে। মাপিবার বুদ্ধি লইয়া কি অপ্রাকৃত শ্রীধামের দর্শন পাওয়া যায়? ভোগোন্মুখবুদ্ধি থাকিলে শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি, শ্রীমহাপ্রসাদে ভাত ডাল বুদ্ধি, শ্রীবৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি, শ্রীধামে গ্রামবুদ্ধি হইবেই। এই সমস্ত বুদ্ধি নরকগমনেরই সূচনা করে। এই বিপদের হাত হইতে নিস্তার লাভের একমাত্র উপায় শ্রীধামবাসীর প্রতি শ্রদ্ধা, শ্রীধামবাসীর চরণে শরণাগতি—আত্ম-নিবেদন। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

যৎকিঞ্চিৎ

(শ্রীল [illegible] মহারাজের হরিকথাবলম্বনে লিখিত)

[illegible] জীবগণ যথাস্থলে আছে, যদি শুদ্ধভক্তির আনুগত্য করে, তবে শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল আচার্য্যদেব ও সচ্চিদানন্দ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দর্শন পাইবে। আর যদি মায়াবাদীর আনুগত্য করে, তবে [illegible] করিবে।

"সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিধেয় এই সূত্র।"—ইহা সনাতনশিক্ষা: শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের শিক্ষাই সনাতন-শিক্ষা। মহাপ্রভু, কল্যাণকল্পতরু, বৈষ্ণব ঠাকুরের শিক্ষাও সনাতন-শিক্ষা। সম্বন্ধ-জ্ঞানাচার্য্য শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু আমাদের শ্রীগুরুদেব। সম্বন্ধজ্ঞান না হইলে অভিধেয়-জ্ঞান হয় না। শ্রীমঠে সর্ব্বক্ষণ সনাতন শিক্ষার কথাই কীর্ত্তিত হয়। এই সনাতন শিক্ষা বা সম্বন্ধজ্ঞানের কথা কীর্ত্তনের জন্যই পরমকরুণাময় শ্রীল প্রভুপাদ নানাস্থানে শ্রীমঠমন্দিরাদি স্থাপন করিয়াছেন।

যাহার দুইটী অন্ধ একটী [illegible], অপরটি আলো। নিরন্তর [illegible] অন্ধকার বা [illegible] দূরীভূত হয়। তখন সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই চর্ম্মচক্ষু দ্বারা শ্রীচৈতন্যচরণের চিন্ময় মূর্ত্তি দর্শন হয় না। এই চর্ম্মচক্ষু দুইটা [illegible]। প্রেম দ্বারা [illegible] ভক্তি-চক্ষু দিয়াই [illegible]-বিশিষ্ট শ্রীশ্যামসুন্দর ও আহ্লাদিকা-শিরোমণি শ্রীশ্রীরাধাসুন্দরীকে সাধুগণ হৃদয়ে দর্শন করেন।

প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কৃষ্ণবিষয়ক জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। সেবোন্মুখ জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি লাভ করেন। আলোকোন্মুখ, রসোন্মুখ, গুরুমুখ হইলে কৃষ্ণবিষয়ক জ্ঞান লাভ হয়। ভোগোন্মুখ, মায়া-উন্মুখ, জড়োন্মুখ হইলে কৃষ্ণবিষয়ক জ্ঞান লাভ হয় না।

হরিতোষণই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। মায়াশক্তির প্রভাবেই জীবের বিরূপের অভিমান হয়। বিরূপের অভিমানে প্রমত্ত জীবগণ হরিতোষণের পরিবর্ত্তে মায়াতোষণে প্রবৃত্ত। যে সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, সে সকলকে কৃষ্ণের শক্তিরূপে দেখে, আপনার ভোগ্যবস্তু দেখে না, স্ত্রীপুত্র দেখে না। তাঁহার কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম, কৃষ্ণকাম-বিষয়ে ভুল হয় না।

[illegible] কথা [illegible]। কাণ দিয়া দেখিতে হয়, পদাদি সেবা করিতে হয় কাণ দিয়া, স্পর্শ করিতে হয় কাণ দিয়া,—এ কথা গৌড়ীয়মঠ ছাড়া আর কেহ বলে না।

আমরা কৃষ্ণের শক্তি, যদি হরিনাম কেহ করিতে চায়, তাহাকে কৃষ্ণের দাস হইতে হইবে

"কলিকালের ধর্ম্ম কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥"

পূর্ব্বাভিমান ছাড়িতে হইবে। পূর্ব্বাভিমান না ছাড়িলে মঠবাসী হইতে পারা যায় না। পূর্ব্বাভিমানী ব্যক্তিগণ ব্রজবাসী [illegible]

শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুতে ভেদবুদ্ধি করিতে হইবে না। কৃষ্ণ কে? কৃষ্ণের স্বরূপ কি, জানা দরকার। কৃষ্ণের স্বরূপই নামের স্বরূপ। কৃষ্ণের স্বরূপজ্ঞান না থাকিলে মঠে থাকিয়াও ব্রহ্মচারী হয় মায়াচারী, সন্ন্যাসী হয় রাবণ। বানপ্রস্থ হয় বাতাশী, গৃহস্থ হয় গৃহমেধী বা গৃহব্রত।

সৎ, চিৎ ও আনন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর তিনি স্বয়ংরূপ, অনাদি ও সকলের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ। শ্রীভগবন্নাম শ্রবণ-কীর্ত্তন-[illegible] দ্বারা এই কৃষ্ণস্বরূপজ্ঞান আবশ্যক। জীব কৃষ্ণের দাস—সেবক, ইহা জানিয়া হরিনাম করিলে হরিনাম হইবে।

সর্ব্ব [illegible] শ্রীবাস অঙ্গনের শ্রীসংকীর্ত্তনরাসে যোগ দিতে পারেন। শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীবাস অঙ্গনের দ্বাররক্ষক। সর্ব্বসমর্পণরূপ দক্ষিণা না দিলে কেহ সংকীর্ত্তন-রাসস্থলীর টিকিট পায় না। কায়মনোবাক্যে শ্রীহরিসেবায় সমর্পণই সেই অপ্রাকৃত টিকিট প্রাপ্তির উপায়।

সর্ব্বাত্মসমর্পণের অপর নাম শরণাগতি শরণাগত ভক্তগণই কৃষ্ণসংকীর্ত্তনরাসে প্রবেশ করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর বৈদিক জীবন, তপস্যা, বৈরাগ্য, বিদ্যা, ধন, কুল প্রভৃতিকে উচ্চ আসন দেন নাই। পরম তপস্বী, নবদ্বীপবাসী পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারী পর্য্যন্ত শ্রীবাস অঙ্গনের সংকীর্ত্তন-রাসে প্রবেশের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরি বলিলেন,—

"মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি?
পয়ঃপান করিলে কি মোরে হয় ভক্তি?
দুই ভুজ তুলি' প্রভু অঙ্গুলি দেখায়।
পয়ঃপানে কভু মোরে কেহ নাহি পায়॥"

কৃষ্ণাতিরিক্ত অন্য আত্মার সেবাসৌন্দর্য্যে কৃষ্ণ মুগ্ধ নন। যে আত্মা সেবাসৌন্দর্য্যে কৃষ্ণকে বশ করিয়াছে, সেই আত্মার আলাপ-ব্যবহারে, চরিত্রে, কার্য্যকলাপে জগৎ বশ হয়।

যিনি শ্রীকৃষ্ণকে বশ করিয়াছেন, তাঁহার চালচলন, কথাবার্ত্তা, হাসি—সব সুন্দর। কেন না, তিনি সকল সৌন্দর্য্যের মূল আকর শ্রীশ্যামসুন্দরকে দেখেন, তাঁহার সেবা করেন, তিনি সর্ব্বক্ষণ শ্রীশ্যামসুন্দরের বংশীধ্বনি শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবা করেন এইজন্য তিনি কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু জানেন না। তিনি কৃষ্ণগুণকীর্ত্তন ভিন্ন আর কিছু বলেন না, কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ ব্যতীত আর কাহাকেও দেখেন না। তাঁহার রসনা, নাসাদি অন্য ইন্দ্রিয় কৃষ্ণসেবা ছাড়া আর কোন দিকে ধাবিত হয় না।

সমস্ত সংসার শ্রীহরিসেবার প্রবলভাবে বাধা দিবে, কিন্তু প্রাণান্তেও কৃষ্ণসেবা ছাড়িতে হইবে না। হরিবিমুখ জনগণ হরিভক্তের প্রতি বহু অত্যাচার করিয়া থাকে। কিন্তু সাধু তাঁহার স্বভাবধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না।

"ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং পুনরপি পুনঃ চন্দনং
চারুগন্ধং
ছিন্নং ছিন্নং পুনরপি পুনঃ
স্বাদুচৈবেক্ষুদণ্ডম্।
দগ্ধং দগ্ধং পুনরপি পুনঃ কাঞ্চনং
কান্তবর্ণং
ন প্রাণান্তে প্রকৃতিবিকৃতির্জায়তে
সজ্জনানাম্॥"

সাধুসঙ্গের প্রভাবে সদা শ্রীকৃষ্ণের [illegible] কথা হয়। সেই কথায় অন্তর নির্ম্মল হয়।

সকলে বীর্য্যবতী কৃষ্ণকথা বলিতে পারে না। অসদ্বার্ত্তা অসতী [illegible]

ভক্তি করি' যে শুনে চৈতন্য-অবতার। সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার॥

জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করে, কৃষ্ণবিস্মৃতি আনয়ন করে, জীবকে একেবারে অধঃপাতের দিকে লইয়া যায়। জগতের লোক কতকগুলি কথা বেচিয়া, গ্রামোফোন ইত্যাদি যন্ত্রের মধ্যে ধরে, উহাতে কেবল অর্থ ও সময় নষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্যবতী কথা হৃদয়ে ধারণ করিলে হৃদয় সরস হয়, উত্তরোত্তর শ্রবণ ও কীর্ত্তন-স্পৃহা বর্দ্ধিত হয়। হরিকথা-শ্রবণ করিবার দুইটী প্রক্রিয়া আছে; যিনি শ্রবণ করিবেন,—তিনি প্রকৃতই শুশ্রূষু কি না, আর যাঁহার কথা শ্রবণ করিবেন তাঁহার প্রতি প্রকৃতই শ্রদ্ধা আছে কি না?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ করিতে হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা আবশ্যক। আমরা সনাতনশিক্ষা শ্রবণ করিতে চাই কিন্তু যদি শ্রীল রূপের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকে, তবে কি করিয়া শ্রবণ হইবে? শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে হইলে আগে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা দরকার, নতুবা প্রকৃত শ্রবণ হইবে না। হরিকথায় প্রাণ ব্যাকুল হয় না কেন? কৃষ্ণকথায় বিকার হইতেছে না কেন? 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ'—ইহা হইতেছে না কেন? যাঁহারা পরমার্থলাভের জন্য বাড়ীঘর ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের বিশেষ বড় সংকটে সাধন করিতে হইবে। শ্রীশ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে একান্ত শরণাগত হইয়া যাহা কর্ত্তব্য জানিয়া লইতে হইবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিশ্বাস নাই, তাহাতে মনোবৃত্তি করিয়াই বড় দুর্দ্দশা উপস্থিত হইতেছে। 'আশ্রয় লইয়া ভজে, তা'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে', এ জ্ঞান নাই। শ্রীহরিনামই উপায়, শ্রীহরিনামই উপেয়। অবশ্য হরিনাম-গ্রহণে বাধা-বিঘ্ন আছে বটে; বিষয়াভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণ পুত্র-কন্যা বিপথগামী হইলে বিরোধিতা করে না, কিন্তু হরিভজনের প্রতি কাহারও রুচি হইলে তাহাকে যথেষ্ট বাধা দেয় কি করিয়া তাহাকে পুনরায় মায়ার সংসারে আকৃষ্ট করিবে তজ্জন্য শত শত কৌশল বিস্তার করে। কত লোক আমরা ভাগবত অধ্যয়নে পরিজনের বিরোধিতার কথা বলিতেছি, কিন্তু বাধা থাকিলেও শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ হরিভজন ছাড়েন নাই। আবাল্যব্রহ্মচারিণী গোবিন্দ যোগিনী শ্রীরাধারাণী দেবী শত সহস্র লাঞ্ছনা-গঞ্জনাতেও শ্রীকৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করেন নাই। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল জীবকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য বলিলেন—

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।' এই কথা আর 'নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিঃ' ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীমুখ বিগলিত শ্লোক একই তাৎপর্য্যপর।

বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা প্রয়োজন

(শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভক্তিশাস্ত্রী বি এ)

পরমকরুণাময় শ্রীভগবানের শ্রীমুখবিগলিত শাস্ত্রও পরমকরুণাময়। শাস্ত্র জীবের অকৃত্রিম বন্ধু। স্বরূপভ্রান্ত জীবের ভুল সংশোধন করিয়া তাঁহাকে স্বরূপের বৃত্তিতে—কৃষ্ণভক্তে প্রতিষ্ঠিত করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। পরমকরুণাময় শাস্ত্র উপদেশ করেন, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র অভিধেয় ও কৃষ্ণপ্রেমই একমাত্র প্রয়োজন। জীববন্ধু শাস্ত্র জীবকে কৃষ্ণকার্য্য ভজন ভিন্ন আর কিছু করিতে বলেন না। যে সমস্ত গ্রন্থ কৃষ্ণভক্তি উপদেশ দেন না, তাঁহারা শাস্ত্র নহেন। বরং গ্রন্থ যদি কৃষ্ণভক্তির উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ ব্যাখ্যা করেন, তাহাও শুনিতে হইবে না, ইহাই শাস্ত্রবাণী।

বৈষ্ণব শাস্ত্রমূর্ত্তি। বৈষ্ণবের নিকটেই শাস্ত্র শ্রবণ করিতে হইবে। 'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে' ইহাই ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুর আদেশ নিজে নিজে শাস্ত্র বুঝা যায় না। যতদিন বৈষ্ণবগুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় না হয়, ততদিন শাস্ত্রশ্রবণ হইতে পারে না। যতদিন বৈষ্ণবগুরুপাদপদ্মে ভক্তি না হয়, ততদিন শাস্ত্র কৃপা করেন না—শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি হয় না।

শ্রদ্ধাবানই শাস্ত্র শ্রবণে অধিকারী। বৈষ্ণবগুরুর নিকট শাস্ত্রশ্রবণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে, শ্রদ্ধাবান্ শুশ্রূষু অপরাধশূন্য ও অপরাধ মুক্ত হইবে। 'সত্যং ব্রবীমি মনুজাঃ স্বয়মূর্দ্ধবাহুঃ' এই শাস্ত্রবাক্য তাহার প্রমাণ। কিন্তু দেখা যায়, শাস্ত্রশ্রবণ করিয়াও বহু লোকের শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস হয় না ও সদ্গুরুতে সদ্বুদ্ধি হয় না—ইহার কারণ কি? শাস্ত্র বলেন, 'যতদিন হৃদয় পাপেতে মলিন থাকে, ততদিন শাস্ত্রবাক্যে সত্যবুদ্ধি হয় না ও সদ্গুরুতে সদ্বুদ্ধি হয় না।' ইহাই অশ্রদ্ধা অর্থাৎ মনোধর্ম্মে বিশ্বাস। মনোধর্ম্মে বিশ্বাস যতদিন থাকিবে, ততদিন শাস্ত্রে ও শাস্ত্রমূর্ত্তি বৈষ্ণবের বাক্যে বিশ্বাস হইতে পারে না।

শাস্ত্র বলেন, বৈষ্ণবই জীবের গুরু। অবৈষ্ণব জীবের গুরু নহেন। 'ন গুরুঃ স্যাৎ স্বজনঃ।' বৈষ্ণবগুরুর নিকটই শাস্ত্র শ্রবণ করিতে হইবে। অবৈষ্ণবের 'নিকট শাস্ত্রশ্রবণ করিলে নরকপ্রাপ্তি হয়, ইহা শাস্ত্রই কৃপা করিয়া জানাইয়াছেন।

বৈষ্ণবগুরুতে অশ্রদ্ধার দরুণই শাস্ত্রশ্রবণ হয় না এবং শাস্ত্রশ্রবণ হয় না বলিয়াই দুঃখসংসার লাভ করিয়া থাকে। "ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা" বৈষ্ণবেতে যতদিন শ্রদ্ধা না হইবে, ততদিন নিস্তার নাই—জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে বদ্ধ হইয়া মায়ার কারাগারে বাস করিতেই হইবে। শাস্ত্রও বলেন—

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥

বৈষ্ণবে অশ্রদ্ধাই জীবের দুঃখ সংসার প্রাপ্তির কারণ। কৃষ্ণবিমুখতার মূলে বৈষ্ণবে অশ্রদ্ধা। বৈষ্ণবের হৃদয়ই শ্রীকৃষ্ণের বসতিস্থল। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র বৈষ্ণবেরই সেবা গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব যদি কৃপা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে না দেন, তবে কেহ শ্রীকৃষ্ণ পাইতে পারেন না। সুতরাং বৈষ্ণবে অশ্রদ্ধাই কৃষ্ণবিমুখতা। যে কৃষ্ণবিমুখ, তাহার বৈষ্ণবে অশ্রদ্ধা আছেই। বৈষ্ণবে যাঁহার শ্রদ্ধা হইয়াছে, তিনি কৃষ্ণবিমুখ নহেন—তিনি কৃষ্ণোন্মুখতা লাভ করিয়াছেন।

জীব বৈষ্ণবের উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া বোকামি করিয়া যায় জিনিবেন করিয়া যে বিষম অনর্থ সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে, তাহা হইতে নিস্তারের একমাত্র উপায়—বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা। জীব যদি নিত্যমঙ্গল চায়—কৃষ্ণভক্তি চায়, তবে বৈষ্ণবে শ্রদ্ধালাভ করিতেই হইবে। বৈষ্ণবে অশ্রদ্ধাই যেমন জীবের অধোগতির একমাত্র কারণ, সেইরূপ বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাই জীবের উর্দ্ধগতির একমাত্র হেতু।

বৈষ্ণবে শ্রদ্ধালাভ করিতে হইলে বৈষ্ণবে পরিপূর্ণ ও সুদৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত বৈষ্ণবদাসের সঙ্গ ও সেবা করা প্রয়োজন। বৈষ্ণবে যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহার সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করিতেই হইবে, নচেৎ বৈষ্ণবদাসের সঙ্গ পাওয়া যাইবে না। সুতরাং বৈষ্ণবদাসের সঙ্গ পাইবার জন্য ভগবানের নিকট নিষ্কপটে প্রার্থনা করিতে হইবে। ভগবান নিষ্কপট সেবাপ্রার্থীকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন—বৈষ্ণবের সেবা সঙ্গ প্রদান করেন। ভগবৎকৃপায় বৈষ্ণবদাসের সঙ্গলাভ হইলে বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধা ও বৈষ্ণবের পদরেণু হওয়ার জন্য আশা দিন দিন উদিত হয়। 'আমি কৃষ্ণপ্রিয় বৈষ্ণবের পদধূলি' ইহাই জীবহৃদয়ের নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষায় যে আনন্দ আস্বাদিত হয়, তাহার তুলনায় কে ব্রহ্মানন্দও তুচ্ছ।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(*)::——

শ্রীভাগবতজনানন্দমঠে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

আকুমারব্রহ্ম শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা শ্রীভাগবতজনানন্দমঠে পাঠকপাবনাশ্রবোধের শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় ও অধ্যক্ষতায় পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের চতুর্থ বার্ষিক বিরহমহোৎসব হরিসংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ১৮ই ডিসেম্বর মঠসেবকগণ প্রত্যুষে শ্রীমন্দিরের মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা, নগরকীর্ত্তন, পাঠ ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর মহামন্ত্র কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণববন্দনা ও বিবিধ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে ভক্তগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপার কথা আলোচনা করেন।

ঐ দিবস উৎসবে যোগদানকারী সহস্রাধিক ব্যক্তিকে শ্রীমহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

পেগু সহরে প্রচার

আকুমারব্রহ্ম শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গত ১০ই ডিসেম্বর বুধবার অপরাহ্ণে প্রচারোদ্দেশ্যে পেগু সহরে গমন করেন।

তথায় দি-ডাক্তার-বি-এ [illegible] কে. এম, সেন মহাশয়ের ভবনে সন্ধ্যায় গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পাঠ ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

তৎপর দিবস পেগু গভর্ণমেণ্ট স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত [illegible], সেনগুপ্ত মহোদয়ের বাসস্থানে তাঁহার ভবনে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। পাঠে [illegible]

[illegible]

সজ্জন [illegible] সহরের [illegible] ছিলেন।

অপ্রাকৃত-মঠসমূহ

(শ্রীচৈতন্যমঠ)

প্রাচীন নবদ্বীপ ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক শ্রীঅখণ্ড বহ্মচারী

( ) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালী … রোড ইট, বাগবাজার,

… ব্রহ্মচারী …

সেবক— … অধিকারী বি-এ

(৩) শ্রীযোগপীঠ প্রকট শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগৌরদাস ঠাকুর দাস

( ) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী…চরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক— শ্রীজগদানন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৭) কাজির সমাধি পাট

মুসলমান শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক— শ্রী…নন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রী…দাস ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী…গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীশচীনন্দন দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ …পুর নদীয়া

সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়-মঠালয়

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী…দাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

হাটডাঙ্গা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রী…গৌর

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক- শ্রী… সেবাবিভাগ

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) প্রপন্নাশ্রম

গোবিন্দপুর, পোঃ …হাটি (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনন্দনন্দন ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

চাকদহপল্লী, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

সেবক শ্রী… ব্রহ্মচারী

(২১) বালিঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

সেবক – শ্রী… ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চটক পর্ব্বত

সেবক— শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ

… পোঃ … ঢাকা।

সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

সেবক—শ্রী…দাস ব্রহ্মচারী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ বালিয়াটী। ঢাকা।

সেবক—শ্রী…দাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

সেবক—শ্রী…দাস বিদ্যাবন্ধু বি এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া আসাম

সেবক—শ্রী…মোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ সরভোগ, … আসাম

সেবক—শ্রী…দাস অধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

… দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রী… ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়-মঠ

পোঃ … ইউ, পি

সেবক—শ্রী…নন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

…পুর পাটনা।

সেবক শ্রী… দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

…

সেবক—শ্রী… দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ

… সিটি

সেবক—শ্রী… ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী… গৌড়ীয়মঠ …

সেবক— শ্রী…দাস ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) … মঠ

পোঃ … ইউ পি।

শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা

সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

… শ্রীধাম বৃন্দাবন

সেবক—শ্রী… ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

…পুর, বৃন্দাবন

সেবক—শ্রী… দাসাধিকারী

(৩৯) ব্রহ্মগোপাল …

পোঃ … মথুরা)

সেবক—শ্রী… ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—…

সেবক—শ্রী… দাসাধিকারী

(৪১) … গৌড়ীয়মঠ

সেবক—শ্রী… …

(৪২) শ্রী… মঠালয়

…, মথুরা

সেবক—শ্রী… দাস

(৪৩) … বিহারী মঠ

… পুরী।

সেবক—শ্রী… দাস

(৪৪) গোকুলবিহারী মঠ—…,

পোঃ …, … (মাদ্রাজ)

সেবক—শ্রী…দাস ব্রহ্মচারী

৪৫। … গৌড়ীয়মঠ

…, পোঃ …, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী… পাবন ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

… রোড, দিল্লী

সেবক—শ্রী… অধিকারী

(৪৭) … গৌড়ীয়মঠ

… রোড, …

…

সেবক—শ্রী…দাস ব্রহ্মচারী

(৪৮) … গৌড়ীয়মঠ

পোঃ … …

সেবক—শ্রী… ব্রহ্মচারী

(৪৯) … গৌড়ীয়মঠ

পোঃ …, … গোদাবরী, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী…গোপাল ব্রহ্মচারী

৫০। … গৌড়ীয়মঠ

… পোঃ … (পুরী)

সেবক—শ্রী…দাস অধিকারী

৫১। … মঠ

… পুরী …

সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

৫২। … মঠ …

সেবক—শ্রী…নন্দ ব্রহ্মচারী

৫৩ … কুঞ্জ

সেবক—শ্রী… দাসাধিকারী

(৫৪) … মঠ

পোঃ …পুর

সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

৫৫। … মঠ

…, পোঃ … (উড়িষ্যা)

সেবক—শ্রী… দাসাধিকারী

(৫৬) … গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রী…পাবন ব্রহ্মচারী

৫৭। শ্রী… গৌড়ীয়-…-মঠ

পোঃ …, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী… ব্রহ্মচারী

(৫৮) … মঠ

…, পোঃ …পুর গোদাবরী

সেবক শ্রী… দাসাধিকারী

(৫৯) … গৌড়ীয়মঠ

পোঃ …, গোদাবরী

সেবক—শ্রী… দাসাধিকারী

৬০। … গৌড়ীয়মঠ

পোঃ … (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী… দাসাধিকারী

৬১। চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

…, পোঃ …, (মানভূম)

সেবক শ্রী… ব্রহ্মচারী

৬২। … গৌড়ীয়মঠ

… স্ট্রীট, রেঙ্গুন।

সেবক - শ্রী…বিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) … গৌড়ীয়মঠ

… নং ১

১, …-রোড

…, …

সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

৬৪। গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী স্ট্রীট,

কলিকাতা

সেবক—শ্রী… ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ …

…নগর, … ইউ-পি)

সেবক শ্রী…নন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব গোস্বামিমণ্ডল

…, চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রী… ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড় মঠ অফিস,

…পুর (পঞ্জাব)

সেবক—প বিলাস… দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ, পি)

সেবক—শ্রী… ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনন্দ… দাস অধিকারী

(৭১) …

সেবক—শ্রী…বিনোদ দাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী… ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক

সেবক—শ্র… ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী… ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীবনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগবতরত্ন-সম্পাদিত

শ্রীনন্দকিশোর ভাগবতরত্ন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৫৲	৫৲
" এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২॥০
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে সাতটী অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রে (chart এ) কিরূপে অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

নবযুগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক আখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের জন্য বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—নবযুগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে গণগড্ডলিকাস্রোতে ভাসমান মানবগণের স্বভাব, সমন্বয়, বর্জন, অভাব, একায়ন, বর্দ্ধন ও ভক্তিসম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা-নিরসনমূলে যুক্তি ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ সমস্যা, ভক্তিরসিক সংসিদ্ধান্তসমূহও প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—নবযুগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেশ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। দরিদ্র ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে সুলভ থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে। বেতন ও সেশনফি মাসিক মাত্র ১০ শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ১৲ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই স্কুলের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই রূপ গ্রন্থ মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ধর্মপ্রচারী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যালীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব অভিনব সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ সংশোধিত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা ও শ্লোকে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় অর্থ ও তাহার প্রতিপদ অনুবাদ, শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সাত শত পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে পাঠোদ্ধৃত উপদেশ সংগ্রহ। ভিক্ষা [illegible] টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের [illegible] সংস্করণ। [illegible], শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, [illegible] প্রভৃতি [illegible], [illegible], স্থান ও [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] [illegible]

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

[illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ (দ্বিতীয় সংস্করণ).

[illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা [illegible]। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা [illegible], [illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট
যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

([illegible])

[illegible]

কলিকাতা ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] ,,	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
রাণাঘাট পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কৃষ্ণনগর পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

([illegible]) ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	[illegible]
[illegible] ,,	[illegible]
রাণাঘাট পৌঃ	[illegible]
ছাঃ	[illegible]
শান্তিপুর পৌঃ	[illegible]
([illegible]) ছাঃ	[illegible] ([illegible])
কৃষ্ণনগর পৌঃ	[illegible]

ডাউন

[illegible]

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কৃষ্ণনগর পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
রাণাঘাট পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
([illegible]) ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
কলিকাতা পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] জীবনচরিত্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (Foreword) [illegible] (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) [illegible] (Index Glossary) [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—[illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; [illegible] [illegible] নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের
মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে [illegible] একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া [illegible]" এবং [illegible] ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

[illegible], [illegible] চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত [illegible] থাকে।

৪। [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "[illegible]" প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছোট বোতল [illegible] আনা, বড় বোতল [illegible] আনা। [illegible]

—[illegible] [illegible] রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible], [illegible]

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম মায়াপুর

REGD NO 154।

গৌড়প্রসূনমালা
—ঃ—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত, বিভিন্ন পদাবলী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিবৃতি 'গৌড়ীয়' আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান -
[illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—ঃ০ঃ—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
ভিক্ষা ১৷০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ১১ই পৌষ ১৩৪৭, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৪০ বৃহস্পতিবার ২৪২তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—ঃ(০)ঃ—

গ্রীক সৈন্যদের বীরত্ব

একখানি গ্রীক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গ্রীক সেনারা যেরূপ অধিকারকালে [illegible] ধৈর্য্য, নৈপুণ্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

সমগ্র রণক্ষেত্র হইতে প্রাপ্ত সংবাদে ইটালীয়দের পশ্চাদপসরণ, ক্ষতি, [illegible]-সংখ্যা বৃদ্ধি বা শত্রুদের [illegible] [illegible] সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

গ্রীকেরা [illegible] উত্তর-পশ্চিম অংশ অধিকৃত এবং সমগ্র একটি ইটালীয়ান [illegible] ছত্রভঙ্গ হয়।

এই সাফল্যের পূর্ব্বে যে সংগ্রাম হয়, তাহাতে গ্রীকরা প্রায় ৩০টি ভারী কামান দখল করে এবং ঐগুলির সাহায্যেই ইটালীয়ানদের উপর গোলাবর্ষণ করে।

—

ছয় সহস্রাধিক ইটালীয় সৈন্য অবরুদ্ধ

গ্রীসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত ৬ সহস্রাধিক ইটালীয়ান সৈন্য আত্মসমর্পণ [illegible] অভিযান করিয়া [illegible] করিয়াছে। উহাদের [illegible] ১০টি নদী-বন্দরে আবদ্ধ হইয়াছে।

ইটালীর সৈন্যদের পলায়ন

এথেন্স হইতে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আর্জিরোকাস্ট্রো দখল করিবার পরেও গ্রীকগণ ইটালীয় সৈন্যদিগকে ইটালীর ঘাঁটির উত্তর-পশ্চিমে টেপেলিনির দিকে হটাইয়া লইয়া গিয়াছে এবং প্রচুর যুদ্ধোপকরণ হস্তগত করিয়াছে। টেপেলিনির উত্তর পশ্চিম এবং আর্জিরোকাস্ট্রোর নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ইটালীয়গণ পলায়ন করিতেছে। বাধা দিবার জন্য তাহারা কিছু করিতে পারিতেছে না। মস্কোপোলিস রণক্ষেত্রে এবং অন্যান্য স্থানেও বহু ইটালীয় সৈন্য বন্দী হইয়াছে। পোগ্রাদেক অঞ্চলেও গ্রীকগণ অনুরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছে।

যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পর ইটালীর যে পরিমাণ বিমান ও লোকক্ষয় হইয়াছে, বিমানপোতসমূহের প্রাপ্ত সংবাদে তাহার বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, রাজকীয় বিমান-বাহিনীর আক্রমণে ইটালী ২১০টি বা তাহারও অধিক জঙ্গী ও বোমারু বিমান হারাইয়াছে। সেইক্ষেত্রে রাজকীয় বিমান বাহিনীর মাত্র ৩টি বিমান নষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। রাজকীয় বিমানবাহিনী গ্রীসে মাত্র ২টি বিমান হারাইয়া ইটালীর ৩৭টি বিমান ধ্বংস করিয়াছে।

—

মুসোলিনী-বাহিনীর পলায়ন

উত্তর আলবেনিয়ায় দুর্দ্দমনীয় সৈন্যদল গ্রীক দুঃসাহসী বাহিনীকে সম্মুখে দেখিয়া দ্রুত রণক্ষেত্র ছাড়িয়া আলবেনিয়ার অভ্যন্তরে পলায়ন করিতেছে। আলবেনিয়ার [illegible] হইতে ২০ মাইল দূর পর্য্যন্ত এবং ইহা একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সহর। দুরাজ্জো ও ভেলোনা বন্দরে রাজকীয় বিমান-বহর ও গ্রীক বিমান-বহর পলায়নপর ইটালীয় সৈন্যদের উপর বোমা বর্ষণ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমানে গ্রীক সৈন্যেরা মস্কোপোলীর পশ্চিম দিকে একটি গ্রাম হইতে উত্তরে অগ্রসর হইতেছে।

[illegible] নিকটবর্ত্তী পাহাড় হইতে ইটালীয় সৈন্যরা পোগ্রাদেকের উপরই তীব্রভাবে গোলাবর্ষণ করিতেছে। সংবাদে প্রকাশ, অধিবাসিগণ সকলেই নিরাপদ স্থানে চলিয়া গিয়াছে। [illegible] পাহাড়ে বহুসংখ্যক গ্রীক সৈন্য অবস্থান করিতেছে এবং উভয় পক্ষের গোলন্দাজের মধ্যে তীব্র যুদ্ধ চলিয়াছিল। তুষার পাতের জন্য অভিযানে যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি হইতেছে। কোন কোন স্থানে প্রায় ৫ ফিট পর্য্যন্ত বরফ জমিয়াছে।

—

জার্ম্মাণ বিমান আক্রমণ সফল হবে না

"ব্লিৎস-ক্রিগই" অতি আধুনিক যুদ্ধকৌশল, বা ব্লিৎস-ক্রিগের পরিচালনে এমন কোন নূতন কৌশল আছে, যাহা জগতের অজ্ঞাত—এসম্বন্ধে সোভিয়েট সামরিক পত্রিকা ও সংবাদপত্রসমূহে যথেষ্ট বাদানুবাদ চলিয়াছে। জনৈক অভিজ্ঞ সমালোচক লাল ফৌজের মুখপত্র "রেড ষ্টার" পত্রিকায় এই সমস্ত বাদানুবাদের সারসংকলন করিয়া সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

উক্ত সমালোচক বলেন যে একটি মাত্র চূড়ান্ত সংগ্রামে শত্রুপক্ষকে পর্য্যুদস্ত করার নেপোলিয়নী রীতি ১৯ ও ১৮ শতকে ব্যর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমানে উহার সাফল্যের সম্ভাবনা আরও বেশী সুদূরপরাহত। উভয় পক্ষের সামরিক শক্তির মধ্যে পার্থক্য যখন অত্যন্ত বেশী এবং সংগ্রাম অল্পপরিসর ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ, ব্লিৎস-ক্রিগ মাত্র সেইরূপ অবস্থায় সফল হইতে পারে।

কেবলমাত্র উক্তরূপ অবস্থার ফলেই জার্ম্মাণী জয়লাভ করে নাই; ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ডের ফৌজের [illegible] জার্ম্মাণীর জয়লাভের মুখ্য কারণ।

যুদ্ধ-চালনার নূতন পাশ্চাত্য পদ্ধতিসমূহের অনুকরণ সোভিয়েট রণ-কৌশল বিশারদের উচিত নয়—বৈজ্ঞানিকভাবে গবেষণা করিয়া ঐ সমস্ত পদ্ধতির কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে [illegible] তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে।

এম, ক্রুজে মার্শাল ভরোশিলভের পূর্ব্বে সোভিয়েটের দেশরক্ষা-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, সোভিয়েট সমালোচক তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলেন—"যখন দুইটি প্রথম শ্রেণীর শক্তি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তখন একটি মাত্র আঘাতে ঝগড়া নিষ্পত্তি হইতে পারে না। যুদ্ধ তখন দীর্ঘ ও তিক্তকর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয় এবং উহাতে উভয় পক্ষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বুনিয়াদের [illegible] অর্থাৎ যুদ্ধ [illegible] কোনটা হইতে [illegible] কাজে লাগিবার [illegible] পরিচালিত হয়।"

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ত্রিদণ্ডিস্বামী একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] বি-এ সম্পাদিত [illegible] পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্‌-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্‌ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরনিবাস [illegible] বৈষ্ণবের মুকুটমণি পরমারাধ্য [illegible] ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে [illegible] পণ্ডিত ও [illegible] যে সকল [illegible] ইহাতে [illegible] সন্নিবেশিত হইয়াছে। [illegible] গৌড়ীয়গণ [illegible] আচার্য্যবর্য্যের সিদ্ধান্তপূর্ণ অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ [illegible] ও [illegible] নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

ব্রহ্মসূত্রের [illegible] প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে [illegible] সংক্ষেপে [illegible] শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার [illegible] ও তাৎপর্য্য সমেত মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২, মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'ভক্তিটীকা' [illegible] ভূমিকা ও [illegible] সহ [illegible] গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৴০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন নাথ এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণাপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমহার্ণবতন্ত্র,—প্রথম ৫০
প্রথম হইতে দশম খণ্ড পর্য্যন্ত — ১৮,
দশম খণ্ড— ২,
২। ঠাকুর নিতাই শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্থাৎ) ৮,
৩। ঠাকুরমত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অর্থাৎ) ৪,
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১,; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১,; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ।০
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২,
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২,
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২,
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১,
১৩। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। বৈষ্ণবোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য (বাঁধা) ১,
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২,
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২, (অর্থাৎ) ১,
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা [illegible]
২৭। প্রাকৃতরসশতদূষণী [illegible] ১,
২৮। বেদান্তসূত্র (সাতখণ্ড) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। জীব-নিত্য-ধর্ম্ম ৷০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-প্রমাণ ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷০
৩৫। গীতমালা ৷০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। কল্যাণকল্পতরু
৪৭। মহাজনপ্রকাশ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি ১ম ও [illegible]
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সাত্বত)
৫৩। গৌরস্তোত্রম্
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিসার
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যান্বিত)
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলীলা
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। বাংলাবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতম্
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভূতিঃ
৬৩। সটীক-সিদ্ধান্তরত্নম্
৬৪। তত্ত্বসার
৬৫। সাত্বত সিদ্ধান্তম্
৬৬। গৌড়ীয়বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত
৬৭। প্রমাণনির্ণয়

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ [illegible]
৭০। ব্রহ্মসূত্র
৭১। বেদান্ত—উহার মর্ম্মকথা ও ভক্তিনীতি
৭২। [illegible]
৭৩। [illegible] ও [illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীয়
৭৫। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible]
৭৬। [illegible]
৭৭। বৈষ্ণব [illegible] ও ভাগবতের বিচার
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ) [illegible]

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ
৮২। অন্যান্য-অক্ষর
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
ও ১ উল্টাডাঙ্গা, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীহরিনামচিন্তামণি ও শ্রীভক্তি-

বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণমঙ্গল স্তোত্র ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা সর্বসাধারণ ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৷০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible]

প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ } ১২ নারায়ণ ৪৫৪ গৌরাব্দ ১১ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৬শে ডিসেম্বর ইং ১৯৪০, বৃহস্পতিবার { ২৪২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ নারায়ণ আদি কাংলোদ্ধারী গৌরাব্দ ৪৫৪

ভজন

ভক্তকৃপার প্রসাদ না হইলে কেহ ভজনে অধিকার লাভ করিতে পারে না। সেইজন্য আমাদের প্রত্যেককে প্রসাদ-ভিখারী হইতে হইবে। যেখানে প্রসাদ-ভিক্ষা নাই, কৃপালাভের জন্য ব্যাকুলতা ও ব্যাকুলতা নাই, সেখানে [illegible] নাই। অভাভিলাষই সেখ হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে। ভজনের মূল আত্মনিবেদন বা শ্রদ্ধা। অশ্রদ্ধা বা শ্রদ্ধাভাস [illegible] বীজ নহে। সুদৃঢ়বিশ্বাসময়ী শ্রদ্ধাই ভজন বীজ। শ্রদ্ধাতে সংশয় নাই—কপটতা নাই। যেখানে শ্রদ্ধা, সেইখানেই শরণাগতি। আত্মনিবেদনের অপর নাম শরণাগতি। ষড়্‌বিধ শরণাগতিই শ্রদ্ধার লক্ষণ। অতএব আত্মনিবেদন ও শ্রদ্ধা একই। আগে আত্মনিবেদন বা শ্রদ্ধা, তারপরে শ্রবণাদি ভজন। নিবেদিতাত্মই শ্রদ্ধাবান্। শ্রদ্ধাবান্ই সেবোন্মুখ। যিনি আত্মনিবেদন করিয়াছেন, তাঁহারই সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা হইয়াছে, তিনিই সেবোন্মুখ হইয়াছেন। যেখানে ভগবদ্বিমুখতা ও ভক্তবিমুখতা নাই। যেখানে আত্মপরতা-ধর্ম প্রবল। শ্রদ্ধাবান্ সদাচারী। কৃষ্ণস্মৃতিই সদাচার। যেখানে কৃষ্ণস্মৃতি নাই, সেখানে অনাচার আছেই। কৃষ্ণস্মৃতিই নিত্যকৃত্য। কৃষ্ণসেবার ভক্তি—কৃষ্ণস্মরণই ভজন। ভজন শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণময়। ভজনে দৈন্যতা আছে সর্বাবস্থায় ভগবানের সেবাই ভজন। যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারা শ্রবণ—পূজা—সেবা। ভজনবিজ্ঞ জনগণ কেবল সেবায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা ঐকান্তিক একনিষ্ঠ ও কেবলা ভক্তিপরায়ণ, তাঁহারা ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যরূপে কোন পদার্থকে দর্শন করেন না।

আমাদের ভক্তি ত' দূরের কথা সুদৃঢ়-বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধার অভাবে ভক্তিতে অধিকারও হয় নাই। এমনই আমাদের দুর্দৈব! কপালগুণ ভাল না হইলে বৈষ্ণবজনের দর্শন এবং শ্রদ্ধালাভ হয় না। জানি না, যাদৃশ হতভাগ্যের শুভ দৈবক্রমে ভগবানে অকপট শ্রদ্ধা কবে হইবে? এই শ্রদ্ধা সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজন জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল আচার্যদেব বলিয়াছেন—"Hypocricy (কৈতব) is another name of Ashraddha (disregard or disrespect). Ashradha is the root cause of all anarthas, while Shraddha is the implicit submission to Bhakta, Vaishnab or Sadhu. It is not blind faith but it eleminates blind faith. It is the cause of all good, culminating in the attainment of Krishna-Prema.

ভজনের অপর নাম কৃষ্ণানুরাগ। [illegible] আছে। যেখানে সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ় বিশ্বাস নাই, সেখানে ভজনের কোন কথা নাই। শ্রদ্ধাবান্ ভজন করেন—সেবার জন্য যত্ন করেন। আর যাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই, যাদৃশ সেই [illegible] প্রকাশের জন্য যত্ন করিবে। আদৌ শ্রদ্ধা বা আদৌ অপেক্ষা, তৎপরে অন্য কথা। যিনি শ্রদ্ধাবান্ [illegible] আশ্রয় করেন। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের কুণ্ঠায় কাহারও নিকটে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত বলিয়া জানাইতে পারে না, যেহেতু শ্রদ্ধা বা আশ্রয় নাই, সেখানে সত্য বা চতুর্থ নাই—ভজনের দিকে গতি নাই [illegible] জীবের।

প্রকৃত সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন। ভজনে নিরুদ্বেগতা আদৌ নাই কৃষ্ণসুখের জন্য [illegible] ভজন। ভজনে ভোগবুদ্ধি নাই, যেখানে স্বীয় সেবাবুদ্ধি বা সেবাবুদ্ধি। অনুক্ষণ কৃষ্ণস্মৃতি যেখানে বর্তমান। যেখানে কৃষ্ণস্মৃতি, সেখানেই কৃষ্ণসেবা। কৃষ্ণ বহির্মুখ অনাচার। অনাচারী বা কদাচারী কখনও ভজন করিতে পারে না। সম্বন্ধজ্ঞান না হইলে ভজন হয় না। শ্রদ্ধা না থাকিলে সম্বন্ধজ্ঞান হয় না। ভজনে চেতন দর্শন ছাড়া অন্য কোন দর্শন নাই। [illegible] আনন্দময়ী, নিত্যময়ী, [illegible], আসক্তিময়ী, ভাবময়ী, প্রেমময়ী, আনন্দময়ী। ভজনকারীর [illegible] হয়। [illegible] তাহা রুক্মিণী বা [illegible]। [illegible] করিতে হইলে [illegible] প্রয়োজন। [illegible] না জানিলে ভজন [illegible] হয় না। [illegible] ভাব ও [illegible] কিছুই। [illegible] হয় না। [illegible] হয়। [illegible] আছে। [illegible] ভজন [illegible] হয় না। [illegible] নিজ্যজনকে [illegible] করেন, তিনি [illegible] পারেন না। [illegible] না। [illegible] প্রেমভক্তিতে [illegible] কৃষ্ণপ্রেম।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়।

লাভ হয়। শ্রদ্ধা বা সেবোন্মুখতা না থাকিলে ভগবদ্দর্শন বা ভজন [illegible] তাঁহাদের অদৃষ্টে লাভ করিতে পারা যায় না। যাহার সেবোন্মুখতা নাই, তাহার সেবাদর্শন কি করিয়া হইবে? শ্রদ্ধাবান বা সেবোন্মুখ ব্যক্তি অপরের [illegible] [illegible] সম্ভাবনা নাই। ভগবানের অনুকম্পাই [illegible] সেবোন্মুখতার কারণ — গুরুকৃপা প্রদর্শই শ্রদ্ধা বা সেবোন্মুখতা লাভের একমাত্র উপায়।

মনে করো পাও হেতো চৈতন্য নাহি পাই।
কেমন ঠাকুর মন চৈতন্যগোসাঞি॥

কৃপা ছাড়া গতি নাই। কৃপার কাঙাল না হইলে বাঁচিবার আর উপায় নাই। ভক্তের কৃপা হইলেই ভগবানের কৃপা হয়। ভক্তের কথা ভগবান্ শুনেন। [illegible] [illegible] ও [illegible] লাভ করে কৃষ্ণ প্রেমের দ্বারা [illegible] [illegible] যে, তিনি ভগবানের [illegible] পরিবর্তন করিতে পারেন। ভক্ত শ্রদ্ধা করিলে ভগবানে শ্রদ্ধা হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জানিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে?

[illegible] কোন বস্তুর দ্বারা কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। যেমন, [illegible] বিনা [illegible] কৃষ্ণকে পাইতে পারে না। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্বক্ষণ বিলাস করেন [illegible] [illegible] প্রাপ্তি। [illegible] [illegible] ব্যক্তি যে কোন [illegible] করুন না কেন, তাহাকে ভজন কোন কষ্ট হয় না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] কিবা [illegible] কিছুই না করে।
প্রেমধন [illegible] না পায় [illegible]॥
যে কে [illegible] [illegible] না [illegible]।
[illegible] সর্বনাশে মরে॥
যে [illegible] [illegible] [illegible] করে।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হবে॥

শ্রীগৌরনিত্যানন্দের অ[illegible] যে লোকের প্রেমধন লাভ হয়। মুকুন্দের উপাস্য কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ বা কৃষ্ণলীলা অন্তর্মুখ [illegible] আমাদের ‘অন্তরে’ বা ইন্দ্রিয়ে [illegible] হন না। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত পথে অনুগত [illegible] [illegible] হইলে আমাদের হৃদয়ে অর্থবুদ্ধি, ভগবদ্ভক্ত ভক্তরূপাদ্বে [illegible], [illegible] প্রয়োজন — [illegible] হইয়া থাকে। যেখানে [illegible] [illegible] বা নিজসুখের সেবায় [illegible] আছে, সেখানে ভক্তিরূপ উদিত হইতে পারে না। [illegible] দ্বারা ভক্তির ভাব দেখায়, [illegible] ভক্তি নহে। পরন্তু তাহা ইন্দ্রিয়-[illegible] [illegible] বা মিছাভক্তি মাত্র। অন্তর [illegible] [illegible] [illegible] পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কপটে যে একমাত্র মমতা, তাহারই নাম প্রেম। এইরূপ প্রেমকে জীব, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ প্রমুখ বৈষ্ণব [illegible] বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। [illegible] ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত লোকজন বা নিজেন্দ্রিয়তোষণের কোন কথা নাই। [illegible] [illegible] ভগবান্ সেবিত হন। তাঁর [illegible] শ্রদ্ধা, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা [illegible]।

[illegible] আনুগত্যবিহীনই প্রবল। সেখানে [illegible] নাই। নমস্কারের পরই [illegible]। সাধুগণকে প্রভু বা নিয়ামকরূপে বরণ না করিলে [illegible] হয় না। সাধু বা [illegible] আমার শিক্ষক, নিয়ামক ও চালক না করিয়া যদি মনকেই আমার চালক বা গুরু মনে করি অর্থাৎ মনের কথানুসারে চলি, তবে হইলে তাহা দুর্গতিগ্রস্ত কথা [illegible] যিনি পথপ্রদর্শকরূপে বরণ করিয়াছেন, সেই [illegible] জীবই [illegible] করিবেন। তাঁহার [illegible] কোন চিন্তা নাই।

শরণাগতি না থাকিলে ভক্তি হইবে না। মনোধর্মের [illegible] চালিত হইয়া সাধুগুরুপাদপদ্মকে বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া নিষ্কপটে সর্বস্ব [illegible] আনুগত্যে থাকিয়া প্রকৃত আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে হইবে। নতুবা এক বুদ্ধিতে আর এক বুঝব। অমন জানি, মনোধর্মী নিজেকে গুরু নিকট দিয়া আনুগত্যের অভাবে সকল ও সকল বুদ্ধিতে মনোধর্মের [illegible] দেহকেই আত্মা বলিয়া ভুল করিয়াছিল এবং তাহা সকলের নিকট প্রচার করিয়া অনেক লোকসংগ্রহও করিয়াছিল আবার এইরূপ ভক্ত [illegible] [illegible] [illegible] মনে মনের মনগড়ানে নিজে বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া ভগবানকেই [illegible] এইরূপ উপায় বলিয়া ধারণা করায় প্রকৃত তত্ত্ব তাঁহার সেবোন্মুখ নিষ্কপট হৃদয়ে [illegible] হইয়াছিল। আমরা যখন সর্বক্ষণ ‘মম’, ‘মম’ প্রভৃতি — আত্মনিবেদন — শরণাগতি না থাকিবে আমাদের মঙ্গল হইবে, এইরূপ [illegible] [illegible] [illegible] নাই। মনোধর্মীর কখনও মঙ্গল হইবে না। মনোধর্মী [illegible] ও যম উভয়েই সমান। মনোধর্মে আপাততঃ সুখ হইলেও অহিত বা অমঙ্গল অনিবার্য। পশ্চাতে বিষ, বণিক ও আত্মসুখ [illegible] [illegible] হয়। তাহারা সকলেই স্ব স্ব সুখ দ্বারা পরাজয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ফলপ্রদানকালে কেহ ভিক্ষা, কেহ কৃষ্ণসেবা বা মুক্তিই বর প্রদান করিয়া থাকে। সদ্গুরু-পদাশ্রয়ের সুযোগ পাইয়াও দুর্ভাগা আমাদের অমঙ্গল হয়। ভোগোন্মুখতা হইতে আমাদের শ্রীচৈতন্য-ভগবানের প্রতি বিশ্বাস হয় না। সেবাবুদ্ধি না থাকিলে কি সেবাপদের প্রতি বিশ্বাস হয়? ভগবৎ-সম্বন্ধজ্ঞান না হইলে ভোগবুদ্ধি হইবেই। এই ভোগবুদ্ধিই জীবের বন্ধন। কৃত্রিম উপায়ে ভোগবুদ্ধি দূর হয় না। ভোগবুদ্ধি ত্যাগের মূলে কৃষ্ণসম্বন্ধ-জ্ঞান হওয়া দরকার। এই বিশ্ব ভগবানের সেবোপকরণ। জীব ভগবদ্বস্তুজ্ঞানে তাহার সম্মান ও সেবা করিতে পারেন মাত্র। এই বিশ্ব জীবের ভোগবস্তু নহে এই জ্ঞান প্রবল হইলেই এবং ভোগবাসনা শিথিল হইয়া আসে। সাধুসঙ্গের দ্বারাই সকল প্রকার মঙ্গল লাভ হয়।

স্বতন্ত্রতা ভক্তির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। স্বতন্ত্রতা জিনিষটী ভোগোন্মুখতা। তাহা সেবোন্মুখতার বিপরীত জিনিষ। শরণাগত নিষ্কপট। শরণাগতি না থাকিলে লোক যে কোথায় মনোধর্মস্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যাইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যেমন আপন চেষ্টায় বৃক্ষকাণ্ড অবলম্বনে নদীর স্রোতের প্রতিকূলে গমন করিতে পারে না, ইহা তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায় কিন্তু একটী সুদৃঢ় নৌকা সম্পূর্ণভাবে ঐ স্রোতস্বিনীর শরণাগত বলিয়া অতি সহজে নৃত্য করিতে করিতে মনের আনন্দে যথা তথা বিচরণ করিতে পারে, তদ্রূপ আমরা যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইতে পারি, তাহা হইলে হরিভজন পরমসুলভ ও সহজ বলিয়া মনে হইবে। তাই শ্রীশ্রীচৈতন্যভগবানের চরণে প্রার্থনা,—

কাতরভাবে ভক্তি ন ভক্তিয়া পাসিতা
দুর্নিরোধ্যা:
[illegible] হরি ন করুণা ন জপা
লোপনাভিঃ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
সেবাভক্তি-বিচারে বিন্দু নাহি পাই
তোমার করুণা সার।
করুণা না হৈলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥
সেবকের নিবেদন বৈষ্ণবচরণে।
কৃপা কর সবে মোর এই অকিঞ্চনে॥

ভক্তি করি যে জনে হৈল গৌরসদয়। সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার॥

শ্রীগুরুপাদপদ্ম কত বড়

শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপদেশ ও শিক্ষাগ্রহণে দীনাবরণ, উদ্দীপনা ও অকপট সেবা ও বিশ্রম্ভসেবার দ্বারা আমাদের পরম মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধূলিই আমাদের সত্তা বা স্বরূপ। শ্রী চিন্ময় পদধূলি অমূল্য বস্তু। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধূলি ভক্তাই সুন্দর কথা। তাঁহার পদধূলিই গোবিন্দ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধূলির বা দাস্যই — অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সেবাই আমাদের কাম্য। এতদ্ব্যতীত অন্যকামনা যেখানে, সেখানে শিষ্যের অভাব আছে। নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী শ্রীগুরুদেবের পদরজকে অভিষিক্ত হওয়াই সিদ্ধি অধিকন্তু না হইলে কৃষ্ণপ্রিয় শ্রীগুরুদেবের পদধূলি হওয়া যায় না। আমাদের পদধূলি ব্রহ্মাদি দেবতাগণ অনুক্ষণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন; এমন কি, স্বয়ং বিষ্ণুও সেই পদধূলিতে মস্তক বিভূষিত করেন। প্রেম এমনই অদ্ভুত ও অপূর্ব জিনিষ যে তাহা ভগবান্‌কে ভক্ত ঊর্দ্ধকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট ও বশীভূত করায়। ভগবৎ সেবকগণের মধ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। শ্রীভাগবতী নিজে ধারণ করিয়াছেন শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে। তাঁহা আনন্দকেলিতে সর্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়সুখ বিধানের জন্য ব্যস্ত। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাব্যতীত এক বিন্দুও লাভ হয় না ভক্তি। এই শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণ কখনও বশীভূত হন না। ইহা একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতেই লাভ করা যায়। সুতরাং চর্বণ ঘটাই যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাভিক্ষা ছাড়া বাঁচিবার উপায় নাই তাহাতে আর সন্দেহ কি? কৃপার বিচার যাঁহার হৃদয়ে যত প্রবল, তিনি তত প্রপত্তিশীল, তিনি তত উন্নত। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ছাড়া আমি এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারি না, ইহা জানিয়া যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত হন এবং তাঁহার সর্বস্ব সম্পূর্ণভাবে অর্পণ করিয়া দেন, সেই অকপট শিষ্য [illegible] শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ পরমার্থসম্পদ দিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ কেবল একমাত্র শ্রীগুরুদেবের একচেটিয়া সম্পত্তি। তিনিই কৃষ্ণের মালিক। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করিলে—তাঁহার একান্ত অনুগত [illegible] হইতে পারিলে অনায়াসে কৃষ্ণলাভ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে কত বড় সে কথা ধারণা করিবার সাধ্য ক্ষুদ্র বদ্ধজীবের নাই। তাঁহার কৃপাই তাঁহাকে জানিবার উপায়।

উদ্ধা ভক্তি যেখানে, সেইখানেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা শ্রীগৌড়ীয়মঠ। সুতরাং শুদ্ধভক্ত বা উত্তম ভক্তগণই যে শ্রীগৌড়ীয়মঠবাসী বা শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত, তাহা সহজেই অনুমেয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মে পূর্ণ শরণাগতিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়। প্রকৃত আশ্রিত প্রকৃত দাস সেখানে সেবোর সুখবাঞ্ছা ছাড়া অন্য কিছু নাই। অতএব আত্মগত সেই নিষ্কপট হৃদয়ের বৃত্তি। সেখানে শ্রীগুরুপাদপদ্ম—প্রভু আর শুদ্ধদাস—ভৃত্য। সেই কৃষ্ণপ্রীতিবিধানে উন্মুখ হৃদয়ই মঠ। সেখানে কুণ্ঠা নাই, তাহা বৈকুণ্ঠ। সেখানে অন্যাভিলাষ ত' দূরের কথা, অন্যাভিলাষের গন্ধমাত্রও নাই। সেখানকার প্রত্যেক কার্য্য কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যপর। সেই শুদ্ধা ভক্তিকে কেহ প্রতিহত করিতে পারে না। সেখানে সেবার পরিবর্ত্তে অন্য কিছু প্রার্থনা নাই। সেখানে সেবার জন্য সেবা—উত্তরোত্তর সেবা—সর্ব্বক্ষণ সেবা করিয়াও সেবার জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা বা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা। সেব্যের সুখবাঞ্ছা থাকায় সেখানে নিজত্বের লেশমাত্রও নাই। সেখানে প্রকৃত শ্রদ্ধা আছে—আত্মনিবেদন আছে, তাই শুধু সেবা হইতেছে। সেখানে গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্—এই সেব্যত্রয়ের প্রতি অবিচার বা সংশয় নাই। সেখানে সম্বন্ধজ্ঞান আছে—পরেশানুভব আছে; তাই সেখানে সেবা উন্মাদনী।

নিষ্কপট শুদ্ধদাস বা বৈষ্ণবকিঙ্কর নির্ম্মৎসর ও মানদ। তিনি আত্মার নিত্য-অভিধেয় স্বীকার করেন। তাঁহার ভোগাকাঙ্ক্ষা নাই। তিনি গুরুসেবাত্মা, তিনি অভিমান-নির্ম্মুক্ত। তিনি বৃক্ষের অপেক্ষা সহিষ্ণু। কৃপাপ্রার্থনা ছাড়া তাঁহার আর অন্য কোন প্রার্থনা নাই। তিনি অজ্ঞাত দেবতা বা প্রাণীকে বা ব্যক্তিগণকে—ধনী বলবান্ কুলীন, পণ্ডিতকে যথোচিত সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হন না। সর্ব্বত্র কৃষ্ণাধিষ্ঠান জানিয়া তিনি সকল দেবতা ও সকল জীবকে যথোপযুক্ত সম্মান দিয়া থাকেন। তবে তিনি কৃষ্ণকে বাদ দিয়া কাহারও সম্মান দিবার পক্ষপাতী নহেন।

গুরুদাসের সর্ব্বক্ষণই গুরুদর্শন। সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বত্র গুরুদর্শন না থাকিলে সর্ব্বক্ষণ গুরুসেবা হইতে পারে না। লঘুদর্শন হইলে ত' আর গুরুসেবা হইবে না। শ্রীগুরুদেবের লীলাস্থলী বা আবির্ভাব স্থানটি আমাদের সাক্ষাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের ন্যায় জড়পিণ্ড নন যে, তাঁহার পাণ্ডিত্য, তাঁহার বিদ্যাবত্তা বা মহত্ত্ব আমরা জড়জ্ঞানে উপলব্ধি করিতে পারিব। তাঁহার অধীন হইলেই তাঁহার কৃপায় তাঁহার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য জানা যাইবে। শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যের বাণী—শ্রীচৈতন্যের মনোহভীষ্টের প্রচারক। তিনি উপদেশাকারে শ্রীকৃষ্ণকে বিতরণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি যেরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা, তাহা হইতে একটু ন্যূনও যদি আমরা শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতি পোষণ করি, তাহা হইলেও আমাদের ভক্তিতে অধিকার হইবে না। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও শ্রীল আচার্য্যদেব অভিন্ন। তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিতে না পারিলে, তাঁহার শিষ্য হইতে না পারিলে, তাঁহার পদধূলি হইবার আকাঙ্ক্ষা না জাগিলে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মদর্শন হইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যেখানে থাকেন, শ্রীগুরুপাদপদ্ম যেখানে লীলা করেন, শ্রীগুরুপাদপদ্ম যেখানে আবির্ভূত হন, তাহা শ্রীধাম। তাহা শ্রীধামছাড়া অন্য কিছু নহে। সুতরাং যে স্থানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পাদবিক্ষেপ হয়, সেই স্থান বা প্রভু-পদধূলি ব্রহ্মাদিরও দুর্ল্লভ। মাদৃশ দুর্গত জীব সেই মহামূল্যবান্ চিন্ময় বস্তু শিরোভূষণ করিবার জন্য দুরাশা পোষণ করিতেছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে আমরা যে ঋণে ঋণী, তাহার শতাংশের একাংশও আমরা কোটিজীবনে শোধ করিতে পারিব না। তবে তাঁহার কৃপার ফলস্বরূপে আমরা যেন নিত্যকাল তাঁহার কিঙ্করকিঙ্কর হইয়া থাকিতে পারি—ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা।

সেবা

(শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

কৃষ্ণসেবা আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি। কিন্তু বর্ত্তমানে বিস্মৃতপ্রায় জীব ভগবৎসেবা-বিমুখ হইয়া মায়ার সেবায় নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। পুনরায় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে অন্য কোন প্রক্রিয়া অর্থাৎ যজ্ঞ-তপস্যাদির প্রয়োজন হয় না। ভগবৎ-সেবোন্মুখ হইয়া সেবা করিতে করিতেই—শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে করিতেই শুদ্ধসেবা লাভ করা যায়।

হরিভজনেচ্ছু সাধককে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হয়। তিনি উহাতে বিচলিত হইলে সেবা হইতে ভ্রষ্ট হন। ইহজগতের প্রত্যেক প্রাণী ও বস্তু তাঁহাকে সেবায় বিঘ্নপ্রদান করিয়া মায়ার সেবায় নিযুক্ত করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। প্রত্যেক প্রাণী নানাপ্রকার প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া, তাহাদের দলে টানিয়া লইয়া তাহাদের ন্যায় পশুজীবন যাপন করাইতে চায়। প্রত্যেক জড় বস্তু তাহাদের গুণ রূপ দ্বারা মুগ্ধ করিয়া কৃষ্ণবিস্মৃতি আনয়ন করে।

এই ত' গেল বাহিরের শত্রু। ভিতরের বহু শত্রু সাধককে ভগবৎসেবা হইতে বিচ্যুত করিতে চায়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি স্ব স্ব স্থানে লইতে চায়। উহাদিগের অবস্থাও তাই। ইহা হইতে কপটতা আরও এক ভীষণ শত্রু। এই কপটতাকে দূর করিতে না পারিলে কখনও ভগবৎসেবা লাভ করা যায় না। কপটতায় প্রতিষ্ঠার উৎপত্তি। কণ্টক-প্রতিষ্ঠাশা হৃদয় হইতে দূর না হইলে কপটতাকে ত্যাগ করা যাইবে না। সাধক কনক কামিনী ত্যাগ করিলেও প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগ করিতে পারে না। ইহা তাহার অন্তরে অন্তঃস্থলে এরূপভাবে থাকে যে, সাধক কিছুতেই ইহার সন্ধান পায় না। নির্জ্জন সংখ্যাতে হরিনাম, নির্দিষ্ট সেবা [illegible], মাধুকরী ভিক্ষা, পাঠ কীর্ত্তন প্রভৃতি করিয়াও কেন যে তাঁহার শুদ্ধভক্তে প্রীতি হইতেছে না, সেবায় উৎসাহ হইতেছে না, তত্ত্ব উপলব্ধি হইতেছে না, তাহা কিছুতেই তিনি বুঝিতে পারেন না। যদি সাধক নিজের বলবুদ্ধি বা চেষ্টার প্রতি কেবল ভরসা না করিয়া, ভগবৎপ্রেষ্ঠ ভগবৎসেবানন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্ম একান্ত আশ্রয় করিয়া নিষ্কপটভাবে তাঁহার সেবা করিতে আরম্ভ করেন, তবে তিনি কৃপা করিয়া প্রতিষ্ঠাশা চণ্ডালিনীর সঙ্গ ছাড়াইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা দান করিয়া থাকেন।

অখিল নিত্যানন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্মের দয়ার তুলনা নাই। তিনি অনন্ত পাতকী ও অপরাধীকেও কৃষ্ণসেবা দান করিতে পারেন, যদি সে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিত্য শরণাগত হইয়া আর অপরাধাদি না করে। তিনি প্রপন্নের অজ্ঞানতা দূর করিয়া দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন—তাহাকে জগতের সমস্ত বাধাবিঘ্নের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্মে আশ্রয় দান করেন। তখন সাধক অত্যন্ত আনন্দের সহিত হৃদয়ে উপলব্ধি করেন—

অশোক, অভয়, অমৃত আধার,
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয়॥

এহেন শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা উপেক্ষা করিয়া, তাঁহার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া, অন্ধকারে মগ্ন হইয়া দুষ্ট লোকের পরামর্শে কোন সাহসে চালিত হইতে ইচ্ছা হয়? অসৎ ব্যক্তি ক' অন্যকে [illegible] প্রচার করিবে। সে ত' নিজেই নিত্য আশ্রয় পায় নাই, তবে অন্যকে [illegible] করিয়া নিত্য আশ্রয় প্রদান করিবে, বরং [illegible] তাহাকে আশ্রয়চ্যুত করিয়া অকূল ভবসাগরে নিক্ষেপ করিবে।

তাই আমি অনধিকারি, এমন কি, আমার দুইবেলার পরামর্শ না শুনিয়া একমাত্র গুরুবৈষ্ণবের উপদেশ [illegible]। আমার মত প্রচলন উদাসীন, নিদ্রালু, [illegible] সেবাবিমুখ, ভোগোন্মুখ, অপরাধী আর কেহ নাই সত্য, কিন্তু তথাপি নিজের পাণ্ডিত্য উপলব্ধি হইতেছে না, এক্ষণে অন্যায় আমার নিত্যমঙ্গলের জন্য আর কেহ ত' বাধা নয়। বিশ্ববাসী আমাকে [illegible], নম্র, [illegible], ধর্ম্মপরায়ণ, সহিষ্ণু প্রভৃতি কতরূপে প্রতিষ্ঠা দিয়া আমার [illegible] পর্য্যন্ত দূর করাইয়া দিতেছে, কেহ ত' আমার কোথায় ত্রুটি আছে, তাহা দেখাইয়া দিতেছে না। এমন সময় আমার নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পরমারাধ্য পতিতপাবন শ্রীগুরুপাদপদ্ম—প্রতিষ্ঠাশা [illegible] পরবশ হইয়া [illegible] সন্ধান দিবার জন্য নির্ভীকচিত্তে কঠোর, তীব্র, তীক্ষ্ণ অতি [illegible] অসি দ্বারা আমার কঠিন অন্তরের আবরণ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছেন। [illegible] তাঁহাকে [illegible] হইলেও তিনিই একমাত্র নিত্যবান্ধব।

আমি নিতান্ত অভাজন, অনধিকারী, সেবাবিমুখ ও অপরাধী দেখিয়া অত্যন্ত কৃপাপূর্ব্বক আমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব জানাইয়াছেন,—"শ্রদ্ধা না হইলে হরিকথা আলোচনা করিতে করিতেই শ্রদ্ধা হইবে। সুতরাং অনর্থ। গুরুবৈষ্ণব ভগবানের নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া কৃপা ভিক্ষা করিব। তাঁহাদের কৃপা হইলে সমস্ত অনর্থ কাটিয়া যাইবে। শাস্ত্র ও মহাপুরুষ সাধুর উপদেশগুলি হৃদয়ে ধারণ করিয়া তদনুসারে জীবন গঠন করিতে হইবে। [illegible]" হরিকথা শুনিতে শুনিতেই মন শুদ্ধ ও স্থির হইবে। (নিত্যানন্দ প্রভু) অচঞ্চল, ধীর, স্থির সাধুর সঙ্গ হইলেই চঞ্চলতা কমিয়া যাইবে। অকুটিল হইলে সেব [illegible] প্রসন্ন হন। তাঁহাদের কৃপাই সম্বল [illegible] কৃপায় [illegible] হইবে। নিষ্কপট [illegible] সাধনের [illegible] থাকা দরকার। আমার [illegible] না হইয়া [illegible] সেবাকার্য্যে [illegible]

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শাখা মঠ [illegible]

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক— [illegible]

(২) [illegible]
[illegible] কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। [illegible]
সেবক— [illegible]

(৩) [illegible] মায়াপুর যোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক— শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

( ) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক— শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক— শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক— শ্রীজগবান্দাস ব্রজবাসী

(৭) কাজির সমাধি পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
[illegible], পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক— শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক— শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক— শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক— শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গোদ্রুমপুর, নদীয়া
সেবক— শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] (শ্রীল [illegible] বিজয়বর্ত্মী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক— শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক— শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) [illegible] আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক — শ্রীনবগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক [illegible]

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক - [illegible]

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক— শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক— শ্রী[illegible]

(২৪) গোপালজীউমঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক— শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)
সেবক— শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]
সেবক— শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া আসাম
সেবক- শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] আসাম।
সেবক— শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] চট্ট, পি
সেবক — শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক — শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক— শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible] মিউ
সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক- শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible] চট্ট পি)
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible] মথুরা
সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible]
সেবক— শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৯) শ্রী[illegible]
পোঃ [illegible])
সেবক— শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জ [illegible] মঠ - শ্রী[illegible]
সেবক— শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪১) [illegible]
সেবক— শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রী[illegible]
[illegible], মথুরা
সেবক— শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], পুরী।
সেবক— শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গৌড়বিহারী মঠ— [illegible],
পোঃ [illegible]
সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক— শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক — শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible]
[illegible]
সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]
সেবক— শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]
সেবক— শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়-প্রচার-মণ্ডপ
পোঃ [illegible]
সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক— শ্রী[illegible] অধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক— শ্রী[illegible] অধিকারী

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক— শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]

[illegible]
[illegible]
সেবক— স্বামী বিনোদবাণী [illegible]

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
[illegible], কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ [illegible]
[illegible] ইউ-পি)
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিশ্বনাথ গোস্বামীমঠালয়
[illegible]
সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড় মঠ অফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক— শ্রী[illegible] অধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক— পণ্ডিত শ্রী[illegible] কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক— শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক— শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক— শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক— [illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদক
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩	৩।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৪০৲	৩০.

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক	৩৲
ত্রৈমাসিক	২৸০
মাসিক	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ প্রামাণ্য ভাষায় লিখিত। ইহাতে বহু চিত্র (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিলাসসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, রাজিয়া, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে পাশ্চাত্যবিজ্ঞানালোকে ভগবান মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, মতবাদ, অবতার, একায়ন, বহুধা ও ভক্তিপথে সাম্প্রদায়িক-বিষয়সমূহে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ সমন্বয়, ভক্তিমূলক সংসিদ্ধান্তসকল প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিধ্যে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচিত শোভা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রদের জন্য বিনা ব্যয়ে উত্তম বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। বেতন ও বোর্ডিংএর প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র বাস্তবভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ইংরাজীভাষী জনগণের ভক্তিপথের দীর্ঘ মহোজ্জ্বল দীপস্তম্ভ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৮৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত কর্মাধ্যক্ষ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যালীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীল ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এবং প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক অপূর্ব্ব সংস্করণ প্রকাশ করিয়া তাঁহার আদর্শ পারমার্থিক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক অন্বয়ের ক্রম অনুসারে শ্লোকের মূল ও অনুবাদ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাৎপর্য্য, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এ গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে উত্তম এন্টিক কোয়ালিটি অক্ষরে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। উহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীমন্দিরের ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। বর্ণানুক্রমিক, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, [illegible] প্রাপ্তি ও [illegible], অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও ব্যক্তি প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মঠ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের একটী অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত মহাত্মার শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের কথা ও শিক্ষা। ভিক্ষা [illegible] আনা। ছাত্রদের পক্ষে [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ [illegible], [illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] অধ্যাপকগণের [illegible] শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়-বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] আলোচনা এবং [illegible] লেখনীর অদ্ভুত শক্তি আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং [illegible] জীবনচরিত-পাঠে [illegible]। এই গ্রন্থে, অভিনব ও অদ্বিতীয় এবং মার্জ্জিত ও বিশদ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় [illegible] তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। শ্রী [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) সহ [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০, দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা— নদীয়া।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট
যাতায়াতের ট্রেনের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম)

যাইবার

কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬ ৪২	৭ ১৪	১১-৬	১৩-১০	১৩-৫৬	১৭-৫০	২২-০
ব্যাণ্ডেল ,,	৫-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১২-১৮	১৩ ৫০	·	১৮-৬	২২ ৪২
কালনাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৭-৫৭	১৮-০১	২০-৩৫	০-২৮
(নবদ্বীপ) ছাঃ	৬-২৮	৮-৮	৯-৩৩	১৩-৩৩	১৪ ৫	১৮ ৫১	২১-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ৫	৮-৪০	১০-৭	১৩-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪২

(নবদ্বীপ) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৫৮	২০ ৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫০	১০ ৫৯	১৮-১৭	২১ ১০

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
ব্যাণ্ডেল ,,	১২-১৮
কালনাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৫-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৮
(নবদ্বীপ) ছাঃ	১৩ ৫৯ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

আসিবার

ফিরিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৩-২২	১৬ ৮	১৮ ৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩১	৮-৪৪	১১-৪২	১৫ ৫	১৬-৪৮	১৯-১১

ছাঃ	৭-১৫	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬-৪৬	১৯-২০	২০-৫৬	৩-৩১
কালনাঘাট পৌঃ	৮-৪৭	৯-২৫	১২-২৬	১৫-০০	১৭-৯০	২০ ৩	২১ ০৯	৪-১০
(বেলুড়) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৩	১৫-৫৪	১৭-৪২	২০ ১১	২১ ২৪	৪-১৮
ব্যাণ্ডেল		১১-৮		১৭-২৩	১৯-৩	২১-২৬	২৩ ৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-৩৫	১৪-১৯	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩-১৫	৩-১৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:০:———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবা, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] হাত ছিল অত্যন্ত অধিক। [illegible] এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল [illegible] আনা, বড় বোতল ১।০ আঠার আনা। [illegible]

—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible], [illegible]

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম মায়াপুর

পত্র প্রভুপাদের
—:—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিবিধ পত্রাবলী শ্রীল আচার্যদেবের লিখিত 'গৌড়ীয়' আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে অনেক মূল্যবান উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
নবদ্বীপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

REGD NO I5/8

ভারতের সর্বাধিক বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সরলভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৪শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ১২ই পৌষ ১৩৪৭, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪০ শুক্রবার ২৪৩তম সংখ্যা

যুদ্ধ-সংবাদ

—:০:—

বিপর্যস্ত ইটালীয় সৈন্য বন্দী

কাইরোর জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স হইতে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, পশ্চিম মরু অগ্রগামী ব্রিটিশ সৈন্য-বাহিনীর সহিত ইটালীয়দের যুদ্ধ চলিতেছে। ইটালীয় সৈন্যেরা ক্রমশঃ পশ্চাৎ দিকে হটিয়া যাইতেছে এবং ব্রিটিশ সৈন্যেরা ইটালীয়দিগকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। বন্দী ইটালীয়দের সঠিক সংখ্যা না জানা গেলেও মনে হয় ২০ হাজারের অধিক ইটালীয় সৈন্য বন্দী হইয়াছে এবং বিভিন্ন আকারের বহু ট্যাঙ্ক, কামান ও প্রচুর গোলা-বারুদ ব্রিটিশ সৈন্যদের হস্তগত হইয়াছে। অধিক ইটালীয় অফিসারও বন্দী হইয়াছে। উহাদের মধ্যে একটি বাহিনীর নায়ক ও দুইজন জেনারেল রহিয়াছেন।

সিদিবারানী এলাকায় ছয়টি ইটালীয় বাহিনী একেবারে ধ্বংস না হইলেও [illegible] গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই ডিভিশন ছয়টিতে ১৪ হাজার হইতে ১৭ হাজার পর্যন্ত সৈন্য রহিয়াছে।

রোম হইতে প্রকাশিত একটি ইটালীয় ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বিয়ারদিয়ার পশ্চিমে তুমুল যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধে ইটালীয়দের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। আক্রান্ত সাতটি ইটালীয় বিমান ধ্বংস হইয়াছে।

জার্মানীতে বৃটিশ বিমানের হানা

বিমান-বিভাগ হইতে বলা হইয়াছে যে, গত ১১ই তারিখ বুধবার রাত্রে ব্রিটিশ বিমানবহর জার্মানীতে জার্মাণ অধিকৃত বন্দর ও বহু বিমানঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। পশ্চিম জার্মানীতে ম্যানহাইমের পাওয়ার স্টেশন, রেল-লাইন এবং কামান ও গুলীর কারখানার উপর বোমা বর্ষিত হয়। ইটালীতে নেপলসের উপর আক্রমণ চলিয়াছিল।

গ্রীক-বাহিনীর অগ্রগতি

এথেন্স হইতে বেতারে বলা হইয়াছে যে, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রীক-বাহিনী অগ্রসর হইতেছে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ও তুষারপাতের মধ্যেও তাহারা শত্রুপক্ষের অনুসরণ করিতেছে। ইটালীয় বাহিনীর বাম পার্শ্ব বিধ্বস্ত হওয়ায় উহারা সমুদ্রের দিকে হটিয়া যাইতেছে। তাহাদের বাধাদানের সর্বপ্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। আরও উত্তরে তাহারা যেরূপ দৃঢ়ভাবে বাধা দিয়াছিল, তাহাও রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। খেমারা অঞ্চলে গ্রীক-বাহিনী আলবেনিয়ার আরও ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ অধিকার করিয়াছে। আরও উত্তরে ইটালীয়দিগকে এমন একটি সুরক্ষিত ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে যে, তাহারা উহা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে নাই। ফলে তাহাদের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। গ্রীক-বাহিনী ইটালীয়দিগকে নিঃশ্বাস ফেলিতে দিতেছে না এবং তাহারা টেপেলেনির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

পরলোকে লর্ড লোথিয়ান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্রিটিশ রাজদূত লর্ড লোথিয়ান অকস্মাৎ মারা গিয়াছেন।

লর্ড লোথিয়ানের মৃত্যু সম্বন্ধে ওয়াশিংটনের বৃটিশ দূতাবাস হইতে জানান হইয়াছে যে, মার্কিনস্থ ব্রিটিশ রাজদূত লর্ড লোথিয়ান গত ১১ই ডিসেম্বর বুধবার শেষ রাত্রি ওটার সময় ব্রিটিশ দূতাবাসে মারা গিয়াছেন। ব্রিটিশ দূতাবাস হইতে বলা হইয়াছে যে, লর্ড লোথিয়ান ইউরেমিক রোগে (প্রস্রাব দোষজনিত রক্ত দূষিত হইয়া) আক্রান্ত হইয়া মারা গিয়াছেন।

লর্ড লোথিয়ানের বাল্টিমোরে "আমেরিকান ফার্ম ব্যুরো এসোসিয়েশনের" ভোজ-সভায় বক্তৃতা দিবার কথা ছিল কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি বাল্টিমোর যাত্রা স্থগিত রাখেন। দূতাবাসের কাউন্সিলার মিঃ নেভিল বাটলার ঐ ভোজ সভায় লর্ড লোথিয়ানের হইয়া বক্তৃতাটি পাঠ করেন।

লর্ড লোথিয়ান আমেরিকায় বৃটিশ রাজদূত ছিলেন। বর্তমান যুদ্ধে ব্রিটেনের পক্ষে আমেরিকার সাহায্যলাভের জন্য লর্ড লোথিয়ান বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। এ সম্পর্কে মাত্র কয়েকদিন পূর্বে তিনি লণ্ডনে আসিয়া আবার আমেরিকায় ফিরিয়া যান।

লয়েড জর্জ যখন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তখন লর্ড লোথিয়ান তাঁহার সেক্রেটারী ছিলেন। অতঃপর তিনি ডাচি অব ল্যাঙ্কেষ্টারের চ্যান্সেলর হন। পরে কিছু কালের জন্য তিনি সহকারী ভারত-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে তিনি স্যার রোনাল্ড লিণ্ডসের স্থলে আমেরিকায় ব্রিটেনের রাজদূত নিযুক্ত হন।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর হইয়াছিল।

"গ্রাফস্পী"র ভগ্নাবশেষ

ব্রিটিশ বাণিজ্য জাহাজ "কার্নারভন কাসেল" শত্রুর আক্রমণে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া মন্টিভিডিও বন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানে গত বৎসর জার্মাণ যুদ্ধ জাহাজ "গ্রাফ স্পী"ও অনুরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আশ্রয় লইয়াছিল। পরে উহা স্বেচ্ছায় সমুদ্রে আত্মনিমজ্জন করে। "গ্রাফস্পী"র ভগ্নস্তূপ হইতে লোহা সংগ্রহ করা হইতেছে। [illegible] বর্তমানে কার্নারভন-কাসেল মেরামত করিতেছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ পাক্ষিক ১০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩ পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত বচনের তথা দেশের গণ্যমান্য পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জন-মণ্ডলের যে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে ও অনুকূল সিদ্ধান্তে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যবর্গের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীর নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুর্ব্বেদাত্মক ব্রহ্মসূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্যের তাৎপর্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামীর ভাষ্য সংক্ষেপে অন্বিত ও শ্রীপাদ বলদেবের স্ব-বিরচিত 'সূক্ষ্মা' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বহুবার সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি ও 'কলিকা' টীকা, বিস্তৃত আলোচনা ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দাস এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮.
দশম স্কন্ধ— ৯
২। ভাষাসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা) ৯
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। প্রবন্ধী কবিতা (অধীনা) ৩.
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—১
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ৩৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ৩৲
১২। শ্রীনবদ্বীপভক্তর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরত তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ
১৮। ব্রাহ্মণ আশ্রম
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-শিক্ষা ৷৵০
২২ ভজন রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপভক্ত বাঁধা।
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) অধীনা) ১.
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ০
২৭। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকা পরগৌরবঃ সাপ্তাহিকঃ ১.
২৮। বেদান্তদর্শন (সাপ্তাহ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা ৸০
৩০। দীপ-বিধ -দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-প্রমাণ ৷০
৩৪। ভক্তিপ্রদীপ (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্র
৪০। নবদ্বীপশতক ৵০
৪১। গীতাবলী ৸০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা
৪৩। সাধনপঞ্চক ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। ভক্ত্যালোকপ্রবন্ধ (প্রথম সংস্করণ)
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা নামাপরাধসূত্রী ০
৫৬ ভাগবত ও ভক্তিপথ ৷৵০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (সানুবাদ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদ ৷৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভিন্নঃ ।০
৬৩। সটীক-নিত্যানন্দভুবন ।০
৬৪। চন্দ্রমদ ।০
৬৫। সাত্বত নির্ণয়চন্দ্র ৵০
৬৬। গৌড়ীয়সম্প্রদায়ঃ ৴০
৬৭। সারসংগ্রহ ৸০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। ব্রহ্মসূত্র ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বেদান্ত
৭৫। গোল্ডেন গৌড়ীয় মঠ গাইড ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।৭
৭৭। ইস্তোটিক বিভিন্নতা অ্যাণ্ড অবতারবাদের বিরোধ ।৶
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ৸৵০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১০৲

হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৶
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। প্রমাণ-রহস্য ৷৵০
৮৩। গীতাবলী ১৶
৮৪। নবদ্বীপ ৵৶

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। নবদ্বীপ ৴৶

উৎকল ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৵৶

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
১ উল্টাডাঙ্গা, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-
বিনোদ
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
গীতিগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য
ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দর রূপে
প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা
মঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৸০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীগুরুবন্দনামালা
[illegible]
বিশিষ্ট [illegible] এই
গ্রন্থ সুন্দর আকারে অধুনা
[illegible] প্রকাশিত
হইয়াছে। [illegible] ও ছাপা
[illegible]
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ } ১৩ নারায়ণ ৪৫৪ গৌরাব্দ ১২ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৭শে ডিসেম্বর ইং ১৯৪০, শুক্রবার ২৬০৩তম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

দিল্লীতে

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা নিউদিল্লীর শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ৮ই ডিসেম্বর গৌড়ীয়-মিশনের প্রতিষ্ঠাতা সেবাযোগে ও গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পূর্ণোদ্যমে ও কৃপাশীর্ব্বাদে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ৪র্থ বার্ষিক বিরহ-সংকীর্ত্তন-মহোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদিমুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

বিরহতিথিদিবস মঠসেবকগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে [illegible], কীর্ত্তন, পরিক্রমা ও মহাজনগীতিসমূহ কীর্ত্তন করিলে শ্রীপাদ ননীগোপাল ব্রজবাসী প্রভু প্রথমে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের 'বিরহতিথিপূজা' সম্পর্কে অনেকক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন ও তৎপরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী পাঠারম্ভ আরম্ভ করেন। মধ্যাহ্নে পুনরায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর ভোগ রাগান্তে পুনরায় বক্তৃতাদিমুখে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত গুণাবলী আলোচিত হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীমঠে একটী মহতী সভার আয়োজন হয়। তথায় শ্রীগুরুচরণপদ্ম, পরিক্রমা, ও মহাজনগীতিসমূহ কীর্ত্তন হইলে পর সমাগত শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট শ্রীপাদ ননীগোপাল ব্রজবাসী প্রভু এক ঘণ্টাকাল হিন্দিভাষায় শ্রীল প্রভুপাদের জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর আরও কতিপয় ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে রাত্রি ১০ ঘটিকায় উপস্থিত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। উপস্থিত শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible], সেবাকোর্য্য, মিঃ টি, আর [illegible], মিঃ কে, এল সরকার বি এ, মিঃ গোপীনাথ বি-এ, মিঃ পি, আর দাস বি-এ, শ্রীযুক্ত এন, মুখার্জী বি-এ প্রমুখ সজ্জনগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

কাশীতে

বারাণসী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চতুর্থ বার্ষিক বিরহ-সংকীর্ত্তন-উৎসব তদীয় অভিন্ন-বিগ্রহ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বিগ্রহ [illegible] পাঠ, কীর্ত্তন, হরিকথা ও সমাগত সজ্জনগণের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের অলৌকিক করুণার কথা কীর্ত্তন করা হয়। অপরাহ্নে হ সজ্জন-পরিবৃত সভায় প্রায় ও ঘণ্টাকাল শ্রীলপ্রভুপাদের অলৌকিক পবিত্র জীবনী আলোচনা করা হয়। অতঃপর প্রভুপ্রিয় বিরহদ্যোতক কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। ঐ দিবস বহু সজ্জনব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা আলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় ও তদাশ্রিতভক্ত এবং গৌড়ীয়গণের প্রচার্থে বহির সেবোদ্যোগে গত ৩রা পৌষ বুধবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ৪র্থ বার্ষিক বিরহতিথি সংকীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

বিরহতিথির প্রথম প্রহরে তত্রত্য [illegible] শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক সম্পন্ন করেন। তৎপরে মঠসেবকগণ শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক-বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পরিক্রমা ও বিভিন্ন মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন। ঐ সময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য উচ্চ সিংহাসনোপরি সুসজ্জিত করা হয়। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক ও যে আমিত্ব প্রেমধন করুণা প্রচুর' প্রভৃতি বিরহগীতি কীর্ত্তিত হয় এবং তদনুগ পদাবলী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্ন হরিকথা, প্রবন্ধাবলী ও তাঁহার অলৌকিক করুণার কথা আলোচনা করেন। তৎপরে উপস্থিত ব্যক্তিগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ত্রিপুরা জেলায় প্রচার

বিশ্বব্যাপী গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদি কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া প্রভৃতি স্থানে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর প্রচার কার্য্য শেষ করিয়া গত ২১।১১।৪০ তারিখে কুমিল্লা সহরে উপস্থিত হন। তথায় স্থানীয় মহেশ-প্রাঙ্গণ নামক স্থানে বিস্তৃত নাট্যমন্দিরে ৩০।১১।৪০ হইতে ২।১২।৪০ পর্য্যন্ত মনুষ্য জীবের কর্ত্তব্য, ভাগবত-ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রত্যহই পাঠে বহু বিশিষ্ট শ্রোতার সমাগম হয়। প্রচার দ্বারা চতুর্দ্দিকে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা প্রদর্শিত এবং মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠে হরিকথা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ গত ২৭শে ডিসেম্বর প্রাতে শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আগত যাত্রীগণের নিকট সমবেত শ্রোতাদের মধ্যে [illegible]। [illegible] আচার ও প্রচার, [illegible] [illegible] [illegible] বৈষ্ণবদের [illegible] বিষয়ে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বহু সদুপদেশ প্রদান করেন। [illegible] শ্রীমৎ [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠবাসী [illegible] পরমোৎসাহে ও [illegible] করিয়াছেন। [illegible] মহাজনপদাবলী ও [illegible] কীর্ত্তন হইয়াছিল।

"যেখানে হরিকথা নাই, সেস্থল যতই আত্মীয় স্বজন-বেষ্টিত হউক না কেন, যতই বাসের সুবিধাজনক হউক না কেন, সেই সকল স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ নিতান্ত পরিত্যাজ্য।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসবে [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ নারায়ণ [illegible] গৌরাব্দ ৪৬৪

হরিকথা-প্রসঙ্গ

যিনি [illegible] শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে জড়ী এবং লোককে তাঁহাদের স্বরূপ [illegible] জানেন। শ্রীগুরুপদে যে আত্মসমর্পণ হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেই শিষ্যকে যোগ্যতা দান-চালিত করেন। আত্মসমর্পণ ব্যতীত গুরুর আশ্রয় থাকে না। সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতীত আত্মনিবেদন হয় না। যেখানে সম্বন্ধজ্ঞান নাই সেখানে 'শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্য' এর স্থান নাই, সেখানে ভক্তিপথ নাই। [illegible] বা [illegible] আমার [illegible] নহে। আর শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবানের প্রতি বিমুখ হইলেও একদিন [illegible] আমার প্রতি এখনও বিমুখ হন নাই - ইহাই ভরসা। আমার জগতের জন্য তাঁহারা সতত ব্যস্ত। এখন আমি উন্মুখ হইলেই হইল ভগবানের জন্য ব্যস্ত হইলেই হইল। কায়িক আনুগত্য, বাচিক আনুগত্য ও মানসিক আনুগত্য চাই। [illegible] নাই, যাহা [illegible]। [illegible] তাহা তাঁক হইতে কৃপালাভ হয়।

শ্রীকৃষ্ণ [illegible] প্রভৃতির মধ্যে স্বরূপ ও ভগবানের [illegible] হইয়া সাধুগণ বাহিরে বাহিরে সম্বন্ধ জ্ঞান লাভ হইলে শুদ্ধভক্তি আরম্ভ হয়। শুদ্ধভক্তিতে সম্বন্ধপরেই অভিধেয়ের ভাব [illegible] বাধাগুলা [illegible] হয়। শুদ্ধভক্তের [illegible] নাই শুদ্ধভক্তেতে ভগবান্ ও ভক্তের [illegible] আছে। শুদ্ধ [illegible] ভগবান্ [illegible]। শুদ্ধ ভগ-

[illegible] মনে করেন তিনি ভগবানের অকপট সেবক।

কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি শুদ্ধভক্তি নহে। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিতে যদি কিছু করিতেছি, এরূপ অভিমান থাকে। তাহাতে সর্ব্বাত্মসমর্পণ এ সকল পরম্পরার কথা নাই। শুদ্ধভক্তিতে সেবকাভিমান ছাড়া অন্য কোন অভিমান নাই। সেখানে জীব ভগবানের সম্পূর্ণ অধীন—অনুগত। অকপটে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি যাজন করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে সংসারের কথা অনেকক্ষণ মনে থাকে না। শ্রদ্ধা উদিত হইলে পরে সাধুসঙ্গ আরম্ভ হয়। আত্মনিবেদন না হইলে ভক্তি হয় না। এই আত্মনিবেদন সাধুসঙ্গের প্রভাবে শ্রবণকীর্ত্তন মুখে হইয়া থাকে।

ভক্তিতে দুর্ব্বলতা নাই। ভগবদ্ভক্ত প্রধান নহে। এই দুর্ব্বলতা জিনিষটী ভক্তি [illegible]। ভক্ত ভক্তিসদাচারি—কৃষ্ণের সেবা। চেতনের ধর্ম্ম ভক্তিসিদ্ধান্তে উপদেশ প্রাপ্ত। সেখানে মনের খেয়াল বা কল্পনা চলে না। আমার ভাল লাগা না লাগা [illegible], তাহা মনের ধর্ম্ম, সুতরাং সেবা নহে। কৃষ্ণের ভাল লাগা না লাগা সেবা। কৃষ্ণের কি ভাল লাগে, কৃষ্ণ ও সাধুই তাহা জানেন। সেই সাধুর আনুগত্যভাবে চলিলেই কৃষ্ণের সুখবিধান করা যায়। সাধুর আনুগত্য ছাড়িয়া নিজের খামখেয়ালের বশবর্ত্তী হইলে ভগবৎসেবা হয় না। ভক্তের সুখেই ভগবানের সুখ হয়। যাঁহারা ভক্তকে প্রসন্ন বা সন্তুষ্ট করিবার জন্য যত্ন করেন, তাঁহাদের প্রতিই ভগবান্ সন্তুষ্ট হন। আত্মেন্দ্রিয় তোষণের চেষ্টা লেশমাত্রও থাকিলে, অন্তরের অন্তঃস্থলে অতি সামান্য একটু সুপ্তাভিলাষ থাকিলেও ততটুকু আমার কৃষ্ণসেবা হইবে না।

যেখানে আদর ও বড় থাকা দরকার। এই অবস্থাই সেবোন্মুখতা। যেখানে আদর, পদ বা সেবোন্মুখতা, সেইখানেই সাধুর সঙ্গ বা সেবা সম্ভব। যেখানে আদর নাই ইচ্ছা নাই, তাহা না না সম্ভব সেবা প্রতিষ্ঠা বা লোকের কলহ মাত্র। ভক্তিশূন্য কর্ম্মকাণ্ড সেবাপূর্ণ বা নিত্যানন্দ। সেখানে [illegible] বা নিজে ভাগবতধর্ম্মের কি কথা আছে? ভক্তি মায়ের জিনিষ, তাহা লোক-দেখান বাহিরের ব্যাপার নহে। ভগবান, শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণব এই তিনজনই অন্তর্যামী। তাঁহারা আমাদের অন্তরের সকল কথাই জানেন, ইহা সর্ব্বক্ষণ মনে

রাখিতে হইবে। এই কথাটী সর্ব্বক্ষণ মনে থাকিলে আর কোন অসুবিধা হইবে না। ইহা ভুলিলেই বিপদ্।

জীব নিত্য চেতন, জন্মমরণহীন, অশোক, অভয়। তিনি মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন পরিবর্ত্তনশীল দেহে প্রবেশ করিলেও কোন প্রকারে পরিবর্ত্তিত হন না, তিনি এক অবস্থায় থাকেন। তাঁহার জন্মমৃত্যু-পরিণাম না থাকায় তিনি অমর, অজ, অপরিণামী না নহে। এই জীবাত্মার ধর্ম্ম বিভিন্ন দেহের অভাবজনিত বিভিন্ন মনের ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। জীব দেহ ও মনের সহিত সমজাতীয় নহেন। চেতনের উপকরণ ও অচেতনের উপকরণ এক নহে। দেহ ও মন আত্মার ঠিক বিপরীতধর্ম্মবিশিষ্ট, সুতরাং অ-সৎ সত্তার ধর্ম্ম বা স্বভাব এবং অসতের ধর্ম্ম বা স্বভাব এক হইতে পারে না। যাঁহারা আত্মদর্শী, তাঁহারা দেহ ও মনে অভিনিবিষ্ট নহেন অর্থাৎ তাঁহাদের দ্বিতীয়াভিনিবেশ না থাকায় তাঁহারা নিত্যস্বরূপে অবস্থিত। তাঁহাদের 'আমার' বলিতে কিছু নাই তাঁহারা সর্ব্বস্ব শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা নিজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চিন্তা করেন না। ভগবান্ একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত তাঁহারা নিজের জন্য কোন চিন্তা করেন না সত্য, কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবান্ তাঁহাকে যে সকল বস্তু প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন তিনি সেই সকল বস্তুর সংরক্ষণে পূর্ণ মাত্রায় যত্নবান্ আছেন। 'আমার' বস্তু আমি যে ভাবে স্বতন্ত্রতার সহিত ইচ্ছা নষ্ট করিতে পারি আমার নিকট ন্যস্ত ও গচ্ছিত বস্তু আমি সেইভাবে নষ্ট বা ব্যয় করিতে পারি না। যাঁহার বস্তু তাঁহার ইচ্ছামতে ঠিক বিষয়পদ্ধতি তাহা আমাকে ভক্ত বস্তু সংরক্ষণ করিতে হয়। সেইজন্য ভক্তগণ শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবানের সেবোপকরণ সমূহ সযত্নে সংরক্ষণ করেন সেবকাভিমানে এই সেবোপকরণ-সংরক্ষণ কার্য্য সাক্ষাৎসেবা। ইহাতে কর্ত্তাভিমানের লেশমাত্রও নাই। তাঁহারা ভোগীভাব নিজের জন্য সেবকগণ বা বিষয়ক করেন না। অনভিজ্ঞগণ তাঁহাদের এই সেবাপদ্ধতি বা অন্তর্দৃষ্টি বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ করে।

আমি ভগবানের - এই জ্ঞান না থাকিলে সেখানে ভয় থাকিবেই। আবার জাগতিক দুঃখ থাক বা চলেই যাক, সম্পাদিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভয়ের হাত

হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব না। যিনি ধনবলে বা পাণ্ডিত্যবলে নিজেকে সুখী মনে করেন, তিনিও যে প্রকার সর্ব্বক্ষণ ভীত, যিনি সর্ব্বক্ষণ নানা দুঃখের মধ্যে থাকেন, তিনিও সেই পরিমাণে ভীত। কেহ ধনের অভাবে ভীত, আবার কেহ বা ধন-সংরক্ষণার্থ বিবিধ ভয়ে ভীত। যেকাল পর্য্যন্ত জীব ভাগবত-ধর্ম্ম আচরণ না করেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভীত বা অস্থির থাকিতেই হইবে। কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক সদ্গুরুর আনুগত্যে শ্রীভগবানের সেবা করিলেই সকল দুঃখ, সকল অশান্তি, সকল ভয়, সকল অসুবিধার হাত হইতে চিরদিনের জন্য রক্ষা পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

জগতের লোক ভগবৎকৃপার উপর নির্ভর করে না। তাই তাঁহাদের নিকট ভগবৎকৃপা জিনিষটীর মূল্য বা আদর নাই, কিন্তু শ্রৌতপন্থী আমরা ভগবৎকৃপাকেই একমাত্র মূল বলিয়া জানি। ভগবৎজ্ঞান লাভ করার মূলে শুধু ভগবৎকৃপা—ইহাই সত্য। ইহা যতদিন আমাদের উপলব্ধি না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত নানা অসুবিধা আসিয়া আমাদিগকে বিব্রত করে। ভক্তির অনুগত না হইলে যুক্তি বা বিচারের কোন মূল্য নাই। ভক্তির বাধাগুলি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে। সংশয়, চাঞ্চল্য বা অদূরদর্শিতা প্রশ্রয় না দিয়া দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া থাকা প্রয়োজন। বাস্তববস্তু উপলব্ধি করিতে হইলে নিজের কল্পিত বিচারগুলি ছাড়িয়া ভক্তের নিকট যাইতে হইবে। ভগবদ্ভক্ত আমাদিগকে তত্ত্বজ্ঞান দিবেন।

শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপা যেমন চাই, আমারও কৃপা লওয়া চাই। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ নহেন, তাঁহারা মহাবদান্য। কৃপা করাই তাঁহাদের কাজ। কিন্তু আমি যদি তাঁহাদের কথা না শুনি, তাহা হইলে আমিই ঠকিলাম। সেইজন্যই তাঁহাদের কথা রাখা না থাকিলে হইবে না। আমি একে দুর্ভাগা, তাহার উপর আবার অপরাধী। এখন করি কি? ক্রন্দন ছাড়া অন্য কোন উপায় দেখি না। "হে ঠাকুর, আমাকে ছেড়ো না, আমি বড় কাঙ্গাল, আমি বড় অযোগ্য। তোমার কৃপা ছাড়া আমার গতি নাই। দেখী, "অপরাধী আমাকে দণ্ড দিয়া শ্রীচরণে স্থান দাও" এই প্রার্থনা যেন সর্ব্বক্ষণ জানাইতে পারি, ইহাই প্রার্থনা।

আত্মনিবেদনকারী বা প্রভাতে শরণাগত ব্যক্তি যখন দীক্ষালাভ করেন, তখন ভক্তিবিরোধী ভাবযুক্ত দেহটীর উপর ভক্তিময় দেহটী আসে। তাই বলিয়া তত্ক্ষণাৎ সিদ্ধ হয় না। যেখানে সেবার দেহ প্রকাশিত না হইয়া ভোগময় দেহ থাকে, সেখানে দীক্ষা হয় নাই। এ দীক্ষা [illegible] সিদ্ধি পর্য্যন্ত নিয়মপূর্ব্বক ভজনকালব্যাপী। সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে যত বিষয় ভোগবাসনা কমিতে থাকে, তত হরির নিকট [illegible] হয়, উহাই দীক্ষার ফল।

যেখানে স্বদর্শন সেইখানেই চিদ্বিলাস। স্বদর্শন ভাবকে ভক্তের [illegible] পূর্ণ করিলে যে এই স্বদর্শনের আশ্রয় গ্রহণ করা আমাদের সকলের কর্ত্তব্য। 'আমি কে' এই পরিচয়টি জানাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার প্রথম পরিচয়। বস্তুচিন্তার মূল বিশ্বাসরূপ আশ্রয় শ্রীনিত্যানন্দ ঠাকুরের কৃপার প্রথম পরিচয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার পরম পরিচয় প্রাপ্ত হইলে ক্রমে ক্রমে তাঁহার পূর্ণকৃপাপ্রভাবে স্বরূপের নাম রূপ-গুণ লীলার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সাধুর প্রতি বিশ্বাসই মূল। যিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবৎসেবা করেন, তিনি সাধু। ভগবৎসঙ্গ-লাভে যে যত দূর হইতে পারিবে, সে তত সত্বর সাধুর কৃপা পাইবে। কৃপা পাইতে হইলে দীন ও কাঙ্গাল হইতে হইবে। কারণ, গুরু ও ভগবান্ দীনের বন্ধু — অভিমানীর [illegible] — কাঙ্গালের ঠাকুর। সাধুকে আপন জান, টান বা আর্ত্তি থাকা চাই। নতুবা অন্যের প্রতি কাছে বা আর্ত্তি হয় না। সম্পূর্ণভাবে সাধুর শরণাগত — অধীন হইতে হবে, তাঁর আদর্শ অনুসরণ করিতে হইবে। আমি যাহা ভাবি বা বিচার করি তাহা দূর করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিব এবং অকপট সাধু কৃপা চাই। তাহা হইলে সাধু কৃপা ও নিজের যত্নাগ্রহে অনর্থ দূর হইয়া নিষ্ঠা, অর্থাৎ নিরন্তর ভজন নিশ্চয়ই হইবে। অনর্থ থাকাকাল পর্য্যন্ত নিরন্তর ভজন করা যায় না। নিরন্তর হরিভজনের সৌভাগ্য হইলে সেবায় রুচি হয় অর্থাৎ অন্তরের সহিত সেবা করিতে খুব ভাল লাগে। রুচি না [illegible] আসক্তি বা আর্ত্তি হয় না। সাধুকে পূর্ণভাবে দেওয়া চাই; নতুবা ভাল আর পাওয়া যাইবে না। '[illegible], আমি ত' তোমার" এটী প্রথমমুখে বলিতে না পারিলেও যেন কখনও বলিতে পারি — এইরূপ প্রার্থনা অন্তরে করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকা উচিত।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

ভগবান্ সকল বস্তুতেই আছেন, কিন্তু বস্তুগুলি ভগবান্ নন। এ জগৎ নিত্যকাল বর্ত্তমান থাকে না। এ জগতের স্বরূপ — অসৎ অর্থাৎ অনিত্য, আর ভগবানের ক্রীড়া বা লীলা নিত্য। কেবল বৈকুণ্ঠবস্তু — সচ্চিদানন্দ বস্তু থাকবেন, আর সব ধ্বংস হ'য়ে যা'বে।

জীব ঈশ্বর নয়। আমরা সকলেই ভগবানের নিত্যসেবক, কিন্তু আমরা এ কথা ভুলে গিয়ে গৃহের — পাড়ার — গ্রামের — দেশের প্রভু, কর্ত্তা, মালিক ও ঈশ্বর হ'তে চাচ্ছি! জগৎ আর ভগবৎ আলাদা আলাদা বস্তু। জগৎ জগন্নাথ নয়, আবার জগন্নাথ জগৎ নন। কিন্তু জগতের প্রত্যেক বস্তুতে জগন্নাথ অবস্থান করছেন। ঈশ্বর — বৈকুণ্ঠবস্তু, আর জগৎ কুণ্ঠাময়, আলো আর অন্ধকার।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা সময় [illegible] যাঁ'রা ভগবানের সেবা করেন, তাঁ'দের সঙ্গ আমরা করব। [illegible] হ'য়ে শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সঙ্গে থেকে কৃষ্ণভজন আরম্ভ না করা পর্য্যন্ত কখনও আমার মঙ্গল হ'বে না। মঠবাসিগণের প্রত্যেকেরই সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবসেবা, শ্রীহরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন ও হরিকথায় নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য। হরিকথা শ্রবণ হইতে — হরিসেবা হ'তে বিমুখ হ'লে সংসার-বাসনায় পুনরায় দগ্ধদশা প্রাপ্ত হইতে হইবে। তখন অন্যান্যের চর্চা, পরচর্চা, পরস্পর কলহ প্রভৃতি কার্য্যে দিন কাটিয়া যাইবে। মঠবাসিগণ হরিসেবাকে সর্ব্বপ্রধান মঙ্গলের কার্য্য বলিয়া বুঝিতে না পারিলে ভজনরাজ্যে এক দিনও অগ্রসর হইতে পারিবেন না। অকপটভাবে অকপট বৈষ্ণবগণের সেবা ও বৈষ্ণবগণের প্রীতি জন্য কায়মনোবাক্যে অনুশীলন করিতে হইবে।

সতীর্থগণের মধ্যে কাহারও হরিগুরু বৈষ্ণবসেবা হইতে বিচ্যুত হইতে দেখিলে — কোনও ভ্রাতা অধঃপতিত হইতেছেন বুঝিতে পারিলে তাঁহাকে সরলভাবে [illegible] কথা আলাপে বুঝাইয়া — শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মঙ্গলময়ী বাণী তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ হরিগুরু বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত রাখিতে হইবে। তাঁহাদিগকে হরিকথা বলিয়া কৃপা করিতে হইবে, তাঁহাদের অধঃপতনে কটাক্ষ করিয়া আনন্দবোধ করা তাঁহাদের অমঙ্গলকামনা হবে। উহাতে আমাদের নিজেদের ও অপরের পরমমঙ্গল সাধিত হইবে। সত্য সত্যই মঠবাসের সার্থকতা হইবে। পরস্পরের হরিভজনে সহায়তার জন্যই আমরা একত্রে বাস করিতেছি।

যে সকল লোক হরিভজন করে না, অর্থাৎ যাহারা হরিসম্বন্ধবিহীন, তাহাদের জীবিত থাকিয়া দৌরাত্ম্য করা অপেক্ষা জীবনধারণ না করাই ভাল। বিষ্ণু ব্রহ্মা ও দেবতা প্রভৃতি যদি হরির উপাসনা না করেন, তবে তাঁহারা কেবলমাত্র অমঙ্গল আনয়ন করেন। দেবতাদের উপাস্য যে কৃষ্ণ তিনি মনুষ্যেরও উপাস্য। সুতরাং অন্যান্য দেবতা উপাসনা না করিয়া সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিলেই সকলের উপাসনা হইয়া যাইবে। তৃণাপেক্ষা সুনীচ হইয়া, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া অন্যকে সম্মান প্রদান করিয়া, অপরকে মান দিয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করিলে শ্রোতা ও বক্তা — উভয়েরই মঙ্গল হইবে।

হরিপ্রসঙ্গ না হ'লেই ভোগপ্রসঙ্গ হ'য়ে যা'বে! ভোগপ্রসঙ্গে সংসার, আর সেবাপ্রসঙ্গে [illegible]। [illegible] হাড়-মাংস দেখে কেবল তার রূপ-গুণদর্শন হ'ল না। ভগবানের পূজা করবার জন্য স্পৃহা অনেকের হ'তে পারে, কিন্তু সেই পূজার স্বরূপ কিরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়, সে বিষয়ে যা'দের লক্ষ্য আসে নাই, তা'রা বঞ্চিত হ'য়ে যা'বে। কে কতটা পরিমাণে ভগবদ্ভক্ত, তা যা'দের বিচার হ'চ্ছে না, তা'দের ত' উন্নতি হ'বেই না, বরং পূজার জন্য যে স্পৃহাটি উদিত হ'য়েছিল, সেটীও চ'লে যা'বে। তা'দের ভগবদ্ভক্তির যে একটা ছিঁটে ফোঁটা দেখা যাচ্ছিল [illegible] না চেনার দরুণ সে [illegible] চলে যা'বে।

মধ্যমাধিকারীর ঠাকুরপূজার শেষ হ'য়েছে, তবে তিনি ঠাকুরের পূজার বিরোধী নন বা কনিষ্ঠাধিকারীকে ঠাকুরপূজায় বাধা দেন না, আর তিনি কখনো ক'রেও ঠাকুর [illegible] না। যিনি ঠাকুরের ভজন করেন নিরন্তর হরিকীর্ত্তনের দ্বারা, মধ্যমাধিকারী তাঁ'রই সেবা করতে থাকেন। তিনি [illegible] হরিকীর্ত্তনকারীই জগতে আমাদের একমাত্র শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

যতক্ষণ জীব নিজের ক্ষুদ্র অভিমানকে বড় মনে করে — তা'র উপর অভিমান থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত সে আর ভগবানের [illegible] করে, আর যখন তাঁ'র চিত্তে ভগবানের মহিমা উদিত হয় তখন প্রপত্তি বা শরণাগতি [illegible] হয়। তিনি যত বড়ই হউন না কেন, অভিমান যদি মঙ্গলের পথ মনে করেন তাঁ'র পতন অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণই সর্ব্বাশ্রয়, কৃষ্ণাশ্রয় ব্যতীত [illegible] আমাদিগকে রক্ষা করতে পারে না। যতটা পণ্ডিত আছি বা মূর্খ আছি — যে যেখানে আছি, সেখানে থাকিয়া [illegible] শ্রীগুরুমুখে অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

নাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ — কৃষ্ণের অবতার। [illegible] উপদেশ লাভ করবার অভিনয় করি, তা'তে আমরা [illegible] হই, নাম আমাদের কাছে প্রকাশিত হন [illegible] নাম শরণাগতের কাছেই প্রকাশিত হন। যাঁ'র ভগবানে উন্মুখ [illegible] অর্থাৎ কর্ণ জ্ঞান যোগাদি-[illegible] আছে, আবার যেমন ভগবানে তেমনি শ্রীগুরুদেবেতেও গুরুভক্তি আছে, তাঁ'র কাছেই বস্তুর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পেয়ে থাকে।

যদি আমরা বৈষ্ণব বা শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তনকারিগণের বিচার [illegible] কাঙ্গালিগণের সেবায় বিমুখ হ'য়ে কেবল অচেতনের পথের পথিক হই, তবে আমাদের মঙ্গল সুদূর পরাহত। শ্রীমহাপ্রভু নাম-সংকীর্ত্তন [illegible] শেষ কর্ত্তব্য। [illegible] মঠের [illegible] মাত্র আছে। [illegible] কেবল আমে গুরুদ্বারে কথা আছে। মঠে [illegible] সকলে নয়। [illegible] হ'য়ে যে কেহ কেহ মঠবাসিগণের মধ্যে তা'দের কায় [illegible] ও [illegible] চরিত্র [illegible] কাম [illegible] করে, তাহা [illegible] বিবর্ত্ত মাত্র। যাহা যাহা, যাহা হরিসেবা নয়, তাহা সর্ব্বপ্রকারেই মঠে আছে, মঠবাসিগণের সেবা করলেই জীব যে [illegible] হ'বে। মঠবাসিগণ সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বশ্রেয় হ'বে সেবা করেন। তাঁ'দের হরিভজনসেবা বাহ্যিক [illegible] কোন [illegible] 'হরিভজন' ব'লে [illegible] তাঁ'দের নিকটই [illegible] সকল কথা কীর্ত্তন করছেন। [illegible] মুক্ত হ'লে [illegible] হরিভজনকারিগণের [illegible] না চেনে কৃষ্ণ-[illegible] পারেন, তবে তাঁহাদেরও মঙ্গল হ'বে।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয় ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা [illegible]
সেবক [illegible]

(৩) [illegible] শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক [illegible]

( ) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) শ্রীধর সমাধি পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর, [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গোদ্রুমপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীঅধ্বাপ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] (শ্রীল[illegible] জন্ম ভিটে[illegible])
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিগ্রহ

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]-মঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) [illegible] পাট
[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক [illegible]

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) সদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যাবন্ধু বি এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া আসাম
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], আসাম
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible] দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible], [illegible] দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীকৃষ্ণ গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ.
পোঃ [illegible], [illegible], ইউ. পি
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীচৈতন্য[illegible] মঠ.
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রী[illegible]
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible] মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গোপীবিহারী মঠ—[illegible].
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], পাঞ্জাব
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী.

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible], দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible],
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible]
[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক শ্রীদীনহীন দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী.

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ [illegible]
[illegible], [illegible] ইউ-পি)
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যার্ণব গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible] কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, [illegible],
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]
শ্রী[illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রকাশিত-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩	২।০
" সিকি কলম ১৩৲	১২৸০
" অর্দ্ধকলম ২০৲	১৮৲
" এক কলম ৩৩৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ প্রমাণাদি দ্বারা বিভূষিত। ইহাতে বহু চিত্র (chart ও) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

নদ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থদ্বয় অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—নদ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

রিক্‌থ ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে পাশ্চাত্যদার্শনিকগণের মতবাদ মানবগণের সত্যবাদ, মায়াবাদ, ব্রহ্মবাদ, অদ্বৈত, একাত্ম, ব্রহ্মবাদ ও ভক্তিবাদে জ্ঞানবাদ-নিরসনমূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ সমন্বয়, ভক্তিপালক সংসিদ্ধান্তসকল প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—নদ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। বোর্ডিং ও বেতনসমেত প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিপ্রাপ্ত করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব গৌরব বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু সম্বন্ধে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র বিস্তৃতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৫৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত ললিতকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যালীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়া তাঁহার আদর্শ সংশোধিত পত্রিকা প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হইলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বাপর সংগতি শ্লোক অন্বয়ে গীত ও মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ এবং তৎপরে শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রভূত লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, পাদটীকা প্রবন্ধ ও বংশ-বিবরণ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও ব্যক্তি-পরিচয় সহ [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের একটি রত্ন। [illegible] ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া বিবিধ সদ্ভাবে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা চারি আনা। ছাত্রদের পক্ষে [illegible]।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিভূষণ দাস [illegible], পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেনের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫ ৫৫	৬ ৫৭	৭ ১৩	১১-৩	১৩-১৬	১৬-৪৬	১৭-৫৩	২০-৫
দমদম ,,	৫-৫৯	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-৫০		১৮-৩	২২ ৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৭	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৭-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-২৮
[illegible] ছাঃ	৬ ২৮	৮-৬	৯-৩৩	১৩-৫৩	১৫ ৫	১৮ ৩৩	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ৫	৮-৪০	১০-৬	১৪-০৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪৯

(নগর) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-১৮	২০ ৫০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭ ৮	১০ ৫৯	১৮-১৭	২১ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম ,,	১০-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৫-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৮
(নগর) ছাঃ	১৩ ৫৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

[illegible]

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-৮	৮-৮	১১-৪	১৪-২২	১৬-৮	১৮ ৩৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩১	৮ ৪৪	১১-৪২	১৫-৭	১৭-১৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১৭	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬-৫০	১৯-২০	২০-৫৮	৩ ৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯ ২৫	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৪০	২০ ৩	২১ ১১	৪-১০
(নগর) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৪৬	১৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৪	৪-১৮
দমদম ,,		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৩	২১ ২৮	২৩ ৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২২	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৫২	১৯-২৬	২১ ৪০	২৩-১৫	৬-১৩

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] আচার্য্য [illegible] শিক্ষাত সাহায্য ভক্তিশাস্ত্রে [illegible] বেদান্ত-বৈষ্ণবাচার্য্য এবং [illegible] গৌড়ীয়সম্প্রদায় এবং পণ্ডিত সেখানের [illegible] আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং [illegible] জীবনচরিত্র-পাঠে [illegible] এই গ্রন্থ, অভিনব ও অদ্বিতীয় এবং প্রাচীন ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। ভাষা ও [illegible] যাবতীয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে [illegible] অধ্যায়ে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। শ্রী [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের মুখবন্ধ (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও [illegible] (Index Glossary) সহ [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, জেলা - নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১।১।৫, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বন্ধু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible]। [illegible] এবং নূতন পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন [illegible]। ছোট বোতল [illegible] আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। [illegible]

—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible] বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD NO 1541

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

[illegible] প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র [illegible]

শ্রী[illegible] শ্রীভক্তি[illegible]

বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
শ্রী[illegible] তাৎপর্য্য
[illegible] এই গ্রন্থ [illegible]
প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা
[illegible] ব্যক্তিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৹ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রী[illegible]মালা

বিভিন্ন [illegible] ও প্রণতি এই
গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অর্থ
ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৹ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ } ১৬ নারায়ণ ৪৫৪ গৌরাব্দ ১৫ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৩০শে ডিসেম্বর ইং ১৯৪০, সোমবার { ২৪৪-৪৫তম সংখ্যা

[illegible]ল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ১৮ই ডিসেম্বর বুধবার আকুমারব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে জগদ্‌গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকটতিথি-পূজা নিরন্তর পাঠকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রত্যুষে মঙ্গলারাত্রিকান্তে গুরুবন্দনা, গুরুপরম্পরা "জয় রে জয় রে জয়, পরমহংস মহাশয়", "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" প্রভৃতি গীত কীর্ত্তন হইলে "শ্রীসরস্বতী সংলাপ" পারায়ণ আরম্ভ হয়। পারায়ণ সমস্ত দিবস হইতে থাকে।

মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরুগৌরবিনোদগোবিন্দ[illegible] [illegible] অর্চ্চন ও ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে গুরুবন্দনা, "শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবলভকতিসদ্ম," পঞ্চতত্ত্ব, "গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে, তৃণাপেক্ষা অতিদীন।" প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ [illegible]প্রভু [illegible] ১১শ বর্ষের সাপ্তাহিক গৌড়ীয় শ্রীল প্রভুপাদের বিরহসংখ্যা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে 'গুরু! বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর', "কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার" ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

ঐ দিবস বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা পাঠকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। পাঠান্তে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ৩রা পৌষ, ১৮ই ডিসেম্বর বুধবার-দিবস গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীস্বরূপরূপানুগবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চতুর্থ বার্ষিক বিরহমহোৎসব গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে সংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

উক্ত দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকের পর মঠসেবকগণ শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনানন্তর যথাক্রমে গুর্ব্বষ্টক, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব 'গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া', 'জয় রে জয় রে জয় পরমহংস মহাশয় শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী" প্রভৃতি গীতি কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে শ্রীশ্রীসরস্বতী সংলাপ গ্রন্থ পারায়ণ আরম্ভ করা হয়।

পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকার সময় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা একটী সুরম্য মঞ্চোপরি পত্র, পুষ্প, মাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। অপরাহ্ণ প্রায় দুই ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ বর্ষের বিরহসংখ্যা নদীয়াপ্রকাশ এবং ঊনবিংশ বর্ষের বিরহ-সংখ্যা গৌড়ীয় পাঠ করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীমঠে একটী সভার অধিবেশন হয়। গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, 'নিতাইপদকমল', 'এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি' প্রভৃতি গীতি কীর্ত্তনান্তে ষোড়শবর্ষ গৌড়ীয়ের দ্বাবিংশ সংখ্যা হইতে প্রথম বার্ষিক বিরহোৎসবে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রথম ও দ্বিতীয় অভিভাষণ পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। অতঃপর বর্ত্তমান বর্ষের বিরহসংখ্যা গৌড়ীয় হইতে "শ্রীরূপের পদধূলি" শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বনে শ্রীল প্রভুপাদের অলৌকিক চরিত্র পালনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা, জগজ্জীবের প্রতি তাঁহার অসমোর্দ্ধ দান, তাঁহার জগদ্‌গুরুত্ব প্রভৃতি বিষয় হিন্দীভাষায় আলোচনা করা হয়। তৎপরে 'যে আনিল প্রেমধন' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। অতঃপর সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীবিদ্যানিধিগৌড়ীয়মঠে

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ৪র্থ বার্ষিক বিরহোৎসব জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপা ও একান্ত আনুগত্যে সংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৮ই ডিসেম্বর, বুধবার অতি প্রত্যুষে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, গুরুপরম্পরা ও বিবিধ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ পাঠ হয় এবং প্রাতঃ ৮ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীসরস্বতী সংলাপ গ্রন্থ পারায়ণ হয়। তৎপরে সন্ধ্যারাত্রিক পর্য্যন্ত ১৭শ ও ১৮শ বর্ষ গৌড়ীয়ের শ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসব-সংখ্যা পাঠ হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও বিবিধ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ পাঠ হয়।

বোম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় গত ১৮ই ডিসেম্বর বোম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ৪র্থ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও "গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া" প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয় এবং শ্রীল প্রভুপাদের অপার করুণা ও অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা আলোচিত হয়।

মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিকান্তে গৌড়ীয় বিরহসংখ্যা পাঠ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে "[illegible]" ও শ্রীল প্রভুপাদের [illegible]" [illegible] ভাষায় একটি [illegible] উপস্থিত [illegible] প্রদান করা হয়।

"যেখানে হরিকথা নাই, সেস্থল যতই আত্মীয়-স্বজন-বেষ্টিত হউক না কেন, যতই বাসের সুবিধাজনক হউক না কেন, সেই সকল স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ নারায়ণ সর্বশিব সপ্তর্ষ গৌরাব্দ ৪৪৩

কৃষ্ণানুশীলন

——::(০)::——

এ জগতে সেব্য ও সেবকের সংখ্যা বহু। এখানে আজ যিনি সেব্য, কাল তিনি সেবকরূপে পরিণত হন; আজ যিনি প্রভু, কাল তিনি ভৃত্য হইয়া পড়েন এবং কাল যিনি ভৃত্য ছিলেন, আজ তিনি প্রভু হইয়া পূর্বতনের প্রভুকে সেবকপদে নিযুক্ত করেন। এখানে প্রভু অসংখ্য—সকলেই প্রভু হইয়া সেবা গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত। এখানকার এই সেব্য-সেবকসম্বন্ধের মধ্যে বণিগ্‌বৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নাই। এখানের সেব্য ও সেবক উভয়েই নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত। সেবকের নিকট হইতে তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণ পরিপূর্ণরূপে লাভ করিতে না পারিলে সেব্য সেই সেবককে বাতিল করিয়া দেন, আবার সেবকও প্রভুর দ্বারা পূর্ণ পুরস্কৃত অর্থাৎ পূর্ণভাবে নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ পূরণ করাইয়া লইতে না পারিলে সেব্যকে পরিত্যাগ করে। এখানে সেব্য ও সেবকের মধ্যে এইরূপ ভোগবুদ্ধি বর্তমান। এখানকার সেব্য, সেবক ও সেবা বিনষ্ট হইয়া যায়। এখানকার সেবার ক্লান্তি আছে, হেতু আছে এবং উহা প্রতিহত হয়। কিন্তু চিজ্জগতে এইরূপ ধরণের কোন কথা নাই। সেখানে সেব্য নিত্য, সেবক নিত্য ও সেবা নিত্য। সেখানে সেব্য চিরকালই সেব্য, সেবক চিরকালই সেবক। সেখানে সেব্য নিত্যকালই সেবা গ্রহণ করেন, আর সেবক নিত্যকাল সেব্যের সেবা করিয়া কৃতার্থ হন। সেখানে সেব্য মাত্র একজন, এবং সেবক অনন্ত। সকল সেবকেরই স্বার্থ এক—সকলেই সেব্যের সুখের জন্য ব্যস্ত। নিজসুখস্পৃহার লেশমাত্রও সেবকের হৃদয়ে নাই। সেব্যসুখতৎপরতাই প্রত্যেক সেবকের হৃদয়ের বৃত্তি। এ জগতের বণিগ্‌বৃত্তিকে যদি সেবা বলা হয়, তাহা হইলে জীবের একমাত্র পরমারাধ্যা সেবা-দেবীকে বেশ্যা প্রতিপন্ন করা হয়। কৃষ্ণসেবা সেবা-দেবী এ জগতের তথাকথিত সেবার ন্যায় চপলা, অসতী, বেশ্যা ও ইতরভোগ্যা নহেন। সেই কৃষ্ণভোগ্যা, কৃষ্ণমোহিনী সেবাদেবী পরমসাধ্বী—সতীশিরোমণি। এই সেবাদেবী এক অদ্বিতীয় স্বরাট্ পুরুষোত্তমের নিত্যসঙ্গিনী, কৃষ্ণবিলাসিনী। এই সেবাসুন্দরী অদ্বিতীয় স্বরাট্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে আসক্তা। তিনি পরমসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবিকা—অনন্যভজিনী। তিনি অব্যভিচারিণী হইয়া সেই স্বরাট্ পুরুষোত্তমের নিরঙ্কুশ ইচ্ছার পরিপূর্তিকারিণী। অদ্বিতীয় স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়তর্পণের নামই সেবা।

সেবা অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা। এই শুদ্ধ-সেবা-সুন্দরীর নিত্য আরাধনা একমাত্র নাম-সংকীর্তন দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। বণিগ্‌বৃত্তি বা হৈতুক ব্যাপারকে সেবা বলা যাইতে পারে না। সেবা নিরন্তর কৃষ্ণসুখদা হইয়া তীব্র প্রসাদশীলা। তাঁহাকে প্রতিহত করিবার—বাধা দিবার সাধ্য কাহারও নাই। নিরন্তর হরিকীর্তনই সেবা। ভগবন্নামই জীবের সর্বমঙ্গলবিধানে সমর্থ। সেই নামে ভগবান্ সর্বশক্তি অর্পণ করিয়াছেন এবং সর্বযুগে সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় সর্বত্র সর্বলোকের জন্য এই নামকীর্তনই একমাত্র সাধ্য ও সাধন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। অনেকে মনে করেন, সাধন ও সাধ্য, উপায় ও উপেয়, সিদ্ধির পরে প্রাপ্তাবস্থা ও সাধনে কর্তব্য বস্তু এক হইতে পারে না। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারে সাধনে কর্তব্য বস্তু ও সিদ্ধকালে প্রাপ্তব্য বস্তু অর্থাৎ সাধন ও সাধ্য—এক। যদিও এই কথাটি আবহমানকাল হইতে জীবমাত্রের সনাতন ধর্ম বলিয়া খ্যাত হইয়াছে, তথাপি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু এই যুগে এই জগতে কৃপাপূর্বক পরিস্ফুটভাবে তাহা আমাদিগকে কৃপা করিয়া জানাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্দৈব যে, আমরা তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, সেই একমাত্র সেবাধর্ম—হরিনাম সংকীর্তনে আমাদের অনুরাগ হইতেছে না। অধিকন্তু সেবা-বিরোধকেই আমরা সেবা বলিয়া মনে করিতেছি।

বদ্ধাবস্থিত প্রত্যেক জীবেরই সেবা-বিরোধী কর্মপ্রবৃত্তি আছে; উহাকে মহত্ত্ব বলা যায় না। এই কর্মপ্রবৃত্তি পশুপক্ষীর মধ্যেও দেখা যায়। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—হরিকীর্তন ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত কর্মই জীবের পশুধর্ম। সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা অধোক্ষজ-হরিসেবা না করিলে মানব শ্রেষ্ঠ জীব হইয়াও ইতর প্রাণিতুল্য। হরিকীর্তনাভাবে মানব মৃত বা পাষাণতুল্য। হরিকীর্তন-সেবাবর্জিত মানব আত্মঘাতী বা বাঘতুল্য পশুবিশেষ। মানব ত' দূরের কথা, দেবতাগণও যদি একমাত্র হরিকীর্তনকারী না হন, তাহা হইলে তাঁহাদেরও নৈতিক চেষ্টা, পরোপকারের স্পৃহা প্রভৃতি যাবতীয় প্রবৃত্তিসকল ভগবদ্বিরোধী চেষ্টামাত্র। সেইজন্য শাস্ত্র অবিকল অপ্রতিহত হরিকীর্তনকেই একমাত্র যুগধর্ম বলিয়াছেন। সাধুগণ বলেন, কর্মের সহিত ভক্তির সম্বন্ধ হইতে পারে না। ভক্তি নিরপেক্ষা, তাহা কর্মজ্ঞানের অপেক্ষাযুক্ত নহেন। কর্মজ্ঞান ভক্তির সাহায্য ব্যতীত পদমাত্র যায় একপদও চলিতে পারে না। কর্মের সাহায্যপ্রার্থনা দূরে থাকুক, কর্মপ্রবৃত্তিকে সর্বতোভাবে ত্যাগ না করা পর্যন্ত শুদ্ধসেবারাজ্যের দ্বারে জীবের প্রবেশ করিবার অধিকারই হয় নাই। কর্মপ্রবৃত্তি হইতে উদ্ধার করিয়া জীবকে তাঁহার নির্মল স্বরূপবৃত্তি বা আত্মার সহজ ধর্ম—অধোক্ষজের অহৈতুকী সেবায় প্রতিষ্ঠিত করাই প্রকৃত জীবে দয়া। ইহার অভাব যেখানে, সেখানে পরহিংসা অনিবার্য আছেই।

কৃষ্ণের পূর্ণ আত্মতর্পণই সেবাধর্ম। জীবকে সেই নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়ের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইন্ধন হইতে হইবে। যাঁহারা সেই অখিলরসামৃতমূর্তির নিত্য ইন্দ্রিয়তর্পণ-সেবায় অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের আনুগত্যে সেই নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়ের সেবাই জীবের সাধ্য ও সাধন। বিবর্তবাদের ন্যায় বৈষ্ণব-দর্শনে সাধ্য ও সাধনে ভেদ নাই। বৈষ্ণবদর্শনে ভগবানের মাধুর্যময় নামের কীর্তনই সাধ্য ও সাধন। সাধনই নির্মল ও পরিপক্ক অবস্থায় সাধ্যরূপে প্রকাশিত।

ভগবান্ ভগবদ্ধাম হইতে কৃপাপূর্বক এ জগতে অবতীর্ণ হন। যা' তা' নাম ধরিয়া ডাকিলে ভগবানের সাড়া পাওয়া যায় না। ভগবানের নিজস্ব যে নাম, সেই নামেই ভগবান্‌কে ডাকিতে হইবে, তবেই ভগবান্ সাড়া দিবেন। কিন্তু অজ্ঞবশত হইয়া ভগবানের নিজস্ব নামে (?) ডাকিবার অভিনয় করিলেও ভগবানের সাড়া পাওয়া যাইবে না। এ জগতে ভগবানের কথা অর্চাবতার, শ্রীনামাবতার এবং নামকীর্তনকারী শ্রীগুরুদেবাবতার বহন করেন। ইঁহারা তিনজনই অভিন্ন। শ্রীঅর্চাবতার ও শ্রীনামাবতার—বিগ্রহজাতীয় ভগবান্, আর শ্রীগুরুদেবাবতার—আশ্রয়জাতীয় ভগবান। শ্রীগুরুদেব বা শ্রীআচার্যকে আশ্রয় করিলেই আমরা বিষয়তত্ত্বের সন্ধান পাই। ভগবন্নাম ও ভগবানে কোন ভেদ নাই। এ জগতের নামে ও বস্তুতে ভেদ আছে। যেমন লণ্ডন শব্দ হইতে লণ্ডন স্থানটি পৃথক্। লণ্ডন শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে উচ্চারণকারী তাঁহার জিহ্বার মধ্যে লণ্ডন নামক প্রদেশটিকে পান না। কারণ, সেখানে শব্দ ও শব্দীতে ভেদ আছে; কিন্তু বৈকুণ্ঠনামে—শব্দ ও শব্দীতে ভেদ নাই। বৈকুণ্ঠে কুণ্ঠাধর্ম নাই—ব্যবধান নাই। সেখানে নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্য—একটাই জিনিষ। সেখানে সব অদ্বয়জ্ঞান। সেখানে শব্দই শব্দী, শব্দীই শব্দ। শব্দই আমাদিগকে একমাত্র ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর সন্ধান দিতে পারেন। যিনি লণ্ডন যান নাই, তিনি কলিকাতায় বসিয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই লণ্ডনের কোন অভিজ্ঞানই লাভ করিতে পারেন না। তিনি যদি কোন লণ্ডনদর্শনকারীর নিকট কথা শ্রবণ করেন বা লণ্ডনের কোন ভ্রমণকারী বা লণ্ডনবাসীর লিখিত কোন পুস্তক পাঠ করেন, তাহা হইলে তাহাতে লণ্ডন সম্বন্ধে অভিজ্ঞান হইতে পারে। এই পাওয়া যে অভিজ্ঞান, তাহা শব্দেরই অভিজ্ঞান। পুস্তকে লিখিত অক্ষরগুলি শব্দেরই প্রতিমূর্তি। শাস্ত্র বা গ্রন্থ ভগবানের অর্চাবতার—ভগবানের সাত্বিক অবতার বা শব্দার্চাবতার।

কোন সময় আমেরিকার কোন কৃষক তাঁহার কোন একটি নিরক্ষর ক্রীতদাসকে সঙ্গে লইয়া মাঠে চাষকর্ম করিতে গিয়াছিলেন। তিনি মাঠে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তিনি ভুলক্রমে তাঁহার লাঙ্গলের একটি অংশ গৃহে ফেলিয়া আসিয়াছেন। কৃষক তাঁহার ক্রীতদাসকে বলিলেন—"তোমাকে একখণ্ড কাগজ লিখিয়া দিতেছি, এই কাগজ খণ্ড গৃহকর্ত্রীকে দেখাইলেই তিনি লাঙ্গলের প্রয়োজনীয় অংশটী তোমাকে দিবেন।" এই কথা শুনিয়া নিরক্ষর ক্রীতদাস অত্যন্ত বিস্মিত হইল। ক্রীতদাস বলিল, "অহো একটি বাস্তব পদার্থ কতকগুলি দাগের সাহায্যে কিরূপেই বা পাওয়া যাইবে? আপনি যে 'জিনিষটী' চাহিতেছেন, সে ত একটি লৌহনির্মিত কঠিন জিনিষ। আর এই কাগজে কতকগুলি দাগ মাত্র রহিয়াছে।" কৃষক তখন তাঁহার নিরক্ষর ক্রীতদাসটিকে অক্ষরের কথা জ্ঞাত করিয়া

ভক্তি করি' যে জনে চৈতন্য-অবতার। সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার॥

বুঝাইয়া দিবেন। ঐ ভীতগণেরই মত অজ্ঞাতরূপে আমরা ভগবন্নামের 'শব্দ'কে অবাস্তব প্রাকৃত কিছু মনে করিয়া অপ্রাকৃত শব্দের প্রতি সন্দিহান হইয়া পড়ি। যদি কেহ কতকগুলি অর্থহীন হিজিবিজি লিখিয়া দিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার উদ্দিষ্ট বস্তু পাইতেন না। হিজিবিজি লেখা ও অর্থযুক্ত লেখার মধ্যে ভীতগণের নিকট কোন ভেদ না থাকিলেও, বস্তুতঃ উহাতে ভেদ আছে। একটির দ্বারা উদ্দিষ্ট বস্তু লাভ হয়, আর একটির দ্বারা বৃথা সময় নষ্ট হয়। ভগবন্নামের শব্দে প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণরূপে অর্পিত আছে এবং তাহা উদ্দিষ্ট ফল বা পরম-প্রয়োজন প্রদান করিতে সমর্থ।

পাপ দূরীভূত করিবার জন্য হরিনাম করিতে হয় না। তাহা হইলে হরিনাম হইবে না, নামাপরাধ হইয়া যাইবে। শ্রীনামের আভাস মাত্রেই অনন্তকোটি পাপ উহাদের মূল সহিত উৎপাটিত হইতে পারে। অতএব ভোগী বা পাপিগণই পুণ্যলাভ বা স্বর্গপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরককে সমান দর্শন করিয়া অর্থাৎ উভয়কেই তুচ্ছ মনে করিয়া ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য ব্যস্ত হন। ভক্তগণ এ জগতে থাকিতে চান না, এখানকার মায়িক ভোগসুখ তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া ব্রজপতি লাভ করেন। মায়িক কোন চিন্তাস্রোতঃ তাঁহাদের নাই। ভগবান্ তাঁহার নিজমায়া ও যোগমায়া [illegible] জীবকে [illegible]— [illegible] বিভিন্ন বা সংশয় [illegible] দূর পান—জীবের সেবা গ্রহণ করেন, জীবেরও তাহাই কাম্য হইলে ভগবৎপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়—ইহাই ভক্তের বিচার। ভক্তগণ পাপনিবারণ, পুণ্যসংগ্রহ, স্বর্গপ্রাপ্তি, রোগনিবৃত্তি, ধনকামনা বা বিপন্মুক্তির জন্য শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করেন না। তাঁহারা ভগবানের সেবার জন্যই ভগবান্‌কে ডাকেন। ভগবানের সেবার জন্য ভগবান্‌কে না ডাকিলে উহাকে ব্যর্থ নাম বা বৃথা নাম বলে। কিন্তু ভগবানের সেবার জন্য তাঁহাকে ডাকা দুষ্ট নহে, তাহাই একমাত্র কর্তব্য। নিজের স্বার্থ কাম-ক্রোধ-কামনায় ভগবান্‌কে ডাকিতে হইবে না, কিন্তু অনুক্ষণ ভগবানের সেবার জন্যই ভগবান্‌কে ডাকিতে হইবে। তাই সেবাশিক্ষাগুরু মহাজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

আনন্দ-কুঞ্জ- [illegible] কুঞ্জ মনোহর
তাহাকে ছুঁইতে শোকে।
বসিয়া তথায় [illegible] কৃষ্ণ-
করে কৃষ্ণনামাস্বাদে।

অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি [illegible] উহাই ভক্তির স্বরূপলক্ষণ। সাধুই গুরুর অনুকূল। সাধুর আনুগত্যে—সাধুর সুখ-বিধানসূত্রে সদ্গুরু উপাস্য শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন বা সুখানুসন্ধানই অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন। 'অনুশীলন শব্দে অনুক্ষণ সেবা' বুঝায়। 'অনু' শব্দে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অর্থাৎ ব্যবধানরহিত। আর 'শীল' শব্দের অর্থ—একান্ত প্রবৃত্ত হওয়া। জীব যে কৃপাবলম্বন অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদন করেন, তাহাই ভক্তি। ভক্তি উদিত হইলে জীব ভক্ত হন। ভক্তিবৃত্তি সুপ্ত হইলে জীবহৃদয়ে অন্যাভিলাষ বা নিজসুখবাসনা প্রবল হয়। ভক্তিবৃত্তি না থাকিলে সেবাদর্শন বা ভগবদ্দর্শন হয় না। অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনে অন্যাভিলাষিতা আদৌ থাকে না। কর্মজ্ঞানের স্বসুখবিধান ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য ভক্ত সেবা করেন [illegible] ফলকামনা কিছু থাকিলে উহা [illegible] এই চতুর্বর্গার্থ [illegible] হইয়া যাইবে। কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য ছাড়িয়া নিজ নিজ কল্পিত প্রার্থনা অন্তরে পোষণ পূর্বক আনুকূল্যসংকারে কৃষ্ণানুশীলন করিলেও ভক্তি হইবে না। অন্যের উদ্দেশ্য রাখিয়া যে কৃষ্ণানুশীলনের অভিনয়, তাহা কপটতামূলক।

শ্রদ্ধা না থাকিলে ভক্তি হয় না। ভক্তির প্রারম্ভেই শ্রদ্ধার উদয়। প্রথমে সাধুদের শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারা শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস হয়। শ্রদ্ধার পর সাধুসঙ্গ, তাহাই প্রকৃত সাধুসঙ্গ। কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য এবং ভগবৎসম্বন্ধে জ্ঞান ভক্তির সহিত সমকালে উদিত হয়। ভক্তি-নামে অথচ বৈরাগ্য ও কৃষ্ণজ্ঞান [illegible] হইয়াছে, এরূপ হইতে পারে না। হৈতুক জ্ঞান কখনই শুদ্ধা ভক্তির পরিবার হইতে সমর্থ হয় না। অহৈতুকী উদিত হইলে তাহাতে অপ্রাকৃত জ্ঞান সদা [illegible] বর্তমান থাকে। যে জ্ঞানে ভক্তি আবৃত হয়, সেই নির্বিশেষ জ্ঞানের দরকার নাই, তাহা ভক্তিবিরোধী। ভগবৎজ্ঞান পরিত্যাজ্য নহে। [illegible] জ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান দরকার। সৎকর্মের দ্বারা ভক্তি হয় না। যে শুভাশুভ কর্ম ভক্তিকে আবরণ করে, তাহা জীব [illegible] পরিত্যাজ্য। [illegible] নহে। তাদৃশ পারমার্থিক অনুশীলন কৃষ্ণ-বস্তু অনুশীলন। যাহাতে জীবের কর্মভোগ নাই, তাহাই ধর্ম। আর যে অনুষ্ঠানের ফল জীবের প্রাপ্য কর্মফলভোগ নহে, পরন্তু ভগবানের নিজের প্রাপ্য, তাহা কৃষ্ণানুষ্ঠান [illegible] ভুক্তি-মুক্তি পিপাসী [illegible] [illegible] পাইলে তাহাকে কৃষ্ণভক্তি বলে [illegible] নিশ্চয়ই বিশদর্শী করিবে।

[illegible] সদ্গুরুপাদাশ্রয় [illegible] না করিলে অর্থ [illegible] হয় না। [illegible] অপরাধ [illegible] অপরাধ থাকাকালে কৃষ্ণানুশীলন হইবে না। [illegible] প্রবৃত্ত [illegible] স্বরূপ [illegible] এই [illegible] সকল [illegible] সময়েই দূর হওয়া আবশ্যক। [illegible] যায় না, [illegible] কৃষ্ণানুশীলন করিতে করিতে [illegible] 'শ্রীকৃষ্ণনাম' [illegible] জীবের [illegible] এই [illegible] কৃষ্ণানুশীলন [illegible] কৃষ্ণানুশীলন। [illegible] স্বরূপমাত্র [illegible] উদয় হয়।

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথা

শ্রীধাম [illegible] কল্পনা করিয়া শ্রীবৃন্দাবন [illegible] নাই। [illegible] শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের [illegible] গোলোকের [illegible] আমরা [illegible] কাহাকেও [illegible] [illegible]

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] শ্রীকৃষ্ণনাম [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] [illegible] ইহাতে [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [illegible] মহাজনগণ [illegible] শ্রীনাম প্রভৃতি [illegible] প্রাপ্ত হয় নাই। [illegible] শ্রীহরিনাম [illegible] করিয়া [illegible] করেন। [illegible] অধীন হইয়া [illegible] [illegible] তা' সবই অনিত্য।

[illegible] কথা বড়ই কঠিন।

[illegible] হইয়া—[illegible] শ্রীনামকীর্তন [illegible] [illegible] করিতে না [illegible]

[illegible]

[illegible] আমরা [illegible]

[illegible] অর্থ, কাম, [illegible] বা [illegible] [illegible] করেন না। [illegible] [illegible]

স্তুতির অনুকূল নিজেদের প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

আমরা কোন বস্তুই সঙ্গে করিয়া এ জগতে আসি নাই; আর সঙ্গে কিছুই লইয়াও যাইতে পারিব না। জগতের সকলই ভগবানের বস্তু। সুতরাং সকল বস্তু যাঁহার, তাঁহার সেবায় অর্পিত হইবে। ভগবান্ [illegible] বলিয়াছেন,—[illegible] করা।

সাধারণ [illegible] বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবা করিয়া তাঁহাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। হিরণ্যকশিপু [illegible] বাদী। সে বিষয় অর্থাৎ অর্থ এবং কামিনী অর্থাৎ উভয় পর্যায় (কামিনীতে) আসক্ত। সুতরাং সে নিজকে কর্তা, ভোক্তা ও ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করে, সর্বত্র জড় দর্শন করে। ঈশ্বর বলিয়া কোন বস্তু আছে—ইহা সে বিশ্বাস করে না। বৈষ্ণবকে বহু দুঃখ [illegible] প্রহ্লাদকে নানাভাবে নির্যাতন করিয়াছিল। শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করত স্বীয় ভক্তরাজ প্রহ্লাদের সর্বোৎকৃষ্ট এবং ভোক্তৃত্ব প্রদর্শনার্থে এক অদ্ভুত রূপে নিজের অপূর্ব নরসিংহরূপে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীনৃসিংহদেব বিভুতত্ত্ব, তিনি পশুও নহেন, নরও নহেন, অর্থাৎ Animality ও Rationalityর অতীত অপ্রাকৃত বস্তু।

তখনই শ্রীভগবানের কৃপালাভ করেন। অতএব অপরাধী দুর্বুদ্ধিদিগের নিরপরাধী হয়। সাধুসঙ্গ ব্যতীত ভজন হয় না। কৃষ্ণনিবেদন শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদনই হরিভজনকারীর সর্বপ্রথম কর্তব্য। আত্মসমর্পণকারীর অতীব অভিমান থাকে না। তিনি নিজেকে যন্ত্র এবং শ্রীগুরু গোস্বামীকে যন্ত্রী বলিয়া জানেন। সেবোন্মুখবুদ্ধিবিহীন ব্যক্তি হরি-কীর্তন করিতে পারে না। আমি যন্ত্র-স্বরূপ আমার যন্ত্রী—শ্রীগুরুদেব। তিনি হৃদয়ে বসিয়া যে প্রেরণা দেন, তাহাই মহাপ্রভুর বাণী। যাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ হয় নাই—যে কৃষ্ণভক্তির সহিত যোগযুক্ত নহে, তাহার জপ, প্রণাম, বিলাপাদি, গ্রন্থপাঠাদিরূপ দোষ চতুষ্টয় থাকিবেই—সে কেবল কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা চাহিবেই।

আত্মা বলিতে সর্বত্র বুঝায় অর্থাৎ তাহাতে দেহ, মন বাদ বুঝায় না। আবার দেহ-মনও আত্মা নহে। দেহ-মন পরের আবরণ স্বরূপ, আর আত্মা আবরণের অভ্যন্তরস্থ পত্র। খামের উপরই নাম লেখা থাকে এবং ডাকঘরের সিল পড়ে। কিন্তু পত্রে সিল পড়ে না। তদ্রূপ মনুষ্য-পশু-পক্ষী-স্ত্রী-পুরুষ বিচার, বাহ্যরূপে দর্শন—আত্মার বহিরাবরণের—দেহ মনের পরিচয়—আত্মার পরিচয় নহে।

আত্মনিবেদন করিলে সমস্ত নিবেদন করা হয়। নারিকেল ফলের উপর খোসা ও ছোবড়া তৎপরে কঠিন আবরণ থাকে। উহাদি ছাড়াইলে শাঁস ও জল পাওয়া যায়। ভগবানকে কেহ ছোবড়া বা নারিকেলের কঠিন আবরণটি নিবেদন করে না, শাঁস-জলই নিবেদন করে। তদ্রূপ চেতন আত্মাকেই ভগবানের শ্রীচরণে নিবেদন করিতে হয়। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, প্রহ্লাদ, [illegible] মহারাজ প্রভৃতি মহাজনগণ আত্মনিবেদনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতীত আত্মনিবেদন হয় না। এই জগতের সম্বন্ধ অনিত্য। এখানে পিতা পুত্র, পতি পত্নী, [illegible] প্রভৃতি সম্বন্ধসমূহ অচেতনের সম্বন্ধ। সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতীত হরিভজন হয় না। বৈষ্ণব বা কৃষ্ণের সেবক অপ্রাকৃত। তাঁহার জাতি কুল-বিচার করিতে নাই।

যৎকিঞ্চিৎ

কৃপালাভ অর্থে সাক্ষাৎকার লাভ। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপালাভ না হইলে কেহ তাঁহাদের সেবা করিতে পারে না। আগে স্বরূপসাক্ষাৎকার তারপর সেবা। স্বরূপদর্শন না করিয়া যে সেবার অভিনয়, তাহা অন্ধকারে ঢিল ছোড়া মাত্র। লক্ষ্য স্থির না করিয়া অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িলে যেমন লক্ষ্যভেদ করা যায় না, তদ্রূপ সেব্যবস্তুর দর্শনাভাবে সেবাও সম্পন্ন হয় না। ভগবান্ সর্বব্যাপী, সর্বদর্শী, সর্বান্তর্যামী। ভগবৎ প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবও সর্বত্র আছেন, ত্রিকাল দর্শন করেন এবং সকলের অন্তর জানেন। তাঁহার এই স্বরূপজ্ঞান জীবহৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্তিপ্রাপ্ত না হইলে তাঁহার সেবা করা জীবের পক্ষে অসম্ভব। প্রত্যেক জীবহৃদয়ে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বিরাজিত রহিয়াছেন। তাঁহারা নিত্যস্বরূপাবস্থানভাবে লীলাবিলাস-পরায়ণ। তাঁহাদের এই বিলাসদর্শন না করা পর্যন্ত সর্বক্ষণ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকা জীবের সাধ্য নহে। তাঁহাদের এই বিলাসে সহায়তা করার নামই সেবা। শ্রীগুরুকৃষ্ণসেবাবিলাসী ভক্তের [illegible] নাই। তাঁহারা ভুলেও গুরুকৃষ্ণকে ভুলিয়া অন্যচিন্তায় নিযুক্ত হন না। যাঁহার একবার শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন হইয়াছে, তিনি আর ভুলক্রমেও তাঁহাকে ভুলিতে পারেন না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরম গোপনীয় পরমসেবা স্বাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-মন তোষণ করেন। তাঁহার ন্যায় ভগবান্ আর দ্বিতীয় কেহ নাই। তাঁহার ন্যায় কৃষ্ণ-সেবা-প্রবৃত্তি আর কাহারও নাই। তিনি সর্বোত্তম সেবাদ্বারা সর্বসেব্য স্বতন্ত্র-ইচ্ছাময়কেও বশীভূত করিয়াছেন। তিনি সেবায় শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়া কৃষ্ণধনের মহাজন হইয়াছেন। তিনিই [illegible] কৃষ্ণকে বিতরণ করেন। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের আশ্রয়েই [illegible] কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্বরূপদর্শন বা স্বরূপ উপলব্ধি যাঁহার হইয়াছে, তিনিই নিত্য, তাঁহারই হরিভজন হইবে। এইরূপ সৌভাগ্যবান্ জন তাঁহাকে কখনও ভুলিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি তাঁহাকে ছাড়া জগতের তথাকথিত কোন বস্তুর আশ্রিত হইতে পারেন না। তাঁহার কোন ভয় নাই। তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করিয়া অভয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত জনের সঙ্গ ও কৃপা লাভ হইলেই জীব নির্ভয় হইতে পারেন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীরাসমণ্ডপে হরিকথা

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কয়েকদিন যাবৎ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিয়া নিয়ত হরিকথা-কীর্তন করিয়াছেন। স্বামীজীর আচারবতী বীর্যবতী হরিকথা প্রত্যেক ব্যক্তি-মাত্রেরই চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছে। স্বামীজী গত ১১শে ডিসেম্বর হইতে ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রত্যহ সংকীর্তনানন্দী শ্রীশ্রীরাস-মণ্ডপে সমাগত ভক্তগণের নিকট অনর্গল হরিকথা কীর্তন করিয়াছেন। প্রায় একপক্ষকাল স্বামীজীর মুখে হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়া শ্রীধামবাসী ভক্তগণ পরমোপকৃত ও পরমানন্দিত হইয়াছেন। শ্রীল মহারাজের সরল বৈষ্ণবতা, সরলতা, আচার্যনিষ্ঠা ও শ্রীধামপ্রীতি শ্রীধামবাসী ভক্তগণের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশন

গত ২২শে ডিসেম্বর বুধবার, শ্রীএকাদশী দিবস অপরাহ্নে শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রগণের একটী সাপ্তাহিক অধিবেশন হয়। [illegible] বিনয়ী ছাত্রগণ গুরুবৈষ্ণববন্দনা, শরণাগতি ও মহাজনপদাবলী কীর্তন করিলে পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় একঘণ্টাকাল সহজ সরল ভাষায় ছাত্রগণের নিকট হরিকথা কীর্তন করেন। তৎপরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্তন হয়।

পাটনায় প্রচার

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যার্ণব বি এ মহোদয় গত ২০শে ডিসেম্বর শুক্রবার প্রাতে পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন পূর্বক তথায় প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যায় সম্মিলিত মঠসেবকগণের নিকট আচরণার্থ বহু উপদেশপূর্ণ হরিকথা কীর্তন করিয়াছেন। তৎপরে তিনি পুনরায় এলাহাবাদে গমন করেন।

চট্টগ্রামে প্রচার

গত ৩রা ডিসেম্বর শুক্রবার স্থানীয় সম্ভ্রান্ত শ্রীযুক্ত নির্মল চন্দ্র লালা মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী প্রভু কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ তাঁহার দেওয়ান বাজারস্থিত বাসায় উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ হইতে নিমি-নবযোগেন্দ্র-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ১৫ই ডিসেম্বর রবিবার স্থানীয় সদর ঘাটস্থ [illegible] ঠাকুরবাড়ীতে সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রী[illegible]গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ অনন্তগোবিন্দ দাস ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ৮ম অধ্যায় হইতে রামানন্দ সংবাদে জীবের কোন্ বিদ্যা সার ইত্যাদি প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ২০শে ডিসেম্বর শুক্রবার স্থানীয় এনায়েতবাজারস্থিত শ্রীযুত শশীভূষণ দত্ত মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ তাঁহার বাসভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে "গীতা পাঠের অধিকারী কে?" এই প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ পরমানন্দিত হন।

রংপুরে প্রচার

গত ১৩ই ডিসেম্বর [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ নবাবগঞ্জ [illegible] হইতে রওনা হইয়া চারখানা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] রায় মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন ও ঐ দিন সন্ধ্যাকালে তথায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়। গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখেও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ, এই দুই রূপ॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩১১৫
সেবক—শ্রীঅপ্রাকৃত দাস ভক্তিসারী বি-এল্

(৩) শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকুঞ্জবিলাস ভক্তিশ্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) মধুকুল কুঞ্জানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] (শ্রীবৃন্দাবনের পদ্মীর [illegible])
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) শ্রীবাগবাজার গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
[illegible], পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীশিবনারায়ণবিগ্রহ বিদ্যাভূষণ বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible]মোহন ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], ইউ. পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]প্রভু দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ [illegible], [illegible] সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়মঠ, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible] ইউ পি।
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রী[illegible] মঠ
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible] (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) নন্দোৎসব বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গৌরবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে ৩
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) পুরুষোত্তম মঠ
[illegible] পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]—[illegible], মঠ
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী।
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] (বঙ্গদেশ)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (মানভূম)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং ২
৫১, [illegible]
[illegible], ডবলিউ, ৪
সেবক—স্বামী বিনোদবাণী দাস

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১।১।, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) প্রাপন্নাশ্রম
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রয়োজনানুসারে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা ৩ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। অর্থাৎ, শ্লোক-সূচীর অন্বয়, ব্যাখ্যা, বক্তব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতি সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গদ্যাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের জীবনী ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা। ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুশান্তিরঞ্জন নাগ এম্ এ, বি এল, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩-১০	১৬-২৬	১৭-৫৩	২২-০
দমদম	৫-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩ ৩০		১৮-৬	২২-৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৭	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৫১	১৯-৩৫	০-২৮
(বগুলা) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৫	১৩-৩৫	১৫ ৫	১৮-৫৯	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১৩-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-১

(বগুলা) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-১৯	১৮-১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বগুলা) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬ ১	-৬	১১-৪	১৪-২২	১৬-৬	১৮ ৩৯
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৫৭	১৫-১০	১৬ ৫৬	১৯-২২	২০-৪৬	১-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৪৫	৯-২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯	৪-১০
বগুলা ছাঃ	৭-৫৭	৯-৩০	১২-০৬	৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৫	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩-৪	
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১ ২০	১৪ ১৬	১৭ ৪৬	২১-৪০	২৩ ১৫	৬ ১৬	

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত।

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল মহোদয় কর্ত্তৃক প্রকৃত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের বঙ্গদেশের শ্রৌতগবেষণা এবং পণ্ডিত লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে রত হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ নানাবিধ বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বাৎসরীয় দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা। প্রথম হইতে ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিদুষাং শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়তালিকা (contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রম সহিত সুবিস্তৃত ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ' ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪ ৪ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাজারে চলিত কাট তিক্ত অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

—কাঁচরাপাড়া, ২৪ পরগণা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভিজিতাগাপর একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। গৌড়ীয় গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম গুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে যখন তথা সকলের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী মহানুভবগণ সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশ হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীবার্ষভানবীদয়িত আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ শ্রেয়োকামী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸৹ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুর্দ্ধশাধ্যায় ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত 'ভাষ্যের অতি সংক্ষেপে ভাষ্যত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'গোবিন্দ' টীকার অনুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীক শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'শরণাগতি' টীকা, সর্ব্বের আলোচ্য ভূমিকা ও গীতসহ অত্যন্তপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;
অধ্যক্ষ সুধাংশুভূষণ দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪৹
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা) [illegible]
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অধীনা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ৷৷৹
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷৹
৯। বৈষ্ণব ৪৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৪৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয় তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। প্রাকৃত-আপ্রাকৃত ।৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ।৹
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶৹
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৶৹
২২। ভজন রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) [illegible]
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ৪৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ অধীনা) ৪৲ ১৲
২৬। গীতার বেদান্ত ভাষ্য তত্ত্ব ।৹
২৭। দুঃসঙ্গপ্রশ্ন অপসোরণঃ সাক্ষাৎকার ১৲
২৮। বেদান্তদর্শন (মাণ্ডুক্য) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹
৩০। দীপ-বিশ্ব-দর্শন ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা
৪০। শরণাগতি ৶৹
৪১। গীতাবলী ১৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। অন্যান্যভক্তিতত্ত্ব (পঞ্চম সংস্করণ)
৪৯। অর্চ্চনম্
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম ও [illegible]) [illegible]
৫১। নবদ্বীপ প্রভা
৫২। হরিকথা (সাপ্তাহিক)
৫৩। গোবর্দ্ধনাষ্টকম্ ৸৹
৫৪। সুকৃতির বিবরণ ।৹
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা নামাপরাধতত্ত্বাবলী ৹
৫৬। আর্য্যধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রম ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যসহ) ।৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৹
৬০। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতম্ ।৹
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিভিন্নঃ
৬৩। সচিত্র সিদ্ধান্তসূত্রম্ ।।
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৫। সাত্বত সিদ্ধান্তম্ ৶৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠ্যপরিচয়ঃ ৴৹
৬৭। সারাংশসর্ব্বস্বম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৹
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।৹
৭০। নামভজন ৴৹
৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজি এণ্ড অন্টোলজি ।৹
৭২। ভিদেহিক ওয়ার্ডস ৶৹
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বেদান্তিজম
৭৫। তোমার গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। থিয়োটিক্ ফিলজফি এণ্ড আবতারিজমের বিবেচনা
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ।৹৲

হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন পথ
৮২। প্রেম প্রদীপ ১৹
৮৩। গীতাবলী ১৹
৮৪। শরণাগতি ৷৹

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
১ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:০:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২২৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	

চাঁদার হার

[illegible] (অগ্রিমদেয়)

[illegible]মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ।০ ; [illegible] বিনা মূল্যে [illegible] দেওয়া হয় না।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ [illegible] রচিত [illegible] অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্র [illegible] পর্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু 'চার্ট' (chart বা) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, পোঃ রমনা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের জন্য বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম দুই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ রমনা, [illegible], ঢাকা।

—— ——

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, ইহাতে [illegible] সম্প্রদায়, সমন্বয়, [illegible] ও [illegible] [illegible] প্রভৃতির [illegible] বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে [illegible] সাধারণ [illegible], [illegible] সংক্ষিপ্তভাবেও প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ রমনা, ঢাকা

অথবা

[illegible] শ্রী [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——:০:——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচ্ছন্ন কোঠা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

———

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সুশৃঙ্খলভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

———

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল [illegible] ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ [illegible] প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল [illegible] সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল ব্যাখ্যা, মূল-শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই [illegible] লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন [illegible] আকারে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO 1541

পত্রপুষ্পমালা
—ঃ—
শ্রীল প্রভুপাদ রচিত বিবিধ পদাবলী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
[illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
পোঃ—[illegible], ঢাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—ঃ০ঃ—
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible]।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ১৬ই পৌষ, ১৩৪৭, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪০, মঙ্গলবার ২৪৬তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—ঃ(০)ঃ—

আলবেনিয়ার সংগ্রামে গ্রীকের সাফল্য

আলবেনিয়ার সংগ্রামে কেবল গ্রীক [illegible] ও বোমারু বিমান [illegible] তাহারা কোনমতে স্থির হইতে পারিতেছে না। [illegible] উত্তর দিকে বিভিন্ন স্থানে আলবেনিয়াবাসীদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। [illegible] আলবেনিয়াবাসীগণ [illegible] আলবেনিয়ার স্বাধীনতা [illegible] বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ইটালীর [illegible] সৈন্য পাঠাইয়াছে [illegible] ইটালীকে আলবেনিয়ার [illegible] হইয়াছে। আলবেনিয়ার ছাত্রদের ইটালী-বিরোধী বিক্ষোভের পরিণামে আলবেনিয়ার স্কুল বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

গ্রীসের প্রতি বৃটিশের [illegible] সাহায্য [illegible] যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর [illegible] ও এথেন্সে বৃটিশ নৌ-[illegible] মধ্যে আলোচনা চলিতেছে।

১৩ই নবেম্বর তারিখে [illegible] বে, [illegible] আলোচনায় গ্রীস ও [illegible] হইয়া গিয়াছে। [illegible] গ্রীক যুদ্ধে আলোচনা হইয়াছে।

গ্রীসে অবস্থিত বৃটিশ নৌ ও বিমানঘাঁটিসমূহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করিতে যাইয়া বিগত ১লা ডিসেম্বর তারিখে তাহাঁর-সচিব মিঃ আলেকজাণ্ডার বলিয়াছেন :—"যদি ইটালীয়দিগকে আমরা যে পরিমাণ মার খাওয়াইয়াছি, সে পরিমাণ মার খাওয়াইতে অবসরকে আক্রমণের সুযোগ আমরা দিতে পারি তাহা হইলে আমরা যেখান হইতে [illegible] উৎক্ষিপ্ত হইতে পারিবেন [illegible] সুযোগ পাইব।"

গ্রীসে রাজকীয় বিমান-বাহিনীর সাফল্য

গ্রীক স্থলসৈন্য-বাহিনী ও বিমান-বহরের সঙ্গে থাকিয়া রাজকীয় বিমান-বাহিনী গ্রীক-ইটালী যুদ্ধে বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। বৃটিশ বিমান-বাহিনীর এই সাহায্য সম্পর্কে আরও বিস্তৃত তথ্য ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত বিমান-বিভাগীয় বিবৃতিতে জনসাধারণকে জানান হইয়াছে। এই বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, যে সব ইটালীয় সৈন্য ক্লিশুরা দখল করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাদের উপর কয়েকটি বৃটিশ ব্লেনহিম বিমান খুব নীচু হইতে বোমা-বর্ষণ করিয়াছিল এবং মেশিন-গানের গুলি চালাইয়াছিল। ইটালীয়ান সৈন্যগণ সেখানে একটি সেতু অতিক্রম করিতেছিল, তখন বৃটিশ বিমানের আক্রমণে সেতুটি ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং [illegible] পরিণামে এই সেনা-বাহিনীর অগ্রগতি বন্ধ হয়; কারণ, অল্প কয়েকদিন পরেই ক্লিশুরার পতন হয়।

প্রকৃতপক্ষে মিত্র-পক্ষের বিমানবাহিনীর কার্য্যকারিতার ইটালীয়গণ তাহাদের সৈন্যদল পুনর্গঠন করিতে পারে নাই। আলবেনিয়ার ঘাঁটিসমূহ হইতে বৃটিশ গ্রীক বৈমানিকগণ ইটালীয়দের সরবরাহকেন্দ্র ও সৈন্যদের আস্তানাসমূহের উপর বারবার বেপরোয়াভাবে আক্রমণ চালাইয়া আসিতেছে।

প্রায় ২৬ হাজার ইটালীয় সৈন্য বন্দী

সম্প্রতি বলা হইয়াছে যে, পশ্চিম মরু যুদ্ধে বৃটিশ সৈন্যদের হাতে প্রায় ২৬ হাজার ইটালীয় সৈন্য বন্দী হইয়াছে।

কায়রোর একটি সরকারী সংবাদে বলা হইয়াছে যে, প্রায় ৩০ হাজার ইটালীয় সৈন্য বন্দী হইয়াছে। কায়রোর অপর একটি সংবাদে জানা গেল যে, পশ্চিম মরুতে অগ্রগামী বৃটিশ সৈন্যদের সহিত ইটালীয় বার্দিয়া ঘাঁটির [illegible] যুদ্ধ চলিতেছে। বার্দিয়া সৈন্যগণ নিজেদের ঘাঁটি দৃঢ় করিবার জন্য প্রাণপণে লাগিয়াছে এবং পাল্টা আক্রমণ চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু উহাদের সমস্ত আক্রমণই ব্যর্থ হইতেছে।

একটি ইটালীয় সামরিক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বার্দিয়া শহরের নিকট [illegible] অঞ্চলে ভয়ানক সংগ্রাম চলিতেছে। বৃটিশ [illegible] হইতে [illegible] বাহিনী উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলে গোলাবর্ষণ করিয়াছে।

সমুদ্রোপকূলে গ্রীক বাহিনীর বিজয়

গ্রীক যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করিয়া গ্রীক রেডিওতে বলা হইয়াছে যে, আলবেনিয়ার উপকূলে গ্রীক সৈন্যেরা প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করিয়া হিমারা সহরের নিকট অগ্রসর হইয়াছে। [illegible] ইটালীয়েরা প্রবলভাবে বাধা দেয়; কিন্তু পরে তাহারা ঘাঁটি ছাড়িয়া পলায়ন করে। এই আক্রমণে বহু ইটালীয় বন্দী হইয়াছে এবং একটি বিমান ইটালীর আক্রমণের বাহিনী প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

সমগ্র রণাঙ্গনে গ্রীকদের অগ্রগতি

[illegible] সংবাদদাতা [illegible] বে, সমগ্র রণাঙ্গনেই গ্রীকবাহিনী অগ্রসর হইতেছে। [illegible] চলিয়াছে গ্রীকেরা ইটালীয় বাহিনীকে সমুদ্রের [illegible] চেষ্টা করিতেছে। [illegible] হিমারা [illegible] ইটালীয়গণ [illegible] যে, গ্রীক [illegible] অগ্রগতির [illegible]

[illegible]

[illegible] হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১ ০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত [illegible] একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩ পরমার্থী —শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশায় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় - পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] [illegible] বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। গৌড়ীয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখোক্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই গ্রন্থে প্রকাশ হইল। শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] [illegible] ও [illegible] সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয় [illegible] আচার্য্যবরের [illegible] অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই [illegible]।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুর্ব্বাদাত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত [illegible] অতি সংক্ষেপে [illegible] ও শ্রীপাদ মাধবের [illegible] 'তত্ত্বপ্রদীপ' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য [illegible] [illegible]। [illegible] সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'ভক্তি'টীকা, [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;
[illegible] [illegible] রায় এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণাপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—দশম ... ৪০
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ... ৪৮৲
দশম স্কন্ধ— ... ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (যন্ত্রস্থ) ... [illegible]
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ... [illegible]
৪। নবদ্বীপ ভক্তি (যন্ত্রস্থ) ... ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ... ।০
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ... ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ... ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ... ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ... ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ... ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ... ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ... ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ... ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ... [illegible]
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ... ।০
১৮। ভজন-রহস্য ... ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ... ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ... ।৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ... ।৵০
২২। ভজন রহস্য ... ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ (বাঁধা) ... ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ... ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ... ২৲
(অবাঁধা) ... ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা অনুবাদ ... ।০
২৭। প্রতিবাদ্যক [illegible] (সাপ্তাহিক) ... ১৲
২৮। [illegible] (সাপ্তাহিক) ... ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ... ৸০
৩০। জৈব-ধর্ম্ম ... [illegible]
৩১। মাধ্বমত (তৃতীয় সংস্করণ) ... ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ... ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ... [illegible]
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ... ৵০
৩৫। গীতমালা ... [illegible]
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ... ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ... ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ... [illegible]
৩৯। শ্রীগোদ্রুম [illegible] ... [illegible]
৪০। শরণাগতি ... ৵০
৪১। গীতাবলী ... ৯০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ... [illegible]
৪৩। সাধনতত্ত্ব ... ৵০
৪৪। [illegible] ... [illegible]
[illegible] নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। [illegible]
৪৮। ভাগবতার্কমরীচিমালা (যন্ত্রস্থ)
৪৯। [illegible]
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ [illegible] খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ... [illegible]
৫২। মণিমঞ্জরী (সাপ্তাহিক) ... ০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ... ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ... ।০
৫৫। [illegible] বা [illegible] ... ০
৫৬ ভাগবত ও ভক্তিপথ ... ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ... ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ... ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ... ০
৬০। [illegible] ... ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ... ।০
৬২ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতঃ ... ।০
৬৩। নবীন-সিদ্ধান্তসূত্রম্ ... ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ... ।০
৬৫। সাধ্যসাধন সিদ্ধান্ত ... ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয় ... ⁄০
৬৭। [illegible] ... ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ... ।০
৬৯। এ ভিউ অব্ [illegible] ... ।০
৭০। [illegible] ... ⁄০
৭১। [illegible]—[illegible] [illegible] ... ।০
৭২। [illegible] ... ৵০
৭৩। [illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ... ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ... ।০
৭৫। [illegible] গৌড়ীয় [illegible]
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ... [illegible]
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)

[illegible] প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ... ।০
৮১। [illegible] ... ০
৮২। [illegible] ... [illegible]
৮৩। গীতাবলী ... [illegible]
৮৪। শরণাগতি ... [illegible]

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ... [illegible]

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ... [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

গীতিমালিকা শ্রীভক্তি-
বিনোদ
—০—
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৮০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা
—০—
[illegible] এই গ্রন্থ সুন্দর অক্ষরে অর্থ ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা [illegible] সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয় [illegible]
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ } ১৭ নারায়ণ ৪৫৪ গৌরাব্দ ১৬ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৩১ ডিসেম্বর ইং ১৯৪০, মঙ্গলবার } ২৪৬তম সংখ্যা

শ্রীমোদদ্রুমছত্রে হরিকথা

——::(০)::——

গত ২৭শে ডিসেম্বর শুক্রবার কতিপয় শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্ত প্রাতে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে রওনা হইয়া শ্রীনিত্যানন্দপার্ষদ ভক্তরাজ শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাটে গমনপূর্ব্বক তথায় গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে উপদেশক পণ্ডিত পাদ গোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ-ভাগতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে গুরুবৈষ্ণবের মাহাত্ম্য ও তাঁহাদের অপার দয়ার কথা কীর্ত্তন করেন। পাঠান্তে মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

অনন্তর ভক্তগণ তথা হইতে রওনা হইয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীনবদ্বীপধাম কোলদ্বীপস্থ পরমহংসবর শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের ভজন কুটিরে গমনপূর্ব্বক তথায় তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া প্রায় এক ঘণ্টাকাল কৃপা-প্রার্থনাসূচক শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পদাবলীসমূহ কীর্ত্তন করেন।

শ্রীমোদদ্রুম—শ্রীগুরুপীঠ বা শ্রীব্যাসপীঠ। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীব্যাসদেবের অবতার। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আচার্য্যবর্য্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের আবির্ভাবভূমি এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত-গাথায় সুবর্ণিত স্থান —এই শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ। এই শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপে শ্রীরাধাগোবিন্দ পঞ্চতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দরের ভজননিপুণগণের ভজনের ও পরমপ্রিয় অর্চলীলা বিরাজিত। যে সকল রূপানুগবর শ্রীরাধাগোবিন্দের মাধ্যাহ্নিক লীলারস আস্বাদনের অধিকারী তাঁহাদের নিকট এই অর্চলীলার ন্যায় পরমপ্রিয় স্থান আর দ্বিতীয় নাই। যাঁহারা গৌরবনে প্রবেশ দর্শন করেন এবং গৌরবনে ভজনের ভজনে প্রবেশ করেন, সেই সকল সুকৃতিমান গৌর-গণ এই অর্চলীলার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন, অপরের পক্ষে তাহা নিতান্ত অগম্য। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বৈষ্ণবাচার্য্য। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সেবা ব্যতীত আমাদের মঙ্গল হইতে পারে না। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পরমপ্রিয়। মহাপ্রভুর সেবা হইতে মহাপ্রভুর ভক্তগণের সেবা আরও বড়। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের কৃপা লাভ হইলে—তাঁহার শ্রীপাটের ধূলিকণার প্রতি শরণাগত হইতে পারিলে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপা নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। মহাপ্রভুর ভক্তগণের সেবা করিলে সপ্তদশ-বৈশিষ্ট্য নাম-রূপ-গুণ-লীলাময় মহাপ্রভুর সেবা করা হয়।

এত দিন গৌড়ের দৈন্য। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের সেবিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-শ্রীবিগ্রহগণের সেবা শ্রীল ঠাকুরের আবির্ভাব স্থলে নবদ্বীপ [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ-সেবকগণ-কর্তৃক সুষ্ঠুরূপ সম্পন্ন হইতেছে। গৌরজন্মস্থলী শ্রীযোগপীঠের সেবাপেক্ষা এই শ্রীব্যাসপীঠের সেবা আরও বড়। অদ্যাপি এই শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপে শ্রীল ঠাকুরের জন্মভিটার অদূরে গৌরপার্ষদ শ্রীল বাসুদেব ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনগোপালবিগ্রহও বিরাজিত আছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় সম্প্রতি সেবার বড়ই অভাব হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশে প্রচার

রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ ব্রহ্মদেশের পেগু নামক সহরে উপস্থিত হইয়া পি, ডব্লিউ, ডি, অফিসের হেডক্লার্ক মিঃ কে. এম, সেন মহাশয়ের বাড়ীতে পাঠ কীর্ত্তন করেন।

গত ১২ই ডিসেম্বর তারিখে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের এসিষ্ট্যাণ্ট হেড্-মাষ্টার মিঃ ডি, সি, সেন মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যদেব পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। ১৩ই ডিসেম্বর পেগুর প্রসিদ্ধ উকিল মিঃ এস, কে, মিত্র মহাশয়ের ভবনে হরিকথা কীর্ত্তন হয়।

গত ১৪ই ডিসেম্বর সেবকগণ পেগু হইতে রওনা হইয়া থেটন নামক স্থানে গমন করেন এবং মিঃ ডি. এন, মজুমদার বি-এল মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহার বাসায় গুরু-বৈষ্ণববন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে পুস্তকের কতিপয় অংশ পাঠ করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যায় মিঃ এস্ এম, ঘোষ এম্-এস, বি এল মহাশয়ের বাড়ীতে পাঠ-কীর্ত্তনাদি হয়। তৎপরদিবস স্থানীয় বিখ্যাত ডাঃ মিঃ এইচ, ব্যানার্জ্জি মহাশয়ের বাসভবনে পাঠ কীর্ত্তনাদি হয়।

গত ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মিঃ ডি, এম, দত্ত বি-এল মহাশয়ের বাড়ীতে "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থ পাঠ ও বাংলাভাষায় ব্যাখ্যা হয়।

গত ১৬ই ডিসেম্বর সোমবার সেবকগণ থেটন হইতে মৌলমিন সহরে উপনীত হইয়া প্রসিদ্ধ উকিল মিঃ সে[illegible] [illegible] মহাশয়ের ভবনে সন্ধ্যায় "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

গত ১৭ই ডিসেম্বর মৌলমিনে [illegible] মার্কেটে মিঃ [illegible], মুখার্জ্জী [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে মিঃ পি, [illegible] এম-এ, সেক্রেটারী মৌলমিন মিউনিসিপ্যালিটী, মিঃ এস কে, পাল [illegible] [illegible] মিঃ [illegible] [illegible] বি-এল প্লীডার, মিঃ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গত ১৮ই ডিসেম্বর [illegible] মিঃ পি, [illegible] মহোদয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্য-[illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল [illegible] ঠাকুরের নির্যাণলীলা প্রসঙ্গ পাঠ করেন।

গত ১৯শে ডিসেম্বর মিঃ বি, [illegible] [illegible] ডিস্ট্রিক্ট মহোদয়ের বাসভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে [illegible] সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠের [illegible] [illegible] মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। পাঠে মিঃ বি, সি, দাস [illegible] অফিসার [illegible]; মিঃ [illegible] [illegible] [illegible] ট্রেজারী [illegible] [illegible] বাবুলাল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাঠে উপস্থিত ছিলেন

"যেখানে হরিকথা নাই, সেস্থান যতই আত্মীয়-স্বজন-বেষ্টিত হউক না কেন, যতই প্রাণের সুবিধাজনক হউক না কেন, সেই সকল স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ নিতান্ত অসেব্য জানিবে।"

—ঠাকুর প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ নারায়ণ শুক্র সং ৪ গৌরাব্দ ৪৪৩

সাধন

নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গ করিতে হইবে। সেখানে প্রভুত্বের স্থান নাই। আমাপেক্ষা যাঁহার সরলতা, সেবানিষ্ঠা, শ্রীগুরুপাদপদ্মে অনুরাগ, দৃঢ়তা বেশী, তাঁহার সঙ্গ করিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা উত্তরোত্তর ভজনে উন্নতিলাভ করিতে পারিব। সবলের সঙ্গ করিলে—উৎসাহীর আদর্শ গ্রহণ করিলে হৃদয়ে খুব বল পাওয়া যাইবে—হরিভজনে উৎসাহ বাড়িতে থাকিবে। অনর্থযুক্ত আমরা নিবৃত্তানর্থ সাধুর সঙ্গ না করিলে আমাদের অনর্থনিবৃত্তি হইবে না—হৃদয়ে খুব সংযম ও বল পাওয়া যাইবে না। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণগুলি নিজজীবনে পালন করিবার জন্য চেষ্টা যত্ন হওয়া দরকার। অনর্থযুক্ত কনিষ্ঠাধিকারী আমরা অত্যন্ত দুর্ব্বল। সাধু-গুরুর নিকট হইতে বলপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় একমুহূর্ত্তের জন্যও স্থির থাকিতে পারি না। হরিভজনের রাজ্যে আমরা অন্ধ-পঙ্গু, অতি নিস্তেজ প্রায়। এতাদৃশাবস্থায় যদি আমরা চক্ষুষ্মান বলবান্ সাধুর সঙ্গ না পাই বা তাঁহাদের সঙ্গ না করি, তাহা হইলে আমরা হরিভজনের কথা কিছু বুঝিব না এবং একপদও অগ্রসর হইতে পারিব না। যাহাদের দেহ ও দেহসম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনে সম্পূর্ণ অনাসক্তি হয় নাই, শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানে অপ্রাকৃত বুদ্ধি হয় নাই, তাঁহাদের সেবায় সর্ত্ত আন্তরিক স্বাভাবিক হয় নাই। এমতাবস্থায় যদি আমরা তাহার দেহ-গেহাদি-নাই বা অকাল হইয়াছে—শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবান শ্রীনামে অপ্রাকৃত বুদ্ধি হওয়ায় যিনি নিজের নায়ক জ্ঞান করিতেছেন ও সতত সেবাপরায়ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গ না করি, তাহা হইলে কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে পারিব না—আমাদের হরিভজনের স্পৃহা মন্দ শিথিল হইয়া ভোগী ত্যাগী অথবা নাস্তিক নিরীশ্বরবাদী গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষী হইয়া পড়িতে হইবে। বর্ত্তমানে যে ভূমিকায় দাঁড়াইয়া আছি, চিরকাল এই অবস্থায় থাকা চলিবে না। ভক্তির রাস্তা অতি সূক্ষ্ম ও ক্ষুরের ধারের ন্যায় অতি দুর্গম। সেখানে এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া থাকা চলে না। সেখানে সর্ব্বক্ষণ চলা দরকার। কিন্তু একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেই সর্ব্বনাশ হইবে, হয় ভোগের গর্ত্তে না হয় ত্যাগের গর্ত্তে পড়িয়া যাইতে হইবে। এ পথে অনেক প্রলোভনীয় বস্তু আছে, সেগুলি বাধা আনিয়া ভক্তিপথের পথিকের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাদি, লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠা, আরাম আয়াস প্রভৃতি আসিয়া মধ্যপথে নানাপ্রকার প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে। তখন অন্তরে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া কাতরকণ্ঠে শ্রীগুরুদেবের নাম—গৌরসুন্দরের নাম ধরিয়া ডাকিলে এই সকল প্রবল শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে; নতুবা উহাদের হাত এড়ান যাইবে না। অকপটে শরণাগত হইলে গুরুবৈষ্ণবগণই রক্ষা করেন। নিষ্কপট কৃপাভিখারী না হইলে উপায় নাই। আমাদের সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ কোথায় আছেন, কি করিতেছেন, তাহার সন্ধানের জন্য ক্রম অগ্রসর হইতে হইবে। মধ্যপথে অন্য কোন প্রলোভনীয় বস্তুর পশ্চাতে সময় নষ্ট করিলে সেখানে পৌঁছিতে দেরী পড়িয়া যাইবে। সর্ব্বক্ষণ হরির অনুকূল ও প্রাতিকূল্য ভাবে তৎপর হইয়া বৈষ্ণবগণের উপদেশানুসারে চলিতে হইবে। যদি কোন বস্তু হরিভজন প্রগতিতে বাধা দেয়, তবে তাহাকে দৃঢ় সংকল্পের সহিত চিরতরে বর্জ্জন করিতে হইবে। অন্যায় দুর্ব্বলতার সঙ্গে মন দিলে দুরবস্থার অনুসরণ করা যায় না। শ্রবণকীর্ত্তনমুখে শাস্ত্রের অনুশীলনকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধন জানিয়া সর্ব্বত্র সাধুজনসঙ্গে হরিকথাতে থাকিতে হইবে। সাধুর বাক্যে বিশ্বাস জানিয়া চলিতে হইবে। সাধুর বাণীর মধ্যে—উপদেশের মধ্যে কোন বঞ্চনা নাই—অসত্যতা নাই। বাণীর অনুগত না হইয়া—বাণী শ্রবণ না করিয়া বপুর সেবা করিতে গেলে বঞ্চিত হইতে হইবে। বাণীই আমাদিগকে অজ্ঞানান্ধ, মায়িক দর্শন হইতে রক্ষা করিবে। সদ্গুরুশীলনসূত্রেই গুরু অর্জ্জিত হয়, নতুবা শরণাগতিহীন হইয়া অর্জ্জন করিতে গেলে অর্জ্জনীয় শ্রীবিগ্রহে তত্ত্ব প্রাকৃতবুদ্ধি আসিয়া যাইবে—গুরুবৈষ্ণবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি আসিবে, নামে শব্দবুদ্ধি, তুলসীদেবীতে বৃক্ষবুদ্ধি, শ্রীধামে ভূমিবুদ্ধি, শ্রীমহাপ্রসাদে ভোগ্যবুদ্ধি না আসিয়াই পারিবে না। তাই আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ সাধুর বাণী শ্রবণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইবে। রক্ষাকর্ত্তা একমাত্র কৃষ্ণ। সেই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা শব্দরূপে—উপদেশাকারে সাধুর মুখদ্বারে অবতীর্ণ হন, শুশ্রূষু কর্ণে সেই শব্দরূপী কৃষ্ণ প্রবেশ করিয়া হৃদয়স্থ অনর্থসমূহ বিদূরিত করিয়া সেখানে আসনবিস্তার করেন। অন্তরে বাহিরে—কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ অসৎসঙ্গ হইতে দূরে—সাধুসঙ্গে অবস্থান ও তাঁহার আসন ও নিয়মিত অন্যূন হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে গুরুদেবের কৃপাপ্রাপ্তির আশায় অপেক্ষা করিতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের কৃপা ও সঙ্গলাভের আশায় লুব্ধ থাকিতে হইবে। যখন অন্তরে বাহিরে অকপট কৃপার অনুসন্ধানতৎপর হইব, তখনই কৃপাময়ের কৃপা হইবে। যখন আমাদের মন নিরন্তর ভগবানের কৃপাপ্রার্থনা করিবে, ইন্দ্রিয়সকল তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিবে, তখনই তাঁহাদের কৃপা হইবে। যখন সর্ব্বত্রই গুরুকৃষ্ণের বিলাসদর্শন হইবে—যখন চতুর্দ্দিকে সম্মুখে সেবাদর্শন হইবে, সেবাস্ফূর্ত্তি হইবে, তখনই নিরন্তর সেবায় ব্যাপৃত থাকিবার সৌভাগ্য হইবে। নিজেকে সর্ব্বদা হরিগুরুবৈষ্ণবের দাসানুদাস জানিয়া তাঁহাদিগের নিকট শরণাগত হইবার জন্য উত্তরোত্তর আর্ত্তিবিশিষ্ট হইলেই তাঁহাদের সঙ্গ পাওয়া যাইবে। সাধুসঙ্গের জন্য হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তনের জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যাকুল থাকিতে হইবে। এইরূপে যতই সাধনে দৃঢ় হইব, ততই চেতনাবরণ সরিয়া গিয়া চেতনের বৃত্তি বিকশিত হইতে থাকিবে।

অধিকার বিচার অত্যন্ত আবশ্যক। অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দর্শনের জন্য বড়ই আবশ্যক। নিজেকে অশ্রেষ্ঠ এবং অপরের শ্রেষ্ঠত্বদর্শনই বৈষ্ণবদর্শন। সকলেই হরিভজন করিতেছেন, কিন্তু আমি পারিতেছি না—এই বিচারে অবস্থিত থাকিলে সর্ব্বত্রোচ্চভাবে অপরাধে অপরাধী হইতে হয় না। এই দর্শনে অন্যের সমালোচনার হাত হইতে বাঁচা যায়। সেখানে পরনিন্দার স্থান নাই। তৃণাদপি সুনীচ ও অমানীমানদত্বের ইহাই লক্ষণ। নিষ্কপটভাবে অপরের শ্রেষ্ঠত্বদর্শনের যত্ন করা আবশ্যক। কিন্তু এ সমস্তই ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ। কৃপা না হইলে জীব নিজ চেষ্টায় কিছুই করিতে পারিবে না। ভগবানই তাঁহার সেবার অধিকার প্রদান করিবার একমাত্র মালিক। আমাদের চেষ্টায় তাঁহার সেবায় অধিকার লাভ হয় না। তবে তিনি শরণাগতপালক। আমরা চাহিলেই তিনি অবিচারে তাঁহার সেবার অধিকার প্রদান করিবেন। আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়া বৃথা কষ্টভোগ করিতেছি। সত্যবস্তুর প্রতি নিষ্ঠা একেবারেই রহিত হইয়া গিয়াছে। ইহাই একমাত্র ব্যাধি। এই গুরুবিস্মৃতিরূপ ভীষণ ব্যাধি নিরাময় হওয়া উচিত। আমি গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের দাসানুদাস—এই অভিমান সর্ব্বক্ষণ থাকিলেই আর কোন অসুবিধা থাকে না। প্রভুকে প্রভুরূপে বরণই মুক্তি বা স্বরূপাবস্থান। তখন হৃদয়েই সকলকেই প্রভুর নিজজন জানিয়া সসম্মানে সকলের অনুগত হইবার সামর্থ্য ও হৃদয়ে প্রেরণা পাওয়া যায়। তখনই সেবার কথা। তাহার পূর্ব্বে সেবার কোন কথা নাই। এইরূপ হইবার জন্য যত্নই সাধন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা

—::(০)::—

যাহারা হরিভজন করে না, beware of them. তাহারা গুরুদেব এবং তাহাদের আশ্রিতগণ সকলকে ঠকাইতে চায়। যাহারা আশ্রিত বলিয়া পরিচিত, হরিগুরুবৈষ্ণবসেবা করিতে ইচ্ছুক, এরূপ ব্যক্তিদিগকে সে নিজের অধীন, দাস বা আশ্রিত এবং নিজেকে কর্ত্তা, পালক অভিমান করিয়া তাহাদের উপর নিজ আধিপত্য বিস্তারে উদ্যত হয়। যে হরিভজন করে না, সে বিবর্ত্ত। সুতরাং আর কাহাকেও হরিভজনে সাহায্য করিবার পরিবর্ত্তে অধিকন্তু বাধাই দিতে থাকিবে। তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র টান, আত্মীয়বুদ্ধি বা স্নেহ থাকিলে হরিভজনের আশা নাই।

যে হরিভজন করে না, তাহার স্বভাব এই যে, সে গুরুবৈষ্ণবের উপর এবং যাহারা হরিভজন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ঠকাইতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং খুব সাবধান! তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে হয় তাহাদিগকে বাহিরে সর্ব্বদা দেখাইয়া একপ্রকারে বঞ্চনা করিতে হইবে যেন সে নিজে কিছু বুঝিতে না পারে, অথচ নিজের পথ নিষ্কণ্টক হয়, অথবা যদি হৃদয়ে তত বল না থাকে, তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে হইবে।

পূর্ব্বজন্মে বা এই জন্মেই কোন মহাত্মা বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করিবার ফলে সেবাপরাধ প্রবল হইয়া এমন জড়প্রায় পাষাণ করিয়া ফেলে যে, সাধুগুরু মুখোদ্গত বাণী কর্ণে প্রবেশ করিলেও তাহার হৃদয়ে সাড়া দেয় না; লৌহে এখানেও মরিচা ধরিয়া পুরু হইয়া থাকিলে যেমন চুম্বকের আকর্ষণ ব্যর্থ হয়, তদ্রূপ সেবাপরাধিমান প্রবল থাকিলে সাধুগুরু-কীর্ত্তিত চৈতন্যবাণী শ্রবণ করিলেও হৃদয়ে হরিভজনের উদ্দেশনা উপস্থিত হয় না। এই সেবাপরাধিমান হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায়— যাঁহার নিকট অপরাধ হইয়াছে, সেই বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে ক্ষমা ভিক্ষা করা। তিনি ক্ষমা করিলে তবে নিষ্কৃতি, নতুবা কৃষ্ণ তাহাকে ক্ষমা করেন না।

অপ্রমত্ত হইবার জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন-চেষ্টা হওয়া উচিত। Severest pangs of seperation from our eternally nearest and dearest ones—ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভজন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ সর্ব্বদা তীব্রভাবে অনুভবের বিষয় হউক, তাহা হইলেই বৈষ্ণ আসিবে। নিজের প্রতি সমস্ত অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু গুরুবৈষ্ণবের নিন্দায় অমর্য্যাদা সহ্য করিবে না। তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার যথাশক্তি সাধ্য করিতে হইবে। নিতান্ত অসমর্থ হইলে তাঁহার অবমাননা ঘটিবার সম্ভাবনার স্থল তৎক্ষণাৎ বা পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

জীবে দয়া করিতে হইবে। জীবে দয়া করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ দিয়াছেন। জীবে দয়াপ্রবৃত্তি না থাকিলে শ্রীনাম-স্ফূর্ত্তি হয় না। বাহিরের লোককে ব্যবহারিক-সম্মান বা মর্য্যাদা যথাযোগ্যভাবেই দিতে হইবে। যাহারা হরিকথা শুনিলেও শুনিতে পারে, তাহাদের নিকট মহাপ্রভুর শিক্ষা কীর্ত্তন করা বিশেষ প্রয়োজন। মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করাই জীবের প্রতি দয়া। জীবের প্রতি যতটা দয়াবিশিষ্ট হওয়া যাইবে, এই শ্রীনামের সেবায় উন্মুখ হওয়া যাইবে। নিজের প্রতি ক্ষতি বা নিন্দায় কিছুতেই বিচলিত হইলে চলিবে না। নিন্দা স্তুতি সমভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষা যাহাদের কাণে কোনমতেই প্রবেশ করে না, তাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপরাধফলে কুসঙ্গে পড়িয়াছে; তাহাদের সহিত লৌকিক ব্যবহারমাত্র রাখিতে হইবে।

যথাযোগ্যসম্মান সকলকেই দেওয়া কর্ত্তব্য। তবে বৈষ্ণবোচিত সম্মান ও ব্যবহারিক সম্মানে পার্থক্য আছে, সে দিকে যেন লক্ষ্য থাকে। যাহারা এ জন্মে এখনও বৈষ্ণববিদ্বেষ করে নাই, যাহারা হরিকথার অনাদর করে না, তাহাদের নিকট হরিকথা বলা বা জীবের প্রতি প্রকৃত দয়া করিবার জন্য যদি বা কখনও মানসম্মানাদির হানি বা অন্য কোন প্রকার আপাতক ক্লেশ উপস্থিত হয়, তথাপি তাহা হইতে বিরত হইতে হইবে না। নামসংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবার সহিত প্রচুর পরিমাণে জীবে দয়ার প্রবৃত্তি উদিত হইলেও ভজনবল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সেবাধিকার দিবে। জীবে দয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভজনবল উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আমাদের সেবাপ্রগতি তীব্রতর হউক, ভজনবলবৃদ্ধিক্রমে অগ্রগতির বাধাস্বরূপ অনর্থাদি দূরীভূত হউক।

জনসঙ্গ

(ক্রম)

সঙ্গ দুই প্রকার, জনসঙ্গ ও সাধুসঙ্গ। জনসঙ্গ বলিতে বহির্ম্মুখসঙ্গকেই বুঝায়। সঙ্গ হইতে স্বভাবের উৎপত্তি। সঙ্গের প্রভাবে একদিকে যেমন জীব জন্মজন্মান্তরের অনর্থনিবৃত্তি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সুপ্ত চেতনধর্ম্মকে জাগরিত করিতে পারে, অপরদিকে আবার সঙ্গদোষে একেবারে পতনের শেষ সীমায় পৌঁছিতে পারে। একপ্রকার সঙ্গদ্বারা মানবজীবনের চরম এবং পরম সার্থকতা লাভ, চেতনের পূর্ণ বিকাশ, নিত্য নবনবায়মান আনন্দের অনুভূতি, আবার বিপরীত সঙ্গদ্বারা জড়ের গাঢ় গাঢ় অভিনিবেশক্রমে চেতনে জড়ীভূত অবস্থা, পশুত্ব ও নরকগতি হয়।

এই জগৎ বহির্ম্মুখ জীবে পরিপূর্ণ দেহ, গেহ, স্ত্রী, ধন প্রভৃতি অনিত্য বস্তুর প্রতি আসক্তিক্রমে মঙ্গলের বিপরীত পথে জীব নিয়ত ধাবিত হইতেছে। বহির্ম্মুখ সঙ্গের আকর্ষণীশক্তি প্রবল, তাহা দেহমনের উপর অত্যন্ত সংক্রামক প্রভাব বিস্তার করে। অন্য দ্রব্যের বাসনা দ্বারা চালিত হইয়া মনঃসংযম সর্ব্বদা লোপ পাইবার আশঙ্কাই ও অসাফল্য। অসদ্বস্তুর প্রতি বা জাগতিক বস্তুসকলের বিভিন্ন প্রকার রূপলিপ্সা থাকায় একের অপহার্য্য অপরের রাখিতে গিয়া অপরের অপরাধে আঘাত লাগে। তখন আবার পরস্পর পরস্পরের প্রতি হিংসাপরায়ণ হইয়া উঠে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে। সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥" বৈরাগ্য-চেষ্টা করিতে করিতেও যে সময় বিষয় ধ্যান উপস্থিত হয়, তখন ক্রমশঃ বিষয়সঙ্গ অর্থাৎ স্পৃহা জন্মে, সঙ্গ হইতে কাম উৎপন্ন হয় এবং কাম হইতে ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয়।

বহির্ম্মুখ জনগণ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ের তোষণকার্য্যে সর্ব্বদা তৎপর। সমজাতীয় সঙ্গদ্বারাই ইন্দ্রিয়ের স্ফূর্ত্তিপ্রধান হইয়া থাকে, সুতরাং স্ব-স্ব বহির্ম্মুখ স্বভাব অনুযায়ী বহির্ম্মুখসঙ্গ উত্তরোত্তর বহির্ম্মুখতা বৃদ্ধির সহায়তাই করে। যদ্যপি এই প্রকার বহির্ম্মুখ সঙ্গপ্রভাবে নিজের বহির্ম্মুখতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ তাহার চেতনধর্ম্ম সুপ্তপ্রায় হইতেছে, তথাপি সঙ্গকারী অজ্ঞানতায় এই জ্ঞান তাহার আবৃত চিত্তে সাড়া দেয় না বা জাগে না। যে প্রকার মূর্খের সঙ্গদ্বারা পাণ্ডিত্যলাভ করা যায় না, অজ্ঞানের সঙ্গদ্বারা জ্ঞান লাভ হয় না, সেই প্রকার বহির্ম্মুখসঙ্গ দ্বারা জীব কখনই উন্মুখ হইতে পারে না। অসতের অনুশীলন দ্বারা কেহ সতের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে কি? পরন্তু কামুকের সঙ্গদ্বারা কামিনীতে আসক্তি, অর্থলোভীর সঙ্গদ্বারা অর্থের প্রতি আসক্তি, প্রতিষ্ঠাকামীর সঙ্গের দ্বারা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষায় স্বতঃই আসক্তি বা টান হয়। সঙ্গ দ্বারাই সর্ব্বনাশ হয়, আবার সঙ্গ দ্বারাই প্রকৃত মঙ্গললাভ করা যায়। বহির্ম্মুখ জীবের ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক মন। মনই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ভোগ এবং ভোগে বিরক্তি দিলে ত্যাগে প্রবৃত্ত করায়। এই মনের দুইটি কার্য্য একটি বিষয়কে গ্রহণ করা, অপরটি বিক্ষিপ্ত করা। আজ যে বিষয় বা বস্তুকে সে 'হব্য' বলিতেছে কাল তাহাকেই 'নয়' বলিয়া ত্যাগ করিতেছে। বহির্ম্মুখ জীব ইন্দ্রিয়ের অধীন এবং ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক মন তাহার দুই প্রকার দণ্ডদান দ্বারা জীবকে ভুলাইয়া রাখে। মনের পরিচালনায় যাহারা পরিচালিত, তাহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় কি? সমজাতীয় সঙ্গ দ্বারা কখনই বা মঙ্গললাভ হইতে পারে?

বহির্ম্মুখ সঙ্গের অপকারিত্ব ও পরিণামে যে বিষময় ফল তিনি দর্শন করেন এবং দর্শন করিয়া বহির্ম্মুখ জনসঙ্গকে দূরে বর্জ্জন করেন, সেইরূপ পরিণামদর্শী সত্যান্ সাধুসঙ্গের দ্বারাই জীবের বহির্ম্মুখতা দূর হইয়া উন্মুখতা হইতে পারে। সাধু নিজে অকিঞ্চন, তাঁহার সঙ্গদ্বারা অকিঞ্চন বহির্ম্মুখ জীবের বহির্ম্মুখতা দূর হইয়া অন্তঃকরণ শুদ্ধ ও নির্ম্মল হয়, সাধুসঙ্গের ফলে প্রতিকূলতাবর্জ্জনে দৃঢ়তা লাভ হয়। সাধু নিজে পূর্ণ শরণাগত, তাই তিনি শরণাগতির শিক্ষক। সাধুর আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি বা স্বসুখবাসনা বলিয়া কোন কথা নাই। তাঁর নিরন্তর কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাপর। সাধু কৃষ্ণপ্রীতিপর, তাঁহার আহার বিহার, চলা ফিরা, প্রত্যেকটি কার্য্য এমন কি, আহার-নিদ্রা সবই কৃষ্ণসুখমূলা, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে অনুগত হইয়া এইপ্রকার সাধুর অনুগমনে চলিলে অবশ্যই সকল অসুবিধা দূর হইয়া যাইবে। তখন কৃষ্ণই একমাত্র স্বার্থ হইয়া উঠিবেন। [illegible] থাকিয়া যাইবে, তবে হৃদয়ের সেবাবিধানে অর্পিত করিবে। [illegible] বাঁধিয়া দিয়া নিজে সেবানুকূল করিবে। জনসঙ্গের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে সাধুসঙ্গ ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই। আচার্য্য শ্রীল রামানুজের চরম উপদেশে জানিতে পারি যে—"তুমি আপনাকে কোন চেষ্টায় যদি শুদ্ধ করিতে না পার, তবে বৈষ্ণবদিগের নিকটে গিয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার সকল মঙ্গললাভ হইবে।" এই বৈষ্ণব বা সাধুর সঙ্গ দ্বারাই পরমার্থসাধনের সর্ব্বপ্রকার প্রতিবন্ধক দূর হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সাধুসঙ্গের ছয় প্রকার লক্ষণ জানাইয়াছেন,—

দান, প্রতিগ্রহ, মিথো, কথাকথা
ভক্ষণ, ভোজন দান।
সঙ্গের লক্ষণ, এই ছয় হয়
ইহাতে ভক্তির প্রাণ॥

ভক্তগণের সঙ্গে দান প্রতিগ্রহ, পরস্পর ভজনকথা শ্রবণ ও আলাপন, মহাপ্রসাদ ভক্ষণ ও ভোজন দান। সাধুর সহিত এই ষড়্বিধ সঙ্গ দ্বারাই বহির্ম্মুখ জীবের সকল অনর্থ দূর হইয়া নিত্যমঙ্গল লাভ হয়।

বদ্ধজীব মনোধর্ম্মী, নিত্যহীন, অভক্তিক, সৎসঙ্গের প্রতি উদাসীন হইলেও যদি অকপট সরল হয়, তাহা হইলে পতিতপাবন শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম অবশ্যই তাহাকে তাঁহার অহৈতুক ও অপ্রাকৃত কৃপাবন্ধু দ্বারা অসৎসঙ্গ হইতে রক্ষা করিয়া সৎসঙ্গ দান করিবেন। আমার [illegible] আমার জনসঙ্গের অভ্যাস [illegible] তাহাদের [illegible] হইতে [illegible] অনুভব। এই প্রবল [illegible] করিবার জন্য [illegible] হইতে [illegible] এই পতিত জীবগণকে সেই কৃপাশক্তিদান করুন, ইহাদের শ্রীপাদে ইহাই সকাতরে প্রার্থনা জানাইতেছি।

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ, এই দুই রূপ

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১০
সেবক—শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস ভক্তিরত্ন বিদ্যাভূষণ

(৩) শ্রীযোগপীঠ-মন্দির শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসনাতন দাস অধিকারী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] দাস ব্রজবাসী

(৭) কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদন দাস ব্রহ্মচারী

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী [illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীনন্দন দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধর দাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ ভালুকা (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীপরমানন্দ সেবাধিকারী

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদমারি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দনন্দন ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
জিরাটপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রীকিশোর ব্রজবাসী

(২১) সনাতন-ঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চটক পর্ব্বত
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ
বাঙ্গলা, পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীসদানন্দ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
রমনাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীপরমানন্দ ব্রজবাসী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীনগেন্দ্র দাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতন বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীনিবারণচন্দ্র সিংহ বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিমোহন দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
ওল্ড দার্জ্জিলিং রোড, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা)
সেবক—শ্রীবিশ্বম্ভর দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] গয়া
সেবক—শ্রীনন্দলাল [illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮৯২ বড় মহাল্লা, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible], সীতাপুর ইউ পি।
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ
কিশোরপুরা, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীহরিগৌর দাসাধিকারী

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রীইন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনমঠ
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ [illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীবাঞ্ছারাম দাস

(৪৩) নন্দের বিহারী মঠ
নন্দগ্রাম, মথুরা।
সেবক—শ্রীরাধাচরণ দাস

(৪৪) গোপীবিহারী মঠ—গোবর্দ্ধন,
পোঃ [illegible], জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
সেবক—শ্রীহরি তপোবন ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৯নং কুতব রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীমঙ্গলময় অধিকারী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
হিল বোম্বে ৭
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীবেঙ্কটরমণ ব্রহ্মচারী

(৪৯) কভুর-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গুন্টুর জেলা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রীগদাধর দাস অধিকারী

(৫১) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible] মঠ [illegible]
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]
সেবক—শ্রীবনমালি দাসাধিকারী

(৫৪) সিমুলিয়া-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণদেবপুর
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
বালিয়াটি, পোঃ [illegible] (বাঁকুড়া)
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

(৫৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], পাঞ্জাব
সেবক—শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক শ্রীদীননাথ দাসাধিকারী

(৫৯) আমার্থ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ আমার্থ, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী

(৬০) [illegible] প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (রংপুর)
সেবক—শ্রীঅবতার ব্রহ্মচারী

(৬২) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, লণ্ডন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
[illegible], এস, ডব্লিউ, ৫
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬।এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
মিশ্রিখ (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) প্রাথমিক [illegible]
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রীবজ্রেশ্বর ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীতারকব্রহ্ম ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	
ঐ ঐ ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৪৲	৩৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ও	৬।০
ঐ সিকি কলম ১৫৲	১২৲
ঐ অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০
এক কলম	৪০

চাঁদার হার

দৈনিক । বাৎসরিক	
মাসিক	৩৲
মাসিক	২।০
মাসিক	১৲
প্রতি সংখ্যা	

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গ্রেষণাময় ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ আলোচনা সম্বন্ধে বিশেষ। ইহাতে বহু ছকের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার মূল্য মাত্র দুই আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুর 'প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক আখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় সচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মধুর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

সর্বশাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে গণতন্ত্রবিজ্ঞানের আলোকে সাম্প্রদায়িকতা, সমন্বয়, একায়ন, …, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-বুদ্ধ সাধকগণের জন্য সাধারণ বোধগম্য মনোজ্ঞ ভাষায় গ্রন্থ হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—ছাত্রদের সাহায্যার্থ লাইব্রেরী ও বোর্ডিং এর সুবিধা আছে। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। বেতন ও সেসন-ফি মাসিক ১ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৪র্থ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৩।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল লাভ করিয়াছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য ফ্রি-এডমিসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ সর্বত্রই বিশেষ প্রশংসিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যালঙ্কারবিহিত মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রীল …… ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এবং … ইহার সম্প্রতি পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অনুবাদ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া উহার আদর্শ …… পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের তাৎপর্য, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক ও অন্বয়ে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে …… অর্থ ও ব্যাখ্যার উপর সবিশেষ …… শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের ব্যাখ্যাদি প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশী আকারে প্রায় সাত শত পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। কাপড়ে বাঁধাই ও সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রী ভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ [illegible] [illegible]

প্রাপ্তিস্থান - শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। [illegible] [illegible] বিস্তৃত বিবরণ, [illegible]-বিবরণ, [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের একটি অমূল্য গ্রন্থ। [illegible] আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ঠাকুরের শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

[illegible] শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীশ্রুতিবিহার [illegible] [illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেনের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
রাণাঘাট পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
রাণাঘাট ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কৃষ্ণনগর পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(কৃষ্ণনগর) ছাঃ	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

(আপ - শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	[illegible]
[illegible]	[illegible]
রাণাঘাট পৌঃ	[illegible]
ছাঃ	[illegible]
শান্তিপুর পৌঃ	[illegible]
(বদল) ছাঃ	[illegible] (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	[illegible]

ডাউন

নবদ্বীপঘাট

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
রাণাঘাট পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(বদল) ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			
কলিকাতা পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] [illegible] পণ্ডিত আচার্য শ্রীপাদ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible]। এই বিরাট, [illegible] ও [illegible] [illegible] বিবিধ চিত্র সম্বলিত। [illegible] [illegible] [illegible] প্রসিদ্ধ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শিক্ষা [illegible] [illegible]। প্রথম খণ্ডে [illegible] [illegible] [illegible] পৃষ্ঠা [illegible]। [illegible] [illegible] গোস্বামী [illegible] সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও [illegible] ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়সূচিকা (contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রম সজ্জিত সূচিপত্র ও শব্দসূচী (Index Glossary) [illegible] [illegible] প্রকাশিত। [illegible] [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা নদীয়া

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———— ::•:: ————

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে [illegible] [illegible] দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" [illegible] [illegible] প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] [illegible] চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

[illegible] [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা [illegible] [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "[illegible]" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠ ভিষক্‌রত্নের

রেশালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার [illegible] [illegible] মহৌষধ।

[illegible] [illegible] জীর্ণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

—[illegible] । [illegible] রোড, কলিকাতা

[illegible], [illegible]

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

পত্রপ্রসূনমালা
—::
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন পত্রাবলী শ্রীশ্রীল ভাগবতাদের বিরচিত গৌড়ীয় আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ — [illegible], ঢাকা।

REGD NO [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১।০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ১৭ই পৌষ ১৩৪৭, ১লা জানুয়ারী, ১৯৪১ বুধবার : ২৪৭তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

সিঙ্গাপুরে ভারতীয় সৈন্যগণকর্তৃক বেতার-অনুষ্ঠান

সিঙ্গাপুরে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যগণ এক বেতার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছে। উহাতে হায়দ্রাবাদ রেজিমেন্টের ব্যাণ্ডপার্টি ও বিভিন্ন সেনাদলের ভারতীয় সৈন্যেরা অংশ গ্রহণ করিবে। এই বেতার-অনুষ্ঠানটির রেকর্ড গ্রহণ করিয়া অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও তাহা আগামী ৪ঠা জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬-১০ মিনিটের সময় দিল্লীর বেতার কেন্দ্র হইতে ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচার করিবে। ইতঃপূর্বে বিদেশ-প্রবাসী ভারতীয় সৈন্যদের কোন বেতার-অনুষ্ঠানই এরূপভাবে ভারতবর্ষে প্রচারিত হয় নাই। এই অনুষ্ঠানে মিলিটারী ব্যাণ্ড, ভারতীয় সৈন্যগণ কর্তৃক বক্তৃতা এবং নির্বাচিত সৈন্যগণ কর্তৃক বিভিন্ন সঙ্গীতের ব্যবস্থা থাকিবে, এবং ইহা হইতে বাহিরে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক সংবাদ জানা যাইবে।

ইটালীয়ান বিমানবাহিনীর নিকৃষ্টতা

ক্রমশঃ ইহা অধিকতর স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে যে, বিমানপোত বা বিমানবাহিনী কোন দিক দিয়াই ইটালী ব্রিটেনের সমকক্ষ নহে। প্রথমতঃ বিমানপোতগুলি অত্যন্ত বাজে ধরণের, দ্বিতীয়তঃ বিমান-বাহিনীকে ভাল রূপে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা নাই এবং তৃতীয়তঃ বেশীর ভাগ বিমানচালক এবং বিমানকর্মচারীদেরই যুদ্ধে সক্রিয় উৎসাহ নাই। প্রথমে জার্মানীও স্বীকার করিয়াছে যে, ইটালীর প্রথম শ্রেণীর বিমানপোত নাই। এখন দেখা যাইতেছে যে, ইটালীর "ফাইটার" বিমানপোতগুলির অবস্থা অত্যন্ত মন্দ। বোমারু বিমানগুলি আকাশ হইতে এবং মাটি হইতে সহজেই আক্রমণের পাত্র হইয়া থাকে। ওদের প্রধান ফাইটার "ফিয়েট সি-আর ৪২" বিমানগুলি বৃটিশ বিমানের কাছেও আসিতে পারে না। তাহা ছাড়া "কেপ্রোণি সি-এ ১৩৫" এবং "সেভয়া মার্চেটি ৭৯" নামক তিন ইঞ্জিনবিশিষ্ট বোমারু বিমানগুলির নানাপ্রকার অসুবিধা আছে।

জেল-প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য তদন্ত কমিটি

বাংলার জেলসমূহে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য বাংলা সরকার মিঃ আবদুল রহমান সিদ্দিকী, এম, এল, একে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। বাংলার বিভিন্ন জেলে কয়েদীদের দ্বারা কি কি শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, কারামুক্তির পর উক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত বন্দীরা জীবিকা-অর্জনের সুবিধা পাইতেছে কিনা, বাহিরে জেলে প্রস্তুত দ্রব্যাদির চাহিদা কিরূপ এবং বাজারে অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের সহিত জেলজাত শিল্পদ্রব্যগুলি প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারে কিনা, ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য কমিটি চারি দফায় একটি প্রশ্নপত্রের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রশ্নপত্রের প্রথম দফাটি বাংলার বিভিন্ন জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট প্রেরণ করিয়া জেলে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইবে। দ্বিতীয় দফার প্রশ্ন হইতে কারামুক্ত কয়েদীদের জীবিকা সম্পর্কে সংবাদ লওয়া হইবে। ৩য় ও চতুর্থ প্রশ্নপত্র দুইটি বিভিন্ন সরকারী বিভাগ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করিয়া জেলজাত দ্রব্যাদির বাজারে কিরূপ চাহিদা আছে এবং অন্যান্য ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতায় ঐগুলি কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছে, ইত্যাদি বিস্তারিত জানিয়া লওয়া হইবে।

ফ্রান্সে কৃষির অভাব ঘটিয়াছে

ভিসি হইতে নিরপেক্ষ উপায়ে প্রাপ্ত বিবরণীতে প্রকাশ যে, বিগত [illegible] যুদ্ধের সময়কার শীতকালের মত এবারকার শীতকালও বিশেষ তীব্র হইবে। সেইজন্য তাহারা নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার খসড়া প্রস্তুত ও তাহার [illegible] [illegible] হন. সে বিষয়ে নূতন উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করিবার প্রয়াস করা হইতেছে।

কৃষি-মন্ত্রী এম, ক্যাজিওট এবং কৃষি বিভাগের সমস্ত কর্তা ও অন্যান্য অফিসার [illegible] দুইটি নৈরাশ্যজনক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

"সম্প্রতি ফ্রান্সে কৃষির বিশেষ অভাব ঘটিয়াছে এবং ফ্রান্সের মত কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।" এম, ক্যাজিওট উপরোক্ত উক্তি করিয়াছেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে এই কথা প্রকাশ করিয়াছেন যে, "স্বাধীন" অঞ্চল, অধিকৃত অঞ্চল হইতে প্রায় ৩,০০০,০০০ টনের শস্য আমদানী করিবে। কারণ উক্ত স্থানে ফসল কিছু পরিমাণে অধিক জন্মিয়াছে।

পুষ্টিকর খাদ্য সম্পর্কে গবেষণা

পুষ্টিকর খাদ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য বাংলা সরকার একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর লেঃ কর্ণেল সি, চ্যাটার্জী কমিটির [illegible] যুক্ত হইয়াছেন।

খাদ্য সম্পর্কিত, স্বাস্থ্যের সহিত খাদ্যের সম্বন্ধ, খাদ্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রচার কার্যের জন্য বিভিন্ন সব-কমিটি গঠিত হইয়াছে।

বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ডাঃ বি, সি, গুহ, অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেলথের ডাঃ [illegible] [illegible] পুষ্টিকর খাদ্য সম্পর্কীয় [illegible] ডাঃ এস, এন চ্যাটার্জী [illegible] সব-কমিটির [illegible] হইয়াছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী - শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবগোপাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবিশাখাদি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখোক্ত বহুবিধ প্রশ্নোত্তর সমূহের অন্যপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনগণ যে সকল সংশয় করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তময় সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাণীপ্রচারে ও তদনুরূপ সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয়গণ কতৃকৃপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক মুমুক্ষুগণ ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুর্ধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে কথিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'গোবিন্দভাষ্য' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহিত মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, তিনটের ব্যাখ্যা সম্বলিত ও সূচীসহ অত্যন্তপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয়মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
সুর্য্যরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গভাষায় প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। আনন্দ বিহারী শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা)
৩। ভাগবতের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অধীনা)
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড- ৪র্থ খণ্ড —৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড —৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ।০
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ৩৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৪৲
১১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-প্রাকৃত ।০
১৯। কৃষ্ণবিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৶০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অধীনা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল ভাষা ।০
২৭। বৃত্তিকাব্যকথা অপরোক্ষ (সচিত্র)২৲
২৮। প্রেমভক্তিসার (সচিত্র) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা, ৸০
৩০। দীন-দিবা-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-প্রমাণ ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৫
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গলস্তোত্র
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৷০
৪২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পরিক্রমা ৷০
৪৩। সাধনকণা ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। মনঃশিক্ষা
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)
৪৯। অর্চ্চনকথা
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তমুক্তাবলী বা মাধবমালতী ০
৫৬। ভাগবতের ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষাটীকা) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিবেক ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-নিত্যাধ্যয়নম্ ।০
৬৪। মধ্বগ্রন্থ ।০
৬৫। মাধবাধ্য সিদ্ধান্তম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ বাউট দ্য আর সেভার ।০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। বিবেকভক্তি সাধন ।৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। গোল্ডেন গৌড়ীয়মঠ ইত্যাদি ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থিয়োটিক ফিলজফি অ্যাণ্ড অ্যাবসলিউট রিয়ালিজম ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১০৲

হিন্দী ভাষাতে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮৩। গীতাবলী -১০
৮৪। শরণাগতি ৶৷

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵৷

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৸৷

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি

বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৷০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ মন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুদেব চরিতামৃত

নিত্যগুরু ও পারিষদ সহ ...... অক্ষরে অতি ... সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা ... উত্তম। ভিক্ষা ৷৷০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ } ১৮ নারায়ণ ৪৫৪ গৌরাব্দ ১৭ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১লা জানুয়ারী ইং ১৯৪১, বুধবার { ১৪৭ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

লক্ষ্ণৌতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ মহোৎসব

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে গত ৩রা পৌষ, ১৮ই ডিসেম্বর বুধবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ৪র্থ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠ-আশ্রমে নিরন্তর শ্রীহরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস মঠ-সেবকগণ প্রভুর ঐ গুরু বন্দনা, গুরুপরম্পরা পাঠ, বিরহ ও রূপাপ্রার্থনা-সূচক বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবতী সংলাপ গ্রন্থ পারায়ণ আরম্ভ করেন ঐ দিবস সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ১৬শ ও ১৭শ বর্ষে গৌড়ীয় হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা আলোচনা হয়।

শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের বিরহ-মহোৎসব

গত ১১ই পৌষ বৃহস্পতিবার বিশ্ব গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে চাকদহ (কাঁঠালপুলি) দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম শ্রীশ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে তাঁহার বিরহমহোৎসব শ্রীশ্রীহরি-সংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসবের পূর্ব্বদিবস বিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ তথায় গমন করেন এবং তাঁহার অপর্ব্বদিবা-কীর্ত্তনমুখে অধিবাসকার্য্য সম্পন্ন করেন। পরদিবস উষা কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবাবন্দনার পর পাঠকত্র 'গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া', 'বৈষ্ণব-ঠাকুর দয়ার সাগর', 'বিরল বৈষ্ণবে হরিভক্তি উপায়ে' ইত্যাদি মহাজনসঙ্গীত বিরহোদ্দীপক কীর্ত্তন হয়। তৎপর শ্রীল সাগর মহারাজ শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের অপ্রকট-কথা আবেগভরে প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন। প্রায় ৪০০ শত সমাগত সজ্জনবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পোখেতে প্রচার

গত ২১শে ডিসেম্বর শনিবার শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট শেঠ যমনা দাস দেওকরণ মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে ও আহ্বানে তাঁহার গৃহে বসে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গমন করিয়া সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকা হইতে ৯॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষা 'ভক্তি তাহার পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। উপস্থিত সজ্জনদের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হইল—

শেঠ যমনা দাস দেওকরণ; শেঠ মথুরাদাস হরিদাস; শেঠ ধীরজলাল জীবনলাল; শেঠ আম্বালাল ভাইলাল প্যাটেল; মিঃ রমণলাল দি. সাহা, মিঠুভাই গোকুলদাস, শেঠ নারাণ নিঠুভাই দাস; মিঃ ভগবতী চতুর্ভাই; মিঃ সুন্দরলাল ছগনলাল; মিঃ মগনলাল হরগোবিন্দ, শেঠ গোবর্দ্ধন দাস দেশাইভাই; শেঠ কানজী গোবর্দ্ধন-দাস, মিঃ বিনয়কান্ত রূপাশঙ্কর; মিঃ বসন্ত ভাই, মিঃ ছোটাভাই; মিঃ নন্দলাল, মিঃ ব্রজলাল, মিঃ নারায়ণ প্রভৃতি।

রংপুরে প্রচার

দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে রংপুর ও কুচবিহার জেলায় বিভিন্নস্থানে প্রচার করিতেছেন।

গত ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত ... মহাশয়ের বাটীতে একটী সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ দুই ঘণ্টাকাল যাবৎ বহুজীবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন ঐ সভায় প্রায় দুই শত বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল।

গত ১৬ই তারিখে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

কুচবিহারে প্রচার

গত ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে গৌড়ীয়-মঠের সেবকবৃন্দ টাপখানা হইতে রওনা হইয়া কুচবিহার জেলার অন্তর্গত খালপাড়া ভেলিবাড়ী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ... চন্দ্র রায় মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন। ১৯শে তারিখ তথায় একটী সভার আয়োজন হয়। সভায় প্রায় ২০০ শত ব্যক্তির সম্মুখে দুই ঘণ্টা যাবৎ মানবের ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা হয়। সভার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

সার্থকতা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

(৪)

বহু ধন আছে তব. মানিক রতন,
জীবনে শান্তি যদি না লভে এ মন,
তাহলেতে তব শুধু অনর্থের মূল,
(তবে) বিপুল আয়াসে কিছু নহে এর তুল।
কনক সার্থক হয় যখন সেবায়,
অপর্পণ করা হয় যেথা হরিপায়।

(৫)

জীবের যত চেষ্টা, সকল সাধনা,
শ্রীকৃষ্ণ-অনুকূলে যদি না হয় রচনা,
এতেক সার্থক হয় যত অনুষ্ঠান,
নহিলে ব্যর্থতা-ভরা সকল বিধান।
বাহা কিছু সব কাজ কৃষ্ণ অনুকূলে।
সফল নিশ্চিত হয় মহাজন বলে।

(৬)

বিদ্যা, ধন, কুল, মান, সৌন্দর্য্য অপার,
না লাগিলে কৃষ্ণকাজে কিবা মূল্য তার?
অপরূপ নিজ দেহ আবেশের বশ,
কোন কাজে নিয়ত যে তাহে উপাসন,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ যেই সবার,
কৃষ্ণার্থে নিযুক্ত হলে তবে যোগ্য স্থান।

(৭)

সকলের সার্থকতা শ্রীনামগ্রহণ,
সার্থক হয় সর্ব্বার্থ, উপাসনা,
যদি ভক্তসেবা সাধু সঙ্গ ...,
অপূর্ব সফলতা ... ...
এক ... ...
নিপুণ ... ... আবাহন করে।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

"যেখানে হরিকথা নাই, সেস্থল যতই আত্মীয় স্বজন-বেষ্টিত হউক না কেন, যতই গাছের সুবিধাজনক হউক না কেন, সেই সকল স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ নিতান্ত অসহ্য জানিবে।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বৈদিক মনীষা-প্রকাশ

১৮ নারায়ণ দত্ত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৩

উত্তমা ভক্তির পূর্ণ লক্ষণ কি?

স্বার্থপরতা জীবের স্বাভাবিক স্বভাব। জীব স্বার্থ ছাড়া থাকিতে পারে না। যে বিষ্ণুর স্বার্থপর, না হয় বিষ্ণুযায়াকে স্বার্থপর করিবেই। যেখানে বিষ্ণু স্বার্থপর, সেখানে নিষ্কপট সেবকাভিমান বা সেবালালসা, আর যেখানে স্বার্থের মধ্যে বিষ্ণুমায়া বা নিজেন্দ্রিয়তর্পণ সেখানে কর্তৃত্বাভিমান বা না ভোক্তা। সেবকাভিমানী বড় সুখী, মায়িক ভোক্তা দুঃখী। সেবায় সুখ, কর্তৃত্বাভিমানে প্রকৃত সুখ নাই। আত্মাভিমানী যেমন নিজ সুখের জন্য সব করিতে পারে, ভগবদ্ভক্তও ভগবানের সুখের জন্য এমন কোন কার্য্য নাই, যাহা করিতে না পারেন। ভগবানের সুখের জন্য প্রাণ দিতেও তাঁহার কুণ্ঠা নাই। কৃষ্ণে তাঁহার এই প্রগাঢ় অনুরাগ। ভক্তের সকল কার্য্যই কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে। আর অভক্তের সবই নিজে ন্দ্রিয়তর্পণের জন্য। অভক্ত বুভুক্ষু, আর ভক্ত মুমুক্ষু। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণই ভক্তের জীবন-সর্বস্ব। ভক্ত কোটি জন্মের অনুক্ষণ কৃষ্ণের সেবা করিয়াও কৃষ্ণসেবায় অতৃপ্ত হইয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবাই প্রার্থনা করেন। তাঁহার বর্দ্ধমানা সেবাশা কখনও মিটে না।

ভক্তির ফল—ভক্তি—প্রেম ও কি। ভক্তি-ফলেই ভগবৎপাদপদ্ম লাভ হইয়া থাকে। ভক্ত্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে না। ভক্তজন না হইলে বড় সাধনভজন স্বীকার করিয়াও কোন সুফল উদয় হয় না। কেবলমাত্র পড়িয়া বা বিদ্যায় শুনিয়া কেহ ভগবৎপ্রাপ্তি লাভ করিতে পারে না। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সজ্জন গুরু ভগবানের শরণাপন্ন হইলে ভগবানের কৃপা পাওয়া যায়। এই শরণাগতিই সাধুভজনের মূল। যতদিন অনর্থ থাকে, ততদিন ভজন শুদ্ধ হয় না। অনর্থ যে পরিমাণে থাকে, ভজনও সেই পরিমাণে অশুদ্ধ হয়। শুদ্ধভজন পরায়ণ সাধুর সঙ্গে থাকিয়া অকপটে ভজন করিতে করিতে সাধুগুরুকৃপায় অনর্থনিবৃত্তি হইলে ভজন শুদ্ধ ও শুদ্ধ হয়। সৎসঙ্গ না থাকিলে শুদ্ধভক্তি হয় না। ভজনের মূলে সাধু। সাধু যেখানে নাই, সেখানে ভজনও নাই। এই সাধু নিত্য। শ্রীগুরুপাদপদ্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু। তাঁহার নিকট হইতে সবই লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার সম্বন্ধিত হইলে ভগবৎসম্বন্ধের অভাব নাই। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধিতে যেন মুহূর্ত্তের জন্যও না হয়, মুহূর্ত্তের জন্যও যেন আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন না হই অর্থাৎ কোন প্রাকৃত প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া বা ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষরূপ অর্থে আকৃষ্ট হইয়া কখনও যেন আমরা আমাদের একমাত্র পরমধন শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ছাড়িয়া না দিই। অন্য কিছু বিষয় বা লোকের কথা শুনিয়া আমরা আমাদের হৃদয়েশ্বর কৃষ্ণপ্রিয়তম শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে যেন বঞ্চিত হই। এই একটি কথা সর্ব্বক্ষণ মনে থাকিলে আর কোন বিঘ্ন নাই, কৃষ্ণেচ্ছায় সময় সময় বিপদ্ আসিলেও ভয় বা আশঙ্কার কোন কথা নাই। শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে নির্ভরশীল, তদনুগত রক্ষিত বা শরণাগতের নিজের জন্য কোন ভাবনা বা চিন্তা নাই শুধুই ভগবানের সেবাচিন্তাই তাঁহার ধন।

শ্রীগুরু-ব্রহ্ম-বেদবিৎ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব পর্য্যন্ত সকলেই আমাদের শ্রীগুরুদেব। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের দীক্ষা গুরুপাদপদ্ম আর শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল জগন্নাথদাস প্রভু, শ্রীরূপ প্রভু, শ্রীসনাতন প্রভু, শ্রীশ্রীজীব প্রভু প্রভৃতি সকলেই আমাদের শিক্ষা গুরুপাদপদ্ম—সকলেই ভগবদ্বিগ্রহ। শ্রীব্যাসদেব, শ্রীনারদ, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীরূপ শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীপ্রভুপাদ, শ্রীআচার্য্যদেব সকলেই শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপ—সকলেই একপর্য্যায়ের অন্তর্গত। ইঁহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই—ইঁহাদের কথার কোন ভেদ নাই। ইঁহারা সকলেই ভগবদ্বিগ্রহ—অবতার। আমরা ভক্ত নিতাইদেব—ইহাই আমাদের অহঙ্কার। প্রভু বা আমার সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং আমাদের নিতাইপ্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের সেবা গ্রহণ করুন, ইচ্ছা হয় না করুন, কিন্তু আমরা নিষ্কপটে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার ঐকান্তিকী সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিব তিনি যদি আমাকে উপেক্ষা করেন, পদাঘাত করেন, আমার প্রতি উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে জানিব যে, ইহা আমারই অপরাধের শাস্তি বা কর্ম্মের ফল। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম—সর্ব্বদা পরমদয়াল। আমার প্রতি সকল বিধানই তাঁহার অপার করুণার নিদর্শন স্বরূপ মানসিক অশান্তি দৈহিক দুঃখ-এই বিষয়ের প্রলোভন, অসুখ-কামনা প্রভৃতি কোন কিছুই যেন আমাকে আমার একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা হইতে বঞ্চিত না করে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ক্ষণিকের জন্যও বিমুখ না করে, আমি যেন কখনও স্বপ্নেও শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত না হই এবং জন্ম জন্মান্তরে তাঁহার কৃপাপক্ষীকায় বসিয়া থাকিতে পারি। ইহাই শ্রীল গুরুবৈষ্ণবচরণে সকাতর প্রার্থনা।

বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম।

(ভক্ত) দাস মোর শ্রীআচার্য্য নিত্যানন্দ দাস

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই ভক্তি-শাস্ত্রের পূর্ণ স্বরূপ কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তির পূর্ণ লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যঘন-বিগ্রহ। যেখানে মাধুর্য্যের প্রবৃত্তি, সেখানে ঐশ্বর্য্য দর্শন। ভগবান সর্ব্বগুণাধার। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ অর্থাৎ যশঃ, শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, জ্ঞান অর্থাৎ অভিজ্ঞ এবং বৈরাগ্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত্ব এই ছয়টী গুণ পূর্ণরূপে যাঁহাতে লক্ষিত হয়, তিনিই ভগবান্ ভগবান কেবল গুণ বা গুণসমষ্টি নহেন কিন্তু কোন স্বরূপ বিশেষ, যাঁহাতে ঐ সকল গুণ স্বাভাবিকভাবে বর্ত্তমান আছে এই ছয়টী গুণের মধ্যে ঐশ্বর্য্য ও শ্রী ভগবৎ-স্বরূপের সহিত একাধারে প্রতীত হয়, আর অন্য চারিটী গুণ অনুগতরূপে দেদীপ্যমান থাকে। শ্রীনারায়ণ ঐশ্বর্য্যাত্মক স্বরূপ আর শ্রীনারায়ণাংশী শ্রীকৃষ্ণ সৌন্দর্য্যাত্মক স্বরূপ। ভগবৎসত্তার মাধুর্য্যময় স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বজীবের নিত্য সেব্যোজন। ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণের মধ্যে শ্রী অর্থাৎ ভগবৎ-সৌন্দর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীই মুখ্য, আর পাঁচটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ। ব্রহ্ম-পরমাত্মানুশীলনকে ভক্তি উত্তম ভক্তি বলা যায় না, এমন কি, ভক্তির সকল প্রবৃত্তি শ্রীনারায়ণকেও আশ্রয় করিতে পারে না। মায়ামধ্যে জীবের ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মতৃষ্ণা নিবৃত্ত হইলে প্রথমে ভগবদ্ জ্ঞানের উদয়কালে 'শান্ত' নামক একটী রসের উদয় হয়। এই রস নারায়ণপর। এই রসটী উদাসীন-ভাবাপন্ন। শ্রীনারায়ণের প্রতি যখন মমতার উদয় হয়, তখন প্রভু দাস-সম্বন্ধ-বোধের উদয় হয়, তখনই দাস্যের উদয় হইয়া থাকে। শ্রীনারায়ণরসে শান্ত, দাস্য ও গৌরবসখ্য ব্যতীত আর রসের উন্নতি দেখা যায় না। কারণ, নারায়ণ-স্বরূপটী বিভ্রমশূন্য, বাৎসল্য বা মধুর রসের আস্পদ কখনই হইতে পারেন না। বৈকুণ্ঠে এমন সাহস কাহারও নাই যে, তিনি নারায়ণের গলদেশ ধারণ করিয়া নারায়ণের সহিত কথা বলিবেন, নারায়ণকে কোলে করিয়া পুত্রের মুখে তাঁহার মুখচুম্বন করিবেন। নারায়ণ-সেবকের পক্ষে নারায়ণের প্রতি ভয়, মর্য্যাদা পরিত্যাগ করা নিতান্ত কঠিন। কিন্তু কৃষ্ণানুশীলনে নারায়ণ সেবার ন্যায় সঙ্কোচ নাই, সেখানে বড় আপনভাব—ঘরোয়া ভাব। ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিতেছেন, উচ্ছিষ্ট খাওয়াইতেছেন এবং তাঁহাকে কত না কতভাবে লালনপালন করিতেছেন। সেইজন্যই বলিতেছি—কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা এবং তাহাই উত্তমা ভক্তির পূর্ণ লক্ষণ।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সোনার জন্য আমরা অর্থের সংগ্রহকারী অর্থাৎ মহাপ্রভুর কথা শুদ্ধ প্রচারের জন্য মহাপ্রসাদ-সংগ্রহের সঙ্কল্প ধারণ করি। শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্ম ছেড়ে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না—শ্রীরাধাপদপদ্ম ছেড়ে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না। ভগবদ্ভক্তিতে জীবের ন্যায় উপদেশন করিতে হয়। উপাস্য বস্তুর নিকট নিষ্কপট দীনতার সহিত অবস্থান করিয়া উপাস্যের সেবাই জীবের ধর্ম।

মহাপ্রভুর ব্রজসুন্দরীগণের পদরেণুর যে ঐশ্বর্য্য, যে মাধুর্য্য, যে পাণ্ডিত্য, যে আভিজাত্য, যে সৌন্দর্য্য রয়েছে, তাঁর কোটাংশের একাংশও কল্পিত ভগবানের বাহ্যিক ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য ও আভিজাত্যসমূহকে ধ্বংস করতে পারে। কল্পিত জগতের লোক ঐশ্বর্য্যের উপাসনা করতে গিয়ে যাঁর ঐশ্বর্য্য, তাঁর উপাসনা করে না সমস্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের মধ্যেই আছে। ব্রজের গোপীগণ জানেন, কৃষ্ণপাদপদ্মে নারায়ণের ঐশ্বর্য্য

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

অপেক্ষাও ঐশ্বর্য্য কত অধিক। শ্রীরাধার নিকট লক্ষ্মীদেবী পর্য্যন্ত কৃষ্ণপাদপদ্মের ঐশ্বর্য্যের এক কণা কাঙ্গালিনী।

—— —

যাঁ'রা অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্যের কথা কীর্ত্তন করেন না, শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় যাঁ'দের অন্তরের কোন স্থানে লুক্কায়িত র'য়েছে, তাঁ'রা কখনও কৃষ্ণপাদপদ্ম দর্শন করতে পারেন না। জগতে খুব ঐশ্বর্য্য লাভ ক'রে ব'সে থাকা, খুব আত্মাভিমানী হ'য়ে বসে থাকা অথবা লোকদেখানের জন্য হরিকীর্ত্তন বেশ বাস করা—ঐ সব। যাঁ'রা হরিভক্ত নন তাঁ'রা হরিভক্তের পাদপদ্মে এত ঐশ্বর্য্য আছে যে, তাঁ'র উচ্চ ঐশ্বর্য্য আঁ'দের কাছে কিছুই নয়, ঐশ্বর্য্য অকিঞ্চনকে কি দিতে পারে? উচ্চ থাকতে পারেন। আমাদের গুরুবর্গের পদনখ-ঐশ্বর্য্য কত বড়! তাঁ'রা লোকের বাহ্যদর্শনে ছেঁড়া কাঁথা গা'য়ে থেকে কত বড় ঐশ্বর্য্যের চিন্তামণিকে হস্তগত ক'রেছেন!

———

আজ দাবী হওয়া ভাল নয়। আজকাল খুব লোকসংগ্রহ করা যায়, আর সেই লোকসংঘকে নিয়ে নরকে যাওয়া যায়। এর থেকে সাবধান থাকা দরকার। সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন না করলে মনের হাত হ'তে বাঁচা যায় না। যেখানে ভগবদ্ভক্ত ও ভক্তের সম্মেলন, সেইখানেই হরিকীর্ত্তন হয়। যাঁ'দের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ অথবা অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামের অতৃপ্তি এবং সংসার-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, জগতে তাঁ'দের সংখ্যাই বেশী। তাঁ'রা যে হরিকথা আলোচনার অভিনয় করেন, তাহা অন্যায় অবাধের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য। তাঁ'দের নিকট হরিকথা শুন্‌তে হ'বে না। প্রকৃত সাধুর নিকটই হরিকথা শুন্‌তে হ'বে। যিনি সত্য সত্য নিজের মঙ্গল চান, তিনি সত্য সত্য সাধুর দেখা পান। যিনি ভগবানের কথা শুন্‌তে ভালবাসেন, আর যিনি ভগবানের কথা ছাড়া অন্য কথা কিছুই ভালবাসেন না, এইরূপ লোকের পরস্পর মিলনেই হরিকথা হয়।

——— —

ভগবান্ অনন্তদেব যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, যদি তাঁহারা কপটতারহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরু তাঁহার শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে এই দুস্তর অলৌকিক মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হ'তে পারেন। শরণাগত ভক্তের কুক্কুর শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে 'আমি ও আমার' এই অভিমান থাকে না। সর্ব্বতোভাবে আশ্রিত ব্যক্তির উপর ভগবানের দয়া শতধারে সর্ব্বক্ষণ আসিয়া যায়। আর যাহার মনে হয়,—আমার অনেক অর্জ্জিত দ্রব্য আছে—আমার আভিজাত্য, সৌন্দর্য্য, পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন, বাড়ী-ঘর, ধন-দৌলত প্রভৃতি আছে, তাহার প্রতি ভগবানের ঐ অহৈতুকী দয়া—ভগবানের পূর্ণ দয়া হয় না। যাঁহারা নিষ্কপটে এইরূপ প্রপন্ন, তাঁহারাই ঐকান্তিক। যাঁহারা ঐকান্তিক নহেন, তাঁহারা দাম্ভিক।

জগতের উপকার যদি কেহ না করেন, তাহা হইলে ভগবান্ কেন তাঁহার উপকার করিবেন। আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য—ক্রমশঃ পরিত্যাগ করা। এসব পরিত্যাগের নামই তীর্থে বাস। সত্যে প্রতিষ্ঠাই তীর্থ, তাহা সকলেই জানে। জড়জগত শুদ্ধ তীর্থ হইতে পারে, কিন্তু কপটতা যেখানে—কপটতার আবরণে অনন্তদেবের সেবা যেখানে, তাহা তীর্থ নহে। দেহ ও ত্যাগ মূলতঃ একই জিনিষ। জড়-ভোগের কোন মূল্য নাই ইহা একটা সত্য। ভোগ প্রণালী বা ভোগের প্রতি অবৈধ ক্রোধ। শুদ্ধবৈরাগ্য ভোগেরই নামান্তর। প্রকৃত প্রস্তাবে ভোক্তা একমাত্র ভগবান্ তিনি ভোগ পুরুষ। জীবের স্বরূপধর্ম্মে ভোগবৃত্তির অবস্থান নাই। জীব ভোগপুরুষের ভোগের উপকরণ মাত্র। নিষ্কপটভাবে হরিসেবা করিবার সময় কেহ যদি ভগবৎ-সেবককে ত্যাগী বা ভোগী বলেন, বলুন; হরিসেবক ত্যাগীও নন, ভোগীও নন কিন্তু নিষ্কপট সেবক।

যে ইন্দ্রিয়বর্গকে আমরা সঙ্গ করিয়াছি, সেই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও চিত্ত ইন্দ্রিয়গণ আমাদের প্রতি শত্রুতা করিতেছে। এই বিপদে উদ্ধার লাভের নিষ্কিঞ্চনদের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। আমরা যদি সত্য সত্যই নিজের মঙ্গল কামনায় দৃঢ় সংকল্প হই, আর সত্য সত্য পরের মঙ্গল করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে ভগবান নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি দয়া করিবেন। অন্য লোককে ফাঁকি দিলে নিজেকে ফাঁকিতে পড়িতে হইবে। ভগবান্ আমার এমন মঙ্গল করিতে পারেন যে, আমার পাপের সকল দুর্ব্বাসনা নষ্ট করিয়া আমার প্রকৃত মঙ্গল করিয়া দিতে পারেন।

——

ভগবানের নামসেবা, ধামসেবা ও কামসেবা—এই তিন সেবায় যাঁহারা যোগদান করেন, তাঁহারা জগতের বরেণ্য। শ্রীনামসেবা হ'লে শ্রীধামসেবা হবে, শ্রীনামসেবা হ'লে শ্রীকৃষ্ণকামসেবা লাভ হ'বে। শ্রীধামে যিনি সম্বন্ধস্থাপন ক'রেছেন, তাঁ'র প্রাণে হরি-শ্রীনাম সম্বন্ধ আসবেই 'বধূ'রূপ হয়। শ্রীধামে সম্বন্ধ স্থাপন হ'লে শ্রীনামের রূপ অ'ন্তরের অল্পকাল মধ্যে কৃষ্ণকামরূপ প্রয়োজন লাভ করা—ইহাই মানবজীবনের একমাত্র প্রয়োজন-তত্ত্ব।

একমাত্র বৈকুণ্ঠনাম কৃপা ক'রে ইহজগতে আগমন ক'রেছেন। এই নাম যাঁ'র উপর আশ্রিত, তাঁ'র নাম—শ্রীধাম। এই শ্রীধামের সেবা দ্বারা আমাদের নামসেবা ও কৃষ্ণকামসেবা লাভ হয়। শ্রীধামের সহিত সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন হ'লে শ্রীনামসেবার ছলনা কখনও কৃষ্ণকামসেবার প্রয়োজন প্রদান করে না। বিষয়-দূষিত শ্রীনামের সেবা শ্রীধামে আশ্রিত না হ'লে হ'তে পারে না। শ্রীনামসেবা না হ'লে কৃষ্ণ-কামসেবাও হয় না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়মিশন

——:০:(*):০:——

(শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়)

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা

৫ই পৌষ, ১৩৪৭

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

বহিস্কুল শ্রবণ সঙ্গোপাঙ্গ পরবিদ্যাপ্রিয়েষু—

আগামী ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৪৭, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ রবিবার শ্রীকৃষ্ণপঞ্চমীতিথিতে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-স্থানে ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়মিশনের পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংসকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সপ্তষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন, শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও প্রচারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা, মহাপ্রসাদ সম্মান প্রভৃতি মহামহোৎসবে মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন ও যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়।

নিবেদনমিতি—

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মসেবাপ্রার্থিনাং সেবকবৃন্দানাম্

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—আচার্য্য-আরাত্রিক সমস্ত দ্রব্য সম্ভার ও প্রণামী প্রভৃতি শ্রীপাদ অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

ব্যর্থতা

(প্রশ্ন)

(১)

গোবিন্দ-বিলাসকুঞ্জ মধুর ভবন,
সুখদের অন্তর্দিন হ'য় বিহার,
কাহারো যা'র নাই বন্ধু-বৈষ্ণব বন্ধন,
বৃথা, বৃথা, বৃথা তা'র কায়াপরিক্রমণ।
সৎসাহিত্য-প্রাণনাথ গৌরভগবান্,
তা'র নিষ্ঠাকৃপা বন্ধু বৈষ্ণবের স্থান॥

(২)

কপিঞ্জল বিরহ'র জগতের তরে,
নিজে কর্ত্তব্য ব্যর্থ ভবে আসরে,
মুকুন্দসেবন হেতু না করে যতন,
তাহার প্রাপ্তি লাগি' বাহিক সাধন।
হরিকীর্ত্তন কর্ত্তব্য নিষ্ঠায় ক্রম,
বারেক আসিয়া সে—বৃথা ভ্রমণ।

(৩)

আনন্দ নন্দন হৃদয়ে [illegible]
[illegible]
যে জ্ঞানের দ্বারা নহে [illegible]
[illegible] কামাকাঙ্ক্ষ।
[illegible]
[illegible] ও কাঙ্গালে॥

(ক্রমশঃ পর পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

(শ্রীচৈতন্যমঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার

কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫১১০

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী বি-এল্

(৩) শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

( ) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]চরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজির সমাধি পাট

বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) শ্রীমায়াপুর [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বৰ্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বৰ্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বৰ্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible], নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

[illegible] (শ্রী[illegible] নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।

সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

[illegible] পোঃ ঢাকা

সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ [illegible] (ঢাকা)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যার্ণব বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] (আসাম)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible], ইউ, পি

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা।

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] গয়া

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] ইউ পি।

শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]

পোঃ [illegible] মথুরা)

সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন[illegible]

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ

[illegible], মথুরা।

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গৌরবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], [illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নই দিল্লী

সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, [illegible]

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible] (পুরী)

সেবক—শ্রীগদাধর দাস অধিকারী

(৫১) [illegible] মঠ

[illegible] পোঃ পুরী উড়িষ্যা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible] মঠ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়-[illegible]

পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]পুর, [illegible]

সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]

পোঃ [illegible] (বৰ্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible]চৈতন্য দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]

সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] নং ২

[illegible]

[illegible]

সেবক—কুমারী [illegible]

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ আফিস

[illegible]নগর, [illegible] (ইউ-পি)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,

বহরমপুর (গঞ্জাম)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

[illegible] (ইউ, পি)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(৭১) [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রী[illegible]কিশোর [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:ঃ*ঃ:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	|০		|৵০	|০
" " ইঞ্চি ২৲			১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲			৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲			

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে হার

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬০	৫।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	২০
" এক কলম ৩৬৲	

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৩৲
ত্রৈমাসিক "	১৸০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৫ ; দিনের সংখ্যার ভিক্ষা এক আনা।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসমূহের বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে বাহদশী অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্র (chart ও) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুপ 'প্রেস' ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও কাহিনী দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, রমনা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে পরমতত্ত্বনিরূপণোদ্দেশে জাগতিক মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, মতবাদ, অভাব, প্রকাশ, বন্ধন ও ভক্তিপথের ধারাবাহিক-বিষয়সমূহের শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরম মঙ্গলকর মানবজাতির সাধারণ প্রয়োজন, অভিধেয় সংসিদ্ধান্তসকল প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——:ঃ০ঃ:——

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট—

——ঃঃ০ঃঃ——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিধ্য। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে সুন্দর থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। গোস্বামী ও বৈষ্ণবগণের প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল লাভ করিয়াছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটী ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাশ্চাত্যবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের বিশেষ আদরের জিনিষ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৫৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত সম্পাদকের কার্য্যালয়, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যাবিনোদ মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল সুন্দরানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এবং মহোদয় তাঁহার সম্প্রদায়ের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার অদম্য উৎসাহের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সুনির্দ্দিষ্ট অংশে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় অর্থ ও বঙ্গানুবাদ তাহার পরিপূরক শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, পূর্ব-সংস্করণ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে সন্নিবেশিত পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই পরম আনন্দিত হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীসম্পাদকের কার্য্যালয়, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। অধ্যায়, শ্লোকানুক্রমে অন্বয়, ব্যাখ্যা, [illegible] প্রতিপাদ্য বিষয় নির্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য রত্ন। [illegible] আট পেজী আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গদ্যাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের [illegible] [illegible] আনা। [illegible] আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুশীলবিহারী নাগ [illegible] পুরাণা পল্টন, পোঃ রমনা ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-২৮	৬-২১	৭-১৯	১১-৬	১৩-১৬	১৮-৫৬	১৭-৫৫	২২ ৫	
রাণাঘাট		৪-৫৬	৬-৩১	৭-১৮	১১-১৮	১৩-৫০			১ ৯
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯ ১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫		৩-৫৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৫৩	১২-৩৩	১৫-৫	১৮-৭৯	১৯-৪০		১-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১০-৫৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-২৫		১-৫১

(বদল) ছাঃ	৪-১৮	১০-৫১	১৭-৩৮	২০-৫০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৮	১০-১৯	১৮-১০	২৭-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৬ ২৮
(বদল) ছাঃ	১৬ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৭-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬ ১	৯-৬	১১ ৪	১৪-৩২	১৭-৮	১৮ ৫৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৮-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৭৮	১৯-৫১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫৭	১১-৫৭	১৫-১০	১৬ ৫৯	১০-৩২	২০-৪৬	১-৩১	
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৪৫	৯-২৫	১২ ২৮	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১ ১৯	৪ ১০	
(বদল) ছাঃ	৭-৫৭	৯ ৫৯	১২-৩৮	৫-৫৫	১৭ ৪২	২০-২১	২১-২৫	৪ ১৮	
রাণাঘাট		১১-৮		১৭-৩৬	২১ ৯	২	২৬	২৬-১	
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১ ২০	১৪ ১৬	১৭ ৬৬	২৬-৫০	২০ ১৫	৬ ১৬		

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এবং [illegible] গবেষণা এবং [illegible] অদ্ভুত [illegible] করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলা[illegible]-পাঠে [illegible] এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ [illegible] বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শিক্ষা [illegible] আলোচনা। প্রথম খণ্ডে [illegible] অধ্যায়ে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়সূচিকা (contents) গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত নির্ঘণ্ট (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] শ্রীগৌড়ীয় [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা নদীয়া

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::०::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এইস্থানে [illegible] দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা ‘দৈনিক নদীয়া প্রকাশ’ [illegible] বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১৬ এ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় “পরমার্থী” নামক [illegible] প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ প্রমেহের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] প্রমেহ [illegible] বীর্য্য [illegible] [illegible] একমাত্র উপায় [illegible] অধিক। [illegible] এবং [illegible] সেবন করিয়া [illegible] আপনার [illegible]। ছোট বোতল ১৷০ [illegible] বড় বোতল ১৷৵০ [illegible]।

[illegible] রোড, কলিকাতা।

[illegible]

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

পত্রপ্রসূনমালা

শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন পত্রাবলী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ভবানী, ঢাকা।

REGD NO 154,

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব

স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১।০

প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ১৮ই পৌষ ১৩৪৭, ২রা জানুয়ারী, ১৯৪১ বৃহস্পতিবার ২৪৮তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

নূতন আইন-কমিশনার

দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ান গভর্ণমেণ্টে ভারত সরকারের প্রতিনিধির উপাধি এতদিন ছিল "এজেণ্ট জেনারেল"। গত ১লা জানুয়ারী হইতে ঐ পদের নাম হইয়াছে—দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টে "ভারতের হাই কমিশনার।" স্যার বি. রামা রাও এতকাল ভারতের এজেণ্ট জেনারেল রূপে নিয়োজিত ছিলেন। গত ১লা জানুয়ারী হইতে তিনি ভারতের হাই-কমিশনাররূপে পরিচিত হইয়াছেন। অস্ট্রেলিয়াতে এই নূতন পদবীর বিশেষত্ব লক্ষিত হইয়াছে। কারণ হাই-কমিশনারের কার্য্য এখন শুধু ভারতীয়দের ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণে নিবদ্ধ থাকিবে না। অতঃপর তিনি উক্ত গভর্ণমেণ্টের সংশ্লিষ্ট সকল কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

ভারতের নূতন টাকা

গত ২১শে ডিসেম্বর জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার ইতিপূর্ব্বে যে আধুলী ও সিকি প্রচার করিয়াছেন, তদ্রূপ অর্দ্ধেক রূপা ও অর্দ্ধেক খাদে টাকা প্রচার করিবার জন্য তাঁহারা মুদ্রা আইন সংশোধন করার জন্য এক অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন। ঐ নূতন টাকা শীঘ্রই টাকশাল হইতে বাহির হইবে। কিন্তু প্রচলিত টাকাসমূহ আইনসিদ্ধরূপে পূর্ব্ববৎ চালু থাকিবে।

ভারতের স্বর্ণ প্রস্থান

বোম্বাই হইতে প্রাপ্ত ২৭শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, তৎপূর্ব্ব সপ্তাহে আমেরিকান লাইনার এস-এস প্রেসিডেণ্ট জ্যাকসন যোগে চৌদ্দ লক্ষ টাকার অধিক স্বর্ণ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রেরিত হইয়াছে।

পৃথিবীর বৃহত্তম ঘড়ি

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘড়ি আছে লণ্ডন সহরে। এই ঘড়ির কাঁটাটি হইতেছে ৩০ ফুট লম্বা আর উহার ওজন হইতেছে সাড়ে ৩৭ মণ।

আইন সভার সাধারণ নির্ব্বাচন

বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার দরুণ প্রাদেশিক আইন-সভাসমূহের সাধারণ নির্ব্বাচন স্থগিত রাখা হইবে কিনা, সেই সম্পর্কে কোন সরকারী সংবাদ এখনও প্রকাশিত না হইলেও, বাঙ্গালা দেশে ইংরেজী ১৯৪২ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনের প্রাথমিক আয়োজন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। নূতন করিয়া ভোটদাতাদের তালিকা প্রস্তুত করা ব্যতীত বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচনকালে ভোটারদের জন্য এইরূপ ব্যালট বাক্স নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছেন—যাহাতে ডবল ভোট দিতে সাধারণ লোকের ভুল না হয়। ইতিমধ্যেই নূতন এক ধরণের ব্যালট বাক্স সরকারের বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা হইয়াছে। প্রকাশ, এই বাক্স অনেক উন্নত ধরণের এবং বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় নির্ব্বাচিত অফিসারগণ যে সমস্ত অসুবিধার বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন, নূতন ধরণের ব্যালট বাক্সে তাহা অনেকাংশে দূর করা হইয়াছে। আরও প্রকাশ, এই ব্যালট বাক্স বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদ ও ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যগণকে দেখান হইয়াছে এবং তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ইহা উন্নততর হইলেও ইহাতে কিছু গলদ আছে। তাঁহারা উহাকে আরও উন্নততর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছেন।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য

বর্ত্তমান বৎসরের ১লা এপ্রিলের মধ্যে চটকলওয়ালারা যে পরিমাণ পাট ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছে তাহাতে ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে প্রথম দফে তাহারা ১৫ লক্ষ গাঁট বা ৭৫ লক্ষ মণ পাট খরিদ করিবে। চটকলওয়ালারা যদি এই পরিমাণে পাট ক্রয় করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলা সরকারের পক্ষ হইতে চুক্তি অনুযায়ী অবশিষ্ট পাট তাহারা ক্রয় করিয়া রাখিবে। কাজেই ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে ৭৫ লক্ষ মণ পাট কৃষকদের নিকট হইতে ক্রয় করা হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত বিভিন্ন নির্দ্দিষ্ট সময়ে এ পরিমাণ পাট ক্রয় করা হইলে তাহাতে পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং পাট বিক্রয় সম্বন্ধে শুধু [illegible] হইবে যে, তাহাদের [illegible] কলিকাতায় পাট আমদানীতে [illegible] থাকিতে পারে। এই দরে বাঁধ দিয়া পাট বিক্রয়ের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকিলেই পাটচাষীগণ সন্তোষজনক দর পাইবে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাটের দর অনেক বেশী, সুতরাং চটকলওয়ালাদের চুক্তিবদ্ধ দর অনুযায়ী নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাট বিক্রয় করিয়া উৎকৃষ্ট পাটের জন্য উচ্চ দর না পাওয়া পর্য্যন্ত অনায়াসেই অপেক্ষা করিতে পারিবে।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার বর্ত্তমান বৎসরে পূর্ব্বের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাট চাষের নির্দ্দেশ দিয়াছেন উহাতে চাষীদের ক্ষতি হইবে বলিয়া যে প্রশ্ন সাধারণের উদয় হইয়াছে তাহার নিরসন কল্পে সরকার মত [illegible] বৎসরে যে পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইয়াছিল বর্ত্তমান বৎসরে তাহার সমপরিমাণ পাট উৎপন্ন হইলে পাট চাষীদের মণ করা দেড় টাকা হিসাবে পাট বিক্রীত হইত। কিন্তু চাষের নিয়ন্ত্রণের ফলে প্রত্যেক [illegible] টাকা হিসাবে পাটের দর পাওয়া যাইবে। ইহা ছাড়া এ সকল জমিতে পাটের পরিবর্ত্তে [illegible] করিবার সুবিধা হইবে না। ইহাতে ধান ও অন্যান্য কৃষিজাত [illegible] উৎপন্ন হইতে পারিবে। [illegible] পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের [illegible] সেই [illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, সাপ্তাহিক ১০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত হিন্দী ভাষায় পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৩ পরমার্থী — শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবিহিতাম্নায় অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগৌর মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখোক্ত বহুবিধ কথা দেশের গণ্যমান্যের ও সুপ্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত ও মহাত্মা সজ্জনবর্গের যে সমস্ত পারমার্থ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপ্রকাশ সংলাপসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমদ্ প্রভুপাদবিরচিতসিদ্ধান্তবর্ণনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয়গণ জগদ্গুরু আচার্য্যদেবের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীর নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৷৷৹ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২, মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সংগৃহীত 'কণিকা'টীকা, বিবর্ত্তবিলাস আলোচ্য তত্ত্বকণা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট সংস্করণ নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয়-মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৷৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র দাস এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সম্পূর্ণ ৬০
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৭৮,
দশম স্কন্ধ— ৯,
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অমৃতা) ৬
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অমৃতা) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷৹ ২য় খণ্ড ৩য় খণ্ড—৷৷৹
৪র্থ খণ্ড —৷৷৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড —৷৷৹; ২য় খণ্ড—১,; ৩য় খণ্ড—৷৷
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ।৹
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ১,
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২,
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২,
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১,
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷৹
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।৹
১৮। বামন-আশ্রম ।৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ।৹
। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵৹
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৵৹
২২ ভজন রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১,
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২,
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ অমৃতা) ২,
১,
২৬। গীতার বেদান্ত বাক্য ভাষ্য ৷৹
২৭। মুক্তিমাৰ্গকা বলদেবকৃত (সানুবাদ) ১,
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৷৹
৩০। দীপ নির্ণয়-প্রদীপ ৷৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ১৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৷৹
৩৫। গীতমালা ৷১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গলস্তোত্র
৪০। শরণাগতি ৷৹
৪১। গীতাবলী ১৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৷৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। ভাগবতার্কমরীচিমালা (পঞ্চম সংস্করণ)
৪৯। ভক্তিরত্ন
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৩ খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৫৬ ভাগবত ও ভক্তিপথ ৷৹
৫৭। ঈশোপনিষৎ (অনুবাদসহ) ।৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৷৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৹
৬০। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতঃ
৬৩। সটীক-সিদ্ধান্তদর্পণম্
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৫। সাত্বত সিদ্ধান্তম্ ৷৹
৬৬। গৌড়ীয়মতসংহিতা ৴৹
৬৭। সারসংগ্রহম্ ৷৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৹
৬৯। এ কিউ বাৰ্ড স আই ভিউ ।৹
৭০। সাধকতত্ত্ব
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী এ্যাণ্ড অর্গানাইজেশন ।৹
৭২। ভিশেষ্টিক এন্ড'স ।৵৹
৭৩। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।৹
৭৫। রোমান্স গৌড়ীয়মঠ টুকিডুকি ৴৹
৭৬। দি হারমনি ।৹
৭৭। থিওরিষ্টিক ফিজিক্সান এ্যাণ্ড আমরা আমাদের বিচারক ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১০,

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ ৹
৮২। অন্যান্য-তত্ত্বক ৷১৹
৮৩। গীতাবলী ৷১৹
৮৪। শরণাগতি ৷৴

আসামীয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৷৷

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়সাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা প্রত্যেক ভক্তিকামী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৮০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ মন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গমালা

[illegible] এই গ্রন্থ সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে, কাগজ ও ছাপা [illegible] ভিক্ষা ৮০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
[illegible] শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ | ১৯ নারায়ণ ৪৫৪ গৌরাব্দ ১৮ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২রা জানুয়ারী ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার | ২৮৮তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ নারায়ণ আদি কাৎগৌরপাদ্দী গৌরাব্দ ৪৫৪

হৃদয়ের খুব বল চাই

আমরা দুর্ব্বল জীব। বলদেবের কৃপা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উপায় নাই। এই বল পার্থিব বল, আসুরিক বল, দৈহিক বা মানসিক বল নহে, ইহা আত্মার বল বলদেবের বল—চেতনের বল। এই বল অনিত্য নহে, ইহা নিত্য। এই চিদ্বল একবার লাভ করিতে পারিলে আর কখনও দুর্ব্বল হইতে হয় না। চেতনের বল কখনও কমে না—হ্রাস হয় না, পরন্তু উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। বৈকুণ্ঠনাথ বা বৈকুণ্ঠবাসিগণের নিকটেই এই বল পাওয়া যায়। এ জগতে সে জিনিষ মিলে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মই এই চিদ্বলের আধার। সেই শ্রীগুরুদেবের কৃপাই বল। সাধুই চিদ্বলে বলীয়ান্। সেই সাধু 'কেবল ভক্তিপ্রাধিত'—শ্রীনামকীর্ত্তনরত। আমরা যদি সেই সাধুর বল সঞ্চয় করিতে পারি—সাধুর দাস হইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে—আমরা বুকে যথেষ্ট বল পাইব। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানের সেবায় লেগেথাকা যোগ্যতা আমা দেওয়া। যদি চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানকে না দিই—ভগবানের সেবায় না লাগাই, তাহা হইলে সময় বা জীবন বিশ্বাসঘাতক ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়ের গোলাম অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক অপহৃত হবেই। দুর্ব্বল আমি কখনও নিজেকে নিজে রক্ষা করিতে পারি না। আমাকে হয় কৃষ্ণ, না হয় মায়া কেউ না কেউ হরণ করিবেই। সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া যদি সরল সজীব ভগবানকে দিতে পারি, তাহা হইলে কেউ ক্ষতি করিতে পারিবে না। নতুবা নিশ্চয়ই তম দস্যুর হাতে পড়িয়াছি, না হয় আজ বা কাল পড়িব, ইহা ধ্রুব সত্য।

হৃদয়ে খুব দৃঢ়তা—বুকে খুব বল থাকা চাই, নতুবা মঙ্গল হইবে না। দুর্ব্বল চলিতে পারিবে না। বলদেবের কৃপাই সবল হওয়া—বল পাওয়া। যিনি নিজেকে 'বলদেবের আমি' বলিয়া জানেন, সেই বলদেবকৃপাই বলবান্—সবল। বলদেবতার সঙ্গে যুক্ত না হইলে কি কেহ সবল হইতে পারে? সেবাই বল। সেবাবিগ্রহই বলদেবতা বা বলদেব—শ্রীগুরুদেব। সেবাপ্রার্থনাই বলপ্রার্থনা। সেবাপ্রাপ্তিই বলপ্রাপ্তি। সেবকই সবল। সেবকের বুকে যথেষ্ট বল আছে। সেবার মত বল আর কিছু নাই। সেবা এত বলশালিনী যে, তিনি সমস্ত চিদ্বলের মালিক স্বয়ং ভগবানকে পর্য্যন্ত বশীভূত করেন। আমরা, সেই সেবাসিন্ধুর একবিন্দু আমার এই পাষাণ হৃদয়কে কবে স্পর্শ করিবে, কবে সেবাবিগ্রহ বলদেবতা শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাবিন্দু দিয়া এ পামরকে উদ্ধার করিবেন, আপন বলিয়া গ্রহণ করিবেন, আত্মসাৎ করিবেন, শ্রীচরণসেবা দিবেন?

দেহ ও মন আত্মা নহে, তাহা অনাত্মবস্তু। আত্মা অমৃতের পুত্র, সে মর্ত্ত্যের জনক নহে। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ দেহ ও মন মর্ত্ত্যের জনক। আত্মা অমৃত পান করেন—তিনি নিত্য ও অপরিবর্ত্তনশীল গ্রহণ করেন এই ভগবদ্বস্তুই অমৃত আস্বাদ। আত্মা নিজে অমৃত, আত্মার পতা অমৃত, আত্মার খাদ্য অমৃত, আত্মার [illegible] অমৃত। আত্মা বা চেতনের মৃত্যু বলিয়া কোন কথা নাই। অচেতনতা, ভগবৎ বা কৌর্ত্তনবিস্মৃতিই মৃত্যু। ভগবানকে ভুলিয়াই জীবের দুঃখ। সেই দুঃখের জন্য একমাত্র অধিকারী—জীবের অনাত্মপ্রতীতি হইতে জাত স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়। তাহাতেই সে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে এই শরীরদ্বয়ের ভোগপ্রবৃত্তি ও সুপ্ত হইলে তখন আর জীবকে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। সে তখন সেবার প্রবৃত্ত হইবার সৌভাগ্য পায়। ভোক্তাভিমান থাকাকাল পর্য্যন্ত জীব সেবাবঞ্চিত থাকে। যতদিন ভোক্তাভিমান, ততদিনই বঞ্চিত। আর যেখানে সেবকাভিমান, সেইখানেই কৃপা—উহাই কৃপা ও করুণার স্বরূপ।

মন পরিবর্ত্তনশীল; কিন্তু আত্মা অপরিবর্ত্তনীয়, নিত্য। মনের কাম্য—ভোগ বা ত্যাগ, আর আত্মার কাম্য—সেবা। মন এ জগতের বস্তু বা ভূতগ্রামের বস্তু পর্য্যন্ত জানিতে পারে। চতুর্দ্দশভুবনের বস্তু বা বৈকুণ্ঠের বস্তু জানিবার শক্তি বা অধিকার মনের নাই। সুতরাং মন বৈকুণ্ঠবস্তুর সন্ধান কি করিয়া পাইবে? বৈকুণ্ঠের অংশ আত্মাই বৈকুণ্ঠের সন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারে। এই সব কথা শুনিয়া আমরা অনেকে হতাশ হইয়া পড়ি যে, তবে ত' আমাদের [illegible] সম্বল। [illegible] আমাদের আর কিছুই নাই, সুতরাং আমরা ভগবানের সেবা কি করিয়া করিব? ইহাতে হতাশ হইবার কোন কথা নাই; বরং আশাই আছে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় [illegible] জানা [illegible] কঠিন [illegible] বৈকুণ্ঠবস্তুকে জানিবার যে উপায় আছে, তাহাও সত্য। আমরা এখানে থাকিয়া সে জগতের সন্ধান নিজে নিজে পাইতে পারি না, এ কথা ঠিক, কিন্তু [illegible]—সে জগৎ হইতে [illegible] ইচ্ছা করেন সে জগতের [illegible] জগতে আসিয়া আমাদিগকে সেখানকার সংবাদ দিয়া থাকেন, যেমন আমাদের দুরদেশস্থ আত্মীয়জনের সংবাদ দিয়া আমাদের আত্মীয় [illegible] দেন। [illegible] তাঁহাদের নিকট দিয়া অবশ্যই [illegible] জানিয়া লই। আমাদের [illegible] চাই, তাহা হইলে [illegible] বৈকুণ্ঠসংবাদ আমাদিগকে [illegible] তবে সেই [illegible] নাই। [illegible] আর্থিক [illegible]

ছাপ বৈকুণ্ঠের শিখরকে দেখা যাইবে না। পাপ্ত জগতের অংকার অন্তর্দৃষ্টি জানে যে প্রকার জান, এই ভাবে এই অবস্থা প্রকাশ নিজ চক্ষে অপ্রকাশ সুপ্রসন্ন। নিজ প্রকাশ সেই স্থান লাভ করা হইল প্রসন্নতার জন্য বাঁধন কিছু থাকে হইলে করুণাময় জগতের ইহার নিজজনকে জানিবার, চিন্তার ও দর্শনের শক্তিসামর্থ্য দিলেন এ আমার চাওয়া হয়।

মন তাতা শক্তিমান হইতে হইবে—নতুবা উপায় আছে। আমি চাই না, তাই সর্বদাই বুঝি না। আমি যদি বাস্তবিক মঙ্গল চাহিতাম, তাহা হইলে সকল সমস্যার মধ্যে থাকিয়া সর্বদাই। হইয়া কি জাগিয়া থাকিতে পারিতাম? নিজসুখ যোগ আমা ছাড়িতে হইবে, নতুবা সুবিধা হইবে না, সমাধান পাইব না। এ সকল কথা আমার পক্ষে অন্তরের কঠিন মনে করিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। মন্ত্র জানিতে হইলে জপে যথা মন চাই—জানা চাই। মাতার নির্দেশে হইলে প্রসন্ন মন দুর্বলতাই জীর্ণ হইলে শাস্ত্রের শিক্ষা করা যাইবে না সর্বদাপরি বাস্তবটা কঠিন নয়। উহা আমার পক্ষে অতি স্বাভাবিক ও সহজ। সর্বদাপরি বিপরীত যাহা কিছু, তাহাই অস্বাভাবিক ও ক্লেশকর। 'হায় হায়', এ সব কি করিলাম, আমার কি উপায় হইবে' এ সকল কথা কেবল মুখে বলিলে চলিবে না। যাহার যেমন আবশ্যক, সে কি তা কেবল মুখে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে? যেখানে চাওয়া সেখানে পাওয়ার জন্য কত বাস্ততা, না পাইলে কত কষ্ট। কিন্তু হায়, আমার মৌখিক চাওয়ার মধ্যে তাহার বিন্দুমাত্রও দেখিতেছি না। সেইজন্য এ সকল, আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। সরল, সহজ ও স্বাভাবিক হইতে হইবে। ভগবানের সেবা হইল না বলিয়া ব্যাকুল হইতে হইবে—ভগবানের কথা, ভগবানের ভক্তের নিকট হইতে মনোযোগসহকারে শ্রবণ করিতে হইবে। হরিকথা শুনিবার সময় জগতের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, সংশয় ও কুতর্ক প্রবৃত্তিকে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। ভগবানের পরমেশ্বরকিশাপিনী শ্রীগোরী হরিকথা শুনিতে শুনিতেই হৃদয়ের দৌর্বল্যাদি অনর্থগুলি যাইবে—হৃদয়ে শুদ্ধভক্তি লাভ জাগিবে, সুখে দুঃখে বল পাওয়া যাইবে, তখন সর্বশক্তি বা আত্মার সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে উদিত হইবে। সেই সম্বন্ধ হৃদয়ে বৈকুণ্ঠরাজ্যের স্বপ্রকাশ-মহা বস্তু প্রকাশিত হইবেন। এই উপায়েই সত্য জানা যাইবে, অন্য কোন পন্থায় অদ্বৈতত্ত্ব সত্য জানিবার উপায় নাই।

শ্রীমন্দারে শ্রীমধুসূদন

——::(০)::——

শ্রীনীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীঅর্চামূর্তিরূপে প্রকটিত থাকিয়া যেরূপ জীবে কৃপা করিতেছেন, সেইরূপ শ্রীমন্দারে শ্রীমধুসূদনদেব অর্চমূর্তিতে স্বয়ম প্রকটিত হইয়াছেন। সুতরাং শ্রীমন্দার যে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ তাহাতে সন্দেহ কি? এখানের পাঞ্চরাত্রিক সেবাভক্তগণের ২৩টী স্থানের অন্যতম এক স্থান স্বয়ং-ভগবান শ্রীমহাপ্রভু এক দিনের জন্য পুরাকালে কৃপাপূর্বক পদার্পণ করিয়া অলীলায় মন্দার পর্বত পরিভ্রমণ করিয়াছেন। গৌরনিজজন শ্রীল প্রভুপাদ এই স্থানে সংকীর্তনের স্মরণে শ্রীগৌরপাদপীঠের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং সেই শ্রীগৌরপাদপীঠার্চার সেবাপূজার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের অনুগত সেবকগণ অদ্যাপি সেই সেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতেছেন।

শ্রীমন্দারে শ্রীমধুসূদনদেব আছেন। ভগবান প্রাকৃত বিলাস চতুর্থ হইতে পাঞ্চরাত্রের চারিদিকে এক একে চতুর্বিংশতি মূর্তিরূপে বৈভব বিলাস প্রকাশিত। প্রাভব বিলাস আদি চতুর্ব্যূহই সমস্ত চতুর্ব্যূহগণের বৈভববিলাসগণের কারণ। এই পাঞ্চবিলাসমূর্তির মধুর ও ধারণাদেবের অধীশ্বর। পুনঃ সেই আদি চতুর্ব্যূহের সহিত কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের চতুর্থ, নারায়ণরূপে বিলাস বিগ্রহ এই দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের প্রত্যেকে ৫ মূর্তি করিয়া বার মূর্তি প্রকাশ বিগ্রহ। ইহারাই বাসপরাদেব ও বাসবটী দ্বাদশ দেবতা বাসুদেবের প্রকাশমূর্তি—কেশব, নারায়ণ ও মাধব, সংকর্ষণের প্রকাশমূর্তি—গোবিন্দ, বিষ্ণু ও মধুসূদন; এইখানে একটি কথা—এই গোবিন্দ যশোদা গোবিন্দ নহেন। প্রদ্যুম্নের প্রকাশমূর্তি—ত্রিবিক্রম, বামন ও শ্রীধর এবং অনিরুদ্ধের প্রকাশমূর্তি—হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদর। এই দ্বিতীয়চতুর্ব্যূহের আবার প্রত্যেকের দুই মূর্তি করিয়া আটটী বিলাস মূর্তি প্রকাশিত। বাসুদেবের বিলাসের নাম—অধোক্ষজ ও পুরুষোত্তম, সংকর্ষণের বিলাসের নাম—উপেন্দ্র ও অচ্যুত, প্রদ্যুম্নের বিলাসের নাম—নৃসিংহ ও জনার্দন এবং অনিরুদ্ধের বিলাসের নাম—হরি ও কৃষ্ণ; এই রূপ স্বাংশরূপ কৃষ্ণ নহেন। কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ পদ্মনাভ ও দামোদর—ইঁহারা দ্বাদশমাসের দ্বাদশ দেবতা। অগ্রহায়ণের দেবতা—কেশব, পৌষ—নারায়ণ, মাঘ—মাধব, ফাল্গুন—গোবিন্দ, চৈত্র—বিষ্ণু, বৈশাখ—মধুসূদন, জ্যৈষ্ঠ—ত্রিবিক্রম, আষাঢ় বামন, শ্রাবণ—শ্রীধর ভাদ্র হৃষীকেশ, আশ্বিন—পদ্মনাভ ও কার্তিক দামোদর। ১০টী বৈভববিলাস ও দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চব্বিশটী মূর্তি অষ্টদিকের প্রত্যেক দিকে নিজ নিজ বৈকুণ্ঠে নিত্য বিলাসবান। ইঁহারা এখনও অর্চামূর্তিরূপে স্ব স্ব নামসহ অধিষ্ঠিত আছেন। যথা, মথুরায়—কেশব, নীলাচলে—পুরুষোত্তম-জগন্নাথ, প্রয়াগে—বিন্দুমাধব, কেরলদেশে, দাক্ষিণাত্যে, আনন্দারণ্যে—বাসুদেব, পদ্মনাভ ও জনার্দন, বিষ্ণুকাঞ্চী—বরদরাজ বিষ্ণু, মায়াপুরে (ধামবাস ও শ্রীধাম নবদ্বীপ)—হরি, মন্দারে—শ্রীমধুসূদন এবং অন্যান্য স্থানে নানামূর্তিতে বিরাজমান আছেন। শ্রীমন্দারের শ্রীমধুসূদনদেব দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহান্তর্গত দ্বিতীয় ব্যূহ শ্রীসংকর্ষণের অন্যতম প্রকাশবিগ্রহ। শ্রীসংকর্ষণই নিখিল জীবশক্তির একমাত্র আশ্রয়।

এই শ্রীমন্দারে পাপহারিণী নাম্নী একটি দীর্ঘিকা আছে। শ্রীমন্দারের উত্তরভাগে ভাগবতী নদী, পশ্চিমে একটি কুণ্ড, বায়ু কোণে সমুদ্র পুষ্করিণী নামক তীর্থ এবং তৎসন্নিকটে শ্রীলক্ষ্মীনাথ তীর্থ সেই তীর্থের দক্ষিণে চিত্রকূট নামে একটি আশ্রম আছে। তৎপরে বেণুকা—বরদা তীর্থ, তাহার উত্তরে অবস্থিত শ্রীমন্দারের উপরে আরোহণ করিবার সোপান। কিংবদন্তী যে, এই স্থানে দিন যাপন করেন, উহার অঙ্গসঙ্গে পবিত্র হইয়া অভিষেক করিলে সাধকের মঙ্গল লাভ হয়। এই স্থানে ভৈরবনাথ নামে একজন মহাপুরুষ বাস করেন। তিনি অতি বিনয়সম্পন্ন। পর্বতের নৈর্ঋত কোণে বৈষ্ণবগণ বাস করিতেছেন। তৎপার্শ্বেই যমুনা বন। ঈশানকোণে দুইটি বন। অগ্নিকোণে বৈষ্ণবগণের সাধু থাকেন। অগ্নিকোণে জ্ঞানগঙ্গা। মন্দারের দক্ষিণে চৈত্যভূত শ্রীমন্দারের উপরে অন্ততঃ শঙ্খ নাম ও লক্ষণ নামে চারিটী মনোহর কুণ্ড আছে। পর্বতের উপরে আকাশগঙ্গা নামে একটি তীর্থ আছে। পর্বতের মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের স্থান আছে একটি কুণ্ড জলধারাই আকাশগঙ্গা নামে পরিচিত।

এই মন্দার পর্বতের কথা মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, স্কন্দপুরাণ, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি বহু গ্রন্থে দেখা যায়। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, মন্দার পর্বত একাদশ সহস্র যোজন শোভিত ছিল। দেবতাগণ একত্রিত হইয়া এই পর্বতকে উত্তোলন করিবার বহু চেষ্টা করিলেও কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। দেবগণের অগ্রণীরূপে ব্রহ্মা ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট নিবেদন করিলে বিষ্ণুর শক্তিতে দেবতা এবং অসুরগণ মন্দারকে মন্থনদণ্ডরূপে করিয়া সমুদ্র মন্থন করেন। শ্রীঅনন্তকে সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্তোলন এবং অমৃতলাভের আশায় মহাফণাধারী বাসুকীকে মন্থনরজ্জু করিয়া দেবাসুরগণ মন্দার পর্বতের সাহায্যে সমুদ্র-মন্থন করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও মন্দার সম্বন্ধে লিখিত আছে যে,—দেব ও দানবগণ নাগরাজ বাসুকীকে রজ্জুরূপে পরিণত করিয়া মন্দার পর্বত বেষ্টনপূর্বক ক্ষীরসাগর মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুকাল মন্থন করিতে করিতে আধারবিহীন মন্দার বলিষ্ঠ দেবাসুরগণ কর্তৃক ধৃত হইলেও নিজ ভারবশতঃ সাগরজলে নিমজ্জিত হইল। তখন ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু স্বীয় কূর্মমূর্তি প্রকাশ করিয়া পর্বতকে পৃষ্ঠদেশে স্থাপনপূর্বক জলতল হইতে উত্থিত হইলেন। মহাশৈলের ন্যায় ভগবান্ ঐ লক্ষযোজন-বিস্তৃত পৃষ্ঠদেশে মন্দার ধারণ করিলেন। দেবাসুরশ্রেষ্ঠগণের ভুজবলে আবর্তিত পর্বত পৃষ্ঠে ধারণপূর্বক কচ্ছপরূপী হরি সেই আবর্তন অঙ্গকণ্ডূয়নবৎ সুখকর বোধ করিতে লাগিলেন। বলবীর্য বর্ধিত করিবার জন্য অসুরাকারে অসুরগণের মধ্যে, উৎসাহদানের জন্য দেবাকারে দেবগণের মধ্যে এবং নিদ্রাকারে বাসুকীতে প্রবিষ্ট হইলেন। পর্বতোপরি অপর পর্বতাকারে ভগবান্ সহস্র বাহু ধারণপূর্বক একহস্তে মন্দার পর্বত আকর্ষণ করিয়া অবস্থিত হন, ব্রহ্মা, শিব ও ইন্দ্রাদি দেবগণের দ্বারা স্তুত এবং পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা পূজিত হইলেন। যখন দেবাসুরগণের দ্বারা মথিত সমুদ্র হইতে অমৃত উৎপন্ন হইল না, তখন ভগবান্ স্বয়ং অজিত অবলম্বন করিয়া বাসুকীর প্রাণপুচ্ছ ধরিয়া পর্বতের সাহায্যে সমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন। তাহাতে প্রথমে হলাহল নামক মহাবিষ উত্থিত হইল। মহাদেব সেই বিষ পান করিলেন। ক্রমে সুরভি গাভী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ঐরাবতাদি অষ্ট দিগ্‌গজ, অষ্টদিগ্‌হস্তিনী, কৌস্তুভমণি, পারিজাত, অপ্সরা। পরে শ্রীলক্ষ্মী দেবী উত্থিত হইলেন। তৎপরে বারুণীনাম্নী সুরাধিষ্ঠাত্রী দেবী উত্থিত হইলে অসুরেরা উহাকে গ্রহণ করিল। অতঃপর বিষ্ণুর অংশাংশভূত ধন্বন্তরি নামক এক সুপুরুষ অমৃত কলসহস্তে উত্থিত হইলেন।

বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধু নামক এক দৈত্য উৎপন্ন হয়। এই দৈত্য অত্যাচার

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে ॥

বিষ্ণু এবং তাঁহার ভৃত্য ব্রহ্মা ও শিব প্রমুখ দেবগণকে সংহার করিতে উদ্যত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু মধুদৈত্যকে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করেন। লীলাময় ভগবান্ দানবকুলের বলবীর্য্যের আপাত মহিমা প্রকাশ করিয়া নিজ মাধুর্য্যের অসমোর্দ্ধত্ব প্রকাশার্থ মধুদৈত্যের সহিত দশসহস্র বৎসর-কাল যুদ্ধলীলা স্বীকার পূর্ব্বক দৈত্যের মস্তক ছেদন করেন। মস্তকবিহীন দৈত্যদেহও পূর্ব্বের ন্যায় যুদ্ধ করিতে সমর্থ দেখিয়া ভগবান্ মন্দার গিরির দেহোপরি ঐ মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক নিজ পাদুকা দ্বারা ঐ দেহ বিমর্দ্দিত করিলেন। এই স্থানে মধুদৈত্যের নিধন হইয়াছিল বলিয়া ভগবান মধুসূদন নামে খ্যাত হন। শুনা যায় দ্বাপর যুগে মন্দার পর্ব্বতের নিম্নে মহারাজ [illegible] শ্রীমধুসূদনকে স্থাপন করিয়াছিলেন।

নিশ্চিন্ত আমি

(প্রাপ্ত)

দিনের পর দিন যায়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ঘুরিয়া আসে, ক্রমে ক্রমে মাস শেষ হয়, এইভাবে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর তূর্ণগতিতে চলিয়া যাইতেছে। সময় চলিয়া যায় অবিরাম গতিতে, স্রোতস্বতীর প্রবাহের মত বহিয়া যায়, সে কাহারও অপেক্ষা করে না।

বিশ্ব চলমান, বিশ্ব অনিত্য, এ বিশ্বের কাল-যাত্রা, তাহাও চলমান, তাহাও অনিত্য; তাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না, তাই সে চলিয়াই যায়।

সময় ত' চলিয়াই যায়, কিন্তু সে কি আমাদের কিছুই শিক্ষা দিতেছে না? এই চল চঞ্চল সময়-প্রবাহের দ্বারা আমরা প্রতি-মুহূর্ত্তে কি শিক্ষা পাইতেছি? তাহার নিকট আমরা শিক্ষা পাইতেছি যে, আমাদের এ জীবনকাল একদিন একদিন করিয়া ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়াই যাইতেছে, যে দিনটী যাইতেছে, তাহা আর কিছুতেই ফিরে না, শুধু দিন কেন যে মুহূর্ত্তটী একবার অতীত হইল, তাহা আমরা কোন মতেই আর পাইব না। কোনও প্রাকৃত কবি বলিয়াছেন,—

"পারমার্থিক ভক্তি-স্বর্গ সমুদয়।
ইচ্ছা হ'লে সে সকল ক্রয় করা যায়॥
ধন বিনিময়ে লোক কত দ্রব্য পায়।
মূল্যবান্ দ্রব্য কত আছে এ ধরায়॥
কিন্তু সময় হইলে গত! শত ধনরাশি।
পারে কি ফিরাতে কেহ ক্ষণমাত্র তা'র?"

এই যে দুর্লভ মনুষ্যজীবন লাভ করিয়াছি, ইহার সার্থকতা কিসে হইবে, সে বিষয়ে আমি একেবারেই নিশ্চিন্ত। পরম নিশ্চিন্ততা আমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। একদিন একদিন করিয়া যে মৃত্যুর দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তদ্বিষয়ে আমার একবারও চেতনা হয় না।

সচ্চিদানন্দ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদের জন্য গাহিয়াছেন,—

"উদিত তপন হ'লে অস্ত,
দিন গেল বলি' হইবে ব্যস্ত,
তবে কেন এবে অলস হয়'
না ভজ হৃদয়রাজে।"

নিশ্চিন্ত আমার চেতনতা সম্পাদনের জন্য আবার গাহিয়াছেন,—

"চঞ্চল জীবন-স্রোত প্রবাহিয়া,
কালের সাগরে ধায়।
গেল যে দিবস, না আসিবে আর,
এবে কৃষ্ণ! কি উপায়॥"

"দিন গেল মিছা কাজে নিশা নিদ্রা-বশে।
নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে ব'সে॥
ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি এ দেহ ছাড়িব কোন্ দিন॥"

সাংসারিক কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আমার চিন্তার অবধি নাই, ব্যস্ততার সীমা নাই; পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে বিষয়ভোগ করিবার জন্য যোষিৎপাত্রীর বন্দোবস্ত করিতে চেষ্টার বিরাম নাই, কিন্তু যত নিশ্চিন্ততা আমার—পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের সেবা-বিষয়ে। প্রত্যক্ষবাদী, অক্ষজজ্ঞানলুপ্ত আমি, আমি ত প্রত্যক্ষকে বিশ্বাস করি, কিন্তু প্রত্যহ প্রতি মুহূর্ত্তে সময়-প্রবাহের মধ্যে যে প্রত্যক্ষ শিক্ষা লাভ করিতেছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস হইল কি? যদি বিশ্বাস হইত যে—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"

—তবে এই ভাগবতবাণী কখনই ভুলিতাম না; তবে আমি কিছুতেই আমার নিত্য জীবনদাতা, নিত্যজীবনের একমাত্র বান্ধব শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম পরিত্যাগ করিতাম না। যদি আমি জীবন অনিত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, তবে নিশ্চয়ই নিত্য জীবনের জন্য, মনুষ্যজীবনের জন্য যত্ন করিতাম, পরমার্থ বিষয়ে এই পরম নিশ্চিন্ততা কখনই আমাকে গ্রাস করিতে পারিত না। দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের চরম কল্যাণ কি? এ বিষয়ে আমার হৃদয়ে যদি একটিবারও জিজ্ঞাসার উদয় হইত, তবে আমি নিশ্চয়ই আমার কর্ণের দ্বারে শ্রীমদ্ভাগবতের উচ্চ ধ্বনি শুনিতে পাইতাম—

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

যদি আমি শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা-লাভার্থে ব্যাকুল হইতাম, তবে নিশ্চয়ই জানিতে পারিতাম—

"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥"
(ভাঃ ৫।৫।১৮)

হায়, হায়! কি মহামূর্খ আমি, কি মন্দবুদ্ধি আমি! আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম যে আমাকে মৃত্যুপতিত মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিয়া, নিত্য স্বদেশে, পরিপূর্ণ আনন্দের রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা ত' আমি একবারও ভাবিলাম না। তিনি কি দিতে আসিয়াছেন আমি বা কে, তিনিই বা কে বস্তু, তাহা ত' আমি কোনদিনই চিন্তা করিতেছি না! দুর্বিষয় ভোগের কি এক দুর্নিবার পিপাসায়, কি এক মত্তাবস্থায় দিনের পর দিন নরকের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি। চলাই যে আমার ধর্ম্ম; তবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের দিকে, ব্রজের পথে,—না ত' মায়ার দিকে, এক দিকে ছুটিব। সেইজন্যই অতি ক্ষণস্থিত অনিত্য কালস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চরম অকল্যাণের পথেই ছুটিয়া চলিয়াছি। হায়! আমি ত' একবারও চিন্তা করিতেছি না, পরম কারুণিকশিরোমণি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার এই অসদ্গতি দেখিয়া কতটা ব্যথিত হইতেছেন, তাঁহার হৃদয়ে কত আঘাত দিতেছি, তাহা যদি একবার, এক মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা করিতাম, তবে কি সেই কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদকমল ছাড়িয়া মায়ার দাস্য ভাল লাগিত? তবে কি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম, তবে কি আর যোষিৎপাত্রীর সংসার করিতে পারিতাম? আমি যে নিশ্চিন্ত! শ্রীশ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্টপূর্ত্তি বিষয়ে পরম নিশ্চিন্ত। আমার সংসারসেবা ব্যতীত আর কোন কৃত্য নাই, সংসারচিন্তা ব্যতীত আর কোন চিন্তা নাই—সংসারকামনা ব্যতীত অন্য কোন কামনা নাই। হায়!

পশুকের মত আমি করি পরিশ্রম।
কার' লাগি এত কর' না বুঝি মরম॥"

হায় এমন দিন আমার কবে হবে যেদিন পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাবিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব না। নিজে জগদ্গুরু শ্রীল গুরুপাদপদ্মের ও শ্রীল আচার্য্যপাদগণের সেবা হইবে, সে চিন্তা যে দিন হৃদয়ে অধিকার করিবে, সেই শুভদিন আমার কবে হইবে? কবে আমি নিজেন্দ্রিয়তোষণপর অশেষ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের চিন্তায় নিমগ্ন হইব? কবে আমার নিজস্বার্থপর প্রাকৃত ভাবনা-স্রোত শুষ্ক হইয়া গুরুকৃষ্ণবৈষ্ণব-মূলক চিন্তাস্রোতঃ হৃদয়ে প্রবাহিত হইবে? সেই শুভদিন আমার কবে আসিবে? যখনই মায়ার কুহকে পতিত হই, তখনই আসে পরমার্থের বিঘ্ন, পরমার্থচিন্তা যায় চলিয়া, আসে জাড্য, তখনই আসে চিত্তবিক্ষেপ।

যে নিশ্চিন্ত, সেই অভক্তিপর স্বার্থপর, শত শত অসৎ কামনা তাহার হৃদয়ে সতত নৃত্য করিতেছে আর পরমকরুণাময়বিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সুখবিধানের জন্য যিনি চিন্তিত, তাঁহার হৃদয়ে জাগে সর্ব্বদা সেবাসম্পাদনের জন্য অপ্রাকৃত ব্যাকুলতা, অপ্রাকৃত বিরহের পরমাশ্চর্য্য ভাব-লহরী। সেবা-বিষয়ক লালসা তাঁহার ক্রমশঃ বাড়িতেই থাকে। জড়সংসারে মহত্ব-জগতে নিশ্চিন্ত, আর গুরুসেবায় উদ্বেগ-চিন্তাই বিরহ থাকে। আমি স্বতন্ত্রকামী আমি সেইজন্যই মহা নিশ্চিন্ত।

সেদিন আমার কবে হইবে, যেদিন সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া আমার পরমসেব্য পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেবানন্দ-বর্দ্ধনের জন্য ব্যস্ত হইতে পারিব। কবে শ্রীগুরুদেবের সেবানন্দের অভাবে প্রাণ উৎকণ্ঠা আসিবে, কবে [illegible] লাভ করিয়াও [illegible] না বলিয়া অশ্রু ভরে ভাসিতে পারিব। কবে শ্রীগুরুদেবের জন্য পরম ব্যগ্রতা আসিয়া আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিবে। কবে ভোগ-সুখে নিশ্চিন্ত না থাকিয়া গুরুকৃষ্ণের সেবায় নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। সেদিন আমার কবে হইবে? কবে আমি বলিতে পারিব,—

"নিশ্চিন্ত হইয়া আমি সেবিব [illegible]
[illegible]"

হায়! এমন দিন [illegible] [illegible]

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ,—এই দুই রূপ॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১০
সেবক—শ্রী [illegible] দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল্

(৩) শ্রীযোগপীঠ ও শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] দাস ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] দাস বনবাসী

(৭) কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী [illegible] দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] দাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
জাউতালা (শ্রীবৃন্দাবনের পরীক্ষিতবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী [illegible] সেবাধিকারী

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদমারি, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
চাঁদসরাজি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রী [illegible] বনবাসী

(২১) বারাণসী গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রী [illegible] বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী [illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)
সেবক—শ্রী [illegible] দাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী [illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী [illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible] দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] ইউ. পি
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] গয়া
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible] ইউ পি।
শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী [illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী [illegible] দাস

(৪৪) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)।
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible], (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নই দিল্লী
সেবক—শ্রী [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে।
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রী [illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible]
[illegible] পোঃ পুরী [illegible]
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible] কুটী
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী [illegible] গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]পুর [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (মালভূম)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ আফিস
[illegible], [illegible] ইউ-পি)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড় মঠ অফিস,
[illegible]পুর (গয়াম)
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(৭১) প্রদর্শনী [illegible]
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
১ম ও দ্বিতীয়	পরবর্তী দিনের	১ম ও দ্বিতীয়	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲		১৷০	১৲
অর্দ্ধকলম ৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক। ডাকমাশুলসহ

বাৎসরিক	"	৫৲
ষাণ্মাসিক	"	২৷৷০
মাসিক	"	

প্রতি সংখ্যা ।৩ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ ; এই গ্রন্থখানি পাঁচটী অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মডার্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, রাধিকা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে গণসাম্প্রদায়িকতা ভগবান মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, মতবাদ, অবতার, একায়ন, বহুমত ও তাহাদের প্রামাণ্যতা-নিরূপণমূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-পথে মানবজাতির সাধারণ ঐক্যসূত্র, তত্ত্বনির্ণয় সংশিক্ষাত্মকরূপে প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট”—

উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব মনোরম—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচালন ব্যবস্থা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র। নিরাশ্রয় ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। বেতনও অত্যন্ত অল্প যথা ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ২৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেশনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র বিস্তৃতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাশ্চাত্য দেশীয় পাঠকগণের উপযোগী করিয়া লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল রাধারমণদাস ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক অপূর্ব অভিনব সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক বড় বড় অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্‌ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। ইহার কাগজ উত্তম ক্রাউন ষোড়শপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থ হইতে [illegible] তাঁহার উপদেশ সকলন। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান [illegible] শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

[illegible] চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের [illegible] সংস্করণ। [illegible] স্মরণ, পাঠ, [illegible] বিবরণ, [illegible] সহিত [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] একটি অমূল্য রত্ন। [illegible] ডবল ক্রাউন আট পেজ আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

[illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত [illegible] শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের [illegible]। [illegible] চার আনা। [illegible] আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রী[illegible] [illegible], পোঃ [illegible] ঢাকা।

ই. বি. রেলে কালকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(টাইম টেবিল)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-২৫	১৭-৫৮		[illegible]
দমদম „		৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১০-১৮	১৩-২০			১১
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯-১৮	১১-১৮	১৭-৫১	১৮-৩১	১১-৫৫		০-৫৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৮	৯-৫১	১১-১১	১৫-৫	১৮-৩১	১১-৭০		১-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১০-৩৪	১৫-৪১	১১-১৫	২০-১৫		১-৮১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-৩১	১৭ ৩৮	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-১১	১৮-১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
দমদম „ ১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১-৫৫
ছাঃ ১৫-০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩ ২৮
(বদল) ছাঃ ১৩ ৩৩ (ন্যারো গেজে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬ ১	৯ ৬	১১-৪	১৪-১৭	১৭-৮	১৮ ৪১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫২	৮-৭৫	১১-৪২	১৫-০	১৯-১১	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫১	১১-৪৭	১৫-১০	১৬ ৪৭	১০-৭২	২০-৪৩	২ ৫১
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৪৫	৯-২৫	১২ ১৭	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯	৪ ২০
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯ ৩০	১২-২৫	৫-৫৫	১৭-৫২	২০-২১	২১-২৫	৪-২৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৯	১৯ ২	২	২৩	২৩-১
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১ ২০	১৪ ১৬	১৭ ৫৩	২১ ৪০	২৩ ১৫	৩ ১৬	

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] গবেষণা এবং [illegible] একাধারে দর্শন এবং [illegible] ও ভগবানের [illegible] হইবে। এই বিরাট, অভিনব ও অভূতপূর্ব গ্রন্থ [illegible] বিবিধ চিত্র সম্বলিত। [illegible] ও পাশ্চাত্য [illegible] প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলক [illegible] সমাক আলোচনা। প্রথম খণ্ডে [illegible] প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়সূচী (contents) ও [illegible] শেষভাগে বর্ণানুক্রমিক [illegible] (Index Glossary) সহ [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible], [illegible]; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা নদীয়া

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::০::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এইস্থান হইতে [illegible] দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪ [illegible] স্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। [illegible] প্রেস

[illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ইহা [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] "[illegible]" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ববিধ প্রমেহের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] কষ্টকর [illegible] একমাত্র উপায় [illegible]। [illegible] এবং নূতন [illegible]। [illegible] বোতল ১৸০ [illegible] আনা। [illegible]

—[illegible], [illegible] রোড, কলিকাতা।

[illegible]

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO I541

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র সহজ প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর- ১৯শে পৌষ ১৩৪৭, ৩রা জানুয়ারী, ১৯৪১ শুক্রবার ২৪৯তম সংখ্যা

পত্রপ্রসূনমালা

শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন পত্রাবলী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিবৃতি গৌড়ীয় কার্য্যালয় প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
ঢাকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ — জোড়ী, ঢাকা

শ্রীচৈতন্যদেব

সহজ ভাষায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও লোকাদি কথা সুন্দরভাবে ছবিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাই বাংলার সুন্দর বই। মূল্য ১।০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীদেবপীঠ কার্য্যালয়।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নানা-সংবাদ

——::(○)::——

পল্লী-বঙ্গের প্রতি নব-বর্ষের অভিনন্দন

প্রামবাসী বন্ধুগণ,

আজ এই নববর্ষের প্রারম্ভ উপলক্ষে পল্লীবঙ্গকে আমি আমার সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি। বাংলার বর্তমান গভর্ণমেন্ট-কর্তৃক প্রারব্ধ পল্লীপুনর্গঠনের অতীব প্রয়োজনীয় ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শুধু বাক্যে নয়, বাস্তব এই বৎসর শুভ ও সাফল্যপূর্ণ হইবে।

জনগণের অন্তঃকরণ ও মনোবৃত্তি এবং উহার মধ্যদিয়া সমগ্র বর্তমান গ্রাম্য পরিস্থিতি পুনর্গঠন করিবার সঙ্কল্প আসিয়াছে। পল্লীবঙ্গের আমাদিগের জাগরণই আমাদের পরিকল্পনা। কারণ, আমাদের আপনার ব্যতীত কোনরূপ সাহায্য উন্নতির চেষ্টা স্থায়ী হইতে পারে না। আমাদের উদ্দেশ্য সুতরাং; এবং তাহার জন্য প্রয়োজন-অনুরূপ শক্তির উদ্ভব। আপনাদের সেবা করিবার জন্য আমার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিতে আমি যেমন ব্রতবদ্ধ, তেমনি আশা করি, এবং কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এই নববর্ষের সুযোগে আপনাদিগকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করি যে, আপনারাও আমার আহ্বানে সাড়া দিবেন এবং আমাকে যথাশক্তি সাহায্য করিতে কার্পণ্য করিবেন না।

আমাদের সকলের যে সাধারণ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমি আজ আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি, প্রকৃত অনুপ্রেরণা থাকিলে, কর্ত্তব্যের কঠোরতা হইতে মুক্তি পাইবে, থাকিবে কেবল স্বাধীন সেবার পরম আনন্দ, ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগ বৃহত্তর স্বার্থে মিলিয়া সেবার পরিতৃপ্তিতে পর্য্যবসিত হইবে। এমন ব্যাপক ও উদার পুরস্কার পৃথিবীতে খুব কম কর্ত্তব্যের খুব কম ক্ষেত্রেই আছে।

পৃথিবীতে সকল পুনর্গঠন আন্দোলনই কয়েকটি সুস্পষ্ট মূল নীতি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফল। কোনও উদ্যম, কোনও আদর্শ জনগণে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং নবজীবন প্রারম্ভ হইয়াছে।

এইরূপ কোনও মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে পুনর্গঠনের ব্যাপক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। আজ ইচ্ছা করিয়াছি যে, অল্প কালের মধ্যে কয়েকটি মূলনীতি বিবৃতি করিতে চেষ্টা করিব, আমরা ঠিক কি করিতে চাই, আমরা কেন তাহা করিতে চাই, এবং কেমন করিয়া করিতে চাই— এই সম্বন্ধে। এখন হইতে নিয়মিতভাবে আমি আপনাদের জন্য পল্লীপুনর্গঠনের প্রচার-পত্রিকা বাহির করিব এবং যথাসম্ভব ব্যাপকভাবে সমগ্র প্রদেশে তাহার প্রচারের ব্যবস্থা করিব। উহাই হইবে আন্দোলনের অগ্রগতির প্রধান অঙ্গ।

আমাদের কর্ত্তব্যের পথে প্রধান বাধা আর্থিক নহে, মানসিক। চিরন্তন দুর্বলতা, আমাদের সমস্ত শুভ সঙ্কল্প ব্যর্থ করে যে জড়তা তাহাই প্রধান বাধা। এই জড়তা জয়, করুন, অন্ততঃ জয় করিবার চেষ্টা করুন, এবং এই শুভ প্রচেষ্টার দ্বারা বর্ত্তমান বৎসর টিকে পল্লী পুনর্গঠন আন্দোলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করুন।

আপনাদের নিকট আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ বাণী কি ব্যর্থ হইবে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা তাহা হইতে দিবেন না।

H. S. M. Ishaque. I. C. S.
Director of Rural reconstruction,
1st. jan. 1941. Bengal

ইংলণ্ডে বিমান আক্রমণ ও বালক বালিকাদিগের শিক্ষার সমস্যা

লণ্ডন বৈমানিকেরা ইচ্ছা করিয়াই বিদ্যালয় সমূহে বোমাবর্ষণ করিয়া থাকে। সেই জন্য যখন ক্লাসে ছেলেমেয়ে পড়া শুনার কার্য্য চলিতে থাকে তখনও যখন বিমান আক্রমণের সংকেত ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় তাহার জন্য সর্ব্বদা সাবধান হইতে হয়। এই প্রকার সতর্কতামূলক সংকেতধ্বনি শুনিবামাত্র বালক-বালিকাগণ শিক্ষকের নিকট হইতে শান্তিবদ্ধ হইয়া আনন্দ কৌতুক করিতে করিতে আশ্রয়-স্থানে অর্থাৎ লুকাইবার স্থানে প্রবেশ করে। সময়ে জার্ম্মাণ বিমানসমূহ উড়িয়া আসিয়া দুই বিদ্যালয়ের গৃহগুলির উপর বোমাবর্ষণ করিয়া চলিয়া যায়, আবার বিপদশূন্যতার বাণী বাজিয়া উঠে। তাহারা আশ্রয়স্থান ত্যাগ করিয়া আপন আপন বিদ্যালয়ের কার্য্যে মনোনিবেশ করে।

চীনের সংগ্রাম শক্তি বৃদ্ধি

চীন-ব্রহ্ম পথ খুলিয়া দেওয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশে যুদ্ধ-পথের উন্নতি সাধিত হওয়ায় আশা প্রকাশ করিয়া সোভিয়েট পত্রিকা "রেড ষ্টার" ঘোষণা করেন যে, গত এক বৎসরের মধ্যে চীনা বাহিনীর সংগ্রাম শক্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তথাকথিত চীন-জাপান যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার যে সকল জাপানী উদ্যোগ করিয়াছিল তাহা এখনও পূর্ণ হয় নাই। উক্ত পত্রিকায় এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে যে "এই সংগ্রাম দীর্ঘকাল যাবৎ চলিতে থাকিলে জাপান দুর্বল হইয়া পড়িবে।"

গত এপ্রিল মাসে চীনের হতাহতের সংখ্যা

টোকিওর এক সংবাদে প্রকাশ, জাপানী যুদ্ধ বিভাগীয় সংবাদ বিভাগের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, গত ১১ মাস সংগ্রামের ফলে চীনের ২১৮০০০ জন নিহত ও ৫৫০০০ জন বন্দী ও আহত হইয়াছে। [illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা-সডাক ১, টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্‌-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্‌ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। গৌড়ীয় গৌরবনিধানগণের অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগোষ্ঠীর মুকুটমণি পরমারাধ্য জগদ্‌গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত বচনের [illegible] সন্দেশসমূহের সঙ্কলিত পাঠক ও শ্রোতা সকলের হৃদয়ের যে সকল সংশয় [illegible], তাঁহার অসমোর্দ্ধ সিদ্ধান্তসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীভগবৎ কথামৃতবিস্তারকারী এবং শ্রীগৌড়ীয় সিদ্ধান্তবাণীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ স্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পূর্টিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থের সারগ্রাহিতা ও আত্মমঙ্গলকামীরই সংগ্রহণীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুর্ব্বর্গোত্তম প্রেমের প্রেমোত্তম অধিকারের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে প্রকাশিত ও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমুক্তাবলী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। এবারই সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রণীত 'বিবৃতিটীকা, বিবর্ত্তের আলোচনা ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব প্রকাশসহ নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত [illegible] দাস এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—প্রথম ৬০
প্রথম স্কন্ধের প্রথম খণ্ড পর্য্যন্ত— ১৮৲
দ্বিতীয় খণ্ড— ৯৲
২। অষ্টম বিভাগ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অমৃত) ৬৲
৩। অমৃতপ্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অমৃত) ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ।৹
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ১৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধকতত্ত্বমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ॥০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৵০
২২ স্বতন্ত্র তত্ত্ব ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
অর্ধাধা ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। মুক্তিসন্দর্ভকা অনুযোগঃ সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা ৸০
৩০। শ্রীল-কিশোর-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৷১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগোদ্রুম কল্পতরু ০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৷০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৷

। নবদ্বীপস্থ
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। আচার্য্যস্তুতিঃ
৪৮। [illegible] (পঞ্চম সংস্করণ)
৪৯। [illegible]
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। সহস্রনামাবলী বা নামাবলীস্তবকী
৫৬ ভারতবর্ষ ও বৈষ্ণব ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবতত্ত্ব ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। সাধ্যসাধন

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত সরস্বতী চরিতম্ ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। সাত্বত সিদ্ধান্তম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়সম্প্রদায়বিবৃতিঃ ৷০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। [illegible] ৷০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। বিশেষজ্ঞ [illegible] ৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৷০
৭৬। দি হারমনিষ্ট
৭৭। [illegible] অ্যাণ্ড [illegible]
৭৮। [illegible] ।৷০
৭৯। শ্রীচৈতন্যদেব (অনুবাদ) ৬৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।০
৮১। সাধন-পথ ০
৮২। [illegible] ৷১০
৮৩। গীতাবলী ৷১০
৮৪। শরণাগতি ৵৭

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৷৫

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৯৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীঃ

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-
বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৹ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রী[illegible]
[illegible] ও পদ্যাদি সহ [illegible] সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৹ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

১৫ বর্ষ | ২০ নারায়ণ ৪৫৪ গৌরাব্দ ১৯শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৩রা জানুয়ারী ইং ১৯৪১, শুক্রবার | ২৯২ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ নারায়ণ তিথি সর্ব্বোদয়শালী গৌরাব্দ ৪৫৪

যুক্তবৈরাগ্য

আসক্তিহীনতা বা অনাসক্তি বিরাগ। রাগ চেতনের সম্পর্ক। জীবমাত্রেই হয় কৃষ্ণানুরাগী হইবে, অথবা মায়াসক্ত হইয়া বিষয়ভোগে প্রমত্ত হইবে। যেখানে কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ, সেইখানে কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি বিরাগ স্বাভাবিক। কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ যত প্রবল হয়, বিষয়রাগ তত খর্ব্ব হইতে থাকে। এই বৈরাগ্য কখনও অভাব দ্বারা সম্পাদিত করা যায় না। ভক্তি হইলে সঙ্গে সঙ্গেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। ভক্তিহীন ব্যক্তির বৈরাগ্য থাকিতে পারে না। সেইরূপ বৈরাগ্যের অস্তিত্ব কেবল 'বিরাগ' ছাড়া আর কিছুই নহে। ভক্তিই তত্ত্বজ্ঞান ও বৈরাগ্যের জননী। যিনি শুদ্ধভক্তি যাজন করেন, তাঁহার হৃদয়েই প্রকৃত বৈরাগ্য ও জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই দুইটী ভক্তির সন্তান। আমাদের ভক্তিই প্রয়োজন। তাহা লাভ হইলেই আর পৃথক্ করিয়া বৈরাগ্য বা কৃচ্ছ্রসাধনাদি কিছু করিতে হইবে না। সেবার প্রতি উদাসীন হইয়া—সেবা কি করিয়া হইবে তজ্জন্য ব্যস্ত হইয়া বৈরাগ্য বা কৃচ্ছ্রের বাহাদুরী দেখাইতে গেলে সেখানে শঠতা বা দাম্ভিকতাই হইবে।

বৈরাগ্য ভক্তির হেতু, অঙ্গ বা স্বরূপ নহে। বৈরাগ্য আমাদের প্রয়োজন নয়। আমাদের প্রয়োজন—কৃষ্ণভক্তি। ভক্তিতে যে বৈরাগ্য বা জ্ঞানের উদয় হয়, সে জ্ঞান নির্ব্বিশেষ জ্ঞান নহে, তাহা ভগবৎজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান। সাধুসঙ্গে ভক্তির উদয় হইলে এই সম্বন্ধজ্ঞান জীবহৃদয়ে ভক্তিবলে উদিত হইয়া থাকে। এই জ্ঞানে মোক্ষবাসনা নাই। আর ভক্তিতে যে বৈরাগ্যের কথা, তাহা ফল্গু বৈরাগ্য নহে, পরন্তু তাহা যুক্তবৈরাগ্য। এই যুক্তবৈরাগ্যই আমাদের অনুসরণীয়।

কৃষ্ণ সম্বন্ধযুক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবার প্রতিকূল বিষয়ে যে বৈরাগ্য অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে যে ভোগত্যাগ, তাহাই যুক্তবৈরাগ্য। সাধুগুরুপাদপদ্মের সহিত অকপটে সম্বন্ধযুক্ত হইতে না পারিলে যুক্তবৈরাগ্য হইতে পারে না। এই যুক্তবৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ—একমাত্র নিকষ আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শ্রদ্ধা হইলে জীব যুক্তবৈরাগ্যের আদর্শে কৃষ্ণসেবা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে। স্বতন্ত্র বাহ্যকালে যুক্তবৈরাগ্যের কোন কথাই বুঝা যায় না, কেবল তাহা মুখে আওড়ান হয় মাত্র। যিনি পূর্ব্বোক্ত যুক্তি-বিভূষিত হইয়া সর্ব্বদা সদ্গুরুপাদপদ্মে নিজের স্বতন্ত্রতা জলাঞ্জলি দিয়াছেন—প্রভুর ইচ্ছার মত নিজের ইচ্ছা মিলাইতে পারিয়াছেন, তিনিই এই যুক্তবৈরাগ্যের রহস্য উপলব্ধি করিয়া তাহা বরণ করিতে পারিয়াছেন। অমুকের যুক্তবৈরাগ্য হইবে কি করিয়া? অমুকের ভোগ বা ত্যাগ সবই অনর্থক। আর শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তি যাহা করেন, তাহাই সেবা। তিনি সবই প্রভুসেবার অনুকূল করিয়া থাকেন। তিনি প্রভুসেবার অনুকূল সকল বস্তু গ্রহণ ও সেবার প্রতিকূল বিষয় দৃঢ়তার সহিত বর্জ্জন করিয়া থাকেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাৎ
তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে
পরমার্থতঃ॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

তাৎপর্য্য এই, যে পরিমাণ বিষয় স্বীকার করিলে জীব ভক্তি নির্ব্বাহ হইতে পারে, অর্থজ্ঞ পুরুষ সেই পরিমাণ বিষয় স্বীকার করিবেন। ভক্তিনির্ব্বাহের যোগ্য না হইয়া অধিক বা ন্যূন স্বীকার করিলে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হইতে হয়।

অতএব আসক্ত বৈষ্ণব গৃহস্থ ও যুক্তবৈরাগীর অনুকরণ করিবে না। যুক্ত বৈরাগ্যবান্ সজ্জনগণ অকপট কৃষ্ণসেবায় চরিতার্থে সর্ব্বক্ষণ প্রবৃত্ত থাকেন। ভক্তি-সেবাহীন তপস্যা-বৈরাগ্যাদির কোন মূল্য নাই।

পরোপকারক বাহ্য যুক্তবৈরাগ্য সম্বন্ধ নহে। ফল্গুবৈরাগ্য কেবল অনর্থপূর্ণ। তাহাতে ভোগের দুর্গন্ধ থাকে। কৃষ্ণসেবার যাহা অনুকূল, সেই বিষয়সমূহ ত্যাগের নাম ফল্গুবৈরাগ্য। অসৎসঙ্গই একমাত্র ত্যাগের বস্তু। সেবানুকূল-বিষয়-ত্যাগের নাম বৈরাগ্য নহে তাহা বৈরাগ্যের নামে ভক্তিবিরোধ। সেবোপযোগী বস্তু গ্রহণ করা ভোগ নহে, তাহাই যুক্তবৈরাগ্য। যুক্তবৈরাগ্যের তুলনা-[illegible] নাই। তাঁহার [illegible]। ঈশ্বরোন্মুখ হইলে কাঞ্চন হইতেও ইন্দ্রিয়ের বিরাগ থাকিয়া থাকে। তাঁহার হৃদয় ঈশ্বরোন্মুখ হইয়াছে, তাঁহার হৃদয়ে স্বভাবত বিরাগ স্বাভাবিক। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥
(১১।২।৪২)

অর্থাৎ ভোজনকারী পুরুষের প্রতি-গ্রাসেই যেরূপ তুষ্টি, উদরপূরণ ও ক্ষুন্নিবৃত্তি এককালেই হইয়া থাকে, [illegible] পুরুষের ভজনকালে [illegible] পরমেশ্বর ভক্তি, প্রেমাস্পদ [illegible]স্ফূর্ত্তি এবং [illegible] বৈরাগ্যরূপ [illegible]

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

এতৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন

"ভগবদ্ভক্ত ও ভগবৎসেবা, ভগবজ্জ্ঞান ও তদবস্থিতের সোপানস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে পবিত্রই হয়। যে যে স্থলে [illegible] প্রবল, সেখানে বৈরাগ্য সম্ভব হয় না। যে স্থলে ভগবৎসেবোপকরণ-জ্ঞানে ভোগ-বিচার নাই, সে স্থলে ত্যাগ বা বৈরাগ্য বলিবার স্থল নাই। তবে অজ্ঞানবোধ নিরূপণাভাবে ভগবৎসেবার প্রতিকূল হইবেই মাৎসর্য্য প্রবল থাকে। ভগবজ্জ্ঞানের প্রতিকূল-বিচারের প্রতীত বিষয়ে স্বভাবতঃ নৈসর্গিক বিরাগ ভোগ-পিপাসু জনগণের নিকট সম্পূর্ণ দোষ হইলেও উহা ভগবৎসেবার অনুকূল বিধি। যাঁহার যে পরিমাণ ভগবজ্জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে ভগবৎ প্রতিকূল বিষয়ে উদাসীন এবং অনুকূল বৈরাগ্যই তাঁহাকে সেই প্রকারে ভগবৎসেবা করিবার অধিকার প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিশ্বলোকের প্রত্যেক অনুসারে যেরূপ সংযোগ, সেবোপযোগী ও অনুকূল বস্তু থাকে তদ্রূপ ভগবৎসেবার অনুকূল হইলেও জীবের সেবা-প্রতিকূল বিষয়ে সেই পাষাণ বৈরাগ্য এবং ভগবদ্বিষয়ে অনুভূতি বঞ্চিত হয়। অধিকারিগণ বহির্মুখ প্রকারে যে কৃত্রিম বৈরাগ্যের আদর করে, তাহা ভক্তের লক্ষণ নহে বা ভগবজ্জ্ঞানে জ্ঞানী হইবার আদর্শ নহে। ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি ভগবজ্জ্ঞানে পরিস্ফুট উৎপাদন এবং ভগবদিতর মায়িক অনুষ্ঠানের সহিত অসহযোগ নির্দ্দেশ করেন। ভগবৎসেবা-রহিত পরোপকার ও কাল্পনিক মাত্র। উহা কখনও স্থায়ী ভক্তিকে আদর করে না। [illegible] বা মুমুক্ষু জীবকে [illegible] করিয়া [illegible] যাঁহারা ত্যাগের মর্য্যাদা [illegible] এবং [illegible] প্রতিকূলে সেবোন্মুখ, তাঁহাদের ভগবৎসেবার সহিত ভগবদনুভূতি ও মায়িক ভোগপ্রবৃত্তিতে বৈরাগ্য সমভাবে বর্তমান। সেবাপ্রবৃত্তি ব্যতীত যে ভগবদনুভবের প্রয়াস বা বিষয়বিরাগ—তাহা কখনও আদর করা যাইতে পারে না; কেননা, ঐ প্রকার বিচার ঐকান্তিকভাব বিরোধী, ভগবজ্জ্ঞানের প্রতিকূল এবং বাস্তব সত্যের বিঘাতক।"

যুক্তবৈরাগ্যই [illegible] ফল্গুবৈরাগ্য নহে। [illegible]

ভগবদ্ভক্তগণ যুক্তবৈরাগী হয়েন, তাঁহারা ফল্গুত্যাগী। যাঁহারা ভক্তিলাভ না করিয়াই বৈরাগ্যের প্রয়াস করেন তাঁহাদের জীবন বৃথা নষ্ট হয় এবং অবশেষে গ্লানিই হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গে সেবা করিতে করিতে জড়জগৎ বিষয়ে যে আসক্তি থাকে তাহা ক্রমশঃ ক্ষয় হয়। ভক্তি যতই বৃদ্ধি হয়, ততই সম্বন্ধজ্ঞানের বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমাদের পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত যে আমাদের শ্রবণ কীর্ত্তনে ভক্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে, সেই পরিমাণে আমাদের বৈরাগ্য ও সম্বন্ধজ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে কিনা? যদি না হয় তবে জানিতে হইবে যে, আমাদের ভক্তিচেষ্টায় কৈতব আছে। তখন সেই কপটতা বা অপরাধ দূর করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতে হইবে নতুবা ভক্তি পথে অগ্রসর হওয়া যাইবে না।

ভক্তের বৈরাগ্য স্বাভাবিক, সেখানে কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই। ভক্তের পক্ষে বৈরাগ্য সার্থক হয়। ভক্তের বৈরাগ্য ব্যাপারটি শুদ্ধভক্তিযুক্ত নিত্যসাধিকা। গুরুদেবের সর্ব্বোত্তম সহজ কৃষ্ণসেবাপ্রবণতাই তাঁহাদের বৈরাগ্য। তাঁহাদের বৈরাগ্য অভাবাত্মক নহে, তাহা ভাবাত্মক নিত্যসিদ্ধ ব্যাপার। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন - 'কৃষ্ণ বলার লালসার পরাকাষ্ঠার নাম বৈরাগ্য। ভক্তগণের বৈরাগ্যের অপর নাম [illegible] বিপ্রলম্ভ [illegible] ত্যাগকে বৈরাগ্য বলে মনে হয়, কিন্তু ভক্তের সহজ—স্বরূপ—আশ্রিত—পালা—পালা বৈরাগ্যটি অর্থাৎ বৈরাগ্যবানগণের বৈরাগ্য বা বিপ্রলম্ভ সম্পূর্ণ স্বভাবাধীন নহে। এই বিপ্রলম্ভ [illegible] কৃষ্ণোন্মুখতাস্বরূপ বৈরাগ্য—সাধ্য ও সাধন উভয়ই। কিন্তু জড়ভোগবাদ-[illegible] বৈরাগ্য কেবল অনিত্যসাধন মাত্র; উহা [illegible]পূর্ব্বক, অতএব হেয় কৈতবমাত্র।"

যুক্তবৈরাগ্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিলে ঠিক বিপরীত হইবে—মন কখনও ভোগের, কখনও ত্যাগের [illegible] আমাদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিবে। ফল্গুবৈরাগ্যে [illegible] ছাড়া আর কিছুই নাই। তাহা পাষণ্ডতা, কপটতা বা [illegible] আর কিছুই নহে। সুতরাং তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। ফল্গুবৈরাগ্য যেমন ত্যাজ্য, ভোগোন্মুখতাও সেইরূপ পরিত্যাজ্য। যুক্তবৈরাগ্যের দোহাই দিয়া জড় ভোগ সেরূপ কপটতা, ভোগের প্রতি লুব্ধ বা অনুগত হইয়া ত্যাগের বাহ্যছলও তদ্রূপ কপটতা। তাই শুদ্ধভক্তগণ এই উভয় কপটতার কোনটিই করেন পতিত না হইয়া শ্রীগুরুবর্গের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া থাকেন।

সেবার নামে ভোগও চালাইতে হইবে না, আবার ফল্গুবৈরাগীও হইতে হইবে না। অকিঞ্চন হইয়া ভক্তের পদধূলি হইতে হইবে। তাহা হইলেই জীবন সার্থক হইবে। কৃষ্ণাসক্তি না হইলে জড়াসক্তি যায় না, ইহা সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে। কৃষ্ণাসক্ত অনাসক্ত, তিনিই যুক্তবৈরাগী। ভক্তিপথ ক্ষুরের ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ। একটু এদিক ও দিক হইলেই সর্ব্বনাশ! পদাশ্রিত হইলে সাধুগুরুকৃপায় উহা রক্ষা পায়।

যথাযোগ্য ভোগের নামই যুক্তবৈরাগ্য। এখানে ভোগ মানে জীবের কর্তৃত্বাভিমানে ইন্দ্রিয়তর্পণ চেষ্টা নহে। কেবলমাত্র অপরকে বুঝাইবার জন্য এখানে ভোগ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। অপরের দৃষ্টিতে উহা ভোগপ্রায় বলিয়া লক্ষিত হইলেও উহা ভোগ বা ফল্গু ত্যাগ নহে; পরন্তু ভগবৎসেবার অনুকূল জীবনযাপনের জন্য যথাযোগ্য বিষয়-স্বীকার। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

কনক কামিনী- প্রতিষ্ঠা বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধভক্ত
সংসার তথায় পায় পরাভব॥
যথাযোগ্য ভোগ নাহি তথা রোগ
অনাসক্ত সেই কি আর কব।
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব॥
সে যুক্ত-বৈরাগ্য তাহা ত' সৌভাগ্য
তাহাই জড়েতে হরির বৈভব।

যুক্তবৈরাগ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান বা [illegible] সংযুক্ত। [illegible] যুক্তবৈরাগ্যে কৃষ্ণসেবাপ্রবণতাই প্রধান। তাহাতে সহজ সুন্দর ভক্তের সহিত যুক্ত হওয়া বা সম্মিলিত হইয়া কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। ফল্গুবৈরাগ্য অতীব জড়াসক্তিরই প্রচ্ছন্ন বা প্রকারভেদ। তপস্যা বা কৃচ্ছ্রতা যুক্তবৈরাগ্য বা ত্যাগ নহে। অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় অন্তরে ভোগপিপাসা বা ভোগপ্রবৃত্তি রাখিয়া লোক দেখাইবার জন্য যে বৈরাগ্যের অভিনয় বা অস্থির বৈরাগ্য বা ফল্গুবৈরাগ্য, তাহা ভক্তির বিরোধী। প্রতিষ্ঠাকামী অনেকে সাময়িক ভাবপ্রবণ হইয়া দু'দিনের জন্য বৈরাগ্যের ভাণ দেখাইতে পারে, কিন্তু পরে তাহারা [illegible] হইয়া থাকে। [illegible] নিজের অর্থাৎ আত্মার ধর্ম্ম। আর আত্মার ধর্ম্ম—সেবা। ভোগের দাস হওয়া অথবা ত্যাগের গোলাম হওয়া, এক কথায় মায়ার নফর বা মনের চাকর হওয়া [illegible] নহে। ভোগ বা ত্যাগের দাস না হইয়া ভক্তের দাস হইতে হইবে—ভক্তের পদাঙ্কানুসরণ করিতে হইবে—ভক্তের পদধূলি হইতে হইবে। ইহাই ভক্তির বিচার এবং ইহাই আমাদের প্রয়োজন। মর্কট-বৈরাগ্য প্রয়োজনীয় নহে। প্রতিষ্ঠাকামী হইয়া দুই দিনের জন্য বৈরাগ্যের ভাণ প্রদর্শন করিয়া জড় কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে লিপ্ত [illegible] করিতে হইবে না। অন্তরের অন্তস্থল প্রদেশে এরূপ দুর্বুদ্ধির বিন্দুমাত্র স্থান না দিলে তাহা সাধুসঙ্গে ভক্তির দ্বারা পরিষ্কার করিতে হইবে। মর্কটের ন্যায় দিগম্বর হইয়া বিশুষ্ক ন্যায় বিচরণ পূর্ব্বক কদলী ফল মূল খাইয়া থাকিলে ভক্তিলাভ হইবে না। কৃষ্ণবিরহ যাঁহার যত উদ্দীপিত হইবে, তিনি তত ভক্তিপথে অগ্রসর হইবেন। শুদ্ধভক্তির অনুকূল গ্রহণ ও প্রতিকূল বর্জ্জন—ইহাই যুক্তবৈরাগ্যের স্বরূপলক্ষণ। শ্রীগুরুকৃপায় যে শরণাগত না হইতে পারিলে এই লক্ষণ প্রকাশিত হয় না। সুতরাং আমরা যেন ফল্গুবৈরাগ্যকে আদর করিয়া ভক্তিপথ হইতে চিরতরে বঞ্চিত না হই। কৃষ্ণোন্মুখতাপর্য্যন্ত যে সহজ বৈরাগ্য, উহা যেন সাধুগুরুকৃপায় হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারি। [illegible] শ্রীগুরুবর্গের অনুকরণ করিয়া তাঁহাদিগকে [illegible] প্রবৃত্তি যেন আমাদের না হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুকরণ করার পরিবর্ত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগত দাস্যই যেন আমাদের প্রার্থনীয় বিষয় হয়, ইহাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে সকাতর প্রার্থনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিজ নিজজন শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ্য করিয়া ফল্গুবৈরাগ্যের নিরর্থকতা আমাদিগকে জানাইয়াছেন -

স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল।
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট ইহা শ্রবণ করিয়া নিত্যসিদ্ধ গৌরজন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু অন্তরে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বাহিরে কোন বৈরাগ্যচেষ্টা বা বাতুলতা দেখাইলেন না, অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য গৃহকার্য্য করিতে লাগিলেন। আমরাও যেন ফল্গুবৈরাগ্য—মর্কটবৈরাগ্যের প্রশ্রয় না দিয়া যুক্তবৈরাগ্য গ্রহণ করিতে পারি। কৃষ্ণসেবাকল্পে [illegible] অপরিহার্য্য বিষয়ে ভোগ স্বীকার না করিয়া [illegible] বিষয়ের অভিনিবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাস করিলে আমাদের মঙ্গল হইবে। ভোগাসক্ত বা ত্যাগের চিত্তবৃত্তি দূরীভূত

হইবে,- নতুবা মঙ্গল নাই। পূর্ব্ব সব ও কৃপায় হইল সম্ভব, চাতুর্য্যে হয় না। জাগতিক ক্ষেত্রে ভোগী জ্ঞানী যোগীর কখনও সাধুসঙ্গের সুযোগ হইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণবিরোধী ও ত্যাগীর মঙ্গলের আশা নাই। অতএব পূর্ব্ব 'অন্তরী' কথা ভাল। ভক্তি-বৈরাগ্যের অভিনয়ে বৈষ্ণব প্রায় হইবার দুষ্টতা অপেক্ষা বাড়িবে বিষয়ী প্রায় থাকিয়া সাধুসঙ্গে নিরন্তর হরিভজন করাই পরম মঙ্গলোপায়। কৃষ্ণসাধন ও আলস্য এই দুইটী ভক্তি বিরুদ্ধ। এইরূপ চিন্তাস্রোত যতদিন না করে, যতদিন কোন একটা স্পৃহা আমাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে, ততদিন মঙ্গলের পথ সোজা নয়। নিজেকে অকৈতবে নগণ্য তৃণবৎ জানিয়া যেন তাঁহাদের কৃপা লাভ করিতে পারি, ইহাই শ্রীচরণে একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা

——:০:(০):০:——

(গৌড়ীয়মিশন)

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর

৮ই পৌষ, ১৩৪০ সাল

বিপুল সম্মানপূর্ব্বক নিবেদন —

আগামী ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ সোমবার হইতে নব দিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার পরিচালক সম্পাদক সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। যদি যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্তাঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন ফল লাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি —

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদক, গৌড়ীয়-মিশনের পরিচালক-সমিতি

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মস্থান, শ্রীবাস ও শ্রীঅদ্বৈত অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈতভবন) —১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ, সোমবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, শরডাঙ্গা, গোপডাঙ্গা, মেধারচর, বেলপুকুর)—২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ, মঙ্গলবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, স্বানন্দসুখদকুঞ্জ, সুবর্ণবিহার, দেবপল্লী, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) —২১শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ, বুধবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, ব্রাহ্মণপুষ্কর)—২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ বৃহস্পতিবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, প্রৌঢ়ামায়া, কোলের চর, তেঘরির কোল, কোলআমাদ, কোলের দহ)—২৩শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ শুক্রবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটিতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির) -২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ, শনিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জাননগর) -২৫শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ, রবিবার (একাদশীর উপবাস)।

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর)—২৬শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ, সোমবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, পঞ্চের ডাঙ্গা) —২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ, মঙ্গলবার।

২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ বুধবার শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব ও ২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ বৃহস্পতিবার শ্রীগৌরপঞ্চটপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।

তীর্থ মহারাজের হরিকথা

——:(০):——

জীবে দয়া শব্দের অর্থ কি? 'জীবে দয়া' শব্দটীর নানা প্রকার অর্থ আজকাল নানাভাবে প্রচারিত হইয়েছে। কেহ কেহ বলেন—জীবে দয়া মানে, স্থূল শরীরটার অভাব-বিমোচন, স্থূল দেহটার সাময়িক উপকারই জীবে দয়া শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয়। আবার কেহ কেহ, মন বুদ্ধি অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম শরীরের ইন্দ্রিয়তর্পণ-বর্দ্ধন-চেষ্টাকেই জীবে দয়া বলিয়া জানেন। তাঁহাদের মতে মনের নানা বাসনার পরিপূরণের জন্য যে অপরের সাহায্য-চেষ্টা তাহাই জীবে দয়া।

স্থূল শরীরের তাৎকালিক সুবিধা বিধানের নিমিত্ত, হাসপাতাল, আতুরাশ্রম, অনাথাশ্রম, পশুচিকিৎসাগার, ব্যায়ামাগার বাতুলাশ্রম ইত্যাদি স্থাপন; সূক্ষ্ম শরীর মনের জড়ীয় উন্নতিবিধানকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যালয়, পাঠশালা, চতুষ্পাঠী পাঠাগার, শিল্পাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান স্থাপন—এই সকল কার্য্যকেই জগতের লোকে 'জীবে দয়া' বলিয়া বিশ্বাস করেন।

পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীমুখবিগলিত বাণীতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, 'জীবে দয়া' শব্দের অর্থ—অপর জীবাত্মাকে চেতনে উদ্বুদ্ধ করা। প্রত্যেক চেতন প্রত্যেক চেতনকে উদ্বুদ্ধ করিলে জীবে দয়া হয়, নামে রুচি হয়, বৈষ্ণব-সেবা হয়। অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশচীনন্দন গৌরসুন্দর বলিয়াছেন —

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥"

—এই পর-উপকার শব্দের তাৎপর্য্য জানিতে হইবে, পর উপকারটী কি, পর উপকার কে করিবেন এবং কাহার পর উপকার করিতে হইবে, এই সকল তত্ত্বের আলোচনা করা প্রয়োজন। শ্রীমন্মহাপ্রভু মনুষ্যদেহধারী সকলকেই পর-উপকার বা জীবে দয়া করিয়া তদ্দ্বারা মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে উপদেশ করিয়াছেন।

জীবে দয়ার সরল অর্থ—সুপ্ত চেতন জীবকে পরিপূর্ণ চৈতন্যপ্রাপ্তের সেবায় উদ্বুদ্ধ বা জাগ্রত করা। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সাময়িক অভাবনিবৃত্তিকে পর উপকার - শ্রেষ্ঠ উপকার বা জীবে দয়া বলা যায় না। মায়াগ্রস্ত জীবকে মায়াধীশ পূর্ণচৈতন্য বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিকটে লইয়া যাওয়া, মায়ামুগ্ধ জীবকে শ্রীকৃষ্ণানুখ করাই যথার্থ অন্যোপকারিতা বা জীবে দয়া।

পর-উপকার প্রাপ্ত অর্থাৎ পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাপ্রাপ্ত সেবোন্মুখ জনগণই প্রকৃত পর-উপকারী, জীবের যথার্থ বন্ধু। তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারক। তাঁহাদের কৃত উপকারে উপকৃতের সেবাধিকারের প্রকৃত উপলব্ধি হইতে থাকে, চেতন শক্তি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকে। পূর্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণই চেতনাশক্তি সম্যক্ জাগ্রত করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও তদীয়গণই "জীব জাগ জীব জাগ" বলিয়া সুপ্ত-চেতন জীবকে জাগাইয়া থাকেন।

জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন এই তিনটী একই অর্থে বিবৃত। জীবে দয়ার্দ্রচিত্ত, তিনি প্রকৃত পরোপকারী সাধু, তিনিই বৈষ্ণবসেবাপর মহাজন।

শ্রীধামে শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভু

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিজজন মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু গত ৩ শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার বেলা ৩১ টা ঘটিকা হইতে প্রাতে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন এবং তথা হইতে রওনা হইয়া সন্ধ্যার সময় নবদ্বীপস্থ পরমহংসবর শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের ভজন-কুটীরে গমনপূর্ব্বক দণ্ডবৎপ্রণাম বন্দনা করেন। তৎপরে আকুমারমঠের শ্রীচৈতন্যমঠে শুভাগমন করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্তগণের নিকট পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের মঙ্গলময় অমূল্য উপদেশ ও শিক্ষা, আমাদের প্রতি তাঁহার অপার করুণার কথা বহুক্ষণ পর্যন্ত কীর্ত্তন করেন। তাঁহার শ্রীমুখে গৌরসুন্দর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী ও করুণা উপদেশ শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমারাধ্যদেবের অহৈতুকী অযাচিত কৃপা ও স্নেহের কথা স্মরণ করিয়া পরমানন্দিত পুলকিত ও সেবোৎসাহিত হন। শ্রীল বিদ্যাবিনোদ প্রভু যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য, হরিকথার মর্ম্মাদা, অনুসরণ ও অনুকরণ প্রভৃতি বহু শাস্ত্রীয় বিষয় কীর্ত্তন করিয়া সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন।

[illegible]

প্রাচীন [illegible]পুর, নদীয়া

[illegible]

([illegible]) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার

কলিকাতা। [illegible] বাগবাজার [illegible]

সেবক—[illegible] দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল্

(৩) শ্রীযোগপীঠ শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]বিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

( ) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীজগবান্দাস ব্রহ্মচারী

(৭) কাজির সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীশচীনন্দন দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীরামপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible]পুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

কাউতালা (শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] বাবাজী

(১৭) শ্রীশ্রীপ্রকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত যন্ত্রম

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

[illegible] মঠ

[illegible] [illegible], (নদীয়া)

সেবক—[illegible]

(২০) [illegible] পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])

সেবক [illegible] [illegible]

(২১) [illegible]ঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

ঢাকা [illegible]

সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।

সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

[illegible]পুর পোঃ ঢাকা

সেবক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রদাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

সেবক—শ্রীশিবনারায়ণবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

সেবক—শ্রী[illegible]মোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)

সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible] দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, [illegible], ইউ, পি

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা।

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড গয়া

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible] বেনারস সিটি

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible]বিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible] ইউ পি।

শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা

সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা

সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য[illegible]

[illegible]পুর, [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]

পোঃ [illegible])

সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৪০) [illegible] শ্রী[illegible]

সেবক—[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন [illegible]

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ

[illegible], মথুরা।

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

৪৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, পোঃ [illegible], কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী

সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]

[illegible] বোম্বে

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] গোদাবরী, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

৫০। [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

৫১। পুরুষোত্তম মঠ

[illegible] পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গদাস ব্রহ্মচারী

৫২। [illegible] মঠ

সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

৫৩ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible]পাবন ব্রহ্মচারী

৫৭। শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]পুর, [illegible]

সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

৬০। [illegible]

পোঃ [illegible] ([illegible])

সেবক—শ্রী[illegible]চৈতন্য দাসাধিকারী

৬১। চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৬২। [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]।

সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

প্লট নং ২

৫১, [illegible]

[illegible], [illegible], ই ৫

সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

৬৪। গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ আফিস

আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ আফিস,

বহরমপুর (গঞ্জাম)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ, পি)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) প্রাথমিক[illegible]

সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:০:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।/০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৬৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬০	।।০
" সিকি কলম ১৫৲	১৪৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮
" এক কলম ৩৫৲	৩০

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৩৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible] দিনের সংখ্যার মূল্য [illegible]।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——:০:——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউশন"—

——:০:——

[illegible] বিদ্যালয়

সাম্প্রদায়িক [illegible]—[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচিত [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। বেতন [illegible] [illegible] মাত্র [illegible] শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ [illegible] ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ১৷০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] করিয়াছে। গত ১৯২৯ এবং ১৯৩০ সালে পর পর [illegible] দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর [illegible] [illegible] জন্য [illegible] ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible]। উচ্চ [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত [illegible] ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে [illegible] গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি [illegible] ভাষায় বিরচিত। ইহাতে এক চিত্রে (chart এ) [illegible] 'অবতার' হইতে অবতারিগণের বৈভব ও বিলাসসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুর 'প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্', পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের [illegible] করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে [illegible] তাহার [illegible] চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও [illegible] অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মধুর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, বাংলা, ঢাকা।

—— —

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে সম্প্রদায়িকতাদোষে [illegible] মানবগণের [illegible], সমন্বয়, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible] প্রভৃতি [illegible]-বিষয়সমূহের শ্রৌত ও ন্যায়ীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং [illegible] মানবজাতির সাধারণ [illegible], [illegible] সংসিদ্ধান্ত [illegible] প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত [illegible] সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৫৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] মহামহোপাধ্যায় [illegible] শ্রীল [illegible] চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এবং [illegible] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার [illegible] এই অপূর্ব [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। [illegible] অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলানুবাদ [illegible] মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের [illegible] [illegible] শ্রীল শ্রীধর স্বামীর সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল অনুবাদ, মূল-শ্লোকের [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে পাওয়া যায়। [illegible] পাঠ করিয়া সকলেই [illegible] লাভবান্ হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। [illegible] ক্রাউন [illegible] আকারে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার [illegible] ও সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থ সমূহ হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা [illegible]।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। অধ্যায়, শ্লোকসূচীর সহিত, [illegible], নবদ্বীপের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতি সহ শ্রীচৈতন্যমঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের একটি অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত সরলভাবে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র জীবনী ও শিক্ষা। ভিক্ষা [illegible]। ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীযুক্ত [illegible] নাগ [illegible], [illegible], পোঃ [illegible] ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেনের সময়-তালিকা

(টাইম টেবিল)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৫৬	৬-৩১	৭-১৪	১১-৬	১৩-১০	১৬-১৬	১৭-৫৮	[illegible]	
দমদম "	৫-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-৫০				১৯
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৭	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৭-৫৭	১৮-৭১	১৯-৩৫		০-৫৮
(বদল) ছাঃ	৬ ২৮	৮-৬	৯-৪১	১৪-৯৯	১৫-৫	১৮-৭২	১৯-৪০		২-৩৯
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১৩-৫৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫		১-৬১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-৩১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৭৮	১০-১৯	১৮-৩০	২৭-১৫

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	২-৫০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩০ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬ ১	৭-৬	১১-৪	১৪-১১	১৬ ৬	১৮ ৩৬	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৭৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৫৯	১৯-১৭

ছাঃ	৭-১০	৮-৫১	১১-৪৭	১৫-১৫	১৬ ৫৬	১৯-২২	২০-৪৬	২-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৪৫	৯-২৫	১২ ২৮	১৫-৫০	১৭-৫০	২০ ৫	২১ ১৯	৪ ১০
(বদল) ছাঃ	৭ ৫৭	৯ ৩০	১২-৪৬	৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৫	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৫৯	২০-৯	২	২৮	২৩-১
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১ ২০	১৪ ১৬	১৭ ৪৬	২১ ৩০	২৩ ১৫	৬ ১৬	

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল মহোদয় [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য [illegible] গবেষণা এবং পারদর্শিতার সমুজ্জ্বল নিদর্শন এই গ্রন্থে বর্ণিত এবং তত্ত্ব ও ভগবানের লীলাচরিত্র পাঠে বহু চিত্র। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ নানাবিধ বিচিত্র চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলকভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শিক্ষার সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৩৬ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা আছে। ঐ গ্রন্থের শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়সূচিকা (contents ও গ্রন্থ শেষভাগে বর্ণানুক্রমিক সম্বলিত সুবিস্তৃত নির্ঘণ্ট (Index Glossary) সহ এইখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা নদীয়া

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:•:———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এইস্থান হইতে একমাত্র বৈদিক পারমার্থিক পত্রিকা "বৈদিক নদীয়া প্রকাশ" বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪৪ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর চাটাইটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] আজও [illegible] থাকে। [illegible] এবং [illegible] একবার [illegible] আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল [illegible] বড় বোতল ১৷৵ [illegible] আনা। [illegible]

—[illegible], [illegible] রোড, কলিকাতা

[illegible], ৩৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম মায়াপুর

REGD NO 1541

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

গৌড়মণ্ডলমালা
—:০:—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত
ষোল ক্রোশী শ্রীনবদ্বীপ
ধামের বিবরণ
'গৌড়' ভাষায় প্রকাশিত
হইয়াছে। ইহাতে অনেক
জানিবার বিষয় আছে।
ভিক্ষা আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—অলকা; ঢাকা

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
ভিক্ষা ১।০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ লাইব্রেরী
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ২০শে পৌষ ১৩৪৭, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৪১ শনিবার ২৫০তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—:০:—

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা চৈতন্য রাখী

জানা যায় ন বর্ষে সব হইতে বলিয়া গ্রীস সৈন্যবাহিনী সাঁজোয়া বাহিনীর সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে বলিয়া এথেন্স সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশিত হইয়াছে। বন্দীদের মধ্যে অফিসারবৃন্দ সহ একটি সম্পূর্ণ বাহিনী রহিয়াছে।

নববর্ষ উপলক্ষে খেতাব বিতরণ

সরকারী নববর্ষ উপলক্ষে যাঁহারা সরকারী খেতাব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম দেওয়া গেল—বর্ষের নববর্ষ-সম্মানের তালিকার—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার খান বাহাদুর আজিজুল হক, কলিকাতা হাইকোর্টের জজ মিঃ কর্ণেল তোলসা ও হায়দ্রাবাদ ষ্টেটের নিজামের এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিল, ... হাইকোর্টের বিচারপতি ... আলি, লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ ... অযোধ্যা ... কোর্টের চীফ জজ ও ... সাহেব প্রভৃতি মিঃ মনোমোহন ... (স্যার) উপাধি পাইয়াছেন। ... কলিকাতা ... মিঃ ... ক্লাশন প্রভৃতি ও বিহার ... সি আই ই উপাধি পাইয়াছেন। বড়লাটের মহারাজা, গোয়ালিয়রের মহারাজা ও পাঞ্জাবের গভর্ণর জি সি আই ই উপাধি পাইয়াছেন।

রাজা

মানভূমের (বিহার) পাঁচকোট রাজ্যের সভাধিকারী শ্রীকল্যাণী প্রসাদ সিংহ দেও।

মহামহোপাধ্যায়

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতি বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক পণ্ডিত কালিপদ তর্কাচার্য্য।

দেওয়ান বাহাদুর

ভারত সরকারের কলকাতাস্থিত রেলওয়ে পরামর্শদাতা কমিটির সেক্রেটারী এ. রেলওয়ে বোর্ডের রায় বাহাদুর এস. ডি. ... বসু।

সি এস আই

মিঃ জন উইলিয়াম গার্ডার, কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান।

সি-আই-ই

ডক্টর জন ... বাংলা সরকারের পূর্ত-বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ার; সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত।

সি-বি-ই

কর্ণেল ... সাহেব, ... প্রাচীন এলোপ্যাথিক ... চেয়ারম্যান।

ও বি ই

ডেপুটি ... এম্-এল-সি, ... খান বাহাদুর আবুল কাসেম, বাংলার ... সহকারী সেক্রেটারী, ... মিঃ গঙ্গানাথ মজুমদার, অস্থায়ী সভার সেক্রেটারী, মিসেস ডক্টর মার্টিন, বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের এডিশনাল সেক্রেটারী।

এম-বি-ই

মিসেস কুমুদিনী বাগচী, পাবলিক সার্ভিস, মিঃ ... রেলওয়ের সেক্রেটারী ও কিউরেটর, রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জী ... ডেপুটি উইথড্রয়াল বিভাগের কৌশলী, ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ঢাকা, ... রোড কলিকাতা, রায় বাহাদুর পশুপতি দে, কলিকাতার ইন্‌স্পেক্টর অনারারী ক্যাপ্টেন রায় বাহাদুর নগেন্দ্র নাথ বসু, কলিকাতা; কলিকাতা জাহাজ ডিপার্টমেণ্টের ... ক্রেডিট ... মিঃ আবুল কাসেম ইস্পাহানী এম-এল-এ, চার্লস রিচার্ড ... এম-এল-এ, ক্রস রবার্ট লীক, কলিকাতা; ... হালিডে উইলকক্স ... বেড লিফট; রায় বাহাদুর নরেন্দ্র চন্দ্র রায়, ... ।

রায় বাহাদুর

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অনারারী সার্জ্জন রায় সাহেব এস কে ঘোষ; বঙ্গীয় আবগারী বিভাগের ডেপুটি কমিশনার রায় সাহেব বীরেন্দ্র নাথ মুখার্জী, কলিকাতার গোয়েন্দা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর রায় সাহেব এস এন বসু, বাংলা সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারী বাবু এন কে মুখার্জী, বাংলার গভর্ণরের সেক্রেটারী ... পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট রায় সাহেব এস সি বসু, জলপাইগুড়ি ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব কে সি গুহ, ২৪ পরগণার ল্যান্ডিং ... রায় সাহেব চন্দ্রভূষণ সি কে, যুক্ত-প্রদেশ: লক্ষ্ণৌ ও অযোধ্যার চীফ কোর্টের সরকারী গভর্ণমেন্ট এডভোকেট মিঃ এইচ, কে ঘোষ বার-এট-ল, পাটনা বোর্ড অব ... স্কুলের অধ্যক্ষ মিঃ এস এম গুপ্ত, পাটনা প্রিন্স অব ওয়েলস মেডিক্যাল কলেজের সার্জারীর অধ্যাপক রায় সাহেব নীলরতন সাহেবের মিত্র, সার্জ্জন রায় সাহেব শশিভূষণ বসু, ঢাকা মহালের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার রায় সাহেব নবগোপাল সিংহ, সাঁওতাল পরগণার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ডেপুটি কালেক্টার ও অস্থায়ী অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার বাবু নন্দলাল বসু, সিংভূম চাইবাসার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ডেপুটি কালেক্টার ও সবডিভিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব শম্ভুনাথ দত্ত, রাঁচির ইউনাইটেড চার্চ মিশন এর কোর্ট ... ম্যানেজিং এজেণ্ট মিঃ এস এন গাঙ্গুলী, বিহারের অস্থায়ী ... কে এল নন্দী আয়ার, কাটিহারের রায় সাহেব এ সি সেন, ইঞ্জিনিয়ার অস্থায়ী ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট রায় সাহেব এ. ক চ্যাটার্জী; ... রায় সাহেব ... ।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ও অগ্রিম ৩।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতরত্ন বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। গৌড়ীয় গৌরবিগ্রহের প্রকাশক বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীমৎ পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বহু দেশ বিদেশের সমাগত প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত ও প্রবাসী সজ্জনগণের সহিত যে সকল আলাপ করিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি সংলাপ সঙ্কলিত হইয়া এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের সংলাপে সুসিদ্ধান্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ ভজন আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তপূর্ণ অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ, সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুর্ব্বর্গাতীত ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে অঙ্কিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ বিরচিত 'তত্ত্বদীপিকা' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'ভক্তি'টীকা, বিষয়ের আলোচ্য সূচিকা ও সূচীসহ অতুলপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

ভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ নিতাই শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা)
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অধীনা)
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ।০
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। ভাবকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বামন-আনুরন ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিগুচ্ছ ।৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
অধীনা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ।০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ (সানুবাদ) ১৲
২৮। প্রেমাম্ভোজমরন্দ (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীন-হীন-কন্ঠহার ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-প্রমাণ: ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ।১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগোদ্রুম কল্পতরু
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৪০
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতি
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (নবম সংস্করণ)
৪৯। অর্চ্চনতত্ত্ব
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা শাস্ত্রার্থসমুচ্চয়ী
৫৬ ভাগবত ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষানুবাদসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। সাধকাবলী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভিন্নঃ
৬৩। সতীক-নিবারণমুদ্রম্
৬৪ তত্ত্বত্রয় ।০
৬৫। সানুবাদ সিদ্ধান্তম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়বৈষ্ণবসংহিতা /০
৬৭। সাধনশর্ম্মস ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজী অ্যান্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স
৭৩। শ্রীকৃষ্ণ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বেদকীর্ত্তন
৭৫। গৌরাঙ্গ গোস্বামী ইজ গুডঃ
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইংরাজিক প্রিন্সিপল অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফিলোসফি
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তৃতীয় খণ্ড ।০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ./১০
৮৩। গীতাবলী ./১০
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ./০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৸/০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
ও গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ } ২১ নারায়ণ ৪৫৪ গৌরাব্দ ২০শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৪ঠা জানুয়ারী ইং ১৯৪১, শনিবার { ২৫০তম সংখ্যা

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ১৷০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রী[illegible]গ্রন্থমালা

[illegible] গ্রন্থ সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৵০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ নারায়ণ অব্দ শ্রীযোগমায়া গৌরাব্দ ৪৫৪

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ

একদিন শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শিষ্যগণসহ যাজিগ্রামে গৃহের পশ্চাতে সরোবর-তটে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে, এক সদ্যোবিবাহিত সুসজ্জিত বর দিব্য দোলায় আরোহণ করিয়া নিজ গৃহাভিমুখে যাইতেছেন। বরের অপূর্ব্ব লাবণ্য, অদ্ভুত জ্যোতিঃ, কমনীয় কান্তি, উন্নত ললাট, পূর্ণ যৌবন। 'ইনি কি গন্ধর্ব্ব-নন্দন অথবা অশ্বিনীকুমার'—সকলে এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন।

উক্ত লোক এইরূপ অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যশালী পুরুষকে দেখিয়া কেহ বা নিজের রূপকে ধিক্কার দিতে লাগিল, কেহ বা ঐ প্রকার রূপ-সম্পদের জন্য কত সঙ্কল্প-বিকল্প করিতে লাগিল; কিন্তু শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, ঐ মহাপুরুষ রূপলাবণ্যাদি শক্তি যদি কৃষ্ণভজন করেন, তবেই তাঁহার রূপযৌবন-আভিজাত্য প্রভৃতি—সকলই সার্থক হয়। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু এইরূপ বিচার করিয়া বরযাত্রিগণকে বরের নাম, ধাম ও যাবতীয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বরযাত্রিগণ সসম্ভ্রমে বলিলেন,—"ইঁহার নাম—শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, ইনি মহাপণ্ডিত, দিগ্বিজয়ী, চিকিৎসক ও মহাযশস্বী। ইঁহার বাড়ী কুমারনগর, ইনি বৈদ্যকুলে উদ্ভূত।"

শ্রীনিবাস বরের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র কিন্তু দোলায় বসিয়া সব শুনিলেন—তাঁহার সম্বন্ধে জনৈক বৈষ্ণববরের কৌতূহলভরে পরিচয়-জিজ্ঞাসা প্রভৃতি সব লক্ষ্য করিলেন। দেখা হইতেই শ্রীরামচন্দ্র সেই বৈষ্ণব-বরকে যেন কত দিনের—চিরদিনের পরিচিত ও আপনার জন মনে করিয়া পিপাসিত-নয়নে দর্শন এবং তাঁহার শ্রীচরণে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, "এই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠের দর্শন আর কবে পাইব ?"

শ্রীরামচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন বটে, কিন্তু নব বিবাহিতের হৃদয়ে যেরূপ আমোদপ্রমোদের নূতন জোয়ার আসে, রামচন্দ্রের তাহা নাই। রামচন্দ্রের হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত— বৈষ্ণববরের পুনর্দর্শন-পিপাসায় পিপাসিত। রামচন্দ্র অত্যন্ত মনের দুঃখে দিবস কাটাইলেন। রাত্রিতে জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়া অধৈর্য্য হৃদয়ে আচার্য্যের চরণচিন্তা করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্রই শ্রীরামচন্দ্র শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় আচার্য্যের পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ কৃপাপ্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

শ্রীআচার্য্য প্রভু রামচন্দ্রকে ভূমি হইতে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং মস্তকে হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। শ্রীআচার্য্য প্রভু অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিতে লাগিলেন,—"রামচন্দ্র, তুমি আমার নিত্য অনুগত বান্ধব। আজ বিধি সদয় হইয়া তোমাকে মিলাইলেন। নরোত্তমকেও এইরূপভাবে অকস্মাৎ শ্রীবৃন্দাবনে মিলাইয়াছিলেন। নরোত্তম ও তুমি—এই দুইজন আমার দুই নয়ন ও দুই বাহু।"

নরোত্তমের প্রশংসায় শ্রীরামচন্দ্র 'নরোত্তম' নামশ্রবণেই স্বাভাবিক প্রেমে বিগলিত হইলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুও শ্রীরামচন্দ্রের মন জানিয়া তাঁহার নিকট শ্রীনরোত্তমের সমস্ত বার্ত্তা সবিস্তারে বর্ণন করিলেন।

শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন, —"তোমার মনের বাসনা অচিরেই পূর্ণ হইবে, তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর।"

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু রামচন্দ্রকে গোস্বামি-গণের সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের তাৎপর্য্যগ্রহণে অপূর্ব্ব ক্ষমতা এবং অতুলনীয় সেবা-প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া শ্রীনিবাস শ্রীরামচন্দ্রকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিলেন।

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় করিবার পর হইতেই শ্রীরামচন্দ্রের ভজন-সেবাশ্রী' ও দিনে দিনে সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল।

শ্রীরামচন্দ্র পূর্ব্বে তাঁহার মাতামহকুলের কুলক্রমাগত লৌকিক ধর্ম্ম ও সামাজিকরূপে নিজ শাক্তধর্ম্মে আস্থাবান্ থাকিবার অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের নিত্যস্বরূপবৃত্তি শ্রীআচার্য্য প্রভুর দর্শনমাত্র প্রকটিত হইয়া পড়ল। শ্রীরামচন্দ্র গুরু-চরণপদ্মে শ্রীরাধামাধবের শ্রীচরণ আশ্রয় করিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, আভিজাত্য, ধন, মান, প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও অগ্রণী ছিলেন। সুতরাং এইরূপ একজন প্রধান ব্যক্তি যখন তথাকথিত শাক্তধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তনকারী হইলেন, তখন নিজ-শাক্তসম্প্রদায়ের পণ্ডিত মনীষিগণ সকলে উগ্র হইয়া উঠিলেন এবং রামচন্দ্রের উপর নানাভাবে উৎপীড়ন করিলেন।

একদিন শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছেন, এমন সময় পথে [illegible] বিষ্ণুপূজা [illegible] করিয়াছেন। রামচন্দ্র [illegible] 'বিষ্ণু-পূজা করিবার পক্ষে [illegible]' [illegible] তবে এতদিন বিষ্ণুপূজা না করিয়াই যে পাপ হইয়াছে ? [illegible] নিত্যপূজা করিতে নাই।

মানুষের কৃষ্ণভক্তে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

কিন্তু তোমাদের পরম-উপাস্য কৃষ্ণ যিনি, তিনিও শিবের প্রভু, তিনিও যে শিবের পূজা করিয়া থাকেন।"

শ্রীরামচন্দ্র— ভক্তাবতার। তিনি আদর্শ-রাজা-রূপে ও কপট ধর্ম-পালক-সম্প্রদায়ের 'ভক্ত' বা 'বৈষ্ণবতা' ধরিবেন না—আর উহা স্বচ্ছন্দ স্বতন্ত্র-বাদী অসুর, অর্থ প্রতিষ্ঠা লিপ্সা ও বিলাসে অন্ধদিগের কখনই প্রশ্রয় দিবেন না। তাই তিনি কপট বিভীষণগণকে বলেন, আমি কি জন্য অন্য কাহারও ভজনা না করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করি, তাহা শ্রবণ করুন।

শিব বিষ্ণুর উপাসক বলিয়া বিষ্ণু জগৎপাতা হইলেন, কিংবা বিষ্ণু শিবের উপাসক বলিয়া শিবই জগৎপাতা হইলেন, অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিনই সমভাবে জগৎপাতা হইলেন; আমরা কিন্তু ও প্রকার স্বতন্ত্রভাবে উপাসনাকারীগণের অনুগত নহি; লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের উভয়কে মস্তক দ্বারা প্রণামপূর্ব্বক উপেন্দ্রের অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীহরির পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছি।

প্রহ্লাদ, ধ্রুব, বিভীষণ প্রভৃতি বিষ্ণু-পরায়ণ বলিয়াই শম্ভু ও ব্রহ্মার পরমপ্রিয় ও স্তবনবন্দনকারী।

রাবণ, বাণ, পৌণ্ড্রক, বৃক প্রভৃতি অসুরগণ শিব ও ব্রহ্মার ভক্ত হইয়াও তাঁহাদের প্রিয় হইতে পারেন নাই পরন্তু শ্রীহরির অসদ্দ্বেষী হইয়াছিলেন।

যাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে রুদ্রের উপাসনা করেন, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি প্রাকৃতভোগপিপাসা-ময়ী। তাঁহারা রুদ্রের নিকট হইতে তপস্যাপ্রভাবে সহস্র বাহু লাভ করিয়া সেই প্রভু বাণের দ্বারা নিজ ইষ্টদেবকেই (?) সাধনসময়ে বিনাশার্থ অর্থাৎ নির্বিশিষ্ট করিবার জন্য প্রতিযোগিতা-যুদ্ধে আহ্বান করেন। শিবের বৈধ বা প্রকৃত উপাসক প্রচেতোগণের এইরূপ অবৈধ চিত্তবৃত্তি নহে।

পৌণ্ড্রকের চরিত্রে আমরা অবৈধ শিবপূজার বিষময় ফল দেখিতে পাই। পৌণ্ড্রক খুব উৎকট শিবভক্ত ছিলেন। কথা'বপতি পৌণ্ড্রক ছিলেন কেবলা-দ্বৈতী—"সোঽহং"বাদী—অবৈধ শিবপূজকগণের আদর্শ। পৌণ্ড্রক নিজেকে 'বাসুদেব' বুঝিয়া নির্ব্বন্ধ এবং বাসুদেবের চিহ্নসমূহ কৃত্রিমভাবে ধারণ-পূর্ব্বক অহংকারবান্ বাসুদেবের নিকট জানাইলেন যে, "পৌণ্ড্রকই বাসুদেব", অতএব শ্রীকৃষ্ণ যেমন 'বাসুদেব' নাম এবং বাসুদেব চিহ্নসমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৌণ্ড্রকের শরণ গ্রহণ করেন, নতুবা তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ কাশীর সমীপে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে কাশীরাজ পৌণ্ড্রকের পৃষ্ঠপোষক-রূপে তাঁহার অনুগমন করিলেন। পৌণ্ড্রককে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, তিনি অচিরেই অবৈধ শিবপূজকের মিথ্যা 'বাসুদেব'-নাম গ্রহণ পরিত্যাগ করাইবেন। শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনচক্রের দ্বারা পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজের মস্তক ছেদনপূর্ব্বক দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। পৌণ্ড্রক সর্ব্বাপেক্ষা চরম ও তীব্র দণ্ড—আত্মবিনাশ-সাযুজ্য লাভ করিল। রাজনীতি বিশারদগণও উহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বা চরম দণ্ড (capital punishment) বলিয়া থাকেন।

এদিকে কাশীরাজের ছিন্নমস্তক কাশী-পুরীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত দেখিয়া কাশীরাজের পুত্র সুদক্ষিণ পিতৃঘাতী শ্রীকৃষ্ণের প্রতিশোধ লইবার জন্য অতি কঠোর ও তীব্রভাবে রুদ্রের উপাসনা করিতে লাগিলেন। আশুতোষ সুদক্ষিণের তীব্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বরগ্রহণ বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলে সুদক্ষিণ পিতৃঘাতীর বধোপায় প্রার্থনা করিলেন। রুদ্রদেব সুদক্ষিণকে অভিচার বিধানানুসারে দক্ষিণাগ্নির পরিচর্য্যা করিতে আদেশ করিলেন। অভিচার যজ্ঞ হইতে এক মহাভয়ঙ্কর ত্রিশূল-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। সুদক্ষিণ এই কৃত্যাকে দ্বারকা দগ্ধ করিবার আদেশ করিলে দৈত্যমূর্ত্তি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও অগ্নিজ্বালার সহিত দ্বারকাভিমুখে গমন করিলেন। যে সুদর্শনের তেজের নিকট দুর্ব্বাসার পর্য্যন্ত পলাইবার সাধ্য ছিল না, সেই সুদর্শনের তেজের দ্বারা প্রতিহত হইয়া ঐ দৈত্যমূর্ত্তি সুদর্শনের নিকট পরাস্ত হইলেন এবং বিবিধ স্তব করিতে লাগিলেন। সুদর্শন সুদক্ষিণকে পোড়াইবার জন্য দৈত্যমূর্ত্তিকে আদেশ প্রদান করিলে তিনি অবৈধ রুদ্রপূজক পুরোহিতগণের সহিত কাশীরাজ সুদক্ষিণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। সুদর্শন সমস্ত কাশীপুরীকে দগ্ধ করিয়া দিলেন।

ক্রৌঞ্চ ব্রহ্মার বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। তিনি ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ করেন। বরলাভ করিয়া কিন্তু বিষ্ণু ও তদ্ভক্ত দেবগণের বিদ্বেষী হওয়ায় ব্রহ্মার প্রেরিত সেনাপতি কার্ত্তিকের দ্বারা বিনষ্ট হন।

শ্রীমদ্ভাগবত একটী উপাখ্যানের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কেন সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, কেনই বা শিবেরও প্রভু, আর শিবই বা কেন নিত্য কৃষ্ণভক্ত, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—সর্ব্বভুবনপবিত্র-কারিণী, সকল দেবতা, ঋষিগণের দ্বারা সর্ব্বাধিকভক্তিরূপে পরমপূজ্যা গঙ্গা একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণকমল হইতেই নির্গতা হইয়াছেন। এক বিষ্ণু ব্যতীত শিব বা অন্য কোনও দেবতার পাদদেশ হইতে গঙ্গা নির্গত হইতে পারেন না। শিবের পাদদেশ হইতে নির্গত হওয়া দূরে থাকুক, শিব ঐ কথা মনে ভাবিতেও পারেন না। এজন্য তিনি নিরন্তর সেই বিষ্ণুপাদামৃত বিষ্ণুপদী গঙ্গাকে তাঁহার মস্তকে ধারণ করেন। গঙ্গাজল মস্তকে না ঢালিলে শিবের পূজাই হয় না। বিষ্ণু যদি শিবের দাস হইতেন, তাহা হইলে কি তিনি তাঁহার শ্রীচরণামৃত শিবকে নিজের মস্তকে ধারণ করিতে দিতেন? এইজন্য শ্রীভাগবত বলিয়াছেন, বিষ্ণুর চরণামৃত মস্তকে ধারণ করিয়াই শিব 'শিব' অর্থাৎ 'মঙ্গলময়' হইয়াছেন। এ হেতু যথার্থ শিবভক্তগণ প্রচেতোগণের ন্যায় বিষ্ণুর সেবক বা শিবের অভিমানে যথার্থরূপে শিবের পূজা করেন। তাঁহারা শিবের নিকট কৃষ্ণসেবারই প্রার্থনা করেন, দুষ্ট ও চরমে আত্মবিনাশের হেতু অন্য কোন বস্তু প্রার্থনা করেন না।

শ্রীমহাপ্রভু এই সকল কথা বলিলে কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ ও অবৈধ শিবপূজকগণ আর কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না।

শ্রীল সাগর মহারাজের হরিকথার মর্ম্ম

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি'।
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি'॥
অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু পার্ষদগণসহ ও ধামসহ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অপ্রকটলীলা-প্রকাশের কালে আবার পার্ষদগণ ও ধামকে সঙ্গেই অপ্রকট করিয়াছেন। ধামসহ অপ্রকট হইয়াছেন, এ কথার অর্থ কি? তবে কি ধাম আর এখন নাই? ধাম আছেন সত্য যেমন কৃষ্ণ পার্ষদগণসহ অপ্রকটলীলায় প্রবেশ করিলেও তখনও জগতে অবস্থিত থাকেন, সেইপ্রকার গৌরচন্দ্র অপ্রকটের সঙ্গে সঙ্গে ধাম অপ্রকট হন নাই; কিন্তু আমাদের চক্ষে অপ্রকট হইয়া দূরে রহে। কারণ, আমরা ত' আর ধাম দেখিতে পাইতেছি না। আমরা কখনও অপ্রাকৃত ধামকে প্রাকৃত জ্ঞানবুদ্ধি করিতেছি, আবার কখনও বা আমাদের চর্ম্মচক্ষু দ্বারা জড়জগতের অন্তর্গত যে স্থানকে দেখিতেছি, উহাতেই ধামবুদ্ধি আরোপ করিতেছি। এই দুই প্রকার বুদ্ধিই খারাপ।

বদ্ধজীবের নানাপ্রকার দোষ আছে। তন্মধ্যে অশ্রদ্ধা ও দুষ্টসঙ্গ সর্ব্বপ্রধান। আমাদের যে বাস্তবিকপক্ষে শ্রদ্ধা নাই, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা তর্ক করি, এতদিন ভগবানের আশ্রয় করিবার পর আমাদের কি একটুও শ্রদ্ধা হয় নাই? কিন্তু শ্রদ্ধা বলবা মুখের কথা নহে। শ্রদ্ধা হইলে তাহা আর নষ্ট হয় না। আগে শ্রদ্ধা ছিল, এখন নানা ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া আর শ্রদ্ধা নাই, এরূপ হইলে উহাকে শ্রদ্ধা বলা যায় না। আমাদের শ্রদ্ধাটি কিরূপ? গুরুবৈষ্ণব আমার মনের মত না হইলেই আমার আর শ্রদ্ধা থাকে না। শ্রদ্ধার একটি লক্ষণ এই যে, শ্রদ্ধা হইলে যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হইয়াছে, তিনি যাহা বলেন, তাহা পালন করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা হয়। আমাদের গুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা নাই; কারণ, আমরা তাঁহাদের আদেশ-উপদেশ পালন করি না।

কেহ বলিয়াছেন, শ্রদ্ধাকে শ্রদ্ধা বলা যায় না; কারণ, তাহার শ্রদ্ধা সহসা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। আবার আর একদল লোক আছে, যাহারা বলে যে, আমরা সহসা কাহাকেও শ্রদ্ধা করিব না। যাহাদের এতদিন শ্রদ্ধা করিয়া আসিলাম, তাহারা যখন মন্দ হইয়া গেল, তখন আর কাহাকেও হঠাৎ বিশ্বাস করিয়া ঠকিব না। আমরা আগে দেখিয়া লইব খাঁটি কিনা, তারপর শ্রদ্ধা করিব। এই সকল ব্যক্তি সকল দেশে কালে হয় না। যাহারা লোকবঞ্চক, তাহাদের যোগ্যাযোগ্য-বিচারের ক্ষমতা নাই। তাহারা সকলকেই বৈষ্ণবজ্ঞানে শ্রদ্ধা ও দণ্ডবৎপ্রণামাদি করে। ইহার একটি ভাল ফল এই যে, তাহার ঐ শ্রদ্ধা ও দণ্ডবৎপ্রণামাদি আদানের দুর্ব্বা যাইতে পারে। সকলকে দণ্ডবৎপ্রণাম করিতে করিতে যখন কোন সাধুকে কৃপা পেলে, তখন সাধুর কৃপায় তাহার মঙ্গল হয়। কিন্তু যাহারা ঐ প্রকার দুর্ব্বিচারপরায়ণ উচ্চ-প্রকৃতির লোক, তাহাদের ভাগ্যে সাধুর কৃপা লাভ হয় না, কারণ ঐ প্রকার সাধুপ্রবৃত্তি থাকিলে ত' সাধু তাহাকে দর্শন দিবেন না। ঐ সকল আত্মবিচারপরায়ণ লোকই অবশেষে দুষ্টলোকের পাল্লায় পড়িয়া জীবনভরে বঞ্চিত হয়। উহারা এ কথাটি বুঝে না যে, পাটালীগুড় সকলেরই মিষ্ট লাগে। অথচ একখণ্ড পাটালী গুড় ও এক টুকরা মাটির ঢেলার পার্থক্য চোখে দেখিয়া বুঝা যায় না। কারণ, দুইটার দেখিতে

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

একরকম। ইহাদের বিচার ধাঁধে বুঝিয়া লইব, দেখিয়া লইব কোন্‌টা খাঁটি ও কোন্‌টা ভণ্ড, তারপর বাঁধব, না দেখিয়া অন্ধের পরিবর্তে খাঁটি পাইয়া ঠকব না। কিন্তু দেখিয়া কি বুঝা যায়? খাদ গ্রহণ করিলে তবে বুঝ যায়, কোন্‌টা খাঁটি কোন্‌টা ভণ্ড। সেই প্রকার খাঁটিবার প্রবৃত্তি লইয়া সাধু দেখা যায় না। শরণাগত হইলে সাধুর স্বরূপ বুঝা যায়।

আমাদের এরূপ গোড়া অবস্থা হইয়াছে যে, "গুরু বৈষ্ণবকে শ্রদ্ধা কর" এ কথাও আবার শুনাইতে হইতেছে। পূর্বে কিন্তু এরূপ ছিল না। শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য—এই সম্বন্ধে সকলের প্রতি কিছু শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম ছিল। আর এখন সকলে নবী বুদ্ধিমান হইয়া যাইতেছে। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণব বলিয়া মানিতে চাহে না, দণ্ডবৎ-প্রণাম পর্যন্ত করিতে চাহে না। এ সমস্তই অশ্রদ্ধার লক্ষণ।

কতকগুলি লোক আবার এরূপ কপট যে, তাহারা বাহিরে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়াও অন্তরে তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া মানিতে চাহে না। এই লোকগুলি অত্যন্ত ধূর্ত। যাহারা কেবল দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, তাহারা বরং ভাল। তাহারা যখন বুঝিতে পারে যে দেহাত্মবোধ অত্যন্ত খারাপ, তখন উহা ছাড়িতে চেষ্টা করে। কিন্তু যাহারা উহা জানিয়াও অন্তরে সেই দেহেতে আসক্ত রয়, অথচ বাহিরে প্রচার করিয়া বেড়ায়—দেহ কিছু নয়, তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন—প্রাকৃতসহজিয়া বরং ভাল, কিন্তু এই মায়াবাদী বৈষ্ণবাপরাধীগুলি প্রাকৃতসহজিয়া অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। উহারা যাহা বলে তা করে কপটতা। উহারা জানে যে, যাহাই বলুক আর যাই করুক, উহারা উহাদের ঐ কপটতা কখনও ছাড়িবে না। এই সকল লোকের এই যে কপটতাচরণ, ইহা কেবল প্রতিষ্ঠালাভের কৌশলমাত্র।

এই প্রকার কুটিলতা ও অশ্রদ্ধা থাকিলে কখনও মঙ্গল হইবে না। অশ্রদ্ধা থাকিলে গুরুবৈষ্ণবের বাণীর তাৎপর্য বুঝিতে পারা যায় না। এই যে এত কথা শোনা হইল, তার ফল কি হইতেছে? যে বাণীপ্রবণে কৃষ্ণপদের উদয় হয়, বৈকুণ্ঠ বা গোলোকের পথ খুলিয়া যায়—যে বাণীর সন্ধান দিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর আসিয়াছিলেন, সেই রাজ্যে পৌঁছান যায়, সেই বাণী এতকাল শ্রবণ করিবার পরও আমাদের অনর্থনিবৃত্তি

মায়াপুর-শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

—:০:(০):০:—

আগামী ২৭শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ বৃহস্পতিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব-উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নগরসংকীর্তন, মহোৎসবাদি কীর্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, মহৎ বৈষ্ণব-অতিথি-সেবা ও যাত্রা-মহোৎসবাদি হইবে। ৩০শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-প্রদর্শনী সভায় সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গের প্রিয়পার্ষদবর্গের সমাচরিত সংকীর্তন লীলার ও সমান প্রবন্ধ হইবে। আগামী ২৮শে মাঘ, ১০ই ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্মোৎসবোপলক্ষে শ্রীধাম-সেবা অনুষ্ঠিত হইবেন। ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ সোমবার হইতে ২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ মঙ্গলবার পর্যন্ত নবদ্বীপ পরিক্রমা হইবে।

উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস দাসাধিকারী ও অসমর্থ, ভক্তিস্বামী প্রভু, শ্রীধামমায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

পর্যন্ত হইল না বরং দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। শ্রদ্ধা দিন দিন দৃঢ় হইবার পরিবর্তে যেটুকু শ্রদ্ধা ছিল, তাহাও চলিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ কি? কারণ—অশ্রদ্ধা ও কুটিলতা। শ্রীগৌরসুন্দর যে রস আস্বাদনের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা অন্তরঙ্গ ভক্তগণসঙ্গে নিভৃতে হইতে পারিত। তাঁহার নামপ্রেম প্রচারের কি দরকার ছিল? শ্রীরূপ-সনাতন-ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি আচার্যবর্গ এত গ্রন্থ কেন প্রকাশ করিয়াছিলেন? সে কি আমাদের কল্যাণের জন্য নহে? শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সর্বক্ষণ হরিকথা কীর্তন করিতেন। তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি তাঁহার নিকট বসিয়া হরিকথা শ্রবণের সুযোগ পান নাই? অথচ তাহার ফল কি হইল? এই কি হরিকথা-শ্রবণের লক্ষণ? হরিকথা একবার একটু শুনিলেই তাহার ক্রিয়া হইতে থাকে। যেমন ঘড়িতে দিলে বা সতাতে একবার দম দিলেই সারা দিন চলিতে থাকে, সেইরূপ হরিকথা একবার শুনিলেই অনুসারে আচরণ হইতে থাকিবে। তাহা না হইয়া আমাদের ধারণা এইরূপ হইয়াছে যে—গুরুবৈষ্ণব কেবল বলিয়া যাইবেন, আর আমরা কেবল শুনিয়া যাইব; কিন্তু শুনিয়া আর কিছু করিব না। যে-উপদেশ শুনিব তাহা অনবরত মনে রাখিতে হইবে, নতুবা উৎসাহ বা শ্রদ্ধা থাকিবে না—এই কি চেতনের লক্ষণ? এইজন্য শ্রীআচার্যপাদগণ আর কোন কথা বলিতে চাহেন না। তিনি বলেন—"বলা ও শোনা অনেক হইয়াছে। এই যে এতদিন বলিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ—শ্রীধামনবদ্বীপ, শ্রীক্ষেত্র অভিনবিগ্রহ, সাক্ষাৎ স্বরূপশক্তি শ্রীল প্রভুপাদগণ এত কথা বলিলেন, নদীয়া-প্রকাশ, গৌড়ীয় ও বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে এত কথা বলা হইল, তাহার ফলটা কি হইল? এত কথা শুনিয়া অবশেষে নরকে চলিয়া গেল, এই ত? কাজেই এখন আর নূতন কিছু বলা হইবে না। যাহা শোনা হইয়াছে, তাহা আচরণে পরিণত করিবার চেষ্টা হউক।"

শ্রীগুরুবর্গের আচরণে কিরূপ আদর্শ দেখা যায়? তাঁহারা সকলেই ভজনানন্দ দেখাইয়াছেন। বৃন্দাবনে শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি সকলে ভজনপথ একস্থানে থাকিয়া ভজন করিয়াছেন। কেবল চুপ করিয়া বসিয়া শুনিয়া যান নাই। ভজনাশ্রয় না হইলে শ্রবণে অপরাধ আছে, বুঝিতে হইবে। আমাদের মধ্যে চেতনের বিকাশ নাই সব মরা হইয়া গিয়াছে। মরার সঙ্গ করিতে কি কাহারও ভাল লাগে? এইজন্য ত' শ্রীল আচার্যদেব আমাদের সঙ্গ করিতে চান না। তিনি বলেন বেশী লোক দরকার নাই, চেতন যাহার আছে, এক জন লোকও ভাল। মরার দল বেশী থাকিলে কি লাভ? এইজন্য তিনি একসময় বলিয়াছিলেন—"গোবর বাছুরে খেলে যখন ফসল থাকে না, তখন ফসল না খাওয়া সত্ত্বেও রক্ষণ করা হউক।" লোক বলিতে পঙ্গপাল বিদিত বাক্য। ঐ প্রকার লোকগুলি মিলিত হইয়া যে বলপূর্বক মিশনের নষ্ট করিয়াছিল, ঐ প্রকার মিশনের কোন প্রয়োজন নাই। কখন ত' পতলোকে কত ছাপা অপবিত্র, ঠাকুর মশায় বলেন—

না। বরং দস্যুবৃত্তি—যাহা অন্তর উপভোগে প্রবৃত্ত, তাহারই প্রকাশ হউক—অর্থাৎ হরিভজনের প্রবৃত্তি যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের লইয়াই মিশন হউক।

জগতে তিন রকমের লোক আছে—তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। রাজসিকগণের কর্মক্ষমতা খুব বেশী। রজস্তমঃ-প্রকৃতির লোক বড় জীবন। সাত্ত্বিক প্রকৃতিই ভাল। সাত্ত্বিক প্রকৃতির ব্যক্তি কর্মের আড়ম্বরের মধ্যে যাইতে চাহে না। যখন শ্রীগুরুদেবের কোন বাধা করিবার আবশ্যক হয়, তখন কোন রাজসিক ভাব পর ব্যক্তির মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া সকার্য সম্পন্ন করিয়া লন। অজ্ঞ লোক মনে করে—এ লোকটি ভক্ত না গুরুদেবের অনুগত। শ্রীল প্রভুপাদ সকলের কাহাকেও বঞ্চনা করিতে চান নাই যে শক্তি হইতে বঞ্চিতকর সেই বঞ্চিত হইয়াছে। শ্রীল আচার্যপাদগণের লীলায় করুণা আরও বেশী। কিন্তু এ করুণাও আবার আমাদের সহ্য হয় না। আমাদের বিচার একেবারে বঞ্চনা না করিলে কি করিয়া চলিবে? মিশন থাকিবে কি করিয়া? পূর্বগুরুবর্গ যখন বঞ্চনা করিয়াছেন, তখন ভক্তপরম্পরাক্রমে আপনিই বা তাঁহাদের অনুসরণ করিবেন না কেন?

কেবল কানিষ্ঠাধিকারী থাকলে চলিবে না, অন্ততঃ মধ্যমাধিকারী হওয়া দরকার। মধ্যমাধিকারী না হইলে মহাভাগবতের সঙ্গ করা যায় না। মধ্যমাধিকারী শ্রীনাম-প্রভুর সেবক। মধ্যমাধিকারীই উত্তম-ভাগবতের শুশ্রূষা করিতে পারেন। তাঁহার বালিশে কৃপা, দ্বেষীকে উপেক্ষা—সবই সেবা। মধ্যমাধিকারী কাহাকেও বিদ্বেষ করেন না। তিনি বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করেন। মহাভাগবতের বিদ্বেষদর্শন নাই। তাঁহার সর্বত্রই কৃষ্ণের উদ্দীপন হয়। শ্রীউদ্ধব দুর্যোধনকে নমস্কার করিয়াছেন। মহাভাগবতের পক্ষে ইহা সম্ভব হয়। আবার শ্রীগুরুদেব কংসকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন—নবদ্বীপের নহে উহার প্রত্যেকেই কাহা। মধ্যমাধিকারীর শাসন, আদেশ, উপদেশ দিয়ে ধারণ করিয়া নিজকে সর্বদা শোধন করিতে হইবে। জগৎ শুদ্ধ হইলে কৃষ্ণকর্ণধারে কষ্ট হইবে। এখন ত' করিতে চাই, কিন্তু সেই বাণ কোথায়? শ্রীগুরুদেব 'কৃষ্ণ দুঃখ দর্শন-নিন্দা লাভ করিয়াছিলেন, তিনি ধর্মাধর্ম শ্রবণ করিলেন, কিন্তু কোনপ্রকার অসহিষ্ণুতা ত' দেখান নাই। তিনি এ প্রকার সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার ফলও পাইলেন—কৃষ্ণলীলাশ্রবণের অধিকার পাইলেন।

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅবধান ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫১১৫
সেবক—[illegible]

(৩) শ্রীযোগপীঠ-মায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজির সমাধি পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) সমুদ্রগড় [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গোকুলপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] (শ্রী[illegible] প্রভুর [illegible])
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক শ্রী[illegible]কিশোর ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible]ঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চটক পর্ব্বত
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া। আসাম।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible] দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], ই-বি
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible]প্রভু দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible] ই-বি।
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible] মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

৪৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ [illegible], কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড [illegible] দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

৫০। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

৫১। [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গ[illegible] ব্রহ্মচারী

৫২। [illegible] - [illegible] মঠ
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

৫৩ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

৫৫। [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible]পাবন ব্রহ্মচারী

৫৭। শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]পুর [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

৬০। [illegible]
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible]চৈতন্য দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (মানভূম)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং।
[illegible]
[illegible]
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible], [illegible] (ই-বি)
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, বৈদিকারণ্য,
[illegible] (ই-বি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-[illegible]-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ৩য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও ৩য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" ইঞ্চি ২			১।০	১
সিকিকলম ৫	৪			৩
অর্দ্ধকলম ৮	৬			৫
এক কলম ১২			১০	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
" সিকি কলম ১৫	১২
" অর্দ্ধকলম ২৫	১৮
" এক কলম ৩৫	৩০

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	৫
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	

প্রতি সংখ্যা ৵০ ; [illegible]।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—[illegible]—

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible]—[illegible] [illegible] ও বোর্ডিং এর [illegible]। [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] ও [illegible] মাসে ১ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৩।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। গত ১৯২৯ এবং ১৯৩০ সালে পর পর [illegible] দুইটি [illegible] বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর [illegible] ছাত্রদের জন্য [illegible] ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত : এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, [illegible] ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। [illegible] [illegible] বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গ্রেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ ; এই গ্রন্থখানি [illegible] পর্য্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু 'Scale (chart বা) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

[illegible] 'প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, পোঃ [illegible], ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—[illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ [illegible], [illegible], ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে [illegible] [illegible] [illegible] সম্প্রদায়, সমন্বয়, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible] প্রভৃতি [illegible] শ্রৌত ও [illegible] বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং [illegible] সাধারণ [illegible], [illegible] [illegible] প্রকাশ হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—[illegible] 'প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ [illegible], ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থ শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] দীর্ঘ [illegible]। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তি[illegible], শ্রীযোগপীঠ [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] [illegible] [illegible] শ্রীল [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] এর অপূর্ব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রদান করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, [illegible] ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। [illegible] [illegible] পূর্বে অধ্যায়ের [illegible], প্রত্যেক অধ্যায়ের [illegible] [illegible] [illegible] সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীল [illegible] সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, [illegible] প্রভৃতি [illegible] এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লাভবান্ হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। [illegible] [illegible] আকারে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] [illegible], শ্রীযোগপীঠ [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থ সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সংকলন। [illegible] টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। অধ্যায়, [illegible] অর্থ, ব্যাখ্যা, [illegible] নির্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, [illegible] সহ [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা [illegible] একটি অমূল্য গ্রন্থ। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্র [illegible] উপযোগী করিয়া লিখিত সরলভাবে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের [illegible] [illegible] আনা। [illegible] আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—[illegible] শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা [illegible] [illegible], পোঃ [illegible] ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেনের সময়-তালিকা

(টাইম টেবিল)

যাওয়া

কলিকাতা ছাঃ	৫-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩-১০	১৬-১৬	১৭-৫৩	৫৫ ২	
[illegible]	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১০ ১৮	১৩-২০				১১
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৭	৮ ১	৯-১৮	১২-২৮	১৪-৫১	১৮-০১	১৯-০৫		০-৫৮
[illegible] ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯ ৩৩	১২-৩৩	১৫-৫	১৮-৩৩	১৯-৪০		১-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১০-৫৫	১৫ ৪১	১৯-১৪	২০-১৫		১-০১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-.১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১১-১৯	১৮-১০	২৯-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
[illegible] ১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১-৫৪
ছাঃ ১৪-০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩ ২৮
(বদল) ছাঃ .৩ ৪০ (ন্যারো গেজে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৫ ১৪

আসিবার

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬ ১	৮-৬	১১-৪	১৭-২৩	১৬৬	১৮ ৩৪
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৫	১১-৪২	১৫-০	১৬-৬৬	১৯-১৯

ছাঃ	৭-১০	৮ ৪১	১১-৫৭	১৫-১০	১৬ ৫৬	১৯-৩২	২০ ৪৬	২ ৩১	
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৪৫	৯ ২৫	১২ ২৮	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১ ১৯	৪ ১০	
(বদল) ছাঃ	৭-৫৭	৯ ৩০	১২-২৬	৫-৫৫	১৭-৭২	২০-০১	২১-৭৫	৪ .৮	
[illegible]		১১ ৮		১৭-৩৮	১৮-৩	২	২৬	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১ ২০	১৪ ২৬	১৭ ৫৮	২২ ৪০	২৩ ২৫	৮ ১৫		

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল মহাশয়ের [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] এবং [illegible] গবেষণা এবং সাধক লেখনীর অদ্ভুত [illegible] আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের লীলাকাহিনী-পাঠে বড় রুচির। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ নানাবিধ বিবিধ চিত্র সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা। প্রথম হইতে ৬৫ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়সূচী (contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সম্পূর্ণ সূচিপত্র ও শব্দার্থ (Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা ১০০ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible], [illegible]; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা নদীয়া

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::o::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

এইখান হইতে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" বিবিধ [illegible] প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১৬ এ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] জীর্ণ জ্বর [illegible] পুরাতন জ্বর [illegible] ইহার [illegible] সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ১০০ [illegible] আনা বড় বোতল ১৮/০ [illegible] আনা। [illegible]

—[illegible], ডবলিউ ফিফিল্ড রোড, কলিকাতা

[illegible]

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম মায়াপুর

পত্রপ্রসূনমালা
—::—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিবিধ পত্রাবলী শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের বিরচিত 'গৌড়' আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান -
মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পাঃ — ভাবী, ঢাকা

REGD NO I544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রী চৈতন্যদেব
—::—
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১।০

প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীচৈতন্য মঠ, মায়াপুর।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ২২শে পৌষ ১৩৮৭, ৬ই জানুয়ারী, ১৯৮১ সোমবার ১৫১৩তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

নববর্ষ-উপলক্ষে খেতাব বিতরণ

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নাইট উপাধি পাইয়াছেন—সিন্ধুর চীফ জজ মিঃ গডফ্রে ডেভিস, ভারতের অডিটর জেনারেল ঙ সি বাডেনক, পাঞ্জাব প্রদেশের ফাইনান্সিয়াল কমিশনার মিঃ জেমস এলমও ডেভালেন, পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের ভূতপূর্ব সদস্য এইচ-এম ক্রসফেল্ড, নব ভাইসরয়ের মিলিটারী সেক্রেটারী জেনারেল মাকেন্জির কর্ণেল ক্যাম্পবেল, পাঞ্জাবের পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল সি এস আট, ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেল সি জি লুইস, কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য মিঃ এফ ই জেমস, কেন্দ্রীয় পরিষদের ইউরোপীয় দলের ভূতপূর্ব লীডার মিঃ আইকম্যান, ইন্ডিয়া অফিসের ই এম এল ক্যোটীন বন্দরের আর সি ব্রিস্টো, ম্যাকনিল ও কোম্পানীর মিঃ এইচ এইচ বার্ণ, বম্বে ও কম্বীর জাপাননবাবী গোলাম শাহী আহেদসাব, বাঙ্গ অব বারোদার বোম্বাই ম্যানেজার এ আর ব্রে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সেন্ট্রাল বোর্ডের ডিরেক্টরের খান বাহাদুর সৈয়দ মারাজির আলি, পার্লিক সোকাইটি কমিটির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান এ এ খা জি, বরদারের দেওয়ান বাহাদুর কে জে নাথকার, টাটা সন্সের মিঃ বেরাহ এস ডি সাকলাত ওয়ালা ও স্টীল সন্স মিরাজ।

রায় বাহাদুর

সি চ্যাটার্জি; বাবু ও কাশ্মীর রাজ্যের পাবলিক উইরেক্স অফিসার চৌধুরীদের পণ্ডিত জানকীনাথ বর; কালকাতাস্থিত পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ বিভাগের ডেপুটি একাউন্টেন্ট জেনারেল মিঃ এস এন চ্যাটার্জি; গোরক্ষপুরস্থিত বেঙ্গল এণ্ড নর্থ ওয়েষ্ট রেলওয়ের সহকারী হিসাব পরীক্ষক মিঃ পান্নালাল; কলিকাতা প্রিন্টিং ও ষ্টেশনারী বিভাগের ডেপুটি কন্ট্রোলার মিঃ ডি ডি মজুমদার।

খানবাহাদুর

বঙ্গীয় ফৌজদারী তদন্ত বিভাগের ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট খানসাহেব আবুল কাশেম খানকুলা, কলিকাতার পাট্টাকে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী ওয়াজীউল হোসেন, কালকাতার সহকারী পুলিশ কমিশনার খানসাহেব মহম্মদ ইসমাইল, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ও উকীল খান সাহেব মৌলবী সৈয়দ আবদুর রউফ, জলপাইগুড়ীর জোতদার খান সাহেব মৌলবী আবদুল কাদের প্রধান, বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য ও জমিদার খান সাহেব মৌলবী মহম্মদ সোলাইমান, আসাম গোয়ালপাড়ার খান সাহেব মিজেলের রহমান বি এল, অফিসের প্রচার বিভাগীয় ডিরেক্টার-এর সুপারিন্টেন্ডেন্ট বিভাগীয় সহকারী, খান-সাহেব আজাইর রহমান, কলিকাতাস্থিত কংগ্রেস খান ট্রেইং বোর্ডের সেক্রেটারী খানসাহেব বন্ধুল কবির।

রায়সাহেব

বাংলায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের রায় সাহেব উপাধি দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার মিত্র, সহকারী রেজিষ্ট্রার, আপীল বিভাগ, হাইকোর্ট; নিবারণ-চন্দ্র বর্ধন, সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রারের সহকারী, অক্ষয়েন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ঢাকার আসামজা ইঞ্জিনিয়ারী স্কুলের হেডমাস্টার উন্নতিকরণ; উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কালেক্টর ও সহকারী সেটলমেন্ট অফিসার; জগদীশচন্দ্র বসু, বনবিভাগের কনজারভেটরের সহকারী; বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট; কালীপদ সাধু খাঁ, পুলিশের বারমাস, জ্ঞানরঞ্জন চাটুর্য্যে টিটাগড়, নরেন্দ্র রায়, আসানসোল, মধুসূদন রায়, চাঁদপুর ডাক্তার শীল কালপাড়া পাইর দাউ ও কোষাধ্যক্ষ, বিমলচন্দ্র ঘোষ, ই আই রেলওয়ের মুদ্রণ বিভাগের এ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট, কমলাকান্ত মুখার্জি, সহকারী ইঞ্জিনিয়ার, ই বি আর অনাথ বন্ধু সেন, এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন, এ বি আর চট্টগ্রাম। কৌশলী কুমার সেন, ই আই রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের অফিসের অফিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট দুর্গাকুমার ঘোষ, চীফ ক্লার্ক, জমাদার, খাস, জিতেন্দ্রনারায়ণ সেন, পোষ্টমাষ্টার, চট্টগ্রাম।

খানসাহেব

বাংলায় খান-সাহেব নির্বাচিত হইয়াছেন উত্তরের পাবলিক প্রসিকিউটর মৌলবী মহম্মদ আনোয়ারুল হক, বাংলার পুলিশ বিভাগীয় রেজিষ্ট্রেশন অফিস সমূহের ইন্সপেক্টার মৌলবী মহম্মদ আজিজুর রহমান (১১), বাংলার আবগারী বিভাগীয় সুপারিন্টেন্ডেন্ট মৌলবী আফতাবউদ্দিন, হুগলী জেলা বোর্ডের সদস্য মৌলবী কাশিমউদ্দিন মল্লিক সরকার, রাজশাহীর উকীল মৌলবী মোজাফ্ফর আলী খাঁ, দার্জিলিং জেলার মাদ্রাসার হেড মাষ্টার শাহ সৈয়দ আবেদ হোসেন, সন্দ্বীপের উকীল মৌলবী মুহম্মদ হোসেন, মাধবীপুরের মোক্তার মৌলবী আলিমুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, ফরিদপুর গোপালগঞ্জের উকীল মৌলবী আবদুর রহমান।

———

বিদায়

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সংস্কৃত বিভাগ ... ও আয়ুর্বেদিক কলেজের সুপারিন্টেন্ডেন্ট অবিনাশ প্রকাশ নিত।

বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার সম্পর্ক

[illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ [illegible] কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবিহিত শ্রীপাদ বৈষ্ণব বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিক বক্তৃতা তথা দেশের গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত ও মনস্বী সজ্জনবৃন্দগণ যে সকল পারমার্থিক প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সিদ্ধান্তসংরক্ষণে ও শুদ্ধভক্তি সংস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয়াচার্য্যের সিদ্ধান্তপুষ্ট অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলার্থীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুঃশ্লোকাত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য এবং মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিষয়ের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অদ্ভুতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিসারী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অযোগ্য) ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অযোগ্য) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ৩৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আভরণ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶০
২২। ভক্ত-তত্ত্ব ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ৩৲
(অযোগ্য) ১৲
২৬। গীতায় কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। প্রকৃতিতত্ত্ব গৌরগোবিন্দ (সংস্কৃত) ১৲
২৮। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (সংস্কৃত) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগোদ্রুম পরিক্রমা
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৷১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। ভক্তিবিনোদ (প্রথম সংস্করণ)
৪৯। অর্চ্চনকথা
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪
৫১। মনঃশিক্ষা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। স্তবমালাবলী বা নারায়ণাষ্টকম্
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষানুসহ)
৫৮। শ্রীকৃষ্ণভেদ
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। সাংখ্যবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ
৬৩। সটীক-নিত্যাচারপ্রযুক্তম্
৬৪। স্তবকল্প
৬৫। সাত্বত বিশারদ
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ
৬৭। সারার্থদর্শিনী

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ কিউ শুটার্ড্ ম অব বেদান্ত
৭০। ব্রহ্মসূত্র
৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজী এণ্ড অন্টলজি
৭২। বিলেক্টিভ এপ্রোচ
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম
৭৫। কোয়ার্ট গৌড়ীয়মঠ টুর
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনআলয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অনুবাদ

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

আসামীয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
ও গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১৫ বর্ষ | ২৩ নারায়ণ ৪৫৪ গৌরাব্দ ২২শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৬ই জানুয়ারী ইং ১৯৪১, সোমবার | ১ম সংখ্যা

গীতিমাল্যে শ্রীভক্তি-বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে ক্রমশঃরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

মূল্যাদির নিয়ম [illegible]

[illegible] প্রত্যহ [illegible] প্রকাশিত [illegible] কাগজ ও ছাপা [illegible] ভিক্ষা ৷০ আনা

কার্য্যালয় শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠে হরিকথা

গত ২রা জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠে পণ্ডিত শ্রীপাদ উদ্ধবনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ মহোদয় গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠমুখে ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা ব্যতীত কাহারও মঙ্গল নাই, তৎপাদপদ্মে শরণাগতি, নিষ্কপটে নিত্যই বাঁচিবার একমাত্র উপায় ও তাঁহার অপার করুণার কথা অনেকক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করিয়া শ্রীমায়াপুরবাসী ভক্তবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন। তাঁহার মধুময়ী কথামৃত শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমোপকৃত হইয়াছেন।

শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে হরিকীর্ত্তন

গত ১৪ই পৌষ রবিবার শ্রীযোগপীঠ মায়াপুরের হইতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ ভাগবতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু [illegible] শ্রীএকাদশমঠে গমনপূর্ব্বক তথায় শ্রীচৈতন্য ভাগবত আদিখণ্ড চতুর্দ্দশ অধ্যায় হইতে শ্রীমহাপ্রভুর বঙ্গদেশ বিজয়, শ্রীতপনমিশ্রের প্রতি কৃপা ও শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া তিরোধান প্রসঙ্গ পাঠ ও প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিশুদ্ধবৈষ্ণবসেবা আদর্শ-প্রসঙ্গে মঠবাসী ভক্তগণেরই একান্তভাবে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে শরণাগতি বিষয়ে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ১৫ই পৌষ সোমবার প্রাতে তথায় তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিখণ্ড ১১শ অধ্যায় হইতে শ্রীমহাপ্রভুর গয়াগমন লীলা, কৃষ্ণাবেশপ্রকাশাদি লীলা ও গুরুপাদাশ্রয়লীলাভিনয়-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যায় তিনি শ্রীগোদ্রুমস্থ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে উপস্থিত হইয়া মঠসেবকগণের নিকট শ্রীগৌরকিশোর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরচিত শ্রীগুরুবৈষ্ণবমাহাত্ম্য ও প্রার্থনাসূচক পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

১৬ই পৌষ মঙ্গলবার প্রাতে শ্রীপাদ ভাগবতীর্থ প্রভু শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড ৬ষ্ঠ অধ্যায় হইতে শ্রীমহাপ্রভু কর্ত্তৃক অনেক ভক্তবিপ্রের শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বস্ত্র পরিধানে সন্দেহ নিরসন এবং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ঐ দিবস মধ্যাহ্নে তিনি শ্রীসুবর্ণবিহার শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্দির-পরিক্রমা ও শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনাদির পর ভক্তগণের সমক্ষে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ১৭শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের পৌগণ্ডলীলাদির পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ১৯ই পৌষ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে পঞ্চমী তিথিতে শ্রীযোগপীঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশন উপলক্ষে ছাত্রগণ সমবেত হইলে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দদাস কাব্যপুরাণ-ভাগবতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিখণ্ড পঞ্চম অধ্যায় হইতে শ্রীমহাপ্রভুর নগর-ভ্রমণলীলা, মালাকারগণের প্রতি প্রভুর কৃপা ও শ্রীধরাদি ভক্তগণের সহিত প্রেমকলহ ইত্যাদি লীলার পূর্ব্ব প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গক্রমে মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য, জীবনের প্রারম্ভে সাধুসঙ্গ ও হরিভজনের আবশ্যকতা বিষয়ে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সভার অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে হরিকথা

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অন্যতম সেবকগণ এলাহাবাদ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীষ্ গ্রহণ করিয়া প্রত্যহ সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন ও শ্রীবিগ্রহসেবাদি প্রচুররূপে সম্পন্ন করিতেছেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ মহোদয় শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণের কৃপার কথা নিরন্তর আলোচনা করিতেছেন।

স্থানীয় বহুজন অধঃপতন হইতে নিষ্কৃত হইয়া সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনের সুযোগ পাইয়া পরমানন্দ হইয়াছেন।

[illegible] প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা [illegible] গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] প্রচার করিতেছেন।

গত ২২শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মঠের সেবকগণ [illegible] শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব [illegible] কীর্ত্তন [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। [illegible] উক্ত সভায় [illegible] উক্ত সভায় [illegible]

[illegible]

"শ্রীগৌরকিশোরানন্দের কৃপায় শুদ্ধ হরিনাম হয়। সর্ব্বদা তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে, তাঁহাদের নিকট ক্রন্দন করিতে হইবে —[illegible] [illegible] নহে—[illegible] নহে

—শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible] সংখ্যা গৌরাব্দ [illegible]

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

ভগবদাশ্রিত ব্যক্তি নিজ কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করেন। তিনি কর্তা বা প্রভু হইবার পরিবর্ত্তে ভগবানের বৈষ্ণবের কিঙ্করত্বে নিজেকে নিযুক্ত করেন। কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের আশ্রয় গ্রহণই কর্তব্য। যিনি আশ্রিত, তাঁহার আর কর্তৃত্বের প্রয়োজন হয় না। শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে তাঁহার প্রণতি হয়, শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ব্যতীত তাঁহার পক্ষে [illegible] গৌরব আর কিছুই নাই। এই গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারিলে নিজেকে দীন বলিয়া উপলব্ধি করে। তখন তিনি বিনয়াবনত হইয়া দীনহীন কাঙ্গালের 'হরে কৃষ্ণ' নাম গ্রহণ করিয়া অনুক্ষণ কীর্ত্তন করেন। স্বামি শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবাণী 'তৃণাদপি'-শ্লোক—এই শ্লোকের তৃণাদপি সুনীচতা [illegible], বিনয়-[illegible] তৃণাদপি সুনীচ। যে জীবনে বিনয় আছে, সে জীবন দরিদ্র হয় না। বৈষ্ণব বা বিনয়াবনতার ধনের ধন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আর কিছু ধন নাই। এই বিনয় বৈষ্ণব তাঁহার বিভূষণ। কুঞ্জবনে নিষ্কিঞ্চনতাই প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচতার প্রকৃত সম্মান। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিনয়াবগ্রহ। তাঁহার কৃপা হইলে সেই বিনয় সমুদ্রের একবিন্দু লাভ করিয়া জীবন ধন্য হইতে পারে।

ভক্তি নিরপেক্ষ[illegible]। দুই বিরুদ্ধবিষয় [illegible] না। সাধুসঙ্গ-কৃপায় [illegible] না আসিলে সম্ভোগ-লিপ্সা যায় না। কৃষ্ণবিরহই ভক্তি। কৃষ্ণ বিরহীই ভক্ত। ভক্ত দীন। ভক্তের কথায়—'কৃষ্ণ প্রেম না হওয়া না'। কৃষ্ণ একমাত্র মহতের পায়; অন্য মহত্তর পায় কেহই নাই। একপ আত্মারিকী আসক্তিকে আচার্য্যগণ ভক্তি বলিয়াছেন। ভক্ত প্রেমিক, তিনি কামুক নহেন। তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মকাম অর্থকাম, কামকাম ও মোক্ষকামনা নাই। ধর্ম্মকামুক, অর্থকামুক, কামকামুক ও মোক্ষকামুক—ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণসেবা বিমুখ। তাঁহাদের ন্যায় মূঢ় আর কেহ নাই। তাঁহারা কপালপোড়া লোক। ভক্ত সঙ্গ ছাড়িয়া তাঁহাদের সঙ্গ করিলে বা ঐরূপ দুর্ব্বাসনা হৃদয়ে জাগিলে আমাদেরও কপাল পুড়িয়া যাইবে।

ভগবান্ই সকলের প্রভু। তাঁহার সেবকগণ—দাসগণও প্রভু। ভগবান্ ও ভগবানের দাসগণ কৃষ্ণবিমুখ আমাদিগকে সেবোন্মুখ করিবার যত্ন করেন। আমরা ভক্ত—আর কেহ, ইহা ভুলিয়া যাওয়াতেই যত অসুবিধা হইয়াছে। আমি কর্ত্তা, আমি ভর্ত্তা, আমি মালিক, আমি প্রভু—এই দুর্ব্বুদ্ধিই আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। তাই আমরা কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার জন্য উন্মত্ত হইয়াছি। নিষ্কপটে করিতে পারিলে সেবায় হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য [illegible]। আমরা [illegible] যেরূপ ক্ষমতা, [illegible] প্রভু হইবার জন্য—নিগ্রহ [illegible] করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি। সেই জন্যই কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা এই তিনটী অনর্থ আমাদের দরকার হইয়া পড়িয়াছে। [illegible] ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

> গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
> প্রেমরতন ধন হেলায় হারাইনু॥
> অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
> গৌর-কীর্ত্তনরস মগন না হৈনু॥

কনক ও কামিনীর চেয়ে প্রতিষ্ঠাই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর জিনিষ! প্রতিষ্ঠার মত এত বড় লোভনীয় জিনিষ আর নাই। 'কড়'ক আশ্চর্য্য! অমৃত পান [illegible] অন্তরেই এই প্রতিষ্ঠা ভুত লাগাইয়া। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত ভগবানের কথা ত' দূরের কথা, আমরা মানুষও হইতে পারিব না। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"প্রতিষ্ঠা এখানে পাওয়া যায় না। কেবল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পাওয়া মাত্র লাভ হয়।" সেইজন্য বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবগণ প্রতিষ্ঠার আশা করেন না। তাঁহারা জানেন তৃণ্ডুত্বের মধ্যে শুভ্রত্ব নাই।

কৃষ্ণভজনের অপর নাম ভক্তিযোগ। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের পরমপ্রেষ্ঠ। তাঁহার দয়া ব্যতীত কৃষ্ণভজনের সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করেন, তাঁহারা আমার প্রভু—তাঁহারা বৈষ্ণব। আর বাকী সকলেই অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হইয়া প্রভুত্ব করিতে ব্যস্ত। তাহাদের মধ্যে কেহ ভোগী, আবার কেহ ত্যাগী। এই উভয়ের মধ্যেই কামুকতা বর্ত্তমান। তবে একজন ভোগকামুক, আর একজন ত্যাগকামুক। প্রেমের বা ভক্তির গন্ধমাত্রও তাহাদের মধ্যে নাই। ভোগীর হৃদয় ভোগানলে এবং ত্যাগীর হৃদয় ফল্গুবৈরাগ্যের দাবানলে সতত দগ্ধীভূত হইতেছে। সুতরাং তাঁহারা ভক্তের যুক্তবৈরাগ্যের সুশীতল বারিতে স্নাত হওয়ার ন্যায় শান্ত ও স্নিগ্ধ হইবে কি করিয়া? সেইজন্যই বলিতেছি, প্রভুদের সাঁচ বৈরাগ্য বা কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠার প্রতি বৈরাগ্য হওয়া দরকার, তাহা হইলে প্রকৃত ভজনানন্দ লাভ হইবে।

আমাদের মধ্যে গুরুসেবাবাসনা ব্যতীত অন্য কোন বাসনা থাকা উচিত নহে। হৃদয় আসন ত' আমার নিজের বা অন্য কাহারও নহে, তাহা ত' শ্রীগুরুপাদপদ্মের। আমি যাঁহার, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্তান কাল বলয় না করিয়া এখনই করা দরকার। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ছাড়া আমার আর কেহ নাই। আমার সর্ব্বস্ব—তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের ধূলি। আর নিজের বা আমার বলিতে যা' কিছু তা' সমস্তই শ্রীগুরুপাদপদ্মের। আমার মাথাটা—শ্রীগুরুপাদপদ্মে। শ্রীগুরুপাদপদ্মই সর্ব্বস্ব। তাঁহাকে বাদ দিয়া আমি বাঁচিতে পারি না। গুরুপাদপদ্মবিস্মৃতিই মৃত্যু। গুরুপাদপদ্মস্মৃতিই জীবের জীবন। শ্রীরাধাগুরু-শ্রীরাধাগুরুগণের [illegible] যাঁহার হৃদয়ে নিত্যকাল থাকেন, সেই শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের দর্শন এই পাপময় চক্ষুতে হয় না। ভোগোন্মুখ চক্ষু বা পাপচক্ষুতে যাহারা দেখিবার প্রবৃত্তি আছে—ভোগবুদ্ধিতে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা আছে। ভোগদর্শনের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে সেখানে সেবাদর্শন কি করিয়া হইবে? আত্মানাত্মবাদী বা আকাঙ্ক্ষাযুক্ত ভোগ দর্শন হয়। ভোগবুদ্ধিতে সেবাদর্শন হয় না। বৈকুণ্ঠস্থ শ্রীবৈকুণ্ঠভগবানকে যা দেখে বা যা বুঝা সম্ভব নয় তাহা ছাড়া আর কিছু নহে। যা' দেখা যাওয়া যায় ত' প্রকৃত নয়। তুচ্ছ হওয়া প্রকৃত উপর প্রকৃত করিতে থাকা, আমাদের বা আমাদের [illegible] তুচ্ছতাকে তুচ্ছ হইয়া থাকিতে যাওয়া কি তুচ্ছতা।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপ শিখান আপনে॥

শ্রীল সাগর মহারাজের হরিকথার মর্ম্ম

(২)

আমরা এমন অভাগা যে আমাদের দেখিলে ভগবানের উদ্দীপনা কমিয়া যায়। সেইজন্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আমাদের সঙ্গ হইতে দূরে আছেন। তবে দূরে থাকিলেও তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যান নাই। ছাড়িয়া গেলে বিপদের সময়ের জন্য এত চেষ্টা করিতেন না। যাহাতে আমরা সংকটের অবস্থা বুঝিয়া তিনি যেরূপ চলেন, সেইরূপ হইতে পারি সেইজন্য তাহাকে দূরে সরিয়া আছেন। কিন্তু দূরে থাকিলেও আমাদের ভজন হইবার কিছু নাই। যদি শ্রীল আচার্য্যদেব দীর্ঘকাল আমাদের নিকট আগমন না করেন, তাহা হইলেও বঞ্চিত হইতে হইবে না। তিনি আমাদের মঙ্গলচিন্তা হইতে কখনও বিরত হন না, ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে।

ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই ভগবানকে দেখাইয়া থাকেন। ভগবানের কাছে লইয়া যাইবার সামর্থ্য একমাত্র ভক্তিরই আছে। ভক্তি-সঙ্গী শব্দ অথবা নাম সহিত জীবের সাক্ষাৎকার করায়। ভক্ত-সঙ্গে ভক্তিলাভ হয়। কৃষ্ণকথা শ্রবণকীর্ত্তন অনন্তই ভক্তি। ভক্তি নিত্য ও অপরিচ্ছিন্না, ভক্তি নিত্য, ভগবান্ নিত্য এবং ভক্ত নিত্য; সুতরাং ভক্ত অনুশীলনও নিত্য। ভক্তির অনুশীলনে বিরাম নাই। ... অনুশীলন পরিত্যাগ হইবে, অমুনা তাহাকে গুরুতাক্ত বলা যাইবে না। যে পর্য্যন্ত না মন হইতে অনর্থ নির্গত হয়, সে পর্য্যন্ত বেশ আগ্রহ করিতেও হইবে, তদ্রূপ সে পর্য্যন্ত আত্মদর্শন না হয়, সে পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃই শ্রবণ করিতে হইবে। ভক্তির অনুশীলন অবিরামই করিতে হইবে, বিরাম লাভ করিলে পতন অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও আমরা 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ' অর্থাৎ অবিশ্রান্ত হরিকীর্ত্তনের উপদেশ পাই। এই সব শাস্ত্রীয় বাক্য পরিত্যাগ করিলে অনাবৃত্তির বা সংসারনিবৃত্তির কোন সম্ভাবনা নাই। সতত নামাভাসে অনাবৃত্তি হয়। অনর্থযুক্ত হইয়াও ভজনকারী উদ্ধার লাভ করে। শ্রীনামের অসমুৎ আবৃত্তিতেই—'অহঙ্কার হরিকীর্ত্তনকেই পরমপুরুষার্থ [illegible] বরণ করেন। তাই ও হরিকীর্ত্তন উভয়েই শ্রেষ্ঠ, অপ্রাকৃত অবস্বরূপ। নিরন্তর হরিকীর্ত্তনই সকল মঙ্গলের একমাত্র মূল।

কাহারও অপেক্ষা থাকিলে ভজনে ব্যাঘাত হয়। এইজন্য কাহারও সেবাগ্রহণ করা উচিত নহে। মাধুকরীভিক্ষা করিলে এবং নিরপেক্ষতা রক্ষে অনন্যনির্ভরতা লাভ হয়, এজন্যই যে সকল ভজনানন্দী মহাত্মা থাকেন তাঁহারা কাহারও সেবাগ্রহণ করেন না। তাঁহাদের প্রয়োজনা নাই। তাঁহারা সকল বস্তুকেই কৃষ্ণসেবার উপকরণ ও সকলকেই কৃষ্ণসেবক, সুতরাং আমার জন্য—এই দিকে দর্শন করেন। কাজেই তাঁহারা কাহারও সেবা স্বীকার করেন না। শ্রীল আচার্যদেব প্রকাশ্যে অবস্থানকালে নিজের সমস্ত কার্য নিজেই করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা তিনি ইহাই শিক্ষা দিতেছেন যে, ভজনশীলগণের জীবন [illegible] থাকে। অপরের অপেক্ষা রাখিলে [illegible] হওয়া যায় না। [illegible] নিজে মাধুকরী করিয়া ভজন করেন। অন্যের মাধুকরী দ্বারা পুষ্ট [illegible] গ্রহণ করিবার রীতি নাই। শরীর অসুস্থ হইলেও নিজে মাধুকরী করাই নিয়ম। শ্রীব্রজধামে অনেক সময় শ্রীল আচার্যদেব এরূপ অনুষ্ঠান লীলাভিনয় করিয়াছেন। অন্যরা অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি নিজের প্রয়োজনীয় কার্যাদি অন্য কোন সেবকের দ্বারা করাইয়া লইতে সম্মত হন নাই। পূর্ণশরণাগত না হইলে এজন্য মধুকরীর উপর নির্ভর করিয়া থাকা চলে না।

আমি সর্বাপেক্ষা অধিক অযোগ্য, নরাধম—এই বিচার সর্বক্ষণ রাখা দরকার। মঠবাসী বা গৃহস্থ কেহ কাহাকেও ঘৃণা বা মর্যাদাবুদ্ধিতে হিংসা করিবেন না। [illegible] সকলে সর্বদা স্মরণ রাখিবেন মঠবাসিগণ সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া মঠবাস করিতেছেন, তাঁহারা কতটা নিরপেক্ষ, কৃষ্ণের জন্য তাঁহারা কতটা ভোগত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা কিরূপে অকপটভাবে সর্বস্ব অর্পণপূর্বক ভজনেনায় রত আছেন, আবার [illegible] গৃহস্থবাসেই ভোগী—এরূপ বিচার না করিয়া লক্ষ্য করিবেন যে, তাঁহারা সংসারের এত অসুবিধার মধ্যেও গুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট নিষ্ঠা রাখিয়াছেন। পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিবেন, পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব রাখিয়া চলিবেন। যদি কেহ কাহারও কোনও বিষয়ে অসুবিধা দেখেন, তাঁহাকে নম্রভাবে তাহা জানাইবেন। কাহারও অসাক্ষাতে তাহার সম্বন্ধে বৃথা আলোচনা করিবেন না। পরনিন্দা, পরচর্চা ভজনের প্রতিবন্ধক। তাহাতে ভজনের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। প্রকৃত [illegible] দর্শন হইলে অর্থাৎ [illegible] থাকিলে [illegible] প্রকার পরচর্চা করিবার দুর্বুদ্ধি হয়। সকলকে ভজনোন্মুখরূপে দর্শন হইলে আর ঐ প্রকার প্রবৃত্তি থাকে না। গুরুদেবকৃষ্ণদর্শন—ভেদদর্শন। আমাদিগকে স্বরূপশক্তির আশ্রয় ও আনুগত্যেই সর্বদা থাকিতে হইবে। তটস্থ বা জড়ের সঙ্গ করিলে সুবিধা হইবে না। সর্বত্র স্বরূপশক্তির বৈভবদর্শন হইলে আর জড়দর্শন, জড়দর্শন থাকে না অর্থাৎ নিজের নিরপেক্ষভাব ও আজ্ঞা চলিয়া যায়।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর আদর্শ আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। তিনি মঠের বালক-ব্রহ্মচারীদিগকেও প্রভুবুদ্ধিতে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিতেন। তিনি বলিতেন—ইহারা এরূপ অল্প বয়সে এরূপ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, ইহারা কত বড় ভাগ্যবান্! আর, আমাদের ত' এরূপ অল্প বয়সে এরূপ ভাগ্য হয় নাই! তাঁহার বিচার কিরূপ সুন্দর ছিল। তিনি কোন সময় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন মহারাজ! আপনাদের মধ্য দিয়া না দেখিলে শ্রীল আচার্যদেবকে কি করিয়া দেখা যায় তাহা ত' বুঝিতে পারি না। তাঁহার আদর্শ এমন নিখুঁত নিষ্কলঙ্ক ছিল যে, তাহা সকলেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিত। তাঁহার নিকট অল্প সময় বসিলে বা সামান্য সঙ্গ করিলেও মনে একটা পরিবর্তন আসিত। মঠাশ্রিত সমস্ত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া বাস্তব উপকার লাভ করিয়াছেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সেই আদর্শ সকলেই স্মরণ রাখিবেন। ইনি গৃহস্থ, ইনি মঠবাসী এরূপ ভেদবুদ্ধি করিবেন না। যিনি যেখানে থাকুন, আর যে সেবাকেই থাকুন, সকলেই শ্রীচৈতন্যমঠের সেবক, এ কথা স্মরণ রাখিবেন।

শ্রদ্ধা ও কুটিলতা পরিহার করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। শ্রদ্ধা থাকিলে গুরুবর্গের একটি কথা কর্ণে প্রবেশ করিলেই অনেক কাজ হয়। শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ-প্রভাবে একেবারেই আসক্তি বা ভাব হওয়া যাইতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও শ্রীহরেরাম ভট্টাচার্য দুই ভাই ছিলেন। তাঁহারা বহু শাস্ত্রের পুঁথির জন্য [illegible] কিনিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হরিকথা শুনিয়া তাঁহাদের পরিবর্তন হইয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর ও শ্রীহরেরাম শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য হইলেন। তাঁহারা বিরোধী পিতা ও স্মার্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রবিচার করিয়া তাঁহাদিগকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। অথচ তাঁহাদের পূর্ব হইতেই ভজনবল ছিল। তবে মহাপুরুষের বাণীর এই প্রকারই প্রভাব জানিতে হইবে।

আসক্তি হওয়া দরকার। শ্রীগুরুদেব, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীনাম ও শ্রীধামে আসক্তি হওয়া চাই। অথবা এক জায়গায় কিছুদিন থাকলে সেখানে একটা মমতা হয়, ঐ প্রকার মমতা বাস্তবসক্তি নহে। বাস্তবসক্তি হইলে আর অন্য জায়গায় আসক্তি থাকে না। [illegible] শ্রীগুরুদেবের আদেশে অন্য কোন মঠে থাকিতে হইলে দুঃখবোধ হয় না; কারণ, তখন সকল মঠই যে [illegible] স্বরূপ—এ জ্ঞান লাভ হয়। আবার শ্রীগুরুদেবও কাহারও প্রকৃত বাস্তবসক্তি দেখিলে তাহার ভজনে বাধাও করিয়া অন্য স্থানে প্রেরণ করেন না। অপ্রাকৃত অভিনিবেশই ভজনের মূল কথা বটে, তবে শ্রদ্ধা থাকিলে ত' আসক্তি হইবে।

শ্রীল আচার্যদেব যে আমাদের ছাড়িয়া যান নাই, তাহা নানাভাবে বেশ বুঝিতে পারা যায়। শ্রীল আচার্যদেবের অপ্রকটবিরহ করিলে শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ প্রভু তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে শ্রীল আচার্যদেব বলিয়া দিয়াছিলেন—"আমি এখানে চলিয়া আসায় আপনাদের দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। আমার যদি হরিভজন হয়, তাহা হইলে আপনাদেরও হইবে। গাছের গোড়ায় জল দিলে শাখা-প্রশাখা, ফুলফলপাতায় কি জল যায় না? আপনারা আমাকে উদ্বেগ দিবেন না; তাহা হইলেই আপনাদের মঙ্গল হইবে।" যাহাতে গুরুপাদপদ্ম কোন প্রকারে উদ্বেগ না পান, আমাদের সেই দিকেই লক্ষ্য করা উচিত। বহুজীব কৃষ্ণসেবা করিতে পারে না। কারণ, কৃষ্ণসেবা গুরুপাদপদ্মগণই জানেন কাহাকে কোথায় [illegible] তাহাই হওয়া উচিত যে, কি প্রকারে গুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট আমার দ্বারা পূর্ণ হইবে।

নিরন্তর শ্রীনামগ্রহণ করা দরকার। অন্যান্য সেবাকার্যাদি করিবার সময় হস্তপদাদি অবসরে নিযুক্ত থাকিলেও মুখ ত' আর বন্ধ থাকে না। হাতে মালিকা লইয়া হরিনাম করিবার সুবিধা না হইলেও মুখে হরিনাম হইতে পারে। [illegible] চুপ করিয়া থাকিলে দুর্বুদ্ধি হইলেই মরণ হইবে। এইভাবে অবিশ্রান্ত ডাকিতে ডাকিতে কৃষ্ণ একবার কৃপা করিয়া আসিয়া যাইবেন।

বদ্ধজীবের বিরোধ করিবার বেলায় খুব জোর আছে; কিন্তু ভগবানের ঐ প্রকার জোরের [illegible] অংশও খোঁজে পাওয়া যায় না। হরিভজনের সময় [illegible] না খুঁজিলে উৎসাহ থাকে না, অধিক সময় অবসন্নতা আসে। অনেকের যে একটা অবসন্ন ভাব দেখা যাইতেছে। মুখে হাসি নাই, উল্লাস নাই—ইহার কারণ কি? বহু লোকাভাবে দুঃখিত অন্তর, আর না [illegible] দেখিতেছে না। হরিভজন করিতে আসিয়া এরূপ হইবে কেন? যদি বলা যায়—ইহা বিরহজনিত দুঃখের লক্ষণ, তাহার উত্তর এই যে, বিরহ অত সহজ নহে। যুক্ত না হইলে বিরহ হয় না। বদ্ধজীবের আবার বিরহ কিসের? মিলন না হইলে কি বিরহ হয়? আর না' ছাড়া বিরহ ত' [illegible] ক্রিয়া, তাহা ত' আনন্দেরই প্রকারভেদ মাত্র। শ্রীল প্রভুপাদ ত' বিপ্রলম্ভমূর্তি ছিলেন তাঁহাকে কি শোকের প্রতিমূর্তি বলিয়া মনে হইত? বিপ্রলম্ভ বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন করিলে কি ভক্তগণের শোক উপস্থিত হইত? বিরহ ঐ প্রকার কোন ব্যাপার নহে। ভক্তি 'আনন্দ চিন্ময়রস' [illegible] যখনই দেখা যাইবে, কোনপ্রকার interest পাওয়া যাইতেছে না, সবই একঘেয়ে হইয়া পড়িতেছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, কোনও গলদ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীল আচার্যদেব লিখিয়াছেন—"একঘেয়ে থাকতে আমার প্রয়োজন নাই।" অলস হইলে বা কুটিনাটি করিতে থাকিলে ভজনে আনন্দ পাওয়া যায় না।

সাধন দরকার। সাধনভক্তি দ্বারা অনর্থ নিবৃত্ত হয়। সাধনভক্তিতে দেহাত্মবোধ দূর হয়, তবে মনের কিছু প্রাধান্য তখনও থাকে। ভাবভক্তির উদয় হইলে আর মনের কোনপ্রকার চাঞ্চল্য থাকে না। তখন মনটা নির্মল হয়, সেই নির্মল মন ভাবসেবা বা মানসসেবা হইয়া থাকে। সাধনের প্রতি লক্ষ্য, উন্নতির দিকে লক্ষ্য না থাকিলে সমস্ত চেষ্টাই 'ছিদ্রযুক্ত কলসে' জল ঢালার ন্যায় বৃথা পরিশ্রম মাত্র।

শ্রীযোগপীঠে কীর্তন

গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরীস্থ [illegible] শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের কৃপাপ্রার্থনামুখে অনুক্ষণ হরিকীর্তন ও সেবাকার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতেছেন। প্রত্যহ প্রাতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-[illegible] [illegible] ব্যাখ্যা করিতেছেন। [illegible]

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ,—এই দুই রূপ॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
আটোর নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(২) [illegible]
[illegible] ইং, বাগবাজার
কলিকাতা [illegible]
সেবক—[illegible]

(৩) [illegible] শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] দাস

( ) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজির সমাধি পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী [illegible] দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গোদ্রুমপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনৃসিংহপল্লী গৌড়ীয়মঠ
[illegible] (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী)
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী [illegible]

(১৮) [illegible] আসন
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) বরাহনগর গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(২৩) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রী [illegible]

(২৪) গোপালজীউমঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
সেবক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(২৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী [illegible]

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী [illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রী [illegible] দাস অধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], ইউ, পি
সেবক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড গয়া
সেবক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible] মিন্ট
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible] ইউ পি।
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible] মথুরা
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible] মথুরা)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী [illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী [illegible] দাস

(৪৪) গোপ্তবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) ব্যাস গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড [illegible] দিল্লী
সেবক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী [illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible]
[illegible] পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible] মঠ
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী [illegible] গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] গোদাবরী
সেবক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], গোদাবরী
সেবক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] (মাদ্রাজ)
সেবক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] স্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible] রোড
[illegible]
সেবক—[illegible] দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
[illegible], কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট.
কলিকাতা
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ [illegible]
[illegible] (ইউ-পি)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ [illegible]

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবীনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রী [illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:০:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী প্রত্যেক বার জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী প্রত্যেক বার জন্য
প্রতিবারের প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "	৩৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা /৫। বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-:০:-

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট—

-:০:-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—এখানে সরকারী বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচালিত হোষ্টেল। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতি বৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে বাঙ্গলা ভাষায় নিরুপম। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র দুই টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ছড়ার মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মধুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, বাংলা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে শাস্ত্রদৃষ্টিকোণে জগতের মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, মতভেদ, অবতার, কোরাণ, বাইবেল ও তৎসম্বন্ধে প্রাচ্যপাশ্চাত্য-বিজ্ঞমসমূহের শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ সমন্বয়, ভক্তিমূলক সমাধানের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ 'হরিজন' শ্রীযুত ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত মধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যাদীপপ্রদীপ মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় উক্ত শতাব্দীর পূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের বৃত্তান্ত মধ্যে যোগ্য স্থানে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ তাহার পরিশিষ্ট রূপে শ্রীল শ্রীধর স্বামীর সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল অনুবাদ, মূল শ্লোকের অনুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর আনন্দলাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। সুন্দর কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর; ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। [illegible] টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রতিপাদ্য বিষয়-নির্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতি সহিত [illegible] কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের একটি অমূল্য রত্ন। [illegible] ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গদ্যাকারে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। [illegible] আনা। [illegible] আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ [illegible], পুরাণা পল্টন, পোঃ রমণা ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

যাওয়া

কলিকাতা ছাঃ	[illegible]	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	[illegible]	১৬-১৬	১৭-৫৬	[illegible]	
দমদম	৬-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১০-১৮	১৩-২০				১২
রাণাঘাট পৌঃ	৮-১৬	৮ ১	৯ ১৮	১৩-২৮	১৪ ৫১	১৮-০১	১৯-৩৫		০-৫৮
(বদল) ছাঃ	৬ ২৮	৮-৬	৯ ৩৩	১২-৩৩	১৫ ৫	১৮-৫৯	১৯-৪০		৪-৩৮
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	০-৬	১০-১৬	১৫ ৪১	১৯ ১৫	২০-১৫		১- ১

(বদল) ছাঃ	৭-১	১০-০১	১৭-৫৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-১৯	১৮-১০	২৭-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬

দমদম ১১-১৮

রাণাঘাট পৌঃ ১-৫৫

ছাঃ ১৩-০

শান্তিপুর পৌঃ ১৩ ২৮

(বদল) ছাঃ ১৩ ৩৩ (লোকাল ট্রেণে)

কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬ ১	[illegible]	১১-৪	১৪-৩৭	[illegible]	১৮ ৩৬	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-[illegible]	১১-৫২	১৫ ০	১৬ ৬৬	১৯-১১	

ছাঃ	৭-১০	৮ ৫৩	১১-৫৯	১৫-১০	১৬ ৫৭	১৯-৭২	২১-৪৬	১-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৪৫	৯ ২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-১	২১ ৩	৫ ২০
(বদল) ছাঃ	৭ ৫৭	৯ ৩০	১২ ৩৩	৫ ৫৫	১৭-৪২	[illegible]	১[illegible]-২৫	৫ ৮
দমদম		১০-৮		১৭-৩৮	[illegible]	২	২৫	২-[illegible]
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২.	১১ ২০	১৪ ১৬	১৭ ৬৬	২১ ৪০	২৩ ২৫	৬ ১৬	

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, মহোদয় কর্ত্তৃক [illegible] পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম, এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পাশ্চাত্য লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলাচরিত-পাঠে মত্ত হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ নানাচিত্র বিচিত্র চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম হইতে ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ঐ বিদ্বান শ্রীগ্রন্থকারের [illegible] গোস্বামী মহাশয়ের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়সূচিকা (contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে [illegible] শব্দ সুবিস্তৃত ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমার্দ্ধ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, [illegible] মহারাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা নদীয়া

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:০:———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এইস্থান হইতে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪ ৫ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "[illegible]" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] পুরাতন জীর্ণ [illegible], [illegible] একমাত্র [illegible] [illegible]। [illegible] এবং নূতন পুরাতন [illegible] সেবন করিয়া [illegible]। ছোট বোতল [illegible] বড় [illegible] আনা। [illegible]

—[illegible], [illegible] রোড, কলিকাতা।

[illegible]

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO 1544

পত্রপ্রসূনমালা
—::—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত
বিভিন্ন পত্রাবলী শ্রীশ্রীল
আচার্যদেবের বিরচিত
'গৌড়' কাগজে প্রকাশিত
হইয়াছে। ইহাতে অনেক
অমূল্য উপদেশ আছে।
ভিক্ষা আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
মডার্ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত
—::—
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর লীলা ও প্রচার
কথা সুন্দরভাবে বর্ণিত
লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
ভিক্ষা ১।০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রী... শ্রীমায়াপুর।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ২৩শে পৌষ ১৩৪৭, ৭ই জানুয়ারী, ১৯৪১ মঙ্গলবার ২৫২তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::—

অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যদল কর্তৃক বার্দিয়া রক্ষার ব্যূহ ভেদ

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ যে, টাক-বাহিনীর সহযোগিতায় অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যদল এক স্থানে বার্দিয়া রক্ষার ব্যূহ ভেদ করে। ব্রিটিশ জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স হইতে প্রচারিত এক ইস্তাহারে এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া বলা হইয়াছে যে, সংগ্রাম চলিতেছে। অন্যান্য রণাঙ্গনে উল্লেখযোগ্য কোন কিছু ঘটে নাই।

বার্দিয়া রক্ষার ব্যূহভেদে অষ্ট্রেলিয়ান বাহিনীর সাফল্যের সংবাদে লণ্ডনের কর্তৃপক্ষীয় মহলে উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, সংগ্রাম যদিও ব্যাপক এলাকার মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে, তথাপি উহা প্রচণ্ড আক্রমণের আকার ধারণ করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া (প্রস্তাবার সম্ভবতঃ পাঁচ ছয় মাইল) বার্দিয়া রক্ষার ব্যূহ গঠিত। ইহার মধ্যে ট্যাঙ্ক আক্রমণ-নিরোধক সর্বপ্রকার ব্যবস্থা, কংক্রীট-নির্মিত দৃঢ় ঘাঁটি, মেশিনগান ঘাঁটি, কাঁটাতারের বেড়া, কামান ঘাঁটি সমস্তই রহিয়াছে। সুতরাং এই ব্যূহ ভেদ করিতে কিছু সময় লাগিবে। কিছুকাল হইতে ইটালীয়ান কামান সম্পূর্ণ নীরব আছে। এরূপ অনুমান হয় যে, এই নীরবতার কারণ হইতেছে এই যে, ইটালীয়ানরা অবাধ গতিতে ব্রিটিশ ঘাঁটিসমূহের উপর গোলা বর্ষণ করিতে পারিতেছে না। কারণ, আকাশে তাহাদের আধিপত্য লোপ পাইতেছে; সুতরাং পর্যবেক্ষণের জন্য কোন বিমান ব্যবহার করিতে পারিতেছে না।

ত্রিপলীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, ব্রিটিশ বিমান বহরের প্রধান ঘাঁটি হইতে প্রচারিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ বিমানবহর ত্রিপলী পোতাশ্রয়ের জাহাজ সমাবেশের উপর দুইবার প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। প্রথমবার আক্রমণের সময় পোতাশ্রয়ের বাঁধ-পূর্ণ অঞ্চলে বোমা বর্ষিত হয়। তথায় পাঁচটি জাহাজ নোঙর করিয়াছিল। ডক বিভাগের জেটী এবং একটি জাহাজের উপর সোজাসুজি বোমা বর্ষিত হয়। সামুদ্রিক বিমান ঘাঁটির নিকট কয়েকস্থানে অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হয়। স্থানে স্থানে নূতন করিয়া বিস্ফোরণ আরম্ভ হয়। সামুদ্রিক বিমানের আস্তানাসমূহে আগুন ধরিয়া যায়। দ্বিতীয়বার আক্রমণের সময় ডক বিভাগের জেটির উপর সোজাসুজি বোমা পড়ে। পাঁচটি বিভিন্ন স্থানে অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হয়। তিনটী স্থানে বিস্ফোরণ হইয়াছিল। মোটর চালিত দুইটি ক্ষুদ্রাকার জাহাজের উপর সোজাসুজি বোমা পড়ে এবং বিরাট ধূম্রকুণ্ডলী উত্থিত হইতে দেখা যায়। বহু মাইল দূর হইতে অগ্নিশিখা দেখা যায়।

তদুপরি উক্ত ইস্তাহারে ইহাও বলা হইয়াছে যে, বার্দিয়ার উপর কয়েকবার আক্রমণ চালান হয়। বহু জাহাজ ও অট্টালিকায় আগুন জ্বলিতে দেখা যায়। পরে আরও দুইবার আক্রমণ চালানো হয়। প্রধানতঃ মোটর সমাবেশ এবং শহরের পশ্চিমদিকবর্ত্তী একটি ছাউনির উপর বোমা ফেলা হয়। ফলে সমূহ ক্ষতি হয়। ইটালী-অধিকৃত পূর্ব আফ্রিকার বহুবার পর্যবেক্ষণকারী বিমান পাঠান হয়; কিন্তু কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। সমস্ত ব্রিটিশ বিমান নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করে।

ইটালীয়ান সাবমেরিণ জলমগ্ন

নৌ-বিভাগ হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, ব্রিটিশ সাবমেরিণ 'থাণ্ডারবোল্টের' টর্পেডো আক্রমণে একটি ইটালীয়ান সাবমেরিণ জলমগ্ন হইয়াছে। উক্ত ইটালীয়ান সাবমেরিণটি শত্রু জাহাজের প্রহরায় ইটালী অধিকৃত এলাকায় নিযুক্ত থাকিতেছিল। ব্রিটিশ সাবমেরিণ 'থাণ্ডারবোল্টের' প্রাক্তন নাম 'থেটিস'। ১৯৩৯ সালে থেটিস উত্তর ওয়েলস এর নিকটবর্তী স্থানে উহা পরীক্ষা করার সময় জলমগ্ন হয় ফলে একশত জনের প্রাণহানি হয়। পরে জলমগ্ন 'থেটিস'কে সমুদ্র হইতে উদ্ধার করা হয় সরকারী তদন্তের ফলে প্রমাণিত হয় যে, থেটিস গঠন পরিকল্পনার কোন ত্রুটি ছিল না। অতঃপর উহা মেরামত করিয়া উপযোগীরূপে নূতন নামকরণ করা হয়।

পণ্ডিচেরীতে পূর্ণ স্বরাজ

পণ্ডিচেরীর জনসাধারণ জেনারেল ডি গলের আবেদনে যেরূপ সহানুভূতিভাবে সাড়া দিয়াছে তাহাতে ফ্রান্সের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে ফরাসী ভারতের ঐক্যের সন্ধান পরিচয় পাওয়া যায়। ফরাসীর বর্ত্তমান দুর্গ ও উহাদের নির্বাচনমণ্ডল পণ্ডিচেরীতে জনসাধারণ পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করে। জেনারেল ডি গল সম্প্রতি ফরাসী ভারতের গভর্ণর ও সমগ্র ভারতে তাঁহার প্রতিনিধি মারফৎ নূতন নেতৃত্বের মারফত ফরাসী ভারতের জনসাধারণকে এই অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, নববর্ষের দিন অপরাহ্ণে তাহারা যেন স্ব স্ব গৃহে অবস্থান করে এবং ফ্রান্সের আত্ম স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রার্থনা করে। ... ... সমারোহে ... ... বহু লোক উপস্থিত হইয়াছিল।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ১ টাকা।

৩। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত বসুনাথ মহোদয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় - পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্‌-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। গৌড়ীয় গৌরবিহারাদি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বহুজন এবং বহুদেশের জনগণসমূহের সম্মুখে পণ্ডিত ও প্রবাসী মহাপুরুষবৃন্দ যে সকল বাক্যামৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসমন্বিত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইল। শ্রীশ্রীমৎ প্রভুপাদের সিদ্ধান্তসমূহে ও তত্তৎ সিদ্ধান্তবাদে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয়গণ জগদ্গুরু আচার্য্যদেবের সিদ্ধান্তপূরিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে অঙ্কিত ও শ্রীপাদ বলদেব বৃত্তি-বিরচিত 'গোবিন্দ' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিবর্ত্তের আলোচনা ও সংগীত অতুলপূর্ব্ব পদ্যানুবাদ নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৴০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত কৃপাসিন্ধু দাস এম্‌-এ, বি-এল্‌,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

ভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, —সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অযাবা) ৯৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অযাবা)
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড —৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১ ৩য় খণ্ড- ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বামন-আম্বর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৴০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৴০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অযাবা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল ভাষা ।০
২৭। বৃত্তিকারিকা ধর্ম্মদোষাঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্র (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ -দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ।০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ।০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। অর্চ্চনপদ্ধতি (পঞ্চম সংস্করণ)
৪৯। অর্চ্চনকল্প
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। সৎক্রিয়াসারদীপিকা বা নারায়ণসংস্কৃতি
৫৬ ভাগবতধর্ম্ম ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ০
৬০। সংস্কারাদি ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধম্ ।০
৬৩। সচ্চিদ-বিলাসপ্রসূনম্ ।০
৬৪। স্তবকল্প ।০
৬৫। সাত্বতা সিদ্ধান্তম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মতপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ অব কর্ম্ম ইন দি বেদান্ত ।০
৭০। সাধকগণ ৴০
৭১। বেদান্ত — ইট্‌স মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ।৶০
৭৩। শ্রীক্ষেত্র অ্যাণ্ড প্রেসেন্টেশন অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম
৭৫। কোশ্চেন গৌড়ীয়মঠ ইন্‌ কুইক
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। এথেটিক প্রিন্সিপল্‌স অ্যাণ্ড আপ্লায়েড বৈষ্ণবিজম
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ) ১০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৬০ আনা
প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা [illegible]
প্রাপ্তিস্থান —
[illegible]
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ ২৭ নারায়ণ ৪৮৪ গৌরাব্দ ২৩শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৭৭, ৭ই জানুয়ারী ইং ১৯৭১, মঙ্গলবার ২৭২৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ নারায়ণ ৪৮৪ গৌরাব্দ

শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর

——::०::——

কৃষ্ণভক্ত শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর মহাভাগবত পরমহংস। তিনি শ্রীসম্প্রদায়-বিশিষ্ট গ্রন্থের মতে অষ্টম শক শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হন। শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কৃষ্ণবেণ্বা নদীর পশ্চিমতীরে বসতি ছিল। তাঁহার পূর্ব্বনাম শ্রীশঙ্কর মিশ্র। শ্রীল ঠাকুরকে লীলাশুক, চিৎসুখাচার্য্য প্রভৃতিও বলা হয়। শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর সাতশত বৎসর অপ্রাকৃত দেহে বৃন্দাবনে একান্তে ভজন করেন।

শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর দাক্ষিণাত্য দেশে কৃষ্ণবেণ্বা নদীর তীরবাসী একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ জীবন যাপন করিয়া দুর্দ্দৈবতঃ চরিত্রহীনতায় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন। কৃষ্ণবেণ্বা নদীর পূর্ব্বতীরে চিন্তামণি-নাম্নী এক যুবতী বেশ্যা বাস করিত। শ্রীবিল্বমঙ্গল তাহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার আসক্তি এত প্রবল হইল যে, বর্ষাকালের এক রাত্রিতে যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অবিরাম বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং পুনঃ পুনঃ বজ্রপতনে চতুর্দ্দিক্ কম্পিত হইয়া উঠিল, তখনও বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া যে কোনও উপায়ে তাহার গৃহে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। দৈবদুর্য্যোগ, নদী পার হইবার নৌকার অভাব প্রভৃতি কিছুই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না। নদীতে একটী ভাসমান মৃতদেহ ধরিয়া কোনরূপে নদী পার হইলেন এবং বেশ্যার দ্বারে উপস্থিত হইয়া বহু চীৎকার করিয়াও বেশ্যার কোন সাড়া পাইলেন না। প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে খুঁজিতে খুঁজিতে তিনি বেশ্যার গৃহের প্রাচীর-গাত্রে লম্বমান একটা কৃষ্ণসর্পের পুচ্ছ ধরিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক একটী পয়ঃ-প্রণালীর মধ্যে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অকস্মাৎ তীব্র শব্দ শুনিতে পাইয়া বেশ্যা বাহিরে আসিয়া দেখিল বিল্বমঙ্গল এরূপ দুর্য্যোগের মধ্যেও জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। শুশ্রূষা করিবার পর বিল্বমঙ্গল চৈতন্য লাভ করিলে চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিল,—"অহো! তুমি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ হইয়াও এত বড় মূঢ় হইলে কি প্রকারে? তুমি কি জান এরূপ কোন্ ব্যক্তি পরিণামে দুঃখদায়ক জড়দেহের জন্য আপনাকে এইভাবে বিনষ্ট করে? আমি মহা পাপীয়সী, আমি নানারূপ কপটতা করিয়া বহুরূপিণী মূর্ত্তিতে পুরুষগণকে বঞ্চনা করিয়া তাহাদের ধন অপহরণ করি। তুমি আমার রক্ত-মাংসের প্রতি যেরূপ আসক্ত হইয়াছ, যদি নিত্য পরমপুরুষের প্রতি এরূপ আসক্ত হইতে পারিতে, তাহা হইলে আজই নিত্যানন্দের অধিকারী হইতে পারিতে।"

চিন্তামণির এরূপ ভর্ৎসনা-বাক্যে বিল্বমঙ্গলের নিজের প্রকৃত মঙ্গল ও নিত্যের উপলব্ধি হইল। ভোগাসক্তির স্থানে তাঁহার হৃদয়ে ত্যাগের বাসনা জাগ্রত হইল। পরদিবস প্রত্যূষেই চিন্তামণিকে গুরুবৎ-প্রণাম করিয়া শ্রীবিল্বমঙ্গল গৃহের অভিমুখে চলিলেন এবং সোমগিরি নামক জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈরাগীর জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলেন, এই সোমগিরি মহাভাগবত বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহারই কৃপায় তিনি কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন। আবার কোন কোন মতে শ্রীবিল্বমঙ্গল সোমগিরি বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট প্রথমে অদ্বৈতমার্গে উপনীত হন এবং পরে বৈষ্ণবগুরুর কৃপায় অদ্বৈতপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগময় মধুর ভজনে রুচিবিশিষ্ট হন। শ্রীবিল্বমঙ্গলের সাধকসূত্রের মহাভাগবতের কৃপায় সদ্গুরু হইতে তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ পূর্ব্ব সংস্কার এবং ভগবৎসেবানুরাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করিলেন। শ্রীশুকদেবের ন্যায় তাঁহার নাম রাখিলেন লীলাশুক। প্রাকৃত যখন ভাগবত আত্মীয়-কুটুম্ব সঙ্গ হইতে দূরে থাকিবার জন্য বিরক্তাশ্রম গ্রহণ করিলেন।

শ্রীবিল্বমঙ্গলের রচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলীর অন্যতম। গ্রন্থ ... প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে এই অমূল্য ছাপানো গ্রন্থ বিশেষ আগ্রহসহকারে সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই—

তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেণ্বা-তীরে।
নানা তীর্থ দেখি তাঁহা দেবালয়ে ফিরে॥
ব্রাহ্মণসমাজ সব —বৈষ্ণবচরিত্র।
বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত॥
কৃষ্ণকর্ণামৃত শুনি' প্রভুর আনন্দ হৈল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাঞা লইল॥
'কর্ণামৃত'-সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় কৃষ্ণে শুদ্ধপ্রেমজ্ঞানে॥
সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সেই জানে, যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥

শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের প্রারম্ভে চিন্তামণি জনকে নমস্কার করিয়াছেন,—

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ংবররসং লভতে জয়শ্রীঃ॥

অতঃপর প্রবন্ধে বর্ণনা চিন্তামণি [illegible] হইল, [illegible] [illegible] ভক্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত [illegible] [illegible] বিষয় [illegible] শ্রীবিল্বমঙ্গলের [illegible] [illegible] একটি পারমার্থিক [illegible] [illegible] পাওয়া

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।

ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

যায়। শ্রীবিশ্বনাথ [illegible] ব্রজবাসী বা [illegible] কৃষ্ণভক্ত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন [illegible] হইতে [illegible] দিকে [illegible] [illegible] [illegible] প্রাকৃত দর্শন ও [illegible] দর্শন এই উভয় প্রকার [illegible] এবং তাহা [illegible] দর্শন [illegible] হয়েন। তিনি তখন [illegible] বিপ্রলম্ভ-[illegible] আস্বাদনে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি [illegible] [illegible] দিয়াছেন। কিন্তু [illegible] তাহা [illegible] পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কি ভাবে অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলা-মাধুরী আস্বাদন করিতেন, তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥

অদ্বৈতমার্গের পথিকগণের উপাস্য, আর আত্মানন্দ সিংহাসন হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও আমি কোন এক শঠ-লম্পট কর্তৃক হঠাৎ দাসীরূপে পরিণত হইয়াছি।

শ্রীল বিশ্বনাথ ঠাকুর মধুররসবণিক ছিলেন। তবে কথা এই যে, শ্রীল বিশ্বনাথ ঠাকুরের বাক্যে [illegible] কৃষ্ণ-সঙ্গলিপ্সা অর্থাৎ কৃষ্ণদর্শন-লালসা, কৃষ্ণস্পর্শ-লালসা প্রভৃতি ভাবসমূহ পরিস্ফুট হইলেও স্বাতন্ত্র্যময়ী অবস্থার চরম শ্রীমতী রাধিকার মহিমা ও তাঁহার দাস্য মাধুর্যের উপলব্ধি তাঁহাতে ছিল না। মধুররসতত্ত্ব চরাচর বিপ্রলম্ভ-প্রধানে মহত্ত্ব অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, আস্বাদনের অবস্থায় তাদৃশ দেখা যায় না। কিন্তু শ্রীরাধার সেবার প্রেমাধিক্যবশতঃ বিপ্রলম্ভের উজ্জ্বলতাপেক্ষা আশ্রয়ের শ্রেষ্ঠতার কথা শ্রীনরোত্তম ঠাকুর শিক্ষায় পাওয়া যায়।

কৃপালাভের জন্যই সেবা

শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ বা প্রাণ [illegible] সেবাই ভজনের মূলকথা। [illegible] আত্মসমর্পণ বা সর্বক্ষণ কার্যের মধ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপাপ্রার্থনা নাই, সেখানে সেবা বলিয়া কোন কথা নাই। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ছাড়া গতি নাই। শ্রীগুরুদেবের কৃপালাভের জন্যই আমাদের জীবনধারণ। সুতরাং যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থায় থাকিয়া সর্বক্ষণ শ্রীগুরুদেবের কৃপাপ্রার্থনা করা দরকার। নতুবা আমাদের সমস্ত কার্যই কর্ম হইয়া যাইবে। প্রত্যহ কেবল নিয়মনীতি কার্যাবলী করিয়া গেলে কখনও গুরুকৃপা লাভ করা যায় না। যে কোন অবস্থায় থাকিয়া যে কোন সেবাকার্যে—যথা [illegible] আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা লাভ করিতে হইবে—ইহা সর্বক্ষণ স্মরণীয়। কিন্তু আমরা মূল বিষয়ে উদাসীন হইয়া বাহ্য বিষয় লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়ি, কাজেই আমাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াগুলি কেবল কর্মকাণ্ডে পর্যবসিত হইয়া যায়। প্রত্যেক কার্যটি করিবার সময় নিজ [illegible] সেই তাঁর সুখের জন্য হইতেছে কিনা চিন্তা করা আবশ্যক। নতুবা শুধু ক্রিয়াকলাপের দ্বারা [illegible] কখনও আমাদের চেতনের বিকাশ হবে না। চেতনের বিকাশ হয় গুরুকৃপায় ও শ্রবণ-কীর্তনেই সম্ভব। সুতরাং যখনই যে কোন কার্য করি, তাহা কৃপালাভের জন্য বা শ্রবণ-কীর্তনে অনুকূল কিনা তাহাও দেখা আবশ্যক। গুরুসেবা সর্বতোভাবে [illegible] করা উচিত। গুরুসেবার উৎসাহ বিনিময় মনের ধর্ম নহে, তাহা চেতনের ধর্ম প্রীতি ও আদরের সহিত অনুশীলনের নামই উৎসাহ। যে কার্যে নিষ্ঠা [illegible] আন্তরিক চেষ্টা উপস্থিত না হয়, তাহা করিয়া [illegible] যায়, ফলে বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা। তাহাতে প্রথমতঃ কিছুকাল পর্যন্ত নানাপ্রকার নিয়মপালনের প্রতি বেশ আগ্রহ দেখাইবার পর আর কোন প্রকার প্রেরণা না পাইয়া, প্রাণের সাড়া না থাকায় গুরুসেবার বাধাগুলি নিকট আসিয়া যায়। যে কার্য করিতে অন্তর হইতে উৎসাহ না আসে, শাস্ত্রবিহিত যেখানে না থাকে, সে কার্যে আগ্রহ বা রুচি কতদিন থাকিতে পারে? কাজেই ক্রমশঃ সাধু ও সাধুসঙ্গে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উচ্ছৃঙ্খল বা উন্মার্গগামী হইয়া পড়িতে হয়। সেইজন্য প্রত্যহ সর্বক্ষণ সাধুসঙ্গে চেতনবৃত্তি দ্বারা স্বরূপকে পোষণ করা আবশ্যক।

সর্বক্ষণ শ্রবণকীর্তনের মধ্যে থাকা দরকার। সাধুসঙ্গ ব্যতীত শ্রবণ-কীর্তন হয় না। যে সাধু প্রতি মুহূর্তে আমাকে হৃদয়ে মর্মান্তিক আঘাত দিয়া [illegible] ছেদন করিয়া, জড়াসক্তি ছিন্ন করিয়া দিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে আসক্ত করিয়া দিতে পারেন, এরূপ সাধুর নির্দেশে চলিলেই গুরুসেবা সম্ভব। নতুবা নিজের খেয়ালমত চলিলে বা নিজের রুচি অনুযায়ী কার্য করিলে কখনও গুরুসেবা হয় না। তাহাতে কেবল অস্মিতার চরিতার্থতা বা মনের আদেশপালনই হইয়া থাকে। সেই কার্যটী বাহ্যতঃ দেখিতে গুরুসেবার মত দেখায়, কিন্তু তথাপি তাহা দ্বারা অস্মিতার চরিতার্থ করিবার গোপনীয় ইচ্ছা থাকায় তাহা সেবা নহে। গুরুদেবের প্রত্যেক কার্যটি তাঁহার মধুর নির্দেশানুসারে অত্যন্ত প্রীতি ও আদরের সহিত করা সেবকের ধর্ম। যেখানে সাধুর আনুগত্য নাই, তথায় দাম্ভিকতা বা কর্তাভিমান আছেই। দাম্ভিকতা বা স্বতন্ত্রতাই [illegible], গুরুসেবার যে কার্যে প্রাণের সাড়া না পাওয়া যায়, সেই কার্য আমাদিগকে প্রাণনাথের সন্ধান বা কৃপা দান করিতে পারে না। প্রত্যেক কার্যই ত' আমাদিগকে দিন দিন ভজন-প্রগতির পথে অগ্রসর করাইবে। তাহা যদি না হয় তাহা হইলে নিশ্চয় আমাদের পতন হইতেছে—অপ্রাকৃত বিগ্রহের প্রতি অপরাধ বাড়িয়া যাইতেছে। বিগ্রহের প্রতি অপরাধ [illegible] ফল প্রসব করে।

সাধকের প্রয়োজন ঠিক না হইলে অভিধেয়জ্ঞানের বা সম্বন্ধজ্ঞানের জন্য যে যত্ন, তাহা পণ্ড হইয়া যায়। প্রয়োজন বা নিত্যবস্তু প্রয়োজনরূপে ঠিক হয়, তাহা হইলে যে কোন অবস্থায় বা যে কোন কার্যের মধ্যে থাকিলে কখন কোনও অসুবিধা হয় না। কিন্তু অসদ্বস্তু যদি আমাদের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সাধুর সঙ্গে থাকিবার অভিনয় করিলেও বা সৎকার্যের আবরণে থাকিলেও অকল্যাণের অভাবনীয় ভোগ করিতেই হইবে।

সর্বক্ষণ সমস্ত কার্যের মধ্যে কৃষ্ণস্মৃতি রাখিবার জন্য যত্ন করা দরকার; তাহা গুরুসেবা ও কৃষ্ণনাম-কীর্তনের মধ্যে থাকিতে পারিলে সম্ভব হয়। ইহাই প্রশস্ত উপায়। এই দুইটী উপায় ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই সম্ভব নয়। এই দুইটী সাধনের পথে যত কিছু প্রাকৃত বাধাবিপত্তি আসে সমস্ত পশ্চাতে ফেলিয়া ক্রমশঃ লক্ষ্য বস্তুর দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। অনর্থ বা প্রাকৃত বাধাবিপত্তি দূরীকরণের দিকে মন বেশী দিতে গেলে পরিশেষে তাহাতেই অভিনিবেশ আসিবে। প্রাকৃত বাধা বিপত্তি আসে, আবার কালস্রোতে চলিয়া যায়। সুতরাং তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিয়া সময় নষ্ট করা উচিত নয়। দুর্বাসনাদিগের প্রতি অভিনিবেশ না হইয়া যাঁহার কার্য সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি অভিনিবেশ হইলেই মঙ্গল। অর্থপ্রবৃত্তির দিকেই লক্ষ্যটা থাকা দরকার। তাহা হইলেই অনর্থনিবৃত্তি আপনা হইতেই হইবে। অনর্থনিবৃত্তিটা গৌণকার্য, মুখ্যকার্য অর্থপ্রবৃত্তি। অনর্থনিবৃত্তি অপেক্ষা অর্থপ্রবৃত্তি অধিকতর প্রয়োজনীয়। সর্বাবস্থায় অর্থপ্রবৃত্তির দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। অর্থপ্রবৃত্তির দিকে তীব্রগতি হইলে অনর্থ কি আপনা হইতেই ছুটিয়া যাইবে।

গুরু-নিত্যানন্দ

(শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী)

যাঁহার আশ্রয় কোথাও নাই—যাঁহার আপন বলিতে এ জগতে কেহ নাই, তাঁহার শ্রীগুরুনিত্যানন্দ আছেন। তিনি অগতির গতি—অসহায়ের সহায়—অনাথের নাথ—পতিতের পাবন—অর্থাৎ উদ্ধারকর্তা। দুর্গত, পতিত, দুষ্ট, দুর্মদ, নরাধমের আশ্রয়—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। জগতের সকলেই যাঁহাকে ঘৃণা করে, তাঁহারও সহায় একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। তাঁহার অপার করুণা, অযাচিত কৃপা মানুষ বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে নাই। তাঁহার অসীম কৃপা মানুষ [illegible], অনর্থপূর্ণ অলস, আত্মপরায়ণ [illegible] উপরও অজস্রধারায় বিরাজিত রহিয়াছে। যদি কৃপাময় প্রভু আমার উপর অযাচিতভাবে করুণা বর্ষণ না করিতেন, তাহা হইলে আজ আমার গতি কি হইত? এই বর্ণিত নরাধমকে উদ্ধার করিয়া সেবাপ্রদান করিবার জন্য তাঁহার কৃপাহস্ত সর্বক্ষণই রহিয়াছে। তিনি সর্বক্ষণই এ হতভাগাকে বলেন—নিত্যানন্দ—নিজ আনন্দের প্রদেশ বৈকুণ্ঠধামে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত আছেন। তাই কখনও তিনি দিতে স্নেহ, আদর, যত্ন, কখনও উপদেশ, কখনও আদেশ, কখনও তাড়না করিয়া আমাকে সৎপথের চেষ্টা করিতেছেন, আবার কখনও বা তাঁহার নিজজন বৈষ্ণবের দ্বারা নানাপ্রকারে আমার মঙ্গলের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সেই করুণাময়ের করুণাধারায় স্নাত হইতে পারিলাম কই? হাত হইতে ত' দূরের কথা, তাঁহার কাছেও ত' আমি যাইতে পারিলাম না। যাঁহার দর্শনে যে রূপ ছড়াইয়া যায়—পাপময়দিন চিত্তের মালিন্য কাটিয়া যায়—আনন্দ-আস্বাদন চিত্তে নিপতিত হয়—সেবাপিপাসা প্রবল হয়।

কিন্তু কই তাহা ত' আমার হইল না, অথিল নিত্যানন্দ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ের অভিনয়ের সুযোগ হইল – শ্রীল আচার্য্য দেবের শ্রীচরণতলে বাসের সুযোগ হইয়াছে. শ্রীমায়াপুরনিবাসী গৌরভক্তগণের সঙ্গে থাকিবার সুযোগ হইয়াছে, তাঁহাদের স্নেহ-কৃপা-আদেশ উপদেশ-শাসন-নিয়মন অনুযায়ী চলিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, কিন্তু এই অদ্ভুতপূর্ব সৌভাগ্যের মর্ম বুঝিতে পারিলাম কই? কত কি করা হইল, এত করিতেছি, তবু ত' প্রাণ একটু স্পন্দন হইল না, হৃদয়ে সাড়া দিল না, সেবাদিতের জন্য উৎকণ্ঠা থাকল না, দীনতার অমানি-মানদধর্ম আসিল না। বড়ই দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। গুরুবৈষ্ণবগণের প্রকাশ্য সঙ্গলাভের সুযোগ পাইয়াও যখন অ-ধার বাহ্যদৃষ্টি বস্তু মাত্রও হ্রাস হইল না, তখন আমার মৃত্যু অনিবার্য্য। সর্ব্বক্ষণ সেবকের সঙ্গে থাকিয়াও যখন সে যে কথা বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারি দেখি না, তখন আমার ভাবনার দশা বা জীবন সম্বন্ধে বিচার করিলে পাওয়া যায় কেবল হতাশা-নিরাশা। তাই যদি এখনও সজাগ না হই, করুণাসিন্ধু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাভিক্ষা না করি, তাহা হইলে অনিবার্য্য অধঃপতন হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম এবং বর্ত্তমান জন্মকৃত পুঞ্জীভূত অপরাধফলে অদ্ভুত উপায় হইতেছে না। যে গম্ভীরভাবনা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের তত্ত্ব এবং মহিমা স্ফূর্ত্তি চেতনের সত্যবৃত্তি, অপরাধবশতঃ আমি আজ সেই চেতনের দর্শ হইতে বঞ্চিত। চেতন আচ্ছাদন করিতে পারে—নিজ নিত্যসেবা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের মহিমা শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে পারে. কিন্তু জড়ের সেই ক্ষমতা নাই. হতভাগ্য অপরাধী আমি আজ সাক্ষাৎ শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে চেতনোন্মেষিণী অমৃত হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ পাইয়াও বঞ্চিত। শ্রবণের সুযোগ পাইয়াও শ্রবণ করিতে পারিতেছি না—বাস্তবতা ছাড়িয়া দিয়া অহঙ্কার—শরণাগত হইতে পারিতেছি না. তাই তিনি প্রভুত্ববিস্তার করিতেছেন না। হরি—হরিকথা—হরিজন পুরুষ। পুরুষাভিমান একমাত্র তাঁহারই আছে। তাঁহার নিকট শরণাগত হইলে তিনি প্রভুত্ব বিস্তার করিবেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ যখন হরিকথা-কীর্ত্তন করেন, তখন সেই হরিকথার শরণাগত হই না—অমনস্ক, উদাসীন হইয়া শ্রবণের অভিনয়মাত্র করি। হরিকথার নিকট কৃপাভিক্ষা করি না—হরিকথা কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট কৃপাভিক্ষা করি না, তাই তাঁহাদের কথা শুনিয়াও ভুলিয়া যাই—এক কান দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্য পথ দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। কিরূপ অকৃতজ্ঞ চরমসীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছি! কিরূপ হরি, হরিজন ও হরিকথায় বিদ্বেষী আমি! তাঁহাদের প্রতি বিমুখ থাকিয়া তাঁহাদের প্রাণে কত ব্যথা দিতেছি। এখন উপায় কি? তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত ত' বাঁচিবার আর অন্য কোন উপায় দেখি না। তাই বলিতেছি—

প্রভো হে!

আমার উপায় নাই।

তুমি কৃপা করি' আমারে লহলে

সংসারে উদ্ধার পাই॥

গলায় লেগেছে ফাঁস।

কৃপা অসি ধরি' বন্ধন ছেদিয়া

অধমে করহ দাস॥

গুরুকৃষ্ণকৃপায় শ্রদ্ধা উদিত হইবার পর শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ ভক্ত্যঙ্গের যাজন হইলে ক্রমপথে ভক্তির অনুশীলন হইতে থাকে। যাঁহার শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই, তিনি ভক্তিযাজনের প্রবেশদ্বারেও উপস্থিত হন নাই। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধাই ভক্তলতার বীজ। এই বীজ লাভ না হইলে ভক্তিলাভের উপায় নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মে যাঁহার অচলা বিশ্বাস বা ভক্তি আছে, তিনিই ভক্তিযোগে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্কপট সেবক হইতে না পারিলে হরিভজনের গন্ধও পাওয়া যায় না। স্বরূপের মধ্যে—শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধূলিতে নিজনাম করিতে না পারিলে—তাঁহার পূর্ণ লাভ করিতে না পারিলে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অন্তর্য্যামী শ্রীগিরিনাথ স্ফূর্ত্তিলাভ করেন না। যে পাত্রে বস্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করা যায়, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। যেহেতু প্রভু আমাকে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত শ্রীভগবানের কথা জানান—তাঁহার সেবায় আমাকে উদ্বুদ্ধ করেন—নিজস্বরূপের বৃত্তি আমাতে অর্পণ করেন। তাঁহার কৃপায় করুণায় ভগবৎপাদপদ্ম দর্শন ও আশ্রয়ের সুযোগ হইয়াছে। এখন যদি সুদৃঢ়ভাবে তাঁহার শ্রীচরণ ধারণ না করি—আশ্রয় না পাই—'আমায় কৃপা করুন' বলিয়া তাঁহার একান্ত শরণাগত না হই, তাহা হইলে পুনরায় যাতুধানকে আনিতে হইবে—জন্ম-মরণমালা গলায় পড়িতে হইবে। আমরা শক্তিহীন, কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মে অনন্তশক্তি আছে। আমি পাপময়, দুষ্কৃত আর তিনি শ্রীরূপ। তাঁহার রূপে ভগবান মুগ্ধ। সেই শ্রীরূপ প্রভুর নরাকারের অপ্রাকৃত পদধূলি হওয়াই সকলের সকল ভাগ্যের শেষসীমা বা চরমফল। যিনি গুরু, তিনি ভগবদ্ভক্ত-বান্ধব এবং যিনি প্রকৃত শিষ্য, তিনিও শ্রীগুরুদেবের সঙ্গতে সঙ্গবান্। তিনি জীবে দয়াবিশিষ্ট হইয়া নিজে সর্ব্বপ্রকার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সকলকে হরিভজনে নিয়োগ করিতে সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের গতি নাই হরিভজনের পথে অসংখ্য বাধা। হরিভজনের পথে বাধা অতিক্রম করিতে হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও হরিজনগণের কৃপা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। তাঁহার সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে থাকিয়া হরিকথা ও হরিনাম করা আবশ্যক কর্ত্তব্য। তাই কৃপাময় ঠাকুর নরোত্তম লিখিয়াছেন, "গুরু কৃষ্ণ নিতাইর পায়।" "সে আমার প্রভু আমি জন্মে জন্মে দাস। সবার চরণে মোর এই অভিলাষ॥"

শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপায় সর্ব্বপ্রকার জগতের বন্ধ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ করিতে পারিলেই সংসার-ভোগবাসনা নিবৃত্ত হইবে, নতুবা অন্য উপায়ে হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় জীবের সংসার বাসনা-নিবৃত্তি ও হরিসেবা প্রবৃত্তির উদয় হয়। তাঁহার মত এমন দয়াল—এমন দাতা আর ত্রিভুবনে কেহ নাই। প্রভুর আমার সব জান এই বিচারেই নিশ্চয় লাভ হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহর' কথায় পুষ্টি করেন আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগৌরসুন্দরের সুখবাঞ্ছা মূর্ত্তি ধরিয়াছেন— শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে। শ্রীশ্রীগুরুনিত্যানন্দ গোলোকনাথের পরম-প্রিয়। তাঁহার কোন কার্য্যের সমালোচক হওয়া শিষ্যের কৃপাপ্রার্থীর কর্ত্তব্য নহে। কেবল অবিচারে তাঁহার ব্যবস্থা গ্রহণই শিষ্য হওয়া বা কৃপাভিখারী হওয়ার লক্ষণ। তিনি মনে করিতে পারেন—আমার জগতের সব ভাল, সকলই আমার মঙ্গলের কারণ, কেবল তিনিই শিষ্য হইবার যোগ্য। তিনি সংসার ভোগী নন। তাঁহার নিকটেই সুবিধা হইবে।

যে রূপ দেখিয়া শ্রীগুরুনিত্যানন্দ আনন্দিত হন, সেইরূপে রূপবান্ হইয়া তাঁহার নিকট যাইতে হইবে। তিনি চান কৃষ্ণভক্তিহীন জগতে দীনভাবে—কাঙ্গালভাবে। তিনি পতিতপাবন। তাই তিনি দীনহীন পতিতাভিমানীকে। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী এ সব অভিমান যাহা জীবের স্বরূপের উদ্ভব নষ্ট করে। তাই বৈষ্ণবগণ জড় অভিমানে মত্ত না হইয়া অকিঞ্চন হওয়াই একমাত্র মঙ্গলের কারণ। ভগবান্ দীনকে অধিক দয়া করেন অকিঞ্চনের প্রতিও শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপা হয়। পরমারাধ্য পণ্ডিতপ্রবর নিত্যানন্দদাস প্রভু বলিয়াছেন, —"অকিঞ্চনতাই স্বরূপের রূপ। অকিঞ্চনতা, দীনতা বা শরণাগতি হইতে পৃথক নহে। অকিঞ্চনতা, আত্মার নিত্যসিদ্ধ জীবের সেবাধিকার স্বরূপের রূপ। শ্রীরূপের ও' অনুগামিগণের রূপ। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অকিঞ্চন হইতে হইলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের—শ্রীরূপের শ্রীচরণসেবা-সৌভাগ্য আমাদের অন্তর্নিহিত হয়। তখনই আমরা তাঁহার প্রীতিভাজনগণকে উপলব্ধি করিতে পারি। অকিঞ্চনতা, দীনতা বা শরণাগতি না থাকিলে গুরুপাদপদ্মের সেবাবিষয়ক কথাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না।"

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা পাইতে হইলে তাঁহার নিকট তৃণ অপেক্ষা খর্ব্ব হইয়া সর্ব্বক্ষণ কৃপাপ্রার্থী হইতে হইবে। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে—"মানস, দেহ, গেহ, যো কিছু মোর। অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশোর"—"[illegible] আমি তোমার দাস" এই অভিমান সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে থাকিলে যে কোনও স্থানে অবস্থান করা যাইতে পারে। তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি হয় না। এইরূপ সেবকের সেবায় বাধা দিতে পারে এমন কোন বস্তু ত্রিভুবনে নাই বা থাকিতে পারে না। এমন কি, স্বয়ং ভগবান্‌ও তাঁহাকে ঠেকাইতে পারেন না। এমন স্বয়ং শ্রীগুরুনিত্যানন্দ স্বীয়রূপ তাঁহাকে পালন করেন। সুতরাং তখন আর চিন্তার কোন কারণ থাকে না। তখনই তিনি বলিতে থাকেন—

আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি'

হইনু পরম সুখী।

দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রহিল

চৌদিকে আনন্দ দেখি।

শ্রীগুরুনিত্যানন্দের সংসার আনন্দময়। সেখানে কিছু দুঃখ নাই। [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মকে [illegible] হইতে মুক্ত [illegible]। [illegible] নিত্যই শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] করেন। তিনি নিজের সুখ-ভোগের বা আত্মরক্ষার পৃথক্ কোন বন্দোবস্ত করেন না। তখন তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মকেই একমাত্র বন্ধু বলিয়া জানেন। তখন 'নাম বল যেটা [illegible] ইচ্ছা করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মকে [illegible] বা সামগ্রীকে বরণ করেন। কবে না [illegible] আমার কবে হইবে? এই প্রার্থনা—

আমি [illegible]

না জানি [illegible]।

[illegible]

[illegible]

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ, এই দুই রূপ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১০
সেবক—[illegible]

(৩) শ্রী[illegible]পাট শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]

( ) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৭) কাজির সমাধি পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(১৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
হাটডাঙ্গা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দনন্দন ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৩) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible] গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible]মোহন ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], ইউ. পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ [illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible] ইউ পি
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য[illegible]
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) [illegible] মঠ—[illegible]
পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গ[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ[illegible]
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] মেদিনীপুর
সেবক শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ অধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] চৈতন্য অধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ১
৫১, [illegible]
[illegible], লণ্ডন
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ আফিস
[illegible], লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ আফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ [illegible]

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]কিশোরদাস অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, কট-
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।०		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
অর্দ্ধকলম	৫৲	৩০		৪৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৫৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৫৲
ষাণ্মাসিক "	২।০
ত্রৈমাসিক "	১৲
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৫ (বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র)

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে বাংলাভাষায় বিরচিত। ইহাতে বহু 'স্কেচ' (chart বা) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুর 'প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ নবাবী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে [illegible] বহু স্কেচ সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ নবাবী, বাংলা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে পরমভক্তিবিনোদের অনুগত মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, মতবাদ, [illegible], একতা, বর্ণবাদ ও তৎসম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা-নিরসনমূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-পথের দাবীদারগণের সাধারণ ভ্রমসমূহ, অভিজ্ঞতাসহ সংমিশ্রণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ নবাবী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:o:—

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট”—

—::o::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—সুন্দর সরকারী বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচিত কোঠা। অভিজ্ঞ শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক। নিঃস্ব ছাত্রগণের জন্য বিনা বেতনে পড়িবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বোর্ডিং ও বেতনসহ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতি বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল পাইয়া আসিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেশনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত্র, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা, সুসংবদ্ধভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

বিদ্যাবিনোদ মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, প্রভৃতি মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার এই অপূর্ব অভিনব সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ জীবনের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকতা, আভিনব্য ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। [illegible] প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক [illegible] অধ্যায়ের ব্যাখ্যা, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক [illegible], প্রত্যেক শ্লোকের [illegible] অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ [illegible] শ্রীল শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল [illegible] প্রভৃতি [illegible] এই সংস্করণে দেখিতে [illegible] প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীভক্তিবিনোদ [illegible], শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমূলে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অর্থ, ব্যাখ্যা, বক্তব্যসার পত্রাঙ্ক সহ বিস্তৃত নির্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী সহ পরিশিষ্ট সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গৌড়ীয়বৈষ্ণবসাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ঠাকুরের শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ঠাকুরের উপযোগী করিয়া লিখিত সরলভাবে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা। ডাকব্যয় পৃথক আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুশীলকিশোর নাথ ৪৯-৫, ৭৮-৫৭, পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা ঢাকা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের দর্শনের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম.এ. ভক্তিশাস্ত্রী, প্রাক্তন সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম্‌ এ মহোদয়ের গ্রৌতগবেষণা এবং পাশ্চাত্য দেশীয় অনুভূতি আস্বাদন করিয়া এক যোগে দর্শন এবং ভক্তি ও ভগবানের শ্রীচরিত্র-পাঠে ব্রতী হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র বিবিধ চিত্র সহ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শিক্ষার সম্যক্‌ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৩০৩ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সঙ্কলিত সুবিস্তৃত শব্দসূচী (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা নদীয়া

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেনের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্‌)

আপ

কলিকাতা	ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-১৬	১৭-৫৬	২২-৫
দমদম		৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১০-১৮	১৩-২০			২২
রাণাঘাট	পৌঃ	৬-১৭	৮-১	৯-১৮	১৩-২৮	১৭-৫৭	১৮-৩১	১৯-৫৫	০-২৮
(বগুলা)	ছাঃ	৬-২৮	৮-৯	৯-৪৯	১৩-৩৯	১৫-৫	১৮-৪৯	১৯-৪০	১-৩৬
কৃষ্ণনগর	পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১৩-৫৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৩১

(বগুলা)	ছাঃ	৭-১৭	১০-১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭-৫৮	১০-১৯	১৮-১০	২৩-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা	ছাঃ	১১-৬
দমদম		১১-১৮
রাণাঘাট	পৌঃ	১-৫৫
	ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর	পৌঃ	১৩ ১৮
(বগুলা)	ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর	পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট	ছাঃ	৬ ১	৮-৬	১১-৪	১৬-২২	১৬-৬	১৮-৩৩
কৃষ্ণনগর	পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৫৬	১৯-৭১

	ছাঃ	৭-১০	৮ ৫১	১১-৪৭	১৫-১০	১৬ ৫৭	১৯-২২	২০-৪৬	২-৩১
রাণাঘাট	পৌঃ	৭ ৪৫	৯-২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯	৪ ১০
(বগুলা)	ছাঃ	৭-৫৭	৯-৩০	১২ ৩৬	৫-৫৫	১৭-৪২	০০-১১	১১-২৫	৪ ১৮
দমদম			১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৯	২	২৮	২৫-৬
কলিকাতা	পৌঃ	৯ ২১	১১ ২০	১৪ ২৬	১৭ ৪৬	২১-৪০	২৩ ১৫	৬ ১৬	

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

এইখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

১৯ ৪ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর ডাকষ্টেটে অবস্থিত। এখান হইতে গ্রন্থভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

আমাদের প্রস্তুত জীর্ণ জ্বরের মহৌষধ, পালাজ্বরের একমাত্র উপায়। ইহা ডাক্তারী ঔষধ অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। বিস্তার পীড়া সংযুক্ত কামলা এবং পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। প্যাকিং ইত্যাদি স্বতন্ত্র।

—৯৬নং, ডক্টর ডিস্পেনসারি রোড, কলিকাতা।

অন্যান্য দোকানে, এক পয়সা।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলি... শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO 1544

[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর রচিত বিভিন্ন [illegible] বিভিন্ন [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক [illegible] উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান— [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ— [illegible] ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্য[illegible] [illegible] মহাপ্রভুর জীবনী ও [illegible] কথা সুন্দরভাবে [illegible] লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান— শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির। পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৪শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ২৪শে পৌষ ১৩৪৭, ৮ই জানুয়ারী, ১৯৪১ বুধবার ২৫৩তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

আফ্রিকায় ভারতীয় সৈন্যগণ

দিল্লী হইতে জানা গিয়াছে যে, আফ্রিকার পশ্চিম মরুভূমিতে যুদ্ধ করিবার জন্য যে সকল ভারতীয় সৈন্য ভারত হইতে আফ্রিকায় গিয়াছিল, তন্মধ্যে ৭০ জনেরও কম লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং মোট ৮০ জন আহত হইয়াছে। মিশরে সকলেই বলিতেছে যে, ভারতীয় সৈন্যদের শিক্ষা ও শৃঙ্খলানুবর্তিতার শ্রেষ্ঠত্বই ইহাতে সূচিত হইয়াছে।

সুদানে স্যার সেকেন্দার

সুদানে এই মর্মে সংবাদ আসিয়াছে যে, পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ সুদানে আসিয়া ভারতীয় সৈন্যদল পরিদর্শন করেন। কায়রোতে তিনি এক বিবৃতিতে ভারতীয় সৈন্যদের নির্ভীকতা, রণকৌশলশক্তি এবং শৃঙ্খলাবোধের উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলেন যে, ভারতীয় সৈন্যদল মাতৃভূমির সীমান্ত হইতে অনেক দূরে যাইয়াছে।

বৃটেনের সহিত যোগাযোগ রক্ষা

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট জানাইয়াছেন যে, মিঃ কেনেডির স্থলে বৃটেনে নূতন মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ না করা পর্যন্ত প্রাক্তন বাণিজ্যসচিব মিঃ হ্যারী হপকিন্সকে শীঘ্রই তাঁহার ব্যক্তিগত প্রতিনিধিরূপে বৃটেনে প্রেরণ করিবেন। তদুপরি মিঃ রুজভেল্ট ইহাও বলেন যে, মিঃ হপকিন্স-এর সরকারী কোন পদ থাকিবে না। তাঁহার কর্তব্য হইবে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত ব্যক্তিগত যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখা। প্রেসিডেন্ট বলেন যে, তিনি আগামী সপ্তাহে সেনেটে ব্রিটেনের মার্কিন রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগের জন্য মনোনীত ব্যক্তির নাম প্রেরণ করিবেন।

জার্মানী যুদ্ধে জয়ী হইবে না

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করিয়াছেন, বৃটিশ সরকার যে যুদ্ধ চালাইতেছে, তাহার ফলাফলের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা অনেকটা পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। অধিকাংশ মার্কিন নরনারী এই বিষয়ে একমত যে, আমি যে পন্থার সমর্থক, তাহাতেই এখন ঝুঁকি সর্বাপেক্ষা কম এবং ভবিষ্যতে জগতে শান্তিস্থাপনের পক্ষে অধিক আশা। ইউরোপের যে জনগণ বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছে, তাহারা আমাদিগকে তাহাদিগের পক্ষে যুদ্ধে নামিতে বলিতেছে না। তাহারা যাহাতে তাঁহাদিগের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ চালাইতে পারে, সেজন্য তাহারা এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক, কামান ও মালবাহী জাহাজ চাহিতেছে; আমাদিগকে যুদ্ধে লিপ্ত হইলে যে ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে, আমাদিগের সন্তানেরা যাহাতে তাহা হইতে রক্ষা পায়, সেজন্য ঐ সকল সমরোপকরণ প্রচুর তাহাদিগকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ও শীঘ্র নিশ্চয়ই সরবরাহ করিতে হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে সৈন্যদল প্রেরণের দাবী কেহ করে নাই মার্কিন সরকারের কোন সদস্য ঐরূপ অভিযান প্রেরণের অভিপ্রায়ও করেন নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাহারা প্রচুর ঘড়ি [illegible] যন্ত্রপাতি, সাইকেল টাইপ-রাইটার, সেলাইএর কল ও মোটর ইঞ্জিন নির্মাণ করিত, তাহারা এখন সমরোপকরণ তৈয়ার করিতেছে। কিন্তু এ চেষ্টা যথেষ্ট নয়। আমাদিগকে অধিক জাহাজ, অধিক কামান ও অধিক সংখ্যক এরোপ্লেন অবশ্যই নির্মাণ করিতে হইবে। আমাদিগকে গণতন্ত্রের বিরাট অস্ত্রাগার করিতেই হইবে।

প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন, বৃটেনকে সাহায্য করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার মধ্যে কোথাও অনুরূপ শৈথিল্য থাকিবে না। কোন ডিক্টেটর দল আমাদিগকে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অর্থ কিরূপ করিবেন, সে সম্বন্ধে ভয় প্রদর্শন দ্বারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শিথিল করিতে পারিবেন না।

আমার বিশ্বাস জার্মানী ও ইটালী এ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবে না। আমি ইউরোপ হইতে সর্বশেষ সঠিক সংবাদ যাহা পাইয়াছি, সেই অনুসারেই ঐরূপ ধারণা করিতেছি।

জরুরী কমিশনে ভারতীয় পদাতিক সৈন্য

ভারতবর্ষীয় সম্রাটের সমস্ত বাহিনীতে বাংলা হইতে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে লোক যোগদান করিতেছে।

জরুরী কমিশনের জন্য ভারতীয় পদাতিক সৈন্যদলে সম্প্রতি যে সমস্ত লোক নির্বাচিত হইয়াছে, সেজন্য বাংলা দেশ-দুটে সংখ্যা [illegible] কথা অবগত হওয়া যায় এবং দেখা যায় যে, গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে সেন্ট্রাল ইন্টারভিউ বোর্ড যে মোট সংখ্যা নির্বাচন করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রেসিডেন্সী ও আসাম জেলাসমূহ হইতে ১৩টি করিয়া লোক সরবরাহ করিয়াছিল।

অন্যান্য প্রদেশের সহিত এই সম্পর্কে সংখ্যানুপাতিক তুলনা করিলে দেখা যায় কোন কোন প্রদেশকে উহা অতিক্রম করিয়াছে। উহাদের মধ্যে পাঞ্জাবের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে সকল [illegible] নির্বাচিত হইয়াছে, তাহাদিগকে যদি [illegible] বলিয়া গণ্য করা হয়, তবে বাংলা [illegible] এই [illegible] [illegible] তাহার [illegible] এই সকল [illegible] বাংলা দেশের [illegible] সেনা [illegible]।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উড়িষ্যাভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত ইংরাজী পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—সম্পাদক শ্রীযুক্ত ... বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবিগ্রহগণের অন্যতম বৈষ্ণবগণের মূর্দ্ধন্য পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্যের অংশ বিশেষ সংগৃহীত হইয়াছে। ... পণ্ডিত ও মনস্বী ... যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার সদুত্তর ... এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপাদেশে ও তদনুরূপ সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ আচার্য্যবর্য্যের সিদ্ধান্তসম্পূটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ সত্যানুসন্ধিৎসু ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুর্ব্বর্ণাশ্রমাত্মক ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য ও ... শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ রচিত ভাষ্যের সংক্ষেপে ব্যাখ্যা ও শ্রীপাদ রাধেশ্যাম যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমালা' টীকা, তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ।

ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'দর্পণ' টীকা, ... ব্যাখ্যা ও সূচীসহ অনুরূপ ... নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ,
শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরানাপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

... প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—প্রথম ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। আচার্য্য নিতাই শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা) ৬
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অধীনা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড ৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড —৸০ ; ২য় খণ্ড — ১৲ ; ৩য় খণ্ড —৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। বৈষ্ণবোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আভিজাত্য ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৶০
২২। ভজন রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অধীনা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ।০
২৭। মুক্তিফলটীকা অপশোধন (সানুবাদ) ২৲
২৮। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ।০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ।০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগোদ্রুম কল্পতরু
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ।০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। ভক্তিসন্দর্ভ (প্রথম সংস্করণ)
৪৯। অর্চনকণ
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। নবদ্বীপপঞ্জিকা বা শ্যামানন্দপ্রকাশ ৷
৫৬। আচার্য্য ও ভক্তিপথ ১৵০
৫৭। উপদেশামৃত (অনুবাদিত) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণভজন ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷
৬০। সাংখ্যসারী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী নিবন্ধঃ ৷০
৬৩। নদীয়া-সিদ্ধান্তসূত্র ৷০
৬৪। স্তবকল্প ।০
৬৫। সাত্বত সিদ্ধান্তম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারার্থদর্শিনী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ভিউ অফ্ দি ... ভেদাভেদ
৭০। নামভজন
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স মরফলজী এণ্ড অর্জিনাল ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বেদান্তদীপ
৭৫। শোরট গৌড়ীয়মঠ কৈ কুঠঃ
৭৬। দি ভাগবত ৷৷
৭৭। থিওরেটিক্যাল ফিলজফি এণ্ড আনরিয়েলিটি ফিলোসফি
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷৷
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীরামানন্দরায় ৷৷
৮১। সাধন-পথ ৷৷
৮২। প্রভাব-প্রভৃতি ১০
৮৩। গীতাবলী ১৲
৮৪। শরণাগতি ৶০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ...

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
—গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ভক্তি সাহিত্যে অতুলনীয়

বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] ভাষ্য [illegible] এই গ্রন্থ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা [illegible] আনা

প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

[illegible]

১৫ বর্ষ — ২৫ নারায়ণ ৪৬৪ গৌরাব্দ ২৭শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৫৭, ৮ই জানুয়ারী খৃঃ ১৯৫১, [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ নারায়ণ বুধ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৬৪

যৎকিঞ্চিৎ

——::(•)::——

ভক্তি নিত্যচেতন আত্মার নিত্যধর্ম। অকিঞ্চনা ভক্তির [illegible] [illegible] বা তাঁহার কোন মূল্য নাই। ভক্তি ত্যাগ বা ত্যাগ-জাতীয় বস্তু নহে বলিয়া সাধকের পক্ষে ভগবৎসেবা-বুদ্ধিতে সমস্ত [illegible] না থাকার [illegible] লক্ষণ। ভক্তেরা সকলের প্রণতিময়ী, নবনবায়মান উৎকণ্ঠাময়ী ও অতৃপ্ত-আর্তিময়ী। ভক্তেরা একদেশে নহে। যেখানে সেবাপ্রচেষ্টা [illegible] ভাব আসিয়াছে, সেখানে সাধক তাঁহার সাধনপথে অগ্রসর হইতেছেন না, জানিতে হইবে। যেখানে অগ্রগতি নাই, সেখানে পশ্চাদ্গতি বা অধোগতি স্বাভাবিক। ভোগী বিষয়ী যেরূপ অতৃপ্ত হইয়া বিষয় অনুসন্ধান করিতে থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণবিষয়ের বিষয়ী যিনি, তিনিও কৃষ্ণসেবার বহু পথ [illegible] থাকেন, তখন তাঁহার কৃষ্ণানুসন্ধানপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

ভক্তি প্রাণ কীর্ত্তনাখ্য লক্ষণান্বিতা, কলাবিলক্ষণবহির্ভিতা, ঐকান্তিকী ও স্বাভাবিকী। এই ভক্তিবলে অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে। মনকে ভক্তি করিলে মঙ্গল হইবে না অধোক্ষজে ভক্তি করিলেই মঙ্গল হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ না করিলে অনিত্য দেহ মনোধর্মের ভুক্তি-মুক্তি-বিচার—ভোগের বা ত্যাগের বিচারই আমাদের আশ্রয় করিবে। মনের সঙ্কল্পোপকল্পিত অনিত্য ধারণাকে ভক্তি বলা যাইবে না। মনের উচ্ছ্বাস বা উত্তেজনা ভক্তি নহে। যেখানে ঐকান্তিকতা নাই, সেখানে ভক্তি নাই। ভক্তি কোন প্রকার আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণমূলে বাঞ্ছিত হইলে উহার ঐকান্তিকতা প্রতিহত হয়। অন্যাভিলাষ কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-মিশ্রা ভক্তি আত্মাকে সার্বকালিক সন্তোষ প্রদান করিতে পারে না। আত্মা চাহেন—অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তি, তাহা হইতেই তাহার সম্যক্ প্রসন্নতা হয়। শ্রীভাগবত বলিয়াছেন,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে অনিমিত্ত আত্মার অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সেবাপ্রবৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন ক্রিয়ার সমাধান নাই। যে কাল পর্য্যন্ত জীব জীব রুচিসনে ঈশ্বরের ভজনে কায়মনোবাক্যে অপ্রতিকূল-চেষ্টা নিযুক্ত না হন, তৎকাল পর্য্যন্ত বহিরঙ্গজ্ঞানাভাবে তাঁহার অনাত্মপ্রতিযোগপ্রবৃত্তি অথবা নির্ব্বেদ এবং সত্যানন্দপ্রাপ্তি মূলে অপ্রাকৃত চিন্তা পরিদৃষ্ট হয়। অন্যাভিলাষশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত, আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন উত্তমা ভক্তি সেই ভক্তির দ্বারা আত্মা প্রসন্নতা লাভ করেন। ভগবানের মায়া জীবকে ভোগে প্রবৃত্ত করায়। [illegible] জীবের ভোগ প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করিয়া নিত্য সেবানন্দে প্রবেশ করায়। তাঁহার অভাবে বৈরাগ্য ও জ্ঞান অকিঞ্চিৎকর হয়।"

ভক্তি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি লক্ষণময়ী। এই ভগবন্নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি [illegible] ও [illegible] এবং উদ্দেশ্য বা [illegible]—প্রেম নামী। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে পারে না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আদ্যো সেই ভজনের লাভ হয়।

আকর্ণ [illegible] পাইয়াছে।
[illegible] [illegible] [illegible]॥

সাধুসঙ্গে ভগবৎকথা [illegible] [illegible] করিতে করিতে চিত্ত [illegible] [illegible] অর্পিত হয়। চিত্ত শুদ্ধ হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে পারিয়া ধন্য হন।

[illegible] [illegible] [illegible], এরূপ কোন কথা নাই। [illegible] [illegible] [illegible] কোন কথা নাই। সুতরাং তাহা [illegible] [illegible] [illegible] কৃপাভিখারী আমাদের কি দরকার? [illegible] ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায়, ক্ষয়।

[illegible] কর [illegible] [illegible] করিবে। [illegible] [illegible] [illegible] মঙ্গল হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] মঙ্গল হইবে।

[illegible]

উদিত হইবেই। শুদ্ধ ভক্তগণের ভুক্তি-মুক্তি কামনা না থাকিলে একমাত্র ভগবানের সম্বন্ধে প্রবণ, কীর্ত্তন, পরিচর্য্যা ও ভক্তের দ্বারাই সমস্ত নিত্য ও অপ্রাপ্য দুর্লভ বস্তু ভিত্তির সহিত সকল পুণ্যের ... ঈশ্বর ভক্তগণের ... ধনিষ্ঠ ... নহে যা দুর্ল্লভ ... অতঃএবংগ।”

সর্ব্বক্ষণ কী দিতে হইবে

(শ্রীবসুদেব দাস)

ভাগবতধর্মের মূল শ্রীভগবানের শ্রীপাদ পদ্মে শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ় নিষ্ঠাযুক্ত বিশ্বাস। এই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ভগবদ্ভজনে নিষ্ঠা রাখিতে পারি না। সাধনে শিথিলতা, ও ভক্তি অনুকূল-গ্রহণ ... যে পর্য্যন্ত অভাব না হয়, তাহার ... সেই পর্য্যন্ত ... অপরাধের ... হইতে পারে না। যেখানে শ্রদ্ধা, সেখানে ভগবানের বা ভক্তের ... হয়। শাস্ত্রানুমোদিত ক্রম সেবনে ভগবানের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া থাকেন। এই শ্রদ্ধা আমাদের ভক্তের কৃপালাভ করা দরকার, নতুবা অনন্ত কোটি জীবন ধরিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন-সেবার অনুষ্ঠান করিলেও ভগবানের কৃপালাভ হইবে না।

সুদৃঢ় নিষ্ঠাযুক্ত শ্রদ্ধা লাভ হয় একমাত্র শুদ্ধ ভক্ত শ্রীগুরুদেবের কৃপা এবং যিনি শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গের দ্বারা। শ্রীগুরুদেবের কৃপা অপার নাই। তাঁহারা এ জগতে আমার কৃপানিধান। বিনা কারণে তাঁহারা জীবের প্রতি তাঁহাদের অযাচিত করুণা কৃপা। আমার যত অপরাধ অপরাধযুক্ত জীবকে তাঁহাদের সেবা শিক্ষা দান করিবার জন্য তাঁহাদের নিষ্কপট সেবাপ্রবৃত্তি দরকার। এখন আমি যদি নিষ্কপটে গুরুদেবের সেবা করিবার জন্য লালায়িত হই, তাহা হইলে তাঁহারা আমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করিবেন। তাঁহাদের সেই সাহায্য বা কৃপা ধারণা করিতে পারিতেছি না, ইহার কারণ, আমার চিত্তের মধ্যে নৈষ্কপট্য নাই, তাহা ব্যবধান। ... অনর্থ পূর্ণ অন্তঃকরণই সেই ব্যবধান। যে সুদৃঢ় কামনা বা সেবাবুদ্ধি প্রধান হইবে এবং ভক্তের জন্য একমাত্র শ্রীগুরুদেবের কৃপাই কৃপা পাওয়া যায়, সুতরাং কোন কৃপা ছাড়া গতি নাই। কৃপার জন্য নিষ্কপটভাবে অনুক্ষণ প্রার্থনা

শত্রু ও মিত্র

(প্রাপ্ত)

কোন ব্যক্তি আমাদের জাগতিক সুবিধার যে সব উন্নতি করিলে বা আমাদের কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিলে অথবা আমাদের দেহ ও দেহাদির উপর কোনরূপ অত্যাচার করিলে আমরা তাহাকে আমাদের শত্রুপক্ষ বলিয়া থাকি আর যাহারা নানাভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করে বা ইন্দ্রিয়তর্পণে সাহায্য করিয়া থাকে, তাহাদিগকেই আমরা আমাদের মিত্র বলিয়া জানি। বদ্ধজীব আমাদের এই মিত্র বা সুহৃৎ শিশু মাতা আকারে—আমী-

জগতেই কৃপানন্দের সেবায় উপায়। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ছাড়া আর গতি নাই। যে মুহূর্ত্তে আমি কৃপানন্দের জন্য ক্রন্দন করিতে বিরত হইব, সেই মুহূর্ত্তে মায়া বিরুদ্ধ শক্তি আসিয়া আমাকে কৃত্রিমভাবে লোক দেখাইবার বিষয়ভোগ করাইবে। আমি কিছুতেই নিজের শক্তিতে তাহাদিগের কবল হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিব না। এইজন্য মহাজন গাহিয়াছেন—

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুকৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষণ—কি ভোজন, কি শয়ন, কি জাগরণ সর্ব্বক্ষণ কৃপানন্দের জন্য ক্রন্দন করিবেন প্রত্যেক মুহূর্ত্তে। প্রত্যেক

গুরুর সেবার দিকে আকৃষ্ট করাইয়া দিবে, যে মুহূর্ত্তে ক্রন্দন করিতে বিরত হইব, সেই মুহূর্ত্তে আমি গুরুসেবা হইতে দূরে সরিয়া যাইব। সুতরাং সর্ব্বক্ষণ সজাগ থাকিতে হইবে যেন এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমি শ্রীকৃপানন্দের সেবা হইতে বিচ্যুত না হই। শ্রীগুরুপাদপদ্মই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। তিনি আমাকে কৃপাপূর্ব্বক আশ্রয় না দিলে আর উপায় নাই। তাঁহার কৃপা বিনা আমি কিছুতেই তাঁহার সেবা করিতে পারিব না। তাই প্রার্থনা—

শ্রীগুরুদেব। আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা করি' আমারে লইলে
সংসারে উদ্ধার পাই॥

* * *

একাকী আমার নাহি পায় বল
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি', শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া
দেহ কৃষ্ণনাম ধনে॥

* * *

কৃপা করি কর মেরে পদধূলিসম।
তোমার সেবক করো তোমার সেবন॥

স্ত্রী-আকারে—আত্মীয়-স্বজনাকারে ও আরও বহু আকারে পাইয়াই হয়। আমাদের মনোকাঙ্ক্ষা এই সকল বন্ধুবর্গ আমাদের এই জগতে নানবেদ-যাগের উদ্দেশ্য বা সার্থকতা এইরূপে জানাইয়া দেয় যে, জগতে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কেবল নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ, আত্মীয়-স্বজনের ইন্দ্রিয়তর্পণ ও অপরের ইন্দ্রিয়তর্পণে সহায়তা করাই তোমার ধর্ম্ম কিন্তু সাধু ও শাস্ত্র আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক জানাইতেছেন যে, তুমি ভগবান্ কৃষ্ণের দাস। তুমি আর অন্য কিছুরই বা তোমার ধর্ম্ম নহে, শ্রীকৃষ্ণের সেবা। তোমার এবং তোমার আত্মীয়স্বজনের ও অপর সকলের একমাত্র উপাস্য শ্রীভগবান্। অতএব শ্রীভগবানেরই—শ্রীহরির ইন্দ্রিয়তর্পণেই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা। তুমি বহু বহু জন্মের পর দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছ এই মনুষ্যজন্ম ছাড়া আর অন্য কোথাও হরিভজনের সুযোগ হয় না একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবোক্তই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা। নতুবা পশুতে আর মানুষে ভেদ কি? পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ আহার-নিদ্রা থাকে এবং স্ত্রী পুত্র-পরিবারাদি প্রতিপালন করে। শ্রীভগবান্ মানুষকে স্বাধীনতারূপ অমূল্য জিনিষ দিয়াছেন যাহাতে সে বুদ্ধিবিবেচনা করিয়া চলিতে পারে; কিন্তু তাহাতে যদি সে নিজের মঙ্গল করিয়া না লয়, তবে সে আত্মঘাতী হয় আর কি? দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া শ্রীগুরুদেবের সেবা না করিয়া যদি আমরা ইতর-প্রাণীর ন্যায় নিজের ও অপরের ইন্দ্রিয়তর্পণেই রত থাকি, তাহা হইলে আমাদের মনুষ্যজন্মের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? আর নিত্য কৃষ্ণদাস, এই কথা ভুলিয়া গিয়া, স্বরূপ বিস্মৃত হওয়া বিশ্ব ভুক্তা অবলোকন করিয়া মায়ার সেবাতে আত্মনিয়োগ করিয়া কষ্ট পাই। জীব চেতন বস্তু, কিন্তু এই জড় দেহকেই আমি বলিয়া মনে করিয়া কখনও রাজা কখনও প্রজা, কখনও বিপ্র, কখনও শূদ্র, কখনও সুখী, কখনও দুঃখী, কখনও দেব, কখনও দৈত্য, কখনও ইন্দ্রের দাস বা শম্ভুর দাসের পরিচয় দেই। আবার কখনও স্বর্গে, কখনও মর্ত্ত্যে, কখনও নরকে গতাগতি করে। আমরা একটু ভাবিয়া দেখি না যে, এই জগৎ অনিত্য এবং আমরা যে দেহ লাভ করিয়াছি, তাহাও অনিত্য। এই জগতে আমাদের পিতামাতা-আত্মীয়-স্বজনাদি যাঁহারা আমাদের মিত্র বলিয়া পরিচিত আছেন ও তাঁহারা আমাদের সম্বন্ধে যে সকল মিত্রতা বা বন্ধুত্ব কার্য্যাদি করিয়া থাকেন ও আমাদিগকে যে সকল উপদেশাদি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা

সমস্তই অনিত্য। আমরা বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই যে, একমাত্র শ্রীভগবান্ই নিত্য, তাঁহার সেবা নিত্য ও তাঁহার সেবা নিত্য। ... 'আমি' শব্দের অর্থ নিত্য। সকল জীবই এই আত্মার সুখের আমার সম্বন্ধ সকলের আমাদের আত্মা। এই জগতে যত জনের কর্ত্তা, ভোক্তা বা মালিক-অভিমান কিন্তু আমাদের সকলের আত্মার মালিক একজন, তিনি ভগবান্। সেই ভগবানের স্বার্থেই সকলের স্বার্থ। যাহারা ভগবানকে বাদ দিয়া অর্থাৎ মালিককে বাদ দিয়া নিজেরাই মালিক হইয়া বসিয়া, ভোক্তা সাজিয়াছে, তাহাদের মত আবার আমাদের কি, আর সম্বন্ধ বা কি আত্মা নিত্যবস্তু, সুতরাং তাহার সম্বন্ধ নিত্যবস্তুর সহিত। তাহার ভক্তা অর্থাৎ ভক্তির নিত্য, প্রয়োজন নিত্য। 'আমি' বস্তুটী অমর, অক্ষর। তাহাকে কাটিলে কাটে না, আগুনে পোড়ে না, তাহার জন্ম এবং মৃত্যু নাই। দেহটা আমাদের পোষাকস্বরূপ। পোষাক যেমন দেহের সেবায় না লাগাইলে তাহার কোন সার্থকতা নাই, তদ্রূপ দেহধারী জীবের দেহ দ্বারা অর্থাৎ কায়মনোবাক্যের দ্বারা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা না করিলে তাহার কোনই মূল্য নাই। যদিও দেহটা জড় বস্তু, তদ্দ্বারা কখনও চেতনস্বরূপ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে পারে না, যাহারা ভগবানের সেবা করে, তাহারাই চেতনের সেবা করে, তখন নিখিল জগতের চেতন-অচেতন সমস্ত বস্তুই কৃষ্ণ সেবার উপকরণরূপে গৃহীত হয়। আমাদের আত্মা শ্রীহরিসেবা করিবে, আর দেহ প্রাণাদি অনুকূলভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণে রত থাকিবে, এইরূপ বিচার ঠিক নয়। আমরা মহাজন অম্বরীষ, প্রহ্লাদ, পৃথু প্রভৃতি ভক্তগণের চরিত্রে তন-মন-বচনাদি সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবার আদর্শ দেখিতে পাই।

যাঁহারা এই জগতে আমাদের মিত্র নামে পরিচিত, আমরা আমাদের স্বরূপ জানিতে দেখিতে পাই যে, তাঁহারাই আমাদের শত্রুপক্ষ। কারণ, চেতন আত্মার স্বাভাবিকবৃত্তি চেতনের সেবা। সেই চেতনের সেবায় উন্মুখ হইতে দেখিলেই অর্থাৎ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা দেখিলেই যদি বিমুখ আত্মীয়স্বজনগণ প্রতিবাদে হউক আর পক্ষপাতে হউক, তাহাতে বাধা প্রদান করিতে সচেষ্ট হয়। তাই মনে হয় যে, অনুরাগ বিলাপকবিতার চিত্রবর্ণিত ... আত্ম-বিস্মৃত আছে। পরম-আরাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাই ইহাদিগকে স্বজনাখ্য দস্যু আখ্যা দিয়াছেন।

সেবাপরাধে আমাদের এরূপ মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে যে, যাঁহার সেবা ব্যবধান যে যত [illegible] করিতে পারে, তাঁহাকে আমরা [illegible] মিত্র বা বন্ধু বলিয়া বরণ করি। কিন্তু যিনি নিত্যানন্দ আত্মার সন্ধান পাইয়াছেন, শ্রীগুরুদেবের সেবাশিক্ষা ও তাঁহার চরণে অভিমান করিতে পারেন, তিনিই আমাদের প্রকৃত মিত্র, তাহা বুঝিতে পারি না। তাই আমরা শত্রুকেই মিত্র মনে করি, আর মিত্রকেই শত্রু মনে করিয়া থাকি।

সেই সে পরমবন্ধু সেই মাতাপিতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥
সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়।
কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

এই জগতে মাতা পিতা সেবক ও সেবকের জীব এ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিতেছি কিন্তু তদ্রূপ আমাদের নিজের মৃত্যুর কথা একবারও চিন্তা করিবার মত বুদ্ধি উদয় হইতেছে না, ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। জীব ত' নিত্যানন্দ তাহার ত' জন্ম-মৃত্যু নাই, তবে এই মৃত্যু কোথা হইতে আসিল? বিপরীত বুদ্ধি অর্থাৎ ভোগবুদ্ধি জন্যই এই সংসাররূপ মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। এই মৃত্যুর কথা চিন্তা করিলে এ জগতে কে বা আমাদের শত্রু, আর কে বা আমাদের মিত্র, তাহা অনায়াসে শাস্ত্রানুসারে সহজেই বুঝিতে পারি।

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥

অর্থাৎ ভগবানের উপদেশ দ্বারা যিনি সমুপাগত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, সেই গুরু 'গুরু' নহেন, সেই স্বজন 'স্বজন' শব্দবাচ্য নহেন, সেই পিতা 'পিতা' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পুত্রোৎপাদন বিষয়ে দম্ভ করা উচিত নহে, সেই জননী 'জননী' নহেন অর্থাৎ সেই জননীর গর্ভধারণ কর্তব্য নহে, সেই দেবতা 'দেবতা' নহেন অর্থাৎ যে সকল দেবতা জীবের সংসার-মোচনে অসমর্থ, তাঁহাদিগের মানবের নিকট পূজা গ্রহণ করা উচিত নহে, আর সেই পতি 'পতি' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পাণিগ্রহণ করা উচিত নহে।

শ্রীভগবানের অযাচিত কৃপাবলে আমাদের একমাত্র নিজজন—আত্মার-স্বজন শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণকে প্রকৃতরূপে পাইয়াছি। আমি অনাথ বা অসহায় নাই। বহু ভাগ্যফলে তাঁহারা আমার নিজ আত্মীয়-স্বজনগণের সন্ধান ও সঙ্গলাভের সুযোগ হইয়াছে। যেন আর বঞ্চিত না হই—ইহাই শ্রীচরণে একমাত্র প্রার্থনা।

সেবালাভের উপায়

(শ্রীনিত্যানন্দ দাস)

গুরুসেবার নিরবচ্ছিন্ন জিনিষটী ভজনপ্রণালীরই জ্ঞাপক। আমরা যদি একটু নিষ্কপটভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের ভজনপরায়ণ জীবনের অনুশীলন বা অনুসরণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, তাঁহাদের দৈনিক সেবাময় জীবন কিরূপ সুদৃঢ় নিয়মে নিয়মিত। এই নিয়ম 'বিধি নহে বা তাঁহাদের প্রতি উহা কেহ আরোপও করে নাই। উহা সহজ স্বাভাবিক সেবানিষ্ঠাজ্ঞাপক ও প্রাণময়। তাঁহাদের যে নিয়ম, সে নিয়ম আমাদের ন্যায় সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের দণ্ড নহে। তাহা চেতনের সহজ স্বাভাবিক ধর্ম হইতে জাত। তাঁহাদের আদর্শ সর্বক্ষণ সম্মুখে না রাখিলে তাঁহাদের ন্যায় সহজ স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। আদর্শ অপতিত হওয়া চাই যদি সকল সময় অপতিত আদর্শ না পাওয়া যায়, তবে অপতিতের সহিত যিনি সর্বক্ষণ যোল আনা সংযুক্ত হইবার জন্য অর্থাৎ নিরন্তর ভজন-প্রগতির পথে আছেন, তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করা দরকার। উচ্চ কৃপা ব্যতীত অপতিত আদর্শ শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মের আদর্শ আচরণ ধরা যায় না। যদিও প্রথম অবস্থায় অপতিত আদর্শের সহিত নিজের আদর্শ মিলাইতে পারা যায় না, তথাপি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে যত্ন করিলে নিশ্চয়ই কোনদিন কৃতকার্য হওয়া যাইবে। কৃপাপ্রার্থী বা যত্নশীল মাঝে মাঝে পতিত হইলেও তথায় কেবল আশার উজ্জ্বল আলোক আছে কারণ, সেখানে প্রতি মুহূর্তে আলোর নিযুক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিষ্কপট শরণাগত সেবককে কখনও নিজে, কখনও বা নিজজন বৈষ্ণবের দ্বারা পথ দেখাইতেছেন। সুতরাং সেবা ভিখারীর ভয় বা আশঙ্কা। ভক্তিপথে ভরসাই দরকার।

সেবার অধিকার না থাকিলে সেবা করা যায় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মই একমাত্র অধিকারদাতা। তাঁহার কৃপা না হইলে প্রকৃত সেবার অধিকার আদৌ লাভ হয় না। সেই অধিকার বহু জন্মের সুকৃতিফলে লাভ হয়। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিজের সেবাকার্যে সজীব হয় এবং শ্রীগুরুদেবকে করা দরকার। কিন্তু সর্বাগ্রে নিজে শ্রীগুরুপাদপদ্মের হইয়া যাইতে না পারিলে তাঁহার সেবা করা যায় না। তবে প্রথম প্রথম সেবালাভের জন্য যত্ন হইতে পারে। সংসার দাবানল একমাত্র গুরুসেবা দ্বারাই নির্বাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই। সেবাকার্য ছাড়িয়া দিলে অন্তর সেবাগ্রহণপিপাসা, কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায়। তাহার ফল পুনরায় সংসারলাভ। ইহাই অনর্থের পরিণাম।

নিজেকে গুরুপাদপদ্মের অযোগ্যতম সেবক বলিয়া জানিতে পারিলে সেবার অধিকার পাওয়া যায়। সেবায় নিরবচ্ছিন্ন বুদ্ধি অর্থাৎ "গুরুসেবা ছাড়া আর কিছুই করিব না" এইরূপ দৃঢ় সংকল্প থাকিলে সেবালাভের সৌভাগ্য নিশ্চয়ই মিলিবে। এই নিরবচ্ছিন্ন বৃত্তি বা দৃঢ়সংকল্প প্রাথমিক অবস্থায় না হইলেও .... লাভের জন্য অকপট চেষ্টা শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তদীয় সেবকগণের নিকট কৃপাপ্রার্থনা করিতে হইবে। "আমি সেবা করিতে পারিলাম না" এইরূপ আক্ষেপ সেবালাভের জন্য উৎকণ্ঠার সহিত ও আর্তি এবং নিজেকে গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মের যোগ্যতম দুর্ভাগ্য জ্ঞান করিলে সেবালাভের অধিকার হইবে।

জগতের প্রত্যেক বস্তু গুরুসেবার উপকরণ—কৃষ্ণভোগ্য সুতরাং আমার সেবা, আমার সেবক নাই, আমি নিজেই সেবক—ইহাই নিষ্কপট গুরুসেবকের বিচার। সেবকের সেবক থাকে না। সেবক মুহূর্তের জন্যও নিজেকে জগতের কোন বস্তুর সেবা বা ভোক্তা অভিমান করেন না। অনর্থযুক্ত অবস্থায় সেবার পথে নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন আসিলেও তাহাতে নিরুৎসাহিত হইতে হইবে না। সেবার পথ ছাড়া অন্য কোন পথ আছে, ইহা মনে করিয়া সেবা ত্যাগ করিতে হইবে না। বাঁচিতে উপায় ও উদ্দেশ্য একই সেবাই উপায় আবার সেবাই উদ্দেশ্য। সেবালাভের জন্য সেবা। কারণ তাহাতে সেবা করিয়া সেবার সুবিধার ছাড়া সেবকের অন্য কোন বাঞ্ছা নাই। সেবার ফলস্বরূপ উত্তরোত্তর সেবাস্পৃহার বৃদ্ধি হয়। সেখানে সেবা পাইয়াছি বলিয়া অভিমান নাই। সর্বক্ষণ কি করিয়া সেবা করিব, ইহাই সেবকের বিচার। আমাদের প্রত্যেকের এই অবস্থা লাভ করা আবশ্যক। "আমি অনর্থযুক্ত, আমার পক্ষে কি এত বড় সৌভাগ্য লাভ সম্ভব"—এইরূপ চিন্তা করিয়া উদাসীন যেন না থাকি তজ্জন্য গুরুবৈষ্ণবের নিকট কৃপাবল ভিক্ষা করিতে হইবে। আমি যত অনর্থযুক্ত, অযোগ্য হই না কেন গুরুসেবালাভ বা গুরুকৃপালাভ ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজন ত' আমার সম্মুখে নাই। সুতরাং হতাশ অথবা উদাসীন হইবার কোন কারণ নাই।

হতাশাজনিত উদাসীনতা মনের ধর্ম। তাহাকে কখনও প্রশ্রয় দিতে হইবে না। মনের দাসত্ব করিতে ত' আমরা গুরুপাদপদ্ম বা মঠবাস করি না। মন একটু দুর্বলতা বা খুঁত পাইলেই সেই সুযোগে গুরুসেবা হইতে—মঠবাস হইতে বিচ্যুত করিয়া মায়ার কারাগারে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিবে। সুতরাং 'আমরা তুর্ণ হইলেও বলবানের' এই কথাটি সর্বক্ষণ হৃদয়ে ধারণ রাখিতে হইবে। তাহা হইলে জগতের কোন বস্তু আমাদিগকে গুরুসেবা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।

ব্রহ্মদেশে প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা রেঙ্গুণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে সেবকগণ গত ৭ই পৌষ [illegible] শ্রীমন্ মহাপ্রভুর [illegible] [illegible] নাম [illegible] [illegible] [illegible] হরিকথা আলোচনা করেন। তৎপর দিবস তাঁহারা 'সাবটী' নামক স্থানে একটী বিরাট সভায় 'গুরুতত্ত্ব' ও 'ভগবৎ' সম্বন্ধে দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় সহরের বহু উচ্চশিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্তন হয়।

ঐ দিবস সেবকগণ শ্রীমন্দিরের সেবক মাষ্টার মিঃ চক্রবর্তী মহোদয়ের বাসভবনে গৌড়ীয়মঠের প্রচার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ হরিকথা আলোচনা করেন।

গত ২১শে ডিসেম্বর মঠের সেবকগণ স্থানীয় '[illegible]' শ্রীগুরু-বন্দনা, শরণাগতি ও বিবিধ মহাজনপদাবলী কীর্তন। পর দিবস তাঁহারা শ্রীনামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

উক্ত সভায় [illegible], হিন্দুস্থানী ও বঙ্গদেশবাসী [illegible] [illegible] উপস্থিত ছিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] '[illegible]' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাণী প্রচারে [illegible] [illegible] [illegible] হন।

ঐ দিবস সেবকগণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কীর্তন হয়।

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
আদি নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রী [illegible] মঠ
[illegible] কলিকাতা [illegible]
সেবক—[illegible]

(৩) শ্রী [illegible]
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible]

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজির সমাধি পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) শ্রীগুরুপূজা কাশ্যামশীবাগাব
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী [illegible] দাস অধিকারী

(১৩) ক্ষেত্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গোস্বামীপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(১৬) শ্রীপ্রতাপ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী [illegible]

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible] মঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী [illegible]

(২০) [illegible] পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী [illegible]

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible]
(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(২৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রী [illegible]

(২৪) গোপালজীউ মঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
সেবক—শ্রী [illegible] দাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible]

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী [illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] চট্ট, পি
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible] নয়াদিল্লী
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(৩৫) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible] চট্ট পি।
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী [illegible]

(৩৭) শ্রী [illegible] মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী [illegible]

(৩৮) শ্রী [illegible] পীঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible] মথুরা)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ - [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী [illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী [illegible] দাস

(৪৪) গোপীনাথবিহারী মঠ—[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] দিল্লী
সেবক—শ্রী [illegible]

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible]
[illegible] পোঃ পুরী [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible] কুটী
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible]
পোঃ [illegible] পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী [illegible] গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী [illegible]

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
[illegible], কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড় মঠ অফিস,
[illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী [illegible] কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রী [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]-সম্পাদিত
শ্রী [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৶০	
" " ইঞ্চি ২৲			১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲			৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৬৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲		১০৲	।

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮
" এক কলম ৩৩৲	৩০.

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	।
ষাণ্মাসিক "	৫.
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	৯৲

প্রতি সংখ্যা [illegible] বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট—

—:০:—

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিধ্যে [illegible] বোর্ডিং এর পরিচিত খোলা। [illegible] শিক্ষক ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। খোরাক ও বোর্ডিংখরচ প্রতি মাসে [illegible] শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র [illegible] শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৩৲০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর [illegible] ছুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

—

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন-চরিত, সাধন ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ [illegible] টাকা।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতসিদ্ধান্ত ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ: এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিক্রমে বারটী অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র দুই আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুর 'প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্', পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মধুর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, বাংলা, ঢাকা।

—

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে সম্প্রদায়বাদের আবশ্যকতা [illegible] সম্প্রদায়, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, ব্রাহ্মণ ও তৎসম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা-নিরসনমূলক শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-পথের যাবতীয় সাধারণ সমস্যা, তত্ত্বনিরপেক্ষ সৎসিদ্ধান্তসমূহ প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] স্বামী ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। মূল্য [illegible] মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। [illegible] পূর্বে অধ্যায়ের তাৎপর্য্য, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক [illegible] সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে [illegible] অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ [illegible] শ্রীল শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান— শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রয়োজনানুসারে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসূচের অর্থ, গাথা, নবদ্বীপাদি প্রাচীনস্থান বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও ভূমী সূচী সহ এই সংস্করণ শ্রীগৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের একটি অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গদ্যাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা। ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুন্দরানন্দ দাস এম্-এ, বি-এল, পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

ডাউন

কলিকাতা ছাঃ	৫-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২
								২২
নৈহাটী	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-৫০			
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮-১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৪	০-৫৮
(রাণা) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৭	১৩-৩৭	১৫-৫	১৮-৫৯	১৯-৪০	১-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১৩-৩৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৫১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-৩১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৮	১০-১৯	১৮-১০	২৭-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬

নৈহাটী.. ১১-১৮

রাণাঘাট পৌঃ ১-৫৫

ছাঃ ১৩-০

শান্তিপুর পৌঃ ১৩ ২৮

(বদল) ছাঃ ১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)

কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৪

আপ

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬ ১	৮-৬	১১-৪	১৩-১২	১৩-৮	১৮-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৫	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬ ৫৬	১৯-৩২	২০-৪৬	৫-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৪৫	৯-২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯	৪ ১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫১	৯ ৩০	১২-২৬	৫-৫৫	১৭-৪২	২০-২১	২১-২৫	৪-১৮
নৈহাটী		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩-১	
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১ ২০	১৪ ২৬	২৭ ৪৬	২১ ৫০	২৩ ১৫	৬ ২৬	

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রের পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ও অক্লান্ত ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এবং এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পাশ্চাত্য লেখনীর অদ্ভুত বল আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের লীলাচরিত-পাঠে বদ্ধ হইল। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ সাতচিত্র বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভারতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম হইতে ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়াদিকা (contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রথমখণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা নদীয়া

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::o::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এস্থান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪.৫ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীতে অবস্থিত। এস্থান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এস্থান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালোর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় জীবনীশক্তি ইহার কার্য্যাদি অত্যন্ত আশ্চর্য। প্লীহার যকৃৎ কামালা এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৮/০ দশ আনা বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র—

—৯১নং, ওল্ড চায়না বাজার রোড, কলিকাতা

(কলেজ রোড, ওয়েস্ট অরণ্য)

ফোন—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO 1541

গ্রন্থপ্রদর্শনমালা

—::—

শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিবিধ প্রবন্ধাবলী শ্রীল আচার্যদেবের বিরচিত '[illegible]' আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে অনেক আলোচনা উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
নবীনা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—[illegible], ঢাকা

[illegible]

[illegible] ভগবান শ্রী [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] কথা [illegible] লিপিবদ্ধ হইয়া [illegible] কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১।০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রী [illegible]
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ২৫শে পৌষ ১৩৪৭, ৯ই জানুয়ারী, ১৯৪১ বৃহস্পতিবার ১৫৮তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

আলবেনীয়া রণক্ষেত্রে ইতালীয়-বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ

৮০ মাইল ব্যাপী আলবানিয়া রণাঙ্গনের উপকূল হইতে এবং মধ্যভাগে যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার বিবরণে প্রকাশ যে, ইতালীয় সৈন্যগণ স্থানিকভাবে প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে। যুদ্ধে পুনরায় আক্রমণ চালাইবার চেষ্টা হেতু উহা তাহাদের দুর্দশার পরিচায়ক হয়। গ্রীকরা ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া এমন স্থান দখল করিয়াছে যে, তথায় [illegible] তাহার তুলনা করা যায়। এক্ষণ অবস্থা একারণেই ইতালীয়গণ পাল্টা আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু এথেন্স হইতে লণ্ডনের সংবাদে জানা যায় যে, গ্রীকরা আলবানিয়ার সংবাদ সম্বন্ধে [illegible] ফিরিয়া পাইয়াছে।

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, জনৈক সরকারী মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, ইতালীয়দের একটি পাল্টা আক্রমণও [illegible] করে নাই। [illegible] একবার প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ চালান হইয়াছিল। কিন্তু বহু বহু [illegible] আক্রমণ চালান হইলেও তাহা প্রতিহত করা হয়। পূর্বে আরও [illegible] অনুরূপ আক্রমণ পরিচালনা করা হইয়াছিল। উত্তর সীমান্তে প্রায় পাঁচ হাজার ফিট উচ্চে গ্রীকগণ [illegible] স্থান দখল করিয়াছে।

এথেন্স হইতে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ আলবানিয়াতে আরও অধিক সংখ্যক ইতালীয় সৈন্য বন্দী হইয়াছে। আজ প্রকাশিত একখানি গ্রীক সামরিক ইস্তাহারে প্রকাশ, "বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রীক সৈন্যগণ সাফল্য সহকারে যুদ্ধ চালাইতেছে। আক্রমণের ফলে আরও দুই শত চারি জন ইতালীয় বন্দী হইয়াছে এবং বহু অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ গ্রীকদের হস্তগত হইয়াছে।

অস্ট্রেলিয়ার সংবাদে প্রকাশ যে, [illegible] নামক জাহাজখানা ১৫ই জানুয়ারী তারিখে ১, ১৭৬, ০০০ টনের মূল্যের জিনিষপত্র লইয়া ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিবে। উহাদের মধ্যে ২৫ খানা এম্বুলেন্সও থাকিবে। জাহাজখানা আফ্রিকা ঘুরিয়া ইংলণ্ডের পথে আসিবে।

মধ্যপ্রাচ্য-উপকূলে জার্মাণ জাহাজ

বৃটিশ বিমানসমূহ গত ৬ই জানুয়ারী [illegible] উপর আক্রমণ করে। শত্রুপক্ষীয় একটি জেটির উপরে তিনটি বোমা পড়ে। পূর্বে একটি জার্মাণ অভিযানের খবর পাওয়া যায় একটি বৃটিশ বিমানপোত ফিরিয়া আসে নাই। বিমান-বিভাগ বলিয়াছেন যে, আবহাওয়ার অবস্থা খারাপ থাকা সত্ত্বেও বোমা ফেলিতে পুনরায় আক্রমণ চালান হয়। [illegible] বোমাবর্ষণ করা হয়। [illegible] আক্রমণে কোন বৃটিশ বিমান নিখোঁজ হয় নাই। [illegible] দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে অপর একটি শত্রুপক্ষীয় বাণিজ্য-জাহাজের ঠিক উপরেই বোমা ফেলা হয়।

[illegible] উপকূলে উত্তর দিকে কাছে দুইখানা বৃটিশ বোমারু বিমান দুইখানা জার্মাণ জাহাজের উপর সাফল্য সহকারে আক্রমণ চালাইয়াছিল। বড় জাহাজখানার ডেকের উপর দুইটি বোমা-বিস্ফোরণ হয় এবং সম্ভবতঃ ছোটখানার উপরে অন্ততঃপক্ষে তিনটি বোমা-বিস্ফোরণ হয়। দুইখানা [illegible] এবং অনেকগুলি এমন উপকূলের কাছে আসিয়া পড়ে যে, জার্মাণ-উপকূলবর্তী কামানসমূহ চারিদিক হইতে গোলা দুরে থাকিয়া নিম্নগামী বৃটিশ বিমানে গোলাবর্ষণ করিয়াছে। কোন বৃটিশ বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের প্রস্থ বৃদ্ধি

জানিতে পারা গিয়াছে যে, কলিকাতা হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের প্রস্থ আট ফুট হইতে বার ফুট পর্যন্ত বৃদ্ধি ও সমস্ত রাস্তাটি পাকা করিবার পরিকল্পনা ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে। সেতুসমূহ মজবুত করা এবং [illegible] কোন নদীর উপরের পার্শ্বস্থ পথ পুনঃ সংস্কার বিষয়ও এই পরিকল্পনার অন্তর্গত। এই বাবদ আনুমানিক [illegible] লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। তাহার মধ্যে কোন নদীর [illegible] গৌরবজনক পথের জন্যই ব্যয় হইবে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। কোন নদীর [illegible] হইতে এক মাইল পশ্চিমে ডেরাজী পর্যন্ত পথ সিমেণ্ট দিয়া বাঁধাইবার ব্যবস্থা হইবে। উহার জন্য ৫৭ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কোন নদীর উপরকার সেতুটির পুনঃ সংস্কার হইলে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পথে মুসাফির যাত্রীগণ ও যানবাহনাদি [illegible] নৌকায় বা ট্রেণে কোন নদী পার না হইয়া সরাসরি কলিকাতা হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত যাইতে পারিবে।

———

লণ্ডনে বিমান আক্রমণ

লণ্ডনের দক্ষিণ-পূর্ব-উপকূলের নিকটে একখানি বৃটিশ বিমানের আক্রমণে [illegible] জার্মাণ বিমান ধ্বংস হইয়াছে। সরকারীভাবে প্রচার করা হইয়াছে যে, [illegible] উপকূলবর্তী কোন সহরে [illegible] [illegible] এবং [illegible] হইয়াছে। [illegible]

[illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—[illegible] সাপ্তাহিক। কলিকাতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক [illegible] ১০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত [illegible] মাসিক পত্র। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১. টাকা।

৩। পরমার্থী—[illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক [illegible] প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—[illegible] সম্পাদিত [illegible] পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ।০০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় [illegible] কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] শ্রীশ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] অমূল্য উপদেশপূর্ণ [illegible] অবশ্য পাঠ্য।

ভিক্ষা— ৷৵০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

[illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা [illegible] মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় [illegible] সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'ভক্তি-টীকা, [illegible] গৌড়ীয়-[illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দনকানন ভক্তিভবন, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
[illegible] এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধ গ্রন্থমালা

[illegible] প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবত, [illegible]	৫০
	প্রথম হইতে [illegible] খণ্ড পর্যন্ত	১৮৲
	[illegible] খণ্ড	৯
২।	[illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্থাৎ)	৭
৩।	[illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৭
৪।	[illegible] (অর্থাৎ)	
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের [illegible]	
	১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড; ৪র্থ খণ্ড ৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
	১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৸০	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	২।০
৮।	সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা	১।০
৯।	বৈষ্ণবধর্ম	১৲
১০।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৩।	সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৪।	বৈষ্ণবসাহিত্যে [illegible] খণ্ড	
১৫।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	
১৭।	[illegible]	
১৮।	[illegible]	।০
১৯।	[illegible]	।০
২০।	গৌড়ীয় গৌরব	।৵০
২১।	গৌড়ীয়গীতা	।৵০
২২	[illegible]	।০
২৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)	২৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকা-সহ)	২৲
	অর্থাৎ)	১৲
২৬।	গীতার কেবল মাত্র ভাষা	।০
২৭।	[illegible] (সাতবার)	২৲
২৮।	[illegible] (সাতবার)	।০
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা)	৸০
৩০।	[illegible]	৵০
৩১।	[illegible] (তৃতীয় সংস্করণ)	।৵০
৩২।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
৩৩।	নবদ্বীপধাম প্রমাণ	৷০
৩৪।	[illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৩৫।	[illegible]	৵১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৵০
৩৭।	ঐ প্রমাণ খণ্ড	৵০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপ[illegible]	০
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডল[illegible]	০
৪০।	শরণাগতি	৵০
৪১।	গীতাবলী	৵১০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৷০
৪৩।	[illegible]	৵০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴
৪৫।	নবদ্বীপশতক	
৪৬।	[illegible]	
৪৭।	[illegible]	
৪৮।	[illegible] (পঞ্চম সংস্করণ)	
৪৯।	[illegible]	
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)	
৫১।	[illegible]	
৫২।	মণিমঞ্জরী (সাতবার)	
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়:	
৫৪।	পুরুষার্থ-নির্ণয়	
৫৫।	[illegible]	
৫৬	[illegible]	৵০
৫৭।	ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮।	[illegible]	৵০
৫৯	[illegible]	০
৬০	[illegible]	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃত[illegible]	।০
৬২	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible]	।০
৬৩।	[illegible]	।০
৬৪।	[illegible]	।০
৬৫।	[illegible]	৵০
৬৬।	গৌড়ীয়[illegible]	৴০
৬৭।	[illegible]	৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	
৬৯	এ [illegible]	।০
৭০।	[illegible]	৴০
৭১।	বেদান্ত—[illegible]	
৭২।	[illegible]	।৵০
৭৩।	[illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	
৭৪।	[illegible]	
৭৫।	[illegible] গৌড়ীয়[illegible]	
৭৬।	[illegible]	।০
৭৭।	[illegible]	।০
৭৮।	[illegible]	।০
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [illegible]	১০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৮১।	[illegible]	
৮২।	[illegible]	১০
৮৩।	গীতাবলী	১০
৮৪।	শরণাগতি	৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	[illegible]

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
— গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গীতি সাহিত্যে শ্রীভক্তি-
বিনোদ
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
গীতিগ্রন্থ সমূহের ভাবধারা
[illegible] গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য। [illegible] আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ মন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীশ্রী[illegible]
[illegible] সর্বত্র [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা [illegible] আনা
প্রাপ্তিস্থান—
পোঃ মায়াপুর, নদীয়া।

প্রভুতের [illegible] বহুল প্রচারিত নদীয়া-জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ | ২৬ নারায়ণ ৪৫৪ গৌরাব্দ ২৫শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৯ই জানুয়ারী ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার | ১২২৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ নারায়ণ আদি কারণে-বশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৪

উৎসাহ

আমরা শ্রীউপদেশামৃতে কৃষ্ণসেবায় উৎসাহ, সেবাবিষয়ে নিশ্চয়ত্ব, কৃষ্ণসেবায় অচঞ্চলতা বা ধৈর্য্য, কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে তত্তৎ অনুষ্ঠান, কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্য সঙ্গ পরিত্যাগ ও কৃষ্ণভক্তের অনুশীলন—এই ছয় প্রকার অনুষ্ঠানে ভক্তিবৃদ্ধির কথা শুনিতে পাই। যেখানে ভক্তি আছে, সেখানে উক্ত গুণ এই ক্রিয়াসমূহ না থাকিয়া পারে না। এই ছয়টির মধ্যে নিশ্চয়তাই মূল। নিশ্চয়তা না থাকিলে কিছুই হইতে পারে না। সুদৃঢ় বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার অপর নাম নিশ্চয়তা। এই শ্রদ্ধাই ভক্তির বীজ। যেখানে শ্রদ্ধা, সেখানেই উৎসাহ। যেখানে শ্রদ্ধা নাই, সেখানে সেবোৎসাহও নাই। সেবোৎসাহ একমাত্র শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস থাকিলেই থাকিতে পারে। এই শ্রদ্ধা বা নিশ্চয়তাই ভজনের মূল এবং উৎসাহ ভজনের প্রাণ। সুতরাং ভক্তির প্রারম্ভ হইতেই সাধকের উৎসাহময়ী শ্রদ্ধা হওয়া আবশ্যক। উৎসাহ না থাকিলে ভজনে উদাসীন্য আছে। যেখানে সেবোৎসাহ, সেখানে আলস্য, জাড্য বা জড়তা নাই। আদর হইতেই নিরুৎসাহ, অলসতা বা জড়তা আসে। যেখানে আদর, সেখানে নিরুৎসাহ থাকিতে পারে না। আদরই সেবোন্মুখতা, আদরই শ্রদ্ধা। যেখানে অশ্রদ্ধা বা বহির্মুখতা সেখানেই অনাদর, অযত্ন, উদাসীনতা বা জড়তা। আদরের সহিত—সেবোন্মুখতার সহিত ভগবানের অনুশীলনই সেবোৎসাহ। যেখানে আদর নাই অথচ ক্রিয়াকলাপের বাহ্যাড়ম্বর, তাহা দেহের কসরৎ বা মনের উত্তেজনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আদর বা সেবোন্মুখতা সেবককে সেবার জন্য ব্যগ্র ব্যাকুল করে, সৎসঙ্গের জন্য উৎকণ্ঠা ও আর্ত্তি জাগায়।

সেবোৎসাহ চেতনের ধর্ম, তাহা অচেতন মনের ধর্ম নহে। নিত্য বলশালী এই সেবোৎসাহকে কেহ প্রতিহত করিতে পারে না। [illegible] প্রতিষ্ঠার উৎসাহকে সেবোৎসাহ বলা যায় না। অপ্রাকৃত ভগবান্ [illegible] সনাতন। ইঁহারা চেতনবস্তু। ইঁহাদিগকে ফাঁকি দিয়া বা ইঁহাদিগের সহিত চালাকি করিয়া বা ইঁহাদিগকে ঠকাইয়া কেহ কখনও নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারে না। যাঁহারা সর্ব্বত্র থাকিয়া আমার সকল কার্য্যকলাপ দেখিতেছেন, তাঁহাদিগকে বাহিরের আড়ম্বর বা লোক দেখানের ভাব দেখাইলে তাঁহারা প্রসন্ন হন না। তাঁহারা চান প্রাণের আর্ত্তি, অন্তর হইতে সহজভাবে আপনজ্ঞানে তাঁহাদিগকে চাওয়া—কৃপার ভিখারী হওয়া। যেখানে আদরের সহিত অনুশীলন, সেইখানেই সেবোৎসাহ। সদগুরুর সহিত অনুশীলনই আদরের সহিত অনুশীলন বা শুদ্ধ অনুশীলন। যেখানে সম্বন্ধ আছে, সেখানে সেবাপ্রবৃত্তি স্বতঃই জাগরূক হইয়া থাকে। সকল দিয়া সেবা করিয়াও 'আমি সেবা করিতে পারিলাম না' এরূপ সরল আর্ত্তি সেবোন্মুখের হৃদয়ে স্থান পায়। সেখানে সমস্ত সেবা করিয়াও সেবাশা মিটিতেছে না, সেবার অপূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে সেবার জন্য পাগল করিয়াছে। উৎসাহের সহিত ভজন করিতে করিতে জীবের সমস্ত অনর্থ-প্রতিবন্ধক অনায়াসে নিবৃত্ত হয়। উৎসাহ না থাকিলে ভজনে অগ্রসর হওয়া যায় না। সেবোৎসাহীই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান। তিনি সকল প্রতিকূলতার মধ্যে উৎসাহের সহিত সেবা করিতে করিতে কৃষ্ণকৃপা উপলব্ধি করিতে পারেন। সেইজন্য হতাশা বা নিরাশা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কৃষ্ণ নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন, এরূপ সুদৃঢ় বা নিশ্চিত থাকায় তিনি বিপদে বা নিরুৎসাহ হন না। কিন্তু যাহারা মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত, মনকে যাহারা গুরু বা উপদেশকরূপে বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সাময়িক উত্তেজনাবশে যে উৎসাহ দেখা যায়, তাহা স্থায়ী হয় না। শ্রীকৃষ্ণপদে বিশ্বাস না থাকলে জীব নিরুৎসাহ হইতে বাধ্য। সেরূপ আত্মবঞ্চনায় কৌতুহলী জীব কিছুক্ষণ চেষ্টা করিয়াই হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দেয়। যেখানে সংশয় আছে, সেখানে উৎসাহের অভাব [illegible]। যে সকল ব্যক্তি প্রথমমুখে উৎসাহ দেখা যেলেও কোনও সাময়িক [illegible] কালে সে [illegible] নিরুৎসাহ [illegible] হইয়া পড়ে। কিন্তু যাঁহার নিশ্চয়তা [illegible] আছে, তিনি জানেন যে, অবশ্যই [illegible] কৃপা [illegible] তাঁহার জীবনে উৎসাহ থাকিবে। তবে সে সেবোৎসাহী হইবে, অথবা [illegible] হইয়া পড়িবে। যেখানে [illegible] তাঁহার [illegible] নিশ্চয় করিতে না [illegible] ছাড়িয়া দিয়াছে। [illegible] না, সে [illegible] নিত্য [illegible] করেন। [illegible], তিনি [illegible] করিতে পারেন না। তাঁহার [illegible], আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ, গৌরব [illegible] তাঁহার নিত্য [illegible] করে। [illegible] তাঁহার [illegible] লক্ষ্য-প্রতিষ্ঠা বা সুখভোগের [illegible] জানেন, তোমার প্রভু ছাড়া আমার আর কেউ নাই।

[illegible], তিনি অকপট হইলে [illegible] কৃপা [illegible] করিবেন। [illegible]

করিতে সাধু-গুরু আনুগত্যে যে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে, তাহাই বর্ধিত বা দৃঢ় ভক্তিপথের অনুসরণকারীগণের একমাত্র উৎসাহ। এতদ্ব্যতীত অন্য উৎসাহ নাই। [illegible] বিশ্বাস জন্মে, [illegible] কখনই [illegible]

[illegible]

[illegible] করিবে। [illegible] একটা কোন বা [illegible] প্রাণের বাধা দরকার। কৃষ্ণদাসের [illegible] দরকার [illegible] আশা নাই, সেখানে [illegible] হয় কৃষ্ণকৃপা না হয় নিরুৎসাহ। [illegible] বাধাকে [illegible] করিতে হইবে। [illegible] বাড়িতেছে কিনা তাহা প্রত্যহ লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং বৈষ্ণবগণের [illegible] যেখানে যত, সেইখানেই একান্ত উৎসাহ আছে জানিতে হইবে। এই উৎসাহ শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপা হইতে লাভ হয়। সাধুকে বাদ দিয়া সেবোৎসাহ বৃদ্ধি পাইতে পারে না। আমরা যত সাধুগুরুর কৃপার উপর নির্ভর করি, ততই সেবা ও কৃপা পাইবার জন্য আমাদের উৎসাহ বাড়িতে থাকে। সেবোৎসাহের মূলে যদি ধৈর্য্য না থাকে, তাহা হইলে সমস্ত কপটতা, তাহা সেবার জন্য উৎকণ্ঠা নহে, পরন্তু তাহা মনের খেয়াল। [illegible] উচিত হইলে তবে অধিকার জন্মে, তখনই সাধুসঙ্গ হয়। [illegible] নিষ্ঠা থাকে না। কেন না, তখন হৃদয়ে [illegible] থাকে উৎসাহের [illegible] বলিতে বলিতে অনর্থ হইতে দূর হয়, এবং নিষ্ঠার উদয় হইতে থাকে। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের পবিত্র হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অনুস্মরণ হইতে হৃদয় শুদ্ধ হয়। তাহাতে [illegible] দূর হইতে থাকে। ভগবদ্ভক্তিরূপ [illegible] করিতে করিতে [illegible] ও কর্ম্মবন্ধন ভগবৎকৃপাবলে নষ্ট হয়। জ্ঞানী ও কর্ম্মী যদ্যপি চেষ্টায় সেরূপ ফল হয় না। সুতরাং অন্য বাঞ্ছা, অন্য আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরপেক্ষ হইলে এবং যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করিলে শুদ্ধভক্ত হইয়া থাকে।

শরণাগতই সেবোৎসাহী। যেখানে আত্মসমর্পণ বা শরণাগতি নাই, সেখানে সেবোৎসাহ [illegible] কিরূপে থাকিবে কি করিয়া?

[illegible] করিলে কৃষ্ণের সেবা, কৃষ্ণের [illegible] সেবক জানেন। তিনি [illegible] কিছু করেন না। সেবায় তাঁহার প্রত্যাশাশূন্য ও [illegible] নিকট সেবা শিক্ষা করিয়া সেবোন্মুখের নিকট সহজ ও প্রত্যক্ষ ব্যাপার। তিনি [illegible] সর্ব্বত্র কৃষ্ণসম্বন্ধ দর্শন করেন বলিয়া তাঁহার [illegible] অবসাদ বা হতাশা স্থান পায় না, পরন্তু তিনি উৎসাহের [illegible] হইয়া সেবা ও কৃপালাভের জন্য [illegible] হন। তাঁহার অন্তরে শান্তিতে সেবোৎসাহ আছে, তিনি ক্রমশঃ দৃঢ় ও প্রত্যক্ষভাবে [illegible] হয়েনই। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

ভজনে উৎসাহ যাঁর [illegible] বাড়িবে।
[illegible] কৃষ্ণভক্তি পাবে ধীরে ধীরে॥
[illegible] হইয়া ধীরভাবে যেই।
ভক্তির সাধন করে ভক্তিমান সেই॥
যাহাতে কৃষ্ণের সেবা, কৃষ্ণের সন্তোষ।
সেই কর্ম্মে মতি সদা [illegible] হয়ে তোষ॥
কৃষ্ণের অনুকূলতা পরিতোষ'।
[illegible] তদকলে সদা ভজে হরি॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীউপদেশামৃত ও [illegible] শ্রীউপদেশামৃত-ভাষায় লিখিয়াছেন—

[illegible] হয় অন্য সার।
উৎসাহ বিশ্বাস দৈর্য্য [illegible] আর॥
[illegible] সাধুবৃত্তি করিলে আশ্রয়।
[illegible] সমর্পনে হয়॥
[illegible] উৎসাহের প্রয়োজন।
[illegible] বিশ্বাস হয় বৈধীবলম্বন॥
[illegible] হয় ভক্তির উল্লাস।
[illegible] নির্বাহে প্রয়াস॥
[illegible] সঙ্গবর্জ্জন।
[illegible] সাধুবৃত্তি সর্ব্বদা পালন॥
[illegible] আর পুষ্টি যথাক্রমে।
[illegible] সাবধান হ'বে॥

ভগবদ্ভক্ত সুখ-দুঃখ, সম্পদ্-বিপদ্ সমস্ত বিধানকেই ভগবানের অনুকম্পা জানিয়া উৎসাহের সহিত ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন। যেখানে সেবোৎসাহ, সেখানে আন্তরিকতা আছেই। যেখানে উৎসাহ আছে, কিন্তু আন্তরিকতা নাই, তাহা সেবোৎসাহ নহে। পরীক্ষার সময় আসিলে তাহা ভক্তগণকে নিরুৎসাহ করে না, পরন্তু পাঠের প্রবল উৎসাহ বা চেষ্টা বর্দ্ধিত করে, বাধা [illegible] প্রত্যহবাদ সেবোৎসাহীকে নিরুৎসাহ করিতে পারে না। সেবায় বিঘ্ন অকপট সেবকের সেবোৎসাহ বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। বিপদ্ ও বিঘ্নাদির মধ্যে শুদ্ধভক্তের সেবোৎসাহ কোটিগুণে বর্দ্ধিত হয়। বিপদ-

বিপদ ভক্তের সেবোৎসাহ প্রভৃতি [illegible] বাড়ায়। তাঁহার সেবা সম্যক্ আরম্ভ হয়, তাঁহার নিকট নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন ভক্তেচ্ছায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার অকপটতা পরীক্ষা করে এবং তাঁহাকে সেবায় দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া দেয়। বিপদের মধ্যে শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট হইতে বলেই উৎসাহ ও বল পাওয়া যায়। বিপদের সময় হৃদয়ে যেরূপ আর্ত্তি বাড়ে এরূপ আর অন্য সময়ে কিছুতেই হয় না। আমরা দুর্ব্বল-[illegible] সকলসময় কৃষ্ণের কথা মনে রাখিতে পারি না বলিয়া অনর্থ বা বাধাবিপদ আসিয়া আমাদিগকে কৃষ্ণের কথা মনে করাইয়া দেয়। বিপদের মধ্যে যেখানে শরণাগতি উদিত না হইয়া উৎপত্তিরই [illegible], নিরুৎসাহ, অশ্রদ্ধা, নাস্তিকতা ও [illegible] আসিয়া [illegible] হয়, সেখানে সত্যপথ আশ্রয় বা সাধু চরণে আত্মনিবেদন হয় নাই জানিতে হইবে। শুদ্ধভক্তে যিনি বা যাঁহারা ভক্ত বলিয়া জানেন, তাঁহাদের ভয় নাই। কৃষ্ণ নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন—এই দৃঢ়বিশ্বাস তাঁহাদের হৃদয়ে সতত জাগরূক আছে। তাই তাঁহারা বিপদকে ভগবানের পরম অনুকম্পা বলিয়া জানেন এবং বিপদের মধ্যে ভগবানের মঙ্গলময় হস্ত প্রসারিত রহিয়াছে দেখিয়া নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে, সানন্দে, সোৎসাহে সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিপদ্ বা সম্পদ্ কোন কিছুতেই বিচলিত হন না। তিনি অন্তরে অটল থাকিয়া বিপদে সম্পদে সকল সময় অনুক্ষণ তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত থাকেন। পরীক্ষা ভক্তগণকে [illegible] না হারা [illegible]। সেইজন্য ভক্তগণ পরীক্ষা আসিলে ভীত না হইয়া নির্ভয়চিত্ত হন।

'ভক্ত আমি' বিচারে [illegible] 'দাস আমি'-গণ শুদ্ধবৈষ্ণবগণ সেইরূপ ভক্তির পরীক্ষা-ভক্তিকে উন্নতিলাভের সোপানস্বরূপ জানিয়া সেবোৎসাহিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা ভক্তিযোগের বিপদ্‌কে ভগবানের মহাদান বলিয়া জানেন। শরণাগত আপাত বিঘ্ন বা বিপদ্ সকলই পরমমঙ্গলের অগ্রদূত। তাঁহারা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ভগবানের সেই অকপট সেবকগণের সেবায় বিরতি বা ক্লান্তি নাই, বর্দ্ধমান সেবোৎসাহ তাঁহাদিগকে অনুক্ষণ কৃষ্ণের দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছে। তাঁহাদের কেশস্পর্শ করিবার ক্ষমতা এ জগতের কাহারও নাই। সমস্তই কৃষ্ণেচ্ছায় হয়। সুতরাং কৃষ্ণসুখাভিলাষী ভক্তগণের কোন অবস্থাতেই দুঃখের কোন কারণ নাই। প্রভুর সুখেই তাঁহাদের সুখ।

অভক্তিমার্গ

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ)

যে পথে কৃষ্ণসেবার কথা নাই, তাহাই অভক্তিমার্গ বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সেবায় কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর অভিলাষ, কর্ম্মের আবরণ, জ্ঞানের আবরণ ও নির্বিশেষের আবরণ নাই। তাহাতে কৃষ্ণের অনুকূল-অনুশীলন আছে। অনেকে ভক্ত হইবার অভিলাষ পোষণ করিয়াও অভক্তিমার্গের আশ্রয় করেন। যাঁহারা কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ জানিয়া উহাই জীবের একমাত্র বৃত্তি বুঝিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিপথের পথিক। যাঁহারা নিজের প্রতিভা বা অনভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া ভক্তির সংজ্ঞা নিজেই দিয়াছেন, তাঁহাদের হঠকারিতায় অনেক সময় ভক্তির স্বরূপের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কেহ কেহ আপনাকে ভক্ত মনে করিয়া 'মনের কল্পিত বৃত্তিকেই ভক্তি' বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর কলিহত দুর্ব্বল জীবের মঙ্গলের জন্য ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাই শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। সদ্যো সাধারণগণ আপনাদিগকে ভক্তাভিমানে ভূষিত করিতে হইলে ও জন্য প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধান করিবেন। ভক্তাগ্রণী শ্রীপাদ শ্রীরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শুনিলেন যে, কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। 'অনুশীলন' শব্দ 'অনুক্ষণ সেবা' বুঝায়। অনু শব্দে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অর্থাৎ ব্যবধানরহিত; শীলন শব্দের অর্থ একান্ত প্রবৃত্ত হওয়া। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমূলক কায়মনোবাক্য-সম্বন্ধীয় ভক্তচেষ্টারূপ এবং প্রীতিবিষয়াত্মক মনঃসম্বন্ধীয় ভক্তভাবরূপ কৃষ্ণের অনুশীলন হয়।

কৃষ্ণ বলিলে পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অনাদি, সর্ব্বাদি ও সকল কারণের কারণকে নির্দ্দেশ করা হয়। উহা হইতেই সবিশেষ ব্রহ্মের ও শ্রীনারায়ণের প্রকাশ। গোলোকে মাধুর্য্যের পরমাশ্রয় ব্রজেন্দ্রনন্দন, মাধুর্য্যাঢ্য ঔদার্য্যের পরমাশ্রয় শ্রীগৌরহরি স্বীয় প্রকাশমূর্ত্তি নিত্যানন্দাদির দ্বারা সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য্যবিগ্রহের প্রকাশ করিয়া শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ব্যূহ-মূর্ত্তিতে বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল প্রকটিত রহিয়াছেন। সেই অষ্ট চতুর্ব্যূহ হইতে ভগবানের নিত্য অবতারসমূহ প্রকটিত হইয়াছেন। ভগবানের পুরুষাবতার, নৈমিত্তিকাবতার, গুণাবতার প্রভৃতি বিভুতত্ত্ব জীবকে 'ভগবান্ ও অণুচৈতন্য জীব' উপলব্ধি করাইতেছেন। মায়াধীন [illegible] মায়াবদ্ধ জীবকে বিভুভাবে স্বীয় অনুশীলন করাইয়া বিভু ব্যতীত অন্য প্রতীতিরূপ মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করেন। জীব যে কৃপালব্ধ অনুশীলন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমসেবা লাভ

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

করিতেছেন, উহাও ভক্তি। ভক্তি উদিত হইলে জীব ভক্ত সংজ্ঞা লাভ করেন। শুদ্ধ ভক্তি দ্বারা ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের ভজন করিলে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ লাভ করেন। ভক্তের ভক্তিবৃত্তি সুপ্ত হইলে নিজ বুদ্ধির অনাদি অজ্ঞানতা কোন এক প্রকারের বৃত্তি গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বুদ্ধি অজ্ঞানপুষ্ট হইয়া লক্ষ্য বস্তুকে 'পরমাত্মা' কখনও বা 'নির্ভেদের ব্রহ্ম' বলিয়া সংজ্ঞা দেন। সুতরাং যোগিগণের কল্পিত পরমাত্মা ও জ্ঞানিগণের কল্পিত ব্রহ্ম কৃষ্ণের আংশিক এবং ভোগভেদ-লক্ষণ-বিশেষ। কৃষ্ণেতর চিন্তা প্রবল হইলে জীব ভক্তিবৃত্তি হইতে চ্যুত হইয়া ভগবদ্দর্শন করিতে পারেন না তখন। কখন বা সংশয় যে পরমাত্মা, কখন বা ঈশ্বরকে অজ্ঞানের প্রকাশক পদার্থ, কখন বা অজ্ঞান-সমষ্টির উৎকৃষ্টোপাধি বিশুদ্ধ-সত্ত্ব প্রভৃতি ও অনির্বচনীয় চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কৃষ্ণবহির্মুখ জীব ভোগতাৎপর্যের ফলে কৃষ্ণকে ভক্তের কর্মফলদাতা, বন্ধ্য ঈশ্বর, গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী পশু ও দেবতাদের বহু মানন করেন। আবার কোন সময় তাঁহাকে বিদূষক ও পাষণ্ড ব্যস্ত হইয়া হরেন্দ্রগণের ভোগের জীবনযাপনের সহায়ক বলিয়ে (?) বিশ্বাস করেন। কিন্তু 'কৃষ্ণ' বলিলে ভক্ত ব্যতীত অন্যের যাবতীয় লক্ষ্যবস্তু গ্রহণে স্বীকৃত হয় নাই, জানিতে হইবে। এ কথায় আলোচনা না করিয়া যাঁহারা 'কৃষ্ণ'শব্দে কৃষ্ণকে না বুঝিয়া নিজের কল্পিত অর্থে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লক্ষ্যবস্তু কৃষ্ণকে নিজ কল্পনা দ্বারা কলঙ্কিত করেন মাত্র; বস্তুতঃ নিজে বা অপরকে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন না। সেই সকল বক্তা ও বক্তিগণের প্রতি আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই।

কৃষ্ণের অনুশীলন অনুকূল ও প্রতিকূল উভয়ভাবেই হইতে পারে। ভগবদ্ধ, কংস বধক, শিশুপাল পূতনা, অঘ, বক প্রভৃতি অসুরগণ, নির্বিশেষবাদী জ্ঞানিগণ প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করেন। প্রতিকূলভাবে সেবা বিপর্যয় ঘটে বলিয়া উহা ভক্তি নহে। অনুকূল বলিলে কৃষ্ণের উদ্দেশে রোচমানা প্রবৃত্তি বুঝায়। আনুকূল্য থাকিলে সম্বন্ধ ব্যবধানরহিত সর্বতোভাবে প্রবৃত্ত হইয়া ভজন সিদ্ধ হয়।

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনে অন্যাভিলাষিতা আদৌ থাকিবে না। কৃষ্ণের নিজ-সেবা ও সেবোপকরণ ভক্তের নিজের পক্ষে ফল ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ভক্ত সেবা করিবেন না। ভক্তের নিজ ফল-বাঞ্ছা কিছু থাকিলে উহা ব্যর্থকালক্ষেপ-দুর্বাসনা হেতু অহৈতুকী বৃত্তি হইয়া যাইবে। উহার 'কৃষ্ণ-সুখের উদ্দেশ ব্যতীত অন্যাভিলাষ পরায়ণ। স্বেচ্ছাচারী সুকর্মকারী বা অজ্ঞানসেবী মুক্তিকামীগণ কৃষ্ণসুখ ছাড়িয়া নিজ নিজ অভিষ্ট প্রার্থনা অন্তরে পোষণ করিয়া অনুকূল সংস্কারে কৃষ্ণানুশীলন করিলেও ভক্ত হইতে পারেন না। যাঁহাদের চিত্তে প্রতিষ্ঠাশা আছে, যাঁহারা ইন্দ্রিয়-তর্পণাশা সমন্বিত, যাঁহারা পাপ বা ভোগ সম্বন্ধীয় পরোপকারে বা নিরোপকারে ব্যস্ত, পাণ্ডিত্য-প্রতিষ্ঠা-বিলাসশীল, যাঁহারা ভোগ-লাভের জন্য উদ্গ্রীব, যাঁহারা উচ্চ আভিজাত্য-বংশ বা বর্ণগত সম্মানলাভে তৎপর, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা- নিষিদ্ধাচার কুটিনাটী-জীবহিংসা প্রভৃতি ঐহিক বা পারলৌকিক ভোগময় দেহ বা আত্মীয় বাৎসল্যলোলুপ, মুমুক্ষু, সিদ্ধিকামী প্রভৃতি অন্যের উদ্দেশ্যের জন্য কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণানুষ্ঠান কপটতাযুক্ত। সুতরাং কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যেই হউক অন্যাভিলাষ-যুক্ত ভগবদনুশীলনও অভক্তিপথে দেখা যায়।

জ্ঞানের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। এস্থলে জ্ঞান-শব্দে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানকে বুঝিতে হইবে। ভক্তের একমাত্র বস্তু কৃষ্ণ। কৃষ্ণবিষয়ক পরোক্ষ্যাবর্জিত অর্থাৎ ভক্তাভিমত স্বরূপজ্ঞান ভক্তির যুগপৎ প্রয়োজনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, ভক্তিযোগগণের প্রিয় নির্গুণ পুরাণশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতে একমাত্র পারমহংস্য অমলজ্ঞানই বিশিষ্টরূপে গীত হইয়াছে এবং এই শাস্ত্রেই জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি একত্র আবির্ভূত হইয়া জীবের কর্মভোগ ক্ষয় নিবারণ করিয়াছে। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, উচ্চারণে পঠন ও নানাবিধ জ্ঞানাদি মতবাদের অকর্মণ্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য বিচার করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তে উপনীত হইলে জীব ভক্তি অবলম্বন করিয়াই অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম ও নির্ভেদবাদের হস্ত হইতে আপনাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হন।

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
(চৈঃ চঃ)

ভক্তির প্রারম্ভেই প্রথম উদয়। প্রথম সাধুসঙ্গে শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস। কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান হয় নাই, অথচ অভিধেয়-ভক্তি (সাধন) অবলম্বন হইয়াছে, এরূপ কখনও হয় না। "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।" কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বৈরাগ্য ও ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান ভক্তির সহিত সমকালেই উদিত হন। তা ব্যতীত উহাদের উদয়ের সম্ভাবনা নাই। তবে যাঁহারা মায়িক জ্ঞানসাহায্যে জ্ঞানী হইবার জন্য নিষ্ফল মিথ্যা চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সেই প্রকার চেষ্টা ভক্তের অঙ্গ নহে। বদ্ধজীবাভিমানে জ্ঞানীর চেষ্টার মধ্যে সর্বতোভাবে মুমুক্ষুর প্রবৃত্তি অনুস্যূত আছে; বৈকুণ্ঠ জ্ঞান কখনই স্বরূপের পরিচয় হইতে সমর্থ হয় না। একের অন্তরে 'নির্ভেদ' বুদ্ধি প্রবল থাকিলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে। শুষ্কজ্ঞানীকে তাঁহার বলিষ্ঠ বুদ্ধির অন্তস্তম দান করিয়া আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন ছাড়িয়া তাঁহাকে অন্যাভিলাষী বা অসৎপ্রলোভনাসক্ত করাইবে। ঐ প্রকার বৃথা তর্ক বাদ ভগবদ্ভক্ত হইতে পৃথক্ করাইবে। শুষ্ক জ্ঞানাভিমানী বলিয়া, আত্মশ্লাঘাক্রমে কেবলা অহৈতুকী প্রেমলক্ষণা ভক্তিকে অজ্ঞানমিশ্রিত, অন্ধা, প্রাকৃত বলিয়া জানিয়া নিজের মূঢ়তা প্রকাশ করেন। বাস্তবিক জ্ঞানীর কষ্টার্জিত জ্ঞানে ভক্তের ভক্তি নির্ভেদজ্ঞানে আবৃত হয় না। ভগবান্ কৃষ্ণই অদ্বয়জ্ঞান। ভক্তিকালে যাবতীয় জ্ঞান শুদ্ধ, গৌণ বা আবৃত মুখ্য স্বরূপে প্রকাশিত হয়। সুতরাং জ্ঞানের আবরণের অন্তর্ভুক্ত হইলে ভক্তি অভক্তি নামের সার্থকতা সাধন করিবে। শুদ্ধা ভক্তি উদিত হইলে তাহাতে অপ্রাকৃত জ্ঞান সত্ত্বর ও সামঞ্জস্যে বর্তমান থাকে। যে জ্ঞানের কৃষ্ণস্বরূপ উপর করিত সে জ্ঞান কৃষ্ণেতর বৈরাগ্য। জ্ঞানীর অন্তর নির্ভেদ ব্রহ্ম নির্ভেদ ব্রহ্ম সুলভ নয়। কৃষ্ণ ব্যতীত জ্ঞানাবরণে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের সম্ভাবনা নাই।

কর্মের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। শ্রুতি-কথিত 'নিত্য-নৈমিত্তিকাদি' কর্মগুলি কর্ম জীবের ভক্ত্যাবরক কৃষ্ণের জীবাবরণ স্বরূপ সাধারণের একটী বিষয়—কর্ম। কর্মফলবাদী নিজ কর্মফলকে পাইয়া মনে করেন যে, সৎকর্মপ্রভাবে ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। ভক্তের পরিচর্যাদি কর্মাবরণ নহে। উহার পরিচর্যাই ভক্তের কৃষ্ণবস্তুর অনুশীলন। যাহাতে জীবের ফলভোগ সংশ্লিষ্ট, উহাই কর্ম। আর যে অনুষ্ঠানের ফল জীবের প্রাপ্য কর্মফল ভোগ নহে, ভগবানের নিজের, উহা ভক্ত্যনুষ্ঠান। কর্মফলাকাঙ্ক্ষা ভক্তের অন্তরে স্থান পাইলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই 'বঞ্চিত' করিবে। শাস্ত্রের কথিত হইয়াছে যে, যে দেবার্থে। ভক্তিকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রে যাবতীয় অনুষ্ঠান বৈধী ভক্তি বলিয়া কথিত হয়। অন্যথা ভোগভক্তি নহে।

জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ॥
(চৈঃ চঃ)

শ্রীল ঠাকুর বিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন—
ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাৎ
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥
(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—১০৭ শ্লোক)

[হে ভগবন্! তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতরা হয় তাহা হইলে তোমার কিশোরমূর্তি স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে উদিত হন। তখন স্বয়ং মুক্তি কৃতাঞ্জলিপুটে আমাদিগের সেবা করিতে থাকিবে। আর ধর্ম অর্থ কাম অবসর প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে।]

নির্বিশেষতার আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। মনোধর্ম বা নির্বাণ উদয়ে ভক্তি উৎপন্ন হয় না। বিবেকাদি হইতে ভক্তি হয় না। পরন্তু অজ্ঞান হইতে বিবেক লক্ষিত হয়। কর্ম জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই তিনটি 'চিত্তশুদ্ধির হেতু, তজ্জন্য সুকোমলা ভক্তির উপযোগী নহে। ভক্তির আনুষঙ্গিক জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কিছু উপযোগিতা থাকিলেও তাহারা অঙ্গরূপে গৃহীত হয় নাই।

ভক্তি থাকিলে কর্ম ও জ্ঞানানুষ্ঠানরূপ উপসর্গের আবশ্যকতা নাই, ভক্তি না থাকিলেও কর্ম ও জ্ঞান-উপসর্গের আবশ্যকতা নাই। কারণ, ও অনুষ্ঠানে ভক্তি থাকিলে কর্ম ও জ্ঞানোপসর্গের প্রয়োজন নাই। আবার কর্ম ও অনুষ্ঠানে ভক্তি না থাকিলেও কর্ম ও জ্ঞান-উপসর্গের আবশ্যকতা নাই। ভক্তির পক্ষে আনুষঙ্গিক ভক্তি থাকিলে, অবান্তর সাধনের না থাকিলে কোন ক্ষতি নাই, আবার মুখ্যরূপে ভক্তি না থাকিলে ঐ জ্ঞান ও কর্মের অনুষ্ঠানাদি ভক্তি হইতে পারে না। উহাই পণ্ডিতের স্বরূপের নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান ও যোগ ও কর্ম প্রাকৃতবৎ সকলই অভক্তি। অতএব কৃষ্ণভক্তির সংস্পর্শ রাখে নাই।

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ, এই দুই রূপ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬এ কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা [illegible]
সেবক—[illegible]

(৩) শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

(৭) কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible] গোপালনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীনন্দন দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) [illegible] পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—[illegible]

(২১) [illegible]ঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যাসাগর

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

(২৫) মদন গোপালমঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible]মোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জেঃ [illegible], ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১১ [illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible] ইউ পি)
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী

(৪১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) নন্দের বিহারী মঠ
নন্দগ্রাম, মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গোপীবিহারী মঠ—[illegible]
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪৫) ব্যাস গৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
বোম্বে ৭
সেবক—শ্রীনিত্য[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রীগদাধর দাস অধিকারী

৫১) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

৫২) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

৫৩ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]পুর, মেদিনীপুর
সেবক শ্রীদীননাথ দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী

৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (মানভূম)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible]
[illegible]
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible]পুর (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীবনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	[illegible]	[illegible]	।০
" " ইঞ্চি ২,		১।০	১,
সিকিকলম ৫,	৪।		৩,
অর্দ্ধকলম ৮,	৬,	৬,	৫,
" এক কলম ১২,	১০,	১০,	৮,

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬০	৫।০
" সিকি কলম ১৫,	১২,
" অর্দ্ধকলম ২৫,	১৮,
" এক কলম ৩৫,	৩০,

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৩,
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৫ , [illegible] সংখ্যার ভিক্ষা [illegible]।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে [illegible] গৌরবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি [illegible] অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুব প্রতি [illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

[illegible] পরমহংস শ্রীশ্রীল [illegible] সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও [illegible] যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ছাপা ও [illegible] অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১, টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মধুবা প্রতিঃ [illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

[illegible] যুক্তিপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ। ইহাতে [illegible] সম্প্রদায়, সমন্বয়, [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible] আলোচনা-নিরসনমূলে [illegible] বিচার ও সমালোচনা [illegible] এবং [illegible] মানবজাতির সাধারণ [illegible], [illegible] প্রবন্ধ হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুবা প্রতিঃ [illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট—

[illegible]

[illegible] আদর্শ [illegible] বিদ্যালয় [illegible] পরিচালিত [illegible] ও [illegible] বিনামূল্যে [illegible] ব্যবস্থা আছে। [illegible] শ্রেণী হইতে [illegible] শ্রেণী মাত্র [illegible] টাকা। [illegible] পরীক্ষায় [illegible] গত [illegible] ছাত্রবৃত্তি [illegible] পাইয়াছে। [illegible] জন্য [illegible] বোর্ডিংয়ের ব্যবস্থা আছে।

সম্পাদক—শ্রী[illegible], ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত। এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত [illegible] ও [illegible] আলোচিত হইয়াছে। [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র ২, দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible], শ্রীমায়াপুর [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী [illegible] টীকা, [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] [illegible] টীকা, ঐ টীকার [illegible] [illegible] এই গ্রন্থখানি [illegible] পাঠ করিয়া [illegible] নাই। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩, টাকা। প্রাপ্তিস্থান— [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে সংগৃহীত তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা ১৷০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। ভূমিকা, গৌড়মণ্ডলের নক্সা, চিত্র, ভক্তিরত্নাকর পরিক্রমা বিষয়-বিবরণ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও ব্যক্তি ... শ্রীগৌড়ীয় মঠ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য গ্রন্থ। ... আর্ট পেপার আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্র ও উপযোগী করিয়া লিখিত সরলভাবে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ... ৮ বৎসর পরে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস ... পোঃ ... ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-২৬	৬-৩১	৭ ১৮	১১-৬	১৩-১৬	১৬-২৬	১৭-৫৩	২২ ২
দমদম "	৬-২৬	৬-৩১	৭-২৮	১০-০৮	১৩ ২০			২২
রাণাঘাট পৌঃ	৯ ১৭	৮ ১	৯ ১৮ ১৩-১৮	১৬-৫৭	১৮-১১	১৯-৩৫		০-২৮
রাণাঘাট ছাঃ	৯ ২৮	৮-৬	৯ ৩৩ ১৩-৩৩	১৯ ৪	১৮ ৫১	১৯-৪০		১-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১৩-০৪	১২-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-০১

(ঐ) ছাঃ	৭-১০	১০-০১	১৭ ৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-৩৯	১৮-১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	২-৬০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৮
(ঐ) ছাঃ	১৩ ৩৩ (ন্যারো গেজ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬ ১	৮-৬	১১-৪	১৩-৩২	১৬-৮	১৮-৩৫		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৪-০	১৬ ৪৬	১৯-২৫		
ছাঃ	৭-১০	৮ ৫০	১১-৪৭	১৪-১০	১৬ ৫৭	১৯-৩২	২০-৪৬	০-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৫৫	৯ ২৫	১২ ২৮	১৪-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১ ১৯	১ ১০
(ঐ) ছাঃ	৭-৫৯	৯ ৩০	১২ ৩৩	১৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৫	১ ১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৩	২২ ২৮	২৩-১	
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১ ১০	১৫ ১৬	১৭ ৫৬	২১-৪০	২২ ২৫	২ ১৬	

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল ... সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এবং ... গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ... এই বিরাট, ... ও ... গ্রন্থ ... প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ... দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমালোচনা। প্রথম খণ্ডে ৬৫০ পৃষ্ঠা আছে। ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়তালিকা (contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ একখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—... শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ... ; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা নদীয়া

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪৩ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর ... অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... অব্যর্থ ... । ... সংযুক্ত ... এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। ...

—১৬৪নং, ... রোড, কলিকাতা

... বেহালা, ২৪ পরগণা।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম মায়াপুর

গৌরপ্রসূনমালা
—ঃ—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন পদাবলী শ্রীল আচার্যদেবের বিরচিত 'গৌড়ীয়' কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
অমূল্য প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—জয়দেবী, ঢাকা

REGD NO 1541

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বপ্রথম প্রকাশিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—ঃ০ঃ—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্য মঠ ঈশোদ্যান।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৪শ বর্ষ শ্রীমায়াপুর ২৬শে পৌষ ১৩৪৭, ১০ই জানুয়ারী, ১৯৪১ শুক্রবার ২৫৫তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——ঃ০ঃ——

আলবেনিয়ায় প্রচণ্ডতম গোলাবর্ষণ

ভূমধ্য সাগরীয় নৌবহরের সহিত সংযুক্ত রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা আলেকজান্দ্রিয়া হইতে লিখিয়াছেন,—

গত [illegible] ভালোনার উপর যে আক্রমণ চলে, তাহা সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ নৌবহর উক্ত বন্দরে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে। বর্তমান যুদ্ধে ভূমধ্যসাগরের বৃটিশ নৌবহর এত প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ আর কখনও করে নাই। বৃটিশ জাহাজসমূহ এক ঘণ্টা সময়ে অন্ততঃ ৩০০ টন গোলা বর্ষণ করিয়া আলবেনিয়ার ইটালীয় সৈন্যদিগকে বিপর্যস্ত করে। ইটালীয় সৈন্যেরা যাহাতে পাল্টা আক্রমণ চালাইতে অথবা পশ্চাদপসরণ করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে [illegible] উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত মোটর আরোহী সৈন্যদের ঘাঁটিসমূহে গোলাবর্ষণ করা হয়। যুদ্ধজাহাজগণ আক্রমণ আরম্ভ করিবার এক ঘণ্টা পরে, এখনও সূর্যোদয় হয় নাই—নৌবহর [illegible] নিকটবর্তী হইল। আবার কামান হইতে আগুন ছুটিতে লাগিল; ফলে উপকূলভাগে একটি অবিচ্ছিন্ন আলোকরেখা দেখা যাইতে লাগিল। অতঃপর উপকূলের [illegible] প্রায় দশ হাজার গজের মধ্যে পৌঁছাইয়া পর্যায়ক্রমে কামান হইতে অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। গোলাবর্ষণে ধূম ও অগ্নি সমস্ত উপকূল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ইটালীয়গণ সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত হইয়াছিল। কারণ উপকূল হইতে পাল্টা গোলাবর্ষণ কিছু বিলম্বে হইয়াছিল। জেটীসমূহ হইতে তাহার উত্তর দেওয়া হয়, উপকূলের কামানগুলি লক্ষ্য বস্তু স্থির করিবার পূর্বে সম্পূর্ণভাবে নীরব হইয়া যায়। বৃটিশ জাহাজগুলি কয়েকক্ষণ পরে দ্বিতীয়বার গোলাবর্ষণ করে। পূর্বদিন যে সকল জাহাজ হইতে গোলাবর্ষণ করা হয়, পুনরায় সেই সকল জাহাজ অপরাহ্ণ পর্যন্ত কামান দাগিতে থাকে।

দুইটি ফরাসীপোত জলমগ্ন

ফরাসী নৌবহর হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে মার্সেলিস 'ক্যাপ [illegible]' জাহাজ ও 'রোন' [illegible] হইতে ডাকার যাওয়ার পথে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পর জলমগ্ন হয়। অদ্যাবধি ভিশি হইতে ইহাও ঘোষিত হইয়াছে, 'ক্যাপ [illegible]' ও 'রোন' সম্ভবতঃ অজ্ঞাত শত্রুর টর্পেডোর আক্রমণে জলমগ্ন হইয়াছে। ৭০ জনের প্রাণহানি হইয়াছে।

——

পর্তুগাল হইতে সাংবাদিক বহিষ্কৃত

মিঃ [illegible] লুকাস নামক জনৈক সাংবাদিককে ৮ ঘণ্টার মধ্যে পর্তুগাল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মিঃ লুকাস দীর্ঘদিন যাবৎ পর্তুগালে 'লণ্ডন টাইমস্'-এর সংবাদদাতা হিসাবে কার্য করিতেছিলেন। 'আমেরিকান রিভিউ' পত্রিকায় লিখিত এক প্রবন্ধের জন্য তাঁহার উপর এই আদেশ জারী করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধে তিনি এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, পর্তুগালে জার্মান প্রভাব বিদ্যমান।

——

মণ্ট সেনিস রেলপথ পাইবার দাবী

জার্মানরা ভিসি গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে মণ্ট সেনিস রেলপথের কর্তৃত্ব পাইবার দাবী জানাইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হওয়ার পরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া রয়টারের কূটনৈতিক সংবাদদাতা জানিতে পারিয়াছেন। একজন উচ্চপদস্থ ফরাসী কর্মচারী বলিয়াছেন যে, জার্মানদের যে সকল দাবী পূরণ করা হইয়াছে, মণ্ট সেনিস রেলপথের নিয়ন্ত্রণভার তাহাদের অন্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ৭০ বৎসরের পুরাতন এই রেলপথটি [illegible] দীর্ঘ টানেলের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা [illegible] যাতায়াত এই পথেই করা যায়। সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যাইবার [illegible] বিশেষ ব্যবস্থাও এই রেলপথের রহিয়াছে। অধিকন্তু [illegible] অস্ত্রবিধায় [illegible] ভিতর দিয়া কোন কষ্ট করিতে হয় না। এই রেলপথ হাতে পাইলে [illegible] মধ্যে [illegible] পাওয়া যাইবে, কেননা ব্রেণার গিরিপথের [illegible] দিয়া যে রেলপথ গিয়াছে, বহু দিন ধরিয়া উভয় কর্তৃক অবস্থা [illegible] কাজে লাগান হইতেছে। ইটালীর কয়লা এবং কাঁচা মালের অভাব থাকায় প্রতিদিন জার্মানীকে বহু ট্রেন ইটালীতে পাঠাইতে হইতেছে। অধিকন্তু ব্রেণার গিরিপথের উভয়দিকে ইটালী এবং জার্মানীর অংশ বিশেষে ভূমি এইরূপ উচু যে, ট্রেনগুলিকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রসর হইতে হয়। জার্মানী যদি ইটালীকে বহু বৎসর সাহায্য করিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে, তবে দ্বিতীয় একটি রেলপথ নিজেদের দখলে না আনিলে চলে না। মণ্ট সেনিস রেলপথ এই সাহায্যে তাহা সুসম্পন্নভাবে সাধন করিতে পারিবে।

[illegible] মধ্যে যে বাণী স্পষ্টই জানেই আসিতে পারে না, তিনি গভর্ণমেন্ট [illegible] না জানা যায় নাই। অবশ্য [illegible] জার্মানগণই তিনিস সুবিধা আদায় করিতে পারে। অবশ্য [illegible] নৌবহর, উপনিবেশ এবং [illegible] মধ্যে তাহার [illegible] থাকিবে, ততদিনই [illegible] দাবী [illegible] প্রয়োগ [illegible]। [illegible] কিছুই [illegible]। [illegible] অবস্থায় [illegible] গিয়াছে। [illegible] গিয়াছে, [illegible] বৃটেন বা [illegible] বৈরোচক [illegible]।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত [illegible] পাক্ষিক [illegible] পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] মহোদয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] সিদ্ধান্ত কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বেদান্তবিদ্যার অপ্রাকৃত বৈভবের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত [illegible] তথা দেশের [illegible] পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনবৃন্দের সহিত যে সকল আলাপ করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধ [illegible] এই গ্রন্থে প্রকট হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরু [illegible] ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপরিহার্য্য গৌরকৃষ্ণ ভজনপর আচার্য্যবর্গের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ সত্যানুসন্ধিৎসু ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুর্ব্বর্গাতীত ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে প্রকটিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'বিবৃতি' টীকা, বিস্তৃত ব্যাখ্যা, ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীভক্তিকেবল ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ রায় এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণাপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৭৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ নিতাই শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অধীনা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸; ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৷০
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ৩৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ আনুগত্য ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়সঙ্কল্প ।৶০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ অধীনা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্ত দর্শন (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ দিগ্‌দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগোদ্রুম কল্পাটবী ০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷০
৪৩। সাধনপথ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। অমৃতপ্রবাহভাষ্য (নবম সংস্করণ)
৪৯। অর্চনকথা
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। প্রমেয়রত্নাবলী বা [illegible] ০
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ০
৬০। সংবাদাবলী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভূতিঃ ।০
৬৩। সটীক-বিষ্ণুসহস্রনাম ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্র
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টক ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। নারদপঞ্চরাত্র ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ অফ [illegible] বেদান্ত ।০
৭০। [illegible] /০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ।৶০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বেদনীতি
৭৫। ভোয়াই গৌড়ীয়মঠ উদ্‌ঘাটন
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইসোটেরিক প্রিন্সিপাল এণ্ড [illegible]
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। প্রথম খণ্ড

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রীচৈতন্যভাগবত ০
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ১০
৮৩। গীতাবলী ১০
৮৪। শরণাগতি ৶৵

আসামীয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৶

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৷৶

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
" গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গীতি সাহিত্যে শ্রীভক্তি-
বিনোদ
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
গীতিগ্রন্থ সম্বন্ধে তাৎপর্য্য
ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে
প্রকাশিত হইয়াছে। উহা
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৮০ আনা
প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বহুল প্রচারিত ও জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[illegible]
[illegible]
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ | ২৭ নারায়ণ ৪৮৪ গৌরাব্দ ২৬শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৭৭, ১০ই জানুয়ারী খৃঃ ১৯৭১, | রবিবার | ১২৫ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ নারায়ণ তিথি গর্ভে দশমী গৌরাব্দ ৪৮৪

বৈষ্ণব-সঙ্গ ও সেবা

হরিভজনের মূলে সাধুগুরুর কৃপা। কৃপা ছাড়া ভজনের যাহা কিছু আড়ম্বর, তাহা সমস্তই বৃথা। জীবের মুখ্য প্রয়োজন-লাভের একমাত্র উপায় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাবলেই জীবের পক্ষে শ্রীভগবানের কৃপা কটাক্ষ লাভ সম্ভব। গুরুবৈষ্ণবের কৃপা অহৈতুকী। প্রাকৃত কোন বস্তুর বিনিময় বা অন্য কোন গুণ বা হেতু কৃপাপ্রাপ্তির কারণ নহে। চিত্তের স্বাভাবিকী দীনতা ও ব্যাকুলতাই কৃপালাভের যোগ্যতা আনয়ন করে। সর্ব্বক্ষণ সেবা করিয়াও যেখানে 'সেবা হইল না' বলিয়া একটা প্রাণের ব্যাকুলতা, কিরূপে এবং কবে সেবা পাইব বলিয়া যেখানে প্রবল চেষ্টা—তীব্র উৎকণ্ঠা, সেখানেই কৃপাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে। যাঁহার যত পাণ্ডিত্যের উপলব্ধি—সেবালাভে আগ্রহ, তাঁহার অভাবানুকূল গ্রহণে ও তাঁর প্রতিকূল-বর্জ্জনে দৃঢ়তা তত বেশী—তিনি সাধনে তত বেশী মনোযোগী। সাধকের সাফল্যও করেন। বহুজীবের সাধন বিনা সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। আবার যত বহির্ম্মুখ, হরিভজনে উদাসীন, গুরুকৃষ্ণসেবায় অলস, অনর্থযুক্ত, ইন্দ্রিয়ভোগে সতত ব্যস্ত, পাপী, অপরাধীর পক্ষে ভগবানের আকস্মিকী কৃপালাভ হওয়া সম্ভবপর নহে। তাই যেখানে বদ্ধজীবের ইচ্ছা, আশা বা আকাঙ্ক্ষা আছে, সেখানে সেই বদ্ধপ্রাপ্তির অনুকূল-প্রতিকূল-বিষয়েও বিচার আছে। এ বিষয়ে উদাসীনতা থাকিলে প্রয়োজন-প্রাপ্তি হয় না। নিজের চেষ্টায় গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের সেবালাভ করা যায় না বলিয়া অনেক সময় আমরা অলসতা, সেবাশৈথিল্য ও কাতরতা প্রশ্রয় দিয়া মনে করি—'আমার এরূপের কোন প্রয়োজন নাই, তাঁহার কৃপায় সকল। তাঁহার কৃপা হইলেই আমার মঙ্গল হবে।' তাঁহার কৃপায় আমার মঙ্গল হইবে, এ বিচার ঠিক, কিন্তু আমার দিক্ হইতেও 'ও' কৃপা চাহিতে হইবে। কৃপাপ্রার্থীর 'ও' কৃপা চাওয়াই কাজ। কৃপা চাই, কিন্তু কৃপাপ্রার্থনা করি না, ইহাতে কৃপালাভ কি করিয়া হইবে? কৃপাই প্রয়োজন—কৃপালাভ না হইলে উপায় নাই, অথচ সর্ব্বক্ষণ কৃপাপ্রার্থনা না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকি কি প্রকারে? আর ভগবানের আকস্মিক কৃপা লাভের আশা করিতে পারি কি? বস্তুপ্রাপ্তি বিষয়ে ইচ্ছা, চেষ্টা ও অনুপাই সবল। যেখানে এই ত্রিবিধ বস্তুর প্রতি উদাসীনতা বা অলসতা সেখানে মঙ্গলের আশা করা যায় না। এই চাওয়া বাক্য-চেষ্টাদি প্রকারে হয় কায়, মন ও বাক্যে। যুগপৎ ত্রিবিধভাবে চাওয়ার দরকার। একসঙ্গে ত্রিবিধভাবে না চাহিলে পাওয়া যায় না। যেখানে [illegible] একটার অভাব আছে, সেখানে বুঝিতে হইবে যে চাওয়ার মধ্যে গলদ্ ঢুকিয়াছে। কিন্তু ঠিক চাওয়া হইতেছে না, কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা [illegible] কিছু না কিছু আছেই। অনুক্ষণ কৃপাপ্রার্থনামুখে [illegible] সেবায় নিযুক্ত হওয়া ছাড়া মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই। যেখানে এই প্রকারে কৃপা পাইবার জন্য আমাদের যত্ন নাই, সেখানে গুরু, বৈষ্ণবেরা [illegible] প্রকাশ করেন না। এই উদ্দেশ্যে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গলাভ করিয়া থাকে [illegible] অন্য কোন প্রকারে তাঁহাদিগকে পাইবার, চিনিবার ও তাঁহাদের সেবা করিবার উপায় নাই। [illegible] গুরুবৈষ্ণব 'নিজস্বরূপ প্রকাশ করেন না'; সাধুর কৃপালাভ করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গের সাথে আর্ত্তি চাই। তাহারাই বৈষ্ণব চিনিতে পারেন। তাঁহারাই [illegible] পারেন—তাঁহারাই চেতনের সাহচর্য্যে [illegible] হইতে পারেন। বৈষ্ণব চিনিতে বৈষ্ণবের অনুগমনই সেবা বা ভক্তি, তাহাতেই পূর্ণ-মঙ্গল। আমাদের মঙ্গললাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে মহাজন বলিয়াছেন,—

> যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া
> আদর করিবে যবে।
> বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্ব্বসিদ্ধি
> অবশ্য পাইবে তবে॥

বৈষ্ণব চিনিয়া তাঁহাদের মত বৈষ্ণবের সেবাই মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়। বৈষ্ণব অপ্রাকৃত বস্তু, তাঁহাকে বাহ্যতঃ কি প্রকারে [illegible] যায় না। অপ্রাকৃত বস্তুকে অপ্রাকৃত [illegible] জ্ঞানের দ্বারা জানা যায় না। অপ্রাকৃত [illegible] হইয়া তাঁহাকে জানিতে গেলে তাঁহাকে [illegible] বৈষ্ণবের কৃপালাভের সাহায্যে [illegible] হইবে। তাঁহাকে জানিবার একমাত্র উপায়—[illegible] শরণাগত হইলে [illegible] কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে দেখিবার অর্থাৎ তাঁহার [illegible] অনুসরণ [illegible] যোগ্যতা দান করিবেন। [illegible] বৈষ্ণবকে জানা [illegible] বৈষ্ণবদেরও [illegible] বৈষ্ণবকে [illegible] বৈষ্ণবকে [illegible] 'নিষ্কপট' [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] প্রকাশিত হয়। বৈষ্ণব [illegible] তাঁহার [illegible] ভগবান্ [illegible] তাঁহার [illegible] পরম [illegible]।

বৈষ্ণবের [illegible] [illegible] নিত্য মঙ্গল হইল। [illegible] বৈষ্ণব সেবা আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] বাঞ্ছনীয় [illegible]

প্রভুজ্ঞানে ঐকান্তিক-প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হওয়া। বৈষ্ণবই একমাত্র প্রীতির পাত্র। বৈষ্ণব ব্যতীত প্রীতির পাত্র জগতে আর কেহ নাই। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণব বলিয়া চিনিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার সঙ্গ আমাদের অপূর্ব্ব প্রীতির উদয় হবে। বৈষ্ণবদর্শনে উদাসীন ব্যক্তি উদরের সঙ্গে সঙ্গে অবৈষ্ণবে প্রীতিরহিত হইয়া থাকে। যখন অপ্রাকৃত বিষয়ে ... এমন কি, বৈষ্ণবসেবার প্রতি প্রবৃত্তি উদয় হয় নাই, তখনও পর্য্যন্ত সাধুদর্শন বা সাধুসঙ্গ হয় নাই। বৈষ্ণবদর্শন বা সেবা হইলে আর দেহস্মৃতি থাকিতে পারে না। বৈষ্ণব আশ্রয়, ... তাঁহার প্রতি আত্মীয়বুদ্ধি হইলে অনাত্মা, অবসরশীল প্রাকৃত দেহ এবং দেহের বিস্তৃতিস্বরূপ আত্মীয়স্বজন-গণের প্রতি মমতা, আদর, আপন বা নিজজনবুদ্ধি থাকিতে পারে না। বৈষ্ণবের আকর্ষণে পড়িলে আর অবৈষ্ণবের—অসাধুর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে হয় না।

যিনি নিজে হরিভজন করেন ও অপরকে হরিভজনের উপদেশ দেন, তিনিই বৈষ্ণব। যাঁহারা নিত্য কৃষ্ণকথা লইয়া দিন কাটান, যাঁহারা পরনিন্দা করেন না, যাঁহাদের নিকট গেলে পাপপ্রবৃত্তি থাকে না, আমার হরিবিমুখের হৃদয়েও ক্ষণিকের জন্যও হরিভজন করিবার জন্য পিপাসা জাগে, তাঁহারাই বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের নিকট একমাত্র কৃষ্ণকথা ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব অনিত্য জগদ্ভোগের কথা লইয়া দিন কাটান না, তাঁহারা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা বিলাসের কথায় কালাতিপাত করেন। বৈষ্ণব নিষ্কিঞ্চন। তাঁহার সম্বল একমাত্র কৃষ্ণকথা। বৈষ্ণবের নিকট গেলে আমাদের হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ হয়, কৃষ্ণকথায় আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য লাভ হয়। আমাদের একমাত্র কাজ অসৎসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া—তাঁহাদিগকে আপন জানিয়া তাঁহাদের পদধূলি লাভের জন্য যত্ন করা। তাহা হইলেই তাঁহারা সংশোধন করিয়া আমাদিগকে হরিভজনের সুযোগ দিবেন। আমরা যদি প্রত্যেক বৈষ্ণবের আদর্শচরিত্র লক্ষ্য করিয়া তদনুসারে চলিতে যত্ন করি, তাহা হইলে আমাদের আর অসদ্বিষয়বাসনা থাকিবে না। আমরা যদি প্রত্যেক মুহূর্ত্তে, প্রতিপদবিক্ষেপে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের করুণা লক্ষ্য করিয়া চলি, সর্ব্বদা তাঁহাদের আনুগত্যে জীবন নির্ব্বাহ করি, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের কৃপাতিথি হইতে পারিব। বৈষ্ণবের নিয়ামকত্বে চলিতে পারিলে আর অসুবিধার কোন কারণ থাকে না। যদি আমাদের কোন বৈষ্ণববন্ধু না থাকেন, তাহা হইলে আমরা এই বহির্ম্মুখ জগতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে পারিব না। জগৎ প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য ব্যস্ত। এমতাবস্থায় শ্রীগুরুদেব-কৃষ্ণভক্ত বলবান্ বৈষ্ণবের সঙ্গ ও কৃপা ব্যতীত মানুষ হওয়ার থাকিবার উপায় কি আছে?

বৈষ্ণবের বাহ্য আচরণে সকল সময় তাঁহাদিগকে জানা বা চেনা যায় না। অকপটভাবে তাঁহাদিগকে জানিতে গেলে আত্মনিবেদনেই প্রতিবিম্বিত হইতে হয়। তাঁহার আনুগত্য বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেই তাঁহাকে জানা যায় বা চেনা যায়। তাঁহাদের সঙ্গ করিব আর অসৎসঙ্গও ছাড়িব না, সেখানের যোগাযোগ করিব, ইহা যোগী পাদরীর বিচার। তাহাতে বৈষ্ণবের কৃপার পরিবর্ত্তে বঞ্চনাই লাভ হয়। সেজন্য আমাদের একমাত্র কার্য্য হইতেছে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুতে বৈষ্ণবে পরিনিষ্ঠিত হওয়া। যখন আমরা বৈষ্ণবের জীবনযাত্রার প্রণালীর অনুসরণ করিব, তখনই আমাদের মঙ্গলের পথ প্রশস্ত করা হইবে। শরীর একদিন না একদিন চলিয়া যাইবেই। সুতরাং শরীর থাকিতে থাকিতে অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্বেই শ্রেয়ঃ গ্রহণ করা দরকার। এই শরীর থাকিতে আমার মঙ্গল হইবার জন্য যত্নই বুদ্ধিমানের কাজ। বৈষ্ণব কি করেন, তাঁহার ভজন কিরূপ ইহা জানিয়া তদনুসরণই বৈষ্ণবগণ যাহাতে মঙ্গলের পথে যাওয়া। অকপটে থাকিয়া খুব দৃঢ়চিত্ত হইয়া অসৎসঙ্গ বর্জ্জন করা উচিত। ভক্তি বা শরণাগতিবলেই কে কিরূপ বৈষ্ণব তাহা চিনিতে পারা যাইবে।

কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণবাবৈষ্ণব চিনিতে পারে না। বৈষ্ণব চেনা মধ্যমাধিকারীর কাজ। মধ্যমাধিকারীই যে যেমন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া আদর, যত্ন ও সেবা করিতে পারেন। কনিষ্ঠাধিকারী সেবা-নিরপেক্ষ। মধ্যমাধিকারী সেবোন্মুখ। তিনিই সেবা লাভের জন্য প্রবল আর্ত্তিবিশিষ্ট হইয়াছেন। তিনিই জগতের মধ্যে আছেন। তিনি চুপ করিয়া বা পাঞ্চজন্যভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন না। গুরুদেবের অত্যন্ত কৃপাবলেই এই অধিকার লাভ হয়। ইঁহার সেবাপ্রণালীতে কেহ বাধা দিয়া কিছু করিতে পারে না। তিনি ভগবৎক্রমের পথে ছুটিয়াছেন। তিনিই সর্ব্বক্ষণ উপলব্ধি করেন যে, তাঁহার সম্মুখে দীক্ষাগুরুপাদপদ্ম ও শিক্ষাগুরুপাদপদ্ম থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন।

বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপা জীবের প্রতি সর্ব্বকালেই আছে। তাঁহাদের কৃপা যে কেবল অনর্থযুক্তই পাইবে, অনর্থযুক্ত পাইবে না, এরূপ নহে। অনর্থযুক্ত যদি বৈষ্ণবের কৃপা না পায়, তাহা হইলে তাহার অনর্থনিবৃত্তি হইবার অন্য কোন উপায় নাই। নিরন্তর বৈষ্ণবের কৃপাতেই জীবের অনর্থনিবৃত্তি হইয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদাই আমাদিগকে কৃপা করেন এবং আরও কৃপা করিবার জন্য ব্যস্ত, কেবল আমাদের গ্রহণ করিলেই হইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা অনেক সময় মনে করি যে, বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে কৃপা করেন না, পর মনে করেন, সন্দেহের চক্ষে দেখেন। কিন্তু বাস্তবিক তাই কি? যদি তাঁহারা আমাদিগকে পর মনে করিতেন, সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, তবে কি আমাকে তাঁহাদের সঙ্গসুযোগ দিতেন? আমি তাঁহাদিগকে আপনজ্ঞান করি না, ভালবাসি না, সন্দেহ করি, পর মনে করি তাই মনে হয়, তাঁহারা আমাকে ভালবাসেন না, সন্দেহ করেন। তজ্জন্যই তাঁহাদিগকে দেখিলে ভয় হয়, দূরে দূরে থাকিবার ইচ্ছা হয়। তাঁহাদের কাছে গেলেই তাঁহারা আমাকে নানাভাবে, তীব্র কর্কশ-বাক্যে, বহুবিধ শাসনে, বিধিব্যবস্থার মধ্যে রাখিয়া সংশোধনের যত্ন করেন। কখনও বা আমার একটুমাত্র দোষ, যাহা গণনার মধ্যেও নহে তাহা দেখিয়াই তীব্র শাসন করেন আমার ভাবী মঙ্গলের জন্য। যাহাতে আমি আর কোনও দিন এরূপ বিন্দুমাত্র দোষের প্রশ্রয় না দিই তজ্জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতে কখনও বা স্নেহবাক্যে আবার কখনও বা কঠোর বাক্যের দ্বারা সাবধান করেন। কিন্তু দুর্ভাগা অন্যাভিলাষী ভোগী আমি অনেক সময় তাহাতে অসন্তুষ্ট হই—চটিয়া যাই। আমি একবার চিন্তা করিয়া দেখি না যে, জগতের সকলেই আমাকে মধুর বাক্যে, মনভুলান কথায় আমার সর্ব্বনাশ সাধনে ব্যস্ত। আমি যে অশেষ দোষে দোষী তাহা ত' সত্য। আমার দোষ সংশোধন না হইলে যে মঙ্গল লাভ হইবে না, ইহাও ত' সত্য। তবে কেন আমি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গুরুবৈষ্ণবগণের কঠোর শাসন দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি বিমুখ হই? বৈষ্ণব ত' আমাদের পরমবন্ধু। যখন আমরা তাঁহাদিগকে পর মনে করি, সন্দেহযুক্ত হই, তখনই আমরা এই দুর্ভাগ্যের বাক্যে উন্নীত হই। তখন হরিভজন হইবে বলিয়া—মঙ্গললাভ করিতে পারিব বলিয়া আর আশা থাকে না। কিন্তু যখন আমরা মনে করি, বৈষ্ণবঠাকুর আমার নিজের লোক, আমি দুর্ব্বল, অনর্থযুক্ত, বহির্ম্মুখ হইলেও তিনিই ত' আমার, তাঁহাকে বাদ দিয়া আর কোথায়ও ত' আমার আশ্রয় স্থান নাই, আমাকে কেউ মঙ্গলের কথা ত' বলেন না, আমার মঙ্গল চিন্তা ত' কেহ করেন না, আমার দোষগুলি দেখাইয়া আমাকে সংশোধন করিয়া ত' মঙ্গল প্রদান করিতে কেহ যত্ন করেন না, তখন হৃদয় আশার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠে—তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মস্তক লুণ্ঠিত করিতে স্বতঃই প্রেরণা জাগে। তখনই তাঁহাকে পতিতপাবন অধমতারণ বলিয়া জানিয়া তাঁহার সেবা করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ হৃদয়ে পাওয়া যায়। তাঁহার দিক্ হইতে কৃপাপ্রদানের কোন ত্রুটী নাই, কেবল আমিই কৃপাগ্রহণে বিমুখ, ইহাই দুর্ভাগ্য।

বৈষ্ণবকে আত্মীয়জ্ঞানে—প্রভুজ্ঞানে আদর করিতে—সেবা করিতে হবে। আমি তাঁহাদিগকে আত্মীয়জ্ঞানে—স্বজন-জ্ঞানে কতটা সেবা করিতে পারিয়াছি, তাহা জানিবার একমাত্র উপায়—অবৈষ্ণবে অনাত্মীয়জ্ঞানে উদাসীনতার পরিমাণ অনুসারে। অসাধুতে সম্পূর্ণরূপে অনাদর না হওয়া পর্য্যন্ত সাধুতে—গুরুবৈষ্ণবে আদর হইতে পারে না। দেহ-গেহাসক্তি যতই খর্ব্ব হইতে থাকিবে, ততই শ্রীগুরুবৈষ্ণবে আসক্ত হইতে পারিব। আমরা যতই তাঁহাদের সুখের জন্য ব্যস্ত হইব, ততই স্বাভাবিকভাবে আমাদের সুখবাসনা, দুঃখ, চিত্তবিক্ষিপ্ততা কমিয়া যাইবে। সর্ব্বক্ষণ দেখিতে হইবে আমার চিত্ত কাহাকে চিন্তা করে। আমার চিত্ত যেদিকে আমিও সেদিকে। আমার মন সর্ব্বক্ষণ যাহা চিন্তা করে, আমি তাহারই সেবক। মন যাহা চিন্তা করে, আমি তাহাকেই ভালবাসি। আমি যাহাকে ভালবাসি আমি তাহারই সেবার জন্য সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত আছি।

আমাদের সত্যই যদি বৈষ্ণবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে অবৈষ্ণবের প্রতি মমতা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। চৈতন্যবিমুখ নিজজনে পর জানিয়া বৈষ্ণবকে আপন জানিতে হইবে। অবৈষ্ণবে অনাত্মজ্ঞান নাই, অথচ বৈষ্ণবে আত্মীয়জ্ঞান আছে, ইহা আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মাত্র। অনর্থ পরিহারে, দুঃসঙ্গ পরিহারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হওয়া পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় না। তাই প্রার্থনা—

আমি ত' দুর্ভাগা অতি বৈষ্ণব না চিনি।
মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি॥
শ্রীগুরুচরণে মোরে ভক্তি কর দান।
যে চরণবলে পাই ভক্তের সন্ধান॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম

(শ্রীধাম মায়াপুর, ২২শে মে, বুধবার)

শ্রীশ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করিলে কখনও উল্টা বিপত্তি হইতে পারে না। [illegible] স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গুরুবর্গ এ জগতের মানুষ নহেন। তাঁহারা শ্রীব্রজে সকলেই রাধা গোপী সেবাধিকারী এবং শ্রীগৌরধামে সকলেই নরদেহধারী। শ্রীগৌরধামে শ্রীসংকীর্ত্তন-রাসমণ্ডলে কেহ নারীদেহধারী নাই, সকলেই নরদেহধারী। গুরুবর্গ প্রাকৃত মনুষ্যের আকার ধারণ করিয়া জগতে আসিলেও তাঁহারা লৌকিক পুরুষ বা স্ত্রী নহেন। আমি সেই শ্রীগুরুদেবের দাস, তাঁহাদের পাদপদ্মের ধূলি। এই কথাটেই 'আমি' নহি, আমি পুরুষ বা স্ত্রী নহি। আবার গুরুবর্গ যেরূপ নিত্যসিদ্ধ, আমিও তদ্রূপ। তাঁহাদের যে-প্রকার রূপ, আমারও সেইপ্রকার রূপ। সর্ব্বদা শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল গৌরকিশোর দাস প্রভু ও এক বার্ষভানবীদয়িতদাস সদ্গুরুপদের ধ্যান করিতে হইবে। সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহাদের যে শ্রীগুরুদেবতাত্মা আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার ধ্যান করা দরকার। সর্ব্বদা এই চিন্তা করিতে হইবে—আমি তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের ধূলি। তাঁহাদের নিকট আমি অবস্থান করিতেছি। আমার মস্তক তাঁহাদের পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া আছে। সর্ব্বক্ষণ এইপ্রকার অভিনিবেশ হইলে আর অন্য কোনপ্রকার অসুবিধা আসিয়া আক্রমণ করিতে পারিবে না। এই প্রকার ধ্যান যাহার যত বেশী হইবে, তাহার তত শীঘ্র মঙ্গল লাভ হইবে।

অভিনিবেশ হওয়া দরকার। গুরুবর্গের প্রতি আত্মনিবেশ না হইলে অনর্থ কখনও যাইবে না। 'গাও মোর গৌরচন্দ্র, প্রাণ মোর যুগলকিশোর।' শ্রী গৌরসুন্দর আমার প্রভু, আমি তাঁহার দাস এবং শ্রীযুগলকিশোরই আমার প্রাণ—এই সম্বন্ধজ্ঞান সর্ব্বদা রাখিতে হইবে। শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ প্রবন্ধাদি বহু করিয়া পাঠ করা দরকার। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, শ্রীভজনরহস্য ও শ্রীহরিনামচিন্তামণি আলোচনা করিতে হইবে। শ্রীভজনরহস্য ভাল করিয়া পড়িলে তাহাদের সব পাওয়া যাইবে। অন্ততঃ রোজ শ্রীভজনরহস্য আলোচনা করিতে হইবে। 'দশমূল নির্য্যাস' একবেলায়, একপক্ষে অন্ততঃ পঞ্চাশবার পাঠ করা দরকার। দশমূল রসায়ন সহিত বার বার পান করিলেই সমস্ত অনর্থ কাটিয়া যাইবে।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্তানুসারে অনর্থ পাঁচ প্রকার—কুটিনাটি, অশ্রদ্ধা, কৃষ্ণেতর বিষয়ে অভিনিবেশ, অন্যাভিলাষিতা ও দম্ভ। শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর চারি-প্রকার অনর্থের কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে হৃদয়দৌর্ব্বল্যই প্রধান। সমগ্র জীবনীশক্তি কৃষ্ণসেবায় অর্পণে কার্পণ্যই হৃদয়দৌর্ব্বল্যের প্রধান লক্ষণ। দশমূলসেবনে ঐ অনর্থ দূর হইবে। দশমূল সেবন করিবার পর ভজন করা দরকার, তাহা না হইলে অনর্থ-নিবৃত্তি হয় না। সর্ব্বদা শ্রীগুরুবর্গের চিত্তবৃত্তির ধ্যান, আর নিরন্তর শ্রীহরিনাম গ্রহণ—ইহাতেই নিস্তারলাভ হইবে। একলক্ষ হরিনাম প্রত্যহ গ্রহণ করিবই, তাহাতে যত কষ্ট হয় হউক, নিজের দেহ, আত্মীয় স্বজন, সমস্ত জগৎ চুলায় যাউক, তথাপি প্রত্যহ একলক্ষ শ্রীনামকীর্ত্তন করিব—এইরূপ সুদৃঢ় নির্ব্বন্ধ থাকিবে। নিরপেক্ষ হইতে হইবে, জগতের আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে যাইতে হইবে না বা কোন প্রকার কৌতূহল রাখিতে হইবে না।

'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থখানি ভাল করিয়া পড়া দরকার। শ্রীমহাপ্রভুর লীলা সব সময় স্মৃতিপথে রাখিতে হইবে। এক জন্মে যদি বা সিদ্ধি না হয়, তাহ হইলে অস্থির হইয়া উঠিতে হইবে না, অর্থাৎ বাস্তবসত্যে কখনও সংশয়াত্মা হইতে হইবে না। একি ছেলেখেলা? কত কোটি বৎসরেও সিদ্ধ হয় না!

ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে হইবে। [illegible] থাকা পর্য্যন্ত কিছুই হইবে না। নিরন্তর শ্রীহরিনাম করিলে মঙ্গল হইবে। কোন লেখাপড়া লইয়া থাকিলে বিশেষ সুবিধা হইবে না, উহা intellectualism হইয়া যাইবে। দৈন্য থাকা দরকার। 'আমি তোমাদের জন, কিন্তু তোমাদের কৃপা পাইলাম না'—এই বলিয়া দৈন্যভরে শ্রীপঞ্চতত্ত্বের নাম ধরিয়া ক্রন্দন করিতে হইবে; তাহা হইলে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের কৃপায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গনে প্রবেশলাভ হইবে। শ্রীল শ্রীবাস-পণ্ডিতের দাসী দুঃখী অথবা সুখী; তাঁহার অনুগত হইলে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের কৃপা পাওয়া যাইবে। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, শ্রীজাহ্নবাদেবী, শ্রীমাধবী দেবী প্রভৃতি শ্রীগৌর নিজজনগণের কৃপা পাইবার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইতে হইবে।

"হা গৌর-নিতাই, তোরা দুটি ভাই,
পতিত জনের বন্ধু।
অধম পামর, আমি হে দুর্জ্জন,
কর মোরে কৃপাসিন্ধু।"

—এই বলিয়া শ্রীগৌর নিত্যানন্দকে ডাকিবে।

"ওগো শ্রীজাহ্নবাদেবী, এ দাসে করুণা।
কর আজি, নিজগুণে ঘুচাও যন্ত্রণা॥
তুমি নিত্যানন্দ-শক্তি, গোরভক্তি-গুরু।
এ দাসে করহ দান পদকল্পতরু॥
তোমার চরণতরী করিয়া আশ্রয়।
ভবার্ণব পার হ'ব, ক'রেছি নিশ্চয়॥
কত শত পামরেরে ক'রেছ উদ্ধার।
তোমার চরণে পাপী এ কাঙ্গাল ছার॥"

—এইভাবে শ্রীজাহ্নবাদেবীর শ্রীপাদপদ্মে আর্ত্তি জানাইবে। এই শ্রীগৌরধামের অতুল করুণা। যিনি শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই শ্রীগৌর, যিনি শ্রীকৃষ্ণধাম, তিনিই শ্রীগৌরধাম। ছলে, বলে, কৌশলে—যেমন করিয়া হউক, শ্রীগৌরধামে বাসের চেষ্টা করিবে। এখানে যদি দেহপাত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে। শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এ বিষয়ে খুব দৃঢ় নিষ্ঠা ছিল। এখানে একটি কুটীর বাঁধিয়া ভজন করিবার চেষ্টা করা দরকার। তিনটি স্থান আশ্রয় যোগ্য—শ্রীগোদ্রুমমণ্ডল, শ্রীমায়াপুরমণ্ডল ও শ্রীপুরুষোত্তম বা শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল। তা'র মধ্যে শ্রীগৌরধাম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদার। যিনি মুক্ত, ভজনপরায়ণ, তিনি শ্রীমায়াপুরমণ্ডল আশ্রয় করিতে পারেন, বদ্ধগণের শ্রীগৌরধামই আশ্রয়নীয়।

পরস্পরের মধ্যে যেন প্রজল্প না থাকে। সংসারের কোন কার্য্য বা অন্য-অন্য প্রকার কোন ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অভিনিবেশ রাখিবে না। ঐ সকল কার্য্য যতটা সংক্ষেপে হইতে পারে, তাহাই করা উচিত। নিষ্ঠা করাইয়া দিতে হইবে। সর্ব্বদা সেবালোকের জন্য ব্যাকুল থাকিতে হইবে। নিজের দুঃখ, কষ্ট, অভাব, অভিযোগ যতই হউক, আমাকে যদি সংসারে থাকিয়া তাহা দুঃখ সহ্য করিতে হয়, যদি জন্ম জন্ম নরকে বাস করিতে হয়, তথাপি নিজের জন্য শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণকে কিছু জানাইব না—এইরূপ দৃঢ়তা থাকা দরকার। 'দৈন্য-বশে' দশমূলেও বিস্তৃত আলোচনা আছে। 'শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা'ও দশমূলেরই ব্যাখ্যা। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'ও দশমূল আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীরূপশিক্ষা ও শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ করিতে হইবে।

কোন কারণেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে হইবে না। খুব উৎসাহ রাখিতে হইবে, কারণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলে কিছুই হইবে না। নিরুৎসাহ হইলে শ্রীউপদেশামৃতের শেষ শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে না। প্রথমে হৃদয়ের যখন, তাহার উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য প্রভৃতি অনুকূল গ্রহণ হইলে অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প প্রভৃতি প্রতিকূল-বর্জ্জন হইবে। হরিজনের ভাষা 'ও' স্বর সকলের হয় না; কিন্তু সেবনা তাহা কথা পড়িবার কি [illegible]? [illegible] আমার নিত্য প্রভু, আমি তাঁহার নিত্য-সেবকানুসেবক—এই সম্বন্ধ ত' আর নষ্ট হইবার নহে? তিনি কৃপা ক'রলেই ভাষা হইবে। প্রথমে শ্রীপঞ্চতত্ত্বকে ডাকিবে, তারপরই 'শ্রীগিরিধর' এই নামে দরকার হইলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিবে। 'শ্রীগিরিধর'—এই নামটি শ্রীরাধিকার বড় প্রিয়, এই নামে ডাকলে তিনি সন্তুষ্ট হন। আবার শ্রীরাধিকার নাম ধরিয়া ডাকিলে শ্রীগিরিধর সন্তুষ্ট হন। শ্রীগিরিধর সন্তুষ্ট হইলে শ্রীরাধিকার [illegible]। শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে ডাকলে শ্রীগৌরসুন্দর সন্তুষ্ট হন, আবার শ্রীগৌরসুন্দরকে ডাকিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রমুখ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

শ্রীএকাদশী বা শ্রীহরিবাসর, শ্রীমহাদ্বাদশী, শ্রীবামনদ্বাদশী, শ্রীবরাহদ্বাদশী, শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী, শ্রীরামনবমী, শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীগৌরজন্মতিথিতে উপবাস করিবে। উপবাসে মানসিক কোন চেষ্টা নাই, কেবল শারীর-চেষ্টা মাত্র; উহা জড় পদার্থও করিতে পারে। নিরন্তর শ্রীহরিনাম করিবার জন্য [illegible] থাকা দরকার। অপরাধ থাকিলে শ্রীহরিনাম হয় না। আবার যাঁহার নিকট অপরাধ হইয়াছে, তিনি ক্ষমা না করা পর্য্যন্ত অপরাধ যায় না। যাঁহার নিকট অপরাধ আছে, তাঁহাকে অকপটভাবে প্রসন্ন করিতে হইবে। যদি তিনি অকপটেও প্রসন্ন না হইয়া নিরপেক্ষ থাকেন অর্থাৎ কৃপাপ্রার্থীর সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন, অথবা কাহার নিকট অপরাধ আছে, তাহা বুঝা না যায়, তাহা হইলে তাঁহার কৃপা আকর্ষণ করিবার জন্য অকপটে শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহার নিকট অপরাধ হইয়াছে, তিনি যখন দেখিবেন, তাঁহার প্রিয়, দয়িত শ্রীহরিনামের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন তিনি প্রসন্ন না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

প্রত্যেক ব্যাপারের মধ্যে অনুকূলটি লক্ষ্য করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবের বাণী, তাঁহারা কঠোর হইয়া থাকেন [illegible] উহা [illegible] স্বভাব নহে। [illegible] দেখা যায় যে, তাঁহারা [illegible] ছেন, তাহার মধ্যেও [illegible] কোথায় কি ভাবে প্রকাশিত [illegible] হচ্ছে, তাহা উপলব্ধি ক'রতে হইবে [illegible] তাঁদের মধ্যেও অনুকূল [illegible] বুঝিতে হইবে।

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ, এই দুই রূপ॥

[illegible]-মঠসমূহ

(শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। [illegible] ৪১১০
সেবক—[illegible]

(৩) শ্রী[illegible] শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস [illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজির সমাধি পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] (শ্রীবাসচন্দ্রের [illegible])
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক শ্রী[illegible]

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৩) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জেঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
[illegible] বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ.
পোঃ [illegible], [illegible] (ইউ পি)
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রী[illegible] মঠ.
[illegible], শ্রীধাম [illegible] মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রী[illegible]পীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৯) শ্রী[illegible]
পোঃ [illegible] মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গোকুলবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], [illegible] ([illegible])
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে।
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ পুরী [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] পুরী
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক শ্রীদীনহীন অধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৬০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] চৈতন্য অধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট [illegible]
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
প্লট নং ১
[illegible]
[illegible]
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
[illegible], কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট.
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ [illegible]
[illegible]নগর, [illegible] (ইউ-পি)
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড় মঠ অফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্. কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
- শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅনন্তগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রী[illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০			।০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	[illegible]
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অৰ্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
এক কলম ৫০৲	৪০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible] দিনের সংবাদ [illegible]

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ [illegible] বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিপুল গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি [illegible] (chart [illegible]) [illegible] অবতারী [illegible] অবতারগণের বৈভব ও বিলাসসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

[illegible] শ্রীশ্রীল [illegible] গোস্বামী [illegible] লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও [illegible] উপদেশ সাধারণের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মধুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে [illegible] সমন্বয়, [illegible] প্রদর্শিত এবং [illegible] হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট—

[illegible] উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

[illegible] শিক্ষা দেওয়া হয়। [illegible] ১ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ [illegible] ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল [illegible]। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি [illegible] করিয়াছে। [illegible] কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, [illegible] আলোচিত হইয়াছে। [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় [illegible] শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর [illegible] চরিত [illegible] হইয়াছে। [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible] টাকা। [illegible] শ্রীযোগপীঠ [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের [illegible] শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের [illegible] অর্থ প্রদান করিয়াছেন। [illegible] মৌলিকত্ব [illegible] সমস্ত শ্লোকের [illegible] প্রত্যেক শ্লোকের [illegible] টীকা [illegible] অনুবাদ, মূল শ্লোক [illegible] এই সংস্করণে [illegible] পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] শ্রীযোগপীঠ [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] হইতে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান — [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরের গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। [illegible] শ্লোকসমূহের অন্বয়, [illegible], [illegible] বিবরণ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী [illegible] কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা [illegible] একটি অমূল্য রত্ন। [illegible] আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

[illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

[illegible] শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। [illegible] আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান — [illegible] শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা [illegible] [illegible], পোঃ রমনা ঢাকা।

ই. বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেনের সময়-তালিকা

([illegible] টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-৫৬	৬-২১	৭ ১৯	১১-৬	১৩-১৯	১৬-১৬	১৭-৫০	২২ ৫
ব্যাণ্ডেল		৪-৫৬	৮-৩১	৭-২৮	১১ ১৮	১৩ ৫১		২২
বাদকুল্লা পৌঃ	৬ ১৭	৮ ১	৯ ১৮	১১-৩৮	১৭-৫৭	১৮-৩১	১৯-৫৫	০-৫৮
(বন্ধন) ছাঃ	৬ ২৮	৮-৮	৯ ৩৩ ১৩-৭৭	১৭ ৫	১১ ৭৯	১২-৪০		১-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-২	৮-৪০	১০-৩	১০-৩৮	১৭ ৫১	১৯-৫৭	২০-২৫	১- ১

([illegible]) ছাঃ	৭ ১০	১০-১	১৭ ৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৮	১০ ২৯	১৮ ১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর ট্রেন)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৫

ব্যাণ্ডেল, ১১-১৮

বাদকুল্লা পৌঃ ১-৫৫

ছাঃ [illegible]

শান্তিপুর পৌঃ ১১ ৩৮

([illegible]) ছাঃ ১১ ৩০ ([illegible])

কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪ ১৫

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬ ১	-৮	১১ ৪	১৩-২	১৬ ৬	১৮ ৫।
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১১-৪২	১৫-০		

ছাঃ	৭-১০	৮ ৫০	১১-৪৭	১৫-১০	১৬ ৫৭	১০-২	২০ ৪০	২-৩১
বাদকুল্লা পৌঃ	৭ ৪৫	৯-২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১ ১৯	৪ ১০
([illegible]) ছাঃ		৭-৫৯	৯ ৩০	১২-৩৬	৫-২৫	১৭-৭২	২০-১	২১-২৫ ৪ ১৮
ব্যাণ্ডেল		১০-৮		১৭-৫৯	২০-৯	২	২৬	২৩-১
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১ ২০	১৪ ১৬	১৭ ৬৩	২২ ৪০	২৩ ২৫	৩ ১৬	

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত [illegible] মহামহোপদেশক [illegible] আচার্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য [illegible] গ্রন্থ [illegible] এবং [illegible] [illegible] একাধারে দর্শন [illegible] ও ভগবানের [illegible] এই বিরাট, [illegible] ও [illegible] গ্রন্থ [illegible] বিবিধ চিত্র [illegible] [illegible] ও পাশ্চাত্য [illegible] প্রসিদ্ধ দর্শনের [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] শিক্ষার [illegible] আলোচনা। প্রথম খণ্ডে [illegible] অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা [illegible]। ঐ [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] গোস্বামী [illegible] সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়সূচী (contents ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০, দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠ, [illegible] বাজার; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা নদীয়া

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এইস্থান হইতে [illegible] একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪ ৪ কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক [illegible] প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] জীর্ণ [illegible] জ্বর, প্লীহা [illegible] একবার [illegible] [illegible]। [illegible] এবং [illegible] পুরাতন [illegible] [illegible] আপনার [illegible] ছোট বোতল [illegible] বড় বোতল [illegible] আনা। [illegible]

—[illegible] নং, [illegible] রোড, কলিকাতা

[illegible] বেহালা, ২৪ পরগণা।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO 1541

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ২১শে পৌষ ১৩৪৭ ১ই জানুয়ারী ১৯৪১ শনিবার ২৫৬তম সংখ্যা

পত্রপুষ্পমালা
—ঃ—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিবিধ পদাবলী শ্রীল আচার্যদেবের বিরচিত 'গৌড়ে' আমাদের প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে অনেক [illegible] আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ—[illegible], ঢাকা

শ্রীচৈতন্যদেব
—ঃঃ—
শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা [illegible] লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উহার [illegible] সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১।০
শ্রী প্রকাশ—
[illegible] পাঠ শ্রীমন্দির। পোঃ [illegible], নদীয়া

সমর-সংবাদ

——ঃঃ(০)ঃঃ——

গত ৭ই জানুয়ারী পূর্বাহ্নে লণ্ডনে কর্তৃপক্ষীয় মহলে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ [illegible] সৈন্যগণ [illegible] বার্দিয়ার [illegible] নিকটে উপস্থিত হইয়াছে।

কাইরোর সরকারী উপায়ে [illegible] হইয়াছে যে, [illegible] বৃটিশবাহিনী [illegible] অগ্রসর হইতেছে। [illegible] বৃটিশ [illegible] পশ্চিম দিকে ইতালীয় সৈন্যগণকে [illegible] করিতেছে। কোনও [illegible] অবস্থার কোনও পরিবর্তন সাধিত হয় নাই।

ইতালীয়ানগণ কর্তৃক এলআদেমের ঘাঁটি পরিত্যক্ত

কাইরোর এক সংবাদে প্রকাশ, মধ্য প্রাচ্যের বৃটিশ বিমানবাহিনীর হেড্‌কোয়ার্টারের প্রকাশিত এক ইস্তাহারে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, [illegible] বিমানঘাঁটি ইতালীয়েরা পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বৃটিশ বিমানবাহিনীর [illegible] ইতালীয় বিমান বৃটিশ [illegible] দখল করিয়াছে। [illegible] বিমান [illegible] হইতে [illegible] উপর [illegible] হইয়াছে, তাহা সঠিকভাবে [illegible] যায় নাই। [illegible]

উপর [illegible] বিমান [illegible] চালান হয়। [illegible] আর [illegible] বিমান [illegible] করিয়া [illegible] হইয়াছে। [illegible] ইতালীয় বিমান [illegible] হইয়াছে।

———

ত্রিপলীর যুদ্ধে মার্কিণ বিমান নিযুক্ত

গত [illegible] বিমানবাহিনীর [illegible] প্রকাশ করেন যে, [illegible] বৃটিশ বিমানবাহিনীতে মার্কিণ বিমানসমূহ নিযুক্ত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, [illegible] বিমানসমূহ [illegible] অপূর্ব [illegible] চালাইতেছে। [illegible] মার্কিণ বিমানসমূহ [illegible] বলিয়া [illegible] যাইতেছে। [illegible] বৃটিশ [illegible] প্রকাশিত হইতেছে যে, ইতালী যুদ্ধ [illegible] ইতালীর [illegible] বিমান [illegible] হইয়াছে; আর বৃটেনের মাত্র [illegible] বিমান বিনষ্ট হইয়াছে।

৯৫ হাজার ইতালীয়ান সৈন্য বন্দী বা বিনষ্ট

লণ্ডনে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, পশ্চিম মরুভূমিতে [illegible] বৃটিশের [illegible] হইবার পর [illegible] ইতালীয়ান সৈন্য [illegible] বা [illegible] হইয়াছে; [illegible] এবং [illegible] টাকার [illegible] [illegible] সরকারীভাবে [illegible] হইয়াছে।

———

ব্রিটেনে জার্মান বিমান [illegible]

[illegible] ইতালীয়ানে বলা হইয়াছে যে, [illegible] জার্মানী [illegible] বিমান [illegible] বোমা বর্ষণ করিয়াছে। [illegible] বিমান [illegible] নিকট, [illegible] বোমা [illegible] হয়। [illegible] বিমান [illegible] বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। [illegible] বোমা [illegible] হয়। [illegible] বিমান [illegible] বোমা [illegible] হয়। [illegible] বিমান [illegible] হয়।

উত্তরের দিকে বৃটিশ সৈন্যদের [illegible] অগ্রগতি

পশ্চিম মরুভূমির বৃটিশ [illegible] হইতে [illegible] যে, [illegible] উপর [illegible] বৃটিশ সৈন্যেরা [illegible]

[illegible] ইতালীয়ানের দিকে [illegible] হইয়াছে, [illegible] বৃটিশ [illegible] সংবাদ [illegible] দিয়া ইতালীয়ান [illegible] দখল [illegible] হইতেছে।

এলবেনিয়ার দিকে গ্রীকদের অগ্রগতি

[illegible] গ্রীকদের [illegible] হইয়াছে। [illegible] ইতালীয়ান [illegible] হইয়াছে। [illegible]

[illegible] ইতালীয়ান [illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয় — [illegible] 'প্রভাবিনোদ' [illegible] গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা [illegible] ১০টাকা

২। ভাগবত [illegible] সাময়িক মাসিক পত্র। [illegible] বার্ষিক ১২ টাকা।

৩। [illegible] মাসিক [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ টাকা।

৪। শ্রীগৌড়ীয় — [illegible] বাংলা পাক্ষিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক [illegible] মাত্র।

শ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

[illegible] শ্রীশ্রীল [illegible] প্রভুপাদের শ্রীগৌড়ীয় [illegible]

ভিক্ষা — [illegible] আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

[illegible] শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত [illegible] টীকা [illegible] সংস্করণ।

ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

[illegible] শ্রীশ্রীল [illegible] ঠাকুরের [illegible] টীকা, [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা — [illegible] আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রী[illegible] ভক্তিভবন, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
[illegible]
পুরানাপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

[illegible] প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্, — [illegible]	১০
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত —	৯৮৲
	দশম স্কন্ধ —	৯৲
২।	[illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত (যন্ত্রস্থ)	৯৲
৩।	[illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	[illegible]
৪।	[illegible] (যন্ত্রস্থ)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
	১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড ৩য় খণ্ড ৪র্থ খণ্ড — ৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
	১ম খণ্ড — ৸০, ২য় খণ্ড — ১৲; ৩য় খণ্ড — ৸০	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	।০
৮।	[illegible] দীপিকা ও [illegible] দীপিকা	১।০
৯।	বৈষ্ণব [illegible]	১৲
১০।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২।	শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে [illegible]	
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ	
১৮।	ব্রাহ্মণ-আদর্শ	।০
১৯।	তত্ত্ববিবেক	।০
২০।	গৌড়ীয় গৌরব	।৵০
২১।	গৌড়ীয়সাহিত্য	।৵০
২২	ভজন রহস্য	।০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (যন্ত্রস্থ)	২৲
২৬।	গীতার [illegible]	০
২৭।	[illegible] (সাপ্তাহিক)	১৲
২৮।	[illegible] (সাপ্তাহিক)	।০
২৯।	[illegible] (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা)	৸০
৩০।	[illegible]	৵০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৵০
৩২।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
৩৩।	[illegible]	৷০
৩৪।	ও [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
৩৫।	গীতমালা	৴০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৩৭।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	
৩৯।	শ্রীগৌড়ীয় [illegible]	
৪০।	শরণাগতি	৶০
৪১।	গীতাবলী	৷০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	
৪৩।	সাধনপথ	
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	
	নবদ্বীপশতক	
৪৬।	[illegible]	
৪৭।	সদাচারস্মৃতি	
৪৮।	[illegible]	
৪৯।	[illegible]	
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)	
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	
৫২।	মণিমঞ্জরী (সাপ্তাহিক)	০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৫৫।	[illegible] বা [illegible]	০
৫৬	[illegible] ও [illegible]	৶০
৫৭।	ঈশোপনিষদ্ (সাপ্তাহিক)	।০
৫৮।	শ্রীকৃষ্ণবিজয়	৶০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	০
৬০।	সংস্কারদীপিকা	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

	[illegible]	।০
৬২	সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধী বিবিধঃ	।০
৬৩।	সটীক-[illegible]	।০
৬৪।	[illegible]	।০
৬৫।	সাপ্তাহিক [illegible]	৶০
৬৬।	গৌড়ীয়[illegible]	৴০
৬৭।	সারাংশদর্শন	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	।০
৬৯।	এ [illegible]	।০
৭০।	[illegible]	৴০
৭১।	বেদান্ত — [illegible]	।০
৭২।	[illegible]	৵০
৭৩।	[illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	০
৭৪।	[illegible]	
৭৫।	[illegible]	
৭৬।	[illegible]	
৭৭।	[illegible]	
৭৮।	ব্রহ্মসংহিতা	
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [illegible]	

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০।	শ্রী[illegible]	
৮১।	সাধন-পথ	০
৮২।	[illegible]	.১০
৮৩।	গীতাবলী	.১০
৮৪।	শরণাগতি	

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

গৌড়ি সাহিত্যে শ্রীভক্তি-

বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থসমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ভক্তিকামী ব্যক্তিমাত্রেরই পাঠ্য। ভিক্ষা ... আনা

প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীগোদ্রুমপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—
[illegible]
[illegible] নদীয়া।

১৫ বর্ষ ২৮ নারায়ণ ৪৮৪ গৌরাব্দ ২৭শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৭৭, ১১ই জানুয়ারী ইং ১৯৭১, সোমবার ১০৮ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ নারায়ণ ৪৮৪ বঙ্গাব্দ ... শ্রীগৌরাব্দ ৪৮৪

পতিত কৃপা পাইবেই

শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীভগবান্ — এই তিন জনই পতিতপাবন। ইঁহারা কৃপাপূর্ব্বক দারুণ কলি যুগে পতিতগণকে উদ্ধার করিবার জন্য এ জগতে অবতরণ করিয়াছেন। ইঁহারাই দারুণ দুর্দিনের বল, অসহায়ের সহায়, অনাথের নাথ কাঙ্গালের বন্ধু। ইঁহারা পতিতের পাবন — কাঙ্গালের ঠাকুর, পণ্ডিতের কেহ নহেন। পাণ্ডিত্যের সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই। পাণ্ডিত্য-পুরুষার্থ মানী — প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা, কৃপাকাঙ্ক্ষা নহে আর পতিত — কাঙ্গাল অকিঞ্চন—নিরভিমানী। তাই তিনি চান কেবল পতিত-পাবনের কৃপা দয়া। তিনি নিজেকে অতি অযোগ্য নির্গুণ বলিয়া উপলব্ধি করায় অন্যের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির আশা করেন না। তিনি কেবল দীন হীনভাবে কাতর হইয়া তিন ঠাকুরের কৃপাভিক্ষা করেন। সর্ব্বক্ষণ সকল কার্য্যের মধ্যে কৃপাভিক্ষা ছাড়া তাঁহার আর অন্য কোন স্পৃহা নাই। কৃপাভিখারী পতিত সর্ব্বক্ষণই উপলব্ধি করেন এবং বলেন,—

আমার সমান হীন নাহি ত্রিভুবনে।
অতিশয় হেয় ছিনু পড়ি এ সংসারার্ণবে॥
অন্যের নিবেদন বৈষ্ণব-চরণে।
কৃপা কর মোরে এই অকিঞ্চনে॥

সাধুসঙ্গে পতিত নিজেকে পতিত বলিয়া জানিতে পারে এবং গুরুবৈষ্ণবভগবানকে পতিতপাবন বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য পান। এইরূপ পতিত সরল — অকুটিল। তাঁহার হৃদয়ে প্রবল সেবা পিপাসা আছে ... সেবা প্রতিষ্ঠাই চান, অন্য কোন কিছু চাহেন না। তিনি নিজ সুখ-দুঃখের প্রতি সতত উদাসীন। তিনি সর্ব্বক্ষণই নিজের পতিত্য ও গুরু বৈষ্ণব-ভগবানের পাবনত্ব উপলব্ধি করেন। তিনি পতিত থাকিয়া নিজেকে পতিতপাবন মনে করেন না। তিনি পতিত-পাবনদের সহিত পাল্লা দিতে যান না। যাহার কোন গুরু প্রবল, সেই জীব ভগবানের প্রতি সরল — কৃপের প্রতি তাহার একটা নৈসর্গিক বিশ্বাস আছে। সে কৃপালাভের জন্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রাপ্য সম্মান, প্রতিষ্ঠা পাইবার আকাঙ্ক্ষা আসিয়া পড়ে। তাই সে ক্রমে ক্রমে গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষী হইয়া পড়ে। কিন্তু সরলান্তঃ পতিতের এ সকল অসুবিধা নাই। যে দুর্দিন, সে সকলের সহিত পাল্লা দিতে যাইবে কি কারণে? যে নিজেকে দুর্দিন, অসহায় জানিয়া গুরুবৈষ্ণব কৃপাভিক্ষা করে না, তাঁহাদের পাদপদ্ম লাভের প্রার্থনা জানায় না, সে তো বঞ্চিত হইবেই। সে মায়ার প্রলোভনে পতিত হইবে কোন ... কালের দ্বারা আক্রান্ত হইবেই হইবে। কিন্তু নিষ্কপট পতিত কৃপাভিখারীদিগের এ সকল বাধা নাই। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ নিজদিগকে পতিত দাসের অভিমানে পতিতপাবন শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের কৃপা সতত প্রার্থনা করেন। তিনি পতিত-পাবনদের নিন্দা করেন না — তাঁহাদের প্রতি মৎসর হন না, পরন্তু তাঁহাদের সব কথাই অনুক্ষণ বিচার করেন এবং তাঁহাদের করুণার কথা আলোচনা করিতে থাকেন। যতই তাঁহাদের দয়া উপলব্ধি হয়, ততই তাঁহাদের ... ... কাতরপ্রাণে ক্রন্দন করিতে থাকেন। অমানী মানদভাবে তিনি তাঁহাদের জন্য কাঁদিয়া থাকেন। নিষ্কপট পতিত কপটের ন্যায় অপরের ... ... বাহিরে তাঁহাদের সেবাপূজার ভাণ করেন না। গুরুবৈষ্ণবের সেবা কাহারও অপর নিকট হইতে তত্ত্ব বলিয়া প্রতিষ্ঠা ... আশা তাঁহার নাই। তিনি কেবল সেবাদিগের জন্যই তাঁহাদের সেবা করেন, ... তিনি মায়াত্যাগী হয়েন কৃপা ... ... আন্তরিকতার সহিত করেন।

পতিত জানেন, সর্ব্বক্ষণ নিষ্কপটে শ্রেষ্ঠ সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। তাঁহাদের ... লঙ্ঘন করিতে হইবে না। তাঁহাদের মর্য্যাদা না করিলে তাঁহাদের চরণে অপরাধ হইবে। তিনি সংসার কাহারও করেন না। নিজেকে সিদ্ধ এবং সকলকে ... ... করেন না। তিনি সাধুর কৃপায় নিজের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ... বৈষ্ণব চিনিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে ...

[illegible] তিনি ... অনেক ... কাঁদিয়া ... তিনি কখনও ... করিয়াছেন, ... সর্ব্বদা ... তিনি ... নিজেকে ... ... সেবা-পথে ... বাধা। ... ... সকলের ... সর্ব্বদাই ... অতি ... ... করিতে পারিবেন না। তাঁহার সেবা ... ... অবস্থার ... ... তাহার অর্দ্ধ ... হইয়া ও — গুরুবৈষ্ণব- ... শ্রীমায়াপুর ... ... হইবে। সর্ব্বদা ... ... হইয়া গেল।

... ... সেবা ... ... হইবে।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

অনুক্ষণ অন্তরে অন্তরে ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করেন। 'সেবা করিতে পারিলাম না' বলিয়া [illegible] এই অনুতাপই তাঁহার [illegible] [illegible] কথা [illegible] [illegible] করিবার [illegible] না [illegible] —সেবা নিষ্ঠার কথা উপলব্ধি করিয়া [illegible] কৃপা-লাভের জন্য ক্রন্দন করেন। কৃপা ছাড়া [illegible] উপায় নাই, ইহা তিনি হৃদয়ে অনুভব করে [illegible] পারিলেন [illegible] তিনি 'কৃপা' পাইয়াছেন— 'শ্রীচৈতন্যভগবান্ ও গুরু ব্যতীত আর কেহ নাই!' ইঁহাদের কৃপালাভ না হইলে আমার মুক্তি অসম্ভব। ইঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম ব্যতীত দাঁড়াইবার স্থান আর কোথাও নাই। তাই তিনি তাঁহাদের শ্রীচরণ ব্যতীত আর কাহারও নিকট কৃপাভিক্ষা করেন। [illegible] ছাড়া অন্য কোন বস্তু [illegible] কৃপাভিখারী হইয়া আকাঙ্ক্ষা করিবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করেন না। তিনি কাঙ্গাল বলিয়া সর্বক্ষণ হৃদয়ে বড় কৃপাভিখারী।

নিষ্কপট ভক্ত কখনই কপটের সঙ্গ করেন না। ভুলক্রমে কপটের সঙ্গ করিলে, তাহাকে আর নিষ্কপট বলা চলে না। তখন সে কপট হইয়া পড়ে। পতিত ভক্তকে কৃপা লাভ করেন কিন্তু কপট থাকে [illegible] [illegible] পতিত দুর্ভাগ্যহীন নহেন। তিনি সরল। সৎসঙ্গের সঙ্গ করিতে করিতে তাঁহারও শ্রদ্ধা দৃঢ় হইবে। পতিতের অপরাধ না বলিয়া জানি। নচেৎ, সাধুমুখে চৈতন্যদেবের বাণী শ্রবণ করিলে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হয় এবং তিনি প্রভুকে প্রভু বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে থাকেন। মহদাকাঙ্ক্ষী সাধুর কথা শ্রবণ করিয়া তাহা পালন করেন। [illegible] বস্তুতঃ প্রভুর নিকট হইতে তিনি [illegible] [illegible] তিনি [illegible] করেন না তিনি [illegible] আহ্বানে সাড়া দেন সাধুর হরিকথা-কীর্তনে তাঁহার সুখ জাগে। তখন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের দুঃখের কথা শ্রীচৈতন্য-ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে জানান এবং কৃপা ভিক্ষা করেন।

অকপট পতিত কখনই কৃপালাভে বঞ্চিত হন না। তিনি কখনই পতিতপাবনকে ছাড়িয়া আত্মহারা হন না। পতিতের নিষ্কপট পতিতপাবনের আশ্রিত। আশ্রিতের অমঙ্গল হয় না। তিনি কৃপার আশ্রয় লইয়াছেন, তিনি ত' কৃপালাভ করিবেনই। তাঁহার কৃপালাভে কেহই বাধা দিতে পারে না। কৃপালাভের যোগ্যতা পতিতত্বই।

পতিতই ভগবৎকৃপা লাভের সুপাত্র শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

> 'পতিত' আমি [illegible] পতিতপাবন বন্ধু তুমি
> তব দয়া মোর অধিকার।
> [illegible] পাইবে কৃপা [illegible] তব দয়া তত তার
> তাতে আমি [illegible] কৃপার ধার॥

● ● ●

> আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
> আর সব মরে অকারণ

কিন্তু এই পতিতপাবনগণের সাক্ষাৎ পাইয়াও আমি ত' তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলাম না? আমার পতিতত্ব উপলব্ধ হইল কই? তাঁহাদের কৃপা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইতে পারিলাম কই? সর্বক্ষণ তাঁহাদের কৃপাভিক্ষা করিতে পারিতেছি কই? সর্বক্ষণ তাঁহাদের কৃপাভিক্ষা করিতেছি না— কাতর প্রার্থনা করিতেছি না, আর কৃপা কি করিয়া পাইব। কৃপা পাইলাম না, তাই অনর্থ-নিবৃত্তি হইতেছে না, উত্তরোত্তর কৃপা চাহিবার প্রবৃত্তি বাড়িতেছে না। পতিত-পাবনগণ ত' আমাদের নিকট হইতে শরণাগত হইয়া কৃপাভিক্ষামুখে সেবাচেষ্টা ছাড়া আর অন্য কিছু চাহেন না। কেবল আমরা তাঁহাদিগকে চাহিলেই হইল। 'এই আমি তোমার নিত্য' বলিয়া আপনভাবে তাঁহাদের চাহিলেই কৃপা পাওয়া যায়। তাই [illegible] কাঙ্গাল হইয়া কৃপা প্রার্থনাই কৃপা [illegible] একমাত্র উপায়। কাঙ্গাল না হইলে কৃপালাভের অন্য উপায় নাই— নাই—না।

> দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
> কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥

তাই যাহাতে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় পতিতত্ব উপলব্ধ হয়, নিজেকে সর্বতো অযোগ্য জানিয়া অনুক্ষণ তাঁহাদের শ্রীচরণে কৃপা ভিক্ষা করিতে পারি, ভগবৎকৃপাবিতার শ্রীশ্রীআচার্যপাদপদ্মের পদধূলির লাভের জন্য তীব্র আর্তি ও উৎকণ্ঠা জাগে, ইহাই শ্রীচৈতন্য-ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সকাতর প্রার্থনা।

> শ্রীচৈতন্যের [illegible] কর মোরে।
> তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ সংসারে॥
> পতিতপাবন হেতু তব অবতার।
> মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর॥
> হা, হা [illegible] নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখী।
> কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী॥

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অভি-নিবেশই আকাঙ্ক্ষণীয়

(শ্রীপাদ উদ্ধব-নীলমণি দাস অধিকারী)

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অভিনিবেশ নাই— ইহাই জীবের অসুবিধা। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার অভিনিবেশ নাই, তাঁহার ইতর পদার্থ মায়াতে অভিনিবেশ আছেই। মায়াভিনিবেশকে দ্বিতীয়াভিনিবেশ বলে। ঈশবিমুখ হইয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশ করার জন্যই জীবের স্বরূপবিস্মৃতি ও অনাত্ম দেহাদিতে 'আমি, আমার' বুদ্ধি হইয়াছে এবং ভয় অর্থাৎ মৃত্যুসংসার প্রাপ্তি হইয়াছে। জীব যতদিন শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত না হইবে, ততদিন তাঁহাকে মায়ানির্মিত কারাগারে বন্ধনদশাগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হইবে।

জীব শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জীবকে পরিত্যাগ করেন নাই। জীবদুঃখদুঃখী শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর কাতর আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দররূপে নিজ-পার্ষদগণ ও শ্রীধামসহ অবতরণ করিয়াছেন। স্বয়ং-ভগবান্ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া ভক্তিধর্ম আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যশিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যপার্ষদ শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে অদ্যাপিও জগতে প্রকট আছেন। ভগবানই স্বয়ং সৌভাগ্যবান জীবকে বাহিরে মহান্তগুরুরূপে ও অন্তরে অন্তর্যামী চৈত্যগুরুরূপে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভুকে উপলক্ষ্য করিয়া যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সকল জীবেরই শিক্ষা করা কর্তব্য। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর কৃপা হইলেই জীব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় পাইতে পারে। যথা শ্রীভক্তিবিনোদ বাণী—

> "কবে সনাতন মোরে ছাড়াবে বিষয়।
> নিত্যানন্দে সমর্পিবে হইয়া সদয়॥"

শ্রীসনাতনশিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথমেই সম্বন্ধজ্ঞানের কথা বলিয়া তৎপরে অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন। সম্বন্ধজ্ঞান না হইলে অভিধেয় ঠিক হয় না ও ফলস্বরূপ প্রয়োজনপ্রাপ্তি না হওয়া অপ্রয়োজনীয় বস্তু লাভ হয়।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বদ্ধজীবের দীনতাভিনয় করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শিক্ষা দিতেছেন যে, প্রত্যেক জীবেরই শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করা কর্তব্য। শ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিগমন করিয়া কি প্রশ্ন করিতে হইবে, তাহাও শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু বলিয়া দিয়াছেন,—

> 'কে আমি কেনে মোরে জারে তাপত্রয়।
> ইহা নাহি জানি — কেমনে হিত হয়॥
> সাধ্য-সাধনতত্ত্ব পুছিতে না জানি।
> কৃপা করি' সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি॥'

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু এই প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন —

> জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
> কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
> কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ।
> অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ॥
> সাধুশাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
> সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য়॥
> মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।
> জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ পুরাণ॥
> শাস্ত্র-গুরু আত্মরূপে আপনারে জানান।
> 'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু আচার্যরূপে বলিতেছেন যে, জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস ও কৃষ্ণ জীবের নিত্য প্রভু। এই সম্বন্ধ স্বাভাবিক—কাল্পনিক নহে। কৃষ্ণ আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট। কৃষ্ণ ঈশ্বর—জীব ঈশিতব্য। কৃষ্ণ দ্রষ্টা—জীব দৃশ্য। কৃষ্ণ পূর্ণ—জীব দীন ও ক্ষুদ্র। কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান্—জীব নিঃশক্তিক। কৃষ্ণের নিত্য আশ্রয় বা দাসাই জীবের নিত্য স্বভাব বা ধর্ম। জীবের গঠনে চিচ্ছক্তি-সংযোগ্যতা ও মায়াশক্তির দ্বারা অভিভূত হইবার যোগ্যতা থাকায় তাহাকে তটস্থা শক্তি বলা হয়। জীব ভগবান্ হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, সুতরাং ভেদাভেদ প্রকাশ। জীব মায়াবশ, কিন্তু ভগবান্ মায়ার নিয়ন্তা—এই স্থলে জীব ও ভগবানে নিত্য ভেদ। জীব স্বরূপতঃ চিৎ, ভগবানও স্বরূপতঃ চিৎ এবং জীব ভগবচ্ছক্তি-বিশেষ; এই জন্য এই অংশে উভয়ের নিত্য অভেদ। নিত্য ভেদ ও নিত্য অভেদ যদি যুগপৎ হয়, তবে নিত্য ভেদেরই পরিচয় প্রবল। কৃষ্ণের দাসাই জীবের নিত্যধর্ম। তাহা ভুলিয়া জীব কৃষ্ণ বহির্মুখ। মায়িক জগতে আগমনের সময় হইতেই যখন বহির্মুখতা লক্ষিত হয়, তখন মায়িক জগতের কালের মধ্যে জীবের পতনের ইতিহাস নাই। এই জন্য 'অনাদি-বহির্মুখ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। জীবের কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃতি হইবামাত্রই সংসারদুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। সাধুশাস্ত্রকৃপায় যখন জীব কৃষ্ণোন্মুখ হন—'কৃষ্ণই আমার একমাত্র প্রভু ও পরিত্রাণকর্তা'—এই জ্ঞান হয়,—তখনই মায়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা ও ভজন করিতে করিতে জীবের কৃষ্ণপ্রেমরূপ প্রয়োজনপ্রাপ্তি হয়। 'প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায়।' কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদন হইলে জীবের সংসারগতি বন্ধ হইয়া যায়।

> [illegible] যারে কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কথায় যাঁহার বিশ্বাস হইবে, তাঁহার পক্ষে পুরুষাভিমানে প্রকৃতি ভজন করা অসম্ভব। যথা শ্রীভক্তি-বিনোদবাণী—

সংসারে আসিয়া প্রকৃতি ভজিয়া
পুরুষাভিমানে মরি।
কৃষ্ণ দয়া করি' নিজে অবতরি
বংশী হবে নিল হরি॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ও আচার্য্যবর্গের কথাই কৃষ্ণের বংশীধ্বনি। আর যাঁহা [illegible] নদী-নারী, শক্তি-পূর্ণ, পাত্রের অন্তর্গত অথবা পাত্রের বহির্ভূত ইত্যাদি যে কোন অবস্থায় অবস্থান করুক না কেন, যখনই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইবে তখনই সে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের দিকে ছুটিতে থাকিবে। জীব শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত ও শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত যতই গ্রহণ করিবে ততই হৃদয়ে শ্রীআচার্য্যরূপে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাব লক্ষ্য করিবে। যতদিন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীআচার্য্যরূপে জীবের হৃদয়ে উদিত হইয়া প্রকাশ না করিবেন ততদিন কৃষ্ণবংশী' বিনষ্ট হইবে না, শ্রীচৈতন্যের কথায় বিশ্বাস হইবে না। বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যতদিন শ্রীআচার্য্যরূপে জীবহৃদয়ে উদিত না হইবেন ততদিন জীবের হৃদয়ে বিপ্রলম্ভের উদয় হইবে না—তাহার বাহ্য ও অবাহ্য সম্ভোগ বাসনা অর্থাৎ কর্ত্তাহং অভিমান নির্মূলিত হইবে না। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীআচার্য্যরূপে জীবের হৃদয়ে উদিত হইলেই কৃষ্ণবিরহ, কৃষ্ণানুসন্ধান ও শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অভিনিবেশ জীবের পক্ষে অতি সহজ ও স্বাভাবিক হয়, নচেৎ জীবের সাধ্য নাই যে, নিজের কোন প্রকার চেষ্টা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অভিনিবিষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অভিনিবেশ প্রত্যেক জীবেরই একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় হওয়া প্রয়োজন এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অভিনিবেশ লাভ করিতে হইলে সকলকে অকপটে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু ও তাঁহার নিজপার্ষদগণের শ্রীপাদপদ্মে সকাতর প্রার্থনা করিতে হইবে, যেন শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক কোন রূপে জীবহৃদয়ে শ্রীআচার্য্যরূপে উদিত হইয়া কৃপা করেন, তবেই জীবের শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অভিনিবেশ হওয়া সম্ভব হইবে, নচেৎ সম্পূর্ণ অসম্ভব। শ্রীল রূপগোস্বামি প্রভু সকল জীবকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন— "সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।" শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্য-
চরিতামৃতম্॥

ল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম

(২)

অভিনিবেশ হওয়া দরকার। চিত্তটি এক না হইলে শ্রদ্ধাও আবিষ্কার করা যাইবে না। শ্রদ্ধাও আবিষ্কৃত হইতে না পারিলে [illegible] সমর্পণ হয়, তা' হইলে বৈকুণ্ঠে [illegible] পূর্ণ সমর্পণ হইতে পারে। এই প্রকারে গুরুবৈষ্ণবের প্রদর্শিত পথে চলিতে পারিলে এই জন্মেই কল্যাণ হইবে, নতুবা জন্ম-জন্মান্তরে লাভ করিয়া কষ্ট পাইতে হইবে। জীবের জন্য শ্রীগুরুবর্গ যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি করা যাইতে পারে? একেবারে গলাধঃকরণ করাইয়া ত' আর দেওয়া যায় না। জীব ত' স্বতন্ত্র, তাহাকে শ্রীভগবান্ যে স্বতন্ত্রতা দিয়াছেন, সেই স্বতন্ত্রতার উপর ত' আর হাত দেওয়া যাইতে পারে না।

প্রত্যাহার দরকার। প্রত্যাহার ও পরানুশীলন একসঙ্গে হইবে। অপর এমন [illegible] লাগিবে না। এ সকলের উপর তখন তীব্র বৈরাগ্য হইবে। ভাল খাওয়া পরার দিকে দৃষ্টি থাকিলে শ্রীরাধা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কৃপা পাওয়া যাইবে না। এই দেহ ত' তাঁহারা দেখেন না; কাজেই এই দেহকে সাজাইয়া লাভ কি? নিজে পরিবর্ত্তন করিলে তখন সকলেই পরিবর্ত্তন করুক, এইরূপ ইচ্ছা হইবে। 'জীবে দয়া'-প্রবৃত্তি তখন আসিবে। সমস্ত [illegible] জীবই কেবলমাত্র নরপশুর ভোগ্য না হইয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্য করুক—এইরূপ শুভ ইচ্ছা হইবে। এইভাবে কাহাকেও যদি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বা শ্রীজাহ্নবাদেবীর শ্রীপাদপদ্মে লইয়া আসা যায়, তাহা হইলে খুব সুবিধা হইয়া যায়; কারণ, ইহা অপেক্ষা বড় সেবা আর নাই।

এক শ্রীগৌরধামে সকলে আছেন। শ্রীজগন্নাথ, শ্রীগৌরকিশোর, শ্রীবংশী দাস বাবাজী— ইঁহারা পাদসেবন ক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপে [illegible] পাদসেবাবিষ্ট। শ্রীনবদ্বীপকে দর্শন করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর যে ভাবে বিষ্ট হইয়াছিল, সেই ভাবের অনুসরণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই এক বংশীয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মাধ্যাহ্নিক লীলায় স্থান শ্রীগোদ্রুম আশ্রয় করিয়াছিলেন। মধুসূদনের ও নিরন্তর হরিনাম বলে অনর্থ কাটিয়া দিয়া নৈষ্ঠিক ভজন হইবে। তাহার শ্রীকৃষ্ণ-রুচি হইবে অর্থাৎ শ্রীনাম করিতে ভাল লাগিবে। তারপর আসক্তি অর্থাৎ নাম— না করিলে ভাল লাগে না, না করিয়া পারি না, এইরূপ অবস্থা আসিবে। এখন স্বাভাবিকী সেবা হয়, অর্থাৎ নিজের যে জিনিষটী ভাল লাগে, তাহা দিয়া সেবা করিবার চেষ্টা হয়।

শ্রীগোপীনাথের নাম ধরিয়া ডাকিবে। শ্রীগোপীনাথের শ্রীচরণে বিশ্রম্ভের সহিত প্রীতি লাভ করিবে। নিজে আচরণ করিয়া প্রচার করা দরকার। নিজে অবলম্বন না করিলে অপরকে অবলম্বন করিতে উপদেশ দেওয়া যায় না। চারকথা বলা বিদ্যার পরিচয়। বিদ্যানন্দ জীবনের স্ফূর্তি না হইলে বিদ্যাবৃত্তির বিকাশ কি প্রকারে হইবে? অনর্থনিবৃত্তির পর নৈষ্ঠিক ভজন হইলে বিদ্যাবধূজীবন শ্রীনামের কৃপা লাভ হয়।

দান দুই প্রকার—প্রসাদজ ও সাধনাভিনিবেশজ। প্রসাদজ কৃপা বিরল; সুতরাং সাধনের প্রয়োজন। সাধনকালে কাম-ক্রোধাদি-রিপু যদি সময় সময় অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, তথাপি হাসিয়া পড়িবার কিছুই নাই। যতই বিঘ্ন আসুক না কেন, "ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা"— এই শ্লোকে যে আশাবন্ধের কথা বলা হইয়াছে, সেইরূপ আশাবন্ধ সর্ব্বদা রাখিতে হইবে।

যৎকিঞ্চিৎ

অনেক সময় অনেকের মনে হয় যে, গৌর ও কৃষ্ণ যখন এক, তখন শ্রীমহাপ্রভুর ভজন করিলেই ত' কৃষ্ণভজন হইবে, পৃথক্ করিয়া কৃষ্ণভজনের আবশ্যক কি? এইরূপ বিচার সেবাহীনজনগণ কৃষ্ণ ও গৌরে ভেদবুদ্ধি করিয়াই করিয়া থাকে। কতকগুলি ব্যক্তি গৌরোপাসনার ছলনা করিয়া গৌরকে কৃষ্ণ অপেক্ষা বড় মনে করেন আবার অনেক ব্যক্তি কৃষ্ণভজনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রীমহাপ্রভুর সেবার আবশ্যক নাই মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা বাস্তবিক গৌর ও কৃষ্ণসেবা নহে, ইহা কপটতা ও অপরাধমাত্র।

শ্রীগৌরপার্ষদ গোস্বামী সকলের আনুগত্য ও 'সেবাই পথ অঙ্গীকার করিয়া [illegible] যে সেবার আনন্দ, তাহা সেবা নহে। তাহার মূলে আছে স্বার্থপরতা পাষণ্ডতা। শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। [illegible] গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—যে মন, তুমি শচীনন্দনকে ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপেই স্মরণ কর। কিন্তু তিনি তাঁহার সেবাকে অস্বীকার করেন নাই। তবে অনর্থযুক্ত সাধকের উপাস্য শ্রীগৌরসুন্দর আর অনর্থমুক্ত সাধকের সেব্য—শ্রীকৃষ্ণ। [illegible] গৌরোপাসনা, আর নিরর্থ [illegible] গৌরোপাসনাই শ্রীকৃষ্ণোপাসনা। অনর্থযুক্ত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে পারে না, যাইবার ছলনা করিলে অর্থ, যশ, পূজার জন্য তাহার ব্যবসায় করিয়া থাকেন। মহাবদান্য শ্রীমন্মহাপ্রভু মহাবিষয়ী ও মহাপাতকীকেও উদ্ধার করিয়াছেন। প্রতাপরুদ্র, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, জগাই-মাধাই প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। যদিও শ্রীগৌর মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু, [illegible] প্রকাশ করিয়া আমাদের মত মহা অজীবগণকে [illegible] ও আমার [illegible] প্রদান করিয়াছেন।

[illegible] আরম্ভ করিয়া তাহাকে [illegible] দেন। শ্রীগুরুদেব সমস্ত কৃষ্ণসেবার [illegible]। তিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব—মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। মুকুন্দপ্রেষ্ঠের সেবা ও কৃপা ব্যতীত জীবের মুকুন্দ সেবালাভ হওয়া সম্ভবপর নহে। শ্রীগুরুদেব গৌরাভিন্নবিগ্রহ। শ্রীগুরুদেব শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ বিগ্রহ। গৌর ও কৃষ্ণসেবা যখন অভেদ শ্রীগুরুগৌরসেবা ও [illegible]। গুরুসেবা করিতে গিয়া গুরুকে গৌরের চেয়েও বড় মনে করিয়া গৌরকে বাদ দিলে প্রতিকূলগামী হইয়া পড়িতে হইবে। আবার গুরুকে বাদ দিয়া গৌর-সেবার ছলনাও নির্বিশেষবাদেরই রূপান্তর। শ্রীগৌরপ্রিয়-গুরুবর্গ ভজনপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে,—প্রথমে গুরুপূজা তৎপরে গৌরাঙ্গসেবা [illegible] সর্ব্বশেষে রাধাকৃষ্ণসেবা [illegible] তাঁহারা গুরুসেবা করিতে [illegible] ছাড়েন না, আবার গৌরভজনের ছলনা করিয়া কৃষ্ণের সেবা পরিত্যাগ করিতেও বলেন না। আমরা শ্রীগুরুবর্গের পাই—

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

[illegible]

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

(শ্রীচৈতন্যমঠের

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ
[illegible], বাগবাজার
কলিকাতা। [illegible]
সেবক—[illegible]

(৩) শ্রী[illegible]পীঠ শ্রীমায়াপুর
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]

( ) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজির সমাধি
[illegible]—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর গদাধর মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
হাটডাঙ্গা। [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible]মঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) নকুল পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(২৫) মদন গোপালমঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া আসাম।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ সরভোগ [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) সারঙ্গ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জেঃ [illegible], ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible] (ইউ পি)
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ
[illegible], শ্রীধাম [illegible] মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য[illegible]পীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible] (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন[illegible]
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গোপীবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, [illegible] গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible]
[illegible] পোঃ পুরী, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible]
পোঃ [illegible] পুর
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible]
[illegible] পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়[illegible]পীঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]।
সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ আশ্রম
[illegible], (ইউ-পি)
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়।
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷০		।৵০	৷০
" " ইঞ্চ ২৲			১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲			[illegible]
অর্দ্ধকলম ৮৲	[illegible]	[illegible]		৫৲
এক কলম ১৯৲	১০৲			

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৯	৷৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১৪৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮
" এক কলম ৩৩৲	৩০

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৫৲
ষাণ্মাসিক "	২৸০
ত্রৈমাসিক "	
মাসিক "	[illegible]

প্রতি সংখ্যা [illegible]। বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয় সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ মহোদয় রচিত [illegible] অবতারসম্বন্ধে [illegible] গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। [illegible] (chart [illegible]) [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুসূদন [illegible] প্রেস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

[illegible] গোস্বামী [illegible] লৌকিক উপাখ্যান, [illegible] সকল পারমার্থিক [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুসূদন [illegible] প্রেস, পোঃ ওয়ারী, নাখোদা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে [illegible] সম্প্রদায়, সমন্বয়, [illegible] প্রভৃতি বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং [illegible] সাধারণ [illegible] সিদ্ধান্তসকল প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুসূদন প্রেস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

ঠাকুর [illegible] ইন্‌ষ্টিটিউট

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

[illegible] —[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible]। [illegible] শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র [illegible] শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র [illegible] পরীক্ষায় উত্তম ফল [illegible]। [illegible] ছাত্রদের জন্য [illegible] আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর [illegible] ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; [illegible] আলোচিত হইয়াছে। [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র ১৲ এক টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর [illegible] প্রাপ্তিস্থান [illegible] শ্রীযোগপীঠ [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] অথবা শ্রী [illegible] মূল্য মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রী ভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—[illegible], নবদ্বীপ, নদীয়া

শ্রীশ্রী [illegible]

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—[illegible] মায়াপুর, নদীয়া।

[illegible] (২য় সংস্করণ)

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—[illegible] মায়াপুর, নদীয়া [illegible]

[illegible]

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] (Foreword), [illegible] (Prefaces), [illegible] (contents [illegible] (Index Glossary) [illegible] ১০৲ [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible], বাগবাজার, কলিকাতা ; [illegible], শ্রীধাম মায়াপুর জেলা নদীয়া

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" [illegible] প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

[illegible], পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

[illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] "পরমার্থী" [illegible] প্রকাশিত হইতেছে।

ই. আই. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেনের সময়-তালিকা

([illegible])

[illegible]

[illegible]

(আপ—শান্তিপুর [illegible])

[illegible]

ডাউন

[illegible]

[illegible]

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণে

[illegible]

[illegible] রোড, কলিকাতা

[illegible]

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO 1544

পত্রপ্রসূনমালা
—ঃ—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন পত্রাবলী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত 'গৌড়' আখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান -
অমূল্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ভবানী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত
--:০:-
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১।০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ২১শে পৌষ ১৩৪৭, ৬ই জানুয়ারী ১৯৪১ সোমবার ২৫৭তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—:(০):—

দস্যুদলের কবলে বিভিন্ন ব্যক্তি

গত ২১শে ডিসেম্বর দস্যুদল ফিরোজাবাদে একখানি ট্যাক্সি হইতে অপহরণ করা হয়। তাঁহার দুইজন সাক্ষী দিয়াছে এবং দুইজন আত্মীয়স্বজন উহা পেশোয়ারে লইয়া আসিয়াছেন।

টোচিবেন ওয়াজিরীদের কবলে জেলা খাঁ বাহাদুর শাহজাদা খাঁ উত্তর ওয়াজিরী হইতে বান্নুতে আসিতেছিলেন। দস্যুদিগের নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন এবং তাহার দলের লোক খাঁ বাহাদুরের উপর গুলী চালায়, কিন্তু তিনি অক্ষত দেহে ফিরিতে পারিয়াছেন। গাড়ীতে গুলীর দাগ দেখা গিয়াছে। সুন্দর সিং এবং অপর ৩ জনকে বান্নুর মারক স্থানের নিকট হইতে অপহরণ করা হয়। গাড়ী এবং তাহার দল ইহাদের দুর্গাওয়ালীর মারক স্থানে আটক রাখিয়াছে।

প্রকাশ, বাজার আহমেদ খাঁ গ্রাম হইতে বালকের অপহরণ করা হইয়াছিল, তাহাদের সাকিনা মারক স্থানে আটক রাখা হইয়াছে।

সিঙ্গাপুর-এর ঘটনা

মার্কিণ নৌ-সেনা সিঙ্গাপুর-এ সম্প্রতি যে ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তৎসম্পর্কে সমস্ত কাগজপত্র টোকিও এবং ওয়াশিংটনে প্রেরণ করা হইয়াছে। এখানে প্রকাশ যে, সিঙ্গাপুর-এর একটি জাপানপ্রধান বিরোধের পর জাপানী পুলিশগণ কয়েকজন মার্কিণ নৌ-সেনাকে আটক করে। সিঙ্গাপুরস্থ মার্কিণ নৌ-যোদ্ধাবিভাগের কমাণ্ডার কর্ণেল টার্নার এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "জাপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমাপ্রার্থনা না করা পর্য্যন্ত কোনরূপ কথাবার্ত্তা না চালাইতে আমি নির্দ্দেশ পাইয়াছি।"

—

ইতালীর মন্ত্রিসভার বৈঠক

গত ৭ই জানুয়ারী ইতালীর মন্ত্রিসভার এক বৈঠকের শেষে এবিসিনিয়া শক্তিসঙ্ঘের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়া একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। যুদ্ধের জন্য ইতালীর গত বৎসরের বাজেটে প্রচুর ঘাটতি দেখা যায়। গত আর্থিক বৎসরের ঘাটতির পরিমাণ ও তাহার ৮শত কোটি লির (এক লীরা দশ আনা)। ইহার মধ্যে অতিরিক্ত সামরিক কার্য্যসূচী ও সাম্রাজ্যবিস্তার-খাতে বায়ের দরুণ ঘাটতি পড়িয়াছে ২২ শত কোটি লিরা।

জার্ম্মাণ জাহাজের উপর আক্রমণ

বিমান-বিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, উপকূলরক্ষী বিমান বহরের প্রেরিত বিমান নরওয়ের উপকূলের নিকটে তিনটি জার্ম্মাণ বাণিজ্য জাহাজ আক্রমণ করে। ব্লেনহিম বোমারু বিমানসমূহ হল্যাণ্ডের উপকূলের নিকটে জার্ম্মাণ টহলদারী জাহাজসমূহ আক্রমণ করে; তন্মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার টনের একটি জাহাজে একটি বোমা পড়ে।

বিখ্যাত ফরাসী মনীষীর মৃত্যু

ভিসির সংবাদে প্রকাশ, বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক আঁরি বের্গস ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। আঁরি বের্গস ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে এক ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে ও কলেজে তিনি অসাধারণ মেধাবী ছাত্ররূপে পরিচিত হন। তিনি সাহিত্য ও বিজ্ঞান, কোনটি অবলম্বন করিবেন তাহা লইয়া কিছুকাল ইতস্ততঃ করেন, পরে সাহিত্য ও দর্শনের পথই বাছিয়া লন। ছাত্রজীবন শেষ করিয়া তিনি ক্লেরমঁ ও ফ্রেরাঁর বিদ্যাপীঠে এবং প্যারিস, 'একোল নোর্ম্যাল সুপিরিয়র' ও 'কোলেজ দ্য ফ্রাঁস'-এ দর্শনের অধ্যাপনা করেন। ১৯১৮ সালে তিনি 'একাডেমী ফ্রাঁসেজ'-এর সদস্য নির্ব্বাচিত হন। সেই সময় হইতে তিনি কিছুকাল অধ্যাপনা ছাড়িয়া দেন এবং এক মিশনের নেতা হিসাবে ও যুদ্ধের পর চিন্তাশক্তির সংযোগসাধনের উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সভাপতি হিসাবে রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৮ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পারিতোষিক পান। সে সময় তিনি "সৃজনীশক্তি বিবর্ত্তন" নামক দার্শনিক মতবাদের প্রচারে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে নাৎসী প্রভাবিত পেতাঁ-শাসিত ফ্রান্সে যখন ইহুদী-বিরোধী আইন প্রবর্ত্তিত হয়, তখন বের্গসঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও খ্যাতির কথা বিবেচনা করিয়া ঐ আইন হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দিবার প্রস্তাব ফরাসী গভর্ণমেণ্ট করেন; কিন্তু তিনি ফ্রান্সের সর্ব্বোচ্চ বিদ্যা প্রতিষ্ঠান "কোলেজ দ্য ফ্রাঁস"-এর অধ্যাপকপদ ত্যাগ করিতে চান।

বের্গসঁর দার্শনিক মতবাদের যেমন বহু সমর্থক আছেন, তেমন বহু বিরোধীও আছেন; কিন্তু তাঁহার রচনার মনোহর ভঙ্গী ও মত-প্রকাশের প্রাঞ্জলতা সর্ব্বজনস্বীকৃত।

—

মুসলমান হাকিমসহ ৪ জন অপহৃত

গত ৩রা জানুয়ারী অপরাহ্ণে সংস্কৃত হাকিম মিঃ ঈশ্বর দাস এবং আরও তিন ব্যক্তি জামগাড়ি হইতে টাঙ্কে যাইবার সময় একদল উপজাতীয় দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া হন।

মিঃ ঈশ্বর দাস, কন্ট্রাক্টর মিঃ মহম্মদ হোসেন এবং দুইজন ভৃত্য একখানি মোটরকারে যাইতে-ছিলেন।

জামগাড়ি হইতে ছয় মাইল দূরে দস্যুদল তাঁহাদের গাড়ীখানা আক্রমণ করে। দস্যুদল এবং তাঁহাদের মধ্যে গুলী বিনিময় হয়। [illegible] একজন ভৃত্য আহত হয় [illegible] পরের দিন দেখিতে পাওয়া [illegible] মিঃ ঈশ্বর দাস, মিঃ মহম্মদ হোসেন ও মোটরকারের চালক এবং অপর দুই জনকে লইয়া যায়।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত -হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণববিশ্বের সম্রাট বৈষ্ণবগৌরব সুধীন্দ্র পরমারাধ্য জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বহুদেশ তথা বহুদেশের সুপ্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনগণের সহিত যে সকল আলাপ করিয়াছিলেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তমূলক সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমৎ রূপানুগ-বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রচারে ও ভক্ত্যনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই গ্রন্থ গৌরকৃষ্ণ জগদ্গুরু আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ। এই গ্রন্থ সত্যানুসন্ধিৎসু ও আত্মমঙ্গলকামীদিগেরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, তিনটির আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অপূর্ব্বরূপে সজ্জিত নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সম্পূর্ণ ১০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮
দ্বাদশ স্কন্ধ— ২৲
২। অবতার বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড -১৲; ৩য় খণ্ড·
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ৷০
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ॥০
১৭। বৈষ্ণবোপনিষৎ ।০
১৮। বাদন-আপত্তি ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেমন ভাষ্য ভাষা ·০
২৭। মুক্তিফলটীকা ভগবল্লীলাদি (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-নির্ণয় ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ॥০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ·০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ·১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতি
৪৮। অধ্যাপনতত্ত্ব (পঞ্চম সংস্করণ)
৪৯। অর্চ্চনবিধি
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। বক্তৃতাবলী বা সারাবাক্যমঞ্জরী ০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৫৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যানুবাদ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী চরিতম্ ।০
৬৩। নবীন-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। অনুভাষ্য ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়া /০
৬৭। সারাংশনির্ণয় ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফোলজী এণ্ড অণ্টোলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বেদান্তীয়ম
৭৫। কোরাণ্ট গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রীফ
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। থিওলজিক্যাল ফিলসফি এণ্ড ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড বিবেক
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অক্সফোর্ড প্রেস) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ·০
৮২। অনাথ-তত্ত্ব ৷০
৮৩। গীতাবলী ·৷০
৮৪। শরণাগতি ০

হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৸৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
ও গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া-জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

গীতি সাহিত্যে শ্রীভক্তি-বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৮০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীশ্রী [illegible]মালা

[illegible] এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অর্থ ও অন্বয় সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা [illegible] সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ | ৩০ নারায়ণ ৪৫৪ গৌরাব্দ ২৯শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১৩ই জানুয়ারী ইং ১৯৪১, সোমবার | ২৪৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩০ নারায়ণ সর্ব্বাধিক সর্ব্বগ গৌরাব্দ ৪৫৪

মুক্তি কাহাকে বলে

কেহ কেহ বলেন জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির নাম মুক্তি, কেহ বলেন, ভগবানে লয় হইয়া যাওয়ার নামই মুক্তি। কিন্তু যাঁহারা পণ্ডিত অর্থাৎ শাস্ত্রদর্শী, তাঁহারা বলেন—"মুক্তিহিত্বা অন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"। অর্থাৎ বিরূপাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থিতির নামই মুক্তি। বিরূপাবস্থা অর্থাৎ সেবাবিমুখাবস্থা, কৃষ্ণান্যভাবাবস্থা, সেবকস্বরূপ-বস্তুভাবস্থা ছাড়িয়া উন্মুখ হওয়া অর্থাৎ শুদ্ধকৃষ্ণসেবানিযুক্ত হওয়াই মুক্ত হওয়া।

কেবল দুঃখনিবৃত্তিকেই মুক্তি বলা যায় না। দুঃখনিবৃত্তি হইয়া চিৎসুখপ্রাপ্ত হইলে তাহাকেই প্রকৃত মুক্তি বলা হয়। জীবের বিমুখাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া উন্মুখাবস্থা—কৃষ্ণসান্মুখ্যাবস্থা—আনন্দ প্রাপ্ত অবস্থাকেই মুক্তি বলা হয়। জীব মুক্ত হইলে নির্দ্দোষ হন। তখন তিনি পাপ প্রবৃত্তিশূন্য, জড়কর্ম্মরহিত, পঞ্চমহাদোষ-রহিত, সম্পূর্ণ শান্ত, শোকদুঃখবর্জিত, ভোগ বাসনারহিত, কেবল কৃষ্ণকার্ষ্ণসেবাকামনা ব্যতীত অন্যবাঞ্ছারহিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প হন।

মুক্তই ভক্ত, মুক্তই ভক্ত। এই মুক্তি জ্ঞানিগণ-কল্পিত মুক্তি নহে। জ্ঞানিগণ যতই জ্ঞানচর্চ্চা করুন, যতই নিজের চেষ্টায় ভগবান্‌কে লাভ করিতে চেষ্টা করুন, ভগবানে একান্ত শরণাগতির অভাবে—তাঁহার প্রতি অনাদর থাকায় তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ভক্তির আনুগত্য করিলে জ্ঞানের সার্থকতা হয়, নতুবা শুষ্কজ্ঞানের কোন মূল্য নাই। শুদ্ধজ্ঞানীর লক্ষ্য ব্রহ্ম ভগবান্ নহেন। শুষ্কজ্ঞান অজ্ঞানেরই প্রকারান্তরমাত্র। মুক্ত ভক্তির কিঙ্করী। একান্ত ভক্তের নিকট মুক্তি করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া থাকে কৃপালাভের জন্য। ভক্ত মুক্ত চাহেন না, তাঁহার প্রার্থনীয় একমাত্র ভক্তি। কারণ মুক্তি লাভীগণ ভক্তির সেবা করিবার জন্য সতত অবস্থান করেন। ভক্ত বলেন,—

হন্ত ভক্তিশ্চেদ্ দৃঢ়াস্মাকং [illegible] মুক্তিঃ।
ভগবান্ প্রভু থাকে [illegible] ॥

যেখানে ভগবান্ নিত্যপ্রভু, আর আমি নিত্য দাস এই উপলব্ধি নাই বা যেখানে অনুক্ষণ সেবার কোন কথা নাই, ভক্ত এরূপ মুক্তি কামনা করেন না, ভক্ত নিজের জন্য কিছুই চাহেন না যাঁহার নিজের জন্য কিছু কামনা আছে তিনি ভক্ত নহেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কামের ন্যায় মুক্তিও একটি কামনা; সুতরাং ভক্ত নিষ্কাম। তাঁহার সেবাকামনা আছে, কেন না উহা সকল কামনা-বাসনারহিত। মুক্তিকামী, সিদ্ধিকামী সকলেই অশান্ত। তাঁহাদের ঐকান্তিকতা বা একনিষ্ঠতা নাই। তাহারা ভক্তকে অনাদর করিয়া ভগবানে শরণাগত না থাকায় পুনঃ পুনঃ পতিত হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

[হে পদ্মনয়ন, যাঁহারা 'বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধবুদ্ধি। তাঁহারা অনেক ক্লেশ সাধনাতে পরমপদ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াও আপনার শ্রীচরণ অনাদর করত অধঃপতিত হন।]

স্বরূপাবস্থিতিই পরম মুক্তি। অন্য যে সকল মুক্তি, তাহা—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য। ভগবানের সহিত একলোকে বাসের নাম সালোক্য, ভগবানের সহিত সমান ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির নাম সার্ষ্টি, ভগবানের সমীপে বাসের নাম সামীপ্য, ভগবৎ-স্বরূপ-প্রাপ্তির নাম সারূপ্য আর ভগবানের সহিত লয় হইয়া যাওয়ার নাম সাযুজ্য। যাহারা সকাম, তাহারাই নিজসুখের জন্য সকল মুক্তি প্রার্থনা করিয়া থাকে কিন্তু ভক্ত সেবাসুখকামী হওয়ায় তিনি নিজের জন্য এ সকল প্রার্থনা করেন না। ভক্তের ইচ্ছা শুধু যাহা কৃষ্ণের তাহারই কামনা। ভগবানের সুখের জন্য তাঁহারা সব করিতে পারেন। তাঁহার সুখের জন্য যদি অনন্তকাল নরক-বাসেও ক্লেশ হয় তবে না, আবার [illegible] বিমুখ হইয়া অনন্তকাল স্বর্গসুখভোগ করিতেও চাহেন না। তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা—

ক্লেশ-ভার বাড়ে যত,

ভোগ মোর তত তত

[illegible] নিবেদন।

[illegible]

[illegible] আমি,

[illegible] পালন॥

* * *

[illegible]।

নিবেদন [illegible]॥

[illegible]।

[illegible]।

[illegible] বন্ধন। স্বরূপাবস্থিত অবস্থা পাইবার পূর্ব্বে পূর্ব্বে [illegible]। [illegible] জীব [illegible] [illegible] কৃষ্ণের সুখ [illegible] [illegible] না [illegible] না [illegible]।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তি শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

লাভাইতে হইলে যেরূপ নিজের মস্তিষ্ক কর্ষা ভাড়া অন্য উপায় নাই, তদ্রূপ ভক্তগণ ভগবানের সুখ না হইলে তাঁহাদের সুখ হইবে কি প্রকারে? ভগবানের সুখ হইলে আনুষঙ্গিকভাবে তাঁহাদের সুখ লাভ হইয়া থাকে।

মানিলাম যে এই ভাবের সাধকেরা … ভক্তগণ … স্বর্গসুখ … ভগবানের পদসেবা … থাকিতে চাহেন। কি দুঃখ! তাঁহারা জীব হইয়া ভগবানের সহিত এক হইতে চাহেন! তাঁহারা মুক্ত হইয়াছি মনে করেন মাত্র কিন্তু প্রকৃত মুক্ত হন না। তাঁহাদের এই অভিমানে সম্বন্ধিত অজ্ঞান থাকে, এজন্য যে তাঁহারা মুক্ত নহেন। কারণ তাঁহারা না জানিয়া ভগবৎসেবানন্দে মায়ামুক্ত, আর মুমুক্ষু মায়াবাদিগণ মায়িক জগতের পরপারে এখানে আগমন হইলেও তাঁহাদের কোন সত্তা অর্থাৎ থাকিবার স্থান না থাকায় তাঁহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। জীব স্বরূপতঃ থাকিতে পারে না। যে সেব্য ও সেবকের অবস্থান নিত্যকাল ভগবৎসেবানন্দে নিমগ্ন থাকিবে, না হয় মায়াকে আশ্রয় করিয়া, কখনও সুখে, কখনও দুঃখে এই চতুর্দশ ভুবনে ঘুরিতে হইবে। ভক্তগণ ভগবানের আশ্রিত, ভগবৎসেবায় রত। কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভগবানের স্বরূপ না জানায় তাঁহারা বদ্ধ মুক্ত বলিয়া অভিমান করেন না কেন, তাঁহাদের গতি এই—

"ধিক্, মুক্তি বাদে যেই, তার
ঘোরতর গতি।
থাকুক সে, যেবে সে থাকে অবস্থিত॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।
ভক্তি বিনা মুক্তি নাই, ভক্ত্যে মুক্তি হয়।
তবে মুক্তি পা'য়া অবশ্য কৃষ্ণভজন॥

প্রকৃত মুক্তিলাভ করিতে হইলে সাধু-গুরুর চরণাশ্রয় করিতে হইবে। সদ্গুরু-পাদাশ্রয় লাভ না হইলে জীবের প্রকৃত মুক্তি বা স্বরূপাবস্থিতি হইতে পারে না। কৃষ্ণ-ভজনই মুক্তি। ইহা সাধুগুরুকৃপায় একমাত্র সম্ভব। সাধুর কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণ ভজন লাভ হওয়া ত' দূরের কথা সে সাধ নিবৃত্ত হইবে না, সাধু শরণাগত হইয়া সেবোন্মুখচিত্তে যে সাধুগুরু নিষ্কপট হইলে … তাহাতেই জীবের অনাদি বিমুখ হইয়া শ্রীভগবৎপাদপদ্মে অহৈতুকী প্রীতি উদিত হয়। … উদয়ের মধ্যেই উচ্চ … প্রাপ্ত হইয়া …

দূরীভূত হইয়া থাকে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গ হইলে ত জগতের অনিত্যবস্তুর ভুক্তি দায়। এই বন্ধন সাংসারিক হইলেও অত্যন্ত কষ্টদায়ক। পুত্র হইয়া পিতাকে ভুলিয়া থাকা কি সুসঙ্গত? পিতার সেবা না করিয়া পুত্র যে সুখেই থাকুক, তাহাকে কি বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ভাল বলিবেন বা তাহার ভাগ্যোদয় কি ভাল হইবে? তাই যদি আমরা ভাল হইতে চাই যদি এই মহামায়ার বন্ধন হইতে প্রকৃত মুক্ত হইতে চাই, তাহা হইলে শ্রীগুরুনিত্যানন্দপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া কাতরভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে হইবে,—

গুরুদেব! কৃপার লেশেছে কাঁদ।
কৃপা করি' … বন্ধন ছেদিয়া
অধমে করহ দাস॥

ভক্তিহীনের দুর্গতি

(প্রাপ্ত)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে অসুর-সমাজ হইতে, ভক্তবাধা দস্যুগণের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কৌশল পূর্বক টানিয়া আনিয়া সর্বক্ষণ সাধুসঙ্গে অবস্থান করিয়া সংশোধনের দ্বারা শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবা করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার দয়ার তুলনা নাই। কিন্তু আমি চেষ্টা … এই বহু জন্মজন্মান্তরের পুণ্য ফলে এ সুযোগ পাইয়াও চরিত্রের পরিবর্তন করিতে পারিলাম না, অল্প চিত্তের বৃথা কাল কাটাইতেছি। সংসার ত্যাগ করিয়া মঠবাস—ভজনরতগণের আশ্রয় করিয়াছি, ভজনপথের অনুসরণ করিতেছি—নিয়মিত সকাল বিকালে পাঠকীর্তনে যোগদান করিতেছি, আরাত্রিকাদিতে নিয়মিতভাবে উপস্থিত হইতেছি, শ্রীবিগ্রহকে দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিতেছি, নির্জনকালে হরিনাম, হরিকথা আলোচনা ও মঠের অন্যান্য কার্যাদিও সাধ্যানুযায়ী করিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এত করিয়া কি হইল? কেবলই যে নিয়ম পালন হইতেছে, চেতনের বিকাশ হইতেছে কই? কত জন্মের অর্জিত দোষ, দুষ্ট বাসনার … করিবার কিছু উন্নতি হইল কই? … দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কত কিছু করিতেছি, তাহাতে লাভ কি হইতেছে? … শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রতি অনুরাগ হইতেছে কই? তাঁহাদিগকে প্রাণের আপনজনে, নিজজনজ্ঞানে তাঁহাদের সুখের জন্য ব্যস্ত হইতে পারিতেছি কই? তাঁহাদের প্রীতি বাড়িতেছে কি? আমার চেষ্টা বা কিছু, অবসরই কি

তাঁহার সুখের জন্য হইতেছে? আমি যে কখনও ভোগে আসক্ত হইতেছি, আবার কখনও ত্যাগে মগ্ন হইতেছি কখনও ভোগ ত্যাগ করিতে কষ্ট হইতেছে, আবার কখনও ত্যাগ ত্যাগ করিতে অসুবিধা মনে করিতেছি। কখনও মনে করিতেছি ভোগই ভাল আবার কখনও ত্যাগে আনন্দ হইতেছে। ইহাই কি ভক্তি? ভোগত্যাগ কি আমার নিত্যস্বরূপের বা পারমার্থিক ধর্ম? আমরা যে শ্রীগুরুদেবের সেবক হইয়াছি, সেবকের ভোগ বা ত্যাগ নাই সেবা। ভগবান্ ভোগের বস্তু নহে ত্যাগেরও বস্তু নাই। ভগবান্ ভক্তের ভক্তিমানের, ভক্তি থাকিলেই ভগবানকে পাওয়া যায়। এই ভক্তি গুরুকৃপা-নির্ভরশীল। … যে সেবা … তিনি সুখী হইতেছেন কি না? তাঁহাদের ইচ্ছানুগামী হইয়া চলিতে পারিতেছি কি না, সেদিকে তীব্র লক্ষ্য রাখার কার্য। সুতরাং ভোগ বা ত্যাগের অধীনে আমাদের ভক্তিবৃত্তি হইবে না। আমাদের ভোগ বা ত্যাগ-প্রবৃত্তির সঙ্কোচ হইতেছে কিনা, সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। সেবাপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি হইলে ভোগ ও ত্যাগ-প্রবৃত্তি থাকিবে না। কেবল ভোগ-ত্যাগের নাম ভক্তি নহে। ভোগ-ত্যাগ এবং ত্যাগ ভগবানে অর্পণ তাৎপর্যময়ী চেষ্টার নাম ভক্তি।

ভক্তির সাধকাবস্থা বাগানের মালীর ন্যায়। মালী যদি বাগানের চারাগাছগুলির জলসেচন, বেড়া দেওয়া, উপশাখা ছেদন প্রভৃতি কর্তব্যগুলি না করিয়া কেবল মালী ফুল তুলিবার চেষ্টায়, তাহাদের সৌন্দর্য দর্শন করিয়া কাল কাটাইয়া দেয়, তাহা হইলে সেই মালী কোন ফললাভে বঞ্চিত হয়, সাধক আমিও সেইরূপ চরিত্রের পরিবর্তন করিতে আমরা নিজের স্বরূপ-ভক্তির আবর্জনা পরিষ্কার না করিয়া—নিজের ছিদ্র দর্শন না করিয়া—নিজের অভাবের দিকে, সদ্গুরুর প্রতি লক্ষ্য না করিয়া—আত্ম সংশোধনের চেষ্টা না করিয়া যদি অন্য ব্যক্তির দোষদর্শনে ব্যস্ত হই—অন্য লোক পরিবর্তন করিতেছে না বলি, তাহার সমালোচনায় নিমগ্ন হইয়া কাল কাটাই, তাহা হইলে আমিই বঞ্চিত হইব। তাহাতে আমার নিজের বাস্তব … লাভ হইবে না। অনেক সময় নিজে আমরা বলি—অন্যকে বা সমাজ … জন্য? … করিতে পারবো কি করিতেছি? জীবন ক্ষণভঙ্গুর, কোন্ দিন হঠাৎ চলিয়া যাইবে। এরূপভাবে বৃথা কাল কাটান উচিত নয়। সম্মুখে অনন্তকাল বর্তমান … উচিত। হরিভক্তি

যখন পুঞ্জীভূত, তখন সর্বেন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি অন্যান্য আচার-ব্যবহারে প্রমত্ত হইয়া কেন তাহার বিষয়ে নিযুক্ত হইবে কেন? সে জন্য ত' আমিই দায়ী। কারণ আমার স্বতন্ত্রতা আছে। আমি তৃণাদপি সুনীচ, তরুর মত সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইতে পারি নাই, তাই শুদ্ধ হরিকথা-শ্রবণ ও কীর্তনের যোগ্যতা না হওয়ায় ভ্রষ্ট পথ, দুষ্ট বস্তু ও আচার ব্যবহার সমূহের অনুকূল বিচার করিতে না পারিয়া কর্তব্য স্থির করিতে পারিতেছি না, প্রতি মুহূর্তে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছি, ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলিকে সময় সময় ভগবৎ বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া অপরাধী হইতেছি। আমি যদি বুদ্ধিমান ও ভাগ্যবান হইতাম … সর্বক্ষণ … থাকিত, যদি দৃঢ় নিষ্ঠা শরণাগতি থাকিত, তবে ধীরভাবে ভ্রষ্ট পথ দুষ্ট বস্তু ও আচার ব্যবহার সমূহের তাৎপর্য আমার ভজনের অনুকূলভাবে গ্রহণ করিতে শিখিতাম আমার ভজনের প্রবৃত্তি দিন দিন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইত।

অনেক সময় গুরুবৈষ্ণব তীব্রভাবে আমাদিগকে সাবধান করেন। কিন্তু দুর্ভাগা আমি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া পড়ি। কিন্তু যদি কৃষ্ণ কার্ষ্ণসেবাই জীবনের একমাত্র প্রয়োজন হইত তবে বুঝিতে পারিতাম যে তাঁহারা আমার অকৃত্রিম বন্ধু, তাঁহারা আমার হিতৈষী, তাই আমার কৃষ্ণবহির্মুখতা দেখিয়া আমাকে সতর্ক করিবার জন্য কঠোর ভাষায় গালাগালি দেওয়ার মত আমাকে শাসন করিতেছেন, আমাকে সত্য পথ শিক্ষা দিতেছেন। আমার অমানী হওয়া নাই তাই আমাকে অমানী মানদ হইবার সুযোগ দিতেছেন। অমানী-মানদ ও সহিষ্ণুতা হইলেই শ্রীনামসেবার অধিকার লাভ হয়। তাই তাঁহারা আমার নিন্দাবাদী বা আপাত শত্রুরূপে দাঁড়াইয়াও আমার মঙ্গলবিধানে তৎপর হইয়াছেন। কত করুণা তাঁহাদের! যাঁহারা আমাকে সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেন, যাঁহারা অমানি-মানদ হইয়া শ্রীনাম-কীর্তনের অধিকারী হইতে বলেন, তাঁহাদের ন্যায় পরম বান্ধব আর কে আছেন? বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে সর্বক্ষণ সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকিতে বলেন। চুপ চাপ বসিয়া থাকিলে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি কুকার্যে বিষয়ে ধাবিত হইবে। তাই তাঁহারা আমার চরিত্রগঠনের জন্য সর্বদা কৃষ্ণকার্ষ্ণসেবায় ব্যাপৃত থাকিতে বলেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগা আমি, চঞ্চল আমি, তাই এত সব কথার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া, তাহাকে প্রতিকূলভাবে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা ছাড়িয়া দিয়া ভক্তির বিপরীত পথে অগ্রসর হইতেছি। বুঝিতেছি না যে, এই অসৎসঙ্গই এবং এই ভক্তের ভক্তবাধা দস্যুগণের কবলে কত কথা

কত গালাগালি অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছি এবং অকিঞ্চন প্রীতির সহিত তাঁহাদের সেবা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছি। কিন্তু কি বুঝিব? আজ হরিভজন করিতে আসিয়া যাঁহাদের কৃপায় আমার হরিভক্তি লাভ হইবে— সংশোধিত হইয়া সর্বক্ষণ হরি-ভজনে নিযুক্ত থাকিবার সৌভাগ্য হইবে, সেই বৈষ্ণবগণের কঠোর বাক্য শ্রবণে তাঁহাদের প্রতি আমি বিমুখ হইতেছি। 'গুরু সেবক হয় মান্য আপনার' এই সিদ্ধান্ত ভুলিয়া গিয়া ক্রমশঃ তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হওয়ায় [illegible] হইতে বিচ্যুত হইতেছি।

আমি যুক্তবৈরাগ্যের পক্ষ [illegible] উপলব্ধি করিতে পারি নাই। [illegible] কখনও যুক্তবৈরাগ্য নামে ভোগী, [illegible] হইয়া পড়িতেছি, আবার কখনও বা ফল্গুত্যাগী হইয়া পড়িতেছি। বৈষ্ণবগণ কখনও আমাকে ভোগী ও কখনও ফল্গুত্যাগী বলিয়া শাসন করেন যুক্তবৈরাগ্যের স্বরূপ, মহাপ্রসাদের স্বরূপ, উপলব্ধি করিয়া সেবা করিতে বলেন। আমার ভাল ভাল খাওয়া এবং বেশী খাওয়ার প্রবৃত্তি দেখিয়া তাঁহারা আমাকে এইরূপভাবে শাসন করেন ইহা আমার প্রতি তাঁহাদের অযাচিত কৃপা। আমার বাক্শক্তি কৃষ্ণকীর্তন করে না, চিত্ত কৃষ্ণস্মরণ করে না, ইন্দ্রিয়গণ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হয় না, জড়ের মত চুপচাপ থাকে, তাই আমার জড়তা ঘুচাইবার জন্য অনেক সময় তাঁহারা [illegible] বলিয়া থাকেন। এই সমস্ত উক্তি নিন্দা নহে, পরন্তু ভালবাসা বা স্নেহ। কিন্তু এই সকল আমার উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে কি?

আমার জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের পাদপদ্মাশ্রয় করিয়া, হরিনাম গ্রহণ করিয়া, হরিকথা-শ্রবণ করিয়া, ভক্তির অনুষ্ঠানিক কার্যগুলি পালন কি করিলাম? ঐ সকল কি কেবল অভিনয় মাত্রে পর্যবসিত হইল, বাস্তবরাজ্যে কি কিছুই হইল না? কতদিন যাবৎ শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রয় করিয়াছি, কিন্তু শ্রীচৈতন্যমঠের স্বরূপ, শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্তের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ হইল কি? যিনি কৃষ্ণের জন, কৃষ্ণের পরমপ্রিয় সেই শ্রীগুরু নিত্যকাল আপন বলিয়া জানাই ভক্তিজীবনের মূল। একথা আমার উপলব্ধ হইয়াছে কি? আমি ত' দিন দিন শ্রীগুরু-সান্নিধ্য হইতে ক্রমশঃ দূরে পড়িতেছি। [illegible] আমার মত [illegible] আগ্রহী [illegible] ক্রিয়া [illegible], তাহা হইলে প্রাকৃত-সহজিয়াগণের কি ভেদ আছে? তাই ত' সদ্গুরুর সন্ধান পাই নাই বা তাঁহার চরণাশ্রয়ের সুযোগ হয় নাই। গৌড়ীয়মঠ যে কৃষ্ণের সংসার, এখানে কৃষ্ণের নিজের জন শ্রীগুরুপাদপদ্ম আছেন, গৌড়ীয়মঠ এবং তৎসম্পর্ক ব্যতীত যে বিশ্বের অন্য কোথাও জন নাই। একথা উপলব্ধি হইয়াছে কি? 'দশ মাস মানুষকে সর্বসিদ্ধি হয়' কিন্তু ১০।২০ বৎসর গুরুচরণাশ্রয়, গুরুসেবা, মঠবাস করিয়াও যদি আমার কিছুই না হয়, তাহা হইলে বড়ই দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। মঠে বাস করিতেছি, অথচ মঠ কাহাকে বলে জানি না, গুরুচরণাশ্রয় করিয়াছি, কিন্তু গুরুদেবের কৃষ্ণপ্রেষ্ঠত্বের কথা উপলব্ধ হইতেছে না, বৈষ্ণবগণের কথা আর কি আছে?

আমি [illegible] চাই না. [illegible] শুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গ না করিয়া একাকী থাকিতে চাই, তাই তাঁহাদের স্বরূপ [illegible] না, তাঁহাদের কথায় মুগ্ধ হইতে পারিতেছি না, তাঁহাদের চরণে আকৃষ্ট হইতে পারিতেছি না। কৃষ্ণ-সংসার মঠের প্রতি আস্থা না হইয়া সংসারের প্রতি—দেহ-গেহের প্রতি আসক্তি বাড়িয়া যাইতেছে—দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল হইতেছে। সংসার ত' অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছি এখনও কি সংসারেই থাকিতে হইবে? সত্য সত্য শ্রীপাদপদ্মচরণাশ্রয় করিবার সৌভাগ্য কি হইবে না। তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিতে কি পারিব না, [illegible] কি থাকিতে হইবে? তাঁহার শ্রীপাদপদ্মধূলি হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা কি জাগিবে না? তাঁহার কৃপার কাঙ্গাল হইতে কি পারিব না? আমরা ত' জানি, যিনি কৃপা চান, তিনিই কৃপা পান। তবে আমি ত' সত্য সত্য কৃপা চাহিতেছি না, কৃপা পাইবার নামে অন্য কিছু চাহিয়া বসিতেছি। [illegible] হয় না, নিজের স্বরূপই দর্শন না হইল, তাহা হইলে আর কি হইবে? মূলে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের অভাব হইয়াছে। যদি তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাস থাকিত, যদি ইঁহাদিগকে একমাত্র প্রভু বলিয়া জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই আত্মসাৎ করিতেন। যাঁহার সহিত সম্পর্ক [illegible]—অকিঞ্চন [illegible] তাঁহাদের সেবা [illegible] করিতেছি বলিয়াই এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। তাই [illegible] ইহাই দুর্গতি।

ইহাই যদি হরিভজনের স্বরূপ হয়, তাহা হইলে আমার সংসার-ত্যাগের কি দরকার ছিল? শ্রীগুরুপাদপদ্মে অশ্রদ্ধা করিয়া, [illegible] করিয়া সেবার অভিনয়ে অপরাধ করিবার কি প্রয়োজন ছিল? তাই বলিতেছি, আমার দিন কি এই ভাবেই যাইবে? আমি কোন দিন কি তাঁহার চরণাশ্রয় করিতে পারিব না? কৃপাময় বৈষ্ণবগণ কি আমাকে সংশোধন করিয়া শুদ্ধভজনের ধারণা প্রদান করিবেন না। কবে তাঁহারা আমাকে কৃপা করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবার অধিকার ও যোগ্যতা প্রদান করিবেন? কবে অকপটে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা জানাইতে পারিব? কবে তাঁহাদের সঙ্গ ও কৃপা পাইতেছি না বলিয়া হৃদয়ে [illegible] উপস্থিত হইবে? কবে অকিঞ্চন হইয়া বলিতে পারিব,—

অধমের নিবেদন বৈষ্ণবচরণে।
কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে॥

• • •

কবে হবে কৃপা [illegible] এ জন-
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তি-বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন
কর মোরে আত্মসাৎ॥
যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই
তোমার করুণা সার।
করুণা না হৈলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ

ভগবানে মতি রাখিয়া ভগবানের ভক্তদের সকল মঙ্গল হয়। আমি ইহাই জানি আপনি তাহাই জানিবেন,— ইহাই আমার নিবেদন। সাংসারিক উন্নতি, [illegible] একমাত্র [illegible]। আমরা তাঁহার পরিপালিত ও [illegible]। আমাদের প্রতি তাঁহার যে ব্যবস্থা, তাহাই অবনত শিরে গ্রহণ করা উচিত। সমস্তই ভগবদিচ্ছা; সুতরাং দুঃখ-দুর্দৈবে উদ্বিগ্ন হইলে সহনশীল হওয়া [illegible] প্রতীক্ষা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

—

[illegible] আমরা হরিবিমুখতা লাভ করিয়া [illegible] কর্ম, জ্ঞান, যোগ, [illegible] পর্যন্ত [illegible] করিতে পারি নাই। [illegible] কাহারও [illegible] উহাও [illegible]! সুতরাং আমাদের [illegible] আছে? [illegible] অবকাশ [illegible] আমি [illegible] না [illegible]। আমার [illegible] আমার [illegible] না [illegible] করিয়াছেন [illegible] তাঁহাদের [illegible]

নাই। যখন আমরা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে পারিলাম না, তখন আর ভগবদ্ভক্তের পরামর্শ গ্রহণ করিবার আমাদের সময় নাই [illegible] শুদ্ধভক্তিযাজিগণের চরণে দূর হইতে প্রণাম।

মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ভগবৎসেবা-পরায়ণ হ্রাস করা কাহারও উচিত নহে। [illegible] জীবনযাপন করা, [illegible] অধিক [illegible] বাহ্য [illegible] নহে। [illegible] এই [illegible] বৈরাগ্য হৃদয়ের ধর্ম; যাহারা বৈরাগ্যের অপব্যবহার করে, তাহাদের বিচার-প্রণালীর সহিত ভণ্ডবাবাজী ও [illegible] সম্প্রদায়ের পার্থক্য আছে। ভণ্ডবাবাজী বা বাবাজীদের [illegible] দিয়া বা তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া বাবাজী হইয়া বাস্তব বৈরাগ্য [illegible] যুক্তবৈরাগ্য নহে। কপটতা থাকিলেই [illegible] যাইতে পারে, কিন্তু অন্তরে যদি কপটতা প্রবেশ করে, তবে কোন দিন কেহ মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

আমাদের মনোনিবেশ করিবার সকল [illegible] বিষয় [illegible] আমরা [illegible] করিতে পারিব, সকলই আমাদের [illegible] প্রদান করিতে পারে না। [illegible] গৌড়ীয়মঠের [illegible] তাঁহার উপদেশ [illegible] নিরূপণ করিয়াছেন।

—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্যতীত আর [illegible] যে কোন একটি [illegible] পারেন— [illegible]

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ,—এই দুই রূপ॥

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীঅনন্ত [illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার

কলিকাতা। [illegible]

সেবক—[illegible] বি-এ

(৩) শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—[illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজির সমাধি পাট

[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গোকুলপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

[illegible] (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর [illegible])

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) সারঙ্গ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠালয়

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৩) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।

সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যাসাগর

(২৪) গোপালজীমঠ

[illegible] পোঃ ঢাকা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া আসাম

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] (আসাম)

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible] দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) সাক্ষিগোপাল গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] ই-আই রেল

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড গয়া

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] ই-আই রেল

শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রী[illegible] মঠ,

[illegible], শ্রীধাম [illegible] মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রী[illegible] মঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৯) [illegible] ব্রজকুণ্ড

[illegible] মথুরা)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রী[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪১) [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ

[illegible], মথুরা।

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গোকুলবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নই দিল্লী

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible] (পুরী)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible]

[illegible] পোঃ পুরী উড়িষ্যা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়-প্রচার-মণ্ডপ

পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

সেবক শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৬০) [illegible]

পোঃ [illegible] (মাদ্রাজ)

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৬১) চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

[illegible]

সেবক—[illegible] বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ [illegible]

[illegible], [illegible] (ই-বি)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয় মঠ অফিস,

[illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible] কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, [illegible],

[illegible] (ই-বি)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌, কটক

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত

শ্রী[illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনের	৷০		।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৫০৲	৪০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৫
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা এক পয়সা। বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ তত্ত্বগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে হাদশটী অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিভাগসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার মূল্য মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

নবযুগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে সেই সকল কাহিনীর সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—নবযুগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, বাংলা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে সপ্রমাণ ধারাক্রমে আমাদের দেশবাসীর আচার, মতবাদ, ধর্ম, অবতার, কোরাণ, বাইবেল ও ভাগবতকে আত্মোপলব্ধি-বিচারমূলে যুক্তি ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবের চরম সাধারণ সমন্বয়, অভিধেয় সম্বন্ধ প্রয়োজন প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—নবযুগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—::০::—

আদর্শ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

দূর অতীব সামান্য—বহুদূর হইতে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচিত যোগ্য। সুদক্ষ শিক্ষক ও অভিজ্ঞ শিক্ষক। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনসহ প্রতি মাসে ১০ শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেশনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সুসম্বদ্ধভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত সুসম্বদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ বৈজ্ঞানিক শ্রীমৎ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত ভক্তিবিনোদ ভক্তপ্রবর, শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ গবেষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলানুক্রমে প্রতি শ্লোকের গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় অর্থ ও ব্যাখ্যা এবং তাহার পরিশেষে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সঙ্গে বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। ইহার কাগজ উত্তম এন্টিক ডবলক্রাউন আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দকিশোর ভক্তশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা [illegible] টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রী [illegible] শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। [illegible] শ্লোকসমূহের অর্থ, গাথা, [illegible] বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য গ্রন্থ। [illegible] ডবল ক্রাউন আট পেজ আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত সরলভাবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা। ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীভূপতিরঞ্জন নাগ [illegible], বি-এল, [illegible], পোঃ [illegible] ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-২৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-২৬	১৭-৫৩	২২ ৫
দমদম	৫-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-৫০			২২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯ ১৮	১৩-১৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-৫৮
(বদল) ছাঃ	৬ ২৮	৮-৮	৯-৩৯	১৩-৩৯	১৫-৫	১৮-৪৯	১৯-৪০	২-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১৩-৫৪	১৫ ৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৩১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-২১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৮	১০-১৯	১৮-১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৪-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৮
(বদল) ছাঃ	১৩-৩৫ (ন্যারো গেজে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬ ১	৮-৬	১১-৪	১৪-৩২	১৬-৮	১৮ ৩৬		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১৬		
ছাঃ	৭-১০	৮ ৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬ ৫৭	১৯-৩২	২০-৪৬	২-০১
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৪৫	৯-২৫	১২ ২৭	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৪	২১-১৯	৪ ১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	৫ ৫৫	১৭-৪২	২০-১	২১-২৫	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৯	২ -২৬	২৩-১	
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১ ২০	১৪ ২৬	১৭ ৪৬	১৯ ৩০	২৩ ১৫	৬ ১৬	

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য [illegible] [illegible] গবেষণা এবং [illegible] লেখনীর অদ্ভুত [illegible] [illegible] করিয়া একাধারে দর্শন এবং [illegible] ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বহু [illegible] এই বিরাট, অভিনব ও অপূর্ব্ব গ্রন্থ [illegible] বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শিক্ষার [illegible] আলোচনা। প্রথম খণ্ডে [illegible] অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়সূচিকা (contents) গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সম্পূর্ণ সূচিপত্র ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] শ্রীগৌড়ীয় [illegible] ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা নদীয়া

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এইস্থানে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১৩.৪ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" [illegible] প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্বাঙ্গীণ [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] প্রণীত বীর্য্য [illegible] মহৌষধ, [illegible] প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] কাচ [illegible] আবশ্যক। [illegible] মীমাংসা [illegible] এবং [illegible] পূর্ব্বেই একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ১৷০ [illegible] আনা বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। [illegible]

—[illegible], [illegible] রোড, কলিকাতা।

[illegible]

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO 1544

গৌড়প্রসূনমালা
—:০:—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিবিধ পদাবলী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিবৃতি, 'গৌড়' কাব্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজ, অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান -
মহুয়া ফিটিং কোম্পানী,
পোঃ—[illegible], ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

অধিকের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
যাহাতে ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে বর্ণিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ(?)।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর - ১লা মাঘ ১৩৪৭, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৪১ মঙ্গলবার ২৫৮তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——:০:——

প্রাচীন আম্বোর নগর অভিমুখে গ্রীক বাহিনী

বিলাতের [illegible] সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, আলবেনিয়ার গ্রীকগণ অ[illegible] দুর্গ দখল করিয়াছে। এই দুর্গ প্রাচীন আম্বোর নগরী ছিল। [illegible] এই নগর দেখিতে যাইয়া থাকেন। প্রকাশ, গ্রীকগণ [illegible] অতিক্রম করিয়া ২০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে।

চুংকিং বেতারে ব্যাংকক হইতে প্রাপ্ত একটি সংবাদে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, থাই সৈন্যবাহিনী ইন্দোচীনের [illegible] যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছেন। থাই বেতার [illegible] একটি সংবাদে ঘোষণা করা হইয়াছে; উহাতে বলা হইয়াছে যে, ইন্দোচীনের গভর্ণর জেনারেল এডমিরাল দেকো ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাহার দেশ কোন মতেই [illegible] নিশ্চয়ই আত্মরক্ষা করিবে। কিন্তু তিনি ইহাও বুঝিয়াছেন যে, জাপান পূর্ব্বেই থাইল্যাণ্ডকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

সিঙ্গাপুরের সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ [illegible] ও কয়েকজন বৃটিশ কর্মচারী [illegible] হইতে থাইল্যাণ্ডের [illegible] সকল বৃটিশ প্রজাকে [illegible] যত শীঘ্র সম্ভব ঐ দেশ ছাড়িয়া আসিতে [illegible] অফিস হইতে এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রচার করা হইয়াছে। তাহাদের যাতায়াত নির্দিষ্ট হইয়াছে ব্যাংকক ও [illegible]। উক্ত অফিসের আর একটি বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে, ইন্দোচীনের একটি বাহিনী ২০ মাইল থাইল্যাণ্ডের সৈন্যবাহিনী দখল করিয়াছে এবং ইন্দোচীনের [illegible] নামক স্থানে থাইল্যাণ্ড বিমান হইতে বোমাবর্ষণের ফলে টেলিফোন, টেলিগ্রাফ [illegible] ও যোগাযোগ নষ্ট হইয়াছে।

হ্যানয় হইতে [illegible] প্রেরিত জাপান [illegible] সংবাদে প্রকাশ, ইন্দোচীনের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী [illegible] ১২ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে [illegible] নামক স্থানে থাইবাহিনীর একটি দলকে বন্দী করিয়াছে। সংবাদে আরও বলা হইয়াছে, ইন্দোচীনের [illegible] স্থানে বোমাবর্ষণের প্রতিশোধ-স্বরূপ ফরাসী বিমান থাইল্যাণ্ডের দুইটি শহরে বোমা বর্ষণ করিয়াছে।

প্রচণ্ড সংগ্রাম আসন্ন

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, আলবেনিয়ার [illegible] রণক্ষেত্রের এলাকার উভয় পক্ষই একটি বড় রকম যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে। কয়েক দিন যাবৎ আবহাওয়ার অবস্থা খুব খারাপ যাইতেছে। অক্টোবর মাসের পশ্চিমে গ্রীক সৈন্যগণ [illegible] পরিখা খুঁড় চালাইয়া ইতালীয় সৈন্য বন্দী ও যুদ্ধোপকরণ দখল করিয়াছে।

[illegible] হইতে জানা গিয়াছে [illegible] সীমান্তের উত্তর এলাকায় ইতালীয়গণ গ্রীক বাহিনীর পশ্চাতে বি-পরিচিত সৈন্যদলকে বাধা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল। এই সৈন্যগণ গ্রীক বাহিনীর পশ্চাদ্দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া তাহা ভেদ করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি দলে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু স্থানীয় পথঘাট সম্পর্কে তাহাদের অজ্ঞতা ও গ্রীকদের সতর্ক প্রহরার ফলে ইতালীয় সৈন্যদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। 'সু-পরিচিত' অনেক সৈন্যকে অবিলম্বে ঘিরিয়া ফেলা হয় এবং অনেক সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করে।

এথেন্সের সংবাদে প্রকাশ, একটি গ্রীক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, অনেক যুদ্ধোপকরণসহ [illegible] ইতালীয় সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে। গ্রীক বিমানসমূহ তিনটি শত্রুবিমান ধ্বংস করিয়াছে।

জল সরবরাহ ব্যবস্থা

কর্পোরেশন কলিকাতা [illegible] মহলা জল নিকাশের [illegible] পরিচালনা সম্পর্কে বাংলা গভর্ণমেণ্টের এক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-বিভাগে ১৯৩৯ সালে উক্ত কর্পোরেশনকে প্রায় এক লক্ষ টাকা ঋণ দান মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে অপেক্ষাকৃত কম অর্থ থাকিলেও স্বাস্থ্যরক্ষা ও জলসরবরাহ সম্পর্কে সন্তোষজনক কাজ চলিয়াছে। পরিকল্পনা প্রস্তুত ও নির্দ্দেশাদি প্রদানের জন্য উক্ত বিভাগ যে অর্থ পাইয়া থাকে, তাহার পরিমাণও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে মোট ৫৫ হাজার ২শত ২০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববর্তী বৎসরে পাওয়া গিয়াছিল ৮৩ হাজার ২শত ৩১ টাকা। উপরোক্ত প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে, এই সকল বিভাগ আলোচ্য বৎসরে যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহার আনুমানিক মোট ব্যয় ধার্য্য হইয়াছিল ৩৩ লক্ষ ১ হাজার ৩ টাকা। পূর্ব্ববর্তী বৎসরে এই ব্যয় ধার্য্য হইয়াছিল ১১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। কর্পোরেশনের অধীনে মোট ১৩ লক্ষ ১৭ হাজার ৯ শত ২৬ জন লোক বাস করিতেছে এবং কর্পোরেশন মাত্র ১কোটি ৮৭ লক্ষ ২৫ হাজার গ্যালন ১৩ গ্যালন পরিশ্রুত জল সরবরাহ করিয়াছেন। বিভিন্ন কর্পোরেশন হইতে যে জল সরবরাহ করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ [illegible] অত্যন্ত দূষিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। উপরোক্ত প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে বৎসরের একটি প্রধান ঘটনা হইতেছে এই যে, বর্দ্ধমানের কাঞ্চননগরে নূতন জল সরবরাহ পরিকল্পনার প্রধান কাজ শেষ হইয়াছে। এই প্রদেশে এরূপ ধরণের পরিকল্পনা ইহাই সর্ব্বপ্রথম। উক্ত পরিকল্পনার সাফল্য অনেকটা স্থানীয় অধিবাসীদের কার্য্য পরিচালনা সম্পর্কে কোনরূপ হইতে না পারায় গভর্ণমেণ্ট পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়া জনস্বাস্থ্য বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ারের উপর ঐ ভার অর্পণ করিয়াছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩ পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নয়নানন্দ ভক্তিসুধাকর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

মদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবিগ্রহ'গণ অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বহুজন তথা অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী মহাত্মাগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত স্থাপনে ও অপসিদ্ধান্ত খণ্ডনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ স্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তপুষ্টি অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলার্থীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুর্দ্ধাধ্যায়ক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্যবর্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'গোবিন্দভাষ্য' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, বিবর্ত্তের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অদ্ভুতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয়-মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —প্রথম ১০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড— ৸০
৪র্থ খণ্ড —৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড -৸০, ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড - ৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ।০
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ৯৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুদ্ধ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আন্দোলন ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৶০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেমন মানে ভাষ্য ০
২৭। [illegible] গুণোদয়ঃ -সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীন-হীন-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম প্রমাণ ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমার
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৵১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫ নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চনতত্ত্ব
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)
৪৯। অর্চনপথ
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৵
৫৬ ভাগবতার্ক ও মরীচিমালা ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যান্বিত) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। সংখ্যাবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১ [illegible] ।০
৬২ সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজিত্যম্ ।০
৬৩। নবীন-বিকারাবলুণ্ঠনম্ ৷৹
৬৪। ভক্তসুধা ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। শ্যামানন্দচরিতম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড অন বেদান্ত ।০
৭০। ভাগবত ৵০
৭১। বেদান্ত— ইটস মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। [illegible] ।৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বেদগীতা
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible] অ্যাণ্ড [illegible] ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [illegible] ১৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ১০
৮৩। গীতাবলী ১০
৮৪। শরণাগতি ৶৭

আসামিজ ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৭

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৸

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গীতি সাহিত্যে শ্রীভক্তি-বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৸৹ আনা

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিবিধ স্তব ও গীতাদি এই গ্রন্থ সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর ভিক্ষা ৸৹ আনা

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

১৫ বর্ষ | ১ মাঘ ৪৫৪ গৌরাব্দ ১লা মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১৪ই জানুয়ারী ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার | ২৫৮তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ মাঘ মঙ্গলবার গৌরাব্দ ৪৫৪

দাস্যে সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে

শ্রীচৈতন্যের দাস্য ব্যতীত জীবের মঙ্গলের উপায় নাই। ভুক্তিকাম-ভোগের প্রবৃত্তি হইতে বিরাম লাভ না করিলে মুক্তি হয় না। ভগবদ্দাস্যই প্রকৃত মুক্তি বা প্রকৃত স্বাধীনতা। ভৃত্য হইয়া প্রভুর সেবা করাই ঠিক। আমরা স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাস্যে আমাদের সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে। প্রভু হইবার আকাঙ্ক্ষা অবৈষ্ণবতা। সেব্যাকাঙ্ক্ষা না থাকিলে প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা বা ভোগ ত্যাগ-পিপাসা থাকিবে না। কৃষ্ণদাসগণের সর্ব্বপ্রকারে দাস্যাভিমান থাকিবে। ভগবদ্দাস্যে লোভই আমাদের মঙ্গল উৎপাদন করিবে। শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবান জীবের প্রিয়তম ও আরাধ্যবস্তু। এই প্রিয়তম-বস্তুর প্রিয় হইবার চেষ্টাই দাস্য। জগতের লোক দাস হওয়া অপেক্ষা প্রভু হওয়াকেই বেশী আদর করে। কৃষ্ণদাস্যে যে কত মাধুর্য্য ও আনন্দ আছে, তাহা দুর্ভাগ্যবশতঃ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নিজদিগকেই তাহারা প্রভু মনে করে। শ্রীগুরু বৈষ্ণব-ভগবানের দাস্যের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে না। তাহারা পরমানন্দময় ভগবদ্দাস্য ও মায়িক বস্তুর দাস্যকে এক মনে করিয়া ভ্রান্ত হয়, ভগবদ্দাস্যই যে জীবাত্মার একমাত্র বৃত্তি, তাহা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না। ইহাই তাহাদের দুর্দ্দৈব। দাস্য খুব ভাল না হইলে ভগবদ্দাস হইবার সৌভাগ্য হয় না। শাস্ত্র বলেন—

অন্ন করি না মানিও দাস হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্।
আগে হয় মুক্ত, তবে সর্ব্ব বন্ধ-নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস।

ভক্তের সমস্ত জীবন সেবাময়। তিনি নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সাধু-শাস্ত্রবৃত্তি। যিনি নিজে শ্রীমদ্ভাগবত নন, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের কথা কীর্ত্তন করিতে পারেন না। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তনকারী যাঁহারাই অন্যের উপকার করিয়া থাকেন বা ভগবৎসেবা করেন, ঐ তাঁহাদিগকেই সব দিতে হইবে। সমস্তই তাঁহাদিগেরই। তাঁহারা আমার মত ভোগ করেন না কিংবা মুক্তি-ভুক্তি অর্জ্জনের বাসনায় ভগবৎসেবাপর তাঁহাদিগকে প্রাণে কষ্ট দেন না। তাঁহারা জানেন—যে কনক হরিভজনে সাহায্য করে, তাহা অপ্রাকৃত কনক —চিন্ময় কনক, তাহার দ্বারা হরিভজন-সেবার আনুকূল্য হয়। হরিসেবার সেই অনুকূল বস্তুকে প্রাপঞ্চিকজ্ঞানে পরিত্যাগ করা ফল্গুবৈরাগ্য বা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়।

মুক্ত না হইলে কৃষ্ণসেবার অধিকার হয় না। যাঁহার যাহা আছে, তাহার সমস্ত তিনি যদি ভগবানে অর্পণ করেন, তবেই তিনি মুক্ত। সর্ব্বস্ব সমর্পণে কার্পণ্য বা কুণ্ঠা যেখানে, সেইখানেই বদ্ধতা বা ভোগবুদ্ধতা।

আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী। আমাদের নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই। সুতরাং আমার মঙ্গল এই মুহূর্ত্তেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যে মুহূর্ত্ত মঙ্গলার্থে যে ব্যয়িত হয়, সেই মুহূর্ত্ত কাল তাহাকে বৃথা যায় না। মঙ্গলময় শুদ্ধবৈষ্ণবদের পদাশ্রয়ই মঙ্গলপ্রাপ্তি। উপায়। অনুকরণ অনুসরণ নহে। যেখানে অনুকরণে নকল করিবার চেষ্টা, সেইখানেই অমঙ্গল। মহাজনের পথে চলার নাম অনুসরণ। অনুকরণের সহিত প্রতিযোগিতা করাই ইহার বড়ই অমঙ্গল। অনুসরণ বিনম্র বিবেক আছে। তাহা আনুগত্যময়। অনুকরণ করিলেই বিপদ্।

অনুসরণ করিলে পরমমঙ্গললাভ হইবে। যিনি সর্ব্বক্ষণ চৈতন্যচন্দ্রের সেবা করেন, তাঁহার আনুগত্য করিলেই আমাদের মঙ্গল হয়।

আমাদের প্রত্যেকেরই পুরুষ না থাকা এবং স্ত্রী না থাকা কোথাও অভিমান পরিত্যাগ করা উচিত। পুরুষাভিমানে কৃষ্ণকীর্ত্তন হরিনাম হইবে না। যোষিদ্দর্শন বা যোষিৎসঙ্গ করিলে কৃষ্ণসেবা হইবে না। যেখানে ভক্তদর্শন, সেখানে যোষিদ্দর্শন নাই। বর্ত্তমানে আমাদের বিষয়দর্শন বা যোষিদ্দর্শন হইতেছে।

নিজেকে সাধু বলিয়া উপলব্ধি না হইলে শ্রীচৈতন্যাশ্রয় হয় না। শুদ্ধ ভক্ত ও ঠাকুর এক নহেন। শুদ্ধ ঠাকুর ইহাই শ্রীচৈতন্যাশ্রয় করা। সর্ব্বশাস্ত্র বর্ণন হইলে কৃষ্ণসেবা হয়। যদি কেহ সাত্ত্বিক অকপটে শ্রীগুরুপদাশ্রয় করিয়া শুদ্ধকৃষ্ণসেবা করেন, তাঁহার অবশ্যই কৃষ্ণসেবালাভ হইবে—কৃষ্ণবিষয়ে বিজ্ঞান বা জ্ঞানলাভও হইবে। যে তাহা করিতে [illegible] পারে না, সেই একান্ত নিষ্কিঞ্চন করিতে হইবে। সাধুসঙ্গ ও সেবা করিলে [illegible] পরমপুরুষ অনুসন্ধান হইবে। সাধুসঙ্গপ্রভাবে যোগ্য হইয়া ভোগত্যাগী সাধুর সঙ্গ হইলে ভগবৎসেবালাভের উদ্দেশ্য হইবে। তখন কৃষ্ণই একমাত্র যোগ্যতা ইহা উপলব্ধি হইবে। কৃষ্ণভক্তের উৎকণ্ঠা বাড়িবে। তখন তাঁহার আর জগতের মত সম্বন্ধ থাকিবে না, পরন্তু তিনি তখন নিজকে শুদ্ধ খুব বিনয় জানিতে পারিবেন, তখনই মঙ্গল হইবে।

কৃষ্ণদর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত যে আত্মনিবেদন হইবেই। স্বদেশ-জীবন শুদ্ধ হইলে কৃষ্ণদর্শন নিশ্চয়ই হইবে। তবে আমাদের শুদ্ধভক্তের আশ্রয় করিতে হইবে। ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই [illegible] ভগবানের কৃপা পাইলে না, তাহার দয়া না হইলে [illegible] হইবে না। তাঁহার কৃপাই মূল [illegible]। [illegible] [illegible] কৃষ্ণ হইলে [illegible] নাই, তাহা হইলে [illegible] তাঁহার [illegible] হইবে। ভগবানের [illegible] আমাদের হইবার সুযোগ হইবে [illegible]।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

আশ্রয়ত্যাগেই—জীবগণকে প্রতিষ্ঠা দান। যিনি বা যাঁহারা প্রতিষ্ঠা চান না বলেন তিনি বা তাঁহারা অসত্য বা অস্বাভাবিক কথা বলেন। প্রতিষ্ঠাই স্বাভাবিক অবস্থান, অপ্রতিষ্ঠাই সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। প্রতিষ্ঠাশা যাঁহারা করেন—তাঁহারা বৈষ্ণব নহেন অথবা শুদ্ধ ভক্ত নহেন। তবে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত নহেন, তাঁহারা বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠার প্রার্থী। প্রতিষ্ঠা শব্দ 'প্র' পূর্বক 'স্থা' ধাতুর 'ক্ত' করিয়া প্রতিষ্ঠা শব্দ নিষ্পন্ন। স্থা ধাতুর অর্থ—অবস্থান, স্থিতি। সাময়িক স্থিতি বা অনিত্য প্রতিষ্ঠা অনাবশ্যক; নিত্য স্থিতিই দরকার।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এখন প্রতিষ্ঠিত, ক্ষমাশক্তি বা সঙ্কর্ষণ তত্ত্ব-রূপক। তাঁহার পাদপদ্ম হইতে সকল সত্তা নিঃসৃত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সর্বদাই প্রতিষ্ঠার একচ্ছত্র মালিক। শ্রীগুরুদেবই সর্বদা শ্রীচৈতন্যদেবের সংসারে প্রতিষ্ঠা। যাঁহারা শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীগুরুদেবের প্রকাশমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীচরণে আশ্রিত, তাঁহারাই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারাই প্রতিষ্ঠার একচ্ছত্র মালিক শ্রীনিত্যানন্দের প্রতিষ্ঠার উত্তরাধিকারী। প্রতিষ্ঠা আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখেই নিরন্তর অপেক্ষা করিতেছে। তাঁহার মত প্রতিষ্ঠা জগতে আর কাহারও নাই বা থাকিতে পারে না। তাঁহার প্রতিযোগিতা করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই অসমোর্দ্ধ বস্তুর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গেলে তাহার অপ্রতিষ্ঠা, পতন অনিবার্য। নিখিল জগৎ সেবোন্মুখ হইয়া যদি সমস্বরে আমার শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ আশ্রয় করেন তাহা হইলে তাঁহারাও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন। তখনই তাঁহাদের আত্মার সৌভাগ্য হইবে যে 'গোপীভর্তুঃ পদ-কমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ' প্রতিষ্ঠা-ই জীবের নিত্যপ্রতিষ্ঠা এবং উহাই জীবের নিত্য কথা। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

ভক্তের প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।
বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠা তাতে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব ॥

যাঁহারা সাধুগুরুকৃপায় জীবোপযোগী বস্তুর সন্ধানে অভিযান করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবীর প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার অপ্রাপ্তির জন্য ভীত নহেন। তাঁহারা নির্ভয়। সেখানে তাঁহাদের স্বার্থ সর্বদা অক্ষুণ্ণ। তাঁহারা নিজেকে শ্রীগুরু-নিত্যানন্দে আশ্রিত বা সমর্পণ করিয়া মন শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের নিকট আত্মসমর্পণ করে সেখানে অপ্রতিষ্ঠার অবকাশ নাই। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ আশ্রয় হইতে বঞ্চিত

হরিকথা

(শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীভগবান ও নাম্নী অভিন্ন। সেই নাম সেই কৃষ্ণ। কৃষ্ণই জীবের একমাত্র রক্ষাকর্তা। 'তুমি ত' রক্ষক আর পালক আমার। আমার পালনকার কেন তোমার?' ভগবান্ই জীবের একমাত্র রক্ষক, পালক, চালক, নিয়ামক ও উপদেশক। শ্রীহরি এবং সাধুগুরু-বিগলিত শ্রীহরিকথা অভিন্ন শ্রীহরির কথারূপে আমাদের শ্রবণ ও

হিতোপদেশ বৈষ্ণব-প্রাপ্ত সঙ্গীত ও গ্রন্থ হইতে হরিকীর্তন সময় কাটাইত জীব বাধা। এই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয় আমাদের সজ্জনগণ নিরন্তর কৃষ্ণকীর্তন করেন। তাঁহারা জানেন, কাম ক্রোধ-লোভ মোহ-মদ-মাৎসর্য্যযুক্ত হওয়াই অন্তরগ্রস্ত হওয়া—কৃষ্ণকার্যবিরোধী হওয়াই অন্তরগ্রস্ত হওয়া। কৃষ্ণপার্ষদগণের নিত্য স্মরণ হইলে এই অন্তর হইতে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় যদি একবার অভিজ্ঞতা হয় তাহা হইলে জীব বুঝিতে পারে যে, আমি কৃষ্ণদাস—এই অনুভূতি উদ্বুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সমস্ত অন্তর নিঃশেষে নষ্ট হইয়া যায়—অন্তরের মূল পর্যন্ত পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়।

সর্বক্ষণ হরিকীর্তন না করিলে হরিস্মরণ হয় না। যাঁহার তাহাতে রুচি নাই, তিনি অমানী মানদ ও তৃণাদপি সুনীচ হইতে পারেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু "কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বলে দীক্ষিত হইয়া সকলকে সর্বক্ষণ হরিকীর্তনের উপদেশ দিয়াছেন। এই 'সদা' শব্দের অর্থ—কামক্রোধাদির অবসর না দিয়া সর্বক্ষণ হরিকীর্তন। কামক্রোধাদিযুক্ত যাঁহার তৃণাদপি সুনীচতা নাই। সম্ভোগ বা সঙ্গ যাঁহার রুচি, তিনি আবার তৃণাদপি সুনীচ হইবেন কি করিয়া? সম্ভোগ বা কর্তৃত্বাভিমান ত' স্বাভিকতা। সেখানে দাসাভিমান 'ক' করিয়া থাকিবে? নিরন্তর ভগবদ্‌কথায় বিরোধী বা যাহাই প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচ, অপরে নহে। যিনি তৃণাদপি সুনীচ, তিনিই কীর্তনের অধিকারী। অন্যথা তাঁহারা তৃণাদপি সুনীচ থাকিতে পারেন না। মিথ্যা অহঙ্কারের জন্য ভক্তগণকে অবজ্ঞা দেখান। তাঁহারা প্রভুর কাহারও নিকট হইতে সেবাগ্রহণ করিবার রুচি নাই। সাধুগণে হরিকথন ব্যতীত অন্য কোথাও তাঁহার অবসর নাই। তিনি—নামেতেই কৃষ্ণসেবা পাইয়া থাকেন। নিরন্তর কৃষ্ণ তাঁহার অন্তরে স্ফূর্তি পান।

নির্মলাদি করিয়া থাকেন। এই শব্দরূপী হরিই ভক্তের প্রাণ। ভক্তের চেতনজিহ্বায় হরি শব্দাকারে সতত নৃত্যপরায়ণ। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-কীর্তিত সত্যোক্তি শব্দই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। তাঁহার কীর্তিত প্রত্যেকটি শব্দই আমাদিগকে রূপ দেখাইতে পারেন। একান্ত শরণাগত জনকে শ্রীগুরুদেবের কীর্তিত হরিকথাই সকল বাধাবিপত্তি—আপদ-বিপদে রক্ষা করেন। যিনি শরণাগত ও সেবায় বুদ্ধ হইয়া প্রকৃত শ্রদ্ধার সহিত শ্রীগুরুদেবের কীর্তিত হরিকথা শ্রবণ করেন এবং সতত তাহা পালনে যত্ন করেন তিনি জগতে বড় বল লাভ করেন, বড় আশা-ভরসা পাইয়া থাকেন। কিন্তু যদি আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত না হই, তাঁহার বাণীতে বিশ্বাসযুক্ত না হই, সে কথা স্বতন্ত্র; সেই অশরণাগত, নাস্তিককে ভগবান্ কৃপা করেন না। সে হরিকথা শুনিয়া আশা-ভরসা ও হৃদয়ে সেবোৎসাহ লাভ করিতে পারে না। তাহার নিকট হরিকথা অন্যান্য সাধারণ কথারই অনুরূপ মনে হইবে। হরিকথায় প্রীতি শ্রদ্ধাহীন বা অমনোযোগী ব্যক্তির মঙ্গল কোনকালেই হইবে না, সে ভগবৎকৃপায় বঞ্চিত হইবে।

সাধুর শ্রীমুখকীর্তিত হরিকথাই মৃতসঞ্জীবনী। সেবোন্মুখ কর্ণে সেই মৃতসঞ্জীবনী পান করিলে মৃত জড়প্রায় আমরা চেতনতা লাভ করিতে পারি। কৃষ্ণসেবাবিমুখ আমাদিগকে সাধুর কীর্তিত হরিকথাই হরিভজনের জন্য প্রেরণা দান করেন। হরিকথাই নিদ্রিত আমাদিগকে জাগ্রত করেন—হরিকথাই স্বরূপবিস্মৃত আমাদিগকে নিত্যস্বরূপে উদ্বুদ্ধ করেন—হরিকথাই সদা আমাদের চক্ষুদান করেন। বৈষ্ণবের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিলেই জানিতে পারি যে, আমি এ জগতের কোন বস্তু নহি, এ জগৎ আমার কেহ নহে, এ জগতে একমাত্র শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ ব্যতীত আমার আর কেহ নাই, আমার প্রভুর সেবা না করিয়া ভজনের অপরাধী হওয়ায় আমাকে এই দুঃখ দুঃখময় সংসারে আসিতে হইয়াছে। হরিকথা-শ্রবণ করিলে জানিতে পারি যে, ভোগ করা আমার ধর্ম নহে, সেবাই আমার নিত্য ধর্ম; ভোগ আমার সেবা ভগবানের ধর্ম। কিন্তু সেই নিত্যধর্ম ভুলিয়া যখন প্রভুর আসন অধিকার করিতে চাহিয়াছিলাম—ভোগ করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলাম, তখন অনধিকার চেষ্টাকারী অপরাধী আমার দণ্ডের জন্য এই মায়াদুর্গে আবদ্ধ করিয়া আধিভৌতিক তাপযুক্ত সংসার কারাগারে বাধ্য হইয়াছে। আবার এই হরিকথাই জানাইয়া দেন যে আমাদের বর্তমান বিকৃতাবস্থা হইতে স্বরূপাবস্থা লাভ করিবার

একমাত্র উপায়—স্বরূপের দেশ হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন—যাঁহারা সেই স্বরূপের দেশের আত্মীয়-স্বজনের—স্বরূপের বৃত্তির কথা জানাইতেছেন, সেই পতিতপাবনগণের চরণাশ্রয় করা। তাঁহাদের পাদপদ্মসংলগ্ন ধূলি হইতে পারিলে অর্থাৎ একান্ত আশ্রিত শরণাগত কৃপাভিখারী হইলে তাঁহারাই কৃপা করিয়া উদ্ধার করিবেন। কাঙ্গাল হইয়া কাতরভাবে তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিলে কৃপা নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, ইহা হরিকথা শ্রবণ করিলে জানিতে পারা যায়। একমাত্র হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তনের আশ্রয় ছাড়া হইলে মায়া অক্টোপাশ ব্যবহারে—সে সত্তাগে লিপ্ত হইতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হরিকথা শ্রবণ না করিলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হইবেই। হরিকথা না শুনিলে সেবার উৎসাহ হইতেই পারে না। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কীর্তিত হরিকথা অতৈতব। তাঁহার শ্রবণে আমাদের পূর্বোক্ত কৈতবরাশি সমূলে ধ্বংস হয়—অনর্থের পর্বতসমূহ পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়।

বৈষ্ণবের শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, যে মুহূর্তে আমরা হরিকথা শ্রবণ হইতে বিরত হইব, সেই মুহূর্তেই মায়ার কোন না কোন প্রকার ছলনা আসিয়া আমাদের পতন ঘটাইবেই ঘটাইবে। ইহা অতি প্রত্যক্ষ সত্য। সত্যানুসন্ধিৎসু মাত্রেই একটু স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলেই এই কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। ধ্যানী, যোগী বা নির্বিশেষজ্ঞানিগণ হরিকথা-শ্রবণ-কালে নিজের মঙ্গলামঙ্গলের কথা বুঝিতে পারে না; তজ্জন্য নির্বিশেষ পথে অধিকতর চলিতে চলিতে শেষে আত্মহত্যা করে। কিন্তু যিনি হরিকথা-শ্রবণ করেন এবং তদনুসারে চলেন, তাঁহার ঐ সকল বিপদাপদ নাই। শরণাগত রক্ষাকর্তা হরি এবং হরিজন শ্রীগুরুপাদপদ্ম সতত সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। কখনও সাক্ষাদ্ভাবে আবার কখনও হৃদয়ে প্রেরণা দিয়া সত্য-অসত্য, ভাল-মন্দ, কর্তব্যাকর্তব্য বুঝাইয়া জানাইয়া সুপথে চালিত করেন। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তনকারী কখনও কখনও সাময়িক অমনস্ক হইলেও হরিকথা-শ্রবণকীর্তন-প্রভাবে আবার হরিকথার মধ্যে প্রবিষ্ট হন এবং নিজের অমনোযোগের জন্য অনুতপ্ত হন, কখনও অনুতাপের পরে চালিত হইয়া থাকেন। হরিকথা-সাক্ষাৎ ভগবানরূপে তাঁহাকে বল দান করেন। অনেক সময় শারীরিক বল মানসিক বলের নিকট দুর্বল হইয়া পড়ে, কাম ক্রোধ লোভ ও রিপুর উত্তেজনায় উত্তেজিত মনের নিকট শারীরিক বল পরাজিত হয়, তখন শক্তিশালী পুরুষও হীনবীর্য।

চ'লা পড়ে। কিন্তু হরিকথাশ্রবণী বললেন হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিলে শারীরিক নিতান্ত দুর্বল ব্যক্তিও পৃথিবীর সমস্ত প্রলোভনীয় বস্তুর দুর্নিবার প্রলোভনের চেষ্টাকে প্রতিহত ও প্রতিরোধ করিয়া হৃদয়সাধন অটুট বাক্যে আত্মবান্ ও অপ্রতিহত উৎসাহে উৎসাহী থাকিতে পারেন।

হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে আমরা আমাদের প্রত্যেক কার্যকে পরীক্ষা করিয়া লইতে পারি। আমরা যাহা করিতেছি তাহা হরির প্রীতিজনক হইতেছে কি নিজে স্বার্থপুষ্ট হইয়া যাইতেছে, হরি ভজনে উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছি কিনা, না পারিলে কোথায় অন্তরায় হইতেছে, ইত্যাদি এ কথায় অবগত হইতে [illegible] পাওয়া যায়। হরিকথা [illegible] পথে আলোক স্তম্ভ স্বরূপ। সেই আলোকে আলোকিত হইতে হইবে। হরিকথারূপী সার্চ লাইটের আলোকেই আমাদের অন্তঃস্থলে লুক্কায়িত নিগূঢ় দোষ ও ত্রুটি ধরা পড়ে। এ হরিকথাহীন জীবন আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাময়। হরিকথাই সাক্ষাৎ হরি। হরিকথাহীন—হরির সম্বন্ধ কথাবিহীন কার্য্যে হরির সুখ হয় না। সেরূপ বীরত্ব, কর্ম্মকুশলতা ও উৎসাহ অসৎ ব্যক্তিতে ও পশুপক্ষীর মধ্যেও প্রবলরূপে দেখা যায়। হরিকথা ছাড়া যাহারা কার্য্যে [illegible] তাহারা সকলেই ভোগী—ভগবানের সেবায় প্রতি বিমুখ। হরিকথা ছাড়িয়া ইতর কার্য্যে প্রমত্ত হইয়া তিনি যতই কর্ম্মবীরত্ব প্রদর্শন করুন না কেন, সে কার্য বেশী দিন স্থায়ী হইবে না এবং পরিণামে দুঃখদায়কই হইবে। কার্য্যের পূর্ণতা নাই, তাহা নির্দোষ নহে, তাহাতে নানা প্রকার দোষ—ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব আছে। কিন্তু হরিকথায় তাহা নাই। হরিকথা সম্পূর্ণ নির্দোষ, নির্ভুল, নিষ্কপট ও পূর্ণ। হরিকথা আমাদের সকল অসম্পূর্ণতা ও দোষকে অপসারিত করিয়া আমাদিগকে নির্মল ও হরিসেবার উপযুক্ত করিয়া থাকেন। হরির সহিত সাক্ষাৎকারের একমাত্র উপায় হরিকথা, অন্য উপায়ে হরির সাক্ষাৎকার লাভ হয় না।

একমাত্র হরিকথা ব্যতীত অন্য কোন কিছুতেই পূর্ণ মঙ্গল নাই বলিয়াই শুদ্ধবৈষ্ণবগণ হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া থাকেন। হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে ভগবানে অভিনিবিষ্ট হওয়া যায় না। অভিনিবেশ ব্যতীত পূর্ণ অভিনিবেশ নাই। [illegible] শ্রবণমুখে অর্জ্জনের বিধি। কাজেই শ্রবণ ব্যতীত কিছু অর্জ্জন হয় না। কীর্ত্তনকারীর অবদানে কিছু অর্জ্জন করেন। শ্রবণ কীর্ত্তনেই ভগবানের পূর্ণ ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

'যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।'

কৃষ্ণ-উপদেশ বলিতে যাহা আত্মমঙ্গল ও আত্মসংশোধনের উপদেশ, যাহা কৃষ্ণলীলায় প্রবেশের অধিকার দান করে। সেই কৃষ্ণ উপদেশের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে আমাদের [illegible] হইতে নিবৃত্তি ও সঙ্গে সঙ্গে গৌরকৃষ্ণের সম্প্রীতি হয়। সেইজন্য জীব-জগতের প্রতি অশেষ করুণাময় শ্রীগুরুবর্গ হরিকথা প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে একাধারে স্ব-পর-মঙ্গল নিহিত আছে। তাহাতে আত্মসংশোধন ও পরোপকারের কথা আছে। তাই শ্রীগুরুবর্গ ঘরে ঘরে, পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে, প্রত্যেক জীবের দ্বারে মাধুকরী ভিক্ষামুখে, লোকশিক্ষা-সংযোগে, পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতা ও ব্যক্তিগত আলোচনামুখে হরিকথা কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তজ্জন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্ম বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্র প্রেস স্থাপন, দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকার প্রচার, শুদ্ধ গ্রন্থরাজি প্রচার করিয়া জগতের মঙ্গলের জন্য অকৃপণ হস্তে [illegible]। আমরা কৃপাময় শ্রীগুরুবর্গের এই অযাচিত করুণা গ্রহণ করিতে পারিলে—তাঁহাদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের অনুকূলে চলিতে পারিলেই পূর্ণ মঙ্গল আমাদের করায়ত্ত হইবে।

হরিকথার প্রতি উদাসীনতা বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যাঁহারা হরিকথার প্রতি উদাসীন ব্যক্তিগণ হরিকে চাহেন না। তাঁহারা মঙ্গলের একমাত্র পথকে রুদ্ধ করিয়া দিয়া অন্য পথের অনুসন্ধান করিতেছেন। তাঁহাদের ভাগ্যে মঙ্গলের আকারে অমঙ্গলের পথই লাভ হইবে—সেবার আকারে নিজেন্দ্রিয়তর্পণই লাভ হইবে। সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া ভ্রান্তি আসিয়া মঙ্গলপথে চিরতরে বঞ্চিত করিবে। সেইজন্যই মঙ্গলদাতা শ্রীগুরুবর্গ বলিয়াছেন—"হরিকথার ক্ষতি যার সেই অভাগা"। এই আমরা যেন সর্বক্ষণ শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট হরিকথা শ্রবণ এবং অনুক্ষণ তাঁহাদের কীর্ত্তিত বাণীসমূহ আলোচনায় অবকাশ যাপন করিতে পারি—আমাদের প্রত্যেক [illegible] শুদ্ধবৈষ্ণব এবং তাঁহাদের অনুগমনে হরিকথা নিয়ামক হউক, ইহাই শ্রীশুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীচরণে কাতর প্রার্থনা।

সারমেয়ের স্বভাব

——:০:——

কলিকাতার বৌবাজারের একটি গলি হইতে সময় সময় কুকুরের বিকট চীৎকার উত্থিত হয়, তাহা এ বৎসর [illegible] শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। প্রতিবৎসর শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার পূর্বে ঐ কুক্কুর নানাপ্রকার অশ্রাব্য অসৎ কথা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এবার কলিকাতার একটী সংবাদপত্রে ও মেদিনীপুরের আর একটী বার্তায় ঐ সব প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] অভিনন্দিত মহাপুরুষগণকে তাহারা যত মনে ক'রয়া থাকে। [illegible] করিয়া কুক্কুর যথাযথ গর্জন করে। ইহাই সারমেয়ের স্বভাব। বর্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি-পুনঃপ্রবর্তনের মূলপুরুষ, সমগ্র জীবে অহৈতুকী কৃপাময়, শ্রীগৌরকরুণ ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ও সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যকার্ষ্ণি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অলৌকিক করুণার কোন সন্ধান না পাইয়া দুর্ভাগা এক ব্যক্তি [illegible] পুস্তকাদিও [illegible] নিঃশেষ করিবার প্রয়াস করিতেছে। ঐ অপ্রাকৃতিক সাহজিক সম্প্রদায়গুলির সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধই নাই। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের সহিত সম্বন্ধ দূরে থাকুক, তাঁহার অপ্রাকৃত নামোচ্চারণ করিবারও যোগ্যতা নাই। উদ্ধারণ দত্তের বংশধরের সহিত শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের [illegible] কোন সম্বন্ধই নাই। সেই নিত্যসম্বন্ধহীন সাহজিকগণ বলে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক, [illegible] কেহ, [illegible] করিয়া [illegible]। অতএব, পাঠক নিজে নিজে কতকগুলি অপ্রাকৃত উপাধি গ্রহণ করিলেই শ্রেষ্ঠ [illegible] হইতে পারে না। অতএব জানি, এই শ্রেণীর ব্যক্তিকে যতই কিছু বলা যাউক, তাহাতে তাহাদের কিছুই মঙ্গল হইবে না; তবে শ্রীবিশ্ববিদিত শুদ্ধভক্তির অবমাননাকারী কুকুরকে সময় সময় লগুড়াঘাত না করিলে সে তাহার স্বভাববশতঃ যত্র তত্র শান্তি ভঙ্গ করিয়া থাকে।

বৌবাজারের বামাচারী প্রাকৃত সহজিয়া এক একটি বৈরাগীকে [illegible] জন্য কতই না আকাশপাতাল আলোড়ন করিতেছে, কত সভাসমিতি, বিজ্ঞাপন প্রচার, কুৎ-ধন, প্রাকৃত [illegible] পদলেহন কোনটাই ত' বাকী রাখেন নাই। কিন্তু কোনটিতেই ত' কৃতকার্য হ'তে পারিলেন না। উহাদের "কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন"—এই কথাটী [illegible] প্রকাশিত হইতেছে। [illegible] হরিদাস ঠাকুরের [illegible] পাইতে পারে না। সুবর্ণ-বণিককুলপাবন [illegible] অধিকাংশ নিজেদের স্ব স্ব চিত্তবৃত্তি আরোপ করে। [illegible] সেইরূপ মনে করে।

[illegible] যে সকল উক্ত [illegible] বুদ্ধি [illegible] তাহাদের জন্য [illegible] তাহাদের চিত্ত-সংশোধন ক'রবে, সুধীগণ তাহা বোধ করিবেন। "নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।"

শ্রীনবদ্বীপে বিরহঘাটে শ্রীযমুনার তীরে একটি মন্দিরে যখন আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠে, তখন কতকগুলি কুকুর প্রভাতে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে। উহাদিগকে প্রহার করিলেও উহারা চীৎকার পরিত্যাগ করে না। অন্তঃপুর শ্রীধাম-মায়াপুরেরও যখন আরতি হইতে থাকে, তখন সেইরূপ সারমেয়-স্বভাবসম্পন্ন কতকগুলি ব্যক্তি বৃথা চীৎকার করিয়া স্ব স্ব পৈশুন্যধর্মই প্রকাশ করে। উহারা [illegible] নহে। এ জন্যই বোধ হয়, লৌকিক কবি বলিয়াছেন,—

যঃ স্বভাবো হি যস্য স্যাৎ তস্যাসৌ দুরতিক্রমঃ।
শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা স কিং নাশ্নাত্যুপানহম্॥

শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা

কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও অপরাহ্ণ [illegible] হইতেছে। সন্ধ্যারতির পর মহোপদেশক [illegible] প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে [illegible] নিয়মিতভাবে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। [illegible]

[illegible]

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার

কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী বি-এল্

(৩) শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সমাধি পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) পরমহংস নগরপুর [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ কুঞ্জ

স্বরূপগঞ্জ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) নবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গোদ্রুমপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

স্বানন্দসুখদ (শ্রীল[illegible] ঠাকুর বিলাসস্থলী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।

সেবক—শ্রী[illegible]

(২৪) গোপালজীউমঠ

[illegible] পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] ঢাকা।

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া আসাম

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] কামরূপ, আসাম।

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) সনাতন গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] ইউ. পি

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা।

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ.

পোঃ [illegible] ইউ পি।

শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ[illegible]

বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রী[illegible] মঠ.

[illegible] শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রী[illegible]চৈতন্য [illegible]পীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]

পোঃ [illegible] মথুরা)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রী[illegible]

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ

[illegible], মথুরা।

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গোপীবিহারী মঠ—[illegible].

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], [illegible], পাঞ্জাব।

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, [illegible]

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible], মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible] (পুরী)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible]

[illegible] পোঃ পুরী উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গ[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়-[illegible]

পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] [illegible]

সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]

সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সেবক—[illegible]

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ [illegible]

[illegible], [illegible] ইউ-পি)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible], চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,

[illegible] (পঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

[illegible] (ইউ, পি)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্র[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]

সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক সম্পাদিত

শ্রী[illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:*:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲			১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲		৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲		৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১৫৲			১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০
" এক কলম ৩৫৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵০ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

অবতার ও অংশ

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ আলোচনা ব্যাপারে বিরল। ইহাতে বহু চিত্র (chart দ্বারা) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র দুই আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এবং গ্রন্থের অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মধুর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, বাংলা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে শাস্ত্রভক্তিসিদ্ধান্তানুসারে আমাদের মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, ধর্ম্মমত, আচার, ব্যবহার, প্রভৃতি ও ভক্তগণের আত্মমর্য্যাদা-নিরূপণসূচক শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবের উচ্চ সাধারণ ধর্ম্মসমূহ, ভক্তিগণের মহাসম্মেলন প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——:(*):——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

——:*:——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্বাস্থ্যকর স্থান, মনোরম বাতাবরণ—ধর্ম্মানুমোদিত শিক্ষা ও বোর্ডিং এর সুবিধা আছে। অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী। দরিদ্র ছাত্রদের জন্য বিনা বেতনে পড়িবার ব্যবস্থা আছে। খোরাক ও বেতনাদির মাসিক হার ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৩।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল লাভ করিয়াছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি গভর্ণমেণ্ট বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব গোরব বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও তাঁহার শিক্ষা, সিদ্ধান্ত ও চরিত্র সাধারণভাবে সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ অপূর্ব্ব ভক্তিশাস্ত্রীয় গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযুক্ত ম্যানেজার গৌড়ীয় মিশন, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিশ্বজনীনতার দিক দিয়া জগতের অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তিগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ও টীকা সহ এই অপূর্ব্ব সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সম্পাদক ... [illegible] ... মূল শ্লোকের সহিত গীতার পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে সংস্কৃত শ্লোক ও শব্দার্থ প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী টীকা, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের টীকা, এই টীকার সহিত অনুবাদ, মূল-শ্লোকের অন্বয় প্রভৃতি এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই প্রভূত লাভবান্ হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। ... [illegible] ... আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ... [illegible] ... ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযুক্ত ম্যানেজার গৌড়ীয় মিশন, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা [illegible] টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অনুবাদ, গাথা, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় বিষয়-নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও [illegible] সূচী [illegible] সহিত গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের একটী অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্র বর উপযোগী করিয়া লিখিত গদ্যকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের [illegible] ও চিত্র। ভিক্ষা বার আনা। ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ [illegible], [illegible], পোঃ [illegible] ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৫৬	৬-২১	৭ ১৯	১১-৬	[illegible]	১৬-১৬	১৭-৫০	২২ ৪	
[illegible]	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-৫০			২২	
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৭	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-৫৮	
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৭	৯-৫৩	১৩-৭৭	১৫-৫	[illegible]	১৯-৪০	১-৩৬	
[illegible] পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১০-৫৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৩১	
(বদল) ছাঃ ৭-১০		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-৩০			
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ৭-৫৮		১০-১৯		১৮-১০		২০-১০			

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
[illegible] ১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১-৪৪
ছাঃ [illegible]
শান্তিপুর পৌঃ ১৩ ২৮
(বদল) ছাঃ ১৩ ৫০ (ন্যারো গেজে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৪

ডাউন

রবিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬ ১	[illegible]	১১-৪	১৭-২২	[illegible]	[illegible]		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪৪	১১-৪১	১৫-০	১৬ ৭৬	১৯ ২১		
ছাঃ	৭-১০	৮ ৫১	১১-৫৭	১৫-১৮	১৬ ৫৭	১৯-৩২	২০-৪৬	[illegible]
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৪৫	৯-২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৪০	২০-৩	২১ ১৯	৪ ১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯ ৩০	১২-৬৬	৫-৫৫	১৭-৪২	[illegible]	২১-৫৫	৪ ১৮
[illegible]		১১-৮		১৭-৩৬	[illegible]	২ -২৬	২৩-১	
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১ ২০	১৪ ১৬	১৭ ৫৮	২২-১০	২৩ ২৫	৬ ১৬	

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক বিদ্যানুরাগী [illegible] পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এবং এ যুগের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং শক্তিশালী লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রাচীন প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়সূচি (contents ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণক্রমে সজ্জিত সূচিপত্র ও শব্দকোষ (Index Glossary) সহ প্রথমাদি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা নদীয়া

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এইতে নিত্য একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৬।এ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া জনিত জীর্ণ শীর্ণতার মৃত্যু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] কাছে [illegible] থাকে। [illegible] প্লীহা সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন পুরাতন সকল [illegible] মোচন করিয়া [illegible] শরীর সবল করে [illegible]। ছোট বোতল [illegible] বড় বোতল ১৷০ আট আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র—

—[illegible] রোড, কলিকাতা।

—বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD NO 154

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

শ্রীগীতাভাষ্যে শ্রীভক্তি-বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীভগবদ্গীতার তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৸০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

[illegible] এবং [illegible] পদ্যে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ ৩ মাধব ৪৫৪ গৌরাব্দ ৩রা মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১৭ই জানুয়ারী ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার ২৫৯-৬০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ মাধব আদি [illegible] গৌরাব্দ ৪৫৪

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::০::——

ভক্ত ও ভগবানের বিহারস্থলীই তীর্থ। ভগবদ্ভক্তগণ অতীর্থকে তীর্থ ও পাপমলিন তীর্থকে তীর্থীকৃত করিবার জন্য তীর্থভ্রমণের লীলাভিনয় করেন। সুকৃতিশালী জনগণ ভক্তদের সঙ্গে ভগবানের সেবানন্দের জন্য তীর্থযাত্রা করেন। আর পাপী লোক সাধারণ পাপক্ষালন ও কত [illegible] অর্জ্জনের জন্য তীর্থগমন করিয়া থাকে। সাধুসঙ্গ তীর্থগমনের ফল। তীর্থে গিয়া যদি সাধুসঙ্গ না হয়, তবে তাহাতে পণ্ডশ্রমই সার হয়। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।
দৃঢ় বিশ্বাস হৃদে ধরি, মদ-মাৎসর্য্য পরিহরি
সদা কর অনন্য ভজন॥
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ করি, কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ হেরি,
শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্ত্তন।
অর্চ্চন, বন্দন, ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞান,
এই ভক্তি পরমকারণ॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও বলিয়াছেন,

তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।
যথা সাধু তথা তীর্থ, স্থির করি নিজ চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥

মানবজন্ম বড়ই দুর্লভ। এই জন্মে সাধুসঙ্গলাভ দুর্লভ হইতেও দুর্লভ। সুতরাং কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গের সৌভাগ্য যিনি একবার পাইয়াছেন, তিনি যেন চাঞ্চল্যবশে উহা হইতে বঞ্চিত না হন। মানবের ভাগ্য যখন লাভ হয়, তখনই সে ভজনচতুর হইয়া অশোক-অভয়-অমৃতাধার ভগবানের শ্রীপাদপদ্মসেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারে। জগতের লোক ভোগ আর ত্যাগ ছাড়া আর কিছু জানে না। ভক্তির কথা তাঁহাদের পাপমলিন চিত্তে স্থান পায় না। কিন্তু সাধুগণ ভোগ ও ত্যাগ উভয়কেই বর্জ্জন করিতে বলেন। ইন্দ্রিয়দ্বারে বিষয়গ্রহণই ভোগ। এই ভোগে আপাত ক্ষণিক সুখ থাকিলেও পশ্চাতে দুঃখের পরিমাণ সুখ অপেক্ষা অনেক বেশী এইজন্য এ জগতে ভোগ অপেক্ষা ত্যাগের আদর বেশী। ত্যাগ বা বিরাগটী খারাপ নয়, তবে ত্যাগ বা বিরাগে নেতি নেতি করিয়া ত্যাগ করিতে গিয়া যেখানে ভগবান্ ও ভগবৎসেবা পর্য্যন্ত বাদ পড়িয়া যায়, সে ত্যাগ লোপেরই আর একটা দিক্। লোক যেমন সংকোচ বশতঃ অন্তরে ভগবদ্বস্তুর কথা বলিতে যেয়ে না পারে জীবকে ভগবদ্বিমুখ অন্ধকূপে ফেলিয়া দেয়, তাহা [illegible] সেই প্রকার সকল বস্তুই যে ভগবানের সেবোপকরণ তাহা বুঝিতে অবসর দেয় না, পরন্তু ভগবৎসম্বন্ধী বস্তুর প্রতি অবজ্ঞা আনয়ন করে। সুতরাং ভোগী বা ত্যাগী না হইয়া ভক্তের পদানুসরণ করাই দরকার। ভোগ ও বিরাগ ঠিক না হইলে আমরা কখনও ভোগ, আবার কখনও ত্যাগের পাল্লায় পড়িতে বাধ্য। যেখানে ভক্তসেবানুকূল বস্তু বা বিষয়সমূহের প্রতি বিরাগ—হরিসেবার প্রতি বিরক্তি আসে, সেখানে আত্মবঞ্চনী ফল্গুবৈরাগ্য স্থান পায়। সেইজন্য ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ সেব্যের সেবায় নিযুক্ত থাকেন। তাঁহারা ভক্তপদধূলি-বিলাসী, তাঁহারা শুদ্ধ বা যুক্তবৈরাগ্যে যাইবার জন্য বিষয় ভোগানুকূলে গ্রহণ করেন না, বা ত্যাগানুকূলে ত্যাগও করেন না, কেবল সেবানুকূলে গ্রহণ ও প্রতিকূলে ত্যাগ করেন। তাঁহারা বলেন, ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে জীবনধারণকালে যাবতীয় বস্তু ভগবানের সেবোপকরণজ্ঞানে ভজনের অনুকূলে বিষয়গ্রহণই বিরাগ। সেবাই তাঁহাদের প্রয়োজন ও মুখ্য উদ্দেশ্য। অনাসক্তভাবে বিরাগবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যাঁহারা যথাযোগ্য বিষয়গ্রহণপূর্ব্বক ভগবৎসেবা করিলে শ্রীকৃষ্ণ বাধ্য বা রতি উৎপন্ন হয়। যেখানে কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ সেইখানে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য স্বাভাবিক ভাবেই হইয়া থাকে।

অতএব: দেহী-দেহ নহি দেহ আমাদের সম্পদ। সে দেহ দুই প্রকার—স্থূল ও সূক্ষ্ম। হাতের দেহ বা স্থূলদেহ ক্ষিত্যাদি নির্ম্মিত, আর চিত্তের বাসনাময় দেহ বা সূক্ষ্ম দেহ মন-বুদ্ধি অহঙ্কার-নির্ম্মিত। দেহী বা আত্মা এই দুইপ্রকার আবরণের মধ্যে বর্ত্তমানে অবস্থিত আছে। আত্মা চৈতন্য বস্তু—আত্মা চিদ্বৈচিত্ত্য ভগবানের অণুচিৎ অংশ মাত্র। নিজ স্বরূপের কথা মনে থাকিলে আর বিষয়গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হয় না পরন্তু প্রত্যেক বস্তুর অন্তরালে—বিষয়ের অন্তরালে যাঁর প্রভুকে বিরাজিত দেখিয়া কৃষ্ণকার্ষ্ণ দর্শনলাভের সৌভাগ্য হয় যেখানে নিজেকে 'ভক্তের দাস' বুদ্ধি, সেইখানেই সেবা, আর যেখানে ভোক্তৃবুদ্ধি সেইখানেই বিপজ্জনক ভোগ বা সন্ন্যাসের কথা।

— —

বৈরাগ্য বিনষ্টই পূর্ব্বই [illegible] উহা যুক্তবৈরাগ্য নয়। বৈরাগ্যের অভাব অনুবিলাস বা আত্যন্তিক বৈরাগ্য উভই অনাবশ্যক। আত্যন্তিক বৈরাগ্যে ভগবদ্বস্তুর প্রতিও বৈরাগ্য আসিয়া যায়। সেইজন্যই উহা খারাপ। প্রাকৃত বৈষ্ণব সাধকমাত্রেরই নিয়মাগ্রহের মধ্যে [illegible] থাকা দরকার [illegible] [illegible] করিবে। [illegible] [illegible] না থাকা আছে [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] কেবল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

অকালে মত্ত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তাহা তাঁহার স্বেচ্ছাচারী কার্য্য হইয়া যাইবে। গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের সুখের দিকে—সেবার দিকে তীব্র লক্ষ্য থাকিবে। সেবার অনুকূলে নিয়মপালন করিতে হইবে, নিয়ম বা বিধি লঙ্ঘন করিতে হইবে না। নিয়ম বা নিষেধ-অঙ্গীকার সেবা প্রতিকূল হইলে, নিয়ম বা নিষেধকে অতিক্রম করিয়া সেইরূপ সেবার আনুকূল্যে নিয়োগ করুন। প্রয়োজন ঠিক না হইলে আদেশ বা নিষেধ ব্যতিব্যস্ত হয় না। সুতরাং লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আমাদের আগে ঠিক সেবা নির্দ্দেশ—গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের সুখবিধান উদ্দেশ্যে নিয়ম থাকিবে। সেবা লঙ্ঘন করিয়া নীতিপালনের নিয়ম সম্পূর্ণ ফল্গু-চেষ্টা। শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ পরিচর্য্যার জন্য যদি আমাকে কোটী কোটী বার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক হরিনাম পাঠ পরিত্যাগ করিতে হয়, নির্দ্দিষ্ট ব্রতপালন পরিত্যাগ করিতে হয়, নরকবরণ করিতে হয়, তথাকথিত অপরাধ স্বীকার করিতে হয়, তাহাও আমি করিতে প্রস্তুত, এরূপ সেবা-নিষ্ঠার নিকট নিষ্ঠা বা নিয়মই প্রকৃত গুরু-নিয়ম বা সেবা-নিয়ম। নিয়ম-আগ্রহের ন্যায় নিয়ম-অগ্রহও ভক্তির প্রতিকূল।

যাহার জীবন আছে, তাহাকে জীব বলা যায়। জীব সৃষ্ট বস্তু নহে। অজ, নিত্যকাল বর্ত্তমান। জীব—সেবক আর ভগবান্ জীবের সেব্য। জীব ভগবানের শক্তিপরিণত বস্তু। জীব—বস্তু, অবাস্তব আকাশকুসুম নহে। যেখানে ভগবানের সেবা নাই, সেইখানেই জীবের বদ্ধাবস্থা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দাসগণের অনুভাবনায় তত্ত্ব পাইলে নিজের কৃষ্ণদাসত্ব স্বরূপটী উপলব্ধি হয়। ভগবানের সেবা না করিলে শান্তি পাওয়া যায় না। নাম দ্বারাই ভগবানের পূর্ণসেবা হয়। অবিমিশ্রভাবে ভগবৎসেবা একমাত্র কীর্ত্তনের দ্বারাই হইয়া থাকে। অকপটভাবে প্রার্থনাও কীর্ত্তন। সাধুর নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিলে কর্ত্তাভিমান নষ্ট হইয়া 'আমি দাস' এই বিচার প্রবল হয়। এই দাস-অভিমানই প্রকৃত স্বাস্থ্য।

———

দেহী ও দেহ এক নহে। 'আমি' 'আমার' সহিত এক হইতে পারে না। আমার শরীর ও আমি এক বস্তু নহে। দেহ ও দেহীকে একাকার মনে করা ভুল। দেহী দেহকে পরিত্যাগ করে। ভোগী হওয়া বা ত্যাগী হওয়া এ দুইটাই ব্যারাম। ভোগীও রোগী, ত্যাগীও রোগী। ভক্ত একেবারে সুস্থ। কৃষ্ণের নিকট সুখ বিধান—সাধুর সঙ্গই এই রোগের চিকিৎসা। সেবাময় অবস্থাই প্রকৃত শান্তি বা সুস্থাবস্থা।

———

যৎকিঞ্চিৎ

মনোনিগ্রহের নামই সাধন। মন চঞ্চল। তাহার স্থিরতা নাই। সে সর্ব্বক্ষণ একটা চিন্তা লইয়াই আছে। মন—মননধর্ম্মযুক্ত অর্থাৎ চিন্তাশীল। স্মরণই তাহার কাজ। আমাদের মন বর্ত্তমানে সর্ব্বক্ষণই অসচ্চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া আছে, সচ্চিন্তা সে আদৌ করে না। যে মন কৃষ্ণচিন্তাপর তাহা জড়মন নহে, তাহাই আত্মা। সর্ব্বদা কৃষ্ণসেবাচিন্তাপর আত্মাই কৃষ্ণভজন করে, চঞ্চল মন কৃষ্ণসেবা করিতে পারে না। মনের দ্বারা কখনও ভোগ আবার কখনও ত্যাগ অর্থাৎ কখনও গড়া আবার কখনও ভাঙ্গা হইতে পারে মাত্র, নিত্যমঙ্গল লাভ কখনই হইতে পারে না। আমরা মনোধর্ম্মী থাকাকাল পর্য্যন্ত গুরু-বৈষ্ণবে সন্দেহ যায় না। সেইজন্য গুরু-বৈষ্ণবগণ মনের সঙ্গ ত্যাগ করিতে বলেন। চঞ্চল মনের ভ্রান্তির মধ্যে ভগবান্ নাই। ভগবান্ ভ্রান্তি বা ভ্রমের বস্তু নহেন। সুতরাং সকল বিষয়ে মনের বাধ্য হইলে চলিবে না। হরিভজন করিতে হইলে মনকে নিয়মিত করিতে হইবে। আমার মনের ভাল লাগাকে ভক্তি বলে না। ভোগী মন চায় সতত ভোগ। সুতরাং প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন ভোগই তাহার ভাল লাগে। এই মনকে নিয়মিত করিতে হইলে সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। সাধুর নিকট মনের প্রভাব থাকে না। সাধু অসীম শক্তিশালী। তাঁহার নিকট শরণাগত হইয়া অবস্থান করিলে মনের বিরুদ্ধ ব্যাপারের উপর কর্ত্তৃত্ব হয় না। সাধুর নিকট শরণাগত হইয়া বৈকুণ্ঠ-শব্দ শ্রবণ করিলে সেই বৈকুণ্ঠশব্দ তাঁহার নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া জীবের সমস্ত দেহকে নিয়মিত করিয়া থাকেন। বিষ্ণুপদে সম্যগ্রূপে আত্মনিবেদন না হইলে বিষ্ণুর মায়া আমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিবেন না।

মানুষের যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মাদিতে স্পৃহা থাকে, সে কাল পর্য্যন্ত হরিকথায় শ্রদ্ধার উদয় হয় না। সে কাল পর্য্যন্ত হরিকথা-শ্রবণেই যে সমস্ত মঙ্গল নিহিত, এ কথা কিছুতেই উপলব্ধ হয় না। হরিকথায় যাঁহার শ্রদ্ধা হইয়াছে, তিনিই ভাগ্যবান। হরিকথায় শ্রদ্ধাহীনতা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। হরিকথার প্রতি বিমুখ থাকিয়া মঙ্গল হয় না। সেইজন্য সমস্ত উত্তম কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাগ্রে হরিকথার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। হরিকথা-শ্রবণে উদাসীন হইয়া অন্য পুঁথিনাটির দিকে মন দিলে বৃথা সময়-ক্ষেপ হইবে মাত্র। প্রত্যেক জন্মে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অবকাশ হবে, কিন্তু অন্য জন্মে ভগবৎসেবার এরূপ সুযোগ হইবে না।

হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্যে আমাদের এক মুহূর্ত্তও নষ্ট করা উচিত নহে। একমাত্র হরিভজনই করিব, তাহা ছাড়া আর কিছুই করিব না—অকপটে এরূপ চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইলে এবং ঐকান্তিক গুরুবৈষ্ণবচরণে সর্ব্বক্ষণ কৃপাভিক্ষা করিলে হৃদয়ে প্রচুর বল ও সেবোৎসাহ লাভ হইবে। সরল নিষ্কপট হইলে ভগবান্ সে সুযোগ দিবেন। কেবল আমরা কৃপার্থী হইলেই হইল।

প্রত্যেক জীবাত্মার বৃত্তি—পরমাত্মার কৃপাভিক্ষা করা বা আশ্রয় প্রার্থনা করা। কিন্তু বর্ত্তমানে জীবের এই স্বরূপের বৃত্তি অপরাধফলে মহামায়া দ্বারা আবৃত ও বিকৃত হইয়াছে। হরিগুরুবৈষ্ণবচরণে অপরাধফলে জীব আজ নিজ স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছে। অপরাধী জীব আজ কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া ভোগে প্রমত্ত হইয়াছে। অপরাধ অত্যন্ত প্রবল থাকায় জীব আজ গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ শ্রীনাম, শ্রীধামের সাক্ষাৎকার ও সেবাসুযোগ পাইয়াও সেবা করিতে পারিতেছে না। দৈববশতঃ তাহার নিত্য নিজজনগণের নিকটে আসিয়াও সন্দেহক্রমে পুনরায় দূরে সরিয়া যাইতেছে। অপরাধ না যাওয়া পর্য্যন্ত জীবের আর রক্ষার উপায় নাই। তাহার নিজজনগণ কৌশল করিয়া তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিলেও দুর্ভাগা জীবের তাঁহাতে বিশ্বাস হইতেছে না। তাই তাহার প্রভুগণ কখনও কখনও দূরে সরিয়া গিয়া তাহাকে নানাবিধ কষ্টের মধ্যে ফেলেন, যদি কষ্ট পাইয়া তাঁহাদের কথা স্মরণ করে, তাঁহাদিগকে প্রভু জানিয়া তাঁহাদের চরণে পতিত হয়। কিন্তু কোন কোন হতভাগ্য জীব তাহাতে আরও বেশী নাস্তিক হইয়া পড়িতেছে। কদাচিৎ কেহ বা তাঁহাদিগকে প্রভু বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহাদের নিকট নিজ দুর্দ্দৈবের কথা জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহাদের কৃপা ভিক্ষা করেন এবং তাঁহাদের অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করিয়া চিরশান্তিতে নিমজ্জিত হইবার সৌভাগ্য পান। জীবের স্বরূপবিস্মৃতি এই যে অপরাধ, ইহা হইতে নিস্তারের একমাত্র উপায় ক্রন্দন করিতে করিতে পতিতপাবনগণের শ্রীচরণে পতিত হইয়া স্বকৃত অপরাধের ক্ষমাভিক্ষা করা। আমাদিগকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই গুরুবৈষ্ণবগণের এ জগতে আগমন। তাঁহাদের আশ্রয় ভিক্ষা করিলে নিশ্চয়ই রক্ষা পাওয়া যাইবে, নতুবা হরিবিমুখতা-রূপ মৃত্যু অনিবার্য্য।

প্রভুদের নিকট কৃপা-প্রসাদ ভিক্ষা করা দরকার। যেমন আহার না করিলে এই জড় শরীর বেশীদিন থাকে না, সেইরূপ প্রভুর প্রসাদ গ্রহণ না করিলে স্বতোভাবে বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর নহে। গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের অহৈতুকী কৃপাই চেতনের খাদ্য। তাহাতেই চেতনের বল বৃদ্ধি হয়। তাঁহাদের একটু শুভদৃষ্টি হইলেই জীবের চিদ্বৃত্তি ভক্তি উন্মেষণে বাড়িতে থাকে। সেব্যের আনন্দবিধানই সেবা। সেব্য পরিতুষ্টরূপে আস্বাদিত হইয়া যাহা দেন, তাহাই প্রসাদ। প্রসাদ অর্থে কৃপা বা অনুগ্রহ। এই প্রসাদ দুই প্রকার অন্নরূপী প্রসাদ ও শব্দরূপী প্রসাদ। এই প্রসাদ খাওয়া বা ভোগ করা যায় না। প্রসাদ সেব্য—পূজনীয়। প্রসাদের সেবা করা যায় বা সম্মান করা যায়। ভোগবুদ্ধিতে প্রসাদ গ্রহণ করিতে গেলে প্রসাদ-সেবা হয় না—প্রসাদের চরণে অপরাধ হয়। মহাপ্রসাদ-সেবার ফল—প্রেমফল। কিন্তু ভোগবুদ্ধিতে আমরা প্রসাদ ভোগ করিতে যাই বলিয়া প্রেমফলের পরিবর্ত্তে প্রাকৃত কাম ক্রমে ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। ভগবৎপ্রসাদ কৃপা করিয়া যদি আমাদিগকে স্বীকার করেন—গ্রাস করেন—আত্মসাৎ করেন, তবেই আমাদের প্রসাদ সেবা হয়। সেইজন্য প্রসাদ পাইবার পূর্ব্বে বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে সাবধান করিয়া দেন। সাবধান হইয়া—প্রসাদে ভোগবুদ্ধি না করিয়া সেব্যবুদ্ধিতে—গুরুবুদ্ধিতে প্রসাদের কৃপা ভিক্ষা করিতে করিতে প্রসাদ গ্রহণ করিলে প্রসাদের কৃপা হয়—প্রেমফল হয়—ঝাল খাইবার ও বেশী খাইবার প্রবৃত্তি করিয়া দিয়া প্রসাদে ভ্রমবুদ্ধি উপস্থিত হয়। প্রসাদের নিকট কৃপাভিক্ষা করিলে তিনি আমাদিগের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবেন। মহাপ্রসাদে সর্ব্ব জীবের সমানাধিকার। গুরুবর্গগণ নিত্যকাল সেই মহাপ্রসাদের সম্মান করেন এবং সর্ব্বজীবকে তাহা প্রদান করেন। তাঁহাদিগের দৈহিক ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য গুরুগণ তাঁহাদিগকে মহাপ্রসাদ প্রদান করেন না, পরন্তু তাঁহাদের ভক্তিউন্মুখী সুকৃতি উৎপাদনের ও আত্মার ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্যই প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীভগবন্নাম ভবরোগের একমাত্র ঔষধ আর শ্রীমহাপ্রসাদই একমাত্র পথ্য।

আর এক প্রকার প্রসাদ গ্রহণ করা যায় শ্রুতিমূলে। হরিকথারূপ প্রসাদ

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

সাধুগণ সর্ব্বক্ষণই বিচরণ করেন। সেবোন্মুখ হইয়া—শ্রদ্ধালু হইয়া কর্ণের দ্বারা এই প্রসাদ গ্রহণ করিতে হয়। ইহাই এই প্রসাদপ্রাপ্তির যোগ্যতা। প্রণত, শাসনযোগ্য শিষ্য বা ভক্ত হইয়া মনোযোগ সহকারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট শ্রবণ করিলেই সেই শব্দরূপী প্রসাদের কৃপা হয়। সেই শব্দই শরণাগত জীবের অনর্থ নিবৃত্তি করাইয়া অর্থপ্রবৃত্তি বাড়াইয়া দেন। শব্দ শরণাগত জীবকে পালিত, বিবর্দ্ধিত, চালিত করেন—অন্তরে আকৃষ্ট করিয়া নিত্যমঙ্গল বিধান করেন।

এ জগতের আবহাওয়ায় বিচরণ করিয়া হরিভক্তি হয় না। পরজগতের লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎকার না হইলে সে জগতের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। সে জগতের লোকের হাব-ভাব চাল-চলনের অনুসরণ না করিলে প্রকৃত [illegible] করা যাইবে না। তাঁহাদের নিষ্কপট আনুগত্যই চরম মঙ্গলের একমাত্র উপায়।

অজ্ঞাতসারে বা জ্ঞাতসারে যদি কেহ নিষ্কপটে হরিসেবারত বৈষ্ণবের নিন্দা বা হিংসা করে, তবে তাহার অমঙ্গল অনিবার্য্য—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে ভগবান্ বিষ্ণু অধিষ্ঠিত আছেন। বৈষ্ণব সাধারণ মানবের ন্যায় প্রতীত হইলেও তাঁহাদের হৃদয়ে যে ভগবানের আবির্ভাব তাহাতে তাঁহারা প্রপন্ন হইয়া সতত বিষ্ণুসেবাপরায়ণ, আর অন্যগণ বিষ্ণু বৈষ্ণব-সেবাবিমুখ হইয়া বিলাসপর(?) করে। একজন বিষ্ণুসেবানিযুক্ত হইয়া ব্রজভাবে অবস্থিত, অপর বৈষ্ণবজন শুদ্ধসত্ত্বভাবিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুসেবায় প্রবৃত্ত। সুতরাং উভয়ের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা বিচার করিলে জানা যায় যে, বিষ্ণুসেবাপরায়ণ বৈষ্ণবের হিংসা করিলে সাধারণের হিংসা অপেক্ষা অনন্ত কোটীগুণ পাপ ও অপরাধ উপস্থিত হয়। যাহারা শুধু দেহকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে, সেইরূপ অসদ্ ব্যক্তিগণ যে মহতের নিন্দা করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কথা কি আছে? যদিও মহাপুরুষগণ স্বীয় নিন্দা সহ্য করেন, তথাপি তাঁহাদের শরণাগতগণ মহতের নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহারা নিন্দুকের [illegible] করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবকে হৃদয়ের সহিত আদর করিতে হইবে আর অবৈষ্ণবকে লৌকিক বাহ্য-সম্মান দিতে হইবে। বৈষ্ণবকে যদি হৃদয়ের সহিত আদর না করি, তাহা হইলে পরম অনর্থ।

হরি কিঙ্কর [illegible] বৈষ্ণবাপ্রিয়কারতঃ।
[illegible] সো হর্ষ, দর্শনে শতজন্মনি নষ্ট॥

বৈষ্ণবকে হত্যা করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা, বিদ্বেষ করা, বৈষ্ণবের নিন্দা করা, বৈষ্ণবকে দেখিয়া প্রণাম না করা, অথবা কি তাঁহাকে দেখিয়া হৃদয়ে আনন্দ অনুভব না করা—এই ছয়টী অধঃপতনের কারণ। যে মূঢ় ব্যক্তি বৈষ্ণবের নিন্দা করে, সে তাহার পিতৃপুরুষের সহিত মহারৌরব নামক নরকে পতিত হয়। যে স্থলে বৈষ্ণবনিন্দা বা ভগবানের নিন্দা হইতেছে, সে স্থান ত্যাগ করিয়া যিনি না যান, তিনি সমস্ত সুকৃতি হইতে চ্যুত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন। বৈষ্ণব ও গুরুর কথা সদুদ্দেশ্য ব্যতীত কোন ব্যক্তিরই আলোচনা উচিত নহে। সদুদ্দেশ্য—তিন প্রকার। যে ব্যক্তির কথা আলোচনা করা যায়, তাহাতে যদি তাহার উপকার হয়, তবে তাহা ভাল। জগতের মঙ্গলের জন্য যদি কাহারও চরিত্র আলোচনা করা হয় তাহাও ভাল। আবার যিনি আলোচনা করেন, তাঁহাকে যদি তাঁহার নিত্যমঙ্গল লাভ হয় তাহা হইলে তাহাও শুভকারী-মধ্যে পরিগণিত।

বৈষ্ণব—অমানী, তিনি সম্মানপ্রাপ্তির জন্য যত্ন করেন না, তিনি সকলকে সম্মান দেন। মায়াবদ্ধজীব—অবৈষ্ণব এবং মায়ামুক্ত জীব—বৈষ্ণব। সুতরাং তাঁহাদের বহুলোকের উপলব্ধি সর্ব্বদা বর্ত্তমান। এজন্য তাঁহারা তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বসুখে শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণসেবা করেন। বৈষ্ণব চিরদিনই নির্ব্বিরোধী, যে সকল ভাগ্যহীন সত্যার্থে বিমুখ, তাহারাই বাহিরের স্বরূপ দেখিয়া বৈষ্ণবদেহে শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়ে। বিষয়ী রূপরসাদি গ্রহণে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু জড়বিষয়ে তৃপ্ত ভগবদ্ভক্ত তাহা হইতে দূরে অবস্থিত। ভগবদ্ভক্তের কৃষ্ণই বিষয়, কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন প্রবৃত্তি নাই। আপাত দর্শনে বৈষ্ণবের বিপরীত ভাব পরিবর্ত্তন দেখিয়া সাধারণ লোক বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করিয়া বসে। অধিকাংশ বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃতবুদ্ধিতে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করিয়া বসিতেছে। কিন্তু সুকৃতি থাকিলে বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া অধঃপতন বরণ করিতে হয় না।

নিষ্কপট সেবাভিলাষী কখনও বঞ্চিত হন না। বৈষ্ণবগণ নিষ্কপট সজ্জনের প্রতি পরম কৃপালু। নিষ্কপট সেবাভিলাষী জনকে বৈষ্ণব সজ্জন কাছে রাখিয়া সেবাসুযোগ প্রদান করেন। কিন্তু যাহারা কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা চায়, সেই সকল অসৎগণকে কৌশলে দূরে রাখিয়া থাকেন—পাছে তাহারা ভজনে বিঘ্ন ঘটায় এই আশঙ্কায়।

নিষ্কপট আশ্রিত না হইয়া বাহ্যদৃষ্টিতে কাহারও বৈষ্ণবের অতি সন্নিকটে বাস বা তাঁহার সহিত বহু দিবসাবধি সকলক্ষণ সঙ্গ করিতে দেখিলেও সেই কপটের সহিত বৈষ্ণবের অন্তরঙ্গ-সম্বন্ধের বাধা না থাকে। কপটের নিকট বৈষ্ণব কখনও নিজস্বরূপ প্রকাশ করেন না; পরন্তু তাহাদিগকে লৌকিক সম্মানাদি দিয়া ঠকাইয়া রাখেন। ভাগ্যহীন আমরা বৈষ্ণবের কৃপা বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণবসঙ্গ ও সেবা হইতে বঞ্চিত হই। বৈষ্ণবগণ পরমকরুণ। ভগবানের সুখেই তাঁহাদের সুখ। যাহাতে কৃষ্ণের সুখ হয় তজ্জন্যই তাঁহারা অবিরত চেষ্টাপর। সেই বৈষ্ণবগণের সুখবিধান ব্যতীত আমাদের হরিভজন হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুই অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বলরসপ্রদাতা। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বন্দনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণপ্রেমের কথা জানাইয়া বিশ্বকে ধন্য করিয়াছেন। অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা বলিয়াই মহাবদান্য। তিনিই স্বয়ং কৃষ্ণ, তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তাঁহার রূপ গৌর এবং তাঁহার লীলা কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান। শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণের বিপ্রলম্ভরসাস্বাদনপর এবং শ্রীকৃষ্ণ গৌরের সম্ভোগরসাস্বাদনপর। শ্রীগৌর স্বয়ংই কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিতে আসিয়াছিলেন। [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] জনই শ্রীরূপানুগবৈষ্ণব জন।

ভজনের অপর নাম সেবা। সেবা বা ভজনই জীবের পরম লোভনীয় শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। সাধুর কৃপায় সেবোন্মুখ [illegible] সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। এই সেবা অপ্রতিহতা, অহৈতুকী ও অন্যাভিলাষিতাশূন্যা, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগশূন্যা। উহাতে সালোক্য সামীপ্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নাই। ভগবানের নিত্যসেবক [illegible] অন্য কোন আকাঙ্ক্ষার স্থান নাই। [illegible] কৃষ্ণকে তাঁহাদের প্রাণধন জানিয়া তাঁহার মনোহর [illegible] পুরনে যায়। সেখানে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের লেশমাত্র নাই। [illegible] কৃষ্ণের প্রীতি নাই। ঐশ্বর্য্য সেবা ও সেবককে পরস্পর দূরে রাখে, কিন্তু মাধুর্য্য সেবা ও সেবকের মধ্যে [illegible] না হয়। [illegible]

পারমার্থিকের গৃহপ্রবেশ

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

পরমহংসকুলের শ্রেষ্ঠ সব হ'তেই গৃহস্থকুলে শান্ত হওয়ার যোগ্যতা বিনষ্ট হয়, আর সেই গুরুকুলের প্রভুই সকলেই পারমার্থিক গৃহস্থ হইবার যোগ্যতা লাভ হয়। যাঁহারা সদ্গুরু অভিন্ন [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিভাগবত ও শ্রীমদ্ ভাগবত [illegible] না করেন, তাঁহারা কখনও গৃহে মঙ্গলাচরণ করিতে পারেন না। যাঁহারা [illegible] কৃপায় [illegible] না থাকেন, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের নির্দ্দিষ্ট দুইটি শ্লোক অর্থই বুঝিতে পারেন না—ঐ দুইটী কথা পারমার্থিক জীবনের প্রধান।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং
ফল্গু কথ্যতে॥

গৃহে প্রবেশ করা বৈষ্ণবদেরই কর্ত্তব্য, কারণ তাহাতে তাঁহাদের অধঃপতন হয়, গৃহব্রতগণের তাহা হয় না। 'কৃষ্ণসেবা কারণ' স্মরণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করাই যুক্ত, ফল্গু মর্কট বৈরাগ্য অপেক্ষা তাহা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। ফল্গুবৈরাগ্য আদৌ প্রেমসাধক নহে। [illegible]

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ, এই দুই রূপ॥

গৃহপ্রবেশও সমান প্রযোজনীয়। কখন [illegible] গৃহস্থবেশে থাকিয়া [illegible] গৃহত্যাগের কথা [illegible] [illegible], কারণে তাহার [illegible] মঠ-প্রবেশ করিতে [illegible] অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন [illegible] গৃহপ্রবেশ [illegible] হবে। অতএব, প্রমাণ, প্রমত, 'সর্বার্থ', [illegible] ও [illegible] [illegible] হইতে পারমার্থিক গৃহস্থ সকলা গৃহে থাকেন। বৈরাগ্য, বিষয়, বৈষ্ণব, [illegible] শ্রবণকীর্তনাদি [illegible] পালন অতএব প্রমাণ, যে বিষয়ের সঙ্গ বৈষ্ণব ভাবাবলম্বন সর্বতোভাবে পরিত্যাগ এবং কৃষ্ণের অনুকূল গ্রহণ [illegible], গুরু-অনুগামী [illegible] হয়ত বহির্মুখদের সমাচারহীন কৌলিক বৈবাহিক আদি নীতি ক্রিয়া অনুষ্ঠানের অনুকূল [illegible], বারাণসী বেশ, মনের বেশ, [illegible] বেশ, বিষয়ের বেশ, উভয় ও উপরের বেশ ধারণ করা পারমার্থিক গৃহস্থের কর্তব্য। শ্রীউপদেশামৃতের এই সকল উপদেশে উদাসীন থাকিলে গৃহস্থের পূর্ণ পতনপ্রাপ্তির উপনীত হওয়া গৃহস্থ হইতে বিচ্যুত এবং গৃহব্রতধর্মে আবদ্ধ আবদ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং 'গৃহব্রত' বা বহির্মুখ অনুগত না থাকিয়া হরিভজনের জন্য পারমার্থিক গৃহস্থধর্ম যাজন করিয়া কৃষ্ণের গৃহে প্রবেশিয়া কৃষ্ণভজনের অনুকূল বস্তুর সকল গ্রহণ করিব'—এইরূপ সঙ্কল্প লইয়া পারমার্থিকগণ গৃহে প্রবিষ্ট হন। দুর্বলচিত্ত হইলে হরিভজন হয় না বা কেবল নীতির দ্বারাও হরিভজন হয় না। পাপকার্য সংগ্রহ করিলে ত' হরিভজন হইবে না, পুণ্যসংগ্রহে থাকিলেও হরিভজন হইবে না। পুণ্যকে শেষ সীমা মনে করিয়া যে সকল ব্যক্তি ভোগী ও কর্মবীর হইবার প্রবৃত্তি পোষণ করে, তাহাদের সেই প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত হওয়া ঐকান্তিক হরিভজনের জন্য গৃহস্থধর্ম যাজন করিতে হইবে। নিজের ঐ প্রবৃত্তির জন্য প্রয়াস করিলে ভোগী গৃহব্রত হইয়া পড়িতে হইবে, কিন্তু কৃষ্ণসেবার জন্য নিখিল প্রয়াস করিলে মঙ্গল হইবে। নিষ্কাম বা নিষ্কপট-আশ্রয় থাকিলে গৃহস্থ হইয়া থাকিতে হইবে অনেকে মনে করিতে পারেন, গৃহে প্রবেশ করিয়া ধন-দৌলত দিয়া যাগ যজ্ঞ (?) করিলেই ত' মঙ্গল হইবে, আমরা পারমার্থিক গৃহস্থ বলিয়া প্রচারিত হইতে পারিব, অতএব এইরূপ মালা দিয়ে দিয়েই কৃষির কিছুতে পতিত হইতে হইবে। সাধুসঙ্গের শ্রীমুখ হইতে হরিকথার শ্রবণ না করি, অনুরূপ কীর্তন করিতে না পারি, তাহা হইলে গৃহব্রতধর্মে আবদ্ধ হইয়া থাকিতেই হইবে।

যাঁহারা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সর্বতো ভাবে একমাত্র কৃষ্ণভজন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে সর্বতোভাবে সুযোগ প্রদানের জন্য গৃহস্থভক্ত অক্লান্ত চেষ্টা করিবেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বর্তমানে যে কার্য করিতেছেন, নিখিল বিশ্বকোটির বাহাতে মঙ্গল হয়, এমন চেষ্টা করিতেছেন—বহু বহু স্থানে মঠ স্থাপন করিতেছেন, তাঁহাদের সে সেবাকার্যে সুযোগ প্রদানের বিধি বহুটা উদাসীন থাকিবেন, তিনি গৃহব্রতধর্মে প্রবিষ্ট আছেন, জানিতে হইবে। আর যাঁহারা পারমার্থিক গৃহস্থ, তাঁহারা নিজের স্ত্রীপুত্রের জন্য যেরূপ প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম করেন, তদ্রূপ ভগবৎসেবার জন্যও প্রচুর পরিমাণে চেষ্টা করিয়া থাকেন। নিজ স্ত্রী-পুত্রাদি ভগবদ্ভজন করিতেছেন জানিলে তাহাদের পোষণ করেন, নতুবা ছলনা দিয়া সাপ পোষণ করেন না, তাহাদের সঙ্গ প্রতিকূল জানিয়া দূরে সরিয়া যান। পারমার্থিক গৃহস্থগণ বিষয়সুখের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, তাঁহারা ২৪ ঘণ্টা হরিসেবার জন্য ব্যস্ত; তাঁহারা অকাতরে আত্মচেষ্টাদ্বারা, সর্বস্ব দ্বারা সর্বতো হরিসেবা করিতেছেন। গৃহস্থ-ভক্তগণ পারমার্থিক নীতিরও বহুমানন করেন, লৌকিকী নীতির প্রতি তাঁহাদের দ্বেষ বা রাগ নাই। সমস্ত নীতিই তাঁহাদের সেবায় যুক্ত ও পারমার্থিকী নীতিতে পর্যবসিত হয়।

শ্রীঠাকুর [illegible] আলোচনার কারণ [illegible] অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। হরিভক্তি প্রচার করিতে করিতেও পূর্ব সংস্কারবশতঃ তিনি ডাকাতি করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু পারমার্থিকী নীতি তাঁহার হৃদয়ে প্রাধান্য লাভ করায় তিনি ডাকাতিকেও ভগবৎসেবার অনুকূলে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন। সংস্কার পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিবার কৌশল ভগবদ্ভক্তগণই জানেন। পরলোকের বাক্য ও নিজের পাপপুণ্য, ভোগ বা ত্যাগ, জ্ঞান বা অজ্ঞান, যে বস্তু করিবার চেষ্টা হইবে, তাহাতে ভগবৎসেবার অনুকূল করিতে হইবে। কিন্তু পরলোকের বস্তু সমস্ত গুণ পাইলে জীবের তাহা অভাবের অনুকূল করিতে হয় না। মহাজন ডাকাতি করে—নিজের ভোগের জন্য, কিন্তু ভক্তানুকূলে আলোচনায় সেই ডাকাতি অনুকূল কার্য প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহাকে চাকরি করিয়া অনুকূল করিতে হইল না।

ডাকাতি করিয়া সকলে সাধারণ করিতে পারে না। যেহেতু ভগবদ্ভক্তের আলোচনায় ডাকাতিকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন, সেইহেতু সকলেই ডাকাতি করিয়া হরিসেবা করিবেন—এইরূপ বিচার নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত। যদি দৈবক্রমে কাহারও কোন পূর্ব সংস্কারজাত আচরণ করিবার নিযুক্ত হইয়া পড়ে, তবে সেই আচরণ সাধারণের পক্ষে বিধি নিয়ম বা আদর্শ হইতে পারে না।

কর্মপ্রবৃত্তি—অজপা। কর্মকাণ্ডের দ্বারা কখনও জীবের মঙ্গল হয় না, উহা ফুটবলের মত একবার জীবকে উপরে, আর একবার নীচে চালন করিয়া তুলে। পাপের কর্মফল গ্রহণ করিতে করিতে জীবের পুণ্যপ্রবৃত্তি আবার পুণ্যের আকাশকুসুমে প্রবেশ হইতে হইতে পাপপ্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, এইরূপ ভাগের পন্থা—ভোগ পর্যায় ত্যাগ করিবার যে স্পৃহা, তাহাও ভগবদ্ভক্তের বুদ্ধিবিশেষ বলিয়া পাওয়া যায়।

পারমার্থিকের মঠপ্রবেশ ও গৃহপ্রবেশ একই শ্রেণীর। পারমার্থিক সর্বদা সাবধান থাকেন, যে কার্য করুন না কেন, তাহাতে যেন তাঁহার পরমেশ্বর উপাসনা হয়, তাহা অন্যবস্তুর উপাসনা বা নিজের ভোগে না লাগে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

——::o::——

ব্রহ্মদেশে

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে রেঙ্গুণ-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গত ২৫শে ডিসেম্বর বৌদ্ধদিনে [illegible] উকিল শ্রীযুক্ত এস, এম, ঘোষ এম এস সি, বি-এল মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাসায় গমন করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনাদি পঞ্চতত্ত্ব ও অন্যান্য মহাজন-পদাবলী কীর্তন করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে [illegible] প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে পুনরায় মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্তন হয়। পাঠে বহু ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৬শে ডিসেম্বর প্রাতে উক্ত সহরের 'মঃ সত্যেন্দ্র' জজ উকিল মহাশয়ের বাসায় মঠসেবকগণ 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য-সংলাপ' গ্রন্থ পাঠ করেন।

গত ২৭শে ডিসেম্বর বৌদ্ধদিনের প্রবীণ উকিল মিঃ এস, কে ঘোষ বিএল মহোদয়ের ভবনে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, মহাজনগীতি ও মহামন্ত্র কীর্তনান্তে শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জগাই-মাধাই-উদ্ধার-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে মিঃ এস, এম, ঘোষ এম, এস-সি, বি, এল; শ্রীযুক্ত গোপাল দত্ত প্রভৃতি সজ্জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৮শে ডিসেম্বর প্রচারকগণ বৌদ্ধদিন হইতে দূরে [illegible] [illegible] নামক স্থানে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীযুক্ত [illegible] বি এ মহোদয়ের বাসায় পাঠ-কীর্তনাদি হয়।

গত ২৯শে ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত [illegible] চৌধুরী মহাশয়ের বাসায় প্রচারকবৃন্দের পাঠকীর্তনাদি হয়।

গত ৩০শে ডিসেম্বর স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে ছাত্রাঁচক্রযোগে একটি বক্তৃতা প্রদত্ত হয়।

গত ৩১শে ডিসেম্বর প্রচারকগণ বৌদ্ধদিন [illegible] [illegible] মহাশয়েরা মিঃ কাজী আদেশ-[illegible] নামক মহোদয়ের ভবনে যেকেশ্বত যায় বহুক্ষণ ধরে হরিকথা কীর্তন করেন। স্থানীয় [illegible] প্রাইমারী স্কুলে একটি সভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায় শ্রীনিবাসজী [illegible] [illegible] প্রায় দেড় ঘণ্টা যাবৎ শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

গঞ্জাম জেলায়

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্তর্গত [illegible] ব্রহ্মপুরস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ [illegible] শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে গত ২৫ জানুয়ারী ব্রহ্মপুর নিবাসী উকিল শ্রীযুক্ত [illegible] চাটার্জী মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহার বাড়ীতে গমন করিয়া শ্রীগুরুবন্দনা, [illegible], পঞ্চতত্ত্ব, কীর্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ ৫ম কপিলদেবহূতি-সংবাদ [illegible] ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে মহাজন পদাবলী কীর্তন হয়।

পাটনায়

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গত ২৫শে ডিসেম্বর বুধবার [illegible] শ্রীশ্রীবাসের দিবসে স্থানীয় গৃহস্থ ভক্ত শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নাথ পালিত মহাশয়ের ভবনে গমন করিয়া শ্রীহরিকথা কীর্তন করিতে আহূত হন। শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্তনান্তে শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ [illegible] অধ্যায় ও ৫ম কপিল-দেবহূতি-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভায় সহরের বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পাঠান্তে "দুর্গে ও মাধবের নামে" 'সংকীর্তন' ও মহামন্ত্র কীর্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

আটোর নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার

কলিকাতা। (টেলিফোন বড়বাজার ২২)

সেবক—শ্রীঅনন্তবাসুদেব দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি এ

(৩) শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীসুন্দরবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

( ) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত-ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী

(৭) কাজির সমাধি পাট

বামনপুকুর শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর লীলাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

(৯) শ্রীনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীচৈতন্য দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible], নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

রাউতাল (শ্রীবাসুদেবের পদচিহ্ন বিরাজিত)

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকৃষ্ণকুটীর

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদমারি (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

জাজাপল্লি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বাবুবাজার পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বুড়ীবাজার, পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রীনবদ্বীপবিহারী বিদ্যারত্ন বি এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা।

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] গয়া

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ

[illegible], [illegible] দিল্লী

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়মঠ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ.

পোঃ [illegible] [illegible] ইউ পি।

শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ[illegible]

বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রী[illegible] মঠ

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রী[illegible]পীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible] কুঞ্জ

পোঃ [illegible] মথুরা)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রী[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) [illegible] পাঠবাড়ী

সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন[illegible]

[illegible], মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] মঠ

[illegible], মথুরা।

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গোকুলবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], [illegible] (পাঞ্জাব।)

সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রীমধুমঙ্গল ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, [illegible]

[illegible] বোম্বে

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, [illegible], মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রীগদাধর দাস অধিকারী

(৫১) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible] পোঃ পুরী উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible] মঠ

সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]কুটী

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কুমারেশ্বর, পুরী

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-প্রচার-মণ্ডপ

পোঃ [illegible], পাঞ্জাব

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]পুর, মেদিনীপুর

সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]

পোঃ [illegible] (মাদ্রাজ)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (মাদ্রাজ)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড লণ্ডন।

সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সেবক—স্বামী বিনোদবিহারী দাস

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible], [illegible] (ইউ-পি)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যার্ণব গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,

[illegible]পুর (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী বিলাসাবতার দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

[illegible] (ইউ, পি)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদক

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়			বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৮০			
ঐ ঐ ইঞ্চ ৫৲		১৷৹		১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲			৩
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲		৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চ ৩	২৷৹
ঐ সিকি কলম ১৫৲	১২৲
ঐ অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮
ঐ এক কলম ৩৫৲	

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৫
ষাণ্মাসিক ঐ	২৸৹
ত্রৈমাসিক ঐ	১৲
মাসিক ঐ	[illegible]

প্রতি সংখ্যা ৫ ; [illegible] বিনা মূল্যে।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ [illegible] বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গ্রেষণা ও তথ্যপূর্ণ [illegible] এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ [illegible] (chart [illegible]) [illegible] অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible]।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

নবযুগ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

[illegible] শ্রীশ্রীল [illegible] উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও [illegible] সকল [illegible] প্রদান করিয়াছেন [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোহর। [illegible] ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷৹ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—নবযুগ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, বাংলা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, [illegible] জগতের [illegible] ধর্ম্ম, মতবাদ, [illegible] সামঞ্জস্য, 'ত'ত্ত্বিক সৎসিদ্ধান্তসকল প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—নবযুগ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible] মাইনর স্কুল [illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচালিত হোক। [illegible] ছাত্রগণের জন্য [illegible] ব্যবস্থা [illegible]। বেতন ও [illegible] প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ১৷৹ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৸৹ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর [illegible] শিক্ষা [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র ৫৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] শ্রীযোগপীঠ [illegible] পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] শ্রীল [illegible] পুরো শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] সংস্করণ [illegible] গীতার [illegible] গীতার মূল শ্লোক [illegible] অর্থ [illegible] গীতা পাঠ করিয়া [illegible] মূল্য মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] শ্রীযোগপীঠ [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, যাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৩ পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবিহারী [illegible] বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ [illegible] জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত [illegible] পণ্ডিত ও [illegible] যে সমস্ত [illegible] করিয়াছিলেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তময় [illegible] এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ [illegible] ও তদনুগ [illegible] গৌড়ীয় [illegible] আচার্য্যবরের [illegible] অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই 'নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুর্ব্বেদাধ্যায়ক ব্রহ্মসূত্রের [illegible] অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত [illegible] সংক্ষেপে [illegible] শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'গোবিন্দভাষ্য' টীকা [illegible] বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২, মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'বলিকা' টীকা, [illegible] ব্যাখ্যা ও সূচীসহ [illegible] নবদ্বীপধাম [illegible] গৌড়ীয়-মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীকুঞ্জবিহারী ভক্তিভূষণ? শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া ;

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

[illegible] এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০,
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮,
দশম স্কন্ধ— ৯,
২। আনন্দ নিতাই শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবীমা) ৯,
৩। আনন্দময় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবীমা) ৪,
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১,; ৩য় খণ্ড—৸
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ১,; ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১॥০
৮। গৌরকৃষ্ণোদয় দীপিকা সংস্কৃত দীপিকা ১॥০
৯। বৈষ্ণবমঞ্জুষা ৪,
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৪,
১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২,
২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১,
৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বিরহ তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। ঠাকুরোপনিষৎ
১৮। ব্রাহ্মণ আনন্দ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়সংস্কার ।৶০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও শ্রীনবদ্বীপশতক বাঁধা ১,
২৪। গীতা (শ্রীধরস্বামী টীকা-সহ) ৩,
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ অবীমা) ২, ১,
২৬। গীতার [illegible]
২৭। শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ (সাধনান্তঃ) ১,
২৮। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (সাধনান্ত
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। জীব-শিব -তত্ত্ব ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ॥০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ৫ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী
৪০। কল্যাণকল্পতরু ৶০
৪১। গীতাবলী ১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ॥০
৪৩। সারশতক
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)
৪৯। অর্চ্চনকণ
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড)
৫১। প্রশ্নসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সাতখান) ০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তভাগবতী বা সারার্থপ্রদর্শিনী ০
৫৬ ভাগবত ও ভাগবত ৶০
৫৭। উপদেশামৃত (সার্থক)
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা
৫৯। শিক্ষাষ্টক
৬০ সারস্বতী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত
৬১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।০
৬২ শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধ [illegible] ।০
৬৩। সটীক-[illegible] ।০
৬৪। [illegible]
৬৫। সারস্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়সংস্কার্ণয়ঃ
৬৭। সারার্থদর্শিনী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত
৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিজিট টু [illegible] ।০
৭০। [illegible] ৴০
৭১। বেদান্ত - [illegible]
৭২। [illegible] ।০
৭৩। [illegible] ।৶০
৭৪। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৫। [illegible]
৭৬। শ্রীমৎ গৌড়ীয়মঠ ও কুঠীঃ
৭৭। [illegible] ও কাব্য
৭৮। [illegible] ০

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ১০,

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত
৮০। [illegible]
৮১। সাধন-পথ
৮২। [illegible] ৴১০
৮৩। [illegible] ৴১০
৮৪। কল্যাণ [illegible] ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত
৮৫। কল্যাণ [illegible] ০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত
৮৬। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯,

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগোদ্রুমপীঠ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। অধ্যায়, শ্লোকসমূহের অর্থ, গাথা, বহুস্থানের পরিশিষ্ট বিষয়-নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী সম্বলিত সহিত গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীগোদ্রুমপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গদ্যাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা। ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগোদ্রুমপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	২-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২ ২	
দমদম ,,	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১০-১৮	১৩-২০			২২	
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-২৮	
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১৩-৩৩	১৫-৫	১৮-৪৯	১৯-৪০	৪-৩৬	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১০-৪৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৩১	

(বদল) ছাঃ	৭-১৮	১০-৩১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-১৯	১৮-১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬

দমদম.. ১১-১৮

রাণাঘাট পৌঃ ১-৫৫

ছাঃ ১৩-০

শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৮

(বদল) ছাঃ ১৩ ৩৩ (ন্যারো গেজে)

কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬ ১	৮-৬	১১-৪	১৩-২২	১৬-৮	১৮-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫ ০	১৬-৪৬	১৯-১৯

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬ ৫৬	১৯-২৯	২০-৪৬	৬-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৪৫	৯-২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯	৪ ১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৭	৯-৩০	১২-৪৬	৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৫	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৩	২১-৩৬	২৩-১	
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১ ২০	১৪ ২৬	১৭ ৪৬	২১-৪০	২৩ ১৫	৭ ১৬	

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক বিদ্যালীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের গভীর শাস্ত্রীয় গবেষণা, চৈতন্য-বৈষ্ণবাচার্য্য এবং মহোদয়ের শ্রৌতপথের গবেষণা এবং পারমার্থিক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের লীলাচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অপূর্ব্ব গ্রন্থ নানাচিত্র বিচিত্র চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়সূচিকা (contents ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত শব্দসূচী (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা নদীয়া

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এইস্থানে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪ ৪ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর চাউলপট্টিতে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহাশোষ পাচন

সর্ববিধ প্রমেহের অব্যর্থ মহৌষধ।

আয়োজিত প্রমেহের জীর্ণ শীর্ণতায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ঔষধের মত কার্য্য ভিত অত্যন্ত অধিক। নিত্যব্যবহার্য্য সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৮০ দশ আনা বড় বোতল ১॥০ আটার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র—

—১১নং, উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

—আড়বেলিয়া, ২৪ পরগণা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD NO 154.

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-বিনোদ

—০—

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য, ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৸০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

—০—

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ } মাধব ৪৫৪ গৌরাব্দ ৫ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১৮ই জানুয়ারী ইং ১৯৪১, শনিবার { ২৬১-৬২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

মাধব [illegible] গৌরাব্দ ৪৫৪

দুই একটী কথা

—::০::—

লোকবুদ্ধিতে যে কোন বস্তুর সমষ্টি লোকব্যসন। যাহারা ঐরূপ লৌকিকতার সঙ্গ করে, আর যাহারা প্রচ্ছন্নভাবেই হউক বা স্পষ্টভাবেই হউক ভগবৎ-সেবা ব্যতীত স্বতন্ত্র অন্য কোন অভিলাষ পোষণ করে বা উহাকে বহুমানন করে, তাহাদের সঙ্গই অসৎসঙ্গ। জগতে যদি এই প্রকার লোকের সংখ্যাই বেশী থাকে, এমন কি, শতকরা প্রায় শতজনই যদি ঐরূপ ধরণের লোক হয়, তথাপি তাহাদের সঙ্গ হইতে কৌশলে স্বতন্ত্র ও সতর্ক থাকিয়া সাধুসঙ্গে হরিসেবাময় জীবন যাপন করিয়া সদাচার সংরক্ষণ করিতে হইবে। ত্যাগী বড় না ভোগী বড়, গৃহস্থ বড় না মঠবাসী বড় ইত্যাদি মনঃকল্পিত বিচারে সময় নষ্ট না করিয়া 'কৃষ্ণ ভজে সেই বড়' বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। প্রকৃত গৃহস্থগণ গৃহব্রত নহেন, তাঁহারা কৃষ্ণব্রত। প্রকৃত সন্ন্যাসিগণ অবৈষ্ণবের প্রতি সন্ন্যাস করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা ত্যাগ করেন নাই, পরন্তু তাঁহারা কৃষ্ণসংসারের সংসারী বা কৃষ্ণকার্য্যগৃহব্রত। বৈষ্ণব গৃহস্থ ও বৈষ্ণব সন্ন্যাসীতে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। উভয়েই কৃষ্ণভক্ত। আদর্শ গার্হস্থ্য-ধর্মই পারমহংস্যাদর্শ। আদর্শ গৃহস্থ গৃহকে হরিনিকেতন করিতে পারিয়াছেন। তিনি বড় বেগজয়ী গোস্বামী। তিনি গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক যুক্তবৈরাগ্যাচরণে সম্পূর্ণ অধিকারী। এইরূপ গৃহস্থ হওয়া সোজা নহে; বরং উহা সন্ন্যাস অপেক্ষাও অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ ও নিয়মবদ্ধ। আর যিনি অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া কায়, মন ও বাক্যকে অনুক্ষণ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছেন, তিনি আদর্শ সন্ন্যাসী। এই আদর্শ গৃহস্থ বা আদর্শ সন্ন্যাসীতে কোন ভেদ নাই। উভয়েই কৃষ্ণস্বজন।

ভোগী ও ত্যাগী—এই উভয় অভিমানই অভক্তি। এই দুইটি অভক্তি-অভিমান পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের দাস হইতে হইবে। গৃহব্রত না হইয়া গৃহস্থ অর্থাৎ কৃষ্ণগৃহস্থ হইতে হইবে। প্রকৃত গৃহস্থের কর্ত্তাভিমান নাই। তিনি শ্রীরূপের শ্রীপাদপদ্মধূলিতে আত্মবদ্ধ। ভোগী গৃহস্থও হইতে হইবে না, আবার পারমার্থিক জীবনের নবীন প্রভাতে যে বহির্ম্মুখ মানবের প্রতিষ্ঠালাভেচ্ছা বা ত্যাগের পিপাসা জাগ্রত হয়, তাহাকেও প্রশ্রয় দিতে হইবে না। শুদ্ধভক্তের পদধূলি হইতে হইবে।

শ্রীরূপানুগ বৈরাগ্যবিগ্রহ। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের ধূলিই আমার স্বরূপ—এই উপলব্ধি হৃদয়ে স্থান পাইলে আর কোন বালাই থাকে না। অপ্রাকৃত-বৈরাগ্যের পক্ষপাতী হইয়া গৃহত্যাগের কোন মূল্য নাই। দেহ-গেহ স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তি পরিত্যাগ করাইয়া ভক্তিভজনময়ী 'নিষ্কিঞ্চনতা' লাভের আশায় অপ্রাপ্ত হইবার জন্যই গৃহবাসের দরকার। যেমন স্ত্রী-সম্ভোগস্পৃহা সঙ্কুচিত ও ক্রমে নির্ম্মূলিত করিবার জন্য বিবাহিত জীবনে বৈধ স্ত্রীসঙ্গের ব্যবস্থা, পরন্তু স্ত্রী-সঙ্গে আসক্তি বর্দ্ধনের জন্য নহে, তদ্রূপ গৃহাদিতে আসক্তি পরিত্যাগ করাইবার জন্য হরিভজনের অনুকূল গৃহবাসের ব্যবস্থা—চিরকাল গৃহবাসের জন্য নহে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, গৃহব্যাসক্ত কালে কালে প্রত্যহ ভগবদ্ভক্তগণের সেবিত হইয়া সৎসঙ্গে প্রত্যহ অমৃতস্বরূপ ভগবানের অবতারের কথা শ্রবণ করিতে করিতে আসক্তি পুরুষের স্বপ্ন ও স্বপ্নবৎ মৃত্যুমান দেহ-স্ত্রীপুত্রাদিতে ধীর ব্যক্তি সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে।

পরমহংসগণ যেখানেই থাকুন, তাহা সাক্ষাৎ বৃন্দাবন। তাঁহাদের হৃদয়-বৃন্দাবনে ভগবান্ নিত্যকাল বিলাস করিতেছেন। তিনি গৃহস্থ হউন, মঠবাসী হউন বা বনবাসীই হউন, তাঁহার পদধূলির জন্য অকপট স্পৃহা হৃদয়ে জাগিলে আর কোন ভোগের বা ত্যাগের বাহাদুরী নষ্ট হওয়া শুদ্ধ সেবাধিকার লাভ হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'শিক্ষায় কৌপীন ধারণ ও মাধুকরী-ব্রতে অবস্থানকে দীক্ষিত করাই ভজনের আকাঙ্ক্ষা, কেবল না একাকী সকল কষ্ট [illegible] তখন বরণ করিতেই হইবে। এই কৌপীন [illegible] মায়াবাদীর কৌপীনবস্ত্র নয়, [illegible] ইন্দ্রিয় কৌপীন নহে বা মাধুকরী-ভিক্ষা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির উদরবেগের তাড়নাজনিত অভাববোধ নহে। এই কৌপীনগ্রহণ—শ্রীরূপানুগগণের বৈষ্ণবতা, তাহা গোপীর আনুগত্য বা স্বরূপানুভূতি অর্থাৎ লোক বা পুরুষাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক গোপীর কিঙ্করী অভিমান। আর মাধুকরী—নিরপেক্ষ বা ভজনের সংরক্ষণ অবস্থায় অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণানুসন্ধান। তাহা উদরবেগের জন্য ভোজ্য সামগ্রী-অনুসন্ধান নহে।

হরিভজন করা ভাল বা হরিভজন করা উচিত, এই কথা শুধু মুখে বলিলে প্রয়োজন হইলে হরিভজনে অগ্রসর হওয়া যাইবে না; সেবাই যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবৎ-কৃপা—ইহা না বুঝিয়া কেবল 'কৃপা কৃপা' বলিয়া চীৎকার করিলে ফল পাওয়া যাইবে না। যেখানে হরিভজন করিবার ইচ্ছা উদিত হইয়াছে কিন্তু কার্য্যে পরিণত হইতেছে না, সেখানে হৃদয়দৌর্ব্বল্যরূপ অনর্থ জনিত প্রতিবন্ধক রহিয়াছে জানিতে হইবে। নদীর পারে দাঁড়াইয়া কেবল সন্তরণের কষ্টতা ও প্রয়োজনীয়তার প্রশংসা ও তাহাতে উৎসাহ-পোষণ করিলেই কি নদী পার হওয়া যাইবে? যে নদীতে নামিয়া সাঁতার শিখিবার চেষ্টা করিতেছে এবং সাঁতার শিখিবার কালে দুই একবার হাবুডুবু খাইতেছে কিম্বা সাঁতার [illegible] অনুশীলন করিয়া [illegible] তাহাদের প্রাণ দেখিতেছে, সেই [illegible] পরাশ্রিত ব্যক্তি অকপট হইলে [illegible] কোনদিন সংসার-সাগর [illegible] পার হইবে। যে ব্যক্তি সাঁতার শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছে, একদিন তাহার সাঁতারশিক্ষা [illegible]

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

বিদূরিত হইবে এবং সে সাঁতার শিখিয়াও ফেলিবে। নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে সাঁতার শিক্ষা করা যাইবে না।

হরিসেবা প্রাকৃত বিদ্যা বা দক্ষতা লাভের ন্যায় ক্লেশকর ব্যাপার নহে। যাহারা হরিসেবায় প্রবৃত্ত না হইয়া অন্যভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের নিকটই হরিসেবার কার্য্য কষ্টকর ও কঠোর বলিয়া মনে হয়, এবং তাহারাই হরিসেবাবিমুখ হইয়া অধঃপতনের গহ্বরে পতিত হইয়া পড়ে। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে গুরুকৃপায় হরিসেবাসৌন্দর্য্যের একটী কণাও আস্বাদন পাইয়াছেন, তাঁহারা কখনই তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যদি দুর্দ্দৈববশতঃ হরিসেবা কার্য্যে উদাস হইয়া কেহ অনিচ্ছ অবস্থায় ভজন হইতে কোন প্রকারে ভ্রষ্ট হন, এমন কি, ইহলোক ত্যাগ করেন, তথাপি তাঁহার ভজনের কোন ক্ষতি হইবে না। তিনি যতটুকু সময় হরিভজনে অগ্রসর হইয়াছেন, ঈশ্বরেচ্ছায়ও কেহই সেই অকপট সেবাবিন্দুর অনুশীলনকে চিরতরে বিনষ্ট করিতে পারেন না। যদিও সাময়িকভাবে তাহা লুপ্ত থাকে, তথাপি একদিন না একদিন সেই সুপ্ত বৃত্তি পীযূষকে পুনরায় উদ্বুদ্ধ হইয়া পড়িবে তাহা অধিক দিন চাপা থাকিতে পারিবে না।

সেবাপ্রাপ্তির মূলই সেবালাভের উপায়। কেননা ভক্তির দ্বারাই ভক্তিলাভ হয়। কোন যোগ্যতা না থাকিলেও যদি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র অহৈতুক-ভগবান্ কোন সুকৃতিমান্ ব্যক্তির প্রতি হঠাৎ প্রসন্ন হইয়া পড়েন তবে ভক্তিলাভ অতি সুলভ হইয়া পড়ে। সর্ব্বাপেক্ষা অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষেও অকস্মাৎ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের কৃপালাভ হইতে পারে। তবে ইহা খুব বিরল। আবার সাধুর দ্বারাও ভগবৎকৃপা লাভ হয়। ভাগবত শ্রবণ বা হরিকথা-শ্রবণাদি হইতে সাধনবল লাভ হইয়া থাকে। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজনাদি হইতেও সাধনবল পাওয়া যায়। ভক্তিই উপায়, ভক্তিই উপেয়। সাধনভক্তি উপায় ভক্তি আর প্রেমভক্তি প্রাপ্য বা উপেয়ভক্তি। সাধুগণই হরিকথা-কীর্ত্তনকারী। আমাদের দিক্ হইতে কেবল হরিকথা-শ্রবণের জন্য লোভ থাকা আবশ্যক। সাধুর কাছে বসিয়া বসিয়া কেবল হরিকথা শুনিলেই হইবে না। পরন্তু পাঠশ্রবণের পর শ্রোতা যদি পাঠক অর্থাৎ আচার প্রচার যুক্ত কীর্ত্তনকারীরূপে পরিণত হন, তবেই তাঁহার ভজন আরম্ভ হইল। যাহারা কপটতা করিয়া বাহিরে অভক্তের ছলনা প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্তরে ভোগবুদ্ধি সংরক্ষণ করে, তাঁহাদের প্রকৃত কীর্ত্তন বা ভজন হয় না। তাহারা কীর্ত্তনসেবার ছলে জগদ্বঞ্চনে প্রতিষ্ঠাশী কপটভক্ত হইয়া পড়ে।

শ্রদ্ধাই মঙ্গলোপায়

কৃষ্ণবৈমুখ্যই অসুবিধা। কৃষ্ণকে ভুলিয়াই যত কিছু অসুবিধা বা জঞ্জাল উপস্থিত হইয়াছে। মায়াগ্রস্ত হইয়াই এই বিপদ্ ঘটিয়াছে। ভূতে ধরিলে যেমন লোক নিজেকে নিজে বিস্মৃত হইয়া যায়— সে মানুষ কি পশু জানিতে পারে না, কেহ তাহাকে জানাইয়া দিলেও সে বুঝিতে পারে না, অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। ভূতগ্রস্ত জীবের যেরূপ অন্য একটা শক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ায় নিজেকে এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনকে এবং অন্যান্য বস্তুসমূহের বিষয় ভুল হইয়াছে, তদ্রূপ বদ্ধজীব আমাদের অবিদ্যাগ্রস্ত হওয়ায় স্বরূপবিস্মৃতি ঘটিয়াছে। অবিদ্যা হইতেই ভোগবাসনা উদিত হইয়াছে—স্বস্বরূপ, পরস্বরূপ, বিরোধিস্বরূপ এবং উপায়-উপেয়-স্বরূপজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, ইহাই অসুবিধা। ভগবৎ-স্মৃতি সুবিধা এবং ভগবৎ-বিস্মৃতিই অসুবিধা। এই অসুবিধা না গেলে সুবিধা বা মঙ্গললাভ হয় না। মঙ্গল—কৃষ্ণ। মঙ্গল লাভ বা সুবিধা লাভের বাধা অসুবিধা বা অমঙ্গল। কৃষ্ণসেবা কামনাই সুবিধা আর স্বসুখকামনা বা নিজেন্দ্রিয়তর্পণপ্রবৃত্তিই অসুবিধা। এই অসুবিধার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায় সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ
সতাম্॥

শ্রদ্ধা সহকারে যিনি কৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন, তাঁহার হৃদয়ে মায়িক ভোগপর বাসনাসমূহ কোনক্রমেই থাকিতে পারে না। সেবোন্মুখ ব্যক্তির এতান্ কর্ণে কৃষ্ণকথা প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে স্বচ্ছ নির্ম্মল করে। হরিস্বরূপ শব্দ ভোগময়ী চিত্তাবস্থাকে বিনষ্ট করে। সাধুমুখে শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা কৃষ্ণ সেবক হইলেই অবিদ্যা বিনষ্ট হইবে—অসুবিধা দূরীভূত হইয়া সুবিধা লাভ হইবে। তখন আর ভোগপ্রবৃত্তি থাকিবে না, উত্তরোত্তর সেবাপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইবে।

আমরা বর্ত্তমানে নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া আছি। এতদবস্থায় সুবিধা লাভ আমাদের কি প্রকারে হইতে পারে? সুবিধা লাভের বিরুদ্ধ বস্তুই সুবিধা লাভের পথ রুদ্ধ করে। 'আমি অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া আছি'—এই জ্ঞানই অনেক সময় সুবিধা লাভের সন্ধান দেয়। 'আমি অসুবিধাগ্রস্ত, আমি সুবিধা চাই, মঙ্গল চাই' সর্ব্বক্ষণ এই চিন্তা প্রবল হইলে ক্রমশঃ সুবিধা লাভের জন্য যত্ন হইতে থাকে। 'কে আমি, কেনে মোরে জারে তাপত্রয়?' এই স্বরূপজ্ঞানের অভাববশতঃই আমাদের অসুবিধা যাইতেছে না। সাধুর নিকট শরণাগত হইয়া যতই হরিকথা-শ্রবণ করিব, যতই কুবাসনা অপসারিত হইবে, ততই শ্রেয়ঃপথে অগ্রসর হইতে পারিব। আস্তিক না হইলে অসুবিধা যায় না। গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস বা নিষ্কপট আস্তিকতা। আস্তিকতা শরণাগতিমূলক। আমি অসহায়, আমি পতিত, আমি সেবা-বিমুখ—এই উপলব্ধি শ্রীগুরুপাদপদ্মে জীবকে শরণাগত করায়। এ বস্তুটির জগতে একান্ত উপলব্ধি হওয়া দরকার। আমার আর কেহ নাই—ইহা উপলব্ধ হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইবার জন্য হৃদয়ে বল ও প্রেরণা পাওয়া যায়। ইহাই আস্তিকতা। শ্রদ্ধাবান্ জনগণ আস্তিক, আর শ্রদ্ধাহীন জন নাস্তিক। নাস্তিকতা যাহার যত বেশী, সে তত ভগবৎকৃপা হইতে বঞ্চিত—অসুবিধাগ্রস্ত। এই নাস্তিকতা বা অশ্রদ্ধাই সমস্ত অসুবিধার মূল। সমস্ত অসুবিধার জননী দৈবী মায়া। আর সমস্ত সুবিধার মূল ভক্তিময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম। বাস্তবসত্তা বা একমাত্র মঙ্গল তখনই করায়ত্ত হয়—যখন আমরা সেবোন্মুখ হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করি। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয়গ্রহণই সকল মঙ্গলের সেতু। আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত সন্তোষণের অন্য উপায় নাই। নিষ্কিঞ্চন মহাজনগণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় ব্যতীত মঙ্গল বলিয়া কোন কথাই থাকিতে পারে না। সাধু মহাজনের নিকট ভগবানের কথা শ্রবণ করিয়া যখন আমরা তাঁহার কৃপা লাভের জন্য যত্ন করি—তাঁহার একান্ত শরণাগত হই—কৃপা ছাড়া গতি নাই, একথা হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারি, তখনই আমাদের সুবিধা হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মে পূর্ণ শরণগ্রহণ ব্যতীত জীবের পূর্ণ মঙ্গল হইতে পারে না। দেহে 'আমি-আমার'-বুদ্ধি প্রবল থাকিলে সুবিধা হইবে না। দেহাভিনিবেশ ছাড়িয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবিষ্ট হইতে পারিলেই মঙ্গললাভ হইবে। আমাদের প্রত্যেক পদবিক্ষেপে, স্বপনে, জাগরণে, শয়নে যে কোন কার্য্যকালে গুরুকৃপা যদি আমাদের স্মৃতিপথে না থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা বিপথগামী হইবই হইব। ভগবান্‌কে কেন্দ্র করিয়া সকল কাজ করিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে—অসুবিধা চলিয়া যাইবে। অনন্য সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত জীবের পূর্ণমঙ্গল নাই—নাই—নাই।

হরিকথা-শ্রবণকারীর কোন কালেই বিনাশ নাই। সেবোন্মুখতাই মঙ্গললাভের একমাত্র যোগ্যতা। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গই একমাত্র মঙ্গলজনক। সেবোন্মুখ কর্ণে সাধুর সঙ্গই প্রকৃত সাধুসঙ্গ। যাঁহারা সাধুসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্য কার্য্যে সময়ক্ষেপ করিবার অবসর নাই। তাঁহারা সেবাদ্বারা ভগবান্‌কে আকর্ষণ করেন এবং নিজেরা কৃষ্ণের আকর্ষণে আকৃষ্ট হন। ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সাধুর শ্রীমুখে শব্দরূপে আবির্ভূত হইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হন। যখন সেই শব্দের একান্ত শরণাগত না হইয়া বহির্বিষয়ের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শাদিতে আকৃষ্ট হইয়া পড়ি, তখনই আমরা শ্রেয়ঃ-পথ হইতে বিচলিত হই—বাস্তবসত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যাই।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবাতেই জীবের একমাত্র মঙ্গল। মঙ্গলময়ের—কৃপাময়ের কৃপাতেই আমাদের অসুবিধা কাটিয়া যায়। তাঁহার কৃপা ব্যতীত জীবের কিছুতেই মঙ্গল হইতে পারে না। তাঁহাকে আপন বা নিজের বলিয়া জ্ঞান না হইলে মঙ্গলের পথেই বাধা হয় নাই বা নষ্ট হইবে। তাঁহাতে 'আমার লাগি' পতিতপাবন' এ বিচার হইলে আর অনর্থের আক্রমণ কার্য্যকরী হইতে পারে না। অতএব—অনিত্য বস্তুতে মন হইলে নিত্যবস্তুতে—গুরুদেবে আদর হয় না। তাই সত্যবস্তুতে আগে শ্রদ্ধাই প্রয়োজন। সত্যবস্তুতে শ্রদ্ধার অভাব বশতঃই আমাদের অসুবিধা যাইতেছে না। আমরা অন্ধের ন্যায় উন্মুক্ত কিছুতেই করিব না। যদিও বা সত্য বুঝি, তথাপি চক্ষু খুলব না। সুতরাং আলো পাইব কি করিয়া? আমরা পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীকৃত সুকৃতির বলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান পাইয়াছি, তাঁহার চরণাশ্রয়ের সুযোগ ঘটিয়াছে বটে কিন্তু যদি তাঁহাতে শ্রদ্ধা ও দৃঢ় বিশ্বাস না হয়, তাঁহাকে কৃষ্ণের জন, কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ বলিয়া উপলব্ধি না হয়, তাহা হইলে সেইরূপ আশ্রয়গ্রহণের কি মূল্য আছে? অন্ধকারে কল্পনা করিয়া লক্ষ্য স্থির করিলে লক্ষ্যভেদ হইবার নিশ্চয়তা আছে কি? তাই শ্রদ্ধার অভাববশতঃ আমাদের মঙ্গললাভে—অসুবিধা যাইতে এত দেরী পড়িতেছে। নতুবা শ্রীগুরুপাদপদ্ম

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্য্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ;—এই দুই রূপ॥

'আত্ম কর্ষিয়া মঙ্গল লাভ করিতে এত সময় লাগে না, মঙ্গলময়ের চরণাশ্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মঙ্গল হইত। অস্ত্রতাই মঙ্গলপ্রাপ্তির একমাত্র বাধা। এই বাধা অতিক্রমের একমাত্র উপায় 'আমার মঙ্গললাভ হইল না' বলিয়া অকপটভাবে অনুক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাভিক্ষা করা—অশ্রুভিক্ষা করা।

"সকল ছাড়িয়া ভাই শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই,
যাঁর কৃপা ভক্তি দিতে পারে।"

প্রকৃত বিধি

——::o::——

শ্রীগুরুকৃষ্ণকে সর্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে—ইহাই মূল বিধি। শ্রীগুরুকৃষ্ণকে কখনই—কি সুখে, কি দুঃখে, কি সম্পদে, কি বিপদে—কোন অবস্থাতেই ভুলিতে হইবে না—ছাড়িতে হইবে না। ইহাই মূল নিষেধ। অন্যান্য সমস্ত বিধি ও নিষেধ এই মূল বিধি-নিষেধের অনুগত। কৃষ্ণকে ভুলিতে হইবে না—এই নিষেধ যিনি লঙ্ঘন করিয়াছেন, তিনি না করিয়াছেন এমন কোন অন্যায় কার্য্য নাই। যাহাতে গুরুকৃষ্ণের সুখ বা সংবাদ হয়, তাঁহাদের সুখের জন্য যে সকল ব্যবস্থা তাহাই বিধি—তাহাই সত্য—তাহাই নীতি। ভগবৎসুখবিধানচেষ্টা বাদ দিয়া নীতি বা বিধির কোন সার্থকতা নাই, তাহা দুর্নীতি বা অবিধি। পরমার্থনীতি ভগবদ্ভক্তিময়ী, ভগবৎসুখবিধানময়ী। তাহা নিজেন্দ্রিয়প্রীতিময়ী নহে। যে নীতি বা বিধিতে গুরুকৃষ্ণের সুখের কোন কথা নাই, যে নীতিতে নিজের দৈহিক বা মানসিক সুখসুবিধা, মঙ্গলামঙ্গলের কথাই অধিক, তাহা ভক্তের নীতি বা বিধি নহে। তাহাকে পারমার্থিকগণ দুর্নীতি বা কুনীতিই বলিয়া থাকেন। পরমার্থনীতি—ভক্তিপরা—ভগবৎসুখসাধিকা। আর লৌকিক নীতি ইহলোক বা পরলোকে নিজসুখসন্ধানপরা—নিজসুখসাধিকা। তবে পাপ করা অপেক্ষা ইহা ভাল। নীতির বা বিধির মুখ্য উদ্দেশ্য—যেনতেনপ্রকারেণ বহির্মুখ জনসাধারণকে পরমার্থের ভূমিকায় আনয়ন: তাহা আচরণময়ী। সর্বাগ্রে নিজে এই নীতি পালন করিয়া জগতে অন্যকে উপদেশ দেওয়া উচিত। কিন্তু এইটী যদি বাদ পড়িয়া যায় তাহা হইলে কি লাভ হইল? যে কোন প্রকারে হউক সেবা করাই আমাদের নিয়ম হওয়া উচিত। জীবনযাত্রা যদি পরমার্থের জন্য হয়, তবে জীবননির্বাহের জন্য যে নীতি তাহাকে গৌণনীতি বলা যাইতে পারে।

আমি শ্রীগুরুকৃষ্ণের অযোগ্যতম কিঙ্করকিঙ্কর—তাঁহাদের পদধূলিই আমার সত্য, সুতরাং তাঁহাদের কৃপাপাত্র হইতেই হইবে—নিত্যকালনিয়ত হইতেই হইবে। যদি আমাদের ইহাই একমাত্র প্রয়োজন হয়, তাহা হইলেই আমরা ভক্তনীতি বা সেবানীতিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব। যদি ভজন আমাদের উদ্দেশ্য হইলে সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনই আমাদের বিধি হইবে—ভক্ত্যনুকূল গ্রহণ ও ভক্তিপ্রতিকূল-বর্জ্জনই নীতি হইবে। আর যদি ঐকান্তিক ভক্তিলাভই উদ্দেশ্য না হয়, হরিভজনের সঙ্গে ভোগের আকাঙ্ক্ষাও প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, তাহা হইলে অনুসারেই আমরা বিধিপালনে তৎপর হইব। ভক্তের সেবাই নীতি—'সেবা সে নিয়ম।' ইহাই মুখ্যনীতি—শ্রেষ্ঠনীতি বা ভক্তিনীতি। এই নীতি পালনের জন্য তৎপর হইতে হইবে। ইহাই আমাদের প্রয়োজন, এই শ্রেষ্ঠনীতি হরিভক্তি অনুশীলন করিতে গিয়া যদি লৌকিক নীতির সহিত বৈষম্যও ঘটে, তাহাও ভাল। গুরুপাদপদ্মের কৃপাপাত্র হইতেই হইবে, এই প্রতিজ্ঞাকে আমরা কিছুতেই ছাড়িব না এবং কৃপালাভের যে পন্থা তাহাও কিছুতেই ছাড়িব না। হৃদয়ে যদি এইরূপ সংসাহস, উৎসাহ ও লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে আমাদের ভক্ত্যনুকূল গ্রহণ ও প্রতিকূল বর্জ্জন ঠিক হইবে প্রত্যাহার ও পরানুশীলন হইবে, আমরা ভক্তিনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব। ভগবৎসেবাহীন নীতিকে অসার বলিয়া জানিতে হইবে। ভগবৎসেবাশূন্য নীতিপালনে লোকের অমঙ্গল বা ধ্বংস অনিবার্য্য।

ভগবানের সেবার জন্য যাহা করা যায়, যাহা ভগবানের সুখদায়ক হয়, তাহাই বিধি। ভক্ত যাহা করেন, তাহাই বিধি। যেখানে নিজের অর্থ-কাম-চরিতার্থের বিন্দুমাত্রও স্পৃহা নাই, সেখানেই সেবা হয়। বাহ্যদৃষ্টিতে ভক্ত ও অভক্তের ক্রিয়া-কলাপে অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে, তাই অভক্ত ব্যক্তিগণ ভক্তদর্শনে ভুল করে। ভক্তগণ ভগবানের সেবার জন্য সমস্ত করিতে পারেন। তাহাতে তাঁহাদের কোন দোষ হয় না। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

মৎ‌র্থমর্থং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎ-
প্রভাবতঃ॥

ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তগণের ভগবানের জন্য কৃত পাপসমূহ ধর্ম্মনামে কথিত হয় আবার ভগবান্কে অনাদর করিয়া নিজের জন্য কৃত ধর্ম্মসকলও ভগবৎপ্রভাবজনিত অপরাধবশতঃ পাপে পরিণত হইয়া থাকে।

ভগবানের সেবার জন্য যাহা করা যায়, তাহা খাঁটি সত্য, তাহা কখনও মিথ্যা নহে। কিন্তু তাই বলিয়া ভগবানের দোহাই দিয়া মিথ্যা কথা বলা, চুরি ডাকাতি করা অন্যায় অন্যায়। ভগবদ্ভক্তগণ কোনও অন্যায় কার্য্য করেন না। পাপ ও পুণ্যের কথা, উভয়ের জন্য নির্ম্মল হৃদয়ে

মৃত্যুঞ্জয়ী কে?

——::(o)::——

যাহার প্রাণ নাই সে মৃত। জীবাত্মাই প্রাণ। দেহ হইতে জীবাত্মা বহির্গত হইলে তাহাকে শব বলে। যাহাদের চেতন প্রাণ আছে, কিন্তু সে চেতন ক্রিয়ারহিত, আত্মা আছে, কিন্তু পরমাত্মার সেবা করে না তাহাকে জীবন্মৃত বলে। চেতনই চেতনের সেবা করেন, অচেতন পারে না। অচেতন জড়।

নিজসুখপর পুণ্যকামনাও স্থান পায় না। তাঁহারা সতত গুরুকৃষ্ণসেবাপরায়ণ। তাঁহাদের সেবাসুখ-আশা-ভরা চিত্তধারার মধ্যে উত্তর কথা প্রবেশ করিতে পারে না, তাঁহাদের আহার বিহার, শয়ন স্বপন সকলের মধ্যে সেবাসম্পাদনই বিহিত আছে। সতত গুরুসেবারত হইয়া কোনরূপে জীবন নির্ব্বাহ করিয়া চলাই উচিত। হরিভজনোপযোগী দেহ রক্ষা করিয়া চলাই বিধি। অতিরিক্ত আহার ও অতি কম আহার এর কোনটীই উচিত নহে। কোনরূপে জীবন নির্ব্বাহ করিয়া চলিতে যাহা একান্ত প্রয়োজন তদতিরিক্তগ্রহণে অসুবিধা আনয়ন করে। বিষয়ে অতিনির্বিষ্ট না হইয়া অনাসক্তভাবে সর্ব্বথা যথ যোগ্য বিষয়স্বীকার অকর্ত্তব্য নয় না। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিবার জন্য যথাপ্রসাদ-সেবন দ্বারা ভজনানুকূল দেহ রক্ষা করিতে হইবে। প্রসাদ করিবার যোগাড় না থাকিলে অনুপ-পর্য্যাপ্ত দ্বারা প্রসাদের সন্ধান করিতে হবে। পাওয়া না পাওয়া ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকিলে অসুবিধা হইবে। পরমার্থ লক্ষ্য বিষয় হইলে এই সমস্ত বাজে কাযে মনঃক্ষেপ করিবার অবসর থাকিবে না, তবেই মঙ্গল হইবে। পূর্ব্বের সব অভ্যাস ত্যাগে যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন, নতুবা উন্নতিলাভের আশা নাই।

বাস্তব হরিভজনের পথে একজনের বিধি আর একজন ঠিক করিয়া দিতে পারে না। মূল বিধিনিষেধের কথা বলিয়া দিতে পারেন, কিন্তু তদনুসারে পদচালনা ও পরানুশীলনমুখে চলাটা ব্যক্তিগত। আমরা যদি বাস্তব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হই, তাহা হইলে আমাদের উন্নত-অবনতির দিকে নিজে নিজেই লক্ষ্য করিব এবং আমার জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের বিষয়ে গুরুবৈষ্ণবগণের নিকট জানিয়া লইয়া তাহা যথাযথ আচরণ করিব। আমাদের প্রয়োজন গুরুবৈষ্ণবের সুখবিধান এবং সেই পথে ঠিক ঠিকভাবে চলিতে হইলে যাহা আমাদের দরকার, তাহাই প্রকৃত বিধি।

হরিবিমুখতাই মৃত্যু। এই হরিবিমুখ জগতের সকলই মৃত্যুমুখে। ভগবান্কে ভুলিয়াই জীব মায়াকবলিত হয়। এ জগতে আমরা সর্ব্বদাই মৃত্যুর কবলে। ভগবানের নিত্য সেবানন্দ হইতেই জীব হরিবিমুখতারূপ মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে। হরিভজন করিতে হইলে এই মৃত্যুকে জয় করিতে হইবে। জীবন্মৃত হইয়া থাকিয়া—অচেতন বা জড়বৎ পড়িয়া থাকিয়া ভগবানের সেবা করা যায় না। মৃত্যু জয় করিবার চেষ্টা তাহার নাম সাধন। ভগবানের নিত্যসেবক শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যকিঙ্কর হইবার—এই জ্ঞান লাভ করা দরকার। আমরা গুরুদেবের নিত্যকিঙ্কর, তাঁহাদের আমার নিত্য সম্বন্ধ এবং আমরা তাঁহাদের সেবা ভুলিয়া অন্য কাহারও সেবা করিব না, তাঁহাদের সুখসাধনের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিব এইরূপ চেষ্টা করিলে আর হরিবিমুখতারূপ মৃত্যু আমাদের গ্রাস করিতে পারিবে না।

আমরা বস্তুতঃ মৃত নহি, আমাদের প্রাণ আছে, চেতন আছে, জীবন আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের এই চেতনতা সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের এই চেতনতা জাগ্রত করা দরকার। সাধুসঙ্গের দ্বারা এই চেতনকে জাগ্রত করা যায় না। সদ্গুরুর কাছে গেলে—চেতনকে জাগাইবার যে পন্থা তাহা স্বীকার না করিলে চেতনকে জাগান সম্ভব নয়, বরং অচেতনতাকে আরও অধিকতর দৃঢ় করাই হইবে। আমরা যদি সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ করি তবে হরিকথা শুনিয়া আমাদের চেতনতা জাগ্রত হইবে। চেষ্টা হইতে আত্মার প্রকাশ হইবে, বাসনা দূর হইবে, উন্নতির দিকেই আত্মা প্রকাশিত হইবে এবং উর্দ্ধলোকের দিকে লক্ষ্য থাকিবে। সেইরূপ আমাদের এই হরিবিমুখতারূপ মৃত্যুকে কি উপায়ে জয় করা যাইতে পারে? আমরা নিজে নিজে কোটি চেষ্টা করিলেও এই বিমুখতাকে দূর করিতে পারিব না। ভগবানের কৃপা সাধন যখন ভগবৎকৃপায় একমাত্র হয় তখনই আমরা এই মঙ্গল পরমবস্তুর সৌভাগ্য পাইয়া থাকি। ভগবানের কৃপাতেই সাধুদর্শন বা সাধুসঙ্গের সুযোগ ঘটিয়া থাকে। এই সাধুর চরণাশ্রয়ই মঙ্গলের বরণ করা। সাধুর কৃপাতেই আমরা হরিবিমুখতারূপ মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়া থাকি।

লৌকিক শিক্ষক বা জাগতিক গুরুগণ আমাদিগকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে পারেন না। ইঁহারা আমাদিগকে হরিভজনে সাহায্য না করিয়া অনিত্য ভোগসুখভিত্তিতেই প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন,

---

তাই সাধু শাস্ত্র তাঁহাদিগকে অজ্ঞানান্ধ বলিয়াছেন, তাঁহাদের ভজনপ্রণালী ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা আমাদিগকে সেবায় প্রবোধিত করেন, আমাদের ভোগের উদ্দেশ্যে না হইয়া ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলক। ... করেন, উহারাই প্রকৃত বন্ধু। তাঁহাদের সঙ্গ একমাত্র প্রার্থনীয় হওয়া উচিত।

দিন। ... সর্বক্ষণ সেবায় নিযুক্ত থাকেন ... ও প্রেরণা দান করে ... তাঁহারা ভগবানের নিজজন লোক এবং আমাদিগকে আপন বলিতে একমাত্র তাঁহারাই। ... বারবার বহুর অভাব হয় না। ভগবানের সেবার কথা না বলিয়া অন্যত্র কথায় আমাদের ... বাধিবার লোকের অভাব নাই। কিন্তু নিজে সর্বক্ষণ হরিভজন করিয়া আমাদিগকে সেবায় উদ্বুদ্ধ করেন, এরূপ লোকের সুদুর্লভ অভাব। যাঁহারা এরূপ সাধুর সন্ধান পাইয়াছেন এবং ভক্তজনোচিত সেবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহারাই সুদুর্লভ ধন লাভ করিতে পারেন।

এই হরিজন আশ্রয়ই যাঁহারা শ্রেয়ঃপথ গ্রহণ। যাঁহারা শ্রেয়ঃপথে বিচরণ করেন তাঁহারা ভগবানের যে প্রকার ... অধীনগণের সেই প্রকার অধীন। শ্রেয়ঃপথে ভক্তের আশ্রয়ই ভগবৎসেবা-প্রয়াসী থাকা কর্তব্য। একের আশ্রয় ছাড়া তিনি নিজে নিজে কোন কিছু করিতে যান না। শ্রেয়ঃপথের পথিকগণের ভগবৎসেবা ছাড়া আর কিছুই কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত হয় না। যাঁহারা এই শ্রেয়ের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রার্থনা—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

জীব আপন কর্মফলে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। ... বিচার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কর্মফলভোগকে ভগবানের কৃপা ও দয়া জ্ঞান করিয়া ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবৎপাদপদ্মে শরণাগত হন। কর্মফল হইতে মুক্ত হইবার জন্য শ্রেয়ঃপন্থীর প্রার্থনা নাই। শ্রেয়ঃপন্থী কেবল ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এই প্রকার প্রেমের আশ্রয়কারী ব্যক্তিই ভগবৎ-পাদপদ্ম লাভের অধিকারী। তিনিই ভগবৎস্মৃতিরূপ মুক্তিপদ লাভ করিতে পারেন। তিনিই অনুক্ষণ সেবা করিতে পারেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের একান্ত ভৃত্যই মুমুক্ষু। তাঁহার দুঃখ বলিয়া কোন কথা নাই।

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত

[শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত]

আমরা বৈষ্ণবসাহিত্যে ও শুদ্ধ বৈষ্ণবের মুখে অপ্রাকৃত শব্দ শুনিতে পাই। ভক্তি-গ্রন্থাদিতে প্রাকৃত শব্দেরও অনেক স্থলে উল্লেখ দেখা যায়। এই শব্দ দুইটী ব্যবহার করিয়া শাস্ত্রকার ও বক্তাগণ কি লক্ষ্য করেন তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

প্রকৃতি অব্যক্ত অর্থাৎ যাহা প্রকাশমান না হইয়া সর্বকালেরূপে নিত্যাশ্রিতার আশ্রয় সম্পাদন করে। প্রকাশমান কোন ব্যাপার কারণ প্রকাশিত হইলে কারণের কারণ জানিতে জ্ঞানবৃত্তির স্বাভাবিক কৌতুহল হয়। মানবজ্ঞান যে কালে কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া কারণকে প্রকাশমান দেখিতে না পান তখন তাদৃশ কারণকে অপ্রকাশিত বা অব্যক্ত প্রকৃতি সংজ্ঞা দেন। প্রকৃতি হইতে জাত প্রকাশমান দ্রব্য দ্রব্যসম্বন্ধীয় ভাব সমস্তই প্রাকৃত। জীব ঐগুলি জ্ঞান-কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া ভোগ করেন। তাহাতে কোন সময় তাহার নিজেন্দ্রিয়প্রীতি হয় কখনও বা অপ্রীতি বা দুঃখের উদয় হয়।

প্রকৃতির মধ্যে তিনটী গুণ প্রকাশমান আছে। তাহাদিগকে রজ, সত্ত্ব ও তম সংজ্ঞা দেওয়া হয়। রজোগুণের ধর্ম অপ্রকাশিত বস্তুকে প্রকাশ করে। সত্ত্বগুণের ধর্ম প্রকাশিত রক্ষা করে। তমোগুণের ধর্ম প্রকাশিত বস্তুসমূহের বিলোপসাধন করে। সত্ত্বগুণের এক প্রান্তে রজোগুণ এবং অপর প্রান্তে তমোগুণ সুতরাং ঐ অসৎ গুণদ্বয়ের মধ্য ... আছে। এই তিনটি গুণের পতি তিনটীকে ভগবানের পুরুষ বা গুণাবতার বলা হয়। সত্ত্বগুণের ঈশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু। সত্ত্বগুণের অধীশ্বর হইয়াও তাঁহাকে প্রকৃতি বা জড় কর্মভোগ স্পর্শ করিতে হয় না। তবে তাঁহার আশ্রিত রজোগুণাধীশ্বর ব্রহ্মা এবং তমোগুণাধীশ্বর রুদ্র প্রকৃতিবাধ্য হইয়া পরমেশ্বর বিষ্ণুর সমদর্শে অধিকারী হন না। বিষ্ণু প্রকৃতির অধীশ্বর। ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রাকৃত ও প্রকৃতিপতি হইয়াও প্রকৃতির অধীন। ভগবান্ বিষ্ণু প্রাকৃত বিকার স্বীকার করেন না কিন্তু ব্রহ্মা ও রুদ্র বিকার স্বীকার করিয়া বিষ্ণুর সমদর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। সেইজন্যই ব্রহ্মা ও রুদ্র অঘটনঘটনপটীয়সী বিষ্ণু-মায়াধীশ্বর পুত্র বলিয়া অভিহিত হন। বিচারহীন অবৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে অপর দুইটী গুণাধীশ্বরের সহিত সমস্থানে অপরাধ করিয়া বসেন। শাস্ত্র বলেন—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ

প্রাকৃত রাজ্যে কর্মভোক্তা বদ্ধজীব। তিনি কখনও বা ব্রহ্মার দেহ লাভ করিয়া দেবতা কখনও বা ... হন। এই সকল অবস্থায় জীবকে আমরা অবিদ্যা বহু ভোগকামনায় নিযুক্ত দেখিতে পাই। দেবীধামের অন্তর্গত প্রকাশমান চতুর্দশ ভুবন সমস্তই প্রাকৃত। এই চতুর্দশভুবনে ভ্রমণকারী পথিকরূপে অন্যাভিলাষের দাস হইয়া জীব প্রাকৃতাভিমানে বিচরণ করেন। প্রাকৃত ... অনুপাদেয়, জড়দ্রব্য-ভোগবুদ্ধি লইয়া অপ্রাকৃত জীব প্রাকৃত ভোগের কঠোর নিগড় ভোগ করেন। ইহাই তাঁহার স্বরূপাবস্থার বিস্মৃতি। ... দুঃখরূপ ... সর্ব হইলে অপ্রাকৃত জীব প্রাকৃতাভিমানে আপনাকে সুখী মনে করেন আবার ভোগলিপ্সার প্রাবল্যে ভোগদ্রব্যের অভাবে সুখরহিত দরিদ্রতায় অবসন্ন হইয়া আপনাকে দুঃখী জ্ঞান করেন। প্রাকৃত বস্তু-সমূহের মূল শক্তি প্রকৃতি। বদ্ধজীবের নির্মল জড় ভোগবাহক নিজ স্বরূপাবস্থা তটস্থ ধর্ম আছে। জড় প্রকৃতি ও জীব-প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। একটী বিষ্ণুর বহিরঙ্গা শক্তি ও অপরটী তটস্থা শক্তি। তটস্থা-শক্তি পরিণত জীব বহিরঙ্গা শক্তির গুণসমূহকে ... কারণেই জীবের বদ্ধাবস্থা বা প্রাকৃতাভিমান।

বিষ্ণুর অন্তরঙ্গা শক্তিপরিণামই অপ্রাকৃত 'চিন্ময়'। সেখানে জীবের প্রাকৃত ভোগবৃত্তি নাই। ভগবান্ বিষ্ণুই তথাকার একমাত্র ভোক্তা, শুদ্ধ বৈষ্ণবের আনুগত্যে শুদ্ধ জীব ভগবানের ভোগাঙ্গে সেবাবিধান করেন। জীব অপ্রাকৃত রাজ্যে নিজের সুখভোগাভিলাষে ব্যস্ত নন; পরন্তু হরিভজনই তথায় তাঁহার নিত্য কৃত্য। প্রাকৃত জগতে মায়ার সুখ-দুঃখভোগের অন্তরালে জীব যেরূপ প্রাকৃত অভিমানে বদ্ধ হন, অপ্রাকৃত রাজ্যে ভগবদ্দাস্যে তদ্রূপ নিত্যকাল ভগবানের সেবাকার্যে আনন্দ-বিধান করিয়া থাকেন। নির্বিশেষবাদে প্রকৃতির অতীত রাজ্যে তটস্থভাবের নির্ভেদতা অবস্থিত। তথায় অপ্রাকৃত বিচিত্রতা নাই। তাঁহাদের মতে মায়াশক্তিতে বিচিত্রতা আছে। সুতরাং তন্মতে অপ্রাকৃত শব্দের অর্থ নিত্য বিচিত্রতাহীন অব্যক্ত শব্দমাত্র। কিন্তু অব্যক্ত-শব্দে নির্বিশেষবাদী শক্তিরহিত ব্রহ্মকেই বুঝিয়া থাকেন। প্রাকৃত ভোগময় রাজ্যে দ্বিবিধ তাপে প্রতপ্ত হইয়া প্রকৃতির অতীত রাজ্যে অপ্রাকৃত শক্তি নানা বিচিত্রতা প্রকাশ করিতে পারেন এরূপ ভাবের কোন সংবাদই রাখে না। বৈকুণ্ঠ অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রাকৃত জগদ্বৎ নিষ্ক্রিয় নহে। অপ্রাকৃত পরমচমৎকার চিদ্বৈচিত্র্য-প্রকাশন-সমর্থা অন্তরঙ্গা শক্তি অখণ্ডতা, সসীমতা, কালবাধিতা প্রভৃতি ধর্মসমূহ রহিত করিতে পারেন। বিশুদ্ধ ভগবৎসেবাপরতাই অপ্রাকৃতরাজ্যের বিশেষত্ব। সেখানে ব্রহ্মাণ্ডের বদ্ধজীবের প্রাকৃত ভোগ নাই। ভগবৎসেবাজনিত আনন্দও জীবকে ভোগে নিমগ্ন করাইতে পারে না। জীব বদ্ধরাজ্যে অনুভববিশিষ্ট হইয়াও তাহা পরিহারপূর্বক অপ্রাকৃত রাজ্যের বিশেষত্ব বুঝিতে পারেন। কেবল জড়নিষ্ক্রিয়তার ও নিজের বদ্ধ ভোগাভিমান পোষণ করিয়া হরিসেবাবিমুখ তর্কজ্ঞানাদির বাধা হইলে জীবকে কখনই প্রাকৃত অভিমান ছাড়িয়া দিবে না। বৈকুণ্ঠবস্তুর অনুশীলনে জীবের ভোগবাসনা বিদূরিত হয়। পার্থিব বা মাটীর অনুকৃতি বদ্ধ জীবের ভোগময় কর্মফল অপ্রাকৃত শরীর দ্বারা অপ্রাকৃত ভাববিগ্রহের অপ্রাকৃত সেবাপর হইলে প্রাকৃত জড় বলের ... উপলব্ধি হয় এবং নির্বিশেষ জ্ঞানের বদ্ধ ধারণার লঘুত্ব দৃষ্ট হয়। আবার অব্যক্ত শব্দে অপ্রাকৃত ... থাকিলেও উহা কখনই অপ্রাকৃত শব্দের নির্মল ভাষা নহে। অপ্রাকৃত বৃন্দাবন বলিলে প্রাকৃত বৃন্দাবনস্থ ভোগপর নরগণ নিজ বদ্ধভোগপর প্রদেশবিশেষ বুঝেন। আবার নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দী মুমুক্ষুগণ মায়াশক্তিরহিত চিদ্বিচিত্রতাহীন আকাশকে বুঝিয়া থাকেন। তাহা তাহাদের উভয়ের মতিয়া জ্ঞানের পরিচয় মাত্র, তাদৃশ জ্ঞানগম্য প্রদেশ অপ্রাকৃত নহে। মায়া-শক্তির ক্রমাগত চিদ্বৈচিত্র্য কৃষ্ণসেবাময় বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট ভূমি অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত বিচিত্রতার সহিত প্রাকৃত বিশেষের কোন কোন বিষয়ের সাদৃশ্য আছে। আবার কোন কোন বিষয়ের ব্যতিরেকও দৃষ্ট হয়। অনভিজ্ঞগণ মনে করেন যে, অপ্রাকৃত লীলা ও প্রাকৃত বৈভব তাঁহাদের জড় ভোগচিন্তার অন্তর্ভুক্ত অথবা মনোময় কল্পতরু রাজ্যের আধ্যাত্মিকাদিবিশেষ। কিন্তু তাঁহাদের তাদৃশ ভাব প্রাকৃত, অপ্রাকৃতের সহিত বিরুদ্ধভাববিশিষ্ট। ভগবদ্রাজ্যকে মায়ারাজ্যের অন্তর্গত মনে করায় তাহাদের অপরাধবশেই এরূপ ধারণা। ভোগময় ব্যক্তি বা ত্যাগময় ব্যক্তি উভয়েই প্রাকৃত ভোগের প্রার্থী, অপ্রাকৃত তাহা হইতে স্বতন্ত্র। উহা নিত্য হরিসেবাপর, অবিনাশী, বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট ও নিত্য আদৃত।

কি করি' যে শুনে চৈতন্য-অবতার। সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার॥

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
ঈশোদ্যান নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার [illegible]
সেবক—[illegible] দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল্

(৩) শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]বিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

(৭) কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যা-নগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়-মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] (শ্রীনারায়ণদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]ানন্দ সেবাবিনোদ

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
ঢাকা [illegible]
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২২) শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্র[illegible]দাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible]মোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible]মোহন ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], ভাঃ [illegible], চট্ট, দি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
দরিয়াপুর পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible] [illegible]
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রী[illegible] মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা
সেবক—শ্রীনীলমণি ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

৪৩) [illegible] মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রীরাধাচরণ দাস

(৪৪) [illegible] মঠ—[illegible].
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী

(৪৫) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]পাবন ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড নই দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
বোম্বে
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা মাদ্রাজ
সেবক শ্রী[illegible]চরণ ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, [illegible] গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible] মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible] মঠ
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) ভক্তিকুটী
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], গঞ্জাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]চৈতন্য দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট [illegible]
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ১
[illegible]
[illegible]
সেবক—স্বামী [illegible] দাস

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible], [illegible] (ইউ-পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রী বিলাস[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible] কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
[illegible]
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:::০:::--

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৹ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট।

-::০::——

আদর্শ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্বাস্থ্যকর মনোরম স্থানে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচালিত হইতেছে। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। নিম্নশ্রেণী ছাত্রগণের জন্য শিক্ষা গৃহে পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত ; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিস্পষ্টভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি সাম্প্রতিক যুগে সারগর্ভী অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিলাসসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মথুরা প্রেসিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিস্পষ্টভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও হাস্যের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মথুরা প্রেসিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, বাংলা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সিদ্ধান্তীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ সংগ্রহশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচীপত্র তদুপরে মোটা অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ তাহার প্রতিপদ অর্থের শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে গণগজ্জলিকাস্রোতে ভাসমান মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বহুয়ন ও ভক্তিসম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা-নিরসনমূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ, তন্নিরাসক সৎসিদ্ধান্তনিকরও প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মথুরা প্রেসিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—চিকিৎসার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোদয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা শ্রীযুক্ত নরহরি ব্রহ্মচারী কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। গৌড়ীয় গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে বহুদেশ তথা নগরের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সজ্জনবৃন্দগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ'বর্গ'সিদ্ধান্তরহস্যে ও জ্বলন্ত সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ জগদ্গুরু আচার্য্যবর্য্যের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই সংগ্রহণীয়।

ভিক্ষা—৸৹ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুর্ব্যাখ্যাত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত ও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য জ্ঞানে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, বিবর্ত্ত আলোচ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অতুলনীয় নবীনরূপে নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দাস এম-এ, বি-এল,
পুরাণাপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—প্রথম ... ১০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। সাধন বিরহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। আম্নায়সূত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।৹
৮। নবদ্বীপধামের দীপিকা। মধ্যার দীপিকা ১।৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা। বাঁধা ১৲
৩। ভক্তিবিনোদচিন্তামণি। চতুর্থ সংস্করণ। ৸৹
৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। বাদশ আনুষ্ঠ ।৹
১৯। অর্থপঞ্চক ।৹
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶৹
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৶৹
২২ ভজন রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১.
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৩
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ অবাঁধা) ১
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ১
২৭। প্রাকৃতরসশত দূষণী (সাপ্তাহিক) ১.
২৮। প্রেমবিবর্ত্তসার (সাপ্তাহিক) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹
৩০। দীপ-দিগ-দর্শন ৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী
৪০। শরণাগতি ৶৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)
৫১। বঙ্গসাহিত্য
৫২। মণিমঞ্জরী (সাপ্তাহিক) ৹
৫৩। গৌরহরিস্তোত্রম্ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৫৫। অনুভাষ্যাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৹
৫৬ ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষদ (সাপ্তাহিক) ।৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৹
৬০। সাধনাবলী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।৹
৬২ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী নির্ণয়ঃ ।৹
৬৩। সটীক 'সত্সিদ্ধান্তসম্ভার' ।৹
৬৪। স্তবত্রয়
৬৫। সাত্ত্বত সিদ্ধান্তম্ ৶৹
৬৬। গৌড়ীয়সম্প্রদায়ঃ ৴৹
৬৭। মাধ্যমিকানন্দম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৹
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।৹
৭০। নামভজন ৴৹
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।৹
৭২। প্রেডিকেট অফ ম্যান ৷৶৹
৭৩। নাইন স্টেপস 'প্রেজেন্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম
৭৫। কোয়াই গৌড়ীয় মঠ ইজ ফাইট
৭৬। শ্রীভাগবত
৭৭। ইংরাজিক ফিলসফি অ্যাণ্ড আধ্যাত্মিক বিয়োগ
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ৹১৫
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ ভাষা) ১

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১৹
৮৩। গীতাবলী ৹১৹
৮৪। শরণাগতি ৶৹

আসামীয় ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, নবদ্বীপের পরিশিষ্ট বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত সরলাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা। ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীভূপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-৩৬	৬-২১	৭ ১৯	১১-৬	১৩-১০	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২৩ ২
দমদম	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-৫০			২৩
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৭	৮-১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-২৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯ ৪৭	১২-৩৭	১৫-৫	১৮-৪৯	১৯-৪০	০-৩৯
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১৩-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৮১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-১৯	১৮-১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম..	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (ন্যারো গেজ লাইনে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬ ১	৮-৬	১১-৪	১৪-২২	১৬-৮	১৮-৩৫			
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১৬			
ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬ ৫৭	১৯-২২	২০-৪৬	১-৩১	
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৪৪	৯-২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯	৪-১০	
(বদল) ছাঃ	৭-৫৯	৯-৩০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭-৪২	২০-২১	২১-২৫	৪ ১৮	
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৯	২২-৩৬	২৩-১		
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১ ২০	১৪ ১৬	১৭ ৪৮	২১-৪০	২৩ ২৫	৬ ১৬		

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শ কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম্‌-এ মহোদয়ের দ্বারা সঙ্কলিত। শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভক্তিশাস্ত্র আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়-বৈষ্ণবাচার্য্য এবং ও বহুবর্ষের শ্রৌতগবেষণা এবং সাধক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিবার একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অপূর্ব্ব গ্রন্থ মানচিত্র বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্‌ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়সূচিকা (contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা নদীয়া

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::•::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এইস্থানে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪ ৪ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

—————

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহাশোষ পাচন

সর্ব্ববিধ প্রমেহের অব্যর্থ মহৌষধ

সালসারূপে প্রয়োজিত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, বহুবাদীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... অত্যন্ত বিশ্বস্ত আর ভিন্ন অন্যত্র পাইবেন না। শিরায় শিরায় মজ্জাগত কালব্যাধি এবং পুরাতন রোগে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং, উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

[আদমপুর কলোনী, ২৪ পরগণা]

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাফ—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO 1561

গৌড়ীয় গ্রন্থমালা
—ঃ—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিবিধ প্রবন্ধাবলী ও শ্রীল আচার্যদেবের বিরচিত 'গৌড়ীয়' কাব্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
মানসী প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—রমনা, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—ঃ০ঃ—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১॥০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয় মন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ৭ই মাঘ ১৩৪৭, ২০শে জানুয়ারী ১৯৪১ সোমবার ২৬৩তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——ঃ(০)ঃ——

হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে আক্রমণ

গত ১১ই জানুয়ারী শনিবার দিবাভাগে বৃটিশ বিমানবাহিনী জার্মান-অধিকৃত হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম উপকূলে আক্রমণ চালাইয়া আসিয়াছে। এ সম্পর্কে বিমান-দপ্তরের একখানা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ফ্লিসিংগেনের খালের ছোট ছোট জাহাজগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। জেব্রুগের ডক ও পোতাশ্রয় দুইবার আক্রমণ করা হইয়াছিল। ডেনকার্কে একটি মেসারশ্মিট বিমান ভূপাতিত করিবার সময় আর একটি উপর বোমাবর্ষণ হইয়াছিল। গত রাত্রে জানিতে পারা গিয়াছে যে, বাকী বিমান-বাহিনীর বোমাবর্ষী বিমানসমূহ ঐ দিবস রাত্রিতে তুরিণ এবং উত্তর-পশ্চিম জার্মানীর লক্ষ্যস্থলসমূহের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে।

বিধ্বস্ত অপর একটি লক্ষ্যস্থলের উপর আক্রমণ চালান হইয়াছে এবং প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হইতে দেখা গিয়াছে। এই দুই আক্রমণ হইতে দুই খানা বৃটিশ বিমান ফিরিয়া আসে নাই, কিন্তু তাহাদের চালক অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

——

বিমানঘাঁটি নির্মাণের নূতন পরিকল্পনা

যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত এবং আলাস্কার মধ্যে কয়েকটি বিমানঘাঁটি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া ক্যানাডিয়ান সরকার ঘোষণা করিবেন বলিয়া একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ক্যানাডিয়ান সরকার ঘাঁটিগুলি নির্মাণ করিবেন, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিভাগের বিমানগুলি যুক্তরাষ্ট্র এবং আলাস্কার মধ্যে উড়িবার জন্য এই ঘাঁটিগুলি ব্যবহার করিতে পারিবে। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার দেশরক্ষা বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ীই এই পরিকল্পনাটি গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ঘাঁটিগুলি এডমন্টন (আলবার্টা) হইতে উত্তর আলবার্টার মধ্য দিয়া বৃটিশ কলম্বিয়া এবং ইউকোন হইতে আলাস্কা পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র বিমানবাহিনীর সামরিক বিমান উক্ত ঘাঁটিগুলিতে রাখিতে পারা যাইবে।

——

পশ্চিম গোলার্দ্ধে বৃটিশ অধিকৃত রাজ্যে মার্কিণ বিমান ও নৌ-ঘাঁটি নির্মাণ

মিঃ কর্ডেল হাল ঘোষণা করিয়াছেন যে, পশ্চিম গোলার্দ্ধে বৃটিশের অধিকৃত রাজ্যে আটটি আমেরিকান নৌ ও বিমানঘাঁটি নির্মাণের স্থান সম্পর্কে বৃটিশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তি হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় বিভাগের কর্মচারিগণ বলিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিনিধিদল ৯৯ বৎসরের নিমিত্ত ইজারা সংক্রান্ত বিষয় সম্বন্ধে চূড়ান্ত কথাবার্তা বলিবার সহিত একযোগে অদ্য লণ্ডন অভিমুখে রওনা হইবেন। এই প্রতিনিধিদলের কার্য্য শেষ হইলেই ইজারাপত্র যথারীতি স্বাক্ষরিত হইবে। রেয়ার এডমিরাল জে এম রীভস্‌ ও মার্কিণ বিশেষজ্ঞদের লইয়া গঠিত একটি বোর্ড বিমান ও নৌ-ঘাঁটির যে সমস্ত স্থান নির্বাচন করিয়াছেন সেই সমস্ত স্থানই উভয় পক্ষ মনোনীত করিয়াছেন। ত্রিনিদাদে ঘাঁটি নির্মাণের উপযোগী কতকগুলি স্থান সম্পর্কে পর্যালোচনার জন্যই প্রধানতঃ এই চুক্তি সম্পাদনে বিলম্ব হইয়াছে। ত্রিনিদাদের কর্মচারিগণ ২৫বর্গ মাইল জেলাভূমি সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু আমেরিকান বিশেষজ্ঞবর্গ এই স্থান গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। রাষ্ট্রীয় বিভাগের ঘোষণায় সংস্কারের প্রস্তাব সম্পর্কে ত্রিনিদাদের গভর্ণরের একটি বিবৃতি আছে।

——

তুরস্কে বৃটিশ সেনানায়ক

আঙ্কারার সংবাদে প্রকাশ যে, জেনারেল মার্শাল কর্ণওয়াল এবং এয়ার ভাইস মার্শাল এলমহাষ্ট আঙ্কারায় গিয়া পৌঁছিয়াছেন। ইঙ্গ-তুর্কী-মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হইবার পর হইতে তুর্কী সেনানী পরিষদের সহিত মাঝে মাঝে আলাপ-আলোচনা চালাইবার যে রীতি চলিয়া আসিতেছে, বর্ত্তমান সফরের উদ্দেশ্য তাহাই। এডমিরাল স্যার হাওয়ার্ড কেলী তুরস্কস্থ বৃটিশ নৌ-বহরের প্রধান ও অন্যান্যের সামরিক প্রতিনিধি হিসাবে আঙ্কারায় অবস্থান করিয়া থাকেন। তিনিও আলাপ-আলোচনা কালে তিনজন সদস্যের উপস্থিত থাকিবেন।

অভ্যাগত অফিসারগণ এবং কেলী তুর্কী সামরিক প্রতিষ্ঠান এবং কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করিয়া বেড়াইবেন।

নোটীশ

বন্দুক নিলাম

নদীয়া জেলার বাজেয়াপ্তীকৃত সরকারের বাজেয়াপ্ত বন্দুক ইত্যাদি আগামী ৩১শে জানুয়ারী (১৯৪১) তারিখে বেলা ১১ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগরের বন্দুক-বিভাগের ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে।

পূর্বে এ ধরণের আলাপ-আলোচনা তাহাদের এবং আঙ্কারাতেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ফ্রান্সের যুদ্ধ হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার পর ইহাই প্রথম সাক্ষাৎ—ইহা ছাড়া এই আলোচনার আর কোন বৈশিষ্ট্যই নাই। অবশ্য তুর্কী সামরিক কর্মচারীগণ যখন মিশরে বৃটিশ সমরায়োজন দেখিতে গিয়াছিলেন তখন ব্যক্তিগতভাবে মতামত বিনিময়ের সুযোগ তাহাদের হইয়াছিল। দ্বিতীয় সফর যখন আরম্ভ হয়, তখন বৃটিশ সৈন্যেরা সিদিবারাণী আক্রমণ করিয়াছিল।

——

কানপুরে শোচনীয় দুর্ঘটনা

কানপুরে এক শোচনীয় দুর্ঘটনা হইয়াছে। দুর্ঘটনার ফলে দুই ব্যক্তি নিহত এবং দুই ব্যক্তি গুরুতররূপে আহত হয়। মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের ময়লাবাহী একখানা বিজলী গাড়ী প্রাঙ্গণে একটি দেয়াল ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যায়। সেই সময় তাহার তলদেশে কুলিদের ঘর ছিল। তাহার ফলে চাপা পড়িয়া আহত হয়। দুইজনের ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় এবং অপর দুই ব্যক্তির অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ বাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দী ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরনাথ সিদ্ধ সাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। গৌড়ীয় গৌরবিহারী অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগোষ্ঠী পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বর্ত্তমান তথা দেশের বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সজ্জনবৃন্দের সহিত যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবরবন্দিত বদনের এ অমৃতময় 'সত্যাম্বাদনে' অগ্রণী গৌরকৃষ্ণ জগদ্গুরু আচার্য্যবর্য্যের সিদ্ধান্তপুষ্ট অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুর্ধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যবর্য্য শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে লিখিত ও শ্রীপাদ মাধবের বৃত্তি-বিরচিত 'তত্ত্বপ্রদীপ' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ৩৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিবর্ত্তের আলোচনা, ভূমিকা ও সূচীসহ অপূর্ব্ব সজ্জায় নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত স্বর্ণরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধাংশ) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অর্দ্ধাংশ) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৷
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাদন-খণ্ডন ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৶০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অর্দ্ধাংশ) ১৲
২৬। গীতার কেমন মাথা ব্যথা ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-প্রমাণ ।০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ।০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)
৪৯। অর্চ্চনরত্ন
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। অর্থপঞ্চক বা [illegible] ০
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিভাব ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (সানুবাদ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ০
৬০। সাংখ্যবাদী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধঃ ।০
৬৩। নবীন-সিদ্ধান্তসূত্র ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্র ।০
৬৫। সাত্বত সিদ্ধান্ত ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারগ্রাহী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।
৭০। ভাগবত ৴
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶
৭৩। [illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।
৭৪। বেদান্তশাস্ত্র
৭৫। লোয়ার গৌড়ীয়মঠ টু ডুইং
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। [illegible]
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অমৃত ওয়ার) ১০

হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ০
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴০
৮৩। গীতাবলী ০৮
৮৪। শরণাগতি ৶

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৭

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ ৭ মাধব ৪৫৪ গৌরাব্দ ৭ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২০শে জানুয়ারী ইং ১৯৪১, সোমবার ১৬৩তম সংখ্যা

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-
বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থসমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৸০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীসজ্জনতোষণী

[illegible] এই গ্রন্থে সুন্দর ভাবে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সব প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ মাধব সর্ব্বশিব সর্ব্বণ গৌরাব্দ ৪৫৪

[illegible]ল প্রভুপাদের হরিকথা

যাঁহার বাসনা আছে, তিনি যদি তাঁহার [illegible] ভগবানে অর্পণ করেন, তবেই [illegible]। সর্ব্বস্ব অর্পণে কার্পণ্যই বহির্ম্মুখতা। মুক্ত না হইলে কৃষ্ণসেবার অধিকার হয় না। কৃষ্ণ ত' একমাত্র রাধা-[illegible] বস্তু।

আমরা যে মঙ্গল সন্ধান না পাইয়া [illegible] [illegible]র মধ্যে বঞ্চিত হইয়াছি, তজ্জাতীয় [illegible] না করিতেই আমাদের অনেকটা [illegible] দেখা যায়। অন্য কথা আমাদের [illegible] বড়ই বিরক্ত, কষ্টপূর্ণ ও আড়ম্বর-[illegible] বোধ হয়। কিন্তু আমরা যদি মঙ্গল [illegible], তাহা হইলে বৈষ্ণবের সহিত প্রবণ [illegible] এবং শ্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য, [illegible] আপাতরমণীয় প্রেয়ঃপন্থা গ্রহণই [illegible]র কর্ত্তব্য, তাহা নিষ্কপটভাবে [illegible] করিব। যদি শ্রেয়ঃপন্থা চাই, তবে [illegible] অসংখ্য জন্মেও পরিত্যাগ করিয়াও [illegible]ই গ্রহণ করিব।

মানুষ সর্ব্বক্ষণ যদি হরিকীর্ত্তন না করেন তাহা হইলে ত' তিনি ভগবানের নামবলে ইতর বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার যত্ন করিতেছেন। ভাগবত-সেবাই যদি কার্য্য হয়, তাহা হইলে তিনি প্রত্যেক পদবিক্ষেপে, প্রত্যেক প্রাণে, প্রত্যেক নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত হরিসেবা করিবেন। গুরুদেবে নিষ্কাম ব্যক্তির সমস্ত সময় সেবাময়। যদি ভাগবত-ব্যাখ্যাতা হ'বেন, তাঁহার নিজের ভাগবত হওয়া চাই। অর্থের লোভ, প্রতিষ্ঠার লোভ বা কোনরূপ পশ্চাৎ টান থাকিলে [illegible] লোকচিত্তরঞ্জনকারী ভাগবত-পাঠক হইয়াও 'ভাগবত' হইতে বহু দূরে। যে ব্যক্তি নিজে শ্রীমদ্ভাগবত নয়, তাহার মুখে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তিত হন না যাঁহারা সত্য সত্য ভাগবত পড়েন, ঠাকুর সেবা করেন, তাঁহাদিগকেই সমস্ত দিতে হইবে, তাঁহাদিগেরই সমস্ত বস্তু।

লোকের কাছে নিরপেক্ষ সত্য বলিলে পাছে উহা লোকের অপ্রিয় হয়,—এই ভয়ে আমি যদি সত্য কথা কীর্ত্তন পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে ত' আমি শ্রৌতপন্থা পরিত্যাগ করিয়া অশ্রৌতপন্থা গ্রহণ করিলাম, আমি অবৈদিক নাস্তিক হইলাম—সত্যস্বরূপ ভগবানে আমার বিশ্বাস নাই। আমার সত্য জানিবামাত্র তাহাতে নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া উচিত। আমাদের জীবনের সময় যা'র যতটুকু আছে, উহার এক মুহূর্ত্তও বিষয় কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া হরিভজনে নিযুক্ত করা উচিত। আমাদের নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নাই। আমার মঙ্গল এই সত্যই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যদি আমি প্রকৃত মঙ্গল চাই, তাহা হইলে আমার মঙ্গলের প্রতিকূলে জগতের কাহারও কথা শুনিব না। প্রবণ বিষয়ে যত অন্তরায় থাকে, তা' হ'লে আমাদের সত্যানুসন্ধান অধিকার হয় না। সত্যানুসন্ধান যদি কীর্ত্তিত হয় আর সত্যবস্তু যদি কর্ণে প্রবেশ করে, তবেই আমরা শ্রৌতপন্থা গ্রহণ করিতে পারি।

জীবের দেহ [illegible]—[illegible] মন্দির। [illegible] দেহরূপ মন্দিরে শ্রীভগবান্ নিত্য বিরাজমান। [illegible] [illegible] হইতে [illegible] বলা হ'য়েছে [illegible] ও ভগবানের [illegible]-চেষ্টা।

ভক্তি ব্যতীত ভগবানের কাছে পৌঁছান যায় না। তিনি নিজেকে নিজে না জানালে তাঁ'কে কেউ জানতে পারে না। [illegible] চোখ, কাণ দিয়ে বুঝে নিতে পারা যায়, সে জিনিষ তিনি নন আত্মার পথ দ্বারা তাঁ'কে বুঝা যায়। কেবল অহঙ্কার ত্যাগ ক'রে যদি মহাজনের পথ গ্রহণ করি, তাঁ'র অনুসরণ ক'রি, তবেই মঙ্গল হ'বে। গুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করলে মঙ্গল হ'বে না। যে গুরুদেব প্রভু কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবা করেন, তাঁ'র অনুগ্রহ পেলেই আমাদের মঙ্গল হয়। মনের কল্পনা দ্বারা কৃষ্ণসেবা হ'বে না। সম্বন্ধ বা বিষয়জ্ঞান চাই। কৃষ্ণই আমাদের ব'লে দিচ্ছেন, তাঁ'র ব্যতীত আমার অন্য কেহ নাই।

[illegible] একমাত্র [illegible]—এইরূপ প্রতিজ্ঞাই বৈষ্ণবের। ইহাই প্রয়োজন। [illegible] নিত্য অনুষ্ঠান—আনন্দময় ভগবান উপলব্ধি না হ'লে সেই বস্তু পাওয়া যায় না।

ভগবদ্ভক্ত কাহাকে বলে? যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণস্মৃতি, যাঁহার সঙ্গফলে কৃষ্ণরতি লাভ হয় এবং যাঁহার পাদপদ্মসেবাফলে [illegible] হয়। সর্ব্বতোভাবে নিষ্কপট না হইলে [illegible] পাইবার উপায় নাই। [illegible] জীবের [illegible] হইয়া নিজে [illegible] ও জীবকে [illegible] হরিভজনে নিযোগ করেন, তিনিই বৈষ্ণব।

হরিকথা: [illegible] কর্ত্তে হইলে মহাপুরুষের পাদপদ্ম ও গুরুদেবের পাদপদ্ম [illegible], নচেৎ হরিকথা [illegible] হয়। হরিকথা আলোচনা [illegible] প্রয়োজন-[illegible]। [illegible] মাত্র সেই কার্য্যের কঠিন সেবা বা শ্রেষ্ঠ মঙ্গল। বৈষ্ণবের সঙ্গ হইতে হইবে। [illegible] ত্যাগ না করিলে ঠাকুর চতুঃ-সীমানায় প্রবেশলাভ করে না। যাঁহারা [illegible], তাঁহারা [illegible] প্রচার ক'রবেন। যাহা [illegible] নাই, ঐরূপ [illegible] থাকবেন। যাঁহারা [illegible] সেবা করেন, তাঁহাদের [illegible] মঠবাসী। [illegible], নিষ্কপট নহে—নিষ্কপট নহে।

মাধুর্য্যে কৃষ্ণভক্তে শ্রদ্ধা যদি হয়। তৎক্ষণাৎ 'প্রেম' হয়, সংসার বায় ক্ষয়।

যৎকিঞ্চিৎ

—:০:—

হরিকথার শ্রদ্ধা হইলেই সর্বক্ষণ হরিকীর্ত্তনে লোভ হয়। হরিকথার আস্থা হইলে সংসারের কথা শুনিবার প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়। হরিকথাই একমাত্র শ্রেয়ঃ পন্থা। অনুক্ষণ মনে করা উচিত যে, যে মুহূর্ত্তে কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন হইবে না, সেই মুহূর্ত্তে অমঙ্গল অন্ধকার গর্ত্তে পতিত হইব। প্রত্যেক কথা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথায় নিযুক্ত থাকিলেই চরম মঙ্গললাভ হইবে।

— —

বহির্মুখ জীবমাত্রেই ইহজগতে আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিতাপে সর্ব্বক্ষণ জর্জ্জরিত হইতেছে। কিন্তু জীব এই ক্লেশ-ভোগ করিয়াও কিছুতেই আত্মমঙ্গলের সন্ধান করিতেছে না। জন্ম মরণ জরা ব্যাধি প্রভৃতি সংসারের কোন দুঃখনাশ করিতে পারেন না, তাহার কেবল উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং ভগবানের সেবার কথা দূরে থাক—ভগবানের সুখবিধান না করিয়া নিজসুখলাভের জন্য ব্যস্ত হওয়ায় জগতে জীবের এইরূপ অবস্থা হইতেছে। একমাত্র ভোক্তা ভগবানের সুখবিধান না করিয়া জীব নিজেই ভোক্তা সাজিয়া বিষয়ভোগ করিবার পিপাসায় মত্ত হওয়ায় তাহার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। বিষয়ভোগ প্রত্যেক জন্মেই লাভ হইয়া থাকে। মনুষ্যজন্ম না হইলেও উহা পাওয়া যায়। মনুষ্যজন্ম সুদুর্ল্লভ। অনেক জন্মের পর এই মনুষ্যজন্ম লাভ হইয়া থাকে। এই অনিত্য কিন্তু পরমার্থদ মনুষ্যজন্মে শ্রেয়ের অনুসন্ধানই একমাত্র কর্ত্তব্য। প্রেয়ের অনুসন্ধান পশুপক্ষী প্রভৃতি অন্যান্য ইতর জন্মেও হইয়া থাকে। যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়, সেই বিষয় লাভ করিতে পারি এই মনুষ্যজন্মে। যাহাতে আত্মমঙ্গল হয় তৎসম্বন্ধে চিন্তা না করিলে সাধারণ নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর ন্যায় বিচার হইয়া যাইবে। কিন্তু মানব আমাদের বিবেক আছে, বুদ্ধি আছে। ভগবান্ আমাদিগকে কৃপা করিয়া সদসৎ, মঙ্গলামঙ্গলের বিচার করিবার বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ বিবেক প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এই বুদ্ধিবিবেক লাভ করিয়াও যদি আমরা ভোগে প্রমত্ত হইয়া যাই, ভগবান্‌ই যে একমাত্র ভোক্তা সে কথা যদি ভুলিয়া যাই আমরা তাঁহার নিত্যদাস জন্মে জন্মে তাঁহার কৃপাভিখারী—একথা যদি স্মৃতিপটে না রাখি তাহা হইলে ভগবানের অযাচিত কৃপার অপব্যবহার করিয়া তজ্জন্যে অপরাধী হইব।

বাহ্যবস্তু যাহা, তাহা না জানিবার দরুণ আমাদের নানাপ্রকার অসুবিধার উদয় হইয়াছে। এই সমস্ত অসুবিধার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দরকার। উহা কেবল মনুষ্যজন্মেই সম্ভব। আমরা যদি একটু বিচার করিয়া দেখি, যদি একটু শান্ত হইয়া চিন্তা করি, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়গণের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের দাস অথবা বড়শীবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় আকৃষ্ট হইব না। তখন ভগবানের নিত্য আকর্ষণে আকৃষ্ট থাকিব।

— —

আমরা যখন বিষয়ভোগে প্রমত্ত থাকি, তখন আমাদের ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি নিস্প্রভ অগ্নির ন্যায় অবস্থান করে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমাদের ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি উদিত হয়, সেই মুহূর্ত্তে অগ্নিশক্তি যেরূপ কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ ভোগেচ্ছা ভগবৎসেবাগ্নিতেই আমাদের ভোগবাসনা বিনষ্ট হয়। ভগবৎসেবা বাদ দিয়া কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয়সংযোগ করিতে গেলে স্থূলভাবে ভোগ কমা বন্ধ হইতে পারে, কিন্তু ভোগবাসনা বিনষ্ট হইবে না। আমাদের সেবাপ্রবৃত্তি যে পরিমাণে বাড়িবে, সেই পরিমাণে ভোগবাসনা খর্ব্ব হইবে। অতএব ভোগবাসনা নষ্ট করিতে হইলে যাহাতে আমাদের সেবা কামনা বর্দ্ধিত হয় তজ্জন্য একান্ত চেষ্টা আবশ্যক।

— —

আংশিক বস্তু আমাদের ভোগ্য, কিন্তু পূর্ণবস্তু আমাদের ভজনীয়। আংশিক বা খণ্ডদর্শনই ভোগদর্শন আর পূর্ণ দর্শন-সেবদর্শন। জগতের যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণসেবোপকরণরূপে দর্শনই পূর্ণদর্শন বা সেবাদর্শন, আর নিজের ইন্দ্রিয়ভোগ্যদর্শনই আংশিকদর্শন, খণ্ডদর্শন বা ভোগদর্শন। এইরূপ এই ভোগদর্শনের হস্ত হইতে রক্ষা না পাওয়া পর্য্যন্ত জীবের মুক্তি হয় না। প্রত্যেক চেতন জীব, এমন কি, জগতের অণুপরমাণুকেও পূর্ণবস্তু কৃষ্ণের সেবোপকরণরূপে দর্শনই মুক্তি। এতদ্ভিন্ন খণ্ডদর্শনে জীবের ভববন্ধন অবশ্যম্ভাবী।

প্রকৃত সাধুগণ সেবানুকূলে বস্তুগ্রহণ ও ভোগরহিত হইয়া ভগবানে নির্ভর করিয়া ভগবৎপ্রীতি অর্জ্জন করেন। সাধুগণ ভগবানকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন এবং তাঁহাদের নিষ্ঠা ও ভালবাসায় ভগবান্ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতিলাভ করেন। সেবাপ্রবৃত্তি দ্বারাই জড়াভিনিবেশ হইতে মুক্তিলাভ হয়।

আমার গুরুপাদাশ্রয় হইয়াছে কি ?

—:০:—

কৃষ্ণ আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের। তিনি যাঁহাকে তাঁহাকে কৃষ্ণসেবা প্রদান করিতে পারেন। এ কথাটা গুরুবৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কাহারও নাই। সৌভাগ্যক্রমে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ের সুযোগ হইলেও দুর্দৈববশতঃ প্রতি মুহূর্ত্তে আমি আত্মবঞ্চিত হইতেছি। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের বাণীর আলোকে যখন হৃদয়গুহা দীপ্তিযুক্ত করিয়া অন্তঃস্থল দেখিতে যাই, তখন সেখানে কেবলই অহঙ্কার, অন্যাভিলাষ, কুটিনাটী, লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাশা, আত্মবঞ্চনাই দেখিয়া থাকি। যখন তাঁহাদের নিকট চেতনবাণী শ্রবণ করি না, তখনই মনে হয়, আমার হরিভজন হইতেছে, আমার সংসার সেবাপথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু কই, আমি যে কেবলই মনের কথা শ্রবণ করিয়া তাহারই গোলামী করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছি; গুরুকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠনাদের জন্য আমার ব্যস্ততা কই? প্রত্যহ তাঁহাদের নিকট কত কথাই ত' শ্রবণ করিতেছি, তাঁহারা ক্ষণে ক্ষণে কত উপদেশ না কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করিতেছেন। কিন্তু এত শ্রবণ করিয়া, এত সুযোগ-সুবিধা লাভ করিয়া আমার কি হইল? আমার হরিভজন—গুরুসেবা ত' দূরের কথা, হরিভজন করিবার জন্য একটা পিপাসাও জাগিল কি? হরিভজন করিতে আসিয়া আমার হরিভজন হইল না, গুরুবৈষ্ণবসেবার সুযোগ পাইয়াও তাঁহাদের সেবা ও সঙ্গলাভ করিতে পারিলাম না ও পারিতেছি না বলিয়া বিন্দুমাত্র দুঃখও হৃদয়কে স্পর্শ করিল না। যখন বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবার কথা—হরিভজনের কথা শ্রবণ করি, তখন প্রাণে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেয়, হরিভজনের জন্য পিপাসা জাগাইয়া দেয় নিজের অযোগ্যতা, অকর্ম্মণ্যতা, আত্মবঞ্চনার কথা জানাইয়া দেয়। কিন্তু তাহা ত' পরমুহূর্ত্তেই ভুলিয়া যাই, হৃদয়ে সংরক্ষণের চেষ্টা করি না কৃপাপ্রার্থনা করি না। আমি যে মনের সুখে, ইন্দ্রিয়ের আরামে চলিয়াছি উহা ত' আমার হরিভজন নহে। হরিভজনে কত ব্যাকুলতা, কত পিপাসা থাকা দরকার। কিন্তু বর্ত্তমানে যে আরাম-আয়াসে চলিয়াছি, হরিভজন হইতেছে বলিয়া মনে করিতেছি, উহা ত' বাঞ্ছিত রসের ভোগ। এই আরাম আয়াস যে আমার ইন্দ্রিয়ের। ইহাতে গুরুবৈষ্ণবসেবার ত' কোন কথা নাই। সেবা ত' গুরুকৃষ্ণ-সুখবিধানময়ী। তাহাতে ত' সেব্যেরই আনন্দ। সেব্যের প্রাপ্য সেই আনন্দ যদি আমি পাইতে চাই তাহা হইলে সেবা-লাভ কি করিয়া হইবে?

গুরু-নিত্যানন্দই জীবের একমাত্র আশ্রয়। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেই তাঁহার আশ্রিত। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম ব্যতীত বিশ্বে আর আশ্রয়স্থান নাই। তাঁহার আশ্রয় লইয়াই হরিভজন করিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় না লইয়া কেহ মঙ্গললাভ করিতে পারেন না। তাঁহার নিত্য আশ্রিত থাকিয়া তাঁহার প্রীতিবিধান-মুখেই হরিসেবা কর্ত্তব্য। তাঁহার প্রতি বিমুখ হইয়া কেহ মঙ্গললাভ করিতে পারে না। কায়মনোবাক্যে অকপটে গুরু-সেবায় জীবন যাপিত না হইলে হরিভজন হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মই মূল আশ্রয়। মূল ঠিক থাকিলে সব ঠিক হইবে। আগে গুরুপাদাশ্রয়। গুরুপাদপদ্ম-আশ্রয়কারীর অহঙ্কার নাই, অভিমান নাই, গুরুচরণাশ্রয়ী অসৎসঙ্গী নহেন, অন্যাভিলাষী বা কামী নহেন। গুরুচরণাশ্রয়ীর অভিমান—'আমি সর্ব্বাপেক্ষা অণু, সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল, সর্ব্বাপেক্ষা নির্গুণ, সর্ব্বাপেক্ষা পতিত। আমার একমাত্র পতিতপাবন শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভিন্ন আর এ জগতে কেহ নাই।' গুরুচরণাশ্রয়ী জানেন, তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরুপাদপদ্মই তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, এ কথা আশ্রিত ব্যক্তি সর্ব্বক্ষণ মনে জানেন ও মুখে বলেন। আশ্রিত ব্যক্তির কর্ণে 'আমি তোমার' এই শব্দ সর্ব্বক্ষণ অনুপ্রবিষ্ট থাকে। 'গুরুই আমি' [illegible] বিচার প্রবল না হইলে 'এ জগতের একজন আমি' বিচার প্রবল হইবেই। গুরুর আশ্রয় [illegible] সম্বন্ধ না। গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ নিত্য। [illegible] জন্মে জন্মে প্রভু সেই।' যিনি আমাদিগকে চক্ষুদান করিয়া—আমাদের স্বরূপের কথা জানাইয়া বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা করেন তিনিই জন্মে জন্মে নিত্য প্রভু। আমাদের এই প্রভুর ভৃত্যগণও প্রভু। তাঁহারা বৈষ্ণব। তাঁহারা গুরুদেবতাত্মা। আমাদিগকেও গুরুদেবতাত্মা হইতে হইবে। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের অতি প্রিয়। তাঁহার মত কৃষ্ণের প্রিয় আর কেহ নাই। আমাদিগকেও এরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] হইতে হইবে। গুরুবৈষ্ণবানুগত্য বাদ দিয়া হরিনাম বা হরিসেবা হয় না। গুরুপাদপদ্ম নিত্য—গুর্ব্বানুগত্য নিত্য—শ্রবণ-কীর্ত্তন নিত্য, উহা দু'দিনের জন্য নহে। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন,—

অহঙ্কার, অভিমান অসৎসঙ্গ অসৎজ্ঞান
ছাড়ি ভজ গুরুপাদপদ্ম।
কর আত্মনিবেদন দেহ-গেহ-পরিজন
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ে প্রাথমিক যোগ্যতা নিষ্কপটতা, দৃঢ়বিশ্বাস ও অনন্যভাবাবস্থা। কিন্তু এই সকল কি আমার হইয়াছে? শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিতে কি পারিয়াছি? যদি বাস্তবিক এইরূপ অবস্থা আমার নাই-ই হয়, তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ই হয় নাই, মঙ্গললাভ ত দূরের কথা। আমাদের প্রথমে বুকে হাত দিয়া নিজেকে জিজ্ঞাসা—আমি কি জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছি? চরিত্রের জন্য—বাস্তব মঙ্গলের জন্য, না অন্য কোন অবান্তর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য? যাহার পক্ষে আমার হৃদয়ে যদি অন্য উদ্দেশ্যসিদ্ধির কোন আকাঙ্ক্ষাই না থাকে, তাহা হইলে সাধনের পথে প্রথম বাধা বলিয়া ... আলোকপাত হইবে না কেন? মঙ্গলময়ের চরণাশ্রয় করিলেই ত' মঙ্গললাভ হয়। তবে আমার মঙ্গলময় গুরুপাদাশ্রয়ের অভিনয়মাত্র হইয়াছে, বাস্তব চরণাশ্রয় করিতে পারি নাই। যদি আমাদের অন্তর্নিহিত থাকে, কপটতা থাকে, চরিত্রবল ব্যতীত অন্য থাকে, তাহা হইলে আমরা গুরুপাদাশ্রয় লাভ করিতে পারিব না। যদি অন্যাভিলাষপূর্ণ উদ্দেশ্যে বশবর্তী হইয়া লোকপ্রতিষ্ঠা বা আত্মবঞ্চনা করিয়া গুরুচরণাশ্রয় করিতে যাই, তাহা হইলে বঞ্চিত হইতেই হইবে—ভুক্তি-মুক্তির জালবদ্ধ হইয়া পড়িতেই হইবে। কিন্তু যিনি করুণার কারণ হইয়া—কাতর হইয়া নিষ্কপটভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের জন্য তাঁহার নিকট আসেন, তিনি কখনও বঞ্চিত হইতে পারেন না। যিনি কৃপালাভের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনিই কৃপা পাইবেন, অন্যের তাহাতে অধিকার নাই।

আশাই দরকার

(শ্রী...চরণ দাস)

শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। তাঁহার কৃপার প্রতি যোল আনা বিশ্বাস ও নির্ভরতা না আসা পর্যন্ত আমরা কখনই হতাশা বা মনোকষ্টের কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারিব না। সমস্ত আশার স্থল বা একমাত্র আশা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবাশা না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের আর বড় বড় আশা আছেই বর্তমান ... ... হইতে যে যত দূরে অবস্থান করুক না কেন, একদিন না একদিন প্রত্যেককে এই শ্রেষ্ঠ আশা লাভ করিতেই হইবে। জীবন শ্রীরাধিকামাধব সেবাশাই একমাত্র আশা, তদ্ভিন্ন সকল আশাই নিরাশা বা হতাশা। ধর্মার্থকামমোক্ষলাভের আশা বা নিরন্তুশলাভের আশা নিরাশা। তাহাতে আশার লেশমাত্রও নাই। সেবা-প্রাপ্তির আশা-প্রদানকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা ছাড়া সবই নিরাশা।

এ জগৎ কেবল নৈরাশ্য বা হতাশারই রাজ্য। আমি এ জগতের কোন বস্তু' এই অভিমান যতকাল পর্যন্ত সবই হতাশা। তবে এখানে একমাত্র ভরসা যে, এই নৈরাশ্যের রাজ্যেও শ্রীগুরুপাদপদ্ম একমাত্র আশার অবতাররূপে অবতরণ করিয়া সকল নৈরাশ্য-পীড়িত জীবকে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীরাধিকামাধবসেবাশা প্রদান করিয়া থাকেন। সেই গুরুপাদপদ্ম দৃঢ় করিয়া ধরিতে পারিলে আমরা নৈরাশ্যের রাজ্যে অবস্থান করিয়াও নিরন্তর তাঁহার কৃপা-...র আশা পোষণ করিতে পারিব, ইহাই একমাত্র ভরসা। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপা-লোকের আশা শ্রীরাধিকামাধবসেবাশার আলোকে উদ্ভাসিত হইতে পারিব। আশাই জীবন। আশাবন্ধই জীবিত। নৈরাশ্যই মৃত্যু। নিরাশ বা হতাশাই মৃত। ... আশালাভ করিয়াছেন, তিনিই কৃপা পাইবার একমাত্র পাত্র। সুতরাং আশাই একমাত্র দরকার।

আমরা অনেক সময় শ্রীগুরুপাদপদ্মের ... বা বৈষ্ণবগণের আদেশ সম্পূর্ণ পালন করিতে পারি না, তাঁহাদের উপদেশানুযায়ী নিজের জীবন গঠন করিতে সক্ষম হইতে পারি না, নিজের দুর্বল-দৌর্বল্যাদি অনর্থরাশি অধিকাংশ সময় আমাদিগকে মায়িক ব্যাপারে আকৃষ্ট করিয়া ফেলে। তজ্জন্য আমরা অনেক সময় হতাশ হইয়া পড়ি, সাধনে ঔদাসীন্য বা শিথিলতা প্রদর্শন করিয়া থাকি। কিন্তু কি দুর্দৈব! কি শোচনীয় আমাদের! আমরা হতাশার কথা চিন্তা করিয়াই খুব অবসর পাই; কিন্তু সেই সময় এ কথা চিন্তা করিবার অবসর পাই না যে, অসংখ্য অনর্থযুক্ত অনন্তকোটী বিশ্বের অনন্তকোটী জীবকে অনায়াসে অনর্থমুক্ত ত' করেনই পরন্তু জীবের চরম প্রয়োজন শ্রীরাধিকা-মাধবসেবাশা প্রদান করিতে পারেন এমন যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের অযোগ্যতম ধূলিকণা আমি আমি মহা-পতিত হইলেও 'তুমি পতিত-পাবনশিরোমণি'। আমি অথম তিনি অধম-তারণ। আমি অতিশয় অনর্থযুক্ত হইলেও তিনি এ বিশ্বের একমাত্র সর্ব ... মালিক। আমি নিশ্চয়ই তাঁহার কৃপালাভ করিতে পারিব; আবার অনেকসময় এরূপ ... আসে যে তিনি কৃষ্ণ নহে মালিক, তিনি কৃষ্ণ দিতে পারেন, তবে আমার মত এত বাধাযুক্ত জীবকে কি তিনি কৃষ্ণ দিবেন? সেই সময় মন আমাদিগকে শ্রীমুখের নিজজন ... জানাইয়া দেন, তোমা লাগি পতিত-পাবন' মহাজনের এই উক্তির উপর বিশ্বাস করিতে দেয় না। যেখানে নিজের পতিতা উপলব্ধি, সেখানে 'তোমা লাগি পতিত-পাবন' এই বাণীর উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস নিশ্চয়ই আছে। 'তোমা লাগি পতিত-পাবন' মহাজনের এই বাণী অপেক্ষা আর অধিক আশা ভরসার কথা কি থাকিতে পারে? কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! অনেক সময় আমরা নিজেকে পতিত বলিয়া উপলব্ধি করি, কিন্তু পতিতপাবনের 'তোমা লাগি পতিতপাবন' এই বাণীর উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। সেইজন্য ঐরূপ বৃথা পতিতা উপলব্ধিতে আমাদের কোন সুবিধা হয় না।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্যই এ বিশ্বে বা জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমি নিজের অনর্থযুক্ত অবস্থায় তাঁহার কৃপার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিলেও তাঁহারা আমাদিগকে ছাড়েন না। আমরা ত' জগতের বাহিরে নহি। বিশ্বের সর্বত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাস্রোত প্রবাহিত। সুতরাং তাঁহার কৃপা ছাড়া গতি নাই। বিশ্বে যদি এমন কোন স্থান থাকিত, যেখানে তাঁহার কৃপার অভাব আছে, তাহা হইলে আমরা হতাশ হইতাম। কিন্তু সেরূপ কোন স্থান ত' নাই। অতএব আমাদের হতাশারও কোন কারণ নাই।

যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় শ্রীরাধা-মাধবসেবার প্রচুর আশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ ও তাঁহার অহৈতুকী কৃপাপ্রভাবে আমরা সেই আশা লাভ করিতে পারিব। সেই সাধুর সঙ্গ থাকিয়া 'আমি অত্যন্ত অযোগ্য, আমি অত্যন্ত কৃপণ, হে প্রভো! তুমি জগৎ পাবন, আমি ত জগৎ হইতে বাহিরে নহি, আমাকে তোমার অহৈতুকী সেবা প্রদান কর', এই বলিয়া সর্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট অকপটে ক্রন্দন করিতে হইবে। সেবাপ্রাপ্ত সাধু বা সেবাপ্রাপ্ত জীব সেবকের একটু সঙ্গফলেই এই আশা লাভ হইবে এবং আশা একবার লাভ হইলে তাহা ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে, সেবার বাধাপ্রাপ্তি বা প্রয়োজনলাভে বিলম্ব হইলেও তাহা কমিয়া যাইবে না বরং আরও বর্দ্ধিত হইবে। তাই প্রার্থনা,—

> তবাস্মি কৃপণঃ ... বিনাশ ... মম
> পতিতস্য জগৎ ব্যাপিয়া।
> সকলক্ষণ সর্ব্বদা ... অবসান
> ... প্রাপ্ত হইয়া॥
> জগতের সেবা ... আমি ... জ্ঞান
> ... অধিকার।
> আমি কিবা ভাগ্যহীন ... ...
> কি কাজ জীবনে আর চাই॥

• • •

> আমি ভাগ্যহীন ... অর্বাচীন
> না জানি ... ।
> নিজগুণে নাথ ... আপনার
> ঘুচাইয়া দাও ক্লেশ॥

উত্তরবঙ্গে প্রচার

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ শিলিগুড়ি, খালপাড়া, পাটগ্রাম প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়া গত ১৫ অগ্রহায়ণ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ... অঞ্চলে গমন করেন। তথায় পরদিন একটী ধর্মসভা প্রায় ৩ ঘটিকার সময় শ্রীশিক্ষাষ্টক পাঠ হয়। পাঠের পূর্বে গুরুবন্দনা, মঙ্গলাচরণ, পঞ্চতত্ত্ব, হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইনু' পরে 'ভুলিয়া তোমারে', 'গৌরাঙ্গের দুটি পদ' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। পাঠে ... সমাগত ... ও ... উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে বাবু ... উকিল, বাবু সুরেন্দ্রমোহন বিশ্বাস, বাবু ... বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল, বাবু ... বাবু ... দাস ডাক্তার প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

তৎপর দিবস ... স্থানীয় অধিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র ... মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় বাসভবনে গমন করেন। তথায় ... ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্য ... হইতে শিক্ষাষ্টক পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, '...' ও ... প্রভৃতি মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। পাঠে ... ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

কটকে প্রচার

... শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠের সেবকবৃন্দ পরমারাধ্য পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সর্বক্ষণ হরি-সংকীর্ত্তনমুখে ... সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতেছেন। মঠে ... প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। ... শ্রীমঠে ... ... নিকট ... কথা ... ... শ্রী ... মঠের সভাপতি ... ও ... মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, কাকবর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅনন্তবন ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। [illegible]
সেবক- [illegible]

(৩) শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) সার্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীনন্দন দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গোকুলপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
ভাতজাঙ্গা (শ্রীনামহট্টের প্রচার নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক- শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদসড়ক (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক [illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible]

(২৪) গোপালজীউমঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) [illegible] গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
সেবক— শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible] (ইউ পি)
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রী[illegible] মঠ
[illegible] মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible] (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ— শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গোপীবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible], নই দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক- শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible]
[illegible] পোঃ পুরী [illegible]
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গ[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট [illegible]
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
সেবক—কুমারী [illegible] দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ আফিস
আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)
সেবক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গোস্বামীমঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ আফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
মিশ্রিখ (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীসনাতনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভাক্তশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———॥॰॥———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷০		৷৴০	।০
" " ইঞ্চি ২৲			১৷০	১৲
অর্দ্ধ কলম ৫৲		৪৲		৩৲
এক কলম ৮৲		৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲				

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
" অর্দ্ধ কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২২৲	১৮
" এক কলম ৩৩৲	৩০

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৷০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible] দিনের সংবাদ [illegible] ।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি [illegible] বাংলা ভাষায় বিরল। ইহাতে বহু চিত্র (chart এর) দ্বারা অবতার হইতে অবতারীদের [illegible] ও বিভাগসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ছড়ার মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে [illegible] বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ছাপা ও [illegible] অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মধুপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, [illegible], ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে [illegible] মানবগণের [illegible], সমন্বয়, [illegible] [illegible]-বিষয়সমূহে শ্রৌত ও ন্যায়ীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-[illegible] সাধারণ [illegible], ভক্তিপ্রদ সংসিদ্ধান্তসকল প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীগোপীনাথ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——॥॰॥——

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট—

——॥॰॥——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

ধাম অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচ্ছন্ন গৃহ। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। খোরাক ও বেতনসহ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় সর্ব্বপ্রথম শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র [illegible] সংগৃহীত হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৫৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible], শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

———

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী [illegible] শ্রীল [illegible] [illegible], সম্পাদক-বৈষ্ণবাচার্য্য, [illegible] শ্রীশ্রীভাগবত [illegible] এই অপূর্ব্ব [illegible] সংস্করণ প্রকাশ করিয়া [illegible] প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, [illegible] আছে তাহা অদ্বিতীয়। [illegible] অধ্যায়ের [illegible], প্রত্যেক অধ্যায়ের [illegible] গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের [illegible] অন্বয় ও [illegible] শ্রীল শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার [illegible] বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে [illegible] পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই [illegible] হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। ইহা [illegible] আকারে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- [illegible], শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থ নিচয় হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। [illegible] শ্লোকসমূহের অন্বয়, [illegible] অধ্যায়-বিবরণ, [illegible] সূচী [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা [illegible] একটি অমূল্য বস্তু। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্র [illegible] উপযোগী করিয়া লিখিত সরলভাবে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনাবলী। [illegible] দুই আনা। [illegible] আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রী[illegible] [illegible], পোঃ [illegible] ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-২৬	৬-২১	৭-১৪	১১-৩	১৩-১৬	১৬-২৬	১৭-৫৬	১৯-৫
ব্যাণ্ডেল "	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১০-১৮	১৩-৫০			১২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮-১	৯-১৮	১৩-২৮	১৫-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-২৮
রাণাঘাট ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১৭-৩৩	১৫-৫	১৮-৩৯	১৯-৪০	০-৩০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১০-০৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১	১৭-৫৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৮	১০-১৯	১৮-১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
ব্যাণ্ডেল " ১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১-৫৫
ছাঃ ১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৮
(বদল) ছাঃ ১৩-৩৩ (ন্যারো গেজে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬ ১	৮-৬	১১-৪	১৩-২২	১৩-৬	১৮-৩৩		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১		
ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬ ৫৮	১৯-২৯	২০-৪৬	৫-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৪৫	৯-২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৫০	২০-৩	২১-১৯	৪ ১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	৫ ২৫	১৭-৪২	২০-২১	২১-২৮	৪-১৮
ব্যাণ্ডেল		১১-৮		১৭-৫৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩-৪	
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১ ২০	১৪ ১৬	১৭ ৫৬	২১-৪০	২৩ ১৫	৬ ১৬	

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] অধিকারী [illegible] এবং [illegible] লেখনীর অমৃত ফল [illegible] এবং [illegible] ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ব্রত হইন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ [illegible] বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শিক্ষার সম্যক্ আলোচনা। প্রথম হইতে [illegible] অধ্যায়ে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিদ্বদ্বর শ্রী[illegible] গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়সূচিকা (contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে [illegible] নির্ঘণ্ট ও শব্দার্থ (Index Glossary) [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা নদীয়া

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এইস্থে হইতে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" বিভিন্ন [illegible] প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪ ৪ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "[illegible]" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] জীর্ণ জ্বর [illegible] একমাত্র উপায় [illegible] এবং [illegible] একবার সেবন করিয়া [illegible] আপনার [illegible] সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল [illegible] বড় বোতল ১৸০ আড়াই আনা। [illegible]

—[illegible] ষ্ট্রীট রোড, কলিকাতা।

[illegible], এবং [illegible]।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO 1541

পত্রপ্রসূনমালা
—::—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন পত্রাবলী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত 'গৌড়ীয়' কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—তারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যাদেশ
—::—
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
ভিক্ষা ১৷০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর - ৮ই মাঘ ১৩৪৭, ২১শে জানুয়ারী, ১৯৪১ মঙ্গলবার ২৬৪তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

আমেরিকায় নাৎসী চরের দুই বৎসর কারাদণ্ড

"ডেইলী এক্সপ্রেস" পত্রিকার নিউইয়র্কস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ছাড়পত্র (পাসপোর্ট) সংক্রান্ত প্রবঞ্চনার জন্য গত ১০ই জানুয়ারী মার্শাল গোয়েরিং-এর জনৈক আত্মীয় নিউইয়র্কের এক আদালত কর্ত্তৃক ২ বৎসরের কারাদণ্ড ও ৫০০ পাউণ্ড জরিমানায় দণ্ডিত হইয়াছে।

আসামীর নাম ইয়াজার ল্যাজারাস্। ল্যাজারাসের বয়স আটাশ, মাথায় টাক, শরীর মজবুত এবং পোষাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত সাদাসিধা। সে স্বীকার করিয়াছে যে, নাৎসী বন্ধুদের নিকট জার্ম্মাণী হইতে বহু অর্থ আনিয়া সে বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কে জমা রাখিত। এই অর্থ ঐ সকল দেশে নাৎসীদের প্রচার কার্য্য এবং অন্তর্ঘাত বৃত্তি ও নাৎসী কর্মচারিদের বিলাস প্রমোদে ব্যবহৃত হইত বলিয়া প্রকাশ পায়।

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী বিভাগের সংবাদে প্রকাশ যে, ল্যাজারাস এ ল্যাকট্, গোয়েরিং, গোয়েবেল্স্ প্রভৃতি বড় বড় নাৎসী নেতাদের বন্ধু।

এ পর্যন্ত জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক যে সকল দেশ আক্রান্ত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতে নাৎসী আক্রমণের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে ল্যাজারাসকে দেখা গিয়াছে। ১৯৩৮ সালে যখন মিউনিক চুক্তি সম্পাদিত হয়, তখন মিউনিকেও সে উপস্থিত ছিল।

——

এশিয়ার জন্য মার্কিণের নৌ-বহর

'ডেইলী টেলিগ্রাফ' পত্রিকার কূটনৈতিক সংবাদদাতা জানাইতেছেন, যুক্তরাষ্ট্রকর্ত্তৃক "এশিয়াটিক ফ্লিট্" বা এশিয়ার জন্য নৌবহর গঠনের সিদ্ধান্তটিকে লণ্ডনে অতিশয় গুরুত্ব প্রদান করা হইতেছে। ইহাতে সকলেই মনে করিতেছে যে, আমেরিকা সুদূর প্রাচ্যে জাপানের রাজ্যলুণ্ঠনে বাধাদান করিতে দৃঢ়-সংকল্প হইয়াছে।

এই প্রস্তাবিত নৌ-বহর সাধারণ ফিলিপাইন দ্বীপে অবস্থিত থাকিবে; তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহা বৃটিশের সিঙ্গাপুরের নৌ-ঘাঁটিতে পৌঁছিতে পারিবে। ইন্দো-চীন এবং থাইল্যাণ্ডে জাপানের মার্কিণ-স্বার্থ বিরোধী কার্য্যাবলী প্রতিরোধ করিবার পক্ষে ইহা খুবই উপযুক্ত স্থান।

——

নূতন রুশ-জার্ম্মাণ অর্থনৈতিক চুক্তি

গত ১০ই জানুয়ারী তারিখে বার্লিন এবং মস্কো রেডিও কর্ত্তৃক ঘোষণা করা হয় যে, সোভিয়েট রুশিয়া ও জার্ম্মাণীর মধ্যে একটি ব্যাপকতর অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে। সীমান্ত সমস্যা ও একের রাজ্য হইতে অপরের দেশবাসীদের স্বদেশে প্রেরণ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কেও বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। উক্ত বেতার-ঘোষণায় ইহাও প্রকাশ যে, পূর্ব্ব বৎসরের অর্থনৈতিক চুক্তিটিতে যে পরিমাণ পণ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল, বর্ত্তমান চুক্তিতে তাহা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। জার্ম্মাণী রাশিয়াকে কলকারখানার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিবে; ইহার পরিবর্ত্তে রাশিয়া জার্ম্মাণীকে তৈল, খাদ্যদ্রব্য এবং বিশেষ করিয়া শস্য যোগাইবে।

কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার মত যে, মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বেও রাশিয়া প্রচার করিয়াছিল যে, রাশিয়ার যে পরিমাণ তৈল উৎপন্ন হয়, বিশেষ সাবধানতার সহিত ব্যবহার করিলে তাহা তাহার নিজের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট। ইহার পর অর্থ বোধ হয় এই যে, জার্ম্মাণীতে রপ্তানী করিবার মত রাশিয়ার উদ্বৃত্ত তৈল নাই।

নূতন যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণ

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরে ব্রিটেনে যে সকল নৌ-জাহাজ নির্ম্মাণ সুরু হইয়াছে "ও'বজার্ভার" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় মিঃ ফ্রান্সিস ম্যাকমারী ই সম্প্রতি তাহার একটী বিবরণ দিয়াছেন। এখানে তাহা আংশিক উদ্ধৃত হইল।

রাজকীয় নৌবাহিনীর জন্য ১৯৩৯ সালের শেষের দিকে যে নয়টি যুদ্ধজাহাজ (ব্যাটেলশীপ) নির্ম্মিত হইতেছিল, গত বৎসরই তাহাদের কাজ শেষ হইয়া যাইবার কথা। "পঞ্চম জর্জ" শ্রেণীর আরও তিনটি জাহাজ ১৯৪১ সালে তৈয়ারি হইবার কথা। ঐ জাহাজগুলির ওজন ৩৫,০০০ টন হইবে। উহাদের গতি ঘণ্টায় ৩০ নট্ (সমুদ্রপথের মাইল)-এর উপর হইবে এবং প্রধান অস্ত্রসজ্জার মধ্যে দশটি করিয়া ১৪ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট কামান থাকিবে।

২৩, ০০০ টন ওজনের চারটি বিমানপোতবাহী জাহাজও ১৯৪০ সালে প্রস্তুত হইয়া কাজে ব্যবহৃত হইবার কথা। ইহার মধ্যে 'ইলাস্ট্রিয়াস'-এর সংবাদ বর্ত্তমানে সকলেই জানেন। এইগুলিকে 'আর্ক রয়েল' নামক জাহাজটির উন্নত সংস্করণ বলা চলে। ১৯৪২ সালে "ইমপ্লেকেব্‌ল" নামক জাহাজ দুইটি প্রস্তুত হইলে বিমানপোতবাহী জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে।

ইহা ছাড়া গত বৎসর বিস্তর ক্রুজার নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের প্রথম দিকেই চারটি ২,৮৫০ টন ওজনের ও ৬ ইঞ্চি কামানবাহী জাহাজ নির্ম্মাণ আরম্ভ করা হইয়াছিল। তাহাদের নির্ম্মাণকার্য্য শীঘ্রই শেষ হইবে।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে একটি সাবমেরিন নির্ম্মাণ হইতেছিল; তাহা ১০০০ টন ওজনের। "টী" শ্রেণীর আরও ২০টি সাবমেরিন এখন প্রস্তুত হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৩ পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবিহারী অপ্রাকৃত বৈর গোর মুর্ত্তিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বহুজন দেশ বিদেশের সুধীসমাজের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সজ্জনগণের সহিত যে সকল আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ সংলাপসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ-সম্প্রদায়-সংরক্ষণে ও বৈষ্ণব সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরজন স্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তপুষ্টিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ সত্যানুসন্ধিৎসু ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸৹ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুর্ব্বেদাত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২, মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, ভক্তের আলোচ্য ভূমিকা ও ৩২টীর অত্যন্তপূর্ব্ব সঙ্গীতসমূহের নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মঠকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র দাস ৫৮ নং, বি-এল,
পুরাণা-টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধ ভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ২০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮,
দশম স্কন্ধ— ৯,
২। আনন্দ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা) ৯,
৩। আনন্দময় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অধীনা) ৪,
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১,; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড - ৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড –৸৹; ২য় খণ্ড—১,; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৷৹
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২,
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২,
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২,
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১,
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। ব্রাহ্মণ-আচরণ ।৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ।৹
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵৹
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵৹
২২ ভজন রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১,
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২,
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২,
অধীনা) ১
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা
২৭। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতঃ কর্ণামৃতম্ (সানুবাদ)
২৮। বেদান্তসূত্রসার (সানুবাদ) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸
৩০ দীপ-নির্ণয়-পর্ব্ব ৷
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
৩৫। গীতমালা ⁄৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমার
৪০। শরণাগতি ৵৹
৪১। গীতাবলী ৶৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষাবিবৃত) ।৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।৹
৬২ সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিভিন্নঃ ।৹
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।৹
৬৪। তত্ত্বসূত্রম ।৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ
৬৭। সারার্থদর্শনম

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ ফিউ পার্ল্স অব বেদান্ত
৭০। নামভজন
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যান্ড অন্টলজি ।
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵
৭৩। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বেদান্তীজম
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুয়িং
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইংরাজীর শিক্ষিতদের অ্যান্ড আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷৷
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অমৃত কথা

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীনামাচার্য্যহরিদাস
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ১০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিবিধ স্তব ও পদাদি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ১০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ ৮ মাধব ৪৫৪ গৌরাব্দ ৮ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২২শে জানুয়ারী ইং ১৯৪১, মঙ্গল ২৬৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ মাধব ... গৌরাব্দ ৪৫৪

আত্মদান

আত্মসমর্পণই প্রপত্তি। আরাধ্যদেবতার প্রসন্নতাসাধনই সকল সাধনের লক্ষ্য এবং ঐ প্রসন্নতা-সম্পাদন-যোগ্যতাই সকল সাধনের সাধনত্ব। এইরূপ যোগ্যতা বিচারে প্রপত্তি বা আত্মসমর্পণই একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। আত্মসমর্পণ ব্যতীত শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তি সাধিত হইতে পারে না। আত্মসমর্পণ ব্যতীত বিষ্ণুর প্রীতিসাধক কিছুই নাই। আত্মনিবেদন না করিয়া অন্য কোন সেবার আড়ম্বর দেখাইয়া ভগবান্‌কে সুখী করা যায় না। আমরা এই প্রপত্তি বা শরণাগতির কথা অনেক সময় শ্রবণ কীর্তন করিয়া থাকি এবং তাহার প্রয়োজনীয়তা যে আদৌ অনুভব করি না তাহা নহে। কিন্তু কার্য্যতঃ আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই ইহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। কর্তৃত্ব মমতা কেহ ছাড়িতে চায় না। কল্যাণ খুব ভাল হইলে শরণাগতির বিচার হৃদয়ে স্থান পাইয়া কার্য্যকরী হয়।

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় ও সেবা ব্যতীত কৃষ্ণগতপ্রাণ হওয়া যায় না—কৃষ্ণে বস্তুতঃ আত্মসমর্পণ হয় না। যিনি সদ্গুরুর নিকট অভিগমন করেন নাই, তাঁহার ভগবদ্ভজনের অভিনয় বা অনুষ্ঠান বৃথাই হয়। নিজ স্বতন্ত্র সংরক্ষণের মোহে সদ্গুরুচরণাশ্রয় না করা ব্যক্তির ভগবানে প্রকৃত আত্মসমর্পণ এবং শরণাগতি হয় না এবং হইতে পারে না। যেখানে অন্তরে সত্য সত্য প্রপত্তি নাই, সেখানে প্রপত্তির বাহ্যানুষ্ঠানকে প্রকৃত প্রপত্তি বলা যায় না। আন্তরিক ঐকান্তিকতাই প্রপত্তির প্রাণ। প্রাণহীন লোক-দেখান বাহ্যানুষ্ঠানের কোন মূল্য নাই। যেখানে সত্য সত্যই আন্তরিকতা বা প্রাণ আছে, সেখানে বাহ্যানুষ্ঠান নাই এরূপ নহে। সেই বাহ্যানুষ্ঠানে দম্ভ, মৎসরতা ও স্বার্থচিন্তা কোন প্রতিবন্ধক বা মলা উপস্থিত হয় না। প্রেমভক্তের প্রেম হইবার জন্য যত্নও চাই। প্রভুর প্রতি প্রকৃত প্রীতি বা ভালবাসা যেখানে আছে, সেখানে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সেবার অনুষ্ঠান অনেকসময় প্রকাশিত না হইয়া পারে না। স্বাভাবিক স্নেহ, প্রীতি বা ভক্তি যেখানে আছে, তাহা স্বতঃই নানাবিধ আদর-যত্ন সেবারূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

কায়, মন ও বাক্য—এই তিনটির দ্বারাই শরণাগত হইতে হইবে। শরণাগতি ব্যতীত হরিভজন অসম্ভব। যে শরণাগত সে-ই ভাল—সে-ই বড়। যাঁহারা মনে মনে শরণাগতির ভাব পোষণ করিয়া কায় ও বাক্যকে নিজের স্বেচ্ছাচারিতার জন্য রাখিয়া দেন, তাঁহাদের প্রকৃত শরণাগতি হয় না। সম্বন্ধজ্ঞান না হইলে শরণাগতির উদয় হয় না। শরণাগতিই ভক্তির মূল। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে ভগবানের সহিত জীবের যে নিত্য ও স্বাভাবিক প্রভু দাস-সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধজ্ঞান হৃদয়ে জীব প্রপন্ন হইবার সৌভাগ্য পান। সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিই প্রকৃত প্রপন্ন। প্রপন্ন হইলে পর বিহিত অঙ্গ সাধনভক্তি 'সম্বন্ধ পরিজ্ঞান', বৃদ্ধি অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনের জ্ঞান, তত্ত্ব, উৎকণ্ঠা, শঙ্খ চক্রাদি হরিনামাদির চিহ্ন-ধারণ ও সাধুসেবা অর্থাৎ শ্রীগুরু আচার্য্যগণের সেবা—এই সমস্ত প্রবৃত্তি প্রকাশিত হইবে। সদাচার বা সদ্বৃত্তি ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্য এবং ভগবৎ-সম্বন্ধ সদ্গুরুপাদাশ্রয়মূলা। সুতরাং যেখানে সদ্গুরুর আদর ও আনুগত্য নাই, সেখানে সবই পণ্ডশ্রম মাত্র।

ভগবৎপ্রীতিই সাধন, ভগবৎপ্রীতিই সিদ্ধি। প্রপন্নকে ভগবান রক্ষা করেন। স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

দুই ভুজ তুলি প্রভু অঙ্গুলি দেখায়।
[illegible] কভু মোরে কেহ না পায়।
চণ্ডালেও মোহার শরণ যদি লয়।
সেহ মোর, মুক্ত তা'র, আমি নিশ্চয়।
সন্ন্যাসীও মোর যদি না লয় শরণ।
সেহ মোর নহে, সত্য বলিমু বচন।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(চৈঃ ভাঃ ম-১৩)

যে সকল লোক ধর্মকামী, অর্থকামী, কামকামী বা মোক্ষকামী, তাহারা কৃষ্ণসেবা-বিমুখ। তাহাদের জ্ঞান খুব বাহ্য আর [illegible] নাই। ভগবান্ [illegible]। তাঁহারা বড় চতুর। তাঁহাদের সব না হ'লে [illegible] বুঝে না। লোভী বা কামুক চাঞ্চল্য হইবে না। ধনকামুক, কামিনীকামুক ও প্রতিষ্ঠাকামুক কৃষ্ণভজন করিতে পারিবে না। যেখানে [illegible] সেখানে [illegible] স্থান কি করিয়া হইবে? আত্মনিবেদনই সেবার মূলধন। শরণাগত বা প্রপন্নই আত্মনিবেদনকারী। প্রপন্নই সেবোন্মুখ। প্রপত্তি সেবোন্মুখতা বা আত্মনিবেদন। আত্মনিবেদন ব্যতীত কাহারও ভগবৎসেবায় অধিকার হয় না। একারণ গৌড়ীয়গণের [illegible] ভগবৎ-পাদপদ্মে সমর্পিত। শ্রী [illegible] ও [illegible] পূর্ণতা [illegible] যে আত্মসমর্পণ উহা পূর্ণ হইতেই প্রীতি-পূর্বক সাত্ত্বিক আত্মসমর্পণ নহে। এইরূপ আত্মসমর্পণের সকল অঙ্গাঙ্গীর হইতে [illegible] হয় বটে, কিন্তু ইহা [illegible] শরণাগতি মাত্র; [illegible] এই শ্রেণীর নহে। শ্রীল [illegible] বলিয়াছেন—'কৃষ্ণকে [illegible] করাই [illegible] লক্ষণ। [illegible] শরণাগতি [illegible] বর্জিত [illegible] করে না।"

[illegible] চার্য্যদেবের কথা

[illegible] শরণাগতের [illegible] করিতে পারেন। [illegible] থাকিলে [illegible] গ্রহণ করিতে [illegible] না প্রভু [illegible]

[illegible] বেগ ও ক্রোধের বেগ [illegible] এবং [illegible] কামবেগের এবং আস্বাদন [illegible] বাক্যবেগ— [illegible] বিষয়ে জন্য। কৃষ্ণের সংসার বহন করিবার জন্য [illegible] যুক্ত করা হয়, তাহা হইলে [illegible] ক্রোধের প্রকাশ করে, [illegible] কেবল [illegible] করে। কৃষ্ণানুশীলনই [illegible] কৃষ্ণ [illegible] নহে, [illegible] এবং [illegible] কৃষ্ণবিলাসের সকল প্রকার উপকরণকে সেবাস্থানে তাঁহাদের মহিমা আনন্দের সহিত কীর্ত্তন করিলেই জিহ্বাবেগ প্রশমিত হয়।

মন সকল রূপরসাদির আধার, যাহার প্রলোভনে দেহ [illegible] অনুধাবনে ব্যস্ত, সর্ব্বদা [illegible] কোনের অন্বেষণে চঞ্চল। অসৎ বিষয়ের মনন হইতে ছুটী করাইতে বা কৃষ্ণবিমুখ মনকে দণ্ড দিতে পারেন—মন।

আস্বাদন দুই প্রকার—হরিকথা আস্বাদন এবং নামরুচের আস্বাদন - উচ্চারণের সহিত আস্বাদন। হরিনাম উচ্চারণকালে রসনা নব নবভাবে রসযুক্তা হইয়া থাকে। শ্রীনাম শব্দব্রহ্মবিগ্রহ। তাঁহার অঙ্গে [illegible] তাঁহার রূপ-দর্শন করিতে হইলে সেবোন্মুখ হইতে হইবে। সেবোন্মুখ জনের শ্রীনামপ্রভু 'উদয়'—নিজরূপ প্রকট করিবার যোগ্যতা আসিবে। তখনই তিনি সেবোন্মুখ রসনার সহিত রসরূপে সংযুক্ত। আস্বাদন দুই প্রকার—কৃষ্ণকথাশ্রবণ শব্দের আস্বাদন এবং হরিনামের বহু ভজনপ্রবর্তনী [illegible] আস্বাদন।

'জড়েন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণকে পাইবে না—স্বয়ং কৃষ্ণ এই কথা বলিয়াছেন। যে প্রতিজ্ঞা [illegible] ইন্দ্রিয়তর্পণের ছাড়িবে না, তাহাকে শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ং কৃপা দান করিবেন না। "শিশ্নোদর-পরায়ণ"—এখানে 'পরায়ণ' শব্দ নিজেও অর্থে বলিয়াছেন, কারণ বেশ সংশোধক আছে। তবে 'শিশ্নোদর-পরায়ণ' বলিলে যাহারা তাহা ছাড়িবার চেষ্টা না করেন নাই, তাহাদের কথা বলিয়াছেন। যদি ঐ সকল ভোগের স্পৃহা থাকিলেও তাহা ছাড়িবার চেষ্টা না, অন্ততঃ ছাড়িবার লালসা থাকা দরকার। যিনি ছাড়িয়াছেন তিনিই বৈষ্ণব।

দেহ, বাক্য হইতে রাগ ও দ্বেষ এই দুইটী শব্দের উৎপত্তি। একারণেই বাসনার জন্য [illegible] যতদিন প্রবল থাকিবে, ততদিন বাসনা বা বস্তুর শেষ নাই। চিত্তবিমুখ হইলে রাগ, আর অচিৎ বাধাবিঘ্ন হইলে তখন দ্বেষ। চিত্ত যখন কোন অর্থের বশীভূত হয়, তখন নানাপ্রকার বাসনার উদয় হয় [illegible] চিত্ত রঞ্জিত হয়, সেটী পরম উপাদের অবস্থা। কিন্তু [illegible] ভাবে চিত্ত মলিন হওয়া ভাল নহে।

আত্মপ্রশংসা যাহার আছে, সে বৈষ্ণব নহে। নিষ্কপটতা যেখানে, সেখানেই রাগ বা দ্বেষ—গ্রহণ বা ত্যাগ। রাগ—প্রীতি, দ্বেষ—ত্যাগ। অকিঞ্চন হ'চ্ছে বৈষ্ণবের দাস। যাঁ'র প্রতি বৈষ্ণবের দয়া হ'চ্ছে, পৃথিবীর কোন জিনিষ তাঁ'কে টলাতে পারে না। লিপ্ত হচ্ছে কিন্তু অভিনিবেশ নাই—পদ্মপত্রের মত জলে থাকে, কিন্তু জলের সঙ্গে মিশে না। তাঁ'দের দর্শন আলাদা।

শ্রবণ-কীর্ত্তনটা যেন routine work না হ'য়ে যায়, সে'দিকে তীব্র লক্ষ্য রাখতে হবে। আদরের সহিত, রুচির সহিত শ্রবণ-কীর্ত্তন কর্‌তে হ'বে। প্রত্যেক কাজটাই প্রাণ থেকে বা প্রীতি থেকে হওয়া চাই, [illegible] হ'লে সেবা হ'বে নিজেকে সংশোধন করতে হবে।

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা থেকেই বৈরাগ্য [illegible] কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাসনার সহিত যাহা বর্ত্তমান থাকে। ঐ বৈরাগ্য সাহিত্যবোধক নহে, সেবাধীনতা নহে। ভাগবতধর্ম্মে চিত্তবৃত্তির অনুশীলনপর জ্ঞানের কথা আছে ঐ জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির সহিত বর্ত্তমান।

এ জগতে অধিকার নাই, কেবল শ্রবণ। এ জগৎ হইতে অস্তিত্ব মুছিয়া যায় যাউক কিন্তু তাহার আগে বিষ্ণুসেবার খাতায় নামটা লেখা (enrolled) হউক। বিষ্ণুসেবক শ্রীনামগ্রহণ-সেবকের নাম লেখা হয়। শ্রীকৃষ্ণসেবকের নাম ওঠে মধুবনে শ্রীবৃন্দাদেবীর খাতায়, বাৎসল্যে নন্দ যশোদার, সখ্যে শ্রীদাম-সুবলের, [illegible] খাতায়। সেখানে নামটা লেখা হউক, ইহাই আমাদের প্রতি [illegible] প্রার্থনা।

ভক্তির পথ কঠিন নহে, অতি সহজ আত্মগৌরব দূর হইলে আর কাঠিন্য থাকে না। ভক্তি acquired knowledge নহে, উহা আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেবই ইহা স্থাপন করিতে আসিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছার সহিত dove tailed হওয়াই আসল কথা। Switch off হওয়া অবস্থায় দুরাচার, প্রতীয়মান আচারাদি দর্শন করিয়া তদ্দ্বারা সাধুত্বাসাধুত্ব নির্ণয় করিতে হইবে না।

কৃপাপ্রার্থীর কর্ত্তব্য

ভজনের পথে শ্রীগুরুকৃষ্ণের ইচ্ছায় অনেক সময় অনেক বাধাবিপত্তি আসে। যিনি সম্পূর্ণ শরণাগত, যিনি গুরুকৃষ্ণে শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব-সমর্পণ করিয়া তাঁহাদের হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার বাধা বা বিপদে ভয় নাই; বরং জগৎ যাহাকে বিপদ্ বলিয়া জানে, তিনি তাহাকে সম্পদ্ বলিয়াই গ্রহণ করেন। কিন্তু আমাদের দুর্ব্বল চিত্ত বাধা-বিপদ্ দেখিয়া ভীত হয়, উৎসাহ হারাইয়া ফেলে। বিশেষতঃ যখন দেখিতে পাই যাঁহাদিগকে এতদিন আদর্শ বলিয়া জানিয়াছি, যাঁহাদের সঙ্গ ও উপদেশ আমাদের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে বল দিয়াছে, বিশ্বাস তাঁহাদের দেহ নাই, যখন তাঁহারাই আবার অন্যপ্রকার বিচারকে বহুমানন করেন, তখন একটা প্রবল সংশয় উপস্থিত হয়।

এই দুর্ব্বলতা অশরণাগতের। শরণাগত বা হরিজনে নিষ্কপট অভিলাষযুক্ত যিনি, তাঁহার ঐ প্রকার চিত্তবৃত্তি নহে। ভগবানকে গোপ্তৃত্বে বরণ শরণাগতের স্বরূপ লক্ষণ। শরণাগত নিজের বলের প্রতি ভরসা রাখেন না; তিনি নিজ ইষ্টদেবে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাকে গোপ্তৃত্বে বরণ করেন। বরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে একটি বড় ভরসা পান—কৃষ্ণ অবশ্যই রক্ষা করিবেন। এইরূপ শরণাগত নির্ভীক। যাঁহাকে তিনি স্বীয় রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জানেন, সেই অসমোর্দ্ধ, অধোক্ষজ ভগবানের নিকট বাধার কোন প্রভাব নাই। সুতরাং অশরণাগত বাধাবিঘ্নবিপত্তিতে দুর্ভাগা জীব যেরূপ ভীতিগ্রস্ত হইয়া সন্তাপ লাভ করে, সেই ভীতি শরণাগতের নাই। শরণাগত সংশয়াত্মা নহেন, তিনি দৃঢ়বিশ্বাসী।

শরণাগতই শুদ্ধ বৈষ্ণব। সেই শরণাগতই—বৈষ্ণবই আমাদের আদর্শ। অশরণাগত ভীত বা সংশয়াত্মা আমাদের আদর্শ নহে।

ভজনের পথে বাধা আছেই। ভক্তির পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে; উহা কোটি-কণ্টকে আবৃত, শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ। আমাদের অশরণাগত চিত্ত বাধা দেখিয়াই হতাশ হইয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ভয় ও সন্দেহ আসে। কিন্তু বাধা দেখিয়া হতাশ কেন হই? কৃষ্ণের নিকট অগ্রসর হইতে যে বাধা দেয়, সে মায়া। মায়ার বিক্রম যত প্রবলই হউক না কেন, কৃষ্ণের নিকট উহা চিরদিনই পরাস্ত। সেই কৃষ্ণই যখন রক্ষাকর্ত্তা, তখন ভয় পাইবার ত' কোন কথা নাই। বিপদ্ বা বাধা দেখিয়া হতাশ না হইয়া উহার আক্রমণের মত বুক দেওয়াই প্রয়োজন। বাধা বিপদ্ ভক্তদেবের পরীক্ষা মাত্র। এই পরীক্ষা নিষ্ঠুরতা নহে। আমাদের হৃদয়ে যে কুটিনাটি, কপটতা, অন্যাভিলাষ—সমস্ত অনর্থ প্রতি মুহূর্ত্তে নূতনরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া আমাদিগকে কৃষ্ণের বন্ধুত্ব প্রাপ্তি আচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, করুণাময় ভক্তদেব বাধাবিপদের আগুনে সেই অনর্থ দগ্ধ করিয়া আমাদিগকে নির্ম্মল করিতে চান, যে রূপ কৃষ্ণ দয়া করিয়া দর্শন করেন, সেই রূপ প্রকাশ করিতে চান।

বৈকুণ্ঠের যাত্রী বহু হয় না; কিন্তু হইবার যোগ্যতা সকলেরই আছে। যদি আমরা যদি সত্য সত্যই নিষ্কপট হই, তাহা হইলে আমাদের হতাশার কোন অংশ থাকিতে পারে না। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ বলেন—যেদিন সমস্ত জগতের লোক আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবে, সেই দিনই প্রকৃতপক্ষে আমাদের হরিভজন আরম্ভ হ'বে। যেদিন বহির্মুখ জগতের কর্ম্মী, জ্ঞানী, কৃষ্ণদ্বেষী, অন্যাভিলাষী-সম্প্রদায় আমাদিগকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করিবে, সেইদিন আমাদের প্রতি বৈষ্ণবের কৃপা হইবে। লেখনীতে, মুখে এ পর্য্যন্ত শত শত বার এই কথা বলিয়াছি—বহু বার্

ভক্তি কার যে জনে চৈতন্য অবতার। সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার।

বিপত্তি আসুক, কখনই শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিশ্বাস হারাইব না, বরং বিপদে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি শ্রদ্ধা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইবে। সেই কথায় কতটা আন্তরিকতা আছে তাহার পরীক্ষার জন্য .... উপস্থিত হইয়াছে। এখন যদি পশ্চাৎপদ হই নিজের দুর্বলতা দূরত্বে কোথায় দিতে পারি, তাহা হইলে এতদিন যদিয়া গুরুদেবকে প্রতারণা করিয়াছি মাত্র—ইহাই প্রমাণিত হইবে। দুর্বলতার জন্য চিন্তার কারণ নাই। কারণ, আমরা দুর্বল হইলেও আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম দুর্বল নহেন এবং তিনি আমাদের এখনও পরিত্যাগ করেন নাই। আমরা যদি .... হইলে .... দুর্বলতা থাকে ...... আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না।

আমাদের উচিত দর্শন হওয়া প্রয়োজন। যে বস্তু লাভের আশায় আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপনীত হইয়াছি, শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় সেই আশা পূর্ণ করিতে যদি চাই, তবে তাহার জন্য সমস্ত বাধাবিপত্তি সহ্য করিতে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে। সেই বস্তুটী আশার নিকট বাধাবিপত্তির প্রাবল্য অতি তুচ্ছ। সংসারাসক্তির বিনাশ হয়, কিন্তু ভক্তের—শরণাগতের বিনাশ নাই। যে বাধাবিপত্তিকে অশরণাগত জীবের চক্ষে দেখে, সেই বাধাবিপত্তি শরণাগত ভক্তের নিকট অত্যন্ত অনুকূল হইয়া দাঁড়ায়। যাঁহারা গতিশীল, তাঁহারা এই অনুকূল স্রোতে কত কোটি-যোজন অগ্রসর হইয়া যাইতেছেন। শরণাগত ভক্ত ভরসা পাইয়া "সমস্ত জগৎ যদি বিরোধী হইয়া যায় যাউক, তাহাতে কি আসে যায়?" এরূপ কথা বলিতে পারেন, তাহা দর্শন করিবার মত সেবাচক্ষু আমাদের লাভ হউক সংসারাসক্ত পরিণামদর্শী মাত্র দৃষ্টি আবদ্ধ না রাখিয়া শরণাগতের শান্তিময় পথ লক্ষ্য করিবার শক্তিই আমাদের কাম্য হউক।

সকলের মূল শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস, এই শ্রদ্ধাই ক্রমশঃ রতি ও প্রেমভক্তিরূপে পুষ্ট হইয়া থাকে। ব্রজবাসিগণ বিশ্বাসপরায়ণ। তাঁহারা "অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ" – এই বিশ্বাস রাখেন। সেইজন্য যখন ব্রজবাসিগণ বহু বিরোধী অসুর ব্রজবাসিগণের অনিষ্ট সাধনে প্রয়াস পায়, তখন তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে আত্মরক্ষার কোন উপায় খোঁজেন না। যাহারা নিজে শ্রীকৃষ্ণ হইতে দূরে থাকিয়া স্বার্থ উৎপাদিত করিবার জন্য নানা সযত্নপ্রকারে চেষ্টা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে যাবে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে আত্মঘাতী থাকিবে। যখন সঙ্কটজনক মুহূর্তে সব বিপত্তি ঘটে, যখন রক্ষাকর্তা বলিয়া কৃষ্ণকে মনে করিতে প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে কি করিয়া রক্ষা পাইব? সেই সময় যদি নিজ বলচেষ্টা, নিজের জ্ঞান, বিচার, অভিজ্ঞতার প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়া নির্ভরতা না করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবকে একমাত্র রক্ষাকর্তা বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস রাখিতে পারি, তাহা হইলেই মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইব, নতুবা নহে।

অনেক সময় আমাদের অশান্ত চিত্তের নানাপ্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি, মলিনতা, অস্থিরতা ইত্যাদির নিত্য নূতন রূপ দেখিয়া আমাদের মনে হতাশা আসে—এইরূপ অধম চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট আমাকে কি গুরুদেব দয়া করিবেন? এই প্রকার চিন্তা করিয়া আমরা হিংসায় ডুবাইয়া ফেলি। আমাদের অনেক সময় মনে হয় "আপনার জনে যাতনা এখন শ্রীচরণে দেহ স্থান", "বিমুখ হইয়া ছাড় নিজজনে না কর করুণা লব", "তব দয়া মোর অধিকার"—এই সকল কথা আমরা কি করিয়া বলি? আমাদের যে কত শত দোষ রহিয়াছে, এরূপ দৃঢ়তার সহিত কল্পনা আমরা কি করিতে পারি? আমরা কি নির্ভয়ভাবে এরূপ বলিতে পারি— "যত দিবে দাও, কিন্তু ছাড়িও না?" আমাদের এমন কি দাবী আছে যে, বলিলে শুনিবেন, আর আমরাই বা কি করিয়া বলিব? কিন্তু এ বিচার সুষ্ঠু নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত আমার যে নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। বিমুখ হইলেও আমি ত' তাঁহারই জন। বিমুখতা স্বরূপগত নহে, কিন্তু সম্বন্ধটি স্বরূপগত। গুরুপাদপদ্মের সহিত আমার যে নিত্যসম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা ভুলিয়া পতিত হইয়াছি বলিয়া তিনি যে কৃপা করিবেন না, তাহা নহে। আমি পতিত হইলেও তিনি পতিতপাবন। পতিতের ইহা অপেক্ষা অধিক ভরসার বিষয় আর কি হইতে পারে? দয়া করা গুরুদেবের সত্তা তিনি দয়া করিবেন কি না, এরূপ বিচার আসিলে গুরুদর্শন হয় না, গুরুদেবে মর্ত্যবুদ্ধি করা হয়। আমাদের কিছু গুণ থাকিলেই গুরুদেবের কৃপা লাভ হইবে এরূপ নহে। গুরুদেবের দয়া করিবার সামর্থ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে হইবে না। তিনি কৃপা করিবেন কি না, তাহা আর নিজকে ভাবিতে হইবে না, তাহা তিনিই জানেন। আমরা নিতান্ত অযোগ্য এবং কেবলমাত্র অযোগ্য নহি, পরন্তু অপরাধী। তথাপি কৃপা বা দয়া যখন আর গতি নাই, তখন অযোগ্য অপরাধী জানিয়া 'গুরুদেব! কৃপা করুন'—অকপট দৈন্য ও আর্ত্তির সহিত নিরন্তর এইরূপ প্রার্থনা করা আমাদের প্রয়োজন। এইরূপ মানসিক কৃপাপ্রার্থনা দাম্ভিকতা নহে। প্রকৃতপক্ষে উহাই শরণাগতির লক্ষণ। গুরুদেব দয়া করেন এবং কৃষ্ণ রক্ষা করেন, এই বিশ্বাসই শরণাগতি।

সাধু কে?

——::(০)::——

সর্ব্বক্ষণ হরিকথানিরত ব্যক্তিই সাধু। যিনি নিত্য কৃষ্ণকথায় দিন কাটান, —হরিকথাই যাঁহার প্রাণ—সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবার জন্য যিনি ব্যস্ত, তিনিই সাধু। যাঁহার সকল ক্রিয়া কলাপ, হাব-ভাব, চাল-চলন সকল চেষ্টার মধ্যেই গুরুকৃষ্ণসেবার জন্য ব্যাকুলতা, তিনিই সেবোন্মুখ।

দোষ আছে বলিয়া নিরুৎসাহ কেন হইব? আমার বহু দোষ আছে, ইহা জানিয়াই ত' গুরুদেব আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আশ্রিতবৎসল, তিনি কখনই আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। আমার দোষ ত্রুটির জন্য গুরুদেব কৃপা করিতে বিরত হইবেন, এরূপ ত' কখনও দেখা যায় না যদি তিনি দোষ-গুণের বিচারই করিতেন তাহা হইলে আমাদের ন্যায় গুণলেশশূন্য, সর্ব্বদোষের আকর পাষণ্ডকে কখনই শ্রীপাদপদ্মে স্থান দিতেন না। সকলই গুরুদেবের করুণা। কিন্তু আমরা যে সেই করুণাধারায় সর্ব্বান্তঃকরণে ভিজিতে পারিতেছি না, তাহার কারণ, আমাদের শরণাগতির অভাব। সেই অভাবও তাঁহার কৃপা বলেই দূর হইবে। শরণাগতি আমাদের স্বরূপবৃত্তি। সেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছি না বলিয়া আমাদের জীব দুঃখ যাহা হউক, কিন্তু যেন হতাশা না আসে। হতাশায় দাম্ভিকতা আছে। শরণাগতের হতাশা নাই, তাঁহার অফুরন্ত উৎসাহ।

কৃষ্ণ রক্ষা করিবেন, গুরুদেব কৃপা করিবেন - এইরূপ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কোন প্রকার সংশয় লইয়া সেখানে যাওয়া যাইবে না। হৃদয়ের সকল সংশয় ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করিবেন, ইহা প্রথমে বিশ্বাস করিতে হইবে। বিশ্বাস করিলে পরিতাপ করিতে হইবে না। যদি বিশ্বাস করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই উপলব্ধি হইবে। বিশ্বাস করিতে না পারিলে কোন সংশয়ের মীমাংসা কখনও হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ কিছু আত্মগোপনে অসমর্থ নহেন; কিন্তু যেখানে বিশ্বাস নাই, যেখানে বস্তুর অভিলাষ নাই বরং সংশয় বা প্রশ্ন দাম্ভিকতা বর্ত্তমান, সেখানে তাঁহাকে সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করেন না। কারণ বস্তু স্বরাট। যাহা কখনও জড় নহে, কৃষ্ণ ইন্দ্রিয়শক্তির প্রাপ্য হইতে পারে না। সাধুর গুরুদেবের কৃপাই বোধ্য হয়।

———

সেবোন্মুখ কখনও অযথা অনর্থক সংসারের কথা লইয়া—সময় নষ্ট করিয়া কালাতিপাত করেন না। যিনি সময়ের মূল্য বুঝেন না, তিনি সময়ের সদ্ব্যবহার করিবেন কিরূপে? যিনি সময়ের মূল্য বুঝেন—যাঁহারা এক মুহূর্ত্তও বৃথা নষ্ট করেন না, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের সেবা করেন, তিনিই সাধু। সাধু অকপট। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের ও অকপট। আমরা যে সকল কথা মানুষকে জানিতে দিই না, যে সকল চিন্তা অতি গোপনে, অতি সঙ্গোপনে চিত্ত-মধ্যে পোষণ করিয়া থাকি, সাধু সেই সকল কথাও জানেন। সুতরাং সাধু আমাদের সেই সকল অন্তরের অন্তরতম স্থলে প্রবেশ করিয়া যাবতীয় কথাও বাহির করিয়া তাহাকে অন্তর্যামীর ন্যায় করিয়া থাকেন। সুতরাং সাধু কাহারও গায়ে হাত বুলাইয়া, মন যোগাইয়া কথা বলেন না, তিনি নিশ্চিত সত্যের প্রচারক। তাঁহার বাক্যের কোন খুঁত নাই। তাঁহার উপদেশের কোনও খুঁত নাই। তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ। তবে তাঁহারা খুঁত বাহির করিয়া দিতে পারেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ আপাতঅশিব অপ্রিয় বাস্তবসত্যের বাণী কীর্ত্তন করিয়া সকলের অন্তরের মলিনতা দূর করিয়া থাকেন। তিনি 'ভাল'র সমর্থক। তিনি ভাল-মন্দ, সৎ অসৎ, আলো অন্ধকার, সত্য-মিথ্যা, দেবতা দুষ্ট ও সেবাবিমুখকে একাকার করেন না, তাঁহাদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করিয়া কোন কথা বলেন না। তিনি ...... কাহারও খাতির রাখিয়া কোন কথা বলেন না। সাধুর গায়ে কত জোর, বুকে কত সাহস, মনে কত সাহস আছে! এই সাধুর নিকট ভগবান্ বাস করেন, সাধুর [illegible]।

সত্যই সাধুর সঙ্গ প্রধান সহায়। সাধুসঙ্গ হইলে কোন অনর্থ বল প্রকাশ করিতে আমাদের কিছু ক্ষতি করিতে পারে না। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন—

কিবা করিতে পারে কাম-ক্রোধ সাধকেরে
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ।

এই সাধুর সঙ্গ [illegible] পারিলে [illegible] না। [illegible] হইতে হইবে। [illegible] বাস্তব সাধুর সঙ্গ [illegible]। সাধু ও [illegible] সর্ব্বশক্তির কর। [illegible] সাধুসঙ্গ [illegible] হয়॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শি

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয় ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১০
সেবক—শ্রীঅনন্তবাসুদেব দাস অধিকারী বি-এল্

(৩) শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসত্যবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী

(৭) কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গল নন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীসঙ্কীর্ত্তনপ্রিয় দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধরদাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গোকুলপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅনুভবানন্দ সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
চাকদহপল্লী, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগিরিধারী ব্রজবাসী

(২১) শ্রীরাধাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চটক পর্ব্বত
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
বাংলা বাজার, পোঃ ওয়ারী ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীরাধানাথ ব্রজবাসী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)
সেবক—শ্রীইন্দ্রপতিদাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবানন্দসুদর্শনবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া। আসাম।
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ। আসাম।
সেবক—শ্রীগিরিমোহন দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩এ, পাহাড় 'ব'ধে, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মহাপুর পাটনা।
সেবক—শ্রী'ন'দনপ্রভু দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
বরদা রোড গয়া
সেবক—শ্রীশুদ্ধপাদপদ্মভৃঙ্গ দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
৮।১১ বড় গলি। ... দিল্লী
সেবক—শ্রীভজনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) ... মঠ,
পোঃ ... লক্ষ্ণৌ ইউ পি।
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
বৃন্দাবন, শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

(৩৯) শ্রীব্রজানন্দ সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা)
সেবক—শ্রীগোপীকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকৃষ্ণ গোপালজী
সেবক—শ্রীনিত্যচৈতন্য ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীবৃদ্ধিমন্ত দাস

(৪৩) মহেশ বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।
সেবক—শ্রীরাধাচরণ দাস

(৪৪) গোকুলবিহারী মঠ—জেলাহারী.
পোঃ জেলাম, জেলা ... পাঞ্জাব।
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
সেবক—শ্রীচিত্তপাবন ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
১৫নং ক্যানাল রোড, নই দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয় ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, গ্র্যান্টরোড
মাড়' বোম্বে ৭
সেবক—শ্রীবিভূতিদাস ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীবেদান্তীরমণ ব্রহ্মচারী

(৪৯) নারায়ণ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভূর, গুণ্টুর গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীগদাধর দাস অধিকারী

(৫১) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫২) ... ...
সেবক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) শ্রীআলালকুটী
সেবক—শ্রীঅরুণ দাসাধিকারী

(৫৪) শিমুলিয়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর পুর্ব
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) ... মঠ
বাঁশবেড়িয়া, পোঃ কটক। উড়িষ্যা।
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

(৫৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম
পোঃ নন্দকুমার, পঞ্জাব
সেবক—শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী

(৫৮) ... মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ মাধবপুর গোয়ালপাড়া
সেবক শ্রীবীমহীন দাসাধিকারী

(৫৯) জয়দিব গৌড়ীয়মঠ
পোঃ জয়দিব, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী

(৬০) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ বাজেরাই (বর্দ্ধমান)।
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুবনেশ্বর, পোঃ ভুবনেশ্বর। মানভূম
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

(৬২) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং ... ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
গ্ল্যাট নং ২
৫১, আর্ল-রোড
গ্লস্টার, লণ্ডন, ই ৫
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট.
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ আফিস
আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
... চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
মিশ্রীখ (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) প্রাথমিক শিক্ষালয়
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রীমতিশেখর ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীতামসহর ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রেসিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-ঃঃ০ঃঃ-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৶০	।০
ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২১৲	১৮
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৫৲
ষাণ্মাসিক "	২৸০
ত্রৈমাসিক "	
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৫ পয়সা। দিনের সংখ্যার মূল্য অতন্ত্র

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি সাম্প্রদায়িক সম্পদে বাস্তবিক অধ্যায়ে বিভক্ত। উহাতে বহু চিত্রের (chart সহ) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

নবযুগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোহর। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—নবযুগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, বাংলা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে সম্প্রদায়নিকায়োক্ত ভাগবত মানবগণের সদাচার, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, কোরান, বাইবেল ও ভাগবতাদি সম্বন্ধে [illegible] শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবমাত্রের সাধারণ জ্ঞানসমূহ, ভক্তিসাধক সংসিদ্ধান্তবলয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—নবযুগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঃঃ০ঃঃ—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—ঃঃ০ঃঃ—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচিত খোলা। [illegible] [illegible] ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সংক্ষেপভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত সংক্ষেপভাবে সংগৃহীত হইয়াছে। [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সংকলিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নরহরিবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি মহামহোপাধ্যায় [illegible] [illegible] ভক্তিসিদ্ধান্ত টীকা, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এবং মহোদয় [illegible] [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] এক অপূর্ব্ব অনুবাদ [illegible] সম্পূর্ণ প্রকাশিত করিয়া উহার আদর্শ [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। [illegible] অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচীপত্র [illegible] অন্বয়, [illegible] শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে [illegible] [illegible] শ্রীল শ্রীধরস্বামীকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল [illegible] [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে যে সকল পাঠক [illegible] সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। [illegible] [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনরহরিবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বক্তাগণের প্রতিপাদ্য বিষয়-নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত সরলভাবে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা। ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ ৪-৫৬ ৬-২১ ৭ ১৪ ১১-৬ ১৩-১৬ ১৬-৫৬ ১৭-৫৬ ২২ ৫

দমদম ৪-৫৬ ৬-৩১ ৭-২৮ ১১-১৮ ১৩-৫০ ২২

রাণাঘাট পৌঃ ৬-১৬ ৮ ১ ৯-১৮ ১৩-২৮ ১৪-৫৭ ১৮-৩১ ১৯-৩৫ ০-২৮

(বদল) ছাঃ ৬-২৮ ৮-৮ ৯-৩৭ ১৩-৩৩ ১৫-৫ ১৮ ৩৯ ১৯-৪০ ১-৩৩

কৃষ্ণনগর পৌঃ ৭-৫ ৮-৪০ ১০-৬ ১০-৫৪ ১৫-৪১ ১৯-১৫ ২০-১৫ ১-৮১

(বদল) ছাঃ ৭-১০ ১০-১১ ১৭-৩৮ ২০-৩০

নবদ্বীপঘাট পৌঃ ৭-৫৮ ১০-১৯ ১৮-১০ ২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬

দমদম.. ১১-১৮

রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫৫

ছাঃ ১৩-০

শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৮

(বদল) ছাঃ ১৩-৩৩ (লাইট রেলওয়ে)

কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ৬ ১ ৮-৬ ১১-৪ ১৪-১২ ১৬-৬ ১৮-৩৩

কৃষ্ণনগর পৌঃ ৬-৩৯ ৮-৪৪ ১১-৪২ ১৫-০ ১৬-৪৬ ১৯-১১

ছাঃ ৭-১০ ৮-৫২ ১১-৪৭ ১৫-১০ ১৬ ৫৬ ১৯-২১ ২০-৪৬ ১-৩১

রাণাঘাট পৌঃ ৭ ৪৫ ৯-২৫ ১২ ২৬ ১৫-৫০ ১৭-৩০ ২০-৩ ২১-১৯ ৪-২০

(বদল) ছাঃ ৭-৫৩ ৯ ৩০ ১২-৩৬ ৫-৫৫ ১৭-৪২ ২০-১১ ২১-২৫ ৪-১৮

দমদম ১১-৮ ১৭-৩৬ ২০-৯ ২ -২৬ ২৩-৯

কলিকাতা পৌঃ ৯ ২১ ১১ ২০ ১৪ ১৬ ১৭ ৫৬ ২২-৪০ ২৩ ২৫ ৭ ১৬

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং সাধক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অপূর্ব্ব গ্রন্থ মানচিত্র বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শিক্ষার সম্যক্ আলোচনা। প্রথম হইতে ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়সূচিকা (contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণক্রমে সজ্জিত সূচিপত্র ও শব্দার্থ (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, রায়পেঠা মাদ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা নদীয়া

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এইস্থানে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৩ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এস্থান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এস্থান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... ।

পুরাতন ... একবার সেবন করিয়া ... আপনার অর্থ ... সার্থক হয় কিনা।

ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

(অন্য স্থানে ...)

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO 1541

পত্রপুষ্পমালা
—ঃঃ—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন পত্রাবলী শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের বিরচিত 'গৌড়' কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
ঢাকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

নিক নদীয়া-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যদেব
—ঃঃ—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে উহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১৷০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ৯ই মাঘ ১৩৪৭, ২২শে জানুয়ারী, ১৯৪১ বুধবার ; ২৬৫তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——ঃঃ(০)ঃঃ——

বুলগেরিয়ার ভবিষ্যৎ

'নিউজ ক্রনিক্যাল' পত্রিকায় সম্প্রতি ভার্নন বার্টলেট লিখিয়াছেন,—

বিভিন্ন লোক রুশ-জার্মান-বাণিজ্য-চুক্তির বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিতেছেন। কেহ মনে করিতেছেন যে, রাশিয়া জার্মান-[illegible] বিনিময়ে অতি সামান্য দিতে স্বীকৃত হইয়াছে. জার্মানীকে সে যে সব বস্তুর প্রতিশ্রুতি দিয়াছে কোনও কিছুই জার্মানীকে [illegible] দিয়া পার পাইবে না আবার কাহারও কাহারও ধারণা এই যে এই বাণিজ্য-চুক্তি দ্বারা মলোটভ এবং স্তালিনের বলকান-[illegible] নীতির কিছু দিয়া একটা বড় রকম [illegible] নির্দেশন।

এই চুক্তিটির সম্পর্কে স্বভাবতঃ যে কথা মনে হয় তাহা এই যে, রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে সহযোগিতা খুব অনুরূপ হইতে পারে না। বুলগেরিয়ায় জার্মানীর প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জার্মানী রাশিয়াকে সব কথা খুলিয়া বলে নাই। অথচ বলকান রাজ্যগুলির মধ্যে বুলগেরিয়া সম্পর্কে রাশিয়ার সর্বাধিক ঔৎসুক্য থাকিবার কথা বলা বাহুল্য। এই দুই রাষ্ট্রের বাণিজ্য [illegible] দ্বারা প্রভাবান্বিত। মনে হয়, সম্ভবতঃ এই দুই বিরোধী মতবাদের মাঝামাঝি কিছু একটা হইবে। সোভিয়েট রাশিয়া যুদ্ধের জন্য [illegible] অপ্রস্তুত। সুতরাং যুদ্ধ এড়াইবার জন্য সে অনেক কিছুই করিতে পারে। আমার মনে হয় সম্ভবতঃ রাশিয়া বুলগেরিয়ার সংহত পরস্পরের নিরপেক্ষ বিষয়ের এক চুক্তির প্রস্তাব করিয়াছিল, কিন্তু বুলগেরিয়া-সরকার তাহাতে অস্বীকৃত হন। এখন কিন্তু বুলগেরিয়া জার্মানীকে রাখিয়া যুদ্ধের জন্য যেখানেই সম্ভব করিতে চেষ্টা করিতেছে, অথচ যুদ্ধের শক্তির মোড় যে কোন দিকে ঘুরিবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। এখানে জার্মানীকে কি পরিমাণ অধিকার বিস্তার করিতে দেওয়া যাইতে পারে, সে বিষয়ে রাশিয়াও বোধ হয় এখনও কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই।

বুলগেরিয়ার রাজধানী "বিশেষজ্ঞদের" আগমনে এবং রুমানিয়ায় জার্মান সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় অন্যান্য বলকান রাজ্যগুলিতে আক্রমণ-প্রস্তুতির ইঙ্গিত প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। তবে সাধারণের ধারণা এই যে, ইতোমধ্যে ইতালীর অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া না উঠিলে [illegible] বসন্তের পূর্বে হিটলার [illegible] অভিযান আরম্ভ করিবে না।

ইতালীর পক্ষে জার্মানীর সৈন্য

"ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকা [illegible]-সংবাদদাতা [illegible] জানাইয়াছেন যে, [illegible] জানা গিয়াছে যে, [illegible] ইতালীতে পাঠাইবার জন্য [illegible] সৈন্য মজুত করা হইতেছে। ইতালীতে [illegible] প্রধান তিনটি রাস্তার মধ্যে দুইটি রাস্তাই এই প্রদেশ হইতে বাহির হইয়াছে। এই রাস্তাগুলিতে চলাচল অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে।

[illegible] ট্রেণগুলি ছাড়া [illegible] গোলন্দাজ বাহিনী, ৮২ নং পদাতিক বাহিনী এবং ২৩ নং অশ্বারোহী বাহিনীর কিয়দংশ, তাহাদের পূর্ণ সাজসরঞ্জাম এবং অস্ত্রবাহী ট্রেণগুলিও [illegible] মধ্য দিয়া পাঠান হইয়াছে।

দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে আক্রমণের জন্য সৈন্যেরা [illegible] এবং [illegible] জড় হইতেছে। [illegible] এবং [illegible] জেলাগুলি জার্মান সৈন্যে ছাইয়া গিয়াছে। কোন্ দিকে যাইতে হইবে সে সম্বন্ধে সৈন্য ও সেনাধ্যক্ষেরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাহাদের ধারণা এই যে, তাহাদিগকে দক্ষিণপূর্ব দিকেই যাইতে হইবে। তাহারা বলে যে, ট্রেণভর্তি সৈন্য উত্তরপূর্ব দিকে পাঠান হইয়াছে, সম্ভবতঃ তাহাদের গন্তব্যস্থল পোল্যান্ড।

ভিসি মন্ত্রিসভার অদল-বদল

[illegible] হইতে প্রাপ্ত একটি সংবাদে প্রকাশ যে, ভিসি-গভর্ণমেন্টে আরও অদল-বদলের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এইবার একটি [illegible] মন্ত্রীসভা গঠিত হইতে পারে এবং [illegible] অপেক্ষা [illegible] সম্ভাবনা। [illegible] এবং [illegible] কোনরূপ পদত্যাগ করিবার [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] পররাষ্ট্রসচিব মঃ ফ্লাদা এবং রাজস্বসচিব [illegible] বোধ হয় স্ব স্ব পদেই বহাল থাকিবেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, [illegible] তাঁহার বন্ধু ও [illegible] দেশের [illegible] রাজস্বসচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

জার্মানীর সহিত ইতালীর সম্পর্ক

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার [illegible] সংবাদদাতা [illegible] প্রকাশ যে, [illegible] আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ([illegible]) কার্যভার গ্রহণ করিবার জন্য মিঃ উইলিয়ম ফিলিপস্ সম্প্রতি ইতালীতে পৌঁছিয়াছেন। এই নিয়োগে মনে হয় যে, যুক্তরাষ্ট্র জার্মানী এবং জার্মানীর মিত্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পার্থক্য করিতেছে। বার্লিনে যুক্তরাষ্ট্রের মাত্র একজন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স আছে, কোনও অ্যাম্বাসাডার নাই।

এই নিয়োগ সম্পর্কে [illegible] টাইমস পত্রিকার সংবাদদাতা [illegible] ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ইতালী জার্মানীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে প্রস্তুত আছে কিনা [illegible] মিঃ ফিলিপস্ [illegible] চেষ্টা। [illegible] মিঃ রুজভেল্ট ইতালীর রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের নিকট কোনও ব্যক্তিগত লিপি প্রেরণ করিয়া থাকেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩ পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। গৌড়ীয় গৌরববিধান'প্রধান অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের মুখ্য আশ্রয় পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বহুদেশ তথা বঙ্গের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মহাত্মা সজ্জনসংসদে যে সকল পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার গুরুভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপালব্ধ সিদ্ধান্তপ্রদানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃপা-ধন্য আচার্য্যবর্য্যের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে অঙ্কিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, বিস্তৃত আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুজ্জ্বল সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত কৃপাসিন্ধু দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণাপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, —প্রথম ৫০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৭৮৲
১ম খণ্ড— ১৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩
৪। নবধামী কবিতা (অবাধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ
১৮। [illegible]
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়সংজ্ঞা ৷৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম বাঁধা।
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ অবাধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷০
৩০। দীপ-নির্ণয় ৶
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ।১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)
৪৯। [illegible]
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ০
৫৬ ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যান্বিত) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ০
৬০। নামাবলী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্তসরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। নাটক-নিমাইসন্ন্যাসম্ ।০
৬৪। স্তবত্রয় ।০
৬৫। সাত্বতসিদ্ধান্তম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়বৈষ্ণবসিদ্ধান্তঃ ৴০
৬৭ সারার্থদর্শিনী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। [illegible] অব বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজী
৭২। [illegible] ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। [illegible]
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুয়িং
৭৬। দি ভাগবৎ ।০
৭৭। [illegible] ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১ম খণ্ড) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴১০
৮৪। শরণাগতি ৶৫

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচলিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-
বিনোদ
—•—
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
গীতিগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য
ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে
প্রকাশিত হইয়াছে। উহা
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৮০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা
—•—
বিবিধ স্তব ও প্রণতি এই
গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয়
ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ ১ মাধব ৪৫৪ গৌরাব্দ ৯ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৩শে জানুয়ারী ইং ১৯৪১, বুধবার ২৫৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ মাধব বুধ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৪

শ্রীচৈতন্যমঠে হরিকথা

——::•::——

গত ১৯শে জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে,—শ্রীচৈতন্যমঠ বলিতে গৌরনিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাঁহার একান্ত অনুগত জন। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিলাসক্ষেত্র। অকিঞ্চন সংগণই প্রকৃত শ্রীচৈতন্যমঠবাসী। যদি সব সময় গুরুভজন না হয়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যমঠবাসী শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা ও কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। শ্রীচৈতন্যমঠ কৃষ্ণের সংসার। শ্রীধামবাসী ও শ্রীব্রজবাসীর আনুগত্যেই এই কৃষ্ণসংসারে প্রবেশলাভ হয়। কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুবৈষ্ণবে সেবানুগত থাকিলে শ্রীচৈতন্যমঠবাস সম্ভব হয়। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবা ও শ্রীচৈতন্যমঠে বাস কায়, মন ও বাক্য এই তিনটীর দ্বারা করিতে হইবে। এখানে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক—এই তিন প্রকারে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে শ্রীনামকীর্ত্তন, সাধুমুখে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ, শ্রীধামবাস ও শ্রীমূর্ত্তিসেবা এই পঞ্চাঙ্গ-সাধনের দুর্লভযোগ শ্রীগুরুবৈষ্ণব ভগবানের কৃপায় জীবের ভাগ্যে সুলভ হইয়াছে। কিন্তু এখনও যদি আমরা অমঙ্গলে অমনস্ক থাকি, তাহা হইলে বঞ্চিতই হইলাম।

শ্রীচৈতন্যমঠ বা শ্রীধামের কোন বস্তুই আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ্য নহে। এখানকার সবই কৃষ্ণসেবোপকরণ—কৃষ্ণভোগ্য-কৃষ্ণপ্রিয়—কৃষ্ণসেবার অনুকূল. এই বিচার না আসা পর্য্যন্ত আমাদের আধ্যাত্মিকতা বা দম্ভ ঘুচিবে না। সকলেই হরিভজন করিতেছেন, আমি করিতে পারিতেছি না, এই বিচার না আসিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিগমন হইবে না—গুরুচরণাশ্রয় হইবে না। গুরুচরণাশ্রয় না হইলে—নিজেকে গুরু বলিয়া জানিতে না পারিলে—তত্ত্বদর্শন না হইলে বিষয়দর্শন থাকিবেই। এই বিষয়দর্শনই সংসার। আমি কৃষ্ণভোগ্য, সবই কৃষ্ণের ভোগের উপকরণ, গুরুকৃপায় এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই প্রকৃত মুক্তি।

ভক্তিই সেবা। ভক্তি ভোগও নহে, ত্যাগও নহে। ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা বা ব্রহ্মলোকে ভক্তির আশ্রয় নাই। বৈকুণ্ঠনাথই ভক্তির আশ্রয়। বৈকুণ্ঠে অচেতনের নামগন্ধও নাই। একমাত্র চিৎ ও অচিৎ যাহা আছে, তৎসমস্তই কৃষ্ণসেবক ও কৃষ্ণসেবার উপকরণ। সুতরাং সমস্তকে কৃষ্ণসেবায় প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। ভোগ জীবের বন্ধনের কারণ, এই ভয়ে যে ত্যাগ, তাহাই ফল্গু বা শুষ্কবৈরাগ্য। ইহা প্রতিবেশী ভোগ বা সূক্ষ্মভোগ। কৃষ্ণসেবার্থ কৃষ্ণের প্রসাদরূপে যথা-প্রয়োজন গ্রহণই যুক্তবৈরাগ্য। এই যুক্তবৈরাগ্যই ভক্তি। সেবা বা ভক্তি ভোগের পথও নহে ত্যাগের পথও নহে; তাতে আছে একমাত্র ভোক্তা ও সেব্য শ্রীকৃষ্ণের সেবার সমস্ত বস্তুর নিয়োগ।

অনর্থযুক্ত অবস্থায় ভোগ্য-জাতীয় দর্শন আর অনর্থমুক্তাবস্থায় সেব্য দর্শন। অনর্থমুক্তের দর্শন ও অনর্থযুক্তের দর্শনকে একাকার করিতে হইবে না। মুক্তের দর্শনের লাভ করিতে হইবে। মুক্তের নিকটেই হরিকথা শুনিতে হবে। শ্রীগুরুদেব যে ভাবে সেবা করেন, তদাশ্রিতগণও তদনুসারে সেই বিচার গ্রহণ করিবেন। শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিলে ভক্তি হইবে না। শ্রীগুরুদেব সর্বজ্ঞ! তাঁহাকে ফাঁকি দিবার সাধ্য কাহারও নাই। কৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপক ভাবে থাকিয়া আমাদের সকল কার্য্যই লক্ষ্য করিতেছেন। এ সব কথা আমরা মুখে বলিয়াও উহা মনে রাখিতে পারিতেছি না, ইহাই দুর্দ্দৈব।

ব্রজবাসীর আনুগত্য করিতে হইবে। 'ব্রজ' ধাতু অর্থে চলা। ব্রজবাসী সর্ব্বদা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের পথে চলিতেছেন। আমাদেরও সর্ব্বক্ষণ চলার মধ্যে থাকিতে হইবে। সেইজন্য গুরুবর্গ সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গ করিতে বলেন। যে মুহূর্ত্তে আমরা সাধুসঙ্গ করিব না, সেই মুহূর্ত্তেই মায়া দ্বারা আক্রান্ত হইব। গুরুবৈষ্ণব আমাদের নিকট আর কিছু চান না, submission চান মাত্র। আমরা তাঁহাদের কৃপা না চাহিলে, তাঁহাদের আশ্রিত না হইলে তাঁহারা আর কি করিবেন? গুরুবৈষ্ণবগণ নিষ্কিঞ্চন দয়াবান্। দুর্গত দুর্জ্জনকে উদ্ধার করিবার জন্যই তাঁহাদের এ জগতে আগমন। যিনি তাঁহাদের নিকট বল চান, তাঁহার দুর্ব্বলতা কাটিয়া যায়। গুরুই ভগবানের সেবা করেন। তিনি প্রেমের মূর্ত্তি। প্রেমোদয়ই তাঁহার প্রেয়ঃ। ভক্তি হইলেই মুক্তি হয়। ভক্তি মুক্তি। ভগবান্ [illegible]। ভক্ত ভগবান্ ও ভগবানের যাবতীয় বস্তুর একচেটিয়া মালিক। ভগবানের [illegible] ভগবৎসেবা ও ভগবৎকৃপা যে গুরুপাদপদ্মে, তাহা সকলেই [illegible] পথই দুর্গম। সুতরাং ভক্তিপথই আশ্রয়ণীয়। [illegible] উপায়। যেখানে [illegible] সেখানে [illegible] অনিবার্য্য। এই [illegible] চাই। পৃথিবীর কোন বিষয় আমাদের চিন্তনীয় নহে [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরই আমাদের নিত্য চিন্তনীয় বিষয় [illegible] নিত্য পূজার বস্তু। [illegible] পূজা হয় না। গৌরপার্ষদ বৈষ্ণবের সেবা বাদ দিয়া [illegible] নাই। তবে বৈষ্ণবের [illegible] নাই, অনুসরণের দ্বারাই [illegible]। কৃত্রিম অনুকরণ [illegible] নহে। ভক্তি আমার [illegible] নহে। [illegible] না। ভক্ত [illegible] ভগবানের সেবাই

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

কর্ত্তব্য, তিনি গ্রহণও করিতে পারেন, নাও করিতে পারেন—ইহাই ভক্তি।

বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণবিগ্রহ। সর্ব্বক্ষণ ভগবানকে ভজা ছাড়া তাঁহাদের অন্য কোনও কৃত্য নাই। নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনরত বৈষ্ণবের সেবক হওয়াই জীবনের সাফল্য। সকলকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়া নিজের প্রতিষ্ঠা কিছুই নাই জানিয়া ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সেবা করিবার জন্য আমরা যেন অনুক্ষণ প্রস্তুত থাকিতে পারি, ইহাই প্রার্থনা। কৃষ্ণকার্য্যবিমুখতাই সমস্ত ক্লেশের কারণ। যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে ভগবানে নির্ভর করেন, সেই বৈষ্ণবগণের শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করাই স্বরূপে অবস্থিত হওয়ার একমাত্র উপায়। স্বরূপের উপলব্ধির অভাব হওয়াতেই 'আমি কর্ত্তা', 'আমি ভোক্তা' প্রভৃতি অভিমান আসিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করে। স্বরূপের উপলব্ধি হইলে আমরা জানিতে পারি যে, আমি কর্ত্তা নহি, আমি ভগবানের কিঙ্করকিঙ্কর। গুরু ছাড়া এ কথা অন্য কেহ জানাইতে পারে না। গুরু স্বয়ং বৈষ্ণব সেবক। তাঁহার আনুগত্যই একমাত্র মঙ্গলের উপায়। যেখানে সেবার গন্ধ পর্য্যন্ত নাই, সাধুর জন্য ব্যাকুলতা নাই, সেখানে মায়া আমাদের আক্রমণ করিয়াছে জানিতে হইবে। বৈষ্ণব আমাদিগকে কৃষ্ণ দিতে পারেন, এত বড় ধনী তিনি! সেই বৈষ্ণবের সেবার দ্বারাই কৃষ্ণসেবা হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজনই শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্য্য—গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য। গুরুসেবকাত্মা না হইলে—ভক্তিবিনোদধারা আশ্রয়ের সৌভাগ্য না হইলে অপ্রাকৃতলক্ষণী কেহই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছিতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে একান্তভাবে শরণাগত না হইলে আত্মরক্ষা করা যায় না—চেতনে অচেতনবুদ্ধি এবং অচেতনে চেতনবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে না। শ্রীগুরুকৃপায় ভক্তিচক্ষু লাভ না হইলে শ্রীবিগ্রহ দর্শন হয় না, পৌত্তলিকতা যায় না। শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবান্। কপাল খুব ভাল হইলে গুরুকৃপায় ইহা উপলব্ধি হয়। শ্রীব্যাসদেবে বলদেবের চিৎশক্তি সঞ্চারিত না হইলে দুর্ব্বল জীব ভগবদবতারের কথা কি করিয়া উপলব্ধি করিবে? শ্রীবিগ্রহ-সেবক অভিমানীর অযোগ্যতা-বিচার করিতে গিয়া আমরা যেন শ্রীবিগ্রহকে বাদ না দিই—শ্রীবিগ্রহের চরণে অপরাধ না হয়। শ্রীবিগ্রহ নিত্য প্রভু, তাঁ'র শরণাগত হইলে তিনি আমার উপর প্রভুত্ব করিবেন। আমাদের ক্রিয়া বা অনুশীলনই যোগ্যতা-বিচার্য্য, অন্য সঙ্গে কোন কথা নাই। শ্রীনাম কখনও লোকের নহেন, অপরাধীর উচ্চারণই হোবে। গৌরভক্তের শ্রীমুখোচ্চারিত নামই শব্দব্রহ্ম। "অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং" শ্লোকে 'উদ্গীর্ণং' কথাটি বিচার্য্য, নতুবা অন্য কথনও সিদ্ধ হইতে পারে না।

গুরুদত্ত স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার

— ::●:: —

আমরা সর্ব্বদিকে অযোগ্য। আমাদের 'আমার' বলিতে একমাত্র যাহা ছিল, ভগবান্কে ভুলিয়া যাওয়ায়—ভগবৎসেবাবিমুখ হইয়া ভোগে ধাবিত হওয়ায় তাহাও হারাইয়াছি। ভগবান্ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ বস্তু। স্বতন্ত্রতাই জীবের একমাত্র ধন। এই স্বতন্ত্রতা-বলেই জীব ভগবানের সেবালাভ করিতে পারে। বহির্ম্মুখ জীব তাহার নিজস্ব সম্পত্তি এই স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করিয়া বিপদে পড়িয়াছে। স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার—গুরুবৈষ্ণবের অকপট আনুগত্যই এই বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়।

কৃষ্ণভক্তি ধন আর সবই অধম! ভক্তি পূর্ণানন্দময়ী আর অভক্তি বা বহুবাসনা নিরানন্দময়ী, দুঃখময়ী। যিনি ভক্তিমান্, তিনিই ধনী। যাঁহার ভক্তি নাই, তিনি জাগতিক সম্পদে সম্পদ্শালী হইলেও—জাগতিক সকল গুণ ও সকল বিষয়ে যোগ্য হইলেও তিনি বড় দুঃখী। ভক্তিহীনের মত দুঃখী ও হতভাগ্য আর কেহ নাই। গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যপূর্ণ শরণাগতি বা স্বতন্ত্রতাই জীবের ভক্তিভজনের যোগ্যতা। অযোগ্য জীব যদি যোগ্যতা লাভ করিতে চায়—হরিভজন করিবার স্পৃহা যদি তাহার হৃদয়ে জাগে, তাহা হইলে তাহার একমাত্র উপায়—ভাগবতগণের চরণে শরণাগত হইয়া তন্নির্দ্দেশানুসারে চলা। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়া কেহ নিস্তার পায় না। তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া তাঁহাদের সুখবিধান করিতে করিতেই হরিভজনে যোগ্যতা লাভ হইবে—প্রকৃত স্বতন্ত্রতা লাভ হইবে। গুরুবৈষ্ণব—ভগবানের নিজজন। তাঁহারাই কৃষ্ণধনে—ভক্তিধনে ধনী। তাঁহাদের প্রেমে ভগবান্ আবদ্ধ। তাঁহারাই কৃষ্ণ ও ভক্তিহীন দরিদ্র জীবকে কৃষ্ণের সন্ধান দেন। তাঁহারাই স্বতন্ত্রতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। সুতরাং তাঁহাদের অহৈতুকী সেবা ও কৃপা ব্যতীত জীবের প্রকৃত স্বতন্ত্রতা লাভের অন্য উপায় নাই—হরিভজন করিবার অন্য পন্থা নাই। গুরু অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন। তাঁহার নিজেন্দ্রিয়তর্পণস্পৃহা আদৌ নাই। বহির্দৃষ্টিতে তাঁহার নিজসুখ বলিয়া বহির্ম্মুখের নিকট কিছু প্রতীতি হইলেও তাহা পূর্ণমাত্রায় কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময়। তাঁহাদের অপ্রাকৃত প্রীতিতে ভগবান্ চির আবদ্ধ বলিয়া তাঁহারা যাহা করেন, তাহাতে ভগবানের আনন্দ হয়। অযোগ্য ভগবানের সেবকের ক্রিয়া-কলাপ সাধারণের চক্ষে প্রতিভাত হইলেও তাহা লঘু কোন ব্যাপার নহে। এ জগতের সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহারা জগদ্ভিক্ষুক জগজ্জীবের নিঃশ্রেয়স লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের চিত্ত সতত ভগবৎ চিন্তারত। গুরু যেখানেই থাকুন, যে চিন্তাই করুন, যে কার্য্যই করুন, তাহাতে ভগবানের পূর্ণসুখবিধান ছাড়া অন্য কোনই উদ্দেশ্য নাই। ভগবৎসেবাবঞ্চিত কাঙ্গাল জীবের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তদাশ্রিত জনের অনুকম্পা ব্যতীত সেবাবিবেক লাভ হয় না।

সেবা করিতে করিতে যে পরিমাণে জীবের বহুবাসনা কমিতে থাকিবে, সেই পরিমাণে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি হইতে থাকিবে, সেই পরিমাণে সেবাবিবেক লাভ হইতে থাকিবে। যে পরিমাণে জীব গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য করিতে পারিবে, সেই পরিমাণে ভগবদ্দাসাভিমান তাহার হৃদয় অধিকার করিতে থাকিবে। পতিতপাবন গুরুবৈষ্ণবের যত সান্নিধ্য হইবে, ততই জীবের স্বাভাবিক পাতিত্য উপলব্ধি হইতে থাকিবে—ততই নিজেকে দীন, কাঙ্গাল বলিয়া জানিয়া তাঁহাদের দয়া কাঁদিতে থাকিবে। নিরন্তর হরিসেবারত বৈষ্ণবগণের সেবায় জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। এই ভজনটা ক্ষণিক ব্যাপার নহে, ইহা নিত্য, ইহা জীবের সিদ্ধাবস্থায়ও চলিবে।

ভগবান্ একমাত্র প্রভু এবং জীব তাঁহার নিত্যদাস। ভগবদ্ভক্তগণও জীবের প্রভু। জীব ভগবানের দাস হইলেও নিজ স্বতন্ত্রতা ক্ষুদ্রের অসদ্ব্যবহারবশতঃ সে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। ভগবদ্বিস্মৃতি বা ভক্তসঙ্গরাহিত্যই সকল অমঙ্গলের কারণ। জীবকে এই মহা-অসুবিধার হাত হ'তে রক্ষা করেন ভগবদ্ভক্তগণ। ভগবানের সেবকগণ জীবের কৃষ্ণসেবাবিমুখতাকে অপসারিত করেন, নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করিয়া জীবের দুঃখ এবং দুঃখপ্রাপ্তির কারণ জানাইয়া দেন। বহির্ম্মুখকে উন্মুখ করা—অসুবিধার কথা জানাইয়া সুবিধার পথে বা ভক্তিপথে আনয়ন করাই বন্ধুর কার্য্য। এইরূপ বন্ধু যদি না থাকে, তাহা হইলে এই জগতে বন্ধুহীনভাবে জীবনযাপন করা বড়ই বিপজ্জনক হইয়া উঠে। এইরূপ বান্ধব যিনি পাইয়াছেন, তাঁহার 'আমি কর্ত্তা' বা 'অহংমম' অভিমান হৃদয়ে স্থান পায় না। 'অহংমম' অভিমানই বদ্ধজীবের একমাত্র সম্পত্তি—ইহাই অনর্থ, আর মুক্ত জীবের একমাত্র অভিমান 'আমি ভগবানের নিত্য ভৃত্য—তাঁহাদের পদধূলি'—ইহাই ভক্তি, স্বরূপের বৃত্তি, পরম ধন। কর্ত্তাভিমান প্রবল হওয়ায় জীব নিজেকে প্রভু অভিমান করে, তখনই সে পরমানন্দময় ভক্ত-ভগবানের দাস্যের কথা ভুলিয়া দুঃখপ্রদ অসত্য বস্তুর পশ্চাৎ ধাবমান হয়।

জীবাত্মার ধর্ম—ভগবৎসেবা। ভগবানের শরণাগত ব্যক্তির কোন অভাব নাই। এই জগতে ভগবান্কে ভুলিয়া থাকা আদৌ কর্ত্তব্য নহে। এই স্থান জীবের নিত্য বসতি নহে। জীবের নিত্যসম্পত্তি সচ্চিদানন্দময় শ্রীচরণকমল। গুরু ভগবদ্দাসরূপ স্বতন্ত্রতা বিস্মৃত হওয়াতেই জীব মায়ার আকর্ষণে পড়িয়াছে। এখন কোনও প্রকারে কর্ম্মের ফাঁদ হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণের আকর্ষণে পড়িতে পারিলেই সুবিধা। আমরা ভগবানের দাস—একথা জানাইবার জন্যই ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে নানা দুঃখকষ্টের মধ্যে রাখিয়াছেন, ইহা ভক্তগণে জানা যায়।

জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান্ তাঁহার নিজজনগণকে এ জগতে প্রেরণ করেন। তাঁহারা ত্রিতাপগ্রস্ত প্রত্যেক জীবকে উদ্ধার করিয়া ভগবানের রাজ্যে পাঠাইয়া দেন। সেই ভগবৎপ্রেরিত জনই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় জীব বুঝিতে পারে যে, ভগবানের সেবা ব্যতীত তাহার আর অন্য কোন কৃত্য নাই। আবার এই ভগবানের সেবাও লাভ হয় ভক্তের আনুগত্যে, একথা তখন উপলব্ধির বিষয় হয়। ভগবানের কৃপায় জীব শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎকার লাভ ও আনুগত্য করিবার সৌভাগ্য পাইয়া থাকে। এই ভক্তের আনুগত্য ও কৃপাতেই জীবের পূর্ণ মঙ্গল লাভ হয়। ভক্তের সেবাই জীবের একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় এবং তাহাতেই জীবের সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

জীব ভগবৎপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য কিঙ্কর। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৈঙ্কর্য্যলাভেই জীবের স্বতন্ত্রতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহাই জীবের চরম ও পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়।

বাস্তবতা ও সঙ্কল্পবিকল্প

(প্রাপ্ত)

নিত্যকাল যাহা নিত্য, নিত্যকাল যাহা সত্য এবং কালের বিক্রম বা কোনও ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা যাহা পরাভূত বা পরিবর্ত্তনশীল হইতে পারে না, তাহাকেই বাস্তবসত্তা বলা হয়। আমরা জগতে যে ভূমিকায় সর্ব্বদা স্থান হইয়া বস্তুনির্দ্ধারণে অগ্রসর হইতেছি, সেই ভূমিকায় অবস্থিত থাকা কালে আমরা যতই কেন না বস্তুনির্দ্ধারণে নিজেকে সমর্থ বলিয়া মনে করি, তাহা কখনই বাস্তবতায় পরিণত হয় না বা হইতে পারে না। কারণ, বদ্ধজীব সর্ব্বদাই ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সাদোষযুক্ত।

বাস্তবসত্তাবস্তু স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ, সর্ব্বোচ্চ ও অদ্ভুত সত্তাসম্পন্ন। সেই বস্তু অন্য সকল বস্তুর উপর তাঁহার বিক্রম, প্রভুত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন, কিন্তু তিনি অপর কোনও বস্তুর দ্বারা পরাভূত হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। আমরা যখন না স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারিতেছি ততক্ষণই মনে করিতে পারি যে, আমাদের অনুমান-প্রমাণের দ্বারা সেই বস্তু নিরূপিত এবং আমাদের নিরূপণের দ্বারা সেই বস্তু নির্ণীত হইবার যোগ্য। কিন্তু আমরা যখন স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারি, অর্থাৎ আমরা সেই বাস্তববস্তুর বিভিন্নাংশ সমস্তাৎ বস্তু বলিয়া সম্যগ্ভাবে বা বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, অণুচিৎ কখনও বিভুচিৎকে মাপিয়া লইয়া তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে কিম্বা তাঁহার প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব করিতে ও তাঁহার নিয়ামক হইতে পারে না। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" শ্রীগীতার এই বাণী আমাদের বস্তুতত্ত্ববিচারে অনভিজ্ঞতা, অক্ষমতা বা অজ্ঞানতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

বাস্তবসত্তাময় শ্রীগুরুদেব, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীভগবান্ পূর্ণ বস্তু। সেই বস্তুতে কোন-প্রকার হেয়তা, অপূর্ণতা, অনুপাদেয়তা ও অসম্পূর্ণতা আছে বা থাকিতে পারে, তাহার বিবরণ আমি পূরণ করিয়া দিতে পারি এবং তাঁহাদের আচরণের আমি বিচারক বা সমালোচক হইতে পারি, অথবা আমার ভজন কথা পূর্ব্ব-গুরুবর্গের সহিত যদি বর্ত্তমান গুরুবৈষ্ণবগণের আচরণের মিল না দেখিতে পাই তবেই আমার সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন শ্রীশ্রী গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্কে জানিতে পারে এবং ঐরূপ ভজনের নিক্তিতে মাপিয়া লইয়া পড়িতে পারে বলিয়া মনে করে। এইরূপ ভাব ও বুদ্ধি সঙ্কল্পবিকল্প মনেরই ধর্ম্ম। তাহা আত্মধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম বা সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে।

বস্তুতঃ সত্যবস্তুকে কেহ ভাঙ্গিতেও পারে না, আবার গড়িতেও পারে না। বদ্ধজীবের মনই এই মুহূর্ত্তে কোনও বস্তুকে গড়িয়া তোলে, আবার পর মুহূর্ত্তেই তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে। আজ যাহাকে খুব প্রিয় বলিয়া মনে করে, কাল সেই বস্তু আর সেইরূপ প্রীতিপ্রদ হয় না। আবার আজ যাহাকে খুব নিকৃষ্ট বলিয়া পরিত্যাগ করে, কাল তাহাকেই আবার উৎকৃষ্ট বলিয়া আপনার করে। বদ্ধজীবের ইহাই লক্ষণ যে, সে কিছুতেই নিজেকে বাস্তবতায় পরিণত করিতে চাহে না বা বাস্তবসত্যে বাস্তবতা দেখিতে পায় না।

আমরা যাঁহারা বাস্তবসত্তা নিরূপণে খুব দক্ষ বলিয়া নিজেকে প্রচার করি, তাঁহারাই বাস্তবতায় অবাস্তবতা দর্শন করি, আবার অবাস্তবতায় বাস্তবতা দেখিয়া থাকি। যাঁহারা বাস্তবিকই বাস্তববস্তুর বাস্তবতায় অধিষ্ঠিত, তাঁহারা কখনই ঐরূপ বাস্তবে অবাস্তব ভ্রম এবং অবাস্তবে বাস্তব ভ্রম করেন না। কারণ তাঁহারা সত্যের আশ্রয়েই সত্যকে জানিতে চাহেন, তাই সত্যকে জানিতে পারেন। আর যাঁহারা সত্যের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া সত্য বস্তুর স্বতঃকর্তৃত্বে আস্থাহীন হইয়া স্বতন্ত্রভাবে সত্যকে জানিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা বহু জন্ম চেষ্টা করিলেও সেই বস্তুকে জানিতে পারেন না। তাহার প্রমাণ শাস্ত্রবাক্য যথা—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

অর্থাৎ এই পরমাত্মাকে বেদাদি শাস্ত্র-অধ্যয়নের দ্বারা লাভ করিতে পারা যায় না, ধারণা শক্তি অথবা বহু শাস্ত্রশ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহাকেই একমাত্র 'প্রভু' বলিয়া বরণ করেন, কেবল সেই ব্যক্তির সকাশেই তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেন।

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

হে দেব! যাঁহারা আপনার পাদপদ্ম-যুগলের কৃপা-লেশমাত্রও প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল আপনার মহিমা-তত্ত্ব জানিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুমানের দ্বারা শাস্ত্রবিচার পূর্ব্বক অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের কেহই সে তত্ত্ব জানিতে পারেন না।

আমাদের জড়দেহ-ইন্দ্রিয়াদির অতীত যে নিত্য বস্তু আত্মা, তাঁহারই নিত্য সেব্য বস্তু শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব। সুতরাং আত্মাবৃত্তি বা সম্বন্ধ-জ্ঞানেই শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের স্বরূপ জানিতে পারা যায় এবং তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ সকল সময়েই একপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া অনুভূত হয়। নতুবা সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনের অধীন থাকাকালে পূর্ব্ব গুরুবর্গের আচরণের সহিত বর্ত্তমান গুরুবর্গের আচরণের অসামঞ্জস্য দর্শন স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। বাস্তবসত্য যেরূপ কোন সময়ের জন্যই অবাস্তবতায় পরিণত হইতে পারে না, তদ্রূপ বাস্তবসত্যের উপাসকও বাস্তবসত্যে কোন অবস্থাতেই সন্দিহান হইতে কিম্বা অবাস্তবতা দর্শন করেন না।

স্বপ্রকাশ নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবগণের সঙ্গে আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, কৃতিত্ব, অনুমান, প্রমাণ, শাস্ত্র-বিচার-শক্তি, যুক্তি প্রভৃতির কখনো চলে না। নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থীর নিকটেই তাঁহাদের স্বরূপ স্বেচ্ছায় ব্যক্ত করিয়া থাকেন। জাগতিক সর্ব্বপ্রকার শক্তিকে অতিক্রম করিয়া তিনি তাঁহার নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা স্বতঃকর্তৃত্বধর্ম্ম বা তাঁহার অনবদ্য ঐশ্বর্য্যের উপর বিস্তার করিতে পারেন এ কথা আমরা বিশ্বাস করিয়া ধৈর্য্য ধরিতে চাহি না; শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা হইতেও মন ও মনকেই বেশী বিশ্বাস করিয়া থাকি। তাই গুরুবৈষ্ণবদাস্য পরিত্যাগ করিয়া মনের গোলামী করিতে বাধ্য হই। সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে আমাদিগকে বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠিত হইতেই হইবে। যদিও দুর্ব্বল জীব আমরা মায়া কর্তৃক অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি, তথাপি গুরুবৈষ্ণবের কৃপা হইলে অনায়াসেই দুর্ব্বল আমরা কৃপাবরণ করিবার মত বল লাভ করিতে পারি। এ জগতে কোনও প্রকৃত বলশালী ব্যক্তি কোনও বলহীন ব্যক্তিতে তাহার কিছু শক্তি সঞ্চার করিয়া বলবান্ করিতে পারে না। কিন্তু নিষ্কপট হইলে শ্রীগুরুদেবের প্রভুর কৃপায় অনায়াসেই দুর্ব্বল জীব বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠিত হইবার বল লাভ করিতে পারে।

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা অর্থাৎ তাঁহাদের বৈভব আমাদের উপরে আধিপত্য বিস্তার করুন। আমাদের স্বচ্ছ স্বরূপের উপরে যে সকল প্রাকৃত আবর্জ্জনা জমাট বাঁধিয়া দিন হে সম্বন্ধজ্ঞানের আলোকে সেই সকল দূরীকৃত হউক। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদধূলি আমাদের সমগ্র জীবনকে বাস্তবতায় পরিণত করুন, ইহাই শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-চরণে প্রার্থনা।

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠে হরিকীর্ত্তন

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা প্রয়াগস্থ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে পরমা-রাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ও কৃপাশীর্ব্বাদে সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিকথা আলোচিত হইতেছে। শ্রীমঠের সেবক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যার্ণব, বি-এ মহোদয় মঙ্গলারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে প্রত্যহ প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করত সেবকগণের নিকট শ্রীমুখে বহু কথা আলোচনা করিতেছেন। সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ বিদ্যার্ণব প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীরূপশিক্ষা পাঠ ও সরল-ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ বিগ্রহের দৈনিক লীলাপ্রকাশ, গৌড়ীয় পাঠ এবং ইষ্টগোষ্ঠীমুখে হরিকথা আলোচনা হইতেছে। শ্রীমঠে আগত শ্রদ্ধালু ও শুশ্রূষু ব্যক্তিগণের নিকটও শ্রীপাদ বিদ্যার্ণব প্রভু সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা করিয়া থাকেন।

গত ১০ই জানুয়ারী এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনৈক দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২।৩ জন ছাত্রের সহিত শ্রীমঠে আগমন করত শ্রীবিগ্রহ-দর্শনান্তর শ্রীপাদ বিদ্যার্ণব প্রভুর নিকট গৌড়ীয়-মিশনের প্রচার বৈশিষ্ট্য, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের উপাসনের কে, শ্রীবিগ্রহ কি বস্তু প্রভৃতি বিষয়ে পরিপ্রশ্ন করিলে তিনি যুক্তিতর্ক দ্বারা তাঁহাকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। শ্রীপাদ বিদ্যার্ণব প্রভুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা পরমানন্দিত হন এবং পুনরায় শ্রীমঠে আগমন করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া যান।

গত ১৫ই জানুয়ারী এলাহাবাদস্থ অনৈক শিক্ষিতা শুশ্রূষু মহিলাভক্ত শ্রীমঠে আগমন করিয়া শ্রীবিগ্রহ-দর্শনান্তর শ্রীপাদ বিদ্যার্ণব প্রভুর নিকট ১।০ ঘণ্টাকাল হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করেন এবং আরও শ্রবণ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

শ্রীপাদ বিদ্যার্ণব প্রভুর শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মে দৃঢ়নিষ্ঠা সকল মঠবাসীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহার মঠবাসিগণের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলবিধানের প্রচেষ্টা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। তাঁহাদের প্রকারে সকল হয়, এজন্য তিনি সর্ব্বক্ষণ সচেষ্ট। তাঁহার সেবাচেষ্টায় শ্রীমঠে সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরি-কথা-মুখরিত আছে।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩১১০
সেবক—শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এস

(৩) শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসুরবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীচরিচরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রজবাসী

(৭) কাজির সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দনন্দন ব্রহ্মচারী

(৮) অমুকুল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীনন্দন দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধরদাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
চাকদহপল্লী, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

(২১) শ্রীপাঁচঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

(২২) পুরা গৌড়ীয়মঠ
চাকদহ পরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
বাংলাবাজার পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীবালানন্দ ব্রজবাসী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নৃতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীদিব্যজ্ঞাননিধি বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিমোহন দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলা[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীরূপমোহন ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চরিতার, জেঃ মজঃফরপুর, ই-বি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মহেন্দ্রপুর পাটনা)
সেবক—শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীশ্যামলানন্দপ্রভু দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
৮।৩৭ বড় গণেশ, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীরঘুনন্দন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) নৈমিষারণ্য মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ পি)
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণবাজার, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

(৩৯) শ্রীরাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন
সেবক—শ্রীপ্রাণচৈতন্য ভক্তিসোপান

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীভক্তিবন্ধু দাস

(৪৩) মদনমোহন বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।
সেবক—শ্রীরাধাচরণ দাস

(৪৪) গোকুলবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,
পোঃ কোলোতম, জেলা কর্ণাল (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীকৃপাবন ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং কুইন্স রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীপ্রমোদ ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীদেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রীগদাধর দাস অধিকারী

(৫১) [illegible]
[illegible] পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]
সেবক—শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]কুটী
সেবক—শ্রীনয়নমণি দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], গঞ্জাম
সেবক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীদীনহীন দাসাধিকারী

(৫৯) আলালনাথ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ আলালনাথ, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপরমানন্দ দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (রাজপুর)
সেবক—শ্রীঅবতার ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ১
৫১, [illegible]
[illegible]
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরিধারী গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) প্রাথমিক [illegible]
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌, কটক
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরামসুন্দর ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রকাশিত-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
১ম ৩ দিনের হার	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
দিবসে প্রতি লাইনে ।০		।/০	।০
" " ইঞ্চি ২৲		১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲
অদ্ধকলম ৮৲	৬৲		৫৲
" এক কলম ১২৲	৯৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

মাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অদ্ধকলম ২৫৲	২০
" এক কলম ৫০৲	৪০

চাঁদার হার

দৈনিক (ডাকমাশুলসহ)

বার্ষিক	৫৲
ষাণ্মাসিক "	২৸০
ত্রৈমাসিক "	১৲

[illegible] দিনের সংখ্যার মূল্য [illegible]।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-সমৃদ্ধ গ্রন্থখানি পাঠককিগের [illegible] অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart) [illegible] অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। [illegible] মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক আখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে [illegible] বহু [illegible] সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, বাংলা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

বহুতথ্য যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-সমৃদ্ধ, ইহাতে [illegible] প্রচার, সমন্বয়, [illegible] সম্বন্ধে আচার্যগণের [illegible] বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধ [illegible] সাধারণ [illegible] সংশয়নিরাকরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—।:০:।—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

[illegible] উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible]—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচ্ছন্ন খোলা। শিক্ষকগণ [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ [illegible] ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য [illegible] ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট উচ্চ ইংরেজী স্কুল, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। [illegible] বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ [illegible] টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

[illegible] গৌড়ীয়-সম্পাদক [illegible] শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র [illegible] হইয়াছে। [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] শ্রীযোগপীঠ [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible] এই অপূর্ব [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। [illegible] এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব [illegible] আছে [illegible]। [illegible] অধ্যায়ের পূর্বে [illegible] মূল শ্লোক-সমূহ, [illegible] শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের [illegible] টীকা, ঐ টীকার [illegible] অনুবাদ [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] করিয়া সকলেই [illegible] পারিবেন সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় [illegible] সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রী[illegible], শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা ৩ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রত্যেক বিষয়-নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতি সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্র ও উপযোগী করিয়া লিখিত সরলভাবে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা। ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল, পুরাণা পল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	১-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-২৬	১৭-৫০	২২-২
দমদম	৪-৫৬	৬-৩০	৭-২৮	১১-১৮	১৩-৫০			১২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৯	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫১	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-৪৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৯	৯-৩৩	১৩-৩৩	১৫-৫	১৮-৪৯	১৯-৪০	২-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১৩-৩৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	৩-৪১

(বদল) ছাঃ	৭-১৫	১০-৩১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৮	১০-১৯	১৮-১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	২৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৯

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬ ১	৮-৬	১১-৪	১৪-২২	১৬-৬	১৮ ৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৩	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১৭

ছাঃ	৭-১০	৮ ৫১	১১-৫৭	১৫-১০	১৬ ৫৬	১৯-২২	২০-৪৬	০-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৪৫	৯-২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯	৪-১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯ ৩০	১২-৫৬	৫-৫৫	১৭-৪২	২০-২১	২১-২৫	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	২১-৩	২১-২৬	২৩-১	
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১ ২০	১৪ ১৬	১৭ ৫৮	২১-৪০	২৩ ২৫	৬ ১৬	

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক বিদ্যোদীপাবৃত্তি ... মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের গৌরবগবেষণা এবং সারল্যক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৬৩০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়সূচিকা (contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত নির্ঘণ্ট (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০১ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:o:———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩ ৪ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর ষাইট্রেতে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহোলার পাঁচন

সর্ব্বপ্রকার মেহের অব্যর্থ মহৌষধ।

আমাদের প্রণীত জীর্ণ দুর্ব্বলতা মূল, পরীক্ষিত প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... ভিতর অভ্যাস আঁকে। শিতার টীকা সংযুক্ত কালমেঘ এবং নূতন পুরাতন মেহে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৮০ দশ আনা বড় বোতল ১৸০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র—

—১১৩নং, ভবানীচরণ দত্ত রোড, কলিকাতা

—রাজ মেডিকাল হল, ৩৪ শিবপুর।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO 1541

পত্রপুষ্পমালা
—ঃ—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন পদাবলী শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের বিরচিত 'গৌড়ীয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
নবদ্বীপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—নবাবী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রথম প্রকাশিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—ঃ—
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা কথা সরলভাবে উহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১।০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীমায়াপুর।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর—১০ই মাঘ ১৩৪৭, ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৪১ বৃহস্পতিবার, ২৬৬তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

গ্রীক সেনাবাহিনীর সাফল্য

সংবাদ গ্রীক সমরপরিষদের ইস্তাহারে প্রকাশ, গ্রীক সৈন্যগণ কতকগুলি সুরক্ষিত ঘাঁটি দখল করিয়া বহু অফিসারসহ এক হাজার ইতালীয় সৈন্য বন্দী করিয়াছে। 'টাইমস্' নামক বিখ্যাত পত্রের সংবাদদাতার মতে ১১তম দল সম্প্রতি আলবেনিয়ায় অবতরণ করে, তাহার সেনানায়ক জেনারেল বন্দী হইয়াছেন।

আলবেনিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বত্র গ্রীক বাহিনীর আক্রমণ চলিতেছে। ক্রমাগত তুষারপাত ও অত্যধিক শীতের জন্য বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপিয়া একযোগে আক্রমণ চালান অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু গ্রীকগণ নির্দিষ্ট অঞ্চলে যুদ্ধ চালাইয়া নিজেদের ঘাঁটিগুলি সুদৃঢ় করিতেছে। অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা সম্প্রতি তাহারা একটি ইতালীয় ঘাঁটি দখল করিয়া লইয়াছে।

এথেন্স গ্রীক-মুখপাত্র বলিতেছেন যে, দক্ষিণ অঞ্চলে গ্রীকগণ নূতন কয়েকটি টিলা অধিকার করিয়া লইয়াছে। এক ডিভিসন ইতালীয় সৈন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্বত্য অঞ্চল রক্ষা করিতেছিল; কিন্তু রসদ ও নূতন সৈন্য পাঠাইতে অসুবিধা হেতু তাহারা ঐ অঞ্চলে একটি টিলা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। গ্রীক-বাহিনী কিছু সংখ্যক সৈন্য বন্দী করিয়াছে বলিয়াও প্রকাশ।

——

গ্রীকদেরার আক্রমণ অব্যাহত

রণাঙ্গনের সর্বত্র প্রবল বৃষ্টি পড়িতেছে, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া গ্রীক সৈন্যগণ নূতন ঘাঁটিতে নিজদিগকে সুরক্ষিত করার চেষ্টায় ইতালীয়দিগকে বাধা দিতেছে।

——

বৃটেন হইতে গ্রীসে রসদ আনীত

সমর জাহাজের পাহারায় বৃটেন হইতে যে সকল যুদ্ধসম্ভার গ্রীসে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার প্রথম দফা কয়েকদিন পূর্বে একটি গ্রীক বন্দরে পৌঁছিয়াছে। সরকারীভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, সিসিলি দ্বীপের সন্নিকটবর্তী সমুদ্রে ঐ সকল রসদবাহী জাহাজের উপর শত্রু 'বম্বার'গুলি প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছিল। কিন্তু জাহাজখানি কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়াই বন্দরে পৌঁছিয়াছে। প্রথম দফায় অস্ত্রশস্ত্র, কাপড়-চোপড় ও ঔষধ প্রভৃতি আসিয়াছে।

——

রুমানিয়ায় জার্মান সৈন্য

আঙ্কারা রেডিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, প্রত্যহই রুমানিয়ায় জার্মানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। রুমানিয়ায় মোট প্রায় পনর হাজার জার্মান সৈন্য ছিল, শীঘ্রই উহাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়া উঠিবে, এমন সম্ভাবনা রহিয়াছে। আঙ্কারা রেডিও একথাও বলিয়াছেন যে, কোস্তান্জা, গালাৎস, ডানিয়ুব নদীর তীরে, রুশ সীমান্তের উত্তর সীমান্তে এবং উত্তর দোব্রুজা—এই চারিটি স্থানে জার্মান সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে। আঙ্কারা রেডিও জার্মানীকে এই বাসনা

সতর্ক করিয়া দিতেছে যে, জার্মানী যদি বুলগেরিয়া বা যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের আয়োজন করে, তবে উহাকে এক শক্তিশালী প্রবল রাষ্ট্রপুঞ্জের সম্মুখীন হইতে হইবে।

ইন্দোচীন সৈন্যদলের ৩শত ফরাসী সৈন্য নিহত

শ্যাম উপসাগরে এক নৌ-সংগ্রামে শ্যাম দেশীয় সৈন্যগণ ফরাসী নৌ-বাহিনীকে বাধা দিয়া দিয়াছে। পূর্বোক্ত সংবাদ এবং সীমান্তের অপরাপর সাফল্যে ব্যাংককের অধিবাসীদের মধ্যে এরূপ সন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে যে, বিমানাদির ব্যবস্থা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হইয়াছে।

একখানা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ফ্রান্সের সেনাদলের সহিত সংঘর্ষের ফলে ইন্দোচীন সেনাদলের তিন শত ফরাসী সৈন্য নিহত হইয়াছে। উক্ত ইস্তাহারে একথাও বলা হইয়াছে যে, নৌ ও বিমান যুদ্ধে ছয়খানা ফরাসী রণপোত বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। নৌ সংগ্রাম সম্পর্কে ফরাসী মহল ঘোষণা করিয়াছেন যে, থাইল্যাণ্ডের দুইখানা রণপোত ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তৃতীয়খানা বাতিল করা হইয়াছে।

——

করাচীতে আলোকাদি নিয়ন্ত্রিত

করাচীর উপর বিমান আক্রমণের আশঙ্কা আছে মনে করিয়া এম উর্দ্ধতন সেক্টরের সিভিল সৈন্যদের (করাচী) অঞ্চলের চতুর্দিকে ৫০ ফুট উচ্চ প্রাচীর

বালির বস্তা রাখা হইয়াছে। করাচীতে এই সর্বপ্রথম বালির বস্তা দ্বারা সুরক্ষিত করা হইল, অধিকন্তু টেলিগ্রাফ অফিস ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ভবনের চতুর্দিকে সিমেন্টের প্রাচীর তোলা হইয়াছে।

ওয়েগাঁর লিসিতে প্রত্যাবর্তন

ফরাসী সীমান্ত হইতে 'ডেইলী মেইল' পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা তারযোগে জানাইয়াছেন যে, ঐখানের সংবাদে প্রকাশ, উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত ফরাসী সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ওয়েগাঁ মার্শাল পেঁতা, আডমিরাল দার্লাঁ, নৌ মন্ত্রী, সমরসচিব, জেনারেল হান্‌জিগার প্রভৃতির সহিত জরুরী আলোচনার জন্য বিমানযোগে শীঘ্রই ভিসিতে আসিবেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্যারিসের জার্মান রাষ্ট্রদূত অটো এবেৎস্ ভিসি-সরকারের উপর আরও বেশী চাপ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

——

বায়ু হইতে অপহৃতদের সংখ্যা

বায়ু হইতে জার্মানী অপহরণ সম্পর্কিত বার্ষিক বিবরণ হইতে জানা গিয়াছে যে, ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত দুই মাসের মধ্যে ২২ জন লোক অপহৃত হয়। এদের ৭০ জন মুক্তিলাভ করিয়াছে, তিনজন দস্যুদের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে। বর্তমানে মোট ১৯ জন এখনও দস্যুদের হস্তে বন্দী রহিয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাষিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌড়-বিহারের অধ্যক্ষ বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রদীপ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত সময়ে তথা দেশের প্রদেশসমূহের গণ্যমান্য পণ্ডিত ও মহাজনী মহাপুরুষগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরু প্রাণপ্রিয়ভক্তবৃন্দগণের ও তদনুকূল সজ্জনগণের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয়ধর্ম আচার্য্যবরের 'সত্যসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই পাঠ্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৮০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ রচিত 'সূক্ষ্মা' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'ভক্তি'টীকা, বিষয়ের আলোচ্য তালিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সর্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
অধ্যক্ষ সুনন্দীরঞ্জন রায় এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণাপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

ভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—প্রথম ৮৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ঠাকুর বিশিষ্ট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা) ৯৲
৩। ঠাকুরমতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯
৪। সজ্জনতোষণী পত্রিকা (অধীনা) ৯
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৮
৪র্থ খণ্ড—৮০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৮০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ৷৷
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণব ৩৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ১
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵
১৪। নামকল্পতরু (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার-তত্ত্ব ৷
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৲
১৭। বৈষ্ণবোপনিষদ ৷৷
১৮। বাংলা আলবর ৷০
১৯। অর্চ্চনবেদ ৷০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৵০
২২। স্বপ্ন গ্রন্থ
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ৩৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ৩৲
অধীনা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষ্য ১
২৭। ব্রহ্মসূত্রের অণুভাষ্য (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্র (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-নির্ণয়-বর্ত্মা ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৵০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৵০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴

৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। মহাজনগীতি
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (নূতন সংস্করণ)
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)
৫১। প্রমেয়রত্নাবলী
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৬০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৫৫। সম্বন্ধজ্ঞানী বা সংসারাশ্রমী ০
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। উপদেশামৃত (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণস্তব ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৬০। সাধনাপাথেয় ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজিতম্ ৷০
৬৩। নবীন-বিজয়চন্দ্রাননম্ ৷০
৬৪। স্তবগুচ্ছ ৷০
৬৫। সানুবাদ বিষ্ণুসহস্র ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সাহায্যবর্ধন ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ভিউ অব দি গৌড়ীয় মঠ ৷০
৭০। ব্রহ্মসূত্র ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ৷০
৭২। ভিজেটিভ দ্যাল্য ম ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বেদান্তীজম্ ৷০
৭৫। রেলাটি গৌড়ীয়মঠ টু কুইং ৴০
৭৬। দি হারমনি ৷০
৭৭। ইন্ডিয়ান ফিলজফি অ্যাণ্ড আন্তর্জাতিক বিচারম
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অসমুদ্রাত) ৩৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ ০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴১০
৮৪। শরণাগতি ৶০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৶০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৶০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-
বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
গীতিগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য
ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে
প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৮০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

শ্রীশ্রীগুরুপ্রেমমালা

[illegible] এই
গ্রন্থ সুন্দর অক্ষরে আর্ট
[illegible] প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা
[illegible] ভিক্ষা ৮০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ } ১০ মাধব ৪৫৪ গৌরাব্দ ১০ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৩শে জানুয়ারী ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ১১৬৩তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ মাধব আবির্ভাব গৌরাব্দ ৪৫৪

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

——:(o):——

"শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত" মহাগ্রন্থ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর একনিষ্ঠ ভৃত্যবর শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচিত। গৌড়ের আদিকবির এই গ্রন্থটী গৌড়ীয়জগতের অমূল্য সম্পদ্। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের চরিত-কথা সরল সহজ ভাষায় এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের লিখন-প্রণালী অতীব প্রাঞ্জল ও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। এই মহাগ্রন্থ কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী, কি বৈষ্ণব, কি অন্য ব্যক্তি—সকলের নিকট কল্যাণকল্পবৃক্ষ স্বরূপ। শ্রীচৈতন্যভাগবত পড়ার—গৌরভক্তগণের কৃপা হলে এই শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধুরতা আস্বাদনে চিত্তকে আকৃষ্ট করে। এই মহাগ্রন্থে শুদ্ধ-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবার কথা বিশেষভাবে লিখিত আছে। শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে কাহারও যথার্থ অধিকার লাভ হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত যাহা উপদেশ করেন, শ্রীচৈতন্যভাগবতে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রে তাহার রূপ প্রদর্শন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেরই এই শ্রীচৈতন্যভাগবত অনুক্ষণ পাঠ্য। ইহা নিত্যের শুদ্ধ, কীর্ত্তিত, সুগঠিত ও বিচারিত হইলেই মঙ্গল—শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবৎ পাদপদ্মে নিষ্ঠা লাভ অনিবার্য্য। সেবোন্মুখ চিত্তে এই গ্রন্থ পাঠ করিলে নিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের কৃপা লাভ হয়। সেই বৈষ্ণব-ঠাকুরের কৃপা লাভ হইলে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপায় গৌরসেবা লাভ করিয়া জীব কৃতার্থ হয়।

শ্রীচৈতন্যভাগবত মহাগ্রন্থ গৌড়ীয়-সাম্রাজ্য-সিংহাসনের মহা-কৌস্তুভ। যাঁহারা সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয় পূর্ব্বক শরণাগতচিত্তে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই অমূল্য গ্রন্থের অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের কৃপায় নিশ্চয়ই অবিরত উপলব্ধি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতের পদ ও সেবাপাদের সৌভাগ্য যাঁহার একবার হইয়াছে, তিনি আর তাহা ছাড়িতে পারেন না। এমন একটী সর্ব্বচিত্তাকর্ষক অপূর্ব্ব গ্রন্থ এই শ্রীচৈতন্যভাগবত। যিনি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশ্রয় করিবেন, তিনি শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল না হইয়া পারিবেন না। অকপট শ্রীচৈতন্যভাগবতাশ্রিত ব্যক্তি শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপা অবশ্যই পাইবেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীচৈতন্য-পদে আকৃষ্ট হইবেনই। মানুষ দুর্গত, পতিত, বহির্মুখ জীবের শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের আশ্রয় ছাড়া অন্য গতি দেখি না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ প্রভৃতি সকলকেই মনোযোগ-সহকারে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করিবার উপদেশ দিয়েছেন।

যেমন শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি রচনা করিয়া বিশ্ববাসীকে শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথা জানাইয়াছেন, আমাদের শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনও সেইরূপ সকলকে সরল সহজ ভাষায় বিশদভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাকথা জানাইয়াছেন। দ্বাপরযুগে বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণলীলা যে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী মধুর পরিবেশন করিয়াছেন শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন। এ সকল কথা নিষ্কপট সত্য। শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য যাহা লোক-কল্যাণকর হইয়াছিল, শ্রীচৈতন্যভাগবত-সাহিত্যে সে সব কথা ও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তাহার প্রতি ঠাকুরের যে কত অপার করুণা, তাহা এই গ্রন্থে নিরপেক্ষভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। নির্ম্মৎসর হইয়া আলোচনা করিলে সত্যান্বেষী সজ্জনব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার কৃপা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর সর্ব্ববিষয়ে পণ্ডিত ও কবিশ্রেষ্ঠ। সর্ব্বপ্রথম শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনই বাংলাভাষায় এই মহাগ্রন্থ লিখিয়া শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দের অদ্ভুত চরিত বিশ্ববাসীকে জানাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস—বৃন্দাবনদাস॥
বৃন্দাবনদাস কৈল 'চৈতন্যমঙ্গল'।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তের সীমা॥
ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইঁহা জানি' করিয়া উদ্ধার॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥
বৃন্দাবনদাস-পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি' তিঁহো তারিলা সংসার॥
বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁ'র আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ॥
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
তাঁ'র কৃপা বিনে অন্যের না হয় প্রকাশ॥
নিত্যানন্দ-কৃপাপাত্র বৃন্দাবনদাস।
চৈতন্যলীলায় তেঁহো হন আদিব্যাস॥

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পার্ষদ—নিত্যানন্দ পার্ষদ। তাঁহার রচনা বৈষ্ণবজগতে অতীব পূজনীয়। শ্রীচৈতন্যভাগবত [illegible] কৃপাপূর্ব্বক [illegible] আবেদন করেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত [illegible] আমাদের [illegible], তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতগ্রন্থের [illegible]। শ্রীচৈতন্যভাগবত-[illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ এই দুই [illegible] কৃপা [illegible] মানুষ [illegible] উপায় [illegible] না। [illegible] শ্রীচৈতন্য-[illegible] মহাকাব্য — [illegible] পাঠ করিবার [illegible] উপলব্ধি করিতে [illegible]।

মানুষেতে কৃষ্ণভক্তো শ্রদ্ধা যদি হয়। ভাক্তজন 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

এই গ্রন্থ অত্যন্ত ভাবাপ্রবণ [illegible] বা প্রাকৃত সাহিত্যিকের মনোহারী পুস্তক নহে। ইহা ভক্তগণের নিত্য আস্বাদনীয় বস্তু। এই গ্রন্থ মানুষ জীবকে [illegible] করিতে পারেন [illegible] সেবার অধিকার দিতে পারেন। এই গ্রন্থ [illegible] নিত্য [illegible] এবং [illegible] প্রবেশ [illegible] না [illegible] সুতরাং [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রবেশ লাভ করিয়া [illegible]। শ্রীল ঠাকুরের [illegible] গ্রন্থ [illegible]। বিষয় [illegible] পূর্বে যাঁহারা অপরাধী হইবেন, তাঁহারা [illegible] গৌর-কৃপা [illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের [illegible] পারিবেন। ইঁহা প্রভুপাদ বলিয়াছেন [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতে ভেদবুদ্ধি করেন, তাঁহারা প্রাকৃত বাউল ও প্রাকৃত-সহজিয়া মতাবলম্বী। নিষ্কপট সেবা উদ্দেশে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠের স্থানে শ্রীচৈতন্যভাগবত পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইলে বিষয়ের ব্যতিক্রম হইবে, শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণ করা হইবে না—এইরূপ [illegible] অপরাধমূলক অবৈষ্ণবতা। গৌরে ও কৃষ্ণে ভেদবুদ্ধি হইতেই এই সকল দুর্বুদ্ধির উদয় হয়। সে দুর্বুদ্ধি বিনাশের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত অপেক্ষা [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবতের নিত্যই অধিকতর প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণলীলা-শ্রবণ করিবার ছলনা প্রদর্শন করিতে গিয়া আমরা যে আত্মেন্দ্রিয় [illegible] কামনা করি, তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনদাসরূপে শ্রীচৈতন্যভাগবতে পরম [illegible] গৌরলীলা প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব সতত [illegible] [illegible] যদি শ্রীচৈতন্যভাগবতের দ্বারা শ্রীগৌর পরিচর্যায় অভক্তি হয়, তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের নিয়ম ব্যতিক্রম করা হয় না, বরং সুষ্ঠুভাবে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের নিয়মই প্রতিপালিত হইয়া থাকে। আদিতে শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যে শ্রীচৈতন্যভাগবত বা আদি, অন্ত, মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগত শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রবণের মধ্যে ভেদবুদ্ধি করিতে হইবে না। "শ্রীগৌরভক্তিকাম পর শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিয়া পরে আর গৌরলীলা শ্রবণ করিতে হইবে না, গৌরলীলা কেবল সাধন ও নবর্দ্ধেরের [illegible] নিমিত্ত জন্য নহে",—এরূপ মতবাদ প্রাকৃত-সাহজিক মতবাদ। অতএব শুদ্ধ ভক্ত শ্রীল [illegible] বিচারে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্তন ও শ্রবণে নিত্য সেবা [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবতের কীর্তন ও শ্রবণের দ্বারা উদ্‌ঘাপিত হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতে ভেদবুদ্ধি-কারিগণের [illegible] বিচারের দ্বারা চালিত হইতে হইবে না।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতের নাম শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ছিল। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতকে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কিংবদন্তী এই যে, শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর চৈতন্যমঙ্গল নামে মহাপ্রভুর চরিত্র সম্বন্ধে অপর একটী গ্রন্থ রচনা করায় পর শ্রীনারায়ণী দেবীর ইচ্ছায় শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস তাঁহার গ্রন্থের নাম 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' করেন।

ব্রহ্মাণ্ড-ভেদ

— —::o::— —

আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডের কথা শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ শুনিতে পাই। জীবসমূহের ব্রহ্মাণ্ডের বা ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করা আবশ্যক। এই ব্রহ্মাণ্ড নিত্য নশ্বর [illegible] কর্ম্মফল বহির্মুখ জীবের কারাগাররূপে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা অচেতনীয়। এই ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য বহির্মুখ জীব কর্ম্মফলে চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে। ৯ লক্ষ জলজ, ২০ লক্ষ স্থাবর, ১১ লক্ষ কৃমি, ১০ লক্ষ পক্ষী, ৩০ লক্ষ পশু ও ৪ লক্ষ মানব—ইহাই চৌরাশী লক্ষ যোনির বৃত্তান্ত [illegible] জীব। জীবের দেহ ও মন—এই দুইটী উপাধি। এই দুইটী অনিত্য। এই উপাধি দ্বারাই জীবের সংসারকারাগারে ভ্রমণ। এই দেহমনের অতীত জীবের একটী স্বরূপ আছে, তাহা অণুচিৎ স্বরূপ। এই অণুচিৎ জীবের অণুচিৎ ভগবানের সেবাই নিত্যধর্ম্ম। জীব তাহার এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা প্রকৃত স্বাধীনতা হইতে নিজ ভোগেচ্ছাক্রমে স্বতন্ত্রতাক্রমে বিচ্যুত হইয়া নানা যোনিতে ভ্রমণ করে।

তাহার ও কর্ম্মফলে বহুজীব বিবিধ জন্ম আবার ত্রিবিধ—জলজ, স্থলজ ও খেচর। এই ত্রিবিধ শ্রেণীর মধ্যে স্থলজই শ্রেষ্ঠ। স্থলজ প্রাণিগণের মধ্যে মানব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই মানবের সংখ্যা অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা অল্প। মানবের মধ্যে আবার ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর প্রভৃতি বেদধর্ম্মবিমুখ বহু জীব আছে। যাঁহারা বৈদিক ধর্ম্ম স্বীকার করেন, তাঁহাদের মধ্যে অর্দ্ধেক ব্যক্তি মুখে মাত্র বেদ মানেন। বেদনিষ্ঠ দুই প্রকার—ধর্ম্মাচারী ও অধর্ম্মাচারী। ধর্ম্মাচারিগণের মধ্যে অনেকেই কর্ম্মনিষ্ঠ, কেহ বা জ্ঞাননিষ্ঠ। কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। কোটি জ্ঞাননিষ্ঠের মধ্যে হয়ত একজন মুক্তবুদ্ধি হইতে মুক্ত। সেইরূপ কোটি মুক্তবুদ্ধি মুক্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন অপ্রাকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন কৃষ্ণভক্ত পাওয়া দুর্লভ। কৃষ্ণভক্তের কোন কামনা নাই। তিনি নিষ্কাম অর্থাৎ নিজসুখকামনাশূন্য কৃষ্ণ-সেবাকামী। পূর্ব্বোক্ত মুক্ত পর্য্যন্ত সকলেই কর্ম্মফলভুক্ত ভোগকামিনী ও মোক্ষকামিনী চিত্তবৃত্তি তাহাদের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে। মোক্ষকামী ভোগ ত্যাগ করিলেও ভগবৎ পাদপদ্ম সেবা করে না; সুতরাং সে অভক্ত।

কর্ম্মাচারী ও কর্ম্মনিষ্ঠ ভুক্তিকামী এবং মুক্ত পর্য্যন্ত জ্ঞানী—মুক্তিকামী; ইহার মধ্যে কেহ কেহ আবার যোগফলের সিদ্ধিকামী। যতদিন তাহাদের হৃদয়ে ঐরূপ কামনা থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ঐ সকল কামনা শান্তি দিতে পারে না। এই কারণে তাহারা সকলেই অশান্ত সেইজন্যই বলিতেছি, একমাত্র নিষ্কপট কৃষ্ণভক্তই শান্ত বা শান্তিপ্রাপ্ত। কর্ম্মী বা জ্ঞানী, যোগী বা ত্যাগী, সকলেই সুখশান্তি চায়, কিন্তু দিতে পারে না। তাহাদের কর্ম্মবাসনা থাকায় তাহারা অশান্ত। ভক্তগণের তাহাদের মধ্যে নাই। তাহাদের মধ্যে একজন ভক্তাভিমানী, আর একজন ভক্তত্যাগী। নিজসুখের জন্য একজন ভোগী আবার নিজসুখের জন্য একজন ত্যাগী সাজিয়াছে। নিজসুখবাঞ্ছাই উভয়ের বিরোধের। ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই বিপদগ্রস্ত। ভক্তগণের সেবাবাসনার [illegible] সৌভাগ্য হইলে নিজ নিজ মতবাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ অশান্ত ভোগের পাদপদ্মে সেবাসুখ প্রাপ্ত হওয়ায় তাহারা শান্তি পাইতে পারিবে।

অসংখ্য জীব সৌভাগ্যবশতঃ ভক্তি-কর্ম্মজ্ঞানাদি অতিক্রম পূর্ব্বক নিজ কার্য্য করিতেছে। ব্রহ্মাণ্ডে নানাযোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কোন প্রকারে ভক্তিপ্রাপ্ত কৃষ্ণকৃপায় সুকৃতি লাভ হয়, তাহা হইলে সাধুসঙ্গ দর্শন হয় এবং সদ্‌গুরুর কৃপায় ভক্তিলতার বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে আরোপিত হয়। ব্রহ্মাণ্ডের বাসনা শেষ হইলে জীব ভগবান্ হন। জীবের স্থূল সূক্ষ্ম উভয় শরীর সহ অবস্থানকালে ব্রহ্মাণ্ডভ্রমণ করিতে থাকে সে সাধনলোকের উন্নাঁয়া-স্বর্গ কখনও সংকর্ম্ম বলে উর্দ্ধলোকে গমন করে আবার কখন অসৎকর্ম্মবলে নিম্নলোকে আগমন করিয়া থাকে। সাধুসঙ্গে সেবার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড ভেদ না করা পর্য্যন্ত জীব এই ব্রহ্মাণ্ডে বাঁধ্যতাক্রমে করিতে অর্থাৎ জন্মমৃত্যু ভোগে বাধ্যত হইতে বাধ্য। জীবগণ কখনও পাপ করে, কখনও পুণ্য করে। পুণ্য করিলেই পাপ করিবার প্রবৃত্তি হয়, পাপ করিলেও পুনরায় পুণ্য করিবার প্রবৃত্তি জাগে। এ জগতে জীব এই ভাবে ঘুরপাক খায়। স্বর্গে থাকি, পৃথিবীতে থাকি বা অন্য লোকেই থাকি—এ সবই ব্রহ্মাণ্ডভ্রমণ। এ জগতের উর্দ্ধগতি বা অধোগতি সবই সংসারবাস বা কারাবাস। ভগবানের প্রতি সেবাপ্রবৃত্তি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত এই গত্যাগতি বন্ধ হইবে না। হরিবিমুখ থাকা আমরা দেবতাই হই বা মনুষ্যই হই, পশুই হই বা পক্ষীই হই, সকল অবস্থাই ভোগ ও বন্ধন। কৃষ্ণ ছাড়া নিত্য প্রভু ভগবানের সেবা না করা পর্য্যন্ত আর নিস্তার নাই। কৃষ্ণসেবক জীবের সেবাপ্রবৃত্তি প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত সে জীবন্মৃত। কর্ম্মে ভোগপ্রবৃত্তি ও জ্ঞানের ত্যাগপ্রবৃত্তিতে নিজসুখ-অন্বেষণ আছে, কিন্তু সেবাবৃত্তি নাই, সুতরাং ভোগী বা ত্যাগী হইলে ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করা যায় না। ভগবৎসেবাই ভগবানকে লাভ করিবার বা ব্রহ্মাণ্ডভেদ করিবার একমাত্র উপায়।

ভোগত্যাগপর নিজসুখবাঞ্ছাই ভজনের বাধা। ভজনের বাধা মহাবিপজ্জনক। সে বিষয়ে সতর্ক না হইলে নিস্তার নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবলে ভজনের বাধা অপসারিত হয়। ভজনের বাধা গাঢ়বিধ অপসারিত হইলে স্বাধীন হয়। ভক্তগণের আজ্ঞাধীন থাকা পাওয়া যায়। সাধক জীব তখন বাণীর ভাব সেই আজ্ঞারত থাকে নিষ্কপট সাধুগুরুমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ ভজনসেবন করিতে থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রভাবাৎ—শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত ব্যক্তিই সেবনকারী, আর শ্রবণ-কীর্ত্তন—ভজন। 'আমি সেবক, আমার সেব্যবস্তু' এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই বাণী হওয়া। সাধক বাণী বিরক্তের সহিত—প্রভুবিহারের সঙ্গে ভজনসেবা করেন। তিনি ভক্তিলতাকে সযত্নে পালন করেন। প্রভুভাবে ভগবানের সেবা করিব, এই বুদ্ধি হইতে কিছু হইলেই হয় অমঙ্গলের কারণ উপস্থিত হয়, এ কথা সাধক বাণী সর্ব্বক্ষণ মনে রাখেন। সেইজন্য তিনি কায়মনোবাক্যে সাধুসঙ্গে সতত শ্রবণ-কীর্ত্তন ও সাধুসঙ্গের সেবা ছাড়া আর কিছু করেন না। সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন অনুশীলন ফলে, ভক্তিলতার অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং লতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেবীধাম মহেশ ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া চতুর্দ্দশভুবন-স্বর্গ নামাপ্রকার বিরজায় উপনীত হয় এবং বিরজা হইতে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোকের দিকে অভিযান করে। এখানে

কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ সাধুগণের শ্রীমুখবিগলিত কথার শ্রবণ-কীর্তন জন্য সর্বদা সতর্ক হইয়া থাকেন না কিংবা ভক্তের অপরাধ-স্বরূপ কোন ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে তাঁহাদিগের চক্ষু রাঙ্গাইবার বাসনা থাকে; তাহাতে ভক্তিলতা একেবারে নির্মূল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সাধক মালী সাবধানে ভগবানের সেবাভাব ভক্তিলতা পালন সংরক্ষণ করিতে করিতে ব্রহ্মলোক ভেদ করতঃ পরব্যোমে ভক্তিলতাকে বিস্তৃত করেন। কৃষ্ণভক্তের কৃপায় পরব্যোমে নারায়ণের ঐশ্বর্য্যও কৃষ্ণসেবালতার বর্দ্ধন-শীলতা রোধ করিতে পারে না। ভক্তভক্ত কৃপাবর্ষণ সংরক্ষণ করিতে করিতে মালী গোলোক-বৃন্দাবনে ভক্তিলতাকে কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করান। লতা কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষ প্রাপ্ত হইলেও মালী শ্রবণ কীর্তন পরিত্যাগ করেন না। পরন্তু এখানে পরম ভক্তগণের সহিত স্বাভাবিকভাবে নিত্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি সংসেবন করিতে থাকেন।

সাধক-মালী যদি ভক্তবৈষ্ণবে মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহাদের প্রতি কোন প্রকার অবজ্ঞা বা দ্বেষ পোষণ করেন, তাহা হইলে বৈষ্ণবাপরাধরূপ এক ভীষণ মত্তহস্তী আসিয়া ঐ বর্দ্ধমান লতাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলে এবং লতার পত্র-বিটপ শুষ্ক হইয়া যায়। অতএব সে সময়ে মালী ভক্তবৈষ্ণবগণের প্রতি সতর্ক থাকিয়া তাঁহাদের প্রসাদরূপ একটী সুদৃঢ় আবরণ দ্বারা এরূপভাবে লতাকে বেষ্টন করিয়া রাখেন, যাহাতে অপরাধ-হস্তী কোন প্রকারে অত্যাচার না করিতে পারে। এ সময়ে আর একটী উৎপাতের আশঙ্কা আছে। যে সময়ে ভক্তিলতা উঠিতে থাকে, সে সময়ে যদি ভুক্তিবাঞ্ছা, মুক্তিবাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, কপটতা, জীবহিংসা-প্রবৃত্তি, লাভপূজা, নিজের জন্য সম্মান বা প্রতিষ্ঠার আশা প্রভৃতি উপশাখা-গুলির উদ্গম হয় তাহা হইলে ঐ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির আশ্রয় করিয়াও অর্থাৎ সেক জল পাইয়াও মূল লতার স্থানে উপশাখাগুলি বাড়িতে থাকে। তাহাতে মূলশাখা স্তব্ধ হইয়া পড়ে, আর বাড়িতে পারে না। অতএব মালী এই উপশাখারূপ অনর্থগুলিকে শ্রবণ-কীর্তন-সংসেবন সময়ে প্রথম হইতেই ছেদন করিবেন। তাহা হইলে মূল শাখা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবনে উপনীত হইতে পারিবে। তখন মালী সুখে প্রেমফল আস্বাদন করিতে পারিবেন। এই কল্পবৃক্ষের নিকট ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ অতি তুচ্ছ হয়।

শ্রবণ ও পরিপ্রশ্ন

: শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস।

প্রকৃত সাধুর শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা সাক্ষাৎ ভাবে এই হরিকথারূপী ভক্তিকে শুদ্ধ কর্ণে শ্রবণ করিলেই আমরা সকল অমঙ্গলের হস্ত হইতে রক্ষা পাইব। হরিকথা শ্রবণ করিলেই আনন্দ আসিবে ও প্রাণের কথা হরিভক্তবৈষ্ণবের শ্রীমুখ উদ্গত হইতেছে, না নিজের চিত্তভূমি উদিত হইতেছে, তাহা বলিতে পারি। হরিকথা জীবের ঘোরাপথের একমাত্র আলোকস্তম্ভ।

হরিকথাহীন ধ্যান বা যৌগিক জীবন আত্মহত্যা ও সর্ব্বনাশের।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

> সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
> ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
> তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
> শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

অর্থাৎ সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে ভগবানের মাহাত্ম্য প্রকাশক যে সকল হৃৎকর্ণ-রসায়ন প্রীতি উৎপাদক কথা আলোচিত হয় তাহা সাদরে সেবা করিতে করিতে শীঘ্র অবিদ্যানিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ ভগবানে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হইবে।

হরির সহিত সাক্ষাৎ সংযোগের সূত্রই হরিকথা। হরিকথাই হরিভক্তবৈষ্ণবপাদ-পদ্মের সহিত অন্তঃকরণের সম্বন্ধ স্থাপন করাইয়া থাকে। হরিকথা-শ্রবণ ব্যতীত অন্য কোন উপায় দ্বারা হরি ও হরিভক্তের সহিত সাক্ষাৎ সংযোগ হয় না। হরিকথা-হীন কার্য্য আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিকর কর্ম্মমাত্র। হরিকথা ছাড়িয়া যাহারা কর্ম্মী হইবার ধ্যানকে বহুমানন করে, তাহারা প্রচ্ছন্ন ভোগী—ভগবানের সেবার প্রতি দ্রোহাচরণকারী। তিনি যতই কর্ম্মবীরত্ব প্রদর্শন করুন না কেন সেগুলি নশ্বর ও পরিণামে অমঙ্গল প্রসবকারী হইবে। কোন কর্ম্মই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে; অধিক কি, হরিকথা অনুশীলন ব্যতীত ভগবানের অর্চ্চনাদি ক্রিয়াও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নহে, কিন্তু প্রকৃত সাধুমুখনিঃসৃত হরিকথা সকল অসম্পূর্ণতা ও দোষকে অপসারিত করিয়া আমাদিগকে নিরপেক্ষ ভগবৎসেবায় উন্নত করিয়া থাকে। কায়মনোবাক্যে ও হরিকীর্ত্তন-সংযোগে হইলেও তাহা কার্য্যকর হইবে।

হরিকথা-শ্রবণ করিলে আমরা জানিতে পারি, যে মুহূর্তে আমরা হরিকথা হইতে বিরত থাকিব, সেই মুহূর্তেই মায়ার কোন না কোন প্রকার ছলনা আমাদের অধঃপতন ঘটাইবে। মায়াবী বা যোগী হরিকথা শ্রবণ কীর্তনের অভাবে নিজের মঙ্গল করিতে পারে না এবং নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির পথেই অধিকতর চলিতে চলিতে আত্মহত্যা করিয়া ফেলে। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তনকারী কখনও কখনও সামান্য অসংলগ্ন হইলেও হরিকথা শ্রবণ-প্রভাবেই আবার হরিকথায় মনোযোগী হন এবং নিজেন্দ্রিয়তর্পণ চেষ্টা ছাড়িয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের পথে চলিবার সংকল্প করিতে পারেন। হরিকথাই সাক্ষাৎ বলদেবস্বরূপে তাঁহাকে বলদান করেন। অনেক সময় শারীরিক বল মানসিক বলের নিকট দুর্বল হইয়া পড়ে, কিন্তু হরিকথারূপী ভক্তি হৃদয়ে আবির্ভূত থাকিলে শারীরিক নিতান্ত দুর্বল থাকিলেও তাঁহার কৃপায় সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় প্রলোভনের দুর্দ্দমনীয় চেষ্টাকে অনায়াসে প্রতিরোধ করিয়া হরিসেবায় স্বাস্থ্যবান্ থাকিতে পারে।

হরিকথাহীন পূজা ধ্যান-ধারণা তপস্যা যজ্ঞ-যাগ-কর্ম্ম সকলই অসার। হরিকথা আলোচনা-প্রভাবেই হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি ছেদন ও সংশয় নষ্ট হয়, আর হরিকথা হইতে বিরত থাকিলেই ঐগুলি পুষ্ট ও অগ্রভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

শ্রবণ কখনও পরিপ্রশ্ন না হইয়া পারে না। যখন হরিকথা শ্রবণ করে পরিপ্রশ্ন আসে, তখনই শ্রবণের সার্থকতা হয়। পারমার্থিক বিষয় ব্যতীত কোনদিন প্রশ্ন হয় না। যিনি কোন বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে চাহেন, তাঁহার সে বিষয়ে অনুসন্ধান বা প্রশ্নের উদয় হয়। যাঁহারা মনে করেন হরিকথন না হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, তাঁহারাই অনুসন্ধানরহিত হইয়া হরিকথা আলোচনায় ব্যস্ত থাকেন। অন্যান্য ভোগের বিষয়ে তাঁহাদের যথেষ্ট প্রয়াস আছে, কিন্তু শ্রীভগবানের একমাত্র সঙ্গেরই উপায় যে হরিকথা শ্রবণ কীর্তন তাহাতে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন।

প্রশ্ন সাধারণ কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য হইতে পারে, কিন্তু পরিপ্রশ্ন তাহা নহে। হরিকথা-শ্রবণ করিলে ভজনের পথে অগ্রসর হইতে যে বাধা আসে, তাহা এড়াইবার জন্য এবং ঐ বিষয়ে সুদৃঢ়তা লাভের জন্য কীর্ত্তনকারী গুরুবৈষ্ণবের নিকট যে প্রশ্ন, তাহাই পরিপ্রশ্ন। পরিপ্রশ্নের দ্বারা সাধকের যাবতীয় সংশয় দূরীভূত হয় এবং তিনি ভজনবিষয়ে পরিষ্কার ধারণা লাভ করেন। যেখানে পরিপ্রশ্ন আরম্ভ হইয়াছে সেখানে জানিতে হইবে যে শ্রবণের ফল জীবনে পালন করিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। যেখানে পরিপ্রশ্ন নাই সেখানে শ্রবণ হয় নাই, বুঝিতে হইবে। সুতরাং যতদিন ঐরূপ সত্যের আলোচনা বা সাধুসঙ্গে পরিপ্রশ্ন আরম্ভ না হয়, ততদিন পর্যন্ত অজ্ঞান বা সংশয় নানাভাবে তাহার স্বাভাবিক রূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিবার সুযোগ পায়। সত্যকথা আলোচনা আরম্ভ হইলেই তাহার হৃদয়স্থিত সমস্ত সংশয় বা অজ্ঞান দূরীভূত হবে। ক্ষেত্রভূমির সমান অন্ধকাররূপ সংশয় ও অজ্ঞান পর্যন্ত থাকে। কিছুতেই ভজনের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। একমাত্র হরিকথা-ফলেই শ্রবণের সুধা কণস্বরূপ ভক্তিপ্রাপ্তি ঘটে ও সোপানস্বরূপ সংশয়-নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং অনুক্ষণ শ্রবণই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

মেদিনীপুরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে গত ১৮ই পৌষ রওনা হইয়া মেদিনীপুর জেলার বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। প্রচারকগণ প্রথমে কোলাঘাট অঞ্চলে সিদ্ধানাথক গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় স্থানীয় অধিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সামন্ত মহাশয়ের বাসভবনে দুই দিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে ভক্তিশাস্ত্রী স্থানীয় নারায়ণ ঠাকুরবাড়ীতে 'শ্রীচৈতন্যদেবের দান' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর প্রচারকগণ সেখান হইতে মুরিদাপুর, কাশিনাথচক, মহাদেবপুর ও মহনা প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া পিতাম্বরচক নামক গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় স্থানীয় স্কুল-গৃহের প্রাঙ্গণে শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী 'মানবজীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সম্প্রতি তাঁহারা ঐ অঞ্চলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন।

বোম্বেতে প্রচার

বোম্বেস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা বোম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় এবং গৌড়ীয়গণের সহানুভূতি নির্দ্দেশ-অনুসারে উৎসাহের সহিত প্রচারকার্য্য করিতেছেন। মঠে প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় পাঠ-কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যমুখের হরিকথা আলোচনা হইতেছে।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

(শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী বি-এল

(৩) শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]বিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]চরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

(৭) কাজির সমাধি পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) [illegible] কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপীতাম্বর দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] - (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক - শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবানন্দ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রদাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যানিধি বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া। আসাম
সেবক—শ্রী[illegible]মোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], কামরূপ আসাম।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] ই. বি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।৩১ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] ইউ পি।
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible] শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [illegible]পীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible], মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রী[illegible]
[illegible], মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গোপীজনবল্লভ মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible]
সেবক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ [illegible], পাঞ্জাব।
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible]
[illegible] পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]। উড়িষ্যা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]পাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী ব্রজবাসী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
প্লট নং ২
[illegible]
[illegible]
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible], ইউ-পি)
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী বিদ্যা[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]বিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-ঃ(ঃ০ঃ)ঃ-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪।০
" সিকি কলম	১৬৲	১৪৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮
" এক কলম	৩৬৲	৩০

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষান্মাসিক "	৫
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৵৩ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গৌরগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে বাহান্নটী অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্র (chart সহ) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিভাগসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

বসুমতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১। এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—বসুমতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, বাংলা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

বিশ্লেষক সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে সম্প্রতি প্রচলিত সাম্প্রদায়িক মতবাদসমূহের সমন্বয়, সম্বন্ধ, সম্মেলন, সমভাব, একতা, বন্ধন ও তাহাদের প্রামাণ্য-বিচারমূলে যৌক্তিক ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ সমন্বয়, ভক্তিশাস্ত্র সংসিদ্ধান্তকরণও প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—বসুমতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(ঃ০ঃ)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

——ঃঃ০ঃঃ——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্বাস্থ্য অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচ্ছন্ন বাসা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৭০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই রূপ অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রত্যেকেরই পাঠ করা উচিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নরহরি ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল বনমালী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচীপত্র সহ মূল গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর আনন্দলাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনরহরি ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। বর্ণানুক্রমিক, শ্লোকসমূহের সূচী, গাথা, বর্ণনার প্রতিপাদ্য বিষয়-নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতি সহিত গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য রত্ন। ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত সরলভাবে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা। মুদ্রণের পক্ষ আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ মায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুন্দরানন্দ দাস এম্-এ, বি-এল, পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেনশ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ মহোদয় কর্ত্তৃক ... শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের সুদীর্ঘ গবেষণা এবং দার্শনিক বৈদগ্ধীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অপূর্ব্ব গ্রন্থ মানচিত্র বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনা। প্রথম হইতে ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়সূচিকা (contents), ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত শব্দসূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সমস্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা নদীয়া

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:০:———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এইস্থান হইতে নিয়মিতরূপে দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৬ বি কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীতে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-৫
ব্যাণ্ডেল	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-৫০			২২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৭	৮-১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	৩-২৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৫	১৩-৩৯	১৫-৫	১৮-৪৯	১৯-৪০	১-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-২	৮-৪০	১০-৬	১৪-০৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৮১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-০১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-১৯	১৮-১০	২০-১৭

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
ব্যাণ্ডেল..	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩০ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৭

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬ ১	৮-৬	১১-৪	১৪-২২	১৬-৮	১৮ ৩৩	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১১-৪২	১৫-৮	১৬ ৭৬	১৯-১১	

ছাঃ	৭-১০	৮-৫১	১১-৪৭	১৪-১৮	১৬ ৫৭	১৯-২২	২০-৪৬	৪-০১
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৪৫	৯-২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৫০	২০-৩	২১-১৯	৪ ১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৪৬	৫-৫৫	১৭-৪২	২০-০১	২১-২৫	৪-১৮
ব্যাণ্ডেল		১১-৮		১৭-৩৬	২১ ২	২৬	২৩-১	
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১ ২০	১৭ ১৬	১৭ ৪৮	২১-৪০	২৩ ১৫	৬ ১৬	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহ পাচন

সর্ব্বপ্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

আলোচনা প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... ছোট বোতল ১০০ দশ আনা বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র—

—১৬নং, গ্রে ষ্ট্রীট রোড, কলিকাতা

শ্যামবাজার, কলিকাতা।

ফোন—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO 1541

শতপ্রশ্নমালা
—ঃ—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত
বিবিধ প্রবন্ধাবলী হইতে
সংগৃহীত বিচারিত
শৌক্র. আকারে প্রকাশিত
হইয়াছে। ইহাতে অনেক
অমূল্য উপদেশ আছে।
ভিক্ষা আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
মধুবা গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ—ভাটী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—ঃ—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
ভিক্ষা ১।০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ১১ই মাঘ ১৩৪৭, ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৪১ শুক্রবার ২৬৭তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——ঃ(০)ঃ——

জার্মাণ অঞ্চলে বোমাবর্ষণ

জানিতে পারা গিয়াছে যে, গত শুক্রবার অপরাহ্নে বৃটিশ বোমারু বিমান-সমূহ করাসী উপকূলস্থ জার্মাণ-অধিকৃত ঘাঁটিসমূহের উপর বিশেষভাবে আক্রমণ চালাইয়াছে। সেই উপকূল হইতে বিস্ফোরিত বিস্ফোরণের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। বৃটিশ বিমানসমূহ ফ্রান্সের পাস ডি ক্যালের উপর দিবাভাগে আক্রমণ চালাইবার এক সপ্তাহ পরে এই আক্রমণ হইল।

বিমান-সচিবের এক সংবাদ উল্লেখে প্রকাশ, গত ১৬ই তারিখ রাত্রে বৃটিশ বোমারু বিমানের আক্রমণের ফলে উইলহেলমস্‌হাভেনের নানাস্থানে বিশেষতঃ রেল ষ্টেশনে ও জেটিতে উচ্চগতিসম্পন্ন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

প্রবল তুষারপাত হইলেও বৃটিশ বিমানবহর সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালাইয়াছে। অন্যান্য বৃটিশ বিমান এমডেন, ব্রেমেন ও বোলোনের ডকসমূহ, অস্টেণ্ডের রেলওয়ে জংশন এবং অধিকৃত ফ্রান্সের বিমান ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। ঐ সকল আক্রমণ চালাইয়া বৃটিশ-বিমানগুলি নিরাপদে ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, কেবল ৫ খানি নিখোঁজ হইয়াছে।

——

প্যারিসে জার্মাণ কর্তৃত্ব

বার্লিন 'বুণ্ড' নামক সংবাদ পত্রই বর্তমানে প্যারিসের জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। প্যারিস সম্বন্ধে বর্তমানে বহু বিবরণ প্রকাশ হয়। প্রত্যহ পুলিশ সুসজ্জিত বড়-কর্তার সহিত রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত করা হইতেছে। সাইকেল-চালকগণকে পর পর লাইন-বন্দীভাবে ছাড়া চলিতে দেওয়া হয় না। যাহারা পদব্রজে যাতায়াত করে তাহারাও যাহ নির্দিষ্টস্থানে রাস্তা অতিক্রম করিতে পারে।

প্যারিসের বেকারদিগকে চাকরীর সন্ধানে জার্মাণীতে যাইতে বলা হইতেছে। ইতোমধ্যেই সহস্র বেকার প্যারিস ত্যাগ করিয়া জার্মাণীতে গিয়াছে। বিবাহিত শ্রমিকদের মাসে ১২০ মার্ক করিয়া পারিশ্রমিক দেওয়া হয় বলিয়া প্রকাশ।

১৮ হইতে আরম্ভ করিয়া ৫০ বৎসর বয়সের লোকদের এক এক দলে বিভক্ত করিয়া প্যারিসের সর্বত্র বিদ্যুৎ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফের খুঁটি প্রভৃতি পাহারা দিতে বাধ্য করা হইতেছে।

——

রুশ-জার্মাণ চুক্তির কার্য্যকারিতা

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার কূটনৈতিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন ঃ—

রাশিয়া ও জার্মাণীর মধ্যে সম্প্রতি যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের পরস্পরের বর্তমান সম্বন্ধের কোনও আমূল পরিবর্তন হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই চুক্তির ফলে জানাযায় সম্পত্তির সীমান্ত প্রদেশের বিরোধ বা বাণিজ্য সম্পর্কীয় সুবিধাদির বিষয় মীমাংসার ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়াই যে উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক সহযোগিতা বর্দ্ধিত হইবে, তাহা বলা যায় না।

জার্মাণীকে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। সুতরাং রাশিয়ার সহিত ব্যাপকতর অর্থনৈতিক সংযোগ তাহার পক্ষে অতিশয় মূল্যবান। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ইহাতে বহু বিঘ্ন আছে। জার্মাণীর পক্ষে চুক্তিটা সম্পূর্ণ লাভজনক হইতে হইলে শুধু যে রাশিয়ার প্রয়োজনের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজন তাহাই নহে, রুশ-জার্মাণ-রাশিয়া বিস্তৃততর রেলপথের পক্ষে যানবাহনের সমস্যাটাও কম নহে। প্রকৃতপক্ষে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ সীমাবদ্ধ হওয়ার ইহাই সর্ব্বপ্রধান কারণ।

মোটের উপর বর্তমান চুক্তির সর্ত্তগুলি সম্পূর্ণ প্রকাশিত না হইলে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা চলে না। তবে এখানে রাশিয়া ও জার্মাণীর প্রভাব বিস্তার সম্পর্কে বর্তমান চুক্তিতে কোনও মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া এখন পর্য্যন্ত কোনও উল্লেখ নাই। রাশিয়া ও জার্মাণী যে প্রধান সম্পর্ক সম্পূর্ণ একমত নহে, সম্প্রতি তাহার বহু লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। বর্তমান চুক্তির সম্বন্ধেও তাহারা কোনও শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই মনে করিলে অন্যায় হইবে না।

——

আমেরিকার 'ঋণ ও ইজারা বিল'

'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকার নিউইয়র্কস্থ সংবাদদাতা তারে প্রকাশ যে আমেরিকার রাজনীতি বিশেষজ্ঞগণ মনে করিতেছেন যে সম্ভবতঃ এক পক্ষকালের মধ্যেই "ঋণ ও ইজারা বিলটি যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে পাস্ হইয়া যাইবে। এই বিল অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র সরকার গ্রেট-ব্রিটেন, গ্রীস এবং চীনকে যুদ্ধের সামরিক সাজসরঞ্জামের ক্ষমতা লাভ করিবে। যদিও একদল সদস্য ইহার বিপক্ষে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, তথাপি গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের উভয় পরিষদেই ভোটাধিক্য নিশ্চিত আদায় করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়।

বিলটিতে একটি নূতন ধারা যোগ করিয়া ইহার কার্য্যকাল দুই বৎসরের সীমাবদ্ধ করা হইতে পারে এবং বিলটি পাস্ করিবার পূর্ব্বে কংগ্রেস এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি চাহিতে পারে যে, যুদ্ধমান দেশে কোনও জিনিষ পাঠাইবার পূর্ব্বে আমেরিকার নৌ ও সামরিক বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে উহা যে আমেরিকার নিজ আত্মরক্ষা ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নহে উহা নিশ্চিতরূপে জানিয়া লইতে হইবে। বিলটিতে আর একটি ধারা যোগ করিবার চেষ্টা করা হইবে যাহাতে পণ্যের বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র কোনও না কোনও প্রকার অর্থ লাভ হয়। সম্ভবতঃ গ্রেট বৃটেনকে ঋণের জন্য আমেরিকাকে এক। কত জাহাজ দিতে হইবে, বৃটেন তাহার আমেরিকার নৌ-ঘাঁটিগুলির সকল ডিঃ ক্যারেন (স্বর্ণ, বন্দর) বাণিজ্য, তাহা এই বলে ধরা হইতে হইবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৩ পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোদয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

মধ্ব-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবিগ্রহ ... অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য ... ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিক ... সময়ে সময়ে বহু পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী সজ্জনবৃন্দ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ ... অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের সিদ্ধান্তপুষ্টিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ সত্যানুসন্ধিৎসু ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৷৷০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুর্ব্বেদসার ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে অঙ্কিত ও শ্রীপাদ মধ্বের ... 'অণুভাষ্য' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহিত মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২, মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'গীতিকা'টীকা, বিস্তৃত ব্যাখ্যা ভূমিকা ও সূচীসহ অনুক্রমণী ... সম্প্রতি গৌড়ীয়-মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৷৴০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দাস এম-এ, বি-এল,
পুরাণাপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, —সটীক ৬০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত — ৩৮,
দশম স্কন্ধ— ৯,
২। ভাষ্যসহ নিতাই শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা) ৯,
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অধীনা) ৫,
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০ ; ২য় খণ্ড ১, ; ৩য় খণ্ড —৷৷০
৪র্থ খণ্ড —৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড —৷৷০ ; ২য় খণ্ড —১, ; ৩য় খণ্ড — ৷৷
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২,
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২,
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২,
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১,
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয় তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। বৈষ্ণবোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ আহ্নিক ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাধনা ।৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১,
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২,
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২,
অধীনা) ১,
২৬। গীতার কেবল মূল ভাষা ৷০
২৭। প্রাকৃতিকা অপসোহতঃ মাত্রধাম ১,
২৮। প্রেমবিবর্ত্ত (মাত্রধাম) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা ৷৷০
৩০। জীব-নিত্য-ধর্ম্ম ৷০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৷০
৩৫। গীতমালা ৷০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ০
৪০। কল্যাণকল্পতরু ৵০
৪১। গীতাবলী ৵১০
৪২। শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ৷০
৪৩। শরণাগতি ৴০
৪৪। শোকশাতনটীকা ৴
। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (মাত্রধাম)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। অমৃতভাষিনী বা সারার্থাদর্শিনী ০
৫৬ ভাগবত ও ভক্তিগণ ৵০
৫৭। উপনিষৎ (আনন্দিতম্) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ০
৬০। মাধবাবলী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিভিন্নঃ ।০
৬৩। নবদ্বীপ-বিলাসবৈভবম্ ।০
৬৪। তত্ত্বদর্পণ ।০
৬৫। সারস্বত সিদ্ধান্তম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়সন্তপ্রকাশিকা ৴০
৬৭। শাস্ত্রসন্দর্ভম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিট পার্ক ম অব বেদান্ত ।০
৭০। ব্রহ্মসূত্র ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। বিশেষ্টিক প্রবন্ধ ম ।৵০
৭৩। আইডিয়াল অব বিলেজন এণ্ড শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। সেকলীলা ৷০
৭৫। কোয়াটি গৌড়ীয়স্ টেল ক্লুইঃ ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইম্পোর্টান্ট বিভিন্নায় ম্যাক ... সাধনাশাস্ত্রের বিবেচনা ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ।০০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ৷৴০

হিন্দিভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রীভাগবতমাহাত্ম্যম্
৮১। সাধন-পথ ।
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৷১০
৮৪। শরণাগতি ৵

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ ৷

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-
বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
গীতিগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য
ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে
প্রকাশিত হইয়াছে। উহা
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৮০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও পদাবলি এই
গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয়
ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ ১১ মাধব ৪৫৪ গৌরাব্দ ১১ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৪শে জানুয়ারী ইং ১৯৪১, শুক্রবার ২৬৭তম সং

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ মাধব নিখিল গৌরাব্দ ৪৫৪

হরিকথা-প্রসঙ্গ

শ্রীগুরুদেব ভগবানের অভিন্নপ্রকাশ-বিগ্রহ—ভগবানের নিজজন। জীবকে কৃপা করিবার জন্য ভগবান্ গুরুরূপে অবতীর্ণ। হরিই নামী। নামাচার্য্যই গুরু। শ্রীগুরুদেব সেবক ভগবান্। তিনি হরিই। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণমূলা শরণাগতি লাভ হইলে কৃষ্ণ সেই শরণাগত ব্যক্তিকে আত্মসাৎ অর্থাৎ অঙ্গীকার করিয়া লন, তাঁহার স্বরূপ প্রাকৃত স্বরূপ তাঁহার অজ্ঞাতসারে অন্তর্হিত করিয়া স্বীয় পাদপদ্ম সেবনোপযোগী শুদ্ধ অপ্রাকৃত চিদানন্দময় কলেবর প্রদান করেন, ইহাই দিব্যজন্ম, দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা-লাভ। অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের পক্ষে ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। স্পর্শমণি সংযোগে যেমন লৌহও সেই মণিস্পর্শ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্ম ব্যক্তির গুরুকৃপারূপ ভক্তিবীজ-সংস্পর্শে প্রাকৃত অভিমান দূর হইয়া যায়। যখন জীব শ্রীগুরুপাদপদ্মে দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান গ্রহণকালে নিজের বর্ণাশ্রমাদি বিচার-সংবলনমূলে ভদ্র। এরূপ বিচারাত্মক সর্ব্ববিধ দ্বৈত ভাব বা স্বতন্ত্র-বিচার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীআচার্য্যরূপী বা শ্রীগুরুরূপী ভগবানে অহংমমতাস্পদ যাহা কিছু 'সর্ব্বস্ব' নিবেদন করিয়া "সোহহং মদীয়ং যৎকিঞ্চিদিহলোকে পরত্র চ। তৎ সর্ব্বং ভবতো নাথ চরণেষু সমর্পিতম্॥" এই প্রকার বিচারনিষ্ঠ হন, তখন সেই ব্যক্তিকে ভগবান্ আত্মসাৎ করায় তাঁহার উপর আর মায়িক গুণের কোন প্রভাব থাকিতে পারে না, তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে ইতস্ততঃ করেন, তিনি সদ্গুরুচরণাশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকেন

বদ্ধজীবের লৌকিকাভিমান প্রবল আর মুক্ত পুরুষের শ্রৌতাভিমান প্রবল। বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব চেনা বিশেষ দরকার। শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবানের কৃপা হইলেই তাঁহাদিগকে চেনা যায়। শাস্ত্র বলেন,—

নিত্যানন্দ প্রসাদে সে গৌরচন্দ্র জানি।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে বৈষ্ণবেরে চিনি॥
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে নিন্দা যায় ক্ষয়।
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে বিষ্ণুভক্তি হয়॥
(চৈঃ ভাঃ)

বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব চিনিতে না পারিলে জড় বিচারের মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইবে। যাহাকে তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান করা যেরূপ দোষ, আবার প্রকৃত বৈষ্ণবকে অসম্মান করাও সেইরূপ দোষাবহ। বাস্তবজ্ঞান শ্রীগুরুপাদাশ্রিত বৈষ্ণবগণের সেবোন্মুখ হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। নিজের উপর নির্ভর করিলে ঠকিতে হয়, কিন্তু ভক্তি আশ্রয় করিলে—ভগবানের উপর নির্ভর করিলে সমস্ত দায়িত্ব কাটিয়া যায়। তখন ভগবান্ সুখ-দুঃখ যাহা প্রদান করেন, তাহাতেই তিনি ভগবৎসেবা করেন।

যাঁহারা সাংসারিক অভাব, অসুবিধা ও ত্রিতাপকেই বিপদ্ মনে করেন, তাঁহারা তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য ধর্ম্মার্থকামকামী বা মোক্ষকামী হইয়া পড়েন। স্ব-সুখকামীগণ চাঞ্চল্যের অভাবকেই বিপদ্ মনে করে, আর ভগবদ্ভক্ত কৃষ্ণসেবায় অর্থাৎ কৃষ্ণানুশীলনে বাধাকে বা ব্যাঘাতকে বিপদ্ জ্ঞান করেন। ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষচেষ্টায় কৃষ্ণানুশীলনের বাধা উপস্থিত হয় বলিয়া তাঁহারা সেই সকল বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি চান অর্থাৎ ভগবৎসেবক ভোগবাঞ্ছা ও মোক্ষবাঞ্ছা এই উভয় ব্যাপার হইতেই পরিত্রাণ চাহেন।

শ্রীনামসেবকই সাধু। সাধুসেবাই নামসেবালাভের উপায়। নামের প্রথম অবস্থা শ্রবণ, সম্প্রকাশিত অবস্থাই নাম। নামের মধ্যে গুরু আছেন। গুরুগণ বিপ্রলম্ভচিত্তে 'হরেকৃষ্ণ' নাম বলিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গকে আহ্বান করেন। কেহ হরি-শব্দের সম্বোধনে 'হরে' বিচার করেন। যাঁহারা বিপ্রলম্ভ অপেক্ষা অধিকতর আশ্রয়-ভজননিষ্ঠ অর্থাৎ যাঁহাদের সেবাবৃত্তি অধিকতর প্রকাশিত, তাঁহারা 'হরা' শব্দের সম্বোধনে 'হরে' পদ বুঝিয়া থাকেন।

ত্রিদণ্ডধারণ মনুষ্যমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। মনুষ্যজীবনের সর্ব্বোত্তম আশা—বিষ্ণু ভজনা স্মরণ। মানস ও শ্রৌত কীর্ত্তনকারীই প্রকৃত ত্রিদণ্ডী। যাঁহারা কায়, মন ও বাক্যকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করেন। প্রকৃত ত্রিদণ্ডীই ভক্ত বা বৈষ্ণব। বৈষ্ণব সেবা। ত্রিদণ্ডীর সঙ্গ ও সেবার দ্বারাই ত্রিদণ্ড লাভ হয়। অন্যথায় বা বৈষ্ণবসেবা খুব দরকার। অন্যান্যেরই জীবের দুঃখ হয়। অবৈষ্ণবসেবার দ্বারাই দুঃখ জয় করা যায়—বিপদের হাত থেকে বাঁচা যায়।

শ্রীবিষ্ণুই পরাৎপর মূলতত্ত্ব—পরমেশ্বর। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু ও বরুণ প্রভৃতি অপর সকল দেবতাই তাঁহার নিত্য আজ্ঞাবাহী ভৃত্য। তাঁহারা বিষ্ণুর নিকট হইতে শক্তি লাভ করিয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতেছেন। যেমন রাজা ও তাঁহার অধীন বিবিধ অধিকারপ্রাপ্ত রাজপুরুষগণ। প্রত্যেক রাজপুরুষকে রাজা বা রাজস্বরূপ বলিতে বাধা নাই বটে, কিন্তু বস্তুতঃ উঁহারা রাজপুরুষমাত্র, রাজা নহেন। মূল রাজাকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে রাজা বলিলে অন্যায় হয়—রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। অন্যান্য দেবগণকে নিজ নিজ অধিকারে ঈশ্বর বা প্রভু স্বীকার করিলেও অর্থাৎ ইঁহাদের ঈশ্বর বলিলেও কখনও স্ব-...

স্বদেহের পরদেহের গণ্য যায় না। ইন্দ্রিয় সহিত অধীন অপর প্রকৃতির সমতা-বিধির অর্থাৎ সমস্ত কলিতে ইন্দ্রিয়- প্রপঞ্চে অবস্থা করা হয়। তদ্রূপ পূজা ও সেবাপূজার কত এক নহে। শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, দেবতাগণ সেই সেই দেবতাগণের ধাম, পিতৃদেবতা-যাজিগণ পিতৃলোক, ভূতপূজকগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন, কিন্তু আমার উপাসকগণ আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন।

— —

মানব জীব হইতে অনুকূল স্বভাববশতঃ কিছু বাহির হইতে দেবতার পূজা করেন। উপাসকগণের হৃদয়ে যেরূপ কামনার উদয় হয়, তদনুসারে তাহারা বিভিন্ন রূপ কামনা করে হয়। সেইসব ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ উপাসক-গণের কাম নিকট পরিদৃশ্য করেন। কিন্তু বিষ্ণুপাসনার নিষ্কাম যাজীর উপাসকের হৃদয়ে অন্য কোন কামনার স্থান নাই। অনুকূলে ক'খও হইতে দেখা যে সত্যের সত্ত্ব গুণে 'অবাধে প্রত্যোপাসনা, দক্ষিণ সাত্ত্ব হেতু অপের বিগ্রহে পরেশোপাসনা, তমোগুণের সত্ত্ব গুণের 'অবাধে সত্ত্ব উপাসনা, কেবল তমোগুণে পিশাচোপাসনা এবং কেবল রজোগুণে অপর সর্ববিধ উপাসনার মানবের প্রাপ্ত হইয়া থাকে বিশুদ্ধসত্ত্ব গুণের অধিকারী ব্যক্তি বিশুদ্ধসত্ত্বময় হর উপাসনা করিয়া থাকেন।

সাধু কৃপাদ্দ দান না করিলে সাধুকে চেনা যায় না বা সাধুর সঙ্গ পাওয়া যায় না। সাধুর আনুগত্য ভক্তিবটে এবং মৌখিকতা মাত্র নহে। সাধুর আসার সাধুর আনুগত্য। অনুগত যাস। সাধুর অনুগতই সাধুর কৃপালাভের একমাত্র উপায়। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, "মহৎকৃপাদেব হি ভজনাপেক্ষ!" এই আনুগত্য ত্রিবিধ—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। অনুগত সম্বন্ধ। সম্বন্ধহীন সংশয়যুক্ত ব্যক্তি আনুগত্য করিতে পারে না, তজ্জন্য তাহার ভাগ্যে বস্তুলাভ হয় না।

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা সাধুসঙ্গ হয়। অকপট ভক্ত—নিষ্কপট হৃদয়ের উক্তই প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা নিষ্কপট ভাবি নিরপেক্ষতা। অবলেপ্তা যেখানে নাই সেখানে নিষ্কপটতা নাই—নিরপেক্ষতা নাই। সমস্তরই পর্দাকৃত। অন্তরঙ্গ অর্থে কাপটা পাতা। শাস্ত্রবাদী বা প্রবক্তই শিষ্য। নিরপেক্ষ বা নিষ্কপট না হইলে হরিভজন হয় না। ওই কাপট্য ও অপ্রণিপাত অর্থাৎ বহির্মুখ ইন্দ্রিয়সমীপে আত্মপাত্তরূপ কারবেশ, অপরিপ্রশ্ন অর্থাৎ যুক্তর ইতর প্রাণিগণের অপকার ও পরমার্থের উদাসীনতারূপ অবাক্ত বাগ্‌বেগ, অসেবা অর্থাৎ মনোবেগ বা আত্মার বৃত্তির অক্ষত্যা—এই গুলি শ্রবণ-পথের বাধা। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি না থাকিলে তত্ত্বকথা যায় না শিক্ষা পাওয়া যায় না। অতএব কায়বেগ, বাক্যবেগ ও মনোবেগকে শাসনপূর্ব্বক সকপটবৃত্তি (অবলেপ্তা) বা নিরপেক্ষতার প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত সাধুসঙ্গ-যাচাতা। সাধুর সাধুর উপলব্ধি করিতে হইলে ঐরূপ যোগ্যতার আবশ্যক কৃপাভিখারী কৃপার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

ভগবদ্ভক্ত নিষ্কিঞ্চন সর্বদা চালিত করেন, কাজেই তাঁহার বিবর্ত্ত বা বিপ্রম্ভ হয় না। তাঁহার ভুল না হওয়ার কারণ—তিনি যে সাধন বা উপায় গ্রহণ করেন, তাহা তাঁহার সাধ্য বা উপেয়। সাধন একটী আর একটি হইলে ভুল হইতে পারে। কিন্তু সাধন ও সাধ্য এক বস্তু হইলে তাহাতে ভুল কিরূপে হইবে? কাটোয়ার যাত্রী যে নৌকায় চড়িয়া কাটোয়ায় পৌঁছিতে চাহেন, সেই নৌকা কিছু কাটোয়া নহে; কিন্তু ভগবদ্ভক্তের সম্বন্ধে সেইরূপ নহে—তিনি যে যান আশ্রয় করেন, সেই যানেই তাঁহার সর্ববাঞ্ছিত রহিয়াছে। সুতরাং সেখানে ভুল হয় না। সুতরাং কর্ণধারের যান আশ্রয় করিলে উপায় উপেয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবদ্ভক্ত পথ ও সীমার ভেদ নাই। পথ সীমা পর্যন্ত সংলগ্ন—সীমা হইতে পথ পৃথক্ নহে পথ হইতেও সীমা পৃথক্ নহে পথ স্পর্শ করিতে পারিলেই সীমা স্পর্শ হয়—কেবল ভক্তের এইরূপ কিন্তু অভক্তগণের সম্বন্ধে তাহা নহে। অভক্তগণের হাঁটিতে হাঁটিতে যে সীমা পাওয়া যায়, তাহা পথ হইতে ভিন্ন। কর্ম, জ্ঞান বা যোগ—কোন একটী পথ। ঐ পথগুলি সীমা নহে। তাঁহাদের পথ সীমার সহিত সংলগ্ন না এক বস্তু নহে, পথ ও সীমার মধ্যে খুব বড় ব্যবধান আছে। এ সকল অভক্ত-মার্গে পথ ও গন্তব্য-সীমার ভেদ আছে, সাধন ও সাধ্যে ভেদ আছে। কাজেই সেখানে বিপর্যয় হয় কিন্তু ভক্তিপথে উপায় ও উপেয়, সাধন ও সাধ্য এক বস্তু হওয়ায় একবার হাঁটিতে আরম্ভ করিলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াও গন্তব্যসীমায় পৌঁছতে পারা যায়, তাহাতে বিপরীত দিকে যাইবার আর আশঙ্কা নাই।

আত্মনিবেদন

——::•)::——

আত্মনিবেদন অর্থে শ্রীভগবচ্চরণে অকপট শরণাগতি। শাস্ত্র শরণাগতির লক্ষণ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন,—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥

ভক্তির অনুকূল বিষয়সমূহ অঙ্গীকার, ভক্তি-প্রতিকূল-বিষয় ত্যাগ, 'কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা' এই জ্ঞানে বিপদের আশঙ্কার অভাব, তাঁহাকে পালনকর্তারূপে ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে বাস্তব্য বা তৎপরতার অভাব, সম্পূর্ণভাবে তাঁহারই নির্দ্দেশানুসারে চলা এবং তাঁহার থাকে শুদ্ধ জ্ঞানে নিজকে দীন হীন কাঙ্গাল বলিয়া উপলব্ধি—শরণাগতির এই ছয়টি লক্ষণ ভক্তে নিত্য বিরাজমান।

যিনি আত্মনিবেদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি নিজেকে অত্যন্ত অসমর্থ বলিয়া জানেন এবং নিজের জাগতিক কোন যোগ্যতার উপর নির্ভর না করিয়া কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের অহৈতুকী কৃপার উপর ষোল আনা নির্ভর করেন। তিনি শারীরিক ও মানসিক ক্লেশসমূহকে নিজের কর্মফল ও ভগবানের কৃপা বলিয়া সাদরে বরণ করেন।

শরণাগত অকিঞ্চন। তাঁহার এ জগতের কিছু নাই। তিনি সর্ব্বদা 'কৃষ্ণ আমার' এই অভিমানে ভরপুর। কাজেই তাঁহার জড় জগতের স্ত্রী-পুত্রাভিমান, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসি-অভিমান নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের তুষ্টিঃ তাঁহার সত্য।

যেরূপ বিক্রীত গাভী বা অশ্বের জন্য পোষণের চিন্তা করিতে হয় না, সেইরূপ ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজের বিষয় চিন্তা ত্যাগ পূর্ব্বক সেবানিরত থাকাই প্রকৃত আত্মনিবেদন। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-পাদ বলিয়াছেন,—আত্মনিবেদন বলিতে নিজের শুদ্ধ দেহাদির চেষ্টা তাঁহারই জন্য এবং নিজের সাধন-সাধ্য সমস্ত তাঁহাতে ন্যস্ত করাকেই বুঝায়। 'তোমার শরণ লইনু এবে, আমার নাহি ত' আমি'—ইহাই আত্মনিবেদনকারীর জ্বলন্ত ভাব।

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলিয়াছেন,— "যাহে ভর্ত্তৃা সতি পশ্চাৎ ক্রিয়েত।" অর্থাৎ ভক্ত্যঙ্গগণের প্রথমেই আত্মনিবেদন। প্রথমে আত্মসমর্পণ করিয়া পরে নবধা ভক্তির যাজন করিতে হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"আত্মনিবেদনকে কেন্দ্র ক'রে বৈকুণ্ঠিক চক্রের ন্যায় নবধা ভক্তি—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন বন্দন, দাস্য ও সখ্য চক্রাকারে নিরন্তর ঘুরতে থাকবে। এরূপ নবধা ভক্তির current এর মধ্যে প'ড়ে থাকলে আপনারা অনর্থের অবস্থা হ'তে মুক্ত হ'য়ে ভজিবেবার অধিকার পা'বেন। যাবতীয় ভজনের কেন্দ্রে আত্মনিবেদনকে রাখ্‌তে হ'বে। যখন যখন ঐ আত্মনিবেদনের অভাবে ভরপুর হ'বে, তখন নবধাবিশিষ্ট শরীর রোগের অধিকার হ'বে না।"

অকিঞ্চন না হইলে আত্মসমর্পণ হয় না। যিনি এ জগতের কোন বস্তুকে নিজের ভোগ্যবস্তুরূপে দর্শন করেন না, কৃষ্ণের ভোগ্যবস্তু সুতরাং সেব্যরূপে দর্শন করেন, তিনিই অকিঞ্চন। দৈহিক ইন্দ্রিয় বা মনের দ্বারা প্রকৃতিস্থ কোন বস্তুর সঙ্গে অকিঞ্চনের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। এরূপ অকিঞ্চনের নিষ্কপট সেবা হইতে হইবে। তবেই আত্মনিবেদন হইবে।

আত্মনিবেদনের মূলে আমার কৃপা পাইবার অভিলাষ। শরণাগতি ও কৃপা যুগপৎ হয়। অকপটভাবে নির্ম্মাণীক হ'য়া অন্তরের অন্তস্তম প্রদেশ হইতে কৃপা চাওয়া জীবের স্বরূপগত নির্ম্মল অহঙ্কার।

সর্বাগ্রে শ্রীনামের শ্রীচরণে এবং শ্রীনামাচার্য্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিতে হইবে। প্রথমেই শাস্ত্রগ্রহণ। শ্রীনামের নিকট আত্মনিবেদন করিতে হইবে শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট আত্মনিবেদন করা নিজের পৃথক্ স্বতন্ত্রতা সম্পূর্ণভাবে পরিহারপূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরের, শ্রীগুরুপাদপদ্মের ও শ্রীগুরুনিত্যানন্দের বৈষ্ণব বৈষ্ণবগণের ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিশাইতে হইবে। ইহারই নাম আত্মনিবেদন—শরণাগতি।

নিবেদিতাত্মের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

আত্মনিবেদন, তুয়াপদে করি,
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল;
চৌদিকে আনন্দ দেখি॥
অশোক অভয়, অমৃত আধার,
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয়॥
তোমার সংসারে, করিব সেবন,
নহিব ফলের ভোগী।
তব সুখ যাহে, করিব যতন,
হ'য়ে পদে অনুরাগী॥
তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ্‌
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥

লৌল্য

---::০::---

ভক্তিপথাবলম্বীর বর্জনীয় বহু দোষের মধ্যে শেষ দোষ লৌল্য। উপদেশ-প্রকাশিকা টীকায় লিখিত হইয়াছে, "লৌল্য-চাঞ্চল্যং তেন ব্যক্তিচারো লক্ষ্যতে। যথাপি পুংশ্চলীচঞ্চলবৎ কদাপি জ্ঞানে কদাপি যোগে কদাপি অন্যত্র প্রবৃত্তঃ(?)ভক্ত্যাপ্যবিস্থিতি।" অর্থাৎ পুংশ্চলী ব্যভিচারিণী যেমন এক পুরুষকে ছাড়িয়া পুরুষান্তরে রতিবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ কখনও জ্ঞানে, কখনও যোগে, কখনও ভক্তিতে প্রবৃত্ত হইলে ভক্তির বিনাশ হইয়া থাকে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ বলিয়াছেন,—"লৌল্য নানা মতবাদী-সঙ্গে অস্থির-সিদ্ধান্ত অর্থাৎ চাঞ্চল্য এবং তুচ্ছ বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়া। লৌল্য হইতে সাধুনিন্দা ও লৌল্য হইতে অন্য দেবে যাওয়া বুদ্ধিজনিত নামাপরাধ হয়।"

নানাবাদে মতে যেই নিজ স্বার্থ ভরে।
লৌল্যপর তাঁর কোন সংজ্ঞা নাহি করে॥

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"ভুক্তি ও মুক্তিস্পৃহা এবং লৌকিক ইন্দ্রিয়তর্পণের বুদ্ধিসমূহই লৌল্য। অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য এই ছয় প্রকার সাধন দ্বারা কৃষ্ণভক্তি-প্রবৃত্তি থাকে না, যাহার যাহা প্রভু হইবার বাসনা বৃদ্ধি পায় ও কৃষ্ণভক্তির সম্ভাবনা, ইহা বৃদ্ধির পর্য্যন্ত পর্য্যায় বিনষ্ট হয়।" এই লৌল্যের পশ্চাতে কপটতা, কুটিনাটি বর্ত্তমান। ভোগস্পৃহা বা মোক্ষবাসনাই ইহার মূল কারণ। এই সব বাসনার তাড়নায় জীব ভক্তিমার্গের সন্ধান পাইলেও তাহাতে যোল আনা আত্মনিবেদন সহকারে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয় না, ভক্তিপথে সুদৃঢ় আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। লৌল্য ভক্তিলতার বীজ যে শ্রদ্ধা তাহাকে পুষ্ট হইতে দেয় না।

এই লৌল্য হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে হইলে সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি কর্ত্তব্য। সাধুসঙ্গ-ক্রমে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হরিকথা-শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমশঃ ভোগ-মোক্ষস্পৃহা শিথিল হইতে থাকে এবং ক্রমে কপটতা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় হইতে কপটতা দূরীভূত হইয়া চাঞ্চল্য বিদূরিত হয়। তখন ভক্তিমার্গে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধা হইতে রতি এবং রতি হইতে ক্রমে পরিপক্কতা হইতে থাকে। সাধুসঙ্গবিশিষ্ট নিষ্কপট হরিকথা-শ্রবণের ফলে হৃদয় হইতে অজ্ঞানান্ধকার ও অহংমমভাব দূর হয়। তৎফলে ভগবৎ-সেবাতে লৌল্য উপস্থিত হয়। এই লৌল্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলে পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হয়। ভগবৎকথায় রুচি না হইলে বিষয়নিবৃত্তি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। শ্রীল রামরায় মহাপ্রভু এই লৌল্যকেই ভক্তি-উদ্রেকের প্রধান উপকরণ বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥"

যে কোন উপায়ে কৃষ্ণভক্তিরসে অনুভাবিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাই করিবে, তাহা অপেক্ষা জীবের আর অধিক মঙ্গল কিছুই নাই। কিন্তু তাহা কোটী কোটী জন্মের সঞ্চিত সুকৃতি দ্বারা লভ্য নহে। পুণ্যকর্ম্ম-সম্পাদনের ফলে জীবের উচ্চলোকে বাস ঘটিতে পারে কিন্তু ঐ সকল কর্ম্মপ্রবৃত্তি পবিত্র হইতে পারে না, ভক্তিপ্রাপ্তি ঘটে না। অথবা কষ্টাভ্যাস করিয়া অনন্তকাল হাতাইতে থাকিলেও কোন ফল হয় না। কেবলমাত্র ভক্তিমার্গে অপরিহার্য্যনীয় লৌল্যই তাহার একমাত্র মূল্য। সুতরাং আমাদের এই লৌল্যই একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় হওয়া উচিত। কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা ও নামালোচনায় লোভ থাকিলে আর ইতর লোভ থাকিতে পারে না। ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণসেবা দেখিয়া তাহাতে যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তির লোভ হয় তিনিই রাগানুগভক্তিতে অধিকার লাভ করিতে পারেন। যে পরিমাণে রাগাত্মিকা সেবায় লোভ হয় সেই পরিমাণে ইতরলোভ খর্ব্ব হয়। ভালরূপে ভোজন, পানাদিতে লোভ থাকিলে কৃষ্ণসেবায় লোভ উৎপন্ন হইতে পারে না। যাঁহারা শুদ্ধভক্তগণের বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা অচিরেই ঐ সকল লোভ পরিত্যাগ করিবেন। পাপে হউক বা পুণ্যে হউক ইতর লোভ ত্যাগ দেয়। কেবল কৃষ্ণবিষয়ে লোভই সর্ব্বমঙ্গলের হেতু।

কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশা তৃণাদপি লোকের পরিণতি। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতির প্রকৃত তৃণাদপিসুনীচতা নাই। তাহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্থূল অথবা সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত বলিয়া যখন ইন্দ্রিয়তর্পণে বাধা উপস্থিত হয়, তখন তাহাদের সুনীচতা, সহিষ্ণুতা, অমানি-মানদধর্ম্ম তিরোহিত হয়। কৃষ্ণভক্তই প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচ। তাঁহাদের অন্য কোন কামনা-বাসনা না থাকায় তাঁহারা দীন ও শান্ত। তাঁহারা কৃষ্ণসেবায় একান্ত কচি-বিশিষ্ট বলিয়া অন্য বস্তুর প্রতি তাঁহাদের অভিনিবেশ নাই। কৃষ্ণভক্ত কর্ম্মীও নহেন, জ্ঞানীও নহেন, অথবা যোগী নহেন। কৃষ্ণভক্তের শুদ্ধ হরিসেবা ব্যতীত মুহূর্ত্তের জন্যও অন্য কামনা বা স্পৃহা নাই। কৃষ্ণ-বিমুখ জগৎকে শুদ্ধ হরিকথাকীর্ত্তন দ্বারা কল্যাণ-করা ব্যতীত তাঁহার অন্য বিষয়-কীর্ত্তন নাই। ভক্তগণ কৃষ্ণসেবায়ই লুব্ধ অন্য বস্তুর প্রতি লোভ তাঁহাদের নাই। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত-প্রীতিবর্দ্ধক বস্তুর সহিতই ভক্তের সম্বন্ধ। ভক্ত নিজসুখে লুব্ধ নহেন আবার নিজ দুঃখে অধীর হইয়া ভগবানের সেবা পরিত্যাগ করিয়া দুঃখনিবৃত্তির জন্য ব্যস্তও নহেন। ভক্ত সুখদুঃখ সকলকেই সমভাবে গ্রহণ করেন, বাস্তবিক বাস্তবকে ভগবানের বিধান জানিয়া তাহাতে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মসেবাতেই অধিকতর লুব্ধ হইতে থাকেন। ঐ বাধাবিপত্তি সকলই ভগবদ্ভক্তের সেবার অনুকূলতাই প্রদান করিয়া থাকে। ভগবদ্ভক্ত জানেন, তিনি ভগবানের নিকট কৃপা ব্যতীত অন্য কোন বস্তু পান নাই, তাই তাঁহার প্রতি ভগবানের যাহা কিছু বিধান সমস্তকে কৃপা বলিয়াই জানেন। ভক্ত ভগবদ্দাস্যে লৌল্যবিশিষ্ট। তিনি নিত্যকালই ভগবানের দাস্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তাঁহার দাস্যই একমাত্র লাভ। ভক্ত বলেন,—হে ভগবন্, আমি কামাদি রিপুগণের কতপ্রকার দুষ্ট আদেশই না পালন করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি তাঁহাদের করুণা হইল না; লজ্জা ও উপশান্তিও উদয় হইল না, হে যদুপতে! আমি তোমার অভয় চরণে শরণাগত হইতেছি, আমাকে কৃপাপূর্ব্বক দাস্যে নিযুক্ত কর। ভক্তের প্রার্থনা সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ বলিয়াছেন,—

প্রভু তব পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি দেহসুখ, বিদ্যা, ধন জন॥
নাহি মাগি স্বর্গ আর মোক্ষ নাহি মাগি।
না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি॥
নিজ কর্ম্মগুণ-দোষে যে যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নামগুণ গাই॥
এইমাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে॥
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেইমত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥
বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক নামের প্রভাবে॥
পশু পক্ষী হ'য়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে।
তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ-হৃদয়ে॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

---::(০)::---

রেঙ্গুনে প্রচার

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক ও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপানির্দ্দেশে রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গত ২৭শে ডিসেম্বর হইতে ২রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত রেঙ্গুন মঠেই প্রতিষ্ঠানাদি শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের ভবনে সপ্তাহকাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীহরিসংকীর্ত্তনাদি করেন।

গত ১১।১।৫১ তারিখে সেবকগণ রেঙ্গুন সমুদ্রের অন্তর্গত মৌবিন সহরে প্রচারার্থ উপনীত হন। তথায় উক্ত দিবস সন্ধ্যায় স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। পরদিবস স্থানীয় এস্‌-ডি-ও শ্রীযুক্ত বনবিহারী রায় মহাশয়ের ভবনে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের শিক্ষোপদেশ বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন হয়। গত ১৩।১।৫১ তারিখে স্থানীয় পাবলিক উকিল শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বসু মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যবিষয়ে পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। স্থানীয় শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রীযুক্ত বনবিহারী রায় এস্ ডি ও; (পি ডব্লিউ ডি); মিঃ আর বসু মিস্ত্রী, মিঃ বঙ্কিম সেন, মিঃ অতুলচন্দ্র সেন, ট্রেজারী অফিসার; ডাঃ বি, কে দাস, পাবলিক হেল্থ ইন্‌স্পেক্টার, মিঃ এইচ এন্ দে, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

গত ১৪।১।৫১ তারিখে সেবকবৃন্দ মৌবিন হইতে প্রচারার্থ অন্যত্র গমন করেন।

বোম্বেতে প্রচার

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় এবং গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিং বডির নির্দ্দেশ-অনুসারে সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। গত ১০ই জানুয়ারী বম্বে প্রবাসী মিঃ ডি, এন্ সেনগুপ্ত মহাশয়ের আহ্বানে সেবকগণ তাঁহার বাসভবনে গমন করিয়া শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় সমস্ত মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে শ্রীমঠের অন্যতম সেবক উপদেশক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীল অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যানের বিবরণ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। ভক্তশাস্ত্রীজীর পাঠ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই পরমানন্দিত হইয়াছেন।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅখিলবন্ধু ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩১১০
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

(৩) শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]বিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

(৭) কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীতনয় দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধরদাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅনুভবানন্দ সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

(২১) [illegible]ঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীকালাচরণ ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২২) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারী ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীরাধাবল্লভদাস ব্রজবাসী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটি. (ঢাকা)
সেবক—শ্রীচন্দ্রশেখরদাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible]বিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া। আসাম।
সেবক—শ্রীগৌরমোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা., কামরূপ। আসাম।
সেবক—শ্রীহরিভোলা দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং [illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীজগন্মোহন ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারানপুর, ইউ. পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible]প্রভু দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
ষ্টেশন রোড গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ বড় [illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীনন্দন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

৩৫) [illegible] মঠ.
পোঃ [illegible], [illegible] ইউ পি)
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

৩৭। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ.
পুরাণসহর. শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রীইন্দুপতি দাসাধিকারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রীনেমাইচরণ ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস

(৪৩) মদনমোহন বিহারী মঠ
মহাবন, মথুরা।
সেবক—শ্রীরাধাচরণ দাস

(৪৪) গোকুলবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

৪৫। ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪নং [illegible] রোড নই দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
বোম্বে
সেবক—শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

৫০। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রীগদাধর দাস অধিকারী

৫১। [illegible]
[illegible] পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

৫২। [illegible]
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

৫৩ [illegible]
সেবক—শ্রীরঘুনাথ দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

৫৫। [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ কটক। উড়িষ্যা।
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

৫৬। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

৫৭। শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]-মঠ
পোঃ [illegible]. গঞ্জাম
সেবক—শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক শ্রীদীননাথ দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী

৬০। [illegible]
পোঃ [illegible]। বর্দ্ধমান।
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

৬১। চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]। মানভূম
সেবক—শ্রীঅবতার ব্রহ্মচারী

৬২। রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট. রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ১
৫১, [illegible] রোড
লণ্ডন, ডব্লু, ৫
সেবক—স্বামী বিনোদবাণী দাস

৬৪। গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরিধারীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ আশ্রম
[illegible], [illegible] ইউ-পি)
সেবক শ্রীবেদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
মিসরিখ (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	[illegible] পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনের	[illegible]		।৶০	।০
" " ইঞ্চি	[illegible]		।।০	১
সিকিকলম ৫	[illegible]			[illegible]
অর্দ্ধকলম ৮	[illegible]		[illegible]	[illegible]
এক কলম ১২	১০		১০	[illegible]

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	[illegible]
" সিকি কলম ১৩	[illegible]
" অর্দ্ধকলম [illegible]	[illegible]
" এক কলম [illegible]	[illegible]

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	[illegible]
ষাণ্মাসিক "	[illegible]
ত্রৈমাসিক "	[illegible]
মাসিক "	[illegible]

প্রতি সংখ্যা [illegible] বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক [illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ [illegible] বিভিন্ন অবতার সম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ [illegible] এই গ্রন্থখানি [illegible] ইহাতে বহু [illegible] (chart [illegible]) [illegible] অবতারী হইতে [illegible] বৈভব ও [illegible] প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

[illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

[illegible] শ্রীশ্রীল [illegible] গোস্বামী [illegible] উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও [illegible] উপদেশ [illegible] এই গ্রন্থে [illegible] চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] এই গ্রন্থের [illegible] ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—[illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ পোঃ ওয়ারী, [illegible], ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

[illegible] যুক্তিপূর্ণ আলোচনা [illegible] ইহাতে [illegible] [illegible] প্রদর্শিত এবং [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—[illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীগোপীনাথ [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible] বোর্ডিং [illegible]। [illegible] ছাত্রগণের জন্য [illegible] সুন্দর [illegible] বন্দোবস্ত হইয়াছে। [illegible] প্রতি মাসে [illegible] শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, [illegible] ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক [illegible] বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু [illegible] ও [illegible] সঙ্কলিত হইয়াছে। [illegible] ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible] টাকা। [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপীনাথ [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] মহামহোপাধ্যায় [illegible] শ্রীল [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] এই অপূর্ব্ব [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত [illegible] প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকতা, [illegible] ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা [illegible] অধ্যায়ের [illegible] মূল শ্লোক [illegible] শ্রীল [illegible] টীকা, ঐ টীকার [illegible] মূল [illegible] প্রভৃতি [illegible] এই সংস্করণে [illegible] গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর [illegible] হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- [illegible] শ্রীগোপীনাথ [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে পারমার্থিক তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। বঙ্গানুবাদ, শ্লোক-সূচী, গাথা, পদ্যগ্রন্থের প্রতিশব্দ বিষয় নির্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও লোকসমূহের তথ্য... সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ঠাকুরের শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জীবনী বলিয়া লিখিত গদ্যাকারে শ্রীমদ্ ... নাথ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ... ভিক্ষা বার আনা। ডাক ব্যয় পৃথক আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুশচিদ্রঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল, পুরাণা পল্টন, পোঃ রমনা ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-২৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩ ১০	১৫-১৬	১৭-৫০	২২ ৫
রাণাঘাট	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-৫০			২২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯ ১৮	১৩-২৮	১৪ ৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-২৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১২-৩৩	১৫-৫	১৮-৪৯	১৯-৪০	১-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১৩-৩৬	১৫ ৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-১১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-৩	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৮	১০-১৯	১৮-১০	২১-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-০

রাণাঘাট.. ১১-১৮

রাণাঘাট পৌঃ ১-৫৫

ছাঃ ১৩-০

শান্তিপুর পৌঃ ১৩ ২৮

(বদল) ছাঃ ১৩ ৩৩ (লোকাল বেলগাড়ী)

কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬ ১	৮-৬	১১-৪	১৩-২২	১৬ ৬	১৮-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-৭	১৬-৪৭	১৯-৩৭

ছাঃ	৭-১০	৮ ৫২	১১-৪৭	১৫-১৮	১৬ ৫৬	১৯-২২	২০-৪৬	২-৫১
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৪৫	৯-২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯	৪ ৯০
(বদল) ছাঃ	৭-৫০	৯ ৩০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭-৪২	২০-২১	২১-২৫	৪ ০৫
রাণাঘাট		১১-৮		১৭-৩৫	১৯-৯	২ -২৬	২৩-১	
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১ ২০	১৪ ১৬	১৭ ৫৬	২১-৪০	২৩ ২৫	৬ ১৬	

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক বিদ্যার্থীমাত্রেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এবং এ সংবাদের গবেষণা এবং পণ্ডিত লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের লীলাচরিত্র-পাঠে তৃপ্ত হইবেন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ... অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা আছে। ঐ বিদ্বৎপ্রবর শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞানকেশব গোস্বামী প্রভুপাদের মূল্যবান মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়সূচিকা (contents ও গ্রন্থ শেষভাগে বর্ণক্রম সজ্জিত সূচিপত্র ও শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রবর্ত্তিত প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা নদীয়া

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:o:——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এইস্থান হইতে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪ ৪ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস্

কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীতে অবস্থিত। এস্থান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এস্থান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার

সর্ব্বনাশীয় জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

আলোচনা প্রণালীতে জীর্ণ জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... অব্যর্থ ... নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ বৃথা নষ্ট হয় কিনা। ছোট বোতল ১০ দশ আনা বড় বোতল ১৷০ পাঁচ সিকা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—৯১নং, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

... দোকানে, এবং পাইবেন।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO I541

পদ্যপুষ্পমালা
—ঃ—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিবিধ পদাবলী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত 'গৌড়' কাব্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে অনেক প্রয়োজনীয় উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
আশা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ভাটী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যদেব
—ঃ০ঃ—
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ১২ই মাঘ ১৩৪৭, ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৪১ শনিবার : ২৬৮তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——:(০):——

বৃটেনে বিমানবাহিনীর উৎকর্ষতা বৃদ্ধি

লকহিড হাড্‌সন জাতীয় দূর পাল্লার বোমারু বিমানসহ চার প্রকার আমেরিকান বিমান ও চার ইঞ্জিনযুক্ত বোয়িং জাতীয় বোমারু বিমান বহুল পরিমাণে ইংলণ্ডে আগমন করিতেছে।

এই চারি প্রকারের আমেরিকান বিমান ইংলণ্ডে পৌঁছিলে উহাদের দ্বারা বৃটিশ বিমান-বাহিনী শত্রুপক্ষের উপর যে প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করিবে, তাহা অনেকাংশে শক্তিশালী হইতে পারিবে।

বোয়িং বোমারু বিমানগুলি খুব শক্তিশালী; উহা চার টন বোমা বহন করিতে সক্ষম। এই ইঞ্জিন-যুক্ত বিমানগুলি রাজকীয় বিমান বাহিনীকে খুবই শক্তিশালী করিতে পারিবে। উপকূল-রক্ষাকারী বিমান-বাহিনীর সহিত একযোগে ইহা আটলাণ্টিক মহাসাগরে বৃটিশ বাণিজ্য জাহাজসমূহকে রক্ষা করিতে পারিবে। লকহিড হাড্‌সন তথা ভেনচুরা জাতীয় বিমানগুলি অন্যান্য বিমান হইতে বৃহৎ এবং লকহিড হাড্‌সন-জাতীয় বিমান অপেক্ষা অনেক দ্রুত গতিশীল। রাজকীয় বিমান বাহিনীর সহিত কাজ করিবার জন্য এইগুলি প্রতিদিনই আসিতেছে। ১৯৪০ সনে জার্মানী বা ইংলণ্ড যে সমস্ত বিমান ব্যবহার করিয়াছে, লকহিড হাড্‌সন বিমান তাহাদের অপেক্ষা উন্নত এবং নানা প্রকারে অধিকতর শক্তিশালী এবং এই বিমানগুলিকে প্রয়োজন হইলে সর্বপ্রকার কার্য্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এইগুলি ১৫ শত মাইলের অধিক দূর গমন করিতে পারে এবং আটলাণ্টিক মহাসাগর পারাপারের জন্য উহাতে এক প্রকার নূতন ট্যাঙ্ক সংযোগ করা হইয়াছে।

এই সমস্ত নানাবিধ আকারের শক্তিশালী ও দ্রুতগামী বিমান হইতে জার্মানীর উপকূলবর্তী বাণিজ্য জাহাজের নিস্তার পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব।

আমেরিকা হইতে জাহাজযোগে ও আকাশ পথে যে সমস্ত বিমান ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছে, তাহাতে প্রায় ৩০ প্রকারের বিমান প্রেরণ করা হইয়াছে।

আলবেনিয়ায় সংগ্রাম

প্রচণ্ড তুষারপাত ও গাঢ় পার্বত্য কুজ্‌ঝটিকার ভিতর দিয়া আলবেনিয়ায় গ্রীক সৈন্যগণ আক্রমণকারীদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। নূতন স্থান অধিকার করিবার বাসনা কার্য্যে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিনের পর দিন গ্রীক হাইকমাণ্ডের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা অপ্রতিহত গতিতে চলিতেছে।

গ্রীসের বাম পার্শ্বের সৈন্যবাহিনী সমুদ্র তীর ধরিয়া ভ্যালোনার দিকে অগ্রসর হইতেছে; পক্ষান্তরে ক্রমাগত বোমা নিক্ষেপ এবং বেয়নেট চার্জের ফলে কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মূল সৈন্য তেপেলিনী ও ক্লেইসুরা অধিকার করিয়া দূর চূড়ায় অবস্থান আনিয়া ঠিক করান হইয়াছে। ক্লেইসুরাতে যে বাহিনী অবস্থান করিতেছিল, উহা মস্কোপোলি হইতে বেরাটের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। তদুপরি পোগ্রাদেক হইতে একটি বাহিনী অচিরা দূর অতিক্রম করিয়া পেকিন রোডের উপর দশ মাইল উত্তরে একটি স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

দ্বিতীয় বাহিনীটি 'তোমরি' উপত্যকা উপর হইতে মোজরা ভোজোর পরিখা বেষ্টিত অঞ্চলে 'চার্জ' করিতেছে।

চারিটি ইতালীয় ডিভিশন আক্রমণকারী সৈন্যদের সাহায্য পাইয়া নূতনভাবে বলীয়ান্‌ হইয়াছে। উক্ত বাধা-প্রদানকারী দল তাহাদের দ্রুত গতির জন্য বিখ্যাত। উক্ত সৈন্যগণ উত্তর অঞ্চল রক্ষা করিতেছে। গাঢ় কুজ্‌ঝটিকার ফলে ৫০ গজের দূরবর্তী পদার্থ সেখানে দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। ফলে উভয় সৈন্যদলই অন্ধের ন্যায় যুদ্ধ করিতেছে।

কলিকাতার বিভিন্ন স্কোয়ারে পুকুর খনন

কোনরূপ জরুরী প্রয়োজনের উদ্ভব হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রাদির ব্যবহারের জন্য সহরের বিভিন্ন স্কোয়ারে পুকুর খননের প্রস্তাব সম্বন্ধে কর্পোরেশনের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কলিকাতার ফায়ার ব্রিগেডের প্রধান কর্মকর্তা বর্তমানে এই ব্যাপারে কর্পোরেশনের সহিত পত্রালাপ করিতেছেন। তাহার বিবেচনায় সহরের অগ্নি নির্বাপণের জন্য যে সমস্ত স্থান হইতে জল সরবরাহ পাইয়া থাকে, কোন কারণ বশতঃ সেই জলসরবরাহ বন্ধ হইয়া গেলে মিউনিসিপ্যাল পুষ্করিণীগুলি হইতে অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রাদির জন্য যাহাতে অনায়াসেই জল পাওয়া যায়, সেই সুবিধার জন্য ঐ সমস্ত পুকুরের চতুষ্পার্শ্বস্থ বেড়া দৃঢ়ভাবে নির্মাণের জন্য তিনি কতকগুলি প্রস্তাব দাখিল করিয়াছেন।

বৃটেনের পথে আমেরিকার বোমারু বিমান

'ডেইলী মেইল' পত্রিকার বিমান-সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—

আগামী কয় সপ্তাহের মধ্যেই আমেরিকার প্রস্তুত বহু দূর পাল্লার বোমারু বিমান আটলাণ্টিক সমুদ্রের উপর দিয়া বৃটেনে উড়িয়া আসিবে। সম্ভবতঃ, সত্বরই তাহাদিগকে রাজকীয় বিমানবাহিনীর কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে।

এই বিমানগুলির মধ্যে লকহেড্‌-হাড্‌সন শ্রেণীর বোমারু বিমান (ইহারা উপকূলরক্ষী বিমান বহরের কার্য্যে নিযুক্ত হইবে)। চারিটি সংযুক্ত ইঞ্জিন বিশিষ্ট "উড্ডীন দুর্গ" শ্রেণীর বিমান এবং 'লকহেড্‌ তথা ভেনচুরা' শ্রেণীর বোমারু বিমান সম্ভবতঃ বৃটেনে আসিবে এবং সেই বিমান আসিবে। এই শ্রেণীর বিমান আমেরিকার আধুনিকতম বোমারু বিমান। কয়েকটি 'হাড্‌সন' শ্রেণীর বিমান ইতোমধ্যেই বৃটেনে উড়িয়া আসিয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ বাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩ পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ...নন্দ দাস কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীমদ্‌-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবনিবহের অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখোক্ত বচনের ... প্রশ্নসমূহের ... শাস্ত্র ও যুক্তি ... যে সকল সারকথা বলিয়াছিলেন, তাহাই ... এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমৎ ... 'সত্যজ্ঞানে' অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ স্বরূপ আচার্য্যবরের 'সত্যসম্পূটিত' অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলার্থীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুর্ব্যাখ্যাযুক্ত ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে প্রদত্ত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'গোবিন্দভাষ্য' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, ... আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীপত্র অলঙ্কৃত পুস্তকাকারে নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;
শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন রায় এম-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—নবম ... ৪০
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অপ্রাপ্য) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। নবদ্বীপ ভক্তি (অপ্রাপ্য) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ২৷৷০
৮। নবদ্বীপধামের দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ২৷৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ১৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। নামকৌমুদী (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ আচার ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৶০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অপ্রাপ্য) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ৷
২৭। পুষ্পাঞ্জলিকা অনুলেখন্যঃ সাপ্তাহিক ১৲
২৮। প্রেমবিবর্ত্ত (সাপ্তাহ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা ৸০
৩০। দীপ-শিখ -রত্ন ৷
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷
৩৪। ভক্তিরত্নাকর 'নবদ্বীপ-পরিক্রমা') ৶
৩৫। গীতমালা ৵১
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷
৩৯। শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল স্তোত্র
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৵১০
৪২। শ্রীগোদ্রুম কল্পতরু ৷৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (দ্বিতীয় সংস্করণ)
৪৯। ভক্তিতত্ত্ব
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)
৫১। প্রমেয়রত্নাবলী
৫২। দশমূলী (সাপ্তাহ) ৷
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷
৫৬ ভাগবত ও ভক্তিতত্ত্ব ৶০
৫৭। উপদেশামৃত (ভাষানুবাদ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷
৬০ সাধনপাদী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত সংবাদী বিবিধাঃ ।০
৬৩। নবীন-শিক্ষাপ্রসূনম ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম ।০
৬৫। সারস্বত নিবন্ধম্ ৶০
৬৬। গোষ্ঠীসংগ্রহণকিরণম ৴০
৬৭। সারার্থদর্শন ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড ম্যান বেদান্ত ।০
৭০। নামতত্ত্ব ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২। বিশেষিক থায়ীজম ৷৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। ব্রহ্মগীতা ।০
৭৫। রোরিং গৌড়ীয় ইন ইউরোপ ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইংলিশ ডিসিপ্লিন অ্যাণ্ড শ্রীগৌড়ীয়মঠ ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ।৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অন্য ভাষার) ৷১

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ।০
৮১। সাধন-পথ ৷
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৷১০
৮৩। গীতাবলী ৷১০
৮৪। শরণাগতি ৶৭

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৷

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৸

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়সাহিত্যে শ্রীভক্তি-
বিনোদ
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
গীতিগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য
ও গাথা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে
প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৺০ আনা
প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরমালা
[illegible] প্রভৃতি এই
গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয়
ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা
[illegible] ভিক্ষা ৺০ আনা
প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ ১২ মাধব ৪৫৪ গৌরাব্দ ১১ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৫শে জানুয়ারী ইং ১৯৪১, শনিবার ২৬৮তম সং।

"প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন বৃথা ব্যয়িত না হ'য়ে আশ্রয়বিগ্রহ ও আশ্রয়-বিগ্রহের নিষ্কপট সেবকগণের সঙ্গে তাঁ'দের সেবায় যাপিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। তাঁ'দের কৃপা হ'লে তাঁ'দের প্রাণাপেক্ষা দয়িত বিষয়-বিগ্রহের সেবালাভ কর্‌বার সৌভাগ্য হ'বে।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ মাধব অব্দ শ্রীগৌরপাদ্মী [illegible] ৪৫৪

সত্যানুসন্ধান

আমাদের প্রত্যেকেরই সত্যানুসন্ধান করা [illegible]। এই সত্য [illegible] একটা কথার কথা নহে। সত্য একজন অপ্রাকৃত ব্যক্তি। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা আছে। তিনি রূপবান্, গুণবান্। তিনি লীলাময়। তাঁহার অনন্ত পার্ষদ [illegible] সেবক আছে। তিনি পুরুষোত্তম। সত্য বস্তুটী প্রভু—পূর্ণচেতন—সর্ব্বজ্ঞ [illegible]। সত্য অসংখ্য [illegible] প্রভু। সত্যের সবই সত্য। সত্যের নাম সত্য, সত্যের নাম সত্য, সত্যের গুণ সত্য, সত্যের লীলা সত্য, সত্যের পরিকর সত্য। সত্যের [illegible] সত্য হইতে অভিন্ন। সত্য নির্ব্বিশেষ নহেন। তিনি অপ্রাকৃত নাম-রূপ গুণ-বিশিষ্ট। সত্যের সেবকগণও এক একজন অপ্রাকৃত ব্যক্তি, তাঁহারাই সাধু। সত্যই জগদীশ। সমস্ত জগৎ তাঁহার সেবোপকরণ। সত্য ও সত্যের সেবকগণ কৃপাপূর্ব্বক এ জগতে অবতরণ করেন। সত্যের সেবক বা অধীন হইবার জন্যই সত্যানুসন্ধান। সত্য নিত্যকালই প্রভু। সুতরাং সত্যের সেবক হওয়াই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার এবং ইহাই চেতনের সত্তা।

সেবা ও কর্ত্তৃত্ব কখনও যুগপৎ থাকে না। বস্তুতঃ কর্ত্তৃত্বাভিমান প্রবল। সত্য সার্ব্বভৌম। তিনি অকপট সত্যানুসন্ধিৎসুকে আকর্ষণ করেন। আমরা জানি বা না জানি, আমরা সকলেই সত্যের উপাসক, সত্যের লোক। সত্যের সেবা ছাড়া আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই। সত্যের সম্যক্ দর্শন হইলেই সত্যের সেবা সম্ভব হয়। সত্যের সেবাই জীবের প্রয়োজন। ভগবদ্ভক্তের আনুগত্য দ্বারা বাস্তবসত্যের সেবা [illegible] লাভ করা যায়। সত্যের সেবকগণের সঙ্গ না হইলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। সত্যের সেবকগণকে উপেক্ষা করিয়া সত্যের সেবালাভ হয় না। ভক্তের সেবা ব্যতীত ভগবানের সেবালাভ হয়—এ বাক্যে যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহারা সত্যের সেবা বা শ্রীনামসেবা-লাভের একমাত্র উপায় হইতে বঞ্চিত হয়। সত্য একজন ভক্তের সম্পূর্ণ আনুগত্য না করিলে সত্য হইতে বহুদূরে থাকিতে আমরা বাধ্য। ভগবানের [illegible] আনুগত্য ব্যতীত সত্যের সেবা হয়। যাঁহারা ভগবদ্ভক্তগণকে ভগবানের ন্যায় সেবা করেন না, তাঁহারা ভগবৎসেবা হইতে বঞ্চিত হন। বিষ্ণু ও তাঁহার কৃপা বৈষ্ণব-গণ সকলেই কপটতাবাধ্য জীবগণের উদ্ধার বা প্রভু।

> বিষ্ণু আর বৈষ্ণব সমান দুই হয়।
> পাষণ্ডী নিন্দক ইহ বুঝে বিপর্য্যয়॥
> সকল বৈষ্ণব প্রতি অভেদ দেখিয়া।
> যে কৃষ্ণচরণ ভজে, সে যায় তরিয়া॥
>
> (চৈঃ ভাঃ)

সচ্চিদানন্দ বা জড় প্রকৃতিকে সত্যের সেবা করাইবার সাধ্য নাই। সত্য চিৎ নিত্য কালই সত্য। সুতরাং তাঁহাকে অধীন করিবার কি আছে? সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি-মাত্রেরই বাস্তবসত্য প্রভু, বাস্তবসত্যের ব্যক্তিত্বে শ্রদ্ধা আছে। সত্যের রূপের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা আছে। সত্যের সর্ব্বশক্তিমত্তা তিনি স্বীকার করেন। সত্যের ভক্তগণের বাক্যাদি সত্যের নিজের কথা হইতে অভিন্ন, এ বিশ্বাস তাঁহার আছে। তিনি সত্যকে অপ্রাকৃত ব্যক্তি জ্ঞান করিয়া সত্যের সেবালাভের জন্য সত্যের দর্শনপ্রার্থী হন এবং তজ্জন্য সত্যাশ্রয়ী সাধুর সঙ্গলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন। প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসুর তত্ত্বজিজ্ঞাসা খুব প্রবল। এই ইচ্ছার মধ্যে কপটতা বা অভিসন্ধি নাই। এইরূপ অকপট সেবাপ্রার্থীই সত্যের দর্শন ও সেবা পান।

সত্যের প্রতি টান না হইলে অসত্যের প্রতি টান থাকবেই। সত্যের প্রতি টান বা প্রীতি কেবল চিন্তের দ্বারা হয় না। চেতনের প্রতি চেতনের আকর্ষণ [illegible]। আমার ইচ্ছা স্বাধীন, যুক্তির অধীন নহে। যুক্তি অনুসরণপূর্ব্বক আমি সেবা কিম্বা সেবা না করিতে পারি। আমার [illegible] সর্ব্বদা যুক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয় না। যুক্তি আমার প্রভু নয়, দাস। আমি [illegible] [illegible] সমর্থন করে, আর আমি সেবোন্মুখ হইলে সেবানুকূল যুক্তি আসিয়া জুটে যায়। আমার [illegible] জন্য অভিজ্ঞ চাই, [illegible] নহে। [illegible] সেবাকারী [illegible]। আমি চেতন—[illegible]। [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] সেবা করিতে পারি। সত্যের সেবাই [illegible]। [illegible] সেই সেবাবিগ্রহ। [illegible] সত্য। সত্যই নাম। [illegible] সেবাই সত্যের সেবা। [illegible] সত্যাবেষণ—[illegible]। সত্য [illegible] সেবকের উপর প্রভুত্ব করেন। সত্যই একমাত্র ভোক্তা, আর সকলেই তাঁহার সেবক। সত্য [illegible]—[illegible] আদর্শ। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাই সত্যানুশীলন। [illegible] সত্যের পরমার্থ [illegible] [illegible], সত্যের সঙ্গ আমাদের [illegible] করাইতে পারেন। সত্যের সেবক সাধুকে বাদ দিয়া সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা পণ্ডশ্রমমাত্র। [illegible] অপরাধ। [illegible] ইচ্ছায়, অকপটে তাঁহার ও তাঁহার ভক্তের কৃপাভিক্ষা করিলে তাঁহার কৃপা পাওয়া যায়। [illegible] তাঁহার [illegible] প্রেরণা। শ্রীকৃষ্ণ-

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

সেই সত্যবস্তু। সত্যের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়ার নাম করিলে সত্যের প্রতি নির্ভরতা বা শ্রদ্ধা আসে। সত্যের সেবকই সত্যের সেবার অধিকারী হন। সুতরাং আমরা যদি সত্যের সেবকের সেবক হইতে না পারি, তাহা হইলে সত্যের সেবা সুদূরপরাহত। সত্যের সেবক ও তদ্ভক্ত সাধুর আশ্রয়ে শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। অকপট সত্যানুসন্ধিৎসা এবং সেবার জন্য হৃদয়ে আগ্রহ না থাকিলে সত্যের সেবকের সন্ধান মিলে না।

সমাজে যাহা দেখিতে পাই, সম্বন্ধ হওয়া ভঙ্গপ্রায়। এই সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজন—সাধু। যেখানে সম্বন্ধ নাই, সেখানে আপন নাই, সেখানে আনন্দও নাই। এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর যে সম্যক্ বন্ধন তাহাই সম্বন্ধ। নিত্য বস্তুর সহিত—সত্যবস্তুর সহিত সম্বন্ধ নাই ও অপরের সহিত সম্বন্ধ—সাময়িক বন্ধন হইতে পারে না। যে বন্ধন কখনও ছিন্ন হইবে, অসত্য বন্ধন বা সাময়িক বন্ধন, তাহা সম্বন্ধ নহে। অচেতনে অচেতনে বা জড়ে জড়ে বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। অচেতন ও জড়ের কথা, চিদাভাস বস্তু ও জড়বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না। যেহেতু উভয়েই ক্ষয়শীল, সুতরাং তাহাদের সহিত সম্বন্ধ হইবে কি করিয়া? একমাত্র অবিমিশ্র চেতনে চেতনে সম্বন্ধ হইতে পারে। পূর্ণ চেতনের সহিত অণুচেতনের সম্বন্ধ নিত্যকালই আছে, তাহা সম্পূর্ণ করিতে করিতে জানা যায়। বাস্তবসত্যের সহিত সম্বন্ধই প্রকৃত সম্বন্ধ এবং এই সম্বন্ধই নিত্য। যেখানে পরমসত্য কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, সেখানে কোন অন্তরায় বা জড়বিঘ্ন বাধা দিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ এমন নিরঙ্কুশ স্বরাট্ বস্তু যে, সেই স্বরাট্ বস্তু কোন ব্যবধান বা অন্তরায়ের অধীন হইতে পারেন না। যেখানে কোন আশীর্বাদ সম্বন্ধরূপে উপস্থিত হয়, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপকে আবৃত করেন। শ্রীগুরুদেব এই সম্বন্ধজ্ঞান দান করেন। সাধুগুরুকৃপাতেই 'আমি কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার, কৃষ্ণ ব্যতীত বিশ্বের—ত্রিজগতের অন্য কোন বস্তুর সহিত আমার বন্ধন নাই— সম্বন্ধ নাই—কৃষ্ণসম্বন্ধেই 'নিখিল বস্তুর সহিত আমার সম্বন্ধ' ইহা জানিতে পারা যায়। এই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইলে শুদ্ধসেবা হয়। ভক্তি সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত ও প্রয়োজনতত্ত্বকে ধারণ করিতে পারে। তাহা ব্যতীত অন্য কিছুই শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ বা প্রেম ধারণ করিতে পারে না। ভক্তিপন্থাই সম্বন্ধের পন্থা।

ভক্তিপথ

জীবের কর্তব্য—সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা সর্বকাল ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকা। ভক্ত-বৈষ্ণবের অনুগত ব্যক্তিই ভগবানের সেবা করিতে পারেন। যেখানে আত্মনিবেদন নাই, সেখানে আনুগত্যও নাই। নিবেদিতাত্মাই অনুগত। আগে অর্পণ, তৎপরে আনুগত্য বা আজ্ঞাদি বা কিছু ক্রিয়া আনুগত্য 'কনিষ্ঠ' অনুসরণ বা অনুকরণ। এই আনুগত্য কল্পনা নহে, ইহা বাস্তব আবিষ্কারই অনুগত। কৃষ্ণই প্রভু। আনুগত্য করেন। এই আনুগত্যের মধ্যে নিত্য প্রভু ও ভৃত্য সম্বন্ধ আছে। চিৎ বস্তুতত্ত্ব আনুগত্য তত্ত্ব ঠিক হয়। শরণাগতি না থাকিলে আনুগত্য নাই, আনিতে হইবে। শরণাগতি জোর করিয়া হয় না। নকল চেষ্টায় আত্মনিবেদন বা শরণাগতি হয় না। আত্মনিবেদন শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাসাপেক্ষ। কোন সৌভাগ্যবান্ জীবের প্রতি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হইলে সেই জীব আত্মনিবেদন করিতে পারেন। আত্মনিবেদন বা শরণাগতি কৃপার নিদর্শন। নিজ চেষ্টা সত্য সত্য কৃপার কাঙ্গাল হইলে কৃপা পাওয়া যায়—হৃদয়ে বলপ্রাপ্ত হয়।

ভগবৎকৃপায় জীবের স্বরূপোপলব্ধি হইলে জীব আপন স্বাধীন বৃত্তি দ্বারা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন। ইহাই জীবের স্বাভাবিক অবস্থা। জীবের স্বতন্ত্রতা আছে। তাহা কখনও ধ্বংস হইতে পারে না। কারণ, স্বতন্ত্রতা ধ্বংস হইলে জীবের অস্তিত্ব থাকে না। ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইলেই জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার হয়। ভগবৎকৃপার উপর নির্ভরতার দ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়। ভগবৎকৃপার প্রতি নির্ভরতাই প্রকৃত শ্রদ্ধা। ভগবৎসেবাই জীবের স্বরূপের স্বাভাবিক চেষ্টা। এই ক্রিয়া দ্বারা জীব ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হন। ভগবৎসেবা ও চেতনতার একটাই জিনিষ। চেতনের ক্রিয়ায় কোন হেয়তা নাই। শুদ্ধচেতনের সহিত জড়ের কোন সম্বন্ধ নাই। জড়বর্জন-অবস্থা, তাহা দেহমনোধর্ম। ভোগপ্রবণ মন ভগবৎসেবারত শুদ্ধাত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। ভগবানই মূল। ভগবান্‌কে কেন্দ্র করিয়া আমাদের সকল কার্য্য করা উচিত। আমাদের প্রত্যেক পরিস্থিতিতে, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, ভ্রমণে সর্বাবস্থায় যদি শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে না থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা বিপথগামী হইব। একমাত্র পারমহংস্য-পথে অবস্থিত অর্থাৎ আত্মকাম সর্বেন্দ্রিয়ে আনুকূল্যে কৃষ্ণানু-শীলন ব্যতীত জীবের পূর্ণমঙ্গল নাই—নাই—নাই। কৃষ্ণের পূর্ণশরণগ্রহণ ব্যতীত জীবের পূর্ণ মঙ্গল নাই।

শুদ্ধভক্তি হইতে কৃষ্ণপ্রেমা উদিত হয়। ভক্ত্যাভাস বা বিদ্ধাভক্তির দ্বারা প্রকৃত প্রেমলাভ হয় না। কোন প্রকার ভোগ বা মোক্ষবাঞ্ছারূপ কপটতা বা অপরাধ থাকিলে সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন হয় না। ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ-কীর্তনাদি করিতে করিতে অনর্থ যত হ্রাস পাইতে থাকে, ততই শ্রদ্ধাবৃত্তি ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়। নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব বা রতি নামে পরিচিত হয়। সাধনভক্তি হইতেই ভাবভক্তি বা রতির উদয়। রতি গাঢ় হইলেই প্রেমভক্তি। প্রেম যত গাঢ় হইতে থাকে, ততই স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব পর্যন্ত উদিত হয়। ভক্তভেদে পঞ্চবিধ রতি—শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্য ও মধুররতি। এই পঞ্চ মুখ্য ভক্তিরস স্থায়িভাবে ভক্তহৃদয়ে অবস্থিত থাকে। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়—এই সপ্ত গৌণরস 'কারণ' উপস্থিত হইলে ভক্তহৃদয়ে আগন্তুকভাবে উদিত হইয়া মুখ্যরসের পুষ্টিবিধান-পূর্বক বিলুপ্ত হয়।

কৃষ্ণভক্তি দুই প্রকার—ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা ও কেবলা। বৈকুণ্ঠ, দ্বারকা ও মথুরায় ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, এইজন্য তথায় প্রেম সঙ্কুচিত। কিন্তু গোকুলে ঐশ্বর্যহীন কেবলা ভক্তিতে পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি-পরাকাষ্ঠা-হেতু আশ্রয়ের বশ। কৃষ্ণভক্ত স্বর্গ ও মোক্ষকে নরকতুল্য জ্ঞান করেন। সর্বপ্রকার রস হইতে মধুররসের শ্রেষ্ঠতা। মধুররসে সকল রসের সমাবেশ আছে, তা' ছাড়া নবধা যাহা সেবাঙ্গ প্রীতি-পরাকাষ্ঠা, একমাত্র মধুররসেই দেদীপ্যমান।

ভক্তি চেতনের স্বাভাবিক বৃত্তি। ভক্তি বাহিরের জিনিষ নহে। সাধুসঙ্গে শ্রবণ কীর্তন করিতে করিতে চেতনের বিকাশ হইলে ভক্তি প্রকাশ পায়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন-শিক্ষায় বলিয়াছেন,—

ঘরেতে ধন আছে, জানে, ধন নাহি পায়।
সর্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায়॥
'এই স্থানে আছে ধন'—দক্ষিণে খুদিবে।
'ভীমরুল বরুলী' উঠিবে, ধন না পাইবে॥
'পশ্চিমে' খুদিবে, তাহা 'যক্ষ' এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য়॥
'উত্তরে' খুদিলে আছে কৃষ্ণ 'অজগরে'।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্বদিকে তা'তে মাটি অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥
অতএব 'ভক্তি'—কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায়।
'অভিধেয়' বলি' তারে সর্বশাস্ত্রে গায়॥
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ-ফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥
তৈছে ভক্তি-ফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায়॥
দারিদ্র্য-নাশ, ভবক্ষয়,—প্রেমের 'ফল' নয়।
প্রেম-সুখভোগ—মুখ্য প্রয়োজন হয়॥
বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম,—তিন মহাধন॥

ভক্তিপথ বা সেবাপথই ভগবদ্দর্শনের পথ। অন্য কোন পথে ভগবৎসাক্ষাৎকার হয় না। কর্মপথ, জ্ঞানপথ ও যোগপথ—এগুলি কৃষ্ণে প্রবর্তনের পথ নহে বলিয়া অভক্তির পথ। ভক্তিদ্বারাই কৃষ্ণ বশীভূত হন। স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ম, জ্ঞান ও যোগের পথ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিপথ গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। কৃষ্ণভক্তিই বদ্ধজীবের পূর্ণ অর্থাৎ নিত্য ধন। তাহা লাভ করিয়া শুদ্ধজীব নিত্যকাল ধনী।

পৈতৃক সম্পত্তি মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত আছে জানিলেই ধন করতলগত হয় না। যিনি সর্বজ্ঞ, তিনিই তাহার প্রাপ্তির একমাত্র উপায় বা পথ বলিয়া দিতে পারেন। যে কোন স্থান খনন করিলেই সম্পত্তিলাভ হইবে, সব স্থানই সমান, সকলই মৃত্তিকা—এইরূপ বিচার যাঁহারা করেন, তাঁহারা কখনও ধনলাভ করিতে পারেন না। অজ্ঞ লোকেরাই এইরূপ বিচার। কিন্তু যিনি সর্বজ্ঞ, তিনি একান্ত-সঙ্কীর্ণ কথা বলেন—সত্যের দিক্ বহু নহে—সত্যসূর্য একমাত্র পূর্বদিকে উদিত হন। সকলই যখন দিক্, তখন পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সব দিকেই সূর্য উদিত হইবে—এইরূপ ধারণা লোকের বিচারে লোকরঞ্জক হইলেও তাহা বাস্তবসত্য নহে। পূর্বদিক্ ব্যতীত অন্য কোন দিকে সূর্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। কর্মজ্ঞান-যোগাদি পথ সূর্যের উদয়াচল নহে, সত্যসূর্য ঐ সকল দিকে উদিত হন না। সত্যসূর্য একমাত্র পূর্বদিকে—প্রাচীন, সনাতন, শ্রৌতপন্থা যাহা, সেই ভক্তিপথে উদিত হন। পূর্বদিকে সেই পৈতৃক সম্পত্তি শ্রৌতপরম্পরা-প্রাপ্ত সনাতন ধন অল্প খনন করিলেই অতি সত্বরেই পাওয়া যায়। আর কর্মজ্ঞান-যোগাদি মার্গে বহু আয়াসেও বস্তু প্রাপ্তি হয় না। পূর্বদিক্ও দিক্, দক্ষিণ দিক্ও দিক্, সুতরাং উভয়ই সমান, এই বলে ভুলিয়া যাঁহারা দেব সূর্যদর্শনের জন্য দক্ষিণদিকে

ভক্তি করি' যে শুনে চৈতন্য অবতার। সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার॥

চলিতে থাকেন, তাহা হইলে অধিষ্ঠানের জীবের সূর্য্যদর্শন হইবে না। দক্ষিণ দিকে—দক্ষিণমার্গে অর্থাৎ কর্ম্মমার্গে শ্রৌতসম্পত্তি—টাকা কড়ি ধন পাওয়া যাইবে না, অধিকন্তু জীবকে যমলোকীয় ভীষণ যন্ত্রণায়, পাপপুণ্যের জ্বালায় ছটফট করিয়া মরিতে হইবে। পশ্চিম দিক্ পূর্ব্বদিকের ঠিক বিপরীত। পশ্চিমদিকে সূর্য্যাস্ত হয়। কৃষ্ণসূর্য্য—যতদিন ভক্তিযোগপথরূপ পূর্ব্বদিকে উদিত হন। আর অভক্তি-যোগপথে সূর্য্যের উদয়াভাব লক্ষিত হয়। যোগপথে কল্পিত ঈশ্বরকে কখনও কখনও দিয়ে স্বীকার করা হলেও ঈশ্বর-সাযুজ্যরূপ নির্ব্বিশেষ ঈশ্বর স্বীকৃত হয় না। সেই পশ্চিমদিক্ অভক্তিযোগমার্গ। সেখানে জল মিলে না। বিভূতিপাদের বল সেখানে নানা বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া মনকে আবৃত করিয়া রাখে, জল হস্তগত করিতে দেয় না। উত্তরদিকেও সূর্য্যোদয় হয় না। উত্তরদিক্ দক্ষিণ দিকের প্রতিযোগী। কর্ম্মমার্গ—দক্ষিণদিক্। দক্ষিণমার্গের প্রতিযোগী উত্তরাপথ—নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমার্গ। কর্ম্মীর সহিত জ্ঞানীর আপাত প্রতিযোগিতা। কর্ম্মী ভোগের বাহাদুরী এবং জ্ঞানী ত্যাগের বাহাদুরী লইয়াই ব্যস্ত এবং উভয় পথই দম্ভের পথ। এই অশ্রৌতপথে সত্যসূর্য্যের দর্শন হয় না। এই উত্তরাপথে ভুজঙ্গ-অজগর আছে। অজগর বড় তাপস, অপ্রতিগ্রাহী, কাহারও কাছে কিছু চাহিতে যায় না—খুব ত্যাগী কিন্তু কোন জীবজন্তু পাইলে আস্ত গিলিয়া ফেলে—জীবকে গ্রাস করে। সুতরাং ভক্তিপথ ব্যতীত অন্য কোন পথেই জলানুসন্ধান মিলে না। একমাত্র পূর্ব্বদিকে শ্রৌত-সনাতন-পথে—শ্রীরূপানুগপ্রদর্শিত বিশুদ্ধ ভক্তিপথে বৈকুণ্ঠ সম্পত্তি—জীবের নিত্য স্বরূপ, নিত্য অধিকার—ভগবৎপ্রেমা লাভ হয়।

দার্জ্জিলিংএ প্রচার

দার্জ্জিলিং সহরের ৮ মাইল দূরে পশ্চিমে অবস্থিত বিজনবাড়ী নামক স্থানের মেলায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদে দার্জ্জিলিং গৌড়ীয় মঠের সেবক শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মাধিকারী ও ডাঃ শ্রীযুক্ত কে, সি দত্ত বি-এ, এম-বি মহোদয়কে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হন। গত ১৩ই আষাঢ় তাঁহারা লাউড-স্পীকারের যোগে তথায় বহুলোকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এক ঘণ্টাব্যাপী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। প্রায় ১০০০ লোক হরিকথা শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের অধিবেশন

---::o::---

শ্রীব্যাসদেবের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থসম্রাট্। জগদ্গুরু ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব নিখিল জীবের নিত্যমঙ্গল বিধানের জন্য ভগবল্লীলা-কথামৃত কৃষ্ণভক্তিস্বরূপ সাক্ষাৎ কল্পতরু এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক ভাগবদর্শন রচনা করেন। এই গ্রন্থ চক্রবর্ত্তী পুরাণ-শিরোমণি। এই শ্রীমদ্ভাগবত-প্রচারের জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ নিত্য। শ্রীমদ্ভাগবত কোন জীব-বিশেষের রচিত নহে, তাহা অপৌরুষেয় ও অনাদিকাল হইতে বিরাজিত। সূর্য্য কোন কালবিশেষে উদিত হন বলিয়া সূর্য্যকে যেরূপ আধুনিক বলা যায় না, তদ্রূপ কলিকালে পূর্ণ পর্য্যায় বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য জনসমাজে প্রচারার্থ শ্রীব্যাসদেবের নির্ম্মল হৃদয়াকাশে উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপ শাব্দিক অবতার। এই গ্রন্থ-রাজের বাচকটী অর্থ পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বাচ্যটী অর্থ স্বরূপ। ইঁহারা সকলেই পূর্ণ।

পুরাণার্ক শ্রীমদ্ভাগবত কলি কল্মষ-নাশার্থ এখন উদিত অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় মহামূল্য গ্রন্থ আর জগতে নাই—বেদের উপনিষদে এরূপ গ্রন্থ চক্রবর্ত্তী আর অবতীর্ণ হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের সার—বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য—নিগম-কল্পতরুর গলিত ফল' এই গ্রন্থ-সার্ব্ব-ভৌমের কথা ভক্ত ভাগবতগণ অনন্তমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এক রূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার।
সবে পুরুষার্থ—'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
'প্রেমরূপ ভাগবত' চারিবেদে কয়॥
চারিবেদ—'দধি', ভাগবত—'নবনীত'।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত॥
মুঞি, মোর দাস, আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বরবুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার॥
ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারিসনে॥
ভাগবত বুঝি, হেন যার আছে জ্ঞান।
সেই না জানয়ে ভাগবতের প্রমাণ॥
অজ্ঞ হই' ভাগবতে যে লয় শরণ।
ভাগবত-অর্থ তার হয় দরশন॥
প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণরঙ্গ॥
ভাগবত পুস্তক থাকে যা'র ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণ ভক্তিময়॥
যেন রূপ মৎস্য-কূর্ম্ম-আদি অবতার।
আবির্ভাব-তিরোভাব যেন তাঁ' সবার॥
এই মত ভাগবত কারো কৃত নয়।
আবির্ভাব-তিরোভাব আপনেই হয়॥
ভক্তিযোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায়।
স্ফূর্ত্তি সে হইল মাত্র কৃষ্ণের কৃপায়॥
ভাগবত-পাদে সে ভক্তিতত্ত্ব কহে।
লৌকিক ভাগবত সম কোন শাস্ত্র নহে॥

শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীব্রহ্মার শাখায়, তাহা হইতে শ্রীনারদ-শাখায়, তাহা হইতে শ্রীব্যাসশাখায় এবং তাহা হইতে শুকমুখস্পৃষ্ট ও আস্বাদিত হইয়া কেবল সেবার্থ শ্রীমদ্ভাগবত-ফল শ্রীপরীক্ষিৎ সূত প্রভৃতি শাখায় ক্রমে ক্রমে অখণ্ডিতভাবে অবতরণ করিয়াছেন। শ্রীব্যাসদেব বৈয়াসকি শ্রীশুকদেবকে সর্ব্বপ্রথম এই শাস্ত্র পাঠ করাইয়াছিলেন। পরে শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎ ও লোমহর্ষণ সূত শ্রীসূতগোস্বামী প্রভৃতিকে তাহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন এবং তাহার তৃতীয়বার শ্রীসূত গোস্বামী প্রভু শ্রীশৌনকাদি মহামুনিগণকে নৈমিষারণ্যে বলিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল—সরস্বতী নদীর পশ্চিমতটস্থ শম্যাপ্রাস নামক স্থানে বদরীবৃক্ষ-শোভিত শ্রীব্যাসাশ্রমে। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশনের স্থান—গঙ্গার তটস্থ শুকরতল নামক স্থানে এবং তৃতীয় অধিবেশনের স্থান—গোমতী-তটস্থিত নৈমিষারণ্যে। প্রথম বৈঠকে বক্তা—শ্রীব্যাসদেব, শ্রোতা—শ্রীশুকদেব। দ্বিতীয় বৈঠকে বক্তা—শ্রীশুকদেব, শ্রোতা—শ্রীপরীক্ষিৎ ও শ্রীসূতগোস্বামী প্রভৃতি। আর তৃতীয় বৈঠকে বক্তা—শ্রীসূতগোস্বামী, শ্রোতা—শ্রীশৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষি।

ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিমতীরে বদরিবৃক্ষ শোভিত শম্যাপ্রাস নামক নিজ আশ্রমে শ্রীব্যাসদেব আসীন হইয়া আচমনান্তে শ্রীনারদের উপদেশানুসারে মনো বশ হন এবং ভক্তিযোগ প্রভাবে শুদ্ধসত্ত্বচিত্তে পূর্ণ পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ও তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে পতিতভাবে অবস্থিতা মায়াকে দেখিতে পান। প্রথমে ভাগবতের কথা তিনি শ্রীশুকদেব তাঁহার ছাত্রজীবনে শম্যাপ্রাস মঠে শ্রীব্যাসদেবের নিকট আলোচনা করেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীবদ্রী-নারায়ণ-ব্যাস-সংবাদের লীলাস্থান শ্রীবদরিকাশ্রমের নিকট গিয়া উপস্থিত হন। কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করিবার পর ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব বা'রযোগে শ্রীমধ্বাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ আশ্রম শ্রীবদরিকাশ্রমে প্রবেশ করিতে আদেশ দেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য ব্যতীত তাঁহার অন্য শিষ্যগণও তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে শ্রীব্যাসদেবের আগমন জানিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীব্যাসদেবের কৃপাদেশ শিরে ধারণ করিয়া শ্রীমধ্বাচার্য্য একাকী শ্রীবদরিকাশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। বহু পথ অতিক্রম করিয়া শ্রীমধ্বাচার্য্য বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক তথায় বদরীবৃক্ষের বিশাল বেদীর মধ্যে মুনিমণ্ডলীবেষ্টিত শ্রীব্যাসদেবকে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীব্যাসদেবের শ্রীচরণ সমীপে উপনীত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। শ্রীব্যাসদেব শ্রীমধ্বাচার্য্যকে উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ভগবানের নিত্যসিদ্ধ-পার্ষদ শ্রীমধ্বাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী হইয়াও শ্রীব্যাসদেবের নিকট হইতে অল্পকাল মধ্যে সমগ্র শাস্ত্রশিক্ষায় ব্যাপৃত হইলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশন মজঃফরনগর জেলার অন্তর্গত শুকরতল ভুপালহেড়ি বা তোপা নামক স্থানে। শুনা যায়, শুকরতল গঙ্গার তটে অবস্থিত একটী একান্ত জনপ্রাণীহীন ক্ষেত্র। শুকরতল হইতে ৫ মাইল পূর্ব্বদিকে ভাগীরথীর অপর পারে বিদুর-কুটীর, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের খুদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদের পুণ্যক্ষেত্রের সংবাদ জগতের প্রায় অধিকাংশ লোকই রাখে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধিবেশনস্থান—নৈমিষারণ্য। এই নৈমিষারণ্যের অপর নাম অনিমিষক্ষেত্র। ব্রহ্মার সৃষ্ট মনোময় চক্রের নেমি যেখানে কুণ্ঠিত হয়, সেই মুনি-পূজিত তপোবনই নৈমিষ। কেহ কেহ বলেন, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু নিমেষকালমধ্যে এই অরণ্যে দানব-দল নিহত করেন বলিয়া এই স্থানের নাম নৈমিষারণ্য হইয়াছে। এই নৈমিষারণ্য শ্রীবলদেব প্রভুর পদাঙ্কপূত স্থান। এখানে পারমহংসী সংহিতা কীর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া এই স্থানের নাম পরমহংস বা বৈষ্ণবক্ষেত্র। শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুও তীর্থভ্রমণচ্ছলে এই নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মদীয় প্রভুদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবও এই স্থানে শুভবিজয় করিয়াছেন। এখানে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ স্বরূপে শ্রীপরমহংস মঠ স্থাপিত হইয়াছে। এই শ্রীপরমহংস মঠে একটী শ্রীভাগবতবিদ্যালয়ও আছে।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১০
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী বি-এ

(৩) শ্রীযোগপীঠ শ্রীমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]চরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রজবাসী

(৭) কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) অপ্রকট কৃষ্ণাগুণ্ঠিনগাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহনগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীনন্দন দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গোকুলপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
চাঁদকাজী (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দ[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ তাম[illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) নবাবগঞ্জ গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible]বিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া আসাম
সেবক—শ্রী[illegible]মোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ আসাম
সেবক—শ্রী[illegible]মোহন দাস অধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলা [illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], চট্ট. ডি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] ইউ পি)
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible] কুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]চরণ ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন [illegible]
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গোপীবিহারী মঠ—[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]পাবন ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড নই দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
নং ২৮
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible]
[illegible] পোঃ পুরী [illegible]
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গ[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible] কুঞ্জ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible]পাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]পুর, গোদাবরী
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], গোদাবরী
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] (মান্দ্রাজ)
সেবক—শ্রী[illegible]চৈতন্য দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং
[illegible] রোড
[illegible], ই. ৫,
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ [illegible]
[illegible], [illegible] ইউ-পি)
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যাপীঠ গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible]পুর (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীবিলাস[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনন্তগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::০::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারের প্রতি লাইনে	।০		।৶০	
" ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৩।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৩৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি-সংখ্যা এক পয়সা। বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——:০:——

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গভর্ণমেণ্ট অনুমোদিত বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচিত বোর্ডিং। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে বাসন্তী অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্র (chart) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিভাগসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র দুই আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

বসুধা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ রমনা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের নিকট ঘোষণা করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—বসুধা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ রমনা, রমনা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

মনোজ্ঞ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে সাম্প্রদায়িকতাদোষে বাধ্যবাধ মানবগণের প্রকার, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বহুবাদ ও ভক্তগণকে প্রাকৃত-চিন্তা-বিভ্রমমূলে নীতি ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবের জন্য সাধারণ প্রণালী সমূহ, অভিনব সৎসিদ্ধান্তসকল প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—বসুধা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ রমনা, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ধর্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

——

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যাভীমাখ্যাত বহু সংস্করণের অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এবং ব্যাকরণ, তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব আকারে সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক ছন্দে গানের আকারে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রভৃতির প্রতিশব্দ অনুসারে শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সাত শত পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তররূপে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা [illegible] টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট্ সংস্করণ। তরঙ্গসার, গৌরগণোদ্দেশ, [illegible], বঙ্গভাষার প্রতিপাদ্য বিষয়-নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, গ্রাম ও সূচী প্রভৃতি সহিত গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের একটী অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত পত্রাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের শিক্ষা ও শিক্ষা। ভিক্ষা চারি আনা। দশ গ্রন্থের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুশভিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণা-পল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

যাওয়া

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৫	৬-২১	৭-১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-৫৩	১৭-৫৩	২২-৫
হাওড়া	৪-৫৬	৬-৪১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-৫০			২২
ব্যাণ্ডেল পৌঃ	৬-১৩	৮-১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৫৫	০-২৮
ব্যাণ্ডেল ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১২-১১	১৫-৫	১৮-৩৯	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১০-২৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪১

(ঐরপ) ছাঃ	৭-১০	১০-০১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-১৯	১৮-১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
হাওড়া,,	১১-১৮
ব্যাণ্ডেল পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(ঐরূপ) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৩

আসিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬ ১	৮-৬	১১-৪	১৩-২২	১৩-৮	১৮ ৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৮-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৩-৭	১৮-৪৩	১৯ ১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৪	১৪-১০	১৬ ৫৮	১০-২২	২০-৪৬	২-০১
ব্যাণ্ডেল পৌঃ	৭ ৪৫	৯-২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯	৪ ১০
(ঐরূপ) ছাঃ	৭-৫০	৯-৩০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৫	৪-১৮
হাওড়া		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-২	২ : ২৬	২৩-২	
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১ ২০	১৪ ৩৬	১৭ ৪৬	২১-৪০	২৩ ১৫	৬ ১৬	

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম [illegible] এবং [illegible] সমস্ত ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে রত হউন। এই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ [illegible] বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে [illegible] অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা আছে। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়সূচিপত্র (contents), ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সম্পূর্ণ সুবিস্তৃত শব্দসূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা নদীয়া

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এইস্থান হইতে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৩।১ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ [illegible] কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্বপ্রকার [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] জীর্ণ [illegible] জ্বর, [illegible] একমাত্র [illegible] ভিন্ন [illegible] নাই। [illegible] নূতন [illegible] ছোট বোতল [illegible] বড় বোতল ১৮/০ [illegible]

[illegible] রোড, কলিকাতা

[illegible]

পোঃ—শ্রীমায়াপুর.
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO 1541

গদ্যপ্রসূনমালা
—::—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন পদ্যাবলী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত 'গৌরভ' ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—অম্বরী, ঢাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড :শ্রীমায়াপুর—১৪ই মাঘ ১৩৪৭, ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৪১ সোমবার ২৬১৩তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

জার্ম্মাণীর তৈলগুদামে ব্রিটিশ বিমানের আক্রমণ

'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকার বিমান-বিষয়ক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—

জার্ম্মাণীতে এরোপ্লেন ব্যবহারের জন্য বহু ও বৃহৎ তৈলের কারখানা আছে। উচ্চ চাপের "হাইড্রোজেনেশান" পদ্ধতিতে কয়লাকে তরল হাইড্রোকার্বনে পরিবর্ত্তিত করা হয়। ১৪ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে এই পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছিল; বর্ত্তমানে ইহার এতটা উন্নতি হইয়াছে যে, এই পদ্ধতিতে এখন অতিশয় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তৈল প্রস্তুত হইতে পারে। জার্ম্মাণীর পক্ষে বিদেশ হইতে আমদানী করা পেট্রোলের পরিমাণ সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য, সুতরাং এই কারখানাগুলিতেই জার্ম্মাণীর অধিকাংশ এরোপ্লেনের তৈল সরবরাহ করিতে হয়। ইহাদের বর্ত্তমান উৎপাদনের পরিমাণ জানা সম্ভব নহে, তবে ১৯৩৯ সালে এই কারখানাগুলি মোট ২,১০০,০০০ টন তৈল প্রস্তুত করিয়াছিল, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মত এই যে, ইহার উপর রুমানিয়ার সকল তৈলও যদি জার্ম্মাণী নিজে দখল করিয়া লয়, তাহাতেও জার্ম্মাণীর প্রয়োজন মিটিবে না। রুমানিয়ার উৎপন্ন তৈল রুমানিয়ার নিজের পক্ষেও যথেষ্ট নহে; অথচ রুমানিয়া ইদানীং রপ্তানী তৈল বৃদ্ধি করিবার উদ্যোগ করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে[illegible]।

কিন্তু বর্ত্তমানে গেলসেনকিরকেন, হামবুর্গ, ব্রেমেন, মিসবুর্গ এবং অন্যান্য স্থানের তৈল-শোধনাগারে এবং মেগেলসবুর্গ প্রভৃতি স্থানের পেট্রোলিয়ামের ভাণ্ডারে গোলাবর্ষণ করিয়া রাজকীয় বিমান বাহিনী "সুকৃত্রিম্ ওয়ার্কের" তৈল-সংগ্রহের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গ্রীক বাহিনীর অগ্রগতি

গ্রীক-সৈন্যগণকর্ত্তৃক ক্লিসুরা অধিকৃত হওয়ার পর ইটালীয়ানগণ বেরাটের দিকে পশ্চাদপসরণ করিতেছে; বিমান-পথ হইতে তাহাদিগকে বিষম উত্যক্ত করা হইতেছে।

গ্রীসস্থ বৃটিশ বিমান বহরের হেড্-কোয়ার্টার্স হইতে লণ্ডনে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও বহু বৃটিশ বোমারু প্লেন ইটালীয়ান সৈন্য ও ট্যাঙ্কসহ যান্ত্রিক বাহিনীর উপর সার্থকতার সহিত আক্রমণ করিয়াছে। ইটালীয়ান সৈন্য, মটরলরী, ট্যাঙ্ক, ঘোড়ায় টানা গাড়ী ইত্যাদি সমস্তই ক্লিসুরার উত্তরে বেরাট-গামী রাস্তা ধরিয়া পশ্চাদপসরণ করিতেছে।

———

ভারত-সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টা

প্রকাশ, এ পর্য্যন্ত শিক্ষাদানের উপযোগী মোট ২৫ খানা নূতন প্লেন ভারত গভর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে। ভারতীয় বিমানবাহিনী গড়িয়া তোলার জন্য যে দশটি ফ্লাইং ক্লাব মনোনয়ন করা হইয়াছে, এই সমস্ত প্লেন শীঘ্রই ঐ সমস্ত ক্লাবে বিতরণ করা হইবে।

প্রথমতঃ বৎসরে ৩০০ জন পাইলট ও ২০০০ জন মেকানিককে শিক্ষা দেওয়া এবং দুই বৎসর ধরিয়া এই ব্যবস্থা বলবৎ রাখা সম্পর্কে বিগত গ্রীষ্মকালে যে পরিকল্পনা স্থির করা হইয়াছে এবং তজ্জন্য যে ৫৮ খানা প্লেনের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে, তাহারই প্রথম কিস্তীস্বরূপ এই প্লেনগুলি আসিয়াছে। পরবর্ত্তী মাসের প্রথম ভাগেই করাচী, দিল্লী, কানপুর, কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, লাহোর, পাটনা, যোধপুর ও হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য) এই দশটি ক্লাবে ১০০ জন পাইলট লইয়া গঠিত প্রথম দলের শিক্ষা আরম্ভ হইবে। চারি মাসের জন্য শিক্ষা দেওয়া হইবে। ক্লাবগুলি যাহাতে উত্তমরূপে ট্রেনিংয়ের বন্দোবস্ত করিতে পারে এবং এরোপ্লেনের রিজার্ভে পরিণত হয়, তজ্জন্য পর্য্যাপ্ত সংখ্যক ট্রেনিং প্লেন ও অতিরিক্ত ইঞ্জিনের অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল। প্রত্যেক ক্লাবের জন্য একখানা "লিঙ্ক-ট্রেনারের"ও অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল।

ট্রেনিংয়ের খরচাপত্র ও মনোনীত প্রার্থীদের ভাতা গভর্ণমেণ্ট বহন করিবেন।

———

নার্সদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

নার্স, হেলথ্ ভিজিটার, জনস্বাস্থ্য-কর্ম্মী ও অন্যান্য সমাজ-সেবা-কর্ম্মিগণের বর্ত্তমান অবস্থার শিক্ষাপ্রণালীর উন্নতকল্পে একটি পরিকল্পনা নির্দ্ধারণের জন্য বাংলা সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন।

গভর্ণমেণ্টের অভিমত এই যে, নার্সদের বর্ত্তমান শিক্ষাদান-প্রণালী পরীক্ষা করিয়া তাহাদের শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত সদস্য সমবায়ে এই কমিটি গঠিত হইয়াছে :—

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (সভাপতি) বাংলা সরকারের সার্জ্জন জেনারেল, অল ইণ্ডিয়া হাইজিন ও পাবলিক হেলথ্ ইন্‌ষ্টিটিউটের ডিরেক্টার; বাংলার জন-স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টার, ডাফরিণ হাসপাতালের মেট্রন মিস হাচিংস, বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলের রেজিষ্ট্রার মিস এল সি ক্লার্ক, ডাক্তার সুন্দরী মোহন দাস, অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার এবং প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালের মেট্রন মিস কনকিনার।

বাংলার জনস্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টার এই কমিটির সেক্রেটারী সভার আহ্বানকারী-রূপে কাজ করিবেন। যথাসম্ভব শীঘ্র রিপোর্ট দাখিল করার জন্য কমিটিকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

মধ্য প্রাচ্যের সহিত বৃটেনের চুক্তি

ফরাসী ক্যামেরুণ সম্পর্কে বৃটিশ সরকার ও জেনারেল দ্য গলের মধ্যে এক চুক্তি হইয়া গিয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে ব্রিটেন ফরাসী ক্যামেরুণের সমগ্র কোকো এবং কফি পাইবে। ফরাসী-আফ্রিকা সম্পর্কেও অনুরূপ চুক্তির খসড়া প্রস্তুত হইয়া আছে, তবে এখনও সহি হয় নাই।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। কটক শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। গৌড়ীয় গৌরবিগ্রহ অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য প্রভুপাদ জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখোক্ত অমৃতময় উপদেশাবলী পণ্ডিত ও মনস্বী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যখনই যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবর সিদ্ধান্তসমূহে ও অপূর্ব সিদ্ধান্তবাণীতে অগ্রগণ্য। গৌড়ীয়কুলচূড়ামণি আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তপূর্ণ অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুর্ব্বর্গাত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'ভক্তমালা' টীকা সহ মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিবর্ত্তের আলোচনা, ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট সংস্করণে নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৴০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
অধ্যক্ষ সুন্দরানন্দ দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

একাধারে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—খণ্ড ৪০৲; প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲; দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। তাৎপর্য্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
৩। তাৎপর্য্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। নবদ্বীপ-শতক (অবাঁধা) ৩৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী — ১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০; ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী — ১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা। সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ৩৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-স্বত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ॥০
১৭। বৈষ্ণবোপনিষদ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আমূল্য ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৴০
২১। গৌড়ীয়গাথিকা ৷৴০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲; অবাঁধা ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ।০
২৭। প্রকিয়াবাক্য অনুবোধঃ (সাপ্তাহিক) ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনসার (সাপ্তাহিক) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ॥০
৩০। দীপ-নিব-কর্ম ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৴০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-প্রমাণ ॥০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু
৪০। শরণাগতি ৵১
৪১। গীতাবলী ৴১
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধকরত্ন ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। মনঃশিক্ষা
৪৮। অর্চ্চনকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)
৪৯। অর্চ্চনপ্রণাম
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সাপ্তাহিক)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ॥০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখ ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভিন্নাঃ ।০
৬৩। নবীন-শিক্ষাপদ্ধতিঃ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সাপ্তাহিক শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠোপনিষদ্ ৴০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডন ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ পিপ্ অ্যাট্ দ অ্যাক্টিভিটিজ অফ গৌড়ীয়মঠ ।০
৭০। বালকৃষ্ণ ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্স মর্ফলজি অ্যান্ড অন্টলজি ।০
৭২। ভিসেটিস্ অ্যাক্টস ৷৴০
৭৩। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বেদান্তীজ ।০
৭৫। লোভাট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থিয়োটিক প্রিন্সিপল অ্যান্ড অ্যাকাডেমিক থিয়োলজি ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অমৃত ভাগ) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ
৮২। অর্চ্চন-পদ্ধতি ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴১০
৮৪। শরণাগতি ৵১

আসামীয় ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৭

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৭৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-বিনোদ
=⁂=
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা বঙ্গভাষাভাষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৬০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা
=⁂=
বিভিন্ন স্তব ও পদাদি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৬০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোড়ীয়মঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ ১৪ মাধব ৪৫৪ গৌরাব্দ ১৪ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৭শে জানুয়ারী ইং ১৯৪১, সোমবার { ২৬৯ সং

"প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন বৃথা বাহিত না হ'য়ে আশ্রয়বিগ্রহ ও আশ্রয়-বিগ্রহের নিষ্কপট সেবকগণের সঙ্গে তাঁ'দের সেবায় যাপিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। তাঁ'দের কৃপা হ'লে তাঁ'দের প্রাণাপেক্ষা দয়িত বিষয়-বিগ্রহের সেবালাভ কর্'বার সৌভাগ্য হ'বে।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ মাধব সর্ব্বদিন সর্ব্বাণ গৌরাব্দ ৪৫৪

বিষয়বাসনা যায় কিসে?

—::⁂::—

সেবার বিনিময়ে যে প্রভুর নিকট কিছু প্রার্থনা করে, সে সেবক নহে—বণিক্। ভগবান্ সেবককে সালোক্যাদি মুক্তি প্রদান করিতে চাহিলেও সেবক প্রভুর নিত্যসেবা ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করেন না। ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব প্রহ্লাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "হে প্রভো! আমি আপনার নিত্য ভক্ত এবং আপনি আমার অনপায়ি স্বামী। অতএব রাজা ও ভৃত্যের ন্যায় আমাদের অন্য প্রকার প্রয়োজন নাই। আপনি যদি আমাকে একান্তই বর দান করিতে চান, তবে আ'ম আপনার নিকট কামনাবাসনার অনুৎপত্তি প্রার্থনা করি।" প্রহ্লাদের এই বাক্য হইতে জানা যায় যে, যখন কখনও ভগবান্ উপযাচক হইয়া অর্থাদি ভক্তকে প্রদান করিতে চাহিলেও শুদ্ধভক্ত তাহা স্বভোগার্থ গ্রহণ করেন না। কারণ, একমাত্র হরিসেবা ব্যতীত নিজের জন্য কিছু গ্রহণ ভক্তির অন্তরায়।

প্রভুর একমাত্র সেবানুগ ব্যতীত শিষ্য নিজের সুখের জন্য কিছুই গ্রহণ করেন না। এমন কি, হরিভক্তবৈষ্ণব অযাচিতভাবে কোন বস্তু প্রদান করিতে আসিলেও শুদ্ধসেবক তাহা গ্রহণ করেন না। ইহাই শুদ্ধভক্তের লক্ষণ। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য কিম্বা কোন প্রকার স্নেহ-পরবশ হইয়া আমাদিগকে কোন বস্তু প্রদান করিতে চাহিলেও আমরা একান্ত মঙ্গল ইচ্ছা করিলে একমাত্র তাঁহাদের সেবা ব্যতীত আন্তরিকভাবে আর কিছুই চাহিব না।

সর্ব্বদা শরণাগত্যের ভাবই শুদ্ধভক্তির অনুকূল। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে সর্ব্বতো-ভাবে আত্মবিক্রয় করিয়া তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট-ভোজী কুক্কুর হইয়া তাঁহাদের সেবা করাই শুদ্ধভক্তের বিচার। শুদ্ধভক্ত কৃপা বা সেবা ছাড়া আর কিছু চান না। এইরূপ নিষ্কিঞ্চন শরণাগত ব্যক্তিকে গুরুবৈষ্ণব কখনও কপটকৃপা দ্বারা বঞ্চিত করেন না। শুদ্ধভক্ত জাগতিক অভাব-অসুবিধার জন্য আদৌ ব্যস্ত হন না; পরন্তু নিজের সেবা-বৃত্তির অভাবের কথ চিন্তা করিয়া নিজেকে ধিক্কার দেন। আমরা মুখে গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের নিকট নিষ্কপট-কৃপা চাহিয়াও কার্য্যতঃ কপটকৃপা গ্রহণ করিবার জন্য অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়ি। তাঁহাদের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের নিকট হইতে জাগতিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত আমাদের নিকট অধিকতর কৃপার পরিচয় বলিয়া মনে হয়। 'প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী যায় পলাইয়া' ইহাই শুদ্ধভক্তের চিত্তবৃত্তি। আর সেবা-অভিনয়কারী আমার চিত্তবৃত্তি ঠিক তাহার বিপরীত। শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা বা সেবার কাঙ্গাল, আর আমি জড়প্রতিষ্ঠারূপ শৌকরী বিষ্ঠার জন্য পাগল-প্রায়। সুতরাং ইহা বিষয়ে অভিমানযুক্ত আমি কৃষ্ণকার্ষ্ণের অকপট কৃপা কি করিয়া পাইব? আমি কৃপা না চাহিলে তাঁহারা কি করিবেন? আ'ম যাহা চাই, তাহাই পাই, যাহা চাহিয়াছি, তাহাই পাইয়াছি, যাহা চা'ব তাহাই পাইব। অতএব একবস্তু চাহিয়া অন্য বস্তুর আশা বৃথা।

সর্ব্বদা সর্ব্বভাবে ভগবানে অহৈতুকী সেবোন্মুখতা না হইলে কৃষ্ণের পূর্ণকৃপা কি করিয়া পাওয়া যাইবে? কৃপোন্মুখ বা সেবোন্মুখই কৃপা বা সেবা পায়। ভোগোন্মুখ ভোগ পাইতে পারে। সে সেবা পাইবে কি ক'রে? নিজের জন্য গ্রহণ বা ত্যাগ কোনটির দ্বারা মঙ্গল হইবে না। সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশেরই সেবা করিতে হইবে। সকল ব্যক্তিকেও কৃষ্ণ কৃপা করেন যদি তিনি কপট না হন। সামান্য কামের উদ্দেশ্যে যদি কেহ কৃষ্ণ ভজনের অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলেও কৃষ্ণ স্বকৃপাবলে তাঁহার পূর্ব্বোদ্দিষ্ট কাম দূর করিয়া থাকেন।

কামের দ্বারা প্রেমলাভ হয় না। শুদ্ধ-কৃষ্ণকৃপায় কামনা-বাসনা দূর হইলে হৃদয়ে কৃষ্ণসেবাকামনা প্রকাশিত হয়। করুণাময় কৃষ্ণ সকাম ভক্তকেও স্বপদ দান করেন, এই কথা শুনিয়া যেন আমরা নামাপরাধে পাপবুদ্ধি প্রশ্রয় দেওয়ার ন্যায় ভজনের অভিনয়ে ভোগকে প্রশ্রয় না দিই। তাহাতে অপরাধ হইবে, কখনও কোনকালে কৃষ্ণকৃপা পাওয়া যাইবে না। তবে কেহ যদি অপরাধশূন্য হৃদয়ে তাঁহার শ্রীচরণে যদি কোন কামনা উপস্থিত হয় অথবা দাসানুদাসের মহিমা না জানিয়া অজ্ঞতাবশতঃ কোন ব্যক্তি যদি তাঁর শরণাগত অর্থাৎ অকপট নিষ্কপটতার সহিত ভগবচ্চরণে সংলগ্ন থাকেন, তাহা হইলে ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া কামনার অকিঞ্চিৎকরতা বুঝাইয়া যেন আবার কখনও বা নিষ্কিঞ্চন সাধুগণকে সেই সাধকের নিকট প্রেরণ ক'রয়া তাঁহাকে অসৎসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক উপদেশ-শ্রবণের সুযোগ দেন। সাধক তখন তাঁহার পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য সাতিশয় অনুতপ্ত হন এবং সর্ব্বতোভাবে অকিঞ্চনদাস হইয়া কৃষ্ণকৃপাপ্রার্থনা করিতে করিতে অহৈতুকভাবে ভগবদ্ভজন করেন। এইরূপ সরল অন্তঃকরণ ব্যক্তিই কৃপা লাভ, কপট ব্যক্তি কখনও কৃপা পায় না। এই ভগবৎকৃপার সঙ্কেতস্থান অর্থাৎ কৃষ্ণের নিত্যসেবা এক উপলব্ধি।

কাম না ছাড়িলে কৃষ্ণসেবা ও' দূরের কথা, কৃষ্ণসেবার অভিলাষও হইবে না। যে পর্যন্ত

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা হৃদয়ে থাকিবে, সে পর্য্যন্ত সেই হৃদয়ে ভক্তিসুখের উদয় হইতে পারে না। দুর্ব্বলতা ও অপরাধ এক শ্রেণীর নহে। যদিও দুর্ব্বলতাই কালে অপরাধে পরিণত হইতে পারে, তথাপি দুর্ব্বলতার কামনারূপ পাপ ও অপরাধের প্রভেদ স্পষ্ট আছে। দুর্ব্বল ব্যক্তি পাপ ও অপরাধকে অন্তরে অন্যায় জানিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ, কিন্তু অপরাধী ঐ গুলিকে অন্যায় বিচার করেন না। তিনি নিজে যাহা করেন ও বুঝেন তাহাই ভাল মনে করেন। তিনি বেশী দুর্ব্বার হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবগণের অপরাধ করিয়া থাকেন। দুর্ব্বল ব্যক্তি যদি কামনাকে আদর ও কপট সাজ গ্রহণ না করিয়া গর্হণ কাঁদিতে কাঁদিতে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি কৃষ্ণকৃপা লাভ হইতেছে বুঝা যায়। অন্যথা তাঁহার পক্ষে বঞ্চিত হওয়া স্বাভাবিক।

যাঁহারা ভোগবিলাসরূপ অনর্থকে অনর্থ জানিয়া তাহাকে নিন্দা করিতে করিতে শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান করেন এবং ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া ভোগ করেন, তাঁহারাও ভক্ত, তাঁহাদের সেই সেই অনুষ্ঠান কর্ম্ম নয়। ভক্তগণকে পবিত্র করিবার জন্য ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সেই সেই ভোগ দ্বারা তাঁহাদিগকে শুভাশুভফল করত চরণে স্থান দেন। তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভোগ করিতে থাকিতে সাধনবলে স্বীয় অনর্থরূপ অসম্পূর্ণতা দূর করেন। ইহাই ভক্তজনের এক রহস্য। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"মদীয় চরিত্রকথায় শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষ বিষয়বাসনাদিকে দুঃখাত্মক জানিয়াও তৎপরিত্যাগে অশক্ত হইলে 'মদ্ভজন দ্বারাই সর্ব্বাবস্থায় নিস্তার পাইবে'—এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় সহকারে দুঃখপরিণামক বিষয়ভোগের সহিত তাহাতে অপ্রীত হইয়া প্রীতির সহিত আমার আরাধনা করিবেন। পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগে যিনি নিরন্তর আমার সেবা করেন, তাঁহার হৃদয় আমার প্রতি একাগ্রভাবে অবস্থিত হইলে হৃদয়স্থ যাবতীয় বিষয়বাসনা বিনষ্ট হইয়া থাকে।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও বলিয়াছেন,—পিত্তগণ যেরূপ অনভীপ্সিত শর্করা পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া বুঝিয়া অরুচি পরিত্যাগ করে, সেইরূপ মূঢ় অজ্ঞান অথচ অকপট ব্যক্তিগণ কৃষ্ণভজনকালে কামনার বশবর্ত্তী হইলেও কৃষ্ণকৃপায় অনভীপ্সিত কৃষ্ণসেবা শর্করার আস্বাদন পাইয়া মাতিয়া জড়কাম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।"

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::'○)::——

খোবির বস্তুনিষ্ঠের কাছেই লোক যা'বে, দুষ্টনিষ্ঠের কাছে লোক যা'বে না। শীঘ্র নিষ্ঠের কাছে গেলে লোকের বুদ্ধিটা থাকে না। বৈষ্ণব এ জগতের মধ্যে একজন পাওয়াও কঠিন। তথাকথিত বৈষ্ণব পাওয়া সোজা হ'লেও প্রকৃত বৈষ্ণব পাওয়া তত সোজা নয়। বৈষ্ণবগণ ২৪ ঘণ্টা হরিভজন করছেন। ভগবৎকৃপাই আমাদের অনুক্ষণ প্রার্থনীয় হওয়া উচিত। কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের সেবা যাহাতে না হইবে, সেইরূপ কার্য্য আমাদের শত শত অসুবিধা ঘটাইবে। জীবমাত্রেরই final goal কৃষ্ণপ্রেম। যাইতে শুইতে যথা তথা কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন করাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ। অপরকে দয়া করিতে শিখলেই তাহাকে কৃষ্ণ দয়া করেন। সদ্গুরু উপদিষ্ট Transcendental Sound এর সেবোন্মুখ কর্ণ দ্বারা reception ব্যতীত জীবের অসংখ্য খণ্ডের নিবৃত্তি অসম্ভব। জীবের অর্চ্চন ব্যতীত তত্ত্বলাভ সম্ভব নহে। কীর্ত্তন ব্যতীত শ্রবণ বা স্তুতিরূপে পঠন অপরের পক্ষে অসম্ভব।

মহাকাল যাহাকে ধ্বংস করতে পারে না, তাহাই নিত্যকাল। সেই নিত্যকাল মহামহাকালকেও ধ্বংস করে। তাহাই কৃষ্ণভক্তি। এক মুহূর্ত্ত অন্য কোন বিষয়ে ব্যস্ত হ'লে অনুশীলন হ'বে না। অনুশীলন অর্থে—কৃষ্ণানুশীলন, আর কৃষ্ণানুশীলন অর্থে—অপ্রাকৃত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত নামানুশীলন। কৃষ্ণানুশীলনকারীর বাণী অনুক্ষণ কর্ণে গ্রহণ করতে হ'বে। মঙ্গলের পথ যাহাতে সফল হ'বে। দুঃখ দমন করবে যে জিনিষ, তা'র বাধা থাকা-কাল পর্য্যন্ত এ জগৎ হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। মূল মালিকের উপর নির্ভর করলেই সকল মঙ্গল। আমরা যে যতটা দুঃখ অশরণাগত, সে ততটাই অমঙ্গলকে আলিঙ্গন ক'রে র'য়েছি। যে মুহূর্ত্তে আমরা শরণাগত, সেই মুহূর্ত্তেই মঙ্গল আমাদের করায়ত্ত। কৃষ্ণ আমাদিগকে জগতে ক্লেশ দিতে আসেন নাই। আমরা নিজের কর্তৃত্বেই নিজের অমঙ্গল ও ক্লেশ বরণ ক'রেছি। তাঁ'র মঙ্গলময়ী বাণীতে শ্রদ্ধা হ'লে আমাদের কর্ত্তৃত্বাভিমান বিদূরিত হয়। কৃষ্ণের অনুকূল সেবার দ্বারাই সকল মঙ্গল হ'বে।

মানুষ যেরূপ কার্য্য ক'রবে, সেরূপ ফল পা'বে। এক মানবের কর্ত্তৃত্বের ফল অপরে পায় না। আমি আমার স্বতন্ত্রতার পরিচালনা ক'রে তা'র ফল আমি নিজেই পাই। একমাত্র হরিবিস্মৃতির জন্য আমাদের যত অসুবিধা। মানুষ যতটা সদ্গুণ-সম্পন্ন হ'তে পারবে, ততটা অধিক আত্মহিতের চিন্তা তা'র আসবে। আমাদের ধৈর্য্যশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যে কোন বিপদ্ উপস্থিত হউক, মনে খুব ধৈর্য্য অবলম্বন করা দরকার। হরিকীর্ত্তন ব্যতীত সদ্গুণ-সম্পন্ন হওয়া যায় না।

চিৎ অর্থে—ভগবৎসেবোন্মুখতা ও ভগবানের ভক্তবাৎসল্য-লীলা, আর অচিৎ অর্থে—ভগবৎসেবাবিমুখতা, বদ্ধজীবের ভোগ বা ত্যাগ। গুরু ও বৈষ্ণব অপ্রাকৃত শ্রীমন্দির। সেই শ্রীমন্দিরে ভগবান্ বিরাজিত আছেন। ভগবান্ আমাদের স্বেচ্ছাচারিতা বা মনঃকল্পনায় যেখানে সেখানে আছেন, তাহা নহে; তিনি গুরু ও বৈষ্ণবের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করিয়া বাস করেন। ভগবদ্ভক্তদর্শন হইলেই ভগবদ্দর্শন হয়। ভগবদ্ভক্তদর্শন না হ'লে ভগবানের দর্শন হয় না। ভক্তির আরম্ভই হইবে না—যদি গুরুপাদপদ্ম বলিয়া কোন বস্তু না থাকে। আত্ম-বিচারে নিজ শক্তির উপর নির্ভরতাই অনর্থযুক্ত অবস্থা। গুরুই কৃষ্ণ-পাদপদ্মের সহিত সাক্ষাতের যোগসূত্র। কেবল মন্ত্রের সহিত দূরে থা'কয়া গুরুসেবা করিলে চলিবে না, বিগ্রহের সহিত তাঁহার সেবা করিতে হইবে।

হরিভজন না করিলে জীব জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষী হ'য়া যায়, সেজন্য সর্ব্বদা ভগবানকে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডাকিবেন। সংখ্যা-নির্ব্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে অনর্থ নিবৃত্ত হয়, জাড্য প্রভৃতি পলায়ন করে, এমন কি, ত্রিগুণ বহির্ম্মুখগণ আর বিক্রম করিতেও পারে না। নিরপরাধে হরিনাম গৃহীত হইলে সকল সিদ্ধিই করতলগত হয়। বিষয়ী লোকেরা কিছুই করিতে পারে না।

নির্ব্বন্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণে সকল মঙ্গল হয়। শ্রীনামগ্রহণকালীন জড়চিন্তার উদয় হয় বলিয়া শ্রীনামগ্রহণে শিথিলতা করিবেন না। শ্রীনামগ্রহণের আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপে ক্রমশঃ ঐ প্রকার বৃথা চিন্তা অপনোদিত হইবে, তজ্জন্য ব্যস্ত হইবেন না। অপ্রেমফলের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণনামে অত্যন্ত প্রীতির উদয়ে জড়চিন্তার লোপ করিয়া যাইবে। কৃষ্ণনামে অত্যাগ্রহ না হইলে জড়চিন্তা কিরূপে যাইবে?

কায়মনোবাক্যে শ্রীনামের সেবা করিলেই শ্রীনামী স্বয়ংরূপ স্বরূপ প্রদর্শন করেন। শ্রীনামগ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই রূপ, গুণ ও লীলা আপনা হইতে স্ফূর্ত্তি হইবে।

নাম ও নামী অভিন্ন বস্তু। আমাদের অনর্থ ঘুচিয়া গেলে উহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে। কৃষ্ণনাম নিরপরাধে উচ্চারিত হইলেই আপনি স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন যে, 'নাম' হইতেই সকল সিদ্ধি হয়।

যিনি নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার নিজ অবিদ্যার স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরের ব্যবধান ক্রমশঃ রহিত হইয়া নিজ সিদ্ধরূপ উদিত হয়। নিজ সিদ্ধরূপ উপস্থিত হইয়া নাম উচ্চারিত হইতে হইতেই কৃষ্ণরূপের অপ্রাকৃত দৃগ্গোচর হয়। শ্রীনামই জীবের স্বরূপ উদয় করাইয়া কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্ব-গুণের উদয় করাইয়া কৃষ্ণগুণে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্ব'ক্রিয়া উৎপন্ন করাইয়া কৃষ্ণলীলায় আকর্ষণ করান। 'নাম-সেবা' বলিলে নামোচ্চারণকারীর নিজ প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানাদিও তন্মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট। কায়মনোবাক্যে নামের সেবা আপনার হৃদয়াকাশে আপনা হইতেই উদিত হইবে। শ্রীনাম কি বস্তু, তদ্বিষয়িণী সকল আলোচনা আপনা হইতে নামোচ্চারণকারী হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শাস্ত্র-শ্রবণ, পঠন ও তদ্বিষয়ক অনুশীলন দ্বারা শ্রীনামের স্বরূপ উদিত হন। শ্রীনামগ্রহণ করিতে ক'রিতে আপনার সকল বিষয় স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে।

অপরাধ ত্যাগ করিয়া হরিনাম গ্রহণের ইচ্ছা করিলে সকল সময় হরিনাম করিতে করিতে অপরাধ যাইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে সকল শক্তি অর্পণ করিয়াছেন। সেই শ্রীরূপপ্রভু ও শ্রীরূপানুগ প্রভুগণের চরণে মহাপ্রভুর সঞ্চারিত কৃপা-শক্তি অন্তরের সহিত ভিক্ষা করিবেন। বিশেষতঃ শ্রীহরিনাম-প্রভুর নিকট তাঁহার সেবার জন্য হৃদয়ের সহিত যোগ্যতার প্রার্থনা করিবেন। নাম-প্রভু নামী-প্রভু হইয়া আপনার হৃদয়ে বিরাজ করিবেন।

যাঁহারা প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের প্রদত্ত কোন বস্তুই ভগবান্ গ্রহণ করেন না।

কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনাম কীর্ত্তন, তিনটি পৃথক্ অনুষ্ঠান হইলেও তিনটিই এক তাৎপর্য্যপর। নামসংকীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা হয়। বৈষ্ণবের সেবা করিলে কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণসেবা হয়। কৃষ্ণসেবা ক'রলে নামকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবা হয়।

দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার উপায় সমূহের মধ্যে নামসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার যত্ন করিবেন। প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করিলে অপরাধ-জঞ্জাল আপনার জন্মের

ব্যাঘাত করিতে পারিবেন না। যাহাতে প্রত্যহ লক্ষনাম গ্রহণ করিতে পারেন, সেইরূপ সময় করিয়া লইবেন।

তৃণ হইতেও সুনীচ না হইলে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করা যায় না। 'নাম-সংকীর্ত্তন' মানে— কৃষ্ণপ্রাপ্তি—স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ছেড়ে' দেওয়া—নারদের 'স্বগতং পাঞ্চভৌতিক'—নিত্যমুক্তি—জীবাত্মার মুক্তি—স্বরূপের সিদ্ধি।

ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা এই পাঁচটা বস্তুই—"শ্রীনাম"। শ্রীকৃষ্ণ ও 'শ্রীকৃষ্ণনাম'—দুইটি পৃথক্ বস্তু ন'ন। বিভিন্নভাবে প্রতীত ও বিভিন্নভাবে গ্রাহ্য হ'লেও কৃষ্ণের রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা, সকলই—শ্রীনাম। জড়জগতের বস্তুগুলির মধ্যে নাম ও নামীর পার্থক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনাম সম্বন্ধে তাহা নহে। তাই শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র অভিধেয় হউক।

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরা বাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল-সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প-সঙ্গ॥"

এই শ্রেষ্ঠ সাধন-পঞ্চক বিচার করিলেও দেখা যায় যে, তন্মধ্যে "শ্রীনামকীর্ত্তন" সর্ব্বমূল ও সর্ব্বোপরি অবস্থিত হইয়াছেন। শ্রীনামপরায়ণ বা শ্রীনামকীর্ত্তনকারী সাধুগণের সঙ্গফলে শ্রীনাম-শ্রবণে রুচি উদয় করাইবার উদ্দেশ্যেই 'সাধুসঙ্গে'র কথা বলা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে একমাত্র শ্রীনাম-ভজনই 'পরধর্ম্ম' বলিয়া কীর্ত্তিত হ'য়েছে। 'মথুরাবাস' অর্থাৎ শ্রীধামবাস-মূলেও নাম ভজনের উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত আছে। নামাত্মক অভিন্নতায় বাস বা যে স্থানে সংকীর্ত্তনকারী সাধুগণের সমাগম হয়, সেই স্থানে বাসই 'শ্রীধামবাস'। "ভগবন্নামাত্মক মন্ত্রের দ্বারাই এবং ভগবন্নামকীর্ত্তনমুখেই শ্রীমূর্ত্তির সেবা হয়, সুতরাং শ্রীনামকীর্ত্তনই সর্ব্বোপরি অবস্থিত হইয়াছেন। একমাত্র শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন হইতেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোন কর্ত্তব্য নাই। বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক, স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, রূপবান্ হউক, গুণবান্ হউক, পাপী হউক, যে-যে অবস্থায় থাকে থাকুক, তা'দের অন্য সাধন-প্রণালী আর কিছুই নাই, 'সাধন' একমাত্র 'শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন'।

যাঁ'রা শ্রৌতপথ আশ্রয় ক'রেছেন, তাঁ'দের সহিত যদি কীর্ত্তন ক'র, তবেই 'হরিসংকীর্ত্তন' হ'বে। সংশ্রবণ হ'লেই সংকীর্ত্তন হ'বে। সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করাই আমাদের আবশ্যক।

ভগবান্ যখন আমাকে দয়া করেন, তখন অসংখ্যমুখে অসংখ্যপ্রকার কটু কথা বা'র ক'রে আমাকে সহ্যগুণ শিক্ষা দেন, ভগবান্ আমাকে জানান, দুনিয়ার নিন্দা সহ্য কর্ত্তে না শিখ্‌লে 'হরিনাম' কর্‌বার অধিকার হয় না। কৃষ্ণকীর্ত্তন কর্‌তে হ'লে মানদ হ'তে হ'বে।

কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন—সংকীর্ত্তন। আর সব 'সাধন' যদি কৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুকূল বা সহায় হয়, তবেই তা'দিগকে 'সাধন' বলা যা'বে, নতুবা ঐ সকলকে 'দুর্ব্বোধিবৈভব' বা সাধনের ব্যাঘাত মাত্র জানতে হবে।

আমাদিগকে নাম-পরায়ণ কর্‌বার জন্যই সাক্ষাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধাম-মায়াপুরে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। তিনি বল্‌ছেন—"হে জীবগণ, তোমরা কীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছু ক'রো না, সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন কর্‌বে। 'অমানি-মানদ', 'তৃণাদপি সুনীচ' না হ'লে কীর্ত্তন হয় না। তুমি বড় লোক—বড় বুদ্ধিমান্—এ সকল বিচারে প্রমত্ত হ'য়ো না।"

মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না বল্লে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না।

দশমূল

— ⁂ —

সকল আচার্য্যগণের আচার্য্য, সকল শিক্ষকের শিক্ষক স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাই দশমূল। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট সম্বন্ধ-অভিধেয় প্রয়োজনাত্মক দশটী সিদ্ধান্ত শ্লোকাকারে এইভাবে লিখিয়াছেন,—

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং
সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্
তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং
শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্
গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥

বেদই আম্নায়। আম্নায়-পারম্পর্য্যই গুরু-পারম্পর্য্য। আম্নায় অর্থাৎ বেদই একমাত্র প্রমাণ। এই বেদ নয়টী প্রমেয় অর্থাৎ বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন। এই দশতত্ত্বের মধ্যে একটি প্রমাণ আর নয়টী প্রমেয়।

১। আম্নায়-বাক্যই প্রমাণ।
২। কৃষ্ণতত্ত্ব হরিই পরতত্ত্ব।
৩। তিনিই সর্ব্বশক্তিমান্।
৪। তিনিই অখিলরসামৃতসিন্ধু।
৫। জীবসকল হরির বিভিন্নাংশ তত্ত্ব।
৬। তটস্থধর্ম্মবশতঃ জীব সকল বদ্ধদশায় প্রকৃতি-কবলিত।
৭। জীবসকল মুক্তদশায় প্রকৃতিমুক্ত।
৮। জীব ও বিশ্ব শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ।
৯। শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন।
১০। শুদ্ধকৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য।

প্রথমটিতে প্রমাণতত্ত্বের কথা আর বাকী নয়টি প্রমেয়-তত্ত্বের মধ্যে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের কথা আছে। দ্বিতীয় হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার, নবমে অভিধেয়তত্ত্বের ও দশমে প্রয়োজনতত্ত্বের বিচার আছে। দ্বিতীয় হইতে অষ্টম সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত যে সম্বন্ধতত্ত্বের কথা আলোচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সিদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের মীমাংসা এবং পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সিদ্ধান্তে জীবতত্ত্বের কথা পাওয়া যায়। অষ্টম সিদ্ধান্তে শক্তিতত্ত্বের সম্বন্ধ বিচার আলোচিত হইয়াছে। নবম সিদ্ধান্তে শুদ্ধভক্তিরূপ অভিধেয় বা সাধন এবং দশম সিদ্ধান্তে কৃষ্ণপ্রেমরূপ প্রয়োজন বা সাধ্যের কথা আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন শ্রীরাধামাধবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রদত্ত দশমূল-নির্যাস পানের আশা শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল প্রভুপাদের নিজজন—অভিন্নহৃদ্ ও আত্মবিগ্রহ নিত্যানন্দাবতার শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদই প্রথম জগৎকে দশমূল-নির্যাস দান করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। সর্ব্বোত্তম পরদুঃখদুঃখী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আমাদের উদ্ধারের জন্য "আম্নায়-দশমূল", "শ্রীভগবদ্গীতা-দশমূল", "শ্রীমদ্ভাগবত-দশমূল", "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত দশমূল" আবিষ্কার করিয়াছেন। এই দশমূল-রসামৃত অকপট সেবোন্মুখচিত্তে পান করিলে আত্মমঙ্গললাভ যে নিশ্চয়ই হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জানি না, কবে এই দশমূলরস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে নিরন্তর পান করিয়া আত্মমঙ্গল বরণ করিতে পারিব।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অসংখ্য দানের মধ্যে এই দশমূলনির্যাস দান একটী মহাদান। ইহা ভবরোগের ঔষধ ও গোলোকের অপ্রাকৃত বস্তু। এই অপ্রাকৃত সঞ্জীবনী-সুধা পান করিবার ক্ষমতা গৌরাঙ্গ-পার্ষদ ব্যতীত অপরের নাই। সাধুবৈদ্য-শিরোমণি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদের ভবরোগ দূর করিয়া আমাদিগকে স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত বা আত্মবান্ করিবার জন্য ভগবানের অপার্থ মহৌষধস্বরূপ যে দশমূল পাচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন সেই পাচন যদি আমরা আদরের সহিত পান ক'র তাহা হ'লে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বা এ জন্মের দুঃসঙ্গ-জনিত সমস্ত অনর্থ অনায়াসে নির্ম্মূল হইবে এবং আমরা পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ ক'রয়া ভগবৎ-সেবানন্দে কৃতকৃতার্থ হইতে পারিব। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার দশমূল-নির্যাসপানের এইরূপ বিধি লিখিয়াছেন,—

"শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীশ্রীরূপসনাতন প্রভৃতিকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই দশমূল। যিনি শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা গ্রহণ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণব হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রথমেই দশমূল-নির্যাস সেবন করিবেন। শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে এই নির্যাসের মধ্যে সকল তত্ত্ব সংক্ষেপে দেখাইয়া দিবেন। ক্রমে ক্রমে ভজনাধিকার হয়। গুরুচরণ হইতে ভজন-শিক্ষা, ভজন দ্বারা সকল অনর্থনিবৃত্তি। তবে নিষ্ঠাদি-ক্রমে ভাবের উদয় হয়। ভজনের প্রথমাবস্থাই এই দশমূল-সেবন। দশমূল নির্যাস পান করাইয়া গুরুদেব শিষ্যের শুদ্ধ-সংস্কার করিবেন।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' গ্রন্থের কথা সকলেই জানেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই গ্রন্থের ১ম পরিচ্ছেদে দশমূলের কথা এবং ২য় পরিচ্ছেদ হইতে একাদশ পরিচ্ছেদ—এই দশ পরিচ্ছেদে দশটি তত্ত্বের কথা বিশেষভাবে আলোচনা ক'রয়াছেন। 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' নামক গ্রন্থটি এই দশমূলের বিস্তৃত ব্যাখ্যা। এই দশমূল-শিক্ষা শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে মনোযোগ সহকারে পড়িলে সর্ব্বসিদ্ধান্ত ভাল উপলব্ধির বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। তা' ছাড়া গৌড়ীয় ১০ম বর্ষের শ্রীশ্রী ভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব সংখ্যায় এই দশমূলের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও 'আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং' শ্লোকের ব্যাখ্যা বাংলাভাষায় সুন্দরভাবে করিয়াছেন। তাহা আমাদের পরমপূজ্যপাদ গৌড়ীয়-সম্পাদকের কৃপায় গৌড়ীয়ে সংরক্ষিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১০
সেবক—শ্রীভক্তিবর্দ্ধন দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এস্

(৩) শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসজ্জনদাস ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভবানন্দদাস ব্রজবাসী

(৭) কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীজনকরাম ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীনন্দন দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি—(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদমারি, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
চাঁচরাপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

(২১) শিয়ালদহ গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীরাধাচরণ ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চটক পর্ব্বত
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
বাংলাবাজার, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীবনমালিদাস ব্রজবাসী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীবিবস্বান্‌বিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া। আসাম।
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাঝোরা, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীমনমোহন ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ নারিকেলডাঙ্গা, জেঃ নাগারপাড়া, ২৪ পরগণা, টেঃ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুয়া পাটনা।
সেবক—শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীনন্দগোপালকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ বড় গণেশ, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) প্রপন্নাশ্রম মঠ,
পোঃ বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া টেঃ পি।
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলমণি ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

(৩৯) ব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়কুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রীইন্দ্রদেব দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রীরাধাচরণ ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীবঙ্কিম দাস

(৪৩) নন্দগ্রাম বিহারী মঠ
নন্দগ্রাম, মথুরা।
সেবক—শ্রীরাধাচরণ দাস

(৪৪) গৌরবিনোদ মঠ—লক্ষ্মণাপুরী,
পোঃ লোহারী, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

৪৫। ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীকিশোর ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং কোটলা রোড, নই দিল্লী
সেবক—শ্রীমধুব্রত ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বাই নং ২৬
সেবক—শ্রীবিশ্বাম্ভর ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীবেঙ্কটরমণ ব্রহ্মচারী

(৪৯) কভুর-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীগদাধর দাস অধিকারী

৫১। সত্যগৌড়ীয় মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

৫২। ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

৫৩ টোটাগোপীনাথ
সেবক—শ্রীনৃসিংহ দাসাধিকারী

(৫৪) শিমুলিয়া-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) সচ্চিদানন্দ মঠ
বালিয়াটি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

(৫৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম
পোঃ বহরমপুর, গঞ্জাম
সেবক—শ্রীরঘুনাথ ব্রহ্মচারী

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর
সেবক শ্রীদীনহীন দাসাধিকারী

(৫৯) অমরি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী

(৬০) জামালপুর গৌড়ীয় প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রামদাস (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
কুসুমকুঞ্জ, পোঃ তিতকণা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীঅবতারণ ব্রহ্মচারী

(৬২) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং মিচেল ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ভাইন রোড
প্যাসেঞ্জ, লণ্ডন, এস ৫
সেবক—স্বামী বিনোদবাণী দাস

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরিধারীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
আলিপুরনগর, ঢাকা (টেঃ-পি)
সেবক—শ্রীনেপালানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
...কাননগ, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রী বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (টেঃ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) প্রাক্তনভজন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রীবজ্রেশ্বর ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভাক্তশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(*):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "	৫৲
৩ মাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ পয়সা। বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ [illegible] রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গৌরগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত। ইহাতে বহু 'স্কেচ' (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুরা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ছড়ার মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু [illegible] সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে পাশ্চাত্যদার্শনিকগণের ও আমাদের দার্শনিকগণের প্রভাব, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বরাহ [illegible] প্রভৃতিসম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা-নিরসনমূলে যুক্তি ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে যাবতীয় [illegible] সাধারণ [illegible], তত্ত্বজিজ্ঞাসু সংশিক্ষিতগণের প্রণয় হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পো: ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

গ্রাম অতীব স্বাস্থ্যকর—সরকার মঞ্জুরী প্রাপ্ত বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচিত বোর্ড। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। [illegible] ছাত্রগণের [illegible] বিনা খরচে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র [illegible] এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা আনুপূর্ব্বিকভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র আনুপূর্ব্বিকভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্‌-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক [illegible] অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় অর্থ ও [illegible] পাঠকগণ [illegible] শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর আনন্দলাভ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে উত্তম এন্টিক [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সকলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রতিপাদ্য বিষয়-নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত পয়ারাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা। ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৯-২৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-৫
দমদম	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-৫০			২২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-৫৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৯	৯-৩৯	১৩-৩৩	১৫-৫	১৮-৫৯	১৯-৪০	১-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১০-৫৪	১৪-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৫১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৮	১০-১৯	১৮-১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম..	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৪-২২	১৬-৮	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬ ৫৬	১৯-২২	২০-৪৬	০-০১
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৪৫	৯-২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯	৪-১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৯	৯ ৩০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৫	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	২০-৯	২১-২৬	২৩-৭	
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১ ২০	১৪ ১৬	১৭ ৪৬	২১-৪০	২৩ ১৫	৬ ১৬	

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং সরিপক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে রত হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ নানাচিত্র বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম হইতে ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়তালিকা (contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা নদীয়া

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এইস্থে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহারীর পাচন

সর্ববিধ মেহের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় অগ্নিমান্দ্য ক্ষয় কাশ জ্বর অত্যন্ত অধিক। শিরায় মেহ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র—

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অন্যান্য বোতলানা, ৬৪ পরগণা।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর।
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম মায়াপুর

পদ্যপ্রসূনমালা
—ঃ—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিবিধ পদাবলী শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের বিরচিত 'গৌরভ' ভাষাসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
মহা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—আমী, ঢাকা

REGD NO 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—ঃ০ঃ—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর—১৫ই মাঘ ১৩৪৭, ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৪১ মঙ্গলবার ! ২৭০তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——ঃঃ(০)ঃঃ——

খ বিমানের অভিযান

ব্রিটিশ বিমানবহর ১৯৪০ সালের জুন মাস হইতে এ পর্যন্ত ইতালীতে ৭২ বার আক্রমণ চালাইয়াছে। ইহার মধ্যে গত ২৮শে অক্টোবরের পর হইতেই ৪৪ বার আক্রমণ চলিয়াছে। ইহা ছাড়া ব্রিটিশ বিমানবহর দোদেকানিজ ও আলবেনিয়ায় ৬৬বার আক্রমণ করিয়াছে। ইতালীর বন্দরসমূহই ব্রিটিশ বিমানের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল। বন্দরে ৩৭, কারখানায় ৪১, রেলওয়ের উপর ২০ এবং বিমানঘাঁটি ও তৈলাগারের উপর ১৮বার আক্রমণ হইয়াছে। ভালোনার (আলবেনিয়া) উপরই প্রধান চোট গিয়াছে। ঐ বন্দরে ব্রিটিশ বিমান ২৪ বার হানা দিয়াছে। উত্তর ইতালীতে প্রধান বিমান নির্মাণ কারখানা তুরিণে ১০ বার, নেপলস্ লোর্যাঙ্গিতে ৩ বার আক্রমণ চলিয়াছে। ইহাছাড়া দুরাজোর (উত্তর আলবানিয়ার) উপর ৮, সেন্টে ক্রুয়ানিতে ৭, এলবাসানে ৬, ব্রিন্দিসিতে ৫ এবং মিলান, বারি ও জেনোয়া প্রত্যেক স্থানে চারবার করিয়া আক্রমণ হইয়াছে। বিমান বহরই এই আক্রমণ চালাইয়াছে। নৌ-বিমানের আক্রমণ ইহাতে ধরা হয় নাই।

———

সোফিয়ায় রুজভেল্টের প্রতিনিধি

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বিশেষ প্রতিনিধি কর্ণেল ডোনোভান সোফিয়া হইতে বেলগ্রেড যাত্রা করিয়াছেন। বুলগেরিয়ার প্রধান মন্ত্রী মসিয়ে ফিলোভ ও পররাষ্ট্রসচিব মঃ পপোভ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন। এই আলাপ-আলোচনার উপর বুলগেরিয়ার সংবাদপত্র বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছে। অবস্থার সঙ্গে ওয়াকেবহাল হওয়াই সম্ভবতঃ এই সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য।

বার্লিন হইতে সরকারী জার্মাণ নিউজ এজেন্সির এক সংবাদে প্রকাশ, রাজা বোরিস মিঃ ডোনোভানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। ঐ সংবাদে বলা হইয়াছে যে, মিঃ ডোনোভান রুজভেল্টের বিশেষ সামরিক প্রতিনিধি। মিঃ ডোনোভান বেলগ্রেড হইতে লণ্ডন হইয়া দেশে ফিরিবেন।

জরুরী অবস্থার জন্য আমেরিকার আয়োজন

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এক সাংবাদিক বৈঠকে বলিয়াছেন যে, জরুরী অবস্থার জন্য সর্বপ্রকারের ৫০টি সরকারী আদেশের খসড়া তৈরী করা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার ধারণা এবং তাহার একটিতে সম্ভবতঃ এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রের যে সব টাকা পয়সা আছে, তাহা আটক রাখা হইবে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলেন যে, অকস্মাৎ প্রয়োজন হইতে পারে তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিবার উদ্দেশ্যেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে এই আদেশের খসড়া করা হইয়াছে। ব্রিটেনকে মার্কিন নৌ-বহর দেওয়া এবং পাহারা দিয়া বৃটিশ জাহাজকে আটলাণ্টিক পার করিয়া দিবার আলোচনাকে তিনি চাঁদের উপর দিয়া সকল লম্ফ দিবার মত অসম্ভব কাহিনী বলিয়া বর্ণনা করেন।

আটলাণ্টিকে ফরাসী জাহাজ আটক

কমন্স সভায় নৌ-সচিব মিঃ আলেকজাণ্ডার ঘোষণা করেন যে, আটলাণ্টিক মহাসাগরে একটি ব্রিটিশ রণতরী ফরাসী জাহাজ মেকোলাকে আটক করিয়াছে। মেকোলা জাহাজটি ব্রিটিশ অবরোধ এড়াইয়া দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ইউরোপে আসিবার চেষ্টা করিতেছিল। শ্রমিক দলের মিঃ ওয়েজ উক্ত ফরাসী জাহাজটি ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব-প্রসঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, দক্ষিণ আমেরিকা উপকূলে ফরাসী জাহাজের সহিত এরূপ লুকোচুরি খেলা আর কতদিন চলিবে। উত্তরে মিঃ আলেকজাণ্ডার মিঃ ওয়েজউডকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, যে সমস্ত রাষ্ট্রের জাহাজ আটক করা হয় আন্তর্জাতিক আইন কেবলমাত্র ঐ সমস্ত রাষ্ট্রের উপরই প্রযুক্ত হয় না। পরন্তু যে সমস্ত রাষ্ট্র বৃটেনের বন্ধুভাবাপন্ন তাহাদের উপর এই আইন প্রযুক্ত হয়।

লণ্ডনে চেক ইন্‌ষ্টিটিউটের উদ্বোধন

ইংলণ্ডে প্রায় ১০ হাজার চেক আছেন। লণ্ডনে একটি কেন্দ্রীয় চেকোশ্লোভাক ইন্‌ষ্টিটিউট গঠন করা হইয়াছে। এই ইন্‌ষ্টিটিউটের উদ্বোধনের সময় রাজা যে বাণী দিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, এই প্রতিষ্ঠান উভয় দেশের মিলন এবং মৈত্রীর সম্বন্ধ আরও মধুর করিবে।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মিঃ ইডেন বলেন যে, চেকোশ্লোভাকিয়া শীঘ্রই আবার স্বাধীন হইবে।

ইঙ্গ-চেক সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠতর হইবে বলিয়া ডাঃ বেনেস বক্তৃতা করেন।

———

কলিকাতা সহরের মানচিত্র

কলিকাতা সহরের মানচিত্র বা নক্সাপত্রের সহায়তা লাভ, এমন সমস্ত কাগজপত্র যাহাতে শত্রু পক্ষের হস্তগত না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট হইতে কাগজ পত্রাদি অফিস হইতে বাহির করিবার সময় পরীক্ষা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই নির্দেশানুযায়ী কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট বিভাগীয় অফিসারদের প্রতি সার্কুলার জারী করিয়াছেন।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ট্রাষ্ট বাৎসরিক রিপোর্টে কলিকাতার মানচিত্র প্রকাশ বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে বঙ্গদেশ তথা দেশের অন্যান্য প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তময় সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীবরূপ রূপানুগবরসিদ্ধান্তবর্ণনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ স্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তন্ত্রমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, বিবর্ত্তের আলেখ্য, ভূমিকা ও সূচীসহ অনুরূপপূর্ব্ব সৌষ্ঠবপূর্ণ নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
অধ্যাপক শ্রীপাদ [illegible] দাস এম-এ, বি-এল,
পুরাণাপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৷০
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বাহ্মণ-আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। বৃন্দাবনলীলা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তসূত্রসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিন-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৶১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রপরিক্রমা ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। [illegible]
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)
৪৯। [illegible]
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ র্থ)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষাবিবৃতি)
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয়
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। সাধনবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিভূতিঃ
৬৩। নবীন-শিক্ষাষ্টকম্
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত
৭০। [illegible]
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স
৭৩। [illegible]
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। [illegible]
[illegible]
৭৮। [illegible]
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

জার্ম্মাণ ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গীতিমালিতো শ্রীভক্তি-বিনোদ
—∗∗—
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৸০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা
—∗—
বিশিষ্ট স্তব ও গদ্যাদি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ } ১৫ মাঘব ৪৫৪ গৌরাব্দ ১৫ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৮শে জানুয়ারী ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার ২৭০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ মাঘব মাধু প্রহর গৌরাব্দ ৪৫৪

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::∗::——

শরণাগতি বা নির্ভরতাই দরকার। বিষয়ভক্তির প্রতি নির্ভরতাই অ-বন্ধো-বস্থা, আর ভগবৎপাদপদ্মে সম্পূর্ণ নির্ভরতাই মুক্তাবস্থা বা ভক্তি। শরণাগত ব্যক্তি তাঁহার ভবিষ্যতের কথা কিছুই চিন্তা করেন না; কারণ, উহা সকলই ভগবানের হাতে। যদি কেহ শরণাগত বলিয়া পরিচয় দিয়া আখেরের কথা চিন্তা করেন, তাহা হইলে তাঁহার শরণাগতি নাই জানিতে হইবে। বর্ত্তমানে কপালক্রমে যাহা সংঘটিত হইতেছে, তাহা পূর্ব্বকর্ম্মেরই ফল। সুতরাং তাহাতে অস্থির না হইয়া সমস্তই কৃষ্ণের কৃপা বলিয়া উপলব্ধি করিতে যত্ন করা উচিত। যাঁহারা অকপটে শরণাগত হইয়াছেন, ভগবানই যে তাঁহাদিগকে চালাইতেছেন, তাহা তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারেন। যত দুঃখ-কষ্টই আসুক, আমি কিছুতেই ভগবানের সেবা ছাড়িব না,—এইরূপ দৃঢ় সংকল্প আমাদের সকলের হৃদয়ে থাকা উচিত। যে কোন অবস্থায় আসুক না কেন, জীবনে মরণে ভক্তিসেবা ছাড়িতে হইবে না। সকলের মূলে ভগবান্ আছেন, ইহা উপলব্ধি হইলেই মঙ্গল। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যদি 'নিজ কর্ত্তৃত্ব' উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে অসুবিধা। প্রীতি বা আপনজ্ঞান থাকিলে ভগবানের দেওয়া দুঃখকেও সুখ বলিয়া মনে হইবে। বিপদ্ বা কষ্টের মধ্যে রাখিয়াই যদি কৃষ্ণের সুখ হয়, তাহাই বরণীয়—ইহাই ভক্তের বিচার।

———

অকিঞ্চন না হইলে শরণাগত হওয়া যায় না। শরণাগত সাধুগণ সকিঞ্চনকে সঙ্গে নেন না। বহুধকাম-ই কিঞ্চনতা, আর কৃষ্ণসুখকামনাই অকিঞ্চনতা। সকিঞ্চন ইন্দ্রিয়তর্পণপথের পথিক, আর অকিঞ্চন সর্ব্বেন্দ্রিয়তর্পণপথের—কৃষ্ণের পথের পথিক। এই দুইটী রাস্তা পরস্পর উল্টা। সুতরাং সাধুগণ কি করিয়া আমাকে সঙ্গে নিবেন? আর না গেলে, তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে না চলিলে তাঁহারা আর কি করিবেন? সেইজন্য মঙ্গল চাহিলে কিঞ্চনতা ছাড়িয়া অকিঞ্চনতা-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইবে—নিজেকে 'কৃষ্ণের আমি' বলিয়া জানিতে হইবে। আমি কৃষ্ণের—আর নিত্যানন্দের, ইহা দাম্ভিকতা নহে, ইহাই কৃপাবলি-মূলী তা। এই শুদ্ধ অহঙ্কারে বা চিন্ময় অভিমানে সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে। ইহাই বাস্তাভিমান। আমি শুদ্ধবৈষ্ণবের দাস, এই উপলব্ধি যাঁহার যে পরিমাণে আছে, তিনি সেই পরিমাণে মুক্ত। ভক্তাসাভিমানই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা। এই চিন্ময় অভিমানের সংসারমুক্তি হয়। শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
সুখেতে যে জন বলে 'নিত্যানন্দ-দাস'।
সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্যপ্রকাশ॥
জগতের প্রেমদাতা যেন নিত্যানন্দ।
তান প্রভু যেন সর্ব্ব প্রভু গৌরচন্দ্র॥
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চাঁদেরে॥

———

সাধুর প্রসন্নতাবিধানই মঙ্গললাভের উপায়। কোনপ্রকারে তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিলে পারমার্থিক মৃত্যু অনিবার্য্য। জীব—কৃষ্ণদাস কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়াই জীবের অবিদ্যারূপ জড়বন্ধন। জীবের যে পরিমাণে ভগবদ্বিমুখতা, তাঁহার চেতন সেই পরিমাণ আবৃত। নীতিশূন্য অপেক্ষা নিরীশ্বর-নৈতিক, নিরীশ্বর নৈতিক অপেক্ষা সেশ্বর নৈতিক অবস্থা ভাল বটে, কিন্তু তাহারা কেহই ভগবদুন্মুখ নহে। সাধন-ভক্তিময় জীবনে কিছু উন্মুখতা দেখা যায়। ভাবভক্ত-জীবনের পূর্ব্বাবস্থাই সাধক জীবন। শ্রদ্ধাসহকারে সাধুসঙ্গে ভজনপ্রভাবে অনর্থ নষ্ট হইলে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি হয়। ভাবভক্ত-জীবনই জীব-জীবনের পূর্ণপ্রকাশ। তাহাই পূর্ণ-বিকশিত চেতন-অবস্থা।

মুক্ত অবস্থাতেই কৃষ্ণভজন হয়। অনর্থ থাকাকালে গুরুভজন কি করিয়া হইবে? প্রশ্নের উত্তরে মহাজনগণাদ্রবে একন আছে করিয়া জড়ভোগবাসনামূলক কপটতারূপ অনর্থ নিবৃত্তির জন্য যত্ন করিতে হইবে। ইহাই বদ্ধাবস্থার ভজন। কৃপালাভের জন্য যত্নই সাধন। সাধন ব্যতীত সিদ্ধি হয় না। পূর্ব্ব স্বরূপ হয় সহিত সাধন করিতে হবে—কৃপালাভের জন্য যত্ন করিতে হবে, তাহা হইলেই সিদ্ধিলাভ হবে—'আমি কৃষ্ণের' ইহা বুঝা যাইবে।

———

ভগবদ্ভজনেই জীবের চরম কল্যাণ। [illegible] ভজনের অর্থাৎ সেবার ধারা। যে অবস্থায় [illegible] হওয়া যায়, তাহাই ভাগবতের উ[illegible]। [illegible] আত্মাতীত ব্যাপার। [illegible] ব্যাপারে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপযোগিতা নাই। [illegible] বয়সে কৃষ্ণসেবার উপ[illegible] পুজাদি করিয়া থাকেন, [illegible] করেন না। প্রকৃত বৈষ্ণব [illegible]। তাঁহার অবস্থা আশ্রমাতীত, তিনি পরমহংস। তাঁহার এ[illegible], [illegible], বৈশ্য, শূদ্র বা ব্রাহ্মণ, [illegible] নাই। [illegible] আমি [illegible]। [illegible] থাকিয়াই হরিভজন করিতে [illegible] হরিভজন-হীন [illegible] বৈরাগ্য হইয়া থাকে। [illegible] পূর্ণ গৃহেই [illegible]। [illegible] হরিভজন করিলে তাঁর [illegible] থাকেন। তিনিই আমাদের আদর্শ

শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশের মর্ম্ম

(শ্রীচৈতন্যমঠ, ২৮।২।৪০, অপরাহ্ন)

মনের পারমার্থিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা না হ'লে উন্নতি হয় না। যে ভক্তিরে লোকের ... নাই, সেই গৃহস্থ ... তাঁরা ধর্ম্মের নামে ... পেয়েছেন পুনঃ পুনঃ তাঁরা ... করছে। ... অভাবে তাঁদের এই অবস্থা হ'য়েছে। তাঁরা ভোগের ... সুখময় মনে ক'রে অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'চ্ছে। তাঁদের কৃষ্ণে রতি হ'বে না। সেই গৃহাসক্তগণের শুদ্ধবৈষ্ণবের মুখে কথা শুনেও সুবিধা হ'বে না। তাঁরা ইন্দ্রিয়সুখপ্রদায়িনী প্রাকৃত সঙ্গ ছাড়তে পারে না। তাঁরা ইন্দ্রিয়সুখ-বিধায়ক মনকে শোধন ক'রতে চায় না। তাঁরা ঐ ভাবেই থাকবে, প্রতিজ্ঞা ক'রেছে। শোধন না হ'লে সুবিধা কি ক'রে হ'বে?

ভগবানের দয়ার অভাব বা দয়া-বিতরণে কার্পণ্য নাই। তাঁর দয়া গ্রহণে আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে কি? যদি না হয়, তবে সেখানে দুর্ভাগ্য অনিবার্য্য। যেখানে কৃপা-ভিক্ষার ইচ্ছা নাই, সেখানেই দুর্ভাগ্য। যেখানে ইচ্ছা কম, সেখানে উহা বাড়া'তে যত্ন করতে হ'বে। হ'ল না ব'লে অভাববোধ থাকা দরকার। বহির্মুখতা কতটা পেয়ে ব'সেছে, যা'তে কৃষ্ণকথা বা কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুলতা আসছে না, তা' কোনদিন চিন্তা করি কি? কি সর্ব্বনাশ! কত অভিনিবেশ—দারা প্রভৃতি!

আমাদের দশের ন্যায় বুদ্ধি হ'য়ে গিয়েছে। যাঁকে বেশী কৃপা করবেন ব'লেছেন। বৈষ্ণব হরিসেবায় দক্ষ। কৃষ্ণের ভোগবিলাসের প্রতি বৈরাগ্য এবং নিজের ভোগবিলাসের প্রতি যত্ন এত বে'ড়েছে যে, এত সাধুর দাগ বসছে না। এ'তে হয় দুর্ভাগ্য, না হয় বিষ্ঠাতেও মত ক্ষণিক একটু একটু ইচ্ছা হ'চ্ছে।

মঙ্গলের মধ্যে কৃপা। মূলে যদি শ্রদ্ধা বা শরণাগতিলক্ষণা প্রবৃত্তি না থাকে, তবেই গোলমাল।

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥

সেবার প্রতি লোভই—অনুরাগ। কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর কৃপা-কটাক্ষ হ'লে সেবার সুযোগ লাভ হয়। ভাব—অভিধেয়, তা'র ফলে সম্বন্ধ ও প্রীতি হ'বে। কৃষ্ণভক্তিই কৃষ্ণ (সম্বন্ধ) দেবে। অভিধেয়ই সম্বন্ধ ও প্রয়োজন দেয়। সম্বন্ধ যত দৃঢ় হ'বে, অভিধেয় তত দৃঢ় হ'বে। হরিকথা-শ্রবণ হ'চ্ছে কিন্তু যদি সম্বন্ধজ্ঞান না হয়, তবে শ্রবণের ফলটা হ'চ্ছে না। কৃষ্ণের প্রতি আস্থা হ'লে কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি বিরাগ হ'বে। আলোর প্রতি রুচি হ'লে অন্ধকারের প্রতি অরুচি স্বাভাবিক। অনেকে অন্ধকার পছন্দ করে, আলোর প্রতি তাঁদের রুচি নাই— যেমন বাদুড়, ছুঁচো, পেচক প্রভৃতি। কৃষ্ণ-ধারণা ও কৃষ্ণেতর-ধারণা যুগপৎ এক সঙ্গে থাকে না। কৃষ্ণবিমুখিনী ভোগ ও ত্যাগ-প্রবৃত্তি যেখানে, সেখানে আবার সেবা পর্য্যন্ত কোথায়? যেখানে ভক্তি, সেখানে ভোগত্যাগের প্রতি বিরক্তি স্বাভাবিক। মনের বৃত্তি বিশ্লেষণ ক'রে গুরু-প্রদত্ত বাণীর আলোকে (টর্চলাইট দিয়ে) দে'খতে হ'বে —কি অসুবিধা হ'চ্ছে? শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অনায়াস কৃপালাভে উদাসীন হ'লে চলবে না।

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥

গুরুকৃপা একটি positive বস্তু। তাঁরা কৃপা ক'রে—জাগ্রত যা'চ্ছে। কিন্তু আমি তাঁদের কৃপা গ্রহণ করতে পারছি না, এটা উপলব্ধি করা দরকার। আত্মীয়-স্বজনের কথা একটু শুনি, অন্ততঃ রোগ থেকে আগে বাঁচি, সংসারে প'ড়েছি যাহা অন্ততঃ একটু বুঝি, তা' হ'লে ত' মঙ্গল হ'বে। পাগলের common sense না থাকুক, কিন্তু ক্ষুধার জ্ঞান ত' আছে। আমাদের কি কোন কিছু বোধ থাকবে না? আমরা কি এতই জড় পদার্থ হ'য়েছি?

কিছুই যখন না থাকে, সুবিধা কি ক'রে হ'বে? 'আর ত' তোমার জন্য',—ইহা জানা দরকার। আমি সাধুগুরুর কথা ছাড়া আর কা'রও কথা শুনব না, কাউকে বিশ্বাস ক'রব না। যদি বিশ্বকে বিশ্বাস করি, তা' হ'লে আমাকে ঠকতে হ'বে।

কৃপা is essential. Wrong initiative অপস্বরূপ, আর Right initiative—ভক্তি। গুরুর কাছ থেকে দয়া, আর আমাদের দিক্ থেকে ভক্তি বা দাস্য। শুদ্ধ দাসাভিমান হ'লেই মঙ্গল হ'লো।

স্ত্রী-জাতীয় প্রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণের নাম জন্ম ... এর জন্ম যখন হয়, তখন গুরুর কৃপা ও ভজন প্রবৃত্তি আরম্ভ হয়। তখনই দীনতার উপলব্ধি হয়, হ'ল না ব'লে একটা অভাববোধ হয়। কৃষ্ণের কৃপা মূর্ত্তি ধ'রে সদ্গুরুরূপে বিশ্বে অবতীর্ণ হ'য়েছেন,—তা দেখা যায়। সেবোন্মুখ জীব তখন ত্রিপাদবিভূতির দিকে—অশোক রাজ্যের দিকে যা'চ্ছে। তখন পরাক্ থেকে প্রত্যক্ দিকে অভিযান অর্থাৎ স্ব স্বরূপ-পুনঃপ্রাপ্তির আশা পা'চ্ছে। নির্ম্মল হৃদয়ে সচ্চিদানন্দ প্রভুর প্রকাশ হয়। এ'টা বলদেবের চাষ, —সন্ধিনীশক্তির প্রাকট্য। এখানে জড়ানন্দ, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মানন্দ আর পরব্যোমে সেবানন্দ। তখন বহির্জ্জগতের ব্যাপার স্বপ্নের ন্যায় মনে হ'বে। ইহা positive —কৃষ্ণেতর বিষয়ে অভিনিবেশ নাই, কৃষ্ণে অভিনিবেশ হ'চ্ছে। বিষয় হ'তে চিত্তকে আকর্ষণ ক'রে বাস্তবস্তুর যে যত বেশী নিকটে থাকতে পারে, সে তত অগ্রসর হ'চ্ছে। 'শক্তির সহিত শক্তিমান্' অর্থাৎ শ্রীগুরু সহিত শ্রীগৌর—এই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অধিষ্ঠিতি যাঁ'র যত, তাঁ'র তত নিত্যমঙ্গল।

বিষয়ে অভিনিবেশ বেশী হয়। মহামন্ত্রের উচ্চারণ—বিরহোদ্দীপক। বিপ্রলম্ভই একমাত্র ভজন প্রণালী। বিরহ—গাঢ় অভিনিবেশের প্রকাশ। বিরহে উদ্দীপনা বেশী। যত বিরহের স্ফূর্ত্তি হয়, তত উদ্দীপনা হয়। এই অভিনিবেশ জিনিসটি স্মরণ। যৎকিঞ্চিৎ মনের দ্বারা অনুসন্ধানই স্মরণ। ভগবৎকৃপার মূর্ত্তি—সাধু। গুরুদেব গৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহ। গুরুপুরুষগণই আমাদের আত্মীয়স্বজন। সুস্থ হ'য়ে তাঁদের সঙ্গে বিলাস করা দরকার। নামপরায়ণ বৈষ্ণবই মূল। বৈষ্ণবের সঙ্গে নাম নিরন্তর হ'লে অনর্থের অবকাশ হ'বে না। ক্রমে দৃঢ় যত্ন ও নিয়ম ক'রে দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হ'তে হ'বে। অভিনিবেশ, সরলতা ও দৃঢ়তা—এই তিনটি হ'লেই মঙ্গল হ'য়ে যা'বে। যাঁ'র একটি কম, তা'র সুবিধা হ'বে না। যে কোন একটি না থাকলেই অসুবিধা।

অশোকরাজ্য ব্রহ্মলোক। বিরজাও অশোক, সেখানে কেবল চিন্মাত্র-প্রতীতি। প্রকৃতির পার হ'লেই অশোকরাজ্যে যাওয়া যায়। সেখানে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ বা ইন্দ্রিয়ের সংযত বিষয়ের পরিবর্ত্ত নাই। সেখানে বিষয়লিপ্সাও নাই। জড়বিলাস ত্যাগ—নিরপেক্ষ অবস্থা সেখানে। অভয়রাজ্য—বৈকুণ্ঠ। অভয়রাজ্যে বিলাস আছে। সেখানে Personality আছে। কিন্তু অশোকরাজ্যে কোন রূপ নাই। অভয়রাজ্যে বিলাস, আনন্দ আছে, সেখানে আশ্রয়ের নিকৃষ্ট-অভিমান ও বিষয়ের মর্য্যাদা-জ্ঞান প্রবল। অমৃতলোকে—ব্রজে ঠিক তা'র উল্টো। উন্মনমোহনের পাদপদ্ম আশ্রয় না ক'রলে পঙ্গু হ'য়ে থাকতে হ'বে—চলা যা'বে না। ব্রহ্মলোকে আশ্রয় নাই। সুতরাং আবার এখানে আসতে হ'বে।

দশমূল

(২)

নয়টি প্রমেয়

১। শ্রীহরিই একমাত্র পরতত্ত্ব। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই হরি। কৃষ্ণই পরমেশ্বর, অনাদি, সর্ব্বাদি, গোবিন্দ ও সর্ব্বকারণকারণ। কৃষ্ণ অন্য-নিরপেক্ষ স্বয়ংরূপ ভগবান্। তিনিই মূল পরাৎপর-তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ হইতে যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্ব প্রকাশিত। সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের মূল-আকর শ্রীবলদেব প্রভুও সর্ব্বকারণকারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন—রাধানাথ। ব্রহ্ম শ্রীহরির অঙ্গপ্রভা মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ হইতে তিনি পৃথক্ তত্ত্ব নন। আর পরমাত্মা শ্রীহরির অংশ, যাঁহার ঈক্ষণে প্রকৃতি এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা আদি গৌণনাম। উহাতে স্বরূপের পরিচয় নাই। ব্রহ্ম-শব্দ জড়ভিন্নত্ব নির্ব্বিশেষ-ভাব। পরমাত্মা-শব্দ জগতের সম্বন্ধগত অন্তঃপ্রবিষ্ট একদেশস্থিত চিদ্বিভূতিবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণই বেদ্য বাস্তববস্তু অদ্বয়জ্ঞান। তিনি চিদ্বিলাসী—পুরুষোত্তম। শ্রীনারায়ণ তাঁহার বিলাস-বিগ্রহ। শ্রীহরিই একমাত্র প্রভু, আর সকলেই তাঁহার দাস। তিনি অধোক্ষজ।

শ্রীকৃষ্ণের দেহ-দেহীতে ভেদ নাই। কৃষ্ণ-স্বরূপ একস্থানস্থিত মধ্যমাকার হইলেও সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ সকল অবতারের অবতারী। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা ও ব্রহ্মের আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং-ভগবান্ এ কথা সকল শাস্ত্রই তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

২। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন—স্বরূপ-শক্তিমান্। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন। শক্তিরহিত হইয়া ভগবানকে দর্শন করিলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মদর্শন হয়। বস্তুতঃ নিঃশক্তিক নির্ব্বিশেষ ভগবদ্ভাবই ব্রহ্ম এবং শক্তিমান্ সবিশেষ ব্রহ্মই ভগবান্। অদ্বয়জ্ঞানের অস্ফুট ও নিঃশক্তিক প্রতীতিই ব্রহ্ম। অন্তর্য্যামী প্রবিষ্ট দৃষ্ট আংশিক প্রতীতিই পরমাত্মা। আর অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণ সবিশেষ-প্রতীতিই ভগবান্। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণ শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্রপরমাণ॥
মৃগমদ, তার গন্ধ—ঐছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস-আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি

ভক্তি করি' যে শুনে চৈতন্য-অবতার। সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার॥

শ্রীহরির একটী অচিন্ত্যশক্তি আছে, তাঁহার নাম পরা শক্তি। সেই পরা শক্তির চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি—এই তিনটী প্রকার। এই তিনটী শক্তি দ্বারা চিজ্জগৎ, জড়জগৎ, জীব-জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। শক্তিতে প্রকারে সন্ধিনী (বল), সম্বিৎ (জ্ঞান), হ্লাদিনী (ক্রিয়া) এই তিনটী দেখা যায়। চিদ্ধাম, চিদ্বস্তু, চিদ্গণ, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা। ... সন্ধিনীবৃত্তির কার্য্য। ... সম্বিদ্বৃত্তির কার্য্যস্বরূপ সমস্ত চিদ্ভাব প্রকাশিত হয়। চিচ্ছক্তির যে হ্লাদিনী বৃত্তি, তাহাতে প্রেমানন্দানুশীলন হয়। জীবশক্তিতে যে সন্ধিনী তাহাতে জীবের চিন্ময় সত্তা ও বাসাদি হইয়াছে। তাহাতে যে সম্বিদ্বৃত্তি, তাহার কার্য্যস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানাদির উদয় হয়। তাহাতে যে হ্লাদিনীবৃত্তি তাহাতে ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়। অষ্টাঙ্গ-যোগীদের সমাধিসুখ বা কৈবল্যসুখও তাহার কার্য্যবিশেষ। মায়াশক্তিতে সন্ধিনীর কার্য্যস্বরূপ চতুর্দ্দশভুবন, বদ্ধজীবের জড়দেহ ও লিঙ্গদেহ, বদ্ধজীবের জড়ী নাম, জড়ীয় রূপ, জড়ীয় গুণ ও জড়ীয় কার্য্য প্রভৃতি। মায়াতে যে সম্বিদ্বৃত্তি, তাহাতে বদ্ধজীবের চিন্তা, আশা, বিচার ও কল্পনা প্রভৃতি উদিত হয়। মায়াতে যে হ্লাদিনীবৃত্তি তাহারা স্থূল জড়ানন্দ ও স্বর্গাদিগত জড়ানন্দ উদিত হইয়াছে। চিচ্ছক্তির দ্বারা বৈকুণ্ঠাদি তত্ত্ব, মায়াশক্তির দ্বারা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবশক্তির দ্বারা অনন্তকোটি জীব উৎপন্ন হইয়াছে।

৩। চতুঃষষ্টি গুণে কৃষ্ণ রসসমাবৃত স্বরূপ। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ রস। সকল রসের মধ্যে মধুর-রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের ব্রজলীলায় সেই মধুররসের বিশুদ্ধভাবে নিত্য অবস্থান।

৪। জীব শ্রীহরির বিভিন্নাংশ। অণুচৈতন্য জীব সূক্ষ্ম চিৎকণ। তাহার স্বাধীনতা যোগ্যতা আছে। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারবশতঃ সে কৃষ্ণবিমুখ হইয়া মায়াক্রান্ত হয়। কৃষ্ণাধীন থাকিলে সে মায়া হইতে মুক্ত হয়। স্বভাব চিৎপ্রবিষ্ট। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের ৫০টী গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে আছে। সেই গুণসকল চিন্ময়। জড়ভাবে মায়িক বর্ণ বা গুণ নাই। জীব স্বরূপতঃ ভগবানের সেবক, কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। যে শক্তি চিৎ ও অচিৎ উভয় দিকে যাইবার উপযোগী, তাহারই নাম তটস্থা। জীবের জড়জগৎ ও চিজ্জগৎ এই দুইটি স্থান, সে সন্ধিস্থানে থাকিয়া জড়বিশ্ব ও চিদ্বিশ্ব উভয় স্থানই দেখিতে পায়। উভয়-স্থল দেখিতে দেখিতে ভোগেচ্ছার উদয় হইলে জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হয়।

৫। জীব চিৎকণ। তটস্থজীব বদ্ধদশায় মায়া-কবলিত।

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥

ঈশবিমুখতা হইতে জীবের দ্বিতীয়াভিনিবেশ আসে। জীবের তখন স্বরূপোপলব্ধি থাকে না। তখন অবিদ্যা মায়া চিৎস্বরূপের উপর স্থূল দেহ ও সূক্ষ্মদেহ এই দুইটি আবরণ দেন। মায়িক অহঙ্কার, মায়িক চিত্ত, মায়িক বুদ্ধি ও মায়িক মন, এই সূক্ষ্মদেহ কর্ত্তৃক লিঙ্গদেহ। জড়াভিমান প্রবল হওয়ায় জীবের শুদ্ধ চিদ্ভাব বা কৃষ্ণদাস্য তখন আচ্ছাদিত হইয়া যায়। তখন সে দুর্গতিতে ভোগে প্রবৃত্ত হয়। কৃষ্ণবিস্মৃত জীব মায়াকবলিত হইয়া কেবল কষ্ট পায়।

৬। মায়ামুক্ত জীব প্রথম হইতেই হয় ভগবদুন্মুখ, না হয় ভগবদ্বিমুখ। সেই কার্য্যই প্রথম কার্য্য। অতি সূক্ষ্মভাবতঃ জীব স্বতন্ত্র। কৃষ্ণের পরতন্ত্র হইলে তাঁহার স্বরূপ থাকে না এবং পরমানন্দ লাভ হয়। নিজ ভোগবাঞ্ছাবশতঃ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হওয়া জীব মায়া দ্বারা আবদ্ধ হয় এবং কখনও স্বর্গাদি লোক এবং কখনও নরকাদি ভোগক্রমে চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে। জীব বদ্ধ হইলেও স্বভাবতঃ চিৎস্বরূপ, সুতরাং মায়া হইতে মুক্ত হইবার যোগ্য। মায়িক কোন কার্য্য এবং পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা মুক্তলাভ হয় না। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে সুপ্রায় কৃষ্ণদাস্যভাব উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিরূপ আনন্দ ফলও উপস্থিত হয়। যিনি স্ব স্বভাব আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ক্রমে ভগবচ্চরণে কিঞ্চিৎ পরিমাণে শ্রদ্ধা লাভ করেন। ইহাই একটী ঘটনা। সেই সুকৃতিবলে তাঁহার কোন উপযুক্ত সাধুসঙ্গ হয়, ইহাই দ্বিতীয় ঘটনা। সাধুসঙ্গে হরিনামাদির অনুশীলন করিতে করিতে ভাবোদয় হয় এবং ক্রমে প্রেমোদয় হইয়া থাকে। স্বরূপাবস্থান বা ভগবৎপার্ষদত্ব লাভই মুক্তি। জীব যখন ইহা নিশ্চয় করিতে পারেন যে, মায়িক সংসার আমার কারাগৃহ স্বরূপ হয় এবং কর্ম্মকাণ্ড, নির্বিশেষ জ্ঞানকাণ্ড ও ঐশ্বর্য্য বা কৈবল্যজনক যোগাদি আমার জীব স্বভাবকে নিশ্চয়রূপে আনিতে পারে না, তখন কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল যাহা কিছু হয়, তাহা বর্জ্জনপূর্ব্বক কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও প্রতিপালক, ইহা বিশ্বাস করত কৃষ্ণেচ্ছার অনুগত ও অকিঞ্চনভাবে কৃষ্ণের চরণে শরণাগত হন। ইহাই বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার লক্ষণ। শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার বীজ। শ্রদ্ধা নিশ্চয় আবশ্যক। কারণ, শ্রদ্ধা না হইলে সাধুসঙ্গ হইবে না এবং সাধুকৃপা না হইলে চৈতন্যের উন্মেষও হইবে না।

৭। জীব ও জড় সমস্তই কৃষ্ণ হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। ভগবান্ প্রভু আর জীব দাস, ইহাই সম্বন্ধজ্ঞান। জীব ভগবানের সহিত কোন-কোন বা কোন-অংশে অভেদ। ভগবান্ও চেতন, জীবও চেতন, সুতরাং অভেদ; ভগবান বিভু, জীব অণু, ভগবান প্রভু জীব দাস, ভগবান্ মায়াধীশ জীব মায়াবশ, ইহাই ভেদ। কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তিক্রমে জীবসমূহ এবং অখিল বিশ্ব তাঁহা হইতে নিত্য পৃথক্ ও অপৃথক্ এই তত্ত্বজ্ঞানই আমার নিত্য অবস্থা-জ্ঞান নহে, ... এই জ্ঞান হইতে অনন্য কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ়বিশ্বাস হয়।

৮। সাধুগুরু-কৃপায় সম্বন্ধজ্ঞান হইয়াছে এবং সাধুসঙ্গক্রমে অনন্য কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধাও হইয়াছে। এখন কি করিলে সাধুগুরু প্রসন্ন হন, এই চিন্তার উদয়ে জীব সদ্গুরুর নিকট সদুপায় জিজ্ঞাসা করেন। প্রভুপাদ জীবকে উক্ত অধিকারী জানিয়া সদ্গুরু তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেন। ভগবানের সুখবিধানই ভক্তি। প্রতিকূলতার পরিত্যাগ করিয়া জীবনের সমস্ত ক্রিয়া, মনন ও বাক্যকে ভজনের অনুকূল করিয়া কৃষ্ণানুশীলনই কর্ত্তব্য। ভোগবাঞ্ছা, মোক্ষবাঞ্ছা থাকিলে ভক্তি হইবে না। অপরাধ হইতে সাবধান থাকিয়া সাধুদের সহিত হরিকথা-শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি করিতে হইবে। চতুঃষষ্টি অঙ্গের মধ্যে কতকগুলি বিধি-লক্ষণ ও কতকগুলি নিষেধ-লক্ষণ। বিধি লক্ষণের মধ্যে হরিনাম, হরিধামে বাস, শ্রীবিগ্রহ-সেবন, হরিজন-সেবা ও ভাগবতচর্চ্চা—এই পাঁচটী মুখ্য। দৃঢ়তার সহিত অসৎসঙ্গ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া সদাচারের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন অপর সকল অঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রশাসনে সাধন হইলে সেই সাধনভক্তিকে বৈধী ভক্তি বলে। বৈধভক্ত শ্রদ্ধার সহিত সদ্গুরুর ভজন করিতে করিতে ভাবভক্ত হন। সাধনভক্তি আর একপ্রকার আছে, তাহা অসাধারণ। তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে। ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাগময়ী ভক্তি স্বতঃসিদ্ধা। তাহা দেখিয়া কোন সুকৃতি জীবের তদনুসরণে লোভ হইলে তাহার সাধনভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলা হয়। ইহাতে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা নাই। একমাত্র লোভোৎপত্তি তাহার কারণ। এই দুই প্রকার সাধনভক্তিতেই অনিষ্টের স্বরূপভ্রম প্রথমেই দূর হওয়া আবশ্যক, স্বরূপভ্রম একেবারে যায় না। উহা কৃষ্ণানুশীলনক্রমে দূর হয়। 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই অভিমানই জীবের স্বরূপজ্ঞান। এই অভিমানের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন। গুরুকৃপায় সম্বন্ধজ্ঞান উদিত হয়। আত্মস্বরূপ অবগত হইলেও জড় বিশেষ যত্ন না থাকিলে স্বরূপভ্রমরূপ প্রথম অনর্থ দূরীকৃত হয় না। এই ক্রমে অনর্থ যত দূর হইতে থাকে, অন্যান্য অনর্থও সেই পরিমাণে কমিতে থাকে। সাধুসঙ্গ ভক্তিলাভের উপায়। সাধুসঙ্গ বিনা ভক্তি হইতে পারে না।

৯। কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন। সাধনভক্তি পরিপক্ব হইলে ভাব হয়, তাহাই প্রেমের অঙ্কুর। তাহাতে কৃষ্ণের অনুকূলতা সংযুক্ত হইলে প্রেম হয়, এই রসের নাম ভক্তিরস। অধিকারভেদে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুরসম্পৃক্ত প্রেমরস লাভ হয়। শৃঙ্গাররস বা মধুররসই সর্ব্বোপরি রসবিশেষ। কৃষ্ণপ্রেমই জীবের প্রয়োজন।

মেদিনীপুরে প্রচার

বিশ্বব্যাপক শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-বৈভবের মহিমা প্রচারার্থ মেদিনীপুর সহরের বিভিন্ন স্থানে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে শ্রৌতবাণীর অনুকীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ৮ই হইতে ১০ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রে ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীযুক্ত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পাটনা বাজারস্থ শ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'শ্রীসনাতনশিক্ষা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হয়। গত ১১ই হইতে ১২ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'অজামিল উপাখ্যান' পাঠ হয়।

১৩ই তারিখ স্থানীয় বিখ্যাত শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরের সেবকগণের বিশেষ আগ্রহে ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'পুরঞ্জন উপাখ্যান' সম্বন্ধে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

১৪।১।৩৬ বিখ্যাত জোড়াদীঘি শ্রীগৌড়ীয়সংঘে প্রচার চলিতেছে। প্রাতে ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত, বিকালে ২ ঘটিকা হইতে ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত যথাক্রমে কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ, রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'শ্রীসনাতনশিক্ষা' পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে।

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয় ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৩নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১০
সেবক—শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল্

(৩) শ্রীযোগপীঠ মায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগুরুবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগবান্দাস ব্রজবাসী

(৭) কাজির সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) অণুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তনাথ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীতনয় দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকমলাকান্ত দাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধরদাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গোকুলপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
ছাউতলা। (শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদবালি, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
চাঁচড়াপলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

(২১) নিরাপাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীরাধাচরণ ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চাকদহ পরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
বাবুবাজার পোঃ ওয়ারি ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীব্রজপতিদাস ব্রজবাসী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবানন্দবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া। আসাম।
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ। আসাম।
সেবক—শ্রীবিনোদ দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাবাজার, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীরূপমোহন ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কাঁথার, জেঃ লক্ষ্ণৌ, ইউ, পি
সেবক—শ্রীবিজ্ঞানানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
চৌহাট্টা পাটনা।
সেবক—শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমনা রোড গয়া
সেবক—শ্রীপদ্মলোচনপ্রভু দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ বড় গণেশ, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) নৈমিষারণ্য মঠ,
পোঃ মিসরিখ, সীতাপুর ইউ পি)
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠশীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রীমৈত্রেয় দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড-তটস্থ পাঠবাটী
সেবক—শ্রীমনোমোহন ভক্তিসোপান

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীবক্রেশ্বর দাস

(৪৩) মদনমোহন বিহারী মঠ
বর্ষাণ, মথুরা।
সেবক—শ্রীরাধাচরণ দাস

(৪৪) গোকুলবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,
পোঃ গোকুল, জেলা মথুরা। পাঞ্জাব।
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
সেবক—শ্রীকিঙ্করপাবন ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৪নং কুতুব রোড, নই দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয় ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, গ্রাণ্টরোড
নং বোম্বে ২৬
সেবক—শ্রীবিশ্বাত্মদাস ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীবেঙ্কটরমণ ব্রহ্মচারী

(৪৯) কভূর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীগদাধর দাস অধিকারী

(৫১) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫২) সচ্চিদানন্দ মঠ
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) শ্রীনীলাচল কুটী
সেবক—শ্রীমধুমণি দাসাধিকারী

(৫৪) জিয়ড়-নৃসিংহ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণদেব পুর
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ
বালিয়াটি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রীধর্ম্মকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(৫৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠশীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রীভজনানন্দ গৌড়ীয়-প্রচার-মণ্ডল
পোঃ বকুলকুণ্ড, মথুরা
সেবক—শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী

(৫৮) আসাম গৌড়ীয়মঠ
চিকলিয়া, পোঃ শালগ্রামপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীদীনহীন দাসাধিকারী

(৫৯) অখিল গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অখিল, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী

(৬০) অলঙ্কারবেরো প্রপন্নাশ্রম
পোঃ নাড়াজোল (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশ্যামচৈতন্য দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুবনেশ্বর, পোঃ ভুবনেশ্বর। মানভূম
সেবক—শ্রীকমলাক্ষ ব্রহ্মচারী

(৬২) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং ডালহৌসি ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
প্লাট নং ২
৫১, কুইন্সরোড
প্যাডিংটন, লণ্ডন, ইং
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ আশ্রম
আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি
সেবক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
মিসরিখ (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) প্রপন্নাশ্রম
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রীঅখিলেশ্বর ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রেসিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদক
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রকাশিত-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় বার জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় বার জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪০		৬৲
আধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৩।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" আধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা এক ; বিশেষ সংখ্যার কিছু বেশী।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গৌরবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে বারটী অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

নববা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—নববা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

বিশ্লেষক যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে পাশ্চাত্যদর্শনিকারোতে ভাগবত মানবগণের সত্যাসত্য, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, প্রকাশ, ধর্মজ্ঞ ও তাহাদের সম্প্রদায়বিচার-বিজ্ঞানমূলে যৌক্তিক ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ জ্ঞানসূত্র, অভিজ্ঞাসক সংশিক্ষাজনকরূপে প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—নববা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্স্টিটিউট"—

—::০::—

শ্রীযুক্ত শ্রীরেবেরতী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র। দরিদ্র ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্স্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত ; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ অধ্যাপক শ্রীমৎ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যালীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রীবিশ্বনাথের সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের অনুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ছাপা বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা ৩ৎ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। বঙ্গানুবাদ, গৌরপার্ষদগণের স্থান, শাখা, বঙ্গাক্ষরে প্রাচীন স্থান-নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত শ্রীচৈতন্যমঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গদ্যাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা। ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-২৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-২
দমদম	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-৫০			১২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৭	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-২৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৮	৯-৩৪	১৭-৪৫	১৫-৫	১৮-৫৯	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১০-১	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-১৯	১৮-১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম,,	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩-৩৩ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৪-২২	১৬-৮	১৮-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮ ৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬ ৫৬	১৯-২২	২০-৪৬	১-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৪৫	৯-২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯	৪-১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৫	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	১৯.৭	২১-২৬	২৩-৭	
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১ ২০	১৪ ১৬	১৭ ৪৫	২১-৪০	২৩ ১৫	৬ ১৬	

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্ এ মহোদয়ের ঐতিহাসিক গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অদ্ভুত ফল আবাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম হইতে ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়তালিকা (contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ, রাণপাড়া বাজার; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা নদীয়া

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:::—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

এইস্থানে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। পরমার্থ প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহশোধক পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় জীবনীশক্তি বাড়াইতে অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র—

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

সম্পাদক শ্রেণীমালা, ৫৪ পরগণা।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO 1541

পদ্যপ্রসূনমালা
—ঃ—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিবিধ পদাবলী ও শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত 'গৌড়ীয়' কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
মথুরা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—কাশী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—ঃঃ—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর—১৬ই মাঘ ১৩৪৭, ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৪১ বুধবার। ২৭১তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—ঃ(০)ঃ—

ভারতীয় গোলন্দাজের সাহসিকতা

হংকং ও সিঙ্গাপুরে রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনীর চারজন ভারতীয় গোলন্দাজ সিডি-ব্যারাণী এক যুদ্ধে সম্প্রতি ইটালীয়দের নিকট হইতে কতকগুলি মেশিনগান্ ছিনাইয়া লইয়া উহা ব্যবহার করে। এই গোলন্দাজ বাহিনীর হেড্-কোয়ার্টার্স সিঙ্গাপুরে। ঐ চারজন গোলন্দাজকে ১২ জন স্বেচ্ছাসৈনিকের মধ্য হইতে নির্বাচিত করা হয়। প্রবল গোলাবৃষ্টির মধ্যে এই চারিজন অচল ছিল। ইহাদের মধ্যে দুইজনে একটি ও অপর দুইজনে প্রত্যেকে একটি করিয়া মেশিনগান্ চালনা করিয়াছিল। তিনের বাঁটি ... অক্ষত হইলে ট্যাঙ্কের একজন একটি হাউইটজার কামান চালাইয়া সম্মুখে আক্রমণ করে। অতঃপর ইহারা অন্য এক ঘাঁটিতে সরিয়া আসিয়া সম্মুখ প্রতি-আক্রমণ করিয়া দুইটি মেশিনগানের ভার গ্রহণ করে। অবশেষে অন্যান্য সৈন্য সমভিব্যাহারে ইহারা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া নিজ নিজ দলে যোগদান করিতে সমর্থ হয়।

সিঙ্গাপুরের উচ্চপদস্থ এবং বিমান বিধ্বংসী বাহিনীর একটা বড় অংশ এই হংকং ও সিঙ্গাপুর গোলন্দাজ বাহিনী হইতে গৃহীত। এই বাহিনীর সৈন্যেরা হয় পার্ব্বত্য মুসলমান, নয়ত যুক্তপ্রদেশবাসী জাঠ।

যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থা

সম্প্রতি 'ট্রাইবিউন' সংবাদ-পত্রে সুবিখ্যাত যুদ্ধ-সমালোচক লিখিয়াছেন:—

পশ্চিম ইউরোপে বর্ত্তমানে যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা বর্ত্তমানে গুরুতর মনে না হইলেও শীঘ্রই উহা গুরুতর হইয়া উঠিতে পারে। এখানে জার্ম্মাণ বিমান বাহিনী নিষ্ক্রিয় হইয়া আছে। ইহাদের একটি অংশ যে সিসিলি প্রান্তে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন, তবে তাহাদের পরিমাণ কত তাহা এখন বলা কঠিন। এদিকে রাজকীয় বিমান-বাহিনী জার্ম্মাণ-অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে বিমানপোতে যাইয়া হানা দিতেছে।

বর্ত্তমানে যুদ্ধের প্রধান কেন্দ্র ভূমধ্যসাগরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে সংগ্রাম কি আকার ধারণ করে তাহা দেখিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র।

বৃটেনের নূতন শ্রমিক নিয়োগ পরিকল্পনা

পার্লামেণ্টের আগামী অধিবেশনে শ্রমসচিব মিঃ আর্নেষ্ট বেভিন্ শ্রমিক নিয়োগ ও পরিচালনা করিবার ক্ষমতা ব্যাপকতর করিবার সম্বন্ধে এক পরিকল্পনা প্রকাশ করিবেন বলিয়া মনে হয়; তদনুসারে তিনি যাহাকে নিয়োগ করিবার পারিবেন। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সাময়িক বেতনে শুল্ক-প্রাপক নিয়োগ করিবার পরিকল্পনাও উহার অন্তর্গত।

কর্মশিল্পগুলিতে নববিধির প্রয়োগ। কাজের প্রথা সম্বন্ধে অনেকগুলি অধিবেশনেই আলোচিত হইয়াছে, তবে উহার প্রয়োগ-সম্পর্কিত বিবিধ খুঁটিনাটি সম্বন্ধে এখনও কোনও শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই। তবে খুব সম্ভব পার্লামেণ্টের অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই মিঃ বেভিন্ তাঁহার পরিকল্পনাটি মন্ত্রিসভার নিকট উপস্থাপিত করিবেন।

হল্যাণ্ডে পাইকারী জরিমানা

টাইম্স্ পত্রিকার বার্লিন সীমান্ত হইতে প্রাপ্ত

কিছুদিন পূর্ব্বে হল্যাণ্ডের জার্ম্মাণ শাসন-কর্ত্তা সেস্ ইন্‌কোয়ার্ট এই মর্ম্মে একটি হুকুম জারি করিয়াছেন যে, হল্যাণ্ডে যদি জার্ম্মাণ সৈন্যদের কার্য্যকলাপের ভিতর হইতে বাধা বিঘ্ন ঘটাইবার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাদের বিরুদ্ধে 'প্রায়শ্চিত্ত'-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। জার্ম্মাণ সরকারের মুখপত্র "ডয়েচে ডিপ্লোমাটিশ্ কোরেস্পণ্ডেঞ্জ" নামক সংবাদপত্রটি বর্ত্তমানে এই হুকুমটি সমর্থন করিয়া এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কিরূপে প্রযুক্ত হইবে তাহা বর্ণনা করিয়াছে।

প্রকাশ যে, হেগে রক্ষিত জার্ম্মাণ সামরিক গাড়ীগুলির চাকার টায়ার গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তিনবারে কে বা কাহারা কাটিয়া দিয়াছে। প্রকৃত দোষীকে ধরা সম্ভবপর হয় নাই; কিন্তু শহরের মধ্যে দোষী ব্যক্তি থাকা সম্ভব বলিয়া জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ মনে করে, এজন্য এখানকার তাহাকে বাছিয়া লইয়া "প্রায়শ্চিত্ত" স্বরূপ তাহাদের উপর ৫০, গিল্ডার জরিমানা ধার্য্য করা হইয়াছে।

---

৫০ হাজার ইতালীয় নিহত

লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষের হিসাবে প্রকাশ, আলবানিয়ায় নিহত ইতালীয়গণের সংখ্যা ৫০০০০। ইতালীয় সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে, ২০৮১ নিহত ও ৬৫১৫ আহত হইয়াছে। সহস্রাধিক অফিসার সহ গ্রীকগণ ১৬০০০ বন্দী করিয়াছে। সরকারী ঘোষণায় পীড়িত ইতালীয়গণের সংখ্যা ২০০০০। মনে হইতেছে ইতালীয়গণ তাহাদের নিহত ও হতাহতের সংখ্যা কম বলিয়াছে অতএব উহাদের সংখ্যা যে ৫০০০০ হইবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। এথেন্সের বেতার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে, গ্রীকগণের সাফল্যজনক ব্যবস্থার ফলে একখানি ইতালীয় সাবমেরিন নিমজ্জিত হইয়াছে। একটি সামরিক গ্রীক্ ইস্তাহারে প্রকাশ, কয়েকটি স্থানীয় সংঘর্ষে অন্যান্য বারের ন্যায় গ্রীকবাহিনী বহু সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র দখল করিয়াছে।

আলবেনিয়ার সাগরের ধারে গ্রীকদের অধিকারে সংরক্ষিত রহিয়াছে বাংলা সরকারী এক ইস্তাহারে প্রকাশ অধিকৃত যাবতীয় অঞ্চল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হইতেছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখোদ্‌গীর্ণ বচন তথা বিভিন্ন দেশের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও মনীষী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশ হইয়াছে। শ্রীশ্রীমদ্ রূপানুগবিশুদ্ধসিদ্ধান্তমতে ও ভগবদনুকূল সিদ্ধান্তসমূহে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক ভক্তানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৷৹ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক গ্রন্থাকারে অতি সংক্ষেপে অঙ্কিত ও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'ভক্তমঞ্জরী' টীকা তার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, মর্ম্মের আলেখ্য, ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
সুধাংশুরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৫০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। আকর নিবন্ধ শ্রীচৈতন্যভাগবত (যন্ত্রস্থ) ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (যন্ত্রস্থ) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹
৪র্থ খণ্ড—৷৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৷
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৪৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
১৪। শরণাগতি (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। বৈষ্ণবোপনিষৎ
১৮। ব্রাহ্মণ-আন্দুল
১৯। অর্থবিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵৹
২১। গৌড়ীয়শিক্ষা ৷৵৹
২২। ভজন-রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতায় কেমন মানব-আত্মা ৷৹
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী ভক্তিসন্দর্ভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৹
৩০। দীপ-বিষ-দর্শন ৵৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমার ।৹
৪০। শরণাগতি ৵৹
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
। নবদ্বীপশতক
৪৫। অর্চ্চনকাণ্ড
৪৬। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। অন্যান্যগ্রন্থ (পঞ্চম সংস্করণ)
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৫৫। স্তবমালা বা প্রার্থনামঞ্জরী ৹
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৵৹
৫৭। ঈশোপনিষৎ (সানুবাদ) ।৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৵৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৹
৬০। সংশয়ার্থ ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতম্ ।৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবৃতিঃ ।৹
৬৩। নরোত্তম-সিদ্ধান্তসূত্রম্ ।৹
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৫। সাত্বত সিদ্ধান্তম্ ৵৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠকণ্ঠাভরণ ৴৹
৬৭। মায়াবাদখণ্ডন ৵৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৹
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।৹
৭০। সারতত্ত্ব ৴৹
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।৹
৭২। রিলিজিয়ন ওয়ার্ল্ড ৷৵৹
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৭৪। বেদান্তম্ ।৹
৭৫। শ্রোডাউট গৌড়ীয়মঠ ইন ঢুইং ৴৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। থিয়োরিটিক্যাল রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড ভাগবতীয় থিয়োলজী ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ইংরাজী ভাষায়) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴১০
৮৪। শরণাগতি ৵৭

আসামীয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৭

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৷৴

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASI

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ } ১৬ মাধব ৪৫৪ গৌরাব্দ ১৬ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৯শে জানুয়ারী ইং ১৯৪১, বুধবার } ২৭১তম সংখ্যা

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-
বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
গীতিগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য
ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে
প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৸০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

[illegible] স্তব ও পদাদি এই
গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয়
ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়'

শ্রীচৈতন্যকথা শুনিলে ভক্তিলাভ হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বিষয়িণী কথা সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদেবই। চৈতন্যকথা ও অচৈতন্য কথা এক নহে। চৈতন্যকথা বলবান্। এই কথা জীবের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে, জীবকে শ্রীচরণে আকৃষ্ট করিতে পারে। চৈতন্যকথা সেব্যবস্তু। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণমুখে তাঁহার সেবা করিতে হয়। চেতনে অবস্থিত ব্যক্তির নিকট চৈতন্যকথা শুনা যায়। যে নিজে অচেতন অর্থাৎ যিনি চেতনে প্রতিষ্ঠিত নহেন, যাঁহার স্বভাব আবৃত বা বিকৃত, যিনি জড়ে আকৃষ্ট বা জড়বদ্ধ, চৈতন্যপ্রাপ্তি যাঁহার নাই, শ্রীচৈতন্যের সহিত যাঁহার সম্বন্ধ হয় নাই, শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা বা শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব-বিষয়ে যিনি অনভিজ্ঞ, সেইরূপ অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যের কথা কি করিয়া বলিবেন? যিনি অচেতন, তাঁহার সবই ত' অচেতন; সুতরাং তাঁহার কথাও অচেতন। সেই অচেতন ব্যক্তি চৈতন্যকথা (?) কীর্ত্তন করিতেছে মনে হইলেও তাহা চৈতন্যকথা কীর্ত্তন নহে। সেইজন্যই বলিতেছি, চেতনে প্রতিষ্ঠিত সাধুর নিকট চৈতন্যকথা শুনিতে হইবে; নতুবা মঙ্গল হইবে না। চৈতন্যবিমুখ অসাধুর নিকট চৈতন্যকথা শুনিতে গেলে আমাদের উদ্বেগ, উৎপাত, সমস্ত দুঃখ নষ্ট হওয়া দূরে থাকিবে।

শ্রীনিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন,—

গোষ্ঠীর সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়॥
শুনিলে চৈতন্যকথা অজ্ঞান ঘুচে।
জন্মে জন্মে চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে॥
শুনিলে চৈতন্যকথা যায় সব দুঃখ।
সে অবশ্য দেখিবে চৈতন্য-শ্রীমুখ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ করিলে জীবের সেবোন্মুখী চেষ্টা উদিত হয়—চেতনতার উন্মেষ হয় এবং তৎফলে শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদগণের সৌভাগ্য হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা অমৃত মধুর। তাহা সেবোন্মুখ কর্ণে পান করিলে জীবগণ অমরত্ব লাভ করে—সচ্চিদানন্দস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া সেবানন্দে নিমগ্ন হয়। এই শ্রীচৈতন্যকথা যাঁহার ভাল লাগে, চৈতন্যকথা শুনিতে যাঁহার সুখ হয়, তিনি শ্রীচৈতন্যের সেবার অধিকারী, তিনি মহাভাগ্যবান্।

কর্ম্ম-জ্ঞান যোগাদি যাহা অন্যাভিলাষময় শ্রীচৈতন্যকথা শ্রীচৈতন্যদেব হইতে অভিন্ন। প্রাকৃত কথা যেরূপ দেশকাল-পাত্রাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন উহা তদ্রূপ নহে। শ্রীচৈতন্যকথা ও চৈতন্যদেব একই বস্তু। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং কথারূপে সেবোন্মুখ জীবের হৃদয়-কন্দরে প্রবেশপূর্ব্বক জীবের সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল দূর করিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যকথাকে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ বা অপরের সহিত সমপর্য্যায়ে দর্শন করিয়া থাকে, নামাপরাধ হেতু তাহারা শ্রীচৈতন্যকৃপা হইতে বঞ্চিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের কথাই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যদেব, সুতরাং শ্রীচৈতন্যকথা-শ্রবণই জীবের সাধ্য ও সাধন।

শ্রীচৈতন্যকথা-শ্রবণকারী শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন পান। সেবোন্মুখ শ্রোত্রই অধোক্ষজ বস্তু দর্শনের সেতু। সেখানে শ্রোত্রের সহিত নেত্রের ব্যবধান থাকে না। মহাভাগবত ভক্ত ও শ্রীভগবানকে শ্রবণ-সেবোন্মুখতার দ্বারা দর্শন করিলে জিহ্বার রসনায় উদিত হন। শ্রবণ-স্মরণাদি না হইলে হরিকীর্ত্তন হয় না। শ্রীচৈতন্যকথা শ্রবণফলে জীব অচৈতন্যদর্শন, জড়দর্শন বা বিষয়দর্শনের হাত হইতে মুক্ত হইয়া সেবোন্মুখ হন। শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের নিকট শ্রবণফলে শ্রীচৈতন্য-চরণে আত্মসমর্পণ করিবার বলপ্রাপ্ত হন, তখনই প্রকৃত বিষয়ের অনুশীলন এবং অনুকীর্ত্তন [illegible] হইয়া থাকে। যে সেবা সাধুর নিকট শ্রবণের দ্বারা সাক্ষাদ্ভাবে অপসারিত হয়। শ্রবণমুখেই সাধনসাধ্যকে জানা যায়—হৃদয়ে চৈতন্যলাভ হয়।

অনেকে বলেন, চৈতন্যকথা যে কোন স্থানে শ্রবণ করিলেই হইল, তজ্জন্য আবার সাধুর কি দরকার? যাত্রা-থিয়েটারে যখন চৈতন্যকথা শুনি তখন তাহা শুনিতে ত' বেশ লাগে এবং চিত্তের আকর্ষণও হয়, সুতরাং তাহাতে যদি সার না থাকিবে এত অধিক লোক আকৃষ্ট হয় কেন? উত্তর এই যে, বদ্ধজীবের আকর্ষণ সর্ব্বদা বিষয়ের প্রতি, ইন্দ্রিয়গণ প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার চিত্তকে বিষয়ের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। উহা তাহার পক্ষে মনোরম হইলেও তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি হয়, তাহাতে হৃদ্রোগশ্রুত-কথা নাই। যা [illegible] মহাপ্রভুর উক্ত নামাপরাধী মাত্রেরই নামাভিধেয়ের অভিমানে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, সুতরাং উহাতে কি অনর্থ-নাশ আদি বাধার ক'রতে পারে? উহা যেরূপ অনর্থ, সেইরূপ যাত্রা-থিয়েটার নাটক অভিনয়াদিতে শ্রীচৈতন্যকথার সমাবেশ থাকিলেও উহা গ্রাম্যকথা—অচৈতন্য-কথা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। শ্রীচৈতন্যবিমুখ ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যকথা কীর্ত্তন করিতে পারে না। যাত্রা-থিয়েটারাদিতে শ্রীচৈতন্যলীলা-কথা শ্রবণ করিয়া সাময়িক ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, সময়ের অপব্যয় ও নানাবিধ অস্বাস্থ্য মাত্র ঘটিয়া থাকে। সেইজন্যই শাস্ত্র সাধুমুখে হরিকথা-শ্রবণের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

নিষ্কপট ভক্তের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ না করিলে অচৈতন্যই থাকিতে হয়। শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণের ফলে শ্রীচৈতন্যদেবকে হৃদয়ে ধারণ করা যায়। শ্রীমহাপ্রভু বলেন,—

দুঃখে দুঃখে সুকৃতি নহে নয়নগোচর।
নাম কৈলে দেন ভগবান্
বিশ্রুত কর॥

আত্মনিবেদনের পর শ্রবণ করিতে হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের ও শ্রীচৈতন্যভক্তগণের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন না করিলে শ্রীচৈতন্যকথা-শ্রবণ হয় না। এই শ্রবণ [illegible], নিষ্কপট পত্রেও উহা [illegible] পারিবে। শ্রীচৈতন্য [illegible] অন্যকালে বা অন্যপ্রকারে নিজে অবতীর্ণ

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

হয়। সেই কথা শরণাগত নিষ্কপটে শ্রবণকারীর শ্রবণপথে হৃদয়ে প্রবেশ করেন। 'আমি ভগবৎ ভৃত্য'—ইহাই শ্রবণকারী বা শিষ্যের উপলব্ধি। ইহাতে ভুল নাই। শরণাগত জীবগণই শিষ্য নিজেকে প্রভুর শিষ্যরূপে উপলব্ধি করেন। শ্রীচৈতন্যকথা-শ্রবণকারীই শ্রীচৈতন্যকথা বলিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যকথার বক্তারূপে তিনি ভক্ত আবেশে প্রভুর নিকট শ্রীচৈতন্যের কথা বলেন। এই শ্রীচৈতন্যকথা যে সে বস্তু নহে। এই কথা কেমন। ইহার রূপ আছে গুণ আছে, পরিকর আছে। এ কথা শ্রবণ করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যকথা শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে প্রচুর পরিমাণে আছে। আপনারা যদি অকপটচিত্তে শরণাগত হইয়া বৈষ্ণবের নিকট তাহা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে আর ? নিশ্চয়ই চেতনতা লাভ করিবেন—বিবর্ত্তন বা তোমাবর্ত্তনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন।

সংকীর্ত্তন

জগতের বহির্ম্মুখ ব্যক্তির কোন কথায় চালিত না হইয়া সাধুশাস্ত্রের উপদেশ ও নির্দ্দেশমত চলা উচিত। সাধু ও শাস্ত্র ভগবানের নিজজন—অন্তরঙ্গ। তাঁহাদের সঙ্গ ও কৃপায় জীব ভগবদুন্মুখী হইয়া থাকে; আর বহির্ম্মুখ ব্যক্তির সঙ্গফলে বহির্ম্মুখতাই বাড়িয়া যায় হইয়া থাকে। জগতের লোক বাস্তবসত্য কাহাকে বলে জানে না। তাহারা দুঃখকে সুখ আর অসত্যকে সত্য বলিয়া ভ্রম করে। তাহাদের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিয়া অকপটে ভক্তিসহকারে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ভগবৎকথা ও ভাগবতগণের সেবার জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করিলে এবম্প্রকার ভগবৎসেবন সম্ভব হয়; তখন বদ্ধ মুক্ত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের পাদপদ্মসেবা-দর্শনে অনুক্ষণ রত থাকিয়া নিত্যকাল ভজনরত থাকা যায়। অনর্থযুক্ত অবস্থায় পর্য্যন্ত অনর্থমুক্ত ভগবদ্ভক্তগণের অনুসরণ করা সম্ভবপর নহে। অনর্থের প্রাবল্যবশতঃই শুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গলাভের সুযোগ পাইয়াও আমরা তাঁহাদের অনুসরণ করিতে পারি না, ভজনশীলগণের সঙ্গে থাকিয়াও অনেক সময় অকর্ত্তব্য করি।

কৃষ্ণ সংসারকূপ হইতে হরিকীর্ত্তন করে। একমাত্র হরিকথা-শ্রবণ দ্বারাই এই অবিদ্যার প্রলোভনীয় কূপপাশ-সমূহ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। বদ্ধজীবকে একমাত্র ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত মহৎ-সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিই রক্ষা করিতে সমর্থ। হরিকথার শ্রদ্ধা হইলেই সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তনে যোগ্যতা হয়। অপ্রাকৃত হরিকথার প্রতি শ্রদ্ধাই বাঁচিবার একমাত্র উপায়। বক্তা-কর্ত্তার প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর করিলে বাঁচা যায়। হরিকথারূপী হরি আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। তাঁহার প্রতি নির্ভরতা ও তাঁহার শ্রবণ-কীর্ত্তনে রুচি হইলেই বাঁচা যাবে। হরিকথাই চেতনের বৃত্তি উন্মেষণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সরল ও সহজ। হরিকথার সঙ্গ না হইলে উপভোগ্য অন্যান্য বস্তুর প্রতি নির্ভরতা হইবে। অতএব কৃষ্ণেতর কথা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবৎকথা, ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তগণের গুণানুবাদ হইলেই রক্ষা পাওয়া যাবে। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই বলিয়াই হরিকথায় এত দেরী পড়িয়া যাইতেছে। সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হইতে পারিলেই ভক্তি লাভ হওয়া যাবে।

জগতে বহুপ্রকার বিপদ্ আছে, দুঃখকষ্ট আছে তথাপি সব চেয়ে বড় বিপদ্—হরিকথা-কীর্ত্তনকারী ভগবদ্ভক্তের নিকট হইতে হরিকথা-শ্রবণ হইতে বঞ্চিত হওয়া। জগতে সব চেয়ে বড় অভাব—হরিকথার। তাহা হইতেই অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। জগতে হরিকথার অনাবিল প্রবাহ বহিয়া প্রবাহিত হইবে, তবেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাব সকল ঘুচিয়া যাইবে। আমাদের স্বরূপে বা স্বভাবে এইরূপ দুঃখ-কষ্ট নাই। জীব সচ্চিদানন্দময় ভগবানের সেবক বলিয়া সেও অণুসচ্চিদানন্দ। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই আনন্দময় জীব আজ নিরানন্দময় হইয়াছে অভাব, দুঃখ-কষ্ট, জ্বালাযন্ত্রণা নিয়ত তাহাকে প্রপীড়িত করিতেছে। জীব আজ স্ব-স্বভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্যে পতিত হইয়াছে। স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে তাহাকে আর এই অভাবের মধ্যে থাকিতে হইবে না। জীবকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করে—শুদ্ধবৈষ্ণবের শুদ্ধকীর্ত্তনে। সুতরাং জগতে যদি একজন অকপট হরিকথাকীর্ত্তনকারী শুদ্ধভক্ত হরিকীর্ত্তনের ধ্বনি প্রবর্ত্তিত করিয়া যাবেন, তাহা হইলে জগতের ঐকান্তিক দুঃখ বিদূরিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত জগতের এই অভাব-অভাবের অন্য উপায় নাই। অকপট হরিকীর্ত্তনকারী শুদ্ধভক্ত এবং শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি ও অন্যান্য শাস্ত্র যদি নষ্ট হইয়াও যায়, তাহাতে জগতের প্রকৃত ক্ষতি কিছুই হইতে পারে না। সাধু-ভক্ত যদি হরিকথা-কীর্ত্তন না করেন, তাহা হইলে জীবের জানি না যে কি ভয়ঙ্কর দুঃখের দিন উপস্থিত হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সাধুগণ যদি হরিকথাকীর্ত্তন না করেন তাহা হইলে সাধুগণ বহির্ম্মুখ জীবের অভাবনিবৃত্তি কিছুতেই হইতে পারে না। তাঁহারাই হরিকথারূপ মৃতসঞ্জীবনীসুধা দান করিয়া জীবন্মৃত জীবগণকে জীবন দান করেন। সাধু যদি তাঁহার এই মহা-দান হইতে বিরত হন, তাহা হইলে কি জীবের হরি-বিমুখতারূপ সংক্রামক ব্যাধির হস্ত হইতে নিস্তারের অন্য উপায় আছে? যাঁহারা ভগবান্ হইতে প্রতিপাদ্য, পরিবর্দ্ধ ও সেবাবৃত্তি সঞ্চারে বিশ্বের বান্ধব সাধুগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারাই অভাব-নির্ম্মুক্ত হইয়া স্বভাবে—কৃষ্ণদাস্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন—তাঁহারাই জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে আবদ্ধ করিতে পারেন। ভগবানে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে নববিধা ভক্তির যাজনই কৃষ্ণপ্রেম লাভের একমাত্র উপায়। একমাত্র শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা ও কৃপা ব্যতীত ভগবৎসেবালাভের—নিত্যমঙ্গল লাভের অন্য উপায় নাই। বৈষ্ণবের সঙ্গ ও কৃপাব্যতীত জীবের ভগবদ্ভজনে কোন যোগ্যতাই লাভ হইতে পারে না। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারা না জানাইলে ভগবৎসেবার কথা কেহ জানিতে পারে না। সুতরাং শ্রীগুরু শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শুদ্ধভক্ত শ্রীবৈষ্ণব-পাদপদ্ম ব্যতীত শুদ্ধভক্তসেবা লাভ হইবার উপায় দেখি না। তাঁহাদের কৃপা হইলে আমাদের সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়, আমরা নিজেকে নিজে জানিতে পারি। সুতরাং আমাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শুদ্ধবৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত হউক, ইহাই প্রার্থনা।

জাগতিক কথা ও হরিকথা এক নহে। হরিকথা সাক্ষাৎ হরি। বিশ্বে হরিকে বিতরণই হরিকথা প্রচার। যিনি হরিকে পান নাই, তিনি হরিকে বিতরণ করিতে পারেন না। যাঁহারা ভগবানের দেখা পাইয়াছেন—সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবা করিতেছেন, তাঁহারাই প্রচারক—বিশ্বের বান্ধব। তাঁহারাই মূল প্রচারক। অন্যান্য প্রচারকগণ তাঁহাদেরই অনুগত হওয়া প্রচার করেন। যাঁহার সকলপ্রকার দোষ নিঃশেষিত হয়, নির্গুণ, নির্দুষ্ট নির্মল। যিনি নির্ম্মল, যাঁহার দোষ নাই তিনিই অন্যকে সংশোধন করিতে পারেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"পরমমুক্ত পুরুষগণই হরিকথা প্রচার করিয়া বেড়ান। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণ সর্ব্বত্র হরিকথা প্রচার করিয়াছেন।"

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথা

অশোক-অভয়-অমৃত বৈকুণ্ঠ বা অপ্রাকৃত শ্রীগোলোক বৃন্দাবনের কথা জানিতে হইলে কর্ণই একমাত্র উপায় অর্থাৎ শ্রৌতপথই একমাত্র পথ। যেমন এ জগতে যে-ব্যক্তি নিজে লণ্ডন গিয়াছে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে লণ্ডনের কথা বলিতে পারে; তদ্রূপ যিনি বৈকুণ্ঠে আছেন, তিনিই বৈকুণ্ঠের কথা বলিতে পারেন। জগতের লোক কেবল জগতের কথাই বলিতে পারে, বৈকুণ্ঠের কথা বলিতে পারে না। যত বড়ই হউন না কেন, তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হইতে পারেন না। কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বা তাঁহার প্রকাশ-বিগ্রহ। শ্রীমন্মহাপ্রভু গুরুর লক্ষণ বলিতে গিয়া বলিলেন,—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয়॥

আচার্য্য বা জগদ্গুরু যে-কোন দেশ, কাল, পাত্র বা কুলে আবির্ভূত হউন না কেন, তিনিই কৃষ্ণতত্ত্ব বলিতে পারেন। যিনি পুরুষোত্তমকে জানেন, একমাত্র তিনিই পুরুষোত্তমের কথা বলিতে পারেন।

শ্রীগৌরসুন্দর কলিযুগ-পাবনাবতারী। তিনি একমাত্র শ্রীহরি-কীর্ত্তনদ্বারাই কলির প্রভাব ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ কলিকে নিগ্রহ করিয়াছিলেন। কলি শূদ্ররাজের বেশ ধারণ করিয়া বৃষরূপী ধর্ম্ম ও গাভীরূপা পৃথিবীকে উৎপীড়ন করিতেছিল। পরীক্ষিৎ কলির ঐরূপ আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কলিকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। কলি নিরুপায় হইয়া পরীক্ষিৎ মহারাজের শরণাপন্ন হইলে তিনি তাহাকে প্রাণে বধ করিলেন না, তবে তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে বলিলেন। সর্ব্বত্র পরীক্ষিৎ মহারাজের রাজ্য দেখিয়া কলি পরীক্ষিৎ মহারাজেরই নিকট স্থান ভিক্ষা করিল। পরীক্ষিৎ মহারাজ কলিকে পাঁচটি স্থান দিলেন—দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা ও জাতরূপ বা কনক।

সত্যযুগে ধর্ম্মের চারিটি পাদ—শৌচ, তপঃ, দয়া ও সত্য পূর্ণভাবে ছিল। ত্রেতায় বহুবর্ণতঃ শৌচরূপ পাদ নষ্ট হইলে তপস্যা, দয়া ও সত্যরূপ ত্রিপাদ্ অবশিষ্ট রহিল। দ্বাপরে ব্যভিচার দ্বারা শৌচ ও তপস্যা নষ্ট হইলে দয়া ও সত্য-ধর্ম্ম অবশিষ্ট রহিল। আর কলিতে জীবহিংসা ও মাদকদ্রব্য-সেবনের দ্বারা শৌচ, তপস্যা ও দয়া নষ্ট হইলে একমাত্র সত্যই অবশিষ্ট রহিল।

কলিতে জীবের প্রতি দয়া নাই—কেবল স্বার্থপরতা দ্বারা মানবগণ পশুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ভগবানকে জগৎপিতা বা জগজ্জননী বলিয়া থাকি; কিন্তু তাঁহার নিকটই তাঁহার সন্তানকে—অসহায় ছাগ-মেষাদিকে বলি দিতে কুণ্ঠিত হই না। আমাদের নিজেদের সন্তানের প্রতি যদি কেহ ঐরূপ অত্যাচার করিত, তবে কি আমরা স্থির থাকিতাম? কেন লক্ষ লক্ষ জীবহত্যা হয়? আজকাল ধর্ম্মের নামে যে পাপ, ব্যভিচার ও প্রতারণা চলিয়াছে, তাহাও জীবহিংসা। লোককে সত্য হইতে বঞ্চিত করার ন্যায় জীবহিংসা আর নাই। কলির প্রাবল্যে পশুভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ কেবল জীব-জন্তুর প্রতি হিংসা করিয়া ক্ষান্ত নহে, তাহারা সাধু-ভক্ত প্রতি বিদ্বেষের জন্যও চেষ্টা করিয়া থাকে। জগাই-মাধাই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি এবং যবনগণ ঠাকুর শ্রীহরিদাসের প্রতি নির্য্যাতন করিয়াছিল। পূর্ব্বে প্রহ্লাদ মহারাজ এবং পঞ্চ পাণ্ডব কিরূপভাবেই না নির্য্যাতিত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই আমাদের আদর্শ; আমরা তাঁহাদের অনুসরণ করিব। আমরা শ্রীনাম-প্রভুর সেবার জন্য সকল সহ্য করিব। আমরা জানি Truth is always persecuted—সত্য সকল সময়ই নির্য্যাতিত হয়।

আমরা জানি—হরিকথা-কীর্ত্তনকারীর ন্যায় দয়ালু আর কেহই নাই। তিনি কত দেশ হইতে দুঃখী হইয়া নির্য্যাতিত, লাঞ্ছিত হইয়াও জীবের দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিতরণ করেন। আমরা ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া আমাদের নিত্য-আনন্দময় বৈকুণ্ঠ হইতে এই ত্রিতাপ-পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে Transported (নির্ব্বাসিত) হইয়াছি। ভগবানের আজ্ঞাক্রমে প্রেরিত অপরাধী আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য মহাপুরুষগণ কৃপা-পূর্ব্বক আগমন করেন। তাঁহারা আমাদিগকে অপ্রাকৃত রাজ্যের কথা শুনাইয়া আমাদিগকে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠরাজ্যে লইয়া যান। সেই নিত্যধামে গমন করিলে জীবের আর পতন নাই। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।"

আমরা এ জগতে আসিবার কালে সঙ্গে কিছু লইয়া আসি নাই এবং সঙ্গেও কিছু লইয়া যাইব না। যাঁহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহারা সংসারে আসক্ত না হইয়া একমাত্র শ্রীহরিনামকে সম্বল করেন। যিনি তত্ত্বজ্ঞানে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিবেন, একমাত্র তাঁহারই ইহকাল ও পরকালে গতি হইবে। পরমাত্মা আমাদের সকলেরই নিত্য পিতা। আমরা বন্ধু বা পতি-পত্নীকে পরমাত্মীয় বলি; কিন্তু আমরা পরমাত্মার সন্ধান করি কৈ? অনিত্য বস্তুর আশ্রয় করি বলিয়া সংযোগে সুখ ও বিয়োগে দুঃখ পাইয়া থাকি।

কলিযুগে শ্রীহরিনাম ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম নাই—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

মৌন হইলে হরিভজন হয় না। আমাদের এই জিহ্বাই বিষ ও অমৃত উদ্গীরণ করে। যাহাদের জিহ্বা অসংযত, তাহারা সর্ব্বদাই কলহ ও সংঘর্ষ সৃষ্টি করিয়া থাকে। আবার যাহারা মধুরভাষী ও সংযতবাক্, তাহারা জগতে প্রীতি ও আনন্দ সঞ্চার করে। জিহ্বার দ্বারা ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিলে জগদ্বাসী অমৃত লাভ করে; আর জিহ্বার দ্বারা গ্রাম্যকথা, প্রজল্প বা নানাপ্রকার কীর্ত্তন করিলে জগদ্বাসী অনর্থবিষে জর্জ্জরিত হইয়া বিনষ্ট হয়। শ্রীহরিকথাই অমৃত; আর ইতরকথাই বিষ। যাঁহারা জিহ্বাকে জয় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই জিতেন্দ্রিয়।

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে॥
(ভাঃ ১১।৮।২১)

সত্যই প্রাণ, সত্যহীন ব্যক্তি মৃত। রসনার দুইটি কার্য্য—কথা বলা ও রস-আস্বাদন করা। শ্রীমন্মহাপ্রভু জিহ্বাজয়ের জন্য দুইটি বস্তু ব্যবস্থা করিয়াছেন—জিহ্বার দ্বারা হরিনাম-কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-আস্বাদন; সুতরাং রসনা জিত হইলে উদরের বেগ দমন ও উদরের বেগ দমিত হইলে উপস্থের বেগ দমিত হয়। ঔষধ ও পথ্য যুগপৎ গ্রহণ না করিলে কিছুতেই অসুখ সারে না। সদ্বৈদ্য কখনই রোগীকে কুপথ্য দেন না। আমাদের ভবরোগের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু দুইটি বস্তুর ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঔষধ—শ্রীহরিনাম ও পথ্য—শ্রীমহাপ্রসাদ। যাহারা শ্রীভগবান্কে নৈবেদ্য নিবেদন করে না, তাহারা চোর। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

যাঁহারা ভগবদ্ভুক্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন না, তাঁহারা পাপভোজনকারী বলিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন,—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥

অর্থাৎ যাঁহারা যজ্ঞাবশেষ বা ভগবদুচ্ছিষ্ট ভোজন করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। আর যে-সকল পাপী ব্যক্তি স্বীয় ইন্দ্রিয়-পূরণের জন্য রন্ধন করে, তাহারা পাপই ভক্ষণ করিয়া থাকে।

এই জগতের মালিক শ্রীজগন্নাথ; সুতরাং তাঁহাকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করিলে পাপভক্ষণরূপ চৌর্য্যাপরাধ হয়। আমরা কেন চোর হইব?

বর্ত্তমান যুগে আমরা কিরূপে কলির স্থান-পঞ্চককে প্রশ্রয় দিয়াছি এবং কলির দ্বারা উপদ্রুত হইতেছি, তাহা মনোযোগ-সহিত শুনিতে হইবে। দ্যূতক্রীড়া প্রাণনাশক ক্রীড়া, যেমন—ঘোড়দৌড়, লটারি, 'স্পেকুলেশন' প্রভৃতিতে লোকের কিরূপ সর্ব্বনাশ হইতেছে! পান বা মত্ততা দ্বারা মানুষের কিরূপ চিত্তবিভ্রম ও পশুবৃত্তি বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাও প্রত্যক্ষের বিষয়। হে মানব! যদি নেশা করিতে হয়, তবে শ্রীহরিনামের নেশা কর না কেন? বর্ত্তমান যুগে কি গৃহস্থ, কি উদাসীন—অধিকাংশ লোকই স্ত্রৈণতায় ও অবৈধ যোষিৎসঙ্গ দ্বারা অধঃপতিত হইতেছে। যাহারা আনুষ্ঠানিকভাবে সংসার বিস্তার কার্য্যে ব্যস্ত আছে, তাহারা অধঃসংসার বিস্তার করিতেছে। শাস্ত্র বলেন,—

যো দুষ্কর্ম্মো লোকেষ্বপি নৈব আত্ম-এব চ।
বিমূঢ়কো ভবেদেব আত্মতত্ত্ববিপর্য্যয়ঃ॥

বর্ত্তমান যুগে পাশবিক প্রবৃত্তির উত্তেজনাই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। তৎফলে গৃহমেধীরা আর দেব-সৃষ্টির সংখ্যা না করিয়া অসুর-সমাজ সৃষ্টি করিতেছে। গার্হস্থ্যাশ্রম অপর তিন আশ্রমকে রক্ষা করিয়া থাকে। গৃহস্থের নিকট ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীকে আসিতে হয়। মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা ঋষিগণ পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু কলির প্রাবল্যবশতঃ সেই গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পশুধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমানে তরুণগণের প্রগতি ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে। তাহারা ভীষণ নাস্তিকতা ও ব্যভিচার স্রোতে জীবন-তরণী ভাসাইয়া দিয়াছে। আমি চারি বৎসর পূর্ব্বে যখন পাশ্চাত্যদেশে ছিলাম, তখন তথাকার নাস্তিকতা, নাস্তিকতা ও পাপ প্রবৃত্তি দেখিয়া বলিয়াছিলাম—বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বংসই অনিবার্য্য ফল। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্যে যে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছে—যে ধ্বংস-কার্য্য চলিতেছে—যে হাহাকার আর্ত্তনাদ উঠিতেছে, যে অশান্তি দাবানল চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতেছে, তাহা অদূর ভবিষ্যতে যে আমাদের এই প্রাচ্যভূমিকে আক্রমণ করিবে না, তাহার কি নিশ্চয়তা আছে? পাশ্চাত্যের অনুকরণে সনাতনধর্ম্মের স্থান ভারতবর্ষে কি বৃদ্ধ, কি তরুণ—সকলের মধ্যে যে পাপ-প্রবৃত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ধ্বংস। সুতরাং যাহারা হরিবিমুখ ও প্রতারণাকারী হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিগণের দিকে ধাবিত হইতেছে, তাহারা মৃত্যুকেই আহ্বান করিতেছে।

মৎসরতাই জীবহিংসার মূল-কারণ। অন্যের উপর প্রভুত্ব করাও সেই মৎসরতার একটি ধর্ম্ম। কেবল নিজের সুখকামনা স্বার্থপরতা। আত্মীয়ে ও আত্মীয়ে এমন কি, স্বামী ও স্ত্রীতে হিংসা চলিতেছে, কারণ কেহই কাহারও হিতাকাঙ্ক্ষার জন্য চেষ্টা করে না। শ্রীনারায়ণের উপাসনাই বর্ণ ও আশ্রমের মূল কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মে ব্যভিচার চলিতেছে। কিন্তু শ্রীনারায়ণসেবাই সমস্ত ধর্ম্ম-কর্ম্মের বিধির মূল।

নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ।
নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণপরা গতিঃ॥

সকল জীবকে হরিকথা শ্রবণ করাইয়া দয়া করিতে হইবে। নিজে সদাচরণ পালন করিয়া সকলকে তাহা শিক্ষা দিতে হইবে। ভগবদ্বিমুখ বিষয়িগণ হরিকথায় বিমুখ; তাহারা আত্মবঞ্চনারূপে অমনোযোগী। তাহাদিগকে নিত্যমঙ্গলের কথা জানাইতে হইবে। গীতা বলিয়াছেন,—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

কলিস্থান যে কনক, তাহাই জগতে এক মূর্ত্ত-বিবাদ। অর্থ পরমার্থের নিমিত্ত যুক্ত না হইলে অনর্থেরই সৃষ্টি করে। আবার অর্থ পরমার্থের সেবায় নিয়োগ করিলে অর্থই পরমার্থ হয়। অর্থকে অনর্থ বলে যেহেতু উহার উপার্জ্জন, রক্ষণ ও ব্যয়ে সর্ব্বক্ষণই কষ্ট।

(ক্রমশঃ)

হংসক্ষেত্রে কীর্ত্তন

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ও নিখিলভারত পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাশীর্ব্বাদে শ্রীএকায়ন-মঠের সেবকবৃন্দ গত ৩রা মাঘ [illegible]-নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাটীতে গমনপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে [illegible] কীর্ত্তন হয়। [illegible] সকাল ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও হরিকথা আলোচিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, কাকদ্বীপ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫১১০
সেবক—শ্রীঅনন্তবাসুদেব দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল্

(৩) শ্রীযোগপীঠ-মায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগুরুবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী

(৭) কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদন নন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীসুত দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীবাসদাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গোকুলপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
চাকদহ, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রীভক্তিকিশোর ব্রজবাসী

(২১) বীরাগাপাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীরাধাচরণ ব্রহ্মচারী

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
বাহির্কর্ম্ম পোঃ রমনা, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী

(২৫) সদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিনোদ অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশচীনন্দনবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া। আসাম।
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ। আসাম।
সেবক—শ্রীরাধাভোলানাথ দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাঝোরা, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চাঁদপুর, জেঃ মজঃফরপুর, ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর পাটনা।
সেবক—শ্রীঅখিলপ্রভু দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
ষ্টেশন রোড, গয়া
সেবক—শ্রীগদাধরগৌরাঙ্গ দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ বড় মহল্লা, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীজন দাস ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপানন্দদাস ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ
পোঃ বিন্ধ্যাচল, মীর্জাপুর ইউ পি।
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলাম্বর ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপীঠ
গিরিগোবর্দ্ধন, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রীবৈষ্ণব দাসাধিকারী

(৪১) বাস্তুকুণ্ড, গোবর্দ্ধন
সেবক—শ্রীকৃষ্ণদাস ভক্তিগৌরব

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীবাসুদেব দাস

(৪৩) নন্দগ্রাম বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।
সেবক—শ্রীরাধাচরণ দাস

(৪৪) গোপীবিহারী মঠ—দেওয়ালী,
পোঃ কোহোয়াল, জেলা গুরুদাসপুর। পাঞ্জাব।
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) ব্যাস গৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
সেবক—শ্রীকৃষ্ণপাবন ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৬৫নং কুতুব রোড, নই দিল্লী
সেবক—শ্রীমদ্রাম ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, গাওদেবী
নং বোম্বে ২৬
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীকেশবচন্দ্র ব্রহ্মচারী

(৪৯) মঙ্গলকোট গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভূর, গুন্টুর জেলা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) কবুর গৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীমাধব দাস অধিকারী

(৫১) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

(৫২) সচ্চিদানন্দ মঠ
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) শ্রীজগন্নাথকুঠি
সেবক—শ্রীকৃষ্ণপতি দাসাধিকারী

(৫৪) শিবালিঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) সারস্বতাশ্রম মঠ
বাসুদেবপুর, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

(৫৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়-প্রেমসেবা-আশ্রম
পোঃ কন্যাকুমারী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরণ্ডিরা, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীদীনহীন দাসাধিকারী

(৫৯) জামালি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ জামালী, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী

(৬০) আসাম-গৌড়ীয় প্রপন্নাশ্রম
পোঃ ধুবড়ী। আসাম।
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুবনেশ্বর পোঃ গুপ্তবৃন্দাবন। রাজপুত্র
সেবক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী

(৬২) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং ফ্রেজার ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
প্লাট নং ২
৫১, আরলসকোর্ট
গ্লাসটন, লণ্ডন, ডব্লিউ
সেবক—স্বামী বিনোদবাণী দাস

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীনিত্যগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ আফিস
আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ। ইউ-পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
মজঃফরপুর (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রীবিশ্বম্ভরবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
সিতাপুর (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) শ্রীবাস অঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রীবিশ্বেশ্বর ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরামসুন্দর ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-[illegible]-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের ও	পরবর্তী দিনের
[illegible] প্রতি লাইনে	১০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

[illegible] প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪।০
" সিকি কলম ১৬৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	

চাঁদার হার

দৈনিক ([illegible])	৩৲
[illegible] "	২৸০
[illegible] "	
[illegible] "	

[illegible] দিনের সংখ্যার ভিক্ষা [illegible]।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ [illegible] রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ [illegible] ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; [illegible] শাস্ত্রযুক্তিমূলে [illegible] বিচারে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্র (chart [illegible]) অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিভাগসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার [illegible] মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

নবদ্বীপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ [illegible], ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক [illegible] গল্প, প্রবাদ ও [illegible] দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিয়া [illegible] প্রদান করিতেন তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় [illegible] সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। [illegible] মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—নবদ্বীপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ [illegible], [illegible], ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

[illegible] যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে [illegible] মানবগণের [illegible], মতবাদ, [illegible], অবতার, [illegible] ও [illegible] সম্বন্ধে [illegible] সাধারণ [illegible] বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে [illegible] সাধারণ [illegible] সংসিদ্ধান্তসকল প্রদত্ত হইয়াছে।

[illegible]—নবদ্বীপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ [illegible], ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—[illegible]—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্স্টিটিউট"—

—[illegible]—

[illegible] ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible] অতীব স্বাস্থ্যকর—[illegible] সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible] খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্স্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয়, সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, [illegible] ও শিক্ষা অভিজ্ঞতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অভিজ্ঞতার সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমৎ [illegible] [illegible] লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার [illegible] পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের [illegible] গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে [illegible] ও [illegible] তাহার প্রতিশব্দ [illegible] শ্রীল শ্রীধরস্বামীকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিলে সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। তথ্যসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রতিপাদ্য বিষয়-নির্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, গ্রাম ও নদী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মঠ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের একটি অমূল্য বস্তু। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গল্পাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। মূল্য বার আনা। দু গ্রন্থের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীরূপভিরঞ্জন নাগ [illegible], বি-এল, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

যাওয়া

কলিকাতা ছাঃ	৫-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	৩-১৬	১৬-৫৩	১৭-৫৬	২২ ৫	
দমদম „	৬-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-২০			২২	
রাণাঘাট পৌঃ	৮-১৬	৮ ৯	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-২৮	
(রেল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৪	১৭-১০	১৫-৫	১৮-৭৯	১৯-৪০	১-৩৬	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১০-২৫	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৬১	

(রেল) ছাঃ	৭-১০	১০-০১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৮	১০-১৯	১৮-১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম „	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(রেল) ছাঃ	১৩ ৩০ (ন্যারো গেজ লাইনে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

আসিবার

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৪-২২	১৬-৬	১৮-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৫	৮-৪৫	১১-৪২	১৫-৫	১৬-৩৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৫৭	১৫-১০	১৬ ৫৬	১৯-২২	২০-৩৬	৫-০১
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৪৪	৯-২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৫	২১-১১	৫-৬৯
(রেল) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৫০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৫	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৩	২১-২৬	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১ ২০	১৪ ৩৬	১৭ ৫৬	২১-৪০	২৩ ১৫	৩৬	

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্, এ মহোদয়ের ঐকান্তিক গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে রত হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ বাদশটি বিভিন্ন চিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম হইতে ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়সূচিকা (contents ; ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত ও শব্দার্থ (Index Glossary,) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সাত্বত শ্রীগৌড়ীয়মঠ, রাবণসাহী সাত্বত ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা নদীয়া

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:•:———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এইস্থান হইতে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৬.৪ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর গাইট্রিটে অবস্থিত। এস্থান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। সজ্জনতোষণী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এস্থান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ ম্যালেরিয়া জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ইহা তাহার কার্য্যকারিতা অত্যন্ত অধিক। ডিক্তার প্লীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ১০ দশ আনা বড় বোতল ১৷০ পাঁচসিকা মাত্র। পাইকারী দর স্বতন্ত্র—

১৯১নং, গ্রেস্টাভিলি রোড, কলিকাতা

বেহালা, ২৪ পরগণা।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO 1541

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

পত্রপুষ্পমালা
—ঃ—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন পত্রাবলী শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের বিরচিত 'গৌড়ীয়' কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
মঠুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ভাটী, ঢাকা

শ্রীচৈতন্যদেব
—ঃ০ঃ—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১।০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর—১৭ই মাঘ ১৩৪৭, ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪১ বৃহস্পতিবার : ২৭২তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—ঃ(০)ঃ—

আবিসিনিয়ার বিদ্রোহানল

গত ১৫ই জানুয়ারী এক সংবাদে প্রকাশ, পাঁচ বৎসর পূর্বে ইতালীর বিজয়লাভের পর হইতে আবিসিনিয়ায় যে বিদ্রোহানল ধূমায়িত হইতেছিল, তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে।

খবর পাওয়া গিয়াছে যে, ইতালী বোমাবর্ষণ করিয়া আবিসিনিয়ার গীর্জাসমূহ ধ্বংস ও পুরোহিতদিগকে হত্যা করিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। এই সমস্ত গীর্জার পুনর্নির্মাণকল্পে মুসোলিনী বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু উহাতে স্বদেশ-প্রেমিক হাবশীদের মনে কোনরূপ রেখাপাত করিতে সমর্থ হয় নাই।

ভূতপূর্ব্ব সম্রাট হাইলে সেলাসী খার্তুম হইতে অধিক দূর অগ্রসর হইয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, এই সংবাদ অপ্রকাশিত রহিয়া গেলেও হাবসীরা স্বদেশ-প্রেমিক নেতাগণ তাঁহার পতাকাতলে আসিয়া সমবেত হইতেছে। ছোট ছোট বাহিনী আবিসিনিয়ার বাহিনী এ পর্যন্ত ইতালীয় দিগকে উত্ত্যক্ত করিয়া আসিতেছিল, ইহারা এখন দেশের নানা দিকে সমবেত হইতেছে। ইহাদিগকে ইংরাজের আধুনিক অস্ত্র শস্ত্র সরবরাহ করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত আকাশ-পথ হইতে বৃটিশ কর্তৃক সাহায্য পাওয়া যাইতেছে।

কায়রোর এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, সম্প্রতি ভূতপূর্ব্ব সম্রাট হাইলে সেলাসী নিজে দৈত্য-বাহিনী পরিচালনায় যে সমর ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে ইতালীর বিরুদ্ধে আন্দোলন যথেষ্টভাবে শক্তিবৃদ্ধি হইয়াছে। রাজকীয় বিমানবহর ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের ঘোষণা সম্পর্কিত ইস্তাহার সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে।

টানা যুদ্ধের পূর্ব্বাঞ্চলের কয়েকটি সর্দ্দারও ইতালীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে। তিনটি দুর্গ ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছে। দেশের প্রধান প্রধান কয়েকটি কেন্দ্রে যাহাতে ইতালীয়গণ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে অসমর্থ হওয়ায় বিদ্রোহের যথেষ্ট সহায়তা হইতেছে।

—

জার্ম্মাণীর উপর বৃটিশ বিমানের হানা

গত ১৫ই জানুয়ারী বুধবার রাত্রে রাজকীয় বিমানবহর ব্যাপকভাবে উইলহেল্মস্‌হাভেনের উপর সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালায়।

বিমান বিভাগের সচিব দপ্তরখানা হইতে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, উইলহেল্মস্‌হাভেনে সমগ্র রাত্রিব্যাপী আক্রমণ চলিয়াছিল এবং ঐ বন্দরে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। এই রাত্রির অভিযানে উইলহেল্মস্‌হাভেনের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছাড়াও ব্রেস্টের বন্দর এমডেন ব্রেমার বেভেন ও রটারডামের উপরেও বোমাবর্ষণ করা হইয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম জার্ম্মাণী ও অধিকৃত বিমানঘাঁটি ও অন্যান্য লক্ষ্যবস্তুর উপরেও হানা দেওয়া হইয়াছিল। একখানি বৃটিশ বিমানপোত নিখোঁজ হইয়াছে।

—

মার্কিণ-সাহায্য সম্পর্কে জার্ম্মাণীতে প্রতিক্রিয়া

"নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন" পত্রিকার প্যারিসস্থ সংবাদদাতা জার্ম্মাণ সেন্সরে এড়াইয়া এক সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ সংবাদে তিনি লিখিয়াছেন—

"বর্ত্তমান সংগ্রামে পুরাপুরি মার্কিণ-সহায়তা সংযোজিত হইলে উহা জার্ম্মাণীর দুঃস্বপ্নেই পরিণত হইবে।"

জার্ম্মাণ জাতি ইহাকে অত্যন্ত ভয় করিতেছে। কারণ, ইহার ফলে সংগ্রামে তাহাদের পরাজয় ঘটিবে, সমস্ত জার্ম্মাণীতে বিপ্লব সুরু হইবে এবং জার্ম্মাণ-অধিকৃত দেশগুলিতেও বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিবে।

জার্ম্মাণ সৈন্যগণ বলিতেছে যে, যেমন করিয়াই হউক, আমেরিকাকে এই যুদ্ধ হইতে দূরে রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিগত মহাযুদ্ধে আমেরিকার সহযোগিতাই যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছিল।

—

মার্শাল পেঁতার দৃঢ়তা

প্যারিস সহরের জার্ম্মাণ নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রগুলি অনবরত মার্শাল পেঁতাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিতেছে। উহা হইতে বুঝা যায়, তিনি এখনও বার্লিনের সমস্ত দাবী মানিয়া লইতে সম্মত হন নাই।

বর্লিনী মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিতেছে বলিয়া জার্ম্মাণগণ যে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে, ভিসি-গভর্ণমেন্ট তাহা সরকারীভাবে অস্বীকার করিয়াছে।

"নিউইয়র্ক জার্ণাল-অব-কমার্স" পত্রিকার জনৈক সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব্ব পরিকল্পিত পরিকল্পনা অনুসারে মন্ত্রিসংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য তিনি মন্ত্রিসভা পরিবর্ত্তিত করিবেন। কিন্তু এম লাভাল পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবেন বলিয়া জার্ম্মাণগণ যে সংবাদ প্রচার করিয়াছে তিনি তাহা সমর্থন করেন নাই। সংবাদদাতার মতে পুনর্গঠনের ফলে এম, লাভাল, এডমিরাল দার্লা ও জেনারেল হান্টজিগারের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইবে।

ভারতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা

১৯৪১ সনে লণ্ডন ও ভারতে একই সময়ে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে বলিয়া আইন শিক্ষার কাউন্সিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রধান কিরাণিকে ঐ কথা ঘোষণা করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। যে সমস্ত ছাত্র নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করিয়াছেন কিন্তু যুদ্ধের জন্য লণ্ডনে গমন করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে।

আগামী ২২ই মে হইতে পুণাতে যাঁহারা ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের আবেদনের জন্য শীঘ্রই একটি নূতন ঘোষণা প্রকাশিত হইবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—চিকিৎসার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ দিব্য তীর্থ কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বহুদেশ তথা বহুদেশের সজ্জনসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশ হইয়াছে। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনবিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীর নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, নির্দ্দেশ ব্যাখ্যা, ভূমিকা ও সূচীসহ অপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
· কুলদারঞ্জন রায় এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণাপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—মূল ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীন) ৯৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অধীন) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৷৵০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৷০
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৩০
১৭। বৈষ্ণবোপনিষৎ ।০
১৮। প্রাকৃত-অপ্রাকৃত ।০
১৯। শুদ্ধবিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সংক্ষিপ্ত ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অধীন) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত (মাতৃবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রসার (মাতৃবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীন-দিন-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৩০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়কাব্য
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৵১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধকত্ব ৵১
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। আমনায়
৪৭। মহাচার্য্যকীর্ত্তি
৪৮। জপাপরহস্য (পঞ্চম সংস্করণ)
৪৯। অর্চ্চনপথ
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)
৫১। প্রমেয়রত্নমালা
৫২। মণিমঞ্জরী (মাতৃবাদ)
৫৩। গৌরসুন্দরোদয় ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। চৈতন্যচন্দ্রামৃত বা মাধবানন্দলহরী ৩
৫৬ ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যসহিত) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৩
৬০। সাধকবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার ।০
৬২ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধঃ ।০
৬৩। সতীর্থ-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। গুরুস্তব ।০
৬৫। সাধ্যসাধ্য নিরূপণম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মতপরিচয় ৵০
৬৭। মাধ্যমপর্ব্বে ৶৫

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিজিট টু প্যালেস অব বেনারস ।০
৭০। সাধকত্ব ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফোলজি এণ্ড অর্ন্টোলজি ।০
৭২। বিভেজিড ওয়ার্ডস ।৵০
৭৩। সাইড ল্যাম্প অন্ লিভেঞ্জ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বেদান্তীজম ।০
৭৫। গোয়াইট গৌড়ীয়মঠ ইন দুইট ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।৷
৭৭। উপোজিক ফিলজফিজ অ্যাও আনন্দমতে ডিক্লেরেশন
৭৮। প্রমেয়রত্ন ৵৩০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ৩
৮২। অনুবাদ-সারার্থ ৸০
৮৩। গীতাবলী ৵১০
৮৪। শরণাগতি ৵২

আসামীয় অক্ষরে প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵১

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৶১

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৮ বর্ষ | ১৭ মাধব ৪৫৪ গৌরাব্দ ১৭ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৩০শে জানুয়ারী ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার | ২৭২তম সংখ্যা

গীতিমালিকা শ্রীভক্তি-

বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুস্তবমালা

নিখিল স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৵০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন বৃথা বাহিত না হ'য়ে আশ্রয়বিগ্রহ ও আশ্রয়-বিগ্রহের নিষ্কপট সেবকগণের সঙ্গে তাঁ'দের সেবায় যাপিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। তাঁ'দের কৃপা হ'লে তাঁ'দের প্রাণাপেক্ষা দয়িত বিষয়-বিগ্রহের সেবালাভ করবার সৌভাগ্য হ'বে।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ মাঘ আদি আবির্ভাবশালী গৌরাব্দ ৪৫৪

ভক্তি

—::(o)::—

জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি। তদ্ব্যতীত জীবাত্মার অন্য কোন বৃত্তি নাই জীবাত্মা পরমাত্মার সেবা করিয়া থাকেন ভজনীয় ভগবান্ নিত্য এবং ভক্ত জীব নিত্য। সুতরাং সেব্য ও সেবকে মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাও নিত্য ভক্তিই জীবের সার্ব্বকালিকী বৃত্তি ভক্তিই উপায় ও উপেয়। জীবমাত্রে ভক্তির অধিকারী। সকলে ভক্তি অধিকারী হইলেও তন্মধ্যে নরমাত্রেরই সৌভাগ্য বেশী। কারণ অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা মনুষ্যের বুদ্ধি বেশী বেশী।

বহির্জীব বর্ত্তমানে মায়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া এই নিত্যবৃত্তি ভক্তিলাভে বঞ্চিত হইয়াছে। তবে তাঁহার যে ভক্তিবৃত্তি তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই, সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহার এই সুপ্তবৃত্তি জাগ্রত করিতে হইলে জাগ্রতের— ভক্তগণের সঙ্গ ও কৃপাই প্রয়োজন। জীব কায়মনোবাক্যে যদি এই জাগ্রত পুরুষের সঙ্গ করে, তাহা হইলে তাহার সেই সুপ্তবৃত্তি অচিরেই জাগ্রত হইবে।

এই জাগ্রত পুরুষই সাধু বা বৈষ্ণব। বৈষ্ণবসঙ্গেই কৃষ্ণপ্রসঙ্গ হয়। বৈষ্ণবসঙ্গ ছাড়া ভক্তিপ্রসঙ্গ হয় না। বৈষ্ণব জীবের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু। তাঁহার নিকট গেলে পাপ করিবার প্রবৃত্তি জীবের আর থাকে না। মহাজনগণ বলেন যে, যদি কোন জীব তাহার বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গুলিকে কিছুতেই দমিত করিতে না পারে, তবে সে যদি নিরপরাধে কৃপালাভ সুখে কোন শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট বসিয়া থাকে, তবে সেই সুযোগে ক্রমে বৈষ্ণবের শক্তি সঞ্চারিত হইয়া, তাহাকে ইন্দ্রিয়বেগ হইতে রক্ষা করাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন,—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥

নিমেষকাল মাত্র ভগবৎসঙ্গীর সঙ্গ দ্বারা জীবের যে পরম শ্রেয়োলাভ হয়, তাহার সহিত কর্ম্মফল স্বর্গ, জ্ঞানফল মোক্ষ বা মর্ত্ত্যজীবের আকাঙ্ক্ষিত তুচ্ছ রাজ্যাদি কিছুমাত্র তুলনা হয় না। সাধুসঙ্গ জীবের মঙ্গললাভের সোপান। ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু রায়রামানন্দমুখে জীবের শ্রেয়ঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার?
কৃষ্ণভক্তসঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর॥"

কৃষ্ণভক্ত সাধু ভক্তবর শ্রীভগবানের সন্ধান পাইয়াছেন, নিরন্তর সেবা করিতেছেন ও অপর প্রত্যেককে তাঁহার সন্ধান দিয়া তৎপ্রাপ্তিতে সহায়তা করিতেছেন। সাধু নিষ্কিঞ্চনভাবে ভগবচ্চরণাশ্রয় ক'রে বাহিরের হরিভজন ও বাহিরের মনের চাঞ্চল্যে আকৃষ্ট না হইয়া সেই সকলে দ্বারা ভগবানেরই সেবা করেন। তাঁহারা সাংসারিক লাভালাভ ও জীবের সংসার-বন্ধন ছেদনে অতি দক্ষ। তাঁহাদের নিজেদের চেষ্টারূপ কোন ইচ্ছা বা চেষ্টা নাই। নিত্য সর্ব্বদা ভগবৎসেবাপর। সমস্ত বস্তু দ্বারা যে কি প্রকারে ভগবানের সেবা করিতে হয়, তাহা একমাত্র তাঁহারাই জানেন ও তাঁহারাই সর্ব্বস্ব দিয়া ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। বদ্ধজীবের ভগবৎসঙ্গী সাধুর চরণাশ্রয় ও কৃপা ব্যতীত হরিভজনে অধিকার লাভ হয় না। ভগবদ্ভজনের যে কৌশল তাহা একমাত্র সাধুই জানেন।

এই কৃষ্ণভক্তিসম্পন্ন সাধুর সঙ্গী হইতে পারিলেই মঙ্গল। সঙ্গী না হইলে সঙ্গ হয় না, সঙ্গের আভাসমাত্র হইতে পারে। অকিঞ্চন হইলেই সঙ্গী হওয়া যাইতে পারে। সাধু অকিঞ্চনকেই সঙ্গে নেন। যাঁহার স্বসুখ বাসনা নাই, তিনি অকিঞ্চন। অকিঞ্চন ভক্ত ও ভগবানের সেবা পাইবার যোগ্য সাধুসঙ্গ ছয় প্রকারে হইয়া থাকে। কৃষ্ণসেবোপকরণ সাধুকে প্রদান করা, সাধুর নিকট হইতে কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করা, সাধুকে হৃদয়ের সমস্ত কথা খুলিয়া বলা ও সাধুর গোপনীয় অভীষ্ট ভজনের রহস্য বিষয়ে শ্রবণ করা, সাধুকে ভোজন করান ও সাধুর প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ করা। বিষয়ী বন্ধুবান্ধবগণের প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ করিয়া সাধুকে প্রাণের বন্ধু জানিয়া তাঁহার সহিত যে ব্যবহার করা হয়, তাহাতেই তাঁহার সঙ্গ হইয়া থাকে। সাধুর নিকট বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সেবা করিতে করিতে তাঁহার সহিত ভগবৎকথার আলোচনা ও তাঁহার চরিত্র অনুশীলন করাই সঙ্গ। তাহাতেই ভক্তিলাভ হয়। সাধুর জীবন ভগবৎসেবাময়। তাঁহাদের অনুসরণেই ভক্তদেবীর সহিত সাক্ষাৎকার হয়।

ভগবদ্ভক্ত না হ'লে সাধু হয় না। এই জন্যই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া নিজ নাম প্রচারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন,—

"ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতা মাতা, বন্ধু-পুত্র-ভাই॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র-বিহার।
তথাপিহ ভক্ত-বশ স্বভাব আমার॥"

(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতেও ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"আমি ভক্তের অধীন সুতরাং অস্বতন্ত্রের ন্যায়। শুদ্ধ সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছে, ..."

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়।

ভক্তের কি কথা, ভক্তের পালকগণও আমার প্রিয়। যাঁহাদের আমিই একমাত্র আশ্রয়, সেই সাধুগণ ব্যতীত আমি নিজ স্বরূপগত আনন্দ ও নিত্য ষড়ৈশ্বর্য্যাদিরও অভিলাষ করি না। যে সকল সাধু গৃহ, জায়া, পুত্র, আত্মীয়, ধন, প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন, আমি উঁহাদিগকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব? সতী স্ত্রী যেরূপ সৎপতিকে বশীভূত করিয়া থাকে, আমাতে আসক্তচিত্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুগণও তদ্রূপ ভক্তিদ্বারা আমাকে বশীভূত করেন। আমার ভক্তগণ আমার সেবাতেই পরিতৃপ্ত, আমার সেবার আনুষঙ্গিক ফলে সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয় স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ছাড়া আর কিছু জানি না।"

এই সাধুর অপরাধ কৃপাই সকলের একমাত্র সেতু। এই অনন্ত কৃষ্ণভক্তগণের চরিত্রে অজ্ঞদৃষ্টিতে কোন দোষ দৃষ্ট হইলেও তিনি সাধু বলিয়াই পরিগণিত। এই প্রকার সাধুর নিন্দা করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। এই সাধুর নিন্দাকারীর মুখে হরিনাম ত' হয়ই না, বরং নামাপরাধই হইয়া থাকে। অন্যের দোষ নিরূপণ, নিকৃষ্ট। দোষী আমাদের নিজের দোষের জন্যই অন্য বস্তুকে চরিত্র দোষদুষ্ট বুঝিয়া থাকে। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে বলিয়াছেন,—

জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
করায়েন বৈষ্ণবাপরাধ সাবধান ॥
শূলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিহ নাশ পায় কহে শাস্ত্রবৃন্দে ॥
অন্যের কি দায়, গৌরাঙ্গের জননী।
তাঁহারেও বৈষ্ণবাপরাধ' করি গণি ॥
বস্তুতঃ বিচারেতে সেহো অপরাধ নহে।
তথাপিহ 'অপরাধ' করি প্রভু কহে ॥
যে বৈষ্ণবস্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর ॥

দৈবাৎ যদি কোন বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ ঘটে, তবে তিনি 'হায়, আমি কি পামর, আমি সাধুর চরণে অপরাধ করিয়াছি!' এই প্রকার অনুতাপ করিতে করিতে যদি 'আমি যাঁহার চরণে অপরাধী হইয়াছি, তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিব।' এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে ভক্তি, প্রণতি ও সম্মানাদি দ্বারা তাঁহার সন্তুষ্টি বিধান করিতে পারেন, তবেই সেই অপরাধী ব্যক্তি অপরাধ নির্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তিলাভে যত্ন হইতে পারিবেন। সুতরাং ভক্তের প্রতি অবহেলা যেন আমাদের কোন মতেই না হয়, সে বিষয়ে খুব সতর্ক থাকা উচিত। সেইজন্য ভক্তকে কৃষ্ণভক্তিলাভের মূল জানিয়া সর্ব্বদা বৈষ্ণবের কৃপাভিক্ষা করাই কর্ত্তব্য এবং ভক্তের সুখবিধানই যে ভক্তি, তাহা জানা দরকার।

ল তীর্থ মহারাজের হরিকথা

(২)

প্রত্যেক জীবেরই একটি অমূল্য বস্তু আছে, তাহা আত্মা বা চেতন। সেই চেতন বা আত্মা পরমাত্মার অংশ, পরমাত্মাই উহার মালিক। সুতরাং পরমাত্মার বস্তু পরমাত্মাকে অর্পণ করাই কর্ত্তব্য। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম কায়মনোবাক্যে আশ্রয় করিলে প্রেমধন লাভ হইবে। অকিঞ্চনই শ্রীভগবান্‌কে ডাকিতে পারেন। যাঁহারা প্রাকৃত ধন-জন-মদে মত্ত, তাহারা শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করিতে পারে না। শ্রীকুন্তীদেবী বলিয়াছেন,—

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন-
গোচরম্ ॥

শ্রীনামাশ্রিতের প্রতি যতই অত্যাচার হউক না কেন, কেহই তাঁহাকে কিছুতেই নষ্ট করিতে পারে না। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজকে কিছুতেই হিরণ্যকশিপু বিনষ্ট করিতে পারে নাই; অধিকন্তু তাহাতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের মাহাত্ম্যই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তের কখনই বিনাশ নাই। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" সর্ব্বস্ব-সমর্পণকারী বলি মহারাজ শুক্রাচার্য্যের কুপরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। শ্রীবলি মহারাজ শ্রীবামনদেবকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছিলেন। শ্রীবামনদেবের দুই পদ দ্বারা যখন স্বর্গ ও মর্ত্ত্য পরিব্যাপ্ত হইল, তখন শ্রীবলি মহারাজ সহধর্ম্মিণী ভক্তিমতী শ্রীবিন্ধ্যাবলীর ইঙ্গিতে শ্রীবিষ্ণুর তৃতীয় পদ স্থাপনের জন্য নিজ মস্তক প্রদান করিলেন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, পাদসেবনাদি নবধা ভক্তির মহাজন আছেন যাঁহারা জগতে শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীহরিনামই চিন্তামণি নিত্য ধন। যিনি শুদ্ধহরিনাম করেন, তিনি কখনও কলিপুরুষের প্রশ্রয় দেন না। শুদ্ধ প্রেমধর্মে বিমুখতার স্থান থাকিতে পারে না। যেখানে আলো, সেখানে অন্ধকার নাই। সতী কখনও অসতীর সহিত বন্ধুত্ব করে না। শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনকারী নামাপরাধী অসাধুগণকে প্রশ্রয় দেন না। সত্য ও অসত্যে কখনও Compromise হয় না। সত্য ত্রিকালেই সত্য। সত্য কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। "যত মত, তত পথ"—ইহা কখনও সত্যকথা নয়।

যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ নয়—যাহাদের কর্ণে দীর্ঘকাল যাবৎ বিষয়কথা প্রবিষ্ট হইয়া আছে, তাহারা সেই সকল বিষয়কথার আবর্জ্জনা দূর করিয়া চিত্তের নির্ম্মলতা লাভ না করা পর্যন্ত শুদ্ধ শ্রীহরিকথা ও শ্রীহরিনাম শুনিতেই পায় না। কোন কলসী যদি মদ্যের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, তবে সেই কলসীতে গঙ্গার জল প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিলে তাহাতে কিছুতেই গঙ্গার জল প্রবেশ করিবে না। শ্রীহরিকথারূপ গঙ্গাজল সাধুগুরুমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে পবিত্র করে। কিন্তু যাহার হৃদয় বিষয়রূপ মদিরার দ্বারা পরিপূর্ণ, তাহার হৃদয়ে গঙ্গাজলরূপ শ্রীহরিকথার প্রবেশ করে না। তত্ত্বজ্ঞ অর্থাৎ সেবোন্মুখ হইয়া শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিলে শ্রীহরিকথারূপী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার সকল অনর্থ দূরীভূত করেন,—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥
(ভাঃ ২।৮।৪)

যিনি শ্রীহরির গুণকর্ম্মের কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, শ্রীভগবান্ অতি শীঘ্র তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন।

প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ ॥

অর্থাৎ শরৎকালের আগমনে জলাশয়ের জলরাশি যেমন সহজেই নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণকথাও সেবোন্মুখ শ্রোতার কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাঁহার ভাব সমূহের অধিষ্ঠান-স্বরূপ হৃৎপদ্মকে বিকশিত করেন।

লক্ষ বৎসরের অন্ধকার এক মুহূর্ত্তের আলোকে দূর হইয়া যায়। সদ্গুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিলে শত জীবনের অজ্ঞান অন্ধকাররাশি মুহূর্ত্তে দূরীভূত হয়। বৈদ্যুতিক আলো switch off করা মাত্র সব অন্ধকার হইয়া যায়, আর on করা মাত্র সমস্ত আলো প্রকাশিত হয়। তখন আমরা নিজের স্বরূপ, অপরের স্বরূপ এবং জগতের স্বরূপ দেখিতে পাই। এরূপ দিব্য-জ্ঞানালোক লাভ করিলে আমরা স্ব-স্বরূপ, পর স্বরূপ, জগৎস্বরূপ ও মায়ার স্বরূপ দেখিতে পাই। শ্রীহরির কথাই শ্রীহরির সম্বন্ধজ্ঞান প্রদান করে। সুতরাং শ্রীহরিকথা ব্যতীত আমাদের আর উপায় নাই। শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজ সাতদিনমাত্র হরিকথা-শ্রবণ করিয়া ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলেন। শুকদেবমুখনিঃসৃত শুদ্ধ ভাগবত-কথা শ্রবণ করাইয়া ভগবান্‌কে হৃদয়ে আবদ্ধ করেন। "সতো বৃন্দ-কাব্যেতর ভক্তিঃ তত্ত্ববুদ্ধিরক্ষণাৎ।" শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনে আমাদের ব্যক্তিগত কোন যোগ্যতা বা কৃতিত্ব নাই। আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর পিয়ন-মাত্র।

প্রতিষ্ঠা

(প্রাপ্ত)

কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা—এই তিনটি বস্তুই অনর্থগ্রস্ত সাধকের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান অথবা একমাত্র অন্তরায়-স্বরূপ। জড়বদ্ধ-জীব যাহার প্রতি অভিনিবেশক্রমে মায়িক জগতে উপস্থিত হইলে কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা এই তিনটি বস্তু আসিয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করে। অনাদি-বহির্মুখ জীব পূর্ব্বাভিমান-বশে অনাদিকাল হইতেই এই ধারণাটি দৃঢ়রূপে পোষণ করে যে, সে ই কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার প্রভু, অর্থাৎ ভোক্তা। বদ্ধজীব ইহার বিপরীত কোন কথা কখনও শুনে নাই বা শুনিতে প্রস্তুতও নহে।

'আমি নিজে স্বয়ং ভোক্তা এবং যাবতীয় দৃশ্য পদার্থসমূহ আমার ভোগ্য' এই জ্ঞান যখন প্রবল হয়, তখন জীব ভোগেচ্ছার বাধ্য হয়। কিন্তু ভোগ করিতে গিয়া যখন ভোগে বাধা আসে, অতৃপ্তি, শোক, দুঃখ, অভাব প্রভৃতি উপস্থিত হয়, তখন জীবের প্রবল ভোগবাসনা প্রতিহত হইয়া ত্যাগ-বাসনায় রূপান্তর লাভ করে। ত্যাগি-ব্রতিও ভোক্তা অভিমানেরই প্রকারভেদ মাত্র। 'আমি ভোক্তা এবং দৃশ্য বস্তুসমূহ আমার ভোগ্য' এই প্রকার পূর্ব্বাভিমানের প্রাবল্য হইতেই ত্যাগবাসনার উদয় হয়। ভোক্তাভিমানীর চিত্তেই ত্যাগবাসনা স্থান পায়।

বদ্ধজীব ভোগ ও ত্যাগ এই দুইটির কথাই জানে ও বুঝে। কনক বদ্ধ ভোগী জীবের নিকট—অর্থ, ত্যাগীর নিকট অনর্থ, কিন্তু ভোগ বা ত্যাগের অভিমান যাঁহার নাই, সেই নিষ্কপট প্রকৃত ভক্তের নিকট কনক সাধারণ অর্থ বা অনর্থ নহে, পরন্তু পরমার্থ-সাধনের অনুকূলানুকূল বলিয়া উহাও পরমার্থরূপে সাধকের সুষ্ঠু ও অনুকূলভাবে নিযুক্ত হইয়া থাকে। কামিনী ভোগীর নিকট সর্ব্বসুখদায়িনী ও ত্যাগীর নিকট নরকের দ্বারস্বরূপে প্রতীত হইলেও সর্ব্বত্র, সর্ব্বভূতে কৃষ্ণকার্ষ্ণ-দর্শনকারী ভক্তগণের নিকট [illegible]

সম্বন্ধী। সুতরাং ভক্তসেবী প্রতীত হইয়া থাকে। প্রতিষ্ঠা ভক্তভোগীকে অভীষ্ট-প্রাপ্তি অর্থাৎ কখনও উচ্চ, কখনও নীচ অবস্থানে অবস্থিত করায়, ভক্তত্যাগী, স্বর্গের প্রতিষ্ঠার দুরাকাঙ্ক্ষা মুক্তিকামীকে অপ্রতিষ্ঠ করে, কিন্তু গোপীভর্তার দাস্য দাসানুদাসে নিত্য প্রতিষ্ঠিত ভক্ত-অভ্যুক্ত ভাবে সেবা করিয়া থাকে।

অপ্রাকৃত, অদ্বয়জ্ঞান অপ্রতিষ্ঠ শ্রুতগোপ্যবস্তু সর্বক্ষণ নির্বিশেষভাগে একচেটিয়া অধিকার আছে। অনুপ কনক বা লক্ষ্মীর ভোক্তা একমাত্র বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ। শ্রীগুরুপাদপদ্মই সমস্ত প্রতিষ্ঠার মালিক। জীবের স্বতন্ত্র কোন প্রতিষ্ঠা নাই। প্রতিষ্ঠা সমস্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মের। প্রতিষ্ঠা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বিচলিত করিতে পারে না অর্থাৎ তাঁহার চিত্তে কোন প্রকার বিকার উদয় করাইতে সমর্থ হয় না, কিন্তু প্রতিষ্ঠাকামী বদ্ধজীবের সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। অনর্থগ্রস্ত বা অনর্থ প্রবণ সাধক জীব যদি বিন্দুমাত্রও প্রতিষ্ঠার প্রার্থী হন, অথবা শ্রীগুরুদেবের প্রাপ্য প্রতিষ্ঠার এক কণাও যাহাতে আত্মসাৎ করিবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার মঙ্গললাভ সুদূর পরাহত হইয়া পড়ে।

জীবের কোন প্রকার স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা থাকিতে পারে না। তটস্থ জীবের বিশেষতঃ বদ্ধজীবের চিত্তবৃত্তিকে কোনমতেই বিশ্বাস করা যায় না। অনর্থ থাকাকাল পর্যন্ত এমন কি, তটস্থভাব অপগত হইয়া নিত্য চিৎস্বরূপে অবস্থিত না হওয়া পর্যন্ত জীবের পতনের আশঙ্কা রহিয়াছে। বর্তমানে যিনি সাধুগুরুপাদপদ্মের সঙ্গপ্রভাবে সেবাকার্যাদিতে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন, তিনিই আবার পরক্ষণেই অসৎসঙ্গ-প্রভাবে সাধুগুরু ও শ্রদ্ধাহীন, ভোগী, নাস্তিক, এমন কি, হরিগুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষী পর্যন্ত হইয়া পড়িতে পারেন। এই প্রকার জীবকে অযাচক প্রতিষ্ঠা দিয়া বা প্রশংসা করিয়া লাভ কি? কোথায় কোন্ ত্রুটি রহিয়াছে, কি প্রকারে আরও অগ্রসর উন্নতি লাভ করা সম্ভব, কি প্রকারে গুরুসেবার ত্রুটিসমূহ দূর হইতে পারে, সেই বিষয়ে সরলভাবে শুভাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ উপদেশ দিলেও বরং সাধক মঙ্গল লাভ হইতে পারে; কিন্তু অকারণে অথবা সামান্য কারণে অত্যন্ত বেশী প্রতিষ্ঠা দিলে উপকার ত' হয়-ই না বরং অপকার করাই হইয়া থাকে।

অথচ শ্রীগুরুবৈষ্ণব অনেক সময় কাহারও সামান্য সেবাচেষ্টার প্রবৃত্ত হইতে দেখিলে ও তাহার সেবার উচ্চ প্রশংসাবাদ করিয়া থাকেন। এই প্রশংসাবাদের দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ শ্রীগুরু-বৈষ্ণব তুণীর সেব্যের প্রতি সহজ অনুরক্ত ও সর্বক্ষণ সর্বেন্দ্রিয়দ্বারা সেবা করিয়াও সেবায় সন্তুষ্ট অতৃপ্ত থাকেন। তাঁহারা সেবো-উন্মুখ সর্বক্ষণ ব্যগ্র থাকেন এবং সেবা তাঁহাদের অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া যেই সেবা আস্বাদনের সুখ বিধানচেষ্টার আপনার আবেশ [illegible] দেখিতে পান, তাহাকেই অভিনন্দন করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ সেবক যাহাতে সেবায় আরও অধিক উৎসাহান্বিত হইবার প্রেরণা পান, তজ্জন্যই শতমুখে তাঁহার সেবাচেষ্টার প্রশংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীগুরুবৈষ্ণবের এই চিত্তবৃত্তি বা উদ্দেশ্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদের কার্যের অনুকরণমূলে যদি আমরা কাহাকেও অযথা প্রশংসা করি, তাহা হইলে প্রশংসাকারী বা প্রশংসিত ব্যক্তি উভয়ের কাহারও কোনপ্রকার মঙ্গল হয় না; বরং উভয়ের প্রায়শঃ অমঙ্গল হইয়া থাকে।

কাহারও নিষ্কপট সেবাপ্রবৃত্তি যদি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে, তাহা হইলে অন্তর হইতে প্রাণের সহিত যে প্রশংসাবাক্য বাহির হয়, তাহা ভাল। কিন্তু অনেক সময় আমরা সভাসমিতিতে অথবা স্বয়ং প্রশংসা পাইবার আশায় অথবা অন্য কোনও উদ্দেশ্যসিদ্ধি করিবার জন্য কাহাকেও অযথা প্রতিষ্ঠা দিয়া থাকি। কখনও কখনও আমাদের প্রশংসার বহু প্রতিষ্ঠাদানের অন্তরালে কপটতাও থাকে অর্থাৎ যাহার কোন কার্য অন্তরে অন্তরে সমর্থন করি না, বাহিরে তাহাকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে প্রশংসা করিয়া থাকি। এই সকল প্রবৃত্তি অত্যন্ত নিন্দনীয়।

কাহারও মধ্যে যদি সেবাপ্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাকে তজ্জন্য অযাচিত প্রশংসা করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? সেবা করাই ত' জীবের পক্ষে স্বাভাবিক। জীব বহির্মুখতার ভোক্তাভিমানে যাহা করে, তাহা ত স্বাভাবিক নহে। স্বভাবের প্রেরণাবশে যাহা করা যায়, তাহাতে নিন্দা বা প্রশংসার কিছু থাকিতে পারে না। মাতা যে পুত্রকে স্নেহ করে, তজ্জন্য মাতাকে কেহ প্রশংসা করিতে যায় কি? পুত্রকে স্নেহ করা মাতার স্বাভাবিক ধর্ম, তজ্জন্য তাহাকে ত' প্রশংসা করিবার কিছু নাই, বরং মাতা যদি পুত্রকে স্নেহ না করে, তাহা হইলে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে মাতার নিশ্চয়ই কোন প্রকার গলদ্ আছে। পুত্রকে স্নেহ না করিলে মাতাকে নিন্দাভাজন হইতে হয়। সে প্রকার জীব যদি হরিভজন না করেন তাহা হইলে তিনি নিন্দার পাত্র হন কিন্তু জীব যদি জীব নিত্য-স্বরূপভাবের সেবা-[illegible] হরিভজনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে তজ্জন্য প্রশংসা করিবার কিছু নাই।

নিষ্কপট সেবা-পরায়ণ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে স্বতন্ত্রভাবে কোন প্রতিষ্ঠার আদর করেন না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশ্রম্ভ সেবক জানেন প্রতিষ্ঠা সমস্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মের। শ্রীগুরু যাহার সেবা করেন ও করিতে পারেন। একমাত্র চিচ্ছক্তি অন্তরঙ্গা নিত্যাশ্রিত শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিয়া সুখী করিতে পারেন। শ্রীগুরু সেই হ্লাদিনীবিগ্রহ, তিনি চিচ্ছক্তি-প্রকটিত হন। শ্রীগুরুদেব—যন্ত্রী এবং সেবকগণ তাঁহার হস্তের যন্ত্র। শ্রীগুরুদেব—ঈশ্বর, তিনি অপ্রাকৃত চিদ্বস্তুর আধার। তিনি সমস্তই করিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করিলে অন্যান্য অপটু যন্ত্রদ্বারাও নিজের মনোমত কার্য করাইয়া লইতে পারেন; সুতরাং কৃতিত্ব সবই তাঁহার। যন্ত্রী গুরুদেব যন্ত্রকে চালিত করেন, ইহা অস্বীকার করিয়া যদি এই মনে করি। যদি অহংকার করে যে, আমিই এই সকল সেবাকার্য করিতেছি, তাহা হইলে তাহার সর্বনাশ হইবে। হৃদয়ে অভিমান আসিলেই আর শ্রীগুরুদেবের সহিত সম্বন্ধ থাকিবে না। শ্রীগুরুদেবের সম্বন্ধরহিত হইয়া যাহা কিছু করা যাইবে, তাহা সমস্তই কর্মকাণ্ডে পর্যবসিত হইবে, উহা আর সেবাপদবাচ্য হইবে না।

যিনি সেবা করেন, তিনি তাঁহার হৃদয়ে অন্তর্যামী চৈত্ত্যগুরুরূপে আবির্ভূত থাকিয়া শ্রীগুরুদেবই প্রেরণা প্রদান ও শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকেন—ইহা উপলব্ধি করেন। সর্বক্ষণ শ্রীগুরুদেবের মহিমা কীর্তন এবং তাঁহার অনুগত সেবকগণের গুণকীর্তনে সংরত থাকিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবের মহিমা উপলব্ধি না করিয়া শ্রীগুরুদেবকে উপেক্ষা করিয়া যদি শ্রীগুরুদেবের সেবকের প্রশংসায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমরা ঐ সেবকের সেবার প্রকৃত তাৎপর্য ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আমরা কর্মকাণ্ডের পক্ষপাতী, তজ্জন্য সেবকের সেবাকে কর্মকাণ্ড মনে করিয়া তাহার প্রশংসায় রত হইতেছি। কৃষ্ণকে বাদ দিয়া ভক্তকে দেখিতে গেলে যেমন তাঁহাকে সংসারের প্রকৃতি বা পুরুষাভিমানী ভোগী বলিয়া জ্ঞান হয়, গুরুদেবকে বাদ দিয়া তাঁহার সেবককে দেখিতে গেলেও তদ্রূপ কর্মফল-ভোক্তা বা প্রতিষ্ঠাপ্রিয় বলিয়া মনে হয়। গুরুসেবককে প্রতিষ্ঠাপ্রিয় মনে করিয়া প্রশংসায় প্রবৃত্ত হইলে প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে অবজ্ঞা করাই হয়, প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয় না।

যেমন বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে শাখা, পুষ্প ও পত্রের সংরক্ষণবিধান হইয়া থাকে, কিন্তু মূলের প্রতি উদাসীন হইয়া পত্র পুষ্প প্রভৃতিতে জলসেচন করিলে তাহারা উহা গ্রহণ করে না, তদ্রূপ শ্রীগুরুদেবের মহিমা না বুঝিয়া যাঁহারা শ্রীগুরুসেবককে স্বতন্ত্র ভাবে প্রতিষ্ঠা দিতে যান, তাঁহাদের ঐ সকল প্রতিষ্ঠার আদর গুরুসেবকগণ কখনও করেন না। একসময় পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুকে এক ব্যক্তি বলিয়াছিলেন "এখানকার স্থানীয় লোকেরা সকলেই আপনার গুণের প্রশংসা করে, কিন্তু তাহারা বলে যে এই মঠের সাধুরাই আপনাকে নষ্ট করিয়াছে"। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু তদুত্তরে বলিলেন, "তাহা হইলে তাহারা ত' আমার প্রশংসা করে না, আমার নিন্দাই করে"। দ্বিতীয় গুরুত্যাগী দলের অনেকেই শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুকে বলিয়াছে—"আপনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। আপনি যদি আমাদের নিয়ামক হন, তাহা হইলে আমরা আপনার আনুগত্যে থাকিতে পারি"। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু কিন্তু এই সকল কথায় উহাদের কখনও কর্ণপাত করিতেন না। তিনি সর্বদাই বলিতেন—"ইহারা আমাকে শ্রদ্ধা করে, অথচ আমি যাঁহাদের শ্রদ্ধা করি, তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করে না। ইহাদের এই শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা নহে, পরন্তু কপটতার আবরণে আবৃত অশ্রদ্ধা বিদ্বেষ মাত্র।"

লক্ষ্ণৌতে প্রচার

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] সেবকগণ পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রী শ্রীল আচার্যদেবের কৃপায় ও আনুগত্যে নগরের সর্বত্র হরিকথা কীর্তন করিতেছেন।

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী কান্যকুব্জ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ বি. কে. পাণ্ডে এম এ মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ বেদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্তন করেন। প্রিন্সিপ্যাল মহোদয় ভক্তপাদগণের নিকট কয়েক দিন যাবৎ হরিকথা শ্রবণ করেন।

গত ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী [illegible] মিঃ [illegible] মিঃ [illegible] মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠই যে বিশেষ পরিচয় সম্পাদন করিতেছেন তদ্বিষয়ে কীর্তন করেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয় ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১০
সেবক—[illegible]

(৩) শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস [illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৭) কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউতালা -(শ্রীনৃসিংহদেব শ্রীমন্দির নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক— শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২১) শরণাপাট গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
সুত্রাপুর বাজার, পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জেঃ [illegible], ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
৮১২১ বড় [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible] ইউ পি।
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible] (মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়
[illegible], মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গোকুলবিহারী মঠ—[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible] ২৬
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible]
[illegible] পোঃ পুরী [illegible]
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক - শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেবক—[illegible]

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ [illegible]
[illegible], [illegible] ইউ-পি)
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয় মঠ অফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible] কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, [illegible],
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভাক্তশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রী[illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রকাশ-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	১০		৵৹	।০
" " ইঞ্চি	৪৲		২৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	

প্রতি সংখ্যা এক পয়সা। বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে বারটী অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্র (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিলাসসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, পোঃ রমনা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ভাবের কথা দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ রমনা, ওয়ারী, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

বিদ্বজ্জন প্রশংসিত যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে সমসাময়িক কালের আধুনিক মানবগণের আচার, সমন্বয়, ধর্ম্মমত, [illegible], একতা, সমতা ও [illegible] প্রভৃতি বিষয়ে বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে সাধারণের সাধারণ সন্দেহ, অভিমানক সংশয়নিরাকরণের প্রয়াস হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

গঙ্গা তীরে স্বাস্থ্যকর—স্থানে স্থাপিত বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচিত বোর্ডিং। শিক্ষকগণ আদর্শ ও অভিজ্ঞ। নিয়মিত ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর পানাহারের ব্যবস্থা হইয়াছে। বোর্ডিং ও বেতনাদি প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত বনমালী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যাবিনোদাদিবই মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পূতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব আকরে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ গবেষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের বক্তব্য, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক ও তন্মধ্যে অন্বয় ও অনুবাদ, শ্লোকের মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নীচে তাহার অন্বয় ও অনুবাদ, তাহার পরিশিষ্ট অংশে শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল অনুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রভূত লাভবান্‌ হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। ইংরেজী ক্রাউন অক্টেভো আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রয়োজনানুযে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা দুই টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, প্রত্যেক প্রতিপাদ্য বিষয়-নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতি সহিত গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের একটি অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রগণের উপযোগী করিয়া লিখিত গদ্যাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা। ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীনৃপতিরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম)

যাইবার

কলিকাতা ছাঃ	৬-২৩	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	৩-০১	১৬-২৬	১৭-৫৩	২৩ ৫
দমদম „	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩ ৫০			১১
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯ ১৮	১৩-২৮	১৪-৫১	১৮-৩১	১৯-৩৪	০-২৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১৩-৩৯	১৫-৫	১৮-৭৯	১৯-৪০	৭-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১০-১৪	১৫ ৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-১১

(বদল) ছাঃ	৭-১৩	১০-০১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৮	১০-১৯	১৮-১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম „	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	২-৩০
শান্তিপুর পৌঃ	১০-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

আসিবার

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬ ১	৮-৬	১১-৪	১৪-১২	১৬-৬	১৮-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৩	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-৮	১৯-৫৬	১৯-১২

ছাঃ	৭-১০	৮-৫৩	১১-৪৭	১৫-১৮	১৬ ৫৬	[illegible]	২০-৪৬	২-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৫৫	৯-২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৪০	২০-৩	২১-১৯	৪ ১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৭	৫-৫৫	১৭-৪২	২০-২১	২১-২৫	৪ ১৮
দমদম „		১১-৮		১৭-৩৬	২০-৩	২১-২৬	২৩-১	
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১ ২০	১৪ ১৬	১৭ ৪৬	২১-৪০	২৩ ১৫	৩ ১৬	

"অমৃতবটী"

(ভারত-সরকারের দ্বারা রেজেষ্ট্রীকৃত)

গরীবদিগের শরীর নীরোগকারী আসল গৃহচিকিৎসক

ছোট, বড়, কঠিন, নূতন, পুরাতন—সব রকম রোগের মূল উৎপাটন করিয়া স্বাস্থ্যসম্পন্ন করে; পায়খানা পরিষ্কার করে; পেটের লিভার ঠিক করে; অম্লমল হজম করিয়া নূতন পরিষ্কার রক্ত সঞ্চার করে; ধাতুপুষ্টি সাধন করে; বল, বীর্য্য, কান্তি আনয়ন করে; পুরাতন জ্বর ম্যালেরিয়া, নূতন ও পুরাতন spleen, খারাপ জ্বর, নিমোনিয়া, প্লেগ; কলেরা, পেটের হজম ও দাস্ত পরিষ্কার না হওয়া, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, অর্শ, বাধী প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

সুস্থ অবস্থায় সেবন করিলে ম্যালেরিয়া ইত্যাদি কোনপ্রকার রোগ হয় না। নবপ্রসূত শিশুকে ইহা খাওয়াইলে সকলপ্রকার রোগ হইতে মুক্ত থাকিবে ও সর্ব্বক্ষণ শরীর নীরোগ থাকিবে।

দাম—১শিশি (৩১ বটী)—৬৲

একত্রে ১০০ বটী—২৲

ডাক্তার
বৈদ্যনাথ

(চারি আনার টিকেট পাঠাইয়া নমুনা আনাইয়া দেখুন)

"অমৃত-বুটীভবন"

যোগাভ্যাসী মনোমোহন প্যারে বৈদ্য, প্রধান চিকিৎসক, স্থাপক ও অধ্যক্ষ। জেনারেল ম্যানেজার ও এসিস্‌টেণ্ট চিকিৎসক—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত গোপালকৃষ্ণ পাণ্ডে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::•::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এইস্থে নিত্য একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১২৪ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন (?)

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় জ্বরের প্রতিকার অতুলনীয়। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরে এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র—

—২২নং, উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

নবদ্বীপ পোড়ামাতলা, এক্স পরগণা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ

REGD NO 1541

শ্রীশ্রীভাগবতে শ্রীভক্তি-

বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য

ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে

প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা

ভজনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই

নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৸৹ আনা

প্রাপ্তিস্থান —

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই

গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয়

ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত

হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা

অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸৹ আনা

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ } ১৯ মাঘব ৪৫৪ গৌরাব্দ ১৯শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১লা ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৪১, শনিবার ২৭৩ ৭৪তম সংখ্যা

"শ্রবণ"কে প্রভু করিয়া দেখি কি ?

অনেক ব্যক্তিগত কল্যাণলাভের জন্য জগতের কেহই যদি হরিভজন না করেন বা হরিভজনের ছলনায় অন্যাভিলাষ পোষণ করেন, তাহাতে আমার কি? যাঁহার হৃদয়ে হরিভজন না করিবার প্রবল পিপাসা উদিত হয়, তিনিই 'কে হরিভজন করেন না' ইহার সন্ধান করিয়া থাকেন, কিন্তু হরিভজনের অকপট প্রবল ইচ্ছা যেখানে, সেখানে 'সকলেই হরিভজন করিতেছেন, কেবল আমিই পারিতেছি না' এই বিচারই প্রবল হয়। বিঘ্ন বাধা-বিঘ্ন, অভাব-অসুবিধা বা বাহ্যিক দুঃখকষ্টকে কৃষ্ণকৃপা বলিয়া বরণ করত তৃণাপেক্ষা সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী-মানদ, অকিঞ্চন ও নির্ভরশীল হইয়া দৈন্য ও কাতরতার সহিত আত্মনিবেদনপূর্ব্বক জীবন যাপন করেন, তাঁহারাই হরিভজন আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা যেন নিজকর্ত্তব্যকে পরকৃত বলিয়া মনে করিয়া অগ্রসর না হইয়া পড়ি। আমাদের হৃদয়ে নাস্তিকতা, কুটিলতা, নিন্দা-প্রবৃত্তি ও প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা যেন স্থান না পায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি উপসর্গগুলি বর্দ্ধিত হইয়া যেন আমাদের ভজনপথে বাধা না দেয়। শ্রীমৎপ্রভুপাদ শ্রীমুখে শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি যে, জগতের যদি কেহই হরিভজন না করে, শত শত বাধাবিঘ্ন যদি আমার মুক্তা-পরীক্ষার জন্য আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়, তথাপি পরমোৎসাহের সহিত হরিভজন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই মৃতসঞ্জীবনী বাণী আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে কি? অথবা বাহ্যতঃ খুব শীঘ্র শীঘ্র অর্থন চেষ্টা প্রেরণা দিতেছে। ইহা আমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি কি?

আমি নিজ মঙ্গলের জন্য আন্তরিক চেষ্টা যে করিতেছি না, তাহা নহে, কিন্তু কই, সুবিধা ত হইতেছে না। সুতরাং ইহার উপায় কি? উপায় একমাত্র বৈষ্ণবের শরণাপন্ন হওয়া। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

> নিজবল চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
> তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥
> তব পাদপদ্ম নাথ, রক্ষিবে আমারে।
> আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব-সংসারে॥

কি ব সর্ব্বতোভাবে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া প্রতি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে কৃষ্ণভজন করিতেছেন, কৃষ্ণ তাঁহাকেই আত্মসাৎ করিয়াছেন— আপনজন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অন্তর্যামী ঠাকুরটিকে ফাঁকি দিয়া সন্তুষ্ট করা যাইবে না। আমি সত্য সত্য তাঁহাকে চাই কিনা, তাঁহার অকপট কৃপালাভের জন্য আমার আন্তরিক ইচ্ছা হইয়াছে কিনা, আমি নিজ সুখশান্তির জন্য তাঁহার সেবাপ্রার্থী, না তাঁহার সেবার জন্য তাঁহার সেবাপ্রার্থী, ভগবানের তাহা জানিতে বাকী নাই, সুতরাং হরিভজনের মৌখিকতা দেখাইয়া ভক্তকে সুখী করা যাইবে না। এত জানিয়া শুনিয়াও, এত শিখিয়া, এত বলিয়াও যদি আবার কাজের বেলায় ভুল করি, তাহা হইলে আমি বঞ্চিত হইব না ত' আর বঞ্চিত হইবে কে? এরূপ হইবার কারণ কি? জানিয়া শুনিয়া ত' কেহ বিষ খায় না, কিন্তু আমি খাইতেছি কেন? কোন বৈষ্ণব-অপরাধ এই দুর্ব্বুদ্ধি ঘটাইয়াছে? শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস হয় নাই, আমার অর্থলোভনতায় ঘটিতেছে, সেইজন্যই আজ এই অবস্থা। সেইজন্যই মনে হইতেছে আজ হইতে খুব সতর্ক হওয়া দরকার। অপরাধের কথাগুলি চিন্তা করিয়া তাহা নিবারণে যত্ন করা দরকার। অর্জ্জন করিয়াও আমার অর্জ্জন-সিদ্ধ হয় নাই। অর্জনসিদ্ধ হইলে ত' সুখে ভজনাধ হইত। তা' ছাড়া সাধুমুখে হরি-কথা-শ্রবণে আমার স্পৃহা নাই, ইহাও একটী রোগ। অসৎসঙ্গে আমার এখনও অরুচি হয় নাই। আমি হৃদয়দৌর্ব্বল্যকে বিশেষ বাধাজনক মনে করি নাই। হৃদয়দৌর্ব্বল্য না কমাইতে পারে, এরূপ ব্যাধি নাই। হৃদয়দৌর্ব্বল্যই সমস্ত ব্যাধির জনক—হৃদরোগা রোগ—কপটতার জনক, ইহা আমি এক-দিনও চিন্তা করি নাই। এইজন্যই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও হইতেছে। মনোযোগ-সহকারে সাধুর হরিকথা শ্রবণ না করার ফলেই আমার এই অজ্ঞনতা আসিয়াছে। এখন যদি সদ্গুরুর নিকট প্রণত হইয়া হরিকথা শুনি, তাহা হইলেই সব হইবে নতুবা 'সব' হইতে হবে। আগে শুনিতে হইবে, আগে দেখিতে হইবে না বা আগে আর কিছু করিতে হইবে না। শ্রবণ বাদ দিয়া আগে আর কিছু করিতে গেলেই ঠকিতে হইবে।

শ্রবণ না করার ফলেই জীবের অসুবিধা হয়। শুদ্ধ শ্রবণ হইলে,—শিষ্য হইয়া শ্রবণ করিলে শ্রবণ আমাকে আত্মসাৎ করিবে, শ্রবণই প্রভু—স্বরাট্ হইয়া পড়িবে, শ্রবণই চক্ষুদান করিবে। শ্রবণই আমার চিত্ত শুদ্ধ করিয়া হৃদয়ে তাঁহার আসন রচনা করিবে। শ্রবণই আমার নিজবের জয় করিয়া স্বরূপ-সিদ্ধি করাইয়া বস্তুসিদ্ধি করাইবে। শ্রবণ এত বড় জিনিষ! কিন্তু আমি 'শ্রবণ'কে প্রভু করিয়া দেখিয়াছি কি? সমনস্ক হইয়া শ্রবণ করিয়াছি কি? শ্রবণকে আমার নিয়ামক ও চালক করিয়াছি কি? তা'ত ত' করি নাই। আমি ত' শ্রবণ করিবার পূর্ব্বেই—আচরণ করিবার পূর্ব্বেই কীর্ত্তনকারী হইয়া পড়িয়াছি। শিষ্য না হইয়াই—আত্মনিবেদন না করিয়াই—উপদেশগুলি হৃদয়ে ধারণ না করিয়াই পরোপদেশে পণ্ডিত সাজিয়াছি। তাই আজ আমার এই দুর্দ্দশা, শ্রবণের সময় অন্য চিন্তা—হরিকথা-শ্রবণকালে আলস্য বা নিদ্রা। হরিকথা-শ্রবণকালে যাহার ঘুম আসে, সে এ-জন্মে বা পরজন্মে অজগর হইবেই। এ কথা ত' আমার হৃদয়ে একদিনও আঘাত করে নাই। যদি করিত, তাহা হইলে কি আমি শ্রবণের সময় অন্যমনস্ক হইতে পারিতাম, প্রাণপণোদ্যত বা সরল 'সৎ' জীবনযাপন করিতে যত্ন করিতাম

শ্রবণের পথই একমাত্র বাঁচিবার পথ। শ্রবণের পথই ও' কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ

মানুষকে কৃষ্ণভক্তে আস্থা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

—ভক্তিপথ—সাধ্যের পথ, আর শ্রবণ ব্যতীত অন্যান্য বাহ্যেন্দ্রিয় পথই ত' আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের পথ—আমার প্রভুত্বের পথ, ইহা আমি কবে বুঝিব? শ্রবণের পথে প্রভুত্ব চলিবে না বলিয়াই বোধ হয় আমি শ্রবণের পথ স্বীকার করিতে চাহি না। এই শ্রবণের পথ বা শ্রৌতপথানুসরণই ত' মঠবাস। শ্রবণ সর্বক্ষণ হরিকথা-শ্রবণার্থই শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীচৈতন্যমঠাচার্যের কৃপাধার। মঠ-মন্দির, মহোৎসব, ধর্মশালা, গোষ্ঠ, বিদ্যালয়, বহির্মুখ লোকের সহিত আলাপ-ব্যবহার, অর্থসংগ্রহ, দেশ পর্যটন, মুদ্রাযন্ত্র, বৈদ্যুতিক আলোক, পুষ্পোদ্যান, মঠবাস, বেশভূষা, গৃহসংস্কার, অর্চন-পূজন সকলেরই মূল উদ্দেশ্য—মূল প্রয়োজন শ্রীচৈতন্যকথা কীর্তন—শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রতিষ্ঠা। মঠের মধ্যে বা মহোৎসবে যদি অনুক্ষণ হরিকীর্তন না হয় এবং আমি যদি অকপটে হরিকথা শ্রবণ ও ভজনকীর্তন করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার মঠবাস হইবে কি করিয়া? নিজেকে শ্রীচৈতন্যমঠ—শ্রীগুরুপাদপদ্ম-শ্রবণানুকীর্তনপীঠ করিতে না পারিলে ত' গৃহব্রত ধর্ম ঘুচিবে না। সেইজন্যই বলিতেছি, অনুক্ষণ নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ কীর্তনকারীই মঠবাসী বা শ্রীচৈতন্যমঠ। জানি না, এরূপ নিষ্কপট মঠসেবকের সঙ্গ ও সেবাতেই কবে আমি আমার অনুক্ষণ কৃত্য বলিয়া জানিতে পারিব।

সাধু কীর্তন না করিলে আমি শ্রবণ করিতে পারি না। সুতরাং শ্রবণ সাধুকৃপাসাপেক্ষ শ্রবণই কৃপা—শ্রবণই বল। দুর্বল আমি—কৃপাবঞ্চিত আমি যদি এই কৃপাবলগ্রহণে উদাসীন থাকি অর্থাৎ শ্রবণে অমনোযোগী থাকি, তাহা হইলে আমার মঙ্গল কি করিয়া হইবে? চিত্তে বলীয়ান্ না হইলে ত' হরিভজন হইবে না। সুতরাং আমরা বলগ্রহণের জন্য সর্বক্ষণ উৎকর্ণ থাকিব, তাহা হইলেই ভগবৎকৃপায় ভগবদ্বস্তু আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে। শ্রবণে আনুগত্য। যেখানে স্বতন্ত্রতা, সেইখানেই শ্রবণের প্রতি অমনোযোগিতা। কিন্তু স্বতন্ত্র থাকিলে ত' চলিবে না। সাধুর আনুগত্য না করিলে—সাধুর কথা না শুনিলে বল কি করিয়া পাইব? আমরা দুর্বল, তাই শক্তি-লাভের জন্য যত্ন করি, কিন্তু নিজচেষ্টার দ্বারা সফলকাম হইতে পারি না। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—'তৃণাদপি সুনীচ হও, বৃক্ষের ন্যায় সহনশীল হও, নিজের চেষ্টায় বলবান্ হইবার দুর্বুদ্ধি না করিয়া যিনি বলদাতা, সেই বলদেব-প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ কর। তাহা হইলেই তোমাদের মঙ্গললাভ হইবে।' কিন্তু হতভাগ্য, অলস, অপরাধী আমি তাঁহার কথা শুনিতেছি কই? অবশ্য কেউ আমায় বক্তা বলিয়া বরণ করিতেছি কই? সেইজন্যই বলিতেছি, আমি 'শ্রবণ'কে প্রভু করিয়া দেখি কি?'

ভৃগু

—:০:—

পূর্বকালে সরস্বতী নদীর তটে ঋষিগণ এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে সমুপস্থিত ঋষিগণের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র—এই তিনজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, সে-বিষয়ে নানাপ্রকার বিতর্কের উদয় হইল। কেহ কেহ বলিলেন, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাই শ্রেষ্ঠ, কেহ কেহ বলিলেন, পালনকর্তা বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ, আবার কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, সংহারকর্তা রুদ্রই শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা এ প্রশ্নের মীমাংসা তাঁহাদের মধ্যে কিছুতেই করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহারা ব্রহ্মার পুত্র ভৃগুকে এ বিষয় অনুসন্ধানার্থ প্রেরণ করিলেন।

ভৃগু—ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ তনয়। ঋষিগণ-কর্তৃক প্রেরিত ভৃগু সর্বপ্রথমে নিজ পিতৃদেব ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইলেন। পুত্রের কর্তব্য পিতাকে দণ্ডবৎ-প্রণামাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করা। কিন্তু ভৃগু ব্রহ্মার পুত্র হইয়াও তাঁহাকে দণ্ডবৎ-প্রণামাদি বা কোনরূপ স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিলেন না। পুত্র হইয়া পিতার গৌরব হানি করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে, তথাপি ব্রহ্মাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ভৃগু ঐরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্মা তদ্দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃগুকে শাপে ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু স্বতনয়ের অনুনয়বিনয়ে ব্রহ্মা সেই ক্রোধ সংবরণ করিলেন। ইহাতে ভৃগু বুঝিতে পারিলেন যে, ব্রহ্মা সর্বকারণ-কারণ ভগবান্ নহেন, কেবল ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী। ব্রহ্মাতে যে ভগবানের গুণসমূহ সম্পূর্ণভাবে নাই, ইহা ভৃগু বুঝিতে পারিলেন।

তদনন্তর ভৃগু তথা হইতে কৈলাসধামে গমন করেন। মহেশ ভৃগুকে দর্শন করিয়া কনিষ্ঠজ্ঞানে উঠিয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ভৃগু রুদ্রকে "তুমি অতিশয় উন্মার্গগামী" এইরূপ ভর্ৎসনাবাক্যে রুদ্রের আলিঙ্গন গ্রহণে অসম্মত হইলেন। কনিষ্ঠ ভৃগু জ্যেষ্ঠ মহেশ্বরের প্রতি ঐরূপ অশ্রদ্ধ ব্যবহার করায় তাঁহার ক্রোধের উদয় হইল। রুদ্র সংহারমূর্তিতে তীক্ষ্ণধার হস্তে ত্রিশূল লইয়া ভৃগুকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন পার্বতীদেবী রুদ্রের পদযুগল ধারণ করিয়া অনেক অনুনয়-বিনয় সহকারে তাঁহাকে শান্ত করিলেন। ভৃগু রুদ্রতত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া তদনন্তর বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন।

ভৃগু তথায় গিয়া দেখিলেন যে, ভগবান্ শ্রীনারায়ণ অনন্ত-শয্যায় শায়িত আছেন এবং শ্রীলক্ষ্মীদেবী তাঁহার পাদসম্বাহন করিতেছেন। ভৃগু শ্রীবিষ্ণুর দর্শনমাত্রেই তাঁহার বক্ষে পদাঘাত করিলেন। ভৃগুর পদাঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু কিন্তু ব্রহ্মা ও রুদ্রের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইলেন না। ভগবান্ বিষ্ণু তখন সসম্ভ্রমে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া অবনত মস্তকে মুনিবরকে প্রণাম করিলেন এবং অপরাধ-ক্ষমার্থ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"হে মুনিবর, আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত'? হে ব্রহ্মন্, এই আসনে কিছুকাল উপবেশন করুন। হে প্রভো, আমরা আপনার আগমন জানিতে পারি নাই। তজ্জন্য যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা নিজগুণে ক্ষমা করুন। আপনার পাদোদক প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহকেও বিশুদ্ধ করে, আপনি তাদৃশ পাদোদক দ্বারা আমাকে এই বৈকুণ্ঠলোককে এবং আমার আশ্রিত লোকপালগণকে পবিত্র করুন। হে ভগবন্, অদ্য আমি লক্ষ্মীদেবীর একমাত্র আশ্রয় হইলাম। আপনার পাদস্পর্শে সর্বপাপ বিনষ্ট হওয়ায় লক্ষ্মীদেবী অতঃপর আমার বক্ষঃস্থলে নিশ্চলা হইয়া বাস করিবেন।"

এই যে তোমার শ্রীচরণচিহ্ন।
বক্ষে রাখিলাম আমি হই' কুতূহলী॥
লক্ষ্মীসনে নিরবধি রহে এই ঠাম।
যে হেতু 'শ্রীবৎস-লাঞ্ছন' বলে নাম॥
(চৈঃ ভাঃ)

—এই বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অনেক অনুনয়-বিনয়-সহকারে ভৃগুর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন। ভগবানের এইরূপ ব্যবহার দর্শনে ভৃগু অশ্রুপূর্ণনয়নে ও ভক্তিবিহ্বলচিত্তে মৌনাবলম্বন পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শুনিয়া প্রভুর বাক্য, বিনয় ব্যবহার।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ—সকলের পার॥
দেখি' মহাভৃগু পাইলেন চমৎকার।
লজ্জিত হইয়া বাক্য না স্ফুরেন আর॥
(চৈঃ ভাঃ)

অনন্তর ভৃগু তথা হইতে পুনর্বার যজ্ঞস্থানে ফিরিয়া আসিয়া মুনিগণের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। মুনিগণ ভৃগুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও সন্দেহশূন্য হইয়া যাঁহা হইতে শান্তি, অভয়, ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য ও নিখিল পাপবিনাশন যশঃ উৎপন্ন হয়, যিনি রাগদ্বেষশূন্য, সমবুদ্ধিসম্পন্ন, শান্তচিত্ত, মুনিধর্মযুক্ত, অকিঞ্চন সাধুগণের পরমগতি-রূপে শাস্ত্রাদিতে কীর্তিত হইয়া থাকেন, যিনি বিশুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ প্রভু, ব্রাহ্মণগণ যাঁহার প্রিয়হেতু ইষ্টদেবতুল্য আদরণীয় এবং প্রিয়, শান্তবুদ্ধি বিপ্রগণ যাঁহার সেবা করিয়া থাকেন, সেই বিষ্ণুকেই দেবত্রয়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠরূপে নির্ণয় করিলেন।

ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু লোকতঃ যে সর্বাপেক্ষা গর্হিত কার্য করিলেন, উহা ভক্তজনোচিত নহে; পরন্তু যাহারা আপাতত মুগ্ধভাবে হরি-হর-বিরিঞ্চির মধ্যে বিষ্ণুর পরমদেব উৎকর্ষ বুঝিতে পারে না তাহাদের মঙ্গলের জন্যই আবেশাবতার-রূপে ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ভগবান্ বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন জন্য ভৃগুতে স্বয়ংই আবিষ্ট হইয়াছিলেন। ভৃগু-শরীরে ভগবান্ প্রবেশ করিয়া ভক্তমহিমা প্রকাশ করিবার জন্য ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ভৃগুর যথাযথভাবে থাকাকালে কখনও ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতে সাহস হইত না। জনগণের ভ্রম বিদূরিত করিবার জন্যই ভগবান্ ঐরূপ লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীল সাগর মহারাজের হরিকথা

(প্রাপ্ত)

সাধুর শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা আমরা শরণাগত হইয়া শ্রবণ করিতেছি না; আমাদের অকপটতার গলদ রহিয়াছে, সেইজন্যই হরিকথার তাৎপর্য আমরা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। হরিকথা-শ্রবণ করিবার অভিনয় করিয়া আমরা কখনও ভোগের আশায় কখনও বা ত্যাগের বহুমানন করিতেছি। উহা প্রকৃতপক্ষে হরিকথা-শ্রবণের লক্ষণ নহে।

অনেকের মধ্যেই এরূপ একটি সিদ্ধান্ত অবশ্যই প্রবল হইয়া উঠিতে দেখা যাইতেছে যে, সম্যক্‌ভাবে বৈরাগ্য শিক্ষা করা দরকার। এই বিচারটি শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্মত নহে। বৈরাগ্য চেষ্টা করিয়া শিক্ষা করিবার দরকার হয় না। যেখানে বৈরাগ্য চেষ্টা করিয়া অভ্যাস করিবার প্রয়োজন হয়, সেখানে উহা ফল্গুবৈরাগ্য মাত্র। কেহ যদি এরূপ বিচার করিয়া

ভক্তি করি' যে শুনে চৈতন্য-অবতার। সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার॥

…ন যে, বৈরাগ্য শিক্ষা করিতে করিতে ক্রমশঃ ভক্তিলাভ হইবে, তাহা হইলে ঐরূপ বিচার গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। আমরা কাহারও বৈরাগ্য চেষ্টা দেখিয়া মুগ্ধ হইব না, আমরা দেখিব—তাঁহার সত্য সত্যই ভক্তি বা সেবাপ্রবৃত্তি কতটুকু পরিমাণে আসিল। বৈরাগ্যদ্বারা ভক্তিলাভ হয়, এ শিক্ষা আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে লাভ করি নাই। আমাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্ম সর্ব্বত্র যুক্তবৈরাগ্যের কথা বলিয়াছেন; ভক্তির উদয় হইলে অন্য বিষয়ে আপনা হইতেই সহজভাবে বৈরাগ্য আসিয়া যায়, এই কথাই পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন, সুতরাং আমরা সেই শিক্ষাই শিক্ষাসাররূপে গ্রহণ করিব।

এই যে কৃত্রিম বৈরাগ্যচেষ্টা, ইহার মূলে ভক্তির কি কথা আছে? যদি ইহার মূলে ভক্তিই থাকিত, তাহা হইলে ভক্তিবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব ইহা দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছেন না কেন? এইপ্রকার চেষ্টায় ভক্তির কোন কথা নাই, ইহার মূলে আছে কেবলমাত্র অনুকরণ-প্রবৃত্তি। শ্রীগুরুবৈষ্ণব যেন এই প্রকার আচরণ করিতেছেন, তখন আমরাও উহা করিব—এইপ্রকার অনুকরণ-স্পৃহার পশ্চাতে দাম্ভিকতা ও স্বতন্ত্রতাপ্রিয়তা ব্যতীত আর কিছুই নাই।

অনেকে মনে করেন—শ্রীল আচার্য্যদেবের এই সকল কঠোর ব্যবস্থা পূর্ব্ব-গুরুবর্গের আচরণের ও শিক্ষার প্রতিকূল। শ্রীল প্রভুপাদ ত' কই নিজেও এই প্রকার তীব্র বৈরাগ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই বা কাহাকেও ঐরূপ করিবার উপদেশ দান করেন নাই। তাঁহার ব্যবস্থানুসারে চলিয়া কি কাহারও ভক্তি হয় নাই? যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আবার এই সকল নূতন ব্যবস্থা কেন?

আবার আর একদল লোকের বিচার হইয়াছে এই যে, বৈরাগ্য না করিলে কখনও হরিভজন হইতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদের সময় যে-প্রকার ব্যবস্থা ছিল, উহা দ্বারা সকলে ভোগে লিপ্ত হইবার সুযোগই লাভ করিত। শ্রীল আচার্য্যদেব যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহাই ঠিক হইয়াছে। এই প্রকার বিচার করিয়া ইঁহারা শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিসন্ধি আচরণের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া উহার অবৈধ অনুকরণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ইঁহাদের মনের ভাব এই যে—শ্রীল প্রভুপাদ খুব বিলাসী বা ভোগী ছিলেন, তাই ভোগের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, উহাতে হরিভজন হয় না। কিন্তু সত্যই কি শ্রীল প্রভুপাদের ভোগে খুব ছিল বা তাঁহার বৈরাগ্য কিছু কম ছিল? শ্রীল আচার্য্যদেব যে শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে বা তাঁহার অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পরেও প্রায় তিন বৎসর কাল পর্য্যন্ত এরূপ তীব্র বৈরাগ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই, ইহা দ্বারা কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, শ্রীল আচার্য্যদেব তখন বৈরাগী ছিলেন না, এখনই তাঁহার বৈরাগ্য বাড়িয়া গিয়াছে? অনেকেই শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুকরণ করিয়া জুতা, ছাতা, গরম-বস্ত্র প্রভৃতি ব্যবহার করিতেছেন না, কিন্তু শ্রীল আচার্য্যদেব যদি আবার ঐ সকল দ্রব্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে ইঁহারা কি করিবেন? তখন শ্রীল আচার্য্যদেবকেই ভোগী বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন, না আবার ছাতা, জুতা আরম্ভ করিবেন?

প্রকৃতপক্ষে গুরুবর্গের আচরণ বা শিক্ষা পরস্পর বিরোধী নহে। শ্রীল প্রভুপাদের সময় হরিভজনের সুযোগ ছিল না, এখন হইয়াছে, অথবা তখনই ছিল, এখন আর নাই, এইপ্রকার কুবিচার মহা অপরাধজনক। যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সাক্ষাৎ শ্রীরূপের অভিন্নবিগ্রহ, কৃষ্ণকীর্ত্তনের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহস্বরূপ, যিনি ভক্তিদাতা, যাঁহার মিশন-প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য তাঁহার অমন্দোদয়দয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন, সেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্ম ভক্তি শিখান নাই—এ কথা স্বপ্নেও হৃদয়ে স্থান দেওয়া চরম পাষণ্ডতার পরিচয়। গুরুবর্গের ব্যবস্থায় দোষ নাই, তাঁহারা ঠিক আছেন, তাঁহাদের সব ভাল। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন—'গৌরের আমার সব ভাল।' শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—'গুরুদেবের আমার সব ভাল।' সুতরাং দোষ তাঁহাদের নহে, দোষ আমাদের, আমাদেরই ভাগ্য অতিশয় মন্দ।

ইঁহারা কতটুকু ভোগ-ত্যাগের আদর্শ দেখাইতেছেন? ইহা অপেক্ষা বহু গুণে কঠোরতর বৈরাগ্যময় আচরণ আমাদের পূর্ব্বজীবনে দেখা গিয়াছে। শ্রীল তীর্থ-মহারাজের আদর্শ আচরণ ও বীর্য্যবতী তেজস্বিনী আমাদের হৃদয়ে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহাকে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অভিন্ন-বিগ্রহরূপে দর্শন করিতাম, এইজন্য সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল থাকিতাম। কিছু দিনের জন্য শ্রীল গোস্বামী মহারাজের পার্শ্বচর্য্য করিবার সৌভাগ্য আমরা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। অন্যান্য সমস্ত সন্ন্যাসিগণের আচরণ আমাদের নিকট রুচিকর হইত না বলিয়া যথাসাধ্য উঁহাদের সঙ্গ বর্জ্জন করিয়া চলিতাম। ইহাতে উঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়া এরূপ বিচার করিল যে শ্রীল গোস্বামী মহারাজের প্রতি আমাদের অত্যধিক আসক্ত হইয়া যাইতেছে (এই বিচারটি তখনও কাহারও কাহারও অন্তরে স্থান পাইয়াছিল), সুতরাং আমাদিগকে অন্যত্র প্রেরণ করাই উচিত। শ্রীল গোস্বামী মহারাজের সঙ্গরহিত হইতে হইবে জানিয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম, তথাপি উহাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অভিপ্রায় জানিয়া কোন প্রকার প্রতিবাদ করি নাই। যে স্থানের সেবা করিবার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সে স্থানটি তখন অতি দুর্গম, অস্বাস্থ্যকর, জনমানবহীন, নানাপ্রকার অসুবিধাপূর্ণ ছিল। সেখান হইতে ৫।৬ মাইল হাঁটিয়া সহরে আসিয়া প্রত্যহ মাধুকরী ভিক্ষা করিতে হইত। ভিক্ষা, অর্চ্চন, ভোগরন্ধন, পাঠকীর্ত্তন সমস্তই একাকী করিতে হইত, কারণ সেখানে আমাদের সাহায্য করিবার জন্য যিনি ছিলেন, তিনি বেশীদিন ঐ প্রকার স্থানে থাকিতে পারেন নাই। সেই স্থানে যখন ছিলাম, তখন আমাদিগকে অত্যন্ত কঠোরতার সহিত দিন যাপন করিতে হইত, কিন্তু তজ্জন্য কোনপ্রকার ক্লেশবোধ হয় নাই। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—কিপ্রকারে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সন্তোষবিধান করিব। ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি—শ্রীগুরুবৈষ্ণব আমাদের ঐ প্রকার চেষ্টায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা।

ভক্তিপথে বিচার বড় সূক্ষ্ম। শরণাগতি হইলে সবই সহজ হইয়া যাইবে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অকপট আনুগত্য থাকিলে সব ঠিক থাকিবে; নতুবা একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেই হয় ভোগ, না হয় ত্যাগের মধ্যে পড়িতে হইবে। ইন্দ্রিয়ের অনাসক্ত হইতে হইবে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কৃষ্ণকার্য্য-সম্বন্ধে অনাসক্ত হইলে চলিবে না। শ্রীগৌরসুন্দর, তদীয় ভক্ত, তদীয় ধাম, তদীয় সেবোপকরণসমূহ, শ্রীগৌরসুন্দরের ভোগ-সামগ্রী, শ্রীগৌরসুন্দরের সংসারের গাভী প্রভৃতিতে আসক্তি বৃদ্ধি পাওয়াই মঙ্গলের লক্ষণ, উহাই প্রকৃত অনাসক্তি বা বৈরাগ্য।

বেশীদিন শ্রীধামে থাকিলে শ্রীধামে আসক্ত হইয়া যাইবে, বেশী দিন শ্রীধামের গাভীর সেবা করিলে উহাতে আসক্ত হইবে; শ্রীগৌরসুন্দরের ভোগের নিমিত্ত তরকারীর বাগান করিলে উহাতে আসক্ত হইয়া যাইতে হইবে, সুতরাং ঐ সকল সেবা কার্য্যে একজনের পক্ষে বেশী দিন করিবার প্রয়োজন নাই, এই প্রকার বিচার সুষ্ঠু নহে। ঐ প্রকার বিচার অবলম্বন করিলে হৃদয় ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যাইবে, ফল্গুবৈরাগ্য বা নির্ব্বিশেষবাদই এখন প্রবল হইয়া উঠিবে। ক্রমশঃ এইরূপ বিচার হইতে থাকিবে যে, বেশীদিন শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পরিচর্য্যা করিলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবে আসক্তি আসিয়া যাইবে, সুতরাং উহা না করাই উচিত। এই প্রকার বিচার করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবায় অনাসক্ত বা বিরাগযুক্ত হইয়া পড়িলে সম্পূর্ণ নির্ব্বিশেষবাদী হইতে হইবে; সুতরাং এই বিষয়ে আমাদের খুব সাবধান হওয়া দরকার। খুব লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে যে, ইতর বিষয়ে অনাসক্তি যে পরিমাণে হইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে, সেই পরিমাণে শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীগুরুদেব, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীধাম ও তদীয় বস্তুতে আসক্তি বাড়িতেছে কিনা? যদি তাহা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ প্রকার বৈরাগ্যকে মর্কট বৈরাগ্য জানিয়া উহা সম্পূর্ণভাবে কায়মনোবাক্যে বর্জ্জন করিতে হইবে।

যদি কেহ ব্যক্তিগতভাবে বৈরাগ্যের সহিত জীবনযাপন করিতে চাহেন, তাহা হইলে অবশ্য আমাদের কিছু বলিবার নাই। নিজে ভাল না খাওয়া এবং ভাল না পরাই উচিত। কিন্তু আমি নিজে বৈরাগ্য করিব বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকেও বৈরাগ্য করাইব, তাঁহাকে কোন ভাল জিনিষ ভোগ দিব না—ইহা বিশুদ্ধ মায়াবাদীর বিচার। নিজে ভাল খাইব না—এ বিচার ভাল; কিন্তু নিজে ভাল না খাইলেও শ্রীগৌরসুন্দরকে ভাল ভাল জিনিষ ভোগ দিতে হইবে, শ্রীগুরুদেব, শ্রীবৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে বৈরাগ্য করাইতে হইবে না। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রসাদে শ্রীগুরুবৈষ্ণবেরই অধিকার—ইহা জানিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবায় সর্ব্বস্ব দিতে হইবে। মিশনের সেবা [illegible] সেবা, মিশনের অন্তর্ভুক্ত থাকার অর্থই বৈষ্ণবের আনুগত্য থাকা। যদি বৈষ্ণবের প্রতি লক্ষ্য না থাকে, অথবা বৈষ্ণবকে জোর করিয়া বৈরাগ্য করাইতে বা করাইবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে মিশন থাকিবে না; ক্রমশঃ প্রত্যেক [illegible] হইয়া ব্যক্তিগতভাবে [illegible] বিচার আসিয়া যাইবে। যদি লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে কনিষ্ঠাধিকারে অবস্থান হইতে পারে; নতুবা ক্রমশঃ নাস্তিকতা আসিয়া অধঃপতন লাভ হইবে।

কেহ যদি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার জন্য কোন জিনিষ দেন, তাহা হইলে তাহা অবজ্ঞা [illegible] করিতে হইবে না। [illegible] হইবে, উহা প্রকৃত শ্রদ্ধার সহিত দেওয়া হইয়াছে কি না। শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে থাকাকালে একটি স্ত্রীলোক অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর ফল [illegible] ভোগ দিবার জন্য আনিয়াছিল। হঠাৎ তাঁহার এইরূপ সেবা করিবার প্রবৃত্তি কেন হয়, তাহা জানিবার জন্য আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কেন আজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগের জন্য এত জিনিষ

আসিয়াছেন ?" উত্তরে স্ত্রীলোকটি জানাইলেন—তিনি কোন কারণে মানস করিয়াছিলেন, সেইজন্য আজ ভোগ লইয়া আসিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে বুঝাইলাম যে, শ্রীগৌরসুন্দরের এবং তাঁহার ভক্তগণের সেবার উদ্দেশ্যেই কোন জিনিষ লইয়া আসিলে তাহা ভোগ দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু রোগনিবৃত্তি বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ঠাকুরের নিকট মানস করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে যদি ভোগ দিতে আসেন, তাহা হইলে তাহা ঠাকুর গ্রহণ করেন না। এই ভোগসামগ্রীগুলি শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার জন্য আনীত হয় নাই উহাতে নিজের স্বার্থ রহিয়াছে। সুতরাং তিনি উহা ফিরাইয়া লইয়া যান, উহা আমরা ঠাকুরের সেবা হবে না। স্ত্রীলোকটি তখন নানাপ্রকার কাকুতিমিনতি করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহাকে অবশেষে জানাইলাম যে, উহা শ্রীবিগ্রহকে ভোগ দেওয়া হইবে, কিন্তু ভোগ দেওয়া হইলে সমস্ত প্রসাদ তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা হইবে, উহা মঠে রাখা হইবে না; কারণ স্ত্রীলোকটি বৈষ্ণবসেবার উদ্দেশ্যে ঐ সকল দ্রব্য আনেন নাই। তাহাতেও তিনি আমাদিগকে অত্যন্ত নির্ব্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন আমরা মঠসেবককে বলিলাম—শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভোগ দিয়া কিছু প্রসাদ যেন মঠে রাখা হয় এবং অধিকাংশ প্রসাদই ঐ স্ত্রীলোকটির বাড়ীতে দিয়া আসা হয়।

অনেকে নানাপ্রকার মানস করিয়া মানস সফল হইলে ঠাকুরকে ভোগ দিবার জন্য নানা জিনিষ আনে। অনেকে আসিয়া কোন জিনিষ দিয়া অর্চ্চনকারীকে বলে—এটি ভোগ দিয়া দিন্ ত'। ভোগ দেওয়া হইলে তাহারা উহা লইয়া যায়। ইহাদের বৈষ্ণবসেবার বিচার নাই। বৈষ্ণবসেবার দিকে ইহাদের দৃষ্টি নাই বলিয়া ইহারা যাহা ঠাকুরকে ভোগ দিবার জন্য লইয়া আসে, সেই সকল প্রাকৃত দ্রব্য ঠাকুর গ্রহণ করেন না। কাজেই এই সকল লোকের দেওয়া জিনিষ গ্রহণ করিতে হইবে না; করিলে বিপরীত আচরণ করা হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া যদি কোন ভক্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কোন বস্তু লইয়া আসেন, তাহা হইলে তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে না। ভাল খাওয়া বা ভাল পরার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে না বটে; কিন্তু কোন বৈষ্ণবের শ্রদ্ধার প্রদত্ত দ্রব্য প্রসাদজ্ঞানে স্বীকার না করিয়া, উহাতে আমার বৈরাগ্য কম হইয়া যাইবে, এই বলিয়া উহা গ্রহণ না করিলে অপরাধ হইবে। বৈষ্ণবের প্রদত্ত দ্রব্যাদি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ভোগ দিয়া সেই প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাতে কোন দোষ হইবে না।

অনেক লোক আছে, তাহারা এরূপ কপট ও খল-স্বভাব যে, তাহারা সর্ব্বদা বৈষ্ণবের ছিদ্র অন্বেষণেই ব্যস্ত থাকে। তাহারা মুখে বৈষ্ণবের প্রতি খুব শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করে; কিন্তু অন্তরে অন্তরে তাহারা সর্ব্বক্ষণ বৈষ্ণবকে ঝাঁ'পরা লইবার চেষ্টা করে। এরূপ প্রকৃতির লোকগুলি কখনও কখনও শ্রীগুরুদেব বা বৈষ্ণবঠাকুরের সেবার জন্য নানাপ্রকার সামগ্রী লইয়া আসে। যাহাতে শ্রীগুরুবৈষ্ণব উহা গ্রহণ করেন, তজ্জন্য অনেক প্রকার নির্ব্বন্ধাতিশয্য করিয়া থাকে। কিন্তু যদি তাঁহারা উহা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তখন আবার তাঁহাদের নিন্দা করিতে থাকে—"সত্যই ত' ভাল হইলে গুরুবৈষ্ণবেরও ত' ভাল জিনিষ খাইবার লোভ আছে।" ইহারা রামচন্দ্রপুরীর অনুচর। যে কোনও ছল করিয়া গুরুবৈষ্ণবের নিন্দা কুৎসা রটনা করিয়া বেড়ানই ইহাদের কাজ। কিন্তু গুরুবৈষ্ণবও ত' কম চতুর নহেন। তাঁহারা এই সকল ছলনা বেশ বুঝিতে পারেন; সেইজন্য তাঁহারা ঐ সকল লোকের প্রদত্ত কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন না।

শ্রীগুরুবৈষ্ণব যাহাতে তাহাদের জিনিষ গ্রহণ করেন, এজন্য কতকগুলি লোক অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়ে। শ্রীগুরুদেব গ্রহণ করিবেন না, তথাপি তাঁহাকে জোর করিয়া নিজের কোন দ্রব্য গ্রহণ করান চাই-ই। তাহারা শ্রীগুরুদেবের সেবকের নিকট গিয়া নানা দ্রব্য দিয়া আসে, আবার গুরুদেব সেটি গ্রহণ করিলেন কিনা তজ্জন্য অত্যন্ত কৌতূহল প্রদর্শন করে। গুরুদেব গ্রহণ করিলেন কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি? উহাদের মনে সন্দেহ থাকে—কি জানি গুরুদেব গ্রহণ করিবেন কিনা। যেখানে সেব্য সেবাগ্রহণ করিবেন কিনা এরূপ সন্দেহ থাকে, বুঝিতে হইবে, সেখানে নিশ্চয়ই কোনপ্রকার গলদ আছে।

সেবকের সেবাই ধর্ম্ম। সেব্য তাহা গ্রহণ করিলেন কি না, তজ্জন্য অযথা কৌতূহল প্রদর্শন করা সেবকের কর্ত্তব্য নহে। সেব্যবস্তুটি স্বতন্ত্র; তিনি ইচ্ছা করিলে গ্রহণ করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন। যদি আমার সেবায় কোন কপটতা না থাকে, তাহা হইলে তিনি তাহা অবশ্যই কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। অনেকের সেবা-প্রবৃত্তি এমন যে, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের দিক্ হইতে যদি কখনও একটু নিরপেক্ষতা দেখা যায়, অমনি তাহাদের সমস্ত উৎসাহ চলিয়া যায়। শ্রীগুরুদেব যখন খুব আদর বা প্রশংসা করিলেন না, তখন আমার আর কিছু হইল না"—এই মনে করিয়া হতাশ হইয়া পড়ে। এই লক্ষণ ভাল নহে। যদি শ্রীগুরুদেব কাহারও কোন সেবার আদর কোন কারণে না করেন, তাহা হইলে হৃদয়ে তীব্র দুঃখ আসা দরকার। ইহা নিশ্চয় সত্য যে, আমাদের সেবায় খুব তীব্র গলদ না থাকিলে শ্রীগুরুবৈষ্ণব তাহা কখনও উপেক্ষা করেন না, সুতরাং যাহাতে আমাদের সেবা শুদ্ধ হয়, তজ্জন্য তীব্র দুঃখ, দৈন্য ও আর্ত্তি আসিবে, নিখুঁতভাবে সেবা করিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা ও উৎসাহ হইবে, তাহা হইলেই মঙ্গল হইবে। কিন্তু তাহা না হইয়া যদি উৎসাহহীন, মনমরা হইয়া সেবায় শৈথিল্য প্রদর্শন করি, তাহা হইলে ক্রমশঃ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ আসিয়া যাইবে। তখন মনে হইবে—ইনি অত্যন্ত দাম্ভিক ও অবিচারক। ইনি যখন আমার এত বড় চেষ্টার মূল্য কিছুই বুঝিলেন না, তখন আর ইঁহার আনুগত্য করিব না।

আবার অনেকে এরূপ আছে যে, যদি শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপা করিয়া তাহাদের দেওয়া কোন জিনিষ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহাদের মন দম্ভে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। আমি কত সেবাপর, কত বাহাদুর, কেন না গুরুদেব কাহারও দ্রব্য গ্রহণ করেন না, অথচ আমার জিনিষটী গ্রহণ করিয়াছেন—ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে তাহারা এইভাবে গর্ব্ব করিয়া থাকে। এই উভয়প্রকার বিচারই অমঙ্গলজনক।

সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে—শ্রীল প্রভুপাদের মিশন ও শ্রীল প্রভুপাদ অভিন্ন। শ্রীগুরুদেবের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ সেবা-জ্ঞানে মিশনের সেবায় কায়মনোবাক্য সমর্পণ করিতে হইবে। নির্জ্জন-ভজন বা বৈরাগ্যের প্রতি আগ্রহবিশিষ্ট হইয়া মিশনের সেবায় উদাসীন হইলে কোন মঙ্গল হইবে না। সকলের যাহাতে উপকার হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বৈষ্ণবের সেবা ব্যতীত কৃষ্ণসেবা হয় না। সেই বৈষ্ণবসেবার সুযোগ দিবার জন্যই মিশন। বৈষ্ণবঠাকুর যখন কাহারও সেবা গ্রহণ করেন, তখন তাহার প্রতি করুণা করিতেছেন, ইহা আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করিয়া বৈষ্ণবসেবায় যত্নবান্ হইতে হইবে। মিশনের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে হরিভজনের পূর্ণ সুযোগ পান, সেজন্য চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের ভজনসুখের দিকে না তাকাইয়াও জীবে দয়া করিতে হইবে; তাহা হইলেই শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা পাওয়া যাইবে। অনর্থগ্রস্ত অবস্থায় নির্জ্জন ভজনের ছলনা করিলে শ্রীনিত্যানন্দ তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া যাইবেন।

আমরা যেন এরূপ কথা কখনও মনে না করি যে, শ্রীল আচার্য্যদেব মিশনের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন-ভজনে নিযুক্ত আছেন, সুতরাং আমরাও মিশনের সেবায় উদাসীন হইয়া নির্জ্জন-ভজনে লাগিয়া যাই। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের মিশন কখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি যদি মিশনের সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রত্যেক পত্রে কি করিলে মিশনের সেবা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, কি করিলে মিশন রক্ষা পাইবে, সে সম্বন্ধে শত শত উপদেশ প্রদান করিতেন না। তাহা হইলে তিনি আমাদিগকেও তাঁহার নিকট ডাকিয়া লইতেন, যাহাতে মঠমন্দিরাদি সর্ব্বক্ষণ শ্রীনামে মুখরিত থাকে, তজ্জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিতে আদেশ দিতেন না। তাঁহারই আদেশে আমরা সকলের উপকার করিবার ক্ষীণ প্রয়াস করিতেছি। শ্রীল আচার্য্যদেব মিশন ত্যাগ করেন নাই বা কোন দিন করিবেন না; তবে আমরা যদি সেবা ছাড়িয়া স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করি, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে পরিবর্জ্জন করিবেন, ইহা ধ্রুব সত্য।

লক্ষ্ণৌতে প্রচার

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গত ১৭ই জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত অবধচন্দ্র রায় মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন। সেবকবৃন্দ তাঁহার ভবনে প্রায় ১॥০ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ১৮ই জানুয়ারী শ্রীপাদ সেবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু রায়সাহেব শ্রীযুক্ত কে, এন, চৌধুরী মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমগ্র বিশ্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপর দিবস ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীযুত বি, এন ভার্গব, শ্রীযুত পি, সি, মুখার্জি বি-এস্-সি, শ্রীযুত জে, এন, কপূর প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য, মানবজীবনেই হরিভজনের একমাত্র সুযোগ এবং ইহজীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। লক্ষ্ণৌএর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ মঠের সেবকগণের মুখে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও হরিকথা-শ্রবণের অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন।

কর্ত্তা হর্ত্তা রক্ষিতা সবার নারায়ণ। নিঃসন্দেহে ভজ গিয়া তাঁহার চরণ।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে স্বদেশ তথা বিদেশের সমাজসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরূপ রঘুনাথানুগসিদ্ধান্তস্থাপনে ও অপসিদ্ধান্তখণ্ডনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ-স্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুঃঅধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'অণুভাষ্য' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, বিস্তৃত আলোচনা, ভূমিকা ও সূচীসহ অপূর্ব্ব সর্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন নাথ এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৭৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাগবত বিভাষা শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩০৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৷০
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। দৈববর্ণ ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। বৈষ্ণবোপনিষৎ ৷০
১৮। ব্রাহ্মণ-আচার্য্য ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৵০
২২ ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) অবাঁধা)
২৬ গীতার কেবল মায়া-ভাষ্য
২৭ দুর্জ্জনাদিকা অপসৌরভম্ (সানুবাদ) ২৲
২৮ বেদান্তসার (সানুবাদ) ৷০
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০ দীপ-বিশ -দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫ গীতমালা ⁄১০
৩৬ নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ⁄১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)
৪৯। অর্চ্চনকথা
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৹
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদ ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৹
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। নবীন-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। সারাংশবর্দ্ধন ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। বাবতত্ত্ব ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ৷০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনয়ালয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৮৩। গীতাবলী ⁄১০
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৸০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅপবর্গ ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩১১০
সেবক—শ্রীনরহরিদাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল্

(৩) শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগুরুবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

(৭) কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীযজ্ঞনন্দন ব্রহ্মচারী

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনঙ্গদাস ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশ্রীধর দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধরদাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গোদ্রুমপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি - (শ্রীবাসদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীসুন্দরকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক- শ্রীমধুসূদন সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়ি, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
চাকদহপল্লি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরবিকিশোর ব্রজবাসী

(২১) শ্রীরাধাঘাট গৌড়ীয়মঠ লয়
সেবক—শ্রীরাধাচরণ ব্রহ্মচারী

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চাকদহ নদীয়া
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রদাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
সূত্রাপুর, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া। আসাম।
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ আসাম।
সেবক—শ্রীতারতোষণ দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাঝোরা, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীমদনমোহন ব্রজবাসী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চারঘাট, জঃ সাতক্ষীরা, চট্ট. পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাহাড় গৌড়ীয়মঠ
মীরাপুর পাহাড়।
সেবক—শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
ফল্গু রোড, গয়া
সেবক—শ্রীঅনুপমানন্দ দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১১ বড় শহরতলী, এলাহাবাদ সিটি
সেবক—শ্রীজয়দেব ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীকৃষ্ণ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

৩৫) পুরুষোত্তম মঠ,
পোঃ বিষ্ণুপুর, শ্রীক্ষেত্র চট্ট. পি)
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

৩৭ । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
বৃন্দাবন, শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা
সেবক—শ্রীনীলমোহন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীবনমালী দাসাধিকারী

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রীকৃষ্ণদাস দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড, আগরতলী
সেবক—শ্রীরামচরণ ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীবিনোদিনী দাস

(৪৩) সংকেত বিহারী মঠ
নন্দগ্রাম, মথুরা।
সেবক—শ্রীরাধাচরণ দাস

(৪৪) গোবিন্দবিহারী মঠ—সেবাশ্রমী
পোঃ তেজপুর, জেলা দরং, আসাম
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

৪৫ । ব্যাস গৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
সেবক —শ্রীবিশ্বপাবন ব্রহ্মচারী

(৪৬ । দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
১৩নং কুতুব রোড দিল্লী
সেবক— শ্রীমধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭ । কাশী গৌড়ীয়মঠ
গোধূলিয়া রোড , বেনারস
জং রোড ২৬
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৮) কামাখ্যা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কামাখ্যা আসাম
সেবক – শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

(৪৯) বৃন্দাবন গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কটক, পুরী রোড, বাজার
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

৫০ । প্রকাশ গৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীগদাধর দাস অধিকারী

৫১ । পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

৫২ । [illegible]
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী
৫৩ সাক্ষীগোপাল
সেবক—শ্রীরঘুনাথ দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
বালেশ্বর, পোঃ বালেশ্বর (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রীআনন্দ দাসাধিকারী

(৫৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

৫৭) শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়-প্রকাশ-মঠ
পোঃ ব্রহ্মকুণ্ড, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী

(৫৮) কাবুর গৌড়ীয় মঠ
চিতলিয়া, পোঃ লক্ষ্মীপুর, মেদিনীপুর
সেবক শ্রীদীনহীন দাসাধিকারী

(৫৯) কাশীর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কাশী, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী

৬০) কাঁথি গৌড়ীয় প্রপন্নাশ্রম
পোঃ কাঁথি (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

৬১ । চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ [illegible] (মাদ্রাজ
সেবক শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

৬২ । রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং স্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
প্লাট নং ২
৫১, [illegible]
[illegible], লণ্ডন, ইং ৫
সেবক—স্বামী বিনোদবাণী দাস

৬৪। গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
আলিপুর, ঢাকা (চট্ট-পি)
সেবক শ্রীসেবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিজ্ঞানবিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible]পুর (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রীবিলাসানন্দ দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
সিতাপুর (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিভূষণ অধিকারী

(৭১) গ্রন্থাগার
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রীঋষিকেশ ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীতারকব্রহ্ম ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রকাশ-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৴০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৩৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৩৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible] বিশেষ সংখ্যার মূল্য [illegible]।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণাপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ বারটী অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিলাসসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

নবযুগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ [illegible], ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ভাবের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—নবযুগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ [illegible], [illegible], ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

বিশ্লেষক সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে পদার্থজ্ঞানক্রমে [illegible] মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, [illegible], [illegible], [illegible] প্রভৃতি সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িকতা-নিরসনমূলক যৌক্তিক ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ [illegible], ভক্তিমূলক সংসিদ্ধান্তসকল প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—নবযুগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ [illegible], ঢাকা

অথবা

শ্রীগোপীনাথ [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible]—[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible]। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু সম্বন্ধে [illegible] চরিত্র [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৫৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যাভূষণ মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় [illegible] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব [illegible] সংস্করণ প্রকাশ করিয়া গীতার আদর্শ [illegible] প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অপূর্ব্ব। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক [illegible] গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে [illegible] অন্বয় ও [illegible] শ্রীল [illegible] শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রয়োজনমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা দেড় টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ গ্রন্থপাত্র বিবরণ-নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী সম্বলিত গৌড়ীয়মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গুরুবৈষ্ণবগণের একটি অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত সরলাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা। ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২ ৫
রাণাঘাট	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১০-১৮	১৩-৫০			২২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৭	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-৫৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৯	১২-৩৯	১৫-৫	১৮-৪৯	১৯-৪০	২-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১৩-১৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৫১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৮	১০-১১	১৮-১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট..	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬ ১	৮-৬	১১-৪	১৩-৯২	১৬-৮	১৮-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫৩	১১-৪৭	১৫-১০	১৬ ৫৭	১৯-২২	২০-৪৬	২-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৪৫	৯-২৫	১২ ২৭	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১ ১৯	৪-১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯ ৩০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৫	৪-১৮
রাণাঘাট		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩-৭	
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১ ২০	১৪ ১৬	১৭ ৪৬	২১-৪০	২৩ ১৫	৬ ১৬	

"অমৃতবটী"

(ভারত-সরকারের দ্বারা রেজেষ্টারীকৃত)

গরীবদিগের শরীর নীরোগকারী আসল গৃহচিকিৎসক

ছোট, বড়, কঠিন, নূতন, পুরাতন—সব রকম রোগের মূল উৎপাটন করিয়া স্বাস্থ্যসম্পন্ন করে; পায়খানা পরিষ্কার করে; পেটের লিভার ঠিক করে; অম্বল হজম করিয়া নূতন পরিষ্কার রক্ত সঞ্চার করে; ধাতুপুষ্টি সাধন করে; বল, বীর্য্য, কান্তি আনয়ন করে; পুরাতন জ্বর ম্যালেরিয়া, নূতন ও পুরাতন spleen, খারাপ জ্বর, নিমোনিয়া, প্লেগ, বসন্ত, পেটের হজম ও দাস্ত পরিষ্কার না হওয়া, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, অর্শ, হাঁপানী প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

সুস্থ অবস্থায় সেবন করিলে ম্যালেরিয়া ইত্যাদি কোনপ্রকার রোগ হয় না। নবপ্রসূত শিশুকে ইহা খাওয়াইলে সকলপ্রকার রোগ হইতে মুক্ত থাকিবে ও সর্ব্বক্ষণ শরীর নীরোগ থাকিবে।

দাম—১শিশি (৩২ বটী)—১৲ ডাক্তার

একত্রে ১০০ বটী—৩৲ বৈদ্যনাথ

(চারি আনার টিকেট পাঠাইয়া নমুনা আনাইয়া দেখুন)

"জনসে-সুটীভবন"

যোগাভ্যাসী মনোমোহন প্যারে বৈদ্য, প্রধান চিকিৎসক, স্থাপক ও অধ্যক্ষ। জেনারেল ম্যানেজার ও এসিস্টেন্ট চিকিৎসক—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত গোপালকৃষ্ণ পাণ্ডে

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———::•::———

১। শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এইস্থান হইতে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" নিত্য ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৪৪ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীতে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... অত্যন্ত আবশ্যক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা? ছোট বোতল ৷৷০ দশ আনা বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং, উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

শাখা—খোলা, ৬৪ পরগণা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD NO.

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ } ২২ মাধব ৪৫৪ গৌরাব্দ ২২শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ২৭৫ ৭৬তম সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রকাশিত শ্রীভক্তি-বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৸০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ধামে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-মহোৎসব

গত ১লা ফেব্রুয়ারী শনিবার শ্রীগৌর-আবির্ভাব-ভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠে পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়দিগের ভক্তিবিনোদ—শ্রীবিনোদ সাক্ষাৎ প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব মহোৎসব বিরাট ভক্তসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আবির্ভাব উৎসবের অধিবাস-দিবস সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শুক্লবৈষ্ণব-মেলা, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ-ভাগবতার্থ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখবিগলিত বিদ্যা ও অবিদ্যা এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্বের কথা গৌড়ীয় হইতে কিছুক্ষণ পাঠ করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। পাঠের পর মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

উৎসব-দিবস ভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনিসহকারে কীর্ত্তনমুখে মঙ্গলারাত্রিক সমাপন করেন। অনন্তর শুক্লবৈষ্ণব-মেলাতে শ্রীযোগপীঠের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ দাসাধিকারী প্রভু শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলে পর ভক্তগণ বিচিত্রবর্ণের পতাকা, খোল, করতাল, শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যসহ উচ্চসংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমায়াপুর পরিক্রমা করিয়া শ্রীযোগপীঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অপরাহ্নে তথায় একটী বক্তৃতা সভার অধিবেশন হইলে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ হইতে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কৃপার কথা অনেকক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করেন। ভোগারাত্রিকের পর প্রায় দুইশত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্নেও ভক্তগণ ইষ্টগোষ্ঠীমুখে হরিকথা আলোচনা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু প্রায় একঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীধামস্থ অন্যান্য মঠেও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কথা আলোচিত হয়।

ভক্তবর্গের কৃপা ও সেবকগণের আন্তরিক যত্নাগ্রহ ও সেবা চেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত।

অন্যোন্যর মধ্যে শ্রীপাদ শচীনন্দন ভক্তিপ্রমোদ, শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি এল, হেডমাষ্টার; মহোপদেশক শ্রীপাদ জীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী ভক্তিবিশারদ, অবসরপ্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার; শ্রীপাদ অবধূতবন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদক শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ জগন্মোহন ভক্তিবান্ধব বি এ, মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, শ্রীপাদ অখিলবন্ধু ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ উদ্ধব-নীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীপাদ অনুভবানন্দ সেবাবিলাস, ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ বহু ভক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী গৌরসুন্দরের গৃহিণী। তাঁহার কৃপা ও অনুগতজনের সৌভাগ্য হইলে জীবের সংসার বাসনা দূর হইয়া গৌরসুন্দরে প্রবেশাধিকার লাভ হয়। ভূ-শক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীগৌরনারায়ণের অপ্রাকৃত বৈভবশক্তি। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী—আচার্য্যা। তাঁহার কৃপায় লেশমাত্র লাভ হইলে জীব কৃতার্থ হইতে পারে, তাঁহার নামভজনে নিষ্ঠা বর্দ্ধিত হয়। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ লীলায় নাম-ভজন-শিক্ষাদাত্রী আদর্শ আচার্য্যা। শাস্ত্রে শুনা যায়, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তণ্ডুলে সংখ্যা রাখিয়া নামগ্রহণ করিতেন এবং সংখ্যা রাখিতে গিয়া যে কয়টী তণ্ডুল হইত, তাহা রন্ধন করিয়া মহাপ্রভুকে ভোগ দিয়া তাহার কিয়দংশ প্রসাদ মাত্র গ্রহণ করিতেন। প্রসাদ-গ্রহণকালেও তিনি বিপ্রলম্ভের সহিত নামগ্রহণ করিতেন। এইরূপে তাঁহার দিবারাত্রি নামভজনে অতিবাহিত হইত। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শুদ্ধা সরস্বতী। বৈধমার্গে গৌরভক্তগণ শ্রীগৌরনারায়ণ ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অর্চ্চন করিয়া থাকেন। অদ্যাপি শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে তদ্ভাবে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অর্চ্চন হইতেছে। ভজনমার্গে শ্রীগৌরগদাধর ও অর্চ্চনমার্গে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত হন।

ব্রহ্মদেশে প্রচার

আকিয়াবস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ও কৃপাশীর্ব্বাদে ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচার করিতেছেন।

গত ১৫ই জানুয়ারী মঠসেবকবৃন্দ চাঙ্গমা নিবাসী শ্রীযুক্ত বি, সি, লাহিড়ী মহোদয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর দিবস শ্রীযুক্ত হিমাংশুবিমল রায় চৌধুরী মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীঅজামিল-উপাখ্যান পাঠ হয়। পাঠের পর মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ১৮ই জানুয়ারী সেবকবৃন্দ নিম্ন ব্রহ্মদেশের সমুদ্রতটবর্ত্তী পিয়াপোন বন্দরে উপস্থিত হন। তাঁহারা ঐ দিবস রাত্রে স্থানীয় অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত রায় চৌধুরী মহোদয়ের ভবনে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন করেন। সভায় বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে ডাঃ এস, সি, দে; ডাঃ মাতুল চন্দ্র দত্ত, মিঃ এস, এন, মুখার্জ্জি, উকিল, মিঃ প, এন, ব্যানার্জ্জি উকিল, এ, এন, বসু, উকিল, মিঃ পি. সি, চ্যাটার্জ্জি, উকিল, মিঃ বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, এডভোকেট, মিঃ ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী, ডাঃ এস, আর, কে, শীল, মিঃ ধীরেন্দ্রনাথ দাস, মিঃ ডি, আর, কে, স্বামী ও মিঃ মানিকলাল প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন বৃথা বাহিত না হ'য়ে আশ্রয়বিগ্রহ ও আশ্রয় বিগ্রহের নিষ্কপট সেবকগণের সঙ্গে তাঁ'দের সেবায় যাপিত হয় তজ্জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। তাঁ'দের কৃপা হ'লে তাঁ'দের প্রাণাপেক্ষা দয়িত বিষয়-বিগ্রহের সেবালাভ করবার সৌভাগ্য হ'বে।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ মাঘব ·যাপু প্রদ্যুম্ন ·গৌরাব্দ ৪৪৩

শ্রীনাম

এই প্রপঞ্চে জীবগণ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া কর্ম্ম জগতে ভ্রমণ করেন। তাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ে চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্ দ্বারা রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ এই পাঁচটী বিষয় ধারণা করেন। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে আত্মানাত্ম বিষয়গুলির যোগ্যতা গৃহীত হয় না। স্থূল বস্তুর তাৎপর্য্য ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের আধারে সংগৃহীত হইয়া চেতনের সান্নিধ্যলাভ করেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় চেতনের সান্নিধ্যলাভ করিবার যোগ্য হইলেও চেতনের যে অংশ নশ্বর প্রপাঞ্চিক বিষয়গ্রহণে সমর্থ অর্থাৎ অচিৎএর অভিভাবক সূত্রে যে সমস্ত নশ্বরভাব ধারণা করে, তাহা চিদাভাস 'চিত্ত' এবং স্থূলভাবে সেই বস্তুই 'মন'রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। মন, বুদ্ধি বা অহঙ্কার চিদাভাস হইলেও তাহাদের সহিত অচিৎএর সম্বন্ধ আছে, কিন্তু সেই সকল আবরণাবরর্জ্জিত নিরুপাধিক চেতন বস্তুই জীব পদবাচ্য। সেই জীব—পূর্ণ চিদ্বস্তুর অংশবিশেষ বা খণ্ডাংশবিশেষ। বহিঃপ্রজ্ঞা-চালনা করে বাহ্য জগতের নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া ও বস্তু—একই বস্তুর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরিচয়মাত্র। জাগতিক নশ্বর ভোগ্য ব্যাপারসমূহ মনের অধীনে সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়। সম্বন্ধের প্রথম সোপানে নাম বা সংজ্ঞা,সংজ্ঞা দ্বারা সংজ্ঞিত বস্তুর আহ্বান, অপর চারিটী ইন্দ্রিয় দ্বারা এবং ইন্দ্রিয়সমষ্টি দ্বারা সমন্বিত হইলে তাহাই 'সত্তা'রূপে প্রতিভাত হয়। পরিমেয় জগতে পরিচ্ছিন্ন ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকায়, ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান জড়ভিত্তিক ব্যাপার আবৃত করিতে অসমর্থ। মায়িক জগতে বস্তুবিষয়ক জ্ঞান প্রথমেই নাম বা সংজ্ঞা দ্বারা পরিচয় লাভ করে, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-নাম —প্রাকৃত বা মায়িক নাম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র-ধর্ম্মবিশিষ্ট। মায়িক বা প্রাকৃত নামমাত্রেই যে বস্তুকে নির্দ্দেশ করে, তাহা জীবের অপর ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান দ্বারা সমর্থিত কিন্তু প্রকৃতির অতীত রাজ্যের নাম দ্বারা উদ্দিষ্ট বস্তু মায়িক বস্তুর ন্যায় ভোগ্যরূপে পরিগত হইবার অযোগ্য। তজ্জন্য বৈকুণ্ঠবস্তুকেই 'অধোক্ষজ' বলা হয়। অক্ষজ-ধারণার দ্বারা কিছু পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, উহা 'অধোক্ষজ' সংজ্ঞালাভের অযোগ্য; আবার অধোক্ষজবস্তু বৈকুণ্ঠ হওয়ায় উহা পরিমেয় জগতের বস্তুবিশেষ হইতে পারে না। তজ্জন্য শাস্ত্র বলেন,—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বা-
ন্নামনামিনোঃ॥"

যাহারা বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে প্রাপঞ্চিকজ্ঞানে জ্ঞাত হইবার যোগ্য জ্ঞান করেন তাহারাই 'ভক্তি' ও 'জ্ঞান' এই শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্য বুঝিতে অনভিজ্ঞ। নাম এবং নামী—বৈকুণ্ঠ-ব্যাপারে অভিন্ন'বস্তু প্রপঞ্চে নামের সহিত নামীর ভেদ আছে, এই জন্যই অচিজ্জগৎকে—'ভেদ জগৎ' এবং চিজ্জগৎকে 'অভেদ জগৎ' বলা হয়। চিন্ময় অধোক্ষজ জগতে যে বিচিত্রতা আছে, তাহাতে ভেদের বোধ সংঘটিত করিতে পারা যায় না। তথায় নাম এবং নামী অভিন্ন বলিয়া চিন্ময় নামের সহিত চিন্ময় রূপের ভেদ নাই, চিন্ময় গুণের ভেদ-নাই, চিন্ময় পরিকর-বৈশিষ্ট্যের ভেদ নাই, চিন্ময়ী লীলায় ভেদ নাই। অচিজ্জগতেই পরস্পর ভেদ ও ভেদতা বর্ত্তমান; যেহেতু বৈকুণ্ঠ-নামীর অপূর্ব্ব বিচিত্রতা সত্ত্বেও অভেদের অভেদতা ও ভেদের ভেদতা অথবা অচিৎ অভেদের ভেদতা ও চিন্ময় ভেদের অভেদতা অবস্থিত, তাহাতে বৈকুণ্ঠ-নাম ভোগ্য জগতের বস্তুনির্দ্দেশক সংজ্ঞার সহিত 'এক' হইতে পারে না; তজ্জন্য নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ ও মুক্ত চৈতন্যরসবিগ্রহ চিন্তামণি বস্তুই বৈকুণ্ঠ-নাম। জীবের বৈকুণ্ঠ প্রতীতির অভাবদর্শনে পরমকৃপাবশে জগতে বৈকুণ্ঠ-নাম অবতীর্ণ হন এবং উপাধির বিনির্ম্মুক্ত চিন্ময় জীবই সেই বৈকুণ্ঠ নামের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইতে সর্ব্বতোভাবে যোগ্য। দুঃসঙ্গে আত্মীয়বোধহেতু জীবের হরিবিমুখতা বা তদসেবাবৈমুখ্য উপাধিক ও 'সহজ' বলিয়া বিবর্ত্তবুদ্ধি হইতেছে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে অনাত্ম-মনোকার্য্যের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন শুদ্ধ জীবাত্মা আত্মবিদের সঙ্গপ্রভাবেই স্বীয় স্বরূপের উপলব্ধি করিতে পারেন।

বৈকুণ্ঠনাম এবং মায়িক নামের মধ্যে তটস্থ জীবের একটী তটস্থভাব আছে। বৈকুণ্ঠনামের আভাস—মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। একদিকে অপরাধ, অপরদিকে পূর্ণ বিশুদ্ধ, মধ্যস্থিতভাবে অপরাধ-নির্ম্মুক্তিরূপ নামাভাস অর্থাৎ একদিকে 'নাম', অপরদিকে নামাপরাধ মধ্যে নামাভাস। নামের সেবা করিতে গিয়া প্রপঞ্চে যা ইতরযোগে নামাপরাধ এবং উহার ও পর যোগের মধ্যবর্ত্তিস্থানে নামাভাস এবং বৈকুণ্ঠে নাম অবস্থিত। নামাপরাধ—নামসেবা নহে, নামাভাস নামসেবা নহে, নামের সেবাও অপরাধ বা অবৈহিত আভাসমাত্র নহে। প্রপঞ্চে অপরাধযুক্ত জীবগণ অপরাধকেই নামসেবা বলিয়া ভ্রান্ত হয়। নামাপরাধের অভাব হইলে নামাভাস হয়, কিন্তু নামাভাসের পরম যে পরব্যোমস্থ'যে নামসেবা অবস্থিত। অতএব আমরা নামসাধন করিতে গিয়া তিনটী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। "নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন"—এই শ্রৌতবাণী হইতে জানা যায় যে, অনর্থযুক্ত অবস্থায় নামাভাস বা নামের অবস্থিতি নাই। অপরাধযুক্ত অবস্থায় এবং নামভজনে যোগ্যতাভাবাপন্ন সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে যে নামোচ্চারণ, তাহাই নামাভাস শব্দে উদ্দিষ্ট হয়। নামাপরাধ-ফলে ত্রৈবর্গিক ফলপ্রাপ্তি বা ফলের অপ্রাপ্তিরূপ ভুক্তফল লাভ করা যায়।

প্রাপঞ্চিক জীবের ভোগময় অবস্থানে অর্থাৎ বদ্ধাবস্থায় নামগ্রহণ-যোগ্যতা হয় না; নামাভাস করিবার যোগ্যতায়. অপরাধ হয় না। এইজন্যই শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন,—বৈকুণ্ঠনাম সর্ব্বাগ্রে উচ্চারিত হইবামাত্রেই সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং সর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়। তাহার পর নামগ্রহণে প্রেমোদয় হয়। নামে নয়ের পূর্ব্বে নামাভাস হয় অর্থাৎ নামাভাসের পরে নামোদয় হয়, তবে যে নামাভাস হইবার পর জাগতিক দর্শনে মুক্তপুরুষের চরিত্রে বহুভাব প্রাপঞ্চিক নয়নে দৃষ্ট হয়, তাহা বাস্তব নহে, উহা ভক্তির পরিপোষক। উঃ মুক্ত পুরুষের চরিত্রে যখন প্রতিভাত হইতেছে, তখন তাহাকে অপরাধের ফল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া বাস্তবীয় নামাপরাধী তাহাদের প্রথম উচ্চারিত নামকেই 'নামাভাস' জানে আপনা'দিগকে "মুক্তবৈষ্ণব অধ্যাসিত মনে করিয়া স্ব-স্ব অপরাধকেই ভক্তির পরিপোষক জ্ঞান করিবেন না, করিলে নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি-হেতু সত্যই নিরয়ে পতিত হইবেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের অবধন অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন,—"যদিও অজামিলের প্রথম নামোচ্চারণে সর্ব্ব-প্রায়শ্চিত্তকর. সর্ব্বানর্থনাশক নামাভাস সম্বন্ধে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বিচারপ্রণালীতে পরিদৃষ্ট হয় এবং কালপ্রভাবে বীজ হইতে বৃক্ষের ফলধারণ কাল পর্য্যন্ত যে ব্যবধান, তাহা অনন্তকাল-বিচারে নিতান্ত অল্প. তথাপি নামাভাসের অব্যবহিত পরেই নামসেবা আরম্ভ না হইয়া আর কিছু সংঘটিত হইলেই তাহাকে ভক্তি-পরিপোষক বলিয়া স্বীকার করা হইবে না। সকলেই 'অজামিল' নহেন এবং বহির্দৃষ্টিতে অজামিলের কর্ম্মানুষ্ঠান অযুক্তপুরুষের সমদর্শনে দৃষ্ট হইলে শুদ্ধ নামোচ্চারণে বিলম্ব হইয়া যাইবে সুতরাং প্রথম নামোচ্চারণ তাঁহার নামাভাস হইলেও নামোচ্চারণের পূর্ব্ববর্ত্তী নামই ভগবৎসেবার সুপ্ত বা অঙ্কুর উৎপাদন করিবে। যদিও অজামিলের আদি নামোচ্চারণরূপ নামাভাসফলে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া জীবগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য বিষ্ণুদূতগণকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং অজামিলের দ্বারা ভগবৎপ্রপন্নাক্রমে নানাবিধ পাপাচার নামভজনের অন্তরায়রূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল. তথাপি অজামিল ব্যতীত অন্যান্য পরবর্ত্তী সাধক যে সেই ক্রিয়া-ফলে আপনাদের সহিত অজামিলের সমতা-প্রয়াস এবং আপনাদিগের পাপাচারগুলিকে অপরাধ না জানিয়া ভক্তিপরিপোষকরূপে উপলব্ধি-হেতু অপরাধ না হয় তজ্জন্য প্রথম নামোচ্চারণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমোদয় কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে শেষ নামোচ্চারণকেই 'নামাভাস' সংজ্ঞা দিলে প্রাকৃতসহজিয়াদের সহজ বিচার-বিষয়ে অসুবিধা হয় না। নামাপরাধে ত্রৈবর্গিক ফললাভ ঘটে, নামাভাসে মোক্ষলাভ ঘটে এবং নামভজনে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" বা "অন্যথাত্ব ভক্তানাং" প্রভৃতি শ্লোকে 'ভক্ত' শব্দের প্রয়োগে বা "অপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্লোকে 'অনন্যভাক্' শব্দের প্রয়োগে সেবাবৈমুখ্যকেই ভক্তিরস-জ্ঞানরূপ ভ্রান্তি হইতে রক্ষা পাইতে হইলে জানা উচিত—'অনন্য ভক্ত' শব্দের অর্থ চতুর্ব্বর্গাকাঙ্ক্ষা-সন্ধানপ্রিয়তার আবদ্ধ নহে, পরন্তু তাদৃশ চতুর্ব্বর্গাকাঙ্ক্ষা'ন হইতে ব্যতিরেকভাবে জীবকূলকে নিবেধ করিবার উদ্দেশ্যেই ভগবদিচ্ছাক্রমে বিহিত। যদি কেহ স্বীয় অনর্থযুক্ত অবস্থায় আপনাকে ভক্ত বলিয়া অভিমান করেন, তাহা হইলে তাঁহার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের মতে অজামিলের প্রথম নামোচ্চারণের পরে তাঁহার যে সকল দুষ্কার্য্যের উল্লেখ আছে ইন্দ্রিয়তর্পণপর সেই গুলি আবরণের সহিত একত্রীকৃত বা আত্মীয়-গৃহীত নহে; পরন্তু ব্যতিরেক বিচারে তাহাই

তাহাদের পরিহার করা কর্ত্তব্য। মুক্ত-পুরুষের ঐ রূপ লোকের বিঘ্ন না হইলেও অমুক ব্যক্তির পক্ষে উহা কখনই 'আদর্শ' হইতে পারে না। ঐ সকল কথা বিচার করিতে গেলে সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, নামাপরাধ, নামাভাস, ও পরে শুদ্ধনাম এতচ্ছ্রেণীর মহাজনের কথা, আবার অপর শ্রেণীর মহাজনের কথা এই যে, প্রথমেই মুক্ত পর্য্যায়ে নামাভাস ও মুক্তি, তৎপরে নাম বা শুদ্ধনাম উদয়ে সমতাৎপর্য্য-বিশিষ্ট হইলেও শেষোক্ত মতের তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বাগ্রে নামাভাস, পরে কোনরূপ দর্পবর্জ্জিত ভগবদ্বিগ্রহরূপে ছুৎমার্গাদি অপরাধপ্রতিম অনুষ্ঠানের দোষদর্শন পরিহার পূর্ব্বক উহাকেই 'ভক্তিপোষক' বলিয়া জ্ঞান হইলেও উহা ফলোদয়কালাপেক্ষা মাত্র, তৎফলে ঐ অবস্থা হইতে পরিত্রাণকালে তাদৃশ অবস্থার অনুষ্ঠানে নামভজনারম্ভ দৃষ্ট হয়। এতদুভয় মতই পরস্পর এক উদ্দেশ্য-বিজ্ঞাপক। এ বিষয়ে ভাষা ও বিচারের পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উভয়ের এক তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলেই সাধক সাধনভজনপথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। আর একটী বিষয় এই যে, অজামিলের নামোচ্চারণকালে অর্থবোধ বা অর্থকল্পনারূপ 'সাক্ষাৎ অপরাধ' ছিল না, সুতরাং ঐ অপরাধের অপরাধী অনভিজ্ঞ সার্ব্বভৌমের বহুজন্মব্যাপি কোটী কোটী নামোচ্চারণের সহিত অজামিলের নামোচ্চারণ কখনই এক পর্য্যায়ে বিচারাধীন হইতে পারে না।

শ্রীল সাগর মহারাজের হরিকথা

(২)

যাহাতে আমরা শ্রীল আচার্য্যদেবের মনোহভিপ্রায় করিতে পারি, সেজন্য সকলেরই যত্নবান হওয়া দরকার। ইহা নিশ্চিতভাবে জানিবেন যে, শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ শাসন ও সঙ্গ না পাইলে সতত অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব কখনও হরিভজনের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। শ্রীল আচার্য্যদেব চুপ করিয়া থাকিবার জন্য জগতে আসেন নাই। শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচার করিবার জন্যই তিনি জগদ্গুরুলীলা প্রকট করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগকে অত্যন্ত অপরাধী, মঙ্গলগ্রহণে নিতান্ত অনিচ্ছুক দেখিয়া তিনি দূরে সরিয়া আছেন। কীর্ত্তন-বিগ্রহ আজ কীর্ত্তন হইতে বিরত হইবার লীলা প্রদর্শন করিতেছেন, ইহা আমাদের পক্ষে কত বড় দুর্দ্দিন, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা দরকার। অনেক দিন অনেক বৃথা কার্য্যে, বৃথা কথায়, বৃথা চিন্তায় নষ্ট করা গিয়াছে। আর সময় নাই—হরিভজনের কথাটা সময় থাকিতে বুঝিয়া লওয়া দরকার। যিনি হরিভজন করাইবার মালিক, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মসঙ্গ পাইবার জন্য আমাদের হৃদয়ে নিষ্কপট আর্ত্তি জাগুক, আমাদের সকল প্রকার দুর্বুদ্ধি দূর হউক, আমাদের বুদ্ধি ভাল হউক; শ্রীল আচার্য্যদেব যখন কৃপা করিয়া এখানে আসিবেন, তখন আমাদের চিত্তবৃত্তি দর্শন করিয়া তিনি যেন সুখী হন—ইহাই এখন আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয়। শ্রীল আচার্য্যদেব পুনরায় আগেকার মত আমাদিগকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সঙ্গ দান করিয়া কৃতকৃতার্থ করুন, পূর্ব্বের ন্যায় হরিকথার বন্যা প্রবাহিত করুন—ইহাই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে কাঙ্গালগণের প্রার্থনা। তিনি ব্যতীত আর আমাদের কে আছেন?

কখনও কাহারও কোনপ্রকার সমালোচনা করিতে হইবে না। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—আমার ন্যায় অধম ও পতিত আর কেহ নাই। আমি সকলেরই দয়ার পাত্র। সকলকে গুরুবুদ্ধি করিলে আর কাহারও সমালোচনা করিবার প্রবৃত্তি হইবে না। যদি বৈষ্ণব কাহারও কোন জিনিষ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে মনে যেন অসূয়া বা ক্ষোভের উদয় না হয়। আমার নিশ্চয়ই কোন দোষ আছে বা হইয়াছে, তাহার জন্য শ্রীগুরুবৈষ্ণব আমার দ্রব্য গ্রহণ করিলেন না—ইহাই মনে রাখিতে হইবে। বৈষ্ণবকে কোন জিনিষ দেওয়া কি খুব সহজ কথা? ভাগ্য কত ভাল হইলে তবে বৈষ্ণব কাহারও কোন জিনিষ গ্রহণ করিয়া কৃপা করিবেন। বৈষ্ণব যদি কাহারও কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহার শ্রীনামে রুচি হয়। নামে রুচি না হইলে বুঝিতে হইবে, বৈষ্ণব সেবা গ্রহণ করেন নাই। যাহার নামে রুচি নাই, তাহার কোন দ্রব্য বৈষ্ণব গ্রহণ করেন না।

কোন বিষয়ে খুব বেশী কৌতূহল থাকা ভাল নয়। অনেকেই শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কি দর্শন করিবেন? দর্শনশক্তি না থাকিলে বৈষ্ণবদর্শন হয় না। যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে শ্রীচরণে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি জন্মে জন্মে আমার নিত্যপ্রভু। তিনি দর্শন দিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্যই আসিয়াছিলেন, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনের জন্য আমার লোভ হইল না, তাঁহার দর্শন পাইলাম না, তাঁহার কীর্ত্তিত হরিকথা সেবোন্মুখ কর্ণে শ্রবণ করিলাম না, তাঁহার সেবা করিতে পারিলাম না, আমি কি করিয়া বৈষ্ণবের দর্শন পাইব? বৈষ্ণব ত' অন্তর্য্যামী, তাঁহারা সকলের অন্তর জানেন। আমার ন্যায় গুরুসেবাবিমুখকে বৈষ্ণব কেন দর্শন দিবেন? অনেকেই বাহিরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যান। যেটী দুর্লভ, তাহার উপরেই লোকের বেশী ঝোঁক হয়। শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিবার শক্তি সকলের নাই। মহাভাগবত বৈষ্ণব সব সময় নিজ ভাবানন্দে বিভোর থাকেন। তাঁহার বাহ্যদশা থাকে না। তাঁহার আচরণ, চরিত্র, সবই অলৌকিক; কি বলেন, কি করেন, কিছুই বুঝা যায় না। অনেক সময় তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়া আমাদের মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই হইয়া যায়। সেই জন্য ঐ প্রকার আধ্যক্ষিক চেষ্টায় বৈষ্ণব-দর্শনে না দৌড়াইয়া যাঁহারা আমাদিগকে সাক্ষাদ্ভাবে অযাচিত কৃপা করেন, তাঁহাদের সঙ্গলাভের যত্ন করাই বিশেষ দরকার। সেই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মের দর্শন কোন না কোন জন্মে যদি পাই, তজ্জন্যই চেষ্টাবিশিষ্ট হইতে হইবে, নতুবা মঙ্গল হইবে না। কিন্তু আমাদের চোখে দেখিবার স্পৃহার প্রবৃত্তিই অত্যন্ত প্রবল। শ্রীগুরুবৈষ্ণব আমাদের নিকট সুলভ হইয়া পড়িয়াছেন কি না, সেইজন্য তাঁহাদিগকে আর আমাদের ভাল লাগিতেছে না, একঘেয়ে হইয়া গিয়াছেন। এখন নূতন একটা কিছু হওয়া দরকার।

শ্রীগুরুদেবের মধ্যেই সমস্ত বৈষ্ণবগণ অবস্থান করেন। যাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শন হইয়াছে, তাঁহার দর্শনের স্পৃহা আর থাকে না। আমরা এই সার কথাটি বুঝি না যে, আমরা যদি এখানে থাকিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা করি, তাহা হইলেই শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের সেবা ও দর্শন হইবে। এখান হইতে ছুটাছুটি করিয়া নবদ্বীপে গেলে তাঁহার দর্শনলাভ হইবে না। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে আমাদের কখনও শ্রীল বাবাজী মহারাজের দর্শন করিবার চেষ্টা হয় নাই। তখন আমাদের এইরূপ বিচার হইয়াছিল যে, যিনি আমাকে দর্শন দান করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই যখন দর্শন পাইলাম না, তখন আমার বৈষ্ণবদর্শন কি প্রকারে হইবে? বৈষ্ণব দর্শন করিবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইলে গুরুবৈষ্ণবের আনু-গত্যেই দর্শন করা উচিত। কীর্ত্তনমুখে বৈষ্ণবদর্শন করিতে হয়। বৈষ্ণব কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে বড় সন্তুষ্ট হন ও কীর্ত্তনকারীর সকলপ্রকার অযোগ্যতা ক্ষমা করিয়া থাকেন এরূপ নহে যে—গুরুবৈষ্ণবের নিকট কীর্ত্তন করিতে হইবে না। গুরুবৈষ্ণবই ত' কৃষ্ণের কথা শুনেন। তাঁহারা যেরূপ কৃষ্ণকথার আদর করেন, এরূপ আর কেহ করে কি?

শ্রীগুরুদেব দর্শন দানে দূরে সরিয়াই থাকুন বা উদাসীনতাই প্রদর্শন করুন, অথবা শাসনই করুন, কখনও এরূপ মনে করিতে হইবে না যে, শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে দয়া করিতে বিরত হইয়াছেন, আমরা শ্রীগুরুদেবের সেই কৃপালাভে বঞ্চিত হইয়াছি। এরূপ বিচার যেন এক মুহূর্ত্তের জন্যও চিত্তে স্থান না পায়। শ্রীগুরুদেবের কৃপার কথা, স্নেহের কথা সর্ব্বদা স্মরণ করিতে হইবে। তিনি কখন কি প্রকারে বিশেষভাবে আমাদিগকে দয়া করিয়াছেন, তাহা মনে মনে সর্ব্বক্ষণ চিন্তা করিতে হইবে। ইহা নিশ্চিত যে, আমার যত দোষই থাকুক না কেন, সেজন্য আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ কখনও হ্রাস হয় নাই। অনর্থগ্রস্ত সাধক আমরা, আমাদের আর কি ভরসা আছে? শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্নেহ ও করুণাই ত' আমাদের একমাত্র সম্বল, একমাত্র ভরসা। সেই ভরসা যদি না থাকে, তাহা হইলে হতাশা আসিয়া যাইবে, আর ভজনে উৎসাহ থাকিবে না। যাহাতে সেই করুণা ও স্নেহ আবার সাক্ষাদ্ভাবে পাই, তজ্জন্য উৎকণ্ঠা ও আর্ত্তি থাকা প্রয়োজন।

হরিভজন হইল না বলিয়া তীব্র দুঃখ ও আর্ত্তি হওয়া দরকার। আমাদের হরিভজনের জন্য আর্ত্তি কোথায়? আমরা বেশ নিশ্চিন্তে আরামে দিন কাটাইতেছি। ভাল খাওয়া, ভাল পরা, দেহের আরামটি যাহাতে কোন আনা বজায় থাকে, সেই দিকেই আমাদের সম্পূর্ণ লক্ষ্য রহিয়াছে। ভোগের দিকে নজর থাকিলে হরিভজন হবে না। বিরহ না হইলে ভজন আরম্ভ হয় না। আমাদের বিরহবোধ কোথায়? শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, আবার শ্রীল প্রভুপাদের পর যাঁহাকে আশ্রয়রূপে পাইলাম, তিনিও দূরে সরিয়া রহিলেন, সেজন্য আমাদের হৃদয়ে সত্যকার দুঃখ একটুও আছে কি? বিরহের সামান্য আভাসও যদি জাগে, তাহা হইলে আর দেহসুখের প্রতি অভি-নিবেশ থাকে কি? যাহার স্বামী অথবা পুত্রবিয়োগ হইয়াছে, তাহার কি আর ভাল খাওয়া পরার দিকে, আমাদের দিকে লক্ষ্য থাকে? গুরুবৈষ্ণব আমার জিনিষ কেন গ্রহণ করিবেন? আমার চিত্তবৃত্তি ত' তাঁহাদের অজানা নাই। আমরা মুখে হয়ত' অনেক সময় অনেক দুঃখ প্রকাশ করি, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার আবার দেহের আরামে ভুলিয়া যাই, ইহা ত' প্রকৃত দুঃখের লক্ষণ নহে। শ্রীল আচার্য্যদেব কিরূপ বিপ্রলম্ভময় গুরুবৈষ্ণবসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন, আমরা কিনা

দেহগেহে পড়িয়া থেকে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি এ দুঃখ ও বেদনা রাখিবার স্থান নাই।

অবশ্য কৃত্রিমভাবে কিছু করিতে হইবে না। যদি সত্য সত্যই বিরহ না জাগিয়া থাকে, তাহা হইলে কপটবৈরাগ্য-চেষ্টা করিয়া কোন লাভ নাই। কৃত্রিম চেষ্টার ফল এই হইবে যে, দু'দিনেই শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িবে, তখন আবার ঐ দেহের সেবা ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইবে। মহাভাগবতগণ যে তীব্র বৈরাগ্যময়ী লীলা প্রদর্শন করেন তাহাতে তাঁহারা কোনপ্রকার রোগগ্রস্ত হন না; কারণ তাঁহাদের অপ্রাকৃত দেহ প্রাকৃত গুণের অধীন নহে। ভগবদ্ভক্তের জন্য বিরহ জাগিলে তখন দেহের প্রতি আপনা হইতেই অভিনিবেশ চলিয়া যাইবে। ভগবদ্ভক্তের জন্য বিরহ দেখাইয়া বৈরাগ্য করিতে গিয়া যদি শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, প্রকৃত বিরহ হয় নাই। যতদিন সেই বিরহ না জাগে, ততদিন শরীর রক্ষার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে, তবে উহা সাবধানে করিতে হইবে।

বিরহ বোধশূন্য যে বৈরাগ্যচেষ্টা উহাতে প্রাকৃতাভিনিবেশ থাকিয়াই যায়। কিন্তু বিরহ জাগিলে তখন আমি ভাল খাইতেছি না মন্দ খাইতেছি—ইহার কোন দিকেই লক্ষ্য থাকে না। তখনই প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়াভিনিবেশ দূর হইয়া থাকে। শরীরের প্রতি অভিনিবেশ আছে বলিয়াই উহার অসুখ হইলে বোধ হয়। অপ্রাকৃত-অভিনিবেশ হইলে আর দেহ কোন প্রকার বিদ্রোহ করে না, উহা তখন অনুকূল হইয়া যায়।

'কবে খণ্ড গৃহেতে, মাগিয়া খাইব, পিব সরস্বতী জল। পুলিনে পুলিনে গড়াগড়ি দিব করি কৃষ্ণ কোলাহল"— এই অবস্থাই আমাদের লক্ষ্য। তবে তাহা কৃত্রিমভাবে করিবার চেষ্টা করিলে হইবে না। যাহা কিছু হয়, তাহার সহিত জোর করিতে গেলে সে বলিবে—"থাক্ ও বৈরাগী, তোমাকে মজা দেখাইতেছি"। তাহার শক্তির সহিত আমরা নিজের বলে কখনও যুঝিয়া উঠিতে পারিব না। তাই বাঁচিবার একমাত্র পথ হইতেছে—শরণাগতি বা আত্মনিবেদন। শরণাগত হইয়া এই প্রার্থনা জানাইতে হইবে,—

কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি'।
আবরণ সম্বরিবে কবে বিশোদরী॥

ভক্তের ভক্ত হইতে হইবে

(প্রাপ্ত)

আমরা ভক্তের মাহাত্ম্য সর্ব্বত্রই শুনিতে পাই। শাস্ত্র, স্মৃতি, পুরাণাদিতে সর্ব্বত্রই উচ্চস্বরে ভক্তের মহিমা গীত হইয়াছে। ভক্তের নিকটই অজিত ভগবান্ জিত হইয়াছেন। ভক্ত ছাড়া ভগবান্ থাকিতে পারেন না, আবার ভক্তও ভগবান্ ছাড়া থাকেন না। ভক্তের ভগবান্ই ধন-প্রাণ, আবার ভক্তকে লইয়াই ভগবানের সব। ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের বিশ্রামস্থল। ভক্তই আমাদিগকে বৈকুণ্ঠবার্ত্তা জানাইতে পারেন, ভক্তই আমাদিগকে ভক্তিদেবীর সন্ধান দিতে পারেন, ভক্তই আমাদিগকে ভগবানের কাছে লইয়া যাইতে পারেন। এই ভক্তকে অতিক্রম করিয়া কেহই ভগবানের কাছে যাইতে পারে না।

শ্রীভগবানের কথা অর্থাৎ তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা, চরিতাদি যেরূপ জীবের পক্ষে পরমমঙ্গলবিধায়ক, তদ্রূপ ভক্তের কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদিও জীবের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর। ভক্তসেবা বা ভক্তের কথা বাদ দিয়া আমরা সোজাসুজি ভগবানের কথা শ্রবণ করিয়া ভগবৎসেবা লাভ করিতে পারি না। যেরূপ ভগবানের কথা শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে হইবে, সেইরূপ শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কথাও শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে আমরা ভক্তসেবাফলে ভগবানের সেবালাভ করিতে পারি। শাস্ত্র বলেন,—

পিবন্তি ভগবতঃ আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটৈঃ সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়-বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥

যাঁহারা সাধু উপাসকরূপ এবং ভগবান্ শ্রীহরি ও তদীয় ভক্তবৃন্দের কথামৃত শ্রবণপুটে সংস্থাপিত করিয়া পান করেন, তাঁহারা বিষয়দূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সমীপে উপনীত হন।

ভক্তসেবা বাদ দিয়া ভগবানের সেবা করিতে গেলে তাহা দাম্ভিকতাই হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"মূল বস্তু ভগবানের সেবা অপেক্ষা তদীয় সেবকের সেবা অধিক লাভজনক। তদীয় সেবাতেই আমাদের অধিকতর সুবিধা হইবে। শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা করাই আবশ্যক। তাঁহাদের সেবা করিলে পতিত জীবের উদ্ধার হয়। বৈষ্ণবসেবা কি? বিষ্ণুসেবা ব্যতীত বৈষ্ণব আর কিছু করেন না। তাঁহার সেবা করার অর্থ—তাঁহাকে কৃষ্ণসেবায় সহায়তা করা। বৈষ্ণবকে বাদ দিয়া নিজে কৃষ্ণসেবা করিবার দাম্ভিকতা করিলে অসুবিধা।"

ভক্ত ভগবানের অতি প্রিয়জন। ভক্তের ডাকে তিনি যেরূপ সাড়া দেন, আমাদের ডাকে সেরূপ দেন না। তাই আমাদিগকে ভক্তের আনুগত্যেই ভগবান্কে ডাকিতে হইবে। এ জগতে যেরূপ কোন বড় লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে তাঁহার কোনও বিশ্বস্ত অনুচরের সুপারিশ হইলে তাহা সহজ হইয়া থাকে এবং সেই অনুচর বা প্রিয়জনের সুপারিশে অসাধ্যও সাধন হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমার প্রার্থিত বস্তু আমি চাহিলে না পাইলেও পারি, কিন্তু কাহারও প্রিয়জন কাহারও জন্য কোনও আবেদন বা আব্দার করিলে মমত্বের বা প্রীতির খাতিরে যেরূপ তাহা না করিয়া পারে না, সেইরূপ আমরা যদি ভক্তের চরণ দৃঢ় করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে পারি, তবে ভক্তের ইচ্ছায় আমরা যে নিশ্চয়ই ভগবৎসেবা লাভ করিতে পারিব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

জীবের ভোগবাঞ্ছা উদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণবিস্মৃতি অর্থাৎ এই জগৎ এবং জগতের যাবতীয় বস্তু কৃষ্ণভোগ্য, কৃষ্ণই একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা, তিনিই একমাত্র সেব্যতত্ত্ব আর সব তাঁহার সেবক, এই কথা বিস্মরণ হইয়াছে। তাই ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণই কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছেন যে, তুমি ক্ষুদ্র জীব, সেবকতত্ত্ব, তুমি নিজেকে সেব্য-অভিমান করিয়া প্রভুভোগ্য বস্তুতে ভোগবুদ্ধি করিয়া অমঙ্গল বরণ করিয়াছ। এখন নিজের চেষ্টায় তাহা হইতে উদ্ধার লাভ করিবার উপায় নাই সাধুর কৃপা ব্যতীত। নিজের স্বরূপবিস্মৃতির জন্য যে অপরাধ ঘটিয়াছে তাহার জন্য অনুতপ্ত হইয়া সাধুর চরণে শরণাগত হও, তবেই স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া নিত্য আনন্দ লাভ করিতে পারিবে।

আমরা প্রায় শতকরা শতজনই এইরূপ বিচার করিয়া থাকি যে, জগতের বস্তুগুলি ভোগ করিতে গিয়াই যখন আমাদের অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে তখন দূর হইতে ত্যাগ করিলেই বোধ হয় সুবিধা হইবে। তাই আমরা ভোগের চেয়ে ত্যাগকেই বহুমানন করিয়া থাকি। ভোগী-সম্প্রদায়ই ত্যাগীর বহুমানন করিয়া থাকে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত বলেন, ভোগেও ভগবানের সেবার কথা নাই, ত্যাগেও ভগবানের সেবার বার্ত্তা নাই।

যেখানে সেবার কথা নাই, সেখানেই অসুবিধা। এ কথা প্রকৃত সাধু বা ভক্ত ব্যতীত অন্য কাহারও জানাইবার সাধ্য নাই। তাই আমরা সাধু-গুরুর আশ্রয় ব্যতীত কোন প্রকারেই উদ্ধার লাভ করিতে পারি না। ভক্তই আমাদিগকে বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার কবল হইতে রক্ষা করিতে পারেন, ভক্তই আমাদিগকে ভোগাদর্শ বা বৈরাগ্যাদর্শ হইতে ছুটি করাইয়া সেব্যদর্শন, ভজনদর্শন বা সুদর্শন করাইতে পারেন। ভক্তই আমাদিগকে সেবাধিকার দান করিতে পারেন। ভক্ত কোন বস্তু ভোগও করেন না, ত্যাগও করেন না, তিনি চিদ্বিলাসী। জগতের সমস্ত বস্তুকে ভগবানের সেবায় লাগাইবার কৌশল একমাত্র ভক্তই জানেন।

জড় জগতের রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ভোগ করিতে গিয়া জীবের যে অসুবিধা প্রতি নিয়তই সংঘটিত হইতেছে, তাহা আমরা পতঙ্গ, ভৃঙ্গ, মৎস্যাদির ভোগ করিতে গিয়া প্রাণ হারান দেখিয়া স্পষ্টই অনুভব করিতে পারি। জড়ের ধর্ম্ম যেরূপ জড়বস্তুকে আকর্ষণ করে, চেতনের ধর্ম্মও তদ্রূপ চেতন বস্তুকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। সূক্ষ্মচেতন বৃহচ্চেতনের আকর্ষণে সর্ব্বক্ষণই আকৃষ্ট হইবার যোগ্য। এই জগতের রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ যেরূপ আমাদের দেহ-মনকে আকর্ষণ করিতেছে, সেইরূপ নিত্য-জগতের বস্তু ভক্ত বা সাধু অণুচেতন জীবকে ভগবৎকথার দ্বারা সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিতেছেন। তাই সাধুমুখে শুনিতে পাই, ভক্তমুখবিগলিত শ্রীকৃষ্ণকথাই কৃষ্ণের বংশীধ্বনি। সেই গানতে আকৃষ্ট হইতে পারিলে—আকর্ষকের আকর্ষণে পড়িয়া গেলে আর মৃত্যু নাই। নতুবা ইতরপ্রাণীর ন্যায় জগদ্ভোগের দুর্বুদ্ধিবিশিষ্ট হইলে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যজাতি হইয়াও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রাণ হারাইতে হইবে।

সকল শাস্ত্রই ভগবানের সেবা হইতেও ভক্তের সেবা বড় বলিয়া জানাইয়াছেন। ভক্ত কখনও বলেন না যে, আমার সেবা কর। তিনি কাহারও প্রদত্ত কোন দ্রব্যই নিজে আত্মসাৎ করেন না। সেব্যের সহিত সেবকের যোগসূত্র স্থাপন করিতে ভক্তই দক্ষ। ভগবদ্ভক্তই ভোগ-ত্যাগ এবং ত্যাগ-ত্যাগ করাইয়া সেবার আলোকদ্বারে সেবককে সেবকত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। তাই বলিতেছিলাম যে, আমাদিগকে ভক্তের ভক্ত হইতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার দক্ষতা পরিহার পূর্ব্বক বৈষ্ণবদাসানুদাস হইবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের অন্তরে জাগুক্, ইহাই প্রার্থনা।

ছিনু তব নিত্যদাস, গলে বাঁধি মায়াপাশ,
সংসারে পাইনু নানা ক্লেশ।
এবে পুনঃ করি আশ, হৈলা তব দাসের দাস
ভক্তি পাই তব ভক্তিলেশ॥

ভক্তি করি' যে শুনে চৈতন্য অবতার। সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার॥

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষান্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় গৌরবিহার[illegible] প্রভৃতি বৈষ্ণবের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বহুদেশ তথা বিদেশের সদেশসমূহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনবৃন্দগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ উত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীমদ্ রূপানুগ-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয়গণ জগদ্গুরু আচার্য্যবরের 'সত্যানুভূতি' অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থখানি সত্যানুরাগী সজ্জনগণমাত্রেরই অবশ্য সংগ্রহণীয়।

ভিক্ষা—৸৹ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুঃশ্লোকীভাষ্য ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবতানুরূপ শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে অর্থ ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'গোবিন্দভাষ্য' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সমেত মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, বিস্তারিত আলোচ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন রায় এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

প্রকাশকদের প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৪৮৲
দশম স্কন্ধ— ৮৲

২। ভাগবত বিভাগ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্ধাংশ) ৮৲

৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲

৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অর্ধাংশ) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৷৹

৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১৷৹

৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয় তত্ত্ব

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹

১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।৹

১৮। ব্রাহ্মণ-আত্মবত ।৹

১৯। তত্ত্ববিবেক ।৹

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶৹

২২ ভজন রহস্য ।৹

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অর্ধাংশ) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।৹

২৭। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গৌরগোবিন্দ (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ) ।৹

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹

৩০। জৈব-ধর্ম -দর্শন ৶৹

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶৹

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹

৩৫। গীতমালা ।৹

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹

৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী

৪০। শরণাগতি ৶৹

৪১। গীতাবলী ৷৹

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

৪৩। নাম-ভজন

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

। নবদ্বীপশতক

৪৬। সর্ব্বসম্বাদ

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)

৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)

৫১। ব্রহ্মসংহিতা

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৹

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹

৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী

৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹

৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶৹

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৹

৬০ সাংখ্যবাণী /৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।৹

৬২ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধাঃ ।৹

৬৩। নবীন-শিক্ষাসমূহম্ ।৹

৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹

৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹

৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /৹

৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৹

৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড ন আর বেদান্ত ।৹

৭০। শ্রীমদ্ভাগবত /৹

৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।৹

৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ক্‌স ।৶৹

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹

৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।৹

৭৫। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ফুইং /৹

৭৬। দি ভাগবত ।৹

৭৭। থিয়োটিক ফিলজফি অ্যাণ্ড অ্যানাল্যাইজ্‌ড ডিকোয়ারস

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ।৹

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৶

৮১। সাধন-পথ ।৹

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৷৹

৮৩। গীতাবলী ৷৹

৮৪। শরণাগতি ৶৹

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৸

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১০
সেবক—[illegible] দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

(৩) শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রজবাসী

(৭) কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধরদাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

(২১) শ্রীরাধাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চটক পর্বত
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রদাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া। আসাম।
সেবক—শ্রীপুরুষোত্তম দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ। আসাম।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমনা রোড গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ [illegible]
সেবক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, [illegible]
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible] (ইউ পি)
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [illegible]
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ - শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন [illegible]
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রীরাধাচরণ দাস

(৪৪) গোপীবিহারী মঠ—[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীবেঙ্কটরমণ ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রীগদাধর দাস অধিকারী

(৫১) [illegible]
[illegible] পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণদেব পুর
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]। কুমিল্লা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম
পোঃ [illegible], আসাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
চিকনিয়া, পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রীদীনহীন দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
প্লট নং ২
৫১. [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়মঠ অফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৶০	।০
" " ইঞ্চি ২৲			১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲		৩৲		৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲		৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম ১২৲		১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮
" এক কলম ৩৫৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুল সহ)	
ষাণ্মাসিক "	৩৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা /০, বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ আপত্তি খণ্ডনে বিশেষ। ইহাতে বহু চিত্র (Chart সহ) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

নবযুগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের কথা দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—নবযুগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, বাংলা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

বিশ্লেষক যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে গণসাম্প্রদায়িকতাস্রোতে ভাসমান মানবগণের সমন্বয়, সমন্বয়, সমন্বয়, অভিনব, একাধিক, বৈষ্ণব ও তৎসম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা-নিরসনমূলক শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে সাধারণের সাধারণ ভ্রমসমূহ, ভক্তিমূলক সৎসিদ্ধান্তসকল প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—নবযুগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচ্ছন্ন খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, ও চরিত্র সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রতিপক্ষী শ্রীমৎ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যাবিনোদাদিবহু মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এবং মহোদয় ইঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব সংস্করণ সম্পাদনপূর্ব্বক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের সারাংশ, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক ও তৎপরে শ্লোক অনুসারে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় অর্থ ও ব্যাখ্যা তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সহিত বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর; ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা ৩০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, নবদ্বীপের পাঁচপোয়া বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী সংগ্রহ সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজ আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত সরলাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা। ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীযুগলকিশোর নাগ এম-এ, বি-এল, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৩-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১১-৩	১৩-১০	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২
দমদম „	৩-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-২০			২২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৩	৮-১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৪	০-৫৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১১-৩৩	১৪-৫	১৮-৭৯	১৯-৪০	২-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১০-১৭	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৫১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-১৯	১৮-১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম „	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৪-২২	১৬-৮	১৮-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮ ৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬ ৫৬	১৯-২২	২০-৪৬	০-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৪৪	৯-২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯	৪-১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫০	৯-৩০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৫	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-২	২১-২৬	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১ ২০	১৪ ১৬	১৭ ১৮	১৯-৪০	২৩ ১৫	৬ ১৬	

"অমৃতবটী"

(ভারত-সরকারের দ্বারা রেজেষ্টারীকৃত)

গরীবদিগের শরীর নীরোগকারী আসল গৃহচিকিৎসক

ছোট, বড়, কঠিন, নূতন, পুরাতন—সব রকম রোগের মূল উৎপাট করিয়া স্বাস্থ্যসম্পন্ন করে; পায়খানা পরিষ্কার করে; পেটের ক্রিয়া ঠিক করে; অন্নমণ্ড হজম করিয়া নূতন পরিষ্কার রক্ত সঞ্চার করে ধাতুপুষ্টি সাধন করে; বল, বীর্য্য, কান্তি আনয়ন করে; পুরাতন জ্বর ম্যালেরিয়া, নূতন ও পুরাতন spleen, খারাপ জ্বর, নিমোনিয়া, প্লেগ, বসন্ত পেটের হজম ও দাস্ত পরিষ্কার না হওয়া, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, অর্শ, বাত প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

সুস্থ অবস্থায় সেবন করিলে ম্যালেরিয়া ইত্যাদি কোনপ্রকার রোগ হয় না। নবপ্রসূত শিশুকে ইহা খাওয়াইলে সকলপ্রকার রোগ হইতে মুক্ত থাকিবে ও সর্ব্বক্ষণ শরীর নীরোগ থাকিবে।

দাম—১শিশি (৩২ বটী)—১৲ ডাক্তার

একত্রে ১০০ বটী—২৲ বৈদ্যনাথ

(চারি আনার টিকেট পাঠাইয়া নমুনা আনাইয়া দেখুন)

"কমল-কুটীরভবন"

যোগাভ্যাসী মনোমোহন প্যারে বৈদ্য, প্রধান চিকিৎসক, স্থাপক ও অধ্যক্ষ। জেনারেল ম্যানেজার ও এসিস্টেণ্ট চিকিৎসক—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত গোপালকৃষ্ণ পাণ্ডে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এইস্থে নিত্য একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হই

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

... পাচন

... অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় ... হজম করায় ক্ষুধা বৃদ্ধি অত্যন্ত আধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কামালা এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ বৃথা খরচ হয় কিনা। ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী ও দর স্বতন্ত্র

—১১নং ওয়েলিংটন রোড, কলিকাতা।

লালা গোয়ালা, ৩১ পরগণা।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বঙ্গের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্যপ্রসূনমালা
—:০:—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিবিধ পদ্যাবলী শ্রীশ্রীল ভক্তগণেরও বিরচিত 'গৌড়' কাব্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। মূল্য আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
মঙ্গলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—আড়ারী, ঢাকা।

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ২৩শে মাঘ ১৩৪৭, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১, বুধবার ; ২৭৭তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—:০:—

১৯৩৯ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কারণ হিটলারের দুঃস্বপ্ন

হিটলার বর্তমানে সায়বিক বিকৃতিতে ভুগিতে থাকিয়াও অসীম সহনশীলতা প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার চিকিৎসকেরা তাঁহাকে এই উপদেশ দিয়েছে যে, সকল দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে না বহন করিয়া সহকারীদের উপর তাঁহার আরও দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া কর্তব্য। তাঁহাদের মতে হিটলার অল্পেতে যে মানসিক অবসাদের দ্বারা আক্রান্ত হইতেছেন, তাহা সায়বিক অবসাদের লক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নহে। হিটলার কথায় কথায় বলেন যে, তিনি আর বেশী দিন বাঁচিবেন না। যুদ্ধের পূর্বে তাঁর বেভিন বেস্তোরান্ বলিয়ে [illegible] ডাক্তার ছিলেন। তিনি বলেন, হিটলার ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন বলিয়া পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার আশঙ্কা এই যে, যদি যুদ্ধ আরম্ভ করিতে আরও তিন-চার বৎসর পিছাইয়া দেওয়া হয়, তবে জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে তিনি হয়ত আর বাঁচিয়া না থাকেন।

গোয়েরিংকেও সম্প্রতি নৌবিভাগের কাজ হইতে বিশ্রাম লইতে হইয়াছে। তাঁহার নাকি প্রচুর সত্ত্বেও গোয়েরিং স্নায়ুর রোগে কষ্ট পান। সকলেই অবগত আছেন যে, তিনি এক সময়ে মাদকদ্রব্যে আসক্ত ছিলেন। কিছুদিন হইতেই তাঁহার ওজন হ্রাস হইতেছে; বর্তমানে তিনি স্নায়বিক অবসাদে ভুগিতেছেন।

কর্ডেল হালের উক্তিতে জার্মাণ সংবাদপত্রের সমালোচনা

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রসচিব মিঃ কর্ডেল হাল্ সম্প্রতি যে বিবৃতি দিয়াছেন, বার্লিনের সংবাদপত্রগুলি তাহা তীব্র ভাষায় সমালোচনা করিতেছে।

"বর্সেন্ জেটুং" নামক সংবাদপত্রটি লিখিয়াছে, "সমগ্র বক্তৃতাটি পড়িয়া মনে হয় যে, হাল্ আমেরিকার নিজের কুযুক্তিকেই ইউরোপের "আইন ও শৃঙ্খলা" রক্ষার ভিত্তি বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন। যদি হয়, হাল্ সত্য সত্যই বিশ্বাস করেন যে, জার্মানী, ইতালী বা জাপান যাহাই করুক না কেন, তাহা মন্দ এবং ব্রিটেন যাহা করে তাহাই উত্তম উদার এবং গণতান্ত্রিক। কিন্তু বৃটেন যে সকল জাতিকে পদানত করিয়া রাখিয়াছে, এই আইন শৃঙ্খলার ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহারা কি বলিবেন?"

"এংগ্রিফ" নামক পত্রিকাটি লিখিয়াছে "হালের বিবৃতিটি যেন বালুকার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি তর্কের প্রাসাদ।"

———

জার্মাণ ও ইতালীয় বাহিনীর পরীক্ষা

সম্প্রতি হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে যে সাক্ষাৎকার হয় অন্যান্য বারের মত তাহা জার্মানী ও ইতালীর সীমান্তের কোনও স্থানে না হইয়া হিটলারের শৈলাবাস বার্খটেসগাডেনে হইয়াছে। ইহা দ্বারা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝা যাইতেছে, অ্যাক্সিস্'র অংশীদারিতে মুসোলিনীর স্থান কতটা নীচে নামিয়া গিয়াছে।

মুসোলিনীর মুখপাত্র সিনর গাইডা এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে সম্প্রতি লিখিয়াছেন যে, "ইহা দ্বারা জার্মানী ও ইতালীর মধ্যে আরও ব্যাপক সহযোগিতা এবং কার্যতঃ অ্যাক্সিস্দের অংশীদারদের সৈন্যবাহিনীগুলির এক অবিভক্ত বাহিনী হিসাবে ও এক উদ্দেশ্যে যুদ্ধপরিচালনা সম্ভব হইবে।" অবশ্য বাহিরের দিক হইতে অ্যাক্সিস্-বাহিনীর যুদ্ধপরিচালনার অর্থ ইতালীর বাহিনীর উপরেও জার্মানীর কর্তৃত্ব স্থাপন মাত্র।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় জার্মাণ-বিরোধী পত্রিকা

জার্মাণ-অধিকৃত চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, "ভ্বোজ" (সংগ্রাম) নামক বে-আইনী চেক সংবাদ পত্রটি সাধারণে বহুল প্রচারিত হওয়ার ফলে "গেষ্টাপো" (জার্মাণ গুপ্তচর পুলিশ) সম্প্রতি বহু ধরপাকড় করিয়াছে। অন্যান্য বহু লোকের সঙ্গে প্রাগ্ বিদ্যুৎ-সরবরাহ কোম্পানীর ৩২ জন কর্মচারী, বোহেমিয়ার বিভিন্ন সহরের পেট্রোলের বহু উচ্চ এবং নিম্নপদস্থ কর্মচারী এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার এবং [illegible] সোকোল দলের [illegible] সদস্যকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুস্তিকা ও পত্রিকাদি প্রচারে সাহায্য করিবার অজুহাতেই তাহাদের ধরা হইয়াছে। এই পত্রিকার মুদ্রণ প্রভৃতি খবর ও ইংলণ্ডের বেতার-সংবাদের কার্য্যাবলীর সংবাদ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়।

আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপানী পত্রিকার বিষোদ্গার

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রসচিব মিঃ কর্ডেল হাল্ সম্প্রতি যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জাপানী সংবাদপত্রে ইতোপূর্বে আর কখনও এমন তীব্র ভাষায় আমেরিকাকে আক্রমণ করা হয় নাই। 'জাপান' নামক সংবাদপত্রটি ইহাকে "ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভাষাভাষার চূড়ান্ত নিদর্শন এবং বুদ্ধিমত্তার দিক হইতে সম্পূর্ণ বাজে" বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। গালাগালির কথা ছাড়িয়া দিলে সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, যে ক্ষেত্রে জাপানের আধিপত্য করার প্রকৃত অধিকার আছে সেই সকল ক্ষেত্রে আমেরিকা আধিপত্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহার সহিত সেই পুরাতন অভিযোগটিও আছে যে, জাপানের নীতি বাস্তবসম্মত চিত্তে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না।

গ্রীসে বড়লাটের উপহার

প্রকাশ, বড়লাট গ্রীসকে ভারতবর্ষ হইতে পাঁচলক্ষ টাকা মূল্যের কার্পাস দ্রব্য উপহার প্রদান করিবেন। এই অর্থ যুদ্ধ-তহবিল হইতে সরবরাহ করা হইবে।

বিভিন্ন প্রদেশের কটন মিলের উৎপন্ন সংখ্যার অনুপাতে অর্ডার বণ্টন করা হইবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ... বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। গৌড়ীয় গৌরবিহিত অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত পরমার্থবাণী ... ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত ... প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত ও মহামনী ... যে সকল পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমদ্ ... ও ... মহাত্মাগণের ... গৌড়ীয় ... আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তপুষ্টিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই পাঠ ও সেবনীয়।

ভিক্ষা—৸৹ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুর্ব্বেদাত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য প্রভৃতি যুক্ত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কবির' টীকা, বিস্তৃত আলোচনা, ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৴৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
অধ্যাপক সুধাংশুরঞ্জন নাথ এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণাপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাগবত বিভাগ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীন) ৯৲
৩। ভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অধীন) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৷৹
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা
৯। বৈষ্ণব
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (যন্ত্রস্থ)
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (যন্ত্রস্থ) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷৹
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।৹
১৮। প্রমেয়-রত্নাবলী ।৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ।৹
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵৹
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৵৹
২২। ভজন রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (যন্ত্রস্থ) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৩৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
(অধীন) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা অনুবাদ ৷৹
২৭। মুক্তিবিজ্ঞান সঙ্গসোপান (সাকুল্যে) ১৲
২৮। বেদান্ত ... (সাকুল্যে) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(যন্ত্রস্থ) ৷৷৹
৩০। দীপ-বিষ্ণু-দর্শন ৵৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (যন্ত্রস্থ) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৹
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ।৹
৪০। শরণাগতি ৵৹
৪১। গীতাবলী ৴১৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷৹
৪৩। সাধনরত্ন ৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। উপাখ্যানে উপদেশ (পঞ্চম সংস্করণ)
৪৯। ভক্তিরত্ন
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড)
৫১। রহস্যকল্পিকা
৫২। মণিমঞ্জরী (সাকুল্যে) ৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷৹
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৫৫। ভক্তমালাবলী বা সারাৎসারসংগ্রহ
৫৬। জাহ্নবা ও বসুধার ৴৹
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষাবিবৃতি) ।৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ৴৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৹
৬০। সাধ্যসাধন ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবৃতিঃ ।৹
৬৩। সঙ্গীত-শিক্ষাবলম্বনম্ ।৹
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৴৹
৬৬। গৌড়ীয়সম্প্রদায়বিচারঃ ৴
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৴৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৹
৬৯। এ ভিজিট ব্রাদার্স ইন দ্য বেঙ্গল ।৹
৭০। সার্ভেন্টস ৴৹
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজি এণ্ড অর্গানিকস ।৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ।৵৹
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৭৪। বেদান্তদর্শন ।৹
৭৫। গোল্ডেন গৌড়ীয়মঠ ইন ফুটোস ৴৹
৭৬। দি হারমোনিষ্ট ।৹
৭৭। ইংলিশ ক্রিশ্চিয়ান এণ্ড আবদালেন্স রিজেকশন ।৹
৭৮। ভক্তিতত্ত্ব ১৷৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুদিত)

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ ৷৹
৮২। প্রমেয়-রত্নাবলী ৴১৹
৮৩। গীতাবলী ৴১৹
৮৪। শরণাগতি

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৸

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ } ২৩ মাধব ৪৫৪ গৌরাব্দ ২৩শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৫ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৪১, বুধবার { ২৭৭তম সং

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৫০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

নিত্যস্তব ও গীতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৫০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন বৃথা ব্যয়িত না হ'য়ে আশ্রয়বিগ্রহ ও আশ্রয় বিগ্রহের নিষ্কপট সেবকগণের সঙ্গে তাঁ'দের সেবায় যাপিত হয় তজ্জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। তাঁ'দের কৃপা হ'লে তাঁ'দের প্রাণাপেক্ষা দয়িত বিষয়-বিগ্রহের সেবালাভ করবার সৌভাগ্য হ'বে।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ মাধব বুধ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৪

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু

পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দরের এক অঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দ আর এক অঙ্গ শ্রীঅদ্বৈত। উভয়েই বিষ্ণুতত্ত্ব হইয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাসাভিমানে প্রমত্ত। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহা-বিষ্ণুর অবতার। তিনি ভক্তি-শিক্ষক। সেই ভক্তিশিক্ষক শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের গৌরকৃষ্ণ-ভক্তিলাভের অন্য উপায় নাই। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কোটি-ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা হইয়াও কখনও বহির্ম্মুখ হন না। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু নিমিত্তরূপে এবং মহাবিষ্ণুর অবতার সদাশিব শ্রীঅদ্বৈত প্রভু উপাদানরূপে মায়াকে নিয়ামক থাকিয়া জগৎসৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিলেও মায়াধীনতা বস্তুতঃ মায়াধীনতা স্বীকার করেন না।

ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু নিখিল ভক্ত বা বৈষ্ণবজগতের গুরু। জগৎকে ভক্তি-উপদেশ করাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য। বৈষ্ণবগণ তাঁহার আচরণ অনুসরণ করিয়াই স্বয়ংপ্রকাশ-বিগ্রহ বলদেবাভিন্ন জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দে ভক্তিমান্ হন।

অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর॥
এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥
চৈতন্যগোসাঞিকে আচার্য্য করে 'প্রভু'-জ্ঞান।
আপনাকে করেন তাঁর 'দাস'-অভিমান॥
সেই অভিমান-সুখে আপনা পাসরে।
'কৃষ্ণদাস হও' জীবে উপদেশ করে॥
কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটি-ব্রহ্মসুখ নহে তার একবিন্দু॥
মুঞি যে চৈতন্যদাস, আর নিত্যানন্দ।
দাস ভাব-সম নহে অন্যত্র আনন্দ॥
(চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণপ্রেমের এমনই অদ্ভুত স্বভাব যে, গুরু-সম ব্যক্তিকেও লঘু করায়। শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী, বিষ্ণুপার্ষদগণ, ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শুকাদি, নারদাদির শ্রীদাস প্রভৃতি সকলেই ভগবদ্দাস্য-কামনা করেন। বৎসল-রসাশ্রিত নন্দ-যশোদার বাৎসল্যরসে, সখ্যরসাশ্রিত শ্রীদামাদি গোপালের সখ্যরসে, মধুররসে, এমন কি, মহাভাবস্বরূপিণী সাক্ষাৎ শ্রীরাধারাণীর কান্তরসেও কৃষ্ণদাস্য বর্ত্তমান। মহিষীগণেরও কৃষ্ণদাস্য, স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব নিত্যানন্দেরও কৃষ্ণদাস্য, শেষরূপী অনন্তের সঙ্কর্ষণেরও কৃষ্ণদাস্য, সদাশিবেরও কৃষ্ণদাস্য,—সকলেই কৃষ্ণদাস্যের কাঙ্গাল। এই কৃষ্ণদাস্যপদবীর ন্যায় উচ্চ পদবী আর নাই।

কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর হইয়াও তাঁহার সেবকভক্তকে তাঁহা অপেক্ষাও বড় করিয়া মানেন। ভক্তও ভগবান্ ছাড়া আর কাহাকেও বড় করিয়া জানেন না। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু জগদ্গুরু কেবল জগজ্জন শিক্ষা প্রদানের জন্য স্বয়ং সম্প্রদায় স্বীকার করিয়া গুরুপাদাশ্রয়ের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য শ্রীঈশ্বর পুরীপাদ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল, বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ এই ছয়টী পুত্র। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনজন গৌরভক্ত নিযুক্ত ছিলেন আর শেষোক্ত তিনজন গৌর-বিমুখ স্মার্ত্ত বা মায়াবাদী, সুতরাং অবৈষ্ণব ছিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীহট্ট নিকটবর্ত্তী নবগ্রামবাসী শ্রীকুবের মিশ্রের গৃহে তদীয় পত্নী শ্রীনাভাদেবীর গর্ভসিন্ধু হইতে মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এ জগতে আবির্ভূত হন। শুনা যায়, বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ মহাদেবের নিত্য ভক্তকেশর কুবের কোন সময় শিবের আরাধনা করেন। মহাদেব তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে কুবের মহাদেবের নিকট "আপনি আমার পুত্র হউন" এই প্রার্থনা করেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু পূর্ব্ববঙ্গের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মাতাপিতার পরলোকগমনের পর শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া কৃষ্ণারাধনায় নিমগ্ন হন, পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটের কিছু পূর্ব্বে শান্তিপুরে আগমনপূর্ব্বক তথায় বাস করেন। শান্তিপুরে বাসকালে গঙ্গাতীরে তাঁহার আবাসবাটীর সৃষ্টি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং তাঁহার সম্মতিক্রমে বিশিষ্ট লোকসকল নিজ নিজ কন্যা 'শ্রী' ও 'সীতা' নাম্নী দুইটী সর্ব্বগুণযুক্তা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। যোগমায়া এবং তদীয় সর্ব্বগুণযুক্তা সীতা ও শ্রী-রূপে অবতীর্ণা হইয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীধামমায়াপুরে অবতীর্ণ হন, তখন শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও তাহার পত্নী শ্রীশান্তিপুর নিবাস শান্তিপুরে ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাস পণ্ডিতের আঙ্গিনার সন্নিকটে একটী বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করেন। সেইস্থানে তিনি ভক্তগণকে লইয়া কৃষ্ণকথার আলোচনা করিতেন। সেই শ্রীঅদ্বৈত-ভবন অদ্যাপি শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্মৃতিচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন।

এই শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মহিমা শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইঁহার বিস্তৃত মহিমা এবং কথার কথা শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিশেষভাবে লিখিত আছে।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

যৎকিঞ্চিৎ

——০::(০)::০——

বস্তুত ভগবানেরই স্বেচ্ছাচারিতা থাকিবে, কিন্তু বদ্ধ জীবের স্বেচ্ছাচারিতা থাকা উচিত নয়। স্বেচ্ছাচারিতাই স্বেচ্ছাচারিতা দুর্গতির কারণ। স্বেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করে, তাহা কাপুরুষতা। সেইজন্যই শাস্ত্রাদি সর্বপ্রথমে শ্রীগুরু-পাদপদ্মে শরণাগতি এবং তাঁহাদের অনুগত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। উপযুক্ত বস্তুর নিকট আত্মসমর্পণ না করিলে তাঁহার বিষয় কিছুই জানা যায় না। নিষ্কপটে submit করিলে admission নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে, করুণাময় গুরুবৈষ্ণবগণ নিষ্কপটকে নিশ্চয়ই আত্মসাৎ করিবেন। সর্বক্ষণ প্রসাদপ্রার্থী হইতে হইবে। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্য ভক্তগণের দয়া ছাড়া স্বেচ্ছাচার হইতে রক্ষা পাইবার অন্য উপায় নাই। হরিকথা-প্রসাদ ও মহাপ্রসাদ দুইই গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে। মহাপ্রসাদসেবনে আমার মঙ্গল হয়—আমরা ভগবানের উন্মুখ হই। ভগবদ্ভক্তের দয়া মহাপ্রসাদ নহে, পরন্তু তাহা অমোঘবস্তু। তাঁহাদের অহৈতুকী দয়া বদ্ধজীবের অজ্ঞানতাকে নাশ করিয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণোন্মুখ হইবার সহায়তা করে। কোটি কোটি বস্তু বা কোটি কোটি দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তিকে সাহায্য অপেক্ষা যদি একটী ব্যক্তিকেও মহাপ্রসাদ দেওয়া যায় ও তাঁহার নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করা যায়, তাহা হইলে তাহাই সর্বাপেক্ষা অধিক জীবে দয়া ও ধর্ম।

অনাসক্তি বা অভিনিবেশ ত্যাগ ও কৃষ্ণের প্রতি আভিনিবেশই প্রকৃত বৈরাগ্য। তত্ত্ব-গৃহস্থের ন্যায় ভোগী নহেন এবং ফল্গু বৈরাগীর ন্যায় ত্যাগী নহেন। জগতের যে যে বস্তুকে যথা প্রসাদরূপে গ্রহণ করা যায়, তাহাকে ভোগ বলা যায় না, তাহাই ভক্তি। অন্যান্য অভিনিবেশের সহিত বিষয় ভোগকেই ভোগ বলে। অভিনিবেশ পরিত্যাগ পূর্বক বিষয়গ্রহণকে বিরাগকে শব্দার্থতা বলে। ভোগী কনক-কামিনীকে নিজ ভোগের উপকরণ মনে করে, কিন্তু শুদ্ধ-বৈষ্ণব অপ্রাকৃতবুদ্ধিতে ঐ দুইটিকে কৃষ্ণকার্ষ্ণ-সেবার উপকরণ বলিয়া জানেন। তিনি ঐ দুইটিকে নিজে ভোগ না করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন। তিনি জানেন,—

> তোমার কনক ভোগের জনক,
> কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
> কামিনীর কাম নহে তব ধাম
> তাহার মালিক কেবল যাদব॥

ফল্গুবৈরাগী বা শুষ্কত্যাগী কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তুকে জড়জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে বৈরাগী বা ত্যাগী বলিয়া পরিচয় দেয়, অর্থাৎ শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীনাম মহাপ্রসাদ বা কৃষ্ণ সেবার অনুকূল বস্তুগুলিকেও নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণের প্রতিকূল জানিয়া দূরে পরিত্যাগ করে না। কিন্তু বৈষ্ণব ঐ গুলিকে প্রাকৃত জড়বস্তু না জানিয়া কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণ অর্থাৎ বিষয়জাতীয় সেবা বা আশ্রয়জাতীয় সেবা-জ্ঞানে তাঁহাদের সেবা করিয়া থাকেন।

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথার মর্ম্ম

——::(০)::——

মঠ সর্ব্বদা শ্রীহরিনামে মুখরিত থাকা দরকার। কেবলমাত্র কতকগুলি নিয়মবাঁধা কাজ সকলে মিলিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত করিয়া গেলেই যে মঠের সেবা অর্থাৎ মঠে শ্রীগুরুপাদপদ্মে) অবস্থান করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা হইল, তাহা নহে। যদি মঠবাস করিয়াও কোন ব্যক্তির জিহ্বায় শ্রীহরিনাম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, সেবা করিবার প্রবৃত্তিতে সে মঠে আসে নাই, নিশ্চয়ই অন্যাভিলাষ বা ভোগ-বাসনাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। এক কবিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়েছে যে,—এই যে মঠ, ইহা শ্রীচৈতন্য বাণীর ভাণ্ডার; শ্রীগুরুদেব ইহার ভাণ্ডারী। শ্রীচৈতন্য-বাণীর আদেশ,—"কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে। অহর্নিশ 'চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥" শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টপরিপূরক। তিনি নাম ছাড়া আর কিছু জানেন না; তাঁহার বাণীর জ্বলন্ত প্রমাণ—"নাম বিনা কিছু নাহিক আর চৌদ্দভুবন মাঝে॥" কিন্তু তবু ত' কই আমাদের মুখে শ্রীনামের আবির্ভাব হইতেছে না! যদি নামের আবির্ভাব না হয়, তাহা হইলে শ্রীনাম-প্রচারক গুরুবর্গের পরিত্যক্ত ভাণ্ডারের অর্থাৎ মঠের সেবা কি করিয়া হইবে? যদি বল, সেবা কাজ ত' আমি হাতে-কলমে ঠিক ঠাকই করিতেছি, তাহা হইলে উত্তর দেওয়া হইবে তুমি সেবা করিতেছ না, তুমি শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীচরণে অপরাধ করিতেছ। তিনি বলিয়াছেন,—"সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ"— সেবোন্মুখ হ'লে তাঁহাকে ত' বলিয়া শিখাইয়া দিতে হয় না! তাঁহার নিকট সকল তত্ত্ব আপনা হইতেই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। আর সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও বলিয়া ও শিখাইয়া দিবার পরও যেখানে নামের স্ফূর্ত্তি নাই, সেখানে অপরাধ কতটা, সেটা একবার চিন্তা করা দরকার নয় কি? যদি বল, 'মনে মনে নাম করি', তাহা হইলেও শ্রীল জীবীপ্রভু এবং বিশেষ করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপদে' বিশেষ অপরাধ হইবে। শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তিসংযোগেনৈব।" আর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,— "জীবদিবদান, কীর্ত্তনেতে প্রাণ, কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-রব।" শ্রীল প্রভুপাদের আশা অর্থাৎ মনোহভীষ্ট কি? উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন—বাড়ী, ঘর, দুয়ার, মার্বেল-পাথরের মঠ-মন্দিরাদি, খাওয়া থাকার, জাঁকজমক ইত্যাদি নয়। তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই কেবল বিশ্বাসমূর্ত্তীবন শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে আহুতি দিবার কৌশল। যদি নামকীর্ত্তন না থাকে, তাহা হইলে মঠের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানগুলির সহিত সংসারী গৃহস্থ ও অন্যান্য সেবাশ্রমের ক্রিয়াকাণ্ডাদির কি বৈশিষ্ট্য থাকে? এখানে ভিক্ষাদি হয়, ভোগ প্রস্তুত হয় এবং প্রসাদ সম্মান হয়। অনৈতিক-গৃহস্থও অর্থোপার্জ্জন করে, রান্না করে ও খাওয়া-দাওয়া থাকে। এখানে যে আরতি-অর্চ্চনাদি হয়, অন্য দেবালয়ের সহিত তাহার বৈশিষ্ট্য কোথায়? আমরা না হয়, প্রসাদ সম্মানের সময় একবার "শরীর অবিদ্যাজাল' বলিয়া অনুভূতিহীন আবৃত্তি করি, অথবা আরতির সময় মহাজনপদাবলী গান করি, কিন্তু তাহাদ্বারা হৃদয়ে শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি হইতেছে কোথায়?

সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রাণ আনা দরকার। প্রাণ কি? 'প্রাণ মোর যুগলকিশোর"—ইহাই শ্রীগুরুবর্গের কথা। যুগলকিশোর-অর্থে যুগল নাম (শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু)। যদি এই প্রাণের স্পন্দন অর্থাৎ শ্রীনামের অনুভূতি বা পরেশানুভূতি ও অন্যত্র বিরক্তি যুগপৎ না জাগে, তাহা হইলে কি আমরা শ্রীগুরুবর্গের সন্তোষ বিধান করিতে পারিব? ভক্তি, পরেশানুভূতি ও বৈরাগ্য—এককালে ওগুলা দরকার পরেশানুভূতি ও বৈরাগ্য শিক্ষা করা যায় না। ভক্তিবৃত্তি সহজ হওয়ায় সত্যাপত্তি-মূলা বলিয়া তাহা দিয়া শিক্ষণীয় ভক্তি-অর্থে সেবা। প্রকৃত সেবকের সেবার মূলে না থাকিলেও সেবার প্রতি গাঢ় প্রীতি থাকায় তিনি সেবা করিয়া কখনই তৃপ্ত হইতে পারেন না; কাজেই নিজের সেবাকে তিনি কখনই নিখুঁৎ মনে করেন না; অতএব তিনি সর্ব্বদাই অন্য সেবকের নিকট সেবা শিক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন। এইজন্য ভক্তিমার্গে শিক্ষা ও অনুশীলন দরকার। নামানুশীলন জাগতিক বা কাল্পনিক নহে। সেবা-কার্য্যে যত বড় ও অভিনিবেশ হইবে, ততই শ্রীনামের অনুভূতি ও ইতর বিষয়ে অর্থাৎ দেহ-মন বা ব্রহ্মাণ্ড-সম্বন্ধীয় বিষয়ে বৈরাগ্য দেখা যাইবে।

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহ ভক্তি-শিক্ষা দিবার স্থান। এই শিক্ষালাভ করিয়া পরেশানুভূতি বা প্রাণের স্পন্দন হইতেছে কিনা—ইহাই লক্ষ্যের বিষয়। প্রত্যেক মঠবাসী আনুগত্যে নিজের ও অপরের মঙ্গল কামনামূলে পরস্পর পরস্পরকে এই বিষয়ে সাহায্য করিবেন। এই দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অর্থাৎ শ্রীনামের অনুভূতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া চলিলে অনেক সেবা-কার্য্যের মধ্যে কর্ত্তাভিমানের আবাহন করিবেন এবং অপরকেও তাহাতেই প্ররোচনা দিয়া নরকের যাত্রী করিবেন। যদি শুষ্কবৈরাগ্য লক্ষ্যের বিষয় হয়, তাহা হইলে আরও বিপদ্। কারণ, তাহাতে ক্রমে সেবা-শিক্ষায় বৈরাগ্য আসিয়া যাইবে। তখন বিচার হইবে, আমিই গুরুবর্গের সেবা হইব, তাঁহাদের মাধুকরীলব্ধ দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া আমি নিষ্ক্রিয় থাকিব এবং প্রতিষ্ঠা নিয়া থাকিব। শিক্ষণীয় বিষয় বা লক্ষ্যের বিষয়—বৈরাগ্য নহে; সেবা শিক্ষাদ্বারা শ্রীনামের উত্তরোত্তর অনুভূতি হইতে থাকিবে, কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—"সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ"। নিজের অনুভূতি হইল কিনা এবং সেবা-কার্য্যাদি সুষ্ঠুরূপে পরিচালনকালে অপরেরও এই অনুভূতি জাগিল কিনা—এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিকট হইতে যাঁহারা শ্রীমঠের সেবা-কার্য্যাদি-পর্য্যবেক্ষকের সেবা-পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই কার্য্যটি করিতে হইবে। এ-বিষয়ে উদাসীন হইলে তাঁহাদের ভক্তিশিক্ষার ব্যাঘাত হইবে—সেবায় বৈরাগ্য আসিবার আশঙ্কা তাঁহাদের পক্ষে খুব বেশী হইয়া পড়িবে। নিরপেক্ষতা বা উদাসীনতা অজ্ঞানদিগকেই আচরণে দেখা যায়। গোড়ামনা শ্রীগুরু-বর্গের শ্রীপাদপদ্মে আসিলে সাধক জীবের পক্ষে অন্তর্যামী গুরুবর্গের অনুকরণ করিলে শ্রীনিত্যানন্দের কৃপালাভের আশা সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে। নিজের অনুভূতি না থাকিলে অপরের অনুভূতি বুঝা যায় না। কাজেই যদি ঐরূপ সেবাভারপ্রাপ্ত কোন সেবক বলেন যে, আমার অনুভূতি নাই; অতএব আমি উহা পারিব না, তাহা হইলেও তাঁহাকে সমর্থন করা যাইবে না; কারণ গুরুবর্গের নিকট

'আমার অনুভূতি নাই, অতএব আমি সেবা করিতে পারিব না'—এরূপ বলা শরণাগতি-শিক্ষার ফল নহে; পরন্তু—

"গুরুদেব!
কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে,
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল সহনে, বল দিয়া কর,
নিজ-মানে স্পৃহাহীন॥
সকলে সম্মান, করিতে শকতি,
দেহ নাথ, যথাযথ।
তবে ত' গাইব, হরিনাম সুখে,
অপরাধ হ'বে হত॥
কবে হেন কৃপা, লভিয়া এ জন,
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তি-বুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন,
কর মোরে আত্মসাৎ।
যোগ্যতা বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হৈলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর॥"

—এই বলিয়া সেবাবল প্রার্থনা করাই প্রকৃত শরণাগতি শিক্ষা। সেবায় বাধা আছে, অতএব সেবা করিব না—এই কথা না বলিয়া 'সেবাই করিব' বলিয়া সেবার প্রতিকূলতাকে শ্রীগুরু-কৃপাবলে অনুকূল ক'রে শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে পড়িয়া এই মুহূর্ত হইতেই তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইয়া অনুকূলতায় শ্রীগুরুবর্গের অর্পিত সেবাভার বরণ করি না কেন?

স্থূলটা নাড়ি বাছিয়া বৈরাগ্য করিয়া দেখান যায় না; উহা ব্যক্তিগত। ক্ষুধাটা যেমন ব্যক্তিগত, তুষ্টিও সেইপ্রকার ব্যক্তিগত। তুষ্টি, পুষ্টি—সমস্তই সেই প্রকার। সেইরূপই আবার সেবোন্মুখতা বা ভক্তি, পরেশানুভূতি ও বৈরাগ্য—সবই ব্যক্তিগত। তবে এইমাত্র বলিয়া দেওয়া যায় যে, অবিদ্যাদিদোষে আহারে অর্থাৎ প্রসাদসেবায় আচরণে কোনও ক্ষতি নাই, তবে আহারের সহিত সুবিধামত নিবেদন প্রভৃতি গ্রহণ কর এবং নিজের সহিত বৈষ্ণব-সেবা বা নিজের সেবাবল বিশেষ প্রয়োজন, সর্বদা স্মরণ কর, তাহা হইলে অবিদ্যাদোষ দূরীভূত হইবে। সর্বক্ষণই কীর্তন-মুখে সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। বৈষ্ণব-সেবা ও অর্চনাদি করিবার সময় কীর্তন ও মহাপ্রসাদ-গ্রহণ করিতে হইবে। প্রসাদ পাইবার সময় প্রত্যেক সর্বক্ষণ প্রসাদের প্রসাদ-প্রার্থনা করিতে হইবে যে, "আপনি প্রসাদ, অচ্যুত কৃপাময়, এই সময় আপনার কৃপায় প্রাকৃত-বস্তুর সুযোগ পাইবার ভোগবুদ্ধির সকল অপরাধ অবিচারে প্রাপ্ত হইতেছি—আপনাকে স্বরূপাদি জ্ঞান করিয়া কখনও দান, কখনও মন্দ বিচার করিতেছি। আপনি এই অধমকে কৃপা করুন।" প্রসাদ কাহার?—পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদ। কে দিয়াছেন?—প্রসাদ শ্রীগুরুদেব। অতএব প্রসাদ সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের উপাসনা হওয়া উচিত। গুরুবর্গ যদি আদেশ করেন, তবে নিজের অযোগ্যতার বিচার না করাইয়া পাঠ-কীর্তনাদি করিতে হইবে। তবে যেন 'কীর্তনীয়া'-অভিমান, 'বক্তা' বা গায়ক অথবা লোকরঞ্জনকারিণী যোগ্যতা-অর্জন-চেষ্টা প্রবৃত্ত না থাকে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে শ্রোতৃরূপে সর্বদাই গুরুবর্গের সেবা যেন আমার দ্বারা হয়,—এই বলিয়া শ্রীগুরুবর্গের নিকট সেবাবল ভিক্ষা করিতে হইবে। পাঠক-গায়কেরা মনে রাখিবেন যে, পাঠ কীর্তনে যে তাঁহাদের অধিকার দেওয়া হয়, তাহা কেবল তাঁহাদের সংশোধনের জন্য। শ্রোতৃবর্গ তাঁহারা কিরূপ ধরিতে পারিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের কীর্তনে ধরা পড়িবে। তাঁহাদের গলদ শ্রীগুরুদেব ধরিয়া দিবেন। চুপ করিয়া থাকিলে সে সুবিধা হইবে না। পরীক্ষা দিতে হইবে। সুদক্ষ বিদ্যার বিদ্যার্থীদের বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ করা যায় না। প্রত্যেকে পাঠ-কীর্তনের সুযোগে বাড়িতে সাহস প্রাপ্ত হইয়া আত্ম-সংশোধনের সুযোগ গ্রহণ ও শ্রোতৃ গুরুবর্গের সেবা করিবার জন্য শ্রীগুরুবর্গের নিকট সেবাবল প্রার্থনা করিবেন। প্রার্থনা নিষ্কপট হইলে তাঁহারা যাহাই বলাইবেন, তাহাই বলা যাইবে।

শ্রীনাম, শ্রীধাম ও শ্রীকাম ছাড়া জগতে গৌড়ি (চতুর্থ) বস্তু নাই। শ্রীকাম-অর্থে সেবা বা ভক্তি। হৃদয় হইতে নিরন্তর শ্রীনামের স্বতঃস্ফূর্তি পরেশানুভব এবং অন্যত্র বৈরাগ্যই শ্রীনামে, শ্রীধামে অবস্থিতি ও শ্রীনামের বিলাস। শ্রীধামে অবস্থিতি স্বরূপাবস্থিতি। "অন্যথা রূপং হিত্বা স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"—ইহাই মুক্তি বা শ্রীধামে অবস্থান। অন্য রূপ বা বিরূপ-ত্যাগই বৈরাগ্য। স্বরূপে—শ্রীধামে বাস না হইলে তাহা সম্ভব নয়। বৈরাগ্য বলিতে কেবল প্রয়োজন সংকোচ ও ভোগত্যাগ বুঝায় না, আসক্তি-ত্যাগই—'বৈরাগ্য'। যদি পরেশানুভূতি না হয়, তবে ইতরাসক্তি যাইবে না। পরেশানুভূতির স্বরূপবিহীন বৈরাগ্য চেষ্টা কেবল ফল্গু বৈরাগ্য। এই প্রকার ফল্গু বৈরাগ্য-চেষ্টাকেই "কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥" বলিয়া গর্হণ করিয়াছেন। ভক্তির বাধা অর্থাৎ শ্রীগুরুবর্গ বা প্রভু গুরুদেবের মনোহভীষ্টপূরণের বাধাস্বরূপ দৈহিক ও মানসিক ভোগ ও ত্যাগ-পিপাসাকে পর্যন্ত দূর করা দরকার; পরেশানুভূতির লক্ষণ সেবা-প্রবৃত্তি। সেবক যখন সেব্যের অনুভূতি লাভ করেন, তখন কি হয়?—তাঁহার সেবোন্মাদনা জাগিয়া উঠে না কি? নিষ্কপট সেবকে হৃদয়ে যতই পরেশানুভূতি হইবে, ততই সেবার প্রেরণা জাগিবে। সেবা-লক্ষ্য করিবার জন্য প্রবল পিপাসা হওয়ায় সকল আর্তি ও মনোযোগের সহিত সেবা শিক্ষাদাতা শ্রীগুরুবর্গের বাণী শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা হৃদয়ে গাঁথিয়া লইবেন। সেবার পিপাসা প্রবল হওয়ায় নিজের দেহ-গেহ ভুলিয়া যাইবেন, তখন তাঁহার সেই বৈরাগ্য-শ্রী শ্রীগুরুপাদপদ্মের শোভাবর্ধন করিতে পারিবে।

প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি অনুভব করিতে পারেন, তদ্রূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত বা আশ্রিত ভক্তগণের প্রতি পদবিক্ষেপে প্রতি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে ভক্তি, পরেশানুভূতি ও অন্যত্র বিষয়ে বিরক্তি অংশতঃই উপলব্ধির বিষয় হইবে।

প্রত্যেক ভক্তগণ তাঁহার বৈরাগ্যে আত্মার তুষ্টি, তাঁহার পরেশানুভূতিতে অর্থাৎ গৌরকৃষ্ণনাম, গৌরকৃষ্ণধাম ও গৌরকৃষ্ণকামে আত্মার পুষ্টি এবং তাঁহার দৈনন্দিন সেবা কার্য বা ভজনের অনুষ্ঠানে আত্মার ক্ষুন্নিবৃত্তি অনুভব করিতে পারিবেন। অর্থাৎ তিনি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সেবা করিতে করিতে অনর্থমুক্ত হন এবং হইতে নিবৃত্তি লাভ করিবেন এবং তাঁহার অন্য কোনও ফলের কামনা বা বাসনা হৃদয়ে স্থান পাইবে না।

আমার মনে (?) যে গুরুভক্তি, তাহাই সর্বক্ষণ গৌড়ীয় মঠের সর্ব অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয়। যদি শ্রীচৈতন্যমঠে ও তৎশাখামঠসমূহে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে গুরুভক্তির অনুশীলন না হয়, তাহা হইলে উহা ফলধর্মময় মঠে পর্যবসিত হইবে।

কল টিপেন শ্রীকৃষ্ণ, যন্ত্র বাজান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি যন্ত্রী, আমরা যন্ত্র, যেমন নাচান তেমন আমরা নাচি। অজ্ঞ লোক পুতুল নাচের অন্তরালে একটী লোক বসিয়া তার সংযোগে যে পুতুল নাচায়, তাহা দেখিতে পায় না। সে ঐ লোকটীকে দেখিতে পায় না বলিয়া পুতুল আপনি নাচে, এইরূপ বিচার করিয়া থাকে।

গুরুবৈষ্ণব-আনুগত্যই জীবের মঙ্গলের সারাৎসার। যেখানে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য নাই, সেখানে শাস্ত্রজ্ঞ ও সাধন সংযোগে আত্মশ্লাঘা, লোকবঞ্চনা, শঠতা কপটতা, হিংসা, গুরুবৈষ্ণব-নিন্দাচরণ, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি উপদ্রব সদা বর্তমান।

চক্ষুর ক্রিয়া দর্শন। দর্শন আবার আলো ছাড়া হয় না। অর্থাৎ অন্ধকারে চক্ষু খোলা থাকিলেও বস্তুর রূপদর্শন হয় না। অন্ধকাররূপ আবরণ চক্ষুর উপর পড়িয়া চক্ষের দর্শনক্রিয়াকে বাধা দেয়। কিন্তু যেই মুহূর্তে আলো আসে, তৎক্ষণাৎ আলোর প্রভাবে অন্ধকাররূপ আবরণ দূরীভূত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দর্শনক্রিয়া লাভ করিয়া বস্তুর রূপ দর্শন করে। তদ্রূপ সেবাভিমান বা পুরুষাভিমানরূপ অজ্ঞান অন্ধকারে শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীনাম প্রভু, শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীগুরুবর্গ, শ্রীগুরুবৈষ্ণব শ্রীবৈষ্ণববৃন্দ, তাঁহাদের চেতন স্বরূপ শ্রীধাম বা মঠ এবং সেই ধামে অবস্থিত হইয়া শ্রীহরি গুরুবৈষ্ণববৃন্দের সেবা বা চিদ্বিলাস প্রভৃতি বৈকুণ্ঠের দর্শন লাভ হয় না।

যেই মুহূর্তে শ্রীগুরুদেব দীক্ষা অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞানের আলো প্রদান করেন এবং শিক্ষাগুরুবর্গ সেই দিব্যজ্ঞানের আলো বিস্তার করিয়া নামভজন শিক্ষা দেন, সেই মুহূর্তে আমাদের হৃদয়াকাশের সেবাবৃত্তিরূপ অজ্ঞান-অন্ধকার, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব বিদ্বেষরূপ অপরাধ, শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ-রূপ অপরাধ, ধাম অর্থাৎ মঠকে ইট-কাঠ-পাথর-জ্ঞানরূপ অপরাধ, মঠবাসী ভক্তগণকে মনুষ্যবুদ্ধিরূপ অপরাধ, মঠবাসীগণের সেবা-পূজা-তত্ত্বাদিকে কর্মকাণ্ড বলিয়া 'ব্যবহার'রূপ অপরাধ এবং সম্বন্ধজ্ঞান বিশিষ্ট 'বহু দিন-জীবন' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে অনর্থ বলিয়া অপরাধরূপ অন্ধকার বা তুচ্ছ করা মায়াদেবীর ইন্দ্রজাল দূরীভূত হয়।

লক্ষ্ণৌতে প্রচার

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের কৃপায় লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠ অধিবেশ সেবকবৃন্দ পরমোৎসাহের সহিত শ্রীমঠে প্রত্যহ প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-নামে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ, মধ্যাহ্নে ইষ্ট-গোষ্ঠী-মুখে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য (?) ও গৌড়ীয় পাঠ এবং সন্ধ্যারতির পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। লক্ষ্ণৌতে মঠসেবকগণ সংকেত বিশিষ্ট প্রকাশ্য ভক্ত সজ্জনগণের নিকটও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা কীর্তন করিতেছেন।

ভক্তি করি' যে ভজে চৈতন্য অবতার। সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার॥

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, তাকপর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅদ্বয়ন ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১০
সেবক—শ্রীঅবধূতজন দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এস

(৩) শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসুভবিলাস ভক্তশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিচরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী

(৭) কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দন মধুর ব্রহ্মচারী

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅবদ্ধদাস ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীবিশ্বরূপদাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গোড়পাড়া, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীমুনিজয়দেব স্মৃতির নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅনন্তবাসুদেব সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ ডাকঘর [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
চাকদহ [illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক শ্রী[illegible] ভক্তশাস্ত্রী

(২১) শ্রীরামঘাট গৌড়ীয়মঠ-শ্রয়
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রীমথুরানাথ দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রীসন্ন্যাসকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রীরাসবিহারী ব্রহ্মচারী

(২৫) গয়া গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ [illegible]. (ঢাকা)
সেবক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীবিশ্বনাথ বিগ্রহ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ সরভোগ, কামরূপ, আসাম।
সেবক—শ্রীভক্তিতোষ দাস অধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩২নং লাদেন লা রোড, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীঅপরাধভঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ. পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা)
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ বড় [illegible], [illegible] সিটি
সেবক—শ্রীভক্তমন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] ইউ পি।
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ
[illegible] শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীবনবীর দাসাধিকারী

(৩৯) ব্রহ্মানন্দ [illegible]
পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা)
সেবক—শ্রীপ্রাণবল্লভ ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড
সেবক—শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]
সেবক—শ্রীবামনদেব ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন [illegible]
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীরাধিকানন্দ দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রীরাধারমণ দাস

(৪৪) গোপীবিহারী মঠ—দেওয়ালী,
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস ব্রহ্মচারী

৪৫। ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর [illegible], (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীকৃষ্ণ রূপাধর ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড [illegible] দিল্লী
সেবক—শ্রীসনাতন ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
বম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভূর, জেলা গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

৫০। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রীসদানন্দ দাস অধিকারী

৫১। [illegible]
[illegible] পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

৫২। [illegible]
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

৫৩ [illegible]
সেবক—শ্রীঅমৃতমণি দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] পুরী
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

৫৫। [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

৫৭। শ্রী[illegible] গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
চিরমিরি, পোঃ [illegible]পুর, গোদাবরী
সেবক শ্রীদীনহীন দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], গোদাবরী
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

৬০। আলালনাথ গৌড়ীয় [illegible]
পোঃ [illegible] (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগদাধর চৈতন্য দাসাধিকারী

৬১। চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (মানভূম)
সেবক শ্রীঅবতারণ ব্রহ্মচারী

৬২। রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেবক—স্বামী বিনোদবাণী দাস

৬৪। গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরিধারী গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ আফিস
আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)
সেবক শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ আফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রীভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনমালী বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক
শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
„ „ ইঞ্চি	৫৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
„ এক কলম	১৪৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৷৷০
„ সিকি কলম ১৫৲	১৪৲
„ অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৩৲
„ এক কলম ৩০৲	৪০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক „	৩৲
ত্রৈমাসিক „	২৷০
মাসিক „	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ পয়সা। নিয়মিত সংখ্যার মূল্য অগ্রিম দেয়।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ আলোচনা সহকারে লিখিত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মদুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও স্বপ্নের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোহর। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মদুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে সর্বসম্প্রদায়িকতাদোষে আবদ্ধ মানবগণের মতবাদ, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বহুমত ও ভক্তগণের প্রকৃত সমন্বয়-বিচারসমূহে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ, অভিনব সংসিদ্ধান্তসকল প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মদুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়

স্বাস্থ্য অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচালনায় যোগ্য। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদক। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যালীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব আকারে সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ সংশোধিত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে মোটা অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা ৩ তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসূচীর অর্থ, গাথা, শব্দসূচী প্রভৃতি বিষয়-নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মঠ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত সরলভাবে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা। ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২ ৫
দমদম	৪-৫৯	৬-৩১	৭-২৮	১০-১৮	১৩-৫০			১২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৩	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৪	০-৫৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১৩-৩৩	১৫ ৫	১৮-৩৯	১৯-৪০	২-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১৩-০৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	৩-৪১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৮	১০-১৯	১৮-১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম..	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (ন্যারো গেজ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৪-২২	১৬-৮	১৮-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৩	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬ ৫৬	১৯-২২	২০-৪৬	৪-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৪৫	৯-২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯	৪-১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭-৫২	২০-১১	২১-২৫	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-২	২১-১৬	২৩-১	
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১ ২০	১৪ ১৬	১৭ ৪৩	২১-৪০	২৩ ২৫	৩ ১৬	

(ভারত-সরকারের দ্বারা রেজেষ্ট্রীকৃত)

গরীবদিগের শরীর নীরোগকারী আদর্শ গৃহচিকিৎসক

ছোট, বড়, কঠিন, সূক্ষ্ম, পুরাতন—সর্ব্বপ্রকার রোগের মূল উৎপাটন করিয়া স্বাস্থ্যসম্পন্ন করে; পায়খানা পরিষ্কার করে; পেটের লিভার ঠিক করে; অম্বল হজম করিয়া নূতন পরিষ্কার রক্ত সঞ্চার করে; ধাতুপুষ্টি সাধন করে; বল, বীর্য্য, কান্তি আনয়ন করে; পুরাতন জ্বর ম্যালেরিয়া, নূতন ও পুরাতন spleen, খারাপ জ্বর, নিমোনিয়া, প্লেগ, কলেরা, পেটের হজম ও দাস্ত পরিষ্কার না হওয়া, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, অর্শ, বাধী প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

সুস্থ অবস্থায় সেবন করিলে ম্যালেরিয়া ইত্যাদি কোনপ্রকার রোগ হয় না। নবপ্রসূত শিশুকে ইহা খাওয়াইলে সকলপ্রকার রোগ হইতে মুক্ত থাকিবে ও সর্ব্বক্ষণ শরীর নীরোগ থাকিবে।

দাম—১শিশি (৩২ বড়ি)—১৲ ডাক্তার

একত্রে ১০০ বড়ী—২৲ বৈদ্যনাথ

(চারি আনার টিকেট পাঠাইয়া নমুনা আনাইয়া দেখুন)

"জঙ্গল-বুটীভবন"

যোগাভ্যাসী মনোমোহন স্যান্ন্যালে বৈদ্য, প্রধান চিকিৎসক, স্থাপক ও অধ্যক্ষ। জেনারেল ম্যানেজার ও এসিস্টেন্ট চিকিৎসক—ব্রহ্মচারী-পণ্ডিত গোপালকৃষ্ণ পাণ্ডে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::০::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

এইস্থানে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৩।১ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বৃদ্ধ, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাজারে উহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা বড় বোতল ১৶৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উডষ্টাফিল্ড রোড, কলিকাতা

(নোয়াখোলা, ২৪ পরগণা)।

ফোন—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

[illegible] —ঃ— [illegible] সহিত [illegible] উক্তি অধ্যায়ের বিভিন্ন 'গৌড়ীয়' আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। মূল্য আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান— [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস, [illegible]—[illegible], ঢাকা।

REGD NO 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—ঃ০ঃ—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
ভিক্ষা ১।০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ২৪শে মাঘ ১৩৪৭, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ বৃহস্পতিবার ২৭৮তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—ঃ(০)ঃ—

কুইনমার্কা টাকা ও আধুলী প্রত্যাহার

গবর্ণমেন্ট কুইনমার্কা টাকা ও আধুলী বাজার হইতে তুলিয়া লইতেছেন। এগুলি ১৯৪১ সালের ৩০শে মার্চ পর্য্যন্ত চলতি অর্থাৎ 'লিগেল টেণ্ডার' (আবশ্যকভাবে গ্রহণীয়) থাকিবে, তবে তাহার পর আরও কয়মাস কাল অর্থাৎ ১৯৪১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সরকারী ট্রেজারি (কোষাগার) ও পোষ্টাফিসগুলিতে উহা বদলাইয়া উহার পরিবর্তে অন্য চলতি মুদ্রা দেওয়া হইবে। এ সম্পর্কে ১৯৪০ সালের ১১ই অক্টোবর তারিখেই এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইয়াছিল। ১৯৪১ সালের ১লা অক্টোবরের পর হইতে পুনর্বিধি না দেওয়া পর্য্যন্ত কুইনমার্কা টাকা ও আধুলী কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার ইস্যু ডিপার্টমেন্ট কর্ত্তৃক বদলাইয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং যাহাদের নিকট কুইনমার্কা টাকা বা আধুলী আছে তাহাদের পক্ষে এগুলি যথাসম্ভব শীঘ্র বদলাইয়া লওয়াই সুবিধা।"

আমেরিকা কর্ত্তৃক চীনকে সাহায্যদান

ওয়াশিংটনস্থ হোয়াইট হাউসের (প্রেসিডেন্টের বাসাবাস) সংবাদে প্রকাশ যে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের অন্যতম সহকারী মিঃ লাফলিন কুরী জাপানের বিমানযোগে চীনের বর্ত্তমান রাজধানী চুংকিং যাত্রা করিয়াছেন। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা এই যে, চীনাদের সহায়তা করাই তাহার এই যাত্রার উদ্দেশ্য; আমেরিকা চীনকে অর্থসাহায্য করিতেছে তাহা যাহাতে উপযুক্তভাবে ব্যয়িত হয় তিনি সে বিষয়ে চীন-সরকারকে পরামর্শ দান করিবেন।

মিঃ কুরীর সহিত যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহের অন্যতম অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ্ মিঃ এমিল ডেসপ্রেস্ গিয়াছেন। মিঃ কুরী প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিকট হইতে চিয়াংকাইশেকের নিকট একটি ব্যক্তিগত বাণীও বহন করিয়াছেন।

ভূমধ্যসাগরে স্পেনের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থিতি

বিলাতের 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকা সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

মনে হইতেছে, ব্রিটেনকে ভূমধ্যসাগরে একটি বড় রকম যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত হইতে হইবে। ফলে, স্পেনবাসীরা জেনারেল ফ্রাঙ্কোর দুর্দশা এবং ব্রুটেনের উপর নাৎসীদের অথবা ফ্যাসিষ্টগণের দরুণ যে শাস্তি ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে এবং স্পেন পুনর্বার কূটনৈতিক কৌতূহলের বিষয় হইয়া উঠিবে। আটলান্টিক সমুদ্রের যুদ্ধে স্পেনের সহায়তা মূল্যবান্ সন্দেহ নাই, কিন্তু ভূমধ্যসাগর হইতে ব্রিটিশকে বিতাড়িত করিতে হইলে স্পেনের পোতাশ্রয় ও বিমানক্ষেত্রগুলি শুধু উপযোগী নহে, নিতান্ত অপরিহার্য।

কিন্তু লক্ষণ দেখিয়া মনে হয়, স্পেন জার্ম্মানীর "বাঁচিবার জন্য স্থান প্রসারের" (লেবেনস্রম) প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইতোমধ্যেই সে আমেরিকা হইতে সাহায্যলাভের বন্দোবস্ত করিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেণ্টিনা তাহাকে গম ধার দিতেছে; যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যেই স্পেনকে ১কোটি ৩৫ লক্ষ ডলার ঋণদান করিয়াছে এবং আরও একটি বড় রকম ঋণদানের কথা শোনা যাইতেছে। ব্রিটেনও স্পেনকে সাহায্য করে নাই, এমন নহে। ব্রিটেন যে ২০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ দিয়াছে তাহা দ্বারা স্পেন যে সকল এলাকায় পাউণ্ড-ষ্টার্লিং দ্বারা দ্রব্য ক্রয় করা সম্ভব সে সমস্ত বাজার হইতে পণ্য ক্রয় করিতে পারিবে। স্পেন যদি উপযুক্ত রকম পণ্য রপ্তানী করিতে সমর্থ হয়, তবে ব্রিটেন হয়ত তাহাকে আরও ঋণদান করিতে পারে।

———

যুদ্ধে জার্ম্মাণীর ক্ষতির পরিমাণ

গত ১৯৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর যে আর্থিক বৎসরের হিসাব নিকাশ শেষ হইয়াছে, সেই সময় যে আর্থিক বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে পরিষ্কাররূপে জানা যায় যে, যুদ্ধের ফলে জার্ম্মাণী কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে এবং কিভাবে সে টাকা সংগ্রহ করিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যদিও ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধ হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধে অধিকাংশ সময়ই ট্যাক্স হইতে আদায় করা হইতেছে এবং যদিও গত যুদ্ধের চেয়ে বর্ত্তমান যুদ্ধে ট্যাক্স দ্বারা আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ অধিক, তথাপি জার্ম্মাণী ঋণে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং বর্ত্তমানে দেখা যায় যে, ট্যাক্স দ্বারা যে টাকা আদায় করা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা ঋণের পরিমাণ অধিক। এতদ্ব্যতীত কাগজী নোটের এত বেশী প্রচলন হইয়াছে যে, একমাত্র আর্থিক দুর্গতির সময় ব্যতীত ইহা সম্ভবপর হয় নাই।

গত ১৯১৪-১৮ সালে জার্ম্মাণী তাহার যুদ্ধের খরচের শতকরা পাঁচভাগ মাত্র ট্যাক্স দ্বারা তুলিয়াছিল। বর্ত্তমানে উহার পরিমাণ বহুগুণ বেশী। গত ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ যে আর্থিক বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময় জার্ম্মাণীর রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২৩, ৭৫০ লক্ষ মার্ক। উহার পূর্ব্ব বৎসর উক্ত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৭, ৭১০ লক্ষ মার্ক। এইকালে উক্ত অর্থের [illegible] স্থাপন করিয়াছিল।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত — উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্‌-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণববিশ্বের অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত অধ্যাপক ও বিদ্বৎসমাজের সম্প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী সজ্জনবৃন্দগণ যে সকল পারমার্থ কথা বলিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্বলিত সারমর্ম্ম এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমদ্ রূপানুগ বর্দ্ধিত শ্রবণে ও উন্নতকৃত সিদ্ধান্তজ্ঞানে অপরিহার্য্য। গৌড়ীয়গণ স্বরূপ আচার্য্যবর্গের সিদ্ধান্তপুষ্টির অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸৹ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুর্দ্ধশাধ্যায় ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ বিরচিত 'সূক্ষ্মা' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গানাবলী ও 'কণিকা' টীকা, তিরোভাবের পূর্ব্বে অমূল্য ও সুচিন্তিত অমুদ্রিত পরিচয় সহ নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সাধু এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, —প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯
২। ভাষায় বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড —৸৹
৪র্থ খণ্ড —৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড —৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড —৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ৷৹
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। বাহন-আবরণ ।৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ।৹
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৴৹
২১। গৌড়ীয়মাধুর্য্য ।৴৹
২২। ভজন রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কোন্ বাণী ভাষা
২৭। প্রাকৃতরসশতদূষণী (সানুবাদ) ১৲
২৮। প্রেমবিবর্ত (সানুবাদ) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹
৩০। দীপ-নির্ণয় ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৴৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৵১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ।৹
৪০। শরণাগতি ৶৹
৪১। গীতাবলী ৵১৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনকণ
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)
৪৯। অর্চ্চনকণ
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৫৫। কর্তব্যকার্য্যনী বা শ্যামানন্দপদ্ধতি
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিভব ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীগুরুদেবের ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৹
৬০। সাধনদায়ী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতম্ ।৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিনিশ্চয়ঃ ।৹
৬৩। সটীক-সিদ্ধান্তরত্নম্ ।৹
৬৪। ভক্তসেবন ।৹
৬৫। সাত্বত সিদ্ধান্তম্ ৶৹
৬৬। গৌড়ীয়বৈষ্ণবদর্শনম্ ৴
৬৭। মায়াবাদদর্শনম্ ৶৷৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৹
৬৯। এ পিপ অ্যাট দি বেদান্ত
৭০। নামভজন
৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।৹
৭২। ভিজিটিং ব্যাপটিজম ।৴৹
৭৩। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৭৪। বেদান্তীনস ৹ ।৹
৭৫। সোসাইটি গৌড়ীয়মঠ ইন্ ভুবন ৴৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। রিলিজিয়াস ফিলজফি অ্যাণ্ড আর্য্যসমাজের বিরোধ ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অন্য খণ্ড) ২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১৹
৮৩। গীতাবলী ৵১৹
৮৪। শরণাগতি ৶৹

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible]

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৹ আনা

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

[illegible] এই [illegible] সুন্দর অক্ষরে অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৹ আনা

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ ১৪ মাধব ৪৫৪ গৌরাব্দ ২৪শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৬ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ২৭৮তম সংখ্যা

"প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন বৃথা ব্যয়িত না হ'য়ে আশ্রয়বিগ্রহ ও আশ্রয়বিগ্রহের নিষ্কপট সেবকগণের সঙ্গে তাঁ'দের সেবায় যাপিত হয় তজ্জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। তাঁ'দের [illegible] না হ'লে তাঁ'দের প্রাণাপেক্ষা দয়িত [illegible] বিগ্রহের সেবালাভ করবার সৌভাগ্য হ'বে।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible] আদি [illegible] গৌরাব্দ ৪৫৪

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::o:——

শ্রীচৈতন্যমঠ কি, শ্রীচৈতন্যমঠ কোথায়, শ্রীচৈতন্যমঠের বৈশিষ্ট্য কি? ইহা সকলেরই জানা দরকার; নতুবা শ্রীচৈতন্যমঠে বাস বা শ্রীচৈতন্যমঠবাসীর সেবা করা সম্ভব হইবে না। অচেতন কখনও শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible] উপলব্ধি করিতে পারে না। চেতনের বিকাশ না হইলে শ্রীচৈতন্যমঠের উপলব্ধি কি করিয়া হইবে? শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible] বা [illegible] স্থান নহে, তাহা বৈকুণ্ঠ। [illegible] ভগবানের সেবা ছাড়া [illegible] আর কিছু নাই। শ্রীচৈতন্যমঠবাসি-[illegible] শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্য-নিজজনের কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীচৈতন্যবিমুখ ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যমঠে বাস করিতে পারে না। অতএব হরিকীর্ত্তনই শ্রীচৈতন্যমঠের প্রাণ। শ্রীচৈতন্যবাণীই শ্রীচৈতন্যমঠ বা শ্রীগৌড়ীয়মঠ। শ্রীচৈতন্যবাণীর সংস্পর্শে আসিয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত শ্রীচৈতন্যমঠের অনুসন্ধান করিলে তবেই শ্রীচৈতন্যমঠ-দর্শনের চক্ষু লাভ হয়। বস্তুতঃ প্রকৃত দীক্ষা না হইলে শ্রীচৈতন্যমঠ দর্শন বা শ্রীচৈতন্যমঠে বাস করা যায় না। জগতের যাবতীয় অচৈতন্যমঠের সহিত শ্রীচৈতন্যমঠের কোনও আপোষ নাই। চেতনের সহিত জড়ের কখনও আপোষ হইতে পারে না। জড়ানুভূতি বা জড়াসক্তি ছাড়িয়া শুদ্ধবুদ্ধি লাভ হইলে তবে শ্রীচৈতন্যমঠ দর্শন হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় শ্রীচৈতন্যমঠ-দর্শনের চক্ষুলাভ হয়। অকপটে সর্ব্বোতোভাবে শ্রীচৈতন্যবাণীর শ্রবণ-কীর্ত্তন-মননে [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠের সেবা।

আমি কিছু করিতে পারি, ইহাই কর্ত্তৃত্বাভিমান। প্রকৃতি হইয়া যে প্রকৃতিসম্ভোগলিপ্সা, ইহাই প্রভুত্বাভিমান বা পুরুষাভিমান। যেখানে কর্ত্তৃত্বাভিমান সেখানে ভক্তি নাই। কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করাই শরণাগতির লক্ষণ। শরণাগতজন কর্ত্তৃত্বকে পরিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে গোপ্তৃত্বে বরণ করেন। আশ্রিত ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বের আবশ্যক হয় না। জড়াভিমান না ছাড়িতে পারিলে হরিভজন হইবে না। যে কোন উপায়েই উহা ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিতেই হইবে। শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম—[illegible] বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা [illegible] বিষয়। আমরা যে পর্য্যন্ত অকপটভাবে হরিগুরু বৈষ্ণবে আমাদের কাতর প্রার্থনা না জানাইব, সে পর্য্যন্ত আমাদের অনর্থের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই।

———

প্রকৃত চৈতন্যমঠবাসী শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত। তাঁহার প্রভুত্বাভিমান নাই। তিনি নিজেকে গুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মের ধূলি বলিয়াই জানেন। তিনি সাধুসঙ্গে নিরন্তর হরিকীর্ত্তনপরায়ণ। শ্রীচৈতন্যমঠবাসীর ভোগবুদ্ধি নাই। শরণাগত ব্যক্তি [illegible] সকল অসুবিধাকে নিষ্কণ্টক বলিয়া বরণপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে ভগবানে উৎসর্গ করেন শরণাগত হন। [illegible] অসুবিধাগুলিকে ভগবানের কৃপা বলিয়াই বরণ করেন।

শ্রীমতীর সঙ্গ অপেক্ষা জগতে অনর্থকর আর কিছুই নাই। শ্রীমদ ও শ্রীমতীর সঙ্গই যত অনর্থের মূল। শ্রীমল্লালসা অত্যন্ত খারাপ। আবার শ্রীমতী-সঙ্গীর সঙ্গ তদপেক্ষা আরও খারাপ। যোষিৎ ও যোষিৎসঙ্গী ব্যক্তির সঙ্গফলে জীবের যেরূপ মোহ ও বন্ধন হয়, অন্য কোন বস্তুর সংস্পর্শে সেরূপ সর্ব্বনাশ হয় না।

———

সকলেই শ্রীমদ, সকলে জগতের ভোক্তা, সকলেই কর্ত্তৃত্বাভিমানে বিষয়ভোগ করে। যখন আমাদের চেতনের বৃত্তি [illegible] নিত্য-ভোগ করতে ব্যস্ত থাকে, তখনই [illegible] না বলে। এই মনই আমাদের আত্মার সর্ব্বপ্রধান শত্রু। সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণের দ্বারা এই মনকে নিগ্রহ করা আবশ্যক। [illegible] চৈতন্যবিগ্রহাশ্রিত কৃষ্ণদাস। যখন সাধু গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় আমরা অনর্থমুক্ত হই অর্থাৎ আমাদের স্বরূপজ্ঞানের উদয় হয়, তখনই আমরা কৃষ্ণসেবার জন্য ব্যস্ত হইতে পারি। তখন আমাদের [illegible] প্রথমতঃ [illegible] হইয়া আসে এবং আমরা নিজেকে কৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া জানিতে পারি। তখন [illegible] সমস্ত বস্তুই ভগবানের সেবার উপকরণ বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। সাধুসঙ্গপ্রভাবে আমরা জড়াভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের পাদপদ্মে উপনীত হইতে পারি।

সর্ব্বতোভাবে [illegible] হইয়া সর্ব্বক্ষণ আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনই মুক্ত। [illegible] মুক্তাবস্থা আর অন্য কিছুই নহে। ষড়্‌গোস্বামীগণ [illegible] [illegible] থাকে না। তিনি তখন নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন। [illegible] কৃষ্ণকীর্ত্তন হয় না। [illegible] কৃপায় [illegible] [illegible] [illegible] উদয় হন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

———

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

ল তীর্থ মহারাজের হরিকথা

(শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ২৫।১।৩১)

জীবে দয়া কথাটা আমরা বহুবার শ্রবণ করিয়াছি এবং এ বিষয়ে লোকদের বহু উপদেশও দিয়াছি। কিন্তু জীবের প্রতি প্রকৃত দয়া জিনিষটা কি, তদ্বিষয়ে আমাদের যথার্থ উপলব্ধি হয় নাই, আমাদের প্রাণ হৃদয়ে সত্য সত্য এ প্রবৃত্তি দেখা দেয় নাই। যদি থাকিত, তবে আমরা প্রকৃতপক্ষে জীবে দয়া করিতে পারিতাম।

ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥

এখানে যে পরোপকারের কথা বলা হইয়াছে, তাহারই নাম জীবে দয়া। 'পরোপকার' শব্দের পূর্বে 'জন্ম সার্থক করি' বলিয়া একটী কথা আছে। উহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, সর্বাগ্রে নিজের জন্ম সার্থক করিতে হইবে—নিজে জাগিতে হইবে, তৎপরে পরোপকার—অপরকে জাগান সম্ভব। নিজে না জাগিলে অপরকে জাগান যায় না। দয়া করিতে হইবে আত্মার প্রতি। দেহমনের প্রতি যে দয়া, তাহার নাম প্রকৃত পক্ষে 'জীবে দয়া' নহে। 'জীবতি ইতি জীবঃ' অর্থাৎ যাঁহার জীবন আছে, যিনি চেতনধর্মবিশিষ্ট, তিনিই জীব। বাহিরে যে আকার বা খোলসটা বর্তমানে দেখা যাইতেছে, সেটা জীব নহে। ভিতরে যাহা অবস্থিত, সেই চেতন আত্মাই জীব। বাহিরের আকারটী পোষাকমাত্র। এই জড় দেহে যে আত্মবোধ করে, সে গোখর। জগদ্গুরু আমাদিগকে গোখরত্বের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কৃপাপূর্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রকৃত 'আমি' বস্তুটি কে? এ জগতের যে সম্বন্ধ, তাহা দেহসম্পর্কীয়। যেহেতু জড়দেহ আশ্রয় করিয়া—মায়ার পোষাক পরিয়া চেতন জীব জগতে দুঃখভোগ করিতে আসে। সেজন্য সেই দেহের এই সম্বন্ধ অনিত্য। সুতরাং জড়ে জড়ে প্রীতি হয় না, নিত্য সম্বন্ধও স্থাপন হয় না। প্রকৃত সুহৃদের অন্বেষণ বিশেষ দরকার ও তাহার কি কৃপা, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত দেখাইয়াছেন। তাঁহার পুত্রের অপ্রকটকালে পাছে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তনে ব্যাঘাত হয় এজন্য তাঁহাকে পুত্রবিয়োগের সংবাদ না জানাইয়া কীর্তনে উন্মত্ত রহিলেন। গৌরসুন্দরের প্রতি তাঁহার এতটা লক্ষ্য। জড় সম্পর্কের প্রতি তিনি একেবারে উদাসীন।

জীবে দয়া বা জীবের কল্যাণ সাধন প্রণালী কৃষ্ণকথা-কীর্তন দ্বারা। তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ না হইলে কৃষ্ণকথা কীর্তন করা যায় না। 'আমি গুরুবৈষ্ণবের পদধূলি'—এই অভিমান হৃদয়ে পোষণ করার নামই তৃণাদপি সুনীচতা। সকলের নিন্দা বা গালাগালি বা আত্মপ্রশংসা—এ সমস্ত বিষয়ে অস্থির না হইয়া সর্বাবস্থায় সমভাবে থাকিতে হইবে। বরং নিন্দা বা গালাগালিকে কৃষ্ণকৃপা বলিয়া জানিতে হইবে। উহারই নাম তরোরপি সহিষ্ণুতা। কৃষ্ণের দাসী আমাদের সকলকে যথাযোগ্য মান দিতে হইবে। স্বরূপে সকল জীবই কৃষ্ণের অনুগত—সকলেই কৃষ্ণের সেবক, অতএব আমার গুরু—সর্বক্ষণ এই বিচার রাখিতে হইবে।

''সকলেরে মাতৃরূপে বৈসে কৃষ্ণশক্তি।
তাই' মনে করে সেবা, তাহাতে সে ভক্তি॥
মাতৃ সংজ্ঞা—কৃষ্ণশক্তি রূপে সবার।
দেখ,—ইহা বুঝ,—আছয়ে শক্তি ক'র?
যাবৎ আছয়ে প্রাণ দেহে আছে শক্তি।
তাবৎ কর কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥''

যদি আমাদের সম্বন্ধজ্ঞান ঠিক না হয়, তবে প্রকৃত দৈন্য হইবে না। দৈন্যের আবরণে দাম্ভিকতাই আসিয়া উপস্থিত হইবে। সেই সম্বন্ধজ্ঞানের কথা বা আত্মপরিচয়ের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

গোপীভর্তা—কৃষ্ণ। তাঁহার পাদপদ্মের দাস শ্রীগুরুপাদপদ্ম। আমরা তাঁহার দাসানুদাস। এই সম্বন্ধজ্ঞান ঠিক না থাকিলে সবই কর্মকাণ্ড হইয়া যাইবে।

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব জগৎনিস্তার॥

কলিকালে কৃষ্ণই নামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নাম ও নামী অভিন্ন। সেই নাম প্রচার করিলেন শ্রীরাধা-কৃষ্ণমিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর। তিনি নিজের নাম নিজে আচরণ করিয়া বিতরণ করিলেন। জীবের প্রতি তাঁহার কত কৃপা!

নাম বিনা কিছু নাহিক আর,
চৌদ্দভুবন মাঝে।

কলিকালে হরিনামকীর্তন ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় ধর্ম নাই। এই সনাতন ধর্ম ব্যতীত যত কিছু ধর্ম চলিতেছে, সমস্তই দেহমনের ধর্ম বা অনিত্যধর্ম।

পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম নামে চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম ছাড়া যে অন্য কিছু মানে, তাহার আর গতি নাই—গতি নাই—গতি নাই।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম'—উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ এব-কার॥
'কেবল'-শব্দে পুনরপি নিশ্চয়করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ আদি কর্ম-নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত 'এব'কার॥

কলিকালে কেবল এক হরিনাম কীর্তন দ্বারাই সত্যযুগের ধর্ম ধ্যান, ত্রেতাযুগের ধর্ম যজ্ঞ ও দ্বাপরযুগের ধর্ম অর্চন প্রভৃতি কোন ধর্মের দ্বারা কৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে না এবং এ সমস্ত কলিকালের জীবের পক্ষে সম্ভব নয়।

হরিনাম সাধারণ শব্দ নয়। হরিনাম সাক্ষাৎ হরি; চেতনবস্তু সচ্চিদানন্দ-রূপ পরমেশ্বর। তিনি চিন্ময়—আনন্দময় বস্তু।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥

যাহা প্রকৃত ধর্ম, তাহা প্রোজ্ঝিত-কৈতব। তাহাতে আত্মসুখের লেশমাত্র নাই। ধর্মকামনা, অর্থকামনা, কামকামনা ও মোক্ষকামনা যেখানে অবাধিত, সেখানে কেবল কৈতব,ধর্ম বলিয়া কোন কথা সেখানে নাই। যখন সম্পূর্ণরূপে কৈতবরহিত হওয়া যায়, তখনই নামকীর্তন সম্ভব, তৎপূর্বে নহে। না হয় দু'বৎসর পরেই নামকীর্তন করিতে হইবে। গৌড়ীয়মঠ নামাপরাধ ত' দূরের কথা, নামাভাসের কথাও কীর্তন করেন না—শুদ্ধনামকীর্তন করিবার উপদেশ দেন। ইহাও গৌড়ীয়মঠের একটি বৈশিষ্ট্য।

শ্রীগুরুদেব যে মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই মঠ বৈকুণ্ঠবস্তু। সেই মঠে বাস করা অর্থ শ্রীগুরুপাদপদ্মে বাস করা। মঠবাসী গণকে 'গুরু বৈষ্ণব, অতএব গুরুবস্তু' এই দর্শন যে করে না, সে নারকী। গৌড়ীয় মঠের সিদ্ধান্তে মাঝামাঝি কোন কথা নাই—হয় 'সতের আমি', না হয় 'অসতের আমি' থাকিতেই হইবে—হয় সতী নারী, না হয় অসতী নারী হইতেই হইবে। সতী ও অসতীর কোন রূপ compromise হয় না। সৎ ও অসতের মধ্যে মাঝামাঝি কিছু অবস্থা নাই এবং তাহাদের মধ্যে কখনও মিলন হয় না। তবে অসৎ সৎ হইবার জন্য সতের সঙ্গ ও যত্ন করিতে পারে মাত্র। যাহারা মিশ্রভজনবাদ-বাদী, তাহারাও নারকী।

এই ভারতভূমিতে ভগবানের অবতারগণ আবির্ভূত হইয়াছেন। এখানেই কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যেরূপ প্রতিপাদ্য-বিষয় শ্রীরাধাগোবিন্দের যে নাম তাহা জগৎকে বিতরণ করিবার জন্য কৃপা করিয়া সপার্ষদে আসিয়াছিলেন। শ্রীবলি মহারাজও এই ভারতে অবতীর্ণ হইয়া ভগবৎপাদপদ্মে সর্বাত্মসমর্পণের লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীরাম নৃসিংহাদি অবতারগণও এই ভারতে জীবমঙ্গলের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বিষ্ণু সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনি অধোক্ষজ বস্তু। তিনি নিজেকে নিজে না জানাইলে কেহ অক্ষজের ধারণা ও চেষ্টা দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারে না। Human beings are limited. তাহাদের মন খুব চঞ্চল। তাই গীতা বলেন,—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥

আদর্শ কখনও মানবের প্রতিষ্ঠিত নয়। চঞ্চল মানবের ইন্দ্রিয়গুলি ও তৎকৃত ক্রিয়াগুলি সবই চঞ্চল। তদ্দ্বারা নিত্যাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়া কোনকালেই সম্ভব নয়। আমরা চিন্ময়ী বৈকুণ্ঠবস্তু। সেই বৈকুণ্ঠবস্তুর একমাত্র কর্তা বৈকুণ্ঠনাথ, বৈকুণ্ঠধাম ও বৈকুণ্ঠনাথের সেবায় নিত্যকাল অবস্থিত থাকা। আদর্শ একমাত্র ভগবান্ ও ভক্তিরক্ষকগণই প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। সেই ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীগুরুবর্গ যেখানে একত্র হইয়া সর্বক্ষণ গৌরসুন্দরের সংকীর্তনযজ্ঞে মহা-আনন্দভাবে নৃত্যগীত করিতেছেন ও সকলকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া আনন্দসাগরে ডুবাইয়া রাখিবার জন্য যত্ন করিতেছেন, সেই স্থানই মঠ। মঠবাসিগণের মধ্যে যদি পরস্পর অনুভূতি না থাকে, যদি নিজেকে গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের অপ্রাকৃত শ্রীপাদপদ্মের ধূলি বলিয়া উপলব্ধি না হয়, তবে সে দোষ কাহার? তজ্জন্য ত' শ্রীগুরুদেব দায়ী হইবেন না। আমরা শ্রীগুরুদেবের আদেশ লঙ্ঘন করিলে গুরুদেব কেন দায়ী হইবেন? আমরা খেয়ালী হইয়া কেন তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করি, কেন 'শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাস' অভিমান রাখি না? আলোর দিকে চাহিলে তবে ত' আলো দেখিতে পাইব। আলোর দিকে পশ্চাৎ করিলে ত' ছায়া বা অন্ধকার অর্থাৎ কেবল মায়াই দেখিতে পাইব। যেমন সূর্যের সহিত আমাদের চোখের যোগ থাকায় আমরা সূর্যের আলোকে

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

সময় মত দেখিতে পাই, সেইরূপ যদি আমাদের ব্যবহারের সহিত সমস্ত ঠিক থাকে, তাহা হ'লে তাঁহার আলোচনার যে শুভফল, গুরুপাদপদ্ম তাঁহার কৃপায় সমস্ত অপ্রাকৃতত্বদর্শন হইবে।

স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার হয় গুরুবাক্যপালনে। যে গুরুবাক্য সর্বতোভাবে পালন করিতে যত্নবান, সে-ই ভাগ্যবান্। শ্রদ্ধা হইলে সাধুসঙ্গে শ্রবণকীর্তন হয়। তৎপরে ভজনক্রিয়া, নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতি ক্রমে প্রেমভক্তি লাভ হয়। মূলে শ্রদ্ধা না থাকিলে বাহিরে যতই সেবাকার্যের ভাণ দেখাই, সবই কর্মকাণ্ড হইবে। আমাদের প্রত্যেকের ঘরে আগুন লাগিয়াছে। সর্বাগ্রে নিজের আগুন নিভাইয়া তবে অপরের ঘরের আগুন নিভাইতে হইবে। আগে নিজের মঙ্গল সাধন করিয়া—পরে জাগ্রত হইয়া অপরের মঙ্গল বিধান করিতে হইবে। নতুবা পরিশেষে পুড়িয়া মরিতেই হইবে।

জীবে দয়ার অর্থ মদ্যের সেবা নয়, altruism দয়া নয়—সেটা নিষ্ঠুরতার অপর নাম। জগতের লোক মাটির জন্য যুদ্ধ করিতেছে; কৃষ্ণসেবাকামী আমাদের বৈকুণ্ঠে পৌঁছানর জন্য কীর্তন-অস্ত্রের সাহায্যে struggle করিতে হইবে। জড় জগতের যে যুদ্ধ তাহা আত্মবিবেক ধ্বংস করিতে পারে না।

শুদ্ধবৈষ্ণবের কোন ক্রিয়াকলাপ, হাব ভাব ও আচার ব্যবহারে প্রাকৃতবুদ্ধি করিতে হইবে না। যদি তাঁহাদের কার্যগুলি বাহিরে দেখিতে প্রাকৃতের ন্যায় প্রতীত হয়, তাঁহারা সবই কৃষ্ণসুখের জন্য করেন। তাঁহারা অপ্রাকৃত, অতএব তাঁহাদের কার্যগুলিও অপ্রাকৃত, সাধারণ কর্মকাণ্ড নয়। সর্বদা মনে রাখিতে হইবে—আমি মায়ায় আছি, যাঁহারা অপ্রাকৃত আমার নিকটে আছেন, আমি যত কিছু কার্য করিতেছি ও কথাবার্তা বলিতেছি সবই তাঁহাদের সুখের জন্য, তাঁহারা সবই দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন। তাঁহারা প্রতিমুহূর্তে আমাকে অভক্তির পথ হইতে আকর্ষণ করিয়া ভক্তিপথে রাখিতেছেন। তাঁহাদের সমস্ত আদেশ আমাকে সর্বতোভাবে পালন করিবার জন্য যত্নশীল হইতে হইবে। নতুবা তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইবেন। কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের সেবা করিতে হইবে। গুরুকৃষ্ণসুখবিধানের কার্য ছাড়া যত কিছু কার্য করা যাউক না কেন, সবই কর্ম। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টার শেষ বা অবকাশ পর্যন্ত সেবা হইবে না—খাটাখাটুনি হইতে পারে। 'নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।'

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

নিজসুখের জন্য আমরা যাহাই করি, তাহা সবই আমাদিগকে নরকে লইয়া যাইবে। সুতরাং আমাদের সমস্ত কার্য গুরুকৃষ্ণের সুখের জন্য হওয়া উচিত—যাঁ'র যাঁ'র চিত্তে নাই। তাঁহাদের সুখবিধান যাহারা করে না, তাঁহাদের সুখের যাহারা বিরোধী তাহাদের সঙ্গ ত' দূরের কথা, তাহাদের মুখও দেখিব না।
"গৌরাঙ্গ-বিরোধী জনার মুখ না দেখিব।"

যৎকিঞ্চিৎ

——:::(o):::——

প্রীতির পাত্র একমাত্র শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবান্। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে প্রীতি হইলে আমাদের সংসারাসক্তি যায় না। প্রপঞ্চের অন্তর্গত বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ বা আসক্তি থাকিলে সংসার-বাসনা [illegible] করিবে না। শুদ্ধবৈষ্ণবভগবানের প্রতি অভিনিবেশ হইলে আর অন্য কোন উপভোগ্য বস্তুর আকর্ষণে পড়িতে হয় না। আমাদের উদ্দেশ্য ভুল হওয়ার জন্যই আমরা ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারি না। শুদ্ধবৈষ্ণবে যদি অভিনিবেশ না হয়, তবে তাঁহাদের কৃপাকর্ষণে পড়িতে পারা যাইবে না, তাহাতে মঙ্গল হইতে পারে না। আমরা যে জড় মঠে আসিয়াছি বা সংসার ত্যাগ করিয়াছি, তাহা ভুল হওয়ার জন্যই আমাদের বর্তমানে গতিহীন, নিষ্পন্দ অবস্থা লাভ হইয়াছে। গতিহীন নিষ্পন্দভাবে চেতন অবস্থান করিতে পারে না। চেতন গতিশীল - ক্রিয়াশীল। যে ক্রিয়াটি কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে এবং কৃষ্ণপাদপদ্মে আকৃষ্ট করে, তাহাই চেতনের ক্রিয়া, তাহা ভক্তি। ভক্তি—আকর্ষণী-বৃত্তি; ভক্তি সেব্য ও সেবক পরস্পরের মধ্যে একটা আকর্ষণ, টান, প্রীতি বা মমতা আনয়ন করে। যেখানে এই আকর্ষণ নাই বুঝা যায়, সেখানে ভক্তি বা প্রীতি বলিয়াও কোন কথা নাই। ভক্তি একাধারে জ্ঞানময়ী ও ক্রিয়াময়ী। যেখানে জ্ঞান নাই, উপলব্ধি নাই, প্রীতি নাই, মমতা নাই, সেখানে ভক্তিও নাই, সেখানে অভক্তির কার্য—মায়ার কার্য। মায়ার কার্য চেতনকে আবৃত করা ও চেতনের বৃত্তিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া। মায়া অজ্ঞান। মায়াবশীভূত থাকাকাল পর্যন্ত ভক্তির কোন কথাই বুঝা যায় না। মায়াবদ্ধ অবস্থায় চেতনের গতি রুদ্ধ—গতিহীন। উপলব্ধিরহিত সেবার অভিনয় মায়ারই কার্যবিশেষ। মায়া প্রীতির বস্তু একমাত্র শুদ্ধবৈষ্ণবভগবান্‌কে জানিতে দেয় না। তখন সেব্যবস্তু শুদ্ধবৈষ্ণবে অভিনিবেশ না হইয়া ভোগ্যবস্তুতে আসক্তি হয়। অনেকেই আমাদিগকে শ্রদ্ধা বা ভক্তির ভাণ প্রদর্শন করিয়া তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করে, কেহ বা শরণাগত বা অনুগত হইবার ভাণ প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে তাহার অনুগত করিবার যত্ন করে। ইহা মায়ার চালাকী।

জীবাত্মার স্বভাব—শরণাগত থাকা। শুদ্ধভক্তে শরণাগতিই জীবের স্বরূপের বৃত্তি। আমরা কাহারও সেব্য বা প্রীতির পাত্র নহি। শরীরের অনিত্য জড় ভোগ্যবস্তুর প্রতি কত প্রীতি! দু'দিনের পরিচয় পরিবেশ তার অনিত্য বস্তুর প্রতি তাহাদের কি মমতা! সেব্যবস্তুর প্রতি প্রীতিই জীবের কার্য। সেব্যের প্রতি মমতাভিমানের নামই প্রীতি। সুতরাং গুরুকৃষ্ণ ব্যতীত প্রীতির পাত্র কেহ হইতে পারে না। তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া অন্য বস্তুতে আসক্ত হইয়া থাকিলে মঙ্গলের আশা নাই। সেব্যবস্তুতে প্রীতি ছাড়া তাঁহাদের কৃপা পাইবার আশা নাই।

কেহ কেহ মনে করেন, জীবনের শেষকালে হরিভজনের যত্ন করা যাইবে। কিন্তু মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, জীবনের অবসানকাল আসন্নপ্রায়। জীবন কখন শেষ হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই। সুতরাং সত্বর সন্ধান পাইবামাত্র তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইতে যত্ন করা উচিত। জীবনের যে শুভমুহূর্তগুলি চলিয়া যাইতেছে, জগতের যাবতীয় অর্থ একত্র করিলেও তাহার একটিকেও আর পাওয়া যাইবে না। যে সুযোগ একবার হারান যায়, পুনরায় সেই সুযোগ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। এই সকল লক্ষ্য করিয়া সুদুর্লভ মনুষ্যজীবনের ক্ষণকালও বৃথা যায় না করিয়া হরিভজনের যত্নচেষ্টা করা কর্তব্য।

যিনি যে পরিমাণে কায়মনোবাক্যে শুদ্ধবৈষ্ণব দাসানুদাস হইতে পারিবেন, তাঁহার মঙ্গলও তত অধিক হইবে। বৈষ্ণব-সেবকেরও গুরুত্ব স্বীকার করিতে হইবে এবং তাঁহাদের অনুগমন করিতে হইবে। বৈষ্ণবসেবায় বিচার ছাড়িয়া গুরুতে আত্মমন পশুত্বের পরিচায়ক, কারণ তাহার তাদৃশ আত্মাভিমানকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবেন। বৈষ্ণবকে কৃষ্ণের বিলাসের উপকরণ জানিলেই তাঁহার উপর প্রাকৃত বিচার আসিবে না।

কাহারও দোষ দেখা উচিত নহে। সকলের গুণ গ্রহণ করাই কর্তব্য। লোকের দোষ খুঁজিয়া বেড়ান ঠিক নয়, তাহা হইলে আমরা সারগ্রাহী হইতে পারিব না। সারগ্রাহী ও সত্যানুসন্ধিৎসু হইলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সত্যবস্তু এ জগতে অবতরণ করিয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে সত্যবস্তু অবশ্য মিলিবেই। এই সত্যবস্তু লাভের একমাত্র পথ আত্মসমর্পণ বা শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়। গুরুপাদপদ্মে প্রপত্তি হওয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে সত্যবস্তু লাভ করা যায় না। তাঁহার আনুগত্য ব্যতীত সহজভাবে সাফল্যলাভ করা যায় না। শুদ্ধ বৈষ্ণবানুগত্য ছাড়িয়া সত্যের অনুসন্ধান করিতে গেলে মায়াবাদীর বশীভূত হইতে হয়। নিজের মঙ্গল ও অমঙ্গলের বিচার করাই কর্তব্য। তাহা না করিয়া যাঁহারা পর-নিন্দাচর্চায় রত থাকিয়া নিজের অমঙ্গলের প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের কোনকালেই সুবিধা হয় না। পরহিংসা-প্রবৃত্তিকে মৎসরতা বলে। নির্মৎসর না হইলে পর-উপকার বা দয়া করা যায় না। জীবে দয়া আত্ম-হিতের লক্ষণ। মৎসর আত্মহিতের জন্য অবসর পায় না। পরচর্চক কখনও নিজ মঙ্গলামঙ্গলের বিষয় অনুধাবন করিবার যত্ন করিতে পারে না। আত্ম-সংশোধন করিবার একমাত্র উপায় গুণগ্রাহী হওয়া। গুণগ্রাহী না হইলে কখনও নিজের দোষগুলি দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীঅদ্বৈতভবনে পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য-দেবের কৃপায় মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব হরিসংকীর্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীধাম-বাসী ভক্তবৃন্দ প্রাতঃকাল হইতে শ্রীঅদ্বৈতভবনে শুদ্ধৈশ্বর্যবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিগ্রহ মহাজন-পদাবলী কীর্তন করিতে থাকেন। অতঃপর বেলা ৯ ঘটিকার পর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-রত্নতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মহিমা ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্স্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের কৃপায় কিশোরীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু গৌড়ীয় হইতে পরম আরাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য-দেবের শ্রীমুখবিগলিত শ্রীঅদ্বৈততত্ত্ব কথা পাঠপূর্বক আলোচনা করেন। উক্ত-সংকীর্তনমুখে ভোগারাত্রিক কীর্তন হইলে পর সমাগত প্রায় দুই শতাধিক লোককে মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। [illegible] মঠগৃহে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্দিরে ও শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার বিভিন্ন মঠসমূহে ও শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কথা আলোচিত হইয়াছে।

ভক্তি করি যে শুনে চৈতন্য অবতার। সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
শ্রীধাম নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩১১০
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল্

(৩) শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রজবাসী

(৭) কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গোকুলপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
উত্তরা-(শ্রীবল্লালদেবের ঢিবির নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
চাকদহ, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রজবাসী

(২১) শিয়ালদহ গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ ওয়ারী ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রজবাসী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটি। (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া। আসাম।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], কামরূপ। আসাম।
সেবক—শ্রীহরিভোগ দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জেঃ [illegible], ইউ. পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible] (ইউ পি)
শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible], মথুরা)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়
[illegible], মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গোকুলবিহারী মঠ—[illegible]
পোঃ [illegible], জেলা [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible], পাঞ্জাব
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ পুরী [illegible]
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] বাঁকুড়া।
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible]। [illegible]।
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেবক—[illegible]

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
[illegible], কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট.
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible], [illegible] (ইউ-পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (গয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ [illegible]

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৭১) শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৪৫৲	৪০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৫৲
	২৸০
ত্রৈমাসিক "	
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible] বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:o:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—::o::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। দরিদ্র ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে বারটী অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিবেন তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, বাংলা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে সম্প্রদায়নিরপেক্ষে জগতের যাবতীয় মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, [illegible], [illegible], একায়ন, বহুায়ন ও ভক্তগণের প্রকৃত ধারণা-বিষয়সমূহে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ, ভক্তিপথের সংশয়সমূহও প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু নামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র বিস্তৃতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন শ্রীমৎ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যালীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শাস্ত্রানুশীলনের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অনির্বচনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক অর্থের সহিত অন্বয়ে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ এবং প্রাঞ্জল অনুবাদ [illegible] শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

———

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা দুই টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, গৌড়মণ্ডল পরিক্রমার বিষয়-নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য বস্তু। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গদ্যাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা। ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুশান্তিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, প্লিডার, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৩-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩-১০	১৬-২৬	১৭-৫৬	২২ ২	
দমদম „	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-২০			২২	
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৭	৮-১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-২৮	
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১৩-৪৩	১৫-৫	১৮-৫৯	১৯-৪০	২-৩৬	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১০-০৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪১	

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-১৯	১৮-১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
দমদম „ ১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১-৫৫
ছাঃ ১৩-৮
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৮
(বদল) ছাঃ ১৩ ৩৩ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৯

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৪-২২	১৬-৮	১৮-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫৭	১১-৪৭	১৫-১০	১৬ ৫৬	১৯-২১	২০-৪৬	১-০১
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৪৫	৯-২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯	৪-১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭-৪২	২০-৩১	২১-২৫	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	১৮-৯	২১-২৬	২৩-১	
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১ ২০	১৪ ১৬	১৭ ৪৬	২১-৪০	২৩ ১৫	৬ ১৬	

"অমৃতবটী"

(ভারত-সরকারের দ্বারা রেজেষ্ট্রীকৃত)

গরীবদিগের শরীর নীরোগকারী আসল গৃহচিকিৎসক

ছোট, বড়, কঠিন, নূতন, পুরাতন—সব রকম রোগের মূল উৎপাটন করিয়া স্বাস্থ্যসম্পন্ন করে; পায়খানা পরিষ্কার করে; পেটের লিভার ঠিক করে; অন্নমল হজম করিয়া নূতন পরিষ্কার রক্ত সঞ্চার করে; ধাতুপুষ্টি সাধন করে; বল, বীর্য্য, কান্তি আনয়ন করে; পুরাতন ও ম্যালেরিয়া, নূতন ও পুরাতন spleen, খারাপ জ্বর, নিমোনিয়া, প্লেগ, কলেরা, পেটের হজম ও দাস্ত পরিষ্কার না হওয়া, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, অর্শ, বা প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

সুস্থ অবস্থায় সেবন করিলে ম্যালেরিয়া ইত্যাদি কোনপ্রকার রোগ হয় না। নবপ্রসূত শিশুকে ইহা খাওয়াইলে সকলপ্রকার রোগ হইতে মুক্ত থাকিবে ও সর্ব্বক্ষণ শরীর নীরোগ থাকিবে।

দাম—১শিশি (৩২ বটী)—১৲ ডাক্তার
একত্রে ১০০ বটী—২৲ বৈদ্যনাথ

(চারি আনার টিকেট পাঠাইয়া নমুনা আনাইয়া দেখুন)

"জঙ্গল-কুটীরবন"

যোগাভ্যাসী মনোমোহন প্যারে বৈদ্য, প্রধান চিকিৎসক, স্থাপক অধ্যক্ষ। জেনারেল ম্যানেজার ও এসিস্টেন্ট চিকিৎসক—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত গোপালকৃষ্ণ পাণ্ডে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এইস্থে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর গাড়িঘাটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ব্ববিধ প্রমেহের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। বাজারে চলার কাচ ভিত অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—৯৯নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

পুনঃ মোহরা, মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

[illegible] হইতে প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ } ২৬ মাধব ৪৫৪ গৌরাব্দ ২৬শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৮ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৪১, শনিবার ২৭১ ৮০তম সংখ্যা

গৌড়ীয় সাহিত্যে শ্রী ভক্তি-বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা সকল ভক্তেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৮০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ মাধব অবদ শ্রীগৌরপাদ্মী গৌরাব্দ ৪৫৪

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সন্ধিনীশক্তির প্রভু, তিনি শক্তিমান্, শক্তি নহেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু বিষ্ণুবিগ্রহ। তিনি গুরুস্বরূপ। তিনি শক্তিমদ্‌বিগ্রহ হইয়াও নিরন্তর সেবকাভিমানী। তিনি বিভুসত্ত্বের আকর। তিনিই শ্রীবলদেবে প্রকাশিত। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ধরিলেই শ্রীগৌরসুন্দরের বিলাসাদি বা লীলা সব। এই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ধরিতে পারিলে তাঁহার কৃপায় শ্রীমহাপ্রভুকে ও শ্রীনাম প্রভুকে পাওয়া যায়, শ্রীগদাধরের ও শ্রীরূপসনাতনাদি আচার্য্যের কৃপা পাওয়া যায়। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন, "পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগদাধর ব্যতীত আর সবই নিত্যানন্দ। শ্রীগৌরসুন্দর শক্তিমদ্‌বিগ্রহ এবং শ্রীগদাধর হ্লাদিনী শক্তি। শ্রীনিত্যানন্দ সন্ধিনীশক্তিমদ্‌বিগ্রহ। মহাপ্রভু ও গদাধর ব্যতীত আর তিনজনই সান্ধ্যী। তাঁহারা নিত্যানন্দ হইতে অভিন্ন।"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ছাড়া জীবের মঙ্গলাভের আর কোন উপায় নাই। তাঁহার কৃপাতেই কাম দূর হয়, সংসারবাসনা তুচ্ছ বোধ হয় এবং মদনমোহন শ্রীনাথের সেবা পাওয়া যায়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ শ্রীবলদেব। সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের মূল আকর মূল শ্রীনিত্যানন্দ বলদেব প্রভু। একমাত্র মধুর রস ব্যতীত অন্য সকল রসের আশ্রয় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হইতে প্রকটিত। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে ২০২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"সকল রসেই ভগবান্ স্বয়ং সেব্য হইয়া একভাগ ও সেবকরূপে অন্যভাগ গ্রহণ করিয়া সেই অন্যভাগগত স্বরূপকে তত্তদ্রসসেবীদিগের আদর্শ-স্বরূপ করিয়া অচিন্ত্যলীলা বিস্তার করিয়াছেন। শৃঙ্গারে শ্রীমতী রাধিকা, বাৎসল্যে শ্রীনন্দ-যশোদা, সখ্যে সুবল ও দাস্যে রক্তক— ইঁহারা তত্তদ্রসগত ভগবানের সেবকভাব-বিশেষ। ইহার মধ্যে এইটুকু ভেদ আছে যে, শৃঙ্গারে শ্রীমতী সাক্ষাৎ স্বরূপ ভগবদ্‌বিভাগবিশেষ, অন্যান্য রসে শ্রীবল-দেবই একমাত্র সাক্ষাদ্‌বিভাগ। তাঁহার অংশস্বরূপ শ্রীনন্দ-যশোদা, সুবল ও রক্তককে জানিতে হইবে।"

শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা ছাড়া গতি নাই। কাঙ্গাল না হইলে তাঁহার কৃপা পাওয়া যায় না। তিনি কাঙ্গালকেই দয়া করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পাত্রাপাত্র বিচার করেন না, কেবল অকপটে তাঁহার শ্রীচরণে শরণ লইলেই হইল। শরণাগত বা অকিঞ্চনতাই স্বরূপ। শরণাগত বা অকিঞ্চনই কাঙ্গাল। কাঙ্গালের মনের মত আর রূপ নাই, সেই রূপেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আছেন। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা হইলে সচ্চিদ্বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ও তৎপরে শ্রীরাধিকার কৃপা লাভ হয়। তাই গৌরপার্ষদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ-সুখী।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী॥
নিতাইপদকমল, কোটিচন্দ্রশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই,
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইএর পায়॥

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের প্রেমদাতা। শ্রীগুরুদেবই শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমহাপ্রভুর নিত্য সঙ্গী। তিনি আদ্যাচার্য্য। শ্রীমহাপ্রভু অপেক্ষাও তাঁহার দয়া বেশী। শ্রীনিত্যানন্দের প্রভু গৌরসুন্দরের নিত্যসুহৃৎ। তাঁহাতে তাঁহার প্রীতি, তিনিই গৌরসুন্দরের প্রিয়। তাঁহার আর শ্রীচৈতন্যের প্রিয় আর কেহ নাই। শ্রীমহাপ্রভু নিরন্তর শ্রীনিত্যানন্দ-সঙ্গে বিহার করেন। শাস্ত্র বলেন,—

সংসার-দয়াপ্রভু প্রকাণ্ড শরীর।
চৈতন্যচন্দ্রের সংসারে দয়া ধীর॥
অলৌকিক চৈতন্যের নিত্য বাহির আর।
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার॥
তাঁহার চরিত্র যে বা শুনে শুনে, গায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁরে পরম সহায়॥

শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, শ্রীনিত্যানন্দ রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করেন চৈতন্যের কাম॥
প্রভু বলে, এই নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে।
যে করয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা সে করে আমারে॥
ইঁহার চরণ শিব-ব্রহ্মার বন্দিত।
অতএব ইঁহারে করিহ সবে প্রীত॥
তিলার্দ্ধেক ইঁহারে যা'র দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে মোর প্রিয় নহে॥
ইঁহার বাতাস লাগিবেক যার গায়।
তাহারে কৃষ্ণ না ছাড়িবেক সর্ব্বথায়॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মূল-সঙ্কর্ষণ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে বিষ্ণুবিগ্রহের অধিষ্ঠান থাকিলেও তিনি আশ্রয়লীলার আদর্শ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সর্ব্বতোভাবে সকলপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। তিনি মহাসঙ্কর্ষণ, কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী ও শেষ এই পঞ্চরূপে, শ্রীধামরূপে, অনন্ত সেবকরূপে, পিতামাতা-বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজনরূপে, ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, ভূষণ, আহার (উপবন বা বাগান), আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন— এই দশদেহে গৌরকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীনিত্যানন্দের আর চরিত্রাবলী ও অলৌকিক চেষ্টা সাধারণ জীবের ধারণার অতীত ব্যাপার। এই শ্রীনিত্যানন্দের চরণে অপরাধ হইলে নিস্তার নাই, সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই সাবধান হওয়া উচিত, নতুবা আমরা ভগবৎসেবা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইব।

মানুষকে কৃষ্ণভক্তো শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্মে সংশয় হইলে সর্বনাশ অনিবার্য। যিনি একমাত্র রক্ষক, একমাত্র উদ্ধারকর্তা, তাঁহাতেই যদি বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে সে দুর্ভাগাকে আর রক্ষা করিবে কে? তাঁহার অলৌকিক কৃপার কথা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অনেকে অন্যরূপ মনে করিয়া থাকে। কোন কোন আধুনিক ব্যক্তি জগাইমাধাইর উদ্ধারের কথা শুনিয়া বলিয়া থাকে—"নিত্যানন্দ প্রভু যদি ভগবান্ই হইবেন এবং তাঁহার দেহ অপ্রাকৃতই হইবে, তবে মাধাইয়ের মুটকির আঘাতে তাঁহার অঙ্গ হইতে রক্ত পাত হইল কিরূপে?" অপ্রাকৃত ভগবানের লীলাতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের ঐ সকল মূর্খতাব্যঞ্জক প্রলাপ কিছু বিচিত্র নহে। জগাইমাধাই বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়-বিজয়। তাঁহাদের কখনও গুরু বা ভগবানের প্রতি বিদ্বেষভাব থাকিতে পারে না; কিন্তু পূর্বে যেরূপ ভগবান্ নিজ যুদ্ধস্পৃহা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে সনকাদি ঋষির দ্বারা প্রেরণাদ্বারা জয়-বিজয়ের প্রতি অভিশাপ প্রদানপূর্বক বিপক্ষরূপে তাঁহাদিগকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন, সেইরূপ করুণাময়ী গৌরলীলায় যাহা ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণ নামের সুখের প্রদান করেন নাই, তাঁহাদিগকে সেই সুদুর্লভ প্রেম প্রদান করিবার জন্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মাধাইয়ের হৃদয়ে প্রেরণা দ্বারা নিজ মস্তকে মুটকী নিক্ষেপলীলা ও তজ্জনিত রক্তপাতাদি অভিনয় প্রদর্শন করিয়া এবং তদ্দ্বারা জগাইয়ের আপনার প্রতি প্রীতির উদ্রেক করাইয়া জগাইকে গৌরসুন্দরের প্রীতিভাজন করাইয়াছিলেন। 'দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই।' শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এই বাক্যেই প্রকৃত তত্ত্বের ইঙ্গিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ মাধাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অঙ্গে আঘাত করেন নাই বা সেই আঘাত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রাকৃত দেহও স্পর্শ করে নাই। প্রাকৃত ইন্দ্রজালপ্রদর্শনে যখন কোন ব্যক্তির শিরশ্ছেদন ও তজ্জনিত রক্তপাত প্রভৃতি মিথ্যা ঘটনা লোকচক্ষে সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়, তখন অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়া চিচ্ছক্তির শক্তিমত্তত্ত্ব ভগবানের লোকচক্ষে এই ঘটনা প্রদর্শন কিছু বিচিত্র নহে। এইরূপ সিদ্ধান্তে কেহ হয় ত' বলিতে পারেন, যদি রক্তপাতাদি ব্যাপার সত্য না হয়, তাহা হইলে শ্রীমহাপ্রভু উক্ত ব্যাপার সত্যে দর্শন করিলেন কিরূপে? ব্যাসাবতার ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনও বা উহা বর্ণন করিলেন কেন? শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিভিন্ন বিগ্রহ হইলেও একই বস্তু। তাঁহারা উভয়েই উভয়ের হৃদগত ভাব অবগত আছেন। সুতরাং লোকচক্ষে একজনের আচরণ-প্রদর্শন ও অন্য জনের দর্শন—এই দুই কার্য্যই অচিন্ত্য। শ্রীকৃষ্ণলীলায় যাহা 'মৌষল লীলা' নামে কথিত হইলেও নিত্য' বলিয়া যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যলীলায় ব্যাসের লিখিতও তদ্রূপ জানিতে হইবে।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিত্য সঙ্গপার্ষদ। তাঁহার কৃপা হইলে আমরা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপালাভ করিতে পারিব। যাঁহারা শুদ্ধ হইয়া অকপট-চিত্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন, তাঁহারা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের কৃপায় শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপালাভ করিবেনই। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের ন্যায় এইরূপ শ্রীগুরু-পাদপদ্মে নিষ্ঠা আর দেখা যায় না। কি করে তাঁহার নগণ্য পদধূলি লইয়া জানিতে পারিলে আমাদের জীবন সার্থক হইবে, শ্রীনিত্যানন্দের শুভদৃষ্টি আমাদের উপর পড়িবে। গৌড়ীয়কুলপাবন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর স্বনিয়মদশকের 'অনাদিঃ সাদির্বা' শ্লোকে গুরুনিষ্ঠার কথা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, এই ব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ অনাদি অর্থাৎ কারণরহিত সর্বাবতারী স্বয়ং ভগবান্ই হউন, অথবা সাদি অর্থাৎ কারণযুক্ত অবতারীই হউন, সর্বাংশে নিপুণই হউন অথবা অনিপুণই হউন, তিনি করুণাময়ই হউন অথবা করুণা-রহিতই হউন, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টই হউন অথবা নরাধমই হউন, আমার এ সমস্ত বিচারে আবশ্যক নাই, পরন্তু তিনি প্রতিজন্মে আমার আরাধ্য প্রভুরূপে প্রকাশিত হউন। ঐকান্তিক গুরুনিষ্ঠা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য খণ্ড ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন,--

সংকর্ষণ নিত্যানন্দ কলেবর।
চৈতন্যের কৃপা বিনা জানিতে দুষ্কর॥
কেহ বলে, নিত্যানন্দ যেন বলরাম।
কেহ বলে, চৈতন্যের বড় প্রিয় ধাম॥
কেহ বলে, মহাতেজী অংশ অধিকারী।
কেহ বলে, কোনরূপ বুঝিতে না পারি॥
কিবা যতি নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি।
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তাঁর পাদপদ্ম মোর রহুক হৃদয়ে॥
যে আমার প্রভু, আমি জন্ম জন্ম দাস।
সবার চরণে মোর এই অভিলাষ॥

কৃপাবতার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রাঢ়দেশের বীরভূম জিলার অন্তর্গত শ্রীএকচক্রা গ্রামে শ্রীহাড়াই পণ্ডিত নামক ব্রাহ্মণের গৃহে আবির্ভূত হন। তাঁহার জননীর নাম শ্রীপদ্মাবতী দেবী। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সমস্ত বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি এবং জগতের পালনকর্তা মূল সত্তা হইয়াও শ্রীপদ্মাবতীর পুত্ররূপে তাঁহাদের গৃহে লীলা বিলাস করিয়াছেন। শ্রীহাড়াই-পদ্মাবতীর নিত্য পুত্র তিনি। তাঁহারা তাঁহার নিত্য জনক জননী। জীবহৃদয়ে ভগবদাবির্ভাবের নামই ভগবানের জন্মলীলা। জীবহৃদয়ে ভগবদাবির্ভাবের পূর্বে জীবের স্বরূপের উদ্বোধ হয়। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের কৃপায় স্বস্বরূপের উদ্বোধ হইলে জীব আপনাকে ভগবানের নিত্য সেবক বলিয়া জানিতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেবাবিগ্রহ শ্রীগুরুনিত্যানন্দও সেই হৃদয়ে উদিত হন। তৎপরে জীবহৃদয়ে পরম সেব্য ভগবানের আবির্ভাব হয়। সেবকের শুদ্ধ হৃদয়ে সেব্য ও সেবাবিগ্রহের এই আবির্ভাব বা জন্ম নিত্য। শুদ্ধচিত্তে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হয়। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপাতেই চিত্ত শুদ্ধ হয়। সুতরাং যে হৃদয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিন্তায় ভরপুর নহে, সেখানে ভগবদাবির্ভাব বা ভগবদ্ভক্তির বেশ কি করিয়া হইবে?

শ্রীনিত্যানন্দের পাপজীবকুল কলিমল-বিধ্বংসিনী ও কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়িনী অমন্দোদয়-দয়ার সহিত কোন দয়ার তুলনা হয় না। এই দয়া জীবকে কৃষ্ণলালসার কবোষ্ণ—শ্রীনামামৃত পান করাইয়া অমৃতলোকে অবস্থান করায়। সেই দয়া নির্মলা, অমলা ও অসমা। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ব্রজের শ্রীবলদেব। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ-বিগ্রহ। তাঁহার পার্ষদবৃন্দ সকলেই ব্রজের গোপালভাবাশ্রিত সখ্যরসের ভক্ত। তাঁহাদের মধ্যে দ্বাদশ গোপাল সর্বপ্রধান। যথা—১। শ্রীঅভিরাম ঠাকুর, ২। শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর, ৩। শ্রীকমলাকর পিপলাই, ৪। শ্রীকালাকৃষ্ণ দাস ৫। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ৬। শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত, ৭। শ্রীপরমেশ্বরী দাস, ৮। শ্রীপুরুষোত্তম দাস, ৯। শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত, ১০। শ্রীমহেশ পণ্ডিত, ১১। শ্রীশ্রীধর, ১২। শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শক্তিমত্তত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব নহেন। তিনি সার্বভৌম আশ্রয় প্রভু হইলেও শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানলীলাক্ষেত্রের সহিত সম্বিচ্ছক্তিমানের সত্তাপ্রদায়ক অনুগ সেবক। তিনি স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়জাতীয় সেবকলীলা প্রকট করেন বলিয়া তিনি জগদ্‌গুরু। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আশ্রয়বিগ্রহ। শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দ হইতে অভিন্ন হইলেও বিষয়জাতীয় আশ্রয়বিগ্রহ নহেন। তিনি কৃষ্ণাভিন্ন-সেবক-ভগবান্ শ্রীগুরুদেব ভোক্তা নহেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক। যাঁহারা শ্রীগুরুদেবকে নিত্যানন্দ বলিতে চাহেন না, তাঁহারা গুর্ব্বজ্ঞাক্রমে মায়াবাদী। জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দ ও তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মাশ্রয়েই নিঃশ্রেয়স লাভ হইয়া থাকে। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের করুণাই জীবকে জড়ানন্দ হইতে মুক্ত করিয়া অপ্রাকৃত ভজনানন্দের প্রদর্শন করে। তাই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥

আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী ২৮শে মাঘ সোমবার আমাদের পরমারাধ্য মাঘী শুক্লা গৌড়ত্রয়োদশী তিথিতে জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-বাসর। ঐ দিবস শ্রীনিত্যানন্দকৃপাভিখারী ভক্তগণ দিবারাত্র নিরম্বু উপবাস থাকিয়া নিরন্তর সপরিকর শ্রীগৌরনিত্যানন্দের গুণগরিমাকীর্তনমুখে জগদ্গুরুর কৃপা ভিক্ষা করিবেন। এতদুপলক্ষে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে শ্রীধাম মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন।

কি ত্যাগ করা যায় না?

যাহা অপ্রয়োজনীয়, তাহাই লোকে ত্যাগ করিয়া থাকে। দেহের পুষ্টি-তুষ্টির জন্য সুখাদ্য গ্রহণীয় এবং কুখাদ্য পরিত্যাজ্য। কুখাদ্য পরিত্যাগ না করিলে শরীর নষ্ট হয়। আত্মশরীর বা চিন্ময় শরীরের পক্ষেও সেইরূপ গ্রহণ ও ত্যাগের কথা আছে। যাহা চেতন শরীর বা আত্মার স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় তাহাই পরমার্থ, আর যাহা আত্মার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনাবশ্যক, তাহাই অনর্থ। সুতরাং আত্মার স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে অনর্থই ত্যাগের বস্তু। সকল অনর্থের মধ্যে প্রতিষ্ঠাই সব চেয়ে বড় অনর্থ; ইহা সহজে যাইতে চাহে না। ভক্ত কখনও ভগবৎসেবা ও ভগবান্‌কে ত্যাগ করিতে পারেন না। অতএব নিজ চেষ্টার দ্বারা প্রতিষ্ঠা ছাড়িতে পারে না। মানুষ অনেক সময় কনক-কামিনী ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি যে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া ত্যাগী হইয়াছেন, এই প্রতিষ্ঠাটি ত্যাগ করিতে পারেন না। প্রতিষ্ঠার জন্য লোক প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। প্রতিষ্ঠা এমনিই জিনিষ।

ভক্তি করি' যে শুনে চৈতন্য অবতার। সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার॥

সেবা তাদের বস্তু নহে, সেবায় বাধাই তাদের বস্তু। বিষয়কে ত্যাগ করিতে হইবে না, বিষয়ের প্রতি আসক্তিই ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু বিষয়াদির সেবার উপকরণ। তাই ভক্তগণ কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা কোন কিছুই পরিত্যাগ করেন না; তাঁহারা সকল বস্তুকে হরিসেবার উপকরণ করিয়া কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন, উহারই নাম বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা। তাহাতেই নিষ্ঠা করিতে হইবে তাহাতে নিষ্ঠা না হইলে কখনও ভোগের, কখনও বা নাস্তিকতার তাদের গোলাম হইতেই হইবে। 'আমি হরিসেবকগণের জুতা বহনায়'—এই প্রতিষ্ঠা যাহার হৃদয়ে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, যিনি অন্যান্য অনর্থ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এরূপ হরিসেবার অভিমানকে অনর্থের অন্যতম মনে করিয়া ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত, তিনি কখনও মধুর প্রকার ভক্তি ও হরিসেবাকে একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া বরণ করেন নাই। কৃষ্ণের সেবক-অভিমানই প্রকৃত গৌরব। এই গৌরব বা এই প্রতিষ্ঠা মায়িক বৈভব নহে। যেখানে জড় প্রতিষ্ঠা, সেইখানেই মৎসরতা। আমাদের জড়প্রতিষ্ঠা পাছে খর্ব হইয়া পড়ে, এই ভয়ে পরের ভাল আমরা শুনিতে পারি না। হরিভজনের জন্য আসিয়া হরিভজনে কাহারও উন্নতি দেখিলে আমি প্রফুল্ল হইবার পরিবর্তে দুঃখিতই হই। এখানেই আমার ছিদ্রটি। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আমার বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার লেশমাত্রও নাই, আমার পাপময় হৃদয় জড়প্রতিষ্ঠায় পরিপূর্ণ আছে।

প্রতিষ্ঠাচণ্ডালিনী বা কনক-কামিনী হৃদয়ে স্থান পাইলে হরিভজন কি করিয়া হইবে? শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও তাঁহার সেবক বৈষ্ণবগণের সেবা ও কৃপাবলে এই প্রতিষ্ঠারূপা মহাশত্রুর কবল হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। তাই জগদ্গুরু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু মনঃশিক্ষায় লিখিয়াছেন,—

প্রতিষ্ঠাশা-ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধুপ্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভু-দয়িতসামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং
বেশয়তি সঃ॥

যে হেতু, প্রতিষ্ঠারূপা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে, অতএব বিশুদ্ধ সাধু-প্রেম কিরূপে হৃদয়কে স্পর্শ করিবে? তুমি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের একরূপ অতুলনীয় সামন্তগণের সেবা কর, যাহাতে তিনি সেই প্রতিষ্ঠারূপা ধৃষ্টা শ্বপচরমণীকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া সাধু-প্রেমকে তথায় প্রবিষ্ট করাইবেন।

বর্তমানে আমাদের মঙ্গলপথে কেবলই বাধা। এই বাধা অপসারিত করিতে হইলে শ্রবণ আবশ্যক। কর্ণই সর্বাগ্রে নিত্যমঙ্গল বরণ করিতে পারে। ভগবানের কথা কেহ কীর্তন না করিলে শ্রবণ করা যায় না, আবার শ্রবণ না করিলে মঙ্গলও হয় না। সেইজন্য মঙ্গলের পথে সাধুর কৃপাই প্রথম। সাধু যখন কীর্তন করেন, তখন শ্রদ্ধালু ব্যক্তি না শুনিয়াও পারেন না। আবার তিনি যখন শ্রবণ করেন তখন কীর্তন না করিয়াও থাকিতে পারেন না; আবার কীর্তনকারী স্মরণ না করিয়াও পারেন না। সুতরাং শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ যে একতাৎপর্যপর, তাহা বলাই বাহুল্য। যদি তাহা একতাৎপর্যপর না হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে, শ্রবণ-কীর্তন প্রভৃতির অনুশীলন হয় নাই, প্রণতি, শরণাগতি বা শ্রদ্ধার অভাবে শ্রবণ-কীর্তনাভিনয়ই হইয়াছে। সাধুর সঙ্গ হইলে সর্বেন্দ্রিয়েই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইবার সুযোগ পায়। সাধুর উপদেশ যদি আমার উপর প্রভুত্ব করে, অর্থাৎ আমি যদি সাধুর উপদেশ পূর্ণ মনোযোগসহকারে শ্রবণ করিয়া তাহা নিজ জীবনে পালনপূর্বক কীর্তন করি, তাহা হইলে কৃষ্ণচিন্তা বা কৃষ্ণাভিনিবেশ নিশ্চয়ই হইবে। তাহাতে সমস্ত অসুবিধা চিরতরে বিদূরিত হইয়া মঙ্গলের পথ দেখা যাইবে। সেইজন্য সাধুগণ কীর্তনবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় করিয়া তাঁহার শিক্ষানুসারে অবিরত অনুকীর্তন করিতে বলেন। কারণ, অনুকীর্তনের দ্বারাই জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়। উহার দ্বারা পরের মঙ্গল ও নিজের মঙ্গল পূর্ণ বেশী পরিমাণে হইয়া থাকে। অতএব কীর্তনই শ্রবণের একমাত্র পরিচালক।

শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিতকে বাসই শ্রীধামবাস। নিজেকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্মুখে বলিয়া উপলব্ধিই প্রকৃত সম্বন্ধ বা চিন্ময়ী প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত না হইলে জড় প্রতিষ্ঠার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। প্রকৃত শ্রীধামবাসী বা গুরুসেবকগণই জড় প্রতিষ্ঠার কবল হইতে নির্মুক্ত। শ্রীধামবাসে নিজেন্দ্রিয়তর্পণ চেষ্টা লেশমাত্রও নাই। সর্বক্ষণ কৃষ্ণের প্রীতিপ্রদ চেষ্টা লইয়া সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্তন করিতে করিতে কৃষ্ণানুশীলন—শ্রীগুরুপাদপদ্মে স্বাভাবিকী প্রীতির সহিত বাসই যথার্থ শ্রীধামবাস। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার প্রতি যেখানে লোভ, সেখানে শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্মের প্রতি লোভ কি করিয়া থাকিবে? যেখানে সৎসঙ্গ সেখানে প্রতিষ্ঠাশা নাই। সাধুর প্রকৃত অনুসরণই ভক্তি। অনুকরণের দ্বারা প্রতিষ্ঠাশা সংগ্রহ হয় মাত্র, তাহাতে নিত্যমঙ্গল হয় না, পরন্তু পূর্বসঞ্চিত মঙ্গল হইতেও অধঃপতিত হইতে হয়।

প্রতিষ্ঠাকামীর শরণাগতি নাই। সুতরাং তাহার মঙ্গল হইবে কি করিয়া? যেখানে শরণাগতির অভাব, সেখানেই অমঙ্গল। সেইজন্যই ভক্তগণ মূল মালিকের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হন। যে মুহূর্তে আমরা শরণাগত হইব, সেই মুহূর্তে আমরা মঙ্গল লাভ করিতে পারিব। শরণাগতি বা আনুগত্য ছাড়িয়া অন্য উপায়ে মঙ্গল হয় না। যেখানে শরণাগতি নাই, সেখানে কর্তৃত্ব আছেই। এই কর্তৃত্বাভিমানই সমস্ত অমঙ্গল ও ক্লেশের মূল। গুরুবর্গ আমাদের মঙ্গলের জন্য সর্বক্ষণ উপদেশ দিতেছেন। তাঁহাদের সেই পরমমঙ্গলময়ী বাণীতে শ্রদ্ধা হইলেই আমাদের কর্তৃত্বাভিমান—অমঙ্গল দূর হইতে পারে; নতুবা নহে।

চাঞ্চল্য

(শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

চাঞ্চল্য মনের ধর্ম। বহির্মুখ মন সর্বক্ষণই জল্পনা কল্পনা লইয়া ব্যস্ত আছে। মন কখনও ভোগে প্রমত্ত, আবার কখনও ত্যাগে চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে। ভগবদ্ভক্তগণ শান্ত, ধীর, স্থির। ভক্তগণ নির্মৎসর, সুতরাং শান্ত। অপ্রাকৃত ব্যক্তিগণের চঞ্চলতা নাই। তাঁহারা ভগবৎপাদপদ্মে সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহাদের অস্থিরতা নাই। তাঁহাদের ভগবৎসুখতাৎপর্য ব্যতীত অন্য কোন কামনা বাসনা নাই। তাঁহারা ভগবৎসেবার ঐকান্তিক। তাঁহারা একায়নপন্থী। তাই ভক্তের ভগবৎসুখানুসন্ধান-পথে জাগতিক অন্য কোন বস্তু বা বাধা আসিয়া চাঞ্চল্য উপস্থিত করিতে পারে না। ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুচরণের একান্ত আশ্রিতজনই ভক্ত। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত এ জগতে আশ্রয়স্থল আর কিছু নাই। সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে যিনি আশ্রয় লইয়াছেন—যিনি তাঁহাকে একমাত্র প্রভু বলিয়া বরণ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন—যিনি সর্বক্ষণ তাঁহার কৃপা-আশায় জীবনযাপন করিতেছেন, তাঁহার চঞ্চলতা নাই, তিনি ধীর, স্থির, অচল, অটল। তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবাসুখে নিরন্তর ভগবৎসেবারত আছেন। তিনি মনোধর্মী নহেন। যতদিন আমরা মনোধর্ম দ্বারা চালিত হইব, ততদিন মনোধর্ম হইতে নানাপ্রকার অসুবিধা আসিয়া উপস্থিত হইবে।

একনিষ্ঠ হইতে না পারিলেই বিপদ। শ্রীগুরুপাদপদ্মে একনিষ্ঠার অভাববশতঃই মনের নানাপ্রকার চঞ্চলতা আসিয়া ভজন হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করিয়া ফেলে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে একনিষ্ঠ হইতে না পারা পর্যন্ত আমাদের গুরুসেবা বস্তুতঃ হইবে না। তখন সেবা করিতে পারে না। ভজন অন্য ভাবে সম্পূর্ণ থাকিলে, নানাপ্রকার চেষ্টা লইয়া ব্যস্ত থাকিলে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবপাদপদ্ম বিস্মরণ স্বাভাবিক। 'আমি গুরুদেবের, গুরুদেব আমার'—এই জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্যন্ত চঞ্চলতা যাইতে পারে না। 'আমি গুরুদেবের, গুরুদেব আমার'—ইহাই সম্বন্ধজ্ঞান। এই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইলে—প্রকৃত শরণাগত হইতে পারিলে মনের চাঞ্চল্য থামিয়া যাইবে। মনের চঞ্চলতা না যাওয়া পর্যন্ত স্থিরতা হয় না। চাঞ্চল্য ও অভিনিবেশ দুইটি পৃথক জিনিষ। চাঞ্চল্য থাকিতে অভিনিবেশের সম্ভাবনা নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিনিবেশ না হইলে অর্থাৎ সর্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণ না হইলে তাঁহার সেবা হইতে পারে না। মনঃসংযোগ ব্যতীত সেবা হয় না। যেখানে সেবা, সেখানে সেবা সর্বক্ষণ স্বতঃস্ফূর্ত আছেই। আমি যাঁহার সেবা করি, তাঁহার কথা ভুলিয়া যাই—এ কথা হয় না। অদ্বিতীয় বস্তু শ্রীগুরুদেবে অভিনিবেশের অভাবই চাঞ্চল্য-নিবন্ধনের কারণ। দ্বিতীয়াভিনিবেশ সমস্ত অসুবিধার মূল। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই ভয়, সংশয় ইত্যাদি নানাপ্রকার অভিজ্ঞতার উদয় হইয়াছে। ইহা হইতেই ক্রমশঃ নাস্তিকতা—ভগবদ্বিরোধিতায় জীবকে পৌঁছাইতে হয়।

ভগবান এক, শ্রীগুরুপাদপদ্ম এক—অদ্বিতীয়। সুতরাং আমাদের পথও এক, লক্ষ্য একই। আমরা একের সেবক, একের সুখানুসন্ধানই আমাদের একমাত্র কৃত্য। এক প্রভুর সেবা না হইয়া যদি বহু সেবা আসিয়া সেবকের সেবাপথে দাঁড়ায়, সেখানে সেবক স্থির থাকিতে পারে না। সেখানে চঞ্চলতা আসিয়া সেবককে বিচলিত করে। সেখানে ঐকান্তিকতার অভাব। বহু বিষয়ে আকৃষ্ট সে কি করিয়া অচঞ্চল থাকিবে? তাহার মনের গতি বহুমুখী বলিয়া সে একান্ত মর্যাদা হারায়। অসুখ-কামনা বা অন্য স্পৃহা ছাড়ে না। অসুখ-কামনাই কাম নহে। সে ভুক্তিমুক্তিকামী। কামনা থাকিলে কাম পূরণের স্পৃহা থাকিবেই। শ্রীগুরুদেবের নিজসুখকামনা না থাকায় এবং সেবাসুখকামনায় সতত তৎপর থাকায় তিনি সর্বক্ষণ সেবাসুখ বাঁধে তৎপর। সেবার বিনা অবসর, তাঁহার অবসর সেবাতেই; প্রভুর সুখের জন্য তিনি সব করিতে পারেন।

শান্ত, অচঞ্চলতা, নিরপেক্ষতা প্রভৃতি ভক্তের ধর্ম, কিন্তু বর্তমানে মনের ধর্ম এতই প্রবল হইয়াছে যে, সে আমার উপর এমন নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

এখন একমাত্র শ্রীমাদের কৃপা ব্যতীত আর উপায় নাই। শ্রীল [illegible] বলিয়া ছেন,—"বাদের এমন [illegible] আছে, তাহার [illegible] আছ সমস্ত ই [illegible] ক্রিয়াকলাপকে ছাপাইয়া যায়। মনটা অনেক সময় নানা প্রকার বহুরূপী করে, সংশোধন দেখায়, কল্পনা করে [illegible] পড়ে, কি করিব —কিছুই [illegible] পায় না। সেই সময় জীবন-সমর [illegible] নাম [illegible] আমি [illegible] কেন্দ্রিতে [illegible] [illegible] যায় না [illegible] পথ দেখা দেন [illegible] সময় [illegible] না [illegible] করিয়া দিবেন। তখন [illegible] দেখা যাইবে। তাঁহারা দয়া করেন। তাঁহারা এমন কিছু আর নাই যে দয়া করিবেন না। অকিঞ্চন কাঙ্গাল হইলে তাঁহারা অবশ্যই দয়া করিবেন, কিন্তু [illegible] হইবে না।"

ভক্তগণের এই সকল কথা যদি মনে যান [illegible] তবে [illegible] ঠিক হয় —তাঁহার [illegible] আমাদের [illegible] হয়, তাহা হইলে আমাদের মনের চাঞ্চল্য আর থাকিবে না। [illegible] হইলে তাঁহাদের সুবিধাদের জন্য ব্যস্ত হলেই মনের চঞ্চল আপনা হইতেই কমিয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত মনের চাঞ্চল্য কিছুতেই কমিবে না।

অহৈতুকের [illegible] —শ্রীনাম, শ্রীধাম, শ্রীবিগ্রহ, [illegible] প্রতি অবিশ্বাস, অনন্য প্রভৃতি সব মনের ধর্ম। নির্মল অনাবৃত আত্মার এই সকল দোষ নাই। শুদ্ধ-আত্মা পরমাত্মার নিত্য শুদ্ধ সেবক। [illegible] বশতঃ আত্মার সেই সেবাবৃত্তি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এখন আত্মার বৃত্তি মায়ার দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাই অচেতনের নানা প্রকার ক্রিয়া জীবে লক্ষিত হইতেছে। সেবক আত্মা এখন নিদ্রিত। মনটা বহির্মুখ বিষয়েই একটা বস্তু, বিষয়ের সহিত তাহার মিত্রতা ও আসক্তি। চঞ্চল মন আমাদের প্রভুতারাধনই করিয়া থাকে। চঞ্চল মনের সহিত আমাদের চিরশত্রুতা। যদিও কখনও কখনও দুইজন আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে তথাপি আমরা কখনও তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিব না, তাহাকে বিশ্বাস করিব না। যতদিন মনের সাহচর্য থাকিবে, যতদিন মনের ভাল লাগা না লাগার মধ্যে থাকিব, ততদিন আমাদের সাধুসঙ্গ হইবে না, অহৈতুকের সেবা হইবে না। তাঁহাদের আদেশ পালন করিতে পারিব না, এ দিন সংসারেই পড়িয়া থাকিতে হইবে। মন চঞ্চলতাবেশে কখনও ভাল থাকিবে আবার খারাপ হইবে।" [illegible] নিজের আশ্রয় নিত্যা-

নন্দ শ্রীগুরুনিত্যানন্দের পাদপদ্মের আশ্রয়, আর্তি, দম, শমনা ও সহিষ্ণুতা ব্যতীত অন্য কোন কথা শুনিব না, চঞ্চল মনের সহিত বন্ধুত্ব রাখিব না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় লইয়া —তাঁহার হইয়া দয়া মনকে শাসন করিব। আরাধনোপযোগী বৃত্তাবর্জন শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া মনকে শোধন করিতে হইবে। মন মধ্যের আশ্রয় না পাইলে মনকে শোধন করা যায় না—অন্যপ্রকারে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

অহৈতুক-কৃপাময় কে ?

——:০:(×):০:——

মানুষের কর্মফলে যে সকল দৈহিক ও মানসিক কষ্ট হয়, তাহা মানকে বাধা না এবং লওয়া উচিত। মানুষের জন্য অহৈতুকের অতিরিক্ত কোন কথা নাই, তাহাতে মানুষই আছে, তাহাই সাধন। এই সাধনবলে নিত্যলাভ হয়। মানুষ দুঃখকার ও বহুবিধ আমাদের দুঃখকার পাইয়া আছে। সেই দুঃখকার বাহিরে হইলে এই জীবন কাটাতেই হইবে। এই দুঃখ-কষ্ট জীবের অবিদ্যাবন্ধন ছিন্ন করে—অজ্ঞানতাকে বিদূরিত করে। মানুষ দুঃখকার বাধা সহিয়া, তাহা বাধ্য নত্বেই যাহাই হইতে পারে। নতুবা অন্যের চেষ্টায় কিছুই হইবে না। মানুষকে [illegible] হইলে কাম নিয়াই দেখিতে হয় [illegible] হইলে কাম দিয়াই [illegible] হয়। কি নিকট কি দূরে যে কোন কারণ ঠিক না কেন, সর্বাত সকল সময় সময়ের মধ্যে সংকর্ম না করিতে হইবে, সব ছাড়া হবেন নিজ্জালেন অভিভূত হইতে হইবে।

শ্রীগুরুনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-পূরণকারী। 'নিত্যানন্দ পূর্ণ করেন চৈতন্যের কাম।' স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌর-প্রভু শ্রীনামসংকীর্তন প্রবর্তনের জন্য এ জগতে প্রকটিত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই মনোহভীষ্ট-পূরণ করেন—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। শ্রীনামসংকীর্তন যজ্ঞের হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্যু ও ব্রহ্মা—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। কলিকালের যজ্ঞ—শ্রীনামসংকীর্তন। এই যুগধর্মপ্রচারকারী শ্রীনামপ্রচারাচার্য শ্রীগুরু নিত্যানন্দপাদপদ্ম। শ্রীগুরুনিত্যানন্দ কৃপাপরবশ হইয়া আবাহন-পতাকা দ্বারা 'তুমি নন্দনন্দনের সেবক'—এই দিব্যজ্ঞান দিবার জন্য—আমরা কর্তাবুদ্ধি ভুলিয়া—অকর্মবিদ্ধ হইয়া যে নশ্বর দর্পণে মত্ত হইয়াছিলাম এবং তাহাকেই কর্তব্য মনে করিয়াছিলাম, আমাদের সেই অহঙ্কারকে বিদূরিত করিবার জন্য জগতে উদিত হইয়াছেন।

অহৈতুকভাবে সপরিকর শ্রীভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য যে কোন কৃত্য বা লক্ষ্য থাকা আমাদের কাহারও উচিত নহে। কিন্তু সেই ভগবানের সেবা কি আমরা করিতে পারি? মনোহভীষ্ট পূরণই ত' সেবা। ভগবন্মনোহভীষ্ট পূরণ করিতে কি আমরা পারি? আমাদের শ্রীগুরুনিত্যানন্দপাদপদ্মই ত' ভগবন্মনোহভীষ্টপূরণকারী। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ত' সর্বক্ষণ সর্বেন্দ্রিয়ে অনুকূলভাবে শ্রীভগবানের সেবা করিতেছেন। তিনিই ত' একান্ত ভগবৎসেবক। শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীভগবানের সেবা ব্যতীত একমুহূর্তও অন্য কোন কথা নাই। তাঁহার হৃদয়নিরেই ভগবান্ নিত্য আবদ্ধ। স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের প্রিয়তম সেবক, শ্রেষ্ঠ, নিজজন যিনি ভগবন্মনোহভীষ্ট-পূরণের জন্য জগতে উদিত হইয়াছেন যিনি আমাদিগকে তাঁহাদের ন্যায় কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার কথা জানাইলেন—তদ্ব্যতীত জীবসকলের অন্য কোন উপায় নাই—তাহাই জীবের সাধ্য ও সাধন, একথা জানাইলেন, তিনিই শ্রীগুরুনিত্যানন্দ।

শ্রীগুরুনিত্যানন্দ প্রথমে জীবাদের উপদেশ করেন, অনর্থনিবৃত্তি হইলে রূপের কথা কথা বলেন, আরও বেশী অনর্থনিবৃত্ত হইলে ভগবানের গুণের কথা বলেন, তদপেক্ষা অধিকতর অনর্থনিবৃত্তি হইলে লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্তন করিয়া পূর্ণভাবে জীবকে ভগবৎপাদপদ্মে আকর্ষণ করেন। শ্রীগুরুনিত্যা নন্দ নিত্য। আমাদের শ্রীশ্রীআচার্যপাদপদ্মও শ্রীগুরুনিত্যানন্দাবতার। তাঁহার সদাশিত্য [illegible] আমাদের মুহূর্তের জন্যও না হয়—মুহূর্তের জন্যও যেন তাঁহার শ্রীপাদপদ্মসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন না হই—অন্য কোন প্রাকৃত লোকের প্রভুত্ব হইয়া যেন বিষ্ণুতাহও তৎপাদপদ্ম হইতে বিচলিত না হই। কবে শ্রীচৈতন্যের শ্রীগুরুনিত্যানন্দপ্রভু আমার হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম স্থাপন করিবেন? কবে আমি তাহার কৃপায় তৎপাদপদ্ম সৌন্দর্য দর্শন করিতে পারিব? কবে তিনি কৃপাপূর্বক তৎপাদপদ্ম-সান্নিধ্যে আমাকে স্থান দিবেন? কবে তাঁহার শ্রীচরণরেণুতে অভিষিক্ত হইতে পারিব?

তাঁহার কৃপা না হইলে জীবের হরি-ভজনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে না। তাঁহার দয়া না পাইলে—দিব্যজ্ঞান লাভ না হইলে তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারা যায় না। তাঁহার প্রত্যেক ক্রিয়াই যে ভগবৎসেবার সর্বোত্তম আদর্শ—অজ্ঞানতার জন্য আমাদের এই দর্শন হইতেছে না। সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা আমাদের ন্যায় অনিপুণ ব্যক্তি কায়, মন বা বাক্য—কোন প্রকার উপকরণ দ্বারাই করিতে পারে না। কিন্তু তিনি যদি কৃপা প্রকাশ করেন, শ্রীচিত্তকে দর্শন করেন, যদি তাঁহার প্রসাদ লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে তাঁহার কৃপাতেই তাঁহার সেবা করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারি। যদি শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-সেবার ফলে আমাদের কোনদিন বুদ্ধি হয়, তখন আমরাও শ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রিয়তম পাত্র হইয়া শ্রীভগবানের সেবা করিতে পারিব। তিনি অযোগ্যকে দয়া করিয়া সেবার যোগ্যতা দেন, ইহাই আশা। তাঁহার অহৈতুকী দয়া না হইলে মাদৃশ অজ্ঞান, অহঙ্কারী, অপরাধী, পাপী ব্যক্তির নিস্তারের আর উপায় নাই।

এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে॥

মেদিনীপুরে প্রচার

——:০:(●):০:——

১২ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণ বেলুং নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত বিহারী মণ্ডল মহাশয়ের বাড়ীতে গমন করেন। তাঁহার ও গ্রামবাসিগণের আগ্রহে তথায় দুই দিবস কাল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ, কর্ম, জ্ঞান ও যোগের অকর্মণ্যতা, ভক্তিযোগের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব এবং গৃহস্থের কর্তব্য সম্বন্ধে শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী ও কৃপালী প্রভু পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে নিত্য মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্তন হয়।

১৩ই মাঘ, ২৭শে জানুয়ারী প্রচারকগণ কুমান নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত [illegible] মাইতি মহাশয়ের বাড়ীতে গমন করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গৃহস্থের সপরিবারে গৃহে থাকিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্ম ও তাঁহার একান্ত আশ্রিত শ্রীগুরু-দাসগণের সঙ্গ ও পূর্বক শ্রীহরির আরাধনা করাই একমাত্র কৃত্য, এ বিষয়ে ভক্তিশাস্ত্রীজী বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। পাঠের পূর্বে ও পরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্তন হইয়াছিল।

১৫ই মাঘ অপরাহ্ণে উক্ত গ্রামে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গের উচ্চ জয়ধ্বনি সহ একটী বিরাট নগর-সংকীর্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। নগর-সংকীর্তনান্তে সন্ধ্যার সময় ঐ দিবস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যে আদর্শ অনুসরণ করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের যে শ্রীহরিভজন করাই কর্তব্য তদ্বিষয়ে ব্রহ্মচারীজী অনেক কথা বলেন। তৎপর দিবস গ্রামবাসিগণের আগ্রহে কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণের শ্রীমন্মহা-প্রভুর নিকট পরিপ্রশ্ন ও তাহার উত্তর পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

ভুক্তি করি যে জনে চৈতন্য অবতার। সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার॥

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উড়িয়াভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। কটক শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোপাধ্যায় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতাচার্য্য বি-এ সম্পাদিত বাংলা পত্রিকা। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীপ্রভু-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীপ্রভু আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। গৌড়ীয় গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বহুদেশ তথা বঙ্গের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সজ্জনবৃন্দ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত উত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ ভগবৎ আচার্য্যবরের 'সত্যানুভূতির অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই 'অত্যাসেবনীয়'।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, তিনটির আলোচনা, ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব পরিপাটীর সহিত নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত গুণাকরন রায় এম-এ, বি-এল্,
পুরানা পল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

কলিকাতায় প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাগবত বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অঁাধা) ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অঁাধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹
৪র্থ খণ্ড—৷৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৹
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সংহিতা ।৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৩৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ৩৲
অঁাধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা। ৷৹
৩০। জীব-দিগ্দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। [illegible]
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

নবদ্বীপমঠে

৪৬। অর্চনকণ
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ,
৪৯। অর্চনবন্দ
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। [illegible] ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্‌টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবিজম
৭৫। [illegible]
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। এরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনআলয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য: ভলুম ওয়ান ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরি-নামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ১০
৮৪। শরণাগতি ৵

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৷৵

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

অন্তর্ভুক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীঅবধান ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার

কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩১১০

সেবক—শ্রীমদনগোপাল দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

(৩) শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী

(৭) কাজির সমাধি পাট

বামনপুকুর, শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীচৈতন্য দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গোডপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ উলুবাড়ি (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

মাসাপালি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) শ্রীবারাসাতে গৌড়ীয়মঠালয়

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চটক পর্ব্বত

সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বাবিজা পোঃ [illegible] ঢাকা।

সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

[illegible] পোঃ ঢাকা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ ময়মনসিংহ

সেবক—শ্রীপরমানন্দবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম।

সেবক—শ্রীপ্রাণমোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ সরভোগ কামরূপ, আসাম।

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible] দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible], ৫ড়ি, পি

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা।

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড গয়া

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় [illegible], [illegible] মিষ্টি

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible] [illegible] ইউ পি।

শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা

সেবক—শ্রীনীলাম্বর ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়

[illegible], মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ

[illegible], মথুরা।

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গৌড়ীয়বিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], [illegible]।

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, পোঃ [illegible] জেলা, [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র [illegible], [illegible]

নং পোঃ ২৬

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] গোদাবরী, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible] (পুরী)।

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible] মঠ

[illegible] পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) শ্রীআলালনাথ

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] পুর

সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়-[illegible]-মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]

সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]

পোঃ [illegible] (বঙ্গদেশ)।

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (মাদ্রাজ)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]।

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

প্লট নং ২

[illegible]

[illegible], ৫ ৫

সেবক—স্বামী বিনোদবাণী শাস্ত্রী,

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ [illegible]

[illegible], [illegible] (ইউ-পি)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যাম্বুধি গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড় প্রমঠ অফিস,

[illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ, পি)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত

শ্রী[illegible]কিশোর ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:*:-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷০		।৵০	।০
” ” ইঞ্চি ২৲		১॥০	১৲
অর্দ্ধকলম ৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩	৩।০
” সিকি কলম ১৫৲	১২
” অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮
” এক কলম ৩৫৲	৩০.

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক ”	৫
ত্রৈমাসিক ”	২৸০
মাসিক ”	

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-:*:-

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট”—

-:*:-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—সুন্দর সাজসজ্জিত বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্প্রদায় : এই গ্রন্থে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব যোগদক্ষ বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুবর রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ : এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রসিদ্ধান্তে [illegible] বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্র (chart) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিভাগসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

নবযুগ প্রেস্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের মঙ্গল ঘোষণা করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—নবযুগ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, বাংলা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে পরমজ্ঞানালোকে ভারতীয় মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, মতভেদ, [illegible], একায়ন, বন্ধন ও [illegible] [illegible]-বিষয়সমূহে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ, ভক্তিপথের সংশিক্ষাসমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—নবযুগ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত ব্রজবাসীলাল ভাণ্ডারী, শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যালীলাপাঠাই মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় উক্ত অন্থরাচিত পূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব সংস্করণ সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া উহার আদর্শ সংস্করণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের ব্যাখ্যা, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূল শ্লোক [illegible] শ্লোকের মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় অর্থ ও [illegible] এবং শ্রীল শ্রীবলদেবকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার [illegible], মূল-শ্লোকের [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] অতি সুন্দর [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা, শ্রীযোগপীঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা ৩ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। বর্ণানুক্রমে শ্লোকসূচী, ব্যাখ্যা, নবদ্বীপের প্রাচীন স্থান-নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী সম্বলিত .গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের একটি অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের লীলা ও শিক্ষা। ভিক্ষা চারি আনা। ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২ ৪
দমদম	৪-৫৬	৬-৭১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-৫০			২২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৯	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৬-৫৭	১৮-৫১	১৯-৩৪	০-২৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১৩-৭৩	১৫-৫	১৮-৫৯	১৯-৪০	২০-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১০-.৪	১৫ ৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪১
(বদল) ছাঃ	৭-১০		১০-১১		১৭-৩৮		২০-৩০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৮		১০-১৯		১৮-১০		২০-১০	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম..	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৫৩ (ছোট্ট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৪-৩২	১৬-৮	১৮-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১৭

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬ ৫৬	১৯-২৭	২০-৫৬	০-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭ ৪৫	৯-২৪	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৪০	২০-৩	২১-১৯	৪-১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫০	৯-৩০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২২	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-১	২১-১৬	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯ ২১	১১ ২০	১৪ ১৬	১৭ ৪৬	২১-৪০	২৩ ১৫	৬ ১৬	

"অমৃতবটী"

(ভারত-গবর্ণমেণ্টের দ্বারা রেজেষ্টারিকৃত)

গরীবদিগের শরীর নীরোগকারী আসল গৃহচিকিৎসক

ছোট, বড়, কঠিন, নূতন, পুরাতন—সব রকম রোগের মূল উৎপাটন করিয়া স্বাস্থ্যসম্পন্ন করে; পায়খানা পরিষ্কার করে; পেটের লিভার ঠিক করে; অম্বল হজম করিয়া নূতন পরিষ্কার রক্ত সঞ্চার করে; ধাতুপুষ্টি সাধন করে; বল, বীর্য্য, কান্তি আনয়ন করে; পুরাতন জ্বর ম্যালেরিয়া, নূতন ও পুরাতন spleen, খারাপ জ্বর, নিমোনিয়া, প্লেগ, কলেরা, পেটের হজম ও দাস্ত পরিষ্কার না হওয়া, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, অর্শ, বাধী প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

সুস্থ অবস্থায় সেবন করিলে ম্যালেরিয়া ইত্যাদি কোনপ্রকার রোগ হয় না। নবপ্রসূত শিশুকে ইহা খাওয়াইলে সকলপ্রকার রোগ হইতে মুক্ত থাকিবে ও সর্ব্বক্ষণ শরীর নীরোগ থাকিবে।

দাম—১শিশি (৩২ বটী)—১৲ ডাক্তার

একত্রে ১০০ বটী—২৲ বৈদ্যনাথ

(চারি আনার টিকেট পাঠাইয়া নমুনা আনাইয়া দেখুন)

"জঙ্গল-কুটীভবন"

যোগাভ্যাসী মনোমোহন প্যারে বৈদ্য, প্রধান চিকিৎসক, স্থাপক ও অধ্যক্ষ। জেনারেল ম্যানেজার ও এসিস্টেণ্ট চিকিৎসক—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত গোপালকৃষ্ণ পাণ্ডে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এইস্থে নিত্য একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" নিত্য ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪.৪ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর গাটীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বৃদ্ধ, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় কলকাতা শহর ক্রমে অত্যন্ত প্রচলিত। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৮০ দশ আনা বড় বোতল ১৸০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র-

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

চোরাবাগান কোম্পানী, দত্ত পাড়াপাড়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD NO C 1541

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভক্তি-বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য-সূত্রের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দর-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ভজনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-মাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রার্থনা এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ   ৩০ মাধব ৪৫৪ গৌরাব্দ ৩০শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১২ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৪১, বুধবার { ২৮১৮২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩০ মাধব মৃত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৪

ভক্তি ও ভক্ত

——::(০)::——

শরীরের ধর্ম ও মনোধর্ম বিষয়কালের প্রত্যেক জীবের সহিত সর্বতোভাবে এক হইতে পারে না। কিন্তু বৈষ্ণবগণ বা আত্মধর্ম প্রত্যেক জীবাত্মার ধর্ম। আত্মধর্ম—এক, তাহা ভগবানের সেবা। উহাতে বালক-বৃদ্ধ বিচার নাই, ধনী-দরিদ্র বিচার নাই, সবল-দুর্বল বিচার নাই, দেশ-বিদেশ বিচার নাই—যিনি আত্মবৃত্তির দ্বারা অহৈতুকভাবে অধোক্ষজবস্তুতে আত্মসমর্পণ করিবেন, তিনিই বৈষ্ণব এবং তাঁহার বৃত্তিই ভক্তিবৃত্তি। এই ভক্তিধর্মে ইন্দ্রিয়তোষণের কোন কথা নাই, ভক্তি নিখিল ভগবৎ-প্রয়াণ-চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নয়। ভক্তি দেহমনের ধর্ম নহে, তাহা আত্মধর্ম। ভক্ত আত্মার দ্বারা ভগবৎসেবা করেন। ভক্ত অধোক্ষজ ভগবানকে পাইবার চেষ্টা করেন না, পরন্তু ভগবান্ তাঁহার নিজ বান্ধব স্বরূপে যাঁহা আছেন, সেই স্বরূপেই ভক্তের আত্মাতে অবতীর্ণ হইয়া সেবোন্মুখ আত্মার দ্বারা পূজিত হন। ভক্ত বৈকুণ্ঠবৃত্তির দ্বারা বৈকুণ্ঠনাথের সেবা করেন। ভক্ত দ্বিতীয়াভিনিবেশ-নির্মুক্ত হইয়া ভগবানের সেবা করেন। ভক্তি ভাবুকতা বা ভজন ভোগান নহে। ভক্তি কৃষ্ণরতা।

শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞান। তিনি 'রসো বৈ সঃ' অর্থাৎ তিনি স্বয়ংই রস। অদ্বয়জ্ঞান বলিয়া তিনি স্বয়ংই বিষয়বিগ্রহ, স্বয়ংই আশ্রয়বিগ্রহ এবং স্বয়ংই রস। তিনি যুগপৎ বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহরূপে নিজেই নিজের আনন্দবিধান করিতেছেন। তাহা না হইলে বিলাস হয় না। ভক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তি। ভক্তি কৃষ্ণাকর্ষিণী। ভক্তি সর্বোপরিবর্তমান। ভক্তের ভয় নাই। যেখানে দ্বিতীয়াভিনিবেশ, সেইখানেই ভয়। কৃষ্ণাভিনিবেশই ভক্তি। এই ভক্তির মাহাত্ম্য সাক্ষাৎ কৃষ্ণতুল্য, বিভু, সর্বাশ্রয়, কৃষ্ণভক্তিস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করিয়াছেন।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

ভক্তি অধোক্ষজ বস্তুর প্রতি অহৈতুকী অপ্রতিহতা আত্মপ্রসাদনকারিণী নিত্যা বৃত্তি। ভাবপ্রবণতা বা উচ্ছ্বাস জল-বুদ্বুদের ন্যায় কখনও হয়, আবার থামিয়া যায়। কিন্তু ভক্তি এইরূপ জিনিষ নহে। তাহা অপ্রতিহতা, প্রবলবেগবতী ও কৃষ্ণমুখী। যেখানে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা পাইলে ভক্তির আড়ম্বর প্রকাশিত হয়, কিন্তু ভোগের উপকরণগুলি দৈবক্রমে তিরোহিত হইলেই তৎসঙ্গে সঙ্গে ভক্তিও লুকাইয়া যায়, সেরূপ কল্পিত ভক্তি মনোধর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়।

বৈষ্ণবতাই ভক্তি, বৈষ্ণবই ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণই অদ্বিতীয়। দ্বিতীয় বস্তু মায়া। দ্বিতীয়া-ভিনিবেশ নিখিল মায়াভিনিবেশ বা ভোগের প্রতি অভিনিবেশ। প্রভু বা সেব্যের প্রতি অভিনিবেশই অদ্বিতীয়াভিনিবেশ বা কৃষ্ণা-ভিনিবেশ। ভোক্তাভিমানে ভোগ্যের প্রতি অভিনিবেশই দ্বিতীয়াভিনিবেশ। কৃষ্ণভোগ্য জীব যেখানে নিজেকে ভোক্তা মনে করিতেছে, সেইখানেই ভ্রান্তি। যেখানে কর্ত্তৃত্ব, সেইখানেই ভয়। যেখানে নিজেকে কৃষ্ণভোগ্য বলিয়া উপলব্ধি, সেইখানেই কৃষ্ণাভিনিবেশ, কৃষ্ণসঙ্গ বা কৃষ্ণদর্শন। দাসাভিমান প্রবল না হইলে দ্বিতীয়াভি-নিবেশ বা ভোগের চিন্তা যায় না। কৃষ্ণদাসের সঙ্গে কৃষ্ণদাসাভিমান প্রবল হয়। ... এবং জীবের নিত্যপূজ্য হয়। এই মহা-ভাগবত বৈষ্ণব বা ভক্তের কৃপাপ্রভাবে অহৈতুক ও অব্যবহিতভাবে শ্রীগৌরকৃষ্ণ-সেবায় উন্মুখ শ্রীগুরুদাসেরই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইবার—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে স্নান করিবার যোগ্যতা লাভ হয়। বৈষ্ণব যে সে বস্তু নয়। বৈষ্ণব খুব বড় জিনিষ। মহাভাগ্য ব্যতীত সেই বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ লাভ হওয়া যায় না। বৈষ্ণব শব্দটির ন্যায় এত বড় মহৎ চেতনের শব্দব্রহ্ম—জগতে কেন, বৈকুণ্ঠেও নাই। যদি সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ব-উদারপ্রকাশক কোন ভাষা কিছু থাকে, তাহা হইলে সেই বস্তুই 'বৈষ্ণব' কথাটির দ্বারা প্রকাশিত। 'বিষ্ণু' বলিতে যেরূপ জীবের আপাতক ধারণার দিক্ হইতে বুঝাইতে গিয়া "যিনি বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন" এরূপ বলা হয়, তদ্রূপ বৈষ্ণব শব্দটিও সেই 'বিষ্ণুর সম্বন্ধীয়'—এরূপ আপাতক ধারণার দিক্ হইতেও সর্বাপেক্ষা বড় ও শ্রেষ্ঠ কথা। বৈষ্ণব আশ্রয়বিগ্রহ—সেবাবিগ্রহ। তাঁহার সেবা, তাঁহার সঙ্গ, তাঁহার কৃপা ও আশীর্বাদ ব্যতীত কেহ প্রতিষ্ঠিত হইবার—অগ্রসর হইবার অন্য উপায় নাই।

ভক্তের প্রকৃতিতে যোষিৎ অর্থাৎ ভোগবুদ্ধি নাই। ভক্তগণ দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া ভগবানের সুখসাধনে রুচিবিশিষ্ট। অভক্তের ন্যায় দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞানবিহীন হইয়া প্রাণহীন জড়-প্রত্যঙ্গের বিবিধ বেশ-ভূষা ও সৌষ্ঠব-সম্পাদনের স্পৃহা ভক্তের নাই। তাঁহারা ভগবান্ হইতে অসংলগ্ন হইয়া কোন বিচার বা কার্য্য করেন না। তাই ... তাঁহারা জানেন, বিশ্ব জীবের ভোগভূমিকা নহে, বিশ্ব বিশ্বনাথের সেবোপকরণ। সকলেই প্রাপ্তাধিকার ... সকলেই বৈষ্ণবের সেবালাভের সৌভাগ্য পায়।

সংকর্ষিগণ মহৎ। তাঁহারা উচ্চাবচ বিচারে বৈষম্য দর্শন করেন না অর্থাৎ নীচ ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ লৌকিক শ্রেষ্ঠতা প্রদান করিয়া কার্য্যতঃ ও অন্তরে তাঁহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়াই জানেন। আর ব্রাহ্মণগণ মহত্তম অর্থাৎ তাঁহারা অপর শ্রেণীর লোকের বৈষম্য পরিহার করিয়া সমদর্শী, কিন্তু তাঁহারা জীবকে নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে পারেন না। বৈষ্ণব—মহত্তম, কারণ তিনি মানদ অর্থাৎ তিনি সকলকে সম্মান করিয়া থাকেন। তিনি চান—সমগ্র জগৎ হরিভজন করিয়া তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ হউন, আর তিনি ঐ বৈষ্ণবদিগের তাঁহার প্রভু নিত্য সেবকসূত্রে আত্মপরতা করুন। কিন্তু ... মহতের আমরা পরদুঃখদুঃখী এই মহাভাগবতের মহত্ত্ব, উদারতা ও মহাবদান্যতা বুঝিতে পারি না। তাই হতভাগ্য আমরা ... দর্শী প্রভুর বৈষ্ণবের ... না ... হই! কিন্তু নিজে কোথায় আছি, তাহা একবারও ... করি না। এমনই আমাদের দুর্দৈব।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—যে সকল অকিঞ্চন ব্যক্তির ভগবানই একমাত্র ধন, শ্রীহরি তাঁহাদিগকেই ভালবাসেন এবং তাঁহাদিগকে সুহৃৎ জ্ঞান করেন। অতএব যে সকল ব্যক্তি পাণ্ডিত্য, ধন, কুল ও রূপের

আনুগত্যে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অকিঞ্চন সাধুগণকে তিরস্কার বা অবহেলা করেন, ভগবান্ সেই সকল দুর্বাবদিগণের পূজা গ্রহণ করেন না।

মহদতিক্রম করিয়া কেহ নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। তবে যে অসুরকর্ম মহদ্গণের সাময়িকভাবে প্রকাশ দেখা যায়, তাহা তাহাদের নিকটই অমঙ্গল ও আত্মবিনাশের বিজ্ঞাপনই প্রচার করিয়া থাকে। কিন্তু সকলের জন্য লৌকিক দৃষ্টিতে দেখা গিয়াছিল যে, শ্রীল ঠাকুর হরিদাস দুর্জন ব্যক্তিগণ কর্তৃক নানাভাবে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বাল্যকালে কিছু সময়ের জন্য অসুরগণের দ্বারা নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ কিছু কালের জন্য রাবণ ও কংসাদি অসুরের দ্বারা কতভাবেই না উদ্বেগগ্রস্ত বলিয়া প্রতীত হইয়াছেন; কিন্তু তাই বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্র এবং ভক্তপ্রবর শ্রীল ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীপ্রহ্লাদের কেশস্পর্শই কেহ করিতে পারে নাই, পরন্তু সেই অসুরগণ উহাদের স্ব-স্ব আত্মবিনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া ও সঙ্গে ব্যতিরেকভাবে ভগবান্ ও ভক্তের মাহাত্ম্য জগতে প্রচারিত হইবার সাহায্য [illegible] করিয়াছে, মহদতিক্রমকারীর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

কর্ম ও ভক্তি এক নহে। কর্মের উপায় ও উপেয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন কেহ কেহ একটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছেন। সেখানে অশ্বমেধ-যজ্ঞ কিছু উপেয় নহে, পরন্তু অশ্বমেধ-যজ্ঞ হইতে সমুদ্ভূত যে সুখ বা প্রতিষ্ঠা কিম্বা ইহলোকে ও পরলোকে দৈহিক ও মানসিক সুবিধা, তাহাই সেখানকার যজ্ঞ-কর্মের ফল। সুতরাং এস্থলে যজ্ঞক্রিয়ারূপ উপায় যজ্ঞফলরূপ উপেয় হইতে এক নহে, পরন্তু দুইটী ভিন্ন বস্তু। কিন্তু ভক্তি সেরূপ ব্যাপার নহে। ভক্তিতে উপায় ও উপেয় এক। উপায়ই তাহার পরিপক্কাবস্থায় উপেয়। যেমন কুঁড়ি পরে ফুল, উহার অপক্কাবস্থা হইতে আর একটী স্বতন্ত্র বস্তু নহে। এক আমই কাঁচা, ডাঁসা ও পক্কাবস্থাতে স্ব-স্ব অবস্থা প্রকাশ করিয়া থাকে। তদ্রূপ ভক্তিও সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিরূপে একই বস্তু। যেমন তাহার অশ্বমেধ-যজ্ঞাদির সমাপ্তি হইলে যখন আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তখন আর তিনি পুনরায় যজ্ঞাদির ক্লেশ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন না, পরন্তু ঐ ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন সুখ ভোগে রত থাকেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত কখনও ভগবৎসেবানুকূলতাৎপর্য্যবিশিষ্ট ভক্তিকে ত্যাগ ত' করেনই না, পরন্তু আরও অধিকতরভাবে তাহাতে আকৃষ্ট হন।

ভক্তিতে ফলত্যাগ বা ফলভোগের কোন কথা নাই। ভক্তিতে ফলটী কৃষ্ণ পান। ভক্তি আত্মার সহজবৃত্তি। আত্মা যখন ভগবৎসেবোন্মুখ হয়, যখন জীবের অন্যাভিলাষ না বুভুক্ষামুমুক্ষারূপ ফলত্যাগস্পৃহা এবং ফলভোগস্পৃহা নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ যখন তত্তদীপ্সা কর্মজ্ঞানস্পৃহা-বিনির্মুক্ত হওয়া তাঁহার সহজ নির্মলা অহৈতুকী অপ্রতিহতা অবস্থায় উদ্বুদ্ধ হয়, তখন সেই সেবোন্মুখ আত্মার আনুগত্যে দেহ ও মন যে সকল ভগবৎসেবানুকূলবিধায়িনী ক্রিয়া করেন, তাহাই সাধনভক্তি এবং এই সাধনভক্তি ক্রমশঃ সম্পূর্ণ ভগবদ্ভাববিভাবিত ও অনুরাগপ্রচুরা হওয়া ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিরূপে প্রকাশিতা হন।

কৃষ্ণের সংসার

যে সংসারের একমাত্র মালিক—একমাত্র প্রভু কৃষ্ণ, অর্থাৎ যে সংসারের সমস্ত কার্য্যের ফলটী কৃষ্ণ পান, তাহাই কৃষ্ণের সংসার। যে স্থানে সকল কার্য্যই শ্রীকৃষ্ণের সুখ-তাৎপর্য্যার্থে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে আত্মসুখবাসনার লেশমাত্রও নাই, তাহাই কৃষ্ণ-সংসার। কৃষ্ণের সংসারে ভৃত্যগণের দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা, ধন, যৌবন যথাসর্বস্ব প্রভুর সেবার উদ্দেশ্যে। কৃষ্ণের ভৃত্যগণের নিজের সুখ-সুবিধার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। তাঁহাদের কামনা কেবল প্রভুসুখবিধান প্রভুকে সুখ দিতে গিয়া যদি তাঁহাদের মহা দুঃখ লাভ হয়, তাহাতেও তাঁহারা বিহ্বল হন না, আবার যদি শরীর ক্লেশও আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতেও বিচলিত হন না। নিজের জন্য বিন্দুমাত্রও কোন কিছুর কামনা থাকিলে কৃষ্ণসংসারে প্রবেশ-লাভ হয় না। কৃষ্ণসংসারের ভৃত্যগণের নিজের জন্য কিছুই প্রার্থনা নাই, কিন্তু প্রভুর সুখের জন্য তাঁহাদের কামনার সীমা নাই। যখন জীবের নিত্যস্বভাব উদ্বুদ্ধ হয়, যখন জীব গুরুকৃপালাভ লাভ করেন, যখন গুরুপাদপদ্মে একান্ত শরণাগতি সহকারে 'নিষ্কিঞ্চন-পথ' বা [illegible] অবলম্বন করেন, তখনই জীব কৃষ্ণসংসারে প্রবেশের [illegible]—ইন্দ্রিয়ের দ্বারে হৃষীকেশের সেবা করিতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। কৃষ্ণসংসারের সংসারী জন কৃষ্ণসেবায় এত ব্যস্ত যে, তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন না। তাঁহারা কৃষ্ণের অনন্তমুখী সেবাসুখ-বিধানের জন্য কোটি কোটি ইন্দ্রিয় প্রার্থনা করেন। তাঁহাদের মন কৃষ্ণপাদপদ্মস্মরণে, বাক্য শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবমহিমা-কীর্ত্তনে, কর্ণ গুরুকৃষ্ণমহিমা-শ্রবণে, চক্ষু শ্রীবিগ্রহ-দর্শনে, নাসিকা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সৌরভ-আঘ্রাণে, জিহ্বা মহাপ্রসাদ আস্বাদনে ও হরিকথা-কীর্ত্তনে, হস্ত শ্রীমন্দির-মার্জ্জনাদিতে, পদ শ্রীধাম-শ্রীমন্দির পরিক্রমণে ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম-সন্নিধানে গমনে, মস্তক শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে প্রণতিতে এবং কাম অহৈতুকী ভগবৎকার্য্যে নিযুক্ত। তাঁহারা একমাত্র কৃষ্ণলাভ ব্যতীত অন্য কিছুই কামনা করেন না। তাঁহারা কৃষ্ণলাভ-লোভেই সর্ব্বক্ষণ 'হরে কৃষ্ণ' নাম করিয়া ভগবান্‌কে আহ্বান করেন। ভক্ত কখনও বলেন না—'হে ভগবন্, আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করুন'। তাঁহারা বলেন—'হে ভগবন্, স্বকর্মফলবশতঃ আমার প্রতি সুখ-দুঃখ, আপদ্-বিপদ্ যাহাই আসুক্ না কেন, আমি যেন কোন মুহূর্ত্তেই আপনার প্রীতি-কামনা ব্যতীত অন্য কামনা না করি, আমার যেন আপনার শ্রীপাদপদ্ম-বিস্মৃতি কোনক্রমেই না হয়। আমি সর্ব্বাবস্থায়ই যেন আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবালোলুপ থাকিতে পারি। 'তুমি মোর প্রভু, আমি তোমার দাস' এই অভিমানের অভাব যেন আমার মুহূর্ত্তের জন্যও না হয়। আমি অতি অযোগ্য, অতি দীন, অতি কাঙ্গাল, আমি কাম-ক্রোধের দ্বারা নিয়ত প্রপীড়িত হইতেছি, এখন আপনার কৃপা ছাড়া অন্য উপায় দেখি না, তাই আপনার শ্রীচরণাশ্রিত হইতেছি, কৃপাপূর্ব্বক আপনার ভৃত্যের নিত্য করিয়া আমাকে রক্ষা করুন, অহৈতুকী কৃপাপূর্ব্বক আপনার সেবাদানে পালন করুন। আপনার অহৈতুকী কৃপা ও সেবা ছাড়া আমি আর কিছুই চাহি না।'

কৃষ্ণের সংসারে কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই। সেখানে একমাত্র কর্ত্তা, একমাত্র চালক, একমাত্র [illegible] তিনি স্বামী, আমার সকলেই তাঁহার দাস বা সেবক। সেখানকার সমস্তই তাঁহার ইচ্ছামত চলিতেছে কর্ত্তা বা প্রভু দুইজন থাকিতে পারে না। প্রভু একজন আর সকলেই তাঁহার ভৃত্য দুই জন প্রভু বা কর্ত্তা হইলেই বাদ-বিসম্বাদ বা সংঘর্ষ হইয়া থাকে। একজন আর একজনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেই বিবাদের সৃষ্টি হয়। বিবাদ-বিসম্বাদ কাহার কাধ্য। সেখানে ভগবানের কোনও সম্পর্ক নাই। মায়াগ্রস্ত জীবমাত্রেই কর্ত্তৃত্বাভিমানী। তাঁহার কেউ কাহারও কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে চায় না। কর্ত্তা একমাত্র ভগবান্, তাঁহার ইচ্ছায় সমস্ত কার্য্য হইতেছে, তাঁহার ইচ্ছা না হইলে জীব শত-চেষ্টায়ও কিছু করিতে পারে না, এমন কি জীব মায়াবদ্ধ থাকাকালে পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারে না, তাই দুঃখকষ্ট পায়। যাঁহারা সাধুগুরুকৃপায় কৃষ্ণ-সংসারভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের এই সকল ঝঞ্ঝাট নাই। তাঁহারা ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বের ভারটী সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপর প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত। তাঁহারা বলেন,—

দারা-পুত্র-নিজ-দেহ কুটুম্ব-পালনে।
সর্ব্বদা ব্যাকুল আমি ছিনু মনে মনে
কেমনে অর্জ্জিব অর্থ, যশ কিসে পাব।
পুত্র-কন্যা-বিবাহ কেমনে সম্পাদিব॥
এবে আত্মসমর্পণে চিন্তা নাহি আর।
তুমি নির্ব্বাহিবে প্রভু সংসার তোমার॥
তুমি ত' পালিবে মোরে নিজদাস জানি
তোমার সেবায় প্রভু বড় সুখ মানি॥
তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়।
জীব বলে, 'করি আমি' সে ত' সত্য নয়॥
জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে।
আশা মাত্র জীব করে, তব ইচ্ছা ফলে॥
নিশ্চিন্ত হইয়া আমি সেবিব তোমায়।
গৃহে ভালমন্দ হ'লে নাহি মোর দায়॥

যাঁহারা কৃষ্ণের সংসারে প্রবেশ করেন নাই—যাঁহারা কৃষ্ণসংসার শ্রীগৌড়ীয়মঠের কোন সন্ধানই জানেন না—যাঁহারা এ জগতে কৃষ্ণের প্রতিনিধি, কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তম জন জীব-দুঃখে দুঃখী শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ পান নাই, তাঁহারাই কর্ত্তাভিমানে মত্ত হইয়া শুদ্ধগৌরসেবায় বঞ্চিত হইতেছেন ও হইবেন। সেবকের কর্ত্তাভিমান নাই, সেবক মালিক সাজিয়া সেবাবুদ্ধি দেখাইয়া কৃষ্ণকে কর্ম্মবদ্ধ করিতে যান না। তিনি অকিঞ্চন হইয়া কাতরভাবে অহৈতুকী সেবা প্রার্থনা করেন এবং নিরভিমান হইয়া তাঁহার সুখবিধানের জন্য আপ্রাণ যত্ন-চেষ্টা করেন। তিনি নিজ যত্ন-চেষ্টার প্রতি ভরসা না করিয়া তাঁহার অহৈতুকী কৃপার উপরই ভরসা করেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণের সংসার—কৃষ্ণের নামের সংসার—নামকীর্ত্তনের সংসার—মঠ। শ্রীনামই সেখানে একচেটিয়া মালিক বা মনিব; শ্রীনামই সেখানে Predominate করিবেন। সেখানে সর্ব্বদা ভগবদ্বিগ্রহের সংলাপ বর্ত্তমান। কাহারও master বা mistress অভিমান নাই। অনাচার=ভোগ (কর্ম) ও ত্যাগ (জ্ঞান)-রাহিত্য। যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র কৃষ্ণের ভৃত্য বিচার করিয়া কৃষ্ণের সংসার অর্থাৎ নামপ্রভুর সংকীর্ত্তনসেবা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা করিতে হইবে। জীবে দয়া—পরিচ্ছন্ন পরদুঃখদুঃখিতা। নিজের জীবন শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনযজ্ঞে আহুতি দিতে হবে, তবে প্রাণে প্রকৃত দয়া [illegible] হইবে। প্রত্যেক সকলের নিকট হরিকীর্ত্তন করিতে হইবে নিজের জীবনকে দান দিয়াও। অন্যে মান দিতে হইবে অর্থাৎ পাত্র বুঝিয়া পারমার্থিক ও ব্যবহারিক যেরূপ সম্মান আবশ্যক, তদ্রূপ যথাযোগ্য সম্মান দিতে হইবে। নিজেন্দ্রিয়-তর্পণমূলে flattery (তোষামোদ খোসামোদ) করিয়া ভোগা দিতে হইবে না।"

ভোগময় জগতে যেরূপ আহার, বিহার, নিদ্রা, বিত্ত-অর্জ্জন, অর্থসংগ্রহ প্রভৃতি নিজের এবং নিজের দেহবিস্তৃতি-স্বরূপ আত্মীয়-স্বজনের সুখসুবিধার্থে অনুষ্ঠিত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণের সংসারেও সমস্ত কার্য্যই কৃষ্ণভক্ত বুদ্ধির জন্য—কৃষ্ণসেবাবিধানের জন্য—গুরুবর্গের সুখের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ফলটা কৃষ্ণই পাইয়া থাকেন আর মায়ার সংসারে ফলটা নিজের জন্য কামনা করিয়া থাকে। মুক্ত পুরুষ ব্যতীত কেহই কৃষ্ণের সংসার করিতে পারেন না। মুক্ত

কৃষ্ণের পূর্ণাধিকার ব্যতীত কেহ কৃষ্ণের সংসারে বাস করিতে পারে না। সেবাভিলাষ না থাকিলে গৃহবাস সার্থক নহে। শ্রীগৌড়ীয়মঠই কৃষ্ণের সংসার। শ্রীগৌড়ীয়মঠে —কৃষ্ণের সংসারে কৃষ্ণের নিজজন আছেন, ইহা যাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহারাই গৃহবাস বা কৃষ্ণসংসারে বাস করিবার সৌভাগ্য পাইয়া থাকিবেন। কৃষ্ণভক্তের দয়া ও কৃপা ছাড়া কৃষ্ণ কি, কৃষ্ণসংসার কাহাকে বলে, কি করিলে কৃষ্ণসংসারের সুবিধা হওয়া যায়, তাহা কিছুই বুঝা যায় না। কৃষ্ণজনকে ফাঁকি দিয়া কৃষ্ণের সেবা করা যায় না, তাহাতে কেবল আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা হইতে পারে মাত্র। যেখানে পূর্ণ মুক্ত পুরুষ—কৃষ্ণনিজজনের আনুগত্যে যাবতীয় ইন্দ্রিয়চালনা, যাবতীয় কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান সাধিত হয়, তাহাই কৃষ্ণের সংসার। তাহাতে গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। কৃষ্ণের সংসারের আচার-ব্যবহার ও লক্ষণ এই যে, সেখানে কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যই নিজসুখে পর্য্যবসিত। স্বতন্ত্রভাবে নিজসুখ-চেষ্টা সেখানে নাই। তাঁহারা বলেন,—

তোমার সংসারে করিব সেবন
নহিব ফলের ভোগী।
তব সুখ যাহে করিব যতন
হ'য়ে পদে অনুরাগী।
তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ্
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্ম ব্যক্তিগণই কৃষ্ণের সংসারের সংসারী। যাঁহারা গুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়াছেন, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছেন—নিজের জন করিয়া লইয়াছেন। তাই ভক্তগণ সুখদুঃখ কোন অবস্থাতেই বিচলিত হন না। তিনি জানেন, "কৃষ্ণ মঙ্গলময়, তিনি সর্ব্বক্ষণই আমার মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন, মঙ্গলময়ের কোন বিচারই অবিচার নহে। মঙ্গলময়ের সবই মঙ্গল।" এই বিচার শরণাগত সেবকের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ থাকায় তিনি সর্ব্বদাই পরমানন্দে থাকেন। জগতের কোন ভোগ বা ত্যাগের বিচার আসিয়া তাঁহার চিত্তকে চঞ্চল করে না। তিনি যুক্তবৈরাগী। কৃষ্ণের সহিত যুক্ত হওয়ায় কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাকে জোর করিয়া কিছু ছাড়িতে হয় না। তিনি কৃষ্ণের আকর্ষণে পতিত হওয়ায়, মায়ার আকর্ষণ আপনা হইতেই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণসংসারীই যুক্তবৈরাগী। কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা তাঁহাকে জোর করিয়া ছাড়িতে হয় না, এগুলিই তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়, বিষয়-ভোগবাসনা আপনিই চলিয়া যায়। যিনি নিরন্তর কৃপা ভিক্ষা করিতে পারেন, তাঁহার অনর্থ থাকে না। অনর্থ থেকে থাকিলে কৃপা ভিক্ষা করা যায় না। শরণাগত হইয়া গেলে তাঁহার আর এই সকল জঞ্জাল থাকে না।

আমাদের সাধুর সঙ্গে হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করাই একমাত্র কার্য্য; এতদ্ব্যতীত আর অন্য কার্য্য নাই। আমাদের ২৪ ঘণ্টা সাধুসঙ্গ ও হরিনাম করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই আমরা কৃষ্ণসংসারের সংসারী হইতে পারিব। যাঁহারা কৃষ্ণের শরণাগত, তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই হরিসেবাপর। তাঁহাদের আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, ভ্রমণ—সকল কার্য্যেই কৃষ্ণসেবা হয়। ভক্ত চিদানন্দময় কলেবরে সর্ব্বদা কৃষ্ণসেবায় তন্ময় হইয়া থাকেন।

যিনি জগতের ধর্ম্ম-অধর্ম্মের হাত হইতে মুক্তি পাইয়াছেন—যিনি কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-পরায়ণ—আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের লেশমাত্রও যাঁহার নাই—যিনি জীবনে মরণে সর্ব্বাবস্থায়ই তাঁহাকে ভুলেন না, তিনিই কৃষ্ণ-সংসারী। এই কৃষ্ণ-সংসারী সাধুর কৃপা ব্যতীত আমাদের জগদ্ভোগবাসনার হাত হইতে নিষ্কৃতির অন্য উপায় নাই। তাঁহাদের অমায়ায় কৃপা লাভ হইলেই আমরা ভগবৎসেবায় অধিকার লাভ করিতে পারিব।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::•::——

গুরুবৈষ্ণবের অনুকরণ করিতে নাই। সর্ব্বদাই অনুসরণ করা দরকার। শ্রীগুরুদেবের সেবার উপকরণ সকলকেও গুরুবুদ্ধি করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবকে নিজের মত মরণধর্ম্মশীল মর্ত্ত্যমানববুদ্ধি করিলে চিরকাল নরকে যাইতে হইবে। আমরা যদি গুরুদেবের ব্যবহৃত ঘরে প্রবেশ করিয়া নিজের ভোগের জন্য তাহা আবদ্ধ করি, তাঁহার ঘরের মার্জ্জনাদি সেবা ও যত্নে সংরক্ষণ না করি, তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। পরমহংস বাবাজী মহারাজ যে গৃহ ব্যবহার করিতেন, সে গৃহকে অতি যত্নে সংরক্ষণ করিতে হইবে, সম্মান করিতে হইবে, দণ্ডবৎ করিতে হইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন কোন ব্যক্তি শ্রীল বাবাজী মহারাজের গৃহ ব্যবহার করিয়া অপরাধ সঞ্চয়পূর্ব্বক নরকে যাইতেছেন।

আমরা যদি জড়ভোগের জন্য এই মস্তকটীকে শরীরের উপর রাখিয়া গুরুকৃষ্ণসেবার চিন্তা না করিয়া অতি অশ্লীল ইতর চিন্তা করি এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা উহার রক্ষণ-পোষণ করি তাহা হইলে অসৎ হইয়া যাইব।

নির্ব্বিশেষ তর্কের পাদুকাকে মুকুট করিতে না পারিলে আমাদের সকলই অসুবিধা হইবে। কৃষ্ণভক্তের বিশেষ প্রিয়পাত্র না হইতে পারিলে যাঁরা আমাদিগকে সংসারকূপে ফেলিয়া দিবে। ভগবদ্ভক্তের চরণধূলিকণা মুকুট মস্তকে পরিধান করিয়া যে নিত্য সাম্রাজ্যলাভ হয়, তাহাতেই বিলাসবৈচিত্র্যের কথা সম্যক্ অবগত হওয়া যায়।

যিনি হরিনাম করেন না তিনি ভোগ বা ত্যাগে আসক্ত হইয়া পড়েন। হরিনাম না করিলে জীবের নিশ্চয়ই রোগ হইয়া যাইবে। ভগবানের চরণে অকপট দৃঢ় শ্রদ্ধাবিশ্বাস প্রয়োজন। ভগবানের চরণে যাঁহাদের অকপট দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে, তাঁহাদের সেবা করা দরকার। আমরা কোন দিন মরিয়া যাইব তাহার স্থিরতা নাই। নিজের মঙ্গলের জন্য এক মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব না করা ভাল। আমার বাড়ীটা পুড়ে যাচ্ছে, সে-দিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে হরিকথা শুনাই ভাল। আমার মানসম্ভ্রম যা আছে শরীরটা থাকাকাল পর্য্যন্ত, কিন্তু শরীরটা থাকবে না এইজন্যই চিন্তা হওয়া দরকার। অপরের পা ভাঙ্গা, বিত্ত বা সম্মান প্রভৃতিতে যদি লোভবিশিষ্ট হই তবে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা আমাদের সর্ব্বনাশ করবে। যে দু'দিন চার দিনের ভোগ দেওয়া কথা কয়, বড় শীতে টোপ দেখায়, মুড় মস্ত জাতীয় আমর লোকের বশবর্ত্তী হ'য়ে যখন তাহা খেয়ে ফেলে, তখন আমাকে বড় শীতে গেঁথে আবার মাংস খেয়ে ফেলে। আমাকে গাঁথবার জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা চার ফেলে থাকে। কতগুলি লোক জগতের বহু চার দেখে তাদের পরবর্ত্তে [illegible] তাদের কোন মঙ্গল হয় না। জগতে যে সুখ আছে তাহা অনিত্য। মানুষ দুঃখ পেতে পারে, চিরকাল পেতে পারে—কোনও নিত্য-সুখ। যদি সংসক্ত ব্যক্তি হন তা'হ'লে বুঝতে পারেন। সেইজন্য কালবিলম্ব না ক'রে পরমহিতাকাঙ্ক্ষীর নিকট যাওয়াই দরকার।

নিষ্কিঞ্চনের নিকট থেকে ধর্ম্মকথা শুনা দরকার। বাস্তব বস্তুর অনুকূল অনুশীলন হওয়া উচিত। Absoluteএর জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। এমন কোন ধনের প্রার্থনা করা আবশ্যক, যাহা ইহ জগতে নাই। বাস্তব সত্য কেবল জ্ঞানময় এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। যাঁ'রা তা'র জন্য প্রার্থী, তাঁ'রা ইতর বস্তুর প্রয়োজনে মুগ্ধ হন না।

সর্ব্বক্ষণই হরিকথা, নিদ্রাকালেও হরিকথা, জাগ্রতকালে আরও হরিকথা। 'কো নির্দ্ধেশ' বিচারে উদাসীন হওয়া উচিত নহে। এমন কোন্ মূঢ় আছে যে হরিকথা পরিত্যাগ ক'রে ইতরকথায় নিবিষ্ট থাকবেন। ভক্তিপথই কৈবল্যসম্মত পথ। যাঁরা পৃথিবীতে মানুষ হ'তে পেরেছেন, তাঁ'দের জন্যই এই ভক্তিপথ। রাজযোগ, হঠযোগ এগুলি বাহ্য কৈতব্যযুক্ত লোকের জন্য। হরিসেবাপরায়ণ মনুষ্যদের জন্য উহা নয়। ব্যভিচারিণী যুক্ত ভক্ত নয়। অনন্ত পদার্থকে ঈশ্বরবোধে স্থাপন করা, আমি সেব্য, ঈশ্বর সেবক এই বিচার হ'তে ছুটা সর্ব্বক্ষণে বিচার এসে উপস্থিত হচ্ছে।

হরিনামগ্রহণ ছাড়া অন্য alternative আছে, উহাই ভক্তপথ। হরিনামের আর অন্য কোন প্রকার alternative নাই। alternative কল্পনা করলেই—এই পৃথিবীর চতুর্ব্যূহঃ। হরিনামগ্রহণকারীগণকে একটা party মনে করছে যা'রা, আর হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনই একমাত্র পথ নয় যা'রা মনে করছে, তারা অপ্রাকৃতকে মাপতে চাচ্ছে, তারা মাপার দল বা মায়ার দল, অভক্তসম্প্রদায়

জীবনের অর্থ

(শ্রীসংপুরুষাম ব্রহ্মচারী)

চিত্তকে সর্ব্বদা কৃষ্ণভক্তিসুধাপ্লুত থাকা প্রয়োজন। কৃষ্ণভক্তিরূপ সুধাসমুদ্রের এক-বিন্দুও যিনি পান করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহার স্বভাবতঃ অতুল স্থির, ধীর ও নিরুদ্বেগাকুল হইবে। তিনি সেই সুধাপানে সমৃদ্ধ, নিজমানে স্পৃহাহীন হইয়া অপরকে মানদানে ব্যস্ত হইবেন। ইহা স্বাভাবিক-ভাবেই হইবে, অস্বাভাবিকভাবে নহে। তাহা না হইলে তাঁহার স্বভাবতঃ চিত্ত স্থির থাকে না। এক্ষেত্রে উচ্চতর পর্য্যায়ে পর পর বৈচিত্র্য আসিবে। কারণাধিকারী বহু [illegible] কাহারও [illegible] আসক্ত থাকিবে না। লৌকিকতা পরিহারপূর্ব্বক নিষ্কপটে গোবিন্দ-ভজনের পথে অগ্রসর হইলেই কোটী কোটী বাধা-বিপত্তি আসিবে —শুধু বাহিরে নহে, অন্তর্জগতেও। না বাধা মেনেও, না দ্বিধা করিয়া কাহাকেও কিছু [illegible] দেখা হয় না। নিষ্কপট ব্যক্তি সাধক হইতে পারেন। তাই তিনি ধৈর্য্যের সাত-প্রতিঘাতে মূর্চ্ছিত বা মুহ্যমান না হইয়া বরং আকুল হইয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে চিত্ত স্থির রাখেন।

'অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদন-সাধনে।
অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ॥'

সমস্ত সাধকভক্তের মুখ্য অবলম্বন শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুবৃত্তি আসিবে। ইহা যুক্তবৈরাগ্য। সতত অন্তরে অন্তরে যুক্ত থাকা দরকার। দৃষ্টি শুধু সাহিত্য না রাখিয়া অন্তরের অন্তস্তলে রাখিতে হইবে। নিজেও ভিতর-বাহিরের মধ্যে যুক্ত হওয়া কৃষ্ণ হইতে যাইবার পথিকে বিঘ্নস্বরূপে আমার ঐকান্তিকী ভক্তি হইল না—প্রতিষ্ঠাশা দুষ্টা শ্বপচরমণীর কবল হইতে আমি উদ্ধার পাইলাম না, আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিঃস্বার্থ কিছুতেই অনুধাবন করিতে পারিলাম—তাহা কিছু করিয়া তাহা নিষ্কপট অনুকরণ যায়, শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা উত্ত আমার আর পতনের কোন [illegible] প্রকার চিন্তা দ্বারা ক্লিষ্ট ও পীড়িত হওয়া ভক্তির স্বাভাবিক লক্ষণ। পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর নিত্য পরীক্ষিত তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে এই ভাবের চিত্রাবলীই দেখিতে পাই। 'সর্ব্বক্ষণ ভক-

কৃষ্ণের সঙ্গে সোণাছলে বাঁধিবে নতুবা হরিভজন হইবে না"— ইহা পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেবের উক্তি। আমাদের স্থিতি গতিতে সর্ব্বক্ষণ মান-অভিমান, জয়-পরাজয়, প্রতিষ্ঠা অপ্রতিষ্ঠা, সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, আশা, ভয় আদি জাগতিক অবস্থার দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইয়া চরিত্রবল স্থির থাকে, তাহার দিকে আমাদের অধিক মনোযোগ দিতে হইবে।

'জীবনের অর্থ কৃষ্ণভক্তির প্রবাহ' ইহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন। সেই অর্থ আমরা কি পরিমাণে লাভ করিয়াছি অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির প্রবাহ আমাদের অন্তরকে প্লাবিত করিতেছে কিনা দেখিতে হইবে। নতুবা অনর্থকে অর্থ মনে করিয়া ভুল হইতে পারে। অনুকরণ সহজ সহজ। সে ব্যাপারে মাংসচক্ষুই যথেষ্ট কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু মহাজনের অনুসরণ ব্যাপারটী সহজ নহে। তাহাতে সংযোগ, অর্থ, আন্তরিক, অকৃত্রিম ও নিরবচ্ছিন্ন চিত্তবৃত্তি, বহু শাস্ত্র জ্ঞান ঐকান্তিক আগ্রহ ও ব্যাকুলতার প্রয়োজন হয়। সোনা হয়ে অজস্রের কথা জানা যায়। সোনার অর্থ তার সোনাই—বড় সোনা। ... কিন্তু এই শ্রবণ হয়

লাভ প্রতিষ্ঠালোলুপ সম্ভোগরসপ্রমত্ত দুর্ভাগা দুর্জ্জনের জড় নীরস পাষাণ-কঠিন হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তির প্রবাহ থাকুক, একবিন্দুর কোটাংশের এক অংশও অনুভব হইল না। সুদুর্লভ মনুষ্যজীবনকে না জানি কোন্ ভাগ্যে হতাদর করিয়াছিলাম—অপেক্ষাও কোটীগুণ সৌভাগ্য কৃষ্ণপ্রাপ্ত জগদ্গুরুর পাদপদ্মে না জানি কোন্ ভাগ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। কত কত জন্মে এই মহা সৌভাগ্যের অধিকার হইয়াও কপালদোষে আবার তাহা হারাইলাম। আমার কেহ বা অন্যান্য প্রাকৃত-সহজিয়া, কেহ বা নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িলাম। আমাকে সতর্ক করিবার জন্য চোখের সামনে কত জলন্ত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হইল। কতই না ঘটনার পর ঘটনা বৈচিত্র্য আসিয়া চলিয়া গেল। এত প্লাবনে, এত ঝঞ্চাবাতে আমিও নগণ্য ক্ষুদ্র অযোগ্য দাসাধমরূপে কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে টিকিয়া আছি বলিয়া অভিমান করিতেছি। কিন্তু ইহাই কি চায়? সত্য সত্য চিরতরে টিকিয়া থাকার চেষ্টা করিতে হইবে কি না?

কিন্তু অজ্ঞ বালকের হাতে কোহিনূর বেশীক্ষণ থাকে না, বানরের গলায় মুক্তাহার অধিক সময় থাকে না। নগণ্য জীবাধমের ভাগ্যে সর্ব্বোত্তম সুযোগ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। কাজেই সুযোগ থাকিতে থাকিতে জীবন ধন্য করিয়া লইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত না হইলে অনুতাপ করিতে হইবে।

চঞ্চল জীবন- স্রোত প্রবাহিয়া
কালের সাগরে ধায়।
গেল যে দিবস না আসিবে আর
এবে কৃষ্ণ কি উপায়

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই গীতিতে আমাদের জন্য কতই না কাঁদিয়া গিয়াছেন, আমাদিগকে কতই না সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঠাকুরের করুণ-গীতিতে আমার পাষাণ প্রাণ গলে না— চমকিয়া উঠি না। গান গাইতে হয় তাই গাই। তাহার অর্থ প্রণিধান করি না। শ্রীল ঠাকুরের অন্তরে প্রবেশ করিতে চাহি না। তাঁহার প্রাণের দুঃখ পোষণ দিয়া অনুভব করি না। পরমারাধ্যদেব পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুকে কৃষ্ণভজনের নিগূঢ় রহস্য জানাইয়া বলিয়াছেন,—'ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ সর্ব্বক্ষণই অন্তরে অনুভব করিতে হইবে, নতুবা কৃষ্ণভজন হইবে না'

সূর্য্য প্রতিদিন পূর্ব্ব গগনে উদিত হইয়া পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়ে কিন্তু আমার নিদারুণ দুঃখে হাহাকার করিয়া উঠি না ত'। যামিনীর ঘন অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হইতে প্রগাঢ়তর হইয়া অবশেষে অন্তর্হিত হয়। আলোক প্রবেশ করে। আমি নিশ্চিন্তমনে নিদ্রাসুখভোগান্তে প্রভাতে উত্থিত হইয়া সেই প্রাণহীন বাঁধা গৎ গাহিয়া যাই—'বিভাবরী শেষ, আলোক প্রবেশ নিদ্রা ছাড়ি উঠ জীব।'

হায়! হায়! নিজের দুর্দশা চিন্তা ... কোন্ মুহূর্ত্তে ঘণ্টা বাজিবে, নিশান উড়িবে, কাঁসি বাজিবে কে জানে? পরমকরুণ শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা ভিন্ন মাদৃশ নগণ্য জীবাধমের সহস্র সহস্র চেষ্টাতেও ফল হইবে না, ইহাও সত্য।

করুণার সাগর নিতাইচাঁদ শ্রীগুরুদেব আমার কতই না চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমার দুঃখে কতই না নিত্যানন্দ-অভিন্ন শ্রীগুরুদেবের চক্ষু দুইটী ঝুরিতেছে। কিন্তু পাষাণ-কঠিন নির্দ্দয় পামর আমি নিজের অসাবধানতার জন্য—নিজের ক্ষণিক সুখের জন্য—লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার আসর জমাইবার জন্য কতই না তাঁহাকে কাঁদাইতেছি, কতই না তাঁহার প্রাণে ব্যথা দিতেছি, তাই তাঁহার অযাচিত করুণার প্লাবন আমার বদ্ধ হৃদয়দ্বারে করাঘাত করিয়া পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া যাইতেছে। তাই, হে পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব! ব্যাকুল হৃদয়ে সদা এই নিবেদন - এ জীবন যেন ব্যর্থ বহিয়া না যায়। এই সুযোগ যেন অবহেলায় বহিয়া না যায়। তোমার কৃপা ছাড়া কোনও উপায় নাই ক্রন্দন করা ছাড়া আমার আর কোন যোগ্যতাও নাই। কিন্তু ক্রন্দনও ত' আসিতেছে না। এখন উপায় কি? তাই নিজ চেষ্টা-বল-প্রভৃতি কল্পনা ছাড়িয়া তোমার ইচ্ছাতেই নির্ভর করিয়া থাকিবার অভিনয় করিতেছি। নিজের অযোগ্যতা দেখিয়া ক্ষোভ হইলেও, মুষড়িয়া পড়িলেও তোমার অত্যদ্ভুত পরম উদার করুণার কণ স্মরণ হইলে চিত্তে লোভের উদয় হয় তখন শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর এই উক্তি স্বতঃই চিত্তে উদিত হয়।

আপনে অযোগ্য দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ॥

তাই, হে দয়ালের শিরোমণি শ্রীগুরুদেব! ব্যাকুলহৃদয়ে সদা এই প্রার্থনাই জানাইতেছি, জীবন থাকিতেই যেন কৃষ্ণভক্তির প্রবাহ আমার হৃদয়ে অবতরণ করে। 'যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়।' তাই আমি কৃপার যোগ্যপাত্র। প্রভো, যেন বঞ্চিত না হই। কৃষ্ণভক্তির প্রবাহ যেন আমাকে এ জীবনেই প্লাবিত করে। যেন আমি যথার্থই অর্থবান্ হইতে পারি। 'জীবনের অর্থ কৃষ্ণভক্তির প্রবাহ' ঠাকুরের ঐ উক্তি যেন আমি শিরোভূষণ করিতে পারি।

শ্রীধামে শ্রীল আচার্য্যদেব

——::(*)::——

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার অযোগ্য কিঙ্করানুকিঙ্করগণের প্রতি নিজগুণে অহৈতুক-কৃপাপরবশ হইয়া এলাহাবাদ হইতে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার রাত্রে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। বহুদিন পর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণ দর্শন ও সেবার সঙ্গ পাইয়া শ্রীধামবাসী ভক্তগণের আনন্দের সীমা নাই। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যমঠে শুভাগমন করিয়াই তাঁহার ভজনকুটীরে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের অপার দয়ার কথা, শ্রীধামের মাহাত্ম্য, শ্রীধামবাস কাহাকে বলে, বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য প্রভৃতি কীর্ত্তন করিয়া ভক্তগণের চিত্তাকর্ষণ করেন। তৎপরদিবস প্রাতে ও অন্যান্য সময়ে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব মঠবাসী ভক্তগণের নিকট অনেকক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পরমারাধ্যদেবের অনর্থবিধ্বংসিনী ও মর্ম্মস্পর্শিনী বীর্য্যবতী বাণী যে সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য মাদৃশ অধমদের পাপমলিন হৃদয়কেও স্পর্শ করে ও হরিসেবায় যত্ন প্রেরণা আনিয়া দেয়, তাহা বোধ হয় আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না।

দিল্লীতে প্রচার

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গত ৩০শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার নিউদিল্লীর ডাক্তার সেনাহিত প্রবীণ ডাঃ শ্রীযুক্ত হরিপদ দাস মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাসভবনে গমন করেন। গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ বনীগোপাল ব্রজবাসী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "শ্রীরূপ-শিক্ষা" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী শনিবার শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-তিথি-পূজা-মহোৎসব শ্রীহরিসংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে অপরাহ্নে উপদেশক শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু "ভক্ততত্ত্ব" সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে ভক্তিগীতি, মহাজনপদাবলী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। পাঠে বহু ভদ্র মহোদয় ও ভদ্র মহিলা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়

উপরি উক্ত দিবসে স্থানীয় "নাগিয়ো ইউনিয়ন ক্লাবের" সভ্যগণের সাদর আহ্বানে মঠের সেবকবৃন্দ তথায় সরস্বতী-সভামণ্ডপে গমনপূর্ব্বক গুরুবৈষ্ণববন্দনা, মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিলে পর উপদেশক শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের "শ্রীঅজামিল-উপাখ্যান" হইতে গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বহু হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সভায় বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। মহামন্ত্র ও মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

মেদিনীপুরে প্রচার

১৮ই মাঘ ৩১শে জানুয়ারী শুক্রবার দিবস গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মধুরী নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত কালিকানন্দ পাঠা মহাশয়ের গৃহে সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর আবির্ভাব উৎসব দিবস ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনান্তে পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা, তথা সরস্বতীপূজা ও জড় সরস্বতী-পূজার পার্থক্য ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব সম্বন্ধে বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার পর বিভিন্ন মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শ্রীনিত্যানন্দ-আবির্ভাব-তিথিপূজা-উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গত ১০ই ফেব্রুয়ারী সোমবার শ্রীনীলাপ্রকাশ প্রকাশিত হয় নাই।

কর্ত্তা হর্ত্তা রক্ষিতা সবার আধার। নিজসেবকেরে ভক্ত দিয়া তাঁহার চরণ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] বেদান্ত [illegible] হইতে [illegible] গ্রন্থ [illegible] নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] গবেষণা এবং [illegible] আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভারতীয় পণ্ডিত দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত [illegible] সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড [illegible] সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় সূচিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান [illegible] (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা ১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রয়াপেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] শ্রীপাদ [illegible] 'অণুভাষ্য' [illegible] অনুবাদ ও ব্যাখ্যা [illegible] সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'সটীক' টীকা, [illegible] ভূমিকা ও সূচীসহ [illegible] সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীঅকিঞ্চন ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত [illegible] দাস এম-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—প্রথম [illegible]
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ৯৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible]
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (বাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৷০
৮। সংক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবদর্শন ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৪৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয় তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ॥০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন আম্নায় ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৶০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(বাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেমন বাংলা-ভাষা ৷০
২৭। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ (অনুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (অনুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
দীপ-দিশ-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-প্রমাণ ॥০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ [illegible]
৩৯। শ্রীগোদ্রুম কল্পতরু [illegible]
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ॥০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক [illegible]
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি [illegible]
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ [illegible]
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) [illegible]
৪৯। অর্চ্চনকণ [illegible]
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও [illegible] খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা [illegible]
৫২। মণিমঞ্জরী (অনুবাদ) [illegible]
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৶০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী [illegible]
৫৬ ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদাঙ্গ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ০
৬০। সাধ্যসাধন ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিজ্ঞাসা ।০
৬৩। নবীন-বিজ্ঞানসূত্রম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সাধ্যসাধ শিক্ষাষ্টক [illegible]
৬৬। গৌড়ীয়মঠপত্রিকা ৴
৬৭। সারাংশবর্ষণম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ [illegible] [illegible] ।
৭০। [illegible] ৴
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ [illegible] এণ্ড [illegible] ।০
৭২। [illegible]
৭৩। [illegible] এণ্ড [illegible] অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম
৭৫। লোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ [illegible] ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible] এণ্ড [illegible]
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৮১। সাধন-পথ ০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮৩। গীতাবলী ৵১০
৮৪। শরণাগতি ৶০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালী-প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার

কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১০

সেবক—শ্রী[illegible] দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

(৩) শ্রীযোগপীঠ-মায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]বিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(৭) কাজির সমাধি পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গোড়পুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

[illegible] - (শ্রীমুদ্রিকেন্দ্রের পশ্চিম বিভাগীয়)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible]কিশোর ব্রজবাসী

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।

সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ

[illegible]পুর, পোঃ ঢাকা

সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)

সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বৃন্দাবন[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

সেবক—শ্রীশিবনারায়ণবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম।

সেবক—শ্রী[illegible]মোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] আসাম।

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible] দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible], চট্ট, পি

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা)

সেবক—শ্রী[illegible]প্রভু দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible], গয়া

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়মঠ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible]বিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ

পোঃ [illegible] [illegible] (পি)

শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা

সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা

সেবক—শ্রীনীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রী[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) রাধাকৃষ্ণ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়

[illegible], মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) মহেশ বিহারী মঠ

[illegible], মথুরা।

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) গোকুলবিহারী মঠ—[illegible]

পোঃ [illegible], [illegible] [illegible]।

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, পোঃ [illegible] [illegible], পাঞ্জাব।

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ,

[illegible] রোড [illegible] দিল্লী

সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, [illegible]

নং [illegible] ২৬

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible], মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible]। পুরী।

সেবক—শ্রীগদাধর দাস অধিকারী

(৫১) [illegible]

[illegible] পোঃ পুরী [illegible]

সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]

সেবক—শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible]

পোঃ [illegible] পুর

সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]।

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]

পোঃ [illegible], [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]পুর, [illegible]

সেবক শ্রীদীনহীন দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)।

সেবক—শ্রী[illegible]চৈতন্য দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]। মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]।

সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

প্লট নং ২

[illegible]

[illegible]

সেবক—কুমারী বিনোদিনী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৬/৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ আশ্রম

[illegible]নগর, [illegible] (চট্ট-পি)

সেবক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস;

[illegible]পুর (পঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) সারস্বত-পীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, [illegible]পুর,

[illegible] (চট্ট, পি)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত

শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	৵০	।০
" " ইঞ্চ	২৲	১।০	১।০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪।০
" সিকি কলম ১৩৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৪৲	২০৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
ত্রৈমাসিক " ২৸০
মাসিক
প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রণীত বাংলায় অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (charts) সাহায্যে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিভাবসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র দুই আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুবন প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মধুবন প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে সনাতনধর্মাবলম্বী মানবগণের সম্প্রদায়, মতবাদ, মহাজন, অবতার, একায়ন, ধর্মমত ও তাঁহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ, পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ বোধ ও ধারণার বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং সমন্বয়, তাহাদের সম্যক্ সমন্বয়ও প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুবন প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-দেব সম্বন্ধে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ... শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ-তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযুক্ত নবকিশোর অধিকারী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সিদ্ধান্তসরস্বতী মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর অধিকারী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া গীতার পাঠক সজ্জনগণের পরিতোষ সাধন করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যাহা বলিবার আছে তাহা অবর্ণনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সেই অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক তৎপরে সেই অধ্যায়ে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোক ও অন্বয়ের প্রতিশব্দ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রভূত লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা ... আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযুক্ত নবকিশোর অধিকারী
শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীশ্রী ভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রয়োজনানুসারে তাঁহার উপদেশ-সকলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রতিপাদ্য বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায় বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য রত্ন। ৮০। ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৸০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া সংক্ষিপ্ত সারাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীযুক্ত [illegible] এম্ এ, বি-এল, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই. বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	৯-১-৬	৩-১০	১৬-১৬	১৭-৫০	২২ ৫
দমদম	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	৩-৪০			২২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৪	০-৫৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৯	১৭-৩৩	১৫ ৫	১৮-৩৯	১৯-৪০	১-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১০-৫৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৫১
(বদল) ছাঃ	৭-১০		১০-১১		১৭-৩৮		২০-৩০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮		১০-১৯		১৮-১০		২৩-১০	

(আপ -শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম"	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
" ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ ১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৯

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	-৬	১১ ৪	১৩-২২	৩৭-৮	১৮-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৩	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫৭	১১-৪৭	১৫-১০	১৬ ৫৮	১৯-৩২	২০ ৪৬	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৫	২১-১৯	৪-১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭-৪২	২০-২১	২১-২৫	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭ ৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩-৫	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২৭	১৪-১৬	১৭-৫৬	২২-৪০	২৩-১৫	৩-১৬	

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত -উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। কটক শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী -শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয়-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা শ্রীযুক্ত [illegible] কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা মাসিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় মোহনবিনাশন অপ্রাকৃত বৈষ্ণবশোর মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত সন্দেশ তথা স্বদেশের বিদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনবৃন্দের যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরূপ রঘুনাথানুগসিদ্ধান্তপ্রচারে ও অপসিদ্ধান্তখণ্ডনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর আচার্য্যবরের সম্ভাষণসূচক অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::o::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে নিত্য একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাই ষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার খ্যাতি দিগন্তব্যাপী। শিকড়, প্লীহা সংযুক্ত কামলাও এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

পোঃ শ্যামবাজার, ২৪ পরগণা।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD. NO C 1541

পদ্যপ্রসূনমালা
—৪—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিবিধ পদাবলী শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" ভাষ্য সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ভোজী, ঢাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড শ্রীমায়াপুর ১লা ফাল্গুন ১৩৪৭, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ বৃহস্পতিবার ২৮৩তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——:০:——

আমেরিকায় ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের ডিরেক্টর

ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের ডিরেক্টর স্যার এডওয়ার্ড পিকক্ সম্প্রতি প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজের বিমান ক্লিপার 'যমানযোগে আমেরিকায় পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার আগমনে যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে ব্রিটেনবাসীরা যে সকল ব্যবসায় করিতেছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের যে সকল ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ ফার্ম কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে অথচ যাহাদের শেয়ার শেয়ারের বাজারে কেনা-বেচা হয় না, যে উপায়ে কি করিয়া আরও বেশী করিয়া কাজে লাগান যায়, তাহা নিরূপণ করিবার জন্যই স্যার এডওয়ার্ড ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক আমেরিকায় প্রেরিত হইয়াছেন।

নিউইয়র্ক প্রভৃতি বড় বড় সহরে ব্রিটেনবাসীদের জমি ও ইমারত কি সম্পত্তি এবং বৃটিশ কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণাধীন আমেরিকান কোম্পানীসমূহের শেয়ারের মোট মূল্য কত তাহা সঠিক জানা নাই তবে একটী হিসাবে প্রকাশ যে, ইহাদের মোট মূল্য ৫০ কোটি পাউণ্ড হইবে।

বারাক্ট্ অধিকারে ভারতীয় সৈন্যদলের কৃতিত্ব

গত সোমবার প্রত্যূষে ব্রিটিশদের অগ্রগামী সৈন্যবাহিনী বারাক্ট্ অধিকার করিয়াছে। এই দলে পাঞ্জাব, গাড়োয়াল, বোম্বে ও শীমান্ত সৈন্যবাহিনীর সৈন্যেরা যুদ্ধে আগাগোড়া বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। পাঁচদিন ধরিয়া ভারতীয় বিগ্রেড অপরিসর এক গিরিসঙ্কটের মধ্য হইতে যুদ্ধ চালায়; আইকোটা ও বারাক্টুর মধ্যবর্তী পর্বতটিতে অন্য আর একটি বাহিনী ১০ দিন ধরিয়া লড়িয়াছে। ইহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই বারাক্ট্ অধিকার করা সম্ভব হইয়াছে। ঐ সকল সৈন্যবাহিনীর জন্য পথ পরিষ্কার করিতে ভারতবর্ষীয় পথ-প্রস্তুতকারী দল যে কর্মতৎপরতার পরিচয় দিয়াছে, তাহার সংবাদ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত অঞ্চলেই যুদ্ধ খুব তীব্র হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। ভারতীয় সৈন্যেরা বেয়নেট (বন্দুকের সঙ্গীন দিয়া) যুদ্ধ করিয়া শত্রুপক্ষকে তাহাদের পাহাড়ের উপরকার ঘাঁটি হইতে তাড়াইয়া দেয়। শত্রুপক্ষ তাহাদের উপর জোর আক্রমণ করিলে ভারতীয় সৈন্যেরা তাহাও প্রতিহত করে। একবার শত্রুপক্ষেরও দুইটি বাহিনী ইংরেজ পক্ষের উক্ত দিকের ঘাঁটি আক্রমণ করে, কিন্তু মাত্র এক ব্যাটালিয়ন ভারতীয় সৈন্যই তাহাদের নাকাল করিয়া হটাইয়া দেয়।

বারাক্টুর চতুর্দ্দিক বড়ই পর্ব্বত-বন্ধুর। অনেকটা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের দুরধিগম্য স্থানগুলির মতন। ভারতবর্ষীয় সৈন্যেরা এরূপ অঞ্চলের সহিত সুপরিচিত ও অভ্যস্ত থাকাবই এমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিয়াছে।

বারাক্ট্ এরিত্রিয়ার একটি বড় বাণিজ্য-কেন্দ্র এবং সামরিক ঘাঁটি। ইহা একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত।

৫০০ শত হইতে কিছু অধিক শত্রুসৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনী বর্ত্তমানে বারাক্ট্ হইতে আর ২৯ মাইল পূর্ব্বে ও ২০ মাইল দক্ষিণে অগ্রসর হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে আরও ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈন্য আগোর্দাট হইতে কেরেনের নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। প্রধান ঘাঁটির সংবাদে বলা হইয়াছে—"অতঃপর রাজধানী আসমারা দখল করিয়া সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করিতে হইবে।"

জার্ম্মাণ তৈলগুদামে বৃটিশ বিমান-আক্রমণ

জার্ম্মাণীতে এরোপ্লেন ব্যবহারের জন্য বহু কৃত্রিম তৈলের কারখানা আছে। উক্ত চাপের "হাইড্রোজেনেশান" পদ্ধতিতে কয়লাকে তরল হাইড্রোকার্বনে পরিবর্ত্তিত করা হয়। ১৪ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে এই পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছিল; বর্ত্তমানে ইহার এতটা উন্নতি হইয়াছে যে, এই পদ্ধতিতে এখন অতিশয় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তৈল প্রস্তুত হইতে পারে। জার্ম্মাণীর পক্ষে বিদেশ হইতে আমদানী করা পেট্রোলের পরিমাণ সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য; সুতরাং এই কারখানাগুলিকেই জার্ম্মাণী অধিকাংশ এরোপ্লেনের তৈল সরবরাহ করিতে হয়। ইহাদের বর্ত্তমান উৎপাদনের পরিমাণ জানা সম্ভব নহে; তবে ১৯৩৯ সালে এই কারখানাগুলি মোট ২,১০০,০০০ টন তৈল প্রস্তুত করিয়াছিল। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মত এই যে, ইহার উপর রুমানিয়ার সকল তৈলও যদি জার্ম্মাণী নিজে দখল করিয়া লয়, তাহাতেও জার্ম্মাণীর প্রয়োজন মিটিবে না। রুমানিয়ার উৎপন্ন তৈল রুমানিয়ার নিজের পক্ষেও যথেষ্ট নহে। এজন্যও রুমানিয়াও ইদানীং কৃত্রিম তৈল প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতেছে বলিয়া প্রকাশ।

কিন্তু বর্ত্তমানে গেলসেন কির্কেন, হামবুর্গ, ব্রেমেন, মিসবুর্গ এবং অন্যান্য স্থানের তৈলশোধনাগার এবং রেগেন্সবুর্গ প্রভৃতি স্থানের পেট্রোলিয়ামের গুদামে বোমাবর্ষণ করিয়া রাজকীয় বিমান-বাহিনী "লুফ্টওয়াফের" তৈল-সংগ্রহের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পরলোকে গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী

এথেন্স্ হইতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জেনারেল মেটাক্সাস অল্প সময় রোগভোগের পর তাঁহার কিফিসিয়াস্থ বাসভবনে ২৯শে জানুয়ারী সকাল ৬টা ২০ মিনিটের সময় পরলোক গমন করিয়াছেন।

আরও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ব্যাঙ্ক অব গ্রীসের গভর্ণর এম, আলেকজাণ্ডার করিজিস নূতন প্রধানমন্ত্রী হইলেন। অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্যে সকলেই আপন আপন পদে বহাল আছেন।

গ্রীসের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল জন মেটাক্সাস ১৮৭১ সালে কেফো:লনিয়া দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি বার্লিনের সামরিক কলেজে সমর-কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম্‌-এ মহোদয়ের গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ও এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট গ্রন্থ ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমালোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০টি অধ্যায়ে সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রয়াপেট্টা মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে অঙ্কিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'প্রমেয়রত্ন' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিবরণের আলেখ্য, ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব একাদশ সম্বর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয়-মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
অধ্যাপক সুধাংশুরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৫
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ১৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৯৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন আম্নায় ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৵০
২২। ভজন রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধামকথা (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। পুণ্ডরীক্ষিকা অপরোক্ষঃ সাম্প্রদায় ১৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সাম্প্রদায়) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
দীপ-চিত্র-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৵০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৵০
৪৩। সাধনক্রম
৪৪। গোদ্রুমকল্পতরু
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। জৈবধর্ম্মসংস্করণ (সপ্তম সংস্করণ)
৪৯। অর্চ্চনকল্প
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। স্তবমুক্তাবলী বা দাসাহোজস্তবাবলী
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষাটীকা) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভিন্নঃ ।০
৬৩। সটীক-সিদ্ধান্তসূত্রম্ ।০
৬৪। দশমূলম্ ।০
৬৫। সাত্বত সিদ্ধান্তম্
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্তবমালিকাঃ ৴
৬৭। সারার্থদর্শিনী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজী এণ্ড অণ্টলজি ।৷৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৷৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।৷৹
৭৫। তোয়ার্ডস গৌড়ীয়মঠ ইন ইউরোপ ৴৷৹
৭৬। দি ভাগবত ।৷৹
৭৭। এ্যারোটিক প্রিন্সিপল এণ্ড আনলেডি ইথিকন ।৷৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৷৹
৮১। সাধন-পথ ।৷৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴১০
৮৪। শরণাগতি ৶৷৹

হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৷৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ৸

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র সকল প্রচারিত — পারমার্থিক একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ } ১ গোবিন্দ ৪৫৪ গৌরাব্দ ১লা ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ২৮৩তম সংখ্যা

গীতসাহিত্যে শ্রীভক্তি-বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দর-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-মাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অম্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধামে শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব

——:০:(•):

শ্রীধাম-মায়াপুরের সংকীর্ত্তনরাসস্থলী শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিন্নকলেবর শ্রীবল-দেবাবতার শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব গত ১০ই ফেব্রুয়ারী সোমবার গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্য, কৃপানির্দ্দেশ ও উপস্থিতিতে দিবারাত্র নিরম্বু উপবাস ও নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীবাসঅঙ্গনে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মঙ্গলারাত্রিক উচ্চসংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইলে ভোর ৫টা হইতে তথায় শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ আরম্ভ হইয়া তৎপর দিবস পারায়ণ শেষ হয়। পরমারাধ্য-তম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে অগ্রণী করিয়া ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহকারে বিচিত্রবর্ণের পতাকা, মৃদঙ্গ, করতাল, শঙ্খ, ঘন্টা সহ বহির্গত হইয়া উচ্চসংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা করেন। অনন্তর বেলা ৯ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনের নাট্যমন্দিরে শ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও কৃপা-প্রার্থনা-সূচক বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশ অনুসারে শ্রীভক্তবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ্যাগতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ নবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ অধকদন ব্রহ্মচারী, ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এ প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের হরিকথা প্রভৃতি হইতে শ্রীশ্রীমন্নিত্যা-নন্দ প্রভুর অপার করুণা, শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় বেলা ১১ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত আলোচনা করেন। মধ্যে মধ্যে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। দ্বিপ্রহরে ঠাকুরের বিচিত্র ভোগের সময় ভক্ত-গণ ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কতিপয় ভক্ত সহ শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে শুভবিজয় করিলে সকলে ভক্তরণে প্রণত হইয়া তৎপাদপদ্ম বন্দনা করেন। অনন্তর তন্নির্দ্দেশানুসারে গুরুবৈষ্ণব-বন্দনার পর গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীনিত্যানন্দমাহাত্ম্য-সূচক পদাবলী কীর্ত্তন হইলে কীর্ত্তনসম্রাট্ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সুললিতকণ্ঠে "দয়াল নিতাই-চৈতন্য ব'লে নাচ্ রে আমার মন" ও "যশোমতীনন্দন" এই গীতিদ্বয় আবেগভরে কীর্ত্তন করেন। তাঁহার শ্রীমুখে চেতনোন্মেষী হৃদয়স্পর্শী গান শ্রবণ করিয়া ভক্তবৃন্দ পরমানন্দিত ও পরমোপকৃত হন। তৎপরে পুনরায় পাঠ কীর্ত্তন চলিতে থাকে। ঐ দিবস শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন হইতে শ্রীচৈতন্যমঠে আসিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপর দিবস মধ্যাহ্নে প্রায় তিন শত ব্যক্তি এবং শ্রীধামবাসী ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় মহোৎসবটী নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে দেখিয়া ভক্তগণ পরমানন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠে হরিকথা

——::(•)::——

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও ডক্টর নিয়োগী

প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুত পঞ্চানন নিয়োগী, এম্-এ, পি-এইচডি, পি আর এস, এফ্ এন আই, আই ই এস, মহোদয় গত ৬ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার শ্রীধাম-দর্শনার্থ সপরিবারে শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করেন। তিনি শ্রীধামে কএকদিন অবস্থানপূর্ব্বক মহামহোপ-দেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু ও অন্যান্য মঠবাসী ভক্তগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী সোমবার প্রাতে তিনি পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে অনেকক্ষণ যাবৎ শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত হরিদাস মিত্র এম্-এ মহোদয় এবং মঠবাসী ভক্তগণও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সদুপদেশপূর্ণ বীর্য্যবতী শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত ও উপকৃত হন।

কাশীতে কীর্ত্তন

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে নিয়মিতভাবে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত এবং সন্ধ্যায় দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ, গৌড়ীয় ও শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিনপঞ্জী প্রভৃতি আলোচনা করিতেছেন।

ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষার ফল

——::(•)::——

[গৌরাব্দ ৪৫৪, শ্রীগৌরজন্মোৎসব-বাসর, শ্রীচৈতন্যমঠ]

২য় বিভাগ

১। শ্রীহরেন্দ্রনাথ পালিত
২। শ্রীব্রজসুন্দর পাড়ী
৩। শ্রীপ্রণতজন দাস অধিকারী

৩য় বিভাগ

১। শ্রীনাগেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী
২। শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী
৩। শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস
৪। শ্রীমুকুন্দমোহন ব্রহ্মচারী
৫। শ্রীসতীশচন্দ্র দাস
৬। শ্রীচক্রধর দাস অধিকারী
৭। শ্রীপশুপতি দত্ত
৮। শ্রীরূপবিগ্রহ ব্রহ্মচারী
৯। শ্রীগুরুপদ ব্রহ্মচারী

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি পূজা

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী সোমবার পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব-তিথিপূজা কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীপাদ হরিদাস ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈঃ চরিতামৃত হইতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর পূর্ব্বপরিচয়, তাঁহার আবির্ভাব, লীলা ও তত্ত্ব সম্বন্ধে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরিশেষে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে" গীত ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

দয়ালুকে কৃষ্ণভক্তে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

গোবিন্দ আদি [illegible] গৌরাব্দ ৪৫৪

কলিযুগের ধর্ম্ম

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ও সাধ্য। শ্রীকৃষ্ণনাম নামী হইতে অভিন্ন। কৃষ্ণনাম জড় দেশ, কাল, পাত্রের অন্তর্গত কোন জড়শব্দবিশেষ নহেন। কৃষ্ণের শাব্দিক অবতার—শ্রীকৃষ্ণনাম। স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ যেরূপ অচিন্ত্যশক্তিশালী, শ্রীনামও তদ্রূপ শক্তিশালী। হরিভজনের বাধা শ্রীনামের কৃপায় অপসারিত হয়। কায়মনোবাক্যে শ্রীনামের শরণাগত হইলে শ্রীনামসেবার বাধা চিত্তবিক্ষেপাদি শ্রীনামের কৃপাতেই দূরীভূত হয়। শ্রীনাম সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহার শ্রীরূপ, শ্রীগুণ, শ্রীলীলা, শ্রীপরিকর বৈশিষ্ট্য সবই আছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, শ্রীনাম—নামস্বয়ং। কলিকালে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ জীবের উদ্ধারের জন্য নামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কলিযুগের জীবের প্রতি কৃষ্ণের অপার করুণা। কৃষ্ণই নামরূপে আসিয়াছেন, আবার তিনি শ্রীনামরূপী কৃষ্ণকে দিবেন বলিয়া কৃষ্ণই জীবের প্রতি অশেষ করুণা করিয়া কৃষ্ণই নাম ও নামাচার্য্যরূপে বিদ্যমান। শ্রীনামকীর্ত্তনই চিত্তশোধন। শ্রীনামকীর্ত্তনই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তির একমাত্র ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চন ও কলিতে শ্রীনামকীর্ত্তন। কলির জীবের অযোগ্যতা খুব বেশী। তাই কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক জীব-উদ্ধারের জন্য নামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥

এই জন্যই শ্রীনামের সেবায় পাপী, তাপী, নারকী, পশু-পক্ষী, স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই সমান অধিকার আছে। শ্রীনামগ্রহণের কোন স্থানাস্থান, কালাকাল, পাত্রাপাত্রের বিচার নাই। শ্রীনামকীর্ত্তন শয়নে, ভোজনে, ভ্রমণে, জাগরণে সর্ব্বাবস্থায় সকল কালেই করা যায়। কিন্তু শ্রীনাম এত সুলভ হইলেও হতভাগ্য দুর্ভাগা আমাদের তাহাতে রুচি হয় না। আমরা চব্বিশ ঘণ্টা ইতর চিন্তা লইয়া থাকিতে পারি, কিন্তু শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম আমাদের স্মৃতিতে থাকে না। আমাদের সকল কার্য্যেই সময় আছে, কিন্তু একমাত্র কৃত্য শ্রীনামকীর্ত্তনে আমাদের সময় হয় না। আমরা সর্ব্বক্ষণ বাজে কথা বলিয়া গল্পিয়া অনায়াসে সময় অতিবাহিত করিতে পারি, কিন্তু শ্রীনামের শ্রবণ-কীর্ত্তনে নানাপ্রকার চিত্তবিক্ষেপ, জড়ের অঙ্কুরণ, আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রা আসিয়া আক্রমণ করে। হায়! হায়! এরূপ অনর্থগ্রস্ত আমাদৃশ হতভাগ্যের গতি কি হইবে? আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, একমাত্র পালনকর্ত্তা, একমাত্র প্রভু শ্রীনামসেবায় আমাদের রুচি নাই। শ্রীনামের প্রতি বিশ্বাস নাই। তাই এরূপ দুর্দ্দৈব আমাদের গ্রাস করিয়াছে।

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

হে ভগবন্! তোমার শ্রীনামে তোমার সমস্ত শক্তি অর্পিত আছে, সেই নামস্মরণে কোন নিয়ম নাই, কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! সেই নামে আমার অনুরাগ হইল না। অপরাধে হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের কি করিলে শ্রীনামে রুচি হয় তৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,

"শ্রীনামগ্রহণে আমাদের সর্ব্বাগ্রে রুচি হয় না, কিন্তু সর্ব্বক্ষণ আগ্রহের সহিত ভগবন্নাম গ্রহণ করিতে করিতে শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি হয় ও শ্রীনামের কৃপা পাওয়া যায়, শ্রীনামই সাক্ষাৎ ভগবান্, সুতরাং পরম শ্রদ্ধার সহিত ভগবৎসেবায় রুচি হইলে শ্রীনামগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সেব্যবস্তু আমাদের নিকট উপস্থিত হন। যাহাতে শ্রীনামের কৃপা হয়, তাহাই সর্ব্বতোভাবে শ্রীনামের নিকট প্রার্থনা করিবেন।"

শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—শ্রীনাম প্রভুর কৃপালাভের জন্য অবিরাম আর্ত্তি ও আত্মনিবেদন, তাঁহাতে শরণাগতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনভজন। সম্বোধনাত্মক 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্রের কীর্ত্তন কেবল নামের নিকট আর্ত্তের প্রার্থনা। 'হে হরে, হে কৃষ্ণ, হে রাম চিদ্ঘনসুখস্বরূপ, হে গোকুলমহোৎসব আমাকে কৃপা কর।' এই কৃপার প্রার্থনায় আর্ত্তি যাঁহার যত প্রবল ও ব্যবধানরহিত, তিনি ততই ভগবৎ-সেবার প্রতি উন্মুখ, যিনি যত নামাশ্রয়ী, তিনি তত ঘনীভূতভাবে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিতেছেন। আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় নামাচার্য্য ও শ্রীনামপ্রভুর দ্বারা নিয়মিত হইবে। ধনি-প্রতিধ্বনিরূপে কর্ণের দ্বারা পরিসেবিত গুরুদেবের বাণীর সহিত নিজের আচরণকে মিলাইতে হইবে। যাহা আমরা শ্রবণ করি, কীর্ত্তন দর্শন করি, আস্বাদন করি, ঘ্রাণ করি অথবা স্পর্শ করি, তদ্বারা কি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ও শ্রীনামের সেবা হইতেছে, অথবা ঐ সকল আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের পথে চলিতেছে, ইহা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভজনশীল বৈষ্ণবের নিকট সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ও তৎসঙ্গে তাঁহার কীর্ত্তিত বাণীর কষ্টিপাথরে নিজের আচার-বিচার পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। যখনই ইন্দ্রিয়সমূহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের ও শ্রীনামের তর্পণবিধান না করে, দেখিতে পাওয়া যায়, তখনই বেশী সতর্ক হইতে হইবে।"

ভজনাঙ্গকীর্ত্তনে যাঁহার যে প্রকার রুচি, তাঁহার বৈষ্ণবতাও তদনুরূপ। যাঁহারা কৃষ্ণে সম্পূর্ণ শরণাগত, তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই শ্রীনামকীর্ত্তনপর। এইরূপ সাধুর একমুহূর্ত্ত সঙ্গ ছাড়া হইলে আর হরিনাম হইবে না। সাধুর সঙ্গে শ্রীনামকীর্ত্তনই জীবের একমাত্র কার্য্য।

"নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।"

ভক্তাবতার

(প্রাপ্ত)

শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদভক্তবর্গ শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তি হইতে প্রকটিত। শ্রীভগবানের পার্ষদ তাঁহার লীলা-পরিকর। শ্রীভগবানের ধাম শ্রীগোলোক-বৈকুণ্ঠ তদীয় ভক্তগণের নিবাসস্থল। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিকরগণ শ্রীভগবানের ন্যায় নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ ও মুক্ত। তাঁহাদের অপ্রাকৃত লীলাবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়। তাঁহারা 'বহু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বান্তর্যামী; ঈশ্বর অর্থাৎ নিগ্রহানুগ্রহসামর্থ্যযুক্ত এবং "কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থ" অর্থাৎ তাঁহারা যে কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান, অননুষ্ঠান ও বিপরীত অনুষ্ঠানে সমর্থ। তাঁহারা 'নিত্যকাল মায়াতীত, জাগতিক বিধিনিষেধের অনধীন, স্বতন্ত্র-স্বেচ্ছাময় অধোক্ষজ-তত্ত্ব। শ্রীভগবানের পার্ষদ শ্রীভগবানের সহিত অভিন্ন, তাঁহারাই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা কায়ব্যূহ বলিয়া শ্রীভগবানের ন্যায় অপ্রাকৃত ও সর্ব্বচিদ্গুণসম্পন্ন বস্তু।

তটস্থশক্তি-প্রকটিত যে সকল জীব প্রথম হইতেই ভগবদুন্মুখ, তাঁহারা নিত্যমুক্ত সংজ্ঞায় অভিহিত হন। তটস্থশক্তি-প্রকটিত জীব অপূর্ণ, অণু ও নিগ্রহ-বিধেয়ের অনধিকৃত তটস্থভাবসম্পন্ন হইলেও নিত্যভগবদুন্মুখতাক্রমে শ্রীভগবান্ ও তদীয় নিত্যসিদ্ধ পার্ষদভক্তগণের কৃপাবলে যখন ভগবদ্ধামে আশ্রয়লাভ করেন, তখন তাঁহাদের ভগবদ্ভক্তি উদযোগবারা এবং শ্রীবলদেবের কৃপাক্রমে শ্রীভগবৎসেবার প্রতিকূলভাবসমূহ যেমন—অপূর্ণতা, মায়াবশযোগ্যতা, তটস্থভাব প্রভৃতি দূর হইয়া পার্ষদদেহপ্রাপ্তি ঘটে। নিত্যমুক্ত জীব স্বীয় রুচিক্রমে ঐশ্বর্য্যধাম শ্রীবৈকুণ্ঠ বা মাধুর্য্যধাম শ্রীগোলোকবৃন্দাবনে নিত্যাশ্রয় লাভ করেন ও সেই সেই ধামোপযোগী পার্ষদদেহ বা ভাববতী তনু লাভ করেন। বৈকুণ্ঠধামাশ্রিত জীব শ্রীসঙ্কর্ষণ-প্রকটিত ও শ্রীবৃন্দাবনপ্রাপ্ত জীব শ্রীবলদেব-প্রকটিত অথবা মতান্তরে শ্রীকৃষ্ণভজনপরায়ণ হইলে স্বরূপশক্তি শ্রীবার্ষভানবীর অংশরূপেই পরিজ্ঞাত হন। তখন আর তাঁহাকে কারণাব্ধিশায়ী হইতে প্রকটিত তটস্থ জীব বলা হয় না; কারণ, শ্রীগোলোক বৈকুণ্ঠ বিশুদ্ধ, পরিপূর্ণ চিচ্ছক্তিরই বিলাস; তথায় জড় বা তটস্থের অবস্থান নাই।

যে সকল জীব সৎসঙ্গপ্রভাবে ভগবৎকৃপাবলে বদ্ধদশা হইতে মুক্তিলাভ করেন, তাঁহারা নিত্যমুক্তগণের সদৃশ অবস্থা লাভ করিয়া ভগবৎসেবাপর হন। মুক্ত জীবকুল পার্ষদবৃন্দের সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হন না; পরন্তু পার্ষদগণের আনুগত্যে ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন। নিত্যসিদ্ধ-পার্ষদ, নিত্যমুক্ত ও বদ্ধমুক্ত সেবক সকলেই শক্তিতত্ত্ব, সেবকতত্ত্ব বা ভক্তত্ত্ব। তাঁহারা কেহই শক্তিমান্, সেব্য বা পুরুষ নহেন। ভগবৎসেবকগণ আশ্রয়বিগ্রহ বা সেবক-ভগবান্; তাঁহারা বিষয়বিগ্রহ বা সেব্য-ভগবান্ নহেন। তাঁহারা মায়াতীত বটে; কিন্তু মায়াধীশ অর্থাৎ মায়ার প্রভু বা নিয়ামক নহেন। তাঁহারা ভোক্তা নহেন, পরন্তু ভোগ্য। তাঁহারা পুরুষোত্তমের সেবক; পরন্তু স্বয়ং পুরুষোত্তম নহেন। পুরুষের যে অপরিহার্য্য লক্ষণ কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব, তাহা তাঁহাদের নাই। পুরুষোত্তমের সেবক স্বয়ং ভোগ্যতত্ত্ব, সুতরাং তাঁহার ভোক্তৃধর্ম্ম নাই। আবার সেবক সর্ব্বদা সেবাকার্য্যেই অধিকারপ্রাপ্ত পরন্তু জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁহাদের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, উহাতে পুরুষোত্তম ভগবানেরই একচেটিয়া অধিকার। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে চতুঃষষ্টিগুণে ভগবান্, উহার মধ্যে প্রথম পঞ্চাশটি গুণই বিন্দুরূপে জীব ভক্ত সাধারণে দৃষ্ট হয়। অধিকারী ভক্তবিশেষে আরও পাঁচটি গুণের সমাবেশ থাকলেও 'অবিচিন্ত্যমহাশক্তিত্ব' হইতে আরম্ভ করিয়া শেষোক্ত নয়টি গুণ শ্রীভগবানেই লক্ষিত হয়, উহা ভক্তে দৃষ্ট হয় না। তন্মধ্যে শেষ চারিটি গুণ কেবলমাত্র স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেই বর্ত্তমান। শেষোক্ত নয়টি গুণ পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের অসমোর্দ্ধ কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের পরিচায়ক।

এ-পর্য্যন্ত যে প্রকার ভক্তের কথা বলা হইল, তাঁহারা শক্তি, সেব্য বা আশ্রয়তত্ত্ব। এতদ্ব্যতীত শ্রীপুরুষোত্তম ভগবানের আর একপ্রকার সেবকও আছেন। শ্রীভগবানের দাস্যে মাধুর্য্য এত অধিক, উহা এব বিচিত্র-চমৎকারিতাময় যে, শ্রীভগবান্ শক্তিমান্ সেব্য, বিষয়বিগ্রহ হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া নিজের সেবামাধুর্য্য নিজেই আস্বাদন করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ, সমগ্র রসের ভোক্তা শক্তিমত্তত্ত্ব, নিখিল অবতার-সমূহের আর

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

অংশী। কিন্তু স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ হইয়াও তিনি আবার মধুর রস ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় রসের আশ্রয়বিগ্রহগণের মূল আকর, শ্রীব্রজরাজনন্দনের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবক এবং শক্তিমান্ হইয়াও শক্তিমানের উপাসক। কৃষ্ণের সহিত সখ্যতাবুদ্ধি অর্থাৎ নিজেকে শক্তিমান্, ভোক্তা বা বিষয়বিগ্রহ জ্ঞান করিলে কৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন করা সম্ভবপর হয় না। এইজন্য কি গোলোক, কি বৈকুণ্ঠ সর্ব্বত্রই স্বয়ং ধামের অধীশ্বর শ্রীভগবান্ দুই রূপে প্রকটিত হন। দুইটিই শক্তিমান্, বিষয়বিগ্রহ এবং কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেও একরূপে সেবাগ্রহণ করেন এবং অপররূপে সেবা সম্পাদন করেন। এইরূপে শ্রীভগবান্ সেবকের সেবাগ্রহণ ও স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন এই দুইটি কার্য্য করেন।

এই যে আশ্রয়াভিমানী বিষয়বিগ্রহ, সেবকাভিমানী সেব্য—ইনিই ভক্তাবতার। ভক্তাবতারের মূল অবতারী—স্বয়ং প্রকাশতত্ত্ব শ্রীবলদেব। শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনে স্বয়ংরূপ শ্রীভগবানের দুইটি রূপ। একটি সেব্য, বিষয়বিগ্রহ,—স্বীয় অসমোর্দ্ধ ভোক্তৃত্ব প্রকাশ করিয়া নিত্য বিরাজমান; তিনিই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ। অপর রূপটি সর্ব্বাংশে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন এবং স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ হইয়াও সর্ব্বদা আশ্রয়বিগ্রহরূপে শ্রীকৃষ্ণ-সেবাপর। তিনিই স্বয়ং প্রকাশবিগ্রহ শ্রীবলদেব। শ্রীবলদেব সেব্যভগবান্ হইয়াও সর্ব্বদা সেবকাভিমানী। তিনি ভক্তরূপ নহেন; পরন্তু ভক্তস্বরূপ অর্থাৎ ভক্ত অভিমান তাঁহার অস্তিত্বেই অনুস্যূত আছে। সেব্যের যেরূপ তাঁহার স্বরূপধর্ম, সেবকত্বও তদ্রূপ তাঁহার স্বরূপেরই ধর্ম; বরং দুইটির মধ্যে সেবকত্বেরই প্রকাশ আছে, সেব্যত্বের বা ভোক্তৃত্বের প্রকাশ নাই। শ্রীবলদেব কখনও কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্রভাবে স্বীয় ভোক্তৃত্ব-ধর্ম্ম প্রকাশ করেন না; কারণ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র অদ্বিতীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অসমোর্দ্ধ ও একচেটিয়া ভোক্তা। দুইটি স্বতন্ত্র ভোক্তাভিমান থাকিলে রসাভাস দোষ হয়। শ্রীবলদেব যে রাসাদি লীলা প্রকট করেন, তাহাতে স্বীয় স্বতন্ত্র ভোক্তৃত্ব স্থাপন করেন না। শ্রীবলদেবের দেহে শ্রীকৃষ্ণই উক্ত রাসবিলাস-জনিত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন, ইহাই শাস্ত্র ও মহাজনের সিদ্ধান্ত।

শ্রীবলদেব হইতে আদি ভক্তাবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ প্রকটিত হন। শ্রীসঙ্কর্ষণ শ্রীনারায়ণের সেবা করেন। বৈকুণ্ঠে যে ভগবত্তত্ত্ব, তাঁহারও দুই রূপ। শ্রীনারায়ণরূপে তিনি সেব্য বা ভোক্তা এবং শ্রীসঙ্কর্ষণরূপে ভক্ত বা সেবক। শ্রীসঙ্কর্ষণ হইতে শ্রীশেষ, শ্রীকারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু, মহাবিষ্ণুর অবতার সদাশিব-স্বরূপ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু ও শ্রীশেষ ভগবান্ প্রকটিত হন। ইঁহারা সকলেই ভক্তাবতার। মূল অবতারী শ্রীবলদেবের ন্যায় বিষ্ণুতত্ত্ব হইলেও ইঁহাদের ভক্তাভিমানই প্রবল।

ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে।
সেইভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে॥

(চৈঃ চঃ, আদি ৬।৮৩)

ইঁহাদের 'ভক্তাবতার' সংজ্ঞা হইবার কারণ এই যে, শ্রীভগবানের ভক্তসাধারণ অপেক্ষা ইঁহাদের বৈশিষ্ট্য আছে। ভক্তগণ চিচ্ছক্তি-প্রকটিত, পরন্তু শ্রীবলদেব ও তদীয় অংশাবতারগণ কেবল চিচ্ছক্তি-প্রকটিত নহেন, তাঁহারা চিচ্ছক্তিমদ্বিগ্রহ। তাঁহারা বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া ঈশ্বর-কোটির অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু কেবল আশ্রয়াভিমানী ভক্তগণ বিষ্ণু-কোটির অন্তর্গত হন না। শ্রীবলদেব ও তদীয় অংশাবতারসমূহে অর্থাৎ শ্রীসঙ্কর্ষণ, শ্রীকারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু পর্য্যন্তে কর্তৃত্বের প্রকাশ আছে। শ্রীবলদেব গোলোক-বৃন্দাবন ধাম ও তত্রস্থ যাবতীয় সত্তাসমূহ প্রকট করেন। শ্রীসঙ্কর্ষণ শ্রীপরব্যোমধাম প্রকট করেন। জগৎ-সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে শ্রীকারণার্ণবশায়ী আদি পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু ও তাঁহার অপর প্রকাশ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন—উহাই তাঁহাদের পুরুষত্ব বা বিষয়বিগ্রহত্ব বা বিষ্ণুত্বের পরিচায়ক।

স্বীয় দাস্যমাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীভগবান্ই স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিবলে যুগপৎ সেব্য সেবকরূপে প্রকটিত হন।

কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন।
ভক্তভাবে করে তাঁর মাধুর্য্যচর্ব্বণ॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি' বলরাম, লক্ষ্মণ।
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শেষ, সঙ্কর্ষণ॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্যামৃতরস করে পান।
সেই সুখে মত্ত, কিছু নাহি জানে আন॥
অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার।
ভক্তভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি আর॥

(চৈঃ চঃ)

সারূপ্যাদি মুক্তিতে অথবা বিষ্ণুতত্ত্বে কৃষ্ণসাম্যভাবহেতু কৃষ্ণদাস্যমাধুর্য্য তাদৃশ আস্বাদিত হয় না। ভক্তভাবে কৃষ্ণসহ সম্বন্ধ (ভোক্তৃত্ব) না থাকায় অর্থাৎ ভক্ত সেব্য কৃষ্ণ হইতে ভিন্নাভিমানী হওয়ায় চর্ব্ব্য-বস্তুর রসাস্বাদনের ন্যায় কৃষ্ণমধুরিমা সম্যক্ উপলব্ধ হয়। কৃষ্ণ আপনাকে প্রভু, সেব্য বা ভোক্তা অভিমান করেন, আর শ্রীবলদেব ও তাঁহার সমানধর্ম্মে অবস্থিত মহাবিষ্ণু-প্রকাশগণ নিজদিগকে ভক্ত-অভিমান করেন। ভিন্ন অভিমান থাকিলেই দাস্যরস-সুখ আস্বাদন করা সম্ভব হয়। সেব্যভাব হইতেও সেবকভাবে আনন্দরসসিন্ধুর আস্বাদন অধিক হয়, তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, শ্রীনিত্যানন্দ-রামাদি বিষ্ণুবর্গ ভোক্তৃতত্ত্ব হইয়াও ভক্তভাব লইয়া কৃষ্ণমাধুর্য্যরসামৃত আস্বাদন করিয়া থাকেন। এমন কি স্বয়ং পর্য্যন্ত স্বীয় দাস্যমাধুর্য্যাস্বাদনে লুব্ধ হইয়া ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক ভক্তরূপে অবতীর্ণ হন। সুতরাং

'দাসভাব সম নহে অন্যত্র আনন্দ।'

বিষ্ণুর সকল অবতারগণেরই শ্রীকৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে ভক্তভাবে অবতরণ করিবার অধিকার আছে। ঈশ্বরভাব অপেক্ষা ভক্তভাবেই আস্বাদনকারী সেব্যের সেবায় অধিক সুখ বোধ করেন। আপনাকে সেবকাভিমানই বিষ্ণুতত্ত্বের ভক্তাবতারত্ব। মহাবৈকুণ্ঠে শ্রীসঙ্কর্ষণ চতুর্ব্যূহে ঈশ্বররূপে অবস্থিত হইয়াও মূল-ভক্তাবতার, তাঁহা হইতে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু এবং তাঁহারই প্রকাশভেদ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য—বিষ্ণুতত্ত্ব। শ্রীসঙ্কর্ষণের যাবতীয় প্রকাশ-ভেদই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুও শ্রীগৌরকৃষ্ণের সেবক বা ভক্তাবতার। ভক্তাবতারগণের আদি কারণ বা মূল অংশী শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ ভক্তাবতারী; তিনি অবতারমাত্র নহেন, পরন্তু ভক্তস্বরূপ। তাঁহা হইতে প্রকটিত আদি ভক্তাবতারই শ্রীসঙ্কর্ষণ। শ্রীসঙ্কর্ষণ-প্রকটিত আদি পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুর প্রকাশ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পঞ্চতত্ত্বের তৃতীয় তত্ত্ব ভক্তাবতাররূপে পরিচিত। এইজন্যই ভক্তাবতার ভক্ত-স্বরূপ তত্ত্ব ও ভক্তত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্র অপর একটি তত্ত্ব।

সামযিক-প্রসঙ্গ

- - -::(•)::——

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-তিথিপূজা

গত ১লা ফেব্রুয়ারী (১৯৪১) শনিবার শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে মূর্ত্তিমতি ভক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাবোৎসব নিরন্তর পাঠকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছেন।

প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিক ও ঊষাকীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ আরম্ভ হয়। সমস্ত দিবস পারায়ণ হইতে থাকে। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গবিনোদগোবিন্দজীউর অর্চ্চন, ভোগরাগ ও আরাত্রিক হয়। সন্ধ্যায় মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ হরিদাস ব্রহ্মচারীজী ১৩শ বর্ষ গৌড়ীয় হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কীর্ত্তিত "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব" প্রবন্ধটী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইলে সভা ভঙ্গ হয় তৎপরে শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়

মেদিনীপুর সহরে প্রচার

কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম শাখা মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠাসনের সেবকবৃন্দ উৎসাহের সহিত সহরের বিভিন্ন স্থানে পাঠ-কীর্ত্তন ও হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

গত ১০ই মাঘ বৃহস্পতিবার সহরের প্রসিদ্ধ উকিল পরলোকগত অতুলচন্দ্র বসু মহাশয়ের পুত্রগণের বিশেষ আগ্রহে মঠসেবক শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'শ্রীঅজামিল উপাখ্যান' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ১০ই মাঘ বৃহস্পতিবার অলিগঞ্জ-নিবাসী পরলোকগত অক্ষয়চন্দ্র সাউ মহাশয়ের পরিবারস্থ সকলের সাদর আহ্বানে মঠসেবকগণ তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইয়া পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। তথায় ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য ও হরিভজনের প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে বহু কথা কীর্ত্তন করেন।

তৎপরে দিবসত্রয় স্থানীয় শ্রীজগন্নাথমন্দিরে 'নবযোগেন্দ্র-উপাখ্যান' পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

গত ২১শে মাঘ সোমবার পঞ্চানিবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'শ্রীপ্রহ্লাদ উপাখ্যান' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ২২শে মাঘ মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক পরলোকগত চিন্তামণি দে মহাশয়ের পরিবারবর্গস্থ ব্যক্তিগণের সাদর আহ্বানে ব্রহ্মচারীজী 'শ্রীকৃষ্ণমহারাজের উপাখ্যান' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ঐ দিবস স্থানীয় অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে 'শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ২৩শে মাঘ বুধবার প্রচারকগণ শ্রীযুক্ত বাবু মদনলাল দত্ত মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন এবং তথায় শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'গুরুবরণের আবশ্যকতা ও গুরুর লক্ষণ' বিষয়ে কথা কীর্ত্তন করেন

গত ২৪।২৫শে মাঘ শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র বসু ডেপুটী ইন্সপেক্টর মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার ভবনে দিবসদ্বয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'ধ্রুবচরিত্র' পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

[illegible] মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক কালেক্টরীর [illegible] সাব্ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] দাস মহোদয়ের সাদর আহ্বানে [illegible] তাঁহার গৃহে 'মনুষ্য [illegible]ের প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে [illegible] বহু কথা কীর্ত্তন করেন।

প্রত্যহ পাঠের আদি ও [illegible] মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

[illegible] শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'শ্রীপ্রহ্লাদ চরিত্র' নিয়মিতভাবে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

———

ভক্তি করি যে শুনে চৈতন্য অবতার। সেই জন অন্ত সুখে পাইবে নিস্তার॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীজনার্দন ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার

কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫১১০

সেবক—পণ্ডিত শ্রীঅনন্তবাসুদেব দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এস্

(৩) শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীসুন্দরবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

(৭) কাজির সমাধি পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীবদন্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীচৈতন্য দাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীশ্রীধরদাস অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গোদ্রুমপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীকুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ সেবাবিলাস

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

চাঁদপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

(২১) শ্রীরাধাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

সেবক—শ্রীচন্দন ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চটক পর্ব্বত

সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটি পোঃ বালিয়াটি ঢাকা।

সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

ফরিদপুর পোঃ ঢাকা

সেবক—শ্রীরাধানাথ ব্রজবাসী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বুড়িগঙ্গাতীর, পোঃ নারায়ণগঞ্জ

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দবিগ্রহ বিদ্যাবারিধি বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া। আসাম।

সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ আসাম।

সেবক—শ্রীহরিমোহন দাসাধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাহাড় বাজার, দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রীপ্রমোদবন ব্রহ্মচারী

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিবাট, জেঃ মাজরাপুর, ইউ, পি

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা)

সেবক—শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড গয়া

সেবক—শ্রীনন্দলাল কল্পবৃক্ষ দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গণেশ, বেনারস সিটি

সেবক—শ্রীজনার্দন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার মিশ্রিখ ইউ পি।

শ্রীনবীনবান্ধব ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা

সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

দুশাসমেত, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক—শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা)

সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

সেবক—শ্রীপ্রমথ দাসাধিকারী

(৪১) বরাহক্ষেত্র গোবর্দ্ধন

সেবক—শ্রীমহানন্দ ভক্তিলোচন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রীহরিকৃষ্ণ দাস

(৪৩) নন্দকিশোর বিহারী মঠ

নন্দগ্রাম, মথুরা।

সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

(৪৪) গোকুলবিহারী মঠ—গোকুল

পোঃ গোকুল, জেলা মথুরা। মাদ্রাজ।

সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

৪৫। মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

কুম্ভকোণম, পোঃ মাদ্রাজ, দক্ষিণ, মাদ্রাজ।

সেবক—শ্রীকৃষ্ণ তপোবন ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৯নং কুতুব রোড নই দিল্লী

সেবক—শ্রীপ্রমোদ ভক্তিশাস্ত্রী

(৪৭) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়াটান্ক রোড, আন্ধেরী

নং বোম্বে ২৬

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৮) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মাদ্রাজ মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৯) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জর্জ টাউন, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

(৫০) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

রামকৃষ্ণপুর পোঃ ব্রহ্মগিরি। পুরী।

সেবক—শ্রীগদাধর দাস অধিকারী

(৫১) পুরুষোত্তম মঠ

শ্রীক্ষেত্র পোঃ পুরী উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫২) অলালনাথ মঠ

সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) টোটাকুটী

সেবক—শ্রীরূপদাস দাসাধিকারী

(৫৪) কিশোর-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালেশ্বর, পোঃ কটক। উড়িষ্যা।

সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

(৫৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

৫৭) শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়-প্রচার-মণ্ডল

পোঃ বলরামপুর, বাঙ্গালা

সেবক—শ্রীনন্দরাম ব্রহ্মচারী

(৫৮) সাতক্ষীরা গৌড়ীয় মঠ

চিতলমারী, পোঃ শ্যামনগরপুর মেদিনীপুর

সেবক শ্রীনীলাচল দাসাধিকারী

(৫৯) আলাল গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আলাল, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী

৬০। আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ। বর্দ্ধমান।

সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

৬১। চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ

দিনাজপুর, পোঃ দিনাজপুর। বাঙ্গলা

সেবক—শ্রীশঙ্করানন্দ ব্রহ্মচারী

৬২। রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং মার্চেন্ট ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৩১, ক্যাডোগান

প্লেস, লণ্ডন, S. W.

সেবক—স্বামী নিরোদবাসী দাস

৬৪। গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১২।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

সেবক—শ্রীনিত্যগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ আফিস

আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

সেবক—শ্রীনেপালচন্দ্র ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌড়ীয়মঠালয়

শান্তিপুর, চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠ আফিস,

বহরমপুর (পঞ্জাব)

সেবক—শ্রীবিশ্বম্ভর দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ, পি)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

(৭১) প্রদর্শনী

সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

(৭২) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৭৩) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক

সেবক—শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীভাগবতদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

পৃষ্ঠার		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠার	
১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৸৽	।৶৽	
" " ইঞ্চি ২৲	১।৽	১।৽	১৲
" " সিকি কলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪।৽
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৫৲	১০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸৽
মাসিক	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।৽ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।৽ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিজ্ঞ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈশিষ্ট্য ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয়-সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ-তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর অধিকারী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক পুরাণ, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের হৃদ্-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।৽ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে সম্প্রদায়-দিকাগ্রোতে ভাসমান মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বহুমত ও ভক্তিসম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা-নিরসনমূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ কর্ত্তব্য, তত্ত্বজিজ্ঞাসু সংশিত সকলেরই পাঠ্য হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে মোটা অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৬৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর অধিকারী
শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ-সংকলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রতিপাদ্য বিষয়-নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ভক্তবৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

উহার ভিক্ষা মাত্র ২॥০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত সারাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম্.এ, বি-এল্, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৫৬	৬-২১	৭-১৪	৯১-৬	১৩-১০	১৬-১৬	১৭-৫৬	২২ ৫
দমদম	৫-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১০-১৮	১৩-২০			২২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-৪৬
(রাণা) ছাঃ	৬-২৮	৮-৮	৯-৩৩	১১-৩০	১৫ ৫	.৮-৩৯	১৯-৪০	২-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১০-৫৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪১

(নগর) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-১৯	১৮-১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
" ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(নগর) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	-৬	১১-৪	১৪-২২	১৬-৬	১৮-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৫৪	১৫-১০	১৬ ৫৮	১৯-২২	২০-৪৩	৪-০১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯	৪-১০
(রাণা) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৫	৪-১৮
দুম-[illegible]		১১-৮		১১-৩৬	১৯-৯	২১-৫৩	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-১৫	১৪-১৬	১৭-৪৬	২১-৪০	২৩-১৫	৬-১৬	

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। হার্ম্মনিষ্ট—ভিক্তিবিষয়ে একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় – পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বহুদেশ তথা দেশান্তর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনবৃন্দ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-নিরুদ্ধসিদ্ধান্তবর্ণনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ-কৃপাপাত্র আচার্য্যবরের 'সর্ব্বজনশ্রুতির অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদির প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:•:———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাই ষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

উহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]র পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিলার, লীভা সংযুক্ত জ্বালায় এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

পোঃ বেলগাছিয়া, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD. NO C 1541

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দর-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-মাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ১৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও পদ্য ৬৫ গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ মন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ ৩ গোবিন্দ ৪৫৪ গৌরাব্দ ৩রা ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৪১, শনিবার { ২৮শ ৮৫তম সংখ্যা

ল আচার্য্যদেবের হরিকথামৃত

—:০:(*):০:—

মহান্ত গুরু দৃশ্য নহেন। তিনি উপদেশাকারে আসেন। গুরু বাণী যিনি যত আদর করেন, তাঁ'র তত মঙ্গল হয়। নিষ্কপটতা, অকৃত্রিমতা, থাকলে সুবিধা হ'বে। শ্রীগুরুদেব যন্ত্রী, আমরা যন্ত্র। তিনি চালাচ্ছেন, কর্তৃত্ব তাঁ'র। তাঁ'র ইচ্ছায় চালিত হ'তে হ'বে। তোমার ইচ্ছায় চালিত হ'ব এইটিই আসে। আত্মনিবেদনে যদি এইটা না হয় তবে কি হ'ল? যেখানে আত্মনিবেদন, সেখানে তোমার কর্তৃত্বকে স্বীকার করলাম—আমার খামখেয়ালিকে নয়, তোমার ইচ্ছায় চলব।

যা'র পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি থাকে, তা'হ'লে গৌরকৃপা লাভ হ'বে। যদি নিত্যা-নন্দের সহানুভূতি পেতে চাই তবে প্রাণ দিয়ে সকলকে তৎপাদপদ্মে পৌঁছাবার চেষ্টা করতে হ'বে, তবেই তাঁ'র কৃপা হ'বে, নতুবা হ'বে না। পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন হ'তে হ'বে। সকলকে সেবোন্মুখ করবার জন্য যত্ন করতে হ'বে, তাঁ'তে তাঁকেও সুখ হ'বে। প্রভু'র যা'তে সুখ হয়, সেইটিই দরকার।

সর্ব্বত্র গুরুকে দেখতে হ'বে। নিজের জন্য কিছু রাখলে হ'বে না। ঐকান্তিক হ'তে হ'বে—নিষ্ঠা রাখতে হ'বে। দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা না থাকলে হ'বে না। বাণীর সবই পালন। গুরু কিছু নয়, তিনি সর্ব্বত্রই আছেন। গুরু এখানে নাই এরূপ নয়, যদিও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে মিলনের অভাব। বিরহের মধ্যে মিলন হ'বে। সেবা বুদ্ধি থেকে সব—ভক্তি থাকলে সব হ'বে। যেখানে ভক্তি, সেখানে সব। প্রীতি থাকলেই সব হ'বে। প্রীতি না থাকলে কি সব হয়? ভক্তি বা আবেগের অভাব যেখানে, সেখানে সব হয় না। প্রীতি যখন হয়, তখন সাধুমুখে হরিকথা শুনতে হ'বে। পরস্পরের মধ্যে হরিকথার আলোচনা করতে হ'বে। নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গ করতে হ'বে। সেবার উদ্দেশ্য না থাকলে সম্যক্ গমন হ'ল না, তা'তে গমন হ'তে পারে কিন্তু অভিগমন হ'বে না!

সাধক বিবিক্তানন্দী হ'বে না। অনর্থযুক্ত সাধক এরূপ করলে সর্ব্বনাশ হ'বে—বিপদ্ হ'বে। নির্জ্জনে তা'কে কে রক্ষা করবে? সেখানে দুর্জ্জনের সঙ্গ হ'বে। সুতরাং তা'র সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে থাকা দরকার। সাধুসঙ্গে হরিকথা শুনতে শুনতে মন স্থির হ'বে। মনকে প্রশ্রয় দিতে হ'বে না। অকৃত্রিম থাকলে কৃষ্ণই এগিয়ে দিবেন। অকৃত্রিম না হ'লে প্রণামাদি সব নষ্ট—বাজে। কৃষ্ণ সরলকে জোর ক'রে আকর্ষণ করেন। তিনি সরলকে আকর্ষণ করেনই। যে গুরুমুখ হ'ল না—গ্রহণ করল না, সে কৃপা পাবে না। নিজের গুরুর কথা যে পরকে বলবে না, তা'র মত জীবনিন্দেবী বা হতভাগা আর কেহ নাই। গুরুর কথা বললে তা'তে বৈষ্ণবসেবা হ'বে। গুরুগৌরপাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত থাকাই স্বরূপে অবস্থান। গুরুর যত কথা জীবের প্রতি মহা-দয়া। এর চেয়ে দয়া আর কি হ'তে পারে? যত আশ্রয়-বিগ্রহ যেখানে নাই, কীর্ত্তন যেখানে নাই, সেখানে সেবা নাই। বৈষ্ণবের সেবা করতে হ'বে, বৈষ্ণবের সেবা নিতে নাই। গুরুবর্গের কথার আনুগত্য ছাড়া এক চুল অন্য দিকে গেলে সুবিধা হইবে না। এক লাইনে থাকতে হ'বে।

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

—:০:(*):০:—

শ্রীগুরুপাদপদ্ম—নিত্য। তাঁহার সঙ্গ-রাহিত্য যেন মুহূর্ত্তের জন্য না হয়—মুহূর্ত্তের জন্যও যেন গুরুপাদপদ্মের বন্ধন হ'তে বিচ্ছিন্ন না হই—অন্য কোন প্রাকৃত প্রলোভনে প্রবুদ্ধ হ'য়ে লবমাত্রও যেন গুরুপাদপদ্ম ছেড়ে না দিই—অন্য বাজে লোকের কোন পরামর্শ শুনে যেন গুরুপাদপদ্ম হ'তে বঞ্চিত না হই। এই বর্ষপ্রারম্ভে আমার পূজা করবার জন্য চেষ্টা গুরুদেব কতটা গ্রহণ করবেন জানি না; কিন্তু অযোগ্যকে তিনি অধিক দয়া ক'রে থাকেন, এই আমার ভরসা। আমি তাঁ'র অহৈতুকী দয়ায় আশাবদ্ধ নিয়ে গুরুপাদপদ্ম সেবায় অধিকতর লোভযুক্ত হ'ব। তিনি সেবা গ্রহণ করুন, ইচ্ছা হয় না করুন, আমি নিষ্কপটে, কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তাঁ'র ঐকান্তিকী সেবা করবার জন্য প্রস্তুত থাকব।

শ্রীগুরুদেব—মর্ত্ত্য নহেন, তিনি—অমর বস্তু, নিত্য বস্তু। শ্রীগুরুদেব—শাশ্বত, তিনি অনাশ্বত নহেন। আমরা—নশ্বর, তিনি ঈশ্বরতত্ত্ব, সাধারণ গুরুগণ আমাদিগকে মরণ থেকে বাঁচাতে পারেন না—নিত্য জীবন দিতে পারেন না; এজন্য তাঁ'দের আংশিক গুরুত্ব। কিন্তু যিনি আমাদিগকে মরণধর্ম্ম হ'তে রক্ষা ক'রেছেন—আমাদিগকে 'অমৃতের' উপলব্ধি দিয়েছেন, তিনিই পূর্ণ ও নিত্য গুরু। শ্রীগুরুদেব ঈশ্বর হ'য়েও আমাদিগকে শিক্ষা দেন,—"আমার একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান্ই, আমি তাঁ'র সেবক। হে জীব! তুমিও তাঁ'রই সেবক, তুমিও আমারই মত, আমার ভাষা তুমি বুঝতে পারবে, তোমার যে সকল সন্দেহ আছে, আমি সকলই নিরাকরণ করব।"

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের মূর্খতা, অসম্পূর্ণতা, অসৎ বিচারপ্রণালী, অকিঞ্চিৎকর শিক্ষা প্রভৃতিতে পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞ। কাজেই আমার যাবতীয় রোগের অবস্থানুযায়ী তিনি ব্যবস্থা করেন। তাঁ'র নিকট উপস্থিত হ'লে অন্য কারো কথা শুনবার আবশ্যক বোধ হয় না—অন্য কারো কাছে যেতে হয় না, তিনিই সদ্গুরু। সকলের মঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপ ভগবান্ আমার জন্য সকল মঙ্গল যাঁ'র করে অর্পণ ক'রেছেন, আমি যদি তাঁ'র নিকট শতকরা শত পরিমাণ আমাকে সমর্পণ করি, তা'হ'লে তিনি সম্পূর্ণ মঙ্গল আমাকে প্রদান করেন।

ভগবানের সেবা যা'রা না করে, তা'দের দুর্ভোগ। ভগবানের সেবা ব্যতীত শান্তি হয় না। মুক্তগণের ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। শব্দের দ্বারাই পূর্ণ সেবা হয়। কলিযুগপ্রভাবে ভগবৎসেবা একমাত্র কীর্ত্তনের দ্বারা হয়। নিষ্কপট অন্তঃ-করণে হরিকথা শ্রবণ করতে হ'বে। একটু শোনা হ'লে কীর্ত্তন আরম্ভ হ'বে। কীর্ত্তন হ'লে শোনা ব্যতীত অন্য কর্ত্তব্য থাকে না। গুরুপাদপদ্ম দর্শন না হ'লে সেবা হয় না। যদি কেহ বাস্তবিক গুরুপাদপদ্ম দর্শন ক'রেন, আর যদি গুরুবৈষ্ণবের সেবা করেন, তা'হ'লে নিশ্চয়ই কৃষ্ণসেবা লাভ হ'বে। কা'রা কখন নিন্দা ও গোবিন্দকে দেখতে পায় না, কাজ করতে হয়, ... গোবিন্দকে শ্রমপূজা জ্ঞান করতে পারা যা'বে। তখন কৃষ্ণই একমাত্র গোবিন্দপতি, এইরূপ দর্শন হ'বে।

সাধনভক্তি কৃতিসাধ্যা

(পাপ)

ভক্তি আত্মার সহধর্ম্ম, কিন্তু উহাকে ভক্তিকে উৎপন্ন করান যায় না। [illegible] বা [illegible] বস্তু হইতে পৃথক্ [illegible] আরোপ করাও যায় না। [illegible] ধারণা। [illegible] পৃথক্ [illegible] ধারণাগুলি কিছু [illegible] হয় না। ভক্তিও [illegible] আত্মার ধর্ম্ম; উহাকে কোন [illegible] তৈয়ারী করিয়া লওয়া যায় না। [illegible] অনেক [illegible] সম্পর্কে [illegible] পরিবর্ত্তন করে দেখা যায়। যেমন [illegible] তরল পদার্থ। বেশী [illegible] হইয়া যায়। তখন [illegible] থাকে না, কঠিন পদার্থে পরিণত হইয়া যায়। [illegible] দেখা না গেলেও তাহা একেবারে নষ্ট [illegible], কঠিনতা [illegible] আবার [illegible] প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এখানে আমাদের [illegible] একটা [illegible] লক্ষ্য করিবার বিষয়। যে কোন বস্তু হইতে [illegible] অপ্রকাশিত থাকে, তখন বস্তুর [illegible] আর থাকে না। [illegible] বস্তুর [illegible] যখন অপ্রকাশিত থাকে, তখন আর তাহাকে কেহ তরল [illegible] না। কঠিন-ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে সে তখন কঠিন বস্তুরূপেই পরিচিত হয়। আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম ভক্তিও কোন কারণ বা [illegible] অপ্রকাশিত হইয়া পড়ে, অপ্রকাশিত হইলেও তাহা নষ্ট হয় না; [illegible] দূর হইলে আবার স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আত্মার ভক্তিবৃত্তি যখন অপ্রকাশিত হইয়া পড়ে, তখন আর আত্মা [illegible] পরিচয় থাকে না, মানব, পশু, [illegible] নানাপ্রকার পরিচ্ছদধারী বদ্ধজীবরূপে পরিচিত হইয়া থাকে। সনাতন ধর্ম্মকীর্ত্তনকারী মহাজনগণের এই বাণী শ্রবণ করিয়া আমাদের প্রশ্ন হয় যে, আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ভক্তিবৃত্তি যখন অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছেন, তখন আমাদের কি করিতে হইবে, স্বাভাবিক [illegible] কোনদিন প্রকাশিত হইবে [illegible] চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব অথবা সেই স্বাভাবিক অবস্থা পাইবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করিব। এই প্রশ্নও নূতন নহে, এই সমস্যার জন্য [illegible] [illegible] উত্তর। শ্রীল [illegible] ও [illegible] [illegible] সমাধান [illegible] করিয়াছেন। শ্রীগোস্বামিবর্গ, শ্রীনরোত্তম, শ্রী [illegible], শ্রী[illegible], শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর, সকল পূর্বগুরুবর্গের বাণীর মধ্যে কোন না কোনআকারে এই প্রশ্নের সমাধান দেখা যায়। বর্ত্তমানে আমরা শ্রীল প্রভুপাদ এবং শ্রীল [illegible] কৃপায় এই সমস্যার সমাধান মুখে বা কানে বহুবার শ্রবণও করিয়াছি [illegible] পারি, কিন্তু কার্য্যকালে দেখা যায়, যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি, কি করিব বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

বদ্ধজীবের পক্ষে সাধনের প্রয়োজনীয়তা [illegible] সাধন মানেই সাধনভক্তি [illegible] নহে। ভক্তিরসাচার্য্য শ্রীল শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু সাধনভক্তির লক্ষণ বা সংজ্ঞা বলিয়াছেন,—

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা

সাধনাভিধা

নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং

হৃদি সাধ্যতা

(ভ. র. সিঃ)

'সাধ্য' শব্দের অর্থ যখন কৃতি (ইন্দ্রিয়) সাধ্য হয়, তখন তাহাকে 'সাধন-ভক্তি' বলে। তত্ত্বই জীবের নিত্যসিদ্ধ ভাব, তাহাকে হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনিবার নামই 'সাধ্যতা'। তাৎপর্য্য এই যে, [illegible] জীবে স্বতঃসিদ্ধরূপে যে [illegible] আছে, আবদ্ধ হইয়া তাহা [illegible] প্রাপ্ত। সেই নিত্যসিদ্ধ ভাবই হৃদয়ে প্রকটন যোগ্য। এই অবস্থাতেই নিত্যসিদ্ধ [illegible] যে সাধ্যভাবকে [illegible] বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধিত হইতেছে, তখন তাহারই নাম 'সাধন-ভক্তি'

(অনুভূতপ্রকাশ ভাষ্য)

[illegible] ভাবভক্তি বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয় দ্বারা যখন সাধিত হয়, তখন সেই ভক্তি সাধনভক্তি নামে [illegible] হয়। [illegible] জীবের ইন্দ্রিয় দ্বারা যে ভক্তি সাধিত হয় তাহাই 'প্রেমভক্তি'। [illegible] এক হইলেও পৃথক্ বিষয়ে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্। মহাজনগণের মধ্যানী বাণীতে আমরা আর একটু চিন্তা করিবার বিষয় পাই। সেই কাহাকেও ভক্তির অনুষ্ঠান [illegible] ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধিত হইলেই তাহা সাধনভক্তি নামে অভিহিত হইতে পারে কি না? শ্রীল [illegible] ঠাকুরের উপদেশামৃত অনুভূতপ্রকাশ-ভাষ্যে আমরা শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর শ্লোকের অর্থ অধিকতর স্পষ্টভাবে পাই। তাঁহার বাণীর মধ্যে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য করিবার একটু বিষয় আছে, শাস্ত্রবিহিত ভক্তির অনুষ্ঠান অথবা মহাভাগবতের অপ্রাকৃত চরিত্রের মধ্য দিয়া নিত্যসিদ্ধভক্তি যে 'রূপ' পরিগ্রহ করেন—যাহাকে ভক্তের প্রেমপর আচরণ বলিয়া মহাজনগণ কীর্ত্তন করেন, সেই আচরণ বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেই যে সাধনভক্তি হইল, তাহা নহে। সাধ্যভাব-রূপ ভক্তি যদি ইন্দ্রিয়দ্বারে সাধিত হইয়া থাকেন, তবেই তাহা 'সাধনভক্তি'। যেখানে 'ভাবভক্তি'র সহিত কোন সম্বন্ধই নাই, সেখানে অনুষ্ঠান যতই সুষ্ঠু হউক না কেন, তাহাকে 'সাধনভক্তি' বলা যায় না। শ্রীল প্রভুপাদ সাধনপর্য্যায়ে দুইটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন 'সাধনভক্তি' ও 'সাধনাভক্তি'। ভাবভক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইলেও ভাবভক্তির অবিরোধে যে ভক্তির অনুষ্ঠান বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই 'সাধনাভক্তি'। তাহা যদি ভাবভক্তির বিরোধী হয়, তাহা হইলে তাহা কপট বা হীন আত্মকল্পিত চেষ্টায় পর্য্যবসিত হয়।

আমাদের ভজন চেষ্টা কখনও বা 'ভাবভক্তি'র অবিরোধে অনুষ্ঠিত হইয়া 'সাধনভক্তি'র অভিমুখে অগ্রসর হয়, আর কখনও বা কপট হয় বা [illegible] পর্য্যবসিত হয়, তাহার বিচার করিতে গেলে, মহাজনাশ্রিত [illegible] তাঁহাদের বাণীর মধ্য দিয়া ভক্তিস্বরূপ আলোচনা করাই প্রয়োজন।

বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগ মহাজনগণের বাণীর তাৎপর্য্য স্পষ্টরূপে জানাইয়াছেন যে, 'সাধনভক্তি' ও 'প্রেমভক্তি' একই জিনিষের বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। উদাহরণ-স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন যে, একটি আমের কাঁচা, ডাঁসা ও পক্কাবস্থায় তিন প্রকার বৈচিত্র্য দেখা গেলেও বস্তু ভিন্নটি নহে উপাদানে গঠিত। ভক্তিও একটিই বস্তু তিন প্রকারে বিকাশ লাভ করে। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতের "সতাং প্রসঙ্গাৎ" শ্লোকের শ্রদ্ধা রতির্ভক্তি [illegible]" এই পদটির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, 'শ্রদ্ধা' বলিতে 'সাধনভক্তি', 'রতি' শব্দে ভাবভক্তি এবং ভক্তি দ্বারা প্রেমভক্তি বুঝায় অর্থাৎ সাধনভক্তি [illegible], ভাবভক্তি [illegible] এবং ভক্তি বলিতে [illegible] প্রেমভক্তিই বস্তুতঃ প্রেমভক্তি ব্যতীত ভক্তি না থাকার পূর্ব্বাবস্থা সম্বন্ধের [illegible] বলিতে [illegible] বৈষ্ণব [illegible] শ্রদ্ধা শব্দের সুপ্রসিদ্ধ অর্থ 'সুদৃঢ় বিশ্বাস' শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আরও একটু কথা জানাইয়াছেন, "শ্রদ্ধা শরণাপত্তি-লক্ষণ যুক্তা।" [illegible] দেখিতে [illegible] আর্ত্তির পূর্ণতাময় বিশ্বাস। সাধনক্রিয়ার [illegible] শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস অথবা শরণাগতি প্রবেশ করে, তবেই তাহা 'সাধনভক্তি'তে পর্য্যবসিত হয়। [illegible] শরণাপন্ন বা সুদৃঢ় বিশ্বাস আমার [illegible]। যখন ভাবভক্ত বা প্রেমিক-ভক্তের সম্পর্কে জীব উপস্থিত হয়, তখন যদি সে [illegible] হয়, তাহা হইলে উহা আপনা হইতে প্রকাশ হইয়া [illegible]। যদি না হয় তবে সে অপরাধরূপ প্রতিবন্ধকের প্রশ্রয় দিতেছে বুঝিতে হইবে। শরণাগতি অর্থে কাঠের পুতুল হওয়া নয়। পূর্ণশরণাগত জন সর্ব্বাপেক্ষা alert বা সচেতন। তিনি কেবলমাত্র "করিতে বচন" [illegible] এই বিচারকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিয়া আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকেন না। আবার অনবধানতার দরুণ তাহা সেবোর নিকট আবেদন করিয়া তিনি মঞ্জুর করেন কিনা তাহার অপেক্ষা করিতে হইবে, তাহা তাঁহাকে জানাইতে ভুলেন না। 'কৃতিসাধ্য' বলিতে যত্নসাধ্য বা অধ্যবসায়সাধ্য বুঝায়। এখানে যত্ন মানে নিজের চেষ্টা নহে নিজের বল ও চেষ্টার প্রতি আমাদের [illegible] আছে তাহা ছাড়িয়া, "তোমা[illegible] ইচ্ছায় আছি, নির্ভর করিয়া" এই বিচারের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস বরণ করিবার যত্ন [illegible] অর্থাৎ এই বিচার বরণ ও তৎপ্রতিকূলবর্জনে যত্ন আছি, 'বিজ্ঞপ্তি ও ক্রন্দন করাই যত্ন [illegible] শ্রীগুরুবৈষ্ণবই' আমার আপন, এ বিশ্বাস করিতে চাই না তাহা নয়, কিন্তু আমা[illegible] আক্রমণের প্রতি অসতর্ক থাকি, কখনও [illegible] আমার) আক্রমণকে কামনাই করিয়া বসি [illegible] সে বিশ্বাস রাখিতে পারি না। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে প্রীতি আমার বাড়িতেছে কি না, এই দিকে নজর রাখা এবং তাঁহাদের বিপুলানন্দ আনন্দ বিধান যাহাতে আমি করিতে পারি এই প্রার্থনা নিয়ত জানান দরকার অফিসের বাবুকে খুশী করিবার মত নয় [illegible] যেমন পিতামাতার নিকট হইতে নিজের দোষে হয় ত' ত্যাজ্যপুত্র হইয়া পড়িয়া আছি, মাতাপিতা বলেন, তোমার কর্ম্মবৃত্তাৎ ও মন্দ ছাড় আমি এখনই তোমাকে [illegible] তুলিয়া লই; [illegible] ভুবনভার দরুণ আমি পারি না। তখন [illegible] আমার মনে হয়, মাতাপিতা আমাকে জোর করিয়া অর্থাৎ শাসন করিয়া ভাল করতে পারেন; কিন্তু আমি তাঁহাদের অবাধ্য [illegible] বলিয়া তাঁহারা আমার শাসন করিতেছেন না আমি তাঁহাদের প্রিয় কার্য্য দ্বারা তাঁহাদে[illegible] সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তাঁহারা আমাকে সংশোধন করিবেন। আমি তাঁহাদের পুত্র রূপে গণ্য হইলে তাঁহাদের সাক্ষাৎ সেবাধিকার পাইব। ইহা অবশ্য জড় উদাহরণ, ইহাতে স্বার্থপরতার পুতিগন্ধ অনুস্যূত আছে। ইহা দ্বারা বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা মাত্র হইল। এইরূপ আমাদের সর্বক্ষণ যত্ন ও অধ্যবসায় [illegible] দরকার কি কারণ, শ্রীগুরুবৈষ্ণবকে সুখী করা যায়।

স্বরূপে অবস্থিত না হইতে পারিলে শ্রী[illegible] গৌরাঙ্গের সেবা সম্ভবপর নয়। আবার সেবা না করিলেও স্বরূপে অবস্থান হয় না কাজেই স্বরূপের উদ্বোধন হউক এইরূপ [illegible] আর্ত্তি লইয়া সর্ব্বক্ষণ সেবায় নিযুক্ত থাকি[illegible] হইলে। স্বরূপ বা স্বভাব অর্থে 'ভাবভক্তি'[illegible] লক্ষ্য করে। ভাবভক্তিও আর কিছুই [illegible] "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ" [illegible] শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ আমার আপন বা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, এইটি যখন বিশ্বাস হয়, তখনই 'সাধনভক্তি' যাজিত হয়। 'সাধনভক্তিতে' [illegible]

(অতঃপর ৪র্থ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

কর্ত্তা হর্ত্তা রক্ষিতা অথার আমার্দ্ধা। বিশ্বদেবে তত্ত্ব দিয়া তাঁহার চরণ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ গোবিন্দ অবার ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪৪

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

আজ আমাদের নিত্যারাধ্য অভীষ্টদেব পতিতপাবনশিরোমণি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-বাসর। শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিবার জন্য অকপট ভক্ত সেবকগণ বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মে সমাগত হইয়াছেন। মাদৃশ সেবাবঞ্চিত অযোগ্য জীবের কোন যোগ্যতা না থাকিলেও ভক্তগণের সেবোৎসাহ, অকপটতা ও সরলতা দেখিয়া আমার হতাশ প্রাণেও সেবালাভের জন্য ক্ষীণাশা স্থান পাইয়াছে ও পাইতেছে। তাই আজ দীনচিত্তে কাতরভাবে পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও তদীয় অকপট সেবক শ্রীবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে প্রভুসেবালাভের জন্য করযোড়ে কৃপাভিক্ষা করিতেছি। প্রভু-সেবকগণের সকলের পশ্চাতে থাকিয়া যেন নিত্যকাল প্রভু ও প্রভুসেবকগণের সেবালাভ করিবার সুযোগ পাই, ইহাই এই শুভবাসরে শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের শ্রীচরণে আমার আন্তরিক প্রার্থনা ও কাতর নিবেদন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গৌরবাণীবিগ্রহ। তিনি অবতার। গৌরকরুণাশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ তিনি। তাঁহার দয়ার শেষ নাই। তাঁহার দয়া অমোদর্শী। এমন দয়াময় দয়াল, মহা-মহা-মহা-মহাবদান্য প্রভুর অপার দয়া ও গুণের কথা মাদৃশ অযোগ্য জীব ত' দূরের কথা, শ্রীঅনন্তদেবও অনন্তমুখে বর্ণিয়া শেষ করিতে পারেন না। তাঁহার করুণার কথা স্মৃতিপটে উদিত হইলে আমার পাষাণ হৃদয়ও অন্ততঃ সাময়িকভাবে ক্ষণেকের জন্য দ্রবীভূত না হইয়া পারে না। নিজ নিজ প্রভুর কৃপালাভের জন্য আমার হৃদয় কি ব্যাকুল হইবে না? সেই প্রভুদয়ার বাসনা আমার হৃদয়কে কি বাস্তব-বাসনায় করিবে না? প্রভো হে, আপনার এই অযোগ্য কিঙ্করাধিকিঙ্কর আপনার কৃপাকণা লাভে বঞ্চিত হইয়া কি প্রবৃত্তির হাতে আমার গতায়াত নিরবচ্ছিন্ন থাকিবে? আমি সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য হইলেও আপনার কৃপা-বিতরণে ত' কৃপণতা নাই। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীকৃত অপরাধই যে কৃপাসিন্ধু আপনার কৃপালাভে বাধা দিতেছে তাহা স্পষ্টই বুঝিতেছি। কিন্তু অপরাধীর আপনি ছাড়া আর কে আছে? আপনিই ত' সকলের একমাত্র আশ্রয়। হে করুণাময় প্রভো! এ দুর্ব্বলকে বল দান করিয়া, নিজগুণে ক্ষমা করিয়া আত্মসাৎ করুন, ইহাই সপরিকর আপনার শ্রীচরণে কাতর প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণীশক্তি, শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়তম। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীনামকৃষ্ণ আমার প্রভুর প্রেমনাথ। শ্রীনাম-মহাপ্রভুর কৃপা না হইলে কেহই শ্রীনামনিষ্ঠজন প্রভুর শ্রীপাদপদ্মবরণের সৌভাগ্য পায় না। বিষয়বিগ্রহের কৃপায় আশ্রয়ের শ্রীপাদপদ্মবরণের সৌভাগ্য পাইয়া আশ্রয়বিগ্রহের কৃপায় বিষয়বিগ্রহের পূর্ণসুখবিধান করিতে পারিলে কৃষ্ণভজন হয়, ইহা সাধুগুরুকৃপায় বুঝা যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বাদ দিয়া কেহ কৃষ্ণভজন করিতে পারে না। গুরু-লঙ্ঘনকারীর সেবা কৃষ্ণ গ্রহণ করেন না। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণই। তবে তিনি গোপীনাথ বা সেব্যকৃষ্ণ নহেন। তিনি সেবক-কৃষ্ণ—স্বরূপশক্তি—গোপী—আশ্রয়বিগ্রহ। তাঁহার কৃপা হইলে আমরা যে কৃষ্ণভোগ্য, তাহা উপলব্ধি করিতে পারব। পুরুষাভিমানরূপ কপের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সেবানন্দে ধনী হইতে পারিব। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আমাদের নিত্য প্রভু। আর আমার প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু শ্রীহরিনাম। বহু সৌভাগ্য ফলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের অযাচিত কৃপায় গৌরজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও প্রকাশবিগ্রহ গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপালাভের সুযোগ হইয়াছে এবং তাঁহারা এখনও অনাহতভাবে মাদৃশ অযোগ্যকে কৃপা করিতেছেন, ইহাই একমাত্র ভরসা। নতুবা নিজের দিক্ হইতে কোনও যোগ্যতা দেখি না। তাই প্রার্থনা—

যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই
তোমার করুণা সার।
করুণা না হৈলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥
নিতাইর আনহি গুণ নাহি পাইবি
কৃপা কর ছোড়ত বিচার।
তব পদ-পঙ্কজ সীধু পিয়াওত
অধম সেবকে কর পার।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা ছাড়া গতি নাই। তিনি শক্তিবিগ্রহ ভগবচ্ছক্তির আশ্রিত। শক্তিবিগ্রহের আশ্রিত ভক্তই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন। ভগবানের কৃপাতেই মায়াকে জয় করা যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আলোর আধার। গুরুদর্শন না হইলে কৃষ্ণদর্শন বা কৃষ্ণভজন হয় না। যেখানে গুরুদর্শন নাই সেখানেই ছায়া-দর্শন। সেবাদর্শনই গুরুদর্শন। ভোগদর্শন অগুরুদর্শন—মায়াদর্শন বা অচেতন-দর্শন। হরিভজনে গুরুকৃপাই মূল। গুরুসেবা বাদ দিয়া কোন কিছুরই মূল্য নাই। কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা শ্রীগুরুদেবে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই প্রকৃত ভক্তি। যেখানে শরণাগতি, আনুগত্য, শ্রদ্ধা নাই, সেখানে কৃপা বা সেবাও নাই। প্রভুর শরণাগত হইলে ভোগের প্রতি প্রভুত্ব করিবার স্পৃহা থাকিতে পারে না। সকলেই মহাপ্রভুর সেবক। সুতরাং সকলেই আমার প্রভু। সর্ব্বত্র প্রভুদর্শনই গুরুদর্শন। ইহাই সুদর্শন। দর্শন দোষেরই বিকৃতি। হয় সুদর্শন, না হয় কুদর্শন, যে কোনও একটা থাকিবেই। সুদর্শন নিজেকে কৃষ্ণভোগ্য বলিয়া উপলব্ধি এবং সকলেই কৃষ্ণভোগ্য, এ ধারণার প্রবৃত্তি। নিজেকে ভোক্তাবুদ্ধি যেখানে, সেখানে [illegible] নাই। নিজেকে প্রভুর দাসানুদাস বলিয়া [illegible] প্রাথমিক পরিচয়। [illegible] না হইলে ভোগদর্শন [illegible] হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। কেহই ভগবানের বৈশ্বর্য্যময়ী মায়াকে এই পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে পারে না। [illegible] ভগবানের কৃপালাভ না হইলে অনায়াসে পাপের পথ হইতে এবং তখনই জীব বুঝিতে পারিবে যে, প্রভুর কথা না মানিয়া [illegible] ধৃষ্টতা ভক্তি নহে; পরন্তু [illegible] হইয়া প্রভুর সেবা করাই ভক্তি।

যেখানে প্রভুর সেবালাভের আকাঙ্ক্ষা আছে, সেখানে কেহ প্রভুর কৃপালাভে কাঙ্গাল না হইয়া পারে না। প্রভু ত' দয়াল। তাঁহার কৃপা ছাড়া দুর্দ্দিন আমাদের আর উপায় নাই। [illegible] না লোপ। এই দুর্ভাগা [illegible] দুর্দ্দিনে বল, অন্ধকারে সম্বল, দীনের বন্ধু শ্রীগুরুদেবের কৃপা ছাড়া নাই না। [illegible] যেন শ্রীগুরুদেবাশ্রিতবিগ্রহ। [illegible] কৃপাতেই [illegible]

ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ [illegible] আছেন। তিনি নিত্য বস্তু। [illegible] ইহার [illegible] হয়। কিন্তু সংশোধন আমার কর্ম্ম [illegible] প্রভুপাদের [illegible] বিরহও ত' নাই, সুতরাং আমার [illegible] দিকে কি করিয়া চাইব? তাই প্রার্থনা—
বৈষ্ণবচরণে মোর এই মনকথা।

জন্মে জন্মে প্রভু মোর হউ নরনাথ।
সে আমার প্রভু, আমি জন্ম জন্ম দাস।
সবার চরণে মোর এই অভিলাষ।
আমি ত' দুর্ভাগা অতি বৈষ্ণব এ তিনি
মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব যদি
শ্রীগুরুচরণে মোর ভক্তি রহ যদি
যে চরণে পাই ভবের নিস্তার
আমার এমন ভাগ্য কত দিনে হবে।
আমারে আপন বলি জানিবে বৈষ্ণব
তবে আমি জানিব আপনে [illegible]।
আমার [illegible] দূর না হয় [illegible]

সেবাই যেখানে সেবা, [illegible] ভক্তি। যেখানে [illegible] গুরু যেখানে গুরু, সেইখানেই কৃষ্ণ। শ্রীগুরু—কৃষ্ণশক্তি বস্তু—জীব বস্তু। কৃষ্ণশক্তি বাদ দিয়া যে দর্শন, তাহা মায়াদর্শন। আর্থিক পিপাসা প্রভৃতি মারাত্মক [illegible]। শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible]। [illegible] আত্মীয়। [illegible] আত্মীয়তা, আপনজ্ঞান বা টান [illegible] [illegible] উপায় নাই। [illegible] [illegible] [illegible] সেই গুরুদেবের [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সমস্ত [illegible] উপকার। তিনিই [illegible] তবে তিনি [illegible] নহেন।

[illegible] নিত্য। [illegible] [illegible] [illegible] এই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা [illegible] নাই।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ [illegible]। তাহার বাণীর মধ্যেই তাঁহার সব কিছু। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের [illegible] [illegible] সেবা। [illegible] সাধন। 'আমি তাঁহার' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আত্মসমর্পণ হইবে [illegible] পালন করিয়া [illegible]। সেইজন্য সর্ব্বস্ব আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগুরুদেবের [illegible] নাই। সুতরাং আমাদের [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইহাই শ্রী[illegible] [illegible] কাতর প্রার্থনা।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

শ্রীগুরুপাদপদ্ম-পূজা

[illegible] পূর্ববার [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি [illegible] কৃপা [illegible] তিনি [illegible] করিয়া [illegible] আজ [illegible] শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] সেবক, তাহার সেবা ব্যতীত তোমার অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই"—এই [illegible] করিবার [illegible] উচিত [illegible] এই [illegible] আমরা [illegible] সেই [illegible] অনুকরণ [illegible] আমি [illegible] গ্রহণ করে।

[illegible] পূজা [illegible] ভগবানের পূজা [illegible] সর্ব্বোত্তম পূজা [illegible] পূজক [illegible] শ্রীগুরু [illegible] আমাদের [illegible] অপেক্ষা [illegible] হইতে [illegible] বিধান না হইলে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] পারি না। শ্রীগুরুদেব [illegible] আশ্রিত, তিনি আমাদের পালক, আমি পাল্য, তিনি প্রভু, আমি তাঁহার কিঙ্কর—এই জ্ঞান [illegible] দেখেন।

কারের [illegible] নাহি [illegible]
[illegible] সব [illegible]।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] সদ্য
[illegible] মুক্তি [illegible]।

যাঁহার [illegible] করিয়া যাই
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হৈতে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা [illegible] প্রয়োজন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] বিধাতা। আত্মবস্তুর [illegible] যে মুহূর্ত্তে [illegible] হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই [illegible] নানাপ্রকার [illegible] উপস্থিত হইবে। শ্রীনামভজনই একমাত্র ভজনপ্রণালী। শ্রীগুরুদেব এই ভজনপ্রণালী [illegible] করেন। তিনি যদি আমাদের প্রতি [illegible] হন, তাহা হইলে [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] হইতে—সেবা [illegible] হইতে [illegible] করেন। [illegible] হইতে আমরা [illegible] পতিত হই। [illegible] অন্তর [illegible] হইবে। যিনি [illegible] করিবেন [illegible] করেন, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরু- [illegible] ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে [illegible] আমাদের সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করেন। আমাদের [illegible] বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন [illegible] জন্য এ জগতে [illegible] হইয়াছেন। চিত্তে যদি শ্রীগুরু- [illegible] হয় নাই তাঁহার কথা [illegible] স্মৃতি লাভ করে, তাহা হইলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] সম্ভব। [illegible] আমি [illegible] তাঁহার পূজা [illegible] সেবা লাভ করিবার অন্য উপায় নাই। [illegible] সেবা ব্যতীত [illegible] অন্য কোন কৃত্য নাই।

আমরা [illegible] মানুষ [illegible] করিবার জন্য [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] অবতীর্ণ হইয়াছেন। [illegible] সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] করিবার জন্য [illegible] প্রধান করিবার জন্য—[illegible] কৃপা পূর্ব্বক আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। [illegible] করুণা। তিনি কৃপাপূর্ব্বক আজ তাঁহার [illegible] প্রদান করিয়াছেন। [illegible] শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক [illegible] চৈতন্য-সেবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। তিনি [illegible] আমাদের [illegible] করিয়া অনন্ত- [illegible] করেন। তিনি আমাদের [illegible] করিয়া কৃষ্ণপাদ- [illegible] আকর্ষণ করেন। তিনি আমাদের [illegible] প্রভৃতি দোষগুলি [illegible] জানেন। আমরা যে [illegible] তাহা তিনি পূর্ব্বাহ্নেই [illegible] যদি আমরা তাঁহার শরণাগত হই—কৃপাপ্রার্থী হই, তাহা হইলে তিনি আমাদের কৃপা করেন। তাঁহার কৃপা হইলে আমরা এই সকল [illegible] হইতে [illegible] পাইয়া থাকি। আমরা নানাপ্রকার দুর্দ্দৈব [illegible] হইয়া পড়িয়াছি। এই প্রকার [illegible] হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি [illegible] সঞ্চার করেন, আমি সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রণত হইতেছি। সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার নিত্য রক্ষক, নিত্য পালক, নিত্য নিয়ামক, নিত্য সেব্য, নিত্য পূজ্য হউন, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আমার হৃদয়ে নিত্য বিরাজ করুন, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

প্রভুপাদের শ্রীচরণকমলে

দীনের অঞ্জলি

(প্রাপ্ত)

ভুলিয়া আমরা আপন স্বরূপ,
নিত্য সেবার প্রভু পরমেশ,
[illegible]
[illegible] প্রীতি।
[illegible] স্বরূপে স্থাপিতে,
উদিতা [illegible]।
জয় [illegible], কৃপা বিগলিতা,
জয় জয় [illegible]।
তোমার উদয়ে, হৃদয়ে জাগে,
শ্রীগুরুপূজার স্মৃতি ॥
[illegible] বার, চরণে তোমার,
যাচিতেছি কৃপাকণ।
সেবা উদ্দীপনা, নবীন চেতনা,
প্রাণে কর বিতরণ ॥
[illegible], নিখিল ভুবনে
[illegible] হরির স্মৃতি।
বিশ্ব-পথিক, অদ্ভুত জীবনে,
জাগাতে বরুণ-প্রীতি ॥
[illegible] হ'তে, চেতনের দেশে,
নিয়ে যেতে অনাথায়।
(আজি) [illegible] ভাগীরথী-ধারা
উথলি উথলি যায় ॥
গৌর-করুণা, মূরতি ধরিয়া,
উদিত হইয়া আজ।
আশ্রম [illegible], বিশ্বের সেবা
[illegible] ॥
(আজি) [illegible] ভুবন কাননে,
[illegible] ভুবনময়।
[illegible] মন, হ'য়ে অচেতন,
[illegible] ॥
[illegible]
কিবা [illegible], কিবা বনবাসে,
[illegible] প্রবাসে,
[illegible],—
[illegible] গৌর-[illegible]-কৃপা [illegible]।
[illegible], কেমনে পা'ব
[illegible] না জানি।
অসৎ বাসনা, [illegible] দিন ভরি'
(শুধু) কামনা [illegible] ॥
ছলনা [illegible], কুটিলতা দিয়ে
সাধুরে ভুলিতে চাই।
তাই [illegible] হেন দশা মোর,
চেতনের সাড়া নাই ॥
মঠ-মন্দিরে, [illegible],
বাহিরের অভিনয়।
নাম-মন্দিরে, প্রবেশ লাগিয়া,
প্রাণ ত' আকুল নয় ॥
সেবা-পথে মোর, [illegible] হ'য়েছে,
না জানি কিসের আশে।
অমৃত ত্যজিয়া, গরল বলিয়া,
র'য়েছি নরকবাসে ॥
শ্রবণ-প্রাবণী, [illegible] প্রবাহ,
বিমুখ পরাণে চলি'।
আছি প্রতীক্ষায়, [illegible]
করুণা পাইব বলি' ॥
আজিকার দিনে, ভাবিয়া দেখিনু,
বৃথা শুধু এত কাল।
[illegible] বলিয়া, অভিমান করি,
পেতেছ কাপটা জাল ॥
ব্যাসপূজা মর্ম, বুঝিনি এখনো,
শুনিনি শ্রীগুরু-বাণী।
কত না আঘাত, দিতেছি তাঁহারে
হৃদয়েতে শেল হানি' ॥
জানিয়া [illegible], ধন ফেলিয়া
অযতনে বসিনু হায়।
এবে চারিদিক, অন্ধকারময়,
গুরুদেব! কি উপায়?
ওহে নিত্যানন্দ! করুণার কন্দ,
তুমই আশ্রয় ব'লে।
অকপট হিয়া, কবে বা সপিয়া,
পড়ি' র'ব পদতলে ॥

আত্মভক্তি কৃতিসাধ্য

(২য় পৃষ্ঠার পর)

কর্ণই [illegible] ও দুরাগ্রহ থাকিবে। বিচার করিতে বেতি বেতি বিচার নয়। শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে আত্মনিবেদনের কথা বলিয়াছেন, সেই পরীক্ষা [illegible]। যতটা শরণাগত হবে [illegible] সেবার কৃপার [illegible] নির্ভর করতে পারে [illegible] আমার [illegible] পরিমাপিত হবে। শরণাগত [illegible] বুঝিতে পারেন যে, সেবা কিসে সুখী হন আর কিসে অসুখী হন। মনের [illegible] বিকাশ শরণাগত এইজন্য শরণাগত [illegible] যাহাতে অসুখী হন, তাহা করিতে পারেন না—আপন চিত্তে সেবা অসুখী হইতে পারেন [illegible] বেদনা অনুভব করেন। যদি শরণাগত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাহার মধ্যে এই সত্যটি দেখা যায় যে, [illegible] শরণাগতের ন্যায় alert না হইলেও 'বিচার-পথ' কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে [illegible] করেন—ইহা দ্বারা তিনি সুখী হইবেন [illegible] এ বিচার যাহার নাই তাহার সাধনভজনের গতি বেশীদিন থাকে না, হয় [illegible] না হয় বিপরীতমুখী হইয়া পড়িবেই পড়িবে। সাধন ভক্তিতে যে যত্ন প্রয়োজন, তাহার অর্থ [illegible]-পালনের বা সেবার চেষ্টা—তাহা ব্যতীত জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ বা [illegible] নহে। কারণ, তাহা হইলে [illegible] ভাবভক্তির সহিত বিরোধ হয়। সাধ্য ভাবভক্তি বিকাশের চেষ্টাই ত' সাধনভক্তি। সুতরাং [illegible] যাহাতে জাগরূক হয়, আমরা পূর্ণ শরণাগত হইয়া নিজের বল ও চেষ্টার প্রতি ভরসা ছাড়িয়া "আমি তো তোমার, তুমি ত' আমার" বিচার বরণ করিতে পারি, এইজন্য সর্ব্বেন্দ্রিয়ে যত্ন করিতে হইবে। [illegible] না মুখে বলিলেই যত্ন হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] ... শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পবিত্র জীবনী ও শিক্ষা ... Foreword ... (Prefaces), বিষয় সূচিকা (Contents) ও ... Index (Glossary) সহ ... প্রকাশিত। ভিক্ষা ... টাকা। প্রাপ্তিস্থান মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, ... ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

[illegible] ... 'অনুভাষ্য' টীকা ... ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

[illegible] ... টীকা ... প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা ৶৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনবদ্বীপ ... , পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
[illegible]
[illegible], ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

[illegible] প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত (সম্পূর্ণ)
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। [illegible] (বাঁধা) ৲
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (বাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড ৸৹
৪র্থ খণ্ড ৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ১ ৩য় খণ্ড ৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।৹
৮। [illegible] দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।৹
৯। বৈষ্ণব[illegible] ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। [illegible] শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে [illegible] ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। [illegible] ।৹
১৯। [illegible] ।৹
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶৹
২১। গৌড়ীয়[illegible] ।৶৹
২২। ভজন রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্য[illegible] ও শ্রীনবদ্বীপ[illegible] (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲ (বাঁধা) ২৲
২৬। শ্রীনাম [illegible] ।৹
২৭। [illegible] ২৲
২৮। [illegible] (সাধারণ) ।৹
২৯। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹
[illegible] ৶
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।
৩৩। [illegible]
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৵৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। [illegible] ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।
৩৯। [illegible] ।
৪০। [illegible] ৶৹
৪১। গীতাবলী ১৲
৪২। শ্রীগৌরকল্প পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। [illegible]
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। [illegible]
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। [illegible] (পঞ্চম সংস্করণ)
৪৯। [illegible]
৫০। বৈষ্ণব[illegible] (১ম ও [illegible])
৫১। [illegible]
৫২। মণিমঞ্জরী (সাধারণ
৫৩। [illegible]
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয়
৫৫। [illegible]
৫৬। ভারতবর্ষ ও [illegible] ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রী[illegible] ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। [illegible]

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিভূতয়ঃ ।৹
৬৩। সটীক-[illegible] ।৹
৬৪। [illegible]
৬৫। [illegible]
৬৬। [illegible]
৬৭। [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। [illegible]
৭০। [illegible]
৭১। বেদান্ত—[illegible]
৭২। [illegible]
৭৩। [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible]
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible]
৭৬। [illegible]
৭৭। [illegible]
৭৮। [illegible]
৭৯। [illegible]

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible]
৮১। [illegible]
৮২। [illegible] ১৲
৮৩। গীতাবলী ১৲
৮৪। [illegible]

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible]

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান - শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয় ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। [illegible]
সেবক—[illegible] অধিকারী বি-এ

(৩) শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিরঞ্জন স্বামী

( ) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(১৩) কোলদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গোদ্রুমপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনৃসিংহপল্লী গৌড়ীয়মঠ
[illegible] (শ্রীনৃসিংহদেবের প্রাচীন বিগ্রহবর্ত্তী)
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

(১৭) শ্রীসুবর্ণকুটীর
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২২) পুরী গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৩) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যাভূষণ

(২৪) গোপালজীউমঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) সাবিত্র গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৩১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৩) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

(৩৫) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible]
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রী[illegible] মঠ
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রী[illegible] মঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৯) [illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৪১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

(৪২) শ্রী[illegible] মঠ
[illegible], মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

(৪৪) [illegible] মঠ [illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৫১) [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible] কুটী
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৭) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬০) [illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬১) চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেবক—স্বামী বিনোদবাণী দাসী

(৬৪) গৌড়ীয় [illegible]
[illegible] ষ্ট্রীট,
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৫) গৌড়ীয়মঠ [illegible]
[illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৬) শ্রীবিদ্যার্থি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৭) শ্রীগৌড়ীয় মঠ অফিস,
[illegible] (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৬৮) পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible] কাব্যতীর্থ

(৬৯) পরবিদ্যা পীঠ, [illegible],
[illegible] (চট্ট, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭১) [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৭২) নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৩) [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৭৪) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবীনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রী[illegible] অধিকারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতি লাইনে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১৷০	৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৮৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	
ত্রৈমাসিক	"	২৷০
মাসিক	"	

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর [illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রদের জন্য বিনা ব্যয়ে সুধা [illegible] ব্যবস্থা হইয়াছে। [illegible] প্রতি মাসে ১ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৮ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী মাত্র ৮।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রদের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি [illegible] দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্র (charts) দ্বারা অবতারী ও অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুবা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও কাহের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান মধুবা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; [illegible] সম্প্রদায়, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বহ্বায়ন ও তাহাদের [illegible] লৌকিক ও শাস্ত্রীয় বিচার [illegible] এবং পরমার্থ সম্বন্ধে [illegible] ব্যক্তির সাধারণ [illegible] ভক্তিবাদের সংক্ষিপ্ত [illegible] হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুবা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির.

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর অধিকারী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল [illegible] অধিকারী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, [illegible] এই অপূর্ব [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণের [illegible] আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের [illegible] প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক [illegible] সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে [illegible] শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা, [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] প্রচুর লাভবান হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর অধিকারী
শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, প্রাপ্তিস্থান বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের একটি অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে মুদ্রিত।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৷০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গল্পাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুশীলচন্দ্র নাগ এম্‌.এ, বি-এল্, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	২-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৩	১৩-১০	১৬-১৩	১৭-৫৩	২২ ০
দমদম	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-৫০			২২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-৫৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১৩-৩৩	১৫-৫	১৮-৫৯	১৯-৪০	২-৩৮
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১০-৫৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-৫৯	১৮-১০	২০-৫০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৩
দমদম	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
" ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

রবিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৪-২২	১৬-৮	১৮-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৩	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬-৫৬	১৯-২২	২০-৪৬	১-০১
রাণাঘাট পৌঃ	৮-৪৫	৯-২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯	৪-১০
ছাঃ	৭-৪৭	৯-৩০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৫	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪৬	২১-৪০	২৩-২৫	৬-১৭	

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ত্রিপুরাবাসীর একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। ঢাকা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমোদ গিরিধারী কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

প্রথম খণ্ড

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরনিধানের অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও প্রবাসী সজ্জনবৃন্দ যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশ হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তসমূহ ও অপসিদ্ধান্তসমূহে অপ্রতিবন্দী গৌরকৃষ্ণ অবতার আচার্যবরের 'সত্যসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৷৷০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদিপ্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———::•::———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহা, যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরাদি এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD NO. C. 1541

ভক্তিসুধাকর-বিরহ-সংখ্যা

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিপদ্য-সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৯০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিবিধ স্তব ও পদ্যাদি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ ৬ গোবিন্দ ৪৫৪ গৌরাব্দ ৬ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১৮ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৪১, সোম-মঙ্গলবার { ২৮৬৮৭৯ম সংখ্যা

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর হরিকথা

———:০:(২):০:——

শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত হইলে অভয়, অশোক ও প্রকৃত সুখী হওয়া যায়। [illegible] কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবায় [illegible] তাঁহার কৃপা [illegible]। তাঁহার কৃপায় [illegible] তাঁহার প্রতি সেবোন্মুখ [illegible] হয়। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং একমাত্র লাভ।

যুক্তবৈরাগ্য আচরণই গুরুসেবা। অকপট আচরণ দ্বারাই প্রকৃত ভক্তস্ফূর্ত্তির উত্তরোত্তর পরিস্ফূর্ত্তি সাধিত হইবে। আচরণের দিকে তীব্র লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যতটুকু হরিসেবার জন্য আবশ্যক সেই পরিমাণ এবং সেই প্রকার বিষয় গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাও সহধর্ম্মে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে তদ্দ্বারাই চিত্ত শুদ্ধ ও সরল হইবে। এই প্রকার আচরণে সহজেই ভক্তস্ফূর্ত্তি হইবে এবং তখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথাবলা ও লেখা সম্ভবপর হইবে।

[illegible] শ্রেষ্ঠত্ব-দর্শনের মধ্যেই বৈষ্ণবতা। নিষ্কপটভাবে সর্ব্বক্ষণ অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব দর্শন অভ্যাস করা আবশ্যক। মহাভাগবতের দর্শনের আদর্শের অনুকূলে নিজ দর্শনের দর্শন হওয়াই সঙ্গত। মহাভাগবতের দর্শনের বিপরীত আদর্শ অনুসরণের দ্বারা কিরূপে প্রকৃত-কৃষ্ণানুশীলন হইতে পারে? তাহা হরিভজন করেন,—ইহাই আমার একবার ভাবা।

ভোগ ও ত্যাগবুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারা যায়, সর্ব্বত্র গুরুদেবের বৈভব দর্শন হইলে। সকলই প্রভুপাদের বৈভব, এই দর্শনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দর্শন। অপ্রাকৃত কামদেবের সেবাপ্রাপ্ত হইতে হইলে ভোগ ও ত্যাগবুদ্ধি সম্পূর্ণ অপসারিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীগুরুদেবের নিত্য সেবক-স্বরূপে [illegible] হইলে [illegible] [illegible]।

নিজের দ্বারে [illegible] হইতে না। কিন্তু উহার সম্যক্ অর্থাৎ [illegible] করিলে। সংকীর্ত্তনের অর্থ —[illegible] হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করা। একের [illegible] অপরের দ্বারা পূরণ না হইলে কৃষ্ণকীর্ত্তন সম্যক্ হয় না। এই সাহায্য দ্বারা স্বাধীনতার পূর্ণ প্রমাণতা সাধিত হয়। [illegible] [illegible] দ্বারা [illegible] সৃষ্টি হওয়া অবশ্যম্ভাবী উপস্থিত হয়।

Direct communion চাই। যাহারা সাক্ষাৎসেবার বিরোধী, তাহারা indirect communion হইতেও সুতরাং বঞ্চিত হইতে বাধ্য। Direct communion with the Guru is the first step on the path of Divine Service. If the Guru is not Served no one can be really served.

নিজের ভজন ও মিশনের সেবা একতাৎপর্য্যপর হইলেও উহাদের পরস্পর বৈশিষ্ট্য স্বীকার্য্য। বাহিরের যে সম্বন্ধ, তাহাই মিশনের সেবা। অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ অনুশীলনই ভজন। অপ্রাকৃত-সেবা প্রাকৃত ভূমিকায় অবতরণ দ্বারা অপ্রাকৃত আলোচনা এবং প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের পরস্পর সাক্ষাৎ [illegible] সমূহের ক্রিয়া দ্বারা সাধিত হয়, উহাই মিশনের সেবার ভূমিকা। অপ্রাকৃতের পক্ষ হইতে প্রাকৃতের সহিত সেবা-সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য মিশন। প্রাকৃত অস্মিতা হইতে মুক্ত হইয়া অপ্রাকৃতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবার [illegible] নিষ্কপট। নিষ্কপট বৈশিষ্ট্য, [illegible] ও [illegible] জন্য মিশনের সেবা। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে বহির্ম্মুখের সেবা — শ্রীগুরুদেবেরই সেবা। উহা নিজ-ভজনেরই অপর দিক্। নিজ-ভজনহীন ব্যক্তির মিশন-সেবার অভিনয় দাম্ভিকতাপূর্ণ বাহাবাহ মাত্র।

অপ্রাকৃত হরিনামের কৃপা হইলে প্রাকৃত বাহ্যবান দ্বারা সেবায় বাধা হয় না, বরং তদ্দ্বারা অধিকতর উৎকর্ষ সাধিত হয়। বৈষ্ণব আত্মসেবা গ্রহণ করেন না। তিনি উহা শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন; তাহার ফলে শ্রীগুরুদেবে আমাদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা দৃঢ় হয়। শ্রীগুরুদেবে যে পরিমাণে শ্রদ্ধা উদিত হয়, শ্রীকৃষ্ণে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনামেও সেই পরিমাণ সেবাবুদ্ধি হয়। এই সকলগুলির দ্বারা নিজের পারমার্থিক অবস্থা বিচার করা আবশ্যক। শ্রীগুরুদেবই বৈষ্ণবের সেবা আমাদিগকে প্রদান করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহার বিচার অবিচারে সর্ব্বদা শিরোধার্য্য হওয়া সঙ্গত। তাঁহার বাণীই সেবাকার্য্যে সর্ব্বতোভাবে আশীর্ব্বাদ করিয়া শ্রীহরিনাম কৃপা করেন। তখন আমাদের অপ্রাকৃত-তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হয়। তাহার ফলে শ্রীহরিনামের অপ্রাকৃত এবং ভোগবাসনা নিবৃত্ত হয়।

কঠিন অভ্যাসে সেবাকার্য্য করা নিশ্চয়ই আবশ্যক। তবে কঠিন দ্বারা কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ সকল [illegible] কঠিন [illegible] [illegible] সেবকগণের দ্বারা, [illegible] কৃষ্ণের ইচ্ছার সহিত যুক্ত হইতে [illegible] [illegible] ও [illegible]—এই উভয় [illegible] পরতা বৈষ্ণবের সম্বন্ধে বুঝিতে পারা যায়। শরণাগতিই গুরুসেবকের প্রাণ। শ্রীকৃষ্ণ-বৈষ্ণবগণ যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাহাই অনুকূল মনে করিয়া স্বীকার করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-আলোচনায় ও হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবায় আত্মনিয়োগ করাই শরণাগত আত্মমঙ্গলকামী নিষ্কপট গুরুসেবকের আত্মমঙ্গলের একমাত্র উপায়।

শ্রীগুরুদেবের কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার কৃপায় [illegible], যদি [illegible] না [illegible] তাহার না থাকে। [illegible] শ্রীগুরুদেবের গুরুসেবা-প্রার্থনার [illegible] জন্মে। শ্রীগুরুসেবার [illegible]। শ্রীগুরুপাদাশ্রয় [illegible] [illegible] না। [illegible] [illegible] সেই [illegible] [illegible]।

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] তবে আমি কেন স্বতন্ত্র পতি কহিব হই?"

— —

[illegible] মন্ত্র। দুর্ভিক্ষের 'পোস্ট' [illegible]

গুরুদেবতাত্মা শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু

দেখিতে দেখিতে [illegible] একবৎসর অতীত হইল। আমরা ভক্তিশাস্ত্র [illegible] প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] সেবক গুরুদেবতাত্মা শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর সাক্ষাৎ সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। [illegible] শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর [illegible] [illegible] আদর্শ সেবাপ্রাপ্তি, [illegible] শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] ও [illegible], শ্রীগুরুবৈষ্ণব-[illegible] উৎসাহ [illegible] অনন্য [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন। আর [illegible] নবাবস্থ [illegible] [illegible] বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া, তাঁহার [illegible] আদর্শ [illegible] হইয়া [illegible] প্রভাবিত। এমনই উদার। [illegible] শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু, [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] কৃপাভিক্ষা করিতেছি। [illegible] সকল [illegible] ও [illegible] নিকটেই কৃপা করিয়া তাঁহারা এই [illegible] তাঁহাদের [illegible] স্থান দিয়া আত্মসাৎ করুন, ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে কাতর প্রার্থনা।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু পরম বৈষ্ণব। তাঁহাতে সকল গুণই বর্ত্তমান। তিনি গুণময়। তাঁহার অকপট সেবাপ্রাণতা, সহজ সরলতা ও বিনয় [illegible] আকৃষ্ট করিয়াছে। তিনি [illegible] হইলেও [illegible] গুরু। বৈষ্ণব [illegible] অতীত হয়। গুরু ও বৈষ্ণব [illegible] এক [illegible] হয়। সকলেই সেবক-ভগবান। বৈষ্ণব [illegible]। গুরু ও বৈষ্ণব উভয়েই সেবকাভিমানী, উভয়েই কৃষ্ণভক্ত, কেহই ভোক্তা নহেন। ভোক্তাভিমান বা পুরুষ অভিমান তাঁহাদের নাই। বৈষ্ণব মনোধর্ম্মী নহেন: তিনি [illegible] প্রকৃতি, তিনি [illegible]

[illegible] নাই [illegible]। [illegible] মহাজন। তাঁহার কৃপায় জীবের সংসার-বাসনা,—কর্তৃত্বাভিমান বা মনোধর্ম্মের হাত হইতে নিষ্কৃতি হয়। বৈষ্ণব কৃষ্ণের খুব প্রিয়। বৈষ্ণব—পতিতপাবন। বৈষ্ণবের কৃপা [illegible] জীবের মঙ্গলের আর [illegible] বাধা নাই। বৈষ্ণবের অনুকরণ [illegible] জীবের মঙ্গল হয় না, অবজ্ঞা বা [illegible] হইতে অমঙ্গল বা [illegible] উদয় হয়। [illegible] অনুকরণ [illegible] নহে, ইহা কৈতব। অনুসরণই [illegible] ও সেবাপ্রবৃত্তি হইতে [illegible] হয়। বিষ্ণুর সেবা ছাড়া বৈষ্ণবের আর কোন বাধ্য নাই। বৈষ্ণব অকপট সেবক, বৈষ্ণব [illegible], দয়ার সাগর। তিনি কৃপাময় ধনী। বৈষ্ণব ভগবানে অনন্যভাবে নির্ভর করেন। এই বৈষ্ণবের [illegible] শরণগ্রহণ করাই সকল মঙ্গলের মূল। বৈষ্ণবের [illegible] দ্বারাই বিপুল সেবা [illegible]। বৈষ্ণব [illegible], বৈষ্ণবসঙ্গ ও বৈষ্ণব [illegible] হইতে [illegible] মতি হইতেছে। বৈষ্ণবের [illegible] [illegible] বা অর্চ্চন। বৈষ্ণব কৃপাই [illegible] একমাত্র উপায়। বৈষ্ণবের সেবক হওয়াই জীবনের সাধ। ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব। ভগবান ও ভগবদ্ভক্ত আমাদের আত্মীয়। আপন বলিতে আর কেহ নাই। গুরু, [illegible] ও ভগবদ্ভক্তের সেবা করিবার জন্য যেন অনন্তকাল প্রস্তুত থাকিতে পারি, ইহাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদে নিবেদন।

বৈষ্ণব কৃষ্ণকে দিতে পারেন। "কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে"—শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে এই বিশ্বাস যদি ক্রমশঃ দৃঢ় না হয়, অন্ততঃ এইটা মুখমাত্রও যদি উপলব্ধি না হয়, তবে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা [illegible] আসিবে। গুরুবৈষ্ণব দয়াময়, পরদুঃখদুঃখী, মানুষ [illegible] কৃপা করিবার জন্যই তাঁহাদের [illegible]। গুরুবৈষ্ণব কৃপা করেন—এ কথাটি বিশ্বাস করিলে তাঁহাদিগকে [illegible] বলিয়া বরণ করিবার সৌভাগ্য হয়, তখনই গুরুবৈষ্ণবের করুণাময় [illegible] তাঁহাদের কৃপায় [illegible] উপলব্ধির বিষয় হয়। গুরুবৈষ্ণব কৃষ্ণ দিতে পারেন এবং তাঁহারা কৃষ্ণ দিয়া থাকেন, এই বিশ্বাস যাঁহারা বরণ করিতে পারেন, তাঁহারাই [illegible] [illegible] করিয়াছেন। বিশ্বাস যাঁহার আছে, তিনিই [illegible] করিয়া এ জগতের সব ছাড়িয়া [illegible] হন। [illegible] হইতে [illegible]

[illegible] হইতে পারেন। যতক্ষণ [illegible] হইতে না পারি, ততক্ষণ নিজ মনোধর্ম্ম [illegible] থাকিবেই। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্দ্দৈব যে, আমরা গুরুবৈষ্ণবকৃপার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি না।

বৈষ্ণব তাঁর বন্ধু—কৃষ্ণসেবাই বন্ধু। বৈষ্ণব কৃষ্ণের জন। বৈষ্ণব [illegible] [illegible]। শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীল প্রভুপাদের ঐকান্তিক ও শ্রেষ্ঠ সেবক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু ছিলেন একজন। অকপটে তাঁহার [illegible] যাঁহারা এক মুহূর্ত্ত করিয়াছেন, সেই [illegible] সরল [illegible] নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট হইতে সেবা-বল বা দৃঢ়তা লাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার দৃঢ়নিষ্ঠা [illegible] [illegible] উপলব্ধি যাঁহারা [illegible] আমাদের [illegible] পাশেও থাকায় সঞ্চার করিত এবং এখনও করে। তাঁহার বাস্তব সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার শ্রীচরণ স্মরণ [illegible] না করিয়া ও [illegible] গ্রহণে [illegible] না হইয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার আদর্শ সেবা, আদর্শ গুরুনিষ্ঠা, নিরন্তর আন্তরিক সেবা [illegible], [illegible] আগ্রহপূর্ণ, তাঁহার [illegible] সেবাপ্রাণতা, [illegible] অসমা উৎসাহ, [illegible] বিষ্ণু [illegible] [illegible], সকলকে [illegible] করিবার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস, তাঁহার [illegible] ও [illegible] উৎসাহ, তাঁহার [illegible], [illegible] ও সাহসিকতা, এক কথায় কায়মনো-বাক্যে তাঁহার [illegible] অলৌকিক [illegible], সকলেরই আদর্শস্থানীয়। আজ তাঁহার এই অপ্রকট-দিবসে তাঁহার পাদপদ্ম [illegible] জন্য হৃদয়ে প্রেরণা আসিলে ও তাঁহার সেবাদর্শ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিলেই [illegible] আমাদের [illegible] হইয়া আমাদিগকে কৃপা করিবেন। সে সৌভাগ্য আমাদের লাভ হউক—ইহাই [illegible] না।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের পরম-প্রেষ্ঠ। তিনি নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, সুন্দর ও [illegible]। তিনি নিত্য শ্রীধামবাসী। তিনি সর্বপিতামহ আদর্শ [illegible] নিত্য গুরুদাস। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible]। তাঁহার অনুগত হইতে পারিলে আমরাও [illegible] শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] সৌভাগ্য পাইব। তাঁহাকে [illegible] নিত্য বান্ধব ও [illegible] বলিয়া উপলব্ধি করিলে, তাঁহার নিরন্তর আমাদের [illegible] [illegible] স্ফূর্তি পাইলে আমরা নিশ্চয়ই মনোধর্ম্মের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইব। তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিবার প্রবল স্পৃহা মানুষ [illegible] হৃদয়ে জাগুক; তাহা হইলে করুণাময় তিনি নিত্যধামে থাকিয়াও আমাদের প্রতি কৃপা করিবেন এবং আমাদের [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের নিকট [illegible] করিবেন। তাঁহার আসনে শ্রীল প্রভুপাদ আবার শ্রীগৌরসুন্দরকে তাহা জানাইবেন। তাঁহার কৃপা ও তাঁহার আদর্শই আমাদের একমাত্র সম্বল হউক, তাহা হইলে আমরা [illegible] [illegible] স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব। তাঁহার কৃপাতেই আমরা শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গ এবং তাঁহাদের কৃপায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গ পাইব। তাই প্রার্থনা—

আমি ত' দুর্ভাগা অতি বৈষ্ণব না চিনি।
মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি॥
শ্রীগুরুচরণে মোর ভক্তি [illegible] দান
যে চরণ-বলে পাই ভজন সন্ধান॥
ব্রাহ্মণ সদয়ে করি কৃপা মোর প্রতি।
বৈষ্ণবচরণে মোরে দেহ দৃঢ়মতি॥
উচ্চ নীচ সর্ব্ব জীব-চরণে শরণ।
লইলাম আমি দীনহীন অকিঞ্চন॥

ত্র্যধীশ

(পোপ)

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থরাজ শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ, ঐশ্বর্য্য [illegible] বর্ণনা প্রসঙ্গে এই শ্লোকটির অবতারণা করিয়াছেন,—

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্ত-
সমস্তকামঃ
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ॥
(ভাঃ ৩।২।২১)

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ভগবান্। তিনি ত্রিশক্তির অধীশ্বর—তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর কেহ নাই; তিনি স্বীয় পরমানন্দস্বরূপে পরিপূর্ণ-কাম। ইন্দ্র [illegible] অসংখ্য লোকপাল [illegible] [illegible] [illegible] সমর্পণপূর্ব্বক কোটী কোটী কিরীট সংঘর্ষণ দ্বারা তাঁহার পাদপীঠের স্তব করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ [illegible] [illegible] প্রকাশই অপার প্রবল: শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মাধুর্য্যময়বিগ্রহ অর্থাৎ সমস্ত চিন্ময় মাধুর্য্যের মূল আকর বা উৎস। [illegible] সমস্ত রসের আকরবিগ্রহ বলিয়া স্বয়ংরূপ [illegible] হইতেছে [illegible] ভগবৎস্বরূপের [illegible] তিনি স্বয়ংরূপ এবং তাঁহার ভগবত্তা হইতেই অন্য [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়া তিনি স্বয়ং-ভগবান। সেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য-প্রধানবিগ্রহ। কিন্তু মাধুর্য্যময় বলিয়া তাঁহার যে ঐশ্বর্য্য কিছু কম আছে, তাহা নহে। ঐশ্বর্য্যপ্রধানবিগ্রহ শ্রীনারায়ণ [illegible] [illegible] বিলাসবিগ্রহ; অংশে যাহা সমাবেশ আছে, অংশীতে তাহা অবশ্যই থাকিবে। শ্রীনারায়ণ যে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, শ্রীকৃষ্ণ যে সেই ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্যাদিসহ [illegible] প্রকাশ করেন [illegible] তাহাও নহে, কারণ [illegible] প্রকাশ করা [illegible] [illegible]। প্রকাশ না পাইলে [illegible] [illegible] থাকে। শ্রীকৃষ্ণের [illegible] আদি-লীলায়, বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোরকালীন বিবিধ লীলায় মহা ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু সেই ঐশ্বর্য্য তাঁহার মাধুর্য্যকে, তাঁহার ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করে নাই, ইহাই তাঁহার অনন্য-সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যদর্শনে স্বয়ং ব্রহ্মা পর্য্যন্ত মুগ্ধ ও চমৎকৃত হন। গো-বৎস হরণ করিবার পর চতুর্মুখ স্বীয় ইষ্টদেবের ঐশ্বর্য্যদর্শনে মোহিত হইয়া [illegible] বলিয়া সেই ঐশ্বর্য্যের অসীমত্ব ও অপরিমেয়ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন—

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহুক্ত্যা
ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা একবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীসনাতনশিক্ষায় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-বর্ণনমুখে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত "স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়ঃ" শ্লোকটী উদ্ধার করিয়া 'শাখাচন্দ্র-ন্যায়' অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অপার ঐশ্বর্য্য-সমুদ্রের দিগ্দর্শন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অসাম্যাতিশয় অর্থাৎ অসমোর্দ্ধ-তত্ত্ব; তাঁহার সমান বা তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন বস্তু নাই। শ্রীকৃষ্ণ—স্বাধীন। 'স্বাধীন' শব্দটির দুইটি বাহ্য অর্থ ও দুইটি গূঢ় অর্থ আছে। প্রথম বাহ্য অর্থ এই যে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র, ইঁহারা জড়জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-কার্য্য করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ-নিয়ন্তা বিষ্ণু স্বয়ং শক্তিমান্ এবং ব্রহ্মা ও রুদ্র জগদ্ব্যাপারে শ্রীগর্ভোদশায়ী বিষ্ণু হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিক দেবতা। ইঁহারা তিনজন জগৎসৃষ্ট্যাদি-ব্যাপার নির্ব্বাহ করেন বলিয়া 'ঈশ্বর'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। এই তিন ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাবাহী এবং শ্রীকৃষ্ণ—মূল অধীশ্বর। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ 'স্বাধীন' শব্দ দ্বারা বর্ণিত হন।

দ্বিতীয় বাহ্য অর্থ এই যে—আদি পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু ও তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু—এই তিন পুরুষাবতারই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডসমূহের কারণ, অন্তর্য্যামী ও স্রষ্টা। আদি পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ীরই ঈক্ষণ-প্রভাবে মায়া ক্ষুভিতা হইয়া মহত্তত্ত্বরূপ অর্থাৎ প্রথম তত্ত্ব প্রসব করে। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু আদি পরমাত্মা বা অন্তর্য্যামী। দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী ব্রহ্মার বা হিরণ্যগর্ভের পিতা ও হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টি সূক্ষ্ম জীবের অন্তর্য্যামী। তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু স্থূল বিরাটের ও ব্যষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী। এই তিন পুরুষাবতারই 'ঈশ্বর' শব্দে অভিহিত হন। ইঁহাদের মধ্যে আদি পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু শ্রীবলদেবের অংশ, গর্ভোদশায়ী তাঁহার অংশাংশ বা কলা—প্রদ্যুম্নের অংশ এবং ক্ষীরোদশায়ী তাঁহার অংশাংশের অংশ অর্থাৎ বিকলা—অনিরুদ্ধের অংশ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেবেরও অংশী, সুতরাং পুরুষাবতারগণেরও তিনি অংশী। পুরুষাবতারগণ—অংশ, ঈশ্বর, আর শ্রীকৃষ্ণ মূল অংশী সুতরাং অধীশ্বর। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ 'স্বাধীন' শব্দে আরাধিত হন।

শ্রীকৃষ্ণ চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি এই তিন শক্তির অধীশ্বর, এইজন্য তিনি স্বাধীন। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সমগ্র চিৎশক্তিগণের মূল অংশ-অংশিনী হ্লাদিনীর ভোক্তা, অন্য কেহ নহেন। ভূ, ভুব ও স্ব এই তিনটি ব্যাহৃতি এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই লোকত্রয়ের অধিপতি বলিয়াও শ্রীকৃষ্ণ 'স্বাধীন' শব্দদ্বারা উক্ত হইয়া থাকেন।

এই সকল বাহ্য অর্থ ব্যতীত 'স্বাধীন' শব্দটির গূঢ় অর্থও আছে। গূঢ় অর্থে প্রথমতঃ স্ব-স্বাধীন ধাম-সমূহের অধীশ্বরত্ব বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণের তিনটি আবাস—ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুসারে অবগত হওয়া যায়। তন্মধ্যে অন্তরাবাস বা অন্তঃপুর—শ্রীগোলোক-বৃন্দাবন। শ্রীগোলোক বৃন্দাবন—অন্তঃপ্রকোষ্ঠ। তথায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যলীলা-পরিকর মাতাপিতা, বন্ধু ও কান্তাগণের নিত্য অবস্থিতি। শ্রীগোলোক-বৃন্দাবন মাধুর্য্য, ঔদার্য্য ও ঐশ্বর্য্যের মূল ভাণ্ডারস্বরূপ। শ্রীবৃন্দাবন রাসক্রীড়াস্থান; শ্রীকৃষ্ণশক্তি যোগমায়া সেখানে অপ্রাকৃত ভাব ও লীলাসমূহ বিস্তার কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের মধ্যাবাস—শ্রীবিষ্ণুলোক বা পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ। শ্রীবৈকুণ্ঠধাম শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ-স্বরূপের আবাসস্থল। উহা ষড়ৈশ্বর্য্যের ভাণ্ডার। এই পরব্যোম অনন্ত ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ বিগ্রহ অনন্ত পার্ষদবর্গসহ বিরাজমান আছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাহ্যাবাস—অনন্ত জড় ব্রহ্মাণ্ডাত্মক দেবীধাম। দেবীধামে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠান নাই। অনাদি বদ্ধ জীবই ইহার অধিবাসী এবং যোগমায়ার ছায়াস্বরূপিণী মহামায়াই ইহার রক্ষাকর্ত্রী। অতএব, চিচ্ছক্তি-বিলাস, শুদ্ধসত্ত্বময় ধাম—শ্রীকৃষ্ণের ত্রিপাদবিভূতি এবং মায়িক দেবীধাম বা অচিৎব্রহ্মাণ্ডকোটি শ্রীকৃষ্ণের একপাদ-বিভূতি। এই তিন ধামের অধীশ্বর বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ 'স্বাধীন' নামে কীর্ত্তিত হন।

আর একটি গূঢ় অর্থ এই যে—শ্রীকৃষ্ণের অন্তরাবাস বা অন্তঃপ্রকোষ্ঠ শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনে তিনটি প্রকোষ্ঠ আছে। প্রথম—শ্রীগোকুল বা গোলোকবৃন্দাবন বা শ্রীব্রজধাম। শ্রীব্রজধামে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব-মাধুর্য্যময়ী লীলা প্রকটিত। দ্বিতীয়—শ্রীমথুরাধাম। শ্রীমথুরাধামে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-প্রধান ঐশ্বর্য্যলীলা প্রকটিত হইয়াছে। তৃতীয়—শ্রীদ্বারকা বা মহাবৈকুণ্ঠ। শ্রীমথুরা এবং শ্রীদ্বারকা 'পুর' বা 'পুরী' শব্দেও অভিহিত হন। শ্রীদ্বারকাধামে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যপ্রধান মাধুর্য্যময়ী লীলা প্রকটিত হইয়াছে। এই ধামত্রয়ই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবাস স্থান বলিয়া অপ্রাকৃত-ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ। সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রাকৃত কেবল-মাধুর্য্যময় ধাম শ্রীগোলোকবৃন্দাবনেই আবার মাধুর্য্য-প্রকোষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন বা ব্রজধাম ও ঔদার্য্য-প্রকোষ্ঠ শ্রীনবদ্বীপধাম প্রকাশিত আছেন। আবার কৃষ্ণলীলায় যেরূপ শ্রীগোকুল, শ্রীমথুরা ও শ্রীদ্বারকা এই প্রকোষ্ঠত্রয় আছেন, শ্রীগৌরলীলায়ও তদ্রূপ শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডল—এই তিনটি প্রকোষ্ঠ বর্ত্তমান আছেন। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই এই অন্তঃপ্রকোষ্ঠত্রয়ের অধীশ্বর বলিয়া 'স্বাধীন' শব্দ দ্বারা উল্লিখিত হইয়া থাকেন।

শরণাগতিই সেবকের প্রাণ

শ্রীহরি, গুরু, বৈষ্ণব—মঙ্গলময়। তাঁহারা বিশ্বের মঙ্গলের জন্য কৃপাপূর্ব্বক এ জগতে আগমন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের আচার-ব্যবহারাদি [illegible] মঙ্গলের জন্য। তাঁহারা জানেন, কি করিলে বিশ্বাসী জীবের মঙ্গল হয়। সেইজন্য তাঁহাদের কোন কার্য্যের সমালোচনা না করিয়া তাঁহাদের শরণাগত হওয়াই মঙ্গললাভের উপায়। তাঁহাদের ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার মিল হইলে আর চিন্তার কোন কারণ থাকে না। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের গমন-পথে চলিলে আর অভক্তির পথে—অমঙ্গলের পথে যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম—হরিজন, আর শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম ভক্তজন। [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম চব্বিশ ঘণ্টাই হরিভজন করেন ও সকলে যাহাতে হরিভজন করিতে পারেন, তজ্জন্য আপ্রাণ যত্নচেষ্টা করেন। তাঁহার ইচ্ছা, সকলেই হরিভজন করুন—[illegible] স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হউন। [illegible] বশবর্ত্তী হইয়াই [illegible] জগজ্জন নিযুক্ত করিবার জন্য তিনি আপাত জীব [illegible] শ্রীগুরুদেবের ছায়া বৈষ্ণব [illegible] ভজনসেবা করেন ও [illegible] যাহাতে [illegible] উভয়েই শরণাগতির শিক্ষক। [illegible] প্রত্যেক আচার-ব্যবহারের মধ্যে শরণাগতি দেখা যায়। তাঁহাদের ইচ্ছা ভিন্ন কোন কাজ না করিয়া সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের ইচ্ছাধীন হইয়া চলাই মঙ্গলের পথ। তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিলে অমঙ্গল লাভ হইবে। মঙ্গলের পথ একটী। তাহা শরণাগতির পথ—[illegible] পথ—আনুগত্যের পথ। ইহাই [illegible] পথ। এতদ্ব্যতীত আর সবই অভক্তির পথ—অমঙ্গলের পথ—স্বতন্ত্রতার পথ। [illegible] মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেরই [illegible] ইচ্ছার সহিত নিজ ইচ্ছা [illegible] ব্যতীত মঙ্গল [illegible] কৃপাকণ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের [illegible] অনুকূল না হইতে পারিলে [illegible] সবই বৃথা।

জীবের মুখ্য প্রয়োজন [illegible] একমাত্র উপায়—[illegible]

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাবলেই জীবের পক্ষে ভগবদ্ভক্ত—ভগবৎকৃপাকটাক্ষ লাভ করা সম্ভব। [illegible] তবে [illegible] প্রাকৃত [illegible] তাঁহারা [illegible] বিশ্বাস করেন না, [illegible] তাঁহাদের কৃপা [illegible] শরণাগতি [illegible] কৃপা [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] আমি অতি [illegible]

[illegible]

ভক্তি করি যে ভজে চৈতন্য অবতার। সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার॥

কৃষ্ণ, এবং [illegible] নাম।' এই বিচারানুসারে [illegible], বলা নাম অপরাধী।'—ইহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করে।

[illegible] মঙ্গলের সন্ধান জানেন—তিনি মঙ্গল-ময়। [illegible] করিয়াছেন, তিনিই [illegible] মঙ্গলের সন্ধান দিতে পারেন। যদি আমরা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হই, তাহা হইলে [illegible] হইতে হইবে। [illegible] তাঁহাকে [illegible] মঙ্গলের পথে [illegible] পারিব। [illegible] মঙ্গলের [illegible] নাই। [illegible] না করিয়া [illegible] পারি, [illegible] করিয়া থাকি, তাহাদের [illegible]। শরণাগত হইয়া না [illegible] হইবে না [illegible] মনে হয়। [illegible] শরণাগত [illegible] অতীব। [illegible] পান। তাঁহার [illegible] শরণাগত না হইলে [illegible] অন্য উপায় নাই। তাই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী [illegible] তাঁহার সকল [illegible] স্বীকার করিয়া থাকেন। [illegible] তাঁহারা আমাদিগকে যখন যেখানে রাখুন, যে অবস্থায় রাখুন, কৃপা করুন আর না-ই করুন, সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা শরণাগতের স্বভাব। শরণাগত কোন অবস্থাতেই তাঁহাকে ভুলেন না। সুখ দুঃখে সকল অবস্থাতেই তাঁহার কৃপা উপলব্ধি করেন। দুঃখগুলিকে ভগবানের দেওয়া মহাকৃপা বলিয়া বরণ করেন। তাঁহারা নিশ্চিত জানেন যে প্রভুই সর্বক্ষণ তাঁহাদের কৃপাহস্ত আমাদের উপর রাখিয়াছেন। তাঁহারা জানেন, কিরূপে আত্মসংশোধিত হইয়া শুদ্ধভাবে ভগবৎ-সেবা করিতে পারে। তাঁহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিলেই মঙ্গল হয়। শরণাগতই নিশ্চিন্ত। তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে এই ভাবের নিয়ত উদ্দীপিত হয়—আমি অতি অধম, আমার কোন যোগ্যতা নাই, একমাত্র আপনার অহৈতুকী কৃপা ভিন্ন আমার কোন উপায় নাই। আমি আজ আপনার শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিতেছি। কৃপাপূর্বক আত্মসাৎ করুন। এমন কোন পাপ নাই যাহা আমি করি নাই। [illegible] একটা পাপ সহস্র সহস্র বার [illegible] করিয়াছি। এখন [illegible] পাপ আমাকে নানা প্রকারে বাধা দিতেছে। তাহাদের [illegible] নাই, কিন্তু [illegible]—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য [illegible] চরণে মন রাখিতে পারি। [illegible] সমস্ত মানস দেহ গেহ সকলই আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিলাম।

আমি নিজের জন্য আর চেষ্টা করিব না—সর্বক্ষণ আপনার গুণানুসন্ধান করিব। আজ হইতে আমি তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করিলাম, আপনি আমাকে বল দান করুন, যেন অন্য সব ভাব আসিয়া পুনরায় আমাকে আক্রমণ না করে। আজ হইতে আমি আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আজ আমি আপনার চরণে চির-শরণ লইলাম।

শরণাগত না হইলে মঙ্গল হয় না। যিনি শরণাগত হইতে পারিয়াছেন [illegible] হয়। শরণাগতের তাঁহার মঙ্গলামঙ্গলের কোন চিন্তা থাকে না। তাঁহার একমাত্র চিন্তা কিসে তাঁহার প্রভুর সুখ হয়। কি করিলে প্রভুর আনন্দ হয়, সেই চিন্তায় [illegible] তন্ময় থাকেন। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত হইতে পারিলে যে কোন স্থানে অবস্থান করা যাইতে পারে, তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না। শরণাগতকে কেহ [illegible] মধ্যে ফেলেন না। শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবানে শরণাগত হইতে পারিলে—দাস হইতে পারিলে—তাঁহাদের পরিবারভুক্ত হইতে পারিলে আর মায়ার দাসত্ব করিতে হইবে না। শরণাগতের কোন অভাব-অভিযোগ নাই। বর্তমান জীবের পক্ষে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে [illegible] যায় না। অতএব আশ্রয় করা দরকার। [illegible] কর্তব্য। শরণাগতের নিজের প্রতি [illegible] অন্য কোন ব্যক্তিবিশেষের [illegible] নাই। তাঁহার একমাত্র শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীচরণকমল।

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের দয়া

(শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এ)

এই কলিযুগে সর্বাপেক্ষা পতিত ও অসহায় জীবের প্রতি যে দয়া বিতরিত হইয়াছে তাহার তুলনা নাই। সকল কারণের কারণ, সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর, অনাদি ও সকলের আদি, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্বয়ংরূপ ভগবান্ [illegible] ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিজে শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতরণ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের অবতরণের দুইটি হেতু। উহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু কৃপাপূর্বক জানাইয়াছেন,—

"প্রেমরস-নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম-করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥"

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কেবল যুগধর্ম শ্রীনাম-সংকীর্তন প্রচার করিতে অবতরণ করেন নাই, কারণ যুগধর্ম-প্রচারকার্য অংশাবতার দ্বারা হইতে পারে। স্বয়ং ভগবানের অবতরণের মুখ্য হেতু রাগমার্গ-ভক্তি অর্থাৎ ব্রজপ্রেম-প্রচার। কারণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর অংশ-বিভূতিদের কৃষ্ণপ্রেম প্রদান অসম্ভব, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

যুগধর্ম প্রবর্তাইমু নামসংকীর্তন।
চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন॥
যুগধর্ম-প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥
ব্রজের নির্মল রাগ শুনি' ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি' ধর্মকর্ম॥
আপনি করিমু ভক্তভাব-অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে॥

অপ্রাকৃত ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণই স্বাভাবিক রাগ। শ্রীকৃষ্ণই দাস্যরসের ভক্তগণের একমাত্র প্রভু, সখ্যরসের ভক্তগণের একমাত্র সখা, বাৎসল্যরসের ভক্তগণের একমাত্র নন্দন ও মধুররসের ভক্তগণের একমাত্র প্রাণপতি। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনই তাঁহাদের একমাত্র ধর্ম। অপ্রাকৃত ব্রজবাসিগণের পদধূলিরূপে রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণভজনই উপাদিষ্ট শুদ্ধ অণুচেতনের স্বাভাবিক বৃত্তি।

'রাগ' শব্দ শ্রবণে ভীত হওয়ার কারণ নাই। শুদ্ধ অণুচেতনের স্বাভাবিক বৃত্তিই রাগ ও এই রাগের একমাত্র বিষয় শ্রীভগবান্। অণুচৈতন্য জীব যাহাতে রাগমার্গে শ্রীভগবানের ভজন করিতে পারেন, সেইজন্যই কৃপাময় শ্রীভগবান্ জীবকে স্বতন্ত্রতা দিয়াছেন। স্বতন্ত্রতা না থাকিলে 'রাগ'ও লুপ্ত হইয়া যায়। ব্রজবাসিগণের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ যাহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তজ্জন্য অনুকূলভাবে অনুশীলন করাই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার। 'শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ-প্রবৃত্তি' এক স্থানে বদ্ধ থাকে না : 'শান্তো [illegible]' হইতে অনন্ত মহাভাব পর্যন্ত এই অনুরাগের অনন্ত স্তর আছে। অণুচৈতন্য জীব সেই অনন্ত উন্নতির অধিকারী।

শ্রীকৃষ্ণে আসক্তিরূপ 'রাগের' বা স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার আর মায়াভিনিবেশ বা জড়াভিনিবেশই উহার অসদ্ব্যবহার। চেতন জগতে শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগই একমাত্র বিধি এবং যাহার শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ যত বেশী, তিনি তত স্বাধীন। 'শ্রীকৃষ্ণে রাগ-বৃত্তি'ই অণুচৈতন্য জীবের স্বাধীনতা। জীব যে পর্যন্ত মায়াভিনিবিষ্ট হন নাই, সে পর্যন্ত তাঁহার স্বাধীনতা বা শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগযুক্ত হইবার যোগ্যতা আছে। কিন্তু যখনই অণুচৈতন্য জীব স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহার করিয়া মায়াভিনিবিষ্ট হইয়াছেন, তখনই তাঁহার স্বাধীনতা বা 'শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ-বৃত্তি' লুপ্তপ্রায় হইয়াছে এবং জীব মায়াকবলিত অর্থাৎ পরাধীন হইয়া [illegible] আইনের অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। এই অবস্থায় তাঁহার কোনই স্বাধীনতা বা 'শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ' লক্ষিত হয় না। তাঁহার অবস্থা শ্রীগীতাতে শ্রীভগবান্ বর্ণন করিয়াছেন,—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥

অণুচৈতন্য জীব যতদিন মায়াসক্তিযুক্ত, ততদিন তাঁহার স্বাভাবিক রাগ অপ্রকাশিত থাকে। সেই রাগের বিকৃত-প্রতিফলন জড়-বিষয়-রাগকেই সে নিজের স্বাভাবিক বৃত্তি মনে করিয়া জড়বদ্ধ হয়। উহা অস্বাভাবিক ও ভ্রমজনিত স্বেচ্ছাচার। জীবের এই অবস্থা হইতে উদ্ধারের দ্বারা শুদ্ধরাগমার্গে শ্রীভগবানের ভজনে অধিকার দেওয়ার জন্য বিধিমার্গ বা বৈধীভক্তি যুগে যুগে প্রচারিত হইয়াছে। অণুচৈতন্য জীব যতদিন মায়ামুক্ত বা স্বাধীন না হন, ততদিন সে রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে পারে না। অপরাধী দণ্ড্য জীবকে মায়ামুক্তি অর্থাৎ স্বাধীনতা দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র স্বয়ংরূপ-ভগবান্ শ্রীগৌরহরিরই আছে, ইহাই তাঁহার সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা বা স্বেচ্ছাচারিতা। শ্রীভগবানের এই সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা বা স্বেচ্ছাচারিতাই তাঁহার মহাবদান্যতা। সর্বাপেক্ষা পতিত জীবও যদি "আর মায়াতে অভিনিবিষ্ট হইব না" বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়, তবে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে মায়ামুক্তি অর্থাৎ স্বাধীনতা বা রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণভজনের অধিকার দেন। ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যতা। স্বয়ংরূপ-ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্নবিগ্রহ স্বয়ংপ্রকাশ-ভগবান শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও এই অধিকার শরণাগত জীবকে দিতে পারেন। স্বয়ংরূপ-ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ও স্বয়ংপ্রকাশ ভগবান্ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ভিন্ন অন্য কোন 'অংশ-তত্ত্ব' বা অংশাবতার জীবকে এই দয়া করিতে পারেন না। এইজন্য শ্রীগৌরনিত্যানন্দের দয়াকে অসমোর্দ্ধ ও অতুলনীয় দয়া বলা হয়

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চতত্ত্বে শরণাগত জীবকে কৃষ্ণপ্রেম বা সম্যক্ স্বাধীনতা দেওয়ার জন্যই অবতরণ করিয়াছেন। যে জীব নিজের দোষ ও অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে শরণাগত হইবে, সে স্বাধীনতা বা রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের অধিকার পাইবেই। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—

নিতাইএর করুণা হ'বে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে
নিতাইপদ সদা কর আশ।

শ্রীধামে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

—::(*)::

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী ৪ঠা ফাল্গুন রবিবার শ্রীশ্রীব্যাসপূজা শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে হরি-সংকীর্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনন্দন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার

কলিকাতা। টেলিফোন ২ বড়বাজার ৩০১৫

সেবক—শ্রীপরমানন্দ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীচরণ ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক শ্রীভগবান দাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীকমলবিলাস ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীরামানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌর গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীশচীনন্দন দাস অধিকারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রীজগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীশ্রীবাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দ দাস অধিকারী

শ্রীঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

ভাউডাঙ্গা (প্রভু নরহরির পদ্মার নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীমধুসূদন সেবাবিলাস

ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীরাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশপরগণা

সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটী, পোঃ জাবরা, ঢাকা।

সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীউমঠ

পোঃ কমলাপুর, ঢাকা

সেবক—শ্রীনয়া দাস ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

দুর্গাবাড়ী, পোঃ ময়মনসিংহ

সেবক—শ্রীশিবস্বরূপ বিশারদ বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম

সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)

সেবক—শ্রীহরিমোহন দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩ নং পাহাড়ের ধার, দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর ইউ, পি

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মিঠাপুর পাটনা

সেবক—শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ

ষ্টেশন রোড, গয়া

সেবক—শ্রীগোপালকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ

৮ ১৭ নং সরস্বতী, বেনারস সিটি

সেবক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ

সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

সেবক শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রাম ঘাট পোঃ মথুরা

সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক—শ্রীনীলমণি ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

সেবক—শ্রীনরোত্তম দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা

সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ

সেবক শ্রীপ্রমথ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

সেবক—শ্রীনয়নাভিরাম ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস

সংকেতবিহারীমঠ

বর্ষাণ, মথুরা।

সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখুপারা

পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীকৃপাপাবন ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ

৪নং বর্দ্ধমান রোড, নিউ দিল্লী

সেবক—শ্রীঅপ্রমেয় ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং

নং বোম্বে ২৬

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীবেদান্ত ব্রহ্মচারী

রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)

সেবক—শ্রীমাধব দাস অধিকারী

পুরুষোত্তমমঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

ভক্তি-কুটি

স্বর্গদ্বার

সেবক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটি

সেবক—শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী

ভক্তি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কুমারকুণ্ড পুরী

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ

বক্সিবাজার, পোঃ কটক, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-সদন

পোঃ কমলপুর, বালেশ্বর

সেবক—শ্রীধনঞ্জয় ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীদীননাথ দাসাধিকারী

অমর্দি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্দি, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ দাসাধিকারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রানীগঞ্জ, বর্দ্ধমান।

সেবক—শ্রীযশোদানন্দ দাসাধিকারী

চৈতন্যগোষ্ঠ

কুলকেতু, পোঃ চিরকুণ্ডা (মানভূম)

সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ

সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২, ৫১, ডাউনরোড ক্ল্যাপটন,

লণ্ডন, ই ৫

সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস

আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি

সেবক—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়

শ্রীবৃন্দাবন চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রীমদ্বানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,

মনেশপুর (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীবিলাসচন্দ্র দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ, পি)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনন্দকিশোর দাস অধিকারী

শ্রীধর অঙ্গন

সেবক—শ্রীহরিমোহন অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীসুবেন্দু ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস কটক

সেবক—শ্রীবিশ্বেশ্বর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীভাগবত ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্ এ মহোদয়ের গৌড়ীয়বেষণা এবং পরিশ্রমে গৌড়ীয় অমূল্য ধন আহরণ করিয়া গৌড়ীয়দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ব্রত হউন। এই গ্রন্থে অনন্য ও অদ্বিতীয় গূঢ় মানচিত্র ও চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬৬০ অধিক সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), লেখক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও শেষে বর্ণানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১০ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

———

অণুভাষ্যম্

চতুর্দ্দশাধ্যায় ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের শাঙ্করভাষ্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত ভাষ্যোকারে ও সংক্ষেপে শ্রীপাদ রামানুজ বিরচিত 'শ্রীভাষ্য' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'প্রাথিক' টীকা, বিশদ আলোচনা ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ব্রজমণ্ডলপরিক্রমা (১ম খণ্ড)

শ্রীমথুরা হইতে রাধাকুণ্ড পর্য্যন্ত এক খণ্ডের পরিক্রমা বিবরণ প্রকাশিত এবং কয়েকটী চিত্রাপটে স্থান, পাত্র ও বিবরণী সংযোজিত হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের লিখিত সংক্ষিপ্ত ভূমিকা-সহিত। ভিক্ষা ৮০

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী,

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

— · —

ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ

ইহাতে দৈববর্ণাশ্রম সম্বন্ধে যাবতীয় সিদ্ধান্তাদি এবং শ্রীচৈতন্যদেবের বর্ণাশ্রম বিষয়ক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যে সকল প্রান্তমত আধুনিক সমাজকে গ্রাস করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে সমালোচনা হইয়াছে। যথার্থ দৈববর্ণাশ্রমের স্বরূপ ও তৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত শিক্ষা এই গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সম্পূর্ণ) ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। আনন্দ লিখিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা) ৬৲
৩। আনন্দকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭
৪। নবদ্বীপ ভাবী (অধীনা)
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড
৪র্থ খণ্ড ৮০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৮০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। মহাপ্রভুর শ্রীশিক্ষা ও উপদেশ
গীতক
৯। বৈষ্ণব
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৮০
১৪। নামভজনমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্য প্রথম খণ্ড ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭ চৈতন্যোপনিষদ
১৮। প্রেম আসনম ।০
১৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৵০
২২ প্রবন্ধ ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপভক্তি বাঁধা ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ১৲
অধীনা) ১৲
২৬। গীতার পেলব মাধ্য ভাষা ।০
২৭। মুক্তিমুখ: অপবোধঃ মাস্তবাক্য ১৲
২৮। প্রেমভক্তিসার (সাধারণ) ।০
২৯। গোপালচম্পূ (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৮০
জীব-শিক্ষা-তত্ত্ব ৵০
৩১। নামসংখ্য (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস বাঁধা ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৪। নবদ্বীপভাব (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। প্রভুমালা
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা ।০
৪০। নবধাপাঠ ৶০
৪১। গীতাবলী ৩০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৩০
৪৩। সাধনচর ৵০
৪৪। প্রেমবিবর্ত্তচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। মহাচার্য্যধৃতিঃ
৪৮। অন্ত্যাপেক্ষামূলক (দশম সংস্করণ)
৪৯। ভক্তিরত্ন
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)
৫১। বঙ্গসাহিত্য
৫২। মণিমঞ্জরী (সাধারণ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৳০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। মহাপ্রভুর নীতি বা মহাজনপদাবলী
৫৬ আচারধর্ম ও ভক্তিধর্ম ৶০
৫৭। উপদেশামৃত (সাধারণ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৶০
৫৯। সদাচারদর্পণ
৬০ সারগ্রাহী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতম্ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত দর্পণ নির্ণয়ঃ ।০
৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। বহুপুরাণ
৬৫। সাধ্যসাধন সিদ্ধান্তকম্
৬৬। গৌড়ীয়দর্শনসিদ্ধান্তঃ
৬৭। সারসংগ্রহ

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। সাকরেদ গৌড়ীয় ও তার বেদান্ত ।০
৭০। [illegible]
৭১। বেদান্ত উহার ব্যবহারিক প্রয়োগ
কর্তব্য ।০
৭২। বিবেকের ব্যবহার
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বেদান্তসূত্র
৭৫। শ্রীশ্রীনৃসিংহ গৌড়ীয়মঠ উক্ত গ্রন্থঃ
৭৬। শ্রীকৃষ্ণ
৭৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে
আলোচনা
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ৩০
৭৯। শ্রীমদ্ভাগবত (প্রথম খণ্ড) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীচৈতন্যভাগবত ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। অন্যান্য-বক্তৃতা ৵১০
৮৩। গীতাবলী ৵১০
৮৪। নবদ্বীপ ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। নবদ্বীপ ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:০:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রত্যেক সংখ্যায় প্রতি লাইনে	।০	৷৴০	৷৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৩৲	৩৲	৯৲
" " অর্দ্ধ কলম		৬৲	৬৲	
এক কলম	১২৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

বিজ্ঞাপনে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রণীত [illegible] অবতারসম্বন্ধে বিশদ [illegible] ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি [illegible] দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার মূল্য মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুপ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সুবোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু [illegible] সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান — মধুপ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, [illegible], ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে [illegible] ভাসমান মানবগণের সর্ব্বপ্রকার সমন্বয় মতবাদ, অবতার, একায়ন, বহুবন ও ভক্তিসম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা-নিরসনমূলে [illegible] ও স্বাধীন বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ সমূহ, তাত্ত্বিক সংসিদ্ধান্ত সকল প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান — মধুপ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:(:০:):—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

—:(:০:):—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব মনোরম — গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান —
[illegible]
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল [illegible] ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে বৈশিষ্ট্য, অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য আছে, তাহা [illegible] অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের [illegible] শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ [illegible] টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিলে সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে [illegible] অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গ্রন্থ হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ-সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ। বর্ণানুক্রমিক, শ্লোকসমূহের অন্বয় বাঙ্গালা অনুবাদ প্রাকৃতাদি নির্ঘণ্টলিকা, অধ্যায়-বিবরণ, ... গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ... একটি অমূল্য গ্রন্থ। ... উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। ... ভিক্ষা মাত্র ২।০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত সরলাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের সার ... মাত্র আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ, এম্ এ, বি-এল, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম)

যাওয়া

কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	৯-১-৩	৩-১৬	১৬- ৬	১৭-৫৬	২২ ২
ব্যাণ্ডেল	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১০-০৮	১৩-৫০			২২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৭	৮ ১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-০১	১৯-৩৩	০-২৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৯	৯-৩১	১৩-৫০	১৫ ৫	১৮-৫১	১৯-৪০	১-০৯
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১০-০৪	১৫-৪১	১৯-১৪	২০-১৫	১-৩১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-০১	১৭-০৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-১৯	১৮-১০	২০-১০

(আপ-শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
ব্যাণ্ডেল" ১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১-৫৫
" ছাঃ ১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৮
(বদল) ছাঃ ১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৯-৬	১১-৪	১৪-২২	১৬-৬	১৮-৩০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬-৫৬	১৯-২২	২০-৪৬	৯-৩১
...পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১ ১৯	৪-১০
				৫ ১৫	১৭-৪২	২০-১১	১১-২৫	৪-১৮
							১৬	১৩-৫

ভক্তের অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত -হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। ... শ্রী পীঠমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ... মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-মঠ-মিশনের প্রতিষ্ঠাতা বৈষ্ণবের মুকুটমণি পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় ... বিভিন্ন দেশের ... সমাগত ... সন্দেহ ... প্রাকৃত ... যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর ... এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরূপ রঘুনাথ ... অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয় ... আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই পাঠাসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদির প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১এ৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইস্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং কোম্পানী

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

... পাচন

... অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র ... বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কামালা এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। প্যাকিং খরচ।

...নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম

REGD. C. NO 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

গৌড়প্রসূনমালা
— ঃঃ০ঃ —
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন পদ্যাবলী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌড়" ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান —
[illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ [illegible], ঢাকা

শ্রীচৈতন্যদেব
— ঃ০ঃ —
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা প্রমাণসহ [illegible] লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উত্তম কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১॥০
প্রাপ্তিস্থান—
[illegible] মন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ] খণ্ড শ্রীমায়াপুর ৮ই ফাল্গুন ১৩৪৭ ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪১ বৃহস্পতিবার [১৮৮তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——ঃঃ০)ঃঃ ——

ফ্রান্সে নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি

অনধিকৃত ফ্রান্সের [illegible] শাসনবাদী [illegible] সরকার ও ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্সের নিকট বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। ফলে, অর্থ মজুত না রাখিয়াই নোট ছাড়া হইতেছে। জার্ম্মাণী ফ্রান্সে যে সৈন্য মোতায়েন রাখিয়াছে, একমাত্র তাহার খরচ যোগাইতেই পূর্ব্বের বিনিময় হার অনুসারে দৈনিক ৩০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিতে হয়। গভর্ণমেণ্ট-পরিচালনার ব্যয়ও প্রায় [illegible] পড়ে। সুতরাং যুদ্ধে সকল ফ্রান্স প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছে বলা চলে। ফ্রান্স আজ [illegible] বিশেষ। তাহার [illegible] আর এক দেশের অর্দ্ধেক [illegible] জার্ম্মাণীকে দিতে হয়। জার্ম্মাণরা ফ্রান্সের অনেক কারখানা দখল করিয়া বাকী নিজেদের জন্য [illegible] খাটাইতেছে। এ অবস্থায় যখন ফ্রান্সকে দৈনিক ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক (বার্ষিক প্রায় ১৮০ কোটী পাউণ্ড) ব্যয় করিতে হইতেছে, তখন নোটের পরিমাণ যে তাহাকে অত্যধিকরূপ বৃদ্ধি করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহের কিছুই নাই।

———

আগামী সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ভর্ত্তি হইবার নিমিত্ত আগামী ৫ই জানুয়ারী ১৯৪২ হইতে দিল্লীতে একটি প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা গৃহীত হইবে। কেবল ম্যাট্রিক, কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এবং ষ্টেট্স এজেন্সীর [illegible] কর্ত্তৃক আবেদনপত্র গ্রহণ করিবার শেষ তারিখ হইতেছে ১৯৪১ সালের ১৫ই মার্চ্চ।

আবেদন করিবার মুদ্রিত ফর্ম্ম এবং বয়স ও পরীক্ষার নিয়মাবলী ও পাঠ্য-তালিকা কলিকাতার [illegible] বিল্ডিংসের অন্তর্গত স্বরাষ্ট্র-বিভাগে বাঙ্গলা সরকারের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিলে পাওয়া যাইবে।

রেলওয়ে বোর্ডের বার্ষিক রিপোর্ট

১৯৩৯-৪০ সালে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহাতে গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত রেলওয়ে সমূহের সকল খরচ বাদ দিয়া মোট নিট ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। এই বৎসর রেলওয়ে কারবারে ৩০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা হইয়াছে। পূর্ব্বের বৎসরের মোট ৬৩ কোটি ৬ লক্ষ যাত্রীর স্থানে এই বৎসর ৫২ কোটি ৯৭ লক্ষ যাত্রী রেলে যাতায়াত করিয়াছে।

সরকারী রেলওয়েগুলির জন্য এ বৎসর যে সকল মাল কেনা হইয়াছে তাহাতে ভারতে প্রস্তুত পণ্যের পরিমাণ পূর্ব্বের বৎসরের শতকরা ৬৩-৪৯ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৬৬.৭৬ ভাগ হইয়াছে। টাটা কোম্পানীর নিকট ৮৭, ৫৮০ টন রেল ও ফিস প্লেটের অর্ডার দেওয়া হয়। যাত্রী এবং মালগাড়ীর জন্য ৫৯,০৪,০০০৲ টাকার কাঠ ক্রয় করা হয়। ইহা ছাড়া ১কোটি ২০ লক্ষ টাকা রেলের স্লিপার [illegible] এই বৎসর কেনা হইয়াছে এইগুলি আংশিকভাবে ভারতবর্ষে এবং কতকটা বর্ম্মা হইতে ক্রয় করা হইয়াছে।

ভিক্টোরিয়া টাকা

নয়াদিল্লী হইতে এসোসিয়েটেড প্রেস ৩০শে জানুয়ারী জানাইতেছেন, ১৯৪০ সালের ১২ই অক্টোবর যে বিজ্ঞাপ্তি হইয়াছে তদনুযায়ী [illegible] টাকা ও আধুলির প্রচার রহিত করা হইতেছে—ইহা ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত মাত্র লিগ্যাল টেণ্ডার থাকিবে। তবে আরও ছয়মাস কাল অর্থাৎ ১৯৪১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত উহা সমস্ত গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারী ও পোষ্টাফিস কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে। ১৯৪১ সালের ১লা অক্টোবরের পর উহা আরও আরেক পর্য্যন্ত বোম্বাই ও কলিকাতার "ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক" দ্বারা বিভাগের [illegible] কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে। অতএব অসুবিধা পরিহারার্থ ভিক্টোরিয়া টাকা ও আধুলি যাহাদের আছে, তাহাদের যত শীঘ্র হয় উহা চালাইয়া [illegible] মূল্য গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় হইবে।

— · —

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর বেতার বক্তৃতা

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিল গত রবিবার রাত্রিতে যে বৃটিশ-জাতি ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের উদ্দেশে বেতার-বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে বর্ত্তমান যুদ্ধের সকল দিকের অবস্থা বেশ খোলাসা করিয়া বলিয়াছেন। উহার বক্তৃতার বড় সুবিধা এই বিশেষত্ব যে, তিনি সকল কথাই কথাটি খোলাখুলি ব্যক্ত করিয়া থাকেন। প্রধান মন্ত্রী বলকান-পূর্ব্ব ইউরোপের অবস্থা, ভূমধ্যসাগরে বিমান-যুদ্ধ, বৃটেন অভিযানের আশঙ্কা, আটলাণ্টিক যুদ্ধের আশঙ্কা, জলপথ ও আকাশে বৃটেনের গুরুত্ব, মার্কিনের সাহায্য ইত্যাদি বিষয়ের অবস্থা বেশ পরিষ্কার বলিয়া বৃটেনের শেষ-সাফল্য লাভ আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তবে তিনি এই বলিয়া সকলকে সাবধান বাণী শুনাইয়াছেন যে, অতি বিশ্বাসের ফলে অবহেলা ও শৈথিল্য প্রায় কাপুরুষতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতার মতই। সে যাহা হউক, যুদ্ধের গত মাসগুলির অবস্থা এবং উত্তর আফ্রিকার ও [illegible] সাফল্য এবং বর্ত্তমান সময়ের চারিদিকের অবস্থা বৃটেনের অনুকূল এবং তাহা যে বহু দূরে নহে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। প্রধান মন্ত্রীর উক্তি সে বিষয়ে বিশেষ আশ্বাস সঞ্চার করে।

——

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বর্ত্তমান বৎসরে গভর্ণমেণ্ট হইতে লোক-গণনা বা সেন্সাস্ আরম্ভ হইয়াছে। এই বিষয়ে ফরম পূরণ করাইয়া [illegible] [illegible] বা [illegible] উ. জে. এ. ধ. হরেকৃষ্ণ [illegible] নাম ঠিকানা ও [illegible] [illegible] একটা ঘরে "জাত" [illegible] এ স্থানে [illegible] "হিন্দু" [illegible] এবং [illegible]

বিনীত
শ্রী [illegible] দাস

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল মহোদয়ের পণ্ডিত আচার্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভব চার্য, এম এ মহোদয়ের গৌড়গবেষণা এবং পারমার্থিক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিবো এখানেই দর্শন ৫২ পৃষ্ঠা ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বদ্ধ হউন। এই বিরাট আকার ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত 'সত্যের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০টি অধ্যায়ে সহস্র পৃষ্ঠা লেখা। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সুদীর্ঘ, মুখবন্ধ (Foreword) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা Contents ও অধ্যায় শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত সূচীপত্র Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুর্দশাধ্যায় ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের ব্যাখ্যা শ্রীমন্মধ্বাচার্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে অঙ্কিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'তত্ত্বপ্রদীপ' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, বিষয়ের ব্যাখ্যা, ভূমিকা ও সূচীসহ অতুলপূর্ব নবাবিষ্কার নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাস এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা।

শ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমা (১ম খণ্ড)

শ্রীমথুরা হইতে রাধাকুণ্ড পর্যন্ত এই খণ্ডের পরিক্রমা বিবরণ প্রকাশিত এবং কয়েকটী ত্রিবর্ণ চিত্র, স্থান, পাত্র ও বিবরণী সংযোজিত হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের লিখিত সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সহিত। ভিক্ষা ৸০

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী,

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

— —

ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ

ইহাতে দৈববর্ণাশ্রম সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচারপ্রণালী এবং শ্রীচৈতন্যদেবের বর্ণাশ্রম বিষয়ক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যে সকল ভ্রান্তমত আধুনিক সমাজকে গ্রাস করিয়াছে, তাহার শাস্ত্র কষ্টিতে সমালোচনা হইয়াছে। যথার্থ দৈববর্ণাশ্রমের স্বরূপ ও তৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত (সমগ্র) ৯০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত — ৮৮৲
দশম স্কন্ধ— ২
২। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অধীনা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড —৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড —১৲, ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ৷৹
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার ভ্রম ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ।০
১৭। বৈষ্ণবাভিধান ।০
১৮। বর্ণন আপুরব ।০
১৯। স্বধর্মবিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়ধর্মপদ্ধতি ।৶০
২২ তত্ত্ব মঙ্গল ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপধাম বাঁধা। ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ২৲
অধীনা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ০
২৭। প্রাকৃতরসশত দূষণী ২৲
২৮। প্রেমবিবর্ত (সাধারণ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
দীপ-তিন -খণ্ড ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমব্রজপরিক্রমাদর্পণ ০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷০
৪৩। সাধনকণ্ঠ ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। আর্তশতক
৪৭। সদাচারস্মৃতি
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (সচিত্র সংস্করণ)
৪৯। অর্চনকণ্ঠ
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড)
৫১। ধর্মসংহিতা
৫২। ভক্তিরত্নশ্রী (সাধারণ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। চমৎকারচন্দ্রিকা বা মাধুর্যবাণকামকলী
৫৬ সাধনসার ও ভক্তিরস ৶০
৫৭। উপদেশামৃত (ভাষাবিবৃত) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিতিয়ঃ ।০
৬৩। নবীন-সিদ্ধান্তভূষণ ।০
৬৪। ষট্‌সন্দর্ভ
৬৫। সাত্বত সিদ্ধান্তত্ব
৬৬। গৌড়ীয়স্বরূপনিরূপণঃ
৬৭। সারাশ্চর্যম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ রিভিউ অর্থ ও অর বেদান্ত
৭০। নামভজন
৭১। বেদান্ত— উইথ ধর্মশালী আর অন্তর্গতি
৭২। প্রিচেপ্ট শর্ট্স
৭৩। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। সেক্ষণীয়ম
৭৫। ফোরাটি গৌড়ীয়মঠ উক বৃত্তঃ
৭৬। 'এ বামর
৭৭। মেরাক্টিক শ্রীবাসদাস আর আরেলেস্টেড ফিলোসফি
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ।৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।০
৮১। সাধন-পথ ০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৷১০
৮৩। গীতাবলী ৷১০
৮৪। শরণাগতি ৴৹

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীনামভজন ৶

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ } ৮ গোবিন্দ ৪৫৪ গৌরাব্দ ৮ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২০শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ২৮৮তম সংখ্যা

শ্রীভক্তিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-
বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভক্তিগ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুরত্নমালা

[illegible] এই [illegible] প্রকাশিত [illegible]। কাগজ ও ছাপা [illegible]। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
[illegible]-শ্রীমন্দির
[illegible], নদীয়া।

শ্রীধামে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহামহোৎসব

::(০)::

সপ্তজিহ্ব-সংকীর্ত্তনযজ্ঞের আচার্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায়, আনুগত্যে ও কৃপানির্দ্দেশে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার পরমারাধ্যতম পতিতপাবন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি-পূজা-মহামহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার অধিবাস-দিবস প্রাতে শ্রীচৈতন্যমঠের অভ্যন্তরস্থ নাট্যমন্দিরে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ অবধূত ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা ও কৃপার কথা আলোচনা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাভিক্ষাসূচক বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ ভাক্তপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যলীলা পঞ্চম অধ্যায় হইতে শ্রীব্যাসপূজা শ্রীশ্রীব্যাসপূজার অধিবাস-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং বহুক্ষণ যাবৎ আবেগভরে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজাতিথি দিবস প্রত্যূষে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনান্তে সহীপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবতের গৌড়ীয়ভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত 'শ্রীব্যাসপূজা'-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকাদি হয়। ঐ দিবস প্রাতঃ ৭॥ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে অগ্রণী করিয়া একটী নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। শোভাযাত্রা বিচিত্রবর্ণের পতাকা, মৃদঙ্গ, করতাল, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য-সংযোগে উচ্চ-কীর্ত্তনে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত করিতে করিতে শ্রীধাম-মায়াপুর পরিক্রমা করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরে পদার্পণ করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীগুরু ও ভগবানের মহিমা ও কৃপাভিক্ষাসূচক গীতিসমূহ কীর্ত্তন হইতে থাকে।

বেলা ১১ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীসমাধিমন্দিরে উপস্থিত হইলে ভক্তগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন গীতি কীর্ত্তন হইতে থাকে। তৎপরে শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং 'শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা' 'গৌড়ীয়' হইতে 'শ্রীল প্রভুপাদ কি জন্য ঘোর তমোযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন' প্রবন্ধটী পাঠ ও মধ্যে মধ্যে ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে নব-প্রকাশিত তৃতীয়-সংস্করণ 'শ্রীচৈতন্যদেব' গ্রন্থ, উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত 'সচ্চিদানন্দ-বাণী', শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয় প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীকরকমলে অর্পণ করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের গলদেশে স্বর্ণক পুষ্পমালা প্রদানে উদ্যত হইলে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তির গলদেশে প্রদান করেন। অনন্তর পর পর সকলেই শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপদকমলে অঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপরে বেলা প্রায় ১ ঘটিকার সময় সমাগত ভক্তবৃন্দ, অভ্যাগত ও রবাহুত প্রায় ৫০০ শত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বহুক্ষণ যাবৎ তাঁহার অন্তরঙ্গ [illegible] ভক্তবৃন্দের নিকট জীবের নিত্য মঙ্গলময়ী বিধায়িনী হরিকথা কীর্ত্তন [illegible] গৌরাঙ্গ [illegible] সন্ধ্যারাত্রিকের পর [illegible] একটি [illegible] প্রায় [illegible] বিভিন্ন মহাজন [illegible] অতঃপর [illegible] হইয়া প্রায় এক ঘণ্টা [illegible] প্রভুপাদ-[illegible] অলোকিক মহিমার [illegible] জীব [illegible] বৈশিষ্ট্য ও বিপুল ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ [illegible] বিষয়ে কীর্ত্তন করেন। তৎপরে [illegible] তীর্থ গোস্বামী মহারাজও প্রায় [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন [illegible] অনন্তর কীর্ত্তন সম্রাট শ্রীশ্রীল [illegible] প্রাণাকর্ষী সুললিতস্বরে [illegible] মাধব-[illegible]" ও [illegible] নন্দন, [illegible]" কীর্ত্তন করেন। রাত্রি [illegible] সভা ভঙ্গ [illegible] কৃপায় উৎসবটী [illegible] হইয়াছে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের [illegible] স্থান হইতে ভক্তগণ [illegible]

[illegible] উপস্থিত [illegible]। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] তীর্থ মহারাজ; [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী [illegible]; [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, [illegible] মহাজন [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, [illegible] [illegible] [illegible]) [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] [illegible] উপস্থিত [illegible]।

[illegible]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

[illegible] নদীয়াপ্রকাশ [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ গোবিন্দ আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৪

ভক্তের স্বভাব

ভগবদ্ভক্ত সর্বদা ভগবৎসেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। তাঁহারা সচ্চিদানন্দস্বরূপকে জানেন, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন এবং তাঁহার সেবা করেন। বিশ্বে পরিবর্ত্তনশীল তার জন্য উপাসনার অভাব আছে। ভগবদ্ভক্ত জানেন—ভগবান্ ইন্দ্রিয় দর্শনের অতীত, কিন্তু চিদিন্দ্রিয়বিশিষ্ট। চক্ষুদ্বারা রূপ-দর্শন, কর্ণদ্বারা সঙ্গীত-শ্রবণ, নাসাদ্বারা আঘ্রাণ, জিহ্বাদ্বারা রসাস্বাদন, ত্বগ্দ্বারা স্পর্শ প্রভৃতি ভোগের একমাত্র মালিক তিনি। ভগবদ্ভক্ত নিজের সেবার নিত্যবস্তুটী ভগবানের ভোগ্য পদার্থরূপে উপস্থিত করেন। ভগবান্কে সেবা করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইতে চাহেন না। ইহাকে তিনি আত্ম-ভোগ বলিয়াই জানেন। ভগবান্ তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, ইহাই ভক্তের ইচ্ছা। ভগবদ্ভক্ত অনুরাগ ও বিবিধ সঙ্গিনীর সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গ কীর্ত্তন করেন। নিজে 'বাহবা' পাইবার জন্য তাঁহারা কীর্ত্তন করেন না, পরন্তু ভগবানের প্রীতিবিধান করিবার জন্যই ভক্ত সুললিতস্বরে লয়-তান-যোগে সুমধুর কীর্ত্তন করেন। তাঁহারা ভগবানের সন্তোষের জন্য ধাবিত হইয়া সুগন্ধি দ্রব্য লইয়া ভগবৎসমীপে গমন করেন; ভগবানের স্পর্শসুখের জন্য সুশীতল সুখাদ্য দ্রব্য ভগবানকে নিবেদন করেন। সচ্চিদানন্দ-বস্তু নিত্য উপলব্ধির বিষয় হইলে জীব নিজের নিত্য সেবকত্ব উপলব্ধি করিয়া নিত্যকাল নিত্য প্রভুর আনন্দবর্দ্ধনসেবায় নিযুক্ত হন। ভক্তগণ জানেন,—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ
জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য
স্বিদ্ধনম্॥

ভগবদ্ভক্তের কার্য্যে কল্পনা নাই। ভগবদ্ভক্ত জানেন—ভগবান্ চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ সকল ইন্দ্রিয় দ্বারাই ভোগ করেন। আমার ভোগচেষ্টা দোষের, আমার সেবা-চেষ্টাই কর্ত্তব্য। কিন্তু ভগবানের ভোগ-চেষ্টা উচিত। তিনি একমাত্র ভোক্তা। তিনিই ভোগ করিবেন। তিনি ভোগ-পুরুষ। তিনি পূর্ণ বলিয়া তাঁহার ভোগে কখনও গ্লানি উপস্থিত হয় না। জীব স্বরূপতঃ অণুশক্তি সর্ব্বদাই ভগবদ্ভোগ্য। ভোগ্য ভোক্তার আসন গ্রহণ করিতে গেলেই অসুবিধা। জীব ভোগ করিতে গেলে তাহাকে ভোগানলে পুড়িয়া মরিতে হইবে। বদ্ধজীবই কখনও ভোগে আবার কখনও ত্যাগে ব্যস্ত হয়। কিন্তু ভক্তের চেষ্টা সেরূপ নহে। তাঁহারা ভোগীও নহেন, ত্যাগীও নহেন। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্-ভজন পরায়ণ।

শরণাগতির মধ্যেই সম্বন্ধজ্ঞানের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ণ শরণাগত না হইলে ভগবান্ তাঁহাকে কৃপা করেন না। পূর্ণ শরণাগতি লাভের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে কাতর ক্রন্দনই শরণাগত হইবার একমাত্র উপায়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপা করিবার জন্য এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার সহিত সহযোগিতা—তাঁহার ইচ্ছার সহিত নিজ ইচ্ছা মিলাইতে যত্ন-চেষ্টা করিলে তিনিই কৃপাপূর্ব্বক শরণাগতি শিক্ষা দিবেন. শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় উপলব্ধি করিতে পারিলেই ভগবৎ-কৃপার উপলব্ধি হয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে শরণাগতি শিক্ষা দিয়াছেন। ঠাকুরের কৃপাই শরণাগত হইবার একমাত্র উপায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥
শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥

শরণাগতই অকিঞ্চন। তাঁহার এ জগতের কোন আকর্ষণ নাই। তিনি এ জগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণরূপ দ্বন্দ্বের হাত হইতে ছুটী পাইয়াছেন। তাঁহার গুরু-কৃষ্ণপাদপদ্মে আসক্তি প্রবল হওয়ায় অন্য উপলব্ধি খর্ব হইয়াছে। শরণাগতের সেবাকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল, তাই কোন ভোগ-পরা তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া সেবাপথ হইতে চ্যুত করিতে পারে না। শরণাগতের জড় দম্ভ অহঙ্কারাদি নাই। তিনি নিরভিমান। তাঁহার জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল নহে—ঐগুলি তাঁহাকে ভক্তিপথে বাধাপ্রদান করে না; পরন্তু সহায়তা করিয়াই থাকে। শরণাগতের ভগবৎসেবায় অদম্য উৎসাহ। শরণাগত জানেন, তিনি সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-কর্ত্তৃক রক্ষিত। তাই তিনি নির্ভীক। তিনি ভগবানকে কেন্দ্র করিয়া—ভগবানের সুখবিধানকে উদ্দেশ্য করিয়া সমস্ত কার্য্য করেন বলিয়া বাধাবিঘ্ন আসিয়াও তাঁহার সেবার উৎসাহ নাশ করিতে পারে না। প্রকৃত শরণাগতই বিজয়ী। তাঁহার দেহ, মন ও বাক্য ভগবৎসেবার অনুকূল। তিনি কায়ের দ্বারা গুরুবৈষ্ণবের সেবা করেন, বাক্যের দ্বারা ভগবদ্গুণমহিমা কীর্ত্তন করেন ও মনের দ্বারা ভগবানের সেবাচিন্তা করেন। শরণাগত ব্যক্তি কায়, মন ও বাক্যকে হরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত করিয়া দণ্ডিত করেন। শরণাগতের 'আমি তোমার' এই অভিমান প্রবল।

শ্রীল সাগর মহারাজের হরিকথার মর্ম্ম

'বিরহ' জিনিষটি কি, তাহা জানা দরকার। জাগতিক কোন বস্তুর বিয়োগ ঘটিলে জড়াসক্ত বিষয়ীর চিত্তে যে শোকের উদয় হয়, তাহাও যেমন অপ্রাকৃত বিরহ নহে, সেইপ্রকার আবার কতকগুলি কৃত্রিম অনুষ্ঠান, মৌখিক হা-হুতাশমাত্রকেও বিরহ বলা যায় না।

জগতের প্রায় সমস্ত লোক, এমন কি, আমাদের মিশনের অন্তর্ভুক্ত বহু ব্যক্তিও 'বিরহ' বলিতে জড়জগতের শোকের ন্যায় একটা কোন ব্যাপার বুঝিয়া থাকেন অনেকে বলেন—'বিরহ-উৎসব' আবার কিরূপ কথা? 'বিরহ' জিনিষটি দুঃখ, আর উৎসব হইল আনন্দের নিদর্শন। কাজেই 'বিরহ-উৎসব' কি প্রকারে সম্ভব হয়? কেহ কেহ আমাদিগকে হয়ত' বলিবেন—'আপনাদের বিরহটা কিরূপ ব্যাপার? বেশ ত' দেখিতেছি, আপনারা গান করিতেছেন, বক্তৃতা করিতেছেন, কোথায়ও দুঃখের কোন চিহ্ন দেখি না, এক ফোঁটা চোখের জলও ত' নাই; এই নাকি বিরহ? আবার অপর কেহ হয় ত' বলিবেন আচ্ছা, না হয় 'বিরহ-উৎসব' শব্দটি স্বীকার করিয়াই লইলাম। কিন্তু 'বিরহ-উৎসব' বলিতে নিশ্চয়ই সকলে মিলিয়া একত্রে ক্রন্দন, বিলাপ, হা-হুতাশ—ইহাই বুঝায়। কিন্তু আপনাদের মধ্যে ত' সেরূপ কিছু দেখিতে পাইতেছি না। শ্রীগুরুদেবের বিরহ-বাৎসরিকের দিনে আপনাদের মধ্যে আবার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার দেখা যায় কেন? বিরহ হইলে না কি আবার খাওয়ার কথা মনে থাকে?'

বিভিন্ন চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি এইরূপ কত ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া থাকে আমরা উত্তরে বলি—'আমাদের বিরহ এইরূপই। শ্রীগৌড়ীয়মঠ যেরূপ সৃষ্টিছাড়া, শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিতগণের বিরহও তদ্রূপ সৃষ্টি-ছাড়া। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক যে বিরহ নিত্যকাল অনুভব করেন, যে বিরহ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকের সত্তা, সেই বিরহ তাঁহারা প্রকাশ করেন—লোকদেখান কপট-ক্রন্দনের মধ্য দিয়া নহে; পরন্তু যাঁহার জন্য বিরহ, সেই আরাধ্যবস্তুর গুণকীর্ত্তনের মধ্য দিয়া। শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিতের বিরহ জাগতিক শোক-দুঃখ নহে, ইহা জানাইবার জন্যই বিরহবাসরে মহামহোৎসব হইয়া থাকে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসবে উপস্থিত থাকিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই; কিন্তু শুনিয়াছি, সেইবারে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব যে উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন, শ্রীগৌড়ীয়মঠের ইতিহাসে তাহা অভূতপূর্ব্ব। বিরহ-মহোৎসবে উপবাস করিয়া থাকিতে হইবে, এরূপ কোন কথা নাই; প্রসাদ-সম্মান করিয়াও বিরহ-মহোৎসব হয়। প্রসাদ-সম্মান করিলে বিরহ কিছু কমিয়া যায়, এরূপ নহে।'

বহির্মুখ-সম্প্রদায় যাহা বলে বলুক, কিন্তু যাঁহারা জগদ্গুরুদেব শ্রীপাদপদ্ম-ছায়ায় আশ্রয়লাভের সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, বিরহই হরিভজনের মূলকথা ও প্রধান কথা। শ্রীগুরুবর্গের জন্য, শ্রীগৌরসুন্দরের জন্য হৃদয়ে সত্য সত্যই একটা তীব্র জ্বালাবোধ হওয়া চাই। এই জ্বালাবোধ যাঁহার না হইয়াছে, তাঁহার সাধনচেষ্টা সমস্তই নিরর্থক। মুখে গুরুবৈষ্ণবের জন্য দুঃখপ্রকাশ করিলে হইবে না। মুখে হা-হুতাশ করিলাম, খুব চোখের জল ফেলিলাম, খুব বক্তৃতা করিলাম, লেখনী দ্বারাই বা কত কথা লিখিয়া ফেলিলাম—তাহাতে কিছুই হইবে না। শ্রীগুরুবর্গ আবার এমনই যে, তাঁহারা ঐ প্রকার চোখের জল দেখিয়া ভুলিবেন না। নিষ্কপট দৈন্য ও আর্ত্তি, হরিভজন করিবার আন্তরিক ইচ্ছা, তজ্জন্য যত্ন ও চেষ্টা, ইহাই প্রকৃত বিরহের লক্ষণ, চোখের জল নহে।

আমরা অনেকসময় শ্রীগুরুবর্গের জন্য আমাদের বিরহ হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে যত্ন করিয়া থাকি। কেবল যে অপরের নিকটই উহা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করি, তাহা নহে; আমরা নিজের মনকেও ফাঁকি দিই। কিন্তু আমাদের বিরহ কিরূপ? আমরা আজ হয় ত' খুব দুঃখ করি, খুব চোখের জল ফেলি, কিন্তু কাল আবার তাহা ভুলিয়া যাই। খানিকক্ষণ চোখের জল ফেলিবার পর আমাদের ঘুম আসিয়া যায়। এমনই হয় ত' বিরহ প্রকাশ করি, কিন্তু পরক্ষণেই একটা বৈষয়িক ব্যাপার উপস্থিত হইলে মহোৎসাহে তাহাতে লাগিয়া যাই। এই কি বিরহের লক্ষণ? গুরুদেবের জন্য যদি সত্য সত্যই বিরহ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে একটা বিশেষ দিনে খুব দুঃখ প্রকাশ করিয়া পরদিন আবার বিষয়ে ডুবিয়া যাওয়া, দেহ-গেহ লইয়া প্রমত্ত হইয়া পড়া যায় কি?

কোনও স্ত্রীলোকের পতিবিয়োগ হইবার পর সে যদি সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি আহার করিতে করিতে পতির জন্য ক্রন্দনের অভিনয় করে, অথবা কোনও মাতার পুত্রবিয়োগ হইলে সে যদি প্রতি-বেশীর নিকট ব্যবস্থা লইতে যায়—"আমার পুত্র মারা গিয়াছে, এখন কি করিব বল দেখি? কাঁদিব নাকি, না আর কিছু করিব?"—তাহা হইলে সেই স্ত্রীকে পতি-পরায়ণা সতী বা সেই মাতাকে পুত্রবৎসলা বলা যায় কি? আমাদের অবস্থা যে ইহা অপেক্ষাও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে! আমরা

এক হস্তে শ্রীদেবের বিগ্রহ কপালে করাঘাত করিতেছি, অন্য হস্তে কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া লইতেছি; এক চক্ষে জল ফেলিতেছি, অন্য চক্ষু দিয়া দেখিয়া লইতেছি—আমার স্ত্রী-পুত্র, ভোগের দ্রব্যগুলি সব ঠিক আছে কি না। মুখে দুঃখ করিতেছি, আর অন্তরে চিন্তা করিতেছি—তাই ত' বেশী চক্ষুর জল ফেলিলে চক্ষুর রোগ হইবে না ত? খালি পায়ে থাকিলে ঠাণ্ডা লাগিবে না ত'?—ইহাই আমাদের গুরুবিরহের লক্ষণ।

প্রকৃত বিরহ যাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও জাগে, তাঁহার কি দেহস্মৃতি থাকে? তাঁহার কি ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ হইবার ভয় থাকে? আমাদের কতদূর শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে যে, আমরা এখনও দেহগেহের আরাম লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছি! হরিভজন হইল না, শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মের সঙ্গ পাইলাম না, তথাপি বাঁচিয়া রহিয়াছি, দেহচেষ্টা করিতেছি, তথাপি জীবনে একটুও বিকার আসিতেছে না! ভাল খাওয়া, ভাল পরার প্রতি আমাদের কিরূপ অভিনিবেশ রহিয়াছে! প্রসাদসেবার সময় উপকরণ একটু কম দেখিলে তিন চার স্থানে ছুটাছুটি দেখিলে আমাদের চিত্ত অপ্রসন্ন হইয়া যায়। দাস, পুত্র, স্ত্রী, আদর-যত্নে যাহা একটু কম হইলে আমাদের ক্রোধের উদ্রেক হয়, এই কি বিরহের লক্ষণ? যাহার হৃদয়ে বিরহের আগুন জ্বলিয়াছে, সে কি শীতকালে লেপের তলায় নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যাইতে পারে?

ভোগের মাত্রাটা কমান দরকার। এত আরাম, এত সুখ, এত তৃপ্তির মধ্যে থাকিয়া হরিভজন হইবে না। দেহাত্মবুদ্ধি যায় না কেন বলিয়া মুখে দুঃখ-প্রকাশ করিলে বা বক্তৃতা করিলে, প্রবন্ধ লিখিলেই কি দেহাত্মবুদ্ধি যাইবে? ভূত কি [illegible] করিলে ছাড়ে? ইন্দ্রিয়গুলি যে ভোগের নেশায় ভরপুর হইয়া আছে। সেগুলি নিগৃহীত হওয়া দরকার। শরীরটাকে সর্বদা কঠোর শ্রমসাধ্য সেবাকার্যে নিযুক্ত রাখিতে হইবে; নির্জলা উপবাস করিতে হইবে; কঠোর প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিতে হইবে; মনের কোন প্রলোভনে কর্ণপাত করিতে হইবে না; এইরূপ করিলে গুরুকৃপায় দেহাত্মবুদ্ধি যাইবে। তাহা না করিয়া দেহের সুখ ও আরাম যোল আনা বজায় রাখিয়া দেহাত্মবুদ্ধি যায় না কেন বলিয়া অস্থির হইলে কি হইবে? এই যে মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ করিবার রীতির প্রচলন হইয়াছে, ইহা ভাল। ইহার একটি প্রত্যক্ষ সুফল এই যে, উহাতে দেহের আরামের প্রতি অভিনিবেশ কম হয়। শ্রীধাম-পরিক্রমা করিলে দেহাভিনিবেশ কমিয়া গিয়া শ্রীধামের শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার পরিকরবর্গের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পায়। শ্রীধাম

পরিক্রমার নিমন্ত্রণ-পত্র

—::(০)::—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

৮ই পৌষ ১৩৪৭ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্বক নিবেদন—

আগামী ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ সোমবার হইতে নয় দিনব্যাপী শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্তগণের ন্যূনাধিক সাধন-ফল লাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মস্থান, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গন-ঘর, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈতভবন)—১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ, সোমবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেধাচর, বেলপুকুর)—২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ, মঙ্গলবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া)—২১শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ, বুধবার

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুকুর)—২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ বৃহস্পতিবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, পরধানী, কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোলআমাদ, কোলের দহ)—২৩শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ, শুক্রবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর গদাধরের শ্রীমন্দির)—২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ, শনিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জাননগর)—২৫শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ, রবিবার (একাদশীর উপবাস)।

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটিলা বা একডালা, মাতাপুর)—২৬শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ, সোমবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গানগর ডাঙ্গা)—২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ, মঙ্গলবার।

২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ বুধবার শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস কীর্তনোৎসব ও **২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ বৃহস্পতিবার শ্রীগৌরপ্রকটপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।**

পরিক্রমা ভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই করা উচিত। অনেক দিন হইতে এই বিষয়টি লক্ষ্য করিতেছি যে—শ্রীধাম-পরিক্রমাকে অনেকেই যেন গৌণ ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেছেন। শ্রীধাম-পরিক্রমা কেবল বাহিরের লোকই করিবে, উহা বহিরঙ্গ ব্যাপারমাত্র, আমাদের উহা প্রয়োজন নাই—শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত অনেকেই এরূপ একটি ধারণা অন্তরে পোষণ করিয়া থাকেন। অনেকে মনে করেন—শ্রীধাম-পরিক্রমা একবার করিলেই হইয়া গেল। একবার করা হইলে আর করিবার প্রয়োজন নাই। যদিও শ্রীধাম-পরিক্রমা একবার করিলেই সামান্য লাভ হইয়া থাকে, ইহা সত্য; কিন্তু সেই একবার পরিক্রমা হইয়াছে কি? শ্রীধাম-পরিক্রমার ফল কি পুনরায় অধিকতর উৎসাহের সহিত শ্রী-পুনঃ-পরিক্রমায় পর্যবসিত?

অনেকে যানবাহনে আরোহণ করিয়া ধাম-পরিক্রমা করেন, ইহা অপরাধ। শ্রীধামের পশু-পক্ষী-বৃক্ষ-লতাদি সমস্তই শ্রীগৌরসুন্দরের সেবক। তাঁহাদিগকে কিপ্রকারে আমরা আমাদের [illegible] সৌখ্যবিধানের জন্য নিযুক্ত করি? অশক্ত যিনি নিতান্ত অসমর্থ, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র; শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার দোষ গ্রহণ করেন না। কিন্তু যাঁহারা সমর্থ সত্ত্বেও কষ্ট হইবে বলে অথবা পাছে আমাদের [illegible] দেহ [illegible] নিতে [illegible] লাগে, সামান্য কষ্ট বা পরিশ্রমটুকু পর্যন্ত করিতে প্রস্তুত নহেন, যাঁহারা [illegible] করিবার জন্য ধাম পরিক্রমায় আসিয়াও

দেহের আরাম অন্বেষণ করেন, তাঁহারা অত্যন্ত দেহাসক্ত অপরাধী। তাঁহাদের মঙ্গল কোনকালে হইবার আশা নাই। শ্রীধাম ঐ প্রকার অপরাধীদিগকে বঞ্চনা করেন, আর কোন দিনও তাঁহার শ্রীধামে আসিবার সৌভাগ্য হয় না।

নিষ্কপট প্রাণের বা চেতনের লক্ষণ। হৃদয় বিরহাকুল হইলে উহা দৈন্য ও আর্তিমূলক বিজ্ঞপ্তি-নিবেদনরূপে প্রকাশিত হয়। এই দৈন্য ও আর্তিই আমাদের ভজনচেষ্টাকে প্রাণময় করে। আমাদের বিরহ নাই, কাজেই দৈন্য-বিজ্ঞপ্তিও নাই। করিতে হয় তাই করি, বলিতে হয় তাই বলি, কম করি? [illegible]—সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। অনেকের মধ্যে কেমন যেন একটা মনমরা ভাব দেখা যাইতেছে। হরিনাম করিতেছি, কিন্তু হরিনামের নিকট প্রার্থনা নাই। দণ্ডবৎ-প্রণাম করি, কিন্তু কোনও নিবেদন বা প্রার্থনা জানাই না। খানিকক্ষণ পড়িয়া থাকিবার পর 'অনেকক্ষণ হইয়াছে, এইবারে উঠা যাক'—এই মনে করিয়া উঠিয়া পড়ি। এর মধ্যে আবার একটা প্রবল শত্রু জুটিয়াছে—নিদ্রা। সারাদিন খাটাখাটি, বেশ উৎসাহ, চেষ্টা, যত্ন, দৈন্য, আর্তি দেখা গেল, কিন্তু যেই রাত্রি আসিল, অমনই মায়াপিশাচীকে আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে সারাদিনের চেষ্টা সব ব্যর্থ হইয়া গেল। নিদ্রা যাইবার পূর্বে একপ্রকার চিত্তবৃত্তি থাকে, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে অন্যপ্রকার চিত্তবৃত্তি হইয়া যায়। নিদ্রাটা বিশুদ্ধ তমোগুণের কার্য; কাজেই সেই তমোগুণের প্রভাব যাইবে কোথায়?

শ্রীএকায়নমঠে শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-মহোৎসব।

পশ্চিমবঙ্গের [illegible] অন্যতম [illegible] শ্রীএকায়নমঠে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-আবির্ভাব-ত্রয়োদশী, গুরুবারাহ্নদিনী ও শনিবারান্ত মহোৎসবতিথি হরিনামকীর্তনমুখে সম্পন্ন হয়।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি [illegible] মহোৎসবে [illegible] পরিবারের [illegible]

[illegible] কীর্তন [illegible] শ্রী[illegible] প্রসাদ [illegible] ভক্তবৃন্দ [illegible] করেন।

নিবেদন

শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নদীয়া-প্রকাশের টাকা বা পত্রাদি শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর নামে পাঠান।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৯০১৪
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
সেবক—শ্রী[illegible]বিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক —শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

জন্মকুল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধর মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক —শ্রী[illegible]গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ কালনা (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ কালনা (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
রাউহাট (রেল ষ্টেশনের পশ্চিম নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক— শ্রী[illegible]নন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible]পুর, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]কিশোর ব্রজবাসী

শ্রীরাধাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী[illegible]চরণ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible]বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক - শ্রী[illegible]মোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৬নং পাগলাঝোরা, দাঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]মোহন ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক - শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর পাটনা
সেবক—শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible], গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮ ১৭ ৬৬ সক্ষীরাসং, বেনারস সিটি
সেবক —শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক শ্রী[illegible]মাধব ব্রহ্মচারী

শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুরা, বৃন্দাবন
সেবক - শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক —শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রী[illegible] [illegible]

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

সঙ্কেতবিহারীমঠ
নন্দগ্রাম, মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
দেবশাখা
পোঃ কোডোল, জেলা গুরুগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]বিলাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক - - শ্রী[illegible]পাবন ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং [illegible] রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী [illegible]

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
নং বোম্বে ২৬
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ষ্টেশন রোড [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ভক্তি কুটী
স্বর্গপুরী
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
[illegible], পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রজবাসগৌড়ীয়-প্রবন্ধ-সদন
পোঃ [illegible], পাঞ্জাব
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ [illegible]পুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

অমর্ষি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible]চৈতন্য দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (মানভূম)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২, ৫১, ডাউনরোড ক্ল্যাপটন,
লণ্ডন, ই ৫
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক - শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible]কানন, চট্টগ্রাম
সেবক – শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible]পুর (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

পঞ্চবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]গোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

প্রপন্নাশ্রম
সেবক—শ্রীভক্তিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনরীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:০:—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১৷০	
" " সিকি কলম	৫৲		৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	
" এক কলম	১২৲	১০	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৷।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২
" অর্দ্ধ কলম ২৬৲	১৮
" এক কলম ৩৬৲	৩০

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ০৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিশদ অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্র (charts) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও বাক্যের দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের [illegible] করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে সর্বশাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] সমন্বয় প্রয়োজন, অবতার, একায়ন, বহুয়ন ও ভক্তিসম্বন্ধে এ যাবৎ-বিবদমান সম্প্রদায় ও [illegible] বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ মতসমূহ, তাহাদের সংশয়ের সকল প্রশ্ন মীমাংসিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিকে খোলা। শিক্ষকগণ সুযোগ্য ও সচ্চরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৫ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৮।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রত্যেক বৎসরেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র [illegible] লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিষয়, গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় লিখিত শ্রীচৈতন্য-[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডীগোস্বামী [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, [illegible] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক অপূর্ব অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করিয়া [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। [illegible] যে মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা [illegible] অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের [illegible] সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ [illegible] শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] পড়িয়া লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৬৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য ও ১৫ গ্রন্থাবলীমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত গৌড়ীয় বিরাট গ্রন্থ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অর্থ, বাঙ্গালা [illegible] বিষয় নির্দেশ, কথাবিবরণ, স্থান ও [illegible] [illegible] মহারাজ [illegible] কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ১০। [illegible] [illegible] [illegible] আট [illegible] আকারে মুদ্রিত। ভিক্ষা মাত্র ২, [illegible]।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী [illegible] আকারে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] [illegible]। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীগুরুপ্রিন্টিং [illegible] [illegible], [illegible] পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই. বি. রেলের কালকাতা ও নবদ্বীপঘাট

মার্টিনের ট্রেনের সময়-তালিকা

([illegible] টাইম)

যাওয়া

কলিকাতা ছাঃ	[illegible]	৬-২১	৭-১৪	[illegible]	৩-১	১৬-[illegible]	১৭-৫৮	[illegible]
ব্যাণ্ডেল	৪-৫৬	[illegible]	৭-২৮	১০-[illegible]	[illegible]			২২
[illegible]ঘাট পৌঃ	৬-১৯	৮-১	৯-১৮	১৩-২৮	১৭-৫১	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-৫৮
কালনা ছাঃ	৬-২৮	৮-৮	[illegible]	১৩-৩৯	[illegible]	[illegible]	১৯-৫০	২-৩৮
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-[illegible]	৮-৪০	১০-৮	১৩-০৪	১৪-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-১

([illegible]) ছাঃ	৭-১০	১০-০১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৮	১০-৩৯	১৮-১০	২৭-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৩
ব্যাণ্ডেল" ১১-২৮
[illegible]ঘাট পৌঃ ১-৫৫
" ছাঃ ১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৮
([illegible]) ছাঃ ১৩-৪৩ ([illegible], রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৫-১৫

ফেরৎ

অভিরাম

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৮-১	[illegible]	[illegible]	১৫-৩	[illegible]	[illegible]	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৩	৮-৪৪	১১-৫২	১৫-[illegible]	১৭-১৮	১৯-২৯	

ছাঃ	৭-১০	৮-৫৩	১১-৪১	১৫-[illegible]	১৬-৫৭	১৯-৩২	২০-৫৬	[illegible]
[illegible]ঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৫০	২০-৩	২১-১৫	৪-১০
([illegible]) ছাঃ	৭-৫৭	৯-৫০	১২-২৬	[illegible]	১৭-৪২	২০-২৯	২১-২৫	৪-১৮
ব্যাণ্ডেল		৯-৬		১৭-২৯	১৮-৯	২১-১৬	২২-[illegible]	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১২-২০	১৪-১৩	১৭-১৬	১৯-৪০	২৩-১৫	৩-১৩	

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত [illegible] একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সত্যভামাপুর হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যাসাগর আচার্য্য বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-মঠ-নিবাসী প্রভুগণের [illegible] [illegible] পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক [illegible] আত্মমঙ্গলকামীরই [illegible]।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদিপ্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও বিবিধ গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible]

ম্যালেরিয়া পালা-জ্বর জীর্ণ শীর্ণ [illegible] রোগীর প্রাণ [illegible] [illegible] ইহা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible], প্লীহা [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। ছোট বোতল ৷৷০ [illegible] আনা, বড় বোতল ১৷০ [illegible] আনা। [illegible] [illegible]।

—১১নং [illegible], কলিকাতা

পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

গ্রন্থপ্রসূনমালা
—::○::—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন পদাবলী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
মহুয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—নবাবী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীগৌরগ্রন্থমালা
... ...
... ...
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ] খণ্ড শ্রীমায়াপুর ৯ই ফাল্গুন ১৩৪৭ ২১শে ফেব্রুয়ারী. ১৯৪১ শুক্রবার [২৮৯তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(○)::——

শান্তিস্থাপনে ইতালীবাসীদের আগ্রহ

ইতালীর সীমান্ত হইতে 'ডেইলী টেলিগ্রাফ' পত্রিকার সংবাদদাতা যে তার করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, ইতালীতে বহুলোক আশা করিতেছে যে, আমেরিকার মধ্যস্থতায় বৃটেনের সহিত ইতালীর স্বতন্ত্রভাবে সন্ধি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। রোমে বর্ত্তমানে আমেরিকার দূতাবাসে বহু বিশিষ্ট কর্ম্মচারী প্রেরিত হইয়াছে। অথচ বার্লিনে আমেরিকার পক্ষ হইতে মাত্র দুই একজন প্রতিনিধি আছে। ইহাতে ইতালীয়দের অনেকের ধারণা যে, ব্রিটেনের সহিত ইতালীর স্বতন্ত্র সন্ধি হইলে যে অবস্থার উদ্ভব হইবে, আমেরিকা বর্ত্তমানে তাহার যথাবিহিত ব্যবস্থার উদ্যোগ করিতেছেন। মুসোলিনীর পতন হইলে ইতালীর পররাষ্ট্র-সচিব কাউণ্ট সিয়ানো নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে রাজা ইমানুয়েলকে সাহায্য করিবেন বলিয়া মনে হয়। প্রথম হইতেই কাউণ্ট সিয়ানো জার্ম্মাণীর সহিত সহযোগিতা করার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। হিটলার এবং রিবেনট্রপ, বিভিন্ন আলোচনার সময়ে তাঁহার প্রতি যেরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, তাহাতেও উঁহাদের প্রতি তাঁহার মনোভাব অধিকতর প্রতিকূল হইয়াছে।

ব্রিটেনে নারীশ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধি

১৯৩০ সালের হিসাবে দেখা যায়, বৃটেনের রপ্তানীর তুলনায় আমদানীর পরিমাণ শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু আমদানীর পরিমাণ কমাইতে চাহিলে রপ্তানীর পরিমাণও বৃদ্ধি করা চাই। সুতরাং বৃটেনের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন হইয়াছে। শ্রমশিল্পগুলিতে অধিক সংখ্যায় নারী-শ্রমিক নিয়োগ প্রয়োজন হইয়া পড়ায় ইহাই অন্যতম কারণ। শীঘ্রই সামরিক এবং সমরোপকরণ প্রস্তুত করিবার কাজে আরও ১০ হইতে ২০ লক্ষ লোকের প্রয়োজন হইবে। ইহার জন্য সাধারণ কারখানাগুলিতে পুরুষ শ্রমিকের যে অভাব হইবে তাহা পূরণ করিবার জন্যই নারী শ্রমিকের প্রয়োজন। এই সম্পর্কে সম্প্রতি শ্রমমন্ত্রী মিঃ বেভিনের বক্তৃতার পর হইতেই বয়নশিল্প, টুপি, জুতা ও বিভিন্ন প্রকার চর্ম্মশিল্প ও বিবিধ সৌখিন দ্রব্য প্রস্তুতের শিল্পগুলিতে কত লোক নিযুক্ত আছে, ব্রিটেনের শিল্প-কেন্দ্রগুলিতে তাহার ব্যাপক তদন্ত চলিতেছে।

২০ হইতে ২১ বৎসরের যে সকল মেয়েরা এখনও কোথাও কাজ করে নাই তাহাদেরই সর্ব্বপ্রথম বাধ্যতামূলক শ্রমিক-দের তালিকাভুক্ত করা হইবে। কাজ হইতে কোনও নারী অব্যাহতি দাবী করিলে তাহা বিবেচনা করিবার জন্য একটি বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠিত হইবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য বয়সের নারীদেরও শীঘ্রই তালিকাভুক্ত করা হইবে। এইরূপে শ্রমিকশিল্পগুলির জন্য বহু লোক সাময়িক পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

ভারতীয় সেনাদের বীরত্ব

সুদান সীমান্তের গালাবাট মেতেম্মা অঞ্চল হইতে সম্প্রতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনী আবিসিনিয়ার সীমানার ভিতরেও কিছুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে। এই যুদ্ধে ভারতের মারাঠা সৈন্যেরাই প্রধান অংশ গ্রহণ করিতেছে। সম্প্রতি জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী ইহার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা ভারতীয় সৈন্যদের পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক। গত ১২ই জানুয়ারী একদল মারাঠা সৈন্য একটি গোলন্দাজ-বাহিনী সঙ্গে লইয়া মেতেম্মা অঞ্চলে শত্রুঘাঁটির উপর প্রবল আক্রমণ চালায়। অন্ধকারে চুপি চুপি অগ্রসর হইয়া ইহারা অকস্মাৎ "শিবাজী মহারাজ কী জয়" বলিয়া উচ্চধ্বনি করিতে করিতে শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং তাহাদের প্রচুর ক্ষতিসাধন করিতে সমর্থ হয়। শত্রুপক্ষের বাহিরের ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হইলে বংশ ক্ষেত্রের আড়ালে ঢাকা কামানের ঘাঁটি হইতে ভারতীয় সৈন্যদের উপর মেশিনগানের গোলাবর্ষণ আরম্ভ হয়। প্রথম গোলাটিই একজন সিপাহীর বুকে আসিয়া লাগে। গুলি খাইয়া এই সিপাহীটি মাটিতে পড়িয়া যায়। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে সে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। তাহার হাতে একটি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। কোনও রকম সেটাকে শত্রুপক্ষের দিকে তাক করিয়া ইতালীয়দের কামানের ঘাঁটিটার প্রতি সে প্রায় ৩০ বার গুলি ছুঁড়িয়াছে।

অতঃপর ভারতীয় সৈন্যেরা কিছুদূর অগ্রসর হইলে সামনাসামনি যুদ্ধ শুরু হইল। ভারতীয় সৈন্যেরা প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া শত্রুদের পিছনে হটাইয়া দিতে লাগিল। এই আক্রমণ ইতালীয়েরা বেশীক্ষণ সহ্য করিতে পারে নাই। তাহারা যখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল, তখন দেখা গেল, অসংখ্য ইতালীয় সৈন্য হত ও আহত হইয়া পড়িয়া আছে। প্রায় ২০ মিনিট ব্যাপিয়া এই আক্রমণ চলিয়াছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বর্ত্তমান বৎসরে গভর্ণমেণ্ট হইতে লোক-গণনা বা সেন্সাস্ আরম্ভ হইয়াছে। এই বিষয়ে ফরম পূরণ করাইয়া লইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বা অফিসার মঠে উপস্থিত হইয়া প্রত্যেক ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, জাতি প্রভৃতি লেখাইয়া লইবেন। ঐ ফরমে একটা কলমে "জাতি" লিখিবার স্থান আছে। ঐ স্থানে গৌড়ীয়মঠের আশ্রিত প্রত্যেক ব্যক্তির কি পুরুষ বা স্ত্রী "গৌড়ীয়-বৈষ্ণব হিন্দু" লিখিতে হইবে। ইহা স্থানীয় মঠাশ্রিত ব্যক্তিগণকে জানাইয়া দিবেন এবং নিজেরাও এইভাবে ফরম পূরণ করিবেন।

বিনীত
শ্রী... দাস

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-ঠাকুর

বৈদিক ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য

সংকলন। ভিক্ষা ।৷০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ

শ্রীচৈতন্য

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

২,৩০০ পৃষ্ঠায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক বিদ্যাশীলাগ্রণী মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভব চার্য্য, এম্-এ মহোদয়ের গ্রেষ্ঠগবেষণা এবং শক্তিশালী লেখনীর অমৃত ধারা আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্ আকার ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডেই ৩০টি অধ্যায়ে সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মুখবন্ধ, মুখবন্ধ Foreword) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাঁহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, [illegible] ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমা (১ম খণ্ড)

শ্রীমথুরা হইতে রাধাকুণ্ড পর্য্যন্ত এই খণ্ডের পরিক্রমা-বিবরণ প্রকাশিত এবং কয়েকটী দুষ্প্রাপ্য চিত্র, স্থান, পাত্র ও বিষয়সূচী সংযোজিত হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের লিখিত সংক্ষিপ্ত ভূমিকা-সহিত। ভিক্ষা ৸০

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী,

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

— — —

ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ

ইহাতে দৈববর্ণাশ্রম সম্বন্ধে যাবতীয় বিচারধারা এবং শ্রীচৈতন্যদেবের বর্ণাশ্রম বিষয়ক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যে সকল ভ্রান্তমত আধুনিক সমাজকে গ্রাস করিয়াছে, তাহার শাস্ত্রযুক্তিমূলে সমালোচনা হইয়াছে। যথার্থ দৈববর্ণাশ্রমের স্বরূপ ও তৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত (সমগ্র) ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। আচার্য্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
৩। অমৃতপ্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ।৷০
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। [illegible]-আশ্রম ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী কৃষ্ণসোরভ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸০
দীপ-দিগ-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-প্রমাণ ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৷০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। অন্যাপদেশক (নূতন সংস্করণ)
৪৯। অর্চ্চনকল্প
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৩ খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তমুক্তাবলী বা নারায়ণকবচাবলী
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। উপনিষৎ (ভাষাটীকা) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিদ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সত্ক্রিয়াসারদীপিকা ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্র ।০
৬৫। সারস্বত সিদ্ধান্তম্
৬৬। গৌড়ীয়মঠসপর্য্যাপত্রিকা
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ অর্থ দ অব বেদান্ত ।০
৭০। রামানন্দ ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজী এণ্ড অন্টলজি
৭২। বিশেষিত এক্সপ্রেস
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্
৭৫। গোল্ডেন গৌড়ীয়মঠ ইন ইংলণ্ড
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল এণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অন্য ভাষায়) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। অন্যায়-অনুভব ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴১০
৮৪। শরণাগতি ৶০

আসামীয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৫

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীশিক্ষাষ্টক ২

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীভক্তিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-মাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৶০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুমালা

[illegible] পর্য্যন্ত এই [illegible] সুন্দর [illegible] ও [illegible] সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
[illegible] শ্রীমন্দির
[illegible], নদীয়া।

১৫ বর্ষ ৯ গোবিন্দ ৪৫৪ গৌরাব্দ ৯ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২১শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৪১, শুক্রবার ২৮৯তম সংখ্যা

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহ-মহোৎসব

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী সোমবার নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট মহামহোপদেশক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর অপ্রকট-তিথি-মহোৎসব নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

বিরহ-তিথি দিবস পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময় শ্রীবক্তাহরণ-নাটমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভার প্রারম্ভে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, বিভিন্ন মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গৌড়ীয়পাঠমুখে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল যাবৎ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর গুণকীর্ত্তন করেন। মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়। সভা-ভঙ্গের পর উপস্থিত ব্যক্তিগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিকট কৃপাভিক্ষামূলক বিবিধ স্তুতি কীর্ত্তন হইতে থাকে। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া প্রায় এক ঘণ্টাকাল যাবৎ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর অপ্রাকৃত গুণমহিমা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

অতঃপর সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর শ্রীবক্তাহরণ নাটমন্দিরে পুনরায় একটী সভার আয়োজন হয়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশে শ্রীপাদ উদ্ধরণীশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এ, শ্রীপাদ অদ্বয়ব্রহ্ম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসর্ব্বস্ব, শ্রীপাদ শচীনন্দন ভক্তিপ্রমোদ প্রভু ও মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু পর পর শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর গুণকীর্ত্তন করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। রাত্রি প্রায় ১১ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়। সভা ভঙ্গের পর উপস্থিত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ সকলেই শ্রীল ভক্তিসুধাকর-বিরহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীধামে শ্রীল তীর্থ মহারাজ

গৌড়ীয়মিশনের প্রবীণ ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী শনিবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম-দর্শনের জন্য আগমন করেন। তিনি শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিয়া মঠবাসী ও ধামবাসী সমাগত ভক্তবৃন্দের নিকট সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তিনি গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন

পুরীতে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিজ্ঞান প্রভু কতিপয় সেবকসহ গত ২৯শে জানুয়ারী গোবর্দ্ধন-পুরস্থ পাড়াপাড়ার রায়মহাশয়ের শ্রীপুরুষোত্তম-ধামস্থ আবাস-ভবনে গমন করেন এবং প্রায় ২ ঘণ্টা যাবৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী কীর্ত্তন করেন।

গত ৩১শে জানুয়ারী ব্রহ্মচারীজী কতিপয় মঠসেবক সহ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম-এ মহোদয়ের পুরী-ধামস্থ বাসভবনে গমন করত তাঁহার সহিত প্রায় ১ ঘণ্টা-কাল হরিকথা আলোচনা করেন। কবিরাজ মহাশয় আরও কয়েক-দিন হরিকথা-শ্রবণের বিশেষ আগ্রহপ্রকাশ করেন।

ব্রহ্মচারীজী গত ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে শ্রীপুরুষোত্তমধামস্থ মিঃ এম. এন. ঘোষ মহাশয়ের গৃহে তিনদিন যাবৎ [illegible] হইতে [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

ঢাকার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব মহোৎসব

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীপূর্ব্ববঙ্গের রাজধানীর শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ গত ৮ই, ৯ই ও ১০ই ফেব্রুয়ারী শনি, রবি ও সোমবার তিন দিবস শ্রীভৈমী-একাদশী, শ্রীবরাহ-দ্বাদশী এবং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে উপবাসী থাকিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধা[illegible]-গিরিধারীজীউর বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী প্রভৃতি কীর্ত্তন ও [illegible] হরিকথা-আলোচনা, [illegible] ও পারায়ণমুখে শ্রীহরি প্রত্ন [illegible] পালন করেন।

শ্রীবরাহ-দ্বাদশী-দিবসে শ্রীশ্রী[illegible] শ্রাকর্ষিক [illegible] গিরিধারীজীউর [illegible] এবং সন্ধ্যারাত্রিক [illegible] গুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, [illegible] বিবিধ মহাজন-পদাবলী ও [illegible] কীর্ত্তন হয় এবং পাঠে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দের বিস্তৃত শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] শ্রীনিত্যানন্দ-প্রকাশ-প্রসঙ্গ পাঠ, সন্ধ্যার্[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], এবং [illegible] 'অবধূত ও সন্ন্যাসী' প্রবন্ধ পাঠ হয়। পাঠান্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব [illegible] প্রত্যুষে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীনিত্যানন্দ-[illegible] ও [illegible] মহাজনপদাবলী এবং [illegible] কীর্ত্তন হয়। অতঃপর [illegible] পারায়ণ আরম্ভ হইয়া রাত্রি ১১ ঘটিকায় পারায়ণ শেষ হয়। পারায়ণান্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

[illegible] শ্রীনিত্যানন্দ-[illegible] ও মহিমা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-উৎসব

গত ১লা ফেব্রুয়ারী শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবকগণ শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াদেবীর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন [illegible] [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তি[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন। [illegible] [illegible] মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয় [illegible] মহাপ্রসাদ বিতরণ [illegible]।

মানুষের কৃষ্ণতত্ত্বে শ্রদ্ধা যদি হয়। অকিঞ্চন 'প্রেম' হয়, সংসার ধ্বংস হয়॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

গোবিন্দ তিথি শতভিষণায়ী গৌরাব্দ ৪৫৪

হরিকথা-প্রসঙ্গ

প্রেমের একমাত্রই চাওয়া দরকার। ইহা হরিভজনের জীবন সাধ্য। প্রেম না থাকে কথা যেখানে, সেখানে অনর্থ ছাড়া হইলেই হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন না করিলে প্রেমধন লাভ হইতে পারে না। শ্রদ্ধা হইলেই সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ হইবে। সাধুসঙ্গে শ্রবণকীর্ত্তনই ভজন। মনোযোগের সহিত শ্রবণকীর্ত্তন করিতে করিতেই ভজনে বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে। কর্ম্মস্পৃহা ক্ষীণ হইয়া লাভ করে। 'ভক্তির যে এক পথ', ইহা কৃপার পথ। শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ়বিশ্বাস গুরুকৃপার প্রথম পরিচয়। যেখানে শ্রদ্ধা নাই, সেখানে শরণাগতি, আত্মনিবেদন, ও সেবা কিছুই নাই। ভগবান্ ভক্তের চরণে নিজেকে বলি দিতে হইবে। তাঁহাদের ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছা মিশাইতে হইবে, ইহারই নাম বলি দেওয়া। ভক্তবৃন্দের হইয়া সঙ্গ ও সেবা করিতে হইবে। আমরা তাঁহাদের প্রতি নির্ভর করিলে তাঁহারাই আমাদের সমস্ত অসুবিধা দূর করিবেন। আমাদের কৃপালাভের জন্য প্রবল বাঞ্ছা থাকিবে। নিজের গলদ্ কোথায় আছে, তাহা নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিয়া সংশোধনের যত্ন করিতে হইবে। ভাল খাওয়া ও ভাল পরা ছাড়িতে হইবে। ভাল খাওয়া ও ভাল পরার প্রতি টান হইলে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা পাওয়া যাইবে না। টান থাকিবে গুরুবৈষ্ণবভগবানের প্রতি ও তাঁহাদের সেবার প্রতি। দিবা নিদ্রা ও বেশী নিদ্রা ত্যাগ করিতে হইবে। শ্রবণকীর্ত্তনমুখে সর্ব্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণবের চিন্তা করিতে হইবে। গুরু-বৈষ্ণবভগবানের নিকট সর্ব্বক্ষণ প্রার্থনা জানাইতে হইবে। গুরুবর্গের চিন্তা জোর করিয়াও করিতে হইবে। জোর করিয়া অনর্থগুলিকে দূর করিয়া গুরুবর্গের কৃপা প্রার্থনা ও তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম চিন্তা করিতে হইবে। যে কোনও উপায়ে মনকে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের প্রতি লাগাইতে হইবে। আমরা এ বিষয়ে যত যত্নবান্ হইব, ততই হরিভজনে অগ্রসর হইতে পারিব।

ভগবানকে পাইতেই হইবে বলিয়া একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকিবে। ভগবানকে পাইবার আশায় যিনি যত ভোগসুখ ত্যাগ করিতে পারিবেন, ভগবান্ ততই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন, তিনি ততই অগ্রসর হইতে পারিবেন। আমাদের অকপট সেবাকাঙ্ক্ষা দেখিলে শ্রীগুরুনিত্যানন্দ আমাদিগকে আত্মসাৎ করিবেন। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আত্মসাৎ করিলে মহাপ্রভু আমা-দিগকে কৃপা করিতে বাধ্য হইবেন।

পরস্পরাগতই সম্বন্ধ। 'আপনার' বলিয়া টানই সম্বন্ধের মূল। যেখানে হরিকথায় রুচি ও গুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা আছে, সেখানে গুরুবৈষ্ণবভগবানের কার্য্যকে ইহ ও পরকালের একমাত্র কার্য্য বলিয়া টান হইবেই। তত্ত্বকথা-শ্রবণের সঙ্গে কৃষ্ণকার্ষ্ণের প্রতি 'আপনার' বলিয়া 'টান' বাড়ে। হরিকথা-শ্রবণ করিয়াও যেখানে গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের প্রতি টান হইতেছে না, সেখানে হরিকথা-শ্রবণ হইতেছে না, বুঝিতে হইবে। সাধুর কথা কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ঐ কথা জীবের কুদর্শনকে বলপূর্ব্বক ধ্বংস করিয়া জীবহৃদয়ে নিজ সিংহাসন রচনা করিতে পারে। চেতনময়ী কথার এত শক্তি! আমরা অনেক সময় প্রভুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া বলিয়া মনে করি, অনেক সময় নিজেকে 'প্রভুর দাস' বলিয়া বড়াই করি, কিন্তু প্রভুর প্রত্যেক কার্য্য বা দ্রব্যকে প্রভুর কার্য্য—প্রভুর অভিজ্ঞানে—আমার প্রভুরূপে—বিষ্ণুরূপে—আমার সেব্যরূপে—আমার ভোক্তৃরূপে—পরিচালক বা কর্ত্তৃরূপে জ্ঞান করি কি? যিনি হরিভজন করেন, তাঁহার জড়দর্শন বা ভোগ্যদর্শন নাই। হিরণ্যকশিপু স্ফটিকস্তম্ভকে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য পদার্থের বস্তুরূপে দর্শন করিলেও ভক্তিকুল প্রহ্লাদের সেইরূপ অবৈধ দর্শন নাই। তিনি তাহাকে স্ফটিকস্তম্ভরূপী জড়বস্তু জ্ঞান না করিয়া তাহাকে বিষ্ণু বা নৃসিংহ-প্রাণ নারায়ণ বলিয়া সংকেত করেন। হরিবিমুখ ব্যক্তি প্রত্যেক বস্তুকে জড়ের ভাবে 'ইদম্' বা 'এই' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। হরিসেবোন্মুখগণ অহংসেবোন্মুখ চেতনবস্তু উহাকে নির্দ্দেশ করেন 'উপাস্য' অর্থাৎ আমার প্রভু, আমার চালক, বিষ্ণু, পালক বন্ধু বা বিষ্ণু-বৈভব।

ভক্তাধীনতাই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার। মায়ার উপর প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছাই দুর্ব্বলতা বা রোগ। বলদেবের কৃপায় এই সংসার-বাসনা, প্রভুত্বকামনা বা দুর্ব্বলতা কাটে। গুরুর অধীন না থাকিলে মায়াধীন হইতেই হইবে। তটস্থাবস্থায় কেহ থাকিতে পারিবে না। যেখানে ভক্তি, সেখানে তত্ত্বজ্ঞান ও আনন্দ আছে। ভক্তির অভাবাবস্থায় [illegible] ও [illegible] প্রেম। কীর্ত্তনানন্দই কৃষ্ণানুশীলন। সাক্ষাৎকার না হইলে কথাও বৃত্তি হইবে না। নাম কীর্ত্তনোন্মুখ না হইলে সাধুসঙ্গের সুযোগ না। অপ্রকটে কৃত্রিমতা আছে প্রকটী—কৃষ্ণ, তিনি ক্লীব নহেন। তিনি সকলের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকে যেন শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইলে সমস্তই বুঝা যাইবে। তিনিই সেবা দিবার মালিক।

শ্রীল সাগর মহারাজের হরিকথার মর্ম্ম

(২)

পূর্ব্বে লোকগুলি শ্রীগুরুবৈষ্ণবকে ফাঁকি দিয়া নিশ্চিন্তে আরামে দিন কাটাইতেছিল। দুই চারিজন লোকের সাক্ষী দিয়া যোগাযোগে সন্তুষ্ট করিয়া কিছু অর্থ আদায়, আর ভাল খাওয়া ও ইন্দ্রিয়তর্পণ—হরিভজনের নামে ইহাই চলিতেছিল! এখন শ্রীল আচার্য্যদেবের কঠোর ব্যবহার ফলে একটা পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। এই ব্যবহারকে কেহ কেহ মঙ্গলজনক জানিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বরণ করিয়া লইয়াছে, আবার কাহারও কাহারও মধ্যে অসন্তুষ্টি, ক্রোধ ও ক্ষোভের ভাব দেখা যাইতেছে। যত আরাম—সব গেল, ইহা কি প্রাণে সয়? কোন কোন লোককে কিছু পরিশ্রম করিতে বলিলে তাহারা রাগিয়া যায়, নানাপ্রকারে ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে তাহাদের ভিতরের অসন্তুষ্টি বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। মাধুকরী ভিক্ষা করিতে ইহাদের মহা-আপত্তি। অথচ গুরুবৈষ্ণবের আদেশ—যাহারা প্রত্যহ মাধুকরী করিতে নিরুৎসাহ, লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করিবে, তাহারা অন্যাভিলাষ-চরিতার্থ করিবার জন্য মঠে থাকিতে পারিবে না। কিন্তু এই যে অসন্তুষ্টি বা ক্রোধ—ইহাও ভাল। ইহাদের প্রাণে যে একটা আঘাত লাগিয়াছে, একটু ভাঙ্গিয়াছে—এই অসন্তুষ্টি তাহারই লক্ষণ। ইহারা কিছুদিন এই প্রকার অসন্তোষ ও ক্রোধ প্রকাশ করিবে; কিন্তু শেষে ইহাদের বুদ্ধি ভাল হইয়া একটা দুঃখ ও অনুতাপ আসিবে। মাধুকরী ভিক্ষা ত' আর অভ্যাস নাই, কাজেই পরিশ্রম করিতে প্রথম প্রথম প্রবল আপত্তি হইতেছে, তথাপি জোর করিয়া কয়েক দিন করিবার পর মাধুকরী ভিক্ষা করিবার ফলে চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন হইবে। তখন বুঝিতে পারিবে—শ্রীগুরুবৈষ্ণব তাহাদের শত্রু নহে, পরমহিতৈষী; তখন তাহারা ভাল হইয়া যাইবে। মাধুকরী ভিক্ষা কিছুদিন ধরিয়া প্রত্যহ করিলে চিত্তবৃত্তি নিশ্চয়ই ভাল হইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কত বড় আরামপ্রিয়তার মূলে শ্রীল আচার্য্যদেব আগুন লাগাইয়াছেন, তাহার একটি উদাহরণ শুনিলে বুঝা যাইবে। কোনও মঠে একজন ব্রহ্মচারী থাকিত; সে নাকি মঠে থাকাকালে কখনও ভিক্ষা করে নাই। মঠের প্রধান সেবক যখন তাহাকে মাধুকরী ভিক্ষায় যাইতে বলিলেন, তখন সে তীব্র আপত্তি জানাইল। তাহার বক্তব্য হইতেছে এই—শ্রীল প্রভুপাদের সময় সে কখনও ভিক্ষাদি কার্য্য করে নাই, ঐ কার্য্যে তাহার অভ্যাস বা দক্ষতা কিছুই নাই। সে দীর্ঘকাল যাবৎ মঠে বাস করিতেছে। সারাক্ষণ দুই একটা কার্য্য করে ও খায় দায় থাকে। সুতরাং তাহার দ্বারা কোন অনভ্যস্ত কার্য্য হওয়া সম্ভবপর নহে। মঠরক্ষক তাহাকে অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু কোন ফল না হওয়ায় অগত্যা আদেশ দিলেন যে, যদি সে ভিক্ষা না করে, তাহা হইলে তাহাকে প্রসাদ দেওয়া হইবে না। ব্রহ্মচারীটি মহাবিপদ্ দেখিয়া মঠরক্ষকের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে বলিল যে, বহুকাল আরামে বাস করিয়া সে উহাতেই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কি এখন এতকাল পরে ভিক্ষা করা পোষায়? ভিক্ষা করিতে হইলে নিশ্চয়ই মরিয়া যাইবে। মঠরক্ষক কি তাহাকে মরিতে দেখিলেই সন্তুষ্ট হইবেন? মঠরক্ষক তাহার উত্তরে তাহাকে বলিলেন—"তুমি যদি গুরুসেবার জন্য মাধুকরী ভিক্ষা করিতে গিয়া মরিয়া যাও, তাহা হইলে আমি আনন্দে দু' হাত তুলিয়া নৃত্য করিব। আমার কি এমন ভাগ্য হইবে যে, গুরুসেবার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিবার এমন আদর্শ দেখিতে পাইব? তুমি যদি সে আদর্শ দেখাও, তাহা হইলে ত' মহা আনন্দের কথা।" এই তীব্র ভর্ৎসনায় ব্রহ্মচারীটির চৈতন্য হইল। এখন সে নিয়মিতভাবে ভিক্ষাদি করিতেছে; আর কোন প্রকার আপত্তি করে না।

আমাদের ইহাই সুদৃঢ় বিশ্বাস যে, সকলে যদি নিয়মিতভাবে প্রত্যহ মাধুকরী ভিক্ষা করে, তাহা হইলে তাহাদের সমস্ত অনর্থ দূর হইয়া যায়, চিত্তবৃত্তি নিশ্চয়ই হরিভজনের অনুকূল হয়। মাধুকরী ভিক্ষা করিতে গেলে বহু কটু কথা ও রূঢ় ব্যবহার সহ্য করিতে হয়, তাহাতে অভিমান ও দম্ভ কিছু কমে। মাধুকরী ভিক্ষার দ্রব্য নির্গুণ; সুতরাং তাহাতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ যত প্রীতি লাভ করেন, এরূপ আর কিছুতেই করেন না। কাহারও গৃহে ভিক্ষার জন্য উপস্থিত হইলে সে প্রথমেই বলিয়া দিবে—এখন সময় নাই, অন্য জায়গায় দেখুন বা অন্য সময় আসিবেন। তখন সেই সেবক গৃহস্বামীকে নম্রভাবে জানাইবেন গৃহস্বামী দয়া করিয়া অন্ততঃ পাঁচ মিনিটের জন্য তাঁহার কথাটা শুনুন। তিনি যাহা বলিবেন, তাহাতে গৃহস্বামীর কোন অপকার হইবে না বরং লাভই হইবে। তিনি ভিক্ষা না দেন, না-ই দিবেন; কিন্তু দুইটি কথা শুনিতে কি আপত্তি থাকিতে পারে? এই ভাবে কথা বলিয়া গৃহস্বামী আহ্বান না করিলেও তাহার নিকট গিয়া আসন গ্রহণ করিবেন। সর্ব্বদা প্রধান করিয়া হরিকথা বলা উচিত, অথবা 'যে ভগবানের সেবা করে না, সে চোর, সে নারকী, গোখর' ইত্যাদি কথা প্রথমেই না বলিয়া প্রথমতঃ কিছু লাভের আশা দিবেন। গৃহে হরিকথার আলোচনা হইলে গৃহস্থের সমস্ত অমঙ্গল দূর হয়, রোগ যন্ত্রণা, আধিব্যাধি প্রভৃতির ভয় থাকে না, ব্যবসায়ে উন্নতি হয়—এই সমস্ত কথা আ

হইতে হইবে। যখন গৃহবাসীর মন একটু কোমল হইয়া আসিবে, তখন প্রস্তাব করিতে হইবে—বাড়ীতে একদিন শুদ্ধবৈষ্ণবের দ্বারা পাঠ-কীর্ত্তন করাইলে হয় না? অথবা একখানি নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয় তাঁহাকে পাঠ করিবার জন্য দিতে হইবে। পরদিন আবার গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—উহা তিনি পড়িয়াছেন কি না এবং সিদ্ধান্তগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন কিনা। গৃহবাসী নিশ্চয়ই সেখানে একদিনেই আর পড়িয়া দেখেন নাই; তথাপি উপরোধে পড়িয়াও সেই প্রসঙ্গ তুলিবে। ক্রমে ক্রমে হরিকথা-শ্রবণে আগ্রহ বাড়িবে। প্রথমেই বুঝাইতে হইবে—আমরা কে এবং আমাদের কর্ত্তব্য কি? হরিকথা-শ্রবণ করিয়া তাঁহার কিছু শ্রদ্ধা হইয়াছে যদি বুঝা যায়, তখন মঠসেবক তাঁহার নিকট শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবার জন্য কিছু ভিক্ষা চাহিবেন এবং তিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহা দেবেন, তাহাই গ্রহণ করিবেন।

হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রদ্ধা উৎপাদনের পূর্ব্বে কেহ কাহারও নিকট ভিক্ষা চাহিবেন না। কারণ শ্রদ্ধাহীনভাবে উপরোধে পড়িয়া বা অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে লোকে যে ভিক্ষা দেয়, তাহা হয় রাজসিক না হয় তামসিক দ্রব্য। উহা গ্রহণ করিলে সর্ব্বনাশ হইবে—ইহা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিবেন। প্রথমেই ভিক্ষা চাহিবেন না; যাহাতে ভিক্ষাদাতা কিছু শ্রবণের সুযোগ পায়, তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা করিবেন। যদি গৃহবাসী ভিক্ষাপ্রার্থীকে স্থান বা আসন দিতে কুণ্ঠাবোধ করে, তাহা হইলে তাহাকে বলিবেন—'আমি কিছু চাহিতে আসি নাই, দিতে আসিয়াছি। আপনার দিতে আপত্তি থাকিতে পারে, লইতে ত' আপত্তি নাই'—এই বলিয়া হরিকথা কীর্ত্তনের সুযোগ করিয়া লইবেন। ভিক্ষাপ্রার্থী কোন স্থানে আদর, অভ্যর্থনা, সম্মান বা সদ্ব্যবহারের প্রত্যাশা করিবেন না। কেহ আদর করিয়া না ডাকিলে বা উপেক্ষা করিলে মনঃক্ষুণ্ণ, অপমানিত বা নিরুৎসাহ হইবেন না; সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন—ইহা তাঁহার গুরুদেবের সেবা। তিনি সেবা করিতে আসিয়াছেন, কেহ যদি সহযোগিতা ও সাহায্য করে ত' ভাল; না করিলেও তিনি নিজ সেবা পরিত্যাগ করিবেন না। ভিক্ষাপ্রার্থী সর্ব্বত্র অভদ্র রূঢ় ব্যবহারই প্রত্যাশা করিবেন। তার মধ্যে যদি কেহ হঠাৎ ফিরাইয়া না দিয়া একটু দাঁড়াইবার আসন দেয়, তাহা হইলে সে-ই খুব ভাল লোক; আর যদি কেহ বসিতে বলে, তাহা হইলে তাহার মত ভাল লোক ত' আর নাই।

পরিক্রমার নিমন্ত্রণ-পত্র

—:০:(০):০:-

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

৮ই পৌষ ১৩৩৭ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ সোমবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ সভার পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন-সেবানায়কতায় শ্রীধাম নবদ্বীপের নবটী দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ সুকৃতির বৃদ্ধিবিষয়ে সাফল্য লাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও অদ্বৈতের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীগঙ্গানগর)—১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, সোমবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, গোয়ালপাড়া, মেঘারচর, বেলপুকুর) ২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ, মঙ্গলবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, সুবর্ণবিহার, স্বানন্দসুখদকুঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া)—২১শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ্চ, বুধবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুকুর)—২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গঙ্গানগর, কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোলআমাদ, কোলের দহ)—২৩শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ্চ, শুক্রবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটিতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির)—২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ, শনিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জাননগর)—২৫শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ্চ, রবিবার (একাদশীর উপবাস)।

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, বৈকুণ্ঠপুর বা একডালা, মাউগাছি) —২৬শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ্চ, সোমবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, উমাকপুর, গঙ্গার ঘাট)—২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার।

২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ বুধবার শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব ও

২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীগৌর প্রকটপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে

দীনের অর্ঘ্য

(শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে লিখিত)

(প্রাপ্ত)

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।

কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

সমস্ত শাস্ত্রেই শিষ্যের দৃষ্টিতে শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ 'হরি' বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং সাধুগণ গুরুকে তাহাই জানেন; কিন্তু যিনি সদা প্রকাশস্বরূপ হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রিয়-সেবাধিকারী, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ আমি বন্দনা করি।

আজ জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সপ্তপঞ্চাশত্তম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজাই গুরুপূজা, শ্রীশ্রীগুরুপূজাই ব্যাসপূজা। তাই শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-তিথিতে গুরুপূজা করিয়া সাধুগণ ব্যাসপূজাই করিয়া থাকেন। ভুবনপাবনী শ্রীব্যাসপূজা-তিথি প্রতিবৎসর বিশেষ একটী অনুভূতিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া শরণাগত জীবের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] বা গুরুপাদপদ্ম-প্রতিষ্ঠার সুযোগ [illegible] করিতে করিতে সমাগত হইতেছেন। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকটলীলা [illegible] পরমমঙ্গলদায়িনী। [illegible] জীবের পক্ষে তাহা [illegible] কিরূপ অনুভব করা সম্ভবপর? [illegible] শুদ্ধবৈষ্ণবের আবির্ভাব-তিথিতে [illegible] সেবা করিতে [illegible] অজ্ঞানান্ধ জীবের অবিদ্যা বিনাশ হয় এবং যাহাতে কোন দিন এই পতিতপাবনী শ্রীব্যাসপূজা-তিথি আরাধনা করিবার মত যোগ্যতা লাভ করিতে পারি, ইহাই শ্রীশ্রীবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

এই পতিতপাবনী তিথিবরা কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে ইহাই স্মরণ করাইয়া দেন যে, আমরা যেন প্রতি মুহূর্ত্তেই অন্তরে বাহিরে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য প্রাকট্য অনুভব করিতে পারি। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আজ লোকলোচনের অন্তরালে। তিনি আমাদের জড়চক্ষুর দৃশ্য বস্তু নহেন। তিনি আমাদের ছাড়িয়া যান নাই। আমাদের অন্তরে অন্তর্যামী-রূপে [illegible] বাহিরে [illegible] সর্ব্বক্ষণই বর্ত্তমান আছেন। শ্রীল প্রভুপাদ সবই দেখিতে পাইতেছেন, কারণ তিনি দ্রষ্টা, আমরা দৃশ্য। আমরা দ্রষ্টা, এই অভিমানে প্রভুপাদকে দর্শন করিতে গেলে প্রভুপাদ অপ্রকট, প্রকটকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছি, এখন আর দেখিতে পাইতেছি না, কিম্বা প্রভুপাদ পূর্ব্বে ছিলেন, এখন আর নাই, এইরূপ বুদ্ধির উদয় হয়। প্রকৃত গুরুদর্শন হইলে আর দ্রষ্টা-অভিমান থাকে না। তখন নিজেকে দৃশ্য বলিয়া উপলব্ধি হয় এবং তখনই শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যত্ব উপলব্ধির বিষয় হয়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কি বস্তু, তাঁহার স্বরূপ কি, তাঁহার সেবকাভিমানী আমারই বা স্বরূপ কি, প্রভুপাদ জগতে কি দান করিবার জন্য অবতীর্ণ হইলেন, সেই দান আমি কতটুকু গ্রহণ করিলাম বা গ্রহণ করিবার জন্য চেষ্টিত হইলাম, এই সকল বিষয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিতে আমার স্মরণ-পথগত হইল।

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মসেবাই আমার সম্পদ, সেই পদরজই আমার স্বরূপের পরিচয়। সেই পরিচয়ে পরিচিত হইতে না পারিলে অপ্রাকৃত গুরুপাদপদ্মের [illegible] দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার কোন দিন হইবে না। শ্রীল প্রভুপাদের আমায় কৃপা আমাদের উপলব্ধি করিবার মত সুবুদ্ধির উদয় হউক। আমাদের অন্তরে শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রতিষ্ঠিত হউন। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম-[illegible] চক্ষু [illegible] হইতে দূরী [illegible], ইহাই প্রার্থনা।

[illegible]

নিবেদন

শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নদীয়া-প্রকাশের টাকা বা পত্রাদি শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর নামে পাঠান।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅবধ্যম ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৮০১৫
সেবক—শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগপীঠ মায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণাবনদাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীভূষণ দাস অধিকারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধামদাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্বাপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅনন্তানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুর, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধিকানাথ ব্রজবাসী

শ্রীরাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদয়াল দাস ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবপ্রসন্ন ভক্তিবিনোদ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাঝোরা, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর পাটনা
সেবক—শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
চাঁদচৌরা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীপরমানন্দরূপ দাসাধিকারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীর সং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপাবনদাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক শ্রীনবীননাথ ব্রহ্মচারী

শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গৌড়বাটী
সেবক—শ্রীনয়নানন্দ দাস বাবাজী

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীবড়িহন্দু দাস

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণ, মথুরা।
সেবক—শ্রীরামশরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
সেবাশ্রম
পোঃ হোডাল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয় ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়াট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
নং বোম্বে ২৬
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীকেশবমোহন ব্রহ্মচারী

রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী জেলা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীমাধব দাস অধিকারী

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার পুরী
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীমদন গোপাল দাসাধিকারী

জিয়ড়-নৃসিংহ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বালুবাজার, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীনন্দন বৃন্দাবন ব্রজবাসী

শ্রীব্রজস্বানন্দগৌড়ীয়-প্রাবণ-সদন
পোঃ গঙ্গাকূল, গঞ্জাম
সেবক—শ্রীমদনলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীদীননাথ দাসাধিকারী

অমর্ষি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ দাসাধিকারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রণডিহা (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীসর্ব্বাধিচৈতন্য দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুবনেশ্বর, পোঃ শিমুলিয়া (মানভূম)
সেবক—শ্রীভগবান ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্লাট নং ২, ৫১, ডাউনরোড ক্লাপটন,
লণ্ডন, ই ৫
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীশ্রীমদ্গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
আমিনাবাদ, লক্ষ্নৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅদ্বৈতকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসপ্রভু দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

প্রাথমিকজন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রীঅখিলেশ্বর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজ্ঞানসুন্দর ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১।০	১৲
" " সিকি কলম				৩৲
" " অর্দ্ধ কলম		৬৲	৬৲	
" এক কলম	১২৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিবিধ অবতারসম্বন্ধে বিশদ গ্রেষণামূলক ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে কয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ভাবের কথা দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে সমসাময়িক প্রশ্নাবলী মতবাদ সম্বন্ধে সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বহুমত ও ভক্তিসম্বন্ধে ব্যাখ্যাবলী-নিরূপণমূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ প্রশ্নসমূহ, তাত্ত্বিক সর্বসিদ্ধান্ত সরল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডীপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অশেষ কষ্টের পর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অবিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের দুই দিকে প্রথমে প্রত্যেক শ্লোকের মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা, তারপর শ্রী শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-পাঠের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি। বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত শ্রীগৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বড় বড় তত্ত্বশাস্ত্রসমূহের এক অমূল্য রত্ন। ৫০। ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৯।০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত সরলাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীরূপবিহারীরঞ্জন দাস এম্ এ, বি-এল, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১১-৬	১৩-১০	১৬-২৬	১৭-৫৩	২২-০
দমদম	৫-৫৬	৬-৩০	৭-২৮	১১-২০	১৩-২০			২২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৩	৮-১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৪	০-২৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩১	১২-৩৩	১৫-৫	১৮-৫৩	১৯-৪০	২-৩৮
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৪	৮-৪০	১০-৬	১৩-০৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-০১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-০১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-১৯	১৮-১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম"	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৪৫
" ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩-৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৩-২২	১৬-৬	১৮-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৩	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৩১	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫৭	১১-৪৭	১৫-১০	১৬-৫৮	১৯-২৯	২০-৫৬	১-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯	৪-১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫১	৯-৩০	১২-৩৬	৫-৪৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৫	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৫৬	২১-৯	২২-২৬	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৫৬	২১-২০	২৩-১৪	৩-১৬	

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভিজিয়াবোর একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত মহাদেশ তথা বঙ্গের বাহিরের নানাপ্রান্তের পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনগণের সহিত শাস্ত্রীয় আলোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার তত্ত্বতত্ত্বসিদ্ধান্তসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তনিরসনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণকিঙ্করগণ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই অবশ্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদিপ্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৷১এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি। ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

পোঃ বেলেঘাটা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD. NO C. 1541

পঞ্চপ্রবন্ধমালা
—:—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধাবলী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিবৃতি "গৌরব" ভাষাসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে।
ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
মথুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—আরী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সরলভাবে ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ] খণ্ড শ্রীমায়াপুর ১০ই ফাল্গুন ১৩৪৭ ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ শনিবার [২৯০তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

জার্ম্মাণীর এরোপ্লেনের সংখ্যা

ব্রিটেনের উপর আক্রমণ চালাইতে একসঙ্গে জার্ম্মাণীর কত বিমান ব্যবহার করিতে পারে এ সম্পর্কে "এরোপ্লেন" নামক বিমানপোত বিষয়ক পত্রিকাটি একটি হিসাব বাহির করিয়াছে। এই হিসাব অনুসারে দেখা যায়, নরওয়ের উত্তর উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া স্পেনের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের বিভিন্ন বিমানঘাঁটিতে লুকাইয়া থাকে যে সকল জার্ম্মাণ বিমান ব্রিটেনের উপর আক্রমণ চালাইবার জন্য মজুত রাখিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ৬৯০ এর বেশী হইবে না। বোমারুদের জন্য ব্যবহৃত বিমান ও যে সকল বিমান হাতে মজুত রাখা হয়, তাহাদের হিসাব ধরিলে অবশ্য সংখ্যাটা ৮ হাজারে দাঁড়ায়। কিন্তু এই আট হাজারই একসঙ্গে যুদ্ধে ব্যবহার করা যায় না। যে কোনও এক সময়ে ৪ হাজার বিমানের বেশী যুদ্ধে ব্যবহৃত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই। এই ৪ হাজারের মধ্যে দেড় হাজারের বেশী জঙ্গী বিমান পাঠান জার্ম্মাণীর পক্ষে সম্ভব নহে অথচ [illegible] হাইতে চাহিলে একটা বোমারু বিমানের সঙ্গী হিসাবে দশটা জঙ্গী বিমান পাঠান প্রয়োজন।

যুদ্ধান্তে জগতের পুনর্গঠন

যুদ্ধের পরে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্রের ভিত্তিতে জগতের পুনর্গঠন করিবেন বলিয়া আশা করেন "ডেইলী এক্সপ্রেস" পত্রিকার নিউইয়র্কস্থ সংবাদদাতার ১০ই ফেব্রুয়ারীর তারে প্রকাশ যুক্তরাষ্ট্রের [illegible] জন্ উইনাণ্ট যখন লণ্ডনে আসিবেন, তখন তিনি এই সম্পর্কীয় পরিকল্পনাটি সঙ্গে করিয়া আনিতে পারিবেন। ওয়াশিংটনের ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা এই যে, শান্তি স্থাপনের পর আমেরিকা জগৎটাকে বিভিন্ন অঞ্চলে [illegible] যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে গঠন করিবার আশা পোষণ করেন। ইহা অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে গঠিত হইবে।

এই পরিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন এবং বিদেশী [illegible] সামরিক [illegible] ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকিবে। প্রত্যেক জাতির জনসাধারণকে বক্তৃতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। জগতের শান্তিরক্ষার পক্ষে ইহা অতিশয় প্রয়োজনীয়। যুদ্ধের পরে স্বভাবতঃ বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি পাইবার কথা। এই পরিকল্পনায় বেকার-সমস্যা সমাধানেরও ব্যবস্থা আছে।

ব্রিটেন আর চার মাস এই ভাবে লড়িতে পারিলে জয় সুনিশ্চিত বলিয়া আমেরিকার উচ্চ কর্মচারীদের ধারণা। জার্ম্মাণী যখন প্রায় নিস্তেজ হইয়া পড়িবে, তখন উইনাণ্ট এই পরিকল্পনাটি কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

থাইল্যাণ্ডে ঘাঁটি লাভের চেষ্টা

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার সিঙ্গাপুরস্থ সংবাদদাতা সম্প্রতি থাইল্যাণ্ডে গিয়াছেন। সেখানকার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"থাইল্যাণ্ড এখনও সম্পূর্ণভাবে জাপানের হাতে যায় নাই। ব্রিটেনের প্রভাব এখনও সেখানে যথেষ্ট প্রবল। তাহা ছাড়া উত্তর মালয়ের সীমান্তদেশে ব্রিটেন যথেষ্ট সৈন্য মজুত রাখিয়াছে এবং মালয় সীমান্তে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাগুলি ক্রমেই আরও অধিক শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছে। ঐ অঞ্চলে অনেক ব্লেনহেম্ বোমারু বিমান পাঠান হইয়াছে। প্রকাশ, থাইল্যাণ্ড জাপানকে কোনও ঘাঁটি স্থাপন করিতে দিলে ব্রিটেন উহাকে "থাই-বৃটিশ অনাক্রমণ চুক্তি" ভঙ্গের নিদর্শন বলিয়া গণ্য করিবে। কিন্তু জাপান চাপ দিলে থাইল্যাণ্ড প্রকৃত কোনও বাধা-দান করিবে কিনা সন্দেহ। যদি থাইল্যাণ্ড বাধা দেয়ও, তাহা শুধু লোক দেখান ব্যাপার হইবে বলিয়া মনে হয়। থাইল্যাণ্ডের সর্ব্বত্রই ভাল ভাল বিমানক্ষেত্র আছে। এইগুলি দখল করিতে পারিলে সিঙ্গাপুর আক্রমণে জাপানের বিশেষ সুবিধা হইবে এবং বর্ম্মা ও ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া ব্রিটেনের যাতায়াতের পথগুলিও বিপন্ন হইয়া পড়িবে।"

———

জাপানের যুদ্ধে যোগদান আসন্ন

লণ্ডনের কর্তৃপক্ষ মহলের ধারণা এই যে, অ্যাক্সিস্ শক্তিবর্গ শীঘ্রই জাপানকে ব্রিটেন ও তাহার [illegible] বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে বাধ্য করিতে পারে। আগামী বসন্তকালে জার্ম্মাণী যখন আক্রমণ আরম্ভ করিবে, সেই সময় জাপানও যুদ্ধে নামিবে বলিয়া মনে হয়। জাপানী গবর্ণমেণ্ট যে একটি বিশেষ যুদ্ধের জন্য জাপানীদের প্রস্তুত রাখিতেছে, তাহারও এক নিদর্শন সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। জাপান থাইল্যাণ্ড ও ফরাসী-ইন্দোচীন বিবাদের মধ্যস্থরূপে [illegible] ইন্দোচীনে জাপান আরও অধিক ক্ষমতালাভ করিবার প্রয়াসী। গোড়ায় ইন্দোচীনে ঘাঁটি লাভ করাই তাহার উদ্দেশ্য। জাপান যদি থাইল্যাণ্ডে কোনও ঘাঁটি লাভ করে, তবে ব্রিটিশ স্বার্থ বিশেষ বিপন্ন হইবার আশঙ্কা। কারণ থাইল্যাণ্ডের ঘাঁটি হইতে জাপান ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজ ও মালয়ের উপর আক্রমণ চালাইবার জন্য [illegible] তাহার সংবাদেরও একটা ইঙ্গিত কাগজে [illegible] করিতেছে।

যদি জার্ম্মাণী বুলগেরিয়া আক্রমণ করে তবে রাশিয়া কি করিবে?

'ডেইলী এক্সপ্রেস' পত্রিকার কূটনৈতিক সম্পাদকের মত এই যে, জার্ম্মাণদের বুলগেরিয়া হইতে দূরে রাখিবার জন্য [illegible] জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে না। [illegible] তাহা সত্ত্বেও জার্ম্মাণী [illegible] আক্রমণ করে, তবে সম্ভবতঃ [illegible] বুলগেরিয়া অভিযান করিয়া [illegible] দখল করিয়া লইবে। [illegible] নাই, [illegible] আছে [illegible] রাশিয়ার পক্ষে উপযুক্ত [illegible] দখল সুবিধা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভব আচার্য্য, এম্ এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্ গ্রন্থের ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬৩০ অধ্যায়ে সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ, মুখবন্ধ Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা Contents) ও গ্রন্থ। শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত সুবিস্তৃত সূচীপত্র Index Glossary) সহ প্রথম প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত ও শ্রীপাদ [illegible] যতি-বিরচিত '[illegible]' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সমেত মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, নির্দ্দেশ সারণী, ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট পরিবর্দ্ধিত নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন রায় এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমা (১ম খণ্ড)

শ্রীমথুরা হইতে রাধাকুণ্ড পর্য্যন্ত এই খণ্ডের পরিক্রমা-বিবরণ প্রকাশিত এবং কয়েকটী দুষ্প্রাপ্য চিত্র, স্থান, পাত্র ও বিষয়সূচী সংযোজিত হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের লিখিত সংক্ষিপ্ত ভূমিকা-সহিত। ভিক্ষা ৸৹

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী,
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ

ইহাতে দৈববর্ণাশ্রম সম্বন্ধে ভারতীয় বিচারধারা এবং শ্রীচৈতন্যদেবের বর্ণাশ্রম বিষয়ক শিক্ষার সম্বন্ধে যে সকল ভ্রান্তমত আধুনিক সমাজকে গ্রাস করিয়াছে, তাহার শাস্ত্রযুক্তিতে সমালোচনা হইয়াছে। যথার্থ দৈববর্ণাশ্রমের স্বরূপ ও তৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত শিক্ষা এই গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত (সটীক) ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ৲
৩। আম্নায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (বাঁধা) ২৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ।৹
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।৹
৯। বৈষ্ণবশ্রী ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৹
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।৹
১৮। বামন-আশ্রম ।৹
১৯। অর্থবিবেক ।৹
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹
২১। গৌড়ীয়-গীতা ।৶৹
২২ ভজন-রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতক বাঁধা। ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ৹
২৭। পঞ্চদশ্যাঃ অপসারিতঃ (সাধ্যায়) ১৲
২৮। বেদান্তসার (সাধ্যায়) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹
জীব-ধর্ম -র্ম্ম ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-প্রমাণ ৷৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণমঙ্গলস্তোত্র
৪০। শরণাগতি ৶১
৪১। গীতাবলী ৴১
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। মহাজনগীতিঃ
৪৮ [illegible] (নূতন সংস্করণ)
৪৯। অর্চ্চনকণ
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সাধ্যায়)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।৷
৫৫। স্তবমালা বা সাধকাভরণচন্দ্রিকা
৫৬ বাক্যসার ও ভক্তিবন্ধ ৶৷
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষাটিকা) ।
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৶৷
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴৹
৬০। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।৹
৬২ সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজিতম্ ।৹
৬৩। নৌকা-বিলাসনম্ ।৹
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৫। সাত্বত সিদ্ধান্তম্
৬৬। গৌড়ীয়বৈষ্ণবাভিধানম্
৬৭। সারগ্রাহিতত্ত্বম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৹
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।৹
৭০। ব্রহ্মসূত্র ৴৹
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী এণ্ড অণ্টলজি ।৹
৭২। বিলেটিং ওয়ার্ক্স
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন
৭৫। গোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইভোলিউশন এণ্ড ডিক্লিনেশন অব ম্যানকাইণ্ড ৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ ৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ১৹
৮৩। গীতাবলী ১৹
৮৪। শরণাগতি ৶৹

আসামী অক্ষরে প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৶৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীভাগবত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

বঙ্গের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

শ্রীভক্তিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীভিক্ষু-সূক্তের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-মাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

দ্বিতীয় স্তব ও গ্রন্থাদি এই গ্রন্থ সুন্দর স্বরূপ অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ ১০ গোবিন্দ ৪৫৪ গৌরাব্দ ১০ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২২শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৪১, শনিবার ২১০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ গোবিন্দ অব্দঃ শ্রীগৌরাব্দ ৪৫৪

শ্রীগৌড়ীয়মঠে সংকীর্ত্তন-মহোৎসব

——:: ০ ::——

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ভক্তিবৃন্দের উদ্যোগে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার ও তৎপরবর্ত্তী দিবস শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহ-মহোৎসব নিরন্তর হরিকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার অধিবাস-দিবস সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর গুর্ব্বষ্টকবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদ কীর্ত্তন হইলে ভক্তবর্গের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীভক্তিবিলাস দাস ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীব্যাসপূজা কাহাকে বলে, পূজার অধিকারী কে, শ্রদ্ধা, শরণাগতি ও আত্মনিবেদন এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার কথা অনেকক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করেন।

তৎপরদিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি-সহকারে গুর্ব্বষ্টকবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীভক্তিবিলাস দাস ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মদান সম্বন্ধে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় কীর্ত্তনমুখে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক সম্পন্ন হইলে পর ভক্তগণ সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। শ্রীসারস্বত-শ্রবণ-সদনে পূর্ব্ব হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্যার্চ্চা বিবিধ কারুকার্য্যখচিত সিংহাসনে সুগন্ধি পুষ্পমাল্য দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। বেলা ৭ ঘটিকা হইতে ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ নবগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ নবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা, পত্রাবলী ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে হরিকথা আলোচনা করেন। মধ্যে মধ্যে কীর্ত্তন হয়। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে সমাগত ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে ৫॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত পুনরায় নাটমন্দিরে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অনন্তর সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর গুর্ব্বষ্টকবন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীল প্রভুপাদের জগদ্‌গুরুত্ব, তাঁহার অসমোর্দ্ধ-বৈশিষ্ট্য ও করুণাময়ত্ব, জগতের প্রতি তাঁহার মহাদান ও পরদুঃখদুঃখিতা, তাঁহার অবতারত্ব ও গৌরকৃষ্ণ-শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল আলোচনা করেন। পাঠের পর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে সমাগত প্রায় ৩০০ শত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহ-মহোৎসব

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার পরমপূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহ-উৎসব-দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টকবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ নবগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর আদর্শচরিত্র, শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠার কথা প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীমঠে প্রশ্নোত্তরমুখেও অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা আলোচিত হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ নবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ [illegible] প্রমুখ ভক্তগণ পাঠকীর্ত্তনমুখে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর গুণমহিমা কীর্ত্তন করেন। নাটমন্দিরে গুরুবর্গের আলেখ্যের সহিত শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর আলেখ্য সুগন্ধি পুষ্পমাল্যের দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুর্ব্বষ্টকবন্দনান্তে শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-ভগবানের কৃপাভিক্ষা করিয়া শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর গুরুসেবাপরতা, অলৌকিক শরণাগতি, কায়মনোবাক্যে সর্ব্বস্ব দিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা, তাঁহার সেবানন্দ আদর্শ, দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা, শ্রীগুরুপাদপদ্মে তাঁহার অকৃত্রিম সহজ আত্মনিবেদন ও অন্যান্য অপ্রাকৃত গুণের কথা বহুক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করেন। তৎপরে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে সমাগত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে বহু গৃহস্থভক্ত ও সজ্জন ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

উৎসবোপলক্ষে শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী পুরুষোত্তমদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সেবাচেষ্টা প্রশংসার্হ।

শ্রীল সাগর মহারাজের হরিকথার মর্ম্ম

(৩)

যদি এরূপ দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি হরিকথার প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইল না, হরিকথা শ্রবণ করিল না বা কোন ব্যক্তি শ্রীগোবর্দ্ধনে বা তৎসমকক্ষ বস্তুতে নিষ্ঠামাত্র অর্থাৎ না দিয়েই পোষণ করে, তাহা হইলে তাহারা কোন দ্রব্য দিলেও গ্রহণ করিতে হইবে [illegible] তাহাদের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে। আবার যে এক মুষ্টি দিল, তাহাকে খুব প্রশংসাদি করিয়া সেই এক মুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকিলে বা তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিলে হইবে না। যাহাতে তাহার সেবা প্রবৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাকে বুঝাইতে হইবে যে সর্ব্বস্ব-সমর্পণই প্রকৃত সেবা। সর্ব্বস্ব দিবার প্রবৃত্তি না থাকিলে সেবা হয় না। মোট কথা, যাহাতে সকলের প্রকৃত মঙ্গল হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। কিন্তু লাভের প্রত্যাশায় বা উদরপূরণ যাহাতে সম্পাদন হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে গিয়া কাহাকেও বঞ্চনা করিতে বা প্রকৃত শ্রীকৃষ্ণপথভ্রষ্ট হইতে হইবে না।

কি করিলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রীতি লাভ হয়, সে দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখা দরকার। শ্রীগুরুবৈষ্ণবকে কেবল সেবা দ্বারা—ভাল ভাল দ্রব্য দিয়া সুখী করা যায়, এরূপ কিছু ধারণা নহে। খুব আহারী করিয়া বৈরাগ্য দেখাইলেই যে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা নহে। তাঁহারা চান যে, কেবল যদি কঠোর

বৈরাগ্যের সহিত দিনযাপন করে, না খাইয়া দেহপাত করে, তথাপি তাঁহারা তাহার প্রতি ফিরিয়াও তাকাইবেন না। আমাদের কৃচ্ছ্রতার বাহাদুরী দেখিয়া যে তাঁহারা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন, তাহা নহে; বরং ঐরূপ বৈরাগ্যচেষ্টা দেখিয়া তাঁহারা আমাদের প্রতি আরও ঔদাসীন্য অবলম্বন করিবেন, নিরপেক্ষ হইয়া থাকিবেন। কেবল শরণাগতি, দৈন্য, আর্ত্তি ও বিজ্ঞপ্তি—ইহা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। সর্ব্বক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইতে হইবে—"আমার মত পতিত অধম আর নাই; আমি আমার দেহ মনকে দমন করিতে পারিলাম না। অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, উহা আমার দ্বারা হইল না। আমার শ্রীনামে, শ্রীবৈষ্ণবে, শ্রীগুরুদেবে, শ্রীধামে রতি হয় নাই। আমার অনন্ত দোষের কথা আর কি বলিব, বলিতেও লজ্জা হয়; আর সে সকলই ত' তুমি জান। আমার দোষগুণ দেখিয়া ন্যায় করিবে? সে চেষ্টায় লাভ কি? দোষ দেখিতে গেলে দোষের কি অন্ত পাইবে? আমি নিষ্কপটে, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি—আমার কোন গুণ নাই, কোন যোগ্যতাও নাই। তথাপি আমাকে দয়া করিতেই হইবে, শ্রীপাদপদ্মে স্থান দিতেই হইবে। এ জন্মে না হউক, পরজন্মে, শত জন্ম পরেও আমাকে দয়া করিতে হইবে, তাহা না হইলে আমি ছাড়িব না। দয়া করিতেই যখন আসিয়াছ, উদ্ধার করিতেই যখন আসিয়াছ, তখন দয়া করিবে না কেন? যোগ্যতা নাই বলিয়া দয়া হইল না—ইহা কে কোথায় শুনিয়াছে বা দেখিয়াছে? তুমি কি কেবল যাহারা নিষ্কপট, যাহারা সত্য সত্যই ভজন চাহে, যাহারা সাধন-তৎপর তাহাদিগকেই দয়া করিবে? আর যে অত্যন্ত অপরাধী, পতিত, পাষণ্ডী, সাধনভজনবিহীন, তাহাকে দয়া করিবে না? তাহার তাহা হইলে কি গতি হইবে? সে কাহার আশ্রয় লইবে, তুমিই বলিয়া দাও। আমাকে নিষ্কপট হইবার পরামর্শ দিতেছ। নিগূঢ়ভাবে সাধন করিতে উপদেশ দিতেছ। কিন্তু আমি ত' তাহা পারি না। আমি শত শত বার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—আজ হইতে ভাল হইব, শত শত বার সে প্রতিজ্ঞা আমার ব্যর্থ হইয়াছে, শত শত সাধন করিতে মন করিয়াছি, তাহা সফল হয় নাই, শত শত বার নাকে হাত দিয়া নিষ্কপট হইবার, আনুগত্য করিবার, দম্ভ, আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সহস্র সহস্র দোষ পরিহার করিবার সঙ্কল্প পাঠ করিয়াছি; কিন্তু সে সঙ্কল্প থাকে নাই; কাজেই আমার পক্ষে সে সব চেষ্টা বৃথা। আমি স্পষ্টই বলিতেছি, আমার দিক্ দিয়া কোন কিছু হইবার আশা নাই; কিন্তু তাহা হইলেও আমাকে বাদ দিলে হইবে না, তাহাও বলিয়া রাখিতেছি। আমাকে উদ্ধার করিলে ত' তোমার কিছু ক্ষতি হইবে না, তবে করিবে না কেন? আমি ত' তোমার শত্রু নই, আমি তোমারই দাস, কি এমন ক্ষতি তোমার করিয়াছি যে, আমাকে উপেক্ষা করিবে? আমি কোন কথা শুনিব না, আমাকে দয়া না করিলে ছাড়াছাড়ি নাই।" এই প্রকার খুব দৃঢ় হইয়া লাগিয়া থাকিলে, দয়াল ঠাকুর কতদিন চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? ভিখারীদের দেখেন নাই? গৃহস্থ তাহাদের তিরস্কার করে, ভয় দেখায়, খাটিয়া খাইবার উপদেশ দেয়—কিন্তু তাহারা ঠিক আছে। যে শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকে, তাহাকে গৃহস্থ আর কিছু না দিয়া পারে না। তেমনই আমরাও শেষ পর্য্যন্ত জেদ ধরিয়া থাকিতে পারিলে শ্রীভগবান্ একবিন্দু করুণা ভিক্ষা দিয়া দিবেন। যোগ্যতা নাই বলিয়া হতাশ হইয়া পড়িতে নাই। ভিখারীর কি যোগ্যতা থাকে না কি? কিন্তু তাহারা ত' সেজন্য যায় না। 'করুণা না পাইলে ছাড়িব না' এই বলিয়া সত্যাগ্রহ করিয়া জেদ ধরিয়া বসিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলেই কৃপা পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুবর্গের চিত্তবৃত্তি অনুসরণ করিবার জন্য লোভী হওয়া দরকার। শ্রীগুরুবর্গ শ্রীরূপের অভিন্নবিগ্রহ। উজ্জ্বল রস—যাহার একচেটিয়া ভাণ্ডারী শ্রীরূপপ্রভু, সেই রস আস্বাদন ও বিতরণের মালিক একমাত্র স্বরূপাভিন্ন শ্রীরূপগণ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে সেই সুগুপ্ত মহাধনের এক কণিকা লাভই তাঁহার আশ্রিতের একমাত্র আশা। শ্রীগুরুদেব যেভাবে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করেন, সেইভাবে লোভ হওয়া চাই। সেই সেবার কাঙ্গাল হওয়া চাই। কেবল কতকগুলি বিধি-নিষেধ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে হইবে না। অনর্থযুক্ত অবস্থায় বিধির প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা আছে বটে, কিন্তু কেবল বিধিই চরমকথা নয়। দেখিবেন বিধির প্রতি অত্যাসক্তি যেন শ্রীরূপাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অন্তরঙ্গ-সেবালাভের পক্ষে অন্তরায় হইয়া না দাঁড়ায়। আমাদের কত বড় সৌভাগ্য যে, আমরা শ্রীরূপের শ্রীপাদপদ্মতটে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। আমরা বুঝি আর না বুঝি, জানি আর না জানি, আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ত' শ্রীরূপ ব্যতীত অপর কেহ নহেন। সেই শ্রীরূপের কৃপায় শ্রীরূপের প্রাণেশ্বর, শ্রীরূপের শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা লাভ করা দরকার। জড়দর্শন ও তটস্থদর্শন দূর হইয়া সর্ব্বদা স্বরূপ ও অন্তরঙ্গশক্তি স্বরূপের যে রূপ—রূপ আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভুর অভিন্নস্বরূপ যে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু, তাঁহারই বৈভব অর্থাৎ বৈষ্ণবদর্শন সর্ব্বদা হওয়া দরকার। শ্রীরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ; তিনি শ্রীগৌরসুন্দরেরই রূপ। শ্রীগৌরসুন্দরের রূপ বিস্তৃত, তাঁহার বৈভব দর্শন হইলেই আমাদের জড়দর্শন ও তটস্থদর্শন দূর হইবে।

দীনের অঞ্জলি

(প্রাপ্ত)

আজ জগদ্গুরু কৃপাময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি। জগদ্গুরু আচার্য্যবর্গের প্রকটতিথি নিত্য স্মরণীয়, বন্দনীয়। মহাজনগণ এই তিথিকে সুমেধ-তিথি বলিয়াছেন। এই শুভবন্দ্য তিথিবরের প্রকৃত বন্দনা অকপটে করিলে অনর্থগ্রস্ত জীবের অনর্থ বিদূরিত হইয়া অর্থপ্রবৃত্তি হয়, চেতনতা লাভ হয়, প্রয়োজনলাভে আসক্তিশীলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অনর্থগ্রস্ত, অচেতন, হতভাগ্য জীবকুলকে কৃপা করিবার জন্যই এই শুভবন্দ্যতিথি বৎসরান্তে জগতে উদিত হয়; কিন্তু কয়টি জীব-জন্তু এই তিথিবরের কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল হয়।

"বৈষ্ণবের গুণগান করিলে জীবের ত্রাণ, শুনিয়াছি সাধুগুরুমুখে"—এই মহাজনবাণীর দোহাই দিয়া, অন্তরে অন্তরে প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা গোপন আবরণে রাখিয়া, শ্রীব্যাসপূজাবাসরে শ্রীব্যাসাভিন্ন শ্রীল প্রভুপাদের বন্দনা করিবার যে হীন প্রয়াস, তাহা শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে পৌঁছায় না। তাহা গতানুগতিক নিয়মরক্ষা বা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষার নিজেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি। যেখানে কপটতা নিজের প্রাপ্য, সেখানে সেবার কোন কথা নাই, পরন্তু পরিপূর্ণ ভোগের কথাই আছে। সেব্যের প্রীতিবিধানচেষ্টাই সেবা বা পূজা। বৈষ্ণবের গুণগানের অনধিকারী—দাম্ভিক। দাম্ভিকের কোন পূজা শ্রীল প্রভুপাদ স্বীকার করেন না, ইহাই সাধুমুখে শ্রবণ করিয়াছি।

শ্রীল প্রভুপাদের শুভবন্দনবিধায়িনী শিক্ষালাভ করিয়া যিনি বা যাঁহারা প্রেমকে বরণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীল প্রভুপাদের অনন্ত গুণাবলী সর্ব্বক্ষণ বিরাজমান থাকিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে নিরন্তর অধিকতর আকৃষ্ট করিতেছে। কেবলমাত্র আবির্ভাব-তিথিতে নয়, সর্ব্বক্ষণ—প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের রূপ, গুণ ও লীলা-বৈশিষ্ট্যের কীর্ত্তন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রীতিবিধান করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিপূজার যোগ্য উপাদান তাঁহারাই আহরণ করিয়াছেন। নিখিল সকল অচেতন সত্তার উপেক্ষা করিয়া ঐরূপ একটি চেতন প্রাণদ্বারাই শ্রীল প্রভুপাদের প্রকৃত পূজা হইয়া থাকে। প্রাণের সহিত, চেতনের সহিতই শ্রীল প্রভুপাদ যোগযুক্ত। যেখানে প্রাণ নাই বা চেতন নাই, সেখানে আছে কেবল বাহ্য অনুষ্ঠানের আড়ম্বরমাত্র। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার বাণীতে জানাইয়াছেন—"প্রাণ আছে যাঁর সেহেতু প্রচার, প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব"। এখানেও জানা যায়,—যিনি প্রাণ বা চেতনে উদ্বুদ্ধ, তিনিই প্রকৃত শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্যের কীর্ত্তনকারী। তাঁহার বন্দনাগীতিই শ্রীল প্রভুপাদপদ্মের নিকট পৌঁছায়। তিনিই অধিকার এই শ্রীব্যাসপূজাবাসরে শ্রীল প্রভুপাদের পূজা করিবার অধিকারী। তাঁহাদের বন্দনাগীতি কষ্টকল্পনা নয়, সেই গীতিকীর্ত্তনে জোর করিয়া আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিতে হয় না, সেব্যের প্রীতিবিধানের জন্য সেবকের অন্তরের অন্তস্তল হইতে অবিশ্রান্ত তৈলধারার ন্যায় নিরন্তর সেই বন্দনাগীতি কীর্ত্তিত হইতেছে। নিত্যকাল ইহা বর্ত্তমান এবং ক্রমবর্দ্ধনশীল, কালচক্র এই গীতি থামাইতে পারে না।

গৌড়ীয়ের বাণীতে আমরা জানিতে পারিয়াছি—"শ্রী রূ পা ভি ন্ন বি গ্র হ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রাকৃত ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, পাণ্ডিত্য বা আভিজাত্যের বাস্তবতা তাঁহার অন্তরঙ্গ অনুগামিগণকে দান করেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদ নিষ্কিঞ্চন-শিরোমণি শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর শিষ্য ও অন্তরঙ্গ শ্রীল গৌরকিশোর মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ নিজজন। শ্রীরূপের শ্রীপাদপদ্মের ধূলি শ্রীভক্তিবিনোদ-পদরজঃ হৃদিস্থ নিজগণকে বিতরণের জন্যই তাঁহার কৃপাবতার। ধূলিরই জীবের জীবত্ব বা স্বরূপ। তিনি জীবকে জীবত্ব বা জীবন দান করিয়াছেন—স্বরূপ দান করিয়াছেন অর্থাৎ স্বরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন।" শ্রীল প্রভুপাদ জীবের প্রাণ বা জীবন দান করিবার জন্যই এই তিথিতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যিনি পার্থিব কোন বিত্ত বা দত্ত দান করেন নাই, যিনি জীবের শবত্ব দূর করিয়া জীবত্ব বা অপ্রাকৃত তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়াছেন, যাঁহার অনন্ত গুণাবলী শুকদেব অনন্তমুখে কীর্ত্তন করিয়াও সীমা পান না,—সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনোধর্ম্মী জীব তাহার অহঙ্কৃতিপুষ্ট ইন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারা কতটুকু তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারিবে। অচেতনের দ্বারা চেতনের সেবা হয় না—বিজাতীয় বা বিপরীত-ভাব-পুষ্টিতে চেতনের উপলব্ধি হয় না। সুতরাং সেই প্রাণহীন উপাদান শ্রীল প্রভুপাদ গ্রহণ করিবেন, দাম্ভিকের চিত্তে এ কথা স্থান লাভ করিলেও সজ্জনগণ ইহার মূল্য দেন না।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরকরুণাশক্তি, তিনি অকরুণ নহেন। যোগ্যকে তিনি যেমন গ্রহণ করিয়াছেন, অযোগ্যকেও সেই প্রকার তাঁহার কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীপাদপদ্মতলে স্থান দান করিতে কৃপণতা করেন নাই। "প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার। উত্তম অধম কিছু না করে বিচার"। ইহাই তাঁহার মহা-বদান্যলীলা। "যে যত পতিত হয় তব দয়া তত তায়" এই বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ। সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য ব্যক্তিও যদি নিষ্কপট হয়—যদি সর্ব্বান্তঃকরণে কৃপাপ্রার্থী হয়, তবে তাহাকে তিনি কৃপা করেন। ইহা অভিজ্ঞাত সত্য, যিনি শ্রীল প্রভুপাদের কৃপার এক বিন্দু কণাও

ভর্তা কর্তা রক্ষিতা সবার নারায়ণ। নিঃসন্দেহে ভজ গিয়া তাঁহার চরণ॥

অকপটে প্রার্থনা করিয়াছেন—তিনি জানেন ইহা বাস্তবসত্য। মাদৃশ কৃপা শোচ্যতম জীবের প্রতিও তাঁহার অহৈতুকী অপার করুণা শতধারে বর্ষিত হইয়াছে। কিন্তু মন্দভাগ্য অভক্তের চরণে অপরাধের ফলস্বরূপ আমি এমনই দুর্দৈবগ্রস্ত যে পরিপূর্ণ করুণাসিন্ধু শ্রীপাদপদ্মতলে থাকিয়াও আমি শুষ্কাই রহিয়া গেলাম, একবিন্দু কৃপাগ্রহণ করিলাম না। অকপট কৃপাকাঙ্ক্ষু হইলে কৃপা পাওয়া যায়, এই আশাবদ্ধ হৃদয়ে ধারণ করিয়া এই পরমপবিত্রা ভক্তি-স্বরূপিণী তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নবিগ্রহ নিত্যাভীষ্ট শ্রীশ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্মে ইহাই পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানাই-তেছি—অকপট হওয়ার জন্য আমি যেন অভিলাষাবিশিষ্ট হইতে পারি। জন্ম-জন্মান্তর কাটিয়া যায় যাউক্ তথাপি দম্ভ-দৈত্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অকপটচিত্তে যেন শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ বা শরণাগত হইতে পারি।

গুরুদেব,! আমি ত' তোমার জন।
তোমারে ছাড়িয়া সংসার ভজিয়
ভুলিয়া আপন ধন।
গুরুদেব! আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা করি' আমারে লইলে
সংসারে উদ্ধার পাই।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

(প্রাপ্ত)

অচৈতন্যবাণী-মুখর ভুবনে
বিলাতে চেতনশীতি,
করুণা করিয়া আসে বার বার
শ্রীব্যাসপূজন-তিথি।
অনুভূতিহীন কঠিন পাষাণে
জাগে না স্পন্দ না সাড়া।
(তবু) শবের সমাজে সেবা সঞ্জীবনী
বিতরিছে ব্যাসধারা॥
জয় শ্রীআচার্য্যদেব প্রিয় পরিকর,
জয় জয় সেবাব্রত চরিত সুন্দর।
গৌড়ীয়গগনরবি, ব্যাসপূজা-নিষ্ঠ,
জয় জয় শ্রীআচার্য্য প্রভুপাদ-শ্রেষ্ঠ।
ব্যাসপূজা-রীতি যিনি সবে শিখাইয়া,
ভূলোকে গোলোক-বার্ত্তা দিলেন আনিয়া।
জয় জয় বৃন্দাদেবী, তুলসী মহারাণী,
কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়িনী বান্ধব-তোষিণী।
জয় জয় গৌরবাণী পতিতপাবন,
জয়তু পাবনী লীলা অতি অনুপম।
অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ করুণার সিন্ধু!
এ পতিতে বরিষণ কর কৃপাবিন্দু।
সাক্ষাৎ বৈরাগ্যমূর্ত্তি শ্রীগৌরকিশোর,
নিত্য তব স্মরণানে চিত্ত হউ ভোর।
ভাগবতভক্তিজীবন, প্রচার-প্রমোদ,
জয় জয় জয় জয় ভকতিবিনোদ।
জয় শ্রীসাহিত্যরাজি, মুনিগণজন,
যাঁ'দের করুণা-বলে ভক্তি'লাভ হয়।
জয় বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম জগন্নাথ প্রভু,
তোমাদের কৃপা বিনা গতি নাই কভু।
জয় জয় কল্দেব, জয় বিশ্বনাথ,
জয় ঠাকুর নরোত্তম, কৃষ্ণদাস-নাথ।
জয় জীব-রঘুনাথ রূপঅনুগজন,
জয় জয় শ্রীগোস্বামী রূপ-সনাতন।
জয় জয় গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-দামোদর,
কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তের পরীক্ষকবর।
জয় স্বরূপ-রূপানুগ ভাগবতগণ,
সবে মিলি সেবা-ধন কর বিতরণ।
গুরুকৃপাবলে পাই হরি-সেবা-ধন,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দিতে তাঁ'র আগমন।
জয় পঞ্চতত্ত্বময় শ্রীগৌরসুন্দর,
জয় আর যত সব নিত্য পরিকর।
জয় নামাচার্য্যবর ঠাকুর হরিদাস,
নাম-নিষ্ঠা শিক্ষা দিতে যাঁহার প্রকাশ।
জয় নবদ্বীপবাসী ভকতসমাজ,
ব্যাসতিথি আরাধিতে আসি যেহ' আজ।
জয় জয় জয় বৃদ্ধ বৈষ্ণব মহাচার্য্য,
জয় জয় জয় জয় ব্যাসগুরুবর্য্য।
জয় শ্রীজাহ্নবা মা, সীতা-ঠাকুরাণী;
জয় জয় শুভচিত্তা দেবী শ্রীমালিনী।
জয় জয় ব্রতবতী গৌরাঙ্গ-সেবিকা,
জয় শ্রীমাধবীদেবী গৌর আরাধিকা।
জয় শ্রীআচার্য্যকন্যা দেবী হেমলতা,
হু..বিদি..য়ে ও -বৈষ্ণবতা।
জয় কীর্ত্তনরাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গন,
যথা কৃষ্ণ কৈলা সুখে কীর্ত্তন-নর্ত্তন,
নিত্য যথা গৌরাঙ্গের নর্ত্তন-কীর্ত্তন।
জয় জয় প্রেমময় আচার্য্য আলয়,
নিত্য যথা গৌরহরির প্রেমসেবা হয়।
জয় জয় অন্যথা শ্রীচৈতন্য-মঠ,
যেখানে আশ্রয় লয় সেবা-অকপট।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা জয় নারায়ণী,
ব্যাসাভিন্ন বৃন্দাবন দাসের জননী।
জয় বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ভক্তিস্বরূপিণী,
গৌরনারায়ণ শক্তী,—নিত্য বিরহিণী
কৃষ্ণভক্তিশিক্ষবিধি! কর গো করুণা,
তোমার চিত্তপুরে জাগায়ে চেতনা।
জয় জয় যত সব বৈষ্ণব-গৃহিণী,
সেবাকার্য্যে ভর্ত্তার সহধর্মিণী।
জয় জয় সেবাপ্রাণা বাঠীর জননী,
গৌরসেবাবিষয়ে যিনি সাক্ষাৎ জননি।
জয় নীলাচল-ধাম, করুণা-সাগর,
যথা অবতীর্ণ গৌরবাণী প্রভুবর।
জয় জয় গৌরধাম যোগ-মায়াপুর,
অশেষ করুণা যার, উদার মধুর।
জয় জয় সুরধুনী হরি-পাদোদ্ভূতা,
ব্রহ্মদ্রবস্বরূপময়ী নিত্যপ্রবাহিতা।
জয় জয় শ্রীমথুরা, জয় মহাবন,
জয় জয় শ্রীমথুরা জয় বৃন্দাবন।
জয় জয় শ্রীব্রজের প্রতি লীলাস্থলী,
রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন, জয় রাসস্থলী।
জয় গৌরব্রজবনের অপ্রাকৃত ধূলি,
জয় জয় সে ধেনুতে, যাঁরা সেবা-বলী।
যেখানে যতেক আছে, বিষ্ণু-বৈষ্ণবভক্ত,
তাঁ, সবার পদে যেন হই অনুরক্ত।
বামন হইয়া চাঁদ ধরিবারে যাই,
শক্তি নাই, তবু যশ গাহিবারে চাই।
মূকের প্রয়াস যেন বাণী উচ্চারিতে,
সেই মত চেষ্টা মোর, জয়ধ্বনি দিতে।
অশেষ পাতকে মগ্ন এ পতিত জন,
শ্রীগুরু-করুণা-রসে না ডুবিল মন।
ব্যাস-আরাধন দিনে আজি বার বার,
ব্যাস-কৃপা-প্রবাহেরে কার নমস্কার।
জয় জয় প্রভুপাদ করুণাসাগর!
শ্রীচরণ-রেণুদানে তার' এ পামর।
অসীম করুণা-লীলা না বুঝিয়া হায়,
মায়াবশে চিত্ত মোর বিপথেতে ধায়।
জয় জয় গুরুদেব! আনন্দ-মূরতি,
একবিন্দু ভক্তিদানে ঘুচাও দুর্গতি।
জয় জয় কৃষ্ণসেবার উপচার যত,
অপ্রাকৃত বুদ্ধ্যে যেন তা'তে হই রত।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-মহোৎসব

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের সেবকগণ কর্ত্তৃক শ্রীভৈমী-একাদশী, শ্রীবরাহ-দ্বাদশী ও শ্রীমন্নিত্যানন্দাবির্ভাব ত্রয়োদশী তিথিত্রয় উপবাস ও কীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে প্রতি-পালিত হইয়াছে

গত ২৬শে মাঘ শ্রীভৈমী-একাদশী তিথিতে ত্রিসন্ধ্যায় শ্রীবিগ্রহের আরতি-কীর্ত্তন, শ্রীগুর্ব্বৈষ্ণববন্দনা, মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন, প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

গত ২৭শে মাঘ শ্রীবরাহদ্বাদশী তিথিতে প্রাতে,মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় শ্রীবিগ্রহের আরতি কীর্ত্তন, গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, দশাবতারস্তোত্র, মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব ও লীলা-বিষয়ক আলোচনামুখে উক্ত তিথি পালন করা হ।

গত ২৮শে মাঘ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকান্তে পাঠকীর্ত্তন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়। তৎপরে শ্রীচৈতন্যভাগবত সমস্ত দিনব্যাপী পারায়ণ হইয়া থাকে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, 'নিতাই গুণমণি আমার', 'নিতাইপদ কমল' প্রভৃতি গীতি কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব সম্বন্ধে আলোচনা ও মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

পরদিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর নাট্য-মন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভায় শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর তত্ত্ব ও মহিমা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সভা-ভঙ্গের পর সমবেত সকলকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পুরীতে প্রচার

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবক শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু বালেশ্বরের অন্তর্গত চোলসাহির মন্দিরে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ প্রধান মহোদয়ের সহিত প্রায় ১ ঘণ্টাকাল ইংরাজীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য-বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভক্তি-শাস্ত্রীজী কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত শান্তি-প্রসাদ ঘোষ ব্যারিষ্টার মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় বাসভবনে গমন করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নারদমুনি কর্ত্তৃক শ্রীভগবানের স্তব পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভায় বহু শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল।

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু পট্টনায়ক হেডক্লার্ক মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। শ্রোতৃবৃন্দের আগ্রহে শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবকবৃন্দের আরও দুই দিন ঐ স্থানে পাঠ-কীর্ত্তন হয়।

মেদিনীপুরে প্রচার

মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রমের সেবকবৃন্দ গত ২৭শে মাঘ ৯ই ফেব্রুয়ারী রবিবার মাণিকপুর-নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত নাজির শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশ দাস এম-এ, বি-এল, উকিল মহোদয়গণের সাদর আহ্বানে তাঁহার গৃহে গমন পূর্ব্বক পাঠকীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনা করেন। শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীধ্রুব মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠ-শ্রবণে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহারা আরও দুইদিন উক্ত বিষয় বর্ণনের জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহাদের অনুগ্রহে তথায় আরও দুইদিন ঐ বিষয়ে পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

২৭শে মাঘ রবিবার দিবস শ্রীপাদ নব-যোগেন্দ্র দাসাধিকারী মহোদয়ের আহ্বানে ব্রহ্মচারীজী তাঁহার গৃহে অপরাহ্নে উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রত্যহ পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন –বড়বাজার ৩০১৫
সেবক—শ্রী ভক্তবিনোদ দাস অধিকারী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক শ্রীজগদানন্দদাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীকমলবিলাস ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীমধুগোপাল ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপতিতপাবন দাস অধিকারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধরদাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (ই-বি-আর এর পারার নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅনুপ্রসন্ন সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া),
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীরাধাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
বারদী, পোঃ ঐবার্দি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদয়াল দাস ব্রজবাসী

মদন-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদাস ভক্তিপ্রভা বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দিঠাপুর পাটনা
সেবক—শ্রীনিত্যপ্রভু দাসাধিকারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
চন্দ্রা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীপতিতপাবনপ্রভু দাসাধিকারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।২৭ এক গর্ত্তায়ার, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপাবলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলমতন ব্রহ্মচারী

কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীজগদীশ দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক শ্রীপ্রেমদাস দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোর্দ্ধবাটী
সেবক—শ্রীমিশ্রসদন পাঁচগোলো

শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীবড়িগঙ্গা দাস

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণ, মথুরা।
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখপাড়া
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয় ভাগবতাচার্য

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
নং বোম্বে ২৬
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীকেশবমোহন ব্রহ্মচারী

রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী জেলা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীমাধব দাস অধিকারী

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী

শিক্ষাগুরু-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কুজং-পুর, পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বালিগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

ঢাকেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রজমাধবগৌড়ীয়-প্রপন্নাশ্রম
পোঃ কমলকুণ্ডা, পঞ্জাব
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীদীনবন্ধু দাসাধিকারী

অমর্ষি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণদাস দাসাধিকারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপদাব্জচৈতন্য দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরদুহা, পোঃ চিংড়া (মানভূম)
সেবক—শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২, ৫১, ভাউনরোড ক্ল্যাপহাম,
লণ্ডন, ই ৫
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীবিশ্ববিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসপ্রভু দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ভক্তিতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধর অঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রীঅখিলেশ্বর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীআনন্দময় ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম		৯৲	৯৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গৌরগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুরা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের হৃদয়-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে। অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ০৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান — মধুরা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান মানবগণের রচনায় সর্ব্বত্র মহাজন, অবতার, এতিহ্য, বহুধর্ম্ম ও ভক্তসম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা-নিরসনমূলে প্রাচীন ও আধুনিক বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ, ভক্তিমার্গ সর্ব্বসম্মত সমন্বয় প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান — মধুরা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:o:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

——::o::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর — গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও অধ্যবসায়ী। বিদেশী ছাত্রগণের প্রায় বিনা ব্যয়ে অধ্যয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৮।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র জলপানি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ [illegible], গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থখানা শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান —

শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক [illegible] শ্রীল নন্দকিশোর ভক্তিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সংস্করণ প্রকাশিত করেন। তাঁহার আদর্শ [illegible] পাঠকগণ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগীতার সম্যক্ জ্ঞান প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে বৈশিষ্ট্য, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অন্যত্র [illegible] প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সম্বন্ধ [illegible] গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ, তৎপরে শ্রীল শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] প্রভু লাভবান হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ছাপা বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৬৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান —

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তশ্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা ২॥০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অনুবাদ, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, প্রাঞ্জল বিষয় নির্দ্দেশ, স্থানাদি বিবরণ, স্থান ও ব্যক্তির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের এক অমূল্য রত্ন। [illegible] ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible] টাকা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত প্রবন্ধাকারে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের সহিত [illegible]। ভিক্ষা চারি আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীগুপ্তকিঙ্কর দাস এম্ [illegible] পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	[illegible]	৬-২১	৭ ১৪	[illegible]	[illegible]	[illegible]	১৭-৫৩	[illegible]
দমদম	৪-২৬	[illegible]	৭-২৮	[illegible]	[illegible]			২২
রাণাঘাট পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(বদল) ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কৃষ্ণনগর পৌঃ	[illegible]	৮-৪০	১০-৬	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	১-৬১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	[illegible]	[illegible]	২০-৩
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭ ৫৮	১০-১৯	[illegible]	২৩-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৬
দমদম”	১১ ১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
” ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (ছোট. রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৬

ডাউন

ছাড়িবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কৃষ্ণনগর পৌঃ	[illegible]	৮-৪৪	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ছাঃ	৭ ১০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
রাণাঘাট পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(বদল) ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দমদম		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
কলিকাতা পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যাসাগর [illegible] বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য ও যুগাচার্য্য বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল-ভক্তিপ্রদীপ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত [illegible] ধরণের এবং বহুতর প্রশ্নসমূহের [illegible] সহিত [illegible] সমস্ত সারগর্ভ [illegible], তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমন্ [illegible] প্রতিষ্ঠাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী [illegible] আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তপুষ্টি অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই [illegible]।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট. পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেতালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্লীহা-যকৃৎ জীর্ণশীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে [illegible]। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ [illegible]। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডাঙ্গা, কলিকাতা

পোঃ [illegible] ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—দৈনিক শ্রীমায়াপুর

REGD. NO C. 1944

শতপ্রশ্নমালা
—০—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন পত্রাবলী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌধ" আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে।
ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান —
মঠ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—জোয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—০—
বঙ্গ ভাষায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে উহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান:—
শ্রীচৈতন্য মঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ] খণ্ড শ্রীমায়াপুর ১২ই ফাল্গুন ১৩৪৭ ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪১ সোমবার [২৯১তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—০—

ফ্রাঙ্কো-পেঁতা আলোচনা

জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গত ১৩ই তারিখে মার্শাল পেঁতা ভিশিতে প্রত্যাবর্তন করিলে ফ্রান্স একথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিল যে, ভবিষ্যতের বিভীষিকাময় সংবাদ লুকায়িত তাহার হাতে আছে। জেনারেল ওয়েগাঁর সৈন্যবাহিনী এবং ফরাসী উত্তর আফ্রিকার নৌ-ঘাঁটিগুলিই এই ব্যবহারের মূল।

মার্শাল পেঁতা যখন ফ্রাঙ্কোর সহিত গোপন আলোচনা করিতেছেন তখন সহকারী আডমিরাল দার্লা ও স্পেনের পররাষ্ট্রসচিব সেনর সুনারের সঙ্গে আলোচনা চালান। এই আলোচনা ৩০ মিনিটকাল স্থায়ী হয়। এই আলোচনায় কোনরূপ চুক্তি সম্পাদন সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

এই সাক্ষাতের সময়ে মুসোলিনীর পক্ষ হইতে পর্য্যবেক্ষক হিসাবে ইটালীর আণ্ডার সেক্রেটারী অব ষ্টেট ভিশিতে উপস্থিত ছিলেন এবং মুসোলিনীকে এ সম্পর্কে সকল বিবরণ জানাইয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয়, গত সপ্তাহে ফ্রাঙ্কো ও মুসোলিনীর মধ্যে বর্ডিঘেরাতে যে সাক্ষাৎকার হয়, সেই সম্পর্কেই মার্শাল পেঁতা ও জেনারেল ফ্রাঙ্কোর মধ্যে মঁপেলিয়ারে এই সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে।

বল্কান অঞ্চলে সহস্র বিমানপোত

ব্রিটেনের কর্তৃপক্ষদের ধারণা বল্কান অঞ্চলে হিটলারকে কয়েক সহস্র বিমান মজুত করিতে হইয়াছে বলিয়াই বর্তমানে ব্রিটেনের উপর জার্মান-বিমানের আক্রমণ মন্দীভূত হইয়াছে। বল্কান আক্রমণই যদি হিটলারের উদ্দেশ্য হয় তবে সে আক্রমণের জন্য এক সঙ্গে দুইহাজার বিমানপোত ব্যবহার করিবে। পোল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে ইহা যেমন কার্য্যকরী হইয়াছিল এক্ষেত্রেও সেইরূপ হইবে বলিয়া হয়ত সে আশা করে। সেখানে হিটলারের বোমারু, জঙ্গী এবং সৈন্যবাহক বিমানপোত সংখ্যা মোট অন্ততঃ ৪ হাজার বিমানপোত জমা রাখিতে হইবে, কারণ যে পরিমাণ বিমানপোত নষ্ট হইবার কথা এবং যে পরিমাণ হইতে মজুত রাখিতে হয়, তাহার হিসাব ধরিলে একসঙ্গে ২ হাজার বিমান ব্যবহার করিতে হইলে অন্ততঃ তাহার দ্বিগুণ বিমানের প্রয়োজন।

বল্কান অভিযানের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ এবং আবহাওয়ার উন্নতি হইলে আবার ব্রিটেনের উপর তীব্র আক্রমণ আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা। এবারে লণ্ডন এবং অন্যান্য নগরগুলির উপর আক্রমণের পরিবর্তে বিশেষভাবে বন্দর এবং শিল্পকেন্দ্রগুলির উপরই আক্রমণ চলিবে বলিয়া মনে হয়।

যুদ্ধের ভবিষ্যৎ পরিণতি

হিটলারের আক্রমণ আসন্ন বলিয়া গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডনে বিষম গুজব রটিয়াছিল। জনসাধারণের ধারণা এই যে, হিটলার যখন আক্রমণ আরম্ভ করিবে তখন বিভিন্ন দিক হইতে আক্রমণ পরিচালনার ব্যবস্থা করিবে। জাপান মালয় বা ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ আক্রমণ করিবে। জার্মানী বল্কানের মধ্য দিয়া পূর্ব-ভূমধ্যসাগরের দিকে অগ্রসর হইবে; স্পেন অথবা জার্মানের ফ্রান্স পশ্চিম ভূমধ্যসাগর আটকাইবার চেষ্টা করিবে এবং জার্মান বিমান ও সাবমেরিনগুলি ব্রিটেনের উপর আরও তীব্রভাবে আক্রমণ আরম্ভ করিবে।

লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় জাপানের পররাষ্ট্রসচিব মিঃ মাৎসুয়োকা জাপ-সরকারকে যুদ্ধে যোগদানের জন্য প্ররোচিত করিতেছেন। তবে জাপানে অনেকের আশঙ্কা এই যে, জাপান দক্ষিণ দিকে আক্রমণ চালাইতে থাকিলে রাশিয়া আবার পিছন হইতে তাহাকেই না আক্রমণ করিয়া বসে। কাজেই একটা রুশ-জাপান চুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জাপান একদিকে অগ্রসর হইতে পারিবে না। তাহা ছাড়া জাপানের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আর একটি প্রতিবন্ধক আছে। ইহা তাহার খাদ্যাভাব। বাহির হইতে এমন কি, যে অঞ্চল আক্রমণ করিবার তাহার অভিপ্রায় সেখান হইতেই তাহার চাউল আমদানী করা প্রয়োজন। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বাণিজ্য অবরোধ অবশ্যম্ভাবী। তাহা বেশীদিন সহ্য করিয়া টিকিয়া থাকা জাপানের পক্ষে সহজ নহে।

এদিকে জেনারেল ওয়াভেল পূর্ব-ভূমধ্যসাগর অঞ্চল হইতে শত্রুপক্ষকে প্রায় অপসারিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। হিটলার যদি বল্কান অঞ্চলের মধ্য দিয়া পূর্ব-ভূমধ্যসাগরে পৌঁছিতে পারে তবে অবশ্য ওয়াভেলকে ঐ ঘাঁটির যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইবে। কিন্তু এই হিটলারের পক্ষেও ঐ অভিযানের বিপদ অনেক।

ফ্রাঙ্কোর সহিত মুসোলিনী ও পেঁতার কি আলাপ-আলোচনা হইয়াছে, তাহা সঠিক না জানা পর্য্যন্ত ফ্রান্সের মনোভাব সম্বন্ধে কিছু বলা চলে না। তবে স্পেন গভর্ণমেণ্টের অনেকে এখনও মনে মনে হিটলারের অনুগত; জিব্রাল্টার স্পেনকে ফিরাইয়া দেওয়ার প্রলোভন দেখাইয়া হিটলার তাহাদিগকে অনেক কিছু করাইতে পারে।

ব্রিটেনের উপর জার্মানীর অভিযান সম্বন্ধে এইটুকু বলা চলে যে, হিটলারের এ অভিযানের জন্য ব্রিটেন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াই আছে।

নিরপেক্ষ দেশের পোতাশ্রয়ে শত্রুপক্ষের জাহাজ

লণ্ডনে সর্বশেষ যে হিসাব করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, নিরপেক্ষ দেশগুলির বিভিন্ন বন্দরে মোট ১০ লক্ষ টন ওজনের অন্ততঃ ২০০টি শত্রুপক্ষীয় জাহাজ আশ্রয় লইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরগুলিতে মোট ২৭টি জাহাজ আশ্রয় লইয়াছে। তাহার মধ্যে ১০টি ইটালীর জাহাজ। মেক্সিকোতে ১৫টি আশ্রয় লইয়াছে। তাহার মধ্যে ১০টি ইটালীর। আর্জেন্টাইনে আশ্রয় লইয়াছে মোট ২০টি। তাহার মধ্যে ১৭টি ইটালীয়দের।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্ এ মহোদয়ের গৌড়ীয়গবেষণা এবং পরিণত লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একেবারে ধন্য এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলাচরিত-পাঠে মত্ত হউন। এই বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই [illegible] অধ্যায়ে সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত শব্দসূচী (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিবৃতি আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত [illegible] দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ব্রজমণ্ডলপরিক্রমা (১ম খণ্ড)

শ্রীমথুরা হইতে রাধাকুণ্ড পর্য্যন্ত এই খণ্ডে পরিক্রমা-বিবরণ প্রকাশিত এবং কয়েকটী চতুরঙ্গা চিত্র, স্থান, পাত্র ও বিষয়সূচী সংযোজিত হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের লিখিত সংক্ষিপ্ত ভূমিকা-সহিত। ভিক্ষা ৸০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী,
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

— — —

ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ

ইহাতে দৈববর্ণাশ্রম সম্বন্ধে যাবতীয় বিচারধারা এবং শ্রীচৈতন্যদেবের বর্ণাশ্রম বিষয়ক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যে সকল ভ্রান্তমত আধুনিক সমাজকে গ্রাস করিয়াছে, তাহার শাস্ত্রযুক্তিমূলে সমালোচনা হইয়াছে। যথার্থ দৈববর্ণাশ্রমের স্বরূপ ও তৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধাংশ) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অর্দ্ধাংশ) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড ১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১০
৯। দৈববর্ণ ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (সম্পূর্ণ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধন-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (বলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গালা ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী সহ ভঃ রঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তকঃ (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)
(অর্দ্ধবাঁধা ৸৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। [illegible] ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীল [illegible] (১ম খণ্ড) [illegible]
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴১০
৪৫। নবদ্বীপশতকম্
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু
৪৯। অর্চ্চনপথ
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি
(চতুর্থ খণ্ড একত্রে)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। [illegible]
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible]
৬৫। [illegible]
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্
৬৭। [illegible] শিক্ষাষ্টকম্
৬৮। গৌড়ীয়কণ্ঠ [illegible]
৬৯। সারার্থবর্ষিণী

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত
৭২। নামভজন
৭৩। বেদান্ত ইট্‌স্ মর্ফলজী এণ্ড [illegible]
৭৪। [illegible]
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৬। বৈষ্ণবীজম্
৭৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ ইন [illegible]
৭৮। দি ভাগবত
৭৯। [illegible]
৮০। ব্রহ্মসংহিতা
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

[illegible] প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮৫। সাধনপথ
৮৬। কল্যাণকল্পতরু
৮৭। গীতাবলী
৮৮। শরণাগতি
৮৯। [illegible]
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASI

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-বিনোদ

'শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-মাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভজনরহস্যমালা

বিভিন্ন পদ ও শ্লোক এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির-
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫ বর্ষ } ১২ গোবিন্দ ৪৫৪ গৌরাব্দ ১২ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৪১, সোমবার { ২৯১তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

মেদিনীপুরে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ২০শে মাঘ, রবিবার দিবস মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রা নামক গ্রামে শ্রীযুত ধরণীধর দাস মহাশয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। তৎপরদিবস গ্রামবাসী ভক্তগণের আগ্রহে অপরাহ্ন ৩॥০ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা প্রায় ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত নগরসংকীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যার পর শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে নামাপরাধ, নামাভাস ও শুদ্ধনামের মহিমা এবং নগর-সংকীর্ত্তনের মহিমা বিষয়ে কীর্ত্তন করেন।

গত ২২শে মাঘ, ৫ঠা ফেব্রুয়ারী চন্দ্রাকেন্দ্র গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ ধনাঢ্যব্যক্তি শ্রীযুত গণেশচন্দ্র মান্ন মহাশয় প্রচারকগণকে তাঁহার বাড়ীতে সাদরে আহ্বান করিয়া লইয়া যান। প্রচারকগণ তাঁহার বাড়ীতে দুই দিন অবস্থান করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ২৩শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুয়ারী প্রচারকগণ নারায়ণবাড়ি নামক গ্রামে শ্রীযুত হারাধন মাইতি মহাশয়ের বাড়ীতে গমন করেন। তথায় শ্রীপাদ মাধবানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ২৫শে মাঘ, ৭ই ফেব্রুয়ারী প্রচারকগণ বৈচার নামক গ্রামে শ্রীযুত গুণধর জানা মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ২৮শে মাঘ, ১০ই ফেব্রুয়ারী প্রচারকগণ জয়রাম বাটী নামক গ্রামে শ্রীযুত হারাধন ভুঁঞা মহাশয়ের বাড়ীতে গমন করেন। তথায় প্রচারকগণ শ্রীভৈমী একাদশী, শ্রীবরাহদ্বাদশী ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া শ্রীহরিকীর্ত্তনমুখে প্রতিপালন করেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মদিবসে সন্ধ্যার শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ-জন্মলীলা পাঠ-কীর্ত্তন করা হয়। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

আসামদেশে

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে গত ১১ই জানুয়ারী তারিখে রেঙ্গুণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ নিম্নবঙ্গ-দেশের সমুদ্রতীরবর্তী সিরাজগঞ্জ নামক নগরে উপনীত হইয়া তত্রস্থ শ্রীকৃষ্ণনিকেতনে শ্রীশ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন করেন। ১৮ই জানুয়ারী স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত জিতেশ্বর রায় চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীহরিসংকীর্ত্তন হয়। ১৯শে তারিখে স্থানীয় ট্রাঙ্করোড নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র দে মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিল-উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ২০শে ও ২১শে তারিখে স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সাধু, দীন মহাশয়ের ভবনে ছায়াচিত্র-যোগে গৌরলীলা প্রদর্শিত হয় এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ২২শে জানুয়ারী সেবকবৃন্দ গোয়ালন্দ নামক নগরে উপনীত হইয়া উক্ত দিবস স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং তৎপরদিবস তথায় ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন ও গৌড়ীয়মঠের প্রচারবিষয়ের কথা কীর্ত্তন করেন। ঐ দিবস স্থানীয় ট্রাঙ্করোড নিবাসী পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

গত ২৪শে জানুয়ারী হইতে ২৮শে [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] কে, ব্যানার্জি মহাশয়ের ভবনে [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত ধারাবাহিকভাবে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

তাঁহারা গত ২৯শে তারিখ হইতে ২রা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত [illegible] নামক স্থানে কোর্ট এ, বি, এন্, চৌধুরী (মার্চেন্ট) ও ডাক্তার বি, বি, ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রভৃতির ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

৩রা তারিখ হইতে ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সেবকবৃন্দ উক্ত স্থান হইতে [illegible] ৩০ মাইল দূরবর্তী [illegible] মহকুমার উপকণ্ঠে স্থানীয় ঠাকুরবাড়ী [illegible] প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ [illegible] ছায়াচিত্রযোগে শ্রী[illegible] ও [illegible] শিক্ষোপদেশ এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাবলীর বিষয় বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করেন। প্রত্যেক স্থানেই স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

ইন্দ্রপ্রস্থে

আকর[illegible] শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ যোগ-করতঃ গত ২৫শে, ৮ই ফেব্রুয়ারী শনিবার শ্রীভৈমী-একাদশী দিবস শ্রীকৃষ্ণ[illegible] গণের পূর্ব্বলীলাক্ষেত্র যমুনাতটবর্ত্তী ইন্দ্রপ্রস্থ ক্ষেত্রে গমন করেন। তাঁহাদের সহিত প্রকাশ [illegible] ডাঃ শ্রীযুক্ত হরিপদ দাস ও [illegible] সরকার বি ক মহোদয়দ্বয়ও গমন করেন। তথায় পৌঁছিয়া গৌড়ীয়-মঠের [illegible] উপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ইন্দ্রপ্রস্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন।

পাঠের পূর্ব্বে ও পরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

কাশীতে

আকর[illegible] শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] সহিত সোনারপুর [illegible]। তথায় প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে পাঠ-কীর্ত্তনাদি হইতেছে। [illegible] সেবকগণের মধ্যে হরিকথার [illegible] মধ্যে তাঁহারা সহরের কোন কোন [illegible] হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

মানুষকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান যদি হয়। তত্তিক্ষণ 'প্রেম' হয় সংসার ধার ক্ষয়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ গোবিন্দ সর্ব্বাণীর সংস্করণ শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৩

ধামে আহ্বান

——::(০)::——

জীবন ক্ষণস্থায়ী, কোন্ মুহূর্ত্তে যে আমাদিগকে এ জগৎ ছাড়িয়া যাইতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই। যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন মৃত্যু হইবেই—এ জগৎ ছাড়িতে হইবেই, ইহা ধ্রুবসত্য। জীবনের প্রতি-মুহূর্ত্তে দেহের অনিত্যতা, ত্রিতাপের আক্রমণ অনুভূত হইলেও আমরা জাগতিক অভিমান বা আসক্তি কিছুতেই ছাড়িতে চাহি না। মায়ার প্রতি আমাদের এমনি অনুরাগ বা নেশা! এই অজ্ঞতা, মোহ বা দুঃখের মূলীভূত কারণ — কৃষ্ণবিমুখতা, এ কথা শাস্ত্র ও সাধুমুখে ভগবান্ নিজেই ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু আমরা তাঁহার সেই উপদেশের প্রতি এখনও বিমুখ রহিয়াছি। সুতরাং আমাদের এখন কি করিতে হইবে? শ্রীভগবানের নাম, ধাম ও কামসেবাই আমাদের নিত্যমঙ্গলাদের একমাত্র উপায়। ইহাই জীবের ভবরোগ-নিবৃত্তির একমাত্র মহৌষধি। সাধুসঙ্গ ও সেবা ছাড়া জীবের নিত্যশান্তিলাভের অন্য রাস্তা নাই। সেবার আনুকূল্যেই চিত্ত-চাঞ্চল্য দূর হইয়া মন শান্ত হয়, সেবার সাহচর্য্যে কৃষ্ণকার্ষ্ণসেবার উন্মুখতা বা প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমাদের প্রায় ত্রিতাপক্লিষ্ট দুঃখী জীবগণকে নিত্যশান্তি বা পরমমঙ্গল প্রদানের জন্য ভগবানের নিজজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও তদনুগ বৈষ্ণবগুরু ভক্তসিদ্ধান্তী শ্রীধাম-পরিক্রমার বিরাট আয়োজন করিয়া আমাদিগকে সাধুসঙ্গ ও সাধুসঙ্গে শুদ্ধভক্তিকথা-শ্রবণের পরমসুযোগ প্রদান করিতেছেন। সাধারণ প্রায়, তাঁহারা আমাদিগকে শ্রীগৌরধামে শ্রীগৌরধামবাসীদের কোটিগুণশ্রেষ্ঠ পরমতম প্রদান করিয়া বাস্তবশান্তির আস্বাদন উপলব্ধি করাইবার জন্য গৌরনিজজন কৃপাপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবে যোগদানের জন্য আহ্বান করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব জগতের সকলকে নবধা ভক্তির পীঠস্থান স্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধামে আবির্ভাবের জন্য শ্রীগৌর-জন্মভূমি শ্রীনবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে আহ্বান করিতেছেন। আমাদের যাঁহারা সেবোন্মুখ অর্থে যে জনেরা সেই কালে আমাদের সঙ্গে এইবার সেবাপ্রা[illegible] তাহার : আমাদের বহু দুর্ভাগ্য জীবনের আমাদের যদিও উক্ত বুঝিতে না পারিলেও তাঁহারা এ বিষয়ে একটু প্রণিধান করুন—আত্মমঙ্গলের সন্ধান লউন, ইহাই আমাদের কাতর প্রার্থনা ও আবেদন।

আমাদের সর্ব্বসৌভাগ্য করিয়া শ্রীফাল্গুনী-পূর্ণিমায় শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব। শ্রীগৌর-ধামে শ্রীগৌরধামাশ্রিতগণের আনুগত্যে শ্রীগৌরহরির প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তনযজ্ঞে আত্মার্পণ প্রদানেই শ্রীগৌর-আরাধনা সম্যক্-রূপে হইয়া থাকে। নতুবা লোকব্যবহারানু-যায়ী অবৈধ্রুবতর্পণরূপা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ামাত্র সার হয়। গৌরজন শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণে জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। সাধুমুখনিঃসৃত কৃষ্ণকথামৃত-পানে জীবের শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক ভগবদ্ভজনের স্পৃহা বলবতী হয়। কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তিসংযোগে ভগবদ্ভজনই আমাদের মঙ্গলোপায় জানিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আমাদের সকলকে সংকীর্ত্তনের মূল আকরস্বরূপ শ্রীধামে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। এই সুযোগ জীবনে বহুবার হয় না, একবার ইহা হারাইলে আর একবার কবে হইবে তাহার কোনও স্থিরতা নাই। এবং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই গৌরজনের আহ্বানে সাড়া দিয়া শ্রীধামে নামসংকীর্ত্তনযজ্ঞে যোগদান করা যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহা বলাই বাহুল্য।

আগামী ১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ শ্রীশ্রীধামপরিক্রমার সংকীর্ত্তনাধিবাস-বাসর। আগামী ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ সোমবার হইতে নব দিবসব্যাপী শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য গৌরনিজজন ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন সেবানুকূল্যে শ্রীধামনবদ্বীপের নবটী দ্বীপ পরিক্রমা হইবে। আগামী ২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ বুধবার শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস কীর্ত্তন উৎসব ২৯শে ফাল্গুন ১৩ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীগৌরপ্রকট-পৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।

শ্রীধামপরিক্রমাকারী ভক্তগণ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা করিয়া পুনরায় আত্ম-নিবেদনের পীঠ শ্রীমায়াপুরে আগমন করিবেন। একান্ত সেবাব্রতগণ আত্মনিবেদনকে কোন সময়েই পরিত্যাগ করিবেন না, তাহা হইলে নবধা ভক্তির শুদ্ধভাবে সেবা হইবে। এই সেবাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি শ্রীগৌরপূর্ণিমা-দিবসে হইয়া থাকে। শ্রীগৌরজন্মোৎসবের দিবস শ্রীচৈতন্যমঠে কিশোরী-পরীক্ষাও গৃহীত হইবে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই ভুবনমঙ্গল শ্রীধাম-পরিক্রমার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বুদ্ধি হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীগৌরনাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরকামের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্যই শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার আবির্ভাব। এই অমন্দোদয়দয়াবতার শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার সেবায় গৃহাসক্ত, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীর সমভাবে মঙ্গলের অধিকার আছে, ইহাই শ্রীধামপরিক্রমার ঔদার্য্য ও মহত্ত্ব। ইহা গৃহাসক্তের গৃহাসক্তিকে নষ্ট করিয়া, জীবকে গৃহপরিক্রমা, সংসারপরিক্রমা, ভোগ্য-বস্তুর পরিক্রমা হইতে বিরত করিয়া কৃষ্ণগৃহ-পরিক্রমা, কৃষ্ণসংসার-পরিক্রমা, কৃষ্ণধাম-পরিক্রমা, কৃষ্ণভক্ত-পরিক্রমায় প্রবৃত্ত করিতে পারেন। এই শ্রীধামপরিক্রমাই জীবকে দুঃসঙ্গের কবল হইতে রক্ষা করিয়া শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীনামব্রহ্ম ও শ্রীবৈষ্ণবে বিশ্বাস ও রুচি জন্মাইতে পারেন। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলকে একসঙ্গে হরিসেবার অধিকার এই পরমকৃপাবতার শ্রীধাম-পরিক্রমাই প্রদান করিতে পারেন। সুতরাং সকলেরই সর্ব্বস্ব লইয়া শ্রীধামপরিক্রমায় যোগদান করা যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহা বলাই বাহুল্য। এই শ্রীধামপরিক্রমায় গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ। সুতরাং সকলেই সেবোপযোগী উপাদান লইয়া শ্রীধাম-পরিক্রমায় যোগদান করুন। শ্রীধাম-পদধূলি—শ্রীধাম-সুধাকর শ্রীগৌরচরণে যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ প্রদানই প্রকৃত শ্রীধাম-পরিক্রমা। শ্রীধাম-পরিক্রমায় বিবিধ সেবার মধ্যে কেহ কেহ অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, বক্রেশ্বর, শ্রীবাস-রাঘব ও পণ্ডিত গদাধরের আনুগত্যে সংকীর্ত্তন-নৃত্যসেবা করিতে পারেন। শিবানন্দ সেনের ঘাঁটি সমাধানের ন্যায় শিবা-নন্দ সেনের এই সেবায় আনুগত্য করিবার ভারও কেহ কেহ গ্রহণ করিতে পারেন। কেহ কেহ স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর, রাঘব, দামোদরের আনুগত্যে প্রসাদ-পরিবেশন-সেবায় আনুগত্য করিতে পারেন, আবার শ্রীধামপরিক্রমাকালে কেহ বলবান কাশীশ্বরের আনুগত্য করিয়াও মহাপ্রভুর প্রীতি উৎপাদন করিতে পারেন।

পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব নিত্যমঙ্গল বরণ করিবার জন্য আমাদের সকলকে শ্রীধামে আহ্বান করিতেছেন। আমরা যেন ভুবন-মঙ্গল আচার্য্যের এই আহ্বান শ্রবণ করি। শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় সেবাবৃত্তির সহিত যোগদান করিয়া আমরা যেন আমাদের আত্মার মঙ্গল বরণ করিতে পারি। আমাদের হাতায় যেটুকু যথা-সর্ব্বস্ব আছে, যাহার যা উপায় ও উপকরণ আছে, অকপটে যেন আমরা সেই যথাসর্ব্বস্ব লইয়া শ্রীধাম-পরি-ক্রমায় সেবায় যোগদান করিতে পারি। আমাদের একমাত্র বান্ধব ও পরমাত্মীয় শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব আমাকে যোগদানে চান, একথা যেন সর্ব্বক্ষণ মনে রাখি, আত্মীয়কে অনাত্মীয় ও শ্রীধামকে গ্রাম মনে না করি, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

তন্ত্র। কর্ত্তা বঞ্চিতা নগর নারায়ণ। 'সংসারেতে ভক্ত দিয়া তাঁহার চরণ॥

বন্ধু কে?

[শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এ]

মাদৃশ পতিত জীবের বন্ধু কে, তাহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জানাইয়াছেন,—

সেই সে পরম-বন্ধু সেই পিতা-মাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তি-দাতা॥

অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণ দিতে পারেন, কৃষ্ণ যাঁহার প্রেমবশীভূত, তিনিই জীবের একমাত্র বন্ধু। তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার জন্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি'
ধাই তব পাছে পাছে॥

পরমপূজনীয় শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু ১৯৩১ সনের শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলিতে জানাইয়াছেন যে, কৃষ্ণপ্রদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মই মাদৃশ পতিতের একমাত্র বন্ধু এবং যাঁহারা বলেন, শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভিন্ন মাদৃশ পতিতের আর কোন বন্ধু আছে, তাঁহারাই মাদৃশ দুর্ব্বল জীবের শত্রু। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, ইহাই বন্ধু ও শত্রু চিনিবার কষ্টিপাথর। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার অভীষ্টদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই,—

' It is only necessary to know You as the only Friend. Anything short of this is not to know You at all. Because, You are always apprehended as the only Friend. Those who tell me that I have any other friends besides You, are my real enemies. By this test also I have found a great many real friends after I' made yous acquaintance. They are the only other friends besides Yourself, that I have."

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু কৃপাপূর্ব্বক ঐ শ্রীব্যাসপূজা-অঞ্জলিতে আরও জানাইয়াছেন, শ্রীগুরুপাদপদ্মের মধ্য দিয়াই শ্রীগুরুসেবক বৈষ্ণববৃন্দের সহিত সম্বন্ধ হয় এবং শ্রীগুরু-কৃপাতেই শ্রীগুরুসেবক বৈষ্ণববৃন্দকে চিনিতে পারা যায় ও শ্রীগুরুসেবক বৈষ্ণববৃন্দের কথা শ্রবণে ও আচরণ দর্শনে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত আন্তরিক সম্বন্ধজ্ঞান দৃঢ়ীভূত হয়। যথা,—

"You are the link between me and your other servants. It is You who made me know them as they really are. They are dear to me because they enable me by every

. act of theirs, to know You more and more intimately."

. শ্রীমদ্ভাগবত কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন যে, যিনি কৃষ্ণ প্রদান করিয়া মৃত্যু-সংসার হইতে উদ্ধার করিতে পারেন না, তিনি গুরু নহেন—বন্ধু নহেন—আত্মীয় নহেন। যথা,—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥

অর্থাৎ ভক্তিপথের উপদেশদ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, সেই গুরু 'গুরু' নহেন, সেই স্বজন 'স্বজন'-শব্দবাচ্য নহেন, সেই পিতা 'পিতা' নহেন, সেই জননী 'জননী' নহেন, সেই দেবতা 'দেবতা' নহেন, সেই পতি 'পতি' নহেন। অর্থাৎ যাঁহারা জীবসমূহকে ভগবদ্বৈমুখ্যজনিত অনর্থ হইতে মোচন করিতে পারেন না, তাদৃশ গুর্ব্বাদিকে পরিত্যাগ করিবে।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন যে, শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপাতেই শ্রীগৌরসুন্দরকে জানা যায়, বৈষ্ণবগণকে চিনিতে পারা যায়, অপরাধ মোচন হয় ও বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়। যথা—

নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে গৌরচন্দ্র জানি।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে বৈষ্ণবেরে চিনি।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে নিন্দা যায় ক্ষয়।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে বিষ্ণুভক্তি হয়

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন যে, মাদৃশ পতিতকে একমাত্র শ্রীগুরুনিত্যানন্দই কৃপা করেন। যথা—

এমন 'নির্ঘৃণ' মোরে কেবা কৃপা করে
এক 'নিত্যানন্দ' বিনু জগৎ ভিতরে॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক আরও জানাইয়াছেন যে, শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের দয়াতেই বৈষ্ণব-পাদপদ্ম লাভ হয়। যথা—

সে বৈষ্ণবের পদরেণু, তাঁ'র পদছায়া।
অধমেরে দিল প্রভু নিত্যানন্দ দয়া॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর তাই কৃপাপূর্ব্বক বলিয়াছেন,—

হেন নিতাই বিনে ভাই,
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়॥

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক শ্রীগুরুনিত্যানন্দের দয়ার কথা জানাইয়াছেন,—"জীবের প্রতি দয়া করিবার-জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বালিশ, অজ্ঞ, সরল, মূর্খ যাঁহারা, তাঁহাদের প্রতি কৃপা করিতে উন্মুখ হইলেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা হইবে। দয়া কাঙ্গাল নিতাই-চাঁদের। অন্যকে দয়া করাই সর্ব্বাপেক্ষা হইয়াছে শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীগুরুপাদপদ্মের mission-এ যোগদান করা। শ্রীগুরুদেবের mission নিয়া নিজেকে অকপটভাবে জীবে দয়া করিবার প্রবৃত্তি হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ভজনবল লাভ হয়

নিত্যানন্দ-পাদপদ্মে অবস্থিত হইতে পারিলে বাহিরে যে কোন স্থানেই অবস্থান করা যাইতে পারে, তাহাতে ভজনের কোন [illegible] হয় না। যতক্ষণ নিত্যানন্দের পাদপদ্ম একমাত্র আশ্রয় বলিয়া বরণ করিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ অতি সাবধানে বহির্মুখ সঙ্গ বর্জ্জন করিতে হইবে। যতক্ষণ দেহাদ্যহং-বুদ্ধি আছে, ততক্ষণ দেহসম্পর্কীয় বস্তু বা ব্যক্তিতে মমতা আছে এবং ততক্ষণই সংসার আমাদের নিকট ভয়ানক পরীক্ষার স্থল; কিন্তু বস্তুতঃ সমস্তই ত' নিত্যানন্দের, তাঁরই সংসার। নিতাইএর হইয়া যাইতে পারিলে তখন সকল অবস্থায় সকল স্থানে সকলেরই সুবিধা হইয়া যায়। শরণাগত হইতে পারিলে আর কোন চিন্তা নাই। নিজের বল বা স্বতঃ চেষ্টা এবং অপরের বল বা চেষ্টার প্রতি ভরসা ছাড়িয়া নিতাইকে গোপ্তৃত্বে বা পালকত্বে বরণ করিতে হইবে।

সকলে নিত্যানন্দের হইয়া যান। তখন তাঁহার জিনিষের ভাবনা তিনি ভাবিবেন। কৃপা করা—রক্ষা করা—উহা'র কর্ম তাঁহার কাজ; আমাদের কাজ নিজেকে দিয়ে দেওয়া—বলি দেওয়া—শরণাগত হওয়া।"

গুরুবৈষ্ণব ছাড়া বিশ্বে প্রকৃত বান্ধব বা আপনার বলিতে আর কেহ নাই। বন্ধুহীন জীবন ভয়াবহ ও মৃত্যুসদৃশ। গুরুবৈষ্ণবে আপনজ্ঞান যাঁহার হয়, তিনিই সংসার বা মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পান। তাই এই অধমাধম আজ নিরুপায় হইয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে কাতরভাবে কৃপাভিক্ষা করিতে করিতে তাঁহাদের শরণাগত হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। তাঁহারা এই অযোগ্যকে অঙ্গীকার কৃপা করুন।

NOTICE.

The first annual General Meeting of the members of the Gaudiya Mission (Society registered under Act XXI of 1860) will be held at 8 A. M, on Thursday, the 13th March, 1941 (Gaur-Janmotsab day) at Sree Chaitanya Math, Sree Mayapur, Nadia.

All members are respectfully requested to be present.

The following subject will be taken up for consideration.

Agenda

1. Allegiance and Homage to Srila Acharyadev.
2. Report of the Governing Body.
3. Report regarding the Visva-Vaishnab-Raj Sabha.
4. Report regarding the Nabadwip-Dham-Pracharini-Sabha.
5. Accounts.
6. Appointment of Auditor.
7. Working of the Governing Body.
8. Byelaws and Regulations for the administration of the Society.
9. Any other subject that may be transacted at the Congregation.

Sree Gaudiya math,
P. o. Baghbazar Calcutta.
The 23. 1941

Sundarananda Vidyavinode.
Secretary,
THE GAUDIYA MISSION,

মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠালয়ে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

গত ৪ঠা ফাল্গুন, ১৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার মেদিনীপুর সহরের [illegible] শ্রীগৌড়ীয়-মঠালয়ে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়বিগ্রহের পরিচর্য্যায় বিশেষ উৎসাহে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে মহা-সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর মঙ্গল আরাত্রিকের পর মঠসেবকগণ [illegible] শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, [illegible], পঞ্চতত্ত্ব, উষঃকীর্ত্তন ও [illegible] কীর্ত্তনাদি করেন। [illegible] অধিকারীজী শ্রীচৈতন্য [illegible] করেন

বেলা ৭ ঘটিকায় [illegible] সংকীর্ত্তন [illegible] নগরসংকীর্ত্তন [illegible] হইয়া মেদিনীপুর সহরের [illegible], কর্ণেলগোলা, [illegible], শাহাজাদপুর, মুভাগঞ্জ, জগন্নাথমন্দির, পাটনাবাজার, [illegible], [illegible] প্রভৃতি স্থানসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া বেলা ১০ ঘটিকায় শ্রীমঠালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মেদিনীপুরবাসী বহু সজ্জন-সাধারণ উক্ত শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় শ্রীমঠালয়ের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য একটি সুরম্য মঞ্চোপরি পুষ্পমালিকা দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। অতঃপর [illegible], [illegible] ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী-জীউর সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনাদির পর উপ-দেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু 'গৌড়ীয়' হইতে 'প্রভুপাদ' [illegible] পাঠ করেন ও শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী প্রভু গৌড়ীয় অষ্টাদশবর্ষ ব্যাসপূজা সংখ্যা হইতে 'গৌড়ীয়গণের পূজাই প্রকৃত ব্যাসপূজা' প্রবন্ধ পাঠ করেন।

অতঃপর শ্রীপাদ মহাপুরুষ প্রভু শ্রীব্যাস-পূজা তাৎপর্য্য সম্বন্ধে [illegible] প্রায় এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। তৎপরে শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় [illegible] নিত্য প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে [illegible] গুরুর লক্ষণ, শিষ্যের লক্ষণ, গুরুকরণের আবশ্যকতা, অসদ্গুরু ও সদ্গুরু কাহাকে বলে, অসদ্গুরুর নিত্য-[illegible] [illegible] নিতান্ত সম্বন্ধে [illegible] প্রায় [illegible] বক্তৃতা প্রদান করেন। [illegible] ও প্রকৃত [illegible] বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও এক কথা বলেন।

অতঃপর শ্রীপাদ পতিতপাবন দাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] এক কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে সমাগত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

তৎপরদিবস শ্রীমঠালয়ে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীশ্রী [illegible] আবির্ভাব [illegible] মহোৎসব [illegible] কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। [illegible]

নিবেদন

শ্রীনবদ্বীপ-প্রকাশের গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নবদ্বীপ-প্রকাশের টাকা বা পত্রাদি শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর নামে পাঠান।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৮০১৫
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ [illegible]

মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধর মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] (... নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিনোদ

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁচড়াপাড়া, পোঃ [illegible] (নদীয়া),
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

শ্রীরাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ
বালিয়াটী, পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিনোদ অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিমোহন দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাঝোরা রোড, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীরূপমোহন ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর পাটনা
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গণেশ, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলমণি ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
বিশ্রামপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গৌড়বাটী
সেবক—শ্রী[illegible]

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণ, মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

গৌরবিহারী মঠ
সেবাকুঞ্জ
পোঃ হোডাল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বিল্ডিং
নং বোম্বে ২৬
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটি
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

লীলাকুটি
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ভক্তি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কুমারহাট পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
[illegible], পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রচার-ভবন
পোঃ [illegible], পঞ্জাব
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

অমর্ষি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রণডীহা (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (মানভূম)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২, ৫১, ভাইনরোড [illegible],
লণ্ডন, ডবলিউ ৫
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
বহরমপুর (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ [illegible]

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

শ্রীনবজীবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনমালী গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:০:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲			৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৩৷০
" সিকি কলম ১০৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-:০:-

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

-:০:-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৮।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণাপূর্ণ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রসমূহের বহু অধ্যায়ে বিভিন্ন ইহাতে বহু চিত্র (charts) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র দুই আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুবা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুবা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে সম্প্রদায়ভেদে ভগবান মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয় মহাজন, অবতার, একায়ন, ধর্ম্ম ও ভক্তসম্বন্ধে ব্যাখ্যা-বিবরণসমূহে গৌড় ও গাঙ্গেয় বিচার ও সম্প্রদায় প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ধারণাসমূহ, ভক্তিসিদ্ধান্ত সর্ব্বসহকারে খণ্ডন প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুবা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ 'ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যাবিনোদ মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নবকিশোর ভক্তিভূষণ, অধিকারী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার সংকল্পের পূর্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ সম্পাদকীয় পরিশ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে বৈশিষ্ট্য, অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য আছে, তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক তৎপরে শ্লোক অন্বয় গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ তাহা, অনুবাদ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে সন্নিবেশিত পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে উত্তম কাভার বোর্ডে বাঁধান আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রী ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, প্রতিশ্লোকে বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও ব্যক্তি সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের এক অমূল্য রত্ন। ৪০। ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২॥০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী কাব্যোপাখ্যান আকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা [illegible] দাস এম্, এ, বি-এল, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেনের সময়-তালিকা

(হাওড়া হইতে)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-৫৬	৬-২২	৭ ১৫	১০	.৩ ১০	১৬-৫৩	১৭-৫০	৫০
দমদম	৪-৫৬	৬-৬	৭-২৮	১১	০ .৩ ১০			২২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯ ১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-৫৮
(বদল) ছাঃ	৮ ২৮	৮-৬	৯ ৩১	১৩-৩৩	১৫ ৫	১৮-৪২	১৯-৩০	১-৩০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-২	৮-৪০	১০-৬	১৩-৫৪	১৫-৫১	১৯-১৬	২০-১৫	১-

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-৩১	১৭-০৮	২০-৪০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৮	১০-৫৯	১৮-১০	২১-২০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৭
দমদম "	১১ ১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৪
"	[illegible]
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩-৩০ (ছোট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৫

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	[illegible]	[illegible]	[illegible]			১৮-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪৯	[illegible]	১৪-	১৬	৯	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮ ৫৩	১১ ৫৭	১৪-১০	১৫ ৫১	১৯ ২২	২০-৫৬	১-০২	
রাণাঘাট পৌঃ	৮৪	৯-২৫	১২ ২৮	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১ ১৯	৪ ১০	
(বদল) ছাঃ	৭-৫৭	৯ ৩০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭ ৪২	২০-১১	২১-২৫	৪-১৮	
দমদম		১০-৮		১৭ ৩৬	১৯ ৯	২২-১৮	২৩ ৩		
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২৫	১৪-১৬	১৭-৫০	২২ ৫০	২৩-১৫	৬-১৬		

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। ঢাকা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম মূর্ত্তিমান পরমহংসাবতার ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত সদস্য তথা দেশের সুধীমণ্ডলীর সহিত ও বহু বিখ্যাত মনীষিগণের সহিত যে সকল হরিকথা করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তগত সন্দর্ভসমূহ এই গ্রন্থে প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরূপ সনাতনাদি গোস্বামিবর্গ ও তদনুগ সিদ্ধান্তাচার্য্যগণের প্রতিভূ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই অবশ্যপাঠ্য।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৩৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ রোগীর মুমূর্ষু অবস্থায় প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। [illegible] অদ্বিতীয়। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আমাদের কথা সার্থক কি না। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৸০ আঠার আনা। প্যাকিং [illegible] স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
ষ্ট—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD. NO C. 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের পবিত্র স্থান প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

পঞ্চপ্রসূনমালা
—:০:—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধাবলী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিবৃতি "গৌরব" ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
মধুর, প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে উহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ] খণ্ড — মায়াপুর ১৩ই ফাল্গুন ১৩৪৭, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪১ মঙ্গলবার [২৯২তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

বল্কান সম্পর্কে তুরস্কের মনোভাব

"ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান" পত্রিকার কূটনৈতিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন,—তুরস্ক তাহার বিভিন্ন প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সহিত সম্প্রতি যে বুঝাপড়ার চেষ্টা করিতেছে, তাহা কতটা সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলা যায় না। তবে আঙ্কারা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে মনে হয় যে, এইরূপ একটা সহযোগিতার ব্যবস্থা করিতে পারিলে আশু বিপদ নিবারণ হইতে পারে বলিয়া সেখানকার কর্তৃপক্ষগণের ধারণা। এই সহযোগিতার চুক্তি অনেকটা পূর্বের বল্কান আঁতাতের অনুরূপ হইবে, তবে এইবার রুমানিয়ার বদলে বুলগেরিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। গ্রীস যে সর্বাগ্রে ইহাতে রাজী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বুলগেরিয়া সম্পর্কেই যাহা কিছু সংশয়। কারণ বুলগেরিয়ার সীমান্তে যে ভাবে জার্মান-সৈন্য মোতায়েন করা হইয়াছে এবং বুলগেরিয়ার সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি যে ভাবে জার্মান বিশেষজ্ঞগণের কর্তৃত্বাধীনে দিয়াছে তাহাতে বুলগেরিয়া কোন ব্যাপারে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করিতে পারিবে কি না তাহা সন্দেহের বিষয়। তাহা ছাড়া বুলগেরিয়ার সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা তুরস্কের সহিত একযোগে জার্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা অপেক্ষা বরং জার্মানীর হইয়া তুরস্ককে আক্রমণ করিতেও দ্বিধা করিবে না। রাজনীতিকদের মধ্যে যাহারা জার্মানীর সমর্থক তাহারাও বলিতেছেন যে, একমাত্র জার্মানীর সহিত সহযোগিতা দ্বারাই বুলগেরিয়ার মাটি হইতে যুদ্ধকে দূরে রাখা সম্ভব। অবশ্য রাশিয়ার গতিবিধির উপরেও বুলগেরিয়ার আচরণ অনেকটা নির্ভর করিবে। কিন্তু রাশিয়া বুলগেরিয়ার জার্মানীর অধিকারে যাওয়াটা মনে মনে যতই অপছন্দ করুক, জার্মানীর সহিত প্রকাশ্যে বিবাদ বাধান অপেক্ষা চুপ করিয়া থাকাটাই বোধ হয় সে নিরাপদ মনে করিবে। সম্প্রতি তুরস্কের সহিত বুলগেরিয়া একটি অনাক্রমণমূলক চুক্তি করিয়াছে। কিন্তু উহার পশ্চাতে পূর্ব্বকথিত সম্মিলিত প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য কতখানি আছে, তাহা বলা কঠিন।

ভারতের অস্ত্রাগার

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন,—ভারতবর্ষে বর্তমানে অতিশয় দ্রুতগতিতে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত হইতেছে। ঐগুলিকে মজুত রাখিবার জন্য উপযুক্ত অস্ত্রাগার প্রয়োজন। এমন স্থানে অস্ত্রাগার নির্মাণ করিতে হইবে যেন তাহা শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারে এবং প্রয়োজনানুসারে সহজেই সেখান হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র প্রেরণ করা চলে। ভারতবর্ষের সামরিক কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে বিশেষ তৎপর হইয়াছেন। সম্প্রতি ভারতবর্ষের কোনও এক স্থানে এমনই একটি অস্ত্রাগার দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে যে, সেখানে অস্ত্র-শস্ত্র মজুত করিবার ও পাঠাইয়া দিবার যে সকল বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ।

ভারত-সরকারের পূর্বপ্রকাশিত পরিকল্পনা অনুসারে ভারতবর্ষের কোনও এক স্থানে পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে এই বিরাট অস্ত্রনির্মাণ কারখানা ও অস্ত্রাগার তৈয়ারি হইতেছে। এক বৎসর পূর্বেও এই পার্বত্য অঞ্চলে দালানকোঠা বা চাষবাস কিছু ছিল না, কিন্তু আজ এইখানে ভারতবর্ষের বৃহত্তম ও আধুনিকতম অস্ত্রনির্মাণ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কারখানাটি এখনও একেবারে সম্পূর্ণ হয় নাই, তবে ইতোমধ্যেই উহাতে কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। যে দিকেই যাই, দেখি দালানের ভিত্তি খনন হইতেছে, রাস্তা তৈরী হইতেছে, কোথাও বা দালান অনেকটা গাঁথা হইয়া গিয়াছে। ২০ হাজার কুলি নাকি এই কাজের জন্য নিযুক্ত হইয়াছে।

অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিবার পূর্বে কারখানার মাঝামাঝি এক উঁচু জায়গায় লইয়া যাওয়া হয়। এখান হইতে সমস্ত কারখানাটির একটা চমৎকার দৃশ্য পাওয়া যায়। পাহাড় এবং উপত্যকার বহুদূর পর্যন্ত এই অস্ত্রকারখানার সীমা বিস্তৃত, সবগুলি ১০ ফুট উঁচু রেলিং দিয়া ঘেরা হইয়াছে। কেহ যে বাহির হইতে চুপে চুপে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িবে, তাহার জো নাই। দূরে দূরে পাহাড়ের উপর বহু পাহারার ঘাঁটি দেখা গেল। ঐগুলি হইতে অস্ত্রনির্মাণ কারখানাটির উপর দৃষ্টি রাখা চলে। অস্ত্রাগারগুলি পাহাড়ের গায়ে বেশ সুকৌশলে সাজানো। পাহাড় বড় হইয়া উঠিলে ঐগুলিকে আকাশ হইতে প্রায় দেখাই যাইবে না। শুনিলাম, এই অস্ত্রাগারগুলি এমনভাবে তৈয়ারী যে বোমা পড়িলেও উহাদের কোনও ক্ষতি করিতে পারিবে না। এগুলি হইতে অনেকটা দূরে অনেকগুলি ছোট ছোট দালান। এগুলিতে গোলাগুলি তৈয়ারি হইবে।

অস্ত্রাগার চতুর্দিকের বৃক্ষরাজি জঙ্গল করিয়া আগুন লাগিবার সম্ভাবনা কমান হইল। কয়েক শত গজ অর্থাৎ বহু দূর পর্যন্ত থামিয়া গেল শুনিলাম, কারখানায় দমকলের যে ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছে, আমাকে তাহার পরিচয় দিবার জন্যই সঙ্কেতধ্বনি করা হইয়াছে। দালানের ভিতরকার তাপ একটা নির্দিষ্ট মাত্রার উপরে গেলে আপনা হইতে সঙ্কেতধ্বনি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাপ হ্রাসের ব্যবস্থাও আছে।

অতঃপর আমি একটি অস্ত্রাগারের অভ্যন্তরে নীত হইলাম। ইস্পাতের মত একটা দরজা পার হইয়া ভিতরে ঢুকিলাম কংক্রিটের মস্ত বিশাল কক্ষ; চতুর্দিকের দেওয়াল ধবধবে সাদা—উজ্জ্বল আলোকে চতুর্দিক উদ্ভাসিত। যে দিকেই তাকাই দেখি কেবল স্তূপ স্তূপ এরোপ্লেনের বোমা থাকে থাকে সাজান রহিয়াছে। এইগুলির অধিকাংশই মারাত্মক রকম শক্তিশালী। শুনিলাম, বিভিন্ন অস্ত্রাগারগুলিতে বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য বস্তু আছে। প্রত্যেকটির মধ্যে গাড়ী যাইবার জন্য রেললাইন আছে এবং মালগাড়ী আসিয়া ঐ কামরা হইতে মাল বোঝাই করিয়া ...... লাইনের সঙ্গে ...... যোগ রাখিয়া প্রতিষ্ঠিত আছে।

ভারতবর্ষের ...... অগ্রসর হইতেছে, এখানে ...... বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকে না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক বিশালীলা প্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভব আচার্য্য, এম্ এ মহোদয়ের শ্রৌতপন্থাবলম্বনে এবং পরিণত লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্ গবেষণাপূর্ণ অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩টী অধ্যায়ে সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থ শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত শব্দার্থ সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথম প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য কর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সমেত মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'গীতি'টীকা, বিষয়ের আলোচ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অদ্ভুতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল্,
পুরাণাপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা।

শ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমা (১ম খণ্ড)

শ্রীমথুরা হইতে রাধাকুণ্ড পর্য্যন্ত এই খণ্ডের পরিক্রমা-বিবরণ প্রকাশিত এবং কয়েকটী দুষ্প্রাপ্য চিত্র, স্থান, পাত্র ও বিবরণসূচী সংযোজিত হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের লিখিত সংক্ষিপ্ত ভূমিকা-সংযুক্ত। ভিক্ষা ৸০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী,
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ

দৈবাদৈববর্ণাশ্রম সম্বন্ধে ভারতীয় বিচারপ্রণালী এবং শ্রীচৈতন্যদেবের বর্ণাশ্রম বিষয়ক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যে সকল ভ্রান্তমত আধুনিক সমাজকে গ্রাস করিয়াছে, তাহার শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ সমালোচনা হইয়াছে। যথার্থ দৈববর্ণাশ্রমের স্বরূপ ও তৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১।	শ্রীমদ্ভাগবত (সমগ্র)	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	৬৲
৩।	ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪।	সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—৲; ৩য় খণ্ড—৸০	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১।০
৮।	সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা	
৯।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	
১০।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	
১১।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত	২৲
১২।	শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয়-সংস্করণ)	॥০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ্	
১৮।	[illegible]	॥০
১৯।	তত্ত্ববিবেক	।০
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
২১।	গৌড়ীয়সাহিত্য	।৵০
২২।	ভজন রহস্য	॥০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (বলদেব-টীকা সহ)	১৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ)	১৲
২৬।	গীতা কেবল মাত্র ভাষা	॥০
২৭।	[illegible] (সানুবাদ)	২৲
২৮।	[illegible] (সানুবাদ)	।০
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ।৵০ বাঁধা ৸০)	
৩০।	দীন-দিগ্দর্শিনী	৶
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	৶
৩২।	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস	॥০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶০
৩৫।	গীতমালা	৴১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (ছোট)	৶০
৩৭।	ঐ প্রমাণ খণ্ড	৶০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।০
৪০	শরণাগতি	৶০
৪১।	গীতাবলী	৴১০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩।	শ্রীভক্তিরত্নাকর (১ম খণ্ড)	॥০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴১০
৪৫।	নবদ্বীপশতক	৴১০
৪৬।	অর্থপঞ্চক	৴১০
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴১০
৪৮।	কল্যাণকল্পক	৴১০
৪৯।	অর্চ্চনকণ	১১
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে)	৬৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৫৫।	[illegible]	।০
৫৬।	ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	৶০
৫৭।	ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮।	[illegible]	৶০
৫৯	সিদ্ধান্তদর্পণ	৴০
৬০।	সাংখ্যবাণী	৴০
৬১।	শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২॥০
৬২।	[illegible]	৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	॥০
৬৪।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ	।০
৬৫।	সটীক শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬৬।	তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৭।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৬৮।	গৌড়ীয়মঠস্য পাঠক্রমঃ	৴০
৬৯।	সারার্থবর্ষিণম্	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০।	রায় রাম নন্দ	।০
৭১।	এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত	।০
৭২।	নাম ভজন	৴০
৭৩।	বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অণ্টোলজী	।০
৭৪।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্	।৵০
৭৫।	লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৭৬।	বৈষ্ণবীজম্	।০
৭৭।	হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	৴০
৭৮।	দি ভাগবত	।০
৭৯।	[illegible]	।০
৮০।	ব্রহ্মসংহিতা	।০
৮১।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
৮২।	শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৫
৮৩।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৸০
৮৫।	সাধনপথ	।০
৮৬।	কল্যাণকল্পতরু	৴১০
৮৭।	গীতাবলী	৴১০
৮৮।	শরণাগতি	৴০
৮৯।	[illegible]	।৵০
৯০।	শ্রীগৌড়ীয়বাণী	।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১।	শরণাগতি	

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ | ১০ গোবিন্দ ৪৫৪ গৌরাব্দ ১৩ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার | [illegible]

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী-সমূহের তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দর রূপের প্রকাশিত হইয়াছে ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও গীতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিভিন্নমঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যবর্য্য পরমারাধ্যতম পতিতপাবন ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার দিবস শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখা মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁবিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সপ্তষষ্টিতম লোকপাবনী আবির্ভাব-তিথি হরি-সংকীর্তনমুখে উদ্‌যাপিত হইয়াছেন।

ঐ দিবস শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারী-জীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর হরিগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা,'শ্রীগুরুপরম্পরা','পঞ্চতত্ত্ব', 'গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতি হীন,' 'ওহে! বৈষ্ণব-ঠাকুর দয়ার সাগর' ও 'দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব'প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্তনের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা প্রসঙ্গ পাঠ হয়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সুবৃহৎ আলেখ্যার্চা শ্রীসংকীর্তন হলে উচ্চ-মঞ্চোপরি বিচিত্র-বর্ণের বস্ত্র ও মাল্যাদির দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। বেলা প্রায় ৯১ ঘটিকার সময় পুনরায় শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের জয়ধ্বনি ও বন্দনার পর 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতি-সদ্ম' ও 'পঞ্চতত্ত্ব' কীর্তনের পর সেবকগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বন্দনা-কীর্তন সহযোগে তাঁহার আলেখ্যার্চার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপরে কীর্তন-মুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীবিগ্রহগণের ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হয়। তৎপর আহূত প্রবাসু সজ্জনগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরে বেলা ৩ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা রাত্রিকের পূর্ব পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী প্রথম হইতে পারায়ণ হইতে থাকে। অতঃপর শঙ্খ-ঘন্টা-খোল-করতাল ও কীর্তন-সংযোগে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীজীউর সন্ধ্যারাত্রিক সম্পন্ন হয়। পরে হরিগুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুর্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্তন হইলে পর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী পারায়ণ সমাপ্ত হয়। পরে মহামন্ত্র কীর্তন হয়।

শ্রীপরমহংসমঠে

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে হরিকীর্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবোপলক্ষে ঐ দিবস ভক্তগণ মঙ্গলারাত্রিক-কীর্তনান্তে গুরুবন্দনা, গুর্বষ্টক, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও কৃপাপ্রার্থনাসূচক বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্তন করেন। পরে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীবাসঅঙ্গনে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অতঃপর শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে বেলা ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক-কীর্তনান্তে সমাগত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। দ্বিপ্রহরে ইষ্টগোষ্ঠীমুখে ১৭শ খণ্ড গৌড়ীয় হইতে 'শ্রীশ্রীব্যাসপূজা'-প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। বেলা ৪ ঘটিকার পর ভক্তগণ গোমতী-তীরে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের পাদপীঠে গমনপূর্বক গুরুবন্দনা, গুর্বষ্টক, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্তনান্তে শ্রীব্যাসদেবের মন্দির পরিক্রমা করেন। তথা হইতে ভক্তগণ শ্রীসূত গোস্বামি পাদপীঠে গমনপূর্বক তাঁহার স্তববন্দনা কীর্তন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর [illegible] হয়। তৎপরে গুরুবন্দনা, গুর্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, 'নিতাইপদ-কমল' [illegible] কীর্তনান্তে গৌড়ীয় হইতে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা আলোচিত হয়। [illegible] শ্রী [illegible] সুধাকর প্রভুর বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে [illegible] করেন।

শ্রীনিত্যানিধি-গৌড়ীয়মঠে

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে গত ৮ই ফাল্গুন রবিবার-দিবস চট্টগ্রামস্থ শ্রীনিত্যানিধি-গৌড়ীয় মঠে সংকীর্তনমুখে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা [illegible] সম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত দিবস মঙ্গলারাত্রিকের পর 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম', গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, 'গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া' প্রভৃতি [illegible] কীর্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে [illegible] শ্রীশ্রীব্যাসপূজা [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। বেলা ৯ ঘটিকা হইতে [illegible] পাঠ আরম্ভ হইয়া [illegible] চলিতে থাকে। [illegible] পাদপদ্মে অঞ্জলি-প্রদান [illegible] শ্রীমহাপ্রসাদ [illegible] ১ ঘটিকা হইতে আরম্ভ [illegible] সংখ্যা নদীয়াপ্রকাশ [illegible] ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের [illegible] "শ্রীশ্রীব্যাসপূজার প্রতিসম্ভাষণ" [illegible] পাঠ হয়।

[illegible] 'নিতাইপদ কমল', [illegible] প্রভৃতি কীর্তনান্তে ১৮শ বর্ষ গৌড়ীয় [illegible]

কটকে

[illegible] শ্রীশ্রীল [illegible] পুষ্পাঞ্জলি [illegible] শ্রীশ্রীল [illegible] করেন। [illegible] মহাজন [illegible] প্রদান করা হয়। [illegible] সমাপ্ত [illegible] প্রভুপাদের [illegible]

আনুগত্যে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যাঁর হয়।' তাঁহাকেই 'প্রেম' হয় সংসার যাঁর ক্ষয়॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ পৌষিক বাবু, পঞ্চম পৌষার ৫৫৪

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(১)::——

যতক্ষণ বহির্ভাব দর্শন, ততক্ষণ তাঁহার প্রতি দয়াই কর্তব্য, আর সুদর্শনে সেবাই কৃত্য। মহাভাগবতের গো-গর্দ্ধভ-শ্বপাক সর্বত্র সম বা বৈষ্ণবদর্শন। তিনি সকলকেই ভগবৎসেবক জানিয়া—বৈষ্ণব জানিয়া সেবা করিতে ব্যস্ত। এই সুদর্শনের অনুকরণ না করিয়া অনুসরণ করিতে হইবে—ইহাকেই আদর্শ করিতে হইবে।

হরিভক্তবৈষ্ণবের সেবার কথা এবং বদ্ধজীবে দয়া করার কথা শাস্ত্রে দেখিতে পাই। মধ্যমাধিকারী ভক্তাধিকারী বৈষ্ণবের সেবা করিবেন, তাঁহার সুখ-সাধনার্থ শুশ্রূষা করিবেন। বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে যাইবেন না, তাহাতে নিজের বা পরের কাহারও নিত্য-উপকার বা মঙ্গল হইবে না। সদজ্ঞানের সহিত আত্মার নিত্যা বৃত্তি যে সেবা, উহার একমাত্র পাত্র—শ্রীহরি, শ্রীগুরু ও শ্রীবৈষ্ণব অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ বৈষ্ণব ভগবৎস্বরূপ ও ভক্ত-বৈষ্ণব—জীব বা প্রধান নহে। অজ্ঞ বিস্মৃতির জন্য বা দেহাত্মবুদ্ধি-নিবন্ধন দেহ ও মনের দ্বারা যে সেবা, উহা জড়েন্দ্রিয়তর্পণমূলক ভোগেরই নামান্তর; উহার পাত্র—ভগবান্ না ভক্তগণ। তবে বিমুখ বদ্ধজীব এবং প্রধান, তত্ত্বজ্ঞ বৈকুণ্ঠের নহেন। তাদৃশ কৃষ্ণ-বিমুখ জীবগণকে কৃষ্ণোন্মুখীকরণই তাঁহাদের প্রতি পরমদয়া।

কনিষ্ঠাধিকারী বা কোমলশ্রদ্ধ শ্রীমূর্ত্তির উপাসনা প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিতে পারেন না। শ্রীমূর্ত্তিতে তাঁহার প্রাকৃতবুদ্ধি সম্পূর্ণ যায় না। তিনি বৈষ্ণবের প্রকৃত তত্ত্ব ও মহিমা অবগত নহেন। এইজন্য মধ্যমাধিকারী কোমলশ্রদ্ধকে শুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গ করিবার জন্য বলেন। বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত কখনও মানবের নিত্য বাস্তব চরম মঙ্গল হইতে পারে না বা শ্রীমূর্ত্তির যথার্থ পূজা হয় না। অধোক্ষজের সেবা দ্বারাই আত্মা একমাত্র সুপ্রসন্ন হন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ সত্য সত্য Living Source হইতে পরমার্থের কথা শ্রবণ করিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিত্য বাস্তব চরম মঙ্গল হইবে। নতুবা তাঁহারা প্রতিপদক্ষেপে বিপথগামী হইতে পারেন।

সর্ব্বজীবপ্রভু শ্রীভগবান্ই জীবকুলকে মঙ্গল করিতেছেন, এই শরণাগতিমূলক বিশ্বাস-বাহিত্যের নামই বাস্তব বা অদ্বয়জ্ঞান। এই বিষয়ে যাঁহার হৃদয়ে যত বেশী ব্যাঘাত করিয়াছে, তিনি ততই ভগবৎকৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তভাগবতরূপে জীবের ত্রিতাপ-ক্লেশ নিবারণের যে সকল উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা স্বীকার না করিয়া জীবগণ যতই স্বকপোলকল্পনা সহকারে পন্থান্তরে প্রবৃত্ত হইতেছেন, ততই মায়া আসিয়া তাঁহাদিগকে আরও পীড়া প্রদান করিতেছেন।

যে সকল জীব ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তকেই একমাত্র বিপদ্ধারণ বান্ধবজ্ঞানে তাঁহাদের পাদপদ্মে শরণাগত স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যবস্থা অবনতমস্তকে মানিয়া চলিতেছেন, তাঁহারাই ক্লেশমুক্ত হইতেছেন। কিন্তু যাঁহারা সেই বান্ধবের বিশ্বাস স্থাপন করিবার বৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া নিজেরাই মঙ্গলামঙ্গলের নির্ণয় বা দুঃখনিবারণের ভার লইতেছেন, তাঁহারা দুঃখমুক্ত হ— দূরের কথা, আরও গভীর দুঃখগ্রস্ত হইতেছেন, এক দুঃখ দূর করিতে যাওয়ায় শত সহস্র দুঃখ আসিয়া তাঁহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে। ইহারই নাম আরোহপন্থা। এই সর্ব্বনাশকর পন্থানুসরণে জীবগণ অহঙ্কার-বিমূঢ় হইয়া প্রকৃতির গুণদ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্য্যকেই 'আমার কার্য্য' জ্ঞানে 'আমি কর্ত্তা' এই অভিমান করিতেছে। ইহাতে সর্ব্বেশ্বর কর্ত্তা ও ভোক্তা ভগবান্‌কে যে অগ্রাহ্য করা হয়, তাহা প্রাণহীন আমরা কিছুতেই বুঝিব না। এমনই দৈন্য!

কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দিন দিন যত বেশী বাড়িতেছে জীবের অস্থবিধাও তত বেশী হইতেছে। সুতরাং সেই মূল-অসুবিধা কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দূর না হইলে অর্থাৎ কৃষ্ণ পাদপদ্মে প্রপত্তি স্বীকারপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবোন্মুখ না হইলে জগতের কোন অসুবিধাই দূর হইবে না। হরিকথার সু-বহুল প্রচার হইতে জগজ্জীবের সর্ব্বপ্রকার অনর্থ দূরীভূত হইবে। হরিকথাতে সর্ব্বজীবের সর্ব্বমঙ্গল নিহিত। হরিকথা-শ্রবণ হইতেই জীবের সর্ব্বনাশের মূল যে অবিদ্যা, তাহা বিনষ্ট হয়। তখন জীব শুদ্ধনামকীর্ত্তনফলে কৃষ্ণপ্রেমধন-লাভের অধিকারী হন। কৃষ্ণ যাঁহার কর্ণে শব্দব্রহ্মরূপে উদিত হইয়া নাম স্বরূপে কীর্ত্তিত হন, তাঁহার হৃদয়ে মায়িক ভোগপর অবিশ্বাসমূহ কিছুতেই অবস্থান করিতে পারে না। কারণ হৃদয়েই জীবের ভোগবাসনা হয় আবার ভোগ-বাসনা হইতেই অনর্থ অসুবিধার সৃষ্টি। কিন্তু কৃষ্ণনাম শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা সেবিত হইলে নামী কৃষ্ণ স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপে উদিত হইয়া জীবহৃদয়ের সমুদয় পাপবাসনা সমূলে বিনষ্ট করেন। অহর্নিশ কৃষ্ণকীর্ত্তনেই সকলের সদ্ব্যবহার হয়। জগতে কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রচুর আয়োজন হউক তাহা হইলেই বিশ্বের মঙ্গল হইবে।

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবাই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—এই কথাটী যতদিন আমরা প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে না পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গে ভগবৎকথা-শ্রবণ, সাধুর শ্রীমুখোক্ত উপদেশের কীর্ত্তন, সাধুর নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রসমূহের পঠন, পাঠন ও সাধু-সেবাদি কোন ব্যাপারেই আমাদের আন্তরিক স্পৃহা বা উৎসাহ থাকা সম্ভব নহে। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে আমরা বাহিরে যতই আন্তরিকতা প্রদর্শন করি না কেন, অনিত্য জগতের অনিত্য দেহ ও মনোধর্ম-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আগ্রহ থাকায় আমাদের সে আন্তরিকতার কপটতা স্বতঃই প্রমাণিত হইয়া পড়ে। যিনি পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তিনি কেমন করিয়া ঠিক সেই সময় পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইতে পারেন? একই সময়ে উভয়দিকে দৃষ্টিপাত যেমন এক ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব, একটী না একটী দিক্ পশ্চাতে পড়িবেই, সেইরূপ কৃষ্ণেতরবিষয়ে অভিনিবেশ থাকা অবস্থায় কৃষ্ণবিষয়ে অভিনিবিষ্ট হওয়া কখনই সম্ভবপর হয় না। কৃষ্ণবিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইতে হইলে কৃষ্ণেতরবিষয়ে অভিনিবেশ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহা হইলে জীব কৃষ্ণকৃপালাভে সমর্থ হইবে।

কৃষ্ণসেবাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া যাঁহারা স্থির করিয়াছেন, কৃষ্ণকথা-শ্রবণকীর্ত্তনাদি-বিষয়ে তাঁহাদেরই ঐকান্তিকী নিষ্ঠা দেখা যায়, তখন আর জীবের কৃষ্ণসেবায় শৈথিল্য থাকে না। অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে থাকিয়া অগ্নিজ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা যেমন নিরর্থক, সেইরূপ দ্বিতীয় বস্তু যে মায়া, সেই মায়াতে অভিনিবিষ্ট থাকা অবস্থায় ভবভয়, শোক ও মোহ হইতে ত্রাণ পাইবার চেষ্টাও সেইরূপ অসম্ভব। শ্রীভগবৎপাদপদ্মই আমাদের প্রাপ্য হইতে হইবে—এইরূপ ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধি হৃদয়ে স্থান পাইলেই মায়িক জগতের যাবতীয় অভাব-অসুবিধা অমঙ্গলের সেই ভগবৎপ্রপত্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। কৃষ্ণকেও চাই, আবার মায়াকেও সন্তুষ্ট রাখিতে চাই, কৃষ্ণসুখও চাই আবার নিজসুখও চাই, এরূপ হয় না। এইরূপ চিত্তবৃত্তিতে নিজের ইন্দ্রিয়সুখ হইতে পারে কিন্তু কৃষ্ণকার্য্যের সুসম্বিধান হইবে না। আমাদের মঙ্গল হইতেছে না, আমরা ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না এইরূপ কথা অনেকেই অনেক সময় বলিয়া থাকেন। ইহার কারণ-অনুসন্ধানে জানা যায়, কৃষ্ণসেবাকে আমরা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিতে পারি না বলিয়াই বহুকাল ধরিয়া কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়াও কিছুমাত্র লাভবান্ হইতে পারি না। বরং জড়বিষয়াসক্তিই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নতুবা কৃষ্ণকেই যদি আমাদের একমাত্র ভজনীয় বস্তু বলিয়া জানি, তাহা হইলে তাঁহার সেবা ব্যতীত অন্য কর্ত্তব্য আমাদের মনের মধ্যে উদিত হইবে কি প্রকারে? কেন? কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ভক্তদেবের যাহাতে প্রীতি, তাহাতে আমার প্রীতি হয় না কেন? গৌড়ায় গলদ্ রাখিয়া যত কিছুই করি না কেন, সে সবই যেন ভক্তদেবের প্রতি উপহাস-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। সেইজন্যই আমাদের মঙ্গল হয় না।

অধিকার-লঙ্ঘন ভীষণ অপরাধ

[শ্রীউপেন্দ্রনাথমণি ভক্তিশাস্ত্রী বি.এ]

অনধিকারচর্চ্চা করা উচিত নহে, ইহা কোন আত্মহিতকামী ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না। বুদ্ধিমান্দ্যরোগে পীড়িত ব্যক্তিগণ অনধিকারচর্চ্চাতে আনন্দ বোধ করে। যতই তাহাদিগকে অনধিকারচর্চ্চা করিতে নিষেধ করা যায়, ততই তাহাদের অনধিকারচর্চ্চা করিবার উত্তেজনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মস্তিষ্ক-বিকৃত পাগল যেমন বুঝিতে পারে না যে, সে রোগগ্রস্ত, সেরূপ অনধিকারচর্চ্চাকারীও নিজের বুদ্ধিহীনতা বা মূর্খতা বুঝিতে পারে না, বরং অনধিকারচর্চ্চা করাই বুদ্ধিমত্তার পরাকাষ্ঠা বলিয়া দম্ভ করিয়া থাকে। যথা অধিকারে অবস্থান করা ইহাদের নিকট মূর্খতা, দুর্ব্বলতা ও অসভ্যতার পরিচায়ক বলিয়া মনে হয়। ইহারা বলিতে কোন প্রকার লজ্জা বা দ্বিধাবোধ করে না যে, যিনি যত বেশী অধিকার লঙ্ঘন করিয়া অনধিকারচর্চ্চা করেন, তিনি তত বুদ্ধিমান্, বীর ও আধুনিক সভ্য। অনধিকারচর্চ্চাকারী ব্যক্তিগণ নিজদিগকে স্বাধীন বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন, আর যাঁহারা অধিকার লঙ্ঘন করেন না, তাঁহাদিগকে পরাধীন বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন

ভবরোগের চিকিৎসক সুবিজ্ঞ সাধু-বৈদ্যগণ কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়া দেন, অবিদ্যা বা অনধিকারচর্চ্চা করার প্রবৃত্তিই ভবরোগের মূলকারণ। জীব যে অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হইয়া সংক্লেশ-নিকরে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহার মূলে 'অনধিকারচর্চ্চা'। অনধিকারচর্চ্চা করার প্রবৃত্তিই অবিদ্যা। সুবিজ্ঞ সাধু-বৈদ্যগণ এই অনধিকারচর্চ্চা করার প্রবৃত্তির মূল-কারণ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা কৃপা করিয়া জানাইয়াছেন যে, 'কৃষ্ণ-বিমুখতাই' এই অনধিকারচর্চ্চা-প্রবৃত্তিরূপ ব্যাধির মূলকারণ। সাধুবৈদ্যগণ বলেন, যে, 'হরিবিমুখতাই' সর্ব্বমূল-ব্যাধি ও ইহাই অধমতম অপরাধ। সাধুবৈদ্যগণ বলেন, শ্রীকৃষ্ণই সকল জীবের একমাত্র প্রভু ও পতি। জীব কৃষ্ণ নহে—জীব কৃষ্ণের দাস ও ভোগ্য। নিত্যপ্রভু ও নিত্যপতি কৃষ্ণকে ভুলিয়া যাওয়াই অধিকারলঙ্ঘনরূপ ভয়ানক অপরাধ।

—"জনার আরাধন।" জিতেন্দ্রিয়েহে ভজ দিয়া তাঁহার চরণ

জীব যখনই কৃষ্ণকে ভুলিয়া কৃষ্ণদাসী মায়ার প্রতি অভিনিবেশ করিয়াছে, তখনই কৃষ্ণদাসী মায়া অপরাধী জীবকে শাস্তি দিবার জন্য পুরুষাভিমান অর্থাৎ ভোক্তাভিমান দ্বারা তাঁহার স্বরূপ আবৃত করিয়া তাঁহাকে জড়-দেহরূপ কারাগারে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। জীব কিন্তু স্বরূপতঃ পুরুষ বা ভোক্তা নহেন। স্বরূপতঃ সে কৃষ্ণভোগ্য—কৃষ্ণের শক্তি অর্থাৎ সেবক। তাঁহার ভোগ করিবার শক্তি নাই। নিজের 'কৃষ্ণভোগ্য' স্বরূপ ভুলিয়া পুরুষাভিমানে কৃষ্ণদাসী মায়ার প্রতি ভোগবুদ্ধি বা অভিনিবেশ করা অতি, অধম, অন্যায্য ও অকথ্য অপরাধ।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্ ও শ্রীরাধা কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি। জীব পূর্ণশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার পূর্ণশক্তি শ্রীরাধা নহেন। জীব নিঃশক্তিক ও অধীন তত্ত্ব। সে কখনও শ্রীরাধা বা শ্রীকৃষ্ণ হইতে পারে না। স্বরূপ-শক্তি শ্রীগুরুদেবের দাস্যে অবস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করাই জীবের নিজ অধিকারে অবস্থান। স্বরূপশক্তির দাস্য পরিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পশ্চাৎ দিয়া নিজের কৃষ্ণভোগ্য বহিরঙ্গ-স্বরূপ ভুলিয়া নিজেকে পুরুষ বা কৃষ্ণ মনে করিয়া কৃষ্ণদাসী মায়ার প্রতি অভিনিবেশ বা ভোগবুদ্ধি করা ভীষণ অনধিকারচর্চ্চা—অপরাধ। এই অপরাধের গুরুত্ব ও ভয়ঙ্করত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি হওয়া প্রয়োজন। সতীর পরপুরুষের প্রতি অভিনিবেশ করা যেমন দোষের, মাতার প্রতি সন্তানের ভোগবুদ্ধি করা যেমন দোষের, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া পুং-অভিমানে কৃষ্ণদাসী মায়ার প্রতি ভোগবুদ্ধি করাও দোষের. অধিকার-লঙ্ঘন ও অনধিকারচর্চ্চা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন পতি যদি তাঁহার পত্নীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেন, তবে স্বাধীনতা পাইয়া সে কি বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিবে, না 'আমি তোমার' এই অভিমানে আরও দৃঢ়ভাবে পতিসেবায় প্রতিষ্ঠিত হইবে? কোন পিতা যদি তাঁহার পুত্রকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেন, তবে সেই পুত্র কি জননীর প্রতি ভোগবুদ্ধিতে ধাবিত হইবে, না 'আমি তোমার নিত্য দাস' এই অভিমানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জননীর আনুগত্যে পিতৃসেবা করিবে? সুতরাং পরম-করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ দয়া করিয়া জীবকে স্বাধীনতা দিয়াছেন বলিয়া সে কি স্বাধীনতার অপব্যবহার অর্থাৎ অনধিকারচর্চ্চা করিবেই—মায়াভিনিবেশরূপ বেশ্যাবৃত্তি অথবা বদমাইসি করিবেই। কৃষ্ণকে ভুলিয়া মায়াতে অভিনিবেশ বা ভোগবুদ্ধি করার সহজ ও সরল অর্থই হইতেছে 'বেশ্যা হওয়া অথবা বদমাইস্ হওয়া'। এই অপরাধের গুরুত্ব কি জীব বুঝিবে না?

চিন্ময় হইয়া জীবের মায়াভিরমণ।
অতি তুচ্ছ জুগুপ্সিত অনন্ত পতন

শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া স্বাধীনতা দিয়াছেন বলিয়া জীব কি স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিয়া নিত্যপতি ও নিত্যপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়া সতীত্ব বা সাধুত্ব লাভ করিবে না? জীব কি মায়াতে অভিনিবিষ্ট হইবার অর্থাৎ বেশ্যাবৃত্তি বা বদমাইসি করার বাহাদুরীতেই মত্ত থাকিবে? জীব কি কিছুতেই সাধুদিগের কথা শুনিবে না? "আর কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে"—এই শব্দ কি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিবে না? জীব কৃষ্ণকে ভুলিয়া মায়াতে অভিনিবেশ করিয়া যে ভীষণ অপরাধ করিয়াছে, তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত—তীব্র অনুতাপের অনলে অনুক্ষণ দগ্ধ হওয়া ও নিরন্তর "হরে কৃষ্ণ" বলিয়া ক্রন্দন করা।

কোন প্রজা যদি অধিকার লঙ্ঘন করিয়া রাজা সাজিতে চায়, তবে তাঁহার যেমন মৃত্যু-দণ্ড লাভ হয়, সেইরূপ নিত্য কৃষ্ণদাস অণু-চৈতন্য জীব যদি গোস্বামী করিয়া পুরুষ অর্থাৎ কৃষ্ণ সাজিতে চায়, তবে মায়ানির্ম্মিত জড়দেহে 'আমি-আমার'-বুদ্ধি-রূপ মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হয়। জড়দেহ জীব নহে। জড়দেহ অপরাধী জীবের শাস্তিভোগ করিবার কারাগার। জীব যতদিন শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত না হইবে—শ্রীকৃষ্ণভজন করিবার জন্য ব্যাকুল না হইবে, ততদিন জড়-স্থূল-লিঙ্গদেহরূপ মায়ার কারাগারে শাস্তিভোগ করিতেই হইবে। "আমি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস"—শ্রীকৃষ্ণভজন পরিত্যাগ করিয়াই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। হে কৃষ্ণ, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমাকে সর্ব্বক্ষণ তোমার ভজনে নিযুক্ত রাখ—আর আমি নিজ অধিকার অর্থাৎ তোমার ভজন পরিত্যাগ করিয়া অধিকার-লঙ্ঘন করিব না—আর অনধিকারচর্চ্চা করিয়া পুরুষ বা কৃষ্ণ সাজিয়া মায়ার প্রতি অভিনিবেশ করিব না"—এইরূপ সর্ব্বক্ষণ নিষ্কপটে ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন, বিজ্ঞপ্তি ও প্রার্থনা করিলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণ-ভজনপ্রদাতা, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ হইবেই। যিনি শ্রীকৃষ্ণকৃপায় সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণভজন-রূপ নিজ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন—অনধিকারচর্চ্চা করার প্রবৃত্তিরূপ ভীষণ ব্যাধি ব অপরাধ তাঁহাকে আর স্পর্শ করিতে পারে না।

"নিত্যকৃষ্ণদাস জীব তাহা ভুলি' গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

NOTICE.

The first annual General Meeting of the members of the Gaudiya Mission (Society registered under Act XXI of 1860) will be held at 9 A. M. on Thursday, the 13th March, 1941 (Gaur-Janmotsab day) at Sree Chaitanya Math, Sree Mayapur, Nadia.

All members are respectfully requested to be present.

The following subject will be taken up for consideration.

Agenda

1. Allegiance and Homage to Srila Acharyadev.
2. Report of the Governing Body.
3. Report regarding the Visva-Vaishnab-Raj-Sabha.
4. Report regarding the Nabadwip-Dham-Pracharini Sabha.
5. Accounts.
6. Appointment of Auditor.
7. Working of the Governing Body.
8. Byelaws and Regulations for the administration of the Society.
9. Any other subject that may be transacted at the Congregation.

Sree Gaudiya math,
P. o. Baghbazar Calcutta,
The 22. 2. 1941

Sundarananda Vidyavinode.
Secretary,
THE GAUDIYA MISSION

নিবেদন

শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নদীয়া-প্রকাশের টাকা বা পত্রাদি শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর নামে পাঠান।

ন ভক্তিসুধাকর প্রভুর অপ্রকট-মহোৎসব

মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী সোমবার পরম-পূজ্যপাদ মহামহোপদেশক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর অপ্রকটতিথি নিরন্তর হরিকথাশ্রবণ-কীর্ত্তন ও ভক্তিগ্রন্থ-পারায়ণ-মুখে উদ্‌যাপিত হয়। ঐ দিবস প্রত্যূষে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে গুরুবৈষ্ণববন্দনা, 'শ্রীগুরু-চরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম', পঞ্চতত্ত্ব, 'বৈষ্ণবী কৃপা সাগর' প্রভৃতি বৈষ্ণব-মহিমাসূচক পদাবলী কীর্ত্তনের পর 'মহা-মহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর' গ্রন্থখানি পারায়ণ আরম্ভ হয়। মধ্যাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী-মুখে তাঁহার চরিতকথা আলোচিত হয় এবং সন্ধ্যারাত্রিকান্তে উক্ত গ্রন্থখানি পারায়ণ শেষ হয়।

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে

গত ৫ই ফাল্গুন সোমবার নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট মহামহোপদেশক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর প্রথম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের সেবকগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

উক্ত দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণজীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও 'প্রভু, বৈষ্ণব ঠাকুর' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর "মহা-মহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর" গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন-সহকারে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীমঠে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় শ্রীগুরু-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও প্রার্থনাসূচক পদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর মঠসেবকগণ বঙ্গ ও উৎকল ভাষায় শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর অতিমর্ত্ত্য সেবাদর্শের কথা, শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণের কথা, শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, তাঁহার অমূল্য উপদেশাবলী, তাঁহার শ্রীনামপূজার আদর্শ প্রভৃতি [illegible] আলোচনা হয়। মঠসেবকগণ সমস্ত দিবস-ব্যাপী শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর [illegible] কথা [illegible]। [illegible] ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন [illegible] বিতরণ করা হয়।

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীগুরু আচার্য্য-দেবের সেবক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর প্রভুর অপ্রকটতিথিপূজা উপলক্ষে প্রভাতে ও রাত্রে 'মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর' গ্রন্থ হইতে তাঁহার জীবনী পাঠ হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅক্ষয়বন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪০১৫
সেবক—শ্রীনবকৃষ্ণ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনৃসিংহ ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীনন্দন দাস অধিকারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধরদাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ
রাউহার, (অনু সংবেদ গঙ্গার নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীরাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিনোদ অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
বুড়নবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সম্ভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাথারবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর পাটনা
সেবক—শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরাম, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক শ্রীব্রজেশ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ [illegible]

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন মথুরা
সেবক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণ, মথুরা।
সেবক—শ্রীব্রজমঙ্গল দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীবিলাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয় ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং,
নং বোম্বে ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীমাধব দাস অধিকারী

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রাণ ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটি
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটি
সেবক—শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী

জিয়ড়-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ স্বর্গদ্বার, পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাদামবাড়ি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীভগবান ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রজনাথগৌড়ীয়-প্রপন্ন-সদন
পোঃ [illegible], গঞ্জাম
সেবক—শ্রীঘনশ্যাম ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীদীনহীন দাসাধিকারী

অমর্ষি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণদাস দাসাধিকারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগদাধর-চৈতন্য দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ঝুমুরচুড়া, পোঃ চিরকুন্ডা (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং মিন্টন ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন
সেবক—শ্রীনবনীহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্লাট নং ২, ৫১, ডারহাম রোড, ক্লাপটন,
লণ্ডন, ইং
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীসেবানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীসনাতনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
জলন্ধর (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রীবিলাসচন্দ্র দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দগোপালদাস অধিকারী

কীর্ত্তনভজন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রীঅখিলেশ্বর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভাগবতদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৸/০	৷৵০	।০
" " ইঞ্চি	২\	১৷০	১৷০	১\
" " সিকি কলম	৫\	৪\	৩\	২\
" " অর্দ্ধ কলম	৮\	৭\	৬\	৫\
" এক কলম	১২\	১০\	১০\	৮\

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬\	৪৷০
" সিকি কলম	১৫\	১২\
" অর্দ্ধ কলম	২৫\	১৮\
" এক কলম	৩৬\	৩০\

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯\
ষাণ্মাসিক "	৫\
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১\

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান - শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুবা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ জয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১\ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুবা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ জয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে সনাতনধর্মিকাদ্যোতে অসমান মানবগণের সম্প্রদায়, সর্ব্বর মহাজন, অবতার, একালন, বহুবাদ ও তাহাসম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা-নিরসনমূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ, তত্ত্বিবাদক সর্ব্বসিদ্ধান্ত সকলও প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুবা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ জয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয়-সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট্ গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২\ দুই টাকা।

চৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু সম্বন্ধে শ্রীবিশ্বাসপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪\ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যালীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মুখবন্ধ তৎপরে শ্লোকসংখ্যা গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩\ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রতিপাদ্য বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের এক অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৯।০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গল্পাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীভূপতিরঞ্জন দাস এম্‌ এ, বি-এল, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১১-৬	১৩-১০	১৬-১৬	১৭-৫৬	২২-০
দমদম "	৫-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-৪০			২২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮-১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-৫৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১৩-৩৩	১৫-৫	১৮-৪৯	১৯-৪০	১-৩৮
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১৩-৫৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৫১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-০১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-১৯	১৮-১০	২০-৫০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
" ছাঃ	১৩-৭
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩-৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৭-৬	৯-১-৪	১১-২২	১৩-০	১৮-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-৩	১৬-১৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫৭	১১-৪৭	১৫-১০	১৯-৫৯	১৯-২২	২০-৪৬	৪-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১-১১	৪-৯০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৫	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩-৫	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪৬	২১-৪০	২৩-১৪	৬-১৬	

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয়-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমানাথ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্‌-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্‌গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে সমবেত বহু বহু সন্দেহবাদীর প্রশ্নসমূহের সমাধান ও বহু দেশীয় পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনবৃন্দের সহিত তিনি যে সকল সংলাপ করিয়াছিলেন, তাহার তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ সারমর্ম্মসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরূপ সনাতনাদির সিদ্ধান্তসমূহের ও তদনুগ সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীগৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—ঃ০ঃ—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

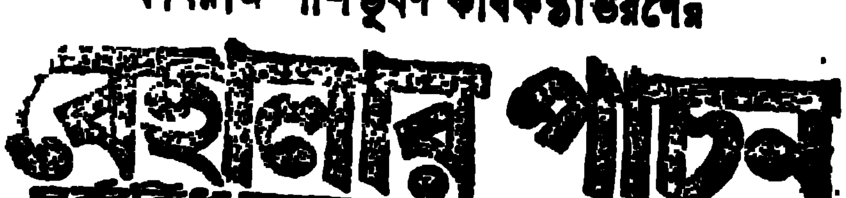

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। ইহার কার্য্যকারিতা অত্যন্ত অধিক। শিশু, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

ফোন নং ২৪ বড়বাজার

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. C. 310.

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ | ১৫ গোবিন্দ ৪৫৪ গৌরাব্দ ১৫ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার | ২১৩-২১৪তম সংখ্যা

শ্রীভজনরহস্যে শ্রীভক্তি-বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ভজনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-মাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক যাতিবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ তদীয় গুরু-বর্গের কৃপাদেশে শুদ্ধভাগবত্ভক্তি-সম্মত-ভাষ্য-সম্বলিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ইংরাজী ভাষায় সংকলন ও সম্পাদন করিয়া বহুদিনের একটি অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-সম্মত ব্যাখ্যা সহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী ভাষায় এই প্রথম প্রকাশ।

গৌড়ীয়মিশনের সেক্রেটারী মহামহো-পদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় এই গ্রন্থের প্রকাশক। তিনি এই গ্রন্থের জন্য একটি সুন্দর উপোদ্ঘাত লিখিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থের 'অবতরণিকা' গ্রন্থের সংকলনকর্ত্তা ও সম্পাদক স্বয়ংই লিখিয়াছেন। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সার-মর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সরল সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধ-সৌকর্য্যার্থে সমস্ত কঠিন শ্লোকসমূহের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা যথাস্থানে স্থান লাভ করিয়াছে। গ্রন্থের অন্তভাগে দুর্ব্বোধ্য শব্দসমূহের সরল অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

গীতা-শাস্ত্রে আঠারটি অধ্যায়; তন্মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায়ে 'কর্ম্ম', দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে 'ভক্তি' ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে 'জ্ঞান' পৃথক্ পৃথক্-রূপে বিচারিত হইয়া চরমে ভক্তিরই শ্রেষ্ঠতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তি—অত্যন্ত গুহ্যতম; অথচ জ্ঞান ও কর্ম্মের জীবনস্বরূপ ও সর্ব্বসারক বলিয়াই ভক্তিবিষয়ক বিচারকে মধ্যস্থিত ছয় অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন স্থলে শ্রীগীতাশাস্ত্রে 'জীবের চরম উদ্দেশ্য' বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চরমে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকে 'ভগবৎ-শরণাপত্তিই' যে 'সর্ব্বগুহ্যতম' উপদেশ, ইহা পরিজ্ঞাত হইবে। পাঠকগণ ভক্তিপূত-অন্তঃকরণে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ শুদ্ধ-গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভাষ্য অনুযায়ী সংকলিত ও সম্পাদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করত জীবন সফল করুন।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল-ক্রাউন ষোল পেজী আকারে প্রায় ৩৯৮ পৃষ্ঠায় এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা দুই টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীচৈতন্যদেব

(তৃতীয় সংস্করণ)

এ বৎসর শ্রীশ্রীব্যাসপূজার সময় গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় রচিত শ্রীচৈতন্যদেব গ্রন্থের ৩য় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের আনুপূর্ব্বিক চরিত-কথা, সমসাময়িক অবস্থা ও শিক্ষার কথা সরল সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনমাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরমানন্দিত ও পরমোপকৃত হইয়াছেন ও হইতেছেন। এ সংস্করণে বহু স্থান পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও মহাবদান্যতার কথা দুইটী পৃথক্ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ১০২টী অধ্যায়ে ৪২৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বহু আলেখ্য, মেজর জেনেরেল্ ক্রস্ কৃত ও জিঃ জন্ ষ্টর্টিন্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্গের প্রাচীনতম দুষ্প্রাপ্য দুইটী মানচিত্র ও অন্যান্য মানচিত্রাদি এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থের কাগজ খুব উৎকৃষ্ট এবং বাঁধাই খুব সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ১৷০। প্রাপ্তিস্থান—সত্যা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে শ্রীসচ্চিদানন্দ-গ্রন্থমালার ২য় খণ্ডরূপে উৎকল ভাষায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশক—শ্রীমাধবেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী। এই গ্রন্থটী ১৪টী প্রসঙ্গে বিভক্ত। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সংক্ষিপ্ত চরিত, নামাপরাধ, শ্রীল ঠাকুরের অপ্রকটলীলার কথা, ১৪-টী প্রশ্নোত্তর, তাঁহার দশমূলশিক্ষা প্রভৃতি বহু কথা আলোচিত হইয়াছে। উৎকলভাষায় এই জাতীয় গ্রন্থ আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। এই গ্রন্থ ১২৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীগুরুবর্গের কয়েকটী আলেখ্য এবং শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীযোগপীঠের আলেখ্য সংযুক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জন-মাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করিবে, সন্দেহ নাই। ইহার ভিক্ষা মাত্র দশ আনা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ, কটক।

EROTIC PRINCIPLE AND UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু প্রণীত "Erotic Principle and Unalloyed Devotion" নামক গ্রন্থের নবসংস্করণ গুরুবর্গের ইচ্ছায় মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা ও নূতন সংস্করণ প্রকাশক শ্রীযুক্ত সজ্জনসুহৃৎ গুরুবান্ধব এম-এ, বি-এল মহোদয় লিখিত গ্রন্থকারের পরিচয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। ইহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে প্রত্যেক সজ্জনমাত্রেই উহার আলোকে বাস্তব-সত্যের সন্ধান স্ব-স্ব যোগ্যতানুসারে অবশ্যই পাইবেনই। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হওয়ায় বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই পরমোপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে গত ১০ই ফেব্রুয়ারি শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীপুরুষোত্তমমঠে মহোৎসব হরিকীর্ত্তনমুখে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকান্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্য [illegible] হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা [illegible] হয়। "দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচ রে আমার মন", "নিতাইপদকমল কোটিচন্দ্র সুশীতল" প্রভৃতি মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর উপদেশক শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু [illegible] শ্রীমদ্ভা[illegible] হইতে [illegible] করেন। [illegible] শ্রীনীলা প্রকাশ [illegible] সন্ধ্যারাত্রিকের পর পুনরায় গুরুবন্দনা, তুলসীকীর্ত্তন, পঞ্চতত্ত্ব ও অন্যান্য মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথা আলোচনা করেন। তৎপরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয় সংসার যায় ক্ষয়॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ গোবিন্দ ম.দি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৪

চেতনতা

চেতনতাই জীবের জীবন। দেহ ও মন চেতন নহে। আত্মাই চেতন। চেতন-শক্তি কৃষ্ণভাগা। কৃষ্ণভাগা দর্শনই চেতনদর্শন। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ জীবাত্মা নহে। জড়দর্শনে বিশ্ব, আর চেতনদর্শনে গোলোক। জীব হরির সহিত অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

জীব কভু জড় নয়, হরি কভু নয়।
হরি সহ জীব-চিন্ত্য ভেদাভেদময়॥
দেহ কভু জীব নয়, নহে ভোক্তা নয়।
দাস ভোগ্য জীব, কৃষ্ণ প্রভু ভোক্তা হয়॥

হরিই ভগবান্। তিনি স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির আশ্রয়। কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা। চেতনদর্শনে নিজেকে প্রভু বা বৈষ্ণব বলিয়া অভিমান নাই। সেখানে নিজেকে প্রভু-অভিমানের পরিবর্ত্তে তৃণাধিক দীনজ্ঞান সর্ব্বভাবে প্রকাশিত। ভক্তিই চেতনতা। সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অনুকূলভাবে কৃষ্ণপ্রেমের আনুগত্য অনুশীলনের অনুশীলনই শুদ্ধভক্তি। ভক্তি বা সেবায় সেবকাভিমান ব্যতীত অন্য অভিমান বিন্দুমাত্রও থাকিতে পারে না। ভক্তিতে কর্ত্তৃত্বের লেশমাত্রও নাই। শুদ্ধভক্তিতে ভোগ ত্যাগ ও ত্যাগ-ত্যাগ এই দুই প্রকার চাপই আছে। এককথায় সেখানে ভোগময় বা ত্যাগময় শঠ বা প্রচ্ছন্ন কোনপ্রকার অস্বচ্ছতা নাই। যেখানে চেতনতা, সেইখানেই সেবোন্মুখতা। বহির্ম্মুখতাই অচেতনত্ব। সেখানে ভোগদর্শন, সেখানে চেতনতার স্বরূপের প্রকাশ নাই। সাধুগুরু-কৃপায় চক্ষুষ্মান্ চেতনদর্শন বা সেবাদর্শন লাভ করিলে জড়দর্শন বা ভোগদর্শনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় প্রকৃত স্বাস্থ্য লাভ হয়।

সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে কীর্ত্তনই চেতনতার লক্ষণ। কৃষ্ণকীর্ত্তন সেবোন্মুখতাই স্বাস্থ্য বা চেতনত্ব। সেবোন্মুখতাই অচেতনতা বা অজ্ঞতা। তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণসেবিগণ, প্রচারক মন,
প্রতিষ্ঠাভিক্ষুক তাঁ'রা নহে পর।
প্রাণ আছে যাঁ'র, সে হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব॥
মায়াবাদে যদি, ছাড় ভোগ অহি,
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তন-গৌরব।
মায়ানিভজন, তাহা ছাড়ি মন,
কেন বা নির্জ্জন-ভজন কৈতব।
শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-রব।
-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সেকালে ভজন নির্জ্জনে সম্ভব॥

দেহ ও মন চেতনের আবরণ। ইহারা চেতন নহে। চৈতন্যই দেহমনের মালিক ভগবানই চেতনতার কারণ। চেতনতা—জীবাত্মা। এই জীব বা আত্মা গৃহে রক্ষিত আলোর ন্যায়। আলোর সাহায্যে যেরূপ গৃহের অনুশীলন সম্পন্ন হয়, তদ্রূপ চেতনতার সাহায্যে শরীর ও মনের অনুশীলন সম্পন্ন হইয়া থাকে। চেতনতা ব্যতীত শিল্পচর্চ্চা, বিজ্ঞানচর্চ্চা বা অন্য কোন চর্চ্চাই সম্পন্ন হইতে পারে না। চেতনই মূল। কিন্তু আমরা চেতনকে বাদ দিয়া অন্যান্য কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা গৃহীকে বাদ দিয়া গৃহকে—দেহীকে বাদ দিয়া দেহকে সাজাইতে দ্বিধা-আশঙ্কা না করিয়া দেহ-রক্ষার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছি। চেতনকে বাদ দিয়া অচেতনের আলোচনায় আমার অমূল্য সময় কেবল বৃথা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কিন্তু সেদিকে আমার দৃষ্টিপাত আছে কি?

চেতনেরই সহিত চেতনের সম্বন্ধ—বিভুচৈতন্যের সহিতই জীব চৈতন্যের নিত্য সম্বন্ধ। জীব ভগবানের। ভগবান্ বৃহৎ-চেতন, জীব ক্ষুদ্র-চেতন। সুতরাং জীব ভগবানের অধীন। যতক্ষণ জীব ভগবানের সহিত সংযোগ থাকে, ততক্ষণই তাহার শুদ্ধতা, ততক্ষণই তাহার উপাদেয়তা। স্ফুলিঙ্গ যতক্ষণ বৃহৎ অগ্নিতে থাকে, ততক্ষণ ইহা পূর্ণ অবস্থায় থাকে, কিন্তু বাহিরে আসিলে ইহা বাতাসে নিভিয়া যায়, এমন কি, অঙ্গারে পরিণত হইতে পারে। আমরাও সেইরূপ ভগবদ্রূপ বৃহৎ অগ্নি হইতে বাহিরে আসিয়া—ভগবানকে ভুলিয়া আমাদের শক্তি হারাইয়াছি, অঙ্গারবৎ হইয়া পড়িয়াছি। আমরা আজ চেতনের ধর্ম্ম হারাইয়া আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এই চারি পশুর অনুরূপ হইয়া পড়িয়াছি। আমি কে, আমার কর্ত্তব্য কি, এ সকল কিছুই আমি বর্ত্তমানে বুঝিতে পারিতেছি না। এই অজ্ঞতাই জড়ের ধর্ম্ম, এই অজ্ঞতাই চেতন-সংসর্গ-রাহিত্যের ফল—মায়া। আমরা এখন স্বভাব ভুলিয়া স্বভাবগ্রস্ত। তাই আমাদের এত দুর্দ্দশা। এই দুরবস্থার কথা—এই অজ্ঞতার কথা—এই বিপদের কথা যিনি আমাদিগকে জানাইয়া দেন, তিনিই সাধু, তিনিই সদ্গুরুরূপী ভগবান্। সেইজন্য অন্তর্যামী সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ের আবশ্যকতা আছে। কয়লা যেমন জ্বলন্ত অগ্নির সংস্পর্শে জ্বলিয়া উঠে, তদ্রূপ বদ্ধজীব—অভাবগ্রস্ত জীব পূর্ব্বের সাধুগুরুর সংস্পর্শে আসিয়া নিজ স্বভাব ফিরিয়া পায়। শ্রীগুরুদেবই সম্বন্ধজ্ঞানরূপ অগ্নি-সংযোগ করিয়া দেন। তখনই জীব অচেতনের সংসর্গ ছাড়িয়া—জাড্য ছাড়িয়া চেতনময় উপদেশ-বাতাসের সহায়তায় পুনরায় ভগবৎসেবাচেষ্টায় জ্বলিয়া উঠে। সাধুগুরুর সংসর্গ ব্যতীত চেতনতার উদ্বোধন অসম্ভব। জড়ের অনুশীলন চেতনতার উদ্বোধন করিতে পারে না। চৈতন্যই চেতনতার একমাত্র উদ্বোধক, চৈতন্যই চেতনতার একমাত্র নিয়ামক।

ভগবান্ পরমদয়াল। তাঁহার দয়ার তুলনা নাই। জীব যখন তাঁহাকে ভুলিয়া এখানে আসে, তখন সর্ব্বজীবনাথ ভগবান্ তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য—নিদ্রিত তাঁহাকে জাগাইবার জন্য এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। তখন ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের নিজের আনুগত্যে আমরা চেতনতায় উদ্বুদ্ধ হইতে পারি। চেতনের আনুগত্য, চেতনের সঙ্গ, চেতনে প্রীতি, চেতনে আপনজ্ঞান, নিজ চেতনত্বের উপলব্ধি ও চেতনের প্রতি অভিনিবেশ চেতন সাধুর কৃপায় লাভ না হইলে অচেতনাভিনিবেশ যাইবে না, জড়াভিমান কাটিবে না।

জীব ও জীবের বন্ধন

(প্রাপ্ত)

এই বিশ্বে আমরা যে কোনও একটী দেহ ধারণ করিয়া রক্তমাংস-গঠিত দেহকেই 'আমি' মনে করি এবং পিতা-মাতা-প্রদত্ত কোনও একটী নামকেই আমাদের স্বরূপ মনে করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের জড়দেহের অভ্যন্তরে যে চেতন বা আত্মা আছে তাহার খোঁজ আমরা কেহই রাখি না। চৈতন্য বা আত্মা আছে বলিয়াই জীবের জীবত্ব, নতুবা 'জীব'শব্দের কোনই মূল্য থাকে না। আমাদের রক্তমাংসের অনিত্য সম্বন্ধে বা স্থূল-পরিচয়ে যেরূপ আমি অমুক পিতামাতার সন্তান, আমার পিতৃ-মাতৃ-সেবাই ধর্ম্ম, অথবা আমি পিতা অথবা মাতা, আমার পুত্র-কন্যা-লালন-পালনাদিই ধর্ম্ম অথবা আমি অমুক স্বামীর পত্নী, আমার পতিসেবাই ধর্ম্ম, অথবা আমি অমুক পত্নীর স্বামী, আমার পত্নীকে রক্ষণাবেক্ষণই ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য, অথবা ব্রহ্মাণ্ডের পারিপার্শ্বিক নানাপ্রকার কর্ত্তব্য যথা—দেশসেবা, জনসেবা প্রভৃতি ধর্ম্ম বা কর্ম্ম আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা যেরূপ তাহা করিতে বাধ্য হই, তদ্রূপ আমাদের স্বরূপের পরিচয় বা নিত্য সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই যে, আমরা চেতনস্বরূপ—আত্মবস্তু। আমরা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাসানুদাস। অতএব আমাদের নিত্যসম্বন্ধ বা নিত্য-পরিচয়ে শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সেবাই আমাদের ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। জীব কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। ভগবান্ হইতে নিত্য ভেদ এবং নিত্য অভেদ-প্রকাশ। তটস্থধর্ম্মবশতঃ জীব কৃষ্ণ ও মায়া যে কোনও দিকে মুখ ফিরাইতে পারে। জীবের অবস্থান-বিষয়ে শাস্ত্র বলিয়াছেন, "তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ।" এই জীবাত্মার দুইটী স্থান আছে—ইহলোক ও পরলোক। জাগ্রত ও সুষুপ্তির সন্ধিরূপ 'স্বপ্নস্থান' তৃতীয়। তিনি (জীবাত্মা) সন্ধিরূপ তৃতীয় স্থানে থাকিয়া জাগ্রদ্রূপ পরলোক এবং সুষুপ্তিরূপ ইহলোক, এই উভয় স্থানই অবলোকন করেন।

জীবের স্বতন্ত্রতারূপ একটী মহামূল্য রত্ন আছে। এই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার এবং অপ-ব্যবহার করিবার শক্তি জীবের আছে। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা বা তাঁহাতে ভক্তিই জীবাত্মার স্বাভাবিক-বৃত্তি। কিন্তু অনাত্মপরিচয়ে সেই বৃত্তি আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। জলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম তরলতা কিন্তু কোন ঔপাধিক প্রক্রিয়ার দ্বারা যেরূপ তাহা বরফ আকারে কাঠিন্যপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীব ঔপাধিক আবরণে স্বরূপবিস্মৃত হইয়া বিরূপের অভিমানকেই সত্য বলিয়া মনে করিতেছে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥

অর্থাৎ সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইলে জীব স্বরূপতঃ এই ত্রিগুণের অতীত হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অন্তর্গত 'প্রাকৃত' বলিয়া অভিমান করে। এই ত্রিগুণজাত প্রাকৃত-অভিমানবশতঃ উহার অনর্থ ঘটিয়া থাকে।

এই মায়িক বিশ্বে জীব মায়িক অভিমানে কখনও সুখী, কখনও দুঃখী, কখনও রাজা, কখনও প্রজা, কখনও ধনী, কখনও নির্ধন, কখনও স্ত্রী, কখনও পুরুষ, কখনও বালক, কখনও যুবা, কখনও প্রৌঢ়, কখনও বৃদ্ধ, কখনও বা নিজেকে জন্ম-মৃত্যুর অধীন বলিয়া মনে করে। কিন্তু শাস্ত্র বলেন, জীবাত্মা ষড়্‌বিকাররহিত। সুতরাং অজ অর্থাৎ জন্মরহিত। নিত্য অর্থাৎ সকল কালেই বর্ত্তমান। তাঁহার জন্মমৃত্যু নাই। পুনঃ পুনঃ তাঁহার উৎপত্তি কি বৃদ্ধি হয় নাই বা হইবে না। তাঁহার অপক্ষয় বা নাশ নাই। তিনি পুরাতন অথচ নিত্য-নবীন। জন্ম-মরণশীল শরীরের বিয়োগে তিনি হত হন না। জীবাত্মা অস্ত্রাদিতে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে আর্দ্র হন না এবং বায়ু দ্বারা শুষ্ক হন না। ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু ও অচল। ইনি সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান। ভগবান্ নিত্যবস্তু; জীবও নিত্যবস্তু। ভগবান্ পূর্ণচেতন, জীব অণুচেতন। ভগবান্ ভোক্তা, জীব তাঁহার ভোগ্য। এই সেব্য-সেবকসম্বন্ধ-বিস্মৃত অনাত্ম-প্রতীতিই জীবের বন্ধন। মায়িক

ভর্ত্তা কর্ত্তা রক্ষিতা জগতাং জগন্নাথ। জিনয়েছে জন্ম দিয়া তাঁহার চরণ

জগতে এক দেহের সহিত অপর দেহের যে ঔপাধিক সম্বন্ধ বা বন্ধন তাহা কখনও প্রকৃত বন্ধন হইতে পারে না। সম্বন্ধ বা বন্ধনই আমাদিগকে বস্তুর সহিত যোগ বা সান্নিধ্য করায়। বস্তুর স্বরূপভ্রমই বন্ধনের বিপর্য্যয় করিয়াছে। বস্তুতঃ ভগবানের সহিত জীবের যে নিত্য সম্বন্ধ, তাহাই প্রকৃত বন্ধন। অন্যের বন্ধন অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর, হেয় ও দুঃখদায়ক। পূর্ণবস্তুর বিকৃত-প্রতিফলন মায়া বা ছায়ার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আমরা দুঃখকেই সুখ বলিয়া মনে করি। কিন্তু মূলবস্তুর ছায়া বা মায়া কখনও জীবের আনন্দদায়ক হইতে পারে না। নিত্যসম্বন্ধবিস্মৃত হইয়া আমরা অনিত্য বন্ধনে জড়িত হইয়া যে দুঃখকে বরণ করিয়াছি, তাহা জীবদুঃখকাতর পতিতপাবন আচার্য্যবর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

জীব যবে হইলেন কৃষ্ণবহির্ম্মুখ।
মায়াদেবী তবে তাঁ'রে বাধিলেন সুখ॥
মায়াসুখে মত্ত জীব শ্রীকৃষ্ণ ভুলিল।
সেই সে অবিদ্যাবশে অবিদ্যা অমিল॥
অবিদ্যা হইতে দৈল মায়াভিনিবেশ।
তাহা হইতে অনন্ত রাগ আর দ্বেষ॥
এইরূপে জীব কর্মচক্রে প্রবেশিয়া।
উচ্চাবচ-গতিক্রমে ফিরেন ভ্রমিয়া॥
কোথা সে বৈকুণ্ঠানন্দ, শ্রীকৃষ্ণবিলাস!
কোথা মায়াগত সুখ, দুঃখ, সর্ব্বনাশ!!
চিত্তস্থ হইয়া জীবের মায়াভিমান।
অতি তুচ্ছ দুর্গন্ধিত অনন্ত পতন॥
মায়িক দেহের ভাবাভাবে ব্যস্ত করি'।
পতন জীবের কি কষ্ট আহা মরি!
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ হয়।
পুনরায় শুদ্ধ নিত্যধর্ম্মের উদয়॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা হয় আলোচন।
পূর্ব্বভাব উদি' কাটে মায়ার বন্ধন॥

জলের তরলতাই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সাময়িকভাবে তাহাকে বরফ আকারে কাঠিন্যপ্রাপ্ত হইতে দেখা যায় সত্য, তাই বলিয়া যদি কেহ বরফ দেখিয়া জলের তরলতা-ধর্ম্ম অস্বীকার করিয়া বলে যে বরফই জলের স্বরূপগত পরিচয়, তাহা যেরূপ নিরর্থক হয়, তদ্রূপ জীবেরও মায়িক অনিত্য পরিচয় ও ঔপাধিক-ধর্ম্ম নিরর্থক হয়। আমরা যাহাতে পুনঃ স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারি তজ্জন্য শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ অশেষ প্রেরণা প্রদান করিতেছেন, কিন্তু আমি চেতনবস্তু হইয়াও এতটা জড়ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছি, জড়াভিনিবেশ আমার এত প্রবল হইয়াছে যে, চেতনের সামান্য স্পন্দনও আমি কোন সময়ের জন্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। অথচ একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, চেতন না থাকিলে, দেহ হইতে আত্মা চলিয়া গেলে তাহাকে 'জীব' শব্দের পরিবর্ত্তে 'শব' আখ্যা দেওয়া হয়। তাই বলিতেছিলাম, আমি চেতনবস্তু হইয়াও সাধুগুরু ও শাস্ত্রের চেতনবাণী শ্রবণ করিয়া তাহা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলাম না, তত্ত্ব, ভক্তি, জীব ও ভগবানের নিত্যত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, তাই বিরূপের অভিমান ও মায়িক বন্ধন আমাকে জড়িত করিয়া ফেলিল, আমি নিত্য সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলাম না। জীবের পক্ষে ইহা হইতে খেদের বিষয় আর কি আছে? তাই—

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করি এই নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ সংসারনিধি, তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি' মোরে কর পার॥

বিভিন্নমঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

——:•:•:——

গয়ায়

গত ৪ঠা ফাল্গুন, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার শ্রীকৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের একান্ত আনুগত্যে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সপ্তাশীতিতমবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি-পূজা-মহোৎসব হরিকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত দিবস প্রত্যুষে শ্রীগুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, 'গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া' প্রভৃতি মহাজনগীতি-কীর্ত্তনান্তে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তন সম্পন্ন হয়। আরাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ২য় খণ্ড পারায়ণ হইতে থাকে। পরে বর্ত্তমান বর্ষের "শ্রীশ্রীব্যাস-পূজাসংখ্যা নদীয়া-প্রকাশ" হইতে "শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথামৃত" ও "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত" পাঠ করা হয়। তৎপরে পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা একটী সুরম্য মঞ্চোপরি স্থাপনপূর্ব্বক বিচিত্রবর্ণের পত্র-পুষ্প-পল্লবাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। সেবকগণ আলেখ্যার্চ্চার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, 'গুরুদেব, কৃপাবিন্দু দিয়া', 'কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর' প্রভৃতি প্রার্থনামূলক গীতি কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ভোগারতি-কীর্ত্তন সম্পন্ন হইবার পরে মঠসেবকগণ ও গৃহস্থভক্তগণ পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে বন্দনা ও প্রণতিস্তুতিকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপরে উপস্থিত ভক্তগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

অপরাহ্ন ২ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা গৌড়ীয়, নদীয়া-প্রকাশ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী পাঠ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে পুনরায় শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা গৌড়ীয় পাঠ ও হিন্দিভাষায় ব্যাখ্যা হয়। অতঃপর 'এইবার করুণা কর' গীতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

——

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সপ্তাশীতিতম-বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব তিথিপূজা পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী আলোচনা ও কৃপাপ্রার্থনামুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যুষে মঙ্গলারাত্রিক, উষঃকীর্ত্তনাদি অন্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী পারায়ণ আরম্ভ হয়। অপরাহ্নে শ্রীমঠের প্রবণসদনে একটি বিদ্বজ্জনমণ্ডিত-সভার অধিবেশন হয়। সন্ধ্যারাত্রিক, তুলসীপরিক্রমা, গুরুবৈষ্ণববন্দনা ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা-সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশ পাঠ হয়। তারপর শ্রীপাদ পঞ্চানন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য পঞ্চম অধ্যায় হইতে শ্রীব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীব্যাসপূজার তাৎপর্য্য, গুরুপূজাই ব্যাস-পূজা প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করেন।

পাঠান্তে "গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে" ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। তারপর উপস্থিত প্রায় একশত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

——

বোম্বে গৌড়ীয়মঠে

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিতে বোম্বে গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীগুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, "জয় রে জয় রে জয়" প্রভৃতি কীর্ত্তনের পর ১৬শ বর্ষ গৌড়ীয় হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের লিখিত "আলো'র অনুসরণে" নামক প্রবন্ধটী শ্রীপাদ নিখিলপ্রভু দাসাধিকারীজী পাঠ করেন। অতঃপর কীর্ত্তন হয়।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীআলেখ্যার্চ্চা নাট্যমন্দিরে মঞ্চোপরি উপরে সুগন্ধি-পুষ্পমাল্য ও পল্লবাদি দ্বারা সজ্জিত করা হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা শিরে ধারণ করিয়া পতিতপাবন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়। বেলা তিন ঘটিকার পর গৌড়ীয় হইতে শ্রীব্যাসপূজা ও শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে পাঠ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবন্দনা ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত উপদেশক শ্রীপাদ নিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বাগ্মীবর প্রভু গৌরনিজজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্ব, শ্রীভগবান্ ও শ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছাকৃত আবির্ভাব ও তিরোভাব এবং কর্ম্মফল-বাধ্য জীবের জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে প্রভেদ, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবমঙ্গলহেতু বিভিন্ন প্রকারে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার এবং আচরণ করত প্রচার, তাঁহার শিক্ষাধার, শ্রীগুরুপরম্পরার নিত্যত্ব প্রভৃতি বিষয় ইংরাজী ভাষায় আলোচনা করেন। তৎপরে উপস্থিত সকলকেই শ্রীমহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

——

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে

গত ৪ঠা ফাল্গুন রবিবার দিবস পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সপ্তাশীতিতমবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাববাসরে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব হরি-সংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রাতে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক, গুরু-বন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনাদির পর শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা আলোচনা হয়। তৎপরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন সহকারে শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়। বেলা ১০ ঘটিকার সময় বন্দনা ও কীর্ত্তনমুখে শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর-দৃষ্টিতে সুসজ্জিত শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের গুরুবন্দনা ও কীর্ত্তনাদির পর সমুপস্থিত ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা কীর্ত্তিত হয়। পরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত ব্যক্তিগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠে

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবর্গ পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সপ্তাশীতিতম আবির্ভাব-তিথিপূজা-মহোৎসব হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-মুখে সুসম্পন্ন করেন। এতদুপলক্ষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে শ্রীমঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক-কীর্ত্তন ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে "শ্রীসরস্বতীসংলাপ" গ্রন্থ পারায়ণ হইতে থাকে। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর অভিষেক, ভোগরাগ ও বিচিত্র পুষ্পশৃঙ্গারাদি

দুই। সেবকগণ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্যে পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীআলেখ্যার্চ্চা বিচিত্র বস্ত্র ও সুগন্ধি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা একটী উচ্চাসনে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

উৎসব দিবস প্রায় শতাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীপ্রপন্নাশ্রমমঠে

পরমারাধ্যতম ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের পূর্ব্বাহ্নদত্তো তাঁহার কৃপায় আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রমমঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব কীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ৪ঠা ফাল্গুন প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, অর্চ্চনপূজা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ পাঠ করা হয়। তাহার পর একটী উচ্চবেদীতে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র ও পত্র-পুষ্পাদির দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। মঠবাসী, গৃহস্থ ও উপস্থিত ভক্তগণ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তাহার পর পঞ্চতত্ত্ব ও বিবিধ পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীগৌড়ীয় হইতে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ পাঠ করা হয়। অতঃপর মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সমাগত আহূত ও অনাহূত বহু সজ্জন ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সপ্তষষ্ট-বর্ষ-পূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিপূজা হরিসংকীর্ত্তনমুখে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে

ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিকান্তে গুরুবন্দনা, অর্চ্চনপূজা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন হয়। তৎপরে নদীয়াপ্রকাশ পাঠমুখে ইংরাজি করা হয়। সন্ধ্যায় গুরুবন্দনা, কর্ণাটক, পঞ্চতত্ত্ব ও রূপানুগভজনমূলক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ পাঠ হয়। পরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত সজ্জন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

NOTICE.

———:o:(o):o:———

The first annual General Meeting of the members of the Gaudiya Mission (Society registered under Act XXI of 1860) will be held at 8 A. M. on Thursday, the 13th March, 1941 (Gaur-Janmotsab day) at Sree Chaitanya Math, Sree Mayapur, Nadia.

All members are respectfully requested to be present.

The following subject will be taken up for consideration.

Agenda

1. Allegiance and Homage to Srila Acharyadev.
2. Report of the Governing Body.
3. Report regarding the Visva-Vaishnab-Raj-Sabha.
4. Report regarding the Nabadwip-Dham-Pracharini-Sabha.
5. Ants.
6. Appointment of Auditor.
7. Working of the Governing Body.
8. Byelaws and Regulations for the administration of the Society.
9. Any other subject that may be transacted at the Congregation.

Sree Gaudiya math,
P. o. Baghbazar, Calcutta.
The 22. 2. 1941

Sundarananda Vidyavinode.
Secretary,
THE GAUDIYA MISSION

ল ভক্তিসুধাকর প্রভুর অপ্রকট-মহোৎসব

——:o:(o):o:——

দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমপূজনীয় শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর অপ্রকট-তিথি-পূজা মহোৎসব নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিরহসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর মঠসেবকগণ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে 'শ্রীশ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলি' প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

লক্ষ্ণৌতে

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিসে মহামহোপদেশক শ্রীশ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর অপ্রকট-তিথি "মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু", নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত তাঁহার পত্রাবলী প্রভৃতি আলোচনামুখে সম্পূজিত হন। ঐ দিবস সন্ধ্যায় শ্রীপাদ সেবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতির কথা আলোচনামুখে প্রায় এক ঘণ্টাকাল তাঁহার ভক্তিনিষ্ঠ চরিত্রের কথা আলোচনা করেন।

গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার পরমপূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর অপ্রকটোৎসব গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে মাধুকরী ভিক্ষা ও নিরন্তর শ্রীগুরুবৈষ্ণবমহিমাকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস প্রত্যূষে উষঃকীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ হইবার পর শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তন হয়। অতঃপর মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু পারায়ণ হইতে থাকে। অপরাহ্নে চতুর্দ্দশ বর্ষ নদীয়াপ্রকাশ হইতে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্রাবলী ও গত বৎসরের শ্রীভক্তিসুধাকর-বিরহ-সংখ্যা গৌড়ীয়, শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক তাঁহার মহিমা-বর্ণন প্রভৃতি প্রসঙ্গ পাঠ হয়। রাত্রিতেও শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা গৌড়ীয়ে প্রকাশিত 'শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলি'-শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বনে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করা হয়। পাঠের আদ্যন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী মেদিনীপুর গৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্মের একনিষ্ঠ সেবকবর নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীল মায়াবাদাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর প্রথম বার্ষিক বিরোভাব-মহোৎসবে সংকীর্ত্তন, ভোগরাগ, হরিকথা, শ্রীল ভক্তিসুধাকর গ্রন্থ পারায়ণ হয় এবং গৌড়ীয়, নদীয়াপ্রকাশ হইতেও তাঁহার অভিনির্ভর সেবাদর্শের কথা আলোচিত হয়। সমাগত প্রায় দেড়শতাধিক ব্যক্তিকে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব

——::(o)::——

গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার, গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবরাহদ্বাদশী দিবস মঠসেবকগণ কীর্ত্তনমুখে শ্রীবরাহদেবের প্রকট-তিথির সম্মান করেন। উক্ত দিবস অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব, পৃথিবী উদ্ধার, হিরণ্যাক্ষবধ প্রভৃতি প্রসঙ্গ পাঠ হয়। রাত্রিতে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমুরারিগুপ্তের গৃহে শ্রীমহাপ্রভুর বরাহমূর্ত্তি-প্রকটপ্রসঙ্গ পাঠ হয়।

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর প্রকটতিথিপূজা পাঠ, কীর্ত্তন ও হরিকথা-আলোচনামুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঠসেবকগণ শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর বিভিন্ন মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরিত পাঠ করেন। অপরাহ্নে ১॥ ঘটিকার পর ১৫শ বর্ষের নদীয়াপ্রকাশ হইতে "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু" শীর্ষক প্রবন্ধ আলোচনা করা হয়। অতঃপর শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি ও মধ্যখণ্ড হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ হয়। রাত্রিতেও অন্তলীলার পঞ্চম অধ্যায় হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠের আদি ও অন্তে 'নিতাই গুণমণি' ও 'নিতাইপদকমল' প্রভৃতি পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠালয়ে

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয়মঠালয়ে সেবকবৃন্দ শ্রীভৈমী-একাদশী, শ্রীবরাহ-দ্বাদশী ও শ্রীনিত্যানন্দত্রয়োদশী—এই দিবসত্রয় নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণবগণের কথাশ্রবণ, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, 'গৌড়ীয়' 'নদীয়া-প্রকাশ' আলোচনা, মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন প্রভৃতি বিভিন্ন ভজনানুষ্ঠানমুখে এই মাঘী তিথিত্রয়ের যথাবিহিত সম্মান করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-দিবস অহোরাত্র নিরম্বু উপবাসমুখে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনবকিশোর ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন -ং বড়বাজার ৩.১৫
সেবক—শ্রীঅবধূতভক্তি দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি-পাট
বামনপুকুর, শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীকমলনিধি ব্রহ্মচারী

অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধর মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীনন্দন দাস অধিকারী

ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

জহ্নুদ্বীপ,গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধরদাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅক্ষয়ানন্দ দেবাধিকারী

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীরাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ-পরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ
বালিয়াটী, পোঃ বালিয়াটী, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীহরিপদ ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবগদাধর বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীভক্তিজীবন দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
এনং পাণ্ডাবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর পাটনা
সেবক—শ্রীনারদপ্রভু দাসাধিকারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
চান্দচৌরা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীপতিতপাবন দাসাধিকারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গণেশ, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক শ্রীনবীননাথ ব্রহ্মচারী

শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীজীবন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীনবদ্বীপ দাসাধিকারী

শ্রীরাধাকুণ্ড মঠ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক শ্রীসুন্দর দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গৌড়বাটী
সেবক—শ্রীনিতাইচরণ ভক্তলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীহরিচরণ দাস

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা, মথুরা।
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গৌড়বিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীকিতিপাবন ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৩নং রাইসিনা রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীজয়প্রেম ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং,
নং বোম্বে ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী জেলা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীগদাধর দাস অধিকারী

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটি
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটি
সেবক—শ্রীমধুমঙ্গল দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কুমার পর, পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশপাড়া, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রজনাথগৌড়ীয়-প্রপন্ন-ভবন
পোঃ রম্ভপুরা, গঞ্জাম
সেবক—শ্রীব্রজনাথ ব্রজবাসী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীদীনহীন দাসাধিকারী

অমর্ষি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুবনেশ্বর, পোঃ চিকাকোল (মাদ্রাজ)
সেবক—শ্রীব্রজরাজ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২, ৫১, ডাউন্‌রোড হ্যাম্পষ্টেড,
লণ্ডন, ই ৫
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৩।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীবিভাবিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাস দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধাম-প্রচার
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রীরাজশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত ও শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

ঢাকা জেলা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক বিদ্যালঙ্কারপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্ এ মহোদয়ের মৌলিকগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬০৩ অধ্যায়ে সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে অঙ্কিত ও শ্রীপাদ মাধবের ভক্তি-বিরচিত 'তত্ত্বমুক্তা' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ৩৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা নির্দেশ আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অদৃষ্টপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;
শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রায় এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ব্রজমণ্ডলপরিক্রমা (১ম খণ্ড)

শ্রীমথুরা হইতে রাধাকুণ্ড পর্য্যন্ত এই খণ্ডের পরিক্রমা-বিবরণ প্রকাশিত এবং কয়েকটী দুষ্প্রাপ্য চিত্র, স্থান, পাদ ও বিষয়সূচী সংযোজিত হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের লিখিত সংক্ষিপ্ত ভূমিকা-সহিত। ভিক্ষা ৸০

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী,
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ

ইহাতে বৈষ্ণবশাস্ত্র সম্বন্ধে যাবতীয় বিচারধারা এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সর্ব্বোত্তম বিমল শিক্ষার সম্বন্ধে যে সকল ভ্রান্তমত আধুনিক সমাজকে গ্রাস করিয়াছে, তাহার নাতিদীর্ঘ সমালোচনা হইয়াছে। যথার্থ বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ ও তৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত শিক্ষা এই গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সজ্জনতোষণী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (তৃতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বামন আলবার ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (বলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার বেদান্ত মাহাত্ম্য ।০
২৭। মুক্তিফলকো ভাগসোঁথঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসারঃ (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ৷৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দীন-দিগ্দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী /১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তসন্দর্ভ (প্রথম) ৵।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /১০
৪৫। নবদ্বীপশতক /১০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি /১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু /১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ১১
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। উপদেশামৃত (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণশ্রেষ্ঠ ৵০
৫৯। শিক্ষাষ্টকদর্পণ /০
৬০। সাংখ্যবাণী /০
৬১। শ্রীচৈতন্যদর্শন ২।০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৫। সন্নিকা শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৬। শুদ্ধসত্ত্বম্ ।০
৬৭। সাধ্যসাধন শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৮। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ /০
৬৯। সারার্থবর্ষিণী ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ।০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ।০
৭২। নামভজন /০
৭৩। বেদান্ত ইট্‌স্ মরফলজী এণ্ড অন্টোলজী ।০
৭৪। বিদেশীয় ওয়ার্ডস্ ৷৵০
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৭। রোয়াট গৌড়ীয়মঠ স্ট্যাণ্ডস্ ফর /০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ এণ্ড অ্যাবসলিউট ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ১
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীশ্রীনামাচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ।০
৮৬। কল্যাণকল্পতরু /১০
৮৭। গীতাবলী /১০
৮৮। শরণাগতি /০
৮৯। নামভজনবাণী ৷৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতি পংক্তিতে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১৷০	
" " সিকি কলম				৩৲
" " অর্দ্ধ কলম		৬৲	৬৲	
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲		৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲		১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৪৲		১৮৲
" এক কলম ৩৬৲		৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বাংলা অবতারসম্বন্ধে বিশদ প্রৌঢ়গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রানুকূলে কয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (Charts) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ রমনা, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও কাহিনী মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান — মধুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ রমনা, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে পৃথগ্ভিন্ন দৃষ্টিকোণে ভাসমান মানবগণের সম্প্রদায়; সমন্বয় মহাজন, অবতার, একায়ন, বহুয়ন ও তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা-নিরসনমূলক শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ জনসমূহ, জানিবার সংসিদ্ধান্ত সকলই প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ রমনা, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর —গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭॥০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয়-সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট্ গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ বিশ্ববিখ্যাত স্বামী ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য প্রভুবর মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব সংস্করণ সম্পাদনপূর্ব্বক স্বয়ং প্রকাশিত করিয়া গীতার পাঠক সম্প্রদায়ের পরিতৃপ্তি সাধন করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে যে বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য আছে, তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক শ্লোকের মনঃশিক্ষা তৎপরে দেবনাগর অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের অন্বয়, অর্থ ও বঙ্গভাষায় তাহার ব্যাখ্যা, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বিষয় এই সংস্করণে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিলে সকলেই প্রচুর লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট্ সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রতিপাদ্য বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের এক অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২॥০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গল্পাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীভূপতিরঞ্জন নাগ এম্ এ, বি-এল্, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১১-৬	১৩-১০	১৬-২৬	১৭-৫১	২২-০
[illegible]	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-৫০			২২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮-১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-২৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৩	১৩-৩৩	১৫-৫	১৮-৪৯	১৯-৪০	২-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১৩-৫৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	৩-৮১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-২১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-১৯	১৮-১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
[illegible] "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
" ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩-৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

সর্ব্বিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	-৬	১১-৪	১৭ ২৯	১৬-৬	১৮-৩৪
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৪-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮ ৫৪	১১-৪৭	১৫-১০	১৬ ৫৭	১৯-২২	২০-৪৬	৫-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৯০	২০-৩	২১ ১৯	৪ ১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯-৩০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭ ৪২	২০-১১	২১-২৫	৪-১৮
[illegible]		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-২	১৯-২৬	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১		১১-২০	১৪ ১৬	১৭-৪৬	২১-৪০	২৩-১৫	৬-১৬

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—তিব্বিতাবাহ একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সজ্জনমণ্ডলীগণ সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার তত্ত্বভক্তিসিদ্ধান্তপর সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণাভিন্নস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই অবশ্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হ'তেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD NO. C. 154

শ্রীভক্তিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দর-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কল্যাণকামী ব্যক্তি-মাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীশ্রীভগবদ্‌গীতা

বিভিন্ন অব ও পর্ব্ব ও শ্রী এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫ বর্ষ | ১৭ গোবিন্দ ৪৫৪ গৌরাব্দ ১৭ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১লা মার্চ্চ ইং ১৯৪১, শনিবার | ২১৫-২৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ গোবিন্দ অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৪

সকল দেবতা কি সমান ?

পঞ্চোপাসনায় শক্তি, সূর্য্য, গণেশ, শিব ও বিষ্ণু এই পাঁচটী দেবতার কথা এবং ইন্দ্রবরুণাদি আরও বহু দেবতার কথা শাস্ত্রে শুনা যায়। বিষ্ণুই শক্তিমান্ এবং অন্যান্য দেবতা তাঁহার শক্তিতেই শক্তিশালী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু এই কথা অনেকে অভ্যভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া স্বীকার করেন না। বিষ্ণুকে যাঁহারা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বলিয়া স্বীকার করে না, শাস্ত্র তাঁহাদের পাষণ্ডী বলিয়াছেন। মায়াবাদ হইতে সকল দেবতাই সমান, এই মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমন্বয়বাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, শাস্ত্র-সকল তাঁহাদেরই মত মূর্খতাবশে নিজ নিজ মত পোষণের জন্য এক একটী শাস্ত্রে এক একটী দেবতার প্রাধান্য বা পরতত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন, যেমন শিবপুরাণে শিবকে পরতত্ত্ব, ভাগবতে কৃষ্ণকে পরতত্ত্ব, দেবীপুরাণে দেবীকে পরতত্ত্বরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং একতাবস্থায় তাঁহাদের [illegible] মূলে ইহাই অভ্যেষ যে, সকল দেবতাই এক অর্থাৎ এক ভগবানেরই বিভিন্ন নামান্তর। এইরূপ মতবাদ মাত্র। ভগবান্ অধিকারী-বিশেষের জন্য বিভিন্ন অধিকারের শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রত্যেক শাস্ত্রেই যে চরম অধিকার বা চরম সিদ্ধান্তের কথা বলিয়াছেন, তাহা নহে। বালক যখন পাঠশালায় অধ্যয়ন করে, তখন সে তাহার পাঠশালার গণ্ডীর মধ্যে যে প্রথম শ্রেণী, উহাকেই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী বলিয়া ধারণা করে। আবার যখন সেই বালকই উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয়ে যায়, তখন তাহার গণ্ডীর মধ্যে যেটী সর্ব্বপ্রথম শ্রেণী তাহাকেই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী বলিয়া জানে। আবার যখন সেই বালকই উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়ে, তখন তথাকার প্রথম শ্রেণীকে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী জ্ঞান করে। যখন কলেজে ভর্ত্তি হয়, তখন সে আরও উচ্চ অধিকারের সন্ধান পায়। নিম্ন প্রাইমারী বিদ্যালয়ের ছাত্রের নিকট যেটী তাহার গুরু মহাশয় কর্ত্তৃক সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, আর কলেজের ছাত্রের নিকট যেটী সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, তাহা বিদ্যালয় হিসাবে একজাতীয় বস্তু হইলেও তাহাদের মধ্যে তারতম্য আছে। তামসিক শাস্ত্র, রাজসিক শাস্ত্র, সাত্ত্বিক শাস্ত্র ও নির্গুণ শাস্ত্রোক্তি বিষয়ের মধ্যে তারতম্য রহিয়াছে। তামসিক লোকের নিকট যেটী সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব, রাজসিক প্রকৃতির লোকের নিকট যেটী সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব, সাত্ত্বিক প্রকৃতির ব্যক্তির নিকট সেটী সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব নহে। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দিষ্ট পরতত্ত্ব ও তামসিক পুরাণাদির উদ্দিষ্ট পরতত্ত্ব কখনও এক হইতে পারে না। এই উভয়ের সমন্বয় করিতে গেলে চিন্তামণি বা মুক্তাশুক্তি এক করা হইবে।

অনেকে বলেন, ভগবদ্ভক্তগণও ত' দেবতার পূজা করিয়াছেন শুনা যায়। উত্তর এই যে, ভগবৎপার্ষদ নন্দাদি যে অম্বিকাবনে অম্বিকার সহিত মহেশকে, গোপকন্যাগণ কাত্যায়নীকে, শ্রীরাধা প্রভৃতি সূর্য্যকে আরাধনা করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। সেখানে শ্রীকৃষ্ণকে পরমতত্ত্ব ও অন্যান্য দেবতার শ্রীকৃষ্ণের অধীন তত্ত্বরূপে আরাধ্যতা-তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। উহা পরতত্ত্বাভিলাষী সেবকগণের কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত এবং উহা কৃষ্ণ-সেবকগণের ঐকান্তিকতারই পরিচায়ক। ইহার দ্বারা অন্য দেবতার পারম্য প্রমাণিত হয় নাই বরং তদ্দ্বারা দেবতান্তরের অধীনত্ব এবং কৃষ্ণনিষ্ঠা-প্রচারার্থ পার্ষদগণের লীলা প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান্, ভগবৎপার্ষদ বা আচার্য্যগণ যে দেবতান্তরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বা নমস্কারাদি বিধান করেন, তাহা তত্তৎ দেবতার অধীনত্ব প্রচারের জন্য অর্থাৎ বিষ্ণুই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর এবং অন্যান্য দেবতাগণ তাঁহার অংশ, ইহা বুঝাইবার জন্য। সুতরাং অংশীর অংশ বলিয়া তদীয় সম্বন্ধে তাঁহারা গণ্য। যে সকল অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জীবের বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তি উদয় করাইয়া থাকেন, তাঁহাদের অধিষ্ঠান এ জড়জগতেই বর্ত্তমান, তাঁহারা ছায়াশক্তি বলিয়া খ্যাত। গোলোকস্থ মন্ত্রময়ী কৃষ্ণদাসী চিন্ময়ী দুর্গা স্বরূপশক্তির অংশ বলিয়া ভগবদ্ভক্তের পূজ্যা, কিন্তু সেই চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসীর ছায়ারূপিণী দেবীধামের অধিষ্ঠাত্রী মহামায়া দুর্গা জীবগণকে নিরন্তর বিমোহিত করায় দরুণ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ গমন করিতে বিলম্বমানা। সুতরাং তিনি ভগবদ্ভক্তের আদরের পাত্র নহেন। বৈষ্ণবী দুর্গাই ভগবদ্ভক্তের আরাধ্যা। আর জীবসম্মোহন-কারিণী অধিষ্ঠাত্রী ছায়ারূপিণী দুর্গা ইন্দ্রিয়তর্পণ বিধায়িনী বলিয়া জগতের বহির্ম্মুখ লোকের নিকট বহুমানিতা। ভগবদ্ভক্তগণ বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শম্ভুকে তদীয় বা ভগবৎপ্রিয়তম সম্বন্ধে পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু যে শিব তাঁহার বৈষ্ণবস্বরূপ গোপন করিয়া বহির্ম্মুখ জীবের কামনানুসারে স্বীয় রুদ্রত্ব অর্থাৎ সংহারত্ব ধর্ম্ম বা নির্ব্বিশেষগতি প্রদানরূপ ধর্ম্ম প্রকট করেন, তিনি কখনই ভগবদ্ভক্তের আরাধ্য হইতে পারেন না। কৃষ্ণসেবারূপ মঙ্গলপ্রদানকারী শিবই ভক্তগণের আরাধ্য আর কৃষ্ণসেবা হইতে বিচ্যুত করিয়া নির্ব্বিশেষগতিপ্রদানকারী রুদ্র অভক্তগণের পূজনীয়। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান যে দেবতান্তরে সম্মান দেখাইয়া থাকেন, তাহা নিজপ্রিয় ভক্তের প্রতি বিগ্রহ সম্মানমাত্র—তৎপ্রিয়ভক্তের প্রভুভাবে আরাধ্যতা প্রচারের জন্য।

বিষ্ণু শক্তিমান, আর দেবতাগণ তাঁহার সেবক। শক্তি বা সেবক স্বতন্ত্র নহেন, তিনি শক্তিমান বা সেব্যের অধীন। শক্তিমানের ইচ্ছাতেই শক্তি ক্রিয়াবতী হয়। যেমন ধনবানের অধীন ধন, তেমনই শক্তিমানের অধীন শক্তি। শক্তি শক্তিমানকে [illegible] বস্তুর গুণ না থাকিলে কখনও [illegible] থাকিতে পারে না। অতএব [illegible] উর্দ্ধশক্তি [illegible] হিসাবে [illegible] সেই [illegible] কারণ [illegible] [illegible] শক্তি তাঁহার সম্মুখে [illegible] দেবতাগণ [illegible] তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। এক ঋষির পরিচয় ও সামর্থ্য জিজ্ঞাসা করিলে অগ্নি বলিলেন যে, তাঁহার এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু দগ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে। বক্ষ ঋষির নিকট একটি তৃণ সংস্থাপন

মানুষের কৃষ্ণভক্তে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিপথ প্রেম' হয়সংসার বাহ্য ক্ষয়।

করিয়া দগ্ধ করিতে বলিলে অগ্নি তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তৃণটিকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। দেবতাগণ পুনর্ব্বার ঐ প্রাদুর্ভূত পুরুষের স্বরূপ জানিবার জন্ত তাঁহার নিকট বায়ুদেবকে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বায়ুদেব তাঁহার আত্মপরিচয় ও শক্তির কথা বর্ণন করিয়া বলিলেন, তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুকে গ্রহণ করিতে পারেন। ব্রহ্ম বায়ুর নিকট একটী তৃণ স্থাপন করিয়া উহাকে গ্রহণ করিতে বলিলে বায়ু তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহাকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারিলেন না। তৎপরে দেবতাগণ ব্রহ্মের নিকট দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্ম ইন্দ্রের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ইন্দ্র দেখিতে পাইলেন, সেই আকাশে স্ত্রীরূপা বহুশোভা-সম্পন্না হিমালয়-দুহিতা উমা আবির্ভূতা। দেবরাজ উমাদেবীকে ঐ পূজনীয় পুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে দেবী বলিলেন, সেই পূজনীয় পুরুষই পরব্রহ্ম। ইঁহার শক্তিতেই দেবতাগণ গৌরব লাভ করিয়াছেন। উমাদেবী আরও বলিলেন যে, তিনিও সেই ব্রহ্মেরই শক্তি। তাঁহারও স্বতন্ত্রতা নাই। শাস্ত্রের এই উপাখ্যান দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুই সকলের একমাত্র কর্ত্তা, নিয়ামক ও চালক।

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥

মনুষ্য যখন অজ্ঞজ্ঞানে চালিত হইয়া শক্তির স্বতন্ত্রতা আছে কল্পনা করিয়া শক্তিকে আকর্ষণকারিণী ও আনন্দদায়িনী মনে করেন, তখন তাঁহারা চতুর্ব্বর্গের অন্তর্গত কামের উপাসক হইয়া পড়েন। কামকামিগণই শক্তির উপাসনা করেন। পরাধীনাকে স্বাধীনা মনে করায় কৃষ্ণমায়াকে কৃষ্ণ মনে করায় তাঁহাদের কৃষ্ণোপাসনা অবিধিপূর্ব্বক হইয়া যায়। সেখানে কৃষ্ণের উপাসনা হইলেও উহা কৃষ্ণের উপাসনা নহে; উহা অবিধিপূর্ব্বক পূজা।

এই ত' গেল শক্ত্যুপাসকগণের কথা। সূর্য্যোপাসকগণ মনে করেন যে, জড়ের মধ্যে উত্তাপশক্তি শ্রেষ্ঠ ও আশ্চর্য্য ক্ষমতার নিদান। উত্তাপশক্তির সংযোগে কত মহৎকার্য্য হইতেছে আবার কত তীক্ষ্ণ ব্যাপারও সংঘটিত হইতেছে। এই উত্তাপের মূলাধার—সূর্য্য। সূর্য্য না থাকিলে সমস্ত বস্তু উত্তাপহীন হইয়া যাইত। সুতরাং এই সূর্য্যই উপাস্য। এইরূপ বিচারে যাঁহারা সূর্য্যে আকর্ষণীশক্তা ও মঙ্গলপ্রদা অনুভব করিয়া সূর্য্যকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া পূজা করেন, তাঁহারাও কৃষ্ণেরই উপাসনা করেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাতে কৃষ্ণের উপাসনা হয় না—অবৈধ পূজা হইয়া যায়। উত্তাপের আবশ্যকতা স্বীকার করা গেলেও চেতনের প্রেরণা ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। উত্তাপকে স্বীকার করিয়া চেতন-প্রেরণা অস্বীকার করা কেবল আত্মবঞ্চনামাত্র। আকর্ষণ বা উত্তাপ কখনও স্বতঃসিদ্ধ গুণ হইতে পারে না। চেতন বস্তু পিতা-স্বরূপ এবং আকর্ষণাদি বিভিন্নাংশ। অতএব পিতাকে অস্বীকারপূর্ব্বক বিধি স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নহে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির যে তেজ অখিল জগৎকে প্রকাশিত করে, সে তেজ আমারই জানিবে। কৃষ্ণের এই সাক্ষাৎ উপদেশটী উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক চতুর্ব্বর্গের অন্তর্গত ধর্ম্মের কামনায় সূর্য্যের স্বতন্ত্রতা যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহারা কৃষ্ণপূজা করিলেও তাঁহাদের প্রকৃত কৃষ্ণপূজা হয় না—অবিধিপূর্ব্বক হইয়া যায়।

কেহ কেহ উত্তাপকেও জড় বলিয়া পঞ্চ চৈতন্যের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া থাকেন। যাহারা জীব এই জগতে গণশক্তির অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বিঘ্নবিনাশার্থ চতুর্ব্বর্গান্তর্গত অর্থ-প্রাপ্তির লালসায় গণপতিকেই পরমেশ্বর বলিয়া জ্ঞান করেন। কামনামূলে তাঁহাতেই শ্রদ্ধা হওয়ায় গণপতির স্বতন্ত্রতা বিচার করিয়া তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত হন। ইঁহারা কৃষ্ণের উপাসনা হইলেও প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ উপাসিত হন না। কারণ, এইরূপ উপাসনা অবৈধ। আবার কেহ কেহ আত্মহত্যা বা ত্রিপুটীবিনাশরূপ মোক্ষকে পরমপ্রয়োজন মনে করেন। তখন পঞ্চ-চৈতন্যের পরিবর্ত্তে নরচৈতন্য তাঁহার আরাধ্য হয়। মোক্ষকামী হইয়া নরচৈতন্য রুদ্রের উপাসনায় ত্রিপুটীবিনাশ-চেষ্টা এবং তাহাতে আনন্দের অনুসন্ধান—অবিধিপূর্ব্বক কৃষ্ণেরই উপাসনা। আনন্দের আস্বাদ্য ও আস্বাদকের নিত্যত্ব না থাকায় কেবল আনন্দত্বের উপলব্ধি নাই। নপুংসক ও বন্ধ্যার যেমন পুত্র স্নেহের শক্তির নাই, আনন্দের আস্বাদ্য ও আস্বাদকের অভাবেও তদ্রূপ আনন্দত্বের উপলব্ধি নাই। কাহারও হৃদয়ে পরমচৈতন্যের উপাসনার আভাস স্থান পায়। মানব যখন স্বীয় অভিজ্ঞতাবাদের উপর একটু অধিক নির্ভর করে, তখন পরমচৈতন্যের উপাসনা-বুদ্ধির আভাস প্রতিবিম্ব-ছায়াভক্ত্যাভাসরূপে তাহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। পরমচৈতন্যের প্রতি এই প্রতিবিম্ব-ছায়াভক্ত্যাভাস পঞ্চোপাসকগণের নির্গুণোপাসনা বা রুদ্র-উপাসনা। ইহা কৃষ্ণের উপাসনা হইলেও প্রতিবিম্ব-ছায়াভক্ত্যাভাস থাকায় ইহাকে বৈধ কৃষ্ণোপাসনা বলা যায় না। ইহা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক নিজ বিষ্ণু-আরাধনা বা নির্বিশেষবাদ নামে কথিত হইয়া থাকে। ইহাতে পরমচৈতন্যের পরমস্বতন্ত্রতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা, নিরঙ্কুশ ইচ্ছা, চিদ্বিলাসত্ব, নিত্যত্ব, অন্বয়ত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় এবং আরোহবাদমূলে পরমচৈতন্যের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও নিত্যত্ব অস্বীকৃত হওয়ায় এইরূপ বিষ্ণু বা কৃষ্ণোপাসনাকেও বৈধ কৃষ্ণোপাসনা বলা যায় না। জীব যখন এই আরোহবাদে আস্থা পরিত্যাগ করিয়া অবরোহবাদ বা ভগবৎকৃপার অপেক্ষা করেন, তখন কনিষ্ঠাধিকারে অর্থাৎ প্রতিবিম্ব-ছায়াভক্ত্যাভাস বিদূরিত হইয়া ছায়া-ভক্ত্যাভাসযুক্ত পুরুষের হৃদয়ে যে বিষ্ণুপূজার চেষ্টা লক্ষিত হয়, তাহা কৃষ্ণের বৈধ উপাসনার সর্ব্বনিম্নস্তর মাত্র। মধ্যমাধিকারে কৃষ্ণের বৈধ উপাসক কার্ষ্ণগণের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন এবং তাঁহাদের পূজা করিতেও শিখেন এবং তখনই কৃষ্ণের প্রকৃত বৈধ উপাসনা আরম্ভ হয়। জীব বৈধ কৃষ্ণোপাসকগণের কৃপায় স্বরূপে অবস্থিত হইলে বুঝিতে পারেন যে, আরোহপন্থী নির্ব্বিশেষবাদী ব্রহ্মোপাসকগণ কৃষ্ণকে অনুসন্ধান করিলেও তাঁহাদের কৃষ্ণপূজা অবিধিপূর্ব্বক পূজা। আর কৃষ্ণকার্ষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া ভক্তাঙ্গসঙ্গে কৃষ্ণোপাসনাই প্রকৃত কৃষ্ণসেবা। কৃষ্ণের উপাসনা করিলেই অন্যান্য দেবতার পূজা হইয়া যায়, পৃথক্ করিয়া কাহারও পূজা করিবার আবশ্যক হয় না।

শুদ্ধভক্তি

আমরা যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে আমাদের প্রত্যেককেই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগুরু-পাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজের মঙ্গল বরণ করিতে হইবে, নিজের চরিত্রকে আদর্শস্থানীয় করিতে হইবে। নিজে আচরণ না করিলে কাহারও প্রচার করিবার যোগ্যতা হয় না। আমি নিজে যাহা করি না, তাহা অপরকে বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। আবার তাহা অপরেও বা শুনিবে কেন? তাই সর্ব্বপ্রথমে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিসহকারে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের উপদেশ ও শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করা দরকার। আত্ম-সংশোধন করিতে হইলে শ্রবণ আবশ্যক। কাহার নিকট শ্রবণ করিতে হইবে? -যিনি সংশোধিতাত্মা, যাঁহার অনর্থ নাই, এরূপ সাধুর নিকট। শ্রবণ আত্মসংশোধনের জন্ত হওয়া উচিত। পরকে উপদেশ দিবার উদ্দেশে শ্রবণ করিতে গেলে শিষ্য হওয়া যায় না, তাহাতে দম্ভই বাড়িতে থাকে। শিষ্য তার্কিক নহেন। তৃণাদপি সুনীচতা, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু ও অমানি-মানদত্বই সৎশিষ্যের লক্ষণ। নিজে ঐকান্তিকভাবে গুরুসেবা না করিলে অপর কেহই তাহার কথা শুনিবে না। কেহ আচারহীন প্রচার করিলেও তাহা কার্য্যকরী হয় না। যিনি নিজের ব্যক্তিগত ছিদ্রান্বেষণ করেন না, গুরুবৈষ্ণবের সেবা ও কৃপা দ্বারা আত্ম-শোধনের জন্ত যত্নপর হন না, তাঁহার দ্বারা স্ব-পরমঙ্গল হইতে পারে না। আত্মমঙ্গল-লাভে উদাসীনতা আসিলেই দেহাত্মবোধ বাড়ে। সাধুজনের কৃপায় দেহাত্মবোধ দূরীকৃত হয়। দেহাত্মবোধ যাহার যত বেশী, সে তত আত্মদোষ-দর্শনে অন্ধ। যাঁহার যত আত্মদোষ দর্শন হইবে এবং যিনি যে পরিমাণে সাধুজনের আদর্শ, আদেশ ও উপদেশানুসারে চলিতে যত্ন করিবেন, তাঁহার তত দেহাত্মবোধ কমিয়া গিয়া গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ ও ভগবৎসেবোপকরণে আত্মবোধ হইবে। অসৎ বা অচিদ্বস্তুতে সম্বন্ধই বন্ধন। অসতে প্রীতির নামই অভক্তি। অসদ্বস্তু হয় আমাদের ভোগের ইন্ধন যোগাইবে, না হয় তাহার গোলামী করাইবে। কিন্তু ভগবৎ-সেবোপকরণ আমাদিগকে ভগবানের সন্ধান প্রদান করেন। ভগবৎ-সম্বন্ধি হইতে সম্বন্ধ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। জড়-সম্বন্ধ থাকাকাল পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তি লাভ হয় না।

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলিয়াছেন,—'আদৌ অর্পিতা সতী পশ্চাৎ ক্রিয়েত।' আগে আত্মনিবেদন, তারপরে ক্রিয়া। প্রথমে গুরু-কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ লাভ হউক, তাহার পর যে ক্রিয়া, অভিধেয় বা ভক্তিযাজন, তাহাই শুদ্ধভক্তি। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—এই চারিটীর দ্বারা সর্ব্বতোমুখী ভগবৎ-গুণ-সাধনচেষ্টাই প্রয়োজন। নিজের জন্ত ফলকামনা না থাকিলেই শুদ্ধা ভক্তি হইবে। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য চারিটী দ্বারাই ভগবৎ-সেবা করিতে হইবে—ইহাদিগকে ভগবৎ-সেবার উৎসর্গ করিতে হইবে। এই চারিটী দ্বারা সর্ব্বক্ষণ আত্মমঙ্গল ও পরমঙ্গলে অনুরাগী থাকিতে হইবে। প্রাণদানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। প্রাণদান অর্থে সর্ব্বস্ব-দান, আত্ম-নিবেদন বা পূর্ণশরণাগতি। পূর্ণ শরণাগত হইয়া বাক্য দান করিলে অর্থাৎ আচরণমূলে বাক্যদান করিলে তদ্দ্বারা ভগবৎসেবাই হইয়া থাকে—নিজের ও পরের প্রকৃত মঙ্গল হইয়া থাকে। ভগবানের হইয়া গিয়া যিনি ভগবানের মহিমা প্রচারার্থ ভগবৎকথা কীর্ত্তন করেন—কীর্ত্তন করিয়া নিজে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনিই শুদ্ধ-ভগবৎকথা-কীর্ত্তনকারী, তিনিই প্রচারক। তাঁহার কথায় চেতনতা আছে, প্রাণ আছে। তাঁহার প্রত্যেকটী বাণীই চেতনের সন্ধান দেন—পরমচেতন ভগবানের সেবায় উদ্বুদ্ধ করেন। তৎপরে অর্থ এবং বুদ্ধি দান করিতে হইবে, তাহা হইলে ভগবৎসেবা হইবে। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য ভগবানে নিবেদন করিয়া ভগবৎসেবা সর্ব্বতোভাবে করাই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন।

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥

সকল কার্য্যের কেন্দ্রস্থলে ভগবান্ অবস্থিত থাকিলেই প্রকৃতার্থক হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

বলিয়াছেন,—"আমাদের প্রত্যেক পদবিক্ষেপে, শ্রবণে, জাগরণে, শয়নে, তীর্থভ্রমণে, সমস্তকার্য্যকালে কৃষ্ণ যদি আমাদের স্মৃতিপথে না থাকেন, তা' হ'লে নিশ্চয়ই আমরা বিপথগামী হ'ব। ভগবান্‌কে কেন্দ্র ক'রে আমাদের সকল কাজ করতে হ'বে। আমরা ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য সকল চেষ্টা করব—আকাশপাতাল আয়োজন করব—প্রবল উৎসাহের সহিত ভগবৎসেবা করব। একমাত্র পারমহংস্যধর্মে অবস্থিত অর্থাৎ অহৈতুক সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত জীবের পূর্ণমঙ্গল নাই—নাই—নাই। কৃষ্ণের পূর্ণ শরণগ্রহণ ব্যতীত জীবের পূর্ণমঙ্গল নাই। 'আমি আমার' ভাব প্রবল থাকলে সুবিধা হ'বে না। 'আমরা ভোক্তা, জড়জগৎ ভোগ্য'—এই বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলে আমরা অধঃপাতে চ'লে যা'ব। ঐজন্যই শ্রীগৌরসুন্দর ব'লেছেন,—

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥

প্রত্যেক কার্য্যে যদি ঈশ্বরের সেবা না হয়, আর কোন উদ্দেশ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে যাই, তা' হ'লে সত্যের সেবা হ'বে না—কামক্রোধ-লোভ বৃদ্ধি হ'য়ে এক একটা দলাদলিতে সময় নষ্ট হ'বে। যাঁ'রা অদ্বিতীয় ভোক্তার ইন্দ্রিয়তর্পণের মহামহোৎসব পরিত্যাগ ক'রে নিজেরা ভোগ করতে যায়, তা'রা নিজেদের পাশেই নিজেরা আবদ্ধ হয়।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা অনুসারী॥

সদ্বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ই ভক্তি-অধিকারী। শ্রদ্ধা বলিতে শাস্ত্রবাণীতে বিশ্বাস—শাস্ত্রমূর্ত্তি সাধুগুরুর প্রতি বিশ্বাস। সাধু শাস্ত্রের মূর্ত্তবিগ্রহ। সৎশাস্ত্রের মধ্যে যেমন শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্যকিছুর কোন কথা পাওয়া যায় না, তদ্রূপ সাধুর চরিত্রেও ভগবৎপ্রীতিবিধানচেষ্টা ব্যতীত অন্য কিছু লক্ষিত হয় না। সাধু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের সেবা করেন। সেই সাধুর হইয়া যাইতে না পারিলে হরিভজনের আশা কেবল দুরাশা মাত্র। সেই সাধুতে আত্মা হওয়া দরকার। তাঁহার ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছা মিলাইয়া দেওয়া—নিজেকে বলি দেওয়া দরকার। বলদেবতা শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আত্মবলি দিলে বলদেবতার সেবা-যোগ্যতা লাভ হয়। বলবলী অর্থাৎ অনিবেদিতাত্ম ব্যক্তি হরিভজন করিতে পারে না। শরণাগত হইলে বলদেব তাঁহার চিৎবল শরণাগত জনে সঞ্চারিত করেন। দুর্ব্বল জীবের নানাপ্রকার অনর্থ আছে, বাধা আছে। শরণাগতের যা' কিছু ভজনের বাধা আছে তৎসমুদয়ই তাঁহার কৃপায় দূরীভূত হয়। কর্ত্তা নিজেকে বলি দেওয়া যাইবে—ভগবানের সুখের উদ্দেশ্যে নিজের ভোগসুখ, বিদ্যা, বুদ্ধি,

ঐকান্তিকতা

অনেকেই ঐকান্তিকতাকে 'সাম্প্রদায়িকতা' ও সাম্প্রদায়িকতাকে 'ঐকান্তিকতা' মনে করিয়া ভ্রান্ত হন। বস্তুতঃ ঐকান্তিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা দুইটী ভিন্ন বৃত্তি। অন্ধবিশ্বাস ও কু-বিশ্বাস হইতে 'অসৎ-সাম্প্রদায়িকতার' উৎপত্তি হয়; আর নিত্য বাস্তব-সত্যে স্বাভাবিক অনুরাগ, প্রীতি

পাণ্ডিত্য যিনি যতটা বিসর্জ্জন করিতে পারিবেন, তিনি ততটা শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারিবেন—শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাকে ততটা আত্মসাৎ করিবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে ভৃত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেই মঙ্গল হইবে। ইহাই একমাত্র পথ—শুদ্ধভক্তিপথ।

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকাই ভক্তি। ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হৃষীকেশ ভগবান্ হইলেই মঙ্গল। ইন্দ্রিয়গুলি শুদ্ধভক্তিপথে চালিত করিতে হইলে শুদ্ধভক্তের আদর্শ, সঙ্গ, আনুগত্য ও কৃপা চাই। শুদ্ধভক্তগণ কি ভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভগবৎসেবা করেন, তাহা তাঁহাদের কৃপায় জানিতে পারিলে বদ্ধজীব শুদ্ধভক্তি-যাজন করিতে পারে। নতুবা জীবের কি সাধ্য যে, সে মায়ার প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হইয়া সাধুগুরু-বৈষ্ণবের প্রীতিসাধন করিতে পারে। দেহ দ্বারা—ইন্দ্রিয়দ্বারা যে ভক্তির নিয়ম অনুষ্ঠান হয়, তাহাই সাধন। দেহ ও ইন্দ্রিয় দ্বারা ভজনে অগ্রসর হওয়াই সাধন। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"আগে নিজেকে জানিতে হইবে। 'কে আমি' প্রথমে জানা দরকার। নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত মহাপ্রভুর সম্বন্ধ এবং আমি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর—শ্রীবাসের—শ্রীঅদ্বৈতের—শ্রীগদাধরের পদধূলি, এই সকল পরিচয় জানা দরকার। নিজের এই পরিচয় জানাই শ্রীনিত্যানন্দের কৃপার প্রথম পরিচয়। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বাণী হইতেই ইহা জানা যায়। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বাণীতে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাও নিত্যানন্দের কৃপার প্রথম পরিচয়। শ্রদ্ধা হইলেই সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ হয়। সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনই ভজন। ভজনক্রমে সমস্ত অনর্থ দূরীভূত হইলে নিষ্ঠা—নৈরন্তর্য্য উপস্থিত হয়, তারপরে রুচি, তারপরে আসক্তি। এই পর্য্যন্ত সাধনভক্তি, ইহার পর সাধ্যভক্তি ভাবের উদয় হয়। রতি হইতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটী রসের মধ্যে যে-টী যে আত্মার নিত্য-স্বভাব তাহা প্রকাশিত হয়। এইটী ক্রমপন্থা—ইহাও নিত্যানন্দেরই কৃপার পথ।" গৌরনিত্যানন্দের কৃপা পাওয়াই ভক্তি। যে উপায়ে তাঁহাদের কৃপা লাভ হয়, যেরূপে তাঁহাদের সুখবিধান করা যায়, সেই উপায়ই সাধন এবং তৎপ্রীতিই শুদ্ধভক্তি।

ও নিষ্ঠা হইতে ঐকান্তিকতা-বৃত্তির আবির্ভাব হয়। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ 'ঐকান্তিক' অর্থাৎ বাস্তবসত্যে একান্ত নিষ্ঠাযুক্ত। কিন্তু ভক্ত ও ভগবানে প্রীতিরহিত নির্ব্বিশেষবাদিগণ ভক্তের সেই প্রীতিময়ী নিষ্ঠা বা চেতনের শুদ্ধ নির্ম্মলা বৃত্তিকে অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা বা অন্ধবিশ্বাস মনে করিয়া বঞ্চিত হইয়া থাকে। ঐকান্তিকতার বিকৃত প্রতিবিম্বই 'অসৎসাম্প্রদায়িকতা'। সৎসাম্প্রদায়িকতা ও ঐকান্তিকতা একই বৃত্তি। অন্যসঙ্গ কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গ-গ্রহণে যে প্রবৃত্তি হয়, তাহাই ঐকান্তিকতা বা সৎসাম্প্রদায়িকতা আর উহার অংশ বিকৃত অনুকরণ করিয়া অসদ্‌বস্তুর প্রতি যে অন্ধবিশ্বাস, তাহাই অসৎসাম্প্রদায়িকতা। শ্রীল [illegible] মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি স্বাভাবিকী নিত্যসিদ্ধ ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন,—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥

অর্থাৎ শ্রীলক্ষ্মীপতি নারায়ণ ও শ্রীসীতাপতি রামচন্দ্রে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই; তাঁহাদের মধ্যে লীলাগত বৈচিত্র্য আছে। তথাপি আমি শ্রীভগবানের সেই অপ্রাকৃত রামলীলাকেই সর্ব্বস্বরূপে বরণ করিয়াছি।

শ্রীমহাপ্রভুর লীলায় শ্রীল হনুমানের অবতার শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে এইরূপ নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামী প্রভুদ্বয়ের অনুজ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর পিতৃদেব শ্রীল অনুপম বাল্যকাল হইতেই শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি দৃঢ়নিষ্ঠাযুক্ত ছিলেন। শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার নিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যের কথা তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করেন। তাহাতে শ্রীল অনুপম প্রথমে অগ্রজদ্বয়ের প্রতি গৌরব-নিবন্ধন কৃষ্ণভজন করিবার সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু রাত্রিতে শ্রীরঘুনাথের পাদপদ্ম হইতে তাঁহার বিচ্ছেদের কথা চিন্তা করিয়া কিছুতেই স্থির হইতে পারিলেন না, সমস্ত রাত্রি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শেষে শ্রীরঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়া অসম্ভব জানিয়া প্রাতে অগ্রজ দ্বয়ের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে জানাইলেন,—

"রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারি মাথা, পাঙ বড় ব্যথা॥
কৃপা করি' মোরে আজ্ঞা দেহ' দুইজন।
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ান না যায়।
ছাড়িবার মন হইলে প্রাণ ফাটি যায়।"

শ্রীরঘুনাথের পাদপদ্মে তাঁহার ঐকান্তিকতার কথা শুনিয়া শ্রীল রূপ ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন

এবং তাঁহাকে শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস [illegible] শ্রীনামপ্রভুর প্রতিও এইরূপ ঐকান্তিক[illegible] আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে। [illegible] হরিদাস [illegible] আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি অনুক্ষণ হরিনাম জপ করিতেন দেখিয়া পাষণ্ডী যবন সম্প্রদায় তাঁহার উপর নানা অত্যাচার করিতে লাগিল। [illegible] কাজীর নিকট শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের নামে নালিশ করিয়া তাঁহাকে [illegible] বাইশ বাজারে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া [illegible] কাজাইল। কিন্তু [illegible] হরিদাস

[illegible]
[illegible] আমি বদনে না ছাড়ি॥

শ্রী[illegible] শ্রীল [illegible] শ্রীল অনুপম ও শ্রীল [illegible] প্রতি এইরূপ ঐকান্তিকতা [illegible] যদি [illegible]
[illegible]
লৌকিক [illegible] গ্রাম্য-দেবতা বা অনৈসর্গিক [illegible]
[illegible]
[illegible]

অনৈক গৌড়ামি বা অসৎ সাম্প্রদায়িকতা [illegible] [illegible] অভিনিবেশ [illegible] হইলেও দুইটী পৃথক্‌-বস্তু। অসৎসঙ্গে অন্ধবিশ্বাসকে ঐকান্তিকতা বলা যাইতে পারে না। [illegible] নিষ্ঠাযুক্ত [illegible] সে কি কখনও ঐকান্তিক হইবে? সৎ [illegible] নহে, [illegible] সেই সত্যে নিষ্ঠাযুক্ত ব্যক্তিই একমাত্র ঐকান্তিক।

নিত্যানন্দ-মহিমা

([illegible] দাস)

শ্রীনিত্যানন্দ [illegible] ভগবান্। [illegible] একমাত্র তাঁহার মহিমা [illegible] এবং তিনি কৃপাপূর্ব্বক যাঁহাকে [illegible] মহিমা জানান, তিনিই তা' [illegible] পারেন। [illegible] [illegible] তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম [illegible] হইবে।

[illegible] প্রভু যখন শ্রীধাম-নবদ্বীপে [illegible] করিতেছিলেন, তখন [illegible] সন্ন্যাসী [illegible] পরিচিত থাকিলেও [illegible] ত্যাগ করিয়া উত্তম [illegible] ব্যবহার করিতেন। তাঁহার এই বিপরীত [illegible] অনৈক সরল ব্রাহ্মণ তাঁহার [illegible] হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর [illegible] সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া শ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্মে [illegible] কথা [illegible]

ভক্তি করি যে ভজে চৈতন্য অবতার। সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার॥

তাঁহার শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে অচলা শ্রদ্ধা ছিল। শ্রীমহাপ্রভু তাঁহার সম্বন্ধে নিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রমাণ উল্লেখ পূর্ব্বক জানাইলেন যে, যিনি উত্তম অধিকারী, তাঁহাকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে যে সকল দোষ বলিয়া মনে হয়, তাহা দোষ নহে। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্ব্বক্ষণ অবস্থান করেন। তিনিও সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের সুখবিধানের জন্য ব্যস্ত। কৃষ্ণ তাঁহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ চালিত করেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যই কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময়। শ্রীনিত্যানন্দ-চাঁদের বাৎসল্যের অগম্য, অচিন্ত্য এবং সর্ব্ববিধিনিষেধাতীত। অজ্ঞতাক্রমে যদি কেহ সেই নিত্যানন্দের কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময় আচরণে দোষ দর্শন করে, সে ব্যক্তি ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও তাহা হইতে ভ্রষ্ট হয়। অভিন্ন-বলদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বাহ্যদৃষ্টিতে যাহাই করুন, তথাপি তিনি ব্রহ্মারও বন্দ্য।

শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে এই সব কথা শুনিয়া সেই সরল বিপ্রের সন্দেহ দূর হইল এবং তিনি শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত হইলেন।

এই প্রসঙ্গের উপসংহারে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শেষ ভৃত্য শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন গাহিয়াছেন,—

কেহ বলে,—"নিত্যানন্দ যেন বলরাম।"
কেহ বলে,—"চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম॥"
কেহ বলে,—"মহা তেজী অংশ অধিকারী।
কেহ বলে,—"কোনরূপ বুঝিতে না পারি॥
কিবা জীব নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যা'র যেন মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তান পাদপদ্ম মোর রহুক হৃদয়ে॥
'সে আমার প্রভু, আমি জন্ম জন্ম দাস।'
সবার চরণে মোর এই অভিলাষ॥

কিরূপ প্রগাঢ় নিষ্ঠা তাঁহার শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ-পাদপদ্মে! বিভিন্ন অধিকার হইতে বিভিন্ন প্রকার লোক শ্রীগুরুনিত্যানন্দ সম্বন্ধে যাহাই বলুক না কেন, তিনি তাঁহাদের সেই উক্তির প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। 'যে যাহাই বলুক না কেন, আমি জন্ম জন্ম তাঁহার নিত্যকিঙ্কর এবং তিনি আমার একমাত্র নিত্য প্রভু।' শ্রীগুরুনিত্যানন্দের সম্বন্ধে জাগতিক মুখর ব্যক্তিগণের উক্তিতে তাঁহার তৎপাদপদ্মে নিষ্ঠা কমে নাই বরং আরও কোটিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে নিষ্ঠায় এই আদর্শ আমাদের প্রত্যেকের লাভ হওয়া দরকার। তাহা একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মে সেইরূপ নিষ্ঠাযুক্ত বৈষ্ণবগণের কৃপায় ধারাই সম্ভব।

অন্যের ব্যক্তিগণের উক্তি ত' দূরের কথা, যদি নিত্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ও যদি শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কোনরূপ কথা বলেন, তাঁহাতেও সেবক বিশ্বাস শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত হন না। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু যখন শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে বাল্যভাবে লীলাবিলাস করিতেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন শ্রীবাস পণ্ডিতকে তাঁহার নিত্যানন্দ-নিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার জন্য ডাকিয়া বলিলেন যে, অজ্ঞাত-কুলশীল নিত্যানন্দের সহিত তাঁহার এত মিশামিশি করা ভাল নয়। তাহাতে শ্রীবাস পণ্ডিত দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন,—

"আমারে পরীক্ষা প্রভু এ নহে উচিত॥
দিনেক যে তোমা ভজে, সেই মোর প্রাণ।
নিত্যানন্দ তোমার দেহ মো জানে প্রমাণ॥
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
জাতি-প্রাণ-ধন যদি মোর নাশ করে॥
তথাপি মোহার চিত্তে নহিব অন্যথা।
সত্য সত্য তোমারে কহিলুঁ এই কথা॥

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরেরই দেহ। তাঁহার সেবা ও শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় কোন ভেদ নাই। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যদি তাঁহার জাতি নাশ করেন বা তাঁহাকে সংহার করিয়া তাঁহার সর্ব্বাদি অপহরণ করেন তথাপি শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি হ্রাস ... নিত্যানন্দ প্রভুর তিনি নিত্যকাল অনুগত। সামান্য লৌকিক সদাচার বিরোধী ভাব তাঁহাতে দেখা গেলেও তাঁহার প্রতি অনুরাগ নষ্ট হইবে না।

শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্মে তাঁহার ঐরূপ নিষ্ঠার কথা জানিয়া শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন যে, শ্রীলক্ষ্মীদেবীরও কোনদিন যদি অভাব হয়, তাহা হইলে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে অভাব হইবে না এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ত' দূরের কথা, তাঁহার বাড়ীর দাস-দাসী এমন কি, কুকুর-বিড়ালেরও তাঁহাতে অচলা ভক্তি থাকিবে।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু পরম নৈষ্ঠিকের পরাকাষ্ঠা আদর্শ। তাঁহাতে নীতিবিরুদ্ধ কোন ব্যাপার দৃষ্ট হওয়া সম্ভব নহে। যদি কেহ তাঁহার অপ্রাকৃত গাম্ভীর্য্য-লীলার প্রবেশ না করিয়া তাঁহাকে নিন্দা করে বা তাঁহার প্রতি সংশয়যুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালাভ অসম্ভব।

বিবেকে অভিন্ন-নিত্যানন্দ শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের অযোগ্য ভৃত্য বলিয়া উপলব্ধি এবং তাঁহাকে গোপ্তৃরূপে—আপন প্রভুরূপে বরণই শরণাগত সেবকের লক্ষণ। শ্রীগুরুপাদপদ্মে "সে আমার প্রভু, আমি জন্ম জন্ম দাস" এই উপলব্ধি ভজনের মূল। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবপাদপদ্মে যিনি যত অধিক নিষ্ঠাযুক্ত, তিনি তত অধিক শ্রীভগবানের প্রিয়পাত্র। শ্রীগুরুকৃপালাভই ভগবৎ-কৃপালাভ, শ্রীগুরু-সেবাপ্রাপ্তিই ভগবৎসেবাপ্রাপ্তি। শ্রীগুরু-দেবের চরণে শ্রীতিরহিত ব্যক্তির ভগবানের সেবালাভ অসম্ভব। শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রীতি হইলেই অন্যে প্রীতি—জড়দেহ-গেহে আত্মবোধ অপসারিত হইবে—বন্ধন মোচন হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রীতিসম্বন্ধ না হইলে জড়ের প্রতি প্রীতি বা টান বা বন্ধন কিছুতেই যাইবে না।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীনবদ্বীপে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহের প্রবেশোৎসব

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার শ্রীনবদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠের পুরাতন শ্রীমন্দির হইতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জীউর নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে প্রবেশোৎসব পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়মিশনের পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে হরিসংকীর্ত্তন-মুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্তবৃন্দ গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর অনেকক্ষণ যাবৎ শ্রীধাম-মাহাত্ম্য পাঠ ও হরিকথা আলোচনা করেন। শ্রীধাম-সুধাকরের নিত্য-জন পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দ সহ শ্রীনবদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ প্রদক্ষিণ করিলে সকলেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনি সহকারে ভূতলে প্রণত হইয়া শ্রীশ্রীপাদপদ্মে বন্দনা করেন। অনন্তর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলে তন্নির্দ্দেশানুসারে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ-ব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের মূলগায়কত্বে মহাজনপদাবলী ও ভোগারতি-কীর্ত্তন হয়। অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কথাপ্রসঙ্গে কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। বেলা ১১ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমাগত প্রায় ১০০ ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। রায়বাহাদুর শ্রীপাদ ক্ষীরোদকশায়ী দাসাধিকারী, শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যপুরাণব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীপাদ মধুসূদন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ বহু ভক্ত ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত হরিদাস মৈত্র এম-এ, শ্রীযুত মুকুন্দলাল পাল বি-এ, শ্রীযুত শ্রীদাম মণ্ডল বি-এ ও শ্রীযুত হীরালাল চৌধুরী প্রমুখ শিক্ষকগণ ও ছাত্রবৃন্দ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

দিল্লীতে প্রচার

দিল্লীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক উপদেশক শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু গত ১০ই ফেব্রুয়ারী শ্রীযুত নবীন নাথ দেব মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাস-ভবনে গমন করত সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদিতে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী ও অন্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

টেলিগ্রাম

—::(o)::—

[শ্রীশ্রীব্যাসপূজার বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ কর্ত্তৃক ১৬।২।৫১ তারিখে প্রেরিত]

(1)

Calcutta. Sree Acharyadev.

With prostrated obeisances pray Your Divine Graces blessings

Devotees Gaudiyamath

(2)

Mymensingh, Sreela Acharyadev,

Members Jagannath Gaudiyamath offer their humblest prayer to His Divine Grace Sreela Prabhupad for His causeless mercy.

(3)

Allahabad. Acharyadev,

Praying Your causeless mercy in observing Sri Vyasapuja received prasadam, Rupavilas

(4)

New Delhi, Srila Acharyadev,

Offering our humble Vyaspuja-homage through Your Divine Grace Solicit mercy.

Apprameyadas.

(5)

Midnapur. Srila Acharyadev,

Please convey humble flower-offerings Lotus Feet Srila Pravupad confer mercy we serve Srila Pravupad for ever under Your guidance allegiance,

Mathsevaks, Midnapur.

(6)

Bagerhat. Sri Sri Vaktiprosad Puri Thakur.

Accept prostrated obeisance Your Lotus Feet Vyashpuja day.

Narayangopal.

"কর্ত্তা হর্ত্তা রক্ষিতা সবার নারায়ণ।" নিরন্তরে ভজ গিয়া তাঁহার চরণ॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক শ্রীনন্দন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার

কলিকাতা। টেলিফোন ৩২ বড়বাজার ৬-২৫

সেবক—শ্রীভক্তিবিবেক দাস ভক্তিশাস্ত্রী [illegible]

শ্রীযোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত-ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধিকারী

মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীকমলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীশ্যামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরানন্দ মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদক্রম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীপতিতপাবন দাস অধিকারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীশ্রীধরদাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্বাপ গৌরাঙ্গমঠ

মাউগাছি (শ্রীমুরারিগুপ্তের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীমধুসূদন সেবাবিলাস

ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)

সেবক—শ্রীগৌরসুন্দর ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীরাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

সেবক—শ্রীনৃসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশপরগণা

সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীমঠ

পোঃ কমলাপুর, ঢাকা

সেবক—শ্রীকিঙ্করপাবন ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

সেবক—শ্রীশিবানন্দ বিদ্যাবিনোদ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম

সেবক—শ্রীমদনমোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

সেবক—শ্রীভক্তিভূষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলাঝোরা বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মিঠাপুর পাটনা

সেবক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ

৮।১৭ এফ গণেশমহল্লা, বেনারস সিটি

সেবক—শ্রীজগদানন্দদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ

সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

সেবক শ্রীমধুমাধব ব্রহ্মচারী

শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা

সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক—শ্রীনীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

সেবক—শ্রীরণধীর দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা

সেবক—শ্রীসর্ব্বানন্দদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ

সেবক শ্রীকৃষ্ণরূপ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

সেবক—শ্রীনিতাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রীবৃন্দাবন দাস

সঙ্কেতবিহারীমঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

সেবক—শ্রীরাধারমণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া

পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ

৪৩নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং

নং বোম্বে ২৬

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রয়াপেটা, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীবৈকুণ্ঠরমণ ব্রহ্মচারী

রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)

সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

পুরুষোত্তমমঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী

স্বর্গদ্বার

সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী

সেবক—শ্রীকেশব দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জুবুরিপট্না, পুরী

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ

বাখরাবাদ, পোঃ কটক, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রবণ-সদন

পোঃ রসুলকুণ্ডা, ওকার

সেবক—শ্রীসুরনাথ দাসাধিকারী

ভাগবতজনানন্দমঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীদীনদয়াল দাসাধিকারী

অবর্ণি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অবর্ণি, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীমাধবচৈতন্য দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুলুকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা (মানভূম)

সেবক—শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ

সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২, ৫১, ডাউনরোড ক্ল্যাপটন,

লণ্ডন, ই ৫

সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস

আমিনাবাদ (আর্য্যনগর) লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি

সেবক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীবিভাবিদ্ধি-গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রীমদনগোবিন্দ দাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,

বহরমপুর (গঞ্জাম)

সেবক—শ্রীবিলাসপ্রভু দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ, পি)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীনবদ্বীপ ভজন

সেবক—শ্রীকৃষ্ণমোহনদাস অধিকারী

মহাত্মা-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ কটক

সেবক—শ্রীবিশ্বেশ্বর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনলীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শ কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিঃসীমাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্‌-এ মহোদয়ের গৌড়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বহু কষ্টন। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্‌ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শত অধ্যায়ে সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে কথিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিষয়ের আলোচ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয়-মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম্‌-এ, বি-এল্‌,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধ সম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৮৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট্‌ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সমগ্র গীতা ভক্তি (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (তৃতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা বিষয়-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্‌ ।০
১৮। বাংলা আদর্শ ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গলা ভাষা
২৭। দুঃসঙ্গমালিকা ভগবৎ-তত্ত্ব (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ৷৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৵
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (মূল) ৷৸০
৪৪। গোদ্রুমকল্পতরু ৴১০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১০
৪৬। মনঃশিক্ষা ৴১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ১১
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৩।
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। অমৃতবাণী বা সারাসারগুণদূষণী ।০
৫৬। সারার্থ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৬০। সারস্বতবাণী ৴০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২।০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতসারঃ
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা স্তবকল্পদ্রুমম্ ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সাধক শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পঞ্চাঙ্গঃ ৴০
৬৯। সারাৎসারশ্রীনাম ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ড্‌স্‌ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন ৴০
৭৩। বেদার ইউস্‌ মঠেনটী এণ্ড অর্চনায় ॥০
৭৪। বিলেজীও ওয়ার্ক্‌স্‌ ৷৵০
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রেসেপ্টস্‌ অব্‌ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্‌ ॥০
৭৭। রেপার্ট গৌড়ীয়মঠ উইথ ভুইং ৴০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইকো টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৭৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৮৭। গীতাবলী ৴১০
৮৮। শরণাগতি ৴০
৮৯। প্রাকৃতিক-প্রবর্ত্তবাণী ৷৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:০:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫. বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গ্রেষণাপূর্ণ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্র (chart দ্বারা) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান -শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে পরমহংস-একায়নস্রোতে আসমান মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বহুবচন ও তাহাদের প্রমাণ-নির্ণয়মূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ, ভক্তিমার্গসিদ্ধান্ত সরল প্রবন্ধ হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:(:০:):—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

— ::০::— —

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয়-সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে পরিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার অশেষ শাস্ত্রপাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচিপত্র পরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, শ্লোকের বক্তব্য প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সংকলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রতিপাদ্য বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের এক অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২।০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত সরলাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীভূপতিরঞ্জন দাস এম্ এ, বি-এল্, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

অগ্রপথ

কলিকাতা ছাঃ	৬-৫৩	৬-২১	৭ ১৪	১১-৩	১৩-১০	১৭-১৬	১৭-৫৮	২২ ৫
দমদম	৪-৫৬	৬-৩০	৭-২৮	১০-১৮	১৩ ৫০			২২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৯	৮ ১	৯ ১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-২৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৮	৯ ৩১	১২-৩৫	১৫-৫	১৮-৪৯	১৯-৪০	০-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১৩-০৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-১১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৮	১০-১৯	১৮ ১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম”	১১ ১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
” ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৫-২২	১৬-৮	১৮-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪৪	১১-৪৯	১৫-০	১৬-৮৫	১৯-১২

ছাঃ	৭-১০	৮ ৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬ ৫০	১৯-২২	২০-৪৬	১-০১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৫০	২০-৩	২১-১৯	৪ ১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯ ৩০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭-৪২	২০-২১	২১-২৫	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪ ১৬	১৭-৪৬	১৯-৫০	২৩-১৫	৩-৩৫	

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনগোপাল বিদ্যালঙ্কার কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত সদ্দেশ তথা বিদেশের গবেষণাপ্রিয় পণ্ডিত ও মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের সহিত যে সকল সদ্বিচার করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ সংলাপসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও শুদ্ধ সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীকৃষ্ণভক্তিবিগ্রহ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তপুষ্টির অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই পাঠ্য ও সংগ্রহণীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাটখোলাতে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ক্রমশঃ অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয়। ছোট বোতল ।৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

মেহোয়াচ ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
ম—শ্রীধাম

REGD. NO. C 1544

পঞ্চপ্রসূনমালা
—:•:—
শ্রীল সদ্গুণাদের রচিত বিভিন্ন পদ্যাবলী শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের বিরচিত 'গৌরাঙ্গ' ভাবাদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
... প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—...ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যোপদেশ
—:•:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১৷০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর ১৯শে ফাল্গুন ১৩৪৭ ৩রা মার্চ্চ ১৯৪১ সোমবার [১৯৭তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

বাঙ্গলা সরকার পুনরায় জনসাধারণকে ইহা জানাইয়া দেওয়ার আবশ্যক মনে করেন যে, পাটচাষ নিয়ন্ত্রণই তাঁহাদের পাট সম্পর্কে বিবেচিত নীতির প্রধান ভিত্তি। ইতঃপূর্বে তাঁহারা ১৯৪১ সনের পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নিঃস্বার্থ ব্যবস্থা অবলম্বিত যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন, উহাকে কার্যকরী করিবার জন্য তাঁহারা কোন কার্যই অসম্পূর্ণ রাখিবেন না। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা-চরিত্র এবং অর্থ ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না।

১৯৪০ সালে চাহিদার পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্বে এত অধিক পাট কখনও উৎপন্ন হয় নাই। উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ চাহিদার অতিরিক্ত হইলে চাষীদিগকে যে অসুবিধায় পড়িতে হয়, উহার হাত হইতে রক্ষার জন্য সরকার যদি যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিতেন, তাহা হইলে মৌসুমের প্রারম্ভেই পাটের দর সাময়িকভাবে পড়িয়া যাইত। এমন কি, পাট বেচা-কেনা পর্যন্ত হইত না। সরকারকে ধন্যবাদ যে, তাঁহারা উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার দরুণ এই বৎসর পাটের একটা নির্দিষ্ট মূল্য হইয়াছে। যদি সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন না করিতেন তাহা হইলে কিছুতেই এ মূল্য পাওয়া যাইত না। এ উক্তি সম্পর্কে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

১৯৪১ সনের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণই তাঁহাদের নীতির ভিত্তি প্রস্তর এবং উহাকে কার্যকরী করিয়া তোলার জন্য তাঁহারা দৃঢ়সঙ্কল্প। ইহা সরকার পূর্বাহ্নে সকলকে জানাইয়া দিলে উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা সরকারের পক্ষে সম্ভবপর হইত না।

১৯৪০ সনে অত্যধিক পরিমাণে উৎপন্ন পাট মৌসুমে নিঃশেষ হইবে না। যুদ্ধের দরুণ এবং মালবাহী জাহাজের সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পাওয়ায় অনেক বিদেশী বাজার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এবং অন্যান্য দেশগুলিও আগের ন্যায় এখন আর বেশী পাট ক্রয় করিতে পারিতেছে না। এ কারণে পাটের চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে। যদি ১৯৪১ সনেও অধিক পরিমাণে পাট উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে কার্যতঃ পাট বিক্রয় হইবে না। শুধু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট বিক্রয় হইতে পারে, তাহাও খুব কম দরে। অবশিষ্ট পাট অবিক্রীত অবস্থায় চাষীদের হাতে মজুদ থাকিয়া যাইবে। উপরন্তু আগামী বৎসরের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ না হইলে বর্তমান বৎসরের যে পাট এখনও চাষীদের হাতে মজুদ রহিয়াছে উহা মোটেই বিক্রয় হইবে না—হইলেও খুব অল্প দরে বিক্রয় হইতে পারে। ...পাটের দর যাহাতে একেবারে না পড়িয়া যায় এবং পরবর্তী বৎসরের পাটের ... তজ্জন্য পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ যাহাতে কার্যকরী হয় এবং চাষীগণ যাহাতে অপরের কথায় প্ররোচনায় পড়িয়া বিভ্রান্ত না হয় তজ্জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনে সরকার দৃঢ়সঙ্কল্প। সরকার পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের আদেশ জারী করিয়াছেন পাটচাষীদের রক্ষা এবং মঙ্গলের জন্যই। অন্য কোন উদ্দেশ্য তাঁহাদের নাই। পাটচাষীদিগকে সর্বনাশের হাত হইতে রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।

সরকার বিশ্বাস করেন যে, তাঁহাদের এই নীতির উদ্দেশ্য প্রায় সকল চাষীই উপলব্ধি করিতে সমর্থ। তবে কতিপয় ব্যক্তি নিজের অজ্ঞতার দরুণই হউক কিম্বা স্বার্থসিদ্ধি বাসনার প্রয়োজনেই হউক, অপরকেও ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিতে প্রয়াস পাইতেছে। বিশেষ জোর করিয়াই এ কথা বলা চলে যে,—সরকার পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে আদেশ জারি করিয়াছেন, উহা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই চাষীদিগকে সর্বনাশের হাত হইতে রক্ষা করা যায় না।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে রচিত রেকর্ড দোষত্রুটিপূর্ণ, এই অজুহাতে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালান হইতেছে। আন্দোলনটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কারণ সরকারও ইহা জানেন যে, রেকর্ড নির্ভুল না হইলেও উহা এমন কোন ত্রুটিপূর্ণ নয়, যে জন্য পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

—

বিভিন্ন রাষ্ট্রে তুর্কো-বুলগার প্রতিক্রিয়া

সম্প্রতি তুরস্ক ও বুলগেরিয়ার মধ্যে যে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, বিভিন্ন রাষ্ট্রে তাহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

বার্লিনের মত এই যে, উহাকে একটি কূটনৈতিক জয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, তবে কার্যকালে ইহার ফল কি দাঁড়ায় তাহা এখনও বলা যায় না।

রোম মনে করিতেছে যে, ইহাতে রাশিয়ার প্রভাব সুস্পষ্ট। রাশিয়া কৃষ্ণসাগর অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে খুব হুঁসিয়ার, কিন্তু বর্তমানে সে হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। সুতরাং বুলগেরিয়া গ্রীস সম্পর্কে নিজ ইচ্ছামত যে কোনও নীতি অবলম্বন করিতে পারিবে।

বুলগেরিয়ার সংবাদপত্রগুলি এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় উল্লাস প্রকাশ করিতেছে।

যুগোশ্লাভিয়ার সরকারী সংবাদপত্র 'প্রেমে'র মত এই যে, এই চুক্তিফলে বলকান হইতে যুদ্ধকে দূরে রাখার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়াছে, বলকান রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে যে বিবাদ আছে, এইবার তাহারা নিজেরাই তাহা মিটাইয়া ফেলিবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক বিদ্যালোক-পরিবৃত্ত মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম এ মহোদয়ের শ্রৌত গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্বন্ধ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩০টী অধ্যায়ে সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুঃশ্লোকাত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ বলদেবের স্ববিরচিত 'তত্ত্বদীপিকা' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'বিবৃতি' টীকা বিশদ ব্যাখ্যা ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট নব সংস্করণে গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা.
শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনূদিত গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে, ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (নবীন) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। [illegible] (অর্দ্ধ বাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১০
৯ [illegible] ২০
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৭৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১
১৩ হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ৸
১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্
১৮। [illegible] ।০
১৯। ভক্তিবিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। [illegible] ।৵০
২২। ভজন রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (বলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ১৲
২৬। [illegible] ।০
২৭। [illegible] (সংস্কৃত) ১
২৮। [illegible] ।
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অর্দ্ধ বাঁধা ।৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। [illegible] ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ০০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৵১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। [illegible] (সমগ্র) ২।০
৪৪। [illegible] ৵১০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵১০
৪৬। [illegible] ৵১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৵১০
৪৯। [illegible] ১১
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৩।
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। [illegible] ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯ সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। [illegible] ৵০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২।০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫ [illegible] ।০
৬৬ [illegible] ।০
৬৭। [illegible] ৶০
৬৮ গৌড়ীয়মঠের [illegible] ৵০
৬৯। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ।০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ।০
৭২। [illegible] ৵০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজি এণ্ড অন্টোলজি ।০
৭৪। [illegible] ।৵০
৭৫। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। [illegible] ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৩
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। [illegible] ৸০
৮৫। সাধনপথ ।০
৮৬। কল্যাণকল্পতরু ৵১০
৮৭। গীতাবলী ৵১০
৮৮। শরণাগতি ৵০
৮৯। প্রাকৃতরসশতদূষণী ৸৵০
৯০। [illegible] ।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

• শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীভক্তি-বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধভক্তিকামী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীগুরুগ্রন্থমালা

[illegible] ... প্রভৃতি এই [illegible] সুন্দর [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ মন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১০শ বর্ষ | ১৯ গোবিন্দ ৪৫৪ গৌরাব্দ ১৯শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৩রা মার্চ্চ ইং ১৯৪১, সোমবার | ২৯১৩ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ গোবিন্দ সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৫৪

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

—:০:—

শ্রীধামমাহাত্ম্য

আজ ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, সোমবার, শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপরিক্রমার প্রথম দিবস। গতকল্য যথাক্রমেই শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীধাম-পরিক্রমার অধিবাস-মহোৎসব শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন পরমহংসকুলচূড়ামণি সেবাধ্যক্ষ বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তনসেবাধ্যক্ষতায় এবং গৌড়ীয়গণের পণ্ডিতাদিসমন্বিত সেবোদ্যোগে হরিকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। আজ প্রাতঃকালে পতিতপাবনশিরোমণি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে অফুরন্ত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহকারে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমায় বহির্গত হইবেন।

আজ আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা হইবে। শ্রীধাম গ্রাম নহে। শ্রীধাম বিভু, সর্ব্বব্যাপী, স্বতন্ত্র, স্বরাট্ বস্তু। শ্রীধামের কৃপা হইলে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পাওয়া যাইবে। শ্রীধামের নিকট আত্ম-নিবেদন করিতে হইবে। আত্মনিবেদনের মূলে আমাদের কৃপা পাইবার আকুলতা আছে। শরণাগতি ও কৃপা যুগপৎই হয়। ভক্তি-রাজ্যের প্রথমেই শ্রীনবদ্বীপধামের আশ্রয়-গ্রহণ। এই আশ্রয়গ্রহণই শরণাগতি। ইহাই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশানই আত্মনিবেদন বা শরণাগতি। যেখানে কৃপাভিক্ষা, সেইখানেই শরণাগতি—সেইখানেই জীবের শুদ্ধ অভিমান। কৃপাভিক্ষার অভাব যেখানে, সেখানে অহঙ্কার বা দাম্ভিকতা। ভক্তিপথে কেবল কৃপার কথা—কৃপার প্রতি নির্ভরতার কথা—কৃপাই সব। কৃপা ছাড়া গতি নাই। গৌরধাম ঔদার্য্য-ধাম। ব্রজধাম অপেক্ষাও গৌরধামের কৃপা বেশী। গৌরধাম ও গৌর একই বস্তু। গৌরধাম গৌরের ন্যায়ই মহাবদান্য। শ্রীধামের সাক্ষাৎ কৃপাকটাক্ষ লাভ করা দরকার; নতুবা মঙ্গলের কোন আশা নাই। গৌরধামের মত এত দয়াল আর কোথাও দেখা যায় না। গৌরধামে গৌরজনের শরণাগত হইয়া যে অকপটে কৃপা চায়, সে কৃপা পায়। গৌরধাম মাদৃশ পতিত জীবকে কৃপা করিবার জন্য উদ্গ্রীব। কিন্তু আমরা কৃপা না চাহিলে তিনি কি করিবেন? গৌরধাম মাটির সহিত সংযুক্ত থাকিলেও মাটি নহেন। গৌরধাম সাক্ষাৎ গৌর। গৌরধাম আমার গোলোক-বৃন্দাবন। গৌরধাম সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ প্রভু। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই গৌরধামরূপে গৌরের সেবা করেন। গৌরধাম অপ্রাকৃত বস্তু। শ্রীধাম আমাদের ভোগ্য বা ত্যাজ্য নহেন, শ্রীধামকে মাপা যায় না। শ্রীধাম অধোক্ষজ-বস্তু। শ্রীধামের কৃপাতেই শ্রীধামদর্শন হয়—শ্রীধামবাস হয়। কাঙ্গালের প্রতিই তাঁহার দয়া হয়। কাঙ্গাল বা অকিঞ্চন না হইলে আত্মসমর্পণ হয় না। দুর্ব্বল শ্রীধামের সেবা করিতে পারে না। অশরণাগতই দুর্ব্বল। শরণাগতই—বলবান্; শ্রীধামসেবা লাভ করিয়া ধন্য হয়। এই শ্রীধামের পালক অনুগত [illegible] আমাদিগকে দয়া করিবার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু হতভাগ্য আমরা কিছুতেই শ্রীধামকে নিজ নিত্যধাম বলিয়া স্বীকার করিব না, শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দের শ্রীচরণে আত্ম-নিবেদন করিব না, এমনই আমাদের দুর্দ্দৈব! সেবোন্মুখই সেবা পায়। অকিঞ্চনই সেবোন্মুখ। আমি ত' সেবা ছাড়া অন্য কিছু চাই। সুতরাং স্বসুখকামী আমার অকিঞ্চনতা কোথায়? অকিঞ্চন আমি [illegible] কি [illegible] করিব [illegible] পর প্রণাম [illegible] অনুষ্ঠান। সেইজন্যই সর্ব্বপ্রথমে আত্মনিবেদন [illegible] শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমার ব্যবস্থা। শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসীর চরণে শরণাগত হইলেই শ্রীধাম কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

> ধামবাসী জনে প্রণতি করিয়া
> মাগিব কৃপার লেশ।
> বৈষ্ণব-চরণ- রেণু গায় মাখি
> ধরি অবধূত বেশ॥
> গৌড়-ব্রজজনে ভেদ না হেরিব
> হইব বরজবাসী।
> ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে
> হইব রাধার দাসী॥

শ্রীগৌরলীলা যেরূপ অসীম, অনন্ত, অপার ও অতলস্পর্শ, গৌরাঙ্গের লোকোত্তর লীলার ভূমিও মহাপীঠ কৃপানিধি [illegible] শ্রীনবদ্বীপের মাহাত্ম্য [illegible] অনন্ত ও অপার। এই শ্রীধামের অপার দয়া ও অমোঘ মহিমা গৌরজনের আনুগত্যে গৌরধামসেবাফলে [illegible] পায়। গৌরধামের কৃপায় সর্ব্বার্থসিদ্ধি অনায়াসে জীবের করতলগত হয়। শ্রীধাম পরিক্রমায় [illegible] পরম মঙ্গল লাভ হয়। [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবদান্যতার পতিতপাবন-শিরোমণি গৌরজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের [illegible] শ্রীধাম-পরিক্রমার প্রচলন করিয়াছেন। [illegible] নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সেই ধারাবাহিক শ্রীধাম-পরিক্রমার আয়োজন করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট পূরণপূর্ব্বক জীব-মঙ্গল বিধান করিয়াছেন—সংকীর্ত্তনযজ্ঞে [illegible] [illegible] শ্রীল আচার্য্য [illegible] আহ্বান করিয়াছেন। আসুন, আমরা সকলে আমাদের নিত্যপ্রভুর স্নেহময় আহ্বানে [illegible] তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল [illegible] আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার [illegible] গৌরধাম—গৌরলীলা-[illegible] শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপে সেবোন্মুখ হইয়া নিত্যকাল বাসের সৌভাগ্য বরণ করি।

শ্রীনবদ্বীপধাম অপ্রাকৃত চিচ্ছক্তির সন্ধিনীশক্তির দ্বারা [illegible] প্রকাশিত। লোকে প্রকটিত হইয়াও [illegible] লোকাতীত। কেবল-মাত্র [illegible] যাহারা শ্রীধামের স্বরূপ [illegible]। শ্রীনবদ্বীপধামের পবিত্র [illegible]। লোকে কাল বলিলে শ্রীধামের কিছু পরিমাণ [illegible] হয় না।

অপরিচ্ছিন্ন [illegible]

[illegible] সেবোন্মুখ ভক্তগণের নিকট [illegible] [illegible] স্বপ্রকাশবান্, শ্রীধামও [illegible] অপ্রাকৃত চক্ষুতে সেবোন্মুখ ভক্তগণের নিকট পরিদৃশ্যমান। তবে তাহা আবিষ্কৃত [illegible]। গঙ্গার পূর্ব্বপারে এই দ্বীপ

ও পশ্চিমে ৪টী দ্বীপ। পূর্ব্বপারে ৪টী দ্বীপের নাম—অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, তাহার উত্তরে শ্রীসীমন্তদ্বীপ, শ্রীমায়াপুরের দক্ষিণে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ এবং মধ্যদ্বীপ এবং উত্তর-পশ্চিম কোণে শ্রীমধ্যদ্বীপ। গঙ্গার পশ্চিমপারে কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ এবং মোদদ্রুমদ্বীপ—সর্ব্বসমেত এই নয়টী দ্বীপ লইয়া নবদ্বীপ। নবদ্বীপ নবধা ভক্তির পীঠ-স্বরূপ। অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর—আত্মনিবেদন, সীমন্তদ্বীপ—শ্রবণ, গোদ্রুমদ্বীপ—কীর্ত্তন, মধ্যদ্বীপ—স্মরণ, কোলদ্বীপ—পাদসেবন, ঋতুদ্বীপ—অর্চ্চন, জহ্নুদ্বীপ—বন্দন, মোদদ্রুমদ্বীপ—দাস্য ও রুদ্রদ্বীপ সখ্যভক্তির পীঠ। এই সকল স্থানে পাদচারণা অর্থাৎ বিচরণ করিলে শুদ্ধভক্তির উদয় হয়। নবধা ভক্তির যে কোন একটী ভক্ত্যঙ্গের সেবা হইলেও আত্মনিবেদনই সর্ব্বমূল। সুতরাং আজ আত্মনিবেদনের অন্তর্দ্বীপ-পরিক্রমার দিবস যেন আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ দ্বারা শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গে শ্রীগৌরধামগণ ও পরিক্রমা করিতে পারি, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবানের শ্রীচরণে কৃপাভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-শ্রবণই চেতনতা

(শ্রীউদ্ধবনারায়ণ অধিকারী, বি-এ)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক শিক্ষা দিয়াছেন,—

গুরুমুখপদ্ম-বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তমা গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥

শ্রীগুরুপরম্পরার কথা দিয়া বাস্তব-সত্য-কথা অর্থাৎ বেদ এ জগতে প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রৌতধারা নিত্য নিরবচ্ছিন্ন, অনাবিল ও অপ্রতিহত। শ্রৌতধারা কখনও রুদ্ধ হইবে না। শ্রীরূপানুগ ভক্তিবিনোদধারাই এই শ্রৌতধারা। শ্রীভক্তিবিনোদধারাতেই একমাত্র শুদ্ধভক্তের কথা আছে—ইহা শ্রৌতবাণী। যদি কোন জীব বাস্তবশাশ্বত কল্যাণ অর্থাৎ শুদ্ধ-কৃষ্ণভক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি শ্রীভক্তিবিনোদধারা আশ্রয় করিয়া শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করুন।

শ্রীগুরুদেব শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করেন। শ্রীগুরুদেব সত্যোপদেষ্টা বলেন, তিনি কখনও অনোর্দ্ধের কথা কীর্ত্তন করেন না। শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তিত শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী যিনি শরণাগত হইয়া শ্রবণ করেন, তিনি অনোর্দ্ধ হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। যতদিন অনোর্দ্ধের প্রকোপ আছে, ততদিন শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সম্যক্ শ্রবণ হয় নাই।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-শ্রবণ দ্বারাই সম্বন্ধজ্ঞান পুষ্ট হয় ও প্রয়োজন একাগ্রে লাভ হয়। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী যিনি শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি জানেন যে, তিনি শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবের নিত্যদাস; তিনি আর অনোর্দ্ধের দাসত্ব করেন না—'আমি বুঝি'—এই দুর্ব্বুদ্ধি হৃদয়ে পোষণ করেন না; তিনি নিজের মনের সঙ্কল্প-বিকল্প অথবা অন্যদৃষ্ট ধারার বঞ্চনাদ্বারা চালিত হন না; তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ অযোগ্য ও শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবকে সর্ব্বজ্ঞ ও অভ্রান্ত বলিয়া নিঃসন্দেহে জানেন। তিনি নিঃসংশয়ে জানেন যে, শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মে অশ্রদ্ধা অর্থাৎ অবিশ্বাসের লেশমাত্রও তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিলে তাঁহার মৃত্যু অর্থাৎ শ্রীগুরুসেবা পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষবাদী হইবার ছলনায় নির্ব্বিশেষগতিপ্রাপ্ত অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য যাঁহাদের শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবে অশ্রদ্ধা লক্ষিত হয়, তাঁহাদের সঙ্গ তিনি সর্ব্বতোভাবে বিশেষ সাবধানের সহিত পরিত্যাগ করেন। "গৌরাঙ্গ-বিমুখ জনের না দেখি মুখ।" এই গুরুবাণী তিনি কখনও বিস্মৃত হন না।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীশ্রবণকারী কখনও নিজেকে গুরু বা শ্রেষ্ঠ মনে করেন না। তিনি নিজেকে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যশিষ্য বলিয়াই নিত্যকাল জানেন। "আমি শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী অনেক শ্রবণ করিয়া গুরু হইয়াছি—এখন নিজেই নিজে ভজন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিব"—এইরূপ মায়াবাদীচিন্তার পশ্চাতে তিনি ধাবিত হন না। তিনি জানেন যে, যিনি প্রকৃতপক্ষে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি "আমার শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ হইল না"—এই বিপ্রলম্ভে অধিকতর বিভাবিত হইয়া শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবের পদরেণু হইয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পাইবার জন্য ব্যাকুল হন।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-শ্রবণই অপ্রাকৃত চেতনের জীবন। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবই অপ্রাকৃত চেতনের নিত্যপ্রাণদাতা। যেমন প্রাণের সহিত সম্বন্ধবিযুক্ত হইলে শব লাভ হয়, সেইরূপ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবের সহিত সম্বন্ধ না হইলে অথবা সম্বন্ধ বিযুক্ত হইলে জড়চেতন বা শবত্ব লাভ হয়। নিশ্বাস-প্রশ্বাস যেমন দেহে প্রাণ থাকার লক্ষণ, তদ্রূপ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনও অপ্রাকৃত চেতনের প্রাণ থাকার লক্ষণ। প্রাণের সহিত যুক্ত থাকিলে যেমন নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক কষ্টকর নহে, তদ্রূপ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-শ্রবণ কীর্ত্তনও সহজ স্বাভাবিক হইবে।

যেরূপ প্রাণ নষ্ট করা মহাপাপ, সেরূপ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধ-রহিত হইয়া আত্মাকে—অপ্রাকৃত চেতনকে হত্যা করার মত মহাপাপ, অপরাধ, নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতা আর নাই।

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্বেচ্ছায় এ জগতে অবতরণ করেন বলিয়াই মাদৃশ হতভাগ্য, পতিত, দুর্ব্বল ও সর্ব্বদা বঞ্চিত হইবার যোগ্যতাবিশিষ্ট বদ্ধজীবের বাঁচিবার অর্থাৎ অপ্রাকৃত চেতনের স্বরূপ শুদ্ধভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ-সৌভাগ্য লাভ হয়। এহেন দয়াময়—করুণাময়—স্নেহময় শ্রীগুরুপাদপদ্মকে একমাত্র আপন বলিয়া না জানার মত অকৃতজ্ঞতা ও নিষ্ঠুরতা কি হইতে পারে? এহেন দয়ার সিন্ধু শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আশ্রিত হইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল না হইলে যে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী—আত্মহত্যা করিয়া দেহাত্মবুদ্ধিরূপ নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারময় লোকে বাস করিতে হইবে—ইহা কি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি হইবে না? বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া, পাগল হইয়া, দম্ভ, দর্প ও অভিমানের মদে মত্ত হইয়া আস্ফালন করিতে করিতে আত্মহত্যা করা অর্থাৎ নির্ব্বিশেষগতি-প্রাপ্তিকেই কি "সিদ্ধি" বলিয়া বরণ করিতে হইবে? নিত্যজীবন—নিত্যকল্যাণ লাভ করিবার একমাত্র উপায় শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে নিত্যকালের জন্য আশ্রয় করা। ইহা কি মানি কিছুতেই করিব না—কিছুতেই বলিব না?—

হা হা প্রভু কর দয়া, দেহ' মোরে পদছায়া,
তুয়া-পদে লইনু শরণ॥

যত ভয়, সংশয়, সন্দেহ, সঙ্কোচ, দ্বিধা, ইতস্ততঃ কি কেবল শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার সময়েই হইবে—আর যত সাহস, উৎসাহ, উদ্যম, নিশ্চয়তা, দৃঢ়তা ও অভিনিবেশ কি প্রভু-অভিমানে অবিদ্যার গোলাম হইবার জন্য হইবে? 'আমি শ্রৌতবাণীকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধূলি'—এই শুদ্ধ-অভিমানে প্রতিষ্ঠিত হইতেই কি যত লজ্জা ও ভয় হইবে—আর 'প্রভু-গোস্বামী'-অভিমানে মায়ার গোলামী করিতেই কি যত উৎসাহ ও আনন্দ হইবে? শ্রীগুরুপাদপদ্মের একান্ত আনুগত্যই যে নিত্য-স্বাধীনতা আর অবিদ্যার প্রভু-অভিমানই যে সকল পরাধীনতা, ইহা কি আমার বোধগম্য হইবে না? অনোর্দ্ধের দ্বারা চালিত হওয়ার নামই যে জড়চেতনতা আর শ্রৌতবাণীর দ্বারা চালিত হওয়ার নামই যে চেতনতা, ইহা বিশ্বাস করিয়া শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মে কবে শরণাগত হইব—কবে বলিতে পারিব,—

"যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হৈলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥"

আমি কি কৃপা চাই?

(শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস)

গুরুবৈষ্ণবের কৃপা অসীম ও অহৈতুকী। আমার ন্যায় বদ্ধজীবের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা কখনও নিকটে রাখিয়া, কখনও বা দূরে রাখিয়া বিভিন্নভাবে হরিসেবার বিবিধ সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। আমার হরিসেবাপ্রবৃত্তির উন্মেষ করাইবার জন্য—আমার জড়তা ধ্বংস করিবার জন্য তাঁহারা হরিকথা কীর্ত্তন করেন, কখনও বা অত্যধিক কৃপাপরবশ হইয়া শাসনবাণী প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আমার ন্যায় বহির্ম্মুখ জীবের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা নিজের কোটী কোটী গ্যালন বিন্দুরক্ত ব্যয় করেন এবং শারীরিক ও মানসিক যাবতীয় ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাকে এতটা আপনবোধ করেন। কিন্তু কৃতঘ্ন আমি একদিনের জন্যও চিন্তা করিবার অবসর পাইলাম না, আমার তাঁহাদের প্রতি একবিন্দু আপনবোধ হইয়াছে কিনা!—অন্ততঃ কৃতজ্ঞতাস্বরূপে সর্ব্বস্ব দিয়া কায়মনোবাক্যে অকপটে তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য একটু যত্নচেষ্টা বা উৎসাহও হইল না। গুরুবৈষ্ণবের—যাদের সাক্ষাৎসেবার অপূর্ব্ব দুর্ল্লভ সুযোগ পাইয়াও সর্ব্বক্ষণ সেবায় নিরুৎসাহ, অনাদর, উদাসীন ও নিরপেক্ষ থাকিয়া কেবল নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত হইয়া কোন রকমে দিন কাটাইতেছি। সেবার জন্য আন্তরিক উৎকণ্ঠা আদৌ নাই অথচ সেবার ভাণ করিয়া অন্যকে দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি—আমি যেন সেবায় খুব তৎপর—খুব উৎসাহী।

এইরূপ অত্যন্ত পশুচিত্তবৃত্তি বিশিষ্ট আমি অনেক সময় মনে করি, আমার গুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা আছে, তাঁহাদের কৃপায় প্রতি বিশ্বাস আছে এবং সময়ে সময়ে অন্যের নিকট লাভাই হইবার জন্য তাহা বাহিরে ব্যক্ত করিয়াও থাকি। কিন্তু শ্রদ্ধার প্রথম-লক্ষণ যে দৈন্য বা নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা অধম নীচ বলিয়া উপলব্ধি, তাহা ত' আমার কিছুমাত্র হইল না। অন্যকে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখা দূরের কথা, বরং সর্ব্বক্ষণ নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিবার দু-অভ্যাস আমার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বদা অন্যের চরিত্রে কল্পিত দোষ আরোপ করিয়া নিজে সেই দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত এইরূপ অভিমান করিয়া নিজেকে অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজ্ঞান করিতেছি, কিন্তু অপরের উপর কল্পিত সেই দোষগুলির একটী মূর্ত্তিমান্ প্রতীক যে আমি নিজে, তাহা ত' একবারও ভাবিয়া দেখিলাম না! অন্যকে সম্মান দেওয়া ত' দূরের কথা, নিজে সম্মান লাভ করিবার জন্য যাঁহার যে সম্মান আছে,

---

হর্ত্তা কর্ত্তা রক্ষিতা সবার নারায়ণ। বিলসদেহে তব গিয়া তাঁহার চরণ।

তাহা খর্ব্ব করিবার প্রয়াসই আমার একমাত্র কাম্য হইয়া পড়িয়াছে। জীবে দয়া করার পরিবর্ত্তে জীবহিংসা ও মৎসরতাই আমার ধর্ম হইয়াছে। নিজের কোন আচরণ নাই অথচ প্রতিষ্ঠাশার জন্য আমি খুব আচারবিশিষ্ট বলিয়া জগৎকে বঞ্চনা করিতেছি ও নিজে বঞ্চিত হইতেছি। ক্ষুদ্র আসক্তি প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া যাইতেছে অথচ আমি মনে করিতেছি, আমি কৃপা চাই যে কৃপা পায়, সে কৃপা নিশ্চয়ই পাইয়া থাকে। কিন্তু আমি নিষ্কপটে একমুহূর্ত্তের জন্যও ত' কৃপা চাহি নাই। দিনও'দিন নিম্নদিকে চলিয়া যাইতেছি। কৃপাপ্রার্থনাহীন ব্যক্তির যে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, একথা ত' আমি একবারও চিন্তা করিলাম না!

গুরুবৈষ্ণবে আমার লেশমাত্রও শ্রদ্ধা নাই —বিশ্বাস নাই অথচ আমি গুরুবৈষ্ণবে কাহার কতটুকু নিষ্ঠা আছে, সে বিষয় মতামত প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইয়াছি। [ধৃষ্টতা এত পাষাণ হইয়া গিয়াছে যে, গুরুবৈষ্ণবগণ আমার ঐ শ্রদ্ধাহীনতার কথা তীব্র শাসনবাণী প্রয়োগ করিয়া কখনও ইঙ্গিতে, কখনও বা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিলেও তাহাতে আমার ঘুম ভাঙ্গে না—জড়তা কিছুতেই কাটে না—জীবন্ত হইয়াও মৃত, শব, অচেতন হইয়া পড়িয়াছি। গুরুবৈষ্ণবের নিকটে থাকিয়া ও তাঁহাদের একমুহূর্ত্তের জন্যও সেবা করিতে পারিলাম না; তজ্জন্য একটুও দুঃখ অনুভূত হয় না—হৃদয় এত কঠিন হইয়া গিয়াছে। তবে এত বহির্ম্মুখ চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়াও তাঁহাদের আশ্রয়ে আছি—ইহা তাঁহাদের কৃপারই পরিচয়।

এহেন চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট একটী জীবের মঙ্গলের কোন উপায় না থাকিলেও শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিরাশ করেন না। তিনি জীবের মৃত্যুর শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেবার সুযোগ ও আশা-ভরসা প্রদান করিয়া থাকেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"নিতাইএর হওয়া যাইতে পারিলে তখন সকল অবস্থায় সকল স্থানে সকলেরই সুবিধা হইয়া যায়। সংসার নিতাইএর, তাঁহার হইয়া গেলে কি আর নিতাইচাঁদ তাঁহার সংসারে রাখিয়া গোবিন্দবিমুখতা বাড়াইয়া দেন? নিজের জনকে নিজের পরিবারের মধ্যে রাখিয়া কেহ কি মারিয়া ফেলে? শরণাগত হইতে পারিলে আর কোন চিন্তা নাই।" বৈষ্ণবগণ বলেন, নিজের আগন্তুক বল-ভরসা এমন কি, আত্মশক্তিহীন সাধন-চেষ্টার প্রতিও নির্ভরতা সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার প্রতি ঘোল আনা নির্ভর করিলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। শ্রীগুরুদেবের কৃপাই আমার একমাত্র ভরসা। এখন আমার কৃত্য, সব ভার তাঁহার উপর ছাড়িয়া দেওয়া এবং শরণাগত হইয়া তাঁহার কৃপা-লাভের জন্য অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া অহৈতুক অকপটে সাধুসঙ্গ ও সেবা করা।

হে গুরুদেব! হে বৈষ্ণব ঠাকুর! আমি নিজের চেষ্টায় নিজেকে কিছুতেই সেবার উপযোগী করিতে পারিলাম না সেবার বাধা কিছুতেই অপসারিত হইল না। এখন আপনারা কৃপাপূর্ব্বক যে ভাবে হউক আমাকে আপনাদের সেবার উপযোগী করিয়া নিন। আপনাদের কৃপা ছাড়া আমার গতি আর নাই। আমার কি যোগ্যতা আছে যে, আমি আপনাদের সেবা করিতে পারিব,—এই বলিয়া অনুক্ষণ কাঁদিতে পারিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই সেবার যোগ্যতা দিবেন—সেবার বাধাসমূহ তাঁহাদের কৃপায় অনায়াসে অপসারিত হইবে। গুরুবৈষ্ণব পতিত-পাবন। তাঁহারা অযোগ্যকে—পতিতকে কৃপা করেনই। তাই প্রার্থনা—

গুরুদেব!

হায় যে মেনেছি আমি।
আ ন ন্দ ব ন হইল বিফল
এখন ভরসা তুমি॥

গুরুদেব!

তুমি ত' সকলি জান।
আপনার জনে দণ্ডিয়া এখন,
শ্রীচরণে দেহ স্থান॥

গুরুদেব!

এই কি বিচার তব।
বিমুখ দেখিয়া ছাড় নিজজনে
না কর করুণা লব

গুরুদেব!

আমার ভরসা তুমি।
তোমার চরণে লইনু শরণ
তোমার কিঙ্কর আমি॥

গুরুদেব!

নিরত চরণে স্থান।
মাগে এ পামর কাঁদিয়া কাঁদিয়া
করহে করুণা দান॥

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো জয়তি (?)

শ্রীশ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
শ্রীধাম-মায়াপুর

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনম্-

আগামী ২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামসংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী-কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও যাত্রা-মহোৎসবাদি হইবে। ৩০শে ফাল্গুন, ১৪ই মার্চ্চ, শুক্রবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সদাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অবশ্য সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সদলাতে পরমানন্দিত হইবেন।

সজ্জন-কিঙ্কর
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদক, শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী-সভা

দ্রষ্টব্য :—উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিময়ূখ, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

সামযিক-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

শ্রীচৈতন্যমঠে বিরহমহোৎসব

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে পরমারাধ্যতম পতিত-পাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদ্ উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠে অপরাহ্নে পণ্ডিত শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এ মহোদয় পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের অতিমর্ত্ত্য পূত-জীবনী গৌড়ীয় হইতে পাঠ ও তাঁহার কৃপার কথা আলোচনা করেন

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। গুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর মুখপদ্মকর্ত্তৃক বিরহ ও কৃপাপ্রার্থনাসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। কৃপাময় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভায় উপস্থিত হইয়া প্রায় একঘণ্টাকাল অঃবৎগভীর শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের জীবের প্রতি অপার করুণা, তাঁহার নিত্যসিদ্ধ-ভগবৎ পার্ষদত্ব, তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীগৌরধামের আবিষ্কার, তাঁহার বংশে জন্মগ্রহণ না হইলে ভগবদ্ভজনের অন্য কোন উপায় নাই, তাঁহার ... শ্রীধামের একমাত্র সেবা ইত্যাদি বহু অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণরত্নতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের মুখপদ্মকর্ত্তৃক 'কৃপা কর বৈষ্ণব-ঠাকুর', 'কবে শ্রীচৈতন্য মোরে', 'এইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোসাই', 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে কীর্ত্তনসম্রাট্ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সুমধুরস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি-সহকারে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়মঠে কীর্ত্তনোৎসব

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখা ঢাকার শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীভৈমী-একাদশী, শ্রীবরাহদ্বাদশী ও শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-তিথি নিরন্তর হরি-সংকীর্ত্তনমুখে পালন করিয়াছেন।

মঠসেবকগণ গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী পরমপূজনীয় শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর অপ্রকট-মহোৎসব কীর্ত্তন, পাঠ ও বক্তৃতা-মুখে সম্পন্ন করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত মঠসেবকগণ প্রত্যহ সহরে বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়া শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তিগণের নিকট ও বিভিন্ন দেশ হইতে আগত ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তন করিতেছেন।

মেদিনীপুরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ মেদিনীপুরের পিংলা, ধুলিয়াপুর, সবঙ্গভীমা, পিয়াজবাড়িয়া প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া গত ২৭শে মাঘ সম্ভ্রান্ত শ্রীযুক্ত বাবু গদাধর হাইৎ মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হন। ভক্তিশাস্ত্রীজী প্রথম দিবস শ্রীযুক্ত গদাধর বাবুর বাটীর প্রাঙ্গণে ও দ্বিতীয় দিবস স্থানীয় বাজারে পর পর দুইটী সভায় 'মানবের পরমধর্ম' ও 'শ্রীচৈতন্য-দেবের দান' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। কয়েকদিবস নিয়মস্থানে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। উক্তাকার প্রচার সম্প্রদায়ে প্রচারকগণ পথিতে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত মন্মথ দাসাধিকারী মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তথা হইতে অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র পাত্রাণক মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅবধৃত ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩-১৫
সেবক—শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগুরুবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক শ্রীজগন্নাথদাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি-পাট
বামনপুকুর, শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীকমলিনীশ ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীনন্দন দাস অধিকারী

ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধরদাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্বাপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীরাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীকিশোরীমোহন ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবানন্দ সরস্বতী বিদ্যাবন্ধু বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীভক্তিভূষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৫নং পাগলাঝিড়ি, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীকৃষ্ণধন দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিবার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর পাটনা
সেবক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
ফল্গু রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গন্ধীরাম, কাশী সিটি
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী

শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীবনমালী দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক শ্রীবৃন্দাবন দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গৌড়বাটী
সেবক—শ্রীনন্দনন্দন দাস বাবাজী

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
পোঃ গোবর্দ্ধন মথুরা
সেবক—শ্রীবাঞ্ছারাম দাস

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা, মথুরা।
সেবক—শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস

গৌড়বিহারী মঠ
পেশোয়ারী
পোঃ ভোজোল, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব
সেবক—শ্রীজগন্নাথগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং চন্দ্রভান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীমধুসূদনদাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বোম্বে,
নং বোম্বে ২৬
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী জেলা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীপরমানন্দ দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কুবেরপুর, পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বালিসাহি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন
পোঃ বেলকুণ্ডা, পাবনা
সেবক—শ্রীঅমৃতনাথ দাসাধিকারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিংলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীপঞ্চানন দাসাধিকারী

অমর্ষি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রণডিহা। বর্দ্ধমান।
সেবক—শ্রীসুধাময়চৈতন্য দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরডিহা, পোঃ চিংকুড়া (মানভূম)
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং ডালহৌসি ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনমালী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২, ৫০, ডাউনরোড ক্ল্যাপটন,
লণ্ডন, ই ৫
সেবক—কৃষ্ণানন্দ বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬.এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগৌরগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
আমীনাবাদ (আর্য্যনগর) লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীবিভাবিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীসদানন্দ দাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
কৃষ্ণনগর (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীবিলাসানন্দ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরআঙ্গন
সেবক—শ্রীঅবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" সিকি কলম		৪৲		৩৲
" অর্দ্ধ কলম		৬৲	৬৲	
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বোর্ডিং ও বেতনাদি প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৯।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সনে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয়-সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, [illegible] ও শিক্ষা [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

[illegible] শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর [illegible] কথা, শিক্ষা ও চরিত [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র ৯৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীনন্দ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, [illegible] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার [illegible] প্রকাশিত [illegible]। [illegible] গীতার মূল শ্লোকসমূহ, [illegible] শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, [illegible] সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৯৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ [illegible] রচিত বিশ্বের অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি [illegible] অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্র (charts) [illegible] অবতারগণের বৈশিষ্ট্য ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র দুই টাকা।

প্রাপ্তিস্থান - শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
অথবা
মধুরা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক আখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের [illegible] করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় [illegible] সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ০৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে [illegible] মানবগণের প্রবাদ, [illegible] বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী ঢাকা
অথবা
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ পাঠান্তর বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায় বিবরণ, স্থান ও স্মৃতি প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩ শত পৃষ্ঠাব্যাপী এক অমূল্য গ্রন্থ। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২॥০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত সরলভাবে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীরূপভিক্টরেন দাস এম এ, বি-এল, পুরোনাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

যাইতে

কলিকাতা ছাঃ	৫-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩-১০	১৭-১৬	১৭-৫৬	২২ ৫
দমদম	৫-৫৬	৬-৩০	৭-২৮	১১-১৮	১৩ ২০			২২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯ ১৮	১৩-২৮	১৭-৫১	১৮-০১	১৯-৩৫	০-২৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৪৯	১১-১৩	১৫ ৫	১৮-৭২	১৯-৪০	৫-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১০-৪	১৪-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১- ১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-২১	১৭ ৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-১৯	১৮-১০	২০-১০

(আপ -শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১ ৬
দমদম" ১১ ১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১-৫৫
" ছাঃ ২-০০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৮
(বদল) ছাঃ ১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৫

ডাউন

রবিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৭-১	-৬	১১ ৪	১০ ২২	১৩-৬	১৮-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫১	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬ ০৭	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮ ৫৫	১১-৫৭	১৫-১০	১৬ ৫	১৯-১২	২০-৪৬	০-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯-২৪	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-১০	২০-৩	২১ ১৯	৪ ১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯-৩০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭ ২২	২০-১১	২১-২৫	৪-১৮
দমদম		১০-৮		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪ ১৬	১৭-৪৬	২১ ৪০	২৩-১৫	৬-১৬	

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩০, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—তিমিরাশায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। মঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় - পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-মঠ নিখিল ভারত অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের মুক্তিপ্রদ পরমারাধ্যতম ও যুগপৎ ত্রিদণ্ডিপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে সমাগত তথা প্রেরিত পত্রসমূহের সংগৃহীত পত্রিত ও মঠবাসী সজ্জনানন্দবর্ধন যে সকল পত্রিকায় প্রকাশিত, তাহার গুরুভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরূপ সনাতন-রঘুনাথ-জীব-সিদ্ধান্তপ্রচারণে ও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীগৌরকৃষ্ণভক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের শিক্ষাসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সংসারত্যাগী ও আত্মকল্যাণকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৮০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———::০::———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্লীহাকৃত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল পান্ডুর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপকারী ইহার কার্য্য বিস্ময়কর। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কামলা এবং নূতন পুরাতন জ্বরে ৫ বার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয়। ছোট বোতল ৷৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
মোহালাড় ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—দৈনিক শ্রীমায়াপুর.

REGD. NO. C 1548

পত্রপ্রশ্নমালা
—:০:—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন পত্রাবলী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত 'গৌড়ীয়' আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে।
ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
বসুমতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সরলভাবে ইংরাজীতে লিখিত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান:—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড মায়াপুর ২০শে ফাল্গুন ১৩৪৭ ৪ঠা মার্চ্চ ১৯৪১ মঙ্গলবার [১৯৮তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::(০)::—

জার্ম্মাণীর শাসানি ও গ্রীসের পাল্টা জবাব

কিছুদিন হইল জার্ম্মাণী গ্রীসকে এই বলিয়া শাসাইয়াছিল যে, ইটালীর সহিত সন্ধি না করিলে জার্ম্মাণী পিছন দিক হইতে গ্রীস আক্রমণ করিবে। গ্রীসও পরে ইহার পাল্টা জবাব দিয়াছে। গ্রীস উল্টা ভয় দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে সে তাহার বিমানক্ষেত্রগুলি ব্রিটেনের বোমারু বিমানের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিবে যাহাতে তাহারা সেখান হইতে উড়িয়া গিয়া রুমানিয়ার তৈলখনি অঞ্চলগুলি বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত করিতে পারে। বর্ত্তমান উহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। গ্রীস হইতে এই অঞ্চলগুলি বিমানযোগে মাত্র এক ঘণ্টার পথ।

জার্ম্মাণ সামরিক কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ অঞ্চলে তাহাদের নূতন ঘাঁটিতে বসিয়া কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে তাহা এখন পর্য্যন্ত বলা যাইতেছে না। তাহারা কি এখানে ব্যাপক অভিযান আরম্ভ করিবে অথবা ব্রিটিশ বোমারু বিমান রুমানিয়ার তৈলক্ষেত্রগুলি ধ্বংস করিবার পূর্ব্বেই যাহাতে দানিয়ুবের অপর পার হইতে এক বিমানঘাঁটিও দখল করিতে পারে, সেই আশায় সর্ব্ব পথ ধরিবে, তাহা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

এখন গ্রীসের সহিত জার্ম্মাণীর কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্বাভাবিকভাবে চলিতেছে বুলগেরিয়াতেও যে সময় "বে সামরিক" পোষাক পরা সৈন্য ছাড়া প্রকাশ্যভাবে অন্য জার্ম্মাণ সৈন্য প্রবেশ না করিয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত ব্রিটেনের বিমানপোতগুলি ঐ সকল দেশের উপর দিয়া উড়িয়া রুমানিয়ার তৈলখনির উপর বোমাবর্ষণ করিতে পারে নাই। কিন্তু জার্ম্মাণী গ্রীস আক্রমণ করিবার পর রাজকীয় বিমানবাহিনী নিম্নলিখিত লক্ষ্যবস্তুর উপর হানা দিয়াছে।

(১) কার্পেথীয় পর্ব্বতমালাদেশের পঞ্চাশ মাইল ব্যাপী তৈলখনি।

(২) প্লোয়েস্তির নিকটে তৈল নল (পাইপ লাইন), বিবিধ তৈল সংশোধনাগার এবং কাম্পিনার বড় তৈলের কারখানা। রেললাইনের নিকটবর্ত্তী বলিয়া একটি আকাশ হইতে সহজেই নিশানা করা সম্ভব।

(৩) দানিয়ুব নদীর তীরবর্ত্তী গিউর্গিউ নামক তৈল বীজ রপ্তানী বন্দরের বজরাসমূহ।

(৪) যে সকল অফিস ও চেক কারখানা তৈলখনি ও সংশোধনাগারের জন্য যন্ত্রপাতি তৈয়ার করে।

বৃটেনে শ্রমিক অসন্তোষের হ্রাস

১৯৪০ সালে ব্রিটেনে কত নূতন শ্রমিক নিযুক্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে ব্রিটেনের শ্রমসচিবের দপ্তর হইতে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। গত যুদ্ধের সময়ে তীব্র প্রতিযোগিতা গভর্ণমেণ্টের দুর্ভাবনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে সকল সমস্যাই আলোচনার জন্য একত্র থাকে বলিয়া শ্রমিকের ১৯৩৪ সালের নিয়ম বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসর শ্রমিক গোলযোগের ফলে গড়ে বাৎসরিক ১,৭৭৮,০০০ রোজ নষ্ট হইয়াছে। ১৯৪০ সালে এই সংখ্যা হ্রাস পায়। এই বৎসর মোট ৯৪০,০০০ রোজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ৫০৬,০০০ রোজ বা প্রায় অর্দ্ধেকই কয়লা খনিতে শ্রমিক অসন্তোষের ফলে নষ্ট হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরে ব্রিটেনের তোড়জোড়

ব্রিটেন হইতে সম্প্রতি দূরপ্রাচ্য অঞ্চলে বহু সংখ্যক বোমারু বিমান প্রেরিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে 'ব্লেনহেইম' জাতীয় বিমানও আছে। সিঙ্গাপুরেও ব্রিটেন হইতে অনেক এক এঞ্জিন ও দুই এঞ্জিন বিশিষ্ট 'বাফেলো' জাতীয় জঙ্গী বিমান পাঠান হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বহু অষ্ট্রেলিয় সৈন্যও সেখানে পৌঁছিয়াছে। উক্ত স্থানে মোট কত বোমারু বিমানপোত প্রেরিত হইয়াছে, তাহা বিমান সচিবের দপ্তর হইতে প্রকাশ করা হয় নাই, কিন্তু এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটেন হইতে 'বর্ণিত অঞ্চলে বোমারু প্রেরণের দরুণ অনেক বৈমানিক ও বিমানপোত সম্পর্কীয় কর্মচারীকে বিদেশে যাইতে হইবে।

জার্ম্মাণীতে ব্যাপক পাগল হত্যা

বেতারে সুপরিচিত সংবাদ প্রচারক ও ব্যাখ্যাকার মিঃ উইলিয়ম শীরার সম্প্রতি বার্লিন হইতে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি জানান যে, সম্প্রতি জার্ম্মাণীতে বহু সহস্র মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হইয়াছে। সরকারী এবং বে-সরকারী চিকিৎসালয় হইতে মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের বাহির করিয়া লইয়া গিয়া গেষ্টাপো তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতেছে। কে পাগল এবং কে পাগল নয়, গেষ্টাপোই তাহা বিচার করে। এই সংবাদ হিটলার ও প্রধান প্রধান নাৎসী নেতাদের ছাড়া আর কাহাকেও জানান যাইতেছে না। তবে নিহত ব্যক্তিদের আত্মীয়দের চিতাভস্ম লইয়া যাইবার জন্য বলা হয়। জার্ম্মাণীতে এই সংবাদ প্রকাশিত হইলে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হইবে বলিয়া এই সংবাদটি চাপিয়া যাওয়া হইতেছে।

জার্ম্মাণীর বিদেশী শ্রমিকের সংখ্যা

লিসবন হইতে ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার সংবাদদাতা যে তার করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, বর্ত্তমানে ২০ লক্ষেরও অধিক বিদেশী শ্রমিক জার্ম্মাণীর বিভিন্ন শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করিতেছে। জার্ম্মাণীর এক সরকারী রিপোর্টেই দেখা যায় যে, জার্ম্মাণীতে এক কারখানা মজুর হিসাবেই ৩ লক্ষ ৭০ হাজার বিদেশী শ্রমিক নিযুক্ত আছে। চাষবাসের কাজে কত বিদেশী শ্রমিক খাটান হইতেছে তাহা প্রকাশ করা হয় নাই। তবে ক্ষেতের মজুরও কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের সমান হইবে। ক্ষেত খামার ও যুদ্ধ সম্পর্কীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে যে সকল যুদ্ধের বন্দীকে খাটান হইতেছে তাহাদের সহিত উহাদের সংখ্যা যোগ করিলে জার্ম্মাণীর মোট বিদেশী শ্রমিকের সংখ্যা সম্ভবতঃ ৩০ লক্ষেরও উপর দাঁড়াইবে। এই শ্রমিকদের অধিকাংশই পোল্যাণ্ড হইতে সংগৃহীত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক বিদ্যালীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্‌-এ মহোদয়ের স্বৌপজ্ঞ গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আবাহন করিবা একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট আদিম ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শত অধ্যায়ে সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমার্দ্ধ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুর্দ্ধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের সংগতি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা বিবর্ত্তের আলেখ্য ভূমিকা ও স্বচীসহ অতি সুন্দর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্‌-এ, বি-এল্‌,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অনুবাদের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬০০ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৮৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সজ্জনতোষণী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সংক্ষেপভাগবতামৃত ও লঘুভাগবতামৃতদীপিকা ১০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩ হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (তৃতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। প্রাণ আদর ।০
১৯ তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতা কেবল মাতৃভাষা ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রম্ (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ।৶০ বাঁধা ৸০)
৩০। জীব-দিগ্দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্শন ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী /১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ৬।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /১০
৪৫। নবদ্বীপশতক /১০
৪৬। অর্চ্চনকণ্ঠ /১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু /১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ১৯
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৩।
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৶
৫৫ ভক্তকৃপাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৫৬ আত্মধর্ম্ম ও আচরণ
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ)
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনেত্রম্ ৶০
৫৯ সিদ্ধান্তদর্পণ /০
৬০। সাংখ্যবাণী /০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২।০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ।০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিশিষ্টম্ ।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৬ প্রস্থানত্রয়ম্ ।০
৬৭। সাধনা শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠের সাধনরহস্যম্ /০
৬৯। মায়াবাদনির্ণয়ম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ।০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ।০
৭২। নামভজন /০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্তর্দ্বার ।০
৭৪। ভিভোটিভ ওয়ার্ডস্ ।৶০
৭৫। দাইস এ্যান্ড এলেন্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৭। রেলাষ্ট গৌড়ীয়মঠ ইন ভুটান /০
৭৮। দি ভাগবত
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনএ্যালয়েড ডিভোশন
৮০। ব্রহ্মসংহিতা
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৸০
৮৫। সাধনপথ ।০
৮৬। কল্যাণকল্পতরু /১০
৮৭। গীতাবলী /১০
৮৮। শরণাগতি /০
৮৯। প্রার্থনা-প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ।৶০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।৶

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া-জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ বর্ষ { ২০ গোবিন্দ ৪৫৪ গৌরাব্দ ২০শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৪ঠা মার্চ্চ ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার } ২৯৮তম সংখ্যা

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দর-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-মাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৸০ আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রী স্তবরত্নমালা
[illegible] স্তব ও গীতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸০ মাত্র
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত

অন্তর্দ্বীপ—আত্মনিবেদনের ক্ষেত্র। আত্মনিবেদনের অপর নাম শরণাগতি। শরণাগতই বলী। আগে আত্মনিবেদন, তারপর শ্রবণাদি ভক্তির অনুষ্ঠান—পরিক্রমার অনুষ্ঠান। নবধা ভক্তি মূর্ত্তি ধ'রে আপার রূপে—নবদ্বীপধামরূপে বর্ত্তমান। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন অঙ্গিগণের বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের পীঠস্থানই নবদ্বীপ।

ভগবানের সঙ্গে উপাসকের সম্বন্ধ বা প্রেমলাভের উপায়—অর্চ্চনের, সেবা বা ভক্তি। ভক্তি নব প্রকার; কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আত্মসমর্পণ। আকিঞ্চন না হ'লে আত্মসমর্পণ হয় না। ভোগ্যস্বরূপে এ জগতের কোন কিছু বা কৃষ্ণেতর বিষয় যাঁ'র নাই, তিনিই অকিঞ্চন। কৃষ্ণের সেবার জন্য অনন্ত-কোটি বৈকুণ্ঠবাসীই অকিঞ্চন।

শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া হ'লেই মঙ্গল হ'বে—বৈষ্ণবপদধূলিতে আদর হ'বে। অকিঞ্চন না হ'লে সঙ্গে যাওয়া যায় না এবং তাঁ'রাও সঙ্গে নেন না। অকিঞ্চনের জড় দম্ভ নাই, অহঙ্কার নাই; কিন্তু শুদ্ধ-অহঙ্কার আছে। 'আমি তোমার'—ইহাই শুদ্ধ-অহঙ্কার। যেখানে অকিঞ্চনতা—দীনতা, সেইখানেই দয়া। যেখানে দম্ভ নাই—জড় দর্প-গর্ব্ব নাই। যেখানে আছে কেবল সম্বন্ধ জ্ঞান—কার্ষ্ণ কিঙ্করত্বের অনুভূতি।

শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মসংলগ্ন ধূলি হ'তে হ'বে। ইহাই আমাদের স্বরূপ। আত্ম-নিবেদন না করলে—শরণাগত বা অকিঞ্চন না হ'লে শ্রীধামপরিক্রমার অধিকার হ'বে না। অকিঞ্চন হ'য়ে বৈষ্ণবের সঙ্গে যেতে হ'বে, দক্ষিণা দিতে হ'বে। দক্ষিণা হ'চ্ছে আত্মনিবেদন। যে আত্মনিবেদন করে না, কায়মনোবাক্য এ তিনটীকে দক্ষিণা দেয় না, তা'র গুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মের সঙ্গে যাওয়ার অধিকার হয় না। অকিঞ্চনতার বিরুদ্ধ ধর্ম্ম অহঙ্কার যদি বজায় থাকে, তবে পরিক্রমা হ'বে কি? তা'তে গ্রাম দেখা হ'বে, মাটি দেখা হ'বে, শ্রীধামদর্শন হ'বে না। অকিঞ্চন দীনহীন কাঙ্গাল হ'য়েছি কি? যদি হই তবে ধাম রূপ দেখা'বেন।

অনর্থযুক্ত সাধকের সাধনপথে কিছু কিছু বিঘ্ন থাকে; কিন্তু তিনি যদি সরল হন, অকুটিল হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার শরণাগতির পরিমাণ অনুসারে ফল পাইয়া থাকেন। দোষ-ত্রুটী প্রথমতঃ কিছু থাকিলেও শরণাগতির বলে সে ঐ সকল দোষ বা বাধা সমস্তই অতিক্রম করিতে পারিবে।

নিরপরাধ [illegible] বড় সুন্দর। নিরপরাধে নামকীর্ত্তন হইলে চিত্ত নির্ম্মল হয় এবং ক্রমশঃ বিচার বা স্মরণের উদয় হয় অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণবের পদাশ্রয়কারী অকিঞ্চন শরণাগত নিবেদিতাত্মা শিষ্যের সেবোন্মুখ-জিহ্বায় শ্রীনাম উদিত হন। আশ্রয়-বিগ্রহের নাম কীর্ত্তন ব্যতীত কৃষ্ণকীর্ত্তন হয় না। শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার অকিঞ্চনগণের সেবা করিলে গৌরসুন্দর আনন্দিত হন ও কৃপা করেন। শ্রীগুরুদেব অহৈতুকী করুণা করিয়া বাণীর আকারে গৌরসুন্দরকে বিতরণ করেন। যাঁহাদের সংসারবাসনা ক্ষয় হইয়াছে, তাঁহারাই তাঁহার বাণী সম্যক্ গ্রহণ করিতে পারেন।

গৌরসুন্দর [illegible] শ্রীগুরুদেবের প্রেমদাতা। গুরুদেবই কৃষ্ণকে দিতে পারেন, অপরের ক্ষমতা নাই। শ্রবণকারীর [illegible] নিত্যানন্দ—[illegible]। [illegible] কৃপা ব্যতীত স্বরূপজ্ঞান হয় না [illegible], নায়িকা, [illegible], নিগুণ [illegible] সংসার—কৃষ্ণবিস্মৃতির অবস্থা। [illegible] থেকে মোচন করতে পারেন নিত্যানন্দ-[illegible]।

এই জীবনেই কৃষ্ণাকাঙ্ক্ষার [illegible] প্রয়োজন। কৃষ্ণভজন [illegible] কোন [illegible] কারনে, তাঁহার [illegible] পাদপদ্ম [illegible] করুন।

[illegible] যাঁ'র নাই, সেইরূপ [illegible] সব করতে হ'বে। [illegible] চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হ'তে হ'বে, [illegible] বা ত্যাগ হ'বে। [illegible] সেবা নয়, ত্যাগও সেবা নয়। [illegible] ত্যাগ তাদের নাম [illegible]। [illegible] বাক্য যখন [illegible] হয়, তখন [illegible] করা হয়।

জীবাত্মার স্বভাব—[illegible]। ভগবানের বিপরীত [illegible] প্রভু। অপরাধ-অভিমানই [illegible]। [illegible] কৃষ্ণ, তবে তিনি [illegible] নন, [illegible] সন্তোষ। [illegible] বাগমার্গ [illegible]। তাঁ'র কৃপা [illegible] নাই। তিনিই সেবা [illegible]। [illegible] করেন। আমার গুরুকে [illegible] করেন। তিনি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ।

জীবনে [illegible] না, যে কোন অবস্থায় [illegible] আমরা নিজের [illegible]

না। [illegible] তিনিই চা'ন। আমাদের স্বতন্ত্রতা কিছু [illegible] [illegible]। [illegible] কৃষ্ণ, তিনি [illegible] যদি [illegible]। [illegible] যদি [illegible], তাঁহা [illegible]। [illegible] সর্ব্বদা [illegible] কৃষ্ণ তাঁহাকে [illegible]।

[illegible] আপনিই [illegible] হইবে। [illegible] অথবা [illegible] আমাদের এই [illegible] হইলে ইহাই [illegible] এই মনে [illegible] একটী [illegible] কেন, আমি [illegible] আর [illegible] বলিয়া [illegible]।

[illegible] সংসারের [illegible]। কৃষ্ণের [illegible] যদি [illegible] করিবে, এ [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], শান্তি, আরাম [illegible] আছে।

[illegible] সত্য। [illegible] থাকে না। [illegible] acquired knowledge নহে। [illegible] যুক্তি। [illegible] তিনি স্থাপন করিতে [illegible] তাহার ইচ্ছার সহিত dovetailed হওয়াই [illegible] কথা।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ গোবিন্দ [illegible] গৌরাব্দ ৪৪৪

হরিকথা-প্রসঙ্গ

সাধুসঙ্গই হরিভক্তির মূল। দুঃসঙ্গ ও সরলতা যেখানে নাই, সেখানে হরিভক্তির আশাও নাই, সেখানে অভাগ্য অনিবার্য। মনোধর্মী তার্কিক কখনও জগতে [illegible] আশা-ভরসা পাইতে পারে না। [illegible] জন্যই সাধুর কৃপালাভ করিয়া [illegible]। সাধুর সঙ্গ করিতে হইলে আনুগত্য [illegible] থাকা চাই—প্রণিপাত, [illegible] সেবাবৃত্তি চাই। আনুগত্যবিহীন [illegible] সঙ্গ করিবার ইচ্ছা সাধুকে [illegible] চেষ্টা বা দম্ভ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহার দ্বারা কখনও ভগবদ্ভক্ত ও ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ হয় না। হরিভজনই যাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ও লক্ষ্য, তিনিই ভগবৎ-সেবার অধিকারেই সাধুর সঙ্গ করিতে পারেন ও কৃপা পান। যেখানে হরিগুরুবৈষ্ণব মনোরঞ্জন ব্যতীত লোকরঞ্জনের প্রতি আদর, সেখানে সত্যকথা কীর্তিত হইতে পারে না। কারণ, জগতের কোটি কোটি লোকের এখন ভুক্তি-মুক্তি-বুভুক্ষু ব্যতীত [illegible] বহির্মুখ। সুতরাং তাহাদের [illegible] কথা কেরূপে সত্যকথা হইবে? সাধুর কথা তিক্ত বা মনের অপ্রীতিকর [illegible] হইলেও উহাই ভবরোগনিবারক একমাত্র মহৌষধ। সাধুর শ্রীমুখ [illegible] শ্রবণ হয় না। [illegible] জাগতের বা গুরুবর্গের অতি সরল সহজ কথাও বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং [illegible] বা তত্ত্বকথা উপলব্ধি করিতে হইলে আনুগত্যই যে একমাত্র অত্যাবশ্যক ব্যাপার, তাহা বলাই বাহুল্য।

কলিকালে লোকের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদাই বিক্ষিপ্ত। সুতরাং এখন স্থির ধ্যান সম্ভবপর নহে। সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যা বা অর্চ্চন দ্বারা ভগবৎসেবা হয়। কলিকালে অর্চ্চনাদি অঙ্গভাবে হইবার উপায় নাই। কলিকালে শ্রীনাম-দ্বারা ভগবানের অর্চ্চন করিবে—কলিকালে কীর্ত্তনাখ্য বিষ্ণুর অর্চ্চন হইবে। যাঁর আনুগত্যে দ্বারা গুরুহরিসেবোন্মুখ না হইলে কীর্ত্তনাদি কোন কিছুই [illegible] হয় না। যখন জীব মনোধর্ম্মে [illegible], কখন [illegible] ব্যভিচার দেখা যায়। মনোধর্ম্মের বশে আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে ধ্যান করি, ইন্দ্রিয়-তোষণের আহুতিপ্রদানকেই নামকার্য্য মনে করি। শ্রীমূর্ত্তির নিকট নৈবেদ্য দেওয়ার সময় মনে মনে চিন্তা করি—বিগ্রহ-গুলি কোন সময় বাড়ী লইয়া গিয়া দীপ ধূপাদি আর্ত্তির-অবসরে দিব, নিজে ভোগ করিব, কীর্ত্তন করিবার সময় সুর তান লয় মানে আবদ্ধ থাকিয়া মনে করি যে আমার কীর্ত্তন শ্রোতাগণের চিত্তকে অবশ্যই আকর্ষণ করিবে ইত্যাদি। তখন ভগবান্ দূরতিদূর হইতে চলিয়া যান। তাহাতে কৃষ্ণসুখের পরিবর্ত্তে নিজসুখ-বাঞ্ছাই হইয়া থাকে। সেইরূপ কীর্ত্তন দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ হয় না—আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বা কামাগ্নিতেই ইন্ধন প্রদান করা হয়।

[illegible] ধ্যান অসম্ভব। [illegible] নির্জন আত্ম-[illegible] কলিকালে অর্চ্চন [illegible] শুদ্ধ [illegible] কলিকালে হরি-কীর্ত্তন [illegible]। এই হরিকীর্ত্তন সাধন ও সাধ্য উভয়ই। হরিনাম-গ্রহণে কালাকাল-বিচার নাই।

> খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
> দেশ-কাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
> কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
> অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥

এমন কি মলমূত্র-ত্যাগকালেও শ্রীহরি-স্মরণ করা যায়। বাহ্যক্রিয়া অভ্যাসে হইয়া থাকে। হরিনাম করিতে কোন বাধা নাই। নিদ্রাকালে, জাগ্রতাবস্থায়, শয়নকালেও হরিনাম করা যায়। স্ত্রী, পুত্র, বালক, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলেই হরিনাম গ্রহণ করিতে পারেন। নির্জ্জনে হরিনাম-গ্রহণ করা যায়, গোপনে হরিনাম-গ্রহণ করা যায়, একা হরিনাম-গ্রহণ করা যায়, বহুলোক একত্রে মিলিয়া হরিনাম-গ্রহণ করা যায়, কেবার প্রায় হরিনাম-গ্রহণ করা যায়, শ্রীনাম ও শ্রীনামাচার্য্যের এত অপার কৃপা! এত সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও যদি হরিনামে রুচি বা শ্রদ্ধা প্রবল না হয়, শ্রীনামপ্রভাব শ্রীনামাচার্য্যের শ্রীপাদপদ্মে মস্তক বিক্রয় করিয়া শরণাগত হইবার ইচ্ছা না হয়, তাহা হইলে আমার ন্যায় হতভাগ্য আর কে?

কলি মধ্যে বিবাদ বা তর্ক। এই যুগে তর্কপন্থার আদর, শ্রৌতপন্থার আদর নাই। যাঁহারা শ্রুতপথের পথিক, তাঁহারা বাস্তব-সত্য বস্তু অকপটে গোষ্ঠী-নিক্ষেপনীতির প্রশ্রয় দেন না। তাঁহারা তার্কিক নন, তাঁহারা শ্রৌতপন্থী। তাঁহারা কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী বা অন্যাভিলাষীর ন্যায় [illegible] নহেন। তাঁহাদের অবস্থার [illegible]—[illegible]। আজকাল শাস্ত্রবাক্যে অনাদর করিয়া অল্পজ্ঞানে অধোক্ষজবস্তুকে মাপিবার প্রয়াস, অচিন্ত্যবস্তুতে তর্কের যোজনা প্রভৃতি চেষ্টাই সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তর্কপন্থাই জীবের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান ভয়ঙ্কর অপরাধ। ইহার ন্যায় দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই। অনাদি-বহির্মুখতার চরম সীমায় উপনীত হইলেই অচিন্ত্য বস্তুতে তর্কযোজনায় প্রয়াস হয়। এই মহা-বিপদ্ হইতে সকলেরই সাবধান থাকিয়া ভগবৎপাদপদ্মে শরণ গ্রহণই আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়। যেখানে তর্ক, সেইখানেই অশ্রদ্ধা। যেখানে শ্রদ্ধা, সেইখানে শ্রৌতপন্থার আদর।

শ্রীশ্রীগুরুপূজাই শ্রীশ্রীব্যাসপূজা। শ্রীব্যাসপূজায় যুগপৎ গুরুসেবা ও কৃষ্ণসেবা হয়। অশ্রৌত বা তর্কপন্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রৌতপথ বা গুরুপাদপদ্ম-গ্রহণই শ্রীব্যাসপূজার তাৎপর্য্য। আরোহবাদের বহুমানন পরিত্যাগ করিয়া অবরোহপথে গুরুবৈষ্ণবানুগত্যে হরিসেবার জন্য প্রস্তুত হওয়াই শ্রীব্যাসপূজার উদ্দেশ্য। দ্বৈত-বস্তুতে ভ্রান্তভ্রম-জ্ঞান বা মনোধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আত্মধর্ম্মে অবস্থিত হইবার চেষ্টাই শ্রীব্যাসপূজার মর্ম্ম। পূর্ণ দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ করাই শ্রীব্যাসপূজার প্রয়োজন। তর্কপন্থার মনোধর্ম্মের দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা শ্রীগুরুপূজা হইতে পারে না। তর্কপন্থা বা মনোধর্ম্মের দ্বারা গুরুতত্ত্ব উপলব্ধি হয় না। তর্কপন্থী মনোধর্ম্মী বঞ্চিত হয়। আর যিনি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহযোগে গুরুসেবা করেন, সেই শ্রৌতপন্থীই গুরুকৃপায় [illegible] কথা জানিতে পারেন।

গুরুপূজা বা গুরুসেবার প্রথমেই ভূতশুদ্ধি আবশ্যক। অন্যের কখনও দেবতার অর্চ্চন করিতে পারে না—প্রাকৃত বস্তু কখনও অপ্রাকৃত বস্তুর সেবা করিতে পারে না—শুদ্ধ না হইলে গুরুসেবা হয় না। 'গুরুর দাস' বা 'দাস দাস' হওয়াই ভূতশুদ্ধি বা 'আত্মশুদ্ধি', ইহাই তৃণাদপি সুনীচতা, ইহাই শুদ্ধ-অহঙ্কার বা চিদভিমান। ইহাই প্রকৃত সম্বন্ধ, শরণাগতি বা আত্মনিবেদন। বাহ্যপ্রক্রিয়ার নাম ভূতশুদ্ধি নয়। স্থূলদেহের শুদ্ধিকে ভূতশুদ্ধি বলা যায় না। বাহ্য শৌচ লাভ করিয়া পূজার যোগ্যতালাভ করা যায় না। অশ্রদ্ধান্বিত গায়ে মাখিয়া শ্রীগুরুমন্দির, শ্রীবৈষ্ণবমন্দির ও শ্রীভগবন্মন্দিরে যাওয়া নিষেধ। [illegible] অশ্রদ্ধাবান তার্কিকের মন্দিরে প্রবেশাধিকার নাই, তাহার আবার পূজার অধিকার কোথায়? শ্রৌতপন্থার গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য ও সঙ্গে হরিকথা-কীর্ত্তন ও শ্রবণমুখেই ভূতশুদ্ধি হয়। তাহার দ্বারাই হরিগুরুবৈষ্ণবসেবার প্রকৃত যোগ্যতা লাভ হয়। ইহারই নাম দীক্ষা।

তর্কপন্থী স্বেচ্ছাচারী—স্বতন্ত্র, আর শ্রৌতপন্থী সাধুশাস্ত্রের অনুগত। তর্কপথ ভোগোন্মুখতার পথ—মৃত্যুর পথ—অভক্তির পথ, শ্রৌতপথ সেবোন্মুখতার পথ—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের পথ—ভক্তির পথ—আত্মরক্ষার পথ। শ্রৌতপথ কর্ণের পথ আর তর্কপথ বহির্মুখ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের পথ। তর্কপথ প্রভুত্বের পথ, শ্রৌতপথ দাস্যের পথ। তর্কপন্থী পূজ্যাভিমানী। তর্কপন্থী কপট—ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষকামী, আর শ্রৌতপন্থী সরল, অকপট সেবাভিলাষী। তর্কপন্থী এ জগতে বড় হইতে চায়, আর শ্রৌতপন্থী গুরুবৈষ্ণবের পদরেণুপ্রার্থী। তর্কপন্থী দাম্ভিক, শ্রৌতপন্থী নিরহঙ্কার ও নিরভিমান। তর্কপন্থী জড়-প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল, শ্রৌতপন্থী বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া সতত সেবানিরত। জড়প্রতিষ্ঠা তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না। শ্রৌতপন্থীর তর্কপন্থীর ন্যায় স্বসুখ-কামনা নাই।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

গত ১১শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, সোমবার দিবস উষঃকালে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক সমাপন করিয়া শ্রীধামপরিক্রমাকারী ভক্তগণ শত শত ধ্বজ-পতাকা ও মৃদঙ্গ, করতাল, শিঙ্গা, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসরের সমবেত-ধ্বনির সহিত নৃত্য ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনিতে দিগ্দিগন্ত মুখরিত করিতে করিতে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী প্রভুপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে গৌরলীলা-নিকেতন শ্রীধাম নবদ্বীপের [illegible] অন্তর্দ্বীপের [illegible] গৌর-ক্রীড়া-কেন্দ্রসমূহ দর্শন, তত্তৎস্থানে লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ ও পরিক্রমা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে স্ত্রী-পুরুষ বহু ভক্ত এই পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছেন। সকলেরই এই উৎসবে যোগদান করিবার অধিকার আছে। এইজন্য সকলকে সাদরে আহ্বান করা হইয়াছে। পরিক্রমা উপলক্ষে জগদ্গুরু শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্পূর্ণ আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ও সেবকগণ নিজ দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে গমন করিয়া পরিক্রমাকারিগণকে গুরুহরিকথা শুনাইতেছেন।

প্রথম দিবস—অন্তর্দ্বীপ-শ্রীমায়াপুর

গত ১১শে ফাল্গুন ভক্তগণ গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও অন্যান্য ত্রিদণ্ডিপাদগণের অনুগমনে আচার্য্যবর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবন হইতে সংকীর্ত্তনমুখে বহির্গত হইয়া সীতানাথালয় শ্রীঅদ্বৈতভবন দর্শন করেন। এই স্থান শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন হইতে [illegible] উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানে আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত [illegible] তুলসী দিয়া পাকৃত্যাদিক-বিধানানু-

সাথে কৃষ্ণ-আরাধনা করিয়াছিলেন। এই স্থানেই হুঙ্কার করিয়া তিনি কৃষ্ণকে জগতের দুঃখ জানাইয়াছিলেন। এই স্থানেই তিনি বৈষ্ণব-গোষ্ঠীতে অবস্থান করিয়া বহির্মুখ জগতের কৃষ্ণবৈমুখ্যের কথা আলোচনা ও কিরূপে জগতের মঙ্গল হইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তা ও ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন। এই স্থানটিকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের টোলগৃহ বা শ্রীঅদ্বৈত-সভাও বলিয়া থাকে।

তৎপরে শ্রীঅদ্বৈতভবন দর্শন করিয়া শ্রীবাস-অঙ্গন দর্শন করেন। শ্রীবাস-অঙ্গন শ্রীযোগপীঠের শত হস্ত উত্তরে অবস্থিত। শ্রীবাস-অঙ্গন সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের মহা-সংকীর্ত্তনস্থলী। শ্রীবৃন্দাবনলীলার রাসস্থলী ও শ্রীবাস-অঙ্গন একই বস্তু। এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দর পঞ্চতত্ত্বাত্মক হইয়া পূজিত হইতেছেন। এই স্থানকে খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা বলিয়া থাকে। কীর্ত্তনবিরোধী মুসলমান এই স্থানে কীর্ত্তনের খোল ভঙ্গ করিয়াছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলাভিনয়কালে প্রধান সহায় ছিলেন। এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে বিশ্বরূপ ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে ষড়্ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসের মৃতপুত্রের মুখে তত্ত্বকথা কীর্ত্তন করাইয়াছিলেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে যে সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু কীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীবাসের পুত্রের পরলোকগমন হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-সুখের বাধা হইবে আশঙ্কা করিয়া এই অশুভ-সংবাদ তিনি মহাপ্রভুকে জানান নাই। কীর্ত্তন ভঙ্গ হইবার পর শ্রীবাসের পুত্রের পরলোকগমন-সংবাদ পাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে পূর্ব্বে এই সংবাদ না দেওয়ার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিলেন এবং শিশুকে নিকটে আনাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওহে বালক, তুমি শ্রীবাসকে কেন পরিত্যাগ করিতেছ?" মৃত বালক উত্তর করিল,—"ইহার গৃহে যে কয়দিন আমার নির্ব্বন্ধ ছিল, তাহা অন্ত হওয়ায় আপনার ইচ্ছাক্রমে অন্যত্র যাইতেছি। আমি আপনার নিত্যদাস—অস্বতন্ত্র দাস। আপনার ইচ্ছার বাহিরে আমার নিজের কিছুই করিবার সাধ্য নাই।

"মৃত-শিশু-প্রতি প্রভু বলেন বচন।
শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি' যাও কি কারণ?"
শিশু বলে, "প্রভু যেন নির্ব্বন্ধ তোমার।
অন্যথা করিতে শক্তি আছয়ে কাহার?"
মৃতশিশু উত্তর করয়ে প্রভু সনে।
পরম অদ্ভুত শুনে সর্ব্ব ভক্তগণে॥
শিশু বলে, "এ দেহেতে যতেক দিবস।
নির্ব্বন্ধ আছিল ভুঞ্জিলাম সেই রস॥
নির্ব্বন্ধ ঘুচিল, আর রহিতে না পারি।
এবে চলিলাও অন্য নির্ব্বন্ধিত-পুরী॥
এ দেহের নির্ব্বন্ধ যেন রহিতে না পারি।
হেন কৃপা কর যেন তোমা' না পাসরি॥
কে কাহার বাপ, প্রভু কে কার নন্দন।
সবে আপনার কর্ম্ম করয়ে ভুঞ্জন॥
যতদিন ভাগ্য ছিল শ্রীবাসের ঘরে।
আছিলাও, এবে চলিলাম অন্য পুরে॥
সপার্ষদে তোমার চরণে নমস্কার।
অপরাধ না লইহ, বিদায় আমার॥"

এই স্থানে শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীবৃন্দাবন-জননী শ্রীনারায়ণীকে শ্রীমহাপ্রভু উচ্ছিষ্ট প্রদান করিয়া কৃপা করেন। এক দরজী শ্রীবাসের বস্ত্রাদি সেলাই করিয়া দিত। শ্রীমহাপ্রভু তাহার প্রতি কৃপা করিয়া তাহাকে নিজ রূপ দর্শন করান। এই শ্রীবাস-ভবনে শ্রীমহাপ্রভু প্রথম বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ ও তাঁহার স্বয়ংভগবত্তার-ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখানে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীবাসভবনে ভক্তগণ মিলিত হইয়া শ্রীমহাপ্রভুর অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করেন। শ্রীবাসের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীমহাপ্রভু শ্রীবাসের পরিবারবর্গ দাসদাসী সকলকেই স্বীয় রূপ প্রদর্শন করেন।

তৎপরে শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তন-নর্ত্তনাদি করিয়া ও শ্রীবাস-অঙ্গনের ধূলিতে গড়াগড়ি দিয়া [illegible] শ্রীযোগপীঠে গমন করেন। এই শ্রীযোগপীঠই শ্রীজগন্নাথমিশ্রের শ্রীমন্দির। স্থানে মিশ্রবর নিত্য বিষ্ণুপূজা ও অতিথি সেবা করিতেন। এই স্থানে তৈর্থিক বিপ্রকে বালক নিমাই কৃপা করিয়াছিলেন। এই স্থানে নিম্ববৃক্ষের অদ্যাপি বালক নিমাইর স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। শ্রীযোগপীঠে শ্রীগৌরসুন্দরের বামভাগে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও দক্ষিণে লক্ষ্মীপ্রিয়া ও দক্ষিণে শ্রীগৌর [illegible] শ্রীলক্ষ্মী প্রিয়া এবং লীলা ও ভূ-শক্তি শ্রীনামরূপিণী হইয়া তাঁহার পাদ্মসেবিকা চিন্তামণি ভূমিরূপে বিরাজিতা। শ্রীমন্দিরের পৃথক্ কক্ষে শ্রীপঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীরাধামাধবযুগলমূর্ত্তি শোভিত আছেন।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া ভক্তগণ গঙ্গার ধারে ধারে শ্রীমহাপ্রভুর ঘাট, মাধাইয়ের ঘাট, বারকোণা ঘাট পরিক্রমা করিয়া শুক্ল চাঁদকাজির সমাধি দর্শন ও পরিক্রমা করেন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলার চাঁদকাজি শ্রীকৃষ্ণলীলার কংস ছিলেন। শুক্ল চাঁদকাজির সমাধির উপর প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বের পুরাতন গোলক-চাঁপা বৃক্ষ শোভিত আছে। চাঁদকাজির সমাধি পরিক্রমা করিয়া ভক্তগণ শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাট পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রত্যেক স্থানেই প্রাচীন মহাজনগণের গ্রন্থ হইতে তত্তৎ লীলাপ্রসঙ্গোপযোগী সংকীর্ত্তন, পাঠ, বক্তৃতা ও হরিকথা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় দিবস—শ্রীসীমন্তদ্বীপ

গতকল্য আত্মনিবেদনক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর পরিক্রমা করিয়া আজ ২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ, মঙ্গলবার ভক্তগণ শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যের অনুগত্যে শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা করিতেছেন। সীমন্তদ্বীপকে সাধারণ ভাষায় সীমুলিয়া বলে। এই দ্বীপে অংশিনী স্বরূপশক্তি শ্রীরাধিকার অংশ-স্বরূপিণী শ্রীপার্ব্বতী দেবী বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর কৃপা ও ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যতা উপলব্ধি ও গৌরপার্ষদগণের দর্শনলাভ করেন। শ্রীপার্ব্বতী দেবী এই স্থানে শ্রীগৌর পাদপদ্মের ধূলি সীমন্তে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া বিজ্ঞজনগণ ইহাকে শ্রীসীমন্তদ্বীপ বলেন। সীমুলিয়া পরিক্রমা করিয়া ভক্তগণ শরডাঙ্গা, গোয়ালডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর প্রভৃতি স্থান পরিক্রমা করিলেন।

সামরিক-প্রসঙ্গ

——:(০):——

শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা মহোৎসব

[illegible] মঠের অন্তর্গত [illegible] মঠে পরমারাধ্য [illegible] আচার্য্যদেবের [illegible] হরিসংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-তিথিদিবস প্রত্যূষে মঠসেবকগণ শ্রীশ্রীগুরু বৈষ্ণববন্দনা, মঙ্গলারাত্রিক, পঞ্চতত্ত্ব, "ভজ রে ভজ রে আমার মন অতি মন্দ", "দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব" প্রভৃতি গীতি কীর্ত্তনান্তে "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" গ্রন্থ পাঠ করেন। মধ্যাহ্ন শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনাদির পর উপস্থিত সকলকে শ্রীমহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও মহাজনগীতি-কীর্ত্তনান্তে মঠসেবকগণ গৌড়ীয় হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মহিমা আলোচনা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর পুনরায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা আলোচিত হয়।

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর উৎসব

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপানির্দ্দেশে গত ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা কলিকাতার অন্তর্গত শাখা পাটনা গৌড়ীয় মঠে ভৈমী একাদশী, বরাহ দ্বাদশী ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব তিথি-পূজা বিরাট হরিকথা ও কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বরাহ-দ্বাদশী দিবস রাত্রে শ্রীপাদ নন্দদুলাল ব্রহ্মচারী 'ভক্তিশাস্ত্রী' শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব ও হিরণ্যাক্ষ-বধ-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা [illegible]। ১০ই ফেব্রুয়ারী সোমবার প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিক, উষাকীর্ত্তন, তুলসীমন্দির পরিক্রমান্তে শ্রীমন্নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের লিখিত শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ আরম্ভ হয়। ভক্তগণ সমস্ত দিবারাত্র নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাপ্রার্থনামুখে পাঠ-কীর্ত্তনাদি করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের অর্চন, বিচিত্র ভোগরাগ ও আরাত্রিক-কীর্ত্তন হয়। রাত্রে শ্রীপাদ ভক্তিশাস্ত্রী ১৭শ বর্ষের গৌড়ীয় হইতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব-দিবসে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব-কীর্ত্তিত হরিকথা-কীর্ত্তন প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-উৎসব

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্তর্গত শাখা এলাহাবাদ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে গত ৮ই, ৯ই ও ১০ই ফেব্রুয়ারী ভৈমী-একাদশী, বরাহদ্বাদশী ও শ্রীনিত্যানন্দ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে মঠসেবকগণ উপবাসী থাকিয়া হরিকীর্ত্তনমুখে তিথিত্রয়ের সম্মান করেন। মঠসেবকগণ শ্রীএকাদশীতে ইষ্টগোষ্ঠীমুখে হরিকথা আলোচনা করেন।

৯ই ফেব্রুয়ারী শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব তিথিতে সন্ধ্যারাত্রিকান্তে গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, দশাবতারস্তোত্র ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যার্ণব বি-এ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব, হিরণ্যাক্ষ-বধ এবং শ্রীবরাহদেবের পৃথিবী উদ্ধারের স্তুতি-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে কীর্ত্তন করেন। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

১০ই ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি দিবস মঙ্গলারাত্রিক প্রত্যূষে শ্রীগুরুপরম্পরা, শ্রীগুরুচরণপদ্ম, পঞ্চতত্ত্ব, 'নিতাই নিকরুণ' প্রভৃতি বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিলে পর শ্রীপাদ বিদ্যার্ণব প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত অবলম্বনে শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা ও [illegible] ভাবে প্রচার কথা কীর্ত্তন করেন। পাঠের পর [illegible] আরাত্রিক কীর্ত্তন হয়। [illegible] পর শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিভিন্ন অধ্যায় হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রসঙ্গ পাঠ হয়। [illegible], 'শ্রীগুরু-চরণপদ্ম', '[illegible]', 'নিতাই-পদকমল' প্রভৃতি [illegible] মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ [illegible] প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব সম্বন্ধে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। [illegible] 'নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন', 'নিতাই চৈতন্য বলি নাচ রে আমার মন,' 'নিতাই কি নাম এনেছে রে' প্রভৃতি বিভিন্ন গীতি কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস [illegible]

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধরদাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ([illegible] পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধাকিশোর ব্রজবাসী

শ্রী[illegible]ঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনৃসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible]-বনগা
সেবক—শ্রীমহেশনাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যাবিনোদ বি

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৬নং [illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারানপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর পাটনা
সেবক—শ্রীমুকুন্দবান্ধব ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া
সেবক—শ্রীনন্দগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ নং [illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রী[illegible]

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা, মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
[illegible]
পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং [illegible] রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং,
নং বোম্বে ২৬
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, [illegible] গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

[illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
[illegible], পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-প্রবর্ত্তন-[illegible]
পোঃ [illegible], গঞ্জাম
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

আমর্ষি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ আমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (মানভূম)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্লাট নং ২, ৫০, [illegible] ক্ল্যাপহাম,
লণ্ডন, [illegible]
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
আমিনাবাদ ([illegible]) লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (গঞ্জাম)
সেবক—[illegible] দাসাধিকারী

[illegible]পীঠ,
[illegible] (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রী[illegible]গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রী[illegible]কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	
" সিকি কলম		৪৲		৩৲
" অর্দ্ধ কলম		৬৲	৬৲	
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্র (chart) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মডার্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও হাস্যরসের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের হৃদয়বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও মলাটপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে সাম্প্রদায়িকতাস্রোতে ভাসমান মানবগণের মঙ্গলার্থ, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বহুমত ও তাহাদের সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক-বিরোধসমূহের মূল ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ধর্মসমূহ, তাহাদের সত্যাসত্য সম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয়-সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত্র, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-লীলা এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নরহরিদাস ভক্তিভূষণ অধিকারী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, প্রভৃতি মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব আদর্শ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া শ্রীগীতার আদর্শ প্রচারে পরিশ্রম প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য্য ও উপাদেয়তা আছে, তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূল শ্লোক সম্পূর্ণ শ্রীগীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামীকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের অর্থ প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা কাপড়ে বাঁধাই আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রতিপাদ্য বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও গ্রন্থ প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ভক্তবৈষ্ণবসমাজের [illegible] সম্পদ। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible] টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী কাহিনী আকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুশান্তিরঞ্জন [illegible] প্রাণ এম্. এ., বি-এল্, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	[illegible]	৬-২১	৭ ১৪	[illegible]	৩-১০	১৬-১৬	১৭-৫০	[illegible]
ব্যাণ্ডেল	৪-৫৬	৬-৫০	৭ ২৮	১১-১৮	১৩ ৫০			২২
কালনাঘাট পৌঃ	৬-১৭	৮ ১	৯ ১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৫১	১৯-০৫	০-৪৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-০৭	১৩-৩৩	১৫ ৫	১৮-৫৯	১৯-২০	১-০০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১০-০৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১- ১

(বদল) ছাঃ	৭-১৩	১০-০১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-১১	১৮ ১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৬
ব্যাণ্ডেল "	১১ ১৮
কালনাঘাট পৌঃ	১-৫৫
" ছাঃ	১৬-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩০ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

রবিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	-৬	১১-৪	১৩ ২২	১৬-৬	১৮-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪৬	১১-৪২	১৫-০	১৬ ৮২	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮ ৫১	১১ ৪৭	১৫-১০	১৬ ৫৭	১৯ ২১	২০-৪৮	১-৩১
কালনাঘাট পৌঃ	৮ ৪৪	৯-২৫	১২ ২৮	১৫-৫০	১৭ ৪০	২০-৩	২১ ১৩	৪ ২০
(বদল) ছাঃ	৭-৫	৯ ৩০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭ ৮২	২০-১১	২১-২৫	৪ ১৮
ব্যাণ্ডেল		১১-৮		১৭-২৬	১৯ ৯	২১ ৩৬	২৩ ৫	
কলিকাতা পৌঃ	৩-৩১	১১-২০	১১	৬৬	২২-০০	২৩-১৫	৩-১৬	

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভিজিগাপাটম একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-বেদান্ত-বিদ্যাপীঠ ও বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার মূর্ত্তবিগ্রহ সমাজাচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা তথা দেশের সমসাময়িক সর্ব্বপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনমণ্ডলীর যে সমস্ত শাস্ত্রীয় কথোপকথন, তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশ হইয়াছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাপ্রচারে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয়ভক্তিসম্রাট আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তপূর্ণ অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১।১৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গল পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। পরীক্ষা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। প্লীহা, লিভার, পীলা সংযুক্ত কামলা এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। প্যাকিং ও মাশুল স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম মায়াপুর

REGD. NO. C 1544

পদ্মপ্রসূনমালা
—:০:—
শ্রীল [illegible] রচিত
বিভিন্ন পদ্যাবলী শ্রীশ্রীল
[illegible] বিরচিত
'[illegible]' আর্কাসে প্রকাশিত
হইয়াছে। উহাতে অনেক
[illegible] উপদেশ আছে।
ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান —
[illegible] ওয়ার্কস,
পোঃ—[illegible], ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও [illegible]
কথা [illegible] [illegible]
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
ভিক্ষা ১৷০
প্রাপ্তিস্থান—
[illegible]
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর ২১শে ফাল্গুন ১৩৪৭ ৫ই মার্চ, ১৯৪১ বুধবার [২৯৯তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—:(০):—

পৃথিবীর বৃহত্তম বোমারু বিমান

ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত স্যান্টামোনিকার ডগলাস্ ফ্যাক্টরীতে জগতের বৃহত্তম বোমারু বিমান নির্মিত হইয়াছে। ইহাকে শীঘ্রই উড়াইয়া পরীক্ষা করা হইবে। ছয় বৎসর পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিমান-বাহিনী (এয়ার কোর) যেরূপ নির্দেশ দিয়াছিল, সেই অনুযায়ী এই বিরাট্ আকার বিমানপোত নির্মিত হইয়াছে। এই বিমানপোতের পাখা ২১০ ফুট; ইহা ১৮ সিলিণ্ডারের চারিটি ইঞ্জিন সংযুক্ত এবং পেট্রোল প্রকোষ্ঠে পূর্ণ থাকিলে ইহার মোট ওজন ১, ৩৫, ০০০ পাউণ্ড হয়, অর্থাৎ প্রায় দুই হাজার মণ। ইহাতে একসঙ্গে ১১.০০০ গ্যালন পেট্রোল ধরে। ফলে, ইহা সম্পূর্ণ মুক্তাবস্থায় না থামিয়া ৭,৫০০ মাইল পর্যন্ত উড়িতে পারিবে। ইহার কাঠামোটি [illegible] এবং [illegible] আছে। এই বিমানপোতের [illegible] এত বড় যে, পাখার মধ্য দিয়া মিস্ত্রীদের ইঞ্জিনের নিকট যাতায়াত করিবার পথ রাখা হইয়াছে। এরোপ্লেনের মধ্যে উচ্চ (যেখান হইতে হাল ঠিক রাখিয়া বিমানপোতকে পরিচালনা করা হয়) হইতে ইহার ২৪টি বিভিন্ন স্থানে টেলিফোন সংযোগ আছে এবং এরোপ্লেনের অভ্যন্তরে লাউড্ স্পীকারের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

যুদ্ধের ভবিষ্যৎ পরিণতি

জার্মাণী বল্কানরাজ্যকে দখল করিয়াছে বটে [illegible] গ্রেটব্রিটেনের সঙ্গে নূতন সংঘর্ষ [illegible] চেষ্টা করিতেছে। যুগোশ্লাভিয়াকে সমত করাইয়া এবং সম্ভব হইলে তাহার সাহায্য লইয়া জার্মাণী স্যালোনিকা আক্রমণ করিবে বলিয়া ভয় দেখা দিয়াছে। স্যালোনিকা জার্মাণীর হাতে পড়িলে যুগোশ্লেভিয়ার নিজের আত্মরক্ষা কঠিন হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু ভয় দেখাইয়াই হউক বা প্রলোভন দেখাইয়াই হউক, জার্মাণী যদি যুগোশ্লেভিয়াকে দলে টানিতে পারে, তবে এজিয়ান উপসাগর অঞ্চলে [illegible] স্বচ্ছন্দে নিজেদের [illegible] প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইবে এবং মধ্য প্রাচ্যের নিকট প্রাচ্যের সহিত ব্রিটেনের যোগাযোগ বিপন্ন করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে।

কিন্তু জার্মাণী শুধু ইউরোপেই ব্রিটেনের জন্য সমরক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। [illegible] অঞ্চলে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করাও জার্মাণীর লক্ষ্য। সুতরাং প্রশান্ত মহাসাগরের ডাচ্ উপনিবেশগুলির প্রলোভন দেখাইয়া সে জাপানকেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্ররোচিত করিতেছে। ডাচ্ ইষ্টইণ্ডিজ শুধু যে জাপানের জন্য অতি প্রয়োজনীয় তৈল প্রচুর পরিমাণে আছে, তাহাই নহে, সেখান হইতে ব্রিটেনের সামরিক ঘাঁটি সিঙ্গাপুরের উপর আক্রমণ চালানোও সম্ভব।

জাপানের নৌশক্তির পরিমাণ এখনও সঠিকরূপে জানা যায় নাই। তবে ইহা নিশ্চিত যে, জাপান ডাচ্ ভারত আক্রমণ করিতে চাহিলে তাহাকে প্রথম প্রতিবন্ধক [illegible] হইতে হইবে। এমন কি, হংকং-এ ব্রিটেনের যে প্রধান ঘাঁটি আছে, তাহাকে [illegible] করিয়া অগ্রসর হওয়াও খুব সহজ ব্যাপার হইবে না। সুমাত্রা এবং জাভা রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। জাপান সিঙ্গাপুরে পৌঁছিতে চাহিলে স্থলপথেও তাহাকে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করিতে হইবে। হয়ত তাহারা শ্যামদেশকে ভয় দেখাইয়া থাইল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া তাহাদের সৈন্য আনিতে চেষ্টা করিতে পারে। তাহাদের ভরসা এই যে, জাপানী নৌবহরই এই স্থল সৈন্যবাহিনীকে বাম দিকের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে। কিন্তু সিঙ্গাপুরে সম্প্রতি ব্রিটেন আরও বহু যুদ্ধজাহাজ ও বিমানপোত প্রেরণ করিয়াছে। বহু সুশিক্ষিত অষ্ট্রেলীয় বাহিনীও সেখানে প্রস্তুত রহিয়াছে। সুতরাং সিঙ্গাপুর অভিযান খুব সহজ ব্যাপার নহে।

মালয়ে ভারতীয় দৈনিক সংবাদপত্র

মালয়স্থ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জন্য সম্প্রতি উহাতে একটি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে। ইহা অনেকটা ইস্তাহারের মত। কেবল পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের প্রধান প্রধান সংবাদগুলির সংক্ষিপ্ত সার, যুদ্ধের খবর এবং ভারতীয় সংবাদগুলি উহাতে ছাপা হয়। পাঁচকাটি রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হইতেছে। ইহা ছাড়া মালয় গবর্ণমেণ্ট নাগরী ও গুরুমুখী অক্ষরে মুদ্রিত সংবাদের ইস্তাহারও বাহির করিতেছে।

বল্কানে হিটলারের রণহুঙ্কার

জার্মাণ প্রথমে ভয় দেখাইয়া তুর্কীর সহিত সন্ধি করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। তুরস্ককে ভয় দেখাইয়া জার্মাণী তাহার নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিতে চাহিতেছে যে, তুরস্ক বরাবরই নিরপেক্ষ থাকিবে। বুলগেরিয়ায় জার্মাণী যে অভিযান শুরু করিয়াছে, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহা ছাড়া আর কিছুই নহে। অবশ্য [illegible] বুলগেরিয়া [illegible] নদী পার হইয়া গ্রীসের প্রবেশ করিতে দ্বিধা করিবে না। তবে তুরস্ক আক্রমণ করিতে না হইলেই তাহারা খুসী হইবে। যদি ভয় দেখাইয়া উদ্দেশ্য সফল সম্ভব হয়, তবে কে আর যুদ্ধ বাধাইতে চায়। ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রমণ কালে জার্মাণী যে [illegible] অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের ছিল। তখন সকল আয়োজনই অতি গোপনে সম্পন্ন করা হয় এবং হঠাৎ একদিন জার্মাণী তাহাদের ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়ে। এইবার কিন্তু জার্মাণীর পরিকল্পনা প্রকাশ্যভাবে এবং সাড়ম্বরে ঘোষণা করা হইতেছে। [illegible] বালকানের লোকের এইবার প্রচারকার্যের সঙ্গে পরিচয় চলিতেছে মনে হয়। গোপনীয় সাদা পোষাকে যে সকল জার্মাণ গুপ্তচর আছে, তাহারা যেন [illegible] সামরিক [illegible] [illegible], যাহাতে তাহাদের প্রকৃত পরিচয় গোপন না থাকে।

[illegible] সংবাদে প্রকাশ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বন্ধ করা হইয়াছে। [illegible] তাহাকে [illegible] অবশ্য [illegible] হইবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজী বিভাগের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান-অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, [illegible] এম-এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অদ্ভুত ফল [illegible] কোন দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ব্যস্ত হউন। [illegible] ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র [illegible]। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্বন্ধ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০০শত অধ্যায়ে সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), লেখক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় সূচিকা (Contents) ও গ্রন্থ শেষ ভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত শব্দার্থ (Index Glossary) সহ [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের [illegible] শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য [illegible] শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে [illegible] ও শ্রীপাদ [illegible] বলদেব বিদ্যাভূষণ বিরচিত 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' টীকা ভাষার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'অমিয়-টীকা' [illegible] ও স্বচীনং [illegible] এবং [illegible] গৌড়ীয় [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত [illegible] রায় এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। [illegible] ভাষা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকার্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশী আকারে ৬০৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম হতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—, ২৮
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। আনুষঙ্গ বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ব্যাখ্যাসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ের কর্ত্তার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ২.
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। প্রবন্ধ-কর্ণিকা (তৃতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহতত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যের সন্নিধ্য ৷০
১৮। শ্রীধাম সমাচার ৷০
১৯ তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৵০
২২। ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪ গীতা (শ্রীধর-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ১৲
২৬। শ্রীগৌর কোন সম্প্রদায় ৷০
২৭। শ্রীকৃষ্ণভক্তি [illegible] (সানুবাদ) ২
২৮। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (সানুবাদ) ৷৷
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ৷৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দীপ-[illegible] ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাবর্ণন ৷০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ⁄১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীহরিভক্তিবিলাস (সমগ্র) ৯৷০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄১০
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনকন্ত
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌড়কণ্ঠহারঃ
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৫৬। ভাগবতধর্ম্ম ও ভক্তিপথ
৫৭। উপদেশামৃত (ব্যাখ্যাসহ)
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয়
৫৯ সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। মা থাবাবে
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ
৬৫ সটীকা শিক্ষাষ্টকম্
৬৬ [illegible]
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্
৬৮। গৌড়ীয়মঠের পঞ্চাশঃ
৬৯। সারার্থদর্শিনী

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত
৭২। নামভজন
৭৩। শ্রীল প্রভুপাদ মহাপ্রভু এণ্ড অর্চ্চনা [illegible]
৭৪। বিশেষ [illegible]
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৬। বৈষ্ণবীজম্
৭৭। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ [illegible]
৭৮। দি ভাগবত
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন
৮০। ব্রহ্মসংহিতা
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
৮২। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮৫। সাধনপথ
৮৬। কল্যাণকল্পতরু
৮৭। গীতাবলী
৮৮। শরণাগতি
৮৯। প্রাকৃত [illegible]
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যভাগবত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-বিনোদ
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দর-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-মাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৸০ আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ
THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীশ্রী ভবরত্নমালা
বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸০ মাত্র
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভারতের প্রচারিত নদীয়া-জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১৪শ বর্ষ ২১ গোবিন্দ ৪৫৪ গৌরাব্দ ২১শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৫ই মার্চ্চ ইং ১৯৪১, বুধবার। ২৯২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত

শরণাগতি বা শ্রদ্ধা থাকা দরকার। প্রথমেই শ্রদ্ধা; 'সা চ শরণাপত্তিলক্ষণা।' শরণাগতি দ্বারাই ভজন হয়। শরণাগতি যদি না থাকে, তা' হ'লে শ্রদ্ধাও নেই। যাঁ'র শ্রদ্ধা নাই সে বঞ্চিত হ'বে। শ্রদ্ধাহীন শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির অনাবৃত্তি হ'বে। অহৈতুকী শ্রদ্ধা হ'লে সাধুসঙ্গ হয় অর্থাৎ যাঁ'রা শ্রীগৌরসুন্দরকে বরণ ক'রেছেন তাঁ'দের প্রতি টান বা আর্ত্তি হয়। বৈকুণ্ঠনাথ বা গোলোক-নাথ শ্রীকৃষ্ণ এবং নামরূপাদির অপ্রাকৃত স্বরূপসমূহে শরণাগত কর্ব্বার শিক্ষা ও মনে উদিত হন। এই তিনটী যার পূর্ণ বর্ত্তমান হ'বে, তা' হ'লে পরতত্ত্ব শ্রীনাম ও শ্রীধামের অপ্রাকৃত স্বরূপ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হ'বে।

ভাগ্যবান্‌ই শরণাগত। শরণাগত হ'লে অপ্রাকৃত লীলা দর্শন হ'বে; নতুবা স্থূল-বিচার, মনোধর্ম্ম বা অলীক কল্পনাই হ'তে থাকবে। অপ্রাকৃত ব্যক্তিতে শরণাগত হ'য়ে শিক্ষা পথে যাওয়াই দীক্ষা। দীক্ষিতকেই কৃষ্ণ গ্রহণ করেন। যদি এই দীক্ষা না হ'য়ে থাকে; তা' হ'লে বাহ্যানুষ্ঠান সব কৃত্রিমতা বা কপটতা, তাতে ভক্তি নেই। তা'র ফল — আবৃত্তি, মায়ামুক্তিতে পতনাঘাত, কখনও সুখ, কখনও দুঃখ।

শ্রীগৌরসুন্দরকে, শ্রীকৃষ্ণকে আমি চাই-ই, শত জন্ম পরেও যদি হয়, তথাপি আমি তাঁ'কে চাই-ই। কারণ, তিনি ছাড়া আমার আর উপায় নাই, গতি নাই—এরূপ আনুগত্য থাকা দরকার। তাঁ'কে পাওয়াই আমাদের সত্তা—আমাদের স্বভাব, আর আমাদের অন্য কোন রাস্তা নাই। তিনি আমাকে দৈহিক ও মানসিক কষ্ট বরং দিন, অথবা নাই-ই দিন, তথাপি তিনি ছাড়া আর আমার গতি নাই—এইরূপ বিশ্বাস না হ'লে কপটতা হ'বে—পরিক্রমা করতে এসে কেবল হৈ চৈ করা, এ-বাড়ী ও-বাড়ী যাওয়া, আর ইন্দ্রিয়তর্পণ—এই-ই হ'বে। কিন্তু এইটি যেন না হয়—আপনি যেন হয়। আমার যোগ্যতা কিছুই নেই, তবু তিনি আমনাই করুন—এই প্রার্থনা অকপটে অনুক্ষণ না হ'লে হ'বে না।

পৃথিবীর লোকের সঙ্গে আমার কি দরকার? আমার দরকার—কৃষ্ণ। তিনি আমাকে কৃষ্ণ দিতে পারেন, কৃষ্ণসেবায় আমাকে প্রণোদিত করতে পারেন, তিনিই বন্ধু। যিনি আমাকে কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ ক'রে দেন না, তাঁ'র সঙ্গে আমার দরকার নাই। আচারটা বিশেষ দরকার। আচার হ'লে সম্বন্ধজ্ঞান ও বৈরাগ্য হ'বে। ইহা স্বাভাবিক, ইহাতে কৃত্রিমতা নাই।

যিনি শিক্ষা দেন, তিনি শিক্ষাগুরু, তিনি উত্তমাধিকারী—মহাভাগবত। শিক্ষাগুরু—সেবক-ভগবান্। যিনি ভজনশিক্ষাদাতা, তিনি কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন—আশ্রয়বিগ্রহ। কে উত্তমাধিকারী, ইহা মধ্যমাধিকারী বিচার করবেন। কনিষ্ঠের জন্য দরকার কি ক'রে মধ্যম হওয়া যায়। কনিষ্ঠের তত্ত্ব-বিচার নাই। সে যদি অকপট হ'য়ে শ্রবণ করে, তবে আকৃষ্ট হয়। যে বক্তা সে যদি কপট হয়, তবে তা'র কথায় ফল হ'বে না। কেবল পরোপদেশে পাণ্ডিত্য হ'লে মঙ্গল হ'বে না। যাঁ'র নিজেরই মঙ্গল হয় নাই, তাঁ'র দ্বারা পরের মঙ্গল কি ক'রে হ'বে? আচাররহিত প্রচার ভণ্ডামি।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

আমাদের যথাসর্ব্বস্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিযুক্ত হউক। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও [illegible] নয়। [illegible] মঙ্গল নেই। [illegible] শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ [illegible] হবে। আত্মনিবেদনকে [illegible] ভক্তির নবধা অঙ্গ—শ্রবণ, কীর্ত্তন, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, [illegible] [illegible] current-এর [illegible] মুক্ত হ'য়ে ভক্তিসেবার অধিকার পা'বেন। [illegible] হ'বে। অথবা যখন ঐ আত্মনিবেদনের বিচারে ভরপুর হ'বে, তখন [illegible] শরীর [illegible] আমাদের যাত্রা [illegible] হ'বে।

হরিভজনই পরম প্রয়োজন। [illegible] বিচারকারী [illegible] হ'তে পারেন। [illegible] লাভ হয়। যাঁ'রা [illegible] করেন না। [illegible] থাকে না। [illegible] ও বিষয়কে [illegible] চেষ্টার দরকার নাই।

[illegible] পরিক্রমা অন্যতম। [illegible] শ্রীধামের ও [illegible] পরিক্রমা [illegible] ব্যাপকতা জ্ঞাপন করে। [illegible] 'পাদসেবন' [illegible] দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা ও অনুগমন [illegible] ভগবন্মন্দির, গঙ্গা, পুরুষোত্তম, দ্বারকা-মথুরাদি তীর্থস্থানে গমনাদি [illegible] পারেন [illegible]।

[illegible] পরিক্রমা [illegible] অনুসন্ধানের জন্য [illegible] না করায় দরকার— [illegible] আমাদের [illegible] সম্পূর্ণ নিষ্কপট [illegible] কৃষ্ণানুশীলন [illegible] চরণ না দর্শিবে [illegible] হইবে না।

[illegible] কৃপা হইলেই কৃষ্ণ [illegible] একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত [illegible] আর কাহারও নাই। [illegible] অর্থাৎ পরিপূর্ণ [illegible] আশ্রয়ে না থাকলে কখনও

[illegible] বলে? যাঁহার দর্শনে [illegible] যাঁহার সঙ্গে কৃষ্ণনাম লাভ হয় [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। [illegible] আমাদের [illegible] দিয়া থাকেন। [illegible] নাই। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম [illegible] হরিকথা আলোচনা [illegible]।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ গোবিন্দ [illegible] শনিবার, গৌরাব্দ ৪৪৪

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ

আজ বুধবার অর্থাৎ শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা। এই স্থানে গৌরনিজজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভজন করিয়াছেন। এখানে শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ শ্রীল ঠাকুরের পরম প্রিয় ভজনস্থলী। শ্রীল ঠাকুরের আত্মজ সুহৃদ্ পরমহংসকুলচূড়ামণি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রী গৌরকিশোর প্রভুর একটী ভজনকুটীরও এই কুঞ্জমধ্যে বিরাজমান আছেন। শ্রীপ্রভুর অপ্রকটের কয়েক দিন পূর্বে, মধ্যস্থানে ঠাকুরের ভজনকুটীর এবং এক পার্শ্বে তাঁহার সমাধি-মন্দির। এই সমাধিমন্দিরে শ্রীল ঠাকুরের চিত্রপট ও একপার্শ্বে শ্রীগৌরগদাধরের নিত্যসেবা বিরাজমান। এখানে শ্রীল ঠাকুরের নিত্যসেবক প্রভুপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দিরও বর্তমান। এই শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রকটিত শ্রীমূর্ত্তিদ্বয় বিরাজমান। এই স্থানে সুরভি গাভীর কৃপায় মার্কণ্ডেয় মুনি গৌরভজনের উপদেশ লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করেন। এই মার্কণ্ডেয় মুনি কল্পান্তে বারিমধ্যকালে ভাসমান ছিলেন। এই স্থান নিভৃত আশ্রয়স্থল ছিল। সুরভী গাভী গোদ্রুমরূপে অবস্থান করিতেন বলিয়া এই স্থানের নাম গোদ্রুম। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গোদ্রুমমাহাত্ম্য লিখিয়াছেন,—

নবদ্বীপ-মহিমা যে শাস্ত্রে নাহি কয়।
শাস্ত্রও সে নাহি বলে ভাবকে না হয়॥
এ ধাম-বৈভবে যার না হয় উল্লাস।
তারে যেন নাহি দেখি, না করি সম্ভাষ॥
আর দুঃখ কেন বল সাধনের তরে।
নবদ্বীপাশ্রয়ে এবে হও ভাই দঢ়॥
কৃষ্ণলতা-কুঞ্জমাঝে অদ্ভুত-দর্শন।
সেই মায়াপুর হয় আমার জীবন॥
কোটিচিন্তামণি যদি মিলে অন্য স্থানে।
শ্রীহরির বাঞ্ছা যদিও সেখানে॥
তথাপি গোদ্রুম না ছাড়িবে এ শরীর।
অন্তর না যায় যেন এই বুদ্ধি স্থির॥
যদিও শরীর মোর খণ্ড খণ্ড হয়।
বিষম বিপত্তি যদি মস্তকে পড়য়॥
তথাপি গোদ্রুম ছাড়ি' অন্য তীর্থাশ্রয়।
না করিব আমি মোর সম্পদে বিপদে॥
সকল সাধন [illegible] বল
করে যদি নবদ্বীপ না পায় ফল॥
যাদের বিচিত্রবর্ণ কে হরাইতে তাহারে।
মাথাকাস্থ-রাগেশ্বরে রাখি দিতে পারে॥

সুবর্ণবিহার

সত্যযুগে শ্রীসুবর্ণসেন নামে এক বিশেষ প্রতিভাশালী নৃপতি ছিলেন। পূর্বজন্মার্জিত কোন বিশেষ সুকৃতিফলে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদ শ্রীসুবর্ণসেনের প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হন। মহারাজ সুবর্ণসেন বিষয়ী হইলেও অত্যন্ত, বিশেষতঃ বৈষ্ণবসেবাপরায়ণ ছিলেন। তিনি নারদকে অতি সমাদরের সহিত পূজা করিলেন। নারদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণ করিয়া রাজার মনে যথার্থ বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি নারদের কৃপায় জানিতে পারিলেন, যে স্থানে তিনি বাস করিতেছেন, সেই স্থান শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের অঙ্গ। এই স্থানে কলিকালে শ্রীগৌরসুন্দর সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া লীলাবিলাস করিবেন। একদিন মহারাজ সুবর্ণসেন নিদ্রাযোগে দেখিতে পাইলেন, শ্রীগৌরসুন্দর সপার্ষদে মহারাজের অঙ্গনে হরিকীর্তন করিতেছেন, আর সকলকে আলিঙ্গন দ্বারা কৃতার্থ করিতেছেন। ইহা দেখিতে দেখিতে নৃপতির নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গে তিনি অত্যন্ত বিরহ-ব্যাকুল হইয়া 'গৌর' 'গৌর' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দৈববাণী হইল,—"হে মহারাজ, আপনি আশ্বস্ত হউন, শ্রীগৌরহরি যখন কলিকালে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন, তখন আপনি বুদ্ধিমন্ত খান নামে পরিচিত হইয়া তাঁহার পার্ষদরূপে অবস্থিত হইবেন এবং তাঁহার শ্রীচরণসেবার অধিকার পাইবেন।" দৈববাণী শুনিয়া মহারাজ আশ্বস্ত হইলেন এবং একান্তভাবে গৌরভজনে মনোনিবেশ করিলেন।

এখানে জগদ্‌গুরু গৌরজন শ্রীশ্রী প্রভুপাদ সুবর্ণ-বিহার-গৌড়ীয়মঠ প্রকট করিয়া তথায় সুবর্ণবিহারী শ্রীগৌরহরি ও শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা প্রকাশ করিয়াছেন। গৌরজনের আনুগত্যে এই স্থানের সেবা করিলে অত্যন্ত বিষয়ীরও হৃদয়ে বৈরাগ্য ও শ্রীগৌরপাদপদ্মে একান্ত ভক্তি লাভ হয়।

শ্রীমধ্যদ্বীপ

শ্রীমধ্যদ্বীপে সপ্তর্ষি গৌরভজন করিয়াছিলেন। সত্যযুগে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, বশিষ্ঠ ও ক্রতু—এই সপ্ত ঋষি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীগৌরহরির ভজন ও গৌরধামের কথা জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মা বিশেষ আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগকে নবদ্বীপে গমন পূর্বক গৌরনাম কীর্তন করিতে আদেশ করেন এবং শ্রীগৌর-কৃপায় তাঁহাদের হৃদয়ে গৌরপ্রেমের স্ফূর্তি হইবে বলেন। ব্রহ্মা আরও বলেন যে, নবদ্বীপে গৌরের লীলা, তাহারাই প্রকাশ লাভ করেন। ব্রহ্মার উপদেশে শ্রীনবদ্বীপের মধ্যস্থলে আগমন পূর্বক তাঁহারা নবদ্বীপে থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীগৌর-নাম কীর্তন করিতে থাকেন এবং দৈন্যভরে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাবাঞ্ছা করেন। তাঁহারা অনাহারে, অনিদ্রায় নিরন্তর গৌরনাম-কীর্তন করিতে থাকিলে একদিন মধ্যাহ্ন-সময়ে পরমদয়াল শ্রীগৌরহরি সপ্তর্ষিকে দর্শন দান করেন। সপ্তর্ষি সপ্তটীলার উপরে অবস্থান-পূর্বক এখানে গৌরভজনে রত হন। এই স্থানের নাম সপ্তর্ষিভজনস্থলী। এতদ্ব্যতীত শ্রীমধ্যদ্বীপে নৈমিষারণ্য, শ্রীব্রাহ্মণ-পুষ্কর ও উচ্চহট্ট প্রভৃতি স্থানও আছে।

শ্রীকোলদ্বীপ

শ্রীকোলদ্বীপ বর্তমানে সহর-নবদ্বীপ-নামে পরিচিত। সত্যযুগে বাসুদেব নামে একজন ব্রাহ্মণকুমার ভগবানের দর্শন পাইবার জন্য ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকিলে শ্রীবিষ্ণু পর্বত-সমান উচ্চশরীরধারী কোল বা বরাহরূপে শ্রীবাসুদেবকে দর্শন প্রদান করেন। এখানে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রী জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজনকুটীর আছে। এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধী গোপাল-চাপাল নামক বিপ্র এবং ভাগবত-বক্তা দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ ক্ষমা করেন। এইজন্য ইহাকে অপরাধ ভঞ্জনের পাট বলা হয়।

শ্রীঋতুদ্বীপ

সত্যযুগে এক বৃদ্ধ ভক্ত ব্রাহ্মণ শ্রীঋতুদ্বীপান্তর্গত চাঁপাহাটী গ্রামে বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন চম্পকহট্ট হইতে ফুল সংগ্রহ করিয়া মনের আনন্দে শ্রীরাধাগোবিন্দের পূজা করিতেন। বিপ্র একদিন পূজায় বসিয়া যখন ধ্যানে শ্রীরাধাগোবিন্দের ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে চম্পককলিকা-রূপে দর্শন প্রদান করিলেন। বিপ্র শ্রীকৃষ্ণের এই গৌররূপ দর্শন করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিগূঢ় গৌরাবতারের রহস্য তাঁহাকে জানান। কলিকালে শ্রীকৃষ্ণের গৌররূপে আবির্ভাব জানিতে পারিয়া বিপ্র আরও ব্যাকুল হওয়ায় তখন শ্রীগৌরহরি তাঁহাকে বলেন,—"ওহে বিপ্র, তুমি ব্যাকুল হইও না, আমি কলিযুগে শ্রীমায়াপুরে জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে শচী-পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইব। তৎকালে তুমিও চম্পকহট্ট গ্রামে আবির্ভূত হইবে এবং আমার এই রূপ নিরন্তর দর্শন করিতে পারিবে।" এই বিপ্রই গৌরলীলার দ্বিজ-বাণীনাথ। এখনও চাঁপাহাটী গ্রামে দ্বিজ-বাণীনাথ-প্রকটিত শ্রীশ্রীগৌরগদাধর-বিগ্রহ পূজিত হইতেছেন।

সমুদ্রগড়

দ্বাপরযুগে সমুদ্রসেন নামে এখানে এক কৃষ্ণভক্ত রাজা ছিলেন। দিগ্বিজয়প্রাপ্ত মধ্যমপাণ্ডব ভীম বঙ্গ বিজিগীষায় বহির্গত হইয়া সমুদ্রগড় আক্রমণ করিলে ভক্তপ্রবর সমুদ্রসেন মনে করিলেন,—"কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের অত্যন্ত প্রিয়। পাণ্ডবগণ বিপদে পড়িলে কৃষ্ণ থাকিতে পারেন না। আমি যদি ভীমকে ভয় দেখাইতে পারি, তাহা হইলে অনায়াসে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে পারিব।" এইরূপ বিচার করিয়া সমুদ্রসেন শ্রীকৃষ্ণস্মরণ পূর্বক ভীমের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। রাজার বাণে ভীম অতিশয় ভীত হইবার অভিনয় প্রদর্শন পূর্বক নিজ রক্ষার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে রক্ষা করিবার ছলে তথায় আগমন পূর্বক ভক্তপ্রবর সমুদ্রসেনকে দর্শন দান করেন। স্বীয় ইষ্টদেবের দর্শন পাইয়া সমুদ্রসেন অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন

ধামাপরাধ

শ্রীনামকীর্তনকারী যেরূপ দশবিধ নামাপরাধ পরিত্যাগ না করিয়া নামকীর্তন করিলে নামী-প্রভুর কৃপালাভ করিতে পারেন না, শ্রীধাম-পরিক্রমাকারী ব্যক্তিগণেরও সেইরূপ দশবিধ ধামাপরাধ পরিত্যাগ না করিলে শ্রীধাম-পরিক্রমার ফললাভ হয় না। শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসীর চরণে আত্মনিবেদন না করিলে শ্রীধাম-পরিক্রমায় অধিকার হইবে না। আদিতে ও অন্তে সর্বত্রই আত্মনিবেদনের কথা। ভগবান ও ভাগবতে আত্মনিবেদন করিয়া শ্রবণ কীর্তনাদি নববিধ ভক্ত্যাঙ্গে রত হন, অপরে অনুক্ষণ আত্মনিবেদন করিয়া নবধা ভক্তির সকল অঙ্গের সাধকতা সম্পাদন করেন। এই আত্মনিবেদনই চেতনের ধর্ম। আত্মনিবেদনকারী শ্রীচৈতন্যমঠের নিত্য আশ্রয়ী। নিবেদিতাত্মাই শ্রীধাম-পরিক্রমার অধিকারী। ধামাপরাধ দশটী যথা:—

(১) শ্রীধামপ্রদর্শক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, (২) শ্রীধামকে অনিত্য-জ্ঞান, (৩) শ্রীধামবাসী ও যাত্রীগণের প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, (৪) শ্রীধামে বসিয়া বিষয়-কার্য্যের অনুষ্ঠান, (৫) শ্রীধামসেবাচ্ছলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জন, (৬) অপ্রাকৃত শ্রীধামের সহিত প্রাকৃতের অন্য দেশ তীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, (৭) ধামবাসচ্ছলে পাপাচরণ, (৮) নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, (৯) শ্রীধাম-মাহাত্ম্যসূচক শাস্ত্রনিন্দা এবং (১০) শ্রীধাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাসমূলে অর্থবাদ ও কল্পনাজ্ঞান।

ধামাপরাধী ব্যক্তি শ্রীধামের নিকট জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যে অপরাধ করিয়াছেন, শ্রীধামে প্রপন্ন হইয়া অকপটে শ্রীধামবাসী শুদ্ধভক্তের সঙ্গ ও শ্রীধামমাহাত্ম্য শ্রদ্ধাপূর্বক দিনরাত্রি পাঠ করিলে তাহা বিনষ্ট হইবে।

হর্ত্তা কর্ত্তা রক্ষিতা সবার নারায়ণ। নিরপেক্ষে ভজ গিয়া তাঁহার চরণ॥

ব্রহ্মাণ্ড

——::(০)::——

আমরা যে জগতে বাস করি, তাহার নাম ভূলোক। ভূলোক চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের সপ্ত ঊর্দ্ধলোক—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য এবং সপ্ত অধোলোক—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। এই চতুর্দ্দশ ভুবনকেই দেবীধাম বা মায়া-কারাগার বলে। ইহা মায়াবদ্ধ জীবগণের আবাসস্থান। জীব পুণ্যকর্ম্মফলে ঊর্দ্ধ-সপ্তলোকে বিচরণ করে, আর পাপকর্ম্মফলে নিম্ন অধোলোকসমূহে যাতায়াত লাভ করে।

ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই ত্রিলোক সকাম পুণ্যকামী গৃহমেধিগণের ভোগস্থান। গৃহমেধিগণ পুণ্যকর্ম্ম করিয়া এই ত্রিলোক লাভ করিয়া থাকেন। ভূমণ্ডল ও স্বর্গের মধ্যে অন্তরীক্ষ বা ভুবর্লোক। ভুবর্লোক ও স্বর্লোকে দেবগণ সূক্ষ্ম-শরীর ধারণ করিয়া বাস করেন। উঁহারা ছায়াহীন। অবশিষ্ট চারি স্থান মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যলোক অগৃহস্থ ব্যক্তিগণের প্রাপ্যস্থান। যাঁহারা উর্দ্ধরেতা ব্রহ্মচারী অর্থাৎ নিজেই সকল গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুসেবা করত গুরুদক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক সমাবর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগের প্রাপ্যস্থান—মহর্লোক। যাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অর্থাৎ আজীবন গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তাঁহাদের প্রাপ্যস্থান—জনলোক। বানপ্রস্থগণের প্রাপ্যস্থান—তপোলোক আর সন্ন্যাসিগণের প্রাপ্যস্থান—সত্যলোক। সত্যলোকে ব্রহ্মার বাস।

এই দেবীধামের পরে বিরজা বা কারণ সমুদ্র। এই বিরজার জলে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড ভাসিতেছে। বিরজায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা লাভ করিয়াছে। এখানে জড়ের নিষ্ক্রিয়ভাব। চিজ্জগৎ ও জড়জগতের তটস্থানই বিরজা। এখানে জড়ের অবস্থান নাই। বিরজার পরপারে নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম। ব্রহ্মলোক চিন্ময়ধাম, কিন্তু তাহাতেও চিদ্বৈচিত্র্যের অবস্থিতি নাই। ইহার পরে সচ্চিদানন্দময় ধাম বৈকুণ্ঠ ও গোলোক। ইহাই শুদ্ধ, মুক্ত জীবের নিত্য-বাসস্থান। জীবের চিত্তের উপর মায়ার যে আবরণ আছে, তাহা সরিয়া গেলে জীব এই বৈকুণ্ঠবাসের অধিকারী হন। এই ভূমিকায় না আসা পর্য্যন্ত জীব ভগবৎসেবা করিতে পারেন না।

জীব ভগবদ্বহির্ম্মুখ অপরাধী হইয়া এই ত্রিতাপপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে পতিত হইয়াছে। জীব স্বরূপতঃ এ জগতের অধিবাসী নহে। ভগবৎ-সেবক জীবের ভগবল্লোকেই বাসস্থান। এ জগতে সেবার কোন কথা নাই। এখানে কেবল ভোগ ও ত্যাগের কথা। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে কোন সৌভাগ্য-বান্ জীবই এই ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রমণের সৌভাগ্য লাভ করে। জীবের উদ্ধারের জন্য ভগবান্ অত্যন্ত কৃপা-পরবশ হইয়া নিজ পার্ষদ ও ধাম সহ অবতরণ করিয়াছেন। তাঁহারাই কৃপাপূর্ব্বক জীবকে ব্রহ্মাণ্ড-অতিক্রমণের কৌশল ও যুক্তি শিক্ষা দেন। ব্রহ্মাণ্ড-অতিক্রমণের একমাত্র উপায় অবরোহবাদ স্বীকার করা। পরজগৎ হইতে অবতীর্ণ সাধুগুরুতে শরণাগতিই মায়াকারাগার হইতে মুক্তির একমাত্র পথ। পরজগৎ হইতে অবতীর্ণ সাধুতে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সম্বন্ধ হইলে—আপনজ্ঞান হইলে—জীব নশ্বরে মমত্ববোধ হইবে না। ইতর ভোগাবস্তুসমূহের প্রতি আসক্তি ধ্বংস হইয়া পড়িবে। জড়ে প্রীতি রাখিয়া চেতনের সেবা হয় না, কপটতা হইয়া পড়ে।

মঙ্গল লাভ করিতে হইলে ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিতেই হইবে। ব্রহ্মাণ্ডে সেবার কোন কথা নাই। সেব্যবস্তু ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কোন বস্তুবিশেষ নহেন—মাটিয়া, অসৎ, অনিত্য জগদন্তর্গত বস্তু নহেন। এ জগতে কেবল ভোগ ও ত্যাগের কথা। সেবার কিঞ্চিৎমাত্র ভোগের বা ত্যাগের কোন কথা নাই। ভোগ ত্যাগ ও ত্যাগ-ত্যাগের নাম যুক্তবৈরাগ্য। সেব্যের সহিত যুক্ত থাকিয়াই প্রকৃত বৈরাগ্যবান্। গুরুবৈষ্ণব ভগবচ্চরণে শরণাগত জনই যুক্তবৈরাগী। যুক্তবৈরাগ্যই সেবাভূমি, সেবাময় বৈকুণ্ঠ-জগৎ। সেবাকামনা জাগরূক থাকিলে ভোগবাসনা থাকিবে না। অনিত্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধরহিত হইয়া—প্রীতিরহিত হইয়া চেতন বস্তুতে প্রীতিই ব্রহ্মাণ্ড-অতিক্রম।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::•::——

শ্রীধামে হরিকথা

শ্রীগৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব গত ২রা মার্চ্চ রবিবার শ্রীচৈতন্য-মঠে সমাগত ভক্তগণের নিকট আত্মনিবেদন ও সেবালাভের উপায় সম্বন্ধে বেলা ৭॥ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত বহু অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন। অপরাহ্ণে অবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে আহূত একটী মহতী সভায় গুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। বেলা ৩ ঘটিকার সময় পতিতপাবনশিরোমণি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সভায় শুভাগমন করিলে ভক্তগণ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি ও দণ্ডবৎপ্রণতি করিয়া শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম বন্দনা করেন। অনন্তর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব প্রায় দুই ঘণ্টাকাল সরল সহজ ভাষায় বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর সংশয় নিরসন করেন।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধিবাস-কীর্ত্তন উপলক্ষে সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণব বন্দন, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ বাসুদেব ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থ হইতে শ্রীধামের মাহাত্ম্য ও শ্রীধামপরিক্রমার কথা কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীধাম পরিক্রমা কাহাকে বলে, ধাম-পরিক্রমার অধিকারী কে, গৌরজনপাদপদ্মে আত্মনিবেদন না হইলে শ্রীধাম-পরিক্রমা হয় না, মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য কি প্রভৃতি বিষয়ে ওজস্বিনী ভাষায় একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। বক্তৃতান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইলে সভা ভঙ্গ হয়। তৎপরে প্রায় সহস্র ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীধামপরিক্রমার যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর পরিক্রমার যাত্রীসংখ্যা খুব বেশী। প্রথম দিনই প্রায় সহস্র ব্যক্তি শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা করেন।

কটকে শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস প্রবর শ্রীভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে কটক শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার পরমারাধ্য পতিতপাবন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি-পূজা এবং উক্ত মঠের প্রতিষ্ঠাতা বার্ষিক মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীব্যাসপূজা দিবস প্রভাতে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবতের গৌড়ীয়ভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত 'শ্রীব্যাসপূজা'-প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। বেলা প্রায় ১১ ঘটিকার সময় শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের জয়ধ্বনি ও বন্দনার পর মঠসেবকগণ শ্রীল প্রভুপাদের বন্দনা কীর্ত্তন-সহযোগে তাঁহার আলেখ্যার্চ্চার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা গৌড়ীয় পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। তৎপরে সমবেত বহু শ্রদ্ধালু সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর একটী মহতী সভার অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও শ্রীগৌর-বৈষ্ণবের কৃপাভিক্ষাত্মক বিভিন্ন মহাজন পদাবলী-কীর্ত্তনান্তে মঠসেবকগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ওড়িয়া ও ইংরাজী ভাষায় শ্রীল প্রভুপাদের অলৌকিক মাহাত্ম্য ও প্রচার-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন। তৎপরদিবস মঠসেবকগণ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহ-মহোৎসব তাঁহার গুণকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন করিয়াছেন। ঐ দিবস সমাগত বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি ও ভক্তবৃন্দগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

——

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী আকরমহালস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় ও আনুগত্যে ১৩ই মাঘ নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সপ্তষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিতে মঠসেবকগণ প্রাতে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, গুরুপরম্পরা, শ্রীগুরুচরণপদ্ম, পঞ্চতত্ত্ব, 'গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া' প্রভৃতি বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধুদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যার্ণব প্রভু গৌড়ীয় হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত 'আলো ও কালো' প্রবন্ধ ব্যাখ্যামুখে পাঠ করেন। পাঠের পর শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিক হয়। তৎপরে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব লিখিত 'আলোর স্বরূপ' প্রবন্ধ আলোচনামুখে প্রভুপাদ-মহিমা কীর্ত্তিত হয়।

তৎপর দৈনিক গৌড়ীয় হইতে বিভিন্ন প্রবন্ধ পাঠ ও শ্রীল প্রভুপাদের পদাবলী পাঠ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম', 'নিতাইপদকমল', 'জয় রে জয় রে জয়, পরমহংস মহাশয়,' 'ওরে মন তুমি কিসের বৈষ্ণব', 'বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর' প্রভৃতি পদ কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধুদাস প্রভু শ্রীব্যাসপূজা সংখ্যা গৌড়ীয় পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে শ্রীল প্রভুপাদের দানের বৈশিষ্ট্য ও তাঁহার অপার করুণার কথা বহুক্ষণ ধরিয়া কীর্ত্তন করেন। পাঠের পর মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে কয়েকদিন যাবৎ ধারাবাহিকভাবে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্ন পাঠাবলী আলোচিত হয়।

কাশী শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে শ্রীল ভক্তিসুধাকরবিরহোৎসব

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহ-মহোৎসব ... সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিন শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধুদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ নারায়ণ ব্রহ্মচারী প্রভু প্রমুখ মঠসেবকগণ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর গুণমহিমা কীর্ত্তন করেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪-১৫
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী বি-এ

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]বিলাস অধিকারী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]চরণ ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীনন্দন দাস অধিকারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাজিদা (প্রভু নৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী

শ্রী রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুরী গৌড়ীয়মঠ
চক্রতীর্থ, পুরী
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিমোহন দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং [illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীকৃষ্ণভজন দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর পাটনা
সেবক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমনা রোড, গয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরাসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—[illegible] লোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণ, মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখপাড়া
পোঃ [illegible], জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
সেবক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং,
নং বোম্বে ২৬
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রয়পেটা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভূর, [illegible] গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গ[illegible] ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

[illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
[illegible], পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রী[illegible]গৌড়ীয় [illegible]
পোঃ [illegible], আসাম
সেবক—[illegible] দাসাধিকারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকনিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

[illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] [illegible]পুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible]চৈতন্য দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (মানভূম)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২, ৫১, [illegible],
লণ্ডন, ই ৫
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
আমিনাবাদ ([illegible]) লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রী[illegible]কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের-হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১।০	
" সিকি কলম		৮৲	৮৲	
" অর্দ্ধ কলম		৯৲	৯৲	
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৮।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয়-সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা ... সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারবাদের বিশদ শ্রৌতদর্শন ও তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি পাঁচশত পৃষ্ঠায় দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্র (charts) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র দুই টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মদুনা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবেশ করিয়াছে। ... শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও প্রবচন দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মদুনা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ রমনা, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্যদেশের ভাগ্যবান মানবগণের মধ্যে ... ইস্লাম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের ও উপাসনা-নিবন্ধনে প্রতি ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ... সমন্বয়, ক্রমোন্নত সর্বোচ্চতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রকাশ হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মদুনা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ রমনা, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক ... ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য ... মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার জীবন ... পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে বৈশিষ্ট্য, অভিনবত্ব ও চমৎকারিতা আছে, তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচীপত্র ... শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ ... শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূলশ্লোকের বর্ণানুক্রমিক সূচী প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারেন সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে উত্তম ছাপা। ... প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয় ব্যাখ্যা, বঙ্গাক্ষরে ভক্তিপথ বিষয় নির্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] অনুষ্ঠান সমাজের [illegible] অবশ্য প্রয়োজন। উহা [illegible] আট খণ্ড আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২॥০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী [illegible] সরলভাবে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীমুণ্ডকিশোর [illegible] এম্ এ, বি-এল, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট

যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

যাওয়া

কলিকাতা ছাঃ	১-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	[illegible]	[illegible]	১৬-৭৩	১৭-৫৬	[illegible]
দমদম	৪-৫৬	৬-৩৭	৭ ২৮	[illegible]	[illegible]			৪২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৭	৮ ১	৯ ১৮ ১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫		০-৪৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৮	[illegible] ১৩-৩৩	১৫ ২	১৮-৭৯	১৯-৪০		[illegible]
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১০-৫৪	১৫-৪১	১৯-১৫	[illegible]	১- ১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-.১	১৭-১৮	[illegible]
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৮	১০-৫৯	১৮ ১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৬
দমদম"	১১ ১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
" ছাঃ	১২-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

নবদ্বীপ

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৭-১	[illegible]	১১-৪	১৩-১১	১৮-১	১৮-৩৪	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৩	৮-৪১	১১-৪১	১৪-০	১৬--	১৯-৩১	

ছাঃ	৭-১০	৮ ৫১	১১-৪৭	১৪-১০	[illegible]	[illegible]	২০ ৪৬	[illegible]
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯-২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৫০	২০-৩	[illegible]	৪ ২০
(বদল) ছাঃ	৭-৫২	৯-৩০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭ ৫৯	[illegible]	২১-৩৫	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৫৮	১৯-৯	২১১২	২৩ ১	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১২-২০	১৪ ১৬	১৭-৩৬	১৯-২০	২০-১৫	৩ ১৬	

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—বজ্রমোহনরত্ন প্রাণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—[illegible] একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। সম্প্রতি শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়-পঞ্জিকা শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পঞ্জিকা। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-[illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] ও নিত্যপার্ষদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত সজ্জন তথা [illegible] শ্রীমুখের [illegible] সহিত ও [illegible] যে সকল [illegible] তাহার [illegible] গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ [illegible] শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ আচার্য্যবরের [illegible] অপূর্ব্ব উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই [illegible]।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠভরণের

[illegible]

ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জীর্ণ শীর্ণতার মূলে [illegible] একমাত্র [illegible] কাউন্টিক অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত [illegible] এবং [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। [illegible]

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম মায়াপুর

REGD. NO. C 1544

পঞ্চপ্রদীপমালা
—:০:—
শ্রীল ঠাকুরের রচিত বিভিন্ন পদাবলী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিবৃতি 'গৌরব' আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক মধুর উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
মধুর সারস্বত কার্য্যালয়,
পোঃ—নবাবপুর, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৫শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর ২২শে ফাল্গুন ১৩৪৭ ৬ই মার্চ্চ ১৯৪১ বৃহস্পতিবার [৩০০তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—:(০):—

তিন ডিক্টেটরের সভা

জেনারেল ফ্রাঙ্কো, হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে বর্ত্তমানে আলোচনা চলিতেছে। ইহাদের মনোভাব ও আলোচনা বেলগ্রেড ও জেনোয়ার ঘটনাবলীর দ্বারা বিশেষরূপ প্রভাবান্বিত হইবার কথা।

স্পেনের গত আভ্যন্তরীণ সমর ইটালী তাহাকে সাহায্য করে, তাহার জন্য স্পেন ইটালীর নিকট বিশেষভাবে ঋণী। উক্ত ঋণ অংশতঃ সম্মানের ঋণ এবং অংশতঃ আর্থিক ঋণ। আর্থিক ঋণ সম্পর্কে ফ্রাঙ্কো এই বলিয়াছেন যে, ঋণের সুদ বা আসল কোনটা দেওয়াই বর্ত্তমানে স্পেনের পক্ষে সম্ভব নহে। সম্মানের দায়টাই বর্ত্তমানে প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিবে বলিয়া মনে হয়।

ইটালীর পক্ষে বৃহত্তরভাবে সহায়তা-লাভের এমন প্রয়োজন ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। অথচ আফ্রিকায় পরিবর্ত্তিত অবস্থা হইতে স্পেনের যে কোনও লাভ হইবে না, তাহাও বর্ত্তমানেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

অধুনা ব্রিটেনের সহিত ইটালীর একটা রফার নীতি করার জন্য মুসোলিনী ফ্রাঙ্কোকে মধ্যস্থতা করিতে অনুরোধ করিতে পারেন না, এমন নহে। তবে ইটালীতে জার্ম্মানীর অবাধ সৈন্যের উপস্থিতি হেতু বা সাম্রাজ্যের পরাজয়গুলির জন্য ইটালীর গভর্ণমেণ্ট একটা ভয় পাইয়াছে মনে করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। বিশেষতঃ হিটলারের উপস্থিতিতে এ অনুরোধ করা মুসোলিনীর পক্ষে সম্ভব নহে।

ফ্রান্সের সর্ব্বাধ্যক্ষ পেঁতার পূর্ব্বে মার্শাল পেঁতা মাদ্রিদে ফরাসী রাষ্ট্রদূত পদে নিযুক্ত ছিলেন। কাজেই ফ্রান্সের মধ্য দিয়া দেশে ফিরিবার সময়ে ফ্রাঙ্কো তাঁহার সহিত একবার দেখা করিবেন, ইহা অনুমান করা অন্যায় নহে।

ব্রিটেনে নারী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি

১৯৪০ সালের হিসাবে দেখা যায়, ব্রিটেনের যুদ্ধোপকরণ আমদানীর পরিমাণ শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু আমদানীর পরিমাণ বাড়াইতে চাহিলে রপ্তানীর পরিমাণও বৃদ্ধি করা চাই। সুতরাং ব্রিটেনের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন হইয়াছে। কারখানাগুলিতে অধিক সংখ্যায় নারী শ্রমিক নিয়োগ প্রয়োজন হইবার পক্ষে ইহাই অন্যতর কারণ। নৌবাহী সামরিক কার্য্যে এবং সমরোপকরণ প্রস্তুত করিবার জন্য আরও ১০ হইতে ৩ লক্ষ লোকের প্রয়োজন হইবে। ইহার জন্য সাধারণ কারখানাগুলিতে পুরুষ শ্রমিকের যে অভাব হইবে তাহা পূরণ করিবার জন্য স্ত্রী-শ্রমিকের প্রয়োজন। এই সম্পর্কে সম্প্রতি শ্রমমন্ত্রী মিঃ বেভিনের বক্তৃতার পর হইতেই বস্ত্রশিল্প, টুপি ও জুতা, বিভিন্ন প্রকার চর্ম্মশিল্প ও বিবিধ পোষাক দ্রব্য প্রস্তুতের শিল্পগুলিতে কত লোক নিযুক্ত আছে, ব্রিটেনের শিল্প-কেন্দ্রগুলিতে তাহার ব্যাপক তদন্ত হইতেছে।

২০ হইতে ২১ বৎসরের যে সকল মেয়েরা এখনও কোথাও কাজ করে না, তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম বাধ্যতামূলক শ্রমিকের তালিকাভুক্ত করা হইবে। কাজ হইতে কোনও নারী অব্যাহতি দাবী করিলে তাহা বিবেচনা করিবার জন্য একটি বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠিত হইবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য বয়সের নারীদেরও শীঘ্র তালিকাভুক্ত করা হইবে। এইরূপে সমরশিল্পগুলির জন্য ৫ লক্ষ নারী শ্রমিক পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

চট্টগ্রাম শিক্ষা শিবির

গত ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রামে শিক্ষা শিবির স্থাপিত হয় এবং এক মাস কাল যাবৎ স্থায়ী হয়। কয়েকজন সরকারী কর্ম্মচারী ব্যতীত সর্ব্বশুদ্ধ ২৫ জন গ্রাম্য কর্ম্মী এই স্থানে শিক্ষা লাভ করে। এখানে হাতে কলমে ও পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা দান করা হয়। মৎস্য বিভাগ, জেলার স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সরকারী কর্ম্মচারী, জেলার কৃষি-কর্ম্মচারী, জেলার স্কুলসমূহের পরিদর্শক প্রভৃতি অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং আরও অনেকে বক্তৃতা প্রদান করেন। সপ্তাহে পর পর দুইদিন চট্টগ্রাম সহরের মোসলেম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করা হইত এবং বাকী পাঁচদিন হাতে-কলমে শিক্ষালাভ করিবার জন্য শিক্ষার্থিগণকে গ্রামে পাঠান হইত। সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত কাঞ্চনা-টি এবং হাটহাজারী থানার অন্তর্গত ফতেয়াবাদ গ্রাম এই কাজের জন্য বাছাই করা হয়। কর্ম্মিগণ এই স্থানে কার্য্যকরী শিক্ষা লাভ করে। জনসাধারণের মধ্যে তাহারা উদ্দীপনা জাগাইতে সমর্থ হয় এবং ভালভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার বাসনা তাহাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়। যাহাতে কাজের ধারা শিথিল হইয়া না যায়, এবং জনসাধারণের উদ্দীপনা মন্দ হইয়া না আসে তজ্জন্য পল্লীমঙ্গল সমিতিসমূহ গঠন করা হইয়াছে। জঙ্গল পরিষ্কার, রাস্তাঘাট সাফ, এবং পানীয় জলের নিমিত্ত কতকগুলি পুষ্করিণী পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। নিরক্ষর বয়স্কগণের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত একটি প্রচেষ্টা সুরু করা হইয়াছে। গত ৮ই জানুয়ারী উক্ত শিক্ষাশিবিরের কাজ শেষ হইয়াছে।

আশা করা যায় যে, এই সকল ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্ম্মিগণ নিজেদের গ্রামে ফিরিয়া গিয়া পল্লী অঞ্চলের উন্নয়ন করে কাজ করিবে এবং পূর্ব্বের চেয়ে উহাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিবে।

—— ——

সরকারী পরীক্ষাকেন্দ্রে রাসায়নিক পরীক্ষার সুযোগ

দেশীয় ক্ষুদ্র ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সুবিধার জন্য গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি আলিপুর সরকারী পরীক্ষাকেন্দ্রে রাসায়নিক পরীক্ষার ফি হ্রাস করা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করিতেছেন। আপাততঃ যে সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তির যোগ্য তাহাদিগকে অল্পমূল্যে নিজেদের জিনিষ আলিপুর সরকারী পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা করাইবার সুবিধা দেওয়া হবে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ় গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে ধর্ম্ম এবং কৃষ্ণ ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের মতবাদের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমন্বয় ... প্রথম খণ্ড ৬০০ অধিক সংখ্যা পৃষ্ঠা ব্যাপী। ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুললিত মুখবন্ধ (Foreword), লেখক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় সূচিকা (Contents) ও গ্রন্থশেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুদীর্ঘ শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইল। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

মধ্বাচার্য্যকৃত ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'সূক্ষ্মা' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। একভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'ভক্তি-টীকা' ... কৃপাকণা ও স্বচারু অনুগুণ ... প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল,
পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ইংরাজী অনুবাদ। মূল সংস্কৃত, অন্বয়, টীকা ও অনুবাদ থাকিবে। শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তানুসারে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে আলোচ্য সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকার্য্যার্থ কঠিন শব্দসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬০৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৫৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র)	৪০৲
	প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	৬৲
৩।	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪।	সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী — ১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী — ১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১০
৮।	সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা	১০
৯।	[illegible]	২৲
১০।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	২৲
১৩	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	[illegible]-কণ্ঠমালা (৩য় সংস্করণ)	৷০
১৫	বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বিচার-তত্ত্ব	৷০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যের পরিষদ্	৷০
১৮।	[illegible]	৷০
১৯	তত্ত্ববিবেক	৷০
২০।	গৌড়ীয় গৌরব	৷৵০
২১	[illegible]	৷৵০
২২।	ভজন রহস্য	৷০
২৩।	শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (বিশ্বনাথ-টীকা সহ)	১৲
২৫।	গীতা (বলদেব টীকাসহ)	১৲
২৬।	গীতা ও কেবল মাহাত্ম্য	৷০
২৭।	[illegible] অষ্টোত্তর (সানুবাদ)	২৲
২৮।	[illegible] (সানুবাদ)	১০
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ৷৵০ বাঁধা ৸০)	
৩০।	[illegible]	৷০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৵০
৩২।	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস	৷০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৩৫।	গীতমালা	/১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট)	৵০
৩৭।	ঐ প্রমাণ খণ্ড	৵০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৷০
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	৷০
৪০।	শরণাগতি	৵০
৪১।	গীতাবলী	/১০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা	৸০
৪৩	শ্রীভজনামৃত (সমগ্র)	৷০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	/১০
৪৫।	নবদ্বীপশতক	/১০
৪৬।	অর্চনকণ	/১০
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	/১০
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু	/১০
৪৯।	অর্চ্চনপথ	৷০
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে)	৬৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	৷০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	৩৲
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	৷০
৫৫।	[illegible]	৷০
৫৬।	ভাগবতধর্ম ও ভক্তিপথ	৵০
৫৭।	ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদি সহ)	৷০
৫৮।	[illegible]	৵০
৫৯	শিক্ষাদর্শন	/০
৬০।	[illegible]	/০
৬১।	শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২৷০
৬২।	শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ	৬৲
	সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত	
৬৩	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্	৷০
৬৪	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ	৷০
৬৫	[illegible] শিক্ষাষ্টকম্	৷০
৬৬	[illegible]	৷০
৬৭	[illegible] শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৬৮।	গৌড়ীয়মঠস্য পত্রম্	/০
৬৯।	[illegible]	৵০
	ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত	
৭০।	রায় রামানন্দ	৷০
৭১।	এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত	৷০
৭২।	নামভজন	/০
৭৩।	[illegible]	৷০
৭৪।	[illegible]	৸/০
৭৫।	লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৷০
৭৬।	বৈষ্ণবীজম্	৷০
৭৭।	[illegible]	/০
৭৮।	[illegible]	[illegible]
৭৯।	[illegible]	৷০
৮০।	ব্রহ্মসংহিতা	
৮১।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	
৮২।	শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	
৮৩।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১
	উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত	
৮৪।	[illegible]	
৮৫।	সাধনপথ	৷০
৮৬।	কল্যাণকল্পতরু	/১০
৮৭।	গীতাবলী	/১০
৮৮।	শরণাগতি	/০
৮৯।	প্রার্থনা-প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৸/০
৯০।	শ্রীগৌড়ীয়বাণী	৷০
	তামিল ভাষায় প্রকাশিত	
৯১।	শরণাগতি	৷০
	তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত	
৯২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া.
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১০ম বর্ষ | ২২ গোবিন্দ ৪৫৪ গৌরাব্দ ২২শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৬ই মার্চ ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার [illegible] সংখ্যা

শ্রীভিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-
বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
শ্রীভক্তিগ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য
ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুসম্বদ্ধ-
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
ইহা মনোযোগের সহিত পাঠ্য।
মূল্য [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীমায়াপুর
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নমালা

[illegible]

শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত

অনুকূল গ্রহণ ও প্রতিকূল-বর্জ্জন যুগপৎ চল্‌তে থাক্‌বে। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ অনুক্ষণ কর্‌তে হ'বে। অনর্থ দূর করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। কুপথ্য বর্জ্জনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখ্‌তে হ'বে। কুপথ্য ও সুপথ্য একসঙ্গে চালা'লে অসুবিধাই হ'বে। প্রভু অভিমান ক'রে দেহ ও মন এখন স্বতন্ত্র হ'য়েছে। আত্ম-নিবেদন হ'লে দেহ ও মন শাসিত হ'বে।

কৃষ্ণবিমুখ [illegible] [illegible] অবস্থা। কৃষ্ণ বলিলে কেবল [illegible] নহে, কার্ষ্ণ [illegible] জীব [illegible]। [illegible] দেওয়া অর্থাৎ 'আমি ত' তোমার', তুমি ত' আমার' এই জ্ঞান হওয়া দরকার। 'আমি ত' তোমার' এইটা বুঝতে না পারিলে [illegible] হ'তে পারি—সর্ব্বক্ষণ এইরূপ অকপট প্রার্থনা করিতে হইবে। নিজের চিন্তা দ্বারা যা কিছু করা—সবই মনের খেলা—মনোধর্ম। সকলে [illegible] হইয়া যান, তখন তাঁহারা নিজেদের [illegible] তিনি ভাবিবেন। কৃপা করা—রক্ষা করা—উদ্ধার করা তাঁহার কাজ। আমাদের কাজ নিজেকে দিয়ে দেওয়া—বলি দেওয়া—শরণাগত হওয়া। [illegible] ঠাকুরের কি কাজ? তাঁহাদের কাজ সেবাপ্রার্থী হওয়া, নিজেকে দেওয়া; বলি [illegible] তাঁ'র সকল ব্যবস্থা করা।

• সাধুদের বাড়ীতে হাঁপাব হয় না। হরিনাম সাধু বাড়ীতে থাকেন না। সাধুর চারণ বন্টাও সেবা করেন ও সেবা লাভ [illegible]। সেই সাধুতে আত্মা হওয়া দরকার—তাঁহার ইচ্ছার নিকট নিজেকে বলি দেওয়া সম্পূর্ণ শরণাগত হওয়া দরকার। তাঁহার হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে হইবে। আমার যা কিছু অনর্থ [illegible] আছে, তখন তিনিই তাহা [illegible] করিয়া দিবেন। আমার নিকট প্রার্থনা ও চেষ্টা থাকিবে যে, কোথায় আমার কোন্ গলদ্ আছে। সাধুর কৃপায় আমি সেই সকল গলদ্ দূর করিবার [illegible] পালনে চেষ্টা করিব। [illegible] নামের কৃপা ও নিজের [illegible] অনর্থ দূরীভূত হলে নিষ্ঠা হইবে।

[illegible] নিষ্কপটে [illegible] বৈষ্ণব—বিগ্রহ নিকষ, [illegible] প্রকাশিত হইলে, তবে সেখানে [illegible] [illegible]। "আমি অযোগ্য, আমি অত্যন্ত কৃপণ; হে প্রভো! আমাকে এই বিশ্বের [illegible], আমা'র প্রতি [illegible], [illegible] কেন? [illegible], আমি ত' [illegible] নই, [illegible] তোমার অহৈতুকী সেবা প্রদান কর।" যে জন্য লোক না দেখাইয়া নিরন্তর একান্তভাবে অকপটে ক্রন্দন করা, তাহাতে [illegible] হয়। কোন [illegible] না করিয়া অপরের [illegible] হইতে বৈষ্ণবের নিকট সর্ব্বদা কৃপা-[illegible] জন্য ক্রন্দন করিতে হইবে, [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] করিতে হইবে। সর্ব্বদা তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে, তাঁহাদের নিকট ক্রন্দন করিতে হইবে—লোক দেখান নহে—কপটতা করিয়া নহে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[illegible]

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ গোবিন্দ আদি ... গৌরাব্দ ৪৫৪

বর্ষশেষে নিবেদন

দেখিতে দেখিতে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ আজ পঞ্চমবর্ষ পূর্ণ করিলেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গই শ্রীনদীয়াপ্রকাশ। নদীয়াতে যিনি প্রকাশিত হইয়াছেন বা নদীয়াকে যিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিই শ্রীনদীয়াপ্রকাশ। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ এ জগতের কোন বস্তু নহেন। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ অপ্রাকৃত বস্তু। দীনচিত্তে শ্রীনদীয়াপ্রকাশের শরণাগত হইলেই শ্রীনদীয়াপ্রকাশ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠের পথে চলা যায়। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের কৃপাতেই শ্রীনদীয়াপ্রকাশের সেবা লাভ হয়। তাই বর্ষশেষে আজ আমরা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীনদীয়াপ্রকাশের নিকট করজোড়ে কৃপাভিক্ষা করিতেছি এবং সর্ব-অকৈতবভাবে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ও শ্রীনদীয়াপ্রকাশের সেবকগণের সকলের নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি, আমরা যেন পরস্পর নিষ্কপট সৌহার্দ্য সহকারে শ্রৌতবাণী কীর্তন করিয়া নিত্যকাল তাঁহাদের সেবা ও সংকীর্তনযজ্ঞ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট-স্থাপন করিতে পারি,—ইহাই আমাদের বর্ষশেষে নিবেদন।

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ বৈকুণ্ঠবার্তাবাহক। বৈকুণ্ঠের অপ্রাকৃত বার্তা বহন করিয়া জীবের দ্বারে দ্বারে প্রত্যহ বিতরণই শ্রীনদীয়াপ্রকাশের কার্য্য। নদীয়াপ্রকাশ দৈনিক পত্র, কিন্তু অমূল্য হইলেও অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবস্তুর [illegible] মূল্য আর কিছুই নহে—একমাত্র 'নিষ্কপট শ্রদ্ধা-মূল্য।' শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা নশ্বর মুদ্রা মাত্র নহে। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা—জীবের মঙ্গল। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ সর্বক্ষণের ভিখারী। 'রাধাকৃষ্ণ বল সঙ্গে চল'—Back to God and back to Home—ইহাই শ্রীনদীয়াপ্রকাশের একমাত্র ভিক্ষা।

যাঁহাদের শ্রীনদীয়াপ্রকাশকে সর্বস্ব প্রদান করিবার বল-ভরসা নাই, তাঁহাদের অজস্র কৃপায় বৈকুণ্ঠবার্তাবহ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ তাঁহাদের সম্মুখে [illegible] একটী [illegible] ভিক্ষা [illegible] করিয়া থাকেন। যেমন [illegible] সর্বস্ব অর্পণ করিতে পারেন না, সেই সকল [illegible] দশোপচার প্রভৃতি একটি নির্দিষ্ট পূজাবিধি স্বীকার করিয়া ঐরূপ অধিকারী জীবের আত্মভোগ ও আত্মপূজা-লিপ্সারূপ অনর্থ ক্রমশঃ নষ্ট করিয়া থাকেন এবং গৃহস্থকুলকে বিত্তশাঠ্যরূপ অপরাধ হইতে বিমুক্ত করিয়া তাঁহাদের সেবাসৌভাগ্য উদয় করাইয়া থাকেন, সেইপ্রকার এক্ষণে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবস্তু শ্রীনদীয়াপ্রকাশও সর্বস্ব-ভিক্ষাধারে অপারক, ছদ্মভিক্ষুক অনর্থযুক্ত মানুষ জীবের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহার [illegible] জীবের সম্পদের কিয়দংশ মাত্র ভিক্ষাস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে শুদ্ধহরিকথা-শ্রবণ ও গুরু-হরিসেবা করিবার সুযোগ প্রদান করেন। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের এত অপার করুণা! শ্রীনদীয়াপ্রকাশ আমাদিগকে রোগমুক্ত ও স্বাস্থ্যবান্ করিবার জন্য প্রত্যহ হরিকথারূপ মহৌষধ বিতরণ করিতেছেন। কিন্তু আমরা এমনই দুর্ভাগা, এমনই [illegible] যে, তাঁহার সুচিন্তিত কথা আমরা গ্রহণ করিতে চাহি না। আমরা অসত্যই বরণ করিতে চাই, [illegible] অসত্যকে সত্য এবং সত্যকে অসত্য মনে করি, সাধুকে দ্বেষ করি, আর অসাধু-[illegible]কে অভ্যর্থনা করিয়া আমাদের অন্তঃপুরে লইয়া আসি।

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ নিরপেক্ষ সত্য—বাস্তব-সত্যের প্রচারক। ভক্তি বা সেবার কথা ব্যতীত অন্য কোন কথা তাঁহাতে নাই। ভগবচ্চরণে শরণাগতি, আত্মনিবেদন [illegible] ব্যতীত অন্য কোন কথা তিনি বলেন না, তাঁহাতে ভোগ বা ত্যাগের কোন কথা নাই। তিনি শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তকীর্তনকারী। তিনি কখনও কপট-আস্তিকতা বা প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, ভাবুকতা, কুটিলতা বা দাম্ভিকতার প্রশ্রয় দেন না। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ সর্বক্ষণ বলেন, [illegible] বা অদার্শনিক ভিত্তির উপরে আস্থা প্রতিষ্ঠিত। মনের খেয়াল—উচ্ছৃঙ্খলতা বা ভাবুকতা—আমার [illegible] ভোগ, আর কৃষ্ণের [illegible] সেবা। ভোগ ও সেবার সমন্বয় হয় না। আত্মেন্দ্রিয়তোষণের ইচ্ছা লেশমাত্র থাকিলে—অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রচ্ছন্নভাবে অতি সামান্য মাত্র একটুও লুক্কায়িত থাকিলে [illegible] কৃষ্ণভজন হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া নিরন্তর শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের সেবাই আদর্শ। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের যে সকল মঙ্গলময় উপদেশ সেবোন্মুখ কর্ণে শ্রবণ করিয়া পান করিলে আমাদের [illegible] নিশ্চয়ই হইবে।

আমরা শ্রীনদীয়াপ্রকাশের সেবার সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য। তাই দয়াময় শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের নিকট করজোড়ে প্রার্থনা জানাইতেছি যে, শ্রীনদীয়াপ্রকাশের [illegible] আমরা যেন শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপদেশমতে দীক্ষিত হইয়া নূতন বিপুল সেবাশা লইয়া আগামী বৎসরে আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত তাঁহার ও তাঁহার সেবকগণের সেবা করিতে পারি।

পরিশেষে আমরা সকলে জীবের চরণে কাকুবাদে জানাইতেছি যে, তাঁহারা সাধু বৈষ্ণব, নিজগুণে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া—সকল অভিমান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিবার আদর্শ দেখাইয়া আমাদিগকে তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে উৎসাহিত করুন—ইহাই আমাদের বর্ষশেষে নিবেদন।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

জহ্নুদ্বীপ

জহ্নুদ্বীপকে জান্নগর বলে। এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পাইয়া জহ্নুমুনি তাঁহার তপস্যা সার্থক করিয়াছিলেন। এই স্থানে গঙ্গাতীরে বসিয়া জহ্নুমুনি একদিন সন্ধ্যা করিতেছিলেন, এমন সময় ভাগীরথী জহ্নুমুনির কোশাকুশি প্রভৃতি ভাসাইয়া লইয়া যান। তাহা দেখিয়া জহ্নুমুনির অত্যন্ত ক্রোধের উদ্রেক হয়। তিনি গণ্ডূষে সমগ্র গঙ্গাজল পান করিয়া ফেলেন। ভগীরথ তাঁহার পিতৃপুরুষের উদ্ধারার্থ গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিতেছিলেন। শ্রীগঙ্গাদেবীর অদর্শনে ভগীরথের চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তিনি উহার কারণ স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। পরে জহ্নুমুনিকে দর্শন করিয়া তাঁহার সেবা করিতে থাকিলে মুনি সন্তুষ্ট হইয়া নিজ অঙ্গ হইতে গঙ্গাকে বাহির করিয়া দেন। তদবধি গঙ্গার একটী নাম জাহ্নবী হইয়াছে। কিছুকাল পরে দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম গঙ্গাতনয় শ্রীভীষ্মদেব মাতামহ জহ্নুর নিকট অবস্থান করিয়া ধর্মশিক্ষা করেন। এই ধর্মতত্ত্ব [illegible] তিনি যুধিষ্ঠির কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার নিকট কীর্তন করেন। শ্রীভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে ভক্তির সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তের পূজাই একমাত্র ধর্ম, ইহা উপদেশ করেন।

বিদ্যানগর

বিদ্যানগর জহ্নুদ্বীপের অন্তর্গত। এই স্থান সর্ববিদ্যার পীঠস্বরূপ। ঋষিগণ এই স্থানের আশ্রয়ে অবিদ্যা জয় করেন। শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপমণ্ডলে শ্রীমায়াপুরে অবতীর্ণ হইবেন জানিয়া দেবগুরু বৃহস্পতি উচ্চপদ পরিত্যাগ করিয়া গৌরসেবার্থ নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত বিদ্যানগরে বাসুদেব সার্বভৌমরূপে অবতীর্ণ হন এবং তথায় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে তিনি নীলাচলে গিয়া মায়াবাদ-শাস্ত্র প্রচার করেন এবং তথায় শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ করেন। এই স্থানে তর্ক-সাংখ্যাদি সমস্ত শাস্ত্রই ভক্তির কিঙ্কর হইয়া ভক্তিদাস্য করিয়া থাকে। এই স্থানে ভক্তিদেবীই সম্রাজ্ঞী আর সকলেই তাঁহার দাস।

মোদদ্রুমদ্বীপ

রামলীলায় ভগবান্ যখন বনবাসী হইয়াছিলেন, তখন তিনি এই স্থানে একটী মহাবটবৃক্ষতলে কুটীর বাঁধিয়া বাস করেন। মামগাছি গ্রামে এক রাম-উপাসক বিপ্র বাস করিতেন। যে দিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রগৃহে আবির্ভূত হন, সেই দিন এই বিপ্র মিশ্রভবনে উপস্থিত ছিলেন। গৌর-প্রকটোৎসব দর্শনে বিপ্র স্থির করিলেন, নিশ্চয়ই আমার প্রভু শ্রীরামচন্দ্র প্রচ্ছন্নভাবে শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রভবনে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই শিশু কখনই প্রাকৃত নহে। প্রাকৃত শিশুর অঙ্গে এরূপ অলৌকিক লক্ষণসমূহ থাকিতে পারে না। মিশ্র ও তৎপত্নী সামান্য মর্ত্ত্যজীব মাত্র নহেন। ইঁহারাও দশরথ-কৌশল্যার স্বরূপ, সন্দেহ নাই। বিপ্র এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মিশ্রভবনকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া মামগাছিতে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু স্বীয় প্রভুর এইরূপ প্রচ্ছন্নভাবে অবতীর্ণ হইবার কারণ নির্দেশ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন এবং নিজ ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের দূর্বাদলশ্যামমূর্তি ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে গৌরসুন্দর তাঁহাকে দর্শন দান করিলেন। স্বপ্নে বিপ্র স্বীয় ইষ্টদেবকে গৌরমূর্তিতে দর্শন করিতেছেন, এমন সময় আবার সেই মূর্তিকে নবদূর্বাদল-শ্যামরূপে দর্শন করিয়া অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইলেন। গৌরসুন্দর স্বীয় ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া নিজ তত্ত্ব জ্ঞাপনপূর্বক ভক্তের নিকট এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে নিষেধ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

এই শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপেই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসাবতার শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের আবির্ভাবভূমি কেবল বাঙ্গলার নহে, সমগ্র বিশ্ববাসীর ভজনপীঠ বা ব্যাসপীঠ। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন নিত্যানন্দ পার্ষদ। তাঁহার কৃপা হইলেই আমরা শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা লাভ করিয়া শ্রীধাম পরিক্রমার অধিকার পাইব। তাঁহার দয়ার তুলনা নাই। ঠাকুরের পূজিত [illegible] নিত্যানন্দের সেবা তাঁহার অর্চাবিগ্রহ শ্রীশ্রীআচার্যত্রিক শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্তগণ কর্তৃক নিয়মিতভাবে সম্পাদিত হইতেছে।

রুদ্রদ্বীপ

বিজ্ঞগণ বলেন, নীল-লোহিতাদি একাদশ রুদ্র এই দ্বীপে গৌরভজন করিয়াছিলেন

কলির এই স্থানের নাম রুদ্রদ্বীপ হইয়াছে। কৈলাসধাম এই রুদ্রদ্বীপেরই প্রকাশমাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর নদীয়ায় প্রকটিত হইবেন জানিয়া শ্রীরুদ্রদেব পূর্ব্ব হইতে নিজগণ সঙ্গে এখানে আগমন করিয়া নানাবিধ বাদ্যাদি সংযোগে আর্ত্তির সহিত গৌরমহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর রুদ্রদেবের এইরূপ আর্ত্তি ও মনোবৃত্তি দেখিয়া স্বজনের অলক্ষ্যে রুদ্রদেবকে দর্শন দান করেন এবং যখন যে এই নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে শচীগর্ভসিন্ধুতে উদিত হইয়া রুদ্রদেবের মনোভিলাষ পূর্ণ করিবেন জানান। রুদ্রদেব শ্রীগৌরসুন্দরকে বিবিধ বিচিত্র স্তবে আরতি করিলে শ্রীগৌরসুন্দর রুদ্রদেবকে আলিঙ্গন করিয়া অন্তর্হিত হন।

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথা

[শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা ২৪।২।৪১]

বিষয়—কলির প্রভাব

অধর্ম্মের বংশপরম্পরা এইরূপ—অধর্ম্মের পত্নী—মিথ্যা। তাহাদের এক পুত্র ও এক কন্যা—দম্ভ ও মায়া। তাহাদের পুত্রকন্যা—লোভ ও শঠতা, তাহাদের পুত্রকন্যা—ক্রোধ ও হিংসা; তাহাদের পুত্রকন্যা—কলি ও দুরুক্তি; তাহাদের পুত্রকন্যা—মৃত্যু ও ভীতি এবং এই দুই জনের পুত্রকন্যা—নরক ও যন্ত্রণা।

অর্জ্জুনের পৌত্র ছিলেন মহারাজ পরীক্ষিৎ। পরীক্ষিৎ যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন পাণ্ডবগণকে উচ্ছেদ করিবার জন্য দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল। সেই অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র উত্তরার গর্ভস্থ সন্তানকে বিনষ্ট করিবার জন্য উত্তরার দিকে ধাবিত হইলে উত্তরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন শ্রীকৃষ্ণ উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়া পরীক্ষিৎকে ব্রহ্মাস্ত্র হইতে রক্ষা করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণুকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া পরীক্ষিতের নাম হইয়াছিল—বিষ্ণুরাত। ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে পরীক্ষিৎ সকল লোককে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, মাতৃগর্ভে যে পুরুষ তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, ইনিই কি সেই?—না ইনি ত' সেই পুরুষ নহেন। এইরূপভাবে সকলকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন বলিয়া তাঁহার অপর নাম পরীক্ষিৎ হইয়াছিল। রাজা হইবার পর পরীক্ষিৎ একদিন দিগ্বিজয় করিবার জন্য বহির্গত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, একজন রাজবেশধারী শূদ্র একটি বৃষ ও একটি গাভীকে অত্যন্ত লাঞ্ছনা করিতেছে। এই বৃষটির তিনটি পদই ভগ্ন; মাত্র এক পদ অবলম্বন করিয়া বৃষটি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং গাভীটি অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রাপ্ত হইয়া রোদন করিতেছে।

মহারাজ পরীক্ষিৎ বৃষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তিনি স্বয়ং ধর্ম্ম এবং এই গাভী স্বয়ং বসুন্ধরা। সত্যযুগে ধর্ম্মের তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য এই চারিটি পদ ছিল। 'ত্রেতাযুগের মানবদিগের আয়ু, বল, মর্য্যাদা, বিদ্যা, অর্থ ও যশের নিমিত্ত দম্ভ বা গর্ব্ব উপস্থিত হওয়ায় ধর্ম্মের 'তপস্যা' নামক পদটি ভগ্ন হইয়া গেল। তপস্যাপ্রভাবে বহু অলৌকিক কার্য্য করিবার শক্তিলাভ করিয়া তাহাদের মনে এইপ্রকার গর্ব্ব উপস্থিত হইয়াছিল যে, আমরা কঠোর তপশ্চর্য্যা করিতে পারি, তপোবলে নানাপ্রকার অপার্থিব ঐশ্বর্য্য লাভ এবং অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি ইত্যাদি। এই প্রকার দম্ভ চিত্ত অধিকার করায় তাহাদের তপঃপ্রভাব বিলুপ্ত হইয়া গেল। দম্ভই হরিভজনের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। সেইজন্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—'দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরাম্।' দম্ভ ত্যাগ করিলে তবেই শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে রতির উদয় হইতে পারে। যদি তপস্যা দ্বারা দম্ভই বৃদ্ধি পায়, পরন্তু ভগবৎপাদপদ্মে রতির উদয় না হয়, তাহা হইলে সে তপস্যায় লাভ কি?

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

যদি হরি আরাধিতই হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আর পৃথক্ করিয়া তপস্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? আর যদি হরিই আরাধিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বৃথা তপশ্চর্য্যায় কি লাভ? ঐ প্রকার তপশ্চর্য্যার দ্বারা কোনপ্রকার বিভূতিলাভ হওয়া ত' দূরে থাকুক, চিত্ত সংযম পর্য্যন্ত হয় না। আপনারা বিশ্বামিত্র ঋষির নাম শুনিয়াছেন। বিশ্বামিত্র বহু সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; কিন্তু মেনকাকে দর্শন করিয়া তাঁহার সেই দীর্ঘ তপস্যাজনিত চিত্তস্থৈর্য্য মুহূর্ত্তের মধ্যে বিনষ্ট হইয়া গেল। আর একজন উগ্রতপা ঋষি ছিলেন, তাঁহার নাম সৌভরি। বহু বৎসর জলমধ্যে তপস্যা করিবার পর মৎস্যের ক্রীড়াদর্শন করিয়া তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইল [illegible] তখন বিবাহ করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করিবার মানসে রাজা মান্ধাতার নিকট গমন করিলেন। মান্ধাতার পঞ্চাশটি সুন্দরী কন্যা ছিল। সৌভরি তাঁহাদের পাণিপ্রার্থী হইলে তাহারা কেহই ঐ প্রকার তপঃক্লিষ্ট, শ্রীহীন, বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত মুনির পত্নী হইতে স্বীকৃত হইল না। মুনি তপঃপ্রভাবে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে পরিতুষ্ট করিয়া পরম রূপবান্ হইলে রাজকন্যাগণের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। মুনির রূপ দর্শনে বিমোহিতা রাজকন্যাগণের প্রত্যেকেই তাঁহার সঙ্গলাভে সমুৎসুক হইলে মুনি যোগবলে এককালে ততগুলি কায়া ছিল, তত সংখ্যক রূপ পরিগ্রহ করিয়া বহু বৎসর কাল ধরিয়া তাঁহাদের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। ক্রমে বহু সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করিল, তথাপি তাঁহার কিছুমাত্র তৃপ্তি হইল না। ক্রমে মুনির নির্ব্বেদ উদিত হওয়ায় তিনি নিজ নষ্ট তপোবলের কথা চিন্তা করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

হরির আরাধনা যে তপস্যা দ্বারা হয় না, সেই প্রকার তপস্যার ফল এইরূপই হইয়া থাকে। কিন্তু হরি যদি আরাধিত হন, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়দমন আপনা হইতেই হইয়া যায়, তজ্জন্য পৃথগ্‌ভাবে কোন প্রকার চেষ্টা করিবার আবশ্যক হয় না। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিলেন দুইজন; একজন রামচন্দ্র খানের প্রেরিত সুন্দরী যুবতী বারবনিতা, আর একজন স্বয়ং মায়াদেবী, যাঁহার প্রভাবে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের জীবকুল মোহিত হইয়া আছে। হরিদাস ঠাকুর কখনও কোন প্রকার মুনিঋষিগণের ন্যায় তপস্যার আচরণ করেন নাই। তিনি প্রত্যহ ত্রিলক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিতেন। বেশ্যাকে দেখিয়াই তিনি বিচার করিলেন—ইনি কৃষ্ণশক্তি, সুতরাং ইঁহাকে কৃষ্ণনাম প্রদান করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পণ করাই আমার কৃত্য। তিন রাত্রি বেশ্যা ঠাকুরের শ্রীমুখে হরিনাম শ্রবণ করিল; তারপর তাহার চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মায়াদেবী পর্য্যন্ত ঠাকুরকে মুগ্ধ করিতে আসিয়া যখন নর্ত্তকীর[illegible] কৃষ্ণনাম দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন

অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

অন্তরে বাহিরে অর্থাৎ নিজের হৃদয়ে, আত্মায় যে ভগবানের দর্শন হয়, বাহিরে সর্ব্বভূতে যদি তাঁহার অধিষ্ঠান দর্শন হয়, তাহা হইলে আর তপস্যার প্রয়োজন কি? যিনি সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব দর্শন করেন, তিনি—

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥

(ভাঃ ১১।২।৪১)

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, জ্যোতিষ্ক, প্রাণিসমূহ, দিক্‌সমূহ, বৃক্ষ প্রভৃতি, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি যে কোন বস্তু দর্শন করেন, সকল বস্তুতেই ভগবদধিষ্ঠান জানিয়া অনন্যচিত্ত হইয়া নমস্কার বিধান করেন। আর যদি সেই ভগবদ্দর্শন না হইল, যদি অন্তর্দর্শন বা বহির্দর্শন লাভ না হইল, তাহা হইলে বৃথা তপস্যার কি প্রয়োজন? ঐ তপস্যা কেবল দম্ভ বৃদ্ধি করাইয়া অবশেষে শোচনীয় ভাবে অধঃপতন ঘটাইয়া থাকে।

[illegible] নামক পদটি ভগ্ন হওয়ায় ধর্ম্মের শৌচ, দয়া ও সত্য এই তিনটি পদ অবশিষ্ট রহিল। ক্রমে মানবগণের মধ্যে স্ত্রী-সঙ্গিতা অর্থাৎ [illegible] প্রবল হওয়ায় 'শৌচ' নামক দ্বিতীয় পদও নষ্ট হইয়া গেল। 'শৌচ'শব্দের অর্থ সদাচার। স্ত্রী-সঙ্গ প্রবল হইলে আর সদাচার থাকিতে পারে না। আজকাল ইহা সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে যে, অত্যন্ত অধিক স্ত্রী-সঙ্গের ফলে বহুলোক সদাচার-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। শৌচ দুই প্রকার—অন্তঃশৌচ ও বহিঃশৌচ। [illegible] [illegible] পাওয়া যায়, [illegible] নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু সদাচার বা বৈষ্ণবাচার সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

স্ত্রীসঙ্গী ভোগী ও কৃষ্ণাভক্ত অর্থাৎ মায়াবাদী—ইহারা অসাধু। ইঁহাদের সঙ্গবর্জ্জনই বৈষ্ণব-সদাচার। স্ত্রীসঙ্গ দুইপ্রকার—অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ও বৈধ স্ত্রীতে অত্যাসক্তি। বিবাহিতা পত্নীর প্রতি অত্যাসক্তিও ভাগবতধর্ম্মের বিরোধী। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"গৃহস্থস্যাপ্যতৌ গন্তুঃ সর্ব্বেষাং ব্রহ্মচারিণাম্। ক্রতৌ গম্যাযুগেতরাং।" এই সকল শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহারা কামাচারী হয়, তাহারা মনুষ্য নামের অযোগ্য। আর যাহারা অবৈধভাবে স্ত্রীগমন করে, তাহারা ত' মনুষ্যপদবাচ্যই নহে, তাহারা দ্বিপদপশু। এই সকল নরপশুর সঙ্গ এবং মায়াবাদীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করাই সদাচার বা শৌচ।

সদাচারোহয়ং যে প্রভুপদকৃতৈ স্তঃ সমুদিতঃ
প্রভোভক্তৈ স্তক্তাঙ্কবচাস্তিপাদানুশীলিতঃ॥

([illegible])

তপস্যা ও শৌচ, এই দুই পাদ বিনষ্ট হইবার পর ধর্ম্মের দয়া ও সত্য—এই দুইটি পাদ অবশিষ্ট রহিল। [illegible] দ্বাপর যুগের [illegible] অভিমান ও হিংসাবৃত্তি প্রবল হওয়ায় [illegible] দয়াও নষ্ট হইয়া গেল। আচার্য্যগণ [illegible] [illegible] [illegible] লোপ পায়। [illegible] উহার ফলে [illegible] নষ্ট হইয়া যায়।

[illegible]
[illegible]॥

[illegible] কথা বলা হইয়াছে, সেই দয়া [illegible], কিন্তু [illegible] [illegible] থাকে

ভক্তি করি যে শুনে চৈতন্য অবতার। সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী [illegible]

শ্রীযোগপীঠ মন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible] অধিকারী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
[illegible] মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

সুরভিকুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধর মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

কুলিয়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ
বাউইগাছি (অনুমান [illegible] নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
[illegible] (নদীয়া)
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয়মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible]

গোপালজীউ মঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible]

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা বাজার (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জিঃ [illegible] ই, পি
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] পাটনা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible], গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ
[illegible], কাশী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখদ কুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

রাধাকুণ্ড [illegible]
সেবক—[illegible]

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

সংকেতবিহারীমঠ
বর্ষাণ, মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

গোবিন্দবিহারী মঠ
[illegible]
পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
[illegible] দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বালুবাজার, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন
পোঃ [illegible], আসাম
সেবক—[illegible] অধিকারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

অমর্ষি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (মানভূম)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্লাট নং ২, [illegible], [illegible] ক্লাপটন, লণ্ডন ই ৫
সেবক—[illegible]

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৮ এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
আমিনাবাদ (আমানগঞ্জ) লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
[illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—[illegible] অধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—[illegible] শ্রীরাধাগোবিন্দ বাবাজী

পরবিদ্যাপীঠ, [illegible],
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ১ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
সংবাদে প্রতি লাইনে	।॰	।৵॰	।৵॰	
" ইঞ্চি	২৲	১।॰	১।॰	১৲
" " সিকি কলম	৩৲	৪৲	৯৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৯৲	৯৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

বিজ্ঞাপনে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪।॰
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸॰
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ .... বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ; ই গ্রন্থখানি ... কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্র (charts) ... অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র দুই আনা।

প্রাপ্তিস্থান - শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

নবযুগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ভাবের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করেন, তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।॰ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান — নবযুগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে শাস্ত্রের আলোকে জগতের মানবগণের সাম্প্রদায়িক, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, ... ও ভক্তিসম্বন্ধে আলোচনা-বিষয়সমূহে গৌড়ীয় শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ, তাহাদের সর্বসিদ্ধান্ত সকলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান— নবযুগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর —গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।॰ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ... শ্রেণী মাত্র ৬।॰ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর পূর্ণ জীবনচরিত, কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ... শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৮৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান —

শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী

শ্রীযোগপীঠ প্রকাশক, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিস্বামী মহামহোপদেশক ... ভক্তিপ্রসাদ ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, ... মহোদয় ... শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক অপূর্ব্ব ... সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে বৈশিষ্ট্য, অভিনবত্ব ও মৌলিকতা আছে, তাহা বিরল। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের সারাংশ, প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচীপত্র ... শ্রীগীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের অন্বয় ... অর্থ ও ... তাৎপর্য্য, তৎপরে শ্রীল শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার সরল ব্যাখ্যা, মূল-শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ... পাঠ করিয়া সকলেই প্রভূত লাভবান্ হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। ... অতি অল্প পুস্তক এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ-সংকলন। ভিক্ষা ১৷৹ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বর্ণানুক্রমে শ্লোকসূচী, বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও ব্যক্তির পরিচয় সহ শ্রীগৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ১৫০০ পৃষ্ঠার উপর ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা ৭৷৹ ... ৬৷৹।

প্রাপ্তিস্থান – শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গল্পাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা চারি আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা

প্রাপ্তিস্থান- শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীভূপতিরঞ্জন দাস এম্ এ, বি-এল, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম)

যাইবার

কলিকাতা ছাঃ	৫-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩ ১-	১৭-৭৬	১৭-৫৬	২৩
দমদম	৪-৫৬	৬-৭.	৭ ২৮	১০-১৯	১৩-২৬			২২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৯	৮ ৪	৯ ১৮	১৩-২৮	১৪-৫১	১৮-৫১	১৯-৩৪	০-৪৮
রেলওয়ে ছাঃ	৬-২৮	৮-৪	৯-৩৩	১৭-৩৪	১৫ ৫	১৮-৭৯	২০-৩০	১-৩০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১০-৩৪	১৫ ৪১	১৯ ১৫	২১-৫	১- ১

(বেল) ছাঃ	৭-১০	১০-৩১	১৭ ৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-১১	১৮-১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১ ০
দমদম ১১ ১১
রাণাঘাট পৌঃ ১ ৫৫
" ছাঃ ৩-০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৮
(বেল) ছাঃ ১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৪

আসিবার

নামিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৯-৩	১১ ৪	১	১২	১৬-৮	১৮-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৩	৮-৩৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-০৮	১৯-১৯	

ছাঃ	৭-১০	৮ ৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬ ৫	[illegible]	১০-৪৬	৬-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৫৫	৯-৭৪	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭-৫	২০-৩	[illegible]	৪ ১০
(বেল) ছাঃ	৭-৫০	৯ ৫০	১২-৪৬	৫-৫৫	১৭ ৮	২০ ১	২১-২৫	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৫৬	১৯-২	১৭ ২৬	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪ ১৬	১৭-৫৫	১৯ ৪০	২৩-১৫	৩-১৬	

ঠাকুরের অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত ... 'সজ্জনতোষণী'-র অনুগত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক। অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—শ্রীবিশ্বজয়ী শুদ্ধভক্ত পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীধাম ... হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত ... সম্পাদিত উৎকল পত্রিকা। কটক সত্যভামাপুর ... হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ... সম্পাদিত ... পত্রিকা। ... গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-বেদান্ত বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম পরমহংস ... শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত ... উপদেশাবলী ... সকল পরিপ্রশ্ন ও তাহার উত্তর ... শ্রীগৌড়ীয় ... শ্রীকৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তের ... অপূর্ব্ব উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ ... সংগ্রহকারী ও আত্মমঙ্গলকামীমাত্রেই অবশ্যপাঠ্য।

ভিক্ষা—৸৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনবদ্বীপ-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে ত্রিদণ্ডি-স্বামিগণের দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, [illegible], কলিকাতা।

৩। [illegible] প্রেস

কৃষ্ণনগর সহরে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

শঙ্কর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণশীর্ণকায় দুর্ব্বল পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার জন্য ... ইহা অবশ্যই ... ভিতর, প্লীহা যকৃৎ ... একটু ... এক বোতল খাইলেই বুঝিবেন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক ... ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৴৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১০।৫ উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

বেলেঘাটা, ২৪ পরগণা